বিশ্বকোষ।

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-গণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ্, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমীমতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা, শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

দশম ভাগ।

নান্দীমুখ—পর্ত্তুগাল।

(১৪ নং তেলিপাড়া, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

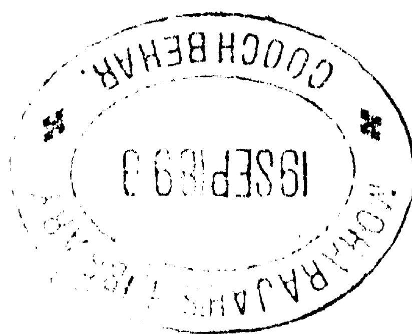
কলিকাতা

৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেসে

ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৬।

মূল্য ১৩॥০ টাকা।


COOCH BEHAR.

বিশ্বকোষ।

দশম ভাগ।

নান্দীমুখ (পুং) 'নান্দ্যৈ বৃদ্ধ্যর্থং মুখং যস্য। ১ কূপাদি মুখবন্ধন। ২ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধভোজী পিতৃগণ।

"নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী।" (বিষ্ণুপু°)

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ৬ জন বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া থাকেন। (গোভিলসূত্র)

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধকে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কহে, বৃদ্ধির জন্য এই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, এই জন্য ইহাকে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও বলে। রঘুনন্দন আভ্যুদয়িক শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

"অভ্যুদয়ঃ ইষ্টলাভঃ বিবাহাদিঃ। তদর্থং শ্রাদ্ধং আভ্যুদয়িকং, তচ্চ ভূতভবিষ্যদ্ভেদেন দ্বিবিধং ভূতং পুত্রজন্মাদি ভবিষ্যদ্বিবাহাদিঃ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

ইষ্টবস্তু লাভের নাম অভ্যুদয়, এই জন্য বিবাহাদিকে অভ্যুদয় কহে, এই অভ্যুদয় নিমিত্ত যে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার নাম আভ্যুদয়িক। এই আভ্যুদয়িক ভূত ও ভবিষ্যদ্ভেদে দুই প্রকার। অভ্যুদয় হইবে এই উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহার নাম ভবিষ্যৎ, যথা বিবাহ প্রভৃতি। বিবাহাদি স্থলে বিবাহ হইবার আগে বিবাহ হইবে এই উদ্দেশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে ভবিষ্যৎ বলা যায়। অভ্যুদয় হইলে পর যে শ্রাদ্ধ করা হয় তাহাকে ভূত কহে; যথা—পুত্রজন্মাদি।

যে দিন বিবাহ প্রভৃতি হইবে, আভ্যুদয়িককর্ত্তা তাহার পূর্ব্বদিন যথাবিধি সংযম করিয়া থাকিবেন, পর দিন যথাস্থানে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া নান্দীমুখ শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। নির্ণয়সিন্ধুতে এইরূপ লিখিত আছে—

পুত্রকন্যার জন্ম, বিবাহ ও উপনয়ন, ইহাতে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিতে হয় এবং দেবব্রত, গর্ভাধান, যজ্ঞ, পুংসবন, দেবতারাম, তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা, সকল উৎসব রাজ্যাভিষেক, বালান্নভোজন প্রভৃতিতে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। এই সকল কার্য্য উপস্থিত হইলে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া ঐ সকল কার্য্য করিতে হইবে। বৃদ্ধিকার্য্য উপস্থিত হইলে বা তাহার সম্ভাবনায় ঐ সকল কার্য্যের বিঘ্নশান্তির জন্য নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পিতৃগণ বংশধরগণের অভ্যুদয়বশতঃ এই শ্রাদ্ধ ভোজন করিয়া নিরতিশয় প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন, এইজন্য ইহাকে নান্দীমুখশ্রাদ্ধ কহে। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে যাহারা ইহার অনুষ্ঠান না করে, তাহাদের কার্য্য নিষ্ফল ও হীন হয়। তাহা আসুরবিধি বলিয়া গণ্য।

"বৃদ্ধৌ ন তর্পিতা যে বৈ পিতরো গৃহমেধিভিঃ।
তদ্ধীনমফলং জ্ঞেয়মাসুরো বিধিরেব সঃ॥" (শাতাতপ)

বোপদেব ও কালাদর্শ মতে নিম্নলিখিত কার্য্যে নান্দীমুখানুষ্ঠান বিধেয়। সীমন্ত, ব্রত, চূড়া, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, স্নান, গর্ভাধান, বিবাহ, যজ্ঞ, তনয়োৎপত্তি, প্রতিষ্ঠা, পুংসবন,

গৃহপ্রবেশ, পুত্রাদির মুখাবলোকন, আশ্রমস্বীকার, রাজ্যাভি-ষেক ও প্রথম ঋতুদর্শন এই সকল কার্য্যে নান্দীমুখশ্রাদ্ধ করিতে হইবে।*

"কন্যাপুত্রবিবাহেষু প্রবেশে নববেশ্মনঃ।
নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা॥
সীমন্তোন্নয়নে চৈব পুত্রাদিমুখদর্শনে।
নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

পুত্রকন্যার বিবাহ, নবগৃহপ্রবেশ, সীমন্তোন্নয়ন, পুত্রাদির মুখদর্শন, নামকরণ, চূড়াকর্ম্ম প্রভৃতি, অন্নপ্রাশন, পুত্রোৎপত্তি-নিমিত্তক পুংসবন, গর্ভাধান, দেবতা, বৃক্ষ ও জলাশয়াদিপ্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রা ও বৃষোৎসর্গ, এই সকল কার্য্যে নান্দীমুখ বিধেয়। তীর্থযাত্রা স্থলে তীর্থযাত্রা করিবার পূর্ব্বে এবং তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

মৈথিলপণ্ডিতেরা বলেন—নিষ্ক্রমণ ও অন্নপ্রাশনে এই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না, কিন্তু ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ রাজমার্ত্তণ্ড প্রভৃতিতে লিখিত আছে—সুতোৎপত্তি, শ্রাদ্ধ ও অন্নপ্রাশনে এই শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

"নামকর্ম্মণি বালানাং চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা।"

ইত্যুক্তে নিষ্ক্রমান্নপ্রাশনয়োর্নশ্রাদ্ধমিতি মৈথিলাঃ তন্ন পূর্ব্বোক্তবিরোধাৎ নানিষ্টেৃতি বিরোধাৎ,

"সুতোৎপত্তৌ তথা শ্রাদ্ধে অন্নপ্রাশনিকে তথা।"

ইতি রাজমার্ত্তণ্ডোক্তে (নির্ণয়সিন্ধু)

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে প্রথমে মাতা পরে পিতার শ্রাদ্ধ এবং তদনন্তর মাতামহের শ্রাদ্ধ করিবে। মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ-প্রমাতামহ ইহাদের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

"মাতৃশ্রাদ্ধন্তু পূর্ব্বং স্যাৎ পিতৃণাং তদনন্তরম্।
ততো মাতামহানাঞ্চ বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

এই শ্রাদ্ধে বিশেষ এই, পূর্ব্বদিনে মাতৃশ্রাদ্ধ, কর্ম্মদিনে পিতৃ-শ্রাদ্ধ ও তৎপরদিনে মাতামহশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। ইহাতে অশক্ত হইলে পূর্ব্বদিনে এবং তাহাতেও অশক্ত হইলে পূর্ব্বাহ্নে ইহা করিতে হইবে। মধ্যাহ্নকালে শ্রাদ্ধসকল বিহিত হইয়াছে, কিন্তু এই নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে করিতে হইবে। কেবল পুত্রজন্মনিমিত্তক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে এই নিয়ম নহে। কারণ কখন্ পুত্র-জন্ম হইবে, যখন তাহার কিছুই নিশ্চয়তা নাই। তজ্জন্য এই শ্রাদ্ধ কালেরও কোন সময় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। যখন পুত্র হইবে, তখনই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। এই পুত্রোৎপত্তি ভিন্ন অন্য যে কোন কার্য্য পূর্ব্বাহ্ণে নান্দী শ্রাদ্ধসম্পন্ন করিয়া তাহার পর করিতে হইবে। আধানাঙ্গ নান্দীশ্রাদ্ধ অপরাহ্ণকালে বিধেয়।

"মাতৃশ্রাদ্ধন্তু পূর্ব্বেদ্যুঃ কর্ম্মাহনি তু পৈতৃকম্।
মাতামহং চোত্তরেদ্যুর্বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্॥
অত্রাপ্যশক্তৌ সএব
পৃথক্ দিনেপ্যশক্তশ্চেদেকস্মিন্ পূর্ব্ববাসরে।
শ্রাদ্ধত্রয়ং প্রকুর্ব্বীত বৈশ্বদেবন্তু তান্ত্রিকম্॥
বৃদ্ধমনুরপি—
অলাভে ভিন্নকালানাং নান্দীশ্রাদ্ধত্রয়ং বুধঃ।
পূর্ব্বেদ্যুর্বৈ প্রকুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে মাতৃপূর্ব্বকম্॥
অত্রি—পূর্ব্বাহ্ণে বৈ ভবেদ্বৃদ্ধির্বিনাজন্মনিমিত্তকম্।
পুত্রজন্মনি কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং তাৎকালিকং বুধঃ॥
ইতি এতদনিয়তনিমিত্তপরং।
নিয়তেষু নিমিত্তেষু প্রাতর্বৃদ্ধিনিমিত্তকম্।
তেষামনিয়তত্বে তু তদানন্তর্য্যমিষ্যতে॥
ইতি লৌগাক্ষিস্মৃতেঃ" (নির্ণয়সিন্ধু)

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ জীবিত থাকিলে তদুদ্দেশে নান্দীশ্রাদ্ধ বিধেয় নহে, পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এই নান্দী-শ্রাদ্ধে প্রথমে মাতৃশ্রাদ্ধ পরে পিতৃশ্রাদ্ধ ও তাহার পর মাতামহ-শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, এই নান্দীমুখশ্রাদ্ধ মাতৃপ্রভৃতি তিন তিন করিয়া নবদৈবত্যশ্রাদ্ধ হইবে।

"অকৃত্বা মাতৃযাগং তু যঃ শ্রাদ্ধং পরিবেষয়েৎ।
তস্য ক্রোধসমাবিষ্টা হিংসামিচ্ছন্তি মাতরঃ॥"

(নির্ণয়সিন্ধুধৃত শাতাতপ)

এই সকল বচনানুসারে পূর্ব্বে মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তাহার পর পিতৃশ্রাদ্ধ ও পিতামহ শ্রাদ্ধ বিধেয়। কিন্তু সামবেদি-

---

* "অন্নস্তথোপনয়নে বিবাহে পুত্রকন্যয়োঃ।
পিতৄন্নান্দীমুখান্নাম তর্পয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্॥
দেবব্রতেষু চাধানযজ্ঞপুংসবনেষু চ।
নবান্নভোজনে স্নানে উঢ়ায়াঃ প্রথমার্ত্তবে॥
দেবারামতড়াগাদিপ্রতিষ্ঠাসুৎসবেষু চ।
রাজাভিষেকে বালান্নভোজনে বৃদ্ধিসংজ্ঞকান্॥
যজ্ঞোদ্বাহপ্রতিষ্ঠাসু মেখলাবন্ধমোক্ষয়োঃ।
পুত্রজন্মবৃষোৎসর্গে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং সমাচরেৎ॥
যোগদেবকালাদর্শৌ—সীমন্তব্রতচোলনামকরণান্নপ্রাশনোপায়নস্নানাধান-বিবাহযজ্ঞতনয়োৎপত্তিপ্রতিষ্ঠাসু। পুংসূত্যাবসথপ্রবেশনসুতাদ্যাস্যাবলোকা-শ্রমস্বীকারক্ষিতিপাভিষেকপ্রতিভাদ্যেতৌ চ নান্দীমুখম্।
আদ্যাত্বাভ্যুদয়িকং কর্ম বৃদ্ধিপূর্ত্তেষু কর্ম্মসু।
পুংসে সবনসীমন্তচোলোপনয়নেষিহ।
বিবাহে চাগ্ন্যাধেয়ে অন্যূতি জ্যোতকর্ম্মণি।
ইদং শ্রাদ্ধং অনুবর্ত্তেত বিনা বৃদ্ধিনিমিত্তকম্॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

দিগের নান্দীশ্রাদ্ধে ষড়্‌দৈবত্য অর্থাৎ ৬ জনের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, যথা—পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এই ৬ জনই শ্রাদ্ধীয় পিতৃগণ। প্রথমে মাতৃশ্রাদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সামবেদিদিগের মাতৃপক্ষ না থাকায় প্রথমে পিতৃপক্ষ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, পরে মাতামহ পক্ষ মাতামহ, প্রমাতামহ, ও বৃদ্ধপ্রমাতামহের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। যজুঃ ও ঋগ্বেদিদিগের নবদৈবত্য, পিতৃ, মাতৃ ও মাতামহ পক্ষ জানিতে হইবে।

নান্দীশ্রাদ্ধে প্রতিমা বা পটে ষোড়শমাতৃকা অঙ্কিত করিয়া পূজা করিতে হয়। ষোড়শমাতৃকা পূজার পূর্ব্বে গণপতিপূজা করিতে হইবে। গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, শান্তি, পুষ্টি, ধৃতি, তুষ্টি, আত্মদেবতা ও কুলদেবতা এই ১৬ জন কুলমাতৃকা বা ষোড়শমাতৃকা। ইহাদের পূজার পর গৃহভিত্তিতে ঘৃতদ্বারা ৫টী বা ৭টী বসুধারা দিতে হইবে, ইহা যেন নাতিনিম্ন ও নাত্যুচ্চ না হয়। পরে যথাবিহিত শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। (নির্ণয়সিন্ধু) শ্রাদ্ধতত্ত্বে ইহার ব্যবস্থাদির বিষয় লিখিত আছে।

[অন্যান্য বিবরণ ও শ্রাদ্ধপ্রয়োগ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ শব্দে দেখ।]

নান্দীমুখী (স্ত্রী) নান্দ্যৈ বৃদ্ধ্যর্থং মুখং যস্যাঃ ঙীপ্। ১ সামগেতর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধভোজি মাতৃগণ। (যজুর্ব্বেদীয় বৃদ্ধিশ্রাদ্ধপ°)

২ কুধান্যবিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ২৪ অ°)

৩ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকিবে, তাহার মধ্যে ৭।৮।১০।১১।১৩।১৪ বর্ণ গুরু, ইহা ভিন্নবর্ণ লঘু। লক্ষণ—

"স্বরভিদি যদি নৌ তৌ চ নান্দীমুখী গৌ।" (ছন্দোম°)

"সরসথগকুলালাপনান্দীমুখীয়ং
লহরিভুজলতা চারুফেনস্মিতশ্রীঃ।
মুরহরকলয়াসত্তিমাসাত্ত কিস্তে
প্রমুদিতহৃদয়া ভানুজা নৃত্যতীহ॥" (ছন্দোম°)

৪ অবন্তীনগরবাসিনী মুনিকন্যা। ইনি কৃষ্ণলীলা দর্শন জন্য ব্রজবাসিনী হইয়া পৌর্ণমাসী আশ্রমে বাস করিতেন।

(বৃন্দাবনলীলা° ভক্তমাল)

নান্দীবাদিন্ (ত্রি) নান্দীং বদতীতি নান্দী-বদ-ণিনি। ১ নান্দীশ্লোকপাঠকারী। ২ নান্দীবাদনশীল, ভেরীবাদনশীল। (ভরত)

নান্দীশ্রাদ্ধ (ক্লী) নান্দীনিমিত্তং নান্দ্যর্থং বা শ্রাদ্ধম্। নান্দীমুখশ্রাদ্ধ, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। [নান্দীমুখ দেখ।]

নান্দের, দাক্ষিণাত্যে আহ্মদনগরের ২০ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে অকবরের রাজত্বকালে আহ্মদনগরের শাসনকর্ত্তা খানখানানের পুত্র মির্জা এরিচের সহিত, কুতবশাহী ও আদিলশাহী রাজ্যের অন্তর্গত যাবতীয় রাজ্যের শাসনকর্ত্তা মালিক অম্বরের এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মালিক অম্বর পরাজিত হন।

নান্নুর, বীরভূম জেলায় সিউড়ী হইতে ১২ ক্রোশ পূর্ব্বে স্থিত একটী গ্রাম। এখানে কবি চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন।

[চণ্ডীদাস দেখ।]

নান্যদেব, নেপালের কর্ণাটকবংশীয় প্রথম রাজা। ইনি জয়দেবমল্ল ও আনন্দমল্লকে পরাজিত করিয়া নেপালে যাবতীয় রাজ্য অধিকার করিয়া লয়েন। ইনি ভাটগাঁও নামক স্থানে ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন।

নাপিত (পুং) ন আপ্নোতি সরলতামিতি ন-আপ-তন্ ইট্ চ (নঞ্যাপইট্ চ। উণ্ ৩।৮৭।) সঙ্করজাতিবিশেষ।

কুবেরীপুরুষ হইতে পটিকারীস্ত্রীর গর্ভে এইজাতির উৎপত্তি।

"কুবেরিণঃ পটিকার্য্যাং নাপিতঃ সমজায়ত।" (পরশুরাম)

পরাশরপদ্ধতিতেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু বিবাদার্ণবসেতুর মতে এই জাতি ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

"আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাপিতৌ।
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ॥" (মনু ৪।২৫৩)

শূদ্রের মধ্যে নাপিতাদি ভোজ্যান্ন। গোপ ও নাপিত ইহারা সৎশূদ্র মধ্যে পরিগণিত। পরাশরপদ্ধতিতে আরও একটী বচন দেখিতে পাওয়া যায়—

"শূদ্রকন্যাসমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।
সংস্কৃতস্তু ভবেদ্দাসো হ্যসংস্কারৈস্তু নাপিতঃ॥" (পরাশর)

ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রকন্যার গর্ভজাত সন্তান যদি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে নাপিত এবং সংস্কৃত পুত্রকে দাস কহে। ইহার পর্য্যায়—ক্ষুরী, মুণ্ডী, দিবাকীর্ত্তি, অন্ত্যাবসায়ী, ছত্রী, বাৎসীসুত, নখকুট্ট, গ্রামণী, চক্রিল, মুণ্ড, ভাণ্ডপুট। (অমর, শব্দর° জটা°)

নাপিতজাতি মানবদিগের মধ্যে ধূর্ত্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ পক্ষিণাঞ্চৈব বায়সঃ।
দংষ্ট্রিণাঞ্চ শৃগালস্তু শ্বেতভিক্ষুস্তপস্বিনাম্॥" (পঞ্চতন্ত্র ৩।৭৩)

ক্ষৌরকার্য্যই এই জাতির উপজীবিকা। অশৌচান্তে ইহারা ক্ষৌরকার্য্য করিলে শুদ্ধি হয়। তন্ত্রমতে ইহাদের স্ত্রী কুলনায়িকা হইতে পারে।

"নটী কাপালিনী বেশ্যা কুলটা নাপিতাঙ্গনা।" (তন্ত্রসার)

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, হস্তানক্ষত্রে শনি থাকিলে নাপিতের অমঙ্গল হয়। (বৃহৎস° ১০।৯)

নাপিত জাতি কৃত্তিকানক্ষত্রের অধীন। (বৃহৎস° ১৫।১)

বাঙ্গালায় নাপিত জাতি সাধারণতঃ ষোলভাগে বিভক্ত—আনরপুরিয়া, বামনবেনে, বারেন্দ্র, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, পশ্চিমরাঢ়ী, মামুদাবাজী, সপ্তগ্রামী, সাতঘরিয়া, খোট্টা, নোয়াখালির 'ভুলুঁয়ানাপিত,' সন্দীপা নাপিত, ২৪ পরগণার হালদার পরামাণিক, কোলিয়া পরামাণিক, হাঁসদহা-পরামাণিক ও মুক্তগঞ্জী পরামাণিক। ইহাদের মধ্যে উত্তররাঢ়ীরা আপনাদিগকে, দক্ষিণ ও পশ্চিমরাঢ়ী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে। যেহেতু তাহারা বলে যে, তাহাদের কোন পূর্ব্বপুরুষ ক্ষৌরকার্য্যে এরূপ দক্ষ ছিলেন যে, নদীয়ার কোন রাজাকে নিদ্রিতাবস্থায় ক্ষৌর করিতেন। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক জমিজমা দান করিয়া এই আদেশ করেন যে, তিনি অথবা তাঁহার বংশধরগণ কখনও কোন হীনজাতির স্ত্রী বা পুরুষের পদনখে হস্ত দিতে পারিবেন না। রাঢ়ীদিগের মধ্যে আবার কুলীন ও মৌলিক আছে, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধা নাই। আনরপুরিয়া নাপিতেরা জাতীয় ব্যবসা না করিয়া বাণিজ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অনেকে নাএব ও মুহুরীর কার্য্যও করিয়া থাকে। সগোত্রে বিবাহ দোষাবহ হইলেও এই নিয়ম সকলে প্রতিপালন করে না। ৬ হইতে ১০ বর্ষ বয়সের মধ্যে ইহাদের কন্যাদিগের বিবাহ হইয়া থাকে। ঘটকে প্রথমতঃ বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে, পরে বরপক্ষীয় একজন বা অধিক লোক কন্যার বাটী যাইয়া কন্যা দেখিয়া বিবাহের কন্যাপণ স্থির করিয়া আইসে। এই পণ সাধারণত ১০০ টাকার কম হয় না, সময় সময় ২০০ হইতে ২৫০ টাকা পর্য্যন্তও হয়। কন্যাপক্ষীয়েরাও ঐরূপ বর দেখিয়া যায় ও এই সময় পাণ, সুপারি, মৎস্য, দুগ্ধ ও অন্যান্য দ্রব্য পরস্পরে আদানপ্রদান করে। পাণ-দানের পর, বরপক্ষীয়েরা কন্যাকে ও কন্যাপক্ষীয়েরা বরকে টাকা, গহনা প্রভৃতি উপহার দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। তৎপরে বিবাহের দিন ধার্য্য হয় ও পণের টাকার কতকাংশ অগ্রিম দেওয়া হয়। বিবাহের দুই দিবস অগ্রে বর ও কন্যাপক্ষীয় কোন লোক পিতৃপুরুষের সন্তোষের জন্য নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করে। পরদিবস অধিবাস হয়। বরকে তৈল ও হরিদ্রা মাখাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করায় এবং এক সধবা স্ত্রী কুলায় প্রদীপ প্রভৃতি হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত উপকরণ দ্রব্যাদি রাখিয়া বরকে বরণ করে।

বিবাহের দিন বরকে সাতবার তৈল ও হরিদ্রা মাখাইয়া স্নান ও নূতন পট্টবস্ত্র পরিধান করায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে বর গাড়ী বা পাল্কীতে উঠিয়া বিবাহ করিতে যায় ও বাজনা বাজিতে থাকে। কন্যাপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা তাহাকে সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করে ও পূর্ব্বোক্ত কুলার তাহাকে সাতবার বরণ করে ও উলু দিতে থাকে। তৎপরে পট্টবস্ত্রপরিধানা কন্যা ও বর সভাস্থলে উপস্থিত হইলে, পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করাইয়া তাহাদিগের বিবাহ দেন। বর, কন্যা ও কন্যার পিতা পুরোহিতোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকে। তদনন্তর কন্যার হস্ত বরের হস্তের উপর স্থাপন করে এবং সর্ব্বশেষে গৌরবচন পাঠ করিলে বিবাহকার্য্য সম্পূর্ণ হয়। বিবাহের পর বর ও কন্যা হিন্দু প্রথামত বাসরঘরে নীত হয় ও তথায় প্রথামত হাস্য পরিহাস প্রভৃতি হয়। পরদিবস জাঁকজমকের সহিত কন্যাকে বরের বাটীতে লইয়া যায়। কন্যা সাধারণতঃ এক সপ্তাহ স্বামীর বাটী থাকিয়া পিতৃভবনে প্রত্যাগমন করে।

নাপিতদিগের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহারা এক বিবাহেই সন্তুষ্ট থাকে। ইহাদের স্ত্রী যদি অসচ্চরিত্রা হয়, তবে পঞ্চায়তেরা স্ত্রী ও স্বামী উভয়কে ডাকিয়া বিচার করে ও যদি স্ত্রীর অসচ্চরিত্রতা প্রমাণ না হয়, তাহা হইলে স্বামী ঐ স্ত্রীকে আশ্রয় দিতে বাধ্য হয় ও একঘরিয়া হইয়া থাকে।

নাপিতদিগের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক; শাক্ত এবং শৈবও দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। ইহারা মৃতদেহ লইয়া গিয়া দাহ করে এবং মৃত্যুর দিবস হইতে ত্রিংশদিবসে মৃতের শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

পরাশর মতে, ইহারা নবশাখজাতির মধ্যে গণ্য। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের জলপান করিয়া থাকেন। ইহাদের খাদ্য মান্য হিন্দুদিগের খাদ্য সদৃশ। বৈষ্ণব নাপিতেরা মাংস ভক্ষণ করে না, কিন্তু গাজর, বাঘার প্রভৃতি কয়েকপ্রকার মৎস্য ভিন্ন অন্য সর্ব্বপ্রকার মৎস্য আহার করে। অনেকে কেবলমাত্র শাক সবজি ভক্ষণ করে। শাক্তেরা দেবোদ্দেশে নিবেদিত ছাগ ও ভেড়ার মাংসও ভক্ষণ করিয়া থাকে। মদ্যপান সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিষেধ নাই।

তাহারা সর্ব্বত্রই পুরুষানুক্রমে ক্ষৌরকার্য্য করে এবং ঐ কার্য্য জন্য তাহারা প্রায়ই নিষ্কর জমি পাইয়া থাকে। বড় বড় সহরে তাহারা নগদ পয়সা উপার্জ্জন করে।

হিন্দুদিগের যাবতীয় শুভকার্য্যে নাপিতের উপস্থিত থাকা আবশ্যক। হিন্দুস্ত্রীরা প্রসূত হইলে অথবা কোন হিন্দুর কোন প্রকার অশৌচ হইলে, নাপিতেরা নখ আঁচড়াইয়া বা কাটিয়া না দিলে প্রসূতি শুদ্ধ হয় না। প্রধানতঃ সপ্তগ্রামী নাপিতদিগের স্ত্রীলোকেরা হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করে।

নাপিতেরা কেহ কেহ অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া থাকে। কেহ স্ফোটক অস্ত্র করে, বসন্ত হইলে টীকা দেয় এবং যাবতীয় উপদংশ

বা অন্তপ্রকার ক্ষতের চিকিৎসা করিয়া থাকে। তাহারা চিকিৎসা শিক্ষার জন্য কবিরাজের নিকট থাকে। বসন্তটীকা নামক একখানি গ্রন্থ তাহাদের চিকিৎসা গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কিন্তু প্রায় কেহই উহা পাঠ করে না।

যাহারা কবিরাজী করে, তাহারা অনেক সময় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। পল্লীগ্রামে তাহাদের অত্যন্ত প্রভুত্ব। কেহ কেহ ব্যবসা করে। আবার আজকাল ইংরাজী শিক্ষার গুণে দুই একজন উচ্চ চাকরী করিতেছে।

নাপিতদিগকে কোন ইতর জাতির বাটীতে হলচালনা বা তদ্রূপ অন্ত কোন কার্য্য করিতে দেখা যায় না। পূর্ব্ব বাঙ্গলায়, তাহারা অপর সৎশূদ্রের ন্যায় মুসলমান ও য়ুরোপীয়দিগকেও ক্ষৌরি করিয়া থাকে, কিন্তু চণ্ডাল, ভূঁইমালী প্রভৃতি জাতির ক্ষৌরকার্য্য স্বীকার করে না। ইহারা শুঁড়িদিগের ক্ষৌরকার্য্য করে বটে, কিন্তু নখ কাটে না।

নাপিতদিগের জাতীয় একতা বেশ আছে। কেহ কোন নাপিতের অনিষ্ট করিলে বা তাহাকে রূঢ় কথা বলিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ দলবদ্ধ হয় ও অনিষ্টকারীর ক্ষৌরকার্য্য বন্ধ করে। সুতরাং মিষ্ট কথা বা অর্থ দ্বারা আবার তাহাদের ক্রোধ শান্তি করিতে হয়।

নাপিত যেমন লোকের ঘরের কথা জানিতে পারে, এরূপ আর কেহ পারে না। কারণ তাহারা প্রত্যেকের বাটীর ভিতর পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে।

পূর্ব্ববঙ্গে নাপিত জাতির মধ্যে নর্ত্তক নামক এক শ্রেণী আছে। ডাক্তার ওয়াইজ্ তাহাদিগকে হিন্দুস্থানের ব্রাহ্মণ-কথক বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ তাহাদিগকে 'নুরি' শ্রেণীভুক্ত করিয়া থাকেন। আধুনিক নর্ত্তকেরা বলে যে, ভরদ্বাজ মুনির ঔরসে ও এক নর্ত্তকীকন্যার গর্ভে তাহাদের উৎপত্তি। হিন্দুস্থানে উক্ত কথকেরা অদ্যাপিও উপবীত ধারণ ও শূদ্রদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে। বিক্রমপুরের নড় শ্রেণীরা ইন্দ্র কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত এক নর্ত্তকীগর্ভ হইতে উৎপন্ন বলিয়া থাকে। এই নড়দিগের সংখ্যা অতি অল্প বলিয়া নীচ জাতি মধ্যে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে ও সেই জন্য উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছে। ইহাদের ভরদ্বাজ গোত্র, উপাধি—নন্দি, ভক্ত ইত্যাদি। ইহারাও পূর্ব্বোক্ত নাপিতদিগের ন্যায় ত্রিংশদ্দিবসে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে এবং দেবল ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। ইহারা চণ্ডাল, ভূঁইমালী প্রভৃতি নীচজাতি ব্যতীত সর্ব্বজাতির বাটী নাচিয়া থাকে। ইহারা শৈশবে নৃত্য শিক্ষা করে, পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গান শিক্ষা করিয়া মুসলমান নর্ত্তকীদিগের সহিত গান বাজনা করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। যাহারা উহা না পারে, তাহারা কৃষিকার্য্য করে অথবা দোকানদার হয়। নড়শ্রেণী তাহাদের বাজাইবার যন্ত্রকে অত্যন্ত ভক্তি ও মান্য করে। শ্রীপঞ্চমীর দিন পূজা শেষ না হইলে, তাহারা যন্ত্র বাজায় না। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা সাধারণ সমক্ষে গান বাজনা না করিলেও ইহাদের জাতীয় বিবাহ উপলক্ষে সাধারণ সমক্ষে গান বাজনা করিতে সঙ্কুচিত হয় না। ইহাদের মধ্যে যাহারা মুসলমান বাইজীদিগের সঙ্গত ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহারা সময় সময় উক্ত মুসলমান বাইজীকে বিবাহ করিয়া জাতিভ্রষ্ট হয়।

আরও অনেক স্থানে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাপিতসম্প্রদায় আছে।

[নট দেখ।]

বাঙ্গালায় নাপিতদিগের মধ্যে এইরূপ উপাধি দৃষ্ট হয়—বারিক, ভাণ্ডারী, বৈদ্য, চন্দ্রবৈদ্য, দাস, ক্ষৌরকার, খান, নরসুন্দর, নন্দি, পরামাণিক, শীল, বিশ্বাস, জোয়ারদার, মজুমদার, মণ্ডল, সরকার, শাহা, শিকদার ইত্যাদি।

মামুদাবাজী ও কোন কোন শ্রেণীর নাপিত মধ্যে—আলম্যান, কানাইমদন, কাশ্যপ, গর্গঋষি, দৈবকী, মৌদ্গল্য, মহানন্দা, রাম, রাঘব, রাজিব, শাণ্ডিল্য ও শিবগোত্র পাওয়া যায়।

নাপিতশালা (স্ত্রী) নাপিতস্য শালা। ক্ষৌরগৃহ। (ত্রিকাণ্ড°)

নাভ (স্ত্রী) নভ-ণিচ্-ক্বিপ্। আকাশের বাধিকা, চন্দ্রের দীপ্তি।

"চতস্রো নাভো নিহিতা।" (ঋক্ ৯।৭৪।৬)

'নাভো নভসো বাধিকাঃ সোমস্য দীপ্তয়ঃ কলাঃ।' (সায়ণ)

নাভ (পুং) সূর্য্যবংশীয় নৃপভেদ। মহারাজ শ্রুতের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথপুত্র নাভ। (ভাগ° ৯।৯।১৩)

নাভক (স্ত্রী) নভ-ণ্বুল্। বনতিক্ত বৃক্ষ। (শব্দার্থচি°)

নাভস (পুং) বৃহজ্জাতকোক্ত লগ্ন ও তত্তদ্ স্থানভেদস্থিত গ্রহভেদ দ্বারা যোগভেদ। লগ্ন প্রভৃতি স্থানে গ্রহবিশেষ থাকিলে এই যোগ হয়। বৃহজ্জাতকে এই বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। ২ উৎপাতবিশেষ।

"ভৌমং চরস্থিরভবং তচ্ছান্তিভিরাহতং শমমুপৈতি।
নাভসমুপৈতি মৃদুতাং শাম্যতি নো দিব্যমিত্যেকে॥"

(বৃহৎস° ৪৬।৫)

প্রকৃতির অন্যথাঘটনই উৎপাত। মনুষ্যদিগের অহিতাচরণ দ্বারা পাপসঞ্চয় হেতু উপসর্গ হয়। দেবগণ মনুষ্যদিগের অপব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উৎপাত সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন।

উৎপাত তিনপ্রকার—দিব্য, আন্তরীক্ষ (নাভস) ও ভৌম। গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির উৎপাত দিব্য ও গন্ধর্ব্বপুর, ইন্দ্রধনু প্রভৃতি আন্তরীক্ষ উৎপাত। কাহারও কাহার মতে—আন্তরীক্ষ উৎপাত শান্তিদ্বারা মৃদুতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু দিব্য উৎপাত

কখনই উপশমিত হয় না। উৎপাত লক্ষণ জানা যাইলে রাজার প্রতিবিধান কর্ত্তব্য। (বৃহৎস° ৪৬ অ°)

নাভা, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীন শতদ্রুনদীতীরস্থ একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ৩০° ১৭´ হইতে ৩০° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ হইতে ৭৬° ২০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার পরিমাণ ৯২৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা হিন্দু ৮৩৮০, মুসলমান ৬২৬৯, খৃষ্টান ৭, জৈন ২৩১, শিখ ২২১৮, সর্ব্বসমেত ১৭১০৮। বর্ত্তমান রাজবংশ, সিন্ধুদেশীয় জাটবংশ-সম্ভূত ফুলের প্রথম পুত্র তিলক হইতে উৎপন্ন। এই তিলক নাভা-রাজ্যে একটী গ্রাম সংস্থাপন করেন। ঝিন্দের রাজা এই একই বংশ-জাত এবং পাতিয়ালার রাজা কুলের দ্বিতীয় পুত্র রাম হইতে উৎপন্ন। প্রাগুক্ত তিনটী বংশই এই জন্য 'ফুলকীয়ান্' বংশ বলিয়া খ্যাত। পঞ্জাবের গৌরবসূর্য্য রণজিৎসিংহ যমুনার উত্তরাংশে আপনার অক্ষুণ্ণ রাজ্যবিস্তারে প্রয়াসী হইলে, নাভার রাজা ইংরাজদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। তদনুসারে ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে মে মাসে উক্ত রাজ্য বৃটীশ শাসনাধীন হয়। বৃটীশ গবর্মেণ্টের একান্ত অনুরক্ত রাজা যশোবন্তসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজা দেবেন্দ্রসিংহ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু তিনি শিখযুদ্ধের সময় ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন, এই বিশ্বাসে তাঁহাকে বার্ষিক ৫০০০০৲ বৃত্তি দিয়া পদচ্যুত করা হয় ও তাঁহার পুত্র ভরপুরসিং তাঁহার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ইনি ইংরাজদিগের অতি বিশ্বস্ত ছিলেন ও সিপাহীবিদ্রোহকালে ইংরাজ গবর্মেণ্টকে খাদ্য ও সৈন্যসাহায্য দ্বারা উপকৃত করেন। সেইজন্য পুরস্কার স্বরূপ জাজহার রাজ্য প্রাপ্ত হন। উহার বার্ষিক আয় ১০৬০০০৲ টাকা। তৎপরে জাজপুর জেলার অন্তর্গত কানোদ ও বড়বানা পরগণার কতকাংশ ৯৫০৫০০৲ টাকা নজর দিয়া গবর্মেণ্টের নিকট গ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা ভগবানসিং রাজা হন, কিন্তু তিনি ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করায়, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ৫ই মে তারিখের সনন্দের মর্ম্মানুসারে, ঝিন্দের জায়গীরদার (বর্ত্তমান) হীরাসিং রাজপদে নির্ব্বাচিত হন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

নাভা রাজ্যে চিনি, যব, গম, তুলা এবং তামাক উৎপন্ন হয়।

নাভাক (পুং) ঋষিভেদ। "নাভাকস্য প্রশস্তিভিঃ।" (ঋক্ ৮।৪১।২) 'নাভাকস্ত ঋষেঃ' (সায়ণ)

নাভাগ (পুং) ১ বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ১০ অ°) ২ সূর্য্যবংশীয় যযদত্তি রাজার পুত্র। ইহার পুত্রের নাম অজ। (রামা° ১।৭১ অ°) ২ ভগীরথনন্দন শ্রুতের পুত্র। (হরিবংশ ১৫ অ°, বিষ্ণুপু°।) মৎস্যপুরাণে ইনি ভগীরথপুত্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

নাভাগ, মহারাজ দিষ্টের পুত্র। ইহাঁর বিষয় মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—করুষের সাত পুত্র। ইহারা সকলেই কারুষ নামে খ্যাত। ইহাদের মধ্যে দিষ্টের পুত্র নাভাগ। ইনি প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াই অতীব সুমনোহরা এক বৈশ্যতনয়াকে দর্শন করেন। তাহাকে দেখিয়াই অতিশয় কামমোহিত হন। অনন্তর তিনি সেই কন্যার পিতার নিকট গমন করিয়া ঐ কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। কন্যার পিতা করজোড়ে কহিলেন, আপনারা রাজা, আমরা ভৃত্য, বিশেষতঃ আপনারা বরদাতা, আমরা কখনই আপনাদের সমকক্ষ নহি। যদি আপনার এই কন্যার পাণিগ্রহণে নিতান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার পিতার অনুমতি লইয়া বিবাহ করিতে পারেন। তাহাতে নাভাগ কহিলেন, গুরুজনসমীপে ঈদৃশ মন্মথবিষয় ব্যক্তকরা সর্ব্বদা যুক্তিবিরুদ্ধ। ইহাতে সেই কন্যার পিতা কহিলেন, আপনার বলিতে লজ্জা বোধ হইলে আমি নিবেদন করিতেছি। কন্যার পিতা এই কথা বলিয়া মহারাজ দিষ্টের নিকট এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। দিষ্ট পুত্রের এই অভিলাষ জানিয়া ঋষিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া ঋষিগণ দ্বারা পুত্রকে জ্ঞাপন করিলেন—'প্রথমে ক্ষত্রিয়া পত্নীর পাণিগ্রহণ করিয়া পরে ইহাকে গ্রহণ করিলে দোষ হইবে না।' রাজকুমার নাভাগ তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বাহির হইলেন, এবং সেই কন্যাকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, 'যাহার ক্ষমতা থাকে, তিনি আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।' এদিকে কন্যার পিতা দিষ্টের শরণাপন্ন হইলেন। মহারাজ দিষ্ট ধর্ম্মদূষক পুত্রকে বধ করিবার জন্য সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন। তখন পিতাপুত্রে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। পুত্র পিতাকে শস্ত্র ও অস্ত্র দ্বারা অতিক্রম করিলেন। এই সময়ে পরিব্রাট্ মুনি অন্তরীক্ষ হইতে আগমন করিয়া এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করান। নাভাগ বৈশ্যতনয়ার পাণিগ্রহণ করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কৃষি, পাশুপাল্য ও বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ইহার ঔরসে ভলন্দন নামে এক পুত্র হয়। জননী পুত্রকে কহিলেন, তুমি পৃথিবীপাল হও।

নাভাগ বৈশ্যকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভৃগুবংশীয় প্রমতির শাপে রাজা নল বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পরে প্রমতি প্রসন্ন হইয়া ইহাকে বলিয়াছিলেন, কোন ক্ষত্রিয় তোমার কন্যার বলপূর্ব্বক পাণিগ্রহণ করিলে তুমি আবার ক্ষত্রিয় হইবে। নাভাগ সেই বৃত্তান্ত অবগত

হইয়া আবার ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পুত্র ভলন্দন রাজ্য প্রাপ্ত হন। (মার্কণ্ডেয়পু° ১১৩-১১৫ অ°)

নাভাগারিষ্ট (পুং) বৈবস্বত মনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩০ অ°)

নাভাদাস, (নাভাজী) 'ভক্তমাল'-রচয়িতা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। কৃষ্ণদাস পয়হারী বল্লভাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন, নাভাদাস তাহারই প্রশিষ্য ও অগরদাসের শিষ্য। ইহার অপর নাম নারায়ণ দাস। দাক্ষিণাত্যে প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দে এক ডোমের গৃহে নাভা জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ এইরূপ, ইনি আজন্ম অন্ধ ছিলেন। যখন ইহার পাঁচ বৎসর বয়স, একবার দারুণ ছুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সেই সময় ইহার জনক জননী এক বন মধ্যে ইহাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। বিধাতার কি লীলা! সেই অবস্থায় অগরদাস ও কীল নামে দুইজন বৈষ্ণব নাভাকে দেখিতে পান। নিরাশ্রয় বালকের অবস্থা দর্শনে বৈষ্ণবদ্বয় বিচলিত হইলেন। কীল আপন কমণ্ডলু হইতে জল লইয়া বালকের চক্ষে সিঞ্চন করিলেন। অবিলম্বে বালকের নিমীলিত আঁখি প্রস্ফুটিত হইল। তখন তাঁহারা বালকটীকে আপনাদের মঠে আনিলেন। এখানে নাভা বর্দ্ধিত হইলেন এবং যথাকালে অগরদাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। অধিক বয়স হইলে, অগরদাসের যত্নে নাভা ১০৮টী ছপ্পই শ্লোকে 'ভক্তমাল' নামে সাধুজীবনী প্রকাশ করিলেন। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি কঠিন ব্রজভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইহার শিষ্য নারায়ণদাস (শাহজহানের রাজ্যকালে) তাহা আবার সরল করিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু তথাপি সাধারণে সেই কঠিন পুস্তক বুঝিতে পারিত না। প্রিয়দাস 'কবিত্ত' ছন্দে ভক্তমালের টীকা প্রকাশ করেন। প্রিয়দাসের পর কবিলাগ্রামনিবাসী লালজী নামে এক কায়স্থ (১৭৫১ খৃষ্টাব্দে) 'ভক্ত উর্ব্বশী' নামে আর এক টীকা রচনা করেন। তৎপরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তুলসীরাম আগর-বালা 'ভক্তমাল-প্রদীপন' নামে ভক্তমালের উর্দ্দু অনুবাদ প্রকাশ করেন।

বাঙ্গালায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের নিকটও ভক্তমালের বিশেষ আদর হইয়াছিল। শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী ভক্তমাল অবলম্বন করিয়া তন্মধ্যে আরও অনেকগুলি বৈষ্ণব-জীবনী সংযোজন ও প্রিয়দাসের টীকা বিস্তার করিয়া বাঙ্গালায় ভক্তমাল প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

নাভানেদিষ্ট (পুং) বৈবস্বত মনুর পুত্র ও ঋঙ্মন্ত্রদ্রষ্টা এক ঋষি। (ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ৫।১৪)

নাভি (পুং) নহ্যতে বধ্যাতি বিপক্ষাদীনিতি নহ বন্ধে নহ-ইঞ্ ভশ্চান্তাদেশঃ (নহোভশ্চ। উণ্ ৪।১২৫) ১ মুখ্য নৃপ। ২ চক্র মধ্য। ৩ ক্ষত্রিয়। ৪ প্রিয়ব্রতরাজপৌত্র। (ব্রহ্মাণ্ডপু° ৩৫ অ°) ৫ গোত্র। ৬ প্রধান। ৭ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৯২)

'আদিষ্টঃ ক্ষত্রিয়ো নাভির্নাভিশ্চক্রস্য পিণ্ডিকা।
কুটুম্বস্যাগ্রণীর্নাভির্নাভির্নিম্নোদরী তথা ॥' (অনেকার্থধ্বনিমঞ্জরী)

(পুং স্ত্রী) ৮ প্রাণ্যঙ্গ, নাই, পর্য্যায়—নাভী, তুন্দকূপী, উদরাবর্ত্ত, তুন্দিকা, তুণ্ডী, তুন্দকূপিকা, তুন্দি। (শব্দর°)

বিষ্ণুর নাভিদেশ হইতে কমলজ ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। গর্ভস্থ বালকের সপ্তম মাসে নাভি উৎপন্ন হয়। নাভিতে মণিপুর নামক শতদল পদ্ম আছে।

"তদূর্দ্ধে নাভিদেশে তু মণিপুরং মহৎপ্রভম্।
মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ ॥
মণিবদ্ভিন্নং তৎপদ্মং মণিপুরং তথোচ্যতে।
দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদিফান্তাক্ষরান্বিতম্।
শিবেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বালোকনকারণম্ ॥" (তন্ত্র)

নাভিদেশে মণিপুর নামে পদ্ম আছে, এই পদ্ম মহাপ্রভাযুক্ত, মেঘ ও বিদ্যুতের তুল্য আভাযুক্ত ও বহু তেজোময়। এই পদ্ম মণিসদৃশ ভিন্ন বলিয়া ইহার নাম মণিপুর হইয়াছে। এই পদ্মের দশটী দল। এই দশটী দলে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত দশটী অক্ষর আছে, মহাদেব বিশ্বদর্শন নিমিত্ত এই পদ্মে অধিষ্ঠিত আছেন।

৮ অগ্নীধ্রপুত্র। ভাগবতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

অগ্নীধ্রের ঔরসে পূর্ব্বচিত্তির গর্ভে নয়টী পুত্র হয়। নাভি ইহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। অগ্নীধ্রের মৃত্যুর পর নাভি মেরুতনয়া মেরুদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। পরে নাভি অপত্যকামনা করিয়া মেরুদেবীর সহিত একাগ্রচিত্তে যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবান্ যজ্ঞপুরুষের অর্চ্চনা করেন। ভগবান্ এই যজ্ঞে নিতান্ত প্রীত হইয়া চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। ঋত্বিক্‌গণ ভগবান্‌কে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া নানাবিধ স্তব করিতে লাগিল। তাহার পর নাভি যাহাতে তৎসদৃশ পুত্র হয়, এই বর প্রার্থনা করিল।

ভগবান্ ঋত্বিক্‌দিগকে কহিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা নিতান্ত সুলভ নহে, এই রাজার আমার সদৃশ পুত্র হয়, ইহাই তোমাদের প্রার্থনা। কিন্তু আমার দ্বিতীয় নাই, আমিই আমার দ্বিতীয়। ইহাতে কিরূপে এই রাজার আমার সদৃশ পুত্র হইবে? যাহা হউক, ব্রাহ্মণের বাক্য মিথ্যা হওয়া উচিত নহে, যেহেতু ব্রাহ্মণগণ দেবতুল্য এবং আমার মুখস্বরূপ, যখন আমার দ্বিতীয় নাই, তখন আমি নিজেই নাভির সন্তান হইয়া অবতীর্ণ হইব। এই বর দিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

কালক্রমে মেরুদেবী গর্ভবতী হইলেন। যথাসময়ে মেরুদেবীর গর্ভে ভগবান্ শুক্লমূর্ত্তি ঋষভরূপে অবতীর্ণ হইলেন। এই পুত্র

উৎপন্ন হইয়া তেজ, প্রভাব, শক্তি, উৎসাহ, কান্তি ও যশঃ প্রভৃতি গুণে সর্ব্বপ্রধান হইলেন। এইরূপে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়ায় নাভি ইহার নাম ঋষভ রাখিলেন। নাভি যথাকালে ঋষভদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মহিষী মেরুদেবীর সহিত বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করেন ও তথায় নরনারায়ণের উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করিয়া সমাধি অবলম্বন করেন।

(ভাগবত ৫।২৪ অ°)

নাভিকে উদ্দেশ করিয়া মহর্ষিগণ দুইটী শ্লোক পাঠ করিতেন—

'রাজর্ষি নাভির তুল্য আর কোন্ পুরুষ তাদৃশ কর্ম্ম করিতে পারিবে? যে কর্ম্মে ভগবান্ স্বয়ং পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নাভি ব্যতীত অন্য ব্রহ্মতেজঃসম্পন্নই বা কে আছে, যাহার যজ্ঞে পূজিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ মন্ত্রবলে যজ্ঞেশ্বর ভগবান্কে দেখাইয়াছিলেন?' (স্ত্রী) ৯ কস্তূরিকামদ।

নাভিকণ্টক (পুং) নাভেঃ কণ্টকইব। আবর্ত্ত, নাইগোঁড়।

নাভিকপুর (ক্লী) উত্তরকুরুস্থিত একটী নগর। (ব্রহ্মপু°)

নাভিকা (স্ত্রী) নাভিরিব কায়তীতি নাভি-কৈ-ক-টাপ্। কটভীবৃক্ষ।

নাভিগুড়ক (পুং) নাভির আবর্ত্তভেদ, গোঁড়। (ত্রিকা°)

নাভিগুপ্ত (পুং) প্রিয়ব্রত রাজার পৌত্র, ইহার নামে কুশদ্বীপের মধ্যে একটী বর্ষ হয়। (ভাগ°৫।২০।১৫।)

নাভিগোলক (পুং) নাভির আবর্ত্তবিশেষ, গোঁড়। (জটাধর)

নাভিজ (পুং) নাভৌ বিষ্ণোর্নাভৌ জায়তে জন-ড। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, বিষ্ণুর নাভি হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। নাভিজন্মন্ প্রভৃতিরও এই অর্থ।

নাভিনাড়ী (স্ত্রী) নাভের্নাড়ী ৬তৎ। নাভিতে স্থিত নাড়ীভেদ, মাতার রসবহা নাড়ীতে গর্ভস্থ শিশুর নাভি-নাড়ী প্রতিবদ্ধ থাকে। (সুশ্রুত)

নাভিনাল (ক্লী) নাভিস্থিতং নালম্। নাভিস্থিত নাল।

"নাভিনালমৃণালিনী।" (দুর্গাধ্যান)

নাভিনালা (স্ত্রী) নাভিস্থিতা নালা। নাভীসম্বন্ধী নাড়ী, পর্য্যায়—অমলা।

"তদঙ্কশয্যাচ্যুতনাভিনালা কচ্চিৎ মৃগীণামনঘা প্রসূতিঃ।"

(রঘুবংশ ৫।৭)

নাভিপাক (পুং) বালরোগভেদ, নাভিপক্ক হওয়া। নাভি পাকিলে হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ তৈল নাভিতে মাখাইবে, অথবা ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা নাভিব্যাপ্ত করিবে। এইরূপ করিলে ইহা আরোগ্য হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° বালরোগাঃ)

নাভিভূ (পুং) নাভৌ ভূরুৎপত্তির্যস্য। ব্রহ্মা। (হেম°)

নাভিবর্দ্ধন (ক্লী) নাভেস্তৎস্থনাড্যা বর্দ্ধনং ছেদনম্। নাড়ীছেদন।

"প্রাঙ্নাভিবর্দ্ধনাৎ পুংসো জাতকর্ম্ম বিধীয়তে।" (মনু ২।২৯)

'নাভিবর্দ্ধনাৎ নাভিচ্ছেদনাৎ।' (কুল্লূক)

নাভিবর্ষ (পুং) নাভেরগ্নীধ্রপুত্রস্য বর্ষঃ। ভারতবর্ষ। জম্বুদ্বীপস্থিত নববর্ষ মধ্যে বর্ষভেদ। অগ্নীধ্র নয় পুত্রকে নয় বর্ষ বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। পরে নাভির পৌত্র ভরত এই বর্ষকে অনেকদিন ধরিয়া ভোগ করায় ইহার নাম ভারতবর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। [বিশেষ বিবরণ ভারতবর্ষ দেখ।]

নাভিল (ত্রি) নাভিরস্ত্যস্য, সিধ্মাদিত্বাদিলচ্। দীর্ঘনাভিযুক্ত।

নাভিশোথ (পুং) বালরোগভেদ। বালকদিগের যদি নাভিতে শোথ হয়, তাহা হইলে একখণ্ড মৃত্তিকা অগ্নিতে তপ্ত করিয়া দুগ্ধে ডুবাইয়া উষ্ণ থাকিতে নাভিতে স্বেদ দিলে নাভির শোথ ও বেদনাদি নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যর° বালরোগ)

নাভিসম্বন্ধ (পুং) নাভেরেকত্র গর্ভজাতনাড্যাং সম্বন্ধঃ। গোত্রসম্বন্ধ। সপিণ্ডদিগের একগর্ভে উৎপত্তিহেতু গোত্রসম্বন্ধ।

"বাষ্পতেষ্ম ততঃ শোকো নাভিসম্বন্ধসম্ভবঃ।" (ভট্টি)

নাভী (স্ত্রী) নাভি-বাহুলকাৎ ঙীষ্। নাভি। (শব্দর°)

নাভীল (ক্লী) নাভীং লাতি লা-ক। ১ নারীদিগের বঙ্ক্ষণ, স্ত্রীলোকদিগের উরুসন্ধি, কুচ্কী। ২ নাভীগাম্ভীর্য্য, নাভীর গভীরতা। ৩ কৃচ্ছ্র, কষ্ট। ৪ গর্ভাণ্ড, গোঁড়।

'নাভীলং বঙ্ক্ষণে নার্য্যাঃ কৃচ্ছ্রগর্ভাণ্ডয়োরপি।' (মেদিনী)

নাভ্য (ত্রি) নাভেরিদমিতি নাভি-যৎ। ১ নাভিসম্বন্ধী। নাভয়ে হিতম্ যৎ (নাভিনভশ্চ। পা ৫।১।৬) ইতি ন নভাদেশঃ। ২ নাভিহিত। (পুং) ৩ মহাদেব।

"নমো নাভায় নাভ্যায় নমঃ কটকটায় চ।"

(ভারত ১২।১৮৪।১৯)

নাম (অব্য) নাময়তীতি নাম্যতেঽনেন বা নম-ণিচ্ বাহুলকাৎ ড। ১ প্রাকাশ্য। ২ সম্ভাবনা। ৩ ক্রোধ। ৪ উপশম। ৫ কুৎসন।

'নামকোপেঽভ্যুপগমে বিস্ময়ে স্মরণেঽপি চ।
সম্ভাব্যকুৎসা প্রাকাশ্যবিকল্পে ঽপিচ দৃশ্যতে॥' (মেদিনী)

'নাম প্রাকাশ্যসম্ভাব্যক্রোধোপগমকুৎসনে॥' (অমর)

৬ বিস্ময়। ৭ স্মরণ। ৮ বিকল্প। উদাহরণ যথা—'হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ' এই স্থলে নাম অর্থ—প্রকাশ অর্থাৎ অতি প্রসিদ্ধ ইত্যাদি।

৯ বিভক্তিহীন শব্দকে নাম, লিঙ্গ বা প্রাতিপদিক কহে। এই নাম ৫ প্রকার।

"উণাদ্যন্তং কৃদন্তঞ্চ তদ্ধিতান্তং সমাসজম্।
শব্দানুকরণঞ্চৈব নাম পঞ্চবিধং স্মৃতম্॥" (গোরীচন্দ্র)

উণাদ্যন্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত, সমাসজ ও শব্দানুকরণ এই পাঁচ প্রকার নাম। ১৷ কৃষ্ণ, দেবদত্ত প্রভৃতি শব্দ, যাহা দ্বারা ব্যক্তি বিশেষকে অপর ব্যক্তি হইতে পৃথক্ করা যায়, তাহা সেই ব্যক্তিবিশেষের নাম। শাস্ত্রানুসারে এই কএকটী নাম অবক্তব্য—

"আত্মনাম গুরোর্নাম নামানি কৃপণস্য চ।
প্রাণান্তেঽপি ন বক্তব্যং জ্যেষ্ঠপুত্রকলত্রয়োঃ॥" (কর্ম্মলোচন)

আপনার নাম, গুরুর নাম, কৃপণের নাম, জ্যেষ্ঠপুত্র ও কলত্রনাম প্রাণান্তেও বলিতে নাই। ১১ অলীক।

"অহঞ্চ ভীতো নামাবপ্লুতঃ।" (দশকু°) 'মিথ্যাভীত ইত্যর্থঃ'

নাম, দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরা কপালে যে তিলক বা চিহ্ন ধারণ করেন, তাহাকে 'নামন্' বা 'নাম' কহে। বৈষ্ণবজাতি কপালে যে তেকোণা চিহ্নবিশিষ্ট অঙ্ক ধারণ করেন, সাধারণতঃ উহাই 'নাম' বলিয়া অভিহিত হয়। বৈষ্ণবেরা কেহ কেহ ললাটে সরল লম্ব রেথাকার রেখাসমূহ ধারণ করেন ও এই রেখার ব্যবধান মধ্যে বিন্দু বা গোলাকার চিহ্ন দেওয়া থাকে। কেহ কেহ চক্রাকার, ত্রিভুজাকর ঢালের ন্যায় বৃত্তসূচী, হৃৎপিণ্ড আকৃতি, বা অন্য কোনরূপ চিহ্নধারণ করে। ইহার সূক্ষ্ম অংশ নিম্নদিকে ফিরান থাকে। ইহাকে তিরুনাম বা পবিত্র নাম কহে। এই তিলকচিহ্ন ত্রিশূলের প্রতিরূপ স্বরূপ, তিনটী রেখায় সম্পূর্ণ। ইহার মধ্যরেখা লোহিত ও দুইপার্শ্বের দুইটী রেখা শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। ঐ চিহ্ন করিবার জন্য যে শুভ্রবর্ণের মৃত্তিকা ব্যবহৃত হয়, তাহাও 'নাম' নামে অভিহিত হয়।

[বিস্তৃত বিবরণ তিলক শব্দে দেখ।]

নামকরণ (ক্লী) নাম্নঃ করণং যত্র। সংস্কারবিশেষ, দশবিধ সংস্কারের মধ্যে একপ্রকার সংস্কার।

ইহার বিষয় স্মৃতিতে এইরূপ লিখিত আছে,—

জাত বালকের একাদশ অথবা দ্বাদশদিনে নামকরণ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে একাদশদিনই শ্রেষ্ঠ। একাদশ দিনে নামকরণ করিতে অসমর্থ হইলে দ্বাদশদিনে করিতে পারিবে।

গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া পর্য্যন্ত যে সকল সংস্কার আছে, তাহার মধ্যে নামকরণ পঞ্চম সংস্কার। জাতকর্ম্মের পর এই নামকরণ করিতে হয়। সমর্থ ব্যক্তি একাদশ দিন পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশ দিনে নামকরণ করিতে পারিবেন না। গোভিল-গৃহ্যসূত্রের মতে জননের একাদশ দিনে, শতরাত্রে বা সংবৎসরে নামকরণ করিতে হইবে। এই পর পর সময় কেবল অসমর্থ পক্ষে বুঝিতে হইবে। সমর্থ ব্যক্তি কথন মুখ্যকাল অতিক্রম করিবেন না। নামকরণে একাদশদিনই মুখ্যকাল, দ্বাদশ প্রভৃতি দিন গৌণ। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাদির নামকরণের কাল এইরূপ নির্দ্ধারিত দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়দিগের ত্রয়োদশ, বৈশ্যদিগের ষোড়শ ও শূদ্রদিগের দ্বাবিংশ দিনে নামকরণ প্রশস্ত। নামকরণ পিতারই কর্ত্তব্য। পিতা যদি বিদেশে থাকেন, তাহা হইলে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নামকরণ করিবেন। পিতার অভাবে অন্য কোন কুলবৃদ্ধ করিতে পারিবেন। শতপদ চক্রানুসারে নামকরণ করিতে হইবে।

গোভিল-গৃহ্যসূত্রে নামকরণপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে,—

কুমারকে শুভ্রবসন পরিধান করাইয়া মাতা বামভাগে উপবিষ্ট পিতার হস্তে তাহাকে দিবেন। তৎপরে পত্নী পৃষ্ঠদেশ হইতে পতিকে পরিক্রম করিয়া তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন। পতি যথাবিধি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীকে কুমার প্রত্যর্পণ করিবেন। পরে, হোমাদি অনুষ্ঠান শেষ করিয়া, নামকরণ বিধেয়।*

নামকরণপদ্ধতি অনুসারে এইরূপে নামকরণ করিতে হয়। নামকরণ দিনে পিতা প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বিবাহ-পদ্ধতিক্রমে গৌর্য্যাদি ষোড়শমাতৃকা ও বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়া পত্নীকে স্বীয় বামভাগে উপবেশন করাইয়া শিলাফলকে দুইটী রেখা অঙ্কিত করিবে, পরে তাহাতে উজ্জ্বল দীপ প্রজ্বলিত করিয়া কুমারের দক্ষিণ কর্ণে 'শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাসি' এবং কন্যা হইলে বামকর্ণে 'শ্রীঅমুকী দেব্যসি' বলিয়া নামকরণ করিবে। তাহার পর শান্তিজল দ্বারা কুমারকে অভিসেচন করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবে। নামকরণে ককারাদি বর্গের প্রথম, দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ বর্ণ নামের আদিতে ও বিসর্গান্ত হ্রস্বস্বর অন্তে থাকা বিধেয়। ইহার মধ্যে প্রতিষ্ঠাকামী ব্যক্তি দ্বি-অক্ষর নাম রাখিবেন। ব্রহ্মজ্ঞানকামী চতুরক্ষর নাম রাখিবেন। পুরুষের নামে যুক্তাক্ষর মিলিত থাকিলে হানি নাই, কিন্তু কন্যার

* "একাদশে দ্বাদশেবাঽহনি পিতা নামকুর্য্যাদিতি" শ্রুতি। একাদশ ইতি। মুখ্যঃকল্পঃ, "সমর্থস্য ক্ষেপাযোগাৎ"।

গোভিলঃ—

"জননাদ্দশরাত্রে ব্যুষ্টে শতরাত্রে সংবৎসরে বা নামধেয়করণমিতি।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

"ততশ্চ নাম কুর্ব্বীত পিতৈব দশমেঽহনি।
দেবপূর্ব্বং নরাখ্যং হি শর্ম্মবর্ম্মাদিসংযুতম্॥
শর্ম্মা দেবশ্চ বিপ্রস্য বর্ম্মা ত্রাতা চ ভূভুজঃ।
ভূতিগুপ্তশ্চ বৈশ্যস্য দাসঃ শূদ্রস্য কারয়েৎ॥"

গোভিলঃ—

অযুগ্দান্তং স্ত্রীণাং। অযুগ্মাক্ষরং দান্তং যথা যশোদা ইত্যাদি।
দেবং গুরুং গুরুস্থানং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রাধিদেবতাম্।
সিদ্ধং সিদ্ধাদিকারাংশ্চ শ্রীপূর্ব্বং সমুদীরয়েৎ॥"

(রাঘবভট্টধৃত প্রয়োগসার)

নামের আদিতে যুক্তাক্ষর না থাকে। ইহাদিগের নামের অন্তে 'দা' থাকিবে। যথা—সুখদা, বসুদা, যশোদা ইত্যাদি।

'পারস্কর-গৃহ্যসূত্রের মতে—পুরুষের নাম তদ্ধিতান্ত হওয়া বিধেয় নহে। কিন্তু স্ত্রীর নাম তদ্ধিতান্ত হইলে তত দোষাবহ নহে। যথা—গান্ধারী, কৈকেয়ী ইত্যাদি।

নামকরণে ব্রাহ্মণের শর্ম্মন্ ও দেব, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মন্ ও ত্রাতা, বৈশ্যের ভূতি ও গুপ্ত এবং শূদ্রের দাস অন্তে থাকিবে, এবং সকলেরই পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ থাকিবে। কালক্রমে নামকরণসংস্কার অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জাতবালকের একাদশ অথবা দ্বাদশ দিনে নামকরণ সংস্কার প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যে বরং এ নিয়ম অনেকটা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। এখন এদেশে অন্নপ্রাশনের সময়ই এই নামকরণ হইয়া থাকে।

নামকরণে এই সকল নক্ষত্র বিহিত হইয়াছে, অশ্বিনী, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, স্বাতি, অনুরাধা, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী। যে লগ্নের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানে শুভগ্রহ থাকিবে, সেই লগ্নে নামকরণ প্রশস্ত। (জ্যোতিঃসারস°)

নামকল, ১ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত সেলম্ (সালেম) জেলাস্থ একটী তালুক। এই তালুকের উত্তরপূর্ব্বভাগ পাহাড়ে ঢাকা এবং দক্ষিণপশ্চিমাংশে সমতলক্ষেত্র বিদ্যমান। চাউল ও অন্যান্য শস্য এখানে বহু পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত, সেলম্ (সালেম্) জেলার একটী প্রধান নগর। অক্ষা° ১১°১৩'১৫"উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১২'৪০" পূঃ। এই স্থানে নামকল তালুকের প্রধান কর্ম্মচারী অবস্থিতি করেন। একজন ডেপুটী কালেক্টরও এই স্থানে থাকেন। ৩০০ ফিট্ উচ্চ এক পাহাড়ের উপরে এই স্থানটী নির্ম্মিত। ইহা এক সময় ইংরাজদিগের অধিকৃত হয়, পরে হায়দারআলী উহা পুনরধিকার করেন। ইহা বিষ্ণুর আবাসস্থান বলিয়া কথিত। এখানে দুইটী অতি প্রাচীন বিষ্ণুমন্দির আছে।

নামগ্রাহ (ত্রি) নাম গৃহ্ণাতি গ্রহ-অণ্। ১ নামগ্রাহক। ভাবে ঘঞ্। (পুং) ২ নামগ্রহণ।

"দেবৈনসাৎ পিত্র্যাৎ নামগ্রাহাৎ" (ঋক্ ১০।১।১২)

নামগ্রাহম্ (অব্য) নাম-গ্রহ-ণমুল্। নামগ্রহণ করিয়া।

"নামগ্রাহমরোদীৎ সা ভ্রাতরৌ রাবণান্তিকে।" (ভট্টি)

নামদার খাঁ, বেরারের অন্তর্গত ইলীচপুরের একজন শাসনকর্ত্তা। সলাবৎখাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর নামদার খাঁ ইলীচপুরের শাসনকর্ত্তৃপদে আরূঢ় হন। তিনি বিশেষ বিজ্ঞতাসহ শাসনভার বহন করায় ইলীচপুরে প্রায় ২ লক্ষ টাকা সম্পত্তির এক জায়গীর প্রাপ্ত হন। তৎপরে নবাব উপাধি ধারণপূর্ব্বক ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার পর তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম খাঁ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন।

নামদেব, একজন দেবভক্ত। বামদেবজীর দৌহিত্র। ইনি অতি শিশুকাল হইতেই কৃষ্ণভক্ত ছিলেন, সদাই কৃষ্ণপূজা করিতেন। একদা বামদেব স্থানান্তরে যাইবার সময় নামদেবকে বলিয়া গিয়াছিলেন, তুমি প্রতিদিন কৃষ্ণবিগ্রহকে দুগ্ধ প্রদান করাইবে। নামদেব দুগ্ধ লইয়া কৃষ্ণবিগ্রহের নিকট উপস্থিত হইয়া বিগ্রহকে দুগ্ধপান করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, অবশেষে যখন দেখিলেন যে, কৃষ্ণ দুগ্ধপান করিলেন না, তিনি আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন হরি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া তাহার হস্তধারণ করিয়া দুগ্ধপান করিলেন। এইরূপে কএকদিন গত হইলে তাহার মাতামহ ফিরিয়া আসিলেন। তিনি এই ব্যাপারদর্শনে প্রীত হইলেন।

রাজা (বাদশা) এই ব্যাপার শুনিয়া নামদেবকে নিজ সভায় লইয়া কিছু আশ্চর্য্য দেখাইতে বলিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। অনন্তর একদিন এক মৃতবৎস সমীপে তাহার প্রসূতি গাভি ক্রন্দন করিতেছে দেখিয়া, রাজা তাঁহাকে বলিলেন—এই গাভি বৎসের জন্য রোদন করিতেছে দেখিয়াও কি, তোমার মনে দয়া হইল না। পরে নামদেব বৎসকে বাঁচাইয়া দেন। একদা কোন বণিক্ তুলাদান কর্ম্মে তাহাকে স্বর্ণদান করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহাকে আহ্বান করেন। তিনি একটী তুলসীপত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়া তৎপরিমিত স্বর্ণ প্রার্থনা করেন। কিন্তু বণিকের ভাণ্ডারের সমস্ত ধনরত্নও তাহার সহিত তুল্য হইল না। তখন সেই ব্যক্তি কৃষ্ণনামমাহাত্ম্য দেখিয়া তাহার নিকট কৃষ্ণনামে দীক্ষিত হইলেন। নামদেব রঙ্গনাথঠাকুরের মন্দির পশ্চাতে বসিয়া কৃষ্ণনাম গান করাতে রঙ্গনাথের মন্দিরদ্বার সেইদিকে ফিরিয়াছিল। ইহার চরিত্রে এইরূপ অনেক অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ আছে। (ভক্তমাল)

নামদেব, মহারাষ্ট্রীয় একজন প্রসিদ্ধ ভক্তকবি। তাঁহার পিতার নাম দামাশেঠী ও মাতার নাম গোনাই। বহুদিবসাবধি ইঁহাদের সন্তানাদি না হওয়ায়, অবশেষে পণ্ঢরপুরস্থ বিঠোবা দেবের স্থানে উপাসনা করিতে থাকেন। কথিত আছে, দামাশেঠী একদিন প্রাতে ভীমানদীতে স্নান করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় পথিমধ্যে ১২ বৎসর বয়স্ক এই নামদেবকে হঠাৎ প্রাপ্ত হন ও তাঁহাকে বাটী আনিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। নামদেব নিজে কহেন যে, তিনি তাঁহার মাতা গোনাইএর প্রথম সন্তান। তাঁহার পিতা জাতিতে সিম্পি অর্থাৎ দরজী ছিলেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম রাজাই।

শিশুকাল হইতেই নামদেব সর্ব্বদা বিঠোবার মন্দিরে উপস্থিত হইয়া, উপাসনা করিতেন এবং সংসারের উপর নিতান্ত উদাস ছিলেন। একগাছি তুলসীমালা গলায় ধারণপূর্ব্বক, বিঠোবার মহিমাপ্রকাশক স্বরচিত গাথা স্বয়ং গান করিতেন ও স্বহস্তে করতাল লইয়া তাল দিতেন। কথিত আছে, বিঠোবার তৃপ্তিবিধানার্থ ঢাক ও করতাল লইয়া মন্দিরে যে বর্ত্তমান সঙ্গীতপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে, এবং পণ্ঢরপুরে বিঠোবার দেবমন্দিরে আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসে দেবদর্শনোদ্দেশে যে যাত্রিসমাগম হইয়া থাকে, তাহা নামদেবের প্রথানুযায়ী প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ঠিক জানা যায় নাই। তবে তাঁহার বন্ধু জ্ঞানদেবের মৃত্যু উপলক্ষে যে তিনি গাথা রচনা করেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৩০০ খৃষ্টাব্দে তদীয় বন্ধুর মৃত্যুকালে তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি অনর্গল লিখিতে পারিতেন ও সহস্র সহস্র অভঙ্গ প্রস্তুত করেন। [জ্ঞানদেব দেখ।]

প্রসিদ্ধ ভক্ত তুকারামই নামদেবের সেই সমস্ত অভঙ্গের গুণ প্রকাশ করিয়া সকলের হৃদয় আকর্ষণ করেন। নামদেব রচিত কবিতাবলীও অতি প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত এবং অনেকস্থলে ব্যঙ্গোক্তি পরিপূর্ণ। এই সমস্ত লেখাই ভক্ত্যুদ্দীপক। সমস্ত অভঙ্গ ঈশ্বরপ্রেম ও মনুষ্যের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার পরিচায়ক। মহারাষ্ট্রমাত্রেই নামদেবকে মান্য করিয়া থাকেন।

নামদেব নীলারি, জাতিবিশেষ। সাধারণতঃ হুবলী, করজ্গি, কোড়, নবলগুণ্ড, রাণীবেন্নূর এবং রণ নামক স্থানে বাস করে। সূতায় নীলরং করাই ইহাদের উপজীবিকা। ইহাদের মধ্যে বগাড়ে, বস্মে, নদরি এবং পণ্ডী উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহাদের মধ্যে কোন শ্রেণীবিভাগ নাই, অথবা স্বগ্রামবাসী অন্যান্য লোকের সহিত ইহাদের আকারগত কোন বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। ইহারা পরিশ্রমী হইলেও অত্যন্ত অপরিষ্কার। ইহারা তাঁতিদের জন্য সূতায় রং করিয়া বিক্রয় করে, কেহ কেহ কাপড় বুনিয়া থাকে, কিন্তু হিন্দুর পর্ব্ব দিনে কোন কার্য্য করে না। ইহারা ধার্ম্মিক, ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি করে, তাঁহাদের দ্বারাই পৌরোহিত্য করায়। পণ্ঢরপুর ও গোকর্ণ নামক স্থানই ইহাদের প্রধান তীর্থ। ইহাদের গুরুকে নাগনাথ কহে। তিনি ইহাদেরই স্বজাতীয়। ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য তিনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তাঁহার শিষ্যেরাও সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কিন্তু তিনি কাহাকেও স্বধর্ম্মে আনয়নের চেষ্টা করেন না। এই জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও স্ত্রীত্যাগ প্রচলিত আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা স্বামী জীবিত থাকিতে পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না। ইহাদের জাতীয় একতা অত্যন্ত প্রবল। সামাজিক গোলযোগ ইহাদের পঞ্চায়তে মীমাংসিত হয়। কেহ এই মীমাংসা অমান্য করিলে, তাহার জাতি যায়। ইহারা পুত্রদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠায় বটে, কিন্তু তাহারা পৈতৃক ব্যবসা ভিন্ন অন্য ব্যবসা অবলম্বন করে না।

নামদেব সিম্পী, মহারাষ্ট্রবাসী এক শ্রেণীর দরজী। ইঁহারা প্রসিদ্ধ পণ্ঢরপুরস্থ বিঠোবার উপাসক নামদেবকেই আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া থাকে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রায় সর্ব্বত্রই ইহাদিগের বাস আছে। আহ্মদনগর জেলাস্থ নামদেব সিম্পীদের মধ্যে সাধারণতঃ পুরুষেরা তাহাদের নামের সহিত শেট্ শব্দ যোগ করে।

ইহাদের বংশগত উপাধি—অবসরে, বগড়ে, বকরে, বাম্বাম্, বারটেক, বসালে, চোক, ডেয়ার ইত্যাদি। এক উপাধিধারী লোকদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হয় না। নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত তুলজাপুরস্থ দেবী, নাসিকস্থ সপ্তশৃঙ্গ, পুণাজেলাস্থ জেরুরি নামক স্থানের খাণ্ডোবা এবং পণ্ঢরপুরস্থ বিঠোবা ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা।

ইহাদের মধ্যে কোন থাক নাই। প্রধানতঃ ইহারা শাণ্ডিল্য ও মাহেন্দ্র গোত্রধারী। ইহাদের রং কাল, বলিষ্ঠ ও সুগঠিত। ইহারা সর্ব্বত্রই মরাঠী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

পুরুষেরা পিরান, চাদর ও কোট ব্যবহার করে এবং পুরোহিতেরা উষ্ণীষ ধারণ করেন। তাহারা সাধারণতঃ মস্তক মুড়াইয়া ফেলে, কেবল মস্তকের মধ্যস্থলে এক গোছাচুল ও গোঁফ রাখে। স্ত্রীলোকেরাও ভাল ভাল কাপড় ও অঙ্গরাখা ইত্যাদি পরিধান করে।

ইহারা সাধারণতঃ অত্যন্ত পরিশ্রমী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়, মিতব্যয়ী ও অতিথিপ্রিয়। কিন্তু জুয়াচোর বলিয়া খ্যাত।

সূচীকার্য্যই ইহাদের পুরুষানুক্রমিক ব্যবসা; তবে কেহ বা চাকরের কার্য্যও করে। কেহই মুজুরের কার্য্য করে না। স্ত্রীলোকেরা গৃহকার্য্য সম্পন্ন করে ও পুরুষদিগকে সেলাই কার্য্যের সাহায্য করে। ইহারা মরাঠী কুণবিদিগের অপেক্ষা জাতিতে একটু হেয়। নামদেবের ন্যায় ইহারাও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত। সকলেই প্রায় গলায় তুলসীর মালা ধারণ করে এবং প্রতিবৎসর আষাঢ় ও কার্ত্তিকমাসে পণ্ঢরপুরস্থ বিঠোবা দর্শনার্থ গমন করে।

ইহারা সকল হিন্দুপর্ব্বই পালন করে ও সংযম উপবাসাদি করিয়া থাকে। ভবিষ্যদ্বাণী ও যাদুকরের উপর ইহাদের শ্রদ্ধা আছে এবং ভূত প্রেত প্রভৃতি বিশ্বাস করে। বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ এবং বিধবাবিবাহপ্রথা ইহাদের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। ইহাদের সন্তানাদি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর, পঞ্চমরাত্রিতে ষষ্ঠীদেবীর এক রৌপ্য প্রতিমূর্ত্তি, এক

খানি পাথরের টাটের উপর স্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে একখানি ছুরি ও কাস্তে রাখে এবং বাটীর কর্ত্রীরা ফুল, পাঁচ ফল, পাণ, হরিদ্রা ও চন্দন প্রভৃতি স্থাপন করে। উক্ত দেবীর অন্য একটী প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে একটী তার প্রবিষ্ট করাইয়া উহা সেই সন্তানের গলদেশে ঝুলাইয়া দেয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত মধু ও এরণ্ডতৈলমিশ্রিত পানীয় দেয়, পরে চতুর্থ দিবস হইতে মাতা স্তন্য দেয়। সন্তান হওয়ার জন্য ইহারা ১২ দিন অশৌচ গ্রহণ করে। ত্রয়োদশ দিবসে ষষ্ঠীমাতার নামে রাস্তার উপরে ফুল, পাণ, দধি মিশ্রিত চাউল ও উপবীত প্রভৃতি পুজোপকরণ দিয়া তাহারা পাঁচখানি শিলা পূজা করে। ঐ দিনে আত্মীয়া প্রতিবেশিনীগণ আসিয়া সন্তানের নামকরণ করে।

বালকেরা দশ হইতে বিশবৎসরের মধ্যে ও স্ত্রীলোকেরা বয়স্থা হইবার পূর্ব্বে বিবাহিত হয়। বরপক্ষীয়েরা প্রথমে বিবাহপ্রস্তাব করেন। পরে বিবাহের পত্রের দিন বরের পিতা কন্যাকে একখানি কাপড়, একটী জামা ও একজোড়া রৌপ্য বলয় উপহার দেন এবং স্বজাতীয় লোকের সম্মুখে কন্যার কপাল সিন্দুর দ্বারা রঞ্জিত করিয়া তাহার হস্তে কতকগুলি মিষ্টান্ন অর্পণ করে। তৎপরে পাণ বিতরিত হইলে, বরের পিতা আহার করেন। তদনন্তর বর ও কন্যার পিতা বরকন্যা উভয়ের কোষ্ঠী লইয়া গণকের নিকট গমন করেন ও বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া লন। শুভদিনে কন্যার গাত্রহরিদ্রা হইয়া গেলে পর, তাহার কিয়দংশ একটী পাত্রে করিয়া বরের বাটীতে বরের গাত্রে দিবার জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয় ও বরের বাটী হইতে ঐ পাত্রে রুটি, দাল ও গুড় কন্যার বাটীতে প্রেরিত হয়। তৎপরে সাধারণ বিবাহপ্রথানুসারে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। বিবাহকালে বর ও কন্যা মালা বদল করে না। বরের মাতা ঐ দিবস কন্যার বাটীতে আসিয়া পুত্রবধূর মুখ দেখিয়া চিনিমিশ্রিত এক পাত্র দুগ্ধ পান করিতে দেয়। পর দিবস বর, বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে বহির্ভ্রমণে গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকরগণ বাজনা বাজাইতে থাকে। তৎপরে বর প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গরমজলে স্নানপূর্ব্বক, আত্মীয় বন্ধুগণসহ আহারের নিমিত্ত উপবেশন করিলে, তাহার কোলে হরিদ্রা, পাঁচফল ও অন্যান্য দ্রব্য দেওয়া হয়। তৎপরে কন্যাকে সাধারণ রীতিমত বাটী লইয়া যাওয়া হয়।

ইহারা মৃতদেহের দাহ করে। ইহাদের জাতীয় একতা অতীব প্রবল। ইহারা স্ব স্ব পঞ্চায়ত মধ্যে সামাজিক বিবাদের মীমাংসা করে। কোন নিয়মভঙ্গ করিলে পঞ্চায়ত অর্থ দণ্ড করে। বারংবার নিয়ম ভঙ্গ করিলে জাতিচ্যুত পর্য্যন্ত করা হয়। ইহাদের বালকেরা বিদ্যালয়ে যায়, কিন্তু তাহারা দরজীর কার্য্য ভিন্ন অন্য ব্যবসা অবলম্বন করে না।

ধারবারের নামদেব সিম্পীরা দুই ভাগে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ের নাম 'নামদেব সিম্পী' অপর সম্প্রদায়ের নাম 'লিঙ্গায়তসিম্পী।' ইহাদের আচার ব্যবহার স্থানভেদে একটু একটু পৃথক্। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় আশ্বিনমাসে নব-রাত্রি পূজার সময় মদ ও মাংস ভক্ষণ করে।

শেষোক্ত সম্প্রদায় কণাড়ী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। ইহাদের পুরুষেরা স্বর্ণ ইয়ারিং পরিধান করে।

পুণার সিম্পীরা বহুভাগে বিভক্ত। আর আর সমস্ত বিষয়ে সিম্পীদের প্রায়ই একরূপ আচার ব্যবহার দেখা যায়।

নামদ্বাদশী (স্ত্রী) নাম্নঃ দ্বাদশী। ব্রতবিশেষ। এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লতৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়। এই ব্রতে গৌরী, কালী, উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, শিবা ও নারায়ণী এই দ্বাদশ দেবতার পূজা করিতে হয়। ইহাতে স্ত্রীদিগের সকল সৌভাগ্য লাভ হয়।

"গৌরী কালী উমা ভদ্রা দুর্গা কান্তি সরস্বতী।
মঙ্গলা বৈষ্ণবী লক্ষ্মী শিবা নারায়ণী ক্রমাৎ॥
মার্গতৃতীয়ামারভ্য পূর্ব্বোক্তং লভতে ফলম্॥" (দেবীপু°)

নামধাতু (পুং) নামপূর্ব্বকোধাতুঃ। সুবন্ত নাম প্রকৃতিক প্রত্যয়ান্ত ধাতুভেদ। যে সকল সুবন্তপদ পরে প্রত্যয় দ্বারা ধাতু সংজ্ঞা হয়, তাহাকে নামধাতু কহে। যথা—পুত্রকাম্য, 'আত্মনঃ পুত্রমিচ্ছতি,' পুত্র এই সুবন্তের উত্তর কাম্য প্রত্যয় হইল। এই স্থলে পুত্রকাম্য নামধাতু। নামধাতুর উত্তরও ধাতুবৎ সকল কার্য্য হইবে। সুবন্তপদের উত্তর যে কোন প্রত্যয় হইলেই যে নামধাতু হইবে তাহা নহে। নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি সুবন্তনিমিত্তক প্রত্যয় হয়, তাহাদিগেরই ধাতু সংজ্ঞা হইয়া থাকে, এই ধাতু সংজ্ঞকপদই নামধাতু বলিয়া আখ্যাত।

নামধারক (ত্রি) নাম গাত্রং ধরতি ন তদর্থং করোতি ধৃ-ণ্বুল্। নামমাত্রধারক, বিহিত ক্রিয়াবর্জ্জিত বিপ্রাদি। যে সকল ব্রাহ্মণ স্বীয় স্বীয় আচারপদ্ধতির অনুষ্ঠান করেন না, তাহাকে নামধারক কহে।

"অত ঊর্দ্ধন্তু যে বিপ্রাঃ কেবলং নামধারকাঃ।
পরিষত্বং ন তেষাং বৈ সহস্রগুণিতেষ্বপি॥
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
ব্রাহ্মণাস্ত্বনধীয়ানাস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ॥" (পরাশর)

যে সকল ব্রাহ্মণ বেদাদি পাঠ করেন না, কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী ও চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ, এই তিনটী কেবল নামধারক।

নামধেয় (ক্লী) নামৈব নাম-ধেয় (ভাগরূপনামভ্যো ধেয়ঃ। পা ৫।৪।২৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ধেয়ঃ। নাম শব্দার্থ।

"নামধেয়ং দশম্যাস্তু দ্বাদশ্যাং বাস্য কারয়েৎ।" (মনু ২।৩০)

নামন্ (ক্লী) ম্নায়তে অভ্যস্যতে যৎ তৎ, ম্না-অভ্যাসে ইতি-মনিন্ (নামন্ সীমন্ ব্যোমন্নিতি। উণ্ ৪।১৫০) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সংজ্ঞা, পর্য্যায়—আখ্যা, আহ্বা, অভিধান, নামধেয়, আহ্বান, লক্ষণ, ব্যপদেশ, আহ্বয়, সংজ্ঞা, গোত্র, অভিখ্যা। (অমর, শব্দর° ।) ২ প্রাতিপদিকরূপ শব্দভেদ।

"নিরুক্তা প্রকৃতির্দ্বেধা নামধাতুপ্রভেদতঃ।

যৎ প্রাতিপদিকং প্রোক্তং তন্নাম্নোনাতিরিচ্যতে॥" (শব্দশক্তিপ্র°)

নাম ও ধাতু এই দুই প্রকার প্রকৃতি। প্রাতিপদিক নাম পদবাচ্য। ইহা রূঢ়, লক্ষক, যোগরূঢ় ও যৌগিক এই চারি প্রকার। সঙ্কেতযুক্ত নাম রূঢ়পদবাচ্য, এবং ইহাকে সংজ্ঞা কহে।

"রূঢ়ঞ্চ লক্ষকঞ্চৈব যোগরূঢ়ঞ্চ যৌগিকম্।

তচ্চতুর্দ্ধা পরৈরূঢ়যৌগিকং মন্যতেঽধিকম্।

রূঢ়ং সঙ্কেতবন্নাম সৈব সংজ্ঞেতি কীর্ত্ত্যতে॥" (শব্দশক্তিপ্রকা°)

এই সংজ্ঞা নৈমিত্তিকী, পারিভাষিকী ও ঔপাধিকী। এই নাম উণাদ্যন্ত, কৃদন্ত, তদ্ধিতান্ত, সমাসজ ও শব্দানুকরণ এই ৫ প্রকার। [প্রাতিপদিক দেখ।]

।*। কলিকালে কেবল পরমেশ্বরের নামকীর্ত্তনই মুক্তি-লাভের প্রধান উপায়।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" (বিষ্ণুধর্ম্মবচন)

৩ উদক। (নিঘণ্টু)

নামনামিক (পুং) নাম্নি নামঃ নমনং প্রহ্বতা অস্ত্যস্য ঠন্। পরমেশ্বর। "জিতমানসিক নামনামিক" (ভারত শান্তি° ৪০ অ°)

নামমাত্র (ত্রি) নাম সংজ্ঞৈব মাত্রা যস্য। স্ববীর্য্যহীন, সংজ্ঞা-মাত্র ধারী, যাহার পূর্ব্বে সম্পদাদি ছিল, সে যদি সম্পদাদি হীন হইয়া অবস্থান করে, তাহাকে নামমাত্র কহে।

"যথা কাকযবাঃ প্রোক্তা যথাঽরণ্যভবাস্তিলাঃ।

নামমাত্রা ন সিদ্ধৌ হি ধনহীনাস্তথা নরাঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র)

নামমালা (স্ত্রী) নাম্নঃ মালা ৬তৎ। কোষভেদ।

নামমুদ্রা (স্ত্রী) নামাক্ষরস্য মুদ্রা যত্র। অঙ্গুরীয়ক ভেদ। অঙ্গু-রীতে অঙ্কিত নামাক্ষর (Monogram)।

নামযজ্ঞ (পুং) নামমাত্রেণ যজ্ঞঃ নামপ্রসিদ্ধয়ে বা যজ্ঞঃ। নামের জন্য যে যজ্ঞ করা হয়। আমি এই রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছি যে, অপর কেহ এইরূপ করিতে পারে নাই, এই প্রকার নামের জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহার নাম নামযজ্ঞ।

"আত্মসম্ভাবিতাস্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।

যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥" (গীতা ১৬।১৭)

আমি কুলীন, আমার সদৃশ আর কেহই নাই, আমি যজ্ঞানু-ষ্ঠান করিব, দান করিব, আমোদ করিব, এইপ্রকার অজ্ঞান-বিমোহিত এবং অহঙ্কার বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও অসূয়াপরবশ হইয়া দম্ভ সহকারে অবিধিপূর্ব্বক যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই নামযজ্ঞ। যে যজ্ঞে কোনপ্রকার শাস্ত্র নিয়ম রক্ষিত হয় না, কেবল ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হয়, তাহাও নামযজ্ঞ।

এইরূপ যজ্ঞে কোনপ্রকার ফল হয় না, ফলতঃ যাহারা এই-রূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকে, তাহারা আপনারাই আপনার নরকের দ্বার উন্মুক্ত করে। ইহাদের আসুরযোনিতে জন্ম হয়। আত্মকল্যাণকামীর নামযজ্ঞ পরিবর্জ্জনীয়।

নামলিঙ্গ (ক্লী) নাম চ লিঙ্গঞ্চ তে নাম্নো বা লিঙ্গম্। ১ শব্দ ও লিঙ্গ। ২ শব্দের লিঙ্গভেদ। স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব্দের এই তিন প্রকার লিঙ্গভেদ।

"স্ত্রীলিঙ্গমপি পুংলিঙ্গং ক্লীবলিঙ্গমিতি ত্রিধা।

শব্দসংস্কারসিদ্ধ্যর্থং ভাষয়া নাম ভিদ্যতে॥" (শব্দশক্তিপ্র°)

নামশেষ (ত্রি) নাম্নঃ শেষোযস্য, নাম আখ্যা এব শেষো যস্যেতি বা। ১ মৃত। ২ মরণ, কথামাত্রশেষ, দেহশূন্য।

নামসংগ্রহ (পুং) নাম্নাং শব্দভেদানাং সংগ্রহঃ। শব্দ সকলের একত্র সংগ্রহ, অভিধান।

নামাখ্যাতিক (পুং) নাম চ আখ্যাতঞ্চ তয়োর্ব্যাখ্যানোগ্রন্থঃ নামাখ্যাত-ঠঞ্। নামাখ্যাত প্রতিপাদক গ্রন্থের ব্যাখ্যানগ্রন্থ।

নামাঙ্ক (ত্রি) নাম নামাক্ষরমেব অঙ্কো যত্র। নামাক্ষর দ্বারা অঙ্কিত। "নামাঙ্কবাণাঙ্কিতকেতুযষ্টিঃ" (রঘু)

নামাদেশম্ (অব্য) নাম আদিশ্য নামন্ আ-দিশ-ণমুল্। নাম আদেশ করিয়া।

নামানুশাসন (ক্লী) অনুশিষ্যতে অর্থবিশেষবত্তয়া জ্ঞায়তে-ঽনেন অনু-শাস-করণে ল্যুট্, নাম্ন অনুশাসনং। শব্দসমূহের অর্থবিশেষ জ্ঞাপক গ্রন্থ, অভিধান, কোষ।

নামাপরাধ (পুং) নাম্নি নামবিষয়ে অপরাধঃ নাম্নঃ সকাশাৎ অপরাধো বা। সাধুনিন্দাদিরূপ দুরদৃষ্টজনক ব্যাপার বিশেষ।

"কে তেঽপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ।

বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি চ॥

তৎ কথ্যতাং মহাভাগাপরাধং নাম্নি কেশবে।

কেন কেন প্রকারেণ ভবেদ্বৈ তজ্জনাদিষু॥"(পাদ্মোত্তরথ°১০২অ°)

পদ্মপুরাণ মতে, সাধুদিগের নিন্দা, গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতি ও শাস্ত্রনিন্দন, হরিনামে নানার্থবাদকল্পন, দেবতা, গুরু, মাতাপিতা ও ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা এবং বৈষ্ণবের নিন্দা এই সকল নামাপ-

আমার মোহন কাঁদ অন্ধকারে আলো লো।
করেছি বিস্তর সেবা আজি মোরে সাজাইবা
আর্কর মাথায় কিরা যদি মোরে টালো লো॥"

খণ্ডিতনায়ক—

"আসিব বলিয়া গেলা অন্য সঙ্গে হলো মেলা
শরীরেতে চিহ্ন আছে লুকাবে কি বলিয়া।
মোর সঙ্গে কথা কয়্যা বঞ্চিলা অন্তেরে লয়্যা
কতেক করিলা ভাব এ কান্তেরে ছলিয়া॥
ভিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ আলু থালু দেখি কেশ
দেখিয়া তোমার ভাব দেহ যায় জ্বলিয়া।
কে সাধিলে মনোরথ খণ্ডিয়া পিরীতি পথ
নিজ স্থানে যাও তুমি আমি যাই চলিয়া॥"

কলহান্তরিত নায়ক—

"অল্প অপরাধ পায়ে, কেন বা দিনু খেদায়ে,
এবে কার মুখ চায়ে কামজ্বালা নারিব।
বিবেচনা নাহি করি, এখন বুঝিয়া মরি,
অনুমানে হেন বুঝি রহিতে না পারিব॥
পুনঃ দূতী পাঠাইব, প্রীতি করি আনাইব,
সবে এক দোষ তাহে পতি হয়্যা হারিব।
হারি গ্লানি দন্দ যাউক, তার অভিমান থাকুক,
তাহা বিনা এ সঙ্কটে তরিবারে নারিব॥"

প্রোষিতভার্য্য নায়ক—

"কোথায় রহিল রামা, বিরহে দহিয়া আমা,
নিরন্তর কামজ্বালা কত আর সহিব।
পিক ডাকে কুহু কুহু, ভ্রমর গুঞ্জরে মুহু,
সাপে খেকো বায়ু জ্বালা কত আর বহিব॥
চন্দন কমল দল, পোড়া যেন দাবানল,
সুধাকর বিষধর কত সয়্যা রহিব।
আলো দেখি অন্ধকার, পুরস্কার তিরস্কার,
হেন বুঝি অবশেষে উদাসীন হইব॥"

প্রোষিতপত্নীক নায়ক—

"যদি যাবে আমা ছাড়্যা, প্রাণ কেন লও কাড়্যা,
আপন উদ্বেগ হেতু অগ্নি লয়্যা যাবে লো।
তোমা সঙ্গে যাবে তাপ, আমি এড়াইব পাপ,
খেতে শুতে অনুক্ষণ মনস্তাপ পাবে লো॥
প্রবোধ করিয়া তায়, ঠেকিবে দারুণ দায়,
এমত হইবে বাক্য সম্বিত হারায়ে লো।
কয়্যা দিনু শেষ মর্ম্ম, বুঝিয়া করহ কর্ম্ম,
পদে পদে পাবে জ্বালা ক-পদ এড়াবে লো॥

ইত্যাদি বুঝিবা নায়কের অষ্ট মত।
উদাহরণেতে অনুভবে পায় যত॥"

পীঠমর্দ্দ, বিট, চেট ও বিদূষক নায়কের প্রধান সহায়।

পীঠমর্দ্দ—"রমণী করিলে ক্রোধ যে করে সান্ত্বনা।
ধর্ম্মধী সচিব পীঠমর্দ্দ সেই জনা॥
রমণীরত্ন সহেনা আচ, টুটয়ে অগ্নি পরশে কাচ,
করিতে মান দিবে না স্থান দিবে না স্থান।
কি করে ক্ষোভ সহে রামার, অবলা জাতি মৃদু আকার,
জ্বলয়ে বহ্নি নহে সে মান নহে সে মান॥
রস তাপে হিয়ে বিনাশে পায়, তপনে আপ শুকায়্যা যায়,
রসিয়ে মান রবে কোথায় রবে কোথায়।
প্রমদা বন্ধন সংসারেরি, প্রমদা আকর আহ্লাদেরি,
সদতে রাখহ সুযত্নে তায় সুরত্ন প্রায়॥"

বিট—"কামশাস্ত্রে যেই জন পরম নিপুণ।
বিট বলি তার নাম ধরে নানা গুণ॥
চুম্ব আলিঙ্গন, কামেরি দীপন,
মন্ত্র তন্ত্র আদি যত।
যাহে নারী বশ, যাহে বাড়ে রস,
এমত জানিবা কত॥
বেশভূষা বাস, সন্দেহ সন্তাষ,
নৃত্যগীত নানা মত।
ফিরি নানা ঠাঁই, আর কর্ম্ম নাই,
আমার এই সতত॥"

চেট—"সন্ধান চতুর সেই সময় ঘটক।
কবিগণ তার নাম বলয়ে চেটক॥
যখন বিরলে পাব, তখনি নিকটে যাব,
যদি ক্রোধে গালি দেয় তবু সয়্যা রহিব।
নয়নের ভঙ্গী করি, ফল কিংবা ফুল ধরি,
চারি চক্ষে এক হলে ইশারায় কহিব॥
স্নানেতে যখন যায়, ধরিতে বসন তায়,
কৌতুকে কুম্ভীর হয়্যা জলে ডুবে রহিব।
দুঃখ বিনা নহে সুখ, দেখিতে সে চাঁদমুখ,
গ্রীষ্ম হিম বৃষ্টিপাতে পরাঙ্মুখ নহিব॥"

বিদূষক—"কিবা রোষে কিবা তোষে যার হরি হাস।
বিদূষক নাম তার হাস্যের বিলাস॥
চন্দন কজ্জল রাগ, বদনে যে দেখ দাগ,
অপমান এই দেখ মুখে কালি চূণ লো।
দেখ দেখ শোভা কিবা, চাঁদে আলো যেন দিবা,
দোহাই দোহাই তোর কামে করে খুন লো॥

করিবা পরীক্ষা যদি, রসের তরঙ্গ নদী,
দুইজনে ডুবি আইস কে হয় নিপুণ লো।
আপনি দোষের ঘর, পরীক্ষা করিতে ডর,
আমার মাথার দোষ এতো বড় গুণ লো॥"

(ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী।)

নায়কের ৮টী সাত্ত্বিক গুণ যথা—স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রণয়।

নায়কের দশ দশা—অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকীর্ত্তন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা ও নিধন এই ১০টী অবস্থা। (রসম°)

সাহিত্যদর্পণে নায়কের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—
"ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।
দক্ষোঽনুরক্তলোকস্তেজো বৈদগ্ধ্যশীলবান্ নেতা॥"

(সাহিত্যদ° ৩।৩৩)

দানশীল, কৃতী, সুশ্রী, রূপবান্ যুবক, কার্য্যকুশল, লোকরঞ্জক, তেজস্বী, পণ্ডিত ও সুশীল এই সকল গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে নেতা বা নায়ক বলা যায়। প্রথমতঃ এই নায়ক চারি ভাগে বিভক্ত যথা—ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত। আত্মশ্লাঘারহিত, ক্ষমাশীল, গম্ভীরস্বভাব, মহাবলশালী, অতিশয় স্থির ও বিনয়ী এই সকল গুণশোভিত হইলে তাহাকে ধীরোদাত্ত নায়ক কহে। রাম যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ধীরোদাত্ত নায়ক। মায়াবী, প্রচণ্ড, অহঙ্কার ও দর্প প্রভৃতি যুক্ত ও আত্মশ্লাঘাপরায়ণ এই সকল যুক্ত হইলে ধীরোদ্ধত নায়ক হয়। ভীমসেন প্রভৃতি ধীরোদ্ধত নায়ক।

নিশ্চিন্ত, মৃদু ও সর্ব্বদা নৃত্যগীতাদি প্রিয় হইলে ধীরললিত নায়ক হয়। রত্নাবলীনাটকোক্ত বৎসরাজ প্রভৃতি ধীরললিত নায়ক।

দ্বিজাদি সামান্য নায়কগুণবিশিষ্ট; ও ত্যাগী, কৃতী প্রভৃতি গুণযুক্ত হইলে ধীরপ্রশান্ত নায়ক হয়। মালতীমাধব প্রভৃতি নাটকে মাধবাদি ধীরপ্রশান্তনায়ক।

এই চারিপ্রকার নায়ক প্রত্যেকে দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকূল ও শঠ এই চারি চারি করিয়া ১৬ ভাগে বিভক্ত। ধীরোদাত্তাদি সকল নায়কই এই চারিপ্রকার ভেদযুক্ত। যিনি সকল স্ত্রীতে সমান অনুরক্ত তাহাকে নায়ক কহে। যিনি অপরাধ করিলেও ভীত হন না, তিরস্কারেও লজ্জিত নহেন, দোষ দৃষ্ট হইলে মিথ্যা কথা কহেন, তাহাকে ধৃষ্টনায়ক কহে। যিনি একস্ত্রীনিরত, তাহার নাম অনুকূলনায়ক। যিনি বাহিরে অনুরাগ দেখান, অন্যত্র অন্যায় আচরণ করেন, তাহাকে শঠনায়ক কহে। এই ১৬ প্রকার নায়ক উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে তিন প্রকার। সর্ব্বসমেত নায়ক ৪৮ প্রকার। বিট, চেট ও বিদূষক প্রভৃতি নায়কের সহায় ও নর্ম্মসচিব। *

শোভা, বিলাস, মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজ, ললিত ও ঔদার্য্য নায়কের এই ৮টী সত্ত্বজগুণ। বীরত্ব, কার্য্যকুশলতা, সত্য, মহোৎসাহ, নীচের প্রতি অতিশয় ঘৃণা ও স্পর্দ্ধা নায়কের এই সকল গুণসমূহের নাম শোভা। বিলাস সময়ে দৃষ্টি, ধীর গতি, মনোহর ও সস্মিত বাক্য, ইহাকে বিলাস কহে। বিকারের কারণ সত্ত্বেও চিত্ত উদ্বেগ প্রাপ্ত না হইলে তাহাকে মাধুর্য্য কহে। ভয়, শোক, ক্রোধ ও হর্ষাদিতে চিত্তের নির্ব্বিকারতার নাম গাম্ভীর্য্য। প্রবল বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও স্থির ভাবে প্রতিজ্ঞাপালনের নাম ধৈর্য্য। পরকৃত অধিক্ষেপ ও অপমান প্রভৃতির প্রাণাত্যয়েও সহ্য না করার নাম তেজ। বাক্য ও বেশে মধুরতা এবং শৃঙ্গার চেষ্টিতের নাম ললিত। প্রিয়ভাষণ, দান এবং শত্রুর প্রতি মিত্রের তুল্য ব্যবহার, ইহার নাম ঔদার্য্য। নায়কের সত্ত্বজ এই ৮টী গুণ। (সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

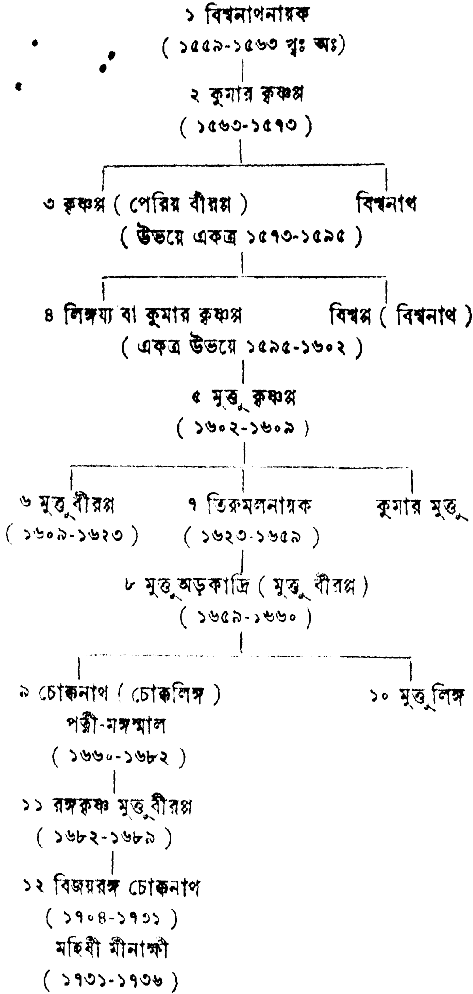
নায়কভট্ট, একজন সংস্কৃত অলঙ্কারগ্রন্থরচয়িতা, অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

নায়কবংশ, দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্ত্তী মদুরার এক পরাক্রান্ত রাজবংশ। বিজয়নগরের সেনাপতি বা নায়ক হইতে এই বংশের উদ্ভব, সেইজন্য এই বংশীয়গণ 'নায়ক' উপাধিতে ভূষিত। ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরাধিপের সেনাপতি পাণ্ড্যরাজ্য অধিকার করিয়া মদুরারাজ্যে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই বংশীয়গণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিলেও বিজয়নগরের রাজাকে 'অধীশ্বর'

---

* "ধীরোদাত্তো ধীরোদ্ধতস্তথা ধীরললিতশ্চ।
ধীরপ্রশান্ত ইত্যয়মুক্তঃ প্রথমং চতুর্ভেদঃ॥
অবিকত্থনঃ ক্ষমাবানতিগম্ভীরো মহাসত্ত্বঃ।
স্থেয়ান্ নিগূঢ়মানো ধীরোদাত্তো দৃঢ়ব্রতঃ কথিতঃ॥
মায়াপরঃ প্রচণ্ডশ্চপলোঽহঙ্কারদর্পভূয়িষ্ঠঃ।
আত্মশ্লাঘানিরতো ধীরৈর্ধীরোদ্ধতঃ কথিতঃ॥
নিশ্চিন্তো মৃদুরনিশং কলাপরো ধীরললিতঃ স্যাৎ।
সামান্যগুণৈর্ভূয়ান্ দ্বিজাদিকো ধীরপ্রশান্তঃ স্যাৎ॥
এভির্দক্ষিণধৃষ্টানুকূলশঠরূপিভিস্তু ষোড়শধা।
এষত্বনেকমহিলাসু সমরাগো দক্ষিণঃ কথিতঃ॥
কৃতাগা অপি নিঃশঙ্কস্তর্জ্জিতোঽপি ন লজ্জিতঃ।
দৃষ্টদোষোঽপি মিথ্যাবাক্ কথিতো ধৃষ্টনায়কঃ॥
অনুকূল একনিরতঃ শঠোঽয়মেকত্র বদ্ধভাবো যঃ।
দর্শিতবহিরনুরাগো বিপ্রিয়মন্যত্র গূঢ়মাচরতি॥
এষাঞ্চ ত্রৈবিধ্যাৎ সর্ব্বেষামুত্তমমধ্যাধমত্বেন।
উক্তা নায়কভেদাশ্চত্বারিংশত্তথাঽষ্টৌ চ॥"(সাহিত্যদর্পণ ৩পরি°)

বলিয়া স্বীকার করিতেন। নিম্নে নায়ক-বংশ-তালিকা উদ্ধৃত হইল—



এই নায়কবংশের আদি ইতিহাস কতকটা অপরিষ্কার। ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে তিনজন নায়ক যখন মদুরাশাসন করিতেছিলেন, সেই সময়ে বা তাহার অনতিপরে, চন্দ্রশেখর নামে একজন পাণ্ড্যবংশীয় রাজকুমার মদুরার সিংহাসনে স্থাপিত হন। এই সময় তঞ্জোরের চোলরাজ বীরশেখর পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করেন। চন্দ্রশেখর বিজয়নগরে পলাইয়া গিয়া আশ্রয় লইলেন। সদাশিবরায়ের পদাভিষিক্ত রামরাজ চোলদিগকে দমন করিবার জন্য কোটিয়-নাগম-নায়ক নামক সেনাপতিকে প্রেরণ করেন। সেনাপতি মদুরা অধিকার করিলেন, কিন্তু তিনি পাণ্ড্যরাজকে সিংহাসনে না বসাইয়া আপনিই রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। বিজয়নগরাধিপ রামরাজ তাহাতে বিরক্ত হইয়া নাগমনায়কের পুত্র বিশ্বনাথকে পিতার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। পিতা পুত্রের নিকট পরাস্ত হইল। বিশ্বনাথ চন্দ্রশেখর পাণ্ড্যকে সাক্ষীগোপালের মত সিংহাসনে বসাইয়া একপ্রকার আপনিই রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। মদুরার সুপ্রসিদ্ধ সহস্রস্তম্ভমণ্ডপপ্রতিষ্ঠাতা আর্য্যনায়ক বা আর্য্যনাথ বিদ্রোহ-নিবারণকালে বিশ্বনাথকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, এখন তিনিই বিশ্বনাথের প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি হইলেন। বিশ্বনাথ তাঁহাকে "দলবায়" উপাধি প্রদান করেন। এই সময় মদুরারাজ্য সুশাসিত, চারিদিকে সুদৃঢ় দুর্গাদিদ্বারা সুরক্ষিত, নানা মন্দির সুসংস্কৃত ও সুশোভিত খাল বিল উৎখাত, নানা গ্রাম স্থাপিত ও ত্রিশিরাপল্লী পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্য বিস্তৃত হয়। বিশ্বনাথ তঞ্জোররাজকে বলিয়া ত্রিশিরা-পল্লীর বদলে বল্লম্-নগর গ্রহণ করেন। ইহার কিছুকাল পরে, আর্য্যনাথ তিন্নেবল্লী প্রদেশে বন্দোবস্ত করিতে যান। তথায় পঞ্চপাণ্ডব নামে পরাক্রান্ত পঞ্চ সামন্ত আর্য্যনাথের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। বিশ্বনাথ সেনাপতির সাহায্যার্থ সসৈন্যে দক্ষিণদেশে গমন করেন। কিংবদন্তি আছে, সেই পঞ্চপাণ্ডবের বীর্য্যপ্রভাবে তাঁহার সৈন্যগণ বিচলিত হইলে, বিশ্বনাথ সেই সামন্তগণকে আহ্বান করিয়া বলেন, 'বৃথা শত শত লোকের রক্তপাত করিয়া ফল কি? এস, তোমরা ৫ জন ও আমরা একজনে যুদ্ধ করি। যে পরাজিত হইবে, তাহাকেই এই দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে'। পঞ্চপাণ্ডব কহিলেন, 'তাহা কেন? আমাদের মধ্যে একজনকে বাছিয়া লইয়া যুদ্ধ কর। তাহার হার হইলে আমাদের সকলের হার গণ্য করিব।' বিশ্বনাথ তাহাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করিল, তখন অপর চারিজন নির্বিবাদে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। এইরূপে অবাধে বিশ্বনাথনায়ক সেই বিস্তীর্ণ ভূভাগের একচ্ছত্রা অধিপতি হইলেন। তিনি রাজ্যের সুশাসনের জন্য ৭২ জন সামন্তকে ৭২টী পল্লীশাসন করিতে দেন। ১৫৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র কুমার-কৃষ্ণপ্প আধিপত্য লাভ করেন।

এই সময় আর্য্যনাথ মুসলমানদিগকে দমন করিবার জন্য উত্তরাঞ্চলে যাত্রা করেন। সেই সুযোগে পোলিগর দম্বিছি-নায়ক বিদ্রোহী হন। কিন্তু শীঘ্রই বিদ্রোহ নিবারিত ও বিদ্রোহি-নায়ক নিহত হয়। তৎকালে আর্য্যনাথই রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার যত্নে বিস্তর সাধারণ হিতকর কার্য্য সম্পাদিত ও অনেক হিন্দুদেবমন্দির নির্ম্মিত হয়।

প্রবাদ এইরূপ, কুমার কৃষ্ণপ্প সিংহল আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় বার যুদ্ধে সিংহলরাজ নিহত ও সিংহল রাজ্য অধিকৃত

হয়। কুমার কৃষ্ণপ্প কর্ত্তি অধিকারপূর্ব্বক আপন শ্যালককে তথায় অভিষিক্ত করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তৎপুত্র কৃষ্ণপ্প ও বিশ্বনাথ উভয়ে মিলিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। কিন্তু উভয়েই এক প্রকার আর্য্যনাথের ক্রীড়াপুত্তল স্বরূপ ছিলেন। এই সময় 'মহাবিলিবান' নামে এক সামন্তরাজ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শীঘ্রই পরাস্ত হন। এই সময় ত্রিচিনপল্লী ও চিদম্বরম্ দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত হয়। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণপ্পের মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র লিঙ্গয্য ও বিশ্বপ্প উভয়ে রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের রাজত্বকালে মদুরা রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ আর্য্যনাথ ইহলোক পরিত্যাগ করেন। প্রথমে বিশ্বপ্প, তৎপরে (১৬০২ খৃষ্টাব্দে) লিঙ্গয্য কাল কবলিত হইলেন। তাঁহার পিতৃব্য কস্তুরী রঙ্গয্য বলপূর্ব্বক রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু সপ্তাহ মধ্যে তিনি নিহত হন ও লিঙ্গয্যের পুত্র মুত্তু কৃষ্ণপ্প সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

মুত্তু কৃষ্ণপ্প রামনাদের প্রাচীন মড়ববংশীয় সেতুপতিদিগকে পুনরায় স্বরাজ্যে স্থাপিত করেন। তাঁহার সময় রবার্ট ডি-নবিলিয়াসের অধীন জেসুট পাদ্রীগণ মদুরায় প্রবল হইয়া উঠে। অনেক নীচজাতি খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে থাকে।

[খৃষ্টান শব্দ দেখ।]

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তিনটী পুত্র রাখিয়া মুত্তু কৃষ্ণপ্প ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই তিনজনের নাম মুত্তু বীরপ্প, তিরুমল ও কুমার মুত্তু।

মজালিন্‌উল্ সলাতিন্-নামক ইতিহাস-রচয়িতা মহম্মদ শরীফ লিখিয়াছেন, তিনি উক্ত মদুরারাজের সহিত তাঁহার শত শত মহিষীকে চিতারোহণ করিতে দেখিয়াছেন।

মুত্তু বীরপ্পের রাজত্বকালে তঞ্জোরের সহিত যুদ্ধ বাধে। এই সময় মহিসুর হইতে কএকদল সেনা আসিয়া মদুরা লুট করিয়া যায়। বীরপ্প স্বীয় রাজ্য মধ্যে খৃষ্টানধর্ম্ম প্রচারে বিশেষ বাধা দিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে ত্রিচিনপল্লীতে রাজধানী ছিল।

তাঁহার পর তিরুমল নায়ক রাজা হন। তিনি ত্রিচিনপল্লী হইতে রাজপাট তুলিয়া মদুরাতেই আবার রাজধানী করিলেন। তিনি 'মহারাজমান্যরাজশ্রীতিরুমল শেবরি নায়নি আয্যলু গারু' এই উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়েই মদুরার বৃহদাকার মন্দির সকল ও রাজপ্রাসাদ নির্ম্মিত হয়। তাঁহার সময়ে মহিসুররাজ মদুরারাজ্য অধিকার করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। দিণ্ডিগুল নামক স্থানে দলবায় রামপ্পয্য বিপক্ষসৈন্য পরাস্ত করিয়া মহিসুর পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎ ধাবিত হন। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে জেসুট-প্রবর রবার্ট-ডি-নবিলিয়াস্ আবার মদুরায় উপস্থিত হন। তাঁহার মনোমুগ্ধকর বক্তৃতায় অনেকেই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে।

কিছুকাল পরে রামনাদপ্রদেশে সেতুপতির সহিত ঘোরতর যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে তিরুমলের বিশেষ অনিষ্ট হয়। কোথায় তিনি মনে করিয়াছিলেন যে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবেন, না বিজয়নগরাধিপকে সর্ব্বদাই তাঁহাকে উপহার পাঠাইতে হইত। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর-রাজের প্রতি তাঁহার কিছু অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, তাহাতে বিজয়নগরের নব রাজা তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিরুমল তঞ্জোর ও গিঞ্জির নায়কদিগের সাহায্য গ্রহণ করেন। বিজয়নগরাধিপ গিঞ্জি আক্রমণে উপস্থিত হইলেন। সেই অবকাশে মুসলমানেরা তিরুমলের প্ররোচনায় বিজয়নগর আক্রমণ করিল। পরে তাহারা বিজয়নগরের দক্ষিণাংশ অধিকার করিতে লাগিল। তিরুমলকেও এই সময় মদুরায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। তৎপরে তিনি গোলকোণ্ডার মুসলমানরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। মুসলমানেরা আসিয়া মদুরা আক্রমণ করিলেন। তিরুমল কোন বাধা না দিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তিরুমলের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্য মহিসুররাজ কএকবার তিরুমলকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। শেষে ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে মদুরাপতিই জয়লাভ করিলেন।

মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম্মের উপর তিরুমলের অনেকটা আস্থা হইয়াছিল। সেইজন্যই ব্রাহ্মণেরা তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া উক্ত বর্ষে তাঁহাকে হত্যা করেন। তৎপরে তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী কুমার মুত্তু ব্রাহ্মণগণের উত্তেজনায় পিতৃসত্ত্ব পরিত্যাগ করেন ও মুত্তু অড়কাদ্রি নামে তিরুমলের এক জারজ পুত্র সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

অড়কাদ্রির অপর নাম বীরপ্প। মুসলমানদিগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্য ইনি ত্রিচিনপল্লী সুদৃঢ় করেন। এদিকে মুসলমানেরা তঞ্জোর ও অপরাপর স্থান আক্রমণ করিয়া শেষে ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিল। কিন্তু তাহাদের অভিসন্ধি সুসিদ্ধ হয় নাই। বীরপ্পই জয়লাভ করিলেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবলীলা সম্বরণ করেন।

তৎপরে তাঁহার পুত্র চোক্কলিঙ্গ বা চোক্কনাথ (শোক্যনাথ) ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। প্রথমে মদুরার দুর্ব্বৃত্ত মন্ত্রিগণ তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মদুরাধিপ বয়সে অল্প হইলেও নিজ বুদ্ধিবলে দুর্ব্বৃত্তদিগের কৌশল ব্যর্থ করিয়া আপনি শাসনভার ও

সৈন্যাপত্য গ্রহণ করিলেন। ষড়যন্ত্রিগণ তঞ্জোরে পলাইয়া আশ্রয় লইল। চোক্কনাথ সসৈন্যে তথায় গিয়া তাহাদিগকে দমন করিলেন। এই সময় তঞ্জোরাধিপ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। ১৬৬৩-৬৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা আর একবার ত্রিচিনপল্লী আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু এবারও তাহারা নিরীহ গ্রামবাসিগণের রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তঞ্জোরের নায়ক বিজয়রাঘব মুসলমানদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া চোক্কনাথ তাহারও রাজ্য জয় করেন ও তঞ্জোররাজ বিলক্ষণ অবনত হন। ইহারই অনতিপরে, রামনাদের সেতুপতি মদুরার অধীনতা অগ্রাহ্য করিয়া বিদ্রোহী হইলেন। কিন্তু এবার চোক্কনাথ তাঁহাকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার তঞ্জোর আক্রমণ করেন। এবার তঞ্জোরে মর্ম্মভেদী বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। বিজয়রাঘব আপনার মানরক্ষা করিতে গিয়া সপরিবারে নিহত হন*। অলগিরি নায়ক তঞ্জোরের শাসনকর্ত্তা হইলেন। ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে চোক্কনাথ চন্দ্রগিরির রাজকন্যা মঙ্গম্মালের পাণিগ্রহণ করেন। মদুরাপতি তাঁহার প্রণয়ে এতই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে নিজ ভ্রাতা মুত্তু অড়কাদ্রির উপর সমস্ত রাজকার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া আপনি ত্রিচিনপল্লীতে থাকিয়া সেই রমণীর সহিত আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতেন। মন্ত্রিগণ অড়কাদ্রির সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন ও সকলেই তাঁহাকে স্বাধীন রাজা হইবার জন্য উত্তেজিত করিলেন। এদিকে (১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে) শিবাজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা একোজী ও তঞ্জোরের একজন পলায়িত রাজকুমারের সহিত যোগ দিয়া সমস্ত মদুরারাজ্য আক্রমণ করিল। এই ঘোর সঙ্কটকালেও চোক্কনাথের চৈতন্য হয় নাই, তিনি রমণীপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, তাঁহার আর নিস্তার নাই। তখন তঞ্জোর হইতে মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য অস্ত্রধারণ করিলেন। যুদ্ধযাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু সাজাগোজাই সার হইল। এই সময় মহিসুররাজ মদুরা জয় করিবার চেষ্টা করেন। শিবাজীও দাক্ষিণাত্য অধিকার করিবার জন্য প্রভূত সৈন্যসহ অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু কোলরুণ নদীর বন্যায় দেশ প্লাবিত হওয়ায় তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন। শিবাজী চলিয়া গেলে, মুসলমানেরা সুযোগ বুঝিয়া গিঞ্জীতে গিয়া শিবাজীর সেনাপতিকে আক্রমণ করিল। কিন্তু তাহারাই পরাজিত হয়। এই সময় চোক্কনাথ তঞ্জোর আক্রমণ করেন। বুঝা যায় না, কি কারণে তিনি গিঞ্জি আক্রমণ না করিয়া ত্রিচিনপল্লীতে ফিরিয়া আসেন। এই সময়ে মহিসুররাজ মদুরার অন্তর্গত দুইটী দুর্গ অধিকার করিয়া নানাস্থানে লুটপাট করিতে থাকেন। চোক্কনাথের মন্ত্রী গোবিন্দপ্পও এই সুযোগে কৌশলক্রমে চোক্কনাথকে বন্দী করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুত্তু লিঙ্গপ্পকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। (১৬৭৭ খৃঃ অঃ)

মুত্তু লিঙ্গপ্প রাজা হইয়া রস্তম্ নামক এক মুসলমানকে আপনার দুর্গরক্ষক করেন। এই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক দুর্গ অধিকার করিয়া চোক্কনাথকে মুক্ত ও তাঁহাকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই মুসলমানই দুই বর্ষ রাজ্যশাসন করেন। এই সময় মহিসুররাজ, রামনাদের মড়বগণ, মহারাষ্ট্রগণ ও তঞ্জোরের মুসলমান সেনাপতিগণ মদুরা গ্রাস করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। মহিসুরের সেনাপতি রস্তমকে পরাজিত ও নিহত করিলেন। চোক্কনাথ স্বাধীন হইলেন বটে, কিন্তু মহিসুরের সেনাপতি দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। তখন তিনি আর কোন উপায় না দেখিয়া শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শম্ভুজীর সেনানায়ক অসুরমল্ল আসিয়া মহিসুরের সেনানায়ককে পরাস্ত ও বন্দী করেন। অসুরমল্লের যত্নে মহিসুরাধিকৃত স্থানসমূহ পুনরুদ্ধার হইল। কিন্তু সুচতুর মহারাষ্ট্র-সেনাপতি সে সকল ভূভাগ চোক্কনাথকে আর ছাড়িয়া দিলেন না। বরং ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিয়া বসিলেন। তাহাতে চোক্কনাথ বিশেষ মনোকষ্ট পাইয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পঞ্চদশবর্ষীয় কুমার রঙ্গকৃষ্ণ মুত্তু বীরপ্প (১৬৮২ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি অত্যন্ত সাহসী ও বীর বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে অল্পদিন মধ্যেই মহারাষ্ট্র-সেনানায়ক দুর্গাবরোধ ছাড়িয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। রঙ্গকৃষ্ণ বাহুবলে ক্রমে ক্রমে নষ্ট দুর্গগুলি উদ্ধার করেন ও (১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে) মহিসুর সেনাদিগকে মদুরারাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি কখন মন্ত্রিগণের উপর নির্ভর করিতেন না। আপনি সকল কার্য্য দেখিয়া বেড়াইতেন। কাহারও দোষ পাইলেই তাহার দণ্ডবিধান করিতেন, আবার কার্য্যক্ষম ব্যক্তিকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। মদুরার গ্রহবৈগুণ্যে এমন রাজা বহুদিন জীবিত ছিলেন না। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে দারুণ বসন্তরোগে সহসা তিনি প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার এক স্ত্রী গর্ভবতী ছিলেন। কয়েক দিবস পরে, তিনি এক পুত্র প্রসব করেন, কিন্তু প্রসূতিও তাহার চারি দিন পরে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। মৃত রাজার মাতা

* Nelson's Manual of Madura Country নামক গ্রন্থে এই বিয়োগান্ত অভিনয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

মঙ্গম্মাল তিন মাসের সময় পৌত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া নাবালকের অছি স্বরূপ রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই বুদ্ধিমতী রমণীর সুশাসনগুণে প্রজাগণ অতি সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়াছিল। এই সময় ত্রিচিনপল্লী হইতে মদুরা পর্য্যন্ত উভয় পার্শ্বে তরুমালা-শোভিত সুপ্রশস্ত রথ্যা ও পথের মাঝে মাঝে সত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও সেই সকল প্রাচীন ছত্রের নিদর্শন রহিয়াছে।

মঙ্গম্মালের একটী বিশেষ গুণ ছিল, তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বীকেই সমভাবে দেখিতেন, হিন্দু বা খৃষ্টান কেহ উপেক্ষিত হইতেন না। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে রামনাদের সেতুপতি, অতি কষ্ট দিয়া জেসুটপুঙ্গব ডি-ব্রিটোর প্রাণসংহার করেন। তাহাতে মঙ্গম্মাল সেতুপতির উপর চটিয়া যান। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সৈন্যগণ তিরুবাঙ্কোড় হইতে কর আদায় করিতে গিয়া পরাজিত হয়। তজ্জন্য মঙ্গম্মাল তিরুবাঙ্কোড়ের বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করেন। কেহ বলেন, সেই যুদ্ধে মদুরার জয় হয়। আবার কেহ বলেন, ত্রিরুবাঙ্কোড়রাজই জয়শ্রী অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে, তুঁতকুড়ির ওলন্দাজেরা নায়করাজের নিকট মুক্তোত্তোলন-ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময় তঞ্জোরের সহিতও দুই একবার সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তৎকালে মদুরা-রাজসভায় খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক বুকেট (Bouchet) অতি সমাদরে গৃহীত হন। মদুরা-সেনাপতি দলবায় নরপ্পয্য তঞ্জোররাজ্য বিলুণ্ঠিত করিল। তঞ্জোরের প্রধানমন্ত্রী অর্থদ্বারা মদুরার সৈন্যবর্গকে বশীভূত করেন। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে মদুরা ও তঞ্জোর একত্র হইয়া মহিসুরকে আক্রমণ করেন, কিন্তু কোন পক্ষে সুবিধা হয় নাই। পরবর্ষে দলবায় নরপ্পয্য সেতুপতির সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাজিত ও নিহত হন। ১৭০৪-৫ খৃষ্টাব্দে নায়করাজকুমার বিজয়রঙ্গ চোক্কনাথ বয়োপ্রাপ্ত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। সুযোগ বুঝিয়া ধূর্ত্ত মন্ত্রিগণ মঙ্গম্মালের নামে অনেক মিথ্যা অপবাদ রটনা করিল। উগ্রপ্রকৃতি নায়করাজ তাহাদের কূটাভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া মাতৃস্থানীয়া পিতামহীকে কারারুদ্ধ করেন, তথায় মঙ্গম্মাল অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন। দুষ্টেরা সেই বিচক্ষণা রমণীর চরিত্রে মিথ্যা দোষ আরোপ করিলেও এখনও মদুরার প্রজাগণ তাঁহাকে মাতার স্বরূপ জ্ঞান করে ও প্রাণভরিয়া তাঁহার সুখ্যাতি গান করিয়া থাকে। বিজয়রঙ্গের রাজত্বকালে মহাজলপ্লাবনে (১৭০৯ খৃঃ অব্দে) ও তৎপরবর্ষে ভীষণ দুর্ভিক্ষে প্রজাগণের কষ্টের একশেষ হইল। সেই দুর্ভিক্ষ পরে দশ বর্ষব্যাপী হইয়াছিল। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে পদুকোট্টার তোণ্ডমান সেতুপতির অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হন। সেতুপতি তাঁহাকে দমন করিতে গিয়া নিহত হইলেন। এখন রামনাদের সিংহাসন লইয়া মহাগোলযোগ বাঁধিল। রামনাদের অধীন শিবগঙ্গ প্রদেশ তঞ্জোর গ্রহণ করিলেন। বাকী অংশ পরবর্ত্তী সেতুপতির রহিল। ১৭৩১ খৃষ্টাব্দে বিজয়রঙ্গ নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার বিধবা মহিষী মীনাক্ষীদেবী মদুরার শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বঙ্গারু-তিরুমলের পুত্রকে দত্তক লয়েন। সুযোগ বুঝিয়া বঙ্গারু-তিরুমল মদুরা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করেন। তিনি ত্রিচিনপল্লীতে রাণীর প্রাণসংহার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা সফল হয় নাই। ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে সফদরআলীখাঁর অধীনে মুসলমানগণ মদুরা, তঞ্জোর, তিরুবাঙ্কোড় প্রভৃতি রাজ্য আক্রমণ করেন। এই সময় বঙ্গারু-তিরুমল সফদরআলীকে উৎকোচ দিয়া বশীভূত করিয়া তাঁহাদ্বারা রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। তখন রাণী অতিশয় ভীত হইয়া প্রভূত অর্থদ্বারা চাঁদসাহেবকে হস্তগত করিলেন। এখন বঙ্গারু তিরুমল ত্রিচিনপল্লী পরিত্যাগ করিয়া মদুরাভিমুখে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। চাঁদসাহেবও চলিয়া গেলেন। কিন্তু ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার আসিয়া চাপিয়া বসিলেন। রাণী মীনাক্ষী সম্পূর্ণরূপে চাঁদসাহেবের অধীন হইয়া পড়িলেন। চাঁদসাহেব বঙ্গারু-তিরুমলের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। বঙ্গারু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া শিবগঙ্গপ্রদেশে পলায়ন করিলেন, এখন চাঁদসাহেবই মদুরার সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন! রাণী মীনাক্ষী হতাশে আত্মহত্যা করিলেন। এইরূপে নায়কবংশের শেষ হইল।

নায়কাধিপ (পুং) নায়কস্য অধিপঃ ৬তৎ। নৃপ, রাজা। (শব্দচ°)

নায়কোট, নেপালের অন্তর্গত একটী জেলা ও নগর। এই জেলা কাটমাণ্ডুর ১৭ মাইল পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিমে বিস্তৃত। নগরটী উক্ত জেলার উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত। ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ হইবার অব্যবহিতপূর্ব্ব পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নেপাল-রাজবংশ শীতকালে এই নায়কোটে বাস করিতেন। গিরির উপর অবস্থিত হওয়ায় চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান অপেক্ষা এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ। নায়কোটের সমতল ক্ষেত্র সমবাহু ত্রিভুজাকৃতি, ইহার দুই দিকে নদী ও অপর দিকে উচ্চ পাহাড়। নায়কোট চৈত্র হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ঐ সময় ম্যালেরিয়া জ্বর সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এখানকার নিম্ন ভূমিসমূহ বাসের অযোগ্য। এই স্থানে বেহার ও পাহাড়তলীর শাল প্রভৃতি প্রায় সকল প্রকার বৃক্ষ জন্মে। তদ্ভিন্ন এখানে যেরূপ উৎকৃষ্ট কমলানেবু জন্মে, সেরূপ উত্তম নেবু প্রায় আর কোথাও দেখা যায় না। আম্র, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

পার্ব্বতীয়, নেবার প্রকৃতি জাতি এথানে বাস করে।

নায়ড়ু, কোচীনের উত্তরাংশনিবাসী একজাতি, যাবতীয় নীচ জাতির মধ্যে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

নায়ড়ুপালেম্, নেল্লুর জেলার দরশী নামক স্থানের ১৭ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই পল্লীর পূর্ব্বদিকস্থ গিরিশৃঙ্গে ১৫১৯ সম্বতে উৎকীর্ণ একটী শিলালিপি পাওয়া যায়।

নায়র, ১ দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ যোদ্ধৃজাতি।
[নার্য্যার শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

২ বড় নৌকা।

নায়িকা (স্ত্রী) নয়তি যা নী-ণ্বুল্ টাপ্, অতইত্বঞ্চ। ১ দুর্গাশক্তি। দুর্গাদেবীর ৮টী শক্তির নাম অষ্টনায়িকা। এই অষ্টনায়িকা যত্নসহকারে পূজা করিতে হয়।

"ততোঽষ্টনায়িকাদেব্যা যত্নতঃ পরিপূজয়েৎ ॥
উগ্রচণ্ডাং প্রচণ্ডাঞ্চ চণ্ডোগ্রাং চণ্ডনায়িকাম্ ॥
অতিচণ্ডাঞ্চ চামুণ্ডাং চণ্ডাং চণ্ডবতীস্তথা।
পঞ্চোপচারৈসংপূজ্য ভৈরবান্মধ্যদেশতঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ৬১ অ°)

২ শৃঙ্গাররসাবলম্বনবিভাবরূপা নারী। নায়িকা ত্রিবিধা— স্বীয়া, পরকীয়া ও সামান্যবনিতা। নায়িকা শৃঙ্গাররসের আধার-স্বরূপ। যিনি স্বামী বিষয়ে অতি অনুরক্ত তাহার নাম স্বীয়া, এই স্বীয়া নায়িকা আবার মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগলভাভেদে তিন প্রকার। এই নায়িকার বিষয় রসমঞ্জরীতে এইরূপ লিখিত আছে—

"আত্মরস সকল রসের মধ্যে সার।
নায়িকা বর্ণিব অগ্রে তাহার আধার ॥
স্বীয়া পরকীয়া আর সামান্যবনিতা।
অগ্রে এই তিন ভেদ পণ্ডিত বর্ণিতা ॥

স্বীয়া—কেবল আপন নাথে অপরাধ যার।
স্বকীয়া তাহার নাম নায়িকার সার ॥—

নয়ন অমৃত নদী সর্ব্বদা চঞ্চল যদি
নিজ পতি বিনা কভু অন্য জনে চায়না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে ধায় না ॥
অমৃতের ধারা ভাষা পতির শ্রবণে আশা
প্রিয়সখা বিনা কভু অন্য কাণে যায় না।
নতি রতি গতি মতি কেবল পতির প্রতি
ক্রোধ হলে মৌনভাব কেহ টের পায় না ॥

নায়িকার ভেদ—মুগ্ধা মধ্যা প্রগলভা তাহার ভেদ তিন।
তিনেতে এ তিন ভেদ বুঝহ প্রবীণ।

মুগ্ধা— মুগ্ধা বলি তারে যার অঙ্কুর যৌবন।
বয়ঃসন্ধি সেই কালে বুঝ বিচক্ষণ ॥—

দেখিনু নাগরী রূপের সাগরী
বয়স সন্ধি সময়।
শিশুগণ মেলে রাধু বাড়ু খেলে
পুরুষে কিঞ্চিৎ ভয় ॥
হংস খঞ্জরীটে দেখি পদে দিটে
কবে হল বিনিময়।
হৃদয় সরোজ পূজিতে মনোজ
পণ্ডিত হয় সংশয় ॥

নবোঢ়া—এ যদি রমণে লাজে ভয়ে হয় স্তব্ধ।
নবোঢ়া তাহাকে বলি প্রশ্রয় বিশ্রব্ধ ॥

স্বকীয়া নাবোঢ়া—

হস্তেতে ধরিয়া শয্যায় আনিয়া
যদ্যপি কোলে বসায়।
নানা বাক্যছলে যত্নে কলে বলে
বাহিরে যাইতে চায় ॥
নবোঢ়াকে বশ করা কর্কশ
সে রস কহিব কায়।
যেই পারা করে স্থির করে ধরে
সে জন ব্যামোহ পায় ॥

পরকীয়া নবোঢ়া নায়িকা—

আপনার পতি আছে ভয়েতে না শুই কাছে
গায় হাত দেয় পাছে এই ডরে ডরে হে।
প্রীতের বিষম কাজ সে ভয়ে পড়িল বাজ
লাজে পলাইল লাজ আশাবাসা হয়ে হে ॥
মুখের বাড়াও প্রীতি হৃদয়ের হর ভীতি
তার পরে যেবা রীতি রাখ ক্ষমা করে হে।
যৌবন কমলাঙ্কুর লোভে না করিও চুর
হিয়া কাঁপে দুর দুর পাছে যাই মরে হে ॥

সামান্যা নবোঢ়া নায়িকা—

কি ছার ধনের আশে আইনু তোমার পাশে
আগে জানিতাম নাহি এত দায় হবে হে।
মুখ দেখি শোষে মুখ বুক দেখি কাঁপে বুক
মনে হতে মনে পড়ে কিসে প্রাণ রবে হে ॥
কেবা ইহা সহিবেক আমা হতে নহিবেক
ক্রুদ্ধ হও যদি নিজ ধন ফিরে লবে হে।
যেবা তীর্থে নাইলাম তারি পুণ্য পাইলাম
অতঃপর ক্ষমা দেহ আমারে না সহে হে ॥

বিশ্রব্ধনবোঢ়া নায়িকা—

স্তন দুটী করে ছাঁদা উরু দুটী ভুজে বাধ্যা
লাজে ভয়ে মুদিল নয়ন।
প্রথমেতে নিরুত্তর না না না তাহার পর
টালটোল এখন তখন॥
যদি খায়া লাজ ভয় কিঞ্চিত সঙ্কিত হয়
তবে আর না যায় ধরণ।
নবীন ভূষণ বাস নব সুধা হাস ভাস
নব রস কে করে গণন॥

মুগ্ধা—মুগ্ধার প্রভেদ দুই করিয়া বর্ণনা।
অজ্ঞাতযৌবনা আর বিজ্ঞাতযৌবনা॥

অজ্ঞাতযৌবনা—হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব।
অজ্ঞাতযৌবনা তাকে বলে কবি সব॥

সখাসখী মেলি ধাওয়া ধাই খেলি
হারি কহে যেন চোর।
অন্তদিনে ধাই সবা আগে যাই
আজি কেন হারি মোর॥
নিতম্ব হৃদয় ভারি হেন লয়
চক্ষুকর্ণে পড়ে জোর।
কটি দেখি ক্ষীণ থস্থা পড়ে চীন
বাড়ে ঘাগরার ডোর।

বিজ্ঞাতযৌবনা—নিজ নব-যৌবন যে ব্যক্ত করে ছলে।
বিজ্ঞাতযৌবনা তাকে কবিবর বলে॥

দেখিলাম ঘরে ঘরে সকলে কাঁচলী পরে
নানা বর্ণে উড়ায় উড়ানী।
পরিহাস্ত জন যত নানাছলে কহে কত
বাহিরায়ে হইল পোড়ানী॥
দেহের কি কব কথা সকল শরীরে ব্যথা
কত শত বিছার জ্বলনী।
তোরে বলি প্রিয় সই লাজে কারে নাহি কই
পাছে জানে জনক জননী॥

মধ্যা—লজ্জা আর রতি আশা সমান যাহার।
রসিক পণ্ডিতে কহে মধ্যা নাম তার॥

রতিরসে কৃতী পতি মোরে ভালবাসে অতি
দেয় নিজাঙ্গুরী কণ্ঠমালা।
আঁখি আড়ে নাহি রাখে সদা কাছে কাছে থাকে
সুখ বটে কিন্তু এক জ্বালা॥
নখাঘাত দেখি বুকে দন্ত চিহ্ন দেখি মুখে
সখী হাসে কর্ণে লাগে তালা।
শয্যা ঠেকি এই দোষে না শুইলে পতি রোষে,
শরীর হইল ঝালাপালা॥

প্রগল্ভা—প্রগল্ভা সে রতিরসে পূর্ণ আশা যার।
রতিপ্রীতি আনন্দেতে মোহ হয় তার॥

শুন শুন প্রিয় সই রাত্রির কৌতুক কই
শুয়াছিনু পতি সঙ্গে নানাসুখ তাকে লো।
প্রকৃত কর্ম্মের বেলা মোহে দোঁহে হলো মেলা
একর্ম্মেতে কত সুখ বুঝিবার পাকে লো॥
কিন্তু হলো কোন কর্ম্ম বুঝিতে নারিনু মর্ম্ম
অবশেষে ভাব্যা মরি হাত দিয়া নাকে লো।
উঠিয়া পরিনু বাস বান্ধিলাম কেশ বাশ
তোর দিব্য যদি আর কিছু মনে থাকে লো॥

মধ্যা-প্রগল্ভার ধীরাদিভেদ—

মান কালে মধ্যা প্রগল্ভার তিন ভেদ।
ধীরাধীরা আর ধীরাধীরা পরিচ্ছেদ॥
মুগ্ধার এ ভেদ নাই ভয় তার মূল।
ক্রোধ হলে এক ভাব ক্রন্দন আকুল॥
প্রকারে প্রকাশে ক্রোধ যে জন সে ধীরা।
সোজাসুজী যার ক্রোধ সে জন অধীরা॥
কিছু সোজা কিছু বাঁকা যার হয় ক্রোধ।
ধীরাধীরা বলে তারে পণ্ডিত সুবোধ॥

[এই ধীরাদির বিশেষ বিবরণ ধীরা নায়িকা শব্দে দেখ।]

পরকীয়া—অপ্রকাশে যার রতি পরপতি সনে।
পরকীয়া তাহারে বলয়ে কবিগণে॥
ঊঢ়া আর অনূঢ়া দ্বিভেদ হয় তার।
ঊঢ়া সেই বিবাহ হইয়া থাকে যার॥
অনূঢ়া সে জন যার হয় নাহি বিয়া।
পিত্রাদি অধীন হেতু সেও পরকীয়া॥

পরকীয়া অনূঢ়ানায়িকা—

শুন শুন প্রাণবঁধু পিয়াইয়া মুখমধু
এমত করিলে বশ কত গুণ কব হে।
অন্য সঙ্গে যদি পিতা মোরে করে বিবাহিতা
কেমনে তাহার সঙ্গে তোমা ছাড়ি রব হে॥
এমত করিবা কর্ম্ম রহে যেন স্ত্রীর ধর্ম্ম
বুকে মুখে হলে দাগ কলঙ্কিনী হব হে।
যাবৎ না বিভা হয় তাবৎ এমন ভয়
তাবতি এমন পীড়া দুজনেতে সব হে।

পরকীয়া ঊঢ়া নায়িকা—

আপনার পতি আছে সদা তারে পাই কাছে

তথাপি দারুণ মন পর লাগি মরে গো।
সঙ্কেত তরুর মূলে সঙ্কেত নদীর কূলে
ঘাটে ভাঙ্গামঠে মাঠে অন্ধকার ঘরে গো॥
কিঙ্কিনী কঙ্কণ রোল লুকায়ে চুম্বন কোল
রমণে নাহিক সুখ কোটালের ডরে গো॥

পরকীয়া নায়িকার ভেদ—
বিদগ্ধা লক্ষিতা গুপ্তা কুলটা মুদিতা।
পরকীয়া নানাভেদ প্রাচীন লিখিতা॥

বিদগ্ধা— বিদগ্ধা দ্বিমত হয় বাক্য আর কাজে।
কথা শুনি কার্য্য দেখি বুঝিবা অব্যাজে॥

বাগ্বিদগ্ধা—চির পরবাসী স্বামী বিরহে কাতরা আমি
বসন্তে মাতিল কাম কেমনে বা থাকিব।
প্রভুর কুসুমোদ্যান বড় মনোহর স্থান
মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইব॥
ডাকে পিক অলিকুল ফোটে নানা জাতি ফুল,
গাহিয়া প্রভুর গুণ রজনী পোহাইব।
করিতে আমার তত্ব হইবে যাহার সত্ব
সেই বঁধু তারে দেখা সেইখানে পাইব॥

ক্রিয়া বিদগ্ধা—
সুখে শুয়ে পতি আছে রামা শুয়ে তার কাছে
ইসারায় উপপতি পিক ডাকে ডাকিল।
রামা বলে হলো দায় পতি পাছে টের পায়
না দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল॥
কোকিল ডাকিছে হোর, কামভয়ে পাছে ঘোর
শ্রান্ত আছে নিদ্রা যাও বলে চক্ষু ঢাকিল।
জাগ্রত আমার প্রিয় কেন ডাক বনপ্রিয়
আর কি তোমারে ভয় বল্যা দুই রাখিল॥

লক্ষিতা—পর পতি রতি চিহ্ন ঢাকিতে না পারে।
লক্ষিতা করিয়া কবিগণে বলে তারে॥

গুপ্তা—হয়েছে হতেছে হবে পর সঙ্গে রতি।
গুপ্ত করে যে জন সে জন গুপ্ত মতি॥

কুলটা—পতি কোলে থাকি যার অনেকেতে কাজ।
কুলটা তাহারে বলে পণ্ডিত সমাজ।

মুদিতা---পর সঙ্গে রতি আশে উল্লাসিতা যেই।
বিঘ্নহীন দেখিয়া মুদিতা হয় সেই।

সামান্যবনিতা—ধনলোভে ভজে যেই পুরুষ সকলে।
সামান্যবনিতা তারে কবিগণ বলে॥
অন্যভোগদুঃখিতা আর বক্রোক্তিগর্ব্বিতা।
মানবতী আদিভেদে সামান্যবনিতা॥

বক্রোক্তি গর্ব্বিতা নায়িকা—
গর্ব্বিতা দ্বিমত হয় রূপ আর প্রেমে।
দুইটী একত্র হলে হীরা যেন হেমে॥

রূপগর্ব্বিতা নায়িকা---মুখ দেখি যদি আরশী ধরে।
বড় বল্যা ছায়া সে লয় হরে॥
মদনে জানিত অধিক করে।
দেখিতাম কিন্তু গিয়াছে মরে॥

প্রেমগর্ব্বিতা—অনিমিষ আঁখি স্থির চরিত্র।
আপনার বঁধু করিয়া চিত্র॥
আমারে দেখায় একি বিচিত্র।
কেহ বঁধু সখী শত্রু কি মিত্র॥

অবস্থাভেদ—এ সব নায়িকা পুন অষ্ট মত হয়।
বিপ্রলব্ধা সম্ভোগ তাহার পরিচয়॥
বাসসজ্জা উৎকণ্ঠিতা ও অভিসারিকা।
বিপ্রলব্ধা তার পর স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥
খণ্ডিতা তাহার পর কলহান্তরিতা।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা এই অষ্ট পরিমিতা॥

নায়িকাভেদ—উত্তমা মধ্যমা আর অধমা নিয়মে।
এ সব নায়িকা তিন মত হয় ক্রমে॥

উত্তমা—অহিত করিলে পতি যেবা করে হিত।
উত্তমা তাহার নাম বলয়ে পণ্ডিত॥

মধ্যমা— হিত কৈলে হিত করে অহিতে অহিত।
মধ্যমা তাহার নাম মধ্যম চরিত॥

অধমা—হিত কৈলে অহিত করয়ে যেইজন।
অধমা তাহার নাম বলে কবিগণ॥

চণ্ডী—পতি প্রতি করে যেই অকারণ ক্রোধ।
চণ্ডী তার নাম বলে পণ্ডিত সুবোধ॥"

(ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী)

রসমঞ্জরীমতে নায়িকা দ্বিপঞ্চাশদধিক দশসহস্রপ্রকার। সাহিত্যদর্পণে নায়িকার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। প্রথমতঃ নায়িকা স্বীয়া, অন্যা ও সাধারণা এই তিন প্রকার। নায়কের যে সকল সাধারণ গুণ লিখিত হইয়াছে, নায়িকার সেই সকল গুণ থাকিবে। ইহার মধ্যে বিনয় ও সরলতাদিযুক্তা, পতিব্রতা এবং সর্ব্বদা গৃহকার্য্যে নিরতা হইলে তাহাকে স্বীয়া-নায়িকা কহে। এই স্বীয়ানায়িকা মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্‌ভাভেদ তিনপ্রকার। প্রথমাবতীর্ণযৌবনা, মদনবিকারবতী, রতি-বিষয়ে প্রতিকূলা, পতির প্রতি মানবিষয়ে মৃদু ও অতিশয় লজ্জা-বতী হইলে তাহাকে মুগ্ধানায়িকা কহে। বিচিত্র সুরতযুক্তা, এবং যাহার যৌবন ও মদন প্রবৃদ্ধ হইয়াছে, বাক্য ঈষৎ প্রগল্‌ভ,

এবং মধ্যম লজ্জাবতী তাহাকে মধ্যা কহে। সমস্ত রতিকার্য্যে কুশল, কামান্ধ, গাঢ়তারুণ্য, প্রগলভতা, ভাবোন্নত ও অল্পলজ্জা-যুক্ত হইলে তাহাকে প্রগলভানায়িকা কহে। মধ্যা ও প্রগলভা-নায়িকা ধীরা, অধীরা, ধীরাধীরা ভেদে ৬ প্রকার।

[ধীরানায়িকা দেখ।]

পরকীয়ানায়িকা পরোঢ়া ও কন্যকা এই দুই প্রকার। উৎসবাদিতে নিরতা, কুলটা ও লজ্জাবিহীনা হইলে তাহাকে পরোঢ়ানায়িকা কহে। যাহার বিবাহ হয় নাই, নবযৌবনা ও লজ্জাবতী, তাহার নাম কন্যকা।

ধীরা, কলাপ্রগলভা এবং বেশ্যা হইলে তাহাকে সামান্য নায়িকা কহা যায়। এই সামান্যনায়িকা নির্গুণে দ্বেষ করে না বা অধিকগুণে অনুরক্ত হয় না। কেবল বিত্তমাত্র অবলোকন করিয়া বাহিরে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। বিত্তহ্রাস হইলে পুরুষকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দেয়। তস্কর, পণ্ডক, মূর্খ, সুখপ্রাপ্তধন, যাহার নিকট ধন ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায়, লিঙ্গী ও ছন্নকাম এই সকল লোক প্রায় ইহাদের প্রিয় হইয়া থাকে। ইহারা মদনায়ত্তা এবং কোন কোন স্থলে সত্যানুরাগিণী। এই নায়িকা রক্তা বা বিরক্তা হউক, ইহাতে রতিসুলভ। ইহা আবার ৮ প্রকার। যথা—স্বাধীনভর্ত্তৃকা, খণ্ডিতা, অভিসারিকা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা, বাসকসজ্জা ও বিরহোৎকণ্ঠিতা। কান্ত রতিগুণে আকৃষ্ট হইয়া যাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করে না এবং যে বিচিত্র বিভ্রমাসক্তা, তাহাকে স্বাধীনভর্ত্তৃকা কহে।

প্রিয় অন্যসম্ভোগচিহ্নিত হইয়া যাহার পার্শ্বে আগমন করে এবং যে ঈর্ষাকষায়িতা তাহাকে খণ্ডিতানায়িকা কহে। যে মন্মথবশংবদা হইয়া কান্তকে অভিসার করায় বা স্বয়ং অভিসরণ করে, তাহাকে অভিসারিকা কহে। ক্ষেত্র, বাটী, ভগ্ন দেবালয়, দূতীগৃহ, বন, শ্মশান, নদীপ্রভৃতির তট ও অন্ধকার যে কোন স্থান, এই ৮টী অভিসার করিবার স্থান।

যে ক্রোধপূর্ব্বক চাটুকার প্রাণনাথকে পরিত্যাগ করিয়া পরে সন্তপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকে কলহান্তরিতানায়িকা কহে।

প্রিয় সঙ্কেতস্থান-নির্দ্দেশ করিয়া পরে নিকটে আসে না ও সেই হেতু যে নিতান্ত অবমানিতা, তাহাকে বিপ্রলব্ধানায়িকা কহে।

নানা কার্য্যবশতঃ যাহার নায়ক দূরদেশে গমন করিয়াছে, মনোভাবদুঃখার্ত্তা তাহাকে প্রোষিতভর্ত্তৃকানায়িকা কহে।

যে প্রিয় সমাগম হইবে জানিয়া বাসর সাজায় ও নিজে সাজসজ্জা করে, তাহাকে বাসকসজ্জা কহে। যাহার প্রিয় আসিবে বলিয়া কৃতনিশ্চয় ছিল, হঠাৎ কোন কারণে যদি না আসিতে পারে, তাহা হইলে সেই বিরহাতুরাকে উৎকণ্ঠিতা-নায়িকা কহে। ইত্যাদি নানাপ্রকার নায়িকার ভেদ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

এই সকল নায়িকার অষ্টাবিংশতি সত্ত্বজ অলঙ্কার আছে। ইহার মধ্যে ভাব, হাব ও হেলা এই তিনটী অঙ্গজ। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগলভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য এই ৭টী অযত্নসিদ্ধ। লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিব্বোক, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিভ্রম, ললিত, মদ, বিকৃত, তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ, কুতূহল, হসিত, চকিত ও কেলি এই অষ্টাদশ প্রকার অলঙ্কার স্বভাবজ।

নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব, অভিমত নায়ক-দর্শনে নায়িকার প্রথমে ভাব উপস্থিত হয়। ভ্রূনেত্রাদি বিকার দ্বারা সম্ভোগেচ্ছা প্রকাশ এবং যদি অল্প পরিমাণে বিকার লক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে হাব কহে। যে সময় নায়িকার অত্যন্ত বিকার লক্ষিত হয়, তাহাকে হেলা কহে। রূপ ও যৌবনবশতঃ যে সৌন্দর্য্য এবং ভোগাদি দ্বারা যে অঙ্গ-ভূষণ, তাহাকে শোভা কহে।

মদনবর্দ্ধিত দ্যুতির নাম কান্তি। অতি বিস্তীর্ণা কান্তির নাম দীপ্তি। সকল অবস্থাতেই মধুরতাকে রমণীয়তা কহে। ভয়শূন্যের নাম প্রাগলভ্য। সর্ব্বদা বিনয়ের নাম ঔদার্য্য। আত্মশ্লাঘারহিত অচঞ্চলা মনোবৃত্তির নাম ধৈর্য্য। অঙ্গ, বেশ, অলঙ্কার, প্রেম-বাক্য প্রভৃতি দ্বারা প্রিয়ের অনুকরণ করিলে তাহাকে লীলা কহে। প্রিয়সন্দর্শনাদি জন্য যান, স্থান-আসন প্রভৃতির বৈচিত্র্য-করণের নাম বিলাস। কান্তি বৃদ্ধি হয় এইরূপ অলঙ্কার রচনার নাম বিচ্ছিত্তি। অত্যন্ত গর্ব্ববশতঃ প্রিয় বস্তুতে অনাদরের নাম বিব্বোক। প্রিয়জনের সঙ্গমাদি হর্ষজনিত হাস্য, অনশ্রুরোদন, ভয়, মান, শ্রম প্রভৃতির সম্মিলনের নাম কিল-কিঞ্চিত। প্রিয়ায়ত্তচিত্তে প্রিয়তমের কথা প্রভৃতিতে কর্ণ-কণ্ডূয়নাদির নাম মোট্টায়িত। প্রিয়তম কর্ত্তৃক কেশ, স্তন ও অধরাদির গ্রহণে মস্তক ও হস্তাদির যে কম্প, তাহাকে কুট্টমিত কহে। প্রিয়তমের আগমনে অস্থানে অলঙ্কার ধারণের নাম বিভ্রম। সুকুমারতাবশতঃ অঙ্গবিক্ষেপকে ললিত, যৌবনকালে গর্ব্বজাত বিকারকে মদ, বলিবার সময় লজ্জাবশতঃ অকথনকে বিকৃত, প্রিয়বিরহে কন্দর্পবিকারচেষ্টিতকে তপন, যে বস্তু জানা আছে সেই বস্তু যেন অজ্ঞাত বলিয়া প্রিয়তমের নিকট জিজ্ঞাসাকে মৌগ্ধ্য, প্রিয়তম সমীপে ভূষণের অর্দ্ধ রচনা, প্রিয়-তমের প্রতি নিরীক্ষণ ও মন্দ মন্দ রহস্যালাপকে বিক্ষেপ, রমণীয় বস্তু দর্শনে ঔৎসুক্যকে কুতূহল, যৌবনপ্রকাশজাত নিরর্থক হাস্যকে হসিত, প্রিয় সমীপে অতি অল্প কারণে ভয় বিহ্বল হইলে তাহাকে চকিত এবং বিহারকালে প্রিয়তমের সহিত ক্রীড়াকে

কেলি কহে। নায়িকাদিগের এই সকল সত্বজ অলঙ্কার। মুগ্ধা ও কন্যকা নায়িকার এই সকল অনুরাগচিহ্ন জানিতে হইবে। যথা—নায়ক দর্শন হইলেই অতিশয় লজ্জিত হয়, সম্মুখে অবলোকন করে না। প্রচ্ছন্নভাবে অথবা ভ্রমণ করিতে করিতে বা বক্রভাবে প্রিয়তমকে অবলোকন করিয়া থাকে। প্রিয়তম কর্তৃক বার বার জিজ্ঞাসিত হইলে অধোমুখী হইয়া মন্দ মন্দ ভাবে উত্তর দেয়, অন্যে না শুনিতে পায় এইরূপ অতি সাবধান ভাবে কহিয়া থাকে।

সকল প্রকার নায়িকাদিগের এই সকল অনুরাগ চিহ্ন জানিতে হইবে, যথা—ইহারা প্রিয়তম-সমীপে অবস্থানকে বহুমান মনে করিয়া থাকে। প্রিয়তমের বিলোকনপথে অলঙ্কৃতা না হইয়া গমন করে না। কেহ কেহ বা বস্ত্রপরিধান অথবা কেশবন্ধনের ছলে বাহুমূল, স্তন ও নাভি দেখাইয়া থাকে। প্রিয়তমের ভৃত্যদিগকে বশীভূত ও বন্ধুর প্রতি অতিশয় সম্মান করে। সখীদিগের নিকট প্রিয়তমের গুণকীর্ত্তন এবং প্রিয়কে নিজ ধন দিয়া থাকে। প্রিয়তম নিদ্রিত হইলে নিদ্রিতা হয়, প্রিয়ের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ, প্রিয়কে দূর হইতে দেখিলেও ইহার দৃষ্টিপথে অবস্থান, প্রিয়তমের সমক্ষে কামাবেশের সহিত আলাপ, প্রিয়তমের যে কোন কথায় হাস্য করিয়া কর্ণকণ্ডূয়ন, কেশবন্ধন ও মোচন, কন্যাপুত্রাদিকে চুম্বন, সখীর কপালে তিলক, পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমিলিখন, প্রিয়তমের প্রতি সকটাক্ষ নিরীক্ষণ, স্বকীয় অধরদর্শন, অধোমুখে অবস্থান করিয়া প্রিয়ের সহিত বাক্যালাপ, প্রিয়তম যেস্থানে অবস্থান করে, কোন না কোন ছল করিয়া বারংবার সেইস্থানে আগমন, প্রিয় কোন বস্ত্র দিলে তাহা অঙ্গে ধারণ করিয়া বারংবার নিরীক্ষণ, প্রিয় সমাগমে অতিহৃষ্টা, বিরহে মলিনা ও কৃশা, প্রিয়চরিত্রে বহুমান, নিদ্রিতা হইয়া অপার্শ্বপরিবর্ত্তন, সর্ব্বদা অনুরক্ত, সত্য ও মধুর বাক্যকথন। ইহার মধ্যে নবোঢ়া অতিশয় লজ্জাবতী, মধ্যমা মধ্যমলজ্জা এবং পরকীয়া নায়িকা লজ্জাহীনা হইয়া থাকে। নায়িকাদিগের এই সকল অনুরাগ লক্ষণ।

লেখাস্থাপন, স্নিগ্ধবীক্ষণ, মৃদুবাক্য ও দূতীপ্রেরণ এই সকল দ্বারা নায়িকাদিগের ভাবাভিব্যক্তি জানা যায়।

(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

৪ কস্তূরীভেদ। (রাজনি°)

নায়িকাচূর্ণ (স্ত্রী) চূর্ণৌষধিভেদ। এই ঔষধ স্বল্প, মধ্যম ও বৃহৎ ভেদে তিনপ্রকার। প্রস্তুত প্রণালী—

স্বল্পনায়িকাচূর্ণ—পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে ১৷৷০ তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেকে ২ তোলা, গন্ধক একতোলা, পারদ অর্দ্ধতোলা, এই সকল একত্র করিয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। মাত্রা একমাষা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই চূর্ণ অগ্নিবৃদ্ধিকারক ও গ্রহণীরোগনাশক।

মধ্যম নায়িকাচূর্ণ—পূর্ব্বোক্ত ঔষধের পরিমাণ দ্বিগুণ হইলে মধ্যম নায়িকাচূর্ণ হয়। এই চূর্ণ সেবনে বাত, পিত্ত, কফ, অতীসার, গ্রহণী, কাস, শ্বাস, শূলজ্বর, প্লীহা ও আমবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহন্নায়িকাচূর্ণ—চিতামূল, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলার মুটী, যমানী, হিঙ্গু, পঞ্চলবণ, ঝুল, বচ, কুড়, মুতা, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বনযমানী, পারদ ও গজপিপ্পলী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমান এবং সিদ্ধিচূর্ণ সমষ্টির সমান। এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে ও যথাযোগ্য মাত্রায় প্রয়োগ করিতে হইবে।

পথ্য—কাঞ্জিক, দধি ও মাংস প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অতিশয় অগ্নিদীপ্তি ও গ্রহণী প্রভৃতি নানাবিধ রোগ নষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° গ্রহণ্যধি°)

নায়েব (আরব্য) প্রধান কর্ম্মচারী। এখন নায়েব শব্দে রাজা বা জমিদার, তালুকদার প্রভৃতির কোন মহলের শাসন ও করাদায় করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারীকে বুঝায়। মোগলদিগের সময়ের নবাব শব্দ এই নায়েব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

নার (ক্লী) নরাণাং সমূহঃ, নর-অণ্। ১ নরসমূহ। নরস্যেদং অণ্। (ত্রি) ২ নরসম্বন্ধী।

"মলমূত্রপুরীষাস্থিনির্গতং হ্যশুচিস্মৃতম্।
নারং দৃষ্ট্বা তু সস্নেহ সচেলো জলমাবিশেৎ ॥"(জগদীশধৃত স্মৃতি)

(পুং) নরস্যায়ং নর-অণ্। ৪ সদ্যোজাত গোবৎস। ৪ জল।
(স্ত্রী) ৫ শুণ্ঠী। ৬ পরমাত্মসম্বন্ধী।

'নারং শুণ্ঠ্যাং নারোঘে চ।' (বিশ্ব)

নার, বোম্বে প্রেসিডেন্সির বরোদারাজ্যের অন্তর্গত, পেট্‌লাদ মহকুমাস্থ একটী নগর। অক্ষা° ২২°২৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২° ৪৫´ পূঃ। এখানে ইংরাজী বিদ্যালয় ও দুইটী ধর্ম্মশালা আছে।

নারক (পুং) নরক এব প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ১ নরক। নরকে ভবঃ অণ্। (ত্রি) ২ নরকস্থ প্রাণী।

"অনুকম্পামিমামস্থ নারকেম্বিহ কুর্ব্বতঃ।
তদেব শতসাহস্রং সংখ্যামুপগতং তব ॥" (মার্ক° পু° ১৫।৭৩)

নারকিন্ (ত্রি) নরকো ভোগ্যত্বয়াহস্ত্যস্যেতি নরক-ইনি। নরকভোগী। "পরেণ বিহিতং কর্ম্ম স্বকর্ম্মেতি বদেচ্ছ যঃ।
স উচ্যতে ব্রহ্মঘাতী মহানারকিনারকী ॥"(বৃহদ্ধর্ম্মপু° উ° ৭৮অ°)

নারকীট (পুং) ১ অশ্মকীট। নারেষু নরসমূহেষু কীট-ইব ঘৃণার্হত্বাৎ। ২ স্বদত্তাশাবিহন্তা, নিজে আশা দিয়া পরে আশা ভঙ্গ করা।

নারঙ্গ (স্ত্রী) নৃণাতীতি নৃ-নয়ে বাহুলকাদঙ্গচ্ ধাতোর্বৃদ্ধিশ্চ। ১ গর্জ্জর, গাজর। (রাজনি°) (পুং) ২ পিপ্পলী রস। ৩ যমজ-প্রাণী। ৪ বিট। ৫ ফলবৃক্ষবিশেষ। চলিত নারঙ্গী। পর্য্যায়—নাগরঙ্গ, সুরঙ্গ, ত্বগ্‌গন্ধ, ঐরাবত, বক্ত্রবাস, যোগারঙ্গ, যোগরঙ্গ, সরঙ্গ, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র, বরিষ্ঠ। ইহার গুণ মধুর, অম্ল, গুরু, উষ্ণ, রোচন; বাত, আম, কৃমি, শূল ও শ্রমনাশক, বলকর ও রুচিকর। (রাজনি°)

ইহার কেশরের গুণ—অত্যম্ল, ঈষন্মধুর, বলকারক, বাতনাশক ও রুচিকর।

"অত্যম্লমীষন্মধুরং বৃষ্যং বাতবিনাশনম্।
রুচ্যং বাতহরঞ্চৈব নাগরঙ্গস্য কেশরম্॥" (রাজব°)

নারঙ্গক্ষীরিণী (স্ত্রী) নারঙ্গমিশ্রিতা ক্ষীরিণী। ক্ষীরিকাভেদ, নারঙ্গের মজ্জা ঘৃতে পাক করিয়া তাহাতে খণ্ড (খাড়গুড়) ফেলিয়া পক হইলে নাবাইতে হইবে। পরে ইহা শীতল হইলে অৰ্দ্ধপক দুগ্ধমিশ্রিত করিলে নারঙ্গক্ষীরিণী হইবে। ইহাতে কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া সুরভি করিতে হইবে। ইহার গুণ বিষ্টম্ভী, বায়ু ও পিত্তনাশক এবং গুরুপাক।*

নারড়কাঠি, গুজরাতবাসী এক জাতি। ইহারা বলে, যৎকালে পঞ্চ পাণ্ডব ১২ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস জন্য বনে গমন করেন। সেই অজ্ঞাতবাসের সময়, তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশে, কৌরবেরা চতুর্দ্দিকে গোরুর প্রতি উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। এই সময় কর্ণ, কৌরবদিগের সাহায্যের জন্য, জগতের মধ্যে প্রধান গোচোর কাঠি জাতিকে হিন্দুস্থানে আনয়ন করেন। ঐ সময় ঐ কাঠি জাতি ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যথা—১ পঠ্‌গর, ২ পাণ্ডবা, ৩ নারড়, ৪ নাটা, ৫ মাঙ্গরিয়া, ৬• ঠোটরিয়া ও ৭ গরিবগুলিয়া। ইহারাই বর্ত্তমান কাঠি জাতির আদিপুরুষ। বর্ত্তমান কাঠিরা সেই সাতটী সম্প্রদায়ের সহিত রাজপুতদিগের সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ইহারা বলিয়া থাকে, যে আদিপুরুষগণ কৌরবদিগের সহিত মিলিত হইয়া বিরাটের গোসমূহ হরণ করে এবং কৌরবদিগের পরাজয়ের পর চম্বলনদীতীরস্থ মালব নামক স্থানে আসিয়া বাস করে। কেহ কেহ বলেন যে, সূর্য্যবংশীয় রাজা বৃহস্তকেতু যৎকালে অযোধ্যানগরী হইতে আসিয়া মালবে মাণ্ডবগড় রাজ্যস্থাপন করেন, সেই সময় তিনিই মালবে ঐ ৭টী কাঠি সম্প্রদায়কে সঙ্গে লইয়া আইসেন। কাঠিরা তৎপরে সৌরাষ্ট্রে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং এই জাতির বাসহেতুই সৌরাষ্ট্র "কাঠিয়াবাড়" নামে খ্যাত হয়। অবশেষে ইহারা কচ্ছে যাইয়া, ভুজের নিকট পাবরগড় রাজ্যসংস্থাপন করে। এক বৎসর এই রাজ্যে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হইলে, পাটগড় সম্প্রদায়ের নেতা বিশাল, তাঁহার নিজ সম্প্রদায় ও অন্যান্য কাঠি জাতিকে সঙ্গে লইয়া বরড়া পাহাড়ে যাইয়া আশ্রয় লন। বিশাল তৎপরে একাকী কালাবড় নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। বলা-চমারদির রাজা ধানবালার পুত্র বেরাবলজী এই বিশালের কন্যা রূপালদীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন ও কাঠি-জাতিভুক্ত হন। তিনি সূর্য্যবংশীয় হওয়ায় সমস্ত কাঠি-জাতি তাঁহাকে আপনাদের প্রধান বলিয়া গণ্য করিত। এজন্য তিনি বরড়া পাহাড়ে যাইয়া সমস্ত জাতির প্রাধান্যগ্রহণপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত ঢাঙ্ক নামক স্থানে যাইয়া (সম্ভবতঃ ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে) সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার তিন পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তন্মধ্যে বালাজী সিংহাসন প্রাপ্ত হন। একজন পরমার-রাজপুতের সহিত উক্ত কন্যা মাঙ্কুবাইয়ের বিবাহ হয়। এই বিবাহ-সম্ভূত বংশ জেবলিয়া কাঠি নামে খ্যাত। বেরাবলজীর মৃত্যুর পর বালাজী কাঠিদিগের আদিম বাসস্থান পাবরগড়ে আসিয়া প্রায় ৪০০ শত গ্রাম অধিকার করিয়া নৃপতি-স্বরূপ বাস করিতে থাকেন। এই সময় কচ্ছের এক বিভাগের রাজা জামশতজী, ঢাটপারকরের সোঢ়াদিগের সহিত যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি বালাজীকে সাহায্যার্থ আহ্বান করিয়া পাঠান। বালাজী সদলে পরিবেষ্টিত হইয়া জামশতজীর সহিত পারকরের শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন। তৎপরে পারকর অধিকারপূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনকালে জামশতজীর সহিত বালাজীর কলহ উপস্থিত হয়। ইহার প্রতিশোধ লইবার বাসনায় বালাজী সুযোগক্রমে সসৈন্যে আগমন এবং জাম ও তাঁহার আরও ৫টী ভ্রাতাকে হনন করেন। কেবলমাত্র তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা জামঅবড়া পলায়ন করিয়াছিলেন। জামঅবড়া বিপুল সৈন্যসংগ্রহ করিয়া পাবরগড়ের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন ও কাঠিদিগকে তথা হইতে মান নামক স্থানে তাড়াইয়া দেন। কথিত আছে যে, এই স্থানে সূর্য্যদেব স্বপ্নে বালাজীর সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় যুদ্ধার্থ উদ্যোগী হইতে উপদেশ দেন। বালাজী তদনুসারে পুনরায় যুদ্ধ করিয়া জাম অবড়াকে পরাজিত করিলে জাম অবড়া কচ্ছে ফিরিয়া যান।

* "ক্ষিপ্ত্বা নারঙ্গমজ্জাং বৈ পচেৎ সর্পিষি তাপিতে।
তত্র খণ্ডং বিনিঃক্ষিপ্য পক্বং মত্বাঽবতারয়েৎ॥
শীতীভূতে বিনিঃক্ষিপ্য মাত্রয়ার্দ্ধশৃতং পয়ঃ।
নারঙ্গক্ষীরিণীত্যেষা সুগন্ধী সুরভীকৃতা॥
বিষ্টম্ভিনী হরেদ্বাতং পিত্তঞ্চ গুরুপাচিকা।" (শব্দার্থচিন্তামণি ধৃতবাক্য)

তদবধি কাঠিরা সূর্য্য-উপাসক হয়। বালাজীর বংশ বালা নামে খ্যাত। উক্ত বংশ সম্বৎ ১৪৮০ পর্য্যন্ত এই মান নগরে বাস করে। তৎপরে বালাজীর তিন পুত্র চিতলের সাম্রাজ্য অধিকারপূর্ব্বক আত্মীয় স্বজন ও স্বজাতিগণ লইয়া তথায় বাস করিতে থাকে। বেরাবলজীর দ্বিতীয় পুত্র খুমানজীর নাগপাল নামে এক পুত্র ছিল। (বাসুকী নাগের উপাসনাহেতু তাঁহার নাগপাল নাম হয়)। নাগপালের দুইটী পুত্র—প্রথম মানসুর ও দ্বিতীয় পুত্র খাচর। মানসুরের বংশ খুমান নামে অভিহিত। মানসুরের পুত্র নাগসুর শাবরকুণ্ডলা অধিকার করিয়া স্বগণসহ তথায় বাস করেন। ইনিই শাবরকুণ্ডলার খুমান-কাঠিদের আদিপুরুষ। বেরাবলজীর তৃতীয় পুত্র লালুজীর খাচর নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহা হইতে বর্ত্তমান খাচর-কাঠিগণ উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহার পুত্র ক্ষেমানন্দের প্রথম পৌত্র পাঞ্জ হইতে সমাশ্রিয়, ডাণ্ডা এবং খোবালিয়ারা উৎপন্ন হন। দ্বিতীয় পৌত্র নাগসুরের কাল এবং নাগপাল নামক দুই পৌত্র ছিল। নাগপাল হইতে বর্ত্তমান ভড়লি ও থম্বালাস্থ মথানি জাতির উদ্ভব হইয়াছে। কাঠিদিগের মধ্যে কাল অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। তিনি সম্বৎ ১৫৪২ অব্দে আপনার নামানুসারে কালাসর গ্রাম স্থাপন করেন। তাঁহার সম্বন্ধে কথিত আছে, তিনি দেবতা শিবের সাহায্যে বিপুলরাজ্য অধিকার করেন। কাল খাচরের ৪টী পুত্র—সামট, ঠিবো, জাবর এবং ভেজ। জাবরের বংশ কুণ্ডলিয়া নামে খ্যাত। ঠিবোর দুইটী পুত্র ছিল দান ও লখ। দানের বংশ ঠিবানি ও লখের বংশ লখানি নামে খ্যাত। পালিয়াদের তালুকদারেরা ঠিবানি ও যশদনের তালুকদারেরা লখানি-বংশ-সম্ভূত। সামটের ৪ পুত্র—রাম, নাগ, দেবাইট এবং সজাল। চোঠিলার রাজা যজ্ঞ পরমার গুগ্‌লিআনার স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অবৈধ অত্যাচার করায়, গুগ্‌লিআনার অধিবাসিদিগের অনুরোধক্রমে সামট খাচরকে হত্যা করিয়া চোঠিলা অধিকার ও পরমারদিগকে স্থানচ্যুত করেন। সম্বৎ ১৬২২ অব্দে চৈত্র মাসে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। নাগ খাচর চোঠিলার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি অতি সাহসিকতার সহিত মুলি পরমারদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ধরাশায়ী হন। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা রাম চোঠিলায় রাজা হন। কিন্তু পরমারদিগের সহিত যুদ্ধে ও বিবাদে এই রাজ্য ধনশূন্য হয়। রামের বংশধরগণ রামানি নামে খ্যাত। সজাল খাচর হইতে শূরগানি ও তাজপরা-কাঠির এবং নাগ খাচর হইতে নাগানি ও কালানিদিগের উৎপত্তি হইয়াছে। বোটাড় এবং গড়রার অধিবাসী গডড়্কারা দেবাইটের বংশজাত। চোঠিলার শাসনকর্ত্তা রামখাচরের ছয়টী পুত্র ছিল—১ চোমল, ২ যোগী, ৩ নান্দ, ৪ ভীম, ৫ যশ ও ৬ কাপড়ি। চোমলের বংশ হড়্মতিয়ায়, এবং যোগীর বংশ গিরাসিয়াগণ উমরদায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাদরের কাঠিরা ভীমের নামানুসারে ভীমানি নামে পরিচিত এবং যশানিরা যশ হইতে উৎপন্ন। ষষ্ঠ পুত্র কাপড়ি ধান্ধুকা নামক স্থান অধিকারপূর্ব্বক তথাকার অজমের ও মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া দেন। কাপড়ি খাচরের ৭ পুত্র—১ নাগাজন, ২ যশ, ৩ বস্ত, ৪ হর্‌সুর, ৫ দেবাইত, ৬ হিঝ ও ৭ বালের। তন্মধ্যে নাগাজন অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল লাখ ও মুলু খাচর। তাঁহার কন্যা প্রেমাবাইর সহিত গুগ্‌লিআনার বাঝানি ধান্ধলের (সম্বৎ ১৭১৩) বিবাহ হয়। মুলু খাচর মেজাকপুরে রাজধানী সংস্থাপন করেন। পরে আনন্দপুর অধিকার করিয়া লন। লাখ খাচর সাপুরের রাজা হন এবং ক্রমে মেবাশা ও ভাদলা আপন অধিকারভুক্ত করেন। মুলু খাচরের তিন পুত্র—১ বাজসুর, ২ রাম, ৩ সাদুল। আনন্দপুরের বর্ত্তমান তালুকদারেরা রামের বংশ-সম্ভূত। পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধবিগ্রহাদি হেতু চোবিলা জনশূন্য হইলে বহুকাল ধ্বংসাবস্থায় ছিল। পরে সাদুল মুলু, বাজসুর মুলু এবং রাম মুলু ঐ স্থানে পুনরায় লোকদিগকে আনিয়া বাস করেন। লাখ খাচরের ঔরসে ঝাঙ্কারিয়ার গর্ভে—তাঁহার ভীম, কামূপ এবং ভান নামক তিন পুত্র ও ঘঘানিভীমের ভগিনীগর্ভে সুর, বীর, বাঘ ও ভোক নামক পুত্র চতুষ্টয় জন্মে। কামূপ এবং ভীম ভাদ্‌লায়, বাব মেবাসায়, সুর সাপুর চোবারিতে, বীর সনস্না ও পিপ্রালিতে এবং ভোক আজমেঢ়ে গিয়া বাস করেন। সুরের পুত্রদ্বয় ভেলো এবং নাজ, তাঁহারা পিতার মৃত্যুর পর সম্বৎ ১৮৩৬ অব্দে (১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে) চোবাড়ির রাজা হন।

নারদ (পুং) নারং পরমাত্মবিষয়কং জ্ঞানং দদাতি দা-ক অথবা নারং নরসমূহং দ্যতি খণ্ডয়তি কলহেন দো-ক্, বা নারং জলং পিতৃভ্যো দদাতি দা-ক। স্বনামখ্যাত মুনিবিশেষ, একজন দেবর্ষি। নামনিরুক্তি—

"নারং পানীয়মিত্যুক্তং তৎপিতৃভ্যঃ সদা ভবান্।
দদাতি তেন তে নাম নারদেতি ভবিষ্যতি ॥" (আগম)

নার অর্থে জল, পিতৃদিগকে সর্ব্বদা জল দান করায় ইহার নাম নারদ।

প্রায় সকল পুরাণেই নারদের অল্পবিস্তর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—

একদা বেদব্যাস আপনাকে হীন বোধ করিয়া অতিশয় খিন্ন হইতেছিলেন, এমন সময় নারদ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

বেদব্যাস নারদকে সমাগত দেখিয়া পাদ্যাদি দিয়া তাহার পূজা করিলেন। তখন নারদ ব্যাসদেবকে কহিলেন, তুমি মহাভারত-বর্ণন ও পরব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইয়া বৃথা কিজন্য খিন্ন হইতেছ? তাহাতে ব্যাসদেব কহিলেন, আমার মন কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিতেছে না। এই কথা শুনিয়া নারদ করিলেন, তুমি ভগবানের নির্ম্মল যশ বর্ণন কর নাই, এই জন্য তোমার এইরূপ অবসাদ জন্মিয়াছে। ভগবানের নির্ম্মল যশ বর্ণন করিলে এই অবসাদ দূর হইবে। আমার পূর্ব্বজন্মবিবরণ জ্ঞাত হইলে এই সংশয় নিরাকৃত হইবে। আমার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর,—

আমি পূর্ব্বকল্পে অর্থাৎ গতজন্মে কোন বেদবাদি-ব্রাহ্মণদিগের এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। বর্ষাকালে যোগিগণ চারিমাসকাল একত্র অবস্থান করিতেন, তখন আমার মাতা তাঁহাদের শুশ্রূষার নিমিত্ত আমাকে নিয়োগ করেন। আমি বালচাপল্য, ক্রীড়া ও লোভাদি পরিশূন্য হইয়া সর্ব্বদা ঋষিগণের অনুবর্ত্তী থাকিতাম। ঋষিগণ যদিও সমদর্শী ছিলেন, তথাচ তাঁহারা আমার প্রতি বিশেষ কৃপাপরবশ হইয়াছিলেন।

আমি একবার তাঁহাদের আজ্ঞায় তাঁহাদিগের ভিক্ষাপাত্র-সংলগ্ন উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করি, তাহাতে আমার পাপমোচন হয়। ঋষিদের উচ্ছিষ্ট ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে পর ক্রমে আমার চিত্তশুদ্ধি হইল এবং তাঁহাদের ধর্ম্মে আমার রুচি জন্মিল। তাঁহারা প্রতিদিন হরিকথা গান করিতেন, তাঁহাদের সেই সকল মনোহর কথা শুনিতে পাইতাম। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রত্যেক পদ শ্রবণ করাতে শ্রীকৃষ্ণে আমার অতিশয় রতি হইল। ভগবানে আমার শ্রদ্ধা জন্মিলে তৎক্ষণাৎ আমার অপ্রতিহত মতি আবির্ভূত হইল। আমি সেই মতি দ্বারাই প্রপঞ্চাতীত পরব্রহ্মস্বরূপ আত্মাতে স্বকীয় অবিদ্যা দ্বারা যে এই স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ কল্পিত হইয়াছে, ইহা জানিতে পারিলাম। এই প্রকারে শরৎ ও বর্ষা এই দুই ঋতু সায়ং প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন এই ত্রিকালে মহাত্মা মুনিগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্ত্যমান হরির নির্ম্মল যশ বিশিষ্টরূপে শ্রবণ করাতে আমার মনে রজস্তমোনাশিনী দৃঢ়ভক্তি উদিত হয়। আমি এইরূপে ভক্তিসম্পন্ন, বিনয়যুক্ত, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধান্বিত এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ঐ যোগিদের অনুগত হইয়া থাকিলে বর্ষাবসানে যখন তাহারা গমনোন্মুখ হইলেন, তখন তাহারা দীনবাৎসল্যগুণে সাক্ষাৎ ভগবৎকর্ত্তৃক কথিত যে গুহ্য জ্ঞান তাহা কৃপা করিয়া আমাকে উপদেশ করিলেন। ঐ জ্ঞানদ্বারা আমি সৃষ্টিসংহারাদি বিধানকর্ত্তা ভগবান্ বাসুদেবের মায়ানুভব জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে জীব সকল ভগবৎপদ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বনিয়ন্তা পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মে যে কর্ম্মার্পণ তাহাই আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের মহৌষধ।

আমার বিজ্ঞানোপদেশক বিপ্রগণ দূরদেশে গমন করিলে পর আমি নিরাশ্রয়ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম। আমার জননী একপুত্রা, তাহাতে তিনি স্ত্রীজাতি, আবার পরাধীনা, সুতরাং আমার রক্ষণাবেক্ষণে ইচ্ছা থাকিলেও তাহাতে সমর্থ হইতেন না, তখন আমার বয়স পাঁচবৎসর মাত্র।

একদা আমার মাতা রাত্রিযোগে গৃহ হইতে নির্গত হইলে পথিমধ্যে সর্পাঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। আমি তাঁহার মৃত্যুকে ভগবানের অনুগ্রহ জানিয়া উত্তরদিকে প্রস্থান করিলাম। ঐ দিকের পথে ভ্রমণ করিতে করিতে নানাস্থান অতিক্রম করিয়া এক নিবিড় অরণ্য প্রাপ্ত হইলাম। পরে অত্যন্ত শ্রান্তিবশতঃ বিকলেন্দ্রিয় এবং ক্ষুধাতৃষ্ণায় ব্যাকুল হওয়াতে একহ্রদে স্নান ও জলপান করিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম। তদনন্তর সেই নির্জ্জনবন মধ্যে একটী অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট হইয়া গুরুমুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, বুদ্ধিদ্বারা আপনার হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে সেইরূপে চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভক্তিবশীভূত চিত্ত দ্বারা ভগবান্ হরির চরণারবিন্দ ধ্যান করাতে ও উৎকণ্ঠাবশতঃ আমার লোচনদ্বয় অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইল, ক্রমশঃ হৃদয়ে হরি আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। তাহার দর্শন পাইয়া আমার সমস্ত অঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হইল। পরমানন্দপ্রবাহে লীন হইয়া আত্মা ও পরাত্মা উভয়কেই আর দেখিতে পাইলাম না। তখন আনন্দময় হওয়াতে ধ্যাতা ও ধ্যেয় এক হইয়াছিল। পরক্ষণই আর কিছুরই অনুভব হইল না। অনেকক্ষণ ভগবানের আর সেই রূপ দেখিতে না পাইয়া হৃদয় অতিশয় ব্যাকুল হইল। পুনর্ব্বার আবার মনঃসমাধান করিলাম, কিছুতেই আর ভগবদ্দর্শন লাভ হইল না। নির্জ্জনবনে বসিয়া ভগবদ্দর্শনার্থ এইরূপে বারংবার যত্ন করিতে থাকিলে ঈশ্বর সুমধুরবাণী দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া আমাকে কহিলেন, নারদ! এই জন্মে তুমি আর আমাকে দেখিতে পাইবে না, যেহেতু অবশেন্দ্রিয় কুযোগিগণ আমার দর্শন পায় না। তবে যে একবার তোমাকে আমার রূপ দেখাইলাম, সে কেবল আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির নিমিত্ত, কেননা আমাতে অনুরাগ জন্মিলে সাধুজন ক্রমশঃ কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিতে পারেন। বহুদিন ধরিয়া সাধুসেবা দ্বারা আমাতে তোমার বুদ্ধি দৃঢ় কর, তাহা হইলেই এই নিন্দনীয় লোক পরিত্যাগ করিয়া আমার পার্ষদ হইতে পারিবে। আমাতে বুদ্ধি নিবদ্ধ হইলে আর কখন তাহার বিচ্ছেদ হইবে না। আমার অনুগ্রহে প্রলয়ের পরেও তোমার স্মৃতি থাকিবে। ভগবান্ এইরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর আমিও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া অনন্তস্বরূপ সেই ভগবানের গুহ্যনাম উচ্চারণ ও তাহার শুভকর্ম্ম সকল স্মরণ

করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন আরম্ভ করিলাম এবং মৎসর-শূন্য হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

পরে যথাযোগ্য সময়ে হঠাৎ আমার মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর ভগবান্ পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ পার্ষদ-শরীর আমাতে সংযোগ করিলে, আরব্ধ কর্ম্ম সকলের ভোগ শেষ হওয়ায়, আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পতিত হইল।

যখন ভগবান্ কল্পাবসানে এই বিশ্ব সংহার করিয়া সমুদ্রজলে শয়ন করেন, তখন আমি তাঁহার নিশ্বাসযোগে তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। যুগ সহস্রের পর যখন প্রলয়াবসান হয়, তখন ভগবান্ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয় হইতে মরীচি অত্রি প্রভৃতি ঋষিগণ জন্মগ্রহণ করেন, আমিও তখন উৎপন্ন হইলাম। আমি তদবধি অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারণ করিয়া বিষ্ণুর প্রসাদে ত্রিলোকীর অন্তর ও বাহ্যে পর্য্যটন করি। কোন স্থানেই আমার গতির ব্যাঘাত নাই। স্বর-ব্রহ্মে বিভূষিত দেবদত্ত এই বীণার মূর্চ্ছনাপূর্ব্বক হরিকথা গান করিতে করিতে সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকি। যখন আমি হরিগুণগান করিতে থাকি, তখন তিনি আমার হৃদয়ে বিরাজিত থাকেন। (ভাগবত ১।১৬ অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে, নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে উৎপন্ন হন। ব্রহ্মা ইহাকে এবং ইহার ভ্রাতৃগণকে সৃষ্টিকার্য্যের ভারার্পণ করেন। কিন্তু নারদ তাহাতে ঈশ্বরচিন্তার অসুবিধা হইবে ভাবিয়া এই কার্য্যে স্বীকৃত হইলেন না। সেই জন্য ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া নারদকে শাপ দেন। নারদ পিতৃশাপে গন্ধমাদনপর্ব্বতে গন্ধর্ব্বযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া উপবর্হণ নামে বিখ্যাত হন। সেই জন্মে ইনি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের ৫০টী কন্যাকে বিবাহ করেন। এই ৫০টী কন্যার মধ্যে মালাবতী প্রধানা। একদা ইনি ব্রহ্মার সভায় রম্ভার নৃত্য দেখিতে দেখিতে এতদূর কামমোহিত হন, যে তাহাতে ইহার রেতঃ স্খলিত হয়। তাহাতে ব্রহ্মার শাপে গন্ধর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া নরলোকে জন্মগ্রহণ করেন। এক সময় কান্যকুব্জদেশে দ্রুমিল নামে একজন গোপরাজ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নী স্বামিদোষে বন্ধ্যা হন। দ্রুমিল ইহা জানিতে পারিয়া, তাহাকে ব্রহ্মবীর্য্যে পুত্রোৎপাদনের অনুমতি দান করেন। তদনুসারে কলাবতী ঋতুস্নাতা হইয়া কাশ্যপ নারদের নিকট উপস্থিত হইয়া সন্তান ভিক্ষা করেন। মুনিবর তাঁহার কথায় রাগান্বিত হইয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন, এমন সময় মেনকা সেইস্থান দিয়া গমন করিতে ছিল, অনন্তর তাহার উরুস্থল দেখিতে পাইয়া মুনিবরের রেতঃ স্খলিত হইল। কলাবতী ঋতুস্নাতা ছিল, তৎক্ষণাৎ আসিয়া সেই বীর্য্যভক্ষণ করিয়া গৃহে গমন করিল। ইহার বীর্য্যযোগে কলাবতীর গর্ভে গন্ধর্ব্ব উপবর্হণ মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে দেশে অনাবৃষ্টি হওয়াতে ইহার নাম নারদ হইল। এই বালক অন্য বালকদিগকে জ্ঞান দান করিত এবং জাতিস্মর ও মহাজ্ঞানী এই জন্য ইহার নাম নারদ হইয়াছিল। কাশ্যপনারদের বীর্য্যে ইনি উৎপন্ন হন, অতএব ইনিও মুনিদিগের বরে নারদ এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

"অনাবৃষ্ট্যাবশেষে চ কালে বালো বভূব হ।
নারং দদৌ জন্মকালে তেনায়ং নারদাভিধঃ॥
দদাতি নারং জ্ঞানঞ্চ বালকেভ্যশ্চ বালকঃ।
জাতিস্মরো মহাজ্ঞানী তেনায়ং নারদাভিধঃ॥"

(ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্মখ° ২১ অ°।)

বিপ্রগণ ইহাকে ব্রহ্মপুত্র জানিতে পারিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। এই মহাজ্ঞানী শিশু গঙ্গাতীরে স্নান করিয়া বিষ্ণুমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে ধ্যানে বিষ্ণুর দ্বিভুজ মুরলীহস্ত ও চন্দনচর্চ্চিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নারদ নিতান্ত প্রীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এই মূর্ত্তি তিরোহিত হইল, তখন ইনি শোকে আকুল হইলেন। এই সময় দৈববানী হইল, যখন এই নশ্বরদেহ নষ্ট হইবে, তখন তুমি আমায় পাইবে। যথাকালে তীর্থস্থলে হৃদয়ে বিষ্ণুকে স্মরণ করিতে করিতে নারদ তনুত্যাগ করেন। দেহাবসানে নারদের শাপবিমোচন হইল। তখন তিনি পুনরায় ব্রহ্মবিগ্রহে লীন হইলেন। পরে কতিপয় কল্প অতীত হইলে ব্রহ্মা যখন পুনরায় সকল সৃষ্টি করেন, তখন ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে নারদ উৎপন্ন হন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ব্রহ্মখ° ২১।২২ অ°)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে, ইনি পূর্ব্বে সারস্বত নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তপোপ্রভাবে কল্পান্তরে আবার ব্রহ্মার পুত্র হন। ইনি ভগবানের তৃতীয় অবতার। ইহার মস্তকে জটাভার, পরিধান স্বর্গচীর, করে হেমদণ্ড, কমণ্ডলু ও অতি বিচিত্র কচ্ছপী বীণা। মহাভারতের শল্যপর্ব্বে লিখিত আছে,—ইনি প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট কথঞ্চিৎ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ইনি দক্ষের সহস্র পুত্রকে সাংখ্যযোগ উপদেশ দিয়া সংসারত্যাগী করাইয়াছিলেন। নারদ ইন্দ্রের নিকট এক সূর্য্য স্তব শিক্ষা করিয়া ধৌম্যকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির এই স্তব ধৌম্যের নিকট লাভ করেন।

কোন সময়ে নারদ শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া বিষ্ণুর নিকট মায়ার স্বরূপ অবগত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বিষ্ণু ইহাকে সঙ্গে লইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে বেত্রবতী নদীর তীরস্থ বৈদেশ-নায়ক নগরে গমন করিলেন। ঐ নগরে বীরভদ্র নামে এক ধনী বৈশ্য ছিল। উভয়ে তাহারই গৃহে

অতিথি হইলেন, এবং তাহার পরিচর্য্যায় তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দিলেন, তোমার বহুতর পুত্রপৌত্রাদি ও অশেষ ধন-বাহনাদি হউক। অনন্তর উভয়ে তথা হইতে ভাগীরথীতটস্থ চেলিকাগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে একজন ব্রাহ্মণ স্বীয় ক্ষেত্রে হলকর্ম্ম করিতেছিলেন। ইঁহারা গিয়া তাহার নিকট অতিথি হইলেন। ব্রাহ্মণ ইঁহাদের যথোচিত পরিচর্য্যা করিলেন। কিন্তু গমন সময়ে বিষ্ণু তাহাকে কহিলেন, কখন তোমার কৃষিতে উন্নতি বা পুত্রসন্তান হইবে না। পথে নারদ বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু, ব্রাহ্মণকে এরূপ শাপ দিলেন কেন? বিষ্ণু বলিলেন, এ শাপ নহে, বর। একজন মৎস্যজীবি মৎস্যবধ করিয়া সংবৎসরে যত পাপ সঞ্চয় করে, লাঙ্গলকারী দ্বিজ একদিনে তত পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে। এজন্য যাহাতে ঐ ব্যক্তির পুত্র হইয়া পাপবৃদ্ধি না করে, তাহার উপায় বিধান করিয়া আসিলাম। অনন্তর উভয়ে কান্যকুব্জ-দেশে উত্তীর্ণ হইয়া এক সরোবরতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিষ্ণু নারদকে স্নান করিতে কহিলেন। কিন্তু ইনি স্নান করিয়া উঠিবামাত্র পরমরমণীয়া সুন্দরী স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলে বিষ্ণুও অন্তর্হিত হয়েন। এই সময় তালধ্বজ নামক রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইনি দ্বাদশবর্ষ স্বামীর সহিত সুখে বাস করিলে ইঁহার গর্ভ সঞ্চার হয়, যথা সময়ে এক অলাবু প্রসব করেন। ঐ অলাবু মধ্য হইতে গান্ধারীর শত পুত্রের ন্যায় পঞ্চাশৎ পুত্র জন্মিল। ক্রমে সেই সকল পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে তাহাদেরও অনেক পুত্রাদি হইল। অবশেষে তাহারা রাজ্যের জন্য কুরুপাণ্ডবদিগের ন্যায় আপনা আপনি যুদ্ধ করিয়া সকলে নষ্ট হইল। ইনি তাহা দেখিয়া অতিশয় আকুল হইলেন, এবং স্বামীর সহিত নিরন্তর রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে ও অন্যান্য দেবগণকে দ্বিজবেশে সঙ্গে লইয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়া ইহা-দিগকে অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু কিছুতেই শান্ত করিতে পারিলেন না। পরে নারদকে সেই সরোবরে স্নান করাইয়া পুনরায় স্বরূপ দান করিলেন। তখন বিষ্ণু নারদকে মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নারদ হাস্য করিয়া মায়ার স্বরূপ জানাইয়াছিলেন।

কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণু কৌশিকের প্রীতির জন্য তুম্বুরুকে সভায় গান করিতে কহেন। নারদও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরে ইনি তুম্বুরুর গান শুনিয়া ঈর্ষাপরবশ হন, এবং বিষ্ণুর উপদেশে গানশিক্ষার জন্য উলূকেশ্বরের নিকট গমন করেন। তাহার নিকটে যথানিয়মে সহস্র দিব্য বৎসর গান শিক্ষা করিয়া, ইহার মনে কিঞ্চিৎ অহঙ্কারের আবেশ হইল। ইনি তুম্বুরুকে জয় করিবার জন্য তাহার ভবনাভিমুখে যাইয়া দেখিলেন, কতকগুলি বিকৃতাকার স্ত্রীপুরুষ রহিয়াছে, ইনি তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল, আমরা রাগ ও রাগিণী। আপনার গানে আমাদের এই দুর্দশা হই-য়াছে। তুম্বুরু আবার গান দ্বারা আমাদিগকে সুস্থ করিবেন বলিয়া এখানে আসিয়াছি। নারদ ইহাদের এই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইয়া নারায়ণের নিকট গমন করিলেন। নারায়ণ নারদের আক্ষেপ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি এখনও গীতশাস্ত্রে পারদর্শী হও নাই, আমি যখন যদুবংশে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিব, সেই সময় তুমি আমার নিকট গমন করিলে গানশিক্ষার উপায় করিব।

এক সময়ে নারদ অম্বরীষরাজার কন্যা শ্রীমতীকে বিবাহ করিতে যাইয়া অতিশয় অপ্রতিভ হন। [শ্রীমতী দেখ।]

পরে কৃষ্ণ যদুবংশে অবতীর্ণ হইলে নারদ গানশিক্ষার্থ গমন করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ নারদকে যথাক্রমে জাম্ববতী ও সত্যভামার নিকট দুই বৎসর গান শিক্ষা করাইলেন, কিন্তু নারদ কোন ক্রমেই স্বরায়ত্ত করিতে পারিলেন না। পরে রুক্মিণীর নিকট দুই বৎসর শিক্ষার পর স্বর ও বীণাযোগ শিক্ষা করিলেন। শেষে ভগবান্ স্বয়ং অনুত্তম গানযোগ শিক্ষা দিলেন। তখন নারদের তুম্বুরুর উপর যে ঈর্ষা ছিল, তাহা তিরোহিত হইল। নারদ এই গানশিক্ষায় ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া হরি-গুণগান করিতে করিতে জগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

(ভাগ°, ব্রহ্মাণ্ড°, বিষ্ণু°, বরাহ°, ভবিষ্যপু° অদ্ভুত রামা°)

হরিবংশ মতে—নারদ ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া মরীচি, অত্রি প্রভৃতিকে প্রথমে উৎপাদন করেন, তাহার পর ব্রহ্মা হইতে সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, স্কন্দ, নারদ ও রোষাত্মক রুদ্রদেব জন্ম-গ্রহণ করেন। (হরিবংশ ১ অ°)

ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদ সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

ব্রহ্মা পুত্রদিগকে প্রজাসৃষ্টিতে নিয়োগ করিলে তাহারা নারদের বাক্যে বিনষ্ট হইলে ব্রহ্মা ইঁহাকে শাপ দিয়াছিলেন,— 'তুমি সর্ব্বদা লোকসমূহে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবে, এক স্থানে স্থির থাকিতে পারিবে না।'

"তস্মাল্লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্ ভ্রমতঃ পদম্।"

(বিষ্ণুপু° ১।১৫ অধ্যায় টীকা)

আমাদের পুরাণ-সমূহে নারদ অতুলনীয় ব্যক্তি, নারদের সহিতই নারদের তুলনা করা যায়। এমন পুরাণ নাই, এমন কাব্য নাই, যাহাতে নারদ নাই। শিবের বিবাহ নারদ

ঘটক, বামনের উপনয়ন নারদ উদ্যোগী, ধ্রুবের তপস্তা নারদ মন্ত্রদাতা, দক্ষের দর্পনাশ তাহাতে নারদ। কাব্যাদিতেও যেখানে যাঁহা প্রধান বর্ণনীয়, তাহার মধ্যে নারদ আছেনই। মাঘে—শিশুপালের অত্যাচারে জগৎনিপীড়িত, নারদ তাহার উপায়বিধাতা। নৈষধে দময়ন্তীর বিবাহে—নারদ দেবসভার ইহার দূত ইত্যাদি। প্রায় সকল বিষয়েই নারদ বিদ্যমান।

নারদের বাহন ঢেঁকী, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত, কিন্তু শাস্ত্রে ইহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই প্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে কি না, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। কোন স্থলে বিবাদ বাধিলে লোকে তামাসা দেখিবার জন্য নারদের নামোচ্চারণ করিয়া থাকে। ইহারও কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না, কিন্তু এই প্রবাদ বহুদিন হইতে প্রচলিত। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে লিখিত আছে—

"কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নথে নথ বাজায়ে নারদ মুনি হাসে॥
কোন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকী।
আকশলী পোয়া মোণা পড়ে মেকামেকী॥
পাখা নাহি তবু ঢেঁকী উড়িয়া বেড়ায়
কোণের বহুড়ী লয়ে কোন্দলে জড়ায়॥
সেই ঢেঁকী চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্র।
দাড়ী নড়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র॥" (অন্নদাম°)

বেদে ইনি একজন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কাত্যায়নের সর্ব্বানুক্রমিকায় লিখিত আছে, ইনি ঋক্‌সংহিতার ৮ম মণ্ডলের ১৩শ সূক্ত ও ৯ম মণ্ডলের ১০৪ ও ১০৫ সূক্তের ঋষি।

২ শাকদ্বীপস্থ পর্ব্বত বিশেষ।

"নারদো নাম চৈবোক্তো দুর্গশৈলো মহোচিতঃ।
তত্রাচলে সমুৎপন্নৌ পূর্ব্বং নারদপর্ব্বতৌ॥" (মৎস্যপু° ১২১।১১)

৩ বিশ্বামিত্রপুত্র বিশেষ। (ভারত ১৩।৪।৫৮)

৪ প্রজাপতিভেদ। ৫ কশ্যপমুনিপত্নীজাত গন্ধর্ব্বভেদ।

(ভারত ১।১২৩।৫৪)

নারদ, নেপালের বৌদ্ধেরা বলেন যে, পুরাকালে বারাণসীতে কৌশিকবংশে নারদ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিলেন যে, সংসারের আমোদ আহ্লাদের আসক্তি কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে, এজন্য তিনি হিমালয়ে যাইয়া যোগ অভ্যাস করিতে থাকেন। অবশেষে যোগবলে তিনি অলৌকিক [illegible] সাধন করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সংগীতপ্রণালীতে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না পারায়, ইন্দ্র সূর্য্য ও মাতলিকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার শিক্ষার্থ আনয়ন করেন। ইন্দ্রের কন্যা হিরী নারদের প্রেমপাশে আবদ্ধ হন। নারদকে তাঁহারা বুদ্ধ ও হিরীকে বুদ্ধের স্ত্রী যশোধারা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

(মহাবস্তুবদান।)

নারদ, বাঙ্গালার রাজসাহী জেলায় তিনটী ভিন্ন ভিন্ন নদীর নাম। প্রথমটী রামপুর বোয়ালিয়ার কিছু দূরে গঙ্গা হইতে বহির্গত হইয়া পুটিয়ার নিকট মুসা খাঁর সহিত মিলিত হইয়াছে। দ্বিতীয়টী মুসা খাঁ হইতে বহির্গত হইয়া নাটোরের মধ্য দিয়া পূর্ব্বমুখে গমন করিয়াছে। ইহার একটী প্রধান শাখা নারদ নাম ধারণপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইতেছে। দ্বিতীয় নারদনদীতে বৎসরের অনেক সময় নৌকা যাতায়াত করিতে পারে।

নারদকুণ্ড, বৃন্দাবনস্থিত লীলাস্থানবিশেষ। গোবর্দ্ধন সন্নিহিত সুমন-সরোবরের নিকট। এইখানে নারদ স্নান করিয়া হরিসাধন করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম নারদকুণ্ড হইয়াছে।

(ভক্তমাল, শ্রীবৃন্দাবনলীলা।)

নারদপঞ্চরাত্র (ক্লী) নারদকৃত পঞ্চরাত্রতন্ত্রভেদ। ইহাতে ৫টী বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে—অভিগমন, উপাদান, ইজ্যা, স্বাধ্যায় ও যোগ। এই ৫ প্রকার উপাসনা। দেবতাস্থানমার্জ্জনাদি দ্বারা সংস্কারকে অভিগমন, গন্ধপুষ্পাদি পূজাসাধন সম্পাদনের নাম উপাদান, দেবতাপূজাকে ইজ্যা, অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্রজপকে স্বাধ্যায় ও অর্থানুসন্ধানপূর্ব্বক মন্ত্রজপ, স্তোত্রপাঠ, নামকীর্ত্তন এবং তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রাভ্যাসকে যোগ কহে। এই ৫টী বিষয়ই নারদপঞ্চরাত্রের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

নারদপুরাণ (ক্লী) মহাপুরাণভেদ। এই পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের মধ্যে একখানি। মহামুনি বেদব্যাস এই পুরাণ-রচয়িতা। নারদের প্রতি সনকাদির উপদেশচ্ছলে এই পুরাণ রচিত, এইজন্য ইহার নাম নারদপুরাণ। এই পুরাণের প্রতিপাদ্য বিষয় বৃহন্নারদীয় পুরাণের ৯৬ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে।—এই পুরাণ পূর্ব্ব ও উত্তর দুইভাগে বিভক্ত। ইহাতে শ্লোকসংখ্যা ২৫০০০ হাজার। পূর্ব্বভাগ চারি পাদে বিভক্ত। পূর্ব্বভাগের প্রথমপাদে সূতশৌনক-সংবাদ, সৃষ্টির সংক্ষেপবর্ণন ও নানা ধর্ম্মকথা। পূর্ব্বভাগের দ্বিতীয়পাদে মোক্ষধর্ম্মকথনে মোক্ষোপায়নিরূপণ, বেদাঙ্গকথন, সনন্দন কর্ত্তৃক নারদ প্রতি শুকোৎপত্তিকথন, মহাতন্ত্রে পশুপাশবিমোচন, মন্ত্রশোধন, দীক্ষা, মন্ত্রোদ্ধার, পূজাপ্রয়োগ, কবচ, বিষ্ণুর সহস্রনাম এবং স্তোত্র, গণেশ, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব এবং শক্তির ক্রমশঃ উপাখ্যানকথন। পূর্ব্বভাগের তৃতীয়পাদে নারদ ও সনৎকুমারসংবাদ, পুরাণ-লক্ষণ-প্রমাণ, দানকালকথন এবং চৈত্রাদি মাসের প্রতিপদাদি তিথি ব্রত-বিস্তার কথন। পূর্ব্বভাগের চতুর্থপাদে সনাতন কর্ত্তৃক নারদের

প্রতি বৃহদাখ্যানকথন। উত্তরভাগে একাদশীব্রতবিষয়ক প্রশ্ন, বশিষ্ঠ এবং মান্ধাতার সংবাদ, রুক্মাঙ্গদের কথা, মোহিনীর উৎপত্তি ও সংবাদ, মোহিনীর প্রতি বসুর শাপ ও উদ্ধার, গঙ্গার পুণ্যকথা, গয়াযাত্রা, কাশীমাহাত্ম্য, পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য ও ক্ষেত্রযাত্রা এবং অন্যান্য বহু ধর্ম্মকথা, প্রয়াগমাহাত্ম্য, কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য, হরিদ্বারমাহাত্ম্য, কামোদা আখ্যান, বদরীতীর্থমাহাত্ম্য, কামাখ্যামাহাত্ম্য, প্রভাসমাহাত্ম্য, পুরাণ আখ্যান, গৌতমাখ্যান, বেদপাদের তপস্যা, গোকর্ণক্ষেত্রমাহাত্ম্য, লক্ষ্মণের আখ্যান, সেতুমাহাত্ম্য, নর্ম্মদামাহাত্ম্য, অবন্তীমাহাত্ম্য, মথুরামাহাত্ম্য, বৃন্দাবনমাহাত্ম্য, ব্রহ্মার নিকটে বসুর গমন ও মোহিনীচরিত্র কথন। এই সকল বিষয় এই পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। যদি কেহ এই পুরাণ শ্রবণ করে, কিংবা অন্যকে শ্রবণ করায় তাহা হইলে অন্তকালে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। এই পুরাণ পূর্ণা তিথিতে সপ্তধেনুযুক্ত করিয়া উত্তম ব্রাহ্মণকে দান করিলে পুণ্য লাভ হয়।

ইহার অনুক্রমণিকা শ্রবণ করিলে বা করাইলে স্বর্গলাভ হয়।

"যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা শ্রাবয়েদ্বা সমাহিতঃ।
স যাতি ব্রহ্মণোধাম নাত্রকার্য্যা বিচারণা॥
যস্ত্বেতদিহ পূর্ণায়াং ধেনূনাং সপ্তকান্বিতম্।
প্রদদ্যাদ্ দ্বিজবর্য্যায় স লভেন্মোক্ষমেব চ॥
যশ্চানুক্রমণীমেতাং নারদীয়স্য বর্ণয়েৎ।
শৃণুয়াদ্বৈকচিত্তেন সোঽপি স্বর্গগতিং লভেৎ॥"
(বৃহন্নারদীয়পু° ৯৬ অ°)

২ উপপুরাণভেদ। এখন বৃহন্নারদীয়পুরাণ নামে খ্যাত। নারদীয় মহাপুরাণ অপেক্ষা ইহা বহু ক্ষুদ্র।

নারদশিক্ষা (স্ত্রী) নারদকৃত বর্ণোচ্চারণশিক্ষাভেদ।

নারদসংহিতা, ধর্ম্মশাস্ত্রভেদ।

নারদিন্ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত অনুশাসন)

নারদীয় (ক্লী) নারদস্যেদং নারদ-ছ। বেদব্যাসকৃত নারদের প্রতি সনকাদির উপদেশাত্মক মহাপুরাণভেদ।

"শৃণু বিপ্র! প্রবক্ষ্যামি পুরাণং নারদীয়কম্।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রং বৃহৎচিত্রকথাশ্রয়ং॥" [নারদপুরাণ দেখ।]

নারদেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

নারবেকার, খানাপুর, বেলগাম, চিকোড়ি পরগণায় ও ধারবাড় প্রভৃতি স্থানে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের অনেকে গয়া হইতে আইসে। ইহারা হিন্দু, বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের মধ্যে কোন শ্রেণীবিভাগ নাই। ইহারা কোঙ্কণী ও মরাঠী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে।

নারবেকারগণ দেখিতে অতি সুশ্রী। ইহাদের ধনীরা উত্তম বেশভূষা ও দরিদ্রেরা মরাঠীবেশ ধারণ করে। ইহারা সাধারণতঃ ঘৃত ও কাপড়ের ব্যবসা করে। কেহ কেহ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। অনেকে কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। ইহাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে বার দিন পরেই নামকরণ হয়। ২ বৎসর হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে সন্তানদিগের প্রথম মস্তক মুণ্ডন এবং বিবাহের সময় ইহাদের উপনয়ন হয়। ইহাদের পুরুষদিগের ২০ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ও স্ত্রীলোকেরা বয়স্থা হইবার পূর্ব্বে বিবাহিত হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ নাই। ইহারা প্রধানতঃ শৈব; মহাদেব, গণপতি, ভগবতী, কণকাদেবী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে।

মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। ইহারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ব্রত উপবাসাদি করে এবং বারাণসী, গোকর্ণ, মহাবালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে তীর্থযাত্রা করিতে যায়। ইহাদের সামান্য সামান্য বিবাদ ইহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি দ্বারা মীমাংসিত হয়। শঙ্করেশ্বর স্বামী প্রতি বৎসর ভ্রমণোদ্দেশে এই সমস্ত লোকের বাসগ্রামে আসিলে তাঁহাদ্বারা গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হইয়া থাকে; যেমন বিধবার গর্ভ, অবিবাহিত স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় সংস্কার, কি এক সাম্প্রদায়িক লোক অপর নীচ জাতীয় লোকের সহিত আহার ইত্যাদি। নারবেকারেরা তাহাদের সন্তানদিগকে ইংরাজী পড়িতে পাঠায়। দিন দিন ইহাদের উন্নতি দেখা যাইতেছে।

নারসিংহ (ক্লী) নরসিংহমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। ১ নরসিংহচরিতাখ্যান উপপুরাণভেদ। [নরসিংহপুরাণ দেখ।]

২ নরসিংহরূপধারী বিষ্ণু। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ইহার গায়ত্রী এইরূপ আছে—

"বজ্রনখায় বিদ্মহে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রায় ধীমহি।
তন্নো নারসিংহঃ প্রচোদয়াৎ।" (তৈত্তিরীয় আর ১০।১।৭)

৩ তন্ত্রভেদ।

নারসিংহ, মোহিনীদেবতাভক্ত বৈরুক্ষ মুনিগোত্রজ এক রাজা, ইহার পিতার নাম শ্রীপাল। (সহ্যাদ্রিখ° ১।৩৩।১১৭)

নারসিংহ, খৃষ্টীয় ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীতে বিজয়নগররাজ্য এই নামে অভিহিত হইত। ঐ সময়ে লিখিত ফরাসী, পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজী প্রভৃতি গ্রন্থে এই রাজ্য উক্ত নামেই বর্ণিত হইয়াছে। ১৩৪১ খৃঃ অব্দে দ্বারসমুদ্রের বল্লালবংশ অবনত হইলে বিজয়নগরের রাজগণ এই রাজ্য স্থাপন করেন। ১৪৮৭ খৃঃ অব্দে বিজয়নগরের রায় বংশ বিলুপ্ত হইলে নরসিংহ নামে এক তৈলঙ্গ রাজকুমার রাজ্যাভিষিক্ত হন। ১৫০৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত

তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহারই নামানুসারে এই রাজ্য 'নারসিংহ' নামে বিখ্যাত হইয়াছিল।

নারসিংহ, এই নগর পঞ্জাবের শেখোপুরের ৯ মাইল দক্ষিণে, অমৃতসরের ২৫ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। নরসিংহ ও রাণসি সম্ভবতঃ একই স্থান। এই স্থানে একটী প্রকাণ্ড গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান আছে।

নারসিংহগড়, ভূপালের কর্তৃত্বাধীন, মধ্যভারতের একটী করদ রাজ্য। পরশুরাম এই রাজ্যের স্থাপয়িতা। ইহার রাজধানীর নামও নারসিংহগড়। এখানে পাহাড়ের উপর একটী দুর্গ আছে।

২ মধ্যপ্রদেশের দামো জেলার একটী পুরাতন নগর। অক্ষা° ২৩°৫৯´ উঃ হইতে দ্রাঘি° ৭৯°২৬´ পূঃ মধ্যে এবং দামোর ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে কুনার নদীতীরে অবস্থিত। মুসলমানেরা এই স্থানের দুর্গ ও মস্‌জিদ প্রস্তুত করিয়াছিল, ইহারা এই নগরকে নস্‌রৎগড় কহে। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা নরসিংহগড় নাম দিয়া থাকে।

নারসিংহবপুস্‌ (পুং) নরসিংহরূপী বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৬)

নারা (স্ত্রী) নরস্য মুনেরিয়ং, নর-অণ্‌ (তস্যেদম্‌। পা ৪।৩।১২০) ততষ্টাপ্‌। জল।

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।" (মনু ১।১০)

এই শ্লোকের টীকায় কুল্লূকভট্ট 'নারা' শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থলে এইরূপ লিখিয়াছে, নর-অণ্‌ তাহার পর টাপ্‌ করিয়া 'নারা' হইয়াছে, অণ্‌ প্রত্যয় করিলে টাপ্‌ না হইয়া ঙীপ্‌ হয়, এই সাধারণবিধি, এই স্থলে তাহা হইলে নারা না হইয়া নারী এইরূপ পদ হয়। কিন্তু বেদ ও স্মৃতির প্রয়োগে বিকল্পে একপক্ষে টাপ্‌ হইয়া নারা পদ সিদ্ধ হইল।

'যদ্যপি অণিকৃতে ঙীপ্‌ প্রত্যয়ঃ প্রাপ্তস্তথাপি ছান্দসলক্ষণৈরপি স্মৃতিষু ব্যবহারাৎ সর্ব্বে বিধয়শ্ছন্দসি বিকল্প্যন্তা ইতি পাক্ষিকোঙীপ্‌ প্রত্যয়ঃ। তদ্যাভাবপক্ষে টাপি কৃতে নারা ইতি রূপসিদ্ধিঃ।' (মনু ১।১০ কুল্লূক)

নারাচ (পুং) নারং নরসমূহমাচামতীতি চমু-অদনে ড। (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১) সকল প্রকার লৌহময় বাণ, লৌহ নির্ম্মিতবাণমাত্রই নারাচপদবাচ্য। পর্য্যায়—প্রক্ষ্বেড়ন, লৌহনাল। (শব্দরত্না°)

"সর্ব্বলৌহাস্তু যে বাণা নারাচাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পঞ্চভিঃ পৃথুলৈঃ পক্ষৈর্যুক্তাঃ সিধ্যন্তি কস্যচিৎ॥"

(বৃহৎ শার্ঙ্গধর)

যে সকল বাণের সর্ব্বাঙ্গ লৌহময়, সেই সকল বাণের নাম নারাচ। শরের বাণে যেমন ৪টী পক্ষ আবদ্ধ থাকে, এই নারাচ বাণে সেই প্রকার ৫টী পক্ষ আবদ্ধ থাকিবে। পক্ষগুলি শরবাণ অপেক্ষা মোটা ও বড়। এই নারাচ বাণ আয়ত্ত করা দুরূহ।

২ দুর্দিন। ৩ ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। তাহার মধ্যে ৭।৯।১০।১২।১৩। ১৫।১৬।১৮ বর্ণ গুরু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ সকল লঘু। ইহার লক্ষণ—
"ইহ ননরচতুষ্কসৃষ্টস্তু নারাচমাচক্ষতে।" (ছন্দোম°)

উদাহরণ—

"দিনকরতনয়াতটীকাননে চারুসঞ্চারিণী
শ্রবণনিকটকৃষ্টমেণেক্ষণা কৃষ্ণ রাধা ত্বয়ি।
নমু বিকিরতি নেত্রনারাচমে যাতি হৃচ্ছেদনম্‌
তদিহ মদনবিভ্রমোদভ্রান্তচিত্তাবধৎস্ব দ্রুতম্‌॥" (ছন্দোম°)

নারাচঘৃত (স্ত্রী) ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত একসের, কল্কার্থ চিতামূল, ত্রিফলা, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, কণ্টকারী, সিজআটা, বিড়ঙ্গ প্রত্যেক দ্রব্য দুই তোলা, পাকের জল /৪ সের। পরে যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত দুই তোলা মাত্রায় সেবন করিতে হয়। অনুপান উষ্ণজল, ঘৃতযুক্ত যবাগূ, দুগ্ধসাধিত পেয়া বা জাঙ্গলমাংসের যূষ।

যথানিয়মে এই ঘৃত পান করিলে বাত, গুল্ম, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, অর্শ, গ্রহণী প্রভৃতি রোগসমূহ প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° গুল্মরোগাধি°)

অন্যবিধ—ঘৃত একসের। কল্কার্থ সিজের আটা, দন্তীমূল, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেউড়ী, চিতামূল, প্রত্যেক ১ তোলা ৬ মাসা ২ রতি। ব্যবহারমাত্রা ১ তোলা। অনুপান উষ্ণ জল। বিরেচনান্তে সুখোষ্ণ পেয় প্রস্তুত করিয়া দিবে। এই ঘৃত সেবন করিলে উদরাময় ভাল হয়। (ভৈষজ্যরত্না° উদরাধি°)

২ উদররোগের ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী--ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ লোধ, চিতামূল, চই, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, তেউড়ী, চোরকাঁকচী, আতইচ, ত্রিকটু, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, প্রত্যেক ২ তোলা, গোমূত্র /১ সের, সিজের আটা ৪ পল, সোদালমজ্জা ৪ পল। জল ১৬ সের। এই ঘৃতকে বৃহন্নারাচঘৃত কহে। এই ঘৃত পান করিলে উদরী ও আমবাত প্রভৃতি নানা রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যর° উদরাধিকা°)

নারাচচূর্ণ (স্ত্রী) চূর্ণৌষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—চিনি এক পল, তেউড়ী এক পল, পিপুলচূর্ণ ২ তোলা, এই সকল চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত ভোজনের পূর্ব্বে ২ তোলা পরিমাণে অবলেহ করিলে উদাবর্ত্তরোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° উদাবর্ত্তানাহাধি°)

নারাচরস (পুং) ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, মরিচ প্রত্যেক এক এক ভাগ, সর্ব্ব সমান নিস্তুষ জয়পাল। এই সকল সিজের আটায় ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া নারিকেলের

মধ্যভাগে স্থাপন করিয়া প্রবল অগ্নিতে পাক করিবে। এই ঔষধ নাভিদেশে প্রলেপ দিলে ও ইহার গন্ধ আঘ্রাণ করিলে বিরেচন হয়। (ভৈষজ্যরত্না° উদাবর্ত্তাধি°)

অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—পারা, সোহাগা, মরিচ, প্রত্যেক এক তোলা, গন্ধক, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেক দুই তোলা, নিস্তুষ জয়পাল ৯ তোলা। এই সকল দ্রব্য জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান তণ্ডুলোদক।

এই ঔষধ সেবন করিলে গুল্ম ও প্লীহোদর নষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্নাবলী উদরাধিকা°)

নারাচিকা (স্ত্রী) নারাচস্তদাকারোঽস্ত্যস্যা ইতি নারাচ-ঠন্-টাপ্। ১ নারাচী। ২ ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ৮টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। তাহার ১।২।৩।৫।৮ বর্ণ গুরু, এতদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ—"নারাচিকা তরৌ লগৌ।" (পিঙ্গল)

নারাচী (স্ত্রী) নারাচবদাকৃতিরস্ত্যস্যা ইতি অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্বর্ণকারদিগের নারাচাকৃতি লৌহতুলা। চলিত নিক্তি, পর্য্যায়—নারাচিকা, এষণিকা, এষণী। (শব্দর°)

নারাজোল, মেদিনীপুর জেলার একটী গ্রাম। পলাশপাই নামক একটী ক্ষুদ্র নদীতীরে অবস্থিত। (অক্ষা° ২২°৩৪´৮´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৭°৩৯´৪´´ পূঃ।) এখানে সূতীকাপড় ও মাদুরের কারখানা আছে। এখানকার রাজবংশ সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি শুনা যায়, যে প্রথমতঃ বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত নীলাপুর-গ্রামবাসী লক্ষ্মণসিং নামক এক সদ্গোপ, উড়িষ্যার তাৎকালিক অধিপতির সাহায্যে সুলেমানের সমসাময়িক রাজা সুরথসিংহের নিকট হইতে মেদিনীপুররাজ্য অধিকার করিয়া লন। লক্ষ্মণসিং সাতপুরুষ পর্য্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা অজিতসিং দুইটী বিধবা স্ত্রী রাখিয়া অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। প্রথমা স্ত্রীর নাম রাণী ভবানী, দ্বিতীয়ার নাম রাণী শিরোমণি। এই বিধবাদিগের রাজত্ব-কালে তাঁহাদের মৃত শ্বশুরের একটী আত্মীয় জঙ্গলবাসী চুয়ারগণ-সাহায্যে উক্ত রাজ্য মধ্যে নানারূপ উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং তাঁহারা নিরুপায় হইয়া নারাজোলের জমিদার ত্রিলোচন খানের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

যে স্থানে ত্রিলোচনের সহিত রাণীদ্বয়ের সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থান অদ্যাপিও "রাণীপাটনা" নামে উক্ত হইয়া থাকে। বাঙ্গলা ১১৬৫ সালে ত্রিলোচন খানের সহিত রাণীদ্বয়ের এইরূপ চুক্তি হয় যে "রাণীদ্বয়ের জীবদ্দশা পর্য্যন্ত ত্রিলোচন খান তাঁহাদের রাজ্যের শাসনকর্ত্তা স্বরূপ থাকিবেন। রাণীদ্বয়ের মৃত্যুর পর তিনিই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইবেন।" এই চুক্তিক্রমে ত্রিলোচন সমস্ত বিদ্রোহদমনে প্রবৃত্ত হন ও স্বীয় বলবীর্য্যে অচিরাৎ সমস্ত রাজ্য শান্তিময় করিয়া স্বহস্তে সম্পত্তি শাসন করিতে থাকেন। বঙ্গাব্দ ১১৬৭ সালে বড়রাণীর মৃত্যু হয়, তাহার অল্পদিন পরেই অপুত্রক ত্রিলোচন স্বর্গারোহণ করেন। তদনন্তর তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র উক্ত শাসনকর্তৃত্ব ভারপ্রাপ্ত হন।

তৎপরে ত্রিলোচন খাঁর মধ্যম ভ্রাতুষ্পুত্র সীতারাম উক্ত রাজ্যভার গ্রহণ করেন। অল্পদিনের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু হইলে, গবর্মেণ্টের খাজনা বাকী পড়ায় নারাজোলসম্পত্তি গবর্মেণ্ট খাস করিয়া লন। ১১৯৩ সালের নূতন বন্দোবস্তে সীতারামের জ্যেষ্ঠ-পুত্র আনন্দলাল পৈতৃক জমিদারী নারাজোল পুনঃ প্রাপ্ত হন। রাণী শিরোমণও সমস্ত মেদিনীপুরের শাসনভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। পরে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জুন তারিখে রাণী, তাঁহাকে সমস্ত মেদিনীপুরের জমিদারী নিসম্বে দান করেন। নয়বৎসর কাল তিনি সুনিয়মে শাসন করিলে পর রাণী উহা পুনরায় স্বীয় অধীনে আনয়ন জন্য ১৮১০ খৃষ্টাব্দে আনন্দলালের সহিত কলহ ও অবশেষে মোকদ্দমা উপস্থিত করেন। ইহার কিছুদিন পরে আনন্দলালের মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁহার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা মোহনলাল খানকে "মেদিনীপুররাজ্য" দান করিয়া যান।

১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাণী শিরোমণির মৃত্যু হইলে, তাঁহার এক দূর আত্মীয় কন্দর্পসিং ঐ রাজ্যপ্রাপ্তির দাওয়া করেন। অবশেষে মামলামোকদ্দমায় ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে মোহনলাল জয়ী হন। মোহনলালের ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র অযোধ্যারাম ও তদনন্তর তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রলাল খান এই বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন।

গত বাঙ্গলা ১২৯৯ সালের মাঘমাসে মহেন্দ্রলাল খানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নরেন্দ্রলাল খান তাঁহার পৈতৃক পদারূঢ় হইয়াছেন।

ইঁহারা জাতিতে সদ্গোপ। দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ইঁহাদের বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। ইঁহারা নারাজোলে কএকটী সুন্দর সুন্দর পুষ্করিণী, দেবমন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া স্মরণীয় হইয়াছেন।

নারায়ণ (পুং) নারা জলং অয়নং স্থানং যস্য। অয় গতৌ ভাবে ল্যুট্। বিষ্ণু, পরমাত্মা। নারায়ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি নানাপুরাণে নানা প্রকার লিখিত আছে। যথাসম্ভব কতকগুলি প্রদত্ত হইল—

"জজ্ঞে নারায়ণো নরঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।৩৯)

মহাভারতের এই শ্লোকের ভাষ্যে 'নারায়ণ' শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি দর্শিত হইয়াছে—নর শব্দে আত্মা, আত্মা হইতে

আকাশাদি উদ্ভূত হইয়াছে ইহার নাম নারা, এই নারা কারণ স্বরূপে ব্যাপ্ত হয় এই জন্য নারায়ণ কহে। শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে, আত্মা হইতেই আকাশ উদ্ভূত। 'আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' (শ্রুতি)। 'নর আত্মা ততো জাতানি আকাশাদীনি নারাণি তানি কার্য্যাণি অয়তে কারণাত্মনা ব্যাপ্নুতে নারায়ণঃ' (ভাষ্য)

যাহা হইতে তত্ত্ব সকল জাত হয় এবং যাহাতেই বিলীন হয়, তাহার নাম নারায়ণ।

"নরাজ্জাতানি তত্ত্বানি নারাণীতি বিদুর্বুধাঃ।
তান্যেবায়নং যস্য তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" (মহাভারত)

অয়নত্বাদিতি বা প্রলয়ঃ 'যৎপ্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি' ইতিশ্রুতেঃ। মনুতে লিখিত আছে—

"আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ।
তা যদস্যায়নং পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।" (মনু ১।১০)

নর শব্দে পরমাত্মা, এই নর হইতে সর্ব্বাগ্রে প্রসূত বলিয়া জলকে নারা কহে। নারা ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাত্মার সর্ব্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া ব্রহ্মাকে নারায়ণ কহে। যাহা কিছু দেখা যায় বা শ্রুত হয়, সেই সকল বস্তুরই অন্তর ও বাহির ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত আছেন, অর্থাৎ নারায়ণ জগতের সকল বস্তুতেই সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন।

"যচ্চ কিঞ্চিজ্জগৎ সর্ব্বং দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ॥"

কোন মন্বন্তরে ভগবান্ বিষ্ণু নর নামক ঋষির অপত্য হইয়াছিলেন, এইজন্য ভগবানের নাম নারায়ণ হইয়াছে।

(অমরটীকায় ভরত)

"নারঞ্চ মোক্ষণং পুণ্যময়নং জ্ঞানমীপ্সিতম্।
ততোজ্জ্ঞানং ভবেদ্যস্মাৎ সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজ° ১০৯ অ°)

নার শব্দের অর্থ মোক্ষ, অয়ন শব্দে অভিলষিত জ্ঞান, যাহা হইতে মোক্ষ ও জ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান হয়, তাহাকে নারায়ণ কহে। আরও লিখিত আছে—

"নারাশ্চ কৃতপাপাশ্চাপ্যয়নং গমনং স্মৃতম্।
যতো হি গমনং তেষাং সোঽয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥"

(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজ° ১০৯ অ°)

পাপিদিগকে নারা কহে, অয়ন শব্দের অর্থ গমন, যাহা হইতে পাপীর গতি হয়, তাহাকে নারায়ণ কহে।

এই প্রকার নারায়ণ শব্দের নামনিরুক্তি বহু প্রকার লিখিত আছে; বাহুল্য ভয়ে অধিক লিখিত হইল না। যাঁহা হইতে এই জগৎ ও ভূত সকল হইতেছে, জীবিত থাকিতেছে, এবং অন্তিমে যাঁহাতেই লীন হইবে, সেই ভগবান্ পরব্রহ্মই নারায়ণ। বেদের মতে—ইনি প্রথম পুরুষ। (শতপথব্রাহ্মণ ১৩।৬।২।১, শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র ১৬।১৩।১)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে, নারায়ণের দুই মূর্ত্তি, দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ। বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি এবং গোলোকে দ্বিভুজ মূর্ত্তি। মহালক্ষ্মী ও সরস্বতী চতুর্ভুজ নারায়ণের পত্নী, গঙ্গা এবং তুলসীদেবী দ্বিভুজ নারায়ণের প্রিয়া।

"শ্রীকৃষ্ণস্য দ্বিধারূপো দ্বিভুজশ্চ চতুর্ভুজঃ।
চতুর্ভুজশ্চ বৈকুণ্ঠে গোলোকে দ্বিভুজঃ স্বয়ং॥
চতুর্ভুজস্য পত্নী চ মহালক্ষ্মী সরস্বতী।
গঙ্গা চ তুলসী চৈব দেবী নারায়ণপ্রিয়া॥"

(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ৬৪ অ°)

নারায়ণের নামোচ্চারণ করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। তিন শত কল্প ধরিয়া গঙ্গাদিতীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, একবার নারায়ণ নাম উচ্চারণ করিলে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। নারায়ণ, অচ্যুত, বাসুদেব ও অনন্ত এই সকল নামোচ্চারণ করিলে মোক্ষলাভ হয়।

যাহারা নারায়ণ এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহাদিগের কখন নরক দর্শন হয় না।

"নারায়ণেতি শব্দোঽস্তি বাগস্তি বশবর্ত্তিনী।
তথাপি নরকে মূঢ়াঃ পতন্তীহ কিমদ্ভুতম্॥" (মহাভারত)

নারায়ণের পূজা করিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিতে হয়।

ধ্যান—"ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটি-
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥" (আদিত্যহৃদয়)

প্রতিদিন নারায়ণপূজা প্রত্যেক ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্ত্তব্য। শালগ্রামশিলাপূজাকে নারায়ণপূজা বা বিষ্ণুপূজা কহে।

[শালগ্রামপূজা ও বিষ্ণুপূজা দেখ।]

কোন্ কোন্ কর্ম্ম করিলে নারায়ণের প্রীতি বা অপ্রীতি হয়, ক্রিয়াযোগসারে তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"কর্ম্মণা যেন বিপ্রেন্দ্র তুষ্টির্মে হৃদি জায়তে।
ক্রোধশ্চ তৎ সমস্তং তে কথয়ামি সমাসতঃ॥"

(ক্রিয়াযোগসার ১৮ অ°)

যে কর্ম্মে আমার (নারায়ণের) তুষ্টিলাভ হয়, তোমাকে সেই সকল বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি,—সর্ব্বভূতে দয়া, নিরহঙ্কার, আমার উদ্দেশে ভক্তিপূর্ব্বক ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান, যথার্থ বাক্যকথন, মিষ্ট বস্তু বিষ্ণুর উদ্দেশে নিবেদন, যাহার মান ও

অপমান তুল্য এবং যিনি আমাকে সর্ব্বভূত শরীরস্থ বলিয়া অবগত আছেন, পরহিংসা-বিহীন, যিনি কার্য্য সকল বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান করেন, গো ও ব্রাহ্মণ-হিতৈষী, শাস্ত্রনিয়মপরিপালয়িতা, উপকার প্রত্যাশা না করিয়া দান এবং আমার উদ্দেশে বিত্তদান, এই সকল আমার প্রিয়। নারায়ণের অপ্রীতিকর কার্য্য—হিংসা, ক্রোধ, অসত্য, অহঙ্কার, ক্রূরতা, পরনিন্দা, পরবর্ত্তন, বিধ্বংসন, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পত্নী ও ভগিনীকে ত্যাগ, গুরুজনের প্রতি কটুবাক্যপ্রয়োগ, গুরুলোকের প্রতি অবজ্ঞা, যে কোন উপায়েই হউক দম্পতীর মধ্যে মনোভঙ্গকরণ, পরদ্রব্যহরণ, আরামছেদন, জলাশয় নষ্টকরণ, গ্রামনাশ, পরস্ত্রীদর্শনে আকুলতা, পাপচর্য্যাশ্রবণ, অনাথ ব্যক্তির দ্বেষকরণ, বিশ্বাসঘাতকতা, গোবীর্য্যহনন, বৃষলীপতি, অশ্বত্থনাশ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশাদিতে ভেদবোধ, বেদনিন্দা, একাদশীতে আহার, পরদারাসক্তি, পাপমন্ত্রণাদান, মিত্রদ্রোহ, ধাতকীনাশ, দিবাভাগে স্ত্রীসঙ্গম, রজস্বলাসম্ভোগ, ব্রতস্থা সম্ভোগ, অমাবস্যার রাত্রিতে ভোজন, এক সূর্য্যে দুইবার ভোজন, অমাবস্যায় আমিষভোজন, তৈলম্রক্ষণ ও স্ত্রীসম্ভোগ, বৈষ্ণবনিন্দা এই সকল কার্য্য নারায়ণের অপ্রীতিকর। (ক্রিয়াযোগসার ১৮ অ°)

কালিকাপুরাণে চতুর্ভুজ মূর্ত্তির ধ্যান এইরূপ আছে—

"শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরং কমললোচনম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং কচিন্নীলাম্বুজচ্ছবিম্॥
গরুড়োপরি শুক্লাব্জপদ্মাসনগতং হরিম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং শান্তং বনমালাধরং পরম্॥
কেয়ূরকুণ্ডলধরং কিরীটমুকুটোজ্জ্বলম্।
নিরাকারং জ্ঞানগম্যং সাকারং দেহধারিণম্॥
নিত্যানন্দং নিরানন্দং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগম্।
মন্ত্রেণানেন দেবেশং বিষ্ণুং ভজ শুভাননে॥"(কালিকাপু° ২২ অ°)

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে নারায়ণের গায়ত্রী আছে—

"নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি।
তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥" (১০।১।৬)

জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক নারায়ণ নামোচ্চারণ করিলে ভববন্ধন দূর হয়। ভাগবতে ইহা সমর্থিত হইয়াছে—

'কান্যকুব্জদেশে অজামিল নামে এক ব্রাহ্মণ দাসীর পতি হইয়াছিলেন। সুতরাং সর্ব্বদা দাসীসংসর্গে দূষিত হন, এবং তাঁহার সকল সদাচার বিনষ্ট হয়। তাহার দশটী পুত্র হয়, সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ। এই পুত্রের প্রতি তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদা আকৃষ্ট ছিল। অজামিলের যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, তখন যমদূতগণ ভয়ঙ্করবেশে ইহার সমীপে উপস্থিত হইল। অজামিল ইহাদিগকে দেখিয়া ভয়বিহ্বল হইয়া নারায়ণ নামক পুত্রকে ডাকিতে লাগিল। বিষ্ণুদূতগণ মৃত্যুকালে নারায়ণ নামোচ্চারণ শুনিতে পাইয়া যমদূতগণকে পরাভূত করিয়া তাহাকে বিষ্ণুলোকে লইয়া গেল। এই অজামিল পাপকর্ম্মা হইলেও, পুত্রের নাম নারায়ণ রাখিয়াছিল, এবং সর্ব্বদা তাহার নাম করায় পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইল।' (ভাগবত ৬।১ অ°) [বিষ্ণু দেখ।]

২ দুর্য্যোধনের সৈন্যবিশেষ। (ভারত ৫।৭ অ°)

৩ ধর্ম্মপুত্র ঋষিবিশেষ।

"ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং
নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃপ্রভাবঃ।" (ভাগ° ২।৭।৬)

৪ কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত উপনিষদ্ বিশেষ। মুক্তিকোপনিষদে এই উপনিষদের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শঙ্করাচার্য্য এই উপনিষদের ভাষ্য এবং আনন্দগিরি সেই ভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করেন। নারায়ণ ও শঙ্করানন্দ এই উপনিষদের দীপিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

নারায়ণ, এই নামে বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য।

১ একজন বৈদিক পণ্ডিত, ইনি অগ্নিষ্টোমপ্রয়োগ, আচার-চতুর্দ্দশীপরিশিষ্ট, কৌতুকবন্ধনপ্রয়োগ, চয়নপদ্ধতি, জীবচ্ছ্রাদ্ধ-প্রয়োগ, মহারুদ্রপদ্ধতি, রুদ্রপদ্ধতি, রুদ্র-জপবিধি, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ-প্রয়োগ, স্থালীপাকপ্রয়োগ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

২ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি অমৃতকুম্ভ, গ্রহলাঘব, চমৎকারচিন্তামণি ও তাহার টীকা প্রভৃতি রচনা করেন।

৩ একজন বিখ্যাত দার্শনিক। রত্নাকরের পুত্র ও রামেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য, ইনি সমস্ত আথর্ব্বণ উপনিষদ্গুলির দীপিকা করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে অথর্ব্বশিখা, অথর্ব্বশিরা, অমৃতনাদ, অমৃতবিন্দু, আত্মবোধ, আত্মবিদ্যা, আনন্দবল্লী, আরুণেয়, ঐতরেয়, কাঠক, কালাগ্নিরুদ্র, কৃষ্ণ, কৃষ্ণতাপনীয়, কেনেষিত, কৈবল্য, কৌষীতক, ক্ষুরিকা, গণপতিপূর্ব্বতাপনী, গর্ভ, গারুড়, গোপালতাপনীয়, গোপীচন্দন, চুলিকা, জাবাল, তেজোবিন্দু, তৈত্তিরীয়, দ্বিতীয়, ধ্যানবিন্দু, নাদবিন্দু, নারসিংহ, নারায়ণ, নীলরুদ্র, নৃসিংহ, পরমহংস, পিণ্ড, প্রথম, প্রশ্ন, প্রাণাগ্নিহোত্র, ব্রহ্মবিন্দু, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মোপনিষদ, ভৃগুবল্লী, মহানারায়ণ, মহোপনিষৎ, মাণ্ডুক্য, মুণ্ডক, মৈত্রেয়ী, যোগতত্ত্ব, যোগশিখা, রামতাপনীয়, বারদপূর্ব্বতাপনী, শ্বেতাশ্বতর, বজ্র, ষট্‌চক্র, সন্ন্যাস, সর্ব্ব ও হংস প্রভৃতি উপনিষদের দীপিকা পাওয়া যায়। এই সকল দীপিকায় নারায়ণের পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে।

৪ অধ্যাত্মচিন্তামণিব্যাখ্যানরচয়িতা।

৫ কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের 'ভাবদীপিকা' নামে টীকাকার।

৬ খণ্ডব্যাখ্যানমালা-রচয়িতা।

৭ বল্লভাচার্য্যকৃত জলভেদ নামক গ্রন্থের টীকাকার।

৮ গন্তদর্পণরচয়িতা।

৯ তন্ত্রবিবাহক নামক জ্যোতিগ্রন্থরচয়িতা।

১০ দশাবতারোৎপত্তিসময়-দীপিকাকার।

১১ দিনত্রয়মীমাংসা নামে স্মার্ত্তগ্রন্থকার।

১২ দেবীমাহাত্ম্যের একজন টীকাকার।

১৩ ধর্ম্মসুবোধিনী নামে নব্যস্মৃতিসংগ্রহকার।

১৪ রাঘবেন্দ্রের শিষ্য, ন্যায়প্রমাণমঞ্জরীর টীকাকার।

১৫ পদ্মলীলাবিনাশিনী নামে জ্যোতিঃগ্রন্থরচয়িতা।

১৬ পার্ব্বণশ্রাদ্ধপ্রদীপভাষ্যপ্রণেতা।

১৭ ভক্তিভূষণসন্দর্ভ ও ভক্তিসাগর নামে ভক্তিগ্রন্থরচয়িতা।

১৮ গোবিন্দপুরনিবাসী একজন মীমাংসক। খণ্ডদেবের ভাট্টদীপিকা অবলম্বনে ইনি ভাট্টন্যায়োদ্যোত রচনা করেন।

১৯ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইনি মহাভাষ্যপ্রদীপ-বিবরণ রচনা করেন।

২০ মাতৃগোত্রনির্ণয় নামক ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

২১ তৈত্তিরীয়-বিলক্ষ্য-লক্ষণ রচয়িতা।

২২ বিষ্ণুস্তুতি ও বিষ্ণুশ্রাদ্ধরচয়িতা।

২৩ গোবিন্দপুরনিবাসী একজন শাব্দিক, ইনি পাণিনি ব্যাকরণের শব্দভূষণ নামক টীকা রচনা করেন।

২৪ সারদাতিলকতন্ত্রের একজন টীকাকার।

২৫ শিবগীতার তাৎপর্য্যবোধিনী নামে টীকাকার।

২৬ শ্রুতিরঞ্জিনী নামক অলঙ্কারগ্রন্থরচয়িতা।

২৭ সাপিণ্ডকল্পলতিকারচয়িতা।

২৮ সোমপ্রয়োগ-টীকাকার।

২৯ ইনি ধবলচন্দ্রের আশ্রয়ে হিতোপদেশ রচনা করেন।

৩০ টাপরগ্রামের একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইঁহার পিতার নাম অনন্ত ও পিতামহের নাম হরি। ইনি ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে মুহূর্ত্ত-মার্ত্তণ্ড ও তাহার টীকা এবং লুপ্তমণ্ডপদর্পণ নামে একখানি জ্যোতির্গ্রন্থ রচনা করেন।

৩১ একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত। কৃষ্ণজীর পুত্র ও শ্রীপতির পৌত্র। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে শাঙ্খায়ন-গৃহ্যসূত্রভাষ্য রচনা করেন।

৩২ কেশবমিশ্রের ছন্দোগপরিশিষ্টের পরিশিষ্টপ্রকাশ নামক টীকাকার। ইঁহার পিতৃপর্য্যায়ের এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়, ইঁহার পিতা গোণ, তৎপিতা উমাপতি, তৎপিতা গদাধর, তৎ-পিতা ভত্রেশ্বর, তৎপিতা ধর্ম্ম ও তৎপিতা পরিতোষ।

৩৩ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। দাদা ভাইয়ের পুত্র ও মাধবের পৌত্র। ইনি তাজিকসারসুধানিধি ও হোরাসারসুধানিধি রচনা করেন।

৩৪ নৃসিংহের পুত্র, ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে পাটীগণিত রচনা করেন।

৩৫ মলয়বাসী পশুপতির পুত্র। ইনি শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্র-পদ্ধতি ও শাঙ্খায়ন-সূত্রের প্রৈষাধ্যায়ের ভাষ্য রচনা করেন।

৩৬ মাধবকৃত গোত্রপ্রবরের একজন টীকাকার। ইঁহার পিতার নাম মণ্ডুরি রঘুনাথ।

৩৭ একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার। ইঁহার পিতার নাম রঘু-নাথ দীক্ষিত ও ভ্রাতার নাম বালকৃষ্ণ। ইনি উত্তররামচরিত, কাব্যপ্রকাশ, মালতীমাধব, রাধাবিনোদ, বাসবদত্তা, বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা, হনুমন্নাটক প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, ইঁহার অপেক্ষিতব্যাখ্যান নামক উত্তররামচরিতের টীকা পাঠে জানা যায় যে, ইনি শুকদেব নামক এক ব্যক্তির নিকট থাকিতেন ও ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

৩৮ গ্রহণলিখনানুক্রম নামক জ্যোতির্গ্রন্থরচয়িতা। ইঁহার পিতার নাম রাম।

৩৯ একজন সংস্কৃত নাটককার। ইঁহার পিতার নাম লক্ষ্মী-ধর। ইনি কমলাকণ্ঠিরব নাটক রচনা করেন। ইনি কাঞ্চিদেশে ব্রহ্মদেশাগ্রহারে বাস করিতেন।

৪০ একজন ভক্তিগ্রন্থরচয়িতা। ইঁহার পিতার নাম লিম্ব-ভট্ট ও পিতামহের নাম কানাই ভট্ট। ইনি কাশীপতি হরি-দাসের আদেশে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে পূর্ণানন্দপ্রবন্ধ রচনা করেন।

৪১ শাঙ্খায়নশ্রৌতসূত্রের পদ্ধতিকার। ইঁহার গ্রন্থ হইতে এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়—গুর্জ্জরবাসী চণ্ডাংশু, তৎপুত্র বামন, তৎপুত্র আদিত্য, তৎপুত্র জনার্দ্দন, তৎপুত্র নীলকণ্ঠ, তৎপুত্র ভানু, তৎপুত্র জগন্নাথ, তৎপুত্র শ্রীপতি, তাঁহার পুত্র এই নারায়ণ।

৪২ ওঁকারগ্রন্থপ্রণেতা, ইঁহার পিতার নাম হীরভট্ট।

৪৩ অদ্বৈতকালানল নামে মধ্বমতপ্রতিপাদক গ্রন্থরচয়িতা।

৪৪ অর্গলা, কীলক, দেবীকবচ প্রভৃতি স্তোত্রের একজন টীকাকার।

৪৫ কেশবীয় জাতকপদ্ধতির একজন টীকাকার।

৪৬ ন্যায়সুধার একজন টীকাকার।

৪৭ মোক্ষধর্ম্মনামক ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহকার।

৪৮ সুন্দররাজের শিষ্য, সূর্য্যসিদ্ধান্তের একজন টীকাকার।

৪৯ সেবনপদ্ধতিনামক সংগ্রহকার।

৫০ একজন সামুদ্রিক। ইনি তাজিকতন্ত্রসারের টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

নারায়ণ, কাণ্বায়নবংশীয় ৩য় রাজা। ইনি গুপ্তরাজ ঘটোৎকচকে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

নারায়ণ, একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি সুললিত কবিতায় শিবরাজপুরের চন্দেল-রাজগণের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন।

নারায়ণ আচার্য্য, ১ একজন সংস্কৃত কবি। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন-সপর্য্যা ও তাহার টীকাকার। ২ তীর্থপ্রবন্ধকাব্য ও রুক্মিণী-বিজয়কাব্যের ভাবপ্রকাশ নামে টীকাকার।

৩ স্ফুটদর্পণ নামে জ্যোতিষগ্রন্থরচয়িতা।

নারায়ণকণ্ঠ, প্রসিদ্ধ শৈবদার্শনিক, রামকণ্ঠের পৌত্র ও বিদ্যাকণ্ঠের পুত্র। ইনি মৃগেন্দ্র ও মৃগেন্দ্রোত্তর নামক শৈবতন্ত্রের টীকা রচনা করেন।

নারায়ণ কর্ণদেব, বিজ্ঞানতন্ত্র নামক বৈদান্তিক গ্রন্থকার।

নারায়ণ কবি, চন্দ্রকলা নামক সংস্কৃত নাটককার।

নারায়ণক্ষেত্র (ক্লী) নারায়ণস্য ক্ষেত্রং। গঙ্গাপ্রবাহ হইতে চতুর্হস্তপরিমিত দূর পর্য্যন্ত স্থান।

"প্রবাহমবধিং কৃত্বা যাবদ্ধস্তচতুষ্টয়ম্।
তত্র নারায়ণঃ স্বামী নান্যস্বামী কথঞ্চনঃ॥" (ব্রহ্মপু°)

প্রবাহ অবধি করিয়া ৪ হাত পর্য্যন্ত স্থান নারায়ণক্ষেত্র। এই স্থানের স্বামী নারায়ণ, এই স্থানে কিছু দান বা প্রতিগ্রহ করিতে নাই।

"অত্র কিঞ্চিন্নদদ্যাচ্চ সাক্ষাৎ পাত্রায় পুণ্যবান্।
অত্র প্রতিগ্রহে রাজন্ বিক্রীতা জাহ্নবী ভবেৎ॥
বিক্রীতায়াঞ্চ জাহ্নব্যাং বিক্রীতোঽভূজ্জনার্দ্দনঃ।
জনার্দ্দনে চ বিক্রীতে বিক্রীতং ভুবনত্রয়ম্।
কোঽপি ন ত্রাণকর্ত্তাস্য নিঃসম্বন্ধপ্রসঙ্গতঃ॥"

(বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৪৫ অ°)

নারায়ণক্ষেত্রে দীক্ষা, দেবপূজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, জপ, পরোপকার, স্তবপাঠ ও মৌনব্রত বিধেয়, এবং এই স্থলে নীচালাপ পরিবর্জ্জনীয়। (বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৪৫ অ°)

নারায়ণগঞ্জ, বাঙ্গালার ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা ও একটী নগর। অক্ষা° ২৩° ৩৭´ ১৫´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯০° ৩২´ ৫´´ পূঃ। লক্ষিয়া নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। লোকসংখ্যা হিন্দু ৯৭১৭, মুসলমান ৩৯০৮, খৃষ্টান ৮৯। এই নগর ঢাকার ৯ মাইল দূরবর্ত্তী। মীরজুম্লার নির্ম্মিত কতকগুলি দুর্গ ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই স্থানের ঠিক সম্মুখে কদম রসুল নামক মুসলমানদিগের তীর্থস্থান রহিয়াছে। এই স্থান পাটের জন্য বিখ্যাত।

নারায়ণগড়, মেদিনীপুরের অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। এখানে প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি পড়িয়া আছে।

নারায়ণ গার্গ, নৃসিংহগার্গের পুত্র। ইনি আশ্বলায়নশ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য, আশ্বলায়ন-গৃহ্যকারিকার ভাষ্য, আশ্বলায়ন-সূত্রপদ্ধতি ও শ্রৌতসূত্রবিধি রচনা করেন।

নারায়ণ গোঁসাই নৃপতি, প্রশ্নবৈষ্ণব নামক জ্যোতিষ গ্রন্থকার।

নারায়ণ গৌড়, মিশ্র রাগবিশেষ। বেলাবলী, নট ও গৌড়-যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্না°)

নারায়ণচন্দ্র চূড়ামণি, কেশবীয় বর্ষপদ্ধতির একজন টীকাকার।

নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, ১ ভাগবতপুরাণের একজন বিখ্যাত টীকাকার। ২ শান্তিকতত্ত্বামৃত নামে স্মার্ত্ত গ্রন্থকার। ৩ একজন সংস্কৃত অভিধানরচয়িতা। ৪ পদার্থকৌমুদী-প্রণেতা।

নারায়ণচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—যবানী, হবুষা, ধনে, ত্রিফলা, কৃষ্ণজীরা, ঈষৎকৃষ্ণ ক্ষুদ্রজীরা, পিপ্পলীমূল, অজগন্ধা, শঠী, বচ, শুলফা, বৃহৎজীরা, ত্রিকটু, স্বর্ণক্ষীরী, চিতা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পুষ্করমূল, কুড়, পঞ্চলবণ ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগ, দন্তী ৩ ভাগ, অর্থাৎ উক্ত এক-ভাগের তিনগুণ, তেউড়ী ২ ভাগ, ইন্দ্রবারুণী ২ ভাগ, শাতলা (চলিত সেহুণ্ড) ৪ ভাগ, এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া অনুপান বিশেষে সেবন করিলে নিম্নলিখিত রোগসমূহ বিনষ্ট হয়। এই চূর্ণ উদররোগে তক্রদ্বারা, গুল্মরোগে বদরীর কাথসহ, আনদ্ধ বাতে সুরাসহ, বাতরোগে প্রসন্নাসহ, বিট্‌ভেদে দধিমণ্ডের সহিত, অর্শরোগে দাড়িমের কাথ, পরিকর্ত্তিকা রোগে বৈকলসহ ও অজীর্ণরোগে উষ্ণজলসহ পান করিলে ঐ সকল রোগ নষ্ট হয়। ভগন্দর, পাণ্ডু, কাশ, শ্বাস, গলরোগ, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, অগ্নিমান্দ্য, জ্বর, দংশনজন্য বিষ, মূলবিষ, গরদোষ ও কৃত্রিম বিষে যথাযোগ্য অনুপানের সহিত এই চূর্ণ পান করিলে বিরেচন হইয়া বিশেষ উপকার হয়। (ভাবপ্র° উদররোগাধি°)

অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—গুলঞ্চ, বিদ্ধড়ক বীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঁঠ, আতইচ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ, সিদ্ধিপত্র, প্রত্যেক চূর্ণ সমান, কুড়চিছালচূর্ণ সর্ব্ব সমান, এই সকল চূর্ণ একত্র করিলে নারায়ণচূর্ণ হইবে। অনুপান গুড় ও মধু। এই চূর্ণ সেবন করিলে রক্তাতীসার, শোথ, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, পাণ্ডুরোগ, হলীমক প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অতীসারাধি°)

নারায়ণঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—ঘৃত ৫ সের। কাথের জন্য পিপুল ২ সের, জল ২০ সের, শেষ ৫ সের। গুলঞ্চরস ৪ সের, আমলকীরস ৭৷৷০ সের। কল্কার্থ দ্রাক্ষা, আমলকী, পটোলপত্র, শুঁঠ, কট্‌কী, বচ প্রত্যেক

১ পল। যথাবিধানে পাক করিলে এই ঘৃত হয়। এই ঘৃত পান করিলে অম্লপিত্ত, দাহ ও বমি নিবারণ হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° অম্লপিত্তাধি°)

নারায়ণ ছলারি, (ছলারি নারায়ণ) ছলারি নৃসিংহের পুত্র। ইনি স্মৃতিসার ও স্মৃতিসংগ্রহ রচনা করেন।

নারায়ণতীর্থ, বাসুদেবতীর্থ ও রামগোবিন্দতীর্থের শিষ্য এবং ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর গুরু। ইনি তন্ত্রচন্দ্র নামে সাংখ্য-কৌমুদীর টীকা, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-কারিকার ব্যাখ্যা, ভক্তি-চন্দ্রিকা নামে শাণ্ডিল্যসূত্রের ব্যাখ্যা, ভক্ত্যাধিকরণমালা ও তাহার টীকা, যোগচন্দ্রিকা, যোগসূত্রবৃত্তি, বেদস্তুতির টীকা, বেদান্তবিভাবনাটীকা, সাংখ্যচন্দ্র নামে সাংখ্যকারি-কার টীকা, সিদ্ধান্ততত্ত্ববিন্দুর ব্যাখ্যা, তন্ত্রচিন্তামণিদীধিতির টীকা ও ন্যায়চন্দ্রিকা নামে ভাষাপরিচ্ছেদের টীকা রচনা করেন।

২ শিবরামতীর্থের শিষ্য। ইনি ভাট্টপ্রকাশিকা নামে মীমাংসা-গ্রন্থ রচনা করেন।

৩ বালবোধিনী নামে শঙ্করাচার্য্যরচিত আত্মবোধের এক-জন টীকাকার।

৪ দক্ষিণা-মূর্ত্তি-স্তোত্রের ব্যাখ্যাকার।

নারায়ণতীর্থস্বামিন্, গঙ্গালহরী ও তাহার টীকাকার।

নারায়ণতৈল (ক্লী) তৈলৌষধভেদ। এই তৈল স্বল্প, বৃহৎ ও মধ্যম ভেদে ত্রিবিধ। যথা—নারায়ণতৈল, মধ্যমনারায়ণতৈল এবং মহানারায়ণতৈল।

নারায়ণতৈল। প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ১৬ সের। ক্বাথার্থ বিল্বমূলের ছাল, গণিয়ারি মূলের ছাল, শোণামূলের ছাল, পারুলমূলের ছাল, পালিধামূলের ছাল, গন্ধভাদালিয়া, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, পুনর্ণবা, ইহাদের প্রত্যেকের ১০ পল, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। কল্কার্থ শুল্ফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, শাল-পাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, পুনর্ণবামূল, ইহাদের প্রত্যেকের দুই পল, শতমূলীর রস ১৬ সের, দুগ্ধ ৬৪ সের। যথানিয়মে পাক করিলে ইহা প্রস্তুত হয়। এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও বস্তিক্রিয়ায় প্রশস্ত। এই তৈল ব্যবহারে পঙ্গুতা, অধোবাত, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, দন্তরোগ, গলগ্রহ, একাঙ্গশোথ, সকম্পনগতি, ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য, শুক্রহ্রাস, বধিরতা, অন্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ এবং স্ত্রীলো-কের গর্ভগ্রহণব্যাঘাত নিবারিত হয়।

মধ্যম নারায়ণতৈল। প্রস্তুত প্রণালী—ক্বাথের জন্য বিল্ব, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোণা, বেড়েলা, পালিধা, কণ্টকারী, পুনর্ণবা, গোরক্ষচাকুলে, গণিয়ারি, ও গন্ধভাদালিয়া ইহাদের মূল, পারুলমূল প্রত্যেক /২॥০ সের। পাকার্থ জল ৫১২ সের। শেষ ১২৮ সের। গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ ৩২ সের। তিলতৈল ৩২ সের। কল্কার্থ রাস্না, অশ্বগন্ধা, মউরী, দেবদারু, কুড়, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব-লবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাদুকা, মুথা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাঁকলা, ক্ষীরকাকলা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গেঁঠেলা, শ্বেত-পুনর্ণবা, চোরকাঁচকী ইহাদের প্রত্যেকের ২ পল। গন্ধার্থ কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভিমিলিত ৩ পল। যথানিয়মে পাক করিলে ইহা প্রস্তুত হইবে। এই তৈল ব্যবহারে পঙ্গুতা, অধোবাত, শিরোরোগ, মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, দন্তরোগ, গলগ্রহ, একাঙ্গশোথ, সকম্পনগতি, ইন্দ্রিয়দৌর্ব্বল্য, শুক্রহ্রাস, বধিরতা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়, এবং ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের গর্ভগ্রহণব্যাঘাত নিবারিত হয়। এই তৈল বাতব্যাধি-অধিকারে অতি প্রশস্ত ঔষধ।

মহানারায়ণতৈল। প্রস্তুত প্রণালী—তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথের জন্য শতমূলী, শালপাণি, চাকুলে, শঠী, বচ, এরণ্ডমূল, কণ্টকারীমূল, নাটাকরঞ্জমূল, গোরক্ষচাকুলের মূল, ঝাঁটীমূল প্রত্যেক ১০ পল। পাকার্থ জল ৬০ সের। শেষ ১৬ সের। গব্যদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ প্রত্যেক ৮ সের। শতমূলীর রস ৪ সের। কল্কার্থ পুনর্ণবা, বচ, দেবদারু, শুল্ফা, রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, এলাইচ, জটামাংসী, শালপাণি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, রাস্না প্রত্যেক ৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে সকল প্রকার বায়ুরোগের শান্তি হয়, এবং হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, গণ্ডমালা, বাতরক্ত, কামলা, পাণ্ডুরোগ, অশ্মরী প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং এই তৈলের কথা বলিয়াছেন, এইজন্য ইহার নাম নারায়ণতৈল হইয়াছে।

(ভৈষজ্যরত্না° বাতব্যাধি°)

নারায়ণদত্ত, ১ সদুক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন সংস্কৃত কবি। ইনি চক্রপাণিদত্তের পিতা।

২ জলাশয়োৎসর্গপদ্ধতিরচয়িতা।

নারায়ণদাস, ভারতযুদ্ধবিবাদ নামক সংস্কৃত গ্রন্থকার।

নারায়ণদাস কবিরাজ, ১ গীতগোবিন্দের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নামে এক টীকাকার। রমানাথ মনোরমায় এই টীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

২ একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার। ইহার বৈদ্যক পরি-ভাষা, রাজবল্লভ নামে দ্রব্যগুণ ও নানৌষধপরিচ্ছেদ নামক গ্রন্থগুলি বৈদ্যকসমাজে বিশেষ আদৃত।

নারায়ণদাস, অকবরের রাজত্বকালে নারায়ণদাস রাঠোর দাক্ষিণাত্যের ইদরের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন। অকবরের প্রেরিত আসফ্ খাঁর সহিত ইঁহার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি পরাভূত হন।

নারায়ণদাস সিদ্ধ, ইনি নারায়ণ গোস্বামী নামে খ্যাত। ইঁহার পিতার নাম ব্রহ্মদাস, ইনি প্রশ্নবৈষ্ণব নামে একখানি বৃহৎ জ্যোতিষশাস্ত্র এবং বৈষ্ণববৈদ্যকশাস্ত্র রচনা করেন।

নারায়ণদেব, গজপতি বীরনারায়ণ নামে খ্যাত। ইঁহার পিতার নাম পদ্মনাভ, গুরুর নাম কবিরত্ন পুরুষোত্তম মিশ্র। ইনি অলঙ্কারচন্দ্রিকা ও সঙ্গীতনারায়ণ নামে সঙ্গীতশাস্ত্র রচনা করেন।

নারায়ণদেব, একজন প্রসিদ্ধ বঙ্গকবি, ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব্ববিভাগস্থ ময়মনসিংহের অন্তর্গত নেত্রকোণা মহকুমার অধীন বোরগ্রাম নামক একটী ক্ষুদ্রপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম নরসিংহ। নারায়ণদেবের বংশাবলী অনেক শাখা প্রশাখার বিভক্ত। একটী শাখার পরিচয় এই ;—

(পরবর্ত্তী নামগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী নামের পুত্রজ্ঞাপক)

উদয়রাম, উদ্ধবরাম, নরসিংহ, নারায়ণদেব, চতুর্ভুজ, অভিমন্যু, চূড়ামণি, অনন্তরাম, ভগদেব, গৌরীপ্রসাদ, নিমাইচাঁদ, কৃষ্ণরাম, রূপরাম, মোহনগোপাল, নরোত্তম, কৃষ্ণচন্দ্র, শ্রীচন্দ্র, রামচন্দ্র জগচ্চন্দ্র, গগনচন্দ্র। শেষোক্ত দুইজন লোক ও তাঁহাদের শাখা এখনও বর্ত্তমান আছে। তাঁহাদের নিকট অবগত হওয়া যায় যে, নারায়ণদেব, তাঁহার বংশের বর্ত্তমান লোকের ১৭ পুরুষ পূর্ব্বের লোক। অতএব ৩ পুরুষে ১০০ বৎসর গণনা করিলে নারায়ণদেব বর্ত্তমানসময়ের প্রায় ৫৫০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন। ইনি "পদ্মপুরাণ" প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক মনসাদেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারের নিমিত্ত চাঁদবেণের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত। প্রবাদ আছে, তিনি আদৌ ভাল লেখাপড়া জানিতেন না, তবে ভূমিষ্ঠ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কবিত্বশক্তি লাভ করেন। এই উক্তি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন।

তাঁহার স্বরচিত শ্লোকের একস্থলে বর্ণিত আছে যে, তিনি চৌদ্দবৎসর বয়সের সময় এইরূপ স্বপ্ন দেখেন যে, বংশীধারী কৃষ্ণ স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে পদ্মলেখার জন্য উৎসাহিত করিতেছেন। ভাল লেখা পড়া না জানিলেও তাঁহার রচনায় কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

নারায়ণধর্ম্মাধিকারিন্, একজন স্মার্ত্তপণ্ডিত। ইনি লক্ষণকাণ্ড ও বন্ধ্যাত্বকারকোপদ্রবহরবিধি রচনা করেন।

নারায়ণপণ্ডিত, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকার দেখিতে পাওয়া যায়। ১ অদ্বৈতকালামৃত নামে বৈদান্তিক গ্রন্থরচয়িতা।

২ ইনি লক্ষ্মীদাসের পুত্র, শ্রীধরদাসের আদেশে গীতগোবিন্দটীকা রচনা করেন।

৩ নবরত্নপরীক্ষা নামক গ্রন্থকার।

৪ পাটীকৌমুদী নামে জ্যোতিঃশাস্ত্ররচয়িতা।

৫ শিবস্তুতিকার। ইঁহার পিতার নাম লিকুচি।

৬ কৃষ্ণপণ্ডিতের পুত্র, জ্বরনির্ণয় ও বৈদ্যবল্লভের টীকাকার।

৭ বিশ্বনাথ পণ্ডিতের পুত্র, পিষ্টপশুখণ্ডনমীমাংসাপ্রণেতা।

৮ হিতার্থ স্বরির পুত্র, ইনি আনন্দতীর্থকৃত সদাচারস্মৃতির একখানি সুন্দর টীকা করিয়াছেন। কাহারও মতে, ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ।

নারায়ণপণ্ডিতাচার্য্য, ১ অণুমধ্যবীজস্তোত্র ও শিবস্তোত্ররচয়িতা।

২ ত্রিবিক্রমের পুত্র, একজন মধ্বমতাবলম্বী প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক। ইনি মণিমঞ্জরী নামে বেদান্ত, মধ্ববিজয় নামে মধ্বাচার্য্যের জীবনী, মন্ত্রার্থ-মঞ্জরী, বিষ্ণুস্তুতি, সংগ্রহরামায়ণ, অণুমধ্ববিজয় বা অপ্রমেয়মালিকা নামে কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নারায়ণপরিব্রাজক, যতীশ্বর নামে খ্যাত। ইনি অর্থপঞ্চকনিরূপণ রচনা করেন।

নারায়ণপাল, ১ পালবংশীয় গৌড়ের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। [পালরাজবংশ দেখ।]

নারায়ণপুর, বিজগপত্তন জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। কেব্বিলি হইতে ১৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে কএকটী প্রাচীন ও শিল্পকার্য্যবিশিষ্ট শিবমন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরে শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

২ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বালিয়া জেলার অন্তর্গত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম, গঙ্গাপুর হইতে অর্দ্ধক্রোশদূরে ও গঙ্গার নিকট অবস্থিত। এখানে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং নারায়ণদেবের মন্দির দেখিয়াছিলেন। এখানে প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

নারায়ণ পোবর, সাতারা জেলায় পিম্পোড়বুক্রুথ নামক স্থানে কৃষকবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ৯ বৎসর বয়স হইতে বিষাক্ত ভয়ানক সর্প সকল ধরিতে পারিতেন, এজন্য সকলেই ইঁহাকে নারায়ণের অবতার স্বরূপ জ্ঞান করিয়া এইরূপ কহিত—যে ইনি সত্বর ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিবেন। পীড়াদি হইলে আরোগ্যলাভার্থ ইঁহার নিকট অনেকে আগমন করিত। সর্পাঘাতেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

নারায়ণপ্রিয় (পুং) নারায়ণস্য প্রিয়ঃ, নারায়ণঃ প্রিয়ঃ যস্য ইতি বা। ১ শিব।

"নারায়ণপ্রিয়মনঙ্গমদাপহারম্।
বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথম্॥" (শিবস্তোত্র)

২ পীতচন্দন। (নৈঘণ্টুপ্র°)

নারায়ণভট্ট, ভাস্করভট্টের পুত্র, রূপসনাতনের শিষ্য। পুরাণে বৃন্দাবনের দ্বাদশ মাত্র বনের উল্লেখ আছে। তদ্ব্যতীত এখন যে বহুসংখ্যক বনের নাম পাওয়া যায় এবং হিন্দু তীর্থযাত্রিগণ পুণ্যলাভ আশায় যে সমস্ত বন দর্শন করিতে গিয়া থাকেন, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবভক্ত এই নারায়ণভট্টের চেষ্টায় সেই সকল পুণ্যভূমির নামকরণ হইয়াছে। এখন বৃন্দাবনে যে বনযাত্রা ও রাসলীলা মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাও ইনি সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তন করেন। ঐ সকল স্থানের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য ইনি ১৫৫৩ খৃঃ অব্দে ব্রজভক্তিবিলাস নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ব্রজভক্তিবিলাস পাঠে জানা যায়, পরমহংস-সংহিতা অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ব্রজবাসিগণ বলেন, বর্ষাণের নিকটবর্ত্তী উঁচাগাও নামক স্থানে নারায়ণ বাস করিতেন, কিন্তু ব্রজভক্তিবিলাসে তিনি শ্রীকুণ্ড (বা রাধাকুণ্ড)-বাসী বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিবার জন্য লোকনাথগোস্বামীকে বৃন্দাবনে পাঠাইয়া দেন। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বৃন্দাবনে অতিবাহিত করিয়া যে সকল লুপ্তস্থান নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, নারায়ণভট্ট রূপসনাতন ও লোকনাথের সাহায্যে সেই সকল স্থানের নামকরণ করেন। তাঁহার ব্রজভক্তি-বিলাসে এইরূপ ১৩৩টী বনের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে যমুনার দক্ষিণকূলে ৯১টী ও বামকূলে ৪২টী অবস্থিত।

২ গোকুলবাসী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। বল্লভাচার্য্য বাল্যকালে ইহার নিকট সংস্কৃত কাব্য ও দর্শন শিক্ষা করিয়াছিলেন।

নারায়ণভট্ট, এই নামে বিস্তর সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। ১ অপর নাম নিত্যানন্দ, শ্রীনিবাস-বিদ্যানন্দের শিষ্য। ইনি কল্পলতা ও তারাপদ্ধতি রচনা করেন।

২ একজন জ্যোতির্বী। ইনি সমরসিংহরচিত তাজিকতন্ত্রসারের 'কর্ম্মপ্রকাশিকা' নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

৩ কেরলবাসী একজন প্রসিদ্ধ কবি। ইনি কোটিবিরহ, সুভগসন্দেশ, স্বাহাসুধাকর ও ধাতুকাব্য নামে কএকখানি কাব্য, নারায়ণীয় স্তোত্র ও প্রক্রিয়াসর্ব্বস্ব নামে ব্যাকরণ প্রকাশ করেন।

৪ একজন টীকাকার। ইনি গৃহপ্রবেশপ্রকরণ, গোচরপ্রকরণ, যাত্রাপ্রকরণ ও বিবাহ-প্রকরণ প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন।

৫ জানকীপরিণয় নামক নাটককার।

৬ কেশবমিশ্রকৃত তর্কভাষার একজন টীকাকার।

৭ তিথিবাক্যনির্ণয় নামে গ্রন্থরচয়িতা।

৮ একজন কবি। ইনি ত্রিপুরদহন, দূতবাক্য, রাক্ষসোৎপত্তি, রামায়ণ-প্রবন্ধ ও সুভদ্রাহরণ নামে কএকখানি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন।

৯ দশকর্ম্মপদ্ধতি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নামে স্মার্ত্তগ্রন্থকার।

১০ প্রায়শ্চিত্তসংগ্রহকার।

১১ (নারায়ণ সর্ব্বজ্ঞ) নামনিধান নামে কোষ ও মানবধর্ম্মশাস্ত্রের ভাষ্যকার। ইহার নামনিধানকোষ রায়মুকুট উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১২ লক্ষহোমপদ্ধতিরচয়িতা।

১৩ লঘুচন্দ্রিকা নামে যোগশাস্ত্রকার।

১৪ বিধান-রত্ন নামে স্মার্ত্তগ্রন্থরচয়িতা।

১৫ বৃত্তোক্তি-রত্ন নামে ছন্দোগ্রন্থ ও পরীক্ষা নামে তাহার টীকারচয়িতা। ইনি তারাবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

১৬ বৃত্তরত্নাকরের একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার। ১৬০২ সম্বতে (১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে) ঐ টীকা রচিত হয়। ইনি আপনার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

বিশ্বামিত্রবংশে শ্রীনাগনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তৎপুত্র অঙ্গদেব, তৎপুত্র গোবিন্দভট্ট, তৎপুত্র রামেশ্বর ভট্ট, এই রামেশ্বরের পুত্র নারায়ণ।

১৭ ব্যুৎপত্তিবাদার্থ নামে ন্যায়গ্রন্থরচয়িতা।

১৮ সংস্কারসাগর নামে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা।

১৯ সপ্তলক্ষণ নামে বৈদ্যক গ্রন্থকার।

২০ সাধনদীপিকারচয়িতা। ইনি কান্যকুব্জীয় শঙ্করের শিষ্য।

২১ স্তবচিন্তামণি নামে শৈবগ্রন্থরচয়িতা।

২২ গোভিলগৃহ্যসূত্রের একজন ভাষ্যকার। রঘুনন্দন এই ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই নারায়ণের পিতার নাম মহাবল, পিতামহের নাম রামদেব ও প্রপিতামহের নাম ব্যাস।

২৪ একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত, রামেশ্বর ভট্টের পুত্র ও গোবিন্দ ভট্টের পৌত্র। ইনি খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইহার রচিত অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতি, অন্ত্যেষ্টিপ্রয়োগ, অয়ননির্ণয়, আতুরসন্ন্যাসবিধি, আহিতাগ্নিমরণে দাহাদিব্যবস্থা, আহ্নিকবিধি, উৎসর্গপ্রয়োগ (জলাশয়ারামোৎসর্গবিধি), কালনির্ণয়সংগ্রহ, মাধবকৃত কালনির্ণয়ের টীকা, কাশীমরণমুক্তিবিচার, গয়াকার্য্যানুষ্ঠানপদ্ধতি, গয়াযাত্রাপ্রয়োগ, গোত্রপ্রবরনির্ণয়, তিথিনির্ণয়, তুলাপুরুষমহাদানপ্রয়োগ, ত্রিস্থলীসেতু, দিব্যানুষ্ঠানপদ্ধতি, প্রয়াগসেতু, প্রয়োগরত্ন, মাসমীমাংসা, রুদ্রপদ্ধতি, লিঙ্গাদি

প্রতিষ্ঠাবিধি, বাস্তুপুরুষবিধি, বৃষোৎসর্গবিধি প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইঁহার পুত্রের নাম রামকৃষ্ণ ভট্ট, এবং পৌত্র দিনকর ও প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত কমলাকর ভট্ট।

২৫ নারায়ণভট্টীয় নামে প্রসিদ্ধ স্মৃতিনিবন্ধকার।

১৬ বৈষ্ণবজ্যোতিশাস্ত্রপ্রণেতা।

নারায়ণভট্ট, একজন বৈষ্ণব। ইনি বৃন্দাবনে উঠাগ্রামে বাস করিতেন। দাউজীর সেবায়, ইঁহার বড় আনন্দ ছিল। ইনি প্রতিদিন বৈষ্ণবগণকে ভোজ্যদ্বারা সেবা করিতেন। একদা কোন ধনবান্ ব্যক্তি ইঁহাকে প্রয়াগতীর্থে যাইতে বলিলে ইনি দুঃখিত হইয়া তাহাকে বৃন্দাবন ও হরিভক্তিমাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য বৃন্দাবনে প্রয়াগতীর্থ দেখাইয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, এইখানেই সর্ব্বতীর্থ আছে। (ভক্তমাল)

২ কাশীবাসী একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। অরঙ্গেব কর্তৃক কাশীস্থ দেববিগ্রহ সমুদয় নষ্ট হইবার পূর্ব্বে ইনি জ্ঞানবাপীর দক্ষিণভাগে এক সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫।৮৫-৮৬)

নারায়ণমিশ্র, ১.সন্ধ্যাবন্দনভাষ্যকার। ২ নারায়ণমিশ্রীয় নামে ধর্ম্মশাস্ত্রকার।

নারায়ণভট্টআরড়, লক্ষীধরের পুত্র। ইনি প্রয়োগসার বা গৃহ্যাগ্নিসাগর ও শ্রাদ্ধসাগর রচনা করেন। ইনি ভট্টোজির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

নারায়ণভারতী, সারস্বতসারসংগ্রহ নামক সংস্কৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা।

নারায়ণভিষক্, একজন প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার। ইঁহার কৃত কর্ম্মপ্রকাশ, বাতম্বাদিনির্ণয়, বৈদ্যচিন্তামণি, বৈদ্যবৃন্দ ও বৈদ্যামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নারায়ণমুনি, ১ তত্ত্বত্রয়নিরূপণ ও তত্ত্বসংগ্রহ নামে সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

২ রঘুপতিরহস্যদীপিকারচয়িতা।

৩ গণপতিতত্ত্বপ্রকাশিকা নামে গণেশসহস্রনামের ভাষ্যকার।

নারায়ণমুনীন্দ্র, ন্যাসতিলক ও ন্যাসবিংশতির বেদান্তরক্ষা নামে টীকাকার।

নারায়ণযতি, রামায়ণতত্ত্বদর্পণরচয়িতা।

নারায়ণযতীশ্বর, সুদর্শনস্তব-রচয়িতা।

নারায়ণযাজ্ঞিক, যাজ্ঞিক পাঠক রামচন্দ্রের পুত্র ও গঙ্গাধরের ভ্রাতা। ইঁহার বিরচিত কর্কানুগা পদার্থদীপিকা নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাতে পৌর্ণমাসেষ্টির বিষয় লিখিত হইয়াছে।

নারায়ণরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গুল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, রসাঞ্জন, মনছাল, স্বর্ণ, পারদ, তাম্র, গন্ধক, লৌহ, সৈন্ধবলবণ, আতইচ, চই, শরপুঙ্খা, বিড়ঙ্গ, যমানী, গজপিপ্পলী, মরিচ, আকন্দমূল, বরুণমূল, শ্বেতধুনা ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে লইয়া কটুতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ১ মাষা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু। ইহা সেবন করিলে নাড়ীব্রণ ও ভগন্দর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° ভগন্দরাধিকার)

নারায়ণরায়, বিক্রমসেনচম্পূ নামে চম্পূকাব্যপ্রণেতা।

নারায়ণরাও, বালাজিরাও পেশবার তৃতীয় পুত্র। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে ৩০এ আগষ্ট তারিখে ইঁহার পিতৃব্য রঘুনাথরাও ইঁহাকে হত্যা করেন। তৎপরে ইঁহার শিশুপুত্র শিবাজী মাধোরাও অভিষিক্ত হন। ইঁহার বংশধর বলবৎরাও এখনও বিদ্যমান আছেন।

নারায়ণরাজ, একজন চোল রাজা।

নারায়ণলব্ধি, একজন প্রাচীন সংস্কৃতকবি, সূক্তকর্ণামৃতে ইঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

নারায়ণ-বন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর-আর্কট জেলার একটী সহর। অক্ষা° ১৩° ২১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৩৮´ পূঃ। মান্দ্রাজ রেলওয়ের পত্তুর ষ্টেশনের ৩ মাইল পূর্ব্বে অরুণ নদীর তীরে অবস্থিত এবং উহা কারবেটনগরের জমিদারীভুক্ত।

নারায়ণ-বন শব্দ হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, বহুকাল পূর্ব্বে এই স্থান বনাকীর্ণ ছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, ভগবান্ নারায়ণ এই বনে বিচরণ করিতেন। চতুর্মুখ ব্রহ্মা এক সময়ে কাঞ্চীপুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং এই স্থানটী অতি পবিত্র বলিয়া যজ্ঞের সীমাস্বরূপ মনোনীত করিয়া লন। এখানে 'অমনারা চৈরম্মা' বা মহিষাসুর-মর্দ্দিনী আসিয়া যজ্ঞ স্থলের সীমা রক্ষা করিয়া ছিলেন, তদবধিই তিনি এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন। ইহা একটী পুরাতন প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান।

স্থানীয় হস্তলিপি পাঠে জানা যায় যে, তঞ্জোরের মহারাজ কুলোত্তুঙ্গ চোলের জারজ পুত্র তোণ্ডীমান এই স্থান আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লন। তাহার প্রপৌত্র রাজা নারায়ণদেবের রাজত্বকালে মিথিলাপতি গবাসম্বন তিরুপতির তীর্থ দর্শনে আইসেন। এই স্থানের অবস্থাদর্শনে প্রীত হইয়া, এখানে রাজ্য স্থাপনে তিনি অভিলাষী হন এবং সেই হেতু ব্যঙ্কটেশ্বরের আরাধনা করেন। ব্যঙ্কটেশস্বামী তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নারায়ণদেবের নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে অনুজ্ঞা করেন। মিথিলাপতি গবাসম্বন নারায়ণদেবের নিকট অর্দ্ধ রাজ্য প্রাপ্ত হইলে এই নারায়ণ-বনে আপন রাজধানী স্থাপন করিলেন।

গবাসম্বন রাজার চারিটী পুত্র ছিল, ১ম আকাশ, ২য় উজ্জ্বল, ৩য় ব্যঙ্কটেশ এবং ৪র্থ বর্দ্ধন্। পিতার মৃত্যুর পর আকাশরাজ সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। বর্ত্তমান নারায়ণ-বন নগরের তিন মাইল দক্ষিণে ইনি আকাশরাজপুর নামে একটী নগর এবং আকাশরাজ-কোট্টাই নামে দুইটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। এক্ষণে উহার ভগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়।

আকাশরাজের যথাসময়ে পুত্রকন্যা না হওয়ায় তিনি পুত্রেষ্টিযাগ করিতে কৃতসংকল্প হন। যজ্ঞস্থলের সীমানির্দ্দেশ-কালীন তিনি একটী স্বর্ণপদ্ম প্রাপ্ত হন এবং তাহাতে একটী স্বর্ণবর্ণের কন্যা রহিয়াছে দেখিলেন। পদ্ম হইতে জন্ম হেতু এই অযোনিসম্ভবা কন্যার পদ্মাবতী নাম রাখেন। যজ্ঞ সমাধা হইলে যথাসময়ে রাজার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল।

পদ্মাবতী বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, নারায়ণবনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। এক দিন ব্যঙ্কটেশস্বামী এখানে পদ্মাবতীকে দেখেন এবং তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া কর প্রার্থনা করেন; তাহাতে পদ্মা অসম্মতি প্রকাশ করিলে ব্যঙ্কটেশ রাজার নিকট কহিলেন। রাজা শাস্ত্রানুসারে বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলে ব্যঙ্কটেশস্বামী নারায়ণবনে পদ্মাবতীর পাণিগ্রহণ করেন, রাজার প্রার্থনানুসারে তাঁহারা এই বনে অবস্থান করিলেন এবং তাঁহাদের বাসের জন্য রাজা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অদ্যাপি তিনি এখানে কল্যাণ-ব্যঙ্কটেশ নামে পূজিত হইয়া থাকেন।

আকাশরাজের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বসম্বর্ণ রাজা হন। অপুত্রক থাকায় তদীয় পিতৃব্য ব্যঙ্কটেশ রাজা হইলেন। ইঁহার বংশধরেরা এখানে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পরে রামরাজ নামে জনৈক রাজা উক্ত বংশের শেষ রাজা রিবঙ্ককে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। রামরাজের বংশ-ধরেরা এই স্থানে একাদশ পুরুষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে পর বিজয়নগররাজ তাঁহাকে পরাজিত ও তদ্রাজ্য হস্তগত করিয়া লন। অতঃপর কারবেট-নগরের পোলিগারেরা এই স্থান অধিকার করিয়া এখন পর্য্যন্ত ভোগদখল করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে পোলিগারেরা জমিদার নামে অভিহিত হইয়াছেন।

এখন ইঁহারা কারবেট নগরে বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে ইঁহাদের কোন আত্মীয় নারায়ণবনে বাস করিতেন। সেই আবাসবাটী পুরাতন এবং ভগ্ন হইয়া গিয়াছে।

কল্যাণব্যঙ্কটেশ-মন্দিরের বিগ্রহের মূর্ত্তি তিরুপতির বিগ্রহের সদৃশ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড়। শ্রীরামানুজমতাবলম্বীরা ঐ বিগ্রহের পূজা করিয়া থাকেন। দেবসেবার্থ জমীদারেরা কয়খানি গ্রাম দান করিয়াছেন। এখানে বেদপাঠের চর্চ্চা বিলক্ষণ আছে। ইহার নিকটেই পদ্মাবতী ও থায়ুমার মন্দির আছে। মন্দির দুইটী গ্রাণিট প্রস্তরে নির্ম্মিত। প্রবাদ আছে, বেঙ্কটেশস্বামী রঙ্গনাথ শ্রীবল্লীপুরের বিষ্ণু শেঠী নামক এক বণিকের থায়ু নাম্নী এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া নারায়ণ-বনে আসিয়া একত্র বাস করেন।

এই মন্দির হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অগস্ত্যেশ্বরের মন্দির। এই মন্দিরটী অতি পুরাতন নীল (মরকত) পাথরে নির্ম্মিত এবং পরিষ্কার কারুকার্য্যবিশিষ্ট। এই মন্দিরের গাত্রসংলগ্ন অনুশাসন পাঠে জানা যায়, কুলোত্তুঙ্গ রাজার একাদশ বর্ষ রাজত্বকালে ৮২৬ শকাব্দে বেলুরপঙ্ক মণিবাস নাগদেব অগস্ত্যেশ্বরদেবের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ চালুক্যপুর নামে এবং ১০৭৮ শকে উৎকীর্ণ অপর একখানিতে রাজা ত্রিভুবনমল্লদেব দেবসেবার জন্য কতকগুলি জমি দান করেন।

এই মন্দির হইতে প্রায় বার শত ফিট্ অন্তরে পূর্ব্বোক্ত মহিষাসুরমর্দ্দিনীর মন্দির কেমপুলাগালয়ম্ নামক স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। দেবীর মূর্ত্তি অষ্টভুজা, একপদ সিংহের উপর ও অপর পদ সোমকাসুরের উপর। মূর্ত্তি প্রায় ৮ ফিট্ উচ্চ হইবে। শ্রাবণ মাসে ১৫ দিন ধরিয়া দেবীর উৎসব হইয়া থাকে।

এখানকার পূজারিরা ব্রাহ্মণ নহে, ইহারা তকশ্রেত্রীয় নামক নীচ শূদ্র। ইহারা সময় সময় দেবীর অর্চ্চনাকালীন ব্রাহ্মণ-দিগেরও পৌরোহিত্য করে এবং পূজার সময় যজ্ঞোপবীত ধারণ করে মাত্র, সংস্কৃত না জানিলেও ইহারা বেশ মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকে।

নারায়ণবন্দ্য, একজন বঙ্গবাসী বৈয়াকরণ। ইনি ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে ধাতুরত্নাকর ও সারাবলী নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

নারায়ণবর্ম্মন্ (ত্রি) নারায়ণময়ং পরং বর্ম্ম। নারায়ণময়, শ্রেষ্ঠ নারায়ণকবচ। দেবরাজ ইন্দ্র এই নারায়ণকবচ দ্বারা রক্ষিত হইয়া রিপুসেনা সকল অবলীলাক্রমে জয় করিয়া ত্রিলোকীর ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি ভোগ করিয়াছিলেন। এই কবচের বিশেষ বিবরণ ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে লিখিত আছে।

নারায়ণবর্ম্মা, গৌড়াধিপ ধর্ম্মপালের একজন মহাসামন্তাধিপতি। [পালরাজবংশ দেখ।]

নারায়ণবলি (পুং) নারায়ণায় নারায়ণমুদ্দিশ্য দেয়ো বলিঃ। মৃতপতিতাদির প্রায়শ্চিত্তাত্মক কর্ম্মবিশেষ।

দুর্ম্মরণ মৃতের অর্থাৎ অবৈধ আত্মঘাতিদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য নারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চদেবতার উদ্দেশে দেয় বলি।

যাহারা অবৈধরূপে আত্মঘাতী হয়, তাহাদের অশৌচ বা ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া কিছুই হয় না, পরে তাহাদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিতে হইলে নারায়ণবলি দিতে হয়, অর্থাৎ নারায়ণাদি পঞ্চদেবতার উদ্দেশে বলি দিয়া তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করা হইয়া থাকে।

প্রথমে নারায়ণবলি দিয়া, পরে পর্ণ-নরদাহ করিতে হইবে, তাহার পর শ্রাদ্ধাদি বিধেয়। এই নারায়ণবলি মৃত্যুর দিন হইতে এক বৎসর পরে করিতে হইবে।

আত্মহননের প্রায়শ্চিত্ত, তদনন্তর নারায়ণবলি, তাহার পর পিণ্ডোদকক্রিয়া এবং বৃষোৎসর্গাদি করিতে হয়।

"কৃত্বা চান্দ্রায়ণং পূর্ব্বং ক্রিয়া কার্য্যা যথাবিধি।
নারায়ণবলিঃ কার্য্যো লোকগর্হাভয়ান্নরৈঃ॥
পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ পশ্চাৎ বৃষোৎসর্গাদিকঞ্চ যৎ।
একোদ্দিষ্টানি কুর্ব্বীত সপিণ্ডীকরণং তথা॥
ইন্দ্রিয়ৈরপরিত্যক্তা যে চ মূঢ়া বিষাদিনঃ।
ঘাতয়ন্তি স্বনাত্মানং চাণ্ডালাদিহতাশ্চ যে॥" (হেমাদ্রি)

"অথ নারায়ণবলিং ব্যাখ্যাস্যামঃ অভিশস্তপতিতসুরাপাযাত্ম-ত্যাগিনাং ব্রাহ্মণহতানাঞ্চ দ্বাদশবর্ষাণি ত্রীণি বা কুর্ব্বীতেতি।" (বৌধায়ন)

আত্মঘাতির দাহাদি করিলে অর্থাৎ যাহারা দহন ও বহনাদি কার্য্য করে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এমন কি আত্মঘাতির জন্য অশ্রু পরিত্যাগও শাস্ত্রানুমোদিত নহে। যাহারা বৈধপূর্ব্বক আত্মহনন করে, তাহাদের নারায়ণবলি দিতে হইবে না। তাহাদের যথাবিধি উদকাদি ক্রিয়া হইবে এবং যাহাদের দৈবাৎ মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদেরও ইহা অবিধেয়। দৈবহতদিগের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বা নারায়ণবলি বিধেয় নহে। কেবল যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মহত্যা করেন, তাহাদের পরিশুদ্ধির জন্য নারায়ণ-বলি বিধেয় অথবা গয়ায় তাহাদের পিণ্ড দিলেও উদ্ধার হয়।

"গোব্রাহ্মণহতানাঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ।
ঊর্দ্ধং সংবৎসরাৎ কুর্য্যাৎ সর্ব্বমেবৌর্দ্ধদেহিকম্॥" (হেমাদ্রি)
"নারায়ণবলিঃ কার্য্যঃ লোকগর্হাভয়ান্নরৈঃ।
তথা তেষাং ভবেচ্ছৌচং নান্যথেত্যব্রবীদ্ যমঃ॥" (ছাগলেয়)

এই নারায়ণবলিদ্বারাই আত্মঘাতির বিশুদ্ধিতা লাভ হয়, অন্য কোন প্রকারে হয় না।

নারায়ণবলির বিধান হেমাদ্রি প্রভৃতির মতানুসারে নির্ণয়-সিন্ধুতে এইরূপ লিখিত আছে—শুক্ল একাদশীর দিন নারায়ণবলি দিতে হয়। যিনি নারায়ণবলি দিবেন, তিনি প্রথমে দক্ষিণমুখে উপবেশন করিবেন। পরে বিষ্ণুকে প্রেত কল্পনা করিয়া পুরুষসূক্ত অথবা বৈষ্ণবমন্ত্রে তর্পণ করিবেন। মন্ত্র—

"অনাদিনিধনো দেবঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
অক্ষয্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রেতমোক্ষপ্রদো ভবঃ॥"

পরে সংকল্প করিতে হইবে, যথা—'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক গোত্রস্য অমুকস্য দুর্ম্মরণাত্মঘাতজদোষনাশার্থং ঔর্দ্ধদেহিক-সম্প্রদানযোগ্যতা সিদ্ধ্যর্থং নারায়ণবলিং করিষ্যে।' এইরূপে সংকল্প করিয়া পাঁচটী কুম্ভ স্থাপন করিবে, এই পঞ্চ কুম্ভে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যম ও প্রেত এই ৫ জনকে স্থাপিত করিতে হইবে, ইহার মধ্যে বিষ্ণুর স্বর্ণ, রুদ্রের তাম্র, ব্রহ্মার রৌপ্য, যমের লৌহ এবং প্রেতের দর্ভময় প্রতিমা করিতে হইবে।

"বিষ্ণুঃ স্বর্ণময়ঃ কার্য্যো রুদ্রস্তাম্রময়স্তথা।
ব্রহ্মা রৌপ্যময়স্তত্র যমো লৌহময়ো ভবেৎ।
প্রেতো দর্ভময়ঃ কার্য্যঃ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

অথবা পূর্ব্বোক্ত সকল মূর্ত্তি কেবল স্বর্ণদ্বারা প্রস্তুত করিয়া স্থাপন করা যাইতে পারে। তাহার পর ঐ সকল দেবতা ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া এবং পুরুষসূক্তদ্বারা পূজা করিয়া অগ্নিস্থাপন করিবে এবং যথাবিধি চরুপাক করিয়া পুরুষসূক্তদ্বারা 'নারায়ণায়েদং' এই মন্ত্রে হোম করিবে।

তৎপরে দেবতাদিগের অগ্রে দক্ষিণাগ্রদর্ভে প্রেতকে বিষ্ণু-রূপে স্মরণ করিয়া প্রেতের নাম ও গোত্র উচ্চারণ করিয়া মধু, ঘৃত ও তিলযুক্ত দশপিণ্ড এবং যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি 'অমুকগোত্র অমুকশর্ম্মন্ প্রেতবিষ্ণুরূপায় তে পিণ্ডঃ উপতিষ্ঠতাং' এইরূপে দিয়া কুশ এবং পুরুষসূক্তদ্বারা অভিমন্ত্রণ করিয়া 'যন্তে যমং' ইত্যাদি, মন্ত্রে পিণ্ডের অনুমন্ত্রণ, শঙ্খোদকে অভিসিঞ্চন ও অর্চ্চন করিয়া 'অমুকশর্ম্মাণং অমুকগোত্রং বিষ্ণুরূপং প্রেতং তর্পয়ামি' এইরূপে পুরুষসূক্তমন্ত্রে তর্পণ করিবে এবং ব্রহ্মাদি পঞ্চদেবতাকে আমান্ন দিতে হইবে। মন্ত্র—

"ব্রহ্মবিষ্ণুমহাদেবা যমশ্চৈব সকিঙ্করঃ।
বলিং গৃহীত্বা কুর্ব্বন্তু প্রেতস্য চ শুভাং গতিম্॥"

মিতাক্ষরায় এইরূপ লিখিত আছে—পূর্ব্বোক্ত প্রতি দেবতার উদ্দেশে ত্রিবিধ ফল, শর্করা, মধু গুড় ও ঘৃত নিবেদন ও পিণ্ড অভ্যর্চ্চনা করিয়া নদীতে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তৎপরে নব, সপ্ত বা পঞ্চ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া উপবাসপূর্ব্বক রাত্রি জাগরণ করিবেন। প্রভাতকালে পুনরায় বিষ্ণু ব্রহ্মা যম প্রভৃতিকে পূজা করিয়া একোদ্দিষ্ট বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধপঞ্চক করিবে, এইরূপে সংকল্প করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যম ও প্রেতকে স্মরণ করিয়া বিপ্রদিগকে উপবেশন করাইবে। তৎপরে প্রেতস্থানে বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া আবাহনাদি তৃপ্তিপ্রশ্ন সমাপন করিবে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও যম এই চারি দেবতার উদ্দেশে সপরিবারে

চারিটী পিণ্ড দিয়া প্রেতের নামগোত্রাদি উল্লেখে বিষ্ণুর নামে পঞ্চম পিণ্ড দিতে হইবে। পরে 'প্রেতায় ইদং তিলোদকমুপতিষ্ঠতাং' ইহা বলিয়া সতিলোদক দিয়া ব্রাহ্মণদিগকে পরিতোষ করিয়া কার্য্য শেষ করিবে। (বিশেষ বিবরণ অনন্তভট্টকৃত অন্ত্যেষ্টিপদ্ধতিতে লিখিত আছে।)

মিতাক্ষরার মতে—সর্পহতদিগের জন্যও নারায়ণবলি বিধেয়। "সর্পহতে ত্বয়ং বিশেষঃ। সংবৎসরং যাবৎ পুরাণোক্তবিধিনা পঞ্চম্যাং নাগপূজাং বিধায় পূর্ণে সংবৎসরে নারায়ণবলিং কৃত্বা সৌবর্ণং নাগং দদ্যাৎ গাঞ্চ প্রত্যক্ষাং। ততঃ সর্ব্বমৌর্দ্ধদেহিকং কুর্য্যাৎ।" (মিতাক্ষরা-প্রায়শ্চিত্তাধ্যায় আশৌচপ্র°)

সর্পমৃতদিগের এই বিশেষ যে, সংবৎসর পর্য্যন্ত প্রতি মাসে শুক্লপঞ্চমীতে পুরাণোক্ত বিধি অনুসারে অনন্ত বাসুকী প্রভৃতি নাগদিগের পূজা করিতে হইবে এবং পায়সান্ন দ্বারা পরিতৃপ্তিরূপে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। এইরূপে সংবৎসর গত হইলে স্বুবর্ণনির্ম্মিত নাগ ও গোদান করিয়া নারায়ণবলি দিতে হইবে।

বৌধায়নসূত্রেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। রঘুনন্দনের মতে সর্পমৃতদিগের জন্য নারায়ণবলি দিতে হইবে না।

যিনি পিণ্ডাধিকারী তিনিই নারায়ণবলি দিবেন। নারায়ণবলির পর তিন দিন অশৌচ হইবে, এই অশৌচান্তে মৃতের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

"তদৈব শুধ্যতি প্রেতো নারায়ণবলৌ কৃতে।
যো দদাতি ক্রিয়াপিণ্ডং তস্মৈ প্রেতায় বৈ সুতঃ॥
তস্যৈবাশৌচমুদ্দিষ্টং ত্র্যহমেব ন সংশয়ঃ।
বিষ্ণুশ্রাদ্ধসমাপ্তৌ তু ত্রয়োদশ্যাং দিনত্রয়ম্॥
অশৌচং পিণ্ডদঃ কুর্য্যান্নতু তদ্‌বন্ধুগোত্রজাঃ।
যস্য বৈ মৃত্যুকালে তু ব্যুচ্ছিন্না সন্ততির্ভবেৎ॥
স বসেন্নরকে নিত্যং পঙ্কমগ্নঃ করী যথা।" (অপরার্ক)

যিনি নারায়ণবলি দিবেন, তিনিই কেবল অশৌচগ্রহণ করিবেন, তৎগোত্র বা বংশজ আর কাহারও অশৌচ হইবে না। নারায়ণবলি ভিন্ন প্রেতাত্মার উদ্ধারের উপায় নাই। যদি কেহ আত্মঘাতী হয়, তাহার সন্ততিগণের নারায়ণবলি অবশ্য বিধেয়। যে সকল আত্মঘাতির উদ্দেশে নারায়ণবলি প্রভৃতি হয় না, তাহাদের অনন্তনরক অবশ্যম্ভাবী। (নির্ণয়সিন্ধু ৫ পরিচ্ছেদ)

মিতাক্ষরার প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ে অশৌচপ্রকরণে এই নারায়ণবলির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বিষ্ণুপুরাণোক্ত নারায়ণবলির বিষয়ও মিতাক্ষরায় উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে অধিক লিখিত হইল না। [পর্ণনরদাহ ও প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

নারায়ণ বান্নুরী, সভাকৌমুদী নামে জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

নারায়ণ বিদ্যাবিনোদ, একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। বাগেশ্বরের পুত্র ও জটাধরের পৌত্র। ইনি সংক্ষিপ্তসারের টীকা, শব্দার্থসন্দীপিকা নামে অমরকোষের টীকা ও ভট্টিবোধিনী নামে ভট্টিকাব্যের টীকা রচনা করেন।

নারায়ণবেদরকর, নরসিংহের পুত্র, নৈষধচরিতপ্রকাশ নামে নৈষধটীকাকার।

নারায়ণবৈষ্ণবমুনি, মন্ত্ররাজাত্মক স্তোত্রকার।

নারায়ণশর্ম্মন্, রামশর্ম্মার পুত্র। ইনি ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে পদার্থকৌমুদী নামে অমরকোষটীকা রচনা করেন।

নারায়ণশেষ (শেষ নারায়ণ) একজন বিখ্যাত শ্রুতিবিদ্। শেষ বাসুদেবের পুত্র ও শেষ অনন্তের পৌত্র। ইঁহার রচিত বৌধায়নীয়শ্রৌতসর্ব্বস্ব নামে এক বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাতে অগ্নিষ্টোম, চাতুর্মাস্য, দশপূর্ণমাস, চরকসৌত্রামণি প্রভৃতি বৌধায়নীয় কর্ম্মকাণ্ডের বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

নারায়ণশ্রীগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

নারায়ণসরস্ (ক্লী) তীর্থভেদ।

"তে হপি পিত্রামসাদিষ্টাঃ প্রজাসর্গে ধৃতব্রতাঃ।
নারায়ণসরো জগ্মুর্যত্র সিদ্ধাঃ স্ব পূর্ব্বজাঃ॥" (ভাগ° ৬।৫।২৫)

নারায়ণসরস্বতী, গোবিন্দানন্দ সরস্বতীর শিষ্য। ইনি ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে শারীরকভাষ্যবার্ত্তিক রচনা করেন।

নারায়ণসর্ব্বজ্ঞ, ভারতার্থপ্রকাশরচয়িতা।

নারায়ণসার্ব্বভৌম, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইঁহার প্রণীত প্রতিযোগিজ্ঞানকারণবাদ, প্রতিপাদিকসংজ্ঞাবাদ প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নারায়ণসিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, ব্যবস্থাসার-সংগ্রহ নামে স্মৃতিনিবন্ধকার।

নারায়ণস্মৃতি, হেমাদ্রি ও মাধবাচার্য্যধৃত একখানি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র।

নারায়ণস্বামী, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে বহুব্যাপী এক ধর্ম্মসম্প্রদায়। গুজরাত ও কাঠিয়াবাড়ে এই সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক লোক দৃষ্ট হয়। কিরূপে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইল, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি ;—

নারায়ণস্বামী নামে এক সর্ব্বরিয়া ব্রাহ্মণ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এই সম্প্রদায়ের বিশ্বাস নারায়ণস্বামী নারায়ণেরই পূর্ণাবতার। দ্বাপরযুগে ভগবান্ নারায়ণ কঠোর তপশ্চর্য্যায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন। ঘটনাক্রমে দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। নারায়ণ ও তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী ঋষিগণ সকলেই ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কাজেই দুর্ব্বাসার দিকে কেহ একবার ফিরিয়াও তাকাইলেন না। দুর্ব্বাসা অতিথিসৎকার হইল না দেখিয়া নারায়ণ ও ঋষিগণকে এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন, "তোমরা

আমাকে অবজ্ঞা করিলে, এই জন্য তোমরা কলিযুগে ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবে।"

তদনন্তর কলিযুগে সহজানন্দ নারায়ণরূপে ও ঋষিগণ তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।

নিষ্কুলানন্দ সাধু রচিত ভক্ত-চিন্তামণিতে লিখিত আছে—

অযোধ্যার অন্তর্গত চুপিয়া নামক ক্ষুদ্রনগরে ১৮৩৭ সংবতে চৈত্রমাসের শুক্লনবমীতে নারায়ণস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরিপ্রসাদ ও মাতার নাম বালা। আবার জ্ঞানোদয়ের মতে—তাঁহার পিতার নাম ধর্ম্মদেব ও মাতার নাম প্রেমবতী বা ভক্তি। তিনি সাবর্ণগোত্রজ ও সামবেদের কৌথুমী শাখাধ্যায়ী। তিনি পিতার মধ্যম পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠের নাম রামপ্রতাপ ও কনিষ্ঠের নাম ইচ্ছারাম। বাল্যকালে সকলে তাঁহাকে ঘনশ্যাম বা হরিকৃষ্ণ বলিয়া ডাকিত। যথাকালে ঘনশ্যামের উপনয়ন হইল। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়। এই সময় মাতুল গিয়া মাণবককে ফিরিয়া আনিয়া গৃহধর্ম্মপালনে নিযুক্ত করেন। প্রথমত ঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী হইয়া ছুটিলেন। তাঁহার মাতুল তাঁহাকে সংসারে ফিরিয়া আনিবার জন্য কত মিষ্ট কথা বলিলেন। কিন্তু সে মিষ্টকথায় ঘনশ্যামের মন ভুলিল না। তিনি সংসারের মায়া কাটাইলেন। তিনি ভগবদ্‌প্রেমে মত্ত হইয়া ক্রমাগত ছুটিতেছেন, পাছে পাছে তাঁহার মাতুল তাঁহাকে ধরিবার জন্য চলিয়াছেন। বারক্রোশ আসিবার পর ঘনশ্যাম দেখিলেন, তখনও তাঁহার মাতুল পাছু ছাড়েন নাই। তিনি ফিরিয়া বলিলেন, "কেন আমার পাছে পাছে আসিতেছ। আমার অদৃষ্টে সংসারসুখ নাই। আমি আর সংসারে যাব না।"

যে দিন তিনি ব্রহ্মচারী হইলেন, সেইদিনই এক গুরু-সঙ্গ পাইলেন। সেই গুরুর নিকট যথাকালে দীক্ষিত হইলেন, একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি কেদার-বদরিকাশ্রম প্রভৃতি তীর্থদর্শনে চলিলেন। রামেশ্বর দর্শন করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে নিবিড় অরণ্যে গিয়া সূর্য্যের আরাধনা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যদেব তাঁহাকে দেখা দিয়া বর দিলেন, 'তুমি যে কার্য্য করিবে, তাহাতেই সিদ্ধ হইবে।' এখান হইতে বাহির হইয়া ঘনশ্যাম 'নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী' নামে নানাতীর্থ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

১৮৫৬ সংবতে, ১৯শ বর্ষের সময় তিনি জুনাগড়ের নিকটবর্ত্তী লোজ নামক গ্রামে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে এখানে মুক্তানন্দপ্রমুখ রামানন্দমতাবলম্বী প্রায় পঞ্চাশজন সাধু অবস্থান করিতেছিলেন। যুবক নীলকণ্ঠের সহিত রামানন্দিগণের আলাপ হইল। মুক্তানন্দের গুরু রামানন্দের নিকট ঘনশ্যাম সংবৎ ১৮৫৭ অব্দে ১১ই কার্ত্তিক উপদেশ গ্রহণ করিলেন, তখন হইতে তাঁহার নাম হইল সহজানন্দ।

বিংশতিবর্ষ হইতে সহজানন্দ ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার বহুসংখ্যক শিষ্য হইতে লাগিল। তিনি সমাধিবলে এরূপ এক জ্যোতিঃ লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহাকে দেখিলেই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াই মনে করিত। তাঁহার গুরু রামানন্দ লোকের মুখে শুনিয়া তাঁহার এই অমানুষিক শক্তিতে বিশ্বাস করেন নাই, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া তাঁহারও সে সন্দেহ দূর হইল। তিনি সহজানন্দকে আপনার গদীতে বসাইয়া দেহত্যাগ করিলেন।

তৎপরে সহজানন্দ কচ্ছদেশে আসিয়া বহুসংখ্যক মল্ল ও কুণবীজাতিকে নিজ মতে দীক্ষিত করিলেন। যে সকল কুণবী তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিল, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ জাতি ত্যাগ না করিলেও মুসলমান আচার অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিত না। মৃতব্যক্তিকে গোর দিত, কাজি ডাকিয়া তাহার আদেশে বিবাহাদি সম্পন্ন করিত। এখন সহজানন্দের উপদেশে আবার কুণবীরা শ্রাদ্ধ ও দাহাদি আরম্ভ করিল।

সহজানন্দ আহ্মদাবাদে আসিয়া প্রচার করেন যে, 'নানা প্রতিমাপূজার কোন প্রয়োজন নাই। একমাত্র নারায়ণের সেবা করিলেই মুক্তিলাভ হয়।' তাঁহার মুখে বহু প্রতিমাপূজার নিন্দাবাদ শুনিয়া ব্রাহ্মণগণ পেশবার নিকট গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিল। সহজানন্দ বাধ্য হইয়া আহ্মদাবাদ পরিত্যাগ করিলেন।

তৎপরে তিনি আহ্মদাবাদের নিকট জেতলপুরে গাহড়ভান নামক গ্রামে ও নরিয়াদের নিকটবর্ত্তী দভণ গ্রামে 'মহারুদ্র' নামে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। জেতলপুরে অবস্থানকালে বহুলোক স্ত্রীপুত্রগৃহপরিজন পরিত্যাগ করিয়া সাধু হইয়াছিল।

১৮৬৮ সংবতে ভবনগররাজ্যের অন্তর্গত গঢ়ড়ানামক স্থানে গিয়া কাঠিসর্দ্দার দাদা-এভল-কাচরকে দীক্ষিত করেন। এখানে সহজানন্দ কিছুকাল কাঠিসর্দ্দারের গৃহে মহাসমারোহে অবস্থান করেন। এখানে ৮০০ ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করে। তন্মধ্যে ১৫০ জন রমণী 'সন্ধ্যাযোগী' বা সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল।

তৎপরে তিনি আপন প্রধান শিষ্যগণকে পাঠাইয়া আহ্মদাবাদ, ভুজ, নরিয়াদের নিকট বড়তাল, জেতলপুর, ধোল্‌কা, মুলিয়ে প্রভৃতি বহু স্থানে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির স্থাপন করেন। তন্মধ্যে আহ্মদাবাদের স্বামী-নারায়ণের মন্দির অতি প্রসিদ্ধ।

এ সময়ে সহজানন্দ স্বামী নারায়ণ নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

এ সময় তাঁহার প্রায় লক্ষাধিক শিষ্য। সকলেরই বিশ্বাস স্বামী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের অবতার। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ২৬এ মার্চ্চ, খৃষ্টানপুঙ্গব বিসপ হিবরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বিসপ-সাহেব স্বামী নারায়ণ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন।*

যখন স্বামিজী বিসপের সহিত দেখা করিতে আসেন, তখন তাঁহার সহিত দুইশত সশস্ত্র অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক সশস্ত্র পদাতি ছিল। তখন স্বামীর সমস্ত কেশজাল পক্ক হইয়াছে, শ্বেত শ্মশ্রু বক্ষের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, বৃহৎ উষ্ণীষ তাঁহার শির শোভিত করিতেছে। তাঁহার উজ্জ্বল কান্তিদর্শনে বিসপেরও মনে একটু ভক্তির উদ্রেক হইয়াছিল। বিশপ স্বামীর মুখে তাঁহার মত শুনিতে চাহেন। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, 'ভুবনস্রষ্ঠা ঈশ্বর এক বই দুই নহে। যে তাঁহাকে তদ্গদচিত্তে ভাবে, তিনি তাঁহারই হৃদয়ে বাস করেন। সমস্ত জগৎ তাঁহারই নিয়মে পরিচালিত হইতেছে। আমি তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানি। তিনিই ব্রহ্ম। এই যে কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখিতেছ, প্রকৃত ইহা ঈশ্বরের মূর্ত্তি নহে। সেই ঈশ্বরকে অনায়াসে লাভ করিবার জন্য এই কমনীয় মূর্ত্তির আমরা পূজা করি, ভাবনা করি। সেই ঈশ্বর মানবের পরিত্রাণের জন্য খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দু প্রভৃতি সকল জাতির মধ্যেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভক্তগণের উদ্ধারের জন্য এই কৃষ্ণরূপেও তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঈশ্বরের নিকট জাতিভেদ নাই। সকলেই এক-জাতি, একবর্ণ। পরশ্রীকাতরতা ও ধনলোভ মহাপাপ। আমি শিষ্যগণকে এই মহাপাপ হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে উপদেশ দিই। জীবহত্যাও মহাপাপ। সর্ব্বজীবে দয়াপ্রদর্শনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।"

১৮৮৬ সংবতে (১৮২৯ খৃষ্টাব্দে), গড়ড়াগ্রামে কাঠিসর্দ্দারের বাটীতে স্বামিজী একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উক্ত বর্ষে জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লদশমীতে তিনি দেহ বিসর্জ্জন করেন। শিষ্যগণ তাঁহার পাথরের পাদুকা উক্ত মন্দিরে পূজার্থ স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন যেখানে যেখানে গিয়া স্বামিজী ধর্ম্মপ্রচার করেন, সেই সেই স্থানেই তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার স্মরণার্থ 'চৌড়া' নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যুর পরও গুজরাত ও কাঠিয়াবাড়ের বহু সহস্র লোক তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইয়াছে। এই সকল লোক স্বদেশীয় লোকদিগের নিকট কত যে নিগ্রহ, কত যে উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে, তাহা বর্ণনার অতীত। শত শত লোক প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বামিজীর প্রতি তাঁহাদের অটল ভক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। অন্ধ বিশ্বাসে সহস্র সহস্র লোক স্বামী নারায়ণের মত মানে এবং সেই মতানুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করে।

স্বামী নারায়ণ 'শিক্ষাপত্র' নামে ২১২ শ্লোকে একখানি উপদেশগ্রন্থ ও ৫০০ শ্লোকে তাহার টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন এই সম্প্রদায়িগণের মত বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার জন্য ২৪০০০ শ্লোকে 'সৎসঙ্গজীবন' নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মত বহুল প্রচারিত হইলে তিনি অযোধ্যা হইতে রামপ্রতাপ ও ইচ্ছারামকে আনাইয়াছিলেন। তিনি আপনার গদী দুইভাগে বিভক্ত করিয়া দেন—উত্তর ভাগ ও দক্ষিণ ভাগ। উত্তর ভাগের গদী আহ্মদাবাদে ও দক্ষিণভাগের গদী বড়তালে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মৃত্যুর পর রামপ্রতাপের পুত্র অযোধ্যাপ্রসাদ উত্তরভাগে ও ইচ্ছারামের পুত্র রঘুবীর দক্ষিণ-ভাগে আচার্য্যপদ লাভ করেন। এখন আহ্মদাবাদে অযোধ্যা-প্রসাদের পুত্র কেশবপ্রসাদ ও বড়তালের গদীতে রঘুবীরের ভ্রাতুষ্পুত্র ভগবৎপ্রসাদ অধিষ্ঠিত আছেন।

নারায়ণাবলী, ঊর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াবিশেষ। দাক্ষিণাত্যে শৈব গোস্বামীরা পালন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে শঙ্করাচার্য্য এই সংস্কার প্রবর্ত্তন করেন।

নারায়ণাশ্রম (ক্লী) নারায়ণস্য আশ্রমম্। তীর্থভেদ।

"বারাণসী মধুপুরী পম্পা বিন্দুসরস্তথা।
নারায়ণাশ্রমো নন্দা সীতা রামাশ্রমাদয়ঃ॥" (ভাগ° ৭।১৪।২৬)

নারায়ণাশ্রম, নৃসিংহাশ্রমের শিষ্য। ইঁহার রচিত অদ্বৈত-দীপিকাবিবরণ, ভেদধিক্কারসৎক্রিয়া, নারায়ণাশ্রমীয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নারায়ণাস্ত্র (ক্লী) নারায়ণস্য অস্ত্রম্। বিষ্ণুর অস্ত্রভেদ। শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গ ইহা নারায়ণের অস্ত্র।

"হরির্নারায়ণাস্ত্রেণ রুদ্রং বিব্যাধ কোপবান্।
নারায়ণং পাশুপতমুভেহস্যে ব্যোম্নি রোষিতে॥" (বরাহপু°)

নারায়ণী (পুং) বিশ্বামিত্রপুত্রভেদ।

নারায়ণী (স্ত্রী) নারায়ণস্যেবমিতি অণ্ ঙীপ্। দুর্গা।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৯১।৯)

সুপার্শ্বাখ্য পীঠস্থানে এই মূর্ত্তি বিরাজিতা। (দেবীভাগ° ৭।৩০।৬৬)

দেবীপুরাণে ভগবতীর নারায়ণী নামের নামনিরুক্তি লিখিত আছে, দেবী ভগবতী নার অর্থাৎ জল বা নরসমূহের আশ্রয়স্বরূপা বলিয়া তাহার নাম নারায়ণী। দেবীই চরাচর সকল জগতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন।

* Bishop Heber's Journal (4to ed.) Vol, II. p. 140-144f.

"জলায়না নরাধারা সমুদ্রশয়নাপি বা।
নারায়ণী সমাখ্যাতা নরনারীপ্রবর্ত্তিকা॥
বসত্যাদৃষ্টা সর্ব্বেষু ভূতেষন্তর্হিতা যতঃ।
দেব্যা ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং জগৎস্থাবরজঙ্গমম্॥" (দেবীপু°)

২ লক্ষ্মী। নাম-নিরুক্তি এইরূপ আছে—
"যশসা তেজসা রূপৈ র্নারায়ণসমাগুণৈঃ।
শক্তির্নারায়ণস্যেয়ং তেন নারায়ণী স্মৃতাঃ॥"
(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ৪৫ অ°)

যশ, তেজ, রূপ ও গুণ প্রভৃতিতে নারায়ণের তুল্যা এবং নারায়ণের শক্তি এই জন্য লক্ষ্মীকে নারায়ণী কহে।

"নারায়ণার্দ্ধাঙ্গভূতা তেন তুল্যা চ তেজসা।
তদা তস্য শরীরস্থা তেন নারায়ণী স্মৃতা॥"
(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজন্ম° ২৭ অ°)

নারায়ণের অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপা, তেজঃ প্রভৃতিতে নারায়ণের তুল্যা এবং সর্ব্বদা নারায়ণশরীরে অবস্থিত আছেন, এই জন্য ইঁহাকে নারায়ণী কহে।

৩ শতাবরী। (হেম) ৪ গঙ্গা। (কাশীখ° ২৯।৯৭) ৫ মুদ্গলমুনিপত্নী। ৬ শ্রীকৃষ্ণের সেনাভেদ। শ্রীকৃষ্ণ ভারতযুদ্ধে এই নারায়ণীসেনা দুর্য্যোধনের সাহায্যের জন্য দেন এবং স্বয়ং পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন। (ভারত)

নারায়ণী, মধ্যপ্রদেশে গীর্ব্বাণ তহসীলের অন্তর্গত একটী স্থান। বান্দার ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে ৫টী প্রাচীন দেবমন্দির আছে।

নারায়ণীতন্ত্র, একখানি প্রাচীন তন্ত্র। তন্ত্রসার, আগমতত্ত্ব-বিলাস, প্রাণতোষিণী প্রভৃতি গ্রন্থে এই তন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে।

নারায়ণীয় (ত্রি) নারায়ণস্যেদং নারায়ণ-ছ। ১ নারায়ণ সম্বন্ধী। ২ তদুপাখ্যান, নারদ ও নারায়ণ ঋষির উপাখ্যান। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে এই আখ্যান ৩৩৬ অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া ৩৪৮ অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিত আছে। ৩ তৎপ্রতিপাদক উপনিষদ্ভেদ।

নারায়ণেন্দ্রসরস্বতী, ১ পূর্ণচন্দ্রোদয় নামে বৈদান্তিক গ্রন্থ-রচয়িতা। ২ শতপথব্রাহ্মণের একজন ভাষ্যকার।

নারায়ণেন্দ্রস্বামী, শঙ্করাচার্য্যবিরচিত পঞ্চরত্নের একজন টীকাকার।

নারায়ণোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ। [নারায়ণ দেখ।]

নারাশংস (পুং) নরৈরাশংস্যতে আ-শন্স কর্ম্মণি ঘঞ্, নরাশংসাঃ পিতরঃ তেষামভয়ং অণ্। ১ পিতৃদিগের সোমপানসাধন চমস।

"তে নারাশংসা আ বৈশ্বদেবাৎ" (কাত্যা° শ্রৌ° ৯।১২।৮)
'তে চমসা নারাশংস সংজ্ঞা ভবতি' (কর্ক)

২ তদ্দেবতা পিতৃগণ।

"অথ যদি নারাশংসেষু সন্ন কিঞ্চিদাপদ্যতে পিতৃভ্যঃ নারাশংসেভ্যঃ" (শত° ব্রা° ১২।৬।৩৩) ৩ পিত্র্য চমসস্থিত সোম।

"মনোন্বা হুবামহে নারাশংসেন সোমেন" (ঋক্ ১০।৫৭।৩)
'নারাশংসেন চমসগতেন সোমেন। নরৈঃ শস্যন্তে ইতি নরাশংসা পিতরঃ তেষাং চমসানাং কম্পনমেব হোমঃ' (সায়ণ)

৪ মন্ত্রভেদ।

"যেন নরাঃ প্রশস্যন্তে স নারাশংসো মন্ত্রঃ" (নিরুক্ত ৯।৯)
এই মন্ত্রের দেবতা রুদ্র। (যাজ্ঞ° ১।৪৫)

নারিক (ত্রি) ১ জলীয় দ্রব্য। ২ আধ্যাত্মিক।

নারিকল (নারকল) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অধীন কোচীন রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর ও বন্দর। অক্ষা° ১০° ২´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ১২´ পূঃ। কোচীন সহর হইতে দেড়ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। সমুদ্রের ধারে ২॥০ আড়াই মাইল স্থান কাদারপাড় দিয়া উচ্চ করা আছে। তাহারই ধার দিয়া জাহাজাদি যাতায়াত করে। এই কাদার পাড় থাকায় প্রবল বাতাস বহিলেও এখানকার জল অনেকটা স্থির থাকে। এই জন্য যে সময় অপরাপর বন্দরে জাহাজ থাকিতে পারে না, তৎকালে এখানে নিরাপদে জাহাজ যাতায়াত করিয়া থাকে।

নারিকের (পুং) নারিকেলঃ লস্য রঃ। নারিকেল। (শব্দর°)

নারিকেল (পুং) কিল শৈত্যে ক্রীড়নে চ, ভাবে ঘঞ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। (Cocos nucifera) পর্য্যায়—লাঙ্গলী, নারিকের, নাড়িকেল, নারীকেল, নারীকেলী, নারীকেরী, নারিকেলি, সদাপুষ্প, শিরঃফল, নারিকেল, রসফল, সুতুঙ্গ, কূর্চ্চশেখর, দৃঢ়নীল, নীলতরু, মঙ্গল্য, উচ্চতরু, তৃণরাজ, স্কন্ধতরু, দাক্ষিণাত্য, দুরারুহ, ত্র্যম্বকফল, দৃঢ়ফল, কূর্চ্চশীর্ষক, তুঙ্গ, স্কন্ধফল, উচ্চ, সদাফল, শিরাফল, করকাম্ভস্, পয়োধন, মৎকুণ, কৌশিকফল, ফলমুণ্ড, চটাফল, মুণ্ডফল, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, নারকেল, সুভঙ্গ, ফলকেসর।
(রাজনি° শব্দর° ভাবপ্রকাশ)

এই বৃক্ষ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় নারিকেল বা নারকল, অপক্কাবস্থায় ডাব ও পক্কাবস্থায় ঝুনা, পশ্চিমাঞ্চলে নারেল বা নারিয়েল, গুজরাতে নালিয়েব, নারিয়ল বা ঝাড়া, বোম্বাইঅঞ্চলে নারেল, নার বা মহাড়, মহারাষ্ট্রে নারেলা, নারেলমাড, তেঙ্গিন্মার, দ্রাবিড়ে তেন্না, তেঙ্গা, তোঙ্গায়; তৈলঙ্গে নারিকড়ম্, তেঙ্কায়াচেত্তু, গুড্ডুনারিকড়ম্, কাণাড়ায় তেঙ্গি নরারু, মহিসুরে নার, আরবে শজরাতুন নারজিল, জৌজে-হিন্দী, পারস্যে দরখতে নার্গিল, সিংহলে তাম্বিলি ও ব্রহ্মে ওঙ্ বা উঙ্‌বিন্ কহে।

নারিকেল গাছ একবীজপর্ণিক মধ্যে পরিগণিত। এই বৃক্ষের গুঁড়ি সরলভাবে, কখনও কখনও বা ঈষৎ বক্রভাবে আকাশমার্গে ৫০।৬০ হস্ত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার প্রতিপত্রের মধ্যস্থলে একটী করিয়া শলাকা বা কাঠী আছে।

ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও সমুদয় গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ও সমুদ্রতীরে এই বৃক্ষ বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নারিকেল পরিপক্ব হইলে ঝুনা হয়। বঙ্গোপসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গানদীর দুইধারে, সমুদ্র হইতে প্রায় ১৫০।২০০ মাইল পর্য্যন্ত নারিকেলগাছ দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে সমুদ্র হইতে এরূপ দূরে উক্ত বৃক্ষ দৃষ্ট হয় না। এমন কি কোলাবার সমুদ্রতীর হইতে একক্রোশের অধিক দূরে এই বৃক্ষ জন্মে না। যত্নপূর্ব্বক চাষ করিলে ইহা নানা স্থানে জন্মে। আসামেরও স্থানে স্থানে এই বৃক্ষ জন্মাইতে দেখা গিয়াছে। তবে প্রধানতঃ ইহা সমুদ্রতীরে ও ভারত মহাসাগরের প্রায় যাবতীয় দ্বীপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে গঙ্গার দক্ষিণপারে সমুদ্র হইতে ২০০ মাইল দূরবর্ত্তী পর্য্যন্ত যাবতীয় স্থানে, ব্রহ্মপুত্রনদের উভয়তীরস্থ ভূমির কিছুদুর পর্য্যন্ত, মলবার ও করমণ্ডল উপকূলে, আমেরিকা ও আটলাণ্টিক দ্বীপে বহুল পরিমাণে জন্মে। বঙ্গোপসাগরে লাক্ষাদ্বীপ-পুঞ্জে ও নিকোবর দ্বীপে বহুকাল হইতে ইহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে, এক্ষণে কৃষির যত্নে আন্দামানদ্বীপেও জন্মিতেছে। আন্দামানের আরও ৩০।৪০ মাইল উত্তরে নারিকেল দ্বীপপুঞ্জে (Cocos) ইহা বিনা চাষে উৎপন্ন হয়। এম ডি ক্যানডোলি (M De Candolle) বলেন যে "সম্ভবতঃ ভারতীয়দ্বীপ সমূহই ইহার আদিম উৎপত্তিস্থান এবং ভারতবর্ষ, সিংহল ও চীনদেশে তিন সহস্রবৎসর পূর্ব্বে আদৌ নারিকেল বৃক্ষ ছিল না।"

নারিকেল-রোপণ-প্রণালী।—নারিকেলের চারা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমতঃ ঝুনা নারিকেল সংগ্রহ করিতে হয়। চারা বা অতি বুড়াগাছের ঝুনা নারিকেলের চারা দীর্ঘজীবী ও পরিপুষ্ট হয় না। ঝুনা নারিকেল গাছ হইতে পাড়িয়া এক কি দেড়মাস গৃহে রাখিতে হয়, তৎপরে উহার কলা নির্গত হইলে রোপণ করিবে। রোপণক্রিয়া পৌষ হইতে চৈত্রের মধ্যে ও শ্রাবণ ভাদ্রে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু অধিক বৃষ্টি হইলে চারা নষ্ট হইয়া যায়। নারিকেল পুতিবার জন্য প্রথম দুই ফিট্ গভীর করিয়া একটী গর্ত্ত কাটিয়া তাহাতে বক্রভাবে নারিকেল পুতিতে হয়।

নারিকেলের উপরিভাগের দুই ইঞ্চ পরিমাণ স্থান খালি রাখিয়া নারিকেলগুলি পরস্পর ১ ফুট দূরে বসাইবে। উক্ত গর্ত্তে ছাই এবং লবণ দিতে হয়। উহা সারের কার্য্য করে এবং নারিকেলের চারাধ্বংসকারী কীট মারিয়া ফেলে। মধ্যে মধ্যে ইহাতে জল সিঞ্চন করিতে হয়। তাহা হইলে অল্পদিন মধ্যেই উক্ত নারিকেল হইতে চারা বাহির হইবে। পরে ৬ মাস কি এক বৎসর অন্তে উহা স্থানান্তরে রোপণ করিলে কালক্রমে উহা পূর্ব্বোক্ত প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়।

এই দ্বিতীয়বার রোপণের পূর্ব্বে রোপণ জন্য যে নূতন গর্ত্ত প্রস্তুত করিতে হয়, জমি উর্ব্বরা হইলে গর্ত্ত অতি ছোট হইলেই যথেষ্ট হয়, কিন্তু যদি জমি ভাল না হয়, তবে ১ হইতে ২ গজ প্রস্থে ও ২ হইতে ৩ ফিট্ গভীর গর্ত্ত প্রস্তুত করিতে হয়। কিন্তু এই জমি যদি শীতল কর্দ্দমযুক্ত হয়, তবে ঐ গর্ত্ত ছাই ও বালুকা-মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা পরিপূর্ণ করিবে। যদি জলা জমি হয়, তবে ঐ গর্ত্তের চারিদিকে দেওয়াল প্রস্তুত করিতে হয়।

এই সমস্ত গর্ত্তে ১৬।১৭ হাত অন্তর চারা রোপণ করিতে হয়। জমিবিশেষে এই অন্তরের পার্থক্যও হইয়া থাকে। চারা পুতিয়া তাহার গোড়ার চতুঃপার্শ্বস্থ সরসভূমি পত্রাবরণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। যদি ঐ জমি স্বাভাবিক অনুর্ব্বর হয়, তবে লবণ, ছাই, খড়কুচি, পচামাছ, ছাগবিষ্ঠা ও অন্যান্য শুষ্ক-সার প্রথম একবৎসরকাল এই চারার গোড়ায় দিতে হয়। একবৎসর অতীত হইলে ঐ চারার নূতন পত্রোৎগম হইতে থাকে। ঐ সময় চারার চারিদিকের জমি কোপাইয়া তাহাতে ছাই দিতে হয়। প্রতি বৎসর বর্ষার পূর্ব্বে এইরূপ করিতে হয়। ৪ বৎসর পরে গুঁড়ি দেখা দেয় ও প্রায় ১২টী পত্র বা বাইল ধারণ করে। পঞ্চমবর্ষে গুঁড়ি স্পষ্ট দেখা যায়। তখন প্রায় ২৪টী বাইল হয়। ইহার ৪।৫ বৎসর পরেই নারিকেল ফল ফলিতে আরম্ভ করে। এই বৃক্ষ বড় হইলে যদি অন্যস্থানে তুলিয়া পোতার আবশ্যক হয়, তবে প্রথমে একটী বড় গর্ত্ত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লবণ ও কিছু সার দিয়া, তৎপরে ঐ গাছটী তুলিয়া ঐ গর্ত্তে রোপণ করিতে হয়। তুলিবার সময় কতকগুলি শিকড় কাটিয়া ফেলিলেও কোন ক্ষতি হয় না। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৃক্ষ প্রস্তুত হইলে উহা বৎসরে ৫০ হইতে ২০০ পর্য্যন্ত নারিকেলফল প্রসব করে।

যে জমি নিম্ন ও বালুকাবিশিষ্ট এবং যেখানে সামুদ্রিক বায়ু প্রবাহিত হয় সেই জমিতেই উৎকৃষ্ট ও অধিক পরিমাণে নারিকেল জন্মে। নিম্নোক্ত প্রকারের জমিতে ভাল নারিকেল বৃক্ষ জন্মে না।

১। যে জমির রং ঘোর কাল বা নদীর ঘোলা জলের ন্যায় এবং যাহা বালুকামিশ্রিত।

২। যে মৃত্তিকা কর্দ্দম ও বালুকামিশ্রিত লৌহবৎ কঠিন।

৩। উপরে কর্দ্দম ও তাহার নীচে বালুকা।

৪। কর্দ্দম ও বালুকামিশ্রিত জমিতে পাথরের নুড়ি থাকিলে।

৫। যেখানে পশ্বাদি সর্ব্বদা প্রস্রাব করে ইত্যাদি।

(কিন্তু বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়াবাড় প্রদেশের গোপনাথ নামক স্থানে যে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে, উহা সাধারণতঃ পাহাড়েই হইয়া থাকে।)

মহিসুরে ৪ জাতীয় নারিকেল বৃক্ষ হয়।

১। লোহিতবর্ণবিশিষ্ট।

২। লোহিত ও সবুজমিশ্রিত।

৩। ফ্যাকাসে সবুজ বর্ণের।

৪। গাঢ় সবুজ বর্ণের।

ইহার মধ্যে লোহিত বর্ণের নারিকেলগুলি অতি সুস্বাদু বলিয়া খ্যাত।

বোম্বাই প্রদেশের অনেক স্থলে নারিকেল হইতে মদ প্রস্তুত করে। এইজন্য এখানে অনায়াসে নারিকেল প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজ, মহিসুর ও বোম্বাই প্রভৃতি স্থানেও নারিকেলের বহুল আদর দেখা যায়। বঙ্গদেশে খর্জ্জুর বৃক্ষ হইতে মদ প্রস্তুত হয়, নারিকেল হইতে হয় না, বোধ হয় সেইজন্যই এখানে যত্নপূর্ব্বক প্রায় কেহই নারিকেলের চাষ করে না। নওয়াখালি, বাখরগঞ্জ, যশোর ও ২৪ পরগণায় যথেষ্ট নারিকেল জন্মে।

সিংহলে ৫ প্রকার নারিকেল জন্মে।

১। টেম্বিলী—ইহার বর্ণ কমলানেবুর ন্যায় এবং আকৃতি বাদামের মত চেপ্টা।

২। টেম্বিলী অপেক্ষা ইহার আকার অপেক্ষাকৃত গোল।

৩। ইহার আকার হৃদপিণ্ডের আকৃতির ন্যায় ও বর্ণ পীতাভ। ছোবড়া ফেলিয়া দিলে ইহার মধ্যবর্ত্তী নারিকেলের মালা লালবর্ণ দেখা যায়।

৪। সাধারণতঃ সর্ব্বত্র বাজার হাটে যে প্রকার নারিকেল বিক্রয় হয়।

৫। রাজহংস ডিম্বের ন্যায় ছোট নারিকেল। এই নারিকেল অতি অল্প জন্মে, কিন্তু অতি সুস্বাদু।

নারিকেল গাছের অনেক শত্রু আছে। জমি যদি অত্যন্ত উর্ব্বরা হয়, তবে সেই জমিতে একপ্রকার কীট জন্মে। উহার মস্তক ঈষৎ লোহিতের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণ। উহারা গাছের শিকড় দিয়া প্রবেশ করে ও গুঁড়ি ভেদ করিয়া বাহির হয়। অবশেষে গাছ মরিয়া যায়। স্থানবিশেষে এই কীটের আবার প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার প্রধান ঔষধ লবণ। বৃক্ষের মস্তকে কিয়ৎপরিমাণে লবণ প্রক্ষেপ করিলে, ক্রমশঃ পত্রের গোড়া দিয়া ঐ লবণ বা লবণাক্ত জল বৃক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে লবণ ভিতরে প্রবেশ করিলেই কীট বাহির হইয়া যায় অথবা মরিয়া যায়।

স্থানে স্থানে এই বৃক্ষের কাণ্ড ও নারিকেল দিয়া একপ্রকার নির্য্যাস বা আটা বাহির হয়। উহা দেখিতে স্বচ্ছ ও ঈষৎ লাল আভাযুক্ত।

নারিকেলত্বক্ বা ছোবড়া এবং পত্রের ডাঁটার গোড়ার অংশ দ্বারা রং প্রস্তুত হয়। উহাদ্বারা কাপড় ছোপান বা রং করা যায়।

নারিকেল হইতে যে চুণ প্রস্তুত হয়, উহা চূণ বা অন্য রঙ্গের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়াল রং করিলে দেওয়ালের চাক্‌চিক্য বর্দ্ধিত ও রং দীর্ঘস্থায়ী হয়।

নারিকেলের ছোবড়া দ্বারা দড়ি, কাছি, গদি, ঘোড়ার সাজ ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা কোচীন, মান্দ্রাজ, লাক্ষাদ্বীপ, মলবার, সিংহল, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানের নারিকেলের ছোবড়া উৎকৃষ্ট। ইহার মধ্যে আবার কোচীনের ছোবড়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ছোবড়ার আঁশ ভাল হইলে দড়িও ভাল হয়। উৎকৃষ্ট দড়ি প্রস্তুত করিতে হইলে, যে নারিকেল গাছে একবৎসর হইয়াছে ঐ নারিকেল সংগ্রহ করিয়া, উহার ছোবড়া স্থানভেদে ৬ মাস হইতে ১৮ মাস পর্য্যন্ত ভিজাইয়া রাখিয়া তাহা মুদ্গর দ্বারা পিটিয়া ও আঁচড়াইয়া আঁশ প্রস্তুত করিতে হয়। ঐ আঁশের দড়ি প্রভৃতি দেখিতে অতি সুন্দর ও প্রায় শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট। লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উক্ত নিয়মে নারিকেলের ছোবড়ার আঁশ প্রস্তুত করে। কিন্তু আবার কেহ কেহ বলেন যে নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা শুভ্রতর করিবার চেষ্টা করিলে, উহার প্রকৃত গুণের অর্থাৎ কাঠিন্য বা দীর্ঘস্থায়িত্বশক্তির হ্রাস হয়।

মলবার উপকূল প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে মদ প্রস্তুত জন্য নারিকেলের গায়ে ছিদ্র করিয়া দেয়, সে সমস্ত নারিকেলের ছোবড়া উৎকৃষ্ট ও শক্ত হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেই অধিক পরিমাণে নারিকেলের দড়ি বা কাতা প্রস্তুত হয়। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে য়ুরোপে প্রথম কাতার আমদানী হইয়াছিল।

নারিকেলের পত্রদ্বারা মাদুর, পরদা এবং ঝুড়ি প্রস্তুত হয়। প্রতি পত্রের মধ্যস্থলে যে সূক্ষ্ম শলাকা থাকে, তদ্দ্বারা সম্মার্জ্জনী প্রস্তুত হইয়া থাকে। কোন কোন দ্বীপবাসীরা এই পত্রদ্বারা ছোট নৌকার পাইল নির্ম্মাণ করে। অনেক স্থানে এই পত্রদ্বারা ঘর ছাইয়া থাকে। শুষ্ক পত্র জ্বালানী কাষ্ঠস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

নারিকেল হইতে প্রধানতঃ ছোবড়া, দড়ি, তৈল, চিনি, মিষ্টান্ন ও মদিরা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার তৈল অতি আবশ্যক দ্রব্য। [নারিকেলতৈল দেখ।]

কচি নারিকেল শৈত্যকারক, ইহার ফুল সঙ্কোচক এবং তৈল কডলিভারতৈলের গুণবিশিষ্ট। সুতরাং নারিকেল অনেক সময় ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ইহার দুগ্ধ, কাঁদির রস প্রভৃতি সমস্তই ঔষধে লাগে। ইহার জলের উপকারিতা সম্বন্ধে কোন কোন ডাক্তার বলিয়াছেন যে অপরিপক্ক নারিকেলের জল বা দুগ্ধ সুগন্ধবিশিষ্ট, পিপাসানাশক, শৈত্যপ্রদ এবং ইহা পিত্তজ্বর ও প্রস্রাবের পীড়ার পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই জল বেশী পান করিলেও কোন ক্ষতি হয় না এবং কাহারও কাহারও মতে ইহা রক্তপরিষ্কারক। নারিকেলের নেওয়া বা কোমল শাঁস পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ গুণবিশিষ্ট ও মূত্রকারক। ইহার দুগ্ধ ৪ হইতে ৮ আউন্স প্রত্যহ দুই তিনবার সেবনে যক্ষ্মারোগীর ও ধাতুবিকৃত রোগীর বিশেষ উপকার হয়।

এই দুগ্ধ অতি সুস্বাদু। শিশুদিগকেও ইহা পান করান যাইতে পারে। অধিক পরিমাণে এই দুগ্ধ পান করিলে জোলাপ লওয়ার কার্য্য করে। নারিকেলের মালা অগ্নিদগ্ধ করিয়া লালবর্ণ থাকিতে থাকিতে একটী পাথরবাটীর ভিতরে রাখিয়া দিলে উহাতে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে ঘামের ন্যায় জল লাগিয়া থাকে। ঐ ঘাম-জল দাদের মহৌষধ।

নারিকেলের শাঁস ও তৈলের সহিত ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যযোগে আবার নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হয়। বালকবালিকার গলার ভিতরে ক্ষত হইলে কচি নারিকেলের জল বিশেষ উপকারী।

নারিকেলের মাথি অতি সুস্বাদু এবং জ্বর অবস্থায় ইহা পিত্তনাশক। ঝুনা নারিকেলের শাঁস, চাউল ভাজা ও শর্করা-যোগে এক প্রকার মিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের কাঁদির রস টাট্‌কা অবস্থায় তাড়িস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। নিম্নোক্ত প্রকারে ঐ রস বাহির করিতে দেখা যায়। নারিকেলের কাঁদি দুই ফিট্ লম্বা ও তিন ইঞ্চ পুরু হইলে উহা নারিকেলপত্র দ্বারা দৃঢ়রূপে বাঁধিতে হয়। তাহা হইলে আর বড় হইতে পারে না। তৎপরে ঐ কাঁদির অগ্রভাগ এক ইঞ্চি পরিমাণে বক্রভাগে কাটিয়া ফেলিয়া মুদ্গর দ্বারা ছেঁচিয়া দিতে হয়। ৫ হইতে স্থানে স্থানে ১৫ দিন পর্য্যন্ত প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় এইরূপ করিলে উহা মৃৎপাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়। ইহারই নাম নারিকেলের রস বা তাড়ি। এই রস পচাইয়া চোঁয়াইয়া লইলে আরক প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের রস, অল্প [illegible] রাখিলে কিয়ৎক্ষণ পরে জলাংশের কতকাংশ বাষ্প হইয়া যায় [illegible] রস অবশিষ্ট থাকে, তাহা চিনির জলের ন্যায় সুমিষ্ট। আরও কিছুক্ষণ জ্বাল দিলে জলাংশ নিঃশেষিত হইলে চিনির অংশ পড়িয়া থাকে। এইরূপে নারিকেলগুড় ও নারিকেলের মিছরীও প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের গুঁড়িতে ঘরের আড়া, সাঁকোর খুঁটি, ছড়ি ও নানা প্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

নারিকেলের মালায় উত্তম উত্তম হুঁকা প্রস্তুত হয়। পাণের সহিত সুপারির পরিবর্ত্তে নারিকেলের কচি কচি শিকড় খাওয়া যায়।

আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার গুণ—নারিকেলফল শীতল, তৈলাক্ত, দুর্জ্জর, বস্তিশোধন, বিষ্টম্ভী, বৃষ্য, বৃংহণ, বলকারী, পিত্তজ্বর, পিত্তদোষ ও দাহনাশক। পুরাতন বা জীর্ণ নারিকেল পিত্তকর, ভারী, বিদাহী এবং বিষ্টম্ভী।

নবীনফলের জল শীতল, হৃদয়ের হিতকারক, দীপন, বীর্য্যবর্দ্ধক, হাল্‌কা। বিসূচিকা, তৃষ্ণা, পরিণামশূল, অম্লপিত্ত, অরুচি, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, পাণ্ডু, পিত্ত ও পিপাসানাশক। অত্যন্ত স্বাদু ও বস্তিশোধক। ফলের শাঁস কোমল, শীতল, বস্তিশোধক, শুক্রল ও বাতপিত্তনাশক। পক্ক (ঝুনা) নারিকেল-গুণ—কিঞ্চিৎ পিত্তকর, রুচ্য, মধুর ও শীতল। নারিকেলের মাতি কষায়, স্নিগ্ধ, মধুর, বৃংহণ ও ভারী।

কোমল নারিকেল অর্থাৎ নেওয়া শাঁস পিত্তজ্বর ও মূত্রদোষনাশক।

নারিকেল-জলে পিপাসা নিবারিত হয়, ইহা শীতল, হৃদ্য, দীপন ও শুক্রবৃদ্ধিকর।

কচি নারিকেল-জল প্রায়ই বিরেচন। (রাজনিঘ° ভাবপ্র°)

পিত্তজ্বরে কোমল নারিকেল ও নারিকেলোদক বিহিত। নারিকেল আমাদের একটী প্রধান খাদ্য। অষ্টমীতিথিতে নারিকেল ভোজন নিষিদ্ধ। কিন্তু মহাষ্টমীর দিন দেবীর প্রসাদ নারিকেল ভোজন করা যাইতে পারে। মোহবশতঃ অষ্টমীর দিন নারিকেল ভোজন করিলে মূর্খ হয়। কোজাগর রাত্রিতে নারিকেলোদক পান করিয়া জাগরণ বিধেয়।

"নারিকেলোদকং পীত্বা কোর্জাগর্ত্তি মহীতলে।" (তিথিতত্ত্ব)

কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক মদ্যতুল্য। এইজন্য কাঁসারপাত্রে নারিকেল জলপান করিতে নাই।

"নারিকেলোদকং কাংস্যে তাম্রপাত্রে স্থিতং মধু।
গব্যাঞ্চ তাম্রপাত্রস্থং মদ্যতুল্যং স্বতং বিনা॥" (কর্ম্মলোচন)

নারিকেলে অনেকপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঝুনা নারিকেল বাটিয়া ঘৃত, দুগ্ধ ও শর্করা সহযোগে অতি সুমিষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হয়, সেই সকল খাদ্য দ্রব্য লড্ডুক, নারিকেল-চিড়া, চন্দ্রপুলি প্রভৃতি নানাবিধ নামে অভিহিত হয়।

নারিকেলক্ষীরী (স্ত্রী) নারিকেলোদ্ভবা ক্ষীরী। নারিকেলোদ্ভব খাদ্যদ্রব্য বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—নারিকেল পাতলা করিয়া কাটিয়া তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিবে, পরে গোদুগ্ধ, চিনি ও গব্যঘৃতসহ একত্র মিলিত করিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়াদ্বারা যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে নারিকেলক্ষীরী কহে। ইহার গুণ—স্নিগ্ধ, শীতল, অতিশয় পুষ্টিকারক, গুরু, মধুররস, শুক্রবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্তবায়ুনাশক। (ভাবপ্র°)

নারিকেলখণ্ড (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—সুপক্ব নারিকেল-শস্য শিলায় পেষণ ও বস্ত্র দ্বারা নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার ৪ পল লইয়া অর্দ্ধ পোয়া ঘৃতে ভাজিয়া লইতে হইবে। তৎপরে ৪ সের নারিকেল-জলে ॥০ সের চিনি গুলিয়া ছাকিয়া লইবে। এই জলে নারিকেল শাঁস দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ধনিয়া, পিপুল, মুতা, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেকে ১ মাষা চূর্ণ করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি, ক্ষয়রোগ, রক্তপিত্ত, শূল ও বমি নিবারণ হয়। ইহাতে পুরুষত্ব বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বৃহন্নারিকেলখণ্ড। প্রস্তুতপ্রণালী—৮ পল নারিকেলশস্য শিলাতলে উত্তমরূপে নিষ্পেষণ করিয়া ৫ পল ঘৃতে ভাজিতে হইবে। তাহার পর ১৬ সের নারিকেল-জলে, ২ সের চিনি গুলিয়া ছাকিয়া লইতে হইবে, পরে তাহার সহিত ঘৃত-ভর্জ্জিত নারিকেলশস্য ৮ পল শুঁঠচূর্ণ ৪ পল ও দুগ্ধ দুই সের দিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে বংশলোচন, ত্রিকটু, মুতা, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনিয়া, পিপুল, গজপিপুল ও জীরা প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা এই সকল নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইতে হইবে। মাত্রা অর্দ্ধতোলা। ইহা সেবন করিলে শূল ও অম্লপিত্ত, হৃদ্রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ বলপুষ্টিকর, হৃদ্য ও উত্তম বাজীকরণ। (ভৈষজ্যরত্না° শূলাধিকার)।

ভাবপ্রকাশে নারিকেলখণ্ডের প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—

নারিকেল ৪ পল, ১ পল গব্যঘৃতে ভাজিয়া নারিকেল জল সহ, তদভাবে গব্যদুগ্ধ সহ পাক করিবে। তদনন্তর পাক সমাপ্ত হইলে নামাইয়া শীতল হইলে পশ্চাৎ এই সকল চূর্ণপ্রক্ষেপ করিতে হইবে।

চূর্ণ যথা—ধনিয়া, পিপুল, মুতা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র ও নাগকেশর, এই সকল বস্তু প্রত্যেকে অর্দ্ধতোলা করিয়া প্রক্ষেপ করিবে। এই নারিকেলখণ্ড অগ্নির বলাবল অনুসারে এক পল কিংবা অর্দ্ধপল পরিমাণে প্রত্যহ ভক্ষণ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে পুরুষত্ব, নিদ্রা ও বল বর্দ্ধিত হয় এবং অম্লপিত্ত, রক্তপিত্ত, পরিণামশূল ও ক্ষয়রোগ নষ্ট হইয়া থাকে।

বৃহন্নারিকেলখণ্ড। প্রস্তুতপ্রণালী—উত্তমরূপে পেষিত নারিকেল এক প্রস্থ, বীজরহিত কুষ্মাণ্ড অর্দ্ধ আঢ়ক, এক কুড়ব গব্যঘৃত দ্বারা নারিকেল ও কুষ্মাণ্ড ভাজিতে হইবে। তৎপরে গব্যদুগ্ধ এক আঢ়ক এবং চিনি দুই প্রস্থ পরিমাণ উহাতে নিঃক্ষেপ করিয়া সমস্ত একত্র মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিবে, উত্তমরূপে পাক সমাপ্ত হইলে নামাইতে হইবে, তৎপরে ইহা শীতল হইলে এই সকল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিতে হইবে। যথা—ছোট এলাচ, ধনে, আমলকী, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, বালা, বেণারমূল, রক্তচন্দন, কিস্‌মিস্, পাণিফল, কেশুর, দারুচিনি, তেজপত্র এবং কর্পূর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক চারিতোলা। এই সকল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে আলোড়নপূর্ব্বক নূতন মৃৎপাত্রে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ এক পল পরিমাণে সেবনীয়, অথবা রোগীর অগ্নি-বল বিবেচনা করিয়া যথামাত্রা প্রাতঃকালে সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত, জ্বর, পিত্ত, রক্তপিত্ত, অরুচি, বাতরক্ত, পিপাসা, দাহ, পাণ্ডুরোগ, কামলা, ক্ষয় এবং পরিণামশূল আরোগ্য হয়। পুরাকালে ভগবান্ অশ্বিনীকুমার ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা বর্ণপ্রসাদক, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, এবং পুংস্ত্ব, নিদ্রা ও বলপ্রদায়ক।

নারিকেলতৈল (ক্লী) নারিকেলফলসম্ভব তৈল। বৈদ্যক মতে ইহার গুণ—এই তৈল বাজীকর, গুরু, ক্ষীণধাতুর পোষক, বাত ও পিত্তনাশক, মূত্রাঘাত, প্রমেহ, শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, বুদ্ধিলোপে হিতকর ও ক্ষতনাশক।

"নারিকেলফলোদ্ভূতং তৈলং বাজীকরং গুরু।
পোষণং ক্ষীণধাতূনাং বাতপিত্তপ্রণাশনম্॥
মূত্রাঘাতে প্রমেহে চ শ্বাসে কাসে চ যক্ষ্মনি।
মেধালোপে চ হিতদং ক্ষতান্তঃকরণং তথা॥" (আত্রেয়সংহিতা)

প্রস্তুত প্রণালী—ঝুনা নারিকেল সংগ্রহ করিয়া উহার বাহিরের ছোবড়া-অংশ ফেলিয়া দিলে, মধ্যে কঠিন ত্বকাবৃত যে দ্রব্যটী পাওয়া যায়, উহা কাটারি দ্বারা কাটিলে তন্মধ্যে একপ্রকার শুভ্র বর্ণের কঠিন দ্রব্য দেখা যায়। উহার নাম নারিকেলের শাঁস। ঐ শাঁস বা সারাংশ হইতেই তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে নিম্নলিখিত উপায়ে নারিকেল হইতে জলের ন্যায় স্বচ্ছ ও বর্ণহীন তৈল প্রস্তুত হয়। প্রথমে নারিকেলের শাঁস, কিছু ক্ষণ জলে সিদ্ধ করিয়া তৎপরে উহা একটী বস্ত্রে ফেলিয়া ছেঁচিয়া বা বাটিয়া লইতে হয়। তদনন্তর ঐ বাটা শাঁস জলের সহিত

জ্বাল দিতে লাগিলে, তৈল জলের উপর ভাসিয়া উঠে। এই তৈল অতি পরিষ্কার ও তরল। সাধারণতঃ নারিকেলের শাঁস ঘানীযন্ত্রে ফেলিয়া পেষণক্রিয়া দ্বারা নারিকেলতৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কোন কোন স্থানে নারিকেলের শাঁস অগ্ন্যুত্তাপে বা সূর্য্যকিরণে ভাল রূপ শুকাইয়া পরে ঘানীতে পিষিয়া তৈল প্রস্তুত করে। এইরূপ নানা স্থানে নানা উপায়ে নারিকেল হইতে তৈল বাহির করা হইয়া থাকে। নাতিশীতোষ্ণ দেশে নারিকেলতৈল শূকরের চর্ব্বির ন্যায় ঘন ও শুভ্র।

গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে নারিকেলতৈলের রং শুভ্র, এবং জলের ন্যায় তরল। টাট্‌কা অবস্থায় ইহা সুগন্ধি থাকে, কিন্তু একটু পুরাতন হইলেই উগ্র গন্ধবিশিষ্ট হয়। য়ুরোপে বাতি ও সাবান প্রস্তুত জন্য এই তৈলের বহুল ব্যবহার হয়। দাক্ষিণাত্যে রন্ধনক্রিয়া, নানা স্থানে প্রদীপে পোড়াইবার জন্য, চিত্রকার্য্যে, সাবান প্রস্তুত করিতে ও গায়ে মাখিবার উদ্দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যখন অত্যন্ত টাট্‌কা থাকে, তখন ঔষধার্থেও ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

কোচীনে সর্ব্বোত্তম নারিকেলতৈল প্রস্তুত হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি ও ত্রিবাঙ্কোড়ে বিপুল নারিকেলতৈলের ব্যবসা আছে। মালদ্বীপ ও লাক্কাদ্বীপে তৈল হয় না।

নারিকেলতৈলের আপেক্ষিক গুরুত্ব '৮৯২। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, নারিকেলতৈলের সহিত কতকগুলি কঠিন ও বাষ্পীয় অম্ল আছে। গ্লিসিরিন্ অম্ল ইহার একটী প্রধান অঙ্গ। এই তৈল সেবনে কড্‌লিভার তৈলের ন্যায় উপকার পাওয়া যায়। ইহা অন্য দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া নানা প্রকার ঔষধ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

নারিকেল দ্বীপ, প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-বর্ণিত একটী দ্বীপ। কথাসরিৎসাগর পাঠে জানা যায়, ভারতীয় বণিকগণ সমুদ্রপথে এই দ্বীপে যাতায়াত করিতেন। এই দ্বীপ কোথায়? এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, আন্দামানদ্বীপের নিকট যে নারিকেল গাছ বেষ্টিত ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী দৃষ্ট হয়, তাহাই নারিকেলদ্বীপ, আবার কাহারও মতে—বর্ত্তমান মালদ্বীপ। চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াং এই দ্বীপে গিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায়, যে সিংহলদ্বীপ হইতে (১০০০ লি) প্রায় শত ক্রোশ দক্ষিণে নারিকেলদ্বীপ অবস্থিত। এরূপ স্থলে উপরোক্ত উভয়স্থানকেই প্রাচীন নারিকেল দ্বীপ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে কোথায়? সুমাত্রাদ্বীপের দক্ষিণ।

১৬০৮-৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কাপ্তেন কিলিং সুমাত্রার দক্ষিণে একটী দ্বীপ আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপ এখন আবিষ্কর্ত্তার নামানুসারে 'কিলিং' নামে খ্যাত হইয়াছে বটে, কিন্তু স্থানীয় লোকেরা 'কোকো' অর্থাৎ নারিকেলদ্বীপ বলিয়াই জানে। হিউএন্-সিয়াংএর বর্ণনায় এই দ্বীপই প্রাচীন নারিকেল দ্বীপ বলিয়া মনে হয়।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দ্বীপের বিশেষ বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় নাই। তৎপরে আলেকজণ্ডার হেয়ার কতকগুলি মলয়দেশীয় স্ত্রী ও পুরুষ লইয়া এই স্থানে যাইয়া বাস করেন। তৎপরে আরও কএকটী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। দক্ষিণ কিলিং, উত্তরকিলিং, সেলিম, বেরিয়াল, রস্, ওয়াটার, ডাইরেক্‌সন্ ও হর্সবারা দ্বীপপুঞ্জ এই কিলিং দ্বীপের অন্তর্গত। অক্ষা° ১১° ৫০´ দক্ষিণ ও দ্রাঘি° ৯৬° ৫১´৩″ পূর্ব্ব মধ্যে উত্তর কিলিং দ্বীপ অবস্থিত। এই সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড় বড় গুলিতে বিশুদ্ধ জল আছে। এখানে নারিকেল, শূকর ও অন্যান্য গৃহপালিত পশু এবং ইক্ষু পাওয়া যায়। আডমিরাল ফিজরয় বলেন যে, এই দ্বীপের কাঁকড়ায় নারিকেল ও মৎস্যে প্রবাল ভক্ষণ করে। কুকুরে মৎস্য ধরে এবং মনুষ্য কচ্ছপপৃষ্ঠে আরোহণ করে। অধিকাংশ সমুদ্রপক্ষী বৃক্ষশাখায় থাকে এবং ইন্দুরেরা প্রায়ই বড় বড় তালগাছে বাসা বাঁধে। এখানে সর্ব্বদাই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। দক্ষিণ কিলিং দ্বীপে ৯ মাইল লম্বা ও ৬ মাইল প্রস্থে একটী অল্পগভীর হ্রদ আছে। এই হ্রদের জল স্থির এবং ইহার চতুর্দ্দিকে অনেক নারিকেল গাছ দৃষ্ট হয়। এখানে নারিকেলভক্ষক, 'বিরুর্স্ লেট্রো,' 'দস্যু' প্রভৃতি নানা প্রকার কাঁকড়া পাওয়া যায়।

ইহাদের মধ্যে কাহারও ক্ষুদ্র, কাহারও লম্বা লেজ আছে এবং পাগুরিপশুর সহিত ইহাদের অনেক সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নারিকেল গাছ হইতে যে সমস্ত নারিকেল মাটিতে পড়ে, তাহা ভক্ষণ করিয়া ইহারা জীবন ধারণ করে। তবে ইহাদের গাছে উঠিয়া নারিকেলপাড়ার কথা, কেবল প্রবাদ মাত্র। ইহাদের সম্মুখের পায়ের অগ্রভাগে অত্যন্ত দৃঢ় ও কাঁচির ন্যায় দ্বিদলবিশিষ্ট দাড়া আছে এবং সর্ব্ব পশ্চাৎপদেও ঐরূপ দাড়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু এই দাড়া অত্যন্ত সরু ও অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। নারিকেল বৃক্ষ হইতে পতিত হইলে, উক্ত কাঁকড়া ঐ নারিকেল লইয়া সম্মুখের পদদ্বয়ের সাহায্যে ইহার ছোবড়া তুলিয়া ফেলে। পরে এই ছোবড়াশূন্য নারিকেলের মালার উপর নিয়ত তাহাদের সম্মুখের পায়ের অগ্রভাগ দ্বারা আঘাত করিতে করিতে ছিদ্র করিয়া ফেলে ঐ ছিদ্র দ্বারা উহাদের পশ্চাতের সরু পায়ের সাহায্যে নারিকেলাভ্যন্তরস্থ সমস্ত শাঁস বাহির করিয়া ভক্ষণ করে। ইহারা মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া তাহার ভিতরে নারিকেলের ছোবড়া

বহু পরিমাণে সংগ্রহপূর্ব্বক তদুপরি শায়িত থাকে। এই কাঁকড়ারা দিনের বেলায় যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করে, কিন্তু এরূপ প্রবাদ আছে যে তাহারা প্রতিরাত্রি সমুদ্রে যায়। ইহা অতি সুখাদ্য এবং ইহাদের সম্মুখের বড় বড় পায়ের ভিতরে শাঁসেযুক্ত তৈল থাকে। ঐ তৈল অতি উপাদেয়।

নারিকেললবণ (ক্লী) লবণৌষধ ভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—জল ও ত্বক্ সহিত নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধবলবণ পুরিয়া দগ্ধ করিবে। পরে তন্মধ্যস্থিত সৈন্ধব বাহির করিয়া লইবে। ৪ মাষা পরিমাণে সেব্য। অনুপান উষ্ণ জল। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার পরিণামশূল বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শূলাধি°)

নারিকেলামৃত (ক্লী) ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—সুপক্ক নারিকেলশস্য শিলাতে পেষণ করিয়া বস্ত্রে নিষ্পীড়ন করিয়া ৪ সের পরিমাণে লইয়া ৪ সের ঘৃতে ভাজিতে হইবে। তৎপরে পাকার্থ নারিকেলজল ৩২ সের, গব্য দুগ্ধ ৩২ সের, আমলকীর রস ৪ সের, চিনি ১২॥ সের, শুঁঠচূর্ণ ২ সের, এই সকল একত্র পাক করিবে। আসন্ন পাকে প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর প্রত্যেক ১ পল, আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, গেঁঠেলা, বংশলোচন ও মুতা প্রত্যেক ৬ তোলা, শীতল হইলে মধু ॥০ অর্দ্ধসের মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। মাত্রা ১ তোলা হইতে ২ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান দুগ্ধ ও মুদ্গযুষ প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও সকল প্রকার শূল নাশ হয়। ইহা অগ্নিসন্দীপনকর, রসায়ন, সকল প্রকার মূত্রদোষ, রক্তপিত্ত, পীনস প্রভৃতি রোগনাশক।

(ভৈষজ্যরত্না° শূলাধিকার)

নারী, বর্ত্তমান তিব্বতের উত্তরপশ্চিমাংশবর্ত্তী একটী জনপদ। গড়বাল ও কুমায়ুনের মধ্য দিয়া যে ৫টী গিরিপথ ভোট অভিমুখে গিয়াছে, তাহারই প্রান্তসীমায় এই জনপদ অবস্থিত। ভোটদেশবাসী চীনের রাজপ্রতিনিধিগণ মোগল বা তুরুষ্কসৈন্য লইয়া এই প্রদেশ শাসন করিয়া থাকেন। এখানকার তাতারেরা অশ্বমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই প্রদেশ অতিশয় উচ্চ ও অনুর্ব্বর। সিন্ধু-নদপ্রবাহিত অংশ ব্যতীত এখানে অতি অল্প লোকেরই বাস দেখা যায়। তিব্বতীয়েরা এই স্থানকে নারীখোরসুম এবং হিমালয়বাসীরা হিমদেশ বলে। প্রবাদ এইরূপ পূর্ব্বকালে এখানে নারী বা স্ত্রীলোকই রাজত্ব করিত।

নারী (স্ত্রী) নুর্নরস্য বা ধর্ম্ম্যা, নৃ-অঞ্ (ঋতোঽঞ্। ৪।৪।৪৯ ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা অঞ্) ততো ঙীন্ (শার্ঙ্গরবাদ্যঞো ঙীন্। পা ৪।১।৭৩) স্ত্রী, ধর্ম্মচারযুক্তা, পর্য্যায়—যোষিৎ, স্ত্রী, অবলা, যোষা, সীমন্তিনী, বধূ, প্রতীপদর্শিনী, বামা, বনিতা, মহিলা, প্রিয়া, রামা, জনি, জনী, যোষিতা, জোষিৎ, জোষা, জোষিতা, ধনিকা, মহেলিকা, মহেলা, শর্ব্বরী, যোষীৎ, সিন্দূরতিলকা, সুভ্রূ। (জটাধর, শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি) অলঙ্কার মতে, নারীগণ প্রথমতঃ চারিজাতিতে বিভক্ত, যথা—পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী।

"পদ্মিনী চিত্রিণী চৈব শঙ্খিনী হস্তিনী তথা।
চতস্রো জাতয়ো নার্য্যা রতৌ জ্ঞেয়া বিশেষতঃ॥" (রসমঞ্জরী)

ইহার বিষয় রসমঞ্জরীতে এইরূপ লিখিত আছে—

"অতঃপর চারিজাতি বর্ণিব কামিনী।
পদ্মিনী চিত্রিণী আর শঙ্খিনী হস্তিনী॥"

পদ্মিনী——"নয়ন কমল কুঞ্চিত কুণ্ডল,
ঘনকুচস্থল মৃদুহাসিনী।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাসা, মৃদু মন্দ ভাষা,
নৃত্যগীতে আশা সত্যবাদিনী।
দেবদ্বিজে ভক্তি, পতি অনুরক্তি,
অল্প রতি শক্তি নিদ্রাভোগিনী॥
মদন আলয়, লোম নাহি হয়,
পদ্মগন্ধ কয় সেই পদ্মিনী।

চিত্রিণী——প্রমাণ শরীর, সর্ব্ব কর্ম্মে স্থির,
নাভি সুগভীর মৃদুহাসিনী।
সুকঠিন স্তন, চিকুর চিকণ,
শয়ন-ভোজন-মধ্যচারিণী॥
তিন রেখাযুত কণ্ঠবিভূষিত,
হাস্য অবিরত মন্দগামিনী॥
মদন আলয়, অল্প লোম হয়,
ক্ষারগন্ধ কয় সেই চিত্রিণী।

শঙ্খিনী——দীঘল শ্রবণ, দীঘল নয়ন,
দীঘল চরণ দীঘল পাণি।
মদন আলয়, অল্প লোম হয়,
মীনগন্ধ কয় শঙ্খিনী জানি॥

হস্তিনী——স্থূল কলেবর স্থূল পয়োধর,
স্থূল পদকর ঘোরনাদিনী।
আহার বিস্তর, নিদ্রা ঘোরতর,
রমণে প্রখর পরগামিনী॥
ধর্ম্মে নাহি ডর, দম্ভ নিরন্তর,
কর্ম্মেতে তৎপর মিথ্যাবাদিনী।
মদন আলয়, বহু লোম হয়,
মদগন্ধ কয়, সেই হস্তিনী॥"

(ভারতচন্দ্রকৃত রসমঞ্জরী)

পদ্মিনী শশকনামক পুরুষে, চিত্রিণী মৃগে, শঙ্খিনী বৃষভে

এবং হস্তিনী অশ্বে পরিতুষ্ট থাকে। এই সকল নারী বালা, তরুণী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা ভেদে চারিপ্রকার। ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত নারীদিগকে বালা, ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত তরুণী, ৫০ বৎসর প্রৌঢ়া ও তৎপরে বৃদ্ধা কহে। রতিবিষয়ে বালা প্রাণদায়িনী, তরুণী প্রাণহারিণী, প্রৌঢ়া বৃদ্ধকারিণী এবং বৃদ্ধা মৃত্যুদায়িনী। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই নারী ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হইয়াছে যথা সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটা। যাহারা পরলোকে ভয়, আপনার যশ ও কামস্নেহবশতঃ সর্ব্বদা স্বামিসেবা করে, তাহাদিগকে সাধ্বী কহে। যাহারা ভোগ্য বস্তুর প্রার্থী হইয়া কামস্নেহে পতি সেবা করে, তাহাদিগকে ভোগ্যা কহে, যতদিন পর্য্যন্ত অভিলষিত বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়, ততদিনই বশবর্ত্তিনী থাকে। কুলটা কুলাঙ্গারতুল্যা, ইহারা সর্ব্বদা স্বামীর প্রতি কপটরূপে সেবা করে, কিছুমাত্রও ভক্তি করে না। সর্ব্বদা কামাতুরা হইয়া নূতন নূতন জারকে প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহারা জারার্থে স্বপতিদিগকে হনন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। যাহারা ইহাদিগকে বিশ্বাস করে, তাহাদের জীবন নিষ্ফল। ইহাদের স্বভাব—হৃদয় ক্ষুরধার তুল্য, কার্য্যসিদ্ধির জন্য বাক্য অমৃতোপম, ক্রুদ্ধাবস্থায় বাক্য বিষতুল্য, প্রকৃতি কুৎসিত, অভিপ্রায় দুজ্ঞেয়। ইহারা অতিশয় মায়াবিনী ও সাহসে প্রবলা। ইহাদের কাম পুরুষ হইতে ৮ গুণ, আহার দ্বিগুণ, নিষ্ঠুরতা চতুর্গুণ এবং কোপ ৬ গুণ অধিক। নারী সকল দোষের আকর। ইহাদের সহিত কোনপ্রকার ক্রীড়া বা সুখের সম্ভাবনা নাই। ইহাদের সহিত সম্ভোগে বপুঃক্ষয়, অতিপ্রীতিতে ধনক্ষয়, কলহে মাননাশ, সহবাসে পৌরুষ নষ্ট এবং বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হয়। যতদিন ধনযৌবনাদি থাকে, ততদিনই ইহারা বশীভূত থাকে, রোগী, নির্গুণ, ও বৃদ্ধ হইলে ইহারা কিছুমাত্র গ্রাহ্য করে না। (ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্মখণ্ড ২৩ অ°)

মনুর মতে নারীগণ যথানিয়মে প্রতিপালিত হইলে কল্যাণকরী ও শ্রীবৃদ্ধিপ্রদায়িনী হইয়া থাকে।

নারীদিগকে বহুমানপূর্ব্বক ভোজনাদি দ্বারা সর্ব্বদা ভূষিত করা কল্যাণকামী পিতা, ভ্রাতা, পতি এবং দেবরগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে কুলে নারীগণের সম্যক্ সমাদর আছে, দেবতাসকল সেইখানে প্রসন্ন থাকেন এবং যে পরিবারে নারীদিগের পূজা নাই, তাহাদের যাগাদি সকল ক্রিয়া বিফল। যে কুলে নারীগণ সর্ব্বদা দুঃখে অবস্থান করে, সেই কুল আশু বিনষ্ট হয়। নারীগণ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া যে কুলে অভিসম্পাত দেন, সেই কুল অভিচারহতের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়। যাহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সৎকার্য্যকালেই হউক, আর উৎসব কালেই হউক নিত্যই অশন, বসন ও ভূষণাদি দ্বারা নারীদিগের সমাদর করা তাহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। (মনু ৩।৫৫-৬০)

নারীদিগের ৬টী কার্য্য দোষাবহ যথা—পান, দুর্জ্জনসংসর্গ, পতিবিরহ, ভ্রমণ, পরগৃহে নিদ্রা ও বাস।

"পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নশ্চান্যগৃহে বাসো নারীণাং দূষণানি ষট্ ॥"

(হিতোপদেশ ১।১৩২)

নারীদিগের কোনকালেই স্বাধীনতা নাই। মনুতে লিখিত আছে, নারীগণ বালিকাই হউন, অথবা যুবতী বা বৃদ্ধাই হউন কোনকালেই স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য করা উচিত নহে। ইহারা বাল্যাবস্থায় পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বসে, স্বামীর মৃত্যুর পর পুত্রবশে অবস্থান করিবে, কদাচ স্বাধীনভাবে থাকিতে পারিবে না। ইহারা সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট মনে কালযাপন করিবে। নারীদিগের গৃহকর্ম্মে দক্ষতা, গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা এবং ব্যয়বিষয়ে অমুক্ত হস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। (মনু ৫।১৪৬-১৫০)

স্বামিগৃহে বাস, স্বামিসেবা ও গৃহকার্য্যে তৎপরতা প্রভৃতি নারীদিগের ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের স্বামী বিনা কোন পৃথক্ যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন ব্রত উপবাস প্রভৃতি করিতে নাই, এক স্বামী সেবা করিলেই সকল ব্রতের ফল হইয়া থাকে।

সামুদ্রিক শাস্ত্র মতে—নিম্নলিখিত চিহ্নাদি দ্বারা নারীদিগের শুভাশুভ জানা যায়;—যে সকল নারীদিগের চরণে বজ্র, পদ্ম ও হলের চিহ্ন থাকে, সে স্ত্রী দাসী হইলেও রাজ্ঞীর তুল্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং নিত্য রাজভোগে জীবন অতিবাহিত করে। নারীদিগের জঙ্ঘা রোমশূন্য, সুগোল ও সরল, হাঁটুর সংযোগস্থল উচ্চনীচভাববিহীন, এবং দুইটী হাঁটু সমান হইলে শুভ হয়। স্ত্রীদিগের উরু হস্তিশুণ্ডের ন্যায় স্থূল, সরল, সমান, সুবর্ত্তুল, সুন্দর, কোমল ও সুশীতল হইলে শুভাবহ হয়, কিন্তু জঙ্ঘাদেশ লোমযুক্ত হইলে অশুভ হয়। স্তনযুগল লোমবিহীন, স্থূল, সুবর্ত্তুল, কমলকোরকবৎ ক্রমশঃ শেষে সূক্ষ্ম, কঠোর, উন্নত, অবিরল ও পরস্পর সমান, গ্রীবাদেশ হ্রস্ব ও শঙ্খের ন্যায় তিনটী রেখাবিশিষ্ট এবং বক্ষঃস্থল লোমশূন্য হইলে শুভ লক্ষণ জানিতে হইবে।

যে স্ত্রীলোকের অধর ও ওষ্ঠ ঈষৎ রক্তবর্ণ, মুখ অণ্ডের ন্যায় গোলাকার এবং মাংসজড়িত, দন্তকুন্দপুষ্পবৎ উজ্জ্বল ও সুদৃশ্য, বাক্য কোকিল অথবা হংসের ন্যায়, নাসিকা সমান ও পরিমিত রন্ধ্রবিশিষ্ট হইলে শুভাবহ জানিবে। যে কামিনীর কেশকলাপ স্বভাবতঃ স্নেহযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, কোমল ও কুঞ্চিত এবং মস্তক, হস্ত ও চরণ সমভাগে বিভক্ত, সেই সকল স্ত্রী সৌভাগ্যবতী হয়।

যে নারীর হস্তে বা পদে অশ্ব, গজ, বিল্বতরু, যূপ, বাণ, যব, তোমর (লৌহশাবল), ধ্বজা, চামর, মালা, ক্ষুদ্র পর্ব্বত, কর্ণভূষণ, বেদিকা, শঙ্খ, ছত্র, কমল, মীন, স্বস্তিক, চতুষ্পথ, সর্পফণা, উত্তম রথ ও অঙ্কুশ প্রভৃতি যে কোন চিহ্ন থাকে, সে স্ত্রী রাজমহিষী হয়। যাহার মণিবন্ধ নিগূঢ়, হস্ত পদ্মের অভ্যন্তরভাগের ন্যায় সুদৃশ্য, করতল নিম্নও নহে ও উন্নতও নহে সেই সকল স্ত্রীলোক অতীব ঐশ্বর্য্যশালিনী হয়।

নারীদিগের উর্দ্ধ রেখা থাকিলে সকলপ্রকার সৌভাগ্যলাভ হইয়া থাকে। যে রেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া করতলের মধ্যভাগ দিয়া মধ্যমাঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহাকে উর্দ্ধরেখা কহে। যাহার অঙ্গুষ্ঠের নিম্নে রেখা অল্প ছিন্নভিন্ন ভাবে থাকে, তাহার আয়ু অল্প এবং ঐ রেখা দীর্ঘভাবে ছিন্নভিন্ন থাকিলে দীর্ঘায়ু হয়। স্ত্রীলোকের হস্তে এই রেখা থাকিলে শুভ ও না থাকিলে অশুভ হয়। গমনকালে যে নারীর চরণের কনিষ্ঠা কিংবা অনামিকা অঙ্গুলী মৃত্তিকাস্পৃষ্ট হয় না অথবা তর্জ্জনী বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর দিয়া যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই কুলটা হয়। যে স্ত্রীর জঙ্ঘার উপরিভাগে দুইটী লোমময় ও শিরাবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থাকে, উদর কলসীর ন্যায় স্থূল ও গুহ্যদেশ বামাবর্ত্ত হইয়া অল্প নিম্ন হয়, সে স্ত্রী চিরদুঃখিনী হয়। যদি গ্রীবাদেশ ক্ষুদ্র ও যোনি দীর্ঘাকৃতি হয়, তবে তাহার কুলধ্বংস হয়।

যে স্ত্রীর গলা মোটা ও চক্ষু টেরা বা পিঙ্গলবর্ণ অথবা চঞ্চল হয়, সে অত্যন্ত প্রচণ্ডা ও কলহপ্রিয়া হইয়া থাকে। যে নারীর গণ্ডদেশ শ্বেতবর্ণ ও কূপবৎ নিম্ন, সে সতীর ন্যায় থাকিলেও ব্যভিচারিণী হইবে। যাহার কপালে লম্বমানরেখা থাকে, তাহার দেবর নষ্ট হয়। নারীদিগের উদরে ঐ লম্বমান রেখা থাকিলে তাহার শ্বশুরের মৃত্যু ও নিতম্বের উপরিভাগে ঐ রেখা থাকিলে স্বামী বিনষ্ট হয়। যাহার অধরের নিম্নে লোম জন্মে, সে অসৌভাগ্যবতী ও অশুভভাগিনী। যাহার স্তন লোমে পরিপূর্ণ, কর্ণযুগল ও দন্তসমূহ সমান নহে, সেই সকল নারী ক্লেশ ও ভয়ের কারণ হয়। যে নারীর দন্তমূলে কৃষ্ণবর্ণ মাংস থাকে, সে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে ও দন্তসমূহ দীর্ঘ হইলে তাহার স্বামীর মৃত্যু হয়। যে স্ত্রীর হস্ত শুষ্ক, বিষম ও শিরাময়, সে দরিদ্রা হয়, যে স্ত্রীর পদের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ গমনকালে মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, তাহার পতির মৃত্যু হয় এবং সে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর গমনকালে ভূমিকম্প হয়, সে শীঘ্র পতিঘাতিনী ও স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া থাকে। যাহার চরণের অঙ্গুলি সকল পরস্পর সংলগ্নপ্রায়, নখ তাম্রবর্ণ, পদদ্বয় উচ্চ শিরাযুক্ত ও কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় সমুন্নত এবং গুল্ফ গূঢ়ভাবাপন্ন হয়। সে রাজরাজ্ঞী হইয়া থাকে। যে কামিনীর পদতলে রেখা থাকিবে সে রাজমহিষী হইবে। যাহার মধ্যম অঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলির সহিত মিলিত থাকে, তাহার উত্তম ভোগ হইয়া থাকে। যাহার অঙ্গুলি দীর্ঘ সেই রমণী কুলটা হইবে। যাহার অঙ্গুলি কৃশ সেই নারী অতি নির্ধনা, অঙ্গুলিখর্ব্বে অল্প পরমায়ু এবং অঙ্গুলি ভগ্নবৎ হইলে সেই রমণী ভগ্ন অবস্থায় থাকিবে। অঙ্গুলি চেপ্‌টা হইলে দাসী, অঙ্গুলি বিরলা হইলে দুঃখিনী এবং গায় গায় সংলগ্ন থাকিলে পতিনাশ হয়। যে নারীর চরণের নখ সমুদয় স্নিগ্ধ, সমুন্নত, তাম্রবর্ণ, গোলাকার ও সুদৃশ্য এবং যাহার পদতলের পৃষ্ঠদেশ উন্নত, সেই রমণী রাজমহিষী হয়। যে নারীর পাঞ্চিদেশ সমান সেই নারী সুলক্ষণা। যাহার পাঞ্চিদেশ পৃথু সে দুর্ভাগিনী, উন্নত হইলে কুলটা এবং দীর্ঘ হইলে দুঃখভাগিনী হয়। নারীদিগের কটিদেশের পরিধি যদি এক হস্ত হয় এবং নিতম্ব সমুন্নত ও মসৃণ হয়, এই লক্ষণ শুভসূচক। নারীদিগের নিতম্ব যদি উন্নত, মাংসল ও স্থূল হয়, তাহা হইলে ঐশ্বর্য্যলাভ এবং ইহার বিপরীত হইলে দারিদ্র্যভোগ হয়। নাভি গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত হওয়া মঙ্গলদায়ক। যাহার নাভি বামাবর্ত্ত, অগভীর ও উচ্চ তাহারা শোভমানা নহে। নারীদিগের স্তনদ্বয় যদি ঘন, গোল, দৃঢ়, স্থূল ও সমান হয়, তাহা হইলে প্রশস্ত ও ঐ স্তনদ্বয় যদি বিরল ও সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে কল্যাণকর।

যে নারীর দক্ষিণ স্তন উন্নত, সে পুত্র এবং যাহার বাম স্তন উন্নত সে সৌভাগ্যশালিনী সুন্দরী কন্যা প্রসব করে। যাহার স্তনদ্বয়ের মূলদেশ স্থূল এবং উপরিভাগ ক্রমশঃ কৃশ হইয়া অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হইয়াছে, সেই রমণী বাল্যকালে সুখভোগ করিয়া পরে দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে। যাহার পাণিতল মৃদু, রক্তবর্ণ ছিদ্ররহিত, অল্পরেখাবিভূষিত, প্রশস্ত রেখাযুক্ত ও মধ্যভাগে উন্নত সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। নারীদিগের করতলে বহু রেখা থাকিলে বিধবা, নির্দ্দিষ্ট রেখা না থাকিলে দরিদ্রা এবং শিরাল হইলে ভিক্ষুকী হইয়া থাকে। যে নারীর করতলে দক্ষিণাবর্ত্তমণ্ডল, সে নারী রাজমহিষী হয়, অথবা স্বয়ং সাম্রাজ্যে অভিষিক্তা হইয়া থাকে। করতলে শঙ্খ, ছত্র ও কমঠ চিহ্ন থাকিলে রাজমাতা হয়। যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে আরম্ভ করিয়া একটী রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূল পর্য্যন্ত গমন করে, সেই নারী পতিঘাতিনী হইয়া থাকে। রমণীদিগের মধ্যে যাহার চক্ষু গোচক্ষু সদৃশ ও পিঙ্গলবর্ণ সে অত্যন্ত গর্ব্বিতা, পারাবতের ন্যায় চক্ষু হইলে দুঃশীলা এবং রক্তবর্ণ হইলে পতিঘাতিনী হইয়া থাকে। কোটরনয়না হইলে দুষ্টা, গজচক্ষু হইলে অপ্রশস্তলক্ষণা এবং বামচক্ষু

কাণা হইলে পুংশ্চলী ও দক্ষিণ চক্ষু কাণা হইলে বন্ধ্যা হইয়া থাকে। যাহার ভ্রূর পার্শ্বে বা ললাটে আচিল থাকে, সেই নারী রাজ্যভোগ করে। বাম কপোলে আচিল থাকিলে সৌভাগ্যবতী হয়। যাহার হৃদয়ে তিল বা অন্য কোন চিহ্ন থাকে, সে সৌভাগ্যবতী এবং যে নারীর দক্ষিণ স্তনে তিলচিহ্ন থাকে, সেই রমণী চারিকন্যা ও দুই পুত্র প্রসব করে, যাহার বামস্তনে তিল বা রক্তবর্ণ অন্য কোন চিহ্ন থাকে, সেই নারী অগ্রে এক পুত্র প্রসব করিয়া পশ্চাৎ বিধবা হয়। যে নারীর গুহ্যদেশের দক্ষিণপার্শ্বে তিলচিহ্ন থাকে সে রাজমহিষী হয় এবং তাহার গর্ভে যে সন্তান জন্মে, সেও রাজা হয়। যদি কোন নারীর নাভির নিম্নে তিল বা আচিল থাকে, সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী হয়।

যে নারীর ললাট, উদর ও ভগ এই তিন অংশ লম্বমান, সেই রমণী শ্বশুর, পতি ও দেবর এই তিনজনকে ভক্ষণ করে, এই জন্য রমণীদিগের পক্ষে ইহা মহাদোষ।

যে নারী গৌরবর্ণা এবং যাহার কেশগুলি সূক্ষ্ম, সেই কামিনী অষ্টপুত্র প্রসব করে এবং বিপুল সুখসৌভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে।

কচ্ছপপৃষ্ঠবৎ বিস্তৃত এবং হস্তিস্কন্ধের ন্যায় উন্নতযোনিই নারীদিগের মঙ্গলদায়ক। যোনির বামভাগ উন্নত হইলে পুত্র জন্মিয়া থাকে। যে যোনি দৃঢ়, অবয়বে বিস্তৃত, পরিমাণে বৃহৎ ও উন্নত, উপরিভাগে মূষিকগাত্রবৎ বিরল রোমযুক্ত, মধ্যভাগে অপ্রকাশিত, দুইপার্শ্বে মিলিত প্রায়, গঠনে ও বর্ণে কমলদলের ন্যায় ক্রমশঃ অধোদিকে সূক্ষ্ম, আকৃতিতে অশ্বত্থপত্রের ন্যায় ত্রিকোণ, ইহাই মঙ্গলকর ও সুপ্রশস্ত। (সামুদ্রিক)

গরুড়পুরাণেও নারীদিগের শুভাশুভ লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে ;—

যে কামিনীর কেশ আকুঞ্চিত, মুখ মণ্ডলাকার ও নাভি দক্ষিণাবর্ত্ত, সেই নারী কুলবর্দ্ধিনী হয়। যে রমণীর দেহকান্তি সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও হস্ত রক্তপদ্মের ন্যায়, সেই কামিনী পতিব্রতা ও সহস্র নারীর প্রধানা হইয়া থাকে। যাহার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুদৃশ্য, দেহপ্রভা নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় রক্তিম, নেত্রদ্বয় বিশাল, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, সেই কন্যা চির কাল সুখ ভোগ করে। ইত্যাদি। (গরুড়পুরাণ) বাহুল্য ভয়ে অধিক লিখিত হইল না। ২ গুরুত্রয়পাদক ছন্দোভেদ।

নারীকবচ (পুং) নার্য্যঃ কবচঃ সন্নাহ ইব যস্য। সূর্য্যবংশীয় মূলকরাজ। ইনি রাজা অশ্মকের পুত্র এবং সৌদাসের পৌত্র।

অশ্মক হইতে মূলক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, পরশুরাম নিঃক্ষত্রিয় করিলে স্ত্রীগণ ইহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহা হইতে পুনর্ব্বার ক্ষত্রিয়গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া ইনি মূলক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। নারীগণ কর্তৃক রক্ষিত বলিয়া পরে নারীকবচ নামে প্রসিদ্ধ হন। [মূলক দেখ।]

নারীকেল (পুং) [নারিকেল দেখ।]

নারীচ (ক্লী) নাড়ীচ ডস্য-রত্বম্। শাকবিশেষ। নালিতাশাক, এই শাক দুই প্রকার, তিক্ত ও মধুর। তিক্তের গুণ—রক্ত পিত্ত, ক্রিমি ও কুষ্ঠনাশক। মধুরের গুণ—পিচ্ছিল, শীতল, বিষ্টম্ভী ও কফবাতকর। (রাজব°)

নারীতরঙ্গক (পুং) নারীং তরঙ্গয়তি চঞ্চলচিত্তাং করোতি, তরঙ্গ ক্রুতৌ ণিচ্-ণ্বুল্। নারীচিত্তচঞ্চলকারক, জার, যিড়্গা।

নারীতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। এই তীর্থ অতিশয় পবিত্র।

এখানে বিপ্রশাপে ৫ জন অপ্সরা জলজন্তু হইয়াছিল, অর্জ্জুন ইহাদিগকে শাপ হইতে মোচন করিলে ইহা নারীতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। (ভারত ১।২২৬-২৭)

নারীদূষণ (ক্লী) নারীণাং দূষণং ৬তৎ। নারীদিগের দোষভেদ। নারীদিগের পক্ষে ৫টী কার্য্য অতি দূষণীয়।

"পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনং।
স্বপ্নোঽন্যগৃহবাসশ্চ নারীণাং দূষণানি ষট্॥" (মনু)

সুরাপান, দুর্জ্জনসংসর্গ, পতিবিরহ, ভ্রমণ, পরগৃহে নিদ্রা ও বাস দূষণীয়।

নারীময় (ত্রি) নারী স্বরূপে ময়ট্। নারী স্বরূপ, নারী।

"যদাসীদজ্ঞানং স্মরতিমিরসঞ্চারজনিতং।
তদা সর্ব্বং নারীময়মিদমশেষং জগদভূৎ॥"
(ভর্তৃহরি ১।৯৮)

নারীমুখ (পুং) নাড়ীমুখং প্রধানং যত্র, ডস্য রত্বম্। বৃহৎসংহিতা-মতে—কূর্ম্মবিভাগের নৈঋর্তদিকে অবস্থিত দেশভেদ।
(বৃহৎস° ১৪।১৭)

নারীযান (ক্লী) নারীণাং যানম্। নারীদিগের যান, অশ্ব প্রভৃতি।

"স্ত্রীধনানি তু যেমোহাদুপজীবন্তি বান্ধবাঃ।
নারীযানানি বস্ত্রং বা তেপাপাযান্ত্যধোগতিম্॥" (মনু ৩।৫২)

নারীষ্ট (ত্রি) নারীণাং ইষ্টঃ প্রিয়ঃ। ১ নারীদিগের প্রিয়, অভিলষিত। (স্ত্রী) ২ মল্লিকা। (রাজনি°)

নারীষ্ঠ (ত্রি) নার্য্যাং তদানুকূল্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক, ষত্বম্। গন্ধর্ব্বভেদ।

"গন্ধর্ব্বাভ্যাং নারীষ্ঠাভ্যাং মহা হাহাহুহুভ্যাং স্বাহা।"
(শাংখায়নশ্রৌ° ৪।১০।৭)

নারুকোট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুজরাতের পাঁচমহাল জেলার অধীন একটী দেশীয় রাজ্য। ইহার পরিমাণ ১৪৩ বর্গ-

মাইল। এখানে কোলি ও নায়কড়া নামক দুইজাতীয় লোক বাস করে। এখানকার রাজবংশ কোলি-জাতীয়। নায়কড়াগণ ভীলদিগের সহিত একযোগে অনেকবার বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু এখন তাহারা শান্তস্বভাব হইয়াছে। এই দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ও নিবিড় অরণ্যে পরিবেষ্টিত। এখানে পুষ্করিণী ও কূপ মধ্যে সুস্বাদু জল এবং খনি মধ্যে অল্প পরিমাণে সীসা পাওয়া যায়। জমি বেশ উর্ব্বরা, উহাতে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয়। নায়কড়া ও কোলিরা পূর্ব্বে কাঠুরিয়ার কাজ করিত। এখন ইহারা রীতিমত চাষবাস আরম্ভ করিয়াছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহারা দস্যুতা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এই রাজ্য প্রথমে গাইকবাড়ের হস্তগত থাকে, কিন্তু ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রজাবিদ্রোহ হওয়ায় গাইকবাড় ইংরাজের সাহায্য গ্রহণ করেন ও রাজ্যের অর্দ্ধেক রাজস্ব ইংরাজ গবর্মেণ্টকে অর্পণ করেন। তদবধি এই রাজ্য ইংরাজের কর্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। ১৮৫৮ ও ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে এখানে পুনরায় প্রজা-বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং নায়কড়াগণ রাজ্যস্থাপনের চেষ্টা করে। জম্বুঘোরা এই রাজ্যের মধ্যে একটী প্রধান স্থান। এখানকার অধিপতি বা সর্দ্দার ঝোতবর নামক পল্লীতে বাস করেন। এই রাজ্য বৃটীশ গবর্মেণ্ট দ্বারা শাসিত। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের চুক্তিপত্র দ্বারা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ কর স্বরূপ উক্ত সর্দ্দার বা শাসনকর্ত্তাকে অর্পণ করা হয়। এখানে একটী ঔষধালয় ও একটী দেশীয় বিদ্যালয় আছে।

নারুন্তুদ (ত্রি) ন অরুন্তুদঃ। অনাহত, যাহার শরীরে কোন প্রকার আঘাত লাগে নাই।

নারেয় (পুং) সত্রাজিৎপুত্র ভঙ্গকারের পুত্রভেদ। (হরিব° ৩৯ অ°)

নারেস, আধুনিক রাগবিশেষ। এই রাগ বেলাবেলী ও কানড়া-যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্না°)

নারৈণা, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী একটী নগর। জয়পুরের ৪০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে কতকগুলি সুন্দর মন্দির আছে। দাদুপন্থীদিগের প্রধান স্থান বলিয়া বিখ্যাত। জয়পুর রাজ্যের পদাতিক সৈন্যগণ এখানকার দাদুপন্থী হইতে উৎপন্ন এবং তাহারা 'নাগা' নামে খ্যাত। তাহারা একমাত্র ঈশ্বর উপাসনা করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহকালে তাহারা গবর্মেণ্টের অনেক সাহায্য করিয়াছিল।

নারোজী দাদাভাই, ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে পারসিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি শৈশব হইতেই অতি বুদ্ধিমান্ ও চতুর ছিলেন। এই জন্য তাঁহার খুল্লতাত ও মাতা তাঁহার শিক্ষার প্রতি আদৌ অযত্ন করেন নাই। বিদ্যাশিক্ষার্থ তিনি প্রথমে এল্‌ফিনিষ্টোন-কলেজে প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি স্বীয় অধ্যবসায় ও বুদ্ধিগুণে সত্বরই শিক্ষকদিগের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

এই কলেজেই তাঁহার বিদ্যাভ্যাস শেষ হয়। তৎপরে আইন অভ্যাস জন্য তাঁহার বিলাত যাওয়ার কথা হয়, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ তাহা ঘটে নাই। তখন তিনি একটী স্কুলে সহকারী প্রথম শিক্ষক নিযুক্ত হন। তাহার অল্পদিন পরে তিনি এল্‌ফিনিষ্টোন-কলেজে অঙ্ক ও দর্শনশাস্ত্রের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। দাদাভাই শিক্ষক নির্ব্বাচিত হইলেও, সকল সময় তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য ব্যয় না করিয়া, সাধারণের হিতকর প্রস্তাব উদ্ভাবন ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিতেন। বোম্বাই সহরে প্রথম যে সমস্ত বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, সে সমস্ত চিরকালই তাঁহার নিকট কৃত-জ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে। বালকদিগের সাহিত্য ও দর্শন-সভা তাঁহারই প্রযত্নে এত উন্নত হইয়াছে।

৪।৫ বৎসরকাল তিনি গুজরাতের "জ্ঞান-বিস্তারিণী-সভার" সভাপতি ছিলেন। তিনি গুজরাতের 'সমাচারদর্পণ' নামক দৈনিক সংবাদ পত্রে "সক্রেটিস ও ডাওজিনিসের কথোপথন" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিতেন। তৎপরে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে নিজে 'রস্ত গোফতর' নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন ও পারসীদিগের মধ্যে তিনিই "একেশ্বর উপাসকদিগের পথপ্রদর্শক" নামক একটী নূতন পারসীসভার প্রথম সম্পাদক হন। এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি সভার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে সফল করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বকালীন অবস্থার বিষয় লিখেন ও তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ব্যবসা উপলক্ষে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে নারোজী প্রথম ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। ব্যবসায়ে বিশেষ অনুরাগবশতঃ ইংলণ্ডে যাত্রা করুন বা না করুন, ইংলণ্ডের সহিত ভারতের সম্বন্ধ নৈকট্য করিতে চেষ্টা করাই যে তাঁহার ইংলণ্ডযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পর তিনি নিতান্ত আবশ্যক ভিন্ন আর স্বদেশে আসেন নাই।

ইংলণ্ডে যাইয়া ভারতের তত্ত্বান্বেষণ সম্বন্ধে এবং ভারতের সংবাদপত্রের প্রতি ইংরাজদিগের মনাকর্ষণের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতে থাকেন। তিনি বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানের বন্ধুবান্ধবের পুত্রদিগকে বিলাত পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া অনেককে বিলাত লইয়া গিয়াছেন ও অভিভাবকরূপে তাহা-দিগের সাহায্য ও পরিদর্শন প্রভৃতি করিয়াছেন। তিনি অতি সত্যবাদী। তাঁহার একটী বন্ধুকে ঋণদায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার ৩ লক্ষ টাকা লোকসান হয় ও বোম্বাই সহরে

তাঁহার যে দোকান ছিল তাহা উঠিয়া যায়। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই প্রত্যাগত হইলে, বোম্বাইয়ের সভ্য তাঁহাকে একটী অভিনন্দনপত্র, মুদ্রাপরিপূর্ণ একটী থলি ও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি উপহার দেন। সেই অর্থে তিনি পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটীর সংস্কার সম্বন্ধে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বরোদার দেওয়ান নিযুক্ত হন। একবৎসর পরেই তিনি ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ের মিউনিসিপালিটীর সভ্যপদে নির্ব্বাচিত হন। তাহার দশবর্ষ পরে বোম্বাই-আইন-প্রণয়ন-সভার সভ্য হইলেন। ইহার কিছু দিন পরে তিনি বিলাতে পার্লিয়ামেণ্ট-সভার সভ্য হইবার বাসনায় ইংলণ্ড যাত্রা করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ফিন্সবারির হলবরন্ বিভাগের জন্ত যে দরখাস্ত করেন, উহা পার্লিয়ামেণ্টের উদার-নৈতিক মেম্বরগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনিই ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম পার্লিয়ামেণ্টে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। তাঁহার দুই বর্ষ পরে তিনি ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির সভাপতি হইয়া ভারতে আগমন করেন। ভারতবাসী অতি সম্মানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় উদ্যমশীল ও স্বদেশবৎসল।

নারোজী পণ্ডিত, বিশ্বনাথ পণ্ডিতের পুত্র। ইহার রচিত লক্ষণরত্নমালিকা নামে ধর্ম্মশাস্ত্র, লক্ষণশতক কাব্য ও সুক্তি-মালিকা নামে সংস্কৃত কবিতাসংগ্রহ পাওয়া যায়।

নারোবার (নরবার)—মধ্যভারতে গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ৩৯′ ২″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৬′ ৫৭″ পূঃ। সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে, গোয়ালিয়রের ৪৪ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন নগর। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে নরবারের কচ্ছবহেরা চিতোর রক্ষার্থে গমন করে, এইরূপ শুনা যায়। এখানকার দুর্গ দুর্ভেদ্য ও সুদৃশ্য। ফেরিস্তার মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। অল্প দিন পরেই নাশিরউদ্দীন্ ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া লয়েন। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ইহা দিল্লীর সম্রাট্ সিকন্দরলোদীর হস্তগত হয় বটে, কিন্তু অল্প কাল পরেই আবার হিন্দুদিগের শাসনাধীন হয়। গত শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রীয়েরা নরবার অধিকার করে এবং ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে আলাহাবাদের সন্ধি দ্বারা ইহা দৌলতরাও সিন্দিয়ার কর্ত্তৃত্বাধীনে আইসে। ইহার নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে চুম্বকের আকর আছে।

নারোবাল, পঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার অন্তর্গত একটী নগর। শিয়ালকোট নগর হইতে ১৭ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৬′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ৫৫′ পূঃ। এই নগরে প্রায় ৫ হাজার লোকের বাস। এখানে অনেক পাকা বাড়ী ও ভাল পথ ঘাট আছে। চামড়ার ব্যবসার জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ। এখানে অতি উৎকৃষ্ট ঘোড়ার সাজ ও জুতা প্রস্তুত হয়। এখানে ডাকঘর, গবর্মেণ্ট স্কুল, থানা, মুন্সেফি আদালত ও শরাই আছে।

নার্ত্তিক (ত্রি) নর্ত্ত ছেদাদিত্বাৎ ঠঞ্। অতীক্ষনর্ত্তনার্হ, অতিশয় নর্ত্তনযোগ্য। (পা ৫।১।৬৪)

নার্পত্য (ত্রি) রাজসম্বন্ধীয়। (পা ৮।৩।১৫)

নার্মত (পুং) পিতৃসম্বন্ধীয়, পূর্ব্ব পুরুষের নাম হইতে উৎপন্ন। (পা ৮।২।৯)

নার্ম্মদ (পুং) নর্ম্মদাসম্ভব বাণলিঙ্গ ভেদ। যে সকল বাণলিঙ্গ নর্ম্মদা নদীতে পাওয়া যায়।

"প্রশস্তং নার্ম্মদং লিঙ্গং পক্বজম্বুফলাকৃতি।
মধুবর্ণং তথা শুক্লং নীলং মরকতপ্রভম্॥
হংসডিম্বাকৃতি পুনঃ স্থাপনায়াং প্রশস্যতে।
স্বয়ং সংস্রবতে লিঙ্গং গিরিতো নর্ম্মদাজলে॥" (হেমাদ্রি°)

যে বাণলিঙ্গের আকার পক্ব জম্বুফলের ন্যায়, তাহাই প্রশস্ত। [নর্ম্মদাসম্ভব ও বাণলিঙ্গ দেখ।]

(ত্রি) ২ নর্ম্মদাসম্ভবমাত্র। ৩ নর্ম্মদাপ্রবাহিত জনপদের রাজা। (হরিব°)

নার্ম্মর (পুং) অসুরভেদ। ইন্দ্র এই অসুরকে হনন করেন।

"যো নার্ম্মরং সহবসুং নিহন্তবে" (ঋক্ ২।১৩।৮)

'নৃন্ মনুষ্যান্মারয়তীতি নৃমরঃ কাশ্চিদসুরঃ, তস্যাপত্যং নার্ম্মরঃ।' (সায়ণ)

নার্ম্মিন্ (ত্রি) নর্ম্মযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"আ যঃ পুরং নার্ম্মিণীমদীদেৎ" (ঋক্ ১।১৪৯।৩)

'যোঽগ্নির্নার্ম্মিণীং নর্ম্মবতীং' (সায়ণ)

নার্মেধ (ক্লী) সামভেদ।

নার্য্য (পুং) ১ নরহিতকারীর পুত্র। "আ নার্য্যস্য দক্ষিণা-ব্যশ্বা" (ঋক্ ৮।২৪।২৯)

'নার্য্যস্য নরহিতো নর্য্যঃ, তস্যাপত্যং নার্য্যঃ' (সায়ণ)

২ নরহিতসম্বন্ধীয় যজ্ঞ। (নিঘণ্টু)

নার্য্যঙ্গ (পুং) নারীণামঙ্গমিব শোভনং অঙ্গং যস্য। ১ নাগরঙ্গ, নারঙ্গ নেবু। (শব্দরত্না°) (ক্লী) ২ নারীর অঙ্গ।

নার্য্যতিক্ত (পুং) কিরাততিক্ত। (নৈঘণ্টুপ্রকা°)

ইহা মনুষ্যাদিগের হিতকর ও তিক্ত বলিয়া ইহার নাম নার্য্যতিক্ত হইয়াছে।

নার্ষদ (পুং) নৃষদস্যাপত্যং অণ্। নৃষদ ঋষির পুত্র।

"কৃতং বাং যন্নার্ষদায় শ্রবো" (ঋক্ ১।১১৭।৮)

'নার্ষদায় নৃষদপুত্রায় বধিরায়র্ষয়ে' (সায়ণ)

নার্য্যর (অর্থাৎ নারীসম্বন্ধীয়, অপভ্রংশে নায়র) মলবার ও তিরুবাঙ্কোড়দেশবাসী প্রসিদ্ধ জাতি। কেহ ইহাদিগকে শূদ্র, আবার কেহ ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

তিরুবাঙ্কোড়ের রাজা এই জাতিভুক্ত হওয়ায় গতবারের আদমসুমারীতে এই জাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ক্ষত্রিয় বলিবার কারণও আছে। এখন অনেকে নম্বুত্তিরী ব্রাহ্মণগণের দাসত্ব স্বীকার করিলেও পূর্ব্বে ইহারা সকলেই প্রায় সেনাবিভাগে কার্য্য করিত। ইহাদের এক এক দাদ বা দলে ৬০০ নায়র সেনা থাকিত। এখনও তিরুবাঙ্কোড়ে শান্তিরক্ষার জন্য নায়র-সৈন্য নিযুক্ত আছে।

ইহাদের মধ্যে ১৮টী শাখা আছে,—১ নার্য্যর বা নায়ক, ২ মেলবন, ৩ মেনোক, ৪ মুপ্পিল, ৫ পড়নায়ক বা পট্টনায়ক, ৬ কুরূপ-নার্য্যর (দুর্গরক্ষক), ৭ কৈমল, ৮ পনিকর, ৯ কিরীয়ক্ক, ১০ মুত্তুর, ১১ বরে নার্যর, ১২ কেদাবু, ১৩ কর্ত্তাবু, ১৪ ইবাদি, ১৫ নিগুনগাদি, ১৬ কয়াডে, ১৭ মন্নডিয়ার ও ১৮ মনবালম্। উহাদের মধ্যে আবার ব্যবসাভেদে কএকটী শ্রেণী হইয়াছে। যথা—১ পরিয়পেণ্ডবর (ইহারা পুরুষানুক্রমে নম্বুরীর দাসত্ব করেন, ইহারা শূদ্র বলিয়া গণ্য), ২ চর্ণাবর (রাজার দেহরক্ষক), ৩ পল্লিচান (অর্থাৎ নম্বুরীর শিবিকাবাহক), ৪ অত্তিকুরিটি (নম্বুরীর দাহকার্য্যে সাহায্যকারী), ৫ বট্টকটেন (মন্দিরাদির তৈলপ্রস্তুতকারী), ৬ অস্তরণ (খোলা ও টালি প্রস্তুতকারী), ৭ উরলি (সামরীরাজের দাস), ৮ বেলুথিদেন (রজকের কর্ম্মকারী) ও ৯ বেলক্কথলবেন (নাপিতের কার্য্যাবলম্বী)।

এই জাতির নারীই সর্ব্বে সর্ব্বা, এই জন্যই বোধ হয় ইহাদের নাম নার্য্যর বা নায়র হইয়াছে। লজ্জা হিন্দুরমণীগণের হৃদয়-ভূষণ, কিন্তু সে লজ্জা এই নায়র-রমণীর আছে কি না জানিনা। সকল সভ্যজাতির মধ্যে যাহাতে অবগুণ্ঠন প্রয়োজন হইয়া থাকে, এই নায়র-সীমন্তিনীগণ প্রকৃত সভ্য হইলেও সে স্থলে লজ্জা বোধ করে না। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় রাজা, রাজপুরুষ অথবা কোন কোন গণ্য মান্য ব্যক্তি ইহাদের নিকটবর্ত্তী হইলে, ইহারা অসঙ্কোচে অনাবৃতবক্ষে পীনপয়োধর উন্মুক্ত করিয়া অভ্যাগতের সম্মুখীন হইবে। ইহাই সভ্যতার অঙ্গ! গৃহে অতিথি আসিলেও এই দৃশ্য! বিদেশী দেখিলে হয়ত বারাঙ্গণা বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু ইহাই ইহাদের সনাতন ধর্ম্ম।

পুষ্পোদ্গমের পূর্ব্বে নায়রকন্যার তালিবন্ধন বা 'কেত্তু-কল্যানম্' সংস্কার হইয়া থাকে। এ সময় বাটীর সম্মুখস্থ আটচালা এদেশের বিবাহের আসরের মত ভাল করিয়া সাজায়। শুভদিনে বন্ধুবান্ধবগণ আমন্ত্রিত হইয়া আসেন। গৃহস্বামিনী সকলকে আহ্বান করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান ও ব্রাহ্মণদিগকে কিছু কিছু দান করেন। যে যেমন সে সেইরূপ অর্থ ব্যয় করে। অধিকাংশস্থলে চারিদিন সমারোহ থাকে ও রীতিমত ভোজ চলে। এই সমারোহ কেবল একটী কন্যার জন্য নহে। তারবদে* অর্থাৎ সেই গৃহস্বামিনীর অধীনে যত কন্যা থাকে, এককালে সকলেরই তালিবন্ধন সম্পন্ন হয়। একজন ব্রাহ্মণ-বালক বর সাজিয়া আসে। এই বরকে 'মনবল্লন' বা 'মন্লন্' বলে।

লগ্ন স্থির হইলে, নারীগণ 'অষ্টমাঙ্গল্যম্' নামে আটটী তুক্ করে। মনবল্লন মনোমোহনবেশে আসরে উপস্থিত হয়, সমাগত রমণীগণ 'আহা' 'আহা' করিয়া জয়ধ্বনি করে। কন্যাগণের ভ্রাতৃগণ ভগিনীকে আনিয়া মনবল্লনের পার্শ্বে বসাইয়া দেয়। জ্যোতিষীও এ সময় উপস্থিত থাকেন। তিনি শুভ লগ্ন নির্দ্দেশ করিয়া দিলে মনবল্লন কন্যার কণ্ঠে তালিবন্ধন করিয়া দেয়। সকলে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে থাকে। সেদিন হইতে তিনদিন আমোদ প্রমোদ ও ভোজ হয়।

চতুর্থ দিবস বর বিদায়ের দিন। বর সকলের সম্মুখে সাধের বিবাহবেশ ছিঁড়িয়া বিবাহবন্ধন হইতে মুক্ত হন। বিবাহের মূল্যস্বরূপ কিছু নগদ উপহারাদি লইয়া ব্রাহ্মণবালক স্বস্থানে প্রস্থান করেন। এইরূপে 'কেত্তুকল্যাণম্' ব্যাপার শেষ হয়। সেদিন হইতে সে ব্রাহ্মণের সহিত আর কন্যার কোন সম্বন্ধ থাকে না। কন্যাকে পত্নী বলিবার পক্ষেও ব্রাহ্মণের কোন দাবী দাওয়া নাই।

কন্যা যৌবনে পদার্পণ করিলে একটী 'গুণদোষকারন' খুঁজিয়া লয়। ইহাতেও গৃহস্বামিনীর মত চাই। গৃহস্বামিনীও আপনার ভ্রাতার সহিত পরামর্শ করিয়া কোন নম্বুত্তিরী ভট্টর অথবা সদ্বংশজাত কোন নায়র যুবার সহিত সম্বন্ধ স্থির করিয়া গণককে ডাকিয়া বস্ত্রদানের একটা শুভদিন স্থির করিয়া লন। এইরূপ সম্বন্ধকে 'গুণদোষকারণ' কহে। নির্ব্বাচিত ব্যক্তি বস্ত্র ও মাথিবার তৈল দিতে স্বীকৃত হইলে গণক শুভদিন স্থির করে। এই দিন যুবতীর বন্ধুবান্ধব মিলিত হয়। বেশ আমোদ প্রমোদ চলে। যুবক দেয় বস্ত্র লইয়া নটবরবেশে উপস্থিত হয়, গৃহস্বামিনী পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করে। তখন নটবর আত্মীয়স্বজনের সাক্ষাতে গৃহ-স্বামিনীর হাতে কাপড় রাখিয়া দেয়। গিন্নী সেখানি আনিয়া যুবতীর হাতে দিলে ও যুবতী তাহা গ্রহণ করিলে সম্বন্ধ দৃঢ় হয়। তখন আত্মীয় কুটুম্বগণ 'আহা' 'আহা' শব্দে সম্মতি প্রদান করে। তৎপরে যুবক যুবতী নির্দ্দিষ্ট শয়নকক্ষে গিয়া

* সম্পর্কীয় বালকবালিকাগণের সাধারণ আবাসের নাম তারবদ।

নিশি যাপন করে। তথায় গান্ধর্ব্ববিবাহ সম্পন্ন হয়। তাহার পরে যতদিন প্রণয় ও ভালবাসা থাকে, উভয়ে রাত্রিকালে দেখা সাক্ষাৎ করে। যুবকও অঙ্গীকৃত বস্ত্র ও তৈল যোগাইয়া থাকে। যুবকের সঙ্গতি থাকিলে যুবতীকে অলঙ্কারাদি প্রদান করে। কিন্তু সে-সমস্তই স্ত্রীধন বলিয়া গণ্য, তাহাতে আর যুবকের বা তৎপুত্রের কোন অধিকার থাকে না, যুবতীর মৃত্যুর পর তাহার স্ত্রীধন তারবদের সম্পত্তি হয়। উভয়ের মনোমালিন্য ঘটিলে সহজেই সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। যুবতী যুবাপ্রদত্ত বস্ত্র ফিরাইয়া দিলে আর উভয়ে কোন সম্বন্ধ থাকে না। তখন উভয়েই আবার সম্বন্ধ করিতে পারে। তবে যুবতী এক সময়ে একটীর অধিক 'গুণদোষকারণ' করিতে পারে না। ইহাদের চরিত্রে একটী মহৎগুণ এই, একের সহিত সম্বন্ধ থাকিলে আর কখন অপরের সহিত ব্যভিচার করে না। এরূপ স্থলে ব্যভিচার প্রকাশ পাইলে তাহার রীতিমত শাস্তি হইয়া থাকে।

কিছুকাল পূর্ব্বে কাহারও একাধিক 'গুণদোষকারণ'সম্বন্ধ থাকিত এবং যুবকগণ পর্য্যায়ক্রমে যুবতীর সহিত সহবাস করিত। তাহারা পঞ্চপাণ্ডবের মত নিয়মে বদ্ধ হইত। যখন কোন যুবক যুবতীর নিকট থাকিত, তৎকালে যুবতীর গৃহদ্বারে ব্রাহ্মণ হইলে দণ্ড ও স্বজাতি হইলে অস্ত্র রাখিত। তাহা দেখিয়া অপরে সেদিকে যাইত না। যুবতীও নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গুণদোষকারী ভিন্ন অপরের সহিত ভুলেও কথা কহিত না। যে হিসাবে দ্রৌপদী সতী, সেই হিসাবে নায়ররমণীদিগকে সতী বলিতে বাধা নাই। যুবতী যাহার সংসর্গে গর্ভবতী হয়, তাহাকেই সন্তানের পিতা বলিয়া ধরে। ঔরসজাত সন্তান পিতার পিণ্ড দিবার অথবা পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হয় না। যাহার ঔরসে জন্ম, সেই পিতার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না। তাহারা 'তারবদ' ধনে প্রতিপালিত ও মাতুলের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদির অধিকারী হইয়া থাকে।

আরও বলিয়া রাখি, নায়র-যুবতীরা কখন শ্বশুর ঘর করে না, অথবা স্বামীর সহিত তাহার বিশেষ কোন সংস্রব থাকে না। তাহারা আজীবন মাতৃগৃহেই অবস্থান করে। তাহাদের গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সে মাতুলের উত্তরাধিকারী। বাস্তবিক নায়রদিগের মধ্যে ভাগিনেয় বা ভাগিনেয়ী না থাকিলে উত্তরাধিকারিবিহীন হইয়া থাকে। তাই পোষ্যপুত্রের ন্যায়, ইহারা পোষ্যভগিনী গ্রহণ করে ও তদ্গর্ভজাত পুত্রকে উত্তরাধিকারী করিয়া যায়। কাজেই নায়র-সন্তানেরা কেহই পিতার বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান নহে, আপনাপন মাতুলের উত্তরাধিকারী মাত্র।

পুত্রই হউক বা কন্যাই হউক, সকলেই গৃহস্বামিনীর অধীন ও সকলেই তারবদধনে লালিত পালিত হইয়া থাকে। পুত্র বয়োবৃদ্ধ হইলে মাতুলের উত্তরাধিকারসূত্রে যাহা কিছু পায় ও নিজে যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাই তাহার নিজস্ব, অপর ধনে তাহার অধিকার নাই। কন্যাগণের সম্পত্তিও তাহার অবিদ্যমানে তারবদের অধীন হয়। গৃহের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ থাকে, সেই সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করে, সে কার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ গণ্য, তাহার স্বাক্ষরে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু তাঁহার সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা নাই।

ইহাদের মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও ইহাদের মধ্যে গৃহবিবাদ, ভ্রূণহত্যাদি পাপকার্য্য কখন শুনা যায় না। যুবতীগণ স্ব স্ব গৃহে বেশ সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করে।

নায়রেরা বলিয়া থাকে, পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিলে ক্ষত্রিয়রমণীগণ ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিয়া সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। মলবার পরশুরাম ক্ষেত্র বলিয়া এখানকার নায়র বা ক্ষত্রিয়কুলে আজও সেই প্রথা চলিতেছে।

এখন এই জাতি ইংরাজী শিক্ষায় সুশিক্ষিত হইয়া নানা স্থানে যাতায়াত করিতেছেন, সুতরাং যুবতীগণ আপন 'তারবদ' কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া গুণদোষকারীর অনুসরণ করে। কিন্তু এরূপ বেশী নয়। কারণ ইহাদের মধ্যে নিয়ম আছে, কোন যুবতী দক্ষিণ মলবারের সীমা 'কোরপুজা' নদের পরপারে যাইতে পারিবে না। সুতরাং তাহার গুণদোষকারী উক্ত নদের পরপারে গেলে, তাহার আর যাওয়া ঘটে না।

সন্তান প্রসূত হইলে তাহার মাতুলই জাতকর্ম্মাদি সম্পন্ন করে। নামকরণাদি তারবদের রমণীগণ দ্বারাই হয়। ইহাদের বালকেরা দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিলে কোথাও কোথাও তাহার ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার হয়। এই সময় পূর্ব্বকালে সকলেই অস্ত্রধারণ করিত। এখন অনেকে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করায় আর সকলে অস্ত্র লয় না। যে তারবদের পুরুষগণ বরাবর সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদেরই ভাগিনেয়গণ এইরূপ প্রথা পালন করে।

নায়রসেনা মহাবীর বলিয়া গণ্য। দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস-লেখক কর্ণেল উইল্‌কস্ লিখিয়াছেন,—"the Nairs, or military class, are perhaps not exceeded by any nation on earth in a high spirit of independence and military honour"*

ইহারা বীর হইলেও নিরীহ নীচজাতির উপর অস্ত্র চালাইতে কাতর হয় না। ইহাই নায়রজীবনের প্রধান দোষ। রাস্তায়

* Wilks' Historical Account of India, Vol. I. p. 470.

কোন অস্ত্রধারী নায়র যাইতেছে, এমন সময় পথে ভ্রমক্রমে যদি কোন তিয়র বা মক্‌ড়িয়া তাহাকে ছুঁইয়া ফেলে, তাহা হইলে সেই হতভাগ্যের হয়ত অনেক সময় মাথা থাকে না। নীচশূদ্রগণ এইরূপ নায়র দেখিয়া বহুদূরে সরিয়া না গেলে তাহারও নিস্তার নাই *। এখন বৃটীশ গবর্মেণ্টের সুশাসনে ও ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে নায়রদিগের উদ্ধত স্বভাব অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। উচ্চশ্রেণীর নায়রেরাও রীতিমত বিবাহ করিতে পায় না। ভিন্ন তারবদের নায়রীর সহিত সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। বহু শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে †।

যে সময় দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীতে ঘোর বিবাদ চলিতেছিল, তৎকালে এই নায়রসৈন্যদিগের বীরত্বে য়ুরোপীয়গণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন ‡। হায়দরআলী ইহাদিগকে অনেকবার দমন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই।

ইহাদের বেশভূষার তেমন আড়ম্বর নাই। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই নম্বুরীদিগের মত অন্তর্বহির্বাস ব্যবহার করে। রমণীরা গায়ে কখন ঢাকা দেয় না। তবে এখন ইংরাজীশিক্ষার গুণে কেহ কেহ পথে বাহির হইলে একখান রুমাল দিয়া নিতম্ব ও বক্ষস্থল ঢাকিয়া রাখে। শৈশবে ইহারা কাণ বিঁধাইয়া খুব মোটা মোটা মাকড়ী পরিতে শেখে। কোন কোন রমণীর কাণে দেড় ইঞ্চি মোটা রিং দেখা গিয়াছে। স্বর্ণহার, বলয়, চুড়ি, অঙ্গুরীয়, সিঁথি ও কোমরবন্ধ ইহাদের প্রধান অলঙ্কার।

কেশের উপর ইহাদের বড়ই যত্ন। কাহারও কাহারও চুল হাঁটু পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। সেই কেশপাশ কবরীবদ্ধ হইলে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করে §। [চের শব্দে চিত্র দ্রষ্টব্য।]

নায়রেরা এখন ইংরাজী শিখিয়া কোট কামিজ ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। তথাপি কর্ণে ইয়ারিং ও কোমরবন্ধ কেহ ছাড়িতে পারে নাই। ইহারা পুরশ্চূড় অর্থাৎ সমস্ত মাথা কামাইয়া সম্মুখে শিখা রাখে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই বেশ শুদ্ধাচারে থাকে।

নাল (পুং) নলতীতি নল বন্ধে নল-ণ। (জ্বলিতিকসন্তেভ্যো ণ। পা ৩।১।১৪০) ১ উৎপলাদির দণ্ড, পদ্মের ডাঁটা। ২ কাণ্ড।

"কশ্চিৎ করাভ্যামুপগূঢ়নালমালোকপত্রাভিহতদ্বিরেফম্।"

(রঘু ৬।১৩)

(ক্লী) ৩ হরিতাল। ৪ লিঙ্গ। (পুং) নল-ঘঞ্। ৫ জলনির্গম, জলাদির প্রবাহ।

"যথা তোয়ার্থিনস্তোয়ং যন্ত্রনালাদিভিঃ শনৈঃ।" (মার্ক° পু° ৩।৪৩)

নাল, শুক্তিকর্ণামৃতধৃত একজন সংস্কৃত কবি।

নাল (আরবী) ঘোড়ার পায়ের লৌহ খুর, অশ্বদিগের পাদতলে যে লোহের পাটী দেওয়া হয়।

নাল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অধীন খান্দেশের অন্তর্গত একটী সামান্য ভীলরাজ্য। এখান হইতে গুঁড়িকাঠ আমদানী হয়।

নালকনাদ, কোড়গরাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। রাজা দদ্দবীর রাজেন্দ্রের সময়ে এই স্থান কোড়গের রাজধানী ছিল। কোড়গের বর্ত্তমান রাজধানীর ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

নালত্বাদ, (৪০টী উদ্যান) প্রাচীন নাম নীলবতীপত্তন। বিজাপুর জেলাস্থ মুদ্দেবিহাল নামক স্থানের ১৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে অবস্থিত একখানি বড় গ্রাম। এই স্থানে ৩টী ধর্ম্মমন্দির ও ৪ খানি খোদিত শিলাফলক আছে। ইহার একখানি শিলালিপি পশ্চিম-চালুক্যরাজ জগদেকমল্লের প্রদত্ত। থানাপুরের সঙ্গপ্প এবং বদিসাহেবের গোর এই স্থানেই আছে।

নালকাযিণা (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Smithia sensitiva)

নালকী (দেশজ) ১ ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Hibiscus cannabrinus.) ২ পাল্কীর সদৃশ একপ্রকার চৌকী।

নালন্দা, মগধের অন্তর্গত এক অতি প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্র। পাটনার ৩০ মাইল দক্ষিণে ও বড়গাঁও নামক স্থানের ২১ মাইল পশ্চিমে ফল্গুনদীতীরে অবস্থিত। কেহ কেহ কহেন যে, বর্ত্তমান বড়গাঁও উক্ত নালন্দার ধ্বংসাবশেষের উপর নির্ম্মিত হয়। কাহারও মতে নালন্দ বর্ত্তমান তেলাঢ়ার নামান্তর মাত্র।

ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পরিব্রাজকদিগের বিবরণীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধরাজ অশোক এই নালন্দায় একটী বৌদ্ধমঠ নির্ম্মাণ করেন। চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউয়েন্‌সিয়াং কহেন যে, শঙ্কর ও মুদ্গলগোমিন্ নামক দুইজন ব্রাহ্মণ, ঐ মঠ সুবিশাল আকারে পুনর্নির্ম্মাণ করেন। এখনও ঐ মন্দিরের দেওয়াল স্থানে স্থানে ৫০ ফিট্ উচ্চ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার অল্পদিন পরেই নাগার্জ্জুন এখানে শঙ্করের নিকট কিছুদিন বিদ্যাভ্যাস করেন। হিউয়েন্‌সিয়াংও ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে কিছুদিন এখানে প্রজ্ঞাভদ্র নামক এক বৌদ্ধ পুরোহিতের নিকট ধর্ম্মোপদেশ শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঐ সময় এই স্থান নালন্দা নামেই অভিহিত হইত। এখানকার মন্দিরের ন্যায় প্রকাণ্ড মঠ ভারতে আর কোথাও ছিল না, বহুকালাবধি ইহা বৌদ্ধদিগের একটী আদরের স্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। খৃষ্টের ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মযাজকেরা এখানে সমবেত হইয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানালোচনা করিতেন।

এখানে জ্ঞান ও ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য নিয়ত ১০০ শত

---

* Buchanan's Journey through Mysore &c., Vol. II. p. 44.

† Varthema, p. 141-142.

‡ Orme's Military transactions, Vol. I. p. 400.

§ "তেলঙ্গীনাং নিতম্বে সজলঘনকুচৌ কেরলীকেশপাশে" ইত্যাদি উদ্ভট শ্লোকের সার্থকতা আছে।

কতবিদ্য বৌদ্ধপণ্ডিত নিযুক্ত থাকিতেন। তদ্ভিন্ন প্রায় ১০ সহস্রাধিক যাজক ও শিষ্য এই স্থানে বাস করিতেন। যে সময় বুদ্ধপক্ষ নামক রাজা বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন, সেই সময় দৈবাৎ আগুন লাগিয়া, এই নালন্দার বহুসংখ্যক জ্ঞানগর্ভ বৌদ্ধপুস্তক ভস্মীভূত হয়।

নালন্দায় (স্ত্রী) বৌদ্ধদিগের সঙ্ঘারাম।

নালপড়া (দেশজ) লালাস্রাব।

নালবন্দ (পারসী) যাহারা ঘোড়ার খুরে নাল বাঁধে।

নালবন্দ, জাতিবিশেষ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অনেক স্থানে ইহাদের বাস আছে। প্রবাদ যে, তাহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে দিল্লীশ্বর অরঙ্গজেব তাহাদিগকে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহারা আপনাদিগকে সেখ বলিয়া অভিহিত করে।

ইহারা পরস্পরের মধ্যে হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য লোকের সহিত মহারাষ্ট্রীয় বা কণাড়ী ভাষায় কথা কয়। ইহারা দীর্ঘকায়, বলবান্ এবং কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের স্ত্রীপুরুষ উভয়েই হিন্দুদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে। ইহারা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নতায় অত্যন্ত পক্ষপাতী। নালবন্দীরা পরিশ্রমী, কিন্তু সাতিশয় মদিরা ও গঞ্জিকাপ্রিয়। ঘোড়া এবং গোরুর পায়ে লোহার খুর লাগানই ইহাদের উপজীবিকা।

ইহারা ইহাদের স্বশ্রেণী অথবা সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করে। কাজীকে ইহারা সমধিক মান্য করিয়া থাকে এবং তাঁহাদ্বারা আপনাদিগের বিবাদ বিসম্বাদ মীমাংসা করিয়া লয়। ইহারা সুন্নীমতাবলম্বী, কিন্তু ধর্ম্মে মতি গতি নাই। সাধারণতঃ ইহারা নিতান্ত অশিক্ষিত। কেহই ইংরাজী শিক্ষা করে না।

নালবন্দী (পারসী) অশ্বের ক্ষুরবন্ধনকার্য্য।

নালবাঁধন (দেশজ) নাল বাঁধা।

নালম্বী (স্ত্রী) মহাদেবের বীণা। (হেমচ°)

নালবংশ (পুং) নালো বংশইব। নল, তৃণভেদ।

নালা (স্ত্রী) নল-ণ, ততষ্টাপ্। নাল, ডাঁটা। নল করণে ঘঞ্।
২ জলনির্গম মার্গ, জলপ্রণালী।

নালানিয়া (দেশজ) লালাযুক্ত।

নালায়েক (পারসী) অনুপযুক্ত।

নালি (স্ত্রী) নালয়তীতি নল-ণিচ্-ইন্। ১ নাড়ী, শিরা।
২ পদ্মাদির দণ্ড। ৩ শাকভেদ। (বিশ্বপকো°)

নালিক (পুং) নল এব নালস্তৃণবিশেষঃ, স ভোজ্যত্বেনাস্ত্যস্যেতি ঠন্। ১ মহিষ। (স্ত্রী) নালমস্ত্যস্যেতি। ২ পদ্ম। নালঃ কার্য্যসাধনত্বেনাস্ত্যস্যেতি ঠন্। অস্ত্রবিশেষ। ইহা বন্দুক জাতীয় এক প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র।

"অস্ত্রন্তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মান্ত্রিকং তথা।
যদা তু মান্ত্রিকং নাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ ॥" (শুক্রনীতি)

[ইহার বিশেষ বিবরণ নলিকা শব্দে দেখ।]

নালিকা (স্ত্রী) নালা এব, স্বার্থে কন্ টাপি অত ইত্বং। ১ নালা।
২ নালিতাশাক, পাটশাক।

"বাতলং নালিকাশাকং পিত্তঘ্নং মধুরঞ্চ তৎ।" (সুশ্রুত ১।৪৬)
৩ চর্ম্মকষা। (জটাধর) ৪ হস্তিকর্ণবেধনিকা। (হারা° ৩০)

"গজাঃ সকৃৎ করতললোলনালিকা
হতামুহুঃ প্রণদিত ঘণ্টমাষযুঃ ॥" (মাঘ ১৩।৩৫)

নালিকের (পুং) নারিকেল, লরয়োরৈক্যাৎ রস্য লঃ লস্য রশ্চ।
১ নারিকেল, এই শব্দের কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। [নারিকেল দেখ।]

২ কূর্ম্মবিভাগের অগ্নিকোণস্থিত দেশভেদ। (বৃহৎস° ১৪ অ°)

নালিকেল (নালিকের) কলিঙ্গের অন্তর্গত দন্তপুর নামক স্থানের একজন রাজা। ইনি ব্রাহ্মণ ঋষিদিগের অত্যন্ত পীড়ক ছিলেন।

নালিজঙ্ঘ (পুং) দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। (হারাবলী)

নালিতা (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত শাকভেদ। তিক্ত পাটশাক, চলিত নালতে। [নারীচ দেখ।]

'নালিতা পট্টশাকঞ্চ মিষ্টপত্রে তু নালিকা।' (শব্দমালা)

নালিফোঁড় (দেশজ) বস্ত্র বুনিবার সময় কাপড়ের সূত্র সরিয়া যাওয়ায় যে ফাঁক হয়।

নালিশ (পারসী) অভিযোগ।

নালিশকর্ত্তা (পারসী) অভিযোক্তা।

নালিশবন্দ (পারসী) ফরিয়াদী, বাদী।

নালিশী (পারসী) নালিশকার।

নালী (স্ত্রী) নালি বাহুলকাৎ ঙীষ্। ১ শাককড়ম্বক, চলিত ডাঁটা। ২ হস্তিকর্ণবেধনী। ৩ পদ্ম। ৪ ঘটী। ৫ নাড়ী, শিরা।

"রসবাহিনীশ্চ নালীর্জিহ্বামূলগলতালুক্লোম্নঃ।
সংশোধ্য নৃণাং দেহে কুরুতস্তৃষ্ণাং মহাবলাবেতৌ ॥"
(চরক চিকিৎসিতস্থা° ২৪ অ°)

নালীক (পুং) নাল্যা নলযন্ত্রাৎ কায়তি শব্দায়তে কৈ-ক। ১ শর।

"কর্ণিনালীকনারাচাংস্তৎসৃজন্তো মহারথাঃ।" (ভারত ৩।৩১০।১৭)

লঘুবাণের নাম নালীক, এই বাণ নলযন্ত্রে প্রেরিত হয়। পর্ব্বতের অত্যুচ্চ গহ্বরে এবং দুর্গযুদ্ধে এই বাণ প্রযোজ্য।

"নালীকা লঘবো বাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
অত্যুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু তে মতাঃ ॥" (শার্ঙ্গধর)

(স্ত্রী) ৩ শল্যাস্ত্র। ৪ অব্জখণ্ড, পদ্মসমূহ। (মেদিনী)
ন-অলীকমিতি। ৫ সত্য।

"নালীকাগ্রয়মেতদত্র বচনং বাণাশ্রয়ং কি বচঃ।"

(বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা ৪২)

৬ নারিকেলকমণ্ডলি।

নালীকিনী (স্ত্রী) নালীকমস্ত্যস্ত ইতি নালীক-ইনি, ঙীপ্। পদ্মসমূহ। (শব্দর°)

নালীঘটী (স্ত্রী) নাড্যা দণ্ডকালস্ত বোধনার্থা ঘটী ডস্ত ল। দণ্ডাদিজ্ঞাপক ঘটীভেদ। (শব্দার্থচিন্তা°)

নালীপ (পুং) কদম্বক। (নৈঘণ্টুপ্র°)

নালীব্রণ (পুং) নালীগতো ব্রণঃ। নাড়ীব্রণ। চলিত নালীঘা।

নালুক (ত্রি) ১ যাহার মুখে নাল পড়ে। ২ গন্ধভেদ। ৩ কৃশ, দুর্ব্বল।

নালুয়াচাঁদা (দেশজ) এক প্রকার ক্ষুদ্র মৎস্তবিশেষ।

নাল্য (ত্রি) নলস্তাদুরদেশাদি, সঙ্কাশাদিত্বাৎ ণ্য। নলের অদূর দেশ প্রভৃতি।

নাবা (স্ত্রী) ১ বাক্য। "ইন্দুং নাবাঃ অনূষত" (ঋক্ ৯।৪৫।৫) 'নাবা বাচোঽপ্যনূষত অস্তবন্' (সায়ণ)

নাবমিক (ত্রি) নবম-ঠঞ্। নবম সংখ্যাযুক্ত।

নাবযজ্ঞিক (পুং) নবযজ্ঞস্য তৎপ্রতিপাদকগ্রন্থস্য ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ ঠঞ্। ১ নবযজ্ঞপ্রতিপাদক গ্রন্থব্যাখ্যান গ্রন্থবিশেষ। নবযজ্ঞো বর্ত্ততেঽস্মিন্ কালে ঠঞ্। ২ নবযজ্ঞবিধানযোগ্য কাল।

নাবালক (দেশজ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

নাবিক (পুং) নাবা তরতীতি নৌ-ঠন্। নৌদ্ব্যচষ্ঠন্। কর্ণধার, নৌকাচালক, মাঝি, যে নৌকার হাল ধরে।

"মহাবাতসমুদ্ভূতামপরিক্ষিতনাবিকাম্।
অগ্ন্যনৌপ্রতিবদ্ধাং বানোপেয়াম্নাবমাতুরাম্॥" (কামন্দকী ৭।৩৩)

যাহারা দাঁড়, পাইল ইত্যাদি যন্ত্রের সাহায্যে নৌকাযোগে জলপথে যাতায়াত করিতে সক্ষম, তাহাদের সাধারণ নাম নাবিক। ইহাদিগকে বিশ্বাস করিতে নাই। নদী, খাল প্রভৃতি জলস্রোত দিয়া গমন করিতে হইলে দার্শনিক বিশেষ কোন যন্ত্রের আবশ্যক হয় না। সুতরাং ঐ গমনাগমনের বিশেষ কোন নিয়ম লিপিবদ্ধ করা অনাবশ্যক। কেবলমাত্র নাবিক বা মাঝির একটু দূরদর্শন ও বহুদর্শিতা থাকিলেই তাহারা সহজে এবং নির্ব্বিঘ্নে ঐ সমস্ত জলস্রোতে যাতায়াত করিতে পারে। কিন্তু সামুদ্রিক নাবিকগণের যথেষ্ট শিক্ষা, দক্ষতা ও বুদ্ধিশক্তির আবশ্যক। এজন্য সমুদ্রে গতিবিধির নিয়ম ও প্রণালী প্রভৃতি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবাসী ও ইজিপ্টবাসিদের প্রথম সমুদ্রে যাতায়াতের প্রমাণ পাওয়া যায়। মিসরবাসী অর্ণবপোতসাহায্যে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিত। পুরাকালীন সমুদ্রনাবিকদিগের মধ্যে ফিনিকীয়গণই বিশেষ প্রসিদ্ধ; তাহারা তাহাদের পরিচিত সকল জাতির মধ্যে সমুদ্রযানযোগে ব্যবসা করিত। তত্রত্য টায়র নামক বন্দরটী পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-বন্দর আখ্যা ধারণ করিয়াছিল। তাহারা লিবেনন্ হইতে গুঁড়িকাষ্ঠসমূহ সংগ্রহপূর্ব্বক কতকগুলি জাহাজ প্রস্তুত করে। এই জাহাজের সাহায্যে তাহারা বিদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতে সক্ষম হয়, এবং ঐ সমস্ত নবাধিকৃত স্থানও অচিরে নৌ-চালনা বিষয়ে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। ফিনিকীয়-উপনিবেশ মধ্যে কার্থেজ অতীব প্রসিদ্ধ। কার্থেজের অধিবাসিরা য়ুরোপ ও আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলস্থ যাবতীয় স্থানে এই সমস্ত জাহাজের সাহায্যে বাণিজ্য করিত। ইহাদের পরে গ্রীকেরা নৌ-চালন-কার্য্যে অগ্রসর হয়। তাহাদের আর্গো নামক জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক কল্‌চিস্ হইতে উৎকৃষ্ট শুভ্র মেষের লোম আনার কথা অনেকেই অবগত আছেন। গ্রীকদিগের পরে, রোমের অধিবাসিরা জাহাজনির্ম্মাণ ও জাহাজচালনবিদ্যা শিক্ষা করিয়া নিজ শৌর্য্যে কার্থেজের ধ্বংসসাধনপূর্ব্বক আলেকসান্দ্রিয়া নামক বন্দর সংস্থাপন করেন। ইহা একদা ধনগর্ব্বে ও বাণিজ্যবিষয়ক উন্নতিতে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। রোমের ধ্বংসের পর কিছুদিন য়ুরোপে নৌ-চালন-বিদ্যাশিক্ষা ও পরিচালন প্রভৃতির অধঃপতন হয়। তৎপরে জেনোয়াবাসিরা, কাহারও মতে ফরাসীরা পুনরায় ঐ বিষয়ে মনোযোগী হয়। তদনন্তর ভিনিসের অধিবাসিরা সমুদ্র-যানের উন্নতি চেষ্টায় মনোনিবেশ করে। এই সময়ে 'হেন্‌জেন্‌টিক্' লিগ্ নামক একদল বণিক বাণিজ্য জন্য ভারতবর্ষ ও আমেরিকার নানা স্থানে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং নাবিকদিগের নৌ-চালনের নানা নিয়ম লিপিবদ্ধ করে। উহা অদ্যাপি 'হেন্‌জেটিক্ লিগ্' নামে অভিহিত। ঐ সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত নাবিকবিদ্যা সম্বন্ধে যে উন্নতি সাধিত হইয়াছে, পর্য্যায়ক্রমে তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা নিতান্ত সহজ নহে। জাহাজ গঠনপ্রণালীর উন্নতি ও জাহাজ চালিত হইবার জন্য অভিনবপন্থা প্রণয়ন এবং নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার হওয়াতেই যে সমুদ্র যাতায়াতের জন্য নাবিকদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। পুরাকালে দাঁড়িরা জাহাজের পাটাতনের উপর বসিয়া দাঁড় চালনা করিত। কোন কোন জাহাজে ২।৩টী করিয়াও পাটাতন থাকিত। সুতরাং জাহাজের গতি মনুষ্যের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিত। এখন তৎপরিবর্ত্তে পাইলের সৃষ্টি হওয়ায়, দড়াদড়ির সাহায্যে পাইলযোগে যে দিক্ দিয়া বায়ু প্রবাহিত হয়, নাবিকগণ সে দিকেও সহজে গমনাগমন করিতে সমর্থ হইতেছে।

আবার তদনন্তর বাষ্পীয় কলের আবিষ্কার হওয়ায় দিন দিন সমুদ্রযাত্রার বিশেষ সুবিধা হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বকালে নাবিকদিগের জাহাজ পরিচালন করার কার্য্যগুলি বিশেষ অসুবিধাজনক ছিল। এখন একমাত্র দিগ্দর্শনযন্ত্রের আবিষ্কার হওয়ায় ঐ অসুবিধা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। পুরাকালীন নাবিকগণ, দিবাভাগে সূর্য্যোদয় হইলে এবং রাত্রিতে ধ্রুবতারা (North Star) উদিত হইলে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জাহাজ চালাইত। কুয়াশা বা মেঘজালে আকাশ আচ্ছন্ন থাকিলে, সেই সময় জাহাজ চালাইতে পারিত না। দিগ্দর্শনযন্ত্রের সৃষ্টি হওয়ায় এখন আর সূর্য্য বা অন্য গ্রহ উপগ্রহের আশায় জাহাজ বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। দিগ্দর্শনযন্ত্রের আবিষ্কার হইলেও উৎকৃষ্ট মানচিত্র অভাবে বহুদিন পর্য্যন্ত নৌ-যাত্রার বিশেষ কোনরূপ সুবিধা লক্ষিত হয় নাই। তৎকালীন মানচিত্র ভ্রমপরিপূর্ণ ছিল। পরে মারকেটর্-প্রণীত মানচিত্র প্রচলিত হইলে পুরাকালীন জাহাজ-পরিচালন-নিয়মাবলী ও যুক্তির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তৎপরে লগারিথমের তালিকা প্রস্তুত হওয়ায় জাহাজচালনোপযোগী সর্ব্বপ্রকার বড় বড় অঙ্ক কসিবার বিশেষ সুযোগ হইয়া উঠিয়াছে। সেক্‌সটাণ্ট, কোয়াড্রাণ্ট ও দিগ্দর্শন-সাহায্যে সূর্য্যের ও অন্যান্য গ্রহের উচ্চতা এবং চন্দ্র ও অন্যান্য উপগ্রহের পরস্পর দূরত্ব স্থির করা অনায়াসসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নাবিকের নিকট লগারিথম-তালিকা ও নৌ-পঞ্জিকা থাকে। এই সমস্ত যন্ত্রের ও মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে নাবিকগণ স্ব স্ব জাহাজের অক্ষ ও দ্রাঘিমান্তর স্থির করে ও জাহাজ হইতে দূরবীক্ষণ দ্বারা যে বন্দর বা অন্তরীপ দৃষ্ট হয়, তাহারও অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা স্ব স্ব মানচিত্র দেখিয়া ঠিক করিয়া এবং সমুদ্রের যে সমস্ত স্থানে পাহাড় প্রভৃতি মানচিত্রে অঙ্কিত আছে, সেই পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃশঙ্কচিত্তে নানাস্থানে গমনাগমন করিতে সমর্থ হইতেছে। তদ্ভিন্ন কতকগুলি নৈসর্গিক ব্যাপারের প্রতি নাবিকদিগের বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়। কারণ সামান্য সাহায্যই নাবিকদিগের বিশেষ কার্য্যকারী, নচেৎ সামান্য ভুল হইলেই জাহাজ মারা যাওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। স্রোতের বল, সমুদ্রের জলের রং (সমুদ্রতীরের নিকটস্থ জলের রং, গভীর জলের রং অপেক্ষা ভিন্ন), পক্ষীর গমনাগমন ইত্যাদির প্রতি তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য থাকে। ঝটিকা প্রভৃতি হয় কি না তাহা নির্দ্ধারণের জন্য নাবিকের নিকট সর্ব্বদাই ব্যারোমিটার থাকে। এই সমস্ত অত্যাবশ্যক যন্ত্রের সাহায্যে এক্ষণে সমুদ্রযাত্রা অতি সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবাসী পূর্ব্বকালে যে যাহাজে সমুদ্রযাত্রা করিত, তাহাকে 'যানপাত্র' বলিত। বৃহৎকথায় এই যানপাত্রের বিবরণ আছে। চীনেরাও যে জাহাজে সমুদ্রে যাইত, তাহারও নাম 'যানক' বা 'যাঙ্ক'।

নাবিকবিদ্যা (স্ত্রী) নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি পরিচালনী বিদ্যা। যাহারা সর্ব্বদা সমুদ্রপথে জাহাজ প্রভৃতি পরিচালন করে, তাহাদের এই বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হওয়া উচিত।

নাবিন্ (ত্রি) নৌরস্ত্যস্ত ব্রীহ্যাদিত্বাৎ পক্ষে ইনি। পোতাধ্যক্ষ, নাবিক, কর্ণধার।

নাবী (স্ত্রী) শ্রেণীবদ্ধ নৌকা, জাহাজ প্রভৃতি।

নাবোপজীবন (পুং) নাবা উপজীবনমস্য আর্ষে অলুক্ সমাস। নৌকাচালনোপজীবি জাতিভেদ, সঙ্করজাতি। মহাভারতে এই জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"নিষাদো মদ্গুরং সূতে দাসং নাবোপজীবনম্।"

(ভারত আনু° ৪৮ অ°)

নাবোপজীবিন্ (ত্রি) নাবা উপজীবতি উপ-জীব-ণিনি, অলুক সমা°। নৌকাচালনোপজীবি জাতিবিশেষ। যে জাতি নৌকাচালনা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

নাব্য (ত্রি) নাবা-তার্য্যং নৌ-যৎ (নৌবয়োধর্ম্মেতি। পা ৪।৪।৯১) ১ নৌকাগম্য দেশাদি, নৌকা ব্যতিরেকে যাহা পার হওয়া যায় না। নবস্য ভাবঃ ঘঞ্। ২ নূতনত্ব। ৩ তরুণাবস্থা।

নাব্যুদক (স্ত্রী) 'নাবিস্থিতমুদকম্,' নাবি অগ্নিহোত্রসমাপ্তিং যাবচ্ছদকম্। ১ নৌকাস্থিত জল। ২ অগ্নিহোত্রার্থ অগ্নিস্থাপনার্থ স্থাপিত জল। এই জল পান করিতে নাই।

নাশ (পুং) নশ-ভাবে ঘঞ্। ১ ধ্বংস, নিধন। ২ অদর্শন। ৩ পলায়ন। ৪ অনুপলম্ভ।

সাংখ্যকারগণ বস্তুর নাশ হয়, ইহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বলেন, কারণ লয়ের নাম নাশ, বস্তু কারণে লীন হইলে তাহাকে নাশ কহে। বস্তু কারণে লীন হইলে সূক্ষ্মতা হেতু তাহার উপলব্ধি হয় না। "নাশঃ কারণলয়ঃ" (সাংখ্যসূত্র।) কারণের সহিত নাশ অর্থাৎ একীভূত হওনের নাম আত্যন্তিক নাশ। কার্য্যকারণে লীন হয়, পুনর্ব্বার সেই কারণ হইতে কার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু আত্যন্তিক নাশ হইতে আর তাহা হইতে কার্য্যোৎপত্তি হয় না।

নৈয়ায়িকদিগের মতে, নাশ ধ্বংসাভাব। এই অভাব নিত্য। জীব সকলের নাশের কারণ—

"সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে।
ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥" (গীতা ২।৬৩-৪)

বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে পুরুষের আসক্তি জন্মে, এই আসক্তি হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ ও বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ উপস্থিত হয়।

অসত্যাচরণ, পারদার্য্য, অভক্ষ্যভক্ষণ, অশ্রৌতধর্ম্মাচরণ অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে না চলা, এই সকল করিলে অচিরে কুলনাশ হয়। অব্রাহ্মণ ও বৃষলকে বেদশিক্ষা দিলেও শীঘ্র কুলনাশ হয়।

"অনৃতাৎ পারদার্য্যাচ্চ তথাভক্ষ্যস্য ভক্ষণাৎ।
অশ্রৌতধর্ম্মাচরণাৎ ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্॥
অশ্রোত্রিয়ে বেদদানাৎ বৃষলেষু তথৈব চ।
বিহিতাচারহীনেষু ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলম্॥"
(কৌর্ম্ম উপবি° ১৫ অ°)

বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বরূপ। মৎস্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—পুরুষ আচার পরিত্যাগ করিলে দেবতা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তখন নানা উপসর্গ উপস্থিত হয়, এই উপসর্গ ৩ প্রকার দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম। গ্রহ ও নক্ষত্রগণজনিত দিব্য, উল্কাপাত, দিগ্‌দাহ প্রভৃতি অন্তরীক্ষ এবং ভূকম্পন, জলাশয়াদি দূষিত হওয়া ভৌম উপসর্গ। এই সকল উৎপাত দেখিলে নাশের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া জানিতে হইবে। (মৎস্যপু° ২০৩ অ°)

নাশক (ত্রি) নাশয়তীতি নশ-ণিচ্-ণ্বুল্। ধ্বংসক, ক্ষয়কারী, যে নাশ করে।

"তে পরস্বাপহর্ত্তারঃ পরস্বানাঞ্চ নাশকাঃ।" (ভারত ১৩।২৩ অ°)

নাশন (ত্রি) নাশয়তীতি নশ-ণিচ্-ল্যু। ১ নাশক।

"ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ॥" (গীতা ১৬।২১)

(ক্লী) ২ উচ্ছেদন, বিলোপন।

নাশয়িত্রী (স্ত্রী) নাশকর্ত্রী।

"নাশয়িত্রী বলাসস্যার্শসঃ" (শুক্লযজু° ১২।৯৭)
'নাশয়িত্রী নাশকর্ত্রী' (বেদদীপ)

নাশিত (ত্রি) বিনাশিত, নিহত।

নাশিন্ (ত্রি) নাশঃ অস্ত্যস্যেতি নাশ-ইনি। নাশবিশিষ্ট, নাশক। যাহা চিরস্থায়ী নহে, নশ্বর।

"নশ্যতো রিনিপাতে তাবনিপাতে স্তনাশিনৌ॥" (মনু ৮।১৮৫)

নাশির-ই-খস্রু, একজন পারসিক কবি। হিজিরা ৫ম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি ভাবুক কবি এবং মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী সিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত। সম্রাট্ অকবরশাহের রাজত্ব-কালে ইহার কবিত্বের বিশেষ আদর ছিল। ইহার প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে ফরহঙ্গ্-ই-জাহাঙ্গীরি উল্লেখযোগ্য।

নাশির্-উল্-মুল্‌ক্, মীরবান্‌প্রদেশবাসী একজন মোল্লা। যখন বৈরাম খাঁ কান্দাহারে অবস্থান করেন, তখন ইনি খাঁ সাহেবের বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। ইহার আসল নাম পীর মহম্মদ খাঁ। যখন অকবর দিল্লীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তখন ইনি বৈরামের সাহায্যে আমীরপদে উন্নীত হয়েন। ইহার কিছুদিন পরে পীর মহম্মদ আলবাররাজ হাজি-খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হাজি খাঁ পলায়ন করিলে তিনি আলবার ও দেওলী-সাচারি নামক স্থান সরকারভুক্ত করিয়া লইলেন এবং হিমুর পিতাকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকে ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি অসম্মতি প্রকাশ করিলে পীর মহম্মদ তাহার প্রাণসংহার করেন এবং লুণ্ঠনদ্রব্য সঙ্গে লইয়া অকবর সমীপে উপস্থিত হইলেন।

দেওলী-সাচারি হিমুর জন্মভূমি। এই যুদ্ধে হিমুকে পরাস্ত করায় ইনি নাশির্-উল্-মুল্‌ক্ উপাধি প্রাপ্ত হন। উক্ত উপাধিতে ভূষিত হইয়া ইনি এতই গর্ব্বিত হইয়াছিলেন যে, নিজের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ বৈরামকে অবজ্ঞা করিতে ক্রটী করেন নাই। অবশেষে সেখ্ গড়াইএর প্ররোচনায় বৈরাম ইহাকে বিয়ানাদুর্গে আবদ্ধ রাখেন, পরে ইহাকে তীর্থযাত্রা করিতে অনুমতি দেন। বিয়ানা হইতে গুজরাত-যাত্রাকালে পথিমধ্যে ইনি আধম খাঁ প্রেরিত একখানি পত্র পান। ঐ পত্রের মর্ম্মানুসারে রণস্তম্ভগড়ে কিছুদিন অবস্থান করেন। যখন শুনিলেন, বৈরাম খাঁর অনুচরগণ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছে, তখন ইনি পুনরায় গুর্জ্জর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বৈরামের এই অসদ্ব্যবহারে অকবরশাহ দুঃখিত এবং ক্রোধান্বিত হইলেন। পীর মহম্মদ বৈরামের লাঞ্ছনা ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া পুনরায় দিল্লীতে আগমন করিলেন, সম্রাট্ অকবর ইহাকে 'খাঁ' উপাধি দান করিলেন। ৯৬৮ হিজিরাতে ইনি সম্রাটের আদেশে মালবজয় করিতে যান এবং ইহার সহ-যোগী আধম ফিরিয়া আসিলে ইনি মালবের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ৯৬৯ হিজিরায় বাজ্‌বাহাদুর মালব আক্রমণ করেন, তিনি পরাস্ত হইলে নাশির্ তাহার রাজ্য বিজাগড় অধিকার করিলেন। ইহার পর ইনি খান্দেশ অভিমুখে যাইয়া বুরহান্‌পুর রাজধানী লুট করেন, এবং লব্ধদ্রব্য লইয়া পলাইবার পথে বাজ্‌বাহাদুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, কিন্তু পলায়নকালে নর্ম্মদায় জলমগ্ন হইয়া নদীগর্ভে বিনষ্ট হন।

নাশির্ উদ্দীন্ মাহ্মুদ্, দিল্লীর দাসবংশীয় রাজগণের মধ্যে নবম। হিজিরা ৬৪৪ হইতে ৬৬৪ অথবা ১২৪৬ হইতে ১২৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ২০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। তিনি দিল্লীর সুলতান আল্‌তামসের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র।* ১২৪৬

* এল্‌ফিন্‌ষ্টোন, মার্সম্যান, বিভারিজ ও রবার্ট সিউয়েল প্রভৃতি ঐতি-

খৃষ্টাব্দে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন্ মুসায়ুদ গুপ্তভাবে নিহত হইলে, নাসির দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তিনি অধিক সময় বিদ্যাভ্যাসে অতিবাহিত করিতেন। রাজকার্য্য পরিচালনার ভার উজীর গয়াসুদ্দীন্ বলবনের হস্তে ন্যস্ত ছিল। নন্দনদুর্গ (দেওকালী)-জয়, রাজপুতনার অন্তর্গত নরবারবাজ শ্রীচাহড়দেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, চাহড়দেবের পরাজয় ও নরবারদুর্গ অধিকার, নাগোরে ইজ্-উদ্দীন্ বলবনের বিদ্রোহ এই কয়টী তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা। ১২৫৩ খৃষ্টাব্দে মিরাটের রাজপুতগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে, বলবন্ বিশেষ দক্ষতার সহিত বারবার প্রত্যাখ্যাত হইলেও তাহাদিগকে দমন করেন। এই সময়ে জঙ্গিস খাঁর পৌত্র পারস্যরাজ হুলাকু দিল্লীতে দূত প্রেরণ করেন।

বহুদিন রোগগ্রস্ত থাকিয়া অবশেষে ১২৬৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে নাসির উদ্দীন্ পরলোকগত হন। তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ও পরিশ্রমী ছিলেন। এমন কি, যখন পাঠাভ্যাসে তাঁহার বিরক্তি বোধ হইত, তখন তিনি নিজ হস্তে কোরাণ লিখিতে বসিতেন। অন্যান্য সম্রাট্গণের ন্যায় তাঁহার বহু স্ত্রী বা বেগম ছিল না। তাঁহার একমাত্র স্ত্রীই তাঁহার সমস্ত খাদ্য ও শয্যারচনা প্রভৃতির কার্য্য করিতেন। ফিরিস্তা লিখিয়াছেন, 'একদিন সম্রাটের জন্য রুটী প্রস্তুত করিতে তাঁহার পত্নীর হাত পুড়িয়া যাওয়ায়, তিনি স্বামী সমীপে একজন দাসীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া ছিলেন। সম্রাট্ ইহাতে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহাকে উত্তর করিলেন যে, তিনি বৃথা ব্যয়ভারবহন করিতে অক্ষম, এবং আরও তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলে অন্তিমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইবেন।' তাঁহার এইরূপ ঈশ্বরভক্তি এবং শাস্ত্রালোচনা দেখিলে জানা যায় যে, তিনি ধর্ম্মকর্ম্মেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, রাজকার্য্য দেখিবার অবসর পান নাই।

নাশুক (ত্রি) ধ্বংসশীল, নশ্বর।

নাশ্য (ত্রি) নশ-ণ্যৎ। ধ্বংসনীয়।

নাষ্টিক (ত্রি) নষ্টং দ্রব্যং স্বামিত্বেনার্হতি বাহুলকাৎ ঠঞ্। ১ নষ্ট দ্রব্যার্হ। ২ নষ্ট দ্রব্যের অধিকারী।

"অথ মূলমনাহার্য্যং প্রকাশক্রয়শোধিতঃ।
অদণ্ড্যো মুচ্যতে রাজ্ঞা নাষ্টিকো লভতে ধনম্॥" (মনু ৮।২০২)

নাষ্ট্র (ত্রি) নশ-ণিচ্-ষ্ট্রন্। নাশক। স্ত্রিয়াং টাপ্। নাশকর্ত্রী।

"বিশ্বাভ্যো মানাষ্ট্রাভ্যস্পাহি" (শুক্লযজু° ৩৭।১২)

'নাষ্ট্রাভ্যঃ নাশকর্ত্রীভ্যঃ' (বেদদীপ)

নাস (দেশজ) তাম্রকূটচূর্ণ, নস্য।

নাসকাটাপুর, নেপালের অন্তর্গত পাটন (ললিতপত্তন) প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। ইহার প্রাচীন নাম কীর্ত্তিপুর। কীর্ত্তিপুর নামে পূর্ব্বে এক ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল। ইহা পরে পাটন প্রদেশের অধীন হয়। চন্দ্রগিরিপর্ব্বতের নিম্নে এই রাজ্য অবস্থিত।

ইহার পশ্চিমে ইন্দ্রস্থান ও দক্ষিণে মহাভারত নামক প্রদেশ। এই নগরের উত্তরদিকে ১।০ ক্রোশ দূরে কাঠমাণ্ডু। কীর্ত্তিপুর নগর বাঘমতীর এক উপনদীতীরে অবস্থিত। ইহা কখনও বড় নগর ছিল না। তবে ইহার অবস্থিতি বা দুর্ভেদ্যতাবশতঃ নেপালের প্রাচীন ইতিহাসে ইহার অত্যন্ত প্রসিদ্ধি। এ কালেও পৃথ্বীনারায়ণের বিপুল সেনা তিনবার এই উপত্যকায় পরাস্ত হয়। ১৭৬৫-৬৭ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে নেবারেরা তিন বৎসরকাল গুর্খাদিগকে বাধা দিয়া রাখিয়া ছিল। তিনবৎসর পরে নেবারেরা পরাস্ত হইলেও গুর্খাদিগকে দুর্গ ও অন্যান্য দৃঢ়বদ্ধ স্থানগুলি ছাড়িয়া দেয় নাই। শেষে গুর্খারা সদয় ব্যবহারের লোভ দেখাইয়া বন্ধুত্বের ছলনা করিয়া দেশে প্রবেশলাভ করে। দেশে ঢুকিয়া গুর্খারা দুর্গাধিকার করিয়া দেশের সমস্ত পুরুষের নাসিকা ও অধরোষ্ঠ ছেদন করিয়া দেয়, কেবল যাহারা বাঁশী বাজাইতে পারিত, তাহারা গুর্খা সেনাগণের দলে বাদকের কার্য্য করিতে স্বীকার করায় তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেয়। ইহার পরেই নগরের প্রাচীন নাম কীর্ত্তিপুর পরিবর্ত্তন করিয়া 'নাসকাটাপুর' রাখা হয়। এখানকার প্রাচীন দরবার ও মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ আছে। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে এখানে হরগৌরী মূর্ত্তির এক মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহারও ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত ভৈরবের চৌচালা মন্দির এখনও ভগ্ন হয় নাই। এখানে বহু যাত্রিসমাগম হয়। এই মন্দির নেপালের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। মন্দিরে এক ব্যাঘ্রমূর্ত্তি চিত্রিত আছে, তাহা হইতে ইহা ব্যাঘ্রভৈরব নামে কথিত হয়। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে সেরিস্তা-নেবার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত গণেশ-মন্দির এখানকার আর একটী বিখ্যাত মন্দির। ইহার তোরণের উপরিভাগে মধ্যস্থলে গণেশ, তাঁহার বামে গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবীদেবী, দক্ষিণে ময়ূরাসীনা শক্তিদেবী, ইহার পার্শ্বে মহিষারূঢ়া বরাহীদেবী, তৎপার্শ্বে শবাসনা চামুণ্ডাদেবী, বৈষ্ণবীর পার্শ্বে হস্ত্যারূঢ়া ইন্দ্রাণীদেবী, তৎপার্শ্বে সিংহারূঢ়া মহালক্ষ্মী মূর্ত্তি আছে। গণেশমূর্ত্তির উপরিভাগে মধ্যস্থলে

ফার্সিকগণ এই নাসির-উদ্দীন্‌কে আল্‌তামসের পৌত্ররূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তবকৎ-ই-নাসিরি নামক সাময়িক ইতিহাসে ইনি আল্‌তামসের কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন।

ভৈরবমূর্ত্তি, তদ্দক্ষিণে ব্রহ্মাণী, বামে রুদ্রাণী। ইহাদিগকে অষ্টমাতৃকা বলে। নগরের দক্ষিণে চিলন্দেও নামে এক বৌদ্ধ-মন্দির আছে।

নাসত্য (পুং) নাস্তি অসত্যং যস্য, (নভ্রাণ্নপান্নেতি। পা ৬।৩।৭৫) ইতি নঞো প্রকৃতিবদ্ভাবঃ। অশ্বিনীকুমারদ্বয়।

এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত। "নাসত্যাভ্যাং বয়তি দর্শতং বপুঃ।" (শুক্লযজুঃ° ১৯।৮৩) এই অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতাদিগের মধ্যে শূদ্র। "আদিত্যাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং বিশশ্চ মরুতস্তথা।
অশ্বিনৌ চ স্মৃতৌ শূদ্রৌ তপস্যুগ্রে সমাস্থিতৌ॥"
(ভারত মোক্ষধ°)

নাসত্য ও দস্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নামান্তর, এই স্থলে নাসত্য একবচনান্ত, কিন্তু যে স্থলে নাসত্য শব্দে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে বুঝাইবে সেই স্থলে দ্বিবচনান্ত হইবে। যথা—
"দেবী তস্যামজায়েতামশ্বিনৌ ভিষজাং বরৌ।
নাসত্যশ্চৈব দস্রশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবশ্বিনাবিতি॥" (হরিবংশ ৯ অ°)

নাসত্যা (স্ত্রী) অশ্বিনী নক্ষত্র।

নাসপাতি (দেশজ) উত্তরপশ্চিম ভারত ও আফগানস্থানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে উৎপন্ন এক প্রকার ফল।

নাসমৌজস্ (পুং) ভজমানবংশীয় কম্বলবর্হির পুত্রভেদ।
"অসমৌজাঃ সুতস্তস্য নাসমৌজাশ্চ তাবুভৌ॥"
(হরিবংশ ৩৯ অ°)

নাসা (স্ত্রী) নাসতে শব্দায়তে ইতি নাস-অ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ততষ্টাপ্, বা নাস্ত্যতেঽনয়া নাস করণে ঘঞ্ টাপ্। নাসিকা, চলিত নাক, গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয়ভেদ, এই ইন্দ্রিয়দ্বারা গন্ধ গ্রহণ হয়। ইহা গর্ভস্থ বালকের ৫ মাসে উৎপন্ন হয়। [নাসিকা দেখ।] ২ দ্বারোপস্থিত কাষ্ঠ, ঝনকাট, কপালি। ৩ বাসকবৃক্ষ। ইহার পুষ্প নাসিকার মত এইজন্য এই বৃক্ষের নাম নাসা।

নাসাগতরোগ (পুং) নাসাগতরোগভেদ। ইহার বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

নাসারোগ ৩১ প্রকার। যথা—অপীনস, পূতিনস্য, নাসা-পাক, শোণিতপিত্ত, পূয়শোণিত, ক্ষবথু, ভ্রংশথু, দীপ্তি, প্রতিনাহ, পরিস্রব, নাসাশোষ, চারি প্রকার অর্শ, চারি প্রকার শোফ, সপ্তপ্রকার অর্ব্বুদ এবং পঞ্চপ্রকার প্রতিশ্যায়।

এই ৩১ প্রকার রোগের যথাযথ লক্ষণ লিখিত হইতেছে। নাসারন্ধ্রোধ, ধূপন (ভিতরে ধপ্ ধপ্ করা), পুনঃ পুনঃ পচন, ক্লেদজনন এবং গন্ধরসের অনুপলব্ধি, এই সকল লক্ষণ হইলে অপীনস রোগ বলা যায়। ইহা বাতশ্লেষ্ম জন্য প্রতিশ্যায়ের সহিত সমান লক্ষণবিশিষ্ট।

গলদেশ এবং তালুমূলে দোষ বিদগ্ধ হইয়া মুখ এবং নাসিকা হইতে দুর্গন্ধযুক্তবায়ু নির্গত হইলে পূতিনস্যরোগ বলা যায়।

নাসাগতরক্ত কর্তৃক মর্ম্মস্থানে বলবান্ পাক জন্মিলে নাসাপাক বলা যায়। এইরোগে ক্লেদ এবং ক্ষত হইয়া থাকে। দোষ (পিত্ত, শোণিত ও শ্লেষ্মা) বিদগ্ধ হওয়া অথবা ললাটদেশ আহতপ্রযুক্ত নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূয নির্গত হইলে তাহাকে পূয়রক্ত কহে।

নাসারন্ধ্রে মর্ম্মস্থান দূষিত হইয়া নাসারন্ধ্র হইতে কফযুক্ত বায়ু শব্দ সহকারে নির্গত হইলে তাহাকে ক্ষবথুরোগ বলা যায়। তীক্ষ্ণ শিরোবিরোচনপ্রয়োগ বা কটুদ্রব্যের আঘ্রাণ, সূর্য্য-নিরীক্ষণ, অথবা সূত্রাদি দ্বারা তরুণাস্থি নামক মর্ম্ম উদ্ঘাটিত হইলে ক্ষবথু (হাঁচি) হয়, তাহাতে পিত্ততাপ মূর্দ্ধদেশে সঞ্চিত হইয়া গাঢ় বিদগ্ধ লবণরসবিশিষ্ট কফ মূর্দ্ধদেশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নাসারন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয়, এইরূপ হইলে ভ্রংশথু রোগ বলে।

নাসারন্ধ্র হইতে ধূমের ন্যায় বায়ু নির্গত হয় এবং নাসারন্ধ্র প্রদীপ্তের ন্যায় জ্বালা করে। ইহাকে দীপ্তরোগ কহে।

উদান বায়ু যখন কফ কর্তৃক আবৃত হইয়া স্বীয় মার্গে বিকৃত থাকিয়া ঘ্রাণপথ আবৃত করে, তখন তাহাকে নাসাপ্রতী-নাহ রোগ বলা যায়।

নাসিকা হইতে অজস্র বিশেষতঃ রাত্রিকালে যদি নির্ম্মল জলের ন্যায় আস্রাব হয়, তাহাকে নাসাপরিস্রাব বলে। ঘ্রাণরন্ধ্রস্থিত শ্লেষ্মা বাতপিত্ত কর্তৃক শুষ্ক এবং গাঢ়তা প্রযুক্ত কষ্টে শ্বাসক্রিয়া হইলে নাসাপরিশোষ বলে। প্রতিশ্যায়াদির বিষয় পরে বলা হইবে।

ইহার চিকিৎসা।—পূতিনস্যরোগে নাড়ীস্বেদ, স্নেহস্বেদ, বমন এবং শ্রংসন প্রয়োগ করিতে হইবে। তীক্ষ্ণরসযোগে লঘু অন্ন, অল্প পরিমাণে ভোজন, উষ্ণোদক পান এবং উপযুক্ত কালে ধূমপান কর্ত্তব্য। হিঙ্গু, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, শিবাটী, লাক্ষা, কুঙ্কুম, কট্ফল, বচ, কুষ্ঠ, এলাইচ, বিড়ঙ্গ এবং করঞ্জ এই সকল দ্রব্য গোমূত্রযোগে সর্ষপতৈলে পাক করিয়া নস্যে প্রয়োগ করিতে হইবে।

নাসাপাকরোগে নাসিকার বাহ্যে এবং অভ্যন্তরে পিত্ত-নাশক বিধান কর্ত্তব্য। রক্তমোক্ষণপূর্ব্বক ক্ষীরবৃক্ষের ত্বক ঘৃতসংযোগে পরিষেচন ও প্রলেপে প্রযোজ্য।

পূয়রক্তরোগে নাড়ীব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। বমন করাইয়া অবপীড়ন, তীক্ষ্ণদ্রব্যের ধূম এবং শোধনী দ্রব্যের চূর্ণ-নস্য প্রয়োগ করিবে। ক্ষবথুরোগে মূর্দ্ধদেশে স্বেদপ্রয়োগ এবং স্নিগ্ধধূম প্রভৃতি অন্যান্য বায়ুরোগের হিতকর বিধি প্রয়োগ করিবে। দীপ্তিরোগে পিত্ত জন্য রোগের প্রতীকারের বিধি

অনুসারে ক্রিয়া করিবে। প্রতীনাহরোগে স্নেহপানই প্রধান এবং স্নিগ্ধধূম ও শিরোবিরেচন প্রযোজ্য। বলাতৈল ও অন্যান্য বায়ুনাশক দ্রব্যও এ স্থলে বিধেয়। নাসাস্রাবরোগে তীক্ষ্ণ অবপীড়ণ নাসারন্ধ্রে নল দ্বারা প্রয়োগ করিবে এবং দেবদারু ও চিত্রক সহযোগে মাংস ও ঘৃতের ধূম প্রয়োগ করিবে। নাসাশোষরোগে ক্ষীরঘৃত এবং অনুতৈল নস্যে প্রয়োগ করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঘৃতপান, মাংসরস সহযোগে ভোজন, স্নেহস্বেদ এবং স্নৈহিক ধূমও প্রযোজ্য। [প্রতিশ্যায় রোগের বিবরণ প্রতিশ্যায় শব্দে দেখ।] (সুশ্রুত উত্তরত° ২২-২৩ অধ্যায়)

ভাবপ্রকাশেও নাসারোগের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। সুশ্রুতে নাসাগতরোগ ৩১ প্রকার, বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু ভাবপ্রকাশের মতে এই রোগ ৩৪ প্রকার।

যথা—পীনস, পূতিনস্য, নাসাপাক, পূযশোণিত, ক্ষবথু, ভ্রংশথু, দীপ্তি, প্রতীনাহ, পরিস্রাব, নাসাশোষ, পঞ্চপ্রকার প্রতিশ্যায়, সপ্তপ্রকার অর্ব্বুদ, চারিপ্রকার অর্শ, চারিপ্রকার শোথ এবং চারিপ্রকার রক্তপিত্ত।

যে রোগে নাসিকা শুষ্ক, কফ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ, শুষ্ক বা কফ কর্ত্তৃক ক্লিন্ন ও সন্তাপযুক্ত হয় এবং ঘ্রাণে রসবোধ থাকে না, তাহাকে পীনস বা অপীনস বলে। এই পীনসরোগ বাতশ্লৈষ্মিক প্রতিশ্যায়ের ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দূষিত পিত্ত, রক্ত ও কফ কর্ত্তৃক গল ও তালুমূলস্থ বায়ু পূতিভাবাপন্ন হইলে মুখ ও নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, এইরূপ হইলে তাহাকে পূতিনস্য কহে।

যে রোগে ঘ্রাণ সংশ্রিতপিত্ত বলবান্ হইয়া নাসিকাতে বহুতর ব্রণ উৎপাদন করে এবং ঐ সকল ব্রণ পাকিয়া দুর্গন্ধযুক্ত ক্লেদ নিঃসারিত হয়, তাহাকে নাসাপাক কহে।

রক্তপিত্তের আধিক্য অথবা ললাটে অভিঘাতাদি হেতু নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত পূয নির্গত হইলে তাহাকে পূয-রক্ত কহে।

ঘ্রাণস্থিত শৃঙ্গাটকমর্ম্ম দূষিত হইলে, নাসিকা হইতে কফের পর অতিশব্দযুক্ত বায়ু নির্গত হয়, এইরূপ রোগকে ক্ষবথু কহে। তীক্ষ্ণ বা কটুদ্রব্য অতিরিক্ত ভক্ষণ বা তাহার ঘ্রাণ লইলে কিংবা সূর্য্য নিরীক্ষণ করিলে অথবা সূত্রাদি দ্বারা নাসাবংশাস্থি ও শৃঙ্গাটকমর্ম্ম ঘর্ষিত হইলে আগন্তুজ ক্ষবথু (হাঁচি) উৎপন্ন হয়।

পূর্ব্বসঞ্চিত শিরোগত গাঢ় লবণরসাত্মক ও বিদগ্ধ-কফ পিত্তকর্ত্তৃক তাপিত হইয়া নাসারন্ধ্র হইতে বিগলিত হইলে তাহাকে ভ্রংশথুরোগ বলা যায়।

যে রোগে নাসিকা প্রজ্বলিতের ন্যায় দাহযুক্ত হয় এবং উহা হইতে ধূমবৎ বায়ু নির্গত হয়, তাহাতে দীপ্তিরোগ কহে।

বায়ুর সহিত কফ মিলিত হইয়া নাসারন্ধ্র রুদ্ধ করিলে তাহাকে প্রতীনাহরোগ কহে।

নাসিকা হইতে পীত বা শ্বেতবর্ণ গাঢ় অথবা পাতলা দোষের স্রাব হইলে তাহাকে নাসাস্রাব কহে।

নাসাশ্রিত শ্লেষ্মা বায়ু কর্ত্তৃক শোষিত এবং পিত্ত কর্ত্তৃক অত্যন্ত প্রতপ্ত হইলে অতিকষ্টে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস বহিতে থাকে, এইরূপ হইলে নাসাশোষ কহে।

[প্রতিশ্যায়ের বিবরণ প্রতিশ্যায় শব্দে দেখ।]

পূর্ব্বে পীনসাদি লক্ষণ লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাদের চিকিৎসার বিষয় বলা যাইতেছে। মস্তকের গুরুতা, অরুচি, নাসিকা হইতে অঘনস্রাব, স্বরভঙ্গ এবং বারংবার নিষ্ঠীবন হইলে তাহাকে অপক্কপীনস কহে। এই অপক্কপীনসের লক্ষণান্বিত শ্লেষ্মা গাঢ় হইয়া নাসারন্ধ্রে সংলগ্ন হইলে এবং স্বর প্রসন্ন ও শ্লেষ্মার বর্ণ বিশুদ্ধ হইলে পীনসপক্ক বলিয়া জানিতে হইবে। সকলপ্রকার পীনসরোগ হইবামাত্র দধি ও গুড়ের সহিত মরিচচূর্ণ সকল সময়ে ভোজন করিলে উপকার হয়।

কট্‌ফল, পুষ্করমূল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ত্রিকটু, দুরালভা এবং কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য চূর্ণ অথবা ক্বাথ আদার রসসহ সেবন করিলে পীনস ও স্বরভেদ প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

ত্রিকটু, চিতা, তালীশপত্র, তিন্তিড়ী, অম্লবেতস, চই ও কৃষ্ণজীরা এই সকল সমভাগ, এলাচি ও দারুচিনি চতুর্থাংশ এই সকল চূর্ণে, দ্বিগুণ পুরাতন গুড় মিলিত করিয়া যথামাত্রায় সেবন করিলে, পীনস প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এই ঔষধের নাম ব্যোষাদিবটী।

কণ্টকারী, দন্তী, বচ, সজিনা, তুলসী, ত্রিকটু ও সৈন্ধব এই সকল কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে পূতিনাসা রোগ নষ্ট হয়।

সজিনাবীজ, বৃহতীবীজ, দন্তীবীজ, ত্রিকটু ও সৈন্ধব এই সকলের কল্ক, এবং বেলপাতার রস এই সকল দ্বারা তৈল পাক করিয়া দিলেও পূতিনাসা নিবারিত হয়। ঘৃত, গুগ্‌গুলু এবং মোম মিলিত করিয়া ধূম প্রয়োগ করিলে ক্ষবথু ও ভ্রংশথু নষ্ট হয়। শুঁঠ, কুড়, পিপ্পলী, বিল্বমূল ও দ্রাক্ষা এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ ও কল্কদ্বারা তৈল বা ঘৃত পাক করিয়া এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে ক্ষবথু রোগ ভাল হয়। দীপ্তিরোগে নিম্ব ও রসাঞ্জন দ্বারা নস্যগ্রহণ এবং অল্প স্বেদ দিয়া দুগ্ধ ও জল পরিষেচনপূর্ব্বক মুদ্গযূষের সহিত সেবন করিবে। নাসাস্রাবরোগে—নাসারন্ধ্রদ্বয় মধ্যে চূর্ণ নস্য এবং নাড়ীদ্বারা প্রদেয় অবপীড় এবং দেবদারু ও চিতাদ্বারা তীক্ষ্ণ ধূম ও ছাগ-মাংস হিতকারক। (ভাবপ্র° নাসারোগাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে এইরূপ লিখিত আছে—সকল প্রকার পীনসরোগে প্রথমতঃ নির্ব্বাতগৃহে অবস্থান, স্নেহ, স্বেদ, ধূম ও গণ্ডূষ ব্যবস্থেয়। পীনসরোগে গুরু ও উষ্ণবস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদন এবং লঘু, উষ্ণ, লবণরস ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করা আবশ্যক। পঞ্চমূল সিদ্ধ, দুগ্ধ, চিতামূল, হরীতকী, ঘৃত, পুরাতনগুড় ও ষড়ঙ্গ যূষ এই সকল পীনস নাশক। ব্যোষাদ্যচূর্ণ, পাঠাদিতৈল, ব্যাঘ্রীতৈল প্রভৃতি নাসারোগ নিবারক। নাসিকায় কৃমি হইলে কৃমিনাশক ঔষধ গোমূত্রে পেষণ করিয়া নাসিকায় প্রয়োগ করিবে, এবং কৃমি-নাশক ঔষধ সিদ্ধ করিয়া তাহাদ্বারা নাসিকা ধৌত করিবে। নাসিকা সম্বন্ধীয় অন্য সকল রোগ দোষানুসারে যথাবিধি চিকিৎসা করিতে হইবে। পুরাতন গুড় ১০০ পল। ক্কাথের জন্য চিতামূল ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২৷৷০ সের। গুলঞ্চ ৫০ পল, জল ৫০ সের, শেষ ১২৷৷০ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া তাহাতে গুড় গুলিয়া ছাঁকিয়া হরীতকী-চূর্ণ ৮ সের দিয়া পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, গুড়ত্বক্, তেজপত্র ও এলাইচ, প্রত্যেক চূর্ণ এক পল ও যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। পর দিন মধু ১ সের মিলিত করিতে হইবে। অগ্নির বল বিবেচনা করিয়া ২ তোলা হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত এই ঔষধের পরিমাণ। ইহাতে নাসারোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধের নাম চিত্রক-হরীতকী। (ভৈষজ্যরত্না° নাসারোগাধি°)

নাসাগ্র (ক্লী) নাসায়াঃ অগ্রং। নাসিকার অগ্রভাগ।

নাসাচ্ছিন্নী (স্ত্রী) ছিদ-ভাবে ক্ত, নাসায়াং ছিন্নং ছেদো যস্যাঃ, ঙীষ্। পূর্ণিকা পক্ষী। (ত্রিকাণ্ড)

নাসাজ্বর (পুং) নাসিকার ভিতর পিয়াজের কোষার ন্যায় ব্রণস্ফুইয়া রক্তনির্গম ও সেই জন্য জ্বরের আবির্ভাব। এই জ্বরে যদি নাসা নাট খাইয়া যায় অর্থাৎ ঐ পিয়াজের কোষের মত রক্তস্থলী শুকাইয়া শরীরস্থ হয়, তাহা হইলে জ্বর অত্যন্ত কঠিন ও দোষান্বিত হইয়া উঠে। এই জ্বরে মাথা কামড়ান, মেরুদণ্ডে দারুণ বেদনা অনুভব হয়। নাসা হইয়াছে কি না? তাহা জানিতে হইলে নাভিমূলে হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলি নাসিকা স্পর্শকালে যদি পৃষ্ঠদেশে এবং ঘাড়ে বেদনা অনুভব হয়, তাহা হইলে নাসাজ্বর হইয়াছে জানিতে হইবে। নাসা ভাঙ্গিয়া দিতে হইলে কতকগুলি দূর্ব্বা ঘাস একত্র করিয়া নাসারন্ধ্র মধ্যে প্রবেশ করাইয়া ঘুরাইতে হয়। এইরূপে ঐ ঘাসের আঘাতে রক্তকোষ কাটিয়া দূষিত রক্ত বাহির হইলে বেদনার হ্রাস ও জ্বর কমিয়া আইসে।

নাসাদারু (ক্লী) দ্বারোর্দ্ধস্থিত কাষ্ঠ, চলিত কপালি।

নাসানাহ (পুং) নাসিকারোগভেদ। [নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসান্তিক (ত্রি) নাসিকা পর্য্যন্ত।

"কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্ত দণ্ডঃ কার্য্যঃপ্রমাণতঃ।
ললাটসম্মিতোরাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ॥" (মনু ২।৪৬)

নাসাপরিশোষ (পুং) শুশ্রুতোক্ত নাসাগতরোগভেদ। [নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসাপাক (পুং) নাসারোগভেদ। [নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসাপুট (পুং) নাসিকার মধ্যগতরোগ। [নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসারক্তপিত্ত (ক্লী) পিত্তাধিক্য হেতু নাসিকা হইতে রক্ত ক্ষরণ। [নাসাগতরোগ দেখ।]

নাসার্শস্ (ক্লী) নাসিকা মধ্যে অর্ব্বুদ জন্মান। [নাসাজ্বর দেখ।]

নাসালু (পুং) কট্‌ফলবৃক্ষ। (শব্দচ°)

নাসাবংশ (পুং) নাসা তন্মধ্যভাগো বংশইব উচ্চত্বাৎ। নাসা-পৃষ্ঠস্থিত মধ্যভাগ।

নাসাবিবর (ক্লী) নাসায়া বিবরং। নাসিকা ছিদ্র, নাসারন্ধ্র।

নাসাসংবেদন (পুং) সংবিশ্যতেঽনেনেতি সংবিদ-ল্যুট্, নাসায়াঃ সংবেদনঃ। কাণ্ডীরলতা, কাণ্ডবেল, কারবেল্ললতা, করলা, উচ্ছে। (রাজনি°)

নাসাস্রাব (পুং) নাসারোগভেদ। [নাসাগত রোগ দেখ।]

নাসিক, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটী জেলা। ইহার উত্তরে খান্দেশ জেলা, পূর্ব্বে নিজামরাজ্য, দক্ষিণে আহ্মদ নগর এবং পশ্চিমে থানা জেলা, ধরমপুর ও সুর্গান্ রাজ্য, এবং খান্দে-শের দাং উপবিভাগ। জেলার বিচারবিভাগের সদর নাসিকে অবস্থিত। সমস্ত জেলাটী পশ্চিমাংশ ব্যতীত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে কোনস্থানে ১৩০০ এবং অপরস্থানে ২০০০ ফিট্ উচ্চ অধিত্যকার উপরে স্থিত। ইহার পশ্চিমাংশ দাং নামে অভিহিত। পূর্ব্বাংশকে দেশ কহে। এই অংশে অনেক সমতল ক্ষেত্র আছে এবং সমস্ত ভূমিই কৃষিযোগ্য ও উর্ব্বরা। নাসিকের প্রধান নদী তাপ্তী ও গোদাবরী। তদ্ভিন্ন গোদাবরীর কতকগুলি শাখা নদী নাসিকের দক্ষিণদিকে এবং তাপ্তীর কতিপয় উপনদী ইহার উত্তরাংশে প্রবাহিত হইতেছে। এখানকার পর্ব্বতগুলি প্রায় সমস্তই পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বমান, কেবল মাত্র সহ্যাদ্রি উত্তরদক্ষিণে লম্বা। এখানে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধ সময়ে নির্ম্মিত কতকগুলি দুর্গ আছে। এগুলি বর্ত্তমান থাকিয়া বিগত কালের মহারাষ্ট্র-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখানে খনিজ পদার্থ প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ এখানকার ভূমি পাষাণময়। অরণ্যে গুঁড়িকাষ্ঠ বেশী পাওয়া যায় না, জ্বালানি কাষ্ঠ বিস্তর। নাসিক জেলায় অধিক বৃক্ষাদি নাই। বন্যজন্তু মধ্যে ব্যাঘ্র, নেকড়ে, ভল্লুক ও নানাজাতীয় হরিণ এখানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টের দুই শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে দুই শতাব্দী পর পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অন্ধ্রভৃত্যবংশীয়েরা এই জেলার শাসনকর্ত্তা বা রাজা ছিলেন। পূর্ব্বতন হিন্দুদিগের মধ্যে চালুক্য, রাঠোর, চন্দেল এবং দেবগিরির যাদববংশীয়দিগের এস্থানে বাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। মুসলমান রাজত্বের সময় (খৃঃ ১২৯৫ হইতে ১৭৬০ অব্দ পর্য্যন্ত) এই স্থান ক্রমান্বয়ে দেওগিরির (দৌলতাবাদ) শাসনকর্ত্তা, কুলবর্গের বাহ্মণিরাজ, আহ্মদনগরের নিজাম-শাহিবংশ এবং আরঙ্গাবাদের মোগলরাজগণের পর পর অধীনে থাকে। তৎপরে খৃঃ ১৭৬০ হইতে ১৮১৮ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রিদিগের শাসনাধীন ছিল। তদনন্তর ইহা বৃটিশ অধিকারভুক্ত হইয়াছে। ইংরাজের শাসনাধীনে আসার পর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপীয়গণ এখানে গো-হত্যা করিলে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হয়। পরে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভাগোজীর কর্তৃত্বাধীনে রোহিলা, আরবী এবং ভীলগণ একত্র হইয়া ভয়ানক উপদ্রব করিয়াছিল। এখানকার লোক সাধারণতঃ নাসিক সহরে বাস করিতে ভালবাসে। সহ্যাদ্রির তরাই প্রদেশে যে সমস্ত লোক বাস করে, তাহারা অনেকেই একস্থানে অধিক দিন থাকে না। স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বাস করাই তাহাদের অভ্যাস। কারণ, তথাকার ভূমিতে পর পর দুই বৎসরের অধিক ফসল জন্মে না। গ্রীষ্মকালে ইহারা বনে যাইয়া কাঠ কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করে এবং শস্যাভাবে মৎস্য, ফল ও বৃক্ষের মূল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। পর্ব্বতবাসিদিগের মধ্যে ভীল, কোলি, ঠাকুর, বার্লী ও কাঠড়িরা প্রসিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কোলিরা সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য এবং কাঠড়িরা সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র। মুসলমান ও মারোয়াড়িরা অন্যত্র হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। নাসিক জেলায় বৎসরে একবার ভিন্ন প্রায় দুইবার ফসল হয় না। বাজরা নামক শস্যই এখানকার প্রধান খাদ্য। গম, তুলা, ছোলা, ইক্ষু, আঙ্গুর, ডুমুর, পিয়ারা এবং কলা এখানে জন্মিয়া থাকে। খৃঃ ১৩৯৬ হইতে ১৪০৭ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতে নাসিক-জেলায় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ঐ দুর্ভিক্ষের নাম 'দুর্গাদেবী-দুর্ভিক্ষ।' মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এখানে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। বন্যা ও পঙ্গপাল প্রভৃতি পতঙ্গে ইহাদের বিশেষ অনিষ্ট করে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এখানে ভয়ানক বন্যা হয়। তাহাতে জাত শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি করে। ১৮৭৬।৭৭ খৃষ্টাব্দে এখানে পুনরায় দুর্ভিক্ষ দেখা যায়।

এই জেলার মধ্যে যিওলা নামক স্থানে কাপড় এবং রেশমের বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া, বোম্বাই, পুণা, সাতারা প্রভৃতি স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। নাসিকে তাম্র, পিত্তল ও রৌপ্য বাসনাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখন এই স্থানে রেলপথ হওয়ায় ব্যবসাবাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

নাসিক মহকুমা নাসিক জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমে স্থিত। এখানকার ভূমি সাধারণতঃ বন্ধুর। পশ্চিমভাগ পর্ব্বতসঙ্কুল। দর্ণ উপত্যকার ভূমি অন্যান্য স্থানাপেক্ষা নিম্ন ও উর্ব্বরা। জলবায়ু নিতান্ত মন্দ নহে।

২ নাসিক জেলার প্রধান নগর। অক্ষা° ১৯° ৫৯´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৪৯´ ৫০´´ পূর্ব্ব মধ্যে অবস্থিত। ঋতুভেদে নাসিকের লোকসংখ্যার ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়। কারণ, সময় সময় বহুসংখ্যক তীর্থপর্য্যটক এখানে আসিয়া বাস করেন। মোটামুটী ২৪,৪৫০ জন লোক এখানে অবস্থিতি করে। বহুদিন হইল, এখানে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইত, এক্ষণে ঐ ব্যবসা একটু মন্দীভূত হইয়াছে। পিত্তল এবং তাম্রের ব্যবসার জন্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে নাসিক নগরই বিখ্যাত। এখানকার ভূতপূর্ব্ব পেশবার নূতন ও পুরাতন রাজভবনে মিউনিসিপালিটী ও কালেক্টর আফিস স্থাপিত আছে। এই নগর বহুকালাবধি হিন্দুদিগের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। রামায়ণ-বর্ণিত পঞ্চবটী-বন ও নাসিকের অতি সন্নিকটে গোদাবরীর অপরপারে অবস্থিত। কথিত আছে, সূর্য্যবংশাবতংস রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনজন্য জানকী ও লক্ষ্মণসহ এই নাসিকনগরে অবস্থিতি করেন, তৎকালে লক্ষ্মণ রাবণভগিনী শূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। এখানকার গোদাবরী নদীর দৃশ্য অতি মনোহর। বহুসংখ্যক হিন্দুমন্দির হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া গোদাবরীর উভয়তীরে ধবলাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সমস্ত দেবালয়ের মধ্যে পঞ্চবটীতে একটী প্রস্তরময় মন্দিরে শ্রীরাম ও সীতাদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রঙ্গরাও ওঢ়িকর ঐ মূর্ত্তি স্থাপন করেন। পঞ্চবটীতে রামেশ্বরমহাদেব নামে আর একটী মন্দির আছে। পেশবা বালাজীবাজীরাওর নারশঙ্কররাজ বাহাদুর নামে এক প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে ঐ মন্দির সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠা করেন। নাসিকে সুন্দরনারায়ণ নামক মন্দিরে লক্ষ্মী ও নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহার সম্মুখে রামকুণ্ড বা অস্থিবিলাতীর্থ। অপর একটী মন্দিরে লক্ষ্মণমূর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। একটী গুহাভ্যন্তরে সীতাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে, উহাকে সীতাগুহা কহে। এইরূপ বহুসংখ্যক দেবদেবীর মন্দিরে স্থানটী পরিপূর্ণ। এখানে অনেক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। এখানে কোঙ্কণস্থ বা চিত্তপাবন ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। এই স্থান

সংস্কৃত চর্চ্চার জন্ত বিখ্যাত। এখানে কএকজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের সংস্কৃত চতুষ্পাঠিতে অনেক বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করেন। এই স্থান অতি স্বাস্থ্যকর।

নাসিকের বহু প্রাচীন শিলালিপি হইতে এইরূপ ঐতিহাসিক সত্য বাহির হইয়াছে ;—

প্রথম গৌতমীপুত্র ; তাঁহার প্রকৃত নাম শাতকর্ণি। তৎপুত্র পুড়ুমায়ি বাসিঠিপুত বা বাসিষ্ঠীপুত্র নামে অভিহিত। এই বাসিষ্ঠী গৌতমীপুত্রের স্ত্রীবলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পূর্ব্বতন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ লিখিয়াছিলেন যে, পুড়ুমায়ি গৌতমীপুত্রের পিতা, কিন্তু পুড়ুমায়ি গৌতমীপুত্রের পিতা না হইয়া পুত্র হইতেছেন। এই শিলালিপিতে গৌতমী, এক রাজার মাতা ও এক রাজার ঠাকুরমাতা বা পিতামহী এবং বাসিষ্ঠী কেবলমাত্র এক রাজার মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অতএব এই উভয়ের মধ্যে গৌতমী বয়োজ্যেষ্ঠা বলিয়া নির্ণিত হইতেছে। আরও অন্যান্য শিলালিপিদৃষ্টে ডাক্তার ভাণ্ডারকর প্রকাশ করিয়াছেন, পুড়ুমায়ি পিতার রাজত্বকালে অন্যত্র সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁহার মতে পুড়ুমায়ি নাসিকের ঐ অংশে ও তাঁহার পিতা গৌতমীপুত্র শাতকর্ণি তাঁহার নিজ রাজধানীতে রাজত্ব করিতেন। গৌতমীপুত্র শ্রীযজ্ঞ শাতকর্ণি নামে এক রাজা এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন, বহু শিলালিপিতে তাঁহার উল্লেখ আছে। জ্যেষ্ঠ গৌতমীপুত্র, "সাতবাহনবংশের যশঃপ্রতিষ্ঠাতা" এইরূপ বর্ণিত থাকায় পুরাণোক্ত অন্ধ্রভৃত্যবংশই সাতবাহন নামে পরিচিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

গৌতমীপুত্র ধনকটকের অধিকারী বা প্রভু ছিলেন। জেনারল কনিংহাম্ এই নগরকে কৃষ্ণানদীর তীরে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত গুণ্টুর জেলায় স্থিত পুরাতন ধরণিকোট বলিয়া অনুমান করেন।

উপরোক্ত তিনজন রাজা ভিন্ন কৃষ্ণরাজ নামে এ বংশের অন্য এক রাজার নাম পাওয়া যায়। উক্ত কৃষ্ণরাজ ও গৌতমীপুত্রের মধ্যে অন্যান্য কতকগুলি রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পুরাণে এই দুই রাজার মধ্যে আরও ১৯ জন রাজার নামোল্লেখ আছে। আরও কৃষ্ণরাজ প্রভৃতির রাজধানী নাসিক ও গৌতমীপুত্র প্রভৃতির রাজধানী গোবর্দ্ধননগরে ছিল, বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ একখানি শিলালিপিতে এরূপ লিখিত আছে যে গৌতমীপুত্র খগারাতবংশের উচ্ছেদ করিয়া তাঁহার নিজবংশের গৌরব স্থাপন করেন। অতএব বোধ হয়, কৃষ্ণরাজ রাজত্ব করার সময় এই খগারাতবংশীয়েরা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য অধিকার করেন। পরে গৌতমীপুত্র আবার তাঁহাদিগের হস্ত হইতে পিতৃরাজ্যের উদ্ধার করেন।

অন্য একখানি শিলালিপিতে বর্ণিত আছে, বীরসেন নামক আভীর বা গোপবংশীয় এক রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। পুরাণে অন্ধ্রভৃত্যবংশের উল্লেখের পরেই, এই বংশীয় রাজাদিগের নাম আছে এবং বোধ হয় উহারা সমসাময়িক রাজা ছিলেন। আভীরেরা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কেবল নাসিকরাজ্যের এই অংশই তাঁহাদের শাসনাধীন ছিল।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে ভারতবর্ষের এই অংশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বর্ষাকালে ভারতের নানা স্থান হইতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এখানে ত্রিরশ্মি নামক স্থানে সমবেত হইতেন। সাধারণ লোকে বস্ত্রাদি আনিয়া তাঁহাদিগকে উপঢৌকন প্রদান করিত। এই উদ্দেশ্যে লোকে টাকা জমা দিত ও তাহার সুদ হইতে ঐ সমস্ত বস্ত্রাদি দান করা হইত। প্রধানতঃ শিল্পকর ও কৃষকেরাই বৌদ্ধধর্ম্মের মতাবলম্বী ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরও এ সময়ে অধঃপতন হয় নাই। উসবদাত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগকে তুল্যরূপে দান করিতেন। এই বৌদ্ধশিলালিপিতে অত্যন্ত সম্মানের সহিত ব্রাহ্মণদিগের কথা উক্ত হইয়াছে। গৌতমীপুত্র, 'ব্রাহ্মণরক্ষক' নাম গ্রহণ করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। বিদেশীয় ভিন্ন জাতীয়েরা ব্রাহ্মণধর্ম্ম ও জাতিবিভাগের উপর যে অযথা আক্রমণ করেন, গোতমীপুত্র তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন।

নাসিকন্ধম (ত্রি) নাসিকা ধমতি শব্দায়মানাং করোতি নাসিকা ধ্মা-খশ ততো পূর্ব্বপদস্য হ্রস্বঃ মুম্ চ। (নাসিকাস্তনয়োর্ধ্মাধেটোঃ। পা ৩।২।২৯) যে নাসিকাদ্বারা শব্দ করে, নাক ডাকায়।

নাসিকন্ধয় (ত্রি) নাসিকাং নাসাস্থ জলং ধয়তি পিবতীতি ধেট্ পানে নাসিকা ধেট্ খশ্ ততোপূর্ব্ব হ্রস্বঃ মুম্ চ। নাসিকাদ্বারা জলপানকারক, যাহারা নাক দিয়া জল খায়।

নাসিকবৎ (দেশজ) নাসিকার ন্যায়।

নাসিকা (স্ত্রী) নাসতে শব্দায়তে ইতি নাস-শব্দে ণ্বুল্, টাপ্, টাপি অত-ইত্বং (ণ্বুল্‌তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চলিত নাক, পর্য্যায়—ঘ্রাণ, গন্ধবহা, ঘোণা, নাসা, শিঙ্ঘিণী, নাসিকা, নস্যা, গন্ধনালী, গন্ধবক্কা, নক্রা। (শব্দর° রাজনি°)

নিশ্বাস প্রশ্বাসের একটী বাহদ্বার এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়। নাসিকার যে অংশ দ্বারা গন্ধ উপলব্ধি হয়, উহা নাসিকার ছিদ্রাভ্যন্তরে নিহিত। মুখের উপর নাসিকার যে অংশ উন্নতভাবে রহিয়াছে, উহা কেবল গন্ধপরিপূর্ণ বায়ু শরীরাভ্যন্তরে আনয়ন করিতে সক্ষম। নাসিকায় যত প্রকার যন্ত্র আছে, তন্মধ্যে শৈল্যাণ স্নায়ু (নাসারন্ধ্রের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষ্মময় ত্বকস্থ শিরা) সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ আবশ্যক। ঐ স্নায়ু, মস্তিষ্কের শৈল্যাণ কন্দ (Bulb) হইতে বহির্গত হইয়া নাসিকাভ্যন্তরস্থ অস্থিবিশেষের মধ্য

দিয়া (Ethmoid bone) উক্ত অস্থির এবং অন্য একখানি অস্থির (Terbinated bone) বিস্তৃত অংশমধ্যে শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই স্নায়ুর ঘ্রাণগ্রাহ্য মুখসমূহ একখানি অতি সূক্ষ্ম (পাতলা) চর্ম্মের উপরে অবস্থিত। ঐ চর্ম্ম সমস্ত নাসারন্ধ্রে স্থতার ন্যায় বিস্তৃত। উহা কফদ্বারা সর্ব্বদাই সরস থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জীবের ঘ্রাণশক্তি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। কীট এবং অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের যে ঘ্রাণশক্তি আছে, তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। কিন্তু যে যন্ত্র দ্বারা তাহারা উহা অনুভব করে, তাহা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। উচ্চতর জীবের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার অস্থিবিস্তারের ন্যূনাধিক্য অনুসারে ঘ্রাণশক্তির ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। অন্যান্য জীবের সহিত তুলনায়, মনুষ্যের উক্ত অস্থিদ্বয়ের বিস্তার অনেক অল্প। ঐ সমস্ত জীবের মধ্যে অনেকের উক্ত অস্থিদ্বয় মুখের ভিতরদিকে বহুদূর লম্বমান এবং ঐ অস্থির পাতলা স্তরসমূহ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত এবং পরস্পরে জড়াইয়া বৃহদায়তনবিশিষ্ট হইয়াছে। আবার প্রত্যেক বিভিন্ন প্রকার জীবের গন্ধগ্রহণ সম্বন্ধে একরূপ নৈসর্গিক ক্ষমতা দৃষ্ট হয়। যেমন তৃণভুক্ জন্তুরা ভিন্ন ভিন্ন তৃণের গন্ধ সুন্দররূপে অনুভব করিতে পারিলেও জৈবদ্রব্যের গন্ধঅনুমানশক্তি তাহাদের আদৌ পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে মাংসভোজিদিগকে শেষোক্ত দ্রব্যের গন্ধ ভিন্ন, অন্য গন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ দেখা যায় না। যে জীবের জীবন-ধারণ জন্য যে দ্রব্যের অত্যাবশ্যক, ঐ দ্রব্য অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অন্তরালে থাকিলেও ঘ্রাণেন্দ্রিয় অনায়াসেই উহার অস্তিত্বনির্ণয় করিতে সমর্থ। মনুষ্যজাতি অনেক দ্রব্যের গন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ হইলেও কোন দ্রব্যের অতি সামান্য গন্ধ, তাঁহাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের মধ্যে গন্ধঅনুভবশক্তির এতাধিক পার্থক্য হইবার এক মাত্র কারণ এই যে, মনুষ্যেরা গন্ধগ্রহণশক্তির অধিক অভ্যাস করেন না। নচেৎ আমেরিকা ও এসিয়ার উত্তরভাগের শীকারীদিগের ঘ্রাণশক্তি এত প্রবল যে, তাহাদের শীকারী কুকুরের ঘ্রাণশক্তি অপেক্ষা তাহাদের ঘ্রাণশক্তি নিতান্ত কম নয়।

পূর্ব্বোক্ত শৈঙ্ঘাণ স্নায়ু (Olfactory nerves) গন্ধ-অনুভবশক্তি ভিন্ন, যন্ত্রণা বা অন্য কোন প্রকারের চৈতন্য উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। ঘ্রাণেন্দ্রিয় রসনেন্দ্রিয়ের সহিত এরূপ সম্বন্ধে সংলগ্ন আছে যে, সাধারণতঃ যাহা আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উপযোগী, তাহা শরীরপোষক এবং যাহা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অতৃপ্তিকর, তাহা শরীরের অপচয়কারক। এই ঘ্রাণেন্দ্রির দ্বারাই অনেক জীবজন্তু খাদ্য বাছিয়া লয়।

গন্ধের সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে গন্ধপূর্ণ অণু সকল সজোরে নাসিকার অভ্যন্তরে টানিয়া লইতে হয়, নতুবা যদি কেবলমাত্র মুখদ্বারা নিশ্বাস গ্রহণ করি, তবে তীব্র গন্ধমিশ্রিত বায়ুর মধ্যে দণ্ডায়মান থাকিলেও ঐ গন্ধ অনুভূত হয় না। অতি অল্প গন্ধও অনুভব করিতে হইলে উক্ত গন্ধ মিশ্রিত বায়ু একেবারে বহু পরিমাণে অথবা কতকগুলি ঘন ঘন ও ছোট ছোট নিশ্বাস ন্যসারন্ধ্রে ক্রমান্বয়ে গ্রহণ করিতে হয়।

ইহার শব্দ খোৎকার নামে অভিহিত হয়।

নাসিকাগ্র (ক্লী) নাসিকায়াঃ অগ্রং। নাসিকার অগ্রভাগ।

নাসিকাপাক [নাসাপাক দেখ।]

নাসিকাপুট [নাসাপুট দেখ।]

নাসিকামল (ক্লী) নাসিকায়াঃ মলম্। নাসাস্থিত মল, চলিত শিকনি, পোঁটা বা খাকারী। পর্য্যায়—শিঙ্ঘাণক, শিঙ্ঘাণ, শিঙ্ঘণ ও সিংহান। (শব্দর°)

নাসিক্য (ক্লী) নাসিকা এব নাসিকা স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ নাসিকা। (ত্রি) নাসিকা সংকাশাদিত্বাৎ-ণ্যঃ। (বুঞ্ছণ্কটেতি। পা ৪।২।৮০) ২ নাসিকানিবৃত্তাদি। নাসিকায়াং ভবং ইতি যৎ। (শরীরাবয়বাৎ যৎ। পা ৫।১।৬) ৩ নাসাভব। ৪ অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই অর্থে এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত। ৫ দক্ষিণদেশভেদ। "কর্ণাটমহাটবিচিত্রকূটনাসিক্যোল্লগিরিঃ" (বৃহৎস° ১৪ অ°)

নাসিক্যক (ক্লী) নাসিকামেব নাসিকা স্বার্থে কন্। নাসিকা।

নাসীর (ক্লী) নাস্ শব্দে ভাবে ক্বিপ্, নাসা শব্দেন ঈর্ত্তে গচ্ছতীতি ঈর গতৌ ক। নায়কের অগ্রেসর সৈন্য। এই সকল সেনা নায়কের অগ্রে থাকিয়া জয়শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে গমন করে, এইজন্য ইহাদের নাম নাসীর হইয়াছে।

"নাসীরপার্ষদভটেযু ততঃ প্রতোলীং
লোলীকৃতাসিষু হটাদধিরূঢ়বৎসু।
বামভ্রুবঃ পুরপুরেধ্বভবন্নকাণ্ডে
মগ্নাভিরেব নিজবাষ্পজলহ্রদেষু॥" (শ্রীকণ্ঠচরিত ২১।৪৪)

(পুং) ২ অগ্রেসর মাত্র। (শব্দরত্না°)

নাস্তি (অব্য) ন-অস্তি, অস্তীতি বিভক্তিপ্রতিরূপমব্যয়ং 'সহসুপেতি' নশব্দেন সমাসঃ। অবিদ্যমানতা, সত্ত্বাভাব নাই।

"অতিথির্বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈব চ।
অস্তি নাস্তি না জানন্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥" (চাণক্য)

নাস্তিক (পুং) নাস্তি পরলোক ঈশ্বরোবেতি মতির্যস্য ইতি ঠক্ (অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ। পা ৪।৪।৬০) অথবা নাস্তি পরলোকো যজ্ঞাদিফলং ঈশ্বরো বা ইত্যাদি বাকোন কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ড। পাষণ্ড, ঈশ্বরনাস্তিত্ববাদী, যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাহাদিগকে নাস্তিক

কহে। বেদাপ্রামাণ্যবাদী, যাহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, হিন্দুশাস্ত্র মতে, তাহারাও নাস্তিকপদবাচ্য।

"যোঽবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াদ্দ্বিজঃ।
স সাধুভির্বহিষ্কার্যো নাস্তিকোবেদনিন্দকঃ॥" (মনু ২।১১)

যে সকল দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অর্থাৎ তর্কবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মের মূল স্বরূপ বেদ ও শ্রুতিকে অমান্য করে, সেই সকল বেদনিন্দক নাস্তিক পদবাচ্য। ইহাদের সহিত যজনযাজনদান প্রতিগ্রহাদি কোন বিষয়েই শিষ্টসমাজ কোনরূপ সম্পর্ক রাখিবেন না। নাস্তিক শব্দের পর্য্যায়—বার্হস্পত্য, চার্ব্বাক ও লোকায়তিক। (হেমচ°)

ইহা ৬ প্রকার—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, চার্ব্বাক ও দিগম্বর। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ ও জৈনকেই হিন্দুশাস্ত্রকারগণ নাস্তিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সাংখ্যাদি দর্শনে নাস্তিক মত খণ্ডন স্থলে বৌদ্ধদিগের মতই খণ্ডিত হইয়াছে।

নাস্তিকগণ প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন, প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না এবং ইহাদের মতে বেদও প্রামাণ্য নহে। ইহারা যে অনুমান ভিন্ন অন্য প্রমাণ স্বীকার করেন না, তাহা প্রায় সকল দর্শনেই খণ্ডিত হইয়াছে।

চার্ব্বাকের মতে—আত্মা বা পরকাল কিছুই নাই, এই মতে স্থূলদেহই আত্মা, দেহনাশের সহিতই আত্মার নাশ হইয়া থাকে। চার্ব্বাক বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করা দূরের কথা, বরং নিন্দাচ্ছলে বলিয়াছেন, ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোক একত্র হইয়া বেদ রচনা করিয়াছে। অশ্বমেধযজ্ঞে যজমানপত্নী অশ্বশিশ্ন গ্রহণ করিবে, ইত্যাদি বিষয় ভণ্ডের রচিত, স্বর্গনরকাদি ধূর্ত্তপ্রণীত এবং মদ্যমাংসাদির বিষয় নিশাচরকল্পিত। এই মত প্রতিপাদন করিয়া চার্ব্বাক নাস্তিক নামে অভিহিত হইয়াছেন। [চার্ব্বাক দেখ।]

যাহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে না, তাহারাই নাস্তিক এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে চার্ব্বাকই প্রকৃত নাস্তিক পদবাচ্য।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহকার মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক এই চারি শ্রেণীর বৌদ্ধকেই নাস্তিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা নাস্তিক কি না তাহা নির্ণয় করা অতি দুরূহ। জগৎসৃষ্ট, কি অনাদি, ঈশ্বর আছেন কি না, এবং আত্মা আছে কিনা, বৌদ্ধেরা এ সকল গূঢ়রহস্যের আলোচনা করেন না। ইহারা এইরূপ প্রতিপাদন করেন যে যাহা আছে, তাহা প্রত্যক্ষ, তাহাই স্বীকার করিয়া নামরূপের আলোচনাতেই বৌদ্ধদর্শন সমাপ্ত। এইমতে জগৎ দুঃখময়। দুঃখের কারণ কি, কি উপায়েই বা দুঃখের বিনাশ হয়, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় পরিপূর্ণ। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিতে গেলে বৌদ্ধদর্শনের মর্ম্মে আত্মার অস্বীকার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অন্যান্য দর্শনের মত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল স্বীকার করিয়া থাকেন। কর্ম্ম ও বাসনা পুনর্জন্মের কারণ। বাসনার নিরাশ হইলে জন্ম হয় না, বাসনা থাকিলেই জন্ম হইবে। ইহারা আত্মা স্বীকার করেন না অথচ পুনর্জন্ম মানিয়া থাকেন। এই মত যেন বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু আত্মা না থাকিলেও জীবপ্রবাহরূপে জন্ম জন্মান্তর থাকিতে পারে। এইজন্য আত্মা স্বীকার না করিলেও জন্মান্তর স্বীকারে বাধা ঘটেনা। ইহা প্রাচীন বৌদ্ধমত জানিতে হইবে। বেদান্তদর্শনে শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধমত খণ্ডনস্থলে লিখিয়াছেন, বুদ্ধদেব এক হইলেও তাহার শিষ্যগণের বুদ্ধিদোষে তদীয় মত অনেক প্রকার হইয়াছে, তাহার শিষ্যমধ্যে যে যেরূপ বুঝিয়াছিল সে সেইরূপ সিদ্ধান্তগ্রন্থ প্রস্তুত করেন। প্রথমতঃ ইহাদের মধ্যে তিন প্রকার বাদী দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, কোন সম্প্রদায় কেবল মাত্র বিজ্ঞানাস্তিত্ববাদী, আবার অন্য একদল সর্ব্ব শূন্যবাদী। যাহারা সর্ব্বাস্তিত্ববাদী, তাহারা বলে সব আছে, ঘটপটাদি বাহ্যপদার্থও আছে, জ্ঞানাদি অন্তরের পদার্থও আছে, বাহিরে ভূত ও ভৌতিক, অন্তরে চিত্ত ও চৈত্ত। দ্বিতীয়দল বলেন, বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে। অন্তরে বিজ্ঞান আছে, তাহাই বাহিরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তৃতীয় দল বলেন, অন্তরের বিজ্ঞানও অসৎ। ইহাদের মতে ভূত ও রূপাদি গ্রাহক চক্ষু প্রভৃতি ভৌতিক। ভূত, পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণু ভূতপদবাচ্য, ইহারা যথাক্রমে খর, স্নেহ, উষ্ণ ও চঞ্চল স্বভাবান্বিত। এই সকল পরমাণু পরস্পর সংঘাতপ্রাপ্ত হইয়া পরিদৃশ্যমান পৃথিব্যাদি উৎপাদন করিয়াছে। রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার এই পাঁচটী স্কন্ধ। এ সকল অধ্যাত্ম অর্থাৎ আন্তর। এ সকল সংহত (মিলিত) হইয়া সমুদয় আন্তর ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে। ইহাদের মতে সংঘাতজনক সমস্ত পদার্থই অচেতন। পরমাণুও অচেতন, স্কন্ধও অচেতন। ভোগ করে, শাসন করে ও নিয়মন করে, এমন কোন স্থির-চেতন নাই যে, তৎপ্রভাবে ঐ সকল পরমাণু সংহত হইবে। বিজ্ঞান ব্যতীত তাঁহারা কোন স্থির চেতন—আত্মা ও ঈশ্বর মানেন না। তাঁহারা বলেন, পরমাণুর ও স্কন্ধ সকলের কর্ত্তা ও অধ্যক্ষ নাই। তাহারা স্বতঃই প্রবৃত্ত হয়,

কার্য্যোন্মুখ হয় ও স্বকার্য্য সাধন করে। [বিশেষ বিবরণ বৌদ্ধদর্শন দেখ।]

দিগম্বরগণও নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। বেদান্ত-দর্শনে এ সকল মত খণ্ডিত হইয়াছে। এমন কি বৈশেষিক দর্শন ও অর্দ্ধবৈনাশিক (অর্দ্ধনাস্তিক) বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

পাশ্চাত্য দর্শনপ্রণেতৃদিগের মধ্যে জনষ্টুয়ার্টমিল ও বেন প্রভৃতি নাস্তিক। [ইহাদের বিবরণ পাশ্চাত্যদর্শন দেখ।]

নাস্তিকতা (স্ত্রী) নাস্তিকস্য ভাবঃ ভাবে তল্, ততো টাপ্। নাস্তিকের ধর্ম্ম, নাস্তিকের ভাব, বেদকে মিথ্যাজ্ঞান, পরলোক ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করা।

নাস্তিক্য (ক্লী) নাস্তিকস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। নাস্তিকতা।

"নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্।" (মনু)

নাস্তিতদ (পুং) সহকারতরু, আম্রবৃক্ষ।

নাস্তিতা (স্ত্রী) নাস্তি-তল্-টাপ্। নাস্তিত্ব, অবিদ্যমানতা, না থাকা।

নাস্তিদ (পুং) আম্রবৃক্ষ। (শব্দচ°)

নাস্তিবাদ (পুং) নাস্তীতি বাদঃ। নাস্তিকদিগের বিতর্ক এবং পক্ষ সমর্থনে বাদানুবাদ।

নাস্য (ক্লী) নাসায়াং ভবং শরীরাবয়বত্বাৎ যৎ। নাসাভব।

"ছিন্ননাস্যে ভিন্নযুগে তির্য্যক্প্রতিমুখাগতে।

অক্ষভঙ্গে চ যানস্য চক্রভঙ্গে তথৈব চ॥" (মনু ৮।২৯১)

(ত্রি) ২ নাসা সন্নিকৃষ্টাদি।

নাহ (পুং) নহ বন্ধনে ভাবে ঘঞ্। ১ বন্ধন। ২ কূপ। (মেদিনী)

নাহক (পারসী) অযথা। অনাবশ্যক।

নাহন, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। [সর্মূর দেখ।] এই পার্ব্বতীয় সর্মূর রাজ্যের রাজধানীর নামও নাহন। রাজা এই স্থানে বাস করেন। সিম্লাশৈল হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ভারতীয় রাজধানীসমূহ মধ্যে এই স্থানের দৃশ্য অতি সুন্দর ও মনোহর। নাহন সহর একটী উচ্চ পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত। এখানকার গৃহাদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, কেবল সহরের বাহিরে কএকটী বড় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে। নেপাল-যুদ্ধের সময় ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা নাহন অধিকার করেন। যুদ্ধ শেষ হইলে নাহন সর্মূররাজকে প্রত্যর্পিত হয়, কিন্তু গুর্খারা উক্ত রাজার নিকট হইতে উহা কাড়িয়া লয়।

নাহল (পুং) নাহং পর্ব্বতশিখরাদিকং লাতি আশ্রয়ত্বেন গৃহ্লাতি লা-ক। ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ। (হেম ৩।৫৯৮)

নাহাসত (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Erthyrina alba)

নাহি (দেশজ) না, অভাব, নহে, নাস্তি।

নাহির, ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে যে লোদিবংশ রাজত্ব করিত, এই নাহির বংশীয়েরা সেই লোদিবংশের একটী শাখা। ইহারা সুলেমানগিরি ও সিন্ধু নদীর মধ্যবর্ত্তী কিন্ এবং সীতাপুর নামক স্থানে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। ক্রমে ইহারা দেরাজাতের মধ্য দিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কালক্রমে পর্ব্বতবাসি বেলুচীদের পরাক্রমে তাহাদিগকে রাজ্যচ্যুত হইতে হয়। এই পর্ব্বতবাসিদিগের শেষ আক্রমণকারী গাজী খাঁর নামানুসারে তাহার স্থাপিত নগরের নাম দেরাগাজীখাঁ হইয়াছে। নাহির রাজারা ১৮শ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত দেরাগাজীখার সর্ব্ব দক্ষিণাংশে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নাহিল পুবাবা, শাহজহানপুরের একটী নগর। চন্দন রায় কবি এখানে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। তিনি গৌড়ের রাজা কিশোরী সিংহের সভাসদ্ ছিলেন। এই রাজার নামানুসারে তিনি কিশোরীপ্রকাশ নামক পুস্তক রচনা করেন। তদ্ভিন্ন শৃঙ্গারসার, কল্লোলতরঙ্গিনী, কাব্যাভরণ, চন্দন-সত-সই ও পথিকবোধ নামক কতিপয় উৎকৃষ্ট হিন্দী পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার ১২ জন ছাত্র ছিল। সকলেই উৎকৃষ্ট কবি হইয়াছিলেন।

নাহীদ বেগম, অকবরশাহের প্রধান ওমরা মুহিব আলী খাঁর স্ত্রী ও কাশিম কোকার কন্যা। কাশিমের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী প্রথমে মীর্জা হোসেনকে ও তাহার মৃত্যু হইলে পুনরায় সিন্ধুরাজ মীর্জা ঈসা তার্খানকে বিবাহ করেন। নাহীদ বেগম ঠঠা পৌছিবার পূর্ব্বেই মীর্জা ঈসার মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী মীর্জা বাকী বেগমদ্বয়কে অত্যন্ত উৎপীড়ন করায় উক্ত মাতা ও কন্যা, বাকীকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। এই ষড়যন্ত্র ধরা পড়ায় মাতা কারারুদ্ধ হন, নাহীদ বেগম ভক্করের শাসনকর্ত্তার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ভক্কররাজ তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, তাঁহার স্বামী মুহিব-আলীখাঁকে অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ ভক্করে পাঠাইতে সম্রাটের নিকট প্রার্থনা করিতে বলেন। নাহীদ বেগম দিল্লীতে প্রত্যাগত হইয়া অকবরকে সমস্ত বিষয় জানাইলে, অকবর মুহিবআলীকে ঠঠা আক্রমণের জন্য সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। [মুহিবআলী দেখ।]

নাহুষ (পুং) নহুষস্যাপত্যং অণ্। নহুষ নৃপের পুত্র যযাতি।

"স্বতং পয়োদুদুহে নাহুষায়" (ঋক্ ৭।৯৬।২)

নাহুষ (পুং) নহুষস্যাপত্যং পুমানিতি নহুষ-ইঞ্ (অতইঞ্। পা ৪।১।৯৫) যযাতিরাজ। (ভূরিপ্র°)

নি (অব্য) নী-বাহুলকাৎ ডি। উপসর্গবিশেষ। গণরত্ন-মহোদধিতে এই উপসর্গের এই সকল অর্থ লিখিত আছে, ১ সঙ্ঘ। ২ অধোভাব। ৩ ক্লপ্তভাব। ৪ ভৃশ। ৫ আদেশ। ৬ নিত্য। ৭ কৌশল। ৮ বন্ধন। ৯ অন্তর্ভাব। ১০ সমীপ।

১১ দর্শন। ১২ উপরম। ১৩ আশ্রয়। এই সকলের উদাহরণ এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে—১ মণিনিকর, এই স্থলে নি-উপসর্গের অর্থ সঙ্ঘ অর্থাৎ সমূহ=মণিসমূহ। ২ নিপতিত, এই স্থলে নি-উপসর্গের অর্থ অধোভাব, অর্থাৎ অধোদিকে পতন। অধোদিকে পতনের নাম নিপতন। ৩ নিগৃহীত, এই স্থলে নি-উপসর্গের অর্থ ভৃশ, অত্যন্ত, অত্যন্ত পীড়িত=নিগৃহীত। ৪ নিদেশিত। এইখানে নি-উপসর্গের অর্থ আদেশ। নিবিষ্ট, নিপুণ, নিবন্ধ, নিপীত, নিকট, নিদর্শন, নিবৃত্ত, নিলয়, এই সকল পদ মনোযোগ সহকারে দেখিলেই পূর্ব্বোক্ত অর্থ সকল পরিস্ফুট হইবে। মেদিনীতে আরও কএকটী অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়—১৪ সংশয়। ১৫ ক্ষেপ। ১৬ দান। ১৭ মোক্ষ। ১৮ বিন্যাস। (মেদিনী) মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস এই উপসর্গের আরও দুইটী অর্থ করিয়াছেন। ১৯ নিষেধ। (দুর্গাদাস)

নিআজী, আফগানদিগের এক সম্প্রদায়। ইহারা বন্নুজেলায় বাস করে ও ঘোরের লোদিরাজের দ্বিতীয় পুত্র নিআজখাঁর বংশীয় বলিয়া পরিচয় দেয়। উক্ত লোদিবংশীয়গণ ৯৫৫ হিজিরা অব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া কুমায়ুন অধিকারপূর্ব্বক উহা আপনার সন্তানদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন।

ঈশাখাঁজেলা নিআজখাঁর অংশে পড়ে। তাঁহার বংশাবলী এখনও সেখানে রহিয়াছে। তাঁহাদের ৪টী কৃষিব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রায় ১৬০০০ লোকের অধিকাংশই বন্নু ও সিন্ধু নদীর চতুর্দ্দিকে বাস করিতেছে। ইহাদের গোবিন্দ শাখা কেবলমাত্র খোরাসান ও দেরাজাতে ব্যবসা করে। তাহাদের মধ্যে পাঁচটী সম্প্রদায় আছে।

নিআড় (দেশজ) সরল, সোজা।

নিআন, লাদকের এক প্রকার বন্য মেষ। ইহারা দেখিতে সুন্দর এবং দ্রুতগামী।

নিআমৎউল্লা, মখ্জান-ই-আফগানি ও তারিখ-ই-খাঁ-জহান্ লোদি নামক দুইখানি পুস্তকপ্রণেতা। তিনি দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নকলনবিশ্ ছিলেন।

নিআমৎপুর, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত সিমোগা জেলার একটী পল্লীগ্রাম। অক্ষা° ১৪° ৯´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৬´ ৫৫´´ পূঃ। পার্ব্বত্যপ্রদেশ ও সমতল ক্ষেত্রবাসিদের প্রধান ব্যবসা স্থান। এখানকার প্রায় সকল ব্যবসায়ী লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ শস্য, চিনি এবং সুপারি উৎপন্ন হয় ও এতদ্দেশীয়েরা উহার বিনিময়ে বরেলী ও ধারবার হইতে আমদানী সূতিকাপড় এবং অন্যান্য ঘটি বাটী প্রভৃতি ক্রয় করে।

নিউনি (দেশজ) রাজমিস্ত্রীর কাষ্ঠনির্ম্মিত কর্ণিকবিশেষ।

নিউগিনি, প্রশান্তমহাসাগরস্থ পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটী দ্বীপ। ইহার অপর নাম তানা-পাপুয়া। এখানকার ওয়েন-ষ্টেনেলি গিরিশৃঙ্গ ১৩০০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার উত্তর-পশ্চিম উপদ্বীপভাগ ওলন্দাজদিগের এবং দক্ষিণপূর্ব্বভাগ বৃটীশ গবর্মেণ্ট অধিকার করিয়াছেন। এখানে প্রসিদ্ধ পাপুয়া-জাতির বাস। ইহারা কতকটা আফ্রিকার নিগ্রো এবং মেওরীজাতির সদৃশ। ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মস্তকাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে ইহাদিগকে পলিনেসীয় শাখাভুক্ত বলিয়া মনে হয়। এখানকার ফ্লাই নদীতীরবাসিরা গাঢ় পিঙ্গলবর্ণ, খুব লম্বা চওড়া ও বলিষ্ঠ। পূর্ব্ব উপদ্বীপের অধিবাসিরা হরিতাভ পিঙ্গল বা কটা। অপরাপর জাতিরা পাপুয়ামালয়-বংশসম্ভূত।

হুড্ উপসাগরের নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসিগণ যুদ্ধবিদ্যানিপুণ, শ্রমশীল, নাবিকবিদ্যাপারদর্শী এবং সৌখীন মৃৎপাত্র ও খেলানাদি প্রস্তুত করিতে পটু। মোরাস্বি বন্দরবাস, কোই-তাপু ও কোয়িরিজাতিরা এখানকার আদিম অধিবাসী। ইহারা খর্ব্বাকার।

নিউগিনির দক্ষিণপূর্ব্বে প্রায় তিনশত মাইলের মধ্যে ২৫টী বিভিন্ন ভাষা দৃষ্ট হয়। ইহাতেই সহজে অনুমান করা যায় যে, এখানে বহুল অসভ্যজাতির বাস আছে। এমন কি কোন কোন জাতি বৃথা মানুষ মারে এবং তাহাদের মাংস ভোজন করিয়া থাকে। এতদ্দেশের বণিকেরা সচরাচর দক্ষিণপূর্ব্বভাগের পাপুয়া-ওনেন এবং পাপুয়া-কয়িজীজাতি কর্ত্তৃক বিনা কারণে জীবন হারাইয়া থাকে। এখানে পক্ষী, মৎস্য ও ফলাদি প্রচুর জন্মে। তন্মধ্যে ইক্ষু, কুমড়া, তরমুজ, আম্র, শশা, সুপারি, সাগু ও নারিকেল প্রধান।

নিউ-আয়র্লণ্ড, নিউহিব্রাইডিজ্, নিউকালিডোনিয়া, মালিকোলো ও তানা প্রভৃতি এই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত।

নিউজিলণ্ড, ইংরাজাধিকৃত একটী উপনিবেশ। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে প্রশান্ত মহাসাগরে একটী দ্বীপপুঞ্জ। ইহার মধ্যে দুইটী বড় দ্বীপ এবং দক্ষিণদিকে একটী ছোট দ্বীপ আছে। ঐ স্থানের লোকেরা বৃহৎ দ্বীপদ্বয়ের উত্তরের দ্বীপটীকে এহিনোমলক্ এবং দক্ষিণের দ্বীপটীকে টাবেল-পোনামু বলিয়া থাকে। একটী বিস্তৃত যোজক এই দ্বীপদ্বয়কে সংযুক্ত করিয়াছে। কিন্তু উপনিবেশ-স্থাপনকারিরা উত্তরের দ্বীপটীকে নিউঅলষ্টার, মধ্যের টীকে নিউমানষ্টার এবং ক্ষুদ্রটীকে নিউলিন্ষ্টার নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

এই দ্বীপপুঞ্জ দ্রাঘি° ১৬৬° হইতে ১৭৮° ৩৫´ পূঃ মধ্যে এবং অক্ষা° ৩৪° ২৫´ ও ৪৭° ২০´ দক্ষিণ মধ্যে অবস্থিত। বড়

দ্বীপ দুইটার দৈর্ঘ্য ১২০০ মাইল এবং প্রস্থ প্রায় ১৪০ মাইল। ক্ষেত্রফল ৯৪,০০০ বর্গ মাইল। নিউজিলিণ্ডার অথবা Stewart Island ৬০ মাইল দৈর্ঘ্য ও ৬০ মাইল প্রস্থ।

নিউজিলণ্ডের জলবায়ু অনেকাংশে ইংলণ্ডের মত। পুনঃ পুনঃ ঋতুপরিবর্ত্তন এবং শীতোষ্ণতার সমতা সম্বন্ধে এই উভয়ের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। বায়ু জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ। শীতকালে যথেষ্ট শিশিরসঞ্চার হইয়া থাকে, ইহা ব্যতীত অন্যান্য ঋতুতেও শিশির পড়িয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে প্রায় সকল সময়েই বৃষ্টি হইয়া থাকে। কিন্তু শীত ও বসন্তকালে কিছু বেশী পরিমাণে বৃষ্টি হয়।

ইহার সর্ব্বত্রই ঝড় বাতাস প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। শীতকালে ইহার কিছু আধিক্য হয়।

য়ুরোপীয়দের আগমনকালে তত্রত্য অধিবাসীরা তারো (*caladium esculentum*) এবং কুমেরা নামক মিষ্ট আলু (*Kumera* or Sweet potato *convolvulus patata*) এই দুই প্রকার বৃক্ষের চাষ করিত। ফলের মধ্যে সফেদা (Areca Sapida) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার কচিপাতার শাক খায় এবং বড় পাতা দিয়া ঘর ছায়। আরও কয়েক প্রকার ফল পাওয়া যায়। ইহার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে অনেক রকম বড় বড় বৃক্ষ জন্মে। তন্মধ্যে কতকগুলি এত প্রকাণ্ড হইতে দেখা যায় যে, পৃথিবীর কোন স্থানেই এরূপ বিশাল বিটপী দেখা যায় না। এই সমস্ত বৃক্ষ হইতে বহু মূল্যের তক্তা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কৌরি (Kawri) নামক বৃক্ষের তক্তা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান্।

এইখানে প্রায় চুরানব্বই প্রকার ফারল্ (Firl, *Phormium tenax*) পাওয়া যায়। আলুর চাষ বিশেষ যত্নের সহিত করা হয়। প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে আলু স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়া থাকে। ভুট্টা, গম, শালগাম প্রভৃতিও জন্মিয়া থাকে।

প্রথমে এই স্থানে গ্রাম্য পশুর মধ্যে কেবলমাত্র কুকুর পাওয়া যাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপবাসিগণ গোরু, ঘোড়া, মেষ, শূকর প্রভৃতি গৃহপালিত পশু আনয়ন করিয়াছে।

এক প্রকার বাদুড় ব্যতীত অন্য কোন বন্য জন্তু দেখা যায় না। নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কিবিপক্ষী (Kiwi) সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর। নিউজিলণ্ডের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে মকর ও তিমি পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ইল (Eels) ও অন্যান্য মৎস্য তথাকার নদীতে প্রচুর।

নিউজিলণ্ডে খনিজ দ্রব্য তত বেশী পাওয়া যায় না। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে করমণ্ডলে সুবর্ণখনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাম্র, লৌহ ও কয়লার খনি স্থানে স্থানে দেখা গিয়াছে।

এখানকার অধিবাসিগণ য়ুরোপের উপনিবেশস্থাপনকারী ও স্থানীয় আদিম নিবাসী। স্থানীয় অধিবাসিরা তাহাদিগকে মেওরি বলিয়া থাকে। ইহারা দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং সুন্দর গঠনবিশিষ্ট।

মলয় ভাষা (Malay language) এবং ইহাদের ভাষা এক আদি ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের ভাষায় অন্যান্য ভাষার কথা মিশ্রিত হইয়াছে। যখন কাপ্তেন কুক্ প্রথম নিউজিলণ্ড আবিষ্কার করেন, তখন এখানকার লোকেরা তথায় উৎপাদিত শস্যাদি দ্বারা প্রাণধারণ করিত। জল বৃষ্টি পড়িতে না পারে, এরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করিত। কএকটী জাতি ছিল, তাহারা পরস্পর সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ করিত। পাহাড়ের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে বেড়া দিয়া শত্রুর দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিত। এই নিমিত্ত শত্রুরা সহজে আক্রমণ করিতে পারিত না।

শিল্পকার্য্যে নিউজিলণ্ডবাসিদের কিছু নিপুণতা ছিল, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানোন্নতির জন্য তাহাদের বিশেষ যত্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। যুদ্ধার্থ তাহারা যে ডোঙ্গা ব্যবহার করিত, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫৬ হাত এবং ইহা অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত হইত। য়ুরোপবাসিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় নিউজিলণ্ডবাসিরা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। ইহারা ক্রমশঃ নানা প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছে; অনেকে কৃষিকার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছে এবং কেহ কেহ নাবিক হইয়া সমুদ্রযাত্রায় বাহির হইয়াছে। য়ুরোপবাসিরা প্রথমে ইহাদের মধ্যে কামানের ব্যবহার শিক্ষা দেন। যাহারা কামান ব্যবহার করিতে শিখিল, তাহারা অন্যান্য জাতিকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল, এই প্রকারে বিষম সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা হইল। কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় মিসনারী সাহেবেরা তথায় উপস্থিত হইয়া এই বিবাদের মূল উৎপাটিত করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্পসংখ্যক লোকেই অশিক্ষিত অবস্থায় আছে। এমন কি অতি নিভৃত অংশের অধিবাসিগণও সভ্যতার সোপানে পাদক্ষেপ করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত অন্যান্য দ্বীপবাসিগণের ন্যায় নিউজিলণ্ডবাসিদের মধ্যে 'টাপু' পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। 'টাপু' শব্দের অর্থ এই যে কোন বস্তু স্পর্শ বা ব্যবহার করিবে না। এই নিষেধ অমান্য করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। অনেক কার্য্য ও বস্তু এই 'টাপু' কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইত। লাল আলুর চাষ, নবগৃহে রক্ষিত সম্পত্তি, বীজপূর্ণ গৃহ, তীরস্থ অরক্ষিত ডোঙ্গা ইত্যাদি এই নিয়মের অধীন। বিবাহিতা স্ত্রী এবং বাগ্‌দত্তা কন্যাগণও এই প্রথার অন্তর্গত।

সমাধিস্থল ও কবরের বস্ত্রালঙ্কারাদি টাপু দ্বারা নিষিদ্ধ। পুরোহিতেরা সময় সময় কোন লোক বা বস্তুকে 'টাপু' বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐ সময় সেই লোক আপনার আহার সামগ্রী নিজে গ্রহণ করিতে পারে না। অন্য কোন ব্যক্তি তাহাকে আহার ও পান করাইয়া থাকেন।

কাহারও মতে ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনবাসীরা নিউ-জিলণ্ড আবিষ্কার করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় না। ওলন্দাজ নাবিক আবেল তাসমান ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে তথায় উপস্থিত হইয়া, প্রথমে নিউজিলণ্ডের নাম সর্ব্বসাধারণের কর্ণগোচর করেন।

নিউটন আইজাক, একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও জ্যোতিঃ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। ইংলণ্ডদেশের লিন্‌কলন্ প্রদেশের কোলস্টার-ওয়ার্থ গির্জ্জার এলাকাভুক্ত উলথর্প নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে ১৬৪২ খৃঃ অব্দে ২৫এ ডিসেম্বর নিউটন জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতামাতা উভয়েই প্রাচীন সম্ভ্রান্তবংশ হইতে উদ্ভূত। এই নিউটনবংশ পূর্ব্বে লিন্‌কলন্‌প্রদেশের হুইটরি নগরে বাস করিত, পরে উলথর্প গ্রামের তালুকদারী পাইয়া এখানে আসিয়া বাস করেন। ইহার পিতা রট্‌লণ্ডবাসী জেমস্ আস্‌কাফের কন্যাকে বিবাহ করেন। নিউটন যখন মাতৃগর্ভে তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এইরূপে শোকসাগরে পড়িয়া, তাহার মাতা অসময়ে পুত্র প্রসব করিলেন। ইনি পিতামাতার এক-মাত্র সন্তান। নিউটন-পরিবারের ভরণপোষণোপযোগী আয় না থাকায় তাহার বিধবা মাতা নর্থ উইথামের ধর্ম্মযাজককে (Rector) পুনরায় বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময় তিন বৎসরের বালক নিউটন মাতামহীর তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন। দ্বাদশবর্ষ বয়সে তিনি গ্রান্থামের ব্যাকরণ-বিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করিলেও বিদ্যাভ্যাসের বিশেষ কোন উন্নতি দেখাইতে পারেন নাই। এই সময়ে তিনি যন্ত্র-বিদ্যা (Mechanic) অভ্যাসে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং যথাসাধ্য কৌশলের সহিত বায়বীয়-যন্ত্র (Windmill), জল-ঘটিকা (Water-clock) ও শঙ্কুযন্ত্র (Sun-dial) নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এই সকল বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইলেও বিদ্যাচর্চ্চায় তিনি অপরাপর বালক অপেক্ষা হীন ছিলেন। জীবনী-লেখক ক্রুষ্টার লিখিয়াছেন যে, তাহার উপরিস্থ একটী বালক একদিন উপেক্ষা করিয়া তাহার পেটে লাথি মারিলে, তিনি ঘৃণায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন না ইহার বিদ্যার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারি, ততদিন আর কাহারও সহিত আলাপ করিব না। তাঁহার এই আন্তরিক দৃঢ়তা তাহাকে বিদ্বান্-জগতের সর্ব্বোচ্চ আসন দান করিয়াছিল। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে নিউটনের দ্বিতীয় পিতা 'রেভারেণ্ড বারনাবাস স্মিথের' মৃত্যু হইলে তাহার মাতা ও নিউটনকে পুনরায় উলথর্পে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এই সময়ে মাতার আদেশে নিউটন বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের ক্ষেত ও উদ্যানাদির উৎকর্ষসাধনে যত্নবান্ হন এবং এই সমস্ত কার্য্য নিজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যখন হাটবারে নিউটন সঙ্গী লইয়া গ্রান্থামে উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ বিক্রয় করিতে যাইতেন, তখন তিনি কোন স্থানে কল-কারখানা দেখিলে, তথায় দাঁড়াইয়া তাহার চক্রাদির গতি বিশেষরূপ দেখিতেন। নগরে প্রবেশ করিয়াই তিনি তাঁহার আলাপী একটী ঔষধ-বিক্রেতার বাটীতে যাইয়া তাঁহার পুস্তকালয় হইতে পুস্তক পাঠ করিতেন। এইরূপে পুরাতন গ্রন্থপাঠে তিনি এতাদৃশ আনন্দ অনুভব করিতেন যে, তাহার সঙ্গী যতক্ষণ না দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে ডাকিতে আসিত, ততক্ষণ তিনি পাঠ হইতে উঠিতেন না। তাঁহার বিদ্যাভ্যাসে একান্ত আনুরক্তি দেখিয়া, তাঁহার মাতুল 'রেভারেণ্ড ডবলিউ আসকাফ' তাঁহাকে পুনরায় বিদ্যালয়ে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। সপ্তদশবর্ষ বয়সে তাঁহাকে আবার ক্যাম্ব্রিজের অন্তর্গত ত্রিনিতি কলেজে পাঠাভ্যাসার্থ পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

এখানে তিনি ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রবেশিকা (Matricul-ation) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৬৬১ খৃঃ অব্দে 'সাব-সিজার' (Sub-sizar) হইয়া বিনা বেতনে বিদ্যালয়ে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবার অনুমতি পান। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি শিক্ষিত শ্রেণীভুক্ত হয়েন এবং ১৬৬৫ অব্দে 'বিএ' উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই কয় বৎসর মধ্যে তাহার কোন বিশেষ উন্নতি দেখা যায় না। যখন তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর হয় নাই, তখন তিনি জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বীজগণিতের অন্তর্গত দ্বিপদ উপপাদ্য (Binomial theorem) বিজ্ঞান গণিতের পরমাণুর গতি অনুধাবন জন্য নিয়মাবলী (principles of fluxion) এবং গতির নিয়ম (Law of force) ব্যাখ্যাকালে গ্রহগণের এমন কি চন্দ্রেরও সূর্য্যাভিমুখে আকর্ষণ তাঁহার অন্তঃকরণে জাগিয়া উঠে এবং তিনি কতকাংশে উক্ত বিষয় প্রতিপাদনে যত্ন করেন। তিনি উৎক্ষিপ্ত পাথরের পৃথিবীমুখে আকৃষ্ট দেখিয়া বলিয়া-ছিলেন যে, সমগ্র গ্রহগণ যেরূপ পরস্পর আকর্ষণশীল, এই পৃথিবীও সেইরূপ আকৃষ্টশক্তির অধীন।

১৬৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে নিউটন ত্রিনিতি কলেজের আইন-সদস্য (Law-fellowship) হইবার জন্য 'রবার্ট উভডেল' সাহেবের প্রতিদ্বন্দী হয়েন, কিন্তু উভয়ে সম্যক্ জ্ঞানবান হইলেও তাঁহার

অধ্যাপক 'ডাঃ ব্যারো' মিঃ উভডেলকে পূর্ব্বতন ও বয়োবৃদ্ধ বিবেচনায় সদস্যরূপে মনোনীত করেন। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জুনিয়ার সদস্য ও 'এম্‌এ' উপাধি গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরে সিনিয়ার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি লুকাসীয় (Lucasian) অধ্যাপক হইয়া ব্যারো সাহেবের পদ অধিকার করেন।

গণিতশাস্ত্রে পদার্পণ করিয়া তিনি প্রথমে 'দেকার্টে' (Descartes) লিখিত জ্যামিতি অধ্যয়ন করেন এবং উক্ত অধ্যাপকের প্রবর্ত্তিত জ্যামিতির সহিত বীজগণিতের সংযোজনা অভ্যাস করেন। নিবিষ্টচিত্তে দেকার্টের জ্যামিতি আলোচনা করিবার কালে তাঁহার অন্তরনিহিত বৃত্তিসমূহ প্রস্ফুটিত হইতেছিল, যাহা ভবিষ্যতে তাঁহার চেষ্টাকে আশাতীত ফলদান করে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত অনুসন্ধান দ্বারা যে সমস্ত অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিয়া তিনি সাধারণের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন, বীজগণিত সম্বলিত জ্যামিতি অভ্যাসই তাহার একমাত্র কারণ। ইহার পর তিনি 'ওয়ালিস্'-রচিত Arithmetica Infinitorum নামক গণিতগ্রন্থ অভ্যাস করেন। ইহাতেও তিনি বিশেষ উপকার পাইয়াছিলেন। ইহা পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া, তাহার উপকর্ষে তিনি দ্বিপদ-প্রতিপাদ্য গণিত গণনার উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হন।

নিউটন পরমাণুর প্রবহনশীলগতি গণনার প্রথম উপায় ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে কল্পনা করেন এবং উহা প্রতিপাদনার্থ পর বৎসরে "Analysis per Equation es Numero Terminorum Infinitas" নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেন। পাছে ইহাতে কোনরূপ ভুল থাকে, এই ভয়ে তিনি প্রথমে কাহাকেও ইহা দেখান নাই, অবশেষে তিনি ঐ লিপিখানি তাহার হিতৈষিবন্ধু ডাঃ ব্যারো সাহেবকে দেন। ব্যারো তাঁহার মত লইয়া, উক্ত হস্তলিখিত গ্রন্থখানি মিঃ কলিন্‌কে দেন। কলিন্ সাহেব নিজে গ্রন্থখানি লিখিয়া লয়েন। ঐ গ্রন্থখানি কলিন্ সাহেবের কাগজের মধ্যে পাওয়া যায়। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে উহার প্রথম মুদ্রাঙ্কণ হইয়াছিল।

১৬৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডে মহামারীভয় উপস্থিত হয়, তখন নিউটন ক্যাম্ব্রিজ পরিত্যাগ করিয়া উলথর্পে আসিয়া নিরাপদে বাস করেন। এইখানে আসিয়া তিনি প্রথমে সকল বস্তুর স্বাভাবিক-শক্তি এবং পৃথিবীর উপরিস্থ বস্তুসমূহের ভূ-কেন্দ্রের (Centre of the Earth) দিকে স্বাভাবিক আকর্ষণ চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন এবং আরও অনুমান করেন যে, ঐ শক্তি ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইয়া চন্দ্র ও তাহার পারিপার্শ্বিক তারকাগণকেও আকর্ষণ করিতেছে। পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত তারকা পরিবেষ্টিত চন্দ্রও পরস্পরের বৃত্তস্থিত কেন্দ্রাপসারিণী আকৃষ্ট-শক্তিতে (Centrifugal-force) পৃথিবীর দূরত্বানুসারে এই ক্ষীণশক্তিকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া উভয় শক্তিকে মধ্যস্থলে স্থির করিয়া রাখিয়াছে। এই হেতু স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, ঐ সমস্ত গ্রহ ও তারাগণ স্ব স্ব শক্তিপ্রভাবে (পৃথিবীর) কক্ষাবৃত্তপথে ভ্রমণ করিয়াও স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছে। চন্দ্র যেমন আপনাপন কক্ষাবৃত্ত পথে (Orbit) ঘূর্ণমান চতুর্দ্দিকস্থ পারিপার্শ্বিকগণের কেন্দ্রাপসারিণী (Centrifugal) শক্তিতে আপনার বৃত্তপথে স্থির রহিয়াছে, সেইরূপ সৌর জগতের কেন্দ্র (Centre) স্বরূপ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে চন্দ্রপ্রভৃতি গ্রহগণের নিজ নিজ বৃত্তপথে স্বীয় শক্তিপ্রভাবে বিচরণ করা নিউটনের ন্যায় চিন্তাশীল মস্তিষ্কে প্রতিভাত এই প্রতিপাদ্যটী সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। নিউটনের পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক বুঁলো (Bouillaud) সূর্য্য হইতে আগত ঐরূপ আকর্ষণশক্তির প্রতিপাদন করেন। কিন্তু তিনি ইহা সরলভাষায় বুঝাইতে সক্ষম হন নাই। মহামতি নিউটন স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, গ্রহগণ নিজ নিজ আকর্ষণ-শক্তিপ্রভাবে আপনাপন কক্ষচ্যুত না হইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে। তিনি দেখিলেন যে, কেপলার প্রতিপাদিত গ্রহগণের মধ্যকর্ণের দূরতা (Mean distance) এবং ভগণকাল (Periodic times) উভয়ই সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এবং এই পরস্পরের স্বাভাবিক-আকর্ষণ আকৃষ্ট বস্তুর দূরত্বানুযায়ী, সেই দূরতার ব্যস্তবর্গফল (Inverse square) হইতে ঐ শক্তির কম বা বেশী পরিলক্ষিত হয়। বুঁলো সাহেব এইমত প্রকাশ করিলে নিউটন তাহার পক্ষসমর্থন করিয়া বলেন যে, ঐ শক্তি সমগ্র পদার্থে স্বতঃসিদ্ধভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিউটন আরও বলেন, যে বস্তুর আকৃষ্টি শক্তি যতই প্রবল হউক না এবং যাহা গ্রহগণের কেন্দ্রাপসারিণী শক্তিকে মধ্যস্থলে স্থির রাখিয়াছে সেই শক্তির প্রবলতা নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কোন ভুজবৃত্তের উৎক্রমজ্যার (Versed sine of the arc) সমানুপাত হইতে সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং যদি সময় অল্প হয়, তাহা হইলে বৃত্তাংশের বর্গফলকে নির্দ্দিষ্ট গ্রহের মধ্যকর্ণের (Mean distance) দূরতা দিয়া ভাগ করিলে অথবা রেখাবিশিষ্ট গতি-বেগের বর্গফলকে ঐ দূরতা দিয়া ভাগ করিলে উক্ত শক্তির অনুপাত স্থির করা যায়।

এইরূপে গ্রহগণের সূর্য্যাভিমুখে আকৃষ্টি স্থির করিয়া, তিনি পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের আকর্ষণ নিরাকরণ করিতে অগ্রসর হন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মহামারীর প্রকোপ ইংলণ্ড হইতে অপসৃত হইলে, তিনি পুনরায় ক্যাম্ব্রিজ নগরে আগমন করেন;

এখানে আসিয়া তিনি মনোনিবেশপূর্ব্বক এই সকল বিষয়ের তথ্য অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার মানসিক কল্পনা ১৬ বৎসরকাল তাঁহার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। পরে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে রয়েল-সোসাইটীর অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া পিকার্ড সাহেব-অনুষ্ঠিত যাম্যোত্তররেখাংশের (Arc of a meridian) পরিমাণ অবগত হইয়া, তিনি পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধের পরিমাণ নির্ণয় করেন। এই সময়ে তাহার পূর্ব্বসঞ্চিত আকর্ষণ-শক্তি-প্রকরণ যাহা তিনি এতদিন ধরিয়া হৃদয়ে কল্পনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইতে থাকে। ইহাতে তিনি এতই উত্তেজিত ও স্নায়বীয় দুর্ব্বলতায় এতাদৃশ চঞ্চল হইয়াছিলেন যে, তিনি উক্ত গণনা সমাধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহার পর বৎসরে তিনি কেন্দ্রাভিমুখিনী (Centripetal) শক্তির সাহায্যে পদার্থসমূহের গতি নিরাকরণ করিয়া কএকটী প্রবন্ধ লেখেন। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে উহা ডাঃ ভিন্‌সেণ্ট কর্ত্তৃক রয়েল-সোসাইটীতে প্রদত্ত হয় এবং বহু বাদানুবাদের পর স্থিরীকৃত হইয়া ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তাহার কৃত "প্রিন্সিপিয়া" নামক গ্রন্থে প্রথমে প্রকাশিত হয়। ইহার পর নিউটন সৌরজগতের প্রত্যেক অণু পরমাণুর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্টি এবং কোন বিশিষ্ট বস্তুর আকর্ষণে উহারা তাহাতে সংলগ্নভাবে স্থিত, এই বিষয়টী নির্দ্দেশ করেন। ইহাই মাধ্যাকর্ষণশক্তি, যাহা বহুকাল পূর্ব্বে অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়া গিয়াছেন। [মাধ্যাকর্ষণ দেখ।]

গ্রহগণের পরিচালনা দেখিবার জন্য, নিউটন ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে নিজ হস্তে একটী দূরবীক্ষণযন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। ঐ যন্ত্রটী অদ্যাপিও রয়েল-সোসাইটীতে রক্ষিত আছে। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি উক্ত সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তিনি শিক্ষাবিভাগের প্রতিনিধি হইয়া পার্লিমেণ্ট মহাসভায় আসন গ্রহণ করেন। এই সময়ের কিছুপরে তিনি বাৎসরিক ৬০০ পাউণ্ড বেতনে টঙ্কশালার প্রধানাধ্যক্ষের পদ পান। ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পারি (Paris) নগরের 'রয়েল-একাডেমি-অফ-সায়েন্স' সভার ফরেন-এসোসিয়েট এবং ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রয়েল-সোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট হইয়া তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত উক্ত পদে সসম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞী এনি (Queen Anne) তাহাকে 'নাইট' উপাধি দান করেন। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি মূত্র ও বাতরোগে আক্রান্ত হয়েন এবং ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে ৮৫ বৎসর বয়সে কেনিংষ্টন্ নগরে জীবলীলা সম্বরণ করেন। নিউটন সর্ব্বসমেত ১২খানি পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রিন্সিপিয়া, অপটিক্‌স, এনালিসিস্ পার ইকোয়েসানিস্ নিউমেরো টারমিনোরাম ইন্‌ফিনিটাস্, এমেথড অফ ফ্লাকসন এবং এনালিসিস্ বাই ইন্‌ফিনাইট সিরিজ এবং বাইবেলের সংস্কারক দুইখানি গ্রন্থ প্রধান। তিনি যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধাবলী রয়েল-সোসাইটীতে অর্পণ করেন, তাহা উক্ত সোসাইটীর কার্য্যবিবরণীর (Transactions) ৭ম হইতে ১১শ ভাগে সন্নিবিষ্ট আছে।

নিউ-ফাউণ্ডলণ্ড, গ্রেটবৃটনের অধিকৃত একটী দ্বীপ। আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরে অক্ষা° ৪৬° ৪০´ হইতে ৫১° ৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৫২° ২৫´ হইতে ৫৯° ১৫´ পশ্চিম মধ্যে অবস্থিত। ১০০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নরওয়ে দেশবাসীরা এই দ্বীপ প্রথম আবিষ্কার করেন। অতঃপর ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে জন কাবট্ (John Cabot) ইহা পুনরাবিষ্কার করেন। এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন জন্য সার জর্জ কালভার্ট (Sir George calvert) কএকবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হন ; অবশেষে ১৬২৩ খৃঃ অব্দে ঐ দ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে একটী উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে এখানে অপরাপর উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছে।

এই দ্বীপের ক্ষেত্রফল ৬০,০০০ বর্গমাইল। অত্রত্য অধিবাসিদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই মৎস্যজীবী। অতি অল্পসংখ্যক লোকেই চাষবাস করিয়া থাকে। সকলেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী, কতক প্রোটেষ্টাণ্ট (Protestant) এবং কতক (Roman Catholic) রোমান কাথলিক। আটলাণ্টিকের মধ্যে অবস্থিত এবং অধিকাংশ সময় বরফে আবৃত থাকায় এখানকার গ্রীষ্ম ঋতু অতি মনোরম ; এই সময়ে দিবস ও রজনী অত্যন্ত সুখজনক। সম্প্রতি এই দেশবাসিরা কৃষিকার্য্যে বিশেষ মনোযোগ দিয়াছে। গম, কলাই, যব, আলু প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মাইতেছে। স্থানীয় গবর্মেণ্ট নানাদেশ হইতে নানাবিধ শস্যের বীজ আমদানী করিতেছেন। কিন্তু মৎস্য ধরাই দ্বীপবাসিদিগের প্রধান উপজীবিকা। তৈল ও চর্ম্মের নিমিত্ত মকর (Seals) ধরা হয়। তৈল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কড্ (Cod) মৎস্যও ধরা হইয়া থাকে। বহুসংখ্যক লোক এই ব্যবসা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এখান হইতে প্রচুর সামন (Salmon) মৎস্য আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। হরিণ, খেঁকশিয়াল ইত্যাদি পাওয়া যায়।

নিউ-ফাউণ্ডলণ্ডের রাজধানী সেণ্টজনস্ (St. Johns) ঐ দ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে অক্ষা° ৪৭° ৩৩´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৫২° ৪৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। তথায় জলের কল ও গ্যাসের কল আছে এবং একটী বাণিজ্যগৃহ (Custom-house) নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

উক্ত দ্বীপের দক্ষিণপূর্ব্বদিকের তীরভূমি অতি বিশাল,

কোন সমুদ্রেরই, এরূপ বিস্তৃত তীরভূমি দেখা যায় না। এই বিশাল তীরভূমি (Great Bank) ৬০০ মাইল দীর্ঘ এবং স্থানবিশেষে ২০০ মাইল বিস্তৃত।

অনেক শাসনকর্ত্তা, একটী ব্যবস্থাপক সভা ও একটী কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা দ্বারা ইহার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

নিংটী (নিঙ্‌টী) আসামের অন্তর্গত একটী নদী। শ্রীহট্ট জেলার প্রান্তস্থিত পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে ইরাবতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। মাঘ মাসের অত্যন্ত শীতের সময়ও এই নদী প্রায় আটশত গজ বিস্তৃত থাকে। এখান হইতে অমরাপুর যাইবার একটী সোজা রাস্তা আছে। ভুমুর নিকটে এই নদীর উপকূলে বৃহৎ শালবন; ইহার অনতিদূরে মণিপুর হইতে আবা নগরের মধ্যবর্ত্তী, এই নদীর তীরে কিব্বু উপত্যকায় থীও (melanorhea usitatessima) নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, বর্ষার প্রারম্ভে ঐ বৃক্ষের ত্বক্ হইতে এক প্রকার নির্য্যাস বাহির করিয়া লওয়া হয়, উহাতে কাষ্ঠাদির সুন্দর রূপ পালিস্ হইয়া থাকে। এবং এই বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের গুড়ি হইতে ব্যবহারোপযোগী তক্তা ও কাষ্ঠাদি কাটিয়া লয়। উহা দেখিতে ঠিক মেহগ্নী কাষ্ঠের মত।

নিংড়ন (দেশজ) আর্দ্রবস্ত্রাদি হইতে জলনিঃসারণ।

নিংড়ান (দেশজ) নিষ্পেষণ।

নিংড়ানিয়া (দেশজ) হিংস্রক, অর্থলোভী।

নিংড়ি (দেশজ) ১ ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়ন। ২ চুরি।

নিঃআরিয়া, বা নিয়ারিয়া, এক শ্রেণীর নীচ হিন্দু। বারাণসী অঞ্চলে ইহাদের বাস। সেক্‌রার দোকানের ঝাড়নাদি ক্রয় করিয়া ইহারা সোণা বা রূপা বাহির করে এবং ঐ লব্ধদ্রব্য বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে।

নিঃক [নিষ্ক দেখ।]

নিঃকারণ (ত্রি) কারণশূন্য, অনিমিত্ত।

নিঃকাসন (ক্লী) নিঃসারণ, বহিষ্করণ। অপসারণ।

নিঃকাসিত (ত্রি) নিষ্কাষিত, বহিষ্কৃত, নিঃসারিত।

নিঃক্রামিত (ত্রি) নিষ্ক্রামিত, বহিষ্কৃত।

নিঃক্ষত্র (ত্রি) নি নাস্তি ক্ষত্রিয়ো যত্র। ক্ষত্রিয়রহিত স্থান, ক্ষত্রিয়শূন্য দেশাদি।

নিঃক্ষত্রিয় (ত্রি) ক্ষত্রিয়শূন্য দেশাদি।

নিঃক্ষিপ্ত (ত্রি) নির্ ক্ষিপ্-ক্ত। প্রক্ষিপ্ত, যাহা নিক্ষেপকরা হইয়াছে।

নিঃ(নি)ক্ষেপ (পুং) নির্-ক্ষিপ ভাবে ঘঞ্। ১ অর্পণ, চলিত গচ্ছিত রাখা। ২ অষ্টাদশবিবাদান্তর্গত বিবাদভেদ। বিশ্বাসপূর্ব্বক স্বীয় দ্রব্য অন্যের নিকট ন্যাস বা গচ্ছিত রাখার নাম নিঃক্ষেপ। বীরমিত্রোদয়ে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"স্বদ্রব্যং যত্র বিস্রম্ভাৎ নিঃক্ষিপত্যবিশঙ্কিতঃ।
নিঃক্ষেপো নাম তৎপ্রোক্তং ব্যবহারপদং বুধৈঃ॥" (নারদ)

স্বীয় দ্রব্য নিঃশঙ্কচিত্তে বিশ্বাসপূর্ব্বক অন্যের নিকট রাখিলে তাহাকে নিঃক্ষেপ কহে, ইহাকে ব্যবহারপদ বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। অর্থাৎ গচ্ছিত দ্রব্য আবশ্যক মত যদি না পাওয়া যায় এবং যাহার নিকট গচ্ছিত রাখা হয়, সে যদি আর তাহাকে প্রত্যর্পণ না করে, এই সকল কারণে রাজা ইহার বিচার করিয়া থাকেন বলিয়া, ইহাকে 'ব্যবহারপদ' বলা হয়।

ইহার অপর নাম ন্যাস—

"রাজচৌরাদিকভয়াদ্দায়াদানাঞ্চ বঞ্চনাৎ।
স্থাপ্যতেঽন্যগৃহে দ্রব্যং ন্যাসঃ সপরিকীর্ত্তিতঃ॥" (বৃহস্পতি)

রাজার ও চৌরাদির ভয়ে এবং জ্ঞাতিদিগকে বঞ্চনা করিবার জন্য অপরের গৃহে যে সকল দ্রব্য স্থাপিত করা যায়, তাহাকে ন্যাস কহে।

মনুতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। সৎকুলজাত, সদাচার, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, বহুপরিবার, ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে বুদ্ধিমান্ লোক ধনাদি গচ্ছিত রাখিবেন, এই গচ্ছিত রাখাকে নিক্ষেপ কহে। যে ব্যক্তি যেরূপে যাহার হাতে যে দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে, লইবার কালে উহাকে ঐ দ্রব্য ঐরূপে দিবে। যেরূপ ভাবে গচ্ছিত রাখিবেন, যাহার নিকট থাকে, তিনি দিবার সময় ঠিক সেইরূপে প্রত্যর্পণ করিবেন। নিঃক্ষেপকারী একবার মাত্র চাহিলেই নিঃক্ষিপ্ত বস্তু প্রদান করিতে হইবে, যদি না দেয়, তাহা হইলে বিচারক নিঃক্ষেপকারীর অসাক্ষাতে এইরূপ বিচার করিবেন। ইহাতে যদি উপযুক্ত সাক্ষী না পাওয়া যায়, তাহা হইলে, বয়স্ক ও রূপবান্ চর দ্বারা প্রাড়্‌বিবাক ছলক্রমে হিরণ্যাদি দ্রব্য ঐ ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখিবেন, পরে নিঃক্ষেপকারি-চর নিক্ষিপ্ত বস্তু প্রার্থনা করিলে পর, সে যদি ঐ গচ্ছিত দ্রব্য যেরূপে যে ভাবে দেওয়া হইয়াছিল সেইরূপে এবং সেই ভাবে প্রত্যর্পণ করে, তবে উহার প্রতি অপরের অভিযোগের কোন কারণ নাই। যদি ঐ ব্যক্তি চরদিগের নিঃক্ষেপ দ্রব্য না দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে ধরিয়া আনিয়া উভয় নিঃক্ষেপ্য বস্তুই দেওয়াইবেন। নিক্ষেপ ও উপনিধি গচ্ছিতকারীর বর্ত্তমানে তাহার পুত্র বা ভাবী উত্তরাধিকারির হস্তে দেওয়া বিধেয় নহে। কারণ পুত্রদিগের বিনাশ হইলে ঐ দ্রব্য নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, জীবদ্দশায় উক্ত দ্রব্যসমর্পণ করিলেও করিতে পারে, এইরূপ সংশয় স্থলে দেওয়া উচিত নহে। মৃত-

নিঃক্ষেপ্তার পুত্রাদি উত্তরাধিকারির নিকট, যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন নিজে যাইয়া প্রত্যর্পণ করে, রাজা বা নিক্ষেপ্তার বন্ধুবর্গ তাহার নিকট আরও অন্য বস্তু আছে বলিয়া অনুযোগ করিতে পারিবে না। যদি এই বিষয়ের অনুযোগ উপস্থিত হয়, তবে রাজা কপটব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া প্রীতিসহকারে সেই অর্থ পাইবার চেষ্টা করিবেন এবং সেই গচ্ছিত রক্ষাকারির চরিত্র বিচার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কার্য্যসাধন করিবেন। সমুদায় নিঃক্ষেপ প্রাপ্তির এই বিধি জানিতে হইবে।

মুদ্রাঙ্কিত উপনিধি,—যত মুদ্রা প্রত্যর্পণ করা যায়, অথবা তাহার ভিতর হইতে কিছু বাহির করিয়া না লওয়া হয়, তবে গচ্ছিত রক্ষাকারির কোন দোষ হয় না। নিঃক্ষিপ্ত দ্রব্য চোরে চুরি করিলে জলদ্বারা ধৌত হইলে বা আগুনে পুড়িলে তাহার দায়ী হইতে হয় না। কিন্তু ঐ দ্রব্য হইতে যদি কিছু লওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার দায়ী হইতে হয়। নিঃক্ষেপের অপলাপকারিকে এবং যে নিক্ষেপ না করিয়া নিক্ষেপের দাবী করে, তাহাকে বৈদিক শপথাদি ও সকল প্রকার উপায় দ্বারা বিচার করিবে। যে নিঃক্ষেপ অর্পণ না করে, আর যে নিঃক্ষেপ না করিয়া প্রার্থনা করে, রাজা উভয়কেই সুবর্ণ-চোরের ন্যায় শাসন করিবেন। অথবা গচ্ছিত দ্রব্যানুযায়ী ধনদণ্ড করিবেন। (মনু ৮ অ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। বিশেষ বিবরণ না বলিয়া যে সকল বস্তু করণ্ডপেটিকাদির মধ্যে রাখিয়া, অপরের নিকট যাহা রাখা যায়, তাহাকে নিঃক্ষেপ বা উপনিধিক কহে। যাহার নিকট ইহা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি ঠিক সেইরূপে প্রত্যর্পণ করিবেন। এই ধন যদি রাজা, তস্কর বা দৈবোপদ্রবে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আর প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ন্যাসকারী উক্ত দ্রব্য প্রার্থনা করিলে না দেয়, এবং তাহার যে কোন উপদ্রবে যদি উহা নষ্ট হয়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে তন্মূল্যপরিমিত অর্থ দণ্ড করিবেন। যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছাক্রমে ঐ দ্রব্য উপভোগ করে, বা বাণিজ্যদ্বারা বৃদ্ধি করে, রাজা তাহার শক্তি অনুসারে দণ্ড করিবেন। উপভোগ করিলে মাসে শতভাগের পাঁচ ভাগ বৃদ্ধিসমেত, বাণিজ্য করিলে ইহার অতিরিক্ত লভ্যাংশ সমেত সমস্ত দিতে হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২ অ° নিঃক্ষেপপ্র°)

বীরমিত্রোদয়ে নিঃক্ষেপ, উপনিধি ও ন্যাস এই তিনের পৃথক্ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গৃহস্বামির সমক্ষে সকল গণিয়া দিয়া যাহা রাখা যায়, তাহাকে নিঃক্ষেপ এবং গণনা না করিয়া গৃহস্বামির অসমক্ষে বা তাহার পুত্রাদির হস্তে যাহা রাখা যায় তাহাকে ন্যাস এবং মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বা পেটারায় চাবি দিয়া তাহা রাখিয়া দিলে তাহাকে উপনিধি কহে।

পূর্ব্বে যে সকল দণ্ডাদির কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা এই তিনের সম্বন্ধে জানিতে হইবে।

"অসঙ্খ্যাতমবিজ্ঞাতং সমুদ্রং যন্নিধীয়তে।
তজ্জানীয়াদুপনিধিং নিঃক্ষেপং গণিতং বিদুঃ॥" (নারদ)

বীরমিত্রোদয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে প্রদত্ত হইল না।

নিঃপ্রভ (ত্রি) নি নির্গতা প্রভা যস্য। প্রভাশূন্য। বিকল্পপক্ষে নিষ্প্রভ হইবে।

নিঃশঙ্ক (ত্রি) নির্নাস্তি শঙ্কা যস্য। শঙ্কারহিত, নির্ভয়, ভয়শূন্য।

নিঃশম (পুং) নির্গতঃ শমাৎ, 'নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে পঞ্চম্যা' (বার্ত্তিক) ইতি ৫তৎ সমাসঃ। ক্রোধ। (ত্রিকা°)। বিকল্পপক্ষে নিশ্শম হইবে।

নিঃশব্দ (ত্রি) নির্গতঃ শব্দো যস্মাৎ। শব্দরহিত, নীরব।

নিঃশলাক (ত্রি) নির্গতা শলাকা যস্মাৎ শলাকায়া নির্গতো বা। রহঃ, নির্জন, বিজন প্রদেশ।

"অরণ্যে নিঃশলাকে বা মন্ত্রয়েদবিভাবিতঃ।" (মনু)

নির্জ্জন স্থলে মন্ত্রণা করিতে হয়।

নিঃশল্যা (স্ত্রী) নির্গতং শল্যং যস্যাঃ। ১ দন্তীবৃক্ষ। (রাজনি°) ইহা সেবন করিলে শীঘ্র শল্য নির্গত হয়। (ত্রি) ২ শল্যবৎ প্রতিবন্ধরহিত।

নিঃশূক (পুং) নির্গতঃ শূকোঽস্মাৎ। মুণ্ডশালি। (রাজনি°)

নিঃশেষ (ত্রি) নির্গতঃ শেষো যস্মাৎ। সমস্ত, সংপূর্ণ, শেষরহিত।

"উচ্ছিন্নসর্ব্বসঙ্কল্পো নিঃশেষাশেষচেষ্টিতঃ।
স্বাবগম্যো লয়ঃ কোঽপি জায়তে বাগগোচরঃ॥"
(হঠযোগদীপিকা ৪।৩২)

নিঃশেষিত (ত্রি) নিঃশেষোঽস্য সঞ্জাতঃ, তারকাদিত্বাদিতচ্। নিঃশেষপ্রাপ্ত, যাহা ফুরাইয়া গিয়াছে।

নিঃশোধ্য (ত্রি) নির্গতং শোধ্যং যস্মাৎ শোধ্যান্নির্গতমিতি বা। শোধিত, মৃষ্ট, নির্ম্মল।

নিঃশ্রয়ণী (স্ত্রী) নির্নিশ্চিতং শ্রীয়তে আশ্রীয়তে অনয়েতি, শ্রি-করণে ল্যুট্, টিত্বাৎ ঙীষ্। কাষ্ঠঘটিত সোপান, কাঠের সিঁড়ী। পর্য্যায়—নিঃশ্রেণি, অধিরোহিণী, নিঃশ্রেণী। (শব্দর°)

নিঃশ্রয়িণী (স্ত্রী) নিঃশ্রয়তি আশ্রয়তি প্রাঙ্গণাদিস্থানমিতি, শ্রি-ণিনি-ঙীপ্। নিঃশ্রয়ণী, কাঠের সিঁড়ী।

নিঃশ্রেণি (স্ত্রী) নির্নিশ্চিতা শ্রেণিঃ সোপানপঙ্ক্তিঃ যত্র। অধিরোহিণী, কাঠের সিঁড়ী।

"চক্রে ত্রিদিবনিঃশ্রেণিঃ সরযূরনুযায়িনাম্।" (রঘু ১৫।১০০)

২ খর্জ্জুরীবৃক্ষ। (মেদিনী) (পুং) ৩ ঘোটকবিশেষ।

"উপর্য্যুপরি যস্ত স্থাবর্ত্তা অলীকে ত্রয়ঃ।
নিঃশ্রেণিঃ স তু বিজ্ঞেয়ো রাষ্ট্রবৃদ্ধিকরঃ পরঃ॥"
(নকুলকৃত অশ্বচিকিৎসা ৪ অ°)

"অলীক" অর্থাৎ ললাটদেশে যে অশ্বের উপর্য্যুপরি তিনটী আবর্ত্ত থাকে, তাহাকে নিঃশ্রেণি কহে। এই অশ্ব রাষ্ট্রবৃদ্ধিকর।

নিঃশ্রেণিকা (স্ত্রী) নিঃশ্রেণিরিব কায়তীতি, কৈ-ক-টাপ্। তৃণবিশেষ। কোঙ্কণ দেশে ইহা নিঃশ্রেণী নামে প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়—শ্রেণীবলা, নিরসা, বনবল্লরী, ইহার গুণ—নীরস, উষ্ণ, পশুদিগের বলনাশক। (রাজনি°) নিঃশ্রেণিরেব স্বার্থে কন্। অধিরোহিণী।

"মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য সেবিতা ন মহেশ্বরী।
নিঃশ্রেণিকাগ্রাৎ পতিতা অধ ইত্যেব বিদ্মহে॥"
(দেবীভাগ° ৪।১৩।৪০)

নিঃশ্রেণী (স্ত্রী) নিঃশ্রেণি কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্। নিঃশ্রয়ণী।

নিঃশ্রেয়স (ক্লী) নিনিশ্চিতং শ্রেয়ঃ ততোঽচ্ সমাসান্তঃ (অচতুরবিচতুরেতি। পা ৫।৪।৭৭) ১ মোক্ষ।

"বেদাভ্যাসস্তপোজ্ঞানমিন্দ্রিয়ানাঞ্চ সংযমঃ।
অহিংসা গুরুসেবা চ নিঃশ্রেয়সকরং পরম্॥"
(মনু ১২।৮৩)

বেদাভ্যাস, তপস্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা ও গুরুসেবা এই সকল মোক্ষকর।

২ মঙ্গল। ৩ বিজ্ঞান। ৪ ভক্তি। ৫ অনুভাব। (পুং) নির্নিশ্চিতং শ্রেয়ো মঙ্গলং যস্মাৎ। ৬ শিব। (মেদিনী) বিকল্পপক্ষে নিশ্শ্রেয়স পদ হইবে।

নিঃশ্বাস (পুং) নির্-শ্বস্ ভাবে ঘঞ্। প্রাণবায়ুর নাসাদ্বারা বাহিরে নিঃসারণ, নাসিকাদেশ হইতে যে বায়ু নির্গত হয়।

"বৃষলীফেনপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।" (মনু)

বিকল্পপক্ষে নিশ্শ্বাস এইরূপ হইবে।

নিঃষম (অব্য) নির্গতং সমং যত্র (তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতীনি চ। পা ২।১।১৭) ইতি সমাসঃ। ততো ষত্বম্। নিন্দা, পর্য্যায়—গর্হা, দুঃষম। (অমর) ২ শোক। (শব্দর°)

নিঃষন্ধি (ত্রি) নিষ্ক্রান্তঃ সন্ধেঃ সুশ্লিষ্টত্বাৎ। 'নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থেতি সমাসঃ ততো সুষমাদিত্বাৎ ষত্বম্। ১ সন্ধিশূন্য। ২ দৃঢ়। (ত্রিকাণ্ড) বিকল্পপক্ষে নিষ্‌ষন্ধি হইবে।

নিঃষামন্ (ত্রি) নিষ্ক্রান্তঃ সাম্নঃ ততো সমাসঃ ষত্বঞ্চ। সামরহিত। বিকল্পপক্ষে নিষ্‌ষামন্ হইবে।

নিঃসঙ্গ (ত্রি) নির্নাস্তি সঙ্গো যত্র। ১ মেলনরহিত। ২ ফলের অভিনিবেশযুক্ত।

"বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিং লভতে রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥"
(মলমাসতত্ত্বধৃত ভাগবতবচন)

নিঃসন্ধি (ত্রি) নির্নাস্তি সন্ধির্যত্র। ১ দৃঢ়। ২ সন্ধিরহিত।

নিঃসম্পাত (পুং) নির্নাস্তি সম্পাতো গমনাগমনং যত্র। ১ নিশীথ। (ত্রিকাণ্ড) (ত্রি) ২ গমনাগমনপরিশূন্য।

"ন নৃভির্গোধনৈর্বাপি সেব্যতে বনবৃত্তিভিঃ।
নিঃসম্পাতঃ কৃতঃ পন্থাস্তেন তদ্বিষয়াশ্রয়ঃ॥" (হরিব° ৮০।১৪)

নিঃসরণ (ক্লী) নির্-সৃ-ল্যুট্। ১ মরণ। ২ উপায়। ৩ গৃহাদিমুখ। ৪ নির্ব্বাণ। ৫ নির্গম। (হেম)

"গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং দশমাসনিবাসনম্।
তথা নিঃসরণে দুঃখং যোনিযন্ত্রেঽতিদারুণে॥" (দেবীভা° ৪।২।২৮)

নিঃসার (পুং) নির্গতঃ সারো যস্মাৎ। ১ শাখোটবৃক্ষ, চলিত শেওড়া, শাঁড়া। ২ শ্যোনাকভেদ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ সাররহিত, সারশূন্য।

"মানুষ্যে কদলীস্তম্ভনিঃসারে সারমার্গণম্।
যঃ করোতি স সংমূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

নিঃসারণ (ক্লী) নির্-সৃ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ নিঃসারণ। নিঃসার্য্যতেঽনেনেতি নির্-সৃ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ২ গৃহাদির প্রবেশনির্গমাদি পথ। (শব্দর°)

নিঃসারা (স্ত্রী) নির্নাস্তি সারো যস্যাঃ। কদলীবৃক্ষ। (রাজনি°)

নিঃসারিত (ত্রি) নির্-সৃ-ণিচ্ কর্ম্মণি ক্ত। ১ বহিষ্কৃত, পর্য্যায়—অবকৃষ্ট, নিষ্কাসিত। (জটাধর) ২ সারাভাববান্, সারের অভাবযুক্ত। "সর্ব্বেঽর্দ্ধচন্দ্রং দত্ত্বা নিঃসারিতাঃ।" (হিতোপ°)

নিঃসীমন্ (ত্রি) নির্গতা সীমা যস্মাৎ। সীমারহিত, অবধিশূন্য।

"নিঃসীমানন্দমাসীদুপনিষদুপমা তৎপরীভূয়ভূয়ঃ॥" (নৈষধ)

নিঃস্নেহ (ত্রি) নির্নাস্তি স্নেহো যস্য। ১ স্নেহশূন্য। স্নেহশব্দের অর্থ প্রীতি ও ঘৃত তৈলাদি। প্রীতিশূন্য, ভালবাসারহিত।

"অহো দশরথো রাজা নিঃস্নেহঃ স্বসুতং প্রতি।" (রামা° ২।৪২।৭)

২ রসহীন।

"নারং স্পৃষ্ট্বাস্থি সস্নেহং স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি।
আচম্যৈব তু নিঃস্নেহং গামালভ্যার্কমীক্ষ্য বা॥" (মনু ৫।৮৭)

৩ তৈলবিহীন।

নিঃস্নেহফলা (স্ত্রী) শ্বেতকণ্টকারী। (রাজনি°)

নিঃস্নেহা (স্ত্রী) নির্গতঃ স্নেহো রসো যস্যাঃ। অতসী। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ অনুরাগরহিত।

"যদর্থে স্বকুলং ত্যক্তং জীবিতার্দ্ধঞ্চ হারিতম্।
সা মাং ত্যজতি নিঃস্নেহা কঃ স্ত্রীণাং বিশ্বসেন্নরঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র ৪।৪৭)

নিঃস্পন্দ (ত্রি) নির্নাস্তি স্পন্দো যস্য। স্পন্দরহিত, নিশ্চল।

নিঃস্পৃহ (ত্রি) নির্গতা স্পৃহা যস্য। আশাশূন্য, স্পৃহারহিত।

নিঃস্রব (পুং) নির্-স্রু-অপ্। ১ অবশেষ।

"ক্রয়ো বা নিঃস্রবস্তস্মাৎ বণিজাং লাভকৃৎ স্মৃতঃ।" (যাজ্ঞব°)

২ নির্গমন।

নিঃস্রাব (পুং) নিঃ-স্রবতীতি নির্-স্রু-ণ। ভক্তরস, ভাতের মাড়, ফেন। পর্য্যায়—আচাম, মাসর। ২ ক্ষরণ। ৩ ব্যয়।

"বহ্বাদানোহল্পনিঃস্রাবঃ খ্যাতঃ পূজিতদৈবতঃ॥" (কামন্দক)

নিঃস্ব (ত্রি) নির্নাস্তি স্বং ধনং যস্য। ধনহীন, দরিদ্র। ইহার লক্ষণ—"সূর্পাকারৌ বিরূক্ষৌ চ বক্রৌ পাদৌ শিরালকৌ।

সংশুষ্কৌ পাণ্ডুরনখৌ নিঃস্বস্য বিরলাঙ্গুলী॥" (গরুড়পু°)

যাহার পাদদ্বয় বক্র, নখ সকল সূর্পাকার, পাণ্ডুরবর্ণ ও শিরাল এবং সর্ব্বদা পরিশুষ্ক থাকে, অঙ্গুলী সকল বিরল, এই সকল লক্ষণাক্রান্ত হইলে তাহাকে দরিদ্র বলিয়া জানিবে।

নিঃস্বভাব (ত্রি) নির্গতঃ স্বভাবো যস্য। স্বভাবশূন্য। বৌদ্ধদিগের মতে বস্তুমাত্রই স্বভাবশূন্য।

"বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধার্য্যতে।

অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দর্শিতা॥" (লঙ্কাবতার)

বুদ্ধিদ্বারা বিবিচ্যমান পদার্থ সকলের স্বভাব অবধারিত অর্থাৎ নিশ্চিত হয় নাই। অতএব সেই সকল স্বভাব নিরভিলপ্য ও নিঃস্বভাব ইহা দর্শিত হইয়াছে।

শূন্যবাদিবৌদ্ধদিগের মতে—বস্তুর স্বরূপত্ব স্বীকৃত হয় নাই, তাহারা নিঃস্বভাবই স্বভাবের কারণ ইহা প্রতিপাদন করিয়াছে।

নিকক্ষ (অব্য) কক্ষস্য সমীপম্, সামীপ্যার্থে অব্যয়ীভাবঃ। পশ্চিমাপর সন্ধিসমীপ।

"চিত্যাং পরিষিক্তায়াগ্নীদক্ষিণে নিকক্ষে" (কাত্যা° শ্রৌ°১৮।২।১)

'পশ্চিমাপরসন্ধিঃ কক্ষস্তস্য সমীপং নিকক্ষম্' (বেদদীপ)

নিকট (ত্রি) নি সমীপে কটতীতি নি-কট-অচ্। অদূর, পর্য্যায়—সমীপ, আসন্ন, সন্নিকৃষ্ট, সনীড়, অভ্যাস, সবেশ, অন্ত, অন্তিক, সমর্য্যাদ, সদেশ, অভ্যাগ্র, অভার্ণ, সবিধা, উপকণ্ঠ, অভিত। (শব্দর°)

বৈদিক পর্য্যায়—তলিৎ, আসাৎ, অম্বর, ঔর্ব্বস, অন্তমীক, আক, উপাক, অর্ব্বাক, অন্তমান, অবম, উপম।

(বেদনিঘণ্টু ২ অ°)

"দিবসরজনীকুলচ্ছেদৈঃ পতদ্ভিরনারতং

বহতি নিকটে কালঃ স্রোতঃসমস্তভয়াবহম্।

ইহ হি পততাং নাস্ত্যালম্বো ন চাপি নিবর্ত্তনং

তদিহ মহতাং কোঽয়ং মোহো যদেষ মদাবিলঃ॥" (শান্তিশ°৩।২)

নিকটতা (স্ত্রী) নিকট-তল্-টাপ্। সামীপ্য, নৈকট্য।

নিকটবর্ত্তিন্ (ত্রি) নিকটে বর্ত্ততে বৃত-গিনি। সমীপস্থ, নিকটস্থ, যে নিকটে থাকে।

নিকটবর্ত্তিত্ব (ক্লী) নিকটবর্ত্তিনো ভাবঃ ত্ব। নিকটবর্ত্তির ভাব।

নিকটস্থ (ত্রি) নিকটে তিষ্ঠতি স্থা-ক। সমীপস্থ, যে নিকটে থাকে, নিকটস্থিত।

নিকটসম্বন্ধীয় (ত্রি) নিকট সম্পর্কীয়, নিকট সম্বন্ধবিশিষ্ট, স্বজন।

নিকটাগত (ত্রি) উপস্থিত, অভ্যাগত, সমাগত। সমীপে উপস্থিত।

নিকটাগমন (ক্লী) নিকটে আগমনম্। উপসন্নতা, নিকটে আসা, উপস্থিতি।

নিকটানিকট (দেশজ) কাছাকাছি।

নিকন (দেশজ) গোময় দিয়া ধৌতকরণ, গোবরযুক্ত জল দিয়া গৃহমার্জ্জিত করণ। গৃহাদি গোময়াদি দ্বারা পরিষ্কার।

নিকনচুকন (দেশজ) গোময় দিয়া গৃহপরিষ্কার করণ।

নিকন্ধিয়া (দেশজ) ১ নিস্কন্ধ, মস্তকহীন। ২ স্কন্ধবিহীন ভূতযোনিবিশেষ।

নিকর (পুং) নিকরোতীতি ব্যাপ্নোতীতি নি-কৃ-অচ্। ১ সমূহ, রাশি। ২ সার। ৩ ন্যায়-দেয় ধন। ৪ নিধি। (মেদিনী)

নিকর্ত্তন (ক্লী) নি-কৃত-ল্যুট্। ১ ছেদন। (ত্রি) ২ ছেদনকারী।

নিকর্ত্তব্য (ক্লী) নি-কৃত-তব্য। ছেদনীয়।

নিকর্ষণ (ক্লী) নির্নাস্তি কর্ষণং যত্র। ১ সন্নিবেশ। ২ পত্তনাদিতে পরিচ্ছন্ন প্রদেশ। নগরাদির বাহিঃস্থিত ক্রীড়াভূমি। ৩ গৃহাদির বাহিরে বিহরণভূমি, গৃহপ্রবেশের দ্বারস্থিত উঠান। ৪ সমীপস্থতা। ৫ প্রাঙ্গণাদির সন্নিবেশ। (ত্রি) ৬ কর্ষণরহিত।

নিকষ (পুং) নিকষতি পিনষ্টি স্বর্ণাদিকং যত্রেতি নি-কষ-ঘ (গোচরসঞ্চরেতি। পা ৩।৩।১১৯) ১ কষ্টিপাথর, সুবর্ণ পরীক্ষা করিতে হইলে এই নিকষোপলে পরীক্ষা করিতে হয়।

"নিকষে হেমরেখেব শ্রীরাসীদনপায়িনী।" (রঘু ১৩।৪৬)

(ত্রি) সুবর্ণাদির পরীক্ষার্থ কর্ষণকর্ম্ম।

"যদা নির্গুণমাপ্নোতি ধ্যানং মনসি পূর্ব্বজম্।

তদা প্রজ্ঞায়তে ব্রহ্ম নিকষং নিকষে যথা॥"

(ভারত শান্তি ২০৫ অ°)

৩ শাণ, অস্ত্রাদি তীক্ষ্ণতাসাধন অস্ত্র। (অমর)

নিকষণ (ক্লী) নি-কষ-ল্যুট্। ঘর্ষণ, খনন।

নিকষা (স্ত্রী) নিকষতি হিনস্তীতি কষ-হিংসে পচাদাচ্, ততটাপ্। ১ রাক্ষসমাতা। সুমালিকন্যা ও বিশ্রবার পত্নী। ইহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ ও শূর্পণখা জন্মগ্রহণ করে। (রামা°) (অব্য) নি-কষ-গতৌ-আঃ (আঃ সমিন্ নিকষিভ্যাম্। উণ্ ৪।১৭৪) ২ নিকট। ৩ মধ্য। এই

নিকষাশব্দযোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। "পয়োধিমাবদ্ধচলজ্জলাবিলাং বিলঙ্ঘ্যলঙ্কাং নিকষা হনিষ্যতি।" (মাঘ ১।৬৮)

নিকষাত্মজ (পুং) নিকষায়াঃ আত্মজঃ। নিকষার পুত্র। রাক্ষস।

নিকষোপল (পুং) নিকষনাম উপলঃ। ১ প্রস্তরভেদ, কষ্টিপাথর। ২ শাণ।

নিকস (পুং) নিকসতি পিনষ্টি স্বর্ণাদিকং যত্র নি-কস-ঘ। নিকষ। (ভরত)

নিকা (আরবী) মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবার বিবাহবিশেষ। ঐ বিবাহের নিদর্শনপত্রের নাম নিকানামা। আরব, ইজিপ্ট ও পারস্যে বিবাহ উৎসবের মধ্যে নিকাই প্রধান অঙ্গ। ভারতবর্ষে নিকা নিকৃষ্ট বিবাহ মধ্যে গণ্য ও ইহা কতিপয় নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। (অনূঢ়াদিগের সাদী বা বিবাহ উপলক্ষে নিয়ত ৫ দিবস আমোদ আহ্লাদ হয়, এজন্য ইহার সহিত তুলনায় নিকার উৎসব নাই বলিলেই হয়। সাদিপ্রথা অপেক্ষা নিকাপ্রথা অতি হেয় হইলেও এখনও ইহার আদর লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষে নিকা শব্দে মুসলমানদিগের মধ্যে বিবাহ বিশেষকে বুঝায়। পাত্র ও পাত্রীকে বিবাহবন্ধনে একত্র করিবার সময় কাজী যে সকল কথা উচ্চারণ করিয়া যুক্ত করিয়া দেন, তাহার নাম নিকা। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী স্থানে নিকাকে বরাত কহে। পাত্রী ও পাত্র সবর্ণা হইলে এবং পাত্রী যদি অনূঢ়া হন, তবেই সেই স্থলে সাদি বা বিবাহ হয়।

নিকান (দেশজ) মৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা গৃহাদি মার্জ্জন।

নিকানোর, খৃষ্টের ৩০৫ পূর্ব্বে আন্তিগোনাসের প্রতিনিধি। ইনি সমস্ত মিডিয়া, পার্থিয়া, এসিয়া এবং সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করেন।

নিকাম (ক্লী) কম ইচ্ছায়াং নি-কম-ঘঞ্। ১ ইষ্ট, অভিলষিত। ২ পর্য্যাপ্ত। ৩ অতিশয়।

"নিকামতপ্তা বিবিধেন বহ্নিনা" (কুমার ৫।২৩)

নিকামন্ (ত্রি) নি-কম বাহুলকাৎ মনিন্। নিতরাং কামুক, অতিশয় অভিলাষযুক্ত।

"সিষক্তি স্বজমানা নিকামভিঃ" (ঋক্ ১০।৯২।৯)

'নিকামভিঃ নিতরামভিলাষুকৈঃ' (সায়ণ)

নিকায় (পুং) নিচীয়তে ইতি নিচি-ঘঞ্, আদেশশ্চ-ক। (সঙ্ঘে চানৌত্তরাধর্য্যে। পা ৩।৩।৪২) ১ সমূহ। ২ সমানধর্ম্মি ব্যক্তিসমূহ, সধর্ম্মি প্রাণিসংহতি।

"তথা দেবনিকায়ানাং সেন্দ্রাণাঞ্চ দিবৌকসাম্॥" (ভা° ১।১২৩।৪৫)

৩ লক্ষ্য। ৪ নিলয়, বাসস্থান, গৃহ। ৫ পরমাত্মা।

নিকায্য (পুং) নিচীয়তেঽস্মিন্ ধান্যাদিকমিতি নি-চি-ণ্যৎ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ (পায্যসান্নায্যনিকায্যেতি। পা ৩।১।১২৯) গৃহ, আলয়।

"ন প্রণায্যো জনঃ কশ্চিন্নিকায্যং তেঽধিতিষ্ঠতি।

দেবকার্য্যবিঘাতায় ধর্ম্মদ্রোহী মহোদয়ে॥" (ভট্টি ৫।৬৬)

নিকার (পুং) নি-কৃ-ঘঞ্। ১ পরাভব। ২ অপকার। ৩ অপমান। ৪ মানহানি, অবমাননা, অনাদর। ৫ তিরস্কার, লাঞ্ছনা। ৬ ধান্যাদির উর্দ্ধক্ষেপণ। ৭ খলীকার। ৮ ধিক্কার। (শব্দমালা)

"নিকারোঽগ্রে পশ্চাজ্জনমহহ ভোক্তুর্হি নিধনম্।" (শান্তিশতক)

নিকারণ (ক্লী) নিকারয়তি ক্লিশ্নাত্যনেনেতি। নি-কৃ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ। ২ বধ।

নিকারিন্ (পুং) যজ্ঞকরণশীল, যাহাদের স্বভাব যজ্ঞ করা।

"নিক্রম্ পূর্ব্বচিতো নিকারিণঃ" (শুক্লযজু° ২৭।৪)

'নিকারিণঃ নিতরাং যজ্ঞকরণশীলাঃ' (বেদদীপ)

নিকারি বা নিকিরি, মৎস্যব্যবসায়ী নীচ জাতি। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে ইহাদিগের বাস। ইহারা নগদমূল্যে অথবা পূর্ব্ব হইতে টাকা দাদন দিয়া জেলেদের নিকট হইতে মাছ ক্রয় করিয়া বাজারে বিক্রয় করে বলিয়া ইহাদের নিকারি নাম হইয়াছে। ইহারা নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদিগের ন্যায় সমস্ত কার্য্য করে। সময়ে সময়ে ইহারা আম প্রভৃতি অন্যান্য ফলাদি মাথায় লইয়া ফিরি করিয়া বেড়ায়। বেহারপ্রদেশের মুসলমান নিকারিরা মুল্লান বা মছুয়া নামে অভিহিত।

নিকাল্য (ত্রি) নি-কল-ণ্যৎ। চালনীয়। (ত্রিকা°)

নিকাশ (পুং) নি-কাশ-ঘঞ্। ১ প্রকাশ। ২ সমীপ।

"উবাচ পূর্ণেন্দুনিকাশবক্ত্রাং" (হরিব° ১৪৫ অ°)

নিকাশ (দেশজ) ১ হিসাব স্থির করণ, জমা খরচ স্থির করিয়া প্রভুকে সেই সকল পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দেওয়া। ২ জলনির্গমন, জল বাহির হওন। যথা, এই স্থলে জল নিকাশ হয় নাই। এই অর্থে কেবল নিকাশ শব্দ ব্যবহার হয় না। ৩ শেষ।

নিকাশীপোতা (দেশজ) জমীদারের কর্ম্মচারিরা নিকাশ দিবার সময় যাহা দেনদার হয়।

নিকাষ (পুং) নি-কষ-ঘঞ্। সমুল্লিখন, করণ।

নিকাসন (ত্রি) নিকাসতে শোভতে হনেন ইতি কাস-করণে ল্যুট্। তুল্য।

নিকিটিন-আথেনেসিয়াস্, একজন রুষিয়াবাসী পরিব্রাজক। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দের প্রথমে গুজরাতদেশে পদার্পণ করেন। তৎপরে কাম্বে ও কোলাবা জেলার চেউল নগর ভ্রমণ করিয়া জুন্নরে গমন করেন, তথায় ঐ নগরের সৌন্দর্য্যাদি

দর্শন করিয়া তিনি দবিয়াল, কালিকট, সিংহল, বিদর্ভ, বিজয়নগর, কুলবর্গা ও অপরাপর নানাস্থান পদব্রজে দর্শন করিয়া ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক হরমুজ, সিরাজ, ইস্পাহান, তাব্রিজ ও ট্রিবিজণ্ড প্রভৃতি নগর দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি এই সকল নগরাদি দর্শন করিয়া তাঁহার বাণিজ্য, ব্যবসা ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয় লইয়া একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে তৎসাময়িক কাম্বে, হরমুজ, দবিয়াল, কালিকট, সিংহল, বিদর্ভ ও বিজয়নগরের বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে।

নিকিরী, মুসলমান জাতির এক প্রকার উপাধি। ইহারা মৎস্য বিক্রয়দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

নিকিল্বিষ (ক্লী) কিল্বিষাভাব, পাপের অভাব।

"পুনর্দ্দায় ব্রহ্মজায়াং কৃত্বী দেবৈর্নিকিল্বিষম্‌" (ঋক্ ১০।১০৯।৭)

'দেবা নিকিল্বিষং কিল্বিষাভাবং' (সায়ণ)

নিকী (দেশজ) নিখী, উকুন।

নিকুচি (দেশজ) ক্ষুদ্রতা, স্বল্পভাবতা। যথা, কাজের নিকুচি।

নিকুচ্যকর্ণি (অব্য) নিকুচৌ সঙ্কুচৌ কর্ণৌ যত্র, ততো ইচ্, সমা°। সঙ্কুচাকর্ণক, যাহার কর্ণদ্বয় সঙ্কুচিত।

নিকুঞ্চক (পুং) নিকুঞ্চতীতি নি-কুঞ্চ কৌটিল্যে ণ্বুল্। পরিমাণভেদ, কুড়বপাদ, কুড়ব পরিমাণের ৪ ভাগের এক ভাগ। অর্দ্ধ অঞ্জলী। কাহারও কাহার মতে ৮ তোলা। ২ বানীরবৃক্ষ, জলবেতস।

"নিকুঞ্চকঃ পরিব্যাধো নাদেয়ো জলবেতসঃ।" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

নিকুঞ্চিত (ক্লী) নি-কুঞ্চ-ক্ত। ১ অঙ্গহারান্তর্গত শিরোবিশেষ। (ত্রি) ২ সঙ্কুচিত।

নিকুঞ্জ (পুং, ক্লী) নিতরাং কৌ পৃথিব্যাং জায়তে জন-ড, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। লতাদি পিহিতোদরকুঞ্জ, উপবনে উদ্যানে বা অরণ্যে লতা প্রভৃতি দ্বারা আবৃত গৃহাকার কুঞ্জ, লতাগৃহ।

"কপিকুলমুপযাতি ক্লান্তমদ্রের্নিকুঞ্জম্‌" (ঋতুস°)

নিকুঞ্জবন, তীর্থবিশেষ। শ্রীবৃন্দাবন ধামে এই নিকুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা সহ বিহার করিতেন। [বৃন্দাবন দেখ।]

নিকুঞ্জিকাম্লা (স্ত্রী) নিকুঞ্জিকা কুঞ্চোদ্ভবা অম্লা। কুঞ্চিকারৃক্ষভেদ। পর্য্যায়—কুঞ্জিকা, কুঞ্চবল্লরী। ইহার গুণ শ্রীবল্লী সদৃশী। (রাজনি°)

নিকুম্ভ (পুং) নি-কুম্ভি-অচ্। ১ দন্তীবৃক্ষ। ২ কুম্ভকর্ণরাক্ষসপুত্রভেদ। ৩ দানবভেদ। (ভারত ১।৭৫ অ°) ৪ প্রহ্লাদের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬০ অ°) ৫ হর্য্যশ্ব নৃপপুত্র। (হরিব° ২০৪ অ°) ৬ বিশ্বদেবভেদ। ৭ কুরুসেনাধিপতির অন্তর্গত নৃপভেদ। (ভারত দ্রোণপ° ১৫৬ অ°) ৮ কুমারানুচরভেদ। (ভারত সভাপ° ৭৬ অ°) ৯ রাক্ষসেশ নামে শিবানুচরভেদ।

"পার্শ্বে তিষ্ঠন্তমাহূয় নিকুম্ভমিদমব্রবীৎ।
রাক্ষসেশ পুরীং গত্বা শূন্যাং বারাণসীং কুরু॥" (হরিব° ২৯ অ°)

কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভ লঙ্কাযুদ্ধে হত হন। এই নিকুম্ভ রাবণের মন্ত্রী ছিলেন।

(রামা° সুন্দরা ৪৯, ৫৪ স°, লঙ্কা° ৮, ৯, ৪৩, ৫৭, ৭৫ স°)

নিকুম্ভ, ১ সূর্য্যবংশীয় একজন রাজা। অযোধ্যায় ইহার রাজধানী ছিল। এই বংশে মান্ধাতা, সগর, ভগীরথ, রঘু এবং রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। নিকুম্ভের প্রপিতামহ কুবলয়াশ্ব, ধুন্ধু নামক দৈত্য বধ করিয়া ধুন্ধুমার উপাধি ধারণপূর্ব্বক স্বনামানুসারে রাজপুতনায় ধুন্ধার (জয়পুর) রাজ্যস্থাপন করেন। ইহার বংশাবলী নিকুম্ভ নাম ধারণপূর্ব্বক এখানে বাস করিতেন। অযোধ্যার বংশ এক্ষণে রঘুবংশ নামে খ্যাত। মান্ধাতা এবং সগরের সহিত হৈহয় এবং তালজঙ্ঘদিগের নর্ম্মদা নদীতীরে এক যুদ্ধ হয়। তদবধি এখানে এই বংশের একটী শাখা বাস করিতেছে। টড বলেন যে, নিকুম্ভ বংশীয়েরা বহুদিবস মণ্ডলগড় জেলায় বাস করিত। মেবাতের অন্তর্গত আলবর এবং ইন্দোর ইহারাই স্থাপন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং অভনেরে ইহাদের রাজধানী ছিল। মুসলমানদিগের আক্রমণের পর মধ্যপ্রদেশের মধ্যে কেবল খান্দেশের চতুষ্পার্শ্বে এবং আলবরে ইহাদের প্রাধান্য বিস্তৃত ছিল। হুসেন খাঁর পূর্ব্বপুরুষ আলাবল্ খাঁ উত্তর আলবরবাসী নিকুম্ভদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করেন।

২ দৈত্যবিশেষ। সপ্তপুরীর রাজা। নিকুম্ভ কৃষ্ণের মিত্র ব্রহ্মদত্তের কন্যাসমূহ হরণ করিলে, কৃষ্ণ তাহাকে বধ করিয়া সপ্তপুর ব্রহ্মদত্তকে দান করেন।

নিকুম্ভাখ্যবীজ (ক্লী) নিকুম্ভাখ্যস্য দন্তিকা বৃক্ষস্য বীজবৎ বীজং যস্য। জয়পাল। [জয়পাল দেখ।]

নিকুম্ভিত (ক্লী) নৃত্যবিষয়ক অষ্টোত্তরশত করণান্তর্গত নৃত্যবিশেষ।

"করণানান্তু সর্ব্বেষাং সামান্যং লক্ষণন্ত্বিদম্।
প্রায়ো বামকরো বক্ষঃস্থিতোঽন্যঃ পুরতোঽন্যগঃ॥
পাদাভ্যাং করণং জ্ঞেয়ং তদিহাষ্টোত্তরং শতম্।
নিকুম্ভিতং পার্শ্বক্রান্তমতিক্রান্তং বিবর্ত্তকম্॥"

(সঙ্গীতদামো°)

নিকুম্ভিলা (স্ত্রী) ১ লঙ্কার পশ্চিমভাগস্থিত একটী গুহা। ২ এই গুহাস্থিত দেবী। ইন্দ্রজিৎ এই গুহাতে ও দেবীর সমক্ষে যজ্ঞকার্য্য শেষ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন।

"যস্যাতিষ্ঠেৎ কৃতং কর্ম্ম হতান্ সর্ব্বাংশ্চ বিদ্বিনঃ।
নিকুম্ভিলামসংপ্রাপ্তমকৃতাস্ত্রঞ্চ যো রিপুঃ ॥"
(রামা° লঙ্কা ৮৫।১১ ৮৬, ৮৭, স°)

নিকুম্ভী (স্ত্রী) নিকুম্ভ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ দন্তীবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ কুম্ভকর্ণের কন্যা।

নিকুরম্ব (ক্লী) নিকুরতীতি নি-কুর বাহুলকাৎ অম্বচ্। সমূহ। এই শব্দের পুংলিঙ্গ ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যায়।
"আরক্তগণ্ডরুচিবিক্রমদগুভাজো
গঙ্গাস্তিফেণনিকুরম্ব ইবাট্টহাসঃ ॥" (শ্রীকণ্ঠচ° ১৮।৮০)

নিকুলীনিকা (স্ত্রী) নিপাত।
"গতাগতং প্রতিগতং চূলীশ্চ নিকুলীনিকাঃ।
কর্ত্তাহস্তি মিষতাং বোহস্ত ততো দ্রক্ষ্যথ মে বলম্ ॥"
(ভারত কর্ণপ° ৪৯ অ°)
'নিকুলীনিকাঃ নিপাতাঃ' (নীলকণ্ঠ)

নিকুল (পুং) নরমেধযজ্ঞের অন্তর্গত ষষ্ঠযূপে পশুদিগের বধোদ্দেশ্য দেবতাভেদ, অশ্বমেধযজ্ঞে যে দেবতার উদ্দেশে ষষ্ঠযূপে পশুহনন হয়।
"ক্ষেমায় বিমোক্তারমুৎকূলনিকূলেভ্যস্ত্রিষ্ঠিনম্"
(শুক্লযজু° ৩০।১৪)

নিকৃত (ত্রি) নি-কৃ-ক্ত। ১ প্রত্যাখ্যাত। ২ শঠ। ৩ বঞ্চিত। ৪ নীচ। ৫ অপকৃত, লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত।

নিকৃতি (স্ত্রী) নি-কৃ-ক্তিন্। ১ ভৎসন, তিরস্কার। ২ অপকার। ৩ ক্ষেপ। ৪ শঠ। ৫ শঠতা, শাঠ্য।
"ন সময় পরিরক্ষণং ক্ষমন্তে নিকৃতিপরেষু ন ভূরিধাম্নঃ।"
(কিরাত ১।৪৫)
৬ দৈন্য। (শব্দর°) ৭ পৃথিবী। (নিঘণ্টু) ৮ সাধ্যাতে উৎপন্ন ধর্ম্মপুত্র বসুভেদ। (হরিব° ২০৪ অ°)

নিকৃতিন্ (ত্রি) ১ শঠ। ২ নীচ। ৩ দুষ্ট।

নিকৃত্ত (ত্রি) নি-কৃত-ক্ত। সমূলে ছিন্ন, খণ্ডিত।

নিকৃত্তমূল (পুং) নিকৃত্তং মূলং যস্য। যে বৃক্ষের মূল ছিন্ন হইয়াছে।

নিকৃত্যা (স্ত্রী) নিষ্ঠুরতা, শঠতা।

নিকৃত্বন্ (ত্রি) পরাজয়ে নিকর্ত্তনশীল, ছেদক।
"নিতোদিনো নিকৃত্বানো" (ঋক্ ১০।৩৪।৭)
'নিকৃত্বানো পরাজয়ে নিকর্ত্তনশীলাঃ ছেত্তারঃ' (সায়ণ)

নিকৃন্তন (পুং) নিকৃন্ততি কৃত-ল্যুট্। ১ ছেদনকারী। (ক্লী) কৃত-ল্যুট্। ২ ছেদন, খণ্ডন।

নিকৃষ্ট (ত্রি) নি-কৃষ-ক্ত। অধম। যাহার জাতি ও আচারাদি নিন্দিত।

নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি (স্ত্রী) নিকৃষ্টা প্রবৃত্তিঃ। নীচ প্রবৃত্তি। (ত্রি) নিকৃষ্টা প্রবৃত্তির্যস্য। ২ যাহার প্রবৃত্তি নীচ।

নিকৃষ্টতা (স্ত্রী) নিকৃষ্ট ভাবে তল্-টাপ্। নিকৃষ্টত্ব, নীচতা, মন্দতা।

নিকৃষ্টাশয় (পুং) নিকৃষ্ট আশয়ঃ যস্য। নীচাশয়, মন্দাশয়, নিকৃষ্টচিত্ত।

নিকেচায় (পুং) নি-চি যঙ্লুক্, 'আদেশ্চ কঃ' ইতি চস্য ক। গোময়াদির পুনঃ পুনঃ রাশীকরণ।

নিকেত (পুং) নিকেতন্তি নিবসত্যস্মিন্নিতি নি-কিত-ঘঞ্। গৃহ, আলয়। নিকেতন।
"তিষ্ঠধ্বং স্বনিকেতেষু মদাগমনকাঙ্ক্ষয়া ॥"
(দেবীভাগ° ৪।১১।১২)

নিকেতন (ক্লী) নিকেততি নিবসত্যস্মিন্নিতি নি-কিত অধিকরণে ল্যুট্। ১ গৃহ। (পুং) ২ পলাণ্ডু। (শব্দচ°)

নিকেল, একপ্রকার ধাতু। এই পদার্থ শূর্ম্মা, অঙ্গার, সিলিকা, গন্ধক ও আর্সেনিক সংমিশ্রণে এবং কোবাল্ট সংযুক্ত অপরিষ্কার অবস্থায় খনি মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ধাতু অগ্নিযোগে শুদ্ধ ও পরিষ্কৃত করিলে দেখিতে ঠিক রৌপ্যের ন্যায়। ইহা স্বভাবতঃ দৃঢ়, দুর্ভেদ্য, অতি কষ্টে অগ্নিতে দ্রবণীয় এবং লৌহের মত চুম্বকের আকৃষ্টশক্তি গ্রহণক্ষম হইয়া থাকে।

ইহার আক্ষেপিক গুরুত্ব ৮·২৮। জর্ম্মণবাসী ক্রণষ্টাড্ সর্ব্বপ্রথমে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে এই ধাতু আবিষ্কার করেন। এই ধাতুর সহজে পরিষ্কার করিবার প্রণালী আজিও জানা যায় নাই। তবে ইংলণ্ডের বার্মিংহামসহরবাসিগণ এই মিশ্রিত ধাতুকে চা-খড়ি এবং ক্লোরাইড-অফ্-কেলসিয়াম্ সহযোগে অগ্ন্যুত্তাপে গালাইয়া থাকে। পরে ঐ ময়লাদি বিহীন পরিষ্কৃত পদার্থকে চূর্ণ করিয়া পুনরায় অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয়। এই উপায়ে ধাতুগত আর্সেনিক উপিয়া যায়। অবশিষ্ট চূর্ণ গুলি হাইড্রো-ক্লোরিক এসিডে গালাইয়া চাপে ব্লিচিং পাউডার দিয়া ঐ দ্রবলোহকে অক্সিজেনযুক্ত করা হয়, তাহার পর ঐ লৌহ পুনরায় নেবুর রসে (milk of lime) ডুবাইয়া দিতে হয় এবং তলায় যে কাইট বা চূর্ণ পড়িয়া থাকে, তাহা ধুইয়া পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। ঐ তরল পদার্থে কেবল কোবাল্ট ও নিকেল মিশ্রিত থাকে এবং উহা সালফিউরেটেড-হাইড্রোজেন নামে অভিহিত হয়। ইহাতে ক্লোরাইড্ অফ্ লাইম্ দিলে কোবাল্ট তলায় পড়িয়া যায় ও কেবলমাত্র নিকেল মিশ্রিত থাকে। এই নিকেলযুক্ত তরল পদার্থে নেবুর রস (milk of lime) দিলে কেবলমাত্র নিকেল ধাতু অবশিষ্ট থাকে। এই পরিষ্কৃত ধাতু রূপার ন্যায় চক্চকে, নমনীয় এবং প্রায় লৌহের ন্যায় গলনশীল। ৬৩০° ডিগ্রী

(কারণ্হিট্) তাপে উত্তপ্ত করিলে ইহার আকর্ষণধৃতিশক্তি হ্রাস হইয়া যায়। সাধারণ জলবায়ুতে ইহার কোন ক্ষতি হয় না। উত্তপ্ত বায়ুতে ইহা অক্সিডাইজ্ হয়।

নিকেল ধাতু তাম্রের সহিত মিশাইলে জর্ম্মণ-রৌপ্য (German silver) পরিণত হয়। এলুমিনাম্ নামক ধাতুর সহিত ইহার ২ শতাংশ মিশাইলে উক্ত ধাতুকে শক্ত করে এবং উহার গুরুত্ব স্বল্প মাত্রায় বর্দ্ধিত করে।

রাজপুতানা, ভাঙ্গড়, কান্দাহার ও সিংহলের সাক্রাগামের নিকট অল্পবিস্তর মিশ্রিতনিকেল পাওয়া যায়। এখন নিকেলের খনির অল্পতা হেতু এই ধাতু দুর্ম্মূল্য হইয়াছে।

নিকোচক (পুং) নিকোচতি শব্দায়তে নি-কুচ বুন্। অঙ্কোট-বৃক্ষ (Alangium hexapetalum) এই শব্দ কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"বাতামাক্ষোড়াভিষুকং মুকুলকনিকোচকম্।

উরুমাণং প্রিয়ালঞ্চ বৃংহণং গুরুশীতলম্॥"(বাভট সূত্রস্থা° ৬ অ°)

নিকোচন (ক্লী) সঙ্কুচন।

"ব্যবহারং পশ্যেৎ ন তহমনেনাক্ষি নিকোচনেনোপহসিতঃ।"

(মনু ৮।৪৫ কুল্লুক)

নিকোঠক (পুং) নিকোচক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নিকোচক।

নিকোথক (পুং) নি-কুথ-বুন্। একজন বৈদিকাচার্য্য। ইঁহার উপাধি ভায়জাত্য।

নিকোবর, ভারত মহাসাগরের একটী দ্বীপ। আন্দামানদ্বীপের দক্ষিণ। নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ৮টী বড় ও ১২টী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। তন্মধ্যে নিকোবর দ্বীপটী দৈর্ঘ্যে ৩০ মাইল ও প্রস্থে ১২ হইতে ১৫ মাইল। এই সমস্ত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ননকোরি বন্দরে ভারতগবর্মেণ্ট জাহাজ বাঁধিবার আড্ডা স্থাপন করিয়াছেন।

নিকোবর দ্বীপ সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে পরিপূর্ণ। এখানে অপর্য্যাপ্ত নারিকেলবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। এখানকার অরণ্যে একপ্রকার বৃক্ষ পাওয়া যায়, তাহার গুঁড়ি জাহাজ ও গৃহাদি নির্ম্মাণের উপযোগী। নানা প্রকার ফল এবং নানাজাতীয় পক্ষী এই সমস্ত দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। মৎস্য যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

নিকোবরবাসিদের সহিত, মলয়বাসিদিগের অনেকটা আকৃতি-গত সৌসাদৃশ্য থাকিলেও নিকোবরবাসিদিগের চক্ষুর আকার দেখিলে, ইহাদিগকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতি বলিয়া অনুমিত হয়। ইহাদের বর্ণ তাম্রবর্ণের ন্যায় ও শরীরের গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর; ইহারা অধিক লম্বা হয় না, বরং খর্ব্বাকৃতি হইয়া থাকে। ইহাদের চক্ষু চীনদিগের চক্ষুর ন্যায়, নাসিকা ক্ষুদ্র ও চেপ্টা, মুখ অত্যন্ত বড়, ওষ্ঠ পুরু, কর্ণ দীর্ঘ, চুল কাল ও খাড়া এবং সামান্য দাড়ি আছে।

নিকোবরবাসিরা যে সমস্ত গ্রামে বাস করে, উহা সমুদ্র-তীরে অবস্থিত এবং প্রত্যেক গ্রামে ১৫ হইতে ২০ খানি মাত্র গৃহ আছে। প্রত্যেক বাটীতে ২০ জন বা ততোধিক লোক বাস করে। মৃত্তিকার উপর আন্দাজ ১০ ফিট্ উচ্চ খুঁটি পুতিয়া, তাহার উপরে নিকোবরবাসিরা গৃহ প্রস্তুত করে। এই সমস্ত গৃহের আকার গোল এবং ইহাতে আদৌ জানলা থাকে না। উক্ত গৃহের তলায় এক প্রকার দ্বার থাকে। মই যোগে ঐ দ্বার দিয়া তাহারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

নিকোবরবাসিরা সাধারণতঃ মৎস্যজীবী। শূকর, গৃহ-পালিত পশুপক্ষী, কচ্ছপ, মৎস্য, নারিকেল, জাম, নানা প্রকার ফল এবং মেলোরি নামক বৃক্ষের ফলজ রুটীই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা অত্যন্ত অলস, ভীরু, বিশ্বাসঘাতক এবং সুরা-প্রিয়। পূর্ব্বে ইহারা অনেক সময় দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত, কিন্তু এই দ্বীপ ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হওয়া পর্য্যন্ত এখানকার লোক শান্তস্বভাব হইয়াছে।

নিকটবর্ত্তী দ্বীপবাসিরা পরস্পরের কথাবার্ত্তা বুঝে না। ইহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ভূত বিশ্বাস করে ও শবের গোর দিবার পূর্ব্বে মৃতদেহ কএক দিন পল্লি মধ্যে রাখিয়া দেয়, পরে তাহার খাদ্যাদির বাসন সমেত পুতিয়া ফেলে। ইহাদের কোন লিখিত ভাষা নাই। অতি প্রাচীনকালে এখানে লিখিত ভাষার পরিবর্ত্তে সূর্য্য, চন্দ্র, থাল, ঘটী, মনুষ্য প্রকৃতির চিত্রদ্বারা অক্ষরের কার্য্য সাধিত হইত।

ইহারা এক সময়ে বহু বিবাহকে ঘৃণা করে। স্ত্রীপরিত্যাগ প্রথা এখানে প্রচলিত দেখা যায়। ইহারা সকলেই স্ব স্ব প্রধান। যদিও ২।১ জন লোক বয়োজ্যেষ্ঠতা হেতু অনেকের মাননীয় হয়, কিন্তু কাহারও উপর প্রভুত্ব করিতে পারে না।

এখানে কৃষিকার্য্যের আদৌ চর্চ্চা নাই। তবে খাদ্যের জন্য কলাগাছ, বাতাপিনেবু (sweet lime), জাম ও অন্যান্য কতকগুলি বৃক্ষ সামান্য পরিমাণে রোপণ করিতে দেখা যায়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ভারতগবর্মেণ্ট নিকোবর দ্বীপকে অধিকার-ভুক্ত করিয়া আন্দামানের অধ্যক্ষের (Superintendent) শাসনাধীন করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ আন্দামানের চিফ্ কমিশনরের অধীন হয় এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সমস্ত নিকোবর-দ্বীপপুঞ্জ ইংরাজ গবর্মেণ্টের উপনিবেশ মধ্যে পরিগণিত হয়।

এখানকার জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। ম্যালেরিয়া জ্বর এই দ্বীপে অতীব প্রবল। ঋতুর মধ্যে বর্ষাই প্রধান। গ্রেট নিকোবরের বন মধ্যে এক অসভ্যজাতি বাস করে। অন্যান্য

অধিবাসিদিগের সহিত তাহাদের আকার বা চরিত্রগত কোন সাদৃশ্য নাই। সম্ভবতঃ তাহারা অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অসভ্য-জাতি হইবে।

নিকোলসন্, বঙ্গদেশে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত জনৈক খ্যাত-নামা ইংরাজ কর্ম্মচারী। তিনি ক্রমে ক্রমে উন্নতিসোপান অতিক্রম করিতে করিতে লেপ্টেনাণ্ট-কর্ণেলের পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। যখন তিনি পঞ্জাবের দেওয়ানী বিভাগে (Civil Commission) ডেপুটী কমিসনারের (Deputy Commissioner) কর্ম্ম করিতেন, তৎকালে তিনি তথাকার অধিবাসিদিগের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের অনেক সদাশয় মহাত্মা এ দেশের উচ্চপদ অধিকার করিয়া বহু সংখ্যক অধীনস্থ কর্ম্মচারির প্রতি সদ্ব্যবহারের পরিচয় দিয়াছেন, এবং অধীনস্থ ব্যক্তিগণ ভক্তি ও শ্রদ্ধাপ্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহাদের সহৃদয়তার প্রতিশোধ দিয়াছেন এবং দিয়াছেন। কিন্তু নিকোলসনের তদীয় অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের প্রতি যেরূপ আধিপত্য ছিল, সেরূপ অন্য কাহারও এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। তাঁহার সম্মানার্থ একদল ভারতবাসী তাঁহাদিগকে নিকোলসনী (The Nicholsoni) অথবা 'নিকার সিংহী ফকির' আখ্যায় অভিহিত করিত। পঞ্জাব গবর্মেণ্টের কোন সরকারী কার্য্যবিবরণীতে (Official report) উপরি উক্ত মহাত্মা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বাক্যটী লেখা আছে—"জগতে এরূপ লোক অতি দুর্লভ। পঞ্জাবরাজ্য সৌভাগ্যক্রমে এমন একটী রত্ন লাভ করিয়াছে।" "Nature makes but few such men, and the Punjab is happy to have had one।" ১৮৩৮ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আফগানদিগের সহিত যে যুদ্ধ হয়, নিকোলসন্ সেই যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হন এবং দিল্লী-নগর পুনরধিকারকালে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

নিকোলো-দি-কোণ্টী, ভিনিস্ রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্র-সন্তান। ১৪১৯ খৃষ্টাব্দে দামাস্কাস্ নগরে ইনি বাণিজ্যার্থ আগমন করেন। পারস্যদেশের মধ্য দিয়া মলবার ও বঙ্গদেশ প্রভৃতি দর্শন করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। ইনি স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ পোপ (Pope Eugene) তাঁহাকে তদীয় দুরূহ ভ্রমণবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে বলেন। এই সুযোগে তিনি গুজরাত, গঙ্গার তীরভূমি ইত্যাদি স্থানের অতি সুন্দর বর্ণন করিয়াছেন।

নিকোসিয়ার, যুবরাজ অকবরের পুত্র। ইনি প্রথমে রাজ-বিদ্রোহী হন এবং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বল্প কালমধ্যে কাশরোগে প্রাণত্যাগ করেন।

নিকোশ্য (পুং ক্লী) যজ্ঞীয় পশুর উদরস্থিত নাড়ীর অংশবিশেষ।

নিক্তি (দেশজ) সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডবিশেষ।

নিক্রমণ (ক্লী) নিতরাং ক্রমতে যত্র নি-ক্রম আধারে লুট্। স্থান। "নিক্রমণং নিষদনং নিবর্ত্তনম্" (ঋক্ ১।১৬২।১৪)

'নিক্রমণং স্থানং' (সায়ণ)

নিক্রীড় (পুং) ১ কৌতুক, ক্রীড়া। (ক্লী) ২ সামভেদ।

নিক্বণ (পুং) কণ শব্দে নি-ক্বণ-অপ্। (ক্বণোবীণায়াঞ্চ। পা ৩।৩।৬৫) ১ বীণাধ্বনি, বীণাশব্দ। ২ কিন্নর প্রভৃতির শব্দ। পর্য্যায়—নিক্বাণ, ক্বাণ, ক্বণ, ক্বণন, প্রক্বাণ, প্রক্বণ, সুক্বাণ, সুক্বণ। (ভরত)

নিক্বাণ (পুং) নি-ক্বণ-ঘঞ্। নিক্বণ।

নিক্ষা (স্ত্রী) নিক্ষ-অচ্ টাপ্। লিখ্যা, চলিত নিকী, উকুন।

নিক্ষুভা (স্ত্রী) নি-ক্ষুভ-ক-টাপ্। ১ ব্রাহ্মণী। ২ সূর্য্যপত্নী।

"নিক্ষুভার্কব্রতং ভানো সদাপ্রীতিবিবর্দ্ধনম্।"

(হেমাদ্রি ব্রতখণ্ডধৃত ভবিষ্যপু°)

'নিক্ষুভা সূর্য্যপত্নী তয়া সহিতোঽর্কং' (ব্যাখ্যা)

নিক্ষিপ্ত (ত্রি) নি-ক্ষিপ-ক্ত। ১ ত্যক্ত। যাহা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহা ক্ষেপণ করা হইয়াছে। ২ কৃতনিক্ষেপদ্রব্য, যাহা নিক্ষেপরূপে স্থাপিত হইয়াছে, ন্যস্ত।

নিক্ষেপক (পুং) নিক্ষেপকারী, যে নিঃক্ষেপ করে।

নিক্ষেপণ (ক্লী) নি-ক্ষিপ-লুট্। ১ নিক্ষেপকরণ, ফেলিয়া দেওন।

নিক্ষেপ্তৃ (ত্রি) নি-ক্ষিপ-তৃচ্। নিক্ষেপকারী, যে নিক্ষেপ করে, গচ্ছিত রাখে।

নিক্ষেপ্য (ত্রি) নি-ক্ষিপ-যৎ। নিক্ষেপণীয়, নিক্ষেপের যোগ্য।

"নিক্ষেপ্যোঽয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ।" (মনু ৮।২৭১)

নিখনন (ক্লী) নি-খন-লুট্। ১ খনন করা, খোড়া। ২ মৃত্তিকা। ৩ কবর দেওন।

নিখরচা (আরবী) খরচশূন্য।

নিখর্ব্ব (পুং) সংখ্যাবিশেষ। ১ দশহাজার কোটিতে এক নিখর্ব্ব। ২ তৎসংখ্যেয়।

"অর্ব্বুদমব্জং খর্ব্বনিখর্ব্বমহাপদ্মশঙ্খবস্তস্মাৎ।" (লীলাবতী)

(ত্রি) নিতরাং খর্ব্বঃ। ৩ বামন, অতিশয় খর্ব্ব। (হেম)

নিখর্ব্বক (পুং) দশকোটি।

নিখর্ব্বট (পুং) রাবণসৈন্যগত রাক্ষসভেদ।

(ভারত বন ২৮৪ অ°)

নিখাটু (দেশজ) ১ কুড়ে, অলস, কর্ম্মহীন।

নিখাত (ত্রি) নি-খন-ক্ত। ১ খনন করিয়া প্রোথিত, স্থাপিত।

"অষ্টাদশদ্বীপনিখাতযূপঃ।" (রঘু) ২ কৃষ্ণ।

নিখাদ (দেশজ) ১ স্বরের অংশবিশেষ। ২ খাদরহিত। ৩ হস্তির নাদ।

নিখিল (ত্রি) নিবৃত্তং খিলং শেষো যস্মাৎ। সকল, সমগ্র, সমস্ত সম্পূর্ণ। "নিখিলমলগণানাং নাশকৃৎ কামকন্দং
প্রকটয় ভগবত্যা নামযুক্তং পুরাণম্।" (দেবীভা° ১।২।৪০)

নিখী (দেশজ) নিকী, উকুন।

নিখুত (দেশজ) নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক।

নিগড় (পুং ক্লী) নিগলতি বধ্নাতীতি নি-গল-অচ্ লস্য ড়ত্বং। লৌহময় পাদবন্ধনী, বেড়ী, লৌহময় হস্তিপাদবন্ধন অন্দুক। চলিত আঁদু, দাঁড়ুকা। পর্য্যায়—শৃঙ্খল, অন্দুক, হিঞ্জীর, অন্দু।

নিগড়ন (ক্লী) শৃঙ্খলাবদ্ধকরণ।

নিগড়ি, সাতারা জেলায় সাতারার ১১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ও রহিমপুরের ৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে স্থিত কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী একটী গ্রাম। এখানে বিখ্যাত মহাপুরুষ রঘুনাথস্বামির সমাধি আছে। এই স্থানটী শিবাজী গোঁসাইদিগকে দান করেন।

নিগড়িত (ত্রি) নিগড়োঽস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। শৃঙ্খলাবদ্ধ, যাহার চরণ নিগড় অর্থাৎ শিকল দিয়া বাধা হইয়াছে।

নিগণ (পুং) নিগরণ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। হোমধূম, হোমের ধূঁয়া।

নিগদ (পুং) গদ ভাষে নি-গদ-অপ্। (নৌ গদনদপঠস্বনঃ। পা ৩।৩।৬৪) ভাষণ, কথন, পর্য্যায়—নিগাদ। ২ শব্দমাত্র। ৩ আগমোক্ত জপ। ৪ উচ্চৈঃস্বরে জপ।

"যএবাত্র মন্ত্রো যে নিগদঃ।" (শতপথ ব্রা° ১১।২।১৬)

নিগদিত (ত্রি) নি-গদ-ক্ত। ১ কথিত, ভাষিত। ভাবে ক্ত। ২ কথন, ভাষণ।

নিগম্বনাথ, একজন তীর্থিক। তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধ শিষ্যগণ তাঁহার লিখিত নিয়মাবলী অবলম্বন করিয়া চলিত। এই মতাবলম্বিরা ঠাণ্ডাজল খাইত না। সকল সময়ে এমন কি পীড়া হইলেও গরম জল ব্যতীত ঠাণ্ডা জল খাইবার নিয়ম নাই। ইহারা চৌর্য্য বা জীবহত্যা করিত না। [নিগ্রন্থ দেখ।]

নিগম (পুং) নিগমে পুর্য্যাং ভবঃ। নি-গম-অণ্। (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩) ১ বাণিজ, বাণিজ্য। নিগম্যতেঽত্রেতি নিগম ঘ প্রত্যয়েন সাধুঃ (গোচরসঞ্চরেতি। পা ৩।৩।১১৯) ২ পুরী, কট। নিগম্যতে জ্ঞায়তেঽনেনেতি। ৩ বেদ।

"কথঙ্কারং বাচাঃ সকলনিগমাগোচরগুণ-
প্রভাবঃ স্বং যস্মাৎ স্বয়মপি ন জানাসি পরমম্॥"
(দেবীভাগ° ১।৫।৬১)

৪ বণিক্‌পথ, হট্ট, হাট। ৫ নিশ্চয়। ৬ অধ্বা, পথ। ৭ বেদার্থবোধক গ্রন্থভেদ। ৯ তন্ত্রভেদ।

নিগম শব্দে বেদই বুঝায়—যাস্ক প্রভৃতি নিগম শব্দের বেদ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

"আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।"
(ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকা)

১০ ন্যায়-দর্শনের মতে পঞ্চ অবয়বের মধ্যে চরমাবয়ব।

নিগমন (ক্লী) নিগম্যতেঽনেন করণে ল্যুট্। ন্যায়দর্শনের মতে চরমাবয়বভেদ, হেতু, শেষ অবয়ব, এই দর্শনের মতে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই ৫টী অবয়ব।

"হেত্বপদেশাৎ প্রতিজ্ঞায়াঃ পুনর্ব্বচনং নিগমনম্" (গৌতমসূ° ১।২৯)

প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত সাধ্যের উপসংহার বাক্যকে নিগমন কহে।

নিগমবোধ, দিল্লীর সন্নিকটস্থ কালিন্দী (যমুনা)-নদীতীরবর্ত্তী একটী জনপদ, পূর্ব্বকালে এই স্থানটী অতি পবিত্র ও দেবতাদিগের আবাস বলিয়া কথিত হইত। প্রবাদ এই, দানবরাজ ধুন্ধু (বিশাল নৃপতি) শাপ-বিমোচনের জন্য গঙ্গাবগাহনে প্রাণ পরিত্যাগ-আশায় বিমানপথে কাশী অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যোগিনীপুরে (এক্ষণে যাহা দিল্লী নামে খ্যাত) যমুনায় জলপান করিবার জন্য অবতরণ করেন। জলপানকালে একজন ঋষিকে সম্মুখে দেখিয়া শাপবিমোচনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ঐ মুনি তাঁহাকে কালিন্দীতীরবর্ত্তী নিগমবোধ গুহা মধ্যে নারায়ণের কঠোর তপশ্চর্য্যা করিতে আদেশ করেন। এইরূপে ৩৮০ বৎসর কাল অতিবাহিত হইলে, পাণ্ডুবংশীয় হস্তিনাপুররাজ অনঙ্গপাল তুয়ারের কন্যা একদিন সখিগণপরিবৃতা হইয়া এই স্থানে গৌরীপূজার্থ আগমন করেন। যমুনায় স্নানকালে ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছিল। এই জন্য তাঁহারা এই গুহা মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গুহা মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহারা শীর্ণকায় এই ঋষিকে দেখিতে পান ও তাঁহার চরণ বন্দনা করেন। তিনি তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তাঁহাতে ঐ কন্যাগণ "আমরা বীরপত্নী হইব এবং সর্ব্ব সখিগণ একত্র হইয়া বাস করিব", এই আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলে দানবরাজ তাঁহাদের মনোভিলাষ পূর্ণ হউক, এই বর দান করেন এবং অনঙ্গপাল কন্যাকে বলিলেন, যে তুমি একটী বীরমাতা হইবে, তোমার পুত্র অসীম ক্ষমতাশালী হইবে এবং তোমার অপর পুত্র একজন সুবক্তা ভাট হইবে। ইহার পর ধুন্ধু কাশীধামে গমন করিয়া নিজ স্থূল শরীর ১০৮ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া গঙ্গাগর্ভে আহুতি দিয়া দেবস্থানে গমন করেন। তাহার খণ্ডীকৃত জিহ্বাংশ হইতে পূর্ব্বকথিত ভাট এবং বিংশতি খণ্ড হইতে ২০ জন ক্ষত্রিয় আজমেরে জন্ম গ্রহণ করেন। এই বিংশতি ক্ষত্রিয়

মধ্যে সোমেশ্বর প্রধান। সোমেশ্বরের পুত্র বিখ্যাত দিল্লীশ্বর 'পৃথ্বীরাজ। অপরাপর অংশ হইতে কেহ কনোজ, কেহ পরিহার, কেহ বা আলর, করকি, নাগোর প্রভৃতি স্থানে জন্ম লাভ করেন।' আমাদের স্বদেশ-খ্যাত চাঁদ-কবি এই অংশ হইতে লাহোরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (পৃথিরাজ-রায়সা)

নিগমিন্ (ত্রি) নি-গম-ইনি। বেদবিদ্। যাহারা নিগম জানে।

নিগর (পুং) নি-গৄ-অপ্ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭।) ভোজন। (রাজনি°)

নিগরণ (ক্লী) নি-গৄ-লুট্। ১ ভক্ষণ। নিগীর্য্যতেঽননেন করণে ল্যুট্। (পুং) ২ গল। ৩ হোমধেনু। র স্থানে ল করিলে নিগলন পদও হইবে।

নিগহদার (পারসী) প্রহরী।

নিগহদারী (পারসী) প্রহরির কার্য্য।

নিগহবান্ (পারসী) প্রহরী।

নিগহবানী (আরবী) প্রহরির কার্য্য।

নিগাদ (পুং) নি-গদ-বিকল্পে ঘঞ্ (নৌ গদনদপঠস্বনঃ। পা ৩।৩।৬৪) নিগদ, ভাষণ, কথন।

নিগাদিন্ (ত্রি) নি-গদ-ণিনি। বক্তা।

নিগার (পুং) নি-গৄ-ঘঞ্। ১ ভক্ষণ।

নিগাল (পুং) নিগার রস্য ল। ১ ভোজন। ২ অশ্বগলদেশ।

"ঘণ্টবন্ধসমীপস্থো নিগালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অধস্তাচ্চ নিগালস্য গলমাহুর্মনীষিণঃ।" (অশ্ববৈদ্যক ২।১৪)

নিগালবান্ (পুং) নিগালোঽস্ত্যস্যেতি, নিগাল-মতুপ্ মস্য ব। অশ্ব। (শব্দচ°)

নিগু (পুং) নিগমাতে বিদ্যতেঽনেনেতি নি-গম বাহুলকাৎ ডু। ১ মন, অন্তঃকরণ। ২ মল। ৩ মূল। ৪ মনোজ্ঞ। ৫ চিত্রকর্ম্ম। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃ°)

নিগুৎ (ত্রি) নি-গুঙ্ ক্বিপ্ তুকচ। ভয়াদিহেতু অব্যক্তশব্দকারক। "প্রত্যঞ্চোযন্ত নিগুতঃ" (ঋক্ ১০।১২৮।৬) 'নিগুতঃ ভয়েন গদ্গদরূপং অব্যক্তং শব্দং কুর্ব্বতঃ' (সায়ণ)

নিগুড়, গুজরাতের মধ্যবর্ত্তী একটী গ্রাম। কমনীয়-ষোড়শত-ভুক্তির মধ্যে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে ফলহভদ্র, পশ্চিমে বিহান গ্রাম, উত্তরে দহিথলি গ্রাম। রাজা ২য় দদ্দ, এই গ্রামটী কনোজাগত প্রসিদ্ধ ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ ভট্টযাদবকে অগ্নিহোত্র ও অন্যান্য ধর্ম্মাদিষ্ট কর্ত্তব্যসাধনের জন্য দান করেন।

নিগূঢ় (ত্রি) নিগুহ্যতে সংব্রিয়তে ইতি নি-গুহ-ক্ত, ইড়ভাবঃ। (যস্য বিভাষা। পা ৭।২।১৫) ১ গুপ্ত, লুক্কায়িত।

"আস্তে বিধুঃ পরমনিবৃত্ত এব মৌলৌ
শম্ভোরিতি ত্রিজগতীজনচিত্তবৃত্তিঃ।
অন্তর্নিগূঢনয়নানলদাহদুঃখং
জানাসি কঃ স্বয়মৃতে বত শীতরশ্মেঃ॥" (উদ্ভট)

(পুং) ২ বনমুদ্গ, বুনোমুগ।

নিগূঢ়ার্থ (ত্রি) গুপ্ত অর্থবিশিষ্ট।

নিগূহক (ত্রি) গোপনকারী।

নিগূহন (ক্লী) গোপন।

নিগূহনীয় (ত্রি) নি-গুহ-অনীয়র্। গোপনীয়, গোপ্য।

নিগৃহীত (ত্রি) নি-গ্রহ-ক্ত। ১ আক্রমিত, আক্রান্ত। ২ পীড়িত। ৩ ধৃত, রুদ্ধ। ৪ দমিত, শাসিত। ৫ বশীকৃত। ৬ দণ্ডিত।

নিগৃহীতি (স্ত্রী) নি-গ্রহ-ক্তিন্। দমন।

নিগৃহ্য (ত্রি) নি-গ্রহ-ণ্যৎ। দণ্ডনীয়।

নিগোহান, মোহনলালগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। এই সহর লক্ষ্ণৌর ২৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। কথিত আছে, অযোধ্যার রাজা নহুষ এই নগর স্থাপিত করেন।

নিগ্রিটিং, আসামের অন্তঃপাতী একটী গ্রাম। এই স্থান হইতে প্রতিবৎসর অনেক চা রপ্তানি হয়।

নিগ্রন্থন (ক্লী) নি-গ্রন্থ-ভাবে ল্যুট্। মারণ। (হেমচন্দ্র)

নিগ্রহ (পুং) নিয়মেন গ্রহণমিতি নি-গ্রহ-অপ্ (গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ১ অনুগ্রহাভাব, পীড়ন।

"নিগ্রহং প্রকৃতীনাঞ্চ কুর্য্যাৎ যোঽরিবলস্য চ।
উপসেবেত তং নিত্যং সর্ব্বযত্নৈর্গুরুং যথা॥" (মনু ৭।১৭৫)

২ বন্ধন। ৩ ভৎর্সন। ৪ সীমা। ৫ দণ্ড। ৬ চিকিৎসা। (রাজনি°) ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৪।১৪৯।৭৪) ৮ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৬৪) ৯ নিরোধরূপ যোগদ্বারা অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে মনের নিরোধ। ১০ মারণ।

নিগ্রহস্থান (ক্লী) ন্যায়দর্শনের ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত পদার্থ-বিশেষ।

"বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্।" (গৌতমসূত্র)

প্রতিজ্ঞাত বিষয়ে প্রতিবাদী কোনরূপ দোষ দিলে সেই দোষের উদ্ধারে অশক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদি রূপ পরাজয়ের যে কারণ তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে। নিগ্রহ-স্থান ২২ প্রকার যথা—প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর, প্রতিজ্ঞা-বিরোধ, প্রতিজ্ঞা-সন্ন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞা-তার্থ, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোজ্যানুযোগ, অপসিদ্ধান্ত ও হেত্বাভাষ। (ন্যায়দর্শন)

নিগ্রহীতব্য (ত্রি) নি-গ্রহ-তব্য। নিগ্রহণীয়, পীড়নীয়, দণ্ডনীয়

নিগ্রাভ (পুং) [বৈ] ১ নিগ্রাহ, অন্নাভাবে ভিক্ষাগ্রহণ। (বাজসনেয় ১৭।৬) ২ শত্রুবিষয়ে অপকর্ষ।

"উদ্‌গ্রাভং চ নিগ্রাভং চ ব্রহ্ম।" (শুক্লযজুঃ° ১৭।৬৪)

'নিগ্রাভং নিগ্রাহং শক্রবিষয়মপকর্ষং।' (বেদদীপ°)

নিগ্রাভ্য (ত্রি) নিগ্রাহ্য, গ্রহীতব্য। "নিগ্রাভ্যাস্থ দেবশ্রুতঃ" (শুক্লযজুঃ° ৬।৩০) 'নিগ্রাভ্যা নিগ্রাহ্যা অস্মাভির্নিতরাং গ্রহীতব্যাঃ স্থ ভবথ যস্মাদিন্দ্রেণোরসি যূয়ং গৃহীতাস্ততো নিগ্রাভ্যাঃ।' (বেদদীপ)

নিগ্রাহ (পুং) নি-গ্রহ-ঘঞ্। (আক্রোশেঽবন্যোর্গ্রহঃ। পা ৩।৩।৪৫) নিগ্রহ, আক্রোশ, তোমার অনিষ্ট হউক এই প্রকার শাপ।

"সংদৃষ্টায়াস্ত বৈদেহ্যাং নিগ্রাহো বোঽর্থবানয়েঃ।" (ভট্টি ৭।৪৩)

নিগ্রাহ্য (ত্রি) নি-গ্রহ-ণ্যৎ। নিগ্রহণীয়।

নিগ্রো, এক প্রকার অসভ্য জাতি। আফ্রিকা ইহাদের আদিম বাসস্থান। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে নিগ্রো জাতির বাস দেখা যায়। তন্মধ্যে মলয় উপদ্বীপ, পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপাবলী, আন্দামান প্রভৃতি স্থানেই অধিক।

মলয়জাতি ও পাপুয়াজাতির সহিত নিগ্রোদের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। মলয় উপদ্বীপবাসী খর্ব্বাকার নিগ্রো বা সমাংজাতির সহিত মলয়জাতির বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। আর নবগিনির বৃহৎকায় নিগ্রোদের সহিত পাপুয়াজাতির বিলক্ষণ ঐক্য আছে।

প্রধানতঃ নিগ্রোজাতি দুইভাগে বিভক্ত—১ খর্ব্বকায় নিগ্রো ও ২ বৃহৎকায় নিগ্রো। খর্ব্বকায় নিগ্রোর দৈর্ঘ্য ৫ ফিটেরও কম, কিন্তু বৃহদাকৃতি নিগ্রোদের দেহ কাহারও কাহারও ৬ ফিটের অধিক লম্বা হইয়া থাকে। প্রথমশ্রেণীর নিগ্রো ক্ষীণকায়, নাক চেপ্টা, শ্মশ্রু অতি অল্প, চুল কোঁকড়ান, চক্ষু অত্যন্ত ছোট। দ্বিতীয় শ্রেণীর নিগ্রো দেখিতে ভয়ঙ্কর। প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ দেহ, বড় বড় চক্ষু, কোঁকড়ান চুল এবং সুক্ষ্ম নাসিকাগ্র দেখিলে বীরের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয়। এই উভয় প্রকার নিগ্রোই গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ এবং বিলক্ষণ সাহসী। ইহারা অনেকে জলপথে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিত। কেহ কেহ মুসলমান বাদশাহের অধীনে সৈনিক বিভাগে কার্য্যগ্রহণ করিয়াছিল। শিকার প্রভৃতি অন্যান্য অসম সাহসিক কার্য্যে ইহাদের সাতিশয় স্পৃহা দেখা যায়। হরিণ, শূকর ইত্যাদি বন্য পশু শিকার করিয়া তদীয় মাংসে ইহারা উদর পূর্ণ করিয়া থাকে।

আফ্রিকার নিগ্রোর সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। আমেরিকায় ইহাদের সংখ্যা শ্বেতকায় অপেক্ষা কম। লোহিতসাগর এবং পারস্য উপসাগরের তীরবর্ত্তী স্থানে ও মলয় উপদ্বীপে অন্যূন ৫০ লক্ষ নিগ্রো অবস্থিতি করে।

হটেণ্টট, কাফ্রি ও নিগ্রীটো নিগ্রোজাতির তিনটী বিভিন্ন শাখা। এতদ্ব্যতীত আন্দামান দ্বীপের পূর্ব্বদিকে অন্যূন দ্বাদশ প্রকার নিগ্রো দেখা যায়। ইহাদের আকার প্রকার ও রীতি নীতির মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে। [বিশেষ বিবরণ কাফ্রি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নিঘ (পুং) নিয়মিতং নির্বিশেষেণ বা হন্যতে জ্ঞায়তে ইতি নি-হন নিপাতনাৎ সাধুঃ। (নিঘো নিমিতম্। পা ৩।৩।৮৭) বিষ্কগুসম, সমবিস্তার দৈর্ঘ্য পদার্থ। "নিঘানিঘতরুচ্ছন্নৈঃ।" (ভট্টি)

('নিঘোনিমিতম্') নিমিতমিহ সমারোহপরিণাহাভ্যাং মিতং নিমিতমিত্যুচ্যতে।' (জয়মঙ্গল)

নিঘণ্ট (পুং) নিঘণ্টু। সূচীপত্র।

নিঘণ্টিকা (স্ত্রী) গুলঞ্চকন্দ। (রাজনি°)

নিঘণ্টু (পুং) নিঘণ্টতি শোভতে ইতি ঘণ্ট দীপ্তৌ কুপ্রত্যয়েন সাধুঃ (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮) নামসংগ্রহ।

"আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।"

(ঋগ্বেদভাষ্যোপক্র°)

১ অভিধানবিশেষ, ইহাতে বৈদিক শব্দের অর্থ লিখিত আছে। ২ একার্থবাচী পর্য্যায় শব্দ সকল যাহাতে নিবিষ্ট আছে, তাহাকে নিঘণ্টু কহে। অমরকোষ, বৈজয়ন্তী ও হলায়ুধ প্রভৃতি গ্রন্থে যে স্থলে নাম সংগ্রহ আছে, সেই সেই স্থলকেও নিঘণ্টু বলা যায়।

নিঘণ্টু তিন অধ্যায়ে বিভক্ত, তাহার প্রথম অধ্যায়ে পৃথিব্যাদি লোক ও দিক্কালাদি দ্রব্যবিষয়ের নাম, দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনুষ্য ও তদবয়বাদি দ্রব্যবিষয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে মনুষ্য ও মনুষ্যাবয়বাদি দ্রব্য এবং সত্ত্বাদি ধর্ম্মবিষয় নিবদ্ধ হইয়াছে। ৩ সূচীপত্র, নির্ঘণ্ট।

নিঘর্ষ (পুং) নি-ঘৃষ ভাবে ঘঞ্। ঘর্ষণ, ঘসা।

নিঘর্ষণ (ক্লী) নি-ঘৃষ-ল্যুট্। ঘর্ষণ, ঘসা।

"যথাহি জনকং শুদ্ধং তাপচ্ছেদনিঘর্ষণৈঃ।"

(ভারত শান্তি° ১২৩ অ°)

নিঘস (পুং) অদ-ভক্ষণে নি-অদ-অপ্, ততো ঘসাদেশঃ (ঘঞপোশ্চ। পা ২।৪।৩৮) আহার, ভক্ষণ।

নিঘাত (পুং) নি-হন ভাবে ঘঞ্। ১ আহনন। ২ অন্য স্বর দ্বারা অন্য স্বর হনন, উদাত্তাদি হননপূর্ব্বক অনুদাত্ত করণ। ৩ অনুদাত্ত স্বর।

"উদাত্তাদিহননপূর্ব্বকমনুদাত্তকরণং নিঘাতঃ।" (মনোরমা)

নিঘাতি (স্ত্রী) নিহন্যতেঽনয়া নি-হন-ইঞ্ কুত্বঞ্চ (বসি-বপি-যজিরাজীতি। উণ্। ৪।১২৪) লৌহঘাতিনী, লৌহময়দণ্ড।

নিঘাতিন্ (ত্রি) আঘাতকারী, হত্যাকারী।

নিঘাসন, অযোধ্যার অন্তর্বর্ত্তী, খেরী জেলার একটী মহকুমা।

অক্ষা° ২৭° ৪১´ হইতে ২৮° ৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২১´ ১৫´´ হইতে ৮১° ২৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তরে স্বাধীন নেপাল রাজ্য, পূর্ব্বদিকে নানপারা তহসীল, দক্ষিণে বিস্বন ও সীতাপুর তহসীল এবং পশ্চিমে লক্ষ্মীপুর তহসীল। খেরী জেলার মধ্যে একটী বড় তহসীল, কিন্তু ইহার লোকসংখ্যা অপরাপর তহসীলের তুলনায় অতি অল্প। ক্ষেত্রফল ৯৩৬ বর্গমাইল। ফিরোজাবাদ, ধৌরাবাড়, নিঘাসন, খৈড়ীগড় এবং পালিয়া এই পাঁচটী পরগণা ইহার অন্তর্গত।

নিঘাসন, খেরী জেলার একটী পরগণা। ইহার উত্তরে খৈড়ী-গড়, এই উভয়ের মধ্যে সরযূ নদী প্রবহমান। পূর্ব্বে ধৌরাবাড়, দক্ষিণে ভূর এবং পশ্চিমে পালিয়া।

নিঘুষ্ট (ক্লী) নিঘুষ্যতেস্মেতি, নি-ঘুষ ভাবে ক্ত। ঘুষ্ট, ঘোষণ।

নিঘৃষ (পুং) ঘৃষ সংঘর্ষে নি-ঘৃষ বুন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ (সর্ব্বনিঘৃষ-রিষ্টেতি। উণ্ ১।১৫৩) ১ খুর। ২ বায়ু। ৩ থর। ৪ মার্গ। ৫ বরাহ। (সং-উণাদিবৃত্তি।) ৬ হ্রস্ব। (নিঘণ্টু ৩।২)

নিঘ্ন (ত্রি) নিহন্যতে নিগৃহ্যতে ইতি নি-হন ঘঞর্থে ক। ১ অধীন, আয়ত্ত, বশীভূত। ২ আহত। ৩ পূরিত, অঙ্কপূরণ।

"পুনর্দ্দশ নিঘ্নাচ্চ লভ্যতে যৎফলং বুধৈঃ॥" (সূর্য্যসি°)

(পুং) ৪ সূর্য্যবংশীয় অনরণ্যপুত্র নৃপভেদ। (হরিব° ১৫।২২)

৫ অনমিত্রপুত্র নৃপভেদ।

"অনমিত্রসুতো নিঘ্নো নিঘ্নস্য তু বভূবতুঃ।" (হরিব° ৩৯ অ°)

নিঙ্গড়ান (দেশজ) ১ নিষ্কাসন করিয়া জলনিঃসারণ। ২ অত্যাচার করণ।

নিচক্র (পুং) অসীমকৃষ্ণের পুত্র। যখন হস্তিনাপুর গঙ্গাজলে প্লাবিত হয়, তখন ইনি কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থাপন করেন। (বিষ্ণু)

নিচন্দ্র (পুং) দানবভেদ।

নিচমন (ক্লী) অল্প অল্প পরিমাণে পান।

নিচয় (পুং) নি-চি-অচ্ (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) সমূহ।

"আহরিষ্যামি দারুণাং নিচয়ান্ মহতোঽপি চ।" (ভারত ৪।২।৩)

২ অবয়বাদির সমুচ্চয়। ৩ নিশ্চয়। (শব্দর°) কর্ম্মণি অচ্। ৪ নিচীয়মান, অবয়বাদি দ্বারা বর্দ্ধমান।

"সর্ব্বেক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়াঃ।" (ভা° স্ত্রীপ° ২অ°)

৫ সঞ্চয়।

নিচয়ক (ত্রি) নিচয়ে কুশলঃ আকর্ষাদিত্বাৎ কন্। নিচয়-কুশল।

নিচলাবল, গোরখপুরের ৫১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে তহসীল মহা-রাজগঞ্জের তিলপুর পরগণার একটী প্রাচীন গ্রাম। এইখানে এক প্রকাণ্ড ইষ্টকনির্ম্মিত দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

নিচায় (পুং) নি-চি পরিমাণাখ্যায়াং ঘঞ্। রাশীকৃত ধান্যাদি।

নিচি (পুং) নি-চি বাহুলকাৎ ডি। গোকর্ণশিরোদেশ, গাভির কর্ণ ও শিরঃপ্রদেশ।

নিচিকী (স্ত্রী) নিচিনা কায়তি শোভতে ইতি কৈ-ক, গৌরাদি-ত্বাৎ ঙীষ্। নৈচিকী, উত্তমা গাভি।

নিচিত (ত্রি) নিচীয়তে স্মেতি নি-চি-ক্ত। ১ পূরিত। ২ ব্যাপ্ত। ৩ রচিত, সঞ্চিত। ৪ সম্যক্ উপার্জ্জিত। ৫ সঙ্কীর্ণ। ৬ নির্ম্মিত। (স্ত্রী) ৭ নদীভেদ।

"কৌশিকীং ত্রিদিবাং কৃত্যাং নিচিতাং রোহিতারণীম্।"

(ভারত ৬।৯।১৮)

নিচির (ক্লী) নিতরাং চিরঃ প্রাদি সমাসঃ। ১ অত্যন্ত চির-কাল। ২ তদ্বর্ত্তী, চিরকালবর্ত্তী।

"প্রস্ত জ্যেষ্ঠাং নিচিরাভ্যাং বৃহন্নমো" (ঋক্ ১।১৩৬।১)

'নিচিরাভ্যাং নিতরাং চিরকালাভ্যাং নিত্যাভ্যাং' (সায়ণ)

নিচু (দেশজ) নিম্ন।

নিচু (দেশজ) স্বনামখ্যাত দেশজ ফলবিশেষ। এই বৃক্ষ (*Nephelium Litchi*) খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে সর্ব্বপ্রথমে চীনদেশে নিচুর গাছ দেখিতে পাওয়া যায় এবং খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালা দেশে আনিয়া বপন করা হয়। চীনভাষায় ইহার অপর একটী নাম "টন্‌লি"। চীন ও হিন্দী লিচি বা লিচু, ব্রহ্ম কোট্‌গউক, ইংরাজী লিচেস্। চীনবাসীরা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে নানা প্রকার নিচুর চাষ করে। বৃক্ষগুলি ৫।৬ হাত হইতে ১৬।২০ হাত পর্য্যন্ত লম্বা হয়। এই ফলের আকৃতি গোল, দেখিতে ঠিক ছোট ছোট কাঁকরোলের ন্যায়, কিন্তু গাত্রস্থ কাঁটাগুলি কাঁকরোলের মত ছুঁচাল না হইয়া বরং কাঁঠালের মত ঈষৎ ভোঁতা হয়। ফলের মধ্যে একটী মাত্র বীজ তাহার উপর তালশাঁসের মত কোমলাংশ পদার্থ, (ইহাই সকলে অতি প্রীতির সহিত খাইয়া থাকে) এবং উপরিভাগে কাঁটাযুক্ত আবরণ আছে। উহার প্রত্যেক গুচ্ছে অনেকগুলি করিয়া ফল থাকে; যতদিন ঐ আবরণ হরিৎবর্ণ থাকে, ততদিন উহা কাঁচা ও পরিপক্ক হইলে উহা রাঙ্গা হইবে। ফলের ভিতরের শাঁস অতি সুমিষ্ট ও অল্প অম্লাস্বাদযুক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে অম্লযুক্ত একটু সদ্গন্ধও আছে। এই ফল ভারতবাসী ও য়ুরোপীয়গণের অতি প্রিয়।

দক্ষিণ চীন হইতে প্রথমে এই বৃক্ষ কলিকাতায় আনীত হয়। তথা হইতে বাঙ্গালার সর্ব্বত্র, উত্তরপশ্চিম ভারতে লক্ষ্ণৌ, মুজঃফরপুর, শাহরণপুর প্রভৃতি স্থানে ইহার চাষ হইয়াছে। তন্মধ্যে মুজঃফরপুরের নিচুই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং তথা হইতে কলিকাতা ও বোম্বাই প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে আনীত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে।

যতদিন না নিচু ফলের গাত্রাবরণ শুকাইয়া কাল হইয়া পচিয়া উঠে, চীনবাসীরা ততদিন উহা খাইয়া থাকে। কিন্তু তখন আর সুস্বাদু ও মুখপ্রিয় থাকে না, য়ুরোপে ঐরূপ শুষ্ক নিচু বিক্রয় হইয়া থাকে।

চীনেরা এই নিচুপাতা হইতে একপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করে। জীব জন্তু কামড়াইলে ক্ষতস্থানে দিলে তৎক্ষণাৎ তাহার বিষ ও জ্বালা উপশমিত হয়।

নিচুঙ্কণ (ত্রি) ১ গর্জ্জন। ২ বিড় বিড় করা।

নিচুম্পুন (পুং) নিচমনেন পূর্য্যতে ততো পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ সমুদ্র। ২ অবভৃথ। "সমুদ্রোঽপি নিচুম্পুন উচ্যতে নিচমনেন পূর্য্যতে অবভৃথোঽপি নিচুম্পুণ উচ্যতে নীচৈরস্মিন্ কণন্তি নীচৈর্দ্দধতীতি বা, নীচং কুণোতীতি বা।" (নিরুক্ত ৫।১৮)

নিচুল (পুং) নি-চুল-ক। ১ হিজ্জল বৃক্ষ, হিজল গাছ।

"ইজ্জলো হিজ্জলশ্চাপি নিচুলশ্চাম্বুজস্তথা।" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

২ বেতসবৃক্ষ।

নিচুল, একজন কবি। মহাকবি কালিদাসকৃত মেঘদূতের টীকায় মল্লিনাথ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি কালিদাসের সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন। ইহার উপাধি কবিযোগীন্দ্র।

"স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপততোদঙ্মুখঃ খম্" (মেঘদূত)

নিচুলক (স্ত্রী) নিচুল ইব প্রতিকৃতিঃ কন্ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) নিচোলক, যোধাদির চোলাকৃতিপরিণাহ, কঞ্চুক, বর্ম্মচর্ম্ম।

নিচৃৎ (স্ত্রী) মধ্যে সন্নিবেশ।

নিচেকায় (পুং) স্তরে স্তরে সাজান।

নিচেতৃ (ত্রি) নি-চি-তৃণ্। লব্ধ বস্তুর সঞ্চয়কর্ত্তা।

"নরা নিচেতারা চ কর্ণৈঃ" (ঋক্ ১।১৮৪।২)

'নিচেতারো লব্ধানাং তাসাং সঞ্চয়কর্ত্তারৌ' (সায়ণ)

নিচেয় (ত্রি) নি-চি-যৎ। আচীয়মান। স্ত্রিয়াং টাপ্।

নিচেরু (পুং) নি-চর বাহুলকাৎ উন্ আদেরেচ্চ। নিতরাং চরণশীল, অত্যন্ত বিচরণশীল।

"নিচুম্পুন নিচেরুরসি" (শুক্লযজু° ৩।৪৮) 'নিচেরুঃ নিতরাং চরতীতি নিচেরুঃ, নিতরাং গমনশীলোঽসি' (বেদদীপ)

নিচোল (পুং) নিচোল্যতে ইতি চুল-ঘঞ্। ১ আচ্ছাদন বস্ত্র। ২ স্ত্রীদিগের পরিধান বস্ত্র। চলিত পাছুড়ী, ঘোমটা, পর্য্যায়— নিচুল, উত্তরচ্ছদ, প্রচ্ছদপট। (হেম°)

"সন্ততধ্বান্তমিষতন্ত্রীর শীতবশীকৃতাঃ।
আশাশ্চকাশিরে নীলনিচোলাচ্ছাদিতা ইব॥"

(রাজতর° ৩।১৬৯)

৩ উত্তরীয় বস্ত্র। ৪ ঘাঘরা। ৫ সাঁজোয়া।

নিচোলক (পুং) নিচোল ইব কায়তীতি কৈ-ক। ভটাদির চোলাকৃতি সন্নাহ, যোদ্ধৃপুরুষের বর্ম্ম, পর্য্যায়—কুর্পাস, বারবাণ, কঞ্চুক। (হেমচ°)

নিচ্চভূমি (দেশজ) নিম্ন ভূমি।

নিচ্চোড় (দেশজ) ১ নীচাশয়, ঘৃণিত।

নিচ্চোড়ামি (দেশজ) নীচতা, নীচাশয়ের কার্য্য।

নিছক (পারসী) নিঃসন্দেহ। মিথ্যা, স্বার্থশূন্য।

নিছনি (দেশজ) ১ অনভিলাষ, নিঃস্পৃহ। ২ আপদ। ৩ পুত্র।

নিছাক (দেশজ) পরিষ্কার, ছাঁকিয়া মল পরিত্যাগান্তে সারাংশ।

নিচ্ছবি (স্ত্রী) তীরভুক্তিদেশ, ত্রিহুত। (ত্রিকাণ্ড)

নিচ্ছিবি (পুং) ব্রাত্যক্ষত্রিয় হইতে সবর্ণাতে জাত জাতিবিশেষ।

"ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যাৎ নিচ্ছিবিরেব চ।" (মনু ১০।২২)

নিছেদ (পুং) নি-ছি-ঘঞ্। ছেদন, কর্ত্তন।

নিছিয়া (দেশজ) ১ নির্ম্মঞ্ছন করিয়া।

"নিছিয়া ফেলিল পান কৈল নমস্কার।
মহেশের কণ্ঠে গৌরী দিল রত্নমাল॥" (কবিকঙ্কণ চণ্ডী)

২ নিন্দিয়া।

"গন্ধর্ব্ব নিছিয়া সভে হরিগুণ গায়।" (অদ্বৈতপ্র° ১৯ অ°)

নিছু (দেশজ) একাকী, কেবল।

নিছুড়িয়া (দেশজ) নিঃসহায়, বন্ধুহীন।

নিজ (ত্রি) নিশ্চয়েন জায়তে ইতি নি-জন-ড। স্বীয়, আপন।

"অয়ং নিজ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।" (হিতোপদেশ)

২ নিত্য স্বাভাবিক।

নিজকর্ম্মন্ (ক্লী) স্বকীয় কার্য্য, আপনার কাজ।

নিজকৃত (ত্রি) স্বকৃত, আপনার দ্বারা কৃত।

নিজগল, মহিসুরের অন্তর্গত বঙ্গালূর জেলার একটী ক্ষুদ্র পাহাড়। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এই স্থানে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল।

নিজগুণ শিবযোগী, একজন কবি। 'বিবেকচিন্তামণি' ইহার রচিত।

নিজগুণ, একজন মরাঠী কবি। ১৫২২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দক্ষিণভারতের লিঙ্গায়ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন বিখ্যাত গায়ক। ইহার রচিত সঙ্গীতশাস্ত্রীয় পুস্তকের নাম গ্রন্থ-রচন-নিবন্ধন। উহাতে রাগ, রাগিণী, স্বর, তাল ইত্যাদির উৎপত্তি ও স্থায়িত্বকাল প্রভৃতি সুন্দররূপে বর্ণিত আছে।

নিজবাস (পুং) পার্ব্বতীর ক্রোধসম্ভূত গণভেদ।

"নিজবাসো ঘসশ্চৈব স্থূণাকর্ণঃ প্রশোষণঃ।" (হরিব° ১৬৮ অ°)

নিজঘ্নি (ত্রি) নি-হন-কি-দ্বিত্বঞ্চ। নিতরাং হননশীল।

"অথ নিজঘ্নিরোদসী" (ঋক্ ৯।৫৩।২)

নিজঞ্জাল (দেশজ) জঞ্জালশূন্য, কণ্টকরহিত।

নিজধৃতি (স্ত্রী) ১ শাকদ্বীপস্থিত নদীভেদ। (ভাগ° ৫।২০।১৯) (ত্রি) নিজা ধৃতির্যস্য। ২ ধৃতিমান্, বুদ্ধিযুক্ত।

নিজমতাবলম্বিন্ (ত্রি) আত্মমতবাদী, একগুঁয়া, যে কেবল নিজ মত অবলম্বন করে।

নিজমুক্ত (ত্রি) স্বভাবমুক্ত, নিত্যমুক্ত।

নিজস্ব (ক্লী) নিজস্য স্বং। নিজধন, স্ববিত্ত, আপন ধন।

নিজা (দেশজ) স্বীয়া স্ত্রী, পতিব্রতা স্ত্রী।

নিজাত্মানন্দনাথ, একজন গ্রন্থকার। ইনি শ্রীবিদ্যাপূজাপদ্ধতি নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নিজাত্মানন্দপ্রকাশ, একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। নৃসিংহের শিষ্য। ইহার কৃত 'মহাত্রিপুরসুন্দরীপাদুকার্শনক্রমোত্তম' নামে একখানি গ্রন্থ আছে।

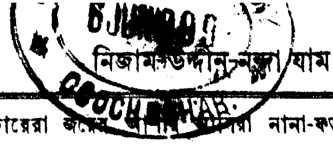
নিজাম (আরবী) ১ শৃঙ্খলা। ২ প্রকৃতি, মেজাজ। ৩ গঠন। ৪ বন্দোবস্ত। এই শব্দের নানা অর্থ। 'নিজাম' শব্দে সাধারণতঃ হায়দরাবাদের শাসনকর্ত্তাকে বুঝা যায়। আসফ্জাহী বংশের সংস্থাপক 'নিজাম-উল-মুলক' উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার উপাধির প্রথমাংশে 'নিজাম' থাকায় তৎপরবর্ত্তী হায়দরাবাদের রাজগণ নিজাম নামে খ্যাত।

নিজাম আলী খাঁ, দাক্ষিণাত্যে নিজাম-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা নিজাম-উল্-মুলক আসফ্জাহের ৪র্থ পুত্র। ইনি হায়দরাবাদ-সিংহাসনে চতুর্থ নিজামরূপে আরোহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর পেশবা তদীয় ভ্রাতা সলাবৎ জঙ্গ্কে আক্রমণ করিলে ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নিজাম বুর্হানপুর হইতে আহ্মদনগরাভিমুখে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তাঁহার সৈন্যগণ রঞ্জনগাঁও ও তেলিগাঁও-ধমধেরী নামক স্থান লুট করে। এখানে মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত নিজাম-সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে নিজাম পরাজিত হইয়া পুণার নিকট ভীমানদীতীরবর্ত্তী কোরেগাঁও নামকস্থানে পলাইয়া রক্ষা পান। তিনি বেরারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র যাদোন পেশবা বালাজী বাজীরাওর সৈন্য কর্ত্তৃক নিজ রাজধানী সিন্দখের নগরে অবরুদ্ধ হইলে নিজাম আলী যাইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে নিজাম সসৈন্যে অকোলায় উপস্থিত হইয়া নগর লুট করেন, জানুজী ভোন্সলের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বুর্হান্-পুরে পলাইয়া আসেন এবং পুনরায় তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়া যুদ্ধজয়ী হইয়াছিলেন।

এই সময়ে নিজামের সেনাপতি কাবিজঙ্গ্ পেশবার নিকট হইতে কতক টাকা ঘুষ লইয়া আহ্মদনগর দুর্গ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। এই সূত্রে নিজামের সহিত পেশবার যুদ্ধ বাঁধে। পেশবা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ভীমাতীরবর্ত্তী পেড়গাঁও দুর্গ অধিকার করেন এবং আহ্মদনগরের ১৬০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে উদয়গিরি নামক স্থানে নিজামকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আহ্মদনগর ও দৌলতাবাদ অধিকার করিয়া লইলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়েরা হতবল হইলে নিজাম পুনরায় প্রবরা ও গোদাবরী নদীর সম্মিলনস্থানে নিধিবাস তালুকের অন্তর্গত টোকার মন্দির ধ্বংস করেন এবং পেশবার নিকট হইতে উদয়গিরির সন্ধিসর্ত্তে প্রদত্ত প্রদেশের কতকগুলি আদায় করিয়া লয়েন।

জানুজীকে পরাজিত করিয়া নিজাম আরঙ্গাবাদ দখল করিলেন এবং হায়দরাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ ভ্রাতা সলাবৎকে রাজ্যচ্যুত ও কারাবদ্ধ করিয়া নিজামরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিলেন। ইহার পর তিনি এই বৎসরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে সৈন্যসাহায্য পাইবার জন্য উক্ত কোম্পানীকে উত্তর-সরকারের ৪টী বিভাগ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েন। এই সময় দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র ও ফরাসীপ্রাবল্য দেখিয়া ইংরাজ কোম্পানী তাঁহার এই দান লইতে অস্বীকৃত হইলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় জানুজী ভোন্সলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইহার অব্যবহিত পরে, তিনি পুণা আক্রমণ ও সেই নগর ধ্বংস করিয়া উহার কতকাংশ পুড়াইয়া দেন। গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি সহোদর সলাবতের প্রাণনাশ করিলেন।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে উত্তর-সরকারের ৫ খানি বিভাগ অধিকারের সনন্দ প্রাপ্ত হন। আপনাদিগের অধিকার বজায় রাখিবার জন্য কোম্পানি বাহাদুর কোণ্ডপল্লী দুর্গ অবরোধ করিলেন। এই বৎসরে ১২ই নবেম্বর হায়দরাবাদে নিজামের সহিত এক সন্ধি হয়, যে বাৎসরিক নয়লক্ষ টাকা পাইলে কোম্পানী বাহাদুর নিজামআলীকে যুদ্ধকালে সৈন্যসাহায্য করিবেন এবং ঐ সরকার রাজ্য ইংরাজের অধিকারে থাকিবে। কেবলমাত্র গুন্টুর বিভাগ নিজ ভ্রাতা সলাবৎজঙ্গের জন্য রাখিয়া দেন। এই বৎসর নিজাম ইংরাজের সাহায্যে বঙ্গালূর (১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে) দখল ও পোলিগারদিগকে দমন করেন। নিজাম ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্যে হায়দর আলীকে আক্রমণ করিলেন এবং এই সময়ে ইংরাজদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি হায়দরের সহিত যাইয়া মিশিলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত শান্তিস্থাপনের জন্য তিনি ১লা মার্চ্চ পুনরায় ইংরাজের নিকট বন্ধুতার চিহ্নস্বরূপ বাৎসরিক পাঁচলক্ষ টাকা লইয়া দিল্লীর প্রদত্ত সনন্দের সর্ত্ত বজায়



রাখিলেন। ইংরাজেরা যথাসময়ে কর প্রদান করেন না, এই অছিলায় নিজাম পুনরায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলীর সহিত বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হইলেন।

দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতানের প্রভাব বাড়িলে ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়া তাঁহাকে ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে নিষেধ করেন। টিপু ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে নিজাম ও ইংরাজ যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই সময় নানা-ফড়্‌নবিশ মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য লইয়া তাঁহাদের সাহায্যার্থ আসিয়া মিলিলেন। নিজাম টিপুকে পরাজিত করিয়া প্রথমে কড়াপা জেলা অধিকার করেন, ঐ বৎসর টিপু সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া কড়াপা ও গুরম্‌কোণ্ডা দুর্গ ছাড়িয়া দেন। নিজাম ঐ সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ এম রেমণ্ড সাহেবকে তাঁহার কৃতসাহায্যের পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করেন। ইহাতে মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার প্রতি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং কড়াপা আক্রমণের ভয় দেখাইয়া রেমণ্ডকে ঐ সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে বলেন।

এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের অভ্যুত্থানে দিন দিন তিনি হীনবল হইতে লাগিলেন। এক একটী করিয়া রাজত্বের অধিকাংশ প্রদেশেই তিনি মহারাষ্ট্রদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অবশিষ্টাংশ যাহা তিনি নিজ অংশে রাখিয়াছিলেন, তাহার জন্য পেশবাকে কর দিতে বাধ্য হইলেন।

মাধব রাওর রাজত্ব সময়ে জানুজী ভোন্‌স্লে, গোপাল রাও (পেশবার দাস) এবং অন্যান্য মহারাষ্ট্র-সর্দারের পরামর্শে নিজ দেওয়ান বিঠল কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া নিজাম আলী পুণা লুট করিতে অগ্রসর হন। মাধব রাওর প্রধান প্রতিনিধি ও মন্ত্রী রঘুনাথরাও ভয়ে পুণা হইতে পলায়ন করিলে নিজাম আলী নগরে প্রবেশ করিয়া যথাসাধ্য লুট এবং নগর ধ্বংস করিতে কিছু মাত্র ক্রটী করেন নাই। তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া যখন গোদাবরী নদী পার হইয়া অর্দ্ধপথ আসিয়াছেন, সেই সময় রঘুনাথ রাও সুবিধা বুঝিয়া গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন, ইহাতে নিজামের প্রায় ৭০০০ আফগান সৈন্য নষ্ট হয় এবং তিনি স্বয়ং পলাইয়া রক্ষা পান। হায়দরাবাদ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

পেশবা অধিক কর প্রার্থনা করায় নিজাম তাঁহার উপর চটিলেন এবং যুদ্ধের জন্যও প্রবৃত্ত হইলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মহাদজী সিন্দিয়ার মৃত্যু হইলে, মহারাষ্ট্রসচিব নানা-ফড়্‌নবিশের ক্ষমতা বাড়িয়া ছিল। দৌলতরাও সিন্দিয়া ও তুকোজী হোলকর এই সময় পুণায় ছিলেন। তাহারা নানাকে উত্তেজিত করিলেন। বেরাররাজ, গোবিন্দরাও গাইকোবাড় এবং অন্যান্য মহারাষ্ট্র-সর্দারেরা জনেক আসিয়া নানা-ফড়্‌নবিশের সহিত যোগ দিলেন।

নিজাম মাঞ্জরা নদী তীর বাহিয়া বিদর্ভ হইতে অগ্রসর হইলেন, আহ্মদনগরের ৫৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে খড়দা নামক স্থানে আসিয়া মোহোরীগিরিপথ অবতরণকালে হরিপন্থ ফড়কের পুত্র বাবারাও তাঁহাকে আক্রমণ করেন ও পরাজিত হন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে এই খড়দার যুদ্ধে মহারাষ্ট্রগণ পরাস্ত হইলে মোগলসৈন্য পরান্দা অভিমুখে যাত্রা করে, এই সময় মহারাষ্ট্রগণ পুনরায় আক্রমণ করে। নিজাম আসদ্‌আলী খাঁকে রেমণ্ড সাহেবের সহিত পাঠাইয়া উহাদিগকে আক্রমণ করেন। এদিকে পাঠানসর্দ্দার লালখাঁ নিজামকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত হন।

খড়দা (বা খুড়দলা) যুদ্ধের পর, যে সন্ধি হয়, তাহাতে মহারাষ্ট্রসেনাপতি পরশুরাম-ভাউ কর্ত্তৃক মুক্ত নিজামমন্ত্রী নাশীর-উল্-মুল্‌ক্ এবং নিজামআলী স্বয়ংও বাজীরাওর পক্ষে উপস্থিত থাকিয়া স্থির হয় যে বাজীরাও পেশবা থাকিবেন এবং নিজামের হিসাব নিকাশ হইবে।

১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুর মৃত্যুর পর শ্রীরঙ্গপত্তননগর ইংরাজের হস্তগত হইলে পর, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত নিজামের যে সন্ধি হয় তাহাতে সাহায্যকারী সেনাদলবর্দ্ধন এবং যে সমস্ত রাজগণ নিজামরাজ্যের সীমা অতিক্রম করিবে ইংরাজগণ তাহাদিগকে দমন করিবেন এই সর্ত্ত লিখিত থাকে। ঐ বর্দ্ধিত সৈন্যের ব্যয়ভারবহন জন্য নিজাম কড়াপা প্রভৃতি কএকটী জেলা ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ৬ই আগষ্ট নিজাম আলী হায়দরাবাদে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র মীর্জা সিকন্দরজাহ্ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহার ৪৩ বৎসর রাজত্বকালে তিনি কতবার ইংরাজের এবং কএকবার মহিসুর-রাজের সহিত বন্ধুতা স্থাপন করেন। ইহাতে অনুমান হয় যে, তাঁহার চিত্ত চঞ্চল ছিল এবং তিনি দৃঢ়তার সহিত কোন কার্য্য করিতেন না। ইংরাজের সহিত বিশেষ বন্ধুতা থাকিলেও তিনি তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতেন না।

নিজামউদ্দীন্, ফরগণার জনৈক সুশিক্ষিত বীরপুরুষ। ইহার ভ্রাতার নাম সামসুদ্দীন্। উভয় ভ্রাতাই মহম্মদ-বখ্‌তিয়ারের অধীনে 'জানবাজ' সৈনিকের কার্য্যগ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিজাম-উদ্দীন্-নন্দা যাম, ১৪৬০ খৃঃ অব্দে ইনি সিন্ধুপ্রদেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। কন্দাহারের তুর্কীরা পুনঃ পুনঃ সিন্ধুদেশ আক্রমণ করায়, তিনি ভক্করদুর্গ ও স্বীয় রাজ্যের উত্তরাংশ হারাইয়া ছিলেন। এইরূপে নিরুৎসাহ হইয়া ১৪৯২ খৃঃ অব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

নিজাম-উদ্দীন্ খাঁ, কসুরের শাসনকর্ত্তা। মহারাজ রণজিৎ সিংহ নিজাম-উদ্দীনের বিরুদ্ধে সর্দ্দার ফতেসিংহকে প্রেরণ করেন।

প্রথমে ইনি মহারাজের অধীনতা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। অবশেষে স্বীয় ঔদ্ধত্যের নিমিত্ত অনুতাপ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা, কুতব্-উদ্দীনকে মহারাজের নিকট প্রেরণ করেন। কুতব্-উদ্দীন্ মহারাজের নিকট ভ্রাতার প্রতিনিধিস্বরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নিজাম-উদ্দীন্ আরও স্বীকার করেন যে, কুতব্-উদ্দীন্ একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া লাহোররাজের অনুগমন করিবেন। বিশ্বাসার্থ তিনি দুইজন পাঠানসর্দ্দার হাজি খাঁ এবং বাসল খাঁকে লাহোরে আবদ্ধ রাখেন। অনন্তর মহারাজ একটী হস্তী ও অশ্ব পারিতোষিক দিয়া কুতব্‌কে বিদায় দেন। এই প্রকারে নিজাম-উদ্দীন্ রণজিৎসিংহের অধীনে নির্ব্বিঘ্নে কসুর ভোগ দখল করিতেছিলেন।

ইতিমধ্যে তদীয় শ্যালক বাসল খাঁ, হাজী খাঁ ও নাজিব খাঁর জায়গীরের উপর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল। তিনি তাঁহাদের জায়গীর দখল করিলেন। তাঁহারা প্রতিশোধ লইতে উদাসীনতা দেখায় নাই। উহারা তিনজনে একত্র হইয়া গোপনে তাঁহার প্রাণসংহার করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উদ্দীনের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা কুতব-উদ্দীন্ তাঁহার স্থান অধিকার করেন।

নিজাম-উদ্দীন্ আহ্মদ, খ্বাজা, তবকৎ-ই-অকবরি নামক পারস্যগ্রন্থ রচয়িতা। হিরাটবাসী খাজা মহম্মদ মুকীমের পুত্র। ইঁহার পিতা বাবর শাহের বিশেষ অনুগত ছিলেন। বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুনের গুজরাত-অধিকারকালে ইনি তাঁহার সহচররূপে আসিয়াছিলেন। অবশেষে দিল্লীশ্বর অকবর শাহের অধীনে কার্য্য পান।

পুত্র নিজাম উদ্দীন্ অকবর শাহের অধীনে গুজরাতের বক্সি বা সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য্যে থাকিয়াই তিনি ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে তারিখ-ই-নিজামি বা তবকৎ-ই-অকবরি নামক ইতিহাস প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে ১৩৩৮ হইতে ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার স্বাধীনরাজগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণিত আছে।

ইনি ঐতিহাসিক বদাওনির বন্ধু ও আশ্রয়দাতা ছিলেন। ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ইরাবতীনদীতীরে ইনি দেহত্যাগ করেন। লাহোর নগরে ইঁহার উদ্যান মধ্যে ইঁহার গোর হয়।

নিজাম-উদ্দীন্ আউলিয়া, সেখ, একজন মুসলমান ফকির, ইনি সক্করগঞ্জের সেখ ফকির-উদ্দীনের শিষ্য এবং সৈয়দ আহ্মদের পুত্র। বদাওন জেলায় ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন এবং বিখ্যাত সাধু বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে দিল্লী রাজধানীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। গয়াসপুরে তাঁহার কবরের উপর যে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত আছে, তাহা মুসলমান-সমাজে তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। সময় সময় মুসলমানগণ ফকির হইবার মানসে এই সমাধিমন্দিরে আসিয়া বাস করে। অদ্যাপি মুসলমানগণ মানসিক দিবার জন্য পর্ব্বদিনে এই সমাধি-মন্দিরে আসিয়া নমাজাদি করিয়া থাকেন।

নিজাম-উদ্দীন, সেখ, দিল্লীবাসী একজন বিখ্যাত মুসলমান ফকির। নিজামাবাদে ইঁহার সমাধিমন্দিরে পারস্যভাষায় ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে বা ৯৬৯ হিজিরায় উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

নিজাম-উদ্দীন্‌পুর, ত্রিহুতের অন্তর্গত একটী পরগণা। এই পরগণায় ৯টী জমিদারী আছে। সীতামাড়ীতে ইহার সদর আদালত। ইহার উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বে কনহোলি এবং কমড়া; দক্ষিণ এবং পশ্চিমে মহিলা লখান্দিয়া নদী এবং ইহার শাখা ব্যতীত অন্য কোন নদী এই পরগণা দিয়া প্রবাহিত হয় না। সীতামাড়ী হইতে নেপাল পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, তাহা এই পরগণার মধ্য দিয়া গিয়াছে।

নিজাম-উদ্দৌলা, নবাব, বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা মীর জাফর-আলী খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালার শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইঁহার আসল নাম মর্ ফুলবারী। ইঁহার মাতার নাম মণিবেগম। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় ভ্রাতা সৈফউদ্দৌলা বাঙ্গালার রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

নিজাম-উল্ মুল্ক্, বেহরী, ইনি বিজয়নগরের অন্তর্গত গোদাবরী নদীর উত্তরস্থ পাথরি নামক গ্রামের কুলকরণি কোন ব্রাহ্মণের সন্তান। দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণীবংশীয় সুলতান আহ্মদশাহের সৈন্য কর্ত্তৃক ইনি অতি বাল্যকালে বন্দী হন। পরে সুলতানের আদেশে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ইনি রাজপরিবারবর্গস্থ ক্রীতদাসদিগের সহিত থাকিয়া, সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের শিক্ষক দ্বারা আরবী ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে সুলতান মহম্মদশাহ ২য়, দাক্ষিণাত্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলে ইনি একহাজারী পদ প্রাপ্ত হন। রাজার বাজপক্ষীর প্রতিপালক ছিলেন বলিয়া ইনি বেহরী নামে সাধারণে পরিচিত। ক্রমে ইনি তৈলঙ্গের শাসনকর্ত্তার পদে উন্নীত হয়েন। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যুকালে ইনি তাঁহার পুত্র মাহ্মুদের রাজ্যভারপরিচালনার জন্য মন্ত্রিপদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া সুলতান ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে বীড়, আহ্মদনগর প্রভৃতি স্থান তাঁহাকে জায়গীরস্বরূপ দান করেন। তিনি এই জায়গীরের কার্য্যভার তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মালিক আহ্মদকে প্রদান করিয়া নিজ ক্ষমতা

অপ্রতিহত রাখিবার জন্য মালিক কাজী ও মালিক আল্যফ নামক দুই ভ্রাতাকে দৌলতাবাদের শাসনকর্ত্তা ও তৎসহকারী নিযুক্ত করেন। তিনি এত ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন যে, সুলতানের প্রাধান্য ও আদেশ লঙ্ঘন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে বিদর্ভরাজভবনে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হন।

পিতার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আহ্মদ স্বাধীনভাবে নিজ জায়গীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে সুলতানের প্রভুতা উপেক্ষা করিয়া আহ্মদ নিজাম-উল্মুলক্ বেহরী নামে আপনাকে আহ্মদনগররাজ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইনিই প্রসিদ্ধ নিজামশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

[নিজামশাহী দেখ।]

নিজাম-উল্ মুল্ক্, দিল্লীশ্বর সুলতান শামস্-উদ্দীন্ আলতমাসের প্রধান উজীর। ৬২৫ হিজিরায় তিনি সম্রাটের আজ্ঞায় ভক্করদুর্গ জয় করিতে গমন করেন এবং জয়ান্তে দিল্লীতে প্রত্যাগমন করেন। সম্রাট্ তাঁহাকে কমাল্-উদ্দীন্ মহম্মদ-ই-আবু সৈয়দ জুনায়ড়ি উপাধিদানে সম্মানিত করেন। সুলতান রুকন্-উদ্দীনের রাজত্বকালে, বদাওন্, মুলতান, হান্সি ও লাহোর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইলে ইনি ভীত হইয়া রাজধানী হইতে গীলুখরী নামক স্থানে পলাইয়া যান। তথা হইতে কোল প্রদেশে যাইয়া অবস্থান করেন। এ স্থান হইতে পুনরায় পলাইয়া তিনি মালিক-ইজ-উদ্দীন্ মহম্মদ সালারীর নিকট যাইয়া মিশিলেন। রুক্নের মৃত্যুর পর আলতামাসের কন্যা সুলতান রজিয়ৎ (রিজিয়া) দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে, ইনি মহম্মদ সালারী, আলাউদ্দীন্ জানি প্রভৃতি কএকজন দিল্লীর দ্বারদেশে আসিয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত করেন। এই কারণে উভয়পক্ষে দিন কতক যুদ্ধও হইয়াছিল। এই যুদ্ধে রজিয়ৎ জয়ী হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, এই সময় তাঁহার আমীরগণ পরামর্শ দেয় যে, বন্ধুভাবে নিজাম প্রভৃতিকে রাজধানীতে আনাইয়া কয়েদ করিলে শত্রুসংখ্যা কমিয়া যায়। নিজামের দলস্থ আলাউদ্দীন্ জানি, মালিক সইফুদ্দীন্ কুজী ও তাঁহার ভ্রাতা রজিয়তের এই সুচতুর কৌশলে হত, কেহ বা কারা নিক্ষিপ্ত হইলেন। কিন্তু নিজাম-উল্-মুল্ক্ সরমুর-বরদারের পার্ব্বত্য প্রদেশে পলাইয়া রক্ষা পান। ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে সরমুর-আবাসে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

নিজাম-উল্ মুল্ক্ আসফ্জাহ্, দাক্ষিণাত্যে নিজাম-রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পূর্ব্ব নাম চীন-কুলিচ-খাঁ। ইঁহার পিতা গাজী-উদ্দীন্ খাঁ-ফিরোজ-জঙ্গ সম্রাট্ আলমগীরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং উক্ত সম্রাটের অধীনে সেনাপতির কার্য্য করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ ফরুখ-শিয়ারের রাজত্বকালে ইনি প্রথমে পাঁচ হাজারী হইতে সাত হাজারী মন্সবদারের পদ প্রাপ্ত হন। ইঁহার কিছুকাল পরে তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবেদার পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। এই পদই তাঁহার ভবিষ্যৎ-জীবনে নিজাম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা করে। হায়দরাবাদে তাঁহার রাজধানী ছিল।

দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী পদ এবং নিজাম-উল্মুলক্ বাহাদুর ফতে-জঙ্গ্ উপাধি লাভ করিয়া কুলিচ খাঁ মহারাষ্ট্রদিগের লুটপাট ও চৌথ কর আদায়ের অত্যাচার দমনমানসে আরঙ্গাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তিনি তথাকার ফৌজদার ও জিলাদারগণকে পত্র লিখিলেন। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। নিজাম-উল্মুলক্ এই সময়ে মুরাদাবাদের ফৌজদার নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই এই কার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিছুকাল পরে তিনি পাটন ও মালবরাজ্যের সুবেদার হন। এইরূপে উন্নীত হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে আপন ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অর্থসাহায্যে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে 'আশীরগড়' দুর্গ অধিকার করেন।

নিজামের এই ক্রমিক উন্নতিতে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া আবদুল্লা খাঁ ও দাক্ষিণাত্যের আমীর-উল্ওমরা হোসেন আলী খাঁ নামক দুই সৈয়দ ভ্রাতা তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হন। তাঁহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিবার জন্য হোসেন আলী নিজ সেনাপতি দিলাবর আলী বক্সী এবং রাজা ভীম ও গজসিংহ তাঁহার সহকারী হইয়া নিজামের সহিত যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে দিলাবর পরাস্ত হইলে নিজাম ১৭২০ খৃষ্টাব্দে বুর্হানপুর নগর অধিকার করিলেন। এই যুদ্ধে দিলাবর খাঁর মৃত্যু হয়।

দাক্ষিণাত্যে বিজাপুরের আফগানদিগকে এইরূপে শাসনাধীনে আনিয়া তিনি আরঙ্গাবাদ নগরে ফিরিলেন এবং তথায় শাসনকার্য্যাদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে আলম্ আলী খাঁ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। আলম্ আলী পরাস্ত ও যুদ্ধে নিহত হন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে শত্রুপুরী নিষ্কণ্টক করিয়া ১৭২১ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজধানীতে উপনীত হন এবং সম্রাট্ সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্য সম্মানপ্রদর্শন করেন।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যুর পর, ১৭২২ খৃষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া উজীর পদ ও উক্ত মান্যের চিহ্নস্বরূপ যোগ্য পরিচ্ছদ, একখানি ছোরা, মণিমুক্তা খচিত একটী কলমদান ও বহু মূল্যের একটী হীরকাঙ্গুরীয় প্রাপ্ত হন। এই সময় মালব ও আহ্মদাবাদবাসিরা এবং দাক্ষিণাত্যের মহারাষ্ট্রীয়গণ

বিদ্রোহী হইয়া উঠিলে তিনি নিজ পুত্র গাজী-উদ্দীন্‌কে উজীরি পদে আপনার প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে যাইবার মানস করিলেন। তিনি সম্রাটের করুণাপ্রার্থনা করিয়া, সুবা হায়দরাবাদে নিযুক্ত নাজিম মুবারিজ খাঁকে ৪ হাজারী পদ ও ইমাদ-উলমুল্‌ক্‌ মুবারিজ খাঁ বাহাদুর-হিজবর-জঙ্গ উপাধি দেওয়াইলেন। যে মুবারিজ এতদিন বিশ্বাসের সহিত নিজামের অধীনে কার্য্য করিতেছিল, সে আজ এতাদৃশ সম্মান লাভে গর্ব্বিত হইয়া উঠিল এবং আপনাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার জ্ঞান করিয়া নিজামের অধীনতা উচ্ছেদ করিবার জন্য অগ্রসর হইল।

নিজাম মালব অভিমুখে প্রস্থান করিলে, তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা সম্রাট্‌ মহম্মদ শাহের নিকট তাঁহার নামে মিথ্যা কতকগুলি অপবাদ দিয়া অবিবেচক সম্রাটের কাণ ভারি করিতে লাগিল। তাহাদের এই হিংসার ফলে, অবশেষে করম্‌-উদ্দীন্‌ খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তিকে উজীর মনোনীত করা হইল। নিজাম যখন পথিমধ্যে অবগত হইলেন যে, তাঁহার পুত্রের নিকট হইতে উজীরি (পদ) কাড়িয়া অপরকে দেওয়া হইয়াছে, তখন তিনি দিল্লীর পদোন্নতির আশা ছাড়িয়া দাক্ষিণাত্যে নিজামরাজ্য স্থাপনে কৃতসংকল্প হইলেন।

মালবে উপস্থিত হইয়াই নিজাম মুবারিজকে পত্র লিখিলেন, এবং নিজাম দ্বারা তিনি যে উপকৃত হইয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করিয়া তাহাকে বিশেষ ভৎর্সনা করিলেন। মুবারিজও ঔদ্ধত্য সহকারে প্রত্যুত্তর দিলেন। ইহাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। আরঙ্গাবাদ হইতে ৪০ মাইল দূরে বেরারের অন্তর্গত 'সকর-খেলড়া' নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। দাউদ-খাঁ-পানীর ভ্রাতা বাহাদুর খাঁ আসিয়া মুবারিজের সহিত যোগ দেন। উভয়েই যুদ্ধে পরাজিত এবং মুবারিজ সপুত্র নিহত হন। খাজা আহ্মদ খাঁ নামে তাহার একটী পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে আহত পাইয়া পলায়ন করে এবং মহম্মদনগর দুর্গে যাইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। নিজাম আরঙ্গাবাদ হইতে হায়দরাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া এই বালককে অর্থ ও জায়গীর দানে সন্তুষ্ট করিয়া, তাহার নিকট হইতে দুর্গের চাবি লইলেন এবং নিজে দুর্গ অধিকার করিলেন।

নিজাম তাঁহার জীবনে কখনও দিল্লীর সম্রাট্‌বংশের বিরুদ্ধাচারী হন নাই। দিল্লীশ্বর মহম্মদ-শাহ তাঁহার উজীর-পদ কাড়িয়া লইলেও তিনি তাঁহার প্রতিহিংসা গ্রহণ করেন নাই। দিল্লীর রাজকীয় কার্য্য সংক্রান্ত যে কর্ম্মে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে তৈমুর-বংশের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেও দিল্লীর সহিত তাঁহার অসদ্ভাব ছিল না। সম্রাট্‌ মহম্মদ-শাহ তাঁহার উপর প্রীত হইয়া 'আসফ্‌জাহ্‌' উপাধি এবং বহু হস্তী ও মণিমুক্তা দিলেন। এ ছাড়া তাঁহাকে আবার আহ্মদাবাদ রাজ্যের সুবেদারপদে নিযুক্ত করিলেন।

নাদিরশাহ যখন ভারত আক্রমণে আসিয়া আটক অধিকার করেন, তখন নিজাম সম্রাট্‌ মহম্মদশাহের উকীল-উস্‌-সুল্‌তান ছিলেন। আমীর-উল্‌-ওমরা খাঁ-দৌরাণের মৃত্যু হইলে তিনি 'মীরবক্সী'র পদে নিযুক্ত হন। নাদির শাহ দিল্লীর সম্মুখবর্ত্তী হইলে, নিজাম খাঁ-দৌরানের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন। এই সময় বুর্হান্‌-উলমুল্‌ক্‌ নামক জনৈক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এবং ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া নাদিরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, খাঁ-দৌরানের ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি আর নাই, সুতরাং নিজামের মত ব্যক্তির, তাহার পদ আকাঙ্ক্ষা করা অন্যায় এবং আরও পরামর্শ দেন যে, ছলে ভুলাইয়া নিজাম ও মহম্মদ-শাহকে বন্দী করিলে নিজে রাজ্যেশ্বর হইতে পারেন। নাদিরশাহ তাহার মন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া মহম্মদ-শাহকে তাঁহার তাঁবুতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলে, সম্রাট্‌ সদলে উপস্থিত হইলেন। নাদির সম্রাট্‌কে বিনয় করিয়া বলিলেন যে, 'আপনার অনুচরগণকে ফিরিয়া যাইতে আজ্ঞা করুন এবং মান্য গণ্য জন কএক আপনার সহিত আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। অপরাপর সকলে চলিয়া গেলে নাদির পরামর্শমত সম্রাট্‌, নিজাম, আমীর খাঁ, ইস্‌হাক্‌ খাঁ, জাবেদ খাঁ, বিহ্‌রোজ খাঁ ও জবাহির খাঁকে বন্দী করিলেন।

ইহার পর নাদিরশাহ একদিন বিশ্বাসঘাতক বুর্হান্‌কে ডাকাইয়া বলিলেন, তুমি যে আমার কান্দাহারে অবস্থিতিকালে, আমি ভারতে আসিলেই পঞ্চাশ ক্রোর মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত ছিলে সে টাকা কোথায়? যদি দিবসত্রয় মধ্যে উক্ত টাকা না হাজির কর, তাহা হইলে তোমার প্রাণ যাইবে। নিজাম-উলমুল্‌কও তথায় উপস্থিত ছিলেন। নাদির শাহ অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের উভয়কেই তিরস্কার করেন। চতুর-চূড়ামণি নিজাম এই উপযুক্ত সময় ভাবিয়া বুর্হানের বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্য আন্তরিক ভাব গোপন করিয়া, মর্ম্মভেদী কথায় আপনাদের অপমানের বিষয় উল্লেখে বুর্হান্‌কে মাতাইয়া তুলিলেন এবং নাদিরের হস্তে মরিবার অপেক্ষা আত্মহত্যা করিয়া মরা শ্রেয়ঃ; এইরূপ বুঝাইয়া, উভয়েই প্রাণপরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। যাইতে যাইতে পরস্পরে প্রতিজ্ঞা করিলেন, বাটীতে যাইয়াই বিষ ভক্ষণে দেহ ত্যাগ করিবেন। নিজাম বাটীর সকলকেই আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া একটী পাত্রে সরবৎ ঢালিয়া পান করেন এবং আপনাকে বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন করিলেন।

বুর্হান্ এই চাতুরীর বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারিয়া বিষপানে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করেন।

কেহ কেহ বলেন, বুর্হানের সহিত নিজামের কোন শক্রতা ছিল না। যখন নাদিরশাহ ভারতে আসিয়া সম্রাট্ মহম্মদ-শাহের সহিত যুদ্ধ করেন, সেই যুদ্ধে নিজাম ও বুর্হান্ উপস্থিত ছিলেন। নাদিরশাহের সহিত যুদ্ধকালে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। [নাদিরশাহ দেখ।]

নাদির চলিয়া গেলে, আমীর খাঁ বক্সীপদে এবং ইস্হাক্ খাঁ খালসার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। ইহারা সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলে তিনি পুনরায় নিজ চাতুর্য্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। সকলে তাঁহার এই চরিত্রে অসন্তুষ্ট হইলে, তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া তিলপৎ গ্রামে আসিয়া বাস করেন। অবশেষে সম্রাটের মাতামহী মিহর্-পর্‌বরের পরামর্শমতে আমীর খাঁ যাইয়া তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া আসেন।

নিজাম-উল্-মুল্ক্ রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত কএকটী নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। মহারাষ্ট্রীয়গণ জায়গীরদারের নিকট হইতে যে 'চৌথ' কর আদায় করিতেন, এক্ষণে সেরূপ না লইয়া সুবা হায়দরাবাদের রাজকোষ হইতে সেই টাকা পাইবেন। অন্যত্র আর 'চৌথ' আদায় হইবে না এবং ক্ষুদ্র জমিদার বা প্রজাগণের নিকট হইতে শতকরা ১০৲ টাকা হিসাবে যে 'সরদেশমুখী' কর আদায় হইত, তাহা আর মহারাষ্ট্রীয়গণ আদায় করিতে পারিবেন না। এইরূপ উপায়ে তিনি 'কমা-ঈস্‌দার', গমস্তা এবং রাহাদারী প্রভৃতি কার্য্য উঠাইয়া দেন। পূর্ব্বে যে ব্যক্তি রাহাদারীর কার্য্য করিত, তাহারা অযথা পথিক ও ব্যবসায়ির প্রতি বিশেষ অত্যাচার করিত। মহম্মদ-শাহের মৃত্যুর ৩৭ দিন পরে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ২২এ মে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। বুর্হানপুর নগরে শাহ-বুর্হান্-উদ্দীন্-গরিবের সমাধিমন্দিরে তাঁহার দেহ কবরস্থ হয়।

তাঁহার ছয় পুত্র ছিল,—১ম গাজিউদ্দীন্ ২ নাশির-জঙ্গ, ৩ সলাবৎজঙ্গ্, ৪ নিজাম আলী, ৫ বসালৎজঙ্গ্ ও ৬ মোগলআলী।

নিজাম উল্-মুল্ক্ একখানি 'দিবান' রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের নাম 'দিবান' আসফ্-নিজাম-উল্-মুল্ক্। ঐ পুস্তক-খানি টিপু সুলতানের পুস্তকাগারে ছিল। এই পুস্তকে তাঁহার বিদ্যাবত্তার ও গুণপনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

নিজামৎ, শাসনসংক্রান্ত বিচারালয়।

নিজামপত্তন, (পেটাপালী অথবা পেটাপলী) মান্দ্রাজপ্রেসি-ডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী সমুদ্রতীরস্থ বন্দর। অক্ষা° ১৫° ৫৪´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪২´ ৩৫´´ পূঃ। এই স্থান লবণের আড্ডার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। আরও এখান হইতে বহু পরিমাণে কাষ্ঠ মছলীপত্তনে প্রেরিত হইয়া থাকে। ইংরাজেরা ভারতের পূর্ব্বতীরে সর্ব্বপ্রথমে এই বন্দরে বাণিজ্য আরম্ভ করেন। তাঁহারা ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ২৬এ আগষ্ট তারিখে এখানে অবতীর্ণ হইয়া পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে কারখানা নির্ম্মিত হয়। উত্তর-সরকারের অংশ বলিয়া নিজাম ইহা ফরাসীদিগকে ছাড়িয়া দেন। নিজাম সলাবৎজঙ্গ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে এই বন্দর ইংরাজদিগকে অর্পণ করেন। পরে ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ সনন্দদানে উহার পাকা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ফিরিস্তা এই বন্দরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ওলন্দাজদিগের মালয়-সৈন্য এই স্থানে বহুসংখ্যক য়ুরোপীয়ের প্রাণ সংহার করে।

নিজামপুর, চট্টগ্রামের একটী বন্দর।

নিজামবাঈ, দিল্লীশ্বর বাহাদুর-শাহের মহিষী এবং সম্রাট্ জহা-ন্দর-শাহের মাতা।

নিজামবাদ, আজমগড়ের একটী সহর। এই প্রাচীন নগরটী জেলার সদর হইতে ৮ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। মুসলমান-রাজগণের পূর্ব্বে ইহা হিন্দুদিগের অধিকারে ছিল। নিজাম উদ্দীন্ নামক একজন মুসলমান ফকিরের কবর এই স্থানে দৃষ্ট হয়। এই কবরের উপর পারস্যভাষায় খোদিত ১৫৬১ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি দেখা যায়। এরূপ প্রবাদ আছে যে, ঐ নিজাম-উদ্দীন্ হইতে এই নগরের নাম 'নিজামবাদ' হইয়াছে।

নিজাম-মুর্ত্তজা খাঁ, সৈয়দ্, একজন মুসলমান সেনাপতি। ইঁহার পিতা কোন ব্রাহ্মণকন্যার রূপে মোহিত হইয়া, তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে মুর্ত্তজার জন্ম হয়। তিনি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সম্রাট্ শাহ-জহানের রাজত্বের ১ম বৎসরে ইনি পিতার সাহায্যে ৩ হাজারী সৈন্যাধ্য-ক্ষের পদ পান। পিতার মৃত্যু হইলে ইনি মুর্ত্তজা খাঁ উপাধি লাভ করেন।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে সম্রাটের অধীনে বহুদিন কার্য্য করিয়া ইনি দালমৌ পরগণার তুজুলদার হইয়া তথাকার অনেকগুলি বিদ্রোহ দমন করেন। পরে লক্ষ্ণৌয়ের ফৌজদার হইয়াছিলেন। সম্রাট্ শাহ-জহানের রাজত্বের ২৪ বৎসরে ইনি পিহানী-প্রদেশের রাজস্ব হইতে ২০ লক্ষ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি পাইতেন।

নিজামরাজ্য, (হায়দরাবাদ) দক্ষিণভারতে অবস্থিত একটী রাজ্য, বেরার রাজ্যের সহিত একত্র এই রাজ্যের আকৃতি অসম-কোণী চতুর্ভুজের ন্যায়। এই রাজ্য বেরার সহ, অক্ষা° ১৫° ১০´ হইতে ২১° ৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩৫´ হইতে ৮১° ২৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

বেরার রাজ্যকে বাদ দিলে অবশিষ্ট সাম্রাজ্যের উত্তর অক্ষাংশ ২০°৪´ হয়। এই রাজ্য দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে উত্তর পূর্ব্বে প্রায় ৪৭৫ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থেও প্রায় তদনুরূপ। বেরার বাদে অবশিষ্ট নিজামরাজ্যের পরিমাণফল প্রায় ৮০০০০ বর্গ মাইল। এই রাজ্যের উত্তরে এবং উত্তরপূর্ব্বে মধ্য-প্রদেশ, দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্ব্বে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রাজ্য, পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত রাজ্য। পশ্চিমাংশে ইংরাজদিগের নির্ব্যূঢ়স্বত্বাধিকৃত কতকগুলি স্থান আছে। বেরার বাদ দিলে, অবশিষ্ট নিজামরাজ্যের মধ্যে পূর্ব্ববিভাগে খমমেৎ, নলগোণ্ড, মহবুবনগর ও নগরকর্ণুল, উত্তর বিভাগে মেহদক্, ইন্দোর, বিদর, য়লগণ্ডল ও শিরপুরতণ্ডুর, পশ্চিম বিভাগে বিদর, নন্দের, নলদুর্গ, দক্ষিণ বিভাগে রাইচুর, লিঙ্গসাগর, সোরাপুর ও গুলবর্গ এবং উত্তরপশ্চিম বিভাগে আরঙ্গাবাদ, বীড় ও পর্ভানি জেলা বিদ্যমান আছে। ইহার রাজধানী হায়দরাবাদ এবং ইহার সহরতলীসমূহ একত্র সদর-জেলা নামে অভিহিত।

হায়দরাবাদ রাজ্য সমুদ্রতীর হইতে গড়ে প্রায় ১২৫০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত।

কোন কোন পাহাড় প্রায় ২৫০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থান করিতেছে। গোলকুণ্ডায় যে দুর্গ বা সেনানিবাস আছে, উহা প্রায় সমুদ্র হইতে ২০২৪ ফিট্ উচ্চে নির্ম্মিত। তাপ্তী নদীর উপত্যকাভূমির জল কেবলমাত্র পশ্চিমমুখে কাম্বে উপসাগরে পতিত হইতেছে, তদ্ভিন্ন যাবতীয় সাম্রাজ্যের জলরাশি পূর্ব্বাভিমুখে গোদাবরী ও কৃষ্ণানদী দিয়া বঙ্গোপসাগরে নীত হইয়া থাকে।

এখানকার জমি প্রায়ই বন্ধুর। বালাঘাট গিরিশ্রেণী ২০০ মাইল, সহ্যাদ্রিশ্রেণী ২৫০ মাইল এবং গাবিলগড়শ্রেণী ১২০ মাইল বিস্তৃত। বেণগঙ্গা ও বর্দ্ধার সঙ্গমস্থলে এবং শেষোক্ত নদীর তীরবর্ত্তী উপত্যকাপ্রদেশে বিস্তৃত লৌহ ও পাথরিয়া কয়লার খনি আছে।

ইলোরের ১০০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে আরও একটী ক্ষুদ্র কয়লার খনি দৃষ্ট হয়। শাহাবাদে চূণা-পাথরের খনি আছে।

হায়দরাবাদ রাজ্যে যে সমস্ত নদনদী বর্ত্তমান থাকিয়া এই রাজ্যকে সুন্দররূপে জলসিক্ত করিতেছে, তন্মধ্যে গোদাবরী, পূর্ণা, প্রাণহিতা বরদা, বেণগঙ্গা, কৃষ্ণা, ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা প্রধান।

জলবায়ু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যকর। জেলায় যে সমস্ত বালুকাপ্রস্তরময় গিরিমালা বিদ্যমান, সেখানে চক্ষুরোগ অত্যন্ত প্রবল।

হায়দরাবাদ রাজ্যে উত্তম উত্তম ঘোটক, হস্তী ও উষ্ট্র পাওয়া যায় এবং ঐ সমস্ত বস্তু খরিদ জন্য ক্রেতাগণ বহুদূর হইতে এখানে সমাগত হয়।

এখানকার জমি সাধারণতঃ উর্ব্বরা। 'লাল জমিন্' নামক যে একপ্রকার লালবর্ণবিশিষ্ট জমি দৃষ্ট হয়, উহা বল্মীক গিরির ধ্বংসাবশেষ দ্বারা আবৃত। এখানে জমিতে সার দিয়া চাষাদি করিলে সর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রকার শস্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ শস্যবিশেষ ঋতুবিশেষের অপেক্ষা করেনা। তুলার চাষ বহু পরিমাণে বিস্তৃত। নারিকেলবৃক্ষ অনেক আছে ও এখানকার লোক তাহার রসে তাড়ি প্রস্তুত করে। হায়দরাবাদের গ্রামসমূহে অসংখ্য আম্র ও তেঁতুলগাছ জন্মিয়া থাকে। ধান্য, গম, নানাজাতীয় ভুট্টা, জোয়ার-বজ্‌রা প্রভৃতি এখানকার প্রধান শস্য। সর্ষপ, তিল ও ভেরাণ্ডা অনেক জন্মে। তদ্ভিন্ন শিম্ জাতীয় অনেক বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। পিঁয়াজ, রশুন, গাজর, ধনিয়া, মূলা, গোলআলু, লালআলু, শুণ্ঠী ও তেঁতুলের চাষ আছে। তুলা, নীল এবং ইক্ষুর চাষ বহু বিস্তৃত। তামাকের চাষ অল্প পরিমাণে হইয়া থাকে। এখানকার ফুটি ও আনারস নাগপুরের কমলালেবুর ন্যায় প্রসিদ্ধ।

দৌলতাবাদের লাল আঙ্গুর অনেকস্থলে নীত হইয়া থাকে।

জঙ্গলে তসরের কীট, লাক্ষা, মোম, মধু, রঞ্জন ও নানাপ্রকার আটা পাওয়া যায়। গোচর্ম্মের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। সেগুণ ও শিশুকাষ্ঠ বিপুল জন্মে।

নিজামরাজ্যের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। উহারা অসভ্য জাতি মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু সদয় ব্যবহারে তাহারা নানাসম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে সেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান সম্প্রদায়ই প্রধান। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বৈরাগী, বিদার, ভই, চামার, দরজী, ধাঙ্গড়, গোণ্ডী, গাওলী গোঁসাঞি, গুজরাতী, লিঙ্গায়ৎ, যোগী, লোহার, কোমতি, কোলী, কোষ্টী, কুণ্‌বী, মাঙ্গ, মালী, মহর, কুম্ভকার, মহলী, মান্‌ভাব, মরাঠা, মারবারী, সোণার, তৈলঙ্গী, তেলী, বদ্দর, বপ্পার (মুটে), বেণে, ভীল, গন্দ (গোঁড়), কোয়া, লম্বানী, পার্শী, শিখ, আরবী, রোহিলা, অসভ্যজাতি ও অন্যান্য কতকগুলি জাতি এই বিশাল রাজ্যে বাস করে। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বাংশে তেলগু ভাষা, দক্ষিণপশ্চিম জেলা সমূহে এবং কৃষ্ণানদীর নিকটবর্ত্তী স্থানে কণাড়ী ভাষা, উত্তর এবং পশ্চিম প্রদেশে মরাঠীভাষা প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন কএকস্থলে নানারূপ মিশ্রিত ভাষার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

এই রাজ্যের মধ্যে তৈলঙ্গবাসিরা অর্দ্ধসভ্য। তাহারা সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণ লোকের মধ্যে ভাঙ্গ বা সিদ্ধির অত্যন্ত প্রচলন। মদিরাপানও দোষাবহ মনে করে না এবং নারিকেল প্রভৃতি রস হইতে নানারূপ মদ্য প্রস্তুত করিয়া আনন্দের সহিত পান করে। গোঁড়গণ পর্ব্বতকন্দরে ও কাননাভ্যন্তরে বাস করে এবং

অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হয় ও তখন তাহাদিগের দ্বারা ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করাইয়া লওয়া যায়। ইহারা বর্ত্তমান সময়ে গিরিগুহা অথবা বড় বড় বৃক্ষের অভ্যন্তরস্থ (খোড়) কোটরে বাস করে এবং শীকারলব্ধ প্রাণীর মাংস, তদভাবে, পোকা, সর্প এবং বন্য বৃক্ষের ফল মূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে।

নিজাম রাজ্য হইতে তুলা, সর্ষপ, তিসি, তিল, দেশী কাপড়, চর্ম্ম, ধাতুপাত্র এবং কৃষিজাত দ্রব্যাদি বাণিজ্যার্থ নানাস্থানে প্রেরিত হয়। বিদর নগরের সুন্দর চিত্রিত ধাতুপাত্র, আরঙ্গাবাদ ও কুলবর্গ প্রভৃতি স্থানের সোণালির পাড় দেশী কাপড় অত্যন্ত বিখ্যাত। দৌলৎপুর দুর্গের নিকটস্থ কাগজপুর গ্রামের বিভিন্ন প্রকারের উৎকৃষ্ট কাগজ এখনও সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে।

বেরার সহ সমস্ত নিজাম রাজ্যের বার্ষিক আয় প্রায় ৪ কোটী। ইহার প্রায় ৩ অংশ রাজস্ব নিজামের নিজ কর্ত্তৃত্বে ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তাদ্বারা সংগৃহীত হয়। অবশিষ্ট ১ অংশের অর্থ বৃটীশ গবর্মেণ্টের আমলা দ্বারা অধিকাংশ বেরার হইতেই আদায় হয়।

ইংরাজ গবর্মেণ্ট যেস্থান হইতে যে রাজস্ব আদায় করেন, সেই অর্থে সেই স্থানের সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া, যদি কিছু টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহা নিজামকে ফেরত দিয়া থাকেন। এখানকার রাজস্ব-আদায়প্রণালী সাধারণপ্রথার কিছু বিপরীত। যে স্থানে যে ফসল উৎপন্ন হয়, প্রজারা সেই সমস্ত ফসলেরঅর্দ্ধাংশ অথবা উহার প্রকৃত মূল্য করস্বরূপ প্রদান করে।

হায়দরাবাদ গবর্মেণ্টের স্বতন্ত্র একটী টাঁকশাল আছে। এখানে হালি-সিক্কা নামক একপ্রকার মুদ্রা প্রস্তুত হয়, উহা আকৃতিতে ছোট হইলেও ওজনে এবং মূল্যে ইংরাজ গবর্মেণ্টের মুদ্রা তুল্য। পূর্ব্বে এই রাজ্যের নানাস্থানে নানা আকৃতিবিশিষ্ট মুদ্রা প্রস্তুত হইত এবং টাঁকশালের সংখ্যাও অধিক ছিল।

তুর্কি-বংশীয় আসফ্‌জাহ্ নামক, মোগলসম্রাট্ আরঙ্গজেবের বিখ্যাত সেনাপতি নিজামবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বহু দিবসাবধি দিল্লীরাজধানীতে অবস্থানপূর্ব্বক যুদ্ধ ও রাজনীতি সম্বন্ধে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করায়, ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল্-মুলক্ উপাধি ধারণপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যের সুবেদার বা শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োজিত হন। তাঁহার পর হইতে এই উপাধি তাঁহার বংশগত হইয়াছে। এই সময়ে মোগল রাজ্য অন্তর্বিবাদ ও মরাঠাদিগের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িলে, আসফ্‌জাহ্ আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তৎপরে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন রাজা হন ও হায়দরাবাদে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়। আসফ্‌জার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগের মধ্যে রাজত্ব লইয়া নানাপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। গোলযোগকারিগণের মধ্যে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাশিরজঙ্গ তাঁহার মৃত্যুর সময় রাজধানীতে অবস্থিতি করায়, আসফ্‌জার মৃত্যুর পরেই তিনি ধনাগার অধিকার করেন। সৈন্যেরা সহজেই তাঁহার বশীভূত হয় এবং তিনি আরও প্রচার করেন যে তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে নাশির-জঙ্গের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে উত্তরাধিকারী হইতে বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মজঃফরজঙ্গ্। ইনি আসফ্‌জাহের এক প্রিয় কন্যার গর্ভজাত। কথিত আছে, আসফ্‌জাহ্ তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিয়া যান। তিনিও এখন রাজা হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে ইংরাজ ও ফরাসীরা দাক্ষিণাত্যে প্রভুত্বস্থাপনে মনোযোগী হন। ইংরাজ নাশিরজঙ্গের এবং ফরাসীরা মজঃফরের পক্ষাবলম্বন করিলেন। অল্প দিন মধ্যেই ফরাসীদিগের কর্ম্মচারি-গণের মধ্যে পরস্পর মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহারা মজঃফরকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, মজঃফর সহায়হীন হওয়ায় নাশিরজঙ্গ্ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। নাশিরজঙ্গ্ অল্প কাল মধ্যেই তাঁহার স্বদল কর্ত্তৃক নিহত এবং মজঃফরজঙ্গ্ দাক্ষিণাত্যের সুবেদার বলিয়া ঘোষিত হন। কিন্তু মজঃফরজঙ্গের বহু দিন এই সুখভোগ ঘটে নাই। অচিরে একদল পাঠানসেনা তাঁহাকে নিহত করে। কথিত আছে, মজঃফর রাজা হইবার সময় এই পাঠানেরা তাঁহার অনেক সাহায্য করে ও তজ্জন্য মজঃফর তাহাদিগকে যথোচিত পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করেন। উহা না পাওয়ায় তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করে। এই সময়ে আবার রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ফরাসীরা মজঃফরজঙ্গের শিশুপুত্রকে উপেক্ষা করিয়া নাশিরজঙ্গের ভ্রাতা সলাবৎজঙ্গ্‌কে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। ইহার অল্প দিন পরেই আসফ্‌জাহের প্রথম পুত্র গাজী উদ্দীন্-নামধারী এক ব্যক্তি আসিয়া সাম্রাজ্য দখল করিতে প্রয়াসী হন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হইলে, সলাবৎজঙ্গ্ই একছত্রা নিজাম হইয়া, ফরাসীদিগের মন্ত্রণানুসারে রাজত্ব করিতে থাকেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু ইংরাজগৌরব ক্লাইবের সাহসিকতা ও সমরনৈপুণ্যে ফরাসীরা ব্যতিব্যস্ত হইয়া স্ব স্ব উপনিবেশরক্ষার্থ সলাবৎকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সলাবৎ এখন ইংরাজদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক সন্ধির মর্ম্মানুসারে স্বরাজ্য হইতে ফরাসীদিগকে বহিষ্কৃত করিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার ভ্রাতা নিজাম আলী

কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত ও ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হত হন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে নিজাম আলীর সহিত ইংরাজদিগের এই মর্ম্মে সন্ধি হয় যে, নিজাম আলী ইংরাজদিগকে সরকার প্রদেশ প্রদান করিবেন এবং ইংরাজেরা নিজামের আবশ্যকমত তাঁহাকে একদল সৈন্য দিয়া সাহায্য করিবেন, কিন্তু যখন সৈন্যের আবশ্যক না হইবে, তখন বার্ষিক নয় লক্ষ টাকা কর দিবেন। নিজামও তাঁহার সৈন্যদ্বারা ইংরাজদিগের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। আরও নিজামের ভ্রাতা বসালৎজঙ্গ্ যতদিন সদ্ব্যবহার করিবেন, ততদিন তাঁহার অধিকৃত সরকারপ্রদেশ ইংরাজ গবর্মেণ্ট অধিকার করিতে পারিবেন না, এই স্থির হয়। এই ঘটনার অল্প দিন পরেই নিজাম আলী মহিসুরের রাজা হায়দার আলীর সহিত যোগ দেওয়ায় ও বিরুদ্ধাচরণ করায় পূর্ব্ব সন্ধি ভঙ্গ হইয়া যায়। পরে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি দ্বারা পুনরায় ইংরাজদিগের সহিত নিজাম আলী মৈত্রতা স্থাপন করেন। ঐ সন্ধির মধ্যে ইহাও লিখিত ছিল যে, ইংরাজেরা এবং কর্ণাটের তদানীন্তন নবাব, নিজামের প্রয়োজনসাধনার্থ সর্ব্বদাই দুই দল সিপাহী ও ইংরাজ-চালিত ছয়টী কামান প্রস্তুত রাখিবেন। যতদিন তাহারা নিজামের কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, তত দিন নিজাম তাহাদের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ নিজামকে এই মর্ম্মে একখানি পত্র লেখেন যে, ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে ইংরাজ গবর্মেণ্ট নিজামের কার্য্যের জন্য যে সৈন্য প্রেরণ করিবেন, তাহাদিগকে নিজাম, ইংরাজের মিত্র রাজার বিরুদ্ধে নিয়োগ করিতে পারিবেন না। পর বৎসর হায়দারআলীর পুত্র টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিলে, নিজাম, পেশবা ও ইংরাজ গবর্মেণ্ট পরস্পর সন্ধি স্থাপন করেন। টিপু তাঁহার অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদানপূর্ব্বক বিরুদ্ধাচরণ হইতে বিরত থাকিতে স্বীকৃত হন। কয়েক বৎসর পরে নিজাম, মরাঠাদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া ইংরাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে মরাঠাদিগের সহিত ইংরাজদিগের সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় ইংরাজ গবর্ণর-জেনারল সার জন সোর নিজামকে সাহায্য না করায় নিজাম অগত্যা মরাঠাদিগের সহিত সন্ধি করেন। এই হেতু কিছু দিন পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য ছিল। পরে লর্ড ওয়েলেস্লি গবর্ণর-জেনারল হইয়া আসিলে, ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিজামের সহিত পুনরায় সন্ধি হয়, এই সময় স্থির হয় যে, ৬০০০ সিপাহী সৈন্য ও উপযুক্ত কামান নিজামের কার্য্যে নিয়ত নিযুক্ত থাকিবে এবং নিজাম তাহাদিগের ব্যয় জন্য ২৪১৭১০০৲ টাকা দিবেন।

তদনন্তর টিপুর মৃত্যুর সহিত শ্রীরঙ্গপত্তনের অধঃপতন হইলে, তাঁহার রাজ্য ইংরাজ ও নিজাম ভাগ করিয়া লন। নিজামের অধিকৃত এই সম্পত্তি নিজামাধিকৃত জেলা নামে অভিহিত হয়।

যাহা হউক নিজামরাজগণ ক্রমশঃ ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট ঋণী হইয়া পড়িতে লাগিলেন, অবশেষে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের নূতন সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে নিজামের ব্যয়ের জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্ট নিজ ব্যয়ে ৫০০০ পদাতিক, ২০০০ অশ্বারোহী সেনা ও ৪টী কামান রাখিয়া দেন এবং নিজাম তজ্জন্য ৫০ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ইংরাজ-হস্তে অর্পণ করিতে স্বীকার করেন। ইতিপূর্ব্বে নিজাম যে সৈন্য দ্বারা ইংরাজ গবমেণ্টের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, তাহা নিবারিত হইল। সিপাহী যুদ্ধের সময়, নিজাম ইংরাজদিগের বিরুদ্ধাচরণ না করায় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় এক সন্ধি করেন। তাহাতে নিজামকে ঐ পাঁচলক্ষ টাকা রেহাই দিয়া ইংরাজেরা বেরার রাজ্য স্বহস্তে লইলেন। বেরারের আয় ঐ সময় ৩২ লক্ষ টাকা ছিল। ইংরাজ-শাসনে উহার রাজস্ব অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতিরিক্ত আয় নিজামকে ফেরত দেওয়া হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান নিজাম মীর মহবুব্ আলী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। মুসলমান রাজাদিগের মধ্যে তিনিই মান-সম্ভ্রমে সকলের প্রধান বলিয়া গণ্য। এই নিজামের বর্ত্তমান ৭১টী বড় কামান, ৬৫৪টী ছোট কামান, ৫৫১ জন গোলন্দাজ, ১৪০০ অশ্বারোহী, ১২৭৭৫ পদাতিক সৈন্য এবং বহু সংখ্যক শিক্ষিত-সেনা আছে।

নিজামরাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদ। ইহার পরিধি ৬ মাইল। এই নগর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, কলিকাতা হইতে ৯৬২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে মুসীনদীর তীরে শোভমান। এখানে নানাজাতীয় লোকের বাস ও সকলেই সাহসী বা যুদ্ধ-প্রিয়। হায়দরাবাদের চতুর্দ্দিকে নানা গিরিমালা বিদ্যমান থাকায় এই নগরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর। এখানে অনেক মুসলমানের বসতি আছে। এখানকার জুমা-মস্জিদ্ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, উহা মক্কার মন্দিরের অনুরূপে গঠিত এবং অত্যন্ত উচ্চ। সহরের চতুর্দ্দিকে সুন্দর সুন্দর হর্ম্ম্য ও মনোহর উদ্যানসমূহ বিদ্যমান। এখানকার কলেজ বা 'চার মিনার' অতি আশ্চর্য্য। এই বাটী, ৪টী প্রকাণ্ড খিলানের উপরে দণ্ডায়মান এবং সহরের প্রধান প্রধান ৪টী রাস্তা এই স্থানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। উপরে এক একটী তল (যেমন দ্বিতল, ত্রিতল ইত্যাদি) এক একটী বিদ্যা অভ্যাসের জন্য, পূর্ব্বে উৎসর্গীকৃত হয়। এখন উহা গুদামরূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

মুসীনদীর উত্তরাংশে ইংরাজপ্রতিনিধি বাস করেন। নিজামের ও এই প্রতিনিধির বাটীতে যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটী সুরম্য সেতু বর্ত্তমান রহিয়াছে। নিজামের বর্ত্তমান মন্ত্রী বার-দোয়ারিতে বাস করেন।

গোলকণ্ডার মুসলমানবংশের আদিপুরুষ সুলতান কুলীকুতবশাহের অধস্তন পঞ্চমপুরুষ স্থানীয় কুতবশাহ মহম্মদকুলীই ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদ নগর স্থাপন করেন। মহম্মদকুলী এই নগর স্থাপনপূর্ব্বক গোলকণ্ডা হইতে এই স্থানে রাজধানী আনয়ন করেন এবং নিজপত্নী ভাগমতীর নামানুসারে ইহাকে ভাগনগর কহিতেন। পরে উক্ত ভাগমতীর মৃত্যুর পর উহার হায়দরাবাদ (অর্থাৎ হায়দরের নগর) নাম হয়। মহম্মদকুলী প্রবলপ্রতাপের সহিত ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত জুমা-মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, নহবত-ঘাটের রাজবাটী প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র সুলতান আবদুল্লা কুতবশাহ রাজ্যাভিষিক্ত হন। শাহজহানের রাজত্বকালে অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক কুতবশাহ পরাজিত হন ও তাঁহার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে আবদুল্লার মৃত্যু হইলে, তাঁহার জামাতা আবুহোসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সময় অরঙ্গজেব কর্ত্তৃক এই রাজ্য পুনরায় লুণ্ঠিত ও অধিকৃত হয়। অরঙ্গজেব এই রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন সেনানায়কের উপর উহার শাসনভার সমর্পণ করেন। বহুদিবস পর্য্যন্ত হায়দরাবাদ রাজ্য এই প্রণালীতে শাসিত হইয়া আসিতেছিল। অরঙ্গজেবের পুত্র বাহাদুর শাহ ১৭১২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে, জুল্‌-ফিকার খাঁ দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিত্বে ও দাউদ খাঁ নামক পাঠান উহার শাসনকর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত হন। এই সময়ে বাহাদুর শাহের পুত্রদিগের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিবাদ ও যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধে বাহাদুর শাহের প্রথম পুত্র জহান্দার শাহ জয়ী হন ও সিংহাসন পান এবং দ্বিতীয় আজিম্-উস্‌-শান্ পরাজিত ও নিহত হন। জহান্দরের সহিত ১৭১২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আজিম্-উস্-শানের পুত্র ফরুখ্-শিয়ারের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রথমোক্ত ব্যক্তি নিহত হন ও শেষোক্ত ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। যাহারা, ফরুখ্-শিয়ারকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি যথোচিত পুরস্কার ও উপাধি প্রদান করেন। এই সমস্ত সাহায্যকারিগণের মধ্যে চীন-কিঁলিচ খাঁ নামক একব্যক্তি নিজাম উলমুলক্ আসফজাহ্ উপাধি লাভ করেন। ইতিমধ্যে জুলফিকার নিহত ও সৈয়দ হোসেন আলী দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিত্বে নিযুক্ত হন। কিন্তু হোসেন আলীর ক্ষমতা দেখিয়া ফরুখ্‌শিয়ার অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়েন, এজন্য দাউদ খাঁকে উহার নিধন জন্য ইঙ্গিত করিয়া একখানি পত্র লিখেন। দাউদ খাঁ সম্রাটের ইঙ্গিতে বুরহানপুর নামক স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনাকে দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হোসেন আলী এই সংবাদে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, দাউদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে উভয় পক্ষে যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে দাউদ নিহত হইলে, হোসেন আলী ও তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ সম্রাট্ ফরুখশিয়ারের বিরুদ্ধে দিল্লী যাত্রা করিলেন। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর সম্রাট্‌কে যে কি দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হোসেন আলী ও আবদুল্লা খাঁর হুকুম মতে ফরুখ্-শিয়ার হত হন। অনন্তর উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় রফী-উদ্দৌলাকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয় ও মহম্মদ শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইঁহার রাজত্বকালে আসফজাহ্ ১৭২২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর উজীরত্ব গ্রহণ করেন। তৎপরে উজীরত্ব পরিত্যাগ ও দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি মুবারিজ খাঁকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া, হায়দরাবাদে নিজাম রাজ্য স্থাপন করেন।

নিজাম শক্ক, একজন মুসলমান জল-বাহী। পাটনানগরের নিকটে শের-শাহের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলাইবার সময় সম্রাট্ হুমায়ুন চৌসানদীতে জলমগ্ন হন। এই সময় ঐ ব্যক্তি নদী হইতে জল বহন করিতেছিল। সে সম্রাটের এই দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে নদী হইতে উঠাইয়া আনে। সম্রাট্ প্রাণ পাইয়া এই ব্যক্তিকে আগ্রায় লইয়া যান এবং কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য অর্দ্ধদিন তাহাকে আগ্রার মস্‌নদে (সিংহাসনে) বসাইয়া রাখেন। তৎপরে তাহাকে আমীর উপাধি ও বহু ধনরত্ন দান করেন।

নিজাম-শাহ্, দাক্ষিণাত্যের নিজাম-শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি বাহ্মণীবংশের রাজমন্ত্রী নিজাম-উল্ মুল্‌ক্-বেহ্‌রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, প্রকৃত নাম আহ্মদশাহ। পিতার মৃত্যুর পর, ইনি বাহ্মণীরাজের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগরে স্বাধীনভাবে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। সেই অবধি দাক্ষিণাত্যে নিজাম-শাহীরাজগণ ১৬২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এইখানে রাজত্ব করেন। ইনি ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। [নিজাম-শাহী দেখ।]

নিজাম-শাহ্ বাহ্মণী, দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণী-রাজবংশের বালক রাজা। ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পিতা হুমায়ুনশাহের মৃত্যু হইলে ইনি দাক্ষিণাত্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার মাতা

সুচতুরা ও বিচক্ষণা ছিলেন। তিনি অমাত্যগণকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, আমার পুত্রের বয়স আটবৎসর মাত্র, নিতান্ত বালক বলিয়া, আমি তাহার অভিভাবকরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিব এবং মন্ত্রণাগৃহে বা অপরাপর স্থলে যথায় রাজ্য-সম্বন্ধীয় কোনরূপ কথাবার্ত্তা হইবে, আমার পুত্র তথায় উপস্থিত থাকিবে।

বালক নিজাম বাল্যকাল হইতেই উৎসাহী, তেজস্বী এবং তাঁহার মাতা ও অপরাপর পরামর্শদাতৃগণের নিকট বিশেষ বিনয়ী ছিলেন। তাঁহার পিতার অত্যাচারে প্রজাগণ যেরূপ উত্যক্ত হইয়াছিল, তাঁহার ও তদীয় মাতার এইরূপ বিনয় ও প্রজাবৎসলতায় তাহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইল। এই সময়ে রাজ্য-শৃঙ্খল দৃঢ় করিবার জন্য বেরারের শাসনকর্ত্তা মাহ্মুদ-গবান উজীর পদে ও তৈলঙ্গের শাসনকর্ত্তা খাজা-জহান্ উকিল-উস্-সলতানৎ নিযুক্ত হন।

বালক এবং স্ত্রীলোকপরিচালিত রাজ্য ততদূর ক্ষমতা-পন্ন নহে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া উড়িষ্যা ও তৈলঙ্গের হিন্দু-রাজগণ নিজামের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং উভয়েই বিদর্ভের নিকট পরাস্ত হন। ইহার পরে মালবরাজ মাহ্মুদ খিল্‌জী বাহ্মণী রাজ্য আক্রমণ করিলে, পুনরায় বালক নিজাম তাঁহার সহিত বিদর্ভের নিকটে যুদ্ধ করেন। এই যুদ্ধে নিজাম পরাস্ত হইলে, রাণী পুত্র নিজামকে সঙ্গে লইয়া ভীমানদী পার হইয়া ফিরোজাবাদে উপনীত হন এবং তথা হইতে গুজরাতে দূত প্রেরণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করেন। গুজরাতের শাসনকর্ত্তা মাহ্মুদ শাহের সাহায্যে মালবরাজ পরাজিত হইয়া স্বরাজ্যে পলাইয়া আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ১৪৬২ খৃষ্টাব্দে মালবরাজ মাহ্মুদ খিল্‌জী পুনরায় দৌলতাবাদ দিয়া অগ্রসর হইয়া বাহ্মণী রাজ্য আক্রমণ করেন, এবারেও তিনি পরাজিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এই সকল যুদ্ধে বালক নিজাম স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ১৪৬৩ খৃষ্টাব্দে বিবাহরাত্রে নিজামশাহের মৃত্যু হয়।

নিজাম-শাহী, দাক্ষিণাত্যে বাহ্মণী রাজ্য লয় প্রাপ্ত হইলে পর, তাহা হইতে পাঁচটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য গঠিত হয়। ১ আদিলশাহী, ২ কুতবশাহী, ৩ নিজামশাহী, ৪ ইমাদশাহী, এবং ৫ বরিদশাহী রাজ্য। তন্মধ্যে নিজামশাহী রাজ্য বিজয়-নগরে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী জনৈক ব্রাহ্মণ-সন্তান কর্তৃক ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহার রাজধানী আহ্মদনগর। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বেরারের ইমাদশাহী রাজ্য আহ্মদনগর রাজ্যভুক্ত হয়। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিজামশাহী বংশ রাজত্ব করিয়াছিলেন। [নিজামশাহ দেখ।]

বর্ত্তমান আহ্মদনগরের প্রাচীন নাম বাগ অর্থাৎ বাগান, ঐ স্থানে আহ্মদশাহ বাহ্মণীসৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়া জুন্নরে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বীয় মস্তকোপরি শ্বেতবর্ণ চন্দ্রাতপ স্থাপিত করেন এবং নিজ নামে উপাসনা করিতে আদেশ করেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ জুন্নর হইতে বাগে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

আহ্মদনগরের রাজগণ কর্ত্তৃক এই দেশ ভিন্ন ভিন্ন জেলা অথবা সরকারে বিভক্ত হয়। একএকটী জেলা আবার পরগণা, করজাৎ, সম্মৎ, মহাল ও তালুক এবং কোথাও কোথাও দেশ ও প্রান্ত নামে বিভক্ত হইয়াছে। উচ্চ পদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারিকে রাজা, নায়ক এবং রাও উপাধি প্রদত্ত হইত এবং বহু সংখ্যক হিন্দু সৈন্যদলে নিযুক্ত হইয়াছিল।

আহ্মদনগরের দ্বিতীয় রাজা বুর্‌হান্ নিজাম ১৫০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

হোসেন-নিজাম-শাহ (১৫৫৩-৬৫ খৃঃ অঃ) আহ্মদনগরের তৃতীয় রাজা। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের রাম রাজা ও বিজাপুরের আলী আদিলশাহ তাহার অনুসরণ করিলে পর, তিনি জুন্নর পাহাড়ে আশ্রয় লন। সলাবৎ খাঁ ১৫৬৪ হইতে ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দ মধ্যে দেশের বিশেষ উন্নতি সাধন করেন।

১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ২য় বুরহান্ নিজামের শিশু সন্তান বাহাদুর চাবন্দ্ গ্রামে কারারুদ্ধ হন। এক বৎসর পরে, তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর মোগলদের হস্তগত হয়। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মালিক আম্বর মুর্‌তজা নিজাম (২য়)কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া বিশেষ ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রকাশ করেন। ১৬০৭-১৬২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মালিক আম্বর নামে রাজা হন, পরে আহ্মদনগর রাজ্য স্বাধীনতা হারাইয়া দিল্লীশ্বরের অধীন হয়। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে মুর্‌তজা নিজাম কারারুদ্ধ ও নিহত হন। তাঁহার স্থানে তদীয় পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

নিজামাবাদী, বাঙ্গালাদেশবাসী 'গৌড়কায়স্থ' জাতির একটী শাখা। দিল্লীশ্বর বল্‌বনের পুত্র নাশির-উদ্দীন্ প্রায় ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ হইতে ইহাদিগকে লইয়া গিয়া পশ্চিমাঞ্চলের আলাহাবাদ সুবার অন্তর্গত নিজামাবাদ, ভাদোই, কোলি প্রভৃতি স্থানে কানুনগোর পদে নিযুক্ত করেন। সম্ভবতঃ নিজামাবাদগ্রামে বাস হেতু এই গৌড়ীয় কায়স্থগণ নিজামাবাদী আখ্যা লাভ করিয়াছেন। ইহাদের প্রায় অধিকাংশই শিখ-সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়াছে এবং সকলেই নানকশাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছে। [ভটনাগর দেখ।]

নিজামি-গণ্‌জাবি, একজন বিখ্যাত মুসলমান কবি। ইনি গঞ্জানামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যানুরাগী বহরাম

খাঁর রাজসভায় ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি ৯।১০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে ৫ খানি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক 'খাম্‌সা' নামে পণ্ডিতসমাজে পরিচিত। যথা—১ মখ্‌জান উল্‌-অস্‌রার, ২ লইলী-ব-মজনুন্, ৩ খুস্‌রো-বশীরীন্, ৪ হফ্‌ত্-পাইকার এবং ৫ সিকন্দর-নামা (শেষোক্ত গ্রন্থখানি ১২০০ খৃষ্টাব্দে গ্রীকরাজ আলেকসান্দরের পূর্ব্বদেশ জয় সম্বন্ধে লিখিত।) তিনি খুস্‌রো বস্‌রী ও হফ্‌ত্ পাইকার রচনা করিয়া সর্দ্দার কিজন্-অর্সলানের নিকট হইতে পারিতোষিক স্বরূপ বিনা খাজনায় ১৪ খানি গ্রাম প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত ইনি ২০০০০ শ্লোকে একখানি দিবান্ লিখিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটু গোলমাল আছে। কাহারও মতে ১১৮০ বা ১২০০ খৃষ্টাব্দে, আবার কাহারও মতে ১২০৯ খৃষ্টাব্দে ৮৪ বৎসর বয়সে ইনি জীবলীলা সম্বরণ করেন।

নিজি (ত্রি) নিজ শুদ্ধৌ কি। শুদ্ধিযুক্ত।

নিজিমৎ (ত্রি) নিজি-মতুপ্ মস্য ব। শুদ্ধিমান্, শুদ্ধিযুক্ত।

নিজুর্ (স্ত্রী) হত্যা, বিনাশ।

"নিজুরো বৃকস্য" (ঋক্ ২।২৯।৬)

নিজিঘৃক্ষু (ত্রি) নিগ্রহীতুমিচ্ছুঃ নি-গ্রহ-সন্, ততো উ। নিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক, পীড়ন করিতে অভিলাষী।

নিট্ (দেশজ) পরিষ্কার, যথার্থ, সত্য, ঠিক।

নিটন (দেশজ) নিরেট ছিদ্রশূন্য, দৃঢ়, শক্ত।

নিট্‌পিটে (দেশজ) পরিষ্কারে খুতখুতে, অলস।

নিটল (পুং) নি-টল-অচ্। কপাল, ভাল। (শব্দার্থকল্পতরু)

"রাজ্ঞা নিটলতলে চুম্বিতনিজচরণাম্বুজৈঃ" (দশকুমার°)

নিটলাক্ষ (পুং) নিটলে ভালে অক্ষি যস্য, অচ্ সমাসান্তঃ। শিব, মহাদেব।

"রোষরূক্ষেণ নিটলাক্ষেণ দূরীকৃতচেতনে" (দশকুমার°)

নিটুট (দেশজ) সম্পূর্ণ, ক্রটীশূন্য।

নিটোল (দেশজ) উচ্চনীচতাহীন, চৌরস, যাহার ভিতর ফাঁপা নহে।

নিঠুর (দেশজ) নিষ্ঠুর, কঠিন, নির্দ্দয়, কৃপাহীন।

নিড়ন (দেশজ) ১ তৃণোৎপাটন, ঘাস উপড়ান, ধান্যাদিক্ষেত্রপরিষ্কার করণ। ২ ঘাস উপড়াইবার যন্ত্র।

নিড়্‌বিড়ে (দেশজ) কার্য্যমন্দ, কুঁড়ে, অলস।

নিড়ান (দেশজ) তৃণোৎপাটন, ঘাস উপড়ান, ধান্যাদিক্ষেত্র বা বাগান পরিষ্কার করণ।

নিড়ানী (দেশজ) একপ্রকার অস্ত্র, এই অস্ত্রে ঘাস প্রভৃতি উৎপাটন করা হয়।

নিড়ীন (স্ত্রী) নীচৈর্ডীনং পতনমস্ত্যস্মিন্। পক্ষিদিগের গতিবিশেষ।

"নিড়ীনমথ সংডীনং তির্য্যগ্‌ডীনগতানি চ।" (ভারত ৮।৪১।২৬)

২ ধীরে ধীরে গমন। (জটাধর)

নিড়ুজুব্বি, মেয়াগুণ্টায়েল হইতে ২½ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে, প্রোদ্দাতুর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এইস্থানে চারিখানি শিলালিপি আছে, তন্মধ্যে ১ খানি বিশ্বেশ্বর স্বামীর মন্দিরে, ১খানি চণ্ডেশ্বর স্বামীর মন্দিরে এবং অপর ২ খানি ভৈরবেশ্বর স্বামীর মন্দিরে। শেষোক্ত দুইখানির মধ্যে একখানি এত অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়িতে পারা যায় না। প্রথমখানিতে দেখা যায় যে, 'রামরাজ চিন্ন তিম্মযাদেব মহারাজ' বিজয়নগরের সদাশিবের রাজত্বকালে কিছু দান করিয়া যান (১৪৬৭ শক ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ।) দ্বিতীয় শিলালিপির তারিখ ১১২৪ শক অর্থাৎ ১২০৬ খৃষ্টাব্দ। তৃতীয় খানির তারিখ ১৪৭০ সম্বৎ (১৫৪৮ খৃষ্টাব্দ) এই শিলালিপিখানি রামরাজের পুত্র চিন্ন তিম্মযাদেব-মহারাজের দানের বিষয় প্রকাশ করিতেছে। এই শেষের দানটীও সদাশিবের রাজত্বকালে হয়।

নিণ্ডিকা (স্ত্রী) কলাইবিশেষ, চলিত তেওড়া, খেসারি। পর্য্যায়—সতীলা, তিণ্টী। (শব্দচ°)

নিণ্য (ত্রি) অন্তর্হিত। (নিঘণ্টু)

"নিণ্যঃ সংনদ্ধো মনসা চরামি" (ঋক্ ১।১৬৪।৩৭)

'নিণ্যঃ অন্তর্হিতনামৈতৎ' (সায়ণ)

নিতত্নী (স্ত্রী) ওষধিভেদ।

"দেবীদেব্যামধিজাতা পৃথিব্যামস্যোষধে! তাং ত্বা নিতত্নি! কেশেভ্যঃ" (অথর্ব্ববেদ ৬।১৩৬।১)

নিতম্ব (পুং) নিভৃতং তম্যতে আকাঙ্ক্ষ্যতে কামুকৈরিতি নি-তম্ব-অচ্, বা নিতম্বতি পীড়য়তি নায়কচিত্তমিতি তম্ব-অচ্। ১ স্ত্রীকটি, স্ত্রীলোকদিগের কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগ, চলিত পাছা। ২ স্কন্ধ। ৩ কূল, তট, তীর। ৪ পর্ব্বতের কটক, পর্ব্বতের বসতি স্থান। ৫ কটিমাত্র।

"তরুণ্যালিঙ্গিতঃ কণ্ঠে নিতম্বস্থানমাশ্রিতঃ।
গুরূণাং সন্নিধানেঽপি কঃ কূজতি মুহুর্মুহুঃ॥" (বিদগ্ধমুখম°)

নিতম্বদেশ (পুং) পশ্চাদ্দেশ, পাছা।

নিতম্বিন্ (ত্রি) নিতম্ব অস্ত্যর্থে ইনি। নিতম্বযুক্ত।

"মেখলাগুণপদৈর্নিতম্বিভিঃ" (রঘু)

নিতম্বিনী (স্ত্রী) অতিশয়তো নিতম্বোঽস্ত্যস্যা ইতি নিতম্ব-ইনি-ঙীপ্। ১ প্রশস্ত নিতম্ববিশিষ্টা। ২ স্ত্রী মাত্র।

"নিতম্বিনীমিচ্ছসি মুক্তলজ্জাং
কণ্ঠে স্বয়ং গ্রাহনিষিক্তবাহুম্॥" (কুমার ৩।৭)

নিতম্বু (পুং) ঋষিভেদ। (ভারত অনু° ২৬ অ°)

নিতরাম্ (অব্য) নি-তরপ্, ততো অমু প্রত্যয়ঃ (কিমেত্তিঙব্যয়েতি। পা ৫।৪।১১) সর্ব্বদা, অনবরত, অধিকন্তু, বিশেষরূপে।

"সুতরাং তুদন্তি চেতো নিতরাং বিবাদিনাম্।" (ঋতুস° ২।৪)

নিতল (ক্লী) নিতরাং তলো অধোভাগো যস্মিন্। সপ্তপাতালের অন্তর্গত পাতালবিশেষ।

"সুতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।" (বিষ্ণুপু°)

নিতাই, আসাম প্রদেশের গারো-পাহাড় জেলার একটী ক্ষুদ্র নদী। তুরাগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণাভিমুখে নানা স্থানে প্রবাহিত হইয়া ময়মনসিংহজেলার কাঙ্ক নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

নিতান্ত (ক্লী) নিতাম্যতীতি তম-কর্ত্তরি ক্ত, ততো দীর্ঘঃ (অনুনাসিকস্যেতি। পা ৬।৪।১৫) ১ অতিশয়, অত্যন্ত। ২ একান্ত। (ত্রি) ২ তচ্ছাক্ত।

"কেনাভ্যসূয়াপদকাঙ্ক্ষিণা তে
নিতান্তদীর্ঘৈর্জনিতা-তপোভিঃ॥" (কুমার ৩।৪)।

নিতিনিতি (দেশজ) সর্ব্বদা, নিত্য, নিয়ত, প্রত্যহ।

নিত্য (ত্রি) নিয়মেন ভবং নি-ত্যপ্। (অব্যয়াৎ ত্যপ্। পা ৪।২।১০৪)। ১ সতত, অহরহঃ। পর্য্যায়—অনারত, অশ্রান্ত, সন্তত, অবিরত, অনিশ, অনবরত, অজস্র, প্রসক্ত, আসক্ত, অলব্ধ। (জটাধর) ২ প্রতিদিন ক্রিয়মাণ বিধিবোধিত কর্ম্ম, শাস্ত্রানুযায়ী যে সকল কর্ম্ম প্রতিদিন করিতে হয়, যাহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায় হয়, নিত্যকর্ম্ম। ৩ অবিচ্ছিন্ন পরম্পরাক, যাহার পরম্পরা বিচ্ছিন্ন হয় না, যেমন বর্ণ, বর্ণ সকল নিত্য, বর্ণের নিত্যত্ব যদি স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে ইহাদের একত্রাবস্থান সম্ভবে না। একটী বর্ণ উচ্চারিত হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার ধ্বংস হইল, ইহাতে কোন একটী শব্দই হয় না, কিন্তু বর্ণ নিত্য ইহা স্বীকার করিলে কোন বর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না, পরে বর্ণসমূহ একত্র হইয়া শব্দার্থের কোন ব্যাঘাত হয় না। ৪ উৎপত্তি, বিনাশরহিত। ৫ শাশ্বত কালত্রয়স্থিত বস্তু। ৬ সমুদ্র। (রাজনি°)। যাহার কোনকালে কোনরূপ পরিণাম হয় না, তাহাই নিত্য, সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মই একমাত্র নিত্য, তদ্ব্যতীত এই সকল পরিদৃশ্যমান জগৎ অনিত্য। "ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোঽন্যদখিলমনিত্যম্" (বেদান্তসা°)। ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নিত্য নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মতে পরমাণু নিত্যপদার্থ। বেদান্তদর্শনে এইমত খণ্ডিত হইয়াছে।

সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব সকল বিভক্ত করিতে করিতে যেখানে বিভাগের শেষ হইবে, যাহাকে আর ভাগ করা যাইবে না, তাহাই পরমাণু। এই পরমাণু নিত্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকল সাবয়ব। ইহার উৎপত্তি ও লয় আছে। পরমাণুরাশিই ভৌতিক পদার্থ সকলের উৎপাদক। নৈয়ায়িকদিগের এই মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, কারণ পরমাণু সকল হয় প্রবৃত্তি স্বভাব না হয় নিবৃত্তিস্বভাব কিংবা উভয়স্বভাব অথবা অনুভয় স্বভাব, এই চারি প্রকারের মধ্যে এক প্রকার স্বভাববিশিষ্ট, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই চারি প্রকারের কোন প্রকারই প্রমাণসাধ্য নহে। প্রবৃত্তিস্বভাব (সৃষ্টিকার্য্যে উন্মুখ) হইলে প্রলয় হইতে পারে না। নিবৃত্তিস্বভাব হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না। একাধারে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয় স্বভাব থাকিতেই পারে না। নিঃস্বভাব হইলে নৈমিত্তিক প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ঘটিতে পারে সত্য, কিন্তু তন্মতের নিমিত্তসকল (কাল, অদৃষ্ট, ঈশ্বরেচ্ছা) নিত্য ও নিয়ত সন্নিহিত। সুতরাং ইহাতেও নিত্য প্রবৃত্তির ও নিত্যনিবৃত্তির আপত্তি হইতে পারে।

পরমাণুতে রূপাদি আছে, ইহা স্বীকার করাতেই পরমাণুতে অণুত্ব ও নিত্যত্ব এ দুইএর বৈপরীত্য পাওয়া যাইতেছে। বৈশেষিকদিগের মতানুযায়ী পরমাণু পরমকারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য ইহাই উপলব্ধ হয়, কিন্তু ইহা উঁহাদের মত নহে।

রূপাদি থাকিলে, তাহাতে যে স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব থাকে, ইহা সকল স্থলেই দেখা যায়। যত কিছু রূপাদিবিশিষ্ট বস্তু সমস্তই স্বকারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। বস্ত্র যেমন সূত্র অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য, সূত্র আবার অংশু অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। অংশু ও অংশুতর অংশুতম অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। বৈশেষিকদিগের পরমাণুও রূপাদি বিশিষ্ট। পরমাণু সকল রূপাদিমান্, সেই জন্য তাহার কারণ (মূল) আছে, অতএব পরমাণু সেই কারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য ইহা সহজেই অনুমিত হয়। বৈশেষিকের মতে কারণপরিশূন্য ভাবপদার্থ নিত্য। বৈশেষিকদিগের এ নিত্যত্বের লক্ষণ অণুতে অসম্ভব। যে হেতু অণুরও কারণ থাকা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। ইহাদের মতে নিত্যত্বের অন্য কারণ লিখিত হইয়াছে। তাহা এই—অনিত্য কি ? অনিত্য বিশেষ-প্রতিষেধের অভাব। বিশেষ শব্দের অর্থ জন্যবস্তু, যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয় তাহাই বিশেষ পদবাচ্য। এই বিশেষ পদার্থের অভাব। যাহা জন্য নহে, তাহাতেই অনিত্য শব্দে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ব্যবহারই পরমাণুর নিত্যতার অন্যতম কারণ, অর্থাৎ অনিত্য শব্দ দ্বারাই নিত্যতা সিদ্ধ হয়। বৈশেষিকদিগের মতে, এই যে নিত্যত্বসাধক কারণ, একারণেও অসংশয়িতরূপে পরমাণুর নিত্যতা সাধিত হয় না। কেন না, এই মতে 'অনিত্য' শব্দটী সপ্রতিযোগী অর্থাৎ সাপেক্ষ। যদি কোথাও নিত্যের প্রসিদ্ধি থাকে, তবেই তদপেক্ষা বা তৎপ্রতিযোগিতায় অনিত্য শব্দের ব্যবহার হইতে পারে। যদি নিত্য বলিয়া প্রসিদ্ধ এমন কোন বস্তু না থাকে, তাহা হইলে অনিত্য

এইরূপ সমাস বা যোগশব্দ সঙ্গতই হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে একটী সর্ব্বপ্রসিদ্ধসর্ব্বকারণ, পরম ও প্রসিদ্ধ নিত্য আছে।

সেই নিত্য পদার্থই পরমাণুরও কারণ, তাহার অপর নাম ব্রহ্ম। পরমাণু ও সেই পরমকারণ ব্রহ্ম অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। (বেদান্তদ° ২ অ°)।

একমাত্র পরব্রহ্মই নিত্য, তিনিই সকলের কারণ, তাঁহা হইতেই এই জগৎ উৎপত্তি হইতেছে, তাঁহাতে স্থিতি করিতেছে এবং পরে তাঁহাতেই লীন হইবে।

সাংখ্য মতে পুরুষ নিত্য, প্রকৃতি নিত্যা। বেদান্তদর্শনে এই প্রকৃতিবাদও নিরাকৃত হইয়াছে। [বেদান্ত দেখ।]

নিত্যকর্ম্মন্ (ক্লী) নিত্যং কর্ম্ম। বিহিত কার্য্যভেদ। যে সকল কার্য্য বিহিত হইয়াছে, এবং যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, তাহার নাম নিত্যকর্ম্ম, যেমন সন্ধ্যা, ইহা শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, যদি এই কার্য্যের অনুষ্ঠান না করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যবায় (পাপ)ভাগী হইতে হয়। "নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চৈব নিত্যনৈমিত্তিকন্তথা।

গৃহস্থস্য ত্রিধা কর্ম্ম তন্নিশাময় পুত্রক ॥

পঞ্চযজ্ঞাশ্রিতং নিত্যং যদেতৎ কথিতং তব।

নৈমিত্তিকং তথা চান্যৎ পুত্রজন্মক্রিয়াদিকম্ ॥"

(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত মার্কণ্ডেয়পু°)

গৃহস্থদিগের তিন প্রকার কর্ম্ম—নিত্য, নৈমিত্তিক ও নিত্য-নৈমিত্তিক। পঞ্চযজ্ঞাদি কার্য্য নিত্য, পুত্রজন্মপ্রভৃতি জাত নৈমিত্তিক, পর্ব্ব শ্রাদ্ধাদি নিত্য-নৈমিত্তিক। পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্য সকল গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম্মভিন্ন যে সকল কার্য্যের বিষয় শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সেই সকল কর্ম্ম নিত্য। এই নিত্য কর্ম্ম প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবশ্য কর্ত্তব্য। সমর্থ ব্যক্তি যদি নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহা হইলে পতিত হয়, এক পক্ষ নিত্য কর্ম্ম ত্যাগ করিলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। এক বৎসর নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ লোকের মুখাবলোকন করিতে নাই। দৈবাৎ দর্শনে সূর্য্যদর্শন এবং স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়।

"নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিপ্র তস্য হানিরহর্নিশম্।

অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম শক্তঃ পততি তদ্দিনে ॥

প্রায়শ্চিত্তেন মহতা শুদ্ধিমাপ্নোত্যনাপদি।

পক্ষাং নিত্যক্রিয়াহানেঃ কর্ত্তা মৈত্রেয় মানবঃ ॥

সংবৎসরং ক্রিয়াহানির্যস্য পুংসোহভিজায়তে।

তস্যাবলোকনাৎ সূর্য্যো নিরীক্ষ্যঃ সাধুভিঃ সদা ॥

স্পৃষ্টে স্নানং সচেলস্য শুদ্ধিহেতুর্মহামুনে ॥" (বিষ্ণুপু°৩।১৮অ°)

এই সকল দিনে নিত্যকর্ম্ম করিতে নাই। ইহার বিষয় কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, জানুর ঊর্দ্ধদেশে ক্ষত হইলে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই, জানুর অধোদেশে রক্তস্রাব হইলে নৈমিত্তিক কর্ম্ম নিষিদ্ধ। ক্ষৌরকর্ম্ম বা মৈথুনে ধূমোদ্গার অর্থাৎ চোঁয়াঢেকুর উঠিলে বা বমন হইলে নিত্যকর্ম্ম করিবে না। কোন দ্রব্য ভোজন করিয়া অজীর্ণ হইলে অথবা কোন বস্তু ভোজন করিয়া নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই। জননাশৌচ বা মরণাশৌচ হইলে নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। ফল মূলাদি যাহা ঔষধের জন্য কল্পিত হয়, তাহা ভোজন করিয়া নিত্যকর্ম্ম করা যাইতে পারে। কিন্তু ঔষধ ভিন্ন ফলাদি বা জলপান করিয়া নিত্যকর্ম্ম করিবে না। জলৌকা, গূঢ়পাদ, কৃমি এবং গণ্ডুপদাদি জীবকে ইচ্ছাপূর্ব্বক হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিলে নিত্য কর্ম্মের অধিকার থাকে না। গুরুনিন্দা করিলে বা স্বহস্তে ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে বা রেতঃপাত হইলে নিত্য কর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয় নহে। (কালিকাপু° ৫৫ অ°)।

নিত্যকর্ম্ম সকলের যদি অক্ষমতাহেতু অঙ্গহানি হয়, তাহা হইলেও ফল নিষ্পত্তি হয়, অর্থাৎ কার্য্যসিদ্ধি হয়, তদ্‌বৈলক্ষণ্য ফলের অভাব হয় এই মাত্র।

"নিত্যকর্ম্মণি অশক্যাঙ্গবৈগুণ্যেঽপি ফলনিষ্পত্তির্ভবতীতি"

(কাত্যা° শ্রৌত° ১।২।৪৮)

বিধিপূর্ব্বক নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, নিত্য যে সকল পাতক হয়, তাহা নিরাকৃত হয়, গৃহস্থ সকল প্রতিদিন যে পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা পঞ্চসূনাকৃত পাপ নিরাকৃত হয়। এই জন্য প্রত্যেকরই নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অত্যাবশ্যক।

বেদোক্ত নিত্যকর্ম্মের অকরণে এবং স্নাতক ব্রতের লোপকরণে অহোরাত্র উপবাসরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

"বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্ম্মণাং সমতিক্রমে।

স্নাতকব্রতলোপে চ প্রায়শ্চিত্তমভোজনম্ ॥" (মনু ১১।২০৪)

প্রতিদিন যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকে নিত্যকর্ম্ম বা প্রাত্যহিক কর্ম্ম বলা যায়। নিত্যকর্ম্মে কি কি কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত, তাহা আহ্নিকতত্ত্বে বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে পুনরায় প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত যে যে কার্য্য অনুষ্ঠেয়, তাহাই লিখিত হইয়াছে বলিয়া, উহা আহ্নিকতত্ত্ব বলিয়া অভিহিত।

অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। প্রথমে প্রাতঃকৃত্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক।

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত স্মরেদ্দেবান্ দ্বিজানৃষীন্।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া দেবতা দ্বিজ ও ঋষিদিগকে

স্মরণ করিতে হয়। রাত্রির পশ্চিম যাম অর্থাৎ শেষ চারি দণ্ডকে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কহে। এই সময় জাগ্রত হইয়া সকল চিন্তা আসিবার পূর্ব্বে সুস্থচিত্তে প্রধান প্রধান দেবগণ ঋষিগণ এবং অন্য যাহারা প্রাতঃস্মরণীয় আছেন তাঁহাদিগকে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের স্মরণে চিত্তপ্রসন্ন ও প্রশান্ত হয়।

"ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনিরাহুকেতু কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥"

(আহ্নিকতত্ত্ব)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, রবি, শশী, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, রাহু ও কেতু সকলে আমার সুপ্রভাত করুন।

[বিশেষ বিবরণ প্রাতঃকৃত্য দেখ।]

শয্যা হইতে উত্থান করিয়া বিন্মূত্রোৎসর্গ, শৌচ, আচমন ও দন্তধাবন করিয়া প্রাতঃস্নান বিধেয়। প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা ও যাহারা সাগ্নিক তাহারা হোম করিবেন। এই সকল কার্য্য প্রথম যামার্দ্ধকৃত্য জানিতে হইবে।

তৎপরে দ্বিতীয় যামার্দ্ধকৃত্য। দ্বিতীয় যামার্দ্ধে বেদাভ্যাস করিতে হইবে। তাহার পর সমিধ্, কুশ ও পুষ্পাদি আহরণ বিধেয়। তৃতীয় যামার্দ্ধে পোষ্যবর্গের অর্থসাধনে মনোনিবেশ আবশ্যক। মাতা, পিতা, গুরু, আত্মীয় স্বজন, দীনপ্রজা সকল, অভ্যাগত, অতিথি ও অগ্নি প্রভৃতি পোষ্যবর্গ মধ্যে গণনীয়। এই তৃতীয় যামার্দ্ধে ইহাদের পরিপালনের উপায় করিতে হইবে।

চতুর্থ যামার্দ্ধে স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যোপাসনা, ব্রহ্মযজ্ঞ ও দেবপূজা বিধেয়।

পঞ্চম যামার্দ্ধে বৈশ্বদেবাদি সমাপন করিয়া অর্থাৎ দেবতা, পিতৃ ও মনুষ্য এবং কীটাদি সকলকে অন্নাদি বিভাগ করিয়া দিয়া ভোজন করিতে হইবে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম যামার্দ্ধে ইতিহাস ও পুরাণাদি আলোচনা করিয়া অতিবাহিত করিতে হইবে অর্থাৎ সদালোচনায় এই সময় অতিবাহিত করা আবশ্যক।

অষ্টম যামার্দ্ধে লোকযাত্রার নিমিত্ত যে সকল কার্য্য আবশ্যক তাহা করিতে হইবে, তাহার পর সায়ং সন্ধ্যা। সায়ংসন্ধ্যাবসানে রাত্রিকৃত্য করিতে হইবে। এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত দিবাভাগে ভ্রমপ্রমাদবশতঃ যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় নাই, সেই সকল কার্য্য করিতে হইবে।

"পূর্ব্বাহ্ণবিহিতং কর্ম্ম ন কৃতং যৎ প্রমাদতঃ।
রাত্রেস্তু প্রহরং যাবৎ কর্ত্তব্যং তদ্যথোক্তবৎ॥
দিবোদিতাদি কর্ম্মাণি প্রমাদাদকৃতানি চ।
শর্ব্বর্য্যাঃ প্রথমে যামে তানি কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

তৎপরে যথাবিধি ভোজনাদি শেষ করিয়া শয়ন করিবে। শয়ন ও দারোপগমনবিধিও লিখিত আছে। (আহ্নিকতত্ত্ব)

এই সকলের বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।

আজকাল এই সকল শাস্ত্রবিধান আর বড় কেহ মানেনা। পূর্ব্বকালে হিন্দুমাত্রেই উক্ত নিয়মে চলিতেন।

নিত্যক্ষৌর (ক্লী) নিত্যং কালাকালভাবতো রাগপ্রাপ্তত্বাৎ সদাতনং ক্ষৌরম্। বৈধেতরক্ষৌর, অবৈধ কেশাদি ছেদন। যে সকল দিনে ও সময়ে ক্ষৌরকার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল দিনে ক্ষৌরকার্য্য করিলে নিত্যক্ষৌর বলা যায়।

"চূড়োদিতে তিথাবৃক্ষে বুধেন্দ্বোর্দ্দিবসে নরঃ।
নিত্যক্ষৌরং প্রকুর্ব্বীত জন্মমাসে ন তু ক্বচিৎ॥"

(জ্যোতিঃসাগরসার)

জন্মমাসে কখনই ক্ষৌরকার্য্য করিতে নাই। ক্ষৌরকার্য্যে ভাদ্র, পৌষ, চৈত্র ও জন্মমাস নিষিদ্ধ। বুধ ও সোমবার ব্যতীত অন্যবার নিন্দনীয়। নন্দা, রিক্তা, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও অষ্টমী ব্যতীত অন্য তিথি ক্ষৌরকার্য্যে বিহিত। রেবতী, অশ্বিনী, পুষ্যা, জ্যেষ্ঠা, শ্রবণা, স্বাতী, হস্তা, মৃগশিরা, শতভিষা, পুনর্ব্বসু ও চিত্রানক্ষত্র ক্ষৌরকার্য্যে প্রশস্ত। ক্ষৌরকার্য্যে বিশেষ এই যে, রাজা ব্রাহ্মণের আদেশে, বিবাহে, মৃতসূতিকাশৌচে বন্ধমোক্ষে, যজ্ঞকর্ম্মে ও পরীক্ষাকার্য্যে নিষিদ্ধ দিনেও ক্ষৌরকার্য্য করিতে পারেন এবং বিষ্ণুর নাম, আনর্ত্তপুর, বা পাটলীপুত্র, পুরী, অহিচ্ছত্রানগরী এবং দিতি ও অদিতিকে স্মরণ করিয়া ক্ষৌরকার্য্য করা যাইতে পারে। (জ্যোতিত°)

নিত্যগতি (পুং) নিত্যং গতির্যস্য। সদাগতি, বায়ু।

"যথা বায়ুর্নিত্যগতি র্জলদান্ শতশোঽম্বরে।" (ভারত ৭।৪৫।২২)

নিত্যতা (স্ত্রী) নিত্যস্য ভাবঃ নিত্য-তল্-টাপ্। নিত্যত্ব, নিত্যের ধর্ম্ম, নিত্যের ভাব।

নিত্যদা (অব্য) নিত্য-দাচ্। সর্ব্বদা, সকল সময়।

"পুণ্যং মধুবনং তত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ।" (ভাগ° ৪।৮।৪২)

নিত্যদান (ক্লী) নিত্যং দৈনন্দিনং দানং। প্রতিদিন কর্ত্তব্য দান, প্রত্যহ যে সকল দান করা যায়।

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমিষ্যতে।
অহন্যহনি যৎ কিঞ্চিদ্দীয়তে হনুপকারিণে।
অনুদ্দিশ্য ফলং তৎ স্যাদ্‌ব্রাহ্মণায় তু নিত্যকম্॥" (গরুড়পু°)

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই তিন প্রকার দান। তাহার মধ্যে প্রতিদিন কোন উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া ব্রাহ্মণকে যে দান করা যায় তাহাকে নিত্যদান কহে। এই দান অতি প্রশস্ত, নিষ্কামভাবে প্রতিদিন দান করাই নিত্যদান।

নিত্যনর্ত্ত (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৯)

নিত্যনাথ সিদ্ধ, একজন গ্রন্থকার। ইঁহার পিতার নাম শম্ভু-গুপ্ত। ইঁহার লিখিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়—১ রসরত্নসমুচ্চয়, ২ ইন্দ্রজালতন্ত্র, ৩ কামরত্ন, ৪ তন্ত্রকোষ, ৫ বন্ধ্যাবলী, মন্ত্রসার, ৭ রসরত্নাকর, ৮ সিদ্ধখণ্ড, ৯ সিদ্ধসিদ্ধান্ত-পদ্ধতি। কোথাও কোথাও ইনি নিত্যানন্দ বা নেমনাথ সিদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

নিত্যনৈমিত্তিক (ক্লী) নিত্যঞ্চ তন্নৈমিত্তিকঞ্চেতি। নিত্যত্ব-নৈমিত্তিকত্বকর্ম্মভেদযুক্ত।

"নিত্যং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং পর্ব্বশ্রাদ্ধাদিপণ্ডিতৈঃ।" (শ্রাদ্ধত°)

পর্ব্বশ্রাদ্ধাদি কার্য্য নিত্যনৈমিত্তিক পদবাচ্য, যেহেতু এই কার্য্যে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব উভয়ই আছে। শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য, এই জন্য নিত্য পর্ব্বাদি, নিমিত্ত জন্য করিতে হয় বলিয়া নৈমিত্তিক, এই কারণে পর্ব্বশ্রাদ্ধাদিকে নিত্যনৈমিত্তিক কহে। প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মও নিত্যনৈমিত্তিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত সকলেরই কর্ত্তব্য, এই জন্য ইহা নিত্য, পাপিদিগের পাপক্ষয় নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান অবশ্য বিধেয়, এই কারণে ইহাকে নৈমিত্তিকও বলা যায়, অতএব এই প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ম্মে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব আছে বলিয়া ইহাকে নিত্য-নৈমিত্তিক কহে।

"প্রায়শ্চিত্তস্য নিত্যত্বেনাঙ্গবৈকল্যেঽপি ফলসিদ্ধিঃ।
তথা চ প্রায়শ্চিত্তস্য নৈমিত্তিকত্বং নিত্যত্বঞ্চ মিতাক্ষরাকৃদাহ।"
(প্রায়শ্চিত্ত°)

নিত্যপরিবৃত (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

নিত্যপূজা-যন্ত্র (ক্লী) এক প্রকার কবচপূর্ণ মাদুলি।

নিত্যপ্রলয় (পুং) নিত্যঃ প্রাত্যহিকং প্রলয়ঃ কর্ম্মধা°। প্রলয়বিশেষ। প্রলয় চারিপ্রকার,—নিত্য, প্রাকৃত, নৈমিত্তিক ও আত্যন্তিক। ইহার মধ্যে সুষুপ্তিকে নিত্যপ্রলয় বলা যায়; যখন সুষুপ্তি হয় তখন কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না। প্রলয়কালে যেমন কার্য্যের বোধ হয় না, সেইরূপ এই সুষুপ্তি সময়ও কোন কার্য্যের জ্ঞান থাকে না, এই জন্য প্রলয় কহে, এই প্রলয় প্রতিদিন হয়, এইজন্য ইহাকে নিত্যপ্রলয় কহে। সুষুপ্তিকালে ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রভৃতি সকল কারণ-রূপে অবস্থিতি করে। সুষুপ্তির অবসানে পুনরায় তাহাদের কার্য্য হয়। "স চ চতুর্ব্বিধঃ নিত্যঃ প্রাকৃতো নৈমিত্তিক আত্যন্তিকশ্চেতি। তত্র নিত্যপ্রলয়ঃ সুষুপ্তিঃ তস্যাঃ সকলকার্য্য-প্রলয়রূপত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মপূর্ব্বসংস্কারাণাঞ্চ তদা কারণাত্মনা অবস্থানং।" (বেদান্ত-পরিভাষা) অগ্নিপুরাণের মতে—

প্রতিদিন যে প্রাণিগণের লয় অর্থাৎ নাশ হইতেছে, তাহাকে নিত্যপ্রলয় কহে। (অগ্নিপু° ২১১অ°) [বিশেষ বিবরণ প্রলয় দেখ।]

নিত্যভাব (পুং) নিত্যের ভাব, অনন্ত।

নিত্যময় (ত্রি) নিত্য-ময়ট্। নিত্যস্বরূপ। অনন্ত।

নিত্যমুক্ত (পুং) নিত্যং মুক্তঃ। সকল সময়ে সকলকালে বন্ধ-শূন্য পরমাত্মা। যাহার কখন বন্ধ হয় নাই বা হইতে পারে না।

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তস্বভাববান্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

নিত্যযজ্ঞ (পুং) নিত্যানুষ্ঠেয়ঃ যজ্ঞঃ। প্রতিদিন অনুষ্ঠীয়মান অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ। নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠানে কোনরূপ ফললাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। এই যজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের প্রতিদিন করিতে হয়।

নিত্যযুক্ত (ত্রি) সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত।

নিত্যযৌবন (ত্রি) নিত্যং যৌবনং যস্য। ১ স্থিরযৌবন। টাপ্। (স্ত্রী) দ্রৌপদী। (হেম ৩।৩৭৪)

নিত্যবৎসা (স্ত্রী) সামভেদ। (পুং) ২ নিত্যবৎসযুক্ত।

নিত্যবর্ষ, রাষ্ট্রকূটবংশীয় একজন রাজা। [রাষ্ট্রকূট দ্রষ্টব্য।] জগত্তুঙ্গ দুই সংসার করেন, প্রথম পত্নী লক্ষ্মীর গর্ভে নিত্য-বর্ষের জন্ম হয়।

নিত্যবর্ষ, ২য় নিত্যবর্ষ 'কোটীগ বা খোটীঘ' নামে অভিহিত। ২য় অমোঘবর্ষের দুই পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম নিত্যবর্ষ অথবা কোটীগ বা খোটীঘ এবং কনিষ্ঠের নাম কৃষ্ণ ৪র্থ বা কন্নর। কোটীগ কোন অপত্য রাখিয়া যান নাই।

[রাষ্ট্রকূটরাজবংশ দেখ।]

নিত্যবিত্রস্ত (পুং) ১ চিত্তভীত। (ক্লী) ২ হরিণ।

নিত্যবৈকুণ্ঠ (পুং) নিত্যঃ সনাতনো বৈকুণ্ঠঃ। বিষ্ণুর স্থানবিশেষ।

"ঊর্দ্ধং নভসি সংবিষ্টো নিত্যবৈকুণ্ঠ এব চ।
আত্মাকাশসমো নিত্যো বিস্তৃতশ্চন্দ্রবিম্ববৎ॥
ঈশ্বরেচ্ছাসমুদ্ভূতো নির্লক্ষ্যশ্চ নিরাশ্রয়ঃ।
আকাশবৎ সুবিস্তারশ্চামূল্যরত্ননির্ম্মিতঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ° ১৫ অ°)

আকাশমণ্ডলের সর্ব্বোর্দ্ধদেশে আকাশবৎ অতি বিস্তৃত নিত্য-বৈকুণ্ঠ নামে স্থান আছে, ইহাই ভগবান্ নারায়ণের স্থান, এইখানে নারায়ণ চতুর্ভুজরূপে বনমালাভূষিত হইয়া লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা ও তুলসীর সহিত অবস্থান করিতেছেন। নন্দ, সুনন্দ ও কুমুদ প্রভৃতি পার্ষদের এইখানে সর্ব্বদা অবস্থিত আছে।
(ব্রহ্মবৈ° প্রকৃতিখ° ১৫ অ°)

নিত্যশস্ (অব্য) নিত্য শস্ প্রত্যয়ঃ। প্রতিনিয়ত, সর্ব্বদা, সকল সময়।

নিত্যসত্ত্বস্থ (ত্রি) নিত্যং অচলং যৎ সত্ত্বং তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক। নিত্য ধৈর্য্যাবলম্বী। সত্ত্বগুণাবলম্বী, যখন রজঃ ও তমোগুণ সত্ত্ব

কর্ত্তৃক অভিভূত হয়, তখন নিত্যসত্ত্বাবস্থা বলা যায়, সেই অবস্থায় যাহারা অবস্থিত থাকে, তাহাকে নিত্যসত্ত্বস্থ কহে।

"নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগঃক্ষেম আত্মবান্" (গীতা)

নিত্যসম (পুং) গৌতমসূত্রোক্ত জাত্যুত্তরভেদ। [জাতি দেখ।]

নিত্যসমাস (পুং) সমাসভেদ, সমস্তমান যাবৎ পদরহিত বিগ্রহ বাক্য সূচিত সমাসবিশেষ। "কুপ্রাদয়োনিত্যং"

এই সূত্রানুসারে কুশব্দ ও প্রাদি শব্দের সহিত যে স্থলে সমাস হইবে, তথায় নিত্য সমাস হইবে।

নিত্যস্তোত্র (ত্রি) ১ সর্ব্বদা প্রশংসিত। ২ সর্ব্বদা পঠনীয় স্তোত্র।

নিত্যহোম (পুং) নিত্যং প্রত্যহং কর্ত্তব্যো হোমঃ। দ্বিজদিগের প্রতিদিন কর্ত্তব্য হোম, সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ প্রত্যহ যে হোমবিধির অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে নিত্যহোম কহে। যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন হোম করিতে হইবে।

"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" (শ্রুতি)

নিত্যা (স্ত্রী) নিত্য-টাপ্। ১ দেবীর শক্তিভেদ, পার্ব্বতী।

"রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্য্যৈ ধাত্র্যৈ নমোনমঃ।"(মার্ক°পু°৮৫।৮)

ইহার মন্ত্রাদি তন্ত্রসারে লিখিত আছে, এই স্থলে কেবল ধ্যান প্রদত্ত হইল।

ধ্যান—"অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামমরাভিবন্দ্যা
সম্ভোজপাশসৃণিপূর্ণকপালহস্তাম্।
রক্তাঙ্গরাগরসনাভরণাং ত্রিনেত্রাং
ধ্যায়েচ্ছিবস্য বনিতাং মদবিহ্বলাঙ্গীম্॥" (তন্ত্রসার)

২ মনসাদেবী। (শব্দর°)

নিত্যানধ্যায় (পুং) নিত্যং সর্ব্বথা যথাতথা অনধ্যায়ঃ অধ্যয়নাভাবঃ। সর্ব্বদা বর্জ্জনীয় বেদপাঠকালাদি, অনধ্যায়কাল, যে সকল দিনে বেদপাঠ করিতে নাই।

"ইমান্নিত্যমনধ্যায়নধীয়ানো বিবর্জ্জয়েৎ।
অধ্যাপনঞ্চ কুর্ব্বাণঃ শিষ্যানাং বিধিপূর্ব্বকম্॥" (মনু ৪।১০১)

অধ্যয়নশীল শিষ্য এবং বেদাধ্যাপক গুরু নিত্য অনধ্যায়গুলি সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। নিত্য অনধ্যায় সমূহের বিষয় লিখিত হইতেছে—

বর্ষাকালে রাত্রিকালে বায়ুর অতিশয় প্রবহন শব্দ শুনিতে পাইলে কিংবা দিবাভাগে বায়ু কর্ত্তৃক ধূলিসমূহ উত্থিত হইতেছে দেখিতে পাইলে, অথবা বিদ্যুৎগর্জ্জনসমেত বর্ষা হইলে বা ইতস্ততঃ উল্কাপাত হইলে সেই অবধি পরদিন সেই সময় পর্য্যন্ত অনধ্যায়কাল। বর্ষার সময় সন্ধ্যাকালে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিবার সময় ঐরূপ বিদ্যুৎ প্রভৃতি যুগপদ্ উপস্থিত হইলে অনধ্যায় জানিতে হইবে। (মনু ৪ অ°)

[ইহার বিশেষ বিবরণ অনধ্যায় দেখ।]

নিত্যানন্দ (পুং) সদানন্দ, যাহার সর্ব্বদা আনন্দ বর্ত্তমান।

নিত্যানন্দ, প্রভু, রাঢ়দেশে কালনা হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণে প্রাচীন একচাকা গ্রামে নিত্যানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত ও মাতার নাম পদ্মাবতী। ইহার আদি নাম কুবের। এই কুবেরই নিত্যানন্দ নামে সুপরিচিত। অদ্বৈতপ্রকাশের মতে—

"তেরশত পঁচানব্বই শকে * মাঘ মাসে।
শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামের পরকাশে॥" (অদ্বৈত ৪র্থ অ°)

চৈতন্যসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা বলেন, নিত্যানন্দ বলরামের অবতার। চৈতন্যভাগবতকার বলেন,—

"মাঘমাসে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী শুভ দিনে।
পদ্মাবতী গর্ভে একচাকা নামে গ্রামে॥
হাড়াই পণ্ডিত নামে শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে পিতামাতা তানে করি পিতা ব্যাজ॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তি দাতা প্রভু বলরাম।
অবতীর্ণ হৈলা ধরি নিত্যানন্দ নাম॥"

নিত্যানন্দ শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের অদ্ভুত বাল্যখেলার বিবরণ চৈতন্যভাগবতে আছে, সে অপূর্ব্ব খেলার আভাস এইখানে দিলাম।

"কোন শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠি তার বুকে॥
কোন দিন শিশু সঙ্গে নল খড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া॥"
"কোন দিন শিশুসঙ্গে তালবনে যাইয়া।
শিশুসঙ্গে তাল খায় ধেনুকে মারিয়া॥"
"কোন দিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।
বানরের রূপ সব শিশুগণে ধরে॥
ভেরেণ্ডার গাছ কাটি ফেলায়েন জলে।
শিশুগণ মেলি জয় রঘুনাথ বলে॥" ইত্যাদি। (চৈতন্যভা°)

ফলকথা, নিতাই ভগবানের লীলানুরূপ খেলা খেলিতেন। প্রবীণলোক এই বালকের খেলা দেখিয়া বিস্মিত হইত, বালক কার কাছে, এ খেলা শিক্ষা করে? স্বয়ং হাড়াইপণ্ডিত পর্য্যন্ত ভাবিয়া বিস্মিত হইতেন। আবার যখন যে খেলা খেলিতেন, নিতাই তখন সেই ভাবে আবিষ্ট হইয়া যাইতেন, এমন কি, সেই আদর্শ ও তাহাতে তখন ভেদ থাকিত না।

যে দিন লক্ষ্মণের শক্তিশেল খেলা হয়, সেদিন ভারি বিপদ ঘটে। নিতাই ভেরেণ্ডাবৃক্ষরূপ শেলের আঘাতে মূর্চ্ছিত। সে মূর্চ্ছা খেলায় মূর্চ্ছা নহে, ভাবের মূর্চ্ছা, যথার্থই মূর্চ্ছা।

* মতান্তরে ১৩৯৮ শকে জন্ম হয়।

নিতাইর মূর্চ্ছা দর্শনে, কি করিতে হইবে, বালকগণ তাহা ভুলিয়া গেল। ক্রমে বালকগণের ছুটাছুটিতে কথা জানাজানি হইল, প্রবীণব্যক্তিগণ আসিলেন। নিতাইর মা বাপ পাগলের ন্যায় ক্রীড়াস্থানে উপস্থিত হইলেন, কতশত চেষ্টা করা গেল, কত ঔষধ প্রয়োগ করা গেল, নিতাইর মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে না। ঘোর কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।

কোন একব্যক্তি, তখন একটী শিশুকে ডাকিয়া আনিয়া অভয় দিয়া পূর্ব্বাপর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বালক বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতে নিতাইর শিক্ষা তাহার স্মরণ হইল, সে আনন্দে বলিয়া উঠিল, এখনই নিতাইকে জীয়াইব। তখন সেই শিশু হনুমান্ হইয়া গন্ধমাদন আনিতে চলিল। খেলার গন্ধমাদন আনীত হইল, তখন অন্য এক শিশু (পূর্ব্ব শিক্ষানুসারে) বৈদ্যরূপ ধারণ করিয়া ঔষধ আনিয়া নিত্যানন্দের নাসারন্ধ্রে ধরিল। আর বহু চেষ্টায় যে মূর্চ্ছা ভাঙ্গে নাই, সামান্য খেলায় নিতাইর সে মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া গেল!

নিত্যানন্দ গ্রামের নয়নস্বরূপ। গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে না দেখিলে চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিত। পিতামাতার কথা আর কি বলিব?

"তিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগপ্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া॥
কিবা কৃষিকার্য্যে কিবা যজমান ঘরে।
কিবা ঘাটে কিবা বাটে যত কর্ম্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দ চন্দ্র চলি যায়।
তিলার্দ্ধে শতেক বার উলটিয়া চায়॥" (চৈ° ভা°)

কুবের বা নিত্যানন্দের খেলা যেমন অপরূপ, বিদ্যাশিক্ষাও তদ্রূপ অদ্ভুত। এরূপ প্রতিভা কেহ কোনকালে দেখে নাই, এরূপ প্রতিভা, এরূপ শক্তি মানুষের হইতে পারে, লোকের জ্ঞান ছিল না। দর্শন মাত্রই সর্ব্বশাস্ত্র নিতাইর আয়ত্ত হইয়া যাইত। সুতরাং ভক্তিরত্নাকর বলেন—

"অল্প দিবসেই কৈল বিদ্যা উপার্জ্জন।
ব্যাকরণ আদি শাস্ত্রে হৈলা বিচক্ষণ॥"

নিতাইর বয়স যেমন, তাহা হইতে আরও অধিক বয়স্ক বলিয়া তাঁহাকে বোধ হইত। বার বৎসরের বালককে ষোলবর্ষের ন্যায় দেখাইত। সেই বয়সেই নিতাইর বিবাহের কথা উঠিল। অনেকেই স্ব স্ব কন্যা নিতাইকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। নিতাইর জননী পদ্মাবতী আনন্দে আটুথানা হইয়া গেলেন। ভক্তিরত্নাকরে লিখিত আছে—

"নিতাইর বয়স হৈল দ্বাদশবৎসর।
ষোড়শবর্ষের প্রায় দেখিতে সুন্দর॥
বন্ধুজনে জানাইয়া হাড়াই পণ্ডিত।
পুত্রের বিবাহ দিতে হৈল উৎকণ্ঠিত॥
একচক্রাবাসী যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
বিবাহ প্রসঙ্গে হর্ষ হৈলা সর্ব্বজন॥"

কিন্তু এই আনন্দ অচিরেই নিরানন্দে পরিণত হইল। তখন ১৪১০ শকাব্দ। অগ্রহায়ণ মাসের শেষে একটী উদাসীন, অতি তেজস্কর আকৃতি, হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে অতিথি হইলেন। এই অতিথি একচক্রার সর্ব্বস্বধন হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। বিদায়কালে অতিথি হাড়াই পণ্ডিতের কাছে নিতাইকে ভিক্ষা চাহিলেন। হাড়াই অম্লানবদনে অতিথিরে পুত্র দিলেন, অতিথি বিমুখ করিলেন না। পুত্রকে ভিক্ষা? সে পুত্র আবার প্রাণ হইতে প্রিয়তর—সে পুত্রকে তিলমাত্র চক্ষুর অন্তরাল করা যায় না, তাঁহাকে পিতা হইয়া বিলাইলেন, এ ধারণা বর্ত্তমানকালের লোকের না হইতে পারে, কিন্তু হাড়াই প্রাণাধিক পুত্রকে যথার্থই বিলাইলেন। তিনি এ ধর্ম্মসঙ্কটে যেন বিপথগামী না হন, এইজন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

"ধর্ম্মসঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে।" (ভ° র°)

পদ্মাবতীকে একথা বলা হইল। যেমন পতি, তেমন পত্নী। তিনি বলিলেন—

"তোমার যে কথা প্রভু সেই কথা মোর।" (ভ° র°)

এইরূপ পিতামাতা না হইলে নিতাইর ন্যায় পুত্র জন্মেন না। পিতামাতার হৃদয়পিণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, আর কত সহিবেন। যে মুহূর্ত্তে নিতাই গৃহের বাহির হইলেন, পদ্মাবতী ও হাড়াই সেই মুহূর্ত্তেই, যথায় ছিলেন, সেখানে মূর্চ্ছিত হইলেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"নিত্যানন্দ লইয়া ন্যাসী চলিল ত্বরিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া হাড়াই পড়িলা ভূমিতে॥
প্রাণহীন প্রায় ভূমে পড়ে পদ্মাবতী।
হৈল যে দোঁহার দশা কহি কি শকতি॥
কি নারী পুরুষ যত এ একচক্রায়।
একথা শ্রবণ মাত্র হৈল মৃতপ্রায়॥"

এই যে পদ্মাবতী ও হাড়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের পূর্ণ জ্ঞান—সহজ জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। তাঁহারা যতদিন ছিলেন, অর্দ্ধ উন্মাদবৎই ছিলেন। নিতাই তাঁহাদের ধ্যান ধারণা হইয়াছিল, নিতাইর চিন্তায় তাঁহারা প্রকৃতই ডুবিয়াছিলেন। ভাবের আবেশে তাঁহারা তখন প্রতিক্ষণে

নিতাইর দেখা পাইতেন, নিতাইকে খাওয়াইতেন দাওয়াইতেন, আদর করিতেন। ভাবের আবেশে আবার কখন কখন বা পুত্রকে হারাইয়া হা-হুতাস করিতেন। ভাবে ভাবে এইরূপ রঙ্গ হইত। বস্তুতঃ ইহাতেই তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরহব্যথা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছিল। ভক্তিরত্নাকর বলেন—

"কোথা নিত্যানন্দ বলি ধূলায় লোটায়।
কি কহিতে কিবা কহে পাগলের প্রায়॥
ক্ষণে কহে নিত্যানন্দ হৈল অনেকক্ষণ।
আইস কোলে করি মোর যুড়াউক জীবন॥
ক্ষণে কহে মোর আগে চলহ হাঁটিয়া।
পাকিয়াছে ধান্য মাঠে চল দেখি গিয়া॥"
"ক্ষণে কহে চল বাপ হাটে শীঘ্র যাই।
যে ইচ্ছা তোমার তাহা কিনিব তথাই॥" ইত্যাদি।

যাহাহউক, নিত্যানন্দ আর গৃহে ফিরিলেন না। তিনি যথারীতি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন। নিত্যানন্দের গুরুর নাম লক্ষ্মীপতি। নিত্যানন্দ ২০ বৎসর পর্য্যন্ত নানাতীর্থে ভ্রমণ করেন।

শ্রীমহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরী ঐ সময় বৃন্দাবনে ছিলেন, তিনি দেখিলেন, একটী তরুণ সন্ন্যাসী পাগলের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছেন। ঈশ্বরপুরী তাঁহার ভাব বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন, "ঠাকুর! এখানে কি দেখিতেছ, তোমার কানাই, নবদ্বীপে শচীর ঘরে জন্ম নিয়াছেন, যাও তথায়, তিনি তোমারই অপেক্ষা করিতেছেন।" নিতাই শুনিয়াই নবদ্বীপ অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

অদ্বৈত-প্রকাশে লিখিত আছে, নন্দনআচার্য্যের ঘরে মহাপ্রভু গিয়া নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে মিলনদৃশ্য অতি চমৎকার!

"গৌরসূর্য্যের ছটা পড়ি নিত্যানন্দ চাঁদে।
শুদ্ধ প্রেমামৃতজ্যোৎস্নায় ব্যাপে অবিচ্ছেদে॥
শুক্লাম্বরে ভাগবতের শ্লোক পড়াইলা।
শুনি নিত্যানন্দ প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলা॥
চেতন পাইয়া প্রভু করয়ে ক্রন্দন।
কভু নাচে কভু হাসে উনমত্ত সম॥
কভু কৃষ্ণ পাইলুঁ বুলি ছাড়য়ে হুঙ্কার।
কভু অবিশ্রান্ত নেত্র বহে অশ্রুধার॥" (অদ্বৈতপ্র°)

এইরূপে ১৪৩০ শকে মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সম্মিলন হয়।

সাগরে যখন নদী মিলিত হয়, সে নদী যতই কেন বড় হউক না, তখন তাহার আর স্বতন্ত্রতা থাকে না, নিতাইরও অতঃপর আর স্বতন্ত্রতা রহিল না। "নিমাই নিতাই দুই ভাই, একে অন্যে ভেদ নাই" উভয়ের কার্য্য, উভয়ের ব্যবহারে এক, উভয়ে আর ভেদ রহিল না। নিতাইর স্বতন্ত্রতা একবারেই ছিলনা। [চৈতন্য-চন্দ্র শব্দ দেখ।]

শ্রীমহাপ্রভু স্বয়ং সন্ন্যাসী, তাঁহার প্রধান প্রধান পার্ষদগণের প্রায় অধিকাংশই সন্ন্যাসী। ইহাতে এই ফল হইল যে, লোকের গার্হস্থ্য আশ্রমের উপর বিরাগ জন্মিল। দলে দলে অনধিকারী লোক সন্ন্যাসী হইতে লাগিল। এ স্রোত ফিরাইতে হইবে। মহাপ্রভু দেখিলেন, নিতাই ব্যতীত আর উপায় নাই। তাঁহার প্রায় সমকক্ষ ব্যতীত অপরের উদাহরণে লোক মুগ্ধ হইবে না। তাই প্রভু নীলাচলে নিতাইর দুটী হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই! জীবের উদ্ধারের জন্য তোমার অবতার। জীবের হিতের জন্য তুমি বিবাহ কর। লোকে দেখুক যে, বিবাহ করিলেই যে ধর্ম্ম হয় না, তাহা নহে।" যদিও এই কার্য্যটী নিতান্ত অনভিপ্রেত, নিতাই তবু প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলেন। যথাসময়ে নিতাই গৌড়ে আগমন করিলেন।

অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে,—নিতাইচাঁদ তাঁহার কৃপাপাত্র উদ্ধারণদত্ত সহ বেড়াইতে বেড়াইতে অম্বিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মনোমোহনরূপ যে দেখে, সেই মোহিত হইতে লাগিল। ঘটনাক্রমে এখানে সূর্য্যদাস পণ্ডিতের সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হইল। সূর্য্যদাস তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে উদ্ধারণ উত্তর করে,—

"... ... ইহো ব্রাহ্মণ উত্তম।
রাঢ়ীয়শ্রেণী সর্ব্বশাস্ত্রে অতি শ্রেষ্ঠতম॥
ন্যায়চূড়ামণি ইহার শাস্ত্রের আখ্যাতি।
নিত্যানন্দ নাম প্রেমানন্দপুরে স্থিতি॥" (অ° প্র°)

সূর্য্যদাস অতি যত্নে তাঁহাকে আলয়ে লইয়া গেলেন। তাঁহার পত্নী এই অবধূতের অসামান্যরূপদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কন্যাদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সূর্য্যদাস লোকলজ্জায় বিশেষতঃ আত্মীয় স্বজনের অসম্মতি দেখিয়া অজ্ঞাতকুলশীলকে কন্যাদান করিতে পারিলেন না।

নিত্যানন্দ তথা হইতে বিদায় হইয়া উদ্ধারণের সহিত গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিলেন। ঘটনাক্রমে একদিন সূর্য্যদাস তাঁহার কন্যা বসুধার মৃতদেহ লইয়া সৎকার উদ্দেশে গঙ্গাতীরে আসিলেন। অবধূত মৃতদেহ দর্শন করিয়া সূর্য্যদাসকে জানাইলেন—

"এই কন্যার যদি মুঞি জীয়াইতে পারি।
তবে মোরে কন্যা দিবা কহ সত্য করি॥
শুনিয়া পণ্ডিত কহে আর বন্ধুগণ।
জীয়াইলে কন্যা দিব করিলাম পণ॥

তাহা শুনি নিত্যানন্দ আনন্দিত মনে।
মৃত-সঞ্জীবন নাম দিলা তার কাণে।
হরিনামামৃত পিয়া বসুধা উঠিলা।
অলৌকিক কার্য্যে সভে বিস্ময় মানিলা।" (অদ্বৈতপ্র°)

সূর্য্যদাস কন্যাকে ঘরে আনিলেন, শুভ দিন দেখিয়া মহা সমারোহে আপন কন্যার সহিত নিত্যানন্দের বিবাহ দিলেন।

"বসুধা দেবীকে প্রভু বিবাহ করিলা।
যৌতুক ছলে জাহ্নবারে আত্মসাথ কৈলা।" (অ° প্র°)

এইরূপে চির উদাসীন অবধূত গৃহী হইলেন। তথা হইতে নিতাই পত্নী সহ খড়দহে আসিয়া বাস করিলেন। এখানে তিনি শ্যামসুন্দরের সেবা প্রকাশ করেন। বসুধার গর্ভে বীরভদ্র জন্ম গ্রহণ করেন; ইঁহার সন্তান হইতেই কুলীনগণের বীরভদ্রী থাক ও ইঁহারই বংশে খড়দহের গোস্বামিগণের উৎপত্তি হইয়াছে। [বীরভদ্র দেখ।]

বাঘনাপাড়ায় নিত্যানন্দবংশীয় যে গোস্বামিগণ আছে, তাঁহারা জাহ্নবাদেবীর পোষ্য রামাই-প্রভুর সন্তান বলিয়া গণ্য; কিন্তু জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে রামভদ্র জাহ্নবার পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

"সূর্য্যদাসনন্দিনী শ্রীবসুজাহ্নবী।
পাণিগ্রহণ করিলা স্বচ্ছন্দ কৌতুকী॥
বসু গর্ভে প্রকাশ গোসাঞি বীরভদ্র।
জাহ্নবীনন্দন রামভদ্র মহাভদ্র॥" (চৈতন্যম°)

নিত্যানন্দের প্রধান পাট খড়দহ।

শ্রীনিত্যানন্দের অপার লীলার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেওয়া অসম্ভব। [চৈতন্যচন্দ্র শব্দে ইঁহার অপরাপর অনেক কথা বর্ণিত হইয়াছে।] নিতাইচাঁদ ১৪৫৬ শাকে দেহত্যাগ করেন। বৃন্দাবনদাসের নিত্যানন্দবংশমালা গ্রন্থে তাহা এই রূপে বর্ণিত হইয়াছে—

"চৈতন্যবিচ্ছেদে প্রভুর সদাই বিলাপ।
কদাচিৎ বাহ্য হৈলে চৈতন্য আলাপ॥
কায়মনবাক্যে সদা চৈতন্য ধিয়ায়।
উচ্চৈঃস্বর করি চৈতন্যের গুণ গায়॥
নিরন্তর খড়দহের অভ্যন্তরে স্থিতি।
শ্যামসুন্দরেরে কভু দেখে গৌরমূর্ত্তি॥"

"কে বুঝিতে পারে নিত্যানন্দের প্রভাব।
মন্দিরে প্রবেশ করি কৈলা তিরোভাব॥"

গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 'নিত্যানন্দো বল সাক্ষাৎ' ইত্যাদি সুরতরু-তন্ত্রের বচনে এবং অনন্তসংহিতা ও পদ্মপুরাণাদির প্রাচীন প্রমাণে নিত্যানন্দ প্রভুকে বলদেবের অবতার বলিয়া প্রকাশ করেন। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় কথিত আছে—

"অংশাংশে ন বিভেদেন ব্যূহ আদ্যঃ শচীসুতঃ।
বলদেব বিশ্বরূপো ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণোমতঃ।
নিত্যানন্দাবধূতশ্চ প্রকাশেন স উচ্যতে॥"

নিত্যানন্দভক্ত বৈষ্ণবগণ নিত্যানন্দের এই স্তবটী পাঠ করিয়া থাকেন—

"শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রেম-গঠিত শ্রীকলেবরম্।
শ্রীগৌরাঙ্গপ্রেমপদ্মমধুপানপরায়ণম্॥
শ্রীগৌরাঙ্গাভিন্নদেহমবধূতং মহাপ্রভুম্।
মহারাসরসামোদং রাসোল্লাসকলাধনম্॥
চৈতন্যাগ্রজরূপেণ শ্রীচৈতন্যপরাৎপরম্।
যস্য লীলা-বিনোদেন কৃতার্থীকৃতভূতলম্॥
নিত্যানন্দস্বরূপং হি নিত্যানন্দসুবিগ্রহম্।
শ্রীনিত্যানন্দনামানং শ্রীনিত্যানন্দধামকম্॥
অদ্বৈতহৃদয়ানন্দমচ্যুতানন্দনন্দকম্।
পীনবক্ষঃ-কম্বুকণ্ঠবিশালাক্ষসমুজ্জ্বলম্॥
কোটিকন্দর্প-দর্পঘ্নং দিব্যগন্ধসমাযুতম্।
নীলপটাম্বরধরং কটিকৌপীনভূষণম্॥
লৌহদণ্ডসমাযুক্তাজানুলম্বিতবাহুকম্।
কোটিজ্যোৎস্নাকরজয়প্রহাসি মুখমণ্ডলম্॥
মহানটনরেন্দ্রঞ্চ জাহ্নবামুখষট্পদম্।
তাম্বূলমুখপূর্ণেন্দুং জাহ্নবাজীবনং গুরুম্।
প্রেমপ্রদং দয়ালুং শ্রীনিত্যানন্দং প্রভুং স্মরেঃ॥"

আবার যাঁহারা নিত্যানন্দের পূজা করেন, তাঁহারা নিত্যানন্দের ধ্যান ও গায়ত্রী পাঠ করেন। ধ্যান যথা—

"ঈষদারক্তস্বর্ণাভং নানালঙ্কারভূষিতং
হারিণং মালিনং দিব্যোপবীতং প্রেমবর্ষিণম্।
আঘূর্ণিতলোচনঞ্চ নীলাম্বরধরং প্রভুং,
প্রেমাদং পরমানন্দং নিত্যানন্দং স্মরাম্যহং॥" পরে—
"শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভবে নমঃ।"

এই মন্ত্রে যথারীতি পাদার্ঘ্য দেন। পরে—

"ওঁ ক্লীং নিত্যানন্দায় বিদ্মহে অবধোতায় ধীমহি তন্নো রাম প্রচোদয়াৎ।" এই গায়ত্রী ও "ওঁ ক্লীং নিত্যানন্দায় স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠ করেন।

নিত্যানন্দ, এই নামে অনেকগুলি কবি ও শাস্ত্রকারের নাম পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁহাদের নাম প্রদত্ত হইল।

১ বাল্মীকির শিষ্য এবং জাতকবর্ষপদ্ধতিপ্রণেতা।

২ ইঁহার অপর নাম নারায়ণভট্ট। ইনি শ্রীনিবাস বিশ্বানন্দের শিষ্য ও তারাকল্পলতাপ্রণেতা।

৩ ইনি পুরুষোত্তমাশ্রমের শিষ্য। ইঁহার উপাধি আশ্রম, ইনি ব্রহ্মসূত্রযুক্তিস্তারসংগ্রহ, মিতাক্ষরা (ছান্দোগোপনিষট্টীকা), মিতাক্ষরা (বৃহদারণ্যকটীকা), শিক্ষাপত্রী ও সৎকর্ম্মব্যাখ্যান-চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

৪ দেবদত্তের পুত্র। ইনি ইষ্টকালশোধন ও নিষেকবিচার-সিদ্ধান্তরাজ রচনা করেন। ৫ অদ্বৈততত্ত্বদীপপ্রণেতা।

৬ ক্রমদীপিকা, তন্ত্রলেশ, সিদ্ধসিদ্ধান্তপদ্ধতি ও সুন্দরীপূজা-তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

নিত্যানন্দ ঘোষ, একজন বাঙ্গালী কবি। প্রায় তিনশত বর্ষের অধিক হইল, ইনি বাঙ্গালাভাষায় অষ্টাদশপর্ব্ব মহাভারত প্রকাশ করেন।

নিত্যানন্দ দাস, একজন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি। ইনি পদকর্ত্তা বলরামদাস নামে খ্যাত। ইনি শ্রীখণ্ডনিবাসী আত্মারামদাসের পুত্র, বৈদ্যবংশসম্ভূত। ইঁহার মাতার নাম সৌদামিনী। ইনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। পদকল্পতরু প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকে আত্মারাম-দাসকৃত কএকটী পদাবলী পাওয়া যায়। পদকল্পতরুর কবিবন্দনায় পদকর্ত্তা বলরামদাসকে 'কবিনৃপ-বংশজ' (কবিরাজ) বলা হইয়াছে। নরোত্তমবিলাস প্রভৃতি গ্রন্থে, ইনি বলরাম কবিরাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণববন্দনায় ইনি 'সংগীতকারক' ও 'নিত্যানন্দ-শাখাভুক্ত' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইনি প্রেমবিলাস নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২০ অধ্যায়ে সমাপ্ত। ইহাতে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দের কথাই প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে। প্রায় ৩৫০ বৎসর অতীত হইল নিত্যানন্দদাস প্রেমবিলাস রচনা করেন। ইঁহার রচনা জটিল।

নিত্যানন্দনাথ, রত্নাকরপদ্ধতিতন্ত্রপ্রণেতা।

নিত্যানন্দমনোভিরাম, একজন গ্রন্থকার। ইনি শৈব ছিলেন, বচনার্থ নামে ইঁহার কৃত একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নিত্যানন্দরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—হিঙ্গু-লোথ-পারদ অর্থাৎ হিঙ্গুল দ্বারা শোধিত পারদ, গন্ধক, তাম্র, কাংস্য, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চই, পিপুলমূল, হবুষা, বচ, শঠী, আকনাদি, দেবদারু, এলাচি, বিরুড়ক, তেউড়ী, চিতামূল, দন্তীমূল এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে হরীতকীর কাথে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, বটিকার পরিমাণ দশরতি। অনুপান শীতল জল। প্রাতঃকালে ইহা সেবনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে কফবাতোত্থ কি রক্ত-মাংসাশ্রিত শ্লীপদ রোগ আশু প্রশমিত হয়। ইহা শ্লীপদাধিকারের একটী উত্তম ঔষধ এবং অর্ব্বুদ, গণ্ডমালা, বাতরক্ত, কফবাতোত্তবরোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি, বাতকফ, গুদরোগ, কৃমি প্রভৃতিরোগে উপকারী। শ্লীপদরোগে ইহার পর আর কোন ঔষধ নাই। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। শ্রীমান্ গহননাথ জগতের হিতের জন্য এই ঔষধ প্রকাশ করেন। (ভৈষজ্যর° শ্লীপদাধি°)

নিত্যানন্দ শর্ম্মা, ইনি উপাসনা-তত্ত্ব নামে একখানি ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন।

নিত্যানন্দানুচর, অপরোক্ষানুভূতিটীকাপ্রণেতা।

নিত্যানন্দাশ্রম (পুং) একজন টীকাকার। [নিত্যানন্দ দেখ।]

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক (পুং) নিত্যঞ্চ অনিত্যঞ্চ নিত্যানিত্যে তে চ তে বস্তুনী নিত্যানিত্যবস্তুনী, তয়োর্বিবেকঃ। নিত্যানিত্য বস্তুর বিবেক, বেদান্তমতে—ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার লাভ করিতে হইলে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক আবশ্যক, এই বস্তু নিত্য, এই বস্তু অনিত্য, ইহার সম্যক্ বিবেক বা জ্ঞান নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক। ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্তু, ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা সকলিই অনিত্য, এই প্রকার জ্ঞানের নাম নিত্যা-নিত্যবস্তুবিবেক জ্ঞান।

"ব্রহ্মং সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবং রূপো বিনিশ্চয়ঃ।
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ॥"

(শব্দার্থচিন্তামণি ধৃতবাক্য)

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকজ্ঞানই মুমুক্ষুদিগের প্রধান সোপান। যেমন লোকসমূহের মরুমরীচিকায় জলভ্রান্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ অবিদ্যাধিষ্ঠিতজীবের ব্রহ্মে দৃশ্য-ভ্রান্তি হয়। এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য, মুমুক্ষুদিগের প্রথমে এই জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হয়। এই জ্ঞান যখন দৃঢ় হয়, তখন নিত্যানিত্যবস্তু-বিবেক হইয়াছে জানিতে হইবে। এই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক লাভ করিতে হইলে শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা এই সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন হইতে হইবে। এই সকল সাধন দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে 'আমি' এই জ্ঞান ও তাহার আলম্বন দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই ভ্রান্তিমাত্র, অন্য কিছু নহে। সুতরাং আমি-জ্ঞান ও আমি-জ্ঞানের আলম্বন সমস্তই রজ্জুতে সর্পবোধের ন্যায় মিথ্যা, ব্রহ্মে যখন এই জ্ঞান অবিচাল্য হয়, তখন আপনা হইতেই 'অহং' জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় মন এ সকলকে ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে।

অহংজ্ঞান ব্রহ্মাবগাহী হইলেই তত্ত্বজ্ঞান হয়। জ্ঞান হইলেই মুক্তি। অতএব নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান সাধন বলিতে হইবে।

প্রথমে যাহাতে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক হয়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। (বেদান্তসার)

নিত্যানিত্যসংযোগবিরোধ (পুং) নিত্যস্য অনিত্যস্য একত্র

সংযোগে সম্বন্ধে বিরোধঃ। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর একত্রাবস্থানরূপ বিরোধ, ভাব ও অভাবের একত্রাবস্থানরূপ বিরোধ, অর্থাৎ নিত্যবস্তুতে অনিত্যবস্তু থাকিতে পারে না, ভাবপদার্থের সহিত একত্রাবস্থান সম্ভব নহে।

নিত্যানুবদ্ধ (ত্রি) রক্ষাকারী, প্রতিপালক। (দিব্যাবদান)

নিত্যাভিযুক্ত (ত্রি) নিত্যং অভিসমন্তাৎ যুক্তঃ যোগে ব্যাপৃতঃ। যোগিবিশেষ। যাহারা যেরূপে কেবল দেহ রক্ষা হয় এইরূপ ভোজনাদি করিয়া এবং অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া যোগাবলম্বন করে।

নিত্যাভৈরবী (স্ত্রী) নিত্যা তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধা ভৈরবী। ভৈরবীবিশেষ। ইহার ধ্যান—

"বালসূর্য্যপ্রভাং দেবীং জবাকুসুমসন্নিভাম্।
মুণ্ডমালাবলীরম্যাং বালসূর্য্য-সমাংশুকাম্॥
স্বর্ণকলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্।
পাশাঙ্কুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালিকাম্॥" (তন্ত্রসার)

নিত্যারিত্র (স্ত্রী) নিয়ত ঋত্বিক্‌রূপ উদক আকর্ষণের-কাষ্ঠসাধনযুক্ত। "নো গৃহায় নিত্যারিত্রাং পদ্বতীং" (ঋক্ ১।১৪০।১২) 'নিত্যারিত্রাং নিয়ত ঋত্বিগ্‌রূপোদকাকর্ষণকাষ্ঠসাধনোপেতাম্'(সায়ণ)

নিত্যোৎক্ষিপ্তহস্ত (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

নিত্যোদিতরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শোধিতরস, তাম্র, লৌহ, অভ্র, বিষ, গন্ধক, এই সকল দ্রব্য সমভাগ এবং এই সকলের সমান ভেলা এই সমুদয় দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ওল এবং মানকচুর রসে ৩ দিন ভাবনা দিতে হইবে। মাত্রা কলাই প্রমাণ। অনুপান ঘৃত। এই ঔষধ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শরোগ আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যর° অর্শোঽধি°)

নিথর (দেশজ) স্থির, ধীর, নিঃশব্দ।

নিদ (স্ত্রী) নিদি-ক বাহুলকাৎ ন-লোপঃ। ১ বিষ। (স্ত্রী) ২ নিন্দক। "অর্ব্বন্ নিদায়া বিশ্বেভিরগ্নে" (ঋক্ ৬।১২।৬) 'নিদায়া নিন্দিত্র্যাঃ।' (সায়ণ)

নিদন্ত (পুং) নিহিত দন্ত।

নিদদ্রু (ত্রি) নিদাৎ বিষাৎ দ্রাতি পলায়তে ইতি দ্রা মৃগয্বাদিত্বাৎ কু প্রত্যয়েন সাধুঃ। মনুষ্য। (শব্দচ°) (ত্রি) নির্নাস্তি দক্রর্যস্য। দক্ররোগরহিত।

নিদর্শক (ত্রি) নিদর্শয়তীতি নি-দৃশ-ণিচ্-ণ্বুল্। নিদর্শনকারী।

নিদর্শন (ক্লী) নিদৃশ্যতেঽনেনেতি নি-দৃশ-ল্যুট্। উদাহরণ, দৃষ্টান্ত। "ব্যক্তপ্রাজ্ঞেঽপি দৃষ্টান্তাবুভে শাস্ত্রনিদর্শনে।" (নানার্থটীকা ভরত) ২ অভিজ্ঞান।

নিদর্শনা (স্ত্রী) নিদর্শয়তীতি নি দৃশ্-ণিচ্ ল্যু-টাপ্। কাব্যালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"সম্ভবন্ বস্তুসম্বন্ধোঽসম্ভবন্ বাপি কুত্রচিৎ।
যত্র বিম্বানুবিম্বত্বং বোধয়েৎ সা নিদর্শনা॥" (সাহিত্য° ১০।৬৯৯)

যে স্থলে সম্ভব বস্তুসম্বন্ধ বা অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধ বিম্বানুবিম্বত্ব বোধ হয়, সেই স্থানে নিদর্শনা অলঙ্কার হয়। অর্থাৎ যে স্থলে সম্ভব বস্তু সম্বন্ধের সহিত অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধের প্রণিধানগম্য সাম্য বোধ হয়, অর্থাৎ উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে যেখানে সমতা বোধ হয়, তথায় নিদর্শনা অলঙ্কার হইবে। ইহা সম্ভব বস্তু সম্বন্ধের সহিত অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধের বা সম্ভব বস্তু সম্বন্ধের সহিত সম্ভব বস্তু সম্বন্ধের প্রণিধানগম্য সাম্য হইলে হইবে।

সম্ভববস্তু সম্বন্ধের সহিত সম্ভববস্তু সম্বন্ধের উদাহরণ—

"কোঽত্র ভূমিবলয়ে জনান্ মুধা তাপয়ন্ সুচিরমেতি সম্পদম্।
বেদয়ন্নিতি দিনেন ভানুমানাসসাদ চরমাচলং ততঃ।"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

এই ভূমণ্ডলে কোন্ ব্যক্তি জনসমূহকে বৃথা পীড়া দিয়া সুচিরকাল সম্পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে? কেহই প্রাপ্ত হয় না। সূর্য্য সমস্ত দিন তাপদ্বারা জগতের পীড়া জন্মাইয়া চরমাচল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই স্থলে দুইটীই সম্ভব বস্তুর বর্ণনা হইল, পূর্ব্ব বাক্যে বলা হইল, চিরকাল লোকের পীড়া উৎপাদন করিয়া সুচিরকাল ধরিয়া সম্পদ্ লাভ হয় না। পর বাক্যে বলা হইল, সূর্য্য সমস্ত দিন লোকের পীড়া উৎপাদন করিয়া চরমাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই স্থলে দুইটী সম্ভব বস্তু সম্বন্ধের প্রণিধান দ্বারা সমতা বোধ হইল, অর্থাৎ সূর্য্য যখন লোকের পীড়া উৎপাদন করিয়া দুরাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, অনর্থক জনপীড়কও অচিরকাল মধ্যে দুরাবস্থায় পতিত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি। এইরূপে দুইটী বর্ণনীয় বিষয়ের সমতা বোধ হওয়ায়, এই স্থলে নিদর্শনা অলঙ্কার হইল। অসম্ভব বস্তুসম্বন্ধনিদর্শনা দুইপ্রকার, একবাক্যগত বা অনেকবাক্যগত।

উদাহরণ—"কলয়তি কুবলয়মালাললিতং কুটিলঃ কটাক্ষবিক্ষেপঃ।
অধরঃ কিসলয়লীলামাননমস্যাঃ কলানিধের্বিলাসম্॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

ইহার কুটিল কটাক্ষবিক্ষেপ নীলোৎপলমালার সৌন্দর্য্য অধর কিসলয়ের লীলা এবং আনন চন্দ্রের শোভা বিস্তার করিতেছে। অন্য অন্যের ধর্ম্ম বহন করিতে পারে না, কিন্তু কবি এই স্থলে অসম্ভব বস্তুর সম্ভব বলিয়া সমতা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া, এই স্থলে নিদর্শনা অলঙ্কার হইল। অনেকবাক্যগত—

"ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপুস্তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

শকুন্তলার এই স্বভাবসুন্দর শরীর যিনি তপঃক্ষম করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, নিশ্চয় তিনি নীলোৎপত্রের অগ্রভাগ দ্বারা শমী লতাচ্ছেদ যেরূপ অসম্ভব, এই শকুন্তলার শরীরকে তপঃক্ষম করার প্রয়াসও তদ্রূপ। এই স্থলে পূর্ব্বোক্ত দুইটী বিষয়ের সাম্য হওয়ায় নিদর্শনা অলঙ্কার হইল।

দৃষ্টান্ত অলঙ্কারে পরস্পরের সমান ধর্ম্মদ্বয় কথিত হয়, কিন্তু যেখানে সাম্য প্রণিধানগম্য হইবে, সেই সেই স্থলেই নিদর্শনা অলঙ্কার হইবে, নিদর্শনা ও দৃষ্টান্তে ইহাই প্রভেদ। (সাহিত্যদ°)

দণ্ডির মতে ইহার লক্ষণ—

"অর্থান্তরপ্রবৃত্তেন কিঞ্চিত্তৎসদৃশং ফলম্।

সদসদ্বাম্নিদর্শ্যেত যদি না তান্নিদর্শনা॥" (দণ্ডী)

নিদাঘ (পুং) নিতরাং দহ্যতেঽত্র অনেন বা নি-দহ্-ঘঞ্। ন্যঙ্কাদিত্বাৎ কুত্বম্। ১ গ্রীষ্মকাল। ২ উষ্ণ। ৩ ঘর্ম্ম।

"তে প্রজানাং প্রজানাথাস্তেজসা প্রশ্রয়েণ চ।

মনোজহ্রুর্নিদাঘান্তে শ্যামাভ্রা দিবসা ইব॥" (রঘু ১০।৮৩)

নিদাঘকালে এই সকল বর্ণনীয়। মল্লিকাপুষ্প, পাটলপুষ্প, তাপ, সরোবর, পথিকশোষ, বায়ু, সেক, শক্তু, প্রপা, স্ত্রী, মৃগতৃষ্ণা ও আম্রাদি ফলপাক। (কবিকল্পলতা)

সুশ্রুতের মতে—নিদাঘকালে মধুর ও স্নিগ্ধরস, দিবানিদ্রা, গুরুপাকদ্রব্যভোজন, ব্যায়াম, উষ্ণ আহার, পরিশ্রম, মৈথুন, অতিশোষণকর ভোজন বা ক্রিয়া ও পিত্তকর রস পরিত্যাগ করিতে হইবে। সরোবর, নদী, মনোহর বন, চন্দন, মাল্য, পদ্ম, উৎপল, তালবৃন্তব্যজন, শীতলগৃহ, ঘর্ম্মকালে অতি লঘু বস্ত্র পরিধান, শর্করাখণ্ডের সুগন্ধি হিমপানক (সরবত), শর্করাযুক্ত মদ্য এবং শীতল, ঘৃতযুক্ত মধুর দ্রব দ্রব্যভোজন নিদাঘ সময়ে হিতকর। রাত্রিকালে শর্করা সহযোগে দুগ্ধসেবন বিধেয়। গাত্রে চন্দনলেপন ও মন্দবায়ু সঞ্চারিত স্থানে প্রস্ফুটিত কুসুমবিকীর্ণ শয্যায় শয়ন প্রশস্ত। (সুশ্রুত ৬৪ অ°)

(পুং) ৪ ঋতুপর্ণীজাত পুলস্ত্যঋষির পুত্র। (বিষ্ণুপু°)

নিদাঘকর (পুং) নিদাঘাঃ উষ্ণাঃ করাঃ কিরণানি যস্য। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ।

নিদাঘকাল (পুং) নিদাঘ এব কালঃ, নিদাঘস্য কালো বা। গ্রীষ্ম ঋতু, গ্রীষ্মসময়।

"প্রচণ্ডসূর্য্যঃ স্পৃহণীয়চন্দ্রমাঃ সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।

দিনান্তরম্যোঽভ্যুপশান্তমন্মথো নিদাঘকালঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে॥"

(ঋতুসংহার ১।১)

নিদাতৃ (ত্রি) নি-দো-তৃচ্। নিরোধক।

"চন্দ্রবৎসোরুক্ষরিহ নিদাতারম্।" (ঋক্ ৮।৭২।৫)

'নিদাতারং নিরোধকম্' (সায়ণ)

নিদান (ক্লী) নি-নিশ্চয়ং দীয়তেঽনেনেতি নি-দা করণে ল্যুট্। ১ আদিকারণ।

"নিদানমিক্ষ্বাকুকুলস্য সন্ততেঃ" (রঘু ৩।১)

২ কারণ। ৩ বৎসদামাদি।

"উচ্চৈর্দিব্যাণামস্পৃজন্নিদানম্।" (ঋক্ ৬।৩২।২)

নি-দো ছেদে ভাবে ল্যুট্। ৪ কারণক্ষয়। ৫ শুদ্ধি। ৬ তপঃফলযাচন। ৭ অবসান। ৮ রোগনির্ণয়। ইহার পর্য্যায়—রোগলক্ষণ, আদান, রোগহেতু। (রাজনি°)

"নিদানং পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা।

সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধা স্মৃতম্॥

নিমিত্তহেত্বায়তনপ্রত্যয়োত্থানকারণৈঃ।

নিদানমাহুঃ পর্য্যায়ৈঃ প্রাগ্রূপং যেন লক্ষ্যতে॥" (মাধবকর)

কি কারণে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহার কারণসমূহ নিশ্চয়ের নাম নিদান। নিদান দেখিয়া রোগনির্ণয় করা যায়। মাধবকর চরকাদি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া নিদান নামে এক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, বৈদ্যকমতে রোগনির্ণয়ের পক্ষে ইহাই প্রশস্ত গ্রন্থ।

সুশ্রুতে নিদানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। সুশ্রুত ধন্বন্তরিকে রোগনিদানের বিষয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—দেহযন্ত্রস্থিত বায়ু বিকৃত হইয়া কুপিত হইলে দেহ মধ্যে যে যে স্থান আশ্রয় করে, সেই সেই স্থানে থাকিয়া যে যে ক্রিয়া করে এবং তদ্দ্বারা যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, সেই সকল বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন। সুশ্রুতের এই বাক্যে ধন্বন্তরি বলিয়াছিলেন, ভগবান্ স্বয়ম্ভুই বায়ু নামে অভিহিত। ইনি স্বতন্ত্র, সর্ব্বগত ও নিত্য। এই বায়ুই প্রাণিসমূহের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের মূল। ইহার ক্রিয়া সকল প্রত্যক্ষ। ইনি দেহস্থিত দোষসমূহের নায়ক এবং রোগ সকলের রাজা। ইনি দেহ মধ্যে আশু কার্য্যকারী ও শীঘ্রবিচরণশীল। বায়ু কুপিত না হইলে দোষধাতুও সমভাবে থাকে, তাহাদের স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় এবং বায়ুর ক্রিয়া সকলও সরলভাবে হইতে থাকে। এই বায়ু প্রাণ, উদান, সমান, ব্যান ও অপান এই পাঁচ নামে আখ্যাত। এই পঞ্চবায়ু দেহিদিগের দেহরক্ষা করে। যে বায়ু মুখ মধ্যে সঞ্চরণ করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু। প্রাণবায়ুদ্বারা দেহ রক্ষা, ভুক্ত অন্ন জঠর মধ্যে প্রবিষ্ট এবং প্রাণধারণ হইয়া থাকে। এই বায়ু দূষিত হইলে প্রায়ই হিক্কা শ্বাস প্রভৃতি রোগ জন্মে।

যে বায়ু ঊর্দ্ধদিকে সঞ্চরণ করে, তাহাকে উদানবায়ু কহে। এই বায়ু কুপিত হইলে স্কন্ধ-সন্ধির উপরিস্থিত

রোগ সকল হইয়া থাকে। আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থলে সমান বায়ু অবস্থিত, এই বায়ু জঠরস্থিত অগ্নির সহিত মিলিত হইয়া ভুক্তান্ন পরিপাক করে এবং তজ্জনিত রসসমূহ পৃথক্ করে। ইহা দূষিত হইলে গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য ও অতিসার প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। ব্যানবায়ু সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চরণ করে এবং আহারজ রস সকল সমস্ত শরীরে বহন করিয়া থাকে। ইহা হইতে ঘর্ম্মনিঃসারণ ও রক্তস্রাব প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই বায়ু কুপিত হইলে, সকল দেহগতরোগ জন্মিয়া থাকে। অপান-বায়ু পক্বাশয়ে অবস্থিত। ইহা দ্বারা মল, মূত্র, শুক্র, গর্ভ ও আর্ত্তব শোণিত কালে কালে আকৃষ্ট হইয়া অধোগমন করে। এই বায়ু কুপিত হইলে বস্তি ও গুহ্যদেশ আশ্রিত সকল প্রকার রোগ হইয়া থাকে। ব্যান ও অপান এই দুই বায়ু একত্র কুপিত হইলে শুক্রদোষ ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ হয়। সকল বায়ু একত্র কুপিত হইলে দেহ ভেদ করিয়া গমন করে।

বায়ু বিবিধ প্রকারে কুপিত হইয়া স্থানবিশেষ আশ্রয় করিলে বমনাদিরোগ, মোহ, মূর্চ্ছা, পিপাসা, হৃদ্‌গ্রহ ও পার্শ্বদেশে বেদনা এই সকল উপদ্রবও জন্মে।

পক্বাশয় আশ্রয় করিলে অন্ত্রকূজ (নাড়ীর শব্দ), নাভিশূল, কষ্টে মূত্রনিঃসরণ, আনাহ এবং কটিদেশে বেদনা প্রভৃতি হইয়া থাকে। শ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের স্থান আশ্রয় করিলে ইন্দ্রিয়-কার্য্যের অভাব হয়। ত্বক্ আশ্রয় করিলে বিবর্ণতা, অঙ্গস্ফুরণ, সুপ্তি (ত্বকের সঙ্কোচভাব), চুম্ চুমশব্দ শ্রবণ, ত্বকে বেদনা প্রভৃতি হইয়া থাকে। (ইত্যাদি) (সুশ্রুত নিদানস্থান ১ অ°)

[বিশেষ বিবরণ সুশ্রুত নিদানস্থান দ্রষ্টব্য।]

পূর্ব্বোক্ত বায়ু সকল কুপিত হইয়াই রোগ উৎপাদন করে। নিদানে লিখিত আছে—

"সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতো মলাঃ।" (নিদান)

কুপিত মল অর্থাৎ বায়ুপিত্ত ও কফ রোগসমূহের নিদান। বায়ু, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয় কুপিত হইয়া পীড়া জন্মে। পীড়া হইলে লক্ষণ দ্বারা স্থির করা যায় যে, কোন্ দোষ কুপিত হইয়াছে, তখন সেই দোষের চিকিৎসা দ্বারা বিকৃতদোষ স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হইলে উপদ্রব সকল দূর হইয়া থাকে।

২ একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু।

নিদারুণ (ত্রি) অতি দারুণ, ভয়ানক, কঠিন, নির্দ্দয়, দুঃসহ, অসহ্য।

নিদিগ্ধ (ত্রি) দিহ-উপচয়ে নিদিহ্যতেস্মেতি দিহ-ক্ত। লেপাদি দ্বারা বর্দ্ধিত, পর্য্যায়—উপচিত। লেপিত, চর্চ্চিত মাখান।

নিদিগ্ধা (স্ত্রী) নি-দিগ্ধ-টাপ্। এলা, এলাচী। (শব্দর°)

নিদিগ্ধিকা (স্ত্রী) নিদিগ্ধা স্বার্থে-কন্, কাপি অত-ইত্বং। ১ এলা। ২ কণ্টকারিকা। পর্য্যায়—

"অনাক্রান্তা স্পৃহী ব্যাঘ্রী ভণ্ডাকী চ নিদিগ্ধিকা?
সিংহী ধামনিকা ক্ষুদ্রা বৃহতী কণ্টকারিকা॥" (বৈদ্যকরত্নমালা)

নিদিগ্ধিকাদি (পুং) জীর্ণজ্বরের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কণ্টকারী, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ পিপ্পলীচূর্ণ অর্দ্ধতোলা। জীর্ণ জ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্দ্দিত ও পীনসরোগে এই কাথ সেবনীয়। ইহা উর্দ্ধগরোগ নিবারণ করে বলিয়া সন্ধ্যা সময়ে সেবন করিতে হয়। চক্রদত্তের মতে রাত্রিজ্বরে এই কাথ সায়ংকালে, অন্যত্র প্রাতঃকালে সেব্য। পিত্তপ্রধান স্থলে পিপ্পলীর পরিবর্ত্তে মধু প্রক্ষেপ করিতে হয়।

অন্যবিধ—গুলঞ্চ ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ পিপ্পলীচূর্ণ অর্দ্ধতোলা। অথবা বিল্বছাল, শোনাছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, গণিয়ারীছাল, মিলিত ২ তোলা, প্রক্ষেপার্থ পিপুলচূর্ণ অর্দ্ধতোলা। ইহাতে জীর্ণজ্বর ও কফ নষ্ট হয়। গুলঞ্চের রস, পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, কফ, প্লীহা, কাস ও অরুচি নিবারণ হয়।

প্লীহাজ্বরে অন্যবিধ নিদিগ্ধিকাদি—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী ও রড়ার ছাল মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ—যবক্ষার ২ মাষা, পিপ্পলীচূর্ণ ২ মাষা। ইহা পান করিলে প্লীহাজ্বর নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী জ্বরাধিকার)

নিদিধ্যাস (পুং) নিদিধ্যাসন।

নিদিধ্যাসন (ক্লী) পুনঃ পুনরতিশয়েন বা নিধ্যায়তীতি নি-ধ্যৈ সন্, ততো ভাবে ল্যুট্। পুনঃ পুনঃ স্মরণ। অদ্বিতীয় বস্তুতে ব্রহ্মস্বরূপিণী বুদ্ধির স্বজাতীয় প্রবাহ।

যাহার শ্রবণ ও মনন সিদ্ধ হইয়াছে এবংবিধ ব্যক্তির একতানসাধ্য নিরন্তর চিন্তন। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ' (শ্রুতি) আত্মা শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হয়, শ্রবণ মনন না হইলে নিদিধ্যাসন হয় না।

"নিরন্তরং বিচারো যঃ শ্রুতার্থস্য গুরোর্মুখাৎ।
তন্নিদিধ্যাসনং প্রোক্তং তচ্চৈকাগ্র্যেণ লভ্যতে॥" (বিবেকচূড়া°)

গুরুমুখ হইতে নিরন্তর যে শ্রুতার্থের বিচার, তাহাকে নিদিধ্যাসন কহে, ইহা চিত্তের একাগ্রতাদ্বারা লাভ হয়। প্রথমে শ্রুতিবাক্যশ্রবণ, তৎপরে মনন, তাহার পরে নিদিধ্যাসন। এই শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন একমাত্র মোক্ষের উপায়। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ব্যতীত দুঃখাতীত হইবার অন্য কোন উপায় নাই। 'ব্রহ্মই আমি' ইত্যাকার অসন্দিগ্ধ অনুভবের নাম ব্রহ্মাত্মজ্ঞান।

এই জ্ঞানের প্রধান উপায় শ্রবণ। মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সাহায্যকারী। শাস্ত্রকথা শুনিলেই যে শ্রবণ হয়, তাহা হয় না। গুরুমুখে শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনা, মনোমধ্যে তাহার বিচারিত অর্থ ধারণা করা, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরায় ব্রহ্মেই সমুদয় শাস্ত্রের তাৎপর্য্য আছে, এবিষয়ে বিশ্বাস, এতগুলি একত্র হইলে তবে তাহা শ্রবণ বলিয়া গণ্য হইবে। শত শত লোক বেদান্ত অধ্যয়ন করে, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যও শ্রবণ করে, এবং তাহার অর্থ আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকে, অথচ তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় না। আবার ইহাও দেখা যায় যে, শ্রবণ না করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে দেখা যায় কপিল বামদেব প্রভৃতি জন্মজ্ঞানী। সুতরাং শ্রবণের ফল তত্ত্বজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান শ্রবণের কার্য্য এ কথা অসন্দিগ্ধরূপে কি করিয়া স্বীকার করা যায়? ইহার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য এই যে চিত্তের অনির্ম্মলতা ও জন্মান্তরীয় পাপ প্রভৃতি প্রতিবন্ধকে শ্রবণফলতত্ত্বজ্ঞান অবরুদ্ধ থাকে। প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই তাহা উদয় প্রাপ্ত হয়, বামদেবাদি ঋষিবৃন্দের তাহাই হইয়াছিল। তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের শ্রবণ এই জন্মে প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়াছিল, সেই জন্য আর ইহজন্মে তাহাদের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে হয় নাই। অতএব শ্রবণই তত্ত্বজ্ঞানের প্রধান কারণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তাহার সহকারী কারণ। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য শ্রবণ করিলে, তাহার অর্থে যে অবিশ্বাস ও অসম্ভববোধ প্রভৃতি ঘটনা হয়, যে ঘটনা মনন দ্বারা বিদূরিত হয়। মননের পরেও যদি স্পষ্টরূপে আমি ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহি, এ অনুভব না হয়, তাহা হইলে নিদিধ্যাসনের আবশ্যক হয়। নিদিধ্যাসনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলেই, ঐ অনুভব স্থিরতর হইয়া থাকে। অন্যথা হইলে হয় না। কোন কোন আচার্য্যের মতে নিদিধ্যাসনই তত্ত্বজ্ঞানের মুখ্য কারণ, শ্রবণ ও মনন ইহার সহায়। [শ্রবণ দেখ।] ২ সজাতীয় [illegible]প্রবাহ। ৩ অপরায়ত্ত বোধ।

"অপরায়ত্তবোধোঽ[illegible]মনমুচ্যতে।" (যোগবার্ত্তিক)।

নিজুগল, মহিসুররাজ্যের [illegible] জেলার অন্তর্গত একটী দুর্গ-সুরক্ষিত পাহাড় এবং ঐ পাহাড়ের উত্তরদিকে স্থিত এক খানি গ্রাম। অক্ষা° ১৩° ৯´ ২২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৭´ ৩১´´ পূঃ মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭৮০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। পোলিগার বংশীয়েরা এখানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন, তাহাদের আবাসবাটী এখনও বর্ত্তমান আছে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতান তাঁহাদের উচ্ছেদসাধন করিয়া নিজে এই স্থান দখল করেন।

নিদ্দদাবোল, (নিদা-দউল) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার তণুকু তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৬° ৫৪´ ২৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৪২´ ৪১´´ পূঃ। মছলিপত্তন হইতে ৬৩ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং রাজমহেন্দ্রী হইতে ১০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর সংযোগকারিণী ইলোরা-খালের উপর অবস্থিত। এই স্থানে গোলকণ্ডার ইব্রাহিম শাহ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান। এখানে ৫৮০ ঘর লোকের বসতি, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক।

নিদেশ (পুং) নি-দিশ-ঘঞ্। ১ শাসন। ২ আজ্ঞা। ৫ কথন। ৪ নিকট। ৫ ভাজন।

'নিদেশঃ শাসনেঽপি স্যাৎ কথনোপান্তয়োরপি।' (মেদিনী)

নিদেশিন্ (ত্রি) নি-দিশ-ণিনি। আজ্ঞাকারক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, নিদেশিনী। দিক্, কাষ্ঠা। (রাজনি°)

নিদেষ্টৃ (ত্রি) নিদিশতীতি নি-দিশ্-তৃচ্। নিদেশকর্ত্তা, আদেশকর্ত্তা।

নিদ্রা (স্ত্রী) নিন্দ্যতে ইতি নিদি কুৎসায়াং ইতি রক্ নলোপশ্চ (নিন্দের্নলোপশ্চ। উণ্ ২।১৭) স্বপ্ন, চলিত ঘুমান। পর্য্যায়—শয়ন, স্বাপ, সংবেশ, সুপ্তি, স্বপন। (শব্দর°) কালাগ্নিরুদ্রপত্নী, এই দেবী সিদ্ধযোগিনী। রাত্রিকালে নিদ্রাদেবী যোগদ্বারা লোকদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন।

"কালাগ্নিরুদ্রপত্নী চ নিদ্রা সা সিদ্ধযোগিনী।
সর্ব্বলোকাঃ সমাচ্ছন্না যয়া যোগেন রাত্রিষু॥" (তন্ত্র)

নৈয়ায়িকদিগের মতে ইধ্মনাড়ীতে মনঃসংযোগ হইলে নিদ্রা হয়। (জগদীশ)

পাতঞ্জলদর্শনের মতে মনোবৃত্তিবিশেষ।

"অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা" (পাত° ১।১১)

যাহাতে সমুদায় মনোবৃত্তি লীন হয়, সেই অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া যখন মনোবৃত্তি উদিত থাকে, তখন তাহা নিদ্রা বা সুষুপ্তি নামে অভিহিত হয়।

বস্তুতঃ নিদ্রাও এক প্রকার মনোবৃত্তি। প্রকাশস্বভাব সত্ত্বগুণের আচ্ছাদক তমোগুণের উদ্রেক অবস্থাকেই আমরা নিদ্রা বলি। তমঃ বা অজ্ঞান পদার্থই নিদ্রাবৃত্তির আলম্বন, যখন তমোময় অর্থাৎ অজ্ঞানময় নিদ্রাবৃত্তির উদয় হয়, তখন সর্ব্বপ্রকাশক সত্ত্বগুণটী অভিভূত থাকে, সুতরাং তৎকালে কোনও প্রকার প্রকাশ্য বস্তুর প্রকাশ থাকে না। সেই জন্যই লোকে বলিয়া থাকে—আমি নিদ্রিত ছিলাম, আমার জ্ঞান ছিল না। বস্তুতঃ তখন কোন বিষয়ক জ্ঞান ছিল না, তাহা নহে, তখন অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান ছিল। এই অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান থাকার জন্য নিদ্রাভঙ্গের পর তৎকালের অজ্ঞানবৃত্তিকে স্মরণ করিয়া থাকে। নিদ্রাকালে অজ্ঞানময় বা তমোময় বৃত্তি অনুভূত হইয়াছিল বলিয়াই নিদ্রাভঙ্গের পর তাহা তাহার স্মরণ হয় এবং সেই স্মরণদ্বারাই নিদ্রার বৃত্তিত্ব নির্ণয় হয়।

মনের পাঁচ প্রকার বৃত্তি—প্রমাণ, বিপর্য্যয় বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। এই ৫ প্রকার বৃত্তি অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা রোধ করা যায়। (পাতং দর্শন) বেদান্তবিদ্ পণ্ডিতেরা নিদ্রাকে সুষুপ্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। [সুষুপ্তি দেখ।]

মন যখন রজঃ ও সত্ত্বগুণ তমোগুণ দ্বারা অভিভূত হয়, তখন নিদ্রা উপস্থিত হয়। তমোগুণের কার্য্য অজ্ঞান। এই নিদ্রাকালে অজ্ঞানাত্মক জ্ঞান হয়, অর্থাৎ তখন অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞানই থাকে, অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না।

নিদ্রার বিষয় আয়ুর্ব্বেদে এইরূপ লিখিত আছে। মানবসমূহের স্বভাবতই প্রত্যহ চারিটী অভিলাষ হইয়া থাকে—আহারেচ্ছা, পানেচ্ছা, নিদ্রা ও সুরতস্পৃহা। যখন নিদ্রা উপস্থিত হয়, তাহার বেগ ধারণ করিলে জৃম্ভা (হাইউঠা), মস্তক ও চক্ষুর গুরুত্ব, শরীরে বেদনা, তন্দ্রা এবং ভুক্ত দ্রব্যের অপাক হইয়া থাকে।

দিবাভাগে নিদ্রা হিতকর নহে। দিবানিদ্রা কফকারক। কিন্তু গ্রীষ্মকালে দিবানিদ্রা বিশেষ দোষাবহ নহে। গ্রীষ্মকালে ভিন্ন অপর ঋতুতে দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ।

যাহাদের প্রত্যহ দিবানিদ্রা যাওয়া অভ্যাস, তাহাদের দিবা নিদ্রা পরিত্যাগ করিলে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ কুপিত হয়, যে সকল ব্যক্তি ব্যায়াম বা স্ত্রীপ্রসঙ্গ দ্বারা দুর্ব্বল অথবা পথ পর্য্যটনে ক্লান্ত এবং অতীসার, শূল, শ্বাস, পিপাসা, হিক্কা, বায়ুরোগ, মদাত্যয় ও অজীর্ণ এই সকল রোগাক্রান্ত ও অথবা ক্ষীণদেহ, ক্ষীণকফ, শিশু, বৃদ্ধ ও যে সকল ব্যক্তি রাত্রিজাগরণ করিয়াছে, কিংবা উপবাস করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে দিবানিদ্রা হিতকর। যাহার দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ অভ্যস্ত, তাহার দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণে কোন দোষ হয় না।

ভোজনাবসানে নিদ্রা যাইতে হয়। ইহাতে বায়ু ও পিত্ত নষ্ট ও কফ বর্দ্ধিত হয় এবং শরীরের পুষ্টি ও সুখ হইয়া থাকে। ভোজনের অন্ততঃ দুই দণ্ড পরে নিদ্রা যাইতে হয়, আহারের অব্যবহিত পরেই নিদ্রা যাওয়া ভাল নহে।

যথাকালে নিদ্রা গেলে তদ্দ্বারা ধাতুর সমতা ও আলস্য বিনষ্ট হয় এবং শরীরের পুষ্টি, বল, বর্ণ, উজ্জ্বলতা, উৎসাহ ও জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। শয়নকালে ছোলঙ্গনেবুর পত্রচূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া লেহন করিলে তদ্দ্বারা বায়ুর প্রসরতাগুণ প্রতিরুদ্ধ হয়, সুতরাং বায়ুর সঙ্কোচন হেতু সুখনিদ্রা হইয়া থাকে।

"যদা তু মনসি ক্লান্তে কর্ম্মাত্মানঃ ক্লমান্বিতাঃ।
বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তন্তে তদা স্বপিতি মানবঃ॥" (ভাবপ্রং ভাং)

যৎকালে মানবগণের মন, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও বুদ্ধীন্দ্রিয় বিশ্রান্তভাব অবলম্বন করে, এবং সকল বিষয়কর্ম্মনিবৃত্তি হয়, তখন মানব নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে। মূর্চ্ছা, ভ্রম, তন্দ্রা ও নিদ্রা প্রত্যেকটীই বিভিন্ন। পিত্ত ও তমোগুণের আধিক্যে মূর্চ্ছা, পিত্ত, বায়ু ও রজোগুণের আধিক্যে ভ্রম, বায়ু, কফ ও তমোগুণের আধিক্যে তন্দ্রা, এবং কফ ও তমোগুণবাহুল্যে নিদ্রা হয়। যাহাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণে শক্তি রহিত হয়, এবং দেহের গুরুতা, জৃম্ভণ, ক্লান্তিবোধ ও নিদ্রাকর্ষিতের ন্যায় অনুভূত হয়, তাহাকে তন্দ্রা কহে। নিদ্রা ও তন্দ্রা এই দুয়ের প্রভেদ এই যে, নিদ্রান্তে জাগরিত হইলে ক্লান্তির অপগম হয়, এবং তন্দ্রাভিভূত ব্যক্তির জাগরণাবস্থাতেও ক্লান্তি বিদূরিত হয় না। (ভাবপ্রং)

সুশ্রুতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে.—হৃদয় চেতনার স্থান, ইহা অজ্ঞানে আবৃত হইলে প্রাণিগণ নিদ্রিত হয়। নিদ্রা বৈষ্ণবীশক্তি। ইহা সকল প্রাণিকেই অভিভূত করে। যখন সংজ্ঞাবহা শিরাসকল তমঃপ্রধান শ্লেষ্মাদ্বারা আবৃত হয়, তখন তামসী নামে নিদ্রা উপস্থিত হয়। মৃত্যুকালে যে নিদ্রা হয়, তাহাকে অনববোধিনী নিদ্রা কহে। তমোগুণবিশিষ্টব্যক্তির দিবা ও রাত্রি এই উভয়কালেই নিদ্রা হয়। রজোগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির অকারণে নিদ্রা হয়। সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্যক্তির অর্দ্ধরাত্রতে নিদ্রা হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাক্ষয় ও বায়ুবৃদ্ধি হইলে অথবা মন বা শরীর তাপিত হইলে নিদ্রা হয় না।

হৃদয়ই সকল প্রাণির চেতনার স্থান, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেই হৃদয় তমোগুণে অভিভূত হইলে দেহে নিদ্রা প্রবেশ করে। তমোগুণই একমাত্র নিদ্রার কারণ এবং সত্ত্বগুণ বোধের হেতু অথবা স্বভাবই ইহাদিগের প্রধান হেতুবলা যাইতে পারে। জাগ্রদবস্থায় যে সকল শুভাশুভ বিষয় অনুভূত হয়, নিদ্রাকালে জীবাত্মা রজোগুণবিশিষ্ট মন দ্বারা সেই সকল বিষয় গ্রহণ করেন। ইন্দ্রিয়গণ বিকল হইলে এবং অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পাইলে, জীবাত্মা নিদ্রিত না হইলেও নিদ্রিতের ন্যায় বলা যায়।

বর্ত্তমান য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, প্রাণিগণ যে স্বাভাবিক অচেতন অবস্থার বশবর্ত্তী হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্যাবস্থায় কালযাপন করে ও যে অবস্থার পরেই কার্য্যকারিণী শক্তি প্রবলবেগে পূর্ব্বাপেক্ষা আনন্দ ও সামর্থ্যের সহিত কার্য্যে রত হয়, সেই অবস্থার নাম নিদ্রা বা নিদ্রাবস্থা। যেমন কোন যন্ত্র বা কল, ব্যবহার দ্বারা ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, উহাতে ঐ কলের বা যন্ত্রের উপাদান পুনঃসংযোজন ভিন্ন, শীঘ্রই উহা অতি ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, উদ্দেশ্য কর্ম্মের অনুপযোগী হইয়া পড়ে, সেইরূপ হস্তপদাদির কার্য্যদ্বারা আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র সকল নিয়ত ক্ষয় হইতে থাকিলেও উহার পরিপোষণ ভিন্ন শীঘ্রই

ঐ সকল যন্ত্র অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং ঐ যন্ত্রসমষ্টিচালিত জীবদেহ অচিরে কার্য্যাক্ষম হইয়া মৃত নাম ধারণ করে। এজন্য সামঞ্জস্য রক্ষার্থ করুণাময় পরমেশ্বর নিদ্রার সৃষ্টি করিয়াছেন। কারণ জীবগণ জাগ্রদবস্থায় কর্ম্ম করিলে জীবের যে সমস্ত যন্ত্র বা বীর্য্যের হ্রাস হয়, নিদ্রিত হইলে ঐ যন্ত্র বা বীর্য্য নিকর্ম্মাবস্থায় অবস্থিতি করিতে থাকায় উহার হ্রাস বা ক্ষয় হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। এ ছাড়া নিদ্রায় পূর্ব্বভুক্ত আহারদ্বারা বিনষ্ট বীর্য্যের অভাব পূর্ণ হয়। এই জন্যই নিদ্রার বিশেষ আবশ্যক। পৃথিবী যেমন রাত্রি ও দিবা এই দুইটী অবস্থার অধীন ও যেমন ঐ দুইটী অবস্থার আগমনেরও নির্দ্দিষ্ট সময় অবধারিত আছে, সেইরূপ জীবদেহ নিদ্রিত ও জাগ্রদাবস্থার অধীন এবং ঐ দুই অবস্থায় আগমনের সময়ও নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। নির্জ্জনতা ও অন্ধকার যুক্ত রাত্রিই মনুষ্য ও অনেকপ্রাণীর পক্ষে নিদ্রার উপযুক্ত সময়, কিন্তু অনেক স্থলে ইহার অনেক বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। যেমন প্রজাপতিগণ দিবাভাগে, হকমথ্ নামক কীট সন্ধ্যার সময় ও মথ্‌কীট রাত্রিতে কার্য্য করে। পক্ষিদিগের মধ্যে হতুমপেঁচা ও অন্যান্য দুই একপ্রকার পক্ষী ভিন্ন আর সমস্ত পক্ষীই দিবাভাগে কার্য্য করে ও রাত্রিতে নিদ্রা যায়। মাংসজীবি ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ দিবাভাগে নিদ্রা যায় এবং রাত্রিতে আহার অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়।

সাধারণতঃ নিদ্রার দুইটী কারণ উল্লিখিত আছে। একটী মুখ্য ও অপরটী তাহার সহযোগী বলিলেও দোষ হয় না। মুখ্য কারণ এই যে, জাগ্রদবস্থায় পরিশ্রমদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, সর্ব্বেন্দ্রিয়ের কর্ত্তা মস্তিষ্ক, বিশ্রাম ভিন্ন আর কার্য্য করিতে স্বীকার করে না। নিদ্রা ভিন্ন মস্তিষ্কের বিশ্রাম অসম্ভব, এজন্য ঐ ক্লান্তিদ্বারা নিদ্রার আবির্ভাব হয়। কিন্তু অনেক সময় মানসিক বা শারীরিক অত্যধিক পরিশ্রম নিদ্রার বিঘ্নজনক হয়। নিদ্রার সাহায্যকারী কারণসমূহের মধ্যে, যাহারা মস্তিষ্ককে উত্যক্ত করেনা বা যাহারা মস্তিষ্কবোধগম্য কথায় বারংবার আবৃত্তি করে, তাহারাই নিদ্রার পোষক। যেমন অন্ধকার এবং নির্জ্জনতা সাধারণতঃ নিদ্রার উদ্দীপক এবং যাহাদের কোন কল বা সদর রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী কোলাহলপূর্ণ স্থানে থাকা অভ্যাস, তাঁহারা ঐ সমস্ত গোলমালশূন্য স্থানে আদৌ নিদ্রা যাইতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত দুইটীও অন্যান্য কারণসমূহ, মনকে, তাহার কার্য্যক্ষেত্র হইতে আকর্ষণ ও ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা হ্রাস করে, সুতরাং নিদ্রাদেবীর আগমন অনিবার্য্য হইয়া উঠে। নিদ্রা আসিবার একটু পূর্ব্ব হইতেই মনের অলসভাব (কার্য্য করিতে অনিচ্ছা) উপস্থিত হইতে থাকে ও মনোযোগের অভাব দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য দৃশ্য পদার্থের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না এবং তখন নির্জ্জনতা ও নিস্তব্ধতা অতিশয় প্রিয় হয়। নিদ্রা আসিবার উপক্রম হইলে, আমাদের ধারণাশক্তির ব্যতিক্রম ঘটিতে থাকে, শরীর ক্রমশঃ অসাড় হয়, চক্ষু আর দেখিতে পায় না, কর্ণ কিছুক্ষণ শব্দের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলেও উহার অর্থবোধ করিতে পারে না এবং ঐ শব্দ যেন দূরে অবস্থিত, এইরূপ অনুভব হয়। চক্ষুর পাতা মুদ্রিত এবং গ্রন্থিসমূহ শিথিল হয়। তৎক্ষণাৎই আমরা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ি। নিদ্রার প্রথমাবস্থায়, ইন্দ্রিয় ও যুক্তিশক্তি সর্ব্বপ্রথম অচেতন হয়, কল্পনা ও অন্যান্য সামান্য সামান্য শক্তিসমূহ বহুক্ষণ সচেতন থাকে। নিদ্রাবস্থাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। নিদ্রা সর্ব্বপ্রথমে অত্যন্ত গাঢ়, তৎপরে তদপেক্ষা একটু চৈতন্যমিশ্রিত, তদনন্তর জাগ্রদবস্থায় আগমন প্রতীক্ষায় সচেতন ভাব ধারণ করে। সাধারণতঃ নিদ্রা এবং চৈতন্যের মধ্যবর্ত্তী একটী সময় দৃষ্ট হয়, ঐ সময়ে নিদ্রার আবেগ অত্যন্ত অল্প থাকে, এজন্য তখন নিদ্রিত ব্যক্তিকে অতি সহজেই জাগান যায়। বয়স, অভ্যাস, প্রকৃতি এবং ক্লান্তি অনুসারে মনুষ্যের নিদ্রার বিশেষ তারতম্য দৃষ্ট হয়। ভ্রূণ মাতৃগর্ভে প্রায়ই চিরনিদ্রায় অভিভূত থাকে। ভূমিষ্ঠ হইয়া শিশু প্রথমতঃ কিছুদিন, অধিক সময় নিদ্রায় অতিবাহন করে, বিশেষতঃ অকালপ্রসূত সন্তানগণ, কেবল আহার্য্য বস্তু গ্রহণ সময় ব্যতীত অবশিষ্ট সময় প্রায়ই নিদ্রিত থাকে। তৎপরে শরীরের পূর্ণত্বের জন্য যতদিন ক্ষয় অপেক্ষা পুষ্টির ভাগ অধিক আবশ্যক, ততদিন নিদ্রার আধিক্য প্রয়োজন। যৌবনাবস্থায় শরীরে ক্ষয় ও বৃদ্ধি উভয়ই প্রায় তুল্য থাকায় নিদ্রার ভাগ অনেক কমিয়া যায়। আবার বৃদ্ধকালে সাধারণতঃ পোষণশক্তির অভাব হেতু, উহার পূরণের জন্য অধিক পরিমাণ নিদ্রার আবশ্যক হয়। স্ত্রীলোকদিগের নিদ্রা পুরুষদিগের অপেক্ষা অনেক অল্প। সুস্থকায় মনুষ্যের পক্ষে আট ঘণ্টার অধিককাল নিদ্রা অনাবশ্যক।

প্রকৃতি সম্বন্ধে এইরূপ দেখা যায় যে, স্থূলকায় লোক ক্ষীণকায় অপেক্ষা অত্যন্ত নিদ্রাপ্রিয়। অভ্যাস অনুসারেও নিদ্রার ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হয়। জেনারল এলিয়ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৪ ঘণ্টার অধিক সময় ঘুমাইতেন না। বিখ্যাত আধ্যাত্মিক শাস্ত্রবেত্তা ডাক্তার রিড্ এককালে দুই দিনের আহার্য্য গ্রহণপূর্ব্বক দুই দিবস নিদ্রাভিভূত থাকিতে পারিতেন। আবার অভ্যাস বশে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিদ্রিত ও জাগরিত হওয়ার কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

মিষ্টার ডারহাম্ একটী কুকুরের মস্তকের খুলি কাটিয়া মস্তিষ্ক পরীক্ষা দ্বারা এই স্থির করিয়াছেন যে (১) মস্তিষ্কের

উপরিস্থ শিরা স্ফীত হইয়া মস্তিষ্কে চাপ দেয়, সেই জন্যই নিদ্রাগম হয়, এই বিশ্বাস ভুল। কারণ নিদ্রাকালে ঐ শিরা আদৌ স্ফীত হয় না। (২) নিদ্রাকালে মস্তিষ্ক, অন্য সময় অপেক্ষা অনেক পরিমাণে রক্তশূন্যাবস্থায় থাকে। মস্তিষ্কের উপরিস্থ শিরাসমূহে যে কেবলমাত্র রক্তের পরিমাণ কমে তাহা নহে, অধিকন্তু ঐ রক্তের গতিও অতি মৃদু হয়। (৩) নিদ্রাবস্থায় মস্তিষ্কে রক্তের গতি এরূপ ভাবে সম্পাদিত হয় যে, তদ্দ্বারা মস্তিষ্কের ঝিল্লী পুষ্টতা লাভ করে।

এই স্থলে, অত্যধিক-নিদ্রা বা তাহার বিপরীত ভাব যে অবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহার দুই একটী উদাহরণ না দিলে, উহা সহজে বোধগম্য হইবে না, এই জন্য দুই একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম। ভিন্ন জাতীয় পুস্তক অভ্যাস দ্বারা নিদ্রাকে কএক সপ্তাহ বা মাস পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিতে স্থায়ী থাকিতে দেখা যায়। ডাঃ কার্পেণ্টার ঐরূপ দুইটী রোগীর উল্লেখ করিয়াছেন। ফরাসী ডাক্তার ব্লাঙ্কেট্ সম্প্রতি তিনটী ঐরূপ রোগীর উল্লেখ করিয়া একটীর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, এই রোগী স্ত্রীলোক। আঠার বৎসর বয়সের সময় ইনি নিয়ত ৪০ দিন নিদ্রা যাইতেন। যখন ইনি ২০ বৎসর বয়স্কা ছিলেন তখন ৫০ দিন এবং ২৪ বৎসর বয়সে তিনি নিয়ত একবৎসরকাল ঘুমাইতেন। এই সময়ে তাঁহার সম্মুখের একটী দাঁত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, তাহার ছিদ্র দিয়া দুগ্ধ অথবা মৎস্যাদির ঝোল মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া তদ্দ্বারা তাঁহার জীবনরক্ষা হইত। তিনি এই সময়ে গতিহীন এবং অজ্ঞান অবস্থায় অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার নাড়ীর গতি অত্যন্ত মৃদু, নিশ্বাসপ্রশ্বাস দুজ্ঞেয়, মলমূত্রত্যাগবিরহিত, কৃশ হওয়ার ভাববর্জ্জিত, শরীর লাবণ্যময় এবং সুস্থ ছিল। এই নিদ্রাকে স্বাভাবিক নিদ্রা বলা যায় না। উহা পীড়া পদবাচ্য। (বর্ত্তমান শতাব্দীর এই নিদ্রাবিবরণে প্রাচীন কালের কুম্ভকর্ণের নিদ্রা সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে কি?)

আবার কোন কোন লোককে সম্পূর্ণ নিদ্রাশূন্যাবস্থায় অথবা অল্প তন্দ্রাবস্থায় বহুদিবস অতিবাহন করিতে দেখা যায়। সম্পূর্ণ নিদ্রাশূন্যাবস্থা ভাবী পীড়াজ্ঞাপক। ঐ অবস্থা ঘটিলে অচিরে দীর্ঘকালব্যাপী জ্বর, মস্তিষ্কের প্রদাহ, সস্ফোট জ্বর, ইত্যাদি পীড়া হয়। দীর্ঘকাল অনিদ্রাবস্থায় থাকিলে মধ্যে মধ্যে প্রলাপ ও অচৈতন্য অবস্থা আসিয়া দেখা দেয়। যদি ঐরূপ জাগরিত থাকার বিশেষ কোন কারণ না থাকে, তবে রোগী শীঘ্রই উৎকট পীড়াগ্রস্ত হয়। সাধারণতঃ পক্ষাঘাত, সংন্যাস বা উন্মাদ রোগ তাহাদিগকে আক্রমণ করে।

স্বল্প-নিদ্রা ঐরূপ কোন বিশেষ পীড়াজ্ঞাপক নহে। সাধারণতঃ যে সমস্ত লোক অত্যন্ত কার্য্যরত, যাঁহাদের মস্তিষ্ক অত্যধিক চালিত হয়, কিংবা যাঁহারা নিয়ত অর্থকৃচ্ছ্র ভোগ করেন, তাঁহারাই ঐরূপ স্বল্পনিদ্রালু হইয়া থাকেন। আবার যাঁহারা বহুদিবস হইতে গেঁটেবাত, বাত, চর্ম্মরোগ, মূত্ররোগ পেটের পীড়া ও মূর্চ্ছারোগাক্রান্ত, তাঁহাদের নিদ্রা অনেক কমিয়া যায়।

এই অনিদ্রাবস্থা দূর করিতে হইলে অনিদ্রার কারণের চিকিৎসা আবশ্যক। উক্ত রোগী যে ঘরে থাকে সে ঘরে নির্ম্মল বায়ুপ্রবাহ আসার পথ রাখিবে। ঘর অধিক গরম হইলে উহার উষ্ণতা কমাইয়া দিবে; রোগী যে শয্যায় শয়ন করে, তাহা যেন গরম না হয়। তাহাকে রাগাইবে না, যে সমস্ত চিন্তা তাহার মনকে অত্যন্ত আকৃষ্ট, চঞ্চল ও বিরক্ত করে, সে সমস্ত ভাব আসিতে দিবে না। এই সময় গোলাপ দেওয়া উচিত ইত্যাদি।

আয়ুর্ব্বেদ মতে, গ্রীষ্ম ব্যতীত অপর সকল ঋতুতেই দিবা-নিদ্রা নিষিদ্ধ, কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, স্ত্রীসংসর্গজনিতকৃশ, ক্ষতক্ষীণ, অথবা মদ্যপানে উন্মত্ত ব্যক্তির পক্ষে, যানবাহনে বা অন্য কোনরূপ পথগমনে শ্রান্ত, কিংবা অন্য কর্ম্ম দ্বারা শ্রান্ত বা অভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অথবা যাহার মেদ, ঘর্ম্ম, কফ, রস ও রক্ত ক্ষীণ হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে অথবা অজীর্ণ রোগীর পক্ষে দিবাভাগে দুই দণ্ড পরিমিতকাল নিদ্রা যাওয়া নিষিদ্ধ নহে। রাত্রিজাগরণ করিলে যতক্ষণ জাগরণ করা যায়, দিবাভাগে তাহার অর্দ্ধ পরিমিতকাল নিদ্রা যাইতে পারে। দিবানিদ্রা দেহের বিকারের স্বরূপ অতি কদর্য্য কর্ম্ম। দিবাভাগে নিদ্রিত ব্যক্তির অধর্ম্ম এবং সকল দোষের প্রকোপ হয়।

দোষের প্রকোপ হেতু কাস, শ্বাস, প্রতিশ্যায়, মস্তকের ভার, অঙ্গমর্দ্দ, অরুচিজ্বর ও অগ্নিমান্দ্য এই সকল রোগ জন্মে। এই কারণে রাত্রিজাগরণ ও দিবানিদ্রা ত্যাগ করিবে। রাত্রিকালে পরিমিতরূপে নিদ্রা যাইতে হইবে। নিদ্রা পরিমিত হইলে, দেহ অরোগ ও বলবর্ণযুক্তস্থূল বা কৃশ না হইয়া মধ্যভাগে থাকে, লাবণ্যবর্দ্ধিত হয়, মন প্রফুল্ল এবং শতবৎসর পরমায়ু হয়। নিদ্রা আয়ত্ত হইলে, রাত্রে বা দিবসে জাগিয়া থাকিলে বা ঘুমাইলে কোন দোষের হয় না।

নিদ্রানাশ।—বায়ুজন্য, পিত্তজন্য, মনস্তাপ জন্য, ক্ষয়জন্য বা অভিঘাত জন্য নিদ্রা নাশ হয়। সেই সকল দোষের বিপরীত ক্রিয়া করিলেই সাম্য হয়। নিদ্রানাশ হইলে তৈলাদি মর্দ্দন করিবে ও মূর্দ্ধদেশে তৈল সেচন করিবে। নিদ্রানাশে গাত্রবিলেপন ও সংবাহন (টেপা) হিতকর। শালিতণ্ডুল, গোধূম-পিষ্টান্ন, ইক্ষুরস সংযুক্ত মধুর ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, দুগ্ধ বা

মাংস রসযুক্ত ভোজন, বিলেশয় বা বিষ্কির জন্তুর মাংসে রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন, রাত্রিকালে দ্রাক্ষা, শর্করা বা গুড়দ্রব্য ভোজন এবং কোমল ও মনোহর শয্যা ও আসন প্রভৃতি ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। নিদ্রার আধিক্য হইলে বমন, সংশোধন, লঙ্ঘন ও রক্তমোক্ষণ করিবে, এবং মনকে ব্যাকুল করিতে হইবে। কফ বা মেদবিশিষ্ট অথবা বিষাক্ত ব্যক্তির রাত্রিজাগরণ হিতকর। তৃষ্ণা, শূল, হিক্কা, অজীর্ণ ও অতীসাররোগে দিবানিদ্রা হিতকর।

ইন্দ্রিয়গণের বিষয় অর্থাৎ শব্দস্পর্শাদি জ্ঞান না হওয়া, শরীরের গুরুতা, জৃম্ভণ, ক্লান্তি ও নিদ্রায় কাতরতা এই গুলি তন্দ্রার লক্ষণ। তমোগুণ বাতশ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইলে তন্দ্রা এবং শ্লেষ্মার সহিত মিলিত হইলে নিদ্রা হয়। (সুশ্রুত শারীরস্থান ৪ অ°)।

"সত্ত্বাচ্চ তম এব স্যাৎ জাগ্রতে স্বপতে প্রভুঃ।
তমসা প্রাবৃতো দেহী ব্যোম্নি চ শূন্যতাঙ্গতঃ॥
দেহং বিশ্রমতে যস্মাত্তস্মান্নিদ্রা প্রকীর্ত্তিতা।
নাসাগ্রে চ ভ্রুবোর্মধ্যে লীয়তে চান্তরাত্মনা॥"

(হারীতশারীরস্থান ১ অ°)।

যে সময় দেহী আত্মা তমঃ দ্বারা ব্যাপ্ত হয়, তখন নিদ্রা উপস্থিত হয়, সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হইলে বোধ হইয়া থাকে, এই সময় অন্তরাত্মা বিশ্রাম করে বলিয়া, ইহাকে নিদ্রা কহে। অন্তরাত্মা এই সময় নাসাগ্র বা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে লীন থাকে।

নিদ্রারহিত ব্যক্তি—

"কুতো নিদ্রাদরিদ্রস্য পরপ্রেষ্যকরস্য চ।
পরনারীপ্রসক্তস্য পরদ্রব্যহরস্য চ॥"

সুখস্বপ্ত—

"সুখং স্বপিত্যনৃণবান্ ব্যাধিমুক্তশ্চ যো নরঃ।
সাবকাশস্তু যো ভুঙ্‌ক্তে যস্তু দারৈর্ন শঙ্কিতঃ॥"

(গারুড় নীতিসার)

দরিদ্র, পরাধীন, পরদাররত ও পরদ্রব্যাপহারকের সুখ নিদ্রা কি করিয়া সম্ভবে? যাহাদের কোনরূপ ঋণ নাই এবং ব্যাধিমুক্ত, যাহারা স্ত্রী কর্ত্তৃক কোনরূপ শঙ্কাযুক্ত নহেন এবং স্বচ্ছন্দ ভোজন করিতে পারেন, তাঁহাদের সুখনিদ্রা হইয়া থাকে।

ধর্ম্মশাস্ত্র মতে এক প্রহর রাত্রির পর ভোজনাদি করিয়া নিদ্রা বিধেয় এবং চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে নিদ্রা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য হয়। শুচিদেশে নির্জ্জনস্থলে পবিত্র শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে হয়। শয়ন করিবার পূর্ব্বে মস্তকের দিকে একটী জলপূর্ণ মাঙ্গল্য পূর্ণকুম্ভ রক্ষা করিতে হইবে। এইকুম্ভ বৈদিক বা গারুড় মন্ত্রে রক্ষা করিতে হয়।

"শুচৌ দেশে বিবিক্তে তু গোময়েনোপলিপ্তকে।
প্রাগুদকপ্লাবনে চৈব সংবিশেত্তু সদা বুধঃ।
মাঙ্গল্যং পূর্ণকুম্ভঞ্চ শিরঃস্থানে নিধাপয়েৎ।
বৈদিকৈ গারুড়ৈর্ম্মন্ত্রৈ রক্ষাং কৃত্বা স্বপেত্ততঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

নিজ গৃহে পূর্ব্বদিকে মস্তক করিয়া শয়ন করিতে হইবে। আয়ুষ্কামী ব্যক্তি দক্ষিণদিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইতে পারেন। প্রবাসিব্যক্তি পশ্চিমদিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইবেন। উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাওয়া অতিশয় দূষণীয়। পূর্ব্বশিরা শয়নে ধন, দক্ষিণে আয়ু, পশ্চিম দিকে প্রবল চিন্তা এবং উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়া নিদ্রা যাইলে মৃত্যু হইয়া থাকে।

"স্বগৃহে প্রাক্‌শিরাঃ শেতে আয়ুষ্যে দক্ষিণা শিরাঃ।
প্রত্যক্‌শিরা প্রবাসে তু ন কদাচিদুদক্‌শিরাঃ॥
প্রাক্‌শিরাঃ শয়নে বিদ্যাৎ ধনমায়ুশ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং হানিং মৃত্যুং তথোত্তরে॥"

(আহ্নিকতত্ত্ব)

নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া নিদ্রা যাইতে হইবে। এই সকল স্থানে নিদ্রা যাইতে নাই, শূন্যালয়, যে বাটীতে কোন প্রাণী নাই, শ্মশান, এক বৃক্ষ, চতুষ্পথ, মহাদেবগৃহ, কাঁকর, লোষ্ট্র ও পাংশুর উপর, ধান্য, গো, বিপ্র, দেবতা ও গুরুর উপর, ভগ্ন-শয়ন ও অশুচি হইয়া অথবা আর্দ্রবাসে বা নগ্নাবস্থায়, অনাবৃত মস্তকে, সর্ব্বশূন্য আকাশপ্রদেশে এবং চৈত্যবৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতে নাই।

"শূন্যালয়ে শ্মশানে চ একবৃক্ষে চতুষ্পথে।
মহাদেবগৃহে চাপি শর্করালোষ্ট্রপাংশুষু॥
ধান্যগোবিপ্রদেবানাং গুরূণাঞ্চ তথোপরি।
ন চাপি ভগ্নশয়নে নাশুচৌ নাশুচিঃ স্বয়ম্॥
নার্দ্রবাসা ন নগ্নশ্চ নোত্তরাপরমস্তকঃ।
নাকাশে সর্ব্বশূন্যে চ ন চ চৈত্যদ্রুমে তথা॥"

নস্বপেদিত্যর্থঃ। (আহ্নিকতত্ত্ব।)

নিদ্রাকর (ত্রি) নিদ্রায়াঃ করঃ। নিদ্রাকারক, নিদ্রাজনক।

নিদ্রাকর্ষণ (ক্লী) নিদ্রায়াঃ আকর্ষণং। নিদ্রার আকর্ষণ, নিদ্রালুতা, ঘুম পাওয়া।

নিদ্রাকারিন্ (ত্রি) নিদ্রা-কৃ-ণিনি। নিদ্রাকর, নিদ্রাকারক।

নিদ্রাকাল (পুং) নিদ্রায়াঃ কালঃ। নিদ্রার কাল, ঘুমের সময়।

নিদ্রাকুল (ত্রি) নিদ্রায়াঃ আকুলঃ। নিদ্রাতুর, নিদ্রাপীড়িত।

নিদ্রাকৃষ্ট (ত্রি) নিদ্রয়া আকৃষ্টঃ। যাহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে, আগতনিদ্রা।

নিদ্রাক্রান্ত (ত্রি) নিদ্রয়া আক্রান্তঃ। নিদ্রাকুল, নিদ্রাতুর।

নিদ্রাগত (ত্রি) নিদ্রাংগতঃ। নিদ্রিত, নিদ্রাণ, ঘুমন্ত, যিনি নিদ্রিত হইয়াছেন।

নিদ্রাগার (পু) নিদ্রায়া আগারঃ। নিদ্রাগৃহ, শয়নাগার।

নিদ্রাগ্রস্ত (ত্রি) নিদ্রয়া গ্রস্তঃ। নিদ্রাকুল, নিদ্রাতুর।

নিদ্রাজনক (ত্রি) নিদ্রাকর, সুপ্তিজনক।

নিদ্রাণ (ত্রি) নি-দ্রা-ক্ত, তস্য ন, ততো ণত্বং (সংযোগাদেরাতো ধাতো যন্বতঃ। পা ৮।২।৪৩) নিদ্রাগত, পর্য্যায়—নিদ্রিত, শয়িত।

"বিহিতবিবিধানুবন্ধো মানোন্নতয়াবধীরিতো মানী।
লভতে কুতঃ প্রবোধং সজাগরিত্তৈব নিদ্রাণঃ॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৫২৬)

নিদ্রাদরিদ্র (পুং) নিদ্রায়া দরিদ্রঃ অভাবঃ। ১ নিদ্রার অভাব, নিদ্রা না হওয়া। ২ একজন সংস্কৃতজ্ঞ কবি।

নিদ্রান্বিত (ত্রি) নিদ্রয়া অন্বিতঃ। নিদ্রিত, নিদ্রাগত।

নিদ্রাযোগ (পুং) নিদ্রা এবং গভীর চিন্তা।

নিদ্রালু (ত্রি) নিদ্রাতীতি নিদ্রা-আলুচ্ (স্পৃহি গৃহীতি। পা ৩।২।১৫৮) নিদ্রাশীল। অমরটীকায় ভরত এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন—'নিদ্রা বিদ্যতেঽস্য গোত্বণেত্যাদিনা আলুঃ' (ভরত) পর্য্যায় স্বপক্, শয়ালু, তন্দ্রালু। (জটাধর)

"কাণী বিবর্জ্জয়েচ্চৌর্য্যং নিদ্রালুশ্চর্ম্মচৌরিকাম্।
জিহ্বালৌল্যঞ্চ রোগাঢ্যো জীবিতং যোঽত্র বাঞ্ছতি॥"

(পঞ্চত° ৫।৪১)

নিদ্রালু (স্ত্রী) নিদ্রা দেয়ত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি নিদ্রা বাহুলকাৎ আলু। ১ বার্ত্তাকী। ২ বনবর্ব্বরিকা। (রাজনি°) ৩ নলীনামক গন্ধ দ্রব্য। (শব্দচ°)

নিদ্রাবস্থা (স্ত্রী) নিদ্রায়া অবস্থা। নিদ্রিত অবস্থা, ঘুমের অবস্থা।

নিদ্রাভঙ্গ (ক্লী) ঘুমভাঙ্গা।

নিদ্রাভাব (পুং) নিদ্রায়া অভাবঃ। ১ নিদ্রার অভাব, নিদ্রা না হওয়া, জাগরণ। ২ যোগনিদ্রা।

নিদ্রায়মান (ত্রি) নিদ্রায়-শানচ্। নিদ্রাণ, নিদ্রিত, নিদ্রাগত।

নিদ্রাবিমুখ (ত্রি) অনিদ্রা, জাগরূক।

নিদ্রাবৃক্ষ (পুং) নিদ্রায়া বৃক্ষ-ইব। অন্ধকার। (শব্দমালা)।

নিদ্রাবেশ (পুং) নিদ্রার উপক্রম বা ইচ্ছা।

নিদ্রাশালা (স্ত্রী) নিদ্রাগৃহ, যে ঘরে নিদ্রা যাওয়া যায়।

নিদ্রাশীল (ত্রি) নিদ্রালু।

নিদ্রাসংজন (ক্লী) নিদ্রাং সংজনয়তীতি সংজন-ণিচ্-ল্যুট্। শ্লেষ্মা। (শব্দমা°) কফ বৃদ্ধি হইলে নিদ্রা হয়।

নিদ্রিত (ত্রি) নিদ্রাঽস্য সঞ্জাতঃ, নিদ্রা তারকাদিত্বাদিতচ্। নিদ্রাগত, ঘুমন্ত।

নিদ্রোত্থিত (ত্রি) নিদ্রা হইতে উত্থিত, ঘুম হইতে উঠা।

নিধন (পুং ক্লী) নি-ধা-ক্যু। ১ মরণ। ২ লগ্নস্থান হইতে অষ্টম স্থান। জ্যোতিষের মতে এই স্থানে নদী পার, অত্যন্ত বৈষম্য, দুর্গ, শস্ত্র, আয়ু ও সঙ্কট এই সকল চিন্তা করিতে হইবে। যদি লগ্নের চতুর্থ স্থানে সূর্য্য অবস্থিতি করেন এবং গ্রহের প্রতি শনির দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে যে দিবসে ঐ স্থানে শুভগ্রহগণ দৃষ্টি করিবেন, সেই দিন নিশ্চয় নিধন হইবে।

(ঢুন্ঢিরাজকৃত জাতকাভরণ)

নিধন স্থানে সূর্য্যাদি গ্রহগণ অবস্থান করিলে নিম্নলিখিত রূপ ফল হইয়া থাকে—

যদি লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে সূর্য্য থাকেন এবং ঐ গৃহ সূর্য্যের উচ্চ অথবা স্বীয় গৃহ হয়, তাহা হইলে ঐ রবিগ্রহ সুখদাতা হন, উক্ত স্থান ভিন্ন অন্যস্থান হইলে দুঃখ দিয়া প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকেন। সূর্য্য স্বীয় উচ্চ অথবা স্বগৃহে থাকিয়া যাহার লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানগত হইবেন, তাহার সুখে নিধন হইবে। উক্ত দুই স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে থাকিলে কষ্ট, যাতনা ও দুঃখে মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। রবি অষ্টম স্থানে থাকিলে বজ্রাঘাত, সর্প অথবা জ্বর এই তিনের মধ্যে যে কোন হেতুতে স্থলভূমিতে, তাহার মৃত্যু হইবে। লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে চন্দ্র থাকিলে জলে মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহার কাস, শোথ ও জ্বররোগ হয় এবং দেহের নিম্ন প্রদেশ কৃশ হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান যদি পাপগ্রহের গৃহ হয় এবং তাহাতে চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অচিরকাল মধ্যেই যমের আতিথ্য স্বীকার করিতে হয়। আর ঐ অষ্টম স্থান যদি চন্দ্রের স্বকীয় অথবা শুক্রের কিংবা বুধের গৃহ হয় এবং ঐ চন্দ্র যদি পূর্ণ হয়, তাহা হইলে কাশ এবং পিত্তরোগে বহুতর কষ্ট পায়। লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে মঙ্গল থাকিলে অস্ত্র দ্বারা, অগ্নি অথবা রাজবিচারে, এবং ক্ষয়কাশ, কুষ্ঠ, ব্রণ, অর্শ বা গ্রহণী এই সকলের মধ্যে যে কোন রোগাক্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে তাহার নিধন হয়। তদনন্তর নিরয়গামী হইয়া থাকে। যদি লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে মঙ্গল থাকেন, আর ঐ মঙ্গল দুর্ব্বল অথবা স্বীয় নীচরাশিস্থ হন, তাহা হইলে, সে মানব অতি ভয়ানক দুষ্টব্রণ, অতিসার অথবা দগ্ধ হইয়া কোন নিন্দিত স্থানে নিধন হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে অষ্টম রাশিতে যদি বুধ থাকে এবং ঐ স্থান যদি শুভগ্রহের ক্ষেত্র হয়, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠতীর্থে সুখে তাহার নিধন হইয়া থাকে এবং ঐ অষ্টমস্থান যদি পাপগ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে শূল, পাদ অথবা জঙ্ঘা, বা উদরের কোন প্রকার রোগে পীড়িত হইয়া রাজভবনে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। শুভবুধ যদি অষ্টম স্থানে থাকে, তাহা হইলে শ্রেষ্ঠ তীর্থ-স্থলে নিধন হইয়া থাকে এবং ঐ বুধ যদি পাপগ্রহের সহিত

মিলিত ও শত্রুগৃহগত হন, তাহা হইলে, তাহার বদনকম্প-রোগে মৃত্যু হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে সজ্ঞানে পুণ্য তীর্থে মৃত্যু হইয়া থাকে। বৃহস্পতি স্বীয় গৃহে কিংবা শুভ গ্রহের গৃহে থাকিয়া যদি লগ্নের অষ্টমরাশিতে থাকেন, তাহা হইলে সজ্ঞানে কোন পুণ্যতীর্থে তাহার দেহাবসান হয়। আর যদি ঐ স্থান বৃহস্পতির স্বীয় গৃহ বা শুক্রগ্রহের গৃহ না হয়, তাহা হইলেও সজ্ঞানে মৃত্যু হয়। লগ্ন হইতে অষ্টমস্থানে শুক্র থাকিলে মনুষ্য উত্তমাচারী, রাজসেবক, মাংসপ্রিয়, সুবুদ্ধি এবং তাহার লোচনযুগল স্থূল ও অন্তিমে কোন সুতীর্থে মৃত্যু হইয়া থাকে। লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে শনি থাকিলে শোকাভিভূত হইয়া বদনকম্প বা শূলরোগাক্রান্ত হইয়া বিদেশে অথবা কোন নীচ জাতি দ্বারা নিধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শনি অষ্টম গৃহে থাকিলে মনুষ্য দুঃখভাগী হইয়া দেশান্তরে বাস করিয়া থাকে। হয় চৌর্য্যাপরাধে তাহার নীচলোকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন অথবা নেত্ররোগে মৃত্যু হইয়া থাকে।

রাহু অষ্টম স্থানে থাকিলে শত্রুর সমক্ষেই মৃত্যু ঘটে। মনুষ্য রোগী, পাপকর্ম্মনিরত, গম্ভীরস্বভাব, চোর, কৃশ, কাপুরুষ ও ধনবান্ হইয়া থাকে এবং নানা বিষয়ে তাহার মন চঞ্চল হয়। (ফলিতজ্যোতিষ)

৩ তারাভেদ, স্বীয় জন্মনক্ষত্র হইতে সপ্তম, ষোড়শ ও ত্রয়োবিংশতি নক্ষত্র। এই নিধনতারা দূষণীয়, এই নিষিদ্ধ তারার দোষ শান্তির জন্য তিল ও কাঞ্চন দান করিতে হয়।

"প্রত্যরৌ লবণং দদ্যাৎ নিধনে তিলকাঞ্চনম্।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৪ বিষ্ণু। (বিষ্ণুপু° ১৩।৭৬) ৫ কুল। (ত্রি) নিবৃত্তং ধনং যস্য। ৬ ধনহীন, দরিদ্র।

"ধনৈর্যাচ্ঞা লভোর্নতু পরিভবোঽভ্যর্থনফলম্
নিকারোঽহগ্রে পশ্চাদ্ধনমহহ ভোক্তব্দি নিধনম্॥" (শান্তিশতক)

৭ পঞ্চাবয়ব বা সপ্ত অবয়বযুক্ত সামের অন্তিম অবয়ব।

"বাচি সপ্তবিধং সাম উপাসীত, যৎকিঞ্চিৎ বাচো হুমিতি স হিঙ্কারঃ যৎপ্রেতি স প্রস্তাবঃ, যদেতি স আদিঃ যদুদিতি স উদ্গীথঃ, যৎ প্রতীতি স প্রতিহারঃ, যদুপেতি স উপদ্রবঃ নীতি তন্নিধনম্।" (ছান্দোগ্য উপ°) হেমন্তকালে নিধন নামে সাম উপাসনা করিতে হয়।

নিধনকাম (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৬।১২।১৪)

নিধনক্রিয়া (স্ত্রী) নিধনস্য ক্রিয়া। মৃতব্যক্তির সংকার, অন্ত্যেষ্টিকার্য্য।

নিধনতা (স্ত্রী) নিধনস্য ভাবঃ, নি-ধন-তল্-টাপ্। ধনরাহিত্য, দরিদ্রতা

"অহে নিধনতা সর্ব্বাপদামাস্পদম্।" (মৃচ্ছকটিক)

নিধনপতি (পুং) শিব, প্রলয়কর্ত্তা।

নিধনবৎ (ত্রি) নিধনং বিদ্যতে যস্য নি-ধন মতুপ্, মস্য বঃ। ১ মরণযুক্ত। (ক্লী) ২ নিধনাবয়বযুক্ত সামভেদ।

"পঙ্‌ক্ত্যৈ নিধনবৎ।" (শুক্ল যজু° ১৩।৫৮) 'নিধনবৎ সাম' (বেদদীপ)

নিধা (স্ত্রী) নিধীয়তে ধাধাতে বন্ধনেনানয়া নি-ধা-অ। ১ পাশ-সমূহ। 'নিধা পাশ্যা ভবতি যন্নিধীয়তে' (নিরুক্ত)

"নিধয়েব বদ্ধান্"। (ঋক্ ১০।৭৩।১১) 'নিধা পাশ্যা পাশ-সমূহস্তয়া বদ্ধান্'। (সায়ণ) ২ নিধান। ৩ অর্পণ।

নিধাতব্য (ত্রি) নি-ধা-তব্য। স্থাপনীয়।

"তস্মাদ্রাজ্ঞা নিধাতব্যো ব্রাহ্মণেষক্ষয়ো নিধিঃ।" (মনু ৭।৮৩)

নিধান (ক্লী) নিধীয়তেঽত্র নি-ধা-আধারে ল্যুট্। ১ নিধি। ২ আধার, আশ্রয়। ৩ লয়স্থান, যেখানে সকল বস্তু লীন হয়।

"এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।" (ভাগ° ১।৩।৬)

৪ অপ্রকাশ। ৫ স্থাপন।

নিধান, একজন কবি। ইনি আলী-অক্‌বর-খাঁ-মহম্মদীর সভা-পণ্ডিত ছিলেন। কবিতাশক্তির বিশেষ পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ইনি 'শালিহোত্র' নামে হিন্দিভাষায় একখানি অশ্ববৈদ্যকগ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। কবি প্রেমনাথ ও পণ্ডিত গুমানজী মিশ্র ইঁহার সমসাময়িক।

নিধি, একজন কবি। ইনি খৃষ্টীয় ১৬০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। বারাণসীর রাজপণ্ডিত ঠাকুর প্রসাদ ত্রিপাঠী তাঁহার রচিত 'শৃঙ্গার-সংগ্রহ' গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

নিধি (পুং) নিধীয়তেঽত্রেতি নি-ধা-কি। ১ নলিকা নামে দ্রব্যবিশেষ। ২ সমুদ্র।

"কন্যাং সুকেশীং নিধিকন্যকাসমাং মেনে তদাত্মানমনুত্তমঞ্চ।" (দেবীভাগ° ৩।২২।১০)

৩ জীবকৌষধি। ৪ আধার। যথা—গুণনিধি, জলনিধি ইত্যাদি। ৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১৭)

প্রলয়কালে সকলই বিষ্ণুতে লীন হয়, বিষ্ণু সকলের আশ্রয় স্বরূপ, এই জন্য নিধি অর্থে বিষ্ণুকে বুঝায়। ৬ চিরপ্রনষ্ট-স্বামিক ভূজাতধনবিশেষ। যে ধনাদি ভূমিতে প্রোথিত থাকে এবং যাহার প্রভু নাই এইরূপ ধন কোন লোক প্রাপ্ত হইলে সেই ধন কাহার হইবে এই বিষয় মিতাক্ষরায় এইরূপ লিখিত আছে,—রাজা যদি নিধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সেই ধন অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া, অবশিষ্ট নিজে গ্রহণ করিবেন। যদি বেদবিদ্ সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে সমস্ত ধনই গ্রহণ করিতে পারিবেন। যেহেতু এইরূপ ব্রাহ্মণ

জগতের প্রভু। রাজা ও পণ্ডিতব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরে অর্থাৎ অপাণ্ডতব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যদি নিধি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে রাজাকে দিতে হইবে, রাজা তাহাদিগকে ৬ ভাগের এক ভাগ দিয়া অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিবেন। যদি ইহারা নিধি প্রাপ্ত হইয়া রাজাকে সংবাদ না দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে দণ্ড বিধান করিবেন এবং সমুদায় নিধি নিজে লইবেন।

"রাজা লব্ধ্বা নিধিং দদ্যাৎ দ্বিজেভ্যোঽর্দ্ধং দ্বিজঃ পুনঃ।
বিদ্বানশেষমাদদ্যাৎ সর্ব্বস্যাসৌ প্রভুর্যতঃ॥
ইতরেণ নিধৌ লব্ধে রাজা ষষ্ঠাংশমাহরেৎ।
অনিবেদিতবিজ্ঞাতো দাপ্যস্তং দণ্ডমেব চ॥" (মিতা° ব্যবহারাধ্যায়)

যদি কোন ব্যক্তি, নিধি তাহার নিজের, এইরূপ রাজার নিকট যথার্থ প্রমাণ দেখাইতে পারে, তাহা হইলে রাজা সেই নিধিরও ৬ভাগের বা ১২ ভাগের এক ভাগ লইয়া তাহাকে সমস্ত নিধি প্রদান করিবেন।

"মমায়মিতি যো ব্রূয়ান্নিধিং সত্যেন মানবঃ।
তস্যাদদীত ষড়্ভাগং রাজা দ্বাদশমেব বা॥" (মনু)

৭ কুবেরের নব প্রকার রত্নবিশেষ। পর্য্যায়—শেবধি, সেবধি। (ভরত)

'পদ্মোঽস্ত্রিয়াং মহাপদ্মঃ শঙ্খো মকরকচ্ছপৌ।
মুকুন্দকুন্দনীলাশ্চ বর্চ্চোঽপি নিধয়ো নব॥' (হারাবলী)

পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও বর্চ্চ এই ৯ প্রকার নিধি। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ৮ প্রকার নিধির বিষয় লিখিত হইয়াছে। যথা—

"পদ্মিনী নাম যা বিদ্যা লক্ষ্মীস্তস্যাধিদেবতা।
তদাধারাশ্চ নিধয় স্তান্মে নিগদতঃ শৃণু॥" (মার্ক° পু° ৬৮ অ°)

পদ্মিনী নাম্নী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা লক্ষ্মী। নিধি সকল তাঁহার আশ্রিত। পদ্ম, মহাপদ্ম, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, নন্দ, নীল ও শঙ্খ এই ৮ প্রকার নিধি। যেখানে ঋদ্ধির আবির্ভাব, ইহাদের আবির্ভাবও সেইখানে, এবং সেই স্থলে অচিরে সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। দেবগণের প্রসন্নতা ও সাধুগণের সেবা এই দ্বিবিধ উপায়ে ইহাদের দৃষ্টি হইয়া থাকে। ইহাতে লোকের সর্ব্বদা ধনাগম হয়।

পদ্মনিধি—এই নিধি প্রথম নিধি, ইহা সত্ত্বের অধিকৃত। পুত্র ও পৌত্রাদিক্রমে এই নিধির ভোগ হইয়া থাকে। পুরুষ এই নিধি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে, দাক্ষিণ্যসার, সত্ত্বাধার ও পরমভোগশালী হইয়া থাকে। এইনিধি সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত। ইহার প্রভাবে সুবর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রাদি যাবতীয় ধাতুর ভূরি পরিমাণে ভোগ ও ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। দক্ষিণাসহ যজ্ঞ সকলেরও অনুষ্ঠান করিতে পারে।

মহাপদ্মনিধি—ইহাও সত্ত্বগুণের আধার, ইহার অধিষ্ঠানে লোকসকল সত্ত্বগুণপ্রধান হইয়া থাকে এবং সর্ব্বদা পদ্মরাগাদি-রত্ন, প্রবাল ও মুক্তাদি ভোগ এবং ঐ সকল রত্নের ক্রয় বিক্রয় করে। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এই নিধি ভোগ হইয়া থাকে। এই নিধি ৭ পুরুষের মধ্যে কাহাকেও ত্যাগ করে না।

মকরনিধি—ইহা তমঃপ্রধান, এই নিধি যাহার থাকে, সেই ব্যক্তি সত্ত্বপ্রধান হইলেও, তমঃপ্রধান হইয়া থাকে। তাহার বাণ, খড়্গ, অসি, ধনু ও চর্ম্ম এই সকলের ভোগ এবং নরপতিগণের সহিত মিত্রতা হইয়া থাকে।

কচ্ছপনিধি—এই নিধিও তমঃপ্রধান, সেইজন্য যাহার প্রতি এই নিধির দৃষ্টি হয়, তাহার স্বভাবও তমঃপ্রধান হইয়া থাকে। সে পুণ্যপরম্পরায় অনুষ্ঠানপ্রসঙ্গে অশেষবিধ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কাহারও প্রতি তাহার বিশ্বাস হয় না। কচ্ছপ যেরূপ আপনার সমস্ত অঙ্গ সংহরণ করে, সেও সেইরূপ আরত্তচিত্ত হইয়া লোকের চিত্ত সংহরণপূর্ব্বক আত্মভাব গোপন করিয়া অবস্থিতি করে। এই ব্যক্তি বিনাশভয়ে কোন বস্তুই কাহাকে দেয় না, এবং নিজেও ভোগ করে না। সমস্তই ভূমিতে পুতিয়া রাখে। এইজন্য এই নিধি এক পুরুষ মাত্র ভোগ হইয়া থাকে।

মুকুন্দনিধি—এই নিধি রজোগুণপ্রধান। এই নিধির দৃষ্টি হইলে স্বভাবও রজোময় হইয়া থাকে। সে বীণা, বেণু, মৃদঙ্গ প্রভৃতি সকল সম্ভোগ এবং গায়ক ও নর্ত্তকদিগকে বিত্তপ্রদান করিয়া থাকে। বন্দী, সূত, মাগধ ও বিট্‌দিগকে অহর্নিশ ভোগ্যবস্তু প্রদান ও তাহাদের সহিত স্বয়ং ভোগ করে। কুলটা ও তদ্বিধ অন্যান্য ব্যক্তিগণের প্রতি তাহার আসক্তি হয়। এই নিধি যাহাকে ভজনা করে, সে একেরই সঙ্গী হইয়া থাকে।

নন্দনিধি—এই নিধি রজ ও তমঃ এই উভয় গুণময়। ইহার দৃষ্টি হইলে লোকের রাশি রাশি সমুদায় ধাতু রত্ন ও ধান্যাদির সংগ্রহ ও ভোগ হইয়া থাকে, এবং সর্ব্বদা সেই সকল রত্নাদির ক্রয়বিক্রয় করে। এই ব্যক্তি স্বজন, আগত, অভ্যাগত, সকলকে আশ্রয়প্রদান করিয়া থাকে। তাহার অল্পমাত্রও অপমান সহ্য হয় না। তাহার নিকট যে কোন বস্তু প্রার্থনা করা যায়, তাহা লাভ হইয়া থাকে। এই ব্যক্তি অনেক সৌন্দর্য্যশালিনী রমণীর পতি হইয়া থাকে এবং সেই সকল স্ত্রীতেই বহুতর সন্তান প্রসূত হয়। সাতপুরুষ ধরিয়া এই নিধি ভোগ হইয়া থাকে। এই নিধির অধিপতি সকল দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া, সুখে কালাতিপাত করেন।

নীলনিধি—এই নিধি সত্ত্ব ও রজঃপ্রধান। যাহার প্রতি ইহার দৃষ্টি হয়, তাহার স্বভাবও সত্ত্ব ও রজঃ প্রধান হইয়া

থাকে। সেই ব্যক্তি রাশি রাশি বস্ত্র, কার্পাস, ধান্যাদি, ফল, পুষ্প, মুক্তা, বিদ্রুম, শঙ্খ ও শুক্তি প্রভৃতি এবং অন্যান্য জলপাত প্রভৃতি দ্রব্যনিচয় ভোগ ও ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল দ্রব্যে তাহার কিছুমাত্র অনুরাগ জন্মে না, তড়াগ, দেবালয় প্রভৃতি নানাবিধ সৎকর্ম্মে কালাতিপাত করে। এই নিধি তিন পুরুষ মাত্র ভোগ হয়।

শঙ্খনিধি—এইনিধি রজঃ ও তমোময়। এই নিধির অধিষ্ঠানে লোকের স্বভাবও রজঃ ও তমোময় হয়। এই নিধি একপুরুষমাত্র ভোগ হইয়া থাকে। এই নিধির অধিপতি একাকী দিব্যভোজন ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সর্ব্বদা শোভিত থাকিতে ভালবাসে, অপরের কথা দূরে থাকুক, আপনার ভার্য্যা ও পুত্রাদিকেও কিছুমাত্র প্রদান করে না। এই অষ্টনিধির বিষয় যথাযথ বিবৃত হইল। স্বয়ং পদ্মিনী দেবী এই সকল নিধির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ৬৮ অ°)

৮ পৌরবংশীয় নৃপবিশেষ। ইনি রাজা দণ্ডপাণির পুত্র। মৎস্যপুরাণাদি মতে নিরামিত্র নামে বিখ্যাত ছিলেন।

(মৎস্যপু° ৫০।৮৩)

৯ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৬)

১০ ঋষিদিগের ঋণভূত পাঠযুত বেদ। [নিধিগোপ দেখ।]

নিধিগোপ (পুং) নিধিমৃষীণামৃণভূতপাঠো বেদস্তং গোপয়তি, গুপ-অণ্। অনূচান।

"অথ যদেবানুব্রুবীত তেন ঋষিভ্য ঋণং জায়তে।
তদ্ধ্যেভ্য এতৎকরোতি ঋষীণাং নিধিগোপং হ্যনূচানমাহুঃ॥"

(শতপথব্রা° ১।৭।২।৩)

নিধিনাথ (পুং) নিধীনাং নাথঃ। কুবের, পর্য্যায়—নিধীশ, নিধীশ্বর, নিধিপ্রভু।

নিধিনাথ, একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি ন্যায়সারসংগ্রহ নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নিধিপ (পুং) নিধি-পা-ক। ধনেশ্বর, কুবের।

নিধিপতি (পুং) নিধীনাং পতিঃ। কুবের।

নিধিপা (পুং) যক্ষাধিপতি।

নিধিপাল (পুং) যক্ষেশ্বর।

নিধিমৎ (ত্রি) ধনযুক্ত। (ঋক্ ২।৩৯।১)

নিধিরাম কবিচন্দ্র, একজন বিখ্যাত কবি। ইনি বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। 'বন্দ মাতা সুরধুনী' শীর্ষক গঙ্গাবন্দনাটী নিধিরামের ভণিতাযুক্ত দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ও মহাভারত এবং শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে গোবিন্দমঙ্গল, দাতাকর্ণ প্রভৃতি কএকখানি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতে 'অঙ্গদের রায়বার' কবিতাটীতেও 'কবিচন্দ্রের' ভণিতা দৃষ্ট হয়।

নিধিরাম গুপ্ত, (প্রকৃত নাম রামনিধি) একজন স্বভাবজাত বাঙ্গালী কবি। ইনি ১৬৬৩ শকে বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত ইল্‌ছোবার নিকটবর্ত্তী 'চাঁপ্‌তা' নামক গ্রামই ইঁহার আদি বাসস্থান। ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে ইনি কার্য্য করিতেন; সেই কারণ ইনি কলিকাতার অন্তর্ব্বর্ত্তী কুমারটুলি নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইঁহার সুমিষ্ট বাক্য-বিন্যাস ও সরল কথায় বর্ণিত কবিতাগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী এবং সাধারণের মনোমুগ্ধকর। নিধুবাবুর রচিত কবিতার মধ্যে নিম্নলিখিত একটী ছত্র পাওয়া যায়।

'নানান্‌দেশের নানান্ ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা॥

ইহাতেই স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, নিধুবাবু বঙ্গভাষানুরাগী ছিলেন। আদিরসঘটিত গীতরচনায় ইঁহার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। এরূপ সরল ভাষায় রচিত ভাবপূর্ণ ও মনোহারিণী কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে অতি বিরল। তন্মধ্য হইতে দুএকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

১। ভালবাসিবে ব'লে, ভালবাসিনে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে॥
বিধুমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই তোমারে দেখ্‌তে আসি, দেখা দিতে আসিনে॥

২। নয়ন নীরে কি নিবে মনের অনল।
সাগরে প্রবেশি যদি না হয় শীতল॥
তৃষায় চাতকী মরে, অন্য বারি নাহি হেরে,
ধারাজল বিনা তার সকলি বিফল॥
যবে তারে হেরি সখি, হরিষে বরিষে আঁখি,
সেই নীরে নিবে যদি অনল প্রবল॥

ইঁহার রচিত গীতগুলি 'নিধুর টপ্পা' নামে সাধারণে পরিচিত। আদিরস ভিন্ন নিধুবাবুর রচিত অন্যরূপ গীত অল্প দেখা যায়।

১৭৫৬ শকে অর্থাৎ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৯৪ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের মৃত্যু সময়ে ইঁহার বয়স ১৯ বৎসর ছিল।

নিধিরাম শর্ম্মা, একজন গ্রন্থকার, ইনি 'আচারমালা' নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

নিধিবাস, (নিবাস) আহ্মদনগরের অন্তর্গত একটী মহকুমা। ইহার উত্তরদিকে গোদাবরী নদী, নিজাম রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে, পূর্ব্বে শিবগাঁও, দক্ষিণে নগর এবং পশ্চিমে রাহুড়ি।

ক্ষেত্রফল ৪৭৭১৩৮ একর। এই মহকুমায় ১৮০ খানি গ্রাম আছে। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইহা ইংরাজের হস্তগত হয়।

কথিত আছে, প্রাচীন হিন্দু রাজাদের সময়, নিধিবাস অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই স্থানে বহুসংখ্যক সুসভ্য লোক বাস করিত। ১৪৯০ হইতে ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নিধিবাস নগর নিজামশাহী রাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ শাহ-জহানের করায়ত্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিবাজীর পৌত্র শাহু বিবাহের যৌতুক স্বরূপ এই স্থান প্রাপ্ত হন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ইহা প্রকৃত পক্ষে মহারাষ্ট্রদিগের হস্তগত থাকে। অধিবাসিগণ এই নগরকে নিবাস বলিয়া থাকে।

১৮০১—১৮০৩ খৃষ্টাব্দে হোলকর নিবাসের মধ্য দিয়া পুণায় যাতায়াত করায়, এখানকার অধিবাসিগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনন্তর ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত ভীল জাতি এই দেশ লুণ্ঠন করিতে থাকে। এই সমস্ত অত্যাচারে এবং দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত হইয়া দেশ জনশূন্য ও হতশ্রী হইয়া পড়ে। শেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ ইহার অধিকারী হইলে শান্তি স্থাপিত হয়।

কেহ কেহ বলেন, ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মালিক অম্বর 'নিবাস' দিল্লীর বন্দোবস্ত ভুক্ত করেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এইখানে 'বিঘাবন্দী' নিয়ম প্রচলিত ছিল। মোট খাজনাকে 'তঙ্খা' অথবা 'কমাল' বলিত। এক গ্রামের বিঘায় স্থিরীকৃত ক্ষেত্রফলকে 'রক্বা' বলিত। এগারটী গ্রামে 'মুণ্ডবন্দী' নিয়মে খাজনা আদায় হইত। নিবাস হইতে নানা প্রকার কর আদায় হওয়ায় অধিবাসিগণ অত্যন্ত নিপীড়িত হইয়াছিল।

এই প্রদেশে নিবাস, শোনাই, চান্দা প্রভৃতি বারটী সহর আছে। নিবাস প্রভৃতি স্থানে বহুসংখ্যক তন্তুবায় বাস করে। প্রতি বৎসর এ স্থান হইতে হাতে-বোনা কাপড় রপ্তানি হয়। ধাঙ্গড়গণ কম্বল প্রস্তুত করিয়া থাকে। অধিকাংশ ব্যবহার্য্য জিনিষ বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া থাকে। স্থানীয় জমিদারেরা ছাগ ও মেষ রাখেন। তাঁহারা এই সমস্ত পালিত প্রাণী নিকটস্থ কসাইকে বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাই তাঁহাদের একরূপ ব্যবসা।

আহ্মদনগর হইতে আরঙ্গাবাদের রাস্তা নিবাসের মধ্য দিয়া গিয়াছে। আরও একটী রাস্তা নিবাসের সিঙ্গরকেশ দিয়া পৈঠানে গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিবাস হইতে আম্বগা-বাদ পর্য্যন্ত একটী ক্ষুদ্র রাস্তা আছে।

২ নিবাস মহকুমার সদর। অক্ষা° ১৯° ৩৪´ উত্তর এবং দ্রাঘি° ৭৫° পূঃ, আহ্মদনগর হইতে ৩৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই স্থানে একটী দাতব্য ঔষধালয় আছে। ইহা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। নিবাসের পশ্চিমে প্রায় আধ পোয়া (⅛ মাইল) দূরে একটী প্রস্তরস্তম্ভ দৃষ্ট হয়। ইহার বেড় ৪ ফিট্। এইরূপ অনুমান হয় যে, ইহা মন্দিরের ভগ্নাংশ। ধ্যানদেবের স্তম্ভ বলিয়া খ্যাত। প্রবাদ এই যে, ধ্যানদেব যখন নিবাসে ভগবদ্গীতা রচনা করেন, তখন তিনি ঐ স্তম্ভের গায়ে ঠেস দিয়াছিলেন (১২৭১-১৩০০ খৃঃ অঃ)। স্তম্ভটী একটী কুটীরে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত। মাটির উপরে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪২ ফিট্। ইহার মধ্য স্থানটী চতুরস্র এবং উপরে ও নিম্নে গোলাকার। ঐ চতুরস্রের সম্মুখ দিকে একখানি শিলালিপিতে ২টী সংস্কৃত পদ ও ৭টী ছত্র লিখিত আছে।*

১২৯০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রকবি ধ্যানেশ্বর, নিবাসে থাকিয়া ভগবদ্গীতার টীকা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, নিবাস মহারাষ্ট্র দেশ মধ্যে ৫ ক্রোশ বিস্তার করিয়া গোদাবরীর নিকটে গিয়াছে। উক্ত গ্রন্থে এই স্থান মহালয় বা দেবতার আবাস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

নিধিবাস (নিবাস) সম্বন্ধে আরও গল্প প্রচলিত আছে।† তন্মধ্য হইতে এই গল্পটী বিরক্তিজনক হইবে না বিবেচনায় উদ্ধৃত করিলাম। এই গল্পটী স্কন্দপুরাণের 'মহালয়মাহাত্ম্যে' এই স্থানের বিবরণে বর্ণিত আছে। এই 'মাহাত্ম্য' তথাকার অধিবাসিগণের অতি আদরের জিনিষ। কেবলমাত্র ৭।৮ খানি হস্তলিখিত পুথি আছে। ঐ পুস্তকের অধিকারিগণ কোনমতেই নিজ নিজ পুস্তক হস্তান্তর করিতে চাহেন না।

মহালয়মাহাত্ম্যের মতে পুরাকালে তারকাসুর নামে এক দৈত্য ছিল। ঐ দৈত্য ব্রহ্মাকে স্তবে তুষ্ট করিয়া, বর গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বর্গে প্রবেশ করে। দেবদুর্লভ স্বর্গে স্থান পাইয়া, অসুর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া দেবগণের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ করিল। এমন কি, ক্রমে ক্রমে দেবতাদিগকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিল। অসুরের উৎপাতে দেবগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা অনন্যোপায় হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদের রক্ষার্থ বিষ্ণুর সাহায্য আবশ্যক মনে করিয়া তাঁহাকে স্মরণ করিলেন। ব্রহ্মা স্মরণ করিবামাত্রই বিষ্ণু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর আহ্বানের কারণ অবগত হইয়া বিষ্ণু বলিলেন যে, কার্ত্তিকেয় শঙ্করের ঔরসে পার্ব্বতীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ দৈত্যকে সংহার করিবেন। তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার্ত্তিকের জন্মকাল পর্য্যন্ত দেবগণ কোথায় বাস

* See Bom. Gaz. Vol XVII, p. 729.

† Indian Antiquary Vol. IVII, p 353-4.

করিবেন। তাহাতে বিষ্ণু, 'নিবাস' দেবগণের বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তথায় দৈত্য তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে সমর্থ হইবে না। তিনি স্বয়ং নিবাসের নিম্নলিখিত বর্ণনা করিয়াছেন—"বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণভাগে, গোদাবরী নদীর দক্ষিণতীরে পঞ্চক্রোশ লইয়া একটী তীর্থস্থান আছে, তথায় মঙ্গলময়ী বরানদী কলকল রবে প্রবাহিত হইতেছে, ঐ নদীর পূর্ব্বদিকে অসাধারণ বৈষ্ণবী শক্তির বাস।" অতঃপর দেবগণ সেই নির্দ্ধারিত স্থানে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

মহালয়মাহাত্ম্যে নিবাস 'মহালয়' ও 'নিধিবাস' এই দুই নামে অভিহিত হইয়াছে এবং এখানকার নদী প্রবরা, পাপহরা এবং বরা নামে বর্ণিত হইয়াছে। সনৎকুমার ব্যাসের নিকট ঐ সমস্ত নামের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ব্যাস জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"মহর্ষি! এই পুণ্য স্থানের নাম 'মহালয়' এবং 'নিধিবাস' হইল কেন? 'প্রবরা' এবং 'পাপহরা' শব্দ কি নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়? এবং নদীর নাম 'বরা' হইবার তাৎপর্য্য কি? এই সমস্ত বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আজ্ঞা হয়।"

সনৎকুমার উত্তর করিলেন, "এই স্থান মহতের (দেবগণের) আলয় বলিয়া ইহার নাম 'মহালয়' হইয়াছে। যখন বিষ্ণুর আদেশানুসারে দেবগণ এখানে আসিয়া বাস করেন, তখন তাঁহারা স্ব স্ব সম্পত্তি লইয়া এই স্থানে আসিয়াছিলেন। ধনাধিপতি কুবের তাঁহার নবনিধি লইয়া আসিয়াছিলেন, ঐ সমস্তই তদবধি এই স্থানে আছে। এই নিমিত্তই ইহার নাম 'নিধিবাস' হইয়াছে। প্রবরা নদীর জল দেবগণের নিকট এই বর প্রার্থনা করিল, যেন আমি সুমিষ্ট, বিশুদ্ধ এবং সকলের জীবনরক্ষিণী হইতে পারি। দেবতাদের নিকট হইতে এই বর লাভ করিয়া 'প্রবরা' (অর্থাৎ সুমিষ্টজলপূর্ণা নদী) নাম পাইয়াছে। 'পাপহরা' পাপধৌতকারী নদী। 'বরা' স্বাস্থ্যকরজলপূর্ণানদী।"

মহালয়মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে যে, পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবীশক্তি নিবাসের অধিষ্ঠাতৃদেবী। এখনও ইনি নিবাস-রক্ষাকারিণী দেবী বলিয়া খ্যাত। নিবাসে বৈষ্ণবী-শক্তির একটী মনোহর মন্দির আছে। বিষ্ণু রাহুকে সংহার করিবার কালে যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, বৈষ্ণবী শক্তির মূর্ত্তিও ঠিক তদ্রূপ।

নিধীশ্বর (পুং) নিধীনাং ঈশ্বরঃ। কুবের।

নিধুবন (ক্লী) নিতরাং ধুবনং হস্তপদাদি কম্পনং যত্র। মৈথুন, নর্ম্ম, কেলি। "অনিমিষমবিরামা রাগিণাং সর্ব্বরাত্রং নবনিধুবনলীলাঃ কৌতুকেনাতিবীক্ষ্য।" (শিশুপালবধ ১১।১৮) নিতরাং ধুবনং কম্পনম্। ২ কম্প।

নিধুবন, শ্রীবৃন্দাবন ধামে স্থিত তীর্থবিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা, বৃন্দা প্রভৃতি সখিগণ সহ এই স্থানে বিহার করিতেন। ইহার আদি নাম বৃন্দারণ্য বা বৃন্দাকুঞ্জ। সম্ভবতঃ বৃন্দারণ্য নাম হইতে বৃন্দাবন নামের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উদ্যানে কৃত্রিম মুক্তা ও চুনির গাছ আছে। প্রবাদ আছে, শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের নিকট মণিমুক্তার অলঙ্কার চাহিলে তিনি মায়াযোগে মুক্তা ও চুনির গাছ উদ্ভাবন করেন। এই অপরিমেয় ও অমূল্য নিধির জন্য ইহা নিধুবন নামে খ্যাত। এখানকার তমালগাছের গাঁইট কষ্টি পাথরের মত কাল ও মসৃণ। শ্রীকৃষ্ণ মাখন খাইয়া গাছে হাত পুঁছিয়া ছিলেন এইরূপ প্রবাদ, এবং শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার নূপুর লইয়া গাছের উপর উঠিয়া লুকান, এই জন্য কএকটী গাছে নূপুরাকৃতি ফল দৃষ্ট হয়। এই বন নারায়ণভট্ট কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত চৌরাশি বনের অন্তর্গত।

নিধৃতি (পুং) বৃষ্ণিপুত্রভেদ।

নিধেয় (ত্রি) নি-ধা-যৎ। স্থাপ্য, স্থাপনীয়। স্ত্রিয়াং টাপ্।

"শ্রীশ্চ পদ্মালয়া দেবি নিধেয়া বৈষ্ণবোরসি।" (হরিব' ৯৮অ°)

আ এই উপসর্গের পর নিধেয় শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ না হইয়া ঙীপ্ প্রত্যয় হইবে। যথা আনিধেয়ী।

নিধৌলী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে এটা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ফরুখাবাদের নবাবের রাজস্বকর্ম্মচারী খুশালসিংহ এই স্থানে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি উহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইতেছে। এই স্থানের নীল ও তুলার কারবার বিশেষ প্রসিদ্ধ।

নিধ্যান (ক্লী) নি-ধ্যৈ-লুট্। নিবর্ণন। দর্শন।

নিধ্রুব (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

"নিধ্রুবানাং কাশ্যপাবৎসারনৈধ্রুবেতি। (আশ্ব° শ্রৌত ১২।১৪।৭)

নিধ্রুবি (ত্রি) নিতরাং ধ্রুবতি ধ্রু স্থৈর্য্যে কি। স্থৈর্য্যান্বিত, স্থিরতাযুক্ত। "যো মর্ত্ত্যেষু নিধ্রুবি ঋতাবা" (ঋক্ ৭।৩।১) 'নিতরাং ধ্রুবস্তিষ্ঠতি' (সায়ণ) ২ এক জন কাশ্যপ, কাত্যায়নের ঋগ্বেদানুক্রমণিকার মতে, ইনি নবম মণ্ডলের ৬৩ সূক্তের ঋষি।

নিধ্বান (পুং) ধ্বন শব্দে নি-ধ্বন-ঘঞ্। শব্দমাত্র।

নিন্ (দেশজ) অস্ত্রবিশেষ। বাটালি, ছুতোর মিস্ত্রীরা এই অস্ত্র দ্বারা ছেদাদি করিয়া থাকে।

নিনঙ্ক্ষু (ত্রি) নষ্টুমিচ্ছু নশ-সন্, 'সনাশংসভিক্ষ উঃ' ইতি সনন্তাদুঃ, ততো নুম্। নাশ করিতে ইচ্ছুক, অদর্শন করিতে ইচ্ছুক।

"অবিক্ষবক্ষ বন্ধূনাং নিনঙ্ক্ষু বিক্রমং মুহুঃ।" (ভট্টি)

নিনদ (পুং) নি-নদ-অপ্ (নৌগদনদপঠস্বনঃ। পা ৩।৩।৬৪)। ১ শব্দ। ২ রণতূলাশব্দ। (শব্দার্থচি)

নিনয়ন (ক্লী) নি-নী-লুট্। নিষ্পাদন।

"নাভিব্যাহারয়েৎ ব্রহ্ম স্বধা নিনয়নাদৃতে।" (মনু ২।১৭২)

'নিনয়নং নিষ্পাদনং।' (কুল্লূক)। ২ পরিসেচন। 'বর্হিষি পূর্ণপাত্রং নিনয়েৎ' (আশ্ব° গৃ° ১।১০।২৩)। 'নিনয়েৎ সিঞ্চেৎ' (নারায়ণ)।

নিনর্ত্তশক্র (ত্রি) দেবশ্রবা উদ্ধবের পুত্রভেদ।

"নিনর্ত্তশক্রং শক্রঘ্নং দেবশ্রবা ব্যজায়ত।" (হরিব° ৩৫ অ°)।

নিনর্দ্দ (পুং) নি-নর্দ ভাবে ঘঞ্। বেদশব্দের উচ্চারণভেদ। পাদের আদি তৃতীয় যে অক্ষর তাহা অনুদাত্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহাকে নিনর্দ্দ বলা যায়।

"তৃতীয়ে তু পাদেষ্বাদিতো যদক্ষরং তদনুদাত্তীকৃত্য ব্রূয়াৎ এতদুক্তং ভবতি তৃতীয়েষু প্রণমমাদিতঃ" (আশ্ব° শ্রৌ° ৮।৩।৯) 'আদিতো যে দ্বে অক্ষরে তয়োঃ পূর্ব্বমনুদাত্তং তস্মাৎ পরং দ্বিতীয়ং উদাত্তং যথা ভবেৎ তথা নিনর্দ্দেৎ নিতরাং ব্রূয়াৎ তদেবোচ্চারণং নিনর্দ্দশব্দেনোচ্যতে' (নারায়ণ)

নিনাদ (পুং) নি-নদ পক্ষে ঘঞ্। শব্দমাত্র।

"স্ত্রীসহস্রনিনাদশ্চ সংজজ্ঞে রাজবেশ্মনি।" (রামা° ২।৩৪।১৯)।

নিনাদিত (ত্রি) নিনাদ অস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। শব্দিত, ধ্বনিত।

নিনাদিন্ (ত্রি) নি-নদ-ণিনি। নিনাদকারী, শব্দকারী।

"শঙ্খভেরীনিনাদেন বেণুবীণানিনাদিনা।" (ভারত ৫।১৩১৯)।

নিনাহ্য (পুং) নীচৈর্নাহ্যঃ ভূমৌ নিখননীয়ঃ নি-নহ কর্ম্মণি ণ্যৎ। ভূমিতে খননীয় মণিক।

"অস্তমিতশ্চেৎ নিনাহ্যাৎ পুরেজানশ্চেৎ।" (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।৯।১৮) 'নিনাহ্যাৎ মণিকাৎ।' (ভাষ্য) ২ মহাঘট।

"যদি পুরেজানঃ স্যাৎ নিনাহ্যাৎ গৃহ্নীয়াৎ।"

(শতপথ ব্রা° ৩।৯।৩।১৮)

'নিনাহ্যাং স্বগৃস্থিতপ্রভূতঘটাদেঃ।' (ভাষ্য)

নিনিৎসু (পুং) নিন্দিতুমিচ্ছুঃ, নিন্দি-সন্-উ, বেদে নিপাতনাৎ সাধুঃ। নিন্দা করিতে ইচ্ছুক।

"আরে তং শংসং কৃণুহি নিনিৎসোঃ।" (ঋক্ ৭।২৫।২)

'নিনিৎসোরস্মান্নিন্দিতমিচ্ছতো'। (সায়ণ)

লৌকিক প্রয়োগে নিনিৎসু এই পদ হইবে না, 'নিনিন্দিষু' এই পদ হইবে।

নিনিভি, (Nineveh) ঐতিহাসিক জগতে একটী অতি প্রাচীন নগর। তাইগ্রীস্ নদীর পূর্ব্বকূলে এবং বর্ত্তমান মোসল-রাজধানীর অপরপারে অবস্থিত ছিল। ১৯শ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে এই স্থানে আসিরীয় রাজগণের রাজধানী ছিল। সেই সময়কার বাণিজ্যের উন্নতি, গৃহবাটিকাদির সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য দেখিয়ে, এই সমৃদ্ধিশালী নগরের বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তৎকালে ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিকে আট মাইল বিস্তৃত ছিল। রাজধানী দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত এবং বহু বণিক ব্যবসা উপলক্ষে এখানে বাস করিত। যখন যোনাস্ ইস্রায়েল-রাজ জেরোবোয়াম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই স্থান পরিদর্শনে আসেন, তখন এই নগর প্রদক্ষিণ করিতে তিন দিন লাগিত। ইহার পর দিওদোরাস্ সিকুলাস্ (Diodorus Siculus) যে সময়ে এখানে আসেন, সেই সময় ইহার চতুঃসীমা ৪৭ মাইল ছিল এবং ঐ সীমান্ত প্রদেশ ১০০ ফিট্ উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল। ঐ বিস্তৃত প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে সর্ব্বসমেত ১৫০০টী বুরুজ ছিল। প্রাচীরের প্রস্থ সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন যে, উহার উপর দিয়া তিনখানি চেরেট গাড়ী পাশাপাশিভাবে একত্র দৌড়াইতে পারে। ৬৭০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আসিরীয়রাজ সার্দিনেপলসের রাজত্বসময়ে প্রদত্ত অনেকগুলি অনুশাসনলিপি পাওয়া যায়। তাহার অধিকাংশই এক্ষণে যুরোপখণ্ডে বিদ্যমান রহিয়াছে।

৬০৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে বাবিলন, ইজিপ্ট, মিডিয়া, আর্ম্মেণিয়া প্রভৃতি স্থানের রাজগণ একত্র হইয়া এই নগর আক্রমণ করেন। নিনিভিরাজ অসুর-ইবিল্লী রাজপ্রাসাদে অগ্নি লাগাইয়া সপরিবারে জীবন বিসর্জ্জন করেন। এই সময় হইতে নিনিভির অধঃপতনের সূত্রপাত হয়।

এখানকার লোকেরা অসুর, নিবো ও তাহার সহধর্ম্মিণী উর্মিতু, মেরোদচ্ ও তৎপত্নী জিরাৎবণিত, ইস্তর, নির্গল, নিনিপ, বল, অণু ও হিয় নামক কএকটী দেবতার পূজা করিত। ইহাদের পুস্তকাগারে কোণাকার অক্ষরে লিখিত পোড়া মাটির অনুশাসনলিপি পাওয়া গিয়াছে। সেই সময়ে ইহাদের ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, ভাষা ও লিখনপ্রণালী বাবিলোনীয়গণের অনুরূপ ছিল।

এই নগরের ধ্বংসকার্য্য এত শীঘ্র সাধিত হয় যে, উহার বিষয় পাঠ করিলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অসংখ্য মৃত্তিকাস্তূপ দেখিলেই ইহার পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয়। স্মিথসাহেব এই স্থান পরিদর্শনকালে অনুমান করেন যে, এই স্থানে সম্ভবতঃ ১০০০০ শিলালিপি ছিল। বর্ত্তমান সময়ে মৃত্তিকাস্তূপ ও বনরাজিব্যতীত প্রাচীন নগরের স্মৃতিচিহ্নের আর কিছুই নাই। উৎখাত মৃত্তিকা মধ্যে ইহার পূর্ব্ব স্মৃতির কতক নিদর্শন পাওয়া যায়।

নিনীষা (স্ত্রী) নেতুমিচ্ছা নী-সন্-অপ্-টাপ্। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইবার ইচ্ছা, নয়নেচ্ছা।

নিনীষু (ত্রি) নেতুমিচ্ছুঃ, নী-সন-উ। নয়নেচ্ছু, লইতে অভিলাষী।

"ভক্ত্যা প্রতিষ্ঠাং প্রাক্ তস্মিন নিনীষৌ পরমেশ্বরম্।"

(রাজতরঙ্গিণী ৩।৩৫০)

নিন্দক (ত্রি) নিন্দতি তচ্ছীলঃ, নিদি কুৎসায়াং বুঞ্ (নিন্দিহিংসেতি। পা ৩।২।১৪৬) নিন্দাকারী।

"ন ভারাঃ পর্ব্বতা ভারা ন ভারাঃ সপ্তসাগরাঃ।
নিন্দকা হি মহাভারা ভারা বিশ্বাসঘাতকাঃ॥" (কর্ম্মলোচন)

পৃথিবীর পক্ষে পর্ব্বত সকল বা সপ্তসাগর ভার নহে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক বা নিন্দক মহাভার। পৃথিবী ইহাদের ভারবহন করিতে অসমর্থ।

নিন্দতল (ত্রি) নিন্দং নিন্দার্হং তলং হস্ততলং যস্য। নিন্দিতহস্ত।

নিন্দন (ক্লী) নিদি কুৎসায়াং ভাবে ল্যুট্। নিন্দা। (শব্দর°)

নিন্দনীয় (ত্রি) নিদি-অনীয়র্। অপবাদজনক, অপ্রশংস্য, গর্হ্য, নিন্দ্য, পরিত্যাগণীয়।

নিন্দা (স্ত্রী) নিন্দনমিতি নিদি-অ, (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) অপবাদ, কুৎসা। পর্য্যায়—নিন্দন, অবর্ণ, আক্ষেপ, নির্ব্বাদ, পরীবাদ, অপবাদ, উপক্রোশ, জুগুপ্সা, কুৎসা, গর্হণ, ধিক্‌ক্রিয়া। (হেম°)

"গুরোর্যত্র পরীবাদো নিন্দা বাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ গন্তব্যং বা ততোঽন্যতঃ॥" (মনু ২।২০০)

যে স্থলে গুরুর পরীবাদ অথবা নিন্দা হয়, সেই স্থল পরিত্যাগ করা উচিত, অথবা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিতে হইবে। নিন্দা ও পরীবাদের প্রভেদ এই, যে সকল দোষ না থাকে, সেই সকল দোষ উল্লেখ করিয়া লোকের নিকট বলাকে নিন্দা ও যথার্থ দোষের উল্লেখকে পরীবাদ কহে। কুল্লূকও এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বিদ্যমান দোষের অভিধানকে পরীবাদ এবং অবিদ্যমান দোষের অভিধানকে নিন্দা কহে। 'বিদ্যমান-দোষস্যাভিধানং পরীবাদঃ, অবিদ্যমানদোষাভিধানং নিন্দা।'

(কুল্লূক, মনু ২।২০০)

দেবতা ও দ্বিজ প্রভৃতির নিন্দা মহাপাপজনক। ইহার বিষয় ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

শিব এবং বিষ্ণুর ভক্ত, ব্রাহ্মণ, রাজা, স্বীয় গুরু, পতিব্রতা স্ত্রী, যতি, ভিক্ষু, ব্রহ্মচারী ও দেবতা ইঁহাদের নিন্দা করিতে নাই, নিন্দা করিলে যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ততদিন ধরিয়া কালসূত্র নামক নরক ভোগ হইয়া থাকে। দিবারাত্র শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষে শয়ন করিতে হয়। কীট সকল দেহ ভক্ষণ করিতে থাকে, ইহাতে তাহারা নিতান্ত কাতর হইয়া সর্ব্বদা শব্দ করে।

বেদাদিদেব শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, সীতা, তুলসী, গঙ্গা, বেদ, সকল ব্রত, তপস্যা, পূজামন্ত্র, মন্ত্রপ্রদ গুরু, এই সকলের যাহারা নিন্দা করিয়া থাকেন, তাঁহারা বিধাতার পরমায়ুর অর্দ্ধেককাল অন্ধকূপ নরকে পতিত হন এবং সর্পসমূহ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়া ঘোররূপে শব্দ করিতে থাকেন।

যাহারা হৃষীকেশকে অন্য দেবতার সহিত সমান করিয়া থাকেন এবং রাধা ও তদঙ্গজা গোপী সকল এবং সদ্‌ব্রাহ্মণদিগকে নিন্দা করেন, তাঁহারা অবট নামক নরকে চিরকাল ধরিয়া অবস্থান করেন। এই নরকে অবস্থান করিয়া শ্লেষ্মা, মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিতে হয়।

পরনিন্দামাত্রই দূষণীয়, এইজন্য সর্ব্বতোভাবে পরনিন্দা বর্জ্জন করা বিধেয়। কেবল নিজের নিন্দা যশের কারণ জানিতে হইবে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজ° ৪০।৪১ অ°)

"বেদনিন্দারতান্ মর্ত্ত্যান্ দেবনিন্দারতাংস্তথা।
দ্বিজনিন্দারতাংশ্চৈব মনসাঽপি ন চিন্তয়েৎ॥
ন চাত্মানং প্রশংসেদ্বা পরনিন্দাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
বেদনিন্দাং দেবনিন্দাং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥"

(কৌর্ম্ম উপ° ১৫ অ°)

যাহারা বেদনিন্দক এবং দেব ও দ্বিজনিন্দারত সেই সকল লোককে মনে চিন্তা করিতে নাই। আপনার প্রশংসা, বেদনিন্দা ও দেব-নিন্দা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হইবে।

যে স্থলে সজ্জনদিগের নিন্দা হয়, সেই স্থল পরিত্যাগ বিধেয়, অথবা তাহাতে কোন উত্তর না দিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকা উচিত। কদাচ সাধুনিন্দকের মতানুসরণ করিবে না।

নিন্দাকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-অপ্ নিন্দায়া করঃ। অপবাদক, পরীবাদক, যে নিন্দা করে, ঘৃণাকর, অপবাদজনক।

নিন্দান্বিত (ত্রি) নিন্দয়া অন্বিতঃ। নিন্দাযুক্ত, নিন্দিত।

নিন্দাবাদার্থ (পুং) নিন্দারূপোঽর্থবাদঃ। মীমাংসকদিগের মতে অর্থবাদভেদ।

নিন্দার্হ (ত্রি) নিন্দনীয়, নিন্দার যোগ্য।

নিন্দাস্তুতি (স্ত্রী) নিন্দয়া স্তুতিঃ। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি, ব্যাজস্তুতি।
"যদি নিন্দন্নিব স্তৌতি ব্যাজস্তুতিরসৌ মতা।" (দণ্ডী) [ব্যাজস্তুতি দেখ]

নিন্দিত (ত্রি) নিন্দা-অস্য জাতা, ইতি। নিন্দাযুক্ত, পর্য্যায়—ধিক্‌কৃত, অপধ্বস্ত, নির্ভৎসিত। (জটাধর)

"মধু পশ্যতি মূঢ়াত্মা প্রপাতং নৈব পশ্যতি।
করোতি নিন্দিতং কর্ম্ম নরকান্ন বিভেতি চ॥" (দেবীভাগ° ৪।৭।৪৯)

শাস্ত্রে ও লোকাচারে যাহা বিহিত নহে, তাহা নিন্দিত।

"বিহিতস্যাননুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।" (যাজ্ঞব°)

'নিন্দিতং শাস্ত্রলোকয়োর্গর্হিতং অহিতভোজনাদি' (মিতাক্ষরা)

অহিতভোজন ও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্রের প্রতিগ্রহ প্রভৃতি নিন্দিত শব্দবাচ্য।

নিন্দিতব্য (ক্লী) নিন্দ-তব্য। নিন্দনীয়।

নিন্দিতৃ (ত্রি) নিদি, কুৎসায়াং তৃচ্। নিন্দাকারক, দূষক।

"নকিরেষাং নিন্দিতা মর্ত্ত্যেষু।" (ঋক্ ৩।৩৯।৪)

'নিন্দিতা দূষকঃ।' (সায়ণ)

নিন্দিন্ (ত্রি) নিন্দ-ইনি। নিন্দাকারী।

নিন্দু (স্ত্রী) নিন্দ্যতেঽপ্রজত্বেনাসৌ নিদি কুৎসায়াং ঔণাদিক উ। মৃতবৎসা, যাহার সন্তান হইয়া রক্ষা পায় না।

নিন্দুক (দেশজ) নিন্দক, নিন্দাকারী।

নিন্দ্য (ত্রি) নিন্দ-যৎ। নিন্দনীয়। দূষণীয়।

"অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।

নিন্দিতৈ র্নিন্দিতানৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ ॥" (মনু° ৩।৪২)

নিন্দ্যতা (স্ত্রী) নিন্দ্যস্য ভাবঃ নিন্দ্য-তল্-টাপ্। নিন্দনীয়তা, দূষণীয়তা।

"ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রীলোকে প্রাপ্নোতিনিন্দ্যতাম্।" (মনু ৫।১৬৪)

নিপ (পুং ক্লী) নিয়তং পিবত্যনেন নি-পা ঘঞর্থে ক। কলস। (পুং) নীপ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ২ কদম্ববৃক্ষ, নীপবৃক্ষ।

নিপক্ষতি (স্ত্রী) নীচা পক্ষতিঃ। অশ্বের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত অস্থিতে ত্রয়োদশ অস্থি আছে, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় অস্থি।

"অগ্নেঃ পক্ষতি র্বায়োর্নিপক্ষতিরিন্দ্রস্য" (শুক্লযজু° ২৫।৪)

'পক্ষস্য পার্শ্বস্য মূলভূতান্যস্থীনি বর্ত্তন্তে শব্দবাচ্যানি পক্ষতি-শব্দেনোচ্যতে। বায়োনিপক্ষতি নীচা পক্ষতিঃ নিপক্ষতিঃ' (বেদদীপ°)

"ইন্দ্রাগোঃ পক্ষতিঃ সরস্বত্যৈ নিপক্ষতিঃ" (শুক্লযজু° ২৫।৫)

'সরস্বত্যৈ নিপক্ষতিঃ দ্বিতীয়াপক্ষতিঃ সরস্বত্যাঃ।' (বেদদীপ°)

এখানে নিপক্ষতি সরস্বতীদেবীর।

নিপটনিরঞ্জনস্বামী, একজন কবি। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শিবসিংহের মতে ইনি তুলসীদাসের ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। 'শান্ত-সরসী' এবং 'নিরঞ্জন' নামক দুই-খানি গ্রন্থ ভিন্ন ইঁহার আরও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দী পদ্য গ্রন্থ দেখা যায়।

নিপঠ (পুং) নিপঠনমিতি নি-পঠ-অপ্ (নৌ গদনদপঠস্বনঃ। পা ৩।৩।৬৪) পাঠ, অধ্যয়ন, পড়া।

নিপঠিত (ত্রি) নি-পঠ-ক্ত। যাহা পড়া হইয়াছে।

নিপঠিতিন্ (ত্রি) নি-পঠিতমনেন ইষ্টাদিত্বাৎ কর্ত্তরি ইনি। কৃতপাঠ, যাহা পড়া হইয়াছে।

নিপতন (ক্লী) নি-পত-ল্যুট্। নিপাত, অধঃপতন, নীচে পড়া।

নিপতিত (ত্রি) নি-পত-ক্ত। পতিত, অধঃপতিত, যে পড়িয়া গিয়াছে, চ্যুত, ভ্রষ্ট, বিগলিত।

নিপত্যরোহিণী (স্ত্রী) নিপত্য রোহিণী রোহিতবর্ণা স্ত্রী ময়ূরবং। নিপত্যরোহিতবর্ণা স্ত্রী।

নিপত্যা (স্ত্রী) নিপতত্যস্যামিতি, নি-পত-ক্যপ্, ততষ্টাপ্। (সংজ্ঞায়াং সমজনিষদনিপতেতি। পা ৩।৩।৯৯) ১ যুদ্ধভূমি। ২ পিচ্ছিলাভূমি।

নিপরণ (ক্লী) নিষিদ্ধং পরণং প্রীতিঃ নি-পৃ-প্রীতৌ ভাবে ল্যুট্। প্রীত্যভাব, প্রীতির অভাব।

"নিপরণাৎ পুৎ নরকং ততস্ত্রায়তে" (নিরুক্তি) ২ প্রীণন।

"নিপরণং পিত্রোণ তীর্থেন" (আশ্ব° শ্রৌ° ২।৬।১৫)

নিপলাশ (ত্রি) নিপতিতং পলাশং যস্য। নিপতিতপত্র।

"নিপলাশমিবোবাদ" (শতপথব্রা° ৩।২।১।২০)

নিপাক (পুং) নিয়মেন পচনমিতি নি-পচ্-ঘঞ্। পাক। (শব্দরত্না°)

নিপাত (পুং) নি-পত-ভাবে ঘঞ্। ১ পতন। ২ মৃত্যু। ৩ অধঃপতন।

"ক চ নিশিতনিপাতা বজ্রসারাঃ সরাস্তে।" (শকুন্তলা)

নিপতন্তি অবয়ববর্ণবিনাশাদিনা অন্যথা নিষ্পদ্যন্তে নি-পত কর্ত্তরি জ্বলাদিত্বাৎ ণ। বর্ণাগমাদি দ্বারা অন্যথোৎপদ্যমান সূত্রানিষ্পাদ্য শব্দভেদ। [নিপাতন দেখ।]

নিপাতন (ক্লী) নিপাত্যতেঽনেনেতি নি-পত-ণিচ্ করণে ল্যুট্। ১ মারণ। ২ পাতন।

"অবগুর্য্য চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে।" (মনু)

৩ অধোনয়ন। পর্য্যায় অবনায়, নিযাতন। (নয়নানন্দ)

৪ ব্যাকরণ লক্ষণ দ্বারা অনুৎপন্নপদসাধন, ব্যাকরণের নিয়মের বৈপরীত্য, ব্যাকরণের পদসিদ্ধ করিবার জন্য সূত্রোক্ত যে সকল নিয়ম আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া পদসাধন। ব্যাকরণানুসারে যদৃচ্ছাক্রমে পদসিদ্ধ করিবার সূত্রোক্ত যে সকল নিয়ম আছে, তাহা অতিক্রম করিয়া যাহাতে পদ সিদ্ধ করা যায়।

"যল্লক্ষণেনানুৎপন্নং তৎসর্ব্বং নিপাতনাৎ সিদ্ধম্" (মহাভাষ্য)

যে সকল পদ ব্যাকরণের লক্ষণ দ্বারা সাধিত হয় না, সেই সকল পদ নিপাতপ্রযুক্ত সিদ্ধ হইয়াছে।

"বর্ণাগমোবর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।

ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্ ॥" (দুর্গাদাস)

নিপাতপ্রযুক্ত পদসিদ্ধ করিতে হইলে কোন কোন বর্ণের আগম আবার কোনস্থলে বর্ণবিকার অথবা বর্ণনাশ করিতে হয়। নিপাতে পদসাধনের যেরূপ আবশ্যক হইবে, সেইরূপই হইবে। যথা—

"বর্ণাগমো গবেন্দ্রাদৌ সিংহে বর্ণবিপর্য্যয়ঃ।

ষোড়শাদৌ বিকারঃ স্যাৎ বর্ণনাশঃ পৃষোদরে ॥" (কলাপপঞ্জী)

'গবেন্দ্র' এইপদ বর্ণাগম করিয়া যথাযথ গবেন্দ্র, গো-ইন্দ্র-গবিন্দ্র এইরূপ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু নিপাতপ্রযুক্ত গবিন্দ্র না হইয়া গবেন্দ্র হইল, এখানে অকার বর্ণাগম হইল। সিংহ, হিনস্তি ইতি সিংহ, বর্ণবিপর্য্যয় হইয়া সিংহ পদসিদ্ধ হইল ইত্যাদি।

"স্বার্থে শব্দান্তরার্থস্য তাদাত্ম্যে নাম্নয়াক্ষমঃ।

সুবাদ্যন্তো নিপাতোঽসৌ বিবিধশ্চাদিভেদতঃ ॥" (শব্দশক্তিপ্র°)

নিপাতনীয় (ত্রি) নি-পত-ণিচ্ অনীয়র। নিপাতনের উপযুক্ত।

নিপাতিত (ত্রি) নি-পত-ণিচ্-ক্ত। অধোনীত, অধোক্ষিপ্ত, যাহাকে ফেলিয়া দিয়াছে, পাতিত, বিনাশিত।

নিপাতিন্ (পুং) নিপাতঃ অস্ত্যস্তি ইনি। মহাদেব, ইনি সকলকে নিপাত অর্থাৎ নাশ করিয়া থাকেন বলিয়া ইহাকে নিপাতিন্ কহে। (ভারত ১৩।১৭।৬৬)

নিপাদ (পুং) নিকৃষ্টৌ ক্ষুদ্ভূতো পাদোযত্র। নিম্নপ্রদেশ।

"ভবন্ত্যন্বতো নিপাদাঃ" (ঋক্ ৫।৮৩।৭)

'নিপাদা ক্ষুদ্ভূতদেশাঃ' (সায়ণ)

নিপান (ক্লী) নিপীয়তেঽস্মিন্নিতি। নি-পা-আধারে ল্যুট্। কূপসমীপ শিলাদিনিবদ্ধ পশুদিগের পানের জন্য কৃত কূপোদ্ধৃত জলস্থান। (ভরত)

কূপের সন্নিকটে পশ্বাদির জলপানার্থ ক্ষুদ্র জলাশয়, পশু, পক্ষী প্রভৃতি অনায়াসে জল খাইতে পারে এই অভিপ্রায়ে কূপ বা জলাশয়ের নিকট যে খাত করিয়া জল উঠাইয়া পূর্ণ করিয়া রাখে। চৌবাচ্চা। ২ গোদোহনপাত্র। (ত্রিকা°)

৩ খাতাদি, জলাশয় মাত্র।

"পরকীয় নিপানেষু ন স্নায়াচ্চ কদাচন।
নিপানকর্ত্তুঃ স্নাত্বা চ দুষ্কৃতাংশেন লিপ্যতে॥" (মনু ৪।২০১)

'নিপিবন্ত্যস্মিন্নতো বেতি নিপানং জলাশয়ঃ' (মেধাতিথি)

এই স্থলে নিপান শব্দের অর্থ জলাশয় মাত্র। পর নিপানে কখনও স্নান করিবে না, যদি কেহ স্নান করে, তাহা হইলে নিপানকর্ত্তার পাপের চারিভাগের একভাগ লাভ হইয়া থাকে। নি-পা-ভাবে ক্ত। ৪ নিঃশেষ পান।

নিপানী, বোম্বাই প্রদেশের বেলগাম্ জেলার একটী নগর। বেলগাম্ হইতে কোলাপুরে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার সন্নিকটে বেলগাম্ সহর হইতে ৪০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬° ২৩´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৫´ ১০´´ পূঃ। নিপানী যে রাজ্যের সদর, তাহা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের হস্তগত হয়, তৎপরে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে বৃটীশরাজ্যভুক্ত হইয়াছে। পরবৎসর এখানকার দুর্গটী ভঙ্গ করা হয়। এই স্থানে ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি আছে। প্রত্যেক হাটের দিন ২।৩ সহস্র গোমহিষাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে।

নিপীড়ক (ত্রি) নিপীড়য়তীতি নি-পীড়-ণ্বুল্। ১ নিপীড়নকারী, যে পীড়া দেয়, যে ক্লেশ দেয়, যে অপকার বা অত্যাচার করে। ২ যে পাক দিয়া জল বা রস বাহির করে, যে নিঙ্ড়ায়।

নিপীড়ন (ত্রি) নি-পীড় ভাবে ল্যুট্। নিতরাং পীড়ন। পীড়িযুচ্। স্ত্রিয়াং টাপ্।

"কৃত্বা দীননিপীড়নাং নিজজনে বদ্ধাবচো বিগ্রহম্।" (সাহিত্যদ°)

নিপীড়িত (ত্রি) নিতরাং পীড়িতঃ, নি-পীড়-ক্ত। ১ নিষ্পীড়িত, পাক দিয়া যাহার জল বা রস নিঃসারিত করা হইয়াছে। ২ উৎপীড়িত, যাহার উপর অত্যাচার করা গিয়াছে। ৩ আক্রান্ত। ৪ অভিবাদিত।

নিপীত (ত্রি) পা-কর্ম্মণি ক্ত। নিঃশেষেণ পীতং বা পানমস্ত্যস্তীতি অর্শআদিত্বাদচ্। নিঃশেষে পীত।

নিপীতি (স্ত্রী) নিঃশেষ পান।

নিপীয়মান (ত্রি) যাহা পান করা হইতেছে।

নিপুণ (ত্রি) পুণ রাশীকরণে নি-পুণ-ক। কার্য্যক্ষম, কার্য্য করিতে সমর্থ। পর্য্যায়—প্রবীণ, অভিজ্ঞ, বিজ্ঞ, নিষ্ণাত, শিক্ষিত, বৈজ্ঞানিক, কৃতমুখ, কৃতী, কুশল, সংখ্যাবান্, মতিমান্, কুশাগ্রীয়মতি, কৃষ্টি, বিদুর, বুধ, দক্ষ, নেদিষ্ঠ, কৃতধী, সুধী, বিদ্বান্, কৃতকর্ম্মা, বিচক্ষণ, বিদগ্ধ, চতুর, প্রৌঢ়, বোদ্ধা, বিশারদ, সুমেধা, সুমতি, তীক্ষ্ণ, প্রেক্ষাবান্, বিবুধ, বিদৎ, বিজ্ঞানিক, কুশলী। (রাজনি° শব্দরত্না°)

"শ্রীহর্ষোনিপুণঃ কবিঃ পরিষদপোষাগুণগ্রাহিণী।" (নাগানন্দনা°)

নিপুণতা (স্ত্রী) নিপুণস্য ভাবঃ, নি-পুণ-তল্-টাপ্। দক্ষতা, পটুতা, অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা।

নিপুণিকা (স্ত্রী) বিক্রমোর্ব্বশী নাটকোক্ত একজন পরিচারিকা।

নিপুর্ (পুং) নিকৃষ্টং পূর্য্যতে পৃ কর্ম্মণি ক্বিপ্। লিঙ্গদেহ, সূক্ষ্ম শরীর। "পরাপুরো নিপুরো যে ভবন্তি" (শুক্লযজু° ২।৩০)

'নিপুরঃ সূক্ষ্মদেহান্' (বেদদীপ°)

ভক্ষিত অন্নপানাদি দ্বারা অতি সূক্ষ্মরূপে এই শরীর পূরণ হয় বলিয়া, ইহা নিপুর পদবাচ্য হইয়াছে। যথা—

"অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎপুরীষং যো মধ্যমস্তন্মাংসং যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ" (ছান্দোগ্য উপ°)

নিফলা (স্ত্রী) নিবৃত্তং ফলং যস্যাঃ। জ্যোতিষ্মতীলতা। (ভাবপ্র°)

নিফাড়, ১ নাসিক জেলার একটী মহকুমা। ক্ষেত্রফল ৪১১ বর্গমাইল। সর্ব্ব শুদ্ধ এখানে ১২১ খানি গ্রাম আছে। ইহার উত্তরে চান্দোর, পূর্ব্বে যেওলা এবং কোপরগাঁও, দক্ষিণে সিনার এবং পশ্চিমে দিন্দোরি ও নাসিক মহকুমা। এই স্থানের জমি গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। সমুদয় দেশ সমতল বটে, কিন্তু ঈষৎ উচুনীচু বলিয়া ঢেউ খেলানো। এই স্থানের জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, কিন্তু গ্রীষ্মকালে রবির তাপ অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। গোদাবরী নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতেছে।

২ নিফাড় মহকুমার প্রধান সহর। নাসিক নগর হইতে কুড়ি মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এইখানে একটী রেলওয়ে ষ্টেসন আছে।

নিফালন (ক্লী) সন্দর্শন, দৃষ্টি।

নিফেন (ক্লী) নিবৃত্তঃ ফেনো যস্মাদিতি। অফেন, অহিফেন, আফিং।

নিবড় (দেশজ) সমাপ্ত, সম্পূর্ণ।

নিবড়ান (দেশজ) শেষকরণ, সম্পূর্ণ করণ।

নিবদ্ধ (ত্রি) বদ্ধ, নিরুদ্ধ, গ্রথিত, নিবেশিত। শাসিত।

নিবন্ধ (পুং) নিবধ্নাতীতি নিবন্ধ-ঘঞ্। আনাহরোগ, মূত্ররোধরূপ রোগ। ২ গ্রন্থের বৃত্তি, পুস্তকের টীকাবিশেষ। (হেম) ৩ নিম্ববৃক্ষ। ৪ বন্ধন।

"দৈবী সম্পদ্ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।" (গীতা)

৫ সংগ্রহগ্রন্থভেদ। ৬ কালবিশেষে দেয়রূপে প্রতিশ্রুত বস্তু, কোন তীর্থাদিস্থলে বা পুণ্যদিনে 'তোমাকে এই বস্তু দিলাম' এইরূপে প্রতিশ্রুত দ্রব্য।

"দত্ত্বাভূমিং নিবন্ধং বা কৃত্বা লেখ্যঞ্চ কারয়েৎ।
আগামিভদ্রনৃপতিপরিজ্ঞানায় পার্থিবঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ১।৩।৭)

(ক্লী) নিতরাং বদ্ধঃ তাললয়াদি সহিত বন্ধনং যত্র। ৭ গীত। (শব্দরত্না°)

নিবন্ধদান (ক্লী) নিবন্ধস্য দানং। ধনসমর্পণ, দ্রব্যসমর্পণ।

নিবন্ধন (ক্লী) নিবধ্যতেঽনেনাস্মিন্ বা নি-বন্ধ-ল্যুট্। ১ হেতু। ২ উপনাহ, বীণার তার উপরিভাগে যাহাতে বদ্ধ থাকে, বীণাদির কাণ। ৩ গ্রন্থি। ৪ বন্ধন, নিয়ম, ব্যবস্থা। ৫ গ্রন্থ।

"অনুৎসূত্রপদন্যাসা সদ্বৃত্তিঃ সন্নিবন্ধনা।" (শিশুপালবধ ২ অ°)

নিবধ্যতেঽনয়া করণে ল্যুট্। ৬ নিবন্ধসাধন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী।" (পাত° দ°)

নিবন্ধনক (ত্রি) নিবন্ধনং তৎসমীপদেশাদিঃ চতুরর্থ্যাং ক। নিবিন্ধনসমীপদেশাদি।

নিবন্ধসংগ্রহ (পুং) সুশ্রুতের একখানি টীকা।

নিবন্ধিন্ (ত্রি) নিবন্ধকারী।

নিবন্ধৃ (পুং) নিবন্ধকর্ত্তা, গ্রন্থকর্ত্তা, টীকাকার, প্রস্তাবলেখক।

নিবন্ধিত (ত্রি) নিবন্ধোঽস্য জাতঃ, তারকাদিত্বাদিতচ্। বদ্ধ।

নিবর্হণ (ক্লী) নিবর্হতে ইতি নি-বর্হ-ল্যুট্। মারণ।

"নিবর্হণং ধর্ম্মধনৈর্বিগর্হিতং বিশিষ্টবিশ্বাসজুষাং দ্বিষামপি।" (নৈষধ)

নিবাজ, (নবাজ) দোয়ারবংশীয় এক ব্রাহ্মণ সন্তান। ইনি একজন সুপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি পর্ণার বুন্দেলারাজ ছত্রশালের সভাসদ ছিলেন। আজমশাহের অনুমতিক্রমে ইনি শকুন্তলা নাটক হিন্দীভাষায় অনুবাদ করেন। নিবাজ নামক এক মুসলমান তাঁতির সহিত অনেকে ইহার নামের গোল করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত নিবাজই পরিশেষে মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। শেষোক্ত মুসলমান নিবাজ হরদোই জেলায় বিলগ্রামে ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

নিবাধই, চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কলিকাতা হইতে প্রায় ১৮ মাইল দূরে দত্তপুকুর ষ্টেশনের নিকট অবস্থিত। এখানে অনেক ভদ্রলোকের বসতি আছে। এখানকার নারায়ণের রাস অতি প্রসিদ্ধ।

নিবাসাত (দেশজ) নির্ব্বাত, বায়ুরহিত।

নিবারী, আসামের অন্তর্গত গারোপাহাড় জেলার একটী গ্রাম। জিনারী নদীর তীরে এই গ্রামটী অবস্থিত। এই স্থানটী এখানকার বাণিজ্যের বন্দর স্বরূপ। তথায় গারো জাতিরা পার্ব্বত্য পণ্য দ্রব্যবিনিময়ে চাউল, কাপড়, শুকটী মাছ ইত্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে। এখানে যথেষ্ট শাল বৃক্ষের বন আছে। ইহা হইতে গবর্মেণ্টের রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুনমাসে ১০ বর্গ মাইল স্থান গবর্মেণ্টকে দেওয়া হইয়াছিল। উহা এখন "জিনারী ফরেষ্ট রিসার্ভ" নামে কথিত হয়।

নিব্রঙ্গ, পঞ্জাবের মধ্যে বশাহির জেলাস্থ একটী পার্ব্বত্যপথ। কুনাবারের দক্ষিণে যে পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তদুপরি এই পথ অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৩´ পূঃ। এই পথের দুইদিকে ৩৫ ফিট্ উচ্চ দুইটী পাহাড় সোজা হইয়া দণ্ডায়মান আছে। এই নিমিত্ত ইহাকে একটী সদর-দরজার ন্যায় দেখায়। ইহার উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৬০৩৫ ফিট্।

নিভ (ত্রি) নিয়তং ভাতীতি নি-ভা-ক। ১ সদৃশ, তুল্য, সমান।

"প্রবুদ্ধ পুণ্ডরীকাক্ষং বালাতপনিভাংশুকম্।
দিবসং শারদমিব প্রারম্ভসুখদর্শনম্॥" (রঘুবংশ ১০।৯)

২ প্রকাশ। ৩ ব্যাজ। (শব্দর°)

সাদৃশ্য অর্থ বুঝাইলে এই শব্দের নিত্য সমাস হইয়া থাকে এবং ঐ অর্থে নিভ শব্দ পৃথক্ প্রয়োগ হয় না। কোন শব্দের সহিত প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা পদ্মনিভ প্রভৃতি।

"মুখেন পূর্ণেন্দুনিভস্ত্রিলোচনা।" (মাঘ)

নিভাঁজ (দেশজ) অমিশ্রিত, অকৃত্রিম, খাঁটী।

নিভালন (ক্লী) নি-ভল-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। দর্শন। (ত্রিকা°)

নিভীম (ত্রি) ভয়ানক।

নিভূত (ত্রি) নিশ্চলং ভূতঃ। অতীত, ভূতকাল। (রাজনি°)

নিভূয়প (পুং) নিভূয় নিতরাং ভূত্বা মৎস্যাদিরূপেণাবতীর্য্য পাতি পা-ক। বিষ্ণু। "বিষ্ণবে নিভূয়পায় স্বাহা।" (শুক্লযজু° ২২।২০)

নিভৃত (ত্রি) নি-ভৃ-ক্ত। ১ ধৃত। ২ বিনীত। ৩ নিশ্চল। ৪ একাগ্র। ৫ গুপ্ত। ৬ নির্জ্জন। ৭ অস্তময়াসন্ন, সূর্য্য অস্ত হইবার নিকটবর্ত্তী সময়।

"নভসা নিভৃতেন্দুনা তুলা মুদিতার্কেণ সমারুরোহ তৎ।" (রঘু ৮।১৫)

নিম (দেশজ) নিম্বশব্দের অপভ্রংশ। নিম্ববৃক্ষ। [নিম্ব শব্দে আয়ুর্ব্বেদীয় বিবরণাদি দ্রষ্টব্য।]

হিন্দীতে নিম্, নীম্ বা বালনিম্, কোল ও সাঁওতালী নিম্, পালামৌ অঞ্চলে আগাস, পঞ্জাবে বকম্, দ্রেখ, বোম্বাইয়ে বালনিম্ বা বকায়ন, মহারাষ্ট্রে লিম্ব, বা কডুণস্তুর, তামিলে বেম্বু বা বেপ্পম, তৈলঙ্গে বেপা, যপা বা তরুকা, কণাড়ীভাষায় হেববাবু, মলয়ে বেপদা, বা অরিয়বেপ্পা, ব্রহ্মে যমাকা বা কমাকা, পারসী আজদ-দরখ্‌তে-হিন্দি। এই শেষোক্ত নাম হইতে ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Melia Azadirachta হইয়াছে। ইংরাজিতে Margosa tree।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই নিম্ববৃক্ষ দেখা যায়। ইহারা প্রায়ই স্বভাবতঃ জন্মে, কোথাও কোথাও বা মানব যত্নে উৎপন্ন হয়। নিমগাছ ৪০ হইতে ৫০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহার ছাল হইতে অতি পরিষ্কার একপ্রকার সবুজবর্ণ রস বহির্গত হয়। তাহা দ্বারা গঁদ প্রস্তুত হয়। এই রস উত্তেজক ঔষধ স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

হোভ্ সাহেব তাঁহার বোম্বাই প্রদেশে ভ্রমণবৃত্তান্তে নিমের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, "ইহা হইতে একপ্রকার তিক্ত রস বা নির্য্যাস বাহির হয়। রেশম রং করিবার সময় এই রস ব্যবহার আবশ্যক।" লিসবোয়া সাহেব বলিয়াছেন যে, নিমতৈল কার্পাসবস্ত্র রং করিতে ব্যবহৃত হয়। নিমছাল হইতে একপ্রকার সূত্র প্রস্তুত হয়, কিন্তু তাহা প্রায়ই কোন কাজে আইসে না; উহাতে কেবলমাত্র দড়ি বা রসি প্রস্তুত হয়।

নিমের বীজ সিদ্ধ করিয়া অথবা নিষ্পেষিত করিয়া এক প্রকার তৈল বাহির করা হয়। ইহার রং গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ। নিমতৈল অত্যন্ত তিক্ত ও কটু এবং অতি দুর্গন্ধবিশিষ্ট। ইহা বহুকাল হইতে মান্দ্রাজে প্রস্তুত হইতেছে এবং সিংহল প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হইতেছে।

এই তৈল পচননিবারক এবং কৃমিনাশক। অনেক দরিদ্র লোক ইহা প্রদীপে পোড়াইয়া থাকে, কিন্তু ইহা হইতে এক রকম অপকারক বায়ু নির্গত হয়।

সম্প্রতি সার্জ্জন মেজর ওয়ার্ডেন সাহেব নিমের তৈল ও নিম হইতে প্রস্তুত অন্যান্য জিনিষ সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব লিখিয়াছেন। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হইল—

"নিমতৈল নিম্বের বীজ হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ·৯২৩৫ (তাপ ১৫° সেন্টি°)। ১০° হইতে ৭° ডিগ্রী তাপ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক স্বচ্ছতা না হারাইয়া ঘনীভূত হইতে পারে। প্রায় ৩৬ ঘণ্টা কাল স্থিরভাবে রাখিলে এক প্রকার সাদা তলানি পড়ে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে এই তলানি নিরায়তন (amorphous)। নিমতৈলের রং পরীক্ষা করিয়া ইহা ধরা যাইতে পারে না। গন্ধকদ্রাবকের সহিত মিশ্রিত করিলে অতি উত্তম ধূসরবর্ণ হয় এবং ইহা হইতে রশুনের ন্যায় গন্ধ বহির্গত হয়। নাইট্রিক এসিডের সহিত প্রথম ঈষৎ লালবর্ণ হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে (দেড় ঘণ্টায়) সামান্য হরিদ্রা বর্ণে পরিণত হয়। ইথর ক্লোরোফর্ম, কার্বন, বাই-সল্‌ফাইড, বেন্‌জোল ইত্যাদিতে অতি সহজে দ্রবীভূত হয়। বিশুদ্ধ সুরাসারে ইহার রং কিঞ্চিৎ সবুজবর্ণ হইতে দেখা যায়। নিমতৈল এল্‌কোহলের সহিত পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিলে পর, ইহার দুর্গন্ধ ও তিক্ত আস্বাদ দূরীভূত হয়।

ব্রানেট্ সাহেব বলিয়াছেন যে, নিমের বীজে শতকরা ৪৫।৫০ ভাগ তৈল থাকে। দক্ষিণভারতে নিমের খইল দ্বারা জমিতে সার দেওয়া হয়। গুড়া খইল রসায়ন ও বৈজ্ঞানিক কার্য্যে লাগে, ইহাতে কীটের আক্রমণ নিবারিত হয়।

এই বৃক্ষের প্রত্যেক জিনিষই কোন না কোন ঔষধে আবশ্যক হয়। মুদীনশেরিফ বলিয়াছেন, শিকড়ের ছাল, শিকড় ও কচি ফল বলকারক এবং পালাজ্বরনিবারক। তৈল, বীজ ও পাতা উত্তেজক, কৃমিনাশক এবং পচননিবারক। নিমের ফুল—উত্তেজক, বলকারক এবং উদররোগনাশক। গঁদ (Gum) স্নিগ্ধ ও বলকারক।

রস (Toddy)—শৈত্যকারক, বলকারক, ধাতু-পরিবর্ত্তক ও বীর্য্যকারক।

অতি প্রাচীন কাল হইতে নিমের ছাল, পাতা এবং ফল আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, এবং সুশ্রুত প্রভৃতি আদি আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। এই বৃক্ষ যে সমস্ত বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তাহার প্রত্যেকটীর ভাব এই যে, ইহা বহুকালাবধি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতেছে, যথা—নিম্ব অর্থাৎ সিঞ্চনকারী। অরিষ্ট—রোগনাশক, পিচুমর্দ কুষ্ঠনাশক। ইউ, সি, দত্ত বলিয়াছেন যে, নিম্বছাল তিক্ত, বলকারক, সঙ্কোচক, জ্বর, পিপাসা বমি, বমনেচ্ছা, এবং চর্ম্মরোগে বিশেষ উপকারী। নিমপাতা খাওয়া হয় এবং অন্যান্য তরকারী সহিত চড়চড়ী ও ঝোল প্রস্তুত হইয়া থাকে। দদ্রু প্রভৃতি চর্ম্মরোগে বহুকাল হইতে নিমপাতা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। নিমফল সারক, শিথিলকারক এবং কৃমি, প্রস্রাবের পীড়া ও অর্শরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। চর্ম্মরোগ ও ক্ষত প্রভৃতিতে নিমতৈল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য ঔষধের সহিত নিমছাল জ্বরে প্রয়োগ করা হয়। নিম্বপত্রের টাট্‌কা রস লবণের সহ কৃমিরোগে এবং মধুর সহিত চর্ম্ম ও ন্যাবারোগে প্রযোজ্য। নিমপাতা ও আমলকী প্রত্যেকের

সিকি তোলা রস মাখন সহ কণ্ডুরোগে (চুলকনা), ব্রণ এবং আমবাত রোগে বিশেষ উপকারী। ক্ষত ও চর্ম্মরোগে নিমপাতার নানাপ্রকার বাহ্য প্রয়োগ দেখা যায়; যথা—পুলটীশ, ধাবন, মলম এবং মালিশ। নিমপাতা ও তিল সমভাবে একত্র যোগে ক্ষতস্থানে ব্যবহার্য্য।

মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে আসিলেন, তখন নিম্ বৃক্ষের অসাধারণ গুণ দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। হিন্দুরা ইহার সমস্ত গুণ মুসলমানদিগের নিকট প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু তাঁহারা নিজেই স্বভাবতঃ এই সমস্ত জিনিষ তাদৃশ প্রকারে ব্যবহার করিতেছেন।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থকারগণ নিমের উপরি উক্ত যে সমস্ত গুণের বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও চিকিৎসকগণ অনেকেই তাহার অনুমোদন করিয়াছেন। ডাক্তার কর্ণিশ প্রভৃতি বলিয়াছেন যে সবিরাম জ্বরে নিম্ছাল, সিনকোনা ও আর্সেনিক অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। নিমতৈল কুষ্ঠরোগে চালমুগ্‌রা তৈলের সহিত ব্যবহার্য্য।

ইহার পচননিবারক গুণ থাকায়, ইহা হইতে ভৈষজ্য-সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই তৈল সহজেই জমিয়া সাবানে পরিণত হয়। ক্ষত স্থান ধৌত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত কার্য্যে কার্ব্বলিক সাবান ব্যবহৃত হয়, তাহাতে ইহা বেশ ব্যবহার করা যাইতে পারে। বুকানন্ হামিল্টন ইহার একটী আশ্চর্য্য প্রয়োগের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, মান্দ্রাজে প্রসবান্তে প্রত্যেক (সদ্যঃপ্রসূতা) রমণীকে এক আউন্স নিমতৈল দেওয়া হয়। শুষ্ক নিমবীজ জল কিংবা অন্য কোন তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিলে ঠিক তৈলের মত গুণবিশিষ্ট হয়। টাট্‌কাপাতার রস কিয়ৎপরিমাণে পচননিবারক এবং অল্প কার্ব্বলিক এসিডমিশ্রিত জলের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। নিমপাতাসিদ্ধ গরমজলে ক্ষত স্থান ও স্ফীতস্থান প্রভৃতিতে স্বেদ দেওয়া হয়।

অগ্নিমান্দ্য এবং সাধারণ দৌর্ব্বল্যরোগে নিমফুল বিশেষ উপকারী। নিমের গঁদ অন্য ঔষধসহ অনেক রোগে ব্যবহৃত হয়। এই নিমিত্তই ইহার নাম আরবীয় গঁদ। এইজন্য ইহা অন্যান্য গঁদ অপেক্ষা বেশী আদরণীয়। বিশেষতঃ নিমগঁদ শ্বেতপ্রদরের উত্তেজনায় ব্যবহার্য্য। অনেকদিনের পুরাতন কুষ্ঠরোগে ও অপরাপর চর্ম্মরোগে, ক্ষয়কাশে, অজীর্ণরোগে এবং সাধারণ দুর্ব্বলতায় নিমের রস অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নিমরস দুই প্রকারে পাওয়া যাইতে পারে—১ম স্বভাবতঃ গাছ হইতে নিঃসৃত হয়। ২য় কৌশলপূর্ব্বক গাছ হইতে বহির্গত করা যায়। প্রথম প্রণালীতে রস বৃক্ষের দুই তিন স্থান হইতে সূক্ষ্মধারে অথবা ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বাহির হইতে থাকে; এইরূপে ক্রমান্বয়ে তিন হইতে ছয় সাত সপ্তাহ পর্য্যন্ত নিঃসৃত রসসঞ্চিত হইয়া থাকে। কৃত্রিম উপায়ে রস-বহির্গতকরণ সম্বন্ধে মুদীনশেরিফ লিখিয়াছেন যে, "কৃত্রিম উপায়ে যে সমস্ত নিমগাছ হইতে রস বহির্গত করা যায়, তাহার সংখ্যা জগতে অতি বিরল। আমি সর্ব্বশুদ্ধ এরূপ ৩।৪টী বৃক্ষের কথা শুনিয়াছি। এই সমস্ত বৃক্ষগুলি অতি অল্পদিনের এবং আকারে বিলক্ষণ বড় অর্থাৎ গাছটী খুব সতেজ হওয়া আবশ্যক। এই গাছ প্রায়ই নালা ডোবা প্রভৃতি জলীয় নিকটবর্ত্তী স্থানে জন্মিয়া থাকে; কারণ বৃক্ষটীর মূলদেশ সর্ব্বদা আর্দ্র থাকিলে প্রচুর রস নির্গত হয়। নিম্নলিখিত উপায়ে রস বাহির করা হয়,—

মাটি খুঁড়িয়া তাজা রকমের একখানি নাতিসূক্ষ্ম নাতি স্থূল শিকড় ঠিক করা হয়। পরে এই শিকড়খানা একেবারে কাটিয়া অথবা নিম্নদিক্ দিয়া অর্দ্ধেকখানি কাটিয়া তাহার নিম্নে একটী পাত্র রাখা হয়। এই পাত্র মধ্যে শিকড় হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া অথবা সরুধারে রস পড়িতে থাকে। এই প্রকারে যে রস বহির্গত করা হয়, তাহাতে আর স্বাভাবিক নিঃসৃত রসে বিশেষ কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না; তবে কি না দ্বিতীয় উপায়ে প্রাপ্ত রসের পরিমাণ কিছু অল্প। ২৪ ঘণ্টা মধ্যে ২ হইতে ৬ বোতলের বেশী রস নির্গত হয় না। জলাশয়ের নিকটবর্ত্তী প্রত্যেক নিমগাছ হইতেই উপরি-উক্ত উপায়ে রস বাহির করা যাইতে পারে।" সাহেব আরও বলিয়াছেন যে, মান্দ্রাজের নিকটে মাইলাপুরে একটী আশ্চর্য্য নিমগাছ ছিল। এই গাছ হইতে ৩।৪ বৎসর অন্তর রস বহির্গত হইত। এইরূপে ৪ বার ঐ বৃক্ষ হইতে রস বহির্গত হইবার ৩।৪ দিন পূর্ব্বে গুঁড়ীর মধ্যে একপ্রকার শোঁ শোঁ শব্দ হইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত গাছের ৩।৪ জায়গা দিয়া রস নিঃসৃত হইতে আরম্ভ না করিত, ততক্ষণ এই শব্দ থামিত না। নিকটবর্ত্তী লোক সমুদয় এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনার্থ তথায় একত্র হইত এবং যত্নপূর্ব্বক রস লইয়া বাটী প্রস্থান করিত। তথাকার লোকে এ রসের বড় আদর করিত।

নিম্ববৃক্ষবিশিষ্ট স্থান অতি স্বাস্থ্যকর বলিয়া গণ্য। ওলাউঠা ও ম্যালেরিয়াজ্বরনিবারক বলিয়া প্রায়ই গ্রামের নিকটে এবং বাড়ীর নিকটে যত্ন করিয়া নিমগাছ লাগান হয়। য়ুরোপীয় লোকেরাও নিমের উক্ত গুণে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ও অযোধ্যায় নিমগাছবিশিষ্ট অপরাপর গ্রামে প্রায়ই জ্বর হইতে দেখা যায় না, কিন্তু নিকটবর্ত্তী অন্য অন্য স্থানে যথেষ্ট রোগ দেখা যায়। অপর

বৃক্ষ হইতে নিমবৃক্ষের এ বিষয়ে গুণ অধিক কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। তথাকার লোকের বিশ্বাস যে নিমগাছের গরমীর পীড়া নিবারণের বিশেষ ক্ষমতা আছে। নিমের ডাল দিয়া বাতাস করিলে গরমী আরোগ্য হয়। ইহার এরূপ আশ্চর্য্য গুণ থাকায়, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ ইহার অনেক ব্যবহার করেন এবং ভারতীয় ঔষধপ্রস্তুতকরণ গ্রন্থে ইহার সন্নিবেশ করিয়াছেন।

নিমের ছাল ও পাতা সম্বন্ধে ডাঃ ফ্লকিজার এবং ডাঃ হানবুরি সাহেব যাহা বলিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল—

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণিস্ সাহেব নিমছাল পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, ইহাতে যথেষ্ট ক্ষার পদার্থ আছে। সেই ক্ষার পদার্থকে তিনি 'মার্গোসাইন' নাম দিয়াছেন। তিনি অতি অল্প পরিমাণে সাদা লম্বা লম্বা আকৃতিবিশিষ্ট ক্ষার বহির্গত করিয়াছিলেন। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গেল যে, ইহাতে মারগোসাইন এবং সোডা আছে। বিভিন্ন লোকের মত।—অশ্বচিকিৎসায় নিমতৈল ঘায়ের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। নিমতৈলে উকুন নষ্ট করে। এতদ্ব্যতীত ইহা আমবাত এবং পামা রোগে ফলপ্রদ। হাপানি কাশে ও খেঁচনী, মূর্চ্ছা প্রভৃতিতে নিমতৈল আন্তরিক প্রয়োগ হইয়া থাকে, বাহ্যপ্রয়োগে ইহা তার্পিনতৈলের ন্যায় কার্য্য করে। বসন্তরোগে নিমতৈল গাত্রে মালিশ করিলে বিশেষ ফল দর্শে। কুকুরের গায়ে ঘোস উঠা ও পোকা নষ্টের নিমিত্ত ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

নিমপাতা বাটিয়া স্তনোপরি প্রয়োগ করিলে দুগ্ধক্ষরণ নিবারণ করে। ক্ষতরোগে অন্যান্য ঔষধে উপকার না দর্শিলেও নিমপাতায় বেশ ফল দর্শে। চর্ম্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। নিমপাতা ঘৃতে ভাজিয়া মোমের সহিত মিশ্রিত করিলে ঘায়ের অতি উৎকৃষ্ট মলম প্রস্তুত হয়। ভাজা নিমপাতা পিত্তনাশক বলিয়া অনেক সময় লোকে খাইয়া থাকে।

নিমের ছাল পোড়াইয়া সেই ভস্ম পামারোগে ব্যবহৃত হয়। ছালের কাথ মাথাধরারোগে উপকারী। নিমের সরু ডালে দন্ত ধাবন করিলে শরীরে রোগ হইতে পারে না, এবং পরিষ্কার ও দুর্গন্ধবিহীন হয়। এদেশে এমন বিশ্বাস আছে যে, এক ক্রমে দ্বাদশ বৎসর কাল নিম বৃক্ষের তলায় শয়ন করিলে কুষ্ঠব্যাধি পর্য্যন্ত আরোগ্য হয়।

লাহোরের সিভিল সার্জ্জন আর্ গ্রে বলিয়াছেন যে, কোন কোন পুরাতন নিম গাছ হইতে এক প্রকার সাদা রস নির্গত হয়। এই রস অতি উৎকৃষ্ট রক্তপরিষ্কারক ও বলকারক। নিম-ব্রণ ফোড়া প্রভৃতিতে কিছু বেশী ব্যবহৃত হয়।

নিমপাতাভস্ম ঘৃতসহ বক্ষাবরক ক্ষতরোগে বাহ্য প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। স্নানার্থে অনেকে নিমপাতাসিদ্ধ জল ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে জল বিশুদ্ধ হয়।

নিমপাতার ঝোল ও বেগুণের সহিত নিমপাতা চড়চড়ী রক্ত পরিষ্কারের জন্য অনেকে খাইয়া থাকে। শিশুদিগকেও সময় সময় নিমপাতা খাওয়ান হয়।

নিমকাঠের বাকলের রং ধূসর বর্ণ। সারাংশের বর্ণ লাল। নিমকাঠ অতি দৃঢ় এবং সুন্দর। এই কাঠে প্রায়ই পোকা ধরিতে পায় না। ইহাতে গাড়ী ও কৃষিকার্য্যের যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। ভারতের দক্ষিণাংশে ইহাতে গৃহের আসবাব প্রস্তুত হয়।

সিন্ধুদেশের স্ত্রীলোকেরা গন্ধের নিমিত্ত এবং উকুন মারিবার জন্য নিমতৈল ব্যবহার করিয়া থাকে। কাপড় কাগজ পুস্তকাদি পোকায় কাটিতে না পারে, এই নিমিত্ত নিমপাতা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু এই পাতা মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া আবার নূতন পাতা দিতে হয়। এ বিষয়ে ইহারা প্রায় কর্পূর অথবা ন্যাপ্থালিনের সমতুল্য। ইহার উগ্র গন্ধে উই বা অন্যান্য কীটাদি পুস্তক কাটিতে পারে না।

হিন্দুরা নিম গাছকে বেলগাছ প্রভৃতির ন্যায় পবিত্র বৃক্ষ বলিয়া মান্য করে। তাহাদের বিশ্বাস, যখন পৃথিবী হইতে দেবগণের ব্যবহারার্থ স্বর্গে অমৃত লইয়া যাওয়া হয়, তখন কএক ফোঁটা নিম গাছের উপর পড়িয়াছিল। এই নিমিত্ত শকের প্রথম দিনে তাহারা নিমপাতা ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, এইরূপ ভক্ষণে তাহার আর কোন রোগ হইবে না। বুকানন্ সাহেব তাঁহার মহিসুরভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে লিখিয়াছেন যে, ২।৩ বৎসর অন্তর কোন গ্রামের লোক একত্র হইয়া একটী পিত্তলের পাত্রে পাঁচটী ডাল এবং একটী নারিকেল স্থাপিত করে। পরে ফুল, চন্দন ও গঙ্গাজল দ্বারা নিমের পূজা করিয়া থাকে। কোন অস্থায়ী মণ্ডপ মধ্যে ইহা রাখিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত পূজা করা হয়; এই সময়ে শিবকন্যা 'মরিয়া'র নিকট ছাগ, মেষ ও মহিষাদি বলিদান এবং আমোদপ্রমোদ, আহারাদিও যথেষ্ট হইয়া থাকে। অনন্তর ঐ পাত্রটী ধরিয়া জলে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। বাঙ্গালী প্রভৃতি কোন কোন হিন্দুজাতি শবদাহনান্তে শোক প্রকাশ করিয়া তিক্তাস্বাদ নিমপাতা মুখে দিয়া থাকে অথবা শবদাহের পর নিমপাতা, খুঁড়ের দাল ও চিনি মুখে দিয়া অগ্নিস্পর্শদ্বারা শুদ্ধ হয়।

আমাদের দেশের সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে নিমের হাওয়া স্বাস্থ্যজনক এবং ইহা গৃহে থাকিলে পরিবার মধ্যে জ্বরাদি হয় না। চলিত প্রবাদ এই;—"নিম নিশিন্দা যেখানে,

মানুষ মরে কি সেখানে।' [নিশিন্দা দেখ।] মুখ ধুইবার সময় নিমের ডালে দাঁতন করিলে মুখ পরিষ্কার এবং দাঁতের গোড়া শক্ত হয়। ঢোল বা তব্‌লার উত্তমোত্তম খোল এই নিম কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়। শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের দারুময় মূর্ত্তি এই নিমকাষ্ঠে গঠিত।

নিম (পুং) শলাকা, শঙ্কু।

নিমক (পারসী) লবণ।

নিমকদান (পারসী) লবণপাত্র।

নিমকমহল, লবণ প্রস্তুতের প্রধান কার্য্যস্থান।

নিমকহলাল্ (পারসী) ১ রাজভক্ত। ২ বিনয়ী। ৩ বিশ্বস্ত। ৪ কৃতজ্ঞ।

নিমকহলালী (পারসী) ১ রাজভক্তি। ২ কৃতজ্ঞতা। ৩ বিশ্বস্ততা।

নিমকহারাম (পারসী) কৃতঘ্ন, অকৃতজ্ঞ। যাহারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

নিমকহারামী (পারসী) ১ বিশ্বাসঘাতকতা। ২ রাজবিদ্বেষ।

নিমকাজী (পারসী) নিম্ন কর্ম্মচারী।

নিমকি (দেশজ) নোনুতা খাদ্যদ্রব্যবিশেষ।

নিমখার (নিমসর) অযোধ্যার অন্তর্গত সীতাপুর জেলার একটী নগর। গোমতী নদীর বামপার্শ্বে সীতাপুর সহর হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২০´৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩১´৪০´´ পূঃ। নিমখার একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। এইস্থানে বহু সংখ্যক মন্দির ও পুষ্করিণী আছে। জনপ্রবাদ এইরূপ যে রাবণ সীতা হরণ করিলে পর, রামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধারপূর্ব্বক অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হন এবং ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত এই স্থানে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন।

নিমখাসা (পারসী) মধ্যম রকম।

নিমখেরা, মধ্যভারতে ভোপাবারের ঠাকুরসামন্তরাজ বা ভীল এজেন্সীর অধীন একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। বিন্ধ্যপর্ব্বতের একধারে অবস্থিত। সার জন্ ম্যাকমের বাজেআপ্ত বন্দোবস্তের সময় হইতে তিরলা গ্রামের ভুঁইয়া বা প্রধান সর্দ্দার ধারারাজকে বার্ষিক ৫০০৲ টাকা কর দিবার অঙ্গীকারে পুরুষানুক্রমে এই রাজ্য ভোগ দখল করিতেছেন। এই ভুঁইয়া, ধারা এবং সুলতানপুরের যাবতীয় চুরী ডাকাতির জন্য দায়ী। ভুঁইয়া-ভীল জতীয় দরিয়াসিং এখানকার সর্দ্দার। ইনি বেশ ইংরাজী লেখাপড়া শিখিয়াছেন।

নিমগাঁও, ভীমানদীর তীরবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র জনপদ। খেড়া হইতে ৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামের উত্তরাংশে ক্ষুদ্র একটী পাহাড়ের উপরে খাণ্ডোবার এক মন্দির আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গোবিন্দরাও গাইকবাড় এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিন এই মন্দিরে একটী মেলা হইয়া থাকে। মেলা উপলক্ষে প্রায় পাঁচ সহস্র যাত্রির সমাগম হইয়া থাকে। এই মন্দিরের অনেক নিষ্কর দেবোত্তর আছে।

নিমগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বিজগাপত্তন জেলাস্থ জয়পুরবিষয়ে অবস্থিত একটী গিরিমালা। এই গিরি পূর্ব্বঘাট গিরির সমান্তর ও প্রায় ৫০০০ ফিট্ উচ্চ। বংশধারা নদী এই গিরিমালা হইতে উৎপন্ন।

নিমগ্ন (ত্রি) নিতরাং মগ্নঃ নি-মস্‌জ-ক্ত। জলাদিতে মগ্ন, জলাদিতে ডুবিয়া যাওয়া।

নিমচ, গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী সহর। এই স্থানে ইংরাজদিগের একটী সৈন্যের আড্ডা আছে। মালবের উত্তরপশ্চিমে, মালব-মিবারের সীমান্ত প্রদেশের মধ্যস্থলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২৭´৩৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৪´১৫´´ পূঃ। এই খানে রাজপুতানা-মালবা-রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রে ইংরাজ ও সিন্দিয়ার সন্ধি হয়। এই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে দৌলত রাও সিন্দিয়া সৈন্যগণের আড্ডার স্থান এবং কএক বিঘা জমি প্রদান করেন। ইহার পর আর একটী সন্ধি হয়; তাহাতে ইংরাজগণ আরও কএকখানি জায়গা প্রাপ্ত হন। যখন সৈন্যেরা দূরদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিবে, তখন তাহাদের পরিবারাদি থাকিবার জন্য এখানে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহাতে গোলাগুলি অস্ত্রশস্ত্র রক্ষিত হয়।

এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬১৩ ফিট্ উচ্চ। জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। কোন সময়েই এখানে অত্যন্ত গরম অথবা অত্যধিক শীত পড়ে না। বেশী গ্রীষ্মের সময়েও রাত্রিতে বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া থাকে। নিমচের লোকসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২১,৬০০; তন্মধ্যে হিন্দু ১৪১৬৭ এবং মুসলমান ৫৪৩২ ; বাকী অন্যান্য জাতি।

নিমচ কলিকাতা হইতে ১১১৪ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

নিমচা (পারসী) ছোট তরবারিবিশেষ।

নিমচা আফগান ও উচ্চগিরিশৃঙ্গবাসী জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন এক সঙ্কর জাতি। ইহারা ভারতবর্ষীয় ককেসস্ পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ ঢালু স্থানে অবস্থিতি করে। ইহাদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় ভাষার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে লাটিন ভাষার সহিতও ইহার কতক মিল দেখা যায়।

নিমচাক (দেশজ) গোলাকার কাষ্ঠখণ্ড। পাতকুয়ার নিম্নদেশ বাঁধাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

নিমজ্জথু (পুং) নি-মস্জ-অথুচ্। ১ শয়ন।

"তল্পে কান্তান্তরৈঃ সার্দ্ধং মঙ্খেহহং ধিঙ্নিমজ্জথুম্।" (ভট্টি)

২ স্নান, নিমজ্জন।

নিমজ্জন (ক্লী) নিমজ্জতেহনেনেতি, নি-মস্জ-ভাবে ল্যুট্। স্নান, অবগাহন।

"বীক্ষ্য বঃ খলু তনুমমৃতাদাং দৃঙ্নিমজ্জনমবৈমি সুধায়াং।" (নৈষধ ৫ স°)

নিমটানা, ক্ষেত্রের শস্যনির্ণয় করিবার এক প্রকার নিয়ম। কাপ্তেন রবার্টসন* এই উপায়ে শস্যের পরিমাণ নির্ণয় করিয়াছিলেন। কোন একটী শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র হইতে তিন রকমের তিন গাছ লওয়া হইত। তন্মধ্যে একটীতে উত্তমরূপ শস্য, আর একটীতে মধ্যম রকম এবং অপরটীতে অতি সামান্য রকম জন্মিয়াছে। এই তিনটী গাছের শস্যগুলি গণিয়া তাহাদের গড় লইতে হয়। অনন্তর ক্ষেত্রের বৃক্ষ গণিতে হয়। পরে ক্ষেত্রটীর ক্ষেত্রফল আছে মনে করিতে হইবে। বৃক্ষসংখ্যা দিয়া শস্যসংখ্যা (গড়) পূরণ করিলে ক্ষেত্রের শস্য পরিমাণ স্থির হইবে। রবার্টসন সাহেব বলিয়াছেন যে, উত্তরভারতবর্ষ, খান্দেশ ও গুজরাতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। শিবাজীর পিতা শাহজীর প্রধান কর্ম্মচারী দাদাজী কোণ্ডদেব ১৬৪৫ পুণায় যখন বন্দোবস্ত করেন, তখন তিনি এই নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন।

নিমতোর, রাজপুতনায় নিমচ ও ঝালরাপত্তন যে রাজপথের উপর অবস্থিত; সেই রাজপথের উপর এবং নিমচ হইতে কিছু দূরে স্থিত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। সম্ভবতঃ নিমতোর শব্দ নিমতলা বা নিমথর শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

এই গ্রামে ৩টী হিন্দু মন্দির আছে। তন্মধ্যে একটী বহু প্রাচীন ও উহাতে একটী বৃষমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। নিমতোর মন্দিরের মধ্যে একটী প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ ও তাহার চারিদিকে মনুষ্যের মুখ খোদিত থাকায় উহা চৌমুখীরূপ ধারণ করিয়াছে। প্রবাদ এই যে এই মন্দির ও বৃষ, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমে নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে গুজরাত হইতে এই স্থানে আসিয়া অবস্থান করিতেছে। বৃষটীর গতি অল্প হওয়ায় মন্দির আসার একটু পরে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই প্রবাদ শুনিয়া এইরূপ অনুমিত হয় যে, সর্ব্বাগ্রে মন্দির প্রস্তুত ও তদনন্তর বৃষমূর্ত্তি স্থাপিত হয়। মন্দিরটীও অন্ততঃ ১০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়।

নিমদ (পুং) স্পষ্টরূপে ও মন্দভাবে উচ্চারণ।

নিমদারী (নিম্বদারী) পুণাজেলায় একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। জুন্নর হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে রেণুকাদেবীর এক বেদী আছে। চৈত্রমাসের পৌর্ণমাসীতে বার্ষিক মেলা হইয়া থাকে। অন্যূন ৩ সহস্রলোক নানা দেশ হইতে সমবেত হইয়া থাকে।

নিমন্ত্রক (পুং) নি-মন্ত্র-ণ্বুল্। নিমন্ত্রণকারী।

নিমন্ত্রণ (ক্লী) নিমন্ত্র্যতে ইতি নি-মন্ত্র-ল্যুট্। নিয়োজনবিশেষ, আহ্বান। কর্ম্মবিশেষের অনুরোধে নির্দ্ধারিত সময়ে আসিবার নিমিত্ত সংবাদদান। ভোজনের জন্য আহ্বানেই এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আবশ্যক শ্রাদ্ধভোজনাদিতে আহ্বান। শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে পূর্ব্বদিনে বেদজ্ঞব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে ভোজনের জন্য বলিয়া আসিতে হয়, তাহাকে নিমন্ত্রণ কহে। নিমন্ত্রণ ও আমন্ত্রণে প্রভেদ এই যে, যাহার অকরণে প্রত্যবায় হয়, তাহাকে নিমন্ত্রণ, এবং যাহাতে কোন প্রত্যবায় নাই, তাহাকে আমন্ত্রণ কহে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহা রক্ষা না করিলে পাপভোগী হইতে হয়।

"যস্যাকরণে প্রত্যবায়স্তন্নিমন্ত্রণম্।" (সিদ্ধান্তকৌ°)

'ইহ ভুঞ্জীত ভবান্' আপনি এইখানে ভোজন করিবেন, এই প্রকারে আহ্বানের নাম নিমন্ত্রণ। 'ইহ শয়ীত ভবান্' আপনি এইখানে শয়ন করুন, ইহা আমন্ত্রণ, ইচ্ছানুসারে শয়ন করিতে বা না করিতে পারে, কিন্তু নিমন্ত্রিত হইয়া যদি নিমন্ত্রণ রক্ষা না করা হয়, তাহা হইলে পাপভাগী হইতে হয়।

যদি ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহাকে যথাবিধি পূজাদি না করা হয়, তাহা হইলে নিমন্ত্রণকারী তির্য্যক্‌যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যদি ভ্রমপ্রমাদবশতঃ নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের পূজা না হয়, তাহা হইলে তাহাকে যত্নপূর্ব্বক প্রসাদিত করিয়া ভোজনাদি করাইতে হইবে।

"আমন্ত্র্য ব্রাহ্মণং যস্তু যথান্যায়ং ন পূজয়েৎ।
অতিকৃচ্ছ্রাসু ঘোরাসু তির্য্যগ্‌যোনিষু জায়তে॥" (যম)

প্রমাদবশতঃ নিমন্ত্রণ ত্যাগ করিলে হারীতের মতে,—

"প্রমাদাদ্বিস্মৃতং জ্ঞাত্বা প্রসাদ্যৈনং প্রযত্নতঃ।
তর্পয়িত্বা যথান্যায়ং সর্ব্বং তৎফলমশ্নুতে॥"

যদি বিপ্র নিমন্ত্রিত হইয়া অন্যস্থলে ভোজন করিতে যায়, তাহা হইলে নরকভোগ করিয়া চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

"আমন্ত্রিতস্তু যো বিপ্রঃ ভোক্তুমন্যত্র গচ্ছতি।
নরকাণাং শতং গত্বা চাণ্ডালেষ্বভিজায়তে॥" (যম)

এই শ্লোকে 'আমন্ত্রিত' এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয়, আমন্ত্রণ ও নিমন্ত্রণ সময়ে সময়ে একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যদি ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত হইয়া অন্য প্রতিগ্রহ করে, অথবা ভোজন করিয়া গিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার পুণ্য নষ্ট হয়।

* East India Papers IV. 420.

"পূর্ব্বে নিমন্ত্রিতোঽন্যেন কুর্য্যাদন্নপ্রতিগ্রহম্ ।
ভুক্ত্বাহারোঽথ বা ভুঙ্‌ক্তে সুকৃতং তস্য নশ্যতি ॥" (দেবল)

যদি নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ বিলম্ব করিয়া আসে, তাহা হইলে নরকগামী হইয়া থাকে।

"আমন্ত্রিতশ্চিরং নৈব কুর্য্যাদ্বিপ্রঃ কদাচন।
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ দাতুরন্নস্য চৈব হি ॥
চিরকারী ভবেদ্‌দ্রোহী পচ্যতে নরকাগ্নিনা।" (আদিত্যপু°)

নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের পথগমন, ভারবহন, হিংসা, কলহ ও মৈথুন আচরণ বিধেয় নহে। যদি এই সকল আচরণ করে, তাহা হইলে পাপভাগী হইতে হইবে।

ঋতুকালে স্ত্রীগমনের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা থাকিলেও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া মৈথুন করিতে পারিবেন না। বিজ্ঞানেশ্বরের মতে নিমন্ত্রিত হইলেও ঋতুকালে স্ত্রীগমন বিধেয়, তবে মৈথুন-নিষেধ ঋতুভিন্নকাল জানিতে হইবে *।

নিমন্ত্রণের এই সকল বিধি ও নিষেধ যে কথিত হইল, ইহা শ্রাদ্ধ বিষয়ে জানিতে হইবে। (নির্ণয়সিন্ধু)

পূর্ব্বে শ্রাদ্ধকালীন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া, তাহার সমক্ষে পিতৃদিগের শ্রাদ্ধকার্য্যানুষ্ঠান হইত, অধুনা ব্রাহ্মণ সকল গুণহীন হওয়ায় কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া শ্রাদ্ধবিধির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। রঘুনন্দনও নিমন্ত্রণের বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন—

ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হয়, শ্রাদ্ধ করিব, এইরূপ স্থির হইলে পূর্ব্বদিবসে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহা ভঙ্গ করিলে প্রত্যবায় হয়, আমন্ত্রণভঙ্গে প্রত্যবায় নাই এই প্রভেদ মাত্র।

* "নিমন্ত্রিতস্তু যো বিপ্রঃ হ্যধ্বানং যাতি দুর্ম্মতিঃ।
ভবন্তি পিতরস্তস্য তং মাসং পাংশুভোজনাঃ ॥
আমন্ত্রিতস্তু যঃ শ্রাদ্ধে হিংসাং বৈ কুরুতে দ্বিজঃ।
পিতরস্তস্য তং মাসং ভবন্তি রুধিরাশনাঃ ॥
আমন্ত্রিতস্তু তং মাসং ভবন্তি স্বেদভোজনাঃ।
নিমন্ত্রিতস্তু যো বিপ্রঃ প্রকুর্য্যাৎ কলহং যদি।
পিতরস্তস্য তং মাসং ভবন্তি মলভোজনাঃ ॥" (আদিত্যপু°)
"আমন্ত্রিতস্তু যো বিপ্রঃ ভারমুদ্বহতে দ্বিজঃ।
নিমন্ত্রি তস্তু যঃ শ্রাদ্ধে মৈথুনং সেবতে দ্বিজঃ।
শ্রাদ্ধং দত্ত্বা চ ভুক্ত্বা চ যুক্তঃ স্যান্মহতৈনসা ॥" (শঙ্খ)
ঋতাবাপি মৈথুনং নিষিদ্ধং—
"শ্রাদ্ধং করিষ্যন্ কৃত্বা বা ভুক্ত্বা বাপি নিমন্ত্রিতঃ।
উপোষ্য চ তথা ভুক্ত্বা নোপেয়াচ্চ ঋতাবপি ॥" (বৃদ্ধমনু)
'বিজ্ঞানেশ্বরেণ তু শ্রাদ্ধে ঋতৌ গচ্ছতোঽপি ন দোষঃ।' (নির্ণয়সিন্ধু)

"ব্রাহ্মণানামন্ত্র্যেতি ব্রাহ্মণামন্ত্র্য নিমন্ত্র্য শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বেদ্যুর্ব্বা পূর্ব্বদিনে বা নিমন্ত্রণং নত্বামন্ত্রণং যত্র প্রত্যাখ্যানে প্রত্যবায়স্তন্নিমন্ত্রণং যত্র প্রত্যাখ্যানে কামচারস্তদামন্ত্রণমিতি, পাণিনি সূত্রভাষ্যে ভেদেনোপাদানাদিতি।

"শ্বঃকর্ত্তাস্মীতি নিশ্চিত্য দাতা বিপ্রান্নিমন্ত্রয়েৎ।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

পূর্ব্বদিনে যদি কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে তদ্দিনেও নিমন্ত্রণ করা যাইতে পারে। আপস্তম্ব নিমন্ত্রণ শব্দের নিরুক্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'নিবেদনং শ্বোময়া শ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যং তত্র ভবন্তো নিমন্ত্রণীয়া ইত্যেবং রূপং নিবেদনং দ্বিতীয়ং বেদনং ত্বামহং নিমন্ত্রয়ে ইত্যনেন নিমন্ত্রণম্।' (আপস্তম্ব)

আগামিদিনে আমি শ্রাদ্ধ করিব, তাহাতে আপনারা নিমন্ত্রণীয়, প্রথম এই প্রকার নিবেদন, আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ করিতেছি, এইরূপ দ্বিতীয় নিবেদন। এইরূপ নিবেদনই নিমন্ত্রণ-পদবাচ্য।

নিমন্ত্রণপত্র (স্ত্রী) আহ্বানপত্র।

নিমন্ত্রিত (ত্রি) নি-মন্ত্র-ক্ত। আহূত, যাহাকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

নিমন্যু (পুং) ক্রোধরাহিত্য।

নিময় (পুং) নিমীয়তেঽনেনেতি নি-মি-অচ্। (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) বিনিময়, পরিবর্ত্তন, একটী দ্রব্য দিয়া অন্য একটী দ্রব্যগ্রহণ।

"পক্কেনামস্য নিময়ং ন প্রশংসন্তি সাধবঃ।
নিময়েৎ পক্কমামেন ভোজনার্থায় ভারত ॥" (ভারত ১২।৭৮।৭)

নিমরাজী (পারসী) কতক কতক স্বীকার।

নিমরাণা, রাজপুতানার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ও সহর। বেরার হইতে ১০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। নিমরাণা নামক আলবারের এক করদ রাজার রাজধানী। এই রাজ্যে দশখানি গ্রাম আছে। বার্ষিক আয় ২৪০০০ টাকা। নিমরাণারাজ প্রতি বৎসর ৩০০০ টাকা কর প্রদান করেন।

নিমরুদ, এক জন প্রসিদ্ধ মৃগয়াদক্ষ রাজা। খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে (বাইবেল) বর্ণিত আছে যে, ইনি ব্যাবেল, ইরেক আক্কাদ, কাল্‌নে এবং রেজেন্ দেশের অধিপতি ছিলেন। জর্জ স্মিথ বলিয়া গিয়াছেন যে, ইনি বাবিলন দেশীয় একজন শাসনকর্ত্তা। ইহার অধিকৃত স্থানের নাম ইরেক। ইহার বর্ত্তমান নাম ওয়ার্কা। অধ্যাপক সেস্ বলিয়াছেন যে, নিমরুদের নাম পর্য্যন্ত আর কোন গ্রন্থে দেখা যায় না।

বোগ্‌দাদ হইতে প্রায় ৯ মাইল দূরে একটী মাটীর ঢিপি আছে। আরববাসীরা ইহাকে তুল্ল-অকের-কৌফ্ বলিয়া

থাকে, এবং তুর্কেরা ইহাকে নিমরুদ তপসী বলিয়া থাকে। এই উত্তর শব্দের অর্থই নিমরুদবাধ। জাব নদীর মোহানার নিকটে একটী প্রাচীন নগর আছে, ইহা নিমরুদ নামে খ্যাত।

নিমা (পারসী) পোষাক।

নিমাই, চৈতন্যদেবের নামান্তর। [চৈতন্য দেখ।]

নিমাৎ, বৈষ্ণবদিগের মধ্যে ইহা চতুর্থ সম্প্রদায়। নিম্বাদিত্য ইহার প্রবর্ত্তক, এই জন্য কেহ কেহ ইহাকে নিম্বার্ক বা নিমাৎ নামে অভিহিত করেন। এই সম্প্রদায়ের অপর একটী নাম সনকাদি-সম্প্রদায়।

ইহাদের বিশ্বাস, নিম্বাদিত্য সূর্য্যের অবতার এবং ইনি পাষণ্ডদমনার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। বৃন্দাবনের সন্নিকটে ইহার বাস ছিল।

ইহাদের সাম্প্রদায়িক নিয়মাদি লিখিত কোন গ্রন্থ নাই। ইহারা বলেন সম্রাট্ অরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্ব সময়ে মুসলমানগণ মথুরায় তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ক সমুদায় গ্রন্থাদি পুড়াইয়া ফেলে।

রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ ইহাদের একমাত্র উপাস্য এবং শ্রীমদ্ভাগবত ইহাদের প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ। ইহারা ললাটদেশে গোপীচন্দনের দুইটী ঊর্দ্ধ রেখা করে এবং উহার মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্তুলাকার একটী তিলক অঙ্কিত করিয়া থাকে। অনেকে গলদেশে ধারণ করিবার জন্য এবং নাম জপ করিবার জন্য তুলসীকাষ্ঠের মালাও ব্যবহার করে।

নিম্বাদিত্যের কেশবভট্ট ও হরিদাস নামক দুই শিষ্য হইতে 'বিরক্ত' এবং 'গৃহস্থ' এই দুইটী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে। যমুনাতীরে মথুরাসন্নিধানে ধ্রুবক্ষেত্র পাহাড়ের উপরে নিম্বার্কের গদি আছে। লোকের বিশ্বাস, গৃহস্থশ্রেণীভুক্ত হরিদাসের সন্তানেরাই তাঁহার অধিকারী হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তথাকার মহন্তগণ আপনাকে নিম্বার্কের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহাদের মতে ধ্রুবক্ষেত্রের গদি ১৪০০ বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে মথুরার সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে এবং বাঙ্গালা দেশে এই সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক দেখা যায়। প্রসিদ্ধ জয়দেবগোস্বামী এই মতাবলম্বী বৈষ্ণব ছিলেন।

নিমাতব্য (ত্রি) নি-মা-তব্য। বিনিময়যোগ্য।

"রসারসৈর্ন্নিমাতব্যা নত্বেব লবণং রসৈঃ।" (মনু ১০।৯৪)

নিমাদ, মধ্যভারতের মধ্যবর্ত্তী একটী জেলা, ইহার প্রধান নগর বুরহানপুর। [নিমার দেখ।]

নিমান (ক্লী) নিমীয়তেঽনেন নি-মা-ল্যুট্। মূল্য। (সংখ্যায়া-গুণস্য নিমানে ময়ট্। পা ৫।২।৪৭) 'নিমানং মূল্যম্'।

নিমানুজ, একজন বৈষ্ণব গুরু।

নিমার, মধ্যপ্রদেশের চিফ্ কমিশনরের অধীনস্থ একটী জেলা। অক্ষা° ২১° ৪´ হইতে ২২° ২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫০´ হইতে ৭৭° ১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এইটী মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম প্রান্তস্থ জেলা। ইহার উত্তরসীমা ধাররাজ্যের ও মহারাজ হোলকরের রাজ্য; দক্ষিণে খান্দেশ জেলা, পশ্চিমে বেরার রাজ্য ও পূর্ব্বে হোসঙ্গাবাদ।

নিমার জেলার উত্তরস্থ স্থানসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিমালায় শোভিত থাকায় সমতল ভূমি অভাবে, ঐ অঞ্চলে আদৌ কৃষি-কার্য্য হয় না। উত্তরপূর্ব্বাংশে কতকদূর পর্য্যন্ত অনেক পতিত জমি আছে। তদ্ভিন্ন ঐ অংশের সকল ভূমি সাধারণতঃ অনুর্ব্বর নয়। এই জেলার দক্ষিণাংশে তাপ্তী নদীর তীরস্থ ভূমি অপেক্ষাকৃত অনেকটা উর্ব্বরা, পশ্চিমাংশের ভূমিও অতি যত্নের সহিত কর্ষিত হয়। কিন্তু নর্ম্মদানদীর সর্ব্বোত্তরস্থ ভূমিসমূহ সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর হইলেও মনুষ্য অভাবে উহা এখনও পতিত অবস্থায় রহিয়াছে। নর্ম্মদা ও তাপ্তীনদীর তীরস্থ ভূমি ১৫ মাইল বিস্তৃত একটী পাহাড় দ্বারা বিভক্ত। এই পাহাড় সাতপুরা পাহাড় নামে খ্যাত। এই পাহাড়ের শৃঙ্গে সমতল ভূমি হইতে ৮৫০ ফিট উচ্চে আশীরগড় দুর্গ ও একটী গিরিপথ আছে, উত্তরভারত হইতে দক্ষিণভারতে আসিবার পক্ষে বহুদিবসাবধি ঐ পথই প্রশস্ত পথ বলিয়া পরিগণিত ছিল। এককথায় বলিতে গেলে, এই জেলার অধিকাংশ স্থান পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। পাথুরিয়া কয়লা এখানে আদৌ পাওয়া যায়না, তবে চাঁদগড় ও পুনাসার নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে লৌহের খনি দৃষ্ট হইয়া থাকে। নিমার জেলার সকল অরণ্যের মধ্যে পুনাসা-বন গবর্মেণ্টের খাসে আছে। এখানে সেগুণ ও অন্যান্য অনেক বড় বড় কাষ্ঠ পাওয়া যায়। তাপ্তীনদীর তীরভূমির মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব্বে যে অরণ্য আছে, উহাতেও অনেক মূল্যবান্ বৃক্ষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। চাঁদগড় পরগণার অরণ্যও অতি বিস্তৃত। এই সমস্ত অরণ্য ব্যাঘ্রের বিস্তৃত আবাস ভূমি। কিন্তু ইহারা প্রায়ই মনুষ্যের প্রতি আক্রমণ করে না। বন্য-ভল্লুক, চিতাবাঘ, নেকড়ে ও বন্যবরাহ প্রভৃতি নানাবিধ হিংস্র জন্তু এই অরণ্যে বহুসঙ্খ্যক দৃষ্ট হয়। তদ্ভিন্ন শীকারের উপযুক্ত হরিণ, খরগোস প্রভৃতি বহুবিধ নিরীহ জন্তু ও বন্য-কুক্কুট প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষী এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

হৈহয় রাজারা পূর্ব্বকালে মাহিষ্মতীতে (বর্ত্তমান মহেশ্বরে) অবস্থানপূর্ব্বক প্রান্ত-নিমার শাসন করিতেন। পরে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে রাজ্যচ্যুত করেন। ঐ ব্রাহ্মণ দ্বারা নর্ম্মদানদীবেষ্টিত মান্ধাতা নামক স্থানে শিবপূজা প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপরে আশীরগড়ের চোহান রাজপুতেরা হিন্দু দেব-

দেবীর উপাসক হন। অবশেষে প্রমার রাজপুতেরা আশীর-গড় অধিকার করিয়া লন। এই বংশের তাক নামক এক শাখা ৯ম খৃষ্টাব্দ হইতে ১২শ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই আশীরগড়ে রাজত্ব করেন। চাঁদ কবি তাঁহাদিগকে হিন্দুবীর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়ে নিমারে জৈনধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে। থাণ্ডবা ও মান্ধাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেক মনোহর জৈনধর্ম্মমন্দির অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন্ যখন দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করেন, তখন চোহানবংশীয় রাজপুতেরা আশীরগড়ের রাজা ছিলেন। আলা-উদ্দীন্ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া, তাঁহাদের একজন ভিন্ন অন্য সকল লোককে বধ করেন। এই সময়ে উত্তর নিমার ভীল জাতীয় অলারাজার শাসনাধীন ছিল। তাঁহার বংশাবলী বর্ত্তমান সময়েও ভীমগড়, মান্ধাতা এবং সিলানী নামক স্থানে দৃষ্ট হয়। ফেরিস্তা বলেন যে, এই সময় দক্ষিণ নিমারে আশা নামক গোপবংশীয় একজন রাজা ছিলেন। তিনিই যে দুর্গ প্রস্তুত করেন, উহা তাঁহার নামানুসারে আশীরগড় নাম ধারণ করে। মূলকথা, যে সময় মুসলমানেরা এই রাজ্য আক্রমণ করে, সে সময় এই রাজ্য যে, চোহান ও ভীলরাজাদিগের শাসনাধীন ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রায় ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে উত্তর-নিমার মালবের স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের অন্তর্গত থাকে ও মাণ্ডু তখন ইহার রাজধানী ছিল। ১৩৭০ খৃষ্টাব্দে মালকরাজ ফরুখী দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে দক্ষিণ-নিমার প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র নসীর খাঁ আশীরগড় অধিকারপূর্ব্বক বুর্হানপুর এবং জৈনাবাদ নগর স্থাপন করেন। ১৩৯৯ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত খান্দেশের ফরুখীবংশ ক্রমান্বয়ে একাদশ পুরুষ বুর্হানপুরে রাজত্ব করিয়া-ছিলেন। কিন্তু গুজরাত ও মালববাসিদিগের আক্রমণে অনেকবার বুর্হানপুর বিধ্বস্তপ্রায় হয়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর অকবর আশীরগড় আক্রমণপূর্ব্বক ফরুখীবংশের শেষ রাজা বাহাদুর খাঁর নিকট হইতে নিমার ও খান্দেশ অধিকার করিয়া লয়েন। অকবর উত্তরনিমারকে বিজাগড় ও হণ্ডিয়া জেলাদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া, মালব সুবার অধীন করেন। দক্ষিণ-নিমার খান্দেশ সুবার অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজপুত্র দানিয়াল দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইলে, তিনি বুর্হানপুরে অবস্থানপূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। অবশেষে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে এই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

অকবর ও তাঁহার বংশাবলীর কৌশলপূর্ণ উন্নত শাসন-প্রণালীর গুণে নিমার রাজ্য সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে আরূঢ় হইয়া-ছিল। ঐ সময়ে সমস্ত ভূমি সুনিয়মে কর্ষিত হইত। মালব ও দাক্ষিণাত্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ব্যবসায়িগণ পণ্য দ্রব্য লইয়া প্রায়ই যাতায়াত করিত। এই জেলার প্রায় সর্ব্বত্রই কূপখনন, পান্থশালাস্থাপন ও রাজপথ দৃষ্ট হইত। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মরাঠারা প্রথম যে খান্দেশ আক্রমণ করে, তাহাতে বুর্হানপুর পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত দেশ বিলুণ্ঠিত হয়। তৎপরে প্রতিবৎসর ফসলের সময় মরাঠারা আসিয়া এই রাজ্যের স্থানে স্থানে লুটপাট করিত এবং ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে তাহারা বুর্হানপুর নগরও লুণ্ঠন করে। ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে মরা-ঠারা সমস্ত উত্তর নিমার লুটপাট দ্বারা উৎসন্নপ্রায় করিলে ১৭১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে মোগলেরা তাহাদিগকে চৌথ ও সরদেশ-মুখী দিতে বাধ্য হয়। ইহার ৪ বৎসর পরে আসফজাহ্ দাক্ষিণা-ত্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেও বহুদিবস পর্য্যন্ত মরাঠা-দিগকে চৌথ প্রভৃতি দিয়া আসিতে ছিলেন। কিন্তু ইহাতেও মরাঠারা সন্তুষ্ট না হইয়া নানাপ্রকার উৎপাত আরম্ভ করে। অবশেষে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে পেশবা উত্তর নিমার প্রাপ্ত হন। পঞ্চদশ বৎসর পরে আশীরগড় ও বুর্হানপুর ভিন্ন সমস্ত দক্ষিণনিমার তাঁহার হস্তগত হয় এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি বুর্হানপুর ও আশীরগড় লাভ করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে কাণাপুর ও বেরিয়া পরগণা ভিন্ন অবশিষ্ট নিমার জেলা সিন্দিয়া মহারাজের রাজ্যভুক্ত হয় এবং হোল্‌করও অবশিষ্ট প্রান্তনিমার দ্বারা স্বরাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি করেন। খৃষ্টের অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই রাজ্য এইরূপে একরূপ শান্তি উপভোগ করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ঐ সময় হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, আক্রমণ, লুটপাট প্রভৃতিতে ইহা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে আসা-ইয়ের যুদ্ধে ইংরাজ গবর্মেণ্ট দক্ষিণ নিমার প্রাপ্ত হন, কিন্তু উহা সিন্দিয়ারাজকে প্রত্যর্পিত হয়। অনন্তর ক্রমান্বয়ে ১৫ বৎসর হোলকরের কর্ম্মচারী, পিণ্ডারী ও সিন্দিয়ার বিপক্ষ নাএব, গোমস্তা প্রভৃতি দ্বারা এই রাজ্য নিয়ত আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকে। অবশেষে শেষ পেশবা বাজীরাও, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সারজন্ ম্যাকোমের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। ঐ সময়ে নাগপুরের পূর্ব্বতন রাজা অপাসাহেব আশীরগড়ে আশ্রয় লওয়ায়, ইংরাজেরা ঐ গড় অধিকার করিয়া লন। ইংরাজ এইরূপে পেশবার উত্তরাধিকারী স্বরূপ কাণাপুর ও বেরিয়া পরগণার স্বত্বাধিকারী হইলেন এবং আশীরগড় ও অন্য ১৭ খানি গ্রাম যুদ্ধ করিয়া অধিকার করিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সিন্দি-য়ার সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে অবশিষ্ট সমস্ত নিমার ইংরাজ-শাসনাধীনে আইসে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে হোসেঙ্গাবাদ জেলার কতকগুলি পরগণা নিমার জেলাভুক্ত হয়, এবং ১৮৬০

খৃষ্টাব্দে সিন্দিয়ার নিকট হইতে বিনিময় দ্বারা জৈনাবাদ ও মাঙ্গরোড়পরগণা এবং বুর্হান্‌পুর নগর ইংরাজেরা লাভ করেন। তৎপরে "বৃটীশরাজ হোলকর মহারাজকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কত্রাবর, ধরগাঁ, বরবাই ও মণ্ডলেশ্বর প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের কতিপয় জনপদ গ্রহণ করেন।

নিমার যখন প্রথম ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হয়, তখন এই জেলা প্রায় জনশূন্য। শান্তিস্থাপনের সূত্রপাত হইলেই, অনেক কৃষিজীবী এখানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। অধিক কি কাপ্তেন (শেষে সার জেমস্) আউট্রামের যত্নে, এখানকার দুর্দ্ধর্ষ ভীলেরাও শান্তভাব ধারণ করিল।

প্রথম প্রথম এখানকার ইংরাজশাসনপ্রণালী সুফল লাভ করিতে পারে নাই। পরে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে করবিভাগ সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত হওয়ায়, নিমার জেলা ভূতপূর্ব্বকালের ন্যায় উন্নতিপথে ধাবমান হইতেছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইলেও এখানকার লোক আদৌ প্রভুভক্তি দেখাইতে বিমুখ হয় নাই। এই সময় তাঁতিয়াতোপী বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া এই জেলার মধ্য দিয়া গমন করে এবং পীপ্‌লোদ, খাণ্ডবা এবং মোগলগাঁর পুলিশবাটী বা থানা ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, কিন্তু এই জেলার কেহই তাঁহার সৈন্যভুক্ত হয় নাই।

নিমার জেলায় সর্ব্বসমেত ৬টী প্রধান নগর আছে; যথা—খাণ্ডবা, বুর্হান্‌পুর, সাহরা, বড়ুগাঁ, জৈনাবাদ এবং মান্ধাতা। এই সমস্ত নগরে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, কবীরপন্থী, সৎনামী, শিখ, খৃষ্টান্, পার্সী, য়িহুদী ও অন্যান্য অসভ্য জাতির বাস। অসভ্যগণের মধ্যে ভীল, কর্কু, নাহাল, গোঁড় ও কোলেরাই প্রধান। গম, তৈলকর বীজ, চাউল, ইক্ষু, তুলা ও তামাক এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। আম্র ও মহুয়া বৃক্ষ যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় এবং আফিং ও তুলার বিস্তৃত ব্যবসায় আছে। গ্রেট্‌ইণ্ডিয়ান্ পেনেন্‌সুলারেলপথ এই জেলায় মধ্য দিয়া যাওয়ায়, এখানে বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে নিমার ইংরাজ অধীনে একটী স্বতন্ত্র জেলারূপে শাসিত হইতেছে। একজন ডেপুটী কমিশনর, তাঁহার সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষগণ ও তহসীলদারসমূহ দ্বারা শাসনকার্য্য সম্পন্ন হয়। এখানকার রাজস্ব ৪৮১২৬০ টাকা।

নিমারের যে অংশ ফাঁকা ঐ অংশের জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর নহে। কিন্তু নর্ম্মদা ও তাপ্তীনদীর উপত্যকা ভূমিতে এপ্রিল ও মে মাসে অত্যন্ত গরম পড়ে। জ্বর ও ওলাউঠাই এখানকার প্রধান পীড়া।

নিমাল, পঞ্জাবে বন্নু জেলার অন্তর্গত মিয়ানবালী তহসীলের একটী নগর। লবণপাহাড়ের পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এই নগর পক্কর এলাকার রাজধানী। এখানে ডাকবাঙ্গলা আছে এবং ইহার নিকট দুইটী আশ্চর্য্য গঠন বা আকৃতি খোদিত আছে, উহা শান্তিরক্ষকদিগের থাকিবার ঘরের ন্যায়।

নিমাস্তিন্ (পারসী) হাতকাটা জামা।

নিমি (পুং) ১ অত্রিবংশোদ্ভূত দত্তাত্রেয়পুত্র।

"স্বায়ম্ভবোঽত্রিঃ কৌরব্য পরমর্ষিঃ প্রতাপবান্।
তস্য বংশে মহারাজ দত্তাত্রেয় ইতি স্মৃতঃ।
দত্তাত্রেয়স্য পুত্রোঽভূৎ নিমির্নাম তপোধনঃ॥"

(ভারত অনু, ৯১ অ°)

২ কৌরববংশীয় ভাবিনৃপভেদ। (ভাগ° ৯।২২।৯)

৩ দ্বাপরযুগীয় অসুরাংশনৃপভেদ। (হরিব° ১৬১ অ°)

৪ মিথিলাবংশস্থাপয়িতা ইক্ষ্বাকুবংশীয় নৃপভেদ। ইহার বিবরণ বিষ্ণুপুরাণাদিতে এইরূপ লিখিত আছে—

ইক্ষ্বাকুর নিমি নামে এক পুত্র হয়। নিমি সহস্রবৎসরব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করেন। বশিষ্ঠ এই যজ্ঞের হোতা হন। হোতৃবরণসময় বশিষ্ঠ বলিয়াছিলেন, ইন্দ্র পঞ্চশতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে আমাকে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং সেই সময় পর্য্যন্ত আপনি প্রতীক্ষা করুন, আমি ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া আপনার যজ্ঞ করিব। বশিষ্ঠের এই কথায় রাজা কোন প্রত্যুত্তর দান করেন নাই। বশিষ্ঠদেব রাজা আমার কথা স্বীকার করিলেন ভাবিয়া ইন্দ্রের যজ্ঞ আরম্ভ করেন।

এদিকে রাজা গৌতমাদি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। বশিষ্ঠ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন করিয়া নিমির যজ্ঞ করিতে হইবে এই বোধে, সত্বর সেইস্থলে আগমন করিলেন। তিনি যজ্ঞস্থলে আসিয়া গৌতম সকল যজ্ঞ কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব করিতেছেন দেখিয়া, নিদ্রাগত রাজা নিমিকে শাপ দিলেন যে যেমন তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া গৌতম দ্বারা যজ্ঞ করাইতেছ, এইজন্য তুমি হীন হইবে।

অনন্তর রাজা প্রবুদ্ধ হইয়া কহিলেন, যে কারণে বশিষ্ঠ সকল বৃত্তান্ত না জানিয়া বৃথা আমাকে শাপ দিয়াছেন, এই জন্য তাহারও দেহ পতিত হইবে। রাজা এইরূপে প্রতিশাপ দিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন। নিমির এই শাপে বশিষ্ঠদেবের তেজঃ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর একদা উর্ব্বশীদর্শনে মিত্রাবরুণের রেতঃ স্খলিত হইল, সেই বীর্য্য হইতে বশিষ্ঠ অপর দেহ লাভ করিলেন।

নিমি রাজারও সেই মৃত দেহ অতি মনোহরতৈল ও গন্ধাদি দ্বারা লিপ্ত থাকায় তাহা অবিকৃত রহিল। যজ্ঞাবসানে দেবগণ যখন যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন, সেই সময় ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞ-

মানকে বর দিবার জন্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা করেন। অনন্তর দেবগণ বরগ্রহণের জন্য আজ্ঞা করিলে নিমি কহিলেন, আমার ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কিছুই নাই যে, শরীর ও আত্মার পরস্পর বিয়োগ হয়। এই কারণে আমি আর শরীর গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু সকল লোকেরই নয়নসমূহে বাস করিতে ইচ্ছা করি। রাজা নিমি এইরূপ প্রার্থনা করিলেন, দেবগণ তাঁহাকে সকলের নেত্রে অবস্থিতি করাইলেন। এইজন্য ভূতগণ উন্মেষ ও নিমেষ করিয়া থাকে। রাজার কোন পুত্র না থাকায় মুনিগণ অরাজকতাভয়ে ভীত হইয়া তাঁহাকে অরণীতে মন্থন করিতে লাগিলেন, তাহাতে পুত্র উৎপন্ন হইল। মৃতদেহ হইতে জন্ম হয় বলিয়া ঐ পুত্রের নাম জনক হয়। মন্থনে ইহার জন্ম হয় বলিয়া, মিথি নামে প্রসিদ্ধ হন। (বিষ্ণুপু° ৪ অংশ ৫ অ°) মনুসংহিতার টীকায় কুল্লূক লিখিয়াছেন, নিমি নিজের অবিনয়হেতু বিনষ্ট হইয়াছিলেন। (মনু ৭।৪৩ কুল্লূক) ভাগবত ও মৎস্যপুরাণ প্রভৃতিতে ইহার বিবরণ লিখিত আছে। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ডের ৫৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে, নিমি দেবতাদিগের বরে বায়ুভূত হইয়া প্রাণিসমূহের নেত্রে অবস্থান করেন, এই জন্য মানবের নিমেষ হইয়া থাকে।

নিমিত (ত্রি) নি-মি-ক্ত। সমদীর্ঘবিস্তারপরিমাণ-যুক্ত। যাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার সমান।

নিমিত্ত (ক্লী) নি-মিদ-ক্ত, সংজ্ঞাপূর্ব্বকত্বাৎ ন নত্বম্। হেতু, কারণ। "কিং নিমিত্তং মহাভাগ নিঃস্পৃহস্য চ মাং প্রতি।
জাতং হ্যাগমনং ব্রূহি কার্য্যং তন্মুনিসত্তম॥" (দেবীভাগ° ১।১৮।৫)
২ চিহ্ন, শকুন।
"নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।" (গীতা)
৩ ফল, উদ্দেশ্য।

নিমিত্তক (ক্লী) নিমিত্ত সংজ্ঞায়াং কন্। ১ নিমিত্ত-নিশ্চয় হইতে আগত, নিমিত্তকারণ। ২ চুম্বন। (শব্দমালা) ৩ নিমিত্ত।

নিমিত্তকারণ (ক্লী) নিমিত্তং কারণম্। কারণভেদ, সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ ভিন্ন। নৈয়ায়িকদিগের মতে, কারণ তিন প্রকার, সমবায়িকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ। ঘটোৎপত্তির প্রতি কুলালদণ্ড, চক্র, সলিল ও সূত্রাদি নিমিত্তকারণ।

নিমিত্তকাল (পুং) বিশেষকাল।

নিমিত্তকৃৎ (ত্রি) নিমিত্তং স্বরভেদেন শুভাশুভশকুনং করোতীতি কৃ-কিপ্। কাক। (রাজনি°) কাকের শব্দে শুভাশুভ সকল জানা যায় বলিয়া ইহাকে নিমিত্তকৃৎ কহে।

নিমিত্ততস্ (অব্য) নিমিত্ত-তস্। কারণ ব্যতীত, কারণ ভিন্ন।
"অনাতুরঃ স্বানি খানি ন স্পৃশেদনিমিত্ততঃ।
রোমাণি চ রহস্যানি সর্ব্বাণ্যেব বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৪।১৪৪)

নিমিত্তত্ব (ক্লী) নিমিত্ত-ত্ব। কারণত্ব, প্রয়োজককর্তৃত্ব।

নিমিত্তধর্ম্ম (পুং) নিষ্কৃতি, পাপমার্জ্জনা, প্রায়শ্চিত্ত।

নিমিত্তমাত্র (ক্লী) নিমিত্ত-মাত্রচ্। হেতুমাত্র, কারণ মাত্র।
"ময়ৈব পূর্ব্বং নিহতা ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" (গীতা)

নিমিত্তবধ (পুং) নিমিত্তেন রোধাদিহেতুনা বধঃ। রোধাদি নিমিত্ত গবাদির বধ, গাভি রোধাদি করিয়া রাখিলে যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে রোধকারিকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।
"রোধনে বন্ধনে চাপি যোজনে চ গবাং রুজঃ।
উৎপাদ্যমরণং বাপি নিমিত্তী তত্র লিপ্যতে॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)
[প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

নিমিত্তবিদ্ (ত্রি) নিমিত্তং শুভাশুভলক্ষণম্ বেত্তীতি বিদ্-ক্বিপ্। দৈবজ্ঞ, গণক। (হেম)

নিমিত্তিন্ (ত্রি) নিমিত্তমস্ত্যস্য ইনি। ১ নিমিত্তযুক্তকার্য্য। ২ বধকর্তৃভেদ। কর্তা, প্রযোজক, অনুমন্তা, অনুগ্রাহক ও নিমিত্তী এই পাঁচপ্রকার বধকর্তা। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

নিমিন্ধর (পুং) একরাজপুত্র।

নিমিশ্ল (ত্রি) নিয়মদ্বারা মিশ্রিত করা।
"যুবতিং যুবানঃ শুভে নিমিশ্লাং।" (ঋক্ ১।১৬৭।৬)
'নিমিশ্লাং নিয়মেন মিশ্রয়ন্তীম্।' (সায়ণ)

নিমিষ (পুং) নি-মিষ ঘঞর্থে ক। ১ চক্ষুনিমীলনরূপ ব্যাপার, চলিত পলকপড়া। ২ তদুপলক্ষিত কালভেদ, চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সেই সময়কে নিমিষ কহে।
"স্বস্থে নরে সুখাসীনে যাবৎ স্পন্দতি লোচনম্।" (মনু)
সুস্থ মনুষ্য সুখাসীন অবস্থায় যে পর্য্যন্ত স্বাভাবিক নেত্রের পলক পড়ে, সেই সময়ই নিমিষকাল। ৩ পরমেশ্বর।
"নিমিষোঽনিমিষঃ স্রগ্বী বাচস্পতি রুদারধীঃ॥"
(ভারত ১৩।১৪৯।৩৬)
৪ সুশ্রুতোক্ত নেত্রবর্ত্মাশ্রিত রোগভেদ। [নিমেষ দেখ।]

নিমিষিত (ক্লী) নি-মিষ-ক্ত। নেত্রব্যাপারভেদ, পক্ষ্মাকুঞ্চন, পলক ফেলা, নিমীলন।

নিমিষক্ষেত্র (ক্লী) নৈমিষারণ্য।

নিমীলন (ক্লী) নিমীলত্যনেনেতি নি-মীল করণে ল্যুট্। ১ মরণ। নি-মীল-ভাবে ল্যুট্। ২ নিমেষ, নেত্রনিমেষরূপব্যাপার, পক্ষ্মসঙ্কোচন।
"নয়ননিমীলনমূলঃ সুচিরং স্নানার্দ্রচুলজলসিক্তঃ।"
(কলাবিলাস ১।৪৭)

৩ কালবিশেষ।

"তদ্বদেব বিমর্দার্দ্ধনাড়িকাহীনসংযুতে।
নিমীলনোন্মীলনাখ্যে ভবেতাং সকলগ্রহে ॥" (সূর্য্যসি° ৪।১৭)

৪ অবিকাশ।

নিমীলা (স্ত্রী) নি-মীল ভাবে স্ত্রিয়াং অ। নেত্রমুদ্রণ। করণে অ। ২ নিদ্রা।

নিমীলিকা (স্ত্রী) নিমীলয়তীতি নি-মীল-ণিচ্-ণ্বুল্, টাপি-অত ইত্বং। ১ ব্যাজ, ছল। (শব্দরত্নাবলী)

"নীতস্ত মণ্ডলেশত্বং বেলাবিত্তস্ত ভূভুজা।
দেবীঃ কাময়মানস্ত চক্রে গজনিমীলিকা ॥" (রাজত° ৬।৭৩)

২ নিমীলন।

নিমীলিত (ত্রি) নি-মীল-ক্ত। ১ মুদ্রিত। ২ মৃত।

নিমীশ্বর (পুং) জিনেশ্বরভেদ। (হেমচ°)

নিমু-পারক, ইংরাজ গবর্ণর অন্জিয়ার যখন ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে সুরাট হইতে বোম্বাই নগরে ইংরাজ অধিবাস উঠাইয়া লইয়া যান, সেই সময়ে তিনি এখানকার বণিক নিমু-পারকের সহিত এই সন্ধি করেন যে, "নিমু-পারক ও ব্রাহ্মণগণ বা তাঁহার জাতীয় বেড়েরা তাঁহাদের বাটীর মধ্যে ইচ্ছামত ধর্ম্ম-উপাসনা করিতে পারিবেন, কেহ তাহাতে কোন বাধা দিবেন না। ইংরাজ, ওলন্দাজ বা অন্য খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বিরা অথবা কোন মুসলমান, তাঁহাদের চতুঃসীমার মধ্যে বাস করিয়া, প্রাণিহত্যা করিতে অথবা তাঁহাদের উপর কোন প্রকার কুব্যবহার করিতে পারিবেন না। যদি কেহ তাঁহাদের চতুঃসীমা-মধ্যে থাকিয়া উক্ত কোনরূপ কার্য্য করেন বা করিতে উদ্যোগী হন, কিংবা করিবেন বলিয়া অনুমিত হয়, তবে গবর্মেণ্টের নিকট আবেদন করিলে, তাঁহাকে বিশেষ শাস্তি দেওয়া হইবে। তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় প্রথানুসারে মৃতদেহে অগ্নি-সংযোগ করিবে এবং বিবাহের সময় ইচ্ছামত তাঁহাদের সমুদায় উৎসবাদি করিতে পারিবেন। জোর করিয়া কাহাকেও খৃষ্টান করা হইবে না, বা তাঁহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাদিগকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করা যাইবে না।"

নিমৃগ্র (ত্রি) নিতরাং শোধনীয়।

"ব্রত আনিমৃগ্রা অয়ং।" (ঋক্ ২।২৮।২) 'নিমৃগ্রা নিতরাং শোধয়িত্র্যো গঙ্গাদিরূপেণ জগৎপাবয়িত্রীত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

নিমূল (ত্রি) নিবৃত্তং মূলং যস্ত। ১ মূলরহিত। নি-মূল-ক। ২ প্রকাশন। নিমূল ও সমূল শব্দের পর কষ ধাতুর উত্তর ণমুল্ প্রত্যয় হয়। যথা—'নিমূল-কাষং কষতি।'

নিমূলিয়া, চম্পারণের মধ্যবর্ত্তী গ্রামবিশেষ। অক্ষা° ২৬° ৪৫´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৬´ পূঃ।

নিমেয় (পুং) নিমীয়তে পরিমীয়তে ইতি মা মানে নি-মা-যৎ, যৎপ্রত্যয়ে ঈৎ (অচো-যৎ। পা ৩।১।৯৭) (ঈৎযতি। পা ৬।৪।৬৫) ১ নৈমেয়, পরীবর্ত্ত। (ভরত) (ত্রি) ২ পরিবর্ত্তনীয়।

"নাহং শতসহস্রেণ নিমেয়ঃ পার্থিবর্ষভ।
দীয়তাং সদৃশং মূল্যমমাত্যৈঃ সহ চিন্তয় ॥" (ভারত ১৩।৫১।৯)

নিমেষ (পুং) নিমিষ্যতে নি-মিষ-ভাবে ঘঞ্। ১ পক্ষ্মস্পন্দনকাল, পলক, পর্য্যায়—নিমিষ, দৃষ্টিনিমীলন। (শব্দর°) যে পর্য্যন্ত মানবদিগের অকৃত্রিম নেত্রবিকাশের পর পক্ষ্মাকুঞ্চন হয়, সেই সময়কে নিমেষ কহে, চক্ষুর পলক পড়িতে যে সময় লাগে, সেই সময়কে নিমেষ কহে। "পুংসো যাবৎকালমকৃত্রিমনেত্রবিকাশানন্তরং পক্ষ্মাকুঞ্চনং জায়তে স নিমেষঃ।" (অমরটীকাভরত)

অগ্নিপুরাণেও লিখিত আছে, চক্ষুর পলক পড়ার কাল নিমেষ, দুই নিমেষে এক ত্রুটী এবং দুই ত্রুটীতে এক লব হয়।

"অক্ষিপক্ষ্মপরিক্ষেপো নিমেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দ্বৌ নিমেষো ত্রুটীর্নাম দ্বে ত্রুটী তু লবঃ স্মৃতঃ ॥" (অগ্নিপু°)

২ পক্ষ্মস্পন্দন, চক্ষুর পলকপড়া। ৩ সুশ্রুতোক্ত রোগবিশেষ। এই রোগ নেত্রের বর্ত্ম্যগত হইয়া থাকে। বর্ত্মস্থিত নিমেষ-সম্পাদনী শিরাসমূহের মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্ম অতিক্রম করিয়া সঞ্চালন করিলে নিমেষরোগ হয়। (সুশ্রুত)

[নেত্ররোগ দেখ।]

৩ স্বনামখ্যাত যক্ষবিশেষ। (ভারত ১।৩২।১৯)

নিমেষক (পুং) নিমেষ-কন্। ১ চক্ষুর পলক। ২ খদ্যোত।

নিমেষকৃৎ (স্ত্রী) নিমেষং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্-তুক্চ নিমেষে নিমেষমাত্রকালে কৃৎ স্ফুরণকার্য্যং যস্তাঃ। বিদ্যুৎ। (শব্দমালা)

নিমেষকালমধ্যে বিদ্যুতের স্ফুরণ হয় বলিয়া ইহাকে নিমেষকৃৎ বলা হইয়াছে।

নিমেষণ (ক্লী) নি-মিষ-ল্যুট্। চক্ষুরুন্মীলন।

নিমেষণী (স্ত্রী) নিমেষণ-ঙীপ্। নেত্রবর্ত্মাশ্রিত নিমেষ-সাধন শিরাভেদ। নেত্রবর্ত্মে যে শিরাদ্বারা নিমেষকার্য্য সম্পাদন হয়।

নিমেষরুচ্ (পুং) নিমেষেণ নিমেষকালং ব্যাপ্য রোচতে দীপ্যতে রুচ-ক্বিপ্। খদ্যোত। (ত্রিকা°)

নিম্ন (ত্রি) নিকৃষ্টা ম্না অভ্যাসঃ শীলমত্র বা নিকৃষ্টং ম্নাতীতি ম্না-ক। নীচ, নিচু, নাবাল। পর্য্যায় গভীর, গম্ভীর, গভীরক। (শব্দরত্না°)

"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।" (কুমার ৫।৫)

২ অনমিত্রপুত্র। ইনি সত্রাজিৎ ও প্রসেনের পিতা।

(ভাগ° ৯।২৪।১২)

নিম্নগ (ত্রি) নিম্ন-গম-ড। যাহা নিম্নদিকে যায়, অধোগামী, নিম্নগত।

নিম্নগত (ত্রি) নিম্নং গতঃ। যাহা নিম্নদিকে গিয়াছে।

নিম্নগা (স্ত্রী) নিম্নং গচ্ছতীতি নিম্ন-গম-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্। নদী।
"যাদৃগ্‌গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি।
তাদৃগ্‌গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণৈব নিম্নগা ॥" (মনু ৯।২২)
(ত্রি) ২ নীচগামী।

নিম্নদেশ (পুং) তলদেশ, নিম্নভাগ।

নিম্ব (পুং) নিবি সেচনে অচ্, ববয়োরৈক্যাৎ মঃ। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, নিম। সংস্কৃত পর্য্যায়—অরিষ্ট, সর্ব্বতোভদ্র, হিঙ্গুনির্যাস, মালক, পিচুমর্দ্দ, পক্বকৃৎ, পূয়ারি, ছর্দ্দন, অর্কপাদ, শুকমালক, কীটক, বিবন্ধ, নিম্বক, কৈটর্য্য, বরত্বচ, ছর্দ্দিঘ্ন, প্রভদ্র, পারিভদ্রক, কাকফল, কীরেষ্ট, নেতা, সুমনা, বিশীর্ণপর্ণ, যবনেষ্ট, পীতসারক, শীত, রাজভদ্রক, কীকট, তিক্তক, প্রিয়শাল, পার্ব্বত।

রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—শীত ও তিক্তজনক, কফ, ব্রণ, কৃমি, বমি, শোক ও শান্তিকারী, বলাস, বহুবিধ পিত্তদোষ ও হৃদয়বিদাহনাশক।

ভাবপ্রকাশের মতে—শীতল, লঘু, গ্রাহী, কটুপাক, অগ্নিবাতকর, অহৃদ্য, শ্রম, তৃষ্ণা, কাস, জ্বর, অরুচি ও ক্রিমিনাশক, পিত্ত, কফ, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, হৃল্লাস ও মেহনাশক।

নিমের পাতা নেত্রের হিতকর, কৃমি, পিত্ত, বিষ, সকলপ্রকার অরুচি ও কুষ্ঠনাশক, বাতল ও কটুপাকী।

নিমফলের গুণ—রসে তিক্ত, পাকে কটু, ভেদন, স্নিগ্ধ, লঘু, উষ্ণ এবং কুষ্ঠ, গুল্ম, অর্শঃ, কৃমি ও মেহনাশক।

রাজবল্লভের মতে নিম্বতৈলের গুণ—কুষ্ঠঘ্ন, তিক্ত ও কৃমিনাশক।

রাজনির্ঘণ্টের মতে তৈলগুণ—নাত্যুষ্ণ, কৃমি, কুষ্ঠ, কফ, ত্বগ্‌দোষ, ব্রণকণ্ডূতি ও শোফহারী, পিত্তল।

রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে, ষষ্ঠীতে নিম খাইতে নাই, খাইলে তির্য্যক্‌যোনিতে জন্ম হয়।

"আম্রং ছিত্ত্বা কুঠারেণ নিম্বং পরিচরেত্তু যঃ।
যশ্চৈনং পয়সা সিঞ্চেন্নৈবাস্য মধুরো ভবেৎ ॥"(রামা° ২।৩৫।১৪)

[নিম ও মহানিম্ব শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

নিম্ব, সাতারার অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধিশালী নগর। এই সহরটী সাতারা হইতে ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এই নগর মৃত সাতারারাণীর পোষ্যপুত্র রাজারাম ভোন্‌স্লের হস্তগত হয়। এই নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রচুর পরিমাণে আম্র জন্মিয়া থাকে। সময় সময় এখানে আঙ্গুর জন্মে। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ইহার নিকটে তারাবাইর পক্ষভুক্ত দমাজী গাইকবাড় ও পেশবার সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ইহাতে দমাজী জয়লাভ করেন। প্রায় কুড়ি হাজার সৈন্ত শালপী নামক পার্ব্বত্যপথে তাঁহার গতিরোধের চেষ্টা করে। তিনি তাহাদিগকে নিম্ব পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দেন এবং তথায় পরাজিত করেন। অবশেষে তাহারা বাধ্য হইয়া কতকগুলি পার্ব্বত্য দুর্গ তারাবাইকে অর্পণ করে।

নিম্বক (পুং) নিম্ব এব স্বার্থে কন্। ১ নিম্ব। ২ মহানিম্ব।

নিম্বগ্রাম, চট্টলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।
(ব্রহ্মখণ্ড ১৫।২৫)

নিম্বতরু (পুং) মন্দারবৃক্ষ। (অমর)

নিম্বদেব, একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি লক্ষ্মীধর ও নাগনাথের পিতা এবং কমলদেবের পুত্র। চন্দ্রপুর গ্রাম ইহার বাসস্থান।

নিম্বপত্র (স্ত্রী) নিম্ববৃক্ষস্য পত্রং। নিম্‌পাতা।

নিম্বরজস্ (পুং) মহানিম্ব।

নিম্ববীজ (পুং) ১ রাজাদনীবৃক্ষ, ক্ষীরিণী। ২ নিমের বীজ।

নিম্বর্গী, বিজাপুর জেলায় ইন্দী সহরের ২৭ মাইল উত্তরপশ্চিমস্থিত একটী গ্রাম। এই গ্রামের উত্তরপশ্চিমভাগে জলাশয়তীরে হনুমানের (মারুতির) একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরের দ্বার উত্তরদিকে। ইহার আয়তন বৃহৎ মন্দির অভ্যন্তরে সীতারামের মূর্ত্তি এবং একটী লিঙ্গ আছে। কথিত আছে, ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ধনাই নামক একজন মেষপালক এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দির নির্ম্মাণসম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ধনাইয়ের একটী গাভি প্রসবের পর হইতেই কৃশ হইয়া যাইত। ধনাই ইহার কারণ-অনুসন্ধিৎসু হইয়া দেখে যে, একটী সর্পের গর্ত্তে ঐ গোরুর প্রত্যহ দুগ্ধ ক্ষরিত হয়। উহা দেখিয়া ধনাই তাহাকে গৃহে আটক করিয়া রাখিলে, তাহার উপর রাত্রিকালে এই প্রত্যাদেশ হয় যে, সে ঐ সর্পের গর্ত্তের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, নয়মাসকাল উহার দ্বাররুদ্ধ রাখে। তদনুসারে এই ব্যক্তি মন্দির প্রস্তুত করিয়া নয়মাসের পর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে দেখে যে, উহাতে একটী লিঙ্গ ও সীতারামের মূর্ত্তি অর্দ্ধসমাপ্তাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে।

নিম্বাক (পুং) কোষফলা, কাগজীনেবু।
"নিম্বারিধানো নিম্বাকঃ কচিৎ কোষফলা চ সা।" (দ্রব্যাভি°)

নিম্বাদিত্য, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিমাৎশাখার প্রবর্ত্তক। ইনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও সাধুপুরুষ ছিলেন। বৃন্দাবনের সন্নিকটে ধ্রুব পাহাড়ে বাস করিতেন। এখানে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুর পর গদি স্থাপন করেন। বৈষ্ণবগণের ইহা একটী তীর্থস্থান। ইহার পিতার নাম জগন্নাথ। বাল্যকালে জগন্নাথ ইহার নাম ভাস্করাচার্য্য রাখিয়াছিলেন। লোকে ইহাকে সূর্য্যের আংশিক অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহার কারণ, ইনি অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। ইহার অপর একটী নাম নিয়মানন্দ। ভক্তের মানরক্ষার্থ নারায়ণ সূর্য্যরূপে আবির্ভূত

হইয়া তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী আছে—

একদা এক দণ্ডী (কাহারও মতে একজন জৈন সন্ন্যাসী) তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন। উভয়ে শাস্ত্রীয় বিচার আরম্ভ হইল, ক্রমিক শাস্ত্রালোচনায় সূর্য্য অস্তগত দেখিয়া, নিম্বাদিত্য আশ্রমাগত অতিথির শ্রান্তিদূর করণাভিলাষে কিছু খাদ্য সামগ্রী আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্তু দণ্ডী বা জৈনের পক্ষে সন্ধ্যা অথবা রাত্রিকালে ভোজন করা বিধিসিদ্ধ নহে। সুতরাং সন্ন্যাসী তাঁহার এই আতিথ্য স্বীকার করিলেন না। ভাস্করাচার্য্য ইহার প্রতিকারের জন্য সূর্য্যের গতিরোধ করিলেন এবং যাবৎ তাঁহার অন্নপাক ও ভোজনকার্য্য সমাধা না হয়, তদবধি সূর্য্যদেব তাঁহার প্রার্থনা ও ভক্তিতে প্রীত হইয়া নিকটস্থ একটী নিম্ববৃক্ষে আসিয়া অবস্থান করিলেন। সূর্য্যদেব তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন বলিয়া ভাস্করাচার্য্য সেই অবধি নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য নামে বিখ্যাত হইলেন।

"কৃষ্ণভক্ত অনুরোধে সূর্য্যদেব আসি।
প্রহরেক দিবা আছে এমত প্রকাশি॥
ভোজন করিয়া তথা বৈসে যবে যতি।
সূর্য্য নিজ স্থানে গেলা লইয়া সম্মতি॥" (ভক্তমাল)

তাঁহার তিরোধান হইলে তদীয় প্রধান শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। ইহার কৃত কৃষ্ণস্তবরাজ, গুরুপরম্পরা, দশশ্লোকী বা সিদ্ধান্তরত্ন, মধ্বমুখমর্দ্দন, বেদান্ততত্ত্ববোধ, বেদান্তপারিজাতসৌরভ, বেদান্তসিদ্ধান্তপ্রদীপ, স্বধর্ম্মাধ্ববোধ, ঐতিহ্যতত্ত্বসিদ্ধান্ত প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নিম্বার্কশিষ্য, শিষ্টগীতা ও সন্ন্যাসপদ্ধতি নামক গ্রন্থরচয়িতা।

নিম্বু (স্ত্রী) নিবি সেবনে-উ ববয়োরৈক্যাৎ মঃ। ১ জম্বীর, কাগজীনেবু। পর্য্যায়—নিম্বূক, অম্লজম্বীর, দন্তাঘাতশোধন, অম্লসার, বহ্নিবীজ, দীপ্ত, বহ্নি, দন্তশঠ, জম্বীরজ, অম্ল, রোচন, জন্তীর, শোধন, দীপক।

রাজনির্ঘণ্ট মতে ফলের গুণ—অম্লরস, কটু, উষ্ণ, গুল্ম, আমবাত, কাস, কফরোগ, কণ্ঠরোগ ও বিচ্ছর্দিনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, পরিপক্ব হইলে অতি রুচিকর।

ভাবপ্রকাশ মতে—অম্ল, বাতঘ্ন, দীপন, পাচন, লঘু, ক্রিমিসমূহনাশক, তীক্ষ্ণ, অম্ল, উদরগ্রহনাশক, বাত, পিত্ত, কফ ও শূলরোগে হিতকর, কষ্ট, নষ্ট, রুচি ও রোচনপর; ত্রিদোষ, অগ্নি, ক্ষয়, বাতরোগ ও বিষার্ত্তের উপকারক, মন্দাগ্নি, বদ্ধগুহ ও বিসূচিকারোগে প্রয়োজ্য। পকফল মিষ্ট, স্বাদু, গুরু, বাত ও পিত্তনাশক, বিবরোগ ও বিষ, কফ, উৎক্লেশ ও রক্তহারক, শোষ, অরুচি, তৃষ্ণা, ও ছর্দ্দিঘ্ন, বল্য ও বৃংহণ।

২ টাবানেবু। পর্য্যায়—বীজপুর, ফলপুরক, রুচক, ফলপূরক, লুঙ্গ, পূরক, মাতুলঙ্গক, পুর, স্বকল, মাতুলুঙ্গ, সুগন্ধাঢ্য, গিরিজা, পূতিপুষ্পিকা, বীজপূর্ণ, অম্লকেশর, ছোলঙ্গ, দেবদূত, অত্যম্ল, মধুকর্কটী।

ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—স্বাদু, হৃদ্য, অম্ল, দীপন, লঘু, গুল্ম, আধ্মান, বাতপিত্ত, কণ্ঠ, জিহ্বা, হৃদ্রোগ, শ্বাস, কাশ, অরুচি, ব্রণ ও শোথনাশক।

ইহার ছালের গুণ—তিক্ত, দুর্জ্জর ও কফবাতনাশক। ইহার শাঁস স্বাদু, শীতল, গুরু, বায়ু ও পিত্তনাশক।

৩ পাতিনেবু। সংস্কৃত পর্য্যায় কোষফলা, নিম্বপাক, নিম্বা। বৈদ্যকমতে গুণ—শীতল, অম্ল, বাতহর, দীপন, পাচন, মুখপ্রিয়, হাল্কা, রক্তস্রাবশোষক, তেজস্কর, ক্রিমি, উদররোগ, গ্রহ, মন্দাগ্নি, বাত, পিত্ত, কফ, শূল, বিসূচিকা ও বদ্ধগুদ এই সকল রোগনাশক, বিষে হিতকর ও রুচিকর।

॥ * ॥ সংস্কৃত গ্রন্থে নিম্বু শব্দের নানা প্রকার নাম ও নানা জাতিভেদ দৃষ্ট হওয়ায়, এইরূপ অনুমান করা যায় যে, উক্ত দ্রব্য বহু দিবস পূর্ব্ব হইতেই ভারতে উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং ভারত হইতেই উহা মিসোপটেমিয়া ও মিদিয়ায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে ও অবশেষে শেষোক্ত স্থান হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে নীত হইয়াছে। মিদিয়া হইতে প্রথম ঐ সমস্ত স্থানে যায় বলিয়াই বোধ হয় উহা Citrus Medica নামে অভিহিত। এই জাতীয় নিম্বু ইংরাজীমতে তিন প্রকার যথা,—লিমন, লাইম এবং সাইট্রন। সাইট্রনের বহির্ভাগ বা খোসা অত্যন্ত পুরু, খস্‌খসে এবং অপরিষ্কার। লাইম দেখিতে কমলানেবুর আকৃতিবিশিষ্ট ও উপরিভাগ মসৃণ। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত জাতির আদিমস্থান পূর্ব্ববঙ্গের পার্ব্বত্য প্রদেশ বিশেষতঃ গারো এবং খাসিয়া পাহাড় বলিয়া ধারণা হয়। কিন্তু শেষোক্ত প্রকার পূর্ব্বোক্ত স্থানের অনেক উত্তরে হিমালয় হইতে আরম্ভ হইয়া পঞ্জাবদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

মিষ্টলাইম—বোধ হয়, উক্ত দুইজাতীয় নিম্বুর উৎপত্তি স্থানের অনেক দক্ষিণে। লিমন অনেক পূর্ব্বে চীনদেশের নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রথম জন্মিতে দেখা যায়। আসামে নিম্বু বৃক্ষ বঙ্গদেশ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

লাইম মিষ্ট এবং অম্লভেদে দুই প্রকার।

ইহাকে বাঙ্গালায় নেবু, নেবু, বিজৌরা, বেজপুরা, বড় নেবু বা হোঁসানেবু, হিন্দীতে বিজৌরা, লিম্বু, কাতলা, বড় নিম্বু, তুরঞ্জ, লিমু; পঞ্জাবে বজৌরি, নিম্বু, গুজরাতে বিজৌরা, তুরঞ্জ, বালঙ্গ, বোম্বাই অঞ্চলে বীজপুরা, মহালুঙ্গা, লিমু, বিজোরি; মহারাষ্ট্রে মহলুঙ্গ, লিম্বু; তামিল এলুমিচ্-চম্-পজহম্ বা মার্ত্তম্ পজহম্, তৈলঙ্গে নিম্মপণ্ডু, নার-দব্ব, মাধিপল-পণ্ডু, পুল্ল-

দন্ন, বীজপুরম্ম, মলয়ে গণপতিনারম্ন; পারসী তুরঞ্জ ও আরবী উৎরঞ্জ, উৎরেজ বা উতুরিঞ্জি।

চট্টগ্রাম, সীতাকুণ্ড, খাসিয়া ও গারো পাহাড়ে নিম্বু বিনা চাষেই বন্যবৃক্ষের স্থায় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এট্‌কিন্‌সন্ বলেন—"ভবার, সরযুনদীর তীর, ও গঙ্গার তীরবর্ত্তী কুমায়ুনপ্রদেশে ইহা স্বভাবতঃ উৎপন্ন হয়। ভারতের যে সমস্ত স্থানের জমি সরস অথচ উষ্ণপ্রধান, সেই সমস্ত স্থানে বেশী পরিমাণে জন্মে। সিসিলী ও কর্সিকা দ্বীপে ইহার বিস্তৃত চাষ হয়। ইতালীর অন্যান্য স্থানে স্পেন, পর্ত্তুগাল, আমেরিকা ও ব্রেজিলেও নেবুর চাষ হইয়া থাকে।

নিম্বু বৃক্ষের কখন কখন আটা বাহির হয়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মসলিপত্তন হইতে মান্দ্রাজ-মহামেলায় উহার আটা প্রেরিত হইয়াছিল। নিম্বুর ফুলের উত্তম সুগন্ধিতৈল প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। হাঙ্গেরীতে যে একপ্রকার জল প্রস্তুত হয়, তাহা এই তৈলের একটী প্রধান উপাদান। উক্ত ফলের খোসা চাপদ্বারা শোষণ করিয়া বকযন্ত্রের সাহায্যে চোঁয়াইলে এক-প্রকার গন্ধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, উহার নাম সিড্রাট। স্পিরিটের সহিত নিম্বুর তৈল ও তাহাতে নেবুর ফল মিশ্রিত করিলে উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

নিম্বুর খোসা উষ্ণ, শুষ্ক এবং বলকারক। মধ্যের সারাংশ শৈত্যগুণসম্পন্ন ও শুষ্ককারক, বীজ, পাতা ও ফুল উষ্ণ ও শুষ্ককারক। রস শৈত্যোৎপাদক ও সঙ্কোচক। কাহারও মতে এই ফলসেবনে শরীর হইতে বিষাক্ত পদার্থ নির্গত হইয়া যায়। যদি কেহ জীবনে অহিতকর বিষ ভক্ষণ করে, তবে তাহাকে এই নিম্বু একটু অধিক পরিমাণে খাওয়াইলে, পাক-স্থলীতে এক প্রকার উত্তেজনা জন্মায় এবং বিষ উঠিয়া পড়ে। গর্ভস্থ শিশুর শ্বাসপ্রশ্বাসের দোষ নষ্ট করে। নেবুদ্বারা প্রস্তুত চোয়ান জল অবসাদক; নিম্বুর খোসা আমাশয় পীড়ায় উপ-কারী। ইহার খোসা হইতে শুষ্ক মিঠাই প্রস্তুত হয়। চিনির সহিত ইহার শাঁস মাখাইয়া একপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করে। কিন্তু ঐ খোসা কিম্বা শাঁসপ্রস্তুত মিঠাই সময় সময় একটু তিক্তাস্বাদ-বিশিষ্ট হয়। এট্‌কিন্‌সন্ বলেন যে, বনে যে নেবু জন্মে, তাহাতে উত্তম খাট্টা প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে খাওয়া ও ঔষধের জন্য কেবল সাইট্রন নিম্বুর বেশী ব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতের পশ্চিম উপকূলে এই বৃক্ষ অতি প্রকাণ্ড আকারের ও নানা জাতীয় দেখা যায়। মঙ্গলুরের অধি-বাসিরা এই বৃক্ষের উপরের ছাল অল্প তুলিয়া ফেলিয়া তাহার নীচের পুরু মিষ্ট ছাল ভক্ষণ করিয়া থাকে। লক্ষ্ণৌ, রামপুর, রোহিলখণ্ড এবং অন্যান্য স্থানের লোক এই ছাল যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে। তিক্ত ও মিষ্ট উভয় প্রকার নিম্বুরই মজ্জা বা শাঁস শুকাইয়া রাখা হইয়া থাকে।

এই বৃক্ষের কাষ্ঠের বর্ণ শ্বেত এবং কাষ্ঠ বেশী দৃঢ় নহে। কাপ-ড়ের মধ্যে নিম্বু রাখিলে, পোকায় কাপড় কাটিতে পারে না।

জামির বা গোড়ানেবুকেই ইংরাজীতে lemon বলে। (Citrus lemonum.) লিমন্ শব্দটী আরবদেশীয় লিমুন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন। মিম্বু শব্দ এখনও কাশ্মীরে চলিত থাকায় য়ুরোপীয়েরা বলেন যে, প্রাচীন সংস্কৃতবিদেরা উক্ত আরবদেশীয় লিমুন্ হইতে এই নিম্বু নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক বলিয়া বোধ হইল না। নিম্বু হইতে বরং লিমুন্ হইয়াছে।

বাঙ্গালায় ইহা গোঁড়ানেবু, করণানেবু, বড় নেবু বা জামির, হিন্দীতে জাম্বির, বড়া নিম্বু, পহাড়ী নিম্বু, পহাড়ী কাগজী, পঞ্জাবে গুল্‌গুল্ খাট্টা, গুজরাতে মিঠা লিম্বু, মোতুনিম্বু, মহা-রাষ্ট্রে থোরানিম্বু, তামিল পেরিয়া-এলুমিচ্ চম্-পজহম্, তৈলঙ্গে পেদ্দ নিম্ম-পন্দু, মলয়ে অচেরুনারম্ন, কর্ণাটে দোদ্দা-নিম্বে হন্নু, পারস্যে কলীনবক্ ও আরবী কলম্বক।

য়ুরোপের দক্ষিণভাগে ও ভারতবর্ষে এই জাতীয় নিম্বুর বিস্তৃত চাষ হইয়া থাকে। বন্য নিম্বু হয় কি না, তাহা আজিও জানা যায় নাই। হিমালয় ও গারো প্রভৃতি পাহাড়ে যে বন্য নিম্বু দৃষ্ট হয়, তাহা এই নিম্বুজাতীয় নহে। সম্ভবতঃ লিমন্ নিম্বু, অন্যান্য পূর্ব্বোক্ত নিম্বু অপেক্ষা আধুনিক বৃক্ষ। কত উচ্চে নিম্বু বৃক্ষ জন্মিতে পারে? এই কথা লইয়া একবার তুমুল আন্দোলন হয়; তাহাতে বিলাতের কৃষিসভা হইতে স্থিরীকৃত হয় যে ৫০০০ ফিটের অধিক উচ্চে এই বৃক্ষ জন্মে না।

ম্যাডেন নামক এক ব্যক্তি বলেন যে, আল্‌মোরাবাসিরা গ্রীষ্মকালে ইহার ফল পাড়িয়া খড়ের মধ্যে রাখিয়া পরিপক্ব করে। কথিত আছে, ডাক্তার রয়েল কুমায়ুনে জামির নেবু বনমধ্যে জন্মিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার কথিত বন্য নিম্বু বিহারি-নিম্বু বা পাহাড়ি কাগজী নিম্বু নামে পরিচিত।

ডি কান্‌ডোলি বলিয়াছেন যে পুরাকালীন গ্রীক ও রোমকেরা এই লিমন্ দেখেন নাই। আরবজয়ের পরে য়ুরোপে লিমনের বিস্তার হয়। বর্ত্তমানকালে প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

এই জাতীয় নিম্বুর খোসা পেষণ করিয়া অথবা বকযন্ত্রে চোঁয়াইয়া তাহা হইতে এক প্রকার সুগন্ধি তৈল প্রস্তুত হয়। ইহা নিম্বুর আতর (Essence of lemon) নামে খ্যাত। সিসিলী, কালেব্রিয়ার অন্তর্গত রেজিও এবং ফ্রান্সের অন্তর্গত মেন্‌টোন ও নাইট নামক স্থানে নিম্বুতৈলের বিপুল ব্যবসায় আছে। উহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ,—

১। প্রথমে নিম্বূকে লম্বালম্বী ৩ ভাগে কাটিয়া উহার খোসা ভিন্ন করিয়া রাখিতে হয়। (এই খোসা ভিন্ন করার নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার)। তদনন্তর বাম-হস্তের তর্জ্জনীতে একখানি চেপ্টা স্পঞ্জ জড়াইয়া তাহার উপরিভাগে ঐ নিম্বূর খোসা রাখিয়া নিয়ত ৫।৬ বার চাপ দিতে হয়। এইরূপে খোসার সমস্ত জলীয় ও তৈলাক্ত পদার্থ স্পঞ্জমধ্যে সংগৃহীত এবং স্পঞ্জ রসপূর্ণ হইলে, উহা নিংড়া-ইয়া একটী নলযুক্ত মৃৎপাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়। এই পাত্রে ঐ রস হইতে জলীয় ভাগ প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা পৃথক্ করিয়া বিশুদ্ধ তৈল সূক্ষ্মধারে ঢালিয়া লইতে হয়।

২। একটী মজবুদ, ফাঁপা রূপদস্তার পাত্রের তলায় কতকগুলি সূক্ষ্ম অথচ শক্ত, ধারাল পিতলের কাঁটা লাগাইয়া একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিতে হয়। উক্ত পাত্রের তলদেশ নিম্নরুদ্ধ একটী নলের মধ্যে কতকটা প্রবিষ্ট করাইয়া দিলে, উহা অনেকটা ফানেল বা তৈল-ঢালার চুঙ্গীর আকার ধারণ করে। এক্ষণে একটী নেবু লইয়া ঐ ধারাল কাঁটার উপর এরূপ জোরে নিয়ত ঘুরাও যে উহার তৈলপূর্ণ স্থানগুলি সমস্তই ভেদ হইয়া যায়। তাহা হইলে ঐ তৈল উক্ত নলে সঞ্চিত হইবে। এখন অন্য উপায় দ্বারা জলটী বাহির করিয়া ফেলিলেই বিশুদ্ধ তৈল পৃথক্ হইবে। এইরূপে নেবু হইতে আরও কএকপ্রকার সুগন্ধি প্রস্তুত হয়। ফরাসীদেশেই ইহার কিছু বেশী প্রচলন।

নেবুর তৈল দেখিতে অনেকটা ক্ষীণ পীতবর্ণ, গন্ধ তীব্র ও আস্বাদ কটু। নেবু চোঁয়াইয়া যে তৈল প্রস্তুত হয়, তদপেক্ষা টাট্‌কা নেবু চাপ দিয়া রস বাহির করিলে, তাহা হইতে যে তৈল প্রস্তুত হয়, তাহাই উত্তম। এই তৈল শোধিত স্পিরিটে দিলে গলিয়া যায়। কার্বণের বাই-সলফাইডে সহজেই ইহা মিশ্রিত হয়।

নেবুর আতর সুগন্ধিস্বরূপ ও অপর জিনিস সুগন্ধি করিতে ব্যবহৃত হয়। ফরাসীদেশের ইউ-ডি-কলোন্ হইতে প্রতিবর্ষে বহু পরিমাণে নেবুর সুগন্ধি রপ্তানী হইয়া থাকে।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণের মতে, নেবুর তৈলের গুণ অন্ত-প্রয়োগে উত্তেজক ও বায়ুনাশক এবং বাহ্যপ্রয়োগে উত্তেজক ও চর্ম্মপ্রদাহক।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকেরা ফলের তিন অংশের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, (১) খোসার উপরিভাগ, (২) তৎপরে অন্তত্বক্ অর্থাৎ যেখান হইতে তৈল হয় এবং পক্কফলের রস। ত্বকের গুণ পাকাশয়ের হিতকর ও বায়ুনাশক। রসের গুণ শীতাদরোগ-নাশক ও শৈত্যকারক। জ্বরে ও প্রবাহিক রোগে সুপেয়, প্রবল বাতরোগ, অতিসার ও উদরাময়ে বিশেষ হিতকর এবং উগ্রমাদকবিষঘ্ন।

এই নেবুর রস হইতে একপ্রকার দানাদার বর্ণহীন এসিড পাওয়া যায়, তাহাকে সাইট্রিক এসিড বলে। ইহা সহজেই জলে গলিয়া যায়, স্পিরিটে অল্প গলে, কিন্তু বিশুদ্ধ ইথরে একবারেই গলে না। শৈত্যকারক পানীয় স্থলে এই এসিড ব্যবহৃত হয়। কাপড়ে লিখিবার কালি লাগিলে উক্ত স্থানে সাইট্রিক এসিড ঘসিয়া দিলে কালির দাগ নষ্ট হয়।

লিমন্ সিরাপ—নেবুর ছাল ১ ছটাক, নেবুর রস দেড়পোয়া ও বিশুদ্ধ চিনি একসের চাই। নেবুর রস ভাল করিয়া জ্বাল দিয়া নেবুর ছালের সহিত একটী পাত্রে ঢাকিয়া রাখ। ঠাণ্ডা হইলে ফিল্‌টারে চিনির সহিত মিশাইয়া একটু গরম কর। দেড় সের থাকিতে রাখ। এইরূপে লিমন্-সিরাপ্ প্রস্তুত হয়। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১·৩৪।

কাগজীনেবুকে (Lime) স্থানে স্থানে পাতিনেবুও বলে। হিন্দীতে লেবু, নেবু, লিম্বু, নিবুন্, পঞ্জাবে খাট্টানিম্বু, গুজরাতে খাটানিম্বু, মহারাষ্ট্রে লিম্বু, তামিল এলেমিচুম্, তৈলঙ্গে নিম্মপন্দু, কর্ণাটে নিম্বেহন্নু, আরবী লিমূন্, লীমুত হামীজ, লীমূ, পারসী লীমু বা লীমূএ তুরস্। (Citrus acida)

হিমালয়ের বহির্ভাগে উষ্ণ স্থানে, গড়বাল হইতে চট্টগ্রামে সর্ব্বত্র ও মধ্যভারতের নানাস্থানে কাগজীনেবুর গাছ জন্মে। নানাস্থানের জমির অবস্থাভেদে বৃক্ষ ও ফলের ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। ফলের আকার প্রধানতঃ অনেকটা গোল, মসৃণ, ত্বক্ উজ্জ্বল ও সবুজ এবং পাকিলে পীতবর্ণ হয়। মানভূমে ইহার পাতায় চর্ম্মপরিষ্কার-কার্য্য সাধিত হয়।

দেশীয় চিকিৎসকেরা এই নেবুই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, ইহার গুণ পৈত্তিক-বমননিবারক, শৈত্যকর ও পচননিবারক। ইহার পেয় অতি সুখাদ্য ও তৃষ্ণানিবারক। ইহার টাট্‌কা রস মশকদংশনের বিশেষ উপকারী ও অজীর্ণ-নাশক। লবণের সহিত বহুদিন জরাইয়া রাখিয়া জারকনেবু প্রস্তুত হয়। তাহা মুখরোচক ও পাচক। খালিপেটে এই নেবুর রস খাইলে অজীর্ণ ও বাত প্রভৃতি রোগে উপকার দর্শে।

একপ্রকার পাতিনেবু আছে, তাহা অতি সুমিষ্ট। ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় মধুকর্কটিকা বা অমৃতফল বলে। বাঙ্গালায় মিঠানেবু, হিন্দীতে মিঠানেবু, বা মিঠা অমৃতফল, তৈলঙ্গে গজনিম্বু, তামিল এলেমিচম্ ও সিংহলে দেহী বলে।

ভারতের নানাস্থানে এই নেবু দেখা যায়। ইহার ফুল ছোট ছোট, ফল ঠিক গোলাকার, ত্বকে উঠা উঠা বুদ্বুদ দৃষ্ট হয়।

জ্বরে শৈত্যসম্পাদন করিতে ও স্রাবারোগে এই নেবু যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। এই নেবুর রস তেমন আদৃত হয় না। ফল টাট্‌কা খায় কিংবা তাহাতে নানাখাদ্য প্রস্তুত হয়।

নিম্বুফলপানক (স্ত্রী) পানীয়ভেদ। এক ভাগ নেবুর রস, ৬ ভাগ চিনির জল, তাহাতে লবঙ্গ ও মরিচগুড়া মিশ্রিত করিবে। এই পানক অতি মুখপ্রিয়।

ভাবপ্রকাশ মতে, ইহার গুণ—অত্যম্ল, বাতনাশক, অগ্নিদীপক, রুচ্য ও সমস্ত আহারে পাচক।

"নিম্বুফলভবং পানমত্যম্লং বাতনাশনম্।
বহ্নিদীপ্তিকরং রুচ্যং সমস্তাহারপাচকম্॥" (রাজনির্ঘণ্ট)

নিম্ভু, ধারবারের ৯ মাইল উত্তরে অবস্থিত একটী গ্রাম। এই গ্রামের ১½ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে শ্রীদত্তাত্রেয়ের একটী ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির আছে। মহাড়ের মহন্ত জনার্দ্দন ভার্ত্তি প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহা প্রায় ৬০ ফিট্ উচ্চ। ইহার মধ্যে একটী মাটির নিম্নে কুঠারী আছে। দ্বাদশটী গোলাকার স্তম্ভ ও চারিটী চতুষ্কোণাকৃতি স্তম্ভোপরি উহার ছাদ অবস্থান করিতেছে। মৃত্তিকানিম্নস্থ ঘরের প্রবেশপথে দেওয়ালের উভয় পার্শ্বেই প্রতিমূর্ত্তি সকল অঙ্কিত রহিয়াছে। ঐ কুঠারীর মধ্যে দত্তাত্রেয় এবং দশ অবতারের ছবি আছে। শ্রাদ্ধাদিকর্ম্মের জন্য এই স্থান অতীব প্রসিদ্ধ।

নিম্রুচ্ (স্ত্রী) নি-মুচ্-ক্বিপ্। নিতরাং গমন, সুতরাং গমন।

"যন্নিম্রুচি প্রবুধি বিশ্ববেদসো" (ঋক্ ৮।২৭।১৯)

'নিম্রুচি ম্রুচির্গত্যর্থঃ, ' সূর্য্যাস্ত নিম্লোচনে, নিতরাং গমনে। সায়মিত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

নিম্রুক্তি (স্ত্রী) নিমুক্তি, অস্তগমন।

নিম্লোচ (পুং) নি-ম্লুচ-ঘঞ্। অস্তময়।

"কৃষ্ণদ্যুমণিনিম্লোচে গীর্ণেষ্বজগরেণ হ।
কিন্ন নঃ কুশলং ব্রূয়াৎ গতশ্রীষু গৃহেম্বহম্॥" (ভাগ° ৩।২।৭)

'নিম্লোচে অস্তময়ে সতি' (শ্রীধরস্বামী)

নিম্লোচনী (স্ত্রী) সুমেরুর পশ্চিমদিগের পুরীবিশেষ।

"মেরোর্দেবধানীং নাম দক্ষিণতো যাম্যাং সংযমনীং নাম পশ্চাদ্বারুণীং নিম্লোচনীং নাম" (ভাগ° ৫।২১।৭)

নিম্লোচি (পুং) সাত্বতবংশীয় ভজমানের এক পুত্র।
(ভাগ° ৯।২৪।৭)

নিয়ত (ত্রি) নি-যম-ক্ত। সংযত, কৃতসংযম, যিনি নিয়ম করিয়া আছেন, নিয়মকারী।

"কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্ত দ্বিতীয়ায়াং নরাধিপঃ।
পুষ্পাহারো বর্ষমেকং তত্রৈব নিয়তাত্মবান্॥"

২ সেবাপর। ৩ নিত্য।

"অন্যথাসিদ্ধিশূন্যস্ত নিয়তাপূর্ব্ববর্ত্তিতা।
কারণত্বং ভবেত্তস্ত ত্রৈবিধ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (ভাষাপরি° ১৬)

৪ বদ্ধ। ৫ সংযুক্ত। ৬ আসক্ত। ৭ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩১)

নিয়তমানস (ত্রি) নিয়তং মানসং যেন। সংযতেন্দ্রিয়, জিতমানস, দান্ত।

নিয়ত-ব্যবহারিককাল, জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত পুণ্যকালবিশেষ। যে সমস্ত শুভলগ্ন বা কালাদি সর্ব্বসাধারণে শ্রাদ্ধ, যাত্রা বা ব্রতাদি শুভকর্ম্মে লক্ষ্য করিয়া চলে। ঐরূপ শুভকালনির্ণয় এবং তাহার নিয়ত প্রচলনপদ্ধতির প্রসিদ্ধি হেতু, এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

সৌর, সাবন, চান্দ্র, নাক্ষত্র, পিত্র্য, দিব্য, প্রাজাপত্য (মন্বন্তর), ব্রাহ্ম (কল্প) এবং বার্হস্পত্য এই নয় প্রকার কালমান জ্যোতিঃশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে সৌর, চান্দ্র ও সাবন এই তিনটীর নিয়ত ব্যবহার দেখা যায়। সূর্য্যসিদ্ধান্তে তাহার প্রমাণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"সৌরেণ দ্যুনিশোর্মানং ষড়শীতি মুখানি চ।
অয়নং বিষুবচ্চৈব সংক্রান্তেঃ পুণ্যকালতা॥"

অহোরাত্রমান, ষড়শীতি প্রভৃতি সংক্রান্তি, উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, বিষুবৎ এবং সংক্রান্তির পুণ্যকালত্ববিষয়ক জ্ঞান সৌরকালদ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। [সংক্রান্তি দেখ।]

প্রতিপদাদি তিথি, করণ অর্থাৎ তিথির অর্দ্ধাংশবিশেষ, বিবাহ, ক্ষৌর, ব্রত, উপবাস এবং যাত্রাদি সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া চান্দ্রকালের মতানুসারে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

"তিথিঃ করণমুদ্বাহঃ ক্ষৌরং সর্ব্বক্রিয়াস্তথা।
ব্রতোপবাসযাত্রাণাং ক্রিয়া চান্দ্রেণ গৃহ্যতে॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

সূর্য্যসিদ্ধান্তে সাবনকাল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসাব্দপাস্তথা।
মধ্যমা গ্রহভুক্তিস্ত সাবনে নৈব গৃহ্যতে॥"

সূতকাদি অর্থাৎ জন্ম মরণ, চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত ও যজ্ঞ-দিনাধিপতি, মাসাধিপতি, বর্ষাধিপতি এবং গ্রহের মধ্যগতি, সাবন কালদ্বারা এই সকল নির্ণীত হইয়া থাকে।

নিয়তাপ্তি (স্ত্রি) নিয়তা নিশ্চিতা আপ্তিঃ। নাটকে প্রারব্ধ কার্য্যের অবস্থাভেদ, নিয়তফলপ্রাপ্তি।

"অপায়াভাবতঃ প্রাপ্তি নিয়তাপ্তিস্ত নিশ্চিতা।"
(সাহিত্যদর্পণ)

অপায়াভাব হইতে নির্দ্ধারিত যে একান্ত ফলপ্রাপ্তি তাহাকে নিয়তাপ্তি কহে। উদাহরণ—রাজা কহিলেন, দেবীর অনুগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া আর কিছু উপায় দেখিতেছি না, এই স্থলে কার্য্যসিদ্ধি সম্পূর্ণ দৈবসিদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছে, দৈব প্রসন্ন হইলে নিশ্চয়ই ফলপ্রাপ্তি হইবে, এইরূপ ফলপ্রাপ্তিকে নিয়তাপ্তি কহে।

নিয়তাত্মা (ত্রি) নিয়তঃ আত্মা যেন। সংযতেন্দ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়।

নিয়তাহার (ত্রি) নিয়ত আহার যেন। পরিমিতাহারী, স্বল্পাহারী।

নিয়তি (স্ত্রী) নিয়ম্যতেঽনয়া নি-যম করণে ক্তিন্। ১ ভাগ্য। ২ দৈব। ৩ অদৃষ্ট।

"আসাদিতস্ত তমসা নিয়তের্নিয়োগা-
দাকাঙ্ক্ষতঃ পুনরপক্রমণেন কালম্॥" (মাঘ ৪।৩৪)

৪ নিয়ম। (মেদিনী) ৫ চতুর্দ্দশধারিণী দেবযোষিদ্গণের অন্যতমা স্ত্রী। (অগ্নিপু° গণভেদনামা°)

নিয়তী (স্ত্রী) নিয়ম্যতে কালো যয়া, নি-যম-ক্তিচ্, বাহুলকাৎ ঙীষ্। দুর্গা, ভগবতী।

"স্মৃতিঃ সংস্মরণাদ্দেবী নিয়তী চ নিয়ামতা॥"

(দেবীপু° নিরুক্তাধ্যায়)

নিয়তেন্দ্রিয় (ত্রি) নিয়তানি ইন্দ্রিয়ানি যেন। সংযতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়দমনশীল।

নিয়ন্তব্য (স্ত্রী) নি-যম-তব্য। নিয়মনীয়, দমনযোগ্য, শাসনযোগ্য।

"যো জ্যেষ্ঠো বিনিকুর্ব্বীত লোভাদ্ ভ্রাতৃন্ যবীয়সঃ।
সোঽজ্যেষ্ঠঃ স্যাদভাগশ্চ নিয়ন্তব্যশ্চ রাজভিঃ॥" (মনু ৯।২১৩)

নিয়ন্ত্রণ (স্ত্রী) নি-যন্ত্রি-ল্যুট্। প্রতিবন্ধদূরীকরণ, একত্র স্থাপনার্থ ব্যাপারভেদ। "অনেকার্থস্য শব্দস্যৈকার্থে নিয়ন্ত্রণরূপং বিশেষং" (সাহিত্যদ° ২ পরি°)

নিয়ন্ত্রিত (ত্রি) নি-যন্ত্রি-ক্ত। ১ অবাধ, অনর্গল।

"আগচ্ছেৎ সর্ব্বথা সো বৈ মম পার্শ্বে নিয়ন্ত্রিতঃ।" (ভাগ° ২।৬।৫২)

২ কৃতনিয়মন। ৩ প্রতিবন্ধাদি দ্বারা একত্র স্থাপিত।

"অনেকার্থস্য শব্দস্য সংযোগাদ্যৈর্নিয়ন্ত্রিতে।" (সাহিত্যদ°)

নিয়ন্তৃ (ত্রি) নিযচ্ছতি অশ্বাদীনিতি নি-যম-তৃচ্। ১ নিয়মকারী, শাসক, শিক্ষক। (পুং) ২ অশ্বনিয়মকারী, সারথি।

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোর্বর্ত্মনঃ পরং।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তুর্নেমিবৃত্তয়ঃ॥" (রঘু° ১স°)

৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৫)

নিয়ম (পুং) নিয়মনমিতি নি-যম-অপ্। (যমঃ সমুপনিবিষু চ। পা ৩।৩।৬৩) ১ প্রতিজ্ঞা, অঙ্গীকার। ২ নিত্য। ৩ আগন্তুক সাধন কর্ম্মরূপব্রত।

"নিয়মং প্রথমং কৃত্বা পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ।"

(দেবীভাগ° ৩।২৬।২৫)

প্রথমে নিয়ম করিয়া অর্থাৎ কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে উপবাসাদি করিয়া, পরে পূজা করিতে হইবে। ৪ নিয়ন্ত্রণা। ৫ নিশ্চয়।

'নিয়মো যন্ত্রণায়াঞ্চ প্রতিজ্ঞানিশ্চয়ে ব্রতে।' (মেদিনী)

৬ যোগাঙ্গবিশেষ। পাতঞ্জলদর্শনে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।"

(পাত° দ° ২।২৯)

যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের আটটী অঙ্গ। যোগাভ্যাস করিতে হইলে, পরপর যমনিয়মাদি সাধন করিতে হয়। প্রথমে যম তৎপরে নিয়ম অর্থাৎ যম নামক যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইলে, নিয়মযোগাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচপ্রকার কার্য্যের নাম যম। যমযোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিয়া নিয়মযোগাঙ্গ সাধন করিতে হয়, এইজন্য সংক্ষেপে যম যোগাঙ্গের বিষয় লিখিত হইল। প্রথমে অহিংসানুষ্ঠান, কেবল প্রাণিবধ পরিত্যাগ করিলেই যে অহিংসানুষ্ঠান সিদ্ধ হয় তাহা নহে, কোনও উপলক্ষে বা কোন সময়ে প্রাণিগণকে কায়িক, বাচিক বা মানসিক কোন প্রকার পীড়া না দিলেই অহিংসানুষ্ঠান সিদ্ধ হয়। এই অহিংসানুষ্ঠান পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে, চিত্ত নির্ম্মল হয়। তাহার পর সত্যানুষ্ঠান ; সত্যনিষ্ঠ হইলে চিত্ত শীঘ্রই যোগশক্তিলাভের উপযুক্ত হয়। তাহার পর অচৌর্য্য। সেই সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য থাকা আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্যের মূল অর্থ বীর্য্যধারণ। শরীরে যদি শুক্রধাতু প্রতিষ্ঠিত থাকে, বিকৃত, স্খলিত বা বিচলিত না হয়, অচল, অটল বা স্থিরভাবে থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তিবৃদ্ধি হয়। চিত্তের প্রকাশশক্তি বাড়িয়া যায়। ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে অপরিগ্রহবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। লোভপূর্ব্বক দ্রব্যগ্রহণের নাম পরিগ্রহ। কেবল দেহযাত্রা নির্ব্বাহের, বা শরীররক্ষার উপযুক্ত দ্রব্যস্বীকার করাকে পরিগ্রহ স্বীকার করা হয় না। এইরূপ অনুষ্ঠান করার নাম অপরিগ্রহ। এই অপরিগ্রহে চিত্তে যোগোপযুক্ত বৈরাগ্যের বীজ উৎপন্ন হয়। অহিংসাদি এই পঞ্চবিধ যম—জাতি, দেশ ও কাল দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয়।

এই যমযোগাঙ্গ দৃঢ় হইলে নিয়ম নামক যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিতে হয়।

"শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।"

(পাত° দ° ২।৩২)

শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচ প্রকার অনুষ্ঠেয় ক্রিয়ার নাম নিয়ম। শৌচ দ্বিবিধ—বাহ্যশৌচ ও আভ্যন্তর শৌচ। মৃত্তিকা, গোময় ও জলাদি দ্বারা শরীর পরিষ্কার করিবে। সত্ত্ববৃদ্ধিকারক ও বুদ্ধিপূর্ব্বক পবিত্র দ্রব্য আহার করিবে। মৈত্রী, করুণাপ্রভৃতি সদ্গুণ অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিতে হইবে। এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে শরীর ও মন বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। অমৃত নামক চেতাত্মা বা আধ্যাত্মিক-তেজ শুদ্ধ ও সবল হয়।

সন্তোষ, তৃপ্তি, (বিনা চেষ্টায় যাহা লাভ হইবে), তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকিতে হইবে, কিছুদিন এই যোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে সন্তোষচিত্তে দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়া থাকে। তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত ব্রতনিয়মাদির অনুষ্ঠান করার নাম তপস্যা। প্রণব প্রভৃতি ঈশ্বরবাচক শব্দের জপ অর্থাৎ অর্থ স্মরণপূর্ব্বক উচ্চারণ এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের মর্ম্মানুসন্ধানে রত থাকার নাম স্বাধ্যায়, এবং ভক্তি সহকারে ঈশ্বরার্পিতচিত্ত হইয়া কার্য্য করার নাম ঈশ্বর-প্রণিধান। এই তিনপ্রকার ক্রিয়ার নাম ক্রিয়াযোগ। তপস্যা ভিন্ন যোগসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না মনুষ্যের চিত্তে অনাদিকালের বিষয়-বাসনা ও অবিদ্যা বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। তপস্যাব্যতীত তাহার সম্ভাবনা নাই। চিত্তে বাসনা থাকিতে যোগ হইতে পারে না, এই বাসনানাশের জন্য তপস্যা অবশ্য বিধেয়। এই সকল ক্রিয়াযোগ যুগপদ্ অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ভাল হয়, নচেৎ একটী করিয়া আয়ত্ত করিতে হইবে। এই নিয়মযোগাঙ্গ আয়ত্ত হইলে এক একটী শক্তি লাভ হইয়া থাকে।

প্রথমে অহিংসাদি প্রতিষ্ঠা হইলে বৈরত্যাগ প্রভৃতি শক্তি-লাভ হইয়া থাকে। [যম দেখ।]

নিয়মের প্রথমানুষ্ঠান শৌচ, এই শৌচ সিদ্ধি দ্বারা আপন শরীরের প্রতি তুচ্ছ জ্ঞান জন্মে এবং পরসঙ্গেচ্ছাও দূর হয়। বাহ্যশৌচ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে আত্মশরীরের প্রতি একপ্রকার ঘৃণা উপস্থিত হয়। তখন আর জল-বুদ্বুদতুল্য মরণধর্ম্মী ও মলমূত্রাদিময় অন্নবিকার শরীরের প্রতি কোন প্রকার আস্থা বা আদর থাকে না, এবং পরশরীরসংসর্গের ইচ্ছাও নিবৃত্তি হয়। আভ্যন্তর শৌচ আরম্ভ করিলে, প্রথমে সত্ত্বশুদ্ধি, ক্রমে একাগ্রতা ও আত্মদর্শনক্ষমতা হয়। ভাব-শুদ্ধিরূপ আভ্যন্তর শৌচ যখন চরমসীমা প্রাপ্ত হয়, অন্তঃকরণ তখন এরূপ অভূতপূর্ব্ব সুখময় ও প্রকাশময় হয় যে, তখন কিছুতেই খেদানুভব হয় না। এই পূর্ণ পরিতৃপ্ততার নামান্তর সৌমনস্য। সৌমনস্য জন্মিলে একাগ্রতা-শক্তি প্রাদুর্ভূত হয়, অথবা সহজ হইয়া আইসে। একাগ্রতা-শক্তি জন্মিলে ইন্দ্রিয়জয়, ইন্দ্রিয়জয় হইলেই চিত্ত তখন আত্মদর্শনে সক্ষম হয়।

সন্তোষ অভ্যস্ত হইলে যোগী একপ্রকার অনুপম সুখ প্রাপ্ত হয়। সে সুখবিষয় নিরপেক্ষ, সুতরাং সেই সুখ নিরতিশয়।

তপস্যাক্রমে দৃঢ় হইলে তপোনিষ্ঠ হয়। শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তদ্গতচিত্ত হইয়া কৃচ্ছ্রব্রতপ্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত তপস্যায় রত থাকিলে, ক্রমে তখন শরীর বা মনের শক্তিপ্রতিবন্ধক জ্ঞানের আবরণ নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তখন সেই তপঃসিদ্ধযোগী শরীরের ও ইন্দ্রিয়ের উপর যথেচ্ছারূপে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন। তখন তিনি আপন শরীরকে ইচ্ছাক্রমে অণুতুল্য বা বৃহৎ করিতে পারেন। তখন ইন্দ্রিয়গণ চর্ম্মচক্ষুর অতীত, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম পদার্থে ও সুদূরবর্ত্তী পদার্থে সংযুক্ত করিতে পারেন।

স্বাধ্যায়ের উৎকর্ষ হইলে, ইষ্টদেবতা সন্দর্শন হয়। সংযত-চিত্ত হইয়া সর্ব্বদা প্রণবজপ, ইষ্টমন্ত্রজপ, ইষ্টদেবতার স্তব-পাঠ কিংবা অন্য কোনরূপ শাস্ত্রবাক্য পাঠ করিতে করিতে ক্রমে যখন তাহা পরিপক্ক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন সেই স্বাধ্যায়নিষ্ঠ বা জপাদিপরায়ণ যোগির ইষ্টদেবতা সন্দর্শন হইয়া থাকে।

ঈশ্বর-প্রণিধান—ঈশ্বরে চিত্ত-নিবেশ যখন পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়, তখন অন্য কোন সাধন না করিলেও উৎকৃষ্টতর সমাধি লাভ হয়। ঈশ্বরপ্রণিধাতা যোগির যোগলাভের নিমিত্ত অন্য কোনরূপ যোগাঙ্গ অবলম্বন করিতে হয় না। একমাত্র ভক্তি-বলেই তিনি ঈশ্বরে সমাহিত হন। ভক্ত ব্যক্তি কেবল ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরকে উদ্বোধিত বা প্রসন্ন করিয়া তদীয় অনুগ্রহের তেজে আত্মক্লেশ দগ্ধ ও বিঘ্নসমূহ বিনাশ করিয়া নিষ্প্রতিবন্ধকে সমাহিত ও যোগফল প্রাপ্ত হন।

নিয়মযোগাঙ্গ অনুষ্ঠান করিলে এই সকল ফললাভ হইয়া থাকে। (পাতঞ্জলদ° সাধনপা°)

"নিয়মাঃ পঞ্চসত্যাখ্যা বাহ্যমাভ্যন্তরং দ্বিধা।
শৌচং তুষ্টিশ্চ সন্তোষস্তপশ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥
স্নানমৌনোপবাসেজ্যাস্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ।
তপোঽক্রোধোগুরৌ ভক্তিঃ শৌচঞ্চ নিয়মাঃ স্মৃতাঃ॥
যমাঃ পঞ্চাথ নিয়মাঃ শৌচং দ্বিবিধমীরিতং।
সন্তোষস্তপসাং জপ্যং বাসুদেবার্চ্চনং যমঃ॥" (গরুড়পু°)

শৌচ, তুষ্টি, সন্তোষ, তপস্যা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, স্নান, মৌন, উপবাস, ইজ্যা, স্বাধ্যায়, উপস্থনিগ্রহ অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, অক্রোধ, গুরুভক্তি ও শৌচ এই সকল নিয়ম।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—যোগী আপনার মনকে তত্ত্ব-জ্ঞানের উপযোগী করিবার জন্য, নিষ্কামভাবে ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সত্য, অস্তেয় ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ যম এবং স্বাধ্যায়, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই সকল নিয়ম অনুষ্ঠান করিবেন। (বিষ্ণুপু° ৬ অংশ ৭ অ°)

তন্ত্রসারে লিখিত আছে,—

"তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্ম্মতিশ্চ জপোহুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥" (তন্ত্রসার)

তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ, হ্রী, মতি, জপ ও হোম এই দশটী নিয়ম।

৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩০) ৮ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৫) ৯ বিধিভেদ।

যে স্থলে উভয়প্রাপ্তি থাকে সেই স্থলে একটী নিয়মিত হইলে এই বিধি হয়।

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে॥" (লৌগাক্ষি)

১০ কবিতার নিয়ম।

"বর্ণয়েৎ সদপ্যেতন্নিয়মোঽথ প্রদর্শ্যতে।
ভূর্জত্বঙ্ক্রিমবত্যেব মলয়ে হ্যেব চন্দনম্॥"
সামান্যবর্ণনে শৌক্ল্যং ছত্রান্তঃপুষ্পবাসসাম্।
কৃষ্ণত্বং কেশকাকাহি পয়োনিধিপয়োমুচাম্॥"

(কবিকল্পলতা ১ স্তবক)

নিয়মতন্ত্র (ত্রি) যাহা নিয়মের অধীন।

নিয়মন (ক্লী) নি-যম ভাবে ল্যুট্। ১ নিয়মশব্দার্থ। ২ নিগ্রহ। ৩ বন্ধ।

"সমতয়া বসুবৃষ্টিবিসর্জ্জনৈ
র্নিয়মনাদসতাঞ্চ নরাধিপঃ॥" (রঘু ৯।৬)

(ত্রি) নি-যম-ল্যুট্। ৪ নিয়ামক। ৫ ইতর নিবারণরূপ পরিসংখ্যার্থ, নিয়ম, বিশেষ বিধি, যে নিয়ম করিলে অন্যের নিষেধ হয়। [পরিসংখ্যা দেখ।]

নিয়মবৎ (ত্রি) নিয়মো বিদ্যতেঽস্য নিয়ম-মতুপ্, মস্য ব। নিয়মযুক্ত, নিয়মবিশিষ্ট।

নিয়মপত্র (ক্লী) নিয়মস্য পত্রং। প্রতিজ্ঞাপত্র, সন্ধিপত্র।

নিয়মপর (ত্রি) নিয়মে পরঃ। নিয়মানুবর্ত্তী, নিয়মাধীন।

নিয়মভঙ্গ (পুং) নিয়মস্য ভঙ্গঃ। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, সময়োল্লঙ্ঘন, নিয়মলঙ্ঘন।

নিয়মসেবা (স্ত্রী) নিয়মেন ভগবতঃ সেবা। কার্ত্তিকমাসে নিয়মপূর্ব্বক ভগবদারাধনা, নিয়মপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা। হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

"অকৃত্বা নিয়মং বিষ্ণোঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
জন্মার্জ্জিতস্য পুণ্যস্য ফলং নাপ্নোতি নারদঃ॥
আশ্বিনস্য তু মাসস্য য শুক্লৈকাদশী ভবেৎ।
কার্ত্তিকস্য ব্রতানীহ তস্যাং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥" (হরিভক্তিবি° ১৬)

আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশী হইতে নিয়মপূর্ব্বক কার্ত্তিকব্রত করিতে হইবে। যাহারা নিয়ম না করিয়া কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করে, নিয়মসেবা কার্ত্তিকব্রতানুষ্ঠান করে না, তাহারা জন্মজন্মোপার্জ্জিত পুণ্যের ফলভাগী হয় না।

"নিয়মেন বিনা চৈব ন নয়েৎ কার্ত্তিকং মুনে।
চাতুর্মাস্যং তথা চৈব ব্রহ্মহা স কুলাধমঃ॥" (হরিভ° ১৭ বি°)

নিয়মস্থিতি (স্ত্রী) নিয়মেন স্থিতিরত্র। তপস্যা, তপস্যা করিতে হইলে নিয়মপূর্ব্বক অবস্থান করিতে হয়, এই জন্য নিয়মস্থিতির নাম তপস্যা।

নিয়মানন্দ, নিম্বার্কের অন্য নাম। [নিম্বাদিত্য দেখ।]

কেহ কেহ বলেন, এই নামে নিম্বার্ক বেদান্তসিদ্ধান্ত নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

নিয়মিত (ত্রি) নি-যম-ণিচ্ ক্ত। কৃতনিয়ম, নিয়মবদ্ধ, বিহিত, অবধারিত।

"কিঞ্চিদ্ ভ্রূভঙ্গীলীলানিয়মিতজলধিং রামমন্বেষয়ামি।"

(মহানাটক)

নিয়ম্য (ত্রি) নি-যম-যৎ। ১ নিরোদ্ধব্য। ২ নিগ্রাহ্য।

"ত্বয়া নিযম্যা ননু দিব্যচক্ষুষা।" (রঘু)

নিযয়িন্ (পুং) নী-ভাবে ক্বিপ্, নিয়ে নয়নায় ইনঃ প্রভুঃ বাহুলকাৎ অলুক্ সমাস। রথ সদৃশ সর্ব্বাভিমত প্রাপ্তিসাধন।

"স্বেষং নিযয়িনং রথং।" (ঋক্ ১০।৬০।২) 'নিযয়িনং রথমিত্যুপমাপ্রধানো নির্দ্দেশঃ রথবৎ সর্ব্বাভিমতপ্রাপ্তিসাধনং।'

(সায়ণ)

নিযব (পুং) নি-যু-মিশ্রণে বেদে বাহুলকাৎ অপ্। মিশ্রীভাব।

"গোষু যুধি নিযবং চরন্তী।" (ঋক্ ১০।৩০।১০)

'নিযবং সোমং প্রতি নিশ্চয়েন মিশ্রীভাবং।' (সায়ণ)

লৌকিক প্রয়োগে ঘঞ্ করিয়া নিযাব এই পদ হইবে।

নিযাতন (ক্লী) নি-যত-ণিচ্-ল্যুট্। নিপাতন। (অ° নয়নানন্দ)

নিয়াগাঁও রেবাই, একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ক্ষেত্রফল ১৬ বর্গ মাইল। বুন্দেলখণ্ডের জনৈক দস্যুপতির বংশধর লক্ষ্মণসিংহ বৃটীশ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে (১৮০৭ খৃষ্টাব্দে) পাঁচখানি গ্রামের সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে পর, তদীয় পুত্র জগৎসিংহ তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন। বর্ত্তমান অধিকারিণীর নাম লালি জুলীয়া। ইনি পঞ্চাশজন সৈন্য রাখিবার অনুমতি পাইয়াছেন। গবর্মেণ্টকে দেয় রাজস্ব দশসহস্র টাকা।

নিযান (ক্লী) নিয়মেন যান্তি গাবো যত্র যা আধারে ল্যুট্। গোষ্ঠ স্থান। "যন্নিযানং ন্যাসং সংজ্ঞানং।" (ঋক্ ১০।১৯।৪)

'নিযানং গোষ্ঠং' (সায়ণ)

নিযাম (পুং) নি-যম পক্ষে ঘঞ্। নিয়ম। (শব্দরত্নাবলী)

নিযামক (ত্রি) নি-যম-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ পোতবাহ। ২ নিয়ন্তা।

"ততোঽস্মিং নাশমায়াস্তঃ সম্বর্ত্তাগ্নিনিয়ামকাঃ।" (ভার°৩।২৭১৩।৪)

৩ নিয়মকারক, কার্য্যের প্রতিকারণের নিয়ামকতা আছে, যেরূপ কারণ হইবে কার্য্যও সেই প্রকার হইয়া থাকে।

"কারণস্য কার্য্যং প্রতিনিয়ামকত্বং।" (সর্ব্বদর্শনসং)

৪ কৃৎ, তদ্ধিত ও সমাসের অভিধানের নাম নিয়ামক।

"কৃত্তদ্ধিতসমাসানামভিধানং নিয়ামকম্।" (অমর)

৫ নিয়াসক।

"লোকপ্রসিদ্ধমেবৈতদ্বারিবহ্নের্নিয়ামকম্।" (কামন্দকী)

নিয়ামকগণ, পারদ নিয়ামক করিবার ঔষধসমূহ। যথা—সর্পাক্ষী, বন্ধ্যকর্কটী, কঞ্চুকী, যমচিঞ্চিকা, শতাবরী, শঙ্খপুষ্পী, শরপুঙ্খা, পুনর্ণবা, মূষিকপর্ণী, মৎস্যাক্ষী, ব্রহ্মদণ্ডী, শিখণ্ডিনী, অনন্তা, কাকজঙ্ঘা, কাকমাচী, পোতিকা, বিষ্ণুক্রান্তা, সহচরা, সহদেবী, মহাবলা, বলা, নাগবলা, মূর্ব্বা, চক্রমর্দ্দ, করঞ্জক, পাঠা, তামলকী, নীলী, জালিনী, পদ্মচারিণী, ঘণ্টা, ত্রিবৃটা, গোজিহ্বা, কোকিলাক্ষ, ঘনধ্বনি, আখুপর্ণী, ক্ষীরিণী, ত্রিপুটী, মেষশৃঙ্গিকা, কৃষ্ণবর্ণা, তুলসী, সিংহী, গিরিকর্ণিকা এই গুলি নিয়ামকগণ।

"এতন্নিয়ামকৌষধাঃ পুষ্পমূলদলাদিভিঃ।" (রসচন্দ্রিকা)

নিযুক্ত (ত্রি) নি-যুজ-ক্ত। ১ অধিকৃত। ২ নিযোজিত। ৩ প্রেরিত।

"বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তোবাক্‌যতো নিশি।
একমুৎপাদয়েৎ পুত্রং ন দ্বিতীয়ং কথঞ্চন॥" (মনু ৯।৬০)

৪ অবধারিত, আজ্ঞপ্ত।

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"(গীতা)

নিযুৎ (পুং) নি-যু-কর্ম্মণি ক্বিপ্ তুক্। বায়ুর অশ্ব। (নিঘং)

"সহস্রেণ নিযুতা নিযুত্বতে।" (ঋক্ ১।১৩৫।১)

'নিযুতা নিযুত ইতি বায়োরশ্বানাং নামধেয়ং নিযুতো।' (সায়ণ)

নিযুত (ক্লী) নিয়ূয়তে বহুসংখ্যা প্রাপ্যতেঽনেনেতি, নি-যু-ক্ত। লক্ষ, লক্ষসংখ্যা। (অমর ৩।৫।২৪)

"যে ধেনূনাং নিযুতে প্রাদাদিতি নিযুতে লক্ষে।" (শ্রীধরস্বামী)

২ দশলক্ষ, নিযুত শব্দ দশলক্ষ এই অর্থে প্রায় ব্যবহার হইয়া থাকে।

"শতং সহস্রময়ুতং নিযুতং প্রযুতং মতম্।
স্ত্রীকোটীরর্ব্বুদমিতি ক্রমাদ্দশ গুণোত্তরং॥" (রত্নকোষ)

৩ তৎসংখ্যেয়।

নিযুত্বতীয় (ত্রি) নিযুত্বতঃ ইদং নিযুত্বৎ-ছ। বায়ুদেবতাক হবিরাদি, যে সকল ঘৃতাদির দেবতা বায়ু।

"এষ বা প্রাজাপত্য এষ বা নিযুত্বতীয়ঃ।"(শত° ব্রা°৬।২।২।১৫)

নিযুত্বৎ (পুং) নিযুতোঽশ্বাঃ সন্ত্যস্য মতুপ্-মস্য বঃ। বায়ু।

"নিযুত্বান্ সোমপীতয়ে।" (শুক্লযজু° ২৭।৩২)

'নিযুত্বান্ বায়ুঃ।' (বেদদীপ)

নিযুৎসা (স্ত্রী) ভরতবংশীয় প্রস্তার নৃপের পত্নী। (ভাগ° ৫।৫।৭) নিযুৎসার পাঠান্তর নিরুৎসা দেখা যায়।

নিযুদ্ধ (ক্লী) নি-যুধ-ক্ত। বাহুযুদ্ধ। নিপূর্ব্বক যুধধাতুর বাহুযুদ্ধপরত্ব, এইরূপ অর্থ বোধ হইয়া থাকে।

"নিযুদ্ধকুশলান্ মল্লান্ দেবো মল্লপ্রিয়স্তদা।
যোধয়িত্বা দদৌ ভূরি বিত্তং বস্ত্রাণি চাম্বরান্॥" (হরি° ১৪২।৭১)

নিযুদ্রথ (ত্রি) নিযুৎ নিযোজিতো নিয়তো বা রথো যস্য। গমনের নিমিত্ত নিযোজিত রথ।

"স দস্রা নিযুদ্রথঃ।" (ঋক্ ১০।২৬।১)

'নিযুদ্রথো গমনায় সর্ব্বদানিয়তরথো নিযুক্তরথো বা।' (সায়ণ)

নিযোক্তব্য (ক্লী) নি-যুজ-তব্য। নিয়োগার্হ, নিয়োগের যোগ্য।

নিযোক্তৃ (ত্রি) নি-যুজ-তৃচ্। নিয়োগকর্ত্তা।

নিয়োগ (পুং) নি-যুজ-ঘঞ্। ১ প্রেরণ। ২ ইষ্টসাধনত্বাদি বোধন দ্বারা প্রবর্ত্তন। ৩ অবধারণ। ৪ আজ্ঞা। ৫ নিশ্চয়। ৬ অপুত্রভ্রাতৃপত্নীপুত্রার্থ নিয়োজন।

"বিধবায়াং নিয়োগার্থে নির্বৃত্তে তু যথাবিধি।
গুরুবচ্চ স্নুষাবচ্চ বর্ত্তেয়াতাং পরস্পরম্॥" (মনু ৯।৬২)

নিয়োগবিধির বিষয়, মনুতে এইরূপ লিখিত আছে। নিজস্বামী দ্বারা সন্তানোৎপত্তি না হইলে, স্ত্রীসম্যক্ নিযুক্তা হইয়া দেবর কিংবা অন্য কোন জ্ঞাতি দ্বারা তনয় লাভ করিতে পারিবেন। রাত্রিকালে মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক স্বামী বা গুরু কর্ত্তৃক নিযুক্তব্যক্তি বিধবা স্ত্রীতে একটী মাত্র সন্তান উৎপাদন করিতে পারিবেন। কোন কোন আচার্য্যের মতে, একটী সন্তান দ্বারা নিযোজকের নিয়োগোদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না, তজ্জন্য ঐ স্ত্রী ও ঐ নিয়োজিত ব্যক্তি দ্বিতীয় সন্তান উৎপাদন করিতে পারিবেন। নিয়োজিত জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যদি শাস্ত্রানুগামী না হইয়া, নিয়োগবিধির উল্লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইবেন। (মনু ৯ অ°)

এই বিধি কলি ভিন্ন কালে জানিতে হইবে।

"উক্তো নিয়োগো মনুনা নিষিদ্ধঃ স্বয়মেবহি।" (বৃহস্পতি)

কলিতে এই ধর্ম্ম বর্জ্জনীয়।

নিয়োগিন্ (ত্রি) নিয়োগোঽস্যাস্তীতি নিয়োগ-ইনি। নিয়োগবিশিষ্ট, নিযুক্ত। পর্য্যায়—কর্ম্মসচিব, আযুক্ত, ব্যাপৃত।

"কৃষাধ্যক্ষত্বমুৎসৃজ্য কৃত্যং নান্যন্নিয়োগিনাম্।" (রাজত° ৬।৮)

নিয়োগকর্ত্তৃ (ত্রি) নিয়োগস্য কর্ত্তা। কর্ম্মে নিযুক্তকারী, আজ্ঞাকারী, আদেশকারী।

নিয়োগপত্র (ক্লী) নিয়োগস্য পত্রম্। যে পত্র দ্বারা কোন কার্য্যের ভার দেওয়া কিংবা পদে নিযুক্ত করা যায়।

নিয়োগবিধি (পুং) বিধীয়তে ইতি বি-ধা-কি, নিয়োগস্য বিধিঃ। কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিবার প্রথা।

নিয়োগার্থ (পুং) নিযুক্ত করণের উদ্দেশ্য।

নিযোগ্য (ত্রি) নিয়োক্তুমর্হঃ, নি-যুজ-ণ্যৎ। নিয়োগার্হ, প্রভু, যিনি নিয়োগ করিবার যোগ্য।

"এতে বয়ং নিয়োজ্যা নিয়োজয়তু নিয়োগ্যঃ।"(প্রয়োগবি° ৫অ°)

শক্যার্থ কর্ম্ম বুঝাইলে কুত্ব অর্থাৎ জ স্থানে গ হইবে না, সেই স্থলে নিয়োজ্য এইরূপ পদ হইবে।

নিযোজক (পুং) নিযোজয়তি নি-যুজ-ণিচ্-ণ্বুল্। নিয়োগকারী, নিয়োক্তা।

নিযোজন (ক্লী) নি-যুজ-ল্যুট্। ১ নিয়োগ। ২ প্রেরণ। ৩ প্রবর্ত্তন, ভৃত্যাদির কর্ম্মকরণের জন্য উপদেশাত্মক ব্যাপার।

"নিয়োজনকালেহষ্টচত্বারিংশতমান্দ্যানয়িষ্ঠে।"

(কাত্যা° শ্রৌ° ২১।১।৮)

৪ নিতরাং যোজন।

"পাশং কৃত্বা প্রতিমুক্তত্যাধাতো নিয়োজনস্যৈব।"

(শত° ব্রা° ৩।৭।৩।১৩)

নিযোজ্য (ত্রি) নিয়োক্তুং শক্যঃ, নি-যুজ-শক্যার্থে ণ্যৎ প্রত্যয়েন সাধুঃ। (প্রযোজনিযোজ্যৌ শক্যার্থে। পা ৬।৩।৬৮) প্রেষ্য, কিঙ্কর, নিয়োগার্হ, যাহাকে নিযুক্ত করা উচিত।

"নিশম্য বৈকুণ্ঠনিযোজ্যমুখ্যয়ো র্মধুচ্যুতং বাচমুরুক্রমপ্রিয়ঃ॥"

(ভাগ° ৪।১২।২৮)।

(ত্রি) নিয়োজনীয়।

"ন নিয়োজ্যাশ্চ বঃ শিষ্যা অনিয়োগে মহাভয়ে॥"

(ভারত ১২।৩২৭।৪৬)

নিযোদ্ধৃ (পুং) নি-যুধ্যতে ইতি নি-যুধ-তৃচ্। ১ কুক্কুট। ২ বাহুযুদ্ধকারী। মল্লযোদ্ধা। (রাজনি°)

নির্ (অব্য) নৄ-কৃপ্, ন দীর্ঘ। ১ বিয়োগ। ২ অত্যয়। ৩ আদেশ। ৪ অতিক্রম। ৫ ভোগ। ৬ নিশ্চিত। (গণরত্নমহোদধি)

নির্ একটী উপসর্গ, এই উপসর্গ, ধাত্বাদির পূর্ব্বে থাকিয়া অর্থ প্রকাশ করে, যথাক্রমে তাহার উদাহরণ, লিখিত হইল। ১ নিঃসঙ্গ। ২ নির্ঘোষ। ৩ নির্দেশ। ৪ নিষ্ক্রান্ত। ৫ নির্বেশ। ৬ নিশ্চিত। ৭ নিষেধ। (মেদিনী)

'নির্নিশ্চয়ে ক্রান্তাদ্যর্থে বিশেষপ্রতিষেধয়োঃ।' (হেমচ°)

নিরংশ (ত্রি) নির্গতো অংশাৎ। ১ সূর্য্যাভুজ্যমান রাশির প্রথম রাশির ত্রিংশাংশরূপ ভাগ, রাশির ভোগকালের প্রথম ও শেষ দিন, সংক্রান্তি। নির্গতো ভাগোযস্য। ২ ভাগ রহিত।

"পতিতস্তৎসুতঃ ক্লীবঃ পঙ্গুশ্চোন্মত্তকো জড়ঃ।

অন্ধোঽচিকিৎস্যরোগার্ত্তো ভর্ত্তব্যাস্তে নিরংশকাঃ॥" (যাজ্ঞ°)

পতিত, তৎপুত্র এবং ক্লীব প্রভৃতি নিরংশক, অর্থাৎ ভাগহীন, ইহাদিগকে সম্পত্তির ভাগ দিতে হয় না, কেবল প্রতিপালন করিতে হয়।

নিরক্ষ (ত্রি) নির্গতঃ অক্ষস্যোন্নতি যস্য। অক্ষোন্নতিশূন্যদেশ, নিরক্ষদেশ। পৃথিবীকে উত্তরার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধ এই দুই ভাগ করিলে যে রেখা দ্বারা ভাগ করিতে হয়, তাহাকে বৃত্ত বলে, তাহার উপরস্থিত দেশ সকলকে নিরক্ষদেশ কহে। এই নিরক্ষদেশে দিবারাত্র সমান। পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ববর্ষে যমকোটি দেশ, দক্ষিণে ভারতবর্ষে লঙ্কা, পশ্চিমে কেতুমালবর্ষে রোমক ও উত্তরকুরুবর্ষে সিদ্ধপুরী। এই সকল নিরক্ষদেশস্থিত দেশে দিবারাত্র সমান। সূর্য্য এই সকল দেশের বিষুবরেখাস্থিত হইয়া গমন করেন, এই জন্য দিবারাত্র সমান হয়। (সূর্য্যসি°)*

নিরক্ষরেখা (স্ত্রী) নাড়ীমণ্ডল, নিরক্ষবৃত্ত। পৃথিবীর কোন এক স্থানের দূরত্ব।

নিরগ্নি (পুং) নির্গতোঽগ্নিস্তৎসাধ্যকার্য্যং যস্মাৎ। শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অগ্নিসাধ্যকর্ম্মরহিত ব্রাহ্মণ, যাহারা বেদবিহিত ও স্মৃত্যুক্ত অগ্নি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"একোদ্দিষ্টং সদা কুর্য্যাৎ নিরগ্নিঃ শ্রাদ্ধদঃ সুতঃ॥" (উশনাঃ)

নিরগ্নি ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বিধির অনুষ্ঠান করিবেন। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ যদি অগ্নি পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে পুত্রহত্যাতুল্য পাতক হইয়া থাকে। মনু অগ্নি-পরিত্যাগ উপপাতক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নিরঙ্কুশ (ত্রি) নির্নাস্তি অঙ্কুশ ইব প্রতিবন্ধকো যস্য। ১ প্রতিবন্ধশূন্য, বাধাশূন্য। ২ অনিবার্য্য। ৩ স্বেচ্ছাচারী। "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ" (লোকপ্রসিদ্ধি)।

"কুবলয়দৃশাং বামঃ কামো নিকাম নিরঙ্কুশঃ।" (গীতগো°)

নিরঙ্গ (ত্রি) নির্গত অঙ্গং যস্য। ১ অঙ্গহীন। (ক্লী) ২ রূপকালঙ্কারভেদ। রূপক অলঙ্কার তিনপ্রকার পরম্পরিত, সাঙ্গ ও নিরঙ্গ।

---

* "সমন্তাৎমেরুমধ্যাত্তু তুল্যভাগেষু তোয়ধেঃ।
দ্বীপেষু দিক্ষুপূর্ব্বাদি-নগর্য্যো দেবনির্ম্মিতাঃ॥
ভূবৃত্তপাদে পূর্ব্বস্যাং যমকোটীতি বিশ্রুতা।
ভদ্রাশ্ববর্ষে নগরী স্বর্ণপ্রাকারতোরণা॥
যাম্যায়াং ভারতে বর্ষে লঙ্কা তদ্বন্মহাপুরী।
পশ্চিমে কেতুমালাখ্যে রোমকাখ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
উদক্‌সিদ্ধপুরীনাম্না কুরুবর্ষে প্রকীর্ত্তিতা।
ভূবৃত্তপাদবিবরাস্তাশ্চান্যোন্যং প্রতিষ্ঠিতাঃ।
তাভ্যশ্চোত্তরগো মেরুস্তাবানেব সুরাশ্রয়ঃ।
তাসামুপরিগো যাতি বিষুবস্থো দিবাকরঃ।
ন তাসু বিষুবচ্ছায়া নাক্ষস্যোন্নতিরিষ্যতে।
মেরুরুভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে।
নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে॥" (সূর্য্যসি°)

"তৎপরম্পরিতং সাঙ্গং নিরঙ্গমিতি চ ত্রিধা।"

(সাহিত্যদ° ১০।৬৬৯) [রূপক দেখ।]

নিরঙ্গুল (ত্রি) নির্গতমঙ্গুলিভ্যঃ, অচ্ সমাসান্তঃ। অঙ্গুলি হইতে নির্গত।

নিরজিন (ক্লী) নির্গতমজিনাৎ। অজিন হইতে নির্গত।

নিরঞ্জন (ক্লী) শালাক্যোপায়ের অভ্যাস রজ্জুর প্রথম ও ষষ্ঠভাগ।

"বিংশত্যরত্নিশালা" (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।১।২৪)

'দশারত্নিরভ্যাসরজ্জুঃ তস্যাঃ প্রথমে ষষ্ঠে ভাগে' (কর্ক)

নিরঞ্জন (ত্রি) নির্গতং অঞ্জনং কজ্জলং তদিব সমলং অজ্ঞানং বা যস্মাৎ। ১ কজ্জলরহিতনেত্র, অঞ্জনশূন্য। ২ দোষরহিত। ৩ অজ্ঞানশূন্য, পরমাত্মা।

"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি।"

(মুণ্ডকোপনি°)

(পুং) ৪ যোগিবিশেষ।

"কানেরী পূজ্যপাদশ্চ নিত্যনাথোনিরঞ্জনঃ।" (হঠযোগদীপিকা ৭)

৫ মহাদেব। (হরিব° ভবিষ্যপ° ১৪।২)

নিরঞ্জনযতি, ভগবন্নাম-মাহাত্ম্যসংগ্রহ-রচয়িতা।

নিরঞ্জনা (স্ত্রী) নির্নাস্তি অঞ্জনমিব অন্ধকারো যত্র টাপ্। পূর্ণিমা।

নিরঞ্জনী, একটী উপাসক সম্প্রদায়। নিরানন্দস্বামী এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তিনি নিরঞ্জন নিরাকার ঈশ্বরোপাসনা করিতেন বলিয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত শাখা নিরঞ্জনী নামে অভিহিত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা রামানন্দের মত অবলম্বন করিয়া সাকার উপাসক বৈষ্ণব উদাসী হইয়াছে। ইহারা কৌপীন ধারণ, কণ্ঠীব্যবহার, লোহিতবর্ণের শ্রী-যুক্ত তিলকধারণ ও অনেক বৈষ্ণবোচিত কার্য্যকলাপ করিয়া থাকেন। মাড়বার প্রদেশে ইহাদের অনেক ধর্ম্মমন্দির আছে। ইহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের অন্ন গ্রহণ করে, এই জন্যই রামানন্দীরা বা সাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠ বৈরাগীরা ইহাদের হস্তে ভোজন করে না।

ইহাদের মন্দিরে সীতারামের মূর্ত্তি, শালগ্রামশিলা, গোমতী-চক্র প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত থাকে।

নিরত (ত্রি) নি-রম-ক্ত। নিযুক্ত। দানরত্নাকরে—

"একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড় ভিরঙ্গৈরধীত্য চ।

ষট্কর্ম্মনিরতোবিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ॥" (দেবল)

নিরতি (স্ত্রী) নিতরাং রতিঃ, নি-রম-ক্তিন্। অত্যন্ত রতি।

নিরতিশয় (পুং) নির্গতোঽতিশয়ো যস্মাৎ নিতরাং অতিশয়ো বা। অত্যন্তাতিশয়, স্বাপেক্ষয়ারা অতিশয়শূন্য পরমেশ্বর, যাহা হইতে আর অতিশয় নাই।

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং।" (পাত° দ° ১।২৫)

পরমেশ্বরে নিরতিশয় জ্ঞান থাকায়, তিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ আত্মাতে সর্ব্বজ্ঞতার অনুমাপক পরিপূর্ণজ্ঞানশক্তি বিদ্যমান আছে, অন্য আত্মায় তাহা নাই। তাহার স্বরূপ অন্যকে বুঝাইতে হইলে, অনুমানের সাহায্য লইতে হয়। সেই অনুমান প্রণালী এইরূপ যে, সকল আত্মাতেই কিছু না কিছু জ্ঞান আছে, সকল আত্মা অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বুঝিতে পারে। কেহ বা অল্পজ্ঞ, আবার কেহ বা তদপেক্ষা অধিকজ্ঞ। অতএব যাহা হইতে অধিকজ্ঞ আর আত্মা নাই, যাহাতে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা আছে, সেই পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞবীজ নিরতিশয় আছে। তদপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ নাই। (পাত° দ°)

নিরত্যয় (ত্রি) নির্গতোঽত্যয়ো যস্য। ১ অত্যয়শূন্য।

"নিরত্যয়ং সাম ন দানবর্জ্জিতং।" (কিরাত)

২ অত্যয়াভাব।

নিরধ্ব (ত্রি) নিষ্ক্রান্তোঽধ্বনঃ, প্রাদিসমাসে অচ্ সমাসান্তঃ। অধ্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত, পথ হইতে নিষ্ক্রান্ত।

নিরনুনাসিক (ত্রি) নির্গতং অনুনাসিকং অনুনাসিকত্বং যস্য। অনুনাসিক ভিন্ন বর্ণভেদ। যে বর্ণে অনুনাসিকবর্ণ নাই।

"যলো দ্বিধারো নিরনুনাসিকঃ সানুনাসিকঃ।" (মুগ্ধবোধ)

নিরনুযোজ্যানুযোগ (পুং) ন্যায়সূত্রোক্ত নিগ্রহস্থান।

"অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহস্থানাভিযোগঃ।" (ন্যায়সূত্র ৫।২।২৩)

বৃত্তিকারের মতে নিগ্রহস্থানের উদ্ভাবন।

'অবসরে যথার্থনিগ্রহস্থানোদ্ভাবনাতিরিক্তং যন্নিগ্রহস্থানোদ্ভাবনং তৎ।' (বৃত্তি ৫।৬৫)

নীলকণ্ঠের মতে 'নিগ্রহস্থানরহিতে নিগ্রহস্থানোদ্ভাবনম্।' (নীল)

ইহা চারিপ্রকার—ছল, জাতি, আভাস ও অনবসর-গ্রহণ। (দিনকরী)

নিরনুরোধ (ত্রি) যে অনুরোধ মানেনা, অপ্রীতিকর।

(অমরুশতক ৮৭)

নিরন্তর (ত্রি) নির্নাস্তি অন্তরং যস্মিন্ যস্মাদ্বা। ১ নিবিড়। (নির্গতমন্তরং যস্মাৎ প্রাদিবহ) ২ সন্তত, অবিচ্ছিন্ন সন্ততিযুক্ত। সন্ততি দুই প্রকার দৈশিকী ও কালিকী, তন্মধ্যে দৈশিক বিচ্ছেদশূন্য।

"ভূভর্ত্তু রায়তনিরন্তরসন্নিবিষ্টাঃ।" (মাঘ)

কালিক-বিচ্ছেদশূন্য, নিরবধি।

"কপিলানাং সবৎসানাং বর্ষমেকং নিরন্তরম্।" (বনপর্ব্ব ৯৭ অ°)

৩ অনবকাশ, অবকাশশূন্য।

"সজ্জনয়োঃ স্তনয়োরিব নিরন্তরং" (আর্য্যাসপ্তশতী ৪৩৮)

৪ ঘন। ৫ অপরিধান। ৬ অনন্তর্ধান, অন্তর্ধানশূন্য। ৭ অভেদ। ৮ তাদর্থ্যরহিত। ৯ অন্তর বা ছিদ্রহীন।

"নিরন্তরাশ্বরবাতবৃষ্টিষু।" (কুমার ৫।২৫)
১০ বিনা। ১১ অবহি। ১২ অনাত্মীয়। ১৩ অমধ্য। ১৪ অনন্তরাত্মা।

নিরন্তরাভ্যাস (পুং) নিরন্তরঃ সততোঽভ্যাসো যত্রঃ কর্ম্মধা। ১ স্বাধ্যায়। ২ সতত আবৃত্তি।

নিরন্তরাল (ত্রি) ১ অন্তরালশূন্য। ২ নিরন্তর অর্থ।

নিরন্ধস্ (ত্রি) নিরন্ন। 'নিরন্ধসাং নিরন্নানাং।' (স্বামী)
"নিরন্ধসাং কালমদভ্রমগ্ন" (ভাগ° ৪।৩০।৪০)

নিরন্ন (ত্রি) অন্নহীন, খাদ্যাভাব।
"প্রজা নিরন্নে ক্ষিতিপৃষ্ঠ এত্য
ক্ষুৎক্ষামদেহাঃ পতিমভ্যবোচন্।" (ভাগ° ৪।৩০।৪০)

নিরন্বয় (ত্রি) নাস্তি অন্বয়ঃ সম্বন্ধো যত্র। ১ সম্বন্ধরহিত। ২ স্বামিসমক্ষতারূপ সম্বন্ধশূন্য স্তেয়ভেদ।
"স্যাৎ সাহসং ত্বন্বয়বৎ প্রসভং কর্ম্ম যৎ কৃতং।
নিরন্বয়ং ভবেৎ স্তেয়ং হৃত্বাপহ্নূয়তে চ যৎ॥" (মনু ৮।৩৩২)
'নিরন্বয়ং স্বামিপরোক্ষাপহৃতং স্তেয়ং।' (কুল্লূক)
৩ স্বামিসম্বন্ধশূন্য স্তেয়। ৪ নির্ব্বংশ।

নিরপ (ত্রি) জলহীন।

নিরপত্রপ (ত্রি) নির্গতা অপত্রপা লজ্জা যস্যেতি। ১ ধৃষ্ট। ২ নির্লজ্জ।
"ততো হসন্ স ভগবানসুরৈর্নিরপত্রপৈঃ।" (ভাগ° ৩।২০।২৪)

নিরপরাধ (ত্রি) ১ নির্দ্দোষিতা। (ত্রি) নাস্তি অপরাধো যস্য। ২ নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ।
"জাতা নিরপরাধানাং জনানাং ব্যাপদীদৃশী।" (রাজত° ২।৩১)

নিরপবর্ত্ত (ত্রি) ১ যে অপবর্ত্তন করে না বা ফেরে না।
২ ভাজক দ্বারা যাহা ভাগ করা যায়। (বীজগণিত)

নিরপবাদ (ত্রি) ১ অপবাদশূন্য। ২ নির্দ্দোষ।
"মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদঃ পরিকরঃ।" (মহিম্নস্তব)

নিরপায় (ত্রি) অপায়শূন্য, যাহার বিনাশ নাই। অনন্ত, অক্ষয়।
"কালাকাঙ্ক্ষী চরেল্লোকান্নিরপায় ইবাত্মবান্।" (ভারত শান্তি)

নিরপেক্ষ (ত্রি) নির্গতা অপেক্ষা যস্য প্রাদিবহু°। ১ অপেক্ষা-শূন্য, নিজের স্বার্থের প্রতি যে চাহে না, স্বার্থশূন্য। ২ যে অন্যের অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীন।
"কলত্রনিরপেক্ষৈশ্চ চেষ্টিতৈরস্য দারুণৈঃ।" (রামা° ৬।৯১।৪২)
৩ আশাশূন্য। ৪ অশক্যবিষয়ক।
"সাপেক্ষনিরপেক্ষাণি শ্রুতিবাক্যানি কোবিদৈঃ।" (জ্যোতি°)
(স্ত্রী) ৫ অনাদর, অবহেলা।

নিরপেক্ষা (স্ত্রী) নিরপেক্ষ-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ অবজ্ঞা। ২ নিরাশা।
"তপোধর্ম্মাভিরামেণ রাজ্যে চ নিরপেক্ষয়া।" (রামা° ২।১১৬।৫)

নিরপেক্ষিত (ত্রি) অনাহৃত।
"অহো জীবতি কথমাত্মনিরপেক্ষিতং।" (প্রবোধচন্দ্রো°)

নিরপেক্ষিন্ (ত্রি) ১ কোন বিষয়ে যাহার অপেক্ষা বা আশা নাই। ২ সর্ব্ববিষয়ে অনাদরকারী।

নিরভিভব (ত্রি) ১ অভিভবশূন্য, অপরাজেয়। ২ অপমানিত বা নিন্ন হইবার নহে।

নিরভিমান (ত্রি) নাস্তি অভিমানং যস্য। ১ অভিমানশূন্য।
"ব্রহ্মাত্মানুভবোঽপি নিরভিমান এবাবনি মজ্জুপৎ।"
(ভাগ° ৫।১৫।৭)

নিরভিলাষ (ত্রি) অভিলাষরহিত।

নিরভীমান (ত্রি) নিরভিমান, অভিমানশূন্য। (মার্কপু° ২৮।১৭)

নিরভ্র (ত্রি) ১ অভ্র বা মেঘশূন্য। (অব্য) ২ মেঘশূন্য আকাশে। (শাকু°)

নিরমণ (স্ত্রী) নিয়তং রমণং। ১ নিয়ত রতি, অত্যন্ত অনুরাগ। (নিরুক্ত ১।৭)
নি-রম-আধারে ল্যুট্, নিয়তং রম্যতাস্মিন্। ২ নিয়ত রাগাধার। "অশ্বশতং নিবষ্টং নিরমণম্।" (শত° ব্রা° ১৩।৪।২।৫)

নিরমর্ষ (ত্রি) ১ অমর্ষশূন্য, ধীর। ২ তেজোহীন।

নির-মসোর, ঔষধবিশেষ। আফিমের বিষনাশক। এই ঔষধ পঞ্জাব হইতে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরের মহামেলায় প্রেরিত হয়।

নিরমিত্র (ত্রি) নির্গতোঽমিত্রোযস্য। ১ শত্রুরহিত।
(পুং) ২ ৪র্থ পাণ্ডব নকুলের পুত্র। (ভার° আদি ৪৫)
৩ ত্রিগর্ত্তরাজের এক পুত্র। ইনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নিহত হন। (দ্রোণপর্ব্ব ১৫৭ অ°)
৪ বার্হদ্রথবংশীয় ভবিষ্যনৃপভেদ, অযুতায়ুর পুত্র। (ভাগ° ৯।২২।৩০) ৫ দণ্ডপাণির এক পুত্র। ৬ একজন ঋষি, শিবের পুত্র বলিয়া খ্যাত। (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

নিরম্বর (ত্রি) অম্বর বা বস্ত্রশূন্য, দিগম্বর।

নিরম্বু (ত্রি) ১ জলহীন। ২ নিষিদ্ধজল, ত্যক্তোদক।
'নিরম্বু নিষিদ্ধমম্বু যেন সঃ ত্যক্তোদকঃ।' (স্বামী)
"নিরম্বুধারয়েৎ প্রাণান্ কোঃ বৈ দিবাসমাঃ শতম্॥"
(ভাগ° ৭।৩।১৯)

নিরয় (পুং) নির্গতঃ অয়োগমনং যত্র নির্-ই-আধারে অচ্। নরক।

নিরয়ণ (স্ত্রী) নির্-অয়-ভাবে ল্যুট্। ১ নির্গমন। করণে ল্যুট্। ২ নির্গমনোপায়। "পশ্চাৎ নিরয়ণং কৃতম্" (ঋক্ ১০।১৩৩।৬)
'নিরয়ণং নির্গমনোপায়ং" (সায়ণ)

নিরর্গল (ত্রি) নির্নাস্তি অর্গলমিব প্রতিবন্ধকো যত্র। অনর্গল, অবাধ, প্রতিবন্ধকশূন্য।

"নিরর্গলান্ সর্ব্বমেধান্ পুত্রবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ।" (ভারত ৭।৯।৬২)

নিরর্থ (পুং) নির্গতোঽর্থো যস্মাৎ। ১ অর্থশূন্য। ২ নিষ্ফল। ৩ অভিধেয়শূন্য।

নিরর্থক (ত্রি) নির্গতোঽর্থো যস্য প্রাদিবহু বা কপ্। ১ নিষ্ফল, মোঘ।

"ইত্থং জন্মনিরর্থকং ক্ষিতিতলেঽরণ্যে যথা মালতী।" (সাহিত্য দ°)

২ অভিধেয়শূন্য। ৩ কাব্যদোষভেদ।

"নিরর্থকস্তুহীত্যাদি পূরণৈকপ্রয়োজনম্।" (চন্দ্রালো°)

৪ ন্যায়সূত্রোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। "বর্ণক্রমনির্দ্দেশবন্নিরর্থকম্।" বৃত্তিকারের মতে অবাচক পদপ্রয়োগকে নিরর্থক বলা যায়।

'নিরর্থকং নিগ্রহস্থানমবাচকপদপ্রয়োগ ইতি ফলিতার্থ।" (বিশ্বনাথ)

নিরর্থতা (স্ত্রী) নিরর্থস্য ভাবঃ নিরর্থ-তল-টাপ্। অর্থশূন্যতা।

নিরর্ব্বুদ (ক্লী) নরকভেদ।

নিরব (পুং) নি-রু-ভাবে অপ্। (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭)

১ নীরব, রবাভাব। নি-রু-অপ্। ২ নিষ্পন্ন। ৩ অপালন। ৪ নির্গতরক্ষক।

"নভোজুবো যন্নিরবস্য বাদ" (ঋক্ ১।১২২।১১)

'নিরবস্য নির্গতরক্ষকস্য' (সায়ণ)

নিরবকাশ (ত্রি) নির্গতোঽবকাশো যস্য। ১ অবকাশশূন্য, যাহার অবকাশ নাই। ২ অসম্ভব কালান্তরকর্ত্তব্যাত্মক কার্য্য।

নিরবগ্রহ (পুং) নির্গতোঽবগ্রহঃ প্রতিবন্ধো যস্মাৎ। ১ স্বতন্ত্র, স্বচ্ছন্দ। ২ অন্যেচ্ছানধীনপ্রবৃত্ত যুদ্ধ, অপরের ইচ্ছার অধীন নহে, এইরূপ যুদ্ধ।

"কেচিৎ ক্রোধসমাবিষ্টা মদান্ধা নিরবগ্রহাঃ।"(ভারত ৬।৯ অ°)

৩ বৃষ্টিপ্রতিবন্ধশূন্য।

নিরবচ্ছিন্ন (ত্রি) ১ অনবচ্ছিন্ন, নিরন্তর। ২ বিশুদ্ধ, নির্ম্মল। ৩ শুদ্ধ, কেবল।

নিরবদ্য (ত্রি) নির্গতং অবদ্যং দোষঃ, অজ্ঞানং রাগদ্বেষাদি বা যস্য। ১ নির্দ্দোষ, উৎকৃষ্ট।

"নিরবদ্যবিদ্যোদ্দ্যোতেন দ্যোতিতঃ" (দায়ভাগ)

২ অজ্ঞানশূন্য, রাগাদিশূন্য পরমাত্মা।

"নিষ্ফলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।" (শ্বেতা° উ°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ গায়ত্রীভেদ। (দেবীভাগ° ১২।৬।৮৪)

নিরবদ্যপুণ্যবল্লভ, প্রাচীন কনেরকি শিলালিপিরচয়িতা। ইনি একজন প্রধান অমাত্য। যুদ্ধ ও সন্ধির ভার ইহার উপর অর্পিত হইয়াছিল।

নিরবধি (ত্রি) নির্নাস্তি অবধির্যস্য। ১ নিরন্তর, সতত। ২ যাহার অবধি নাই, অসীম।

নিরবয়ব (ত্রি) নির্গতোঽবয়বো যস্য। ১ অবয়বশূন্য, আকারহীন। ন্যায় মতে পরমাণু ও আকাশাদি। ২ সর্ব্বথা অবয়বশূন্য ব্রহ্ম। "নাশকারণাভাবেন নিরবয়বদ্রব্যাণাং নাশাভাবঃ"।

(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

নিরবরোধ (ত্রি) নির্নাস্তি অবরোধঃ যস্য। অবরোধরহিত, প্রতিবন্ধরহিত।

"তত্রাপি নিরবরোধঃ স্বৈরেণ বিহরন্নিতি" (ভাগ° ৫।১৪।৩১)

'নিরবরোধঃ প্রতিবন্ধরহিতঃ' (শ্রীধরস্বামী)

নিরবলম্ব (ত্রি) নির্নাস্তি অবলম্বোযস্য। অবলম্বনশূন্য, যাহার কোন অবলম্বন নাই, যাহার আশ্রয় বা সহায় নাই।

"সন্ততিচ্ছেদনিরালম্বানাং কুলানাং" (শকুন্তলা)

নিরবলম্বন (ত্রি) নির্নাস্তি অবলম্বনং যস্য। নিরাশ্রয়, অসহায়।

নিরবশেষ (ত্রি) নির্গতোঽবশেষো যস্য। অবশেষশূন্য, সমগ্র।

"যাবৎ নিরবশেষং ভবতি তাবৎ দাহয়িত্বা।" (আশ্ব° শ্রৌ° ৩।১১।৫)

নিরবশেষিত (ত্রি) নিঃশেষিত, যাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই।

নিরবসাদ (ত্রি) নির্নাস্তি অবসাদো যস্য। অবসাদশূন্য, খেদহীন।

নিরবসিত (ত্রি) নির্ অব-সো-ক্ত। ১ যাহারা ভোজন করিলে পাত্রসংস্কার করিলেও বিশুদ্ধ হয় না। পাত্রবহিষ্কৃত, চাণ্ডালাদি।

নিরবস্কৃত (ত্রি) ধৌত, পরিষ্কৃত।

নিরবস্তার (ত্রি) নির্নাস্তি অবস্তারঃ আস্তরণং যত্র। আস্তরণহীন।

"নরনাথ ন জানীমস্তৎপ্রিয়া যদ্ব্যবসাতি।

ভূতলে নিরবস্তারে শয়ানাং পশ্য শত্রুহন্॥" (ভাগ° ৩।২৬।১৭)

'নিরবস্তারে আস্তরণহীনে' (স্বামী)

নিরবহালিকা (স্ত্রী) নির্-অব-হল্-ণ্বুল্ টাপি অতইত্বং। প্রাচীর। (শব্দমালা)

নিরবিন্দ (ক্লী) পর্ব্বতরূপতীর্থভেদ।

"অশ্মপৃষ্ঠে গয়ায়াঞ্চ নিরবিন্দে চ পর্ব্বতে॥" (ভারতঅনু° ২৫ অ°)

নিরশন (ক্লী) নির্-অশ-ল্যুট্, অশনস্য অভাবঃ, অব্যয়ীভাবঃ। অনশন, ভক্ষণাভাব। (ত্রি) নির্গতং অশনং ভোজনাদিকং যস্মাৎ। ভোজনরহিত।

নিরষ্ট (ত্রি) অশু-ব্যাপ্তৌ ক্ত, ছান্দসত্বাৎ যত্বম্। নিরাকৃত।

"বৃষায়ুধো ন বধ্রয়ো নিরষ্টাঃ" (ঋক্ ১।৩৩।৬)

'নিরষ্টাস্তেন ইন্দ্রেণ নিরাকৃতাঃ' (সায়ণ)

(পুং) নির্গতানি অষ্টৌ বয়োব্যঞ্জনানি যস্মাৎ ডট্ সমাসান্তঃ। চতুর্বিংশতিবর্ষীয় অশ্ব।

"অশ্বশতং নিরষ্টং নিরসনং" (শত° ব্রা° ১৩।৪।২।৫)

'অশ্বস্য দন্তগতানি বয়োব্যঞ্জনানি ভবন্তি যেবৈকং ত্রীণি ত্রীণি বর্ষাণি অনুবর্ত্ততে তান্যষ্টৌ ব্যঞ্জনানি নির্গতান্যস্মাদিতি নিরষ্টং চতুর্বিংশতিবর্ষীয়ম্' (ভাষ্য)

নিরস (ত্রি) নির্গতো রসো যস্মাৎ। নীরস, রসহীন। (পুং) রসস্য অভাবঃ। রসাভাব। স্ত্রিয়াং টাপ্।

নিরসন (ক্লী) নিরস্যতে ক্ষিপ্যতে ইতি নির্-অস-ল্যুট্। ১ প্রত্যাখ্যান, নিরাকরণ।

"সপিত্রুর্বিক্রিয়াং দৃষ্ট্বা রাজন্নিরসনঞ্চ তৎ।
নিরতো বর্দ্ধয়ামাস প্রজাহিতচিকীর্ষয়া ॥" (ভারত ১৪।৪।১০)

২ বধ। ৩ নিষ্ঠীবন। ৪ প্রতিক্ষেপ।

'নিরসনং নিরাসে স্যাৎ বধে নিষ্ঠীবনেঽপি চ।' (বিশ্ব)

নিরসা (স্ত্রী) নিরস-টাপ্। নিঃশ্রেণিকাতৃণ। (রাজনি°)

নিরসনীয় (ত্রি) নির্-অস-অনীয়র্। ১ নিবর্ত্তনীয়, নিবারণীয়। যাহা নিরাস করা উচিত। ২ বহিষ্করণীয়।

নিরস্ত (ত্রি) নির্-অস্-ক্ত। ১ প্রহিতবাণ, ত্যক্তশর। ২ ত্বরিতোদিত। ৩ শীঘ্রোচ্চারিত বাক্য। ৪ নিরাকরণবিশিষ্ট, পর্য্যায়—প্রত্যাদিষ্ট, প্রত্যাখ্যাত, নিরাকৃত, বিকৃত, বিপ্রকৃত, প্রতিক্ষিপ্ত, অপবিদ্ধ। (হেম) ৫ নিষ্ঠ্যূত। ৬ প্রেষিত। ৭ প্রতিহত। 'নিরস্তস্ত্রিষু নিষ্ঠ্যূতে প্রেষিতেঽথো দ্রুতোদিতে। সন্ত্যক্তে চ প্রতিহতে' (মেদিনী) ৮ সন্ত্যক্ত, বর্জ্জিত।

"যত্র বিদ্বজ্জনো নাস্তি শ্লাঘ্যস্তত্রাল্পধীরপি।
নিরস্তে পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে ॥" (হিতোপদেশ ১।৪৮)

ভাবে-ক্ত। ৮ নিষ্ঠীবন। ৯ বিচারণ। ১০ ক্ষেপণ।

নিরস্ত্র (ত্রি) নির্নাস্তি অস্ত্রং যস্য। অস্ত্রশূন্য, যাহার অস্ত্র নাই, অস্ত্রহীন।

নিরস্থি (ক্লী) নির্গতং অস্থি যস্মাৎ। দূরীকৃতাস্থিক মাংস, অস্থিহীন মাংস, যে মাংসের অস্থি পৃথক্ করা হইয়াছে।

"মাংসং নিরস্থি সুস্বিন্নং পুনর্দৃষদিচূর্ণিতম্।" (সুশ্রুত)

নিরস্য (ত্রি) ১ নিরসনীয়, পরিহরণীয়। ২ খণ্ডনীয়।

"সম্বন্ধনং প্রধানানাং নিরস্যানাঞ্চ নিষ্কৃতিঃ। (কাম° ১৩।৫৫)

নিরস্যমান (ত্রি) ১ খণ্ডমান, দূরীক্রিয়মাণ। ২ চাপা।

নিরহঙ্কার (ত্রি) নির্গতোঽহঙ্কারো যস্য। অভিমানশূন্য, দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি 'অহং' আমি এই প্রকার অভিমানবর্জ্জিত। অভিমানরহিত। যাহার দেহাদিতে আত্মাভিমান নাই, আত্মাভিমানবর্জ্জিত। ২ ধনবিদ্যাবয়আদি নিমিত্ত আত্মোৎকর্ষ সম্ভাবনাহীন, অহঙ্কাররহিত, নিরভিমান।

নিরহংকৃত (ত্রি) অভিমানশূন্য।

"এবং যোনিগতো জীবঃ স নিত্যো নিরহঙ্কৃতঃ।"(ভাগ°৬।১৬।৮)

নিরহংকৃতি (স্ত্রী) নিরহঙ্কার।

নিরহংক্রিয় (ত্রি) নষ্টাহঙ্কার।

"নীমেষসন্তি বত্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ।" (ভাগ° ৩।২৭।১৩)

নিরহম্ (ত্রি) নির্গতমহমিতি বুদ্ধির্যস্য। অহঙ্কারশূন্য।

"হৃনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে।" (ভাগবত ৫।১৯।৫)

নিরহংমতি (ত্রি) নিরহঙ্কার।

"নাসজ্জতেন্দ্রিয়ার্থেষু নিরহংমতিরর্কবৎ।" (ভাগ° ৪৪।২২।৫২)

নিরহ্ন (পুং) নির্গতমহ্নঃ টচ্ সমা°। ১ নির্গত দিন। (ত্রি) ২ দিন হইতে নির্গত।

নিরাক (পুং) নির্-অক-বক্রগতৌ ভাবে ঘঞ্। ১ পাক। ২ স্বেদ। কর্ম্মণি ঘঞ্। ৩ অসৎ কর্ম্মফল।

নিরাকরণ (ক্লী) নির্-আ-কৃ-ভাবে ল্যুট্। ১ নিবারণ। ২ খণ্ডন। ৩ প্রত্যাখ্যান, দূরীকরণ। ৪ মীমাংসা, সিদ্ধান্ত। ৫ অবধারণ, নির্ণয়।

"দুর্গস্চৌরসাহসিকাদিকণ্টকনিরাকরণে প্রকৃষ্টযত্নং সদাকুর্য্যাৎ" (মনু ৯।২৫২ কুল্লূক)

নিরাকরিষ্ণু (ত্রি) নিরাকরোতি তচ্ছীলঃ নির্-আ-কৃ ইষ্ণুচ্। (অলংকৃঞ্নিরাকৃঞিতি। পা ৩।২।১৩৬) নিরাকরণশীল। পর্য্যায়—ক্ষিপ্নু।

"নিরাকরিষ্ণুর্বর্ত্তিষ্ণুর্বর্দ্ধিষ্ণুঃ পরিতোরণম্।" (ভট্টি ৫।১)

দূরীকরণসমর্থ, প্রত্যাখ্যানকারী।

নিরাকরিষ্ণুতা (স্ত্রী) নিরাকরিষ্ণু ভাবে-তল্-টাপ্। নিরাকরণশীলের কার্য্য বা ভাব।

"দুর্মেধস্ত্বং মন্দতা চ স্বপ্নে মৈথুননিন্দতা।
নিরাকরিষ্ণুতা চৈব বিজ্ঞেয়াঃ পাশবা গুণা ॥" (সুশ্রুত)

নিরাকাঙ্ক্ষ (ত্রি) নির্নাস্তি আকাঙ্ক্ষা যস্য। আকাঙ্ক্ষাশূন্য। নিস্পৃহ, স্পৃহাহীন।

নিরাকাঙ্ক্ষা (স্ত্রী) আকাঙ্ক্ষাশূন্যতা, নিস্পৃহতা, স্পৃহাশূন্যতা।

নিরাকাঙ্ক্ষিন্ (ত্রি) নিরাকাঙ্ক্ষ অস্ত্যর্থে-ইনি। নিরাকাঙ্ক্ষযুক্ত।

নিরাকার (পুং) নির্গত আকারো দেহাদিদৃশ্যস্বরূপং যস্মাৎ। পরমেশ্বর, ব্রহ্ম।

"সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুম্।
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বঞ্চ স্বেচ্ছারূপং নমামাহম্ ॥
তেজঃ স্বরূপো ভগবান্ নিরাকারো নিরাশ্রয়ঃ।
নির্লিপ্তো নির্গুণঃ সাক্ষী স্বাত্মারামপরাৎপরঃ ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণপতিখ° ৩২ অ°)

পরব্রহ্ম নিরাকার, বস্তুতঃ তাহার কোন আকার নাই। ব্রহ্মবিষয়ক কোন তত্ত্বের আলোচনা করা, বিড়ম্বনা মাত্র, যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ।" (শ্রুতি)

যে স্থলে যাইতে না পারিয়া মনের সহিত বাক্য প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই বিষয় বেদান্তে এইরূপ লিখিত আছে, নিরাকার ও

সাকারবোধক দুই প্রকার শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। যখন শ্রুতিতে দুই প্রকারই পাওয়া যায়, তখন ব্রহ্ম নিরাকার বা সাকার ইহার মধ্যে কোন্‌রূপ স্থির করিতে হইবে? এইরূপ আপত্তিতে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম রূপাদিরহিত নিরাকার, ইহাই স্থির করা কর্ত্তব্য। রূপাদিমৎ অর্থাৎ সাকার স্থির করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ এই যে, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সেই সেই বাক্যসমূহ নিরাকার ব্রহ্মই প্রতিপাদন করিয়াছে, তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহেন, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়। তিনি আকাশ, নাম এবং রূপের নির্ব্বাহক, নাম ও রূপ যাঁহার অন্তরে তিনিই ব্রহ্ম। তিনি দিব্য, মূর্ত্তিহীন, পুরুষ অর্থাৎ পূর্ণ, সুতরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ—জন্মরহিত। তিনি অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য। এই আত্মাই ব্রহ্ম ও সকলের অনুভূতিস্বরূপ। এই সকল বাক্য মুখ্যরূপে নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মভাব বোধ করায়, ঐ সকল শ্রুতিতে শব্দানুযায়ী নিরাকার ব্রহ্মপ্রধান এবং সাকার ব্রহ্মবোধক বাক্যরাশি উপাসনাবিধিপ্রধান বলিয়া অবধারিত হয়। আরও সাকার নিরাকার, এই দ্বিবিধ ব্রহ্মবোধক শ্রুতি থাকিলেও, নিরাকার শ্রুতিতে নিরাকার ব্রহ্মের অবধারণ এবং সাকারবোধক শ্রুত্যর্থের প্রত্যুত্তরে লিখিত হইয়াছে, যেরূপ সূর্য্যসম্বন্ধীয় বা চন্দ্রসম্বন্ধীয় আলোক আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিলেও তাহা ঋজু ও বক্রাদিভাব প্রাপ্ত অঙ্গুলি প্রভৃতি উপাধির সংসর্গে ঋজু ও বক্রাদিভাব প্রাপ্তের ন্যায় হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও পৃথিব্যাদি উপাধিসংসর্গে পৃথিব্যাদির আকার প্রাপ্তের ন্যায় হন। অতএব উপাসনার উদ্দেশে পৃথিব্যাদি উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রহ্মের যে আকার বিশেষ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ বা বিরুদ্ধ নহে। বেদবাক্যের কতক সার্থক, আর কতক নিরর্থক, তাহা নহে, বেদবাক্য সকলই প্রমাণরূপে গণ্য।

উপাধিযোগে পরব্রহ্মের উভয় চিহ্নতা—সাকার ও নিরাকার এই দ্বৈরূপ্য অসম্ভব, পৃথিব্যাদি উপাধিসংসর্গে ব্রহ্ম তদাকার প্রাপ্তের ন্যায় হন, ইহা বিরুদ্ধবৎ হইলেও বাস্তবিকপক্ষে বিরুদ্ধ নহে। কেননা যাহা উপাধিসমূহের নিমিত্ত, তাহা বস্তুর ধর্ম্ম নহে। তাহা অবিদ্যাকৃত, উপাধিমাত্রই অবিদ্যাকর্ত্তৃক উপস্থাপিত। স্বাভাবিকী অবিদ্যা থাকাতেই লৌকিকব্যবহার ও শাস্ত্রীয়ব্যবহার অবতরিত হইয়াছে।

শ্রুতিতেও লিখিত আছে, ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, একাকার ও কেবলচৈতন্য। যেরূপ লবণপিণ্ড অনন্তর, অবাহ্য, সম্পূর্ণ ও রসঘন, তদ্রূপ এই আত্মা অনন্তর, অবাহ্য, পূর্ণ ও চৈতন্যঘন অর্থাৎ কেবলচৈতন্য। ইহাতে এইরূপ বলা হইল যে, আত্মার অন্তর বাহির নাই, চৈতন্য ভিন্ন অন্য রূপ বা আকার নাই, তিনি নিরাকার, নিরবচ্ছিন্ন, চৈতন্যই তাঁহার সার্ব্বকালিকরূপ। যেরূপ লবণপিণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে লবণরস, অন্য কোন রসান্তর নাই, তদ্রূপ আত্মাও অন্তরে ও বাহিরে চৈতন্যরূপী, তাহাতে চৈতন্য ভিন্ন আর কোন রূপ নাই।

স্মৃত্যন্তরে বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে বলিয়াছিলেন, তুমি যে আমাকে দিব্য গন্ধাদিযুক্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিবিশিষ্ট দেখিতেছ, ইহা মায়া। ইহা আমারই সৃষ্ট, এরূপ মায়িকরূপধারী না হইলে, আমাকে জানিতে পারিতে না।

"তথা বিশ্বরূপধরো নারায়ণো নারদমুবাচেতি স্মর্য্যতে—
"মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং মাং দ্রষ্টুমর্হসি॥"
(বেদান্তভাষ্য ৩।২।১৭ সূত্র°)

ব্রহ্মের দুইটী রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। পরমার্থকল্পে তিনি অরূপ। পরন্তু উপাধি অনুসারে তাঁহার আরোপিতরূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, মূর্ত্ত অর্থাৎ মূর্ত্তিমৎ, স্থূল; অমূর্ত্ত তদ্রহিত সূক্ষ্ম। পৃথিবী, জল ও তেজ এই ভূতত্রয় ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ এবং বায়ু ও আকাশদ্বয় অমূর্ত্তরূপ। মূর্ত্তরূপটী মর্ত্ত্য মরণশীল। অমূর্ত্তরূপ অবিনাশী। (বেদান্তদ° ৩।২ পা°) [বিশেষ বিবরণ ব্রহ্ম দেখ।]

৩ নির্গতাহ্বান।

"নিরাকারা নিরানন্দা দীনা প্রতিহতস্বনা।"
(রামা° অযো° ১১৩ স°)

নিরাকাশ (ত্রি) নির্নাস্তি আকাশং যস্য। অবকাশশূন্য, পূর্ণ।

"কৃত্বাকাশং নিরাকাশং যন্ত্রোৎক্ষিপ্তোপলা ইব।"
(রামা° ৫।৬৫।২৪)

নিরাকুল (ত্রি) নিতরাং আকুলঃ। অত্যন্ত আকুল।

"অলিকুলসঙ্কুলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে।"
(গীতগোবিন্দ ১।২৪)

২ আকুল নয়, অব্যাকুল, শোকাদিতে যিনি অস্থির হন না।

নিরাকৃত (ত্রি) নির্-আ-কৃ-ক্ত। ১ প্রত্যাখ্যাত, দূরীকৃত। ২ নিরস্ত, খণ্ডিত। ৩ নিবারিত। ৪ নির্ণীত, অবধারিত। ৫ মীমাংসিত।

নিরাকৃতি (স্ত্রী) নির্-আ-কৃ-ক্তিন্। ১ প্রত্যাদেশ, নিরাকরণ, নিবারণ। নির্গতা আকৃতির্যস্মাদিতি। (ত্রি) ২ অনাকার, নিরাকার।

"যোঽসৌ বিষ্ণুরগাধাত্মা পরমাত্মনিরাকৃতিঃ।" (হরিবং ২১৮ অ°)

৩ অস্বাধ্যায়। স্বাধ্যায়হীন, বেদপাঠরহিত। (মেদিনী)
(পুং) ৪ পঞ্চ মহাযজ্ঞানুষ্ঠানরহিত।

"যক্ষ্মী চ পশুপালশ্চ পরিবেত্তা নিরাকৃতিঃ।" (মনু ৩।১৫৪)

'নিরাকৃতিঃ পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানরহিতঃ তথা চ ছন্দোগ-পরিশিষ্টম্—

"নিরাকর্ত্তামরাদীনাং সবিজ্ঞেয়ো নিরাকৃতিঃ।" (কুল্লূক)

৫ রোহিতমনুপুত্র। (হরিব° ৭।৬৩)

নিরাকৃতিন্ (ত্রি) নিরাকৃতমনেন নিরাকৃত-ইনি (ইষ্টাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৮৮) নিরাকরণকর্ত্তা।

"অলোলুপোঽব্যথোদান্তো ন কৃতী ন নিরাকৃতী।" (ভারত শা° ২৩৬ অ°)

নিরাক্রন্দ (ত্রি) নির্নাস্তি আক্রন্দঃ যস্য। ১ অভিযোগশূন্য। ২ স্থানবিশেষ, যেখানে কোন শব্দ শ্রুত হয় না।

নিরাক্রিয়া (স্ত্রী) ১ বহিষ্করণ। ২ অস্বীকার। ৩ প্রতিবন্ধ।

নিরাখাল, সাতারা জেলাস্থ একটী কৃত্রিম নদী। নীরা নদীর বামপার্শ্বস্থ উপত্যকা ও ভীমা নদীর উপত্যকার কিয়দংশ সিক্ত করিবার নিমিত্ত নিরাখাল কাটা হয়। নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত নগরে ও গ্রামে জলকষ্ট ছিল, তথায় জলকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্মেণ্ট এই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। প্রায় আট-লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই খাল কাটা হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টি-বশতঃ পুণার দুর্ভিক্ষ হইলে, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ সমবেত হইয়া খালখননের উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ভীমা ও নীরা নদীর মধ্যে ইন্দাপুর উপযুক্তস্থান নির্ণীত হইল। সেই স্থানেই খাল খনন করা কর্ত্তব্য বলিয়া সকলে সিদ্ধান্ত করি-লেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষনিপীড়িত লোকদিগকে অন্ন-কষ্ট হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত হোয়াইটিং সাহেব তাহা-দিগকে খননকার্য্যে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। নীরা নদীর বামপার্শ্ব দিয়া বরাবর নিরাখাল গিয়াছে। ইহার দৈর্ঘ্য ১০৩ মাইল। এই খাল, পুরন্দর, ভীমথাড়ী এবং ইন্দাপুর মহকুমার ৯০ খানি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রায় ২৮,০০,০০ একার জমি উর্ব্বরা করিতেছে। জুন মাসের মধ্য হইতে অক্টোবরের মধ্যকাল পর্য্যন্ত নীরা নদীর সমস্ত জল নিরাখাল দিয়া অপসৃত হইতে পারে না। ডিসেম্বরের শেষভাগ পর্য্যন্তও নীরাতে যথেষ্ট জল থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মের সময়ে নীরার জলে কুলায় না; এই নিমিত্ত বর্ষাকালে জলসঞ্চয় করিয়া রাখা আবশ্যক হয়। এই অভিপ্রায়ে, বেলবন্দীর নিকটে এক চৌবাচ্চা করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহার দৈর্ঘ্য ১৯ মাইল; এবং ক্ষেত্রফল ৭½ বর্গমাইল অর্থাৎ ফাইফহ্রদের ক্ষেত্রফল হইতে ২ বর্গ মাইল বেশী।

অনেক স্থলে পাহাড়ের জন্য নিরাখালের গতি বক্র হইয়া গিয়াছে। কোড়ালে, মালিগাঁও এবং নিমগাঁও প্রভৃতি স্থানে পাহাড় কাটিয়া সরলপথ করা হইয়াছে।

নিরাগ (ত্রি) রাগশূন্য, রাগহীন।

নিরাগম (ত্রি) আগমহীন।

নিরাগস্ (ত্রি) নির্নাস্তি আগঃ যস্য। নিষ্পাপ, পাপশূন্য।

"অহো ময়া নীচমনার্য্যবৎ কৃতং
নিরাগসি ব্রহ্মণি গূঢ়তেজসি॥" (ভাগ° ১।১৯।১)

নিরাগ্রহ (ত্রি) আগ্রহহীন।

নিরাজীব্য (ত্রি) নির্নাস্তি আজীব্য যস্য। যাহার জীবিকো-পায় নাই।

নিরাড়ম্বর (ত্রি) আড়ম্বরশূন্য, আড়ম্বরহীন।

নিরাচার (ত্রি) নির্নবিদ্যতে আচারো যস্য। অনাচার, আচারশূন্য।

নিরাতঙ্ক (ত্রি) নির্গতা আতঙ্কা যস্য, যস্মাদ্বা। ১ ভয়শূন্য। ২ রোগরহিত। (রাজনি°)

"পুরুষায়ুষজীবিন্যো নিরাতঙ্কা নিরীতয়ঃ।" (রঘু ১ সর্গ)

নিরাতপ (ত্রি) নির্গত আতপো যস্মাৎ। ১ আতপশূন্য। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ রাত্রি। (শব্দচ°)

নিরাত্মক (ত্রি) আত্মাশূন্য, পৃথক্ আত্মা ব্যতীত।

নিরাদর (ত্রি) আদরশূন্য, অপমানিত।

নিরাদান (ত্রি) ১ আদান বা গ্রহণাভাব। (পুং) ২ বুদ্ধভেদ।

নিরাদিষ্ট (ত্রি) নিঃশেষ করিয়া আদিষ্ট বা যাহা পরিশেষ করা হইয়াছে।

নিরাদেশ (পুং) সম্পূর্ণ শোধ, পরিশোধ। (ত্রি) ২ আদেশশূন্য।

নিরাধান (ত্রি) আধাররহিত।

নিরাধার (ত্রি) আধার বা আশ্রয়শূন্য।

নিরাধি (ত্রি) নির্নাস্তি আধিঃ রোগঃ যস্য। ১ রোগশূন্য। ২ চিন্তাশূন্য, মানসিক পীড়ারহিত।

নিরানন্দ (ত্রি) ১ যাহার আনন্দ নাই। ২ শোকাকুল, শোকা-দিতে যাহার আনন্দ নষ্ট হইয়াছে।

নিরান্ত্র (ত্রি) নিরঙ্গ।

"পশুমেব নিরান্ত্রং শয়ানং তে বিদুঃ" (ঐতরেয়ব্রা° ২।৩।৩)

'নিরান্ত্রং নিরঙ্গং' (সায়ণ)

নিরাপদ্ (স্ত্রী) ১ আপদ্ বা দুঃখাদি পরিশূন্যতা। ২ নির্ব্বিঘ্ন অবস্থা। (ত্রি) ৩ আপদশূন্য।

নিরাবাধ (পুং) নির্গতা আবাধা প্রতিবন্ধো যস্মাৎ। ১ পক্ষা-ভাসবিশেষ। 'নিরাবাধং অস্মদ্‌গৃহপ্রদীপপ্রকাশেনায়ং স্বগৃহে ব্যবহরতি।' (মিতাক্ষরা)

"অপ্রসিদ্ধং নিরাবাধং নিরর্থং নিষ্প্রয়োজনম্।
অসাধ্যং বা বিরুদ্ধং বা পক্ষাভাসং বিবর্জ্জয়েৎ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

(ত্রি) ২ আবাধাশূন্য। ৩ ব্যথাশূন্য। ৪ প্রতিবন্ধশূন্য।

"বাহুবিত্তি ব্যবহারশ্চ নিরাবাধং জাগরূকত্বাৎ।"

(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)

নিরাবাধকর (ত্রি) অনিষ্ট বা বাধাকর নহে।

নিরাময় (ত্রি) নির্গত আময়ো ব্যাধির্যস্মাৎ। ১ রোগশূন্য, আময়রহিত। পর্য্যায়—বার্ত্ত, কল্য, নীরুজ, পটু, উল্লাঘ, লঘু, অগদ, নিরাতঙ্ক, অনাতঙ্ক।

"নিরাময়াণাং চিত্রস্তু ভক্তমধ্যে প্রকীর্ত্তিতম্।"

(সুশ্রুত ১৬৬ অ°) ২ উপদ্রবশূন্য।

"ইদং নগরমভ্যাসে রমণীয়ং নিরাময়ং।" (ভারত ১।১৫৭।১৩)

৩ রোগনাশক। "নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব।"

(পুং) ৪ ইড়িক, বনছাগল। ৫ শূকর। ৬ নৃপভেদ।

(ভারত ১।১।২৩৪)

৭ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১৪৮)

(ক্লী) ৮ কুশল। (ভারত ৫।৭৮।৮)

নিরামর্দ (পুং) মহাভারতীয় নৃপভেদ।

নিরামালু (পুং) ১ কপিত্থ, ২ কৎবেল।

নিরামিন্ (ত্রি) নিতরাং রমণশীলঃ। অত্যন্ত রমণশীল।

"নিরামিণো রিপবোঽন্নেষু জাগৃধুঃ।" (ঋক্ ২।২৩।১৬)

'নিরামিণো নিতরাং রমণশীলাঃ' (সায়ণ)

নিরামিষ (ত্রি) নির্গতমামিষাভিলাষো মাংসাদ্যামিষং বা যস্মাৎ প্রাদিবহু°। ১ লোমশূন্য।

"অধ্যাত্মরতিরাসনো নিরপেক্ষো নিরামিষঃ" (মনু)

২ মাংসাদি আমিষশূন্য।

"সামিষং কুররং দৃষ্ট্বা বধ্যমানং নিরামিষৈঃ।"(ভারত ১২।১১৯ অ°)

৩ আমিষরহিত অন্নাদি।

"নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ" (তিথিতত্ত্ব)

নিরামিষাশিন্ (ত্রি) ১ নিরামিষভোজী। ২ জিতেন্দ্রিয়।

নিরায় (ত্রি) আয়রহিত, করশূন্য।

নিরায়ব্যয়বৎ (পুং) অলসব্যক্তি, যাহার আয় ব্যয়ের কিছুই চেষ্টা নাই।

নিরায়ত (ত্রি) ১ বিস্তৃত। ২ বদ্ধ, অনাবৃত।

নিরায়াস (ত্রি) আয়াস বা চেষ্টারহিত, সহজ।

নিরায়ুধ (ত্রি) নিরস্ত্র, অস্ত্রহীন।

"ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।" (মনু ৭।৯২)

নিরারম্ভ (ত্রি) আরম্ভ বা কার্য্যশূন্য।

"গৃহস্থশ্চ নিরারম্ভঃ কার্য্যবাংশ্চৈব ভিক্ষুকঃ।" (ভারত উদ্যো°)

নিরালক (পুং) সমুদ্র-মৎস্যভেদ। (সুশ্রুত)

নিরালম্ব (ত্রি) নির্গত আলম্বঃ অবলম্বনং যস্য, প্রাদি বহু°। ১ অবলম্বনশূন্য।

"এবং মম নিরালম্বে শাপাৎ শিথিলতাং গতে।"

(হরিবং ৫৭ অ°)

২ নিরাশ্রয়। ৩ যজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ্‌ভেদ।

নিরালম্বা (স্ত্রী) নির্নাস্তি আলম্বো যস্যাঃ। আকাশমাংসী।

নিরালম্বন (ত্রি) নির্গতঃ আলম্বনঃ অবলম্বনং যস্য। নিরাশ্রয়।

নিরালম্বোপনিষদ্ (স্ত্রী) যজুর্ব্বেদীয় উপনিষদ্‌ভেদ।

নিরালস্য (ত্রি) আলস্যরহিত।

নিরালা (দেশজ) নিভৃত, নির্জ্জন, বিরল।

নিরালোক (ত্রি) নির্গত আলোকো যস্মাৎ। ১ আলোকশূন্য, অন্ধকার। ২ আলোকরহিত, যাহা হইতে আলোক নির্গত হইয়াছে।

"কৃত্বা লোকান্ নিরালোকান্।" (ভারত ১।৩২ অ°)

নিরাবর্ষ (ত্রি) বৃষ্টি হইতে নিবারিত, বৃষ্টি হইতে রক্ষণীয়।

নিরাশ (ত্রি) নির্গতা আশা যস্য। আশারহিত, হতাশ, যাহার আশা নাই।

"নিরাশাঃ পিতরো যান্তি শাপং দত্বা সুদারুণম্।" (তিথিত°)

নিরাসস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। নৈরাশ্য, আশাশূন্যতা।

"আশা বলবতী রাজন্ নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।

আশাং নিরাশাং কৃত্বা তু সুখং স্বপিতি পিঙ্গলা॥"

(ভারতশান্তিপর্ব্ব ১৭৮ অ°)

নিরাশক (ত্রি) নিরাশকারী।

নিরাশঙ্ক (ত্রি) নির্নাস্তি আশঙ্কা যস্য। আশঙ্কারহিত।

নিরাশতা (স্ত্রী) নিরাশস্য ভাবঃ, নিরাশ-তল্-টাপ্। নিরাশত্ব, নিরাশার ভাব বা ধর্ম্ম।

নিরাশিত্ব (ক্লী) নিরাশিনো ভাবঃ, নিরাশিন্-ত্ব। আশারাহিত্য, নিরাশার ভাব।

নিরাশিন্ (ত্রি) হতাশ।

নিরাশিষ্ (ত্রি) নির্গতা আশীরাশংসনং যস্য। ১ আশংসনশূন্য, আশীর্ব্বচনশূন্য। ২ দৃঢ় বৈরাগ্যবশতঃ বিগততৃষ্ণ।

"নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।" (গীতা)

নিরাশ্রম (ত্রি) নির্নাস্তি আশ্রমো যস্য। আশ্রমরহিত, আশ্রমশূন্য, আশ্রয়রহিত।

নিরাশ্রয় (ত্রি) নির্গত আশ্রয় আধারো অবলম্বনং বা যস্য। ১ আশ্রয়রহিত। অবলম্বনরহিত। ২ অসহায়, অশরণ।

"চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থাণ্বাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া।

তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ন তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্॥" (সাংখ্যকারিকা)

২ অদ্বৈতদর্শন দ্বারা দেহেন্দ্রিয়াদি অভিমানশূন্য। (শব্দার্থ)

"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।"

(গীতা ৪।২০)

নিরাস (পুং) নির-অস ভাবে ঘঞ্। প্রত্যাখ্যান, নিরাকরণ, বিক্ষেপ। "বিজ্ঞানপক্ষনিরাসহেতু র্বাহ্যপ্রতীত্যাদি" (সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

(ত্রি) ২ নিরাসক।

"নিরাসৈরলসৈঃ শ্রান্তৈস্তপ্যমানৈ স্বকর্মভিঃ।"

(ভারত, শান্তি° ২৭০ অ°)

নিরাসন (ক্লী) নির-আস উপবেশনে ল্যুট্। ১ নিরসন। নির্গতং আসনং যস্মাৎ। (ত্রি) ২ আসনাভাববিশিষ্ট। আসনরহিত।

নিরাস্বাদ (ত্রি) নির্নাস্তি আস্বাদো যস্য। আস্বাদহীন।

নিরাস্বাদ্য (ত্রি) ১ আস্বাদরহিত। ২ সম্ভোগরহিত।

নিরাহাবৎ (ত্রি) আহ্বানরহিত, প্রার্থনারহিত।

নিরাহার (ত্রি) নির্গত আহারো যস্য। আহারশূন্য, আহাররহিত।

"নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।" (তর্পণমন্ত্র)

নিবৃত্ত আহারঃ 'প্রাদি সমাসঃ'। ২ নিবৃত্ত আহার।

"পশ্চাত্তাপো নিরাহারঃ সর্ব্বেহপী শুদ্ধিহেতবঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য)

(ক্লী) ৩ আহারাভাব।

নিরিঙ্গ (ত্রি) নিশ্চল।

"যথা দীপো নিবাতস্থো নিরিঙ্গো জলতে পুনঃ।"

(ভারত ১২।১৫৫৮)

নিরিঙ্গিণী (স্ত্রী) নি-নিভৃতং জনং ইঙ্গতি প্রাপ্নোতীতি নির্-ইঙ্গ-ইনি। ততো ঙীপ্। তিরস্করিণী, পর্য্যায়—অবগুণ্ঠিকা, পটী, যবনিকা। (ত্রিকা°)

নিরিচ্ছ (ত্রি) নির্নাস্তি ইচ্ছা যস্য। ইচ্ছাশূন্য।

নিরায়ণ, অয়নরহিত (Destitute of precession)। সৌরমণ্ডলের ধ্রুবক, কোন নির্দ্দিষ্টস্থান হইতে গণনা করা হয়। এই নির্দিষ্ট স্থানের নাম 'বাসন্তিক বিষুব-পদ'। বাসন্তিক বিষুব-পদ হইতে ঘুরিয়া পুনরায় এই স্থানে আসিতে সূর্য্যের ৩৬৫ দিন ১৪ ঘটী ৩১.৯১২ পল সময় লাগে। এই সময়কে 'সায়ন-বৎসর' (the tropical year.) বলে। কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে, বৎসরের পরিমাণ ৩৬৫ দিন ১৫ ঘটী ৩১.৫২৩ পল। শেষোক্ত সময়ে সূর্য্য বাসন্তিক বিষুবপদ হইতে গতি আরম্ভ করিয়া পুনর্ব্বার এই স্থান অতিক্রমপূর্ব্বক ৫৮.৬৮৮১ সেকেণ্ড বৃত্তখণ্ড পরিভ্রমণ করে। সুতরাং হিন্দুজ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে, গতি আরম্ভ স্থান ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে সরিয়া আসিতেছে; এই প্রকারে ইহা ২২ ডিগ্রীরও অধিক সরিয়া আসিয়াছে। এই উভয়ের পার্থক্য (difference) অয়নাংশ (Degrees of Precession) বলিয়া কথিত হয়।

এখন সৌরমণ্ডলস্থ পদার্থ সকলের ধ্রুবক দুই প্রকারে গণনা করা যাইতে পারে; যথা—প্রথম বিষুব (Equinox) হইতে; দ্বিতীয় হিন্দু জ্যোতির্বিদের মতে। প্রথম প্রকারে সৌর-মণ্ডলের পদার্থসমূহের ধ্রুবক অয়নাংশবিশিষ্ট, অতএব এই ধ্রুবক সমুদায় 'সায়ন।' কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারে ধ্রুবক সকল অয়নাংশরহিত, সুতরাং তাহারা 'নিরায়ণ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

নিরালি, এক প্রকার নিম্ন জাতি। বর্ত্তমান সময়ে, আহ্মদনগর, পুণা এবং শোলাপুর এই তিন স্থানে 'নিরালি' জাতির বাস দেখা যায়। ইহাদের অপর নাম নীরালি অর্থাৎ নীলরং-কারী। এই তিন জায়গার নিরালিদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক স্থানের নিরালিদের কার্য্যকলাপ পৃথক্‌রূপে বর্ণনা করা গেল।

ইতিপূর্ব্বে তাহারা কোথায় বাস করিত এবং কখনই বা তাহারা এ অঞ্চলে আসিয়াছে, এ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। অনেকের বিশ্বাস যে, তাহারা মহারাষ্ট্রের 'কুন্‌বী' সম্প্রদায়ভুক্ত; এবং তাহারা নীলরং কার্য্য আরম্ভ করায় ইহারা নীলারিয়া বা নিরালি নাম পাইয়া উক্ত শ্রেণী হইতে, পৃথক্ থাকে আসিয়া নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের পুরুষেরা নামের পূর্ব্বে আপা অর্থাৎ পিতা, এবং স্ত্রীলোকেরা নামের পূর্ব্বে বাই এবং আই (অর্থাৎ মাতা) যোগ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা ভূমকর, কদরকর ইত্যাদি আদুরে নাম ধরিয়া ডাকিয়া থাকে। এক নামধারী দুইজনে কখনও বিবাহ হয় না। ইহাদিগের কুলদেবতার মধ্যে আহ্মদনগরস্থ সোমারির ভৈরব, নিজাম রাজ্যে তুলজাপুরের দেবী, আহ্মদ-নগরের কালকাদেবী এবং পুণার অন্তর্গত জেজুরীর খাণ্ডোবা প্রসিদ্ধ। পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা তাহারা এই সমস্ত কুলদেবতার পূজা করিয়া থাকে; ইহা ছাড়া, অন্যান্য স্থানীয় দেবদেবীর পূজাও করে। ইহারা সমস্ত হিন্দুপর্ব্ব ও উৎসবাদি প্রতিপালন করিয়া থাকে।

ইহারা দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ও অত্যন্ত বলবান্। স্থানীয় কুন্‌বী-দিগের ন্যায় ইহাদের গঠন অতি সুন্দর। কিন্তু হাতে কালো কালো দাগ থাকায় কুন্‌বী হইতে ইহাদিগকে অনায়াসে চিনিতে পারা যায়। গৃহে এবং বাহিরে সর্ব্বত্রই ইহারা মহারাষ্ট্রভাষায় কথা কয়।

নিরালিপুরুষগণ সমস্ত মাথা কামাইয়া, কেবল মাত্র টীকি রাখিয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন দাড়ী ও গোঁফ রাখিতে দেখা যায়। স্ত্রীলোকেরা পশ্চাদ্ভাগে কবরী বান্ধিয়া থাকে। পুরুষেরা ধুতি, চাদর, কোট এবং মহারাষ্ট্রে প্রচলিত পাগড়ী পরিধান

করে। জুতা ও খড়ম ব্যবহার করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা মহারাষ্ট্রীয় মহিলাগণের ন্যায় কাপড় এবং ছোট হাতা অঙ্গরাখা পরিধান করে। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার পরিধান করিতে ভালবাসে এবং সকলেই পর্ব্বদিনে উৎকৃষ্ট পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করে।

ইহারা একতালা মেটে দেওয়ালের গৃহে বাস করে। এই সমস্ত ঘরের ছাদ টালি দ্বারা আবৃত। কাঙ্‌নির রুটী, দাল, শাক সবজী ইত্যাদি ইহাদের প্রধানখাদ্য। ইহারা প্রত্যহস্নান করে এবং স্নানান্তে সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া আহারাদি করে।

নিরালিরা অতি পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন, শ্রমশীল, শান্তিপ্রিয়, সচ্চরিত্র, মিতব্যয়ী ও দানশীল। ইহাদের পৈতৃকব্যবসা নীলরং করা। স্ত্রীলোকেরা রং গুঁড়া করিতে এবং কাপড় রঞ্জিত করিতে পুরুষের সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যাহারা কাপড় ও চাদর বোনে, তাহারা সঙ্গতিপন্ন। শীতকালে ইহারা কিছু বেশী কাজ করে। শৈশবাবস্থায় ইহারা সামান্য মাত্র লেখাপড়া শিখিয়াই জাতীয় ব্যবসা অবলম্বন করে।

বিবাহ ও শ্রাদ্ধোপলক্ষে আত্মীয়বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে। স্থানীয়পুরোহিতগণ বিবাহ ও শ্রাদ্ধের ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন। নিরালিরা স্মার্ত্ত। ইহারা আলন্দী, কাশী, জেজুরি এবং তুলজাপুর প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা দৈবজ্ঞগণের গণনা, শান্তিস্বস্ত্যয়ন ও যাদু প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিয়া থাকে। মরাঠা কুন্‌বীর আচার পদ্ধতির সহিত, ইহাদের পদ্ধতির বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহাদের মধ্যে পঞ্চায়ত আছে। সামাজিক কোন গোলমাল উপস্থিত হইলে, তাহা এই পঞ্চায়ত হইতেই মীমাংসিত হয়।

সোলাপুরে নিরালিরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—১ম মূলনিরালি, ২য় কাড়ু অর্থাৎ শঙ্কর-নিরালি। এই শ্রেণীর লোকেরা এক সঙ্গে আহারাদি করিয়া থাকে। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি দেয় না। ইহাদের আদিপুরুষের নাম 'প্রকাশ'। ইহার মাতার নাম কুকুৎ এবং পিতার নাম আভীর। ইহারা মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে।

ইহারাও আহ্মদনগরীয় নিরালির ন্যায় মেটে ঘরে বাস করে। পুরুষের পোষাকও তাহাদের ন্যায় এবং স্ত্রীলোকদিগের কাপড়, জামা ইত্যাদি দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের ন্যায়।

সর্ব্বদা প্রচলিত নামের মধ্যে চিত্রকর, কজ্, কালঙ্কর, কণ্ডারকর ইত্যাদি বেশী ব্যবহৃত। ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে ইহারা ভাত, রুটী এবং দালপুরী আহার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ জোয়ারি, দাল এবং শাক সবজীই খাইয়া জীবনধারণ করে। ইহারা মাংস, মৎস্যভক্ষণ কিংবা মদ্যপান করে না।

ইহাদের স্ত্রী ও পুত্রকন্যাগণ কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে। ইহাদের প্রধান আরাধ্য দেবতা অম্বাবাই, খাণ্ডোবা এবং বাক্কোবা।

নিরালীগণ মৃতদেহ দাহ করিয়া থাকে এবং কখন কখন বা গোর দেয়। ইহারা দশদিন পর্য্যন্ত শোকপ্রকাশপূর্ব্বক অশৌচ গ্রহণ করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে।

পুণা এবং সোলপুরে আহ্মদনগরবাসী নিরালিরা আসিয়া বাস করিতেছে। ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আচারব্যবহার অপর স্থানের নিরালিদিগের মত; তবে মধ্যে মধ্যে সামান্য প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

ইহাদের আকৃতি নাতিস্থূল ও খর্ব্ব; ইহারা অত্যন্ত বলবান্, দাড়ী গোঁপ কিছুই রাখে না; কেবলমাত্র মস্তকের উপর একটী শিখা রাখে। দ্বিতল, ত্রিতল অট্টালিকায় ইহাদের অনেকেই বাস করিয়া থাকে। সময় সময় বাটীতে গোপালন করিয়া থাকে; কিন্তু গৃহকার্য্য কিংবা ব্যবসাকার্য্যের নিমিত্ত কখনও চাকর রাখে না। মদ, মাংস, মৎস্য ইত্যাদি ব্যবহারে ইহাদের আপত্তি নাই।

প্রসবান্তে পঞ্চম দিবসে ইহারা একটা জাঁতার উপর পাঁচটী নেবু ও পাঁচটী ডালিমের কুঁড়ি রাখিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া পূজা করিয়া থাকে। দশম দিবসে প্রসূতি শুচি হইলে পর, একাদশ দিবসে সন্তানের নামকরণ হয়।

ইহারা মৃতদেহ শুভ্রবস্ত্রে আবৃত করিয়া তদুপরি পুষ্পাদি ছড়াইয়া দিয়া শ্মশানে লইয়া যায়। বিবাহিত স্ত্রীলোকদের মৃতদেহ হরিদ্রাবর্ণ কাপড়ে আবৃত করিয়া ফুল ও হরিদ্রা ছড়াইয়া দেয়। মৃতদেহ কেহ দগ্ধ করে, কেহ বা গোর দেয়।

নিরিন্দ্রিয় (ত্রি) নির্গতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্মাৎ। ইন্দ্রিয়শূন্য।

"অনংশৌ ক্লীবপতিতৌ জাত্যন্ধবধিরৌ তথা।
উন্মত্তজড়মূকাশ্চ যে চ কেচিন্নিরিন্দ্রিয়াঃ॥" (মনু ৯।২০১)

ক্লীব, পতিত, জন্মান্ধ, জন্মবধির, উন্মত্ত, জড়, মূক এবং কাণ প্রভৃতি ইহারা নিরিন্দ্রিয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রহিত। এই সকল নিরিন্দ্রিয় ব্যক্তি পিতৃধনে অধিকারী হয় না।

নিরিন্ধন (ত্রি) ইন্ধনশূন্য।

নিরীক্ষক (ত্রি) নির্-ঈক্ষ-ণ্বুল্। যে নিরীক্ষণ করে, দর্শক।

নিরীক্ষণ (ক্লী) নির্-ঈক্ষ-ল্যুট্। ১ দর্শন, দেখা। নিরীক্ষতে নির্-ঈক্ষ-ল্যু। (ত্রি) ২ দর্শক। (ভাগবত ৭।১৫।৩২)

নিরীক্ষমাণ (ত্রি) নির্-ঈক্ষ-শানচ্। যে দেখিতেছে।

নিরীক্ষা (স্ত্রী) নির্-ঈক্ষ-স্ত্রিয়াং অ। দর্শন, দেখা, নয়নদ্বারা অনুভব করা।

নিরীক্ষিত (ত্রি) নির্-ঈক্ষ-ক্ত। অবলোকিত।

"নিরীক্ষিতং চাঙ্গমবীক্ষিতঞ্চ দৃশা পিবন্তী রভসেন তস্য।

সমানমানন্দমিয়ং দধানা বিবেদবেদং ন বিবর্ত্তমুক্তঃ॥" (নৈষধ)

নিরীক্ষ্য (ত্রি) দর্শনযোগ্য, বিবেচ্য।

নিরীক্ষ্যমাণ (ত্রি) নির্-ঈক্ষ-শানচ্। দৃশ্যমান, যাহাকে দেখা যাইতেছে।

নিরীখ (পারসী) মূল্যতালিকা, নিরূপিত মূল্য, খাজনার হার। পরিশ্রমের মুজুরীর হার অথবা উপস্থিত শস্যাদির উৎপন্ন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ।

নিরীতি (ত্রি) নির্গতা ঈতির্যত্র। অতিবৃষ্ট্যাদি শূন্য, কৃষি-প্রতিবন্ধক বৃষ্টি প্রভৃতি রহিত।

"নিরীতিভাবং গামিতেঽতিবৃষ্ট্যঃ।" (নৈষধ)

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, পতঙ্গ, পক্ষী এবং নিকটস্থিত শত্রু রাজা এই ৬টী ঈতি রহিত।

নিরীশ (ক্লী) নির্গতা ঈশা যস্মাৎ। ১ ফাল। (ত্রি) নির্নাস্তি ঈশ ঈশ্বরো যস্য। ২ ঈশশূন্য, নাস্তিক।

নিরীষ (ক্লী) নির্গতা ঈষা যস্মাৎ। নিরীশ, ফাল। (অমরটী° ভরত)

নিরীশ্বর (ত্রি) নিস্ত্যক্ত ঈশ্বরো যত্র। ১ ঈশ্বররহিতবাদ। যে বাদে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, নাস্তিকাবাদ।

"নিরীশ্বরেণ বাদেন কৃতং শাস্ত্রং মহত্তরম্।" (সাংখ্যপ্রবচনভা°)

২ তদ্বাদযুক্ত, নাস্তিক।

নিরীশ্বরবাদিন্ (পুং) নিরীশ্বরবাদোঽস্যাস্তীতি ইনি। যে ব্যক্তি ঈশ্বর নাই, এই মত বা সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করে বা এই মত অবলম্বন করে, নাস্তিকাবাদী।

নিরীশ্বরবাদ (পুং) নিরীশ্বরো বাদঃ। নিরীশ্বরবিষয়ক বাদ, ঈশ্বর নাই এই মত সিদ্ধান্ত।

নিরীহ (ত্রি) নির্গতা ঈহা যস্য। চেষ্টাশূন্য। যাহার চেষ্টা নাই, নিশ্চেষ্ট। নির্গতা ঈহা চেষ্টা যস্মাৎ। ২ বিষ্ণু।

"নিরুপাধিশ্চ নির্লিপ্তো নিরীহো নিধনান্তকঃ।"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্ম° ৭ অ°)

৩ যে কোন বিষয়ে হস্তার্পণ করে না। যে কখন অনধিকার চর্চ্চা করে না। ৪ শান্ত প্রকৃতি, যাহার কাহারও সহিত বিবাদ বিসংবাদ নাই।

নিরীহা (স্ত্রী) নিরীহ-টাপ্। চেষ্টাবিরোধিব্যাপার, নিশ্চেষ্টা। যোগক্ষেমার্থ ক্রিয়ারাহিত্য। "যদৈবরকামৈর্নিরবৈশ্চাপানিন্দয়া নিরীহয়া দ্বন্দ্বতিতিক্ষয়া চ।" (ভাগ° ৪।২২।২৪)

'নিরীহয়া যোগক্ষেমার্থক্রিয়ারাহিত্যেন।' (শ্রীধরস্বামী)

নিরুক্ত (ক্লী) নির্-বচ-ক্ত, নি-নিশ্চয়েন উক্তং। ১ নির্বচন, বেদবেদাঙ্গশাস্ত্রবিশেষ।

"শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা।

ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানাং বৈদিকা বিদুঃ॥" (শব্দরত্না°)

নিরুক্ত পঞ্চ প্রকার—বর্ণাগম, বর্ণবিপর্য্যয়, বর্ণবিকারনাশ, ধাতু ও তাহার অর্থাতিশয়যোগ।

"বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।

ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্॥"

(পাণিনীয় কারিকা)

যাস্কের নিরুক্তটীকায় দেবরাজ যজ্ব এইরূপ নিরুক্ত শব্দের বিবরণ দিয়াছেন—

"অত উক্তাধ্যয়নবিধেরুক্তচ্ছন্দঃপ্রবিভাগস্যোক্ত বিনিয়োগস্যোপলক্ষিতকর্ম্মাঙ্গভূতকালস্যোপদর্শিতলক্ষণস্যৈতৈরঙ্গৈর্বেদস্যার্থপরিজ্ঞান বিষয়ে নিরুক্তং নামেদঙ্গমারভ্যতে। প্রধানঞ্চেদমিতরেভ্যোঽঙ্গেভ্যঃ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যশ্চার্থপরিজ্ঞানাভিনিবেশাৎ। অর্থো হি প্রধানম্। তদ্‌গুণঃ শব্দঃ। স চেতরেষু ব্যাকরণাদিষু চিন্ত্যতে। কল্পে যদ্যপি বিনিয়োগশ্চিন্ত্যতে। স চ পুনরর্থাভিধানবশেন মন্ত্রাণাম্। যো যমর্থমভিধানেন সংস্কর্ত্তুং সমর্থো মন্ত্রঃ স তত্র বিনিযুজ্যতে। তদুক্তং অর্থাভিধানসংযোগান্মন্ত্রেষু শেষভাবঃ স্যাৎ ইতি। ন চ নিরুক্তাদৃতেঽন্যদঙ্গমন্যদ্বা বাহ্যং শাস্ত্রমস্তি তাৎপর্য্যেণ যদশেষান্ শব্দান্ নিব্রূয়াৎ। যদপি চ কচিৎ কচিদন্যশাস্ত্রে শব্দনির্ব্বচনম্ অতএব তদিত্যুপলক্ষ্যম্। যথা শব্দলক্ষণপরিজ্ঞানং সর্ব্বশাস্ত্রেষু ব্যাকরণাৎ এবং শব্দার্থনির্ব্বচন-পরিজ্ঞানং নিরুক্তাৎ। বস্তুমাত্রমেব হি ইতরেষু শাস্ত্রেষু স্বাভিমতযুক্তিবিষয়মেব কিঞ্চিচ্চিন্ত্যতে ব্রাহ্মণমপি চ বিধ্যর্থবাদরূপমশেষমন্ত্রার্থশেষভূতমেব। মন্ত্রব্রাহ্মণার্থপরিজ্ঞানবন্ধশ্চাধ্যাত্মাধিদৈবাধিভূতপরিজ্ঞানদ্বারেণ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যোঽখিল পুরুষার্থঃ। ন চানিরুক্তো মন্ত্রার্থো ব্যাখ্যাতব্য ইতি। তস্মাদর্থপরিজ্ঞানাভিনিবেশাদিদমেব প্রধানমিত্যুপপন্নম্। অথাস্যৈবমখিলপুরুষার্থোপকার-বৃত্তিসমর্থস্য সংগ্রহঃ। তদ্‌যথা—

নানাখ্যাতোপসর্গনিপাতলক্ষণম্। ভাববিকারলক্ষণম্। নামান্যাখ্যাতজানি সর্ব্বাণি চ যথোপন্যাস্য পক্ষপ্রতিপক্ষতো বিচার্য্যাবধারণম্। সর্ব্বাণ্যাখ্যাতজানি কানিচিদেবানেকধাতুজান্যপীতি মন্ত্রাণামর্থবত্ত্বানর্থবত্ত্বে বিচার্য্য শাস্ত্রারম্ভপ্রয়োজনদ্বারেণার্থবেত্তাবধারণম্। পদবিভাগপরিজ্ঞান প্রতিজ্ঞানবোধাবলম্বিপ্রদর্শনায় আদিধ্যাস্বানেকদৈবতলিঙ্গসঙ্কটেষু মন্ত্রেষু যাজ্ঞিকপরিজ্ঞানদ্বারেণ দেবতাপরিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা। অর্থজ্ঞপ্রশংসা। অনর্থজ্ঞাবধারণম্। বেদবেদাঙ্গব্যূহঃ। সপ্রয়োজননিঘণ্টুসমাম্নায়বিরচনম্। প্রকরণত্রয়বিভাগেন নৈঘণ্টুকপ্রধানদেবতাভিধানপ্রবিভাগলক্ষণম্। নির্ব্বচনলক্ষণদ্বারেণ শব্দবৃত্তিবিষয়োপদেশঃ। অর্থপ্রাধান্যাৎ লোপোপধাবিকারবর্ণলোপবিপর্য্যয়াদ্যন্তবর্ণব্যাপত্তিবর্ণোপজনোদাহরণচিন্তা। অস্তস্বাস্বর্কাতুনিমিত্তেন সম্প্রসার্য্যাসম্প্রসার্য্যোভয়প্রকৃতিধাতুনির্বচনোপদেশঃ। ভাষিকপ্রায়োবৃত্তিভ্যো নৈগমশব্দার্থপ্রসিদ্ধিঃ। নৈগমপ্রায়োবৃত্তিভ্যো ভাষিকশব্দার্থপ্রসিদ্ধিঃ। দেশব্যবহারা শব্দরূপ-

ব্যপদেশঃ। তদ্ধিত-সমাসনামনির্ব্বচণলক্ষণম্। শিষ্যলক্ষণম্। বিশেষেণ ব্যাখ্যয়া তত্ত্বপর্য্যায়ভেদসখ্যাসন্দিগ্ধোদাহরণাম্নির্ব্বচনব্যবস্থয়া নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতানাং বিভাগেন নৈঘণ্টুকপ্রকরণানুক্রমণম্। অনেকার্থানবগতসংস্কারানুক্রমণম্। পরোক্ষকৃতাধ্যাত্মিকমন্ত্রলক্ষণম্। স্তুত্যাশীঃশপথাভিশাপাভিধ্যা পরিদেবনানিন্দা প্রশংসাদিভির্মন্ত্রাভিব্যক্তিহেতূপদেশঃ, নিদানপরিজ্ঞানব্যাখ্যাপনায়ানাদিষ্টদেবতোপপরীক্ষণায়াধ্যাত্মোপদেশপ্রকৃতিভূমত্বম্। ইতরেতরজন্মত্বম্। স্থানত্রয়ভেদতঃ তিসৃণামেকৈকস্যা মহাভাগ্যাকৃতোঽনেকনামধেয়প্রতিলম্ভঃ। পৃথগভিধানম্ভূৎপত্তিসম্বন্ধায়া। দেবতানামাকারচিন্তনম্। ভক্তিসাহচর্য্যসংস্তবকর্ম্মসূক্তভাক্ হবির্ভাক্-ব্যঞ্জনভাক্ত্বানি। পৃথিব্যন্তরিক্ষদ্যুস্থানদেবতানামভিধেয়াভিধানব্যুৎপত্তিপ্রাধান্যশ্রুত্যুদাহরণম্। তন্নির্ব্বচনবিচারোপপত্ত্যবধারণানুক্রমেণ ব্যাখ্যায়া দৈবতপ্রকরণনির্ণয়ঃ। বিদ্যাপারপ্রাপ্ত্যুপায়োপদেশঃ। মন্ত্রার্থনির্ব্বচনদ্বারেণ দেবতাভিধাননির্ব্বচনফলং দেবতাতাত্ত্বাব্যম্। ইত্যেব সমাসতো নিরুক্তশাস্ত্রচিন্তাবিষয়ঃ।"

নিরুক্তে বৈদিক শব্দ সকলের অর্থনিষ্পাদিত হইয়াছে। ইহা পঞ্চাধ্যায়াত্মক। অধ্যয়নবিধি, ছন্দঃপ্রবিভাগ, ছন্দবিনিয়োগ, উপলক্ষিত কর্ম্মাঙ্গ ভূতকাল, ও উপদর্শিত লক্ষণ। এই সকল অঙ্গ দ্বারা বেদের অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই জন্য নিরুক্ত বেদের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। নিরুক্ত অন্য সকল অঙ্গ হইতে প্রধান। যেহেতু ইহাতে অর্থ লিখিত হইয়াছে। অর্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু অর্থবোধ না হইলে কোন ফল হয় না। বৈদিক শব্দের অর্থবোধের জন্য নিরুক্তই প্রধান। ইহাতে তাৎপর্য্যের সহিত অশেষ শব্দ সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অনিরুক্ত অর্থাৎ নিরুক্তসম্মত নহে, এরূপ মন্ত্রার্থ ব্যাখ্যা করা উচিত নহে, নিরুক্তসম্মত মন্ত্রার্থ সকল ব্যাখ্যা করিতে হয়। এইরূপে অর্থপরিজ্ঞান হয় বলিয়া, ইহা প্রধান। ইহাতে এই সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে—

নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাতলক্ষণ, ভাববিকারলক্ষণ, নাম ও আখ্যাতজ সকল নাম যথাক্রমে উপন্যস্ত হইয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষরূপে বিচার করিয়া অবধারণ, পদবিভাগপরিজ্ঞান, প্রতিজ্ঞানবোধের অবলম্বিত প্রদর্শনের নিমিত্ত আদি, মধ্য ও অন্ত এবং অনেকদৈবতলিঙ্গসঙ্কটমন্ত্রে যাজ্ঞিক পরিজ্ঞানদ্বারা দেবতাপরিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞা, অর্থজ্ঞপ্রশংসা, অনর্থজ্ঞাবধারণ, বেদবেদাঙ্গব্যূহ, সপ্রয়োজন নিঘণ্টুসমাম্নায়বিরচন, প্রকরণত্রয়বিভাগদ্বারা নৈঘণ্টুকপ্রধান দেবতাভিধান প্রবিভাগলক্ষণ, নির্ব্বচন-লক্ষণদ্বারা শব্দবৃত্তি বিষয়োপদেশ, অর্থপ্রাধান্যানুসারে লোপ, উপধা, বিকার, বর্ণলোপ ও বর্ণবিপর্য্যয়, এই সকল উপদেশ দ্বারা সামর্থ্যপ্রদর্শনের নিমিত্ত আদি, মধ্য ও অন্ত লোপ এবং উপধা, বিকার, বর্ণলোপবিপর্য্যায়, আদ্যন্ত বর্ণব্যাপত্তি এবং বর্ণোপজনন উদাহরণচিন্তা, অন্তঃস্থ ও অন্তধাতুনিমিত্ত সম্প্রসার্য্য ও অসম্প্রসার্য্য উভয়প্রকৃতিধাতু নির্ব্বচনোপদেশ তাদ্ধিকপ্রবৃত্তি হইতে নৈগম শব্দার্থ প্রসিদ্ধি, দেশ ব্যবস্থাদ্বারা শব্দরূপব্যপদেশ, শিষ্যলক্ষণ, বিশেষ ব্যাখ্যাদ্বারা তত্ত্বপর্য্যায়ভেদ, সংখ্যা, সংদিগ্ধ ও উদাহরণ দ্বারা নাম, আখ্যাত উপসর্গ ও নিপাত বিভাগানুসারে নৈঘণ্টু প্রকরণের অনুক্রম, অনেকার্থ শব্দের অনবগতসংস্কারের অনুক্রমণ, পরোক্ষকৃত আধ্যাত্মিক মন্ত্রলক্ষণ, স্তুতি, আশীর্ব্বাদ, শপথ, অভিশাপ, অভিধ্যা, পরিবেদনা, নিন্দা ও প্রশংসাদি দ্বারা মন্ত্রাভিব্যক্তিহেতূপদেশ; নিদানপরিজ্ঞানব্যাখ্যাপনের নিমিত্ত অনাদিষ্ট দেবতোপপরীক্ষণের জন্য অধ্যাত্মোপদেশের প্রকৃতিমূলত্ব; ইতরেতরজন্মত্ব; স্থানত্রয়ভেদে তিনের একাবস্থা, মহাভাগ্যকৃতের অনেক নামধেয় প্রতিলম্ভ; উৎপত্তি সম্বন্ধে পৃথক্ অভিধান; দেবতাদিগের আকারচিন্তন; ভক্তিসাহচর্য্য, সংস্তবকর্ম্ম, সূক্তভাক্, হবির্ভাক্ ও ব্যঞ্জনভাক্ সংবদ্ধ; পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুস্থান ও দেবতাদিগের অভিধেয়াভিধান ও ব্যুৎপত্তিপ্রাধান্যের শ্রুত্যুদাহরণ; এই সকলের নির্ব্বচনবিচার ও উপপত্তি অবধারণানুসারে দৈবতপ্রকরণনির্ণয়; বিদ্যাপারপ্রাপ্ত্যুপায়োপদেশ এবং মন্ত্রের অর্থনির্ব্বচনদ্বারা দেবতাভিধান নির্ব্বচনফল। নিরুক্তশাস্ত্রে, এই সকল বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে।'

মুণ্ডকোপনিষদে নিরুক্ত মহাপুরুষের শ্রোত্রস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"ছন্দঃ পাদৌ তু বেদস্য হস্তৌ কল্পোঽথ পঠ্যতে।
জ্যোতিষাময়নং চক্ষুর্নিরুক্তং শ্রোত্রমুচ্যতে॥" (মুণ্ডকোপনি°)

ছান্দোগ্য উপনিষদে হৃদয় বলিয়া কথিত হইয়াছে।

"তস্যৈতন্নিরুক্তং হৃদ্যয়মিতি হৃদয়ম্" (ছান্দোগ্যউপ°)

অমরটীকাকার ভরত নিরুক্ত শব্দের অর্থ করিয়াছেন, নিশ্চয়রূপে উক্ত = নিরুক্ত।

"প্রস্তাবস্তু প্রকরণং নিরুক্তং পদভঞ্জনম্।" (হেমচ°)

হেমচন্দ্রের মতে পদভঞ্জনের নাম নিরুক্ত। ঋগনুক্রমণিকায় লিখিত আছে, নিরুক্ত বেদব্যাখ্যার এক প্রধানতম উপকরণ। ইহা বৈদিক অভিধান বিশেষ। শাকপূণি, উর্ণনাভ ও স্থৌলাষ্ঠিবী এই তিনজন প্রাচীন নিরুক্তকার। যাস্ক ইহাদের অনেক পরবর্ত্তী। নিরুক্তে বেদমন্ত্র সকল যথারীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাস্ক উক্ত গ্রন্থে নাম, সংখ্যা, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাতের সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

যাস্ক যে নিরুক্ত রচনা করিয়াছেন, উগ্র, দুর্গ, স্কন্দস্বামী

দেবরাজযজ্বন্ প্রভৃতি তাহার টীকা করিয়া গিয়াছেন। ২ নিয়োগদ্বারা উক্ত। ৩ নিযুক্ত। (নীলকণ্ঠ)

নিরুক্তকার (পুং) নিরুক্তঃ নামগ্রন্থং করোতীতি কৃ-অণ্। ১ যাস্ক। ২ শাকপূণি। ৩ স্থৌলষ্ঠীবী। ৪ মেঘদূতের এক-জন টীকাকার। মল্লিনাথ ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

নিরুক্তকৃৎ (পুং) নিরুক্তং করোতি কৃ-কিপ্ তুক্চ। নিরুক্ত-কার।

নিরুক্তজ (পুং) নিরুক্তঃ নিযুক্তঃ অস্যাং পুত্রমুৎপাদয়েত্যুক্তঃ অনুক্তস্মাদ্ জায়তে জন-ড। ক্ষেত্রজ পুত্র।

"আত্মা পুত্রশ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সুতঃ প্রসৃতজ স্তথা।"(ভারত অনু° ৪৯অ°)

'নিরুক্তজঃ স্বক্ষেত্রে অন্যরেতঃসেকার্থমুক্তস্তুজ্জঃ' (নীলকণ্ঠ)

নিরুক্তবৎ (পুং) নিরুক্তকার।

নিরুক্তি (স্ত্রী) নির্-বচ-ক্তিন্। নির্বচন, প্রকৃতি ও প্রত্যয়াদি অবয়বার্থ কথনদ্বারা সমুদিতার্থবোধন। একটী বাক্য বলিলে, তাহার প্রকৃতি ও প্রত্যয় প্রভৃতি সকল অবয়ব বিশেষের অর্থ কথন। যথা—

"কিং কারণং জগৎকারো নামৈতৎ প্রথিতং ভুবি।
জরৎকারু নিরুক্তিস্ত্বং যথাবৎ বক্তুমর্হসি॥"

সৌতিরুবাচ।

জরেতি ক্ষয়মাহুর্বৈ দারুণং কারুসংজ্ঞিতং।
শরীরং কারু তস্যাসীৎ তস্য ধীমান্ শনৈঃ শনৈঃ॥
ক্ষপয়ামাস তীব্রেণ তপসেত্যত উচ্যতে।
জরৎকারুরিতি ব্রহ্মন্ বাসুকের্ভগিনী তথা॥"(ভারত ১।৪০ অ°)

জরৎকারু নাম জগতীতলে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, এবং এই নামের নিরুক্তি কৃপা করিয়া বলুন। ইহাতে সৌতি বলিয়াছিলেন, জরা শব্দের অর্থ ক্ষয়, দারুণ শব্দে কারু এবং শরীর বুঝায়, যিনি তপস্যাদ্বারা ধীরে ধীরে জরা ও শরীরকে ক্ষয় করিয়াছিলেন তাহার নাম জরৎকারু।

এইরূপ যেস্থলে শব্দ ও অর্থ সকলের অর্থাবধারণ হয়, তাহাকে নিরুক্তি কহে।

নিরুক্তিসম্বিৎ (স্ত্রী) ধর্মশিক্ষার জন্য যে ঐকান্তিকী ইচ্ছা হয়, বৌদ্ধমতে তাহাকে নিরুক্তিসম্বিৎ কহে।

নিরুচ্ছ্বাস (ত্রি) ১ যেখানে অধিক লোক থাকিতে পারে না, সঙ্কীর্ণ। ২ যেখানে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে, যেখানে অত্যন্ত অধিক লোক অবস্থিতি করিতেছে, জনাকীর্ণ। ৩ আনন্দবিহীন, ক্ষুব্ধ।

নিরুত্তর (ত্রি) ১ উত্তররহিত, যাহার উত্তর বন্ধ হইয়াছে। ২ রোগাদিতে বা অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর দিবার পথরুদ্ধ।

নিরুৎপাত (ত্রি) উৎপাতহীন, উপদ্রবশূন্য।

নিরুৎসব (ত্রি) নির্নাস্তি উৎসবো যস্য। উৎসবহীন, উৎসব-রহিত।

নিরুৎসাহ (ত্রি) উৎসাহহীন।

নিরুৎসুক (ত্রি) নিতরামুৎসুকঃ। অত্যন্ত উৎসুক। নির্গত-মুৎসুকং উৎসুকতা যস্য। ২ ঔৎসুক্যহীন।

"মমাপি কণ্বসুতামনুস্মৃত্যমৃগয়াং প্রতি নিরুৎসুকং চেতঃ"(শকুন্তলা)

(পুং) ৩ রৈবতক মনুর পুত্রভেদ। (হরিব° ৭ অ°)

নিরুদক (ত্রি) জলহীন, জলাভাব।

নিরুদকাদি (পুং) পাণিনিগণসূত্রোক্ত শব্দগণভেদ। যথা— নিরুদক, নিরুপল, নির্মক্ষিক, নির্মশক, নিষ্কালিক, নির্বৃষ, দুস্তরীপ, নিস্তরীপ, নিস্তরীক, নিরাজিত, উদজিন, উপাজিন। (পা ৬।২।১৮৪)

নিরুদ্ধ (ত্রি) নি-রুধ-কর্ম্মণি-ক্ত। সংরুদ্ধ, রোধবিশিষ্ট।

"ময়া নিরুদ্ধঃ পাপাত্মা পতিতোঽহং মৃধে পুনঃ।"
(দেবীভাগ° ৩।২৯।১৫)

পাতঞ্জলদর্শনোক্ত চিত্তবৃত্তিভেদ। ইহার বিষয় পাতঞ্জল-দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে,—মনোবৃত্তি রুদ্ধ করার নাম যোগ। মনের বৃত্তি পাঁচ প্রকার—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। এইস্থলে নিরুদ্ধ বৃত্তিই বর্ণনীয়, এইজন্য ক্ষিপ্ত প্রভৃতির বিষয় বিশেষরূপে লিখিত হইল না। মনের অস্থিরতা অর্থাৎ চঞ্চলতার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা। মন যে স্থির থাকেনা, একবিষয়ে নিবিষ্ট থাকেনা, ইহা হউক, উহা হউক এইরূপ সর্ব্বদাই অস্থির থাকে। মন যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হয়, এবং নিদ্রা তন্দ্রাদির অধীন হয়, আলস্যাদি বিবিধ তমোময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে, তখন তাহার মূঢ়াবস্থা।

বিক্ষিপ্ত অবস্থার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তাবস্থার অত্যল্পই ভেদ আছে, প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্ব্বোক্ত প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিকস্থিরতা। মন চঞ্চলস্বভাব হইলেও যে মধ্যে মধ্যে স্থির হয়, সেই ক্ষণিক স্থির হওয়ার নাম বিক্ষিপ্তাবস্থা। চিত্ত যখন দুঃখজনক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সুখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষণকালের জন্য নিরবতুল্য হয়, সেইরূপ অবস্থা বিক্ষিপ্তাবস্থা জানিতে হইবে।

একাগ্র ও একতান এই দুই শব্দ, একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। চিত্ত যখন কোন এক বাহ্য বস্তু অথবা আভ্যন্তরীণ বস্তু অব-লম্বন করিয়া নির্ব্বাতস্থ নিশ্চল, নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায় স্থির বা অকম্পিত ভাবে বর্ত্তমান থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমো-বৃত্তি অভিভূত হইয়া গিয়া, কেবলমাত্র সাত্ত্বিক বৃত্তি উদিত থাকে, অর্থাৎ প্রকাশময় ও সুখময় সাত্ত্বিক বৃত্তি মাত্র প্রবা-

হিত থাকে। এইরূপ অবস্থা হইলে, একাগ্র অবস্থা জানিতে হইবে।

এখন নিরুদ্ধ অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাউক। পূর্ব্বোক্ত একাগ্র অবস্থা অপেক্ষা নিরুদ্ধাবস্থার অনেক প্রভেদ আছে। একাগ্র অবস্থায় চিত্তের কোন না কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিরুদ্ধাবস্থায় তাহা থাকেনা। চিত্ত যখন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া, কৃতকৃতার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট থাকে, দগ্ধসূত্রের ন্যায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকিলেও তৎকালে তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ পরিণাম থাকেনা। এইরূপ চিত্তের অবস্থা হইলে, তাহাকে নিরুদ্ধাবস্থা কহে।

এই ৫ প্রকার চিত্তবৃত্তির মধ্যে একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থায় যোগ হইয়া থাকে। চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগ শব্দের প্রকৃত বা মুখ্য অর্থ জানিতে হইবে।

নিরুদ্ধ অবস্থা সহজে বোধগম্য হইবার নহে। চিত্তকে নিরুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমে ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূর করিতে হয়। তাহার পরে, একাগ্র ও নিরুদ্ধ অবস্থা হইয়া থাকে।

চিত্তের নিরুদ্ধাবস্থা হইলে, মনের লয় হইয়া থাকে, আত্মা তখন দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান করেন। (পাতঞ্জলদ° সমাধিপা°)

নিরুদ্ধগুদ (পুং) ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। মলদ্বার সরু হওয়া।

"বেগসন্ধারণাদ্বায়ুর্বিহিতো গুদসংশ্রিতঃ।
নিরুণদ্ধি মহৎস্রোতঃ সূক্ষ্মসর্ব্বং করোতি চ॥
মার্গস্য সৌক্ষ্মাৎ কৃচ্ছ্রেণ পুরীষং তস্য গচ্ছতি।
তং নিরুদ্ধগুদং ব্যাধিমেনং বিদ্যাৎ সুদুস্তরম্॥"

(সুশ্রুত নিদানস্থান ১৩ অ°)

মলবেগ ধারণ করিলে, বায়ু প্রতিহত হইয়া গুহ্যদেশ আশ্রয় করিয়া থাকে মলনির্গমনের প্রধান স্রোতকে বদ্ধ করে। এবং সূক্ষ্মদ্বার প্রস্তুত করিয়া দেয়, তাহাতে পথের সূক্ষ্মতাবশতঃ অতিকষ্টে পুরীষ নির্গত হইয়া থাকে, এইরূপ লক্ষণ হইলে নিরুদ্ধগুদব্যাধি কহে। এই ব্যাধি অতিশয় কষ্টকর। (সুশ্রুত)

[নিরুদ্ধপ্রকশ দেখ।]

মলবেগধারণে কুপিত অপান বায়ু মলবাহী স্রোতকে সঙ্কুচিত করিয়া বৃহৎদ্বারকে সূক্ষ্ম করে, এজন্য অতিকষ্টে মলনির্গম হয়। এরূপ দারুণরোগকে নিরুদ্ধগুদ বা সন্নিরুদ্ধগুদ বলে। এই রোগে বাতঘ্ন তৈল দ্বারা পরিষেক ও নিরুদ্ধপ্রকশ রোগের মত চিকিৎসা করিবে। (ভাবপ্র°)

নিরুদ্ধপ্রকশ (পুং) মেঢ্রজাতক্ষুদ্ররোগবিশেষ।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—কুপিত বায়ু কর্তৃক মেঢ্রচর্ম্ম যদি মণিকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করায় মেঢ্রের অগ্রভাগ আবদ্ধ থাকে; তাহা হইলে, দ্বারের অল্পতাপ্রযুক্ত মূত্রস্রোত রুদ্ধ হয়, এজন্য বেদনা না হইয়া, মন্দধারে মূত্র নির্গত হয় অথবা লিঙ্গাগ্র বিস্তৃত না হওয়াতে মূত্র বাহির না হইয়া একবারে রুদ্ধ থাকে। এইপ্রকার বাতজব্যাধিকে 'নিরুদ্ধপ্রকশ' বলে। এই রোগে লৌহময়ী দ্বিমুখী নল অথবা কাঠের নল কিংবা জতু ঘৃতাক্ত করিয়া প্রবেশ করাইবে, শুশুক ও শূকরের বসা ও মজ্জাদ্বারা পরিষেক করিবে। বাতনাশক দ্রব্যযুক্ত চক্রতৈল প্রয়োগ করিলেও, নিরুদ্ধপ্রকশ ভাল হয়। এই রোগে তিন দিন অন্তর ক্রমান্বয়ে, স্থূলতর নল লিঙ্গমার্গে প্রবেশ করাইবে। তদ্দ্বারা ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে। ছুঁচ চালাইয়া সদ্যঃক্ষতের ন্যায় চিকিৎসা করিলেও এই রোগ নিবারিত হয়। এই রোগে আহারার্থ স্নিগ্ধ অন্ন প্রয়োগ করিবে। (ভাবপ্র°)

সুশ্রুতের মতে—যখন পুংচিহ্নের চর্ম্ম বায়ুযুক্ত হইয়া, মণিস্থানকে আশ্রয় করে, এবং মণিচর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া মূত্রস্রোতকে রোধ করে, তাহাতে সেই মণিস্থান বিদীর্ণ না হইয়া মন্দধারায় প্রস্রাব নির্গত হয়। ইহাকে নিরুদ্ধপ্রকশ রোগ কহে। (সুশ্রুত নিদান স্থান ১৩ অ°)

নিরুদ্যম (ত্রি) নির্নাস্তি উদ্যমঃ যস্য। উদ্যমশূন্য, উদ্যমরহিত, নিরুদ্যোগ।

নিরুদ্যোগ (পুং) নির্নাস্তি উদ্যোগঃ যস্য। নিরুদ্যম, উদ্যোগহীন, যাহার উদ্যোগ নাই।

"নিঃসত্ত্বা লোলুপা রাজন্ নিরুদ্যোগা গতত্রপাঃ।"(ভাগ° ৮।৮।২৯)

নিরুদ্বিগ্ন (ত্রি) নির্নাস্তি উদ্বিগ্নঃ যস্য। উদ্বেগরহিত, নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনা।

নিরুদ্বেগ (ত্রি) নির্নাস্তি উদ্বেগো যস্য। উদ্বেগশূন্য, নির্ভাবনা, নিশ্চিন্ত।

নিরুপক্রম (ত্রি) নির্নাস্তি উপক্রমো যস্য। উপক্রমশূন্য।

"হংসায় দহ্রনিলয়ায় নিরীক্ষকায় কৃষ্ণায় মৃষ্টযশসে নিরুপক্রমায়।"

(ভাগ° ৬।৯।৪৫)

'নিরুপক্রমায় আদিশূন্যায়' (শ্রীধরস্বামী)

নিরুপদ্রব (ত্রি) নির্নাস্তি উপদ্রবোঽস্য। উপদ্রবরহিত, উৎপাতহীন, দৌরাত্ম্যহীন।

"নিরুপদ্রবাণি নঃ কর্ম্মাণি প্রবৃত্তানি ভবন্তি" (শকুন্তলা ৩।৩)

(রাজতর° ১।৪০, রামা° ৫।৭৩।৫৬, বৃহৎস° ১৮।৭।২৩)

নিরুপদ্রবতা (স্ত্রী) নিরুপদ্রবস্য ভাবঃ নিরুপদ্রব-তল্-টাপ্। উপদ্রবশূন্যতা, উৎপাতরাহিত্য।

"নিরুপদ্রবতয়া রাষ্ট্রং বৃদ্ধিমেতি" (কুল্লূক, মনু ৮।৪০২)

নিরুপদ্রুত (ত্রি) উপদ্রবরহিত। (বৃহৎস° ৯৭।১৮)

নিরুপধি (ত্রি) সৎ, শঠতাবিহীন।

নিরুপপত্তি (ত্রি) নির্নাস্তি উপপত্তি যস্য। উপপত্তিশূন্য, যাহার উপপত্তি নাই।

নিরুপপদ (ত্রি) উপপদরহিত, উপপদহীন।

নিরুপপ্লব (ত্রি) উপপ্লবরহিত, উৎপাতরহিত।

নিরুপভোগ (ত্রি) নির্নাস্তি উপভোগঃ যস্য। উপভোগরহিত, উপভোগহীন।

নিরুপম (ত্রি) নি র্ন বিদ্যতে উপমা যস্য। উপমারহিত, তুলনারহিত, অনুপম, যাহার উপমার স্থল নাই। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ গায়ত্রী। (দেবীভা° ১২।৬।৩০) রাষ্ট্রকূটবংশীয় এক রাজা। [রাষ্ট্রকূট রাজবংশ দেখ।]

নিরুপরোধ (ত্রি) নি র্নাস্তি উপরোধঃ যস্য। উপরোধরহিত, অপক্ষপাতী, যিনি কাহারও উপরোধ শ্রবণ করেন না।

নিরুপল (ত্রি) প্রস্তররহিত, প্রস্তরহীন।

নিরুপলেপ (ত্রি) নির্নাস্তি উপলেপঃ যত্র। উপলেপরহিত, প্রলেপশূন্য।

নিরুপসর্গ (ত্রি) উৎপাতরহিত, অমঙ্গলরহিত, উপসর্গহীন।

নিরুপস্কৃত (ত্রি) ১ পবিত্র। ২ স্বাভাবিক, অকৃত্রিম।

নিরুপহত (ত্রি) ১ উপহত নয়, অনাহত। ২ শুভসূচক। ৩ অক্ষত।

নিরুপাখ্য (ত্রি) নির্গতা উপাখ্যা যস্মাৎ। ১ অসৎপদার্থ, বন্ধ্যা পুত্রাদি। ২ ব্রহ্ম।

"জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্তানাং নিরুপাখ্যা নিরঞ্জনা।
কৈবল্যা যা গতির্দেব পরমা সা গতির্মহান্॥"(ভারত অনু° ১৭অ°)

৩ নিঃস্বরূপ। "ত্রয়মপি চৈতদবস্তুঅভাবমাত্রং নিরুপাখ্যমিতি।" (শারী° ভাষ্য°)

নিরুপাধি (ত্রি) নির্নাস্তি উপাধি যস্য। উপাধিশূন্য, ব্রহ্ম, উপাধি তিরোহিত হইলে জীব ব্রহ্ম হয়। এক চৈতন্য সকল জীবে বিরাজমান। সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্য উপাধিভেদে অর্থাৎ আধারদেহাদি ভেদে বিভিন্ন ভাব প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া আছে। বস্তুতঃ ইহা অভিন্ন বই বিভিন্ন নহে।

উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক, নচেৎ বহু। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই লোকত্রয় ব্রহ্মচৈতন্যে আভাসিত হইয়া, মায়িকরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যেহেতু এক, অদ্বয়, মহান্ ও ব্যাপিচৈতন্যে স্বাশ্রিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল প্রকাশ পাইয়াছে। সেই হেতু বিশ্ব মিথ্যা, কেবল প্রকাশক চৈতন্যই সত্য। অধিক কি সত্য চৈতন্যে যাহা যাহা ভাসমান, তাহাই অসত্য, সে সকল চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞানের বিলাস বা বিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

শক্তিরূপী ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞান, ব্রহ্মে বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখাইতেছে। সেইজন্য জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্রিত বা একাবভাসে ভাসিত। সেই কারণে, এখন প্রত্যেক দৃশ্যই পঞ্চরূপী। ১ অস্তি,—আছে, ২ ভাতি,—প্রকাশ পাইতেছে, ৩ প্রিয়,—বেশ ভাল বা উত্তম এই ভাব, ৪ রূপ,—ইহা এই প্রকার, ৫ নাম,—ইহা অমুক বস্তু। এই পঞ্চরূপের প্রথমোক্ত তিনরূপ ব্রহ্ম, অবশিষ্ট দুই রূপ জগৎ অর্থাৎ অজ্ঞান বিকার, এই অজ্ঞান বিকার বা জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে। এইজন্যই জগৎ মিথ্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

এই দৃশ্যমান্ জগৎ, তাত্ত্বিক সত্তাশূন্য অর্থাৎ মিথ্যা। যেমন কোন ঐন্দ্রজালিক কৌশলাদিপ্রয়োগক্ষুভ্যমান মায়াদ্বারা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে, সেইরূপ মহামায়াবী ঈশ্বরও বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছাদ্বারা জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছাশক্তিই মায়া নামে অভিহিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময়ী মায়া এক হইলেও গুণের প্রভেদে বিভিন্ন। সেই প্রভেদেই জীবেশ্বরবিভাগ প্রচলিত। মায়ায় উপহিত ঈশ্বর ও অবিদ্যায় উপহিত জীব। উৎকৃষ্ট সত্ত্বপ্রাধান্যে মায়া এবং মলিনসত্ত্বপ্রাবল্যে অবিদ্যা। জীব কেবল উপহিত নহে, অবিদ্যার বশ্যও বটে। আকাশ একই, কিন্তু ঘটরূপ উপাধিতে ঘটাকাশ ও পটাকাশ এইরূপ প্রভেদ হইয়া থাকে, সেইরূপ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইলেও মনুজাদি উপাধিতে জীব, এবং এই উপাধি অপগত হইলেই ব্রহ্ম। যখন সম্পূর্ণরূপে উপাধিরহিত হয়, তখন নিরুপাধি বলা যায়। যতক্ষণ অজ্ঞান বা মায়া থাকিবে, ততক্ষণ নিরুপাধি হইবার যো নাই। সমস্ত উপাধি তিরোহিত হইলেই জীব ব্রহ্ম হয়, এইজন্য নিরুপাধি শব্দের অর্থ—ব্রহ্ম। উপাধিশূন্য হইতে হইলে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে হয়। যতক্ষণ উপাধি থাকে, ততক্ষণ ব্রহ্মে দৃশ্যভ্রান্তি হয়, যেই উপাধি চলিয়া যায়, অমনি জীব ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্ম হয়। (বেদান্তদর্শন) [ব্রহ্ম দেখ।]

নিরুপায় (ত্রি) নির্ন বিদ্যতে উপায়ো যস্য। ১ উপায়রহিত, উপায়হীন।

"উচ্ছিদ্যমানো বলিনা নিরুপায়ঃ প্রতিক্রিয়ঃ।" (কামন্দকী)

নিরুপ্ত (ত্রি) নির্-বপ-ক্ত। যজ্ঞাদিতে ভাগে ভাগে পৃথক্ করিয়া দত্ত।

"ন চ সৃষ্টিমাত্রেণ নিরুপ্তেন প্রয়োজনম্"(কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।১৬)

নিরুপ্তি (স্ত্রী) নির্-বপ্-ক্তিন্। (কাত্যা° শ্রৌ° ৯২।১৪)

নিরুষ্ণীষ (ত্রি) উষ্ণীষশূন্য, শূন্যমস্তক।

নিরুপেক্ষ (ত্রি) নির্গতা উপেক্ষা যস্মাৎ। ১ অনুপেক্ষ, উপেক্ষাশূন্য। ২ সৎ, চাতুর্য্যশূন্য।

নিরুষ্মন্ (ত্রি) উষ্মারহিত, শীতল।

নিরূঢ় (ত্রি) নির্-রুহ-ক্ত। ১ উৎপন্ন। ২ প্রসিদ্ধ। ৩ শক্তি তুল্য লক্ষণদ্বারা অর্থবোধক শব্দ।

"পূর্ব্বস্বামিসম্বন্ধাধীনং তৎস্বাম্যুপরমে যত্র দ্রব্যে স্বত্বং তত্র নিরূঢ়ো দায়শব্দঃ" (দায়ভাগ)

৩ পশুযাগভেদ। "নির্ম্মিত ঐন্দ্রাগ্নঃ" (আশ্ব° শ্রৌ° ৩।৮।৪)

'ঐন্দ্রাগ্নো নিরূঢ়ো নাম পশুঃ' (নারায়ণ)

নির-উঢ়ঃ। ৪ অবিবাহিত।

নিরূঢ়লক্ষণা (স্ত্রী) নিরূঢ়া শক্তিতুল্যা লক্ষণা। লক্ষণাভেদ।

"নিরূঢ়লক্ষণাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিন্নৈব স্বশক্তিতঃ।"

(কাব্যপ্র° টীকা) [লক্ষণা দেখ।]

নিরূঢ়বস্তি, (নিরুহ) বস্তিভেদ। কষায় বা ক্ষীরতৈলে যে বস্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে নিরূঢ়বস্তি বলে।

"বস্তির্দ্বিধানুবাসাখ্যো নিরূহশ্চেতিসংজ্ঞিতঃ।
যঃ স্নেহৈ র্দীয়তে স স্যাদনুবাসননামকঃ।
কষায়ক্ষীরতৈলৈর্যো নিরূহঃ স নিগদ্যতে॥" (সারকৌমুদী)

নিরূঢ়বস্তিপ্রয়োগের ব্যবস্থা, সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

অনুবাসন-প্রয়োগের পর, আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। অভ্যঙ্গ ও স্বেদপ্রয়োগ করিয়া পুরীষ মূত্র ও বায়ুর বেগ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মধ্যাহ্নকালে পবিত্র গৃহে শ্রোণিদেশ ভাল করিয়া রাখিয়া, বিস্তীর্ণ ও উপাধানরহিত শয্যায় বামপার্শ্বে শয়ন করিবে। রোগী ভুক্তদ্রব্য পরিপাকের পর দক্ষিণ শক্তি আকুঞ্চিত ও বামশক্তি প্রসারিত করিয়া, প্রফুল্ল মনে নিস্তব্ধভাবে থাকিবে। পরে বামপায়ের উপরে চক্ষু রাখিয়া, ডানহাতের বুড়া আঙ্গুল ও তর্জ্জনী দিয়া চক্ষুর পাতা চাপিয়া রাখিবে এবং বামহাতের কনিষ্ঠা ও অনামিকা দিয়া, বস্তির মুখের অর্দ্ধভাগ সঙ্কুচিত করিয়া মধ্যমা, প্রদেশিনী ও অঙ্গুষ্ঠ নামক তিনটী অঙ্গুলি দিয়া, অপর অৰ্দ্ধ মুখ ঢাকিয়া বস্তিমধ্যে ঔষধ পূরণ করিবে। ঔষধ পুরি-বার সময়, বস্তি যেন অধিক আয়ত বা সঙ্কুচিত না হয়, তাহার মধ্যে বুদ্বুদ না জন্মে অথবা বায়ু না থাকে, এইরূপে বস্তি মধ্যে যে পর্য্যন্ত ঔষধ পূর্ণ হইবে, তাহার অন্তভাগে সূতার দুই তিন বেড় দিয়া বাঁধিবে। পরে ডান হাত তুলিয়া বস্তি ধারণ করিবে এবং বাম হাতের মধ্যমাঙ্গুলি ও প্রদেশিনী দিয়া চক্ষু ধরিয়া, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার ঘৃতাক্ত মুখ ঢাকিয়া ঘৃতাক্তমলদ্বার মধ্যে প্রবেশ করাইবে। পৃষ্ঠবংশের সমরেখা পর্য্যন্ত দূরে, নেত্রের কর্ণিকা পর্য্যন্ত সঞ্চালিত করিয়া, রোগিকে স্থিরভাবে গ্রহণ করিতে কহিবে। বামহাতে বস্তি ধরিয়া, ডান হাতে প্রয়োগ করিতে হইবে। এককালে প্রয়োগ বিধেয়, তাহাতে দ্রুত বা বিলম্ব না হয়। তারপর বস্তি খুলিয়া, এক হইতে ত্রিশবার বলিতে যে সময় লাগে, সেই টুকু সময় অপেক্ষা করিয়া, রোগিকে উঠিতে বলিবে। ঔষধ দ্রব্য নির্গত হইবার জন্য রোগিকে উৎকট ভাবে বসাইবে। একমুহূর্ত্তকাল মধ্যে নিরূঢ় দ্রব্য বাহির হইয়া আসিবে। এই নিয়মে দুই তিনবার বস্তিপ্রয়োগে সম্যক্ নিরূঢ় লক্ষণ হইলে, আর বস্তিপ্রয়োগ করিবে না। নিরূঢ় লক্ষ-ণের বাড়াবাড়ি ভাল নয়, অল্প থাকাই ভাল। বিশেষতঃ সুকুমার ব্যক্তির পক্ষে সামান্যই হিতকর।

বস্তিপ্রয়োগে সামান্যবেগে যাহার মলবায়ু নির্গত না হয়, তাহাকে দুর্নিরূঢ় বলে। এরূপস্থলে মূত্ররোগ, অরুচি ও জড়তা-দোষ জন্মে। বস্তি প্রয়োগমাত্র, যাহার পুরীষ পিত্ত, কফ ও বায়ুক্রমে নির্গত হইয়া দেহ লঘু হয়, তাহা সুনিরূঢ় বলিয়া জানিবে। সুনিরূঢ় হইলে স্নান ও ভোজন করাইবে। পিত্ত, শ্লেষ্মা বা বায়ু জন্য রোগে যথাক্রমে ক্ষীর, যূষ বা মাংসরস খাইতে দিবে। মাংসরস সকল দোষেই প্রয়োজ্য। দোষাগ্নি অনুসারে তিন ভাগ হীন, অর্দ্ধভাগহীন বা চতুর্থাংশহীন পরিমাণে, ভোজন করিবে। তারপর দোষানুসারে স্নেহবস্তি চালাইবে। আস্থা-পন ও স্নেহবস্তি সম্যক্‌রূপে প্রয়োগ করিলে মনের তুষ্টি, দেহের স্নিগ্ধতা ও ব্যাধির নিগ্রহ, এই সকল লক্ষণ জন্মে। যে দিবস আস্থাপন প্রয়োগ করা যায়, সেদিন বায়ু কর্ত্তৃক বিশেষ অনি-ষ্টের সম্ভাবনা। অতএব রোগিকে সে দিন মাংসরস সহ অন্নভোজন করিতে দিবে ও অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। তৎপরে অগ্নির দীপ্তি ও বায়ুর গতি বুঝিয়া (কোষ্ঠদেশ বেশ উপস্তব্ধ থাকিলে) স্নেহবস্তি প্রয়োগ করিবে। মুহূর্ত্ত মধ্যে নিরূঢ়দ্রব্য বাহির হইয়া না আসিলে, ক্ষারমূত্র বা অম্লসংযুক্ত তীক্ষ্ণ নিরূঢ় দ্বারা শোধন করিবে। নিরূঢ় দ্রব্য অধিককাল শরীর মধ্যে থাকিলে, বায়ু কুপিত হইয়া বিষ্টব্ধশূল, অরতি, জ্বর, আনাহ, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটে। ভোজনান্তে আস্থাপন প্রয়োগ উচিত নহে। তাহাতে দোষ সকল কুপিত হয়, বিসূ-চিকা বা দারুণ বমনরোগ জন্মে। এই জন্য অভুক্ত অবস্থায় আস্থাপন দেওয়া কর্ত্তব্য।

দুগ্ধ, অম্লরস, মূত্র, স্নেহ, ক্বাথ, রস, লবণ, ফল, মধু, শতমূলী, সর্ষপ, বচ, এলাচ, ত্রিকটু, রাস্না, সরল, দেবদারু, হরিদ্রা, যষ্টি-মধু, হিঙ্গু, কুষ্ঠ, শোধনী-বর্গস্থিত দ্রব্যসমূহ—কটুকী, শর্করা, মুস্তা, বেণামূল, চন্দন, শঠী, মঞ্জিষ্ঠা, মদনফল, চণ্ডা, ত্রায়মাণা, রসাঞ্জন, বিল্বফলের সার, যমানী, প্রিয়ঙ্গু, কুটজ ফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি ও মধুলিকা এই বর্গের মধ্যে, যে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা নিরূঢ়ে প্রয়োগ করিবে। স্ব স্ব অবস্থায় নিরূঢ়ে যে পরিমাণে ক্বাথ

প্রয়োগ করিবে, তাহার পঞ্চভাগ স্নেহ, পিত্তে ষষ্ঠভাগ ও কফে অষ্টমভাগ একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে। সান্নিপাতিক কফের অষ্টমভাগ স্নেহ ও সেই পরিমাণ লবণ দেওয়া কর্ত্তব্য।

মধু, গোমূত্র, ফল, দুগ্ধ, অম্ল ও মাংসরস ইহাদের মধ্যে কোন একটী আবশ্যক বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে। কল্ক, স্নেহ ও কষায়ের উল্লেখ না থাকিলেও যুক্তিক্রমে কোন একটী লইবে। যে সকল দ্রব্য বিহিত, তাহা ভাল করিয়া পিষিয়া লইতে হইবে।

নিরূঢ়া (স্ত্রী) নিরূঢ় স্ত্রিয়াং টাপ্। লক্ষণাবিশেষ।

"কাচিৎ লক্ষতাবচ্ছেদকীভূততত্তদ্রূপেণ পূর্ব্বপূর্ব্বং প্রত্যায়কত্বাৎ নিরূঢ়া।" (শব্দশক্তিপ্র°) [লক্ষণা দেখ।]

নির্ উঢ়া। ২ অবিবাহিতা।

নিরূঢ়ি (স্ত্রী) নির্-রুহ-ক্তিন্। ১ প্রসিদ্ধি।

"নৃপবিদ্যাসু নিরূঢ়িমাগতা" (কিরাত°)

২ নিরূঢ়লক্ষণা।

নিরূপ (ত্রি) ১ রূপহীন। (পুং) ২ বায়ু। ৩ দেবতা। (ক্লী) ৪ আকাশ। [নীরূপ দেখ]

নিরূপক (ত্রি) নিরূপয়তি নি-রূপ-ণ্বুল্। নিরূপণকর্ত্তা, নিরূপণকারী।

নিরূপকতা (স্ত্রী) নিরূপকস্য ভাবঃ নিরূপক-তল্-টাপ্। স্বরূপসম্বন্ধভেদ।

নিরূপণ (ক্লী) নি-রূপ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ আলোক। ২ বিচার। ৩ নিদর্শন। (মেদিনী)

"প্রচ্ছন্না হি মহাত্মানশ্চরন্তি পৃথিবীমিমাম্।
দৈবেন বিধিনা যুক্তাঃ শাস্ত্রোক্তৈশ্চ নিরূপণৈঃ॥"(ভা°৩।৭১।৩১)

নিরূপয়তীতি নি-রূপ-ণিচ্-ল্যু। (ত্রি) ৪ নিরূপক।

(মার্কণ্ডেয়পু° ১৬।৬৯)

নিরূপিত (ত্রি) নি-রূপ-ণিচ্-ক্ত। ১ কৃতনিরূপণ, নিযুক্ত, নির্ণীত, স্থিরীকৃত, নিশ্চিত। ২ বিচারিত। ৩ দৃষ্ট।

"নিরূপিতো বালকএব যোগিনাং
সুভ্রমণে প্রাবৃষি নির্বিবিক্ততাম্॥" (ভাগবত ১।৫।২৩)

নিরূপিতি (স্ত্রী) ১ নিশ্চয়ত্ব, স্থিরভাবত্ব। ২ ভাবাদির ব্যাখ্যান।

নিরূপ্য (ত্রি) দৃষ্ট, স্থিরীকৃত, ব্যাখ্যাত।

নিরূষ্মন্ (ত্রি) গরম রহিত, শীতল।

নিরূহ (পুং) নির্-উহ করণে ঘঞ্। বস্তিভেদ।

নিরূহণ (ক্লী) স্থিরত্ব, নিশ্চয়ের ভাব।

নিঋ´তি (স্ত্রী) নির্নির্গতা ঋতি ঘৃণা অশুভং বা যস্ত। ১ অলক্ষ্মী। ২ দক্ষিণ পশ্চিমদিক্পতি।

"মৃগব্যাধশ্চ সর্পশ্চ নিঋ´তিশ্চ মহাযশাঃ।" (ভারত ১।৬৬ অ°)

৩ নিরুপদ্রব। ৪ অধর্ম্ম-পত্নী। (ভারত ১।৬৬ অ°)

৫ অধর্ম্মের কন্যা, হিংসার গর্ভে এই কন্যার জন্ম হয়।

"হিংসাভার্য্যাত্বধর্ম্মস্য তস্যাং জজ্ঞে তথানৃতম্।
কন্যা চ নিঋ´তিস্তস্যাং সুতৌ দ্বৌ নরকং ভয়ম্॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫ অ°)

৬ মৃতভার্য্যা। ৭ মূলানক্ষত্র। (পুং) ২ রুদ্রবিশেষ।

॥ * ॥ ঋগ্বেদে নিঋ´তি শব্দ পাপদেবতা শব্দে অভিহিত হইয়াছে।

"দূতো নিঋ´ত্যা ইদমাজগাম।" (ঋক্ ১০।১৬০।১)

'নিঋ´ত্যাঃ পাপদেবতায়াঃ দূতোঽনুচরঃ।' (সায়ণ)

পদ্মপুরাণে ইহার উপাখ্যান, এইরূপ লিখিত আছে। সমুদ্র-মন্থনে প্রথমে নিঋ´তি ও পরে লক্ষ্মী উৎপন্ন হয়। উদ্দালকের সহিত ইহার বিবাহ হয়।

নিঋ´তি সদাচারপূত উদ্দালকের আশ্রম অবলোকন করিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উদ্দালককে বলিয়া ছিল, এই আশ্রম আমার বাসের উপযুক্ত নয়। যেথানে সর্ব্বদা বেদধ্বনি হয় এবং দেবতা ও অতিথিপূজা প্রভৃতি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই স্থান আমার বাসোপযুক্ত নহে। যেথানে সকল প্রকার অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, সেই স্থানই আমার প্রিয়। উদ্দালক এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করেন। পরে নিঋ´তি স্বামিবিরহে কাতর হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। লক্ষ্মী ভগিনীর দুঃখ জানিতে পারিয়া নারায়ণের সহিত তথায় আগমন করেন এবং নারায়ণ তাহাকে বুঝাইয়া বলেন যে, অশ্বত্থবৃক্ষ আমার অংশসম্ভূত, এই বৃক্ষে তুমি অবস্থান কর। মন্দবারে লক্ষ্মী এই খানে আসিবেন এবং ঐ দিনে তোমার পূজা হইবে। (পাদ্মোত্তরখণ্ড ১৬১ অ°)

সংযমনীপুরীর পশ্চিমভাগের দিক্পতির নাম নিঋ´তি। তাঁহার অধিষ্ঠিত লোককে নিঋ´তিলোক বলে। তথায় পুণ্যশীল ও অপুণ্যশীল দুই প্রকার লোক বাস করে।

যাহারা রাক্ষসযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও পরহিংসা পরদ্বেষ প্রভৃতি কুকর্ম্মকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই পুণ্যশ্রেণীভুক্ত। যাহারা নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ও শাস্ত্রোক্ত নিয়ম সমুদয় প্রতিপালনপূর্ব্বক, কথনও অখাদ্যভোজন, পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যহরণ ইত্যাদি অসৎ কর্ম্ম করে নাই; যাহারা সর্ব্বদা সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, দ্বিজসেবা, দেবসেবা, তীর্থদর্শনাদি করে, তাহারাই সর্ব্ববিধ ভোগসম্পন্ন হইয়া উক্ত পুরিতে বাস করিতেছে। ম্লেচ্ছ হইয়াও যাহারা আত্মহত্যা করে না ও মুক্তিক্ষেত্র কাশী ভিন্ন অন্য তীর্থে মৃত্যুলাভ করিলেও তাহারা এই স্থানে বাস করিয়া থাকে।

দিক্‌পতি নির্ঋতি পূর্ব্বকালে বিন্ধ্যাচলের বনমধ্যে নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর তটদেশে বাস করিতেন। ইনি শবরগণের অধিপতি পিঙ্গাক্ষ নামে খ্যাত। শবরশ্রেষ্ঠ অতিশয় বলবান্ ও সচ্চরিত্র লোক ছিলেন। পথিকগণের আপদ্ দূরীকরণার্থ বহুসংখ্যক সিংহ ব্যাঘ্র নিধন করিয়া পথ নিরাপদ করিয়াছিলেন। ব্যাধ-বৃত্তি ইঁহার জীবিকা হইলেও নিষ্ঠুরাচরণে পরাঙ্মুখ ছিলেন; কখনও বিশ্বস্ত, সুপ্ত, বয়োযুক্ত, জলপানে নিরত, শিশু বা গর্ভযুক্ত জীবজন্তু হনন করিতেন না। এই ধর্ম্মাত্মা শ্রমাতুর পথিককে বিশ্রামস্থান, ক্ষুধাতুরকে আহারদান ও দুর্গম প্রান্তরপথে পথিকগণের অনুগমন করিয়া, তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিতেন।

পিঙ্গাক্ষের এবংবিধ আচরণে, সেই প্রান্তরভূমি নগরের তুল্য হইয়াছিল। কোন ব্যক্তি ভয়ে পথিকের পথরোধ করিতে পারিত না। কোন সময়ে নিকটস্থ গ্রামনিবাসী পিঙ্গাক্ষের পিতৃব্য, পথিকগণের মহাকোলাহল শুনিয়া, তাহাদের ধন অপহরণ করিবার অভিলাষে তাহাদিগকে নিধন করিবার জন্য প্রচ্ছন্নভাবে পথ অবরোধ করিয়া রহিল। দৈবক্রমে পিঙ্গাক্ষও সেই দিবস রাত্রিকালে সেই অরণ্যে মৃগয়া করিতে যাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

এদিকে রাত্রি প্রভাত হইলে, "হে বীরগণ! শীঘ্র মার, পাতিত কর, নগ্ন কর।" "হে বীরগণ! আমরা তীর্থযাত্রী, আমাদিগকে মারিও না, রক্ষা কর। আমাদের যাহা কিছু আছে, তোমরা সমস্তই লুণ্ঠন কর। আমরা পথিক ও অনাথ, কিন্তু বিশ্বনাথপরায়ণ, সুতরাং তিনিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা। কিন্তু তিনিও দূরে অবস্থিত, আমাদের আর কেহই রক্ষাকর্ত্তা নাই। আমরা পিঙ্গাক্ষের ভরসায় সর্ব্বদা এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকি, কিন্তু তিনিও এ বন হইতে অনেক দূরে অবস্থিতি করিতেছেন।" এই কোলাহল শ্রবণপূর্ব্বক দূর হইতে 'ভয় নাই, ভয় নাই' বলিতে বলিতে পথিক-বন্ধু পিঙ্গাক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "আমি জীবিত থাকিতে, কোন্ দুরাচার আমার প্রাণলিঙ্গ-তুল্য পথিকগণকে প্রাণে মারিয়া লুণ্ঠন করিতে অভিলাষ করিয়াছে? পিঙ্গাক্ষের পিতৃব্য তোয়াথ্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় দলস্থ দস্যুগণকে পিঙ্গাক্ষের প্রাণবধের আজ্ঞা দিল।

পিঙ্গাক্ষ একাকী এই সমস্ত দস্যুদলের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কোন প্রকারে যাত্রিগণকে আপনার বাসস্থানের নিকট আনয়ন করিলেন, কিন্তু দস্যুগণ কর্ত্তৃক ধনুর্ব্বাণ ও কবচ ছিন্ন হইলে, অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত শরীর হইয়া দস্যুনাশে অকৃতকার্য্যতাবশতঃ ক্ষোভপ্রকাশপূর্ব্বক ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এই জন্যই সেই পিঙ্গাক্ষ নৈর্ঋতেশ্বর রূপে দিক্‌পতি হইয়া, নৈর্ঋতে অবস্থান করিতেছেন। (কাশীখ°)

নির্ঋথ (পুং) নির্-ঋ-থক্। সামভেদ। (উজ্জ্বলদত্ত)

নিরেক (পুং) ১ চিরকালব্যাপ্য, চিরসম্বন্ধীয়। ২ খালি নয়, পরিপূর্ণ। (মহীধর)

নিরোদ্ধব্য (ত্রি) নি-রুধ-কর্ম্মণি তব্য। আবরণীয়। লোকসমূহের যথেচ্ছাচারবারণের নিমিত্ত রক্ষণীয়। যাহারা অন্যায়াচরণ করে, রাজা তাহাদিগকে রোধ করিবেন।

"আশয়াশ্চোপদানাশ্চ প্রভৃতসলিলাকরাঃ।
নিরোদ্ধব্যাঃ সদা রাজ্ঞা ক্ষীরিণশ্চ মহীরুহাঃ॥"
(ভারত শান্তিপর্ব্ব ৮৬।১৫)

২ প্রতিরোধনীয়।

নিরোধ (পুং) নি-রুধ-ঘঞ্। ১ নাশ। ২ গতি প্রভৃতির প্রতিরোধ। ৩ নিগ্রহ।

"ন নিরোধো ন চোৎপত্তি ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥" (সাংখ্যপ্র° ধৃত শ্রুতি)

৪ নিরুদ্ধাখ্য চিত্তাবস্থাভেদ। চিত্তের একাগ্রাবস্থায় কেবল বহির্বৃত্তি নিরোধ হয়, কিন্তু নিরোধাবস্থায় সকল বৃত্তি নিরোধ হইয়া থাকে। চিত্তনিরোধ করিতে হইলে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রয়োজন। কেবল অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। [নিরুদ্ধ দেখ।] চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে নির্বীজ-সমাধিলাভ হয়।

নিরোধক (ত্রি) নিতরাং রুণদ্ধি নি-রুধ-ণ্বুল্। ১ নিরোধকারক।

নিরোধন (ক্লী) নি-রুধ ল্যুট্। ১ কারাগারাদিতে প্রবেশদ্বারা গতিরোধ। ২ বিষয়সংপ্রচার রহিতকরণ।

নিরোধপরিণাম (পুং) পাতঞ্জলোক্ত পরিণামবিশেষ। ইহার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনে এইরূপ লিখিত আছে—

"ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণ-চিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ।" (পাত° ৩।৯)

চিত্তের ক্ষিপ্তাদি রাজসিক পরিণামের নাম ব্যুত্থান এবং কেবলমাত্র বিশুদ্ধসত্ত্ব পরিণামের নাম নিরোধ। চিত্তের সম্প্রজ্ঞাত অবস্থা ও পরবৈরাগ্য অবস্থা—এই দুই অবস্থাও যথাক্রমে ব্যুত্থান ও নিরোধ। এই দুই পরিণামের সংস্কার যখন, যথাক্রমে অভিভূত ও প্রাদুর্ভূত হয়, অর্থাৎ যখন ব্যুত্থান সংস্কার অভিভূত হইয়া গিয়া নিরোধসংস্কার পুষ্ট হয়, চিত্ত তখন নিরোধ নামক অবসরের অনুগত হয়। তাদৃশ আনুগত্যের অর্থাৎ সেই প্রকার অবসরপ্রাপ্তি বা তুষ্ণীম্ভাবপ্রাপ্তির নাম নিরোধপরিণাম।

যোগী সংযমদ্বারা বিবিধ ঐশ্বর্য্য বা অলৌকিক ক্ষমতা আহরণ করিতে পারেন বটে, কিন্তু কিরূপ বিষয়ের জন্য, কিরূপ সংযম করিতে হয়, তাহা তাঁহার অগ্রে জানা আবশ্যক। কোথায় কি প্রকার সংযম প্রয়োগ করিতে হয়, কোন্ সংযমের কি ফল, তাহা জানা না থাকিলে, ফললাভ হওয়া দুর্ঘট হয়। সুতরাং সংযমশিক্ষার অগ্রে সংযমের স্থানগুলি নির্ণয় করিয়া লইতে হয়, এবং বিবিধ চিত্তপরিণাম— চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন বিকারভাবগুলি প্রত্যক্ষবৎ প্রতীতিযোগ্য করিয়া লইতে হয়। চিত্তব্যুত্থানকালে, একাগ্রতাকালে ও নিরুদ্ধ সময়ে কিরূপ অবস্থায় থাকে, তাহা নিপুণতার সহিত লক্ষ্য করিতে হয়। নিরোধ কালের চিত্তাবস্থা জ্ঞাত হওয়া যত আবশ্যক, ব্যুত্থান কালের চিত্তাবস্থার চিত্তপরিণাম সন্ধান করা, তত আবশ্যক নহে। নিরোধপরিণামের যথার্থ স্বরূপ কি? অর্থাৎ নির্বীজ সমাধির সময় চিত্ত কিরূপ ভাবে থাকে, তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

যে কোন সংস্কারই হউক, সমস্তই চিত্তধর্ম্ম, এবং চিত্তই তত্তাবতের ধর্ম্মী অর্থাৎ আধার। চিত্ত যখন বিবিধ বিষয়াকারে পরিণত হইতে থাকে, তখন তাহাতে, সেই সেই পরিণামের সংস্কার অবহিত থাকে। চিত্ত যখন কেবলমাত্র সম্প্রজ্ঞাত-বৃত্তিতে স্থিতি করে, একাগ্র বা একতান হয়, তখনও তাহাতে তাহার সংস্কার নিহিত থাকে। চিত্ত যতক্ষণ বৃত্তিশূন্য না হয়, ততক্ষণ তাহাতে সংস্কার থাকে। একাগ্রবৃত্তি অবিশ্রান্তরূপে বা প্রবাহাকারে উদিত হইতে থাকিলে, তজ্জনিত সংস্কারও তাহাতে যথাক্রমে আবদ্ধ হয়। যে সংস্কার বা স্রোত নিরোধপরিণাম ব্যতীত তিরোহিত বা অভিভূত হয় না। পরে বৈরাগ্যাভ্যাস দ্বারা যখন ব্যুত্থানসংস্কার অভিভূত হয়, তিরোহিত হয় ও নিঃশক্তি অথবা বিলীন হইয়া যায়, সেই নিরোধসংস্কার, তখন প্রবল বা পুষ্ট হইয়া দাঁড়ায়। চিত্ত এই সময়ে, পূর্ব্বসঞ্চিত ব্যুত্থান-সংস্কার হইতে অপসৃত হইয়া, কেবলমাত্র নিরোধসংস্কার লইয়া অবস্থিত থাকে, অর্থাৎ তখন কেবল স্ব স্ব রূপে থাকে। চিত্তের এই অবস্থা স্থায়ী হইলেই, যোগিরা তাহাকে নিরোধ-পরিণাম বলিয়া থাকেন।

এই নিরোধ অবস্থাটীও পরিণামবিশেষ। সুতরাং নিরোধপরিণাম এই নামটীও অন্বর্থ জানিতে হইবে। চিত্ত যখন গুণময়, অর্থাৎ প্রকৃতিময়, তখন সে যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহাতে অবিশ্রান্ত পরিণাম হইবে। কেন না প্রকৃতির স্বভাব এই যে সে ক্ষণকালও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারেনা। সুতরাং যাহাকে নিরোধ বলা হইল, বস্তুতঃ তাহাও এক প্রকার পরিণাম। কেননা চিত্ত তখনও পরিণত হয়, তবে কিনা তাহা তাহার স্বরূপেরই অনুরূপ। তাদৃশ স্বরূপপরিণামের অন্য নাম স্থৈর্য্য। চিত্ত স্থির হইয়াছে একথা বলিলে, কোনরূপ পরিণাম হইতেছে না, ইহা না বুঝিয়া, এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, বিষয়াবগতা বৃত্তি হইতেছে না, কিন্তু স্বরূপের অনুরূপপরিণামই হইতেছে। এখন সিদ্ধান্ত হইল যে, স্থৈর্য্য অথবা নির্বৃত্তিক অবস্থার নামই নিরোধ-পরিণাম। সংস্কার দৃঢ় হইলেই, তৎপ্রভাবে নিরোধ-পরিণামের প্রশান্ত-বাহিতা বা স্থৈর্য্যপ্রবাহ জন্মে। (পাতঞ্জলদ°)

নিরোধিন্ (ত্রি) প্রতিবন্ধক, নিরোধকারী।

নির্গ (পুং) নিরন্তরং গচ্ছত্যত্রেতি, নির্-গম-ড। (অন্যত্রাপি দৃশ্যতে ইতি বক্তব্যং। বার্ত্তিক ৩।২।৪৮) দেশ।

নির্গত (ত্রি) নির্-গম-ক্ত। বহিঃপ্রাপ্ত, বহির্গত।

নির্গন্ধ (ত্রি) নির্নাস্তি গন্ধো যত্র। গন্ধশূন্য।

"বিদ্যাহীনা ন শোভন্তে নির্গন্ধা ইব কিংশুকাঃ।" (চাণক্য)

নির্গন্ধন (ক্লী) নির্-গন্ধ অর্দ্দনে ভাবে ল্যুট্। ১ নিগ্রন্থন। ২ মারণ। (স্বামী।)

নির্গন্ধপুষ্পী (স্ত্রী) নির্গন্ধং গন্ধশূন্যং পুষ্পং যস্যঃ। ঙীপ্। শাল্মলিবৃক্ষ। (শব্দা°)

নির্গম (পুং) নির্-গম-অপ্। নিঃসরণ, নির্গত হওন।

"নৈব সা নির্গমং লেভে জটামণ্ডলমোহিতা।" (রামা° ১।৪৪।১১)

নির্গমন (ক্লী) নির্-গম-করণে-ল্যুট্। ১ দ্বার। ২ প্রতিহারী। ভাবে ল্যুট্। ৩ নিঃসরন।

নির্গর্ব্ব (ত্রি) নির্নাস্তি গর্ব্বঃ যস্য। গর্ব্বরহিত, অহঙ্কারশূন্য। নিরহঙ্কার।

নির্গবাক্ষ (ত্রি) গবাক্ষরহিত।

নির্গুণ (পুং) নির্গতা গুণা যস্মাৎ। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণাতীত, যাহাতে সত্ব, রজঃ ও তমো গুণ নাই। পরমেশ্বর।

"সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুম্।
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বঞ্চ স্বেচ্ছারূপং নমাম্যহম্॥" (ব্রহ্মবৈ° গণেশখ° ১৩অ°)

(ত্রি) ২ বিদ্যাদি শূন্য, মূর্খ, গুণহীন।

"সগুণো নির্গুণো বাপি সহায়ো বলবত্তরঃ।
তুষেণাপি পরিভ্রষ্টস্তণ্ডুলো নাঙ্কুরায়তে॥" (উদ্ভট)

৩ গুণরহিত, জ্যাহীন, যথা নির্গুণ ধনু। [ব্রহ্ম দেখ।]

নির্গুণতা (স্ত্রী) নির্গুণস্য ভাবঃ, নির্গুণ-ভাবে তল্, টাপ্। গুণহীনতা।

নির্গুণত্ব (ক্লী) নির্গুণ ভাবে-ত্ব। গুণহীনত্ব, মূর্খত্ব।

নির্গুণাত্মক (ত্রি) নির্গুণ আত্মা যস্য কন্। নির্গুণ স্বরূপ, ব্রহ্ম।

নির্গুণোপাসনা (স্ত্রী) নির্গুণস্য ব্রহ্মণঃ উপাসনা। নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা। [ব্রহ্ম দেখ।]

নিগুণ্ঠী (স্ত্রী) নির্গতা গুণ্ঠাৎ গুণ্ঠনাৎ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নিগুণ্ডী। (অমরটীকা মধু) ২ নিসিন্দাগাছ।

নিগুণ্ড, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত চিত্তলদুর্গ জেলাস্থ একটী গ্রাম। অক্ষা° ১৩° ৪৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১৫´ পূঃ। পূর্ব্বকালে ইহা গঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত এবং এখানে জৈনদিগের রাজধানী ছিল। কিংবদন্তী অনুসারে খৃষ্টের ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে উত্তর ভারতের নীলশেখর নামক এক রাজা এই স্থানের স্থাপয়িতা। তিনি ইহার নীলবতীপাটন নাম রাখেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে উৎকীর্ণ মের্কারা তাম্রশাসনে নিগুণ্ড নাম পাওয়া যায়।

নিগুণ্ডী (স্ত্রী) নির্গতং গুণ্ডং বেষ্টনং যস্যাঃ ঙীষ্। ১ নীলশেফালিকা। পর্য্যায়—শেফালিকা, শেফালী, নীলিকা, মল্লিকা, সুবহা, রজনীহাসা, নিশিপুষ্পিকা। (শব্দর°) ২ নিসিন্দা। পর্য্যায়—সিন্দুক, সিন্দুবার, ইন্দ্রসুরথ, নিগুণ্ঠী, ইন্দ্রাণী, পৌলোমী, শক্রাণী, কাসনাশিনী, বিসুন্ধক, সিন্ধক, সুরথ, সিন্ধুবারিত, সুরমা, সিন্ধুবারক, করহাট। (শব্দর°)।

নিগুণ্ডী কল্প, ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত ঔষধভেদ। ভৈষজ্যরত্নাবলীর মতে পিঙ্গলা যোগিনী এই ঔষধ প্রকাশ করেন। প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ নিগুণ্ডী বা নিসিন্দামূল ৮ পল ও মধু ১৬ পল একত্র মিলাইয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া শরা দিয়া ঐ ভাণ্ডের মুখ আচ্ছাদন ও গাঢ়রূপে লেপন করিয়া এক মাস ধান্যরাশির মধ্যে রাখিবে। এই চূর্ণ গোমূত্র ও তক্রাদির সহিত কিছু দিন সেবন করিলে সকল প্রকার রোগ ও জরা দূর হইয়া বল, বীর্য্য ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। ইহা এক মাস খাইলে কনকবর্ণ, গৃধ্রদৃষ্টি, সর্ব্বরোগবিবর্জ্জিত ও পলিতহীন এবং এক বৎসর খাইলে যাবজ্জীবন বদ্ধশুক্র ও শতস্ত্রীরমণের ক্ষমতা হয়। গোমূত্রের সহিত যে খায়, তাহার কুষ্ঠ, পামা, বিচর্চ্চিকা, নাড়ীব্রণ, গুল্ম, শূল, প্লীহা ও উদররোগ ভাল হয়। (ভৈষজ্যর°)

নিগুণ্ডী তৈল, বৈদ্যকোক্ত ঔষধভেদ। এই তৈল নানাপ্রকার উপকরণভেদে বিভিন্ন রোগনাশক। ১। তৈল ৪ সের, নিসিন্দার রস ১৬ সের, কল্কার্থ ঈশলাঙ্গলের মূল ১ সের, এই তৈলের নস্যে গণ্ডমালা ভাল হয়।

২। তৈল ৪ সের, মূল, পত্র ও শাখা সহিত নিসিন্দা নিংড়াইয়া রস বাহির করিবে। এই রস ৪ সের। উভয় একত্র পাক করিয়া লইবে, এই তৈল পান, অভ্যঙ্গ ও নস্যার্থ প্রয়োগ করিলে পামা, অপচী ও সর্ব্বপ্রকার ব্রণ ভাল হয়।

নিগূঢ় (ত্রি) নির্নিশ্চয়েন গুহ্যতে সংব্রিয়তে আত্মা অত্রেতি নির্-গুহ অধিকরণে ক্ত। ১ বৃক্ষকোটর। ২ সংবৃত। ৩ নিতান্ত গূঢ়। (শব্দর°)

নির্গৃহ (ত্রি) গৃহশূন্য।

নির্গৌরব (ত্রি) ১ গৌরবহীন, অহঙ্কারশূন্য। ২ সুশীল, নম্র।

নির্গ্রন্থ (পুং) নির্গতো গ্রন্থেভ্যঃ। ১ ক্ষপণক। ২ দিগম্বর।

পুরাকালে দিগম্বর জৈনেরা বস্ত্রাদি আচ্ছাদন ব্যবহার করিত না, এই জন্য উহারা দিগম্বর বা নির্গ্রন্থ (গ্রন্থিশূন্য) নামে অভিহিত। এখন বৃটীশ আইন ও দেশপ্রথানুসারে কাপড় ব্যবহার করে বটে, কিন্তু আহারের সময় সম্পূর্ণ উলঙ্গাবস্থায় আহারকার্য্য শেষ করে। ইহারা বলে "মানব যখন সম্পূর্ণ নির্ম্মম, স্পৃহার বস্তুশূন্য ও স্পৃহাশূন্য হয়, তখনই মুক্তির যোগ্য। অতএব প্রকৃত সন্ন্যাসিদের কাপড় ব্যবহার করা অনুচিত।" [জৈন দেখ]

৩ দ্যূতকর। ৪ মুনিভেদ। ৫ নির্ধন। ৬ মূর্খ। ৭ নিঃসহায়। (ত্রি) ৮ নির্ব্বেদপ্রাপ্ত।

'নির্গ্রন্থো নগ্নকেঽপি স্যাৎ নিঃস্ববালিশয়োরপি॥' (মেদিনী)

নির্গ্রন্থক (পুং) নির্গ্রন্থ এব স্বার্থে কন্। ১ ক্ষপণক। ২ নিষ্ফল। ৩ অপরিচ্ছদ।

'নির্গ্রন্থকঃ স্যাৎ ক্ষপণে নিষ্ফলেঽপ্যপরিচ্ছদে।' (মেদিনী)

৪ বস্ত্ররহিত।

নির্গ্রন্থন (ক্লী) গ্রথি কৌটিল্যে নির্-গ্রন্থি-ল্যুট্। মারণ। (অমর)

নির্গ্রন্থি (ত্রি) গ্রন্থিশূন্য।

নির্গ্রন্থিক (পুং) নির্গতো গ্রন্থিভ্যো দয়গ্রন্থির্যস্ত। ১ ক্ষপণক। (ত্রি) ২ নিপুণ। ৩ হীন। (শব্দরত্না°)

"সোঽপি কথঞ্চিদ্ নির্গ্রন্থিকগ্রহমোচিতাত্মা মদনুশিষ্টঃ।"(দশকু°চ°)

স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ জৈনসন্ন্যাসিনী।

"বৃক্ষবাটিকায়াং গতো নিতম্ববতীং নির্গ্রন্থিকা প্রযত্নেনোপনীতং।" (দশকুমার)

নির্গ্রাহ্য (ত্রি) নির্-গ্রহ কর্ম্মণি ণ্যৎ। নিশ্চয়রূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ।

"অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদ্রেশ্যমনির্গ্রাহ্যম্।" (বৃহদারণ্যক উপ°)

নির্ঘট (ক্লী) নির্গতো ঘটো যস্মাৎ। ১ ঘটশূন্য দেশ। ২ রাজকরশূন্য হট্ট, যে হাটে খাজনা দিতে হয় না। (শব্দচ°)

৩ বহুজনাকীর্ণ হট্ট। (হারাবলী) ৪ ঘটাভাব।

নির্ঘণ্ট (পুং) নির্-ঘণ্ট-দীপ্তৌ ঘঞ্। নির্ঘণ্টন, নিঘণ্টু গণসংগ্রহ, গ্রন্থের সূচী।

"ধন্বন্তরীয়মদনাদিহলায়ুধাদীন্
বিশ্বপ্রকাশমমরকোষমশেষরাজান্।
আলোক্য লোকবিদিতাংশ্চ বিচিন্ত্য শব্দান্
দ্রব্যাভিধানগণসংগ্রহ এব সৃষ্টঃ॥
নির্দিশলক্ষণপরীক্ষণনির্ণয়েন
নানাবিধৌষধবিচারপরায়ণো যঃ।

সোঽধীতাং যৎ সকলমেন মবৈতি সর্ব্বং
তস্মাদয়ং জগতি ভাতি নিঘণ্টুরাজঃ ॥" (রাজনির্ঘণ্ট)

নির্ঘর্ষণ (ক্লী) মর্দন, সংঘর্ষ।

নির্ঘাত (পুং) নির্ হন-ঘঞ্। বায়ুকর্ত্তৃক অভিহত বায়ুপ্রপতন জন্য শব্দ বিশেষ, বায়ুর শব্দ, বায়ুতে বায়ুতে অভিহত হইয়া যে শব্দ উৎপন্ন হয়, প্রবলবাত্যা, ঝড়।

"বায়ুনাভিহতে বায়ৌ গগনাচ্চ পতত্যধঃ।
প্রচণ্ডঘোরনির্ঘোষো নির্ঘাত ইব কথ্যতে ॥" (শব্দমালা)

বৃহৎসংহিতায় নির্ঘাতের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

বায়ু কর্ত্তৃক বায়ু অভিহত হইয়া আকাশতল হইতে পৃথিবীতে পতিত হইলে তাহাই নির্ঘাত হয়। সেই নির্ঘাত-দীপ্ত দিকৃস্থিত বিহগগণ কর্ত্তৃক শব্দিত হইলে পাপকর হয়। সূর্য্যোদয়কালে নির্ঘাত হইলে বিচারক, ধনী, যোদ্ধা, অঙ্গনা, বণিক ও বেশ্যাগণ এবং প্রহরাংশ পর্য্যন্ত হইলে শূদ্র ও পৌরগণকে নিহত করিয়া থাকে। মধ্যাহ্ন সময়ে হইলে রাজোপসেবী ব্যক্তি ও ব্রাহ্মণগণকে পীড়িত করে। তৃতীয় প্রহরে নির্ঘাত হইলে বৈশ্য ও জলদাতৃগণকে এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে চোরগণকে পীড়িত করে। সূর্য্যাস্তে হইলে নীচদিগকে এবং রাত্রির প্রথম যামে হইলে শস্য সকল নষ্ট হয়। রাত্রির দ্বিতীয় যামে হইলে পিশাচগণ, তৃতীয় যামে হইলে হস্তী ও অশ্বগণ এবং চতুর্থ যামে নির্ঘাত হইলে পদাতিকগণ হত হইয়া থাকে। যে দিক্ হইতে প্রথমে নির্ঘাত উপস্থিত হয়, সেই দিক্ নষ্ট হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিতা ৩৯ অ°) যে সময়ে নির্ঘাত উপস্থিত হয়, সেই সময় কোনরূপ মঙ্গল কার্য্য করিতে নাই।

"উল্কাপাতে চ নির্ঘাতে তথৈবাকালবর্ষণে।
ছিদ্রে সূর্য্যে বিনির্দ্দিষ্টে ন কুর্য্যাৎ মঙ্গলক্রিয়াং ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

নির্ঘাতসময়ে বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য নহে।

"নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতিষাঞ্চোপসর্জ্জনে।
এতানাকালিকান্ বিদ্যাদনধ্যায়ানৃতাবপি ॥" (মনু)

২ অস্ত্রভেদ। (বিজয়রক্ষিত)

নির্ঘাতন (ক্লী) নির্ হন্ স্বার্থে ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। সুশ্রুতোক্ত যন্ত্রনিষ্পাদ্য ক্রিয়াভেদ।

"উত্তুণ্ডিতং ছিত্বা নির্ঘাতয়েৎ ছেদনীয়মুখং।" (সুশ্রুত)

নির্ঘাত্য (ত্রি) নির্-হন-ণ্যৎ। ছেদনীয়।

নির্ঘুরিণী (স্ত্রী) নদী, নির্ঝরিণী।

নির্ঘৃণ (ত্রি) নির্গতা ঘৃণা দয়া বা যস্মাৎ। নির্দ্দয়, দয়াশূন্য। ২ ঘৃণাশূন্য, নির্লজ্জ।

"ভো ভো প্রজাপতে রাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে।
সংজ্ঞাপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ ॥" (ভাগ° ৪।২৫।৭)

নির্ঘোষ (পুং) নির্-ঘুষ-ঘঞ্। ১ শব্দমাত্র।

"স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাস্থিতৌ।" (রঘু ১।৩৬)

(ত্রি) নির্নাস্তি ঘোষো যত্র। ২ শব্দশূন্য।

"সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং নির্ঘোষে নির্জ্জনে বনে।
কায়মভ্যন্তরং কৃৎস্নমেবাগ্রঃ পরিচিন্তয়েৎ ॥"(ভারত ১৪।১৯।৩৬)

নির্ঘোষাক্ষরবিমুক্ত (পুং) সমাধিভেদের নাম।

নির্জ্জন (ত্রি) নির্গতো জনো যস্মাৎ। জনশূন্যস্থানাদি, বিজন।

"একস্মিন্ সময়ে পাণ্ডু র্মাদ্রীং দৃষ্ট্বা তু নির্জনে।"
(দেবীভাগ° ২।৬।৫৯)

নির্জ্জর (পুং) জরায়া নিষ্ক্রান্তঃ 'নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থে পঞ্চম্যাঃ' ইতি সমাসঃ। ১ দেবতা। দেবতা সকল জরা হইতে অতিক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া নির্জ্জর নামে অভিহিত হন।

"বিশন্তু নির্জ্জরাঃ সর্ব্বে কুশলং কথয়ন্তু বঃ।" (দেবীভাগ° ৫।৮।১৮)

(ত্রি) ২ জরারহিত। (ক্লী) ৩ সুধা। (শব্দরত্না°) সুধা খাইলে জরারহিত হয়, এইজন্য নির্জ্জর শব্দে সুধা বুঝায়।

নির্জ্জরস্ (ত্রি) নির্জ্জর শব্দের পরিবর্ত্তে সময় সময় ব্যবহৃত হয়।

নির্জ্জরসর্ষপ (পুং) নির্জ্জরপ্রিয়ঃ সর্ষপঃ। দেবসর্ষপ বৃক্ষ।
(রাজনি°)

নির্জ্জরা (স্ত্রী) নির্জ্জর-টাপ্। ১ গুড়ূচী। ২ তালপর্ণী। (মেদিনী)

নির্জ্জরায়ু (পুং) নির্গতো জরায়ুতঃ। ১ জরায়ু হইতে নির্গত। ২ জরায়ুহীন।

নির্জ্জর্জল্প (ত্রি) নিতরাং জর্জ্জরীভূত।

"নির্ঋতিঃ নির্জর্জল্পেন শীর্ষ্ণা" (শুক্লযজু° ২৫।২)
'নির্জর্জল্পেন নিতরাং জর্জ্জরীভূতেন' (বেদদীপ°)

নির্জ্জল (ত্রি) নির্গতং জলং যস্মাৎ। জলশূন্য দেশাদি, জলশূন্য স্থান।

নির্জ্জলৈকাদশী (স্ত্রী) নির্জ্জলা একাদশী। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লএকাদশী। এই একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করিতে হয়, এইজন্য ইহাকে নির্জ্জলৈকাদশী কহে। হরিভক্তিবিলাসে এই একাদশীর বিধান দেখিতে পাওয়া যায়—

"বৃষস্থে মিথুনস্থেঽর্কে শুক্লাহ্যেকাদশী হি যা।
জ্যেষ্ঠে মাসি প্রযত্নেন সোপোষ্যা জলবর্জ্জিতা ॥
স্নানে চাচমনে চৈব বর্জ্জয়িত্বোদকং বুধঃ।
উপযুঞ্জীত নৈবাম্বুদ্ ব্রতভঙ্গোঽন্যথা ভবেৎ ॥
উদয়াদুদয়ং যাবৎ বর্জ্জয়িত্বা জলং বুধঃ।
অপ্রযত্নাদবাপ্নোতি দ্বাদশদ্বাদশীফলম্ ॥"
(হরিভক্তিবিলাস ১৫ বি°)

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে জলবর্জ্জিত হইয়া উপবাস করিতে হইবে। স্নান, আচমন প্রভৃতি কোন

কার্য্যেই এই দিন জলস্পর্শ করিতে পারিবে না। যদি কোন গতিকে জলস্পর্শ হয়, তাহা হইলে ব্রতভঙ্গ হইবে। এই একাদশীর উদয়কাল হইতে পরদিন উদয় পর্য্যন্ত জলবর্জ্জন করিতে হইবে। এই নির্জ্জলৈকাদশী করিলে দ্বাদশদ্বাদশীর ফল লাভ হয়। পরদিন প্রভাতকালে অর্থাৎ দ্বাদশীতে স্নান করিয়া দ্বিজাতিদিগকে জল ও সুবর্ণদান করিয়া ভোজন করিতে হয়। যাহারা এইরূপ নিয়মে একাদশী করেন, তাহাদের যমভয় থাকেনা, অন্তকালে বিষ্ণুলোকে গতি হইয়া থাকে এবং পিতৃগণ উদ্ধার হইয়া থাকেন। যাহারা এই একাদশী না করে, তাহারা পাপাত্মা, দুরাচার ও নষ্ট হইয়া থাকে।

"আত্মদ্রোহঃ কৃতস্তৈস্তু যৈরেষা নহ্যপোষিতা।
পাপাত্মানো দুরাচারা দুষ্টাস্তে নাত্র সংশয়ঃ॥"

(হরিভক্তিবিলাস ১৫ বি°)

যাহারা এই ব্রতবিবরণ ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, বা কীর্ত্তন করে এই উভয়ই স্বর্গলাভ করিয়া থাকে।

নির্জ্জল ব্রতবিধি—এই ব্রতে প্রথমে এই মন্ত্রে সংকল্প করিয়া জলগ্রহণ করিবে। মন্ত্র—

"একাদশ্যাং নিরাহারো বর্জ্জয়িষ্যামি বৈ জলম্।
কেশবপ্রীণনার্থায় অত্যন্তদমনেন চ॥"

জল বর্জ্জন করিয়া একাদশীর দিন উপবাস করিতে হইবে। রাত্রিকালে সুবর্ণময় বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া পয়ঃ প্রভৃতি দ্বারা স্নান করাইবে। তাহার পর যথাশক্তি পূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করিবে। পরদিন প্রাতঃস্নানাদি সমাপন করিয়া—যথাশক্তি জলকুম্ভ ব্রাহ্মণকে এই মন্ত্রে দান করিতে হইবে। মন্ত্র,—

'দেবদেব হৃষীকেশ সংসারার্ণবতারক।
জলকুম্ভপ্রদানেন যাস্যামি পরমাংগতিম্॥"

(হরিভক্তিবিলাস ১৫ বি°)

পরে যথাশক্তি ছত্র ও বস্ত্রাদি দানকরা কর্ত্তব্য।

নির্জ্জাল্মক (পুং) নিতরাং জর্জ্জরীভূত। নির্জ্জল্ল। অত্যন্ত জীর্ণ।

নির্জ্জিত (ত্রি) নির্-জি-ক্ত। ১ পরাজিত। পর্য্যায়—পরাজিত, পরাভূত, বিজিত, জিত। (শব্দর°) ২ বশীকৃত।

নির্জ্জিতেন্দ্রিয়গ্রাম (পুং) নির্জ্জিতানি ইন্দ্রিয়গ্রামাণি যেন। যতি, জিতেন্দ্রিয়।

নির্জ্জিতি (স্ত্রী) নির্-জি-ক্তিচ্। ১ জয় বা বশীভূতকরণ।

নির্জ্জিহ্ব (ত্রি) নির্গতা মুখান্নিঃসৃতা জিহ্বা যস্য। ১ মুখ হইতে বহির্গত করণ। ২ জিহ্বাশূন্য ভেক।

নির্জ্জীব (ত্রি) নির্গতঃ জীবয়া জীবাত্মা যস্য। জীবাত্মরহিত, প্রাণশূন্য। "চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা এব গরীয়সী। চিতা দহতি নির্জ্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতম্॥" (উদ্ভট)

নির্ঝর (পুং) নির্-ঝৃ-অপ্। ১ পর্ব্বতনিঃসৃত জলপ্রবাহ। জগৎপাতা জগদীশ্বর জীবের মঙ্গল জন্য যে সমস্ত অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা একবার মাত্র স্মরণ করিলেই তাঁহার অনন্ত মহিমা অনন্তমুখে কীর্ত্তন করিয়াও পরিতৃপ্তি জন্মে না। নির্ঝর তাহারই একটী অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। যে স্থানে আদৌ জলাশয় নাই, সেই স্থানেও এই অত্যাশ্চর্য্য তৃষ্ণানাশক নির্ঝর হইতে প্রবলবেগে নির্ম্মলবারি উত্থিত হইয়া জীবের প্রতি ঈশ্বরের অনন্ত দয়া প্রকাশ করিতেছে। ইংরাজীতে নির্ঝরকে Spring বলে। নির্ঝর উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করার পূর্ব্বে এই কথা প্রথম মনে রাখা আবশ্যক যে, তরল পদার্থ উচ্চনীচ অসমান অবস্থায় স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে না। যদি একটী বক্র ও সচ্ছিদ্র দুই মুখ খোলা নলের একটীতে কিয়ৎ পরিমাণে তরল পদার্থ ঢালিয়া দেওয়া যায়, তবে যতক্ষণ দুই নলে উক্ত তরল পদার্থ সমোচ্চ না হয়, ততক্ষণ ঐ তরল পদার্থ স্থির থাকে না। যখন উক্ত নলস্থ তরল পদার্থ সমোচ্চতা প্রাপ্ত হয়, তখন উহা স্থির হইয়া থাকে। দ্বিতীয় কথা এই যে, জগদীশ্বর জীবের মঙ্গল জন্য এই বৃহৎ পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার প্রত্যেক বস্তুই আশ্চর্য্য বা ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট। আমরা যে মৃত্তিকার উপর সর্ব্বদাই ভ্রমণ, শয়ন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করি, যদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে, এই মৃত্তিকাও ভিন্ন ধর্ম্মবিশিষ্ট। এক প্রকার অত্যন্ত সচ্ছিদ্র, তাহার মধ্য দিয়া জল অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। অর্দ্ধ ছিদ্রবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহার মধ্য দিয়া সহজে জল গমন করিতে পারে না ও সেই জন্য উহা কর্দ্দমে পরিণত হয়। তৃতীয় প্রকার মৃত্তিকা নিশ্ছিদ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলতঃ উহার মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না, যেমন পাহাড়, কড়িমাটি, কালমাটি ইত্যাদি।

এই কথাগুলি মনে রাখিলে, নির্ঝর উৎপত্তির কারণ সহজবোধ্য হইবে। বৃষ্টিপাত বা তুহিনজ জলসমূহ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া যখন প্রবলবেগে নিম্নমুখী হয়, তখন তাহার কতকাংশ জল, পৃথিবীর উপরিভাগ দিয়া স্রোত বহিয়া ক্রমনিম্ন মুখে সমুদ্র বা তাদৃশ জলাশয়ে উপনীত হয় ও নদী উৎপাদন করে, আর কতকাংশ জল বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া মেঘ উৎপাদন করে এবং অবশিষ্টাংশ মৃত্তিকা মধ্যে শোষিত হয়। কিন্তু পরমাণুর যখন ধ্বংস নাই, তখন এই শোষিত জলরাশি কোথায় কি অবস্থায় অবস্থান করে? ইহার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, পৃথিবী যে ভিন্ন ভিন্ন স্তর সমষ্টি

দ্বারা নির্ম্মিত, উক্ত জলরাশিও সেই স্তরসমূহ ভেদ করিয়া এরূপ স্তরে যাইয়া উপনীত হয়, যাহা উক্ত জলের পক্ষে দুর্ভেদ্য; সুতরাং উক্ত জলরাশি আর বহুদূর অগ্রসর হইতে না পারায় উক্ত দুর্ভেদ্য স্তরের উপরিভাগে সঞ্চিত হইতে থাকে। পরে যতই সঞ্চিত জলের আধিক্য হয়, ততই উহার ধারণ জন্য বহু স্থানের আবশ্যক হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ মাধ্যাকর্ষণ নিয়তই তাহাকে কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকায় তাহার ফল স্বরূপ উক্ত জলরাশি, পূর্ব্বোক্ত দুর্ভেদ্য স্তরের উপর দিয়া ঢালুমুখে ধাবিত হয়। (ভূমধ্যস্থ জলস্রোতের প্রধান কারণই এই।)। এইরূপ গতির অবস্থায়, যদি ঐ জলস্রোতের সম্মুখেও ঐরূপ দুর্ভেদ্য পদার্থ উপস্থিত হইয়া গতির বাধা জন্মায় এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে যদি নিয়ত জল বহুল পরিমাণে ঐ স্রোতের অনুকূলে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে, তাহা হইলে ঐ প্রকাণ্ড জলরাশি সম্মুখে, নিম্নে ও পার্শ্বে গমন করিতে না পারিয়া ঊর্দ্ধস্থিত সহজ ভেদ্য মৃত্তিকার স্তরসমূহ ভেদপূর্ব্বক প্রবলবেগে (কোথাও) তুবড়িবাজির ন্যায় স্রোতাকারে ভূপৃষ্ঠে দেখা দেয়। ইহার নাম নির্ঝর বা ঝরণা। দুর্ভেদ্যস্তরের অবস্থান, স্থান অনুসারে এই নির্ঝরের বেগের তারতম্য লক্ষিত হয় অর্থাৎ উক্ত দুর্ভেদ্যস্তর ভূপৃষ্ঠের যত নিম্নে অবস্থিত, নির্ঝরের বেগও তত বলবান্।

পর্ব্বত প্রভৃতি উচ্চস্থান হইতে যে জল ভূগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নির্ঝর উৎপাদন করে, ঐ নির্ঝরের জলরাশি ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় সেই উচ্চস্থান পর্য্যন্ত উন্নত হইয়া পতিত হয়। যুক্তি অনুসারে ঐ জল, উক্ত উচ্চস্থানে সমোচ্চ পর্য্যন্ত উত্থিত হওয়া উচিত, কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে উহা তত দূর উঠিতে পারে না।

(ক) নির্ঝরের জল যখন মৃত্তিকাভেদপরায়ণ হয়, তখন মৃত্তিকা ভেদ করায় কিয়ৎপরিমাণে উহার বেগ হ্রাস হয়।

(খ) ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া আকাশমুখী হইলে বায়ু উহার বাধা জন্মায়।

(গ) ঐ জল যখন তুবড়ি বাজীর আকারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তখন পতিত জলবিন্দুসমূহ উত্থিত জলস্রোতের ন্যায় পতিত হইতে থাকায়, উক্ত জলস্রোতের গতির হ্রাস হয়।

(ঘ) উত্থিত জলস্রোতে যে ধাতুজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তাহাও উক্ত স্রোতোবেগে ঊর্দ্ধদিকে নীত হইতে থাকায়, উহার ন্যায় জলের বেগের প্রতিকূলে কার্য্য করে।

(ঙ) মাধ্যাকর্ষণও ঊর্দ্ধগামী পদার্থের চিরপ্রতিকূল।

এই সমস্ত কারণ না থাকিলে, পার্ব্বত্য প্রদেশের নির্ঝর অতি ঊর্দ্ধগামী হইত। অল্পদূরস্থ দুর্ভেদ্য-স্তর-প্রতিহত-নির্ঝর অধিক বেগবান্ হয় না।

কূপ খনন করিলে, যে জল বহির্গত হয়, তাহাও উক্ত নির্ঝরউৎপাদক মৃত্তিকা মধ্যে প্রবাহিত জলস্রোত ভিন্ন, অন্য কিছুই নহে। যে স্তর দিয়া, উক্ত ভূগর্ভস্থ জলস্রোত সহজে গমনাগমন করিতে পারে, সেই স্তর যে স্থানে বা যে প্রদেশে যত নিম্নে অবস্থিত, সেই স্থানের কূপও তত গভীর হয়।

অধুনা রাজবর্ম্মে বা সুন্দর সুন্দর উদ্যানে যে সমস্ত কৃত্রিম নির্ঝর বা ফোয়ারা দৃষ্ট হয়, উহা স্বাভাবিক নির্ঝরের অনুকরণে নির্ম্মিত। আলেক্‌সান্দ্রিয়াবাসী হায়রো খৃষ্টজন্মের ১২০ বৎসর পূর্ব্বে, যে অত্যাশ্চর্য্য কৌশলে নির্ঝর প্রস্তুত করেন, উহার নির্ম্মাণপ্রণালী সমালোচনা করিলে, কৃত্রিম নির্ঝর সম্বন্ধে কতক জ্ঞান জন্মিতে পারে। হায়রোর কৃত্রিম নির্ঝর বায়ু-প্রসারণগুণ-মূলে নির্ম্মিত। হায়রো নিম্নোক্ত উপায়ে উহা প্রস্তুত করেন।

একখানি বড় পিত্তলের ডিস বা রেকাবের মধ্যভাগে একটী ছিদ্র করিয়া, নলসংযোগে নিম্নস্থিত একটী পাত্রের উপরিভাগে দৃঢ়রূপে লাগান আছে। ঐ নিম্নস্থ পাত্রের তলদেশ হইতে দুই পার্শ্ব দিয়া দুইটী নল তন্নিম্নস্থিত একটী জলপাত্রের সহিত সংলগ্ন। সর্ব্বোপরি রেকাবে দক্ষিণস্থ নল এবং মধ্যস্থিত পাত্রের সহিত বামদিক্‌স্থ নল সংযুক্ত আছে এবং এই মধ্যস্থিত পাত্রটীর মধ্যে একটী ছোট বায়ুপ্রসারক নল আছে। এইরূপে দক্ষিণদিকের নল দিয়া সর্ব্বনিম্নস্থ পাত্র মধ্যে জলপ্রবেশ করিবে ও সেখানকার বায়ু চাপ প্রাপ্ত হওয়ায়, বামভাগস্থ নল দ্বারা মধ্যস্থিত পাত্রে প্রবেশপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ জলের উপর চাপ প্রদান করিতে আরম্ভ করিবে। সুতরাং ঐ পাত্রের উপরিস্থ রেকাব সংলগ্ন নল দিয়া জল ঊর্দ্ধমুখে নির্ঝররূপে পতিত হইবে।

বায়ুর ঘর্ষণ প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ণিত কারণ-সমূহ, ঐ নির্ঝরের বিরুদ্ধে কার্য্য না করিলে, এই জল উক্ত পাত্রদ্বয়ের মধ্যস্থিত জলের ব্যবধানানুসারে ঊর্দ্ধগামী হইত। বাস্তবিক ইহা তদপেক্ষা কমদূর পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। ইহার পর, নানাস্থানে নানারূপ নির্ঝর প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। সবিরাম-নির্ঝরপ্রবাহ উহার প্রকারভেদ মাত্র। [ফোয়ারা দেখ।]

ভারতেও বহু পূর্ব্বকাল হইতে কৃত্রিম নির্ঝর প্রস্তুত হইত। কালিদাসের ঋতুসংহারে ইহা জলযন্ত্র নামে বর্ণিত আছে।

সাধারণতঃ পার্ব্বত্য প্রদেশই স্বাভাবিক নির্ঝর স্থান, কৃত্রিম নির্ঝর সর্ব্বত্রই সম্ভব। তবে অত্যুৎকৃষ্ট রাজপ্রাসাদ বা সুন্দর সুন্দর হর্ম্মোর উপরিভাগে নানা প্রকার খোদিত

মূর্ত্তির কোন না কোন স্থান হইতে উত্থিত এই কৃত্রিম নির্ঝর দেখা যায়।

পুরাকালে গ্রীকদেশীয় অনেক নগরে, এইরূপ কৃত্রিম নির্ঝর দেখিতে পাওয়া যাইত। পসেনাস লিখিয়াছেন, করিন্থের অনেক স্থানে ঐরূপ নির্ঝর ছিল এবং ডায়নার নিকটস্থ পেগাসার মূর্ত্তির পদতল দিয়া ঐরূপ জলস্রোত প্রবাহিত হইত। গ্রীসের আরও অনেকস্থলে কৃত্রিম ফোয়ারা ছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে অনেক দৃষ্ট হয়। পম্পি নগরের রাজপথ, এমন কি অনেক বাটীও নির্ঝরশোভিত ছিল। নেপলস্ নগরের চিত্রশালিকায় কতকগুলি 'ব্রোঞ্জ' নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি বিদ্যমান আছে, উহা হইতে কৃত্রিম উপায়ে নির্ঝর আকারে জলস্রোত প্রবাহিত হয়। ইতালীতে বর্ত্তমান সময়ে বহু শোভাশালী নির্ঝর প্রবাহিত থাকিয়া অধিবাসিদিগের বিলাসিতার পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই সমস্ত নির্ঝর নানা বর্ণে চিত্রিত, অতি বিশাল ও নানা আকারের মূর্ত্তি হইতে বহির্গত হইতেছে। ফলকথা—চিত্রকর, সূত্রধার ও রাজমিস্ত্রীরা এই সমস্ত নির্ঝর প্রস্তুত করিতে কল্পনা, যুক্তি ও নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে। পারিসহর প্রভৃতি স্থানেও বহুপূর্ব্ব হইতে কৃত্রিম নির্ঝর প্রস্তুত প্রথা প্রচলিত ছিল।

লণ্ডননগরে জলের কোন অভাব না থাকায়, এতকাল নির্ঝরের তাদৃশ আদর ছিল না। কিন্তু দর্শন ও বিজ্ঞানের উন্নতি, সভ্যতার বিস্তার ও বাবুগিরির প্রাবল্যসহ, মনোহর নির্ঝরসমূহ, এখন লণ্ডনের নানাস্থান শোভিত করিতেছে।

"সরিতো নির্ঝরাংশ্চৈব দদর্শাদ্ভুতদর্শনাৎ।" (ভারত ৩।৬৪।৮)

বৈদ্যক মতে নির্ঝরের জলগুণ—লঘু, পথ্য, দীপন ও কফনাশক। (রাজবল্লভ)

ভাবপ্রকাশের মতে—

"শৈলসানুস্রবদ্বারিপ্রবাহে নির্ঝরো ঝরঃ।
স তু প্রস্রবণশ্চাপি তত্রত্যং নৈর্ঝরং জলম্॥" (ভাবপ্র°)

পর্ব্বতের সানুদেশ হইতে যে জল নির্গত হয়, তাহাকে নির্ঝর কহে, ইহার জল রুচিকর, কফনাশক, দীপন, লঘু, মধুর, কটুপাক, শীতল। (ভাবপ্র°)

২ সূর্য্যাশ্ব। ৩ তুষানল।

নির্ঝরিণী (স্ত্রী) নির্ঝর-ইনি-ঙীপ্। নদী।

"সোঽপি তাং বীক্ষ্য লাবণ্যরসনির্ঝরিণীং নৃপঃ।
যন্ন প্রাপ পরিষঙ্গং তৃষাক্রান্তো মুমূর্চ্ছ তৎ॥"(কথাসরিৎ ৮৭।৭)

নির্ঝরিন্ (পুং) নির্ঝরোঽস্ত্যস্তেতি নির্ঝর-ইনি। গিরি।

নির্ঝরী (স্ত্রী) নির্-ঝৃ-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নির্ঝর। (শব্দর°)

নির্ঝর উৎপত্তিকারণত্বেনাস্ত্যস্যা ইতি অচ্, ঙীষ্। নদী।

নির্ণয় (পুং) নির্ণয়নমিতি নির্-নী-অচ্। ১ অবধারণ। পর্য্যায় নিশ্চয়, নির্ণয়ন, নিচয়। (শব্দরত্না°)

"স তানুবাচ ধর্ম্মাত্মা মহর্ষীন্ মানবো ভৃগুঃ।
অস্য সর্ব্বস্য শৃণুত কর্ম্মযোগস্য নির্ণয়ম্॥" (মনু ১২।২)

২ বিচার। পর্য্যায়—তর্ক, শুদ্ধা, চর্চ্চা। (ত্রিকা°)

৩ ন্যায়দর্শনোক্ত ষোড়শ পদার্থের অন্তর্গত পদার্থভেদ।

"বিমৃশ্যপক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ" (গৌতমসূত্র ১।৪১)

বাদী ও প্রতিবাদী এই দুইজনের, কোন বিষয়ে বাক্য-সংশয় উপস্থিত হইলে, তাহাতে ন্যায়প্রয়োগ অর্থাৎ তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা এই কারণে প্রকৃত নহে, এইরূপে ন্যায়প্রয়োগ করিতে হইবে; সেই বাক্যের প্রতি দোষো-দ্ভাবন ও পরে যদি ঐ দোষ সকলের উদ্ধার করিলে, যে একপক্ষের অবধারণ হয়, তাহার নাম নির্ণয়। এইরূপ নির্ণয় বিচারস্থলে জানিতে হইবে। একটী বিষয় লইয়া পরস্পরে বিচার হইতেছে, এই বিচার্য্য-বিষয়ের একপক্ষ অবধারণের নাম নির্ণয়। যাহা নির্ণীত হইবে, তাহাতে যেন কোনরূপ দোষ না থাকে, দোষদুষ্ট হইলে, তাহাকে নির্ণয় বলা যাইবে না। বাদী ও প্রতিবাদীর বাক্য জন্য সংশয় ব্যতিরেকেও নির্ণয় হইবে। যথা—এই মনুষ্য, এইটী গো ইত্যাদি অবধারণ, ইহাও নির্ণয়পদবাচ্য। নিশ্চয়রূপে অবধারণের নামই নির্ণয়।

তর্কাদি উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যে একটী বিষয়ের নিশ্চয়রূপে অবধারণকেই নির্ণয় বলা যায়।

৪ মীমাংসকোক্ত অধিকরণের অবয়বভেদ।

"বিষয়োঽবিষয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্।
নির্ণয়শ্চেতি সিদ্ধান্তঃ শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥" (মীমাংসাদ°)

বিষয়, অবিষয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, নির্ণয় ও সিদ্ধান্ত, শাস্ত্রে এই সকল অধিকরণ। তত্ত্বকৌমুদীতে নির্ণয়ের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"তত্র নির্ণয়ঃ সিদ্ধান্তসিদ্ধবিচার্য্য বাক্যাৎ পর্য্যাবধারণম্।"
(সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌ°)

সিদ্ধান্ত দ্বারা যাহা সিদ্ধ, অর্থাৎ যে বিচার্য্য বিষয় সিদ্ধান্ত-বাক্যদ্বারা সিদ্ধান্তীকৃত হইয়াছে, তাদৃশ বাক্যের তাৎপর্য্যাব-ধারণের নাম নির্ণয়।

৫ বিরোধ পরিহার, চতুষ্পাদ ব্যবহারের অন্তর্গত শেষ পাদ, পরস্পরের মধ্যে কোন একটী বিষয় লইয়া বিবাদ হইলে, রাজার নিকট নালিশ করিতে হয়। বাদী, প্রতিবাদী এবং সাক্ষিদিগের নিকট সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া, রাজপ্রতি-নিধি এইটী নিশ্চয় করিয়া দেন, তাহাকে নির্ণয় কহে, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় 'ডিক্রী' বলা যাইতে পারে।

ব্যবহারশাস্ত্র চতুষ্পাদ, নির্ণয়পাদ তাহার শেষপাদ। রাজার নিকট অভিযোগ করিলে রাজা যাহা নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন, তাহাই নির্ণয়।

"যদ্যোচুঃ সাক্ষিণঃ সত্যাং প্রতিজ্ঞাং স জয়ী ভবেৎ।
অন্যথাবাদিনো যস্য ধ্রুবস্তস্য পরাজয়ঃ॥
স্বয়মভ্যুপপন্নোঽপি স্বচর্য্যাবসিতোঽপি সন্।
ক্রিয়াবসন্নোঽপ্যর্হেত পরং সভ্যাবধারণম্।
সভ্যৈরবধৃতঃ পশ্চাৎ রাজ্ঞা শাস্যঃ স শাস্ত্রতঃ॥"

নির্ণয় শব্দে বিচারবিভাগ বলা যাইতে পারে, কোন এক বিষয় লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইলে, রাজা তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। সাক্ষিগণ প্রতিজ্ঞা বা শপথ করিয়া যেরূপ বলিবে, এবং বাদীপ্রতিবাদিগণ যাহা বলিবে, এই সকল কথা শুনিয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে যুক্তিপূর্ব্বক সভ্যগণ যেরূপ অবধারণ করিবেন, রাজা সেই অনুসারে দণ্ডবিধান করিবেন। জয়, পরাজয় প্রভৃতি রাজা লিখিয়া দিবেন। বীরমিত্রোদয়ে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে,—

"প্রমাণৈর্হেতুচরিতৈঃ শপথেন নৃপাজ্ঞয়া।
বাদিসম্প্রতিপত্ত্যা বা নির্ণয়োঽষ্টবিধঃ স্মৃতঃ॥" (ব্যাস)

প্রমাণ, হেতু, চরিত, শপথ, নৃপাজ্ঞা ও বাদিসম্প্রতিপত্তি দ্বারা নির্ণয় ৮ প্রকার।

নির্ণয় স্থলে, যদি শাস্ত্রীয় বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে যুক্তি অবলম্বন করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে, যেহেতু শাস্ত্রবিরোধে, ন্যায়ই বলবান্।

"ধর্ম্মশাস্ত্রবিরোধে তু যুক্তিযুক্তো বিধিঃ স্মৃতঃ।
কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো হি নির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে হি ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"
(বীরমিত্রোদয়ধৃত বচন)

[বিশেষ বিবরণ ব্যবহার ও বিচার দেখ।]

নির্ণয়ন (ক্লী) নির্-নী-ভাবে ল্যুট্। নির্ণয়। (শব্দর°)

নির্ণয়পাদ (পুং) নির্ণয়াত্মকো পাদঃ ভাগবিশেষঃ। চতুষ্পাদং ভাগবিশেষঃ। চতুষ্পাদ ব্যবহারের অন্তর্গত ব্যবহার বিশেষ। মিলিত সভাসদ্দিগের মতে—এই ব্যক্তি পরাজিত এইরূপ অবধারণ।

"মিলিতানাং সভাসদাং পরাজিতোঽয়মিত্যবধারণম্" (ব্যবহারতত্ত্ব)

নির্ণাম (পুং) নিতরাং নামঃ নমনম্। নিতরাং নমন, অত্যন্ত নমন। "পততো নির্ণামাদেকা নাড়্যুপশেতে তাং তৎকরোতি" (শতপথব্রা° ১০।১।২।৫)

নির্ণায়ন (ক্লী) নির্-নী-ণিচ্-ল্যুট্। ১ নির্ণয় কারণ। ২ গজাপাঙ্গদেশ, মাতঙ্গাপাঙ্গদেশ, নির্ব্বাণ। (শব্দর°)

নির্ণিক্ত (ত্রি) নির্-ণিজ-ক্ত। ১ শোধিত। ২ অপগত তাপ।

"এনস্বিভিরনির্ণিক্তৈর্নার্থং কিঞ্চিৎ সহাচরেৎ।" (মনু)

নির্ণিজ্ (পুং) নির্-নিজ-ক্বিপ্। ১ রূপ। (নিঘণ্টু)

"বিভ্রদ্দ্রাপিং হিরণ্ময়ং বরুণোবস্ত নির্ণিজং" (ঋক্ ১।২৫।১৩)

(ত্রি) ২ শোধক।

নির্ণিজ্ঞ (ত্রি) নির্-নিজ-ক। নির্জিত।

নির্ণীত (ক্লী) নির্-নী-ক্ত। কৃতনির্ণয়। নিশ্চয়ীকৃত। বৈদিক পর্য্যায়—নিণ্য, সস্ব, সমৃত, হিরুক্, প্রতীচ্য, অপীচ্য। (বেদনি°)

"নির্ণীতে ব্যবহারে তু প্রমাণমফলং ভবেৎ।
লিখিতং সাক্ষিণোবাপি পূর্ব্বমাবেদিতং ন চেৎ॥
যথা পক্কেষু ধান্যেষু নিষ্ফলাঃ প্রাবৃষো গুণাঃ।
নির্ণীতব্যবহারাণাং প্রমাণমফলং তথা॥" (ব্যবহারত°)

নির্ণেক (পুং) নির্-নিজ-ঘঞ্। নিতরাং শুদ্ধ, অতিশয় শুদ্ধ।

"অপামগ্নেশ্চ সংযোগাৎ হেমরূপ্যঞ্চ সংবভৌ।
তস্মাত্তয়োঃ সয়োন্যৈব নির্ণেকো গুণবত্তরঃ॥" (মনু)

নির্ণেজক (পুং) নির্-নিজ-ণ্বুল্। রজক, ধোপা।

"শ্ববতাং শৌণ্ডিকানাঞ্চ চেলনির্ণেজকস্য চ।" (মনু)

নির্ণেজন (ক্লী) নির্-নিজ ভাবে ল্যুট্। ১ শুদ্ধি। ২ শুদ্ধিহেতু, প্রায়শ্চিত্ত।

"কৃতনির্ণেজনাংশ্চৈব ন বিগর্হেত কর্হিচিৎ।" (মনু)

নির্ণেতৃ (ত্রি) নির্-নী-তৃচ্। নিশ্চয়কর্ত্তা, বিবাদপদনির্ণায়ক। নির্ণয়কারী, যিনি বিবাদভঞ্জন করিয়া দেন।

নির্ণেয় (ত্রি) নির্ণয়যোগ্য।

নির্ণোদ (পুং) স্থানান্তরকরণ, নির্ব্বাসন। (গোভিল ৫।৬।৩)

নির্দংশিন্ (ত্রি) ১ নিতরাং দংশনকারী। ২ দংশনহীন।

নির্দগ্ধ (ত্রি) ১ নিশ্চয়রূপে দগ্ধ। ২ যাহা দগ্ধ হয় নাই।

নির্দগ্ধিকা (স্ত্রী) নিদিগ্ধিকা। (হেম)

নির্দট (ত্রি) নির্দয় পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ নির্দয়, দয়াশূন্য। ২ পরাপবাদসংরক্ত, পরনিন্দাকারী। ৩ নিষ্প্রয়োজন।

'পরাপবাদসংরক্তে নির্দটো নিষ্প্রয়োজনে।' (বিশ্ব)

৪ তীব্র। ৫ মত্ত। (শব্দর°)

নির্দড় (ত্রি) ১ নির্দর। ২ নির্দয়। (হেম)

নির্দণ্ড (ত্রি) নিঃশেষেণ দণ্ডো যস্য প্রাপ্তি বহু°। ১ সর্ব্বপ্রকার দণ্ডার্হ। ২ শূদ্র, যাহার উপর সকল প্রকার দণ্ড দেওয়া যায়।

"বাচাদণ্ডো ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং ভুজার্পণম্।
দানদণ্ডা স্মৃতা বৈশ্যা নির্দণ্ডঃ শূদ্র উচ্যতে॥"(ভারত শান্তি ১৫ অ°)

৩ দণ্ডহীন।

নির্দয় (ত্রি) নির্গতা দয়া যস্মাৎ। দয়াশূন্য, দয়াহীন, নিষ্ঠুর, যাহার দয়া তিরোহিত হইয়াছে।

"জ্ঞাতিসম্বন্ধিভিস্ত্বেতে ত্যক্তব্যাঃ কৃতলক্ষণাঃ।
নির্দ্দয়া নির্নমস্কারাস্তন্মনোরনুশাসনম্ ॥" (মনু ৯।২৩৯)

নির্দয়ত্ব (ক্লী) নির্দয়স্ত ভাবঃ নির্দ্দয়-ভাবে-ত্ব। নির্দ্দয়ের ভাব, নির্দ্দয়ের কার্য্য।

নির্দর (ক্লী) নির্-দৄ-অপ্। ১ নির্ভয়। নির্গতো দরশ্ছিদ্রং যস্মাৎ। (ত্রি) ২ সার। ৩ কঠিন।

"ধ্যাননির্দরশৈলেন বিনিঃশ্বসিতধাতুনা।" (রামা° ২।৮৫।১৯)

৪ অপত্রপ। নির্দীর্য্যতি বিদীর্য্যতি পতনস্থলমিতি নির্-দৄ-বিদারে অচ্। ৫ নির্ঝর।

নির্দলন (ক্লী) ১ দলনরহিত। ২ বিদারণ।

নির্দশ (ত্রি) নির্গতানি দশদিনানি যস্য। অশৌচ অতিক্রান্ত দশাহ, যাহার দশদিন অতিক্রান্ত হইয়াছে।

"নির্দ্দশং জ্ঞাতিমরণং শ্রুত্বা পুত্রস্য জন্ম চ।" (মনু ৫।৭৭)

"যথা বৈ পশুনির্দশো ভবত্যথ স মেধ্যোভবতি।"
(ঐত° ব্রাহ্ম° ৭।১৪)

নির্দশন (ত্রি) নির্গতানি দশনানি যস্য। দশনহীন, দন্তরহিত। যাহার দন্ত নির্গত হয় নাই, বা পতিত হইয়াছে।

নির্দস্যু (ত্রি) দস্যুহীন, দস্যুরহিত।

নির্দহস্ (অব্য) নির্-দহ-তুমর্থে 'ঈশ্বরে তোসুন্কসুনৌ।' ইতি সূত্রেণ কসুন্। নির্দহন করিতে।

"অপশবোব তু বা ঈশ্বরা পশূন্ নির্দ্দহঃ।" (তাণ্ড্য° ব্রা° ২।২।৩)

নির্দহন (পুং) নিতরাং দহতীতি নির্-দহ-ল্যু। ১ ভল্লাতক। নির্নাস্তি দহনো অগ্নির্যত্র। ২ অগ্নিশূন্য।

নির্দহনী (স্ত্রী) নির্দহন-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। মূর্ব্বালতা। (রত্নমালা)

নির্দাতৃ (ত্রি) নির্-দা-তৃচ্। ১ নিতরাং ছেদক। ২ দাতা। ৩ শোধক।

"যথোদ্ধরতি নির্দাতা কক্ষং ধান্যঞ্চ রক্ষতি।" (মনু ৭।১১০)

নির্দাহ (ত্রি) নিতরাং দাহ, অগ্নিদগ্ধ।

নির্দিগ্ধ (ত্রি) নির্-দিহ-ক্ত। ১ বলী। ২ মাংসল। (হেম)

নির্দিগ্ধিকা (স্ত্রী) নিদিগ্ধিকা। (হেম)

নির্দিষ্ট (ত্রি) নির্-দিশ-ক্ত। ১ নিশ্চিত।

"নির্দিষ্টবিষয়ং কিঞ্চিদুপাত্তবিষয়ং তথা।
অপেক্ষিতক্রিয়ঞ্চৈব ত্রিধাপাদানমিষ্যতে ॥" (মুগ্ধবোধটীকা)

২ আদিষ্ট।

নির্দেশ (পুং) নির্-দিশ্ ভাবে-ঘঞ্। ১ আজ্ঞা। ২ কথন। ৩ উপান্ত। (মেদিনী)

"ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।" (গীতা ১৭।২৩)

৪ অবধারণ। ৫ উল্লেখ। ৬ বর্ণন। ৭ প্রতিপাদক শব্দভেদ, নাম। ৮ চেতন।

নির্দেষ্টৃ (ত্রি) নির্দিশতীতি নির্-দিশ-তৃচ্। নির্দেশকর্ত্তা।

নির্দৈন্য (ত্রি) দীনতারহিত।

নির্দোষ (ত্রি) নির্গতঃ দোষো যস্মাৎ। দোষরহিত, দোষহীন।

"নির্দোষং দর্শয়িত্বা তু স্বদোষং যঃ প্রযচ্ছতি।" (মিতাক্ষরাধৃত বচন)

নির্দ্রব্য (ত্রি) ১ দ্রব্যহীন। ২ দরিদ্র।

নির্দ্রোহ (ত্রি) ১ দ্রোহরহিত, মিত্র। ২ নিরীহ।

নির্দ্বন্দ্ব (ত্রি) নির্গতো দ্বন্দ্বাৎ। শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বরহিত।

"নির্দ্বন্দ্বঃ নিত্যসত্ত্বস্থঃ নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥" (গীতা)

নির্ধন (ত্রি) নির্গতং ধনং যস্য। ১ ধনশূন্য, দরিদ্র। (পুং) ২ জরদ্গব। (শব্দর°)

নির্ধনতা (স্ত্রী) নির্ধন-তল্-টাপ্। ধনরাহিত্য, নির্ধনত্ব।

নির্ধর্ম্ম (ত্রি) নির্গতঃ ধর্ম্মাৎ। ধর্ম্মরহিত।

"মহাপরাধে নির্ধর্ম্মে কৃতঘ্নে ক্লীব কুৎসিতে।
নাস্তিকব্রাত্যদাসেষু কোষদানং বিবর্জ্জয়েৎ ॥" (মিতাক্ষরা)

নির্ধার (পুং) নির্-ধৃ-নিচ্ ভাবে ঘঞ্। নিশ্চয় জ্ঞানভেদ। জাতি গুণ ও ক্রিয়ার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দ্বারা স্বজাতীয় হইতে পৃথক্ করণ। নির্দ্ধারণ।

নির্ধারণ (ক্লী) নির্-ধৃ-ণিচ্ ভাবে-ল্যুট্। নিশ্চয় জ্ঞানভেদ। জাতি, দেশ এবং ক্রিয়া দ্বারা সমুদয় হইতে, একদেশের পৃথক্ করণকে নির্দ্ধারণ কহে। যথা—কৃষ্ণবর্ণগাভি দুগ্ধসম্পন্ন, এই স্থলে গাভির মধ্যে কৃষ্ণগাভি, গাভি স্বজাতি হইতে কৃষ্ণ গাভি এই পৃথক্‌রূপে নিশ্চয় করায় নির্দ্ধারণ হইল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় অতিশয় বীর, এই স্থলে ক্ষত্রিয়কে শূরত্বে পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট করায় নির্দ্ধারণ হইল। স্বজাতি হইতে উৎকর্ষ বা অপকর্ষরূপে পৃথক্ করিয়া কথনের নাম নির্দ্ধারণ। যাহা হইতে নির্দ্ধারণ হয়, তাহাতে 'যতশ্চ নির্দ্ধারণম্' এই পাণিনিসূত্রানুসারে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। নির্দ্ধারণে যে স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, সেই ষষ্ঠী বিভক্তির সহিত ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়।

নির্ধার্ত্তরাষ্ট্র (ত্রি) ধার্ত্তরাষ্ট্র শূন্য। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রশূন্য এমন স্থল।

নির্দ্ধারিত (ত্রি) নির্-ধারি-ক্ত। ১ নির্দ্ধারণ বিষয়। ২ নিশ্চিত।

"নির্দ্ধারিতেঽর্থে লেখেন খলূক্ত্বা খলু বারিকম্।" (মাঘ)

নির্দ্ধার্য্য (ত্রি) নির্ধার্য্যতে স্থিরীক্রিয়তে বা নির্ধ্রিয়তে নির্-ধৃ-ণ্যৎ বা ধারি-ণ্যৎ। (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) ১ নির্দ্ধারণ কর্ম্ম, সামান্য হইতে পৃথক্ করণ। ২ নিশ্চয়। ভাবে-ণ্যৎ। (ক্লী) ৩ অবশ্য নির্দ্ধারণ। তদ্বিস্তুতেঽস্ত অচ্। ৪ নিঃশঙ্ক-কর্ম্মকর্ত্তা, নির্ভয় কর্ম্মকর্ত্তা।

"নির্দ্ধার্য্যঃ কর্ম্মকর্ত্তা চ সংযতঃ সত্ত্বসম্পদা।
ব্যসনেঽভ্যুদয়ে বাপি হবিকারং সদা মনঃ ॥"
(শব্দার্থচিন্তামণিধৃত বাক্য)

নির্ধূত (ত্রি) নির্-ধূ-ক্ত। ১ খণ্ডিত।

"কেশাকর্ষণনির্ধূতগৌরবা মা গমিষ্যতি।" (মার্ক° পু° ৮৫।৭৪)

২ পরিত্যক্ত। ৩ নিরস্ত। ৪ ভৎ‍র্সিত।

"পুরাহং বালিনা রাম রাজ্যাৎ স্বাদবরোপিতঃ।

পরুষাণি চ সংশ্রাব্য নির্ধূতোঽস্মি বলীয়সা॥" (রামা° ৪।৮।৩২)

নির্ধূম (ত্রি) ধূমরহিত, ধূমহীন। (হেম)

নির্ধৌত (ত্রি) নির্ ধাব কর্ম্মণি ক্ত (ছ্বোঃ শূড়নুনাসিকে চ। পা ৬।৪।১৯) প্রক্ষালিত।

"নির্ধৌতোঽধরশোণিমা বিলুলিতস্রস্তস্রজো মূর্দ্ধজাঃ।" (জয়দেব)

নির্ধ্মাপন (ক্লী) নির্-ধ্মা-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। সুশ্রুতোক্ত শল্যোদ্ধারণার্থ ব্যাপারভেদ। (সুশ্রুত)

নির্নমস্কার (ত্রি) নির্নাস্তি নমস্কারঃ যস্য। নমস্কাররহিত, প্রণামরহিত।

"যা নির্নমস্কারা নিবৃত্তা দেবপূজনাৎ।" (রামা° ২।২৪।২৪)

নির্নর (ত্রি) নররহিত, মনুষ্যরহিত।

নির্নাথ (ত্রি) নাথশূন্য, প্রভুহীন।

নির্নাভি (ত্রি) ১ নাভিশূন্য। ২ নাভি পর্য্যন্ত না পৌঁছান।

নির্নাশন (ক্লী) স্থানান্তরিত করণ, বহিষ্করণ, নির্ব্বাসন।

নির্নাশিন্ (ত্রি) নির্নাশন।

নির্নিমিত্ত (ত্রি) কারণ বা উদ্দেশ্যবিহীন।

নির্নিমেষ (ত্রি) নিমেষ বা পলকশূন্য।

নির্নিরোধ (ত্রি) অনিবার্য্য, অপ্রতিহত।

নির্নীড় (ত্রি) নির্গতং নীড়ং যস্মাৎ। নীড়রহিত, আশ্রয়শূন্য, আলয়হীন।

"পর্য্যক্কৃতাচলচ্ছায়ো নির্নীড়স্তাপবর্জ্জিতঃ।" (ভাগ° ৪।৬।৩১)

নির্বন্ধ (পুং) নির্-বন্ধ ভাবে ঘঞ্। অভিনিবেশ, আগ্রহ।

"সবিদিত্বাথ ভার্য্যায়াস্তং নির্ব্বন্ধং বিকর্ম্মণি।" (ভাগ° ৩।১৪।২৯)

২ অভিলষিত প্রাপ্তবিষয়ে পুনর্ব্বার যত্ন। (কুমারস° ৫।৬৬)

৩ শিশুগ্রহ, শিশুদিগের স্বেচ্ছা, বিশেষ ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া আপন মত অভিপ্রায়ের অনুসরণ, জেদ, আখট।

নির্বন্ধনীয় (ক্লী) বিবাদ, বাক্‌বিতণ্ডা।

"কুর্য্যাৎ নির্বন্ধনীয়ং যৎ ভ্রাত্রা জ্যেষ্ঠেন নারদ।" (হরি° ৭২।৬৭)

নির্বন্ধিন্ (ত্রি) অতি দরকারী, জরুরি।

নির্বন্ধু (ত্রি) বন্ধুরহিত, বন্ধুহীন।

নির্ব্বর্হণ (ক্লী) নির্-বর্হ ভাবে ল্যুট্। ১ নিবর্হণ, মারণ।

২ (ত্রি) বলহীন, শক্তিহীন।

নির্ব্বাধ (ত্রি) নির্গতা বাধা যস্মাৎ। ১ অপ্রতিবদ্ধ। ২ নিরুপদ্রব। ৩ বিবিক্ত। (শব্দার্থচি°) ৪ নিকাশ্য।

"পরিমণ্ডলোহেষ একবিংশতিনির্ব্বাধঃ।" (শত° ব্রা° ৬।৭।১।১২)

(পুং) ৫ মজ্জভাগভেদ।

"নির্ব্বাধেনাশনিম্।" (শুক্ল যজু° ২৫।২)

'নিশ্চিতং বাধ্যতে শিরোঽস্থিমধ্যসংলগ্নোমজ্জাভাগঃ।' (বেদদীপ)

নির্বাধিন্ (ত্রি) গ্রন্থিযুক্ত, স্ফীত।

নির্বুদ্ধি (ত্রি) নির্নাস্তি বুদ্ধির্যস্য। বুদ্ধিহীন, বুদ্ধিরহিত।

নির্বুষ (ত্রি) নির্গতং বুষং যস্মাৎ। বুষরহিত, পূতধান্য। (হেম)

নির্বুষীকৃত (ত্রি) তুষরহিত। খোসাশূন্য।

নির্ব্বোধ (ত্রি) নির্নাস্তি বোধো যস্য। যাহার হিতাহিত বোধ নাই, যে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারে না, অজ্ঞান, মূর্খ, বুদ্ধিরহিত।

নির্ভক্ত (ত্রি) ১ অবিভক্ত। ২ ভক্ষণ না করিয়া গৃহীত (ঔষধ)।

নির্ভট (ত্রি) নির্-ভট-অচ্। দৃঢ়। (ত্রিকাণ্ড)

নির্ভয় (ত্রি) নির্গতং ভয়ং যস্মাৎ। ১ ভয়রহিত। পর্য্যায়— অজ্ঞানের।

"নির্ভয়স্তু ভবেদ্যস্য রাষ্ট্রং বাহুবলাশ্রিতম্।" (মনু)

(পুং) ২ রৌচ্যমনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

৩ শ্রেষ্ঠ অশ্ব।

নির্ভয়রাম ভট্ট, ব্রতোপবাসসংগ্রহ ও সম্বৎসরোৎসব-কালনির্ণয় নামক দুই খানি সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

নির্ভর (ক্লী) নিঃশেষেণ ভরো ভরণং যত্র। ১ অতিশয়, অতিমাত্র, অধিক, বহুল। (ত্রি) ২ যুক্ত।

"তং বীরমাহৌশনসী প্রেমনির্ভরয়া গিরা।" (ভাগ° ৯।১৮।২০)

৩ বেতনশূন্য ভৃত্য।

নির্ভরসা (দেশজ) নিরাশ, আশারহিত, হতাশ্বাস।

নির্ভর্ৎসন (ক্লী) নিতরাং ভর্ৎসনম্ নির্-ভর্ৎস-ল্যুট্। ১ খলীকার, নিন্দা, তিরস্কার। ২ অলক্তক। ৩ ভর্ৎসন। ৪ অভিভব। ৫ অনর্থক।

"নির্ভর্ৎসনাপবাদৈশ্চ তথৈবাপ্রিয়তা গিরা।

ব্রাহ্মণস্তু পৃথা রাজন্ ন চকারাপ্রিয়ং তদা॥" (ভারত ৩।৩০।৪৫)

নির্ভর্ৎসিত (ত্রি) নির্-ভর্ৎস-ক্ত। কৃতভর্ৎস, পর্য্যায়—নিন্দিত, ধিক্‌কৃত, অপধ্বস্ত। (জটাধর)

"অশোকনির্ভর্ৎসিতপদ্মরাগম্।" (কুমারস° ৩।৫৩)

নির্ভাগ্য (ত্রি) নির্-নিকৃষ্টং ভাগ্যং যস্য। মন্দভাগ্য, মূঢ়।

নির্ভাজ্য (ত্রি) অবিভাজ্য, যাহা ভাগযোগ্য নহে।

নির্ভাবনা (দেশজ) ভাবনাশূন্য, নিশ্চিন্ত।

নির্ভিন্ন (ত্রি) নির্-ভিদ-ক্ত। ১ বিদলিত, খণ্ডিত। ২ অভিন্ন, বিকসিত।

নির্ভীক (ত্রি) ভয়রহিত। নিঃশঙ্ক। সাহসী।

নির্ভীত (ত্রি) নির্-ভী-ক্ত। ভয়রহিত, ভয়শূন্য।

নির্ভুগ্ন (ত্রি) একদিকে বক্র হওয়া।

নির্ভুল (দেশজ) ভ্রমশূন্য, অভ্রান্ত।

নির্ভৃতি (স্ত্রী) তিরোধান, অন্তর্দ্ধান। [বৈ]

নির্ভৃতি (ত্রি) নির্গতা ভৃতির্যস্ত। বেতনশূন্য-কর্ম্মকার। (হেম) বেগার চাকর।

নির্ভেদ (পুং) ১ বিদারণ। ২ বিভাজন।

নির্ভেদিন্ (ত্রি) ভেদকারী।

নির্ভেদ্য (ত্রি) বিভেদযোগ্য।

নির্ভোগ (ত্রি) ভোগ বা সম্ভোগরহিত, সুখহীন।

নির্ম্মক্ষিক (অব্য) মক্ষিকায়াঃ অভাবঃ। অভাবার্থে অব্যয়ী-ভাবঃ। ১ মক্ষিকার অভাব। নির্গতো মক্ষিকা যস্মাৎ। ২ মক্ষিকাশূন্যদেশ। ৩ তদুপলক্ষিত নির্জনদেশ, নিভৃতস্থান।

"কৃতং ভবতেদানীং নির্ম্মক্ষিকং" (শকু° প্রাকৃতানুবাদ)

নির্ম্মঞ্জন (ক্লী) ১ নীরাজন, আরতি। ২ সেবা। ৩ মোছা।

নির্মজ্ (ত্রি) নির্-মৃজ ক্বিপ্, বেদে পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নিতান্ত শুদ্ধ।

"ষষ্টিং সহস্রাশ্ব্যু নির্মজামজে" (ঋক্ ৮।৪।২০)

'নির্মজাং নিঃশেষেণ শুদ্ধানাং গবাম্' (সায়ণ)

নির্মজ্জ (ত্রি) মজ্জাহীন।

নির্মণ্ডুক (ত্রি) ভেকশূন্য।

নির্মৎসর (ত্রি) মৎসররহিত, অহঙ্কারহীন। হিংসা বা ক্রোধবর্জ্জিত।

নির্মৎস্য (ত্রি) মৎস্যহীন।

নির্মথ (পুং) নির্মথ্যতেঽনেন নির্-মথ-করণে ল্যুট্। অগ্নি-মন্থনদারু, অরণি। (হেম)

নির্ম্মথন (ক্লী) ১ মন্থনকরা। (পুং) ২ অগ্নিমন্থন দারু, অরণি।

নির্মথ্যা (স্ত্রী) ১ নলিকা নামক গন্ধদ্রব্য। (ত্রি) ২ মন্থনের অযোগ্য।

নির্মদ (ত্রি) নির্গতো মদো দানজলং হর্ষোগর্ব্বো বা যস্মাৎ। ১ নিরভিমান। ২ হর্ষশূন্য। ৩ দানজলশূন্য।

"নির্ম্মদং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা পিতরো রামমব্রুবন্।" (ভা° ৩।৯৯।৬৬)

নির্মধ্যা (স্ত্রী) নলিকা, গন্ধদ্রব্যবিশেষ। (ভাবপ্র°)

[নলিকা দেখ।]

নির্ম্মনস্ক (ত্রি) অমনস্ক। অমনোযোগ। (কামন্দকী ১।৩৫)

নির্ম্মনুজ (ত্রি) নির্ন বিদ্যতে অরণ্যং যত্র। মনুষ্যশূন্য, অরণ্য, জনহীন স্থান।

"তস্মিন্ নির্ম্মনুজেঽরণ্যে পিপ্পলোপস্থ আশ্রিতঃ।" (ভাগ° ১।৬।১৬)

নির্ম্মনুষ্য (ত্রি) মনুষ্যহীন, মনুষ্যরহিত স্থান।

নির্ম্মন্ত্র (ত্রি) নির্নাস্তি মন্ত্রঃ যত্র। মন্ত্রশূন্য, মন্ত্রহীন।

নির্ম্মন্থ (পুং) অগ্নিমন্থনদারু, অরণি। (হেম)

নির্ম্মন্থন (ক্লী) ১ সম্যক্ মন্থন। ২ মর্দ্দন। ৩ ঘর্ষণ। ৪ নিংড়ন।

নির্ম্মন্থ্যদারু (ক্লী) নির্ম্মন্থ তং যজ্ঞার্থং ঘর্ষণীয়ং দারু অরণিঃ। যজ্ঞে অগ্নি উৎপাদনের জন্য ঘর্ষণীয় কাষ্ঠ।

নির্ম্মন্যু (ত্রি) ক্রোধরহিত, কোপহীন।

নির্ম্মম (ত্রি) নির্ন বিদ্যতে 'মম' ইত্যভিমানং যস্য। যাহার আমার বলিয়া জ্ঞান নাই, যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে আসক্তিশূন্য হই-য়াছে, বাসনারহিত, মমতাশূন্য।

"বিসৃজ্য তত্র তৎসর্ব্বং দুকূলবলয়াদিকম্।

নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সংছিন্না শেষবন্ধনঃ॥" (ভাগ° ১।১৫।৪০)

নির্ম্মমতা (স্ত্রী) নির্ম্মম-ভাবে তল্ টাপ্। মমতারাহিত্য, নির্ম্মমের ভাব, নির্ম্মমের ধর্ম্ম।

নির্ম্মমত্ব (ক্লী) নির্ম্মম-ভাবে ত্ব। নির্ম্মমের ধর্ম্ম। নির্ম্মমতা। নির্ন বিদ্যতে মমত্বং যস্য। (ত্রি) ২ মমত্বশূন্য ব্যক্তি। "ততশ্চ সর্ব্বত্র নির্ম্মমত্বঃ সুখেন মুক্তিমাপ্নোতি" (কুল্লূক মনু ৬।৪২)

নির্ম্মর্য্যাদ (ত্রি) নির্গতো মর্য্যাদায়াঃ নিরাদয়ঃ ক্রান্তাদ্যর্থেষু সমাসঃ। ১ মর্য্যাদাতীত। ২ অবিনীত।

"নিমর্য্যাদা ম্লেচ্ছা যে পশ্চিমদিক্স্থিতাস্তে চ।" (বৃহৎস°১৪।২১)

নির্ম্মল (ত্রি) নির্গতো মলো যস্য। ১ মলহীন, মলরহিত।

"নির্ম্মলাঃ সর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা।" (মনু ৮।৩১৮)

(ক্লী) নির্গতং মলং যস্মাৎ। ২ নির্ম্মাল্য। ৩ অভ্রক ৪ বৃক্ষবিশেষ। (Strychnus potatorum) দাক্ষিণাত্য ও মধ্যভারতে এবং ব্রহ্মদেশে এই গাছ জন্মে। ইহার কাষ্ঠ অত্যন্ত দৃঢ়। কড়ি কাষ্ঠ ও শকট প্রস্তুত জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহার ফল বিশেষ উপকারী। চলিত নাম নির্ম্মলি। ফিল্টার (জলপরিষ্কারক যন্ত্র) আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে, এই ফল জলে ঘসিয়া দিয়া জল পরিষ্কার করা হইত। মধ্যস্থ শাঁস অনেকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। চক্ষুরোগের জন্য হিন্দুচিকিৎসকগণ ইহা ব্যবহার করেন। এই ফল মধুর সহিত ঘসিয়া কর্পূরসংযোগে চক্ষুতে প্রলেপ দিলে, চক্ষু হইতে জলঝরা রোগ উপশম হয়। সৈন্ধবলবণ ও জলের সহিত ঘসিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষুর প্রদাহ থাকেনা। চক্ষুর শ্বেত অংশে ক্ষত হইলে, এই ফল ব্যবহৃত হয়। মুসলমানদিগের চিকিৎসাশাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, এই ফল শৈত্যগুণবিশিষ্ট ও শুক্রকারক ঔষধ। পেটের পীড়া, শূলবেদনা এবং চক্ষুর দৃষ্টিশক্তিবর্দ্ধন পক্ষে, ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। মূত্রযন্ত্রের প্রদাহ বা ধাতুর পীড়া হইলে, ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দীর্ঘব্যাপী উদরাময় রোগে, এই ফল ১টী বা অর্দ্ধখণ্ড এবং তক্র একত্র মিশ্রিত করিয়া সপ্তাহ সেব্য।

এই ফলের গুঁড়া দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে ধাতুর পীড়া আরোগ্য হয়।

এন্‌স্‌লি বলেন যে, বমন করাইবার প্রয়োজন হইলে, তামিল ডাক্তারেরা ইহার পক্কফল গুঁড়া করিয়া অর্দ্ধ চামচা পরিমাণে খাওয়াইয়া থাকেন। মুদীন সেরিফ তাঁহার কৃত অসমাপ্ত ভৈষজ্যরত্নাবলীতে লিখিয়াছেন যে, এই ফলের শাঁস আমাশয় ও বায়ুনলীপ্রদাহের বিশেষ উপকারী। য়ুরোপীয়েরা পূর্ব্বোক্ত কোন রোগে ইহা ব্যবহার করেন না। ভারতীয় কবিরাজের মতে—ইহা বহুমূত্ররোগেও ব্যবহার্য্য।

নির্ম্মলতা (স্ত্রী) নির্ম্মল-তল্-টাপ্। বিশুদ্ধতা, স্বচ্ছতা, পবিত্রতা, নির্ম্মলত্ব।

নির্ম্মলোপল (পুং) নির্ম্মলঃ বিশুদ্ধঃ উপলঃ। স্ফটিক। (রাজনি°)

নির্মশক (ত্রি) নির্গতো মশকো যস্মাৎ। ১ মশকরহিত দেশ। অভাবার্থে অব্যয়ীভাবঃ। (অব্য) ২ মশকাভাব।

নির্ম্মা (স্ত্রী) ১ মূল্য। ২ পরিমাণ। (লাট্যা° শ্রৌ° ৮।৪।১৪)

নির্মাংস (ত্রি) নির্গতং মাংসং যস্য। ১ মাংসবিহীন। ২ আহারাভাবে অতি কৃশ, তপস্বী ও দরিদ্র প্রভৃতি।

"নির্মাংসবালহস্তাঃ কৃচ্ছ্রেণায়ান্তি পরদেশান্।" (বৃহৎস° ৩।১৩)

নির্মাংসবক্ত্র (পুং) কুমারানুচরভেদ। (ভারত সভাপ° ৪ অ°)

নির্ম্মাণ (ক্লী) নির্মীয়তে নির্-মা-ল্যুট্। ১ নির্ম্মিতি। ২ ঘটাদির রচনা, সংগঠন। নির্মীয়তেঽনেন করণে ল্যুট্। ৩ নির্ম্মাণ-সাধন কায়াদি। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ নির্ম্মাণ-কায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ" (কুসুমাঞ্জলি) নির্গতো মানাৎ। ৪ মানাতীত।

'পূর্ব্বপদাৎ সংজ্ঞায়াং' সংজ্ঞার্থে ণত্ব হইবে, এইস্থলে সংজ্ঞা না বুঝাইলেও আর্ষপ্রয়োগে ণত্ব হইল।

"অনক্ষত্রগণং ব্যোমনির্ম্মাণং ঘনবর্জ্জিতং।" (রাম° কি° ৪৪ অ°)

নির্ম্মালি, শিখ জাতির অন্তর্গত সম্প্রদায় বিশেষ। তাহারা ঈশ্বরারাধনায় জীবন উৎসর্গ করে। নির্ম্মালিরা প্রায় উলঙ্গ। সেরিং বলেন, তাহারা কাশীধামের বৈষ্ণবদিগের সম্প্রদায়ভেদমাত্র। পবিত্র থাকাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহারা প্রত্যহ ১০৪ বার হস্তপদ প্রক্ষালন এবং অনেকবার স্নান করিয়া থাকে। তাহারা সংসার ত্যাগ করে না; কিন্তু অপবিত্র হইবার আশঙ্কায় সন্তানাদিকেও স্পর্শ করিতে ভীত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিদিগের ন্যায়, ইহারা কোন জীবহিংসা করে না। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই এই ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারে। [শিখ দ্রষ্টব্য।]

নির্ম্মাল্য (ক্লী) নির্-মল-ণ্যৎ। দেবদেশোচ্ছিষ্ট বস্ত, উচ্ছিষ্ট-ভেদ। প্রথমে দেবতার উদ্দেশে যাহা দেওয়া হয়, অর্থাৎ নিবেদনের পর তাহাই নির্ম্মাল্যপদবাচ্য হয়।

"অর্বাক্‌বিসর্জনাদ্‌দ্রব্যং নৈবেদ্যং সর্ব্বমুচ্যতে।
বিসর্জ্জিতে জগন্নাথে নির্ম্মাল্যং ভবতি ক্ষণাৎ॥" (গরুড়পু°)

বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে দেবতার উদ্দেশে ফলপুষ্পাদি উপহার নৈবেদ্য নামে অভিহিত, এবং বিসর্জ্জনের পরেই উহাকে নির্ম্মাল্য কহে।

দেবনিবেদিত পুষ্পাদি। যে সকল পুষ্পাদি দিয়া দেবপূজা হয়, পরে দেবপূজার পর ঐ নিবেদিত পুষ্পাদি নির্ম্মাল্য নামে অভিহিত হয়। দেব-নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ ও গাত্রে অনু-লেপন করিতে হয়, এবং নৈবেদ্য ভক্তদিগকে দিয়া স্বয়ং ভোজন করিতে হয়।

"নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং সর্ব্বাঙ্গে চানুলেপনম্।
নৈবেদ্যঞ্চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্ভক্তিশালিনে॥" (তন্ত্রসার)

নির্ম্মাল্য স্থাপন ও ক্ষেপণ করিতে হয়। পূজার পর ঈশানকোণে একটী মণ্ডল করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে নির্ম্মাল্য শেষে দিতে হইবে। বিষ্ণু বিষয়ে—'ওঁ বিশ্বক্‌সেনায় নমঃ'

শক্তি-বিষয়ে—'ওঁ শেষিকায়ৈ নমঃ'

শিব-বিষয়ে—'ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ'

সূর্য্য-বিষয়ে—'ওঁ তেজশ্চণ্ডায় নমঃ'

কালিকাদি বিষয়ে—'ওঁ চাণ্ডালিন্যৈ নমঃ'

এই সকল মন্ত্রে স্থাপন করিবে।

"সূর্য্যে গণপতাবুগ্রে শাক্তে শৈবেঽথ বৈষ্ণবে।
তেজশ্চণ্ডমথোচ্ছিষ্টসোজমুচ্ছিষ্টপূর্ব্বিকাম্।
চাণ্ডালীং শেষিকাং চণ্ডং বিশ্বক্‌সেনং ক্রমাৎ যজেৎ॥" (বিদ্যানন্দ)

জল অথবা তরুমূলে নির্ম্মাল্য পরিত্যাগ করিতে হয়।

"উদকে তরুমূলে বা নির্ম্মাল্যং তত্র সংত্যজেৎ।"
(কালিকাপু° ৫৫ অ°)

কালবিশেষে দেবোদ্দিষ্ট বস্তু নির্ম্মাল্যতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"মণিমুক্তা সুবর্ণানাং দেবদত্তানি যানি চ।
ন নির্ম্মাল্যং দ্বাদশাব্দং তাম্রপাত্রং তথৈব চ।
পটী শাটী চ ষণ্মাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ।
মোদকং কৃশরঞ্চৈব যামার্দ্ধেন মহেশ্বরি॥
পট্টবস্ত্রং ত্রিমাসঞ্চ যজ্ঞসূত্রস্তথঃ স্মৃতম্।
যাবদন্নং ভবেদুষ্ণং পরমান্নং তথৈব চ॥"
(তন্ত্রসার, একাদশীতত্ত্বে যোগিনীতন্ত্র)

দেবতার উদ্দেশে যে মণিমুক্তা, সুবর্ণ ও তাম্র দেওয়া হয়, তাহা ১২ বৎসর পরে নির্ম্মাল্য হয়; পটী ও শাটী ৬ মাসে, নৈবেদ্য দত্তমাত্রে, মোদক ও কৃশর যামার্দ্ধ পরে, পট্টবস্ত্র তিন

মাসে, যজ্ঞসূত্র একদিনে এবং অন্ন ও পরমান্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকে তাহার পর, নির্ম্মাল্য হয়।

শিবনির্ম্মাল্য ধারণ করিতে নাই, ধারণ করিলে পাপভাগী হইতে হয়।

"নির্ম্মাল্যং যো হি মে ভক্ত্যা শিরসা ধারয়িষ্যতি।
অশুচির্ভিন্নমর্য্যাদঃ নরঃ পাপসমন্বিতঃ।
পচ্যতে নরকে ঘোরে তির্য্যগ্‌যোনৌ চ জায়তে॥" (স্কন্দপু°)
"অগ্রাহ্যং শিবনৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাম্॥"
(তিথিতত্ত্ব)

শিবনৈবেদ্য এবং পত্র পুষ্প ফল ও জল গ্রহণীয় নহে, কিন্তু এই সকল শালগ্রাম শিলাস্পর্শে পবিত্র হয়, অর্থাৎ শালগ্রাম শিলাস্পৃষ্ট হইলে তাহা গ্রহণ করিতে পারা যায়। প্রাতঃকালে নির্ম্মাল্য ফেলিয়া দিতে হয়। দেবতানির্ম্মাল্যযুক্ত থাকিলে পুরাকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়।

"প্রাতঃকালে সদা কুর্য্যাৎ নির্ম্মাল্যোত্তরণং বুধঃ।
তৃষিতাঃ পশবো বদ্ধাঃ কন্যকা চ রজস্বলা।
দেবতা চ সনির্ম্মাল্যা হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥" (অত্রিস্মৃতি)

প্রাতঃকালে দেবতার নির্ম্মাল্য ফেলিয়া দিতে হয়, যদি তৃষিত পশু বদ্ধ থাকে এবং কন্যা সরজস্কা হয় এবং দেবতা যদি নির্ম্মাল্যের সহিত থাকে, তাহা হইলে পুরাকৃত পুণ্য নষ্ট হয়।

প্রাতঃকালে উঠিয়া, প্রতিদিন যে ব্যক্তি দেবনির্ম্মাল্য পরিষ্কার করে, তাহার দুঃখ, দরিদ্রতা এবং অকাল মৃত্যু হয় না।

"যঃ প্রাতরুত্থায় বিধায় নিত্যং নির্ম্মাল্যমীশস্য নিরাকরোতি।
ন তস্য দুঃখং ন দরিদ্রতা চ নাকালমৃত্যুর্ন চ রোগমাত্রম্॥"
(নারদপঞ্চ°)

হরিভক্তিবিলাসে এইরূপ লিখিত আছে—

অরুণোদয় বেলায়, যদি নির্ম্মাল্য পরিষ্কার করা না হয়, তাহা হইলে শল্যস্বরূপ হয়। এক ঘটিকা বেলা হইলে মহাশল্য, এক প্রহর বেলা হইলে অতিশল্য এবং তৎপরে বজ্রপ্রহারতুল্য হইয়া থাকে। ঘটিকা অতীতে ক্ষুদ্রপাতক এবং মুহূর্ত্ত পরে মহাপাতক, চারি ঘটিকা অতীত হইলে অতি পাতক, তিন মুহূর্ত্তপূর্ণে মহাপাতক, তৎপরে ব্রহ্মবধতুল্য পাতক হয়। এই পাপাপনোদনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত অতীত হইলে সহস্র জপ, মুহূর্ত্ত পূর্ণে দেড়হাজার জপ, তিন মুহূর্ত্ত অতীত হইলে দশ হাজার জপ ও এক প্রহর পূর্ণ হইলে পুরশ্চরণ করিতে হয়, তাহাতেই এই পাপের নাশ হইয়া থাকে। প্রহর কাল অতীত হইলে যে পাতক হয়, তাহা প্রায়শ্চিত্ত করিলেও যায় না। (হরিভক্তিবিলাসে ৩ বিলাস)

নির্ম্মাল্যা (স্ত্রী) নির্ম্মাল্যতে ইতি নির্‌-মল-ণ্যৎ তত টাপ্। পৃক্কা। (শব্দর°)

নির্ম্মিত (ত্রি) নির্‌-মা-ক্ত। কৃত-নির্ম্মাণ, গঠিত, রচিত।°
"নিজনির্ম্মিতকারিকাবলীম্" (সিদ্ধান্তমুক্তা°)

নির্ম্মিতি (স্ত্রী) নির্‌-মা-ভাবে-ক্তিন্। নির্ম্মাণকরণ।
"নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি।" (কাব্যপ্র°)

নির্ম্মুক্ত (পুং) নির্‌-মুচ্‌-ক্ত। মুক্তকঞ্চুক সর্প, খোলস ছাড়া সাপ, যে সকল সর্প অচিরে খোলস পরিত্যাগ করিয়াছে। (ত্রি) ২ ত্যক্তসংযোগ, বিযুক্ত।
"হিমনির্ম্মুক্তয়োর্যোগে চিত্রাচন্দ্রমসোরিব।" (রঘু ১ স°)
নিঃশেষেণ মুক্তঃ। ৩ বন্ধশূন্য। ৪ সঙ্গরহিত। (মেদিনী)

নির্ম্মুক্তি (স্ত্রী) নির্‌-মুচ্‌-ক্তিন্। ১ সম্পূর্ণস্বাধীনতাপ্রাপ্তি। ২ মোক্ষ।

নির্মুট (ক্লী) নির্গতং মুটং যস্মাৎ। করশূন্য হট্ট, পর্য্যায়—পণ্যাজির, কচঙ্গন। (শব্দর° ত্রিকা°) (পুং) নির্‌-মুট-ক। ২ বনস্পতি। ৩ অপুষ্প বৃক্ষ। ৪ সূর্য্য। ৫ খর্পর। (হারা° ২৫৫)

নির্মূল (ত্রি) নির্গতং মূলং যস্য। মূলরহিত।
"আরুহ্য বৃক্ষান্ নির্মূলান্ গজঃ পরিতুদন্নিব।" (ভার° উ° ৭৪ অ°)

নির্মূলন (ক্লী) নির্মূলং কৃতৌ ণিচ্‌-ভাবে-ল্যুট্। উৎপাটন।

নির্মেঘ (ত্রি) মেঘশূন্য।

নির্মেধ (ত্রি) মেধাশূন্য, অলস, বোকা।

নির্মৃজস্ (অব্য°) নির্‌ মৃজ 'ঈশ্বরে তোসুন্‌কসুনৌ' ইতি সূত্রেণ তুমর্থে কসুন্। নির্মার্জ্জন করিতে।
"প্রক্ষেব তু বা ঈশ্বরঃ পশূন্নির্মৃজঃ" (তাণ্ড্যব্রা° ২।২।৩)
'নির্মৃজঃ নির্মাষ্টুমপগময়িতুং বিনাশয়িতুমীশ্বরাঃ' (ভাষ্য)

নির্মৃষ্ট (ত্রি) নির্‌-মৃজ-ক্ত। প্রোঞ্ছিত।

নির্মোক (পুং) নিতরাং মুচ্যতে ইতি নির্‌-মুচ্‌-ঘঞ্। ১ সর্প-ত্বক্, সাপের খোলস, পর্য্যায়—অহিকোষ, নির্ব্বয়নী, কঞ্চুক। (হেম° ৪।৩৮১)
"নিজগাত্রনির্বিশেষস্থাপিতমপি সারমখিলমাদায়।
নির্মোকঞ্চ ভুজঙ্গী মুঞ্চতি পুরুষস্য বারবধূঃ॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৩২৮)
২ মোচন। ৩ সন্নাহ। ৪ আকাশ। ৫ ত্বক্ গাত্র।
'নির্মোকো মোক্ষকে ব্যোম্নি সন্নাহে সর্পকঞ্চুকে।' (বিশ্ব)
৬ সাবর্ণি মনুর পুত্রবিশেষ। (ভাগ° ৮।১৩।১১)

নির্মোক্তৃ (ত্রি) নির্‌-মুচ্‌-তৃচ্। ১ নির্মোচনকারী। ২ সংশয়-চ্ছেদক।

নির্মোক্ষ (পুং) নিতরাং মোক্ষঃ। ১ ত্যাগ। ২ নিঃশেষরূপে মোক্ষ। "অনির্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ" (সাংখ্যপ্রবচনভা°)

নির্মোচন (ক্লী) নির্-মুচ্-ণিচ্-ল্যুট্। মুক্তি, মোক্ষ।

নির্মোচ্য (ত্রি) নির্-মুচ্-ণ্যৎ। মুক্তি পাইবার যোগ্য।

নির্মোহ (ত্রি) নির্গতঃ মোহো যস্মাৎ। ১ মোহশূন্য। (পুং) ২ রৈবত মনুর পুত্রভেদ। ৩ সাবর্ণিমনুর পুত্রভেদ। ৪ কাশ্যপ সপ্তর্ষিভেদ। (হরিব° ৭ অ°)

নির্ম্রেতুকা (স্ত্রী) নির্-ম্লা-তুন্, সংজ্ঞায়াং কন্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ম্লানিশূন্য ওষধিভেদ।

"নির্ম্রেতুকা স্তত্র ভবন্তি" (পঞ্চবি° ব্রা° ১৩৷৯৷১৬)

নির্ম্মুক্তি [নির্মুক্তি দেখ।]

নির্যত্ন (ত্রি) নির্ন বিদ্যতে যত্নঃ যস্য। যত্নশূন্য, অলস।

নির্যন্ত্রণ (ক্লী) নির্-যন্ত্র-ল্যুট্। ১ নিষ্পীড়ন। (ত্রি) ২ যন্ত্রণা-শূন্য, বাধাশূন্য। ৩ নিরর্গল। ৪ উচ্ছৃঙ্খল। (জটাধর)

নির্যাণ (ক্লী) নির্যাতি মদোহনেন নির্-যা-করণে ল্যুট্। ১ গজা-পাঙ্গদেশ। ভাবে ল্যুট্। ২ মোচন। ৩ অধ্বনির্গম।

'নির্যাণং বারণাপাঙ্গদেশে মোক্ষেহধ্বনির্গমে।' (মেদিনী)

৪ নিঃসরণ। ৫ প্রাণবায়ুর দেহনিঃসরণরূপ মরণ। ৬ পশুদিগের পাদবন্ধনরজ্জু। (বৈজয়ন্তী)

"নির্যাণহস্তস্য পুরো দুধুক্ষতঃ।" (মাঘ ১২৷৪১)

নির্যাত (ত্রি) নির্-যা-ক্ত। নির্গত, নিঃসৃত।

নির্যাতক (ত্রি) নির্যাতং নির্যাণং বহিষ্করণং তৎকরোতি ণিচ্-ণ্বুল্। নির্হারক, যে অনিষ্ট করে।

"মৃতনির্যাতকাশ্চৈব পরদাররতাশ্চ যে।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৩৫ অ°)

নির্যাতন (ক্লী) নির্-যত-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বৈরশুদ্ধি, শত্রুপ্রতী-কার। ২ প্রতীকার। ৩ প্রতিদান। ৪ ন্যাসসমর্পণ, গচ্ছিত দ্রব্যপ্রত্যর্পণ। ৫ মারণ। ৬ ঋণাদির শোধন।

'নির্যাতনং বৈরশুদ্ধৌ দানে ন্যাসসমর্পণে।' (হেম°)

নির্যাতি (স্ত্রী) ১ নির্গমন, প্রস্থান। ২ মুমূর্ষু।

নির্যাতৃ (ত্রি) ক্ষেত্রকর্ষক, কৃষক। [নির্দাতৃ দেখ।]

নির্যাত্য (ত্রি) নির্-যাতি কর্ম্মণি যৎ। ১ শোধনীয়। ২ প্রতিদেয়।

"কন্যা চৈবং ন চান্যস্য নির্যাত্যানেন সঙ্গতা।" (হরিব° ১৭৭ অ°)

নির্যাদব (ত্রি) যাদবশূন্য স্থান, যাদবরহিত।

নির্যাম (পুং) নির্-যম-ঘঞ্। পোতবাহ, নাবিক।

নির্যাস (পুং ক্লী) নির্-যস-ঘঞ্। ১ কষায়। ২ কাথ। (শব্দমা°) ৩ বৃক্ষাদির ক্ষীর, বৃক্ষ হইতে নির্গত রস কঠিনতা প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে নির্যাস কহে। চলিত—আটা। পর্য্যায়—বেষ্টক। (রত্নমা°)

"লোহিতান্ বৃক্ষনির্যাসান্ ব্রশ্চনপ্রভবাংস্তথা।
শেলুং গব্যঞ্চ পেয়ূষং প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৫৷৬)

৪ নিষ্যন্দী, ক্ষরণ, যথা জলাদি।

"কদলীকন্দনির্যাসে তৎপ্রসূনতুলাং পচেৎ।" (চিকিৎসারস°)

নির্যাসিক (ত্রি) নির্যাসস্য অদূরদেশঃ ততো ঠঞ্। নির্যাস-সন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

নির্যুক্তি (ত্রি) অসংযোগ, অনুপযুক্ততা, যুক্তিহীনতা।

নির্যুক্তিক (ত্রি) নির্গতা যুক্তি যস্মাৎ, কপ্। যুক্তিরহিত। যুক্তিহীন।

নির্যূথ (ত্রি) যূথভ্রষ্ট, দল হইতে পৃথক্-কৃত।

নির্যূষ (পুং) নিতরাং যূষঃ। নির্যাস। (শব্দমালা)

নির্যূহ (পুং) নির্-উহ-ক পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ মত্তবারণ। ২ নাগদন্ত। ৩ হস্তিদন্তের সদৃশ নির্ম্মিত দ্বার-বেদিকার কাষ্ঠভেদ। ৪ শেখর। ৫ আপীড়। ৬ দ্বার। ৭ কাথ।

'নির্যূহঃ শেখরে দ্বারে নির্যাসে নাগদন্তকে।' (বিশ্ব)

নির্যোগ (পুং) অলঙ্কার, সাজ।

নির্যোগক্ষেম (ত্রি) বিষয়বিরত, বৈষয়িকচিন্তাবিহীন।

নির্লক্ষণ (ত্রি) নির্গতং লক্ষণং যস্য। ১ শুভ লক্ষণশূন্য। ২ পাণ্ডুরপৃষ্ঠ। (হেম°)

নির্লক্ষ্য (ত্রি) লক্ষ্যহীন।

নির্লজ্জ (ত্রি) নির্নাস্তি লজ্জা যস্য। লজ্জাহীন।

নির্লিঙ্গ (ত্রি) ১ যাহার কোন নিশ্চিত লিঙ্গ বা চিহ্ন নাই। ২ যাহার লিঙ্গসাধন হয় না।

নির্লিপ্ত (ত্রি) নির্-লিপ্-ক্ত। ১ লেপরহিত। ২ সম্বন্ধশূন্য, নিঃসঙ্গ, অনাসক্ত।

"নিরুপাধিশ্চ নির্লিপ্তো নিরীহো নিধনাত্মকঃ।" (ব্রহ্মবৈ° কৃষ্ণ° ৭)

নির্লুঞ্চন (ক্লী) নির্-লুনচ্ ভাবে-ল্যুট্। বিতুষীকরণাদি।

"নখনির্লুঞ্চনাদিভিরপি তৎকার্য্যসিদ্ধেঃ।"
(কাত্যা° শ্রৌ° ১৷৬৷৬ কর্ক)

নির্লুণ্ঠন (ক্লী) নির্-লুঠি-ভাবে ল্যুট্। অপহরণ, লোটা।

"অঙ্গানীব পরস্পরং বিদধতে নির্লুণ্ঠনং সুভ্রুবঃ।" (সাহিত্যদর্পণ)

নির্লেখন (ক্লী) নির্-লিখ-ভাবে ল্যুট্। ১ মলাদির অপসারণ, আঁচড়ান। করণে-ল্যুট্। ২ তৎসাধন।

"জিহ্বানির্লেখনং রৌপ্যং সৌবর্ণং বার্ক্ষমেব চ।" (সুশ্রুত)

নির্লেপ (ত্রি) নির্গতঃ লেপো যস্মাৎ। ১ লেপশূন্য, আসঙ্গরহিত। ২ পরিণামহেতুসংযোগাদি শূন্য। ৩ পাপশূন্য।

"লোকবেদবিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাশুপতাঃ।"
(কুসুমাঞ্জলি)

নির্লোমন্ (ত্রি) নির্গতং লোম যস্য। লোমরহিত, টাকরোগ-যুক্ত।

"পট্টসূত্রস্য হরণাৎ নির্লোমা জায়তে নরঃ।" (কর্ম্মবিপাক)

পট্টসূত্র হরণ করিলে এই রোগ হয়।

নির্ব্বয়নী (স্ত্রী) নিতরাং লীয়তে সংলীনো ভবতি, নির্-লী-ল্যুট্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ কঞ্চুক। ২ সর্পত্বক্। (হেম° ৪।৩৮১)
"তদ্যথা অহি নির্ব্বয়নী বল্মীকে।" (বৃহদারণ্য উপ°)

নির্বক্তব্য (ত্রি) নির্-বচ-তব্য। নির্বাচ্য, অবয়বার্থ কথন দ্বারা প্রতিপাদ্য।

নির্বচন (ক্লী) নির্-বচ ভাবে-ল্যুট্। ১ নিরুক্তি, অবয়বার্থ কথন। ২ প্রসিদ্ধ।
"সত্যং স্তেনে বলং নার্য্যাং রাজ্যং দুর্য্যোধনে তথা।
ইতি লোকে নির্বচনং লোকে চরতি ভারত॥"
(ভারত বনপ° ৩৩ অ°)
নির্গতং বচনং যস্ত। ৩ বচনশূন্য, মৌনাবলম্বন। (ত্রি) ৪ বক্তব্যতাশূন্য, বলিবার কিছু না থাকা। ৫ বাক্যাতীত।
(ভারত ৩।১৯১।৩৬)

নির্বণ (ত্রি) নির্গতো বনাৎ অসংজ্ঞায়াং ণত্বম্। বন হইতে নিষ্ক্রান্ত।
"নির্বণো বধ্যতে ব্যাঘ্রো নির্ব্যাঘ্রং ছিদ্যতে বনম্।" (ভার° উ° ২৮অ°)
সংজ্ঞা অর্থ বুঝাইলে ণত্ব হইবে না, সেইস্থলে নির্বন হইবে।

নির্বপণ (ক্লী) নির্-বপ-ভাবে ল্যুট্। ১ দান। ২ অন্নাদির সংবিভাগ।
"অনয়ৈবাবৃতা কার্য্যং পিণ্ডনির্বপণং সুতৈঃ।" (মনু)

নির্বয়ণী (স্ত্রী) নির্ব্বয়নী, সাপের খোলস।

নির্বর (ত্রি) নির্গতো বরো বরণমস্ত। ১ নির্লজ্জ। ২ নির্ভয়। ৩ সার, কঠিন। (হেম) কোন কোন স্থলে নির্দর শব্দের এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

নির্বরুণতা (স্ত্রী) বরুণের অধিকার হইতে বিমোচন।

নির্বর্ণন (ক্লী) নির্-বর্ণ ভাবে ল্যুট্। দর্শন। (ত্রিকাণ্ড)

নির্বর্ত্তিত (ত্রি) নির্-বৃত-ণিচ্-কর্ম্মণি-ক্ত। নিষ্পাদিত।

নির্বর্ত্ত্য (ত্রি) নির্-বৃত-ণিচ্-কর্ম্মণি-যৎ। নিষ্পাদ্য, ব্যাকরণ-পরিভাষিত কর্ম্মভেদ।

নির্বহণ (ক্লী) নির্-বহ ভাবে ল্যুট্। ১ নাট্যোক্তি, প্রস্তুত কথা-সমাপ্তি। প্রকৃতাভিনয়ের নির্ব্বাহ। স্ত্রিয়াং টাপ্। নিষ্ঠা।

নির্বহিতৃ (ত্রি) বিভক্তা, পৃথক্‌কারী।

নির্বাক্ (ত্রি) বাক্যহীন।

নির্বাক্য (ত্রি) বাক্যহীন, মূক, বধির।

নির্বাচ্ (ত্রি) ১ বহির্ভাগ, বাহ্য। ২ নির্গত।

নির্বাচ্য (ত্রি) নির্বচনীয়।

নির্বাঞ্চ্ (ত্রি) নির্-অব-অঞ্চ্ ক্বিপ্। নির্গত।
"তস্মাদিমে প্রাণা বিষ্বঞ্চোহবাঞ্চোহনুনির্ব্বাঞ্চি।"
(সাংখ্যায়নব্রা° ৭।৯)

নির্ব্বাণ (ক্লী) নির্-বা-ক্ত। (নির্বাণোহবাতে। পা ৮।২।৫০) অবাতে ইতি ছেদঃ। নির্ পূর্ব্বাদ্বাতে র্নিষ্ঠা তস্ত নত্বং স্যাদ্বাত-শ্চেৎ কর্ত্তা ন। 'নির্বাণোহগ্নির্মুনির্বা। বাতে তু নির্বাতোবাতঃ।' ভট্টোজিদীক্ষিতঃ।*। পাণিনি বলেন, "বায়ুকর্ত্তা না হইলে, নির্ পূর্ব্বক বা ধাতুর উত্তর বিহিত নিষ্ঠা সম্বন্ধীয় তকার স্থানে নকার হয়। টীকাকার ভট্টোজিদীক্ষিত নির্বাণ-অগ্নি ও নির্বাণ-মুনি এই দুই উদাহরণ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন বায়ুকর্ত্তা না হইলে তকার স্থানে নকার হয় না; যথা,—নির্বাত বাত। পাণিনি বিশেষ্য নির্বাণ শব্দের স্বয়ং উল্লেখ না করায় কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত অনুমান করেন যে পাণিনির সময়ে, নির্বাণ শব্দ মুক্তি অর্থে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত গ্রন্থে বহুল পরি-মাণে পরিগৃহীত হয় নাই।

মুগ্ধবোধব্যাকরণ-প্রণেতা বোপদেব বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় প্রকার নির্বাণ শব্দই ক্ত প্রত্যয়দ্বারা নিপাতনে সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নির্বাণ এই বিশেষণ শব্দের অর্থ শান্ত এবং নির্বাণ এই বিশেষ্য শব্দের অর্থ মুক্তি। 'নির্বাণ-ভিত্তর্ণবিত্তফুল্লোৎফুল্লপ্রফুল্লক্ষীবকৃশপরিকৃশোল্লাঘাঃ। এতে ক্তান্তা নিপাত্যন্তে। নির্বাণঃ শান্তঃ, নির্বাণং মুক্তিঃ।' ইত্যাদি। (বোপদেব।) 'বালগমনহিংসয়োঃ, নির্বাণঃ শান্তঃ, নির্বাণং মুক্তিঃ, উভয়ত্র নাচোহন্তরেতি ণত্বং অন্যত্র নির্বাতঃ।' ইত্যাদি।
(দুর্গাদাস।)

অমরসিংহ বিশেষ্য নিঘ্নবর্গে লিখিয়াছেন—
'নির্বাণো মুনি-বহ্ন্যাদৌ নির্বাতস্তু গতেঽনিলে।' (অমর°)
নির্বাণ এই বিশেষণ পদটী মুনি ও বহ্ন্যাদির পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয় এবং নির্বাত এই বিশেষণ পদটী বায়ুরহিত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

নিম্নলিখিত শ্লোকে নির্বাত শব্দ বায়ুরহিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।
"অসূর্য্যমপি সূর্য্যেণ নির্বাতমিব বায়ুনা।" (ভারত ২।৩৬।২৮)

অভিধানকার যাদব বলেন, 'নির্বাণং নির্বৃতৌ মোক্ষে বিনাশে গজমজ্জনে।' (যাদব।) নির্বাণ শব্দ নির্বৃতি, মোক্ষ, বিনাশ ও গজমজ্জন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

নানা অভিধানকার নির্বাণশব্দের নানা অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন। কএকটী অর্থ ও প্রয়োগ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—
১ গজমজ্জন। "অকৃন্তদমিবালানং অনির্বাণস্য দন্তিনঃ।" (রঘু ১স°)
'নির্ব্বাণোত্থানশয়নাদীনি ত্রীণি গজকর্ম্মণি' (পালকাব্য)
২ বিনাশ। "নির্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্য্যং সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন।"
(কুমার ৩।৫২)
৩ নির্বৃতি। "অয়ে লব্ধং নেত্র-নির্বাণম্।" (শকুন্তলা ৩ অ°)
"কুর্বন্তি দ্যামুৎপতন্তঃ স্মরার্ত্ত স্বর্লোকস্ত্রীগাত্রনির্বাণমত্র॥"(মাঘ ৪।২৩)

৪ নিবিয়া যাওয়া।

"কুরুতেঽস্মিন্নমোঘেঽপি নির্বাণালাতলাঘবম্।" (কুমার ২স°)

"নির্বাণবৈরদহনাঃ প্রশমাদরীণাম্" (বেণীসংহার ১।৭)

৫ শান্তি। "নির্বাণং সমুপগমেন যচ্ছতে তে

বীজানাং প্রভব নমোঽস্ত জীবনায়।"(কিরাত° ১৮।৩১)

৬ সমাপ্তি। "আরব্ধকর্ম্মনির্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ।"

(ভাগবত° ১।৬।২৯)

৭ বিষ্ণু। "ত্রিসামা সামগঃ সাম নির্ব্বাণং ভেষজং ভিষক্।"

(ভারত ১৩।১৪৯ অ°)

৮ নাভিদেশে জপ্য প্রণবপুটিত ও মাতৃকাপুটিত স্বাভিলষিত মূলমন্ত্র।

"মণিপূরে তু নির্বাণং মহাকুণ্ডলিনীমধঃ।"

"অথ প্রবক্ষ্যামি নির্বাণং শৃণু সাবহিতানঘে।

প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য মাতৃকাদ্যং সমুচ্চরেৎ॥

মাতৃকাণাং সমস্তাঞ্চ পুনঃ প্রণবমুচ্চরেৎ।

এবং পুটিতমূলস্ত প্রজপেন্মণিপূরকে॥

এবং নির্বাণমীশানি যো ন জানাতি পামরঃ।

কল্পকোটিসহস্রেষু তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে॥" (আগমতত্ত্ববিলাস)

৯ বাণশূন্য। ১০ অস্তগমন। ১১ সংগম। ১২ বিশ্রান্তি। ১৩ নিশ্চল। ১৪ শূন্য। ১৫ বিদোপদেশ। (শব্দর°)

১৬ মুক্তি। দর্শনে এই অর্থই অনেকস্থলে গৃহীত হইয়াছে। এজন্য কএকটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইল,—

"নির্বিষ্টবিষয়স্নেহঃ স দশান্তমুপেয়িবান্।

আসীদাসন্ননির্বাণঃ প্রদীপার্চ্চিরিবোষসি॥" (রঘু° ১২।১)

"বংশলক্ষ্মীমনুদ্ধৃত্য সমুচ্ছেদেন বিদ্বিষাম্।

নির্বাণমপিমন্যেঽহমন্তরায়ং জয়শ্রিয়ঃ॥" (কিরাত° ১১।৬৯)

"মুক্তাশ্রয়ং যর্হি নির্বিষয়ং বিরক্তং

নির্ব্বাণমৃচ্ছতি মনঃ সহসা যথার্চ্চিঃ।" (ভাগ° ৩।২৮।৩৫)

"যতিতব্যং সমত্বেন নির্বাণমপি চেচ্ছতা।" (ভগবদ্গীতা)

'সম্যগ্-দর্শন বিধ্বস্ততমসান্ত নিত্যসিদ্ধনির্বাণপরায়ণানাং সিদ্ধৈব অনাবৃত্তিঃ।' (শারীরকভাষ্য ৪।৪।২২)

অমরকোষে মুক্তিবাচক আটটী বিশেষ্য শব্দের উল্লেখ আছে,—অমৃত, শ্রেয়ঃ, মোক্ষ, অপবর্গ নিঃশ্রেয়স, মুক্তি, কৈবল্য ও নির্ব্বাণ।

'মুক্তিঃ কৈবল্যনির্বাণশ্রেয়োনিঃশ্রেয়সামৃতম্।

মোক্ষোঽপবর্গোঽথাজ্ঞানমবিদ্যাহস্মতিঃ স্ত্রিয়াম্॥' (অমর)

উপনিষদের মতে প্রত্যগাত্ম ব্রহ্মের সম্যগ্‌জ্ঞানদ্বারা অমৃত[১] লাভ হয়। শ্রেয়ঃ (মুক্তি) ও প্রেয়ঃ (অভ্যুদয়) এই উভয়মার্গের সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক ধীর ব্যক্তি শ্রেয়োমার্গই[২] অবলম্বন করিয়া থাকেন। সাংখ্যদর্শনকার কপিল বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয় তত্ত্বের ভেদজ্ঞান দ্বারা দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত ধ্বংস ও মোক্ষলাভ[৩] হয়। গৌতম স্বীয় ন্যায়-দর্শনে লিখিয়াছেন, প্রমাণ প্রমেয়াদি ষোড়শ পদার্থের সম্যগ্‌জ্ঞানদ্বারা দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের ব্যুৎক্রমে উত্তরোত্তর অপায়ে অপবর্গ লাভ[৪] হয়। দ্রব্য গুণ ইত্যাদি ষট্ পদার্থের সম্যগ্-জ্ঞান দ্বারা নিঃশ্রেয়সাধিগম[৫] হয়। ইহাই বৈশেষিক দর্শনকার কণাদের মত। পাতঞ্জলদর্শনমতে—যোগদ্বারা জীবাত্মার পরমাত্মায় লয়ের নাম মুক্তি। মীমাংসক সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন, নিত্যসুখসাক্ষাৎকারের নাম মুক্তি। বৈদান্তিক বলেন, পারমার্থিক জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার ধ্বংস ও কৈবল্য লাভ হয়[৬]। বৌদ্ধেরা বলেন, প্রতীত্য সমুৎপন্ন ধর্ম্মসমূহের সম্বুদ্ধিদ্বারা প্রপঞ্চের উপশম, রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয় এবং নির্ব্বাণ লাভ হয়।

মুক্তিবাদগ্রন্থে লিখিত আছে, প্রাচীনেরা সাযুজ্য, সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও নির্ব্বাণ এই পাঁচ প্রকার মুক্তি স্বীকার করেন। নিম্নলিখিত শ্লোকে শ্রীহর্ষ সাযুজ্যমুক্তির বিষয় ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সাযুজ্যমৃচ্ছতি ভবস্য ভবাব্ধিযাদ-

স্তাং পত্যুরেত্য নগরীং নগরাজপুত্র্যাঃ।

ভূতাভিধানপটুমদ্যতনীমবাপ্য

ভীমোদ্ভবে ভবতি ভাবমিবাস্তি ধাতুঃ॥" (নৈষধ ১১।১১৭)

এইরূপে সালোক্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি মুক্তির বিষয় বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

নির্বাণমুক্তিবিষয়ে বিষ্ণুপুরাণে এইরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়,—

"পুনশ্চ রক্তাম্বরধৃঙ্ মায়ামোহোঽজিতেক্ষণঃ।

অন্যানাহাসুরান্ গত্বা মৃদ্বল্পমধুরাক্ষরম্॥

মায়ামোহ উবাচ।

স্বর্গার্থং যদি বাঞ্ছা বো নির্বাণার্থমথাসুরাঃ।

(১) "আত্মনা বিন্দতে বীর্য্যং বিদ্যয়া বিন্দতেঽমৃতম্।" (সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ)

(২) "শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। শ্রেয়ো হি ধীরোঽভিপ্রেয়সো বৃণীতে প্রেয়োমন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে।" (যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষৎ)

(৩) "উৎকর্ষাদপি মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকর্ষশ্রুতেঃ।" (সাংখ্যসূত্র)

(৪) "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ।" (ন্যায়সূত্র)

(৫) "ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্।" (কণাদসূত্র)

(৬) "নাহং দেহো ন মে দেহঃ বোধোঽহমিতি নিশ্চয়ী। কৈবল্য ইব সংপ্রাপ্তে ন স্মরত্যকৃতং কৃতম্॥" (কৈবল্যরত্ন)

তদলং পশুঘাতাদি দুষ্টধর্ম্মৈর্নিবোধত ॥
বিজ্ঞানময়মেবৈতদশেষমবগচ্ছথ।
বুধ্যধ্বং মে বচঃ সম্যগ্ বুধৈরেবমুদীরিতম্ ॥
জগদেতদনাধারং ভ্রান্তিজ্ঞানার্থতৎপরম্।
রাগাদিদুষ্টমত্যর্থং ভ্রাম্যতে ভবসঙ্কটে ॥" (বিষ্ণুপু° ৩।১৮।১১-২০)

মায়ামোহাবতার বুদ্ধ রক্তাম্বর পরিধানপূর্ব্বক চক্ষুতে অঞ্জন রাগ করিয়া, অন্ত অসুরগণের নিকট গমনপূর্ব্বক মৃদু মধুর বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—হে অসুরগণ! যদি নির্ব্বাণ মুক্তি বা স্বর্গ তোমাদের কামনা থাকে, তাহা হইলে পশু-হিংসা প্রভৃতি দুষ্টধর্ম্মে কোন ফল হইবে না, জানিবে। এই জগৎ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। আমার বাক্য ভাল করিয়া বুঝ, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণ এইরূপ বলিয়াছেন, যে এই জগৎ অনাধার। ইহা ভবসঙ্কটে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে এবং রাগাদি-দোষে সাতিশয় দূষিত।

নির্ব্বাণ শব্দের ব্যবহার, যে সময়েই আরব্ধ হউক না কেন, ঐ শব্দ মুক্তি অর্থে বৌদ্ধদর্শনেই বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ নির্ব্বাণ বৌদ্ধদিগের মুক্তিব্যঞ্জক পারিভাষিক শব্দ। বৌদ্ধেরা মুক্তি বলিলে যাহা বুঝেন, তাহা নির্ব্বাণ শব্দদ্বারাই প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ করিতে পারা যায়। যেমন ইন্ধন অভাবে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ কাম, লোভ, মোহ, সংস্কার ইত্যাদির উন্মূলনে সত্তা বা অস্তিত্বের বিলোপ হয়। সত্তার নিরোধই নির্ব্বাণ।

উদীচ্য বৌদ্ধগ্রন্থের মত।

উদীচ্য বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে নির্ব্বাণ শব্দের লক্ষণ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নিম্নে কয়েকখানি গ্রন্থের মত উদ্ধৃত হইল,—

১। অশ্বঘোষ বুদ্ধচরিতকাব্যে লিখিয়াছেন,—

"করুণায়মানা জ্যায়স্তো মৃত্যুভয়বিমোহিতাঃ।
নৈর্বাণে স্থাপনীয়াস্তৎ পুনর্জ্জন্মনিবর্ত্তকে ॥" (বুদ্ধচরিত)

নির্ব্বাণ পুনর্জ্জন্মের নিবর্ত্তক। সংস্কারসমূহের ক্ষয় না হইলে জন্মান্তরের উচ্ছেদ হয় না, সুতরাং সংস্কারসমূহের ক্ষয়ের নাম নির্ব্বাণ।

২। আর্য্য নাগার্জ্জুন মাধ্যমিকসূত্রে লিখিয়াছেন,—

"নির্বাণকালে বোচ্ছেদঃ প্রসঙ্গাদ্ ভবসন্ততেঃ।"
(মাধ্যমিকসূত্র)

ভবসন্ততির উচ্ছেদের নাম নির্ব্বাণ। ভব শব্দের সাধারণ অর্থ সংসার, কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্মজনিত সংস্কার। উর্ণনাভ যেরূপ স্বীয় যত্নে জাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে স্বয়ং আবদ্ধ হয়, আমরাও সেইরূপ, পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারবশে স্ব স্ব সংসারের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে নানাপ্রকার সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছি। সংস্কারের ক্ষয় দ্বারা সংসারের উচ্ছেদসাধনই নির্ব্বাণ।

৩। রত্নকূটসূত্রে বুদ্ধোক্তি এইরূপ আছে—

"রাগদ্বেষমোহক্ষয়াৎ পরিনির্বাণম্।" (রত্নকূটসূত্র)

রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয়ের নাম নির্ব্বাণ। অগ্নি যেমন ইন্ধন অভাবে নির্ব্বাণ হইয়া যায়, সেইরূপ রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয় হইলে, জীবের আত্মাভিমান লুপ্ত হইয়া যায়। অহংকার মমকারের ধ্বংস হইলেই নির্ব্বাণলাভ হয়।

৪। বজ্রচ্ছেদিকা গ্রন্থে বুদ্ধ বলিয়াছেন,—

"ইহ হি সুভূতে বোধিসত্ত্বযানসংপ্রস্থিতেন এবং চিত্তমুৎপাদয়িতব্যং সর্ব্বে সত্ত্বা ময়া অনুপধিশেষে নির্ব্বাণধাতৌ পরিনির্বাপয়িতব্যাঃ।" (বজ্রচ্ছেদিকা)

নির্ব্বাণ পদার্থ অনুপধি অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভ হইলে সংস্কারাদি কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

৫। বোধিচর্য্যাবতারগ্রন্থে শান্তিদেব বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বত্যাগশ্চ নির্বাণং নির্বাণার্থি চ মে মনঃ।" (বোধিচর্য্যাবতার)

সর্ব্বত্যাগের নাম নির্ব্বাণ। সংসার, সুখ, দুঃখ, আত্মাভিমান ইত্যাদি সমস্ত ত্যাগের নাম নির্ব্বাণ।

৬। রত্নমেঘ গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"তৃষ্ণয়া বিপ্রহাণেন নির্ব্বাণমিতি কথ্যতে।" (রত্নমেঘ°)

তৃষ্ণার সম্যক্ নিবৃত্তির নাম নির্ব্বাণ। এই সংসার, যাহা অনাধার ও কল্পিত, সেই মিথ্যা সংসারের সহিত নিজের সম্বন্ধ রাখিবার প্রবল ইচ্ছার নাম তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণার ক্ষয় হইলেই সংসারের উচ্ছেদ, আত্মাভিমানের বিলয় ও নির্ব্বাণলাভ হয়।

৭। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায় লিখিত আছে,—

"নিরোধস্য নির্বাণস্য বিগমস্যৈতৎ সুভূতেঽধিবচনং যদুত গম্ভীরমিতি।" (অষ্টসাহস্রিকা°)

নিরোধ, নির্ব্বাণ ও বিগম ইহারা সকলেই সমার্থক এবং ইহাদের অর্থ অতি গম্ভীর। আমিত্ব ও সংসারের অপায়ের নাম নির্ব্বাণ, এবং যে অবস্থায় সংসারও নাই, আমিও নাই, সেই অবস্থাটী অতি দুর্ব্বোধ ও গম্ভীর।

৮। প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্রে লিখিত আছে,—

"বোধিসত্ত্বস্য প্রজ্ঞাপারমিতামাশ্রিত্য বিহরতি চিত্তাবরণঃ।
চিত্তাবরণনাস্তিত্বাৎ অত্রস্তো বিপর্য্যাসাতিক্রান্তো নিষ্ঠনির্বাণঃ॥"
(প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র)

বোধিসত্ত্বের চিত্তাবরণ পরমার্থজ্ঞান অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিতি করে। চিত্তাবরণের অভাবে বিপর্য্যাসের অভাব ও নির্ব্বাণলাভ হয়। সংসার মিথ্যা, আমি মিথ্যা, আন্তর ও বাহ্য জগৎ এক মহাশূন্য মাত্র, এই জ্ঞানের নাম পরমার্থ জ্ঞান। এই

পরমার্থজ্ঞানের অনুশীলনে সংসারাভিমান ও আত্মাভিমানরূপ বিপর্য্যাসের ধ্বংস ও নির্ব্বাণ লাভ হয়।

৯। শতকগ্রন্থে লিখিত আছে,—

"ধর্ম্মং সমাসতোঽহিংসাং বর্ণয়ন্তি তথাগতাঃ।
শূন্যতামেব নির্ব্বাণং কেবলং তদিহোভয়ম্॥" (শতক)

বৌদ্ধগণ অহিংসাকেই সংক্ষেপতঃ ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং শূন্যতাকেই নির্ব্বাণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে অবস্থায় সংসারের ধ্বংস হইয়াছে, আমার নিজের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই অবস্থায় থাকে কি? যদি লৌকিক ভাষায় বলিতে হয়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, তখন শূন্যতামাত্র অবশিষ্ট থাকে, এই শূন্যতাই নির্ব্বাণ।

১০। মাধ্যমিকবৃত্তিকার চন্দ্রকীর্ত্তি লিখিয়াছেন,—

"তদশেষপ্রপঞ্চোপশমশিবলক্ষণং শূন্যতামাগম্য যস্মাদশেষকল্পনালতাপ্রপঞ্চবিগমো ভবতি। প্রপঞ্চবিগমাচ্চ বিকল্পনিবৃত্তিঃ। বিকল্পনিবৃত্ত্যা চ অশেষকর্ম্মক্লেশনিবৃত্তিঃ। কর্ম্মক্লেশনিবৃত্ত্যা চ জন্মনিবৃত্তিঃ। তস্মাৎ শূন্যতৈব সর্ব্বপ্রপঞ্চনিবৃত্তিলক্ষণত্বাৎ নির্বাণমিত্যুচ্যতে।" (মাধ্যমিকা বৃত্তি)

শূন্যতার জ্ঞানদ্বারা অশেষপ্রপঞ্চের উপশমরূপ শ্রেয়োলাভ হয়। প্রপঞ্চের বিগমে বিকল্পের নিবৃত্তি, কর্ম্মক্লেশের ক্ষয় ও জন্মের উচ্ছেদ হয়, অতএব সর্ব্বপ্রপঞ্চের নিবর্ত্তক শূন্যতাই নির্ব্বাণ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

উপরি উক্ত মতসমূহের পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, নির্ব্বাণকালে আমিত্ব ও সংসারের লোপ হয়। সংস্কারসমূহের ক্ষয় হইলেই আমিত্বের লোপ হয়, এবং এই সংস্কারের ক্ষয়েই, আমার সহিত সংসারের যে সম্বন্ধ ছিল, তাহারও বিচ্ছেদ হইয়া যায়। তখন আমার পক্ষে সংসারের অস্তিত্ব ও অভাব উভয়ই সমান। নির্ব্বাণকালে সংসারও থাকিল না, আমিও থাকিলাম না। আমার অস্তিত্ব আর কখনও হইবে না, সংসারের সহ আমার পুনঃ সম্বন্ধ ঘটিবে না এবং আমার পুনর্জ্জন্মের নিবৃত্তি হইল। আমার ও সংসারের চরমধ্বংস হইল। আমি ও সংসার উভয়েই শূন্যতায় নিমগ্ন হইলাম। এই শূন্যতাই নির্ব্বাণ।

এখন দেখা যাউক, এই শূন্যতা কি পদার্থ। মাধ্যমিকসূত্রে নাগার্জ্জুন এইরূপ বুদ্ধবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা।
শ্রূয়তে যস্য তচ্চাপি সমারোপাদনক্ষরঃ॥"

যে পদার্থ, কোন অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, সেই দুজ্ঞেয় পদার্থের সম্বন্ধে কি বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে? অনক্ষর অর্থাৎ ক, খ, গ, ইত্যাদি অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, এই মাত্র বিবরণ যাহা দেওয়া হইল, তাহাও পারমার্থিক পদার্থে মিথ্যা অক্ষরের আরোপ দ্বারা দেওয়া হইল।

এই শূন্যতাপদার্থ অতি দুর্ব্বোধ। ইহা ভাব-পদার্থও নহে, অভাব-পদার্থও নহে। শূন্যতা নামক এমন কোন দ্রব্য নাই, যাহা আমরা নির্ব্বাণকালে লাভ করিয়া থাকি এবং এই সংসার ও আমিত্বের ধ্বংস বা অভাবও শূন্যতা নহে। যদি শূন্যতা নামক কোন দ্রব্য বা ভাব-পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে, তাহা অবশ্যই ধ্বংসশীল হইত, সুতরাং সেই শূন্যতার অধিগমে নিত্যনির্ব্বাণ লাভ হইত না। সংসার ও আমিত্বের অভাবকেই বা কিরূপে শূন্যতা বলা যায়? সংসার ও আমি উভয়েই মিথ্যা পদার্থ। যেহেতু ইহাদের পারমার্থিক অস্তিত্ব কখনও ছিলনা, সুতরাং শিরঃশূন্য পদার্থের শিরঃপীড়ার ন্যায় ইহাদের অভাব কিরূপে হইবে?

রত্নাবলীগ্রন্থে লিখিত আছে,—

"ন চাভাবোঽপি নির্বাণং কুত এবাস্য ভাবতা।
ভাবাভাবপরামর্শক্ষয়ো নির্বাণমুচ্যতে॥" (রত্নাবলী)

নির্ব্বাণ(শূন্যতা)কে অভাব-পদার্থ বলা যায় না। ইহাকে কিরূপে ভাবপদার্থ বলিতে পারা যায়? ভাব ও অভাব জ্ঞানের ক্ষয়ই নির্ব্বাণ নামে অভিহিত হয়। ভাব ও অভাব পদার্থ পরস্পর সাপেক্ষ। কিন্তু যে পদার্থের (শূন্যতার) অধিগমে নির্ব্বাণ লাভ হয়, তাহা কাহারও সাপেক্ষ নহে, সুতরাং নির্ব্বাণ বা শূন্যতা ভাব-পদার্থও নহে, অভাব-পদার্থও নহে। এই নির্ব্বাণ বা শূন্যতা অনির্ব্বচনীয় পদার্থ। যাঁহারা নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভাব ও অভাব পদার্থের অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের অতীত হইয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থা কোনক্রমেই বর্ণন করিতে পারা যায় না।

এই শূন্যতা বা নির্বাণসম্বন্ধে নিম্নে কএকটী মত উদ্ধৃত হইল।

১। হিন্দু-দার্শনিক মাধবাচার্য্য বৌদ্ধদর্শনের মত সমালোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

"অস্তি নাস্তি উভয় অনুভয় ইতি চতুষ্কোটিবিনির্ম্মুক্তং শূন্যত্বম্।" (সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ)

অস্তি, নাস্তি, উভয় এবং অনুভয়, এই চতুষ্কোটি বিনির্ম্মুক্ত পদার্থই শূন্যতা।

২। সমাধিরাজসূত্রে লিখিত আছে—

"অস্তীতি নাস্তীতি উভেঽপি মিথ্যা
শুদ্ধীতি অশুদ্ধীতি ইমেঽপি অন্তাঃ।
তস্মাদুভেঽন্তেবিবর্জ্জয়িত্বা
মধ্যেঽপি স্থানন্নকরোতি পণ্ডিতঃ॥" (সমাধিরাজসূত্র)

অস্তি ও নাস্তি উভয়ই মিথ্যা; শুদ্ধি ও অশুদ্ধি ইহাও কল্পিত। সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি উভয় অন্ত ত্যাগ করিয়া মধ্যেও অবস্থিতি করেন না। পণ্ডিত ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করিয়া অস্তি ও নাস্তির অতীত ও সত্তাহীন হইয়া পড়েন।

৩। নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন—

"অস্তিত্বং যত্তু পশ্যন্তি নাস্তিত্বং চাল্পবুদ্ধয়ঃ।
ভাবানাং তেন পশ্যন্তি দ্রষ্টব্যোপশমং শিবম্ ॥"

(মাধ্যমিকসূত্র)

অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের অনুভব করেন, কিন্তু ধীর ব্যক্তিগণ অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের উপশমরূপ শ্রেয়ঃ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। শূন্যতা পদার্থ "আছে" এরূপও বলা যায় না, "নাই" এরূপও বলা যায় না। ধীরব্যক্তিগণ এই পদার্থ লাভ করিয়া "আছে" ও "নাই" এতদুভয় অতিক্রম করিয়া থাকেন।

৪। রত্নাবলীগ্রন্থে লিখিত আছে—

"নাস্তিকো দুর্গতিং যাতি সুগতিং যাতানাস্তিকঃ।
যথাভূতপরিজ্ঞানান্মোক্ষমদ্বয়নিশ্রিতঃ ॥" (রত্নাবলী)

যাঁহারা "নাই" অর্থাৎ সংসার ও আমার ধ্বংসরূপ অভাব পদার্থকেই শূন্যতা নামে অভিহিত করেন, তাঁহারা দুর্গতি প্রাপ্ত হন এবং যাঁহারা তাহা করেন না, তাঁহারা ভাব ও অভাব পদার্থের অতীত শূন্যতাকে লাভ করিয়া সুগতি ও মুক্তি প্রাপ্ত হন।

৫। ললিত-বিস্তরগ্রন্থে লিখিত আছে—

"ন চ পুনরিহ কশ্চিদস্তিধর্ম্মঃ সোঽপি ন বিদ্যতি যস্য নাস্তি ভাবাঃ।
হেতুক্রিয়পরম্পরা জানেত তস্য ভোতীহ অস্তি নাস্তি ভাবাঃ ॥"

(ললিতবিস্তর)

এই সংসারে কোন পদার্থ "আছে" এরূপও বলা যায় না এবং "নাই" এরূপও বলা যায় না। যাঁহারা কার্য্যকারণ-পরম্পরা অবগত আছেন, তাঁহারা অস্তি ও নাস্তির অতীত হইয়া নির্বাণ লাভ করেন।

৬। রত্নাকরসূত্রে লিখিত আছে—

"শূন্যবিদো নহি বিদ্যতে কচিৎ অন্তরিক্ষি শকুনস্য বা পদম্।
যন্ন বিদ্যতি স্বভাবতঃ কচিৎ সা ন জাতু পরহেতু ভবিষ্যতি ॥
যস্য নৈব হি স্বভাব লভ্যতে সোঽস্বভাবঃ পরপ্রত্যয়ঃ কথম্।
অস্বভাবুপস্য কিং জনিষ্যতি এষ হেতু সুগতেন দেশিতঃ ॥"

(রত্নাকরসূত্র)

এই বিশ্ব এক মহাশূন্য। যেমন অন্তরীক্ষে শকুনের পদ বিদ্যমান থাকিতে পারে না, সেইরূপ এই মহাশূন্য মধ্যে কোন পদার্থ-ই বিদ্যমান নাই। পদার্থসমূহের কাহারও স্বভাব বা অন্য নিরপেক্ষ সত্তা নাই, সুতরাং তাহারা অপর পদার্থের জন্য বা জনক কিরূপে হইবে?

৭। রত্নমেঘসূত্রে লিখিত আছে—

"আদিতশূন্য অনাগতধর্ম্মা অনাগত অস্থিতস্থানবিবিক্তাঃ।
নিত্যমসারকমায়স্বভাবাঃ শুদ্ধবিশুদ্ধনভোপমসর্ব্বি ॥"

(রত্নমেঘসূত্র)

পদার্থসমূহ আদিতে ও অন্তে শূন্যস্বভাব। ইহাদিগের কোন আধার বা স্থিতি নাই। ইহারা অসার ও মায়া মাত্র। শুদ্ধ অশুদ্ধ সকলই আকাশসদৃশ নির্লেপ।

৮। অনবতপ্তহ্রদাপসংক্রমণসূত্রে লিখিত আছে—

"যঃ প্রত্যয়ৈর্জায়তি সহ্যজাতো ন তস্য উৎপাদস্বভাবতাস্তি।
যঃ প্রত্যয়াধীন্ন স শূন্য উক্তো যঃ শূন্যতাং জানাতি সোঽপ্রমত্তঃ।"

(অনবতপ্তহ্রদাপসংক্রমণসূত্র)

যে পদার্থ অন্য পদার্থসমূহের সম্বন্ধবশে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা উৎপন্নই হয় নাই বলিতে হইবে। ঐ পদার্থের স্বভাব বা স্বাধীন সত্তা নাই। যাহার অন্য নিরপেক্ষ সত্তা নাই, তাহাকে শূন্য বলিতে পারা যায় এবং যে শূন্যতা উপলব্ধি করিয়াছে সে কখনও সংসারে মত্ত থাকিতে পারে না।

৯। বুদ্ধ স্বয়ং নিম্নলিখিত গাথায় শূন্যতার বর্ণন করিয়াছেন,—

"যথা নির্বাণগম্ভীরং শব্দেন সম্প্রকাশিতম্।
লভ্যতে ন চ নির্বাণং স চ শব্দো ন লভ্যতে ॥
শব্দশ্চাপ্যনির্বাণমুভয়স্তন্নলভ্যতে।
এবং শূন্যেষু ধর্ম্মেষু নির্ব্বাণং সম্প্রকাশিতম্ ॥
নির্বাণন্নিবৃত্তিবৃত্তং নির্বাণঞ্চ ন লভ্যতে।
অপ্রবৃত্তেষু ধর্ম্মেষু যথা পশ্চাত্তথা পুরা ॥"

"নির্বাণ" এই গম্ভীর পদার্থ শব্দ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু কেহই নির্বাণ লাভ করিতে পারে না। "অনির্বাণ" ইহাও একটী শব্দ এবং ইহাও কেহ লাভ করিতে পারে না। শূন্যপদার্থকেও নির্বাণ বলা যায় এবং প্রপঞ্চের নিবৃত্তিও নির্ব্বাণ নামে অভিহিত হয়। নির্ব্বাণ পদার্থের যে কোন লক্ষণ করা হউক না কেন, উহার সহিত জীবের গ্রাহ্য গ্রাহক সম্বন্ধ হইতে পারে না। যেহেতু জীবের প্রকৃত সত্তা নাই, সুতরাং সে নির্ব্বাণ "লাভ" করিল, এরূপ কথা কিরূপে বলা যায় এবং নির্ব্বাণ কোন ভাব-পদার্থ নহে, সুতরাং তাহার প্রাপ্তিও অসম্ভব। সংসার ও আমি উভয়ই মিথ্যা পদার্থ এবং এতদুভয়ের মিথ্যা প্রতীতিদ্বারা প্রপঞ্চের উপশম হইল বটে, কিন্তু পরমার্থতঃ যাহা ছিল তাহাই থাকিল, সেই পারমার্থিক পদার্থই নির্ব্বাণ।

নিম্নে নির্ব্বাণলাভের প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণিত হইতেছে। এই সংসার দুঃখময়। জন্মলাভ করিয়া জরাশোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্মনস্য ইত্যাদিদ্বারা জীব অহরহঃ সন্তপ্ত হইতেছে। মৃত্যুতেও এই সন্তাপের চিরনিবৃত্তি হয় না, মরণের অব্যবহিত পরেই, পুনর্জ্জন্মলাভ হইয়া থাকে। যতদিন কর্ম্মের সম্পূর্ণ ক্ষয় না হয়, ততদিন এই জন্মমরণপ্রবাহ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। বুদ্ধ বলিয়াছেন,—

"ন প্রণশ্যন্তি কর্ম্মাণি কল্পকোটীশতৈরপি।
সামগ্রীং প্রাপ্য কালঞ্চ ফলন্তি খলু দেহিনাম্॥"

শতকোটিকল্পেও কর্ম্মের ক্ষয় হয় না; কাল ও পাত্র প্রাপ্ত হইলেই জীবদিগের কর্ম্ম ফল প্রসব করে।

কর্ম্মফলানুসারে জীব নরক, তির্য্যক্, প্রেত, অসুর, মনুষ্য ও দেব এই ষড়্‌বিধ লোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া ষড়্‌বিধ গতি * প্রাপ্ত হইতেছে। এই সকল লোকে জন্মিয়াও, আবার কখনও অণ্ডজ, কখনও স্বেদজ, কখনও জরায়ুজ এবং কখনও উপপাদুক যোনি † প্রাপ্ত হইতেছে।

কুম্ভকারের চক্র যেরূপ অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবে অবিরত বিঘূর্ণিত হয়, জীবও সেইরূপ স্বীয় কর্ম্মফলে, এই সংসারচক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। যেমন কোন কাচকূপীর মধ্যে কতকগুলি মধুকরকে প্রবেশ করাইয়া উহার মুখ বন্ধ করিলে, ঐ মধুকরগুলির কেহ ঊর্দ্ধে উৎক্রমণ, কেহ অধোদেশে গমন এবং কেহ বা মধ্যে অবস্থান করে, কিন্তু কেহই উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ জীবগণ স্বকীয় কর্ম্মফলে, এই সংসারচক্রমধ্যে কখনও নরক, কখনও তির্য্যক্, কখনও মনুষ্য ইত্যাদি লোকে জন্মগ্রহণ করিতেছে, কিন্তু কেহই পরিত্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না।

"সর্ব্ব অনিত্যা অকামা অধ্রুবা ন চ শাশ্বতাঽপি ন কল্পাঃ।"
(ললিতবিস্তর)

সংসারের সমস্তই অনিত্য, অকাম, অধ্রুব, অশাশ্বত এবং কল্পিত।

সংসাররূপ মহাবিদ্যান্ধকারগহনে ‡ প্রক্ষিপ্ত অজ্ঞানপটল-তিমিরাবৃতনয়ন প্রজ্ঞাচক্ষুর্ব্বিরহিত লোকদিগকে ধর্ম্মালোক প্রদান ও সর্ব্বদুঃখ হইতে প্রমোচনের নিমিত্ত ভগবান্ বুদ্ধ নির্ব্বাণ-মার্গের উপদেশ করিয়াছেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—

"ধিগ্ যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্যধিগ্ বিবিধব্যাধিপরাহতেন।
ধিগ্ জীবিতেন পুরুষো ন চিরস্থিতেন
ধিক্ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গঃ॥
যদি জর ন ভবেয়া নৈব ব্যাধির্ন মৃত্যু
তথাপি চ মহদ্দুঃখং পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো।
কিং পুন জরব্যাধিমৃত্যুনিত্যানুবদ্ধাঃ
সাধু প্রতিনিবর্ত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচম্॥" (ললিতবিস্তর)

যৌবনে ধিক্, যেহেতু জরা ইহার পশ্চাৎ ধাবমান, আরোগ্যে ধিক্, যেহেতু ইহা বিবিধব্যাধিদ্বারা পরাহত, জীবনে ধিক্, যেহেতু ইহা চিরস্থায়ী নহে এবং পণ্ডিত পুরুষের সংসারাসক্তিতেও ধিক্। যদি জরা, ব্যাধি বা মৃত্যু না থাকিত, তথাপি রূপাদি পঞ্চস্কন্ধধারণ করিতে জীবের মহাদুঃখ হইত। জরা ব্যাধি ও মৃত্যুর সহ চিরানুবদ্ধ লোকের দুঃখের কথা আর কি বলিব! অতএব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক মুক্তির উপায় চিন্তা করি।

এই দুঃখসমূহের চরমধ্বংসের নিমিত্ত তিনি প্রারম্ভে চতুরার্য্যসত্যের উপদেশ দিয়াছেন।

"চত্বারি আর্য্যসত্যানি। যথা। দুঃখং, সমুদয়ো, নিরোধো, মার্গশ্চেতি।" (ধর্ম্মসংগ্রহ)

দুঃখ, দুঃখের উদয় বা উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ বা নিবৃত্তি এবং দুঃখনিরোধের উপায় বা আর্য্য অষ্টমার্গ।

যেহেতু সকলেই অহরহঃ দুঃখভোগ করিতেছেন, অতএব দুঃখ পদার্থ কি তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত বিশেষ প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই। দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের ক্রম, ললিত-বিস্তর, মাধ্যমিকসূত্র ইত্যাদি সমস্ত গ্রন্থেই বিশদরূপে বর্ণিত আছে। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত হইতে দুঃখের উৎপত্তি ও নিবৃত্তির ক্রম নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

"শৃণুত শ্রেয়সে সর্ব্বে যূয়ং নির্মলমানসাঃ।
তৎপ্রতীত্য সমুৎপাদং বক্ষ্যামি বো যথাক্রমম্॥
অবিদ্যাবাসনৈবেয়ং দুঃখস্কন্ধস্য ভূয়সঃ।
সংসারবিষবৃক্ষস্য মূলবন্ধবিধায়িনী॥
তৎপ্রত্যয়াস্তু সংস্কারাঃ কায়বাঙ্মানসাত্মকাঃ।
সংস্কারোত্থং চ বিজ্ঞানং মনঃ ষষ্ঠেন্দ্রিয়াত্মকম্॥
তৎপ্রত্যয়ং নামরূপং সংজ্ঞা সন্দর্শনাভিধম্।
মনঃ ষষ্ঠেন্দ্রিয়স্থানং ষড়ায়তনমপ্যতঃ॥
ষড়ায়তনসংশ্লেষঃ স্পর্শ ইত্যভিধীয়তে।
ষট্‌স্পর্শানুভবো যশ্চ বেদনা সা প্রকীর্ত্তিতা॥

* "গতয়ঃ ষট্। যথা। নরকতির্য্যক্প্রেতোঽসুরো মনুষ্যো দেবশ্চেতি।" (ধর্ম্মসংগ্রহ)

† "চত্বারো যোনয়ঃ। তদ্যথা। অণ্ডজঃ সংস্বেদজোজরায়ুজ উপপাদুকশ্চেতি।" (ধর্ম্মসংগ্রহ)

‡ "অহোবতাহং সংসারমহাবিদ্যান্ধকারগহনপ্রক্ষিপ্তস্য লোকস্য অজ্ঞানপটলতিমিরাবৃতনয়নস্য প্রজ্ঞাচক্ষুর্ব্বিরহিতস্য অবিদ্যামোহান্ধস্য মহান্তং ধর্ম্মালোকং কুর্য্যাম্।" (ললিতবিস্তর)

তয়া বিষয়সংক্লেশরাগতৃষ্ণা প্রজায়তে।
কামাদিষু তদ্ভূতমুপাদানং প্রবর্ত্ততে॥
উপাদানোদ্ভবঃ কামরূপারূপময়ো ভবঃ।
নানাযোনিপরারম্ভা জাতির্ভবসমুদ্ভবা॥
জরামরণশোকাদিসন্ততির্জ্জাতিসংশ্রয়া।
অবিদ্যাদিনিরোধেন তেষাং ব্যুপরতি-ক্রমঃ॥" (বুদ্ধচরিত)

বিবিধপ্রকার দুঃখ ও সংসারবিষবৃক্ষের মূল অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে কায়িক, বাচিক ও মানসিক সংস্কারসমূহের উৎপত্তি হয়। সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি ও জাতি হইতে জরা মরণ শোক ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। অবিদ্যাদির নিরোধদ্বারা ক্রমে এই সমুদায়ের নিরোধ হয়। অবিদ্যাদি দ্বাদশ পদার্থ প্রতীত্য-সমুৎপাদ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

উদীচ্য বৌদ্ধগণ সংসারের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার প্রতিকৃতি একখানি চক্র। এই চক্রের কেন্দ্রস্থলে কপোতরূপী রাগ, সর্পরূপী দ্বেষ এবং শূকররূপী মোহ বিদ্যমান আছে। এই রাগ, দ্বেষ ও মোহদ্বারাই সংসারচক্র বিঘূর্ণিত হইতেছে। সংসারচক্রের নেমিদেশে প্রতীত্যসমুৎপাদের দ্বাদশ মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। প্রথম ঘরে একটী অন্ধ স্ত্রীলোক একটী প্রদীপের সম্মুখে আসীন আছে। দ্বিতীয় ঘরে একজন কুম্ভকার অবিরত একটী চক্র বিঘূর্ণিত করিতেছে। তৃতীয় ঘরে একটী বানর অস্থির ভাবে লম্ফ ঝম্ফ করিতেছে। চতুর্থ ঘরে একখানি নৌকায় একজন আরোহী উপবিষ্ট। পঞ্চম ঘরে একখানি গৃহের প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে। ষষ্ঠ ঘরে একটী পুরুষ ও একটী স্ত্রী একত্র বসিয়া আছে। সপ্তম ঘরে একটী তীর একজন মনুষ্যের চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। অষ্টম ঘরে একজন মনুষ্য সুরাপান করিতেছে। নবম ঘরে একটী বৃদ্ধা যষ্টির উপর ভর দিয়া দণ্ডায়মান আছে। দশম ঘরে আলিঙ্গন-বদ্ধ দম্পতী। একাদশ ঘরে একটী স্ত্রী সন্তান প্রসব করিতেছে। দ্বাদশ ঘরে একজন মনুষ্য শব স্কন্ধে করিয়া শ্মশানাভিমুখে ধাবমান হইতেছে। এই প্রতীত্য-সমুৎপাদচক্রের চতুর্দ্দিকে নরক, তির্য্যক্, প্রেত, অসুর, মনুষ্য ও দেবলোকের প্রতিকৃতি। এই সকল লোকের মধ্যে মনুষ্যলোকই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু বুদ্ধত্ব বা নির্ব্বাণ কেবল মনুষ্যলোকেই সম্ভব হয়। অন্যান্য লোকে সুখদুঃখাদির ভোগমাত্র হইয়া থাকে। এই ষড়্-লোকের চতুর্দ্দিকে বুদ্ধগণের প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহারা রাগ, দ্বেষ, মোহ ও অবিদ্যাদি অতিক্রম করিয়াছেন, নরকাদি লোকে তাঁহাদের আর জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে না। তাঁহারা ভবচক্র অতিক্রম করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন।

এখন দেখা গেল, অবিদ্যাদির নিবৃত্তিদ্বারা দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি ও নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে। কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে অবিদ্যাদির নিরোধসাধন করা যায়? বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত আছে, আর্য্য-অষ্টমার্গের অনুগমনই সেই উপায়। সম্যগ্‌দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যগ্‌বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যগা-জীব, সম্যগ্‌ব্যায়াম, সম্যক্-স্মৃতি ও সম্যক্-সমাধি এই অষ্টবিধ আর্য্যমার্গের অনুধাবন দ্বারা অবিদ্যাদি নিরোধের সোপান প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবিদ্যাদির চরম ধ্বংস করিতে পারিলেই বুদ্ধত্ব বা নির্ব্বাণ লাভ হয়।

উপরি উক্ত বিষয়ের সংক্ষিপ্তভাব নিম্নে লিখিত হইতেছে। প্রথমে প্রাণাতিপাত, অদত্তাদান, কামমিথ্যাচার, মৃষাবাদ, পৈশুন্য, পারুষ্য, সম্ভিন্নপ্রলাপ, অভিধ্যা, ব্যাপাদ ও মিথ্যাদৃষ্টি এই দশবিধ অকুশল কর্ম্মপথ পরিহার করিতে হইবে।

মহাবস্তু গ্রন্থে লিখিত আছে—

"প্রাণাতিপাতো অধর্ম্মো প্রাণাতিপাতবৈরমণোধর্ম্মো, অদিন্নাদানো অধর্ম্মো অদত্তাদানবৈরমণোধর্ম্মঃ, কামেষু মিথ্যাচারো অধর্ম্মো কামেষু মিথ্যাচারবৈরমণোধর্ম্মো সুরামৈ-রেয়মদ্যপানং অধর্ম্মো সুরামৈরেয়মদ্যপানাতো বৈরমণো-ধর্ম্মো, পিশুনা বাচা অধর্ম্মো পিশুনা বাচাতো বৈরমণো ধর্ম্মো, দশকুশলাকর্ম্মপথাধর্ম্মো, দশহি মহারাজ অকুশলেহি কর্ম্মপথেহি সমন্বাগতাঃ সত্বা নরকেষূপপদ্যন্তি।" (মহাবস্তু)

এই দশবিধ অকুশল কর্ম্মপথ ত্যাগ করিলে লোভ (রাগ), মোহ ও দ্বেষ, এই ত্রিবিধ অকুশলমূল * বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ত্রিবিধ অকুশলমূল নির্ম্মূল হইলে, চতুর্বিধ ধর্ম্মপদ লাভ হইয়া থাকে।

"চত্বারি ধর্ম্মপদানি। অনিত্যাঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ। দুঃখাঃ সর্ব্ব-সংস্কারাঃ। নিরাত্মনঃ সর্ব্বসংস্কারাঃ। শান্তং নির্ব্বাণং চেতি।" (ধর্ম্মসংগ্রহ)

সমস্ত পদার্থই অনিত্য, সকলই দুঃখবহুল, কাহারও স্বভাব বা অন্যনিরপেক্ষ-সত্তা নাই, শান্তিই নির্ব্বাণ। এইরূপ চতুর্বিধ ভাবনাই ধর্ম্মের চারিটী পদ।

এই চতুর্বিধ ধর্ম্মপদের অনুশীলন করিলে, আর্য্যাষ্টমার্গে প্রবেশ লাভ হয়। সম্যক্-দৃষ্টি হইতে সম্যক্-সমাধিপর্য্যন্ত আটটী আর্য্যমার্গের অনুসরণ দ্বারা অবিদ্যাদি নিরোধের দ্বার প্রাপ্ত হওয়া যায়। তদনন্তর দানপারমিতা, শীলপারমিতা, ক্ষান্তিপারমিতা, বীর্য্যপারমিতা, ধ্যানপারমিতা ও প্রজ্ঞাপারমিতা

* "ত্রীণি অকুশলমূলানি। লোভোমোহো দ্বেষশ্চেতি।" (ধর্ম্মসংগ্রহ)

এই ষড়্‌বিধ পারমিতা ও প্রতীত্যসমুৎপাদের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই প্রতীত্যসমুৎপাদের জ্ঞান জন্মিলে অর্থাৎ দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধের ক্রম বুঝিতে পারিলে, অবিদ্যাদির বিলয় হইতে আরম্ভ হয়। অবিদ্যাদির বিনাশে বুদ্ধত্ব বা নির্ব্বাণ লাভ হয়। তখন জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও দুঃখ ইত্যাদির চির-উচ্ছেদ হইয়া থাকে। নির্ব্বাণলাভের পর আর ভবচক্রে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, তখন আমিত্ব ও সংসাররূপ অগ্নি চিরকালের জন্য নিবিয়া যায়।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি সংসার ও আমি উভয়েই মিথ্যা এবং শূন্যতাই * এই বিশ্বের প্রকৃত স্বভাব হয়, তাহা হইলে, কিরূপে আমি, তুমি, ঘট, পট ইত্যাদির ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতেছে। শশবিষাণ, গগনকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না, কিন্তু "সংসার" ও "আমি" দ্বারা বহু কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, দুঃখভোগ অবাধেই চলিতেছে। এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া বৌদ্ধগণ সত্যদ্বয়ের অবতারণা করিয়াছেন। নাগার্জ্জুন নিম্নলিখিত সূত্রে ঐ সত্যদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা।
লোকসংবৃতিসত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ॥" (মাধ্যমিকসূত্র)

বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মদেশনা সাম্বৃত্তিক (ব্যবহারিক) ও পারমার্থিক, এই দুই প্রকার সত্য আশ্রয় করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।

নাগার্জ্জুন আরও বলিয়াছেন, ——

"ব্যবহারমনাশ্রিত্য পরমার্থো ন দেশ্যতে।
পরমার্থমনাগম্য নির্ব্বাণং নাধিগম্যতে॥" (মাধ্যমিকসূত্র)

ব্যবহারিক সত্যের আশ্রয়ব্যতীত পরমার্থ-সত্যের উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে না এবং পরমার্থসত্যের উপলব্ধি ব্যতীত নির্ব্বাণ লাভ হয় না।

সত্যদ্বয়াবতারসূত্র, লঙ্কাবতারসূত্র, মাধ্যমিকসূত্র ইত্যাদি গ্রন্থে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এস্থলে এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, সাম্বৃত্তিক (ব্যবহারিক) সত্যদ্বারা বিচার করিলে, সংসার ও আমি মিথ্যা নহে, কিন্তু পারমার্থিক সত্যদ্বারা বিচার করিলে, এই সংসার অনাধার, কল্পিত ও মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি হইবে। যখন পরমার্থসত্যের সম্যক্ জ্ঞান হইবে, তখন সংসার ও আমি মিথ্যা হইয়া যাইব এবং তখনই নির্ব্বাণ লাভ হইবে।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, নির্ব্বাণ কোন বস্তু নহে। সংসার ও আমি এই দুই মিথ্যা বস্তু, মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইলেও প্রকৃত যাহা ছিল, তাহাই থাকিবে, সেই প্রকৃত অবস্থাই নির্ব্বাণ। এই হেতু নির্ব্বাণ ও শূন্যতা অসংস্কৃত পদার্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। চন্দ্রকীর্ত্তি বলিয়াছেন,—

"অত্রৈকে তু আকাশপ্রতিসংখ্যানিরোধনির্ব্বাণানি অসংস্কৃতানি কল্পয়ন্তি। অপরে শূন্যতাং তথতালক্ষণাং অসংস্কৃতাং পরিকল্পয়ন্তি।" (মাধ্যমিকবৃত্তি)

যে পদার্থের উৎপাদ, স্থিতি ও বিনাশ আছে, তাহাই সংস্কৃত পদার্থ। নির্ব্বাণ বা শূন্যতার উৎপাদ, স্থিতি বা ক্ষয় নাই, সুতরাং ইহা অসংস্কৃত পদার্থ। এ পর্য্যন্ত নির্ব্বাণ-লাভ, শূন্যতাপ্রাপ্তি ইত্যাদি বাক্যে নির্ব্বাণ ও শূন্যতার লাভ ও প্রাপ্তির কথা বলিয়াছি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে হইলে, উহার লাভ ও প্রাপ্তি হইতে পারে না। সংসার ও আমি এই দুই মিথ্যা বস্তু মিথ্যা হইয়া গেলে, পরমার্থতঃ যাহা পূর্ব্বে ছিল পরেও তাহাই থাকিল, সেই পারমার্থিক প্রকৃত অবস্থাই নির্ব্বাণ। সেই প্রকৃত অবস্থা ভগবান্ বুদ্ধ আর্য্য-রত্নকুটসূত্রে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

"নাত্র স্ত্রী ন পুরুষো ন সত্ত্বো ন জীবো ন পুরুষো ন পুদ্গলো বিতথা ইমে সর্ব্বধর্ম্মাঃ। অসন্ত ইমে সর্ব্বধর্ম্মাঃ। বিঠপিতা ইমে সর্ব্বধর্ম্মাঃ। মায়োপমা ইমে সর্ব্বধর্ম্মাঃ। স্বপ্নোপমা ইমে সর্ব্বধর্ম্মাঃ। নির্ম্মিতোপমা ইমে সর্ব্বধর্ম্মাঃ। উদকচন্দ্রোপমা ইমে সর্ব্বধর্ম্মা ইতি বিস্তরঃ। তে ইমাং তথাগতস্য ধর্ম্মদেশনাং শ্রুত্বা বিগতরাগান্ সর্ব্বধর্ম্মান্ পশ্যন্তি বিগতমোহান্ সর্ব্বধর্ম্মান্ পশ্যন্তি অস্বভাবান্ অনাবরণান্। তে আকাশস্থিতেন চেতসা কালং কুর্ব্বন্তি তে কালগতাঃ সমানাঃ নিরুপধিশেষে নির্ব্বাণ-ধাতৌ পরিনির্ব্বান্তি।"

বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন,—

"শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্যং বহির্গতম্।
ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্॥"

(মাধ্যমিকবৃত্তিতে চন্দ্রকীর্ত্তি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত বুদ্ধকাব্য)

দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগ্রন্থের মত।

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগ্রন্থের মত উদীচ্যমত হইতে পৃথক্ নহে।

বিসুদ্ধিমগ্‌গ গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"সোসানিকঙ্গমিতি নেকগুণাবহত্তা।
নিব্বাননিন্নহদয়েন নিসেবিতব্বন্তি॥" (বিসুদ্ধিমগ্‌গ)

"যম্‌হি ঝানঞ্চ পঞ্‌ঞঞ্চ সবে নিব্বানসন্তিকে।" (বিসুদ্ধিমগ্‌গ)

নির্ব্বাণে নিবিষ্টহৃদয় ব্যক্তির নিরন্তর শ্মশানাঙ্গ সেবন

* "শূন্যতাগতিকা হি সুভূতে সর্ব্বধর্ম্মাস্তে তাং গতিং ন ব্যতিবর্ত্তন্তে।" (অষ্টসাহস্রিকা)

"স্বভাবানুৎপত্তিং সন্ধায় মহামতে সর্ব্বধর্ম্মাঃ শূন্যা ইতি দর্শিতা ইতি। শূন্যাঃ সর্ব্বধর্ম্মা নিঃস্বভাবযোগেন।" (সার্দ্ধশতিকা)

করা উচিত। শ্মশান বহুগুণের আধার। এই শ্মশান সেবন দ্বারা সাধক বুঝিতে পারিবেন, জীব ও সংসার মিথ্যা। যিনি ধ্যান ও প্রজ্ঞা লাভ করিয়াছেন, তিনি নির্ব্বাণ সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। অবিরত সংসারের অনিত্যত্বচিন্তনদ্বারা পরমার্থ জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে এবং তদনন্তর সংসার ও আমি মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি হয়। ইহাই নির্ব্বাণ।

ধম্মপদ গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"খন্তী পরমং তপো তিতিক্‌খা নিব্বানং পরমং বদন্তি বুদ্ধা।
নাৎথি রাগসমো অগ্গি নাৎথি দোসসমো কলি।
নাৎথি খন্ধাদি সা দুক্‌খা নাৎথি সন্তিপরং সুখং॥
জিঘচ্ছা পরমারোগা সংখারা পরমা দুখা।
এতং ঞত্বা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখম্॥
উচ্ছিন্দ স্নেহমত্তনো কুমুদং সারদিকং ইব পানিনা।
সন্তিমগ্‌গমেব ব্রূহয় নিব্বানং সুগতেন দেসিতম্॥
সিঞ্চ ভিক্‌খু ইমং নাবং সিত্তা তে লহুমেস্‌সতি।
ছেত্বা রাগঞ্চ দোসঞ্চ ততো নিব্বানমেহিসি॥" (ধম্মপদ)

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, ক্ষান্তিই পরম তপঃ, তিতিক্ষাই পরমনির্ব্বাণ। লোভের ন্যায় অগ্নি নাই, দ্বেষের ন্যায় পাপ নাই, স্কন্ধ সদৃশ দুঃখ নাই, শান্তির ন্যায় সুখ নাই এবং ক্ষুধার ন্যায় রোগ নাই। সংস্কারসমূহই পরমদুঃখ। এই সকল যথাভূত বিদিত হইয়া, জীব পরম সুখের আধার-স্বরূপ নির্ব্বাণ লাভ করে। হস্তদ্বারা শারদকুসুম যেরূপ ছিন্ন হয়, সেইরূপ স্বয়ং আত্মাভিমান ছেদন কর। তাহা হইলে, সুগতপ্রদর্শিত নির্ব্বাণরূপ শান্তিমার্গ লাভ করিতে পারিবে। হে ভিক্ষু! এই দেহরূপ নৌকা ছেঁচিয়া ফেল, তাহা হইলে উহা লঘু হইবে। রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি ছেঁচিয়া ফেলিতে পারিলে, নির্ব্বাণ লাভ হইবে।

এই সকল বাক্যদ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, নির্ব্বাণ লাভ দাক্ষিণাত্য বৌদ্ধগণেরও চরম উদ্দেশ্য। এই নির্ব্বাণপ্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহারাও প্রাণাতিপাতাদি দশবিধ অকুশল কর্ম্মপথের পরিহার ও চতুরার্য্যসত্যের অনুসরণের উপদেশ দিয়াছেন।

ধম্মপদের মলবগ্‌গে লিখিত আছে,—

"যো পাণমতিপাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি।
লোকে অদিন্নং আদিয়তি পরদারঞ্চ গচ্ছতি॥
সুরামেরয়পানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি।
ইধেহবমেসো লোকস্‌সিং মূলং খনতি অত্তনো॥" (ধম্মপদ)

যে ব্যক্তি প্রাণাতিপাত, মৃষাবাদ, অদত্তাদান, পরদার-গমন, সুরাপান ইত্যাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে ইহ-লোকেই আত্মোন্নতির মূল বিনষ্ট করিয়া থাকে।

ধম্মপদের বুদ্ধবগ্‌গে লিখিত আছে;—

"দুক্‌খং দুক্‌খসমুপ্পাদং দুক্‌খস্‌স চ অতিক্কমং।
অরিয়ঞ্চট্ঠঙ্গিকং মগ্‌গং দুক্‌খূপসমগামিনং॥
এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং।
এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্‌খা পমুচ্চতি॥" (ধম্মপদ)

দুঃখ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের ধ্বংস ও দুঃখ নিরোধো-পায়ক অষ্টবিধ আর্য্যমার্গ, এই চতুরার্য্য সত্যই শ্রেয়স্কর ও উত্তম শরণ, ইহাদের শরণেই সর্ব্বদুঃখ হইতে বিমুক্তিলাভ করা যায়।

পরমৎথজোতিকাগ্রন্থে লিখিত আছে;—

"এৎথ পন সোতাপত্তিমগ্‌গং ভবেত্বা দিট্‌ঠি-বিচিকিচ্ছা পহানেন পহীনাপায়গমনো সত্তখত্তুপরমো সোতাপন্নো নাম হোতি। সকদাগামি মগ্‌গং ভাবেত্বা রাগদোসমোহানং তনু-করত্তা সকদাগামি নাম হোতি। সকিদেব ইমং লোকং অনাগন্ত্বা ইৎথ তং অরহত্তং ভাবেত্বা অনবসেসকিলেসপহানেন অরহা নাম হোতি খীণাসবো।" (পরমৎথজোতিকা)

চতুরার্য্যসত্যের অনুগামী ব্যক্তি দৃষ্টি বিচিকিৎসা প্রহাণদ্বারা স্রোত আপন্ন, রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয় দ্বারা সকৃদাগামী একবার মাত্র সংসারে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অনাগামী এবং পরি-শেষে সর্ব্বক্লেশের প্রহাণদ্বারা ক্ষীণাসব হইয়া অর্হৎপদ লাভ করেন। যাঁহারা দশবিধ অকুশল কর্ম্মপথ ত্যাগ করিয়াছেন এবং অষ্টাবিধ আর্য্যমার্গের অনুসরণদ্বারা চতুরার্য্যসত্যের সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই জীবনের পবিত্রতা দ্বারা সংসার-স্রোত অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারাই স্রোত-আপন্ন নামে অভিহিত। তাঁহাদিগকে এ সংসারে সাতবার প্রত্যা-গমন করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহাদের নির্বাণ নিশ্চিত। নরকের দ্বার তাঁহাদের সম্বন্ধে চিররুদ্ধ। যাঁহারা রাগ, দ্বেষ ও মোহের সম্পূর্ণ ক্ষয় করিয়াছেন, তাঁহারা সকৃদাগামী নামে অভিহিত। তাঁহাদিগকে এ সংসারে একবার মাত্র প্রত্যাগমন করিতে হইবে। তৎপরেই নির্বাণ লাভ হইবে। অনাগামিদিগের এ সংসারে আর প্রত্যাগমন করিতে হইবে না। তাঁহারা বহুবৎসর শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া, আমিত্ব জ্ঞানের নিরোধদ্বারা নির্ব্বাণ লাভ করিবেন। বাক্‌কর্ম্মকায়শুদ্ধ ষট্‌পারমিতাপ্রাপ্ত অর্হৎগণ দেহত্যাগ মাত্রেই নির্ব্বাণলাভ করেন। অর্হত্বই চরম ও পূর্ণপবিত্রতার অবস্থা। এই অবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম, রাগদ্বেষ ইত্যাদি নির্ম্মূল হইয়া যায়। অর্হতের আর এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। তাঁহার দেহমাত্র অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু সে দেহে পাপাদি প্রবেশ করিতে পারেনা। তাঁহার অস্তিত্ববীজ পূর্ব্বেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে এবং জীবনপ্রদীপ পূর্ব্বেই

নিবিয়া গিয়াছে, তাঁহার দেহটী মাত্র রহিয়াছে। কিয়ৎকাল পরে মৃত্যু আসিয়া তাঁহার দেহের ধ্বংস সাধন করে। তিনি নির্ব্বাণ লাভ করিয়া অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের অতীত হইয়া যান। অর্হত্ব (বুদ্ধত্ব) ও নির্ব্বাণের পার্থক্য এই যে, অর্হত্বের নিজের সত্তা থাকে, কিন্তু নির্ব্বাণলাভ হইলে সত্তার নাশ হয়। নির্ব্বাণ ও অর্হত্ব (বুদ্ধত্ব) ইহার কোন অবস্থায়ই রাগ, দ্বেষ ও মোহ থাকে না। অর্হত্ব (বুদ্ধত্ব)কে সোপাধিশেষ নির্ব্বাণ ও নির্ব্বাণকে অনুপধিশেষ নির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে।

রামচন্দ্র ভারতী ভক্তিশতক গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

"সর্ব্বপ্রাণাতিপাতাৎ পরধনহরণাৎ সঙ্গমাদঙ্গনায়া
মিথ্যাবাদাচ্চ মদ্যাত্তবতি জগতি যোঽকালভুক্তে নিবৃত্তঃ।
সঙ্গীতস্রক্‌সুগন্ধাভরণবিলসিতাহুচ্চশয্যাসনাদ-
প্যাসীদ্ধীমান্ স এব ত্রিদশনরগুরো ত্বৎসুতো নাত্র শঙ্কা॥
স্রোতাপত্ত্যাদিমার্গান্ সদবয়বযুতান্ ঘ্নন্তি রাগাদিদোষান্
দোষান্তে ছিন্নমূলা হতভবগতয়স্তৎফলৈর্যান্তি শান্তিম্।"
(ভক্তিশতক)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নির্ব্বাণবিষয়ক সমালোচনা।

কোন কোন গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—নির্ব্বাণ "শান্তি ও সুখের আলয়" এবং অন্যান্য গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় "শূন্যতায় লয়ের নাম নির্ব্বাণ"। এইরূপ পরস্পর বিরোধী মত অবলোকন করিয়া ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক মোক্ষমূলর এই সকল মতের পরস্পর সামঞ্জস্য সংস্থাপনের চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, সূত্রাদি গ্রন্থে বুদ্ধের নিজ উক্তি আছে এবং ঐ সকল গ্রন্থের মতে আত্মার চিরশান্তিতে প্রবেশের নাম নির্ব্বাণ। পরবর্ত্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ কূটতর্কাবলম্বনপূর্ব্বক অভিধর্ম্মাদি গ্রন্থে নির্ব্বাণের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তদনুসারে শূন্যতায় লয়ের নাম নির্ব্বাণ।

১৮৭০ খৃঃ অব্দে অধ্যাপক চাইল্ডার্স নির্ব্বাণবিষয়ক পরস্পর বিরোধীমতসমূহের একবাক্যতা প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া বলেন, অর্হত্ব (বুদ্ধত্ব) ও নির্ব্বাণ এই দুই শব্দই নির্ব্বাণ অর্থে বৌদ্ধদার্শনিকগণ ব্যবহার করিয়াছেন। অর্হত্ব ও নির্ব্বাণ প্রায় একার্থবাচক হইলেও উহাদের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। অর্হত্ব শান্তি ও সুখের নিদান, কিন্তু সত্তার ধ্বংসই নির্ব্বাণ। যে সকল স্থলে বৌদ্ধদার্শনিকগণ নির্ব্বাণকে শান্তির নিকেতন বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, ঐ সকল স্থলে নির্ব্বাণ-শব্দে অর্হত্ব (বুদ্ধত্ব) বুঝিতে হইবে।

১৮৭১ খৃঃ অব্দে জেম্‌স্ ডি অল্‌উইস্ মহোদয় নির্ব্বাণ বিষয়ক নানা গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে অর্হত্ব ও নির্ব্বাণের পরস্পর ভেদসংস্থাপনপূর্ব্বক বৌদ্ধগ্রন্থের পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য-সমূহের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে উপধি-শেষ নির্ব্বাণ (অর্হত্ব) এবং অনুপধিশেষ নির্ব্বাণ (নির্ব্বাণ) উভয়েরই বর্ণনা আছে।

মহামতি বার্ণ্‌ফ্ নির্ব্বাণ, পরিনির্ব্বাণ ও মহাপরিনির্ব্বাণ এই সকল শব্দ অবলোকন করিয়া, উহাদের অর্থগত পরস্পর ভেদ করিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে উহারা সকলেই সমার্থক। নির্ব্বাণের আবার অধিকত্ব অল্পত্ব কি?

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত নির্ব্বাণ ও সুখাবতীকে এক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কেহ কেহ বা কামাবচর দেবলোক ও নির্ব্বাণ একই পদার্থ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ নির্ব্বাণের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য না হও-য়ায়, ঐরূপ অপসিদ্ধান্তের কল্পনা করা হইয়াছে।

ডাক্তার রীজ্ ডেভিড্‌সের মতে, চিত্তের পাপশূন্য স্থির অবস্থাই নির্ব্বাণ। পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ জ্ঞান, ও পূর্ণ বিশুদ্ধি এই অবস্থার ফল।

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার স্যাগিণ্টউইট্ লিখিয়াছেন, যে 'নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার ও অর্হত্বলাভ একই কথা। প্রসঙ্গ সম্প্রদায়ের মতে স্বর্গ ও নির্ব্বাণ এই দুইটী পথ বোধিসত্ত্বগণের অবলম্বনীয়। সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সুখাবতীতে পূর্ণ সুখ ভোগ করা যায় এবং সম্যক্ জ্ঞানের অধিগমে সংসারের উচ্ছেদ ও নির্ব্বাণ লাভ হয়। সত্তার সম্যক্ ধ্বংস ও সংসারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ নির্ব্বাণের বিষয়ীভূত।'

হেন্‌রী আলাবাষ্টার লিখিয়াছেন যে, নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ সত্তার ধ্বংস কিনা এবিষয়ে বৌদ্ধগণের মধ্যে মতভেদ আছে। যাহাহউক, ভবিষ্যৎ উদ্বেগ, দুঃখ এবং জন্মের সম্পূর্ণ উচ্ছেদই নির্ব্বাণ। তিনি বলেন, শ্যামবাসিগণের মতে নির্ব্বাণ একটী সুখের স্থান, তথায় উদ্বেগাদি কিছুই নাই, ঐ স্থান অতিশয় মনোরম ও পবিত্র। বুদ্ধদেব সংসারের আদি ও অন্ত নিরূপণ করেন নাই। বুদ্ধের মতে, পরিদৃশ্যমান জড়জগৎ দুঃখময়, সুতরাং উহা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্তিলাভ নিতান্ত প্রার্থনীয়। এই দুঃখময় জগতের উচ্ছেদই নির্ব্বাণ।

রেভারেণ্ড বিল্ চীনদেশীয় বৌদ্ধ মত সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, নাগার্জ্জুনের প্রজ্ঞামূলশাস্ত্রটীকার মতে যাহা অপ্রাপ্য, ক্ষণিকত্ব ও শাশ্বতিকত্বের অতীত এবং যাহার উৎপাদ ও নিরোধ নাই, তাহাই নির্ব্বাণ। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই, যাহা কালত্রয়ে অবিকৃত থাকে এবং যাহা দেশবিশেষ দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহে, এরূপ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অবস্থাই নির্ব্বাণ। উহাই তথাগতের স্বরূপ। তাঁহার মতে, সমগ্রগ্রন্থের সারমর্ম্ম এই যে, উপাধির অতিরিক্ত (নিরুপধিশেষ) অবস্থাই নির্ব্বাণ।

রেভারেণ্ড জ্রুন্‌সন্ তিব্বতীয় বৌদ্ধমত আলোচনা করিয়া

যে দুঃখের ধ্বংসই নির্ব্বাণ। যে হেতু চতুরার্য্যসত্যের তত্ত্বানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সত্তামাত্রই দুঃখ, অতএব নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ সত্তার ধ্বংস।

মহামতি ওল্‌ডেনবর্গ, রিস্‌ ডেভিড্‌স্‌, মনিয়ার উইলিয়াম্‌স, ডাক্তার পল্‌ কেরস্‌ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নির্ব্বাণ বিষয়ে নানা গবেষণা করিয়াছেন।

তিব্বতীয় ভাষায় নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ দুঃখের চরম ধ্বংস।

চীন ভাষায় নির্ব্বাণবাচক "মৃত্যু" শব্দের প্রয়োগ আছে। এই মৃত্যু শব্দে সত্তার ধ্বংস ও নির্ব্বাণ উভয়কেই বুঝায়। ফল কথা পুনর্জ্জন্মরহিত মৃত্যুই নির্ব্বাণ।

নির্ব্বাণের প্রাদুর্ভাবকাল।

কতকাল হইল, ভারতবর্ষে দুরূহ নির্ব্বাণতত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত কঠিন নহে। ভগবান্‌ বুদ্ধই যে এই তত্ত্বের প্রথম প্রবর্ত্তক, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংসার মিথ্যা, অহং মিথ্যা, এই তত্ত্ব তিনিই প্রথমে লোকমধ্যে প্রচার করেন এবং নিজের জীবনে, তাহার প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। সার্দ্ধদ্বিসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে, বুদ্ধ জীবলীলা সংবরণ করেন, অতএব নির্ব্বাণতত্ত্বের বয়ঃক্রম অন্যূন আড়াই হাজার বৎসর।

বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, মূল প্রজ্ঞাপারমিতা মহাকাশ্যপের রচিত। মহাকাশ্যপ বুদ্ধের শিষ্য। প্রজ্ঞাপারমিতাগ্রন্থে নির্ব্বাণতত্ত্ব ও অবিদ্যার সুন্দর ও বিশদ ব্যাখ্যা লিখিত আছে।

অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা দ্বিতীয় বোধিসঙ্গমের সময়ে বিরচিত হয়। খৃষ্টের অন্ততঃ ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে, দ্বিতীয় বোধিসঙ্গমের প্রতিষ্ঠা হয়। এই অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায় নির্ব্বাণতত্ত্বের যেরূপ বিশদ বিবরণ লিখিত আছে, তাহাতে সহজেই অনুমান হয়, ঐ সময়ে নির্ব্বাণ-মত লোকমধ্যে বহুলপরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল।

বুদ্ধচরিতকাব্য-প্রণেতা অশ্বঘোষ খৃঃ পূঃ ১ম কি ২য় শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ৬৪৫ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ পরিত্যাগকালে অশ্বঘোষকে প্রাচীন কবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, অশ্বঘোষ কনিষ্কের ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধচরিতকাব্য খৃঃ ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনভাষায় এবং ৭ম বা ৮ম শতাব্দীতে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত হয়। এই বুদ্ধচরিতকাব্যে নির্ব্বাণ ও অবিদ্যার যেরূপ সুন্দর ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়, তাহাতে বোধ হয়, অশ্বঘোষের সময়েও নির্ব্বাণতত্ত্ব লইয়া বিশেষ সমালোচনা চলিতেছিল।

সুপ্রসিদ্ধ ললিতবিস্তর গ্রন্থ খৃষ্টের জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব্বে বিরচিত্ত হয়। ইহা খৃষ্টের ১ম শতাব্দীতে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। এই গ্রন্থেও নির্ব্বাণবিষয়ক দুর্ব্বোধ তত্ত্বসমূহের বিশদ বিবরণ দৃষ্ট হয়।

খৃষ্টের জন্মগ্রহণের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সুবিখ্যাত নাগার্জ্জুন স্বীয় মাধ্যমিকসূত্রে নির্ব্বাণতত্ত্বের সবিশেষ সমালোচনা করেন।

গাথা ভাষায় লিখিত এবং প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত সমাধিরাজসূত্র নামক গ্রন্থেও নির্ব্বাণের বর্ণনা আছে।

খৃষ্টের ২য় শতাব্দীতে ধম্মপদ চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। এই গ্রন্থেও নির্ব্বাণ-মত বিবৃত আছে।

লঙ্কাবতারসূত্র খৃষ্টের তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহাতেও নির্ব্বাণবিষয়ক জটিল প্রশ্নসমূহের মীমাংসা লিখিত আছে।

খৃষ্টের ২য় শতাব্দীতে (১৪৮—১৭০) সুখাবতীব্যূহ চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। এই সুখাবতীব্যূহগ্রন্থে নির্ব্বাণতত্ত্বের বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সূত্র ৪০০ খৃষ্টাব্দে কুমারজীব কর্ত্তৃক এবং ৬৪৯ খৃষ্টাব্দে হিউএন্‌সিয়াং কর্ত্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। এই গ্রন্থেও নির্ব্বাণবিষয়ক দুরূহ প্রশ্নসমূহের মীমাংসা লিখিত আছে।

খৃষ্টের ৪র্থ শতাব্দীতে বজ্রচ্ছেদিকা গ্রন্থ কুমারজীব কর্ত্তৃক চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। এই গ্রন্থেও নির্ব্বাণ-মত বিবৃত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে (৫২৯ খৃঃ) বোধিরুচি নামক কোন পণ্ডিত বসুবন্ধুর অপরিমিতায়ুঃসূত্রশাস্ত্র চীনভাষায় অনুবাদিত করেন। এই গ্রন্থেও নির্ব্বাণতত্ত্বের অনেক বিষয় অবগত হওয়া যায়।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ প্রভৃতি সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ, এই নির্ব্বাণতত্ত্বের সূক্ষ্মতম সমালোচনা করেন। তদনন্তর ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতে ধর্ম্মকীর্ত্তি, শান্তিদেব, চন্দ্রকীর্ত্তি প্রভৃতি মনীষিগণ মাধ্যমিকাবৃত্তি, বোধিচর্য্যাবতার প্রভৃতি গ্রন্থে নির্ব্বাণতত্ত্বের সম্যক্‌ বিচার করেন।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টপরবর্ত্তী প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত, নির্ব্বাণবিষয়ক অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থের প্রকাশ হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বোধিসঙ্গমকালে অসংখ্য গ্রন্থ বিরচিত হয়। বস্তুতঃ নির্ব্বাণ প্রভৃতি জটিল তত্ত্বের পর্য্যালোচনার নিমিত্তই ঐ সকল বোধিসঙ্গমের প্রতিষ্ঠা হয়। অশোক, কনিষ্ক প্রভৃতির রাজত্বকালে সকল তত্ত্বেরই সম্যক্‌ সমালোচনা হইত।

খৃষ্টের ২য় শতাব্দী হইতে ৭ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ৬০০ বৎসর

মধ্যে ভারতে নির্ব্বাণবিষয়ক অসংখ্য বৌদ্ধগ্রন্থ বিরচিত হয় এবং ঐ সময়ে সহস্র সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদিত হওয়ায়, নির্ব্বাণ-মত চীনদেশেও বিস্তার লাভ করে। খৃষ্টের ৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীতেও ভারতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধপণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণবিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ঐ সময়ে তিব্বতীয় ভাষায় অনেক গ্রন্থ অনুবাদিত হয় এবং নির্ব্বাণ-মত তিব্বতে প্রবেশলাভ করে।

পুরাবিদ্‌গণ খৃষ্টের ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীকে ভারত ইতিহাসের তমসাবৃত অংশ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধ ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সময়েই জ্ঞানচর্চ্চায় ভারতবর্ষ মহোন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং ঐ কালে ভারতের জ্যোতিঃকণা বিস্ফুরিত হইয়া, সুদূর বিস্তীর্ণ চীন প্রভৃতি রাজ্যকে ধর্ম্মালোকে আলোকিত করিয়াছিল। বস্তুতঃ খৃষ্টের ২য় শতাব্দী হইতে ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে নির্ব্বাণ-ধর্ম্মের অসীম পর্য্যালোচনা হয় এবং এই পর্য্যালোচনার ফলে চীন, তিব্বত প্রভৃতি জনপদসমূহ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হয়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে বুদ্ধবিহারসমূহের ধ্বংস হয়। বঙ্গদেশে নয়পালের রাজত্বেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (অতীশ) নির্ব্বাণ-মত শিক্ষার জন্য সুবর্ণদ্বীপে (ব্রহ্মদেশে) গমন করেন। এইরূপে নির্ব্বাণ এই ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে স্বনামের সার্থকতা লাভ করে। [বুদ্ধ ও বৌদ্ধদর্শন দেখ।]

নির্ব্বাণগ্নি, (নির্ব্বঙ্গনি) পুণাজেলায় ইন্দপুরের ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে নীরা নদীর উপর অবস্থিত ক্ষুদ্র পল্লী। এই স্থানে মহাদেবের একটী মন্দির আছে। তীর্থযাত্রীরা অগ্রে এই মন্দির ও মধ্যস্থ মহাদেব এবং বৃষমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তৎপরে সাতারার সিঙ্গনাপুর-তীর্থদর্শনে গমন করিয়া থাকে। প্রবাদ এই যে, পূর্ব্বে কোন সময়ে মহাদেব এই স্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার বৃষ কোন এক মালীর বাগানে প্রবেশ করিলে, মালী তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া তাহার বামস্কন্ধে খুর্পিদ্বারা আঘাত করে, (ঐ ক্ষতের দাগ আজিও মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বৃষের স্কন্ধে রহিয়াছে।) তদনন্তর মহাদেব, উক্ত বৃষ সঙ্গে লইয়া সিঙ্গনাপুরে গমন করেন। কিন্তু বৃষ পুনরায় মালীর বাগানে প্রত্যাগমন করিলে, মহাদেব এইরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, তিনি স্বয়ং সিঙ্গনাপুরে অবস্থান করিবেন ও বৃষ নির্ব্বঙ্গনিতে থাকিবেন। তীর্থযাত্রীরা প্রথমে বৃষদর্শন ও পরে শিবদর্শনে গমন করিবে। মুসলমানেরা এই দেশ অধিকারের পর, এই বৃষ নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া উহার শৃঙ্গে আঘাত করিলে, শৃঙ্গ হইতে টাট্‌কা রক্ত বহির্গত হয়। সেই জন্য তাহারা ভীত হইয়া, আর বৃষের প্রতি অত্যাচার করে নাই।

নির্ব্বাণপুরাণ (ক্লী) মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বলিদান।

নির্ব্বাণপ্রকরণ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের চতুর্থ খণ্ডের নাম।

নির্ব্বাণভুয়িষ্ঠ (ত্রি) নির্ব্বাণপ্রায়, নির্ব্বাণোন্মুখ।

নির্ব্বাণমণ্ডপ (পুং) কাশীস্থিত মুক্তি-মণ্ডপাখ্য তীর্থভেদ।

নির্ব্বাণমস্তক (পুং) নির্ব্বাণং নিবৃত্তির্মস্তকমিব যত্র। মোক্ষ। (ত্রিকাণ্ড)

নির্ব্বাণরুচি (ত্রি) নির্ব্বাণে রুচির্যস্য। ১ মোক্ষসাধনাসক্ত। ২ দেবভেদ। "বিহঙ্গমাঃ কামগমা নির্ব্বাণরুচয়ঃ সুরাঃ।"(ভাগ° ৮।১৩।১২)

নির্ব্বাণসূত্র (ক্লী) ১ একখানি বৌদ্ধসূত্রের নাম। ২ একজন বৌদ্ধের নাম।

নির্ব্বাণিন্ (পুং) উৎসর্পিণীর অর্হৎভেদ। [জৈন দেখ।]

নির্ব্বাণী (স্ত্রী) ১ জৈনদিগের শাসনদেবতাভেদ। (হেমচ°) নির্গতা বাণী যস্য, বাহুলকাৎ ন কপ্। ২ বাক্যরহিত, তুষ্ণীভূত। যে স্থলে কপ্ প্রত্যয় হইবে, সেই স্থলে 'নির্ব্বাণীক' এইরূপ অর্থ হইবে।

নির্ব্বাত (ত্রি) নির্গতো বাতো বায়ুর্যস্মাৎ। ১ বায়ুরহিত, বায়ুশূন্য দেশ। স্থির, অচঞ্চল, নিস্তব্ধ।

"অসূর্য্যমিব সূর্য্যেণ নির্ব্বাতমিব বায়ুনা।
ভাসিতং হ্লাদিতঞ্চৈব কৃষ্ণেনেদং সদো হি নঃ॥"(ভার° ২।৩৬।২৮)

নির্ব্বাতি স্মেতি নির্-বা-ক্ত। (নির্ব্বাণোঽবাতে। পা ৮।২।৫০) ইতি সূত্রেন নিষ্ঠা তস্য ন। ২ নির্গত বায়ু।

নির্ব্বাদ (পুং) নির্ব্বদনমিতি, নির্-বদ্-ভাবে ঘঞ্। ১ পরীবাদ, জনবাদ, অপবাদ, নিন্দা, লোকাপবাদ।

"কিমাত্মনির্ব্বাদকথামুপেক্ষে জায়ামদোষামুত সন্ত্যজামি।"
(রঘু ১৪।৩৪)

২ অবজ্ঞা। নির্নিশ্চিতং বাদঃ কথনং। ৩ নিশ্চিতবাদ। বাদস্য অভাবঃ। অভাবার্থেঽব্যয়ীভাবঃ। ৪ বাদাভাব।

নির্ব্বানর (ত্রি) বানরহীন, বানরশূন্য।

নির্ব্বান্ত (ত্রি) বহির্গত, প্রেরিত। (দিব্যাবদান)

নির্ব্বাপ (পুং) নির্ব্বপণমিতি নির্-বপ-ঘঞ্। নিবাপ, প্রেত ভিন্ন মৃত পিতৃলোকোদ্দেশ্যক দান, পিতৃলোকের উদ্দেশে যে দান করা হয়, তাহাকে নির্ব্বাপ কহে।

"পুত্রেভ্যোঽহং দদাম্যদ্য নির্ব্বাপং বিধিপূর্ব্বকম্।"
(দেবীভাগ° ২।৭।১৬)

২ ভিক্ষার্থ দান, দাম। ৩ ভক্ষণ। (রামানুজ)

"নীলবৈদূর্য্যবর্ণাংশ্চ মৃদূন্ যবসসঙ্কুলান্।
নির্ব্বাপার্থং পশূনাং তে দদৃশুস্তত্র সর্ব্বশঃ॥" (রামা° ২।৯১।৮০)

নির্ব্বাপণ (ক্লী) নির্-বপ-ণিচ্ ল্যুট্। ১ বধ, মারণ। ২ দান। (হলায়ুধ)

৩ নির্ব্বাণতাসম্পাদন, চলিত নিবান।

"দীপনির্ব্বাপণাৎ পুংসঃ কুষ্মাণ্ডচ্ছেদনাৎ স্ত্রিয়ঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

স্বার্থে ণিচ্-লুট্। ৪ বপন।

"ময়া তাবন্নীতিবীজনির্ব্বাপণং কৃতম্" (পঞ্চতন্ত্র ১।৪০২)

নির্ব্বাপয়িতৃ (ত্রি) নির্-বপ-ণিচ্-তৃচ্। নির্ব্বাপণকারী, নির্ব্বাপক, যে নিবাইয়া দেয়।

"স্মরএব তাপহেতুঃ নির্ব্বাপয়িতা সএব জাতঃ।" (শকুন্তলা)

নির্ব্বাপিত (ত্রি) নির্-বপ-ণিচ্-ক্ত। ১ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত। ২ নাশিত। ৩ দত্ত।

নির্ব্বাপ্য (ত্রি) ১ নির্ব্বাপিত, নির্ব্বাণ-যোগ্য। ২ আনন্দিত, ভ্রান্তি-বিদূরিত।

নির্ব্বার্য্য (ত্রি) নিশ্চয়েন ব্রিয়তে নির্-বৃ-ণ্যৎ। (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩।১।১২৪) নিঃশঙ্ককর্ম্মকর্ত্তা, সত্বসম্পদ উদ্যমদ্বারা কার্য্যকারী। অমরটীকায় ভরত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"ভয়বিক্রমব্যসনাভ্যুদয়াদৌ নির্ব্বিকারং মনঃসত্বং তৎ সম্পদা সম্পতন্ উদ্যমং কুর্ব্বন্ যো নিঃশঙ্কো ভূত্বা কর্ম্ম কুরুতে স নির্ব্বার্য্য উচ্যতে।" (ভরত, অমর ৩।১।১৩) ২ অবারণীয়।

নির্ব্বাস (পুং) নির্-বস-ঘঞ্। ১ নির্ব্বাসন। (ত্রি) ২ বাসহীন, প্রবাস।

নির্ব্বাসক (পুং) নির্-বস-ণিচ্-ণ্বুল্। নির্ব্বাসনকারী, যে নির্ব্বাসন করে।

নির্ব্বাসন (ক্লী) নির্-বস-ণিচ্-লুট্। ১ বধ, মারণ। ২ পুরাদি হইতে বহিষ্করণ। ৩ নিঃসারণ। ৪ বিসর্জ্জন।

"নির্ব্বাসনঞ্চ নগরাৎ প্রব্রজ্যা চ পরন্তপ।
নানাবিধানাং দুঃখানামভিজ্ঞাস্মি জনার্দ্দন॥" (ভার° ৫।৯০।৫৮)

নির্ব্বাসনীয় (ত্রি) নির্-বস-ণিচ্ অনীয়র্। নির্ব্বাসন-যোগ্য, যাহাকে নির্ব্বাসন করা যাইতে পারে, নির্ব্বাস্য, নগরাদি হইতে বহিষ্করণযোগ্য।

নির্ব্বাস্য (ত্রি) নির্-বস-ণিচ্ কর্ম্মণি যৎ। নগরাদি হইতে বহিষ্কার্য্য।

"গ্রামঘাতে হিতাভঙ্গে পথি মোষাভিদর্শনে।
শক্তিতো নাভিধাবন্তো নির্ব্বাস্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ॥" (মনু ৯।২৭৪)

নির্ব্বাহ (পুং) নির্-বহ-ঘঞ্। ১ কার্য্যসম্পাদন। ২ নিষ্পাদন। ৩ সমাপ্তি। "স্বতিথ্যা কর্ম্মনির্ব্বাহে" (তিথিতত্ত্ব)

"যাবতা স্যাৎস্বনির্ব্বাহং স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।" (নারদপুরা°)

নির্ব্বাহক (ত্রি) নির্-বহ-ণিচ্-ণ্বুল্। নিষ্পাদক, যে নির্ব্বাহ করে।

নির্ব্বাহণ (ক্লী) নির্-বহ-স্বার্থে ণিচ্-লুট্। নির্ব্বহণ, নাট্যোক্তিতে প্রস্তুত কথা সমাপ্তি। (ভরত)

নির্ব্বাহিন্ (ত্রি) নির্ব্বাহ অস্ত্যর্থে-ইনি। করণশীল।

নির্ব্বাহিত (ত্রি) নির্-বহ-ণিচ্ ক্ত। সম্পাদিত। নিষ্পাদিত।

নির্ব্বিকল্পক (ত্রি) নির্গতো বিকল্পো জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বাদি বিভাগো বিশেষ্যবিশেষণতাসম্বন্ধো বা যস্মাৎ। ততো কপ্। ১ বেদান্তোক্ত জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ত্বাদি বিভাগশূন্য সমাধিভেদ, যখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইয়া যায়, তখন নির্ব্বিকল্পক অবস্থা বলে। ২ ন্যায় মতে অলৌকিক আলোচনাত্মক জ্ঞানভেদ।

"তৎপ্রমাণাপ্রমাণাপি জ্ঞানং যন্নির্ব্বিকল্পকম্।
প্রকারতাদিশূন্যং হি সম্বন্ধানবগাহি যৎ॥" (ন্যায়)

এই নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান অতীন্দ্রিয়।

"জ্ঞানং যন্নির্ব্বিকল্পাখ্যং তদতীন্দ্রিয়মিষ্যতে॥" (ভাষাপরি°)

বৌদ্ধমতে—নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানই প্রমাণ, কল্পনাশূন্যহেতু ইহা ভিন্ন আর সকল অপ্রমাণ।

"কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং প্রত্যক্ষং নির্ব্বিকল্পকম্।
বিকল্পো বস্তুনির্ভাসাদসংবাদাদুপপ্লবঃ॥
গ্রাহ্যং বস্তুপ্রমাণং হি গ্রহণং যদিতোঽন্যথা।
ন তদ্বস্তু ন তন্মানং শব্দলিঙ্গেন্দ্রিয়াদিকম্॥" (সর্ব্বদর্শনস°)

[সমাধি দেখ।]

নির্ব্বিকল্পসমাধি (পুং) নির্ব্বিকল্পঃ সমাধিঃ। সমাধিভেদ। জ্ঞাতৃ ও জ্ঞানাদির ভেদ লয়ে বা অদ্বিতীয় বস্তুতে তাদাত্ম্যরূপে অবস্থান। যখন অদ্বিতীয় ব্রহ্মে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় প্রভৃতি সকল জ্ঞান এক হইয়া যায়।

বেদান্তসারে এইরূপ লিখিত আছে—সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনের জ্ঞান থাকিলেও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অখণ্ডাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্পসমাধি। এই সবিকল্প অবস্থায়, যেরূপ মৃণ্ময় হস্তিতে হস্তিজ্ঞান সত্বেও মৃত্তিকাজ্ঞান থাকে, তদ্রূপ দ্বৈতজ্ঞান সত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান হয়। যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে একীভূত হইয়া, অখণ্ডাকারে আকারিতচিত্তবৃত্তির অবস্থান, এইরূপ অবস্থা হইলে নির্ব্বিকল্পসমাধি হয়; এই সময় জ্ঞেয়, জ্ঞান ও জ্ঞাতা এক হইয়া যায়, জ্ঞানাত্মক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই থাকে না। যেরূপ জলে লবণখণ্ড মিশ্রিত করিলে, জলাকারে আকারিত লবণের লবণত্বজ্ঞানের অভাবে, কেবল জলমাত্রই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির জ্ঞানাসত্বে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুমাত্রই জ্ঞান হয়।

এই সমাধিকে সুষুপ্তি অবস্থার সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সবিকল্পসমাধি এই সকল ইহার অঙ্গ।

"নির্ব্বিকল্পকন্তু জ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়া দ্বিতীয়বস্তুনি তদা-কারাকারিতায়াবুদ্ধিবৃত্তেরতিতরামেকীভাবেনাবস্থানম্।"

(বেদান্তসার) [সমাধি দেখ।]

নির্বিকার (পুং) প্রকৃতেরন্যথা ভাবঃ বিকারঃ স নির্গতো যস্মাৎ। জন্মাদি ষড্ভাববিকারহীন, পরমাত্মা, যিনি বিকার-শূন্য. (প্রকৃতির অন্যথা ভাবকে বিকার কহে, অর্থাৎ এক প্রকার বস্তু অন্য প্রকার হইলেই বিকার।) ২ বিকারশূন্য।

"সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।" (গীতা)

নির্ব্বিকারবৎ (ত্রি) নির্ব্বিকারঃ বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্, মস্য ব। অপরিবর্ত্তনীয়।

নির্বিকাস (ত্রি) অস্ফুট, বিকাশরহিত।

নির্বিঘ্ন (ত্রি) বিঘ্নরহিত, অপ্রতিহত, আপদ্‌রহিত। (অব্য) ২ বিঘ্নের অভাব।

নির্ব্বিচার (ত্রি) নির্গতো বিচারো যত্র। ১ বিচাররহিত।

"রে রে স্বৈরিণি নির্ব্বিচারকবিতে মাস্মৎ প্রকাশীভব।"

(চন্দ্রালোক)

২ পাতঞ্জলদর্শনোক্ত সূক্ষ্মবিষয়ক সমাপত্তিরূপ সমাধিভেদ।

"এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।"

(পাতঞ্জলদ° ১।৪৪)

সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধিদ্বারা সূক্ষ্মবিষয়ক সবিচার ও নির্ব্বিচারসমাধি নির্ণীত হইবে।

সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধির বিষয় সূক্ষ্ম এবং তাহার সীমা প্রকৃতি। ইন্দ্রিয় তন্মাত্র ও অহঙ্কার ইহাদের মূল প্রকৃতি। এই সকল ক্রমপরম্পরা অনুসারেই প্রকৃতিতে গিয়া পরি-সমাপ্ত হয়।

নির্ম্মলচিত্ত কোন এক অভিমত বস্তুতে তন্ময় হইলে, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাতযোগ বলে। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ সবি কল্প সমাধি প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। এই সমাধির চারি-প্রকার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে। সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার। স্থূল আলম্বনে তন্ময় হইলে, তাহা সবি-তর্ক ও নির্ব্বিতর্ক এবং সূক্ষ্ম আলম্বনে তন্ময় হইলে, সবিচার ও নির্বিচার নামে অভিহিত হয়। চিত্ত যখন স্থূলে তন্ময় হয়, তখন যদি তৎসঙ্গে বিকল্পজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সেই তন্ময়তা 'সবিতর্ক' এবং যদি বিকল্প জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে নির্বিতর্ক আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

চিত্ত যে কোন পদার্থেই অভিনিবিষ্ট হউক, অগ্রে নাম, পরে সঙ্কেত-স্মৃতি, পশ্চাৎ বস্তুর স্বরূপে গিয়া পর্য্যবসিত হয়। যেরূপ ঘট শব্দ বলিলে ঘ-অ+ট-অ এই বর্ণ চতুষ্টয়ের জ্ঞান, পশ্চাৎ কম্বুগ্রীবাদিমৎ বস্তু বিশেষের সহিত তাহার যে সঙ্কেত আছে, তাহার স্মরণ, তৎপশ্চাৎ ঘটাকার চিত্তবৃত্তি নিষ্পন্ন হয় কি না? যদি হয়, তবে নিশ্চিত জানা গেল যে, প্রত্যেক তন্ময়তায় উক্ত আনুপূর্ব্বিক জ্ঞানত্রয়ের সংস্রব আছে। আবার এমনও হয় যে, ঘট দেখিবামাত্র অথবা ঘটশব্দের উল্লেখ সমকালে কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব ও তাহার সহিত ঘটশব্দের সঙ্কেত-জ্ঞান এবং ঘ-অ+ট-অ এই বর্ণজ্ঞান অথবা ঘট ইত্যাকার নামজ্ঞান অতি শীঘ্র উৎপন্ন হইয়া, প্রথমোৎপন্ন জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। কেবলমাত্র ঘটাকার জ্ঞান বা ঘটাকার মনোবৃত্তিটী বিদ্যমান থাকে। অতএব যে স্থলে স্থূল আলম্বনের নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান থাকে, সেই স্থলে সবিতর্ক এবং যে স্থলে সঙ্কেতজ্ঞান কি নামজ্ঞান থাকে না, কেবলমাত্র অর্থাকার জ্ঞান থাকে, সে স্থলে নির্ব্বিতর্ক। মনে কর, চিত্ত যদি কৃষ্ণে তন্ময় হয় এবং তৎসঙ্গে যদি নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সবিতর্ক কৃষ্ণযোগ এবং যদি নামজ্ঞান ও সঙ্কেতজ্ঞান না থাকে, কেবলমাত্র নব জলধরমূর্ত্তিটী স্ফুরিত হয়, এইরূপ অবস্থার নাম নিবিতর্ক। সবিচার ও নির্ব্বিচার এইরূপ জানিতে হইবে। ইহার অব-লম্বনীয় বিষয় সূক্ষ্মবস্তু। সূক্ষ্ম বস্তুর মধ্যে প্রথমে পঞ্চভূত, তদপেক্ষা সূক্ষ্ম তন্মাত্র ও ইন্দ্রিয়। তদপেক্ষা সূক্ষ্ম অহংতত্ত্ব। তাহার পর মহতত্ত্ব এবং প্রকৃতি। ইহাই যোগের চরম সীমা। পরমাত্মযোগ এতদপেক্ষাও সূক্ষ্ম ও স্বতন্ত্র। এই যে সকল সমাধির কথা বলিলাম, ইহারা সবীজসমাধি। সবীজসমাধির মধ্যে সবিতর্ক সমাধিই নিকৃষ্ট। নির্ব্বিচার সমাধিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই নির্ব্বিচার যোগ উত্তমরূপ অভ্যস্ত হইলেই, চিত্তের স্বচ্ছস্থিতিপ্রবাহ দৃঢ় হয়। কোন দোষ বা কোন প্রকার ক্লেশ, কি কোন মালিন্যই থাকে না। সর্ব্বপ্রকাশক চিত্তসত্ত্ব তখন নিতান্ত নির্ম্মল হয় এবং আত্মাও তখন বিজ্ঞাত হন। নির্ব্বিচারযোগ সম্যক্ আয়ত্ত হইলে, নির্ম্মল প্রজ্ঞা জন্মে, এই নির্ব্বিচারপ্রজ্ঞার সহিত, অন্য কোন প্রজ্ঞার তুলনা হয় না। কি ইন্দ্রিয়জনিত প্রজ্ঞা বা অনুমানজাত, অথবা শাস্ত্রজ্ঞান জনিত প্রজ্ঞা, কেহই নির্ব্বিচারপ্রজ্ঞার সমকক্ষ নহে। কেন না উল্লিখিত প্রজ্ঞাগুলি বস্তুর একদেশ বা সামান্যকার মাত্র গ্রহণ করে। বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পারে না। কিন্তু নির্ব্বিচার নামক যোগজ প্রজ্ঞা, কি সূক্ষ্ম কি বিপ্রকৃষ্ট কি ব্যবহিত সমস্তই প্রকাশ করে। তাহার কারণ এই যে, বুদ্ধি পদার্থ মহান্, সর্ব্বব্যাপক ও সর্ব্বপ্রকাশক। তাহার সার্ব্বজ্ঞশক্তি রজ ও তমোগুণে আবৃত থাকে, এই মলস্বরূপ রজ ও তমঃ অপ-নীত হইলে, বুদ্ধির সর্ব্বপ্রকাশত্বশক্তি আপন হইতেই প্রাদু-র্ভূত হয়। এই যন্ত নির্ব্বিচারপ্রজ্ঞার সহিত অন্য কোন

প্রজ্ঞার তুলনা হয় না। (পাতঞ্জলদ°) [বিশেষ বিবরণ সমাধি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নির্ব্বিচিকিৎস (ত্রি) নির্গতা বিচিকিৎসা যস্ত। নিঃসন্দেহ।

নির্ব্বিচেষ্ট (ত্রি) অজ্ঞান, জড়।

নির্ব্বিতর্ক (ত্রি) নির্গতো বিতর্ক যস্মাৎ। ১ বিতর্কশূন্য। ২ পাতঞ্জলদর্শনোক্ত সমাধিভেদ। [নির্ব্বিচার দেখ।]

নির্ব্বিণ্ণ (ত্রি) নির্-বিদ-ক্ত নির্ব্বিণ্ণস্ত উপসংখ্যানাৎ পরস্ত ণত্বম্। নির্ব্বেদযুক্ত। ২ খিন্ন। ৩ প্রাপ্তবৈরাগ্য, বিরক্ত।

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্ত যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগাহস্ত সিদ্ধিদঃ॥"
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

নির্ব্বিদ্য (ত্রি) নির্গ বিদাতে বিদ্যা যস্ত। ১ বিদ্যাহীন, মূর্খ। (কামন্দকী ৫।৫৮) ২ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

নির্ব্বিধিৎস (ত্রি) ১ কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক। ২ আসক্তি-বিহীন।

নির্ব্বিন্ধ্য (ত্রি) নির্গতঃ বিন্ধ্যাৎ। ১ বিন্ধ্যপর্ব্বতনিঃসৃত। স্ত্রিয়াং টাপ্। বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে নির্গত নদীভেদ।

"নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভবরসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য।" (মেঘদূত ৩০)

তাপী পয়োষ্ণী প্রভৃতি নদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে।

"নর্ম্মদা সুরসাদ্যাশ্চ নদ্যো বিন্ধ্যবিনির্গতাঃ।
তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা কাবেরীপ্রমুখা নদী।" (বিষ্ণুপুরাণ)

নির্ব্বিবর (ত্রি) ১ ছিদ্রশূন্য। ২ অবিরাম, নিয়ত।

নির্ব্বিবাদ (ত্রি) কলহশূন্য, আপত্তিরহিত।

নির্ব্বিবিৎসু (ত্রি) জানিতে অনিচ্ছুক।

নির্ব্বিবেক (ত্রি) বিবেচনারহিত, অবিবেকী।

নির্ব্বিভেদ (ত্রি) অভিন্ন, ভেদরহিত।

নির্ব্বিমর্শ (ত্রি) চিন্তাহীন, বিমর্শশূন্য।

নির্ব্বিরোধ (ত্রি) বিরোধহীন, অবিবাদী, নিরীহ, শান্ত।

নির্ব্বিরোধিন্ (ত্রি) নির্ব্বিরোধ অস্ত্যর্থে ইনি। নিরীহ, শান্ত, নির্ব্বিবাদী।

নির্ব্বিশঙ্ক (ত্রি) শঙ্কারহিত, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়।

নির্ব্বিশঙ্কিত (ত্রি) শঙ্কাহীন, ভয়রহিত।

নির্ব্বিশেষ (ক্লী) নির্গতো বিশেষো যস্ত। ১ সর্ব্বদৈকরূপ বিশেষরহিত পরব্রহ্ম। (ত্রি) ২ বিশেষরহিত, তুল্যরূপ।

"অম্বরং সাগরং চোভৌ নির্ব্বিশেষমপশ্যত।" (রামা° ৫।৭৪।৩৪)

নির্ব্বিশেষত্ব (ক্লী) বিশেষণরহিত, পরব্রহ্ম। (ত্রি) বিশেষণ-রহিত। (ভাগ° ২।১০।৩৩)

নির্ব্বিশেষণ (ক্লী) পার্থক্যহীনতা, অভেদত্ব।

নির্ব্বিশেষবৎ (ত্রি) নির্ব্বিশেষতুল্য।

নির্ব্বিষ (ত্রি) নির্গতং বিষং যস্মাৎ। বিষরহিত, বিষহীন।

নির্ব্বিষঙ্গ (ত্রি) কর্ম্মে অনাসক্ত, আসক্তিরহিত।

"ফলং ব্রহ্মানি সংন্যস্য নির্ব্বিষঙ্গঃ সমাহিতঃ।" (ভাগ° ৪।২২।৫১)

'নির্ব্বিষঙ্গ কর্ম্মসু অনাসক্তঃ' (শ্রীধরস্বামী)

নির্ব্বিষয় (ত্রি) অগোচর, যাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। বিষয়-শূন্য, ব্যাপারশূন্য।

"কিং চৈব কাব্যং প্রবিরলবিষয়ং নির্ব্বিষয়ং বা স্যাৎ।"
(সাহিত্যদ°)

নির্ব্বিষা (স্ত্রী) নির্ব্বিষ-টাপ্। অবিষা, তৃণভেদ। চলিত নির্ব্বিষী। মুস্তক সদৃশ তৃণ, পর্য্যায়—অপবিষা, নির্ব্বিষী, বিষহা, বিষাপহা, বিষহন্ত্রী, বিষাভাবা, অবিষা, বিষবৈরিণী। ইহার গুণ—কটু, শীতল, কফ, বাত ও অস্রদোষনাশক। অনেক বিষদোষনাশক এবং ব্রণনির্ম্মূলকারক।

"নির্ব্বিষা কটুকা শীতা কফবাতাস্রদোষনুৎ।
অনেকবিষহন্ত্রী চ ব্রণনির্ম্মূলকারিণী॥" (রাজনি°)

নির্ব্বিষাণ (ত্রি) শৃঙ্গহীন।

নির্ব্বিষি, ডাক্তার এফ্ হামিণ্টন বলেন যে, নেপালে যে একো-নাইট পাওয়া যায়, উহা চারি জাতিতে বিভক্ত,—

১ সিঙ্গিয়া বিখ, ২ বিষ বা বিখ, ৩ বিখ্মা ও ৪ নির্ব্বিষি।

তিনি বলেন, নির্ব্বিষিতে বিষজাতীয় কোন দ্রব্য নাই। এই নির্ব্বিষি একোনাইট বিশেষের মূল। মিষ্টার কোলব্রুক বলেন যে, এই নির্ব্বিষি বিষনাশক এবং ইহা দ্বারা শরীরের বিষ বহির্গত হইয়া রক্ত বিশুদ্ধ হয়। ডাক্তার ডাইমকের (Dr. Dymock) মতে হিন্দুচিকিৎসকগণ একোনাই-টকে নির্ব্বিষি বলেন না; হিন্দুদের উক্ত নির্ব্বিষি অন্য এক প্রকার লতা, উহা বিষনাশক, এবং হিন্দুদিগের নির্ব্বিষ শব্দ এই নির্ব্বিষি হইতে ভিন্ন, বিষ অর্থে যাবতীয় বিষকে বুঝায়; বিষি শব্দের অর্থ কোন নির্দ্দিষ্ট গাছগাছড়ার বিষ।

এক কথায় বলিতে গেলে, পুরাকালে নির্ব্বিষি নামে নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষ ছিল বলিয়া বোধ হয় না; তবে যে সময়ে একোনাইট বিষ-নাশক, যে লতাপাতাজাত ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই সমস্তই ঔষধ নির্ব্বিষি নামে অভিহিত হইত। আসাম হইতে Costus root পাওয়া গিয়াছিল, উহাকেই অধিবাসিরা নির্ব্বিষি কহিত। হিমালয়ের মেষ-পালকেরা এক প্রকার একোনাইট ভক্ষণ করে, উহাতে আদৌ বিষ নাই। বরং উহা বলকারক। কোলব্রুক বলেন, নির্ব্বিষি এবং জড়বার একই। এন্স্লীর (Ainslie) মতে, হামিণ্টনবর্ণিত Nirbishie শব্দ Nirbisi হইতে পৃথক্। তিনি বলেন, Nirbisi শব্দের লাটিন নাম

Curcuma Zedoaria, কিন্তু আধুনিক উদ্ভিদ্ বিদ্যাবিদ্দিগের মতে Delphinium denudatum। যেহেতু হিমালয়ের কোন কোন স্থানবাসিরা শেষোক্ত ঔষধের বৃক্ষকেই নির্বিষি কহিয়া থাকে। Cynantus Lobatus নামক নেপালীয় প্রকৃত নির্বিষি বৃক্ষের মূল, তৈলে সিদ্ধ করিয়া ঐ তৈল বাতের উপর প্রলেপ দিলে, বাত আরোগ্য হয়। ভোটরাজ্যে যে নির্বিষি আছে, উহার মূল, ভোটিয়েরা, দন্তে বেদনা হইলে চিবায়। হিমালয় পর্ব্বতের Delphinium denudatum দক্ষিণ ভাগে জন্মে। সিমলা হইতে আরম্ভ করিয়া কুমায়ুন এবং কুলু পর্য্যন্ত ইহা মূনীল নামে খ্যাত। কিন্তু এখানকার অধিবাসিরা ইহাকে নির্বিষি বলে না, বা ইহা ঔষধ গুণসম্পন্ন বলিয়াও জানা যায় না।

মীর মহম্মদ হোসেন ৫ প্রকার জড়বারের উল্লেখ করেন। ইহাদের মধ্যে খাটাই বৃক্ষ সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ উপকারী। ইহার আস্বাদ প্রথমে মিষ্ট, পরে অত্যন্ত তিক্ত। ইহার বাহিরের রং কাল, কিন্তু ভিতরের রং বেগুণে ও কটা মিশ্রিত এবং গ্রন্থিবিশিষ্ট। তিব্বত, নেপাল ও রংপুরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের বৃক্ষ দেখা যায়। ৪র্থ প্রকারের বৃক্ষ ঈষৎকাল, অত্যন্ত তিক্ত, এবং ইহার আকৃতি জৈতুন বা আটাজামের গাছের (Olive) ন্যায়। কথিত আছে যে, দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহা জন্মে, সুতরাং উহা Delphinium or Aconitum জাতীয় নহে। পঞ্চম প্রকার স্পেনদেশজাত ঔষধ, উহার নাম Antila। ডাক্তার মুদীন্ সেরিক বলেন, দক্ষিণ ভারতের বাজারে তিন প্রকার জড়বার বিক্রয় হয়, উহারা বিষাক্ত পদার্থবর্জ্জিত ও একোনাইটজাতীয়। এইরূপ নানা স্থানে নানা প্রকার নির্বিষি দৃষ্ট হয়।

নির্বিষ্ট (ত্রি) নির্-বিশ-ক্ত। ১ কৃতনির্বেশ, কৃতভোগ। ২ প্রাপ্তবেতন, লব্ধভৃতি। ৩ কৃতবিবাহ, বিবাহিত।

"জ্যেষ্ঠেঽনির্বিষ্টে কনীয়ান্ নির্বেশাৎ পরিবেত্তা ভবতি"

(উদ্বাহতত্ত্ব)

৪ কৃতাগ্নিহোত্র। ৫ ভোগ্য।

"স্বনির্ম্মিতেষু নির্বিষ্টো ভুঙ্‌ক্তে ভূতেষু তদ্‌গুণান্।" (ভা°১।২অ°)

৬ যুক্ত।

"নির্বিষ্টং বেতনলব্ধং নির্বেশোভৃতিভোগয়োরিত্যুক্তেঃ"

(একাদশীতত্ত্ব)

নির্বীজ (ত্রি) নির্গতং বীজমস্মাৎ। ১ বীজশূন্য। ২ কারণরহিত। (পুং) ৩ পাতঞ্জলোক্ত সমাধিভেদ।

"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্বীজঃ সমাধিঃ।"

(পাত°দ° ১।৫১)

সম্প্রজ্ঞাত বৃত্তি যখন নিরুদ্ধ হয়, তখন সর্ব্বনিরোধ নামক সমাধি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যোগী বহুকাল হইতে নিরোধাভ্যাস করিতেছিলেন, এখন সেই অভ্যাসের বলে, তাহার চিত্তের সেই অবলম্বনটীও নিরুদ্ধ বা বিলীন হইয়া গেল, চিত্ত যে বীজ অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান ছিল, এখন তাহাও নষ্ট হইল। সুতরাং তখন নির্বীজসমাধি হইবে। এই নির্বীজসমাধি যখন পরিপক্ব হইল, চিত্ত তখনই অমনি আপনার চিত্তভূমি প্রকৃতি আশ্রয় করিল। প্রকৃতিও স্বতন্ত্রা হইলেন, সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাও প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন। তখন আর তাহার শরীর এবং জন্মমরণও হইবে না। সুখদুঃখ প্রভৃতি কিছুই হইবেনা।

(পাতঞ্জলদ°)

নির্বীজা (স্ত্রী) নির্বীজ-টাপ্। কাকলী দ্রাক্ষা। (রাজনি°)

নির্বীর (ত্রি) নির্গতো বীরো যস্মাৎ। বীরশূন্য।

"নাকৃষ্টং ন চ টঙ্কিতং ন নমিতং নোত্থাপিতং স্থানতঃ।
কেনাপীদমহোমদদ্ভুরতো নির্ব্বীরমুর্ব্বীতলম্॥" (মহানাটক)

নির্বীরা (স্ত্রী) নির্গতো বীরবৎ পতিঃ পুত্রো বা যস্যাঃ। অবীরা, পতিপুত্রবিহীনা। (হেমচ° ৩।১৯৮)

নির্বীরুধ্ (ত্রি) নির্গতা বীরুধা যস্যাঃ। বীরুধশূন্য, লতাশূন্য।

"ততোঽগ্নিমারুতৌ রাজন্ ন মুঞ্চন্ মুখতোরুষা।
মহীং নির্বীরুধং কর্ত্তুং সংবর্ত্তক ইবাত্যয়ে॥" (ভাগ°৪।৩০।৪৫)

নির্বীর্য্য (ত্রি) বীর্য্যহীন, নিস্তেজ। (শত° ব্রা° ২।১।২।৯)

"উপ্যমানং মুহুঃক্ষেত্রং স্বয়ং নির্বীর্য্যতামিয়াৎ।"

(ভাগ° ৭।১১।৩৩)

নির্বৃক্ষ (ত্রি) বৃক্ষশূন্য, বৃক্ষহীন। (কামন্দকী° ১৪।৩৬)

নির্বৃত (ত্রি) নির্-বৃ-ক্ত। সুস্থ।

নির্বৃতি (স্ত্রী) নির্-বৃ-ক্তিন্। সুস্থিতি, স্বচ্ছন্দ, সুখ।

"জনকস্য দশাং দৃষ্ট্বা রাজ্যস্থস্য মহাত্মনঃ।
স নির্বৃতিং পরাং প্রাপ্য পিতুরাশ্রমসংস্থিতঃ॥"

(দেবীভাগ° ১।১৯।৩৯)

২ মোক্ষ। ৩ মৃত্যু। ৪ শান্তি। (পুং) ৫ বিদর্ভবংশীয় বৃষ্ণির পুত্র। (ভাগ° ৯।২৪।৩)

নির্বৃত্ত (ত্রি) নির্-বৃত-ক্ত। নিষ্পন্ন।

"বিপ্রে ন্যূনে ত্রিভির্বর্ষৈর্ম্মৃতে শুদ্ধিস্তু নৈশিকী।
নির্বৃত্তচূড়কে বিপ্রে ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে।" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

নির্বৃত্তাত্মন্ (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭৭)

নির্বৃত্তশত্রু (পুং) দ্বাপরযুগীয় যদুবংশীয় নৃপভেদ।

(হরিব° ১১৭ অ°)

নির্বৃত্তি (স্ত্রী) নির্-বৃত-ভাবে-ক্তিন্। নিষ্পত্তি।

"ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।"
(সাংখ্যকা°)

(ত্রি) নির্গতা বৃত্তির্জীবিকা যস্ম। ২ জীবিকারহিত, জীবিকাহীন।

নির্বৃষ (স্ত্রী) বর্ষণ-রহিত।

নির্বেগ (ত্রি) গতিহীন, স্থির।

নির্বেতন (ত্রি) বেতনহীন, যিনি বেতন গ্রহণ করেন না।

নির্ব্বেদ (পুং) নির্-বিদ-ভাবে-ঘঞ্। ১ স্বাবমাননা, নিজের অপমান।

"দেবৈর্যুদ্ধং কৃতং চোগ্রং প্রহ্লাদস্ত পরাজিতঃ।
নির্ব্বেদং পরমং প্রাপ্তঃ জ্ঞাত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্॥"(দেবীভা° ৪।১০।৩৭)

২ শান্তরসের স্থায়িভাব।

"নির্ব্বেদঃ স্থায়িভাবোঽস্তি শান্তোঽপি নবমো রসঃ।" (কাব্যপ্র°)

৩ পরম বৈরাগ্য।

"ততঃ কদাচিন্নির্বেদাৎ নিরাকারাশ্রিতেন চ।
লোকতন্ত্রং পরিত্যক্তং দুঃখার্ত্তেন ভৃশং ময়া॥"
(ভারত শান্তিপ° মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়) ৪ বৈরাগ্য।

"তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ।" (গীতা)

৫ খেদ। ৬ বহুকালদ্বারা অসিদ্ধ-পদার্থে নিষ্প্রয়োজনত্ব-জ্ঞানে অনুতাপভেদ। (ত্রি) নির্গতো বেদো যস্মাৎ। ৭ বেদরহিত।

নির্ব্বেদবৎ (ত্রি) নির্বেদ-মতুপ্ মস্য বঃ। বেদদ্বেষী।

নির্বেধিম (পুং) সুশ্রুতোক্ত কর্ণবেধন আকারভেদ। (সুশ্রুত)

নির্বেপন (ত্রি) কম্পনহীন।

নির্ব্বেশ (পুং) নির্-বিশ্-ঘঞ্। ১ ভোগ। ২ বেতন। ৩ মূর্চ্ছন। ৪ বিবাহ। নির্ পূর্ব্বক বিশ ধাতুর বিবাহ অর্থ হইয়া থাকে।

"কালমেব প্রতীক্ষেত নির্বে(র্দ্দে)শং ভৃতকী যথা।" (মনু)

নির্ব্বেশনীয় (ত্রি) ভোগ্য, লভ্য।

নির্বেষ্টন (ক্লী) নিতরাং বেষ্টনমত্র। নাড়ীচীর, সূত্রবেষ্টন-নলিকা। (হারাবলী)

(ত্রি) নির্গতং বেষ্টনং যস্মাৎ। ২ বেষ্টনরহিত।

নির্বেষ্টব্য (ত্রি) ১ প্রবেশনীয়। ২ পরিশোভিত। ৩ পুরস্কারযোগ্য।

নির্বেষ্টুকাম (পুং) নির্বেষ্টুং কামঃ যস্য, তুমোঽন্তলোপঃ। বিবোঢুকাম, বিবাহ করিতে ইচ্ছুক।

"নির্বেষ্টুকামো রোগার্ত্তো যিযক্ষুর্ব্যসনে স্থিতঃ।
অভিযুক্তস্তথাঽন্যেন রাজকর্ম্মোদ্যতস্তথা॥" (নারদ)

নির্বৈর (ত্রি) শত্রুতাববর্জ্জিত, মিত্র, বৈরতা-রহিত।

নির্বৈরিণ (ক্লী) শত্রুতাহীন।

নির্বোঢ়্ (ত্রি) বহনকারী, বিভাগকারী।

নির্বোধ (ত্রি) জ্ঞানহীন, মূর্খ। বোধরহিত।

নির্ব্যঞ্জন (ত্রি) ব্যঞ্জনহীন।

নির্ব্যথ (ত্রি) ব্যথাহীন।

নির্ব্যথন (ক্লী) নির্-ব্যথ-ভাবে ল্যুট্। ১ ছিদ্র। ২ নিতরাং ব্যথন, নিশ্চয়রূপে পীড়ন। (ত্রি) ৩ ব্যথাশূন্য, ব্যথাভাব।

নির্ব্যপেক্ষ (ত্রি) নিরপেক্ষ।

নির্ব্যলীক (ত্রি) অকপট, সত্য।

"ধর্ম্মং ভাব্যং সকরুণং নির্ব্যলীকং সমং মহৎ।" (ভাগ°১।৭।৪৯)

নির্ব্যাকুল (ত্রি) ব্যাকুলতাশূন্য, স্থিরচিত্ত।

নির্ব্যাঘ্র (ত্রি) ব্যাঘ্রপরিশূন্য। ব্যাঘ্রাদির উপদ্রবরহিত স্থান।

নির্ব্যাজ (ত্রি) ১ অকপট, সরল। ২ বাধাহীন।

নির্ব্ব্যাধি (ত্রি) ব্যাধিশূন্য। রোগমুক্ত।

নির্ব্যাপার (ত্রি) নির্গতো ব্যাপারো যস্মাৎ। ব্যাপারশূন্য।

"দধার মৈথিলীকণ্ঠ নির্ব্যাপারেণ বাহুনা।" (রঘু ১৫।৫৬)

নির্ব্যূঢ় (ত্রি) নির্-বি-বহ-ক্ত। ১ নিষ্পন্ন। ২ সমাপ্ত। ৩ সুসম্পন্ন। ৪ স্থির, অপ্রতিবদ্ধ, যথেষ্ট বিনিয়োগার্হ।

"স্ত্রীণাং পতিপুত্রাদিধনে ন নির্ব্যূঢ়ং স্বত্বং, পুংসাস্তু তন্নির্ব্যূঢ়ং অপ্রতিবন্ধকতয়া যথেষ্টবিনিয়োগার্হত্বাৎ" (দায়ভাগ)

নির্ব্যূহ (পুং) নির্যূহ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নির্যূহ, নাগদন্তা-কার কাষ্ঠ। (হেমচ°)

"দ্বারতোরণনির্ব্যূহধ্বজসংবাহশোভিনা।" (ভা°বন° ১৬০ অ°)

(ত্রি) ২ ব্যূহরহিত সৈন্যাদি।

নির্ব্রণ (ত্রি) ১ ব্রণরহিত। ২ অক্ষত।

নির্ব্রত (ত্রি) যাগযজ্ঞহীন। ব্রতাচারশূন্য। ব্রতাদিতে বীতশ্রদ্ধ।

নির্ব্রস্ক (ত্রি) ১ উন্মূলিত। ২ ধ্বংসপ্রাপ্ত।

নির্ব্লয়নী (স্ত্রী) সর্পত্বক্। [নির্ব্বয়নী দেখ।]

নির্হরণ (ক্লী) নিশ্চয়েন হরণং, নির্-হৃ-ল্যুট্। শবদাহ, দাহের জন্য শবাদির বহির্হরণ, নিঃসারণ।

"তস্য নির্হরণাদীনি সম্পরেতস্য ভার্গব।
যুধিষ্ঠিরঃ কারয়িত্বা মুহূর্ত্তং দুঃখিতোঽভবৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ দহন। ৩ নাশন। (ভাগ° ৭।৭।২৮)

নির্হরণীয় (ত্রি) নিঃসারণযোগ্য, শবাদির বহির্হরণ বা স্থানা-ন্তরে অপসৃত করণ।

নির্হর্ত্তব্য (ত্রি) অপসারিতকরণযোগ্য।

নির্হস্ত (ত্রি) ১ হস্তশূন্য। হস্তরহিত। ২ কর্ম্মাদিতে অপারগ। ৩ লোকবলহীন।

নির্হ্রাদ (পুং) নির্-হ্রদ-ঘঞ্। শব্দভেদ। পক্ষিপ্রভৃতির শব্দ।

"সারসানাঞ্চ নির্হ্রাদমত্রোদকমসংশয়ম্।" (ভার°বন°)

নির্হার (পুং) নির্-হৃ-ঘঞ্। ১ নিখাত শল্যাদির উদ্ধরণ।

অভ্যবকর্ষণ। ২ মলমূত্রাদিত্যাগ। ৩ প্রেতদেহের দাহার্থ বহির্নয়ন। ৪ যথেষ্ট বিনিয়োগ।

"ন নির্হারং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুঃ কুটুম্বা বহুমধ্যগাৎ।
স্বকাদপি চ বৃত্তাদ্ধি স্বস্ত ভর্তুরনাজ্ঞয়া॥" (মনু)

নির্হারক (ত্রি) নির্হরতি বহির্গময়তি নির্-হৃ-ণ্বুল্। গৃহ হইতে শবাদির বহিষ্করণ।

"প্রেতনির্হারকাশ্চৈব বর্জ্জনীয়া প্রযত্নতঃ।" (মনু)

নির্হারিন্ (পুং) নির্হরতি দূরং গচ্ছতি নির্-হৃ-ণিনি। দূরগামিগন্ধ।

"ইষ্টশ্চানিষ্টগন্ধশ্চ মধুরঃ কটুরেব চ।
নির্হারী সংহতঃ স্নিগ্ধো রুক্ষো বিষদ এব বা॥" (ভা°১২।১৮৪।১১)

(ত্রি) ২ নির্হরণকর্ত্তা। ৩ শবাদির বহির্নিষ্কারক।

নির্হিম (অব্য) হিমস্যাভাবঃ অব্যয়ীভাবঃ। ১ হিমাভাব। নির্গতং হিমং যস্মাৎ। (ত্রি) ২ হিমশূন্য।

নির্হৃত (ত্রি) অপসৃত। স্থানান্তরিত। বহিষ্কৃত।

নির্হৃত্য (ত্রি) ভুলক্রমে নীত।

নির্হৃতি (স্ত্রী) স্বপস্থাচ্যুত। স্থানান্তরে আনীত।

"সম্বর্দ্ধনং প্রধানানাং নিরস্যানাঞ্চ নির্হৃতিঃ।"
(কাম°নীতি° ১৩।৫০১)

নির্হেতু (ত্রি) ১ কারণহীন। তর্কবহির্ভূত।

নির্হ্রাদ (পুং) নি-হ্রদ-ঘঞ্। শব্দভেদ, পক্ষী প্রভৃতির শব্দ।

"সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ কচিদুন্নমিতাননৌ।" (রঘু ১।৪১)

নির্হ্রাদিন্ (পুং) শব্দযুক্ত। ধ্বনিত।

নির্হ্রাস (পুং) নিঃশেষেণ হ্রাসঃ। নিতান্ত-হ্রাস। ক্ষয়প্রাপ্ত।

নির্হ্রীক (ত্রি) নির্ভীক, সাহসী, লজ্জাদি শূন্য।

নিল, একজন ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে ইনি বিশেষ শৌর্য্য প্রকাশ করেন। সিপাহী যুদ্ধের সময়েও ইনি বিশেষ বল, বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। [সিপাহীযুদ্ধ দ্রষ্টব্য।]

নিলন, তিব্বতস্থ একটী গ্রাম। চুঙ্গশ (Chungsa) জেলার জাহ্নবী অথবা নিলন্ (Nilun) নদীর তীরে অবস্থিত। ইহা চাপরাঙ্গের এলাকাভুক্ত। উক্ত নগর হইতে ৬ দিনের পথ দূরে স্থিত। অক্ষা° ৩১° ৬´উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৫৯´পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১১২৭ ফিট্ উচ্চ। এই স্থান হইতে চাপরাঙ্গ পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাস্তা আছে।

নিলন্, উত্তর ভারতবর্ষের একটী নদী। তিব্বত হইতে প্রবাহিত হইয়া হিমালয় ভেদপূর্ব্বক ভাগীরথী অর্থাৎ গঙ্গা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। কলিকাতায় যে নদী হুগলী নামে প্রবাহিত, প্রকৃত পক্ষে উক্ত নদী অতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে উৎপন্ন, এই নদীকেই কেহ নিলন মনে করেন।

নিলয় (পুং) নিলীয়তে অস্মিন্নিতি নি-লী-অচ্। ১ গৃহ, আবাসস্থান। "সঞ্চারপূতানি দিগন্তরাণি কৃত্বা দিনান্তে নিলয়ায় গন্তুম্।"
(রঘু ২।১৫)

২ নিঃশেষরূপে লয়, অদর্শন।

৩ আশ্রয়স্থান। "তং ভূতনিলয়ং দেবং সুপর্ণমুপধাবত।"
(ভাগ° ৮।১।১১)

নিলয়ন (ক্লী) নিলীয়তে অত্র নি-লী আধারে ল্যুট্। নীড়, দাবাশ্রয়। "নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ" (তৈত্তি° উপ°)। 'নিলয়নং নীড়মাশ্রয়ো মূর্ত্তস্যৈব ধর্ম্মঃ' (ভাষ্য) ভাবে ল্যুট্। ২ শ্লেষণ, সম্বন্ধ।

"উত্তমাঙ্গে নিলয়নং কপোতকঙ্কপ্রভৃতীনাম্।" (সুশ্রুত)

নিলবাল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবার বিভাগস্থ এক ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহাতে মোট একটী গ্রাম ও দুইটী বিভিন্ন করদাতা আছে। এই স্থানের বার্ষিক আয় ২৪৫০ টাকা, তন্মধ্য হইতে বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ৫১১৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ১৫৪ টাকা খাজনা করিতে হয়। অধিবাসিরা অধিকাংশই কাঠি জাতি।

নিলাম, (লীলাম) আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদগণ শব্দ আলোচনায় এইরূপ অনুমান করেন যে, হিন্দি নীলাম (Nilam) ও পর্ত্তুগীজ লীলাও (Leilao) শব্দ, চীন 'ইলাঙ্' (Ye-lang) শব্দ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু আময় (Amoy) লী-লাং (Le-lang) এবং স্বটাও (Swatow) 'লয়-লাং' (Loy-lang) শব্দ হইতে নিলাম শব্দ উৎপন্ন হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। কোন দ্রব্যবিক্রয়ার্থ ঘোষণা করা বা প্রকাশ্য স্থানে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করার নাম নিলাম।

নিলিম্প (পুং) নিলিম্পতীতি নি-লিপ (নৌ লিম্পের্বাচ্যঃ। পা ৩।১।১৩৮ ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা শঃ। দেব, দেবতা। (ত্রিকা°)

নিলিম্প-নির্ঝরী (স্ত্রী) নিলিম্পানাং দেবানাং নির্ঝরী নদী। গঙ্গা। "জটাকটাহসম্ভ্রমভ্রমন্নিলিম্প-নির্ঝরী।"
(রাবণকৃত গঙ্গাস্তব।)

নিলিম্পা (স্ত্রী) নি-লিপ-শ, মুচাদিত্বাৎ মুম্, স্ত্রিয়াং টাপ্। স্ত্রীগবী। (ত্রিকা°)

নিলিম্পিকা (স্ত্রী) নিলিম্পা এব স্বার্থে কন্, টাপি অত ইত্বং। সৌরভেয়ী, স্ত্রীগবী। (হেমচন্দ্র ৪।৩৩২)

নিলীন (ত্রি) নিতরাং লীনঃ নি-লী-ক্ত। নিঃশেষরূপে লীন, সংলগ্ন, অত্যন্ত সম্বন্ধ।

"বনানি তোয়ানি চ নেত্রকল্পৈঃ
পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ।" (ভট্টি ২।৫)

নিলীনক (ত্রি) নিলীনস্য অদূরদেশাদি, ইতি ঋশ্যাদিত্বাৎ ক। তৎসন্নিকৃষ্টদেশাদি, নিলীনসন্নিকৃষ্টদেশ প্রভৃতি।

নিবক্ষস্ (পুং) যজ্ঞাদিতে উৎসর্গ জীবের সংজ্ঞাভেদ।

নিবচন (ক্লী) নিরস্তরং বচনং, প্রাদিতৎ। নিরন্তর বচন, নিরন্তর বাক্য। "গুদেতন্নিবচনমিবাস্তি" (শত'ব্রা° ২।৪।৪।৪)। 'নিবচনং নিরন্তরবচনং' (ভাষ্য) অভাবার্থে অব্যয়ীভাবঃ। ২ বচনাভাব।

নিবচনে (অব্য) নিবচনং বচনাভাবঃ, নিপাতনাৎ এতদন্তত্বং। বচন-নিয়ম, বাক্যনিয়ম।

নিবৎ (ত্রি) নি বেদে বতি। নিম্নগতাদি। "নিবতঃ নিম্নগতান্" (সিদ্ধান্তকৌ° ।) "তৃণং নিবৎস্বপঃ" (ঋক্১।১৬১।১১) 'নিবৎসু প্রবণদেশেষু' (সায়ণ)। ২ নিম্নদেশ। "স উদ্বতো নিবতো যাতি বেবিষৎ" (ঋক্ ৩।২।১০)। "নিবতঃ নীচৈর্ভাববতঃ প্রদেশান্' (সায়ণ)

নিবতা (স্ত্রী) ১ নিম্নগামী। ২ পর্ব্বতনিম্নাভিমুখে অবতরণ।

নিবতুঙ্গ বিঠোবা, প্রসিদ্ধ মন্দির, পুণা জেলার নান নামক বিভাগে অবস্থিত। একজন গোসাক্রি ইহার প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে পুরুষোত্তম অন্বাদাস নামক গুজরাতের এক ধনী ৩০০০০ টাকা ব্যয়ে ইহার জীর্ণ সংস্কার করেন। মন্দিরমধ্যস্থ দেবমূর্ত্তি নিবতুঙ্গ কাঁটা বনের মধ্যে পাওয়া যায়, সেই কারণ, উক্ত বিঠোবাদেব নিবতুঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। মন্দিরটী অতি প্রশস্ত ও মনোরম। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে একটী বিস্তৃত উদ্যান, তথায় মনুষ্যের স্নানোপযোগী এক প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা বর্ত্তমান রহিয়াছে। সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকদিগের থাকিবার জন্য, এই মন্দিরের পশ্চিম সীমায় সংলগ্ন এক বিশাল আশ্রম আছে।

নিবপন (ক্লী) নি-বপ-ভাবে ল্যুট্। পিত্রাদির উদ্দেশে দান। "অত্র বা নিবপনম্" (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।৭।২) 'অস্মিন্ কালে বা উবরদেশে সোমনিবপনং ভবতি' (কর্ক)।

"ঋষয়োধর্ম্মনিত্যাস্তু কৃত্বা নিবপনান্যুত।" (ভারত ১৩।৯২।২)

নিবর (ত্রি) নি অন্তর্ভূতণার্থে বৃ-কর্ত্তরি অচ্। ১ নিবারক। "আদু মে নিবরো ভুবৎ" (ঋক্ ৮।৯৩।১৪) 'নিবরো নিবারয়িতা' (সায়ণ)।

নিবরা (স্ত্রী) নিতরাং ব্রিয়তে ইতি নি-বৃ-অপ্ (গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ইতি কর্ম্মণি অপ্ ততষ্টাপ্। কুমারী, অবিবাহিতাকন্যা। (মিতাক্ষরা)

নিবর্ত্ত (ত্রি) প্রত্যাবৃত্ত, ফিরাইয়া আনা।

"আ নিবর্ত্ত নিবর্ত্তয়" (ঋক্ ১০।১৯।৬)

নিবর্ত্তক (ত্রি) প্রতিবন্ধক, পলায়নরত, প্রত্যাখ্যাত।

নিবর্ত্তন (ক্লী) নি-বৃত-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ১ নিবারণ। ২ ক্ষেত্রভেদ, এক বিঘা পরিমাণ ভূমি।

"নিবর্ত্তনসমং বা যো বিষ্ণবে বিনিবেদয়েৎ।
সর্ব্বগীর্ব্বাণনিলয়ে স ক্রীড়তি যুগাবধি॥
নিবর্ত্তনশতেনাপি যঃ শ্রীমতি কেশবম্।
শতযোজনবিস্তীর্ণে স রাজা ভূতলে ভবেৎ॥"
(হেমাদ্রি দানখণ্ডধৃত বরাহপু°)

নিবর্ত্তন-সমভূমি যে ব্যক্তি বিষ্ণুকে দান করে, সে যুগাবধি স্বর্গলোকে খেলা করে। ৩ সাধন, সুসম্পন্নকরণ। ৪ ঘূর্ণন, কার্য্যাদি হইতে অপসরণ। এই শব্দ 'প্রবর্ত্তন' শব্দের বিপরীত অর্থবাচক।

নিবর্ত্তনস্তূপ, একটী বৌদ্ধ স্তূপ। ছন্দক বুদ্ধদেবকে রাজ্যের সীমায় ছাড়িয়া দিয়া, পুনরায় কপিলবাস্তু অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, যে স্থানে রথ রক্ষা করিয়া স্বয়ং বিশ্রামলাভ করেন, ঠিক সেই স্থলে এই স্তূপ নির্ম্মিত হয়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ৎসিয়াং এই স্তূপ দেখিয়া গিয়াছেন।

নিবর্ত্তনীয় (ত্রি) নি-বৃত-ণিচ্-অনীয়র্। ভ্রমণশীল, প্রত্যাখ্যানকরণযোগ্য।

নিবর্ত্তমান (ত্রি) যে ফিরিতেছে।

নিবর্ত্তয়িতব্য (ত্রি) নি-বৃত-ণিচ্-তব্য। নিবারণযোগ্য।

নিবর্ত্তিত (ত্রি) নি-বৃত-ণিচ্-ক্ত। প্রত্যাকৃষ্ট, যাহাকে ফিরাইয়া আনা হইয়াছে, নিবারিত।

নিবর্ত্তিতব্য (ত্রি) নি-বৃত-ণিচ্-তব্য। যাহাকে ফিরাইয়া আনা উচিত।

নিবর্ত্তিতপূর্ব্ব (ত্রি) যে পূর্ব্বে ফিরিয়া গিয়াছে।

নিবর্ত্তিন্ (ত্রি) ১ সংগ্রামাদি হইতে প্রত্যাবৃত্ত, পলায়িত। ২ নির্লিপ্ত।

নিবর্ত্ত্য (ত্রি)প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাকৃষ্ট। নিবারিত। অনুতপ্ত। পুনর্প্রাপ্ত।

নিবর্হণ (ত্রি) উৎসন্ন, ধ্বংস, হত, অপসৃত।

নিবসতি (স্ত্রী) নিবসত্যত্রেতি, নি-বস-অতিচ্ (বহিবস্যর্ত্তিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ৪।৬০) গৃহ। (শব্দরত্না°)

নিবসথ (পুং) নিবসন্ত্যত্রেতি, নি-বস-আধারে অথচ্। গ্রাম। (হেম ৪।২৩)

নিবসন (ক্লী) ন্যুষ্যতেঽত্র, নি-বস আধারে ল্যুট্। ১ গৃহ। ২ বস্ত্র। (হলায়ুধ)

"দ্বিতীয়ঞ্চ পরীদধৌ চীরমাদায় মৈথিলী।
চীরন্তাকুশলাদেবী সমাগ্‌নিবসনে শুভা॥" (রামায়ণ ২।৩৭স°)

নিবস্তব্য (ত্রি) নি-বস-তব্য। জীবনযাত্রানির্ব্বাহযোগ্য। অতিবাহনযোগ্য।

নিবহ (পুং) নিতরামূহ্যতে ইতি নি-বহ পুংসীতি ঘ। ১ সমূহ।
"অদ্রৌ কলতরাবিব নিত্যং রজ্যন্তি জননিবহাঃ।"(পঞ্চতন্ত্র ৫।৮)
নিতরাং বহতীতি পচাদ্যচ্। ২ সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ুবিশেষ।

"নিবহো যত্র বাতেশঃ কেষাঞ্চিৎ সুখপ্রদঃ।
ন প্রচণ্ডো ন চ মৃদুঃ প্রমাদী চ প্রভঞ্জনঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)
• যে বৎসর নিবহবায়ু বায়ুদিগের অধিপতি হয়, সেই বৎসর কাহারও সুখকর হয় না। এই বায়ু অতি প্রচণ্ড বা অতি মৃদু নহে। ৭টা বায়ুর মধ্যে, প্রতিবৎসর এক একটা বায়ু অধিপতি হইয়া থাকেন।

নিবাকু (ত্রি) নি-বচ্ বাহুলকাৎ যুণ্। নিবচনশীল।

নিবাত (ত্রি) নিতরাং বাতি গচ্ছত্যত্র নি-বা-অধিকরণে-ক্ত। ১ আশ্রয়। নিবাস। নিযুক্তো বাতো যস্মিন্। ২ অবাত, বাতশূন্য।
"নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা
নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।" (রঘু ৩।১৭)
৩ শস্ত্রাভেদ্যবর্ম্ম, যে বর্ম্ম শস্ত্রদ্বারা ভেদ করা যায় না।
(অমর ও ভরত ৩।৩।৮৪)
(পুং) নিবাতক। (ঋশ্যাদিত্বাৎ ক। পা ৪।২।৮০) এইরূপ পদ হইবে।

নিবাতকবচ (ত্রি) দৈত্যবিশেষ। এই দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পৌত্র ও সংহ্লাদের পুত্র। (অগ্নিপু°)
নিবাতং শস্ত্রাভেদ্যং কবচং যেষামিতি। ২ দানববিশেষ। (পুংলিঙ্গে বহুবচনান্ত) ইহারা ইন্দ্রাদির শত্রু।
"নিবাতকবচা নাম দানবা দেবশত্রবঃ।
সমুদ্রকুক্ষিমাশ্রিত্য দুর্গে প্রতিবসন্ত্যুত।
তিস্রঃ কোট্যঃ সমাখ্যাতাস্তুল্যরূপবলপ্রভাঃ॥"
(ভারত ৩।১৬৮।৭১)

মহাভারতের মতে—দেবদ্বেষীঅমিতবীর্য্য প্রায় তিনকোটি দানব ছিল, ইহারা নিবাতকবচ নামে খ্যাত। পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপ বর্ণিত আছে যে, নিবাতকবচগণ স্ববীর্য্যে দেবেন্দ্র প্রভৃতি অমরবৃন্দকে বারংবার পরাজয় করিয়া, দেবতাদিগের ত্রাসোৎপাদন করে। কঠোরতপস্যাপ্রভাবে পিতামহ ব্রহ্মার প্রীতিবর্দ্ধনপূর্ব্বক, উহারা নিরাপদে সমুদ্রকুক্ষিতে বাস করিবার ও দেবগণ কর্ত্তৃক পরাভূত না হইবার বর প্রাপ্ত হয়। তাহাদের অধিকৃত সমুদ্রকুক্ষি ও সেখানকার সমুদয় চিত্রিত বিশাল সৌধশ্রেণী পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজত্বাধীন ছিল। পরে ব্রহ্মার বরে বলীয়ান্ হইয়া, তাহারা দেবরাজকে পরাজিত ও ঐ স্থান হইতে দূরীভূত করে।

বীরশ্রেষ্ঠ তৃতীয় পাণ্ডব ধনঞ্জয়, ভ্রাতৃচতুষ্টয়সহ দুর্য্যোধন-চক্রে চালিত হইয়া, বনবাসকালে অস্ত্রশিক্ষার্থ মহাদেবের প্রসন্নতা উৎপাদনপূর্ব্বক তদ্দত্তবরপ্রভাবে স্বর্গে গমন করেন। তথায় দেবরাজ, চিত্রসেন ও অন্যান্য বহুসংখ্যক অস্ত্রবিদ্ দেব, যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব তাঁহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। দিব্যাস্ত্রপ্রয়োগ, পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ও উপসংহার, অস্ত্রাদি-দগ্ধ ব্যক্তির পুনরুজ্জীবন ও পরাস্ত্রে অভিভূত স্বীয় অস্ত্রের উদ্দীপন, এই পঞ্চবিধ বিধি সম্যক্ শিক্ষাদানের পর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে সন্তোষ চিহ্নস্বরূপ, বহুবিধ দিব্যাস্ত্রপ্রদানপূর্ব্বক গুরু-দক্ষিণা দিবার জন্য প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইতে বলেন। অর্জ্জুন গুরু-দক্ষিণাদানে প্রতিজ্ঞা করিলে, ইন্দ্র তাঁহার উপর নিবাত-কবচদিগের বধভার অর্পণ করেন।

তদনন্তর দেবতুল্য বীর্য্যবান্ সমরকুশল তৃতীয় পাণ্ডব মাতলিসহ স্বৈরগামী দিব্য বিমানারোহণপূর্ব্বক নিবাতকবচ-দিগের বাসস্থান সম্মুখে উপনীত হন। দানবগণ অর্জ্জুনের স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতালভেদী শঙ্খধ্বনি শ্রুত হইয়া, বৈর-নির্য্যাতন অভিলাষে, লৌহমুদ্গর, মুষল, পট্টিশ প্রভৃতি নানাবিধ খড়্গ ও অন্যান্য বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক সরোষে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল। তাহারা এরূপ মায়াবী ছিল যে, তাহাদের মায়াযুদ্ধ প্রভাবে, দৈববলী, লঘুহস্ত সব্যসাচীকেও সময় সময় হত-প্রভাব হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, অবশেষে তিনি বহু আয়াসে সেই দুর্দ্ধর্ষ দানবদিগকে সমূলে বিনাশপূর্ব্বক দেবতাদিগের প্রীতিবর্দ্ধন করেন। (মহাভারত বনপর্ব্ব ১৬৮-১৭৩ অঃ)

মহীতলের নিম্নে রসাতলে নিবাতকবচগণ বাস করিত। (ভাগ° ৫।২৪।৩০, রামায়ণ ৫।৭৮।১০।)

নিবান্যা (স্ত্রী) নিতরাং বাতি গচ্ছতি পাতৃত্বেন নি-বা-ক, নিবঃ পাতা অন্যঃ পরকীয়ো বৎসো যস্যাঃ। মৃতবৎসা গাভী, যে গাভীর দুগ্ধ অন্য কোন বৎস দ্বারা দোহন করা হয়।
"অভিমৃশার্দ্ধমপিষ্ট্বা নিবান্যা দুগ্ধে" (কাত্যা° শ্রৌ° ৫।৮।১৮)

নিবান্যবৎসা (স্ত্রী) নিবঃ পাতা অন্যস্যাঃ বৎসঃ অন্যবৎসো যস্যাঃ। স্বদুগ্ধপায়ি পরকীয়ো বৎসযুক্তা গাভী।
"নিবান্যবৎসামেষ্টৈ বৈ ব্রূয়াৎ তস্যৈ পয়সা জুহুয়াদার্ত্তং বা এতৎ পয়ো যন্নিবান্যবৎসায়াঃ" (শত° ব্রা° ১২।৫।১।৪)

নিবাপ (পুং) নিতরামুপ্যতে ইতি নি-বপ-ঘঞ্। মৃতোদ্দেশ্যক দান, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে যে দান করা হয়, তাহাকে নিবাপ কহে। পর্য্যায় পিতৃদান, পিতৃতর্পণ, নিবপন, পিতৃদানক।
(শব্দর°)
"অপশোকমনাঃ কুটুম্বিনীং অনুগৃহ্নীষ নিবাপদত্তিভিঃ।"(রঘু ৮।৮৬)
২ দানমাত্র। (ভরত)
মুপ্যতে বীজমস্মিন্নিতি। ৩ ক্ষেত্র। (রাজতর° ৪।১৩০)
"অবনিং প্রমদা পাঞ্চ নিবাপং বহুবার্ষিকম্।
ততো বিপ্র প্রদাস্যামি ন তু বর্ম্ম সকুণ্ডলম্॥"
(ভারত ৩।৩০।১৬)

নিবাপক (পুং) বীজবপনকারী, বপ্তা, বপক।

নিবাপিন্ (ত্রি) নিবপতীতি নি-বপ-ণিনি (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩।১।১৩৪) ১ নিবাপকারী দাতা। ২ বপনকর্ত্তা।

নিবার (পুং) নি-বৃ-ভাবে ঘঞ্। ১ নিবারণ, বাধা। ঘঞ্ প্রত্যয় পরে 'নি'র ইকারের বাহুল্যপ্রযুক্ত বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা হইলে 'নীবার' এইরূপ পদ হইবে। [নীবার দেখ।]

নিবারক (ত্রি) নিবারয়তীতি নি-বারি-ণ্বু। নিবারণকারী। "ন পাণ্ডবানাং সমরে কশ্চিদস্তি নিবারকঃ।"(ভা° ৮।১২১৬ শ্লো,)

নিবারণ (ক্লী) নি-বৃ-ণিচ্ করণে ল্যুট্। নিশ্চয়রূপে বারণ, নিরাকরণ।

"যথাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরস্থিতো
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ।" (ভাগ° ১।৫।১৫)

নিবারণীয় (ত্রি) নি-বৃ-ণিচ্ অনীয়র্। নিবারণযোগ্য, নিবার্য্য।

নিবারিত (ত্রি) নি-বৃ-ণিচ্-ক্ত। কৃতনিবারণ। নিষিদ্ধ।

"নিবারিতাস্তেন মহীতলেঽখিলে-
নিরীতিভাবং গমিতেঽতিবৃষ্টয়ঃ।" (নৈষধ ১।১১)

নিবাশ (ত্রি) যন্ত্র বা গীতাদির উত্থিত শব্দ। "নিবাশা ঘোষাঃ সং যন্ত্বমিত্রেষু।" (অথর্ব্ব ১১।৯।১১)

নিবাস, স্মৃতি। আচ্ছাদন। অদন্ত চুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্-নিবাসয়তি। লোট্ নিবাসয়তু। লিট্ নিবাসয়াং চকার। লুঙ্ অনিনিবাসৎ।

"নিবাসয়তি যশ্চিত্রং চীনাংশুকমিতি হলায়ুধঃ।" (দুর্গাদাস)

নিবাস (পুং) নি-বস আধারে ঘঞ্। ১ গৃহ। ২ আশ্রয়। (হেম°)

"জগন্নিবাসো বসুদেবসদ্মনি" (মাঘ ১।১)

ভাবে ঘঞ্। ৩ বাস।

"কুম্ভকারস্য শালায়াং নিবাসং চক্রিরে তদা।" (ভারত ১।১৮৫।৬) ৩ বস্ত্র।

"নমশ্চর্ম্মনিবাসায় নমস্তে পীতবাসসে।" (হরিব° ১৮১।৪৮)

নিবাসক (ত্রি) নিবাসস্য অদূরদেশাদি, নিবাস চতুরর্থ্যাং ক। তৎসন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

নিবাসন (পুং) বৌদ্ধদিগের বস্ত্রবিশেষ।

নিবাসিন্ (ত্রি) নি-বসতীতি নি-বস-ণিনি। নিবাসবিশিষ্ট, নিবাসকর্ত্তা।

"তে তু কাসরমশ্নন্তি দেবরঃ পতিকৃৎকলে।
ধন্যাঃ কালীনদীতীরে কান্যকুব্জনিবাসিনঃ॥" (কাব্যোদয়)

নিবাস্য (ত্রি) ১ বাসযোগ্য। ২ বস্ত্রাচ্ছাদিত।

নিবিড় (ত্রি) নিতরাং বিড়তি সংহন্যতে নি-বিড়-ক। ১ নীরন্ধ্র। ২ সান্দ্র, ঘন, পর্য্যায়—নিরবকাশ, নিরন্তর, নিবিরীষ, নীরন্ধ্র, বহুল, দৃঢ়, গাঢ়, অবিরল।

"নিবিড়ঘটিতোরুযুগলাং যাসোত্তরস্তনার্পিতকুজনাম্"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৩২০)

নাসিকায়া নতম্, নি-বিড়চ্ (নেবিড়চ্ বিরীসচৌ।° পা ৫।২।৩২) ৩ নত-নাসিকাযুক্ত, অবটীট। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৪ নত-নাসিকা। (হেমচ°)

নিবিদ্ (স্ত্রী) নি-বিদ্-করণে ক্বিপ্। ১ বাক্য। (নিঘণ্টু) ২ বৈশ্বদেবের শস্ত্রবিষয়ে শংসনীয় মন্ত্রপদভেদ।

"কতি দেবা যাজ্ঞবল্ক্যেতি স হৈতয়ৈব নিবিদা প্রতিপেদে"
(বৃহদা° উপ°)

'দেবা বৈশ্বদেবস্য শস্ত্রস্য নিবিদি, নিবিন্নাম দেবতাসংখ্যাবাচকানি মন্ত্রপদানি কানিচিদ্বৈশ্বদেবে শস্ত্রে শস্যন্তে তানি নিবিৎসংজ্ঞকানি তস্যাং নিবিদি যাবন্তো দেবাঃ শ্রূয়ন্তে'। (ভাষ্য)

(ঋক্ ১।৮৯।৩, ঐতরেয়ব্রা° ৬।৩৩।৩৪ দেখ।)

৩ স্তুত্যর্থ শব্দার্থ। "রূপং পদেনাপ্নোতি নিবিদঃ।"

(শুক্লযজু° ১৯।২৫) 'নিবিদঃ স্তুত্যর্থানাপ্নোতি' (বেদদীপ°)

"সাবিত্র্যং শস্ত্বৈকাহিকে নিবিদং দধাতি, চতুর্থকং দ্যাবাপৃথিবীয়ং শস্ত্বৈকাহিকে নিবিদং দধাতি অচ্ছেত্যার্ভবং শস্ত্বৈকাহিকে নিবিদং দধাতি, বৈশ্বদেবং শস্ত্বৈকাহিকে নিবিদং দধাতি' (শত° ব্রা° ১৩।৫।১।১১)

নিবিদ্ধান (ক্লী) নিবিদ্ স্তুত্যো ধীয়তেঽস্মিন্ ধা-আধারে ল্যুট্। ঐকাহিক যজ্ঞাদি, যে সকল যজ্ঞ একদিনে নিষ্পন্ন হয়।

"তস্মাদৈকাহিকানি নিবিদ্ধানানি ভবন্তি" (শত° ব্রা° ১৩।৫।১।১২)

নিবিদ্ধানীয় (ত্রি) নিবিদ্ সম্বন্ধীয় বৈদিক মন্ত্রসংযুক্ত।

নিবিরীস (ত্রি) নি-নতা নাসিকা যস্য, বিরীসচ্ (নেবিড়চ বিরীসচৌ। পা ৫।২।৩২) অবটীট, নিবিড়, নত-নাসিকাযুক্ত পুরুষাদি। ২ সান্দ্র। ৩ ঘন। (স্ত্রী) নত-নাসিকা।

"উরুনিবিরীসনিতম্বভারখেদি" (মাঘ)

নিবিবৃৎসু (ত্রি) নিবারণেচ্ছু, প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক।

নিবিষ্ট (ত্রি) নি-বিশ-ক্ত। ১ চিত্তাভিনিবেশযুক্ত। ২ একাগ্র।

"ভবন্তি সাম্যেঽপি নিবিষ্টচেতসাম্।" (কুমারস° ৫।৩১)

৩ আবিষ্ট। ৪ প্রবিষ্ট।

"উড়ুগণপরিবারো নায়কোঽপ্যোষধীনা-
মমৃতময়শরীরঃ কান্তিযুক্তোঽপি চন্দ্রঃ।
ভবতি বিকলমূর্ত্তির্মণ্ডলং প্রাপ্য ভানোঃ
পরসদননিবিষ্টঃ কো লঘুত্বং ন যাতি॥" (উদ্ভট)

৫ আবদ্ধ।

"সংসারবাসনাজালে নিবিষ্টা বৃদ্ধগামিনী।"
(দেবীভাগ° ১।১৫।৪৫) ৫ স্থিত।

"কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূতধনধান্যবান্॥" (রামা° ১।৫।৫)

নিবিষ্টি (স্ত্রী) নি-বিশ-ক্তিচ্। স্ত্রীসংসর্গ, কামাসক্ত। স্ত্রীলোক-স্পর্শ ও আলিঙ্গন।

নিবীত (ক্লী) নিবীয়তে স্মেতি নি-ব্যে আচ্ছাদনে-ক্ত, ততে সম্প্রসারণং। ১ আচ্ছাদনবস্ত্র, উড়্‌নী। পর্য্যায়—প্রাবৃত। ২ কণ্ঠলম্বিত যজ্ঞসূত্র।

"উপবীতং ভবেন্নিত্যং নিবীতং কণ্ঠসজ্জনম্।" (কূর্ম্মপু°)

গলদেশে যজ্ঞসূত্র বা প্রাবৃতবস্ত্র (উড়ানি) লম্বমান করিয়া দিলে নিবীত বলা যায়।

"অধো বাসঃ প্রতিমুচ্যোষ্ণীষং সংবেষ্ট্য নিবীতে"
(কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।৫।১৩)

'নিবীতঞ্চ কণ্ঠে সজ্জনম্' (কর্ক) ৩ নিবৃত।

'নিবৃতঞ্চ নিবীতে স্যাৎ নিবেশোনাপ্রবেশনে।' (শব্দাব্ধি)

নিবীতিন্ (ত্রি) নিবীতমস্ত্যস্য ইনি। নিবীতযুক্ত, কণ্ঠলম্বিত যজ্ঞসূত্রবিশিষ্ট।

"কৃতোপবীতী দেবেভ্যো নিবীতী চ ভবেত্ততঃ।
মনুষ্যাংস্তর্পয়েদ্ভক্ত্যা ঋষিপুত্রানৃষীংস্তথা॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

"উদ্ধৃতে দক্ষিণে পাণাবুপবীত্যুচ্যতে দ্বিজঃ।
সব্যে তু প্রাচীনাবীতী নিবীতী কণ্ঠসজ্জনে॥" (মনু ২।৬৩)

যাহার গলদেশে যজ্ঞসূত্র, মালার ন্যায় দোলায়মান থাকে, তাহাকে নিবীতী কহে। ঐরূপ কণ্ঠধৃত যজ্ঞসূত্রের মধ্য দিয়া দক্ষিণ বাহু উদ্ধৃত থাকিলে তাহাকে উপবীতী এবং বামহস্তে উদ্ধৃত থাকিলে, তাহাকে প্রাচীনাবীতী বলে।

নিবীর্য্য (ত্রি) বীর্য্যহীন, পুরুষত্বহীন, (ধ্বজভঙ্গ)

নিবৃৎ (স্ত্রী) কাত্যায়নোক্ত ছন্দোভেদ। গায়ত্রী প্রভৃতি ৮ প্রকার ছন্দঃ হইতে প্রতিপাদে একটী করিয়া অক্ষর কম।

নিবৃত (ত্রি) নিব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে স্মেতি নি-বৃ-ক্ত। ১ নিবীত, উড়ানি। (অমরটীকায় স্বামী) ২ পরিবেষ্টিত। (হেমচ°)

নিবৃত্ত (ক্লী) নি-বৃত ভাবে ক্ত। ১ নিবৃত্তি। ২ যজ্ঞভেদ, চিত্তবিষয় হইতে উপরম। ৩ অভাব। (ত্রি) কর্ত্তরি-ক্ত। ৪ নিবৃত্তিযুক্ত, নিবৃত্তিবিশিষ্ট। বিরত।

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।"
(ভাগ° ১০।১।৪)

৫ নিবৃত্তিপূর্ব্বক কর্ম্ম।

"প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তং চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্।
সর্গাদৌ সৃজতা সৃষ্টং ব্রহ্মণা বেদরূপিণা॥"
(হেমাদ্রি° ব্রতখণ্ড)

নিবৃত্তসন্তাপন (ক্লী) নিবৃত্তং সন্তাপনং যস্য। সন্তাপবিহীন।

নিবৃত্তসন্তাপনীয় (ক্লী) নিবৃত্তং সন্তাপনং যস্য তস্মৈ হিতং, ছ। রসায়নভেদ।

"যথা নিবৃত্তসন্তাপা মোদন্তে দিবি দেবতাঃ।
তথৌষধীরিমা প্রাপ্যঃ মোদন্তে ভুবি মানবাঃ॥"
(সুশ্রুত চিকি° ৩০ অঃ)

ইহার বিষয়ে সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে,—দেবগণ যেরূপ সন্তাপশূন্য হইয়া স্বর্গে বিচরণ করেন, মানবগণও সেই রূপ নিম্নলিখিত ঔষধ সেবন করিলে, দেবগণের ন্যায় সন্তাপ-শূন্য হইয়া, পৃথিবীতে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়, এই জন্য ইহাকে নিবৃত্ত-সন্তাপনীয় কহে।

এই রসায়ন ৭ জন লোকের সেবন করা ঘটে না, যথা—অনাত্মবান্ (অজিতেন্দ্রিয়), অলস, দরিদ্র, প্রমাদী, ক্রীড়াসক্ত, পাপকারী ও ভেষজাপমানী। এই সকল ব্যক্তির অজ্ঞানতা, অনারম্ভ, অস্থিরচিত্ততা, দরিদ্রতা, অনায়ত্ততা, অধার্ম্মিকতা ও ঔষধের অপ্রাপ্তি এই সকল কারণ জন্য এই নিবৃত্ত-সন্তাপনীয় রসায়ন সেবন দুর্ঘট হইয়া থাকে।

ঔষধের বিবরণ—শ্বেত-কাপোতী, কৃষ্ণ-কাপোতী, গোনসী, বারাহী, কন্যা, ছত্রা, অতিছত্রা, করেণু, অজা, চক্রকা, আদিত্য-পর্ণিনী, ব্রহ্ম-সুবর্চ্চলা, শ্রাবণী, মহাশ্রাবণী, গোলোমী, অজলোমী ও মহা বেগবতী এই অষ্টাদশ সোমলতা সদৃশ বীর্য্যযুক্ত ওষধি বলিয়া খ্যাত। সোম হইতে ইহা কোন প্রকার নিকৃষ্ট নহে। ইহার মধ্যে যে সকল ওষধি ক্ষীরহীন মূলবিশিষ্ট, তাহাদিগের প্রদেশিনীপ্রমাণ তিনটী কাণ্ড সেবন করিতে হয়। শ্বেতকাপো-তীর পত্র সমেত মূল সেবন বিধেয়। ক্ষীরবতী ওষধি সকলের ক্ষীর কুড়ব পরিমাণে এককালে সেবন করিতে হয়। গোনসী, অজাগরী ও কৃষ্ণকাপোতী, ইহাদিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া এক মুষ্টি পরিমাণ লইয়া, দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া পরে দুগ্ধ স্রাবিত করণানন্তর এককালে পান করিতে হইবে। চক্রকার দুগ্ধ একবার পেয় এবং ব্রহ্ম-সুবর্চ্চলা সপ্তরাত্র সেবনীয়।

এই নিবৃত্তসন্তাপনীয় রসায়ন সেবন করিলে শরীর যুবার ন্যায়, বল সিংহতুল্য, মনোহর এবং শ্রুতিনিগাদী (শ্রুতিধর) হয়। পরমায়ুও দুই হাজার বৎসর হইয়া থাকে। দিব্যশরীর ধারণ করিয়া জলদসঞ্চরণপথাতীত নভস্থলে অমোঘ-সঙ্কল্প হইয়া বিচরণ করে। (সুশ্রুত)

নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা ঐ সকল ঔষধ স্থির করিতে হইবে। নিষ্পত্র, কনকতুল্য আভাযুক্ত, দুই অঙ্গুল পরিমিত মূলবিশিষ্ট, সর্পের ন্যায় আকার ও অগ্রভাগ লোহিতবর্ণ, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে শ্বেত-কাপোতী বলিয়া জানিতে হইবে। দ্বিপত্র, মূলজাত,

অরুণবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলবিশিষ্ট, দুই অরত্নিপ্রমাণ দীর্ঘ, ও গোনসের (মণ্ডলীবেড়াসাপ) মত, ইহাকে গোনসী কহে। ক্ষীরযুক্ত, সরোম, মৃদু ও ইক্ষুরসের ন্যায় রসবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে কৃষ্ণকাপোতী কহে। কৃষ্ণসর্প স্বরূপ ও কন্দসম্ভব হইলে বারাহী জানিতে হইবে। একটী পত্র, অতিশয় বীর্য্যবান্, অঞ্জনপ্রভ, কন্দজাত এবং শ্বেতকাপোতীতে সংস্থিত ছত্রা ও অতিছত্রা এই দুইয়েরই এইরূপ লক্ষণ জানিতে হইবে। এই সকল ঔষধদ্বারা জরা ও মৃত্যু নিবারিত হয়। ময়ূরের লোমের ন্যায় দ্বাদশটী পত্রবিশিষ্ট, কন্দজাত ও স্বর্ণবর্ণ ক্ষীরবিশিষ্ট হইলে, তাহাকে কন্যা নামক ওষধি কহা যায়। ত্রিপত্র, হস্তিকর্ণ, পলাশের ন্যায় পত্র, প্রচুর ক্ষীরবিশিষ্ট ও গজাকৃতি কন্দ, ইহাকে করেণু কহে। অজার স্তনের ন্যায় কন্দ, সক্ষীর, চন্দ্র বা শঙ্খের ন্যায় শ্বেত, অথচ পাণ্ডুর এবং ক্ষুপ বৃক্ষের সদৃশ, ইহাকে অজানামক ওষধি কহে। শ্বেতবর্ণ বিচিত্র পুষ্পবিশিষ্ট, কাকাদনীর ন্যায় ক্ষুদ্রবৃক্ষ, ইহাকে চক্রকা বলে। ইহা দ্বারা জরামৃত্যুনাশ হয়। মূলবিশিষ্ট, কোমল রক্তবর্ণ পঞ্চপত্রবিশিষ্ট ও সর্ব্বদা সূর্য্যের অনুবর্ত্তী হইলে, ইহাকে আদিত্যপর্ণিনী কহে। কনকের আভাবিশিষ্ট, সক্ষীর ও দেখিতে পদ্মিনীর ন্যায় এবং বর্ষার অপগমে যে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়, তাহাকে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা কহে। অরত্নিপ্রমাণ বৃক্ষ, দ্বি-অঙ্গুলপরিমিত পত্র, নীলোৎপলসদৃশ পুষ্প এবং অঞ্জনসন্নিভ ফল হইলে, তাহাকে শ্রাবণী বলে। এই সকল লক্ষণবিশিষ্ট, অধিকন্তু কনকবর্ণ ক্ষীর ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে, তাহাকে মহাশ্রাবণী বলে। গোলোমী ও অজলোমী রোমবিশিষ্ট এবং কন্দযুক্ত। মূলজাত, হংসপদী লতার ন্যায় বিচ্ছিন্নপত্রবিশিষ্ট, অথবা সর্ব্বতোভাবে শঙ্খপুষ্পীর সদৃশ, অতিশয় বেগবিশিষ্ট ও সর্পনির্মোকতুল্য, ইহাকে বেগবতী কহে। ইহা বর্ষান্তে জন্মিয়া থাকে।

এই সকল ঔষধ নিম্নলিখিত মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ করিয়া তুলিতে হয়। মন্ত্র—"মহেন্দ্ররামকৃষ্ণাণাং ব্রাহ্মণানাং গবামপি।

তপসা তেজসাবাপি প্রশাম্যধ্বং শিবায় বৈ॥"

শ্রদ্ধাহীন, অলস, কৃতঘ্ন ও পাপকারী প্রভৃতি, ইহারা এই সকল ওষধি প্রাপ্ত হন না। দেবতারা পানাবশিষ্ট অমৃত সোমে, অথবা সোমতুল্য এই সকল ওষধিতে ও চন্দ্রে নিহিত করিয়াছেন।

ওষধিপ্রাপ্তির স্থান।—দেবসুন্দ নামক হ্রদে ও সিন্ধুনদে বর্ষার অন্তে ও মধ্যে ব্রহ্মসুবর্চ্চলা নামক ওষধি পাওয়া যায়। উক্ত দুই প্রদেশে হেমন্তের শেষে আদিত্যপর্ণিনী এবং বর্ষার প্রারম্ভে গোনসী পাওয়া যায়। কাশ্মীরপ্রদেশে ক্ষুদ্র মানস নামক দিব্য-সরোবরে করেণু, কন্যা, ছত্রা, অতিছত্রা, গোলোমী অজলোমী ও মহাশ্রাবণী পাওয়া যায়। এই স্থলে বসন্তকালে কৃষ্ণবর্ণ গোনসীও পাওয়া যায়। কৌশিকী নদীর পারে পূর্ব্বদিকে তিন যোজন ভূমি বল্মীকব্যাপ্ত। এই বল্মীকের উপরিভাগে শ্বেতকাপোতী জন্মে। মলয় ও নলসেতু নামক পর্ব্বতে বেগবতী ওষধি জন্মে। এই সকল ওষধি কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতে সেবন বিধেয়।

যাহার অত্যুচ্চ শৃঙ্গে দেবগণ বিচরণ করিয়া থাকেন, সেই সোমগিরি ও অর্ব্বুদগিরিতে সকল প্রকার ওষধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন নদী, পর্ব্বত, সরোবর, পবিত্র অরণ্য ও আশ্রম সর্ব্বত্রই ওষধি অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। যেহেতু এই বসুন্ধরা সর্ব্বত্রই রত্নধারণ করেন।

উপরিউক্ত ওষধি সকল সেবনের নাম নিবৃত্ত-সন্তাপনীয় রসায়ন। (সুশ্রুত চিকি° ৩০ অঃ)

নিবৃত্তাত্মন্ (ত্রি) নিবৃত্তঃ বিষয়েভ্যঃ উপরতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য। ১ বিষয়রাগশূন্য চেতস্ক, যাহার চিত্ত বিষয়রাগশূন্য। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৯৬)

নিবৃত্তি (স্ত্রী) নি-বৃত-ক্তিন্। ১ নির্বৃত্তি, অপ্রবৃত্তি, পর্য্যায়—উপরম, বিরতি, অপরতি, উপরতি, আরতি। (হেমচন্দ্র)

"বাস্তোদকঞ্চ সমধু পীতমন্তর্গতস্য বৈ।
পাপরোগস্য সন্তাপনিবৃত্তিং কুরুতে শিব॥" (গরুড়পু° ১৯৬)

২ ন্যায়মতসিদ্ধ যত্নভেদ।

"প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবনকারণম্।
এবং প্রযত্নত্রৈবিধ্যং তান্ত্রিকৈঃ পরিদর্শিতম্॥" (ভাষাপরি°)

প্রবৃত্তির প্রাগভাব।

"প্রবৃত্ত্যুপাধিনা বিনাশং প্রাপ্সান্ প্রাগভাবএব স্বনিবৃত্তিনিরাকরণাৎ সাধ্যমানো নিবৃত্তিরিত্যুচ্যতে।" (একাদশীতত্ত্ব)

৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩১)

নিবৃত্তি, ১ বৌদ্ধদিগের নিবৃত্তি ও ব্রাহ্মণদিগের মোক্ষ একই। নিবৃত্তি বা নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তিলাভ করা। ২ তীর্থবিশেষ। এই স্থানে, বিজয়নগরের প্রসিদ্ধ রাজা নরসিংহদেব অনেক দান করেন। ৩ একটী জনপদ। বরেন্দ্রের উত্তর এবং বঙ্গদেশের পশ্চিমে বিরাটরাজ্যের সন্নিকটে স্থিত। ইহা গো, মেষ, মহিষ, ছাগল প্রভৃতির চারণের জন্য বিশাল ক্ষেত্রসমূহে পরিপূর্ণ। ইহার অন্য নাম মৎস্য। কারণ এখানে বহুবিধ মৎস্য পাওয়া যায়। কিন্তু এই স্থানের যে অংশে পাহাড়ী ও জঙ্গলবাসিরা বাস করে, সেই অংশই সাধারণতঃ উক্ত নামে অভিহিত। ইহার প্রধান নগর বর্দ্ধনকুঠ, কাচ্ছপ এবং শ্রীরঙ্গ বা বিহারিকা। দ্বিতীয় নগরটী গুরানদীতীরে অবস্থিত এবং প্রথমটী একজন মুসলমানশাসনকর্ত্তার অধীন।

এখানকার অধিবাসিরা খর্ব্বাকৃতি, অপরিচ্ছন্ন ও মূর্খ। যবন-শাসিত স্থানে জাতিবিভাগের কোন সুব্যবস্থা নাই। অধিবাসিরাও অত্যন্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত।

নিবৃত্ত্যাত্মন্ (ত্রি) নিবৃত্তিঃ আত্মা স্বরূপং যস্ত। নিষেধ।
"নিষেধস্ত নিবৃত্ত্যাত্মা কালমাত্রমপেক্ষতে।" (তিথিতত্ত্ব)

নিবেদক (ত্রি) নিবেদয়তীতি নি-বিদ-ণিচ্-ণ্বু। নিবেদনকারী, যে নিবেদন করে।

নিবেদন (ক্লী) নিবিদ্যতে বিজ্ঞাপ্যতেহনেনেতি নি-বিদ-ল্যুট্। ১ আবেদন, বিজ্ঞাপন, জানান। ২ সমর্পণ।
"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥" (ভাগ° ৭।৫।২৩)

নিবেদনীয় (ত্রি) নি-বিদ-ণিচ্-অনীয়র্। নিবেদনার্হ, নিবেদন-যোগ্য।

নিবেদয়িষু (পুং) নিবেদয়িতুমিচ্ছুঃ, নি-বিদ্-ণিচ্-সন্, ততো উ। নিবেদন করিতে ইচ্ছুক, জানাইতে অভিলাষী।

নিবেদিন্ (ত্রি) নি-বেদ অস্ত্যর্থে ইনি। নিবেদনকারী, প্রকাশক।
"অপসব্যাস্ত শকুনা দীপ্তাভয়নিবেদিনঃ॥" (বৃহৎসং ৮৬ ৫৭)

নিবেদিত (ত্রি) নি-বিদ কর্ম্মণি ক্ত। কৃতনিবেদন। সমর্পিত, দত্ত, উৎসর্গীকৃত।
"ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি।" (নন্দিকেশ্বরপু°)
২ জ্ঞাপিত।

নিবেদ্য (ত্রি) নি-বিদ-ণ্যৎ। নিবেদনযোগ্য, সমর্পণযোগ্য, জ্ঞাপনীয়।

নিবেশ (পুং) নি-বিশ-ঘঞ্। ১ বিন্যাস। নিবিশত্যস্মিন্নিতি অধিকরণে ঘঞ্। ২ শিবির।
"তস্য সেননিবেশোহভূদধ্যর্দ্ধমিবযোজনম্।" (ভারত ৫।৮।২)
৩ উদ্বাহ, বিবাহ।
"ততো নিবেশায় তদা স বিপ্রঃ সংশিতব্রতঃ।
মহীঞ্চচার দারার্থী ন চ দারানবিন্দত॥" (ভারত ১।১৪।১)
৪ নিবেশন, প্রবেশ। ৫ গৃহ। (দেবীভাগ° ৩।১৭।৪৪)
'নিবেশঃ পুংসি বিন্যাসে শিবিরোদ্বাহয়োরপি।' (মেদিনী)

নিবেশন (ক্লী) নিবিশত্যস্মিন্নিতি নি-বিশ-অধিকরণে ল্যুট্। ১ গৃহ।
"সম্ভাব্য সর্ব্বলোকাংশ্চ যযৌ রাজা নিবেশনম্॥"
(দেবীভাগ° ৩।২৪।৪৯)
২ নগর। (হেমচ) ৩ প্রবেশ। নি-বিশ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ৪ স্থাপন।
"নিবেশয় মহাবাহো ভদ্রতং যদপেক্ষসে।" (রামা° ৭।৭৫।১৩)
(ত্রি) ৫ প্রবেশক।
"আকাশেহবস্থিতঃ শব্দঃ সর্ব্বশ্রোত্রনিবেশনঃ।
নমস্তে ভগবন্ বিষ্ণো তুভ্যং শব্দাত্মনে নমঃ॥"
(হরিবংশ ভবিষ্যপর্ব্ব ১৮।১৩)
৬ স্থিতি। নি-বিশ-ণিচ্ ভাবে ল্যুট্। ৭ বিন্যাস। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নিবেশাধার পৃথিবী।
"স্যোনা পৃথিবি ভবানৃক্ষরা নিবেশনী।" (ঋক্ ১।২২।১৫)
'নিবিশন্তি অস্যামিতি নিবেশনী নিবাসস্থানভূতা।' (সায়ণ)

নিবেশবৎ (ত্রি) নিবেশঃ বিদ্যতে যস্য, মতুপ্, মস্য ব। বিন্যাস-যুক্ত, প্রক্ষেপবিশিষ্ট।
"সাগৌরসিদ্ধার্থনিবেশবদ্ভির্দূর্ব্বাপ্রবালৈঃ প্রতিভিন্নশোভম্।"
(কুমার° ৭।৭)
'গৌরসিদ্ধার্থনিবেশবদ্ভিঃ শ্বেতসর্ষপপ্রক্ষেপবদ্ভিঃ'। (মল্লিনাথ)

নিবেশিন্ (ত্রি) আশ্রয়প্রাপ্ত, প্রবিষ্ট, অবস্থিত।

নিবেশনীয় (ত্রি) নি-বিশ-অনীয়র্। প্রবেশার্হ, প্রবেশযোগ্য।

নিবেশিত (ত্রি) নি-বিশ-ণিচ্-ক্ত। ১ স্থাপিত। ২ বিন্যস্ত। ৩ প্রবেশিত।

নিবেশ্য (ত্রি) নি-বিশ-ণ্যৎ। ১ নিবেশনীয়, নিবেশার্হ।
"তদিয়ং পূঃ প্রকাশার্থং নিবেশ্যা ময়ি সুব্রত।" (হরিব°১১৫।২৮)
২ শোধনীয়।
অবশ্যং রাজপিণ্ডৈস্তৈর্নিবেশ্য ইতি মে মতিঃ। (ভার° ৩।৩৬ অঃ)
'নিবেশ্যঃ আনৃণ্যার্থং শোধনীয়ঃ' (নীলকণ্ঠ) ৩ বিবাহার্থ।
(ভারত ১।১৯২।৯) ৪ স্থাপিত (নগরাদি)

নিবেষ্ট (পুং) ১ আচ্ছাদন, আবরণবস্ত্র। ২ সামভেদ।

নিবেষ্টন (ক্লী) বস্ত্রাদির দ্বারা আচ্ছাদন। আবৃতকরণ।

নিবেষ্টব্য (ত্রি) নি-বিশ-তব্য। নিবেশনীয়। আচ্ছাদনযোগ্য।

নিবেষ্য (ক্লী) নি-বিষ-ভাবে ণ্যৎ। ১ ব্যাপ্তি। কর্ম্মণি ণ্যৎ। (ত্রি) ২ ব্যাপিয়া। (পুং) ৩ ব্যাপক দেবভেদ।
"নিবেষ্যং মূর্দ্ধ্না।" (শুক্লযজু° ২৫।২) ৪ আবর্ত্ত। ৫ নীহার জল। "অথ নিবেষ্যং গৃহ্লাতি।" (শত° ব্রা° ৫।৩।৪।১১)
'নিবেষ্যঃ আবর্ত্তঃ।' (ভাষ্য) নিবেষ্যে ভবঃ যৎ। ৬ জল-স্তম্ভ। ৭ পশুর সম্মুখের উপরিভাগ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।৪।৩৩)
(পুং) তত্রভব, তদুৎপত্তি রুদ্র।
"হ্রদয্যায় চ নিবেষ্যায় চ।" (শুক্ল যজু° ১৬।৪৪)
'নিবেষ্যঃ আবর্ত্তঃ নীহারজলং বা তত্র ভবো নিবেষ্যঃ'। (বেদদীপ)

নিব্যাধিন্ (পুং) নিতরাং বিধ্যতি হন্তি শত্রূন্ নি-ব্যধ-ণিনি। ১ রুদ্রভেদ।
"নমঃ সহমানায় নিব্যাধিনে।" (শুক্লযজু ১৬।২০)
(ত্রি) ২ নিতান্ত ব্যাধক।

নিব্যূঢ় (ক্লী) অভিনিবেশ, নিরন্তর চেষ্টা।

নিশ্ (স্ত্রী) নিতরাং শুতি তনূকরোতি ব্যাপারান্, শো-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা। ভ সংজ্ঞা হইলে শসাদি প্রত্যয় পরে নিশা শব্দ স্থানে নিশ্ আদেশ হয়। যথা—

"বিধবায়াং নিযুক্তস্তু ঘৃতাক্তো বাগ্যতো নিশি।" (মনু)

এই স্থলে "নিশি" নিশাশব্দের সপ্তমীর এক বচনে নিষ্পন্ন হইয়াছে। নিশা ই শসাদি প্রত্যয়ের মধ্যে ই পড়িয়াছে, এইজন্য নিশাশব্দ স্থানে নিশ্ আদেশ হইল, তাহার পর নিশ্+ই নিশি হইল।

নিশঙ্কপুর কূঁরা, ভাগলপুর জেলার একটী পরগণা। ক্ষেত্রফল ৪৪৫৮০৬ একার অথবা ৬৯৬৫৭ বর্গমাইল। এই পরগণার সর্ব্বশুদ্ধ ১৬৮ জমিদারী আছে। এই স্থানের অধিকাংশ জমিই অতি উর্ব্বরা এবং প্রতিবৎসর প্রচুর পরিমাণে শস্যাদি উৎপাদন করিতেছে।

এই পরগণার মধ্যে দুর্গাপুরের রাজবংশ অতি প্রসিদ্ধ। মধুপুর মহকুমা হইতে ১০ মাইল দক্ষিণে দুর্গাপুর তাঁহাদের আবাস স্থান। এই বংশের আদিপুরুষ একজন পমার রাজপুত, নাম হসলস সিংহ। ভ্রাতা মধুর সহিত ইনি পশ্চিম ত্রিহুতের ধারা নগর হইতে এখানে আসিয়া বাস করেন। প্রথমে উভয়ে ধারবঙ্গের রাজার অধীনে চাকরী গ্রহণ করিতেন।

এক দিন বৃষ্টির সময়, দুইজনে রাজার দেহরক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল; রাজা তাঁহাদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করেন। তথাকার স্থানীয় ভাষায় বিশ্রাম অর্থে 'ওথ-লো' শব্দ ব্যবহৃত করা হয়। কিন্তু 'ওথ' নামে পূর্ব্বদিকে একটী জায়গা ছিল। বোধ হয়, বর্ত্তমান উত্তরখণ্ডই তখন 'ওথ' নামে খ্যাত ছিল। ভ্রাতৃদ্বয় 'ওথ-লো' শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়া লইলেন। ইহার প্রকৃত অর্থ তাঁহারা বুঝিয়াও বুঝিলেন না। উভয়ে বহুসংখ্যক স্বজাতি সংগ্রহ করিয়া নির্দ্দিষ্ট 'ওথ' গ্রাম জয় করিতে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা শুদ্ধ 'ওথ' জয় করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। সমস্ত নিশঙ্কপুর পরগণা দখল করিয়া লইলেন। এই স্থানে স্থায়ী আবাসস্থাপনপূর্ব্বক মধু দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে সনন্দগ্রহণার্থ দিল্লী যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি তথায় যাইয়া মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হন। যখন ফিরিয়া আসিতে ছিলেন, তখন তদীয় অনুচরবর্গ তাহার ধর্ম্মান্তরগ্রহণজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণ সংহার করে। মধুপুর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণে লদারিঘাটে তাঁহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করা হয়। কিন্তু তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্ব মস্তকহীন দেহ লইয়া সুপুলের পশ্চিমদক্ষিণে অবস্থিত নৌহাটা গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয়। লদারিঘাটে তদীয় গোরস্থানে একটী মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই স্থানে এক ফকির বাস করিয়া থাকে। ইহার ভরণপোষণের জন্য ৪০ বিঘা জমি জায়গীর দেওয়া হইয়াছে। মধুর বংশধরগণ মুসলমান। ইহারা নৌহাটাতে অবস্থান করিতেছে।

নিশঠ (পুং) বলদেবপুত্রভেদ। "বলদেবোঽপি রেবত্যাং নিশঠোল্মুকৌ পুত্রাবজনয়ৎ" (বিষ্ণুপু° ৪।১৫ অঃ)।

নিশমন (ক্লী) নি-শম-ণিচ্-ল্যুট্। ১ দর্শন। ২ শ্রবণ। (মেদিনী) নি পূর্ব্বক শমি ধাতুর শ্রবণার্থ বিহিত আছে। যথা—

"নিশাময় তদুৎপত্তিং বিস্তরাদ্‌গদতো মম।" (দেবীমা°)

নিশা (স্ত্রী) নিতরাং শুতি তনূকরোতি ব্যাপারানিতি নি-শো-ক-টাপ্। রাত্রি। পর্য্যায়—রাত্রী, রক্ষোজননী, শর্ব্বরী, চক্রভেদিনী, ঘোরা, শ্যামা, যাম্যা, দোষা, তুঙ্গী, ভৌতী, শতাক্ষী, বাসতবা, উষা, বাসতেয়ী, তমা, নিট্। (ত্রিকা°)।

"সিতেষু হর্ম্ম্যেষু নিশাসু যোষিতাং সুখপ্রসুপ্তানি মুখানি চন্দ্রমাঃ।" (ঋতুসং ১।৯।১)

তৎপুরুষসমাসে নিশা শব্দ বিকল্পে ক্লীবলিঙ্গ হয়। যথা 'শ্বনিশাবা'। কিন্তু সমাহার দ্বন্দ্বে সকল স্থলেই ক্লীবলিঙ্গ হইবে। যথা—"ইন্দ্রিয়াণাং জয়ে যোগং স যাতি চেৎ দিবানিশং।" (মনু)

দিবানিশং অহর্নিশং প্রভৃতি সকল স্থলেই ক্লীবলিঙ্গ হইবে।

[বিশেষ বিবরণ রাত্রি শব্দে দেখ।]

২ জ্যোতিষোক্ত মেষাদি রাশি।

"অজগোপতিযুগ্মঞ্চ কর্কিধন্বিমৃগাস্তথা।
নিশাসংজ্ঞাঃ স্মৃতাশ্চৈতে শেষাশ্চান্যে দিনাত্মকাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ হরিদ্রা। দারু-হরিদ্রা। (মেদিনী) পর্য্যায়;—

"হরিদ্রা প্রীতিকা গৌরী কাঞ্চনী রজনী নিশা।
মেহঘ্নী বঞ্জনী প্রীতা বর্ণিনী রাত্রি নামিকা॥" (বৈদ্যক-রত্নমালা)

নিশাকর (পুং) নিশাং করোতীতি নিশা-কৃ-ট। (দিবাবিভানিশেতি। পা ৩।২।২১) চন্দ্র।

"রবিনিশাকরয়োর্গ্রহপীড়নং গজভুজঙ্গবিহঙ্গমবন্ধনম্।
মতিমতাঞ্চ নিরীক্ষ্য দরিদ্রতাং বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ॥" (পঞ্চতন্ত্র ২।২০)

২ কুক্কুট। ৩ কর্পূর। নিশাকরশ্চন্দ্রশিরোদেশেঽস্যাস্তেতি অচ্। ৪ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৭৭)

নিশাকরকলামৌলি (পুং) নিশাকরস্য চন্দ্রস্য কলা মৌলৌ যস্য। শিব।

নিশাখ্যা (স্ত্রী) নিশায়া আখ্যা যস্যাঃ। নিশাহ্বা, হরিদ্রা। (অমর)

নিশাচর (পুং) নিশায়াং রাত্রৌ চরতীতি নিশা-চর-ট (চরেষ্টঃ। পা ৩।২।১৬) ১ রাক্ষস।

"অচিরাৎ যজ্ঞভির্ভাগং কল্পিতং বিধিবৎ পুনঃ।
মায়াবিভিরনালীঢ়মাদাস্যধ্বে নিশাচরৈঃ॥" (রঘুবং ১০।৪৫)

২ শৃগাল। ৩ পেচক। ৪ সর্প। (মেদিনী) ৫ চৌর। ৬ ভূত। ৭ চোরক নামক গন্ধদ্রব্যভেদ। (রাজনি°) ৮ চক্রবাকপক্ষী। ৯ বিড়াল। ১০ তরুদুলিকা পক্ষী, চলিত বাহুড়। ১১ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৬৯) (ত্রি) ১২ রাত্রিচরমাত্র, কুলটা, পিশাচাদি। ১৩ একজন সংস্কৃতজ্ঞ কবি। অভিনবগুপ্ত ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ১৪ নেপালী ভটেউর পক্ষী।

নিশাচরপতি (পুং) নিশাচরাণাং ভূতানাং পতিঃ, ৬তৎ। প্রমথপতি, শিব।

"ততো হরোজটীস্থাণুর্নিশাচরপতিঃ শিবঃ।"

(ভারত দ্রোণপ° ৫২ অ°)

২ রাক্ষসেশ্বর রাবণ।

নিশাচরী (স্ত্রী) নিশাচর-ঙীষ্। ১ কুলটা। (মেদিনী) ২ কেশিনীনামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ। ৩ রাক্ষসী।

"অনিবৃ'ত্তি নিশাচরী মম গৃহান্তরালে স্থিতা
নিহন্তি নিগমাগমস্মৃতিপুরাণশাস্ত্রোদিতাম্।
ক্রিয়াং তদনুগা সখী হৃদয় এব চিন্তাবিশ-
স্তয়োর্দমনকারণং ত্বমসি কেবলং ভূপতে॥" (উদ্ভট)

নিশাচর্ম্মন্ (পুং) নিশায়াং চর্ম্মেব আবরকত্বাৎ। অন্ধকার। (ত্রিকা°)

নিশাচারিন্ (ত্রি) ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৭৪) ২ নিশাচর।

নিশাচ্ছদ (পুং) গুল্মভেদ।

নিশাজল (ক্লী) নিশোদ্ভবং জলং মধ্যপদলোপিক°। হিমজল, শিশির। (ত্রিকা°)

নিশাট (পুং) নিশায়াং রাত্রৌ অটতীতি অট-অচ্। ১ পেচক। (ত্রি) ২ নিশাচরমাত্র।

নিশাটক (পুং) নিশায়াং অটতি, নিশাবৎ কৃষ্ণবং অটতীতি বা অট-ণ্বুল্। ১ গুগ্‌গুলু। (ত্রি) ২ রাত্রিচর মাত্র।

নিশাটন (পুং) নিশায়াং অটতীতি অট-ল্যু। ১ পেচক। (হলায়ুধ)। (ত্রি) ২ নিশাচরমাত্র।

নিশাত (ত্রি) শো নিশানে নি-শো-ক্ত (শাচ্ছোরন্যতরস্যাম্। পা ৭।৪।৪১) ইতি সূত্রেণ ইত্বাভাবঃ। শাণিত, তেজিত, তীক্ষ্ণীকৃত।

"পুরাণি দুর্গাণি নিশাতমায়ুধম্।" (মাঘ ১স°)

নিশাতিক্রম (পুং) নিশার অতিক্রমণ, রাত্রির অবসান।

নিশাতৈল, আয়ুর্ব্বেদোক্ত তৈলবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—কটুতৈল ১ সের, ধুতুরাপাতার রস ৪ সের, কল্কহরিদ্রা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা। এই তৈল কর্ণনালীরোগে বিশেষ উপকারী।

নিশাত্যয় (পুং) নিশায়া অত্যয়ঃ। নিশাবসান, প্রভাত। (হেম°)

নিশাদ (পুং) নিশায়াং অত্তি ভক্ষয়তীতি নিশা-অদ-অচ্। ১ নিষাদ। (রমানাথ)। (ত্রি) ২ রাত্রিভোজিমাত্র।

নিশাদর্শিন্ (পুং) নিশায়াং পশ্যতীতি দৃশ-ণিনি। পেচক। (শব্দার্থকল্পত°)

নিশাদি (স্ত্রী) নিশায়া আদির্যত্র। সায়ংসন্ধ্যা। 'নিশায়াঃ আদিঃ', এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করিলে পুংলিঙ্গ হইবে।

নিশাদ্যতৈল, আয়ুর্ব্বেদসম্মত তৈলৌষধবিশেষ। তৈল ৪ সের। কল্ক হরিদ্রা, আকন্দের আটা, সৈন্ধব, চিতামূল, গুগ্‌গুল, করবীমূল, কুড়চিছাল, মিলিত এক সের। জল ১৬ সের। ইহাতে ভগন্দররোগ উপশমিত হয়।

নিশাধীশ (পুং) নিশায়াঃ অধীশঃ। নিশাপতি।

নিশান্ (পারসী) ১ ধ্বজা, চিহ্ন। ২ অভিজ্ঞান।

নিশান (ক্লী) নি-শো ভাবে ল্যুট্। তীক্ষ্ণকরণ, তেজন।

"ক্রমাদেতেঽত্র সন্দেহে ক্ষান্তিনিন্দাবিচারণে।
নিশানার্জবনিন্দাসু জুগুপ্সায়েঽপি কিতো মতঃ॥" (মুগ্ধবোধ)

নিশান্‌বর্‌দার (পারসী) নিশান্‌ধারী।

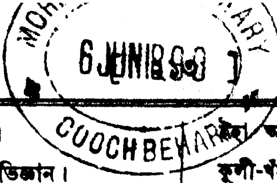
নিশান্‌বর্‌দারী (পারসী) নিশান্‌ধারির কার্য্য।

নিশানবালা, (নিশান-ওয়ালা মিশ্‌ল্) সঙ্গৎ সিংহ ও মোহরসিংহ এই মিশ্‌ল্ স্থাপিত করেন। ইহারা জাট জাতি। ইহারা 'দল' বা দলবদ্ধ খাল্‌সা সৈন্যদলের পতাকা বাহনকারী ছিল বলিয়া, এই সম্প্রদায় নিশানবালা নামে অভিহিত হইয়াছে। শতদ্রু নদীর অপরপার্শ্ববর্ত্তী স্থানে ইহারা লুণ্ঠনবৃত্তি করিত এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া সুদূর স্থানে পলাইত। একদিন ইহারা সমৃদ্ধিশালী মিরাট নগর আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। এখান হইতে অসংখ্য ধনরত্ন সংগ্রহ করিয়া, অম্বালায় ইহাদের প্রধান আড্ডায় লইয়া যায়। এই স্থানে ইহাদের অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যাদি থাকিত। ইহাদের অধীনে বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল। সঙ্গত সিংহের মৃত্যুর পর, মোহর সিংহ এই দলের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করে। মোহর নিঃসন্তান হইয়া পরলোক গমন করে। ইহার মৃত্যু সময়ে রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর অপরকূলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ শুনিবামাত্র, স্বীয় দেওয়ান মোখমচাঁদকে একদল সৈন্য লইয়া এই দস্যুদল নষ্ট করিবার আদেশ দেন। রণজিত সিংহের সৈন্যেরা নিশানবালাদের তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছিল। অনন্তর মোখমচাঁদ তাহাদের ধনরত্নাদি গ্রহণ করিলেন।

নিশানাথ (পুং) নিশায়াঃ নাথঃ ৬তৎ। চন্দ্র, নিশাপতি।

"অষ্টমস্থে নিশানাথে কণ্টকৈঃ পাপবর্জ্জিতৈঃ।
প্রবাসী সুখমাপ্নোতি সৌম্যৈর্লাভসমন্বিতঃ॥" (ষট্‌পঞ্চাশিকা)

২ কর্পূর। (অমর)



নিশানারায়ণ (পুং) একজন সংস্কৃত-কবি।

নিশানী (পারসী) ১ চিহ্ন, পতাকা। ২ অভিজ্ঞান।

নিশান্ত (ক্লী) নিশমাতে বিশ্রম্যতেঽস্মিন্নিতি, নি-শ্রম-অধি-করণে ক্ত। গৃহ।

"তস্যাঃ স রাজোপপদং নিশান্তং
কামীব কান্তহৃদয়ং প্রবিশ্য।" (রঘু ১৬।৪০)

নিশায়া অন্তো যত্র। ২ উষা, নিশাবসান, নিশার অন্ত, শেষ।

"ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো ব্রহ্মাধীত্য পুনঃ স্বপেৎ।" (মনু ৪।৯৯)

(ত্রি) নিতরাং শান্তঃ। ৩ নিতান্ত শান্ত, অতিশান্ত।
(মেদিনী)

নিশান্তীয় (ত্রি) নিশান্তস্য অদূরদেশঃ নিশান্ত উৎকরাদিত্বাৎ ছ। নিশান্ত সন্নিকৃষ্ট দেশাদি। (পাণিনি ৪।২।৯০)

নিশান্ধ (পুং) নিশায়াং অন্ধঃ। ১ রাত্র্যন্ধ। (ত্রি) ২ রাত্রিকালে যাহারা দেখিতে পায় না। ৩ রাত্র্যন্ধসূচক যোগভেদ। সিংহরাশিতে সূর্য্য থাকিলে রাত্র্যন্ধ হয়।

"শূরঃ স্তব্ধো বিকলনয়নো নির্ঘৃণোঽর্কে তনুস্থে
মেষে সস্বস্তিমিরনয়নঃ সিংহসংস্থে নিশান্ধঃ॥" (বৃহজ্জাতক)
'সিংহলগ্নে তত্রস্থে চার্কে নিশান্ধঃ রাত্র্যন্ধো ভবতি' (ভট্টোৎপল)

নিশান্ধা (স্ত্রী) নিশায়াং অন্ধয়তি উপসংহরতি আত্মানমিতি অন্ধ-অচ্-টাপ্। ১ জতুকালতা। (রাজনি°) ২ রাজকন্যা।

নিশাপতি (পুং) নিশায়াঃ পতিঃ। ১ চন্দ্র।

"স্বমন্দভুক্তিসংশুদ্ধা মধ্যভুক্তির্নিশাপতেঃ।
দোর্জ্যান্তরাদিকং কৃত্বা ভুক্তাবৃণধনং ভবেৎ॥" (সূর্য্যসি° ২।৪৭)

২ কর্পূর। নিশায়ামেব পতিঃ। রাত্রিকালেই পতি এই-রূপ সমাসবাক্য করিলে ব্যঞ্জনাশক্তিদ্বারা কোন কোন স্থলে 'উপপতি' এইরূপ অর্থ হয়। রাত্রিকালেই কেবল পতি, অন্য সময়ে পতি নহে। যথা—

"প্রাঙ্গণকোণেঽপি নিশাপতিঃ স তাপং সুধাময়ো হরতি।
যদি মাং রজনিঅরইব সখি! স ন নিরুণদ্ধি গেহপতিঃ॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৫২)

নিশাপুত্র (পুং) নিশায়াঃ পুত্র ইব। খেচর, নক্ষত্র প্রভৃতি।

"খেচরাশ্চ নিশাপুত্রাস্তথা পাতালবাসিনঃ।" (হরিব° ২৩৭ অ°)

নিশাপুর, খোরাশানের একটী জেলা। মেশিদের পশ্চিমে অব-স্থিত। নিশাপুর নগর অক্ষা° ৩৬° ১২´ ২০´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৫৮° ৪৯´ ২৭´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পেশ্দাদীয় বংশোদ্ভব তাপামুর অথবা তৈমুর নামক জনৈক যুবরাজ কর্তৃক এই নগর নির্ম্মিত হয়।

প্রথমে আলেকসান্দর এই নগর অধিকার করিয়া, এক-প্রকার ধ্বংস করেন। পরে আরবগণ ও তদনন্তর তুর্কগণ ইহা অধিকার করেন। ১২২০ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিজ্ খাঁর পুত্র তুলী-খাঁ দখল করিয়া নিকটবর্ত্তিস্থানের প্রায় ২০ কুড়ি লক্ষ নিরপরাধী লোকের প্রাণ সংহার করে। সেই সময় হইতে মোগল, তুর্ক এবং উজবক জাতিরা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াছে।

নিশাপুরের ৪০ মাইল পশ্চিমে একটী উপত্যকায় যথেষ্ট রত্নখনি আছে। পাহাড় গুলিতে নানাপ্রকার মণি পাওয়া যায়। আরও ছয়টী বড় খনি এই স্থানে আছে।

নিশাপুষ্প (ক্লী) নিশায়াং রাত্রৌ পুষ্প্যতি বিকসতীতি পুষ্প-বিকাসে অচ্। কুমুদ, উৎপল। (রাজনি°)

নিশাপ্রাণেশ্বর (পুং) নিশায়াঃ প্রাণেশ্বরঃ। নিশাপতি।

নিশাবল (পুং) নিশায়াং রাত্রৌ বলং যস্য। মেষ, বৃষ, ধনু, কর্কট, মিথুন ও মকর লগ্ন। রাত্রিকালে এই সকল লগ্ন বলসাধক হয় বলিয়া, ইহাদিগকে রাত্রিবল কহে।

"গোঽজাশ্বিকর্কিমিথুনা সমৃগা নিশাখ্যাঃ
পৃষ্ঠোদয়া বিমিথুনাঃ কথিতাস্তএব।
শীর্ষোদয়া দিনবলাশ্চ ভবন্তি শেষা
লগ্নং সমেপ্যুভয়তঃ পৃথুরোমযুগ্মম্॥" (বৃহজ্জাতক)

নিশাকালে নিশাবল লগ্নে কার্য্যাদি প্রশস্ত, এবং দিবাভাগে দিনবল লগ্ন প্রশস্ত।

"শস্তং দিবা দিনবলেনিশিনক্তবীর্য্যে
রাত্রৌ বিপর্য্যয়মতো গমনং ন শস্তম্।" (বৃহজ্জাতক)

নিশাভঙ্গা (স্ত্রী) নিশা হরিদ্রা তদ্বৎভঙ্গো যস্যাঃ। দুগ্ধপুচ্ছী, চলিত দুগ্ধপেয়া। (শব্দচ°)

নিশাভাগ (পুং) নিশায়াঃ ভাগঃ। রাত্রি।

নিশামণি (পুং) নিশায়ামণিরিব। ১ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ২ কর্পূর।

নিশামন (ক্লী) নি-শম-ণিচ্-ল্যুট্। ১ দর্শন। ২ আলোচন। (মেদিনী) ৩ শ্রবণ। (হেমচন্দ্র)

নিশাময় (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।৮৫।)

নিশামিশ্র, সুপদ্মব্যাকরণের একজন টীকাকার।

নিশামুখ (ক্লী) নিশায়াঃ মুখং ৬তৎ। প্রদোষকাল।

"স চোপেন্দ্রো বৃষং হত্বা কান্তচন্দ্রে নিশামুখে।" (হরিব° ৭৮ অ°)
"ব্রতং নিশামুখে গ্রাহ্যম্"। (প্রাণ° ত°)

নিশামৃগ (পুং) নিশাচরোমৃগঃ পশুঃ। শৃগাল। (শব্দর°)

নিশায়িন্ (ত্রি) শায়িত, নিদ্রাগত।

নিশারণ (ক্লী) নি-শৃ হিংসায়াং ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ। নিশয়াঃ রণম্। ২ রাত্রিযুদ্ধ। (পুং) ৩ রাত্রিশব্দ।

নিশারত্ন (ক্লী) নিশায়াঃ নিশায়াং বা রত্নমিব। ১ চন্দ্র। (হেম) ২ কর্পূর।

নিশারুক (পুং) তালবিশেষ। সপ্তবিধ রূপকের একটী তাল। দৃঢ়, প্রৌঢ়, খচর, বিভব, চতুরক্রম, নিশারুক ও প্রতিতাল, এই সপ্ত রূপক তাল।

"দৃঢ়ঃ প্রৌঢ়োঽথ খচরো বিভবশ্চতুরক্রমঃ।
নিশারুকঃ প্রতিতালঃ কথিতাঃ সপ্তরূপকাঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

দুইটী লঘু ও দুইটী গুরু এবং চতুর্বিংশতি বর্ণ হইবে, তাহা হইলে এই তাল হয়। হাস্যরসে এই তাল উক্ত হইয়াছে।

"লঘুদ্বন্দ্বং গুরুদ্বন্দ্বং তন্ন্যাসতালকঃ স্মৃতঃ।
চতুর্বিংশতিবর্ণৈস্তু রসে হাস্যে নিশারুকঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

নর্ত্তক রঙ্গালয়ে প্রবেশ করিয়া, চারিদিকে কুসুমাদি বিকীর্ণ করিয়া নিশারুকতালে কোমল নৃত্য করিবে।

"প্রবিশ্য নর্ত্তকোরঙ্গং বিকীর্য্য কুসুমাদিকম্।
নিশারুকেণ তালেন কোমলং নৃত্যমাচরেৎ॥" (সঙ্গীতদামো°)

(ত্রি) ২ নিতান্ত হিংসক।

নিশার্দ্ধকাল (পুং) রাত্রির প্রথমার্দ্ধ অর্থাৎ প্রথম দুই যাম।

নিশাবন (পুং) নিশাবৎ অন্ধকারজনকং বনং যত্র। শণ বৃক্ষ। (রাজনি°)

নিশাবসান (ক্লী) নিশায়াঃ অবসানং। রাত্রির অবসান, প্রভাত।

নিশাবিহার (পুং স্ত্রী) নিশায়াং বিহারো যস্য। রাক্ষস।
"প্রচক্রতু র্নামনিশাবিহারৌ।" (ভট্টি)

নিশাবৃন্দ (ক্লী) নিশায়াঃ বৃন্দং সমূহং। রাত্রিগণ, বহুনিশা, রাত্রিসমূহ। (শব্দর°)

নিশাবেদিন্ (পুং) নিশাং নিশাপরিমাণং বেত্তি বেদয়তি বা বিদ বা বেদি-ণিনি। কুক্কুট। (হেম ৪।৩৯০)

নিশাহস (পুং) নিশায়াং হসতি পুষ্পবিকাশেন হস-অচ্, বা নিশায়াং হসো বিকাশো যস্য। কুমুদ, নালগাছ। (ত্রিকাণ্ড)

নিশাহাসা (স্ত্রী) নিশায়াং হাসো যস্যাঃ। শেফালিকা, শিউলী ফুল গাছ।

নিশাহ্বা (স্ত্রী) নিশায়া আহ্বা অভিধানং যস্যাঃ। ১ হরিদ্রা। ২ মালবদেশে প্রসিদ্ধ জতুকা নামে লতা।

নিশি (স্ত্রী) ১ রাত্রি। ২ হরিদ্রা।

(দেশজ) ৩ ভূতযোনিবিশেষ। সাধারণতঃ রাত্রিকালে এই প্রেতযোনির প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাকে জাগাইয়া তোলা হয়, এইরূপ প্রবাদ। আমাদের দেশে কোন ব্যক্তির সঙ্কটাপন্ন রোগ হইলে, তাহাকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য যেরূপ কবিরাজী, হাকিমী ও এলোপাথী বা হোমিওপাথিক চিকিৎসা করার প্রথা আছে, সেইরূপ শেষ নিদানে এই পৈশাচিক প্রক্রিয়ার দ্বারা যদি কোন উপকার হয়, সেইজন্য ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের দেশবাসিগণ, এই প্রথার অনুসরণ করিয়া থাকেন। শুনা যায়, ভূতের অবতারণা প্রভৃতি ভৌতিক ব্যাপার শেষ হইয়া গেলে, কোন ব্যক্তির হস্তে একটী নারিকেলের মুখ কাটিয়া দিয়া, তাহাকে নিকটবর্ত্তী পল্লী-সমূহে গভীর রাত্রে পরিভ্রমণ করিতে আদেশ করা হয়। ঐ ব্যক্তি রাত্রিকালে যখন ডাব লইয়া যায়, তখন অধিষ্ঠিত প্রেত-যোনি নারিকেল হইতে গ্রামবাসী ব্যক্তিগণের একে একে প্রত্যেকের তিনবার নাম ধরিয়া ডাকিতে থাকে। ঐ তিনবার ডাকের মধ্যে যদি কেহ তাহার আহ্বানে উত্তর দেয়, তাহা হইলে নারিকেল হস্তে যে ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল, সে শব্দ শুনিবা-মাত্রই, ঐ নারিকেলের মুখ বন্ধ করিয়া দেয়। তাহা হইলে, যে ব্যক্তি নিশিভূতের আহ্বানে উত্তর দিয়াছিল, তাহার প্রাণ-বায়ু এই অদ্ভুত পৈশাচিক ক্রিয়ার বলে, নারিকেল মধ্যে আসিয়া অবস্থান করিবে এবং ঐ নিশিভূতের সাহায্যে উক্ত ব্যক্তির প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া, মৃতাবস্থায় শয়ান থাকিবে। পরে প্রক্রিয়ারত ব্রাহ্মণ বা সাধুপুরুষের নিকট ঐ নারিকেল লইয়া উপস্থিত হইলে, তিনি নারিকেল মধ্যস্থ প্রাণ লইয়া, পূর্ব্ব কথিত রোগীর পুনঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিবেন। ঐ ব্যক্তি পুনর্জীবিতবৎ হইয়া পুনরায় সংসারে লিপ্ত হইবে। আমাদের এই অযথা বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া, কোন কোন ব্যক্তি মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, অনর্থক কতকগুলি টাকা নষ্ট করিয়া থাকেন। যতদূর বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে কেবল এইমাত্র স্থিরসিদ্ধান্ত হয় যে, যাহার অন্তিমকাল উপস্থিত, পরমেশ্বর যাহার উপর একান্ত বাম, ক্ষুদ্র মনুষ্যের এমত কি ক্ষমতা আছে যে, তাঁহার সংহাররূপ হস্ত হইতে অপরকে পরিত্রাণ করিতে পারে। নিশি জাগরণপ্রথার মূলে যে সত্যই নিহিত থাকুক না কেন, আমরা তাহার বিচার করিব না। আমাদের এইমাত্র উপলব্ধি হয় যে, এই সমস্ত আচার নিতান্ত হেয় এবং তাহার কোন সার্থকতা নাই।

নিশিকা (স্ত্রী) বর্ত্তলোহ। চলিত বিদ্‌রী।

নিশিত (ত্রি) নি-শো-ক্ত (শাচ্ছোরন্যতরস্যাম্। পা ৭।৪।৪১) ১ শাণিত, তেজিত। (ক্লী) ২ লোহ। (রাজনি°)

নিশিতা (স্ত্রী) নি-শো-ক্ত, টাপ্। নিশীথ।
"নিশিতায়াং নির্ব্বপেন্নিশিতায়াং হি রক্ষাংসি প্রেরতে।" (তৈত্তি° সং ২।২।২।২)

নিশিতি (স্ত্রী) নি-শো, কর্ম্মণি-ক্তিন্, ততো ইত্বম্। তনূকৃত।
"আহুতিং নিশিতিং মর্ত্ত্যো নশৎ।" (ঋক্ ৬।২।৫)
'নিশিতিং নিশিতাং তনূকৃতাম্' (সায়ণ)

নিশিথ (পুং) দোষার (রাত্রি) পুত্রভেদ। (ভাগবত ৪।১৩।১৪)

নিশিপালক (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপদে ১৫টী

করিয়া অক্ষর থাকিবে এবং ১, ৫, ৯, ১৩, ও ১৫শ বর্ণ গুরু, এতদ্ভিন্ন সকল লঘু হইবে। লক্ষণ—

"শংস নিশিপালকমিদং ভজসনাশ্চ রঃ।" (বৃত্তরত্না° টীকা)

(পুং) ২ নিশিপালক প্রহরিভেদ।

নিশিপুষ্পা (স্ত্রী) নিশি পুষ্পাতি বিকাশতে পুষ্প-অচ্, ততো টাপ্। শেফালিকা, শিউলীফুল।

নিশিপুষ্পিকা (স্ত্রী) নিশিপুষ্পা স্বার্থে কন্। শেফালিকা। (শব্দর°)

নিশিপুষ্পী (স্ত্রী) নিশি বিকশিতং পুষ্পং যস্যাঃ, ততো কর্ম্মধারয়-সমাসে সপ্তম্যা অলুক্ 'জাতেরস্ত' ইতি ঙীপ্চ। শেফালিকা।

নিশিবিন্, একটী অতি প্রাচীন নগর। ইহা পারস্ত ও রোম এই উভয় সাম্রাজ্যের সীমান্তে এবং তাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং দৃঢ় পার্ব্বত্য দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। রোম ও আরববাসিরা বহুকাল চেষ্টা করিয়াও এই অভেদ্য দুর্গ জয় করিতে পারে নাই। এই নগর ও দুর্গ তিন শ্রেণী সুদৃঢ় ইষ্টকপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং প্রত্যেক দুই শ্রেণীর মধ্যভাগে খাল কাটা ছিল। পারস্তরাজ শাহপুর উপর্য্যুপরি ৩৩৮, ৩৪৬ ও ৩৫০ খৃষ্টাব্দে ক্রমান্বয়ে ৬০, ৮০ ও ১০০ দিন অবরোধ করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। অবশেষে ৩৬৩ খৃষ্টাব্দে জোবিয়ানের কৌশলে এই রাজ্য পারস্তরাজের হস্তগত হয়।

এই দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতে, কৃষ্ণবর্ণ কাঁকড়াবিছা ও বিষাক্ত সর্প বহুপরিমাণে দেখা যায়। যখন উত্তেজিত আরবজাতি, ১৭ হিজিরাতে, এই নগর ৮ মাস অবরোধ করিয়া রাখে, সেই সময়ে কাঁকড়াবিছার কামড়ে অনেক আরবসৈন্য কালের করালগ্রাসে পতিত হয়। তাহা দেখিয়া, আরবসেনাপতি কুপিত হইয়া এক হাজার জালা ভরিয়া, এই বিষাক্ত সরীসৃপ রাত্রিকালে যন্ত্রসাহায্যে নগর মধ্যে নিক্ষেপ করেন। জালা নগর মধ্যে পতিত হইয়া ফাটিয়া যায় এবং তাহাদের কামড়ে ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক লোক মরিয়াছিল। যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহারা প্রভাতে হতাশ্বাস ও ভগ্ন মনোরথ হইয়া দুর্গরক্ষণে কৃতকার্য্য হইল না। মুসলমানেরা দুর্গদ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশপূর্ব্বক অধিবাসিদিগকে হত্যা করিয়া, দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পারস্তরাজ নৌশেরবানের রাজত্বকালে এই উপায়ে ঐ নগর অধিকৃত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে এই নগরের সে প্রাচীন সৌন্দর্য্য আর নাই; সামান্য গ্রাম মাত্র দেখা যায়। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ ধ্বংসাবশেষসমূহ প্রাচীন কীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। এখন কেবল মাত্র একশত ঘর লোকের বসতি আছে। এখানে প্রচুর পরিমাণে সাদা গোলাপ ফুল জন্মে। লাল বর্ণের গোলাপ কোথাও দৃষ্ট হয় না। এখনও পূর্ব্বের ন্যায় সরীসৃপজাতির বহুলতা দেখা যায়।

নিশীথ (পুং) নিতরাং শেরতেঽস্মিন্নিতি নি-শী-থক্ প্রত্যয়েন°নিপাতনাৎ সাধুঃ (নিশীথগোপীথাবগথাঃ। উণ্ ২।৯) ১ অৰ্দ্ধরাত্র।

"নিশীথদীপাঃ সহসা হতত্বিষো বভূবুরালেখ্য সমর্পিতা ইব।" (রঘু ৩।১৫)

২ রাত্রি। (মেদিনী)

"সুতন্ত্রীগীতং মদনস্য দীপনং শুচৌ নিশীথেঽনুভবন্তি কামিনঃ।" (ঋতুসংহার ১।৩)

৩ রাত্রির পুত্রভেদ।

"প্রদোষো নিশিথো ব্যুষ্ট ইতি দোষাসুতাস্ত্রয়ঃ।" (ভাগ° ৪।১৩।১৪)

'নিশিথঃ নিশীথঃ।' ইতি ভাবার্থদীপিকা।

নিশীথিনী (স্ত্রী) নিশীথোঽস্ত্যস্যাঃ ইতি ইনি ঙীপ্। রাত্রি।

নিশীথিনীনাথ (পুং) নিশীথিন্যাঃ নাথঃ। ১ চন্দ্র। (হলায়ুধ) ২ কর্পূর।

নিশীথ্যা (স্ত্রী) রাত্রি। (ভূরিপ্র°)

নিশুম্ভ (পুং) নি-শুনভ হিংসায়াং ঘঞ্। ১ বধ। (হেমচন্দ্র) ২ হিংসন। ৩ মৰ্দ্দন। ৪ অসুরভেদ।

"কশ্যপস্য দনুর্নামর্ভার্য্যাসীৎ দ্বিজসত্তম।
তস্যাস্ত দ্বৌ সুতাবাস্তাং সহস্রাক্ষাদ্বলাধিকৌ॥
জ্যেষ্ঠঃ শুম্ভ ইতি খ্যাতো নিশুম্ভশ্চাপরোঽসুরঃ।
তৃতীয়ো নমুচির্নামমহাবলসমন্বিতঃ॥" (বামনপু° ২৬ অঃ)

কশ্যপের দনু নামে এক পত্নী ছিল, এই দনুর গর্ভে তিনটী পুত্র হয়, শুম্ভ, নিশুম্ভ এবং নমুচি। এই তিন পুত্র ইন্দ্র হইতেও অধিক বলশালী। নমুচি ইন্দ্রের হস্তে নিহত হন। পরে শুম্ভ ও নিশুম্ভ ঘোরতর যুদ্ধের আয়োজন করিয়া দেবগণের সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হন। এই যুদ্ধে দেবগণ পরাজিত হইয়া দানবগণের অনুগামী হইলেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভ স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর হইলে, দেবগণ ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবগণের যাহার যে সকল শ্রেষ্ঠ রত্নাদি ছিল, দানবগণ তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিল। শুম্ভ ও নিশুম্ভ একদিন রক্তবীজ নামক একজন দানবকে অবলোকন করিয়া তাহাকে কহিলেন, 'তুমি কি জন্য দীনভাবে বিচরণ করিতেছ,' ইহাতে রক্তবীজ কহিল, আমি মহিষাসুরের সচিব। বিন্ধ্যপর্ব্বতে কাত্যায়নী দেবী 'মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন। দেবীর ভয়ে চণ্ড ও মুণ্ড নামে দুই মহাবীর জল মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন।' তাহা শুনিয়া শুম্ভ ও নিশুম্ভ প্রতিজ্ঞা করিল, 'মহিষাসুরহন্ত্রী দেবীকে বিনাশ করিব।' তৎক্ষণাৎ নর্ম্মদা নদীমধ্য হইতে চণ্ড ও মুণ্ড নির্গত হইয়া, শুম্ভ ও নিশুম্ভের সহিত মিলিত হইল। তখন সকলে

একত্র মিলিত হইয়া, সুগ্রীব নামে একজন দূতকে বিন্ধ্যপর্ব্বতে দেবীর নিকট পাঠাইল। দূত দেবীসমীপে উপস্থিত হইয়া দেবীকে কহিল, 'জগৎ মধ্যে শুম্ভ ও নিশুম্ভ সর্ব্বাপেক্ষা বীর এবং তুমিও ত্রিলোক মধ্যে সুন্দরী। এই দুইজনের মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান কর।' দেবী এই কথা শুনিয়া কহিলেন, 'তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য, কিন্তু আমি একটী ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে আমাকে সংগ্রামে জয় করিতে পারিবে, আমি তাহাকেই বরমাল্য দিব।' দূত আসিয়া ইহা দানবরাজ সমীপে নিবেদন করিল। তখন দানবরাজ দেবীকে ধরিয়া আনিবার জন্য ধূম্রলোচনকে পাঠাইলেন। ধূম্রলোচন দেবী সমীপে গমন করিলে, দেবী একটী হুঙ্কার পরিত্যাগ করেন, তাহাতে সসৈন্ত ধূম্রলোচন ভস্মীভূত হয়। তখন দানবশ্রেষ্ঠ শুম্ভ অতি প্রচণ্ড সৈন্ত সমভিব্যাহারে চণ্ডমুণ্ডকে পাঠাইলেন। ইহারাও দেবীর সহিত কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

চণ্ডমুণ্ড বিনষ্ট হইলে পর, ত্রিশকোটী অক্ষৌহিণী সেনার সহিত রক্তবীজকে পাঠান হইল, রক্তবীজ দেবীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল, ইহার একবিন্দু রক্ত ভূমিতলে পতিত হইলে তৎসদৃশ আর একজন রক্তবীজ উৎপন্ন হইতে লাগিল। কিন্তু দেবীর অমিততেজে রক্তবীজও ধ্বংস হইল।

[বিশেষ বিবরণ রক্তবীজ দেখ।]

তখন নিশুম্ভ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে গমন করিলেন। নিশুম্ভ দেবীর অলোকসামান্ত রূপলাবণ্য দেখিয়া কহিলেন, 'কৌশিকি! তোমার দেহ অতি কোমল, তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর।' তখন দেবী গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন, 'তুমি আমাকে পরাজয় না করিলে, আমি কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করিব না।' তখন নিশুম্ভ কাল বিলম্ব না করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেবীর হস্তে নিশুম্ভও নিহত হইল। পরে শুম্ভেরও এই দশা হইল। এইরূপে দানবগণ নিহত হইলে, দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র পুনরায় স্বর্গরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন, দেবীর কৃপায় দেবগণের দুর্দিন ঘুচিল; পৃথিবীও শান্তভাব ধারণ করিল। (বামনপু° ২৬-২৭অ°)

মার্কণ্ডেয়পুরাণের মধ্যে দেবীমাহাত্ম্য অর্থাৎ চণ্ডীতে এই নিশুম্ভ দানবের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের উৎপত্তির বিষয় কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাতে লিখিত আছে, পুরাকালে নিশুম্ভ ও শুম্ভ নামে দুই ভাই অসুরদিগের অধিপতি ছিল। ইহারা দেবতাদিগের রাজ্য, এমন কি যজ্ঞের হবির্ভাগ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে লাগিল। দেবগণ নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া, দেবী ভগবতীর শরণাগত হইলেন। দেবী ভগবতী মনোহররূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শুম্ভ ও নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড ও মুণ্ড এই রূপ দেখিয়া শুম্ভ নিশুম্ভকে কহিল, 'মহারাজ! হিমাচলে একটী কামিনী দেখিলাম, তাদৃশ রূপ জগতের কোথাও সম্ভব নহে, আপনার ত্রিভুবন মধ্যে সকল শ্রেষ্ঠ বস্তুই আছে, অতএব ঐ কামিনীকে আনিয়া স্ত্রীরূপে গ্রহণ করুন।' শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই কথা শুনিয়া সুগ্রীব দূতকে দেবীর নিকটে পাঠাইলেন। দেবী দানবরাজের কথা শুনিয়া কহিলেন,

"যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি।
যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥" (চণ্ডী)

যিনি আমাকে সংগ্রামে জয় এবং আমার দর্প নাশ করিতে সমর্থ হইবেন, অথবা আমার তুল্যবল হইবেন, তিনিই আমার ভর্ত্তা হইবেন। শুম্ভনিশুম্ভ দেবগণ হইতেও বলশালী। অতএব আমাকে জয় করা তাহাদের মত বীরপুরুষের নিকট অতি লঘু। আমাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ থাকিলে, আমাকে পরাজয় করিয়া গ্রহণ করুন। সুগ্রীব দানবরাজকে ইহা নিবেদন করিলে, শুম্ভনিশুম্ভ প্রথমে ধূম্রলোচন, পরে চণ্ডমুণ্ড ও রক্তবীজ, তৎপরে নিশুম্ভ শতবর্ষ ধরিয়া তুমুল সংগ্রাম করিয়া দেবী হস্তে নিহত হন। নিশুম্ভ নিহত হইলে, শুম্ভও দেবীহস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। (মার্কণ্ডেয়পু° চণ্ডী) বামনপুরাণ মতে রক্তবীজ ও চণ্ডমুণ্ড মহিষাসুরের অমাত্য ছিল, কিন্তু চণ্ডীতে ইহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। [শুম্ভ দেখ।]

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে আর এক জন নিশুম্ভাসুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শুম্ভনিশুম্ভের মৃত্যুর পর দেবগণ স্তব করিলে, দেবী ভগবতী দেবগণকে বর দিয়াছিলেন, 'বৈবস্বত মন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি যুগ পরিমাণে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অতি বলবান্ দুইজন অসুর জন্ম গ্রহণ করিবে, আমি নন্দগোপগৃহে যশোদাগর্ভে জন্ম লইয়া তাহাকে বিনাশ করিব।'

"বৈবস্বতেঽন্তরে প্রাপ্তেঽষ্টাবিংশতিমে যুগে।
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যাবুৎপৎস্যতে মহাসুরৌ॥
নন্দগোপগৃহে জাতা যশোদাগর্ভসম্ভবা।
ততস্তৌ নাশয়িষ্যামি বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৯১।৩৬-৩৭)

নিশুম্ভন (ক্লী) নি-শুনম্ভ হিংসায়াং ভাবে ল্যুট্। মারণ, হনন, বধ। (হলায়ুধ)

নিশুম্ভমর্দ্দিনী (স্ত্রী) নিশুম্ভং মর্দ্দয়তি মৃদ-ণিনি, ততো ঙীপ্। দুর্গা। (হেম)

নিশুম্ভশুম্ভমথনী (স্ত্রী) নিশুম্ভং শুম্ভঞ্চ মথ্নাতি, মন্থ-ল্যুট্ ন লোপঃ, ততো ঙীষ্। দুর্গা।

"নিশুম্ভশুম্ভমথনী দেবী বেদেষু গীয়তে।" (দেবীপু°)

নিশুম্ভিন্ (পুং) নিশুম্ভো মোহনাশোঽস্ত্যস্তেতি ইনি, বা নি-শুন্ত-ণিনি। বুদ্ধবিশেষ, পর্য্যায়—হেরম্ব, হেরুক, চক্রসম্বর, দেব, বজ্রকপালী, শশিশেখর, বজ্রটীক। (ত্রিকাণ্ড) ২ নাশক।

নিশূতি (দেশজ) গাঢ় নিদ্রা। নিক্কতি শব্দের অপভ্রংশ, শব্দের রাহিত্যহেতু নিদ্রাভিভূত, এইরূপ অর্থাগম হয়।

নিশৃত্য (ত্রি) গত, উপনীত। (দিব্যা° ৯৮।২৬,২০১।২) [নিস্ত্য দেখ।]

নিশৃম্ভ (ত্রি) নিশ্রথ্য সম্বধ্য হরতি নি-শ্রন্থ বাহুলকাৎ ভক্ বেদে সম্প্রসার° ততো পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নিশ্রথ্য, সাজবদ্ধ।

"আজাসঃ পূষণং রথে নিশৃম্ভাস্তে জনশ্রিয়ম্।" (ঋক্ ৬।৫৫।৬)

'নিশৃম্ভাঃ নিশ্রথ্য সংবধ্য হর্ত্তারস্তে পূষ্ণো বাহনতয়া প্রসিদ্ধাশ্ছাগাঃ' (সায়ণ)

নিশেশ (পুং) নিশায়া ঈশঃ। চন্দ্র।

নিশৈত (পুং) নিশায়ামপি এতং ঈষদ্গমনং যস্য। বক। (ত্রিকাণ্ড)

নিশোৎসর্গ (পুং) নিশার অপনয়ন, প্রাতঃকাল, উষা।

নিশোত্রা (স্ত্রী) শ্বেত ত্রিবৃৎ, সাদা তেউড়ী। (ভাবপ্র°)

নিশোপশায় (পুং) রাত্রিতে বিশ্রামকারী।

নিশ্চক্ষুস্ (ত্রি) চক্ষুহীন, অন্ধ।

নিশ্চত্বারিংশ (ত্রি) নির্গতঃ চত্বারিংশতঃ শব্দত্বাৎ ড। চত্বারিংশৎ সংখ্যা হইতে নির্গত।

নিশ্চন্দ্রঅভ্র (পুং) ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—দুগ্ধত্রয়, ঘৃতকুমারী, মনুষ্যমূত্র, বটের কঁড়ি, ছাগলের রক্ত, এই সকল দ্রব্যের সহিত অভ্র মর্দ্দন করিয়া একশতবার পুট দিতে হইবে, তাহার পর ঐ অভ্র নিশ্চন্দ্রক হইয়া পদ্মরাগবৎ হইবে। এই অভ্র দেহশোধক, রসায়ন, কফ ও বীর্য্যবর্দ্ধক, জরা এবং মৃত্যুনাশক। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

নিশ্চপ্রচ (ত্রি) নিশ্চিতঞ্চ প্রচিতঞ্চ ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ সমাসঃ। নিশ্চিত অথচ প্রচিত বস্তু।

নিশ্চয় (পুং) নিশ্চীয়তেঽনেনেতি নির্-চি-অপ্ (গ্রহবৃদৃ-নিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) নিঃসংশয়জ্ঞান, পর্য্যায়—নির্ণয়, নির্ণয়ন, নিচয়, সংশয়ের অন্ত জ্ঞান, কোন বস্তুর সংশয় হইলে তাহার একপক্ষ স্থিরকরণের নাম নিশ্চয়। ২ সিদ্ধান্ত। ৩ বিষয়পরিচ্ছেদ।

"তদভাবা প্রকারা ধীস্তৎপ্রকারা তু নিশ্চয়ঃ।" (ভাষাপরি°)

'তদ্ভাবা প্রকারকত্বে সতি তদ্প্রকারকজ্ঞানত্বং নিশ্চয়ত্বম্।' (মুক্তাবলী)

৪ বুদ্ধির অসাধারণবৃত্তিভেদ।

"মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিত্তং করণমান্তরম্।
সংশয়ো নিশ্চয়ো গর্ব্বঃ স্মরণং বিষয়া ইমে॥" (বেদান্তপরি°)

"বুদ্ধির্নাম নিশ্চয়াত্মকান্তঃকরণবৃত্তিঃ।" (বেদান্তসার)

৫ অর্থালঙ্কারভেদ।

"অন্যন্নিষিধ্য প্রকৃতস্থাপনং নিশ্চয়ঃ পুনঃ।" (সাহিত্যদ° ১০।৬৫)

অন্যকে নিষেধ করিয়া প্রকৃতস্থাপনের নাম নিশ্চয়, যে স্থলে অপ্রাকৃত বস্তু নিরাকৃত হইয়া প্রকৃত বস্তুর স্থাপন হইবে, সেই স্থলেই নিশ্চয় অলঙ্কার হইবে।

উদাহরণ ——

"বদনমিদং ন সরোজং নয়নে নেন্দীবরে এতে।
ইহ সবিধে মুগ্ধদৃশো মধুকর ন মুধা পরিভ্রাম্য॥" (সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

এই বদন পদ্ম নহে, এই দুইটী নীলোৎপল নহে—চক্ষু, হে মধুকর! এই কামিনীর সমীপে বৃথা তুমি পরিভ্রমণ করিতেছ। এই স্থলে পদ্ম ও নীলোৎপল এই দুইটী অন্য বিষয়ের নিষেধ করিয়া প্রকৃত বিষয়ের স্থাপন হইল। অতএব এই স্থলে নিশ্চয়ালঙ্কার হইল।

নিশ্চয়কথা (দেশজ) স্থিরসিদ্ধান্ত, দৃঢ়োক্তি।

নিশ্চয়রূপ (ত্রি) নিশ্চিতের ভাব বা আকৃতিযুক্ত।

নিশ্চয়িন্ (ত্রি) স্থিরীকৃত, যথাযুক্ত বিবেচিত বা বিচারিত।

নিশ্চর (পুং) একাদশ মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিভেদ।

"অঙ্গিরাশ্চোদধিষ্ণাশ্চ পৌলস্ত্যো নিশ্চরস্তথা।
পুলহশ্চাগ্নিতেজাশ্চ ভাব্যাঃ সপ্ত মহর্ষয়ঃ॥" (হরিবংশ ৭ অঃ)

নিশ্চল (ত্রি) নির্-চল-অচ্। ১ স্থির। ২ অচল। ৩ অসম্ভাবনা, বিপরীত ভাবনারহিত।

নিশ্চলদাসস্বামিন্, একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। ইনি প্রভাকর নামে পঞ্চদশীর একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

নিশ্চলা (স্ত্রী) নিশ্চল-টাপ্। ১ শালপর্ণী। (রাজনি°) ২ পৃথিবী। ৩ নদীবিশেষ।

"কৌশিকী তু তৃতীয়া চ নিশ্চলা গণ্ডকী তথা।
ইক্ষুর্লোহিত্যমিত্যেতা হিমবৎ পার্শ্বনিঃসৃতা॥"(মৎস্যপু° ১১৩।২২)

নিশ্চলাঙ্গ (পুং) নিশ্চলবৎ অঙ্গং যস্য। ১ বক। (রাজনি°) ২ পর্ব্বত প্রভৃতি। (ত্রি) ৩ স্পন্দরহিত। স্ত্রিয়াং স্বাঙ্গত্বাৎ বা ঙীষ্।

নিশ্চায়ক (ত্রি) নিশ্চিনোতীতি নির্-চি-ণ্বুল্। নিশ্চয়কর্ত্তা, নির্ণায়ক।

নিশ্চারক (পুং) নিশ্চরতীতি নির্-চর-ণ্বুল্। ১ পুরীষক্ষয়। ২ বায়ু। ৩ স্বচ্ছন্দ।

'নিশ্চারকঃ পুরীষস্ত ক্ষয়ে স্বৈরে সমীরণে।' (মেদিনী)
. নির্গতশ্চারো যস্মাৎ, ততো কপ্। (ত্রি) ৪ চারহিত।

নিশ্চিত (ত্রি) নির্-চি-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ নিশ্চয়জ্ঞানবিষয়, অবধারিত। "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ।" (বেদান্ত°) স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ নদী ভেদ।
"কৌশিকাং নিশ্চিতাং কৃত্যাং নিচিতাং লোহতারিণীম্।"
(ভারত ভীষ্মপ° ৯ অঃ)

নিশ্চিতি (স্ত্রী) নির্-চি-ক্তিন্। অবধারণ, স্থিরকরণ।

নিশ্চিন্ত (পুং) সমাধিভেদ।

নিশ্চিন্ত (ত্রি) নির্গতা চিন্তা যস্মাৎ। চিন্তারহিত, চিন্তাশূন্য।
"মূর্খত্বং সুলভং ভজস্ব কুমতে মূর্খস্য চাষ্টৌ গুণা-
নিশ্চিন্তো বহুভোজকোঽত্রপমনা নক্তন্দিবা স্বপ্নভাক্।"
(উদ্ভট)

নিশ্চিরা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ৩।৮৪।১২৯)

নিশ্চীয়মান (ত্রি) নির্-চি-কর্ম্মণি শানচ্। নিশ্চয় বিষয়।
"নহু তথাপি এবকারস্য নিশ্চীয়মানস্যৈব সার্থকত্বাভাবাৎ।"
(রামভদ্র)

নিশ্চুক্কণ (স্ত্রী) নিঃশেষেণ চুক্কণম্। দন্তশাণ, দন্তশোধক চূর্ণবিশেষ, চলিত মিসি। (ত্রিকাণ্ড)

নিশ্চেতন (ত্রি) নির্গতা চেতনা যস্মাৎ। ১ চেতনহীন, চৈতন্যরহিত। ২ অযৌক্তিক।

নিশ্চেতস্ (ত্রি) নির্গতং চেতঃ যস্মাৎ। চেতনাহীন। যাহার মন বা অন্তঃকরণ যথাজ্ঞানের বহির্ভূত।

নিশ্চেষ্ট (ত্রি) নির্গতা চেষ্টা যস্মাৎ। ১ চেষ্টারহিত, চেষ্টাহীন। ২ অক্ষম, অসহায়।

নিশ্চেষ্টা (স্ত্রী) চেষ্টারাহিত্য।

নিশ্চেষ্টাকরণ (স্ত্রী) নিশ্চেষ্টা চেষ্টারাহিত্যং ক্রিয়তেঽনেন কৃ করণে ল্যুট্। ১ কামবাণভেদ। (ত্রিকাণ্ড) ২ মনঃশিলাঘটিত ঔষধভেদ। (বৈদ্যক)

নিশ্চৌর (ত্রি) দস্যু বা চোরবহির্ভূত স্থান।

নিশ্চ্যবন (পুং) বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তর্ষি মধ্যে ঋষিভেদ।
"প্রাণো বৃহস্পতিশ্চৈব দত্তো নিশ্চ্যবনস্তথা।" (হরিবংশ ৭অঃ)
২ অগ্নিভেদ।
"যস্তু ন চ্যবতে নিত্যং যশসা বর্চসা শ্রিয়া।
অগ্নির্নিশ্চ্যবনো নাম পৃথিবীং স্তৌতি কেবলম্॥"
(ভারত বনপর্ব্ব ১১৮ অঃ)
(ত্রি) নির্গতং চ্যবনং যস্য। ৩ চ্যুতিহীন।

নিশ্ছন্দস্ (ত্রি) নির্গতং ছন্দোবেদো অস্য। বেদাধ্যয়নহীন।
"হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসম্।" (মনু ৩।৭)

নিশ্ছিদ্র (ত্রি) নির্গতং ছিদ্রং যস্মাৎ। ছিদ্রশূন্য, ছিদ্রহীন।
"সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসংকীর্ত্তনং তব॥" (ভাগ° ৮।২৩।১৬)

নিশ্ছেদ (ত্রি) অবিভাজ্য, যে রাশিকে কোন গুণক দ্বারা ভাগ করা যায় না।

নিশ্ন (ত্রি) নিশ সমাধৌ বাহুলকাৎ নক্। সমাহিত।

নিশ্রথ্য (ত্রি) দৃঢ়বদ্ধ, অশ্বাদিকে সাজবদ্ধকরিয়া।

নিশ্রম (পুং) কার্য্যাদিতে সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা, অধ্যবসায়।

নিশ্রয়ণী (স্ত্রী) সোপান, সিঁড়ি, মই।

নিশ্রাবিন্ (ত্রি) অধঃপতনশীল।

নিশ্রীক (ত্রি) সোপান, সিঁড়ি।

নিশ্রেণি (স্ত্রী) সিঁড়ি, মই।

নিশ্বস্য (ত্রি) নিশ্বাসযুক্ত। নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া।
"ধ্যাত্বা রামেতি নিশ্বস্য ছিন্নস্তরুরিবাপতৎ।"
(রামায়ণ ২।১২।৫৪)

নিশ্বাস (পুং) নি-শ্বস ভাবে ঘঞ্। বহির্মুখশ্বাস, প্রাণবায়ুর বহির্গমনরূপ ব্যাপার। (হেমচ°) বাহিরের দিকে যে শ্বাসবায়ু নির্গত হয়, তাহার নাম নিশ্বাস। পর্য্যায়—পান, এতন।
"সংহর্ত্তুং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডং শক্তা নিঃশ্বাসমাত্রতঃ॥"
(ব্রহ্মবৈ° পু° ২।১।৮৯)

নিশ্বাসসংহিতা (স্ত্রী) নিশ্বাসাখ্যা সংহিতা। শিবপ্রণীত শাস্ত্রবিশেষ।
"এবমভ্যর্থিতস্তৈস্তু পুরাহং দ্বিজসত্তমাঃ।
বেদক্রিয়াসমাযুক্তাং কৃতবানস্মি সংহিতাম্॥
নিশ্বাসাখ্যাং ততস্তস্যাং লীনা বাভ্রব্যশাণ্ডিলাঃ।
নিশ্বাসসংহিতায়াং হি লক্ষমাত্রপ্রমাণতঃ॥" (বরাহপু°)
ব্রাহ্মণদিগের অনুরোধে, মহাদেব এই সংহিতা প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহাতে পাশুপতী দীক্ষা এবং পাশুপত যোগ বর্ণিত হইয়াছে।

নিষঙ্গ (পুং) নিতরাং সজন্তি শরা যত্র। নি সন্জ অধিকরণে ঘঞ্। ১ তূণীর।
"জাতাভিষঙ্গো নৃপতির্নিষঙ্গা
দুদ্ধর্তুমৈচ্ছৎ প্রসভোদ্ধৃতারিঃ॥" (রঘু ২।৩০)
নি-সন্জ ভাবে ঘঞ্। ২ নিতান্ত সঙ্গ।
"কেন কার্য্যনিষঙ্গেণ ত্বমাখ্যা হি মহাবল।"
(ভারত শান্তিপর্ব্ব ২০১ অঃ)
৩ খড়্গ। (বেদদীপ)

নিষঙ্গথি (পুং) নি-সন্জ-থিন্। (নৌষনজে থথিন্। উণ্ ৪।৮৭)

ষিত্বাৎ কুত্বং, ততোঽসঙ্গং। ২ সমালিঙ্গ, আলিঙ্গন। ২ ধনী।
৩ রথ। ৪ স্কন্ধ। ৫ তূণ। ৬ সারথি। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)
(ত্রি) ৭ আলিঙ্গক। (উজ্জ্বল)

নিষঙ্গধি (পুং) নিষঙ্গঃ খড্গঃ ধীয়তেঽস্মিন্ ধা-আধারে কি।
খড্গপিধান, কোষ, চলিত খাপ্।

"আতুরস্ত নিষঙ্গধিঃ।" (শুক্ল যজু° ১৬।১০)

'নিষঙ্গঃ খড্গঃ স ধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিষঙ্গধিঃ কোষঃ।' (বেদদীপ)

নিষঙ্গিন্ (ত্রি) নিষঙ্গোঽস্ত্যস্য ইতি ইনি। ১ ধনুর্দ্ধর। নি-সন্জ
ঘিনুন্। ২ তূণীর। (শব্দার্থচিন্তা°) ৩ খড্গধারী।

"নমো নমো নিষঙ্গিণে ককুভায় স্তেনানাং পতয়ে।"
(শুক্লযজু° ১৬।২০)

'নিষঙ্গিণে খড্গধারিণে' (বেদদীপ°)। ৪ নিতান্ত সঙ্গযুক্ত।

"স্থানৌ নিষঙ্গিণানসি ক্ষণং পুরঃ।" (মাঘ)

'নিষঙ্গিনি সক্তে' (মল্লিনাথ) ৫ তূণীরযুক্ত।

"রথী নিষঙ্গী কবচী ধনুষ্মান্।" (রঘু ৭।৫৬)

৭ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। (ভারত ১।১১৭।১১)

নিষণ্ণ (ত্রি) নিষীদতিস্মেতি নি-সদ-গত্যর্থেতি ক্ত, নিষ্ঠাতস্য ন
(রদাভ্যাং নিষ্ঠাতো নঃ পূর্ব্বস্য চ দঃ। পা ৮।২।৪২) উপবিষ্ট,
শয়িত, স্থিত, অবলম্বনকারী।

"পাদাবমুঞ্চয়ন্তী শ্রীর্দেবক্যাশ্চরণান্তিকে।
নিষণ্ণা পঙ্কজে পূজ্যা নমো দেব্যৈ প্রিয়া ইতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

নিষণ্ণক (ক্লী) নিষণ্ণ সংজ্ঞায়াং কন্। সুনিষণ্ণক শাক, চলিত
শুষুণী শাক। (শব্দর°) (ত্রি) নিষণ্ণ স্বার্থে-ক। ২ উপবিষ্ট।

নিষত্তি (স্ত্রী) নি-সদ্-ক্তিন্। নিষদন, স্থিতি।

"কাতে নিষত্তি কিমু নো মমাৎসি।" (ঋক্ ৪।২১।৯)

'নিষত্তি নিষদনং স্থিতিঃ কা' (সায়ণ)

নিষৎস্নু (ত্রি) নি-সদ বাহুলকাৎ স্নু। নিষণ্ণ, স্থিত।

"যস্তে হস্তি পতয়স্তং নিষৎস্নুং যঃ সরীসৃপম্।"
(ঋক্ ১০।১৬২।৩)

'নিষৎস্নুং নিষীদন্তং' (সায়ণ)

নিষদ্ (স্ত্রী) নিষীদত্যস্যাং নি-সদ-আধারে ক্বিপ্। ১ যজ্ঞদীক্ষা।

"যা বৈ দীক্ষা সা নিষৎ তৎসত্রং তদয়নং তৎসত্রায়ণম্।"
(শত° ব্রা° ৪।৬।৭।২)

২ বেদবাক্যবিশেষ।

"যং বাক্যেষ্বনুবাকেষু নিষৎসূপনিষৎসু চ।"
(ভারত শান্তিপর্ব্ব ৭৭ অঃ)

"নিষৎসু কর্ম্মাঙ্গাববদ্ধদেবতাবিজ্ঞানবাক্যেষু।" (নীলকণ্ঠ)
ভাবে ক্বিপ্। ৩ উপসদন।

"অঙ্গিরসো নিষদা গা অবন্তবঃ।" (ঋক্ ২।২১।৫)

'নিষদা উপসদনেন' (সায়ণ)
নি-সদ-কর্ত্তরি-ক্বিপ্। ৪ উপবেষ্টা।

নিষদ (পুং) নিষীদন্তি ষড়্জাদয়ঃ স্বরা যত্র, নি-সদ-বাহুলকাৎ
অপ্। ১ নিষাদস্বর। ২ স্বনামখ্যাত নৃপবিশেষ।

"ভঙ্গাসুরিঃ সুনীথশ্চ নিষদোঽথ বহীনরঃ॥" (ভার° ২।৯।১৫)

নিষদন (ক্লী) নিষীদত্যত্র নি-সদ্-আধারে ল্যুট্। ১ গৃহ।
২ উপবেশন স্থান।

"নিক্রমণং নিষদনং" (শুক্ল যজু° ২৫।৩৮)

'নিষদনং উপবেশনস্থানম্।' (বেদদীপ) ভাবে ল্যুট্। ৩ স্থিতি।

"অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা।" (শুক্লযজু° ১২।৭৯)

'নিষদনং স্থানং' (বেদদীপ)

— (পুং) নিষীদতি পাপকমত্র, ল্যুট্। ৪ নিষাদ।

'নিষাদঃ কস্মান্নিষদনো ভবতি নিষণ্ণমত্র পাপকমিতি' (নিরুক্ত ৩।৮)

নিষদ্যা (স্ত্রী) নিষীদত্যস্যামিতি নি-সদ-ক্যপ্ (সংজ্ঞায়াং সমজ-
নিষদেতি। পা ৩।৩।৯৯) পণ্যবিক্রয়শালা, চলিত হাটচালা।
২ হট্ট। ৩ ক্ষুদ্র খট্টা। (শব্দার্থচি°)

"কেচিৎ গুর্ব্বীমেত্য সংযম্নিষদ্যাং
ক্রীণন্তিস্ম প্রাণমূল্যৈর্যশাংসি।" (মাঘ)

নিষদ্বর (পুং) নিষীদন্তি বিষণ্ণাভবন্তি জনা অত্রেতি নি-সদ-
ষ্বরচ্ (নৌ সদেঃ। উণ্ ২।১২৪) ততো "সদিরপ্রতেঃ"ইতি ষত্বম্।
১ কর্দ্দম, জম্বাল। নিষদাং উপবেষ্টৄণাং বরঃ। ২ প্রধান উপবেষ্টা।

"নিষদ্বরং বৃষভং" (শুক্লযজু° ২৮।৪)

'নিষীদন্তি নিষদ উপবেষ্টারস্তেষাং বরং শ্রেষ্ঠং বৃষভম্' (বেদদীপ)

নিষদ্বরী (স্ত্রী) নিষদ্বর যিত্বাৎ ঙীপ্। রাত্রি, নিশা।

'নিষদ্বরস্তু জম্বালে নিশায়াঞ্চ নিষদ্বরী।' (বিশ্ব)

নিষধ (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ।

"লঙ্কাদেশাদ্ধিমগিরিরুদগ্ঘেমকূটোঽথ তস্মাৎ।
তস্মাচ্চান্যো নিষধ ইতি তে সিন্ধুপর্য্যন্তদৈর্ঘ্যাঃ॥" (সিদ্ধান্তশিরো°)

লঙ্কার উত্তর দিকে পূর্ব্বসাগর পর্য্যন্ত দীর্ঘ হিমগিরি, তাহার
উত্তর দিকে হেমকূট, ইহাও সমুদ্র পর্য্যন্ত দীর্ঘ। ইহার উত্তরে
নিষধ। ভাগবতে এই পর্ব্বতের এইরূপ সীমানির্দ্দেশ দেখিতে
পাওয়া যায়—ইলাবৃতবর্ষের উত্তরভাগে উত্তরাদি দিক্‌ক্রমে
ক্রমশঃ নীলগিরি, শ্বেতগিরি ও শৃঙ্গবান্ গিরি এই তিন পর্ব্বত
যথাক্রমে রম্যকবর্ষ, হিরণ্ময়বর্ষ ও কুরুবর্ষের সীমা কল্পিত
হইয়াছে। এই তিন পর্ব্বত পূর্ব্বদিকে দীর্ঘ। এইপ্রকার ইলা-
বৃতবর্ষের দক্ষিণদিকে নিষধ, হেমকূট ও হিমালয় নামে তিনটী
পর্ব্বত আছে। (ভাগবত ৫।১৬ অঃ)

২ সূর্য্যবংশীয় রামাত্মজ কুশের পৌত্র নৃপভেদ। (হরিব° ১৫।২৬)

৩ চন্দ্রবংশীয় জনমেজয় নৃপপুত্রভেদ। (ভারত ১।৯৪ অঃ)

৪ দেশভেদ। এই প্রাচীন জনপদের বর্ত্তমান অবস্থান নির্ণীত হয় নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে, এই জনপদ বিন্ধ্যাচলের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত। (ব্রহ্মাণ্ডপু° পূর্ব্ব° ৪৮ অঃ) এই নিষধকে বর্ত্তমান ভীলরাজ্য বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন।

"নিষধেষু মহীপালো বীরসেন ইতি শ্রুতঃ ॥" (ভারত বন ৫২অ°)

৫ নিষধদেশাধিপতি। ৬ নিষাদস্বর। (ত্রি) ৭ কঠিন। ৮ কুরুনামক নৃপপুত্র। (ভাগ° ৯।২২।৫)

'নিষধঃ কঠিনে দেশে তদ্রাজ্যে পর্ব্বতান্তরে ॥' (মেদিনী)

নিষধবংশ (পুং) নিষধদেশবাসী জাতিবিশেষ। [নিষাদ দেখ।]

নিষধাধিপ (পুং) নিষধদেশের রাজা।

নিষধাধিপতি, নিষধরাজ, নলরাজ।

নিষধাবতী (স্ত্রী) বিন্ধ্য-পর্ব্বতের ঋক্ষপাদগিরিবিনির্গতা নদী। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।২৪)

নিষধাশ্ব (পুং-স্ত্রী) কুরুর পুত্রভেদ।

নিষা, মানভূম জেলাস্থ গোবিন্দপুর মহকুমার একটী নগর। এখানে একটী পুলিশ ষ্টেশন বা থানা আছে।

নিষাদ (পুং) নিষদ্যতে গ্রামশেষসীমায়াং যদ্বা নিষীদতি পাপমত্র, নি-সদ্-কর্ম্মণি অধিকরণে বা ঘঞ্। অনার্য্যজাতিভেদ। আর্য্যদিগের ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে এই জাতি ভারতের স্থানবিশেষের অধিবাসী ছিল।

'নিষাদঃ কস্মান্নিষদনো ভবতি নিষণ্ণমত্র পাপকমিতি।'

(নিরুক্ত ৩।৮)

ইহারা পাপে লীন থাকে বলিয়া, নিষাদ এই নামে খ্যাত হইয়াছে। ২ বেণশরীরোদ্ভব জাতিবিশেষ। ইহার বিষয় অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"মথ্যমানে ততো রাজ্ঞস্তস্মিন্নূরৌ প্রজজ্ঞিবান্।
হ্রস্বোঽতিপুরুষঃ কৃষ্ণস্তস্মাৎ প্রাঞ্জলিঃ স্থিতঃ ॥
তে মন্ত্রৈর্বিহ্বলং দৃষ্ট্বা নিষীদেত্যব্রুবংস্তদা।
নিষাদবংশকর্ত্তা স বভূব মুনিসত্তমাঃ ॥
ধীবরানস্মজন্বাপি বেণকল্মষসম্ভবান্।
যে চান্যে বিন্ধ্যনিলয়াঃ শবরা নাহলাদয়ঃ ॥" (অগ্নিপু°)

রাজা বেণের উরু মথিত হইতে থাকিলে, এক কৃষ্ণবর্ণ হ্রস্বাকৃতি পুরুষ উৎপন্ন হয়, এই পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র ভয়বিহ্বলহৃদয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া থাকে, তাহার পর ইহাকে সকলে 'নিষীদ' উপবেশন কর, ইহা বলিয়াছিল। সেই হইতে এই পুরুষ নিষাদবংশের কর্ত্তা হয়। এই পুরুষ হইতে নিষাদবংশের উৎপত্তি। ধীবর ইহাদের পারিভাষিক উপাধি। মনুর মতে, এই জাতি ব্রাহ্মণের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠোনাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥" (মনু ১০।৮)

এই নিষাদজাতি পারশব বলিয়া খ্যাত।

বিবাহিতা শূদ্রকন্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইলে, নিষাদ জাতি হইবে। ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রকন্যা বিবাহ করে এবং তাহাতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই সন্তান নিষাদ মধ্যে পরিগণিত হইবে, কি না। এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন,

'ঊঢ়ায়াং শূদ্রকন্যায়াং নিষাদ উৎপদ্যতে।' (কুল্লূক মনু ১০।৮টী)

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার মতেও, এই জাতি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রাণীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে।

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়াণাং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।
অম্বষ্ঠঃ শূদ্র্যাং নিষাদোজাতাঃ পারশবোঽপি বা ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্যসং ১।৯৩)

মিতাক্ষরা প্রভৃতির মতে, ইহারা মৎস্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এইজন্য ইহাদের অপর নাম ধীবর। এই জাতি ক্রূরকর্ম্মা ও পাপী।

৩ স্থান বিশেষের নাম। মিঃ-লাযুগেস্ নিষাদকে বর্ত্তমান বেরার নামে অভিহিত করেন, কিন্তু উহা ঠিক নহে। নলরাজার রাজ্যের নামও নিষাদ নহে, নিষধ। বোধ হয় মহাভারতোক্ত উত্তরপশ্চিম নিষাদ,হিস্‌সার ও ভাটনের জেলাকে বুঝাইত।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে, পূতসলিলা গঙ্গার পূর্ব্বাভিমুখী শাখা হ্লাদিনী নদী এই নিষাদদেশ ধৌত করিয়া পূর্ব্ব সাগরে পড়িয়াছে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, এই নিষাদ জাতি "বিন্ধ্যশৈলনিবাসকঃ" অর্থাৎ ইহারা বিন্ধ্যগিরির নিকটবর্ত্তিস্থানে বাস করিত এবং এইস্থান সম্ভবতঃ মহাভারতে নিষাদভূমি নামে উক্ত হইয়াছে। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত। বিনশনের দক্ষিণপশ্চিমে স্থিত একটী ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এই স্থান লুপ্ত সরস্বতীর কূলের সন্নিকট। সম্ভবতঃ কোন নিষাদবংশীয় রাজা এই স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়া থাকিবে। রামায়ণোক্ত শৃঙ্গবেরপুর এই নিষাদরাজ্যের রাজধানী। [শৃঙ্গবেরপুর দেখ]

৪ কল্পভেদ।

৫ নিষীদন্তি ষড়্‌জাদয়ঃ স্বরা যত্র নি-সদ-ঘঞ্। সপ্তস্বরের অন্তর্গত স্বর বিশেষ। নারদ মতে, এই স্বর হস্তিস্বরের তুল্য। ইহার উচ্চারণ স্থান ললাট। ব্যাকরণ মতানুসারে দন্ত। এই স্বরের বর্ণ বৈশ্য। এই স্বর সকল স্বর হইতে উচ্চ।

সঙ্গীতদর্পণের মতে অসুরবংশে ইহার উৎপত্তি, ইহার জাতি বৈশ্য, বর্ণ বিচিত্র, পুষ্করদ্বীপে জন্ম। ঋষি তুম্বুরু, দেবতা সূর্য্য, ছন্দ জগতী, করুণ-বিষয়ে উপযোগী। ইহার জাতি সম্পূর্ণ। ইহার কূটতান ৫০৪০। প্রত্যেক তান ৩৬,

সমুদায়ে ২৮২২৪০। ইহার স্বরূপ গণেশতুল্য। বর্ণ কৃষ্ণশ্বেত। স্থান পুষ্করদ্বীপ, ইহার দেবতা সূর্য্য। বার শনি, ইহার সময় রাত্রিশেষে ৮ দণ্ড ৩৪ পল। ইহার শ্রুতি উগ্রা ও শোভিনী। মন্দর স্থানে মূর্চ্ছনা সখা এবং মধ্যস্থানে অহঙ্কৃতা। তারস্থানে লোচনা। আসাবরী ও মল্লারী এই দুইটী রাগিণী নিষাদ-বর্জ্জিতা। নারদপুরাণ মতে এই স্বর নিঃসন্তান। বীণাতে ধৈবতাবধি ষড়্জ স্থান পর্য্যন্ত প্রথম, সপ্তক ও তৃতীয়াংশের শেষ সমুদায় বীণাতন্ত্রিতে নিষাদস্থান হইয়া থাকে।

"ষড়্জাদয়ঃ ষড়েতেঽত্র স্বরাঃ সর্ব্বে মনোহরাঃ।
নিষীদন্তি যতো লোকে নিষাদস্তেন কথ্যতে॥
চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়্জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ।
ঋষভে ধৈবতে তিস্রো দ্বে গান্ধারনিষাদকে॥" (সঙ্গীতদামো°)

নিষাদকর্ষু (পুং) দেশভেদ।

নিষাদবৎ (পুং) নিষাদোঽস্ত্যস্য মতুপ্, মস্য ব। ১ নিষাদ স্বর।
"ষড়্জ ঋষভগান্ধারৌ মধ্যমোধৈবতস্তথা।
পঞ্চমশ্চাপি বিজ্ঞেয়স্তথা চাপি নিষাদবান্॥"(ভারত শান্তি°১৮৪অঃ)
(ত্রি) ২ নিষাদস্বরযুক্তগানাদি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

নিষাদিত (ক্লী) নি-সদ-ণিচ-ক্ত। নিষদন, উপবেশনকরণ। নিষাদিতমনেন নিষাদিত ইষ্টাদিত্বাদিনি। নিষাদিতিন্ নিষাদন-কর্ত্তা। (ত্রি) কর্ম্মণি ক্ত। ২ উপবেশিত।

নিষাদিন্ (পুং) নিষীদত্যবশ্যমিতি নি-সদ-ণিনি। ১ হস্তিপক, হস্ত্যারোহ, চলিত মাহুৎ।
"নির্য্যাণনির্যাদস্থজং চলিতং নিষাদী।" (মাঘ ৫।৪১)
(ত্রি) ২ উপবিষ্ট।
"আতপাত্যয়সংক্ষিপ্তনীবারাসু নিষাদিভিঃ।
মৃগৈর্ব্বর্ত্তিতরোমন্থমুটজাঙ্গনভূমিষু॥" (রঘু ১।৫২)

নিষিক্ত (ত্রি) নি-সিচ্-ক্ত। ১ নিতান্তসিক্ত। ২ আহিত শুক্রাদি। তজ্জগর্ভ, শুক্রজাত গর্ভ।

নিষিক্তপা (ত্রি) নিষিক্তং পাতীতি বেদে নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ গর্ভরক্ষাকর্ত্তা। ২ সোমপানকর্ত্তা।
"বিষ্ণুং নিষিক্তপামবোভিঃ।" (ঋক্ ৭।৩৬।৯)
'নিষিক্তপাং নিষিক্তস্য রক্ষিতারং, যদ্বা চমসে নিষিক্তানাং সোমানাং পাতারং' (সায়ণ)

নিষিদ্ধ (ত্রি) নিষিধ্যতে স্মেতি নি-সিধ্-ক্ত। নিষেধবিষয়, প্রতিষিদ্ধ, যাহা করিতে নাই।
"তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেতপক্ষকে।
নিষিদ্ধেঽপি দিনে কুর্য্যাৎ তর্পণং তিলমিশ্রিতম্॥" (তিথিতত্ত্ব)
পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে নিষিদ্ধকর্ম্মের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—
"ব্রূহি কর্ম্মান্ সুখোপায়ান্ মহিধানাং সুখাবহান্।
নিষিদ্ধমপি যস্তেষাং তদেব প্রথমং বদ॥" (পদ্মপু° স্বর্গখণ্ড ২৭অঃ)
ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে জ্যাকর্ষণ, শত্রুনির্বর্হণ, কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন, অর্থের জন্য শুশ্রূষা, কুটিলতা, কুষীদ ও বৃষলীগমন প্রভৃতি কার্য্য নিষিদ্ধ। এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণ বৈদিক এবং তান্ত্রিককার্য্যে বর্জ্জনীয়। কর ব্যতীত প্রতিগ্রহ, যুদ্ধে পলায়ন, যাচকের প্রতি কাতরতা, প্রজাদিগের অপালন, দান এবং ধর্ম্মে বিরক্ততা, স্বরাষ্ট্রের অনপেক্ষা, ব্রাহ্মণের অনাদর, অমাত্যের অসম্মান ও তাহাদের কার্য্য না দেখা এবং ভৃত্যদিগের প্রতি পরিহাস প্রভৃতি কার্য্য রাজন্যদিগের নিষিদ্ধ কর্ম্ম। ধনলোভে মিথ্যা মূল্যকথন, পশুদিগের অপালন, সম্পদ সত্ত্বে যজ্ঞানুষ্ঠান না করা, এই সকল কার্য্য বৈশ্যদিগের নিষিদ্ধ। ধনসঞ্চয় এবং দশবিধধর্ম্ম শূদ্রের নিষিদ্ধ। (পদ্মপু° স্বর্গখণ্ড ২৭ অঃ)
শালপত্রে ভোজন ও শালপত্র ছেদন, এবং অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষ ছেদন করিতে নাই। (বরাহপু°) শাস্ত্রে যে সকল বর্ণের যে সকল কার্য্য বিহিত হয় নাই, সেই সকল কার্য্যমাত্রই নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে নিরয়ভাগী হইতে হয়। ২ নিবারিত।
"মা মা মা মেতি বহুধা নিষিদ্ধোঽপি তথা ভৃশম্।
আলিলিঙ্গ প্রিয়াং দৈবাৎ পপাত ধরণীতলে॥"
(দেবীভাগ° ২।৬।৬০)

নিষিদ্ধধাত্রী (স্ত্রী) আয়ুর্ব্বেদসম্মতগুণবর্জ্জিত ধাত্রী। সন্তানাদি পালন জন্য এই সকল স্ত্রীলোককে উপমাতারূপে নিযুক্ত করিতে নাই। শোকাকুলা, ক্ষুধিতা, পরিশ্রান্তা, ব্যাধিযুক্তা, বেশী বড় অথবা অতিখর্ব্বা, অত্যন্ত স্থূলাঙ্গী, অতিশয় কৃশাঙ্গী, গর্ভিণী, জ্বরপীড়িতা এবং যাহার স্তনদ্বয় লম্বা বা অতিশয় উচ্চ (উচ্চ স্তনচূষণে বালকের গ্রাস বৃহৎ হয় এবং লম্বা স্তন হইলে বালকের নাসিকা-মুখ আচ্ছাদিত হইয়া মৃত্যু হয়,) অজীর্ণভোজী, অপথ্যসেবী, ঘৃণিত কার্য্যে আসক্তা, দুঃখান্বিতা ও চঞ্চলচিত্তা, এই সকল দোষযুক্তা স্ত্রীর স্তন্যপান করিলে বালক রোগগ্রস্ত হয়।

নিষিদ্ধি (স্ত্রী) নি-সিধ্-ক্তিন্। নিষেধ।

নিষেক (পুং) নিষিচ্যতে প্রক্ষিপ্যতে ইতি-নি-সিচ্-ঘঞ্। ১ জলাদির নিতান্ত সেচন। ২ গর্ভাধান।
"নিষেককালে সোমে চ সীমন্তোন্নয়নে তথা।
জ্ঞেয়ং পুংসবনে চৈব শ্রাদ্ধং কর্ম্মাঙ্গমেব চ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)
'নিষেককালে গর্ভার্থশুক্রাধানদিনে।' (রঘুনন্দন)
[গর্ভাধান দেখ।] (ক্লী) ৩ স্বেদ, শুক্র।
"দূরাদাবসথান্মূত্রং দূরাৎ পাদাবসেচনম্।
উচ্ছিষ্টান্নং নিষেকঞ্চ দূরাদেব সমাচরেৎ॥" (মনু ৪।১৫১)

'নিষিচ্যতে ইতি নিষেকং রেতশ্চোৎসৃজেৎ।' (কুল্লূক)

• ৪ ক্ষরণ।

"নমু তৈলনিষেকবিন্দুনা সহ দীপার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্।"

(রঘু ৮।৩৮)

নিষেকাদিকৃৎ (পুং) নিষেকাদিং গর্ভাধানাদিকং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্। গর্ভাধানাদি কর্ত্তা। 'আদি' পদদ্বারা সীমন্তোন্নয়ন, বিদ্যাদান প্রভৃতি সংস্কার কার্য্য বুঝিতে হইবে। পিত্রাদিগুরু, গর্ভাধানাদি কর্ত্তা।

নিষেক্তব্য (ত্রি) নি-সিচ্-তব্য। সেচনীয়।

"আত্মনোঽপি নিষেক্তব্যং ততঃ শিরসি তজ্জলম্।"

(হরিবংশ ৭৭।৭)

নিষেচন (ক্লী) নি-সিচ্-ণিচ্ ল্যুট্। সেচন, জলসেক।

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।"

(ভাগ° ৪।৩১।১৪)

নিষেচিতৃ (ত্রি) নি-সিচ্-তৃচ্। সেচনকর্ত্তা, নিষেককারী।

নিষেদিবস্ (ত্রি) নি-সদ্-ক্বসু। নিষণ্ণ, উপবিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নিষেদুষী, উপবিষ্টা।

নিষেদ্ধব্য (ত্রি) নি-সিধ্-তব্য। নিষেধনীয়, নিষেধযোগ্য।

নিষেদ্ধৃ (ত্রি) নি-সিধ্-তৃচ্। নিষেধক, নিষেধকারী।

নিষেদ্ধৃ (ত্রি) প্রতিবন্ধকশূন্য, যাহার দমনক বা দমনকর্ত্তা নাই।

নিষেধ (পুং) নি-সিধ-ঘঞ্। ১ প্রতিষেধ। ২ নিবৃত্তি। ৩ বিধি-বিপরীত।

"তিথীনাং পূজ্যতা নাম কর্ম্মানুষ্ঠানতো মতা।

নিষেধস্তু নিবৃত্তাত্মা কালমাত্রমপেক্ষতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

৪ বারণ, নিবর্ত্তন। নিষিধ্যতেঽনেন করণে ঘঞ্। ৫ অনিষ্ট-সাধনতাদি বোধক বেদাদি বাক্যভেদ।

'পুরুষস্য নিবর্ত্তকং বাক্যং নিষেধঃ।' (লৌগাক্ষি ভাস্কর)

পুরুষের নিবর্ত্তক বাক্যের নাম নিষেধ। যে শাস্ত্রবিধি দ্বারা লোক সকল নিবর্ত্তিত হয়, তাহাকে নিষেধ কহে।

'ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ' কলঞ্জ ভক্ষণ করিবে না ইত্যাদি স্থলে পুরুষের নিবর্ত্তক বাক্যই নিষেধ হইল।

নিষেধক (ত্রি) নি-সিধ্-ণ্বুল্। নিবারক। নিষেধকারক।

নিষেধন (ক্লী) নি-সিধ্-ল্যুট্। নিষেধ, নিবারণ।

নিষেধপত্র (ক্লী) বারণলিপি, যে পত্র দ্বারা কোন কার্য্য করিতে নিষেধ করা যায়।

নিষেধবিধি (পুং) নিষেধে অভাবে বিধিঃ ইষ্টসাধনতাধীহেতুঃ। অভাববিষয়ে ইষ্টসাধনতাবোধক বাক্যভেদ। যথা—'একাদশ্যাং নভুঞ্জীত' একাদশীতে ভোজন করিবে না, 'ন ভুঞ্জীত' এই নিষেধ দ্বারা ভোজনাভাবরূপ ইষ্টসাধনত্ব বোধ হয়, কিন্তু 'অষ্টম্যাং মাংসং নাশ্নীয়াৎ' অষ্টমীতে মাংস ভোজন করিবে না, এই স্থলে যদি অষ্টমীতে মাংস ভোজন করে, তাহা অনিষ্টসাধনত্ব বোধ হয়, অর্থাৎ অষ্টমীতে মাংস ভোজন জন্য প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়, কিন্তু একাদশীতে ভোজন করিবে না, এই নিষেধবাক্য ভোজননিবৃত্তিই ইষ্টসাধনীয় বিষয়। অতএব যে স্থলে অভাবই ইষ্টসাধনতাবোধক বাক্য হইবে, সেই স্থলেই নিষেধবিধি হইবে।

নিষেধিত (ত্রি) নি-সিধ্-ণিচ্-ক্ত। প্রতিষিদ্ধ, নিবারিত, বাধিত।

নিষেধিন্ (ত্রি) নি-সিধ্-ণিনি। নিষেধক, নিষেধকারী।

"অরুণরাগনিষেধিভিরংশুকৈঃ" (রঘু ৯।৪৩)

নিষেধোক্তি (স্ত্রী) নিষেধবাক্য।

নিষেব (ত্রি) ১ ক্রিয়ারত, অনুরক্ত। পূজাদিতে নিবিষ্টমনা। ২ অভ্যাসশীল। ৩ অবলোকন। ৪ বাস। ৫। পূজা। ৬ অনুসরণ।

নিষেবক (ত্রি) ১ অনুরক্ত। ২ পুনঃ পুনঃ এক স্থানে আগমন বা এক বিষয়ে অভিনিবেশ।

নিষেবণ (ক্লী) নি-সেব ভাবে ল্যুট্। সেবা।

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।

স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥" (ভাগ° ১।২।১৬)

নিষেবণীয় (ত্রি) নি-সেব্-অনীয়র্। সেবাযোগ্য।

নিষেবিতৃ (ত্রি) নি-সেব্-তৃচ্। নিসেবক, নিসেবনকারী।

নিষেবিতব্য (ক্লী) নি-সেব্-তব্য। সেবনীয়, সেবার যোগ্য।

"শুক্রবিবৃদ্ধিদিনে নিষেবিতব্যানি রসায়নানি।" (বৃহৎস° ৭৫।১)

নিষেবিন্ (ত্রি) অবলোকিত, অনুরত, সুখভোগী।

নিষেব্য (ত্রি) নি-সেব-ভাবে ণ্যৎ। সেবনীয়, সেবার যোগ্য।

"মৃগেন্দ্র ইব বিক্রান্তো নিষেব্যো হিমবানিব।" (ভাগ° ২।১২।২২)

নিষ্ক (পুং ক্লী) নিশ্চয়েন কায়তি শোভতে নিস্-কৈ-ক, বা নিষ্ক-অচ্। ১ চারি সুবর্ণ, চলিত মোহর।

পাণিনিসূত্রে নিষ্ক নামক প্রাচীন সুবর্ণমুদ্রার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে—

"অর্হন্বিভর্ষি সায়কানি ধন্বার্হন্নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিলে এইরূপ অনুমিত হয় যে, উত্তরপশ্চিম দেশীয় হিন্দুস্থানীরা যেমন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মোহরের মালা গাঁথিয়া গলায় ধারণ করে, সেইরূপ বৈদিককালের আর্য্যেরাও নিষ্কের মালা গলদেশে ধারণ করিতেন।

"ধরণানি দশজ্ঞেয়ঃ শতমানস্তু রাজতঃ।

চতুঃসৌবর্ণিকো নিষ্কো বিজ্ঞেয়স্তু প্রমাণতঃ॥" (মনু ৮।১৩৭)

এই শ্লোকের টীকায় কুল্লূক ভট্ট লিখিয়াছেন—

'চতুর্ভিঃ সুবর্ণৈঃ নিষ্কঃ পরিমাণেন বোদ্ধব্যঃ।' (কুল্লূক)

ইহা দ্বারা এই বুঝা যায় যে, চারি সুবর্ণে এক নিষ্ক হয়। ২ সাষ্টশত সুবর্ণ। ৩ হেম। ৪ উরুভূষণ। ৫ পল। ৬ দীনার। ৭ শাস্ত্রীয় ষোড়শমাষক পরিমিত সুবর্ণের অষ্টাধিক শত। ৮ চতুঃসুবর্ণ পরিমিত পলপরিমাণ মানভেদ। চার মাষা। ৯ সুবর্ণ পাত্র। ১০ পণ। ১১ ষোড়শ কাহন পরিমাণ। ১২ স্বর্ণকর্ষ। ১৩ স্বর্ণপল। ১৪ কণ্ঠভূষা।

'নিষ্কমস্ত্রী সাষ্টহেমশতে দীনারকর্ষয়োঃ।
বক্ষোঽলঙ্করণে হেমপাত্রে হেমপলেঽপি চ॥' (মেদিনী *)

নিষ্ককণ্ঠ (ত্রি) সুবর্ণালঙ্কারবিশিষ্ট কণ্ঠ।

নিষ্কগ্রীব (ত্রি) যাহার গ্রীবাদেশে সুবর্ণ অলঙ্কার বিলম্বিত।

নিষ্কণ্টক (ত্রি) নির্গতঃ কণ্টকো যস্ত। ১ উপসর্গহীন। ২ বাধারহিত। ৩ কণ্টকহীন। ৫ শত্রুপরিশূন্য, উপদ্রবরহিত।

"রাজ্যং নিষ্কণ্টকং কৃত্বা ভোক্ষ্যসে মেদিনীং পুনঃ।"
(ভারত বিরাট ৬ অঃ)

নিষ্কণ্ঠ (পুং) নির্গতঃ কণ্ঠঃ স্কন্ধো যস্ত। বরুণ বৃক্ষ। (শব্দচ°)

নিষ্কনিষ্ঠ (ত্রি) কনিষ্ঠাঙ্গুলিশূন্য। যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলি কর্ত্তিত হইয়াছে বা উক্ত অঙ্গুলি অপরাপর অঙ্গুলি অপেক্ষা প্রসারিত।

নিষ্কন্দ (ত্রি) যাহার শিকড় কন্দবিশিষ্ট নহে, বা যে কন্দ খাদ্যযোগ্য নহে।

নিষ্কম্প (ত্রি) নির্গতঃ কম্পো যস্ত। কম্পহীন।

"নির্বাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্" (কুমারস°)

নিষ্কম্ভ (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ।

নিষ্কম্ভু (পুং) দেবসেনাধিপভেদ।

"বলিনা বৃষপর্ব্বাতু সহ নিষ্কম্ভুনা রণে।" (হরিব° ২৪৪ অঃ)

নিষ্কর (ত্রি) করশূন্য, লাখ্‌রাজ জমি, যে ভূমির রাজস্ব দিতে হয় না, রাজস্ব হইতে মুক্ত।

নিষ্করুণ (ত্রি) নির্নাস্তি করুণা যস্ত। করুণাহীন, নির্দয়, নির্ম্মম।

নিষ্করূষ (ত্রি) ময়লাহীন, পরিচ্ছন্ন।

নিষ্কর্ম্মন্ (ত্রি) নির্নাস্তি কর্ম্ম যস্ত। কার্য্য-বিরত, অলস।

* অমরটীকাকার ভরত নিষ্ক শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন, 'শাস্ত্রীয়ষোড়শমাষকপরিমিতং স্বর্ণং সুবর্ণং তেষাং সুবর্ণানাং অষ্টাধিকশতং, হেমস্বর্ণমাত্রং। উরোভূষণং বক্ষোঽলঙ্কারঃ। পলং শাস্ত্রীয়মানবিশেষঃ উরোভূষণং পলঞ্চ হেম এবেতি কেচিৎ। দীনারঃ সম্যগ্‌ব্যবহারার্থং মাষবস্তু এষু নিষ্কঃ। কেচিত্তু দীনার ইতি পল ইত্যস্য বিশেষণং। দীনারে পলে লৌকিকপলে নতু শাস্ত্রীয়ে, স্মার্ত্তাস্তু দ্বাত্রিংশতিরত্তিকাপরিমিতং কাঞ্চনং দীনারঃ। তথাহি—

"দীনারো রোপকৈরষ্টাবিংশত্যা পরিকীর্ত্তিতঃ।
সুবর্ণসপ্তত্রিতমো ভাগো রোপক উচ্যতে॥" (বিষ্ণুগুপ্ত)
(অমরটীকা ভরত ৩।৩।১৪)

নিষ্কর্ষ (পুং) নিস-কৃষ ভাবে ঘঞ্। ১ নিশ্চয়। ২ ইয়ত্তাদি দ্বারা স্বরূপপরিচ্ছেদ।

"স উপাধির্ভবেত্তস্য নিষ্কর্ষোঽয়ং প্রদর্শ্যতে।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

৩ করার্থ প্রজাপীড়ন।

"অনুকর্ষঞ্চ নিষ্কর্ষং ব্যাধিপাবকমূর্চ্ছনম্।
সর্ব্বমেব ন তত্রাসীদ্ধর্ম্মনিত্যে যুধিষ্ঠিরে॥" (ভারত ২।১৩।১৩)

৪ নিঃসারণ।

নিষ্কর্ষণ (ক্লী) নিস্-কৃষ ভাবে ল্যুট্। ১ নিষ্কাসন। ২ নিঃসারণ।

"ব্রাহ্মমস্ত্রং প্রিয়াশোকশল্যনিষ্কর্ষণৌষধম্।" (রঘু)

নিষ্কষিন্ (পুং) মরুৎগণভেদ।

নিষ্কল (ত্রি) নির্গতা কলা যস্মাৎ। ১ কলাশূন্য। ২ নিরবয়ব, সম্পূর্ণ।

"সংযতাশ্চাপি দক্ষাশ্চ মতিমন্তশ্চ মানবাঃ।
দৃশ্যন্তে নিষ্কলাঃ সপ্ত প্রহীনাঃ স্ব স্ব কর্ম্মভিঃ॥" (ভারত ৩।২০৮।৯)

৩ ব্রহ্ম। 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং।' (শ্বেতাশ্বতর উপনি°)

৪ নষ্টবীর্য্য। (পুং) ৫ অবধার।

'নিষ্কলস্তু কলাশূন্যে নষ্টবীর্য্যে তু বাচ্যবৎ।' (বিশ্ব)

নিষ্কলা (স্ত্রী) নির্গতা কলা যস্তাঃ। বিগর্তার্ত্তবা, বৃদ্ধা, রজোহীনা স্ত্রী।

নিষ্কলী (স্ত্রী) নিষ্কল-ঙীষ্। ঋতুহীনা, নিবৃত্তরজস্কা। (শব্দর°)

নিষ্কলঙ্ক (ত্রি) ১ কলঙ্কহীন, দাগবিহীন। ২ পাপহীন।

নিষ্কলঙ্কতীর্থ (ক্লী) পুরাণোক্ত একটী পবিত্রতীর্থ, এখানে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। (শিবপু°)

নিষ্কলত্ব (ক্লী) অবিভাজ্য। যাহা অণু হইতেও অণু এবং যাহা কোন প্রকারে ভাগ করা যায় না।

নিষ্কল্মষ (ত্রি) পাপবিহীন, পাপশূন্য, কলঙ্কহীন।

নিষ্কষায় (ত্রি) নির্গতঃ কষায়ঃ চিত্তমলভেদো যস্ত। ১ চিত্তদোষশূন্য, নির্ম্মলচিত্ত। ২ মুমুক্ষু। (পুং) ৩ জিনভেদ। (হেমচ°)

নিষ্কাদি (পুং) নিষ্ক প্রভৃতি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। যথা— নিষ্ক, পণ, পাদ, মাষ, বাহ, দ্রোণ, ষষ্টি। (পাণিনি)

নিষ্কাম (ত্রি) ১ নির্গতঃ কামো অভিলাষো যস্ত। ১ বিষয়ভোগেচ্ছাশূন্য, কামনাশূন্য, আসক্তিরহিত। ২ কামনারহিত কর্ম্ম।

"বিশিষ্টফলদাঃ পুংসাং নিষ্কামাণাং বিমুক্তিদাঃ।" (বিষ্ণুপু°)

নিষ্কামকর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তাহার ফলে মোক্ষ লাভ হয়। "নিষ্কামাদস্বর্যাগজপাদিকর্ম্মণো দুঃখং প্রত্যুতমোক্ষফলং প্রাপ্যতে।" (সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

নিষ্কামকর্ম্ম, কামনারহিত কার্য্য। যে সকল কার্য্য আসক্তিপরিশূন্য হইয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে নিষ্কামকর্ম্ম কহে। গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে এই নিষ্কাম কর্ম্মেরই উপদেশ দিয়াছিলেন। জ্ঞানযোগ ও নিষ্কামকর্ম্মযোগ এই দুইটীর মধ্যে কোনটী শ্রেয়,

অর্জ্জুনের এই সন্দেহ হইলে তিনি ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ব্রহ্মযোগ বা জ্ঞানযোগ এবং নিষ্কামকর্ম্ম এই দুইটীর মধ্যে জ্ঞানযোগই যদি শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে আমাকে ঘোর নিষ্কাম কর্ম্মমার্গে প্রেরণ করিতেছেন কেন ? ভগবান্ অর্জ্জুনের বাক্য শুনিয়া তাহাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, অর্জ্জুন আমি তোমাকে কোনরূপ বিমিশ্রিত বাক্য বলি নাই, তুমি বুদ্ধিদোষে ঐরূপ বুঝিয়াছ। আমি যাহা কল্যাণকর, তাহাই তোমাকে উপদেশ দিয়াছি। পুনরায় ইহা সাবহিত হইয়া শ্রবণ কর, তাহা হইলে তোমার মোহ অপনীত হইবে। এই জগতে যাহারা প্রকৃত কল্যাণ অভিলাষ করে, তাহাদের নিমিত্ত আমি পূর্ব্বে বেদের মধ্যে দ্বিবিধ নিষ্ঠার উপদেশ দিয়াছি, একটী জ্ঞাননিষ্ঠা আর একটী নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা। এই দুইয়ের মধ্যে যাহারা সাংখ্য অর্থাৎ আত্মবিষয়ে বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন এবং ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পরেই যাঁহারা সমস্ত কামনাদি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, বেদান্তবিজ্ঞান দ্বারা যাঁহারা পরমার্থতত্ত্ব নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা পরমহংস, পরিব্রাজক, তাঁহাদের পক্ষেই জ্ঞাননিষ্ঠা। জ্ঞানযোগের অধিকারী না হইয়া জ্ঞানযোগ আশ্রয় করিলে তাঁহার কোন মতেই শ্রেয় লাভ হয় না, বরং নিরয়গামী হইতে হয়। যাঁহারা কর্ম্মেতে অধিকারী, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণযুক্ত নহেন, তাঁহাদের নিমিত্তই কর্ম্মযোগ নির্দ্দিষ্ট আছে। কারণ নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে পুরুষ কখনই জ্ঞাননিষ্ঠা পায় না অর্থাৎ শেষে সমস্ত কর্ম্মবিরহিত হইয়া, কেবলমাত্র ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করিতে পারে না। কেননা নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিতে করিতেই ক্রমে বুদ্ধি বিশুদ্ধি হয়, তত্ত্বজ্ঞানগ্রহণের উপযুক্ত হয়, তৎপরেই জ্ঞাননিষ্ঠা হইতে পারে। যাহারা ব্রহ্মচর্য্যের পরেই বুদ্ধিবিশুদ্ধি হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠার অধিকারী হন, তাহাদের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই বুদ্ধি শুদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং এ জন্মে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকে না। তত্ত্বজ্ঞান পরিস্ফুরণ না হইলেও, কেবল কর্ম্মপরিত্যাগ করিলেই সিদ্ধিলাভ হয় না, কেননা তত্ত্বজ্ঞান না হইলে যদি সমস্তক্রিয়া পরিত্যাগ করা হয়, তবে তাহা কেবল বাহিরের হস্তপদাদি ক্রিয়া সম্বন্ধেই সম্ভবে। অন্তরের ক্রিয়া কিছুই পরিত্যক্ত হয় না। কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মা মন হইতে সমস্ত কামনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিতে না পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষণকালের নিমিত্তও কদাচ কেহ নিষ্ক্রিয়ভাবে থাকিতে পারে না, কারণ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা পরিচালিত হইয়া, হয় অন্তরে না হয় বাহিরে, কোন না কোন কর্ম্ম করিতে হইবে। নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থান যখন অসম্ভব, কার্য্যের কারণ সত্ত্বাদি গুণ থাকিলে কার্য্যও নিশ্চয় হইবে। গুণ সকল যখন বলপূর্ব্বক কার্য্য করাইবে, তখন নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানই মঙ্গলজনক। আরও শাস্ত্রে লিখিত আছে, যিনি হস্ত, পদ ও শিশ্নাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় বাহিরে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করিতে থাকেন, সেই বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তিকে মিথ্যাচারী বা কপটাচারী কহে। আর যিনি কামনা জয়দ্বারা মনে মনে ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিয়া অনাসক্তভাবে কেবল বাহিরেই কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা বিহিত কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমিও ফলকামনাশূন্য হইয়া আপনার জাত্যুচিত যে কর্ম্ম বিহিত আছে এবং যাহা নিত্য ও নৈমিত্তিক অর্থাৎ কাম্য নহে, সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তোমার ন্যায় অধিকারির পক্ষে কর্ম্ম পরিত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মকরাই শ্রেষ্ঠকল্প। বিশেষতঃ তুমি যদি হস্তপদাদি সমস্ত বাহেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই এককালে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইবে না। তোমার কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেই হইবে, যদি কর্ম্ম ভিন্ন থাকা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে স্বধর্ম্মোক্ত নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠানই বিধেয়, এই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহার ফলস্বরূপ সংসার বন্ধন হইবে না, কারণ নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্থ যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য কর্ম্ম দ্বারাই অর্থাৎ কামনামূলক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাই লোকের সংসার বন্ধন হইয়া থাকে। কেহ বলেন, নিষ্কাম কর্ম্ম হয় না, বিষ্ণুর উদ্দেশে বা অন্য কোন কামনা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তাহা নিষ্কামকর্ম্ম কিরূপে হয় ? ইহাতে শাস্ত্র বলিয়াছেন, 'অকামো বিষ্ণুকামো বা' বিষ্ণুর উদ্দেশে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে নিষ্কামকর্ম্ম কহে। অতএব হে অর্জ্জুন ! তুমিও সমস্তকামনা বা আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরার্থেই বিহিত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে থাক। ঈশ্বরের প্রীতিতেও যেন তোমার কামনা থাকে না, কেন না তাহা হইলেও তোমার সকাম ক্রিয়াই করা হইবে।

পুরাকালে মনুষ্য এবং তৎসঙ্গে নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া সকল সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি বলিয়াছিলেন যে, হে মনুষ্যগণ ! মদ্দত্ত এই নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তোমরা বৃদ্ধি সম্পন্ন হইতে থাকে। এই কর্ম্মই তোমাদের সকল প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া দিবে। এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠানে দেবগণ প্রীত হইবেন এবং দেবতারাও তোমাদের সম্বর্দ্ধনা করিবেন। এইরূপে পরস্পর সম্বর্দ্ধনা দ্বারা ক্রমে তোমরা মুক্তি স্বরূপ পরম শ্রেয় পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবে। কারণ ঐ কর্ম্মস্বরূপ যজ্ঞ দ্বারা, পরিতোষিত হইয়া দেবগণ তোমাদিগকে নানা প্রকার অভিলষিত ভোগ প্রদান করেন, অতএব তাহাদের দত্ত সেই সকল ভোগ্য দ্রব্য যদি আবার তাহাদিগকে সমর্পণ না করিয়া কেবল স্বয়ং ভোগ কর, তবে তাহা চৌর্য্য বলা

যাইতে পারে। বেদ হইতে কর্ম্মের উদ্ভব। বেদ পরমাত্মা ব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপক, তখন তিনি কর্ম্মমধ্যেও অনুস্যূত আছেন, অতএব এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। যাহারা এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করে, তাহারা আত্মার কোনরূপ কল্যাণ করিতে পারে না। অতএব নিষ্কামভাবে সমস্ত প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যাঁহারা যোগী বা আত্মা-রাম এবং এককালীন নিঃশেষরূপে সমস্ত কামনা ও বাসনাদি পরিশূন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করার প্রয়োজন নাই। আত্মারাম ব্যক্তির কোন প্রকার নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই, কেননা বুদ্ধিশুদ্ধিই নিষ্কাম কর্ম্মের ফল। কিন্তু যাহার বুদ্ধি শুদ্ধি হইয়াছে, তাহার নিষ্কাম কর্ম্মের আব-শ্যকতা নাই; কিন্তু তোমার এখনও চিত্তশুদ্ধি হয় নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়, ততক্ষণ তোমার নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয়। চিত্তশুদ্ধির জন্য একমাত্র নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা মোক্ষ হইয়া থাকে। জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ নিষ্কামকর্ম্মদ্বারাই বুদ্ধিশুদ্ধি পূর্ব্বক জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং দেখ যে, আমার কিছুই কর্ত্তব্য কর্ম্ম নাই, তথাচ আমি বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি। এই সকল কারণে নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানই বিধেয়। যতক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়, ততক্ষণ কোন নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল শম, দম প্রভৃতি দ্বারা নিরুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ কর্ম্ম করিতে হইবে। এই কর্ম্ম যদি সকামভাবে অনুষ্ঠিত হয়, হইলে তাহার ফল বন্ধন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ঐ সকল কর্ম্ম যদি নিষ্কামভাবে অর্থাৎ আসক্তিরহিত হইয়া অনু-ষ্ঠান করা যায়, তাহা হইলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তদনন্তর মোক্ষ লাভ ঘটিবে। কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য এই বুদ্ধিতেই কর্ম্ম করিতে হইবে, কর্ম্মের প্রতি কোনরূপ যেন আসক্তি না থাকে, যদি কোন সামান্যরূপও আসক্তি থাকে, তাহা হইলে সেই কর্ম্ম নিষ্কামকর্ম্ম হইবে না। বর্ণাশ্রমোচিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি যে বর্ণের যে সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত আছে, তাহার অবিরোধে সেই বর্ণের সেই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয়। এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান আসক্তিপরিশূন্য হইয়া করিতে হইবে। এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের এবং ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কার্য্য বা ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে না। তাহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। অতএব আশ্রমোচিত কর্ম্ম সকল আসক্তিপরিশূন্য হইয়া করিবে, তাহাই নিষ্কামকর্ম্ম।

নিষ্কামিন্ (ত্রি) নিষ্কামং অস্ত্যর্থে ইনি। কামনাশূন্য, নিষ্কাম, নিস্পৃহ।

নিষ্কারণ (ত্রি) নির্নাস্তি কারণং যস্য। কারণশূন্য, হেতুশূন্য অকারণ, বৃথা, মিছামিছি।

নিষ্কালক (পুং) নিষ্কালয়তীতি নির্-কালি-ণ্বুল্। ১ মুণ্ডিত কেশলোমাদি।

"নিষ্কালকো ঘৃতাভ্যক্তস্তপ্তাং শূর্ম্মীং পরিষজ্য মরণাৎ পূতোভব-তীতি বিজ্ঞায়তে।" (বশিষ্ঠ)

নিষ্কালন (ক্লী) নির্-কল ভাবে ল্যুট্। ১ চালন। ২ মারণ।

নিষ্কালিক (অব্য) কালিকস্যাভাবঃ, অভাবার্থেঽব্যয়ীভাবঃ। ১ কালিকের অভাব। ২ কালয়িতৃহীন, জেতৃশূন্য, অজয্য।

"তং সুতপুত্রং রথিনাং বরিষ্ঠং নিষ্কালিকং কালবশং নয়াদ্য।" (ভারত কর্ণপ° ৭২ অ°)

'নিষ্কালিকঃ নির্গতঃ কালী কালয়িতা জেতা যস্মেতি' (নীলকণ্ঠ)

নিষ্কাশ (পুং) নিতরাং কাশতে শোভতে প্রাসাদাদৌ নির্-কাশ্-অচ্। ১ প্রাসাদাদির উপস্থান, সাজা, বারান্দা। ২ নিষ্কাসন, বহিষ্করণ। ৩ নিঃসারণ।

নিষ্কাশিত (ত্রি) নিস্-কাশ-ণিচ্-ক্ত। নিষ্কাসিত, নিঃসারিত।

নিষ্কাসন (ক্লী) নিস্-কাস-ল্যুট্। নিষ্কাশন, নিঃসারণ, নির্ব্বাসন।

নিষ্কাসিত (ত্রি) নিস্-কস-ণিচ্-ক্ত। ১ বহিষ্কৃত, দূরীকৃত, পর্য্যায় অবকৃষ্ট। ২ নিঃসারিত। ৩ নির্গমিত। ৪ আহিত।

'নিষ্কাসিতো নির্গমিতেঽপ্যাহিতে ধিক্কৃতেঽপি চ।' (মেদিনী)

৬ ধিক্কৃত, নিন্দিত।

নিষ্কিঞ্চন (ত্রি) নির্গতং কিঞ্চন গম্যং ধনং বা যস্য। ১ কিঞ্চন-শূন্য, বিষয়ান্তরশূন্য।

"প্রজ্ঞানং শৌচমেবাত্র শরীরস্য বিশেষতঃ।
তথা নিষ্কিঞ্চনত্বঞ্চ মনসশ্চ প্রসন্নতা॥" (ভারত অনু° ১০৮ অ°)

নিষ্কিঞ্চন, একজন বৈষ্ণব। ভক্তমালে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—নিষ্কিঞ্চন হরিপাল নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র। তিনি অতিশয় বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ছিলেন ও বৈষ্ণবদিগের সেবা করিতে পারিলেই জীবনে সুখানুভব করিতেন। ক্রমে বৈষ্ণবসেবায় তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইল। তাঁহার বৈষ্ণবসেবা করিবার জন্য কপর্দ্দক মাত্রও রহিল না। তখন একদিন এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। মনে করি-লেন, এইখান দিয়া যে কেহ যাইবে, তাহার নিকট যাহা পাইব, তাহা দিয়া বৈষ্ণব সেবা করিব। এমন সময় ভগবান্ রুক্মিণীর সহিত সেইখান দিয়া লীলাস্থলে উপস্থিত হইলেন। নিষ্কঞ্চন রুক্মিণীর অলঙ্কার লইবার জন্য তাহাকে ধরিয়া বলিলেন, জননি! তোমার অঙ্গের অলঙ্কার আমায় দিয়া যাও। কৃষ্ণ কৌতুক

করিবার জন্য, সেই সময় যেন দস্যু দেখিয়া পলাইয়া গেলেন। রুক্মিণী রোদন করিতে লাগিলেন। তখন নিষ্কিঞ্চন রুক্মিণীর কঙ্কণ ও অঙ্গুরী অপহরণ করিয়া লইলেন। পরে বলিলেন, মাতঃ! এই সকল দ্রব্য বৈষ্ণবসেবার জন্য লইতেছি, আপনি আমাকে এ সমস্ত দান করুন। এই সময় কৃষ্ণ নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন নিষ্কিঞ্চন স্তব করিতে লাগিলেন। আজীবন যাহাতে তাঁহার বৈষ্ণবসেবার অসচ্ছল না হয়, কৃষ্ণ এই বর দিয়া প্রস্থান করিলেন। (ভক্তমাল)

নিষ্কিরীয় (স্ত্রী) জাতি বিশেষ।

নিষ্কিল্বিষ (ত্রি) নির্নাস্তি কিল্বিষং যস্য। কিল্বিষশূন্য, পাপরহিত। (ভাগ° ৭।৭।১০)

নিষ্কুট (পুং) কুটাৎ গৃহাৎ নিষ্ক্রান্তঃ বা, নিস্-কুট-ক। ১ গৃহসমীপস্থ উপবন। এই অর্থে নিষ্কুট শব্দ ক্লীবলিঙ্গে প্রয়োগও দেখিতে পাওয়া যায়।

"পরিখাশ্চৈব কৌরব্য প্রতোলী নিষ্কুটানি চ।
ন জাতঞ্চঃ প্রপশ্যেত গুহ্যমেতৎ যুধিষ্ঠির॥" (ভারত ১২।৬৯।৫৫)

২ ক্ষেত্রবিশেষ। ৩ কপাট। ৪ অবরোধ, অন্তঃপুর, পত্মাট। ৫ পর্ব্বতবিশেষ।

'নিষ্কুটস্তু গৃহোদ্যানে স্যাৎ কেদারকপাটয়োঃ।' (মেদিনী)

নিষ্কুটি (স্ত্রী) কুট কৌটিল্যে কুট-ইন্ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) নির্গতা কুটিঃ কৌটিল্যং যস্যাঃ। এলা, এলাচি।

"এলা স্থূলা চ বহুলা পৃথ্বীকা ত্রিপুটাপি চ।
ভদ্রৈলা বৃহদেলা চ চন্দ্রবালা চ নিষ্কুটিঃ॥" (ভাবপ্র°)

নিষ্কুটী (স্ত্রী) নিষ্কুটি-ঙীষ্। নিষ্কুটি, এলা।

নিষ্কুটিকা (স্ত্রী) কুমারানুচরমাতৃভেদ। (ভারত শল্য° ৪৭ অ°)

নিষ্কুতূহল (ত্রি) কুতূহলশূন্য।

নিষ্কুম্ভ (পুং) নিস্-কুম্ভ-অচ্। ১ দন্তীবৃক্ষ। (ত্রি) নির্গতঃ কুম্ভো যস্মাৎ। ২ কুম্ভশূন্য।

নিষ্কুল (ত্রি) নির্গতং কুলং অবয়বানাং সমূহো যস্মাৎ। অবয়বসমূহশূন্য। কৃঞ্ ধাতুর প্রয়োগে নিষ্কোষণ অর্থে নিষ্কুল শব্দের উত্তর ডাচ্ হয়, যথা—

'নিষ্কুলাকরোতি দাড়িমং, নিষ্কোষয়তীত্যর্থঃ'

দাড়িমকে নিষ্কোষিত করিতেছে। নির্গতং কুলং সপিণ্ডাদির্যস্য। ২ সপিণ্ডাদি কুলরহিত।

"বশাঃপুত্রাসু চৈবং স্যাৎ রক্ষণং নিষ্কুলাসু চ।
পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ॥" (মনু)

নিষ্কুলীকৃত (ত্রি) নিষ্কুল-অভূততদ্ভাবে চ্বি, কৃ-কর্ম্মণি-ক্ত।

"কাশ্মর্য্যাণাং নিষ্কুলীকৃতানাম্।" (সুশ্রুত)

নিষ্কুলীন (ত্রি) কৌলীন্যশূন্য।

নিষ্কুষিত (ত্রি) নিস্-কুষ-ক্ত। ১ নিষ্কাষিত। ২ আকৃষ্ট। ৩ নিঃসারিত। ৪ নিত্বচীকৃত। ৫ ক্ষতবিক্ষত। ৬ খণ্ডিত।

"কাকৈঃ নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচিভিরান্দোলিতম্॥" (গঙ্গাস্তোত্র) (পুং) ৭ মরুদ্গণভেদ।

"অশ্মন্তং চিত্ররশ্মিঞ্চ তথা নিষ্কুষিতং নৃপম্।" (হরিব° ২০৪ অ°)

নিষ্কুহ (পুং) নিতরাং কুহয়তে, কুহ বিস্মাপনে অচ্। বৃক্ষকোটর। বৃক্ষাদিস্থিত স্বয়ংজাত রন্ধ্র।

নিষ্কৃত (ত্রি) মুক্ত, স্থানান্তরিত, অপসারিত, পাপনির্ম্মুক্ত।

নিষ্কৃতি (স্ত্রী) নির্-কৃ-ক্তিন্। ১ নিস্তার। ২ নির্মুক্তি ৩ পাপাদি হইতে উদ্ধার। ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বধ করিলে তাহার নিষ্কৃতি নাই।

"ব্রহ্মঘ্নে চৈব মিত্রঘ্নে সুরাপে গুরুতল্পগে।
সর্ব্বত্র বিহিতাসম্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

(পুং) ৪ অগ্নিবিশেষ। (ভারত ৩।২১৮।১৪)

নিষ্কৃষ্ট (ত্রি) নির্-কৃষ্-ক্ত। ১ সারাংশ। ২ নিশ্চিত।

নিষ্কেবল্য (পুং) যজ্ঞিয় স্তোমকারিত শংসনাত্মক শস্ত্রভেদ।

"মাধ্যন্দিনে তু হোতু নিষ্কেবল্যে স্তোমকারিতং শস্ত্রম্" (আশ্ব° শ্রৌতসূত্র ৯।১।১৪)

(পুং) ২ শস্ত্রদ্বারা গ্রহণীয় যজ্ঞপাত্ররূপ গ্রহভেদ।

"মরুত্বতীয়াশ্চ মে নিষ্কেবল্যশ্চ মে" (শুক্লযজু° ১৮।২০)

"প্রউগং শংসতি নিষ্কেবল্যং শংসতীতি" (শ্রুতি)

নৈষ্কেবল্য (ত্রি) কেবলস্য ভাবঃ কৈবল্যম্। নিশ্চিতং কৈবল্যং অসহায়ত্বং যস্য। ১ নিশ্চিত কেবলত্ব। ২ অন্যাসহকারী, অন্যের অসহকারী। ৩ নিরপেক্ষ।

"নিষ্কেবল্যেন পাপেন তির্য্যগ্যোনিমবাপ্নুয়াৎ।
পুণ্যপাপেন মানুষ্যং পুণ্যেনৈকেন দেবতাম্॥"
(ভারত শান্তি° ৩০৪ অ°)

৪ নিবৃত্তকৈবল্য। ৫ মোক্ষহীন।

নিষ্কোষ (পুং) নিস্-কুষ্-ঘঞ্। নিষ্কোষণ, বহির্নিঃসারণ।

নিষ্কোষণ (ক্লী) নির্-কুষ্-ল্যুট্। অন্তরবয়বের বহির্নিঃসারণ।

"দন্তশর্করোপকুশকর্ণশালূকনিষ্কোষণদূষিতাশ্চ দন্তবেষ্টাঃ।" (সুশ্রুত) তুঁষ বাহির করণ, খোলা ছাড়ান।

নিষ্কোষণক (ত্রি) ১ উত্তোলনযোগ্য। ২ উৎপাটনশীল (চিম্টার ন্যায়)। ৩ অন্তরায়ব হইতে বিচ্ছিন্ন। ৪ নিঃসারিত, দূরীভূত।

নিষ্কোষিতব্য (ত্রি) নিস্-কুশ-তব্য। নিষ্কোষণযোগ্য।

নিষ্কৌরব (ত্রি) নির্নাস্তি কৌরবঃ যস্য। কৌরবশূন্য, কৌরবহীন।

নিষ্কৌশাম্বি (ত্রি) নির্গতঃ কৌশাম্ব্যাঃ নগর্য্যাঃ, তৎপুরুষসমাসে গৌণত্বেন হ্রস্বঃ। কৌশাম্বিনগরী হইতে নির্গত।

নিষ্ক্রম (পুং) নির্-ক্রম-ঘঞ্। ১ গৃহাদি হইতে বহির্গমন। ২ প্রথম নিষ্ক্রমজন্ত শিশুর সংস্কার বিশেষ।

"অহন্যেকাদশে নাম চতুর্থে মাসি নিষ্ক্রমঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১২)

নিষ্ক্রমণ (ক্লী) নির্-ক্রম-ল্যুট্। ১ গৃহাদি হইতে বহির্গমন। ২ দশবিধ সংস্কারের মধ্যে সংস্কারভেদ। শিশুদিগের জননোত্তর প্রথম নির্গমন, এই নিষ্ক্রমণ শাস্ত্রানুসারে করিতে হয়।

"চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোর্নিষ্ক্রমণং গৃহাৎ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

জননাবধি চতুর্থ মাসে শিশুদিগের নিষ্ক্রমণ করিবে। শৌনকও, চতুর্থ মাসে শিশুদিগের নিষ্ক্রমণ করিবে, ইহাই বলিয়াছেন—

"চতুর্থে মাসি পুণ্যার্কে শুক্লে নিষ্ক্রমণং শিশোঃ।" (শৌনক)

কিন্তু কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে তৃতীয় মাসেও নিষ্ক্রমণের বিধি লিখিত আছে, যথা—

"মাসে তৃতীয়ে শশিবৃদ্ধিপক্ষে ক্ষপাকরে শোভনগোচরস্থে।
উৎপাতপাপগ্রহবর্জ্জিতে ভে নিষ্কাসনং সৌখ্যকরং শিশূনাম্॥"
(রাজমার্ত্তণ্ড)

জনন হইতে তৃতীয় মাসে শিশুদিগের নিষ্ক্রমণ শুভপ্রদ। নিষ্ক্রমণ শব্দের অর্থ বৃহস্পতি এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"অথ নিষ্ক্রমণং নাম গৃহাৎ প্রথম নির্গমঃ।
অকৃতায়াং কৃতায়াং স্যাদায়ুঃ শ্রীনাশনং শিশোঃ॥" (বৃহস্পতি)

প্রথম শিশুদিগের গৃহ হইতে যে নির্গমন—বাহিরে আসা—তাহার নাম নিষ্ক্রমণ। শিশুদিগের যথোক্ত বিধানে এই নিষ্ক্রমণ কার্য্য যদি না করা হয়, তাহা হইলে শিশুর আয়ু ও শ্রী নষ্ট হয়। এই স্থলে এইরূপ অনিষ্টফলশ্রুতিদ্বারা নিষেধ বিধি কথিত হইয়াছে অর্থাৎ যথোক্ত বিধানে শিশুদিগের নিষ্ক্রমণ অবশ্য বিধেয়। শাস্ত্রানুসারে নিষ্ক্রমণকার্য্য করিলে সম্পত্তিবৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু লাভ হয়।

"কৃতে সম্পদ্বিবৃদ্ধিঃ স্যাদায়ুর্ব্বর্দ্ধনমেব চ।" (বৃহস্পতি)

যম-সংহিতায় লিখিত আছে,—

"তৃতীয়ে মাসি কর্ত্তব্যং শিশোঃ সূর্য্যস্য দর্শনম্।
চতুর্থে মাসি কর্ত্তব্যমগ্নেশ্চন্দ্রস্য দর্শনম্॥" (যম-স°)

শিশুদিগের তৃতীয় মাসে সূর্য্যদর্শন এবং চতুর্থ মাসে অগ্নি ও চন্দ্রদর্শন কর্ত্তব্য। গোভিলগৃহ্যসূত্রেও লিখিত আছে, তৃতীয় মাসে নিষ্ক্রমণ করিবে।

"জননাদ্যস্তৃতীয়ো জ্যোৎস্নস্তৎতৃতীয়ায়াম্" (গোভিল)

কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে তৃতীয় মাস এবং কোন কোন মতে চতুর্থ মাসে নিষ্ক্রমণের কাল বিহিত দেখা যায়, ইহাতে পরস্পর বিরোধ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জ্যোতিস্তত্ত্বে ইহার ব্যবস্থা এইরূপ লিখিত আছে,—

সামবেদিদিগের তৃতীয় মাসে এবং যজুর্ব্বেদি ও ঋগ্বেদিদিগের চতুর্থ মাসে নিষ্ক্রমণ করিতে হইবে।

"মাসে তৃতীয় ইতি তু ছন্দোগানাং গোভিলেন
জননাত্তরং তৃতীয় শুক্লতৃতীয়ায়ামিতি" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

নিষ্ক্রমণের বিহিত দিন,—রিক্তা ভিন্ন তিথি অর্থাৎ চতুর্থী, অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী ভিন্ন তিথি, শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বার এবং আর্দ্রা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, ভরণী, মঘা, বিশাখা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও শতভিষা ভিন্ন নক্ষত্র, কন্যা, তুলা, কুম্ভ ও সিংহলগ্নে তৃতীয় বা চতুর্থ মাসে শিশুদিগের নিষ্ক্রমণ প্রশস্ত।

"আর্দ্রাধোমুখবর্জ্জিতাম্বুপহতেষ্বৃক্ষেষ্বরিক্তে তিথৌ
বারে ভৌমশনীতরে ঘটতুলাকন্যামৃগেন্দ্রোদয়ে।
সদ্দৃষ্টেঽথ চতুর্থমাসি যদি বা মাসে তৃতীয়ে বিধা-
বক্ষীণে শুভদে শিশোরভিনবং নিষ্ক্রামণং কারয়েৎ॥ (দীপিকা)

সামবেদিদিগের নিষ্ক্রমণের বিষয় ভবদেবভট্ট এইরূপ লিখিয়াছেন,—শিশুর জাত দিবস হইতে যে তৃতীয় শুক্লপক্ষ, তাহার তৃতীয়া তিথিতে প্রাতঃকালে কুমারকে স্নান করাইবে, তাহার পর দিবাবসান হইলে, সায়ং সন্ধ্যার পর জাতশিশুর পিতা চন্দ্রাভিমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিবেন। অনন্তর মাতা বিশুদ্ধ বস্ত্রে কুমারকে আচ্ছাদন করিয়া দক্ষিণদিকে ভর্ত্তার বাম পার্শ্বে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া, শিশুর মস্তক উত্তরদিকে রাখিয়া পিতাকে অর্পণ করিবেন। তাহার পর, মাতা স্বামির পশ্চাদ্দিক্ হইয়া উত্তরদিকে গমন করিয়া চন্দ্রের অভিমুখে অবস্থান করিবেন। এই সময় পিতা নিম্নলিখিত মন্ত্র জপ করিবেন—

মন্ত্র—'প্রজাপতি ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যত্তে সুষীমে হৃদয়ং হিতমন্তঃ প্রজাপতৌ বেদাহং মন্যে তদ্ব্রহ্মাহং পৌত্রমঘং নিগাম্।

প্রজাপতি ঋষি রনুষ্টুপ্ছন্দশ্চন্দ্রো দেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং বেদমৃতস্যাহং বেদ নামমাহং পৌত্রমঘং রুষম্।

প্রজাপতির্ঋষি রনুষ্টুপ্ছন্দইন্দ্রাগ্নী দেবতে কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতী যথায়ং ন প্রমীয়তে পুত্রো জনিত্র্যা অধি। এই তিনটী মন্ত্র জপ করাইয়া পিতা পুত্রকে চন্দ্র দর্শন করাইবেন। তদনন্তর চন্দ্রকে অর্ঘ্য দিতে হইবে।

অর্ঘমন্ত্র—

"ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত অত্রিনেত্রসমুদ্ভব।
গৃহাণার্ঘং শশাঙ্কেদং রোহিণ্যা সহিতোমম॥"

সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতে হইলে এই মন্ত্রে দিতে হয়—

"এহি সূর্য্যসহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥"

তাহার পর পিতা, সেই প্রকারে কুমারকে উত্তর শির করিয়া মাতার নিকট দিবে। তাহার পর যথাবিধি 'বামদেব্য' প্রভৃতি দ্বারা শান্তিকর্ম্ম করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। ইহার পর, অপর শুক্লপক্ষত্রয়ে তৃতীয়া তিথিতে সায়ংসন্ধ্যার পর, পিতা চন্দ্রাভিমুখ হইয়া জলাঞ্জলি গ্রহণ করিবেন। তাহার পর এই মন্ত্রে জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবেন,—

মন্ত্র—"প্রজাপতিঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চন্দ্রোদেবতা কুমারস্য চন্দ্রদর্শনে বিনিয়োগঃ। ওঁ যদদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রিতং তদহং বিদ্বাংস্তৎ পশ্যন্মাহং পৌত্রমঘং রুদম্।" তাহার পর অমন্ত্রক দুইবার জলাঞ্জলি দিতে হইবে।

পরে শান্তিকার্য্য ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। (ভবদেবভট্ট) ৩ সংসারাসক্তিত্যাগান্তে বনগমন। (বৃ° হরিবংশ ২।৫৫)

নিষ্ক্রমণিকা (স্ত্রী) পুত্রের চতুর্থ মাসে সূর্য্যদর্শনার্থ গৃহের বহিরানয়ন।

নিষ্ক্রমণিত (ত্রি) নিষ্ক্রমণ সঞ্জাতার্থে তারকাদিত্বাদিতচ্। সঞ্জাতনিষ্ক্রমণ, যাহার নিষ্ক্রমণ হইয়াছে।

নিষ্ক্রয় (পুং) নিষ্ক্রীয়তে বিনিমীয়তেঽনেনেতি নির্-ক্রী-অচ্ (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) ১ ভৃতি, বেতন। ২ বিনিময়দ্রব্য, তুল্য মূল্য দ্রব্যদ্বারা বিনিময় দ্রব্য। ভাবে অচ্। ৩ ক্রয়। ৪ বুদ্ধিযোগ। ৫ সামর্থ্য। ৬ নির্গমন। ৭ প্রত্যুপকার। ৮ বিনিময়।

"সমুৎক্ষিপন্ যঃ পৃথিবী ভৃতাংবরং বরপ্রদানস্য চকার শূলিনঃ। ত্রসত্তুষারাদ্রিসুতা সসম্ভ্রমস্বয়ংগ্রহাশ্লেষসুখেন নিষ্ক্রয়ম্॥" (মাঘ)

৯ বিক্রয়।

"ননিষ্ক্রয়বিসর্গাভ্যাং ভর্ত্তুর্ভার্য্যা বিমুচ্যতে।" (মনু)

নিষ্ক্রামণ (ক্লী) নির্-ক্রম-ণিচ্-ল্যুট্। [নিষ্ক্রমণ দেখ।]

নিষ্ক্রিয় (ত্রি) নির্গতা ক্রিয়া, ততো যস্য। ক্রিয়াদি ব্যাপারশূন্য।

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরপেক্ষং নিরঞ্জনম্।" (শ্রুতি)

আত্মা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, তাহার কোন কার্য্য নাই।

"নিষ্ক্রিয়স্য তদসম্ভবাৎ।" (সাংখ্যদ° ১।৪৭)

আত্মা নিষ্ক্রিয় হইলে, তাহার গতি কিরূপে হয়? যে নিষ্ক্রিয় তাহার গতি অসম্ভব। পূর্ণ ও সর্ব্বব্যাপক আত্মার কোথাও প্রবেশ ও নির্গম নাই। আকাশ কি কখনও কোথায় যায়, না আইসে? যাহা পরিচ্ছিন্ন বস্তু, তাহারই প্রবেশ ও নির্গম হয়, অন্যের সম্ভবে না। আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন স্বীকার করিলে, তাহা অপসিদ্ধান্ত হইবে, তাহা প্রমাণ-বহির্ভূত। শ্রুতিতে আত্মার পরলোকগত্যিরূপ ক্রিয়ার উল্লেখ আছে সত্য, কিন্তু তাহা ঔপাধিক, বাস্তব নহে। আত্মার লিঙ্গশরীররূপ উপাধি, ইহপরলোক গমনাগমন করে, তাহা দেখিয়া শ্রুতি উপচারক্রমে তদুপহিত আত্মার পরলোকগতি বর্ণনা করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে, আত্মা কোথাও যান না, আসেনও না। যেমন কোন ঘট এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গেলে পর, তদুপহিত আকাশ গিয়াছে, বলিয়া উল্লেখ করা যায়, শ্রুত্যুক্ত আত্মার গতিও ঠিক তদ্রূপ জানিতে হইবে। অতএব আত্মা নিষ্ক্রিয়।

"অথ দ্রব্যাশ্রিতা জ্ঞেয়া নির্গুণা নিষ্ক্রিয়া গুণাঃ॥" (ভাষাপরি°)

নিষ্ক্রিয়তা (স্ত্রী) নিষ্ক্রিয়স্য ভাবঃ, তল-টাপ্। নিষ্ক্রিয়ের ভাব, অলসতা। অমনোযোগিতা।

নিষ্ক্রিয়াত্মতা (স্ত্রী) নিষ্ক্রিয় আত্মা যস্য,নিষ্ক্রিয়াত্মন্, তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। নিষ্ক্রিয়স্বরূপতা, নির্ণয়ত্ব। অনবধানতা।

নিষ্ক্রীতি (স্ত্রী) মুক্তি।

নিষ্ক্রোধ (ত্রি) নির্নাস্তি ক্রোধঃ যস্য। ক্রোধহীন, ক্রোধশূন্য।

নিষ্ক্লেশ (ত্রি) ক্লেশহীন। বৌদ্ধমতে দশবিধ ক্লেশ হইতে মুক্ত।

নিষ্ক্লেশলেশ (ত্রি) নির্নাস্তি ক্লেশলেশঃ যস্য। ১ ক্লেশলেশশূন্য। নিষ্ক্লেশ।

নিষ্ক্বাথ (পুং) নিঃসৃতঃ ক্বাথো যত্র। মাংসাদির ক্বাথ, চলিত ঝোল। পর্য্যায়—রসক। (হেমচ° ৩।৭৭)

নিষ্টকন্ (ত্রি) নির্-তক-সহনে-কনিপ্ ততো বেদে সাধুঃ। নিতরাং সহনশীল।

নিষ্টকরী (স্ত্রী) নিষ্টকন্ বনোরচ্ ইতি ঙীপ্, রশ্চান্তাদেশঃ। নিতান্ত সহনশীলা।

"দাসীং নিষ্টকরীমিচ্ছ"। (অথর্ব্ব° ৫।২২।৬)

নিষ্টপন (ক্লী) পোড়ান।

নিষ্টপ্ত (ত্রি) ১ উজ্জ্বলীকৃত, বার্ণিস দ্বারা চকচকে করা। ২ উৎকৃষ্ট রন্ধনযুক্ত।

নিষ্টর্ক্য (ত্রি) ১ পাক খুলিয়া মোচন করা। ২ তর্কের অযোগ্য।

নিষ্টানক (পুং) নিতান্তস্তানকঃ শব্দভেদঃ, ততো ষত্বং টুত্বঞ্চ। সরব শব্দ।

"নিষ্টানকশ্চ সুমহাংস্তত্র সৈন্যস্য চাভবৎ॥"
(ভারত ভীষ্ম° ৫৮)

নিষ্টি (স্ত্রী) নিশ-সমাধৌ-ক্তিচ্। অদিতিসপত্নী, দিতি।

"নিষ্টিগ্রাঃ পুত্রমাচ্যাবয়োতয়ঃ।" (ঋক্ ১০।১০১।১২)

'নিষ্টিগ্রাঃ নিষ্টিং দিতিং স্বসপত্নীং গিরতীতি নিষ্টিগ্রীরদিতি তস্যাঃ' (সায়ণ)

নিষ্টিগ্রী (স্ত্রী) অদিতি। [নিষ্টি দেখ।]

নিষ্টুর্ (ত্রি) নিস্-তৃ-ক্বিপ্, বেদে বাহুলকাৎ উ, ততো ষত্বং টুত্বঞ্চ। শত্রুদিগের অভিভাবক, শত্রুবিজেতা।

"প্র ব উগ্রায় নিষ্টুরে।" (ঋক্ ৮।৩২।২৭) 'নিষ্টুরে শত্রূন্ নিস্তরতে' (সায়ণ)

নিষ্ট্য (পুং) নির্গত্য স্ত্যায়তে স্ত্যৈ-ক। নিস্-গতার্থে ত্যপ্ বা, (অব্যয়াৎ ত্যপ্। পা ৪।২।১০৪) ইত্যত্র 'নিসো গত' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা ত্যপ্, ততো বিসর্গলোপঃ ষত্বং টুত্বঞ্চ।

১ চণ্ডালাদি। ২ ম্লেচ্ছজাতিভেদ। ৩ পুত্রাদি।

"যং মে নিষ্ট্যো যমমাত্যো নিচখান।" (শুক্লযজু° ৫।২৩)

'ষ্ট্যৈ স্ত্যৈ শব্দসঙ্ঘাতয়োঃ, নিতরাং স্ত্যায়তি সঙ্ঘাতরূপেণ সহ বর্ত্তত ইতি নিষ্ট্যঃ। যদ্বা, নির্গত্য শরীরাৎ স্ত্যায়তি বিস্তীর্ণো-ভবতীতি নিষ্ট্যঃ পুত্রাদিঃ, বা নির্গতো বর্ণাশ্রমেভ্যো নিষ্ট্যঃ চণ্ডালাদিঃ।' (বেদদীপ)

নিষ্ঠ (ত্রি) নিতরাং তিষ্ঠতীতি নি-স্থা-ক। ১ নিতরাং স্থিতিশীল, স্থিত। "অথবা হেতুমন্নিষ্ঠবিরহা প্রতিযোগিনা।" (ভাষাপরি°) ২ তৎপর।

নিষ্ঠা (স্ত্রী) নিতরাং তিষ্ঠন্তীতি নি-স্থা-ক, ততো ষত্বং স্ত্রিয়াং টাপ্-চ্। ১ নিষ্পত্তি। ২ নাশ।

"যদাক্ষিতাবেব চরাচরস্য বিদাম নিষ্ঠাং প্রভবঞ্চ নিত্যম্।"

(ভাগবত ৫।১৮।৮)

৩ অন্তঃসীমা। ৪ নির্বহণ। ৫ বাচ্ঞা। ৬ ধর্ম্মাদিতে শ্রদ্ধা।

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়াঽনঘ।

জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥" (গীতা)

ধর্ম্মাদিবিষয়ে ঐকান্তিক অনুরাগের নাম নিষ্ঠা, এই নিষ্ঠা দুই প্রকার—জ্ঞাননিষ্ঠা আর কর্ম্মনিষ্ঠা। বিবেকিদিগের পক্ষে জ্ঞাননিষ্ঠা এবং কর্ম্মযোগির কর্ম্মনিষ্ঠাই প্রশস্ত। এই ধর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা জগতে প্রতিষ্ঠা হয়, নৈষ্ঠিক ব্যক্তি অনায়াসে স্বীয়ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। ৭ অবধারণ।

"ঘ্রাণং জিহ্বা চ চক্ষুশ্চ ত্বক্‌শ্রোত্রং মন এবচ।

ন নিষ্ঠামধিগচ্ছন্তি বুদ্ধিস্তামধিগচ্ছতি॥" (ভারত আশ্ব° ৬৬৫)

৮ ব্যাকরণ-পরিভাষিত ক্ত, ক্তবতু প্রত্যয়।

"ক্ত ক্তবতু নিষ্ঠা।" (পা ১।১।২৬)

ক্ত এবং ক্তবতুর নিষ্ঠা সংজ্ঞা হয়। ৮ প্রাপ্তি।

"ভগবন্তং হরিং প্রায়ো ন ভজন্ত্যাত্মবিত্তমাঃ।

তেষামশান্তকামানং কা নিষ্ঠাঽবিজিতাত্মনাম্॥"

(ভাগ° টীকায় শ্রীধর)

নি-স্থা-ক্বিপ্। ৯ স্থিতি, যথাভূতস্থিতি।

"জাতে নিঃষ্ঠামদধুর্গোষু বীরান্।" (ঋক্ ৩।৩১।১০)

'নিষ্ঠাং পূর্ব্বং যথাস্থিতিম্।' (সায়ণ)

নিতরাং তিষ্ঠন্তি ভূতান্যত্র আধারে বাহুলকাৎ অ। ১০ প্রলয়কালে সর্ব্বভূতস্থিতির আধার বিষ্ণু।

নিষ্ঠা (স্ত্রী) নির্-স্থা ক্বিপ্। যথাভূত স্থিতি। বাহুল্যপ্রযুক্ত বিসর্গ লোপ করিলে নিষ্ঠা এইরূপ হয়। (ঋক্ ৩।৩১।১০)

নিষ্ঠাগত (ত্রি) নিষ্ঠাং গতঃ, 'দ্বিতীয়াশ্রিতেত্যাদিনা দ্বিতীয়াতৎ পুরুষঃ।' নিষ্ঠাপ্রাপ্ত।

নিষ্ঠান (ক্লী) নি-স্থা করণে ল্যুট্। ব্যঞ্জন। তক্রাদ্যুপসেচন।

"আজৈশ্চাবিকবারাহৈর্নিষ্ঠানবরসঞ্চয়ৈঃ।

ফলনির্য্যূহসংসিদ্ধৈঃ সূপৈর্গন্ধরসান্বিতৈঃ॥" (রামা° ২।৯১।৬৭)

নিষ্ঠানক (পুং) নাগভেদ। (ভারত ১।৩৫ অ°) নিষ্ঠান স্বার্থে কন্। ২ নিষ্ঠান, ব্যঞ্জন।

নিষ্ঠান্ত (ত্রি) নিষ্ঠা নাশোঽন্তে যস্য। নাশান্ত বস্তু, যে বস্তুর অন্তে নাশ আছে।

"নিষ্ঠান্তং পশুচাপি ত্বং ক্ষাত্রং ধর্ম্মঞ্চ কেবলম্।"(ভা°স্ত্রীপর্ব্ব১১অঃ)

২ নিতরাং স্থিতান্ত।

"নানাদিরথ নিষ্ঠান্তো যাসুষা বহবো যথা।" (ভা°অনু°১০১ অঃ)

নিষ্ঠাব (ত্রি) নিষ্ঠাযুক্ত। (ঐত° ব্রা° ৫।২।৯)

নিষ্ঠাবৎ (ত্রি) নিষ্ঠা বিদ্যতেঽস্য, নিষ্ঠা মতুপ্ মস্য ব। নিষ্ঠাযুক্ত॥

নিষ্ঠিত (ত্রি) নি-স্থা-ক্ত। নিতরাং স্থিত বস্তু॥

"দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্মনি নিষ্ঠিতানাং।" (ভাগ° ২।৭।৩৬)

'দেবদ্বিষাং দৈত্যানাং নিষ্ঠিতানাং নিতরাং স্থিতানাম্।' (শ্রীধর)

নিষ্ঠা জাতা অস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ্। ২ নিষ্ঠাবিশিষ্ট, নিশ্চয়রূপে স্থিত। ৩ সম্যক্ জ্ঞাতা।

"রক্ষিতা স্বস্য ধর্ম্মস্য স্বজনস্য চ রক্ষিতা।

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো ধনুর্ব্বেদে চ নিষ্ঠিতঃ॥" (রামা° ১।১।১৪)

নিষ্ঠীব (পুং) নি-ষ্ঠিব ভাবে ঘঞ্, বাহুলকাৎ দীর্ঘঃ। ষ্ঠীবন, শ্লেষ্মাদির মুখ হইতে নিরসন। (হেমচ°)

"নিষ্ঠীবঃ পার্শ্বতো যায়াদেকস্যা্ক্ষো নিমীলনম্।" (বাভট)

নিষ্ঠীবন (ক্লী) নি-ষ্ঠিব-ভাবে ল্যুট্, ষ্ঠিবুসিব্যোর্ল্যুটি দীর্ঘো বা ইতি দীর্ঘঃ। (স্বামী) বা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মুখ দ্বারা শ্লেষ্মাদির বমন, চলিত ছেপ, থুথু। পর্য্যায়—নিষ্ঠেব, নিষ্ঠ্যূতি, নিষ্ঠেবন, নিষ্ঠেবা।

"ক্ষুতেঽবলীঢ়ে বান্তে চ তথা নিষ্ঠীবনাদিষু।

কুর্য্যাদাচমনং স্পর্শং গোপৃষ্ঠস্যার্কদর্শনম্॥" (মার্ক° পু° ৩৪।৩০)

নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু ফেলিলে পুনরায় আচমন করিতে হয়।

নিষ্ঠীবন (ক্লী) ভৈষজ্যরত্নাবলীবর্ণিত ঔষধভেদ। এই ঔষধ কুলি করিতে হয় বলিয়া ইহাকে নিষ্ঠীবন কহে। সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগে চূর্ণ করিয়া, আদার রসে গুলিবে, পরে আকণ্ঠ পর্য্যন্ত মুখে উহা পূর্ণ মাত্রায় ধারণ করিবে। এইরূপ ধারণ

করিলে পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে। এই ক্রিয়া দ্বারা হৃদয়, কণ্ঠা, পার্শ্ব, মস্তক ও গলা হইতে অতি গাঢ়রূপে সংলগ্ন বা শুষ্ক সমুদয় শ্লেষ্মা আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শরীরের ভার লঘু বোধ হয়। ইহাতে পর্ব্বভেদ জ্বর, মূর্চ্ছা, নিদ্রা, কাস, গলরোগ, মুখ ও চক্ষের ভার, জড়তা, উৎক্লেদ, এই সমুদায় নিবারিত হয়। দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া এক দুই তিন বা চারিবার পর্য্যন্তও নিষ্ঠীবন ব্যবহার্য্য। ইহা সান্নিপাতিক রোগের অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্নাবলী জ্বরাধিকার)

নিষ্ঠীবিত (ক্লী) নিষ্ঠীবং করোতি কৃতো নি-ষ্ঠীব-ণিচ্-ভাবে-ক্ত। নিষ্ঠীবনকরণ।

"বাচঃ পরুষা নিষ্ঠীবিতং ক্ষুতং চাশুভং কথিতম্।" (বৃহৎসং ৫৩অঃ)

নিষ্ঠুর (ক্লী) নি-স্থা-মদ্গুরাদয়শ্চেতি উরচ্। ১ পরুষ, কঠিন। (ত্রি) ২ কঠোর। ৩ অশ্লীল বাক্য।

"গুহ্যাঙ্গামেধ্যশব্দানাং বচনং নিষ্ঠুরং বিদুঃ।
যদস্থান্বা বচো নীচং স্ত্রীপুংসমৈথুনাশ্রয়ম্॥" (নীতি°)

৪ তত্ত্বদ্বিশিষ্ট।

"হিংস্রাভবতু তে বুদ্ধিরেতাসু কুরু নিষ্ঠুরম্।" (ভট্টি)

নিষ্ঠুরতা (স্ত্রী) নিষ্ঠুরস্য ভাবঃ নিষ্ঠুর-তল্-টাপ্। নিষ্ঠুরের কার্য্য, নিষ্ঠুরের ভাব, কঠোরতা।

নিষ্ঠুরিক (পুং) নাগভেদ। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব ১০২ অঃ)

নিষ্ঠ্যূত (ত্রি) নি-ষ্ঠিব-ক্ত ততো ঊট্। (চ্ছ্বোঃ শূড়িতি। পা ৬।৪।১৯) ১ ক্ষিপ্ত। ২ উদ্গীর্ণ। ৩ মুখদ্বারা নিরস্ত শ্লেষ্মাদি, থু থু ফেলা। "শ্লেষ্মনিষ্ঠ্যূতি বান্তানিনাধিতিষ্ঠেত্তু কামতঃ।" (মনু)

নিষ্ঠ্যূতি (স্ত্রী) নি-ষ্ঠিব-ক্তিন্। নিষ্ঠীবন।

নিষ্ঠেব (পুং) নি-ষ্ঠিব-ঘঞ্। নিষ্ঠীবন।

নিষ্ঠেবন (ক্লী) নি-ষ্ঠিব-ভাবে ল্যুট্। নিষ্ঠীবন।

নিষ্ণ (ত্রি) নি-স্না-ক, 'নিনদীভ্যাং স্নাতেঃ কৌশলে' ইতি সূত্রেণ ষত্বং, ষত্বে টুত্বং। কুশল।

"আতিথ্যনিষ্ণা বনবাসিমুখ্যাঃ" (ভট্টি ২।২৬)

নিষ্ণাত (ত্রি) নিতরাং স্নাতি স্মেতি নি-স্না-ক্ত, ততো ষত্বং, ষত্বে টুত্বং (নিনদীভ্যাং স্নাতেঃ কৌশলে। পা ৮।৩।৮৯) ১ বিজ্ঞ। ২ নিপুণ। "যস্তু কর্ম্মসু নিষ্ণাতো ধাষ্টাচ্ছাত্রবহিষ্কৃতঃ।
স সৎসুপূজাং নাপ্নোতি বধশ্চার্হতি রাজতঃ॥"(সুশ্রুত সূত্র°৩অঃ)

৩ পারগত। (ভাগ° ১।৪।২১) ৪ প্রধান।

নিষ্পক (ত্রি) নিতান্তং পক্বম্। অতিশয় পক্ব ব্যঞ্জন। পর্য্যায়—ক্বথিত। ২ ক্বাথিত দশমূলাদি।

"পর্ণকষায়নিষ্পক্বা এতামাপো ভবন্তি।" (শত° ব্রা° ৬।৫।১।১)

নিষ্পঙ্ক (ত্রি) পঙ্কশূন্য, নির্ম্মল।

নিষ্পতন (ক্লী) নিস্-পত-ল্যুট্। নির্গমন। নিষ্ক্রমণ।

নিষ্পতাকধ্বজ (পুং স্ত্রী) রাজাদিগের পতাকাশূন্য দণ্ডবিশেষ। যুক্তিকল্পতরুতে এই নিষ্পতাকধ্বজের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—ইহাতে কেবল পতাকা থাকিবে না, সপতাকধ্বজ যে পরিমাণ হইবে, ইহাও সেই পরিমাণ হইবে, ইহাতে দণ্ড, পক্ষ, পদ্ম, কুম্ভ, বিহগ ও মণি বিন্যস্ত করিতে হইবে।

"পূর্ব্ববদ্দণ্ডনিয়মস্তত্র দৈর্ঘ্যে বিশেষণম্।
দণ্ডঃ পক্ষাণি পদ্মঞ্চ কুম্ভশ্চ বিহগো মণিঃ॥
নিষ্পতাকো ধ্বজো রাজ্ঞাং ষড়্ভিরেতৈঃ সুসংস্থিতৈঃ।
জয়ঃ কপালো বিজয়ঃ ক্ষেত্রংতত্র শিবঃ ক্রমাৎ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

নিষ্পতিষ্ণু (ত্রি) নিস্-পত-বাহুলকাৎ ইষ্ণুচ্, ততো ষত্বং। নিতান্তপতনশীল।

"ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি বুদ্ধ্যা সংযম্য যত্নতঃ।
সর্ব্বতো নিষ্পতিষ্ণূনি পিতা বালানি বাত্মজাম্॥"
(ভারত শান্তিপর্ব্ব° ২৫ অঃ)

নিষ্পতিসুতা (স্ত্রী) নির্গতো-পতিঃ সুতশ্চ-যস্যাঃ, ততো বাচ্য ষত্বং। অবীরা স্ত্রী, পতিপুত্রহীনা নারী।

নিষ্পত্তি (স্ত্রী) নির্-পদ-ক্তিন্। ১ সমাপ্তি। ২ সিদ্ধি।

"ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তির্যদ্ব্যাপারাদনন্তরম্।
বিবক্ষ্যতে যদা তত্র করণত্বং তদা স্মৃতম্॥"
(রামতর্কবাগীশধৃত কারিকা)

৩ নাদের অবস্থাবিশেষ। নাদের চারিপ্রকার অবস্থা,—আরম্ভ, ঘট, পরিচয় ও নিষ্পত্তি। এই নিষ্পত্তিনাদ যোগাবস্থায় বীণা ধ্বনিবৎ হয়।

"আরম্ভশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়োঽপি চ।
নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু স্যাদবস্থা চতুষ্টয়ম্॥" (হটযোগদীপি° ৪।৭৬)
"রুদ্রগ্রন্থিং যদা ভিত্বা সর্ব্বপীঠগতোঽনিলঃ।
নিষ্পত্তৌ বৈষ্ণবঃ শব্দঃ কণদ্বীণাকণো ভবেৎ॥" (হট° দী° ৪।৭৬)

৩ অবধারণ, নিশ্চয়। ৪ পরিপাক। ৫ চুক্তি। ৬ মীমাংসা। ৭ নির্ব্বাহ। ৮ অনুপাত (Ratio)।

নিষ্পত্র (ত্রি) নির্গতং অঙ্গ পার্শ্বেন নিঃসৃতং পত্রঃ শরপুঙ্খো যস্য। ১ একপার্শ্ব নিক্ষিপ্ত সপুঙ্খশরের অপর পার্শ্বে নির্গময়ুক্ত মৃগাদি, যে সপুঙ্খশর মৃগের একপার্শ্ব ভেদ করিয়া অপর পার্শ্ব দিয়া নির্গত হয়, এইরূপ মৃগ প্রভৃতি।

সপত্র ও নিষ্পত্র শব্দের উত্তর কৃঞ্ ধাতুর প্রয়োগে ডাচ্ প্রত্যয় হয়। "নিষ্পত্রাকরোতি, মৃগং সপুঙ্খস্য শরস্য অপরপার্শ্বেন নির্গমনাৎ নিষ্পত্রং করোতীত্যর্থঃ।" (পাণিনি)

নির্গতং পত্রং যস্য। ২ নির্গতপত্রক, যাহার পত্র নির্গত হইয়াছে।

নিষ্পত্রক (ত্রি) নির্গতং পত্রং পর্ণং যস্য কপ্। ১ পত্রশূন্য। স্ত্রিয়াং টাপ্।

নিষ্পত্রিকা (স্ত্রী) নিষ্পত্রক-টাপ্, টাপি অত ইত্বম্। করীর বৃক্ষ। (রাজনি°)

নিষ্পত্রাকৃতি (স্ত্রী) নিষ্পত্র-ডাচ্, কৃ-ভাবে-ক্তিন্। অতিব্যথন। (হেম)

নিষ্পদ্ (স্ত্রী) নির্-পদ-ক্বিপ্। ১ নির্গম। "নিষ্পদো মূলজানাং" (ঋক্ ১০।১০২।৬) 'নিষ্পদঃ নির্গচ্ছন্তঃ' (সায়ণ)

নিষ্পদ (ত্রি) ১ পাদহীন। (ক্লী) নির্গতং পদং পাদো যস্ম, ততো যত্বম্। ২ পাদহীন যান, নৌকাদি।

"নৌকাদ্যং নিষ্পদং যানং তস্ত লক্ষণমুচ্যতে।
অশ্বাদিকন্তু যদ্ যানং স্থলে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
জলে নৌকৈব যানং স্যাদতস্তাং যত্নতে বহেৎ ॥" (যুক্তিকল্পতরু)
[নৌকা দেখ।]

নিষ্পদী (স্ত্রী) নির্গতঃ পাদোঽস্যাঃ পাদোঽস্তলোপঃ, ততো কুম্ভপদ্যাদিত্বাৎ ঙীপ্, পদ্ভাবঃ বিসর্গস্য ষঃ। ১ পদহীনা স্ত্রী।

নিষ্পন্দ (ত্রি) নির্গতঃ স্পন্দো যস্য। স্পন্দনরহিত।
"মৈথিলীতনয়োদ্গীতনিষ্পন্দমৃগমাশ্রমম্।" (রঘু ১৫।৩৭)
যে স্থলে বিসর্গ লোপ হইবে না, সেই থানে 'নিঃস্পন্দ' এইরূপ পদ হইবে।

নিষ্পন্দন (ত্রি) স্পন্দনশূন্য, কম্পনরহিত।

নিষ্পন্ন (ত্রি) নির্-পদ-ক্ত। ১ নিষ্পত্তিবিশিষ্ট। ২ সম্পন্ন, পর্যায় সিদ্ধনির্বৃত্ত।
"নিষ্পাপত্বং ফলং বিদ্ধি তীর্থস্য মুনিসত্তম।
কৃষেঃ ফলং যথালোকে নিষ্পন্নান্নস্য ভক্ষণম্।"(দেবীভাগ° ৩।৮।২২)
৩ সমাপ্ত, সম্পাদিত, কৃতনিষ্পাদন।

নিষ্পরিকর (ত্রি) ১ যাহা যুক্তহস্ত নহে। ২ প্রস্তুত না হওয়া। ৩ দৃঢ়সংকল্পহীন।

নিষ্পরিগ্রহ (ত্রি) নির্গতঃ পরিগ্রহঃ যস্য। বিষয়াদি সঙ্গরহিত, কন্থা পাদুকাদি ভিন্ন দ্রব্যরহিত, যাহার কোনরূপ পরিগ্রহ নাই।
"আত্মন্যাত্মানমাধায়নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ।" (মার্কপু° ১৬ অঃ)
নির্নাস্তি পরিগ্রহঃ পত্নী যস্য। ২ স্ত্রীশূন্য। ৩ অবিবাহিত।

নিষ্পরিচ্ছদ (ত্রি) ১ পরিচ্ছদশূন্য। ২ অনুচরশূন্য।

নিষ্পরিদাহ (ত্রি) যাহা দগ্ধ হয় না, যাহা সহজে পোড়ে না।

নিষ্পরীক্ষ (ত্রি) যাহার পরীক্ষা হয় নাই।

নিষ্পরীহার (ত্রি) যাহা পরীহার করা যায় না।

নিষ্পরুষ (ত্রি) ১ কোমল, গীতবাদ্যাদির মৃদুস্বর। (দিব্যা°৩।২৪) ২ যাহা কর্কশ নহে।

নিষ্পবন (ক্লী) নিস্-পূ-ভাবে ল্যুট্,ততো ষত্বং। ধান্যাদির নিস্তুষকরণ। "নিষ্পবনাদি ফলীকরণান্তং ভেদেন" (কাত্যা° শ্রৌ°)

নিষ্পাণ্ডব (ত্রি) পাণ্ডবশূন্য।

নিষ্পাদ্ (পুং) নির্গতৌ পাদৌ যস্য, অন্ত্যালোপঃ ততো বিসর্গস্য ষঃ। নির্গতপাদক।

নিষ্পাদক (ত্রি) নির্-পদ-ণিচ্-ণ্বুল্। নিষ্পত্তি-কারক। "ন চার্থবিষয়ে তস্য মন্ত্রী সহায়ঃ কিন্তু স্বয়মেব নিষ্পাদকঃ" (সাহিত্যদ°)

নিষ্পাদন (ক্লী) নির্-পদ-ণিচ্-ল্যুট্। নিষ্পত্তি করণ, শেষকরণ, সম্পাদন, সমাপন, নির্ব্বাহ।

নিষ্পাদিত (ত্রি) নির্-পদ-ণিচ্-ক্ত। ১ সম্পাদিত। ২ উৎপাদিত। ৩ চেষ্টিত।

নিষ্পাদ্য (ত্রি) নিস্-পদ-ণিচ্-ণ্যৎ। সম্পাদ্য, সাধ্য, নির্ব্বাহ করিবার যোগ্য।

নিষ্পান (ক্লী) নিঃশেষরূপে পান।

নিষ্পাব (পুং) নিষ্পূয়তে তুষাদ্যপনয়নেন শোধ্যতেঽনেন নির্-পূ-করণে ঘঞ্। ১ ধান্যাদির নিস্তুষীকরণ, বহুলীকরণ, পর্য্যায় পবন, পব, পূতীকরণ।
'ধান্যাদিনিস্তুষীকার্য্য বহুলীকরণাদিষু।
তথাচ পূতীকরণে নিষ্পাবঃ পবনং পবঃ ॥' (শব্দরত্নাবলী)
২ সূর্পাদির বায়ু। এই কুলার বাতাস দিয়া ধান্য প্রভৃতির তুষশূন্য করা হইয়া থাকে। ৩ রাজমাষ, চলিত বরবটী। ৪ নির্বিকল্প। ৫ কড়ঙ্গর।
'নিষ্পাবঃ সূর্পপবনে রাজমাসে কড়ঙ্গরে।
পবনে শিম্বিকায়াঞ্চ নিষ্পাবো নির্ব্বিকল্পকে ॥' (বিশ্ব)
৭ শ্বেত শিম্বী, চলিত সাদা শিম। ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে, নিষ্পাব, রাজশিম্বী, বল্লক এবং শ্বেতশিম্বিক, এই কএকটী একপর্য্যায়ক শব্দ। গুণ—মধুর, কষায় রস, রুক্ষ, অম্ল, বিপাক, গুরু, সারক, স্তন্য, পিত্ত, রক্ত, মূত্র, বায়ু ও বিষ্ঠাবিবন্ধজনক, উষ্ণবীর্য্য, বিষ, কফ, শোথ ও শুক্রনাশক। ৮ দ্বিগুঞ্জা পরিমাণ।

নিষ্পাবক (পুং) নিষ্পাব এব স্বার্থে কন্। শ্বেতশিম্বী, ইহার ভ্রষ্টফলের গুণ—মলবন্ধকারক ও গুরু। (রাজনি°)
"নিষ্পাবকো বৈবলাসশোফশুক্রাসুকো রুক্ষগুণো বিদাহী।
কষায়কঃ স্যাম্মধুরো গুরুশ্চ স্তন্যাস্রপিত্তঞ্চ করোতি বাতম্ ॥"
(হারীত প্রথম স্থান ১০ অঃ)

নিষ্পাবী (স্ত্রী) নিষ্পাব-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। শিম্বী বিশেষ। চলিত বোরা বা বরবটী। ইহা দুই প্রকার। হরিদ্বর্ণার পর্য্যায়—গ্রাম্যজা, ফলিনী, নখ-পূর্ব্বিকা, মণ্ডপী ফলিকা, শিম্বী, গুচ্ছফলা, বিশালফলিকা, নিষ্পাবি, চিপিটা। শুভ্রার পর্য্যায়—অঙ্গুলিকলা, নখনিষ্পাবিকা, বৃত্তনিষ্পাবিকা, গ্রাম্যা, নখ-গুচ্ছফলা, অপনা।

ইহাদের গুণ কষায়, মধুর রস, কণ্ঠশুদ্ধিকর, মেধ্য, দীপন ও রুচিকারক। (রাজনি°)

নিষ্পিষ্ট (ত্রি) নি -পিষ-ক্ত। চূর্ণীকৃত, মর্দ্দিত, ঘৃষ্ট।

নিষ্পীড় (ত্রি) নিস্-পীড়-অচ্। নিষ্পীড়ন।

নিষ্পীড়ন (ক্লী) নিস্-পীড়-ল্যুট্। নিপীড়ন, নিংড়ান।

নিষ্পীড়িত (ত্রি) নিস্-পীড়-ক্ত। নিষ্পীড়িত,যাহানিংড়ান হইয়াছে।

নিষ্পুতিগন্ধিক (ত্রি) স্বর্গীয় বা দেবভোগ্য চাউলের সদগন্ধ-বিশিষ্ট। (দিব্যাবদান ১২০।২)

নিষ্পুত্র (ত্রি) নির্নাস্তি পুত্রঃ যস্য। অপুত্রক, পুত্রহীন।

নিষ্পুরাণ (ত্রি) পুরাণশূন্য, পুরাতন শূন্য, পুরাতন কোন বস্তু না থাকা, যুগান্তকালে সমস্ত পুরাতন বস্তুরই ধ্বংস হয়।

"ততো যুগান্তে ভূতানামেষ চাহঞ্চ সুব্রত।

সহিতৌ বিচরিষ্যাবো নিষ্পুরাণকরাবুভৌ॥" (হরিব° ৪৬ অঃ)।

নিষ্পুরুষ (ত্রি) পুরুষশূন্য, পুরুষহীন।

নিষ্পুলাক (ত্রি) নির্গতপুলাকো যস্মাৎ। ১ পুলাকরহিত, ধান্যাদির তুচ্ছধান্যরহিত। (পুং) ২ জৈনভেদ। (হেম)

নিষ্পেষ (পুং) নির্-পিষ্-ঘঞ্। ১ নিষ্পীড়ন। ২ নিঘর্ষণ। ৩ চূর্ণন। অভাবার্থে অব্যয়ীভাব। ৪ পেষণাভাব।

"আয়ুধানাঞ্চ নিষ্পেষোরথানাঞ্চ মহাস্বনঃ।" (রামা° ৩।৩১।৪২)

নিষ্পেষণ (ক্লী) নিস্-পিষ-ল্যুট্। ঘর্ষণ, পেষণ, চূর্ণন, মর্দ্দন।

নিষ্পৌরুষ (ত্রি) পৌরুষহীন।

নিষ্প্রকম্প (ত্রি) নির্গতঃ প্রকম্পো যস্য। ১ প্রকৃষ্ট কম্পশূন্য। (পুং) ২ ত্রয়োদশ মন্বন্তরীয় সপ্তর্ষিভেদ। (হরিব° ৭ অঃ)

নিষ্প্রকারক (ত্রি) নির্গতঃ প্রকারকঃ যস্য। প্রকারকশূন্য, নির্বিকল্পক।

নিষ্প্রকাশ (ত্রি) নির্গতঃ প্রকাশঃ যস্মাৎ। প্রকাশহীন, যাহার প্রকাশ নাই।

"নিষ্প্রকাশমিবাকাশং সেনয়োঃ সমপদ্যত॥" (ভা° ৬।৫৩।৭৪)

নিষ্প্রচার (ত্রি) প্রচারশূন্য, একস্থানে অবস্থিতিকর। ২ গতি রহিত।

নিষ্প্রতাপ (ত্রি) প্রতাপহীন। হেয়, নীচ।

নিষ্প্রতিক্রিয় (ত্রি) প্রতিক্রিয়ারহিত, প্রতীকারহীন। যাহার প্রতীকার করা যায় না।

নিষ্প্রতিগ্রহ (ত্রি) প্রতিগ্রহহীন।

নিষ্প্রতিঘ (ত্রি) প্রতিবন্ধকশূন্য।

নিষ্প্রতিদ্বন্দ্ব (ত্রি) প্রতিদ্বন্দ্বরহিত।

নিষ্প্রতিপক্ষ (ত্রি) প্রতিপক্ষশূন্য, শত্রুহীন।

নিষ্প্রতিভ (ত্রি) নির্নাস্তি প্রতিভা যস্য। ১ অজ্ঞ। ২ জড়। নির্গতা প্রতিভা দীপ্তির্যস্য। ৩ দীপ্তিশূন্য।

"ক্ষীণাকারাসু তারাসু সুপ্তনিষ্প্রতিভাসু চ।

নৈশমন্ধর্দ্ধে রূপমুদগচ্ছদ্দিবাকরঃ॥" (হরিবং ৮২।৩৪)

নিষ্প্রতিভান (ত্রি) ভীরু, কাপুরুষ।

নিষ্প্রতীকার (ত্রি) প্রতীকাররহিত। বিঘ্নশূন্য।

নিষ্প্রতীপ (ত্রি) সম্মুখদৃষ্টি, ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা। উদ্দেশ্যবিহীন দৃষ্টি।

নিষ্প্রত্যূহ (ত্রি) নির্গতঃ প্রত্যূহঃ বাধা যস্য। প্রত্যূহরহিত, নির্বিঘ্ন, বাধাশূন্য। স্ত্রিয়াং টাপ্।

"নিষ্প্রত্যূহমুপাস্মহে ভগবতঃ কৌমোদকী লক্ষ্মণঃ।"

(কাশীখণ্ড ২৯।১০৩)

নিষ্প্রধান (ত্রি) প্রধানশূন্য, নেতৃহীন।

নিষ্প্রপঞ্চ (ত্রি) প্রপঞ্চশূন্য, সৎস্বরূপ।

নিষ্প্রপঞ্চাত্মন্ (পুং) শিব, মহাদেব।

নিষ্প্রভ (ত্রি) নির্গতা প্রভা যস্য। প্রভাশূন্য, দীপ্তিরহিত। পর্য্যায়—বিগত, অরীক। (অমর ৩।১।১০০)

"নিষ্প্রভশ্চ রিপুরাস ভূভৃতাং ধূমশেষইব ধূমকেতনঃ।" (রঘু ১১।৮১)

নিষ্প্রভাব (ত্রি) প্রভাবরহিত।

নিষ্প্রমাণক (ত্রি) প্রমাণশূন্য।

নিষ্প্রযত্ন (ত্রি) যত্নহীন, যত্নশূন্য।

নিষ্প্রয়োজন (ত্রি) নির্গতং প্রয়োজনং যস্মিন্। প্রয়োজন-রহিত, প্রয়োজনশূন্য।

"অন্যথাহি মহাবাহো লঘূনামুপদেশতঃ।

গুরুণামুপদেশোহি নিষ্প্রয়োজনতাং ব্রজেৎ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

নিষ্প্রবাণ (ত্রি) নিতরাং প্রকর্ষেণ উয়তে, নির্-প্র-বে-করণে ল্যুট্। তন্ত্র-বিমুক্ত বাস, নূতন বস্ত্র, যে কাপড় কেবল এই মাত্র তাঁত হইতে নির্গত হইয়াছে।

নিষ্প্রবাণি (ত্রি) নির্গতা প্রবাণী তন্তুবায়শলাকা অস্মাদস্য বা। (নিষ্প্রবাণিশ্চ। পা ৫।৪।১৬০) ইতি-নিপাত্যতে। নূতনবস্ত্র, পর্য্যায়—অনাহত, তন্ত্রক, নবাম্বর, আহত, অহত, নববস্ত্র।

(শব্দরত্নাবলী)

নিষ্প্রাণ (ত্রি) নির্গতাঃ প্রাণাঃ প্রাণাবয়বঃ যস্য। শ্বাসপ্রশ্বা-সাদিশূন্য, প্রাণশূন্য।

"সংস্তম্ভিতমিবাভাতি নিষ্প্রাণ সদৃশাকৃতি।" (হরিব° ৪৬ অ°)

নিষ্প্রীতি (ত্রি) নির্নাস্তি প্রীতির্যস্য। প্রীতিশূন্য, ভালবাসা-রহিত।

নিষ্ফল (ত্রি) নির্গতং ফলং যস্মাৎ। ফলশূন্য, নিরর্থক।

"কৃতে তীর্থে যদৈতানি দেহান্ন নির্গতানি চেৎ।

নিষ্ফলঃ শ্রম এবৈকঃ কর্ষকস্য যথাতথা॥" (দেবীভাগ° ৩।৮।২৫)

২ ফলশূন্য ধান্যকাণ্ড, পলাল, চলিত নাড়া।

নিষ্ফলা (স্ত্রী) নবৃত্তং ফলং যস্যাঃ, টাপ্। বিগত-রজস্কা স্ত্রী, ৫০ বৎসরের ঊর্দ্ধবয়স্কা। পর্য্যায়,—নিষ্কলী, নিষ্ফলী, নিষ্কলা, বিকলী, বিকলা, ঋতুহীনা, বিরজা, বিগতার্ত্তবা। (জটাধর)। ৫৫ বৎসরের পর স্ত্রীলোকদিগের ঋতু বন্ধ হইয়া যায়, সেই হইতে আর সন্তান সম্ভাবনা থাকে না, এইজন্য উহাদিগকে নিষ্ফলা কহে। (সুশ্রুত)

নিষ্ফেন (ত্রি) নির্গতং ফেনং যস্য। ১ ফেনরহিত, উপরতফেন। "যৎকাথ্যমানং নির্বেগং নিষ্ফেনং নির্ম্মলং লঘু।" (সুশ্রুত)

নিষ্যন্দ (পুং) নি-স্পন্দ-ভাবে ঘঞ্, বাহুলকাৎ ষত্বং। ক্ষরণ, জলাদির স্বয়ং-স্রবণ। (ত্রি) নিস্পন্দ-অচ্। ২ নিস্পন্দযুক্ত।

নিষ্যূত (ত্রি) নি-সিব-ক্ত, ততো ঊট্ ষত্বম্। নিতান্ত গ্রথিত।

নিষ্ষন্ধি (ত্রি) নির্গতঃ সন্ধিঃ সন্ধানং যস্য, সুষামাদিত্বাৎ ষত্বম্। সন্ধিরহিত।

নিষ্ষম (অব্য) নির্গতা সমা যস্য, তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতীনি চ সূত্রানুসারে অব্যয়ীভাবঃ। ততো ষত্বম্। বৎসরাতীত।

নিষ্ষামন্ (ত্রি) নির্গতং সাম যস্য, সুষামাদিত্বাৎ ষত্বম্। সামশূন্য।

নিষ্ষেধ (পুং) নিস্-সিধ ভাবে ঘঞ্, ততো সুসামাদিত্বাৎ ষত্বং। নিতান্ত সেধ।

নিস্ (অব্য) নিস্-ক্বিপ্। উপসর্গভেদ। এই উপসর্গে নিম্নলিখিত কয়টী অর্থবোধ হইয়া থাকে। ১ নিষেধ। ২ নিশ্চয়। ৩ সাকল্য। ৪ অতিক্রম। নির্ ও নিস্ এই দুই উপসর্গ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। [নির্ দেখ।]

নিসংকল্প (ত্রি) সংকল্পরহিত।

নিসংজ্ঞ (ত্রি) সংজ্ঞাহীন।

নিসম্পাত (পুং) নিবৃত্তং সম্পাতঃ সঞ্চারো যত্র। নিশীথ, অর্দ্ধরাত্র। (শব্দর°) নির্ বা নিস্ এই উপসর্গ হইলে নিঃসম্পাত এইরূপ পদ হইবে।

নিসর (ত্রি) নিসরতি নি-সৃ-অচ্। নিতান্ত গামুক, গমনশীল। "মন্যবেঽয়স্তাপং ক্রোধায় নিসরম্" (শুক্ল যজু° ৩০।১৪)

নিসর্গ (পুং) নি-সৃজ্-ঘঞ্। ১ স্বভাব। ২ স্বরূপ। ৩ সৃষ্টি। "নিসর্গদুর্ব্বোধমবোধবিক্লবাঃ ক ভূপতীনাঞ্চরিতং ক জন্তবঃ॥ (কিরাত ১।৬) ৪ রূপ। ৫ দান।

"ন ত্বেবাধৌ সোপকারে কৌসীদীং বৃদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
ন চাধেঃ কাল সংরোধান্নিসর্গোঽস্তি ন বিক্রয়ঃ॥" (মনু ৮।১৪৩)

নিসর্গজ (ত্রি) নিসর্গাজ্জায়তে জন-ড। স্বভাবজাত, নিসর্গজাত। "এবং স্বভাবং জ্ঞাত্বা সাং প্রজাপতিনিসর্গজম্।" (মনু ৯।১৬)

নিসর্গায়ুস্ (ক্লী) আয়ুর্বিষয়ক গণনাভেদ। ইহার বিষয় বৃহজ্জাতক প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—

সর্ব্বাগ্রে আয়ুর্গণনা প্রয়োজন, যেহেতু মনুষ্যের পরমায়ুর উপর ঐহিক ও পারত্রিক সকল কার্য্য নির্ভর করে। এই আয়ুর্গণনা চারিপ্রকার—অংশায়ুঃ, পিণ্ডায়ুঃ, নিসর্গায়ুঃ ও জীবায়ুঃ। ইহার মধ্যে যাহাদের লগ্ন বলবান্, তাহার পক্ষে অংশায়ুঃ, সূর্য্য বলবান্ হইলে পিণ্ডায়ুঃ, চন্দ্র বলবান্ হইলে নিসর্গায়ুঃ এবং যাহার লগ্ন, চন্দ্র ও রবি এই তিনই বলহীন, তাহার পক্ষে পিণ্ডায়ুর্গণনা করিতে হয়। আয়ুর্গণনায় গ্রহদিগের উচ্চ ও নীচ রাশি এবং উচ্চাংশ ও নীচাংশ জানা আবশ্যক। এই নিসর্গায়ুঃ প্রভৃতি গণনায় আয়ুপল আনয়ন করিতে হয়।

যাহার জন্মকালে লগ্ন ও চন্দ্র উভয়ই বলবান্, তাহার অংশায়ুঃ ও নিসর্গায়ুঃ এই উভয়বিধ গণনা করিতে হইবে। এই উভয়বিধ আয়ুর্গণনা করিয়া এই দুই আয়ুর অঙ্ক যোগ করিলে, যোগফলের অর্দ্ধবর্ষ, মাস ও দণ্ডাদি যাহা হইবে, তাহাই আয়ুস্থির করিতে হইবে।

যাহার জন্মকালে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ই বলবান্, তাহার পক্ষেও পিণ্ডায়ুই প্রশস্ত। পিণ্ডায়ুঃ ও নিসর্গায়ুঃ গণনা করিয়া, ঐ গণিত আয়ুর্দ্বয়ের অঙ্ককে একত্র যোগ করিয়া, যোগফলের অর্দ্ধবর্ষ, মাস ও দণ্ডাদি যাহা হইবে, তাহাই পরমায়ুঃ জানিতে হইবে।

নিম্নলিখিতরূপে নিসর্গায়ুঃ গণনা করিতে হয়। চন্দ্রের আয়ু, পল গ্রহণ করিয়া, তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া যত কলা বিকলাদি হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি চন্দ্রদত্ত নিসর্গায়ুঃ জানিতে হইবে।

বুধের আয়ুঃপল গ্রহণ করিয়া, তাহাকে ৩ দিয়া গুণ করিলে যে গুণফল হইবে, তাহাকে ২০ দিয়া ভাগ করিয়া যত কলা, যত বিকলা ভাগফল হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি বুধের নিসর্গায়ু হইবে।

রবি ও শুক্রের আয়ুঃপল গ্রহণ করিয়া ৩ দিয়া ভাগ করিলে যত কলা বিকলাদি ভাগফল হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি রবি ও শুক্রের নিসর্গায়ুঃ হইবে।

মঙ্গলের আয়ুঃপল গ্রহণ করিয়া তাহাকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যত কলা বিকলাদি ভাগ ফল হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি মঙ্গলের নিসর্গায়ুঃ হইবে।

বৃহস্পতির আয়ুঃপল গ্রহণ করিয়া, তাহাকে ৩ দিয়া গুণ করিয়া যে গুণফল থাকে, তাহাকে ১০ দিয়া ভাগ করিলে যত কলা বিকলাদি ভাগফল হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি বৃহস্পতির নিসর্গায়ুঃ হইবে।

শনির আয়ুঃপল গ্রহণ করিয়া, তাহাকে দুই স্থানে রাখিবে। পরে একটী অঙ্ককে ৬ দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগফল হইবে, দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে তাহা বিয়োগ করিলে

যত কলা বিকলাদি অবশিষ্ট থাকিবে, তত দিন ও দণ্ডাদি শনির নিসর্গায়ুঃ হইবে।

এই নিয়মে আয়ুঃপল গণনা করিতে হয়। জন্মকালে যে গ্রহ যে রাশির যত অংশাদিতে অবস্থিতি করিবে, সেই গ্রহস্ফুটের রাশি অংশ, কলাদির অঙ্ক এবং সেই গ্রহের উচ্চ রাশি ও অংশের অঙ্ক, এই উভয়ের অন্তর করিলে রাশ্যাদির অঙ্ক যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার রাশির অঙ্ককে ৩০ দিয়া গুণ করিবে। গুণফল অংশাঙ্কের সহিত যোগ করিবে, পরে ঐ যোগ বা অংশকে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া কলাঙ্কের সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, সেই অঙ্কসংখ্যার নাম সেই গ্রহের আয়ুঃপল।

যদি ঐ ৬০ দিয়া গুণিত যোগ কলাঙ্ক ছয় রাশির কলাঙ্ক অর্থাৎ দশ হাজার আট শত হইতে ন্যূন হয়, তাহা হইলে একুশ হাজার ছয় শত হইতে বিয়োগ করিতে হইবে। অবশিষ্টাঙ্ক যাহা থাকিবে, তাহাই সেই গ্রহের আয়ুঃপল জানিবে।

অন্য প্রকারে আয়ুঃপলানয়ন—জন্মকালে যে গ্রহ যে রাশির যত অংশাদিতে অবস্থিতি করিবে, সেই গ্রহস্ফুটের রাশি অংশ-কলাদির অঙ্ক এবং সেই গ্রহের নীচ রাশি ও অংশের অঙ্ক এই উভয়ের অন্তর করিলে রাশ্যাদির অঙ্ক যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার রাশির অংশকে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া, গুণফল অংশাঙ্কের সহিত যোগ করিবে। পরে ঐ যোগ বা অঙ্ককে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া, কলাঙ্কের সহিত যোগ করিলে যে অঙ্ক হইবে, সেই অঙ্কসংখ্যার নাম সেই গ্রহের আয়ুঃপল। কিন্তু ঐ নীচান্তরিত রাশির অঙ্ক যদি ছয়ের ন্যূন হয়, তাহা হইলে ঐ রাশ্যঙ্কে ছয় যোগ করিয়া, তাহাকে পূর্ব্ব প্রক্রিয়ামতে কলা করিলে, যে অঙ্ক-সংখ্যা হইবে, তাহাই সেই গ্রহের আয়ুঃপল। এই উভয় বচনোক্ত গণনার প্রণালীমাত্র ভিন্ন, কিন্তু ফল একরূপ জানিতে হইবে।

মঙ্গল ভিন্ন গ্রহগণ শত্রু বা অধিশত্রু গৃহস্থিত হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে আয়ুঃপল আনয়ন করিয়া, তাহা হইতে তৃতীয়াংশ বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কই সেই গ্রহের আয়ুঃপল হইবে।

শুক্র ও শনি ভিন্ন গ্রহগণ অস্তগত হইলে, পূর্ব্বোক্ত আয়ুঃ-পল হইতে, তাহার অর্দ্ধাংশ বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই আয়ুঃপল হইবে।

গ্রহগণ শত্রুগৃহস্থিত হইয়া অস্তগত হইলে, আয়ুঃপলের অর্দ্ধাংশ বিয়োগ করিতে হইবে। শুক্র ও শনি শত্রুগৃহস্থিত হইয়া অস্তমিত হইলে, আয়ুঃপলের তৃতীয়াংশ বিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্ককে আয়ুঃপল বলিয়া গ্রহণ করিবে।

এইরূপে আয়ুঃপল স্থির করিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিসর্গায়ুঃ গণনা করিবে।

পিণ্ডায়ুঃ, নিসর্গায়ুঃ ও জীবায়ুঃ এই তিন প্রকার গণনাতেই এই নিয়মে আয়ুঃপল স্থির করিয়া, তাহার পর গণনা করিতে হইবে।

নিসর্গায়ুঃ গণনাকালে আয়ু হানির গণনার প্রক্রিয়া করিতে হইবে। (রাঘবানন্দ কৃত বিদগ্ধতোষিণী) [পিণ্ডায়ুঃ গণনার বিষয় পিণ্ডায়ু শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নিসার (পুং) নি-সৃ-ঘঞ্। সমূহ। (ত্রিকা°)

নিসিন্ধু (পুং) বৃক্ষবিশেষ। চলিত নিসিন্দা গাছ, পর্য্যায় সিন্ধুক, সিন্ধু, তাপিঞ্জ, শুক্ল-পৃষ্ঠক, সিন্ধুবার, ইন্দ্রসুরিষ, নির্গুণ্ডী, ইন্দ্রাণিকা।

নিসুন্দ (পুং) অসুরভেদ (শব্দচ°) প্রহ্লাদভ্রাতা হ্লাদের পুত্র। (ভারত বনপ° ১২ অ°)

"হয়গ্রীবো নিসুন্দশ্চ বীরঃ পঙ্কনখস্তথা।" (হরিব° ১২১ অ°)

'নিসুন্দ' এইরূপ পাঠান্তর আছে।

নিসূদক (ত্রি) নিসূদয়তি নি-সূদি-ণ্বুল্। হিংসক, হিংসাকার।

"গর্ভহা চ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ীনিসূদকঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্যসং ৩।২৫০)

নিসূদন (ক্লী) নি-সূদ-ভাবে ল্যুট্। ১ নিহিংসন। ২ বধ

'প্রবাসনং নিসূদনং নিহিংসনমিতি বধপর্য্যায়ং প্রবাসনশব্দং পঠন্ত্যাভিধানিকাঃ' (কুল্লূক ৯।২৪)

(ত্রি) নি-সূদ-ল্যু। ৩ বিনাশক, নিসূদক, হিংসক।

"বলনিসূদনমর্থপতিঞ্চ তং শ্রমনুদং মনুদণ্ডধরান্বয়ম্।" (রঘু ৯।৩)

নিসৃতা (স্ত্রী) নিতরাং সৃতা, নি-সৃ-ক্ত স্ত্রিয়াং টাপ্। ত্রিবৃতা, চলিত তেউড়ী। [ত্রিবৃতা দেখ।]

নিসৃষ্ট (ত্রি) নি-সৃজ-ক্ত। ১ ন্যস্ত, অর্পিত। ২ প্রেরিত ৩ দত্ত। ৪ মধ্যস্থ। (ত্রিকা°)

"ন স্বামিনা নিসৃষ্টোঽপি শূদ্রো দাস্যাদ্বিমুচ্যতে।
নিসর্গজং হি তত্তস্য কস্তস্মাত্তদপোহতি॥" (মনু ৮।৪১৪)

নিসৃষ্টার্থ (পুং) নিসৃষ্টঃ ন্যস্তঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্মিন্নিতি দূতবিশেষ। দূত তিন প্রকার—নিসৃষ্টার্থ, মিতার্থ ও সন্দেশহারক। যিনি উভয়ের ভাব জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং উত্তর প্রদান করেন, এবং কার্য্য সুসিদ্ধ করেন, তাঁহাকে নিসৃষ্টার্থ কহে।

"নিসৃষ্টার্থঃ মিতার্থশ্চ তথা সন্দেশহারকঃ।
কার্য্যপ্রেষ্যস্ত্রিধা দূতো দূত্যশ্চাপি তথা ত্রিধা॥"

তল্লক্ষণ—

"উভয়োর্ভাবমুন্নীয় স্বয়ং বদতি চোত্তরম্।
সুশ্লিষ্টং কুরুতে কর্ম্ম নিসৃষ্টার্থস্তু স স্মৃতঃ॥" (সাহিত্যদ° ৩প°)

২ ধনের অপব্যয় ও পালনাদিতে নিযুক্ত পুরুষবিশেষ। ব্যবহার-তত্ত্বে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"যঃ স্বামিনা নিযুক্তোঽপি ধনায়ব্যয়পালনে।
কুষীদকৃষিবাণিজ্যে নিসৃষ্টার্থস্তু স স্মৃতঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)
যিনি ধনবিষয়ে আয়ব্যয়পরিদর্শন এবং কুষীদ, কৃষি ও বাণিজ্য কার্য্যে প্রভু কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন, তাঁহাকে নিসৃষ্টার্থ কহে। ৩ পুরুষবিশেষ। সঙ্গীতদামোদরে লিখিত আছে—
"ধীরঃ স্থিরমতিঃ শূরঃ স্বামিকার্য্যবিধায়কঃ।
স্বপৌরুষপ্রকাশী চ নিসৃষ্টার্থঃ স উচ্যতে॥" (সঙ্গীতদামোদর)
যিনি ধীর, স্থিরমতি, শূর, প্রভুর কার্য্যবিষয়ে তৎপর, এবং নিজ পৌরুষ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে নিসৃষ্টার্থ কহে।

নিসোঢ় (ত্রি) নি-সহ ক্ত, ততোওৎ, ওত্বাত্বাৎ যঃ। নিতান্ত সহ।

নিস্কুট, মিউল সাহেব ইহাকে 'হস্তক-বপ্র' গ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই হস্তক-বপ্র নগর, বর্ত্তমান ভবনগরের নিকট ছিল; অধুনা ইহা হাথবাল নামে খ্যাত। বলভীবংশের ১ম ধ্রুবসেনের প্রদত্ত শাসনে ইহার উল্লেখ আছে। পেরিপ্লাস নিজ গ্রন্থে এই স্থান 'অষ্টক' নামে বর্ণনা করিয়াছেন।

নিস্তত্ত্ব (ত্রি) নির্গতং তত্ত্বং বাস্তবং রূপং স্বরূপং বা যস্য। অসৎপদার্থ, তত্ত্বহীন, সাংখ্যমতে চতুর্বিংশতিতত্ত্বই বস্তুপদবাচ্য, তদ্ব্যতিরিক্ত যাহা, তাহা নিস্তত্ত্ব বা অসৎপদার্থ।

নিস্তনী (স্ত্রী) নিতরাং স্তনবদাকারোঽস্ত্যস্যা ইতি অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বটিকা, চলিত বড়ি। (শব্দচ°)
কোন কোন পুস্তকে 'নিস্তনী' স্থলে 'নিস্তলী' এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।
নির্গতৌ স্তনৌ যস্যাঃ স্ত্রিয়াং স্বাঙ্গত্বাৎ ঙীষ্। ২ স্তনরহিতা স্ত্রী।

নিস্তন্তু (ত্রি) পুত্রহীন, বংশরহিত।

নিস্তন্দ্র (ত্রি) নিষ্ক্রান্তা তন্দ্রা যস্ত। ১ তন্দ্রারহিত। ২ আলস্যশূন্য, চঞ্চল। ৩ সুস্থ, সবল।

নিস্তন্দ্রি (ত্রি) নির্গতা তন্দ্রিরালস্যং যস্য। আলস্যরহিত, অনলস।

নিস্তমস্ক (ত্রি) তমবিহীন, অন্ধকারশূন্য, আলোকবিশিষ্ট।

নিস্তম্ভ (ত্রি) স্তম্ভবিহীন, যথায় থাম নাই।

নিস্তরণ (ক্লী) নিস্তীর্য্যতেঽনেনেতি নির্-তৃ-করণে ল্যুট্। ১ উপায়, নিস্তার, তরণ। ২ নির্গম। ৩ পারগমন।

নিস্তরীক (অব্য) তরে দেয়ঃ ঈকঃ তরীকঃ তরীকস্যাভাবঃ, অভাবে অব্যয়ীভাবঃ। ১ তরণার্থ দেয় করের অভাব। (ত্রি) ২ তরীকশূন্য।

নিস্তরীপ (ত্রি) তরীং পাতি, পা-ক, তরীপঃ নির্গতস্তরীপঃ যস্মাৎ। ১ নৌকাপালকশূন্য। (অব্য) অভাবার্থে অব্যয়ীভাবঃ। ২ তরীপাভাব।

নিস্তর্ক্য (ত্রি) তর্কহীন, কল্পনাতীত, যাহা তর্কের অবিষয়ীভূত। ধারণার বহির্ভূত।

নিস্তর্হ্বণ্য (ত্রি) দমিত, জিত, বলশূন্য।

নিস্তব্ধ (ত্রি) নি-স্তন্ভ-ক্ত। ১ নীরব। ২ স্পন্দরহিত, স্পন্দশূন্য।

নিস্তর্হণ (ক্লী) নির্-তৃহ-হিংসায়াং ভাবে ল্যুট্। মারণ, হনন, বধ।

নিস্তল (ত্রি) নিরস্তং তলং প্রতিষ্ঠা যস্য। ১ বর্ত্তুল। (ক্লী) ২ তলশূন্য, অতল। ৩ চল। (মেদিনী) নিতান্তং তলং। ৪ তল। (হেম) নিস্তল-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। নিস্তলী বটিকা। (শব্দচ°)

নিস্তার (পুং) নির্-তৃ-ঘঞ্। ১ নিস্তরণ। ২ উদ্ধার। ৩ পারগমন। ৪ অভীষ্টপ্রাপ্তি।
"জীর্ণা তরিঃ সরিদতী গভীরনীরা বালা বয়ং সকলমিত্থমনর্থহেতুঃ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরীণাং যন্মাধব! ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ॥" (উদ্ভট)

নিস্তারক (পুং) নি-স্তৃ-ণ্বু। ১ নিস্তারকর্ত্তা, পরিত্রাতা। ২ মোক্ষদাতা।

নিস্তারণ (ক্লী) নির্-স্তৃ-ল্যুট্। ১ নিস্তারকরণ। ২ পারগমন। ৩ জয়করণ। ৪ মুক্তকরণ।

নিস্তারবীজ (ক্লী) নিস্তারস্য সংসারসমুদ্রসমুত্তরণস্য বীজম্। সংসারতরণকারণ। সংসার সমুদ্র হইতে উদ্ধার হইবার হেতু, যাহাতে এই ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়।
"স্মরণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোরর্চ্চনং পাদসেবনম্।
বন্দনং স্তবনং নিত্যং ভক্ত্যা নৈবেদ্যভক্ষণম্॥
চরণোদকপানঞ্চ তন্মন্ত্রজপনং তথা।
ইদং নিস্তারবীজঞ্চ সর্ব্বেষামীপ্সিতং ভবেৎ॥" (ব্রহ্মবৈ° পু° ৩১অ°)
ভগবানের নাম স্মরণ, কীর্ত্তন, অর্চ্চন, পাদসেবন, বন্দন, স্তবন এবং প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক নৈবেদ্যভক্ষণ, চরণোদকপান ও বিষ্ণুমন্ত্রজপ এই সকল একমাত্র নিস্তারবীজ, অর্থাৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়। মহানির্ব্বাণতন্ত্রেও নিস্তারবীজের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—
"কলৌ পাপযুগে ঘোরে তপোহীনেঽতি দুস্তরে।
নিস্তারবীজমেতাবদ্ ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনম্॥
সাধনানি বহুক্তানি নানাতন্ত্রাগমাদিষু।
কলৌ দুর্ব্বলজীবানামসাধ্যানি মহেশ্বরি॥" (মহানির্ব্বাণতন্ত্র)
ঘোর পাপযুক্ত কলিকালে লোক সকল তপোহীন হইলে, ব্রহ্মমন্ত্রের সাধনই একমাত্র নিস্তার-বীজ। নানাতন্ত্র ও আগমাদিতে বহুপ্রকার সাধন সকল লিখিত হইয়াছে, হে মহেশ্বরি, কলিকালে দুর্ব্বল জীবের পক্ষে তাহা অসাধ্য। অতএব ভবসমুদ্রপার হইবার ব্রহ্মমন্ত্রই একমাত্র উপায়।

নিস্তিতীর্ষৎ (ত্রি) নির্-তৃ-সন্-শতৃ। নিস্তার হইতে ইচ্ছুক, নিস্তারাভিলাষী।

"তত্রঃ সন্দর্শিতো ধাত্রা দুস্তরং নিস্তিতীর্ষতাম্।" (ভাগ° ১১।২।২২)

নিস্তিমির (ত্রি) নির্গতস্তিমিরঃ যস্মাৎ। তিমিরশূন্য, তিমিরহীন।

নিস্তীর্ণ (ত্রি) নির্-তৄ-ক্ত। পরিত্রাত, রক্ষিত, মুক্ত।

নিস্তুতি (ত্রি) স্তুতিশূন্য, প্রশংসাহীন।

নিস্তুষ (ত্রি) নির্ম্মুক্তা তুষা যস্মাৎ। ১ বিতুষীকৃত, ধান্য যবাদি। যে সকল ধান্য বা যব প্রভৃতির তুষ বাহির করা হইয়াছে।

"পূর্ব্বোদ্যার্দক্ষিণাগ্নৌ নিস্তুষাবভৃষ্টযবানাম্" (কাত্যা° শ্রৌ° ৫।৩।২) ২ নির্ম্মল।

নিস্তুষক্ষীর (পুং) নিস্তুষং পরিষ্কৃতং ক্ষীরং যস্যেতি। গোধূম। (রাজনি°)

নিস্তুষরত্ন (ক্লী) নিস্তুষং নির্ম্মলা রত্নং। স্ফটিক। (রাজনি°)

নিস্তুষিত (ত্রি) নিস্তুষ কৃতৌ ণিচ্-ক্ত। তুষহীন, যে সকল তণ্ডুলাদি তুষশূন্য করা হইয়াছে। ২ লঘুকৃত। ৩ ত্যক্ত। (মেদিনী)

নিস্তৃণকণ্টক (ত্রি) তৃণ ও কণ্টকপরিশূন্য।

নিস্তেজস্ (ত্রি) নির্গতং তেজো যস্মাদিতি। তেজোরহিত, তেজোহীন। "ইদং কবচমজ্ঞাত্বা কবচান্যং পঠেত্তু যঃ। সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি নিস্তেজো ন চ সিদ্ধিদম্॥" (ব্রহ্মযা° গায়ত্রী)

নিস্তোদ (পুং) নিস্-তুদ-ভাবে ঘঞ্। নিতান্ত ব্যথন।

"তেষু কালেষু নিস্তোদো মারুতেনোপজায়তে।" (সুশ্রুত)

নিস্তোদন (ক্লী) নিস্-তুদ-ভাবে ল্যুট্। নিতান্ত ব্যথন।

নিস্তোয় (ত্রি) তোয়হীন, জলশূন্য।

নিস্ত্রংশ (ত্রি) ভয়হীন, ভীতিশূন্য।

নিস্ত্রপ (ত্রি) লজ্জাহীন।

নিস্ত্রিংশ (পুং) নির্গতস্ত্রিংশতোঽঙ্গুলিভ্যঃ ততো সমাসে ডচ্ সমাসান্তঃ। (সংখ্যায়াস্তৎপুরুষস্য ডজ্বাচ্যঃ। পা ৫।৪।১১৩) ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা ডচ্। ১ খড়্গ।

"নকুলস্যৈষ নিস্ত্রিংশো গুরুভারসহো দৃঢ়ঃ।" (ভারত ৪।৪১।২৪)

(ত্রি) ২ নির্দ্দয়। (মেদিনী) ৩ ত্রিংশৎশূন্য। ৪ মন্ত্রভেদ।

"নবাক্ষরো ধ্রুবযুতো মন্ত্রনিস্ত্রিংশ ঈরিতঃ।" (তন্ত্রসার)

নিস্ত্রিংশধারিন্ (ত্রি) নিস্ত্রিংশং ধরতীতি নিস্ত্রিংশ-ধৃ-ণিনি। খড়্গধারী। ইহার লক্ষণ—

"সুরূপস্তরুণঃ প্রাংশুর্দৃঢ়ভক্তিঃ কুলোচিতঃ।
শূরঃ ক্লেশসহশ্চৈব খড়্গধারী প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (মৎস্যপু° ২৮৯অ°)

নিস্ত্রিংশপত্রিকা (স্ত্রী) নিস্ত্রিংশ খড়্গ-ইব পত্রমস্যাঃ, অস্তীতি ঠন্। মুহীবৃক্ষ, চলিত সিজগাছ।

নিস্ত্রিংশিন্ (ত্রি) নিস্ত্রিংশঃ খড়্গঃ ধার্য্যত্বেনাস্ত্যস্ত ইতি ইনি। খড়্গধারী।

"সন্নদ্ধালোহিতোষ্ণীষা নিস্ত্রিংশিনো যাজয়েয়ুঃ।" (আশ° গৃ° ৩।৭)

নিস্ত্রুটী (স্ত্রী) নিষ্কুটী, বড় এলাচী।

নিস্ত্রৈগুণ্য (ত্রি) নিষ্ক্রান্তঃ ত্রৈগুণ্যাৎ, ত্রিগুণকার্য্যাৎ সংসারাৎ। ১ কামাদিশূন্য। ২ সংসারাতীত। যাহার ত্রিগুণের সকল কার্য্য তিরোহিত হইয়াছে, সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যিনি অতীত হইয়াছেন। "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।" (গীতা)

নিস্ত্রৈণপুষ্পিক (পুং) রাজধুস্তুরবৃক্ষ, চলিত বড় ধুতুরাগাছ। (রাজনি°)

নিস্রাব (পুং) বিক্রয় বা বাজার করিয়া যে অবশিষ্ট দ্রব্যাদি থাকে।

নিস্নেহ (ত্রি) নির্গতঃ স্নেহঃ প্রেমতৈলাদিকং বা অস্য। ১ প্রেমশূন্য। ২ তৈলশূন্য। (পুং) ৩ মন্ত্রভেদ।

"শতদ্বয়ং দ্বিনবতিরেকহীনা তথাপি বা।
যাবচ্ছতত্রয়ং সংখ্যা নিস্নেহান্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

বিকল্প পক্ষে স হইবে, সেইস্থলে নিঃস্নেহ এইরূপ পদ হইবেক।

নিস্নেহফলা (স্ত্রী) নিঃস্নেহং ফলং যস্যাঃ। শ্বেতকণ্টকারী। (রাজনি°) পক্ষে 'নিস্নেহফলা' নিঃস্নেহফলা এইরূপ পদ হয়।

নিস্পন্দ (ত্রি) নির্গতঃ স্পন্দো যস্য, বাহু° বিসর্গলোপঃ। ১ স্পন্দনরহিত।

"সুক্ষ্মে ঘনে নৈষধ কেশপাশে
নিপত্য নিস্পন্দতরী ভবন্ত্যাম্।" (নৈষধ ৮।১৩)

নি-স্পন্দ-ঘঞ্। ২ স্পন্দন। (ত্রিকাণ্ড)

"অনিন্দ্রিয়াশ্চানশনাশ্চ তত্র নিস্পন্দহীনাঃ সুসুগন্ধিনস্তে॥" (ভারত ১২।৩৩৫।৯)

নিস্পন্দতর (ত্রি) নিস্পন্দ-তরপ্। একান্ত স্পন্দনরহিত।

নিস্পন্দত্ব (ত্রি) নিস্পন্দের ভাব।

নিস্পন্দিন্ (ত্রি) নিস্পন্দঃ অস্ত্যস্যেতি ইনি। নিস্পন্দযুক্ত।

নিস্পৃশ্ (ত্রি) ১ বিশ্বাস্য। ২ আদরনীয়।

নিস্পৃহ (ত্রি) নির্গতা স্পৃহা দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভাবনা যস্য। স্পৃহাশূন্য।

"নিস্পৃহ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা।" (গীতা ৬।১৮)

নিস্পৃহা (স্ত্রী) অগ্নিশিখাবৃক্ষ।

'অমূলা নিস্পৃহা চাপি মালিনী বিষ্ণুবল্লভা।' (শব্দচ°)

নিস্যন্দ (পুং) নি-স্যন্দ-ভাবে ঘঞ্। ১ স্যন্দন, ক্ষরণ।

"মাকন্দরসনিস্যন্দসুন্দরোদ্গারকারিণৌ।
শ্রবণানন্দিনাবেতৌ বন্দিনামিব রাজতঃ॥"

(প্রসন্নরাঘবনাটকে পক্ষধরমিশ্র)

নিস্যন্দতে ইতি কর্ত্তরি অচ্। (ত্রি) ২ ক্ষরণশীল। 'নিস্যন্দ' ইহার বিকল্পে ষত্ব হয়। (অনুবিপর্য্যভিনিভ্যঃ স্যন্দতেরপ্রাণিষু।

পা ৮।৩।৭২) অনু, বি, পরি, অভি ও নি এই সকল উপসর্গ পূর্ব্বক স্যন্দধাতুর বিকল্পে সর ষত্ব হয়, প্রাণী অর্থ বুঝাইলে হয় না। যথা—নিষ্যন্দ, নিস্যন্দ।

নিস্রব (পুং) নি-স্রু-অপ্। ১ ভক্তমণ্ড, ভাতের মাড়। ২ অপক্ষরণ।

নিস্রাব (পুং) নিস্রাব্যতে ইতি নিস্রু-ণিচ্-ঘঞ্। ১ ভক্তসমুদ্ভব-মণ্ড, চলিত ফেন, ভাতের মাড়, পর্য্যায়—মাসর, আচাম। নি-স্রু-ঘঞ্। ২ স্রব।

"ধাতুনিস্রাবদিগ্ধাঙ্গং সানুপ্রস্রবভূষিতম্।" (হরিব° ৯৬।৯)

নিস্রাবিন্ (ত্রি) যাহা ক্ষরণশীল নহে। স্রোতশূন্য, বেগশূন্য।

নিস্ব (ত্রি) নির্গতং স্বং ধনং যস্য। দরিদ্র, দীন। বিকল্পপক্ষে 'নিস্স্ব' এইরূপ পদ হইবে।

নিস্বন (পুং) নি-স্বন-অপ্ (নৌ-গদ-নদপঠস্বনঃ। পা ৩।৩।৬৪) শব্দ। "যথা প্রাগ্‌জ্যোতিষো রাজা গজেন মধুসূদন।

ত্বরমাণোঽভিনিক্রান্তো ধ্রুবং তস্যৈষ নিস্বনঃ॥" (ভা°৭।২৬।৩)

নিস্বান (পুং) নি-স্বন-পক্ষে-ঘঞ্। শব্দ।

"বিদ্যুৎ কৃত্বাথ নিস্বানং মেরুং কৃত্বাথ বৈ ধ্বজম্॥"

(ভা° দ্রোণ° ২০৩ অঃ)

নিস্‌সীম (ত্রি) নিষ্ক্রান্তা সীমা যস্মাৎ, বাহুলকাৎ বিসর্গস্য স। অবধিশূন্য, অপর্য্যন্ত।

নিহ্ (ত্রি) নিহন্তি নি-হন-ড। নিহন্তা, হননকারী।

"অতি নিহো অতিস্রিধঃ।" (শুক্লযজু° ২৭।৬)

নিহঙ্গ, শিখদিগের মধ্যে বৈষ্ণবসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা নানককে বিশ্বাস করে বটে, কিন্তু অন্যান্য শিখদিগের সহিত বিশেষ কোন সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। ইহারা স্বীয় জীবনের মমতা করেনা। সুতরাং পরের জীবননাশেও ইহাদের কুণ্ঠিত হইবার কোন কারন নাই।

নিহঙ্গ্ শব্দটী সংস্কৃত নিঃসঙ্গ শব্দের রূপান্তর, তাহার সন্দেহ নাই। উৎকলস্থিত উল্লিখিত নামধারী বৈষ্ণবেরা বিরক্ত অর্থাৎ উদাসীন। ইহারা মঠ প্রস্তুত করে, পূজারীদ্বারা বিগ্রহ-সেবা করাইয়া থাকে। রাত্রিকালে ইহারা মঠে বাস করে এবং দিবাভাগে ব্যক্তিবিশেষের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া, মঠের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা কখনও তণ্ডুলাদি সামান্য ভিক্ষা গ্রহণ করে না। জনসমাজে ইহাদের বিশেষ আধিপত্য আছে। সর্ব্বসাধারণে নিহঙ্গগণের প্রতি যথাবিধি ভক্তি ও সম্মানপ্রদর্শন করিয়া থাকেন। নিহঙ্গ্ বৈষ্ণবের মৃত্যু হইলে, তাহার চেলা অর্থাৎ অনুগত নিহঙ্গ্ শিষ্যেরা মঠেই তদীয় শবদাহ করিয়া একটী ইষ্টকময় বেদি নির্ম্মাণ করায় ও সেই বেদির উপর তুলসীবৃক্ষ রোপণ করিয়া, কএক দিন পর্য্যন্ত তাহাতে জল-সেচন করে। চেলা না থাকিলে, প্রতিবাসী ভদ্রলোকে ঐরূপ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিয়া থাকে।

নিহন্ (পুং) নি-হন-ক্বিপ্। হননকারী।

নিহনন (ক্লী) নি-হন-ল্যুট্। ১ মারণ, বধ। ২ নিঘাত। [নিঘাত দেখ।]

নিহন্তৃ (ত্রি) নি-হন-তৃচ্। ১ হননকর্ত্তা।

"নিহন্তা বৈরকারাণাং সতাং বহুকরঃ সদা।

পারশ্বধিকরামস্য শক্তেরন্তকরো রণে॥" (ভট্টি)

(পুং) ২ মহাদেব, ইনি প্রলয় অর্থাৎ হনন করেন বলিয়া, ইহাকে নিহন্তা কহে।

"ভগহারী নিহন্তা চ কালো ব্রহ্মা পিতামহঃ।" (ভা°১৩।১৭।৭৫)

নিহন্তব্য (ত্রি) নি-হন-তব্য। হননযোগ্য, বধযোগ্য।

নিহব (পুং) নি-হ্বে-অপ্, ততো সম্প্রসারণম্ (হ্বঃসম্প্রসারণঞ্চ। পা ৩।৩।৭২) আহ্বান।

"আদিত্য উকারঃ নিহব একারঃ।" (ছান্দোগ্য উপ°)

'নিহব ইত্যাহ্বানমেকারঃ স্তোমঃ' (সায়ণ)

নিহাকা (স্ত্রী) নিয়তং জহাতি ভুবমিতি নি-হা-ত্যাগে কন্। (নৌহঃ। উণ্ ৩।৪৪) গোধিকা।

"সাকং বাতস্য ধ্রাজ্যা সাকংনস্য নিহাকয়া।" (ঋক্১০।৯৭।১৩)

নিহার (পুং) নিতরাং হ্রিয়ন্তে পদার্থা যেন নি-হৃ-ঘঞ্। ১ নীহার, হিম। ২ কুজ্ঝটিকা।

☞ রাত্রিকালে অথবা দিবাভাগে বৃক্ষপত্র ও ঘাস প্রভৃতির উপরিভাগে যে জলকণাসমূহ সঞ্চিত হইতে দেখা যায়, তাহার নাম নীহার। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে একমত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। আরিষ্টটল্ কোন স্থানে লিখিয়াছেন যে "এই নীহার একপ্রকার বৃষ্টি। বায়ুর সহিত যে জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে, উহা কোন প্রকারে শীতলত্ব প্রাপ্ত হইলে, উক্ত বাষ্পসমূহ ঘনীভূত হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ বৃষ্টির ন্যায় পতিত হয়।" কেহ কেহ বলেন যে, "শৈত্য-বশতঃ নীহার হয় না, নীহার হেতুই শৈত্যের উৎপত্তি হয়। কোন পদার্থবিদ্যাবিদ্ বলেন যে, শৈত্য নীহার-উৎপত্তির একটী আংশিক হেতু হইলেও, ভূমি হইতে সর্ব্বদা যে রস নিয়ত বাষ্পাকারে উত্থিত হইতেছে, উহাও একটী বিশেষ কারণ।" আধুনিক পণ্ডিতগণ এই সমস্ত মতের পোষণ না করিয়া বলেন যে, "এই বিশ্বসংসারস্থ সমুদয় বস্তুই প্রতিক্ষণেই তাপ-বিকীরণ ও তাপ-গ্রহণ করিতেছে। তন্মধ্যে রাত্রিতে তাপগ্রহণ অপেক্ষা তাপবিকীরণের ভাগ অধিক। কারণ তেজের আদিভূত সূর্য্যদেব হইতে দিবাভাগে সমস্ত বস্তুই বহু-পরিমাণে তাপ গ্রহণ করে, কিন্তু রাত্রিতে সেরূপ তাপদায়ক

দ্রব্যের অভাব হেতু, দ্রব্যমাত্রই তেজ গ্রহণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে তাপ বিকীরণ করে। ইহার ফলে দ্রব্য সকল দিবা-ভাগ অপেক্ষা রাত্রিতে অধিক শীতলতা প্রাপ্ত হয়। অতএব নীহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্তমান মত এই যে, 'দ্রব্য সকল সন্ধ্যার পর হইতে অধিক পরিমাণে তাপবিকীরণপূর্ব্বক শীতলত্ব প্রাপ্ত হইলে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের বায়ুসংশ্লিষ্ট জলীয় বাষ্প শীতল হইয়া উঠে এবং ক্রমে ঘনীভূত হইয়া নিকটস্থ দ্রব্যের উপর-সঞ্চিত হইতে থাকে। কারণ বায়ু যতই উষ্ণ হয়, ততই উহার উপাদান সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে ও বাষ্পধারণশক্তি ততই প্রবল হয়। কিন্তু বায়ু যতই শীতলত্ব লাভ করিতে থাকে, ততই উহার অণুসকল ঘন সন্নিবিষ্ট হইতে আরম্ভ করে, সুতরাং বাষ্পগ্রহণশক্তি ততই কম হইয়া পড়ে। এই জন্য বায়ু শীতলত্ব প্রাপ্ত হইলে, অধিক পরিমাণে বায়ুস্থ জলীয় বাষ্প তদবস্থায় ধারণ করিয়া রাখিতে না পারায়, উক্ত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুরূপে পতনোন্মুখ অবস্থায় সময় সময় পত্রাদিতে পতিত হইতে থাকে। এই পতনোন্মুখ অবস্থায় উক্ত জলকণাসমূহ শীতল দ্রব্যের স্পর্শ পাইলেই তাহাতে সংলগ্ন হইয়া যায়। সঞ্চিত জলের নাম নীহার।' পূর্ব্বোক্ত জলবিন্দু সঞ্চিত না হইয়া, অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মতম জলবিন্দুরূপে প্রবর্ত্তিত হইলে, কুয়াশা নাম ধারণ করে।

আকাশে যে দিন ঘোর ঘনঘটা বা প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হয়, সেদিন তাদৃশ নীহার সঞ্চার দেখা যায় না কেন? ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে পূর্ব্বোক্ত মত আরও পরিস্ফুট বা দৃঢ় হইতে পারে। ইহার কারণ অধিক মেঘ হইলে, উহার তেজ-সমূহ বিকীর্ণ হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, সুতরাং ভূপৃষ্ঠ হইতে তাপ বিকীরণ হওয়ার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রবল বেগে বায়ু বহিলে, সর্ব্বদা গরম বায়ু আনীত হইতে থাকে, এজন্য তাপবিকীরণকার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না। এই সমস্ত কারণে ঐ সময় তাদৃশ নীহার দেখা যায় না। আরিষ্টটল্ ও কোন কোন দার্শনিক বলেন যে, ঘোর মেঘশূন্য ও প্রবল বাত্যাহীন রাত্রিতেই কেবল নীহার দৃষ্ট হয়। কিন্তু ডাক্তার ওয়েলস্ এ কথা স্বীকার করেন না। প্রবল বাত্যাসংযুক্ত রাত্রিতে মেঘ না থাকিলে অথবা ঘোর মেঘাচ্ছাদিত রাত্রিতে বায়ুর গতি অধিক না থাকিলে, ঘাস প্রভৃতি দ্রব্যের উপর যে নীহার সঞ্চিত হয়, তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু ঘোর মেঘ ও প্রবল বায়ুবিশিষ্ট রাত্রিতে নীহারসঞ্চার কখনই দৃষ্ট হয় না। উক্ত ডাক্তারের মতে, সময় ও স্থানভেদে উক্ত নীহা-রের ন্যূনাধিক্য দৃষ্ট হয়। বৃষ্টি হওয়ার পরে যথেষ্ট নীহারসঞ্চার দেখা যায়, কিন্তু দীর্ঘকাল বৃষ্টি না হইলে সেরূপ নীহারসঞ্চার হয় না। কখন কখন দিবাভাগেও নীহার দেখা গিয়াছে। কোন কোন দেশে, দক্ষিণ বা পশ্চিম দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইলে, অত্যন্ত নীহারসঞ্চার হয়, কিন্তু উত্তর বা পূর্ব্ববায়ু-প্রবাহিতাবস্থায় সেরূপ নীহার দেখা যায় না। বসন্ত ও শরৎ-কালে যেরূপ নীহারসঞ্চার সম্ভব, গ্রীষ্মকালে সেরূপ নহে। কারণ পূর্ব্বোক্ত দুই সময়ে, দিবা ও রাত্রির বায়ুর তাপের ন্যূনাতিরেক, শেষোক্ত কালের অপেক্ষা অধিক। যে দিন প্রাতঃকালে অত্যন্ত কুয়াশা হয়, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে অধিক নীহারসঞ্চার দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাত্রিতে যদি অত্যন্ত মেঘ হয় ও উহার পর দিন প্রাতে যদি আকাশ নির্ম্মল থাকে, তবে ঐ সময় অনেক নীহারসঞ্চার দৃষ্ট হইয়া থাকে। হেমন্ত ও শীত ঋতুই আমাদের দেশে নীহারপাতের উপযুক্ত সময়। এই সময় রাত্রিতে মেঘাদি হইলে অল্প পরিমাণে নীহারসঞ্চার হয়, কিন্তু পরবর্ত্তী দিনে উক্ত নীহার কুয়াশারূপে পরিণত হইয়া থাকে।

আবার যদি আকাশ নির্ম্মল ও বায়ু স্থির থাকে, তবে মধ্য-রাত্রিতে ও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অধিক নীহারসঞ্চার দেখা যায়।

যে সমস্ত দ্রব্যের উপর নীহারসঞ্চার হয়, তাহাদের ও তন্নিকটস্থ স্থানের উষ্ণত্ব নীহার-সঞ্চার-সূচক তাপের* (Dew-point) কম না হইলে, ঐ সমস্ত দ্রব্যের উপর নীহারসঞ্চার হয় না। একই সময়ে, বায়ুর একই অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে পৃথক্ পরিমাণে নীহার সঞ্চিত হইয়া থাকে। ধাতু দ্রব্যের উপর অত্যন্ত অল্প পরিমাণে নীহার জন্মে, কিন্তু ঘাস, কাপড়, খড়, কাগজ, মৃৎপাত্র ও গ্লাসের উপর প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়। ধাতু সকল অল্প পরিমাণে তাপবিকীরণ করে, এজন্য ঘাস কাপড় ইত্যাদি তাপবিকীরণশক্তিসম্পন্ন বস্তুর উপর অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে নীহারসঞ্চার হয়। জৈব পদার্থ-সমূহেও ঐ হেতু যথেষ্ট নীহারসঞ্চার হইতে দেখা যায়। পালকের উপর প্রচুরপরিমাণে নীহার সঞ্চিত হয় আবার যে সমস্ত বস্তু আকাশের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, তাহাদের উপর যেরূপ নীহার জন্মে, অন্য কোন অবস্থা-পন্ন পদার্থের উপর সেরূপ জন্মে না। একই ওজনের দুই গোছা পশম লইয়া উহার এক গোছা একখানি তক্তার উপরে ও অন্য গোছা তক্তার নীচে রাখ, এই অবস্থায় উভয় পশম অনাবৃত স্থানে রাত্রিতে স্থাপন করিলে, প্রাতে উক্ত দুই গোছা পশমের ওজনের পার্থক্য উপলব্ধি হইবে। তক্তার উপরিস্থ

* বায়ুর উষ্ণতা যতদূর কমিলে নীহার সঞ্চার আরম্ভ হয়, তদপেক্ষা একটু গরম হইলে উহা বাষ্প, এবং একটু ঠাণ্ডা হইলে এই নীহার তুষারে পরিণত হয়।

পশম, আকাশের ঠিক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্থাপিত হওয়ায় উহা অধিক পরিমাণে নীহার সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়।

দিবাভাগে নীহার-সঞ্চারসম্বন্ধে মিষ্টার মেসার বলেন, "পৃথিবী হইতে রাত্রি কিংবা দিবা, সকল সময়েই এবং আকাশের সকল অবস্থাতেই, তাপবিকীরণক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। সাধারণতঃ, সূর্য্য যখন দৃষ্টিপরিচ্ছেদকবৃত্তের উপরে অবস্থান করে, তখন পৃথিবীর তাপবিকীরণ ও তাপগ্রহণশক্তি সমান থাকে। যে সমস্ত স্থানে সূর্য্যের কিরণ লম্বভাবে পতিত হইতে পারে না, সেই সমস্ত স্থান সূর্য্য ও অন্যান্য পদার্থ হইতে যে তাপ গ্রহণ করে, সময় সময় তদপেক্ষা অধিক তাপবিকীরণ করে; এজন্য সেই সমস্ত স্থানে নিয়ত সমস্ত দিন নীহার সঞ্চিত হইতে থাকে।" ডাক্তার জোসেফ্ ডি হুকার লিখিয়াছেন যে, নেপালের পূর্ব্বভাগে স্থানে স্থানে প্রাতে ১০টার পূর্ব্বে ও বৈকালে ৩টার পর সূর্য্যের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় না। এই সমস্ত স্থানে এত অধিক পরিমাণে তাপবিকীরণ হয় যে, নিয়ত তথায় নীহারসঞ্চার হইতে দেখা যায়।

নিহারিকা (Nebulæ), আকাশস্থ এক প্রকার ক্ষীণালোকবিশিষ্ট পদার্থ। ইহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট আকৃতি নাই। দূরবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা অবলোকন করিলে, মেঘের (নিহার) আকৃতিমত দেখায় বলিয়া 'নিহারিকা' নাম হইয়াছে।

সর্ব্বপ্রথমে টলেমীর সিণ্টাক্সিস্‌গ্রন্থে নিহারিকার বিষয় সামান্যরূপে অবগত হওয়া যায়। দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখা যায় যে, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য নক্ষত্রমণ্ডলের সমষ্টিই নিহারিকা। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে সিমন্ মেরিয়াস্ একটী নিহারিকা আবিষ্কার করেন। এটী পূর্ব্বাবিষ্কৃত নিহারিকাসমূহ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্।

১৬১৮ খৃষ্টাব্দে সুইস্ জ্যোতির্ব্বেত্তা সিনাটস্ ঠিক তদ্রূপ একটী পদার্থ 'অরিয়ন্' নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে আবিষ্কার করেন। হাইজেনস্ সাহেব ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ইহার বিষয় প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে যে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা তিনি জানিতেন না বলিয়া, আহ্লাদে অধীর হইয়া পড়েন। নিহারিকার নিকটবর্ত্তী স্থান ঘোর তমসাচ্ছন্ন; এই নিমিত্ত তিনি মনে করিলেন যে, আকাশের মধ্য দিয়া স্বর্গের জ্যোতির্ম্ময় রাজ্য তাঁহার নয়নপথে পতিত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কেবলমাত্র ২০।২১টী নিহারিকা দেখা গিয়াছিল। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ লাসেলী (LaCailli) ইহা ছাড়া আর ৪২টী নিহারিকার বিবরণ প্রকাশ করেন। তিনি ইহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন।

১ম শ্রেণী,—দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে, এই গুলিই প্রকৃত নিহারিকারূপে দেখা যায়, অর্থাৎ কোন নির্দ্দিষ্ট আকার দৃষ্ট হয় না; ২য় শ্রেণী নক্ষত্রে পরিণত হওয়ার উপযুক্ত এবং ৩য় শ্রেণী নিহারিকাপদার্থপরিবেষ্টিত নক্ষত্র। অন্য একটী ফরাসী পণ্ডিত ১০৩টীর অধিক নিহারিকা আবিষ্কার করেন।

ইহাদের পর হার্সেল নিহারিকার বর্ত্তমান বিবরণ প্রকাশ করিলেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি রয়াল সোসাইটীতে হাজার নিহারিকার এক তালিকা দেন। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে আর এক হাজারের তালিকা এবং ১৮০২ সালে পাঁচশতের অন্য এক তালিকা প্রদান করেন। শেষবারে তিনি নক্ষত্রমণ্ডলের পদার্থসমূহ দ্বাদশভাগে শ্রেণীবদ্ধ করেন। যথা;—

১। অনন্যসংযুক্ত তারকা (Insulated stars)।

২। যুগ্ম-তারকা (Binary stars) অর্থাৎ দুইটী নক্ষত্র একত্র হইয়া সাধারণ ভারকেন্দ্রের চতুর্দ্দিক্ আবর্ত্তন করে।

৩। ত্রয় বা ততোধিক তারকা (Triple or multiple)।

৪। গুচ্ছবদ্ধ তারকা বা ছায়াপথ (Milky way)।

৫। নক্ষত্রপুঞ্জ।

৬। নক্ষত্র-গুচ্ছ (Clusters of stars)। এই শ্রেণী ও ৪র্থ শ্রেণীতে পার্থক্য এই যে ইহাদের আকৃতি গোলাকার এবং কেন্দ্রাভিমুখে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতেছে।

৭। নিহারিকা।

৮। নাক্ষত্রিক নিহারিকা (Steller Nebulæ) তাহার নিকট ইহারা অতীব দূরবর্ত্তী নক্ষত্রশ্রেণীর মত দেখা হয়।

৯। শুভ্র নিহারিকা (Milky Nebulosity)—এই শ্রেণীতে তারামালা নিহারিকা সদৃশ এবং শুদ্ধ নিহারিকা একত্র দৃষ্ট হয়।

১০। নিহারিক-নক্ষত্র (Nebulous stars) নৈহারিক-বায়ুতে পরিবেষ্টিত।

১১। গ্রহসম্বন্ধীভূত নিহারিকা (Planetary Nebulæ) এই শ্রেণীর নিহারিকা গ্রহগণের ন্যায় সম্পূর্ণ গোলাকার, কিন্তু ক্ষীণ আলোকবিশিষ্ট।

১২। কেন্দ্রবিশিষ্টগ্রহ-নিহারিকা (Planetary nebulæ with centres) শেষোক্ত দৃশ্য দেখিলে সহজেই বোধ হয় যে, নিহারিকাসমূহ দিন দিন উজ্জ্বল বিন্দুতে ক্রমশঃই ঘনীভূত হইতেছে।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে তিনি রয়াল সোসাইটীতে নিহারিকার তারকাকৃতিপ্রাপ্তি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রেরণ করেন নিহারিকা আকাশমণ্ডলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আছে, ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি পরস্পর আকর্ষণবশতঃ একত্র হইয়া পদার্থে পরিণত হইতে চেষ্টা করিতেছে এবং ক্রমশঃ একত্র হইয়া

কঠিন পদার্থে পরিণত হইয়াছে; ইহাই তাঁহার প্রবন্ধের সারাংশ।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ছোট হার্সেল উত্তর খ-মণ্ডলের নিহারিকা সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, তাহার বিবরণী প্রকাশ করেন। ইহাতে ২৩০৬টী নিহারিকার কথা আছে; তন্মধ্যে তিনি স্বয়ং ৫০০ আবিষ্কার করেন। এইরূপ আরও কএকজন সাহেব এ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ প্রকাশ করেন।

কাণ্ট (Kant) এবং লাপলাসের (Laplace) মত এই যে, ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় পদার্থই কোন এক সময়ে বায়বীয় নিহারিকা-বস্থায় ছিল। সেই সময় ইহাদের তাপ অত্যন্ত অধিক ছিল। পরে ক্রমাগত ঠাণ্ডা হইতে আরম্ভ করায় কোন নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র স্থিরীকৃত করিয়া, তাহার চতুর্দ্দিকে ঘনীভূত হইতে লাগিল। অনন্তর তাহাদের গতি আরম্ভ হইল। এই প্রকারে আমাদের সৌরমণ্ডলের সৃষ্টি হইল।

আমরা শুদ্ধ কেবল এই বিশ্বজগতের অস্তিত্ব অবগত আছি, এইরূপ আরও বহু বিশ্ব থাকিতে পারে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বলেন যে, পদার্থ সমুদয় প্রথমে বিচ্ছিন্নাবস্থায় অসংখ্য উল্কাপ্রস্তর (Meteorites)-রূপে বর্ত্তমান ছিল। তখন তাহাদের উত্তাপ তত অধিক ছিল না। পরস্পর সংঘর্ষণ ও আকর্ষণবশে নিহারিকাগণের সঙ্কোচন বৃদ্ধি হয়। সঙ্কোচন বৃদ্ধি হওয়ায় উল্কাপ্রস্তরখণ্ডের সংঘর্ষণ অতি বেশী হইতে থাকে, এই নিমিত্ত নিহারিকা সকল ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইতে আরম্ভ করে। তাপ দিন দিন বৃদ্ধি হওয়ায়, উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হইয়া, নক্ষত্ররূপে পরিণত হয়। নিহারিকা হইতে নক্ষত্র হইলে পর, প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহারা তাপবিকীরণ করিতে থাকে। তাপবিকীর্ণ হওয়ায়, ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত শীতল হইতে আরম্ভ করে। কিন্তু নক্ষত্ররূপে পরিণত হইলেও, ঘনীকরণজন্য উত্তাপ কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি হইতে থাকে। ঘনীকরণজন্য উত্তাপ যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয়, বিকীরণজন্য তাহা অপেক্ষা অধিক উত্তাপ বহির্গত হয়; অতএব পরিণামে এই নক্ষত্র শীতল হইয়া গ্রহরূপে পরিণত হয়। গ্রহের সঙ্গে নক্ষত্রের যে সম্বন্ধ, নক্ষত্রের সঙ্গে নিহারিকারও ঠিক সেইরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ নক্ষত্র ঠাণ্ডা হইয়া গ্রহ হয়। পক্ষান্তরে নিহারিকা ঠাণ্ডা হইয়া নক্ষত্র হইয়া থাকে।

নিহারিন্ (ত্রি) [নির্হারিন্ দেখ।]

নিহাল, বেরারের অন্তর্গত মেলঘাটের আদিমবাসী। ইহারা ক্ষমতাহীন হইয়া বেরারের কোর্কু দিগের দাসত্ব স্বীকার করে। নিহালদিগের আদিম মাতৃভাষার লোপ হইতেছে। আধুনিক নিহালেরা কোর্কু ভাষা অনুকরণ করিতেছে। কোর্কু দিগের সহিত নিহালদিগের সম্প্রীতি আছে। কিন্তু নিহালেরা কোর্কু দিগকে উচ্চ শ্রেণীস্থ মনে করিয়া তাহাদের সহিত একত্র উপবেশন করে না। নিহালেরা পূর্ব্বে অত্যন্ত গোরু চুরি করিত। ইহারা অত্যন্ত অলস। ইহাদের অনেকেই প্রায় নিষ্কর্ম্মা, অতি সামান্য লোকই কৃষিকার্য্য করে। নিহালেরা হিন্দু হইয়াছে।

নিহাল খাঁ, অযোধ্যার রায়-বেরেলী বিভাগের অন্তর্গত মজাফর-খাঁ তালুকের ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে নিহালগড় নামে একটী গ্রাম আছে, তথায় মৃত্তিকানির্ম্মিত একটী দুর্গ আছে। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে নিহাল খাঁ নামক এক ব্যক্তি উহা নির্ম্মাণ করেন।

নিহালগড়, [নিহাল খাঁ দেখ।]

নিহালসিংহ, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের পৌত্র ও মহারাজ খড়্গসিংহের পুত্র, মাতার নাম চাঁদকুমারী। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুনমাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সেনাপতি ভেন্‌চুরা ও কোর্টকে সঙ্গে লইয়া পেশাবর প্রদেশ জয় করিতে অগ্রসর হন। উক্ত বৎসরের মে মাসে পেশাবর নগর ও দুর্গ তাঁহার অধীন হয়। পরে তিনি দেরা-ইস্‌মাইল খাঁর শাসনকর্ত্তা শাহ নবাজখাঁকে পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত এবং সরফ্‌রাজ খাঁর নিকট হইতে তোঙ্কদুর্গ জয় করিয়া নিজ অধিকারভুক্ত করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বিবাহ উপলক্ষে মহারাজ রণজিৎসিংহ দেশীয় রাজা ও ইংরাজ সেনাপতি প্রভৃতি বহুলোক নিমন্ত্রণ করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে তিন মাস রাজত্বের পর খড়্গসিংহ রাজ্যভ্রষ্ট হইলে নবনিহাল ১৮ বৎসর বয়সে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।

সাহসিকতা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার বলে নিহালসিংহ পঞ্জাব সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে কৃতকার্য্য হন। ইংরাজজাতির উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। ইংরাজের সহিত যুদ্ধমানসে তিনি বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু গৃহবিবাদে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই। তিনি মন্দির রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাজিত ও কমালগড় দুর্গ জয় করেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবার কালে, যখন রাজদ্বারের নীচে পৌঁছেন, ঠিক সেই সময়ে উপরের খিলান ভাঙ্গিয়া তাঁহার উপর পতিত হয় এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, বাবা, ফকির প্রভৃতির উপর তাঁহার যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। একমাত্র ব্রাহ্মণের পরামর্শ ব্যতীত তিনি কাহারও কথা তত গ্রাহ্য করিতেন না।

নিহালসিংহ, (অহ্লবালিয়া) অহ্লবালিয়া মিশ্‌লের সর্দার

ফতেসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে কএক জন তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রাসাদ মধ্যে লুকাইয়া তাঁহাকে গুপ্তভাবে আক্রমণ করে, কিন্তু তিনি নিজ সাহসিকতার আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে যখন লর্ড অকলাণ্ড পঞ্জাবের মধ্য দিয়া কাবুলে অগ্রসর হন, তখন নিহাল খাদ্যাদি সরবরাহ করিয়া বৃটীশসৈন্যের বিশেষ সহায়তা করেন। কাবুলযুদ্ধে তিনি দুইদল সৈন্যও পাঠাইয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম শিখযুদ্ধের সময় তাঁহার চরিত্রে ইংরাজের বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হয়, কারণ তিনি রসদাদি দিয়া ইংরাজ সৈন্যের সহায়তা করেন নাই। এই দোষে শতদ্রুর দক্ষিণস্থিত বাৎসরিক ৫৬৫০০০৲ টাকা আয়ের একটী সম্পত্তি ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লয়েন। ২য় শিখযুদ্ধে তিনি বিশেষ মনোযোগী হইয়া ইংরাজের সহকারিতা করেন। এই সাহায্যের জন্য তিনি 'রাজা' উপাধি পান। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মৃত্যুকালে তিনি প্রায় সমুদয় রাজ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র রণধীর-সিংহকে দিয়া যান, এবং বিক্রম সিংহ ও সুচেৎ সিংহ নামক অপর দুই পুত্রকে এক এক লক্ষ টাকা জায়গীর প্রদান করেন।

নিহালগড় চক্ জঙ্গল—অযোধ্যার সুলতানপুর জেলার একটী সহর। সুলতানপুর হইতে ৩৬ মাইল পশ্চিমে লক্ষ্ণৌ যাইবার পথে অবস্থিত।

নিহিংসন (স্ত্রী) নি-হিন্স ভাবে ল্যুট্। মারণ, বধ।

নিহিত (ত্রি) নি-ধা-ক্ত, ধা স্থানে হি। (দধাতেহিঃ। পা ৭।৪।৪২) ১ আহিত। ২ স্থাপিত। ৩ নিক্ষিপ্ত।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥" (ভারত বনপ° ৩।৩১২।১১২)।

নিহীন (ত্রি) নিতরাং হীনঃ। নীচ, পামর।

"নিহীনৈঃ পরিক্লিশ্যন্তীং সমুপেক্ষন্তি মাং কথম্।" (ভারত ৩।১২।১১৯)

নিহ্নব (পুং) নিহ্নূয়তে সত্যবাক্যমনেনেতি নি-হ্নু-অপ্ (ঋদো-রপ্। পা ৩।৩।৫৭)। অপলাপ। পর্য্যায়—নিহ্নুতি, অপহ্নুতি, অপহ্নব। (শব্দর°)

"নিহ্নবে ভাবিতো দদ্যাৎ ধনং রাজ্ঞে চ তৎসমম্।"(যাজ্ঞবল্ক্য ২।১১)

২ নিকৃতি। ৩ অবিশ্বাস।

'নিহ্নবঃ পুংসি নিকৃতাববিশ্বাসাপলাপয়োঃ॥' (মেদিনী)

৪ গুপ্ত। (শব্দর°) ৫ শুদ্ধি।

"ধ্যায়ন্নিষ্টং যৎ কিঞ্চিৎ প্রাণিগ্রাহস্য চেতসা।

তস্যৈব ব্যভিচারস্য নিহ্নবঃ সম্যগুচ্যতে॥" (মনু ৯।২১।)

নিহ্নান (স্ত্রী) নি-হ্নু-ল্যুট্। নিহ্নব।

নিহ্নিতি (স্ত্রী) নি-হ্নু-ক্তিন্। নিহ্নব। (শব্দরত্না°)

নিহ্রাদ (পুং) নি-হ্রদ-ঘঞ্। শব্দ।

"সারসৈঃ কলনির্হ্রাদৈঃ কচিদুন্নমিতাননৌ॥" (রঘু ১।৪১)

নী (ত্রি) নয়তি নী-কর্ত্তরি ক্বিপ্। প্রাপক।

নীক (পুং) নীয়তে ইতি নী প্রাপণে কন্ (অজিযুধুনীভ্যো দীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৪৭) বৃক্ষবিশেষ। (উজ্জ্বল)

নীকর্ষিন্ (ত্রি) প্রসারণযুক্ত।

নীকার (পুং) নি-কৃ-ঘঞ্ ঘঞি বাহুলকাৎ দীর্ঘঃ। (উপ-সর্গস্য ঘঞ্যমনুষ্যেবহুলম্। পা ৬।৩।১২২) ন্যক্কার। (শব্দর°)

নীকাশ (ত্রি) নিতরাং কাশতে ইতি নি-কাশ-অচ্ ততো উপসর্গস্য দীর্ঘঃ। (ইকঃ কাশে। পা ৬।৩।১২৩) তুল্য, উপমা।

"আকাশনীকাশতটাং তীরবানীরসঙ্কুলাম্।

বভূব চরতাং হর্ষঃ পুণ্যতীর্থাং সরস্বতীম্॥" (ভারত ৩।১৮২।১৩)

(পুং) ২ নিশ্চয়। (মেদিনী)

নীকুলক (পুং) প্রবরভেদ। (হেমাদ্রি)

নীক্ষণ (স্ত্রী) নীক্ষ্যতেঽনেন নি-ঈক্ষ করণে ল্যুট্। পাকাদি পরীক্ষাসাধন কাষ্ঠভেদ।

"যন্নীক্ষণং মাংসপচন্যাঃ" (ঋক্ ১।১৬৩।১৩)

'নীক্ষণং পাকপরীক্ষাসাধনং কাষ্ঠম্' (সায়ন)

নীচ (ত্রি) নিকৃষ্টামীং লক্ষ্মীং শোভাং চিনোতীতি চি-ড। ১ জাতি গুণ ও কার্য্যাদি দ্বারা নিকৃষ্ট, হীন, বর্ব্বর। পর্য্যায়,—বিবর্ণ, পামর, প্রাকৃত, পৃথগ্‌জন, নিহীন, অপসদ, জাল্ম, ক্ষুল্লক, ইতর, অপশদ, ক্ষুল্ল, ক্ষুদ্র, বেতক, খুল্লক। (শব্দর°) নীচের সহিত সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়।

"ন প্রাপ্নোতি সুখং কিঞ্চিন্নীচসঙ্গান্মহানপি।

প্রেতসঙ্গান্মহাদেবো নগ্নো ভস্মবিভূষিতঃ॥

প্রবিশ্য নিলয়ং নীচঃ স্ত্রীধনাদিকমিষ্যতে।

স্বয়ং নেতুং ন শক্নোতি তদা নায়য়তি ধ্রুবম্॥" (ক্রিয়াযো°)

২ অনুচ্চ, পর্য্যায়,—বামন, ন্যক্, খর্ব্ব, হ্রস্ব। (অমর) ৩ নিম্ন। (পুং) ৪ চোরক নামে গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°) ৫ গ্রহাদির স্থানভেদ।

যে গ্রহের যে যে রাশি উচ্চস্থান হয়, সেই গ্রহের ঐ উচ্চ স্থান হইতে গণনায় যে রাশি সপ্তম স্থান হয়, সেই স্থান সেই গ্রহের নীচস্থান হইবে। উচ্চাংশের যেরূপ গণনা, নীচাংশেরও সেইরূপ। যথা—রবির উচ্চস্থান মেষ, তাহার উচ্চাংশ দশ, অতএব নীচাংশও দশ হইবে এবং নীচাংশের শেষ অংশকে সুনীচাংশ বলা যায়। এই স্থানে গ্রহগণ থাকিলে নিতান্ত দুর্ব্বল হয়, এইরূপ অন্য রাশির নীচাংশ ও সুনীচাংশ গণনা করিয়া গ্রহদিগের বলাবল দেখিতে হইবে।

এই উচ্চ নীচ জানিবার জন্ত নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া হইল।

গ্রহের নাম	উচ্চ রাশি	নীচ রাশি	উচ্চাংশ-ভোগের কাল	নীচাংশ ভোগের নাম।
রবি	মেষ	তুলা	১০ দিন	১০ দিন।
চন্দ্র	বৃষ	বৃশ্চিক	১৩।৩০পল	১০।৩০ পল।
মঙ্গল	মকর	কর্কট	৪২ দিন	৪২ দিন।
বুধ	কন্যা	মীন	৯ দিন	৯ দিন।
গুরু	কর্কট	মকর	২ মাস	২ মাস।
শুক্র	মীন	কন্যা	২৫দিন ০।১২পল	২৫ দিন ০।১২পল
শনি	তুলা	মেষ	২০ মাস	১২ মাস।
রাহু	মিথুন	ধনু	১২ মাস	১২ মাস।
কেতু	ধনু	মিথুন	১২ মাস	১২ মাস।

এইরূপে নীচরাশি জানা যাইবে। রাশি নীচস্থিত হইলে মন্দ ফল দিয়া থাকে। (ফলিতজ্যোতিষ)

নীচক (ত্রি) নীচ এব স্বার্থে কন্। বামন, খর্ব্ব। (শব্দর°)

নীচকদম্ব (পুং) নীচঃ কদম্বো যস্মাৎ। মণ্ডীর। (নৈঘণ্টুপ্র°)

নীচকা (স্ত্রী) নিকৃষ্টামীং শোভাং চকতি প্রতিহন্তি। চক প্রতি-ঘাতে অচ্-টাপ্। উত্তমা গো, নৈচিকী, ভাল গোরু।

নীচকিন্ (পুং) নিকৃষ্টামীং শোভাং চকতি চক প্রতিঘাতে বাহুলকাৎ ইনি। ১ উচ্চ। ২ উপরিভাগ। ৩ উত্তম গর্বীমান্।

নীচকৈস্ (অব্য) নীচৈস্ ইত্যব্যয়স্য টেঃ প্রাগকচ্ (অব্যয় সর্ব্বনাম্নামকচপ্রাক্টেঃ। পা ৫।৩।৭১) ১ নীচৈস্, ক্ষুদ্র। ২ অল্প। ৩ অধম। ৪ নীচ। ৫ নম্র। ৬ অধঃ। ৭ খর্ব্ব।

নীচগ (ক্লী) নীচং নিম্নদেশং গচ্ছতীতি গম-ড। ১ নিম্নগামিজল। ২ নিম্ন। "অম্বুরপটুময়ূখো নীচগোহন্যোর্জ্জিতো বা
ন সকলফলদাতা পুষ্টিদোহতোহন্যথা যঃ।" (বৃহৎসং ১৯।২২)
৩ রাশিদিগের স্বীয় উচ্চস্থান হইতে সপ্তমস্থান।
"তৎসপ্তমং ভবেন্নীচম্" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)
৪ পামর। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ নীচবর্ণগামিনী স্ত্রী।
"নীচগামঙ্গনাং প্রাপ্য চন্দনৈর্মণ্ডলং লিখেৎ।"
(ভূতডামরতন্ত্র)

নীচগা (স্ত্রী) নীচগ-টাপ্। নিম্নগা, নদী।
"সঙ্গময়তি বিদ্যৈব নীচগাপি নরং সরিৎ-
সমুদ্রমিব দুর্দ্ধর্ষং নৃপং ভাগ্যমতঃ পরম্।" (হিতোপদেশ)

নীচগৃহ (ক্লী) রবি প্রভৃতি গ্রহের স্ব স্ব উচ্চ স্থান হইতে সপ্তম রাশি। [নীচ দেখ।]

নীচতা (স্ত্রী) নীচস্য ভাবঃ, নীচ-তল্-টাপ্। নীচত্ব, অধমত্ব, ক্ষুদ্রত্ব, সঙ্কীর্ণতা, অপকৃষ্টত্ব, হীনতা।

নীচভোজ্য (পুং) নীচৈর্ভোজ্যঃ। ১ পলাণ্ডু। (শব্দর°) (ত্রি) ২ নীচভোজ্যমাত্র।

নীচযোনিন্ (ত্রি) নীচা যোনিরস্ত্যস্য ব্রীহ্যাদিত্বাৎ ইনি। নীচজাতিযুক্ত।
"এতৎকৃতযুগে বৃত্তং সর্ব্বেষামেব ভারত।
প্রাণিনাং ধর্ম্মবুদ্ধীনামপি চেন্নীচযোনিনাম্॥" (হরিব° ১৯৮ অঃ)

নীচবজ্র (পুং ক্লী) নীচমনুৎকৃষ্টং বজ্রম্। বৈক্রান্তমণি। (রাজনি°)

নীচা (অব্য) নিকৃষ্টামীং শোভাং চিনোতি বাহুলকাৎ ডা। নীচৈস্, নীচ। "নীচা সন্তমুদনয়ঃ।" (ঋক্ ২।১৩।১২)
'নীচা নীচম্' (সায়ণ)

নীচাৎ (অব্য) নিকৃষ্টামীং চিনোতি বাহুলকাৎ ডাতি। নীচ, নীচৈস্। "নীচাদুচ্চা চক্রথুঃ পাতবে।" (ঋক্ ১।১১৬।২২)

নীচামেঢ্র (ত্রি) অধোমুখলিঙ্গ।

নীচায়ক (ত্রি) নিতরাং নিশ্চয়েন বা চিনোতি নি-চি-ণ্বুল্। নিতান্ত চায়ক।

নীচাবয়স্ (ত্রি) ন্যগ্ভাবপ্রাপ্ত।
"নীচাবয়া অভবৎ বৃত্রপুত্রেন্দ্রঃ।" (ঋক্ ১।৩২।৯)

নীচাশয় (ত্রি) নীচ আশয়ঃ যস্য। ক্ষুদ্রচেতা, নীচবৃত্তি।

নীচিকী (স্ত্রী) নৈচিকী।

নীচীন (ত্রি) ন্যগেব স্বার্থে খ অঞ্চতে র্ন লোপাৎ লোপে পূর্ব্বাণো দঘীঃ। ন্যগ্ভূত, অধোমুখ।
"নীচীনবারং বরুণঃ কবন্ধম্।" (ঋক্ ৫।৮৪।৩)
'নীচীনবারং অধোমুখবিলম্' (সায়ণ)

নীচু (দেশজ) অধোদিক্, নিম্ন, তল।

নীচৈর্গতি (স্ত্রী) নীচৈঃ গতিঃ। ১ মন্দগমন। ২ নিম্নগতি।

নীচৈস্ (অব্য) নি-চি-উ, নের্দীর্ঘসশ্চ। (নৌ-দীর্ঘশ্চ। উণ ৫।১৩) ১ নীচ। ২ স্বৈর। ৩ অল্প। ৪ অনুচ্চ।
"নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ।" (মেঘদূত ১০৮)

নীচকুর্ম্মী, ছোটনাগপুরের কুর্ম্মীজাতির এক শাখা। ইহারা পরিণত বয়সে কন্যার বিবাহ দিয়া থাকে। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে সহবাসের কোন বাধা নাই। অপরাপর করণকারণ সাধারণতঃ অপরাপর নিকটবর্ত্তী জাতির মত।

নীচোচ্চমাস, চন্দ্র ২৭ দিন ৩৩ ঘটী ১৬.৫৬ পলে একবার পৃথিবী বেষ্টন করে। এই সময়ের মধ্যে চন্দ্রকেন্দ্রের একবার পরিভ্রমণ সম্পন্ন হয়। ইংরাজী জ্যোতিষে ইহাকে Anomalistic month বলে। 'নীচ' (perigee) শব্দের অর্থ পৃথিবী ও চন্দ্রের গমনকালীন সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী স্থান 'উচ্চ' (apogee) শব্দে পৃথিবী ও চন্দ্রের সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থান। অতএব নীচোচ্চমাসের অর্থ এই যে, যে সময়ের

মধ্যে চন্দ্র 'নীচ' হইতে গমন করিয়া পুনরায় তথায় ফিরিয়া আইসে, অথবা 'উচ্চ' হইতে পুনর্ব্বার উচ্চ স্থানে ফিরিয়া আইসে। [তিথিশব্দ দ্রষ্টব্য।]

নীচোচ্চবৃত্ত (ক্লী) বৃত্তভেদ। একটী বৃত্ত যাহার কেন্দ্র কোন এক বৃহৎ বৃত্তের মধ্যে ভ্রমণ করে। (Epicyche)

নীচোপগত (ত্রি) খগোলের নিম্নভাগে অবস্থিত।

নীচ্য (ত্রি) নীচি ভবঃ জনচ্ যৎ, নলোপাল্লোপৌ পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। নিম্নভব, স্তুগভূতভব।

নীড় (পুং ক্লী) নিতরাং ঈড্যতে স্তূয়তে সুদৃশ্যত্বাৎ নি-ঈড় ঘঞ্। পক্ষিবাসস্থান। চলিত পাখীর বাসা। পর্য্যায়—কুলায়।

"মার্গান্ত যস্তে মুখপদ্মনীড়ৈশ্ছন্দঃ সুপর্ণৈ র্ঋষয়ো বিবিক্তে।"
(ভাগবত ৩।৫।৩৯)

যে জাতীয় পক্ষী যে যে ঋতুতে গর্ভোৎপাদন করে, ঠিক সেই সময়ে তাহারা আপনাপন বাসা নির্ম্মাণ করিতে যত্নবান্ হয়। এই বাসা তাহারা সচরাচর বৃক্ষাদির উচ্চতম ডালের উপর রচনা করিয়া থাকে। যখন গর্ভিণী-পক্ষীর ডিম্বপ্রসবকাল সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আসে, তখন উভয়ে এক একটী করিয়া কুটা কাটী ঠোঁটে করিয়া লইয়া কোন বৃক্ষে যাইয়া নীড় রচনা করে। এই নীড় এরূপ সুকৌশলে নির্ম্মিত হয় যে, ইহার বহির্ভাগে হাত দিলে কাঁটা বিঁধার ন্যায় অনুভব হয়, কিন্তু যে স্থানে পক্ষিণী অণ্ডাদি প্রসব করে, সেই স্থান বাটীর ন্যায় খোলবিশিষ্ট ও বহির্দ্দেশ হইতে অপেক্ষাকৃত কোমল। চিল, কাক প্রভৃতির বাসা সাধারণতঃ এইরূপ। চড়াই, শালিক প্রভৃতি গৃহাদির ফাটালে আপনাপন নীড়, ঘাস কুটা দিয়া নির্ম্মাণ করে। কাঠ্ঠোক্‌রা প্রভৃতি কোন কোন পক্ষী বৃক্ষাদির কোটর মধ্যে আপনাপন নীড় মনোনীত করিয়া লয় এবং তাহাতেই অণ্ডাদি প্রসব করে। গৃহপালিত কুক্কুট, হংস, পারাবতাদি পক্ষী আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কুলায় খড় ঘাস ও নিজ মলসংযোগে নীড় রচনা করে। অপর পক্ষে, বাবুই পক্ষীর বাসা অতীব আশ্চর্য্যজনক। এই বাসা দেখিতে ঠিক শুষ্ক ঝিঙে বা ধুঁধুলের মত, কেবল তলায় একটী মাত্র গর্ত্ত। ইহার ভিতরের প্রবেশপথ এবং আবাসভূমি বড়ই সুকৌশলে গঠিত। প্রবাদ, ইহারা রাত্রিকালে আপন নীড়ে আলো দিবার জন্য জোনাকিপোকা ভিতরে আটকাইয়া রাখে এবং উহার মধ্যে অণ্ডাদি প্রসব করে, কিন্তু তন্মধ্যে নিজেরা সর্ব্বদা থাকে না। এই জন্য আমাদের দেশে সকলেই বলিয়া থাকে 'ঘর থাক্‌তে বাবুই ভিজে'। অতি হেয় প্রাণী চামচিকা, যেরূপ কৌশলে আপনার নীড় পক্ষীর কোমলপালকে গ্রথিত করিয়া নির্ম্মাণ করে, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইহারা এই নীড় ভগ্নবাটীর কড়ি বা বরগা সংলগ্ন করিয়া রাখে এবং অভ্যন্তরভাগে কোমল তৃণগুচ্ছ দিয়া উহার মধ্যভাগ আরও কোমলতর করে। বাদুড়ের নীড় কোথাও দৃষ্ট হয় না। ইহারা সচরাচর ভগ্নগৃহাদি বা নির্জ্জন গৃহাদির কড়িতে, অথবা কোথাও বৃক্ষাদির ডালে দিবাভাগে ঝুলিয়া থাকে। এই তাহাদের মনোমত নীড়। সন্তান প্রসব করিতে হইলে, আপনারা যেরূপ ডাল বা কড়ি ধরিয়া ঝুলিয়া থাকে, সেইরূপ সন্তানাদিকেও প্রসবের পরেই ঝুলাইয়া দেয়। কাকাতুয়া প্রভৃতি পার্ব্বতীয় পক্ষিগণ পর্ব্বতের ফাটলে ও বৃক্ষাদির উপর নীড় রচনা করে। ময়ূরাদি পর্ব্বতগাত্রে বা মৃত্তিকা খনন করিয়া একটী গর্ত্ত করে অথবা গাছের ডালে বাসা করে এবং তাহাতে শুষ্ক লতাপাতা দিয়া রাখে। কোন কোন জাতীয় পাতিহাঁস স্বাভাবিক অবস্থায় পর্ব্বতের শিখরদেশে অথবা বৃক্ষাদির উপরে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। অষ্ট্রেলিয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এবং বোর্ণিওদ্বীপের উত্তরপশ্চিমে এক-জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা গভীর জঙ্গলে মৃত্তিকা, বালু বা রাবিশযুক্ত স্থান খনন করিয়া, অথবা একস্থানে শুক্‌নাপাতা, গাছের ডাল, মাটী, পাথর ও পচা কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহার মধ্যস্থলে অণ্ডাদি প্রসব করিয়া, উপরে প্রচুর পরিমাণে ঐরূপ পদার্থ চাপা দিয়া থাকে। এই তাহাদের নীড়, তাহারা নিজে ডিমে তা দেয় না, সূর্য্যের উত্তাপে বা মৃত্তিকার আভ্যন্তরিক গরমে উহা ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। ভারতীয় শকুনি জাতীয় পক্ষী প্রভৃতির নীড় দেখিতে অতি কদর্য্য, কেবল কতকগুলি গাছের ডাল বা কঞ্চির বুনন দ্বারা গঠিত। উহার ঠিক মধ্যস্থলে একটী গর্ত্ত আছে। ঐ গর্ত্ত তৃণাদি পদার্থ দ্বারা পাত্‌লা অথচ কোমল আচ্ছাদনবিশিষ্ট। অণ্ডপ্রসবের সময় পুরাতন ছিন্নবস্ত্র আনিয়া, তাহার উপর দিয়া আরও কোমল করে। কখনও বা ন্যাক্‌ড়ার পরিবর্ত্তে মানুষের মাথার চুল, পরিত্যক্ত পশমাদি বা কাঁচা গাছের পাতাও দিয়া থাকে। এই নীড়ের ব্যাস সাধারণতঃ ২ হইতে ৩ ফিট্ ও খাড়াই প্রায় ৪ হইতে ১০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। আফ্রিকার উষ্ট্রপক্ষী পাহাড়ের উপর এবং যাহারা পালিত তাহারা উচ্চভূমিতে অণ্ডপ্রসবসময়ে হংসাদির মত নীড় নির্ম্মাণ করে।

ভারতসমুদ্রের সুমাত্রা, বোর্ণিও, যবদ্বীপে এবং চীন-দেশের সমুদ্র-উপকূলে একপ্রকার তালচড়াই (Swallow) আছে, তাহারা পর্ব্বতগুহামধ্যে আপনাপন মুখের লালা সহ-যোগে যে নীড় নির্ম্মাণ করে, তাহা চীনবাসী ও য়ুরোপবাসীর বড় উপাদেয় খাদ্য। উহাদের মুখনিঃসৃত এই লালা সমুদ্র উপকূলে জাত কোন পদার্থ হইতে প্রাপ্ত। কেম্পকার সাহেব

অনুমান করেন, উহা একজাতীয় সমুদ্রকীটের সমষ্টিতে নির্মিত। বিজ্ঞানবিদ্ পৈভার, উহা কোনরূপ মৎস্যের ডিম বা সমুদ্রকূলবর্ত্তী ক্ষুদ্রজাতীয় মৎস্যের সাহায্যে গঠিত, এইরূপ বিবেচনা করেন। উহার আকৃতি একটী হংসডিম্বের সদৃশ। ঐ নীড় প্রকৃত অবস্থায় উক্ত তালচড়াই পক্ষীর মল ও পালকে আবৃত থাকে। ব্যবসায়ীরা পর্ব্বতগাত্র হইতে নীড় সংগ্রহ করিয়া, উক্ত মল ও পক্ষ ধৌত করে; তখন ঐ নীড় দেখিতে ঠিক একখানি সাদা ঝিনুকের মত। উহা এরূপ উপাদেয় যে, য়ুরোপবাসী ও চীনবাসীরা ইহার গুণে মোহিত হইয়া, উহাতে ঝোল প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করে। ঐ ঝিনুকের মত পদার্থবিশিষ্ট নীড়াংশ য়ুরোপীয় 'আইসিংগ্লাস' নামক মাছের পটপটির তুল্য উপাদেয় এবং কেবলমাত্র ধনবান্ ব্যক্তিই উহার আস্বাদগ্রহণে সক্ষম। উহার এক তোলার মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকারও অধিক।

চীনবাসীদিগের সংস্কার আছে যে, নীড় ভক্ষণ করিলে শরীরে সর্ব্বদা নবযৌবন বর্ত্তমান থাকে। এই কারণ তাহারা প্রতি বৎসর কএক হাজার মণ ঐরূপ নীড় সংগ্রহ করিয়া রাখে। ঐ নীড় সচরাচর দুই প্রকার হয়। শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট নীড়ের দাম অধিক। শতকরা প্রায় ৪টী শাদা পাওয়া যায় মাত্র। ইহাই উপাদেয় খাদ্য মধ্যে গণ্য। কৃষ্ণবর্ণের নীড় যবদ্বীপের রাজধানী বটেভিয়া নগরে বিক্রীত ও তথায় গালাইয়া উৎকৃষ্ট শিরীষ (আটাবৎ পদার্থ) রূপে পরিণত হয়। কেহ কেহ বলেন, এই কাল নীড় কিছুক্ষণ গরমজলে চুবাইয়া রাখিলে কতকাংশে শাদা হইয়া আইসে। পর্ব্বতগহ্বরমধ্যে এই নীড় একত্র অনেক দেখা যায়।

২ স্থান। ৩ রথীদিগের অধিষ্ঠানস্থান।

"স ভগ্ন নীড়ঃ পরিবৃতকুবরঃ পপাত ভূমৌ হতবাজিরগ্রতাৎ" (রামা° ৩।৫।৩৯)। ৪ রথাবয়বভেদ।

"প্রদক্ষিণং রথনীড়পরিহারঃ" (কাত্যা° শ্রৌত° ১৮।৫।১৮)।

নীড়ক (পুং স্ত্রী) নীড়ে কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক। খগ, পক্ষী। (শব্দার্থচি°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

নীড়জ (পুং স্ত্রী) নীড়ে জায়তে জন-ড। পক্ষী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

নীড়জেন্দ্র (পুং) গরুড়। "অনড়ুহি জিতনীড়জেন্দ্রবেগে কৃতনিবিড়াসনমুজ্জ্বলাম্বপীড়ে।" (শিবস্তুতি।)

নীড়ি (পুং) নিতান্তং ইলন্ত্যত্র, নি-ইল স্বপ্নে-ইন্ লস্য ড। নিবাস, আবাসস্থান। "শ্যেনাসো অন্তরস্য নীড়য়ঃ"(ঋক্১০।৯২।৬।)

নীড়োদ্ভব (পুং স্ত্রী) নীড়ে উদ্ভবতি, উদ্ ভূ-অচ্-বা নীড়ে উদ্ভবো যস্য। খগ, পক্ষী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

নীত (ত্রি) নী-কর্ম্মণি ক্ত। ২ প্রাপিত। ২ স্থাপিত। ৩ গৃহীত। ৪ অতিবাহিত।

"নীতং যদি নবনীতং নীতং নীতং কিমেতেন।

আতপতাপিতভূমৌ মাধব! মা ধাব মাধাব॥" (উদ্ভট)

নীতি (স্ত্রী) নীয়তে সংলভ্যন্তে উপায়াদয় ঐহিকামুষ্মিকার্থা বান্তামনয়া, নী-অধিকরণে করণে বা ক্তিন্। ১ নয়, শুক্রাদিউক্ত রাজবিদ্যা। ২ তচ্ছাস্ত্র। ভাবে-ক্তিন্। ৩ প্রাপণ। ৪ তদধিষ্ঠাত্রী দেবীভেদ।

"শিষ্টাশ্চ দেব্যঃ প্রবরাঃ হ্রীঃ কীর্ত্তির্দ্যুতিরেব চ।

প্রভা ধৃতিঃ ক্ষমাভূতির্নীতির্বিদ্যা দয়া মতিঃ॥" (হরিবং ২৫৬ অঃ)

৫ নীতিশাস্ত্র, হিতাহিত বিবেচনার শাস্ত্র। নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে ভাল মন্দের জ্ঞান জন্মে। মানব দুর্নীতিপরায়ণ হইলে জগতে নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। এইজন্য সর্ব্বাগ্রে নীতিপরায়ণ হওয়া প্রয়োজন। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে নীতিশাস্ত্রের বিষয় এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে নীতিশাস্ত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, সত্যযুগে সৃষ্টির কিছুদিন পরে লোকসকল পাপপথে চলিতে লাগিল, দেবগণ ইহা অবলোকন করিয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। তখন ভগবান্ কমলযোনি সুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা ভীত হইও না, আমি অচিরাৎ ইহার উপায় করিতেছি। এই কথা বলিয়া এক খানি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন। ঐ শাস্ত্রে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ; সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ; বৃদ্ধি, ক্ষয় ও সমানত্ব নামে দণ্ডজ ত্রিবর্গ; চিত্ত, দেশ, কাল, উপায়, কার্য্য ও সহায় নামে নীতিজ ষড়্বর্গ, কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কৃষি, বাণিজ্যাদি জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, অমাত্য, রক্ষার্থনিযুক্ত চর ও গুপ্তচরবিষয়, রাজপুত্রের লক্ষণ, চরগণের বিবিধোপায়, সাম, দান, ভেদ, দণ্ড, উপেক্ষা, ভেদকারক মন্ত্রণা ও বিভ্রম, মন্ত্রসিদ্ধি ও অসিদ্ধির ফল, ভয়, সৎকার, বিত্তগ্রহণার্থ অধম, মধ্যম ও উত্তম এই তিন প্রকার সন্ধি, চতুর্বিধযাত্রাকাল, ত্রিবর্গের বিস্তার, ধর্ম্মযুক্ত বিজয় ও আসুরিক বিজয়, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল ও কোষ এই পঞ্চবর্গের ত্রিবিধ লক্ষণ, প্রকাশ ও অপ্রকাশ্য সেনার বিষয়, অষ্টবিধ গূঢ় বিষয়প্রকাশ, হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ভারবাহী, চর, পোত, ও উপদেষ্টা এই অষ্টবিধ সেনাঙ্গ, বস্ত্রাদি ও অন্নাদিতে বিষযোগ, অভিচার, অরি, মিত্র ও উদাসীনের বিষয়, পথগমনের গ্রহনক্ষত্রাদিজনিত সমগ্র গুণ, ভূমিগুণ, আত্মরক্ষা, আশ্বাস, রথাদি নির্ম্মাণের অনুসন্ধান, মনুষ্য, হস্তী, পশু ও রথসজ্জার উপায়, বিবিধব্যূহ, বিচিত্র যুদ্ধকৌশল, ধূমকেতু প্রভৃতি

গ্রহগণের উৎপাত, উল্কাদি নিপাত, সুপ্রণালীক্রমে যুদ্ধ, পলায়ন, অস্ত্রশস্ত্রের শাণপ্রদান, অস্ত্রজ্ঞান, সৈন্যব্যসনমোচন, সৈন্যদিগের হর্ষোৎপাদন, পীড়া, আপদ্‌কাল, পদাতিজ্ঞান, খাতখনন, পতাকাদি প্রদর্শনপূর্ব্বক শত্রুর অন্তঃকরণে ভয়-সঞ্চারণ, চোর, উগ্রস্বভাব, অরণ্যবাসী, অগ্নিদাতা, বিষ-প্রয়োক্তা, প্রতিরূপকারী প্রধান ব্যক্তির ভেদ, বৃক্ষচ্ছেদন, মন্ত্রাদি প্রভাবে হস্তীদিগের বলহ্রাস, শঙ্কা উৎপাদন, এবং অনুরক্ত ব্যক্তির আরাধন, ও বিশ্বাসজননদ্বারা পররাষ্ট্রে পীড়া-প্রদান, সপ্তাঙ্গরাজ্যের হ্রাস, বৃদ্ধি ও সমতা, কার্য্যসামর্থ্য, কার্য্যের উপায়, রাষ্ট্রবৃদ্ধি, শত্রুমধ্যস্থিত মিত্রের সংগ্রহ, বলবানের পীড়ন ও বিনাশসাধন, সূক্ষ্ম ব্যবহার, খলের উন্মূলন, ব্যায়াম, দান, দ্রব্যসংগ্রহ, অভৃতব্যক্তির ভরণপোষণ, ভৃত-ব্যক্তির পর্য্যবেক্ষণ, যথাকালে অর্থদান, ব্যসনে অনাসক্তি, ভূপতির গুণ, সেনাপতির গুণ, ত্রিবর্গের কারণ ও গুণদোষ, অসৎ অভিসন্ধি, অনুগতদিগের ব্যবহারাদির প্রতি শঙ্কা, অনবধানতাপরিহার, অলব্ধবিষয়ের লাভ, লব্ধবস্তুর বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং ব্যসন বিলাসের জন্য দান, মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, সুরাপান ও স্ত্রী-সম্ভোগ, এই চারি প্রকার কামজ বাক্‌পারুষ্য, উগ্রতা, দণ্ডপারুষ্য, নিগ্রহ, আত্মত্যাগ ও অর্থদূষণ এই ৬ প্রকার ক্রোধজ, মোট দশ প্রকার ব্যসন ; বিবিধযন্ত্র ও যন্ত্রকার্য্য, চিত্তবিলোপ, চৈত্যচ্ছেদন, অবরোধ, কৃষি প্রভৃতি কার্য্যের অনুশাসন, নানা প্রকার উপকরণ, যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধো-পায়, পণব, আনব, শঙ্খ ও ভেরীদ্রব্য উপার্জ্জন, লব্ধ রাজ্যে শক্তিস্থাপন, সাধুলোকের পূজা ও বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগের সহিত আত্মীয়তা, দান ও হোমের পরিজ্ঞান, মাঙ্গল্যবস্তুর স্পর্শ, শরীরসংস্কার, আহার, আস্তিকতা, এক পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অভ্যুদয়লাভ, সত্য মধুর বাক্য, সামাজিক উৎসব, গৃহকার্য্য, চত্বরাদিস্থানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবহার, অনুসন্ধান, ব্রাহ্ম-ণের অদণ্ডনীয়তা, যুক্ত্যনুসারে দণ্ডবিধান, অনুজীবিগণের মধ্যে জাতি ও গুণগত পক্ষপাত, পৌরজনের রক্ষাবিধান, দ্বাদশ রাজমণ্ডলবিষয়ক চিন্তা, দ্বিসপ্ততি প্রকার শারীরিক প্রতিকার, দেশ, জাতি ও কুলের ধর্ম্ম, ধর্ম্মাদি মূলকার্য্যের প্রণালী, মায়া-যোগ, নৌকানিমজ্জনাদি দ্বারা নদীপথাবরোধ, এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে।

পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে কহিলেন, আমি ত্রিবর্গসংস্থাপন ও লোকের উপ-কার সাধনের নিমিত্ত বাক্যের সারস্বরূপ এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভা-বন করিয়াছি। এই নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শনপূর্ব্বক লোক রক্ষা করিবার বুদ্ধি জন্মিবে। এই শাস্ত্র-দ্বারা জগতের সমুদয় লোক দণ্ডপ্রভাবে পুরুষার্থ ফললাভে সমর্থ হইবে, এই জন্য এই নীতি দণ্ডনীতি নামে অভিহিত হইবে।

ব্রহ্মা এইরূপে লক্ষাধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলে, প্রথমে মহাদেব গ্রহণ করেন। তিনি প্রজাবর্গের আয়ুর অল্পতা অবগত হইয়া, এই নীতিশাস্ত্র সংক্ষেপে কীর্ত্তন করেন। ইহা দশ সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত এবং বৈশালাখ্য নামে বিখ্যাত। তৎপরে ভগবান্ ইন্দ্র ঐ শাস্ত্রকে পঞ্চসহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিয়া, বাহুদন্তক এই আখ্যা প্রদান করেন। অনন্তর বৃহস্পতি ঐ বাহুদন্তক গ্রন্থ সংক্ষিপ্ত করিয়া তিন সহস্র অধ্যায় কীর্ত্তনপূর্ব্বক বার্হস্পত্য নামে প্রচার করেন। পরিশেষে শুক্রাচার্য্য ইহাই লইয়া এক সহস্র অধ্যায়ে সংক্ষেপে কীর্ত্তন করেন। এই শুক্রনীতিই অল্পায়ু মানবগণের সহজ পাঠ্য। ইহা অধ্যয়ন করিলে হিতাহিত জ্ঞান জন্মে। (ভারত শান্তি° ৫৯অঃ)

কালিকাপুরাণে নীতির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

রাজা সগর মহামুনি ঔর্ব্বকে নীতিসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, মুনিবর! আত্মা, পুত্র ও ভার্য্যার প্রতি যে নীতিপ্রয়োগ করা উচিত, তাহা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন। ইহাতে ঔর্ব্ব বলিয়াছিলেন, আমি নীতিবিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ;—

'প্রথমে জ্ঞানবৃদ্ধ, তপোবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ, অসূয়াবর্জ্জিত, উদার-চিত্ত, বিপ্রমণ্ডলীর সেবা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের নিকট প্রতিদিন শ্রুতিস্মৃতিবিহিত বিধিব্যবস্থা শ্রবণ করিবে। তাঁহারা যাহা বলি-বেন, রাজা তৎক্ষণাৎ তাহা করিবেন। শরীর এক খানি রথ, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় তাহার ৫টী অশ্ব, আত্মা তাহার আরোহী রথী, জ্ঞান অশ্বের লাগাম, মন তাহার সারথি। অশ্ব সকলকে বিনীত করিতে হইবে, সারথিকে রথীর বশ করিবে, লাগাম দৃঢ় এবং শরীরের স্থৈর্য্য সম্পাদন করা অবশ্য বিধেয়। রথী দুর্বিনীত অশ্ব-চালিত রথে আরোহণ করিয়া, অশ্বদিগের ইচ্ছানুসারে গমন করিতে করিতে বিপথে উপনীত হয়, আবার সারথি রথীর অবাধ্য হইয়া ইচ্ছামত অশ্বচালনা করিলে,রথী বীর হইলেও তাহাকে রিপুর অধীন করিয়া ফেলে। এইজন্য বিষয় ভোগ করিবার সময়, ইন্দ্রিয় ও মনকে বশীভূত করিবে। জ্ঞান যাহাতে দৃঢ় হয়, তাহা করা সর্ব্বাগ্রে শ্রেয়ঃ। জ্ঞানরূপ কশা দৃঢ় হইলে এবং সারথি বশবর্ত্তী থাকিলে, বিনীত অশ্ব ঠিক পথেই চালিত হইয়া থাকে। এইজন্য সকলের নিজ নিজ ইন্দ্রিয় ও মন বশে রাখিয়া জ্ঞানপথে থাকিয়া আত্ম-হিতানুষ্ঠান বিধেয়। স্বেচ্ছাক্রমে ভোগ করিবে, কিন্তু বিপথে মন দিবে না। দেখা উচিত বলিয়া দেখিবে, ঔৎসুক্য সহকারে কিছুই দেখিবে না। শ্রোতব্য হইলে শ্রবণ করিবে, অতিরিক্ত

বিষয় শ্রবণ করিবে না। ধীর রাজা শাস্ত্রতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুতেই হঠাৎ বিশ্বাস করিবে না। রাজা স্বেচ্ছাক্রমেই বিষয় ভোগ করিবে, তৎপ্রতি আসক্ত হইবে না। এইরূপ হইলেই তিনি জিতেন্দ্রিয় হন। শাস্ত্রানুশীলন ও বৃদ্ধসেবাই ইন্দ্রিয়জয়ের হেতু। অবৃদ্ধসেবী ও শাস্ত্রানভিজ্ঞ রাজা অচিরে শত্রুবশ হইয়া পড়েন। প্রসন্নতা, প্রাগল্‌ভ্য, উৎসাহ, বাক্‌পটুতা, বিবেচনা, কুশলতা, সহিষ্ণুতা, জ্ঞান, মৈত্রী, কৃতজ্ঞতা, শাসনদার্ঢ্য, সত্য, শৌচ, কার্য্যস্থিরতা, পরের অভিপ্রায়জ্ঞান, সচ্চরিত্রতা, বিপদে ধৈর্য্য, ক্লেশসহিষ্ণুতা, গুরু, দেব ও দ্বিজপূজা, অসূয়াহীনতা ও অক্রোধতা প্রভৃতি গুণসকল রাজা অভ্যাস করিবেন। রাজা কার্য্যাকার্য্যবিভাগ, ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামের প্রতি সতত লক্ষ্য রাখিবেন। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড, এই চতুর্ব্বিধ উপায় যথাস্থানে প্রয়োগ করিবেন। সামপ্রয়োগস্থলে ভেদপ্রয়োগ মধ্যম, দানপ্রয়োগস্থলে দণ্ডপ্রয়োগ বা দণ্ডপ্রয়োগস্থলে দান প্রয়োগ অধম। সামপ্রয়োগস্থলে দণ্ডপ্রয়োগ অধমাপেক্ষা অধম। সাম, দান এই দুইটী উপায় পরস্পরেই পরস্পরের সাহায্যকারী। রাজা এই সকল উপায় প্রয়োগস্থলে মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করিবেন। রাজার পক্ষে কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, অভিমান ও মদ ইহাদিগের আতিশয্য শত্রুবৎ নিবার্য্য। ক্ষোভ এবং গর্ব্ব ব্যতীত, কাম প্রভৃতির যথাকালে কিছু কিছু ব্যবহার করা যাইতে পারে। রাজগণের তেজই সূর্য্যের ন্যায় তীব্র। গর্ব্ব তাহার রোগ, অতএব রোগযুক্ত দেহের ন্যায় গর্ব্বমিশ্রিত তেজকে পরিত্যাগ করিবে। মৃগয়াসক্তি, দ্যূতক্রীড়া, অত্যন্ত স্ত্রী-সম্ভোগ, পানদোষ, অর্থদূষণ, বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য, রাজা এই ৭টী দোষ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবেন। অভিশপ্ত, চোর, হত্যাকারী, এবং আততায়ীদিগের উপরে নরপতি সর্ব্বদা দণ্ড-পারুষ্য প্রয়োগ করিবেন। কিন্তু কদাপি বাক্‌পারুষ্য প্রয়োগ করিবেন না। কার্য্য বুঝিয়া ক্ষমা এবং তেজস্বিতা অবলম্বন করিবেন।

অভিমান, স্থিতি, আশ্রয়গ্রহণ, দ্বৈধ, সন্ধি এবং বিগ্রহ এই ৬টী গুণ সতত অভ্যাস করিবে। শত্রু, মিত্র ও উদাসীন সকলকেই ত্রিবিধ প্রভাব দেখাইবে। জিগীষা, ধর্ম্মকার্য্য, অষ্টবর্গ এবং শরীরযাত্রানির্ব্বাহেও উৎসাহসম্পন্ন হওয়া বিধেয়। কৃষি, দুর্গ, বাণিজ্য, সেতুবন্ধন, গজবাজিবন্ধন, খনি আকরাধিকার, করগ্রহণ এবং শূন্য-নিবেশন, চরশূন্যাদি স্থানে চরাদি স্থাপন, ইহা অষ্টবর্গ। এই অষ্টবর্গে চরনিয়োগ করিতে হইবে। এই অষ্টবর্গে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগের কার্য্যাকার্য্য পরিজ্ঞানের জন্য ৮ জন চর নিযুক্ত করিবেন।

মন্ত্রীসহ রাজা প্রদোষকালে নির্জ্জনস্থানে বসিয়া চরমুখে সকল বার্ত্তা শুনিবেন। একবেশধারী, উৎসাহবর্জ্জিত, সর্ব্বত্র পরিচিত, অতি দীর্ঘাকৃতি, খর্ব্বকায়, সতত দিবাচারী, বেশসম্পন্ন, নির্ব্বুদ্ধি, ধনসম্পত্তিবিহীন, পুত্রদারবর্জ্জিত, এই সকল লোক চর হইবার উপযুক্ত নহে। বহুদেশতত্ত্ববিৎ, বহুভাষাভিজ্ঞ, পরাভিপ্রায়বেত্তা, দৃঢ়ভক্তি-সমর্থ ও নির্ভয় ব্যক্তিকে চর নিযুক্ত করা উচিত। অন্তঃপুরে বৃদ্ধ, ধীর, পিতৃতুল্য পুরুষদিগকে এবং বিচক্ষণ বর্ষধরদিগকে (খোজা) বা বৃদ্ধা রমণীমণ্ডলীকেও চর নিযুক্ত করিবেন। রাজা কখন একাকী শয়ন বা ভোজন করিবেন না। রাজা বহুবিদ্যাবিশারদ, বিনীত, সৎকুলোদ্ভব, ধর্ম্মার্থকুশল ও সরলচিত্ত ব্রাহ্মণদিগকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবেন। স্ত্রীগণকে সর্ব্বদা অস্বতন্ত্র রাখিবেন। স্ত্রীগণ স্বতন্ত্র হইয়া কার্য্য করিলে, মহৎ অনিষ্ট সংঘটিত হয়। রাজা পুত্র এবং পত্নীকে বহিঃপ্রদেশে বা অন্তঃপুরে স্বাধীন ভাবে কোন কার্য্য করিতে দিবেন না। রাজা এই সকল নীতি অবলম্বন করিয়া রাজ্য পালন করিলে লোক সকল নীতিবহির্ভূত কোন কার্য্য করিতে পারিবে না। রাজা দুর্নীতিপরায়ণ হইলেই, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা এবং জনসমূহ অবিনীত হইয়া থাকে। এইজন্য নীতি শব্দে প্রথমে রাজনীতির কথা বলা হইল।'

(কালিকাপু° ৮৪ অঃ)

লোক সকল বিনীত কি অবিনীত, তাহার পর্য্যবেক্ষক রাজা, রাজা সুনীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে পালন এবং অবিনীতকে দণ্ডবিধানাদি দ্বারা তাহাকে সুপথে আনিবেন। এইজন্য রাজাদিগের রাজনীতিবিশারদ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অগ্নিপুরাণে নীতির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

'রাম লক্ষ্মণকে নীতিবিষয়ে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন :—বিনয়ই নীতির মূল। শাস্ত্রনিশ্চয়সহকারে বিনয়ের উৎপত্তি হয়। ইন্দ্রিয়বিজয়ই বিনয় নামে অভিহিত। সকল লোকেরই সর্ব্বদা বিনীত ভাবে থাকা আবশ্যক। শাস্ত্রজ্ঞান, প্রজ্ঞা, ধৃতি, দক্ষতা, প্রাগল্‌ভ্য, ধারয়িষ্ণুতা, উৎসাহ, বাক্যসংযম, ঔদার্য্য, আপৎ কালে সহিষ্ণুতা, প্রভাব, শুচিতা, মৈত্র, ত্যাগ, সত্য, কৃতজ্ঞতা, কুল, শীল ও দম এই সকল গুণ সম্পত্তির হেতু।

ইন্দ্রিয় সকল মত্তহস্তীর ন্যায়, স্বভাবতঃ উদ্দাম হইয়া হৃদয়কে বিদ্রাবিত করিতেছে এবং বিষয়রূপ বিশাল অরণ্যে সতত ধাবনোন্মুখ হইতেছে, জ্ঞানরূপ অঙ্কুশ দ্বারা তাহাকে বশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি ইহাতে অমনোযোগ করে, সে প্রজ্বলিত বহ্নি শিরোদেশে স্থাপন করিয়া নিদ্রা যায়। শত্রু, অগ্নি, জল ও ইন্দ্রিয় ইহাদিগের কাহাকেও বিশ্বাস নাই। বিশেষতঃ সর্ব্বাপেক্ষা ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও বেগ অধিক।

যোগসিদ্ধ পরমর্ষিদিগকেও সহসা ইন্দ্রিয়বেগে বিচলিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, ধৈর্য্যরূপ আলানে জ্ঞানরূপ শৃঙ্খলে বন্ধন না করিলে, ইন্দ্রিয়রূপ মত্তহস্তীর বশীকরণ করা কখনই সাধ্যায়ত্ত হয় না। ইন্দ্রিয়বেগে বুদ্ধি বিচলিত, মনঘূর্ণিত, হৃদয় চঞ্চল, আত্মা অবসন্ন, চৈতন্ত বিচ্ছিন্ন এবং জ্ঞান বিপন্ন হয়। অতএব সর্ব্বথা যত্নপর হইয়া, ইন্দ্রিয়হস্তীকে বশ করিবে। ইন্দ্রিয়রূপ দুর্দ্দান্ত হস্তী বশীভূত হইলে সংসার এমন কি স্বয়ং ঈশ্বরও বশীভূত এবং পরাজিত হন। ঈশ্বর বশ হইলে নির্ব্বাণরূপ পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

কাম, ক্রোধ, লোভ, হর্ষ, মান ও মদ ইহাদের নাম অরি ষড়্‌বর্গ। এই ষড়্‌বর্গ পরিহার না করিলে কোন মতেই সুখলাভের সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রে কাম বিষাগ্নিস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, কেননা ইহার জ্বালা, বিষ ও অগ্নি অপেক্ষাও ভয়ানক। নিতান্ত প্রশান্তচিত্ত ও কামানলে পতিত হইলে, একান্ত অস্থির হইয়া থাকে। সংসারে কামপ্রভাবে যেরূপ লোকের আশু পতন হয়, এরূপ আর কিছুতেই নহে। অতএব সর্ব্বথা জ্ঞানরূপ সুশীতল সলিলে কামানল নির্ব্বাণ রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

যতপ্রকার শত্রু আছে, ক্রোধ সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান শত্রু। এইজন্য ক্রোধকে মহারিপু কহে। শরীরে ক্রোধ থাকিলে অন্য শত্রুর প্রয়োজন হয় না। ক্রোধ সমস্ত পৃথিবীকে বিপক্ষ করে এবং বন্ধুকেও বিকৃত করিয়া থাকে। ক্রোধ ও বিষধর অজগর উভয়ই এক পদার্থ। লোকে সর্প দেখিলে যেমন ভীত হয়, ক্রোধশীল ব্যক্তি হইতেই তেমনি ভীত ও উদ্বেলিত হইয়া থাকে। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য বিচার নাই, বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান নাই। অনেকে ক্রোধবশে আত্মঘাতী হয়। ক্রোধ সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ। রুদ্রের অংশে তমোগুণ হইতে প্রজাসংহার বা সৃষ্টিবিনাশজন্যই ক্রোধের জন্ম হইয়াছে, এইজন্য ক্রোধকে ত্যাগ করিলেই সুখ, না করিতে পারিলে, চিরকালই অসুখ ও অস্বস্তিভোগ করিতে হয়। ক্রোধপরতন্ত্র ব্যক্তি কোনকালেই শান্তিলাভ করিতে পারে না, শান্তি না হইলে জীবন বৃথা ও বিড়ম্বনামাত্র। জানিয়া শুনিয়া ক্রোধকে আশ্রয় দেওয়া কখনই উচিত নহে। এইজন্য সকলের ক্রোধ পরিহার করা বিধেয়। বিশেষতঃ যাহারা রাজপদে প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের ক্রোধপরিহার পরমধর্ম্ম। ক্রোধপর নরপতি, নরপতি নামের অযোগ্য।

লোভের আকার প্রকার ও স্বভাবাদি অতীব ভীষণ। সমস্ত সংসার পাইলেও উহার পরিতৃপ্তি হয় না। লোভ অপেক্ষা মহাপাপ আর নাই। লোভে বুদ্ধি বিচলিত ও বিষয়লিপ্সা প্রাদুর্ভূত হয়। বিষয়পিপাসায় অভিভূত ব্যক্তির কোন লোকেই সুখ নাই। লোভী লুব্ধ বস্তুর অন্বেষণে সতত ধাবিত হয়, কিন্তু সুখ তাহাকে ত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করে। এইজন্য লোভীর সুখ আকাশকুসুমবৎ ও স্বপ্নকল্পনাবৎ একান্ত অলীক। অতএব প্রত্যেকের লোভ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

মোহের নাম পূর্ণ বিকার। অন্যান্য বিকারের প্রতিকারের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু মোহবিকারের ঔষধ নাই বা বৈদ্য নাই। একমাত্র সদ্‌গুরু ও সৎশিক্ষা ইহার প্রকৃত ঔষধ। মোহ হইতে মৃত্যুর সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব মোহকে দূরে পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য।

আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই কয় বিষয়ে যাহারা বিশেষ অভিজ্ঞ ও ক্রিয়াবান্, নরপতি এই সকল লোকের সহিত বিনয়ান্বিত হইয়া যথাযথ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন। আন্বীক্ষিকীতে অর্থবিজ্ঞান, ত্রয়ীতে ধর্ম্মাধর্ম্ম, বার্ত্তাতে অর্থানর্থ এবং দণ্ডনীতিতে ন্যায়ান্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে।

অহিংসা, সুনৃতবাক্য, সত্য, শৌচ, দয়া ও ক্ষমা সর্ব্বদা ইহাদের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সতত প্রিয়বাক্যকথন, পরের দুঃখ দূরীকরণে অভিলাষ, দরিদ্রদিগকে ভরণাদি, দুর্ব্বল ও শরণাগতের রক্ষা, এই সকল কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী।

যে দেহ আধিব্যাধির মন্দির, যাহা অদ্য কিংবা কল্য অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, যে দেহ মাংস, মূত্র ও পুরীষাদি অসার বস্তুর সমষ্টি, এই শরীর রক্ষার জন্য কোনরূপ দুর্নীতি অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

আপনার সুখেচ্ছায় কথনও কাহাকে পীড়ন করা সঙ্গত নহে। লোকে যেমন পূজনীয় সজ্জনকে অঞ্জলি প্রদর্শন করে, কল্যাণ-কামনায় দুর্জ্জনের নিকট তেমনি বা তাহা অপেক্ষাও সুন্দর বিধানে অঞ্জলি বিধান করিবে।

কি সাধু, কি অসাধু, কি শত্রু, কি মিত্র অথবা দুর্জ্জন বা সুজন সকলকে সর্ব্বদা প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ করিবে। মিষ্টবাক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠবশীকরণ আর নাই। শত অপরাধও মিষ্টকথায় তৎক্ষণাৎ ক্ষালিত হইবার সম্ভাবনা। ইহা জানিয়া সর্ব্বদা মিষ্টবাক্য প্রয়োগ করা উচিত। যাহারা প্রিয়বাদী তাহারাই দেবতা এবং যাহারা ক্রূরবাদী তাহারাই পশু। ভক্তি ও আস্তিকতাপূর্ণহৃদয়ে সর্ব্বদা দেবপূজা বিধেয়। দেবতাবৎ গুরুজনের ও আত্মবৎ সুহৃদ্‌দিগের সাদর সম্ভাষণ করা উচিত। প্রণিপাত দ্বারা গুরুকে, সত্য ব্যবহারে সাধুকে, সুকৃত কর্ম্মে দেবতাদিগকে, প্রেম বা দানে স্ত্রী ও ভৃত্যাদিগকে এবং দাক্ষিণ্য দ্বারা ইতর জনকে বশীভূত ও অভিমুখ করিবে।

পরকার্য্যে অনিন্দা, স্বধর্ম্মের পরিপালন, দীনে দয়া, সর্ব্বত্র

মধুরবাক্য, অকৃত্রিম মিত্রে প্রাণ দিয়া উপকার, গৃহাগত ব্যক্তিকে আশ্রয়দান, শক্তি অনুসারে দান, সহিষ্ণুতা, স্বীয় সমৃদ্ধিতে অনুৎসেক, পরের উন্নতিতে অমৎসর, যাহাতে লোকের মনস্তাপ জন্মে এরূপ কথা না বলা, যাহাতে লোকের কোনরূপে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা এরূপ কার্য্য না করা, যাহাতে ইহলোক বিনষ্ট হয় এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হওয়া, যাহাতে আত্মার ও পরের গ্লানি জন্মে, এরূপ ব্যবহারে নিবৃত্ত থাকা, মৌনব্রতচরিষ্ণুতা, বন্ধুগণের সহিত বন্ধসংযোগ, স্বজনে সমদৃষ্টি এই সকল ব্যবহারনীতি বলিয়া কথিত এবং ইহাই মহাত্মগণের চরিত্র। (অগ্নিপু° ১৫৭-১৫৯ অঃ)

আর্য্যজাতির সামাজিক উন্নতির সহিত নীতিশাস্ত্রের সমাদর, মহাভারত হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন যে সকল নীতিশাস্ত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে উশনাপ্রণীত শুক্রনীতি ও কামন্দকপ্রণীত কামন্দকীয় নীতিসার প্রধান ও প্রাচীন। এ ছাড়া ক্ষেমেন্দ্রবিরচিত নীতিকল্পতরু বা নীতিলতা, লক্ষ্মীপতি রচিত নীতিগর্ভিত শাস্ত্র, বিদ্যারণ্যতীর্থকৃত নীতিতরঙ্গ, নীতিদীপিকা, বেতালভট্টকৃত নীতিপ্রদীপ, দ্যাদ্বিবেদকৃত নীতিমঞ্জরী, শম্ভুরাজরচিত নীতিমঞ্জরী, নীলকণ্ঠের নীতিময়ূখ, বররুচিকৃত নীতিরত্ন, চণ্ডেশ্বরকৃত নীতিরত্নাকর, সোমদেবসূরিকৃত নীতিবাক্যামৃত, ব্রজরাজ শুক্লরচিত নীতিবিলাস, কর্ম্মশঙ্করকৃত নীতিবিবেক, ঘটকর্পরকৃত নীতিসার, মধুসূদনরচিত নীতিসারসংগ্রহ, চাণক্যনীতি, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় চতুর্থশতাব্দে কামন্দকীয় নীতিসার যবদ্বীপে নীত হয়।

নীতি, হিমালয়পর্ব্বতের সন্নিকটস্থ গড়বাল জেলার অন্তর্গত একটী গিরিপথ। অক্ষা° ৩০° ৪৬´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫১´ ৫০´´ পূঃ, কুমায়ুন হইতে তিব্বত যাইবার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ। এই পথের আবিষ্কার হেতু ভারতবর্ষের সহিত তিব্বত, চীনতাতার ও চীনদেশের বাণিজ্যরক্ষার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

কাপ্তেন ব্যাটন সর্ব্বপ্রথমে ধাউলীনদীর তটদেশে এই বর্ত্ম স্থির করেন। ক্রমান্বয়ে ধাউলীনদীর তট দিয়া এই পথ উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। ঐ পথ দিয়া আরও অধিক উত্তরাভিমুখে আরোহণ করিলে, সেইস্থলের স্বাভাবিক দৃশ্য ও বৃক্ষাদি দৃষ্ট হয়। ঐ বৃক্ষ সকল উর্দ্ধে প্রায় তুষাররাশির নিকট পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্যাটন সাহেব প্রথমে যে স্থানের বর্ণনা করেন, তাহা আমাদের হিন্দুশাস্ত্রবর্ণিত বিষ্ণুপ্রয়াগ ভিন্ন অপর কিছুই অনুমান হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে যে পঞ্চ মহাপ্রয়াগের কথা আছে, এই বিষ্ণুপ্রয়াগ তাহার মধ্যে একটী; উহার নিকটে ধাউলী ও অলকানন্দার মুক্তবেণী। উক্ত অলকানন্দা বৈদ্যনাথের বিষ্ণুপাদপদ্মের নিকট বিষ্ণুগঙ্গা নামে পরিচিত। এই বিষ্ণুপ্রয়াগতীর্থের মাহাত্ম্য স্কন্দপুরাণের হিমবৎখণ্ডে বর্ণিত আছে।

ঐ পথে যাইতে, প্রায় ৮৮৪২ হস্ত উর্দ্ধে একটী বৃহৎ পল্লী আছে, এখানকার অধিবাসীরা এই গ্রামকে নীতি বলে। এই গ্রামের পূর্ব্বদক্ষিণস্থ পর্ব্বত হইতে নীতিনদী প্রবাহিত। ইহার উপত্যকা ভূমির চতুঃপার্শ্বে বৃক্ষাদি ও তুষারমণ্ডিত উচ্চচূড়াবলম্বী পর্ব্বতপরিবেষ্টিত। নগরের সম্মুখভাগে নদীর সন্নিকটে স্তর ভূমিতে শস্যাদির চাষ হইয়া থাকে। এখানকার অধিবাসীরা আকারগত সাদৃশ্যে ভোটদিগের মত। পর্ব্বতবাসীরা সরল ও নির্ব্বিবাদী। এখানে স্ত্রীলোকদিগের উপর কৃষিকার্য্যের ভার অর্পিত আছে। বৎসরে চারিমাস তাহারা উত্তম শস্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। শীতকালে যেরূপ তাহারা নিজ আবাস পরিত্যাগ করিয়া নিম্নদেশে পলায়ন করে, সেইরূপ গ্রীষ্মের প্রারম্ভে পুনরায় পূর্ব্ব আবাসে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কুটীর বাগান ও পথ বরফ হইতে বাহির করিয়া লয়। স্থানীয় ভোট জাতীয়েরা স্বভাবতঃ উগ্র এবং তাহাদের পরিচ্ছদাদি লোমশ চর্ম্মে গঠিত। ইহাদিগের এরূপ স্বভাব যে কোন দূরবর্ত্তী বন্ধুর সহিত ইহারা কোন সম্বন্ধ রাখে না এবং আমোদ প্রমোদকালে তাহাদিগের আমন্ত্রণ করে না।

গ্রামের উত্তরে আর বসতি নাই এবং ভূমি ক্রমশঃ সমুন্নত হইয়া এককালে হস্তীর শুণ্ডের মত চূড়া খাড়া হইয়াছে। উপরের পর্ব্বত কেবল চূড়াবিশিষ্ট, দুইটী শিখরের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ খাত দৃষ্ট হয়। এই পথে যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্থানে স্থানে দুইটী চূড়ার উপর কাষ্ঠের সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ প্রদেশে দ্রব্যবহনের জন্য কেবল ছাগ ও মেষের সাহায্য আবশ্যক। অন্য কোনরূপ যানবাহনের প্রয়োজন হয় না।

জুন মাসের প্রথমে প্রাতঃকালে এখানকার উত্তাপ ৪০° হইতে ৫০° পর্য্যন্ত এবং দ্বিপ্রহরে ৭০° হইতে ৮০° পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ সময়ে প্রতি রাত্রে সামান্য পরিমাণে বৃষ্টি ও বরফ পড়ে। এখানকার চাষ বাসের এই প্রকৃত সময়। বৃক্ষাদি নব পল্লবযুক্ত গোলাপাদি পুষ্প প্রফুটিত এবং যব প্রভৃতি ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন হইতে থাকে।

বেলা তিনটা না বাজিতে বাজিতে সন্ধ্যা দেখা দেয়। এই সময়ে পর্ব্বতের উপরে মেঘরাজি আসিয়া নানাবর্ণে রঞ্জিত হয় এবং এই স্থানে থাকিয়া উচ্চ শৃঙ্গে তুষার ও নিম্নতম প্রদেশে জল ঢালিতে থাকে। যদিও সচরাচর বজ্রাঘাত বা বিদ্যুৎ দেখা যায় না, কিন্তু এখানে কৃষ্ণপক্ষরাত্রেও বরফাবৃত শিখরদেশসমূহ প্রতিফলিত অপূর্ব্ব আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া

সর্ব্বত্রই এই অসাধারণ আলোকে আলোকিত করে। জুন মাসে প্রাতঃকাল হইতে বরফ গলিতে আরম্ভ করে এবং বেলা তিনটার পর হইতে সারারাত্রি তুষারপাত হইতে থাকে। শীতঋতুর প্রাক্কালে উপত্যকাভূমি প্রায় সমস্তই বরফে আবৃত হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মের আরম্ভে এই বরফ গলিয়া নদ নদীতে পড়িয়া তাহার কলেবর বর্দ্ধিত করে।

এই নীতি-ঘাটের সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৮১৪ ফিট্। পর্ব্বতের প্রায় ১০০০০ হস্ত ঊর্দ্ধে বায়ুর অত্যন্ত হ্রাসতা-বশতঃ শ্বাসক্রিয়ার বিশেষ ক্লেশ অনুভূত হয়। এমন কি সময় সময় নিশ্বাসবদ্ধ হইয়া প্রাণ বিয়োগের লক্ষণ হইয়া থাকে। নীতিপর্ব্বতের অধিবাসিবৃন্দের অভ্যাসহেতু তাহাদের ততদূর অসহ্য বলিয়া বোধ হয় না। কাপ্তেন ব্যাটন সাহেব বলেন, ঐ স্থান ঠিক স্কটলণ্ডের সদৃশ এবং ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য লাম্বসায়ারের মত। এই স্থান হইতে তিব্বতদেশ অল্প অল্প দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

অক্টোবর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত, এই স্থান নিরবচ্ছিন্ন নীহারে মণ্ডিত থাকে। ঐ সময়ে উক্ত গিরিপথ ব্যতীত পর্ব্বতারোহণের আর স্বতন্ত্র পথ নাই। কুমায়ুন পর্ব্বতবাসীরা বলে যে, কএকবৎসর হইল, তথাকার অপরাপর গিরিপথগুলি দুর্গম হইয়াছে; পূর্ব্বে যে স্থান তরুউদ্ভিদাদিদ্বারা শোভিত ছিল, এখন সেই স্থান স্তূপাকার তুষারে আচ্ছাদিত।

ভোটবাসীদিগের সংস্কার আছে যে, পর্ব্বতশিখর হইতে বায়ুর অল্প আঘাতে প্রচুর নীহাররাশি স্খলিত হইয়া নিম্নদেশে পতিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তাহারা সর্ব্বদা বন্দুক বা বাদ্যযন্ত্রের শব্দ করে না।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ওয়েব বাণিজ্যের ছলে চীনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য নীতির নিকটবর্ত্তী চীনরাজ-অধিকৃত দেব-নগরে ব্যবসাসূত্রের প্রয়াসী হইয়া ব্যর্থমনোরথ হন।

নীতিঘোষ (পুং) নীতিরেব নীত্যাত্মকো বা ঘোষো যস্য। ১ বৃহস্পতিরথ। (ত্রিক°) নীতের্নয়স্য ঘোষঃ ধ্বনিঃ। ২ নয়ধ্বনি।

নীতিজ্ঞ (ত্রি) নীতিং জানাতি জ্ঞা-ক। নীতিবেদী, নীতি-কুশল, নীতিবিশারদ।

নীতিপ্রদীপ (পুং) ১ নীতিরূপ প্রদীপ। ২ জ্ঞানালোক। ৩ বেতালভট্ট কৃত একখানি নীতিগ্রন্থ।

নীতিমৎ (ত্রি) প্রাশস্ত্যেন নীতির্বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্। প্রশস্ত নীতিযুক্ত।

"কদাচিদথ গাঙ্গেয়ঃ সর্ব্বনীতিমতাং বরঃ॥" (ভারত ১।১৭৯ অ°)

নীতিরত্ন (ক্লী) ১ নীতিকথা রূপ বহুমূল্য রত্ন যাহাতে নিহিত আছে। ২ বররুচি-কৃত গ্রন্থবিশেষ।

নীতিবাক্যামৃত (ক্লী) ১ সদ্বিবেচনাপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ অমৃতময় প্রসঙ্গ। ২ স্বনামখ্যাত গ্রন্থ।

নীতিবিদ্যা (স্ত্রী) নীতিবিষয়কবিদ্যা।

নীতিশাস্ত্র (ক্লী) নীতীনাং শাস্ত্রং। নীতিজ্ঞাপক শাস্ত্রভেদ, নীতিবিষয়কশাস্ত্র। ঔশনসসূত্র, কামন্দক, পঞ্চতন্ত্র, নীতিসার, নীতিমালা, নীতিময়ূখ, হিতোপদেশ ও চাণক্যসার সংগ্রহ প্রভৃতি শাস্ত্র। [নীতি দেখ।]

"ভার্গবো নীতিশাস্ত্রং তু জগাদ জগতোহিতম্।" (ভা° ১২।২১০ অ°)

নীতিসঙ্কলন (ক্লী) জ্ঞানগর্ভ ও নীতিবিষয়ক প্রসঙ্গমালা সন্নিবিষ্ট গ্রন্থ।

নীতিসার (পুং) নীতিরেব সারো যস্য। ইন্দ্রের প্রতি বৃহস্পতি কর্ত্তৃক উক্ত নীতিশাস্ত্রভেদ। চাণক্য ইহা হইতে সংগ্রহ করিয়া চাণক্যশতক প্রণয়ন করিয়াছেন। গরুড়পুরাণের ৮ম অধ্যায়ে এই নীতি-সার লিখিত আছে, চাণক্য তাহা হইতেই নীতিশতক সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ ৮ম অধ্যায়ের প্রথম ৮টী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"সদ্ভিঃ সঙ্গং প্রকুর্ব্বীত সিদ্ধিকামঃ সদা নরঃ।
নাসদ্ভিরিহ লোকায় পরলোকায় বা হিতম্॥
আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেৎ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি॥
যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি চ সেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব চ॥
রাজ্যং পালয়তে নিত্যং সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ।
নির্জ্জিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ॥
ভৃত্যা বহুবিধা জ্ঞেয়া উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
নিয়োক্তব্যা যথার্থেষু ত্রিবিধেষেব কর্ম্মসু॥
গুণবন্তং নিযুঞ্জীত গুণহীনং বিবর্জ্জয়েৎ।
পণ্ডিতে চ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাশ্চ কেবলম্॥
ন কশ্চিৎ কস্যচিৎ মিত্রং ন কশ্চিৎকস্যচিদ্রিপুঃ।
কারণাদেব জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা॥
কুভার্য্যাঞ্চ কুমিত্রঞ্চ কুরাজানং কুসৌহৃদম্।
কুবন্ধুঞ্চ কুদেশঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (গরুড়পু° ৮।১—৮)

নীথ (পুং) নয়তি প্রাপয়তীতি নী-কথন্ (হনিকুষিনীরমিকাশিভ্যঃ কথন্। উণ্ ২।২) ১ নিয়ন্তা। ২ প্রাপয়িতা। নী-ভাবে কথন্। ৩ নয়ন। ৪ স্তোত্র। "নীথাবিদো জরিতারঃ" (ঋক্ ৩।১২।৫)

'নীথাবিদস্তোত্রাভিজ্ঞাঃ।' (সায়ণ)

(পুং) ৫ প্রাপণহেতু, নয়নহেতুভূত।

"প্রতিবৎস্তা নীথাদর্শি" (ঋক্ ১।১০৪।৫)

'নীথানয়নহেতুভূতা' (সায়ণ) (ক্লী) ৬ জল।

নীধ্র (ক্লী) নিতরাং ধ্রিয়তে ইতি নি-ধৃ মূলবিভুজাদিত্বাৎ কঃ। ১ বলীক, ঘরের চালের ছাঁইচ্। ২ বন। ৩ নেমি। ৪ চন্দ্র। ৫ রেবতী-নক্ষত্র।(হেমচ°) ইহার পাঠান্তর নীব্র এইরূপ দেখা যায়।

"গৃহাণি নীধ্রৈরিব তত্র রেজুঃ" (মাঘ)

নীনাহ (পুং) নি-নহ-ভাবে ঘঞ্. বাহুলকাৎ দীর্ঘঃ। নিবন্ধ, নিতরাং বন্ধন।

"স্বপ্নাশ্চ ইব কাক্ষ্যামশ্ব ইব নীনাহম্" (অথর্ব্ব° ১৯।৫৭।৪)

নীপ (পুং) নী-প (পানীবিষিভ্যঃ পঃ। উণ্ ৩।২৩) বাহুলকাৎ গুণাভাবঃ। কদম্ববৃক্ষ।

"ত্যক্ত্বা কদম্বকুটজার্জ্জুনসর্জ্জনীপান্।
সপ্তচ্ছদামুপগতা কুসুমোদ্গমশ্রীঃ॥" (ঋতুসংহার ৩।১৩)

কোন কোন স্থানে নীপ শব্দ ক্লীবলিঙ্গে ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

"নীপং সভার্গকং পীলু তৃণশূন্যং বিকঙ্কতম্।
প্রাচীনামলকঞ্চৈব দোষঘ্নং গরহারি চ॥" (চরক সূত্র° ২৭ অ°)

২ ধারাকদম্ব। ৩ বন্ধুকবৃক্ষ। ৪ নীলাশোকবৃক্ষ বা ফল। ৫ দেশভেদ। ৬ গিরির অধোভাগ। ৭ পাররাজের পুত্র। ৮ নীপের বংশ। (হরিব° ৩০ অ°) [কদম্ব দেখ।]

নীপাতিথি (পুং) কণ্ববংশোদ্ভব একজন ঋষি। ইনি ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডলের ৩৪ সূক্ত রচনা করেন।

নীপ্য (ত্রি) নীপে গির্য্যধোভাগে ভবঃ, নীপ-যৎ। ১ তত্র ভব, যাহা গিরির অধোভাগে হয়। (পুং) ২ রুদ্রভেদ।

"নমঃ কাট্যায় চ নীপ্যায় চ" (শুক্লযজু° ১৬।৩৭)

'নীপোগির্য্যধোভাগঃ তত্র ভবঃ' (বেদদীপ)

নীর (ক্লী) নয়তি প্রাপয়তি স্থানাৎ স্থানান্তরমিতি নী-প্রাপণে রক্ (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) বা নির্গতং রো অগ্নির্যস্মাৎ। ১ জল। "অগ্নেরাপঃ" (শ্রুতি) অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হয়। [বিশেষ বিবরণ জল দেখ।]

২ রস। (উণাদিকোষ)

"বাপ্যুদ্ভবং তদ্প্রবদন্তি ধীরা নীরং সমাসেন নিগদ্যতেঽত্র।"
(হারীত প্রথম স্থান ৭ অ°)

(পুং) ৩ রাজপুত্রভেদ।

নীরক্ত (ত্রি) রক্তশূন্য, বর্ণহীন, ফ্যাকাশে।

নীরঙ্গ (ত্রি) রঙ্গশূন্য। কৌতুকশূন্য।

নীরজ (ক্লী) নীরে জলে জায়তে জন-ড। ১ পদ্ম।

"নীতং জন্ম নবীননীরজবনে পীতং মধুস্বেচ্ছয়া।" (ভ্রমরাষ্টক ৪)

২ কুষ্ঠৌষধি। (মেদিনী) ৩ মুক্তাফল। ৪ উদ্রাক্ষ জন্তু, চলিত উদ্বিড়াল। ৫ উশীরী। (রাজনি°) ৬ জলজাত মাত্র। (পুং) ৭ রজোগুণকার্য্যরাগশূন্য মহাদেব।

"উদ্ভিৎত্রিবিক্রমো বৈভো বিরজো নীরজো হমরঃ॥ (ভা° ১৩।১৭।১৪৭

নীরজস্ (ত্রি) নির্নাস্তি রজঃ ধূলিঃ কুসুমপরাগাদির্বা। ১ নির্ধূলি-দেশ। ২ পরাগশূন্য পুষ্প। ৩ রজোগুণ কার্য্যরাগাদিশূন্য।

"সর্ব্বা মণিময়ী ভূমিঃ সর্ব্বকাঞ্চনবালুকা।
সর্ব্বর্ত্তু সুখসংস্পর্শা নিষ্পঙ্কা নীরজাঃ শুভা॥" (ভারত ১৩।৮১।২০)

(স্ত্রী) গতার্ত্তবা স্ত্রী, অরজস্কা স্ত্রী।

নীরজস্ক (ত্রি) নির্নাস্তি রজঃ যস্য, ততো কপ্। ১ রজোশূন্য। ২ পরাগশূন্য পুষ্পাদি। ৩ রজোগুণ কার্য্যরাগাদি শূন্য।

"নীরজস্কে সদানন্দে পদে চাহং নিবেশিতঃ॥" (প্রবোধচন্দ্রো°)

নীরজাত (ত্রি) নীরাৎ জায়তে জন-ড। ১ জলজাত মাত্র। ২ অন্নাদি। "আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।" (গীতা)

বৃষ্টি হইতে অন্নাদির উদ্ভব হয়, এই নীরজাত শব্দে অন্নাদি বুঝায়। একমাত্র অন্ন হইতেই প্রজাদির উৎপত্তি ও রক্ষা হইয়া থাকে।

"অন্নঞ্চাপি প্রভবতি পানীয়াৎ কুরুসত্তম।
নীরজাতেন রহিতং ন কিঞ্চিৎ সম্প্রবর্ত্ততে॥
নীরজাতশ্চ ভগবান্ সোমো গ্রহগণেশ্বরঃ।
অমৃতঞ্চ সুধা চৈব সুধা চৈবামৃতং তথা॥" (ভা° অনু° ৬৭অ°)

(ক্লী) ২ কমলাদি।

নীরত (ত্রি) নির্গতং রতং রমণং যস্মাৎ। বিরত, রমণাভাবযুক্ত।

"দিশি দিশি নীরতরঙ্গো নীরতরঙ্গো মমাপি হৃদয়েশঃ।
আয়াতাঃ সখি! বর্ষা বর্ষাদপি যান্তু বাসরো দীর্ঘঃ॥" (উদ্ভট)

নীরদ (পুং) নীরং জলং দদাতীতি দা-ক। ১ মেঘ।

"নিচিতং খমুপেত্য নীরদৈঃ প্রিয়হীনা হৃদয়াব-নীরদৈঃ।"(ঘটকর্পর)

২ মুস্তক। (রাজনি°) (ত্রি) নির্নাস্তি রদো দন্তো যস্য। ৩ রদশূন্য, দন্তশূন্য।

"আস্বাদ্য নিরবশেষং বিরহি বধূনাং মৃদূনি মাংসানি।
করকামিষেণ মন্যে নিষ্ঠীবতি নীরদোঽস্থীনি॥" (উদ্ভট)

নীরধি (পুং) নীরানি ধীয়তেঽস্মিন্ নীর-ধা-কি (কর্ম্মণ্যধি-করণে চ। পা ৩।৩।৯৩) সমুদ্র। (শব্দরত্না°)

নীরনিধি (পুং) নীরাণি জলানি ধীয়ন্তেঽত্রেতি নির-ধা-কি। সমুদ্র।

"পারেজলং নীরনিধেরপশ্যৎ মুরারিরানীলপলাশরাশীঃ॥"
(মাঘ ৩।৭০)

নীরন্ধ্র (ত্রি) নির্নাস্তি রন্ধ্রং ছিদ্রং যস্মিন্। ১ ঘন। (হেম)

"নীরন্ধ্রক্রমশিশিরাং ভুবং ব্রজন্তীঃ।
সাশঙ্কং মুহুরিব কৌতুকাৎ করৈস্তাঃ॥" (মাঘ ৬।৮৩)

২ ছিদ্ররহিত।

নীরপ্রিয় (পুং) নীরং প্রিয়ং যস্য। ১ জলবেতস। (নৈঘণ্টুপ্রকা°) (ত্রি) ২ জলপ্রিয় মাত্র।

নীররুহ (ক্লী) পদ্ম।

নীরব (ত্রি) রবশূন্য, স্তব্ধ।

নীরস (পুং) নিতরাং রসো যত্র। ১ দাড়িম। (ত্রি) নির্নাস্তি রসো যত্র। শৃঙ্গারাদি রসশূন্য।

"শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ।
স এব চেদশৃঙ্গারী নীরসং সর্ব্বমেব তৎ॥" (উদ্ভট)

নীরসন (ত্রি) নির্নাস্তি রসনা যত্র। ১ কাঞ্চীরহিত। ২ রসনাশূন্য।

নীরাখু (পুং) নীরস্থ আখুঃ। উদ্র, উদ্বিড়াল। পর্য্যায়—জল-নকুল, জলবিড়াল, জলপ্লব, উদ্র, জলাখু, নীরজ, নকুল। (শব্দরত্না°)

নীরাজন (ক্লী) নির্-রাজ্ ভাবে ল্যুট্। নীরাজনা, দীপাদি দ্বারা প্রতিমাদির আরাত্রিক।

নীরাজনা (স্ত্রী) নিতরাং রাজনং যত্র, নির্-রাজ-ণিচ্-যুচ্, নীরস্থ শান্ত্যুদকস্য অজনং ক্ষেপো যত্র সা নীরাজনা বা। ১ দীপাদি দ্বারা প্রতিমাদি দেবতার আরাত্রিক, চলিত দেবতার আরতি, নির্ম্মঞ্ছন। তিথিতত্ত্বে রঘুনন্দন এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যবপিষ্টপ্রদীপাদ্যৈশ্চূতাশ্বত্থাদিপল্লবৈঃ।
ওষধীভিশ্চ মেধ্যাভিঃ সর্ব্ববীজৈর্যবাদিভিঃ॥
নবম্যাং পর্ব্বকালে তু যাত্রাকালে বিশেষতঃ।
যঃ কুর্য্যাৎ শ্রদ্ধয়া বীর দেব্যা নীরাজনং নরঃ।
শঙ্খভের্য্যাদি নিনদৈর্জয়শব্দৈশ্চ পুষ্কলৈঃ॥
যাবতো দিবসান্ বীর দেব্যা নীরাজনং কৃতম্।
তাবৎ কল্পসহস্রাণি দুর্গালোকে মহীয়তে॥" (তিথিতত্ত্ব)

পিষ্ট প্রদীপাদি, চূতাশ্বত্থাদি পল্লব, মেধ্য ওষধি প্রভৃতি এবং সর্ব্ববীজ যবাদি দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক নবমী তিথি, পর্ব্বকাল, অথবা যাত্রাকালে দেবীর নীরাজন করিতে হইবে, সেই সময় শঙ্খ ভেরী প্রভৃতির শব্দ এবং জয় শব্দোচ্চারণ করিবে। যে কয়দিন দেবীর নীরাজন করা হয়, সেই কল্পসহস্র পর্য্যন্ত দুর্গালোকে গতি হইয়া থাকে। পঞ্চনীরাজন করিতে হয়।

"পঞ্চনীরাজনং কুর্য্যাৎ প্রথমং দীপমালয়া।
দ্বিতীয়ং সোদকাব্জেন তৃতীয়ং ধৌতবাসসা॥
চূতাশ্বত্থাদিপত্রৈশ্চ চতুর্থং পরিকীর্ত্তিতম্।
পঞ্চমং প্রণিপাতেন সাষ্টাঙ্গেন যথাবিধি॥" (কালোত্তরতন্ত্র)

প্রথমে দীপমালাদ্বারা আরতি করিতে হইবে, তাহার পর উদকাব্জ অর্থাৎ পদ্মযুক্ত জল, তৎপরে ধৌতবস্ত্র ও চূতাশ্বত্থাদি পল্লব দ্বারা নীরাজন করিবে, প্রণিপাতদ্বারা পঞ্চম নীরাজন হইবে। এইরূপে পঞ্চনীরাজন হইয়া থাকে। আরাত্রিক প্রদীপ দ্বারা নীরাজন করিতে হয়, এই প্রদীপে ৫ বা ৭টী বর্ত্তিকা জ্বালিয়া দিতে হয়।

"কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরঘৃতচন্দননির্ম্মিতাঃ।
বর্ত্তিকাঃ সপ্ত বা পঞ্চ কৃত্বা বন্দাপনীয়কম্॥
কুর্য্যাৎ সপ্তপ্রদীপেন শঙ্খঘণ্টাদিবাদ্যকৈঃ।
হরেঃ পঞ্চপ্রদীপেন বহুশো ভক্তিতৎপরঃ॥"(পাদ্মোত্তরখ° ১০৭ অ°)

কুঙ্কুম, অগুরু, কর্পূর, ঘৃত ও চন্দন ইহা দ্বারা সপ্ত বা পঞ্চ বর্ত্তিকা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, পরে শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্যপূর্ব্বক সপ্ত প্রদীপ এবং বিষ্ণুবিষয়ে পঞ্চ প্রদীপ দ্বারা ভক্তিপরায়ণ হইয়া আরাত্রিক করিতে হইবে। হরিভক্তিবিলাসে দেখিতে পাওয়া যায়, আরতি করিবার পূর্ব্বে মূলমন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মহাবাদ্য ও জয়শব্দপূর্ব্বক শুভপাত্রে ঘৃত বা কর্পূরদ্বারা বিষম বা অনেক বর্ত্তিকা (সলিতা) জ্বালিয়া নীরাজন করিতে হইবে।

"ততশ্চ মূলমন্ত্রেণ দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ম্।
মহানীরাজনং কুর্য্যাৎ মহাবাদ্যজয়স্বনৈঃ॥
প্রজ্বালয়েত্তদর্থঞ্চ কর্পূরেণ ঘৃতেন বা।
আরাত্রিকং শুভে পাত্রে বিষমানেকবর্ত্তিকম্॥" (হরিভ° বি°)

প্রথমে বিষ্ণুর চতুষ্পাদতল ও নাভিদেশে দুইবার, তাহার পর মুখমণ্ডলে একবার এবং সপ্ত অঙ্গে ৭ বার আরাত্রিক করিতে হইবে।

"আদৌ চতুষ্পাদতলে চ বিষ্ণো র্দ্বৌ নাভিদেশে মুখমণ্ডলৈকম্।
সর্ব্বেষু চাঙ্গেষপি সপ্তবারান্
আরাত্রিকং ভক্তজনস্তু কুর্য্যাৎ॥" (হরিভক্তিবিলাস)

অনেক বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত করিয়া আরাত্রিক করিলে, কল্পকোটী পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোকে গতি হয়।

"বহুবর্ত্তিসমাযুক্তং জ্বলন্তং কেশবোপরি।
কুর্য্যাদারাত্রিকং যস্তু কল্পকোটিং বসেদ্দিবি॥" (স্কন্দপু°)

পূজাদি মন্ত্রহীন বা ক্রিয়াহীন হইলে, পরে নীরাজন করিলে সকল সম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ পূজাদিতে যে সকল অভাব হয়, তাহা নীরাজনে ঘটে প্রাপ্ত হয়।

"মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎ কৃতং পূজনং হরেঃ।
সর্ব্বং সম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে শিবে॥" (স্কন্দপু°)

দেবতার নীরাজন করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যাঁহারা দেবদেব বিষ্ণুর নীরাজন অবলোকন করেন, তাঁহারা সপ্তজন্ম ব্রাহ্মণ হইয়া অন্তকালে পরম-পদলাভ করেন।

"নীরাজনঞ্চ যঃ পশ্যেৎ দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
সপ্তজন্মনি বিপ্রঃ স্যাদন্তে চ পরমং পদম্॥"(হরিভক্তিবিলাস)

দেবতার আরাত্রিক অবলোকন করিবে এবং হস্তদ্বয়ে বন্দনা করিবে; এইরূপ করিলে কোটিকুল উদ্ধার ও বিষ্ণুর পরমপদপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

"ধূপং চাগ্নাত্রিকং পশ্চেৎ করাভ্যাঞ্চ প্রবন্দতে।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

২ শান্তিভেদ, রাজগণ নীরাজন শান্তিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া শত্রুবিজয়ে গমন করিবেন।

ইহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

ভগবান্ বিষ্ণু জাগরিত হইলে, তুরঙ্গ মাতঙ্গ ও মনুষ্যগণের নীরাজন করিতে হইবে। কার্ত্তিক শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও অষ্টমীতে কিংবা আশ্বিনমাসে নীরাজন নামে শান্তি করিতে হইবে। নগরের উত্তর-পূর্ব্বদিকে প্রশস্ত ভূমিতে, প্রশস্ত দারু-ষোড়শ হস্ত উন্নত ও দশহস্ত বিস্তৃত একটী তোরণ করিতে হইবে, তাহাতে সর্জ্জ, উডুম্বরশাখা ও ককুভময় এবং কুশবহুল এক শান্তি-নিকেতন করিবে। উহার দ্বারে বংশবিনির্ম্মিত মৎস্য, ধ্বজ ও চক্র নির্ম্মাণ বিধেয়। শান্তিগৃহ ও অন্যান্য সকলের পুষ্টির জন্য অশ্বগণের গলদেশে প্রতিসরণমন্ত্রদ্বারা, ভল্লাতক শালিধান্য, কুড় ও সিদ্ধার্থ বন্ধন করিবে এবং রবি, বরুণ, বিশ্বদেব, প্রজাপতি, ইন্দ্র ও বিষ্ণু সম্বন্ধীয় মন্ত্রে শান্তিগৃহে ৭ দিন অশ্বগণের শান্তি করিবে। সেই অশ্বগণ পুণ্যাহে শঙ্খ, তূর্য্যধ্বনি ও গীতধ্বনি দ্বারা বিমুক্তভয় এবং পূজিত হইলে, পরুষবাক্যে বা অন্য প্রকারে তাড়নীয় হয় না। অষ্টম দিনে কুশ ও চীরদ্বারা আবৃত আশ্রমাগ্নিকে তোরণের দক্ষিণদিক্ হইতে উত্তরাভিমুখে বেদীর উপরে স্থাপনীয়। চন্দন, কুষ্ঠ, সমঙ্গা (মজিষ্ঠা), হরিতাল, মনঃশিলা, প্রিয়ঙ্গু, বচ, দন্তী, অমৃত, অঞ্জন, হরিদ্রা, সুবর্ণ, অগ্নিমন্থ, কটম্ভরা, ত্রায়মাণা, সহদেবী, শ্বেতবর্ণ, পূর্ণকোষ, নাগকুসুম, স্বগুপ্তা, শতাবরী, সোমরাজী ও পুষ্প এই সকল দ্রব্যে কলস পূর্ণ করিয়া প্রচুর মধুপায়স যাবক প্রভৃতি, নানা প্রকার ভক্ষ্য সহিত বলি উপহার দিবে। খদির, পলাশ, উডুম্বর, কাশ্মরী বা অশ্বত্থদ্বারা যজ্ঞীয়কাষ্ঠ করিতে হইবে। ঐশ্বর্য্যপ্রার্থীদিগের পক্ষে স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা স্রুক্ নির্ম্মাণ করা কর্ত্তব্য। রাজা পূর্ব্বমুখে অশ্ববৈদ্য ও দৈবজ্ঞগণ-সহিত অগ্নি সমীপে উপবেশন করিবেন। পরে লক্ষণযুক্ত অশ্ব ও শ্রেষ্ঠ হস্তীকে স্নান ও দীক্ষিত করাইয়া অক্ষত, শ্বেতবস্ত্র, গন্ধদ্রব্য, মাল্য ও ধূপ দ্বারা অভ্যর্চিত করিয়া বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা এবং বাদ্যযন্ত্র শঙ্খ, পুণ্যাহ শব্দ করিতে করিতে আশ্রম-তোরণের সমীপে আনিবে।

এইরূপে আনীত অশ্ব সকল, যদি দক্ষিণচরণ সমুৎক্ষেপণ-পূর্ব্বক অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই নরেন্দ্র অচিরে বিনা যত্নে শত্রুগণকে জয় করিতে সমর্থ হন। কিন্তু অশ্ব ভীত হইলে রাজার অশুভ হয়।

পুরোহিত যথাবিধি অভিমন্ত্রণ করিয়া খাদ্যপ্রদান করিলে, অশ্ব যদি তাহা আঘ্রাণ বা আহার করে, তাহা হইলে জয় হয়। কিন্তু ইহার বিপরীত হইলে অশুভ হইয়া থাকে। উডুম্বরের শাখা কলসজলে প্লাবিত করিয়া নৃপ ও নাগসমন্বিত সেনা ও অশ্বগণকে শান্তিপৌষ্টিক মন্ত্রদ্বারা পুরোহিত স্পর্শ করিবেন এবং রাষ্ট্রবৃদ্ধির জন্য আভিচারিক মন্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ শান্তি করিয়া, পুরোহিত মৃণ্ময় শত্রুপ্রতিকৃতিনির্ম্মাণপূর্ব্বক শূলদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিবেন। পুরোহিত অভিমন্ত্রণ করিয়া অশ্বকে খলীন (লাগাম) প্রদান করিবেন। তৎপরে রাজা এইরূপে নীরাজিত হইয়া উত্তরপূর্ব্বদিকে গমন করিবেন। তখন চারিদিকে নানাপ্রকার মাঙ্গলিক ধ্বনি হইতে থাকিবে। এই সময় সৈন্য সকল আহ্লাদিত, অশ্ব, হস্তী ও নরগণে পরিবৃত, নির্ম্মল প্রহরণসকল দীপ্তিময়, বিকারশূন্য এবং অরিপক্ষের ভয়োদ্দীপক হয়, সেই রাজা অচিরে পৃথিবীজয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। (বৃহৎস° ৪৪ অ°)

কালিকাপুরাণে নীরাজনাশান্তির বিধি এইরূপ লিখিত আছে,—

নীরাজন শান্তিদ্বারা অশ্ব, গজ প্রভৃতি সৈন্য বর্দ্ধিত হয়। আশ্বিন মাসের স্বাতিযুক্তা শুক্লা তৃতীয়াতে নিজপুরের ঈশানভাগে উত্তমস্থান সংস্কার করিতে হইবে। তাহার পর অষ্টম দিবস উপস্থিত হইলে নীরাজন করিতে হইবে।

রাজা মহাবল ও মনোহর একটী অশ্বকে ৭ দিন পর্য্যন্ত গন্ধ-পুষ্প ও বস্ত্রাদি দ্বারা আরাধনা করিবেন। তৃতীয়াদিতে পূজা করিয়া উক্ত অশ্বকে যজ্ঞস্থানে উপস্থাপিত করিবেন। তাহার চেষ্টানুসারে শুভাশুভ জানা যাইবে;—অশ্ব ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া যদি পলায়ন করে, তাহা হইলে রাজার ক্ষয় হয় এবং অশ্ব যদি অশ্রু ত্যাগ করে, তাহা হইলে রাজপুত্রের মৃত্যু হয়, অশ্ব যদি ভূমি গমনে প্রতিকূলতাচরণ করে, তাহা হইলে রাজমহিষীর মৃত্যু ও অশ্ব যদি মুখ নাসা চক্ষু প্রভৃতিতে শব্দ করে, তাহা হইলে যে দিকে সম্মুখীন হইয়া ঐ শব্দ করে, সেই দিকের বিপক্ষ সকল বিনষ্ট হয়। ঐ অশ্ব যদি দক্ষিণপাদের অগ্রভাগ উত্তোলন করিয়া রাজার অগ্রে অবস্থান করে, তাহা হইলে ভূপতি সকল বিপক্ষকেই পরাজয় করেন।

দশমীতিথিতে প্রাতঃকালে নীরাজন করিবে, দৈববশতঃ উক্ত তিথিতে অসমর্থ হইলে উক্ত দশমীর পর দ্বাদশীতে নীরাজনা শান্তি করিবেন। ইহাতেও যদি বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা হইবে নিজপুরের ঈশাণকোণে ষোড়শহস্তপরিমিত স্থানের মধ্যে দশহস্ত পরিমিত বিপুল তোরণ নির্ম্মাণ করিবে। ৩২ হাত দীর্ঘ ও ১৬ হাত পরিমাণ বিস্তৃত যজ্ঞমণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবেন। বেদীর উত্তরভাগে অত্যুত্তম বেদী নির্ম্মাণ করিবেন। এই স্থানে

পুরোহিতগণ তাহা সংস্থাপন করিয়া পূজা করিবেন। শাল, উদুম্বর অথবা অর্জুনবৃক্ষের শাখাকে মৎস্যসমূহাঙ্কিত চক্র এবং ধ্বজমালা বিভূষিত করিবেন।

পুষ্টি, শান্তি এবং সিদ্ধার্থ ঘোটকের কণ্ঠদেশে শালি-কুষ্ঠ ও ভল্লাতক বাঁধিয়া দিবে। রাজা বৈষ্ণবমণ্ডল নির্মাণ করিয়া দিক্পাল প্রভৃতির পূজা করিবেন। পুরোহিত সপ্তাহ-কাল ঘৃত, তিল এবং পুষ্প একত্র করিয়া সূর্য্য, বরুণ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে হোম করিবেন। ধর্ম্মার্থকামাদি চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধির জন্য প্রত্যেক দেবের উদ্দেশে সহস্রবার অথবা ১০৮ বার হোম বিধেয়। তাহার পর মৃণ্ময় ৮টী ঘট নানাপ্রকার পল্লব দিয়া স্থাপন করিতে হইবে। পুরোহিত এই সকল ঘটে মঞ্জিষ্ঠা, হরিতাল, চন্দন, কুষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, মনঃশিলা, অঞ্জন, হরিদ্রা, শ্বেতদণ্ডী প্রভৃতি এবং ভল্লাতক, সহদেবী, শতাবরী, বচা, নাগকেশর, সোমলতা, সুগুপ্তিকা, তুথ, করবীর, তুলসীদল প্রভৃতি দ্রব্য নিক্ষেপ করিবেন। এইরূপ করিয়া ৭ দিন পূজা ও হোম করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত এই নীরাজনা শান্তি শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত রাজা রাত্রিকালে গৃহে অবস্থান করিবেন। শান্তির জন্য যজ্ঞভূমিতে থাকিবেন না এবং এই সময় মধ্যে কোন রূপ যানারোহণ নিষিদ্ধ। এই ৭ দিন দেবগণকে নানাপ্রকার উপহারে ভোগ দিতে হইবে।

সপ্তম দিনে খড়্গ চর্ম্মপ্রভৃতিতে বিভূষিত হইয়া তোরণ-প্রান্তে সূর্য্যপুত্র রেবন্তকে সূর্য্যপূজাবিধানে পূজা করিবেন। তখন রাজা হোমকুণ্ডের উত্তরভাগে ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবিষ্ট হইয়া অশ্বকে দর্শন করিবেন। পুরোহিত এই সময় মন্ত্রপূত অন্নপিণ্ড উপস্থাপিত করিবেন। যদি অশ্ব ঐ অন্ন ভোজন অথবা ঘ্রাণ করে, তাহা হইলে কার্য্যহানি হইয়া থাকে। পরে পুরোহিত উডুম্বর, আম্র অথবা বকুলের শাখা ঘটজলে প্লাবিত করিয়া শান্তিমন্ত্রে সেচন করিবেন। এইরূপে শান্তিকার্য্য শেষ হইলে, রাজা ঐ অশ্বে আরোহণ করিয়া উত্তরপূর্ব্বদিকে সকল প্রকার জাতি ও চতুরঙ্গবল লইয়া প্রস্থান করিবেন। ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্য প্রভৃতি সকলে সাবধানে নিমিত্ত-সকলের শুভাশুভ দর্শন করিতে গমন করিবেন।

রাজা এইরূপে এক ক্রোশ পর্য্যন্ত গমন করিবেন, তাহার পর পূর্ব্বদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইবেন। অনন্তর আচার্য্য প্রভৃতিকে যথোপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করিবেন। এই তৃতীয়াতে যদি রাজার জাতাশৌচ বা মৃতাশৌচ থাকে, তাহাতেও এই নীরাজনা উৎসব হইতে পারিবে। (কালিকাপু° ৮৫ অঃ)

নীরা—(নিরা), একটী নদীর নাম। সহ্যাদ্রিপর্ব্বতের জুন্নর নামকস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরপূর্ব্ব প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া পুনার দক্ষিণসীমায় উপস্থিত হইয়াছে। তথায় ইহা শিবগঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। অনন্তর পূর্ব্ববাহিনী হইয়া, পুনার দক্ষিণসীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। অবশেষে একশত মাইল ব্যবধানান্তর নরসিংহপুর জেলার দক্ষিণপূর্ব্বকোণে ভীমা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

নীরিন্দু (পুং) নি-ঈর্ কম্পনে-ভাবে-ক্বিপ্, নীরা নিতরাং কম্পনেন ইন্দতি সুভগেন শোভতে ভন্তো ইদি-উণ্। অশ্ব-শাখোট বৃক্ষ, আশ্‌শেওড়াগাছ।

নীরুচ্ (ত্রি) নিশ্চিতং রোচতে রুচ্-ক্বিপ্, রলোপে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। নিতান্ত দীপ্তিশীল।

নীরুজ্ (পুং স্ত্রী) নির্-রুজ্ ভাবে ক্বিপ্, রলোপে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। ১ রোগাভাব, পর্য্যায়—স্বাস্থ্য, বার্ত্ত, অনাময়, আরোগ্য। (ত্রি) নির্নাস্তি রুগ্ রোগো যস্য। ২ পটু, পর্য্যায়—উল্লাঘ, বার্ত্ত, কল্য। (হেম)

"এতেন পাল্যো বর্দ্ধন্তে নীরুজো নিরুপদ্রবাঃ।"

(সুশ্রুত চিকি° ২৫ অঃ)

নীরুজ (ত্রি) নির্গতা রুজা রোগো যস্য, রলোপে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। রোগরহিত, রোগাভাববিশিষ্ট।

"শাম্বোহপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্।
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমাংস্তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্॥" (শাম্বপুরাণ)

(স্ত্রী) ২ কুষ্ঠৌষধ, চলিত কুড়। (জটাধর)

(পুং) ৩ উশীরী, চলিত ছোট কেশে। (স্ত্রী) ৪ রোগভেদ, অজগল্লিকারোগ।

"স্নিগ্ধা সবর্ণা গ্রথিতা নীরুজা মুদ্গসন্নিভা।" (সুশ্রুত)

নীরূপ (ত্রি) নির্নাস্তি রূপং যস্য, রলোপে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। রূপাভাববিশিষ্ট, রূপহীন। "নীরূপস্যাপি কালস্য ইন্দ্রিয়-বেদ্যত্বাভ্যুপগমেনেতি" (বেদান্তপরি°)

নীরেণুক (ত্রি) নির্গতঃ রেণুঃ পাংশুর্যস্মাৎ, রলোপে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। ধূলিশূন্য স্থান।

নীরোগ (ত্রি) রুজ-ঘঞ্, রোগঃ, নির্নাস্তি রোগো যস্য রলোপে পূর্ব্বাণো দীর্ঘঃ। রোগহীন।

নীরোহ (পুং) অঙ্কুরিত হওয়া, গজান।

নীল্, নীলবর্ণীভাব, নীলবর্ণকরণ। ভ্বাদি, পরস্মৈপদী, সক, সেট্। লট্ নীলতি, লোট নীলতু। লিট্ নিনীল। লুঙ্ অনীলীৎ।

নীল (পুং) নীলতীতি নীল-অচ্। ১ স্বনামখ্যাত বর্ণ, শ্যাম-বর্ণ। (ত্রি) ২ নীলবর্ণযুক্ত। ৩ পর্ব্বতভেদ, এই পর্ব্বত ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে। ইহা ইলাবৃত ও রম্যকবর্ষের সীমা, এই পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্ব লবণসমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার

বিস্তার ত্রিসহস্র যোজন। (ভাগ° ৫।১৬।১৮) ৪ বানরভেদ। ৫ নীলী, নীল্যোষধি। ৬ নিধিভেদ। ৭ লাঞ্ছন। ৮ মঙ্গল-ঘোষ, মঙ্গল শব্দ। ৯ বটবৃক্ষ। ১০ ভারতবর্ষের দক্ষিণস্থিত স্বনামখ্যাত পর্ব্বতভেদ। ১১ ইন্দ্রনীলমণি, ইহার অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা শনি। পর্য্যায়—সৌবীরাঞ্জন, নীলাশ্মন, নীলোৎপল, তৃণগ্রাহী, মহানীল, সুনীলক। গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, কফ, পিত্ত ও বায়ুনাশক। শরীরে ধারণ করিলে শনি মঙ্গল দান করেন, যাহার শনিগ্রহ বিরুদ্ধ হয়, তাহার পক্ষে এই মণিদান ও ধারণ শুভাবহ। [উৎপত্তি ও পরীক্ষাদির বিষয় ইন্দ্রনীল ও নীলা শব্দে দেখ।] ১২ নাগভেদ। (ভারত ১।৩৫ অঃ)। ১৩ ক্রোধবশ গণাংশজাত দ্বাপরযুগেরনৃপভেদ। (ভারত আদি ৬৭০ শ্লোক) ১৪ অজমীঢ় রাজার নীলিনী পত্নীতে জাতপুত্র। (বিষ্ণুপু° ৪ অংশ ১৯ অঃ) ১৫ মাহিষ্মতীর একজন রাজা। ইহার একটী পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, অগ্নি এই কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া, ব্রাহ্মণবেশে নীলরাজার নিকট উপস্থিত হন ও এই কন্যা প্রার্থনা করেন। রাজা তাহাতে সম্মত না হওয়ায় অগ্নিদেব প্রজ্বলিত হইয়া উঠেন। তখন রাজা নানাপ্রকার স্তবাদি করিয়া সেই কন্যা প্রদান করেন। অগ্নিদেব ঐ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, নীলকে বর দেন যে, 'তোমার শত্রু হইতে আর কখন ভয় হইবে না। যে কোন নরপতি এই নগর অবরোধ করিবেন, তিনিই অগ্নিতে দগ্ধ হইবেন।' পরে পাণ্ডুতনয় সহদেব রাজসূয়যজ্ঞের পূর্ব্বে এই মাহিষ্মতী-পুরী অবরোধ করিয়া মহারাজ নীলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করেন। সহদেব হঠাৎ সৈন্য সকল অগ্নিপ্রজ্বলিত দেখিয়া ভীত হন এবং অগ্নিদেবের স্তব করেন। অগ্নি স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষ দর্শন দেন এবং সহদেবকে বলেন, 'আমি ধর্ম্মরাজের সকল অভিপ্রায় অবগত আছি, এবং এই নীলরাজের কুলে যে পর্য্যন্ত বংশধর সন্তান থাকিবে, তদবধি আমাকে এই পুরী রক্ষা করিতে হইবে।' অনন্তর নীল অগ্নিদেবের আজ্ঞানুসারে সহদেবের পূজা করেন। সহদেব সেই পূজা গ্রহণ করিয়া, তাহাকে করায়ত্তপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে প্রস্থান করেন। (ভারত ২।৩০ অঃ) ১৬ কাচলবণ। ১৭ তালীশপত্র। ১৮ বিষ। (শব্দার্থচি°) ১৯ নৃত্যাঙ্গের অষ্টোত্তরশত করণান্তর্গতকরণভেদ। (সঙ্গীতদামো°) ২০ যমভেদ।

"বৈবস্বতায় কালায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।" (যমতর্পণমন্ত্র)

২১ নীলবস্ত্র, নীলীরক্ত, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির নীলবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিতে নাই।

"নীলীরক্তং যদা বস্ত্রং ব্রাহ্মণোঽঙ্গেষু ধারয়েৎ।
অহোরাত্রোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
রোমকূপে যদা গচ্ছেদ্রসোনীল্যাস্ত কস্যচিৎ।
ত্রিবর্ণেষু চ সামান্যং তপ্তকৃচ্ছ্রং বিশোধনম্।
পালনং বিক্রয়শ্চৈব তদ্বৃত্ত্যা চোপজীবনম্।
পাতনঞ্চ ভবেদ্বিপ্রে ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রৈর্ব্যপোহতি॥" (মিতাক্ষরা)

ব্রাহ্মণ যদি নীলীরক্ত (নীল) বস্ত্র ধারণ করেন, তাহা হইলে একদিন উপবাস করিয়া পঞ্চগব্যে শুদ্ধ হইবেন। যদি কাহারও লোমকূপে নীলের রস গমন করে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের তপ্তকৃচ্ছ্র আচরণ করিতে হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি এই বৃক্ষ রোপণ করে, তাহা হইলে তিন কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। স্ত্রীগণ যদি ক্রীড়ার্থ এই নীলবর্ণ বস্ত্র পরিধান করে, তাহা হইলে দোষ হয় না, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর যদি এই বস্ত্র পরিধান করে, তাহা হইলে ভর্ত্তার অগ্রে নরক হইয়া থাকে। কম্বল ও পট্টসূত্রে যদি নীলবর্ণ থাকে, তাহা হইলে দোষ হয় না।

"নীলীরক্তন্ত যদ্বস্ত্রং দূরতস্তদ্বিবর্জ্জয়েৎ।
স্ত্রীণাং ক্রীড়ার্থসম্ভোগে শয়নীয়েন দুষ্যতি॥
মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী নীলীবস্ত্রন্ত ধারয়েৎ।
ভর্ত্তাগ্রে নরকং যাতি সা নারী তদনন্তরম্॥
কম্বলে পট্টসূত্রে চ নীলীদোষো ন বিদ্যতে॥" (বিধানপারি°)

ইহার মধ্যে শূদ্রদিগের পক্ষে বিশেষ বিধান আছে, ব্রাহ্মণগণ শুভ্র বস্ত্র, ক্ষত্রিয় রক্তবস্ত্র, বৈশ্য পীতবস্ত্র এবং শূদ্র নীলবস্ত্র পরিধান করিবে। অতএব এই বিধানানুসারে শূদ্রদিগের পক্ষে নীলবস্ত্র পরিধান দোষাবহ নহে।

"ব্রাহ্মণস্য সিতং বস্ত্রং নৃপতে রক্তমুল্বণম্।
পীতং বৈশ্যস্য শূদ্রস্য নীলং মলবদিষ্যতে॥"
'নীলং মলবৎ কৃষ্ণমিতি' (বিধানপারিজাত)

২২ মাত্রাবৃত্তভেদ। লক্ষণ—

"তালপয়োধরনায়কতোমরবজ্রধরং
পাণিযুতঞ্চ বিধায় ভামিনীবৃত্তবরম্।
নীলমিদং ফণিনায়কপিঙ্গলসংলপিতং
পণ্ডিতমণ্ডলিকাসুখদং সখি কর্ণগতম্॥"
(পিঙ্গলাচার্য্য)

নীলবর্ণ বস্তু—শুক, শৈবাল, দূর্ব্বা, বাণতৃণ, বুধ, বংশাঙ্কুর, মরকত, ইন্দ্রনীল মণি, সূর্য্যাশ্ব প্রভৃতি। (কবিকল্পলতা) ২৩ নীলাসন বৃক্ষ।

"নীলস্তানীলপত্রিকা।" (বৈদ্যকরত্ন°)

২৪ বানরসেনাপতি ভেদ, এই বানর রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনের সময় অনেক সহায়তা করিয়াছিল।

নীল (ক্লীং) এক রকম গাছ। ইংরাজী, ফরাসী ও জর্ম্মণ নাম ইণ্ডিগো (Indigo), লাটিন নাম ইণ্ডিগোফেরা (Indigo ferra)।

পৃথিবীতে ২৫০।৩০০ প্রকার নীল গাছ দেখা যায়, তন্মধ্যে ভারতবর্ষে প্রায় ৪০ রকম আছে।

যে নীল হইতে রং প্রস্তুত হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক নাম Indigofera tinctoria বাঙ্গালা ও হিন্দীতে নীল, সংস্কৃতে নীলিকা, ভোটে বস্‌না, তুর্কী ওস্‌মা, সিন্ধুপ্রদেশে জিল বা নীর, বোম্বাই অঞ্চলে নীলা বা গুলি, মহারাষ্ট্রে নীলি, গুজরাটে গলি বা নীল, তামিল নীলম্, তেলগু নীলমন্দু, কণাড়ী নীলী, ব্রহ্মে মৈনাই, মলয়ে নীলম্, আরবী নীলাজ, পারসী নীল্হ্।

নীলের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। প্রাচীন উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা এবং আরবদেশে ইহা বন্যাবস্থায় জন্মিত। কিন্তু যে নীল হইতে রং প্রস্তুত হয়, (অর্থাৎ Indigofera tinctoria)



নীলবৃক্ষ।

তাহা প্রথম কোন্ দেশে জন্মে, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বপ্রথমে গুজরাটে জন্মে, কেহ বা বলেন ভারতবর্ষে জন্মে; এইরূপে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ডি কান্দোলি লিখিয়াছেন যে, সংস্কৃত কবিগণ যখন 'নীলি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তখন ইহা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের বৃক্ষ। নীল রং পৃথিবীর অনেক স্থানেই প্রচলিত ছিল। নীলিবৃক্ষ (Indigofera tinctoria) ছাড়া অন্যান্য বৃক্ষ হইতেও নীল রং প্রস্তুত হইত। অতএব বিভিন্নদেশে বিভিন্ন প্রকার গাছ হইতে নীল রং পাওয়া যাইত।

নীল শব্দের অর্থ কৃষ্ণ (ব্লু) বর্ণ এবং কাহারও মতে কালো এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই অর্থে সংস্কৃত কবিগণ নীলমক্ষিকা, নীলপক্ষী, নীলগো প্রভৃতি অনেক শব্দ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ভারতবর্ষের সহিত য়ুরোপের বাণিজ্য আরম্ভ হইল, তখন এদেশ হইতে নীল প্রেরিত হইতে লাগিল। সেখানকার উদ্ভিজ্জাতবর্ণের গাঢ়ত সম্পাদনার্থ নীল মিশান হইত। য়ুরোপের মধ্যে হলণ্ডদেশের লোকেরা নীল রং করিতে সুদক্ষ বলিয়া প্রথমে প্রসিদ্ধ হয়। এমন কি, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমেও ইংরাজেরা রং করিবার জন্য তথায় কাপড় পাঠাইয়া দিত। এই ব্যবসা করিয়া অনেক ওলন্দাজ বড়লোক হইয়াছিল। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ-ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একটী কোম্পানি গঠিত হয় এবং হলণ্ডে যথেষ্ট নীল আনীত হয়। এই নিমিত্ত অন্যান্য ব্যবসারীদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল। ফরাসীদেশে রঙের আয়ের উপর রাজার আয় নির্ভর করিত; এই নিমিত্ত রাজা ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে তথায় নীল রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিলেন।

১৬০৯ খৃষ্টাব্দে ৪র্থ হেন্‌রী (Henry IV.) আদেশ ঘোষণা করিলেন যে, যদি কেহ নীল রং ব্যবহার করে, তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। জর্ম্মণীতেও নীল ব্যবসা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত কঠোর আইনজারি হইয়াছিল। এই প্রকারে য়ুরোপের সর্ব্বত্রই ওয়াড চাসের (Woad plantation) বিশেষ অবনতি হইতে দেখিয়া, নীল ব্যবহার বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছিল; কিন্তু কিছুতেই সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অল্পদিন মধ্যেই ভারতের নীল রং তথাকার চিরপ্রচলিত রঙ্গের স্থান অধিকার করিল।

রাণী এলিজাবেথের সময়ে, ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে নীল রং ও ওয়াড হইতে প্রস্তুত রং সমভাবে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। পশমে ঈষৎ কালো রং দেওয়ার নিমিত্ত তখন নীল ব্যবহৃত হইত। তখনও তথায় ইহার নীল রংরূপে ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। অল্পকালের মধ্যে ইংলণ্ডবাসিগণ নীল বিষাক্তদ্রব্য বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করিলেন; অতএব ইহার ব্যবহার বন্ধ করা হইল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই আইন প্রচলিত ছিল। তাহার পর ২য় চার্লস্ বেলজিয়ম্ হইতে সুকৌশলী নীলকরদিগকে আনয়ন করিলেন। তাহারা ইংলণ্ডের লোকদিগকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দান করিতে লাগিল। এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুরাট এবং বোম্বাই হইতে প্রচুর পরিমাণে নীল প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত প্রাচীন বিবরণ মধ্যে বঙ্গদেশজাত নীল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

কেহ কেহ বলেন যে চন্দননগরে ফরাসীদের একটী নীল কুঠী ছিল। এই কুঠী হইতেই ভারতবর্ষে নীলচাষের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতেও ততোধিক উন্নতি হয় নাই। পরে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেখিল যে, নীলের জন্য

ফরাসী ও স্পেনের উপনিবেশস্থ লোকের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে, তখন হইতে তাহারা বঙ্গদেশে নীলোৎপত্তির নিমিত্ত যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন।

আমেরিকা হইতে য়ুরোপীয় বণিকগণ বাঙ্গালার নানাস্থানে আসিয়া কুঠী করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ভারতবর্ষ হইতে এত উৎকৃষ্ট নীল উৎপন্ন হইতে লাগিল যে, ফ্রান্স ও স্পেনকে অতিক্রম করিয়া উচ্চস্থান গ্রহণ করিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে যশোরে প্রথমে নীলের চাষ আরম্ভ হইল। ইহা হইতেই বোম্বাইয়ের নীলচাষ এক রকম বন্ধ হইয়া গেল।

১৮২০ খৃষ্টাব্দেও গুজরাতে নীল প্রস্তুত হইত। নগর ও পল্লীর নিকটে নীলকুঠীতে ব্যবহৃত পুরাতন পাত্রাদি পড়িয়া রহিয়াছে মধ্যে মধ্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কৃষকদিগকে দাদ দিয়া নীল চাষের উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, একার্য্যে বিলক্ষণ লাভ আছে, তখন (১৮০২ খৃঃ অব্দে) অগ্রিম টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে কোম্পানি নগদ টাকায় নীল কিনিবার নিমিত্ত একটী কুঠী স্থাপিত করিলেন। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, য়ুরোপবাসীদিগের উৎসাহেই প্রথমে এদেশে নীলের বিস্তৃত চাষ আরম্ভ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অৰ্দ্ধসের নীল ২॥০ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত মূল্যে বিক্রয় হইত।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নীল-চাষের জন্ত জমিদার এবং বণিকগণের সহিত কৃষকগণের সম্বন্ধ অমঙ্গলজনক ও বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়া দাঁড়াইল। অনেক স্থানে জমিদারগণ সাহেবদিগকে পত্তনি সর্ত্তে জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে লাগিলেন। তাহারা আবার ঐ জমি রাইয়তের নিকট বিলি করিতে লাগিল। কিন্তু প্রত্যেক রাইয়তেরই কতক জমিতে নীল জন্মাইতে হইত। কোথাও বা স্থানীয় জমিদারগণ প্রজাদিগের দ্বারা নীলচাষ করাইয়া লইতেন। লর্ড মেকলে এই সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, নীলচাষের জন্ত প্রজার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার হইত। প্রজাগণ এক রকম জমিদারের ক্রীতদাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার এই প্রবন্ধটী সেই সময়ের শোচনীয় অবস্থায় বিশেষ ফলদায়ক হইয়াছিল।

কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়া, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৯ আইন অনুসারে কএকজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। তাঁহারা সত্যাসত্যের অনুসন্ধান করিয়া গবর্মেণ্টকে জানাইতে লাগিলেন। উক্ত আইন অনুসারে চুক্তিকারক চুক্তি অনুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য, কিন্তু যে স্থলে ছলে বলে কিম্বা কৌশলে চুক্তি (contract) হইত, তথায় সেই চুক্তির নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে কেহই বাধ্য নহে। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৮ আইনদ্বারা "নীলচুক্তি আইন" নিবারিত হইয়াছে। ১৮৭৬-৭৭ খৃষ্টাব্দে বেহারেও এইরূপ অন্যায় ব্যবহার আরম্ভ হয়; কিন্তু দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রজাবর্গের প্রতি নীলকর সাহেবগণ বিশেষ দয়া-দাক্ষিণ্যের পরিচয় দেন বলিয়া, গবর্মেণ্ট এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না। কেবলমাত্র কোন পক্ষ হইতে আইন বিরুদ্ধ কার্য্য না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এ সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত আছে, তাহার মর্ম্ম এই যে, কোন ব্যক্তি চুক্তি করিলে, সেই অনুসারে কার্য্য করিতে সে বাধ্য হইবে, নতুবা আইন মতে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে; কিন্তু তাই বলিয়া বলপূর্ব্বক কেহ কাহারও দ্বারা নীলচাষ করাইতে পারিবে না।

মধ্যে মধ্যে নীলব্যবসায়িগণের সমিতি গঠিত হইত। এই সমিতি হইতে অনেক নিয়ম গঠিত হয়। সেই নিয়মানুসারে তাহারা কার্য্য করায়, নীলকুঠির কার্য্য সুনিয়মে সম্পন্ন হইতেছে। গবর্মেণ্ট নীলের উপর শুল্ক উঠাইয়া দেওয়ায় দিন দিন ব্যবসার বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্টের পূর্ব্বে নীল বিদেশে পাঠাইতে হইলে প্রত্যেক মণে ৩৲ টাকা করিয়া শুল্ক দিতে হইত, কিন্তু তখন হইতে নীল প্রস্তুতের জন্য মণ করা ৩৲ টাকা এবং নীল পাতার এক টনের (২৭ মণ ৯ সের) উপরও ৩৲ টাকা দিতে হইত। ক্রমে এই সকল কর উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বাঙ্গালা হইতে নীলচাষ আমেরিকা ও ওয়েষ্টইণ্ডিস্ প্রভৃতি স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমশঃ মান্দ্রাজের অধিবাসিগণের চক্ষু ইহার উপর পতিত হইল। তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত নীলের চাষ করিতে লাগিল। নানাকারণে নানাস্থান হইতে ইহার চাষ উঠিয়া যায়। বাঙ্গালায় যে সমস্ত রাইয়ত নীল চাষ করিত, তাহারা জমিদারগণের নিকট হইতে উহার বিনিময়ে অতি সামান্য মূল্যমাত্র পাইত এবং তাহাদের আহার্য্য শস্যের মূল্য উৎপন্ন করিতে সময় পাইত না। কিন্তু মান্দ্রাজ প্রদেশে এরূপ অসুবিধা ছিল না, কারণ তথায় নীল ও যে শস্য জন্মিত, তাহার উন্নতি বই অবনতি দেখা যায় নাই। ত্রিহুতেও প্রচুর পরিমাণে নীল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নীলের চাস।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই এক এক প্রণালীতে নীলের চাষ হয়। বাঙ্গালায় তিন প্রকারে নীলচাষ হইয়া থাকে, তিনটী পৃথক্ স্থান হইতে এই তিন প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে। যথা—নিম্ন বাঙ্গালা, উত্তর বেহার এবং দক্ষিণ বেহার। নিম্ন বাঙ্গালায় যে সমস্ত স্থানে নীল উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে কতক জলমগ্ন

আর কতক বৃষ্টির জলে বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়, অতএব ইহার কোথাও জলের আবশ্যক হয় না। আরও ঐ সমস্ত স্থান নূতন চর বলিয়া, নীলবীজ যেমন তেমন প্রকারে ছড়াইয়া রাখিলেই গাছ হয়, বিশেষ যত্নের আবশ্যক করে না।

মিঃ ডব্লিউ এম রীড্ তাঁহার নীলচাষের ব্যবসা ও উন্নতি-বিষয়ক পুস্তকে বলিয়াছেন যে, উত্তর-বিহার প্রভৃতি অতি উচ্চ স্থানে এ রকম সামান্য চাষে নীল উৎপন্ন হয় না, তথায় অতি গভীর করিয়া জমি কোদাল দিয়া কোপাইতে হয়, পরে বিশেষ রূপ চাষ এবং সার দেওয়া আবশ্যক। চাষের পর মই দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। মই দেওয়ার পর, যে সমস্ত ঢেলা অভগ্ন অবস্থায় থাকে, তাহা হাত দিয়া ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এই কাজটী বালক বালিকা ও স্ত্রীলোকদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রায় ১০০ লোক একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মুদ্গর দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিতে থাকে। সকলের সমকালীন আঘাত হইতে তানলয়বিশিষ্ট সঙ্গীতবৎ শব্দ বাহির হইতে শুনা যায়।

নিম্ন বাঙ্গালার জমি সকল সমুদ্র হইতে অতি সামান্য উচ্চ, বর্ষাকালে বৃষ্টি ও বন্যার জলে অধিকাংশ স্থল ডুবিয়া যায়। শরতের প্রারম্ভে জল শুকাইতে আরম্ভ করে। ঐ সময়েই এ দেশে নীল-বীজ বপন করা হয়; অতএব এখানে আর উত্তর বেহার প্রভৃতি স্থানের ন্যায় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া চাষ করিতে হয় না। কার্ত্তিকমাসের প্রথমে নদীর তীর ও চর সমস্ত জাগিলে, ধামায় করিয়া বীজ লইয়া আর্দ্র স্থানে বপন করা হয়। এরূপ স্থানে চাষ করা অসম্ভব এবং আবশ্যকতা হয় না। কৃষক বাঁশ কিংবা কলাগাছের উপর ভর দিয়া, ঐ পিচ্ছিল স্থানে বীজ ছড়াইয়া দেয়। বীজগুলি ২ইঞ্চ পরিমাণ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত হইয়া অল্পদিন মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। নিম্ন বাঙ্গালায় এই প্রকার চাষকে ছিটানী বলে। ছিটানীর অর্থ ছড়াইয়া ফেলা।

ছোট ছোট নীল-চারার সহিত অনেক বন্যগাছ, ঘাস প্রভৃতি জন্মে। নূতন চরে ঝাউগাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহারা নীলের বিষম শত্রু। একবার বদ্ধমূল হইলে নীলের যথেষ্ট অনিষ্ট করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত কৃষকেরা যত্নপূর্ব্বক এই আগাছা তুলিয়া ফেলে। আর সময় সময় গোমহিষাদি দ্বারা তৃণ ও বন্যগাছ খাওয়াইয়া থাকে।

নিম্ন বাঙ্গালার যে সমস্ত স্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ, তথায় চাষ করিয়া নীল বুনান হয় বটে, কিন্তু উত্তরবেহারের মত খনন কিংবা ততোধিক পরিপাটীরূপে চাষ করিবার আবশ্যক হয় না। একবার কিংবা দুইবার জমি চষিয়া পরে মই দিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। এই উচ্চ 'ডেঙ্গালি' স্থানে ত্রিহুত ও উত্তরবেহার অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বীজ ছড়াইতে হয়। তাহার কারণ উত্তরবেহার এবং ত্রিহুতে এক প্রকার যন্ত্রদ্বারা বীজ বপন করা হয়। ইহা হইতে ১টী কিংবা ২টীর অধিক বীজ একস্থানে পড়িতে পারে না। নিম্নবঙ্গে এই দুই রকম বপনকার্য্য কার্ত্তিকমাসে হইয়া থাকে।

বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থলেই বর্ষান্তে, নূতন সার জমির উপর পড়িয়া থাকে, অতএব এ সমস্ত স্থানে আর সার দিবার আবশ্যক হয় না, কিন্তু উত্তর-বেহারে স্বভাবতঃ এই কার্য্য হয় না। তথায় 'ছিট' (অর্থাৎ নীলরস বাহির করিয়া যে গাছ পরিত্যাগ করা যায়) দিয়া সার দেওয়া হয়।

দক্ষিণ বেহারে বৎসরে দুইবার বীজ বপন করা হয়। ভাদ্রমাসে বৃষ্টির সময় একবার বুনান হয়; ইহাকে আষাঢ়ী কহে। আষাঢ়ী নীলের ভরসা অতি কম, কারণ রীতিমত রৌদ্র-বৃষ্টি না পাইলে প্রায়ই হয় না। আর একবার যে এখানে বুনান হয়, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। বৎসরের প্রায় সকল সময়ই বপন করা হইয়া থাকে এবং আষাঢ় শ্রাবণমাসে এই নীলকাটা হয়, এই সময়ের নীলকে "খুন্তী" বলে। কিন্তু খুন্তী শব্দে দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমে উপ্ত নীলকে বুঝায়। রীড্ সাহেব শেষোক্ত ফসলকে 'নন্দ' নামে অভিহিত করেন। পৌষ মাঘ মাসে ইহা বোনা হয়। ইহার চারা হইলে একবার, এমনি কি, কখনও কখনও দুইবার করিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়। আফিমের ভূমে কিয়ৎ পরিমাণে নীল জন্মান হইয়া থাকে, ইহাকে 'জমান' নীল বলে। চৈত্র বৈশাখমাসে এই নীল বোনা হয়।

রাইয়তগণ 'আসামীবর' নিয়মে নীল বপন করিয়া থাকে। আফিম উঠিয়া গেলে, তথায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নীল জন্মাইয়া দিবার জন্য উক্ত নিয়মে রাইয়ত অগ্রিম টাকা লইত।

উত্তর-বেহারে ফাল্গুনমাসের প্রথমে নীল বপন করা হয়। ফুল হইলে বুঝিতে হইবে যে, নীল পাকিয়াছে এবং কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে। এই স্থানে সচরাচর আষাঢ় মাসে ফুল হইয়া থাকে। বৎসর গতিকে কোন বার একটু পূর্ব্বে কোন বার একটু পরেও ফুল দেখা যায়।

উপযুক্তরূপ বৃষ্টি না হইলে, এই স্থানে খাল, কূপ প্রভৃতি আবশ্যক হয়। কৃষকেরা কৌশলপূর্ব্বক একটী বাঁশের এক-দিকে বালতী এবং অপর দিকে কোন ভারী দ্রব্য বাঁধিয়া তাহার দ্বারা অনায়াসে প্রচুর পরিমাণে জল তুলিয়া বৃষ্টির অভাব পূরণ করিয়া থাকে। কখনও কখনও বা চামড়ার থলিতে জল পুরিয়া ষাঁড়ের পৃষ্ঠে করিয়া আনিয়া নালার মধ্যে দেওয়া হয়। নিম্নরূপে চাষে প্রায়ই স্থানান্তর হইতে জল আনিয়া দিতে হয় না, কারণ চৈত্র মাসে যদি বৃষ্টি একেবারে না হয়, তবে জমি সমস্ত ফাটিয়া যাওয়ায় গাছগুলি হীনতেজ হইয়া পড়ে, কিন্তু একেবারে নষ্ট হয়

না; আবার যখন বৃষ্টি পড়ে, তখন পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। তবে যদি নিতান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কোথাও উপরি উক্ত নিয়মে জল দেওয়া হয়। উত্তর-বেহার প্রভৃতি স্থানে জলোত্তলন যন্ত্রদ্বারাও জল উঠান হইয়া থাকে।

নিম্ন-বাঙ্গালার নীল যদিও এক কার্ত্তিক মাসে সমস্ত বুনা হয়, তথাপি ইহা বিভিন্ন সময়ে কাটা হইয়া থাকে। এক রকম নীল আষাঢ় শ্রাবণ এবং সময় সময় ভাদ্র মাসেও কর্ত্তন করা হয়। এই শারদীয় নীল আট মাস জমিতে থাকে। বাসন্তিক নীল জন্মান লইয়া,অনেক সময় লোকের মনে গোলযোগ উপস্থিত হয়। কারণ কৃষকগণ যখন আশু ধান্য রোপণ করিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যস্ত থাকে, তখনই ইহা কাটা হয়। এক দিকে জীবিকানির্ব্বাহের উপায়—ধান্য জন্মাইবার ইচ্ছা, অপর দিকে অর্থপিপাসা; কৃষকেরা কি করিবে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু কোনক্রমে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলেও, সময় সময় বলপূর্ব্বক তাহাদের হাতে নীল বুনান হইত। ইহা লইয়া কৃষকগণের সহিত ও নীলকুঠিওয়ালাদের সহিত মধ্যে মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হইত। কিন্তু নীল বুনানের এই টুকু সুবিধা ছিল যে, অজন্মা হইলে ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হইত না, কারণ ইহার খরচ খুব অল্প। নীল কাটিবার সময়, প্রথমে নীচু স্থানের নীল কাটিতে হয়, কারণ বন্যা আসিয়া সমস্ত নষ্ট হইতে পারে; বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এই আশঙ্কা বেশী। কাটিবার পর আঁটী বান্ধা হয়। পরে গোরুর গাড়ীতে কিংবা নৌকায় করিয়া কুঠীতে লইয়া যাওয়া হয়। তথায় ভিজাইবার পাত্র মধ্যে রাখিলে পর, কৃষক নিজ দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইল।

বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থলেও যথেষ্ট পরিমাণে নীল জন্মে, সেই সমস্ত স্থলে, যে প্রণালীতে নীলের চাষ হইয়া থাকে, তাহা উপরি উক্ত প্রণালী অপেক্ষা বিশেষ কিছু বিভিন্ন নহে। তবে স্থানবিশেষে, বিভিন্ন সময়ে বীজবপন ও কর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। সুচতুর কৃষকগণ অনেক সময়ে নীলের সঙ্গে অন্য শস্যও জন্মাইয়া থাকে। নিম্ন বাঙ্গালার কার্ত্তিক মাসে নীলের সঙ্গে সরিষা প্রভৃতি বপন করা হয়। বোম্বাই প্রদেশে নীলের সহিত তুলা, কাঙুনি দানা প্রভৃতির চাষ দেওয়া হয়।

প্রত্যেক বিঘায় ৪।৫ সের নীলবীজ বপন করিতে হয়। মেদিনীপুরে প্রত্যেক বিঘা হইতে প্রায় ৪ তাড়া নীল জন্মে। এইরূপ ২৫০টী তাড়াতে একমণ রং প্রস্তুত হয়। সকল তাড়ায় সমান পরিমাণ রং উৎপন্ন হয় না। যশোরে যে তাড়া প্রস্তুত হয়, তাহার এক হাজারে, ৩ হইতে ৭ মণ পর্য্যন্ত রং হইয়া থাকে। সেরিফ সাহেব বলিয়াছেন যে, হাজার তাড়ায় ৬ মণের পরিমাণ রং প্রস্তুত হইতে পারে। এরূপ এক তাড়ার ওজন ৩০০ পাউণ্ড। ইহাতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক একার জমিতে ৫৫৩২ পাউণ্ড পরিমাণ নীলগাছ জন্মিয়া থাকে। ম্যান্‌সন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, রাজমহলে প্রত্যেক একারে ৩০।৪০ তাড়া নীল জন্মিয়া থাকে এবং তথাকার প্রত্যেক একারে ১২ পাউণ্ড রং হইয়া থাকে। ডাক্তার ম্যাক্‌ক্যান্ বিশেষ সতর্কতার সহিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রত্যেক একারে বেহারে ২০ এবং বাঙ্গালায় ১০।১২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত নীল হইয়া থাকে।

কলিন্ সাহেবের রিপোর্টে জানা যায়, বাঙ্গালায় প্রত্যেক বিঘায় প্রায় ১৫৲ টাকার নীল হইয়া থাকে; ইহা হইতে ৩৲ টাকা খাজনা দিতে হয়, চাষের খরচ জন্য ৪৲ বা ৫৲ টাকাব্যয় এবং কুঠীর কর্ম্মচারিদিগকে কিঞ্চিৎ ঘুষ দিতে হয়; অবশিষ্ট ৫৲ বা ৭৲ টাকা রাইয়তের লাভ থাকে, কিন্তু বিঘাভূমিতে ধান্য বপন করিলে, প্রত্যেক বিঘায় ৮৲। ১০৲ টাকা লাভ হয়; কিন্তু ধান্য সকল বৎসর সমান পরিমাণে জন্মে না; অথচ যদি নীল না বুনাইয়া কেবল ধান বুনান যায়, তবে ধান্যের দাম কমিয়া যাইবে এবং লাভও সেই সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া আসিবে।

নীলের অন্য প্রতিদ্বন্দী পাট। পূর্ব্বে যে সমস্ত জমিতে নীল হইত, তাহার অধিকাংশ স্থানেই এখন পাট জন্মিতেছে। বিদেশে রপ্তানি জিনিষের মধ্যে এই দুইটী সর্ব্বপ্রধান। নীল-চাষের একটু সুবিধা আছে যে, অগ্রিম টাকাটী পাওয়া যায়। এ প্রলোভনটী বড় সহজ নহে। যদি কুঠিতে নীল না লইত কিংবা কৃষকেরা বপন না করিত, তবে কোন পক্ষেই লাভের সম্ভাবনা থাকিত না। নীল না জন্মিলে কুঠী বন্ধ থাকে, এই নিমিত্ত দেশীয় জমিদারগণ ও বণিক সাহেবগণ বাধ্য হইয়া অগ্রিম টাকা দিতেন। এরূপ অগ্রিম দেওয়া কোন দোষের নহে, তবে কিনা প্রত্যেক ব্যাপারে (Concern) নির্দ্দিষ্ট দর ধার্য্য ছিল, (অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রজারা বেশী মূল্য চাহিতে পারিবে না)। এইরূপ একচেটিয়া বন্দোবস্ত ন্যায়সঙ্গত নহে। বঙ্গের নানা স্থানে বহুসংখ্যক ধূলিসাৎ কুঠী দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, পূর্ব্বে অত্যাচারপূর্ব্বক প্রজাদিগের হাতে নীল জন্মান হইত, কারণ তাহা হইলে এ সমস্ত কুঠী এরূপ ভগ্ন দশায় পরিণত হইত না। এ সম্বন্ধে অন্যান্য ঘটনাবলী পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে।

আসাম ও ব্রহ্মদেশে নীল জন্মিয়া থাকে। ব্রহ্মদেশে কুঠীর নিকটস্থ জমির ভিন্নাংশের একাংশে প্রজাবর্গ বাধ্য হইয়া নীল বপন করিত। অতএব শুধু বাঙ্গালায় নহে,অপরাপর স্থানেও প্রজাপীড়ন দুর্ল্লভ নহে।

মান্দ্রাজের মধ্যে নেলর এবং কড়াপা জেলা নীলের প্রধান স্থান। এই অঞ্চলে কিছু বিভিন্ন উপায়ে নীল উৎপাদন করা হয়. এখানে দুই প্রকারে চাষ হইয়া থাকে। প্রথম 'শুক্‌না চাষ'। দ্বিতীয় 'ভিজা চাষ'। প্রথম প্রণালীতে জমি সামান্য রকমে বৃষ্টির জলে কর্ষণোপযোগী হইলে চাষ দেওয়া হয়, পরে সার দিয়া কখনও বৈশাখ মাসে, কখনও কখনও বা আষাঢ় শ্রাবণে বীজ বুনান হয়। এই প্রণালীতে বৃষ্টির জলের উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিতে হয়। দ্বিতীয় অর্থাৎ আর্দ্রপ্রণালীতে বৃষ্টির জলের অপেক্ষা করিতে হয় না। পুকুর অথবা পাতকোয়ার নিকটে বীজ বপন করা হয়। এই সমস্ত জমি পুকুরের জলে সর্ব্বদা সিক্ত থাকায় আর প্রায়ই চাষে জলের আবশ্যক হয় না। কখন কোন স্থানে অতি সামান্যরূপ কর্ষণ প্রয়োজন হয়। চাষের পর গোবর দিয়া সার দিতে হয়; কোন কোন স্থলে পুকুরের নীচে মেষপাল ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। ইহাদের মলমূত্রাদিতে জমির উর্ব্বরতাশক্তি বৃদ্ধি করে। অনন্তর জল দিয়া ঐ স্থান কাদা কাদা করিয়া লয়, পরে যখন কাদা শুকাইয়া কিঞ্চিৎ শক্ত হয়, তখন বীজ ছড়ান হয়। ৩।৪ দিনমধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে, ইহাতে যদি কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়, তবে একবার জল সিঞ্চন করিলে নিশ্চয়ই চারা জন্মিবে। গাছ হইলে পর প্রায় সপ্তাহান্তর জল দিতে হয়। বুননের তিন মাস পরে, একবার কাটা হয়। আবার আর তিন মাস পরে দ্বিতীয় বার কাটিতে হয়।

নীলের বীজ জন্মাইবার দুই প্রকার উপায় আছে। নীল কাটিয়া লইলে ক্ষেত্রের সীমান্তপ্রদেশে ২।৪টা করিয়া গাছ থাকে, ইহাতে ফল জন্মিলে তাহা সংগ্রহ করিয়া, পর বৎসরের জন্য রাখিয়া দেয়, অথবা কোন জমিতে শুদ্ধ বীজের জন্য নীল বপন করে। বঙ্গদেশের প্রাচীন নীলআবাদের বিবরণী পাঠে জানা যায়, এ দেশের নীলের বীজ পূর্ব্বকালে উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে আসিত। ইহাতে বেশ বুঝা যায় যে, কোন স্থানে বীজ ভাল জন্মে এবং কোন স্থানে কেবল পাতা ভাল জন্মে। কোটচাঁদপুরে এক রকম বীজ জন্মে, ইহাকে 'দেশী' বলে। উচ্চ স্থানে যেখানে ৫।৬ বার চাষ করিয়া নীল বুনিতে হয়, তথায় এই বীজ বিশেষ উপযুক্ত, কিন্তু দেশী হইতে যে গাছ উৎপন্ন হয়, তাহা কিছু বিলম্বে কাটিতে হয়। যশোর, পূর্ণিয়া ও দেশী বীজ হইতে যে গাছ হয়, তাহাও অনেক বিলম্বে পরিপক্ক হয়। পূর্ণিয়ার বীজ উচ্চ প্রদেশের এবং চড়া জমির পক্ষে অত্যন্ত ফলপ্রদ। পাটনা এবং কাণপুর হইতে যে বীজ আমদানী হয়, তাহা চড়া এবং দেহড়া জমির উপযুক্ত। এই বীজোৎপন্ন বৃক্ষ কিছু অগ্রে পরিপক্ক হয় অর্থাৎ জুনমাসের মধ্যেই কাটিবার উপযুক্ত হয়। মান্দ্রাজীবীজ হইতে আরও শীঘ্র নীল জন্মিয়া থাকে। কিন্তু ইহা তত সুবিধাজনক নহে। তাহার কারণ, নদীতে পরিষ্কার জল না হওয়া পর্য্যন্ত কুঠীর কার্য্য আরম্ভ হয় না। কিন্তু যে সময়ে মান্দ্রাজী বীজের নীল হয়, তখন নদী বালুকাময় থাকে। নীলবীজের মূল্যের কিছুই স্থিরতা নাই। প্রতি মণ ৪৲ চারি টাকা হইতে ৪০৲ চল্লিশ টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। গয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রত্যেক বিঘায় প্রায় ৬।৭ সের করিয়া বীজ বপন করে। যে সমস্ত নীলগাছ বেশী সতেজ হয় না, সেইগুলি প্রায় বীজের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়; এরূপ গাছ হইতে প্রতি একারে প্রায় ৬ মণ করিয়া বীজ উৎপন্ন হয়। জমান নীলের শীষ কাটিয়া লইলে মূলদেশ ভূমিতে থাকে, তাহা হইতে প্রত্যেক একারে ৪ মণ বীজ জন্মে।

যদিও অতি সহজে এবং বিনা যত্নেই প্রায় নীল হইয়া থাকে, তথাপি ইহাতে সময় সময় যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে;—(১) বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অনাবৃষ্টি হইলে অনেক সময় পাতা ঝরিয়া যায়। (২) যখন গাছ সকল পরিপক্ক হয়, তখন ১ ইঞ্চ লম্বা, এক প্রকার সবুজ বর্ণ পোকা জন্মে; ইহাকে মাল-পোকা বলে। এই পোকা জন্মিলেই বুঝিতে হইবে যে, নীল কাটিবার উপযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু যদি ২।৪ দিন বিলম্ব করা হয়, তাহা হইলে পোকা পাতা কাটিয়া খাইয়া ফেলে। (৩) ১½ ইঞ্চ হইতে ২ ইঞ্চ লম্বা এক রকম বড় পোকা মধ্যে মধ্যে জন্মিয়া থাকে। ইহারা নীলের বিশেষ ক্ষতিকারক। অধিক কি, সন্ধ্যার পূর্ব্বে কোন জমিতে এই পোকা দেখা গেলে, হয়ত পরদিন প্রাতঃকালে, সমস্ত ক্ষেত্র বৃক্ষহীন দেখা যায়। (৪) ঝড়, শিলাবৃষ্টি, গাছ কর্ত্তনের পর উঠান নামান, জলে ভিজান ইত্যাদি যে কোন কারণে পাতা নষ্ট হয়, তাহাতেও রঙের হানি হয়। (৫) অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি এ উভয়ই ইহার অনিষ্টকর। (৬) নীলের গাছ বেশ সতেজ থাকিলেও দীর্ঘকাল ক্ষেত্রে থাকে বলিয়া, ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি অনেক কারণে নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে এবং অযোধ্যায় গড়লী নামে এক প্রকার পোকা জন্মে, তাহারা নীল বৃক্ষের পরম শত্রু। সময় সময় এত অধিক জলীয় বাতাস বহে যে, গাছ সমস্ত ডাঁটাসার হইয়া যায়, মোটেই পাতা থাকে না এবং পরে যদিও জন্মে, তাহাতে রং উৎপন্নকারী পদার্থ জন্মে না। মান্দ্রাজে পঙ্গপাল, গোঙ্গলি পুরুগু এবং কম্বালি পুরুগু বা শুঁয়াপোকা ইত্যাদি পোকায় বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। বুদ্ধি-টিগালু নামক কীট ১ হইতে ৯ ইঞ্চ পর্য্যন্ত গাছ গজাইলে নষ্ট করে। যদি ইহাদিগকে এই অবস্থায় দেখা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে এই বৎসরের নীল ঐ পর্য্যন্তই শেষ। সিউএল সাহেব (E. J. Sewell)

লিখিয়াছেন যে, গাছ হইলে দুই মাসের মধ্যে বুদিড়ে এবং আগুইমৃণ্ডল-পুঠিগুনু নামক দুইটী উৎপাত আছে। প্রথমটীতে পত্রগুলি সাদা হইয়া যায়, দ্বিতীয়টীতে কালো হইয়া আইসে এবং ক্রমে পত্র ঝরিয়া পড়ে। সি, কাফ্ সাহেব (C. Kough) আরও একটী নূতন রোগের উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাতে পত্রের উপর এক রকম সাদা গুড়ার মত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার অল্প দিন পরেই গাছটী মরিয়া যায়।

সমস্ত বঙ্গদেশে কি পরিমাণ স্থানে কত নীল উৎপন্ন হইত, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রথমে ডাক্তার এইচ ম্যাক্কন্ (Dr. H. McCann) চেষ্টা করেন। স্থানীয় কর্ম্মচারিগণের বিবরণী হইতে তিনি অবগত হইয়াছিলেন যে, ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রায় সাত লক্ষ একার পরিমিত জমিতে নীল জন্মান হইত। সংপ্রতি ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে গণনায় জানা যায় যে, প্রায় তের লক্ষ একার জমিতে নীলের চাষ হইয়াছিল। ঐ বৎসরের উৎপন্ন নীলের পরিমাণ সংখ্যার সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে, ১৮৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে বেহারে ১৯১৭১৬ একার জমিতে নীল চাস হয় এবং প্রত্যেক একারে গড়ে ২০ পাউণ্ড নীল জন্মে। আর নিম্নবাঙ্গালার ৩৪০৩৪০ একার জমিতে চাস হয়, প্রত্যেক একারে ১২ পাউণ্ড পরিমাণ নীল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৮৮৪-৮৫ খৃষ্টাব্দে বেহার ও নিম্নবাঙ্গালায় কত পাউণ্ড করিয়া নীল উৎপন্ন হয়, তাহা বিশেষ রূপ অবগত হওয়া যায় নাই। কিন্তু টমাস কোম্পানির বিবরণানুসারে জানা যায় যে, উপরি উক্ত কয় বৎসরে ক্রমান্বয়ে ৬৮৩২৬০৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রতি একারে ৬ পাউণ্ড নীল জন্মিয়াছিল। কিন্তু ডাঃ ম্যাক্কন্ জমির যেরূপ পরিমাণ দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অধিক পরিমিত স্থানে নীলের চাষ হইত। গত ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সমগ্র ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় চৌদ্দ লক্ষ একার পরিমাণ জমিতে নীল-চাষ হইয়াছিল এবং ১৫৬৪০১২৮ পাউণ্ড নীল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল। তাহা হইলে প্রত্যেক একারে ১১·১ পাউণ্ড নীল জন্মিয়াছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যবহার জন্য বিশ লক্ষ পাউণ্ড নীল মজুত ছিল; তাহা হইলে প্রত্যেক একারে ১২·৬ পাউণ্ড পরিমাণ নীল জন্মিয়াছিল। সুতরাং মোটের উপর ধরা যাইতে পারে যে বঙ্গদেশে একার প্রতি ১২ পাউণ্ড এবং বেহারে ২০ পাউণ্ড করিয়া নীলোৎপন্ন হইত।

নীল রং প্রস্তুত করিবার উপায়।

নীল রং প্রস্তুত কুঠিতেই হইয়া থাকে, এই কুঠিকে সাধারণে কন্সার্ন্ (Concern) বলে। প্রত্যেক কুঠিতে যন্ত্র, জল রাখিবার পাত্রাদি ও অপরাপর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি এবং কুলী, মজুরদার ও কর্ম্মচারিগণ থাকে। এই সমস্ত কর্ম্মচারীর উপর একজন অধ্যক্ষ থাকে। এই কার্য্যাধ্যক্ষ বিশেষ সুদক্ষ, বহুদর্শী ও সর্ব্বকার্য্যকুশল হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ পরিষ্কার জল সংগ্রহ করিতে পারা অধ্যক্ষের প্রধান কার্য্য। তাহার কারণ পরিষ্কার জল এবং নীলগাছ ব্যতীত কুঠীর কার্য্য চলিতে পারে না। নীল হইতে কি প্রকারে রং বাহির করা হয়, তাহাই নিম্নে বলা হইতেছে। কাঁচা বা সবুজ গাছ হইতে এবং শুষ্ক পত্রাদি হইতে নীল বাহির করিবার এই দুইমাত্র উপায় আছে।

১। কাঁচা গাছ হইতে রং বহিষ্করণ।

নীল প্রস্তুতকার্য্যে পরিষ্কার জলসংগ্রহ করা বিশেষ আবশ্যক। এই নিমিত্তই নদী কিংবা প্রভৃত জলপূর্ণ জলাশয়ের নিকটে কুঠী করিতে হয়। সাধারণতঃ জলত্তোলনযন্ত্রদ্বারা (Pump) সর্ব্বোচ্চ পাত্রেও জল তুলিয়া রাখে। দশ হাজার ঘনফুট পরিমাণ জল ধরে, এরূপ চৌবাচ্ছায় ময়লাদি থিতাইয়া জল পরিষ্কার করিবার জন্য কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রাখা হয়।

উল্লিখিত বড় চৌবাচ্ছা ব্যতীত ছোট ছোট আরও অনেকগুলি চৌবাচ্ছা থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে ভাট্স্ (Vats) বলে। এই চৌবাচ্ছাগুলি পরস্পর সংলগ্ন করিবার জন্য নলের প্রয়োজন হয়। এই ভাটগুলি আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—ষ্টিপিং ভাট্ (Steeping Vat) এবং বিটিং ভাট্ (Weating Vat)। বড় চৌবাচ্ছাটীর ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চৌবাচ্ছাগুলির অর্থাৎ ভাট্গুলির আকার সকল কুঠীতে সমান নহে। নীলের আমদানী অনুসারে বিভিন্ন কুঠীতে বিভিন্ন আকারে নির্ম্মিত হয়। যে সমস্ত কুঠীতে ১২টী ষ্টিপিং-ভাট্ থাকে, সেগুলির পরিমাণ সাধারণতঃ ২৪ × ১৮ × ৫ ফিট্। এই সমস্ত চৌবাচ্ছা ইট ও সিমেণ্ট দ্বারা নির্ম্মিত। এই গুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজান থাকে। ইহাদের সম্মুখে মৃত্তিকানিম্নে আরও কতকগুলি প্রশস্ত ও অল্প গভীর চৌবাচ্ছা থাকে, ইহাদিগকে বিটিংভাট্ বলে। ষ্টিপিংভাটের নিম্নদেশে একটী করিয়া ছিদ্র আছে। বহির্দ্দেশ হইতে উহাতে কাঠের ছিপি আটকান থাকে। ঐ ছিদ্রে নল লাগাইয়া ষ্টিপিংভাট্ হইতে বিটিংভাটে যোগ করিয়া দেয় এবং পরে ঐ ছিপি খুলিয়া দিয়া ষ্টিপিংভাটের প্রস্তুত রস, বিটিংভাটে আনীত হয়। এইরূপ বিটিংভাটেরও উর্দ্ধাধোভাগে কতকগুলি করিয়া ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র নলের সহিত সংলগ্ন।

ষ্টিপিং ভাট (অর্থাৎ ভিজাইবার পাত্র) কি নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, অন্যান্য পাত্রের বিবরণ দেওয়ার পূর্ব্বে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। নীলের আঁটী কুঠীতে মজুত হইলে যত সত্বর সম্ভব, ইহার মধ্যে সুশৃঙ্খলভাবে সাজাইয়া রাখা হয়।

সাজাইবার সময় পত্রবিশিষ্ট অংশ অর্থাৎ অগ্রভাগটী মধ্যে রাখিয়া স্তরে স্তরে সাজান হয়, এইরূপে সাজাইয়া ইহার উপর বড় বড় কাঠ চাপা দেওয়া হয় এবং সমভাবে সঙ্কুচিত করিয়া রাখা হয়। অনন্তর সমস্ত নীলগাছ ঢাকিয়া জল দেওয়া হয়। এই প্রকারে ৮।৯ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলেই পচনক্রিয়া এক-প্রকার শেষ হইল। তখন ইহা হইতে বুদ্‌বুদ্ উঠিয়া জল মধ্যে লীন হইতে থাকে। অতি উৎকৃষ্ট নীল প্রস্তুত করিতে হইলে, বেশী সময় ভিজাইয়া রাখিবার আবশ্যক করে না। কিন্তু বেশী সময় ভিজাইয়া রাখিলে, কিছু বেশী পরিমাণে নীল প্রস্তুত হয়। উপযুক্ত সময় মত ভিজান হইলে পর, ষ্টিপিং-ভাটের ছিপি খুলিয়া তরল পদার্থ বিটিংভাটে অর্থাৎ আলোড়নপাত্রে আনীত হয়। এই সময় ঐ তরল পদার্থের বর্ণ দেখিয়া বলা যাইতে পারে যে কিরূপ 'রং' হইবে। যদি সবুজের আভাযুক্ত অল্প পীতবর্ণ হয়, তাহা হইলে নীল অতি উৎকৃষ্ট হইবে। যদি মদীরা (Madeira) সরাপের মত রং হয়, তবে বুঝিতে হইবে, নীল সুন্দর হইয়াছে। যদি ঈষৎ পিঙ্গল ও সবুজ বর্ণ মিশ্রিত এবং অল্প লাল মিশ্রিত গাঢ় নীল বর্ণের হয়, তাহা হইলে রং মধ্যম হইয়াছে জানিবে। আর যদি ময়লাযুক্ত লালবর্ণ হয়, ইহাই তাম্রযুক্ত নীল—অতি খারাপ হইয়াছে বুঝিবে। এই প্রকারে উক্ত জল নলমুখে গড়াইয়া আসিলে, অবশিষ্ট গাছ পড়িয়া থাকে, তাহা বাহিরে ফেলিয়া রাখা হয়। ইহাকেই ছিট বলে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এই ছিট দিয়া জমিতে সার দেওয়া হয়, ইহা অনেক সময়ে কাষ্ঠের কার্য্য করে।

অনন্তর বিলোড়নপাত্রে রস আনীত হইলে, নানা প্রকারে আন্দোলিত হইয়া থাকে। অতি পূর্ব্বে খেজুরগাছের ডগা কিংবা অন্য কোন বস্তু দিয়া নাড়া হইত। বর্ত্তমান সময়ে মুজুরেরা হস্তদ্বারা এই কার্য্য সম্পন্ন করে। এই সমস্ত চৌবাচ্ছার মধ্যে ১০।১২ জন লোককে নামাইয়া দেওয়া হয়, ইহাদের কটিদেশ পর্য্যন্ত জলমধ্যে নিমগ্ন থাকে। ইহারা দুই শ্রেণীতে মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড় বা হাতা দিয়া নাড়িতে থাকে। সময় সময় শুধু হস্তদ্বারাও আন্দোলন করিতে দেখা যায়। প্রথমে অতি আস্তে আস্তে কিন্তু নিয়মমত নাড়িতে থাকে, ক্রমশঃ এত অধিক বেগ দেওয়া হয় যে, বড় বড় ঢেউর মত উঠিতে থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া অত্যন্ত জোরে আন্দোলন করিলে রং নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। কতক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ নাড়িতে হইবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। যেহেতু পচনের ন্যূনাধিক্য-বশতঃ কখন বা অধিক সময়, কখন বা অল্প সময় বিলোড়ন করিতে হয়। সাধারণতঃ ২ বা ২॥০ ঘণ্টা এইরূপ করিবার পর, প্রথমে গাঢ় সবুজবর্ণ শেষে বেগুণিয়া রং এবং অবশেষে ঘোর নীলবর্ণ দেখা যায়। এই আলোড়নপাত্রে দুইটী ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, ১ম তরলপদার্থের উপর বায়ুস্থিত অম্লজানক্রিয়া এবং ২য় রং প্রস্তুতকারী কণাসমূহ একত্র হইয়া, একটু বৃহদাকার ধারণ। রাসায়নিক পণ্ডিতদিগের মত এই যে, আলোড়িত হইবার পূর্ব্বে জলবৎ পদার্থ ঠিক নীল (Blue) নহে, বরং ইহাকে সাদাটে নীল বা হোয়াইট ইণ্ডিগো বলা হইয়া থাকে।

বাতাস হইতে অম্লজান বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া, ইহারা নীলে পরিণত হয়। আলোড়নক্রিয়াদ্বারা অম্লজান বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় বলিয়া, অন্যান্য উপায়ে অম্লজানের সহিত মিশ্রিত করিয়া আন্দোলন না করিলেও চলিতে পারে, সাদা নীল জলে দ্রবণীয়; কিন্তু সাদা নীল যখন অম্লজান বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া (ব্লু) রংবিশিষ্ট নীল হয়, তখন ইহা জলে দ্রব হয় না। চৌবাচ্ছার নীচে তলানি পড়িয়া থাকে। ইহাই নীল প্রস্তুত করিবার মূল জিনিষ। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিলে নিম্নদেশে উহা সরের মত পড়িয়া থাকে, আর উপরে নীলবর্ণ পরিষ্কার জল টলমল করিতে থাকে। অনন্তর চৌবাচ্ছার গাত্র-স্থিত ছিদ্রগুলি খুলিয়া দিয়া উপরকার জল বাহির করা হয়। ইহা কখন কখন জমিতে সার দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু প্রায়ই ফেলিয়া দেওয়া হয়। সমস্ত জল বহির্গত হইলে, বাল্‌তী পূরিয়া কাদার মত নীল লইয়া ছাঁকনির উপর রাখা হয়। এইরূপে অনেক খড়কুটা পাতা ছাঁকিয়া ফেলা হইয়া থাকে।

ইহার পর একটী নলের মধ্য দিয়া একটী পাত্র মধ্যে আনীত হয়। ঐ পাত্রের নাম পাল্প ভাট (Pulp Vat)। ইহার আকৃতি ১৫ × ১০ × ৩ ফিট্। ইহার উপরেই 'বয়লার পাম্প', ইহা দ্বারা কাদা নীল বয়লার মধ্যে নীত হয়। উপরি উক্ত নলের মধ্য হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে নীল আবার ছাঁকিয়া বাহির করে। কারণ নলের অগ্রভাগে কাপড় অথবা নলের মুখে খোলের চালনি দিয়া বাঁধা থাকে। ইহা ব্যতীত জল-শোষকযন্ত্রের নলের মুখেও চালুনি বা ছাঁকনি থাকে, অতএব যথাক্রমে তিনবার ছাঁকা হইয়া বিটিং ভাট হইতে বয়লার মধ্যে আনীত হইয়া থাকে।

বয়লার গুলি অধিকাংশ স্থলে লৌহের পরিবর্ত্তে, পাতলা তামারপাত দিয়া নির্ম্মিত হয় এবং অন্যান্য পাত্রের ন্যায় বাহিরে না রাখিয়া ঘরের ভিতর রক্ষিত থাকে। তামারপাতে করিবার তাৎপর্য্য এই যে, তাহা হইলে সমভাবে এবং শীঘ্রই গরম হয়, সুতরাং নীল পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব কম থাকে। এই সমস্ত বয়লারের আকৃতি সাধারণতঃ ২৫ ফিট্ দৈর্ঘ্য ১২ ফিট্ বিস্তৃত এবং ৪ ফিট্ উচ্চ হইয়া থাকে। ইহার

মধ্যে নীল রাখিয়া কিছু পরিষ্কার জল দেওয়া হয়। অনন্তর অল্প অল্প জাল দিয়া উহাকে গরম করিতে হয়, যতক্ষণ বাষ্প উঠিতে আরম্ভ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জাল দিতে হইবে। এই সময় অনবরত কাটি দিয়া নাড়িতে হয়। আস্তে আস্তে তিন ঘণ্টাকাল পর্য্যন্ত জাল দিলে পর, যখন একটী সুগন্ধ বহির্গত হয় এবং বুদ্বুদ্ সমস্ত উপরে উঠিতে থাকে, তখন বুঝিতে হইবে যে জাল শেষ হইয়াছে।

অনন্তর বয়লার হইতে লইয়া ইহা একটী প্রশস্ত টেবিলের উপর রাখা হয়। ইহাকে 'ড্রিপিং ভাট" (Dripping vat) কহে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪০ ফিট্। টেবিলের উপর একখানি আর্দ্র-বস্ত্র পাতিয়া দেয়। তাহারই উপরে নীল ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই কাপড় ছাঁকিয়া ভিতর দিয়া যে জল বাহিরে পড়ে, তাহা আবার পাম্প (জলোত্তোলক) দ্বারা লইয়া পুনরায় নীলের উপর দেওয়া হয়। এইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষ্ণাভ লাল জল বাহির না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ ঐরূপ করিতে থাকে। ৫।৬ ঘণ্টা মধ্যে সমস্ত জল বাহির হইয়া যায় এবং বস্ত্রখণ্ডের উপরে নীল জমা হইয়া থাকে। তাহার পর সমস্ত নীল এক স্থানে রাখিয়া কাপড়ের একপার্শ্ব উল্টাইয়া তাহার উপর দিয়া রাখে। পরে ইহার উপরে কোন একটী ভারী জিনিষ চাপা দিয়া রাখিতে হয়। কএক ঘণ্টাকাল এইরূপে রাখিলে, অবশিষ্ট জল বাহির হইয়া যাইবে এবং নীল ঠাণ্ডা হইবে।

তাহার পর ঐ নীল লইয়া, এক রকম বাক্সের মধ্যে রাখা হয়। এই বাক্সকে প্রেস্ বলে। এই বাক্স কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং চতুষ্কোণ। ইহার আভ্যন্তরিক দৈর্ঘ্য ৪২ ইঞ্চ, প্রস্থ ২৪½ ইঞ্চ এবং উচ্চতা ১২ ইঞ্চ। ইহার চারিদিকের গায়ে অনেক-গুলি ছিদ্র আছে।

ইহার উপর ও নিম্নের ডালা খোলা। এই উপরের ও নীচের তক্তা আল্‌গা লাগান থাকে। মধ্যদেশ ভিজা কাপড়ে ঢাকা। টেবিলের উপর হইতে নীল আনিয়া, এই বাক্স মধ্যে রাখা হয়, তাহার উপর কাপড়খানি ঢাকা দিয়া, বাক্সের ডালা আল্‌গা চাপা দিতে হয়। স্ক্রুপ্ ও লিভার (Lever) দ্বারা ডালার উপর যথেচ্ছারূপ চাপ দেওয়া যাইতে পারে। স্ক্রুপটী ক্রমে এক এক পাক ঘুরাইবে; এইরূপে প্রায় ৫ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত চাপ দিতে হয় অর্থাৎ যখন ইহা হইতে আর জল বাহির হইতে দেখা যায় না এবং উচ্চতা ৮½ ইঞ্চ হইতে ৩ বা ৩½ ইঞ্চ কমিয়াছে, তখন চাপ তুলিয়া লইবে। পরে ধীরে ধীরে বাক্সের ফ্রেমটী সরাইয়া লইবে। এইরূপে ৪২ ইঞ্চ লম্বা একখানি নীল-পিষ্টক বা নীলবড়ি (Cake) বাহির হইবে।

এই নীলবড়ি ৩½ ইঞ্চ দীর্ঘ ও প্রস্থ করিয়া, টুকরা টুকরা করিয়া কাটা হয়। বাক্সের নিম্নের তলার উপর সমগ্র নীল রাখিয়া কাষ্ঠখণ্ডে আবদ্ধ পিত্তলের তার দিয়া ইহা কাটা হয়। প্রত্যেক খণ্ডের উপর কুঠীর মার্কা এবং ঐ দিনের নম্বর অঙ্কিত থাকে। অনন্তর এই নীলবড়িগুলি শুকাইবার জন্য অন্য আর একটী ঘরে আনীত হয়। এই ঘরকে নীল শুকাইবার গৃহ বলে। এই ঘরগুলি অতি বড় বড়; সাধারণতঃ ১০০ ফিট্ দৈর্ঘ্য, ৫০ ফিট্ প্রস্থ ও ২০ ফিট্ উচ্চ। ইহার মধ্যে অনায়াসে বায়ুসঞ্চালন হইতে পারে এবং বৃষ্টির ছিটা কিংবা ঝাপ্‌টা বাতাস না প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ঘরের মধ্যে বাঁশের মাচা বাঁধা থাকে। এই মাচাগুলি এরূপ তফাৎ যে, ছোট ছোট বালকেরা হামাগুড়ি দিয়া, ইহার মধ্যে যাতায়াত করিতে পারে। নীলবড়ি কাটা হইলে পর, এই সমস্ত মাচার উপর শুকাইতে দেওয়া হয়। শুকাইবার সময় মধ্যে মধ্যে বড়িগুলি উল্টাইয়া দিতে হয়।

এইখান হইতে নীলবড়ি আর একটী কামরায় লইয়া সাজাইয়া রাখে। এই ঘরের নাম সোয়েটিং রুম। এখানে বড়ির উপরের রংকে ঘর্ম্মাক্ত করিয়া উজ্জ্বল করে। এই ঘরে বড়ি পর পর করিয়া দেওয়ালের মত সাজাইয়া রাখে। উহার উপর কম্বল কিম্বা ভুষি দিয়া ঢাকিয়া রাখিতে হয়। ঘরের দরজা বিশেষ সতর্কতার সহিত বন্ধ করিয়া রাখা আবশ্যক, কারণ বেশী বাতাস প্রবেশ করিলে, বড়ি নষ্ট হইবার খুব সম্ভাবনা। প্রায় ১৫ দিন পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে রাখিলে, নীলবড়ি ঘর্ম্মাক্ত হয়। তাহার পর ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া খুলিতে হইবে, যেহেতু একেবারে খুলিলে, বড়ি ফাটিয়া যাইতে পারে। এইরূপ করায় নীলের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়।

নীলবড়ি ভালরূপ শুকাইতে অন্ততঃ তিনমাস লাগে। শুকাইবার পর বড়িগুলির গাত্র পরিষ্কাররূপে মুছিয়া বাক্সে বোঝাই করে। প্রায়ই একদিনের প্রস্তুত বড়ী এক এক পৃথক্ বাক্সে ভরিয়া রাখা হয়।

২য়। শুকনাপাতা হইতে নীল বাহির করিবার উপায়।

এই প্রণালীতে যে নীল প্রস্তুত হয়, তাহা তত উৎকৃষ্ট হয় না, তবে কি না ইহাতে একটু সুবিধা এই যে, নীল কাটিয়া আনি-বার পর, যখন ইচ্ছা তখন নীল প্রস্তুত করা যাইতে পারে। ২।৩ দিন গৌণ হইলে পর, বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। সামান্য প্রজারা, যাহাদের কুঠী নাই, অন্যের কুঠী ভাড়া করিয়া রং প্রস্তুত করে, তাহারাই প্রায় এই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। এই প্রণালীতে এবং প্রথমোক্ত আর্দ্র প্রণালীতে অন্য কোনও পার্থক্য নাই। কেবলমাত্র প্রথম অবস্থায় নীলগাছগুলি না শুকাইয়া পচাইতে দেওয়া হয়। শুষ্ক

হইলে পর পাতা ঝরিয়া যায়। এই শুষ্কপাতা একমাস কাল রাখিলে পর, সবুজবর্ণ হইতে ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত ধূসরবর্ণে পরিণত হয়। তাহার পর ঐ শুষ্কপাতার সহিত তাহার ৬ গুণ জল দিয়া ষ্টিপিংভাটের মধ্যে রাখিয়া দেয়। এই অবস্থায় ক্রমাগত নাড়িতে হইবে। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আলোড়ন করিলে, সমস্ত পাতাগুলি জলমধ্যে নিমগ্ন হইবে। ইহা হইতে শেষে সবুজবর্ণ জল বহির্গত হইবে, তাহাই বিটিংভাটে লইয়া পূর্ব্ববৎ উপায়ে নীল-রং প্রস্তুত করিতে হইবে।

ডাক্তার শর্ট (Dr. Shortt) ইহা অপেক্ষা আরও একটী সহজ উপায়ের কথা বলিয়াছেন। এই প্রণালীতে ক্ষেত্র হইতে আনীত, তাজা নীল একবারেই বয়লার মধ্যে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে। পরে জল দিয়া সিদ্ধ করিলে চলে। এইরূপ সিদ্ধ করিতে করিতে ইহা হইতে সমস্ত রং বাহির হইয়া আইসে। সিদ্ধ করিবার সময় হাতার মত যন্ত্র দিয়া পাতাগুলি জল মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করা উচিত যে, কখন জল ফুটিতে আরম্ভ করে, কারণ তখনই জ্বাল কমাইয়া দিতে হইবে এবং বয়লারের ছিপি খুলিয়া চোয়ান জলের (কাথের) রং দেখিয়া, সিদ্ধ কার্য্যও বন্ধ করিয়া দিবে। যখন ইহার বর্ণ কিঞ্চিৎলাল হইবে, তখন বুঝিতে হইবে যে জ্বাল শেষ হইয়াছে। ইহা হইতে কাথ লইয়া বিটিংভাটে ফেলিয়া আন্দোলিত করিতে হইবে। ইহার সুবিধা এই যে, অল্প সময়ের মধ্যে কার্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকে। বিটিংভাট হইতে লইয়া পাল্প বয়লার (Pulp Boiler) মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে। অনন্তর পূর্ব্বপ্রণালী মত সমস্ত করিতে হইবে।

সম্প্রতি মিঃ রিচার্ড অলফার্টস একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, ইহাতে সবুজ নীল এবং নীলবর্ণ নীল প্রস্তুত হইয়া থাকে। নীলগাছের তাজা পাতাগুলি থলের মধ্যে পুরিয়া, ষ্টিপিংভাটে রাখিতে হইবে। যে থলের মধ্যে পাতা পুরিতে হইবে, তাহাতে চাপ দিলে সঙ্কুচিত হয়। ইহার উপর বিশেষরূপ চাপ দিলে, জলের সহিত বর্ণকারী রস বাহির হইয়া আইসে। যদি গ্রিন-ইণ্ডিগো প্রস্তুত করিতে হয়, তবে গাছগুলি সম্পূর্ণ পচিবার পূর্ব্বে, এই প্রক্রিয়া করিতে হইবে; আর যদি ব্লু-ইণ্ডিগো প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা একটু বেশী পচিলেই ভাল হয়। আর আর প্রক্রিয়া পূর্ব্ববৎ।

নীল প্রস্তুত করিতে যথেষ্ট খরচের আবশ্যক। সেরিফ সাহেবের রিপোর্ট পাঠে জানা যায় যে, কুঠীর মণ (৭২ পাউণ্ড ১০½ আউন্স) প্রতিবিঘায় ৩০৲ টাকা খরচ পড়ে। যদি নীলগাছ বিশেষ ভাল হয় এবং নীলের দর যদি মধ্যম রকম হয়, তবে মণ করা ৫০৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

ব্লু-নীল তাপসংযোগে বাষ্পতে দ্রব হয় এবং ফুটিতে থাকে। যদি বেশী উত্তাপ দেওয়া যায়, তবে উজ্জ্বল এবং ধূমময় শিখাবিশিষ্ট হইয়া পুড়িতে থাকে। ০° ডিগ্রী হইতে ১০০° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্য্যন্ত শুষ্ক ক্লোরিণ ইহার উপর কোন ক্রিয়া করে না। কিন্তু যদি ঐ নীল জলদ্বারা একটু কাদা কাদা করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে তাহার ভিতর ক্লোরিণ দিলে প্রথমে সবুজবর্ণ হয়, তদনন্তর হরিদ্রাবর্ণ হয়, ব্রোমিন এবং আইওডিন্ তাপের সাহায্যে এতাদৃশ কার্য্য করিয়া থাকে। (বর্ত্তমান রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানশাস্ত্রে নীলের (Indigo blue) সাঙ্কেতিক চিহ্ন $C_8 H_5 NO$ or $C_{16} H_{10} N_2 O_2$ নির্দ্দেশ করেন। জল, সুরাসার, ইথর (Ether), মৃদু আরক (Dilute acid), ক্ষার (Alkali) ইত্যাদি দ্রব্যে ইহা দ্রব হয় না। গন্ধক দ্রাবকের (Sulpharic acid) সহিত দ্রব হইয়া এক্‌স্‌ট্রাক্ট অব্ ইণ্ডিগো (Extract of Indigo) প্রস্তুত হয়।

নীলদ্বারা রেশম, পশম, কার্পাস বস্ত্র ইত্যাদি রং করা হইয়া থাকে। বস্ত্রাদি রং করিবার পূর্ব্বে ব্লু-ইণ্ডিগো অর্থাৎ নীলবড়ী অন্যান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটী চৌবাচ্চায় গুলিতে হইবে। বিভিন্ন প্রণালীতে বিভিন্ন দ্রব্য মিশ্রিত করা হইয়া থাকে। কোন প্রণালীতে চূণ ও ফেরাস্ সল্‌ফেট্ (Ferrous Sulphate $Fe SO_4$) মিশ্রিত করিতে হয়। কোন প্রণালীতে কার্বনেট অব্ পটাশ (Carbonate of Potash), কুঁড়া (Brans), আবার কোনও উপায়ে চূণ ও কার্ব্বনেট অব্ সোডা (Carbonate of Soda) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। ভারতবাসীরা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে রং প্রস্তুত করিয়া থাকে। এক পাউণ্ড নীল গুঁড়া তিন পাউণ্ড চূণ এবং চারি পাউণ্ড কার্ব্বনেট-অব্-সোডা একত্র জলে গুলিয়া তাহার সহিত ৪ আউন্স চিনি মিশ্রিত করিতে হয়। যদি ৭।৮ ঘণ্টা মধ্যে পচনক্রিয়া আরম্ভ না হয়, তবে আর কিঞ্চিৎ চিনি ও চূণ মিশ্রিত করিতে হইবে। ঠাণ্ডার দিন হইলে অগ্নির উত্তাপ দিবে, তাহা হইলে শীঘ্র শীঘ্র ঐ নীল কার্য্যোপযোগী হইবে। উল্লিখিত কএকপ্রকার প্রণালী ব্যতীত, আরও অনেক প্রণালী আছে। সেই সমস্ত প্রণালীতে ব্লু-ইণ্ডিগো হইতে শুভ্র ইণ্ডিগো বিভিন্ন হইয়া থাকে। (ইহার রাসায়নিক চিহ্ন $C_8 H_6 NO$ or $C_{16} H_{12} N_2 O_2$।) এই সাদা ইণ্ডিগো হইতে অম্লজান কর্ত্তৃক হাইড্রোজন বায়ু বহির্গত হইলে আবার ব্লু-ইণ্ডিগো প্রস্তুত হয়। সেই ব্লু-ইণ্ডিগো হইতে বস্ত্রাদি নীলবর্ণে রঞ্জিত করা হয়।

প্রথমতঃ বস্ত্রাদি যাহা রঞ্জিত করিতে হইবে, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে প্রস্তুত রঙ্গের গাম্‌লা মধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

শেষে পুনঃ পুনঃ ইহা ঐ রঙ্গের মধ্যে ডুবাইতে থাকিবে, কিন্তু বিশেষ সতর্কতার সহিত এই কার্য্য করিবে। কেননা সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র হইবার পূর্ব্বে যদি তরল পদার্থের বাহিরে উঠান হয়, তাহা হইলে বায়ুস্থিত অম্লজানের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রং হইয়া যাইবে এবং পাত্রের নিম্নস্থিত তলানি লাগিলেও রং খারাপ হইবার সম্ভাবনা। অতএব ভালরূপে বস্ত্রখানি সিক্ত হইলে, অর্থাৎ ইহার সর্ব্বাংশে সাদা নীল প্রবেশ করিলে, শুকাইবার জন্য অন্যস্থানে নাড়িয়া রাখিতে হইবে। এই সময় বায়ুস্থ অম্লজান (Oxygen) উহা হইতে হাইড্রোজেন (Hydrogen) গ্রহণ করিয়া জল প্রস্তত করিবে। এই জল বাষ্পরূপ ধারণ করিয়া উড়িয়া যাইবে। অনন্তর সাদা নীল হইতে হাইড্রোজেন বাহির হইলে, ইহা ব্লু-নীল হইয়া বস্ত্রখণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করায়, বস্ত্রখানি রঞ্জিত হইবে। যদি একবারে আশানুযায়ী রং না ধরে, তবে আবার ডুবাইতে হয়। পশমী দ্রব্য রং করিতে হইলে, অগ্রে ইহাদিগকে গরমজলে সিদ্ধ করিতে হয়, তাহার পর অল্প উষ্ণ জলে নিক্ষেপ করিয়া অবশেষে রঙ্গের পাত্র মধ্যে ফেলিতে হইবে। রং করিবার পূর্ব্বে গামলা হইতে রঙ্গের উপরিস্থিত ফেনা ফেলিয়া দিতে হইবে। রং করা হইলে পর, অল্প পরিমাণ আরক মিশ্রিত জলে (Acidulated water) ধৌত করিতে হইবে। যদি বেশী পাকা রং করিবার আবশ্যক হয়, তবে ইহা আবার ফট্‌কিরি অথবা বাইক্রোমেট অব্ পটাশ (Bichromate of Potash) এবং টার্টারিক্ এসিডে (Tartaric acid) জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নীল গাছ ছাড়া ওয়াড প্রভৃতি অন্যান্য বৃক্ষ হইতেও এইরূপ রং প্রস্তুত হইত। এই স্থানে তাহাদের বিস্তারিত তালিকা দেওয়া গেল। পূর্ব্বে আল্‌কাতরা (Coal tar) হইতে নীল রং প্রস্তুত হইত। মান্দ্রাজের গেল-নীল, (Nerium Indigo), বোম্বাই ও রাজপুতনার বননীল (হিন্দী সুর্পনকা), পারপুরিয়া, (Tephrosia Purpuria) ও হিমালয়ের পার্ব্বত্য জাতিরা বনবেরী বা পুল্পী (Marsdenia tinctoria) হইতে রং প্রস্তুত করিত। যবদ্বীপে M. Parviflora এবং চীনদেশীয় মিয়াউ-লিয়াউ (Isatis Indigotica) নামক বৃক্ষ হইতেও নীল প্রস্তুত করে। ইহা ব্যতীত Gymnema Tingens এবং কেচাই (Acacia Bugta) ইত্যাদি বৃক্ষজাত পত্রাদি নীল রং প্রদান করিত।

ভারতবর্ষ যবনের হস্তগত হইবার পূর্ব্বে, প্রজাবর্গ করের পরিবর্ত্তে ফসলের কিয়দংশ জমিদারকে প্রদান করিত। সম্রাট্ আকবরশাহই এই প্রথা উঠাইয়া দিয়া, নিয়মিত করের বন্দোবস্ত করেন। অকবরের মৃত্যুর পর এবং ইংরাজগণের অধিকারের পূর্ব্বে, এই কর আদায়ের সময় প্রজার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার হইত। মূল জমিদার কোন ব্যক্তির উপর যতদূত সম্ভব, অধিক মূল্য গ্রহণে বন্দোবস্ত করিয়া, কর আদায়ের ভার দিতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি আবার তৃতীয়ের নিকট ঐরূপ বন্দোবস্ত করিতেন। এই প্রকারে সামান্য কৃষিজীবিগণের কঠিন পরিশ্রমলব্ধ অর্থ হইতে অনেক অলস ও বিলাসিগণ অসদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিত। যখন শ্বেতকায় রাজপুরুষগণ এদেশের সিংহাসন অধিকার করিলেন; তখন তাঁহারা দেখিলেন যে, এরূপ করগ্রহণপ্রথার সংস্করণ হওয়া আবশ্যক, এবং যাহাতে একেবারে মালিকের নিকট খাজনা পৌছে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। এই মর্ম্মে তাঁহারা খাজনা সম্বন্ধে অনেক নূতন আইন বিধান করিলেন।

মিঃ ম্যাক্‌ডোনেল বাঙ্গালার নীলচাষ এবং রাইয়তি-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, এদেশে তিনপ্রকার নীলচাষের বন্দোবস্ত ছিল; যথা—জিরাট, আসামীবর এবং খুসগী। জিরাটীতে নীলকর স্বয়ং বেতনভোগী কৃষক দ্বারা নীল উৎপন্ন করাইয়া থাকেন। আসামীবর নিয়মে জমি প্রজার দখলে থাকে, প্রজা স্বয়ং ইহাতে নীল জন্মাইয়া জমিদারের নিকট বিক্রয় করে। কিন্তু জমিদার বিঘা প্রতি নির্দ্দিষ্ট কর হইতে কিঞ্চিৎ বেশী দাবী করিতে পারেন না। খুশগী অনুসারে প্রজারা আপন ইচ্ছামত নীল চাষ করে। এ প্রথা অনুসারে প্রজা জমিদারের নিকট কোন সূত্রে দায়ী বা বাধ্য নহে।

মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নীলের চাষ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

নীলের বীজ হইতে একপ্রকার তৈল প্রস্তুত হয়, এই তৈল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

নীলের রস মৃগী ও স্নায়বিক রোগে ব্যবহৃত হয়। যক্ষ্মা কাশীতে ও ক্ষত স্থানে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়। রাসয়নিক প্রক্রিয়াকালে নীল অনেক প্রয়োজনে লাগে।

অনেক প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় ডাক্তার নীলের নানাপ্রকার গুণের বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে কএকটী নিম্নে দেওয়া গেল।

দীর্ঘকালস্থায়ী মস্তিষ্করোগে দেশীয় চিকিৎসকেরা নীলরস ব্যবহার করেন। প্রস্রাব বন্ধ হইলে নিমপাতার পুলটিস প্রয়োগে প্রস্রাব হয়। ইহা খনিজ দ্রব্যজাত বিষনিবারক, অশ্বগণের ক্ষতনাশক, উদরাধ্মান এবং প্রস্রাবের সহকারী। পশুদিগের রোগে এই রঙ্ অনেক সময় উপকারক। শেঁকো বিষ নিবারণের জন্য কোথাও কোথাও নীলের শিকড়ের কাথ দিয়া থাকে। [নীলী ও নীলিকা দেখ।]

২ সম্প্রতি এদেশে একটী নূতন গাছ আসিয়াছে, এদেশীয় সংবাদপত্রে ইহাকে 'নীল বৃক্ষ' বলা হইয়াছে। ইহাকে 'নীল বৃক্ষ' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ইহার পত্র নীলবর্ণ। এ গাছের আদি উৎপত্তিস্থান অষ্ট্রেলিয়াদেশ। ইহার নাম ইউকালিপটস্ (Eucalyptus)। বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে বিলুবৃক্ষ যে বংশভুক্ত, ইহাও সেই বংশসম্ভূত। উদ্ভিদশাস্ত্রে এই বংশকে মারটাসি (Myrtaceæ) বলে। এই নীলবৃক্ষে প্রায় ১৫০ প্রকার ভেদ আছে। এই বৃক্ষ খুব বড় হইয়া থাকে। এমন কি ২০০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইতে দেখা যায়। ইহাতে অতি উৎকৃষ্ট তক্তা প্রস্তুত হয়। ইহার গা হইতে এক প্রকার আঠা বা গঁদ বাহির হয়, তাহাও মনুষ্যের নানাকার্য্যে লাগে। ইহার পত্র হইতে একপ্রকার তৈল হয়, অনেক পীড়ায় তাহা একটী মহৌষধ।

ইহার পত্র ও পুষ্প দেখিতে অতি সুন্দর। নিজদেশে ইহা অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে। পাঁচবৎসরের মধ্যে খুব বড় হয়। ষোলবৎসরে ৮০ হাত উচ্চ হয়, তখন এত মোটা হয় যে, মানুষে আঁকড়াইয়া পায় না। পঞ্চাশবৎসরে ১৫০ হাত উচ্চ হয়। এই সময় গুঁড়ির বেড় ৪০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ষাট সত্তর হাত পর্য্যন্ত গাছটী অতি সরল হইয়া উঠে। এই বৃক্ষদ্বারা নির্ম্মিত তক্তা ও কড়ি দীর্ঘকালস্থায়ী হয় এবং অন্যান্য কাঠের ন্যায় ইহাতে পোকা বা ঘুণ ধরে না। ইহার কাঠ পোড়াইলে যথেষ্ট পটাশ (Potash) বা ক্ষার পাওয়া যায়। যে স্থানে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব আছে, সে স্থানে এই নীলবৃক্ষ পুতিলে শুনা যায় যে, দূষিত বায়ু সংশোধিত হয়। এই নিমিত্ত কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন, "জ্বরনাশক বৃক্ষ"। ইহার যে ম্যালেরিয়াবিষ নাশ করিবার বাস্তবিক ক্ষমতা আছে, সে বিষয়ে ডাক্তার বেণ্টলি অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহার পত্র চোঁয়াইলে যে তৈল বাহির হয় তাহা একপ্রকার কর্পূরের ন্যায়। ইহা আরক বা টিংচাররূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অজীর্ণ, পক্বাশয়ের ও অন্ত্রের পুরাতন রোগ, সর্দ্দি, কৃমিবাত প্রভৃতি নানারোগে এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়। ইহার বায়ুনিবারণশক্তিও বিলক্ষণ আছে।

ইতালি ও আলজিরিয়া প্রভৃতি দেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব; তথায় আজকাল লোকে নীলবৃক্ষ রোপণ করিতেছে এবং দেখা গিয়াছে যে ইহাতে ফলও ভাল হইয়াছে। যে স্থানে বারমাস লোকে কম্পজ্বরে কাঁপিত, যে স্থানে লোকের প্লীহা যকৃৎ বাড়িয়া পেট মৃদঙ্গের আকার ধারণ করিত, যে স্থানে শিশুদিগের প্রাণরক্ষা হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া ছিল, আজ এই নীলবৃক্ষের গুণে সে সব স্থানে সুস্থকায় সবল বীরপুরুষের জন্ম হইতেছে।

নীল, সূর্য্যবংশীয় রাজা বীরচোলের গুরু। যখন বীরচোল দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর হইয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, তখন নীল তাঁহাকে বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিতে উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে পূর্ব্বপুরুষগণের যদি ইন্দ্রলোক প্রাপ্তির আশা কর, তবে আমার উপদেশ অনুসারে কার্য্য কর। তাহার উপদেশানুযায়ী বীরচোল "পরকেশরী চতুর্ব্বেদীমঙ্গলম্" নামক গ্রাম দান করেন।

নীল, নাগদিগের একজন রাজার নাম। ইনি নীলপুরাণ রচনা করেন। যখন বৌদ্ধগণ নীলপুরাণোক্ত উৎসবাদি বন্ধ করিয়া দেন, তখন শীলাবর্ষণ হইতে আরম্ভ হয়; অনন্তর চন্দ্রদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ যজ্ঞাদি করায় নীল তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তুষার বর্ষণ নিবারণ করেন এবং স্বীয় পূজা পুনর্ব্বার স্থাপিত করেন।

নীল, আফ্রিকার একটী বৃহৎ নদের নাম (নীলনদ)। ইংরাজীতে ইহাকে নাইল (Nile) বলে। ইজিপ্টের মধ্যে এইটী সর্ব্বাপেক্ষা বড় নদী। বহর্-উল-অরবিয়াদ্ অর্থাৎ শুভ্র নদী ও বহর্-উল্-অজরাক্ অর্থাৎ নীল নদী এই উভয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়া ভূমধ্যসাগরে পতিত হইয়াছে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে আব্বাদী ভ্রাতৃগণ আবিসিনিয়ার দক্ষিণে অক্ষা° ৭° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৩৪° ৩৮´ পূঃ ইহার উৎপত্তিস্থান নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তী ভ্রমণকারিগণ বলেন যে, তাঁহারা নীলনদের উপনদী উমাকে নীল নাম দিয়াছিলেন এবং ইহার উৎপত্তিস্থান আরও অনেক দক্ষিণে নির্ণয় করেন। নীলনদ নায়েঞ্জাহ্রদ হইতে প্রভূত জলরাশি বহন করিয়া নিউবিয়া, হল্‌ফে, চেণ্ডী, ডমার, ঢাকী, ডঙ্গোলা, মহস্ ইত্যাদি দেশে উর্ব্বরাশক্তি প্রদান করিতেছে। আশোয়ান নামক স্থানে ইহা ইজিপ্টে গিয়া পড়িয়াছে।

এই স্থান হইতে ক্রমান্বয়ে উত্তরদিকে অক্ষা° ২৪° উঃ হইতে বরাবর অক্ষা° ৩০° ১২´ উঃ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। একটী শাখার উপর রোজেটা নগর, ঐ শাখা আলেক্‌সান্দ্রিয়া নগরের নিকট দিয়া পশ্চিমদিকে গিয়াছে; অপরটী ইহার কূলে পূর্ব্ববাহিনী, ডেমিএটা নগর। এই প্রত্যেক শাখারই সাতটী পৃথক্ পৃথক্ মোহনা আছে। এই নদের উপর মধ্যে মধ্যে ছয়টী জলপ্রপাত আছে, তন্মধ্যে ইজিপ্ট ও নিউবিয়ার সীমান্তপ্রদেশে অবস্থিত প্রপাতটী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ইহার বর্ত্তমান নাম এল্-বিরহী, পুরাকালে ইহা ফিলো (Philoe) নামে অভিহিত ছিল।

গ্রীষ্মকালে নীলনদের জল অনেক উচ্চে উঠিয়া থাকে। জুলাইমাসের প্রথমে কায়রো নগরে এই জলবৃদ্ধি দৃষ্ট হয়। তথায় রোডস্ দ্বীপের নিকটে ইহার জলবৃদ্ধি মাপিবার নিমিত্ত একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত আছে। ইহাকে নীলোমিটার কহে। প্রথম ৬।৭ দিন অতি অল্প পরিমাণে জল বাড়িতে থাকে, সুতরাং হ্রাসবৃদ্ধি বিশেষ জানা যায় না; ইহার অল্প দিন পরেই যথেষ্ট পরিমাণে জল বৃদ্ধি হয় এবং ২০ অথবা ৩০এ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃদ্ধির চরম সীমায় পৌঁছিয়া কিছুকাল স্থির ভাবে থাকে; অনন্তর ধীরে ধীরে কমিতে আরম্ভ হয়। এরূপ জলবৃদ্ধির কারণ এই যে, গ্রীষ্ম-ঋতুতে প্রচুরপরিমাণে বৃষ্টি হয়, ঐ বৃষ্টির জল নীলনদ দিয়া সমুদ্রমধ্যে আসিয়া পড়ে। নীলনদের যে শাখার উপর রোজেটা নগর, তাহার বিস্তৃতি ৬৫০ ফিট্; যে শাখায় ডেমিএটা তাহার বিস্তার ১০০ ফিটের অধিক নহে। নীলনদ ও কায়রোখালের বাধের মধ্যে একটী মৃণ্ময়স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। জল বর্ষাকালে যতদুর উর্দ্ধে উঠিয় থাকে, ইহার উচ্চতাও ঠিক তত খানি করা হয়। এই স্তম্ভকে অরূস অথবা কুমারী বলে। সাধারণ লোকে ইহা দ্বারা নীলের জল মাপিয়া থাকে। যখন জল প্রবলবেগে খালের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন স্রোতে স্তম্ভটী ভাসিয়া যায়। ইজিপ্টবাসীদের মধ্যে পুরাকালে স্রোতের বেগনিবা-রণার্থ প্রত্যেক বৎসর একটী করিয়া কুমারীবিসর্জ্জন দেওয়া হইত, শুনা যায়। প্রত্যহ যে জলবৃদ্ধি হইত, তাহা সহর মধ্যে ঘোষণা করা হইত। যে দিন সর্ব্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিত, তাহার পর আর ঘোষণা করা হইত না এবং নীলোমিটারের শেখ গবর্মেণ্টের নিকট হইতে জল বৃদ্ধির প্রত্যেক অঙ্কের জন্ম কিছু কর আদায় করিয়া থাকে।

নীলক (ক্লী) নীলমেব স্বার্থে কন্। ১ কাচলবণ, চলিত কালামুন। ২ বর্ত্তলোহ, চলিত বিদ্রী। ৩ অসনবৃক্ষ, চলিত পিয়াশাল। ৪ কলায়, মটর। নীলেন বর্ণেন কায়তি-কৈ-ক। (পুং) ৫ ভ্রমর।

"যথা মধুকরীং ধ্যায়ন্ নীলকস্তন্ময়োভবেৎ।"

(বৃহৎসংহিতা)

৬ বীজগণিতোক্ত অব্যক্তরাশির সংজ্ঞাভেদ।

"যাবত্তাবৎ কালকো নীলকোঽন্তোবর্ণো

পীতো লোহিতশ্চৈবমাদ্যাঃ।" (বীজগ°)

নীলকণা (স্ত্রী) কৃষ্ণজীরা, কালজীরা।

নীলকণ্ঠ (পুং) নীলঃ নীলবর্ণঃ কণ্ঠো যস্য। ১ শিব নীলকণ্ঠ-নামের কারণ—

"ত্রৈলোক্যং মোহিতং যস্য গন্ধমাঘ্রায় তদ্বিষম্।

প্রাগ্রসল্লোকরক্ষার্থং ব্রহ্মণো বচনাচ্ছিবঃ।

দধার ভগবান্ কণ্ঠে মন্ত্রমূর্ত্তির্মহেশ্বরঃ।

তদাপ্রভৃতি দেবস্তু নীলকণ্ঠ ইতি শ্রুতঃ॥" (ভার° ১।১৮।৪৩-৪৪)

দেবগণ অমৃতোৎপত্তির পরেও সাগরমন্থনে ক্ষান্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ মন্থন করিতে লাগিলেন, তখন সধূম অগ্নির ন্যায় জগন্মণ্ডল আবৃত করিয়া কালকূট বিষ উৎপন্ন হইল, তাহার গন্ধঘ্রাণেই ত্রিলোকস্থিত লোক সকল অচেতন হইয়া পড়িল। তখন ব্রহ্মার অনুরোধে মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবান্ মহেশ্বর সেই কালকূট বিষ পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলেন এবং তদবধি তিনি নীল-কণ্ঠ নামে বিশ্রুত হইলেন। (ভারত ১।১৮ অঃ)

পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, পুরাকালে দেব ও দৈত্যে এক তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হয়। ঐ যুদ্ধে দেবগণ দিন দিন ক্ষমতাহীন ও সৈন্যহীন হইয়া নিতান্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। এমন কি অবশেষে তাঁহাদের বড় সাধের স্বর্গরাজ্যও শত্রুদিগের হস্তে পতিত হইবার উপক্রম হইয়া উঠে। তখন তাঁহারা শত্রুদমনের উপায় উদ্ভাবন জন্য মেরুপর্ব্বতের উপরিভাগে এক বিরাটসভার অধি-বেশন করেন। ঐ সভায় চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা সভাস্থ দেবগণকে চক্রী বিষ্ণুর সহিত পরামর্শ করিতে উপদেশ দেন। ব্রহ্মার উপদেশানুসারে দেবগণ কাতর হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে, বিষ্ণু তাঁহাদিগকে দৈত্যহস্ত হইতে রক্ষার উপায় বলিয়া দেন। তিনি প্রথমে তাঁহাদিগকে দৈত্যদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনপূর্ব্বক সমুদ্রমন্থন করিতে বলেন। মন্দরপর্ব্বত উহার মন্থনদণ্ড ও সর্পরাজ বাসুকি মন্থনরজ্জুরূপে নির্ব্বাচিত হইল। তিনি আরও বলেন, "সমুদ্র মন্থন দ্বারা যে অমৃত উৎপন্ন হইবে, উহা ভক্ষণ করিয়া, অগ্রে তোমরা অমরত্ব * লাভ কর। দৈত্যদেরও তোমাদের সহিত সমুদ্র মন্থন করা আবশ্যক। কারণ তাহাদের শক্তি ও সামর্থ্য তোমাদিগের অপেক্ষা অনেক অধিক।"

দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর উপদেশক্রমে দৈত্যরাজ বলির নিকট সন্ধির জন্য উপস্থিত হইলে, বলি, তাঁহার প্রস্তাব অনুমোদন করেন, কিন্তু অমৃতের অংশ চান। ইন্দ্র, অংশ দানে সম্মত হইলে, দেব ও দৈত্য একত্র হইয়া দুগ্ধসমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হন।

বিষ্ণুর উপদেশানুসারে দুগ্ধসমুদ্রের উপর ঔষধমূলক গাছগাছড়া নিক্ষেপ করিয়া, মন্দরপর্ব্বত ও বাসুকির সাহায্যে দেবদৈত্যে মন্থন আরম্ভ করেন। কিন্তু অতলস্পর্শ সমুদ্রের উপর মন্দরপর্ব্বত ভাসমান থাকিতে না পারিয়া ক্রমশঃ নিম্ন-

* অমৃতপানের পূর্ব্বে দেবগণ, মনুষ্যের ন্যায়, মৃত্যুকে আশ্রয় করিতে বাধ্য হইতেন।

গামী হইতে থাকায় প্রথমতঃ মন্থনক্রিয়ার অত্যন্ত ব্যাঘাত জন্মিল। বিষ্ণু ইহা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ কূর্ম্মরূপধারণপূর্ব্বক মন্দরপর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন। তৎপরে দেবদৈত্যগণ সানন্দে মন্থনকার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

মন্থন করিতে করিতে সমস্ত ঔষধের গাছগুলি, সমুদ্রজলে বা দুগ্ধে মিশ্রিত হইলে, একপ্রকার ভীষণ বিষ* সমুদ্রের উপরে ভাসিয়া উঠে। উহার ভয়ানক গন্ধ ও তেজে বহুসংখ্যক দেব ও দৈত্য মৃত্যুর ক্রোড়ে শয়ন করেন। এই ব্যাপার দেখিয়া মৃত্যুভয়ে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালবাসী সকলেই সেই পতিতপাবন মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবের শরণাগত হন। শরণাগত-পালক আশুতোষ প্রাণিগণের ক্লেশ দূর করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সেই ভয়ানক বিষ, অতিসুখসেব্য পেয়জ্ঞানে পান করিয়া জগতের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। যিনি অনাদি ও অনন্ত, অজর ও অমর, অজয় ও অজেয় এই সামান্য বিষে তাঁহার কোন অনিষ্ঠ সম্ভাবনা না থাকিলেও, সেই সর্ব্বৌষধিনিয়ন্তাও এই ভয়ানক বিষের বীর্য্যধারণ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হন নাই। ঐ ভয়ানক বিষ পরিপক না হওয়ায় তিনি অত্যন্ত অন্তর্দাহ অনুভব করিতে থাকেন। অবশেষে উহা উর্দ্ধগামী হইয়া তাঁহার গলদেশ নীলাকারে পরিণত করে। সেই হেতু মহাদেব নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত।

২ ময়ূর।

"যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ।" (মেঘদূত ৭৯)

৩ পীতসার। ৪ দাত্যূহ। ৫ গ্রামচটক। ৬ খঞ্জরীট। বিজয়া দশমীর দিন নীলকণ্ঠ (খঞ্জন) দর্শন করিতে হয়।

"কৃত্বা নীরাজনং রাজা বলবৃদ্ধ্যৈ যথাবলম্।
শোভনং খঞ্জনং পশ্যেৎ জলগো গোষ্ঠসন্নিধৌ॥" (তিথিতত্ত্ব)

রাজা নীরাজন কার্য্য সমাপন করিয়া গোষ্ঠ সন্নিধানে জলের উপর থাকিয়া জলগ হইয়া খঞ্জন দর্শন এবং পরে তাহাকে এই মন্ত্রে প্রণাম করিবেন। মন্ত্র—

"নীলগ্রীব শুভগ্রীব সর্ব্বকামফলপ্রদ।
পৃথিব্যামবতীর্ণোঽসি খঞ্জরীট নমোঽস্তু তে॥"
"ত্বং যোগযুক্তো মুনিপুত্রকস্ত্বমদৃশ্যতামেতি শিখোদ্গমেন।
ত্বং দৃশ্যসে প্রাবৃষি নির্গতায়াং ত্বং খঞ্জনাশ্চর্য্যময়ো নমস্তে॥"
(তিথিতত্ত্ব)

যদি অজ, গো, গজ, বাজি বা মহোরগ ইহাতে অবস্থিত হইয়া খঞ্জন দর্শন করা হয়, তবে রাজ্যলাভ ও কুশল হইয়া থাকে। ভস্ম, অস্থি, কেশ, নখ, রোম ও তুষ ইহাতে অবস্থান করিয়া দেখিলে দুঃখ হইয়া থাকে।

"অজেষু গোষু গজবাজিমহোরগেষু।
রাজ্যপ্রদঃ কুশলদঃ শুচিশাদ্বলেষু॥
ভস্মাস্থিকেশনখরোমতুষেষু দৃষ্টো।
দুঃখং দদাতি বহুশঃ খলু খঞ্জরীটঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যদি অশুভ খঞ্জন দর্শন হয়, তাহা হইলে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজা ও দান এবং সর্ব্বৌষধি জলে স্নান করিতে হয়।

"অশুভং খঞ্জনং দৃষ্ট্বা দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
দানং কুর্ব্বীত কুর্য্যাচ্চ স্নানং সর্ব্বৌষধীজলৈঃ॥"
(তিথিতত্ত্ব, দুর্গোৎসবতত্ত্ব)

এই পক্ষীর গলদেশ নীলবর্ণযুক্ত সেই জন্য ইহাকে নীলকণ্ঠ (Cyanecula Suecica.) বলে।

বাঙ্গালাদেশে ইহাদের নাম নীলকণ্ঠ সিন্ধুদেশে গুৰক, হিন্দী হুসেনী-পিদ্দা। পুংপক্ষির সমুদয় গাত্র ও পক্ষের বর্ণ কটা। গলার কণ্ঠভাগ গাঢ় নীল, মধ্যস্থলে পাশুটিয়া রং। গলদেশের নীলরঙ্গের পর একটী কালদাগ ও তাহার নীচে পাশুটিয়া রঙ্গের রেখা দৃষ্ট হয়। চক্ষু হইতে নাসারন্ধ্র পর্য্যন্ত একটী দাগ আছে, পেট পাঁজর ও পুচ্ছের তলভাগ ঈষৎ সাদা ও মধ্যভাগ কটা। স্ত্রী-পক্ষীর সমগ্র তলদেশ ঈষৎ সাদা এবং বক্ষস্থল বিন্দুযুক্ত কটা রেখাসমন্বিত। কোথাও কোথাও পক্ষিবিশেষের উপরোক্ত রঙ্গের বিভিন্নতা দেখা যায়। ঠোঁট কাল, চক্ষুর তারার পার্শ্ব কটা, মুখবিবর হরিদ্রাভ, পদদ্বয় অনুজ্জ্বল মাংসবর্ণ। ইহারা লম্বে ৫ হইতে ৯, ও লেজ ২—৩ ইঞ্চ।

শীত ঋতুতে ইহারা সমগ্র ভারত, সিংহলদ্বীপ, দক্ষিণচীন ও উত্তর আফ্রিকায় আসিয়া দেখা দেয়। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব হইলে হিমালয়ের উত্তরে শীতপ্রধানদেশে পলাইয়া যায়।

(ক্লী) ৭ মূলক, মূল। (রাজনি°) ৮ পীতসালবৃক্ষ।

নীলকণ্ঠ, নেপালের অন্তর্গত একটী তীর্থস্থান। কাটমণ্ড হইতে সেখানে যাইতে প্রায় ৮ দিন লাগে। অক্ষা° ২৮° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৪´ পূঃ। পরিব্রাজকগণ জুলাইমাসের শেষ ভাগ হইতে আগষ্টমাসের প্রথম কয়েক দিন মধ্যে এই স্থান ভ্রমণ করিতে গিয়া থাকেন। অন্যসময়ে তুষার ও বৃষ্টির জন্য এখানে যাওয়া যায় না। এই স্থানে ৮টী প্রস্রবণ আছে, তন্মধ্যে একটী উষ্ণ। সূর্য্যকুণ্ড ইহার ১ মাইল দূরে অবস্থিত এবং এই কুণ্ডের ঠিক পরেই উচ্চ গোঁসাইস্থান নামক গিরিশৃঙ্গ উর্দ্ধদিকে গগনভেদ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। এই পাহাড়ের পূর্ব্বদিক্ হইতে কৌশিকী নদীর একটী শাখা উৎপন্ন হইয়াছে। এখানকার লোক সাধারণতঃ অর্ব্বুদরোগাক্রান্ত হয়। স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে নীলকণ্ঠমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

নীলকণ্ঠ, ১ একজন পণ্ডিত। ইনি মহাবীরচরিতের একখানি টীকা

* কোন কোন মতে বাসুকির মুখ হইতে ঐ বিষ বাহির হয়।

ও ভূমিকা লিখেন। ইঁহার পিতার নাম ভট্টগোপাল এবং পুত্রের নাম ভবভূতি। ২ অশৌচশতকরচয়িতা। ৩ আশ্বলায়নশ্রৌত-সূত্রের একজন টিপ্পনীকারক। ৪ কুণ্ডমণ্ডপবিধানরচয়িতা। ৫ কৃষ্ণপূজাপ্রয়োগরচয়িতা। ৬ কোকিলাদেবীমাহাত্ম্যসংগ্রহ-প্রণেতা। ৭ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইনি গাদাধরীটীকা রচনা করেন। কথিত আছে, পঙ্কলক্ষ্মীক্রোড় ইঁহার রচিত। ৮ চিমনিচরিত্র নামক সংস্কৃত চরিতপ্রণেতা। ৯ এক-জন দায়ভাগের টীকাকার। ১০ নারায়ণগীতারচয়িতা। ১১ প্রকৃতিবিহারকারিকাসঙ্কলনকারী। ১২ বালার্কপদ্ধতি-রচয়িতা। ১৩ বিবাহসৌখ্যবর্ণনাপ্রণেতা। ১৪ বৈরাগ্যশতক নামক একখানি ক্ষুদ্র সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা। ১৫ শঙ্করমন্দার-সৌরভরচয়িতা। ১৬ একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইনি শব্দ-শোভা নামক একখানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। ১৭ শ্রাদ্ধ-বিবেকের এক টীকাকার। ১৮ একজন প্রসিদ্ধ পৌরাণিক। ইনি সৌরপৌরাণিকমতসমর্থন নামক অতি সুন্দর পুস্তক রচনা করেন। ১৯ স্বরাঙ্কুশভাষ্যকার। ২০ একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। ইঁহার পিতার নাম অনন্ত এবং পিতামহের নাম চিন্তামণি। ইনি অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই-গুলিই প্রধান—গৃহপ্রবেশপ্রকরণটীকা, গোচরপ্রকরণ-টীকা, গ্রহকৌতুক, গ্রহলাঘব, জৈমিনিসূত্রটীকা, সুবোধিনী, জ্যোতিষকৌমুদী, টোড়রাজ, তাজিক, তিথিরত্নমালা, দৈবজ্ঞ-বল্লভ, প্রশ্নকৌমুদী, প্রশ্নতন্ত্র, মকরন্দ, মুহূর্ত্তচিন্তামণিটীকা, বর্ষ-তন্ত্র, বর্ষফল, বিবাহপ্রকরণটীকা, সংজ্ঞাতন্ত্র, সারণীকোষ্ঠক। ২১ রামভট্টের পুত্র। ইনি কাশিকাতিলক প্রণয়ন করেন। ২২ কুণ্ডোদ্দ্যোতরচয়িতা, ইঁহার পিতার নাম শঙ্করভট্ট। ২৩ মহাভারত ও দেবীভাগবতের একজন বিখ্যাত টীকাকার। দাক্ষিণাত্যে ইঁহার জন্মস্থান। পিতার নাম রঙ্গনাথ দেশিক ও মাতার নাম লক্ষ্মী, গুরুর নাম কাশীনাথ ও শ্রীধর। ইনি শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত। রত্নজীর উৎসাহে ইনি দেবীভাগবতের টীকা লিখিতে প্রবৃত্ত হন।

নীলকণ্ঠক (পুং) চটকপক্ষী, চড়াইপাখী।

নীলকণ্ঠ ত্রিপাঠী, একজন বিখ্যাত হিন্দী কবি। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে কাণপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, ইঁহার পিতা প্রত্যহ এক মন্দিরের দেবীমূর্ত্তি দর্শন ও পূজা করি-তেন। দেবী তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া একদিন তাঁহাকে দেখা দেন ও ৪টী মনুষ্যের মস্তক দেখাইয়া, উহারা তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। সময়ে তিনি এই ৪টী পুত্র লাভ করেন,—চিন্তামণি, ভূষণ, মতিরাম, জটাশঙ্কর বা নীল-কণ্ঠ। শেষোক্ত ব্যক্তি একটী পুণ্যাত্মার আশীর্ব্বাদে কবি হন।

নীলকণ্ঠদীক্ষিত, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি খ্যাতনামা অপ্পয়দীক্ষিতের সহোদর আচ্ছা দীক্ষিতের পৌত্র ও নারায়ণ দীক্ষিতের পুত্র। ইনি আনন্দসাগর স্তব, নীলকণ্ঠবিজয়চম্পূ, শিবতত্ত্বরহস্য, চিত্রমীমাংসা অলঙ্কার, কৃতাবধবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

নীলকণ্ঠভট্ট, একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত, ইনি ব্যবহারময়ূখনামক নিবন্ধ রচনা করেন, এই গ্রন্থ মহারাষ্ট্রীয় আইন বলিয়া গণ্য।

২ আর একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত। ইনি শুদ্ধিনির্ণয়নামক গ্রন্থ রচনা করেন। অযোধ্যায় ইঁহার জন্মস্থান। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা সম্বরণ করেন।

৩ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইঁহার পিতার নাম রামভট্ট, কৌণ্ডিন্যগোত্রে পাণেকাবংশে ইঁহার জন্ম। ইনি তর্কসংগ্রহ-দীপিকাপ্রকাশ রচনা করেন।

নীলকণ্ঠমিশ্র ১ পর্য্যায়ার্ণব নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

২ একজন প্রসিদ্ধ হিন্দী কবি, ১৬০০ খৃষ্টাব্দে দোয়াবে বড়বাঁকি জেলার অন্তর্গত হোলাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

নীলকণ্ঠযতীন্দ্র, যতীন্দ্রপ্রবোধিনীনামক ধর্ম্মনিবন্ধকার।

নীলকণ্ঠরস (পুং) রসেন্দ্রসারসংগ্রহোক্ত ঔষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী,—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, চিতা, পদ্মকাষ্ঠ, দারুচিনি, রেণুকা, মুতা, চিত্রক, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, এলাচ, নাগকেশর, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও তাম্র সমভাগ এবং সমুদয়ের দ্বিগুণ পুরাতন গুড় একত্র করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, প্রমেহ, বিষমজ্বর, হিক্কা, গ্রহণী, শোথ, পাণ্ডু, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূঢ়গর্ভ ও বাতরোগ প্রভৃতি অনুপান বিশেষের সহিত সেবন করিলে ভাল হয়। এই ঔষধ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। ইহা ভিন্ন মহানীলকণ্ঠরস নামে আর একটী ঔষধ আছে।

মহানীলকণ্ঠরস প্রস্তুতপ্রণালী—তিমিপিত্তে ভাবিত সীসা ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, রসসিন্দুর, ১৬ তোলা, অভ্র ২৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারী, ব্রাহ্মীশাক, নিসিন্দা, শঠী, মুণ্ডিরী, শতমূলী, গুড়ূচী, তালমাখনা, তালমূলী, বৃদ্ধদারক ও চিতা ইহাদের ভাবনা দিয়া ত্রিফলা, ত্রিকটু, মুতা, চিতা, এলাইচ, লবঙ্গ, জাতিফল, প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, মিশ্রিত করিয়া ২ রতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে বাতরোগ, ৪০ প্রকার পিত্তরোগ ও অন্য সকল রোগ প্রশমিত ও শতকামিনীরমণে শক্তি হয়। ইহাতে যথেষ্ট আহারক্ষমতা, কন্দর্প সদৃশ রূপ, মেধাবী, বলবান্, প্রাজ্ঞ, ভীমের ন্যায় বিক্রম ও চেষ্টাবান্ হয়। এই ঔষধসেবনে বন্ধ্যা

নারীরও সন্তান হয়। এই ঔষধ সেবনাবধি ২১ দিন মৈথুন নিষিদ্ধ। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

নীলকণ্ঠলিঙ্গায়ৎ, একশ্রেণীর তন্তুবায়। বিজাপুর জেলার অনেক নগর ও গ্রামে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই লিঙ্গায়তেরা দুইভাগে বিভক্ত বিলেঙ্গাদর এবং পঞ্চসল্ গিঙ্গাদর। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পরে বিবাহ ও আহারপ্রথা প্রচলিত নাই। শেষোক্ত সম্প্রদায়কে প্রথম শ্রেণী পতিত ভাবে, সুতরাং তাহাদের সহিত আহার করিতেও অস্বীকার করে। লিঙ্গায়তদিগের ৬৩টী উপাধি আছে। একই উপাধি-বিশিষ্ট স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না। নিয়ত গৃহে থাকিয়া চরকা কাটিতে কাটিতে ইহারা নির্বীর্য্য ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা নাতিহ্রস্ব, নাতিদীর্ঘ ও স্থূল। রং কটাশে, সর্ব্বদাই যেন বিমর্ষ, চক্ষু কোটরগত এবং নাসিকা চেপ্‌টা ও লম্বা। স্ত্রীলোকেরা গৃহের বাহির হইয়া সমস্ত কার্য্য করে, ইহাদিগকে পুরুষদিগের অপেক্ষা অধিক বলবান্ দেখায়। অন্যান্য দেশীয় লিঙ্গায়তদিগের ন্যায় ইহারা আপনাদের মধ্যে অবিশুদ্ধ কর্ণাড়ীভাষা ব্যবহার করে। ইহারা সাধারণ মেটেঘরে বাস করে, কদাচিৎ কাহাকেও একতালা ঘরে থাকিতে দেখা যায়। ডাল, রুটি, শাক, সবুজি ও চাটনি প্রভৃতিই ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহারা সানন্দে পলাণ্ডু রসুনাদি ভক্ষণ করে, কিন্তু মাংসভোজন করে না বিবাহের ঘটকালী, বিবাহ, দ্বিতীয় বিবাহ এবং মানসিক পূজা দিবার দিন ইহারা আত্মীয় স্বজনের ভোজ দেয়।

পুরুষেরা প্রত্যহ এবং স্ত্রীলোকেরা সোম ও বৃহস্পতিবারে স্নান করে। ইহারা ধূমপান ও তামাক ব্যতীত অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করে না।

এই লিঙ্গায়তেরা দাড়ী রাখে না ও মস্তক মুণ্ডন করে, কিন্তু গোঁফ কাটে না। টুপি, চাদর, পিরান, ফতুয়া এবং জুতা পরিয়া থাকে। ইহাদের পুরুষেরাও কেহ কেহ ইয়ারিং ও অন্যান্য নানাবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা চুলের বেণী অথবা খোপা বাঁধিয়া থাকে। মেয়েরা বয়স্থা হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চুলে ফুল পরে। স্ত্রীলোকের মধ্যে আঙ্গরাখার প্রচলন অধিক। সাধারণতঃ তাহারা মহারাষ্ট্রদিগের পরিচ্ছদ ধারণ করে, স্ত্রীলোকদিগের অদ্ভুত গহনার মধ্যে (কাণের) ঝুম্‌কি, ঘণ্টি, (নাকের) নত্ত, (গলার) মঙ্গলসূত্র, ইনিগিতিক, বজ্রতিক, (কাঁকালের কোমরপাটা) প্রধান। শেষোক্ত গহনা অল্পবয়স পর্য্যন্ত ব্যবহার্য্য। [লিঙ্গায়ত শব্দে অপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

নীলকণ্ঠশিকা (স্ত্রী) ময়ূরশিকা। (ভাবপ্রকাশ)

নীলকণ্ঠ শিবাচার্য্য, ব্রাহ্মণমীমাংসাভাষ্যরচয়িতা।

নীলকণ্ঠাক্ষ (ক্লী) নীলকণ্ঠঃ মহাদেবস্তৎপ্রিয়ঃ অক্ষো জপমালা যত্র। ১ রুদ্রাক্ষ। (রাজনি°) নীলকণ্ঠঃ খঞ্জনস্তস্য অক্ষিণীব অক্ষিণী যস্য, সমাসে বহু সমাসান্তঃ। (ত্রি) ২ খঞ্জনতুল্য অক্ষিযুক্ত। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীপ্।

নীলকন্দ (পুং) নীলঃ কন্দঃ মূলং যস্য। মহিষকন্দভেদ। পর্য্যায়—সর্পাস্ত, বনবাসী, বিষকন্দ, মহিষীকন্দ ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, কফবাতাময় ও মুখজাড্যনাশক, রুচিকর, সিতের মহাসিদ্ধিকর। (রাজনি°) ২ নীলবর্ণ মূল।

নীলকমল (ক্লী) নীলং কমলং পদ্মম্। পর্য্যায়—উৎপল, নীলপঙ্কজ, নীলপদ্ম, নীলাব্জ। ইহার গুণ—শীতল, স্বাদু, সুগন্ধি, পিত্তনাশক, রুচিকর, শ্রেষ্ঠ রসায়ণ, দেহদার্ঢ্যকর এবং কেশহিতকারক। (রাজনি°)। [উৎপল দেখ।] ২ নীলবর্ণ জল।

নীলকর, যে নীল প্রস্তুত করে। নীলকরের অত্যাচার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা হইয়াছে। [নীল দেখ।] এখন এ বিষয়ের একটু বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আবশ্যক। ক্রমশঃ নীলকরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নীলকর সাহেবগণ নীলপাত উৎপাদনের জন্য নিজ আবাদ ও রাইয়তী আবাদ এই দুই প্রণালী অবলম্বন করেন। যে ভূমি নিজ আবাদে থাকিত, তাহার কতকাংশ ভৃত্য দ্বারা আবাদ করাইতেন ও কতকাংশ রাইয়ত দ্বারা আবাদ করিয়া লইতেন। রাইয়তী আবাদের বিবরণ এই যে প্রত্যেক রাইয়ত যে পরিমাণভূমি আবাদ করিবে, তাহাকে নীলকরেরা কিছু টাকা অগ্রে দাদন করিতেন, এবং তাহার নিকট এক অঙ্গীকারপত্র লেখাইয়া লইতেন যে, "এত পরিমাণ জমিতে নীল উৎপন্ন করিয়া দিব বলিয়া এত টাকা অগ্রিম লইতেছি। যদি দুরভিসন্ধিপূর্ব্বক অন্যথা করি, তবে আপনার যে ক্ষতি হইবে, তাহা আমি ও আমার উত্তরাধিকারিগণ পূরণ করিতে বাধ্য।" এক বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত এই অঙ্গীকার পালনের নিয়ম হইত। রাইয়তকে প্রতি বিঘায় দুই টাকা করিয়া দাদন দেওয়া হইত। রাইয়তের যে ভূমি উর্ব্বরা ও উত্তমরূপে কর্ষিত হইত, তাহাই কুঠীর ভৃত্যেরা নীলবপনের জন্য চিহ্নিত করিয়া দিত।

যে পরিমাণ দাদন রাইয়তের অঙ্গীকারপত্রে লিখিত হইত, নীলকরগণ তাহা সম্পূর্ণরূপে দিতেন না। যাহা দিতেন, তাহার কিয়দংশ আবার এদেশীয় ভৃত্যেরা গ্রাস করিতেন। প্রায়ই অধার্ম্মিক লোক নীলকর সাহেবদিগের কর্ম্মে নিযুক্ত হইত। তাহারা প্রভুর প্রিয়পাত্র হইবার জন্য ও তাঁহার ইষ্টসাধনের জন্য কোন গর্হিত কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইত না।

X

রাইয়তগণ আপন ইচ্ছামত কোন ফসল জন্মাইতে পারিত না। যখন অন্য ফসল জন্মাইলে বিশেষ লাভ হওয়ার সম্ভাবনা, তখন বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে নীল বুনিতে হইত। একে প্রতিবৎসর নীলপাতা উত্তমরূপে উৎপন্ন হইত না, তাহার উপর আবার রাইয়তেরা তাহার সমুচিত মূল্যও পাইত না, সুতরাং তাহারা প্রায় কখনই দাদনের দায় হইতে বিমুক্ত হইতে পারিত না। একবার দাদন লইলে তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত ঐ দাদন পরিশোধিত হইত না। দাদনজালে পতিত না হইবার জন্য কেহ চেষ্টা করিলে তাহার জাতি, মান, ধন ও প্রাণ সকলই যাইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিত। পল্লীগ্রামস্থ সকলকেই ঐ দাদন লইতে হইত। যাহাদের নিজের লাঙ্গল গোরু না থাকিত, তাহাদিগকে অপর লোক দ্বারা ভূমি আবাদ করাইয়া নীলপাতা উৎপন্ন করিয়া দিতে হইত। এতদ্ব্যতীত নীলকরের নিজ আবাদী জমিতে যে নীল উৎপন্ন হইত, তাহার কোন কার্য্যের আবশ্যক হইলে প্রজাদিগকে সামান্য বেতনে সে সমস্ত কার্য্য করাইয়া লওয়া হইত। আরও কুঠীর ব্যবহারের জন্য তাহাদিগকে বাঁস খড় প্রভৃতি বিনা মূল্যে দিতে হইত।

নবদ্বীপ ও যশোর জেলায় নীলকরের অত্যাচার অপেক্ষাকৃত বেশী হয়। নীলকর সাহেবদিগের দেওয়ান নায়েব গোমস্তা তাকিদ্‌গীর প্রভৃতি এদেশীয় ভৃত্যেরা, প্রভুর অভীষ্ট-সিদ্ধিকরণান্তর, আপনাদের ইষ্টসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া রাইয়তদিগের প্রায় সর্ব্বস্ব হরণ করিতেন। যে সমস্ত নীলপাতা কুঠীতে আনীত হইত, কর্ম্মচারিগণ কিঞ্চিৎ না পাইলে, তাহা যথোচিত রূপে মাপ করিয়া লইতেন না। নীলপাতার হিসাব করিবার সময় আবার কিছু হস্তগত না হইলে যথার্থ হিসাব করিতেন না। রাইয়তেরা তাহাদিগকে আপন আপন ক্ষেত্র অথবা গৃহজাত কোন দ্রব্যের অংশ না দিলে তাহাদের যন্ত্রণা ও ক্ষতির সীমা থাকিত না। নীলকর সাহেবেরা এ সকল বিষয় জানিয়াও জানিতেন না এবং শুনিয়াও শুনিতেন না। নরহত্যা, গোহত্যা, গৃহদাহ, বাটীভঙ্গ ইত্যাদি যে কিছু কার্য্যের প্রয়োজন হইত, ইহারা তাহা অসঙ্কুচিতচিত্তে সম্পাদন করিতেন।

পূর্ব্বে নীলকর সাহেবগণ যে প্রজাবর্গের উপর অন্যায় অত্যাচার করিত, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে, লঙ্‌ সাহেবের বক্তৃতায় এবং হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জলন্তলিখনে তাহার প্রকৃষ্ট চিত্র প্রতিফলিত। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই মে তারিখে যশোর জেলায় নীলকর সাহেবেরা নাম স্বাক্ষর করিয়া গবর্ণর জেনারল লর্ড উইলিয়ম্ বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সরকারে আবেদনপত্র পাঠান, তাহা পাঠ করিলে স্বতঃই তাহাদের অত্যাচারের কথা প্রকাশ পায়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট যে আইন জারি করেন, তাহার প্রভাব খর্ব্ব করাই এই আবেদনের উদ্দেশ্য। সেই জন্য তাঁহারা দরখাস্ত মধ্যে একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন যে 'ঐ আইন দ্বারা রাইয়তের পক্ষে বিশেষ মঙ্গল হইয়াছে। নীলকর সাহেবেরা প্রজাদিগের অন্যায় কর্ম্মে কোনরূপ প্রতিকারের উপায় না দেখিয়া নিজে জোর করিয়া তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিতেন, এই আইন দ্বারা সেইরূপ শাসন হইতে প্রজাগণ যে এককালে বিমুক্ত হইল এবং ইহাতে যে সুফল ফলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।' পরে লিখিয়াছেন, 'এই আইনের বলে, এতদ্দেশীয় কুঠির সত্ত্বাধিকারী অথবা স্থানীয় দুষ্ট জমিদার, তালুকদার বা মণ্ডল (মোড়ল) এবং সাধারণের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া রাইয়তগণ স্বভাবতঃই অবাধ্যতার কর্ম্ম ও দাঙ্গা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।--পক্ষান্তরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ৫ আইনের ৫ ধারামতে যশোর জেলার দেওয়ানী আদালতে যত মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, তাহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, যশোর জেলায় নীলের কৃষি যথার্থরূপেই নির্ব্বাহ হইতেছে। কিন্তু ৫ আইন জারি হওয়া অবধি প্রজাগণ আমাদের একরার মুক্ত হইবার জন্য দরখাস্ত করিতেছে।' ইহার পরেই আবার তাহারা লিখিতেছেন, '১৮৩০ সালে কোন মোকদ্দমা হয় নাই। পরবর্ত্তী ১৮৩১ সালে ৫৮ আটান্নটী,—৩২ সালে তেত্রিশটী এবং—৩৩ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যে তেইশটী মোকদ্দমা রুজু হইয়াছিল।' ইহাতে সহজেই অনুমান হয় যে ক্রমশঃই এইরূপ অত্যাচারের সংখ্যা বাড়িতেছিল। আদালতে নালিশ না হইলেই যে অত্যাচার চরম সীমায় উঠে না, একথা ঠিক নহে। অতি কষ্টে প্রপীড়িত হইয়াই দরিদ্র কৃষক বিচারপতির আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইত।

ইহার পর তাঁহারা গায়ের ঝাল ঝাড়িবার জন্য জেলেদের নদী মধ্যে বাঁশ ও বৃক্ষের ডাল বা জঙ্গলি নল দ্বারা স্রোত-অবরুদ্ধ করণরূপ অবৈধ কার্য্যাদি রাজসমীপে উপস্থিত করেন এবং ইচ্ছামতী, মাতাভাঙ্গা, চূর্ণি, জলঙ্গী প্রভৃতি নদী মুক্তকরণার্থ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে যে আইন হয়, তাহা যশোর জেলাস্থ চিত্রা ও অপরাপর গমনাগমনোপযোগী নদীর উপর যাহাতে চলিত হয়, তাহার প্রার্থনা করেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম আবেদনপত্র যায়, তখন লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর ইহার যথার্থতা নিরূপণ করিবার জন্য সকলকে আহ্বান করেন। পরে আইন পাশ হইবার পর তাঁহারা বর্ত্তমান আবেদনের আবশ্যকতা বিবেচনায় এই উত্তর দিয়া ছিলেন যে, 'নীলের মূল্য ন্যূন হওয়ায় যশোরের মজুরদিগের বড়ই কষ্ট হইয়াছে। নীলপ্রস্তুত কার্য্যে অনেক ব্যয় হয়,

সুতরাং আমরা পূর্ব্বকার মত আর তাহাদের উপকার করিতে পারি না এবং ইতিপূর্ব্বে তাহাদিগকে যে টাকা কর্জ্জ দিয়াছি, তাহার আদায়ের জন্ম দাওয়া করিতে হইতেছে।' ইহাই যে নীলকরদিগের দাদনের টাকা তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এই টাকা আদায়ের অত্যাচারে কত শত দরিদ্র প্রজা যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, কত লোকের যে গৃহাদি ভস্মীভূত করা হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

(সমাচারদর্পণ ১৮৩৩, ৬ই জুলাই।)

দাদনগ্রাহীকে নীলকরের বশীভূত রাখিবার নিমিত্ত বহুবিধ আইন বিধিবদ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু দাদনগ্রহণকারিগণের কষ্টনিবারণ জন্ম প্রায় কোন বিধিই বিধিবদ্ধ হইল না। গবর্মেণ্টের নিষেধ ছিল যে, বৃটনবাসীরা এ দেশে ভূসম্পত্তি করিতে পারিবে না, তথাপি তাহারা রাইয়তবশীকরণের জন্ম জমিদারের নিকট অনেক গ্রাম তাঁহাদের এ দেশীয় ভৃত্যদিগের নামে ইজারা লইতেন। দেশীয় জমিদারগণ তাঁহাদের বাসনা পূরণ করিতে পরাঙ্মুখ হইলে, ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইত এবং দুর্ব্বল জমিদার পাইলে তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিতেন। সময় সময় সাহেবদের কর্ম্মচারিগণ যথাযোগ্য রাজদণ্ড পাইতেন, তথাপি তৎকালীন দণ্ডবিধি আইনানুসারে ইংরাজেরা জেলা আদালতের বিচারাধীন না থাকাতে তাঁহাদের কোন শারীরিক দণ্ড হইত না বলিয়া তাঁহারা আপনাদের অভীষ্ট সাধনে নিঃশঙ্কচিত্তে অটল থাকিতেন। এইরূপ অনেক প্রজা নিপীড়িত হইয়া বাসস্থান পরিত্যাগ করিল, অনেকে তাহাদের পদানত হইয়া রহিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহ হইলে অনেক নীলকর সাহেব গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলে রাইয়তদিগের ক্লেশ আরও বৃদ্ধি হইল।

দুর্ভাগ্য রাইয়তদিগের ক্লেশ নিবারণ জন্য, দেশস্থ একজন সহৃদয় মিশনরি বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাহাদের দুঃখমোচন হইল না। নীলকর সাহেবেরা ও ইংরাজ রাজপুরুষেরা এক দেশবাসী, এক জাতীয়, একধর্ম্মাবলম্বী এবং পরস্পর আহার ব্যবহার, আত্মীয়তা ও আদান প্রদান থাকাতে, আর রাজপুরুষের মধ্যে কেহ কেহ নীলকরের সাহায্য করাতে, এ প্রদেশস্থ সাধারণ লোকের মনে এই দৃঢ়সংস্কার জন্মে যে, নীলব্যবসায়ে গবর্মেণ্টর বিশেষ স্বার্থ আছে, অতএব আমাদের যতই দুঃখ হউক না, গবর্মেণ্ট কখনই আমাদের প্রতিকূল ব্যতীত অনুকূল হইবেন না। কালক্রমে মফঃস্বলের অনেক লোক সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন এবং জেলায় নানা বিভাগে এদেশীয় সুবিজ্ঞ ডেপুটীকালেক্টর ও পুলিশের কার্য্যে শিক্ষিত ও ধর্ম্মভীরু দারোগা সকল নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। ইহারা গবর্মেণ্টের অভিপ্রায় প্রজাবর্গকে বুঝাইতে থাকিলে, তাহাদের হৃদয় হইতে অমূলক সংস্কার ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে জেলা বারাসতের তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট অনরেবল্ আস্‌লি ইডনসাহেব, ঐ জেলার নীলকর ও রাইয়তদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, এক পরওয়ানা জারি করেন যে, জমিতে ফসল বপন করা প্রজার ইচ্ছা, ইহাতে কেহ কোন প্রকার বিঘ্ন জন্মাইলে তাহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। পূর্ব্বে রাইয়তদিগের চিত্তক্ষেত্রে আশা ভরসার যে অঙ্কুর হইয়াছিল, তাহা এই পরওয়ানা দ্বারা একেবারে বাড়িয়া উঠিল। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সমস্ত রাইয়ত একত্র হইয়া ধর্ম্মঘট করিল যে, প্রাণান্তেও নীল আর বপন করিবে না। অতিশীঘ্রই নীলকর ও প্রজাবর্গের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। সেই সময় উদারচেতা করুণহৃদয় জে পি গ্রাণ্ট সাহেব বঙ্গরাজ্যের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। নীলকরের আশুকষ্টনিবারণ, নীল কার্য্যের প্রচলিত প্রণালীর তত্ত্বানুসন্ধান, এবং এই কার্য্যের কোন নির্দ্দেশপ্রণালী নির্দ্ধারণ নিমিত্ত ১৮৬০ খৃঃ অব্দের ১১শ বিধি প্রকাশ করিলেন। প্রথমোক্ত বিষয়নিষ্পাদনের জন্ম মাজিষ্ট্রেটেরা যত্ন করিতে লাগিলেন এবং শেষোক্ত কার্য্যদ্বয় সম্পাদনার্থ পাঁচজন কমিশনর* নিযুক্ত হইলেন। কমিশনরগণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের মধ্যে চারিজন নীলকার্য্য-প্রণালীর বহুবিধ দোষ কীর্ত্তন করিয়া গবর্মেণ্টের নিকট বিজ্ঞাপনী প্রদান করিলেন। ইহাতে নীলকর সাহেবেরা পূর্ব্বমত বলপ্রয়োগে অশক্ত হইয়া বহুতর চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা উত্থাপন করিতে লাগিলেন। যদিও এই মোকদ্দমায় অনেক রাইয়তের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, তথাপি তাহাদের প্রতিজ্ঞা অটলই রহিল। কেহ আর নীলের চাষে অগ্রসর হইল না। অচিরে নীলকরের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইল। অনেকের কুঠী ও ভূসম্পত্তি বিক্রীত হইয়া গেল। এখন যে সমস্ত নীলকর সাহেব আছেন, তাঁহাদের আর পূর্ব্ব মত প্রভাব নাই।

নীলকাখ্যক (পুং) মহারাজচূত ফল, ভাল আম।

নীলকান্ত, স্বনামখ্যাত পক্ষি-বিশেষ (Urocissa Occipitalis) মুসৌরি পাহাড়ে নীলকান্ত এবং সিমলা পর্ব্বতে দিগ্‌দল নামে পরিচিত। ইহাদের মস্তক, ঘাড় ও বুক কাল, ঘাড়ের নিম্নে সাদা, চূড়ার কতকাংশ সাদা, পুচ্ছ নীল ও অগ্রভাগ সাদা দাগযুক্ত, পাখনা কটা। ইহাদের কণ্ঠদেশও নীল আভাযুক্ত।

* W. S. Setonkar, President, R. Temple, W. F. Ferguson, Rev. J. Sale, Baboo Chandra Nath Chatterji.

ইহাদের ঠোঁট ও পদদ্বয় লাল, চঞ্চু পাটল অথচ কটা, কিন্তু বৃদ্ধ পক্ষীর লাল। চক্ষের পল্লব কটাশে সাদা ও থাবা পাণ্ডুটে।

ইহারা লম্বে প্রায় ২৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। পুচ্ছ প্রায় ১৯ ইঞ্চি, ডানা ৮ ইঞ্চি। মুখবিবর হইতে ঠোঁট ১৮ ইঞ্চি লম্বা হয়।

হিমালয় পর্ব্বতে শতদ্রু উপত্যকা হইতে নেপাল পর্য্যন্ত, আসামের নাগাপাহাড়, শ্যাম, ব্রহ্মদেশ, আরাকান, ভামো ও তেনাসেরিম এবং পূর্ব্ববঙ্গের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই জাতীয় বহু পক্ষী দেখা যায়।

ইহারা প্রায় তিনটী হইতে ছয়টী পর্য্যন্ত একত্র বিহার করে। মার্চ হইতে জুলাই মাস পর্য্যন্ত ইহারা ডিম পাড়ে ও শাবক উৎপাদন করে। বৃক্ষাদির উচ্চ কিংবা নিম্নডালে ইহারা ডাল পালা দিয়া নীড় রচনা করে এবং তন্মধ্যস্থ গর্ত্তে ৩টী হইতে ৫টী পর্য্যন্ত অণ্ড প্রসব করিয়া থাকে।

কেহ কেহ এই পক্ষীকে নীলকণ্ঠ মনে করে। কিন্তু নীলকণ্ঠ ও নীলকান্ত দুই স্বতন্ত্র পক্ষী। ২ বিষ্ণু। ৩ মণিভেদ। [নীলা দেখ।]

নীলকান্ত শাহ, মধ্যভারতের নাগপুর বিভাগস্থ চাঁদাপুর জেলার গোঁড় রাজাদিগের শেষ রাজা। ইনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন, এজন্য সমস্ত প্রজা তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে রঘুজী ভোন্‌সে চান্দা আক্রমণ করিলে কেহই নীলকান্তের পক্ষে অস্ত্রধারণ করে নাই, সুতরাং রঘুজী বিনা রক্তপাতে ঐ জেলার অধীশ্বর হন। কিন্তু দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিনি উক্ত স্থানের আংশিক আয় লইয়া রাজ্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। অবশেষে নীলকণ্ঠশাহকে বন্দী করিয়া সমগ্র স্থান নিজ অধিকারভুক্ত করেন। এই সময় হইতে চান্দা ভোন্‌সে রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হয়।

নীলকায়িক (ত্রি) ১ নীলশরীরবিশিষ্ট। (পুং) ২ বৌদ্ধদেবতাভেদ।

নীলকুঠী, নীলপ্রস্তুতের কারখানা।

নীলকুন্তলা (স্ত্রী) নীলা নীলবর্ণাঃ কুন্তলা যস্যাঃ। পার্ব্বতীর সখিভেদ। "সখী রত্নমুখী নাম জগাদৈবং শুচিস্মিতা।
তাং নিবার্য্যাপরা প্রাহ সখী সা নীলকুন্তলা॥"
(বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৩৪)

নীলকুরুণ্টক (পুং) নীলঝিণ্টী, নীলফুল, কুলঝিটী।

নীলকুসুমা (স্ত্রী) নীলবর্ণ ঝিণ্টী। (রাজনি°)

নীলকেশী (স্ত্রী) নীলিকাবৃক্ষ, নীলগাছ।

নীলক্রান্তা (স্ত্রী) নীলেন নীলবর্ণেন ক্রান্তা। বিষ্ণুক্রান্তা, কৃষ্ণাপরাজিতা। (রাজনি°)

নীলক্রৌঞ্চ (পুং) নীলঃ ক্রৌঞ্চঃ। নীলবক, কালবক, চলিত কোঁচবক। পর্য্যায়—নীলাঙ্গ, দীর্ঘগ্রীব, অতিজাগর। (শব্দর°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীপ্।

নীলখিয়াং, (নীলখিয়াং শব্দের প্রকৃত অর্থ নীলকণ্ঠ) নেপালের মধ্যবর্ত্তী একটী হ্রদ। ইহার নাম নীলখিয়াং কুণ্ড বা গোসাইকুণ্ড। কথিত আছে, দেবগণ যখন অমৃতের আশায় সমুদ্র মন্থন করেন, তখন তাহা হইতে বিষ উঠিয়াছিল। মহাদেব ঐ বিষ পান করিয়া যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িলেন। অনন্তর কোন ক্রমে দুর্গার মন্ত্রবলে সঞ্জীবিত হন, কিন্তু যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। পরে জ্বালা নিবারণ নিমিত্ত নিভৃত তুষারাচ্ছাদিত স্থানে ত্রিশূলের আঘাত করায় তিনটী স্রোত বহির্গত হয়। এই তিনটী স্রোত মিলিত হইয়া একটী হ্রদ প্রস্তুত করে। ইহারই নাম নীলখিয়াং। স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে এই নীলকণ্ঠের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

নীলগঙ্গা (স্ত্রী) নদীভেদ। (শিবপু°)

নীলগঞ্জ, ১ পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত ধর্ম্মপুর ও হাবেলি পরগণার মধ্যস্থ একটী স্থান। এখানে একটী নীলকুঠি আছে।

২ যশোরের অন্তর্গত চাঁচড়া হইতে একক্রোশ অন্তরে ভৈরবনদীতীরে অবস্থিত।

নীলগণেশ (পুং) নীলো গণেশঃ। নীলবর্ণ গণেশ।
"কর্ণিকায়াং চতুর্দ্দিক্ষু প্রথমং পূজয়েদিমান্।
গণাধিপং গণেশানং তৃতীয়ং গণনায়কম্॥
গণক্রীড়ং পীতগৌররক্তনীলরুচঃ ক্রমাৎ॥"(শারদাতি° ১৭ প°)

নীলগর্ভ (ত্রি) নীলঃ গর্ভে যস্য। নীলমধ্য, যাহার মধ্যদেশ নীলবর্ণ।

নীলগাই, মৃগজাতীয় জন্তুবিশেষ। সচরাচর নীলগাই নামে পরিচিত। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে বৃষোৎসর্গ যজ্ঞে নীলবৃষ নামক কোন জন্তুর উৎসর্গ হইত এবং তাহার বহুফল শাস্ত্রে লিখিত আছে। নীলবৃষ বলিলে সামান্যতঃ নীলরঙের ষাঁড় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উক্ত গুণযুক্ত ষাঁড় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া, আধুনিক স্মৃতিকারেরা নীলবৃষ শব্দে কোন প্রকৃত জন্তুর নাম স্বীকার করেন না। শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে,—
"লোহিতো যস্তু বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডরঃ।
শ্বেতঃ খুরবিষাণাভ্যাং স নীলবৃষ উচ্যতে॥"

রক্তবর্ণ শরীর, মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডুর, ক্ষুর ও শৃঙ্গ শ্বেতবর্ণ এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত জীবের নাম নীলবৃষ। উক্ত লক্ষণে নীলবৃষের কোন অঙ্গ নীলবর্ণের তাহা অনুমান করা যায় না। নীলগাই নামে প্রসিদ্ধ মৃগশ্রেণীভুক্ত যে চতুষ্পদ জন্তু আছে, তাহা দেখিতে লোহিতাভ নীলবর্ণেরও বটে এবং কতকাংশে বৃষজাতির অনুরূপ। এই নীলগাই যে পূর্ব্বতন গ্রন্থকারদিগের নীলবৃষ তাহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়।

গাও বা গাই স্ত্রীলিঙ্গ গাভিশব্দের অপভ্রংশ। নীলগাই বলিলে সাধারণতঃ স্ত্রীলিঙ্গে মৃগীদিগকে বুঝিতে হইবে। যজ্ঞাদিতে উৎসর্গের জন্য বৃষের প্রয়োজন হয়, এই কারণ শাস্ত্রকারেরা নীলগাই উল্লেখ না করিয়া নীলবৃষ উল্লেখ করিয়াছেন।

এই জন্তুর আকার বৃষাকৃতি এবং মৃগজাতীয়, কিন্তু কৃষ্ণসার হইতে আকারাদিতে অনেক বিভিন্ন। পুরুষ জাতীয় নীলগাই ৬½ হইতে ৭ ফিট্ লম্বা এবং ৪½ ফিট্ উচ্চ হইয়া থাকে। স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। উভয়েরই বর্ণ শ্লেট প্রস্তরের ন্যায় নীলরঙ্গের লোমের অগ্রভাগ অল্প তাম্রবর্ণযুক্ত। মৃগীর ধূসর তাম্রবর্ণযুক্ত ঈষৎ রক্তবর্ণাবৃত। মুখ ও মস্তক মৃগের ন্যায়, কিন্তু ঘোড়ার মুখের সহিত কতক সাদৃশ্য আছে। শৃঙ্গদ্বয় প্রায় ৭ বুরুল লম্বা এবং সম্মুখে ঈষৎ বক্র। দুইটী শৃঙ্গের মূলদেশে চতুষ্কোণবিশিষ্ট একটী কাললোমের দাগ আছে। কর্ণদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ, গলদেশ বক্র, সম্মুখে নত ও দৃঢ়। কেশরগুলি অশ্বের কেশরের ন্যায়। স্কন্ধ বৃষস্কন্ধের ন্যায় উচ্চ ও কেশসমূহসমন্বিত। সম্মুখে দুইপদের মূলদেশে গোর সাস্নার ন্যায় লোলমাংস লম্বমান, পদচতুষ্টয় সরু ও যুগ্ম ক্ষুরযুক্ত। স্কন্ধাপেক্ষা পৃষ্ঠদেশ কিছু উচ্চ, পশ্চাদ্ভাগ গর্দ্দভের পিঠের মত, পুচ্ছও তদনুরূপ। পৃষ্ঠের উপরিভাগ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ লোমে আবৃত। পদের লোম কৃষ্ণবর্ণ ও ঘন। উদর ও বক্ষদেশ প্রায় সাদা।

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে না। কখনও সাতটী আটটী বা বিংশতিটী একত্র ভ্রমণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশ হইতে মহিসুর পর্য্যন্ত, পঞ্জাবরাজ্য এবং রামগড় হইতে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর পাদভূমি পর্য্যন্ত সমুদয় স্থানেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা গভীর বনে বাস করিতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মবিশিষ্ট অথবা জনহীন মাঠে ইহারা বিচরণ করিয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত সতর্ক, দ্রুতগামী ও বলিষ্ঠ; এমন কি, অতি দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া বহুক্ষণ ইহাদিগের অনুসরণ করিলেও সহজে ইহাদিগকে ধরিতে পারা যায় না। ইহারা সহজেই পোষ মানে, কিন্তু কখন কখন সহজেই পালককে শৃঙ্গদ্বারা আক্রমণ করিয়া থাকে। আক্রমণের পূর্ব্বে সম্মুখের পদে জানুদ্বয় ভূমিতে পাতিয়া স্থিরদৃষ্টে লক্ষ্য করে, পরে সবলে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক সম্মুখস্থ বস্তুর প্রতি ধাবিত হয়।

ইহারা ছোট ছোট গাছের পাতা, ঘাস ও ফলাদি খাইয়া উদর পূরণ করিয়া থাকে। উষ্ট্রের ন্যায় চারিটী পা মুড়িয়া বিশ্রাম করে, কখনও গাভীর মত পার্শ্বে ভর দিয়া শয়ন করে না। শীকারীরা নীলবৃষ মারিয়া তাহার চর্ম্ম কাটিয়া লয়। ঐ চর্ম্ম অত্যন্ত পুরু ও শক্ত; ঘাড়ের ও বক্ষঃস্থলের চর্ম্মে উত্তম উত্তম দেশীয় ঢাল প্রস্তুত হয়। ইহারা পালিত অবস্থায় সাধারণ গোজাতির ন্যায় গর্ভবতী হয় এবং এককালে দুইটী করিয়া শাবক প্রসব করিয়া থাকে।

ঐতরেয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, উষা তাহার পিতা প্রজাপতির ভয়ে রক্তবর্ণ রোহিত মৃগীরূপ ধারণ করিলে, প্রজাপতি ভয়ানক ঋষ্যরূপে তাহাকে অনুসরণ করিলেন। দেবগণ এই অত্যাচার দমনে অশক্ত হওয়ায় স্ব স্ব বিরাট্‌গুণের সমষ্টি হইতে রুদ্রমূর্ত্তি সৃষ্টি করিলেন। রুদ্রদেব ঋষ্যরূপী প্রজাপতিকে বাণে বিদ্ধ করিলে, ঋষ্য কাল (মৃগশিরা পুরুষ) রূপে আকাশে আশ্রয় লইলেন।

ঐ ঋষ্য যে কোন জাতীয় মৃগ, তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা কঠিন। পূর্ব্বকালীন মৃগবিশেষের নাম, বর্ত্তমান সমগ্র মৃগজাতির পর্য্যায়রূপে গৃহীত হইয়াছে। ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্যে সায়ণাচার্য্য ঋষ্য শব্দে মৃগবিশেষের নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে 'গোমৃগ' শব্দে গো ও মৃগের সঙ্কর ভয়ানক বন্যপশুবিশেষ বলিয়া বর্ণনা আছে। উপরিলিখিত দুইটী মৃগই নীলগাই বলিয়া সম্ভবপর বোধ হয়। ঐতরেয়ব্রাহ্মণে প্রজাপতির আশ্রয়যোগ্য মৃগরূপ, ভীষণবল উগ্রস্বভাব দ্রুতগামী নীলগাই বলিয়া মনে হয়। শব্দকল্পদ্রুমেও ঋষ্য নীলাঙ্গক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। স্ত্রী নীলগাই যেরূপ রক্তবর্ণ, ঋষ্যের পত্নীর রোহিতবর্ণ হওয়া অসঙ্গত নহে।

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

'ঋষ্যো নীলাঙ্গকশ্চাপি গবয়ো রোঝ ইত্যপি।
গবয়ো মধুরোবল্যঃ স্নিগ্ধোষ্ণঃ কফপিত্তলঃ॥'

ইহাতে আরও জানা যাইতেছে যে ঋষ্যের অপর একটী নাম নীলাঙ্গক, সুতরাং স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, ঋষ্যজাতীয় হরিণ নীলগাই ভিন্ন অপর কিছুই নহে। এই নীলবৃষ জাতীয় হরিণ যে অতি প্রাচীনকালে আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বৈদ্যকমতে—ইহার মাংসের গুণ—মধুর রস, বলকারক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য্য এবং কফ ও পিত্তবর্দ্ধক।

নীলগার, জাতিবিশেষ। নীলরং করাই ইহাদের প্রধান ব্যবসা। বিজাপুর জেলার নানা স্থানে এই জাতির বাস। ইন্দি ও বিজাপুরে ইহাদের প্রধান আড্ডা। সাধারণতঃ সহর ও উন্নত গ্রামসমূহে এই নীলগারদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কৃষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ যে যে স্থানে কাপড় বুনিবার প্রথা বেশী প্রচলিত, সেখানেই ইহাদিগের বহু লোক দেখা যায়।

ইহাদের কুলগত কোন নাম নাই, স্থানের নামানুসারে ইহারা আপনাদের নাম রাখে। ইহাদের মধ্যে কোন সম্প্রদায় বা বিভাগ নাই, কিন্তু অনেক শাখা আছে, তন্মধ্যে চিত্রকর ও কদরনবরু প্রধান। নীলগায়গণ দেখিতে সুন্দর, নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, বলিষ্ঠ, বুদ্ধিমান্। স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগের অপেক্ষা কৃশ ও সুশ্রী। ইহাদের মাতৃভাষা কণাড়ী। সাধারণতঃ এই জাতীয় লোক মিতভোজী, কিন্তু রন্ধনকার্য্যে নিতান্ত অপটু। সকল গোঁড়া লিঙ্গায়তদিগের ন্যায় ইহারা মদ বা মাংস ভক্ষণ করে না, কিন্তু লিঙ্গায়ৎদিগের সহিত ইহাদের চরিত্র ও পোষাক সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রভেদ নাই। ইহারা কার্পাসের সূতায় কাল রং করে। অতি অল্প সংখ্যক কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। নীল, চূণ, কলাগাছের ছাই ও তরবদ্ বীজের পরস্পর সংমিশ্রণে এই কাল রং প্রস্তুত হয়। বিদেশীয় দ্রব্যের আমদানী হেতু ইহাদের ব্যবসায়ে বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশ লোকই ঋণজালে জড়িত। বিবাহ ও অন্য কোন বিশেষ ঘটনায় ইহারা প্রায়ই কর্জ্জ করে। শুদ্ধ লিঙ্গায়ত অপেক্ষা ইহারা হীনজাতি। কিন্তু তাহাদের সহিত ধর্ম্মশালায় এক পংক্তিতে ভোজনের নিষেধ নাই। ইহাদের স্ত্রী, পুরুষ ও সন্তানগণ, প্রাতঃকাল হইতে ১০টা পর্য্যন্ত এবং ২টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কর্ম্ম করে। ইহারা লিঙ্গায়তের এক শাখা এবং জঙ্গমকে অত্যন্ত মান্য করে। জঙ্গম ইহাদের গুরু, তিনিই সকল ধর্ম্মকার্য্য করেন। কোলাপুরের অন্তর্গত সিদগেরি নামক স্থানে জঙ্গমের বাস। ইহাদের সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি লিঙ্গায়তদিগের হইতে একটু পৃথক্। ইহারা সন্তানদিগকে সামান্য সামান্য অঙ্ক লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেয়। ইহারা জাতীয় ব্যবসা ভিন্ন অন্য কোন ব্যবসা অবলম্বন করে না। মোটের উপর ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে।

নীলগিরি, ১ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী ও জেলা। নীলগিরি জেলা পূর্ব্বে অতি ক্ষুদ্র ছিল। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণপূর্ব্ব বৈনাদের অকটারলোনি বিভাগ এই জেলাভুক্ত হয়; পরে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মলবারের অন্তর্গত বৈনাদ তালুকস্থ নম্বলকোড়, চেরাম্‌কোড় এবং মননাদের কোন কোন অংশ এই জেলার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এই জেলার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই জেলা উত্তরদক্ষিণে ৩৬ মাইল এবং পূর্ব্বপশ্চিমে ৪৮ মাইল বিস্তৃত। ইহার পরিমাণফল ৯৫৭ বর্গ মাইল। ৬১৮ বর্গমাইল মালভূমি, ৩৯ বর্গমাইল অক্টারলোনি উপত্যকা, এবং ২৪০ বর্গমাইল বৈনাদ বিভাগ। নীলগিরি জেলার উত্তরে মহিসুররাজ্য; পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্বে কোয়ম্বাতোর জেলা; দক্ষিণে মলবার ও কোয়ম্বাতোরের কতকাংশ এবং পশ্চিমে মলবার। রাজকীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা উতকামণ্ডে অবস্থিতি করেন।

নীলগিরি পাহাড় পূর্ব্বে কোয়ম্বাতোর ও মলবারের অন্তর্গত ছিল। পরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে নীলগিরি প্রদেশ লইয়া পৃথক্ জেলা স্থাপিত হয়। একজন কমিশনর নিযুক্ত হন। তিনি খাজনা আদায় করিতেন ও তদ্ভিন্ন দায়রার বিচার ও দেওয়ানী বিচারের কাজ চালাইতেন।

কমিশনর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কালেক্টর, জেলার মাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত দায়রার জজের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার সহকারী কমিশনর, প্রধান সহকারী কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেছেন। তদ্ভিন্ন একজন সবজজ ও ধনাগারের ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। উতকামণ্ডে একজন ডেপুটী তহশীলদার আছেন। বর্ত্তমান সময়ে উতকামণ্ডে সমস্ত বিচারবিভাগ স্থাপিত হইয়াছে।

গ্রীষ্মকালে এই উতকামণ্ডে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজধানী হয়। নীলগিরি জেলায় ৫টী উপবিভাগ আছে। পেরঙ্গনাদ, তোড়ানাদ, মেকনাদ, কুন্দননাদ এবং দক্ষিণপূর্ব্ব বৈনাদ। নীলগিরি প্রদেশের আদিম অবস্থা দুর্জ্ঞেয়। এইমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় যে, হায়দর আলীর ১০০ বৎসর পূর্ব্বে তোড়ানাদ, মেক্‌নাদ ও পেরঙ্গনাদ নামক স্থানে তিন জন শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মলাইকোটা, হুলিকলদুর্গ ও কোটাগিরিতে তাঁহাদের সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। সুতরাং এই গিরি যে পূর্ব্বে কোঙ্গুদেশ অর্থাৎ পূর্ব্ব চেরদেশের অন্তর্গত ছিল এবং তদনন্তর ১৭শ খৃষ্টাব্দে মহিসুরের অন্তর্গত হইয়াছে, এরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক নহে। আরও অনুমিত হয়, যে হায়দর আলী পূর্ব্বোক্ত দুইটী দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক অধিবাসীদিগের নিকট হইতে যথেষ্ট কর আদায় করেন। টিপু সুলতানও কোটাগিরি দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে মিঃ সুলিবান্ এই স্থানে প্রথম ইংরাজ কুঠী প্রস্তুত করেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে নীলগিরি জেলা যখন অন্য কাহারও অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তখন ইহার আয়তন অতি ক্ষুদ্র ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে দুইটী গিরিশ্রেণী মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকাকে পরিবেষ্টন করিয়া জেলাকে সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল। এই অধিত্যকা প্রদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিমালা নীলবর্ণ তৃণ দ্বারা মণ্ডিত। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্ঝরসমূহ কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষসমূহ শ্রেণীবদ্ধভাবে সমোচ্চ দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বভাবমাধুর্য্য প্রকাশ করিতেছে। এই গিরি সাধারণতঃ প্রায় ৬০০০ ফিট্ উচ্চ। বৈনাদ ও মহিসুরের মধ্যবর্ত্তী মালভূমি

হইতে মোয়র নদী উৎপন্ন হইয়াছে। এই স্থান হইতে পশ্চিম ঘাটের দক্ষিণপশ্চিমকোণে কুণ্ডাপাহাড়। ইহার এক শাখা দক্ষিণমুখে বহুদূর গমন করিয়াছে।

প্রধান গিরিশৃঙ্গ—দোদবেট্টা ৪৭০০ ফিট্ উচ্চ, কুদিয়াকোড় ৮৫০২ ফিট্, বেবইবেট্টা ৮৪৮৮ ফিট্, মকুর্ত্তি ৮৪০২ ফিট্, দাবয়সোলবেট্টা ৮৩৮০ ফিট্, কুণ্ড ৮৩৫৩ ফিট্, কুণ্ডয়োগ ৭৮১৬ ফিট্, উতকামণ্ড ৭৩৭১ ফিট্, তাম্বুবেট্টা ৭২৯২ ফিট্, হোকবেট্টা ৭২৬৭ ফিট্, উরুবেট্ট ৬৯১৫ ফিট্, কোড়নাদ ৬৮১৫ ফিট্, দেবেবেট্টা ৬৫৭১ ফিট্, কোটাগিরি ৬৫৭১ ফিট্, কুণ্ডবেট্টা ৬৫৫৫ ফিট্, দিমহট্টি ৬৩১৫ ফিট্, কুনুর ৫৮৮২ ফিট ও রঙ্গস্বামীশৃঙ্গ ৫৯৩৭ ফিট্ উচ্চ। এই জেলায় ৬টী গিরিপথ বা ঘাট আছে। যথা—কুনুর, সেগুর, গুডালুর, সিসপাড়া, কোটাগিরি এবং সুন্দপট্টি।

এখানকার নিম্নলিখিত নদীগুলি প্রধান। মোয়রনদী নীলগিরি হইতে উৎপন্ন হইয়া ভবানীনদীতে পতিত হইতেছে। পাইকার নদী মোয়রের একটী শাখা, অপর নদীর নাম বেয়পুর। উতকামণ্ডর হ্রদ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭২২০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত ও প্রায় ২ মাইল বিস্তৃত। এখানকার উপত্যকাপ্রবাহিত পশ্চিমাভিমুখী জলস্রোতের মধ্যস্থানে একটী কৃত্রিম বাঁধ দিয়া এই হ্রদ প্রস্তুত হইয়াছে। এখানে কেবল এক জাতীয় মৎস্য দেখা যায়।

এই সমস্ত মালভূমির অধিকাংশ তৃণ ও সেই স্থানজাত বৃক্ষে পরিপূর্ণ। কুণ্ডা ও অন্যান্য কএকটী পাহাড়ে সোলার গাছ জন্মে। পাহাড়ের নিম্নভাগে ঢালু স্থানের উপর বহু বৃক্ষশোভিত। এই বৃক্ষসমূহদ্বারা কার্য্যোপযোগী সুন্দর তক্তা প্রস্তুত হয়। ঐ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে কাল, কিনো, কাঁঠাল, কালকাষ্ঠ ও সেগুণ প্রভৃতিই প্রধান।

মালভূমিতে যে সোলা জন্মে, উহা চিরকালই সবুজ থাকে। ইহার কচি কচি পত্রের রং অতি মনোহর। [সোলা দেখ।]

ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শাম্বর এবং একপ্রকার পার্ব্বত্য ছাগ এখানে পূর্ব্বে বহু পরিমাণে দৃষ্ট হইত, কিন্তু শিকারীদিগের সর্ব্বদা যাতায়াত জন্য উহাদের সংখ্যা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। নেকড়ে, চিতাবাঘ, বন্যশূকর, বন্য ভেড়া, খরগোস্, বন্যকুক্কুট প্রভৃতি এখানে অনেক দেখা যায়।

নীলগিরি জেলায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ও পার্সী অনেক আছে। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শেঠী, বেল্লালর (কৃষিকর্ম্মক), ইদৈয়র (মেষপালক), কম্মালর (স্বর্ণকার), কণক্কন (লেখক বা কায়স্থ), কৈক্কলর (তন্তুবায়), বন্নিয়ন্ (চাষা), কুশবন্ (কুম্ভকার) ও সতানী (মিশ্রজাতি) প্রভৃতিই প্রধান।

খৃষ্টানদিগের মধ্যে ইংরাজ, য়ুরোপখণ্ড বা আমেরিকাদেশীয় প্রজা, মিশ্র ইংরাজ ও এদেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যাই অধিক। অসভ্য পর্ব্বতবাসীর সংখ্যাও কম নহে।

ইংরাজী, কণাড়ী এবং তামিল এখানকার প্রধান ভাষা।

এখানকার আদিম অধিবাসিগণ ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত—বড়গ, ইরুলর, কুরুম্ব, কোটা এবং তোড়া। এই সমস্ত অসভ্যজাতিরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে তোড়াগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহসী; ইহারা দীর্ঘকায়, সুগঠিত এবং শিকার ও যুদ্ধপ্রিয়। ইহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব ও বলবীর্য্য দেখিলে বোধ হয়, ইহাদের তীরুবংশে জন্ম নয়। আবার সুবঙ্কিম নাসিকা, দীর্ঘকপাল, গোলমুখ এবং কৃষ্ণবর্ণ গোঁফ দাড়ী ও ভ্রূ দেখিলে স্পষ্টই অনুমান হয়, যে ইহারা য়িহুদিজাতীয়। তোড়াদিগের আকার প্রকার যেমন সাধারণ হইতে অনেক বিভিন্ন, পোষাক পরিচ্ছদও সেইরূপ পৃথক্। ইহারা একখানি মাত্র কাপড় এরূপভাবে পরিধান করে যে, উহা তাহাদের বলিষ্ঠ শরীরের পরিচায়ক বটে। ইহাদের আচার ব্যবহার অতি নিকৃষ্ট। অপরিষ্কৃতাবস্থায় থাকাই ইহাদের স্বভাব। ইহারা সকল ভ্রাতায় মিলিয়া একটী স্ত্রীলোকের পাণিগ্রহণ করে। গোচারণ ও গোপের কার্য্যই ইহাদের একমাত্র অবলম্বন।

কণাড়ী ও তামিলমিশ্রিত একরূপ ভাষা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। ইহারা হিরিঅদেব বা উদর-দেবতা এবং শিকারের দেবতার উপাসনা করে। ইহাদের বিশ্বাস যে, মৃত্যুর পর আত্মা পুণ্যস্থানে বা স্থানান্তরে গমন করে।

তোড়াদিগের বাটীতে সাধারণতঃ পাঁচখানি ঘর থাকে। তিনখানিতে তাহারা বাস করে, একখানি গোরুর জন্য এবং অপর খানিতে গোবৎস থাকে।

বড়গেরা বিজয়নগররাজ্যের ধ্বংসের পর বোধ হয় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত হইয়া, এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেছে। দেশীয় জাতিগুলির মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই অধিক এবং ধনে, সৌন্দর্য্যে ও সভ্যতায় ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষেরা সমতলবাসীদিগের ন্যায় পোষাক পরিধান করে, মস্তক ও কটিতে বস্ত্রও থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্য একখানি বহুমূল্যের চাদর দিয়া শরীর ও স্কন্ধদেশ আচ্ছাদন করে। স্ত্রীলোকেরা দুই বাহুমূলের (বগোলের) ঠিক নীচে, একগাছি দড়ী বাঁধিয়া তাহাতে কাপড় পরিধান করে, সুতরাং দুই হস্ত, গল ও স্কন্ধের উপরিভাগ এবং পায়ের হাঁটুর নীচে খালি থাকে। ইহারা বড় অলঙ্কারপ্রিয়। রৌপ্য, পিত্তল বা লৌহের আংটি, বাজু, বালা, চিক, সাতনর, কর্ণ ও নাসিকার গহনা পরিধান করে। ইহাদের প্রধান দেবতা রঙ্গস্বামী।

কোটাগণ মধ্যমাকার, সুগঠিত ও সুশ্রী। ইহাদের কপাল ছোট, মাথা উচ্চ, কর্ণ বিস্তৃত এবং দীর্ঘকেশ আলুলায়িতভাবে থাকায় সুন্দর মুখশ্রী আরও সুন্দর দেখায়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় সুন্দর বা সুগঠিত নয়। অনেকের কপাল অত্যন্ত উচ্চ, নাসিকা খাঁদা এবং দৃষ্টি চিন্তাশূন্যতার পরিচায়ক। কোটাজাতি কৃষিকর্ম্মানুরত এবং ভারবহনকার্য্যে বিশেষ দক্ষ। ইহারা সাধারণতঃ তোড়া ও বড়গদিগের সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করে। কতকগুলি কাল্পনিক দেবতাকে (যাহাদের প্রতিমূর্ত্তি নাই) ইহারা পূজা করিয়া থাকে। অতি প্রাচীন কণাড়ী ভাষাই ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। ইহারা ৭টী গ্রামে বাস করে; উহার ৬টী পর্ব্বতের অধিত্যকাপ্রদেশে ও অবশিষ্টটী গুডালূরে। ইহাদের বাসগৃহ অত্যন্ত অপরিষ্কৃত ও নিম্ন।

অসভ্যজাতিদিগের মধ্যে কুরুম্বরাই অত্যন্ত নিকৃষ্ট। ইহারা খর্ব্বকায়, কৃষ্ণবর্ণ ও কদাকার। ইহাদের চুল আলুথালু এবং শরীর প্রায় উলঙ্গ।

কুরুম্বদিগের শরীর রোগীর ন্যায় কৃশ, পেট অত্যন্ত মোটা, মুখ বৃহৎ, দাঁত অযথা উচ্চ এবং ওষ্ঠ অত্যন্ত পুরু। স্ত্রীপুরুষের আকৃতিগত কোন বিশেষ পার্থক্য নাই, বরং তাহাদের নাসিকা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং চেহারা রুক্ষ। তাহারা প্রায়ই এক খানি কাপড়ে শরীর আবৃত করিয়া রাখে। কেহ বা কেবল মাত্র কোমরে কাপড় পরিয়া থাকে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই পূর্ব্বোল্লিখিত পিত্তল ও লৌহ প্রভৃতির গহনা পরে।

সাধারণতঃ পর্ব্বতের উপত্যকা ও বনজঙ্গলে ইহাদের বাসস্থান। অবিশুদ্ধ তামিল ভাষা ইহাদের মধ্যে প্রচলিত। এই জাতি সাধারণতঃ কৃষিকার্য্য করে না। ধর্ম্মবিশ্বাস ইহাদের মধ্যে আদৌ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে ইহারা প্রাকৃতিক কএকটী দৃশ্য বস্তুর উপাসনা করে মাত্র। কুরুম্বদিগের মধ্যে যাহারা পর্ব্বতবাসী, তাহারা বড়গদিগের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। অন্যান্য জাতিরা এই কুরুম্বদিগকে অত্যন্ত ভয় করিলেও, ইহারা আবার তোড়াদিগের ভয়ে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত।

ইরুলজাতি নীলগিরি পাহাড়ের সর্ব্বনিম্ন ঢালুপ্রদেশে এবং পাহাড়ের তলদেশ হইতে ফাঁকাস্থান পর্য্যন্ত সমস্ত জঙ্গলে বাস করে। প্রকৃতপক্ষে ইহারা পর্ব্বতের অধিবাসী নহে।

এই জাতীয় লোক দেখিতে বেশী সুন্দরও নয়, কুৎসিতও নয়। অন্যান্য অনেক জাতি অপেক্ষা ইহারা বলবান্। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত বলিষ্ঠ এবং কৃষ্ণকায়। ইহারা বাটীতে লেংটি ও বাটীর বাহিরে দেশীয় লোকের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা কটিদেশে সামান্য একখানি কাপড় দুই পরদা করিয়া পরিধান করে বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন শরীরের আর সকল ভাগই অনাবৃত থাকে। ইহারা অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়। সকলেই প্রায় লোহিতবর্ণের মালা গলদেশে ধারণ করে এবং বাজু, বালা ও কঙ্কণ প্রভৃতি ধারণ করিতে নিতান্ত ইচ্ছুক। ইরুলগণ সর্ব্বপ্রকার মাংস ভক্ষণ করে এবং শিকারকার্য্যে অত্যন্ত নিপুণ। ইহাদের ভাষা তামিল, কণাড়ী ও মলয় ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন। এই সমস্ত পার্ব্বত্যজাতির মধ্যে ইরুল ও কুরুম্ব ভিন্ন অবশিষ্ট পার্ব্বত্যজাতির অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। বড়গজাতি দিন দিন সমৃদ্ধিশালী হইতেছে।

নীলগিরি পাহাড়ে যব, গম, নানাপ্রকার কলাই, গোলআলু, পেঁয়াজ, রসুন, সর্ষপ ও ভেরেণ্ডার বীজ জন্মে। এক বৎসর মধ্যে এখানে গোলআলুর ২।৩ বার ফসল হয়। তদ্ভিন্ন নানাপ্রকার বিলাতী শাকসব্জীও উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

কাফি, চা ও সিন্‌কোনা এখানে প্রচুর জন্মে। পূর্ব্বে বৈনাদ ও কোড়গ প্রদেশে কাফি জন্মিত, তৎপরে উহা নীলগিরি পাহাড়ে আনীত হয়। এখানে তিনপ্রকার চার চাষ হইয়া থাকে। নীলগিরি পাহাড়ের পশ্চিমাংশে অনেক উচ্চে এই চা জন্মে। এখানকার চার অবস্থা দেখিয়া স্পষ্টই জানা যায় যে, চাবৃক্ষ শীতপ্রধান দেশেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জন্মে, এই অনুমান তত বিশ্বাসযোগ্য নহে।

এই জেলার সকল স্থান অদ্যাপি কৃষিযোগ্য হয় নাই। যে নিয়মে অধিকাংশ ভূমি কর্ষিত হইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় আবশ্যক। কথিত আছে, তোড়াজাতি সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী ও সাহসী হওয়ায় অতি পূর্ব্ব হইতে তাহারা পাহাড়ের সকল উপত্যকায় আপনাদের উপজীবিকার উপায়স্বরূপ গোধন ও মহিষাদি জীব জন্তু চরাইয়া বেড়াইত। ঐ সমস্ত অধিকৃত প্রদেশে অন্য কেহ গোচরণ বা কৃষিকার্য্য করিতে পারিত না। কিন্তু যখন নানা স্থান হইতে নানাদেশীয় অসভ্য ও সুসভ্য লোক আসিয়া এই সমস্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করে, তখন তাহাদের জীবনোপায় জন্য তোড়াদিগের অধিকৃত স্থান কর্ষণ করিবার আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐ প্রভুত্বশালী তোড়ারাও সুযোগ বুঝিয়া তাহাদিগের নিকট কর দাওয়া করে। আগন্তুকগণ অগত্যা ঐ কর দিতে বাধ্য হয়। এমন কি, ইংরাজেরাও কিছু দিন পূর্ব্বোক্ত করের হস্ত হইতে রক্ষা পান নাই। প্রায় এই অবস্থায় ইংরাজরাজত্বের প্রথম অর্দ্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হয়।

তদনন্তর ইংরাজ শাসনাধীনে পার্ব্বত্য প্রদেশের সমুদয় গ্রামের প্রজাদিগের মধ্যে রায়তি জমি বন্দোবস্ত করিবার নিয়ম প্রচারিত হয়। প্রত্যেক প্রজা নির্দ্দিষ্ট করাবধারণে পাট্টা দ্বারা এক একটী গ্রাম জমা করিয়া লইবার এবং ঐ

করদানে অশক্ত হইলে, ভারতীয় খাজনার আইন অনুসারে ঐ প্রজার জমা বিক্রয়াদি হইবারও নিয়ম লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পতিত জমি বিলি বন্দোবস্ত করিবার এইরূপ নিয়ম হইয়াছে যে, কোন একবন্দ জমির জন্য কেহ আবেদন করিলে, গবর্মেণ্ট অগ্রে উহার সীমা স্থির এবং তদন্তর্গত জমি জরিপ করিয়া, গেজেটে বা প্রকাশ্য অন্য কোন স্থানে, উক্ত জমি বন্দোবস্ত হইবার যথাবিধি নোটিশ বা বিজ্ঞাপন প্রচার করেন। পরে যে ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চ কর দিতে স্বীকৃত হন, তাঁহার সহিত ঐ জমি লেখাপড়া দ্বারা বন্দোবস্ত হয়। যদি কেহ বৈনাদজেলাস্থ পতিত জমি বা জঙ্গল, চা, কাফি বা সিন্‌কোনার চাষের জন্য জমা করিয়া লয়, তবে প্রথম তিন বৎসর তাঁহাকে আদৌ খাজনা দিতে হয় না, তৎপরে প্রতি বৎসর পূর্ব্বোক্ত প্রকার জমির প্রতি একর ॥০ আনা ও শেষোক্ত জঙ্গলের ঐ পরিমাণ জমির জন্য ২৲ দুই টাকা খাজনা দিতে হয়; কিন্তু এককালে বিনা সেলামীতে ঐ, খাজনার ২৫ গুণ টাকা দিলে আর তাঁহাকে কোন কালে খাজনা দিতে হয় না। তবে যাঁহারা পূর্ব্বতন বন্দোবস্ত অনুসারে জমির খাজনাদি সরবরাহ করেন, তাঁহারা এই সুবিধা ভোগ করিতে পান না।

তোড়াজাতি পূর্ব্বে যে বিশাল ভূভাগে গোচারণ প্রভৃতি কার্য্য করিত, উহার জন্য কাহাকেও খাজনা দিত না। এই-পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলে তাহারা সর্ব্বদাই গোমহিষাদি বিচরণ করাইত, সুতরাং উহাদের বিষ্ঠামূত্র প্রভৃতি দ্বারা ঐ সমস্ত স্থানের জলবায়ু দূষিত হওয়ায়, স্বাস্থ্যের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে। এই হেতু গবর্মেণ্ট ঐ সমস্ত স্থানে প্রতি বৎসরে কএক মাস গোচারণ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। ঐ সমস্ত জমি গবর্মেণ্টের পতিত জমির মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তবে প্রত্যেক তোড়ার বাটীসংলগ্ন পঞ্চাশ একার ভূমি ও তদনুযায়ী জঙ্গল তাহার অধিকারে রহিয়াছে। উক্ত ভূমির প্রতি একারে গবর্মেণ্টকে ৵০ আনা খাজনা দিতে হয়। এইরূপে প্রায় সাত হাজার একার ভূমি তোড়াদিগের অধীন আছে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহারা এই পার্ব্বত্য প্রদেশের পতিত জমিতেই গোমহিষাদি চরাইয়া থাকে। জমিজমা হস্তান্তর নিয়মাদিও এখানে প্রচলিত আছে। জমির মূল্য গুণানুসারে পৃথক্। উতকামণ্ডের জমি এখন অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়।

নীলগিরি জেলায় কখনও দুর্ভিক্ষের কথা শুনা যায় নাই। তবে সমতলভাগে ফসলের দাম অধিক হইলে, পর্ব্বতবাসীদিগের মধ্যেও দুর্মূল্য হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার গরিব ইংরাজ ও নীলগিরির অধিবাসীর মধ্যে অত্যন্ত অন্নক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল।

নীলগিরি জেলা পর্ব্বতসঙ্কুল হইলেও গমনাগমনযোগ্য পথ-সংখ্যা যথেষ্ট আছে, বলা যাইতে পারে। এখানকার প্রধান রাস্তা কুনুরঘাট ও উতকামণ্ড। উতকামণ্ড হইতে একটী পথ কর্কণহল্লিতে এবং অপরটী গুডালূরে ও তৃতীয়টী অবলঞ্চিতে চলিয়াছে। প্রথম পথ দিয়া মহিসুরে যাইতে হয়। কুনূর হইতে পথ কোটাগিরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কোটাগিরি-ঘাট-রোডও বাণিজ্যাদির বিশেষ উপযোগী। এতদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিপথ দিয়া যাতায়াত করা যায়, কিন্তু গোযান ঐ সমস্ত পথে চলিতে পারে না।

এই সমস্ত স্থানে ভাল দ্রব্য কিছুই প্রস্তুত হয় না। তবে তোড়ারা একপ্রকার মোটা কাপড় প্রস্তুত করে মাত্র। এখান হইতে চা, কাফি ও সিন্‌কোনা অন্যত্র নীত হইয়া থাকে।

বড় হাটবাজার এই জেলায় অধিক নাই। উতকামণ্ডে প্রতি মঙ্গলবার একবার হাট হয়। এই হাটই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। কুনূরে প্রতি রবি ও মঙ্গলবারে এবং কোটাগিরিতে প্রতি সোমবারে হাট বা 'সণ্ডি' বসে। তোড়াদিগের মধ্যে 'কত্ন' উৎসব প্রচলিত আছে। প্রতি বৎসর মৃতাহ তিথিতে এই উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে মহিষাদিবধ ও নৃত্যাদি হইয়া থাকে। বড়গ ও কোটাদিগের ঐরূপ বার্ষিক উৎসব আছে। তদুপলক্ষে নৃত্যগীত এবং মেষ ও মহিষাদি বলি হইয়া থাকে।

নীলগিরি জেলায় উতকামণ্ডস্থ পুস্তকালয় এবং লাভডেলস্থ লরেন্স-আশ্রমের বিষয় কিছু বলা উচিত। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে আটত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একটী হর্ম্ম্য প্রস্তুত করা হয়। তন্মধ্যে উক্ত পুস্তকালয় স্থাপিত। ইহাতে প্রায় ১২০০০ পুস্তক আছে। ইহার বার্ষিক আয় ৭৪০০৲ টাকা। শেষোক্ত লরেন্সনিবাসে ইংলণ্ডীয় সৈনিকগণের পুত্রকন্যাদি পালিত ও শিক্ষিত হয়। ইহার বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা। এই জেলায় একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র ছাপা হয়।

নীলগিরি পাহাড়ে অনেক পুরাতন কীর্ত্তিস্তম্ভ বা মৃত ব্যক্তির স্মৃতিস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ পর্ব্বত-শৃঙ্গেই উহা স্থাপিত। এই সমস্ত স্তম্ভের অনেকগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলায়, উহার মধ্যে অনেক অস্ত্র ও নানাপ্রকার পাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। তোড়ানাদ ও পরঙ্গনাদ নামক স্থানের স্তম্ভে বহু প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট ব্রোঞ্জনির্ম্মিত বিবিধ পাত্রাদি ও নানাপ্রকারের অস্ত্রশস্ত্র দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত স্তম্ভের আকৃতিগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। কোন্ ব্যক্তি বা জাতির অভ্যুদয়ের সময়, কোন্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে, ঐ সমস্ত স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা অবধারণ করা দুঃসাধ্য। কোটাগিরির নিম্নভাগে যে সমস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ আছে, তাহার অনেকগুলির মধ্যে মৃত্তিকা

নির্ম্মিত কতকগুলি পুত্তলাকৃতি ও তাহাদের শিরোদেশে তাতারদেশীয় উষ্ণীষ বিদ্যমান। আর কতকগুলি ঘোর লাল এবং অত্যন্ত চাক্‌চিক্যশালী মৃৎপাত্র আছে। ডাক্তার কল্ডওয়েল (Dr. Caldwell) বলেন যে, বর্ত্তমান অধিবাসিগণের মধ্যে কেহই এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষকে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া স্বীকার করে না, সুতরাং বোধ হয়, ঐ সমস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ এবং তৎকালীন অধিবাসীরা বর্ত্তমান নীলগিরি-বাসীদিগের অনেক পূর্ব্বতন লোক। কতকগুলি স্তম্ভ বৃত্তসূচীর আকৃতিবিশিষ্ট। ইহার একটী ভাঙ্গিয়া দেখা গেল, যে তাহার মধ্যে অনেক বৃক্ষ জন্মিয়াছে। ঐ বৃক্ষাবলী দেখিয়া বোধ হয় যে, ঐ সমস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ অন্ততঃ ৮০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে যে সমস্ত স্তম্ভ পরীক্ষার জন্য ভাঙ্গা হইয়াছে, তাহার অনেক গুলিতে পিতলের পাত্র, চুল্লী, মৃৎপাত্র, নানা-প্রকার গৃহ সামগ্রী ও তীরের ফলা প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। তদ্দ্বারা অনেকে অনুমান করেন যে, তাহারা শকদেশের অধিবাসী (Scythic) ও তোড়াদিগের পূর্ব্বপুরুষ। কিন্তু ঐ সমস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে বা তাহার মধ্যস্থ দ্রব্যাদি স্থানান্তরিত করিতেও তোড়ারা বিন্দুমাত্র আপত্তি করে না। এজন্য অনেকে বলেন যে, উক্ত পূর্ব্বতন অধিবাসীরা তোড়াদিগের আদিপুরুষ নহে। যদিও তোড়াগণ ঐ সমস্ত স্থানে স্বজাতির সমাধিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। তথাপি তাহারা প্রাগুক্ত লোককে আপনাদের আদি পুরুষ স্বীকার করে না; তদপেক্ষা একটী আধুনিক জাতিকে এবং সময় সময় কুরুম্বদিগকেই আদিপুরুষ বলিয়া থাকে। ডাক্তার সর্ট (Dr. Shortt) লিখিয়াছেন যে, "এখানকার অধিবাসীরা কহে যে, পাণ্ড্যরাজদিগের সহচরগণ ঐ সমস্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রভৃতি স্থাপন করিয়া থাকিবেন এবং এই পাণ্ড্য রাজারা এককালে নীলগিরিতে রাজত্ব করিতেন।" বড়গদিগেরও অনেকের এই বিশ্বাস, কিন্তু তাঁহারা বলেন যে, ঐ পাণ্ড্যবংশীয়গণ কুরুম্ব নামে অভিহিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণও এই শেষোক্ত মতের পোষকতা করেন। প্রবাদ আছে যে, কুরুম্বগণ এক সময়ে সমগ্র দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরে তাহারা বিদেশীয় রাজার আক্রমণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, গিরি জঙ্গল প্রভৃতি দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ও ভারতের নানা স্থানে ঐরূপ কীর্ত্তিস্তম্ভ বা স্মৃতিস্তম্ভ আছে, তন্মধ্যে প্রোথিত মৃতদেহের অস্থি প্রভৃতি দেখা যায়।

নীলগিরি পাহাড়ে এক অতি প্রাচীন বেদ্দা জাতির বাস ছিল। ইহারাই সিংহলস্থ বেদ্দা জাতির আদি পুরুষ।

এখানকার জঙ্গলকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) নীলগিরির পূর্ব্ব এবং দক্ষিণ ঢালু-প্রদেশ, (২) উত্তরস্থ ঢালু প্রদেশ ও মোয়ার উপত্যকা, (৩) দক্ষিণ-পূর্ব্ব বৈনাদ, (৪) সোলা জন্মিবার অধিত্যকা।

প্রথমোক্ত প্রদেশে ভাল ভাল সেগুণ ও নানা জাতীয় বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় বিভাগটী চন্দনবৃক্ষবহুল। তৃতীয় বিভাগে অনেক চারা চন্দনবৃক্ষ আছে, তৃতীয় বিভাগে বৃহৎ বৃহৎ সেগুণ, শ্বেতশাল বা শিশু, বিজশাল বা পিয়াশাল প্রভৃতি বৃক্ষ এবং লাল ও সাদা রংবিশিষ্ট দেবদারু জন্মে। শেষোক্ত বিভাগে সোলা গাছ অপর্য্যাপ্ত দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত সোলাগাছ প্রায় ৫০।৬০ ফিট লম্বা হয়।

উতকামণ্ড, কুন্নুর এবং ওয়েলিংটন্ প্রভৃতি স্থানে এখন অষ্ট্রেলীয়া দেশীয় নীলবৃক্ষ ও অন্যান্য অনেক নূতন বৃক্ষ রোপিত হইতেছে। এই নীল বৃক্ষ এখানে এত শীঘ্র বর্দ্ধিত হয় যে, তাহারা ১০ বৎসর পরেই কার্য্যোপযোগী হইয়া থাকে। [নীল দেখ।]

নীলগিরিপ্রদেশ প্রায় ছয় হাজার ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিক্‌স্থ সমুদ্রকূলের সমদূরবর্ত্তী ও যথা সময়ে তথায় দুইটী মন্সুম্ (monsoon) বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় এবং ইহার নিকটে এইরূপ উচ্চ অন্য কোন পর্ব্বত না থাকায় এখানকার জলবায়ু, নাতিশীতোষ্ণ ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধক। এখানে মশকাদি কীটপতঙ্গ বা ক্ষতিকর জীবজন্তু নাই। স্থানীয় উত্তাপ সকল সময়েই গড়ে প্রায় ৫৮° ফারণহিট্। এপ্রিল যে মাসেও উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় না, কেবল মাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম মন্সুম্ বায়ু বহিলে গ্রীষ্মকাল জানা যায়।

এই পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রতি বৎসর গড়ে ৪৫ ইঞ্চ বৃষ্টি পতিত হয়। জ্বর ও বাতরোগ সচরাচর লোককে আক্রমণ করে। বর্ত্তমানকালে এখানকার জলবায়ু ভাল হওয়ায় এই স্থান দাক্ষিণাত্যের স্বাস্থ্য-নিবাস রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

ডাক্তার জের্ডন বলেন যে, এই পাহাড়ে প্রায় ১১৮ জাতীয় পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়।

নীলগিরি, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২১° ১৮´ ৫০´´ হইতে ২১° ৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ২৯´ হইতে ৮৬° ৫১´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর এবং পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জ রাজ্য, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে বালেশ্বর জেলা। এই রাজ্যের একতৃতীয়াংশ পার্ব্বত্য-ভূমি, এক-তৃতীয়াংশ জঙ্গলপরিপূর্ণ ও অবশিষ্টাংশ চাষবাসের উপযুক্ত। এখানে এক প্রকার মূল্যবান্ কাল পাথর পাওয়া যায়,

উহা হইতে ধানী, রেকাব প্রভৃতি অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, সাঁওতাল এবং ভূমিজ জাতিরাই এখানকার অধিবাসী। রাজ্যের রাজধানী অক্ষা° ২১° ২১′ ২০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৪৮′ ৪১″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই রাজ্যের মোট বার্ষিক আয় ২১৭৯০ টাকা, তন্মধ্য হইতে বৃটীশ গবর্মেণ্টকে ৩৯০০ টাকা কর দিতে হয়। রাজ্যে ১৮টী স্কুল আছে। রাজার সৈন্যসংখ্যা ২৮ জন। কথিত আছে—ছোটনাগপুরের রাজার কোন আত্মীয় উড়িষ্যা-রাজ প্রতাপরুদ্রদেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়া এই রাজ্য স্থাপন করেন। ক্ষত্রিয়রাজ কৃষ্ণচন্দ্র মুরদরাজ হরিচন্দন এই বংশের চতুর্ব্বিংশ রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

২ নীলাচলের নামান্তর।

নীলগিরিকর্ণিকা (স্ত্রী) গিরিকর্ণিকাভেদ, নীলপুষ্প, নীলাপরাজিতা। (রাজনি°)

নীলগুণ্ড, একটী ক্ষুদ্র গ্রাম, ধারবার জেলাস্থ গড়গের ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে উত্তম মর্ম্মর-প্রস্তরনির্ম্মিত একটী নারায়ণমন্দির ও তাহার সম্মুখে একটী মণ্ডপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মন্দিরের ছাদ, ১২টী গোলাকার থামের উপর স্থাপিত। ইহার দেওয়ালে পুরাণোক্ত নানা মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। এই গ্রামের উত্তরদিকস্থ ফটকের পূর্ব্বদিকে ১০৪৪ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

২ জাতিভেদ, ইহারা হিমালয়ের অন্তর্গত গড়বাল ও কুমাওন নামক স্থানে বাস করে। ইহাদের আচার ব্যবহার প্রভৃতি হূণদেশবাসীদিগের ন্যায়।

নীলগ্রীব (পুং) নীলা নীলবর্ণা গ্রীবা যস্য। ১ মহাদেব। (ভারত ৩।৩৯।৭৪)

(ত্রি) ২ নীলবর্ণ গ্রীবাযুক্ত, নীলগ্রীবাবিশিষ্ট।

নীলঙ্গু (পুং) নিলঙ্গতি গচ্ছতীতি নি লগি-গতৌ কু-নিপাতনাৎ পূর্ব্বদীর্ঘঃ। (খরুশঙ্কুপীযুনীলঙ্গু লিগু। উণ্ ১।৩৭) অতি ক্ষুদ্র জন্তুমাত্র। কৃমিভেদ। ২ শৃগাল। ৩ ভ্রমরালী। ৪ প্রসূন। (মেদিনী)

নীলচর্ম্মন্ (ক্লী) নীলং চর্ম্ম ফলত্বগ্ যস্য। ১ পরুষক, ফল্‌সা গাছ। নীলং চর্ম্ম, কর্ম্মধারয়ঃ। ২ কৃষ্ণাজিন। (ত্রি) ১ নীলচর্ম্মবিশিষ্ট।

নীলচ্ছদ (পুং) ১ গরুড়ের নামান্তর। ২ খর্জ্জুরবৃক্ষ। নীল পক্ষবিশিষ্ট। (ত্রি) ৩ পক্ষীবিশেষ কোকিল।

নীলজ (ক্লী) নীলাজ্জায়তে জন-ড। বর্ত্তলোহ, চলিত বিদরী। (ত্রি) ২ নীলজাত। নীলাৎ নীলপর্ব্বতাৎ জায়তে ইতি জন-ড, স্ত্রিয়াং টাপ্। নীলপর্ব্বতোৎপন্ন নদীভেদ, বিতস্তানদী।

"পাষাণসেতুবন্ধেন সুগোনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
সপ্তাহমতবদ্ধ্যা নিখিলানীলজা সরিৎ॥" (রাজতর° ৫।৯৭)

নীলঝিণ্টী (স্ত্রী) নীলা নীলবর্ণা ঝিণ্টী। নীলবর্ণ ঝিণ্টীপুষ্প-বৃক্ষ। পর্য্যায়—নীলকুরণ্ট, নীলকুসুমা, বাণা, বাণা, দাসী, কণ্টার্ত্তগলা। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, দন্তাময়, শূল, বাত, কফ, কাস ও ত্বগ্‌দোষনাশক। (রাজনি°)

নীলতন্ত্র (ক্লী) চীনাচারাদিপ্রকাশক তন্ত্রভেদ।

নীলতরা, গান্ধারদেশস্থ উরুবেলারণ্যপ্রবাহিত একটী নদী। কথিত আছে বুদ্ধদেব এই স্থানে গমনপূর্ব্বক উরুবেলকাশ্যপ, গয়াকাশ্যপ ও নদীকাশ্যপ নামক তিনভ্রাতার অহঙ্কার চূর্ণ করেন। উক্ত ভ্রাতৃত্রয় আপনাদিগকে অর্হৎ বলিয়া পরিচয় দিয়া লোকদিগকে প্রবঞ্চিত ও আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিত। জ্যেষ্ঠভ্রাতার পাঁচ শত, মধ্যমের তিন শত এবং কনিষ্ঠের দুই শত শিষ্য ছিল। বুদ্ধদেব উক্ত ভ্রাতৃত্রয়কে নিজ ধর্ম্মে আনয়ন উদ্দেশে, তথায় গমনপূর্ব্বক জ্যেষ্ঠভ্রাতার নিকট রাত্রিযাপন জন্য তাহার অগ্নিশালা বা মন্দিরে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। উরুবেল তাহাতে এই উত্তর প্রদান করে, যে স্থান দিবার পক্ষে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু ঐ ঘরে প্রকাণ্ড তীব্র বিষধর একটী সর্প আছে। বুদ্ধদেব ঐ উত্তরে মনোযোগ না দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। পরে নানা উপায়ে উক্ত সর্পকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতৃগণকে দেখান। তাহারা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বুদ্ধদেবের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

নীলতরু (পুং) নীলস্তরুঃ। নারিকেল। (রাজনি°)

নীলতা (স্ত্রী) নীলস্য ভাবঃ নীল-তল্-টাপ্। নীলত্ব, নীলের ধর্ম্ম।

নীলতাল (পুং) নীলস্তালঃ। হিন্তালবৃক্ষ। তমাল।

নীলদূর্ব্বা (স্ত্রী) নীলা দূর্ব্বা। হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বা, পর্য্যায়—শীতকুম্ভী হরিতা, শাদ্বলী, শ্যামা, শীতা, শতপর্ব্বিকা, অমৃতা, পূতা, শত-গ্রন্থি, অনুষ্ণবল্লিকা, শিবা, শিবেষ্টা, মঙ্গলা, জয়া, সুভগা, ভূতহন্ত্রী, শতমূলা, মহৌষধী, বিজয়া, গৌরী, শান্তা, বামনী। (ধন্ব° নিঘণ্টু)

ইহার গুণ—হিম, তিক্ত, মধুর, তুবর (কষায়), লঘু, রক্তপিত্ত, অতীসার, কফ, বমন ও জ্বরনাশক। (রাজনি°)

মতান্তরে রুচিকর ও বাতনাশক। ভাবপ্রকাশমতে, পর্য্যায়—রুহা, অনন্তা, ভার্গবী, শতপর্ব্বিকা, শষ্প, সহস্র-বীর্য্যা, শতবল্লী। গুণ—হিম, তিক্ত, মধুর, তুবর, কফ, পিত্ত, অস্র, বীসর্প, তৃষ্ণা ও দাহনাশক।

নীলদ্রুম (পুং) নীলবর্ণ অসনবৃক্ষ। (রাজনি°)

নীলধ্বজ (পুং) নীলঃ নীলবর্ণঃ ধ্বজ ইব। ১ তমালবৃক্ষ।

(ত্রি) ২ নীলধ্বজবিশিষ্ট।

(পুং) ৩ নৃপভেদ, এই নীলধ্বজ মাহিষ্মতী নগরীর

অধিপতি ছিলেন। ইঁহার বিষয় জৈমিনিভারতে এইরূপ লিখিত আছে,—

রাজা নীলধ্বজ মাহিষ্মতী নগরীর অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম জ্বালা, পুত্রের নাম প্রবীর। ইঁহার স্বাহা নামে একটী কন্যা হয়। এই কন্যার যখন বিবাহযোগ্য কাল উপস্থিত হইল, তখন রাজা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার পটমণ্ডপে সহস্র সহস্র রাজা অবস্থান করিতেছেন, ইঁহাদের কাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ কর। স্বাহা সলজ্জভাবে উত্তর করিলেন, মানুষ লোভের বশীভূত ও মোহে আচ্ছন্ন, আমি মানুষকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব আপনি দেবলোকে উপযুক্ত বর সন্ধান করুন। নীলধ্বজ এই কথা শুনিয়া কহিলেন, তুমি দেবরাজ ইন্দ্রকে পতিত্বে বরণ কর, শুনিয়াছি তিনি মানুষী কামনা করেন। স্বাহা এই কথা শুনিয়া কহিলেন, 'পিতঃ! দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছেন, তপস্বিগণের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়া থাকেন, পরের অভ্যুদয় সহ করিতে পারেন না, মহর্ষি গোতমের ভার্য্যার সতীত্ব নাশ করা প্রভৃতি বহুবিধ অকার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছেন, এই জন্য আমি তাহাকে বরণ করিতে ইচ্ছা করি না।' অগ্নিই সকল বস্তুকে পবিত্র করিয়া থাকেন, এইজন্য পাবক অগ্নিকেই আমি পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি। নীলধ্বজ অগ্নিদেবের সহিতই কন্যার বিবাহ দিলেন। অগ্নিদেব বিবাহ করিয়া মাহিষ্মতী নগরীতে অবস্থান করিতেন। কোন শত্রু আসিয়া এই নগরী অবরোধ করিলে অগ্নি যুদ্ধক্ষেত্রে সাহায্য করিতেন। এইজন্য কেহই ইঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে পারিত না। যখন অর্জ্জুন অশ্বমেধের অশ্ব লইয়া চতুর্দ্দিক্ বিজয় করিয়া বেড়ান, সেই সময় ঐ অশ্বমেধীয় অশ্ব মাহিষ্মতীনগরীতে প্রবেশ করে। প্রবীর পত্নী ও সখীদিগের সহিত লতামণ্ডপে ক্রীড়া করিতেছিলেন, এমন সময় যদৃচ্ছাক্রমে ঐ অশ্ব ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। প্রবীরমহিষী মদনমঞ্জরী ঐ সুন্দর অশ্বের মস্তকে জয়পত্র দেখিয়া ঐ অশ্ব ধরিতে বলেন।

প্রবীর এই যজ্ঞীয় অশ্ব ধারণ করিয়া পুর মধ্যে লইয়া গেলেন, পরে সমস্ত স্ত্রীমণ্ডলী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। কেবল স্বয়ং প্রবীর সসৈন্যে যুদ্ধ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন ও বৃষকেতুর সহিত ঘোরতর সংগ্রাম হইল। প্রবীর বিপক্ষগণের শরজালে এককালেই অদৃশ্য হইয়া গেলেন, তখন পাবকপ্রতিম নীলধ্বজ তিন অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত সমাগত হইয়া প্রবীরকে মুক্ত করিলেন এবং অগ্নিকে যুদ্ধে বরণ করিলেন। অগ্নিদেব যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে অর্জ্জুনের সৈন্য সকল দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন অর্জ্জুন নারায়ণাস্ত্র স্মরণ করিলেন। অগ্নি এই নারায়ণাস্ত্র নিরীক্ষণ করিয়া শান্তমূর্ত্তিধারণ করিলেন এবং রাজা নীলধ্বজকে বুঝাইয়া বলিলেন, আপনি অশ্ব প্রত্যর্পণ করুন। ভগবান্ বিষ্ণু যাহার সহায়, তাহার সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করে, এরূপ ব্যক্তি কে আছে? রাজা ইহা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া অশ্ব প্রত্যর্পণ করাই স্থির করিলেন। এদিকে রাজমহিষী জ্বালা কোপান্বিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজকোষে বিপুল অর্থ, হয়বাহিনী সেনা ও পুত্রপৌত্রাদি বিদ্যমান থাকিতে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অশ্ব প্রত্যর্পণ করা নিতান্ত অন্যায়। রাজা মহিষীর কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তখন আবার ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে নীলধ্বজের মহাবল পুত্র ও ভ্রাতৃগণ নিহত, রথ ভগ্ন ও সারথি নিপতিত হইল, স্বয়ং নীলধ্বজও মূর্চ্ছিত হইয়া রথোপরি পতিত হইলেন। সারথি তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে লইয়া গেল। পরে রাজা নীলধ্বজ সংজ্ঞা লাভ করিয়া জ্বালাকে ভর্ৎসনা করিয়া নানা উপহারের সহিত অর্জ্জুনকে অশ্ব প্রত্যর্পণ করিলেন এবং স্বয়ং অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। এদিকে রাজমহিষী জ্বালা তৎক্ষণাৎ ভ্রাতা উল্মুকের নিকট উপস্থিত হইয়া, নিজ দুরাবস্থার বিষয় পরিচয় দিয়া অর্জ্জুনকে বধ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন, কিন্তু উল্মুক ইহাতে সম্মত হন নাই। তখন জ্বালা আলয় হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া পাণ্ডবগণ ভীষ্মদেবকে অন্যায়রূপে বধ করিয়াছে, এই কথা বলিলে, তাহা শুনিয়া গঙ্গাদেবী ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন যে, অদ্য হইতে ৬ মাসের মধ্যে অর্জ্জুনের শির ভূপতিত হইবে। তখন জ্বালা স্বকার্য্য সিদ্ধ হইবে জানিতে পারিয়া অগ্নিতে দেহ পরিত্যাগ করেন ও ভয়ানক বাণরূপে আবির্ভূত হইয়া ধনঞ্জয়ের সংহারবাসনায় বভ্রুবাহনের তূণীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। (জৈমিনিভারত ১৫ অঃ)

[মহাভারতের বৃত্তান্ত নীল শব্দে দেখ।] ৪ কামরূপের একজন রাজা। [কামরূপ দেখ।]

নীলনাগ, কাশ্মীর রাজ্যস্থ একটী হ্রদ। এই হ্রদ হইতে একটী জলস্রোত বহির্গত হইয়া বরামূলার নিকটে সিন্ধুদেশস্থ ইরাবতী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। অক্ষা° ৩৩° ৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৭´ পূর্ব্বমধ্যে ও শ্রীনগরের ২১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে পীরপঞ্জাল পর্ব্বতের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই হ্রদ হিন্দুদিগের অতি পবিত্র তীর্থ।

নীলপট্ট, একজন কবি।

নীলপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত গোদাবরী জেলার

একটী নগর। অক্ষা° ১৬° ৪৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ১৩´ পূঃ। ইহার ৫ মাইল উত্তরে করিঙ্গ অবস্থিত। এই স্থানে ইংরাজদিগের একটী বাণিজ্যকুঠী আছে।

নীলনির্গুণ্ডী (স্ত্রী) নীলা নির্গুণ্ডী। নীলবর্ণ সিন্ধুবারবৃক্ষ, চলিত নীল নিসিন্দে। (রাজনি°)

নীলনির্য্যাসক (পুং) নীলবর্ণো নির্য্যাসো যস্য, কপ্। ১ নীলাসন বৃক্ষ, চলিত পিয়াসাল গাছ। ২ কৃষ্ণবর্ণ নির্য্যাস, কৃষ্ণবর্ণ নির্য্যাসযুক্ত।

নীলনীরজ (ক্লী) নীলং নীরজং পদ্মম্। নীলপদ্ম, নীলকমল।

নীলপঙ্ক (ক্লী) নীলং পঙ্কমিব। ১ অন্ধকার। (ত্রি) ২ কৃষ্ণবর্ণ কর্দ্দম, কাল কাদা।

নীলপটল (ক্লী) অন্ধদিগের দৃষ্টির অবরোধক ত্বগ্‌ভেদ।

নীলপত্র (ক্লীং) নীলং পত্রং পর্ণং পুষ্পফলং যস্য। ১ নীলবর্ণ উৎপল, নীলপদ্ম। ২ গুণ্ডতৃণ। ৩ অশ্মন্তক বৃক্ষ। ৪ নীলাসনবৃক্ষ। ৫ দাড়িম। (রাজনি°) নীলং পত্রং কর্ম্মধা°। ৬ নীলবর্ণ পত্র। (ত্রি) ৭ নীলবর্ণ পত্রযুক্ত।

নীলপত্রিকা (স্ত্রী) নীলপত্রী।

নীলপত্রী (স্ত্রী) ১ নীলবৃক্ষ, নীলগাছ। ২ শরপুঙ্খ, চলিত বননীল।

নীলপদ্ম (ক্লী) নীলং পদ্মম্। নীলবর্ণ পদ্ম, নীলোৎপল।

নীলপর্ণ (পুং) ১ বৃক্ষবিশেষ। (স্ত্রী) ২ বৃন্দারবৃক্ষ, পরগাছা।

নীলপিঙ্গল (ত্রি) নীলশ্চ তৎ পিঙ্গলঞ্চেতি, বর্ণো বর্ণেন ইতি সূত্রেণ কর্ম্মধারয়ঃ। নীল অথচ পিঙ্গল বর্ণযুক্ত।

নীলপিঙ্গলা (স্ত্রী) নীলা চ পিঙ্গলা চেতি। নীল অথচ পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। গোজাতিভেদ, যে সকল গাভীর বর্ণ নীল অথচ পিঙ্গল, তাহাকে নীলপিঙ্গলা কহে।

"গবাং জাতিস্ত বক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনা দ্বিজ।
প্রথমা গৌরকপিলা দ্বিতীয়া গৌরপিঙ্গলা॥
তৃতীয়া রক্তকপিলা চতুর্থী নীলপিঙ্গলা।
পঞ্চমী শুক্লপিঙ্গাক্ষী দশমী শ্বেতপিঙ্গলা॥"
(বৃহদ্ধর্ম্মপু° উত্তরখ° ১৫ অঃ)

নীলপিচ্ছ (পুং) নীলং পিচ্ছং যস্য। শ্যেনপক্ষী। (রাজনি°)

নীলপিট (পুং) বৌদ্ধদিগের রাজকীয় অনুশাসন ও ইতিবৃত্তসংগ্রহ।

নীলপিষ্টোড়ী (স্ত্রী) নীলাম্রীবৃক্ষ, নন্নবুড়গুড় হিন্দীভাষা।

নীলপুনর্ণবা (স্ত্রী) নীলা পুনর্ণবা। কৃষ্ণবর্ণ পুনর্ণবা শাক। পর্য্যায়—নীলা, শ্যামা, কৃষ্ণাখ্যা, নীলবর্ষাভূ। ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, উষ্ণ, রসায়ন, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, শ্বয়থু, শ্বাস, বাত ও কফনাশক। (রাজনি°)

নীলপুর (ক্লী) কাশ্মীরের একটী পুর।

"কীর্ত্তিরাজস্ত তনয়াং স চ নীলপুরপ্রভোঃ।
লব্ধা ভুবনমত্যাখ্যাং রিপোশ্ছিন্নামরোঽভবৎ॥" (রাজত° ৭।১৫৮৩)

নীলপুরাণ (ক্লী) পুরাণভেদ।

"ক্রিয়াং নীলপুরাণোক্তামচ্ছিন্নাগমবিধঃ॥" (রাজতর° ১।১৭৮)

নীলপুষ্প (পুং) নীলং পুষ্পং যস্য। ১ নীলভৃঙ্গরাজ। ২ নীলাম্লান। ৩ গ্রন্থিপর্ণ। (ক্লী) ৪ নীলবর্ণ কুসুম।

নীলপুষ্পা (স্ত্রী) নীলং পুষ্পং যস্যাঃ। বিষ্ণুক্রান্তা, অপরাজিতা, নীলাপরাজিতা।

নীলপুষ্পিকা (স্ত্রী) নীলং পুষ্পং যস্যাঃ। কপ, কাপি-অত ইত্বং। অতসী, চলিত মস্‌নে। ২ নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ। (রত্নমালা)

নীলপুষ্পী (স্ত্রী) নীলং পুষ্পং যস্যাঃ, ঙীষ্। ১ নীলবৃহ্না, শেফালিকা।

"নীলপুষ্পী তু নির্গুণ্ডী শেফালী সুবহা চ সা।" (রত্নমালা)

২ অতসী। (ভাবপ্র°)

নীলপৃষ্ঠ (পুং) নীলং পৃষ্ঠং ধূমরূপেণ যস্য। অগ্নি।

"আবোধমং নীলপৃষ্ঠম্।" (ঋক্ ৫।৪৩।১)

নীলপোর (পুং) ইক্ষুভেদ।

"সূচীপত্রো নীলপোরো নৈপালী দীর্ঘপত্রকঃ।
বাতলাঃ কফপিত্তঘ্নাঃ সকষায়া বিদাহিনঃ॥" (সুশ্রুত)

নীলফলা (স্ত্রী) নীলং ফলং যস্যাঃ। জম্বুবৃক্ষ।

নীলফামারী, ১ বাঙ্গালায় রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী মহকুমা। এই মহকুমার পরিমাণফল ৬৩৮ বর্গমাইল। এখানে ৩৯২টী গ্রাম আছে। নীলফামারী মহকুমায় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান্, জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, সাঁওতাল এবং অন্যান্য কতিপয় অসভ্য জাতির বাস। সমস্ত মহকুমার মধ্যে ডিম্‌লা, জলঢাকা ও দরবাগী নামক স্থানে থানা আছে। ২ নীলফামারী মহকুমার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এই স্থানে মহকুমার যাবতীয় আদালত প্রভৃতির অধিবেশন হয়। এই স্থানে কৃষিকার্য্যের অত্যন্ত উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে।

নীলভ (পুং) নীল ইব ভাতি ভা-ক। ১ নীলবর্ণ আভাবিশিষ্ট, নীলাভ। ২ চন্দ্র। ৩ মেঘ। ৪ মক্ষিকা।

নীলভণ্টী (স্ত্রী) পীতশালবৃক্ষ, চলিত পিয়াশাল।

নীলভূ (স্ত্রী) নীলাৎ ভূরুৎপত্তির্যস্য। নীলপর্ব্বতোৎপন্ন নদীভেদ।

নীলভৃঙ্গরাজ (পুং) নীলো ভৃঙ্গরাজঃ। নীলবর্ণ ভৃঙ্গরাজ, চলিত নীলকেশুরিয়া, হিন্দী নীলভেঙ্গরিয়া। পর্য্যায়—মহাভৃঙ্গ, মহানীল, সুনীলক, নীলপুষ্প, শ্যামল। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষুষ্য, কেশরঞ্জন; কফ, আম, শোফ ও শ্বিত্রনাশক। (রাজনি°)

নীলমক্ষিকা (স্ত্রী) নীলা নীলবর্ণা মক্ষিকা। নীলবর্ণমক্ষিকা।

"স্বাতানুলিপ্তং যত্রাপি ভজন্তে নীলমক্ষিকাঃ।
সুগন্ধির্বাতি যোঽস্মাকং ব্রজন্তি তে গতায়ুষঃ॥" (সুশ্রুত)

নীলমণি (পুং) নীলঃ নীলবর্ণঃ মণিঃ। স্বনামখ্যাত মণিবিশেষ, ইন্দ্রনীলমণি, পারস্যভাষায় ইহার নাম 'নীলম্'। পর্য্যায়—মসার। (হারাবলী) [নীলা দেখ।]

নীলমণ্ডল (ক্লী) পঙ্কজ, ফলসা।

নীলমল্লিকা (স্ত্রী) ১ বিষ। (নৈঘণ্টুপ্র°) ২ কপিত্থ, কৎবেল।

নীলমাধব (পুং) নীলো নীলবর্ণো মাধবঃ। বিষ্ণু, জগন্নাথ।
"প্রেষিতোঽহং হরিং দ্রষ্টুমত্রস্থং নীলমাধবম্।
দৃষ্ট্বা যাবৎ সুপতিতং বার্ত্তাং নেষ্যামি সোঽপ্যহম্॥"
(উৎকলখ° ৭অঃ)

নীলমাষ (পুং) নীলঃ মাষঃ। রাজমাস, চলিত বরবটী। (রাজনি°)

নীলমীলিক (পুং) নীলবর্ণনিমীলনমস্ত্যস্যেতি নীল-মীল-ঠন্। খদ্যোত। জ্যোৎস্নাকীট। (শব্দমালা)

নীলমৃত্তিকা (স্ত্রী) নীলা নীলবর্ণা মৃত্তিকেব। ১ পুষ্পকাসীস। ২ কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা, কালমাটী। নীলা মৃত্তিকা যত্র। ২ নীলমৃত্তিকাযুক্ত দেশাদি।

নীলমেহ (পুং) মেহরোগবিশেষ। পিত্তজন্য নীলমেহ হয়, এই নীলমেহে শালসারাদি বা অশ্বত্থ কষায় প্রয়োগ করিতে হয়। এই মেহে শুক্র নীলবর্ণ হইয়া নির্গত হয়, এই জন্য ইহাকে নীলমেহ কহে। (সুশ্রুত চিকি° ১১ অঃ) [প্রমেহ দেখ।]

নীলমেহিন্ (পুং) নীলং নীলবর্ণং শুক্রং মেহতি মিহ-ণিনি। নীলবর্ণ মেহযুক্ত।
"পৈত্তিকেষু নীলমেহিনম্।" (সুশ্রুত চিকি° ১১ অঃ)

নীলযষ্টিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণবর্ণ ইক্ষুভেদ, কাজলী আক।

নীলরত্ন (ক্লী) ইন্দ্রনীলমণি।

নীলরাজি (পুং) নীলানাং রাজিঃ। তমস্ততি, অন্ধকাররাশি।
"নিশাশশাঙ্কক্ষতনীলরাজয়ঃ।" (ঋতুসংহার ১।২)

নীলরুদ্রোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ।

নীলরূপক (পুং) বৃক্ষভেদ, পাহাড়ীপিপুল, চলিত ভাষায় পরেশ, সূর্য্যমাষ।

নীললোচন (ত্রি) নীলং লোচনং যস্য। নীলবর্ণ নেত্রযুক্ত। যে সকল লোক শাক চুরি করে, পরজন্মে তাহাদের চক্ষু নীলবর্ণ হয়।
"শাকহারী চ পুরুষো জায়তে নীললোচনঃ॥" (শাতাতপ)

নীললোহ (ক্লী) নীলং নীলবর্ণং লোহম্। বর্ত্তলোহ, বিদরী। (রাজনি°)

নীললোহিত (পুং) নীলশ্চাসৌ লোহিতশ্চেতি, (বর্ণোবর্ণেন। পা ২।১।৬৯) ইতি সূত্রেণ কর্ম্মধারয়ঃ। শিব।
"সংযুগে সাংযুগীনং তমুদ্যন্তং প্রসহেত কঃ।
অংশাদৃতে নিষিক্তস্য নীললোহিতরেতসঃ॥" (কুমার ২।৫৭)

চৈত্রমাসে নীললোহিত শিবের উদ্দেশে ব্রত করিতে হয়, এই ব্রতে ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া রাত্রিকালে হবিষ্যাশী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া নানাবিধ উপহার ও উৎসবের সহিত শিবপূজা করিবে, পরে সংক্রান্তির উপবাস ও হোম করিয়া ব্রতসমাপন করিতে হইবে। ভগবান্ শিব প্রসন্ন হইলে কিছুই অলভ্য থাকে না।
"চৈত্রে শিবোৎসবং কুর্য্যান্নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ।
স্নাত্বা ত্রিসন্ধ্যং রাত্রৌ চ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে নীললোহিতে।
উপোষ্য হুত্বা সংক্রান্ত্যাং ব্রতমেতৎ সমর্পয়েৎ॥"
(বৃহদ্ধর্ম্মপু° মাসকৃত্য)

মহাদেবের কণ্ঠদেশ নীল ও মস্তক লোহিতবর্ণ এই জন্য শিবের নাম নীললোহিত হইয়াছে। (স্বামী) ২ মিশ্রিত-নীললোহিতবর্ণযুক্ত, বেগুনে রং।

নীললোহিতা (স্ত্রী) ১ ভূমিজম্বু, ভুঁই জাম। ২ শিবা, পার্ব্বতী।

নীললৌহ (ক্লী) বর্ত্তলোহ। (রাজনি°)

নীলবৎ (ত্রি) নীলং নিলয়ো বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্ মস্য বঃ। ১ নিবাসযুক্ত। "নীলবৎ সধস্থং নক্তো ন রূপং।" (ঋক্ ১৯১।৬) 'নীলবৎ নীলং নিলয়ো নিবাসঃ।' (সায়ণ) ২ নীলবর্ণযুক্ত।

নীলবড়ি (দেশজ) পিণ্ডাকৃতি নীলের দলা।

নীলবর্ণ (দেশজ) নীলের রং।

নীলবর্ষাভূ (স্ত্রী) নীলা নীলবর্ণা বর্ষাভূঃ। ১ নীলপুনর্ণবা। (পুং) ২ কৃষ্ণবর্ণ ভেক, কাল ব্যাঙ্।

নীলবল্লী (স্ত্রী) নীলা নীলবর্ণা বল্লী। বন্দাক, পরগাছা। (রত্নমালা)

নীলবসন (ত্রি) নীল্যা রক্তং অণ্ নীলং বসনং যস্য। ১ নীল-বস্ত্রযুক্ত। ২ শনিগ্রহ, শনির পরিধেয় বস্ত্র নীল, এই জন্য নীল-বসন শব্দে শনিকে বুঝায়। (পুং) ৩ বলরাম। নীলং বসনং কর্ম্মধারয়ঃ। ৪ নীলবর্ণবস্ত্র।

নীলবস্ত্র (পুং) নীলং বস্ত্রং যস্য। ১ বলরাম। (ক্লী) ২ নীলবর্ণ বস্ত্র। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের এই নীলবস্ত্র পরিধান করিতে নাই, করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, অজ্ঞানে করিলে নীলশব্দোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে দ্বিগুণ করিতে হয়। নীলবস্ত্র ধারণ করিয়া স্নান, দান, তপস্যা, হোম, স্বাধ্যায় ও পিতৃতর্পণ প্রভৃতি যে কোন পুণ্যকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বিফল হয়।
"স্নানং দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
বৃথা তস্য মহাযজ্ঞো নীলীবস্ত্রস্য ধারণাৎ॥" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

নীলবানর, একপ্রকার বানর বিশেষ (Innus silenus) বান্দরের রাজা অর্থাৎ Lion Monkey বলিয়াও ইহারা অভিহিত। ইহাদের বর্ণ কালো, মস্তক কটা লোমে আবৃত, মুখে ঘাড়ের চতুর্দ্দিকে উক্ত বর্ণের দাড়ি হইয়া থাকে। লেজের অগ্রভাগে গুচ্ছবদ্ধ কতকগুলি লোম আছে। ইহাদের দৈর্ঘ্য প্রায় ২ ফিট্ এবং লেজ ১০ ইঞ্চ লম্বা হইয়া থাকে। এই বানরজাতি বিভিন্ন শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; কেহ কেহ ইহাকে Papio কেহ বা Cynocephalus এবং কেহ বা Macacus জাতীয় বলিয়া থাকেন। কিন্তু লেসন এবং গ্রে-সাহেব ইহাকে স্বতন্ত্র শ্রেণীবিশিষ্ট করিয়াছেন। ইহাদের কতকগুলি লক্ষণ হনুমান্‌জাতীয় বানরের মত; যথা—দন্ত দৃঢ়, মুখ ঈষৎ লম্বা এবং গুচ্ছবিশিষ্ট লেজ। কিছুকাল পূর্ব্বে য়ুরোপবাসিগণ ইহাদিগকে ভারতের দক্ষিণাংশ ও সিংহলবাসী বলিয়া জানিত। বফন ইহাদিগকে যে Wanderoo নাম দিয়াছেন তাহা এই সিংহল দেশীয় হনুমানের মত। কিন্তু টেম্‌প্লেটন এবং লেয়ার্ড বলিয়াছেন যে, সিংহলদ্বীপে ইহাদিগকে কখনও দেখা যায় না। ভারতবর্ষের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের উচ্চ প্রদেশস্থ জঙ্গলমধ্যে ইহাদের বাস। কোচিন ও ত্রিবাঙ্কোড়ে বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। অতি নিবিড় ও অগম্য অরণ্য মধ্যে থাকিতে ইহারা ভাল বাসে। ইহারা প্রায়ই দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়। এক এক দলে ১২টী ২০টী কিংবা ততোধিক পরিমাণে দেখা যায়। ইহারা বিশেষ সতর্ক ও লাজুক। কিন্তু অত্যন্ত ক্রোধী ও হিংস্র এবং কদাচিৎ অনুকরণপ্রিয়।

নীলবীজ (পুং) নীলং বীজং যস্য। নীলাসনবৃক্ষ, চলিত পিয়াশাল।

নীলবুহ্না (স্ত্রী) নীলবর্ণ বৃক্ষভেদ, চলিত নীলবোনা। পর্য্যায়—নীলবৃহ্না, অজাস্ত্রী, নীলপুষ্পী, অতিলোমশা। (রত্নমালা)

"নীলবুহ্নারসস্তৈলসিন্ধুকাঞ্জিকসংযুতঃ।
কটূষ্ণং পূরণাৎ কর্ণে নিঃশেষক্রিমিপাতনঃ॥
(বৈদ্যকচক্রপাণি সঙ্কীর্ণরোগাধিকার)

নীলবৃক্ষ (পুং) নীলো বৃক্ষঃ। বৃক্ষপ্রভেদ। পর্য্যায়—নীল, বাতারি, শোফনাশন, নরনামা, নখবৃক্ষ, নখালু, নরপ্রিয়। ইহার গুণ—কটু, কষায়, উষ্ণ, লঘু, বাতাময় ও নানাশ্বয়থুনাশক। (রাজনি°)

নীলবৃন্ত (ক্লী) নীলবর্ণং বৃন্তং যস্য। তুল।

নীলবৃন্তক (ক্লী) নীলবৃন্ত-কপ্। তুল। (রাজনি°)

নীলবৃষ (পুং) বৃষবিশেষ।

"লোহিতো যস্ত বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডরঃ।
শ্বেতঃ খুরবিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

যে বৃষের বর্ণ লোহিত, মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডুরবর্ণ, ক্ষুর এবং বিষাণ শ্বেতবর্ণ, তাহাকে নীলবৃষ কহে। নীলবৃষ পারিভাষিক শব্দ, পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত না হইলে তাহাকে নীলবৃষ বলা যায় না।

"লোহিতো যস্ত বর্ণেন শঙ্খবর্ণঃ খুরোবৃষঃ।
লাঙ্গূলশিরসোশ্চৈব স বৈ নীলবৃষঃ স্মৃতঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

যাহার বর্ণ লোহিত, খুর, লাঙ্গুল ও শির শঙ্খবর্ণ, তাহাকে নীলবৃষ কহে। এই নীলবৃষ উৎসর্গ করিলে গয়া শ্রাদ্ধাদি তুল্য ফল হইয়া থাকে।

"জায়েরন্ বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেদ্বা অশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ॥" (দেবীপু°)

অনেক পুত্র হয়, তাহাদের মধ্যে যদি একটীও গয়ায় যায়, অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, বা নীল বৃষ উৎসর্গ করে, তাহা হইলেও পিতৃকুল উদ্ধার হইয়া থাকে। [নীলগাই দেখ।]

নীলবৃষা (স্ত্রী) নীলং নীলবর্ণং পুষ্পফলাদিকং বর্ষতি প্রসূতে ইতি বৃষ-ক, ততষ্টাপ্। বার্ত্তাকী। (রাজনি°)

নীলব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। মৎস্যপুরাণে এই ব্রতের বিবরণ লিখিত আছে—

"যস্তু নীলোৎপলং হৈমং শর্করাপাত্রসংযুতম্।
একান্তরিতনক্তাশী সমাপ্তে বৃষভং দদেৎ।
বৈষ্ণবং স পদং যাতি নীলব্রতমিদং স্মৃতম্॥" (মৎস্যপু°)

যিনি হৈম নীলোৎপল শর্করাপাত্রসংযুত করিয়া বৃষভ সহিত দান করেন, অন্তিমে তাঁহার বৈষ্ণবপদলাভ হয়। এইরূপ করার নাম নীলব্রত। এই ব্রতাচরণের সময় রাত্রিতে ভোজন করিতে হয়।

নীলশিখণ্ড (ত্রি) নীলঃ শিখণ্ডো যস্য। ১ নীলবর্ণশিখণ্ডযুক্ত। (পুং) ২ রুদ্রভেদ।

"রুদ্রজটীশভেষজনীলশিখণ্ডকর্ম্মকৃৎ" (অথর্ব্বস° ২।২৭।৬)

নীলশিগ্রু (পুং) নীলঃ শিগ্রুঃ। শোভাঞ্জন বৃক্ষ, সজনে গাছ।

নীলষণ্ড (পুং) নীল বা কৃষ্ণবর্ণ ষাঁড়।

নীলসন্ধ্যা (স্ত্রী) নীলা সন্ধ্যেব। কৃষ্ণাপরাজিতা। (রাজনি°)

নীলসরস্বতী (স্ত্রী) দ্বিতীয় বিদ্যা, তারাদেবী।

"মাতর্নীলসরস্বতি প্রণমতাং সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে।" (তারাস্তোত্র)

[তারা ও দশমহাবিদ্যা দেখ।]

নীলসহচর (পুং) নীলপুষ্প, ঝিণ্টীবৃক্ষ, নীলঝাঁটী গাছ।

নীলসার (পুং) নীলঃ সারো যস্য। তিন্দুবৃক্ষ, তুঁদগাছ। (রাজনি°)

নীলসিন্ধুবার (পুং) কৃষ্ণবর্ণ সিন্ধুবার বৃক্ষ। চলিত কালনিসিন্দে, হিন্দী নীলসিন্নুয়ার। পর্য্যায়—শীতসহা, নির্গুণ্ডী, নীলসিন্দুক, সিন্দুক, কপিকা, ভূতকেশী, ইন্দ্রাণী, নীলিকা, নীল-

নির্গুণ্ডী। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, রুক্ষ, কাস, শ্লেষ্মা, শোথ, বায়ু, প্রদর ও আধ্মানরোগনাশক। (রাজনি°)

নীলস্কন্ধা (স্ত্রী) নীলঃ স্কন্ধো যস্যাঃ। গোকর্ণীলতা। (নৈঘণ্টুপ্রকা°)

নীলহো (সিংহলী), সিংহলদ্বীপজাত এক প্রকার বন্যবৃক্ষ। ইহার পুষ্প, শুষ্ক হইবামাত্রই, বীজের মধ্যে অতি সুমিষ্ট শাঁস জন্মে। তাহার গন্ধ বাদামের মত। পুষ্প শুষ্ক হইলেই মধুমক্ষিকায়া সেস্থান পরিত্যাগ করে ও যেন ইন্দ্রজালবৎ হঠাৎ ময়ূর, বন্য-কুক্কুট এবং ইন্দুর আসিয়া ঐ জঙ্গল অধিকার করে। যথাসময়ে ফল পাড়িলেই এই বৃক্ষ মরিয়া যায়।

নীলা (স্ত্রী) নীলো নীলবর্ণো হস্ত্যস্যাঃ অচ্, ততষ্টাপ্। ১ নীলবর্ণ মক্ষিকা। চলিত কাল মাছী। ২ নীল পুনর্ণবা। ৩ নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ।

"কুব্জকো ভদ্রতরণি র্বৃহৎপুষ্পোঽতিকেসরঃ।
মহাসহা কণ্টকাঢ্যা নীলালিকুলসঙ্কুলা॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

৪ নীলবর্ণ ক্ষুদ্রপুষ্পপ্রতানবহুল লতাবিশেষ।

"বেণা ইরাবতী নীলা উত্তরাৎ পূর্ব্ববাহিনী॥"
(হারীত প্রথমস্থান ৭ অঃ)

৫ নদীবিশেষ। (ভারত ৬।৯।৩১)

৬ মল্লাররাগের স্ত্রী। (বৃহদ্ধর্ম্মপু° ৪৪ অঃ)

৭ (দেশজ) ইন্দ্রনীল, ইংরাজীতে ইহাকে Sapphire বলে। সিংহলদ্বীপের মধ্যগত রাবণগঙ্গার সন্নিহিত পদ্মাকর প্রদেশে ইন্দ্রনীল উৎপন্ন হয়। প্রাচীনকালে পারস্য ও আরবদেশে পাওয়া যাইত। বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মোগাস্ত ও কিয়াৎপোঁ এবং শ্যামদেশ হইতে অতি উৎকৃষ্ট নীলকান্ত মণি আমদানী হইয়া থাকে। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানেও নীলা পাওয়া গিয়াছে শুনা যায়।

নীলা হীরকজাতীয় রত্নবিশেষ। ইহা অতি মূল্যবান্ জিনিষ বলিয়া জনসমাজে বিদিত, কিন্তু যে সমস্ত দ্রব্যে হীরকাদি প্রস্তুত হয় অর্থাৎ হীরক প্রভৃতিকে মৌলিক পদার্থে বিচ্ছিন্ন করিলে যে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা অতি সামান্য মূল্যের জিনিষ। নীলা অক্সাইড্ অব্ এলুমিনা (Oxide of alumina) এবং অক্সাইড্ অব্ কোবাল্ট্ (Oxide of cobalt) এই দুইটী পদার্থে প্রস্তুত। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, অম্লজানবায়ু (Oxygen) এবং এলুমিনিয়াম্ কোবাল্ট (Alumium Cobalt) নামক অতি সামান্য দ্রব্যই ইহাতে দেখা যায়। তবে রত্নাদির মূল্য বেশী হইবার কারণ এই, কোন বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত কৃত্রিম উপায়ে হীরকাদি প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের দিন দিন যেরূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে এবং উল্লিখিত বিষয় লইয়া যেরূপ চর্চ্চা চলিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, অল্প দিন মধ্যেই এ অভাব পূরণ হইবে।

সমস্ত নীলার রং এক রূপ নহে। ইহার মধ্যে কতকগুলি নীলপদ্মের ন্যায়, কতকগুলি নীলবসনের অনুরূপ, কতক বা সুমার্জ্জিত তরবারির রং, কতক ভ্রমরের রং, কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ, আবার কতকগুলি শিবনীলকণ্ঠের ন্যায়, কতক বা ময়ূরপুচ্ছের তারার ন্যায় এবং কতকগুলি কৃষ্ণাপরাজিতাপুষ্পের সদৃশ। সমুদ্রের নির্ম্মল জলরাশিরূপ নীলরঙের বুদ্বুদ এবং কোকিলকণ্ঠ বর্ণের নীলাই সচরাচর দেখা যায়। সচরাচর ইহাকে বর্ণভেদে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা—শ্বেতের আভাযুক্ত নীল, রক্তের আভাযুক্ত নীল, পীতের আভাযুক্ত নীল এবং কৃষ্ণের আভাযুক্ত নীল। এই চারি শ্রেণীর ইন্দ্রনীল যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বলিয়া অভিহিত হয়।

পদ্মরাগ যেমন উত্তম, মধ্যম, ও অধম ভেদে ত্রিবিধ। [পদ্মরাগ দেখ।] ইন্দ্রনীলও সেইরূপ ত্রিবিধ। যথা,—(১) সাধারণ ইন্দ্রনীল, (২) মহানীল, ইহা শতগুণ দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলেও নিজ নীলবর্ণে সমুদায় দুগ্ধকে নীলবর্ণ করিয়া তুলে। (৩) ইহার মধ্য হইতে ইন্দ্রধনুর ন্যায় আভা নিঃসৃত হয়। শেষোক্ত প্রকারের ইন্দ্রনীল অতি দুর্ল্লভ, দৈবাৎ যদি কোথাও পাওয়া যায়, তবে অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। গুরুত্ব, স্নিগ্ধত্ব, বর্ণাঢ্যত্ব, পার্শ্ববর্ত্তিত্ব ও রঞ্জকত্ব এই পঞ্চবিধ গুণবিভূষিত ইন্দ্রনীলই শ্রেষ্ঠ। যে ইন্দ্রনীলের আপেক্ষিক গুরুত্ব অতি অধিক অর্থাৎ প্রমাণে অতি অল্প হইয়াও ওজনে অধিক ভারী হয়, তাহাকে গুরু কহে। গুরু ইন্দ্রনীল বংশবৃদ্ধিকর। যাহা হইতে সর্ব্বদা স্নেহ নির্গত হয়, তাহার নাম স্নিগ্ধ ইন্দ্রনীল, ইহা ধনবৃদ্ধিকারক। প্রাতঃকালের সূর্য্যাভিমুখে ধারণ করিলে যে ইন্দ্রনীল হইতে নীলবর্ণ শিখা নির্গত হয়, তাহাকে বর্ণাঢ্য বলা যায়, বর্ণাঢ্য ইন্দ্রনীলদ্বারা ধনধান্যাদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে ইন্দ্রনীলের একদেশে স্ফটিক, রজত, স্বর্ণ বা অন্য কোন তৈজস পদার্থ লক্ষিত হয়, তাহার নাম পার্শ্ববর্ত্তী, পার্শ্ববর্ত্তী ইন্দ্রনীল হইতে যশোলাভ হয়। যে ইন্দ্রনীল কোন পাত্রে স্থাপন করিলে সমুদায় পাত্রটী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, তাহার নাম রঞ্জক, রঞ্জক ইন্দ্রনীল লক্ষ্মী, যশ ও বংশ বৃদ্ধি করে। অভ্রক, ত্রাস, চিত্রক, মৃদ্‌গর্ভ, অশ্মগর্ভ ও রৌক্ষ্য, এই ছয় প্রকার দোষ ইন্দ্রনীলে লক্ষিত হইয়া থাকে। যে ইন্দ্রনীলের উপরিভাগে অভ্রের ন্যায় ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহাকে অভ্রক কহে, এই প্রকার ইন্দ্রনীলধারণে আয়ু ও সম্পত্তি বিনষ্ট হয়। যে চিহ্নদ্বারা ইন্দ্রনীলকে সহসা ভগ্ন

বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে ত্রাস কহে, ত্রাসদ্বারা শত্রুভয় উৎপন্ন হয়। যাহা নানাবর্ণে বিচিত্র তাহার নাম চিত্রক, চিত্রক-দোষে কুল নষ্ট হয়। যাহার মধ্যভাগে মৃত্তিকা সন্নিহিত থাকে, তাহাকে মৃদ্গর্ভ কহে, মৃদ্গর্ভ দোষ হইতে গাত্রকণ্ডু প্রভৃতি নানাবিধ ত্বক্‌রোগ জন্মিয়া থাকে। যাহার অন্তরে প্রস্তরখণ্ড লক্ষিত হয়, তাহার নাম অশ্মগর্ভ, অশ্মগর্ভ দোষবিনাশের হেতু। যাহা শর্করাযুক্ত, তাহাকে রৌক্ষ্য বলে। রৌক্ষ্যদোষাশ্রিত ইন্দ্রনীলধারী ব্যক্তিকে দেহ ত্যাগ করিতে হয়। দোষহীন অথচ গুণযুক্ত ইন্দ্রনীলমণি যাহার নিকট থাকে, তাহার আয়ু ও যশ বৃদ্ধি হয়। যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ ইন্দ্রনীল ধারণ করে, নারায়ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন, এবং তাহাতে আয়ু, কুল, যশ, বুদ্ধি, লক্ষ্মী ও সমৃদ্ধি বর্দ্ধিত হয়। গুণসম্পন্ন ও দোষযুক্ত পদ্মরাগধারণে যেরূপ শুভাশুভ হইয়া থাকে, ইন্দ্রনীলেরও তদ্রূপ।

গুরুত্ব ও কাঠিন্য অনুসারেই ইন্দ্রনীলকে কাচ হইতে পৃথক্ বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়। যে ইন্দ্রনীলে ঈষৎ লোহিতের আভা দৃষ্ট হয়, তাহাকে টিটিভ কহে। টিটিভ জাতীয় মণি ধারণমাত্রেই গর্ভিণী-স্ত্রী সুখে সন্তান প্রসব করে। (গরুড়পু°)

পদ্মরাগের মত নীলা তিন প্রকার অবস্থায় পাওয়া যায়। যথা—(১) শুভ্র স্বচ্ছ চূণের পাথর (White Crystaline lime-stone) মধ্যে নিহিত অবস্থায় দেখা যায়; (২) পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকা মধ্যে শিথিল অবস্থায় পাওয়া যায়; এবং (৩) রত্নপ্রসবি-কাঁকর মধ্যে সময় সময় দেখা যায়। সাধারণতঃ দ্বিতীয় উপায়েই বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়।

অলঙ্কারের জন্য ইন্দ্রনীলের এত আদর। ইহাদ্বারা আংটী, সীল প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। নীলা এত কঠিন যে, ইহার উপর খোদাইয়ের কাজ করা বড় শক্ত। এরূপ অসুবিধা সত্ত্বেও ইন্দ্রনীলে ক্ষোদিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীসের জুপিতরের (Jupiter) উজ্জ্বল মুখাকৃতি এই ইন্দ্রনীলে ক্ষোদিত আছে শুনা যায়। মারল্‌বরো (Marlborough) সংস্থানে যে সমস্ত প্রাচীন জিনিষ সংগ্রহ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে মেডুসার মস্তক (Medusa's head) নীলায় প্রস্তুত দেখা যায়। ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটী প্রাচীন প্রতিমূর্ত্তি এই প্রস্তরে নির্ম্মিত।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্রনীলে নানাপ্রকার ব্যাধি ও অমঙ্গল নাশ করিয়া থাকে। ইহা যে কেবল ভারতবাসিগণের বিশ্বাস, তাহা নহে। য়ুরোপের অনেক মহাত্মারা ইহার পক্ষসমর্থন করিয়া গিয়াছেন। এপিফেনিস্ (Epiphanes) বলেন যে, মোজেসের (Moses) নিকট যে দৃশ্য পর্ব্বতোপরি উদিত হইয়াছিল, তাহা ইন্দ্রনীলে হইয়াছিল এবং ঈশ্বর সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার নিকট যে নিয়মাবলী প্রদান করেন, তাহা নীলার লিখিত ছিল। পুণ্যাত্মা জেরোম (St. Jérome) বলিয়াছেন যে, ইন্দ্রনীল ধারণ করিলে রাজার প্রিয়পাত্র হয়, শত্রু বশীভূত হয়, বন্ধন বিমুক্ত হয়। বক্ষে ধারণ করিলে বলবীর্য্য বৃদ্ধি ও অমঙ্গল নিবারিত হয়। কোন লম্পট লোকে পরিধান করিলে, ইহার ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়। অঙ্গুরীয়ের উপরিভাগে ধারণ করিলে, কামবৃত্তি নিবৃত্তি হয়, এই নিমিত্ত অনেক ধর্ম্মযাজকগণ ইহা ধারণ করিয়া থাকেন। কণ্ঠে ধারণ করিলে জ্বর আরোগ্য হয়, কপালে রক্তস্রাব নিবারণ করে। ইন্দ্রনীলচূর্ণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া চক্ষের উপর রাখিলে বালুকা কণা, কীট প্রভৃতি যাহাই চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করুক না কেন, তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আসিবে; এবং চক্ষু ওঠা কিংবা বসন্তরোগজনিত চক্ষুপ্রদাহ ইত্যাদি আরোগ্য হইবে। দুগ্ধের সঙ্গে ঐ চূর্ণ সেবন করিলে, জ্বর, মূর্চ্ছা, বিষপ্রয়োগ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। বিষ-নাশকশক্তি ইহার এত অধিক যে, যে গ্লাস কিংবা শিশি মধ্যে মাকড়সা অথবা অন্য কোন বিষধর প্রাণী থাকে, তাহাতে ইন্দ্রনীল রাখিলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হইবে।

পদ্মরাগের মত ইন্দ্রনীলের আকার অনুসারে মূল্য বেশী হয় না। হীরকের ন্যায় জ্যোতিঃপরিচ্ছন্নতা অনুসারে মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে। অতি উৎকৃষ্ট নীলা এক ক্যারাটের কম ওজন হইলে (ক্যারাট—প্রায় ৪ রতি) ৪০৲ টাকা হইতে ১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রীত হয়, এবং এক ক্যারাট হইলে ১২০৲ হইতে ২৫০৲ টাকা হইয়া থাকে। কোনও কোন ইন্দ্রনীল হইতে নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতিঃ বহির্গত হয়। এই গুলি হিন্দুদিগের বিশেষ পবিত্র জিনিষ। ইহার মূল্য ২০০৲ হইতে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত খাঁটি ইন্দ্রনীল রাত্রি দিন সকল সময়ে নীলবর্ণের আভা বিস্তার করে। অনেক সময়ে দেখা গিয়াছে যে, দিবসে দুই খণ্ড নীলা একই আভা প্রদান করিতেছে, কিন্তু রাত্রিতে বিভিন্ন জ্যোতিঃ বিতরণ করিতেছে। সময় সময় ইন্দ্রনীলে অনেক দোষ দেখা যায়। ইহাতে অনেক ময়লা থাকে, দাগ থাকে, ও কাটা, চির প্রভৃতি নানারকম দোষ থাকে। ইহা ব্যতীত সকল স্থানে সমান রং থাকে না। কখন কখন বালি ও লৌহচূর্ণ সহিত উত্তপ্ত করিয়া দাগগুলি তোলা হয় এবং সর্ব্বত্র সমান রংবিশিষ্ট করা হয়।

সাদা ইন্দ্রনীল দেখিতে অনেকটা হীরকের মত। এমন কি উত্তমরূপে কাটা ও পালিস না হইলে ইহাকে হীরা হইতে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর হইয়া দাঁড়ায়। দুই খণ্ড কাচ লইয়া তন্মধ্যে এরূপ সুকৌশলে রং স্থাপিত হয় যে, সমস্ত জিনিষটী

রঞ্জিত বোধ হয়। অনভিজ্ঞ লোকেরা প্রায়ই ইহাকে নীলা বলিয়া মনে করে এবং অনেক স্থলে প্রতারিত হয়।

*ইংরেজরাজদূত আবানগরে ৯৫১ ক্যারাট্ ওজনের এক খণ্ড নিখুত উজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট ইন্দ্রনীল দেখিয়াছিলেন। পারি (Paris) নগরীয় খনিজের চিত্রশালিকায় (Musee-de-mineralogie) ১৩২,৬ ক্যারাট পরিমাণের একখানি নীলা আছে। এই প্রস্তরখানির নাম "উডেন-স্পুন-সেলার" হইয়াছে। তাহার কারণ বঙ্গদেশের এক জন দরিদ্র কাঠের হাতা বিক্রয়কারী সর্ব্বপ্রথমে ইহা পাইয়াছিল। অবশেষে ইহা নানা হস্তপরিবর্ত্তনের পর ফরাসী দেশীয় কোন বণিকের নিকট ১৮৯০০০ ফ্রাঙ্কে বিক্রীত হয়। পোপের রাজকোষে কয়েক খানি সুন্দর সুন্দর নীলা আছে। ড্রেস্‌ডেনের গ্রীন্ ভল্টস্ নামক স্থানে অত্যুৎকৃষ্ট সুবৃহৎ ইন্দ্রনীল আছে। রুষের কোন কাউণ্টপত্নীর (Countess) অতি পরিষ্কার ও মনোহর ডিম্বাকৃতি ইন্দ্রনীল পারিনগরীর মোহনমেলায় সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। লণ্ডন-মহামেলায় এইচ্ টি হোপ সাহেবের (H. T. Hope) সংগৃহীত কএকখানি নীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল এবং তথায় এ জে হোপ সাহেব (A. J. Hope) তাঁহার খরজ্যোতি নীলা (Sapphire Marveilleux) সর্ব্বজন সমক্ষে দেখাইয়াছিলেন। এই খানি দিনের বেলায় নীলবর্ণ এবং রাত্রিতে বেগুনি আভাযুক্ত দেখায়। ইংলণ্ডের মহারাজ ৪র্থ জর্জ রাজমুকুটে ধারণ করিবার জন্য একখানি সুবৃহৎ নীলা কিনিয়াছিলেন। মীর্জাপুরের মোহান্তের নিকট কোন এক সময়ে অতি উৎকৃষ্ট একখণ্ড ইন্দ্রনীল ছিল। রায় বদরীদাস মোকিমের হস্তের অঙ্গুরীতে একখানি সুন্দর নীলা বসান আছে।

নীলাক্ষ (পুং) নীলে অক্ষিণী যস্য। ১ নীলবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। ২ রাজহংস।

নীলাঙ্কিতদল (পুং) নীলাঙ্কিতং দলং যস্য। তৈলকন্দ। (নৈঘণ্টুপ্র°)

নীলাঙ্গ (পুং) নীলং অঙ্গং যস্য। ১ সারসপক্ষী। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ত্রি) ২ নীলবর্ণাঙ্গযুক্তমাত্র।

নীলাঙ্গু (পুং) নিতরাং লিঙ্গতীতি নি-লিগি গতৌ কু, ধাতুপসর্গয়োঃ দীর্ঘত্বং। ১ কৃমি। ২ ভ্রমরালী। ৩ শুষির। (বিশ্ব)

নীলাঞ্জন (ক্লী) নীলং অঞ্জনং। ১ সৌবীরাঞ্জন।

"নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্॥" (নবগ্রহস্তোত্র)

ইহা উপধাতুবিশেষ, ইহা শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। শোধনপ্রণালী—

"নীলাঞ্জনাং চূর্ণয়িত্বা জম্বীরদ্রবভাবিতম্।
দিনৈকমাতপে শুদ্ধং ভবেৎ কার্য্যেষু যোজয়েৎ॥" (রসেন্দ্রসার)

নীলাঞ্জন চূর্ণ করিয়া জম্বীররসে ভাবনা দিতে হইবে, তাহার পর একদিন রৌদ্রে শুকাইলে বিশুদ্ধ হইবে। এইরূপে নীলাঞ্জন শোধিত হইলে ব্যবহারোপযুক্ত হয়। ইহার গুণ—কটু, শ্লেষ্মা, মুখরোগ, নেত্ররোগ, ব্রণ ও দাহনাশক। উষ্ণ, রসায়ন, তিক্ত ও ভেদক। (রাজবল্লভ) ২ তুথ, তুঁতে।

নীলাঞ্জনা (স্ত্রী) নীলং মেঘং অঞ্জয়তীতি অঞ্জ-ণিচ্-ল্যু-টাপ্। বিদ্যুৎ। (জটাধর)

নীলাঞ্জনী (স্ত্রী) নীলবৎ অঞ্জতেঽনয়েতি অঞ্জ-ণিচ্-ল্যু, ততো ঙীষ্। কালাঞ্জনীক্ষুপ, কালাকর্পাসিকিনী।

নীলাঞ্জসা (স্ত্রী) ১ অপ্সরোভেদ। ২ নদীবিশেষ। ৩ বিদ্যুৎ।

নীলাদ্রি (পুং) ১ নীলপর্ব্বত। ২ শ্রীক্ষেত্রের নীলাচল।

নীলাদ্রিকর্ণিকা (স্ত্রী) কৃষ্ণাপরাজিতা। (রাজনি°)

নীলাপরাজিতা (স্ত্রী) নীলা অপরাজিতা। নীলবর্ণ অপরাজিতা লতা। পর্য্যায়—নীলপুষ্পী, মহানীলী, নীলগিরিকর্ণিকা, গবাদনী, ব্যক্তগন্ধা, নীলসন্ধ্যা, নীলাদ্রিকর্ণী। ইহার গুণ—শিশির, তিক্ত, রক্তাতীসার, জ্বর, দাহ, ছর্দ্দি, উন্মাদ, মদভ্রমজন্য পীড়া, শ্বাস ও কাশনাশক। (রাজনি°)

নীলাব্জ (ক্লী) নীলমব্জম্। নীলপদ্ম, নীলোৎপল।

নীলাম্বর (পুং) নীলমম্বরং যস্য। ১ বলদেব। ২ শনৈশ্চর। ৩ রাক্ষস। (ত্রি) ৪ নীলবস্ত্রযুক্ত। (ক্লী) নীলং অম্বরং কর্ম্মধারয়ঃ। ৫ নীলবস্ত্র। ৬ তালীশপত্র। (রাজনি°)

নীলাভ (ত্রি) নীলযুক্ত।

নীলাম্বুজ (ক্লী) নীলং অম্বুজং কর্ম্মধারয়ঃ। নীলপদ্ম।

নীলাম্বুজন্মন্ (ক্লী) অম্বুনি জন্ম যস্য, অম্বুজন্মন্ নীলং অম্বুজন্ম। নীলোৎপল, নীলপদ্ম।

নীলাম্লান (পুং) আ-ম্লা-ল্যু, আম্লানঃ, নীলঃ আম্লানঃ। পুষ্পভেদ। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কফ, বায়ু, শূল, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ব্রণ, শোফ ও ত্বগ্‌দোষনাশক। (রাজনি°)

নীলাম্লী (স্ত্রী) নীলা অম্লী। ক্ষুপভেদ, নল্লবুলগুড়। (হিন্দী) পর্য্যায়—নীলপিষ্টোড়ী, শ্যামাম্লী, দীর্ঘশাখিকা। ইহার গুণ—মধুর, রুক্ষ ও কফবাতনাশক। (রাজনি°)

নীলারুণ (পুং) নীলঃ অরুণঃ বর্ণোবর্ণেন ইতি সমাসঃ। ১ সূর্য্যোদয়কালে অরুণবর্ণমিশ্রিত নীলাকাশ। ২ নীল ও অরুণবর্ণবিশিষ্ট।

নীলালু (পুং) নীলঃ নীলবর্ণঃ আলুঃ কর্ম্মধারয়ঃ। কন্দভেদ, পর্য্যায়—অসিতালু, শ্যামলালুক। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, পিত্তদাহ ও শ্রমনাশক।

নীলাঙ্গী (স্ত্রী) নীলং নীলবর্ণং অঙ্গুতে ব্যাপ্নোতি অশ-অণ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। ১ নীলনির্গুণ্ডী। ২ নীলসিন্ধুবার। (রাজনি°)

নীলাশোক (পুং) নীলঃ নীলবর্ণঃ অশোকঃ। নীলবর্ণ অশোক।

"সালেন কল্মষালী রক্তাশোকেন রক্তাল্লানী চ।

পাণ্ডুকঃ ক্ষীরিকয়া নীলাশোকেন সূকরকঃ॥" (বৃহৎস° ২৯)

নীলাশ্মন্‌ (পুং) নীলঃ নীলবর্ণঃ অশ্মা। নীলবর্ণপ্রস্তরভেদ, নীলকান্তমণি, নীলমণি।

"নীলাশ্মদ্যুতিভিদুরাম্ভসোঽপরত্র।" (মাঘ)

নীলাশ্ব (পুং) দেশভেদ। (রাজত° ৮।৩২।১৫)

নীলাসন (পুং) নীলঃ নীলবর্ণঃ অসনো বৃক্ষভেদঃ। ১ অসনবৃক্ষবিশেষ। চলিত পিয়াসাল গাছ। পর্য্যায়—নীলবীজ, নীলপত্র, সুনীলক, নীলদ্রুম, নীলসার, নীলনির্য্যাসক। ইহার গুণ—কটু, শীতল, কষায়, সারক, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও দদ্রুনাশক। অসনবৃক্ষ মধ্যে সিতাশনই শ্রেষ্ঠ। (রাজনি°) ২ রতিবন্ধবিশেষ।

"লিঙ্গোপরিস্থিতা নারী শয্যাং কৃত্বা পদদ্বয়ম্‌।

হৃদয়ে দত্তহস্তা চ বন্ধো নীলাসনো মতঃ॥" (স্মরদীপিকা)

নীলি (পুং) নীল-ইন্‌। জলজন্তুভেদ।

"মস্তং নীলিঞ্চ লাক্ষাঞ্চ সর্ব্বাংশ্চৈকশফাংস্তথা।" (মনু)

'নীলির্জলজন্তুঃ।' (কুল্লূক)

নীলিকা (স্ত্রী) নীল ক-টাপ্‌ কাপি অত-ইত্বং বা নীলীব কন্‌ টাপ্‌, পূর্ব্বহ্রস্বঃ। ১ নীলসিন্ধুবার। পর্য্যায়—নীলী, নীলিনী, তূলী, কালদোলা, নীলিকা রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, ক্লীতকা, কালকেশী, নীলপুষ্পা। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখণ্ড)

২ শেফালিকা। ৩ নেত্ররোগবিশেষ। সুশ্রুতে এই রোগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। দোষ চতুর্থ পটলে অবস্থিতি করিলে তিমিররোগ হয়। এই তিমিররোগে এক কালে যদি দৃষ্টিরোধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে লিঙ্গনাশ কহে। তিমিররোগ অতিশয় গভীর না হইলে চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রবিশিষ্ট আকাশ দেখিতে পায় এবং নির্ম্মলতেজঃ ও জ্যোতিঃপদার্থ দৃষ্ট হয়। লিঙ্গনাশরোগের এই অবস্থাকে নীলিকা বা নীলিকাকাচ কহে। ইহা বায়ুকর্ত্তৃক জন্মিলে সকল পদার্থ অরুণবর্ণ, সচল ও আবিল দেখায়। পিত্তকর্ত্তৃক জন্মিলে আদিত্য, খদ্যোত, ইন্দ্রধনু, তড়িৎ ও ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় বিচিত্রবর্ণ অথবা নীল কৃষ্ণবর্ণ দৃষ্ট হয়, অথবা শ্বেতবর্ণ মেঘের ন্যায় অত্যন্ত স্থূল, মেঘশূন্য সময়ে মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় অথবা সমস্ত জলপ্লাবিতের ন্যায় এবং রক্তকর্ত্তৃক জন্মিলে সমস্ত রক্তবর্ণ ও অন্ধকারময় দেখায়।

কফজন্য এই রোগ জন্মিলে সমস্তই শ্বেতবর্ণ ও স্নিগ্ধ, সন্নিপাতজ হইলে সকল পদার্থ হরিত, শ্যাম, কৃষ্ণ, ধূম্র প্রভৃতি বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট ও বিদ্যুতের ন্যায় দৃষ্ট হয়। সকল পদার্থই দ্বিধা বা বহুধা অথবা হ্রস্ব বা দীর্ঘ, বিষমভাবে দেখায়।

(সুশ্রুত উ° ৭ অঃ)

৪ ক্ষুদ্ররোগভেদ।

"ক্রোধায় সংপ্রকুপিতো বায়ুঃ পিত্তেন সংযুতঃ।

মুখমাগত্য সহসা মণ্ডলং বিসৃজত্যতঃ॥

নীরুজং তনুকং শ্যাবং তং ব্যঙ্গমিতি নির্দ্দিশেৎ।

কৃষ্ণমেবং গুণং গাত্রে মুখে বা নীলিকাং বিদুঃ॥" (মাধবকর)

ক্রোধ বা পরিশ্রমদ্বারা বায়ু কুপিত ও পিত্তের সহিত সঙ্গত হইয়া মুখদেশকে আশ্রয় করে, এইজন্য মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা হয়, ইহাকে মুখব্যঙ্গ কহে। এই লক্ষণাক্রান্ত চিহ্ন শরীরে বা মুখে উৎপন্ন হইলে তাহার নাম নীলিকা কহে। ইহাকে ভাষায় মেচেতা বলে।

ইহার চিকিৎসা—শিরাবেধ, প্রলেপ এবং অভ্যঙ্গ দ্বারা মুখব্যঙ্গ, নীলিকা, ন্যচ্ছ ও তিলকালকের চিকিৎসা করিতে হইবে। বটের কুড়ি ও মসুর একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ইহা সারিয়া যায়। মধুর সহিত মঞ্জিষ্ঠা পেষণ করিয়া অথবা শশকের রক্ত লেপন করিলে, বা বরুণবৃক্ষের ছাল ছাগমূত্রদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে মুখব্যঙ্গ ও নীলিকা নষ্ট হয়। আকন্দের আটা ও হরিদ্রা একত্র মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে বহুদিনের নীলিকাও নষ্ট হয়। দুগ্ধে মসুর পেষণ করিয়া তাহাতে ঘৃত মিশাইয়া মুখে প্রলেপ দিলে এই নীলিকা রোগ প্রশমিত হয় এবং মুখকান্তি উজ্জ্বল হয়। বটের কচিপাতা, মালতী, রক্তচন্দন, কুড়, কালীয়াকড়া ও লোধ এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে নীলিকা নষ্ট হয়। এই রোগে কুঙ্কুমাদিতৈলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কুঙ্কুমাদিতৈলের প্রস্তুত-প্রণালী—তিলতৈল ৴৮ সের, কল্কার্থ কুঙ্কুম, শ্বেতচন্দন, লোধ, পতঙ্গ (কেশুরে), রক্তচন্দন, কালীয়াকড়া, বেণারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, পদ্মমূল, কুড়, গোরোচনা, হরিদ্রা, লাক্ষা, দারুহরিদ্রা, গেরিমাটী, নাগকেশর, পলাশফুল, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর, মালতী, মোম, সর্ষপ, সুরভিবচ, (মহাভরিবচ) এই সকল প্রত্যেকে অর্দ্ধ ছটাক। জল ৮২ বত্রিশ সের।

এই তৈল মৃদু অগ্নির উত্তাপে পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ব্যঙ্গ, নীলিকা, তিলকালক, মাষক, ন্যচ্ছ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় মুখকান্তি উজ্জ্বল হয়। (ভাবপ্রকাশ)

৫ জলের জন্তু।

"ভূমেরুৎবরা বৃক্ষস্য কোটরঃ জলস্য নীলিকা॥"

(নিদানে বিজয়রক্ষিত)

নীলিকাকাচ (পুং) নেত্ররোগবিশেষ। [নীলিকা দেখ।]

নীলিন্ (ত্রি) নীলঃ প্রশস্ততয়া হস্ত্যস্য ইতি ইন্। প্রশস্ত-নীলবর্ণযুক্ত।

নীলিনী (স্ত্রী) নীলিন্ ঙীপ্। ১ নীলীবৃক্ষ। ২ নীলবুহ্ন বৃক্ষ, চলিত নীলবোনাগাছ। ৩ শ্যামত্রিপুটা। ৪ অজমীঢ়ের পত্নী। (হরিব° ৩২।৪৫)

নীলী (স্ত্রী) নীলো নিষ্পাদ্যত্বেন হস্ত্যস্যাঃ, নীল-অচ্, ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বৃক্ষভেদ, নীলের গাছ। পর্য্যায়—কালা, ক্লীতকিকা, গ্রামীণা, মধুপর্ণিকা, রঞ্জনী, শ্রীফলী, তুথা, তূণী, দোলা, নীলিনী, নীলা, তূলী, দ্রোণী, মেলা, নীলপত্রী, রাজ্ঞী, নীলিকা, নীলপুষ্পী, কালী, শ্যামা, শোধনী, শ্রীফলা, গ্রাম্যা, ভদ্রা, ভারবাহী, মোচা, কৃষ্ণা, বাঞ্জনকেশী, মহাফলা, অসিতা, ক্লীতনী, কেশী, চীরটিকা, গন্ধপুষ্পা, শ্যামলিকা, রঙ্গপত্রী, মহাবলা, স্থিররঙ্গা, রঙ্গপুষ্পী, দুলি, দুলিকা, দ্রোণিকা। (শব্দর°) ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কেশহিতকর, কাস, কফ, বায়ু ও বিষোদর, ব্যাধি, গুল্ম, জন্তু ও ব্রণনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে—রেচক, তিক্ত, কেশহিতকর, ভ্রমনাশক। উষ্ণের গুণ—উদর, প্লীহা, বাতরক্ত ও কফবায়ুনাশক। (ভাবপ্র°) [নীল শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।] ২ নীলিকারোগ। (মেদিনী)

নীলিমন্ (পুং) নীলস্য ভাবঃ ইমনিচ্। নীলবর্ণ।
"কজ্জলমলিনবিলোচনচুম্বনবিরচিতনীলিমরূপম্।" (গীতগোবিন্দ)

নীলীরাগ (পুং) ১ প্রেমভেদ। ২ স্থিরপ্রেমপুরুষ। পর্য্যায়—স্থিরসৌহৃদ। ৩ নায়কনায়িকার পূর্ব্বরাগবিশেষ।

"নীলীকুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠাঃ পূর্ব্বরাগোঽপি চ ত্রিধা।" (সাহিত্যদ°)

নীলীরাগ, কুসুম্ভরাগ ও মঞ্জিষ্ঠারাগ এই তিনপ্রকার পূর্ব্বরাগ। ইহার লক্ষণ—

"নচাতি শোভতে যন্নাপৈতি প্রেমমনোগতম্।
নীলীরাগঃ স বিজ্ঞেয়ঃ যথা শ্রীরামসীতয়োঃ॥" (সাহিত্যদ°)

যে স্থলে মনোগত প্রেম অপগত হয় না এবং অতিমাত্র শোভিত হয়, এই রাগকে নীলীরাগ কহে। রামসীতার রাগ নীলীরাগ।

নীলীরোগ (পুং) চক্ষুরোগভেদ। [নীলিকা দেখ।]

নীলেশ্বরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত, দক্ষিণ কাণাড়া জেলার মধ্যস্থ কাসরগোড় তালুকের একটী নগর। অক্ষা° ১২° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫° ৯´ ৪০´´ পূঃ। এখানে সাধারণতঃ হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের বাস। পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত রাজারা এই স্থানে অবস্থিতি করেন। ইহাই কাণাড়ার সর্ব্বদক্ষিণপ্রান্তস্থ নগর এবং কেরলদেশের পুরাকালীন সীমা।

নীলোৎপল (ক্লী) নীলং নীলবর্ণং উৎপলং। নীলপদ্ম (A blue lotus, Nympsea caeruluy) চলিত নীলশাঁপলা। পর্য্যায়—উৎপলক, কুবলয়, ইন্দীবর, কন্দোত্থ, সৌগন্ধিক, সুগন্ধ, কুড্মলক, অসিতোৎপল, কন্দোট, ইন্দিরাবর, ইন্দীবার, নীলপত্র। ইহার গুণ—অতি স্বাদু, শীত, সুরভি, সৌখ্যকারী, পাকে অতিতিক্ত এবং রক্তপিত্তনাশক। (রাজনি°) [উৎপল দেখ।]

নীলোৎপলময় (ত্রি) নীলোৎপল-ময়ট্। নীলপদ্মসমাচ্ছন্ন, নীলপদ্মযুক্ত।

নীলোৎপলাদ্যঘৃত (ক্লী) নীলোৎপলাদ্যং নাম ঘৃতং। চক্রপাণিদত্তোক্ত ঘৃতৌষধভেদ। (চক্রদত্ত)

নীলোৎপলিন্ (পুং) নীলোৎপলং ধার্য্যত্বেন তদ্বর্ণো বা অস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ মঞ্জুঘোষ, শিবাংশভেদ। (ত্রিকা°) ২ জৈনগুরু বা শিক্ষক, মঞ্জুশ্রীর নামান্তর।

নীলোদ (পুং) নীলজলবিশিষ্ট সাগর বা নদী।

নীবর (পুং) নয়ত্যাত্মানং যত্র কুত্রচিৎ দেহযাত্রানিষ্পাদনায়েতি নী-ষ্বরচ্ প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ গুণাভাবেন সাধুঃ। (ছিত্বরছত্বরেতি। উণ্ ৩।১) ১ ভিক্ষুপরিব্রাজক। ২ বাণিজ্য। ৩ বাস্তব্য, বসতিস্থান। ৪ পঙ্ক। (ক্লী) ৫ জল। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°)

নীবাক (পুং) নিরন্তরং নিয়তং বা উচ্যতে ইতি নি-বচ্-ঘঞ্, কুত্বং উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং চ। ১ মূল্যাধিক্যহেতু ধান্যাদিতে লোকসমূহের আদরাতিশয়। ২ তুলাধরণাধিক্য। ক্রমক্রমাদর, মূল্যাধিক্যহেতু নিশ্চয়রূপে পরিচ্ছেদন। পর্য্যায়—প্রযাম। দুষ্পাদ্যত্ব, দুর্লভত্ব। (অব্যয়) ৪ বচননিবৃত্তি।

নীবার (পুং) নি-বৃ-ঘঞ্, উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। তৃণধান্যভেদ। চলিত উড়ীধান, হিন্দী তিনী। পর্য্যায়—তৃণধান্য, বনব্রীহি, অরণ্যধান্য, মুনিধান্য, তৃণোদ্ভব, অরণ্যশালি। ইহার গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, পবিত্র, পথ্য, লঘু। (রাজনি°)

"প্রসাধিকা তু নীবারস্তৃণান্নমিতি চ স্মৃতম্।
নীবারঃ শীতলোগ্রাহী পিত্তঘ্নঃ কফবাতকৃৎ॥" (ভাবপ্র°)

পর্য্যায়—প্রসাধিকা ও তৃণান্ন। গুণ—শীতল, গ্রাহী, পিত্তনাশক; কফ ও বায়ুকারক। [ধান্য দেখ।]

নীবারক (পুং) নীবার এব স্বার্থে কন্। নীবার, তৃণধান্যভেদ।

নীবি (স্ত্রী) নিব্যয়তি নিবীয়তে বা নি-ব্যে-ইঞ্, যলোপঃ পূর্ব্বস্য দীর্ঘঃ (নৌ ব্যো যলোপঃ পূর্ব্বস্য চ দীর্ঘঃ। উণ্ ৪।১৩৫)

১ পরিপণ, বাজি। ২ বণিক্‌দিগের মূলধন। ৩ রাজপুত্রাদির বন্ধক। (সুভূতি) ৪ স্ত্রীকটীবস্ত্রবন্ধ, ভাষায় কোঁচড়ী।

"একবস্ত্রাত্বধোনীবী রোদমানা রজস্বলা।" (ভারত ২।৬৩।১৯)

'স্ত্রীকটীবস্ত্রবন্ধ' এই স্থলে স্ত্রীউপলক্ষণমাত্র, পুরুষকটীবস্ত্রবন্ধও বুঝাইবে। ৪ বস্ত্রমাত্র। ৫ পরিহিত বস্ত্রের বামাঙ্গগ্রন্থি।

"নীবীং বিস্রংস্য পরিহিতবস্ত্রস্য বামাঙ্গগ্রন্থিং মোচয়িত্বা আচমনমাহ বৌধায়নঃ।" (যজুর্ব্বেদী শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

শূদ্রদিগের পিত্রাদি শ্রাদ্ধে মোটকবন্ধন। (মথুরেশ)

নিবি-কৃদিকারাদিতি বা ঙীষ্।

নীবীভার্য্য (ত্রি) বস্ত্রের মালিন্যনিবারণ জন্য উপরিস্থ আচ্ছাদক।

নীবৃৎ (পুং) নিয়তং বর্ত্ততে বসত্যত্র জনসমূহঃ ইতি নী-বৃ অধিকরণে ক্বিপ্। ততো পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ (নহিবৃতিবৃধিব্যধিরুচিসহিতনিষু কৌ। পা ৬।৩।১১৬) জনপদ, দেশ।

নীব্র (ক্লী) নিতরাং ব্রিয়তে বৃ-বাহুলকাৎ ক পূর্ব্বদীর্ঘশ্চ। ১ ছদিপ্রান্তভাগ, চলিত ছাঁচি। পর্য্যায়—বলীক, পটলপ্রান্ত। ২ নেমি। ৩ চন্দ্র। ৪ রেবতীনক্ষত্র। ৫ বন। অমরকোষে 'নীব্র' ইহার পাঠান্তর নীধ্র এইরূপ লিখিত আছে।

নীশার (পুং) নিঃশেষেণ নিতরাং বা শীর্য্যন্তে হিমবায়্বাদয়োঽনেন অস্মাদত্র বা শৄ-ঘঞ্, উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। ১ হিম ও বায়ুনিবারক আবরণবস্ত্র, চলিত পর্দ্দা প্রভৃতি, হিমানিল প্রাবরণঘনমহদ্বস্ত্র। কাণ্ডার। (নয়নানন্দ।) মশারি। ২ কাণ্ডপথ, চলিত কানাৎ।

"গৌরিবাকৃতনীশারঃ প্রায়েণ শিশিরে কৃশঃ।" (সিংকৌ° ৩।৩।২১)

নীষহ্ (ত্রি) অতিক্রম, জয়।

নীহার (পুং) নিহ্রিয়তে ইতি নি-হৃ-ঘঞ্ উপসর্গস্য ঘঞীতি দীর্ঘত্বং। ১ ঘনীভূত শিশির। পর্য্যায়—অবশ্যায়, তুষার, তুহিন, হিম, প্রালেয়, মহিকা, খজল, নিশাজল, নিহার, মিহিকা। (শব্দরত্ন°)

"খাণ্ডবঞ্চ বনং সর্ব্বং পাণ্ডবো বহুভিঃ শরৈঃ।
প্রাচ্ছাদয়দমেয়াত্মা নীহারেণেব চন্দ্রমাঃ॥" (ভার° ১।২২৮।২)

ইহার গুণ—কফ ও বায়ুবর্দ্ধক। (রাজব°) ২ কুজ্ঝটিকা।

[নিহার দেখ।]

নীহার, হিমালয়ের পাদদেশে স্থিত একটী প্রাচীন জনপদ। পৌরাণিক উজ্জিহান জনপদের দক্ষিণপশ্চিমে এবং বর্ত্তমান কাবুল ও সরখাস্ নদীর সঙ্গমস্থলে জলালাবাদ নগরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। এই নগর মৎস্য ও বামনপুরাণে নিগর্হর বা নিরাহার এবং আর্য্যাবর্ত্তমানচিত্রে নিগর্হর নামে উল্লিখিত হইয়াছে। অধ্যাপক লাসেনের ধারণা এই স্থানের নাম নগরহার। তিনি অনুমান করেন, টলেমি বর্ণিত উদ্যানপুরের নিকটবর্ত্তী নগর নামক জনপদ উজ্জিহানের নিকটবর্ত্তী নিগর্হর বলিয়া বোধ হয়। ২ গোমতীতীরবর্ত্তী একটী গ্রাম। (ভা° ব্রহ্মখণ্ড ৫৭ অধ্যায়)

নীহারস্ফোট, বৃহদাকার নীহারপিণ্ড, বরফের বড় বড় পিণ্ড।

নীহারিকা (Nebulæ) যে সকল নক্ষত্র চক্ষুর গোচর নয়, কিন্তু দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে কুজ্ঝটিকাবৎ প্রতীয়মান হয়।

[নিহারিকা দেখ।]

নু (অব্য) নৌতি নুদতি বা। নু, নদ বা মিতদ্রু,দিত্বাৎ ডু। ১ বিতর্ক।

"নিষ্কম্পচামরশিখাশ্চ্যুতকর্ণভঙ্গাঃ
ধাবন্তি বর্ত্মনি তরন্তি নু বাজিনস্তে।" (শকুন্তলা ১ অঙ্ক)

২ অপমান। ৩ বিকল্প। ৪ অনুনয়। ৫ অতীত। ৬ প্রশ্ন। ৭ হেতু। ৮ অপদেশ। ৯ আদেশ। ১০ অনুতাপ। ১১ সংশয়। ১২ সম্মান। ১৩ সম্বোধন। ১৪ অপমান।

"কথং নু রাজংস্তৃষিতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রমকর্ষিতঃ।" (ভারত ৩।৬৩।১২)

নু (পুং) অনুস্বার। (বোপদেব)

"নুবী পূর্ব্বেণ সম্বন্ধৌ নুস্তৌ তু পরগামিনৌ॥" (দুর্গাদাস)

নুআ (দেশজ) নম্র বা বিনয়ী, নীচু, হেলা, বক্র।

নুকসান্ (আরবী) ক্ষতি, হানি।

নুগ্গিন, দিল্লীর নিকটবর্ত্তী একটী নগর। এই নগর উত্তর শাহরাণপুর জেলার অন্তর্গত। অক্ষা° ২৯° ২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৬´ পূঃ। এখানে কএকটী পুরাতন কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে কালুখাঁর দুর্গ প্রসিদ্ধ।

নুঙ্গক্লো, আসামের অন্তর্গত একটী জেলা। এই স্থানের রাজা তীর্থসিংহ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে স্বীয় রাজ্য সন্ধিপত্র দ্বারা ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করেন। এই সন্ধির মর্ম্ম এই যে, কোম্পানি রাজাকে বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবেন। রাজা দেশের আইনানুসারে প্রজাপালন করিবেন। যদি কোন ব্যক্তি কোম্পানির অধিকৃত স্থান হইতে অন্যায় কার্য্য করিয়া রাজার রাজ্যে আশ্রয় লয়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে কোম্পানির নিকট অর্পণ করিবেন।

নুজিৎ-উদ্দৌলা, (নজিৎ) রোহিলখণ্ডের জনৈক শাসনকর্ত্তা। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইনি দিল্লীর শাসনভার প্রাপ্ত হন এবং শাহ্ আলমের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ জেওয়ান্ বখ্‌তের প্রতিনিধি হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। পাণিপথের যুদ্ধের পর ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে পেশবা মাধোরাও বহুসংখ্যক সৈন্যসংগ্রহ করিয়া হিন্দুস্থান জয় করিতে প্রেরণ করেন। বিশ্বজী কৃষ্ণ, মাধোজী সিন্দিয়া এবং তুকাজী হোলকরের সৈন্যদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন॥ ইহারা রাজপুত রাজাদিগকে পরাভব করিলেই নুজিৎ-উদ্দৌলার মনে ভীতির সঞ্চার হইল এবং পেশবাস্তে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু পাণিপথের যুদ্ধে ইনি মরাঠাদিগের বিরুদ্ধে বিপুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তজ্জন্য মাধোজী সিন্দিয়া প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। বিশ্বজী কৃষ্ণ সন্ধির বিবরণ পেশবার কর্ণগোচর করাইলেন। পেশবা আদেশ করিলেন যে, নুজিৎ-উদ্দৌলার সঙ্গে বন্ধুত্ব না হইলেও প্রস্তাবিত বিষয়ের উপকারিতা বিচারপূর্ব্বক শুনিতে হানি কি? তখন মহারাষ্ট্রীয়গণের ইচ্ছা কৌশলক্রমে ঐ স্থানে

ইংরাজের হস্ত হইতে বাহির করেন; কিন্তু তাঁহাদের এ আশা ফলবতী হইল না। অল্পদিন মধ্যেই মুজিৎ-উদ্দৌলা ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন।

মুজিফ্ খাঁ, (নাজিফ খাঁ) ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণের প্রভাব খর্ব্ব হইলে মুজিফ্ খাঁ দিল্লীসম্রাটের সভায় পুনর্ব্বার প্রতিপত্তি লাভ করিলেন।

নবাব উজীর মুজিফ খাঁকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সম্রাট্সভায় তাঁহাকে তাঁহার প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। মুজিফ্ খাঁ অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। রোহিলখণ্ডবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি ইংরাজ এবং সুজা-উদ্দৌলার সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি জাঠদিগকে পরাভব করেন। সমস্ত আগ্রায় তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইল। যখন তিনি দূরদেশে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন আপনার লোকের মধ্যে কেহ কেহ শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আবদুল আহম্মদ খাঁকে বাদশাহের সভায় স্বীয় প্রতিনিধি রাখিয়াছিলেন। ইঁহারই হস্তে রাজকার্য্য এবং সাংসারিক কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। এই নূতন দেওয়ানকে মুজদ্-উদ্দৌলা খ্যাতি দেওয়া হইয়াছিল। তিনি সম্রাটের নিকট প্রভুর কুৎসাকীর্ত্তন করিয়া স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। মুজিফের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ষড়যন্ত্র চলিতে ছিল, তাহা যে তিনি বুঝিতে পারেন নাই তাহা নয়, তখন তাঁহার হৃদয় গাঢ় চিন্তায় মগ্ন ছিল। ইহা অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠকার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং প্রাণপণে তাহার উদ্ধারসাধনে যত্ন করিতেছিলেন। তাঁহার সুশিক্ষিত পদাতিক সৈন্যের গুণেই এই বিরাট্ ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। যে সময় দিল্লীর সম্রাট্ ইংরাজদিগের আশ্রয়ে ছিলেন, সেই সময় তাঁহাদের কর্ত্তৃক উক্ত পদাতিক সৈন্যের উৎকৃষ্টাংশ সুশিক্ষিত হইয়াছিল। মুজিফ্খাঁর অধীনে বিখ্যাত দুইদল সৈন্য ছিল। ইহার একদল জর্ম্মণবাসী সমরুর হস্তে এবং অপর দল ফরাসী ম্যাডকের অধীনে ছিল।

মুজিফ্ খাঁ নির্ব্বিঘ্নে অসাধারণ ক্ষমতা বিস্তার করিলেন। তিনি জুলফিকার খাঁ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক আমীর উল্ওমরাও হইলেন। অনন্তর ন্যায়পরায়ণতা ও দৃঢ়তার সহিত সম্রাট্ ও সাম্রাজ্য এই উভয়ই শাসন করিতে লাগিলেন।

মুজিব্-উদ্দৌলা, (নাজিব্ উদ্দৌলা) রোহিলখণ্ডের একজন খ্যাতনামা সুদক্ষ বীরপুরুষ এবং জমিদার। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আহ্মদ শাহ ইহাকে সেনাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বাদশাহের অনুপস্থিতিকালে উজীর নাজিব-উদ্দৌলাকে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার নিজের লোক নিযুক্ত করেন। দিল্লীর রাজপুত্র আলীজহর পিতার উজীরের ব্যবহার সহ্ করিতে না পারিয়া নাজিবের নিকট আসিয়া আশ্রয় লন। পুনর্ব্বার বাদশাহ নাজিব উদ্দৌলাকে সেনাপতিত্বে বরণ করেন। এই সময়ে ২য় আলমগীরের উজীর সাহেব্-উদ্দীন্ স্বীয় ক্ষমতা দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। রঘুনাথ রাও (রাঘব) এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মালব হইতে দিল্লীযাত্রা করিয়া নগর অবরোধ করিলেন। নাজিবউদ্দৌলা কোন ক্রমে পলায়ন করিলেন। রাঘব হিন্দুস্থান পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যসমূহ দুই দলে বিভক্ত করিলেন। একদল লাহোরে রহিল এবং একদল দিল্লীতে রহিল। শেষোক্ত দলের নেতৃত্ব দত্তজী সিন্দিয়ার হস্তে ন্যস্ত হয়। তিনি সাহেব-উদ্দীনের পরামর্শমত নাজিব উদ্দৌলা এবং রোহিলখণ্ডবাসী-দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। অবশেষে নাজিব-উদ্দৌলা গোবিন্দপন্থের সমুদয় সৈন্য নষ্ট করিয়া গঙ্গাপারে তাড়াইয়া দেন। ইতিমধ্যে আহ্মদ শাহ্ আলী ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব অধিকার জন্য আসিয়া নাজিবের সহিত মিলিত হইলেন। উভয়ে একত্র হইয়া দত্তজী সিন্দিয়াকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করেন। আহ্মদশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আলী জহর শাহ্ আলম্ উপাধিধারণপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিলেন। এই সময়ে রোহিলাগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়াছিল। ইহারা আফগানসৈন্য হইতে উৎপন্ন এবং দিল্লীতে আসিয়া বাস করিতেছিল। এই সময় সর্দ্দার নাজিবউদ্দৌলা স্বীয় স্বাধীনতা বিস্তার করিলেন এবং রোহিলখণ্ডে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে অক্টোবরমাসে নাজিব-উদ্দৌলার মৃত্যু হয়।

মুজিব খাঁ, (নাজিব খাঁ) রোহিলখণ্ডের একজন শাসনকর্ত্তা। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ যখন রোহিলখণ্ড আক্রমণ করেন, তখন তাঁহার বহু ধনরত্ন লুণ্ঠিত হয়।

মুজুফ-খাঁ (নজফ্খাঁ) ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন, ও ১৭৮২ অব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

মুজিবাবাদ, (নাজিবাবাদ) মুরাদাবাদ জেলার একটী নগর। দিল্লী হইতে ৯৫ মাইল উত্তর পূর্ব্বে, অক্ষা° ২৯° ৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১২´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। সহরের এক মাইল পূর্ব্বে পত্থরগড়দুর্গ অতি উৎকৃষ্ট নীলপ্রস্তরে নির্ম্মিত। অদ্যাপি ইহা বিশেষ কারুকার্য্যের পরিচয় দিতেছে। হিন্দুস্থান এবং কাশ্মীরের মধ্যে ব্যবসাস্থাপন উদ্দেশ্যে নাজিব-উদ্দৌলা এই নগর স্থাপন করেন। এখনও এখানে কাঠ, বাঁশ, তাম্র ইত্যাদির বাণিজ্য সুন্দররূপে চলিতেছে।

মুজুফগড়, (নাজফ্গড়) কাণপুর জেলার অন্তর্গত আলাহা-বাদের মধ্যবর্ত্তী একটী নগর। কাণপুর সহর হইতে ১০

ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। ইহার সন্নিকটে নীলকুঠী থাকায় ইহা আরও প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

হুট্‌কা, উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলবাসী জাতিবিশেষ। রকি পর্ব্বতের শীতপ্রধান স্থান হইতে সমুদ্রতট পর্য্যন্তই ইহাদিগের বাস আছে। ইংরাজেরা ইহাদিগকে 'হুট্‌কা কলম্বীয়' নামে আখ্যাত করিয়াছেন, কিন্তু এই নাম তাহাদের দেশীয় নহে। দলভেদে ইহারা চেম্বুক, ক্লীট্‌সপ্, ওয়াকাশ্, মুল্টলোমা বা ক্লামথ্ নামক স্থানীয় আখ্যায় অভিহিত।

ইহাদের অবয়ব খর্ব্ব অথচ স্থূল, দেখিতে প্রায় ইংরাজদিগের তুল্য গৌরবর্ণ। কিন্তু দেশব্যবহারবশতঃ ইহারা সর্ব্বদাই সর্ব্বাঙ্গে নানাপ্রকার মৃত্তিকা লেপন করিয়া রাখে। ইহাদের মস্তকের অবয়ব অপরাপর মনুষ্যের তুল্য। কিন্তু দেশীয় এক কদর্য্য ব্যবহার হেতু ইহাদের সকলের মস্তক চেপ্টা দেখা যায়। এই কারণে ইহাদের মস্তক কোন্ জাতীয়ের সদৃশ তাহা নিরূপণ করা কঠিন হইয়া উঠে। পুত্র জন্মিবামাত্রই তাহার মস্তকের দুইপার্শ্বে দুইখানি কাষ্ঠফলক (তক্তা) সজোরে বাঁধিয়া রাখে। কিছুকাল পরেই তাহাদের মস্তক চিরকালের জন্য চেপ্টা হইয়া যায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এইরূপ বিকৃতাবস্থায় তাহাদের মস্তিষ্কের বা বুদ্ধিশক্তির কোন হানি হয় না। ইহারা কর্ম্মঠ এবং অসভ্যতানুযায়ী সুচতুর; কিন্তু এতাদৃশ শীতল স্থানে বাস করিয়াও ইহারা উপযোগী বস্ত্রাদি বয়ন করিতে জানে না, এই কারণে ইহারা সর্ব্বদা সলোম ভল্লূকচর্ম্ম ধারণ করিয়া থাকে। ইহারা বেশ সুকৌশলে ও তৎপরতার সহিত আপনাদের বাসোপযোগী গৃহাদি ও প্রয়োজনমত নৌকাদি নির্ম্মাণ করিয়া লয়।

ইহাদের আহার ব্যবহার অন্যান্য মনুষ্যজাতি হইতে পৃথক্। সামন মৎস্যই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। উহা ধরিবার জন্য ইহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকে। শীতকালে ভোজনের নিমিত্ত ইহারা পূর্ব্ব হইতে মৎস্যাদি সংগ্রহ করিয়া শুষ্ক করিয়া রাখে। এই মৎস্যসংগ্রহব্যাপার শেষ হইলে পর ইহারা সকলেই মহানন্দ উপভোগ করে। তৎকালে কোন কোন দলপতি বন মধ্যে গিয়া অনাহারে ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রসাধন করিতে থাকে। এইরূপ তপঃকারীদিগকে 'তামিশ' বলা হয়। হুট্‌কাদিগের বিশ্বাস যে, দলপতিরা তপস্যাকালে 'নৌলোক'-নামা এক দেবতার সহিত কথোপকথন করে এবং তাঁহার কৃপায় নানারূপ অলৌকিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়।

প্রবাদ আছে, হুট্‌কারা নরমাংস ভোজন করে, কিন্তু ইহাদিগকে সেরূপ নৃমাংসাশী বলিয়া বোধ হয় না। কেবলমাত্র 'তামিশ' তপস্বিগণ এক একদিন কৃষ্ণলোমবিশিষ্ট চর্ম্ম আচ্ছাদন দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া এবং মস্তকে বল্কল নির্ম্মিত লালবর্ণের মুকুট ধারণপূর্ব্বক বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া গ্রামে প্রবেশ করে। তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই পলায়নপর হয়। কেবলমাত্র সাহসিক বা সাহস-সুখ্যাতির অভিলাষী কোন কোন ব্যক্তি তাহাদের সম্মুখে অগ্রসর হয়। তামিশ এইরূপ ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র তাহাকে ধরিয়া তাহার হস্ত হইতে দুই তিন গ্রাস মাংস দংশন করিয়া কাটিয়া লয়। ঐ দংশনের সময় ধীর হইয়া স্তব্ধ থাকাই প্রশংসনীয়, অন্যথাপক্ষে তাহার নিন্দা হইয়া থাকে। তামিশ অনায়াসে এবং শীঘ্র দংশন করিয়া মাংস না লইতে পারিলেই তাহার অপবাদ হয়। উল্লিখিতপ্রকারে যত মাংস ভোজন হইয়া থাকে, তাহাতেই যতদূর নরমাংসভোজী হওয়া সম্ভব, ইহারা ততদূর মাংসাশী। এতদ্ভিন্ন ইহারা অন্য নরমাংস ভোজন করে না।

ইহাদের ভাষা অনুশীলন করিয়া দেখিলে, ইহাদের অজতেক জাতির শাখা বলিয়া মনে হয়। এই উভয়জাতির ভাষার অনেক শব্দের শেষভাগে "ৎল" বা 'ৎলী' যোগ দেখা যায় এবং উভয়ই এক অর্থে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ দু'একটী শব্দ ও তাহার অর্থ উদ্ধৃত করা গেল যথা—'আপ্‌কুইক্সিৎল্' = আলিঙ্গন; 'তোমক্স্তিক্সিৎল্' = চুম্বন; 'হিৎলৎজিৎল্' = জৃম্ভন; 'আগ্‌কোয়াৎল্' = যুবতী, রমণী ইত্যাদি।

ইহাদের গৃহাদি কাষ্ঠনির্ম্মিত, অত্যন্ত অপরিষ্কৃত ও মৎস্য-গন্ধে পরিপূর্ণ। গৃহমধ্যে কাষ্ঠে খোদিত কতকগুলি পুত্তলিকাও থাকে। কখন কখন মৎস্য ধরিবার সমস্ত ব্যাপারও দেওয়ালের গাত্রে অঙ্কিত করিয়া রাখে। ইহাদের আবাসস্থান যেরূপ অপরিষ্কার, পরিধেয় বস্ত্রাদিও তদনুরূপ।

কার্পাস বস্ত্র আদৌ নাই বা তদ্বয়নকৌশল ইহারা জ্ঞাত নহে। ভল্লূকাদির চর্ম্মব্যতীত ইহারা 'পাইন' বৃক্ষের ছালে নির্ম্মিত একপ্রকার মাদুর পরিধান করে, সময়ে সময়ে ঐ মাদুরের অন্তঃপৃষ্ঠ সলোমচর্ম্মে আবৃত করিয়া ধারণ করে। কেহ কেহ বা মলিদার ন্যায় একপ্রকার কম্বল প্রস্তুত করে।

ইহাদের প্রধান খাদ্য মৎস্য, ঐ দ্রব্যে গৃহ পরিপূর্ণ রাখে, উহার তীব্রগন্ধে গৃহমধ্যে প্রবেশ করাই কঠিন। হুট্‌কারা সামন মৎস্যের তৈল পান করে এবং তাহার ডিম দিয়া এক প্রকার রোটিকা প্রস্তুত করে। শীতকালে কেবল শুঁটকী সামন তাহাদের প্রাণধারণের একমাত্র অবলম্বন।

ইহারা অত্যন্ত অসভ্য, এজন্য ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তি তত সুতীক্ষ্ণ নহে। মৃগয়া এবং মৎস্যধারণ ভিন্ন তাহারা আর

দ্বিতীয়কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে না। আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ইহারা রক্তবর্ণ মার্কিনজাতি হইতে সর্ব্বপ্রকারে নিকৃষ্ট।

সুটী (দেশজ) কোন বস্তুকে একত্র জড়াইয়া প্রস্তুত গোলাকার পদার্থ।

সুটীসুটী (দেশজ) জড়াইয়া প্রস্তুত গোলাকার বস্তু, গোলা, গোলতাড়া, বাণ্ডিল।

সুড় (দেশজ) খড় বা ঘাসের গোছা।

সুড়ফেলান (দেশজ) কোন অনিশ্চিত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার আশায় টাকা বাজী রাখা বা প্রতিজ্ঞা করা।

সুড়সুড় (দেশজ) ১ অল্পসংযোগে ইতস্ততঃ দোলা। ২ কোন ব্যক্তির নিকট পাইবার প্রত্যাশায় তাহার পশ্চাতে ঘোরা।

সুড়িগুড়ি (দেশজ) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অখণ্ডিত প্রস্তররাশি।

সুড়ি (দেশজ) অখণ্ডিত ক্ষুদ্র প্রস্তরবিশেষ।

সুন্ (দেশজ) লবণ।

সুত (ত্রি) সু স্তবৌ ক্ত। স্তুত, পূজিত, প্রশংসিত।

"তং বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠিতশুদ্ধবুদ্ধিং
চর্ম্মাম্বরং সুরমুনীন্দ্রনুতং কবীন্দ্রম্।
কৃষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গজটাকলাপং
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাং॥" (পুরাণ ইতি প্রসিদ্ধি)

সুতারিয়া, মালবের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সহর। অক্ষা° ২৪° ৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৫´ পূঃ।

সুতি (স্ত্রী) সু-ভাবে-ক্তিন্। ১ স্তুতি।
"পরগুণনুতিভিঃ স্বান্ গুণান্ খ্যাপয়ন্তঃ।" (ভর্ত্তৃহরি) ২ পূজা।

সুত্ত (ত্রি) সুদ-ক্ত পাক্ষিকো নত্বাভাবঃ (সুদবিদোত্তি। পা৮।২।৫৬) ১ ক্ষিপ্ত। ২ প্রেরিত।

সুদি (দেশজ) স্থূলোদর, মোটাপেট, ভুঁড়ি।

সুন্খণ্ড, বালেশ্বরের একটী পরগণা। ক্ষেত্রফল ৩০৬৬ বর্গ-মাইল। এই পরগণায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৭টী জমিদারী আছে এবং মোট আয় ১১০২০৲।

সুন্দরবার, খান্দেশ জেলার একটী নগর। পূর্ব্বে এই নগর অতি বড় ছিল। এখনও ইহার চতুর্দ্দিকে একটী ভগ্ন প্রাচীর আছে। অক্ষা° ২১° ২৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১৫´ পূঃ। এই নগরের নিকটস্থ জমি অতিশয় উর্ব্বরা, কিন্তু জলাভাবে উপযুক্ত শস্যাদি জন্মে না। সহর হইতে একপোয়া দূরে দাদৎপীরের কবর আছে। তথায় কবরের উপর মন্দির আছে, ইহা ব্যতীত আরও কএকটী মন্দির ইহার নিকটে আছে।

সুন্দিয়াল, (অপর নাম গাজীপুর) বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী বহুজনাকীর্ণ সহর। ইহার চারিদিকে কাদার প্রাচীর এবং মধ্যে একটী দুর্গ আছে। অক্ষা° ১৫° ২৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩৭´ পূঃ।

সুন্ন (ত্রি) সুদ-ক্ত নিষ্ঠা তস্য পূর্ব্বপদস্য চ নঃ। ১ হৃত, ক্ষিপ্ত। ২ প্রেরিত।

"প্রসহ্য তেজোভিরসংখ্যতাং গতৈরদস্বয়ানুন্নমনুত্তমং তমঃ।"
(মাঘ ১।২৭)

সুনা, বালেশ্বর জেলার অঙ্কুরা পরগণার একটী প্রকাণ্ড বাঁধ। সমুদ্রের ধার দিয়া প্রায় ১৫ মাইল পর্য্যন্ত ইহা বিস্তৃত রহিয়াছে। অক্ষা° ২০° ৫৮´ হইতে ২১° ১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ৫২´ হইতে ৮৬° ৫৫´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রের জল যাহাতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই জন্যই এই সুনা বাঁধ প্রস্তুত হয়। কিন্তু সময় সময় ইহাতে হিতে বিপরীত ঘটে। গামাই এবং মাতাই নদীর সংযোজক খালের মুখে সুনা বাঁধ; ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে গামাই নদীর জল এই বাঁধের জন্য বাহির হইতে পারে নাই, তজ্জন্য বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা হয়; কিন্তু ঈশ্বরের অনু-গ্রহে বাঁধ জলের বেগ সহ্য করিতে না পারায় আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া যায় এবং ভগ্নস্থান দিয়া নির্ব্বিঘ্নে জল বহির্গত হয়।

সুনা, দিনাজপুরের একটী নদী।

সুনি, মুর্শিদাবাদ হইতে ৭৪ মাইল উত্তরপশ্চিমকোণে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র নগর। অক্ষা° ২৯° ৫৬´ উঃ এবং ৮৭° ৮´ পূঃ।

সুনিয়া (দেশজ) ১ শাকবিশেষ। ২ একপ্রকার নীচ জাতি। গয়া, শাহাবাদ, চম্পারণ, সারণ প্রভৃতি জেলায় এই জাতির বাস। সোরা প্রস্তুতই ইহাদের প্রধান ব্যবসা। ইহা ব্যতীত অনেকে চাষ আবাদ এবং মাটি কাটিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। কি প্রকারে সুনিয়া জাতি উৎপন্ন হইল, সে সম্বন্ধে কোন উপাখ্যান জানা যায় না; তবে এই মাত্র শুনা যায় যে বিদুরভক্ত নামক জনৈক যোগী হইতে অবধিয়ার জন্ম হয়। উক্ত যোগী-বিদুর লোনা মাটীতে বসিয়া তপশ্চরণ করায় তপোভ্রষ্ট হন। তাঁহার আর যোগাভ্যাসে অধিকার রহিল না। রামচন্দ্র তাঁহাকে অভিশপ্ত করিয়া সোরা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। বিন্দ এবং বেলদারদের উৎপত্তি সম্বন্ধেও এইরূপ প্রবাদ আছে। কাহারও মতে, বিন্দজাতির পূর্ব্বপুরুষ হইতে সুনিয়া এবং বেলদার উৎপন্ন হইয়াছে।

বেহারের সুনিয়াজাতির মধ্যে সাতটী সম্প্রদায় আছে; যথা— অবধিয়া বা অযোধ্যাবাসী, ভোজপুরীয়া, খরাওঁত, মঘয়া, ওড়, পচাইয়াঁ, সেমারবার। এক সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি হয় না। এই নিমিত্ত বিবাহাদি দেওয়া একটু কঠিন হইলেও মাতৃকুল, পিতৃকুল প্রভৃতিতে বিবাহ প্রতিবন্ধক নিয়মের শিথিলতাহেতু বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

অতি নিকট রক্তের সংস্রব হইলে বিবাহ নিষিদ্ধ। কিন্তু অন্য তিনকুলে তিনপুরুষ এবং কোন কোন মতে পাঁচপুরুষ পর্য্যন্ত বিবাহ নিষিদ্ধ। সুনিয়াজাতিরা অল্পবয়সেই কন্যার বিবাহ দেয়, কিন্তু অর্থাভাবশতঃ কেহ কেহ একটু বেশী বয়সেও বিবাহ দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে, কিন্তু কাহারও দুয়ের অধিক পত্নী প্রায়ই দেখা যায় না, এবং বংশরক্ষার্থ কেহ একাধিক পরিবার গ্রহণ করিলেও নিন্দনীয় নহে। সাগাই প্রথায় বিধবাগণ নূতন স্বামী গ্রহণ করিতে পারে এবং ইচ্ছামত স্বামী মনোনীত করিতে পারে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ কুটুম্বের মধ্য হইতে লইতে পারে না। মৃতস্বামীর কনিষ্ঠভ্রাতার সহিত অর্থাৎ দেবরের সহিত বিবাহ হওয়াই ইহারা উপযুক্ত মনে করে।

পত্নী অসতী হইলে অথবা পতিপত্নীর সহিত মিল না হইলে পঞ্চায়ত হইতে পত্নীপরিহারের অনুমতি দেওয়া হয়। এইরূপে এক স্বামী পরিত্যাগ করিলে, সুনিয়া স্ত্রীলোকেরা অন্য স্বামীগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যদি একবার অন্যজাতির সঙ্গে সহবাস করে, তাহা হইলে তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে এবং আর স্বজাতির মধ্যে বিবাহ করিতে পারিবে না।

ত্রিহুতীয় ব্রাহ্মণেরা ইহাদের বিবাহাদি কার্য্যে পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। ইহাদের বিবাহপ্রথা অন্যান্য জাতির প্রথা অপেক্ষা একটু পৃথক্। বরের মূল্য কুলরীতি অনুসারে এক জোড়া কাপড় এবং এক টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত। এই মূল্যের নাম তিলক। বিবাহের পূর্ব্বে এই মূল্য নির্ণয় করিতে হয়। বিবাহের পর কন্যা বরযাত্রিগণের সঙ্গে শ্বশুরালয়ে যায় না। যতদিন পর্য্যন্ত দ্বিতীয় সংস্কার না হয়, ততদিন পিত্রালয়েই থাকে। দ্বিতীয় সংস্কারের পর বর আত্মীয়কুটুম্বপ্রভৃতি লোকজনসহ সমারোহের সহিত স্ত্রীকে বাটীতে লইয়া আইসে। ইহাকে দ্বিরাগমন বলে।

অবধিয়া সুনিয়ার মধ্যে 'আম্মাউই সাড়ী' বলিয়া একটী আশ্চর্য্যপদ্ধতি প্রচলিত আছে, এই পদ্ধতি অনুসারে বরকন্যাকে বিবাহের সময় স্থানান্তরে থাকিতে হয়।

বেহারে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মই সুনিয়াদের ধর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে শাক্তের সংখ্যাই অধিক; কিন্তু বৈষ্ণবও অল্পপরিমাণে দেখা যায়। ভগবতী ইহাদের প্রধান আরাধ্যদেবী। ইহারা বন্দী, গোরৈয়া এবং শীতলার পূজা মঙ্গলবার, বুধবার এবং শনিবারে করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা ও বালকেরা বিশেষ কোন দেবদেবীর পূজা করে না; তবে সময় সময় স্ত্রীলোকগণ শীতলাপূজায় যোগ দেয়। সন্ন্যাসী ফকিরগণই এই জাতির গুরু। ইহাদের মৃতদেহ দাহ করা হইয়া থাকে। পাঁচবৎসরের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে তাহার দেহ না পোড়াইয়া গোর দেওয়া হয়।

নোনামাটি হইতে সোরা ও লবণ প্রস্তুত করা ইহাদের পৈতৃক ব্যবসা। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের মধ্যে অনেকে রাস্তা নির্ম্মাণ, পুষ্করিণীখনন, অট্টালিকানির্ম্মাণ, ঘর ছাওয়া প্রভৃতি মজুরের কার্য্য করিয়া থাকে। কেহ কেহ আজ কাল কিঞ্চিৎ জমাজমিও করিয়াছে। যাহাদের জমি জমা নাই, তাহারা শীতকালে কার্য্যের জন্য নানাদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। এই সময়ে ইহারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করে। বঙ্গদেশে আসিয়া ইহাদের অনেকে গোয়ালা প্রভৃতির বাড়ীতে চাকরের কার্য্য করিয়া থাকে।

পাটনা, মুঙ্গের এবং মুজাফরপুরের সুনিয়ারা কুর্ম্মী, কোইরী প্রভৃতি জাতির সমকক্ষ এবং ব্রাহ্মণগণ ইহাদের জল খাইয়া থাকেন। কিন্তু ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, চম্পারণ, শাহাবাদ ও গয়ার সুনিয়াদের জল কেহ পান করে না, তথায় ইহারা তাঁতির সমতুল্য। ইহারা ইন্দুর ও শূকর খাইয়া থাকে। ইহাদের সকলেই প্রায় মদিরাপ্রিয়।

সুভ্র, লাদকের উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত একটী জেলা। হিমালয়ের উত্তরপশ্চিমে শায়ুক নদীর তীরে অক্ষা° ৩৫° হইতে ৩৬° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° হইতে ৭৮° পূঃ মধ্যে অবস্থিত। তিব্বতের মধ্যে এই স্থান অতি উচ্চ এবং অনুর্ব্বরা। নিম্ন সুভ্রের গ্রামসংখ্যা তত অধিক নহে, তবে কি না এথানকার ভূমি সকল অপেক্ষাকৃত বেশী উর্ব্বরা, তজ্জন্য চাষবাসও বেশী রকম।

সুগনী, আরঙ্গাবাদের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৯° ৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ২৩´ পূঃ।

সুগহুলকোট, মলবার প্রদেশের একটী ক্ষুদ্র সহর। কোলিকদু হইতে ৫২ মাইল পূর্ব্বোত্তর ভাগে; অক্ষা° ১১° ৩২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ৩৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

সুত্রি, (লুত্রি) বেলুচীস্থানের কলাতের অন্তর্গত লুক্তের একশ্রেণীর লোক। ইহারা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী। করাচীর সুত্রিগণ কোন রাজপত্নীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে। উক্ত রাজপত্নীর নয়টী পুত্র জন্মে, এই নিমিত্তই ঐ জাতিকে নওমর্দ্দি বলে। বর্ত্তমান সময়ে ইহারা ২২টী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই সমুদায় শাখাই উল্লিখিত ৯ পুত্র হইতে উৎপন্ন।

সুয়াজিস্‌মহম্মদ, (নওয়াজিস্) নবাব আলীবর্দ্দীর ভ্রাতৃপুত্র। আলীবর্দ্দী বেহারের নবাবীপদে নিযুক্ত হইলে পর, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্রের সহিত এক কন্যার বিবাহ দেন। ইহার গর্ভে মীর্জামহম্মদের জন্ম হয়। এই মীর্জামহম্মদ শেষে সিরাজউদ্দৌলা বলিয়া বিখ্যাত হন। সিরাজের নানাদোষ সত্ত্বেও আলীবর্দ্দী ১৭৫৬ অব্দে তাহাকে স্বীয় উত্তরাধিকারী করেন; এই জন্য সুয়াজিস্ মহম্মদ বিলক্ষণ অসন্তোষ প্রকাশ করেন; কেননা

সিংহাসনে তাঁহারই দাবী বেশী। তিনি কয়েক বৎসর ঢাকার শাসনভার গ্রহণ করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন। এই অর্থে তিনি একদল সৈন্য রাখিলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং অসাধারণ ধীসম্পন্ন কিংবা যুদ্ধবিশারদ ছিলেন না; তাঁহার মন্ত্রিদ্বয় হোসেনকুলির্খা ও হোসেনউদ্দীন্ বিশেষ ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা দেখিলেন যে, ইহাদিগকে বিনাশ করিতে না পারিলে আর নিরাপদের সম্ভাবনা নাই। এই সময়ে নুয়াজিস্ মহম্মদ ও হোসেন কুলির্খা একত্র মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতেছিলেন এবং হোসেনউদ্দীন্ ঢাকার শাসনকর্ত্তার প্রতিনিধিস্বরূপ বাস করিতেছিলেন। আলীবর্দ্দী ভাবিলেন, সাবধানতার সহিত এই মন্ত্রিদ্বয়কে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করিতে পারিলেই মঙ্গল। পাছে নুয়াজিস্ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ঢাকায় গিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন, সিরাজউদ্দৌলা এই ভয়ে নিশ্চিন্ত না হইয়া কোন বিবেচনা না করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য কয়েক জন ঘাতক নিযুক্ত করিলেন। ইহারা ঢাকায় প্রবেশ করিয়া নিশীথসময়ে হোসেনউদ্দীনকে নিধন করিল এবং ২।৪ দিন পরে মুর্শিদাবাদের সহরের মধ্যে দিবাভাগে হোসেনকুলিখাঁকে হত্যা করিল। নুয়াজিস্ এবং তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ আহ্‌ম্মদ পরস্পর পৃথক্‌ভাগে নবাবীপদ পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন দুই ভাই একত্র হইয়া চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সিরাজউদ্দৌলার অনুষ্ঠানের ক্রটী নাই, তিনি উপরোক্ত উপায়ে ভ্রাতৃদ্বয়কে শমনভবনে পাঠাইয়া দিলেন।

নুয়ান (দেশজ) নতকরণ, বাঁধন।

নুয়েভা, জুয়ান ডি, পর্ত্তুগালের জনৈক সেনাপতি। ১৫০১ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজেরা যখন তৃতীয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তখন ইনি সেনাপতি হইয়া এদেশে আসেন। কোচিনে পৌঁছিয়া দেখিলেন যে, তথাকার রাজা পর্ত্তুগীজদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। কনানুরের রাজা তাঁহাকে মরিচ ও অন্যান্য পণ্য দ্রব্য ধারে দিয়াছিলেন; কিন্তু কালিকটের সামরীরাজ এখনও প্রতিহিংসায় উদ্দীপ্ত হইয়া নুয়েভার বিরুদ্ধে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ করেন। কোচিনের রাজা তাঁহাকে কূলে লুকাইয়া থাকিতে পরামর্শ দেন, কিন্তু নুয়েভা সেরূপ কাপুরুষ ছিলেন না; যেমনই বিপক্ষের জাহাজ সম্মুখীন হইতে লাগিল, অমনি তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাদের একশত জাহাজকে এরূপ আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা অনন্যোপায় হইয়া সন্ধিসূচক পতাকা উঠাইতে বাধ্য হইল। নুয়েভা তাহাদের সহিত এরূপ উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, সামরীরাজ তাঁহাকে কালিকটদর্শনার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু তিনি আশঙ্কা-ক্রমে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া স্বীয় জাহাজ বোঝাই করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন।

নুরউল্লাপুর, ত্রিপুরাজেলার একটী পরগণা। ক্ষেত্রফল ১৩৩ বর্গমাইল। এই পরগণায় সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী জমিদারী আছে।

নুর্ (আরবী) ১ জ্যোতিঃ, আলোক। ২ দাড়ী। [নূর দেখ।]

নুরতিউঙ্গ, জয়ন্তিয়া পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী একটী নগর। এই স্থানের অধিবাসীরা প্রস্তরের স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। লেফ্‌টেনাণ্ট ইউল সাহেব বলেন যে, এই স্তম্ভের সহিত উঁহাদের ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে।

নুরি, বেহারের জোলাদের একটী শাখা। ইহারা গালার চুড়ি ও আলতা প্রস্তুত করে। কৃষ্ণনগরের জনৈক রাজা ইহাদিগকে উড়িষ্যা হইতে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। ইহারা জহরতেরও কার্য্য করে।

নুরী (দেশজ) ক্ষুদ্রপক্ষিবিশেষ।

নুলা (দেশজ) ক্ষুদ্রহস্তবিশিষ্ট, ছিন্ন হস্ত।

নুবল রায়, (নবল রায়) এতাবাজেলাবাসী একজন সকসেনী কায়স্থ। তাঁহার জীবনের প্রাক্কালে তিনি অযোধ্যার নবাব বুর্হান্ উল্-মুল্কের অধীনে লেখকের কার্য্যে নিযুক্ত হন।

বুর্হান্ গত হইলে, তাঁহার ভাগিনেয় সফ্‌দর জঙ্গ্ অযোধ্যার নবাব-উজীরপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি নবলরায়কে রাজা উপাধি দান করিয়া, সৈন্যাধ্যক্ষ ও আপন সহকারীরূপে নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে সফ্‌দরকে কএক বৎসর দিল্লীতে থাকিয়া বিদ্রোহী দমন করিতে হইয়াছিল এবং মহারাজ নবলরায় স্বয়ং সুশৃঙ্খলার সহিত অযোধ্যাপ্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। যখন বাদশাহ মহম্মদশাহ আলীমহম্মদ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া, শণ্ডল জেলাস্থ বঙ্গশদুর্গ জয়ে বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন, তখন নবাব-উজীরের আদেশে মহারাজ নবল শণ্ডলে যাইয়া একদিনেই ঐ দুর্গপ্রাচীর ভগ্ন করিয়া শত্রুকে হস্তগত করেন। ইহাতে সফ্‌দর সন্তুষ্ট হইয়া তাহার বহু সুখ্যাতি করেন এবং বহুমূল্য উপঢৌকনাদি দান করিয়াছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে রোহিলা-আফ্‌গানগণ বিদ্রোহী হইলে, মহারাজ নবল তাহাদের দমন করিতে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধে তিনি আহ্‌ম্মদ খাঁ বঙ্গশের বিরুদ্ধে বহুক্ষণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। ইহার পর তৎপুত্র খুসালসিংহ রাজা হন।

নুবল (বা) নবলসিংহ, ভরতপুরের জাটবংশীয় রাজা সূর্য্যমল্লের তৃতীয় পুত্র, দ্বিতীয়পত্নীর প্রথম গর্ভজাত। সূর্য্যের প্রথমা স্ত্রীর দ্বিতীয় পুত্র রতনসিংহের মৃত্যু হইলে, তদীয় পঞ্চবর্ষবয়স্ক পুত্র

খেরীসিংহ মল্লিকা কর্তৃক রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন*। নবলসিংহ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার জন্ত ভ্রাতুষ্পুত্রের কর্ম্মকর্ত্তারূপে নিয়োজিত হন। প্রায় একমাস পরে খেরীসিংহের মৃত্যু হইলে, নবলসিংহ সিংহাসন অধিকার করিলেন এবং স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন।

নবল রাজ্যবর্দ্ধনে প্রয়াসী হইয়া, ১১৯৬ হিজরীতে বাণ্ড জাটের পুত্র অজিতসিংহের নিকট হইতে বামালগড় দুর্গ কাড়িয়া লন। এই সময়ে অজিতের সাহায্যের জন্ত দিল্লী হইতে রাজসৈন্ত তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়; কিন্তু পথিমধ্যে নবল কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করে। এই যুদ্ধে তিনি দিল্লীর অধিকারস্থ সিকেন্দ্রা ও অন্তান্ত স্থান দখল করিয়া লন। পরে সম্রাট্ শাহ আলম্ সৈন্তাধ্যক্ষ নজফর্খাকে তাহার বিরুদ্ধে পাঠান। হদল ও বর্সানের নিকটে উভয়দলে যুদ্ধ হয়। পূর্ব্বে নবল যে সকল স্থান নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্য হইতে নজফ্খাঁ ফরিদাবাদ ও অকবরাবাদ জয় করিয়া, পরে দীগ্ দুর্গ জয় করিতে অগ্রসর হন। এই দুর্গে নবলসিংহ অবস্থান করিতেছিলেন। নজফ্খাঁ কর্ত্তৃক এই দুর্গ দুই বৎসর অবরুদ্ধ থাকে। সেই সময়ের মধ্যে নবলের মৃত্যু হয়।

নুবিগঞ্জ, অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তার গঞ্জ। আগ্রার অন্তর্গত একটী নগর। ফরুখাবাদ হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অক্ষা° ২৭´´ ১৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ১৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

নুস্‌রৎখাঁ তোগলক, (নসরতখাঁ) ফিরোজ তোগলকের পৌত্র। ১৩৯৩ খৃঃ অব্দে দিল্লীর জমিদারগণ দুই দল ভুক্ত হন। ইহার মধ্যে এক দল বাদশাহ মহম্মদের ও অপর দল নসরতের পক্ষ অবলম্বন করেন। এইরূপে গৃহ বিবাদ উপস্থিত হইল এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত বিষম হত্যাকাণ্ড চলিল। ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে নসরত একবালখাঁর হস্তে পড়িলেন এবং ক্রীড়া-পুতুল হইলেন। কিন্তু শেষে একবাল নসরতখাঁ ও তাঁহার দলবলকে নগরের বাহির করিয়া দিয়াছিলেন।

নুখুর, দিল্লীর অধীন একটী ক্ষুদ্র নগর। অক্ষা° ২৯° ৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৭´ পূঃ। শাহরাণপুর নগরের ১৪ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত।

নূজবিড় (নূজিবীড়্) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী জমিদারী। এই প্রাচীন স্থানটী কোন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদারের এলাকাভুক্ত। পরিমাণফল ৬৯৪ বর্গমাইল। এই জমিদারীটী ৬র ভাগে বিভক্ত যথা—১ বেত্রপ্রগড়া, ২ বোগুরু, ৩ মীর্জাপুর, ৪ কপিলেশ্বরপুর, ৫ তেলীপ্রোলু ও ৬ মহুরা। ইহার সর্ব্বসমেত বাৎসরিক আয় প্রায় ৬১৭০০০৲ এবং দেয় রাজস্ব প্রায় ১৪১০০০৲।

২ উক্ত জমিদারীর সদর ও প্রধান নগর। অক্ষা° ১৬° ৪৭´ ২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৩´ ২০´´ পূঃ। এখানে প্রায় ১২০০ ঘর লোকের বসতি আছে। বেজবাড়া হইতে ২৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে উচ্চভূমির উপর এই নগর স্থাপিত।

এখানে একটী প্রাচীন মৃত্তিকানির্ম্মিত দুর্গ আছে; এখন উহা জমিদারদিগের আবাসবাটীরূপে পরিণত হইয়াছে। এখানকার বেঙ্কটেশ্বরস্বামীর মন্দির প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উক্ত সময়কার একটী বৃহৎ মুসলমানধর্ম্মমন্দির আছে, অতি অল্প লোকেই উহার আদর করে। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ সুবিশাল বনরাজি, গতশতাব্দীতে এই নগরকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। এই গ্রাম হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে পেরিলসিড গ্রাম পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, উহাই এই নগরপ্রবেশের একমাত্র পথ। এখানে নারিকেল ও আম্রের অনেক বাগান আছে।

নূজগুলা, কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। বিনুকোণ্ডা হইতে ৯ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানকার অম্মবারুদেবমন্দিরের সম্মুখে এবং মণ্ডপের সম্মুখস্থ স্তম্ভগাত্রে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। এই গ্রামের ১ মাইল উত্তরে একটী প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

নূজিকল, দক্ষিণ ভারতের একটী নদী। কোড়গরাজ্যের পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের মেরকারা শাখার নিকটবর্ত্তী সম্পাজী উপত্যকা হইতে উত্থিত এবং পশ্চিমাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া মান্দ্রাজের দক্ষিণকাণাড়া জেলা অতিক্রমপূর্ব্বক কাসরগোড়ের নিকটে বসবনী নামে আরব্যোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

নূত (ত্রি) নূ-স্তবনে কর্ম্মণি ক্ত। স্তুত।

নূতন (ত্রি) নবএব তনপ্ নবস্য নূরাদেশশ্চ। (নবস্য নূরাদেশস্তুপ্তনপ্খাশ্চ প্রত্যয়া বক্তব্যাঃ। বার্ত্তিক ৫।৪।২৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা তনপ্। অপুরাতন, পর্য্যায়—প্রত্যগ্র, অভিনব, নব্য, নব, নবীন, নূত্ন, সদ্যস্ক, অজীর্ণ, অভ্যগ্র, প্রতিনব। (জটাধর) "প্রশমস্থিতপূর্ব্বপার্থিবং কুলমভ্যুদ্যতনূতনেশ্বরম্।" (রঘু ৮।১৫)

নূতনদ্বীপ, ভারতমহাসাগরস্থিত বোর্ণিও দ্বীপের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত একটী দ্বীপপুঞ্জ। ইহার উত্তর ও দক্ষিণে এই নামে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। উত্তরস্থ দ্বীপপুঞ্জ ৪° ৪৫´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ১০৯° পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। অক্টোবর হইতে ডিসেম্বরমাস পর্য্যন্ত চীনবন্দরাভিমুখী জাহাজ সকল নিরাপদে

* চাহার-গুলজার-সুজাই গ্রন্থে লিখিত আছে যে রতনসিংহের পুত্রের নাম রণজিতসিংহ, কিন্তু মাজমাউল্ অখবর নামক ইতিহাসে এই রণজিৎ সূর্য্যমল্লের কনিষ্ঠপুত্র বলিয়া বর্ণিত আছে। চাহার-গুলজারে লিখিত আছে, ইনি রণজিতের বিরুদ্ধে অনেকবার বিদ্রোহী হন। ইনি মহারাষ্ট্রীয় সেনা সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনী ও মালবদেশ জয় করেন।

এই দ্বীপের দক্ষিণপথে গমনাগমন করে। দক্ষিণস্থ দ্বীপপুঞ্জ অক্ষা° ৩° উঃ ও দ্রাঘি° ১০৯° পূঃ মধ্যে এবং বোর্ণিও দ্বীপের উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। মধ্যস্থ বৃহৎদ্বীপ লম্বে ৩৪ মাইল এবং প্রস্থে সর্ব্বত্রই প্রায় ১৩ মাইল। ইহার চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী দৃষ্ট হয়। এই দ্বীপগুলি প্রায়ই পর্ব্বতময়। ইহার কোন কোনটী এত উচ্চ যে ৪৫ মাইল দূর হইতেও ইহার শিখরদেশ দেখা যায়। এখানে মলয়জাতির বাস।

নূতনপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কর্ণুলজেলার নন্দীকোটকুরুর ১২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানে আঞ্জনেয়ের একটী ভগ্নমন্দির ও ঐ মন্দিরগাত্রে একখানি অস্পষ্ট শিলালিপি আছে।

নূত্ন (ত্রি) নব এব নবস্য স্বপ্ নূরাদেশশ্চ। নূতন।

"নত ইন্দ্র সুমতয়ো ন রায়ঃ সংচক্ষে পূর্ব্বা উষসো নতূন্নাঃ।"

(ঋক্ ৭।১৮।২০) 'নূত্না নূতনাশ্চ' (সায়ণ)

নূদ (পুং) নুদতি রোগাদ্যানিষ্টমিতি নুদ-ক পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। অশ্বত্থাকার ব্রহ্মদারুবৃক্ষ। [ব্রহ্মদারু দেখ।]

নূন, উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী জেলার একটী প্রধান নদী। জেলার মধ্যভাগ হইতে উত্থিত হইয়া অক্ষা° ১৯° ৫৩´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৩৮´ পূর্ব্বে দয়ানদীতে আসিয়া মিলিয়াছে। পরে দয়ানামে প্রবাহিত হইয়া চিল্কাহ্রদে পতিত হইয়াছে। এই নদীতে সময় সময় বন্যা আসিয়া তীরস্থ শস্যাদি নষ্ট করে। ইহার তীরভূমি স্বভাবতঃ উচ্চ এবং জলস্রোত আটকাইবার জন্য স্থানবিশেষে বাঁধ দ্বারা সুরক্ষিত।

নূনম্ (অব্য) নু উনয়তীতি উন পরিহাণে অম্। ১ তর্ক, উহ। ২ অর্থনিশ্চয়।

"স্বর্গদঞ্চ তথা প্রোক্তং জ্ঞানিনাং মোক্ষদং তথা।
ন ভবিষ্যতি তন্নূনমনয়াদেবকন্যয়া॥" (দেবীভাগ° ১।১০।৩৬)

৩ অবধারণ। ৪ স্মরণ। ৫ বাক্যপূরণ, পাদপূরণার্থ শব্দ। ৬ উৎপ্রেক্ষা।

"মন্যে শঙ্কে ধ্রুবং প্রায়ো নূনমিত্যেবমাদয়ঃ।"

(সাহিত্যদ° ১০ পরি)

নূপুর (পুং ক্লী) নূ-ক্বিপ্ নুবি পুরতি পুর অগ্রগমনে-ক। স্বনামখ্যাত পাদভূষণ, চলিত নেপুর, পর্য্যায়—পাদাঙ্গদ, তুলাকোটি, মঞ্জীর, হংসক, পাদকটক, পদাঙ্গদ। (শব্দরত্না°)

"গুণবানপি মৌখর্য্যাৎ পাদে লুণ্ঠতি নূপুরঃ।
হারস্তু মূকভাবেন কণ্ঠবল্লভতাং গতঃ॥" (উদ্ভট)

নূপুরবৎ (ত্রি) নূপুরঃ বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্ মস্য ব। ১ নূপুরযুক্ত (চরণ)। ২ নূপুরযুক্তমাত্র।

নূর্ (আরবী) আলোক। জ্যোতিঃ, সৌন্দর্য্য। যেমন নূর-উল্ ইমান অর্থে 'ধর্ম্মের-আলোক', নূরজহান্ শব্দে জগজ্জ্যোতি" বা জগতের সৌন্দর্য্য এইরূপ বুঝায়।

নূরআলীশাহ, মুসলমানদিগের সুফী সম্প্রদায়ের একজন গুরু এবং মীর মসুম্ আলীশাহের পুত্র ও শিষ্য। ইহার পিতা দাক্ষিণাত্যবাসী সৈয়দআলী রজা নামক জনৈক মুসলমান কর্তৃক দীক্ষিত হন। পারস্যরাজ করীম্ খাঁর রাজত্বকালে, ইহারা পিতাপুত্রে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া সিরাজনগরে উপনীত হন ও তথায় আপনাদের অবলম্বিত নূতন মত প্রচার করেন। অল্পদিন মধ্যে প্রায় ত্রিশহাজার লোক তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। নূরআলী প্রথমে ইস্পাহান নগরে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য বক্তৃতা করেন। তাঁহার বয়স অত্যন্ত অল্প হইলেও তিনি দয়া ও দাক্ষিণ্যে বৃদ্ধের অধিক ছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার এই গুণের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। দিন দিন তাঁহার শিষ্যসংখ্যা বাড়িতে দেখিয়া ইস্পাহানস্থ ধর্ম্মযাজকগণ বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন। পরে ষড়যন্ত্র করিয়া সুফী সাম্প্রদায়িক মতের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করিয়া রাজা আলীমর্দ্দন খাঁর নিকট পবিত্র ও সত্য ইস্লাম ধর্ম্মস্থাপনের জন্য আবেদন করেন এবং বলেন যে ইহারাই সত্য-ধর্ম্মের উপর লোকের অবস্থা কমাইতেছে। রাজা তাহাদের এই পত্র পাইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন এবং সত্যধর্ম্মের উপর বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করিয়া এই আদেশ করেন যে, এরূপ সত্যধর্ম্মের নিন্দাবাদ ধর্ম্মবিরুদ্ধ এবং রাজনীতিবিরুদ্ধ। সেই মুহূর্ত্তেই তিনি হুকুম দিলেন যে, এই বিরুদ্ধাচারীদিগের নাসা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দাও। সেই সঙ্গে কাহারও কাহারও অপমানজনক দাড়ি কাটিয়া দিতে অনুমতি করেন। মূর্খ সৈনিকগণ এই আদেশ পাইয়া, কোন বাচ বিচার করিল না, যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহার নাক, কাণ ও দাড়ি কাটিয়া দিল। এই সময়ে মুসলমান-ধর্ম্মজগতে অনেক নিরীহ ইস্লাম-ধর্ম্মসেবীকে এই নিগ্রহ-ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইনি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া মোসলনগরে ফিরিয়া আসেন। প্রবাদ, বিষভক্ষণে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১২১৫ হিজিরায় ঐ নগরে তাঁহাকে প্যাগম্বর জোনাসের কবরপার্শ্বে গোর দেওয়া হয়। এই সময় তাঁহার প্রায় ষাটহাজার শিষ্য হইয়াছিল।

নূরউদ্দীন্‌করারী, একজন কবি। ৯৭৪ হিজিরায় গিলান্ প্রদেশ পারস্যরাজ তহ্মাস্পের অধিকারে আসিলে, ইহার পিতা মৌলান আবদুর-রজাক্ নিষ্ঠুররূপে নিহত হন। ইনি প্রথমে গিলানের শাসনকর্ত্তা আহম্মদ্ খাঁর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। পিতার মৃত্যু এবং আহ্‌ম্মদের রাজ্যচ্যুতি দেখিয়া, তিনি কোয়াজ-বিনে পলাইয়া যান। পরে ৯৮৩ হিজিরায় তিনি স্বয়ং এবং

তদীয় ভ্রাতা আবুল্‌-ফৎ ও হুমানকে সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষে পলাইয়া আসেন। সম্রাট্ অক্‌বরশাহ প্রথমে তাঁহাকে সৈন্তাধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করেন, কিন্তু তিনি অস্ত্রধারণে নিতান্তই পরাঙ্মুখ ছিলেন। এক সময়ে তিনি স্বীয় দল মধ্যে বিনা অস্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলে, তাহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিল। তাহাতে তিনি উত্তর করেন যে, তাঁহার মত (বিদ্যানুরাগী) লোকের যুদ্ধবিদ্যা ভাল লাগে না। তিনি আরও বলিলেন যে, যখন তৈমুর দেশ অধিকারে অগ্রসর হন, তখন তিনি উষ্ট্রগবাদি ও পোটলাপুটলী দলের মধ্যস্থলে লইতেন এবং স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বপশ্চাতে রাখিতেন। কেহ তাঁহাকে বিদ্রূপচ্ছলে বিদ্বান্ ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দেন যে স্ত্রীলোকদিগেরও পশ্চাতে বিদ্বান্ ও পণ্ডিতগণের থাকিবার স্থান, কারণ বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি কখনই সাহসী হইতে পারে না।

তাঁহার এই অসদ্ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া, সম্রাট্ অক্‌বর তাঁহাকে রাজকার্য্যের প্রয়োজনে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন। তথায় ৯৮৮ হিজিরায় মুজাফর খাঁর শাসনাধীনে বাঙ্গালায় যে রাষ্ট্রবিপ্লব হয়, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার কবিত্ব-শক্তি যত থাকুক না থাকুক, তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবিশিষ্ট ও চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁহার একটু পাগলের ছিট্ ছিল। তিনি নিজ ভ্রাতা আবুল্‌-ফৎকে মূর্ত্তিমান্ সংসার, হুমানকে প্রত্যক্ষ স্বর্গীয় সুখ এবং আপনাকে প্রেমের অবতার বলিয়া ভাবিতেন। এই কারণে তিনি সকল সময়েই কাহারও সহিত মিশিতেন না।

নূরুউদ্দীন্‌সরাই, পঞ্জাবের বড়ী-দোয়াব বিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। ইরাবতী নদীর বামকূলের ২৭ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এবং লাহোর নগর হইতে ৩৪ মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে অক্ষা° ৩১° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫২´ পূর্ব্বে অবস্থিত।

নূরুউদ্দীন্‌মহম্মদ মীর্জা, ইনি আলাউদ্দীন্ মহম্মদের পুত্র ও খাজা হোসেনের পৌত্র। সম্রাট্ বাবরের কন্যা গুল্‌রুখ্ বেগমকে ইনি বিবাহ করেন। ইহারই কন্যা সলিমা সুলতানার সহিত অক্‌বরের অভিমতে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে (জালন্ধরে) খান্‌খানান বৈরাম খাঁর বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়।

নূরুউদ্দীন্‌মহম্মদ উফি, একজন মুসলমান গ্রন্থকার। ইনি 'জামো-উল্-হিকায়াৎ' নামে একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ১২৩০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর আল্‌তামাসের সৈন্যাধ্যক্ষ নিজাম-উল্-মুলক্ মহম্মদের নামে ঐ পুস্তকখানি উৎসর্গ করেন।

নূরুউদ্দীন্ সফেদুনী, একজন মুসলমান কবি। হিরাটের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত জামনগরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মহ্‌হদ্ সহরে তাহার বিদ্যাশিক্ষা-শেষ হয়। বাবর শাহের নিকট পরিচিত হইবার পূর্ব্বে, ইনি হুমায়ুনের বন্ধুত্ব লাভ করেন। সম্রাট্ হুমায়ুন ইহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। সকল সময়েই আপনার সঙ্গে রাখিতেন। সম্রাট্ ইহার আচরণে পরিতৃপ্ত হইয়া সফেদুন পরগণা জায়গীর স্বরূপ ইহাকে দান করেন। এই অবধি তিনি সফেদুনী আখ্যা প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ অক্‌বরের নিকট ইনি সামানা পরগণার ফৌজদারী ও 'নবাব-তরখান্' উপাধি লাভ করেন। সামানার ফৌজদারপদে থাকিয়া ইনি সেরমহম্মদ দিবানকে ধনুরী নামক স্থানে পরাজিত করিয়া ৯৭৩ হিজিরায় তাহার প্রাণনাশ করেন।

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে বা ৯৭৭ হিজিরায়, ইনি যমুনা নদী হইতে কর্ণাল পর্য্যন্ত একটী খাল কাটাইয়া দেন; এই খাল সৈখু-লহর নামে প্রসিদ্ধ। ঐ বৎসর সম্রাট্ অক্‌বরশাহের পুত্র জাহাঁগীর জন্মগ্রহণ করিলে, ইনি আদরের সহিত সম্রাট্‌পুত্রের 'সেখ-বাবা' নামকরণ করেন। ইনি সুলতান সেলিমের মাতের জন্য উক্ত খালেরও সৈখু নাম দেন। বিদ্যাচর্চ্চার জন্য কেহ কেহ ইহাকে মোল্লা নূরুউদ্দীন্ বলিয়া সম্বোধন করিত। কাব্য-জগতে ইনি বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। সাময়িক কবিগণ ইহাকে 'নূরী' আখ্যা দেন। ইহার কৃত একখানি 'দিবান্' ও স্তোত্রমালা পাওয়া যায়।

নূরুউদ্দীন্‌সেখ, একজন ঐতিহাসিক। ইনি পারস্যভাষায় 'তারিখ-কাশ্মীর' নামে একখানি কাশ্মীরপ্রদেশের ইতিহাস রচনা করেন। এই গ্রন্থের শেষখণ্ড হায়দর মল্লিক ও মহম্মদ আজিম কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ হয়।

নূরুউল্‌-হক্ (সেখ বা শাহ) একজন গ্রন্থকার। দিল্লীবাসী আবদুল্ হক্‌বিন্ সৈখুদ্দীনের পুত্র। ইনি পিতার লিখিত ইতিহাসের পূর্ণ সংস্কার করিয়া 'জুবদৎ-উৎ-তবারিখ' নাম দিয়া প্রকাশ করেন। পূর্ব্বগ্রন্থে যে সকল ভুল ও ছাড় ছিল, তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া উজ্জ্বলভাবায় পুস্তকখানি নিজ পোষককর্ত্তা ও আত্মীয় সম্রাট্ জাহাঁগীরের প্রধান কর্ম্মচারী মুর্ত্তাজা খাঁর মনোমত করিয়া প্রচার করেন। ইনি সহী বুখারী ও ইসলামধর্ম্মবিষয়ে একটী "সারা" লিখেন। সম্রাট্ আলমগীরের রাজত্বকালে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

অল্-মস্রাকী, অল্-দেলাবী ও অল্-বুখারী এই কয়টী ইহারা মর্য্যাদাসূচক নাম। ইহার ইতিহাসে বাঙ্গালা, দাক্ষিণাত্য, দিল্লী, গুজরাত, মালব, জৌনপুর, সিন্ধু, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশের রাজগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিত আছে।

নূরুউল্‌হক্, একজন বিচারপতি। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বরেলীতে কাজীর কার্য্য করিতেন। পারস্য-ভাষায় কবিতা লিখিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পারস্যভাষায়

তিন লক্ষেরও অধিক শ্লোক রচনা করেন। তাঁহার কবিতারচনার মধ্যে শ্লোকাকারে লিখিত কোরাণের টীকা, আরব্য ও পারস্যভাষায় লিখিত কাসীদা সংগ্রহ, কএকটী মস্‌নাবী এবং পারস্যভাষায় তিনখানি দিবান্ পাওয়া যায়। তাঁহার কবিত্বশক্তির জন্য তিনি 'মুনাইম্' উপাধি প্রাপ্ত হন।

নূর্-উল্লা-সুস্তরী, সম্রাট্ অক্‌বর শাহের রাজসভাস্থ একজন ওমরাও। ইহার আসল নাম 'নূর-উল্লা বিন্-সরীফ্ উল্ হুসেন উস্ সুস্তরী'। ইনি 'মজলিস্-উল্ মোমিনীন্', নামে একখানি গ্রন্থরচনা করেন। এই বিস্তৃত জীবনীতে 'সিয়া' সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ওমরাওদিগের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। ইতিহাস সম্বন্ধে ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ৫ম মজলিস্ বা ভাগে কেবলমাত্র প্রবাদগত জীবনী ও ব্যবহারজীবগণের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে এবং প্রত্যেক চিকিৎসক বা হাকিমের জীবনচরিত্তের শেষভাগে তাঁহাদের কৃত গ্রন্থাদির নামও বর্ণিত হইয়াছে। সিয়া সম্প্রদায়ের মতের উপর তাঁহার একান্ত আস্থা থাকায়, জাহাঁগীরের রাজত্বকালে ১৬১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে বিশেষ নিগ্রহভোগ করিতে হইয়াছিল।

নূর্-উন্নিসা-বেগম, মীর্জা ইব্রাহিম হুসেনের কন্যা ও গুলরুখ্ বেগমের গর্ভজাতা, মুজাফর হুসেন মীর্জার ভগিনী। যুবরাজ সেলিমের সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই সেলিম ভবিষ্যতে ভারতের ইতিহাসে জাহাঁগীর নামে পরিচিত। ১০২৩ হিজিরায় ইনি বর্ত্তমান ছিলেন।

নূর্-ও-কিরাত, ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী কাবুলনদীর শাখা। নূর ও কিরাত নামক দুইটী শাখা বিভিন্ন স্থান বহিয়া, একত্র মিশিয়া কাবুল নদীতে পতিত হইয়াছে।

নূর্‌কোণ্ডী, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। বিজাপুর রাজধানী হইতে ৩৮ মাইল দক্ষিণ-দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। লালপাথরের পাহাড়ের উপর এই নগর স্থাপিত এবং এখানকার গৃহাদিও উক্ত প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পাহাড়ের উপর একটী সুদৃঢ় ও দুর্ভেদ্য দুর্গ রক্ষিত আছে। ইহার শিল্পকার্য্য ও গঠনাদি তত সুন্দর নহে, দেখিতে মোটামুটী পাথর সাজান। ইহার চতুর্দ্দিক্ উচ্চ মুরচাশোভিত।

নূর্‌গুল, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর প্রদেশের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র জেলা। ঘাটপ্রভা ও মালপ্রভা নামক দুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এই জেলায় বাদামী ও রায়দুর্গ নামে দুইটী নগর আছে।

নূরনগর, বাঙ্গালাদেশের অন্তর্ভুক্ত ত্রিপুরা জেলার অধীন একটী ক্ষুদ্র নগর। এই নগর ঢাকা সহরের ৫৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং অক্ষা° ২৩° ৪৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৯১° ৫´ পূর্ব্বে অবস্থিত।

২ খুলনা জেলার অধীন একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে রাজা বসন্তরায়ের বংশধরগণ বাস করিতেছেন।

৩ উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী নগর। মুজাফরনগর হইতে হরিদ্বার যাইবার পথে, মুজাফর নগর হইতে ২২ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে, অক্ষা° ২৯° ৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৯´ পূর্ব্বে অবস্থিত।

নূর্‌গড়, মোগলরাজধানী দিল্লীর নিকটবর্ত্তী একটী নগর। এখন ইহা সেলিমগড় নামে খ্যাত।

নূর্‌ঘাট, বোম্বাই প্রদেশের পুণাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। পেশবা নারায়ণ রাওর মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র মধুরাও ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। বালকের সিংহাসনপ্রাপ্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া রঘুনাথরাও সুরাটে ইংরাজের সাহায্যপ্রার্থনা করেন। ইংরাজসৈন্যগণ পুণানগরের কুড়িক্রোশ দূরবর্ত্তী নূরঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলে, মহারাষ্ট্রীয়গণ পুণা হইতে উক্ত নগর অভিমুখে অগ্রসর হন। তথায় উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধে কোনপক্ষই জয়লাভ করে নাই, কিন্তু রাত্রিকালে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ পেশবার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া, রঘুনাথকে তাঁহার করে অর্পণ করেন।

নূর্‌জা, সিন্ধুপ্রদেশের একটী বৃহৎ গ্রাম। অক্ষা° ২৬° ৩৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° ৫৩´ পূঃ। সেবান ও লরখানা নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যে এবং প্রথমোক্ত নগরের দশ মাইল উত্তরে, সিন্ধুনদের তিনমাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি সমতল এবং জমিতে বৎসর বৎসর পলিপড়ায় ইহার উর্ব্বরতা সম্পাদন হইতেছে। ইহার মধ্য দিয়া অনেকগুলি খাল কাটা আছে, সেই হেতু এখানে প্রচুর পরিমাণে ফসলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে সুমিষ্ট ইন্দারার জলেও চাষ হয়।

নূর্‌জাহান্, (নূর্‌জহান্, নূরমহল্, মেহের্‌উন্নিসা।) ভারতবর্ষের মোগলসম্রাট্ জাহাঁগীরের প্রিয়তমা মহিষী। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে এই রমণীরত্নের সহিত সম্রাট্ জাহাঁগীরের বিবাহ হয়। তদবধি ১৬ বৎসরকাল নূর্‌জাহানের জীবনীই জাহাঁগীরের রাজত্বের ইতিহাস। নূর্‌জাহান্ মহিষী হইয়া অতিশয় প্রভাবসম্পন্না হইয়াছিলেন, তাঁহার পরামর্শ ব্যতীত সম্রাট্ কোন কার্য্যই করিতেন না, কাজেই তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং নূর্‌জাহানের ইতিহাস ঐ সময়েরই ভারতেতিহাসের এক প্রয়োজনীয় অংশ বটে।

নূর্‌জাহানের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া, এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে তাঁহার পিতামহ হইতেই কিছু কিছু পূর্ব্বতন বিবরণ পাওয়া যায়, তৎপূর্ব্বে আর কিছুই পাওয়া যায় না। নূর্‌জাহানের পিতামহের নাম খাজা মহম্মদ

শরীফ্। পারস্তদেশের তেহারান্ নগরে তাঁহার বাস ছিল। পারস্তের অন্তর্গত খোরাসান প্রদেশে যখন মহম্মদ-খাঁ-সরফ্-উদ্দীন্-উগ্‌লু-তাক্‌লু "বেগলার বেগী" ছিলেন, তখন খ্বাজা মহম্মদ শরীফ্ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন (১) এবং সেই সময়েই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন কবি ছিলেন। "হিজ্‌রী" (২) এই উপনাম গ্রহণ করিয়া তিনি কবিতা লিখিতেন। পূর্ব্বোক্ত উগ্‌লু-তাক্‌লুর পুত্র যখন তাতার-সুলতানপদ লাভ করেন, তখন এই খ্বাজা মহম্মদ শরীফ্ তাঁহার উজীরীপদে নিযুক্ত হন। উক্ত সুলতানের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র কোয়াজাক্ খাঁর সময়েও খ্বাজা মহম্মদ শরীফই উজীরীপদে বর্ত্তমান ছিলেন। (৩) তৎপরে কোয়াজাক্ খাঁর মৃত্যু হইলে, পারস্তরাজ শাহ্ তমাস্প খ্বাজা মহম্মদ শরীফ্‌কে ডাকাইয়া য়াজ্‌দ্ নামক রাজ্যের উজীরীপদ প্রদান করেন। (৪)

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ইনি পারস্তরাজ শাহ্ তমাস্পেরই উজীরীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মোগলসম্রাট্ হুমায়ুন শাহ্ যখন শেরশাহ্‌কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পারস্তরাজ শাহ্ তমাস্পের অতিথি হইয়াছিলেন, তখন শাহ্ তমাস্প যে সকল আমীর ও কর্ম্মচারীকে তাঁহার সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত করেন, তন্মধ্যে উজীর খ্বাজা মহম্মদ শরীফ্‌ও ছিলেন (৫)। ৯৮৪ হিজিরায় খ্বাজা মহম্মদ শরীফ্ পরলোকগত হন। এ সময় তাঁহার পুত্রপৌত্রাদি হইয়াছিল।

খ্বাজা মহম্মদ শরীফের দুই ভ্রাতা ছিলেন, একজনের নাম খ্বাজা মীর্জা আহ্মদ ও অপরের নাম খ্বাজালাজি খ্বাজা (৬)।

৯৮৪ হিজিরায় খ্বাজা মহম্মদ শরীফের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার আগামহম্মদ-তাহের ও মীর্জা গায়সউদ্দীন্ মহম্মদ নামে দুই পুত্র বর্ত্তমান। আগামহম্মদ-তাহেরও পিতার ন্যায় 'বাস্‌লি' উপনামে কবিতা লিখিতেন (৭)। মীর্জা গায়সউদ্দীন্ মহম্মদও তখন পরিণতবয়স্ক, বিবাহিত, দুই পুত্র ও দুই কন্যার পিতা হইয়াছেন। মীর্জা গায়সুদ্দীন্ মুসলমান ইতিহাসে সংক্ষেপে গায়স্‌বেগ নামে কথিত। প্রাচীন ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা "গায়স্‌বেগ" শব্দকে "আয়াজ্" শব্দের অপভ্রংশ ভাবিয়া 'আয়াস্‌বেগ' নামে ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গায়স্‌বেগ আলাউদ্দৌলার কন্যাকে বিবাহ করেন। এই আলাউদ্দৌলা (মীর্জা আলাউদ্দীন্) আগামোল্লা নামক এক ব্যক্তির পুত্র। যখন খ্বাজা মহম্মদ শরীফের মৃত্যু হয়, তখন গায়সের মহম্মদ শরীফ্ ও মীর্জা আবুল্‌হসন নামে দুই পুত্র এবং মনীজা ও খাদিজা নামে দুই কন্যা হইয়াছিল। এই পুত্রকন্যাচতুষ্টয় পারস্তদেশেই জন্মগ্রহণ করে।

৯৮৪ হিজিরায় গায়স্‌বেগের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পরই গায়স্ স্ত্রীপুত্রকন্যা লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। ইতিহাসে জানা যায়, এসময় তাঁহাকে অতিশয় দুর্দ্দশায় পড়িতে হইয়াছিল।

যাহা হউক, গায়স্‌বেগ্ দারাপত্য লইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার পত্নী আবার গর্ভিণী ছিলেন। কেবল গর্ভিণী নহে, আসন্নপ্রসবাও বটে, কিন্তু দুরদৃষ্টের এতই পীড়ন যে গায়স্‌বেগ পত্নীর প্রসবকাল পর্য্যন্ত দেশে তিষ্ঠিতে পারিলেন না; আসন্নপ্রসবা পত্নী ও চারিটী পুত্রকন্যা লইয়া (১) দেশত্যাগ করিলেন; গন্তব্যস্থানের স্থিরতা ছিল না, নিঃসহায়ে যৎসামান্ত ধনরত্ন লইয়া দেশত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পিতৃবিয়োগ-বৎসরেই গায়স্‌বেগ স্বদেশ পরিত্যাগ করেন। (২)

ক্রমে গায়স্‌বেগ পারস্ত ছাড়াইয়া আফগানস্থানের সীমান্তবর্ত্তী কান্দাহারের মরুভূমিতে প্রবেশ করিলেন। এখানে দস্যুতে তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। বিপদের উপর বিপদে পড়িয়া গায়স্ পথবাহী বণিকগণের নিকট আহার্য্য ভিক্ষা করিতে করিতে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। ক্রমে মরুভূমি শেষ হইয়া বনপ্রান্তে উপনীত হইলেন। এই সময় পথশ্রমে, দুর্দ্দশার দুর্ভাবনায়, পীড়িত হইয়া গায়স্‌বেগের পত্নী প্রসববেদনায় কাতর হইয়া পড়িলেন। অসহায়ের সহায় ভগবান্, তাই সে অবস্থায় আর কোন অত্যাহিত হইল না, তিনি সুস্থশরীরে এক অপূর্ব্বসুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন। এই কন্যাই ভারতের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্ঞী নূরজাহান্।

কন্যা কোলে লইয়া গায়সদম্পতী বাষ্পাকুললোচনে আকুল হইয়া উঠিলেন। এ শিশুকন্যা লইয়া পথ অতিক্রম

(১) Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 403.)

(২) Ain i-Akbari (Blochmann, p. 622.)

(৩) Ain-i-Akbari (Blochmann, p. 508.) তুযুক ও একবাল-নামায় কোয়াজাক খাঁর উল্লেখ নাই।

(৪) Ikbal-nama-i-Jahangiri (Blochmann, p. 403.)

(৫) বিশ্বকোষ ৭ম ভাগ ৬৮ পৃষ্ঠা, জাহাঙ্গীর শব্দ দেখ।

(৬) এই দুইভ্রাতার সহিত ভারতের কোন সম্বন্ধ নাই। জ্যেষ্ঠ মীর্জা আহ্মদের পুত্র খ্বাজা আমিন রাজী (পারস্ত দেশে রায়সহরবাসী), 'কালান্তর' বা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ পর্য্যটক ও কবি বলিয়া খ্যাত। ১০০২ হিজিরায় তাঁহার "হফ্‌ত ইক্‌লিম" নামক গ্রন্থ রচিত হয়। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নিকট এই কাব্যের ও কবির আদর ছিল। খ্বাজালাজি খ্বাজা ও তৎপুত্র খ্বাজাশাহর উভয়েই সাহিত্যসেবী ছিলেন। Ain-i-Akbari (Blochmann p. 508.)

(৭) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 622.)

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann, p. 510-11.)

(২) „ „ „ „ p. 508.

করিবেন কিরূপে! সঙ্ঘপ্রসূতা ধনীগৃহিণী গায়সপত্নী কন্যা ক্রোড়ে লইয়া পথ চলিতে গেলে, তাঁহাকে হয়ত জীবনত্যাগ করিতে হইবে অথবা দুগ্ধাভাবে বনমধ্যে শিশুটীর মাতৃক্রোড়েই পরমায়ু ফুরাইবে, এই ভাবিয়া উভয়ে অনেক কাঁদিলেন, শেষে সদ্যোজাত কন্যাকে ভগবচ্চরণে নির্ভর করিয়া পরিত্যাগ করাই স্থির করিলেন। বৃক্ষপত্রে শোয়াইয়া বৃক্ষপত্রের আচ্ছাদন দিয়া গায়সবেগ ভারতের ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্ঞীকে মরুভূমিতীরস্থ বনপ্রান্তে পথের ধারে এক বৃক্ষতলে শোয়াইয়া রাখিয়া সদ্যপ্রসূতা পত্নীকে একটী অশ্বতরে আরোহণ করাইয়া প্রস্থান করিলেন। তখন তাঁহাদের দুইটীমাত্র অশ্বতর অবলম্বন ছিল, পুত্র, কন্যা ও পত্নীকে মধ্যে মধ্যে তাহাতে চড়াইয়া আনিতেছিলেন (১)। সদ্যজাত সন্তান এরূপে পরিত্যাগ করিয়া গায়স্-বণিতা অবিরল-ধারায় অশ্রুমোচন করিতে করিতে স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইলেন। অর্দ্ধক্রোশ পথ অতিক্রান্ত হইতে না হইতে শোকে মোহ আসিল, গায়সবনিতা অজ্ঞান হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইলেন। গায়স্ দেখিলেন, যাহার প্রাণের আশঙ্কায় সদ্যজাত শিশুকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, শিশুর বিচ্ছেদে তাঁহারই সেই দশা উপস্থিত! তখন পত্নীকে সুস্থ করিয়া বসাইয়া আবার ফিরিয়া কন্যাকে আনিতে গেলেন। যেখানে শিশুটী ছিল, গায়স্ আসিয়া দেখিলেন, সেখানে এক বিষধর ফণা বিস্তার করিয়া শিশুকে আচ্ছাদন করিতেছে। দেখিয়াই গায়স্ ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চীৎকার শুনিয়া সর্প যেন চমকিয়া উঠিয়া পলায়ন করিল, গায়স্ ছুটিয়া গিয়া কন্যাকে তুলিয়া লইলেন এবং দ্রুতপদে পরিবারবর্গের নিকট ফিরিয়া আসিলেন ও সমস্ত বিবরণ বলিলেন। সকলে ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিয়া আবার যাত্রা করিলেন। (২)

এই সময়ে পশ্চাৎ হইতে ভারতগামী একদল বণিক উপস্থিত হইল। এই দলের অধ্যক্ষ মল্লিক মস্‌উদ্। তিনিও সস্ত্রীক আসিতেছিলেন। গায়সবেগ দুগ্ধপ্রার্থনায় মল্লিক মস্‌উদের নিকট উপস্থিত হইলেন। মল্লিক মস্‌উদ্ গায়স্-পরিবারের আচার ব্যবহার ও আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া তাঁহাদের পরিচয় লইলেন। গায়সবেগও তাঁহার সহৃদয়তায় মুগ্ধ হইয়া আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। মল্লিক মস্‌উদ্ তখন নবজাতা কন্যার অতুলনীয় রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া স্বীয় পত্নীকে দেখাইলেন। মস্‌উদ্-পত্নীও সেই রূপ দেখিয়া এবং স্বামীর মুখে বিবরণ শুনিয়া আনন্দ সহকারে স্বয়ং সেই কন্যার লালনপালনের ভার লইলেন এবং কন্যার ধাত্রীস্বরূপে কন্যার মাতাকেই নিযুক্ত করিলেন। গায়সপত্নী এই অভাবনীয় আশ্রয় পাইয়া কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। (১)

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann, p. 509)

(২) Dow's History of Hindostan, Vol. III p. 23.

মল্লিক মস্‌উদ্ ও গায়সবেগ উভয়ে একত্রই যাত্রা করিলেন। উভয়ে সম্প্রীতিও জন্মিল। কথায় কথায় গায়সবেগ জানিলেন, মল্লিক মস্‌উদ্ ভারতের মোগলসম্রাট্ অকবরের নিকট সুপরিচিত। মল্লিক মস্‌উদ্ প্রস্তাব করিলেন, ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া গায়সবেগকে সম্রাট্-সদনে পরিচিত করিয়া দিবেন। গায়স্ এই ভবিষ্যৎ সুবিধার আশায় মল্লিক মস্‌উদের নিকট বিশেষ বিনীত, কৃতজ্ঞ ও বাধ্য হইয়া রহিলেন। ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে (২) মল্লিক মস্‌উদ্ গায়সবেগকে লইয়া, সদলে ভারতের অন্যতম রাজধানী লাহোরে উপনীত হইলেন, বাদশা অকবর তখন লাহোরেই ছিলেন (৩)। গ্রীষ্মকালে তিনি এই স্থানেই থাকিতেন।

এক দিন গায়সকে লইয়া মল্লিক মস্‌উদ্ সম্রাট্-দরবারে উপনীত হইলেন। দরবারে গায়সের আর একজন অভাবনীয় বান্ধব মিলিল। জাফরবেগ আসফ্ খাঁ নামক একজন উচ্চ পদের রাজকর্ম্মচারীর সহিত ঘটনাক্রমে পরিচয় হইল। পরিচয়ে প্রকাশ পাইল গায়সবেগ ও জাফরবেগ একবংশজাত। এই জ্ঞাতির সাহায্যে মীর্জ্জা গায়সউদ্দীন্ মহম্মদ সম্রাট্-দরবারে পরিচিত হইলেন।

সম্রাট্ তাঁহার বিবরণ জ্ঞাত হইয়া আশ্রয় দিলেন এবং কিছুদিন পরে তাঁহার ব্যবহারে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে তিনশত সৈন্যের মন্‌সবদার নিযুক্ত করিলেন। অদৃষ্টতাড়নে গায়সবেগ-তেহারানী ভারতে আসিয়া এইরূপে মন্‌সবদার হইলেন, এই সময়ে অকবর বাদশাহের রাজত্বের ৪০শ বৎসর (১০০৩ হিজিরা) চলিতেছিল। (৪)

গায়সবেগ এইরূপে সম্রাট্ অকবর শাহ্ কর্ত্তৃক মন্‌সবদার পদে অধিষ্ঠিত হইয়া, ক্রমশঃই সম্রাটের প্রীতিভাজন হইতে লাগিলেন। অল্পে অল্পে উভয়ের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হইল। কথায় কথায় অকবর শুনিলেন যে, সম্রাট্ হুমায়ুন শাহ্ যখন শেরশাহ্ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পারস্যে পলায়ন করেন, সেই সময় গায়সবেগের পিতা খাজা মহম্মদ শরীফ্ তাঁহার অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া অকবর শাহের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি উক্ত বিবরণ অবগত হইবার

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 509) বিশ্বকোষ ৭ম ভাগ ৭৮ পৃ।

(২) বিশ্বকোষ ৭ম ভাগ ৭৮ পৃষ্ঠা।

(৩) Elliot's Muhammadan Historians, Vol. VI. p. 397. Dow's Hindostan III. p. 23.

(৪) Ain-i-Akbari (Blochmann, p. 509.)

পরই তিনশত সৈন্যের মন্‌সবদার গায়স্‌বেগকে প্রথমে কাবুলের দেওয়ানী পদে, পরে একহাজারী মন্‌সবদার পদে এবং বুয়ুতাত দেওয়ানের (সাংসারিক ব্যাপারের অধ্যক্ষ) পদে নিযুক্ত করিলেন।* ক্রমে গায়সের পত্নীর সহিত অক্‌বরমহিষী সেলিমমাতা মরিয়ম-জমানীর অতিশয় ঘনিষ্ঠতা ও সখিত্ব হইল। তিনি প্রায় কন্যাকে লইয়া বাদশাহ-বেগমের অন্তঃপুরে যাইতেন। (১) যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যললামভূতা কন্যা কান্দাহারের মরুপ্রান্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কন্যা তখন বালিকা, তাঁহার নাম হইয়াছিল মেহেরুন্নিসা অর্থাৎ 'রমণীকুল-দিনমণি'।

গায়স্‌বেগ ক্রমশঃ উন্নতির মুখ দেখিতে লাগিলেন, নিজ পরিবারে সুব্যবস্থা করিয়া লইলেন। যে কন্যার জন্ম হওয়ার পর হইতে তাঁহার দুর্দ্দশার ক্রমশঃ অবসান হইল, গায়স্ সেই কন্যার সর্ব্বপ্রকার শিক্ষাবিধানার্থ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সর্ব্বদা পরিচর্য্যার জন্য দিলারাণী নামে এক ধাত্রী নিযুক্ত হইল। (২)

মেহেরুন্নিসা নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্রবিদ্যা এবং কাব্যে ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া উঠিলেন, নিজে কবিতা ও গানরচনায় পারদর্শিনী হইলেন। তাঁহার সুযশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেলিম-জননী তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। মেহেরুন্নিসা সময়ে সময়ে তাঁহার তৃপ্তির জন্য নাচিতেন, গাহিতেন, কবিতা রচনা করিয়া শুনাইতেন। (৩)

একদিন গায়স্‌বেগ নিজ বাটীতে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোক-দিগকে নিমন্ত্রণ করেন। শাহাজাদা সেলিমও নিমন্ত্রিত হন। সেলিমের আসল নাম মহম্মদ নূর-উদ্দীন্, ৯৭৭ হিজিরায় (১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে) ১৮ই রবিউল আউয়ল তারিখে ফতেপুর সহরে সেখ-সলিম-চিস্তির ভবনে তাঁহার জন্ম হওয়ায় তিনি 'সেলিম' নামে কথিত হইতেন। এই সময় তাঁহার যৌবনকাল। ভগবান্ সিংহের কন্যা যোধাবাইয়ের সহিত এবং বিকানের রাজ রায়সিংহের কন্যার সহিত সেলিমের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, গায়স্ ভবনে শাহাজাদা উপস্থিত হইয়াছিলেন। উৎসব সমাপ্ত হইলে অভ্যা-গতেরা চলিয়া গেলে গায়স্‌বেগ শাহাজাদা সেলিমের জন্য মদ্য আনয়ন করিলেন। তখন নিয়ম ছিল, রাজা বা রাজপুত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিতে হইলে নিমন্ত্রণকর্ত্তার পরিবারস্থ রমণীগণকে সম্মুখে আসিতে হইত। গায়স্‌বেগও তাহাই করিলেন। মেহেরু-ন্নিসা ও অন্যান্য রমণী আসিয়া শাহাজাদার সংবর্দ্ধনা করিলেন। মেহেরুন্নিসা সুরাপাত্র যুবরাজের হস্তে দিলেন। সেলিমও কন্দর্প-লাঞ্ছন আর মেহেরুন্নিসাও রতিবিনিন্দিতা। এই শুভাবসরে উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। তাহার পর মেহেরুন্নিসা কোকিলকণ্ঠে বীণাবিনিন্দিস্বরে দেববালার হাবভাব দেখাইয়া গান করিলেন। সেই মধুর তানে শাহাজাদার হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। মেহেরুন্নিসাও তখন যুবতী, বিদ্যাবলে ও সহবাসগুণে লোকচরিত্রও কিছু কিছু বুঝিতেন। সেলিমের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, যুবরাজ তাঁহার গানে মোহিত হইয়াছেন। তিনি তখন নাচিতে আরম্ভ করিলেন। সেলিমের বোধ হইতে লাগিল, যেন হস্তপদাদির সঞ্চালনে রূপকণা বিকীর্ণ হইতেছে। তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি নিজের মর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া অনিমেষনয়নে মেহেরুন্নিসার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুগঠন ও শোভা দেখিতে লাগিলেন। হঠাৎ এই সময় বায়ু-সঞ্চালনে মেহেরুন্নিসার অবগুণ্ঠন সরিয়া পড়িল, নৃত্যের তাল-ভঙ্গভয়ে তিনি তাহা সংযত করিতে পারিলেন না, লজ্জা ও ভীতিবিজড়িত সঙ্কোচসহকারে যুবরাজের মুখের দিকে ক্ষণিক চাহিয়াই মুখ নামাইলেন। সেই দর্শনে, সেই কটাক্ষে সেলি-মের অন্তরে অনুরাগ জ্বলিয়া উঠিল। মস্তকাবরণ তুলিয়া দিবার ছলে মেহেরুন্নিসা নৃত্য বন্ধ করিলেন। সেলিমও বিদায় হইলেন। নৃত্যের পর যতক্ষণ তিনি ছিলেন, ততক্ষণ তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই। (১)

তাহার পর উত্তরোত্তর উভয়ের মনেই উভয়ের প্রতি অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। সেলিম মেহেরুন্নিসালাভে একান্ত উৎসুক ও যত্ন-পরায়ণ হইয়া পড়িলেন। কথাটা ক্রমে তাঁহার পিতামাতার কাণে উঠিল। বাদশাহ অক্‌বর কিন্তু পুত্রের এ অভিপ্রায় ভাল বলিয়া বোধ করিলেন না। কারণ তখন নিয়ম ছিল, কোন রাজকর্ম্মচারী কন্যার বিবাহ দিতে চাহিলে সম্রাটের নিকট অনুমতি লইতেন। গায়স্‌বেগও ইস্তাজ্‌লু নামক তুরস্ক জাতীয় আলী-কুলী-বেগ নামক এক সুরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত নবীন দুই শত মন্‌সবদারের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া সম্রাটের অনুমতি লইয়াছিলেন। একবার একজনকে কন্যা-

* বিশ্বকোষ "জাহাঙ্গীর" শব্দ দেখ—৭ম ভাগ ৬৮ পৃঃ।

Ain-i-Akbari (Blochmann p. 509.)

(১) Dow's Hindostan III. p. 24.

(২) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 510.)

Waki'-at-i-Jahangiri (Elliot's History of India Vol. VI. p. 398.)

(৩) বিশ্বকোষ ৭ম ভাগ ৬৮ পৃঃ; Ain-i-Akbari (Blochmann, p. 524.)

(১) Dow's Hindostan III. p. 24-25.

বিশ্বকোষের "জাহাঙ্গীর" শব্দে লিখিত হইয়াছে, যে সেলিম মাতৃগৃহে নৃত্যগীতপরায়ণা মেহেরুন্নিসাকে এক দিন হঠাৎ দেখিতে পান। ৭ম ভাগ।

দান করিতে অনুমতি দিয়া পুত্রের অনুরোধে আবার তাহা স্থগিত করিতে বাদশাহ বড় ভাল বুঝিলেন না, বরং যাহাতে প্রস্তাবিত পাত্রের সহিত পাত্রীর বিবাহ শীঘ্র সুসম্পন্ন হইয়া যায়, তজ্জন্য দেওয়ান গায়সবেগকেও অনুরোধ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল, অপরের সহিত পরিণীতা হইলে সেলিম মেহেরুন্নিসার আশা নিশ্চয়ই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন, কিন্তু ঠিক তাহা হইল না। বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেলেও সেলিম একদিন পিতার নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। বাদশাহ শুনিয়াই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া বিদায় দিলেন। সেলিম তিরস্কৃত হওয়ায় লজ্জায় ক্ষোভে অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সেই দিন হইতে তিনি প্রকাশ্যে মেহেরুন্নিসার আলোচনা পরিত্যাগ করিলেন।(১)

আলী-কুলী-বেগ ইস্তাজলু প্রকৃত তুরস্কদেশীয় হইলেও, ইহাকে প্রথমতঃ পারস্যরাজের ভৃত্যত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইনি সফাবিবংশীয় ২য় ইস্‌মাইলের জনৈক 'সফর্চি' (ভোজন-পরিচারক) ছিলেন। ইস্‌মাইলের মৃত্যু হইলে আলী-কুলী-বেগ কান্দাহার হইয়া ভারতে চলিয়া আসেন। মূলতানে ইহার সহিত তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি মীর্জ্জা আবদর্ রহিম খান্‌খানানের পরিচয় হয়। তিনি ইঁহাকে সেনাদলে গ্রহণ করেন। খান্‌খানান তখন ঠটা জয় করিতে যাইতে ছিলেন। আলী-কুলী তাঁহার সহিত গমন করেন। এই যুদ্ধে আলী-কুলী বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করায় বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন। খান্‌খানান্ ৯৯৯ হিজিরায় (অক্‌বরের রাজত্বের ৩৪শ বৎসরে) সিন্ধু জয় করিয়া যখন দরবারে ফিরিয়া আসেন, সেই সময় তিনি আলী-কুলী-বেগ ইস্তাজলুকে সম্রাট্‌সমীপে পরিচিত করিয়া দেন। সম্রাট্ খান্‌খানানের নিকট তাঁহার যুদ্ধে এই নবীন যুবার কার্য্যকুশলতা অবগত হইলে তাঁহাকে দুইশত সৈন্যের মনসবদারপদে নিযুক্ত করেন। ইহার পর আলী-কুলী কুমার সেলিমের সহিত রাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে গিয়াও বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। (২) অকবর বাদশাহ এই কার্য্যে প্রীত হইয়া ইহাকে 'শের-আফগান' উপাধি প্রদান করেন। (৩)

এই সময়েই সেলিম-মেহেরুন্নিসায় পূর্ব্বোক্ত ঘটনা চলিতেছিল। অকবর ইহা দেখিয়াই দেওয়ান গায়সবেগকে এই নবীন যুবকের সহিত কন্যা সম্প্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। বাদশাহের অনুরোধে এই বিবাহ অতি শীঘ্রই শেষ হইল। (১) ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে। বাদশাহ পুত্রের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার কথা জানিতেন, তাহার উপর তাঁহাকে নিরাশ করা হইল। কে জানে ইহার পর কোনরূপ কুৎসিত কাণ্ড ঘটিবে কিনা?—অতএব সাবধান হইবার জন্য আলী-কুলী-বেগকে বর্দ্ধমানের জায়গীর ও তথাকার তুয়ুলদারী পদ দিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে সস্ত্রীক বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে আশার ধন বহু দূরে সরিয়া গেলে এবং সম্রাটের ভয়েও সেলিম ইচ্ছা করিয়াই যেন মেহেরুন্নিসাকে ভুলিয়া রহিলেন।

বাঙ্গালায় আসিবার পূর্ব্বেই আলী-কুলী "শের-আফগান" উপাধি লাভ করেন। স্বহস্তে নিরস্ত্র অবস্থায় এক ব্যাঘ্রবধ করিয়া উক্ত উপাধি প্রাপ্ত হন। (২) সেলিমের সাম্রাজ্য-লাভের পূর্ব্বে মেহেরুন্নিসা সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

১০১৪ হিজিরায় (১৬০৫ খৃষ্টাব্দে), কুমার সেলিম জাহাঁগীর (পৃথ্বীজয়ী) উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজ্যারোহণ করেন। ইনি রাজ্যলাভ করিয়াই অন্যান্য সৎকর্ম্মের মধ্যে নিজের সুপ্ত আশা মেহেরুন্নিসালাভের জন্য নানা আয়োজন করিতে লাগিলেন।

জাহাঁগীর মেহের-উন্নিসার পিতা গায়সবেগকে পাঁচহাজারি মনসব্‌দার পদে উন্নীত করেন। ইনি তখন কেবল হাজারী মনসব্‌দার ও বাদশাহের সাংসারিক অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়েই দেওয়ান উজীর খাঁর মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার পদশূন্য হইয়া

(১) Dow's Hindostan Vol. III. p. 25.

(২) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 524.)

(৩) Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 402.) কিন্তু একবালনামার অন্যত্র (Elliot Vol. VI. p. 404) লিখিত আছে, "শের-আফগান" উপাধি জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়।

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 524.)

আইন-ই-অকবরী বলেন, জাহাঁগীর সম্রাট্ হইয়া ইহাকে এই তুয়ুলদারী পদে নিযুক্ত করেন, কিন্তু "তুজকি জাহাঁগীরি" নামক জাহাঁগীরের স্বলিখিত জীবনচরিতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। আইন-ই-অকবরীতে শের-আফগানের হত্যাকারী কুতবউদ্দীনের বিবরণ মধ্যে কিন্তু লিখিত হইয়াছে যে, যখন জাহাঁগীর কুতবউদ্দীনকে বাঙ্গালার সুবাদারপদে নিযুক্ত করিয়া পাঠান, তখন শের-আফগান বর্দ্ধমানের তুয়ুলদারপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার ঐ পদ অকবর কর্ত্তৃক প্রদত্ত বলিয়াই বোধ হয়। Ain-i-Akbari (Blochmann p. 496.)

(২) আইন-ই-অকবরীতে ৫২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যে তিনি রাজপুতানার যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করায় জাহাঁগীরের নিকট হইতে ঐ উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ডাউসাহেব বলেন জাহাঁগীর রাজ্যারোহণ করিবার পর ইঁহাকে এই উপাধি দেন। (Dow's Hindostan Vol. III. p. 4-5.) কিন্তু বিবিধার্থসংগ্রহ ৩ পর্ব্ব (১৮৫১) ২২৩ পৃষ্ঠায় এবং ৺ তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ১২৩ পৃষ্ঠায় আলী-কুলী-বেগ কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বে আরও একটা ব্যাঘ্রবধের কথা লিখিত হইয়াছে।

পড়ে। জাহাঁগীর গায়সবেগকে সেই পদে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া "ইৎমদ্-উদ্দৌলা" (রাজ্যের অমূল্য ধন) উপাধি প্রদান করিলেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গেই নাগরা, নিশান প্রভৃতি সম্মানচিহ্ন ব্যবহারের আদেশ দিলেন। মেহের-উন্নিসার দ্বিতীয় ভ্রাতা মীর্জ্জা আবুল হসনকে পাঁচহাজারি মনসবদার পদে নিযুক্ত করেন এবং শের-আফগানের জায়গীর ও বর্দ্ধমানের তুযুলদার পদ মঞ্জুর করিয়া পাঠাইলেন। জাহাঁগীরের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে (১০১৫ হিজিরায়) মেহের-উন্নিসার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহম্মদ শরীফ্, কারারুদ্ধ কুমার খসরুকে রাজ্যদান ও বাদশাহ্ জাহাঁগীরকে খুন করিবার ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ায় মহম্মদ্ শরীফ্ ধৃত ও নিহত এবং সন্দেহবশে তাঁহার পিতা ইৎমদ্ উদ্দৌলাকেও কারাবাসে যাইতে হয়। অবশেষে ইৎমদ্ উদ্দৌলা কিছুদিন পরে দুই লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া অব্যাহতি পান। সম্রাট্ কিন্তু তাঁহার পদাদি কাড়িয়া লয়েন নাই, কারণ তখনও তিনি মেহের-উন্নিসাকে বিস্মৃত হন নাই। (১)

ঐ বৎসরই জাহাঁগীর স্বীয় ধাত্রীপুত্র কুতব্উদ্দীন্ খানিচিস্তীকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। এই ব্যক্তির প্রকৃত নাম সেখ খুবু। ইহার মাতা ফতেপুর-নিবাসী সেখ সেলিমের কন্যা এবং ইহার পিতাও বদাওনের জনৈক সেখবংশীয়। যখন কুমার সেলিম পিতৃদ্রোহী হইয়া আলাহাবাদে ছিলেন, তখন, তিনিই ইহাকে কুতব্উদ্দীন্ খাঁ উপাধি দিয়া বিহারের সুবাদার করিয়া পাঠান। যাহা হউক, এখন ইহাকে বাঙ্গালায় সুবাদার করার একটু উদ্দেশ্য ছিল। কুতব্উদ্দীন্ শের-আফগানকে দিল্লী দরবারে পাঠাইয়া দিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। শের-আফগান সুবাদারের অধীন কর্ম্মচারী হইয়া, তাঁহার মুখে সম্রাটের আদেশ জ্ঞাত হইলেও যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। শের-আফগান এ আহ্বানের কারণ অনুমানেই বুঝিয়াছিলেন। (২) কুতব্উদ্দীন্ও শের-আফগানের সন্দেহ অনুধাবন করিতে পারিয়া, অনুচর সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় ভাগিনেয় গায়সকে শের-আফগানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি শের-আফগানকে যেন বুঝাইয়া দেন, যে দিল্লী গেলে তাঁহার কোনও অনিষ্ট হইবে না। তাহার পর, কুতব্উদ্দীন্ শের-আফগানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অগ্রসর হইলেন। শের-আফগান সুবাদারকে প্রত্যুদ্গমন করিতে গেলেন। কুতব্উদ্দীন্ এই অবকাশে স্বীয় হস্তস্থ চাবুক নাড়িয়া স্বীয় অনুচরগণকে শের-আফগান-হত্যার আদেশ করিলেন। শের-আফগান চম্‌কাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার অর্থ কি? কুতব্উদ্দীন্ হাত নাড়িয়া আপনার অনুচরবর্গকে নিষেধ করিলেন এবং শের-আফগানের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অবাধ্যতার জন্য তিরস্কার করিলেন। এদিকে তাঁহার অনুচরেরা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে দেখিয়া ও তাঁহার ইঙ্গিতের অন্তার্থ বুঝিয়া, শের-আফগানকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলিল। শের-আফগান এই ব্যাপারে নিমেষ-মধ্যে নিজ তরবারী কোষমুক্ত করিয়া কুতব্উদ্দীনের দিকে ধাবমান হইলেন এবং তিনি বাধা দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার উদরে আমূল তরবারী বসাইয়া দিলেন। কুতব্উদ্দীন্ দৃঢ়কায় ও সবল লোক ছিলেন। তিনি বিদ্ধ-উদর দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া, স্বীয় অনুচরগণকে শের-আফগানের মস্তক কাটিতে বলিলেন। অম্বাখাঁ নামে একজন কাশ্মীরী সেনাপতি শের-আফগানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দাঁড়াইলেন। (১) উভয়ের যুদ্ধে শের-আফগান মস্তকে বিষম আঘাত পাইলেন। তলবারে তাঁহার মাথা দুফাক্ হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার হন্তাও জীবিত রহিলেন না। শের-আফগানের অসির আঘাতে অম্বাখাঁও পঞ্চত্ব পাইলেন। কুতব্উদ্দীন্ তখন বিদ্ধ-উদরে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াছিলেন। অম্বাখাঁকে পড়িতে দেখিয়া তিনি সমস্ত সৈন্যের প্রতি শের-আফগানকে আঘাত করিতে আদেশ দিলেন। অতুল সাহসী শের-আফগান সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অনেককে হতাহত করিয়া অবশেষে নিজেও পতিত হইলেন। (২) শের-আফগান যখন যুদ্ধে যান, তখন তাঁহার মাতা তাঁহার মাথায় "দুবল্‌গা" (উষ্ণীষ) বাঁধিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন,—"বাবা, যুদ্ধে যাও, কিন্তু দেখিও, যেন তোমার মাতার অশ্রু বিগলিত হইবার পূর্ব্বে তোমার শত্রুর মাতার অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়।" এই বলিয়া শিরশ্চুম্বন করিয়া বিদায় দেন। শের-আফগানের মাতৃ-আশীর্ব্বাদ সফল হইয়াছিল। তিনি মরিবার পূর্ব্বে কুতব্উদ্দীন্‌কে শেষ-শ্বাসাবশিষ্ট এবং অম্বাখাঁকে হস্তগত দেখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। (৩) কুতব্উদ্দীন্ শের-আফগানের মৃত্যু শুনিয়া নিজ ভাগিনেয়কে বর্দ্ধমানে গিয়া শের-আফগানের পরিবার-বর্গকে বন্দী ও তাঁহার সম্পত্তি অবরোধ করিতে আদেশ দিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। পথেই তাঁহারও মৃত্যু হইল। ফতেপুর শিক্রীতে তাঁহার মৃতদেহ লইয়া গিয়া সমাহিত করা হয়।

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 500.) Tazook-i-Jahangiri (by Major D. Price p. 27.)

(২) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 496.)

(১) Ikbal-nama-i-Jhangiri গ্রন্থে এই ব্যক্তির নাম পীর খাঁ লিখিত আছে। (Elliot VI. p. 403.) Dow বলেন, ইহার নাম আক্ খাঁ তিনি পাঁচহাজারি মনসবদার। (Dow's Hindostan, II. 24.)

(২) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 496-97.)

(৩) *Maásir* in Ain-i-Akbari (Blochmann p. 525.) and Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 403.)

এই কুতবুউদ্দীন্ ১০২৩ হিজিরায় রূপাউন্নের জুম্মা মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করান। (১)

কথিত আছে, শের-আফগান রণস্থলে নিহত হন নাই। তিনি আহত হইয়া ব্যূহ-ভেদ করিয়া স্বালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং মুক্ত তরবারী হস্তে স্বীয় শয়নগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, পত্নী শত্রুহস্তে পতিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে স্বহস্তে বধ করিয়া সুস্থচিত্তে নিজেও মরিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার শাশুড়ী তখন সেখানে ছিলেন। তিনি জামাতাকে ঐ ভাবে আসিতে দেখিয়া, উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেন এবং কন্যার আশু মৃত্যুনিবারণার্থ শয়নগৃহের দ্বার আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'মেহের-উন্নিসাও সতীত্ব রক্ষার্থ কূপে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তুমি এখন নিজের ক্ষতস্থানের চিকিৎসাবিধান কর।' শের-আফগান ইহা শুনিয়া যেমন নিশ্চিন্ত হইলেন, অমনি তাঁহার হৃদয়ের আবেগ কমিয়া গেল। তিনি অতিরিক্ত রক্তক্ষয়জন্য দুর্ব্বলতায় ভূমে পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন। বর্দ্ধমানের বহ্‌রাম সকা নামক কবির পবিত্র-আশ্রমের নিকট তাঁহার সমাধি হয়। (২)

কোন ইতিহাসে লিখিত আছে, জাহাঁগীর রাজ্যারোহণ করিয়াই, মেহের-উন্নিসা-লাভের প্রধান প্রতিবন্ধক শের-আফগানকে সরাইবার জন্য যে কেবল কুতবুউদ্দীনকেই বিহিত আদেশ দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন এমন নহে। সেলিম রাজ্যারোহণ করিয়াই শের-আফগানকে রাজধানীতে নিমন্ত্রণ করেন। শের-আফগান উপস্থিত হইলে, সম্রাট্ তাঁহাকে মহা আদরে গ্রহণ করিলেন। সরল স্বভাব শের ভাবিলেন, সম্রাটের আর এখন কোন রূপ দুস্পৃহা নাই। তাহার পর একদিন উভয়ে নেদের-বাড়ী জঙ্গলে মৃগয়া করিতে গেলেন। শীকারীরা সংবাদ দিল নিকটেই এক বৃহৎ ব্যাঘ্র আছে, সে নিকটস্থ গ্রামগুলি হইতে অনেক গোরু মারিতেছে। জাহাঁগীর স্বদলে ব্যাঘ্রশীকারে গমন করিলেন। চারিদিক্ হইতে ধাওয়া করিয়া ব্যাঘ্রকে তাড়াইয়া মধ্যস্থলে আনা হইল। সম্রাট্ যেন রহস্যচ্ছলে প্রস্তাব করিলেন, আমার এত মহাবীর অনুচরের মধ্যে কে একক ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিতে পার, সে অগ্রসর হও। অনেকেই পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া নিশ্চেষ্ট রহিল। অনেকে শের-আফগানের প্রতিও দৃষ্টিপাত করিল। শের-আফগান সে দৃষ্টির অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনজন অমিত-সাহস ওমরা তরবারী হস্তে প্রস্তুত হইলেন। ইহাদিগকে দেখিয়া, শের-আফগানের অভিমানে আঘাত লাগিল। একে ব্যাঘ্রশীকারে তাঁহার পূর্ব্ব খ্যাতি আছে, তাহাতে উপস্থিত সময়ে যশের তিন জন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত। তিনি আর থাকিতে না পারিয়া বলিলেন, "একটা বনের পশুকে আক্রমণ করিবার জন্য অস্ত্রহস্তে যাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না। জগদীশ্বর পশুকে যেমন দংষ্ট্রানখায়ুধ দিয়াছেন, মানুষকেও তেমন হস্তপদাদি দিয়াছেন।" আমীরেরা বলিলেন, "ব্যাঘ্র অপেক্ষা মানুষ হীনবল সুতরাং অস্ত্রসাহায্য ব্যতীত তাহাকে জয় করা অসম্ভব।" শের-আফগান বলিলেন—"আমি আপনাদের ভ্রম সংশোধন করিতেছি।" এই বলিয়া অসি চর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রিক্ত হস্তে ব্যাঘ্রাভিমুখে চলিয়া গেলেন। জাহাঁগীরের হৃদয় নাচিয়া উঠিল, কিন্তু মুখে শের-আফগানকে এ দুঃসাহসিক কার্য্যে যাইতে নিষেধ করিলেন। শের-আফগান বাধা না মানিয়া ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া চলিয়া গেলেন। সকলে তাঁহার সাহসের জন্য প্রশংসা করিবে কি মূর্খতার জন্য নিন্দা করিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। ব্যাঘ্রের সহিত শের-আফগানের যুদ্ধ বাঁধিল, বহুক্ষণ যুদ্ধের পর সর্ব্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া শের-আফগান ভগবানের কৃপায় যুদ্ধে জয়ী হইলেন, তাঁহার হস্তে ব্যাঘ্র বিনষ্ট হইল। চতুর্দ্দিকে জয়ধ্বনি উঠিল। সম্রাট্ অন্তরে ব্যথিত হইলেন, মুখে মহা সুখ্যাতি করিয়া পুরস্কৃত করিলেন। তাহার পর, ক্ষত শরীরে পাল্‌কী করিয়া যখন শের রাজদরবার হইতে বাসায় ফিরিতেছিলেন; সেই সময়ে সম্রাট্ তাঁহাকে পথে মারিবার জন্য মাহুতকে এক গলিপথে একটা মত্তহস্তী রাখিতে গোপনে আদেশ দিলেন। শের-আফগান পথে মত্ত হস্তী দেখিয়া

---

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 497.)

(২) Khafi-Khan (I. p. 267).—Ain-i-Akbari (Blochmann p. 524-25.)

একবালনামায় লিখিত আছে, শের-আফগান বাঙ্গালায় আসিয়া কতকটা বিদ্রোহী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কুতবুউদ্দীন্ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিবার সময়, শের-আফগানকে দমন করিবার জন্য আদিষ্ট হন। যদি তিনি বশ্যতা স্বীকার করেন, তবে তাঁহার জায়গীরে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে, আর বশ্যতা স্বীকার না করিলে তাঁহাকে দিল্লীতে পাঠাইতে বা দিল্লীতে আসিতে অনর্থক বিলম্ব করিলে, তাঁহাকে তথায় দণ্ড দিতে আদেশ পান। শের-আফগান কুতবুউদ্দীনের আদেশ অমান্য করিলে কুতবুউদ্দীন্ জাহাঁগীরকে সংবাদ দিলেন এবং জাহাঁগীরের নূতন আদেশ আসিলে তিনি শের-আফগানকে দমনার্থ অগ্রসর হইলেন। (Elliot, Vol. VI. p. 402) কিন্তু আইন-ই-অকবরীতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। জাহাঁগীরের স্বলিখিত ইতিহাসেও কিছু দেখা যায় না। বোধ হয়, শের-আফগানের এই বিদ্রোহব্যাপার একবালনামার গ্রন্থকার মুতামদ্ খাঁ সেলিমের ব্যবহার যে ন্যায়সঙ্গত হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য উহার উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। অথবা সেকালে এরূপ বিদ্রোহঘটনা নিত্য ব্যাপার ছিল, কিন্তু বাস্তবিক শের-আফগান বিদ্রোহী হইয়াছিলেন কিনা তাহা অন্য কোন মুসলমান ঐতিহাসিক কিছুই লিখেন নাই।

কিছুমাত্র ভীত হইলেন না, শিবিকা ফিরাইতে আদেশ দিলেন। হস্তী পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল। বাহকেরা মৃত্যু উপস্থিত দেখিয়া পাল্‌কী ফেলিয়া পলাইল। শের-আফগান তখন বিপদ্‌ বুঝিয়া সর্ব্বাঙ্গে বেদনাসত্বেও পাল্কী হইতে বাহির হইলেন এবং নিজ নিত্য সঙ্গী ক্ষুদ্র তলবারিদ্বারা হস্তীশুণ্ডমূলে ভীমবলে এমন আঘাত করিলেন যে, তাহাতেই শুণ্ড কাটিয়া ভূমে পড়িল, হস্তী গর্জ্জন করিতে করিতে পলাইয়া গেল ও কিছুদূর গিয়া মরিয়া পড়িল।

সম্রাটের বড়ই উদ্বেগ ছিল। তিনি প্রাসাদের এক জানালা হইতে শের-আফগানের এই ধ্বংসব্যাপার দেখিতেছিলেন। শের-আফগান সেই অবস্থায়ও হস্তী বিনাশ করায়, প্রাসাদের জানালায় দাঁড়াইয়া সম্রাট্‌ লজ্জিত ও ম্রিয়মান হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। শের-আফগান এই ব্যাপারে আরও উৎফুল্ল হইয়া অসন্দিগ্ধচিত্তে সম্রাট্‌কে সংবাদ দিতে গেলেন। সম্রাট মুখে অজস্র প্রশংসা করিয়া বিদায় দিলেন। শের-আফগান পরে বৰ্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন। ছয় মাস আর কোন উৎপাত হয় নাই। ইহার পরই কুত্‌বুউদ্দীন্‌ সুবাদার হইয়া বাঙ্গালায় আইসেন। তিনি সম্রাটের গুপ্ত আদেশেই হউক বা নিজে সম্রাটের প্রিয়কার্য্যসাধন করিয়া আরও প্রিয়পাত্র হইবার জন্যই হউক, শের-আফগানকে অবসর বুঝিয়া হত্যা করিবার জন্য ৪০ জন দস্যুকে নিযুক্ত করিলেন। শের এই ঘটনা জানিতে পারিয়া সতর্ক হইয়া সর্ব্বদা গৃহদ্বার রুদ্ধ রাখিতেন। একদিন রাত্রিতে দ্বারবানের অসতর্কতায় তাহারা গৃহ প্রবেশ করে এবং শের-আফগানের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া, নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। দলের মধ্যে একজন বৃদ্ধ বলিল, "নিদ্রিতকে বধ করিবার জন্য ৪০টা আঘাত একবারে কি প্রয়োজন? মানুষোচিত ব্যবহার কর, একজনেই কাজ নিকাশ কর।" এই কথোপকথনে শের জাগিয়া উঠিলেন এবং নিমেষ মধ্যে স্বীয় অসি নিষ্কাশিত করিয়া বলিলেন, "বীরের কথাই এই" এই বলিয়া গৃহকোণে দাঁড়াইয়া দস্যুদিগের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। ১৯।২০ জনে আহত হইয়া পলাইল। ২০।২১ জন মারা গেল। যে বৃদ্ধের কথায় তিনি জাগ্রত হইয়াছিলেন, সে বৃদ্ধ পলাইল না। শের-আফগানও তাহাকে পুরস্কার দিয়া, তাহাদের নিয়োক্তার পরিচয় লইলেন এবং তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'যাও এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে প্রচার করিয়া দাওগে।' এই সময়ে, তিনি সুবাদারের রাজধানী রাজমহলে ছিলেন এবং এই ঘটনার পরই বৰ্দ্ধমানে চলিয়া আসেন। তাহার পর কুত্‌বুউদ্দীন্‌ অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের কার্য্যাবলীর তত্ত্বাবধারণের ছলে তাঁড়ানগরের বন্দোবস্ত করিয়া বৰ্দ্ধমানে উপস্থিত হন। শের-আফগান প্রত্যুদ্গমন করেন। কুত্‌বুউদ্দীনের হস্তীপকের দোষে শের-আফগান উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কুত্‌বুউদ্দীনকে আক্রমণ ও বিনাশ করেন। কুত্‌বের অনুচরবর্গ গুলি করিয়া মারে। ছয়টা গুলি ও অসংখ্য তীর সহ্য করিয়াও শের অশ্ব হইতে নামিয়া মক্কাভিমুখে দাঁড়াইয়া মক্কার উদ্দেশে একমুঠা ধূলি স্বীয় মস্তকে দিয়া ধার্ম্মিকের মরণের ন্যায় শেষশয্যায় শয়ন করিলেন। (১)

শের-আফগানের মৃত্যুর পর মেহের-উন্নিসা উপযুক্ত প্রহরী বেষ্টিতা হইয়া দিল্লীতে প্রেরিতা হইলেন। সেখানে পৌছিলে তিনিই কুত্‌বুউদ্দীনের মৃত্যুর নিমিত্ত বন্দিনীভাবে থাকিতে আদিষ্ট হইলেন। অক্‌বরমহিষী রুকিয়া বেগমের সহচরীগণের মধ্যে তিনি নিযুক্ত থাকিলেন (২)। কেহ কেহ বলেন মেহের-উন্নিসা জাহাঁগীরের গর্ভধারিণী মরিয়ম-জমানীর নিকট আশ্রয়প্রাপ্ত হন (৩)।

যে মেহের-উন্নিসা একদিন কটাক্ষে কুমার সেলিমকে এমন মোহিত করিয়াছিলেন যে, তাহারই ফলে আজ তাঁহার বৈধব্য এবং ভারতের অধীশ্বরীত্ব এতটা নিকটবর্ত্তী হইল, সেই মেহের-উন্নিসা প্রাসাদে আসিয়া এইরূপে তুচ্ছীকৃত হওয়ায়, বড়ই মর্ম্মপীড়া পাইলেন। জাহাঁগীর কেন এমন করিলেন, তাহার স্পষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায় না। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ বলেন, প্রিয়পাত্র কুত্‌বুউদ্দীনের মৃত্যুর জন্য তিনি অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়াছিলেন।

শের-আফগানের ঔরসে মেহের-উন্নিসার গর্ভে একটী কন্যা হইয়াছিল, উহার আদরের নাম লাড়লী (লাল্লী) বেগম, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মাতৃনামানুসারে তাহারও মেহের-উন্নিসা নাম রাখা হইয়াছিল। মাতার সহিত এই বালিকাও দিল্লীতে আসিয়াছিল।

শের-আফগানের মৃত্যু সংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে জাহাঁগীর আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন, "এই কালামুখ নরাধম নরকে চিরকাল পচিবে।' (৪)

মেহের-উন্নিসা সুলতানা রুকিয়া বেগমের মহলে রহিলেন। বেগমসাহেব তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য কএকজন ক্রীতদাসীও নিযুক্ত করিয়া দিলেন। প্রাসাদে আসিবার পর সম্রাট্‌ জাহাঁগীর মেহের-উন্নিসার কোন সংবাদ লইলেন না। যাঁহার জন্য

(১) Dow's Hindostan, Vol. III, p. 26-32.

(২) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 509, and Wakiat-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 398.)

(৩) Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot VI. p. 404.)

(৪) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 524.)

আজীবন যত্ন, কৌশল, খুন ইত্যাদি করিলেন, তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনী হইলেও আর একবার তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। মেহের-উন্নিসা ইহাতে তো চমৎকৃত হইবেনই, অন্যান্য সকলেও বিস্মিত হইয়া পড়িল। সম্রাট্ এমনটা কেন করিলেন, কেহ বুঝিতে পারিল না। মুসলমান ঐতিহাসিকেরাও ইহার কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ বলেন, প্রিয়পাত্র কুতব্উদ্দীনের মৃত্যুর জন্য গভীর শোকার্ত্ত হইয়া তিনি ঐরূপ করিয়াছিলেন। জাহাঁগীর স্বলিখিত বিবরণ মধ্যে কোন কারণের উল্লেখ না করিয়া কেবল লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্রথম প্রথম আমি তাঁহাকে গ্রাহ্যই করিতাম না। সুতরাং ইহার কারণ চির-অজ্ঞাত রহিয়া গেল। সম্রাটের অবজ্ঞার পরিমাণটা আবার কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মেহের-উন্নিসার দৈনিক আহারের নিমিত্ত মোটে ৸৵০ আনা মাত্র ব্যয় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন (১)।

মেহের-উন্নিসা স্বামিশোক ও বাদশাহের অবজ্ঞাজনিত কষ্টে প্রথমতঃ অতিশয় মুহ্যমানা হইয়া পড়িয়াছিলেন, শেষে আপনা-আপনি হৃদয়কে বাঁধিয়া লইয়া যাহাতে সম্রাটের নয়নপথবর্ত্তিনী হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সুলতানা রুকিয়া বেগমসাহেবা তাঁহার ব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইলেন। মেহের-উন্নিসার অলোকসামান্যরূপ দেখিয়া তিনিও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ ভুবনমোহিনী সুন্দরী এমনভাবে তুচ্ছীকৃত রহিবেন, ইহা তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাদ্শাহকে অনুরোধ করিলেন। বাদ্শাহ কিন্তু বিমাতার অনুরোধও কাণে তুলিলেন না (২)।

মেহের-উন্নিসা শুনিলেন, কিন্তু আর নিরাশায় মুগ্ধ না হইয়া স্বয়ংই যাহাতে বাদ্শাহের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারেন, তাহার উপায় করিতে লাগিলেন। তিনি দৈনিক ব্যয়ের জন্য যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহার ও তাঁহার পরিচারিকাবর্গের ব্যয় অতি কষ্টে নির্ব্বাহ হইত। এই সূত্র ধরিয়া তিনি সূচী এবং শিল্পকর্ম্মে মন দিলেন। নিজে ঐ সকল কার্য্য ভালই জানিতেন, তাহার উপর অসাধারণ বুদ্ধির প্রভাবে নূতন কল্কা, ফুল, পাড়, নক্সা ইত্যাদি উদ্ভাবন করিয়া তাহাই প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, রেশমীবস্ত্রে নানাবিধ রং ফলাইতে ও চিত্র করিতে লাগিলেন; জহরতের গহনার নানাপ্রকার নূতন আদর্শ প্রস্তুত করিতে লাগিলেন, পুরাতন গহনায় ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাদিগকে আরও সুদৃশ্য করিতে লাগিলেন। এই সকল কার্য্য তিনি স্বহস্তে করিতেন এবং আপনার পরিচারিকাদিগকে শিখাইয়া তদ্দ্বারাও করাইতেন। ক্রমে দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে, পরিচারিকাদ্বারা তাহা বেগম-মহলের নানা স্থানে বেচিবার জন্য পাঠাইয়া দিতেন। বেগমগণ ও বেগমকন্যাগণ মহা আগ্রহে ও আদরে ঐ সকল নূতন নূতন সখের এবং বিলাসের সামগ্রী ক্রয় করিতেন। অল্পদিনে এইরূপে মেহের-উন্নিসার কারুকার্য্যের প্রশংসা বেগমমহলে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। কোন বিলাসিনীই তাঁহার প্রস্তুত দুই চারিটা দ্রব্য নিজ গৃহে রাখিতে না পারিলে স্বীয় ঘর সুসজ্জিত বলিয়া বোধ করিতে পারিতেন না। সুতরাং এই সূত্রে মেহের-উন্নিসার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। তখন তিনি দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইয়া দিল্লীর সমস্ত আমীরওম্রার অন্তঃপুরে পাঠাইতে লাগিলেন। সেই সকল স্থানেও সমান আদর ও সমান আগ্রহ জন্মিল। ক্রমে দিল্লী ছাড়াইয়া আগরায় তাঁহার দ্রব্যাদির রপ্তানী হইতে লাগিল। তখন তিনি যথেষ্ট ধনে ধনবতী হইলেন। উপযুক্ত অর্থ পাইয়া মেহের-উন্নিসা নিজ পরিচারিকাবর্গের বেশভূষার এত পারিপাট্য করিয়া দিলেন, যে তাহারাই বাদ্শাহজাদী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। পরে নিজের বাসগৃহাদিও অতি সুন্দররূপে সাজাইয়া ফেলিলেন, কিন্তু নিজের অঙ্গে সর্ব্বদা শ্বেতবর্ণের সামান্য মোটা কাপড়ের পরিচ্ছদ ভিন্ন আর কিছুই ব্যবহার করিতেন না। এই অবস্থায় তাঁহার চারিবৎসর কাটিয়া গেল। সম্রাটের নিজাঃন্তপুরের প্রত্যেক গৃহ হইতে, দরবারের প্রত্যেক আমীরওম্রার মুখ হইতে এমন কি দিল্লী ও আগরায় সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে মেহের-উন্নিসার শিল্পপ্রশংসা এত প্রচারিত হইয়া পড়িল যে, সম্রাট্ জাহাঁগীর পর্য্যন্তও শুনিতে পাইলেন; তাঁহার কৌতূহল আরও উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, এমন কি তিনি নিজেই একদিন মেহের-উন্নিসার কারখানায় গিয়া ঐ সকল দেখিবেন বলিয়াও সঙ্কল্প করিলেন।

মেহের-উন্নিসাকে হঠাৎ চমকিত করিবার জন্য বাদ্শাহ তাঁহার এ উদ্দেশ্য কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না (১)।

১০২০ হিজিরায় (জাহাঁগীরের রাজত্বের ষষ্ঠবৎসরের) প্রথমদিনে (২) সম্রাট্ হঠাৎ মেহের-উন্নিসার কক্ষে উপস্থিত হইলেন। কক্ষশোভা ও গৃহসজ্জাদির চমৎকারিত্ব দর্শনে বাদ্শাহ্ বাস্তবিকই বিস্মিত হইলেন। মেহের-উন্নিসা তখন একখানি খট্টায় অর্দ্ধশয়না থাকিয়া স্বীয় পরিচারিকাবর্গের শিল্পকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, তাঁহার পরিধানে শ্বেত মস্লিনের সামান্য পরিচ্ছদ, কিন্তু বহুমূল্য শোভাময় পরিচ্ছদ-পরিধারিণী অনেকগুলি পরিচারিকা গৃহশোভা বাড়াইয়া

(১) Dow's Hindostan Vol. III, p. 33.
(২) Dow's Hindostan Vol. III, p. 33, and Ikbal-nama-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 404.)

(১) Dow's Hindostan Vol. III p, 34.
(২) Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 404.)

মণ্ডলাকারে বসিয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতেছিল। মেহের-উন্নিসা বাদশাহকে দেখিয়া বিস্ময়চকিতনয়নে সসঙ্কোচে দ্রুত উঠিয়া কুর্ণিস করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। বাদশাহ্ এই সময়ে সামান্ত শুভ্রবস্ত্রমণ্ডিত মেহের-উন্নিসার বরবপুর অতুলনীয় শোভা ও মাধুরী দেখিয়া অবাক্ হইলেন। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সরল গঠন, পরিমিত আকার এবং সমস্ত শরীরের লাবণ্য দেখিয়া তাঁহার বোধ হইল, সৌন্দর্য্যই যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। সম্রাট্ কিয়ৎক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে অবাক্ হইয়া এই রূপরাশি দেখিলেন, পরে খট্টায় উপবেশন করিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বিভিন্নতা কেন মেহের-উন্নিসা? তোমার পরিচারিকাদের পরিচ্ছদে এত পার্থক্য কেন?" মেহের-উন্নিসা উত্তর দিলেন, "জাঁহাপনা, যাহারা দাসত্ব করিতে জন্মিয়াছে, প্রভুর ইচ্ছানুসারেই তাহাদিগকে সাজসজ্জা করিতে হয়। আমার ক্ষমতায় যতটা সম্ভব আমি ততটা ইহাদিগকে সুখিনী করিতে চেষ্টা করিতেছি। আমি আপনার বাঁদী, আপনার অভিপ্রায়ানুসারে নিজের পরিচ্ছদ মনোনীত করিয়া লইয়াছি।" মেহের-উন্নিসার এই বিনীত অথচ ঈষৎ শ্লেষব্যঞ্জক উত্তরে জাহাঁগীর পরম প্রীত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূর্ব্বানুরাগ পূর্ব্ববৎ প্রবলবেগে উদ্দীপিত হইল, তিনি মিষ্টকথায় মেহের-উন্নিসাকে আশ্বাস দিয়া চলিয়া আসিলেন এবং পর দিন মেহের-উন্নিসার সহিত স্বীয় বিবাহঘোষণা এবং তাহার আয়োজন করিতে প্রকাশ্য আদেশ করিলেন (১)।

জাহাঁগীর নিজ লিখিত বিবরণ মধ্যে মেহের-উন্নিসার সহিত দ্বিতীয় বার প্রথম দর্শনের বিশেষ কোন কারণ দেন নাই, কেবল লিখিয়াছেন, "অবশেষে আমি কাজীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাকে বিবাহ করিলাম। বিবাহের সময় তাহাকে 'দেন-মোহর' (বিবাহকালীন বর কর্ত্তৃক কন্তাকে অবশ্যদেয় যৌতুক) স্বরূপ ৫ মেস্‌কল পরিমিত ৮০ লক্ষ আশ্‌রফি (৭ কোটী ২০ লক্ষ সিক্কা টাকা) এবং একছড়া মুক্তার কণ্ঠী (ইহাতে ৪০টী মুক্তা ছিল প্রত্যেকটির মূল্য ৪০ হাজার সিক্কা টাকা সুতরাং ১৬ লক্ষ সিক্কা) প্রদান করিয়াছিলাম।" (২) ১০২০ হিজিরার প্রথম মাসের ৩য় বা ৪র্থ দিবসে সম্রাট্ জাহাঁগীরের সহিত শের-আফগানের বিধবাপত্নী মেহের-উন্নিসা বেগমের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইল। মেহের-উন্নিসার বয়স তখন ৩৪ বৎসর এবং জাহাঁগীরের বয়স প্রায় ৪২ বৎসর হইয়াছিল। (৩)

(১) Dow's Hindostan Vol. III p. 35.

(২) Tuzuk-i-Jahangiri (Autobiographical memoirs of Jahangir by Major. D. Price p. 27)

(৩) সৌরমানে এই গণনা করা গেল। (Ain-i-Akbari p. 509 note.)

বিবাহের পর জাহাঁগীর নবপত্নী মেহের-উন্নিসার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া "নূর-মহল" অর্থাৎ "অন্তঃপুরালোক" এই নাম দিলেন, কিন্তু অল্প দিন পরে তাহাও পরিবর্ত্তন করিয়া স্বীয় নামানুসারে "নূর্‌জাহান্" এই নাম রাখিলেন।

নূর্‌জাহান্ চিরবাঞ্ছিত সাম্রাজ্ঞী পদলাভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় রূপ ও অসামান্ত বুদ্ধির প্রভাবে জাহাঁগীরের উপর সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা এবং প্রভাব বিস্তার করিলেন। জাহাঁগীর তাঁহার বুদ্ধির প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া সর্ব্বদা বলিতেন, "নূর্‌জাহান্‌কে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে আমি বিবাহের যথার্থ অর্থ বুঝিতাম না, তাঁহার হস্তে রাজ্যের ভার এবং রাজ-কোষের সমস্ত মণিমাণিক্যাদির ভার দিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইয়াছি। আমার এক সের সুরা ও অর্দ্ধ সের মাংস ভিন্ন আর কিছু প্রয়োজন নাই" (১)। নূর্‌জাহানের বিবাহের পর তাঁহার পিতা গায়স্‌বেগ প্রধান মন্ত্রী (বকীল্-ই-কুল্) পদে নিযুক্ত এবং ৬ হাজারী মন্‌সব্‌দার ও ৩ হাজার অশ্বারোহীর অধিনায়ক হন। জাহাঁগীরের রাজত্বের দশম বর্ষে (১০২৫ হিজিরায়) গায়স্‌বেগ আরও সম্মান প্রাপ্ত হন। তিনি দরবারের মধ্যেই স্বীয় সম্মানসূচক ডঙ্কা বাজাইবার আদেশ পাইলেন। এ সম্মান বড় কেহ পাইত না। ইহার ৫ বৎসর পরে নূর্‌জাহানের মাতৃবিয়োগ হয়। ১০৩০ হিজিরায় গায়স্ সেই মরুসহচারিণী সুখদুঃখের সঙ্গিনী প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইলেন। এই সময় গায়স্‌কে জামাতার সহিত কাশ্মীরে যাইতে হয়। পথে ভগ্নহৃদয় গায়স্ পীড়িত হইয়া পড়েন। সম্রাট্ ও নূর্‌জাহান্ তখন কাঙ্‌রা দুর্গ দেখিতে গিয়াছিলেন। গায়সের অবস্থা মন্দ হওয়ায় তাঁহারা সংবাদ পাইবামাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন গায়সের মুমূর্ষু অবস্থা, লোক চিনিতে প্রায় পারিতেছেন না। নূর্‌জাহান্ অশ্রুপূর্ণনয়নে পিতার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া সম্রাট্‌কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— 'ইনি কে চিনিতে পারেন?' গায়স্ এক জন সুকবি, তখনও তাঁহার কবিত্বশক্তি নষ্ট হয় নাই, তিনি কবি অনওয়ারীর একটী কবিতা আবৃত্তি করিয়া কন্তার কথার উত্তর দিলেন। উহার ভাবার্থ—"যদি জন্মান্ধও এখানে আসিয়া দাঁড়ায়, সেও ললাটের বিশালতা দেখিয়া সম্রাটের উপস্থিতি বুঝিতে পারে।" জাহাঁগীর শ্বশুরের বালিস ধরিয়া দুই ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়াছিলেন। কএক ঘণ্টা পরে গায়সের মৃত্যু হইল। পত্নীর মৃত্যুর ৩ মাস ২০ দিন পরে ১০৩১ হিজিরায় তাঁহার মৃত্যু হয়। আগ্রার নিকট তাঁহার কবর হয়। ইহার সমাধিমন্দির দেখিতে সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য। গায়সের মৃত্যুতে জাহাঁগীরও শোকাতুর হন।

জাহাঁগীর নিজে বলিয়া গিয়াছেন, সহস্র বিষহৃদয় বন্ধু

(১) Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI p. 405.)

অপেক্ষা একমাত্র তাঁহার সঙ্গ অতীব প্রীতিকর। গায়সের কেহ শত্রু ছিল না, সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। তাঁহার এক মাত্র দোষ ছিল, তিনি ঘুস লইতেন এবং ঘুস চাহিতে বিশেষ লুকাচুরি করিতেন না। (১)

নূরজাহান্ দিন দিন সম্রাটের উপর এতই প্রভুত্ব বিস্তার করিলেন, যে তাতার, পারস্ত হইতে দিন দিন তাঁহার যত আত্মীয় দিল্লীতে আসিতে লাগিল। তাহারা সকলেই প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত হইতে লাগিল। তাঁহার পিতা ভ্রাতা বাদশাহ অকবরের সময় হইতেই প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, ভগিনী ভারতাধিশ্বরী হওয়ায় তাঁহাদের পদোন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার অতি দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের প্রধান পদলাভের মূলে যে তাঁহার নিজের এবং তাঁহার পিতা প্রধান মন্ত্রীর প্রভাব কার্য্যকর হয় নাই, এমন কথাই নহে। এমন কি, এই সময় হাজী-কোকা নামে এক ব্যক্তি (সদ্রস্-সদুর) রাজান্তঃপুরের পরিচারিকা-নিয়োগের অধ্যক্ষ ছিল; নূরজাহানের ধাত্রী দিলারাণী নূরজাহানের কৃপায় এই ব্যক্তির উপরেও কর্ত্তৃত্বলাভ করিয়া "সদরি-অনাস্" পদবী-লাভ করিয়াছিল। সদরি-অনাস্ দিলারাণীর সহি-মোহরযুক্ত ছাড় না পাইলে সদ্রস-সদুর হাজী কোকা কোন পরিচারিকার নিয়োগ-মঞ্জুর বা বেতন প্রদান করিতে পারিতেন না। এই রমণী "সয়ুর খাল' রূপে (ধর্ম্মার্থে) যে সকল ভূমি নিজ মোহরাঙ্কিত করিয়া দান করিয়াছিল, তাহা বিনা আপত্তিতে সম্রাট্ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল। (২)

নূরজাহানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিষয় ইতিপূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভ্রাতা মীর্জ্জা আবুল হসন্ আসফ্ খাঁ (৪র্থ) উপাধি লাভ করিয়া পাঁচহাজারী মনসবদার হইয়াছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ ফতে-জঙ্গ উপাধি লাভ করিয়া ১৬১৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠাভগিনীপতি হাকিম-বেগ দরবারে একজন বিশিষ্ট ওমরা ছিলেন।

নূরজাহানের পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসে লাড়ুলী বেগম নামে যে কন্যা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, সেই কন্যার সহিত ১০৩১ হিজিরায় জাহাঁগীরের পঞ্চম পুত্র শাহরিয়ারের বিবাহ দেন।

নূরজাহান্ ক্রমশঃ রাজ্যের সমস্ত ব্যাপারেই কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। এমন কি উপাধিবিতরণের ব্যাপারেও তাঁহার সম্মতির আবশ্যক হইত। শাসন, যুদ্ধ, সন্ধি, রাজকোষ প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহার আদেশ ভিন্ন কোন কার্য্যই হইত না। কেবল তাঁহার নামে "খুত্বা" পাঠ ব্যতীত আর সকল বিষয়েই তিনি সম্রাটের অধিকার নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। রাজ্যের সমস্ত কাগজপত্রে দলীল দস্তাবেজে ছাড়-ফরমাণে সম্রাটের নামের পরই তাঁহার নামও লিখিত হইত। স্ত্রীলোক-দিগকে যে সকল ভূমি দান করা হইত, তাহাতে নূরজাহানের মোহর অঙ্কিত থাকিত। রাজ্যের মুদ্রায়ও তাঁহার নাম ও এইরূপ কবিতা মুদ্রিত হইত,—"সম্রাটের আদেশে স্বর্ণমুদ্রা রাজ্ঞী নূরজাহানের নাম বক্ষে ধারণ করায় স্বর্ণের জ্যোতি শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে।" নূরজাহান্ এতটা ক্ষমতা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কখন তাহার অপব্যবহার করেন নাই। তাঁহার পিতৃ-বন্ধু বা আত্মীয় স্বজনকে প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত করায়, তাঁহার প্রতি ঐতিহাসিকগণ কেহই পক্ষপাতদোষ আরোপিত করেন নাই। তাহার কারণ, তিনি তাঁহাদিগকে শাসনে রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারাও কখন রাজ্যের অনিষ্ট করিতে উদ্যত হন নাই। তাঁহারা সকলের সহিত সদ্ব্যবহার, শিষ্টপালন ও দুষ্টদমন করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের কেহ হিংসা করিত না। এই সকল লোক নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালনে নিপুণ ছিলেন বলিয়া কেহ তাঁহাদিগকে রাজ্ঞীর আত্মীয় বলিয়া বিদ্বেষদৃষ্টিতে দেখিত না। তাঁহাদের পদোন্নতি আত্মীয়তাহেতু ঘটিত না, বরং কৃতকারিতার জন্যই ঘটিত, এজন্য ঐতিহাসিকেরা নূরজাহান্‌কে দোষ দিতে পারে নাই এবং তিনিও অনুগতপালনের দোষ হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছেন।

নূরজাহান্ পরমদয়াবতী ছিলেন। অনাথা বালিকার সন্ধান পাইলেই তিনি তাহাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা ও বিবাহাদি দিয়া সংসারী করিয়া দিতেন। এইরূপে তাঁহাদ্বারা পাঁচশতাধিক বালিকার সংস্থান হইয়াছিল।

এইরূপে ক্ষমতা লাভ করিয়া, ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিয়া নূরজাহান্ জাহাঁগীরের মদ্যপানাসক্তি কমাইতে চেষ্টা করেন: ১০৩১ হিজিরায় শরৎকালে জাহাঁগীরের শ্বাসরোধ পীড়া জন্মে। তিনি তখন কাশ্মীরে ছিলেন, কেবল দুগ্ধমাত্র পান করিতে পারিতেন। কোন চিকিৎসার কোন ফল হইল না। মদ্য-পানে ঈষৎ উপশম বোধ করিতেন বলিয়া শেষে তাহারই মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন, দিবসেও মদ্যপান করিতে লাগিলেন। নূর-জাহান্ ইহার কুফল বুঝিয়া কৌশলে উহার মাত্রা কমাইয়া দেন এবং সেবাগুণে স্বামীকে আরোগ্য করিয়া তুলেন। এই হইতে জাহাঁগীরের মদ্যপানের পরিমাণ কমিয়া যায় (১)।

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 409-10,) and Autobiographical memoirs of Jahangir, p. 25, Wakiat-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 382) লিখিত আছে, ইহার মৃত্যু ১০৩০ হিজিরা ১৭ই আবন তারিখে হয়।

(২) Wakiat-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 398, and Ain-i-Akbari (Blochmann p. 510.)

(১) Wakiat-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 381.)

নূর্জাহান্ যে কেবল বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন এমন নহে, তিনি বীর্য্যশালিনীও ছিলেন। তাঁহার প্রথম স্বামী শের-আফগান ব্যাঘ্রবধ করিয়া যে সাহস দেখাইয়াছিলেন, তিনিও সে সাহসে অনধিকারিণী ছিলেন না। ১০২৮ হিজিরায় মথুরার নিকটে একটা ব্যাঘ্রের মহা উপদ্রব ঘটে। শিকারীরা জাহাঁগীরকে সংবাদ দিলে জাহাঁগীর হস্তিদল পাঠাইয়া ব্যাঘ্রের চারি পার্শ্বে ঘিরিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন এবং সন্ধ্যাকালে নূর্জাহান্ ও অনুচরবর্গের সহিত তথায় গমন করিলেন। জাহাঁ-গীর স্বহস্তে কোন প্রাণীবধ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন; সুতরাং তিনি, নূর্জাহান্‌কে গুলি করিতে আদেশ দিলেন। ব্যাঘ্রের গন্ধে হস্তী অস্থির হইয়া উঠিল, হাওদার ভিতর হইতে লক্ষ্য স্থির করা অতি দুর্ঘট হইল। সে স্থলে কেবল মীর্জ্জা রস্তম নামে এক অব্যর্থলক্ষ্য শিকারী উপস্থিত ছিল, কিন্তু এই ব্যাঘ্রের প্রতি সে ক্রমান্বয়ে তিনটী গুলি মারিলেও তিনটীই ব্যর্থ হইল, কিন্তু নূর্জাহান্ সেই অস্থির হস্তীর উপর হইতে অপূর্ব্ব শিক্ষাবলে এক গুলির আঘাতেই ব্যাঘ্রটীকে বিনাশ করিলেন (১)।

দরবারে কোনও কবি এই ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া কবিতায় বলিয়াছিলেন, "যদিও নূর্জাহান্ স্ত্রীলোক, তথাপি তিনি শের-আফগানের পত্নীতো বটে।" "জানি-শের-আফগান" অর্থাৎ শেরগানের পত্নী বা ব্যাঘ্রনাশিনী রমণী এই বিবরণ জাহাঁগীরের স্বলিখিত।

শাহ্‌রিয়ার নূর্জাহানের জামাতা হওয়ায় এবং নূর্জাহানের প্রভাব অবগত হইয়া জাহাঁগীরের অন্যান্য পুত্রগণ চমকাইয়া উঠিলেন। সম্রাটের পুত্রগণের মধ্যে যুবরাজ খোর্‌রম (পরে যিনি শাহ্‌জহান নামে বিখ্যাত হন) সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্, বীর, কর্ম্ম-কুশল এবং পিতামহ অক্‌বরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। আজমীরের পূর্ব্ব-দক্ষিণে রামশিরের নিকট রাজ্ঞী নূর্জাহানের অতি বিস্তৃত জায়গীর ছিল। ১০৩১ হিজিরার শেষে জাহাঁগীরের রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরের প্রথমে সংবাদ আসিল যে, যুবরাজ খোর্‌রম নূর্জাহানের ও রাজকুমার শাহ্‌রিয়ারের জায়গীরের অধিকাংশ অধিকার করিয়া লইয়াছেন। শাহ্‌রিয়ারের কর্ম্মচারী ঢোলপুরের ফৌজদার আস্‌রফ্-উল্-মুলুকের সহিত যুদ্ধ হওয়ায় উভয়পক্ষে অনেক সৈন্যক্ষয় হইয়াছিল। সংবাদ পাইয়া, জাহাঁগীর শাহ্‌জাহানের অধীনস্থ সৈন্যদল দিল্লীতে পাঠাইয়া দিতে এবং তাঁহাকে তাঁহার নিজ জায়গীরে সন্তুষ্ট থাকিয়া কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত না হইবার জন্য অনুশাসনপত্র প্রেরণ করিলেন। শাহ্‌জাহান্ পিতার আদেশ মানিলেন না। প্রধান সেনাপতি মীর্জা আবদর রহিম খান্‌খানান্ শাহ্‌জাহানের সহিত যোগ দিলেন। অবশেষে ২৫ হাজার অশ্বারোহী লইয়া আসফ্‌খাঁ (নূর্জাহানের ২য় ভ্রাতা) বিলুচপুরের নিকট বিদ্রোহীদের উপর আংশিক জয়লাভ করেন। অবশেষে ১০৩২ হিজিরায় মুতামদ্-উদ্দৌলা অল্-কাহির মহব্বত খাঁ কুমার পরবেজের অধীনে থাকিয়া ৪০ হাজার অশ্বারোহী লইয়া বিদ্রোহ-দমনে অগ্রসর হন। আজমীরের নিকটে মহব্বত খাঁ কৌশলক্রমে বিদ্রোহীদিগের মধ্যে ভেদ ঘটাইয়া তাহাদিগকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিলেন। অবশেষে খান্‌খানান্ শাহ্‌জাহান্‌কে পরিত্যাগ করিলে তিনি দক্ষিণাভি-মুখে উড়িষ্যায় পলাইয়া গেলেন। এই ঘটনায় সম্ভবতঃ নূর্জাহান্ শাহ্‌জাহানের উপর চটিয়া যান এবং ভবিষ্যতে স্বীয় জামাতার জন্য দিল্লীর সিংহাসন প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু শাহ্‌জাহানের অন্য অনিষ্ট করিতে নূর্জাহানের ইচ্ছা ছিল না, কারণ মহব্বত খাঁ যখন তদ্বিরুদ্ধে রণাভিমুখে অগ্রসর হন, তখন নূর্জাহানই গোপনে পত্র লিখিয়া তাঁহাকে গুজরাতের পথে পলায়ন করিতে পরামর্শ দেন। (১)

জাহাঁগীরের রাজত্বের একবিংশতি বৎসরে ১০৩৫ হিজিরায় মহব্বত খাঁ বাঙ্গালায় সুবাদার হন। তিনি সুবাদার হইয়া বাঙ্গালা হইতে হস্তী (যাহা প্রতিবৎসর ধরিয়া পাঠাইতে হইত) ধরিয়া পাঠান নাই। আরববাসী দোস্ত-গায়ের নামক জনৈক কর্ম্মচারীদ্বারা হস্তী পাঠাইতে এবং মহব্বত খাঁকে দরবারে উপস্থিত হইতে সম্রাট্ আদেশ দেন। মহব্বত হস্তী পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু শুনিলেন যে সম্রাটের অনুমতি না লইয়া তিনি কন্যার বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া, ফিদাই খাঁর উপর তাঁহার জামাতাকে ধরিবার আদেশ হইয়াছে। এ সময় সম্রাট্ সদলে কাবুলের দিকে যাইতেছিলেন। বেহাত (বিতস্তা) নদীর তীরে তাঁহার শিবির পড়িয়াছিল। নবাব আসফ্‌খাঁ সমস্ত সৈন্য লইয়া নদীর অপরপারে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সম্রাটের শিবিররক্ষার্থ বিশেষ কোন সৈন্য ছিল না। মহব্বত খাঁ নিজ মান সম্রম ও জীবনের সমূহ বিপদ্ বুঝিয়া ২০০ রাজপুত-সৈন্য লইয়া সম্রাট্‌শিবিরে প্রবেশ করেন। একবালনামার গ্রন্থকার মুতামদ্ খাঁ এই সময়ে সম্রাটের বক্‌শী ও মীর তুজকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া তিনি সম্রাটের কক্ষের পার্শ্বের কক্ষেই থাকিতেন। মহব্বত সসৈন্যে গিয়া রাজকক্ষ বেষ্টন

(১) Wakiat-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 367)

আইন-ই-অকবরীতে (৫২৫ পৃ) চারিটী ব্যাঘ্রের কথা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ২টী ব্যাঘ্র এক এক গুলিতে এবং দুইটী দুই দুই গুলিতে নূর্জাহান্ কর্ত্তৃক হত হয় এবং ব্যাঘ্র শীকারে নূর্জাহান্ নিজেই আগ্রহ করিয়া সম্রাটের আদেশ গ্রহণ করেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

(১) Maasir-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 445.)

করিলেন। সৈন্যেরা দ্বারের পর্দা ছিঁড়িয়া ফেলিল। দ্বাররক্ষকেরা ভিতরে গিয়া সম্রাট্‌কে সংবাদ দিল। সম্রাট্ দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং তাঁহার জন্য রক্ষিত পাল্কীতে আরোহণ করিলেন। মহব্বত খাঁ নিকটে আসিয়া বলিলেন, নবাব আসফ্‌খাঁর হিংসা ও তাচ্ছিল্য সহ্য করিতে না পারিয়াই আমি জাঁহাপনার শরণ লইলাম। আমি যদি প্রাণদণ্ডের উপযোগী হই, তবে আদেশ দিন, আমি আপনার সম্মুখেই দণ্ড ভোগ করিতেছি। তাহার পর সৈন্যগণ পাল্কী ঘেরিয়া দাঁড়াইল। রাগে সম্রাট্ দুইবার স্বীয় তলবারিতে হাত দিলেন। কিন্তু দুইবারই মনসুর বদক্‌শী কর্ত্তৃক ধৈর্য্যধারণে এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে অনুরুদ্ধ হইলেন। সম্রাট্‌ও বুঝিলেন। তৎপরে মহব্বত খাঁ সম্রাট্‌কে তাঁহার নিজ অশ্বে উঠিতে বলিলেন। সম্রাট্ তাহা না উঠিয়া তাঁহার নিজ অশ্ব ও পোষাক আনিতে আদেশ দিলেন। মহব্বত পোষাক পরিতে অবসর না দিয়া সম্রাটের অশ্ব উপস্থিত হইলেই তাহাতে চড়িতে অনুরোধ করিলেন। কিয়দ্দূর তাঁহাকে অশ্বে লইয়া গিয়া হস্তীতে উঠান হইল, হাওদার উভয়পার্শ্বে রক্ষী নিযুক্ত হইল। পরে শিকারের ছল করিয়া, মহব্বত সম্রাট্‌কে লইয়া নিজালয়ে গমন করিলেন এবং স্বীয় পুত্রগণকে সম্রাটের রক্ষীস্বরূপ নিযুক্ত করিলেন।

মহব্বত যে সম্রাট্‌কে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন, ইহা কৌশলে সাধারণকে বুঝিতে দেন নাই। সকলে এমন কি রাজ্ঞী নূরজাহান্ পর্য্যন্ত জানিলেন না। মহব্বত খাঁ যখন সম্রাট্‌কে বন্দী করেন, তখন তাঁহার মনে বুদ্ধিমতী নূরজাহানের কথা মোটেই উদিত হয় নাই। কএকদিন অতীত হইলে, সে কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি সম্রাট্‌কে পুনরায় রাজপ্রাসাদে পাঠাইবার কল্পনা করিলেন, কিন্তু এদিকে নূরজাহান্ সন্দেহ করিয়া ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। মহব্বত এই সংবাদ পাইয়া নিজ ভুল বুঝিতে পারিলেন এবং সুবিধাস্বত্তেও নূরজাহান্‌কে বন্দিনী করেন নাই বলিয়া আপনাপনি ওষ্ঠ কামড়াইতে লাগিলেন। শেষে কুমার শাহরিয়ারকে সম্রাটের সঙ্গে বন্দী রাখিবার উদ্দেশ্যে সম্রাট্‌কে শাহরিয়ারের ভবনে লইয়া গেলেন।

এদিকে নূরজাহান্ ভ্রাতৃশিবিরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অপরিণামদর্শিতার জন্য তিরস্কার করিলেন। নবাব আসফ্‌খাঁও লজ্জিত হইলেন। সকলেই তখন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, পরদিন মহব্বতকে আক্রমণ করিয়া সম্রাট্‌কে উদ্ধার করাই কর্ত্তব্য। পরম্পরায় এ সংবাদ সম্রাট্‌কর্ণে পৌঁছিল। তিনি এ ভুল উপায় ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়া গোপনে মুকারিব খাঁকে পাঠাইলেন। তিনি নদীপার হইয়া যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিলেন। দূত রাজঅঙ্গুরী লইয়াও গিয়াছিল, কিন্তু আসফ্‌খাঁ মহব্বতের কূটকৌশল বুঝিয়া উক্ত পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না।

মহব্বতও সংবাদ রাখিতেন, তিনি নদীর উপরিস্থ সেতু পুড়াইয়া দিলেন। ফিদাই খাঁ সম্রাটের বন্দীত্ব শুনিয়াই কএকজন অসমসাহসী বীরকে সঙ্গে লইয়া সাঁতারিয়া নদীপার হইতে গেলেন। কএকজন নদীবেগে এবং জলের শীতলতায় মারা গেল, ছয় জনমাত্র পরপারে উত্তীর্ণ হইল। তন্মধ্যেও চারিজন শত্রুহস্তে হত হইল। ফিদাই নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিয়া আবার সাঁতারিয়া পার হইয়া আসিলেন। অবশেষে আসফ্ খাঁ নূরজাহান্‌কে লইয়া সদলে হাতীতে ও ঘোড়ায় সাঁতারিয়া নদীপার হইলেন। নূরজাহান্ লোক পাঠাইয়া সকলকে উৎসাহিত করিলেন,—"এখন ইতস্ততঃ করিলে সকল ব্যর্থ হইবে। শত্রুরা জাঁহাপনাকে লইয়া পলাইয়া যাইবে। তাহাতে তাঁহার প্রাণের আশঙ্কাও আছে।"

পার হইবার সময় সাত আটশত রাজপুতসেনা যুদ্ধহস্তী লইয়া জলমধ্যেই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। নূরজাহানের হস্তীশুণ্ডে বিপক্ষেরা তরবারির ভীম আঘাত করিল, হস্তী ফিরিল, পশ্চাৎ হইতে সকলে তীরবর্ষা মারিতে লাগিল। কুমার শাহরিয়ারের কন্যার ধাত্রীর অঙ্গে একটা তীর-বিদ্ধ হইল (১)। নূরজাহান্ নিজে সেটা টানিয়া তুলিয়া ফেলিলেন, তাঁহার সর্ব্ব শরীর রক্তে ভাসিয়া গেল। হাতী ফিরিয়া রাজ্ঞীকে লইয়া রাজপ্রাসাদে চলিয়া গেল। আসফ্‌খাঁ পার হইতে গিয়া ঘোড়া হইতে নদীতে পড়িয়া যান এবং জিনের রেকাব ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে কিয়দ্দূর গেলে পর ঘোড়া তাঁহার ভারে ডুবিয়া মারা পড়ে। একটা কাশ্মীরী নাবিক সেই সময়ে দেখিতে পাইয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করে। আসফ্‌খাঁর উদ্দেশ্য ও পরামর্শ এই রূপে বিফল হওয়ায় তিনি লজ্জায় মরিয়া গেলেন। ফিদাই খাঁ কতিপয় অনুচর ও কতিপয় সম্রাট্‌ভৃত্যকে লইয়া নদীপার হইয়া বিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন এবং তাহাদিগকে হটাইয়া সদলে কুমার শাহরিয়ারের প্রাসাদে যেখানে সম্রাট্ বন্দী ছিলেন, সেখানে উপস্থিত হইলে, প্রাসাদের অভ্যন্তরে বিপক্ষের যে বহু সংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতি বর্ত্তমান ছিল, তাহারা পুরী প্রবেশে বাধা দিল। ফিদাই খাঁ ফটক হইতে রাশি রাশি

(১) ডাউ সাহেবের ইতিহাসে নূরজাহানের কন্যা শাহরিয়ারের পত্নীই আহত হইয়াছিলেন, বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং তাহাই ঠিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ এ সময়ে ওরূপ বালিকাকে লইয়া ধাত্রীসহ নূরজাহান্ যে হাতীতে চড়েন নাই, ইহা অনুমানে বুঝা যায়। তাঁহার কন্যা কাছে ছিলেন ইহা বড় বেশী কথা নহে। (Dow's Hindostan, Vol. III. p. 91.)

তীর ত্যাগ করিতে লাগিলেন। যে ঘরে সম্রাট্ ছিলেন, সেই ঘরেও দুএকটা তীর গিয়া পড়িল। মুখ্‌লিস্ খাঁ নামে এক ব্যক্তি সম্রাটের জীবনের আশঙ্কা দেখিয়া নিজ শরীরদ্বারা সম্রাট্‌কে আবৃত করিয়া দাঁড়াইল।

বিপক্ষশরে ফিদাই খাঁর কতিপয় অনুচর হত হইল, তিনি নিজেও আহত এবং তাঁহার অশ্ব মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। তখন জয় অসম্ভব ভাবিয়া, ফিদাই খাঁ ফিরিতে বাধ্য হইলেন এবং নদী পার হইয়া রোহতস্ দুর্গে ফিরিয়া গেলেন। আসফ্‌খাঁও লজ্জিত এবং পরাস্ত হইয়া নিজ জায়গীরের অন্তর্গত আটকদুর্গে পলাইয়া গেলেন। মহব্বত জয়ী হইয়া আসফ্ খাঁকে ধরিবার জন্য নিজ পুত্র বিহ্‌রোজ ও একজন রাজপুত-সেনাপতির অধীনে বিপুল সেনাদল পাঠাইয়া দিলেন। আসফ্ খাঁর সেনাবল ছিল না। তিনি পরাজিত হইলেন এবং সপুত্র ধৃত হইয়া মহব্বতের পক্ষগ্রহণে প্রতিজ্ঞা ও শপথবদ্ধ হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া মহব্বত সম্রাট্‌কে সঙ্গে লইয়া আটকে উপস্থিত হইলেন এবং সম্রাটের অনুমতি লইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। আসফ্‌খাঁ ও তাহার পুত্র প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া সম্রাট্‌সদনে নীত হইলেন। আটকদুর্গ মহব্বতের সেনানীর অধীনে রহিল। সম্রাট্ কিছুদিন জলালাবাদে থাকিয়া কাবুলে গমন করেন। অবশ্য মহব্বতও সঙ্গে ছিলেন এবং তখনও সম্রাটের বন্দিত্ব দূর হয় নাই। (১)

আসফ্‌খাঁ সপুত্রে বন্দী হইলে, নূরজাহান্ লাহোর হইতে পলাইতে ছিলেন; কিন্তু সম্রাট্ তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, মহব্বত তাঁহাকে সসম্মানে রাখিয়াছেন এবং মহব্বতের সহিত আপোসে সমস্ত গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে। স্বামী স্বচ্ছন্দে আছেন জানিয়া নূরজাহান্ সুস্থির হইলেন এবং মহব্বত গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। মহব্বতও সম্রাটের পত্রানুযায়ী সকল বিবাদ মিটিয়া যাইবার কথা নিবেদন করিলেন এবং শেষে নূরজাহান্‌কে সম্রাটের সঙ্গে কাবুলে যাইতে বা তাঁহার ইচ্ছামত অন্যত্র যাইতে বাধা দিবেন না বলিয়া জানাইলেন। নূরজাহান্ স্বামী সঙ্গ লইতে আর দ্বিধা করিলেন না, লাহোর ছাড়িয়া স্বামীসকাশে উপস্থিত হইলেন। মহব্বত সৈন্য পাঠাইয়া তাঁহাকে মহাসম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন।

মহব্বত এইরূপে নূরজাহান্‌কে হস্তগত করিয়া তাঁহার কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিলেন এবং শীঘ্রই জানিতে পারিলেন যে নূরজাহান্ স্বীয় জামাতাকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টায় আছেন। মহব্বত এই কথা সম্রাট্‌কে জানাইলেন এবং বলিলেন আবশ্যক হইলে রাজ্ঞী হয়ত সম্রাটের প্রাণ পর্য্যন্ত লইবেন। অতএব এই সময়েই তাঁহাকে নষ্ট করা উচিত। সম্রাট্ বুঝিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নূরজাহানের বধাদেশ স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। মহব্বত যথাকালে সে আদেশ নূরজাহান্‌কে দেখাইলেন। নূরজাহান্ কহিলেন, সম্রাট্ এখন বন্দী, তাঁহার স্বাধীনতা কোথা! আমি একবার দেখা করিতে চাই। প্রার্থনা রক্ষিত হইল। স্বামীকে দেখিয়া নূরজাহান্ কাঁদিয়া ফেলিলেন, যে হস্তে সম্রাট্ বধাদেশ লিখিয়াছিলেন, তাহা অশ্রুজলে সিক্ত করিলেন। সম্রাট্ আকুল হইয়া মহব্বতকে বলিলেন, মহব্বত! এই একটা স্ত্রীলোককে কি তুমি ছাড়িয়া দিতে পার না! মহব্বতও মুগ্ধ হইলেন এবং কোন কথা না বলিয়া রক্ষিগণকে চলিয়া যাইতে বলিলেন। নূরজাহান্ মুক্ত হইলেন। মহব্বতের এই আচরণে তাঁহার বন্ধুরা ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন, এই দয়ায়, এই ভুলে তাঁহাকে ঠেকিতে হইবে, ব্যাঘ্রী কবলে পাইলে তাঁহার অস্থি চর্ব্বণ করিবে। ঘটিলও তাই। নূরজাহানের হৃদয়ে এই অপমান প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় বসিয়া গেল (১)।

বাদশা-বেগম কাবুলে ছয়মাস অবস্থিতি করেন। এই সময়েই ইহারা শাহ ইস্মাইলের সহিত মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। মহব্বত খাঁর শিবির বাদশাহী শিবিরের কিছুদূরে ছিল, তিনি মধ্যে মধ্যে বাদশাহের সহিত আসিয়া দেখা করিতেন।

নূরজাহানের হৃদয় পূর্ব্ব অপমানে দিন দিন জ্বলিয়া যাইতে ছিল। কিসে মহব্বতকে প্রতিশোধ দিতে পারিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবনে সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নূরজাহান্ এই সময় স্বামীর সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিতেন এবং উদ্ধারের জন্য নানা পরামর্শ দিতেন। সম্রাট্ কিন্তু সে সকল পরামর্শ শুনিতেন না। তিনি তখন মহব্বতের সহিত মিলিয়া তাহার বিশ্বাস উৎপাদনে চেষ্টা করিতেছিলেন। মহব্বতও সম্রাটের ব্যবহারে দিন দিন তৎসম্বন্ধে নিরুদ্বেগ হইতে ছিলেন। সম্রাট্‌ও তাহা বুঝিয়াছিলেন। তিনি সেই বিশ্বাস একবারে দূরীভূত করিবার জন্য নূরজাহানের সকল পরামর্শ অকপটে মহব্বতের নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন; এমন কি নূরজাহান্ যে মহব্বতের প্রাণনাশের পরামর্শ করিতেছিলেন ও তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রবধূ (শায়েস্তা খাঁর পত্নী ও শাহ নবাজের কন্যা) সুবিধা

(১) একবালনামায় নূরজাহান কখন কোথায় কিরূপে মিলিত হন, তাহার কোন উল্লেখ নাই, তবে কাবুলভ্রমণের সময় তাঁহাকে সম্রাটের সঙ্গিনীরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং কাবুলপ্রবেশের পূর্ব্বেই জলালাবাদের ছাউনিতে মিলিয়া ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইত পারে।

(১) Dow's Hindostan Vol. p. 98.

পাইলেই যে গুলি মারিয়া মহব্বতের প্রাণ সংহার করিবেন, তাহাও বলিয়া দিলেন।

মহব্বত পিঞ্জরাবদ্ধ-বিহঙ্গিনীর উদ্ধারার্থ এই সকল বৃথা চেষ্টার কথা শুনিয়া তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিতেন। নূর্জাহান্ তাহাও শুনিতে পাইতেন, শেষে আর তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি মহব্বতকে পৃথিবী হইতে সরাইবার চেষ্টা করিলেন। এবার সম্রাট্‌কেও জানাইলেন না। মহব্বত যে পথ দিয়া বাদশাহী শিবিরে আসিতেন, একদিন সেই পথের উপর এক সঙ্কীর্ণ গলিতে প্রত্যেক বাটীর পথের ধারের জানালায় এবং গলির দুই মুখে গুপ্তস্থানে কাবুলী বন্দুকধারী লোক রাখাইলেন। মহব্বত অশ্বারোহণে যেমন গলিতে প্রবেশ করিয়া অৰ্দ্ধেক অগ্রসর হইয়াছেন, অমনি পথের উভয়পার্শ্বের অট্টালিকা হইতে গুলিবর্ষণ হইতে লাগিল। সৌভাগ্যক্রমে মহব্বতের গাত্রে লাগিল না, তিনি বায়ুবেগে গলির মুখে বন্দুকধারীদিগকে বিমর্দ্দিত করিয়া সামান্য আহত হইয়া স্বীয় শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। কাবুলীরা সম্রাটের রক্ষিসৈন্যের মধ্যে পাঁচশকে বিনষ্ট করিল। তাহার পর তিনি সন্দেহে সম্রাটকে ইহার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট্ বাস্তবিকই ইহার কিছু জানিতেন না, সুতরাং তদনুরূপ উত্তর দিলেন। তখন মহব্বত কাবুলীদিগের সেই প্রদেশ অবরোধ করিলেন। কাবুলীরা ভীত হইয়া পড়িল। নগরের প্রধান প্রধান লোকে মহব্বতের নিকট অতি বিনীতভাবে উপস্থিত হইলেন, সম্রাট্‌ও তাঁহাদের পক্ষ হইতে মহব্বতকে ক্ষমা করিতে অনুরোধ করিলেন। ঐ কার্য্যের কয়েকজন নেতাকে ধরিয়া দেওয়ায় মহব্বত সন্তুষ্ট চিত্তে অবরোধ উঠাইয়া দিলেন। নেতা কয়েকজনও সামান্য দণ্ড পাইল। মহব্বত ইহার পরই কাবুলের ছাউনী তুলিতে আদেশ দিলেন এবং লাহোরাভিমুখে চলিলেন (১)।

নূর্জাহান্ দেখিলেন স্বামী তাঁহার পরামর্শে কর্ণপাত করিতেছেন না, কাজেই তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া অনুসন্ধান করিলেন। প্রকৃততত্ত্ব তাঁহার আর জানিতে বাকী রহিল না। তখন তিনি স্বামীকেও আর বিশ্বাস করিলেন না, গোপনে উদ্ধারের পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং সম্রাট্‌কেও প্রবোধ দিবার জন্ম তাঁহার সহিত মিথ্যা পরামর্শ করিতে লাগিলেন। প্রত্যক্ষভাবেও তিনি কতকটা চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি বেতন দিয়া অনুচর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার খোজাধ্যক্ষ হুসিয়ার খাঁ দুই হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া লাহোরে অগ্রসর হইলেন। তখন নূর্জাহান্‌ও রাজকৃত্যপরিচয়ে অনেকগুলি লোকসংগ্রহ করিয়াছিলেন। হুসিয়ার রোহতস্ হইতে কিছুদূরে থাকিয়া নূর্জাহানকে সংবাদ পাঠাইলেন। নূর্জাহান্ স্বামীকে নিজ সৈন্যপরিদর্শনের জন্য আগ্রহ সহকারে অনুরোধ করিলেন। সম্রাট্ স্বীকার করিলেন। তিনি স্বীয় পরিচারক বলন্দ খাঁ দ্বারা মহব্বতকে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে সেদিনকার দৈনিক কুচকাওয়াজ যেন বন্ধ থাকে, কারণ সম্রাট্ সেদিন বেগমের অশ্বারোহী পরিদর্শন করিবেন। মহব্বত প্রথমে স্বীকৃত হন নাই, পরে খাজা আবুল-হসন তুর্কদ্বারা তাঁহাকে স্বীকার করাইলেন। রাজপ্রাসাদ হইতে উভয়পার্শ্বে রাজ্ঞীর অশ্বারোহীরা নদীর তীর পর্য্যন্ত সারি দিয়া দাঁড়াইল। নদীর অপর পারে হুসিয়ার খাঁর সেনাদল রোহতস্ দুর্গ পর্য্যন্ত দাঁড়াইল। বাদশাহ ও বেগম অশ্বে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূর গেলে পশ্চাৎ হইতে সৈন্যদল ক্রমে ক্রমে সম্রাটের পশ্চাতে চলিল, শেষে দ্রুতপদে সকলে বাদশাহবেগমকে লইয়া নদীপারে গিয়া রোহতস্‌দুর্গে উপনীত হইল। এইরূপে রাজ্ঞী নূর্জাহানের বুদ্ধিবলে সম্রাট্ চিরবন্দিত্ব হইতে উদ্ধার পাইলেন। নূর্জাহান্ স্বামীকে উদ্ধার করিয়াই ভ্রাতা ও ভ্রাতৃপুত্রের উদ্ধারার্থ সম্রাট্‌কে দিয়া মহব্বত খাঁর উপর এক আদেশ-পত্র পাঠাইলেন। ঐ পত্রে মহব্বত খাঁকে ঠট্টপ্রদেশে শাহজাহানের বিরুদ্ধে গমন করিবার, আসফ্‌খাঁ ও তাঁহার পুত্র আবু তালেবকে (পরে শায়েস্তা খাঁকে) দরবারে পাঠাইবার, শাহজাদা দানিয়েলের পুত্রদ্বয়কে ও মুখ্‌লিস্ খাঁর পুত্র লস্করী খাঁকে পাঠাইয়া দিবার আদেশ ছিল এবং তাঁহার আদেশ অমান্য করিলে, তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইবে এ কথাও ছিল। মহব্বত দেখিলেন ভাগ্যগতি ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং আর গোলমাল না করিয়া সকলকে পাঠাইয়া দিলেন। কেবল আসফ্ খাঁকে পাঠাইলেন না, বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি ঠট্ট যাইতেছেন, এ সময় তিনি আসফ্ খাঁকে ছাড়িতে পারেন না। কারণ নূর্জাহান্ বেগম হইতে তিনি প্রতিপদে প্রতিশোধের আশঙ্কা করিতেছেন। তিনি ঠট্টের দিকে ফিরিলেই, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত আসফ্‌খাঁ হয়ত তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন; অতএব লাহোর অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। নূর্জাহান্ এই সংবাদে অতিমাত্র জ্বলিয়া গেলেন। তিনি পুনরায় আদেশ পাঠাইলেন। তখন মহব্বত ঠট্টের দিকে রওনা হইয়াই ভীত হইয়া আসফ্‌খাঁকে ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রকে কিছুদিন আট্‌কাইয়া রাখেন।

ডাউ সাহেবের ইতিহাসে সম্রাটের উদ্ধারের অন্যরূপ বর্ণনা আছে। মহব্বতের রাজ্যাকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি সম্রাটের নিকট পদ ও মর্য্যাদার কোন হানি হইবে না এইরূপ প্রতিশ্রুতি পাইয়া ক্রমশঃ সম্রাটের উপর কঠোরতা কমাইয়া দিলেন। তাঁহার রক্ষী

(১) Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 420-431.)

কমাইয়া দিলেন এবং যে সকল রাজকীয় ক্ষমতা নিজ হস্তে লইয়াছিলেন, তাহার অনেক সম্রাটকে ছাড়িয়া দিলেন। এই সদ্ব্যবহারেও নূরজাহানের প্রতিহিংসাচেষ্টা কমিল না, বরং বাদশাহী ক্ষমতার পুনঃপ্রাপ্তিতে তিনি আরও সুযোগ পাইলেন। তিনি বুঝাইলেন, "এইরূপ একটা ভয়ানক দুর্দ্দান্ত ক্ষমতাশালী ও কুটিললোক, যে সম্রাট্‌কে বন্দী করিতে পারে, তাহাকে যদি বিনা দণ্ডে ছাড়িয়া দেওয়া যায় বা তাহার মৌখিক আনুগত্যে বশীভূত হইয়া যদি তাহাকে আদর করা যায়, তবে প্রজারা কি আর সম্রাট্‌কে প্রকৃত সম্রাট্ বলিয়া মানিবে?" এই বলিয়া বেগম সাধারণ সমক্ষে তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা চাহিলেন, সম্রাট্ সে আদেশ দিলেন না, বরং তাঁহাকে এসম্বন্ধে কোন কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। নূরজাহান্ স্বামীর নিকট বিফল মনোরথ হইয়া একজন খোজাকে সম্রাট্‌শিবির হইতে প্রবেশ বা নির্গমনের সময় মহব্বতকে বিনাশ করিবার জন্য গুলি করিতে আদেশ দিলেন। জাহাঁগীর এই আদেশ শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ মহব্বতকে সংবাদ দিলেন। মহব্বত এরূপ গুপ্তহত্যার কতদিন কিরূপেই বা বাধা দিবেন এই ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন, শেষে সম্রাটের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া একাকী গোপনে ঠট্ট অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

নূরজাহান্ এই সংবাদ পাইয়া চতুর্দ্দিকের শাসনকর্ত্তাদিগকে মহব্বতকে খুঁজিয়া ও ধরিয়া দিবার আদেশপত্র পাঠাইলেন। তাঁহাকে বিদ্রোহী বলিয়া প্রচারিত ও তাঁহাকে ধরিবার জন্য পুরস্কারঘোষিত হইল।

আসফ্‌খাঁ ভগিনীর এতটা নিষ্ঠুর আদেশ ভাল বলিয়া বোধ করিলেন না। তিনি মহব্বতের গুণাবলী জানিতেন এবং নিজেও তাঁহার সদ্ব্যবহারে বশীভূত ছিলেন।

মহব্বত নূরজাহানের আদেশে তাড়িত কুক্কুরের ন্যায় নানা স্থানে লুকাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। শেষে একদিন ছদ্মবেশে অসম সাহসে নির্ভর করিয়া ঠট্ট হইতে অশ্বারোহণে ২ শত ক্রোশ পথ পার হইয়া কর্ণাল নামক স্থানে বাদশাহী ছাউনীতে আসফ্‌খাঁর শিবিরে আসিলেন। রাত্রি ৯টার সময় আসফের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে এক খোজা চিনিতে পারিয়া আসফ্‌কে সংবাদ দিল। আসফ্ মহব্বতের মলিন বেশ ও দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলেন। মহব্বত অন্যান্য কথার পর বলিলেন, সম্রাটের স্ত্রৈণতাই সম্রাটের সর্ব্বনাশ করিল। নূরজাহান্ যেরূপ অকৃতজ্ঞ এবং তাহার জন্যই যখন আমার এতটা দুর্দ্দশা, তখন আমি আর একজনকে সম্রাট্ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। কুমার পরবেজ ধার্ম্মিক ও বন্ধু হইলেও দুর্ব্বলমনা এবং নির্ব্বোধ, কিন্তু শাহজাহান্ সর্ব্বাংশে উপযুক্ত, তাহার সহিত যুদ্ধে আমি তাহাকে পরাস্ত করিয়াছি। কিন্তু আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমি কোন গণ্ডিকে প্রাণটী ফিরাইয়া আনিয়াছি মাত্র। অতএব আপনি আমার সাহায্য করিলে আপনার জামাতাকে আমি রাজ্য দিতে পারি। আসফ্ অপ্রার্থিত বন্ধু পাইয়া বিস্মিত ও প্রীত হইলেন এবং সৈন্য ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন। মহব্বত চলিয়া গেলেন।

ইহার পর দক্ষিণের গোলযোগের সংবাদ আসিল। সম্রাট্ মহব্বতের মত সেনাপতির অভাব উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিলেন। আসফ্‌খাঁ সেই সুযোগে মহব্বতের মার্জ্জনার আদেশ বাহির করিয়া লইলেন। মহব্বত আবার পূর্ব্ব সম্মান ও পদাদি পাইয়া সৈন্যদলের অধিনায়ক হইয়া শাহজাহানের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন (১)।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন,—ইতিমধ্যে সম্রাট্ সদলে লাহোরে উপস্থিত হন। আসফ্‌খাঁ সেখানে উপনীত হইলে, তাঁহাকে পঞ্জাবের সুবাদার ও প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করা হইল এবং সমস্ত রাজনৈতিক ও রাজস্বসংক্রান্ত মন্ত্রণাসভায় সভাপতিরূপে কার্য্য করিবার আদেশও দেওয়া হইল। এই সময় মহব্বত খাঁ বঙ্গদেশ হইতে ২২ লক্ষ মুদ্রা আনাইতে ছিলেন। বিহারের নিকট শাহাবাদে উহা পৌছিলে, সম্রাট্ সংবাদ পাইয়া সৈন্য পাঠাইয়া তাহা কাড়িয়া লন।

ইহার পর শাহজাহান্ ঠট্টপ্রদেশ হইয়া পারস্যের অধীশ্বর শাহ্ অব্বাসের সাহায্য প্রার্থনায় যাইবার উদ্যোগ করেন। ঠট্টপ্রদেশে পৌছিলে কুমার শাহরিয়ারের কর্ম্মচারী সরীফ্ উল্-মুলুক দুর্গ হইতে গোলা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার অনুচরবর্গকে বিনষ্ট করেন। এই সময়ে ৩৮ বৎসর বয়সে কুমার পরবেজের মৃত্যু হয় (১০৩৫ হিজিরা)। কাজেই শাহজাহান্ ঠট্ট পরিত্যাগ করিয়া নাসিকে পলায়ন করিলেন। মহব্বত খাঁ শাহাবাদে ২২ লক্ষ টাকায় বঞ্চিত হইয়া সকল আশা ত্যাগ করিয়া রাজপুতনায় রাণার রাজ্য মধ্যে পার্ব্বত্যপ্রদেশে লুক্কাইত থাকেন; পরে শাহজাহান্ নাসিকে আছেন শুনিয়া তাঁহার নিকট লোক পাঠাইলেন। শাহজাহানের এসময় এরূপ এক জন লোকের প্রয়োজন ছিল, তিনি মহব্বতকে নিকটে আসিতে আদেশ দিলেন। এ সময়েও মহব্বতের সহিত ২০০০ অশ্বারোহী ছিল। জুনির নামক স্থানে আসিয়া উভয়ে মিলিত হন।

১০৩৭ হিজিরায় সম্রাট্ জাহাঁগীরের পীড়া হয়। দিন দিন তাঁহার আহার বন্ধ হইয়া আসিল, কেবলমাত্র কএক পাত্র দ্রাক্ষারস ব্যতীত আর কিছুই খাইবার উপায় রহিল না,

(১) Dow's Hindostan Vol. III. p. 9.

চিকিৎসা চলিল, বিশেষ ফল দেখা গেল না। কাশ্মীর হইতে তাঁহাকে পাল্কী করিয়া লাহোরে পাঠান হইল। এই সময়ে কুমার শাহরিয়ার একপ্রকার উপদংশপীড়ায় অতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হইলেন, মুখমণ্ডলের শ্মশ্রু, গুম্ফ, ভ্রূপক্ষ, মস্তকের কেশ ও গাত্ররোম ঝরিয়া গেল। তিনি লজ্জিত হইয়া পিতার নিকট হইতে লাহোরে পলাইয়া আসিলেন। সম্রাট্‌ও পর্ব্বত হইতে নামিতে ছিলেন। পথে বৈরমকল (ব্রহ্মকাল ?) নামক স্থানে পৌঁছিয়া চিরশিকার-প্রিয় সম্রাটের শিকারের ইচ্ছা জন্মিল। গ্রাম্যলোকে নৃপাদেশে বন হইতে একটী হরিণ তাড়াইয়া আনিল। সম্রাট্ কষ্টে বন্দুক উঠাইয়া গুলি করিলেন। হরিণ গুলি খাইয়াও ছুটিয়া তাহার হরিণীর নিকট গিয়া দাঁড়াইল ও পড়িয়া মরিল। কোন লোক ইহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে গিয়া পর্ব্বত উপর হইতে পড়িয়া মরে। ইহা দেখিয়াই দুর্ব্বলমস্তিষ্ক সম্রাটের মন অতি মাত্র বিকৃত হইয়া গেল। তাঁহার যেন বোধ হইল, তিনি যমদূতকে দেখিতে পাইতেছেন। ঐ স্থান হইতে দুই দণ্ডের পথ নামিয়া রাজৌর নামক স্থানে পৌঁছিলেন। এই সময় তিনি একপাত্র সুরা চাহিলেন, কিন্তু গিলিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতে (২৮এ সফর ১০৩৭ হিজিরায়) সম্রাট্ নূরউদ্দীন্ জাহাঙ্গীর পরলোক গমন করিলেন (১)।

আসফ্‌খাঁ তখন ইরাদত খান্‌খানি আজমের সহিত পরামর্শ করিয়া মৃত যুবরাজ খুস্‌রুর পুত্র দাওয়ার বক্‌শকে বন্দিত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যের আশা দিলেন। দাওয়ার বক্‌শ্ তাঁহাদিগকে তৎসম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিয়া লইলেন। অবশেষে আসফ্ খাঁ তাঁহাকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া তাঁহারই মস্তকে রাজছত্র দিলেন এবং সকলে অগ্রসর হইলেন। নূরজাহান্ এই সময়ে ভ্রাতাকে বহুবার সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আসফ্‌খাঁ নানা অছিলা করিয়া দেখা করিলেন না। দাওয়ার বক্‌শকে আশ্বাস দেওয়া হইলেও আসফ্‌খাঁ তাঁহার প্রতিজ্ঞা রাখিলেন না। তিনি বারাণসী নামক একজন অতি দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়া শাহজাহান্‌কে এবং মহব্বতকে সংবাদ দিলেন, পত্র লিখিবার অবকাশ হইল না। অভিজ্ঞানস্বরূপ নিজ অঙ্গুরী প্রদান করিলেন। এরূপ করিবার কারণ ছিল (২)। ইহার কন্যা মুমতাজ-মহলের সহিত ১০১৮ হিজিরায় কুমার শাহজাহানের বিবাহ হয়। সুতরাং জামাতার জন্য তিনি সিংহাসন নিরাপদ রাখিবার উদ্দেশ্যে অপর প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে বাধা দিবার জন্যই যেন দাওয়ার বক্‌শকে সিংহাসনের আশা দিয়া দাঁড় করাইলেন।

পরদিন ভীমবর হইতে রীতিমত আয়োজন সহকারে সম্রাটের মৃতদেহ আনিয়া লাহোরে নূরজাহানের উদ্যানে সমাহিত করা হইল। এই স্থলে অন্যান্য আমীরেরা আসফ্ খাঁর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মতেই চলিতে লাগিলেন। দাওয়ার বক্‌শ সম্রাট্ বলিয়া রীতিমত বিঘোষিত হইলেন এবং ভীমবরে সেদিন তাঁহারই নামে খোতবা পড়া হইল (১)। নূরজাহান্ ভ্রাতার এই কার্য্যে মহা অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি মৃত সম্রাটের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং সেই স্থানেই আমীর ওমরাগণের মধ্যে স্বপক্ষে লোক সংগ্রহ করিবার জন্য মহা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আসফ্ খাঁ সে চেষ্টা বিফল করিবার জন্য তাঁহাকে তাঁহার শিবিরে বন্দিনীর স্বরূপ রাখিয়া দিলেন (২)।

ওদিকে শাহরিয়ার পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইবামাত্র লাহোরের রাজকোষ অধিকার করিয়া বসিলেন, তদ্দ্বারা সৈন্যদল সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার পত্নী নূরজাহানের কন্যা মেহেরুন্নিসাও স্বামীকে উত্তেজিত করিয়া তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া প্রচার করাইলেন। সৈন্য ও সেনাপতিগণকে স্বদলে আনিতে শাহরিয়ারের এক সপ্তাহের মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়া গেল। শাহজাদা দানিয়েলের ভ্রাতুষ্পুত্র মীর্জা বাইশিন্দার এই সময় পলাইয়া আসিয়া লাহোরে ভ্রাতুষ্পুত্র শাহরিয়ারের আশ্রয় লইলেন। শাহরিয়ার পিতৃব্যকে সেনাপতি করিলেন। তিনি সৈন্যদল লইয়া নদী পার হইয়া অপর তীর সুরক্ষিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। আসফ্ খাঁ ও দাওয়ার বক্‌শ উভয়ে হাতী চড়িয়া আসিতে আসিতে দেখিলেন নদীতীরে ৩ ক্রোশ জুড়িয়া বিপক্ষসৈন্য দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের সৈন্যের সংখ্যা কম ছিল, কাজেই তাঁহারা ভীত হইলেন, কিন্তু পরে যখন যুদ্ধ বাধিল, তখন শাহরিয়ারের অশিক্ষিত সৈন্য গোলাঘাতে ভীত হইয়া অস্ত্রচালনের পূর্ব্বেই ভঙ্গ দিল। দূরে পর্ব্বতশিখরে তিন সহস্র অশ্বারোহী লইয়া শাহরিয়ার দাঁড়াইয়াছিলেন। ভগ্নদূতে সংবাদ দিবামাত্র তিনিও সদলে নামিয়া দুর্গাশ্রয় করিলেন। পরদিন আসফ্ খাঁ সুশিক্ষিত রাজভক্ত সৈন্য ও বীরগণের সাহায্যে পুনরায় দুর্গাধিকার করিলেন।

শাহরিয়ার অন্তঃপুরে লুকাইয়াছিলেন। ফিরোজ খাঁ তাঁহাকে ধরিয়া আনিল। দাওয়ার বক্‌শের আদেশে পরদিন

(১) Ikbal nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 431-35.)
(২) Dow's Hindostan Vol. III. p. 113. and Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 436.)

(১) Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VII. p. 436.)
(২) Dow's Hindostan Vol. II. p. 113.

তাঁহার চক্ষু দুটী নষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। শাহজাদা দানিয়ালের অপর দুই পুত্রও বন্দী হইল (১)।

ওদিকে বারাণসী কাশ্মীরের পাহাড় হইতে ২০ দিনে গোলকুণ্ডায় পৌঁছিয়া (১০৩৭ হিজিরা) ১৯ রবিঅল আউয়ল তারিখে জুনির নামকস্থানে মহব্বত খাঁর ভবনে উপস্থিত হইয়া আসফ্‌খাঁপ্রেরিত সংবাদ জানাইল। শাহজাহান্‌ও সংবাদ পাইলেন, পরে তাঁহারা ২৩এ তারিখে গুজরাতের পথ ধরিয়া যাত্রা করিলেন। অহম্মদাবাদে পৌঁছিলে শাহজাহান্‌ শ্বশুরকে পত্র লিখিলেন। তাহাতে কুমার খস্‌রুর পুত্র দাওয়ার বক্‌শ, কুমার শাহরিয়ার ও শাহজাদা দানিয়েলের পুত্রগণকে মারিয়া ফেলিবার পরামর্শ দিলেন। তাহার পর ১০৩৭ হিজিরা ২রা জমাদিয়ল্‌ আউল তারিখে লাহোরে সর্ব্বসম্মতিক্রমে শাহজাহান্‌ সম্রাট্‌ হইলেন। ২৬ তারিখে দাওয়ার বক্‌শ, তাঁহার ভ্রাতা গরশাস্প, শাহরিয়ার এবং দানিয়ালের পুত্রদ্বয়কে নিহত করা হইল। আসফ্‌ খাঁ এ বিষয়ে কোন সন্ধান লইলেন না। পরদিন সকলে আগরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ২৬ তারিখে শাহজাহান্‌ সদলে আগরায় উপস্থিত হইয়া সর্ব্ববাদী সম্রাট্‌ বলিয়া গৃহীত হইলেন (২)।

শাহরিয়ারের মৃত্যু হইলে নূর্‌জাহানের সকল আশা সকল চেষ্টা নষ্ট হইয়া গেল। তিনি রাজনৈতিক ব্যাপার হইতে একবারে অবসর লইলেন। শাহজাহান্‌ তাঁহার বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। ইহার পর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন সামান্যভাবে শুক্লবসনে বিধবাচারে জীবন যাপন করেন। এই সময়েই তিনি সর্ব্বদা পাঠে ও পারসীতে কবিতা রচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। "মুক্‌ফি" উপ নামে তিনি স্বরচিত কবিতায় ভণিতা দিতেন। আমোদ উৎসবে তিনি আর কখন মিশেন নাই (৩)।

নূর্‌জাহান্‌ অসামান্যা রমণী ছিলেন। রাজনীতিকে তিনি নখদর্পণে রাখিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক হইয়া তিনি যে ভাবে ভারতসাম্রাজ্যের শাসন পরিচালন করিয়া গিয়াছেন, অকবরের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ বাদশাহের পুত্র হইয়া জাহাঁগীরেরও সে ভাবে চালাইবার ক্ষমতা ছিল না। নূর্‌জাহানের মত বুদ্ধিমতী রমণী পত্নী না পাইলে জাহাঁগীরকে হয়ত খুস্‌রুর বিদ্রোহে বা শাহজাহানের বিদ্রোহে সিংহাসনচ্যুত অথবা মহব্বত খাঁর চিরবন্দিত্বে থাকিতে হইত। নূর্‌জাহানের বুদ্ধি, সাহস, কৌশল, ধূর্ত্ততা, দয়া, স্নেহ, মমতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠতা সমস্তই যথেষ্ট ছিল; তবে মহব্বতের সহিত তাঁহার ব্যবহার বিশেষ নিন্দনীয়। স্বার্থান্ধ হইয়া তিনি যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যে সকল দুষ্ট কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেই সকল ভুলেই তাঁহার পতন এত শীঘ্র সাধিত হইয়াছিল।

লাহোরে ৭২ বৎসর বয়সে ১০৫৫ হিজিরায় ২৯ শওয়াল তারিখে ভারতেশ্বরী নূর্‌জাহান্‌ দেহ ত্যাগ করেন। স্বামীর কবর পার্শ্বে নিজ নির্ম্মিত কবরে তাঁহার দেহ সমাহিত হয়।



নূর্‌জাহান্‌।

নূর্‌জাহান্‌ যেমন অতুলনীয়-অপার্থিব-সৌন্দর্য্যশালিনী ছিলেন, তেমনি সৌন্দর্য্যপ্রিয়া ও বিলাসিনীও ছিলেন। শের-আফগানের মৃত্যুর পর যখন তিনি জাহাঁগীরের বন্দিনী ছিলেন, তখন নূতন নূতন আদর্শে গহনা, রেশমী বস্ত্রের ফুল নক্সা প্রস্তুত করিয়া ও নূতন ধরণে জড়োয়া গাঁথাইয়া নিজ শিল্পকুশলতার ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়া ছিলেন। পরে মহিষী হইয়া বিলাসিতার চূড়ান্ত কএকটি বস্তু প্রস্তুত করিয়া ভুবনে চির প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। "আতর-ই-জাহাঁগীরী" নামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট গোলাপজল, পেশওয়াজের জন্য সূক্ষ্ম চিক্কণ "দুদামী" নামক বস্ত্র (ওজনে দুইদাম মাত্র,) ওড়ানার জন্য "পাঁচ-তোলিয়া" বস্ত্র (ওজনে ৫ তোলা মাত্র,) "বাদলা" নামক বুটিদার বা ওলদার সূক্ষ্ম রেশমী কাপড় এবং জরী তাঁহারই মস্তিষ্কের উদ্ভাবিত বস্তু। "ফরাস-ই-চন্দনী" নামক চন্দনবর্ণের কার্পেট তাঁহার সকল শিল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিল্প ও পরম শোভা-বিশিষ্ট (১)।

দ্বিতীয়বার বিধবা হইয়া নূর্‌জাহান্‌ ঈশ্বরারাধনায় ও পতি

(১) Dow's Hindostan Vol. III. p. 114 and Elliot Vol. VI. p. 437.

(২) Dow's Hindostan Vol. III. p. 116 and Ikbal-nama-i-Jahangiri (Elliot Vol. VI. p. 438.)

(৩) Ain-i-Akbari (Blochmann p, 510.)

(১) Ain-i-Akbari (Blochmann p. 510.)

চিন্তায় এত মনোনিবেশ করিয়া ছিলেন যে, তদ্বশে তাঁহার চির-প্রিয় রাজনীতিও পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন। (১) এই রূপে প্রবৃত্তি দমন করাও হৃদয়ের অল্প বলের কথা নহে।

নূরপুর, পঞ্জাব প্রদেশের কাঙ্ড়া জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। অক্ষা° ৩১° ৫৮´ হইতে ৩২° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৮´ হইতে ৭৬° ১১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ৫১৪ বর্গমাইল। এই তহসীলে ১৯২টী গ্রাম ও নগর আছে। এখানে চাউল, গম, মকা, যব, ছোলা, ইক্ষু, তুলা ও অন্যান্য শাকসবজী উৎপন্ন হয়। এখানকার তহসীলদারই দাওয়ানী ও রাজস্ব বিভাগীয় বিচারকার্য্য ও শাসনকর্তার কার্য্য করিয়া থাকেন। এখানে তিনটী থানা আছে।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান সহর এবং মিউনিসিপালিটীর অধীন একটী নগর। ধর্ম্মশালা নামক স্বাস্থ্য-নিবাসের ৩৭ মাইল দক্ষিণে, চক্কী স্রোতস্বতীর একটী শাখার উপর, সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে দুই হাজার ফিট্ উচ্চে অক্ষা° ৩২° ১৮´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫৫´ ৩০´´ পূর্ব্বে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর একটী ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের রাজধানী ছিল। রাজা বসু সমতল ক্ষেত্র হইতে এই নগর উঠাইয়া নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের এক পার্শ্বের উপরিভাগে দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত করিয়া স্থাপিত করেন। বহুকাল ধরিয়া এই নগরের বাণিজ্য-সমৃদ্ধি থাকায়, ইহা উক্ত জেলার প্রধান নগররূপে গণ্য ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে শাল-বুনন ব্যবসার হ্রাস হওয়ায় এই নগরের পূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধির হীনতা হইয়াছে এবং অন্নাভাবে জনসংখ্যাও দিন দিন কমিতেছে। ফ্রাঙ্ক-প্রুসিয়-যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এখানকার বাণিজ্যের অবনতি হয়। এখানে সামান্য পরিমাণে যে সমস্ত শাল ও পশমী বস্ত্রাদি বুনন হয়, তাহা কাশ্মীর বা অমৃতসহর-নির্ম্মিত বস্ত্রাদি অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট।

এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই রাজপুত, কাশ্মীরি এবং ক্ষত্রি। এই ক্ষত্রিগণ মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া লাহোর হইতে পলাইয়া এই স্থানে আসিয়া বাস করে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ সময়ে স্বদেশ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়া কাশ্মীরিগণ এই স্থানে আসিয়া বাস করেন এবং আসিবার কালে পশমী বস্ত্রাদি বুনিবার উপযুক্ত যন্ত্রাদিও সঙ্গে লইয়া আসেন। সেই সময় হইতে এই স্থান শালবুননের জন্য খ্যাতি লাভ করে।

এখানকার কাশ্মীরিগণ এখন শালবাকলার পরিবর্ত্তে গুটীপোকার চাষ করিয়া রেসমাদি তৈয়ার ও বিক্রয়োপযোগী করিতেছে। এখানে একটী বৃহৎ বাজার, আদালত, ঔষধালয়, বিদ্যালয় এবং দুইটী সরাই আছে। নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে নানা দ্রব্যাদি আমদানী হয়।

ইরাবতী ও বিপাসা নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ১৬ মাইল বিস্তৃত ভূভাগ নূরপুর জেলা নামে খ্যাত। ইহার উত্তরে চন্দ্রভাগা নদী, পূর্ব্বে চম্বারাজ্য, পশ্চিমে পঞ্জাবরাজের অধীনস্থ কএকটী হিন্দুরাজ্য ও বিপাশা নদী এবং দক্ষিণে হরিপুর। এই জেলার প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার আবুল্-ফজল্ এই স্থানকে দমন্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এখানকার অধিবাসীরা 'দহমেরী' এইরূপ নামোচ্চারণ করিয়া থাকেন। তারিখ-ই-অল্ফি নামক গ্রন্থে ইহা দমাল নামে উক্ত হইয়াছে। ঐ পুস্তকে লিখিত আছে, এই স্থান হিন্দুস্থানের প্রান্তভাগে একটী পর্ব্বতের উপর স্থাপিত।

এই দহমেরী বা দহম্বোরী জেলার রাজধানী পাঠান-কোট। এই পাঠানকোট নগর ইরাবতী ও বিপাসা নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার নিকটস্থ পর্ব্বতে কাঙড়া ও চম্বানগর এবং সমতলক্ষেত্রে লাহোর ও জালন্ধর নগর থাকায় এই নগর বাণিজ্যের উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া গণিত ছিল। এই স্থানের প্রাচীন হিন্দুরাজগণ পঠান জাতীয় রাজপুতশাখাসমুদ্ভূত এবং পঠানিয়া বা পৈঠান নামে সাধারণে পরিচিত। ইহারা মুসলমান বা আফগানজাতির পাঠানশাখা হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই পঠানিয়া বা পৈঠান শব্দ সংস্কৃত 'প্রতিষ্ঠান' নামক জনপদের অপভ্রংশ বলিয়া বিবেচিত হয়।

গোদাবরীতীরবর্ত্তী বিখ্যাত পৈঠান বা প্রতিষ্ঠান জনপদের কোন রাজা এই নগর স্থাপন করিয়া থাকিবেন, ইহাই সম্ভবপর।

ইব্রাহিম-গজনবি নামক জনৈক মুসলমান এই পঠিয়ান বা পঠিয়ানকোট দুর্গ বহুদিন অবরোধের পর জয় করেন। ক্রমশঃই ইহার পূর্ব্বতন হিন্দু নাম লোপ পাইয়া বর্ত্তমান মুসলমান অধিকারে পাঠানকোট নামে পরিচিত হইয়াছে।

এখানকার পুরাতন দুর্গের যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, তাহার চারিদিকে ছয় শত বর্গফিট্ এবং উচ্চে ১০০ ফিট্ একটী মৃত্তিকা স্তূপমাত্র আছে। এই স্থানে যে সমস্ত ইষ্টকাদি পাওয়া যায়, তাহা অতিশয় বড় এবং দেখিবামাত্রই ইহার প্রাচীনত্ব ও প্রাচীন হিন্দুগণের নির্ম্মিত বলিয়া উপলব্ধি হয়। এখানে গ্রীকরাজ জৈলাস্ (King Zoilus) শকনৃপতিদিগের মধ্যে গোণ্ডফরেশ (Gondophares), কনিক ও হুবিষ্কের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া যায়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাঠান-কোটে হিন্দুরাজগণের সময়েরও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ঐ মুদ্রায় উপর পালি অক্ষরে ঔদুম্বর নাম খোদিত আছে। ঐ

(১) নব্যভারতের ১৫শ খণ্ড, ১৫০ পৃষ্ঠা।

মুদ্রাগুলি প্রায় দুই হাজার বৎসরের পুরাতন হইবে। এইরূপ মুদ্রা অপর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় নাই এবং কেবল এই স্থানেই পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ডাঃ কনিংহাম্ এই জেলাকে প্রাচীন ঔদুম্বর দেশ বলিয়া স্বীকার করেন।

পাণিনি উদুম্বর বৃক্ষ (Ficus glomerata) সমন্বিত দেশকে ঔদুম্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান নূরপুর জেলায়ও বহু পরিমাণে এই জাতীয় গাছ দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত অনেকানেক দেশীয় গ্রন্থে এই ঔদুম্বর দেশ পঞ্জাবের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। বরাহমিহির উদুম্বরবাসীর সহিত কপিষ্ঠলবাসীদিগের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও ত্রিগর্ত্তবাসী ও কুলিন্দজাতির সহিত ইহাদের সম্বন্ধ বর্ণিত আছে।* এতদ্ব্যতীত প্রাচীন "দহমেরী বা দহম্বরী" শব্দ যে ঔদুম্বর নামের অপভ্রংশ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন ঔদুম্বর জনপদ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ যাহা এক সময়ে দহমেরী নামে সাধারণে পরিচিত ছিল, তাহা পৈঠানরাজগণের সময়ে পঠান্‌কোট নাম ধারণ করে। পরে মুসলমান অধিকারে পাঠানকোট এবং জাহাঁগীরের রাজত্বে নূরজাহানের নামে নূরপুর নাম প্রাপ্ত হয়। এখানে যে সমস্ত তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহার সকলগুলিই চতুরস্র। ইহার এক পৃষ্ঠে একটী মন্দির ও অপর পৃষ্ঠে একটী হস্তী ও বৃক্ষ অঙ্কিত আছে। এই মন্দিরের পার্শ্বভাগে বৌদ্ধদিগের স্বস্তিক ও ধর্ম্মচক্র এবং তল-দেশে একটী সর্পমূর্ত্তি খোদিত আছে। অপর পৃষ্ঠের বৃক্ষটীর চারিধারে বৌদ্ধসাময়িক বেড়া আঁকা এবং তাহার পার্শ্বে ঔদুম্বর নাম খোদিত দেখা যায়। এই সকল প্রমাণবলে এবং নূরপুর ভিন্ন অন্যত্র এইরূপ মুদ্রা না পাওয়ায় ডাঃ কনিংহাম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই স্থানকেই ঔদুম্বর রাজ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। [বিশ্বকোষে, প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র দ্রষ্টব্য।]

ভারতে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে এই নাম সাধারণের পরিচিত ছিল। পরবর্ত্তীকালে আবু-রিহান্ নামক জনৈকব্যক্তি জালন্ধরের রাজধানী দমাল (অন্যান্য মুসলমান গ্রন্থে এই স্থানের নাম দেহ্মারী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন)† বোধ হয় এই সময়ে ত্রৈগর্ত্ত বা কাঙড়াবাসীরা এই স্থান নিজ অধিকারে আনিয়াছিল। এই সময়ের পর হইতে সম্রাট্ অকবরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তবে এই স্থান যে একজন ক্ষুদ্র হিন্দু সর্দ্দারের অধীন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অকবরশাহের রাজ্যারোহণের পূর্ব্বে ৯৬৫ হিজিরায় যখন পৈঠানরাজ ভকতমল সিকেন্দর-সুরের সহযোগী হইয়া মানকোট নামক স্থানে মোগল-সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তখন বৈরাম খাঁ তাহাকে বন্দীভাবে আনিয়া অতিশয় নৃশংসতার সহিত হত্যা করেন।

নূরপুর রাজবংশের প্রকৃত ইতিহাস, মুসলমান ও শিখদিগের যুদ্ধের সময় নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নূরপুরের কোতয়াল শেখ মহম্মদ আমীর তথাকার দেবীশাহ নামক জনৈক ৯৫ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট রাজবংশের যে কতক ইতিহাস ছিল, তাহা হইতে যে তালিকা সংগ্রহ করেন এবং মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নূরপুর ইতিহাস সম্বন্ধে যতটুকু লিখিয়াছেন, পরস্পরের বিবরণে সম্পূর্ণ মিল আছে।

এখানকার রাজগণ বিযোলী, মন্দী ও সুখেত প্রভৃতি দেশের রাজগণের মত আপনাদিগকে পাণ্ডুবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের জাতীয় আখ্যা পাঠীর। দেবীশাহ বলেন, ইহারা অর্জ্জুনবংশোদ্ভব তোমরজাতীয় রাজপুত। তাঁহার মতে,—জয়পাল ও ভূপাল নামে দুই ভ্রাতা ছিলেন, তন্মধ্যে জয়পাল দহ্‌মেরীতে এবং ভূপাল পৈঠান নামক জনপদে রাজ্য করেন। জয়পালের পর হইতে তিনি যে কয়টী রাজার নাম দিয়াছেন, তাহাদের রাজত্বকালের নির্দ্ধারিত তারিখ না পাওয়ায় সম্রাট্ অকবর বাদশাহের রাজত্বের পূর্ব্বসময়ের কেবল আঠার জন রাজার নাম লিখিত হইল। যথা—

১ জয়পাল, ২ গোত্রপাল, ৩ সুথীনপাল, ৪ জাগ্রৎপাল, ৫ রামপাল, ৬ গোপালপাল, ৭ অর্জ্জুনপাল, ৮ বর্ষপাল, ৯ যতনপাল, ১০ বিদ্রথ বা বিদুরথপাল, ১১ জোথানপাল, (ইনি তির্হীরণরাজকন্যাকে বিবাহ করেন), ১২ রাণা কিরাতপাল, ১৩ কক্ষপাল, ১৪ জস্‌সুপাল, ১৫ কলসপাল (ইনি জম্বুরাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন), ১৬ নাগপাল, ১৭ পৃথ্বীপাল, ১৮ বিলো ও ১৯ ভকতপাল। শেষ রাজা ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন ও ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে মানকোটের যুদ্ধে বৈরাম খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হন। তৎপরে ২০শ বেহারিমল্ল। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

২১শ বসুদেব—ইনি ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যারোহণ করেন। সম্রাট্ অকবরের রাজত্বের ৪২ বৎসরে একবার বিদ্রোহী হন। ইহার পর সম্রাট্ তাঁহার রাজা উপাধি কাড়িয়া লয়েন এবং পরে তাঁহাকে মান ও পঠান প্রদেশের জমিদাররূপে গণ্য করেন। ইহার পাঁচবৎসর পরে, তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হইলে পঠানরাজ্য তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র রাজাধিকার পান।

২২শ সূর্য্যমল্ল রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া জাহাঁগীরের বিরুদ্ধে

* বৃহৎ-সংহিতা ১৪শ অধ্যায়।
† Hall's Edition Vishnupurāna, Vol. II. p 180.
Elliot's Muhammadan Historians, Vol. I. p. 62.

বিদ্রোহী হইলে সম্রাট্ ১০২১ হিজিরায় তাঁহার দমনার্থ রাজা বিক্রমজিৎকে প্রেরণ করেন। সূর্য্যমল্ল ভীত হইয়া প্রথমে বসুরায়-নির্ম্মিত নূরপুর দুর্গে, পরে চম্বারাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিক্রমজিৎ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া মৌ, হারা, পহারী, ঠট্ট, পক্রোত, সুর ও জবালী দুর্গ দখল করেন। পরে বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব ও ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন।* ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যমল্ল রাজ্যচ্যুত হইলে তদীয় ভ্রাতা জগৎসিংহ (২৩শ) রাজা হয়েন।

সম্রাট্ জাহাঁগীর জগৎসিংহকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি প্রীত হইয়া তাঁহাকে ৩০০ সৈন্যের অধ্যক্ষের পদ এবং রাজা উপাধি দান করেন।

১০৪১ হিজিরায় তিনি শাহজহানের বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়াও পুনরায় তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করায়, স্বীয় অধিকার প্রাপ্ত হন। ১০৫২ হিজিরায় বা ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি দারা-সেকোকে কান্দাহার লইয়া যান এবং পেশবারে তাঁহার মৃত্যু হয়†। তৎপুত্র রাজা রূপ ১৫ শত সৈন্যের অধ্যক্ষপদ এবং রাজা উপাধি পান। ইনি তারাগড়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শত্রুগণকে দুর্গাধিকার দেন। ১০৭৭ হিজিরায় তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রাজা মান্ধাতা রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। তাঁহার লিখিত কাব্য হইতে মহামান্য বীমস্ সাহেব যে বংশপরিচয় ও অদ্ভুতকাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশ ঘটনাই মিঃ ব্লকমান সাহেবের অনুবাদিত পাদশা-নামার বর্ণিত কাহিনীর সহিত ঐক্য দেখা যায়। এই গ্রন্থে রাজা জগৎসিংহের গুণগরিমাই অধিক লিখিত আছে।** ইহার পর ২৬শ রাজা দয়োধাত, ২৭শ পৃথ্বীসিংহ, ২৮শ রাজা ফতেসিংহ এবং ২৯শ রাজা বীরসিংহ (১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রাজা হইয়াছিলেন)।

মোগল সাম্রাজ্যের অবনতি হইতে শিখজাতির অভ্যুদয় পর্য্যন্ত পঞ্জাবের এইরূপ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ফরেষ্টার যখন নূরনগর পরিদর্শনে আইসেন, তৎকালে তিনি এই রাজ্যের শান্তভাব দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ অপেক্ষা এখানকার শাসনবিধি অনেক ভাল এবং শিখদিগের বেশী উপদ্রব নাই। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎসিংহ রাজা বীরসিংহকে বন্দী করিয়া তদীয় রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লন। বীরসিংহ এই সময় পলাইয়া রক্ষা পান। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে পুনরায় বন্দী হইয়া মাসিক ৫০০৲ টাকা ভাতা প্রাপ্ত হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে যশোবন্ত সিংহ তাঁহার পদে অভিষিক্ত হন।

রাজা বসুদেব সমতলক্ষেত্রের পাঠানকোট নগর অকবর বাদশাহের হস্তে অর্পণ করেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে তিনিই পর্ব্বতগাত্রোপরি এই নূতননগর স্থাপিত করিয়া জাহাঁগীর বাদশাহের মনস্তুষ্টির জন্য নূরজাহানের নামানুসারে নূরপুর নাম দিয়াছিলেন।*

২ অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত একটী নগর। লক্ষ্ণৌ সহর হইতে ৩৪ মাইল উত্তর-উত্তরপূর্ব্বে এবং কাণপুর হইতে ৭৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে, অক্ষা° ২৭° ১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ১৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

৩ পঞ্জাবের সিন্ধুসাগর দোয়াব বিভাগের একটী নগর। বিতস্তা নদীর দক্ষিণকূল হইতে ২২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে (অক্ষা° ৩২° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ৩৮´ পূঃ) অবস্থিত।

৪ উক্ত বিভাগের আর একটী নগর। বিতস্তা নদীর দক্ষিণকূলের ১৪ মাইল পশ্চিমে এবং লাহোর নগরের ১২২ মাইল পশ্চিমোত্তরে অবস্থিত।

৫ উক্ত প্রদেশের দমন বিভাগে সিন্ধুনদের দক্ষিণকূলে এবং মূলতান নগরের ৯০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমদক্ষিণে অবস্থিত একটী নগর। অক্ষা° ২৯° ৮ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৩৬´ পূঃ।

৬ বাঙ্গালার ঢাকাজেলার জালালপুরের অন্তর্গত একটী নগর। ঢাকাসহরের ২২ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ইহা বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন।

৭ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ছোটলাটের এলাকাধীন, বিজনৌর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ২৯° ৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৮´ পূঃ।

নূরম, অক্‌বর শাহের বৈমাত্র ভাই। সম্রাটের রাজত্বের একত্রিশ বৎসরে ইনি টীরাপর্ব্বতে আফগানজাতির সহিত যুদ্ধ করেন। পরে যখন মানসিংহ উড়িষ্যাজয়ের জন্য বাঙ্গালায় আসেন, সেই সময় ইনি একহাজার সৈন্যের নায়ক হইয়া উড়িষ্যায় অগ্রসর হন।

নূরমা, আসামের গারোজাতির দেবতাভেদ।

নূরমঞ্জিল, আগ্রানগরস্থ একটী উদ্যান। সম্রাট্ জাহাঁগীর ইহা নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহা 'দেহরাবাগ' নামে

* শশ-ফথ্-ই-কাঙরা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে,—যুদ্ধজয়ের পর এই ধত্রী রাজ্যের নাম নূরউদ্দীন জাহাঁগীরের নামানুসারে 'নূরপুর' হইয়াছিল। (Elliot, Vol. VI. p. 522.)

† স্থানীয় প্রবাদ এবং মান্ধাতাবিরচিত কাব্যে লিখিত আছে যে রাজা জগৎসিংহ মুসলমান সৈন্যকে পরাজিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাদশাহ্-নামায় লিখিত আছে যে, জগৎসিংহ পরাজিত হইয়া মৌ, নূরপুর প্রভৃতি দুর্গ শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়া অবশেষে তারাগড়ের যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন। [Elliot, Vol. VII. p. 96 & Vol. V. p. 521.]

** Proceedings Asiatic Society of Bengal, 1872, p. 156 and Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1875, p. 201.

* Cunningham's Ancient Geography of India.

সাধারণে পরিচিত। উদ্যান মধ্যে একটী বিস্তৃত ইন্দারা আছে, তাহা দেখিলেই দীঘী বলিয়া ভ্রম হয়।

নূরমহম্মদ, সিন্ধুপ্রদেশের একজন শাসনকর্ত্তা। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পিতা রায় মহম্মদ কল্‌হোরার মৃত্যুর পর তদ্রাজ্যে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে তিনি দাউদপুত্রগণের নিকট হইতে নহর উপবিভাগ অধিকার করেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেবান ও তদধীন রাজাগুলি তাঁহার করতলগত হয়। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভকর দুর্গ জয় করেন। মুলতান হইতে ঠট্ট পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত ছিল। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ ভারত আক্রমণে আসিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে ঠট্ট ও শিকারপুর জয় করিয়া নূরমহম্মদকে সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশের শাসনভার দিয়া প্রস্থান করেন। ইতিমধ্যে নূরমহম্মদ ঠট্টের সুবাদার সাদিক্ আলীকে তিন লক্ষ টাকা দিয়া তাহার নিকট হইতে ঠট্ট প্রদেশ ক্রয় করিয়া লন। ইহাতে নাদির ক্রোধান্বিত হইয়া দ্বিতীয়বার তদীয় সামন্ত নূরমহম্মদকে দমন করিবার জন্য সিন্ধু ও পঞ্জাব অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া নূরমহম্মদ অমরকোটে পলাইয়া যান। অবশেষে শিকারপুর ও শিবিপ্রদেশ নাদিরকে দিয়া আত্মসমর্পণ করেন। নাদির তাঁহাকে শাহ-কুলী খাঁ উপাধি দেন এবং ঐ মান্যের পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে বাৎসরিক কুড়ি লক্ষ টাকা কর দিতে হইয়াছিল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে আহম্মদ্ শাহ্ দুরাণী সিন্ধুপ্রদেশ স্বরাজ্যভুক্ত করিয়া তাঁহাকে শাহ নবাজ খাঁ উপাধি প্রদান করেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে নূরমহম্মদ কর দিতে না পারায় আহম্মদ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। নূরমহম্মদ দুরাণীর আগমন সংবাদ পাইয়া জশলমেরে পলায়ন করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

নূরমহল, পঞ্জাবের জালন্ধর-দোয়াব জেলার ফল্লোর তহসীলের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। জালন্ধর সহরের ১৬ মাইল দক্ষিণে, সুলতানপুরের ২৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বাংশে এবং ফল্লোর হইতে ১৩ মাইল পশ্চিমে (অক্ষা° ৩১°৬′ উঃ এবং ৭৫°৩১′৪৫″ পূঃ মধ্যে) অবস্থিত। বহু পূর্ব্বকাল হইতেই যে এখানে একটী নগর বিদ্যমান ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এখানকার মৃত্তিকাদি খননকালে ১৩′×১১′×৩½ মাপের যে ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে, তাহার উপরে হস্তচিহ্নিত এবং সেই হস্ততলে এক কেন্দ্র হইতে ৩টী অর্দ্ধবৃত্ত অঙ্কিত আছে। এই বৃহৎ ইষ্টকগুলি পূর্ব্বতন হিন্দুরাজগণের সময়ে প্রস্তুত হয়।

এতদ্ব্যতীত এখানে যে সমুদায় মুদ্রাদি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও অতি প্রাচীন। তন্মধ্যে ছেনিকাটা (Punch-marked) রৌপ্য মুদ্রা, কদ্রপ রাজন্যদের তাম্রমুদ্রা এবং মিহীপাল মহীপালের মুদ্রা ও বিভিন্ন সময়ের মুসলমান রাজগণের প্রাপ্ত-মুদ্রাদিও এই প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে।

সম্রাট্ জাহাগীর এই নগরের জীর্ণ সংস্কার করাইয়া নিজ প্রিয়তমা পত্নী নূরজাহানের নূর-মহল নামে এই নগর পুনরায় স্থাপিত করেন। এই সময়ে জাহাগীরের হুকুমে এখানে একটী বৃহৎ সরাই নির্ম্মিত হয়, ইহাই এখানকার দেখিবার জিনিষ। ইহা সাধারণে বাদ্‌শাহী সরাই নামে পরিচিত। ইহার এক কোণবিশিষ্ট চূড়া আছে; সর্ব্বসমেত ইহার পরিমাণ ৫২১ বর্গ ফিট্। ইহার পশ্চিমদিকের প্রবেশদ্বার ফতেপুরসিক্রি হইতে আনীত লাল প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই সরাইএর গাত্রে দেব, দৈত্য, পরী, হস্তী, গণ্ডার, উষ্ট্র, ঘোড়া, বানর, ময়ূর, অশ্বারোহী যোদ্ধ্‌পুরুষ এবং তীরন্দাজ প্রভৃতি মূর্ত্তি খোদিত আছে। কিন্তু ইহার শিল্পকার্য্য তত সুন্দর নহে।

প্রবেশপথের উপরে একখণ্ড প্রস্তরফলকে খোদিত যে লিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, এই স্থান কপুর (কল্লোর) জেলার অন্তর্গত, কিন্তু কেহ কেহ ঐ লিখনের অক্ষরূপ পাঠ করিয়া 'কোট কপুর' বা 'কোট কহ্‌লোর' এই পাঠ প্রকাশ করেন। পূর্ব্বদ্বার দিল্লী মুখে,—পশ্চিমদ্বারের ন্যায় একই প্রস্তরে নির্ম্মিত। ইহার উপরেও পারস্যভাষায় একখানি শিলালিপি খোদিত ছিল, কিন্তু পূর্ব্বদ্বারের গঠনাদি একবারে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে। ইহার পশ্চিম বা লাহোরমুখীদ্বারের উপরে যে শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, সাম্রাজ্ঞী নূরজাহানের আদেশে কলোর জেলায় এই 'নূরসরাই' ১০২৮ হিজিরায় স্থাপিত হয়, কিন্তু ইহার নির্ম্মাণকার্য্য ১০৩০ হিজিরায় সমাধা হইয়াছিল।

সম্রাট্ জাহাগীরের রাজত্ব সময়ে জালন্ধর-সুবার নাজিম্ জাকারিয়া খাঁ এই সরাই নির্ম্মাণ করান; কিন্তু ইহার পশ্চিম বা পূর্ব্বদ্বারের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বেগম নূরজাহানের আজ্ঞায় এই 'নূরসরাই' নির্ম্মিত হয়। জাকারিয়া খাঁর কথা নিতান্ত অমূলক নহে, কারণ তথাকার উৎকীর্ণ ফলক হইতে জানা যায় যে, তিনি ইহার নির্ম্মাণবিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

এখানে একটী মুসলমান ফকীরের কবর আছে। প্রতি বৎসর তথায় একটী মেলা বসে এবং তজ্জন্য বহু মুসলমান আসিয়া থাকে। স্থানীয় মিউনিসিপালিটী লোক পিছু প্রায় ১৲ এক টাকা কর আদায় করিয়া থাকেন। এখানে গম ও চিনির বিস্তৃত ব্যবসা চলে। এতদ্ব্যতীত ডাক্তারখানা, পুলিশ, ডাকঘর, গবর্মেন্টসাহায্যকৃত মধ্যশ্রেণীর হিন্দী ও ইংরাজী বিদ্যালয় আছে।

নূরশাহ্‌বলী, একজন মুসলমান ধার্ম্মিক ফকীর। পঞ্জাবের ফিরোজপুর নগরে তাঁহার বাস ছিল। তথায় প্রতি বৃহস্পতিবারে তাঁহার কবরে আসিয়া বহুলোক নেমাজ করে। এতদ্ব্যতীত নিকটস্থ হিন্দু অধিবাসীরাও এই কবর দর্শনে আসিয়া থাকে। মহরম উৎসবের কএকদিন পরেই এখানে একটী মেলা হয়। প্রায় ৫৫ বৎসর হইল, যখন সর্ হেন্‌রীলরেন্স এই স্থান পরিদর্শনে আইসেন, তখন তিনি এই ক্ষুদ্র কবরের নিকট বহু লোকসমাগম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। তদ্দণ্ডেই এই ভগ্নাবশিষ্ট কবরনির্ম্মাণের আদেশ দেন এবং আগত লোকদিগের অবস্থানের জন্য নিকটস্থ ভগ্ন অট্টালিকাদি ভাঙ্গিয়া জমিতে পরিণত করেন। ফিরোজপুরে চলিত প্রবাদ আছে এই যে, প্রথমে কাপ্তেন লরেন্স সমস্তই ভূমিসাৎ করিবার আদেশ দেন। নিশাযোগে তিনি স্বপ্ন দেখেন কে যেন তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিতেছে এবং বলিতেছে, তুমি যদি আমার কবর ধ্বংস কর, তাহা হইলে তোমার নিস্তার নাই। পরদিন প্রাতে লরেন্স সাহেব কোতোয়ালকে ডাকাইয়া কবর নির্ম্মাণ এবং পার্শ্ববর্ত্তী গৃহাদি ভাঙ্গিবার আদেশ দেন।

নূরাৎ, আলাহাবাদের মধ্যবর্ত্তী একটী সহর এবং গিরিসঙ্কট। তিরারী হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩৪´ পূঃ।

নূরাবাদ, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর, অক্ষা° ২৬° ২৪´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৩´ ৩০´´ পূঃ, শঙ্খনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। আগ্রা রাজধানী হইতে এই নগর ৬০ মাইল দক্ষিণে, গোয়ালিয়র হইতে ১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং আগ্রা হইতে গোয়ালিয়র দুর্গ পর্য্যন্ত যে রাস্তা বিস্তৃত আছে, তাহার উপর স্থাপিত। মুসলমান রাজত্বে এই নগর আগ্রার এলাকাধীন ছিল।

মোগলরাজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই এই নগরের পূর্ব্ব-সমৃদ্ধি ক্রমশই হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। এখানকার গৃহাদি সমস্তই প্রস্তরনির্ম্মিত। ১০৭১ হিজিরায় এখানে একটী মস্‌জিদ এবং তৎপর বৎসরে মোতামিদ্ খাঁ কর্ত্তৃক বৃহৎ সরাই নির্ম্মিত হয়। এই দুইটীর উপর দুইখানি শিলাফলক খোদিত আছে। সরাইটীর এখন ভগ্নাবশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়।

এখানে শঙ্খনদীর উপর একটী সাতখিলানবিশিষ্ট সেতু আছে। ইহার সন্নিকটে সম্রাট্ অরঙ্গজেব ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে একটী সুবৃহৎ প্রমোদ উদ্যান নির্ম্মাণ করান। এই সুরম্য উদ্যান মধ্যে দিল্লীশ্বর আহ্‌মদশাহ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাট্ ২য় আলমগীরের উজীর গাজী উদ্দীন্ খাঁর (১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ) পত্নী গুণাবেগমের স্মরণার্থ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে একটী স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়, উহা এখনও বিদ্যমান আছে। এই কামিনী নিজ প্রখর মানসিক বৃত্তিসমূহের বলে নানাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যের ভাষা অতি সরস ও প্রাঞ্জল। তাঁহার রচিত হিন্দীভাষার গীতগুলি অদ্যাপিও লোকে প্রশংসা ও আদরের সহিত গাহিয়া থাকে। ঐ স্মৃতি-স্তম্ভে পারস্তভাষায় উৎকীর্ণ যে কএকটী কথা লিখা আছে, তাহা কেবল তাঁহার বিয়োগান্ত বর্ণনামূলক।

নূরি, মূলতানপ্রদেশের সিন্ধুবিভাগে ফুলালী নদীতটে অবস্থিত একখানি গণ্ডগ্রাম। হায়দরাবাদ নগরের ১৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

নূরোকল-বেট্টা, কোড়গরাজ্যের অন্তর্গত একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শিখর। পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর মের্‌কারা অধিত্যকার দক্ষিণ-পশ্চিমশাখা নূরোকল পর্ব্বতশ্রেণীর উপর স্থাপিত। এই পর্ব্বত-শিখর কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থানে ব্যবধানরূপে দণ্ডায়মান আছে। সিদ্ধপুরঘাট যাইবার পথে মের্‌কারা হইতে ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই পর্ব্বতের উচ্চশিখরে দাঁড়াইয়া দেখিলে কোড়গরাজ্যের দৃশ্যসমূহ অতি সুন্দর দেখায়।

নূহ, পঞ্জাব প্রদেশের গুরগাঁও জেলার মধ্য তহসীল। অক্ষা° ২৭° ৫৭´ হইতে ২৭° ১০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৮´ হইতে ৭৭° পূর্ব্ব মধ্যে অবস্থিত। ভূমির পরিমাণ ৪০৩ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ২৫৪ খানি গ্রাম ও নগর আছে।

এখানে বাজরা, জোয়ার, যব, ছোলা, গম, তুলা, ফলমূলাদি এবং অপরাপর শস্যের চাষ হইয়া থাকে। এখানকার তহসীলদারই শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। এখানে একটী দেওয়ানী ও একটী ফৌজদারী আদালত আছে, তহসীলদার তাহার বিচারকর্ত্তা। এতদ্ব্যতীত এখানে তিনটী থানা আছে।

২ উক্ত তহসীলের সদর এবং মিউনিসিপালিটীর অধিকৃত নগর। অক্ষা° ২৮° ৬´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২´ ১৫´´ পূঃ। গুরগাঁও নগর হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণে, অলবার যাইবার পথে অবস্থিত। এখানকার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে এবং লবণযুক্ত পুষ্করিণী হইতে লবণ প্রস্তুত হইয়া, নানা স্থানে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইত। কিন্তু এখন সম্বরহ্রদ হইতে লবণ প্রস্তুত হওয়ায়, এখানকার ব্যবসায় হ্রাস হইয়াছে। এখানে বিদ্যালয় ও ঔষধালয় আছে।

নূহ, মথুরাজেলার নূহঝিল পরগণার অন্তর্গত একটী নগর। যমুনানদীর বামকূল হইতে ৪ মাইল দূরে উক্ত ঝিলতটে অব-স্থিত। অক্ষা° ২৭° ৫১´ উঃ এবং ৭৭°৪২´ পূঃ।

নূহ্-হোতিয়ানী, সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত একটী গ্রাম।

উদেরলাল হইতে তিনমাইল উত্তরপশ্চিমে এবং মতিয়ারীর প্রায় ১১ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার পীর নূহ-হোতিয়ানির দরগা ১০৯২ হিজিরায় নির্ম্মিত হয়।

নৃ, নয়। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক সেট্। লট নরতি। লোট্ নরতু। বিধিলিঙ্ নরেৎ। লঙ্ অনরৎ। লিট্ ননার। লুঙ্ অনার্ষীৎ। লুট্ নর্ত্তা। এই নৃ ধাতু অনোপদেশ বলিয়া বিহিত হইয়াছে, এই জন্য ণত্বের কারণ থাকিলেও ণত্ব হইবে না। যথা—'প্রনরতি' এই স্থলে 'প্র' এই 'র'র পরে 'নরতি'র ন ণত্ব হইতে পারিত, কিন্তু ণোপদেশ ভিন্ন বলিয়া ণত্ব হইল না।

নৃ (পুং) নী-ঋন্ ডিচ্চ। ১ মনুষ্য। ২ পুরুষ।

"অন্যে কৃতযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥" (মনু)

(ত্রি) ৩ নেতা। (পুং) ৪ শঙ্কু। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্ বৃদ্ধৌ, নারী।

এই শব্দের রূপ পিতৃশব্দের মত হইবে যথা—না, নরৌ, নরঃ ইত্যাদি। ষষ্ঠীর বহুবচনে "নৃণাং নৃণাং' এই দুটী পদ হইবে, কেবল এই মাত্র প্রভেদ।

নৃকপাল (ক্লী) নুঃ কপালং ৬তৎ। নরকপাল, শীর্ষাস্থি।

নৃকুকুর (পুং) ১ মনুষ্যদেহে কুকুর সদৃশ। ২ কুকুর সদৃশ ব্যবহারবিশিষ্ট মনুষ্য।

নৃকেশরিন্ (পুং) কেশরঃ প্রাচুর্য্যেণাস্ত্যস্য ইতি ইনি, না চাসৌ কেশরীচেতি। ১ নরসিংহাবতার, নৃসিংহরূপ বিষ্ণু। 'না কেশরীব' এইরূপ উপমিত সমাস করিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ এইরূপ অর্থ হইবে।

নৃগ (পুং) একজন রাজা। মহাভারতে লিখিত আছে,—

দ্বারকানগরে যদুবালকগণ এক কূপমধ্যে বৃহদাকার এক কৃকলাস দেখিয়া, তাহাকে তুলিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া, এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিল। কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া, ঐ কৃকলাসকে উদ্ধার করিয়া তাহার পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কৃকলাস তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি পূর্ব্বজন্মে নৃগ নামে রাজা ছিলাম। ঐ সময় আমি সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও নানা প্রকার সৎকার্য্য করিয়াছি। ভগবান্ এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আপনি প্রতিনিয়ত পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, কিন্তু আপনার এইরূপ দুর্গতির কারণ কি? তখন সেই কৃকলাসরূপী মহারাজ নৃগ বাসুদেবকে বলিলেন, পূর্ব্বে এক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ কোন কারণবশতঃ বিদেশে যাইলে, তাহার একটী ধেনু যূথভ্রষ্ট হইয়া আমার গোধন মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। পশুরক্ষকেরা আমার সহস্র ধেনুর মধ্যে তাহাকে পরিগণিত করিয়াছিল। আমি এই সহস্রধেনু এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলাম। একদা ঐ ব্রাহ্মণ বিদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া, নিজ ধেনুর অন্বেষণ করিতে করিতে আমি যে ব্রাহ্মণকে গোদান করিয়াছিলাম, তাহার আলয়ে সেই ধেনু দেখিতে পাইলেন এবং ঐ ব্রাহ্মণের নিকট ঐ ধেনু চাহিলে তিনি কহিলেন, রাজা নৃগ আমায় এই ধেনুদান করিয়াছে, তখন দুইজনেই আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। তখন আমি ঐ ব্রাহ্মণের নিকট কহিলাম, আমি আপনাকে সহস্রধেনু দান করিতেছি, আপনি আমাকে এই ধেনুটী প্রত্যর্পণ করুন। ব্রাহ্মণ আমার এই কথায় কহিল, এই ধেনু সকল সুলক্ষণাক্রান্তা, অতএব আমি আপনাকে এই ধেনু প্রত্যর্পণ করিতে পারিব না। ব্রাহ্মণ এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন আমি নিরুপায় হইয়া প্রবাসাগত ব্রাহ্মণকে কহিলাম, ভগবন্, আমি আপনার সেই ধেনুর পরিবর্ত্তে লক্ষ ধেনু প্রদান করিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন। তিনি ইহাতে কহিলেন, আমি অনায়াসে নিজের ভরণপোষণ করিতে সমর্থ, কি জন্য রাজগণের দানগ্রহণ করিব। তিনি এই কথা বলিয়া বিষণ্ণচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর আমি অল্পদিন পরেই কালধর্ম্মানুসারে কলেবর ত্যাগ করিলাম। যখন আমি যমলোকে উপস্থিত হইলাম, তখন ধর্ম্মরাজ যম আমার পুণ্যকর্ম্মের বিবিধ প্রশংসা করিয়া কহিলেন, আপনি ব্রাহ্মণের ধেনু অপহরণ করায় যে দারুণ পাপ করিয়াছেন, তাহার ফল অগ্রে গ্রহণ করিবেন না, প্রথমে পুণ্যফল ভোগ করিবেন। ইহাতে আমি বলিলাম যে, আমি প্রথমে পাপফল ভোগ করিব। যম এই কথা শুনিয়া কহিলেন, এখন আপনি পাপের ফল ভোগ করুন। সহস্র বৎসর পরে দুষ্কৃত ক্ষয় হইলে, ভগবান্ বাসুদেব আপনাকে উদ্ধার করিবেন, পরে আপনি এই সনাতনলোক প্রাপ্ত হইবেন। আমি তাঁহার এই বাক্য শুনিয়া তির্য্যগ্‌যোনিগত ও অধঃশিরা হইয়া কূপ মধ্যে নিপতিত হইলাম। এই পূর্ব্ব বৃত্তান্তসমুদায় আমার স্মৃতিপথ হইতে বহির্ভূত হইল না। এখন আপনি কৃপা করিয়া আমার পরিত্রাণ করুন। তখন রাজা নৃগ কৃষ্ণের আদেশে দিব্যবিমানারোহণ করিয়া সুরধামে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ নৃগ স্বর্গারোহণ করিলে, ভগবান্ বাসুদেব লোকের হিতার্থ এই বাক্য বলিয়াছিলেন যে, নৃগ ব্রাহ্মণের গোধন হরণ করিয়া এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন, অতএব ব্রহ্মস্ব হরণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। আরও দেখ, সাধুসমাগমে মহারাজ নৃগের নরক হইতে মুক্তিলাভ হইল। অতএব

সাধুসংসর্গও কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। দান করিলে যেরূপ ফল লাভ হয়, অপহরণেও তদ্রূপ অধর্ম্ম হইয়া থাকে, ইহা সকলের জানা কর্ত্তব্য। (ভারত অনুশাসন পর্ব্ব ৭০ অঃ) ২ ওঘবতের পৌত্র। ৩ উশীনরের ঔরসে নৃগার গর্ভজাত পুত্র, ইনি যৌধেয় বংশের আদি পুরুষ। ৪ মনুর পুত্রভেদ। ৫ সুমতির পিতা।

নৃগধূম (পুং) তীর্থভেদ। (শব্দার্থচিং°)

নৃগা (স্ত্রী) উশীনরের পত্নী ও নৃগরাজের মাতা।

নৃচক্ষস্ (পুং) নৃন্ চষ্টে ভক্ষ্যত্বেন পশ্যতীতি নৃ-চক্ষ অসুন্, বা অসি (চক্ষের্বহুলং শিচ্চ। উণ্ ৪।২৩২) ১ রাক্ষস। ২ দেব।

"নৃচক্ষসাং ভাগোহসি" (শুক্ল যজু° ১৪।২৪)

'নৃন্ শুভাশুভকর্ত্তৃন্ চক্ষতে জানন্তি যে তে নৃচক্ষসো দেবাঃ।' (বেদদীপ)

"নৃচক্ষসস্তে অভিচক্ষতে হবিঃ।" (ঋক্ ১০।১০৭।৪)

'নৃচক্ষসঃ নৃণাং দ্রষ্টৃন্ধ্যানিন্দ্রাদীন্ দেবাংশ্চ।' (সায়ণ)

৩ মনুষ্যদর্শক।

"শ্যেনোনৃচক্ষা অপ্রেষ্টা চক্ষুধাব পশ্যামি।" (তাণ্ড্যব্রা°)

নৃচক্ষুস্ (পুং) নৃণাং প্রজানাং চক্ষুরিব। সুনীথরাজপুত্র। (ভাগবত ৯।২২।৪১)

বিষ্ণুপুরাণ মতে—সুনীথপুত্র ঋচ, তৎপুত্র নৃচক্ষুস্।

"তস্মাদপি সুনীথঃ সুনীথাদৃচঃ ততো নৃচক্ষুঃ।"(বিষ্ণুপু° ৪।২১)

নৃঘ্ন (ত্রি) নৃন্ হন্তি হন্-ক। নরঘাতক।

নৃচন্দ্র (পুং) রন্তিনাররাজের এক পুত্র।

নৃজগ্ধ (ত্রি) নৃ-অত্তি, অদ-ক্ত, ততো জগ্ধাদেশঃ। নরভক্ষক, মনুষ্যখাদক।

নৃজল (ক্লী) নুঃ জলং ৬তৎ। ১ মনুষ্যনেত্রজল। ২ মানবমূত্র।

নৃজাতি (স্ত্রী) নরজাতি, মনুষ্যজাতি।

নৃজিৎ (ত্রি) ১ নায়কের জেতা। "সত্রাজিতে নৃজিতে উর্ব্বরাজিতে" (ঋক্ ২।২১।১) 'নৃজিতে নৃণাং নায়কানাং জেত্রে' (সায়ণ)।

২ একাহভেদ। (সাংখ্যায়নশ্রৌতসূত্র ১৪।৪৩।১)

নৃত, নর্ত্তন, গাত্রবিক্ষেপ। দিবাদিগণীয়, পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ নৃত্যতি। লোট্ নৃত্যতু। বিধিলিঙ্ নৃত্যেৎ। লঙ্ অনৃত্যৎ। লিট্ ননর্ত্ত, ননৃততুঃ। লুট্ নর্ত্তিতা। লৃট্ নর্ৎস্যতি, নর্ত্তিষ্যতি। লুঙ্ অনর্ত্তীৎ, অনর্ত্তিষ্টাং, অনর্ত্তিষুঃ। সন্-নিনর্ত্তিষতি, নিনৃৎসতি। যঙ্ নরীনৃত্যতে। যঙ্লুক্ নরীনর্ত্তি, নর্ণর্ত্তি, নরীনরীতি, নর্ণরীতি, ণিচ্ নর্ত্তয়তি, নর্ত্তয়তে। লুঙ্ অননর্ত্তৎ, অনীনৃতৎ, ক্ত নৃত্ত। আ-নৃত, কম্পন। "মরুদ্ভিরানর্ত্তিত নক্তমালে।" (রঘু ৫।৪২)

নৃত ধাতু অণোপদেশ ধাতু, এই জন্য এই ধাতুর নিমিত্ত থাকিলেও ণত্ব হইবে না। যথা—'প্রনৃত্যতি' এই স্থলে 'প্র' এই রকারের পর 'নৃত্যতি' এই নকারের ণত্ব হইতে পারিত, কিন্তু ণোপদেশ নহে বলিয়া ণত্ব হইল না।

"নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে।"(গীতগো°)

নৃতি (স্ত্রী) নৃত নর্ত্তনে ইন্ সচ কিৎ। (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্ ৪।১১৯) নর্ত্তন। (শব্দর°)

নৃতু (পুং) নৃত্যতীতি নৃত বাহুলকাৎ কুঃ। ১ নর্ত্তক।

"নৃতু জনিমন্ যজ্ঞিয়ানাম্।" (ঋক্ ৬।৬৩।৫)

'নৃতূ ইতি নৃত্যস্তবশ্বিনৌ' (সায়ণ) নৃত্যত্যত্রেতি অধিকরণে কু।

২ ভূমি। ৩ কৃমি। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

নৃতূ (ত্রি) নৃত-কূ। ১ নর্ত্তক। নৃন্ তূর্ব্বতি তূর্ব্ব-ক্বিপ্। ২ নরহিংসক।

নৃত্ত (ক্লী) নৃত-ভাবে ক্ত। নৃত্য।

"নৃত্তজ্ঞ-শস্ত প্রবরাঙ্গনানাং ধনুষ্করক্ষব্রতপস্বিনাঞ্চ।"(বৃ° সং৫।৭৩)

নৃত্য (ক্লী) নৃৎ-ক্যপ্ (ঋদুপধাচ্চাকৢপিচৃতেঃ। পা ৩।১।১১০) তালমানরসাশ্রয় সবিলাস অঙ্গবিক্ষেপ। চলিত নাচ, পর্য্যায়—তাণ্ডব, নটন, নাট্য, লাস্য, নর্ত্তন, নৃত্ত, নাট, লাস, লাস্যক, নৃতি। (শব্দর°)

নৃত্য মানবগণের স্বভাব সিদ্ধ, কি পুরাকাল বা আধুনিক সুসভ্য সময়, সকল কালেই নৃত্য প্রচলিত। পুরাকালে যেরূপ ভাবে নৃত্য হইত, এখন আর তাহা হয় না, রূপান্তরিত ভাবে হইয়া থাকে। মহাদেব স্বয়ং সর্ব্বদা নৃত্য করিয়া থাকেন, স্বর্গে অপ্সরোগণ মনোহর নৃত্য করিয়া দেবগণের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করেন।

মহর্ষি ভরত নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা, তিনি নিজেই স্বর্গে অপ্সরোগণকে নৃত্য শিক্ষা দিতেন। প্রায় সকল পুরাণেই দেখা যায়, দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য করিলে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়। চৈতন্যদেব তাঁহার শিষ্যগণকে নামোচ্চারণপূর্ব্বক নৃত্য করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

অতি পুরাকালে গ্রীকগণ উৎসবোপলক্ষে নৃত্য ও গান করিতে করিতে দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন। য়িহুদিদিগের মধ্যেও নৃত্য বহুকাল হইতে প্রচলিত। ইস্রাইলগণ লোহিত-সাগর পার হইয়া আনন্দসহকারে নৃত্য করিয়াছিলেন। গ্রীক্‌দিগের নৃত্য অভিনয় প্রথার অন্তর্ভূত। ইহাদিগের ভয়ানক রসের নৃত্য দেখিয়া, অনেকের মনে ভয়ের সঞ্চার হইত।

গ্রীক্-শিল্পবিদ্যাবিশারদ ভাস্করগণের প্রস্তরখোদিত প্রতিমূর্ত্তিতে নৃত্যের নানা প্রকার ভঙ্গী প্রদর্শিত হইয়াছে। হোমর, আরিস্ততল, পিণ্ডার সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে নৃত্যের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। আরিস্ততল নৃত্যের বিবিধ প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া 'পোইটীক্স' গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

স্পার্টানগণ যুদ্ধকালে নৃত্য করিবার জন্য পঞ্চমবর্ষ হইতে নৃত্য শিক্ষা করিত। তাহাদের যুদ্ধের এই নৃত্যের নাম 'পাইরিক্' নৃত্য।

সম্ভ্রান্ত রোমকগণ ধর্ম্মকার্য্য ভিন্ন, আমোদের জন্য নৃত্য করিতেন না। আমোদের নিমিত্ত নৃত্য তদ্ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইত। মিশরদেশীয় নর্ত্তকীগণের নাম 'আলমী'। ইহারা উত্তম উত্তম কবিতা গান করিতে করিতে নৃত্য করে। এই নৃত্য আমাদের দেশের হিন্দুস্থানী নাচের সহিত কতকটা মিলে।

য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে সম্ভ্রান্তবর্গ হইতে সাধারণ লোক সকলেই নৃত্য করিয়া থাকেন। কোন স্ত্রী বা পুরুষ যিনি 'বলে' (Ball) নাচিতে না পারেন, তিনি অকর্ম্মণ্য ও সভ্য-সমাজভুক্ত হইবার যোগ্য নহেন। এই বলের নৃত্য অনেক প্রকার, 'পোল্কা, কোয়াড্রিল, কন্‌ট্রী ড্যানশ্' ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন অভিনয় কার্য্যেও অনেক প্রকার নৃত্য আছে।

আমাদের দেশে সঙ্গীতশাস্ত্রানুযায়ী যে সকল নৃত্য আছে, তাহার বিষয়ই এখন আলোচনা করা যাউক।

পুরাণাদি প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই নৃত্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যে নর্ত্তক বা নর্ত্তকী নৃত্য করিবে, তাহার রূপ থাকিবে, অরূপা নর্ত্তকীর নৃত্য নিন্দনীয়।

"নৃত্যেনালমরূপেণ সিদ্ধির্নাট্যস্য রূপতঃ।
চার্ব্বধিষ্ঠানবন্নৃত্যং নৃত্যমন্যদ্বিড়ম্বনা॥" (মার্কণ্ডেয়পু°)

অরূপ নৃত্য নৃত্যপদবাচ্য নহে। সুন্দররূপবিশিষ্ট নৃত্যই নৃত্য। দেবদেবীর পূজায় নৃত্য করিলে অশেষ প্রকার মঙ্গল লাভ হয়।

"নৃত্যমানস্য বক্ষ্যামি তচ্ছৃণুষ্ব বসুন্ধরে।
মনুজা যেন গচ্ছন্তি ছিত্বা সংসারসাগরম্॥
ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষশতানি চ।
পুষ্করদ্বীপমাসাদ্য মোদতে বৈ যদৃচ্ছয়া॥
পুষ্করাচ্চ পরিভ্রষ্টঃ স্বচ্ছন্দগমনালয়ঃ।
ফলং প্রাপ্নোতি সুশ্রোণি মম কর্ম্মপরায়ণঃ॥" (বরাহপুরাণ)

যাহারা দেবোদ্দেশে নৃত্য করে, তাহারা সংসারসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গলোকে গমন করে।

"যো নৃত্যতি প্রহৃষ্টাত্মা ভাবৈর্বহুসুভক্তিতঃ।
স নির্দ্দহতি পাপানি জন্মান্তরশতৈরপি॥" (দ্বারকামাহাত্ম্য)

যিনি প্রহৃষ্টান্তঃকরণে অতিশয় ভক্তিযুক্ত হইয়া নৃত্য করেন, তিনি শতজন্মান্তরের পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন। হরিভক্তি-বিলাসেও লিখিত আছে—

"নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈর্ভৃশম্।
উড্ডীয়ন্তে শরীরস্থাঃ সর্ব্বে পাতকপক্ষিণঃ॥" (হরিভক্তিবি°)

যাহারা বিষ্ণুর অগ্রে তালিকাবাদন দ্বারা অর্থাৎ তাল দিতে দিতে নৃত্য করে, তাহাদের শরীরস্থিত সকল পাতক বিদূরিত হয়। প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই দেবসমীপে নৃত্যের প্রসঙ্গ ও প্রশংসা লিখিত আছে।

রামায়ণে ও ভাগবতের দশমস্কন্ধে নৃত্যের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। মহাভারতের বিরাট-পর্ব্বে দেখিতে পাওয়া যায়, অর্জ্জুন উত্তম নর্ত্তক ছিলেন এবং তজ্জন্য তিনি (বৃহন্নলারূপে) বিরাটের অন্তঃপুরে স্ত্রীদিগকে নৃত্যশিক্ষা দিবার নিমিত্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, নৃত্য যাহাদের উপ-জীবিকা তাহারা নিকৃষ্ট; যথা—রজক, চর্ম্মকার, নট প্রভৃতি অতি নিকৃষ্ট জাতি; দৈবাৎ যদি ইহাদের অন্ন ভক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মনু প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই নটজাতি ও নৃত্যের উল্লেখ আছে, অতএব এদেশে নৃত্য চর্চ্চা অতীব পুরাতন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

নৃত্যের লক্ষণ।

"দেশরুচ্যা প্রতীতোঽথ তালমানরসাশ্রয়ঃ।
সবিলাসোঽঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥" (সঙ্গীতদামো°)

যে দেশের যে প্রকার রুচি, তদনুসারে তাল, মান ও রসাশ্রিত বিলাসযুক্ত অঙ্গবিক্ষেপের নাম নৃত্য।

নৃত্য দুই প্রকার, তাণ্ডব ও লাস্য। পুংনৃত্যকে তাণ্ডব ও স্ত্রীনৃত্যকে লাস্য কহে।

"স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমাখ্যাতং পুং নৃত্যং তাণ্ডবং স্মৃতম্।"
(সঙ্গীতনারায়ণ)

তণ্ডি নামক মুনি তাণ্ডব নৃত্যের বিধি রচনা করিয়াছিলেন, এ বিষয় ভরতমল্লিক অমরকোষের টীকায় বিস্তৃতরূপে লিখিয়া-ছেন। তাণ্ডব ও লাস্য এই দ্বিবিধ নৃত্যই দুইপ্রকার। প্রথম পেলবি, আর দ্বিতীয় বহুরূপ।

"তাণ্ডবঞ্চ তথা লাস্যং দ্বিবিধং নৃত্যমুচ্যতে।
পেলবির্বহুরূপঞ্চ তাণ্ডবং দ্বিবিধং মতম্॥" (সঙ্গীতদামোদর)

অভিনয়শূন্য অঙ্গবিক্ষেপকে পেলবি, আর ছেদ, ভেদ প্রভৃতি বহুবিধ অভিনয় সহকারে যে অঙ্গবিক্ষেপ, তাহাকে বহুরূপ বলে।

লাস্য নৃত্যও দুই প্রকার, ছুরিত ও যৌবত। ভাবরসাদি ব্যঞ্জক অভিনয় সহকারে নায়ক নায়িকা উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন চুম্বনাদি পূর্ব্বক যে নৃত্য তাহাকে ছুরিত বলে। আর কেবল নর্ত্তকী স্বয়ং যে লীলাসহকারে নৃত্য করে, তাহাকে যৌবত কহে।

"ছুরিতং যৌবতঞ্চেতি লাস্তং দ্বিবিধমুচ্যতে।
যাত্রাভিনয়াষৈর্ভাবৈরসৈরাশ্লেষচুম্বনৈঃ ॥
নায়িকানায়কৌ রঙ্গং নৃত্যতশ্ছুরিতং হি তৎ ॥
মধুরং বন্ধলীলাভির্নটীভির্যত্র নৃত্যতে।
বশীকরণবিদ্যাভং তল্লাস্তং যৌবতং মতম্ ॥" (সঙ্গীতদামো°)

গান হইতে বাদ্য এবং বাদ্য হইতে লয়। তাহার পর লয় তাল সমারব্ধ নৃত্য করিতে হইবে।

"গেয়াদুত্তিষ্ঠতে বাদ্যং বাদ্যাদুত্তিষ্ঠতে লয়ঃ।
লয়তালসমারব্ধং ততো নৃত্যং প্রবর্ত্ততে ॥" (সঙ্গীতদামোদর)।

যত প্রকার বিশেষ বিশেষ নৃত্য আছে, তাহাদিগের সকলকেই অর্থাৎ চিত্তরঞ্জক অঙ্গবিক্ষেপ মাত্রকেই নৃত্য বা নর্ত্তন কহে। নর্ত্তননির্ণয়ে লিখিত আছে—

"অঙ্গবিক্ষেপবৈশিষ্ট্যং জনচিত্তানুরঞ্জনম্।
নটেন দর্শিতং যত্র নর্ত্তনং কথ্যতে তদা ॥" (নর্ত্তন-নির্ণয়)

যে স্থলে নট নানা প্রকার অঙ্গবিক্ষেপের সহিত লোকের চিত্তানুরঞ্জন করে, ইহাকেই নর্ত্তন বা নৃত্য কহে। এই নর্ত্তন তিন প্রকার নাট্য, নৃত্য ও নৃত্ত।

"নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্।" (নর্ত্তন-নির্ণয়)

ইহার মধ্যে নাট্যনাটকাদি অথাৎ দৃশ্যকাব্য ও তদ্গত কথা, দেশ, বৃত্তি, ভাব ও রসাদি চারি প্রকার অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে তাহাকে নাট্য কহে। নাট্য—

"নাটকাদিকথাদেশবৃত্তিভাবরসাশ্রয়ম্।
চতুর্দ্ধাভিনয়োপেতং নাট্যমুক্তং মনীষিভিঃ ॥" (নর্ত্তন-নির্ণয়)

নৃত্য।—কোন আখ্যায়িকা যাহা পুস্তকের অনুগত বা নেপথ্যবিধানের অধীন নহে, অথচ রসভাবাদি অভিনয় দ্বারা বিভূষিত ও তত্তদ্ রসভাবাদি অভিনয় দ্বারা প্রদর্শিত হইলে তাহাকে নৃত্য কহে। ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইলে সকল লোকেরই মনোহারী হয়। এই নৃত্যের লক্ষণ হিন্দুস্থানের তয়ফাওয়ালাদিগের মধ্যে অনেকাংশে দৃষ্ট হয়।

"অপুস্তসর্ব্বাভিনয়সম্পন্নং ভাবভূষিতম্।
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং নৃত্যং সর্ব্বলোকমনোহরম্ ॥" (নর্ত্তন-নির্ণয়)

নৃত্ত।—অভিনয়বর্জ্জিত, চমৎকারজনক অঙ্গবিক্ষেপ বিশেষের নাম নৃত্ত।

"হস্তপাদাদিবিক্ষেপৈশ্চমৎকারাঙ্গশোভিতম্।
তাক্ত্যাভিনয়মানন্দকরং নৃত্তং জনপ্রিয়ম্ ॥" (নর্ত্তন-নির্ণয়)

এই নৃত্ত তিন প্রকার—বিষম, বিকট ও লঘু।

বিষম।—শস্ত্রসঙ্কটের মধ্যে এবং রজ্জুতে পরিভ্রমণ ইত্যাদি প্রকারের নাম বিষম নৃত্ত। এই নৃত্ত মাত্রাজী বাজীকরদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়

বিকট নৃত্ত।—বৈরূপ্যজনক বেশভূষাদিব্যাপার বিকট নৃত্ত।

লঘু নৃত্ত।—অল্প উপকরণ অবলম্বনপূর্ব্বক উৎপ্লুতাদি গতি বিশেষের নাম লঘু-নৃত্ত। এই নৃত্ত রাসধারীদিগের মধ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে।

"নৃত্তে ভেদত্রয়ং চাস্তি বিষমং সঙ্কটং লঘু।
শস্ত্রসঙ্কটরজ্জ্বাদি ভ্রমণং বিষমং হি তৎ ॥
বিরূপতোঽঙ্গবেশাদিব্যাপারং বিকটং মতম্।
উপেতং করণৈরল্পৈরুৎপ্লুতাদ্যৈর্লঘু স্মৃতম্ ॥" (নর্ত্তন-নির্ণয়)

নর্ত্তক বা নর্ত্তকীগণ রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্প প্রভৃতি উৎকৃষ্ট বস্তু সকল বিকীরণ করিয়া প্রথমে অনুরূপতালে কোমল নৃত্য আরম্ভ করিবে। বিষম ও ঔদ্ধত্যবিহীন নৃত্যের নাম কোমল নৃত্য।

"প্রবিশ্য নর্ত্তকী রঙ্গং বিকীর্য্য কুসুমাদিকম্।
নিঃসরকেন তালেন কোমলং নৃত্যমাচরেৎ।
তদ্বিষমোদ্ধতাদ্যৈস্ত বিহীনং কোমলং ভবেৎ ॥" (সঙ্গীতদামো°)

রঙ্গপ্রবেশের পর যে নৃত্য তাহা দুই প্রকার। বদ্ধ ও অবদ্ধ নৃত্য। বদ্ধ নৃত্যে গতি, নিয়ম ও চারী প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়ার নিয়ম থাকে। অবদ্ধ নৃত্যে তাহা থাকে না।

নৃত্যের মধ্যে অনেক ব্যাপার ও বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। মস্তক, চক্ষু, ভ্রূ, মুখ, বাহু, হস্তক, চালক, তলহস্ত, হস্তপ্রচার, করকর্ম্ম, ক্ষেত্র, কটি, অঙ্ঘ্রি, স্থানক, চারী, করণ, রেচক প্রভৃতি শারীরিক অনেক প্রকার ব্যাপার আছে। নৃত্যশালা, নর্ত্তকলক্ষণ, রেখালক্ষণ, নৃত্যাঙ্গ ও তাহার সৌষ্ঠব ইত্যাদি অনেকপ্রকার জ্ঞাতব্যও আছে। পণ্ডিত বিট্‌ঠল এই সকল বিষয় নর্ত্তননির্ণয়ের চতুর্থ প্রকরণে বিস্তৃত করিয়া লিখিয়াছেন। *

নৃত্য ও অভিনয়ে মস্তক, দৃষ্টি ও ভ্রূ প্রভৃতি চালনাদির অনেক প্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে মস্তক সম্বন্ধে ১৯ প্রকার।

---

* নর্ত্তননির্ণয়ে চতুর্থপ্রকরণে এইরূপ প্রতিজ্ঞা শ্লোক আছে,—
"অথাত্রাস্মিন্ শিরোঽক্ষিভ্রূমুখরাগাশ্চ বাহবঃ।
হস্তকা হস্তকরণা চালা হস্তপ্রচারকাঃ ॥
করকর্ম্মাণি ক্ষেত্রাণি কট্যঙ্ঘ্রিস্থানকানি চ।
চার্য্যশ্চ ভূগতা ব্যোমগতাঃ করণরেচকাঃ ॥
লক্ষণং নৃত্তশালায়া নটস্য চ সুলক্ষণম্।
রেখায়া লক্ষণং পশ্চাৎ লাস্যাঙ্গানি চ সৌষ্ঠবম্ ॥
চিত্রকং লাসকং মুদ্রা প্রমাণঞ্চ সভাসদঃ।
সভাপতিঃ সভায়াশ্চ নিবেশো বৃন্দলক্ষণম্ ॥
বংশস্য লক্ষণং তত্র পশ্চাদ্রঙ্গপ্রবেশনম্।
বিবিধং নর্ত্তনং চাস্মিন্ ক্রমহে লক্ষণং ক্রমাৎ ॥" (নর্ত্তননির্ণয়)

ভেদ, দোষরহিত রসভাবাদিব্যঞ্জক অবলোকনের নাম দৃষ্টি। এই দৃষ্টি তিন প্রকার রসদৃষ্টি, স্থায়িদৃষ্টি ও সঞ্চারিদৃষ্টি। ইহা ভিন্ন ব্যভিচারিদৃষ্টিও আছে। নর্ত্তক বা নর্ত্তকীদিগের পক্ষে এই দৃষ্টিবিজ্ঞান যেরূপ কঠিন, এরূপ কঠিন আর কিছুই নহে। শৃঙ্গার, বীর, করুণপ্রভৃতি রসভাব সকল এই দৃষ্টি দ্বারা মূর্ত্তিমান্ করিতে হইবে। ইহার মধ্যে রসদৃষ্টি ৮ প্রকার, স্থায়িভাবপ্রকাশক দৃষ্টি ৮, ব্যভিচারিদৃষ্টি ২০, সমষ্টিতে ৩৬ প্রকার দৃষ্টি আছে। ইহা ভিন্ন তারাকর্ম্ম অর্থাৎ মণিবিকার-সাধক ব্যাপারও আছে। ভ্রূবিকার ৭ প্রকার—সহজা, উৎক্ষিপ্তা, কুঞ্চিতা, রেচিতা, পতিতা, চতুরা ও ভ্রুকুটী। অন্তরস্থিত রসভাব যাহাতে মুখে প্রকাশ পায়, তাদৃশ মুখবর্ণকে মুখরাগ কহে। ইহা ৪ প্রকার। বাহু, (অর্থাৎ নৃত্যকালে কিরূপে হস্ত সঞ্চালন করিতে হয়, তাহা) ১৮ প্রকার—যথা ঊর্দ্ধ, অধোমুখ, তির্য্যক্, অপোবিদ্ধ, প্রসারিত, অচিন্ত্য, মণ্ডল, গতি, স্বস্তিক, বেষ্টিত, আবেষ্টিত, পৃষ্ঠানুগ, অবিদ্ধ, কুঞ্চিত, সরল, নম্র, আন্দোলিত ও উৎসারিত। নৃত্যকালে অনুরাগজনক অব্যঙ্গ অথচ অর্থ-প্রকাশক যে হস্তাঙ্গুলির বিন্যাস বা বিক্ষেপবিশেষ তাহাকে হস্তক কহে। ইহা তিন প্রকার—সংযুত, অসংযুত ও নৃত্যহস্ত। এই সংযুতহস্তের ভেদ আবার ৩৮ প্রকার। অসংযুত ও নৃত্যহস্তের ভেদ ৩২ প্রকার। পতাক, হংসপক্ষ, গোমুখ, চতুর, নিকুঞ্চক, সর্পশিরা, পঞ্চাস্য, অর্দ্ধচন্দ্রক, চতুর্ম্মুখ ইত্যাদি।

চালক।—বংশী বা অন্যবিধ লয়যন্ত্রের অনুগত করিয়া হস্ত বিরেচনের নাম চালক। নৃত্যে এই চালক বিষয়ের অনেক বিবরণ লিখিত আছে। ইহা ভিন্ন করকর্ম্ম, যথা—উৎকর্ষণ, বিকর্ষণ, আকর্ষণ, পরিগ্রহ, নিগ্রহ, আহ্বান, রোধনসংশ্লেষ বিশ্লেষ, রক্ষণ, মোক্ষণ, বিক্ষেপ, ধুনন, বিসর্জ্জন, তর্জ্জন, ছেদন, ভেদন, স্ফোটন, মোটন, তাড়ন, এই সকল হস্তকর্ম্ম নামে কথিত। নৃত্যকার্য্যে এই সকল হস্তকর্ম্মেরও বিশেষরূপ পরিজ্ঞান আবশ্যক।

হস্তক্ষেত্র।—পার্শ্বদ্বয়, সম্মুখ, পশ্চাদ্, ঊর্দ্ধ, অধঃ, মস্তক, ললাট, কর্ণ, স্কন্ধ, নাভি, কটি, শীর্ষ, উরুদ্বয়, এই ত্রয়োদশ হস্তক্ষেত্র, অর্থাৎ হস্তবিন্যাসের প্রধান স্থান। নৃত্যকালে এই সকল স্থানে হস্ত বিন্যাস করিতে হয়।

কটি।—নির্দ্দোষ নৃত্যযোগ্য কৃশ কটি ৬ প্রকার, যথা—কৃশা, সমাচ্ছিন্না, নিবৃত্তা, রেচিতা, কম্পিতা ও উদ্বাহিতা। নৃত্যে ইহাদের সাধন ও লক্ষণ বিশেষরূপে জানা আবশ্যক।

চরণ।—নৃত্যের উপযুক্ত চরণের সাধন ও লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার। যথা সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত, সূচ্যগ্র, তলসঞ্চর, উদ্ঘট্টিত, ঘট্টিত, উৎসেধক, বট্টিত, মর্দ্দিত, পার্ষ্ণিগ, অগ্রগ ও পার্শ্বগ। নৃত্যে ইহাদেরও বিশেষ বিশেষ লক্ষণ জানা আবশ্যক।

স্থানক—অনুরক্তিজনক অঙ্গে অঙ্গসন্নিবেশবিশেষের নাম স্থানক। এই স্থানক অসংখ্য প্রকার, তন্মধ্যে নৃত্যে ২৭ প্রকারের লক্ষণ প্রয়োজনীয়। ইহাদের নাম সমপাদ, পার্ষ্ণিবিদ্ধ, স্বস্তিক, সংহত, উৎকট, অর্দ্ধচন্দ্র, মান, নন্দ্যাবর্ত্ত, মণ্ডল, চতুরস্র, বৈশাখ, আবহিত্থক, পৃষ্ঠোত্থান, তলোত্থান, অশ্বক্রান্ত, একপাদিক, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, আলীঢ়, খণ্ডসূচি, প্রত্যালীঢ়, সমসূচি, বিষমসূচি, কূর্ম্মাসন, নাগবন্ধ, গারুড় ও বৃষভাসন।

চারী।—ইহার সাধারণ লক্ষণ এই যে যাহাতে পাদ, জঙ্ঘা, বক্ষ ও কটি এই কএকটী স্থানকে আয়ত্ত করা যায়। ইহা আয়ত্ত হইলে তদ্দ্বারা বিরচণ করার নামও চারী। সঞ্চরণবিশেষে উহার কোন অংশের নাম চারীকরণ, কোন অংশের নাম ব্যায়াম। এই ব্যায়াম পরস্পর ঘটিত অংশবিশেষের নাম খণ্ড। খণ্ডসমূহের নাম মণ্ডল।

"চারীভিঃ প্রস্তুতং নৃত্যং চারীভিশ্চেষ্টিতং তথা।
চারীভিঃ শস্ত্রমোক্ষশ্চ চার্য্যো যুদ্ধেষু কীর্ত্তিতাঃ॥" (নর্ত্তকনির্ণয়)

চারী প্রথমতঃ দুই প্রকার ভৌমী ও আকাশিকা। ভূমিতে যে সঞ্চরণ বিশেষ, তাহাকে ভৌমী এবং শূন্যে যে গতি-বিশেষ তাহাকে আকাশিকা-চারী কহে। এই উভয়বিধ চারীর আশয় ৮২ প্রকার। ইহাদের নাম—সমপাদা, স্থিতাবর্ত্তা, শকটাস্যা, বিচাবা, অধ্যর্দ্ধিকা, আগতি, এলকা, ক্রীড়িতা, সমসন্নিতা, মত্তল্লী, মতল্লী, উৎস্যন্দিতা, উড্ডিতা, স্যন্দিতা, বদ্ধা, জনিতা, উন্মুখী, রথচক্রা, পরীবৃত্তা, নূপুরপাদিকা, তির্য্যঙ্মুখা, মরালা, করিহস্তা, কুলীরীকা, বিশ্লিষ্টা, কাতরা, পার্ষ্ণিরেচিতা, উরুতাড়িতা, উরুবেণী, তলোদ্বৃত্তা, হরিণত্রাসিকা, অর্দ্ধমণ্ডলিকা, তির্য্যক্কুঞ্চিতা প্রভৃতি ভৌমী চারীর অন্তর্ভুক্ত। অতিক্রান্তা, অপক্রান্তা, মৃগপ্লুতা প্রভৃতি ৩১ প্রকার আকাশচারী।

করণ।—নৃত্যকালে যে হস্তে হস্তে, পদে পদে, বা হস্তপদে সংযোগ করে, তাহার নাম করণ। এই করণ নানা প্রকার তন্মধ্যে ১৬ প্রকার করণ নৃত্যোপযোগী, তাহাদের নাম—লীন, সমনখ, ছিন্ন, গঙ্গাবতরণ, বৈশাখ, রেচিত, পশ্চাজ্জনিত, পুষ্পপুট, পার্শ্ব, জানু, ঊর্দ্ধজানু, দণ্ডপক্ষ, তলবিলাসিত, বিদ্যুদ্ভ্রান্ত, চক্রাবর্ত্তক, স্তম্ভিত, ললাটতিলক, নামলতা ও বৃশ্চিক। নৃত্যে ইহাদের লক্ষণাদি বিশেষরূপ আবশ্যক।

পূর্ব্বে যে সকল পদার্থের উল্লেখ করিলাম, ইহাদের সংযোগ ও বিয়োগবশতঃ বহুবিধ নৃত্য হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। নৃত্য আর কিছুই নহে, কথিত নিয়ম সকল আয়ত্ত করিয়া তাললয়সংযোগ করিলে উহাই নৃত্য নাম ধারণ

করে। নৃত্য করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সকল বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ নৃত্য দুই প্রকার, বদ্ধ ও অনিবদ্ধ। গত্যাদি নিয়মের অধীন যে নৃত্য, তাহার নাম বদ্ধ-নৃত্য, আর অনিয়মে অর্থাৎ কেবল তাললয়সংযুক্ত নৃত্যের নাম অনিবদ্ধ নৃত্য। এই বদ্ধ ও অনিবদ্ধ নৃত্যের কতকগুলি নাম লিখিত হইল। যথা—কমলবর্ত্তনিকানৃত্য, মকরবর্ত্তনিকা ও মায়ুরিনৃত্য, ভানবীনৃত্য, মৈনীনৃত্য, মৃগীনৃত্য, হংসীনৃত্য, কুক্কুটীনৃত্য, রঞ্জনীনৃত্য, গজগামিনীনৃত্য, নেরিনৃত্য, করণনেরিনৃত্য, মিত্রনৃত্য, চিত্রনৃত্য, নেত্র, অদৃষ্টোল্ল, কুবাড়, চক্রবন্ধ, নাগবন্ধ, বৃন্তলতিকা, স্বালুক, মূর্ম্ম, রূপক, উপরূপ, রবিচক্র, পদ্মবন্ধ ইত্যাদি বহুশ্রেণীর নৃত্য আছে।

নেরিনৃত্য—চতুরস্রে স্থিতি করিয়া রাসনামক তালে ও বিলম্বিত লয়ের অনুগত হইয়া নেরিনৃত্য আরম্ভ করিতে হইবে। তৎপরে রথ, চক্র, পাট এবং যথাযোগ্য গতি অবলম্বন করিবে। প্রতিদিকে পতাকহস্ত হইয়া তলসঞ্চার করিতে হইবে। বাম ও দক্ষিণভাগে নীরি (বিশুদ্ধ গতি) প্রকাশ করিবে। ইহাতে রেখা ও সৌষ্ঠব সংযোগ করিবেক। তৎপরে দৃষ্ট পথ ব্যতীত অন্য যে কোন চারী অবলম্বন করিয়া বাহু ভ্রমরিকা বন্ধনপূর্ব্বক চতুরস্রে মুক্তি অর্থাৎ নৃত্য সমাপন করিবেক।

চক্রবন্ধ—এই নৃত্য যে কোন দ্রুততালে আরম্ভ করিবে, পরে সঙ্কীর্ণ ও অনেক প্রকার গতি দ্বারা সুন্দররূপে প্রবৃত্ত কুবাড় নামক গীতজাতির গীত ও ঐ জাতীয় তাল যোজনা করিয়া হস্ত, বাহু, বামপদ প্রভৃতি ছয় অঙ্গ তৎপরিমিত তাল দ্বারা মিলাইয়া ল-অন্ত তাল যদি সমান মাত্রায় গৃহীত হয় আর দ্রুত এবং লঘু দ-দ্বয় যদি তাহাতে থাকে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মাত্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে অগ্রিমাদি আশ্রয়ে নৃত্য করিবে। নটপ্রধান ব্যক্তি এই নৃত্য অন্য তাল দ্বারাও করিবে। নৃত্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণ ইহাকে চক্রবন্ধ বলিয়া থাকেন। *

(নর্ত্তকনির্ণয়)

এই যে সকল নৃত্যের বিষয় অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইল। এখন ইহার মধ্যে অধিকাংশ নৃত্যই প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন সচরাচর যে সকল নৃত্য প্রচলিত, তাহা সকলই প্রায় আধুনিক। ইহার মধ্যে খ্যাম্‌টা, বাইনাচ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। নর্ত্তকনির্ণয় ব্যতীত নৃত্যপ্রয়োগ, নৃত্যবিলাস, নৃত্যসর্ব্বস্ব, নৃত্যশাস্ত্র ও অশোকমল্ল বিরচিত নৃত্যাধ্যায় নামক কএকখানি গ্রন্থে নৃত্যের প্রকরণাদি বিশেষরূপে লিখিত আছে। মল্লিনাথ কিরাতার্জ্জুনীয় নাটকের টীকায় নৃত্যবিলাস ও নৃত্যসর্ব্বস্বের উল্লেখ করিয়াছেন।

নৃত্যকালী (স্ত্রী) শক্তিরূপভেদ।

নৃত্যপ্রিয় (ত্রি) নৃত্যং প্রিয়ং যস্য। ১ নর্ত্তনপ্রিয়।
(পুং) ২ তাণ্ডবপ্রিয় মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৯) স্ত্রিয়াং টাপ্। কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯।৪৭ অঃ)

নৃত্যশালা (স্ত্রী) নৃত্যস্য শালা। নাট্যগৃহ, নাচঘর, যে গৃহে নৃত্যাদি হয়, তাহাকে নৃত্যশালা কহে।

নৃত্যস্থান (ক্লী) নৃত্যস্য স্থানম্। নৃত্যের স্থান, নৃত্যাধিকরণ, রঙ্গস্থান।

নৃত্যেশ্বর (পুং) মহাভৈরবভেদ।

নৃদেব (পুং) নৃষু নরেষু মধ্যে দেবঃ, না দেব ইব ইত্যুপমিত-সমাসো বা। রাজা।
"অম্লানমালা বিপুলাতপত্রৈর্দেবা নৃদেবাশ্চ ভিদাং ন ভেজুঃ।"
(নৈষধ ১০।৩৩)

নৃধর্ম্মন্ (পুং) নুর্নরস্য ইব ধর্ম্মো যস্য, ইতি অনিচ্ (ধর্ম্মাদনিচ্ কেবলাৎ। পা ৫।৪।১২৪) ১ কুবের। (ত্রি) ২ নরধর্ম্মযুক্ত।

নৃধূত (ত্রি) মনুষ্য কর্ত্তৃক শোধিত (সোমাদি)।
"নৃধূতঃ অদ্রিষুতে বর্হিষি প্রিয়ঃ" (ঋক্ ৯।৭২।৪)
'নৃধূতঃ কর্ম্মনেতৃভির্ম্মনুষ্যৈঃ শোধিতঃ' (সায়ণ)

নৃনমন (ক্লী) নৃভি র্নম্যতে নম-কর্ম্মণি ল্যুট্ পূর্ব্বপদাদিতি পত্বে প্রাপ্তে সতি ক্ষুভ্নাদিত্বাৎ ন ণত্বম্। মনুষ্যনমনীয় দেবাদি।

নৃপ (পুং) নৄন্ নরান্ পাতি রক্ষতি ইতি নৃ-পা-ক। নরপতি, রাজা। ইহার লক্ষণ—
"চতুর্যোজনপর্য্যন্তমধিকারী নৃপস্য চ।

---

* কথ্যতে তত্র দ্বিধা নৃত্যং বদ্ধকং চানিবদ্ধকম্।
গত্যাদিনিয়মৈর্যুক্তং বদ্ধকং নৃত্যমুচ্যতে ॥
চতুরস্রে স্থিতির্যত্র রাসতালশ্চিরোলয়ঃ।
রথচক্রৈকপাটেন পরেণ চ যথোচিতম্ ॥
গতিঃ পতাকহস্তশ্চ প্রত্যাশং তলসঞ্চরঃ।
নীরীবৎ গতিসঞ্চারঃ ক্রমাৎ সব্যাপসব্যয়োঃ ॥
রেখাসৌষ্ঠবসম্পন্নঃ সপুষ্টো নেরিরুচ্যতে।
উক্তয়োশ্চাপি সর্ব্বেষু বিনা দৃষ্টকপিষ্টকম্ ॥
বাহুভ্রমরিকাং বদ্ধা মুক্তিঃ স্যাৎ চতুরস্রকে।
চক্রবন্ধ—কাংশ্চিত্তালানুপক্রম্য প্রয়োগে বহুলদ্রুতাম্।
সঙ্কীর্ণানেকগতিভিঃ প্রবৃত্তং হৃমনোহরম্ ॥
কুবাড়াখ্যঞ্চ তদ্গেয়ং তাল্রূপবিচক্ষণৈঃ।
হস্তবাহ্বঙ্ঘ্রিভিঃ সব্যৈর্বামপদ্বাহুহস্তকৈঃ ॥
ষড়্ভিরঙ্গৈশ্চতুর্ভির্বা তালৈস্তৎপরিমিতাঙ্গকৈঃ।
সমানমাত্রলাভেন দ্রুতলঘূবপি দ্বৌ যদি ॥
পূর্ব্বপূর্ব্বং পরিত্যজ্য যত্রিমাত্রিমমাশ্রিতৈঃ।
এতদেবান্যতালেন নৃত্যং কুর্য্যান্নটাগ্রণীঃ।
চক্রবন্ধং তদাখ্যাতং নৃত্যবিদ্যাবিশারদৈঃ ॥"

যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বরঃ ।
তত্তদ্দশগুণো রাজা রাজেন্দ্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৮৬ অঃ)

যাহার অধিকার চতুর্দ্দশ যোজন, তাহাকে নৃপ কহে, ইহার শতগুণ অধিক হইলে রাজা বা মণ্ডলেশ্বর কহে। ইহার দশ গুণ অধিক হইলে তাহাকে রাজেন্দ্র বলা যায়।

নৃপপ্রশংসা—

"অপুত্রস্য নৃপঃ পুত্রো নির্ধনস্য ধনং নৃপঃ।
অমাতুর্জননী রাজা অতাতস্য পিতা নৃপঃ॥
অনাথস্য নৃপো নাথঃ হৃভর্ত্তুঃ পার্থিবঃ পতিঃ।
অভৃত্যস্য নৃপো ভৃত্যঃ নৃপএব নৃণাং সখা॥
সর্ব্বদেবময়ো রাজা তস্মাত্বামর্থয়ে নৃপ!॥" (কালিকাপু° ৫০অঃ)

রাজা অপুত্রের পুত্র, নির্ধনের ধন, যাহার মাতা নাই তাহার জননী, পিতৃহীনের পিতা, অনাথের নাথ, যাহার ভর্ত্তা নাই তাহার পতি, অভৃত্যের ভৃত্য, একমাত্র রাজাই সকলের সখা, রাজা সর্ব্বদেব স্বরূপ। নৃপ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিবেন। জগৎ অরাজক হইলে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা এবং লোকসমূহ ভয়বিহ্বল হয়, এই জন্য ভগবান্ চরাচর জগতের রক্ষার জন্য নৃপকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের এই অষ্টদিক্ পালের অংশে রাজা জন্মগ্রহণ করেন। এই জন্য রাজা সর্ব্ব দেবময়।

মনুসংহিতায় নৃপোৎপত্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

'রাজধর্ম্ম অর্থাৎ রাজগণের অনুষ্ঠেয় কার্য্য সকল, তাহার উৎপত্তির বিষয় এবং যে প্রকারে তিনি পরমসিদ্ধি লাভ করেন, সেই সকল বিষয় বলিব।

'নৃপ অষ্টদিক্পালের অংশ হইতে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অতিশয় তেজস্বী, এই জন্য সকল প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। নরপতি প্রভাবে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ এবং মহেন্দ্রের তুল্য। নৃপ দেবতা হইয়াও মনুষ্যরূপে অবস্থান করেন, এইজন্য তাঁহাকে নরদেব কহে। রাজা প্রয়োজনীয় কার্য্যকলাপ, স্বকীয়শক্তি এবং দেশকালের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া ধর্ম্মানুরোধে সকলপ্রকার রূপই ধারণ করিয়া থাকেন। যিনি প্রসন্ন থাকিলে মহতী শ্রীলাভ, যাঁহার পরাক্রমপ্রভাবে বিজয়লাভ, যাঁহার ক্রোধ মৃত্যুর বসতিস্থল, তিনি সর্ব্বতেজোময়। কাহারও নৃপের প্রতি ক্রোধ বা দ্বেষ করা কর্ত্তব্য নহে। রাজা শিষ্ট প্রতিপালন ও দুষ্টদমনের জন্য যে ধর্ম্মনিয়ম সংস্থাপন করেন, সেই সকল ধর্ম্মনিয়ম কাহারও উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে। বিধাতা রাজার সকলের জন্য সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা, ধর্ম্মস্বরূপ ও আত্মজ ব্রহ্মতেজোময় দণ্ড সৃজন করেন। রাজা স্বয়ং এই দণ্ড পরিচালন করেন। এই দণ্ডের ভয়ে চরাচর সমুদয় জগৎ স্ব স্ব ভোগসুখে প্রতিষ্ঠিত আছে, কেহই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতে পারে না। এক মাত্র দণ্ডই চাতুর্বর্ণ্য ধর্ম্মের প্রতিভূস্বরূপ। দণ্ডই সমুদয় প্রজাকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সকলে নিদ্রিত হইলে একমাত্র দণ্ডই জাগরিত থাকেন। রাজা অনলস হইয়া ধর্ম্মানুসারে দণ্ডপরিচালনা করিবেন।

নৃপগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম—নরপতি শাস্ত্রানুসারে দুষ্টের দণ্ড-বিধান, বিদেশীয় শত্রুকে তীক্ষ্ণ দণ্ডে দমন এবং অকপটভাবে আত্মীয় স্বজনের প্রতি সরল ব্যবহার করিবেন ও স্বল্পাপরাধে ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমাবান্ হইবেন।

যে নৃপ সদাচার ও সুপ্রথাপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে রাজ্যশাসন করেন, এমন কি যদি তাহাকে উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হয় এবং তাহার ধনসম্পত্তি নিতান্ত অল্প থাকে, তথাপি তাহার যশোরাশি জগতে বিস্তৃত হইয়া থাকে। যে নৃপের আচার ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, যিনি উদ্দাম রিপুগণের বশীভূত, তাঁহার ধনসম্পত্তি অধিক হইলেও তিনি ইহলোকে নিন্দা এবং অন্তিমে নিরয়গামী হইয়া থাকেন। রাজা প্রতিদিন প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া বেদজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্রকুশল ব্রাহ্মণ-গণের সেবা এবং তাঁহারা যাহা আদেশ করেন, সেই সকলের অনুষ্ঠান করিবেন। রাজার বিনয়ী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। রাজা কামজ দশ ও ক্রোধজ আট এই আঠার প্রকার ব্যসনে কদাচ আসক্ত হইবেন না। সমন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া ষড়্‌বর্গের বিচার করিবেন।' (মনু ৭ অঃ) [নৃপসম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ রাজন্ দেখ।]

নৃপকন্দ (পুং) নৃপপ্রিয়ঃ কন্দঃ, কন্দানাং নৃপঃ শ্রেষ্ঠো বা। রাজপলাণ্ডু।

নৃপগৃহ (ক্লী) নৃপাণাং গৃহম্। রাজমন্দির, রাজা কিরূপভাবে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিবেন, বৃহৎসংহিতায় (৫৩ অধ্যায়ে) ও ঔশনস-নীতিপরিশিষ্টে (১ অধ্যায়ে) তাহার বিষয় বিশেষরূপে লিখিত আছে—

"রাজগৃহং সভামধ্যং গবাক্ষগজশালিকম্।
প্রশস্তবাপীকূপাদিজলযন্ত্রৈঃ সুশোভিতম্॥
সর্ব্বতঃ স্যাৎ সমভুজং দক্ষিণোচ্চমুদঙ্মুখম্।
শালাং বিনা নৈকভুজা চতুঃশালং বিনা শুভা॥" ইত্যাদি।

(ঔশনস-নীতিপরি° ১ অঃ) [রাজগৃহ ও বাস্তুবিদ্যা দেখ।]

নৃপঞ্জয় (পুং) অন্যান্ নৃপান্ জয়তি জি-খস্। পৌরবনৃপভেদ।

(হরিবংশ ২০ অঃ)

নৃপতি (পুং) পাতি পা-ডতি, নৃণাং পতিঃ ৬তৎ। ১ রাজা।

"অতস্তু বিপরীতস্য নৃপতেরজিতাত্মনঃ।
সংক্ষিপ্যতে যশো লোকে ঘৃতবিন্দুরিবাম্ভসি ॥" (মনু ৭।৩৪)

২ কুবের।

নৃপতিবল্লভ (পুং) ১ বটিকাত্মক চক্রদত্তোক্ত ঔষধবিশেষ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—জায়ফল, লবঙ্গ, মুথা, এলাচি, সোহাগা, হিঙ্, জীরা, তেজপাতা, জোয়ান, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, তাম্র, অভ্র, পারদ, গন্ধক ও তাম্র প্রত্যেকে ৮ তোলা। মরিচ ১৬ তোলা, এই সকল দ্রব্য ছাগদুগ্ধ বা আমলকীর রসে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। শ্রীমন্ গহননাথ বিবেচনা করিয়া ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, বিসূচিকা, প্লীহা, গুল্ম, উদরী, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। এই ঔষধসেবনে দীর্ঘজীবনলাভ ও রোগী রোগ হইতে মুক্তিলাভ করে। গ্রহণী-অধিকারের ইহা একটী উত্তম ঔষধ। (রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ, গ্রহণীচি°)। ইহা ভিন্ন এই অধিকারে বৃহন্নৃপতিবল্লভ, ও দুই প্রকার 'মহারাজ নৃপতিবল্লভরস' নামক ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী লিখিত আছে।

বৃহন্নৃপতিবল্লভ প্রস্তুতপ্রণালী।—পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, সীসক, চিতা, তেউড়ী, সোহাগা, জায়ফল, হিঙ্, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, তেজপত্র, জীরা, জোয়ান, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ ও মরিচ প্রত্যেকে একতোলা, স্বর্ণ দুই আনা, আদার রস ও আমলকীর রসে ভাবনা দিয়া দুই মাষা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রাতঃকালে উঠিয়া ইহা ভক্ষণ করিয়া ঈপ্সিত বস্তু ভোজন করিলে উদরের আর কোনরূপ গোলযোগ থাকে না। এই ঔষধসেবনে অগ্নি-মান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, গ্রহণী, আমাজীর্ণ, উদরী প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, গ্রহণীচিকি°)। নৃপতি-বল্লভ ঔষধ ভৈষজ্যরত্নাবলীতে শ্রীনৃপতিবল্লভ নামে আখ্যাত হইয়াছে। বৃহৎ নৃপতিবল্লভের নাম বৃহৎ নৃপবল্লভ। (ভৈষজ্য-রত্নাবলী)। (ত্রি) ২ রাজগণের প্রিয়। (স্ত্রী) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ রাজপত্নী, রাজমহিষী।

নৃপতীন্দ্রবর্ম্মা, ব্যাধপুরের একজন রাজা। ইহার পরবর্ত্তী, রাজা জয়বর্ম্মা মহেন্দ্র পর্ব্বতে যাইয়া রাজ্য স্থাপন করেন।

নৃপতুঙ্গ, ১ম. দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটবংশীয় একজন রাজা। ইনি ৩য় গোবিন্দরাজের পুত্র। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর আর্কট জেলায় প্রাপ্ত ইহার সময়ে উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসনে ইহার বংশপরিচয় আছে। এই তাম্রশাসন দ্বারা ইনি ব্রাহ্মণগণকে 'প্রতিমাদেবী চতুর্ব্বেদী মঙ্গল' নামক গ্রাম দান করেন।

ইনি ভানুমালীর কন্যা পৃথিবী-মাণিক্যাকে বিবাহ করিয়াছি-লেন। ইনি চালুক্য, অভ্যাশথ প্রভৃতি জাতিকে জয় করিয়া, পরে মান্যখেট নগর পুনর্নির্ম্মাণ করেন। এই নগরই তাঁহার বংশধরগণের রাজধানীরূপে গণ্য ছিল। এই প্রাচীন নগর বর্ত্তমান নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মানখেরা বা মালখেড়।

ইনি বহু দিন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৭৭৩ শকে তাঁহার রাজত্ব সময়ে উৎকীর্ণ আর একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ফ্লিট সাহেব ১ম অমোঘবর্ষ ও অতিশয়ধবল ইহার এই দুইটী নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

২ উক্ত বংশে অপর একজন রাজা, গোবিন্দের উপাধি। ৮৫১-৮৫২ শকে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে উৎকীর্ণ ধারবাড় জেলার বঙ্কাপুর তালুকে তাহার একখানি শিলালিপি আছে। ইনি ৭৪৫—৮৫৭ শকের মধ্যে ২য় ভীমরাজের সহিত যুদ্ধ করেন। [রাষ্ট্রকূটরাজবংশ দেখ।]

নৃপত্নী (স্ত্রী) নৄণাং পতিঃ, পালয়িত্রী, নাস্তাদেশঃ নান্তত্বাৎ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। মনুষ্যদিগের পালয়িত্রী স্ত্রী। যে স্ত্রীলোকগণ মনুষ্যদিগকে পালন করেন।

"অভিনো দেবো রবসা মহঃ শর্ম্মণা নৃপত্নী" (ঋক্ ১।২২।১১)
'নৃপত্নীঃ মনুষ্যাণাং পালয়ত্র্যঃ।' (সায়ণ)

নৃপত্ব (ক্লী) নৃপস্য ভাবঃ, নৃপ-ত্ব। রাজত্ব, রাজার কার্য্য।

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥" (চাণক্য)

নৃপদ্রুম (পুং) নৃপপ্রিয়ো দ্রুমঃ। আরগ্বধ, সোনালু (ভাষা)। রাজাদনীবৃক্ষ, ক্ষীরিণী। (রাজনি°)

নৃপপ্রিয় (পুং) নৃপাণাং প্রিয়ঃ। ১ বেষ্টবংশ, চলিত বেড় বাঁশ। ২ রাজপলাণ্ডু, লাল পেঁয়াজ। ৩ রামশরবৃক্ষ। ৪ শালিধান্য, আমন ধান। ৫ আম্রবৃক্ষ। ৬ রাজশুক পক্ষী, হিন্দী রাজশুগা। (ত্রি) ৭ রাজবল্লভ, রাজার প্রিয়পাত্র।

নৃপপ্রিয়ফলা (স্ত্রী) নৃপপ্রিয়ং ফলং যস্যাঃ। বার্ত্তাকী, চলিত বেগুন।

নৃপবদর (পুং) বদরাণাং নৃপঃ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। রাজবদরবৃক্ষ, চলিত নারিকেলে কুল।

নৃপপ্রিয়া (স্ত্রী) নৃপপ্রিয় স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ কেতকী, কেয়াফুল। ২ রাজখর্জ্জুরী, পিণ্ডিখেজুর।

নৃপমন্দির (ক্লী) নৃপাণাং মন্দিরম্। রাজগৃহ, সৌধ, প্রাসাদ।

নৃপমাঙ্গল্যক (ক্লী) নৃপস্য মাঙ্গল্যং যস্মাৎ, কপ্। আহুল-বৃক্ষ, কাশ্মীর দেশে তরবটগাছ কহে। (রাজনি°)

নৃপমান (ক্লী) নৃপস্য তদ্ভোজনস্য মানমাবেদকং বাদ্যং। নৃপতির ভোজনকালাবেদক বাদ্যভেদ। রাজগণের ভোজনকালজ্ঞাপক বাদ্য বিশেষ। (ত্রিকা°)

নৃপরুদ্র, দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বচালুক্যবংশীয় এক রাজা, ৪র্থ বিষ্ণুবর্দ্ধনের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত এবং নরেন্দ্র মৃগরাজ ২য় বিজয়াদিত্যের ভ্রাতা। ইহার পিতা ত্রিপুরের কলচুরিবংশীয় ছিলেন, এবং ইহার মাতা হৈহয়বংশসম্ভূতা।

[চালুক্যবংশ দেখ।]

নৃপলক্ষ্মন্ (ক্লী) নৃপাণাং লক্ষ্ম ৬ তৎ। রাজচিহ্ন, ছত্রচামরাদি, নৃপলিঙ্গ।

নৃপলিঙ্গধর (পুং) ধরতীতি-ধৃ—অচ্, নৃপলিঙ্গস্য ধরঃ। নৃপবেশধারী।

"নিজগ্রাহৌজসা বীরঃ কলিং দিগ্বিজয়ে কচিৎ।
নৃপলিঙ্গধরং শূদ্রং ঘ্নন্তং গোমিথুনং পদা॥" (ভাগবত ১।১৬।৪)

নৃপবল্লভ (ক্লী) চক্রপাণিদত্তোক্ত পক্ব ঘৃত ও তৈলবিশেষ। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—তিলতৈল বা গব্য ঘৃত ॥০ সের, দুগ্ধ ／২ সের। ভাবার্থ জীবক, ঋষভক, মেদ, দ্রাক্ষা, শালপর্ণী, কণ্টকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চিনি, রাস্না, নীলোৎপল, গোক্ষুর, পুণ্ডরীককাষ্ঠ, পুনর্নবা, সৈন্ধব, পিপুল প্রত্যেক ২ তোলা, তৈল পক্ষে প্রত্যেক দ্রব্য ২॥ তোলা করিয়া দিতে হইবে। নৃপবল্লভ ঘৃত বা তৈল যথাবিধানে প্রস্তুত করিতে হইবে, এই তৈলের নস্য ব্যবহারে বা এই ঘৃত সেবনে তিমির, রাত্র্যন্ধতা, লিঙ্গনাশ, মুখনাশা, দৌর্গন্ধ প্রভৃতি নানাবিধ রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী নেত্ররোগাধি°)। (পুং) ২ রাজাম্র বৃক্ষ। (ত্রি) ৩ রাজপ্রিয়মাত্র।

নৃপবৃক্ষ (পুং) রাজবৃক্ষ, সোনালুগাছ।

নৃপশু (পুং) না পশুরিব, বা না চাসৌ পশুশ্চেতি। ১ নরপশু।

"যাশ্চ স্ত্রিয়ো নৃপশূন্ খাদন্তি" (ভাগ° ৫।২৬।৩৯) ২ মূর্খ।

নৃপশার্দ্দূল (পুং) নৃপঃ শার্দ্দূল ইব 'উপমেয়ং ব্যাঘ্রাদিভিঃ শ্রেষ্ঠার্থে' ইতি সূত্রেণ কর্ম্মধারয়ঃ। রাজশার্দ্দূল, রাজশ্রেষ্ঠ। (রামায়ণ ২।৪২।২।)

নৃপশাসন (ক্লী) নৃপস্য শাসনং ৬ তৎ। রাজশাসন, রাজার শাসন। "শাসনং কীদৃশং কার্য্যং রাজ্ঞা নিত্যং প্রজাসু চ।
দাসে ভৃত্যেষু ভার্য্যায়াং পুত্রে শিষ্যেঽপি বা কচিৎ॥
বাগ্দণ্ডং পরুষং নৈব কার্য্যং তদ্দেশসংস্থিতে।
তুল্যশাসনমানানাং নাপকস্যাপি বা কচিৎ॥"

(ঔশনসনীতিপরি° ১অঃ)

রাজা প্রজা, দাস, ভৃত্য, ভার্য্যা, পুত্র, শিষ্য প্রভৃতির প্রতি কিরূপ শাসন করিবেন, তাহার বিষয় ঔশনস নীতিপরিশিষ্টে ১৩ অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে।

[রাজশাসন দেখ।]

নৃপসভ (ক্লী) নৃপাণাং সভা ততঃ তৎপুরুষসমাসে ক্লীবত্বম্। (সভা রাজামনুষ্যপূর্ব্বাৎ। পা ২।৪।২৩)। নৃপদিগের সভা, রাজগণের সভা। রাজশব্দ ও অমনুষ্য শব্দপূর্ব্বক সভাশব্দের সহিত সমাস হইলে ক্লীবলিঙ্গ হইয়া থাকে, অন্য স্থলে হয় না। অমনুষ্য শব্দ রক্ষঃ পিশাচ প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ। যথা রক্ষঃসভং, ইত্যাদি। কাকসভা, দেবদত্তসভা ইত্যাদি স্থলে সভা শব্দ ক্লীবলিঙ্গ হইবে না। বহুবচন স্থলেই ক্লীবলিঙ্গ হইবে, একবচনে হইবে না।

"রাজ্ঞা রাজসভা কার্য্যা সুগুপ্তা চ মনোরমা।
ত্রিকোষ্ঠৈঃ পঞ্চকোষ্ঠৈর্ব্বা সপ্তকোষ্ঠৈঃ সুবিস্তৃতা॥"

(ঔশনসনীতিপরি° ১ অঃ)

রাজা সুগুপ্ত মনোরম ত্রিকোষ্ঠ, পঞ্চ কোষ্ঠ বা সপ্তকোষ্ঠ বিস্তৃত রাজসভা প্রস্তুত করিবেন। এই রাজসভা নির্ম্মাণের বিশেষ বিবরণ ঔশনসনীতিপরিশিষ্টে ১ অধ্যায়ে লিখিত আছে। [রাজসভা দেখ।]

নৃপসুতা (স্ত্রী) নৃপস্য সুতা। ১ রাজকন্যা। ২ ছুছুন্দরী।

"ছুছুন্দরী নৃপসুতা বালেয়ো গর্দ্দভঃ প্রোক্তঃ।" (বৃহৎসং ৮৭।৫)।

নৃপাংশ (পুং) নৃপায় দেয়োঽংশঃ ভাগঃ। ১ রাজাকে দেয় ষষ্ঠাংশরূপ ভাগ। রাজাকে ৬ ভাগের এক ভাগ কর দিতে হয়। এই রাজগ্রাহ্য করকে নৃপাংশ কহে। ২ রাজপুত্র।

নৃপাকৃষ্ট (পুং) নৃপেণ আকৃষ্টঃ। ক্রীড়ার নিমিত্ত রাজকর্ত্তৃক আকৃষ্ট রাজা। চতুরঙ্গ প্রভৃতি খেলা করিবার জন্য আকৃষ্ট রাজা। "নৃপাকৃষ্টো যদা রাজা গমিষ্যতি যুধিষ্ঠির!।
তদা রাজা হি রাজানং ঘাতেঽপি তম্ হনিষ্যতি॥"

(তিথ্যাদিতত্ত্ব—চতুরঙ্গক্রীড়নম্)

নৃপাঙ্গণ (ক্লী) নৃপস্য অঙ্গনং ৬ তৎ। রাজবাটীর উঠান।

নৃপাণ (ক্লী) নৄণাং পানং ততো ণত্বং। কর্ম্মনেতার পানযোগ্য। "সত্রকোশং সিঞ্চতা নৃপাণং" (ঋক্ ১০।১০১।৭)

'নৃপাণং নৄণাং কর্ম্মণেতৄণাং পানযোগ্যং' (সায়ণ)

(পুং) ২ দেবগণের পানসাধন। "বা নৃপাণো ধর্ম্ম সীব্যধরম্" (ঋক্ ১০।১০১।৮) 'নৃপাণো নেতৄণাং দেবানাং পাতব্যঃ, দেবপানসাধনঃ' (সায়ণ)।

নৃপাতৃ (পুং) নৄণাং পাতা রক্ষকঃ। মনুষ্যাদিগের সর্ব্বদা রক্ষক।

"অবৃকতমো নরাং নৃপাতা" (ঋক্ ১।১৭৪।১০।)

'নৃপাতা অস্মদীয়ানাং পুত্রভৃত্যাদিরূপাণাং বহুনাং মনুষ্যাণাং সর্ব্বদা রক্ষকো ভব' (সায়ণ)

নৃপাত্মজ (পুং) নৃপস্য আত্মজঃ। ১ রাজপুত্র।

নৃপাত্মজা (স্ত্রী) নৃপাত্মজ-টাপ্। ১ রাজকন্যা।

"স্বয়ম্বরং ভীমনৃপাত্মজায়া দিশঃ পতি র্ন প্রবিবেশ শেষঃ॥" (নৈষধ ১০ অঃ) ২ কটুতুম্বী। (রত্নমালা)

নৃপাধ্বর (পুং) নৃপমাত্রকর্ত্তব্যঃ অধ্বরঃ। রাজসূয়যজ্ঞ, প্রত্যেক রাজারই এই যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হয়, ইহা অবশ্যকর্ত্তব্য। "রাজসূয়েন যজেত" (শ্রুতি), রাজগণ রাজসূয় যজ্ঞ করিবেন, ইহাই শ্রুতিতে বিহিত হইয়াছে, এইজন্য নৃপাধ্বর শব্দে রাজানুষ্ঠিত যজ্ঞমাত্র না বুঝাইয়া রাজসূয়যজ্ঞই বুঝাইবে।

নৃপানুচর (পুং) রাজভৃত্য।

নৃপান্ন (ক্লী) নৃপপ্রিয়ং অন্নং। ১ রাজান্ন নামক ধান্যভেদ। (রাজনি°) নৃপস্য অন্নং। নৃপের অন্ন, নৃপের ওদন।

নৃপান্যত্ব (ক্লী) রাজপরিবর্ত্তন।

নৃপাভীর (ক্লী) অভীরয়তি সূচয়তি ভোজনকালমিতি, অভি-ঈর-ক, অভীর, নৃপস্য অভীরং ভোজনকালসূচকবাদ্যবিশেষঃ। ভক্তুতূর্য্য, রাজগণের ভোজনকালীন যে বাদ্য হয়, তাহাকে নৃপাভীর কহে। (ত্রিকা°)

নৃপাময় (পুং) আময়ানাং রোগাণাং নৃপঃ, রাজদন্তাদিত্বাৎ পূর্ব্বনিপাতঃ। ১ রাজযক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, এই রোগ রোগের রাজা, এই জন্য ইহাকে নৃপাময় কহে। নৃপস্য আময়ো ব্যাধিঃ ৬ তৎ। ২ নৃপের পীড়া। রাজার রোগ।

নৃপায্য (ত্রি) নৃভির্নেতৃভি র্দৈবৈঃ পায্যং। নেতা দেবগণকর্ত্তৃক পেয়, দেবগণের পানযোগ্য সোম।

"বর্ত্তী রুদ্রা নৃপায্যং" (ঋক্ ২।৪১।৭)

'নৃপায্যং নৃভির্নেতৃভি র্দৈবৈঃ পাতব্যং সোম' (সায়ণ)

নৃপাল (পুং) নৃন্ পালয়তি পালি-অণ্। নৃপতি, রাজা।

"অন্যে নৃপালাঃ কিল তত্র তত্র
বলিং হরিষ্যন্তি সলোকপালাঃ।" (ভাগবত ৪।১৬।২১)

নৃপালয় (পুং) রাজপ্রাসাদ।

নৃপাবর্ত্ত (ক্লী) নৃপ ইব আবর্ত্ততে ইতি আ-বৃত-অচ্। রাজাবর্ত্তরত্ন, মণিবিশেষ।

নৃপাসন (ক্লী) নৃপস্য আসনম্। রাজাসন, পর্য্যায়—ভদ্রাসন, সিংহাসন, রাজা যে আসনে উপবেশন করেন।

"যমভ্যষিঞ্চচ্ছতপত্রনেত্রো
নৃপাসনাশাং পরিহৃত্য দূরাৎ।" (ভাগবত ৩।১।২৮)

নৃপাস্পদ (ক্লী) নৃপস্য আস্পদং ৬তৎ। রাজস্থান, রাজপ্রতিষ্ঠা।

নৃপাহ্বয় (পুং) নৃপং আহ্বয়তে গচ্ছেনেতি, আ-হ্বে-অচ্। ১ রাজপলাণ্ডু। (রাজনি°) নৃপ ইতি আহ্বয়ঃ সংজ্ঞা যস্য। ২ রাজনামা, নৃপসংজ্ঞক।

নৃপীট (ক্লী) উদক, জল। (নিঘণ্টু) এই নৃপীট শব্দ কৃপীট শব্দের পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

নৃপীতি (স্ত্রী) পা-রক্ষণে ভাবে ক্তিন্, আত ঈত্বং পীতি, নৃণাং পীতি ৬ তৎ। ১ মনুষ্যরক্ষণ। কর্ত্তরি ক্তিচ্। (ত্রি) ২ মনুষ্যরক্ষক। "বরুথে অন্তো নৃপীতৌ" (ঋক্ ৭।২০।৮) 'নৃপীতৌ নৃণাং রক্ষকে' (সায়ণ)

নৃপেশস্ (ত্রি) নররূপ।

"নৃপেশসো বিদথেষু প্রজাতা" (ঋক্ ৩।৪।৫)

'নৃপেশসো নৃপরূপাঃ' (সায়ণ)

নৃপোচিত (পুং) নৃপেষু উচিতঃ। ১ রাজমাষ। (ত্রি) ২ রাজযোগ্য।

নৃবাহু (পুং) নৃণাং বাহুঃ। কর্ম্মনেতা ঋত্বিক্‌দিগের বাহু।

"নৃবাহুভ্যাং চোদিতো ধারয়া সুতো" (ঋক্ ৯।৭২।৫)

'নৃবাহুভ্যাং কর্ম্ম-নেতৃণামৃত্বিজাং বাহুভ্যাং' (সায়ণ)

২ নরবাহুমাত্র।

নৃভর্ত্তৃ (পুং) নৃণাং ভর্ত্তা। মনুষ্যদিগের রক্ষক। (বৃহৎস° ৯৩।১৪)

নৃভোজস্ (ত্রি) আকাশজাত।

"নভোজাঃ পৃষ্ঠং হর্য্যতস্য দর্শি" (ঋক্ ১০।১২১৩।২)

বাচস্পত্য ও সেণ্টপিটাস্‌বর্গের ওয়াটার বুকে 'নৃভোজস্' এই শব্দ ধরিয়াছেন, কিন্তু ইহা প্রামাদিক, যেহেতু সভাষ্য ঋক্‌বেদে 'নভোজাঃ' এইরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়।

নৃমণস্ (ত্রি) নৃষু যজমানেষু মনো যস্য। ততো ণত্বং। রক্ষিতব্য যজমানের প্রতি অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্রাদি দেব। "ত্বং পিপ্রো নৃমণঃ প্রারুজঃ পুরঃ" (ঋক্ ১।৫১।৫) 'নৃমণঃ নৃষু যজমানেষু রক্ষিতব্যেষু অনুগ্রহবুদ্ধিযুক্তঃ, নৃষু মনো যস্য। (ছন্দস্যাদবগ্রহাৎ। পা ৮।৪।২৬) ইতি ণত্বম্।' (সায়ণ) ২ ধন।

"অস্মভ্যং নৃমণমাভরাস্মভ্যং নৃমণস্যসে" (ঋক্ ৫।৩৮।৪)

'নৃমণস্যসে ধনমিচ্ছসি, নৃমণস্-ক্যচ্' (সায়ণ)

নৃমণা (স্ত্রী) প্লক্ষদ্বীপস্থিত মহানদীভেদ।

"অরুণা নৃমণাঙ্গীরসী সাবিত্রী সুপ্রভাতা ঋতম্ভরা সত্যম্ভরেতি মহানদ্যঃ (ভাগবত ৫।২০।৬)

নৃমণি (পুং) পিশাচভেদ। যেমন দুষ্ট গ্রহবলে মানবশরীরে বিশেষ ক্ষতি হয়। (পার° গৃহ্য° ১।১৬) সেইরূপ এই পিশাচ গ্রহের প্রকোপে বালকবালিকা রোগগ্রস্ত হয়।

নৃমৎ (ত্রি) মনুষ্যবিশিষ্ট, মানবসমন্বিত।

নৃমর (ত্রি) মনুষ্যের হন্তা, রাক্ষস। যাহারা মনুষ্য মারে।

নৃমাংস (ক্লী) নৃণাং মাংসং। নরমাংস, মনুষ্যদিগের মাংস।

নৃমাদন (ত্রি) নৃণাং মাদনং। ঋত্বিক্ ও যজমানের হর্ষোৎপাদক সোম। "যজ্ঞপ্রিয়ং নৃমাদনং" (ঋক্ ১।৪।৫)

'নৃণাং ঋত্বিগ্‌যজমানানাং হর্ষহেতুং' (সায়ণ)

নৃমিথুন (ক্লী) নৃণাং মিথুনম্। মনুষ্যের স্ত্রীপুরুষযুগ্ম, স্ত্রী ও পুরুষ।

"মৎস্যৌ ঘটী নৃমিথুনং সগদং সবীণং" (বৃহজ্জাতক)

নৃমেধ (পুং) না মিধ্যতেঽত্র মিধ-আধারে ঘঞ্। পুরুষমেধযজ্ঞ, নরমেধ যজ্ঞ, যজুর্ব্বেদে ৩০ অধ্যায়ে এই যজ্ঞের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ২ ঋষিভেদ।

"নৃমেধং প্রজয়াস্বজৎসমং" (ঋক্ ১০।৮০।১৩)

'নৃমেধমেতন্নামানং ঋষিম্' (সায়ণ)

নৃম্ণ (ক্লী) নৃভির্ম্নায়তেঽভ্যস্যতে ম্না-ঘঞর্থে ক, ততো ণত্বং (ছন্দস্যাদবগ্রহাৎ। পা ৮।৪।২৬) ধন। (নিঘণ্টু)। "অস্মভ্যং নৃম্ণমাভরাস্মভ্যং" (ঋক্ ৫।৩৮৪)

'নৃম্ণং ধনম্' (সায়ণ)

নৃযজ্ঞ (পুং) নৃর্নরার্থো যজ্ঞঃ। প্রতিদিন গৃহস্থদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য পঞ্চ যজ্ঞান্তর্গত অতিথিপূজনরূপ যজ্ঞ। গৃহস্থগণের প্রত্যহ পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। নৃযজ্ঞ তাহার মধ্যে একটী।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতঃ নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥
ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ॥" (মনু)

অতিথিপূজার নাম নৃযজ্ঞ, যথাবিধি অতিথিসেবা সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। যাহারা পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহাদের পঞ্চসূনা জন্য পাতক নষ্ট হয়।

নৃযুগ্ম (ক্লী) নৄ যুগ্মম্। নৃমিথুন, নরযুগ্ম, স্ত্রীপুরুষ মিথুন।

নৃলোক (পুং) না এব লোকঃ। নরলোক, মনুষ্যলোক।

নৃবৎ (ত্রি) না পরিচারকাদিরস্ত্যস্য মতুপ্ বেদে মস্য ব। পরিচারক নরযুক্ত।

"ভরদ্বাজে নৃবত ইন্দ্র! সূরীন্ দিবি" (ঋক্ ৬।১৭।১৪)

'নৃবতঃ মনুষ্যবতঃ' (সায়ণ)। লৌকিক প্রত্যয়ে এই শব্দ 'নৃমৎ' হইবে, মতুপের ম-স্থানে ব হইবে না, কেবল বৈদিক প্রয়োগেই 'নৃবৎ' এই পদ সিদ্ধ।

নৃবৎসখি (ত্রি) অধ্বর্য্যাদিসহায়যুক্ত কর্ম্মনেতা। "যজ্ঞে নৃবৎসখা সদমিদ প্রমৃষ্য" (ঋক্ ৪।২।৬), 'নৃবৎসখা নরঃ কর্ম্মণাং নেতারো অধ্বর্য্যাদয় স্তদ্বন্তঃ সখায়োঽনুষ্ঠাতারো যজমানা যস্য স তথোক্তঃ' (সায়ণ)

নৃবরাহ (পুং) না চাসৌ বরাহশ্চেতি বরাহরূপধৃক্ ভগবদবতারঃ। বরাহরূপধারী ভগবান্।

"নৃবরাহস্তু বসতির্মহর্লোকে প্রতিষ্ঠিতা।
নৃসিংহস্তু তথা প্রোক্তা জনলোকে মহাত্মনঃ।" (পদ্মপু° সৃষ্টিখ° ২৮ অঃ)

এই নৃবরাহরূপী ভগবান্ বলির দ্বারী হইয়াছিলেন।

"শৌকরং রূপমাস্থায় দ্বার্য্যস্ত চ দুরাত্মনঃ।
ভবিষ্যামি ন সন্দেহো অত্র শক্র ত্বরান্বিতঃ॥"

(পদ্মপু° সৃষ্টিখ° ২৮০ অঃ)

আমি শৌকর অর্থাৎ বরাহরূপ ধারণ করিয়া এই দুরাত্মা বলির দ্বারী হইব, ইহাতে সন্দেহ নাই। নৃবরাহ-দেবের মূর্ত্তি—আকার বরাহের ন্যায়, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল মনুষ্যসদৃশ। হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। দক্ষিণে ও বামে শঙ্খ, লক্ষ্মী বা পদ্ম। বাম কূর্পরে শ্রী ও চরণযুগলে পৃথিবী ও অনন্ত। এইরূপ মূর্ত্তি গৃহে স্থাপন করিলে রাজ্যলাভ ও অন্তিমে অনন্তস্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। (অগ্নিপু° ৩০ অঃ)

নৃবাহণ (ত্রি) নেতৃবোঢ়া, নায়কবাহক।

"অদ্য যয্যং নৃবাহণং" (ঋক্ ২।৩৭।৫)

'নৃবাহণং নেত্রো র্যুবয়ো র্বোঢ়ারং' (সায়ণ)

নৃবাহন (পুং) না বাহনং যস্য। নরবাহন কুবের। বৈদিক প্রয়োগে ণত্ব হইয়া নৃবাহণ হইবে।

নৃবাহস্ (ত্রি) নরবাহক, ইন্দ্র ও তাহার সারথি প্রভৃতির বোঢ়া অর্থাৎ বাহক।

"রথে শোণা ধৃষ্ণু ইতি নৃবাহসা" (ঋক্ ১।৬।২)

'নৃবাহসা নৃণাং পুরুষাণাং ইন্দ্রতৎসারথিপ্রমুখাণাং বোঢ়ারৌ। নৃবাহসা নৄন্ বহত ইতি 'বহের্বহিহাধাভ্যশ্ছন্দসি' (উণ্ ৪।২২০) ইত্যসুন্ ণিদিত্যনুবৃত্তের্বৃদ্ধিঃ। নিত্বাদাদ্যুদাত্তঃ। সুপাং সুলুগিতি দ্বিবচনস্যেতি ডাদেশঃ' (সায়ণ)

নৃবেষ্টন (ত্রি) না বেষ্টনং যস্য। ১ মনুষ্যবেষ্টিত। (পুং) ২ মহাদেব (হেম)

নৃশংস (ত্রি) নৄন্ নরান্ শংসতি হিনস্তীতি নৃ-শন্স-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ ক্রূর। ২ পরদ্রোহী। যে মানবগণের প্রতি হিংসা করিয়া থাকে। নির্দয়, পরানিষ্টকারী। নিন্দিতা স্ত্রী বিবাহ করিলে নৃশংস পুত্র হয়।

"ইতরেষু তু শিষ্টেষু প্রশংসা নৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্ব্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ॥" (মনু ৩।৪১)

চারিটী ইতর বিবাহ অর্থাৎ গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ করিলে তাহাতে নৃশংস, মিথ্যাবাদী, ধর্ম্ম ও বেদবিদ্বেষী পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা নৃশংস, তাহাদের অন্ন ভোজনও করিতে নাই।

"নৃশংসরাজরজককৃতঘ্নবধজীবিনাম্।
চৈলধাবসুরাজীবিসহোপপতিবেশ্মনাম্॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৬১)

নৃশংস রাজা, রজক কৃতঘ্ন, বধজীবী, চেলধাব, অর্থাৎ বস্ত্রের মলাপনয়নকারী, সুরাজীবী ও যে উপপতি ঘরে লইয়া থাকে, এই সকল লোকের অন্ন ভোজন করিতে নাই।

নৃশংসতা (স্ত্রী) নৃশংসস্ত ভাবঃ, ভাবে তল্, ততষ্টাপ্। নির্দ্দয়তা, ক্রূরতা।

নৃশংসবৎ (ত্রি) নৃশংসঃ বিদ্যতে ২স্ত, মতুপ্ মস্ত বঃ। পাপকর্ম্মা, ক্রূরকর্ম্মা, নৃশংসতাবিশিষ্ট। (ভারত ৪।৯৭৫ শ্লোক)

নৃশৃঙ্গ (ক্লী) নৃণাং শৃঙ্গম্। অলীক পদার্থ।

"নাসদুৎপাদো নৃশৃঙ্গবৎ।" (সাংখ্যসূত্র ১।১১২)

যেরূপ নরশৃঙ্গোৎপত্তি অসম্ভব, তদ্রূপ অসতের উৎপত্তি বা আকস্মিক জন্ম হইতে পারে না। এই জন্ত নৃশৃঙ্গ শব্দে অলীক পদার্থ বোধ হইয়া থাকে।

নৃশোবা বা নরশোবা, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত কোলাপুর সামন্তরাজের অধীনস্থ একটী গ্রাম। কৃষ্ণা ও পঞ্চগঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এখানে কৃষ্ণানদীর কূলে সোপানরাজিবিরাজিত ঘাটের উপরে নরসিংহ দেবের মন্দির আছে। সম্ভবতঃ এই নৃসিংহদেবের মন্দির হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়া থাকিবে। এখানে কএকঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে, তাঁহারাই দেবপূজায় পৌরোহিত্য করেন। পূর্ব্বোক্ত ঘাটের অপর পারে করন্দর নগর। এখানকার ঘাট অতীব সুন্দর এবং তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের দৃশুও মনোরম।

নৃষদ্ (পুং) নরি পুরুষে অন্তর্যামিতয়া সীদতি সদ-ক্বিপ্। বেদে ষত্বম্। ১ পরমাত্মা।

"নৃষদ্বর সদৃত সদ্ব্যোম" (ঋক্ ৪।৪০।৫)

'নৃষৎ, নৃষু মনুষ্যেষু চৈতন্তরূপেণ সীদতীতি নৃষৎ, অনেন পরমাত্মরূপত্বমুক্তম্।' (সায়ণ) ২ কথঋষির পিতৃঋষি ভেদ।

"উতঃ কথং নৃষদঃ পুত্রমাহুঃ।" (ঋক্ ১০।৩১।১১)

৩ মনুষ্যস্থায়ী। "ধ্রুবসদং ত্বা নৃষদং মনঃসদম্।" (শুক্লযজুঃ ৯।২)

'নৃষদং নৃষু মনুষ্যেষু সীদতি ইতি নৃষদ্ তং।' (বেদদীপ)

নৃষদন (ক্লী) নরঃ নেতারঃ ঋত্বিজঃ তেষাং সদনং, বেদে ষত্বম্। যজ্ঞগৃহ, যাগশালা। "সমৃতৌ রথা নরো নৃষদনে।" (ঋক্ ৫।৭।২)

'নৃষদনে যাগগৃহে' (সায়ণ)

নৃষদ্বন্ (ত্রি) মনুষ্যে অবস্থানকারী।

"প্রহোতা জাতো মহান্নভোবিন্নৃষদ্বা।" (ঋক্ ১০।৪৬।১)

'নৃষদ্বা নৃষু সীদন্। সদেঃ ক্বনিপ্, কৃৎস্বরঃ' (সায়ণ)

নৃষা (ত্রি) পুত্রদাতা। "গোষা ইন্দ্রো নৃষা অস্ত ধসা।" (ঋক্ ৯।২।১০) 'নৃষাঃ পুত্রাণাং দাতা' (সায়ণ)

নৃষাচ্ (ত্রি) প্রাণরূপে মনুষ্যদিগকে সেবমান।

"ইন্দ্রভূতয় স্বর্নৃষাচো" (ঋক্ ১।৫২।৯)

"নৃষাচঃ প্রাণরূপেণ নৃন্ সেবমানাঃ।" (সায়ণ)

নৃষাতা (স্ত্রী) মনুষ্যদিগের সংভক্তা।

"পুরো নৃষাতা শবসস্ততান" (ঋক্ ৭।২৭।১)

'নৃষাতা নৃণাং সংভক্তা' (সায়ণ)

নৃষাহ্ (ত্রি) শত্রুমনুষ্যদিগের অভিভবিতা।

"নরং নৃষাহং মংহিষ্ঠং" (ঋক্ ৮।১৬।১)

'নৃষাহং নৃণাং শত্রুমনুষ্যাণাং অভিভবিতারং' (সায়ণ)

নৃষাহ্য (ত্রি) শত্রুদিগের অভিভাবুক।

"আনঃ শুষ্মং নৃষাহ্যং বীরবন্তং" (ঋক্ ৯।৩০।৩)

'নৃষাহ্যং নৃণামস্মদ্বিরোধিনামভিভাবুকম্' (সায়ণ)

নৃষূত (ত্রি) ষূ-প্রেরণে কর্ম্মণি-ক্ত, নৃভিঃ ষূতঃ ৩তৎ। স্তোতৃগণ-কর্ত্তৃক প্রেরিত। "সিমা পুরুনৃষূতো।" (ঋক্ ৮।৪।১)

'নৃষূতো নৃভিস্তদীয়ৈঃ স্তোতৃভিঃ প্রেরিতঃ' (সায়ণ)

নৃসিংহ (পুং) না চাসৌ সিংহশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। ভগবদবতার-ভেদ। নরসিংহরূপী বিষ্ণু। নৃসিংহাবতার, দশাবতারের মধ্যে চতুর্থ অবতার।

"সিংহস্ত কৃত্বা বদনং মুরারিঃ সদা করালঞ্চ সুরক্তনেত্রম্।
অর্দ্ধং বপুর্ব্বৈ মনুজস্ত কৃত্বা যযৌ সভাং দৈত্যপতেঃ পুরস্তাৎ॥"
(অগ্নিপুরাণ)

বদন সিংহসদৃশ, নেত্র রক্তবর্ণ ও অপরার্দ্ধ শরীর মানবের মত, ভগবান্ মুরারি এইরূপে নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্যপতির অগ্রে সভায় গমন করিয়াছিলেন।

অগ্নিপুরাণের মতে—নৃসিংহমূর্ত্তি স্থাপন করিবার এইরূপ বিধান আছে। নৃসিংহের বদন ব্যাদিত, বাম উরুতে ক্ষতদানব, গলদেশে মাল্য, হস্তে চক্র ও গদা, এই অবস্থায় তিনি দৈত্য-পতির বক্ষ বিদারণ করিতেছেন। (অগ্নিপু° ৩০ অঃ) নৃসিংহ, মহাবিষ্ণু ইহার মন্ত্র ও পূজাদির বিষয় তন্ত্রসারে বিশেষরূপে লিখিত আছে। নৃসিংহমন্ত্র যথা—

"উগ্রং বীরং বদেৎ পূর্ব্বং মহাবিষ্ণুমনন্তরং।
জলন্তং পদমাভাষ্য সর্ব্বতো মুখমীরয়েৎ॥
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং বদেত্ততঃ।
নমাম্যহমিতি প্রোক্তো মন্ত্ররাজঃ সুরদ্রুমঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই নৃসিংহমন্ত্র মায়াপুটিত এবং সর্ব্বফলপ্রদ।

"উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্ব্বতোমুখং।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্॥"

এই মন্ত্রে নৃসিংহদেবের পূজা করিতে হইবে। এই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে "হ্রীঁ" এই যোগ করিয়া জপাদি করিলে সাধকের অশেষ প্রকার কল্যাণ হয়। এই মন্ত্রের পূজা-প্রয়োগ,—সামান্ত পূজাপদ্ধতি অনুসারে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া বিষ্ণুপূজাপদ্ধতিক্রমে পীঠন্তাসান্ত সমস্ত কর্ম্ম শেষ করিয়া ঋষ্যাদিন্তাস, করন্তাস, অঙ্গন্তাস ও মন্ত্রন্তাস করিবে। অনন্তর নৃসিংহদেবের ধ্যান করিতে হইবে।

ধ্যান—"মাণিক্যাদিসমপ্রভং নিজরুচা সংত্রস্তরক্ষোগণং
জান্বোর্ন্যস্তকরাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসৎভূষণম্।
বাহুভ্যাং ধৃতশঙ্খচক্রমনিশং দংষ্ট্রোগ্রবক্ত্রোল্লসৎ
জ্বালা জিহ্বমুদারকেশরচয়ং বন্দে নৃসিংহং বিভুম্॥"

'নৃসিংহদেবের দেহকান্তি মাণিক্যাদির ন্যায় উজ্জ্বল, শরীর প্রভায় রাক্ষসগণ সর্ব্বদা ভীত, হস্তদ্বয় জানুদ্বয়ের উপর বিন্যস্ত, ইনি ত্রিনয়ন এবং রত্নভূষণে ভূষিত। ইহার হস্তদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র। দেহ অর্দ্ধমনুষ্যাকার ও অর্দ্ধ সিংহসদৃশ। বিকট বদন হইতে অগ্নিশিখার ন্যায় জিহ্বা নির্গত হইতেছে।' এইরূপে ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা ও শঙ্খ স্থাপনপূর্ব্বক বিষ্ণুপূজাপদ্ধতি ক্রমে পীঠপূজা ও পুনর্ব্বার ধ্যান আবাহনাদি দ্বারা পূজা করিয়া আবরণপূজা করিবে। এইরূপে নৃসিংহদেবের পূজা করিতে হয়। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ ৩২ লক্ষ জপ। যথাবিধি পুরশ্চরণ করিয়া ঘৃতযুক্ত পায়স দ্বারা ৩২ সহস্র হোম করিতে হইবে।

নৃসিংহদেবের মন্ত্রান্তর—

"পাশঃ শক্তির্নরহরিরঙ্কুশো বর্ম্ম ফট্ মনুঃ।
ষড়ক্ষরো নরহরেঃ কথিতঃ সর্ব্বকামদঃ॥" আং হ্রীঁং ক্ষ্রৌঁ ক্রৌঁ হুঁ ফট্, নৃসিংহদেবের এই ষড়ক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্র সর্ব্বকামপ্রদ। যথাবিধানে এই মন্ত্রে নৃসিংহদেবের পূজা করিতে হইবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণও লক্ষ জপ। পরে ঘৃত দ্বারা ছয় সহস্র হোম করিতে হয়।

নৃসিংহদেবের একাক্ষর মন্ত্র—

"ক্ষকারো বহ্নিমারূঢ়ো মনুর্বিন্দুসমন্বিতঃ।
একাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকালফলপ্রদঃ॥"

ক্ষ্রৌঁ ইহাই নৃসিংহদেবের একাক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্র সর্ব্বকামফলপ্রদ। এই মন্ত্রে যথাবিধানে নৃসিংহদেবের পূজা করিতে হয়। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ ৮ লক্ষ জপ। জপের দশাংশ হোম।

নৃসিংহদেবের অষ্টাক্ষর মন্ত্র—

"জয়দ্বয়ঃ সমুচ্চার্য্য শ্রীপূর্ব্বো নৃসিংহ ইত্যপি।
অষ্টাক্ষরো মনুঃ প্রোক্তো ভজতাং কামদো মণিঃ।"

'জয় জয় শ্রীনৃসিংহ' এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সাধকদিগের কামপ্রদ মণি। যথাবিধানে এই মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ ৮ লক্ষ জপ। জপের দশাংশ হোম।

নৃসিংহদেবের ষড়ক্ষর মন্ত্রের ধ্যান—

"কোপাদালোলজিহ্বং বিবৃতনিজমুখং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রং
পাদাদানাভিরক্তপ্রভমুপরিমিতং ভিন্নদৈত্যোগ্রগাত্রম্।
শঙ্খং চক্রং সপাশাঙ্কুশকুলিশগদাদারুণান্যুগ্রহস্তং
ভীমং তীক্ষ্ণোগ্রদংষ্ট্রং মণিময়বিবিধাকল্পমীড়ে নৃসিংহম্॥"

এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হইবে। (তন্ত্রসার)

নৃসিংহদেবের যন্ত্র বিষয়ে তন্ত্রসারে এইরূপ লিখিত আছে।

নৃসিংহযন্ত্র—

"বীজং সাধ্যসমন্বিতং প্রবিলিখেন্মধ্যেঽষ্টপত্রেষথো
মন্ত্রার্ণান্ শ্রুতিশো বিভজ্য বিলিখেৎ লিপ্যা বহির্বেষ্টয়েৎ।
বাহ্যে কোণগবীজরুদ্ধবসুধাগেহদ্বয়েনাবৃতং
যন্ত্রং ক্ষুদ্রবিষগ্রহাময়রিপুপ্রধ্বংসনং শ্রীপ্রদম্"

মধ্য স্থলে বীজ ও সাধ্যনামাদি লিখিয়া, অষ্টদলে

'উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতো মুখং,
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহং'

এই মন্ত্রের চারি চারিটী মন্ত্র বিন্যাস করিতে হইবে। তাহার চতুর্দ্দিকে মাতৃকা বর্ণ অর্থাৎ অকারাদি বর্ণ দ্বারা পরিবৃত করিতে হইবে। তাহার বহির্ভাগে দুইটী ভূপুর লিখিয়া উহার প্রত্যেক কোণে ক্ষ্রৌঁ এই মন্ত্র লিখিতে হইবে।

এই যন্ত্র যথাবিধি পূজা করিয়া ধারণ করিলে ক্ষুদ্র বিষ গ্রহদোষ, ব্যাধিনাশ, শত্রুধ্বংস ও লক্ষ্মীলাভ হয়। ভূর্জ্জপত্র লিখিত যন্ত্র ১২ বৎসর পর্য্যন্ত ধারণ করা যাইতে পারে। (তন্ত্রসার)

[নৃসিংহ অবতারাদির বিষয় নরসিংহ দেখ।]

২ ষোড়শ রতিবন্ধান্তর্গত নবম বন্ধ। লক্ষণ—

"পাদৌ সংপীড্য যোনৌ চ হটাল্লিঙ্গপ্রবেশনম্।
হস্তয়োর্বেষ্টয়েদ্গাত্রং বন্ধো নৃসিংহসংজ্ঞকঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

না সিংহ ইব উপমিত কর্ম্মধারয়ঃ। ৩ নরশ্রেষ্ঠ।

"ইষ্ট্বা মহার্হৈঃ ক্রতুভির্নৃসিংহাঃ সন্ত্যজ্য দেহান্ সুগতিং প্রপন্নাঃ।" (ভারত ৯।৫৩।২৪)

৪ স্বনামখ্যাত নৃপবিশেষ। (সহ্যাদ্রিখ° ৩১।৪০)

নৃসিংহ, পঞ্জাবের অন্তর্গত কাঙ্‌ড়া জেলায় বিষ্ণুর অবতার নরসিংহ বা নারসিংহদেবের পূজা প্রচলিত আছে। তথাকার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নরনারী এই পূজার বিশেষ আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস এই নৃসিংহদেবই তাহাদিগকে সন্তানাদি দান করেন এবং তাহাদের বিপদ্‌কালে উদ্ধার করেন।

এই পূজা উদ্দেশে তাহারা একটী নারিকেল লইয়া থালার উপর রাখে ও প্রথমে পরিষ্কার জল দিয়া উহা ধৌত করে; পরে চন্দন বাটিয়া তাহাতে প্রলেপ দেয় এবং ঐ চন্দন দিয়া নারিকেলের উপর একটী তিলক কাটিয়া (সচরাচর ব্রাহ্মণেরা নাসিকার উপর যেরূপ ফোঁটা কাটে) তাহার উপর অল্প পরিমিত চাউল ছড়াইয়া দেয়। ঐ নারিকেলকে পুষ্পমালায় বিভূষিত করিয়া, তাহার সম্মুখে ধূপ জ্বালে, পরে যথাবিহিত পূজানুসারে উক্ত নারিকেলের পূজা করে। পূজান্তে মিষ্টান্নাদি ভোগ দেওয়া হয় এবং ঐ সকল প্রসাদ স্বগৃহে ও প্রতিবেশী

বালক ও বৃদ্ধদিগকে বিলাইয়া দেয়। সাধারণতঃ প্রতি রবিবারে কিংবা মাসের প্রথম রবিবারে এই পূজা হইয়া থাকে।

এখানকার লোকে নরসিংহদেবকে সাধারণতঃ ভয় ও ভক্তি করে। সকলেরই বাহুতে রৌপ্যনির্ম্মিত কবচ (বাহুতা) বা আংটী আছে। তাহার উপর নৃসিংহমূর্ত্তি খোদিত। এতদ্ব্যতীত অধিকাংশ লোকেই সংস্কারবশতঃ বাটীতে এইরূপ নারিকেল রাখে ও পূজা করে। মাতা কিংবা শাশুড়ী পূজা আরম্ভ করিলেই কন্যা বা পুত্রবধূকেও সেই সঙ্গে যোগ দিতে হয়। কোন বন্ধ্যানারী পুত্রার্থ কোন যোগী বা চেলার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাকে নরসিংহপূজার বিধি দেওয়া হয়। প্রবাদ, এইরূপ পূজা করিলে, নরসিংহদেব রাত্রিতে তাহাদিগকে স্বপ্ন দিয়া থাকেন। কাহারও জ্বর হইলে নরসিংহের চেলা আসিয়া তাহার রোগ ঝাড়াইয়া দেয়। এই সময়ে কখন কখন আমাদের দেশের শীতলার গানের মত নরসিংহের গানও হইয়া থাকে।

নৃসিংহ, ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত শিওনিজেলাস্থ একটী মন্দিরাকৃতি পর্ব্বত। বেণগঙ্গা নদীর উপত্যকাভূমি হইতে একশত ফিট্ উচ্চ। এই পাহাড়ের উচ্চচূড়ে নরসিংহদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত। উহার মধ্যভাগে বিষ্ণুর নৃসিংহমূর্ত্তি। পর্ব্বতের নিম্নভাগে এই নামে একটী গ্রামও আছে।

নৃসিংহ, একজন রাজা। কুমারিকাভক্ত চম্পকমুনির কুলে জাত রাজা নাগমগুনের পুত্র। (সহ্যাদ্রি° ৩১।৪২)

নৃসিংহ, অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম। যে যে গ্রন্থ যাহার রচিত, সেই সেই গ্রন্থের নাম ও গ্রন্থকারের যথাসম্ভব পরিচয় নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল।

১ আপস্তম্বসোমটীকা, আপ্তোর্যামপ্রয়োগ, চয়নপদ্ধতি, প্রয়োগপারিজাত, বিধানমালা ও সংস্কার প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

২ কালচক্র, জাতককলানিধি, জৈমিনিসূত্রটীকানিবন্ধশিরোমণ্যুক্ত নির্ণয়াহ, কেশবার্কের জাতকপদ্ধতির প্রৌঢ়মনোরমা নাম্নী টীকা, যন্ত্ররাজোদাহরণ, হিল্লাজদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা।

৩ গণেশ-গদা নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

৪ দত্তকপুত্রবিধানরচয়িতা। ইহার উপাধি ভট্ট।

৫ নলোদয়টীকাপ্রণেতা।

৬ বন্ধকৌমুদী নামক গ্রন্থকর্ত্তা।

৭ বীরনারসিংহাবলোকনপ্রণেতা।

৮ বৃত্তরত্নাকরটীকারচয়িতা।

৯ শিবভক্তিবিলাসনামক গ্রন্থপ্রণেতা।

১০ শৃঙ্গারস্তবকভাণপ্রণেতা, ইনি আপনাকে হারীতবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

১১ ইনি কুশলের পুত্র, সংক্ষিপ্তসারের অন্তর্গত ধাতুপাঠের গণমার্ত্তণ্ড নাম্নী টীকা রচয়িতা।

১২ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি দিবাকরের পৌত্র, কৃষ্ণদৈবজ্ঞের পুত্র, গণেশ দৈবজ্ঞের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং কমলাকরের পিতা। ইনি তিথিচিন্তামণিটীকা, সিদ্ধান্তশিরোমণিবাসনাবার্ত্তিক ও সূর্য্যসিদ্ধান্তবাসনাভাষ্য রচনা করেন।

১৩ জাতকমঞ্জরীপ্রণেতা, ইনি নাগনাথের পুত্র ও মৌদ্গল্য গোত্রসম্ভূত।

১৪ নারায়ণ ভট্টের পুত্র ও নৃসিংহের পৌত্র, ইহার ভ্রাতার নাম গোপীনাথ। হোয়শাল রাজ্যের অন্তর্গত বরুবাড়ু গ্রাম ইহার জন্মস্থান। ইনি প্রয়োগ-রত্ন নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

১৫ একজন জ্যোতির্ব্বিদ, ইনি রামদৈবজ্ঞের পুত্র ও কেশবের পৌত্র। ইনি গণেশ দৈবজ্ঞের নিকট জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইহার কৃত গ্রহকৌমুদী, গ্রহদীপিকা ও হিল্লাজদীপিকা গ্রন্থ পাওয়া যায়।

১৬ এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত, ইহার কৃত কালনির্ণয়দীপিকাবিবরণ ও তিথিনির্ণয়সংগ্রহটীকা নামক দুই খানি জ্যোতিগ্রন্থ আছে; ইনি ভগবন্নামকৌমুদীপ্রণেতা লক্ষ্মীধরাচার্য্যের পিতামহ এবং বিট্ঠলাচার্য্যের পিতা। ইহার পিতার নাম রামচন্দ্রাচার্য্য। ইনি গোপালপণ্ডিতের নিকট বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

১৭ ইহার উপাধি তীর্থ। ইনি শঙ্করসম্প্রদায়িদিগের অষ্টম গুরু।

নৃসিংহ অঙ্গদী (নরসিংহ-অঙ্গদী) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কাণাড়া জেলার উপ্পিনঙ্গড়ী তালুকের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৩° ২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২২´ পূঃ। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে টিপুসুলতান যখন মঙ্গলূর হইতে এই স্থান দিয়া যাইতে ছিলেন, তখন এই স্থান শত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষিত এবং পর্ব্বতোপরি দুরারোহ স্থানে অবস্থিত দেখিয়া, এখানকার প্রাচীন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এখানে জামালাবাদ নগর স্থাপন করেন। এই নগরের পশ্চিমে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তিনি এই নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্যের সহিত টিপুসুলতানের রক্ষিত সৈন্যদলের ছয় সপ্তাহকাল ঘোর যুদ্ধ হয়, অবশেষে টিপুর সেনাধ্যক্ষ আত্মহত্যা করিলে, ইংরাজসহকারী কোড়গের রাজা জামালাবাদনগর ধ্বংস করেন। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে এখনও বহুসংখ্যক মুসলমানের বাস আছে।

নৃসিংহ আচার্য্য, ১ একজন পণ্ডিত, ইনি কুশিকবংশোদ্ভব। কেহ কেহ বলেন, ইনি রামানুজের পিতা।

২ অনঙ্গসর্ব্বস্বভাণপ্রণেতা লক্ষ্মী নৃসিংহের পিতা।

৩ একজন দার্শনিক, শঙ্করাচার্য্যকৃত ঐতরেয়োপনিষদভাষ্যের টীকা, নারায়ণোপনিষৎসার ও শঙ্করাচার্য্য বিরচিত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ভাষ্যের টীকা প্রণয়ন করেন।

৪ শেষানন্তকৃত পদার্থচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থের টীকাকার।

৫ অনন্তভট্টের ভারতচম্পূটীকা-রচয়িতা।

৬ মন্ত্রচিন্তামণিপ্রণেতা।

৭ জ্যোতিঃশাস্ত্রবিশারদ একজন পণ্ডিত। ভরদ্বাজগোত্র বাধুলবংশীয় বরদাচার্য্যের পুত্র। ইনি কালপ্রকাশিকা নামে একখানি সংক্ষিপ্ত জ্যোতিগ্রন্থ রচনা করেন।

৮ চম্পূভারতের সরস্বতীনাম্নী টীকাকার।

নৃসিংহকবচ (ক্লী) নৃসিংহস্য কবচম্। তন্ত্রসারোক্ত নৃসিংহদেবের কবচভেদ, বিপন্নিবারক মন্ত্রভেদ। এই কবচ ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া যথাবিধি হৃদয়ে ধারণ করিলে, সকলপ্রকার বিপদ্ নাশ হয়। "নারদ উবাচ।

ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ তাতেশ্বর জগৎপতে।
মহাবিষ্ণো নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো॥
যস্য প্রপঠনাদ্বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥
ব্রহ্মোবাচ।
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ তপোধন।
কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্॥
যস্য প্রপঠনাৎ বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
স্রষ্টাহং জগতাং বৎস পঠনাদ্ ধারণাদ্যতঃ॥" ইত্যাদি।

তন্ত্রসারে লিখিত আছে—

নারদ ব্রহ্মার নিকট মহাবিষ্ণু নৃসিংহদেবের কবচের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, হে নারদ! তুমি ত্রৈলোক্য-বিজয় নামক নৃসিংহকবচ শ্রবণ কর, এই কবচ পাঠ করিলে বাগ্মিত্ব লাভ হয় এবং ত্রৈলোক্য-বিজয়ী হয়। আমি এই কবচ ধারণ করিয়া স্রষ্টৃত্বশক্তি লাভ করিয়াছি। ইহা পাঠ ও ধারণ করিয়া লক্ষ্মীদেবী ত্রিজগৎ পালন করিতেছেন, মহেশ্বর ইহারই প্রভাবে জগৎসংহার করিতেছেন, দেবগণ দিগীশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কবচ ব্রহ্মমন্ত্রময়, ইহা দ্বারা ভূতাদি নিবারিত হইয়া থাকে। মুনি দুর্ব্বাসা এই কবচপ্রসাদে ত্রিলোকবিজয়ী হইয়াছিলেন। এই ত্রৈলোক্যবিজয়কবচের ঋষি—প্রজাপতি, ছন্দঃ—গায়ত্রী, বিভু—নৃসিংহদেবতা।

এই কবচ যথাবিধি ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া, গুটিকাকরণান্তর স্বর্ণপাত্রে রাখিয়া যদি কেহ কণ্ঠে বা বাহুদেশে ধারণ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি স্বয়ং নৃসিংহরূপী হইয়া থাকেন। স্ত্রীগণ এই কবচ বামবাহুতে এবং পুরুষেরা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিবেন। কাকবন্ধ্যা, মৃতবৎসা, জন্মবন্ধ্যা এবং নষ্টপুত্রানারী এই কবচ ধারণ করিলে বহু পুত্রবতী হয়। এই কবচপ্রভাবে সকল বিপদ্ বিনষ্ট হয়, সাধক জীবন্মুক্ত হয়। যে গৃহে বা যে গ্রামে এই কবচ থাকে, ভূতপ্রেতগণ সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া অতিদূরে গমন করে। ব্রহ্মসংহিতায় এই কবচ কথিত হইয়াছে। তন্ত্রসারেও এই কবচের অন্যান্য বিষয় দ্রষ্টব্য। (তন্ত্রসার)

নৃসিংহগড়, মধ্যপ্রদেশের দমো জেলার একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ২৩° ৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ২৮´ পূঃ। দমো নগরের ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে এবং হট্ট পরগণা হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর আলাহাবাদ মহকুমার অধীন ছিল। মুসলমান রাজত্ব সময়ে এখানে একটী দুর্গ ও মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত হয়। মুসলমানেরা এই স্থানকে নশরৎগড় নামে অভিহিত করিয়াছিল, কিন্তু মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ে উক্ত নামের পরিবর্ত্তে নরসিংহগড় নাম প্রবর্ত্তিত হয়। এখানে মহারাষ্ট্রীয়গণের নির্ম্মিত আর একটী দুর্গ আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজসৈন্য ইহার কতকাংশ ধ্বংস করিয়া ফেলে।

২ হোলকররাজের অধীন মালব প্রদেশের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। স্থানীয় সামন্তের শাসনবিশৃঙ্খলায় ও গৃহবিবাদে এই রাজ্য উৎসন্ন যাইতেছিল। অরাজকতায় কোষাগার দিন দিন অর্থহীন হইয়া পড়িল। এই সময়ে প্রজাবর্গও এরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল যে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যবাসীরাও বিশেষ উত্যক্ত হইয়াছিল। অবশেষে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন হেন্‌লী এই সামন্তরাজ্যের আয়-নির্দ্ধারণের জন্য নিযুক্ত হইয়া বাৎসরিক ষাট হাজার টাকা ধার্য্য করেন। অক্ষা° ২৩° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১৩´ পূঃ।

৩ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত হোলকররাজের অধীনস্থ ভূপাল এজেন্সীর একটী ক্ষুদ্র রাজ্য ও পরগণা। ভূমির পরিমাণ ৬২৩ বর্গ মাইল।

রাজগড়ের রাবতবংশীয় সামন্তরাজের মন্ত্রী আজব সিংহের পুত্র পরশুরাম ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে পিতৃপদে নিযুক্ত হন। পরে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে ইনি রাবতগণের নিকট হইতে, এই নৃসিংহগড় রাজ্য বলপূর্ব্বক পৃথক্ করিয়া লইলেন এবং স্বয়ং এই প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। এই রাজ্যের আয় হইতে হোলকররাজকে বাৎসরিক ৮৫০০০৲ টাকা কর দিতে হয়।

পিণ্ডারি দস্যুদল কর্ত্তৃক এই পরগণা উৎসাদিত হইলে, এই স্থানের অধ্যক্ষ দেওয়ান সুভগসিংহ বাকী খাজনার দায়ী হইয়া পড়েন। উক্ত ঋণপরিশোধের জন্য তিনি ও পুত্র কুমার চয়েনসিংহ তথাকার সুবাদার মহারাজাধিরাজ বাহাদুর শ্রীজনক-কজী সিন্দিয়াকে উক্ত ঋণের জন্য একখানি খত দিয়া দায়িত্ব

সূত্রে আবদ্ধ হন। ঐ খৎ হোলকরের সরকারে পৌঁছিলে, রাজা মলহররাও হোলকর নৃসিংহগড়ের অধিপতি সুভগসিংহকে ১২১৯ হিজিরায় নিজ নামে স্বাক্ষর করিয়া যে পরওয়ানা দেন, তাহাতে ছয় বৎসরে সেলিমসাহী মুদ্রায় তিন লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা দিবার কথা লিখিত ছিল।

এখানকার সামন্ত সর্দ্দার উমাৎ জাতীয় রাজপুত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজা উপাধি ও সম্মানসূচক ১১টী তোপ পান। সিন্দিয়া ও দেবাসরাজও ইঁহাদিগকে কিছু কিছু কর দিয়া থাকেন।

৪ উক্ত নরসিংহ রাজ্যের প্রধান নগর। একটী উচ্চ ভূমির উপরে হ্রদের তীরে এই নগর স্থাপিত। ইহার কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে সর্দ্দার অচল সিংহ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। উহাই বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ।

নৃসিংহচক্রবর্ত্তী, একজন দেবীমাহাত্ম্যটীকারচয়িতা।

নৃসিংহচতুর্দ্দশী (স্ত্রী) নৃসিংহপ্রিয়া নৃসিংহব্রতোপলক্ষিতা বা চতুর্দ্দশী। বৈশাখমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী, এই তিথিতে নৃসিংহ দেবের উদ্দেশে ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

"বৈশাখস্য চতুর্দ্দশ্যাং শুক্লায়াং শ্রীনৃকেশরী।
জাতস্তদস্যাং তৎপূজোৎসবং কুর্ব্বীত সব্রতম্॥" (নারসিং°)

বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে নৃসিংহদেব অবতার হন, অতএব এই দিনে তাঁহার উদ্দেশে পূজা, ব্রত ও মহোৎসব করিতে হইবে। এই ব্রত প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্যকর্ত্তব্য।

ব্রতবিধি—"বর্ষে বর্ষে তু কর্ত্তব্যং মম সন্তুষ্টিকারণম্।
মহাগুহ্যমিদং শ্রেষ্ঠং মানবৈর্ভবভীরুভিঃ।
কিঞ্চ,— বিজ্ঞায় মদ্দিনং যস্তু লঙ্ঘয়েৎ স তু পাপভাক্।
এবং জ্ঞাত্বা প্রকর্ত্তব্যং মদ্দিনে ব্রতমুত্তমম্॥
অন্যথা নরকং যাতি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥"
(বৃহৎ নারসিংহপু°)

প্রতি বর্ষে ভগবান্ নৃসিংহদেবের সন্তুষ্টির জন্য এই অতি গুহ্য ও শ্রেষ্ঠ ব্রত সকলেরই অনুষ্ঠেয়, এই ব্রতানুষ্ঠান করিলে ভব ভয় দূর হয়। যাহারা এই দিন জানিতে পারিয়া লঙ্ঘন করে, অর্থাৎ ব্রতানুষ্ঠান না করে, তাহারা পাপভাগী হয়। ইহা জানিয়া মদ্দিনে অর্থাৎ নৃসিংহচতুর্দ্দশীতে এই উত্তম ব্রত করিবে। ইহার অন্যথাচরণ করিলে যত দিন সূর্য্য ও চন্দ্র থাকিবে, ততদিন নরক হইবে।

এই ব্রতাধিকারী—

"সর্ব্বেষামেবলোকানামধিকারোঽস্তি মদ্‌ব্রতে।
মদ্ভক্তৈস্তু বিশেষেণ প্রণেয়ং মৎপরায়ণৈঃ॥" (নারসিংহপু°)

এই নৃসিংহব্রতে সকল লোকেরই অধিকার আছে, ইহাতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ বিভাগ নাই, বিশেষতঃ মদ্‌ভক্তগণ একাগ্র হইয়া এই ব্রতানুষ্ঠান করিবেন।

প্রহ্লাদ ভগবান্ নৃসিংহদেবের নিকট এই ব্রতের মাহাত্ম্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, তোমাকে এই ব্রতের বিষয় বলিতেছি, তুমি অবহিত চিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। পুরাকালে অবন্তীপুরে বসুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইনি অতিশয় বেদপারগ, এবং নানাবিধ সদ্‌গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম সুশীলা। সুশীলা যথার্থই সুশীলা ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ৫টী পুত্র জন্মে। এই পুত্রগণের মধ্যে কনিষ্ঠ অতি দুর্বিনীত ছিল। সে অবশেষে বেশ্যাসক্ত হইয়া তাহার সহিত সুরাপান আরম্ভ করিল, এবং সর্ব্বদা সেই বিলাসিনীর গৃহে অবস্থান করিতে লাগিল। একদিন বেশ্যার সহিত ইহার বিবাদ হয়, এই বিবাদ করিয়া দুই জনেই উপবাসী থাকিল, এই দিন নৃসিংহচতুর্দ্দশী ছিল। তাহারা দুই জনে বিবাদসূত্রে উপবাস ও রাত্রি জাগরণ করায় তাহাদের এই মহৎ ব্রতের অনুষ্ঠান করা হইল।

সেই বেশ্যা ও বসুদেবতনয়ের এই ব্রতপ্রভাবে তোমার (প্রহ্লাদের) ন্যায় ভক্তি জন্মিল। সেই বেশ্যা এই ত্রিলোকে সুখচারিণী হইয়া অন্তিমে স্বর্গে অপ্সরা হইয়া নানাবিধ উপভোগ করে। ব্রাহ্মণকুমারেরও স্বর্গগতি হয়। এই ব্রতমাহাত্ম্য অধিক কি বলিব, ব্রহ্মা সৃষ্টি করিবার জন্য এই ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইহার প্রভাবেই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, দেবগণ এই ব্রতপ্রভাবে দেবতা হইয়া স্বর্গে সুখে অবস্থান ও সকল সিদ্ধিলাভ করিতেছেন। যে সকল মানব এই ব্রতানুষ্ঠান করেন, কল্পকোটিশতবৎসরেও তাহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। এই ব্রতপ্রভাবে অপুত্র পুত্রলাভ, দরিদ্র লক্ষ্মী এবং রাজ্যকামী রাজ্যলাভ করে। আমার ভক্তগণ এই ব্রত করিয়া যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই লাভ হয়। যে সকল লোক এই ব্রতমাহাত্ম্য ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, তাহাদের ব্রহ্মহত্যাজন্য পাপ নিরাকৃত হয় এবং সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়। (বৃহৎনারসিংহপু°)

ব্রতদিননির্ণয় যথা—

"বৈশাখে শুক্লপক্ষে চ চতুর্দ্দশ্যাং মহাতিথৌ।
সায়ং প্রহ্লাদধিক্কারমসহিষ্ণুঃ পরো হরিঃ॥
স্বাতীনক্ষত্রযোগে তু শনিবারে হি মদ্‌ব্রতম্।
সিদ্ধযোগস্য যোগে চ লভ্যতে দৈবযোগতঃ॥
সর্ব্বৈরেতৈস্তু সংযুক্তৈর্হত্যাকোটিবিনাশনম্।
কেবলঞ্চ প্রকর্ত্তব্যং মদ্দিনং ফলকাঙ্ক্ষিভিঃ।
বৈষ্ণবৈর্নতু কর্ত্তব্যা স্মরবিদ্ধা চতুর্দ্দশী॥" (বৃহৎনারসিংহপু°)

বৈশাখমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী মহাতিথিতে ভগবান্ পরব্রহ্ম প্রহ্লাদের প্রতি ধিক্কার সহ্য করিতে না পারিয়া সায়ংকালে নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হন। এই দিনে তদুদ্দেশ্যে ব্রত অবশ্য বিধেয়। এই দিন যদি স্বাতিনক্ষত্র, শনিবার এবং দৈবক্রমে যদি সিদ্ধিযোগ হয়, তাহা হইলে এই দিনে ব্রতানুষ্ঠান করিলে কোটীহত্যার পাতক দূর হইয়া থাকে। যদি এই চতুর্দ্দশী স্মরবিদ্ধা হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণবগণ এই দিনে ইহার অনুষ্ঠান করিবেন না। এই ব্রত করিতে হইলে প্রাতঃকালে উঠিয়া ভগবান্ বিষ্ণুর স্মরণ করিয়া সংযম করিবে। নিয়মকালে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,

"শ্রীনৃসিংহ! মহোগ্রস্ত্বং দয়াং কুরু মমোপরি।
অদ্যাহং তে বিধাস্যামি ব্রতং নির্ব্বিঘ্নতাং নয়॥" ইত্যাদি।

এই দিন মিথ্যালাপ, পাপিসঙ্গ প্রভৃতি দুষ্কার্য্য পরিবর্জ্জনীয় এবং সর্ব্বদাই নৃসিংহমূর্ত্তির ধ্যান করিতে হইবে। তৎপরে মধ্যাহ্নকালে নদী বা কোন পূতজলে স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক গৃহে আসিয়া, পবিত্র স্থানে একটী অষ্টদলপদ্ম করিবে। তাহাতে একটী কলসী স্থাপন করিবে। ইহার উপর হেমময় নৃসিংহ ও লক্ষ্মীপ্রতিমা স্থাপন করিয়া পূজা করিবে। এই পূজায় প্রথমে প্রহ্লাদের পূজা, তাহার পর মূলপূজা বিধেয়। এই পূজায় চন্দন, পুষ্প, দীপ, নৈবেদ্য ও পূজার পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্র আছে। হরিভক্তিবিলাসের ১৪ বিলাসে এই সকল মন্ত্র ও অন্যান্য বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না। (হরিভক্তিবিলাস ১৪ বিলাস)

নৃসিংহদেবের পূজা করিয়া এই মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়।

মন্ত্র—"মদ্বংশে যে নরা জাতা যে জনিষ্যন্তি মৎপুরঃ।
তাংস্ত্বমুদ্ধর দেবেশ দুঃসহাৎ ভবসাগরাৎ॥
পাতকার্ণবমগ্নস্য ব্যাধিদুঃখাম্বুরাশিভিঃ।
তীব্রৈস্তু পরিভূতস্য মহাদুঃখগতস্য মে॥
করাবলম্বনং দেহি শেষশায়িন্ জগৎপতে।
শ্রীনৃসিংহ রমাকান্ত ভক্তানাং ভয়নাশন॥" ইত্যাদি (হরিভ° ১৪)

নৃসিংহঠক্কুর, একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। ভগবদ্গীতার্থসঙ্গতি-নিবন্ধ, কাব্যপ্রকাশটীকা ও প্রমাণপল্লব নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-প্রণেতা। ইনি কাব্যপ্রকাশটীকা রচনার একস্থলে ধাবক কবিকৃত রত্নাবলীনাটিকা শ্রীহর্ষরাজ সন্নিধানে বিক্রয় ও তজ্জন্য বহু অর্থপ্রাপ্তিবিবরণ উল্লেখ করিয়াছেন, এই প্রসঙ্গ থাকায় কেহ কেহ তাঁহাকে বৈদ্যনাথ, নাগেশ ও জয়রামপ্রভৃতি টীকাকারের সমসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থে নাগেশের মত উদ্ধৃত থাকায় তাঁহাকে তৎপরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়।

নৃসিংহতাপনীয় (পুং) উপনিষদ্‌বিশেষ। শঙ্করাচার্য্য এই উপনিষদের ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

নৃসিংহদেব, ১ কৌশিক কুলোদ্ভব বেদান্তাচার্য্যের ভাগিনেয়। ইহার বৎসগোত্র। ইনি ভেদধিক্কারসৎক্রিয়া নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

২ কর্ণাটদেশের একজন রাজা। ইনি জ্যোতিরীশ্বর পণ্ডিতের প্রতিপালক।

৩ মিথিলাদেশের একজন রাজা। ইহার সভায় কবি বিদ্যাপতি বিদ্যমান ছিলেন।

৪ একজন জ্যোতির্ব্বিদ্, বিষ্ণু দৈবজ্ঞের পুত্র, ইনি সূর্য্য-সিদ্ধান্তভাষ্য রচনা করেন।

৫ উড়িষ্যার কএকজন রাজা। [গাঙ্গেয়বংশ ও উৎকল দেখ।]

নৃসিংহদেব নৃপতি, একজন বিখ্যাত পদকর্ত্তা। প্রেমবিলাসে লিখিত আছে,—

"নরোত্তমের স্বগণ নরসিংহ মহাশয়।
দূরদেশ পক্কপল্লী যার রাজ্য হয়॥"

যে সময়ে ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাবে ব্রাহ্মণাদিও তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইতে থাকেন, কুলের ভেদ প্রায় তিরোহিত হইয়া যায়, তখন অনেক ব্রাহ্মণ এই নরসিংহরায়ের আশ্রয় লন। নরসিংহ রায়ের সভায় অনেক দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। রূপনারায়ণ নামক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ইহারই অমাত্য ছিলেন। [রূপনারায়ণ দেখ।]

ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনায় রাজা ঐ সকল পণ্ডিত লইয়া নরো-ত্তমের সহিত বিচার করিতে গমন করেন। শেষে বিচারে পরাস্ত হইয়া, সদলে ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে রাজা ভক্তশ্রেণীতে গণ্য হন ও পদ রচনা করেন। প্রেমবিলাস বলেন,—

"রাজা নরসিংহ রায় সর্ব্বাংশে উত্তম।
তাহারে করিলা দয়া ঠাকুর নরোত্তম॥
নরসিংহ রায়ের ঘরিণী রূপমালা।
তিহোঁ শাখা সদা হরিনামেতে উতোলা॥"

রূপনারায়ণ রাজার এত প্রিয় ছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে "ভাই" সম্বোধন করিতেন। এ সম্বোধন অনুচিতও নহে, যখন গুরু সম্পর্কে একজন অপরের ভ্রাতা ছিলেন। কবি গোবিন্দদাস ইহাদের গুণ গাইয়াছেন—

"কমলালালিত, চরণ কমল মধু, পাওয়ে সেই সুজান।
রাজা নরসিংহ, রূপনারায়ণ গোবিন্দদাস অনুমান॥"

নৃসিংহদেব, শ্রীনিবাসাচার্য্যের শিষ্য, মানভূমের একজন ভূপতি। তিনিও পদ রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবী

হইয়া রহিয়াছেন। সারাবলীগ্রন্থে তাহার সামান্ত একটু কথা আছে,—

"আচার্য্য প্রভুর শিষ্য নৃসিংহরাজন।
মহাবিদ্বান্ কবি হরিভক্তিপরায়ণ॥
পূর্ব্বপুরুষ হইতে মানভূমে স্থিতি।
পদকর্ত্তা রাজা বলি সর্ব্বত্র যাঁর খ্যাতি॥"

নৃসিংহদৈবজ্ঞ, একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি সূর্য্যসিদ্ধান্তের ভাষ্য ও তিথিচিন্তামণিটীকা প্রণয়ন করেন। গোলগ্রাম নগরে ভরদ্বাজগোত্রে ইহার জন্ম হয়। ইহার বংশ-পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—রাজপূজিত দিবাকরদৈবজ্ঞের ৫ পুত্র, তাহার মধ্যে কৃষ্ণদৈবজ্ঞ জ্যেষ্ঠ, ইনি বীজসূত্রাত্মক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার পুত্র নৃসিংহ।

নৃসিংহনল্লূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তিনেবল্লী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ৮° ৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´ পূঃ, তিনেবল্লী নগরের ৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

নৃসিংহপুরাণ (ক্লী) উপপুরাণ ভেদ। [নারসিংহপুরাণ দেখ।]

নৃসিংহবন, কূর্ম্মবিভাগে বর্ণিত পশ্চিমোত্তরদিকস্থিত দেশভেদ।

"অশ্মককুলূতলহড়স্ত্রীরাজ্যনৃসিংহবনখসাঃ।" (বৃহৎসং ১৪।২২)

নৃসিংহপঞ্চানন, একজন গ্রন্থকার। ইনি ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী নামক ন্যায়গ্রন্থের একখানি টীকা সঙ্কলন করেন। ইহার পিতার নাম গোবিন্দ।

নৃসিংহপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, একজন নৈয়ায়িক। ইনি বেদ-লক্ষণনাম্নী তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির একখানি টীকা রচনা করেন।

নৃসিংহপুর (নরসিংহপুর) দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পুণা নগর হইতে ৯৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° ৫৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫° ৯৬´ পূঃ।

৩ উড়িষ্যা বিভাগের অন্তর্গত কটকরাজ্যের অধীন একটী সামন্তরাজ্য। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সামন্তরাজ মানসিংহ হরিচন্দন, মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ৬৬০১ কাহন কড়ি কর দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে রাজার প্রধান মন্ত্রী বালকৃষ্ণ পট্টনায়কপ্রমুখ রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক সতী-দাহ নিবারণ জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া কোম্পানী বাহাদুরের নিকট সন্ধি পত্র লিখিয়া দেন। ইহা সাধারণতঃ কিন্তু নরসিংহপুর নামে খ্যাত। [নরসিংহপুর দেখ।]

নৃসিংহপুরী পরিব্রাজ্, একজন গ্রন্থকার। ইনি রত্নকোষ নামে একখানি পুস্তক সঙ্কলন করেন।

নৃসিংহ ভট্ট, এই নামে কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়—

১ দশরূপের একজন টীকাকার।
২ বিষ্ণুধর্ম্মমীমাংসারচয়িতা।
৩ বিষ্ণুপুরাণের একজন টীকাকার।
৪ একজন স্মার্ত্ত পণ্ডিত, ইহার উপাধি মীমাংসক, 'স্মৃতিনিবন্ধ' গ্রন্থ ইহার রচিত।
৫ হরিহরানুসরণযাত্রা নাটকপ্রণেতা।
৬ সংস্কাররত্নাবলীপ্রণেতা, ইনি সিদ্ধভট্টের পুত্র।

নৃসিংহভারতী, একজন ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত। ইনি দেবী-মহিম্নস্তোত্র প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

নৃসিংহ ভূপতি, একজন চোলরাজ। ইনি পূর্ব্বচালুক্যবংশীয় চোলরাজ বিশ্বেশ্বর ভূপের পৌত্র ও উপেন্দ্রের পুত্র। দাক্ষিণাত্যের বিশাখপত্তন জেলার পঞ্চদারলু গ্রামের শ্রীধর্ম্ম-লিঙ্গেশ্বর দেবমন্দিরে ১৩৫০ সংবতে উৎকীর্ণ ইহার সময়ের একখানি শিলাফলক আছে। [চালুক্যরাজবংশ দেখ।]

নৃসিংহ মুনি, ১ একজন বৈদান্তিক। ইনি বেদান্তরত্নকোষ রচনা করেন। ২ রামমন্ত্রার্থ গ্রন্থ-প্রণেতা।

নৃসিংহ যজ্বন্, মহিসুরবাসী একজন পণ্ডিত। ইনি প্রয়োগরত্ন ও শ্রৌতকারিকা নামক দুই খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

নৃসিংহ যতীন্দ্র, একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত। ইনি বেদান্ত-পরিভাষাকার ধর্ম্মরাজ অধ্বরীন্দ্রের গুরু।

নৃসিংহ রায়, বিজয়নগরের নরসিংহ রাজা। ইনি বীর নরসিংহ বা নৃসিংহেন্দ্রের পিতা। ইনি তিপ্পাজী দেবী ও নাগলা দেবীকে বা (নাগাম্বিকাকে) বিবাহ করেন। [বিজয়নগর দেখ।]

নৃসিংহবর্ম্মা, (নরসিংহপোতবর্ম্মা) পল্লববংশীয় একজন রাজা। ইনি প্রায় ৫৫০ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চীপুরস্থ কৈলাসনাথ বা রাজসিংহেশ্বর-দেব-মন্দির স্থাপন করেন। [পল্লববংশ দেখ।]

নৃসিংহবল্লভ মিত্র ঠাকুর, কালীচরণ মিত্র নবাবের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার বাড়ী কাঁটোয়ার সাত ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়ার নিকট রাজুর গ্রামে। কালীচরণের সন্তান হইয়া মরিয়া যাইত। একদা একটী সন্তান মরিলে তাঁহার স্ত্রী ঘাটে বসিয়া রোদন করিতেছেন, এমন সময় ঠাকুরমঙ্গলের (জ্ঞানদাসের) সহিত তাঁহার দেখা হইল। [জ্ঞানদাস দেখ।] তিনি মিত্রপত্নীর দুঃখবার্ত্তা শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন, বলিলেন, "এবার তোমার যে পুত্র হইবে, সে বাঁচিবে ও প্রভুর অনেক কাজ করিয়া যাইবে।" মিত্র ঠাকুরাণী কহিলেন, পুত্রটী বাঁচিলে মঙ্গল-ঠাকুরের চরণে তাঁহাকে অর্পণ করিবেন।

এই শেষ পুত্রই নৃসিংহবল্লভ। নৃসিংহের বয়স ষোড়শবর্ষ হইলে ঠাকুরমঙ্গল তাঁহাকে মন্ত্রদান করেন। নৃসিংহ বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রের নাম হরেকৃষ্ণ ঠাকুর।

পুত্র হওয়ার পর একদা "প্রভু" (বোধ হয় নিত্যানন্দ প্রভু) তাঁহাকে দর্শন দিয়া বিষয়ত্যাগ করিতে বলেন। এই আদেশে নৃসিংহ গৃহত্যাগপূর্ব্বক বীরভূম জেলার ময়নাডল জঙ্গলে সস্ত্রীক বাস ও কৃষ্ণ ভজন করিতে লাগিলেন। এই সময় অনেক লোক তাঁহার শিষ্য হয়। এই সময়ই তিনি কাঁদড়া হইতে নিম্ব বৃক্ষ আনাইয়া গৌরাঙ্গের বিশ্বম্ভর নামে মূর্ত্তি স্থাপন করেন; এই মূর্ত্তির নির্ম্মাণকর্ত্তা ভাস্করের নাম কেনারাম, ইহার বাড়ী কেন্দুলির নিকট সুগোল গ্রাম। এ মূর্ত্তি অদ্যাপি বিরাজমান।

কিন্তু নৃসিংহবল্লভ মনোহর-শাহী গীতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধ। নৃসিংহ স্বকৃত পদে নবাবিষ্কৃত সুরে গীত গাইয়া ভজন করিতেন; ইহাই "মনোহরশাহী।" মনোহর শাহী পরগণায় সৃষ্ট হয় বলিয়া, ইহার নাম মনোহর-শাহী হইয়াছে।

ময়নাডল কীর্ত্তনের জন্য প্রসিদ্ধ, আজিও তথায় মিত্র ঠাকুর-গণ অনেক লোককে কীর্ত্তনশিক্ষা দিয়া থাকেন।

নৃসিংহবাজপেয়ী, ১ একজন পণ্ডিত। ইঁহার কৃত আচার ও ব্যবহার এবং শ্রুতিমীমাংসা নামক দুই খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ২ বিধানমালারচয়িতা।

নৃসিংহশাস্ত্রী, একজন বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি অন্ধকার-বাদ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

নৃসিংহ সরস্বতী, ১ একজন খ্যাতনামা বৈদান্তিক। কৃষ্ণা-নন্দের শিষ্য। ইনি ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বারাণসীবাসী তদীয় প্রতিপালক গোবর্দ্ধনের অনুরোধে সুবোধিনী নামে একখানি বেদান্তসারটীকা প্রণয়ন করেন।

২ শঙ্করসম্প্রদায়ের ১৫শ গুরু।

নৃসিংহ সূরি, একজন পণ্ডিত। ইনি দাক্ষিণাত্যের বেঙ্কটগিরি-নিবাসী শিঙ্গয়ের পুত্র। বেঙ্কটাদ্রিনাথীয় গ্রহতন্ত্র নামে ইঁহার রচিত একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নৃসিংহানন্দ, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ভাস্কর রায়ের গুরু। ইনি ললিতাসহস্রনামপরিভাষা ও বারিবস্যারহস্য নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

নৃসিংহারণ্য মুনি, একজন পণ্ডিত। ইনি বিষ্ণুভক্তিচন্দ্রোদয় রচনা করেন।

নৃসিংহাশ্রম, ১ একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও মহীধরের গুরু। ২ গীর্ব্বাণেন্দ্রসরস্বতী ও জগন্নাথাশ্রমের শিষ্য এবং নারায়ণা-শ্রমের গুরু। ইঁহার রচিত অদ্বৈতদীপিকা, অদ্বৈতপঞ্চরত্ন, অদ্বৈতবোধদীপিকা, অদ্বৈতরত্নকোষ, অদ্বৈতবাদ, তত্ত্ববোধিনী-সংক্ষেপশারীরকটীকা, তত্ত্ববিবেক, পঞ্চপাদিকা, বিবরণ-প্রকাশিকা, ভেদধিক্কার, বাচারম্ভণ ও বেদান্তবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

নৃসিংহেন্দ্র, বিজয়নগর রাজবংশের একজন রাজা। ইনি নরশ অবনিপাল বা নৃসিংহরায়ের পুত্র। ইঁহার মাতার নাম তিপ্পাজী দেবী। [বিজয়নগর দেখ।]

নৃসেন (ক্লী) নৃণাং সেনা, ততো বিকল্পপক্ষে ক্লীবত্বং (বিভাষা সেনেতি। পা ২।৪।২৫) মনুষ্যদিগের সেনা। বিকল্পপক্ষে ক্লীবলিঙ্গ না হইলে 'নৃসেনা' এইরূপ পদ ও স্ত্রীলিঙ্গ হইবে।

নৃসোম (পুং) না সোমশ্চন্দ্র ইব, ইত্যুপমিতকর্ম্মধারয়ঃ। নরশ্রেষ্ঠ।

"তথেত্যুপস্পৃশ্য পয়ঃ পবিত্রং সোমোদ্ভবায়াঃ সরিতো নৃসোমঃ।" (রঘু ৫।৫৯)

নৃহন্ (ত্রি) নৄন্ হন্তি, হন-ক্বিপ্। শত্রুহন্তা, নরঘাতক।

"আরে গোহা নৃহা বধো বো।" (ঋক্ ৭।৫৬।১৭)

'নৃহা নৃণাং শত্রূণাং হন্তা' (সায়ণ)

নৃহরি (পুং) না চাসৌ হরিশ্চেতি। নৃসিংহাবতার, নৃসিংহরূপী বিষ্ণু। "শেতে স চিত্তশয়নে মম মীনকূর্ম্ম-

কোলোহভবৎ নৃহরিবামনযামদগ্ন্যঃ।

যোহভূদ্ বভূব ভরতাগ্রজকৃষ্ণবুদ্ধঃ

কল্কী সতাঞ্চ ভবিতা প্রহরিষ্যতেহরীন্॥" (বোপদেব)

নৃহরি, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা। ইনি যোগেশ্বরীভক্ত, ভানু নামক ঋষির কুলে জন্মগ্রহণ করেন। (সহ্যাদ্রি ৩৩।১২৮)

নৄ, নীতি। ক্র্যাদি, প্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নৃণাতি। লোট্ নৃণাতু। লুঙ্ অনারীৎ। এই ধাতু অণোপদেশ, এজন্য ণত্বের কারণ থাকিলেও ণত্ব হইবে না। যথা— প্রনৃণাতি। (বোপদেব) পাণিনিমতে—'নৄ নয়ে' এই অর্থে নৄ ধাতু হ্রস্ব ঋকারান্ত এবং ণোপদেশ।

নৄ, নয়, ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নরতি। লুঙ্ অনারীৎ। ণিচ্ নরয়তি। এই নৄ ধাতুও ণোপদেশ।

নেআর (দেশজ) ১ অশ্বগবাদির পেটীবন্ধ। ২ কার্পাসনির্ম্মিত পুরু ফিতা বিশেষ।

নেউটপাড়া (দেশজ) ১ বন্ধুতাস্থাপন। ২ কথোপকথন বা প্রস্তাব। ৩ যাতায়াত।

নেউটিয়া (দেশজ) ১ ফিরিয়া আসিয়া। ২ অতিশয় ঘনিষ্ট।

নেউটে (দেশজ) ১ ঘুরিয়া ফিরিয়া কাছে আসা। ২ ঘনিষ্ট। ৩ বশীভূত প্রাণী। ৪ স্নেহাধিক্যবশতঃ সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ।

নেউরালিয়াপত্তন, সিংহলদ্বীপের কাণ্ডী রাজধানীর ৩৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত একটী উচ্চ পর্ব্বতের অধিত্যকা ভূমি। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ ১৫।২০ মাইল বেষ্টিত স্থান

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৩০০ ফিট্ উচ্চ। এই বিস্তীর্ণ অধিত্যকাংশ সীমান্তদেশের স্থানে স্থানে পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি উন্নত থাকায় দূর হইতে এক একটী সামান্য পর্ব্বত বলিয়া ভ্রম হয়। এই প্রায়-সমতল ভূভাগের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি অধিত্যকার ন্যায় দেখাইলেও স্থানে স্থানে উচ্চতা ও নিম্নতাবশতঃ অপূর্ব্ব শোভা-ধারণ করিয়াছে। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। এখানে প্রায়ই মানুষের বাস নাই। বাসোপযোগী গহ্বরাদিতে এবং প্রশস্ত ভূমিতে অসংখ্য হস্তী স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

নেউর, ছোটনাগপুরের অন্তর্গত চাঙ্গভকার রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটী নদী। কোরেয়া রাজ্যের ব্যবধানে যে পর্ব্বত আছে, তথা হইতে উৎপন্ন হইয়া উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে চলিয়া গিয়াছে।

নেউল (দেশজ) নকুল, বেজী। [নকুল দেখ।]

নেউলী (স্ত্রী) হটযোগভেদ। ইহার পাঠান্তর নেড়লী এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। রুদ্রযামলে ইহার বিষয় এই-রূপ লিখিত আছে—

"নেউলীযোগগাত্রেণ আসনে নেউলোপমঃ।
নেউলীসাধনাদেব চিরজীবী নিরাময়ঃ॥
তৎকারণং প্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়।
ভুক্ত্বা মুদ্গান্নপকঞ্চ বারৈকং প্রতিচালয়েৎ॥" (রুদ্রযামল)

ধৌতী যোগ শেষ হইলে তাহার পর এই নেউলী যোগ করিতে হইবে, ইহাতে প্রথমে মুদ্গান্নপক্ক ভোজন করিয়া নিজোদর ক্ষালন করিতে হইবে। হটযোগে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

নেউলবিশি, উড়িষ্যাবিভাগের কটকজেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূমির পরিমাণ ৩·৯৪ বর্গমাইল। এখানে বোধঙ্গ ও নয়াপাড়া নামে দুইখানি বিশিষ্ট গ্রাম আছে।

নেও (পারসী) ১ নিম্ন। ২ হতাশ। ৩ নিয়ম। ৪ ভিত্তি। ৫ সমাজ।

নেওলা (আরবী) ১ গালপোরা জিনিস। ২ এক টুকরা জিনিস। ৩ কামানের গোলার মত পাটের বা নেকড়ার লুড়ি।

নেওটিনি, অযোধ্যা প্রদেশের উনাও (ওনাও) জেলার একটী নগর। মোহন নগরের দুই মাইল দক্ষিণপশ্চিমে সাই নদীর কূলে অবস্থিত। এক সময়ে দীক্ষিত উপাধিধারী রাজা রাম, মৃগয়ায় আসিয়া, এই স্থানের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া যান এবং বন কাটাইয়া নেওটিনি নগর স্থাপন করেন। এই নগরের এক স্থানে প্রাচীন রাজগণের দুর্গ ছিল। বর্ত্তমান অধিবাসীরা দীহ নামক স্থানকে উহার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেই সময় হইতে রাজা অপর পর্য্যন্ত দীক্ষিতবংশীয় নরপতিগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে গজনীপতি মাহ্মুদের সেনাপতি মীরণ মহম্মদ ও জহীর-উদ্দীন্ ভারত আক্রমণে আসিয়া, ইহাকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া, আপনারা রাজ্যভার গ্রহণ করেন। এই মুসলমানদ্বয়ের বংশধর অদ্যাপি এই নগরে বাস করিতেছে, এই নগরের দিন দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে। এখানে নানা প্রকার শাকসবজী ও গাছগাছড়া প্রভৃতির বিস্তৃত চাস আছে।

নেওধুরা, ইহার অপর নাম রঙ্গ-বিদঙ্গ। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটী গিরিপথ। অক্ষা° ৩০° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৩৭´ পূঃ। এখান হইতে ধৌলানদী প্রবাহিত। এই সঙ্কট অতিক্রম করিয়া উত্তরাভিমুখে যাইলে হূণদেশ অথবা তিব্বতের দক্ষিণপশ্চিম প্রদেশে পৌছান যায়। এখানে বহুসংখ্যক ভুটিয়ার বাস আছে, উহারা ধর্ম্মনগর হইতে এই স্থানে ছাগল ও ভেড়া পৃষ্ঠে করিয়া ধান্যগমাদিশস্য, বনাত, তুলা, লৌহনির্ম্মিত তৈজসাদি ও অন্যান্য দ্রব্য বাণিজ্যার্থ লইয়া আইসে এবং তৎপরিবর্ত্তে লবণ, স্বর্ণচূর্ণ, সোহাগা ও পশমাদি লইয়া যায়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থান ১৫০০০ ফিট্ উচ্চ।

নেং (দেশজ) পদ, অঙ্ঘ্রি, চরণ।

নেংচান (দেশজ) খঞ্জগতি, খোঁড়ান।

নেংট (দেশজ) উলঙ্গ, বিবস্ত্র, দিগম্বর।

নেংটা (দেশজ) উলঙ্গ, বস্ত্রহীন।

নেংটিয়া (দেশজ) এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জাতীয় ইন্দুর।

নেক্ (পারসী) শুভ, দোষহীন, পবিত্র।

নেকড়া (দেশজ) ছিন্নবস্ত্র, কানি, ছেঁড়া কাপড়।

নেকড়িয়া (দেশজ) ব্যাঘ্র বিশেষ, গোবাঘা, নেকড়ে বাঘ।

নেকড়ে বাঘ, ক্ষুদ্র জাতীয় ব্যাঘ্র বিশেষ। (Canis pallipes) ইহারা অতিশয় হিংস্র। অপরাপর হিংস্র জন্তুরা যেমন শীকার সম্মুখে পাইলেই আসিয়া ধরে, কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে বা পলাইয়া গেলে আর তাহার পশ্চাদানুসরণ করে না। ইহারা সেরূপ শ্রেণীর জীব নহে, এমন কি সময় সময় ইহারা শীকারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দুই তিন মাইল পর্য্যন্ত ছুটিয়া যায়।

ইহাদের গাত্রের বর্ণ ময়লাযুক্ত সাদা মিশ্রিত ঈষৎ লাল। গায়ের কতকগুলি লোমের অগ্রভাগ কাল, এই কারণে ইহাদের আরও ভয়াবহ দেখায়। চারিটী পদ ও মুখের রং কিছু ফিঁকে। লেজ পাতলা অথচ বড় বড় লোম বিশিষ্ট ও অগ্রভাগ কাল। কাণ দুইটি অপেক্ষাকৃত ছোট। লম্বে মস্তক হইতে পশ্চাদ্দেশ পর্য্যন্ত প্রায় ৩৭ ইঞ্চি, লেজ ১৭ ইঞ্চি ও খাড়াই ২৬ ইঞ্চি।

এই জাতীয় ব্যাঘ্রের নাম দেশভেদে বিভিন্ন। বঙ্গে—নেকড়ে বা নেকড়া। মধ্য-ভারতে ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে স্থানবিশেষে ভেরা, ভেরিয়া, ভারিয়া বা ভরিয়া। দাক্ষিণাত্যে—লাঁন্দাগ্, বুন্দেলখণ্ডে—বিঘানা। কোন কোন স্থানে হুণদার বা হুরার। কণাড়ী—তোলা। তেলগু—তোয়ালু। তিব্বতে চাঙ্গু, কুমায়ুন্ ও নীতিগিরিপথে চঙ্কোদি এবং ইংরাজীতে wolf বলে।

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই নেকড়ে দেখা যায়। য়ুরোপে নানাস্থানে যে নেকড়ে বাঘ দেখা যায়, তাহাদের দাঁত এখানকার নেকড়ের অপেক্ষা বড়। ইহারা জীবজন্তু শীকারে বিশেষ পটু। সময় সময় নিকটবর্ত্তী গ্রামে যাইয়া ইহারা শিশুসন্তান, বাছুর, ছাগল, হাঁস প্রভৃতি লইয়া পলায়ন করে। ইহারা শৃগালজাতীয় এবং দেখিতেও ঠিক শৃগালের মত। সময় সময় ইহারাও বিশেষ ধূর্ত্ততা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এলিয়ট সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি মহারাষ্ট্রদেশে শীকারে গমন করেন, তখন তাঁহার শিক্ষিত কুকুরেরা একদল নেকড়ের পশ্চাদনুসরণ করে। ক্রমান্বয়ে কএক মাইল দৌড়াইলে হঠাৎ নেকড়েরা ফিরিয়া কুকুরদিগকে আক্রমণ করে ও প্রায় ১০০ গজ দূরে সাহেবের অশ্বের নিকট পর্য্যন্ত তাড়াইয়া আসে, অন্য এক সময়ে এইরূপে আক্রান্ত হইলে, একটা নেকড়ে তাঁহার কুকুরদলে মিশিয়া কএক মাইল একত্র গিয়াছিল।

ইহারা গর্ত্তের মধ্যে বা পর্ব্বতগহ্বরে ৩।৪টী শাবক প্রসব করে। ব্যাঘ্রীর ১০টী করিয়া স্তন থাকে। ইহারা বড় ডাকে না, সময় সময় কুকুরের মত একটু চিৎকার করে।

কুমায়ুন ও নীতি উপত্যকার নেকড়ে বাঘ কিছু বড়। ইহাদের মুখ ও পা সাদা, লেজে কাল দাগ নাই। গাত্র ও লেজের লোম পশমের ন্যায় কোমল। তিব্বতের নেকড়ের রং লাল বা সোণালির মত। মুখ ঈষৎ কটা এবং তলভাগ সম্পূর্ণ সাদা। ইহারা য়ুরোপীয় নেকড়ের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। এতদ্ব্যতীত উত্তরমেরুস্থ শীতপ্রধান দেশে নানা জাতীয় নেকড়ে দেখা যায়। আমাদের দেশে চিতাবাঘকে (Hyæna Striata or Striped Hyæna) কেহ কেহ নেকড়া বাঘ বলিয়া থাকেন, কিন্তু এই জাতীয় ব্যাঘ্র নেকড়ে হইতে স্বতন্ত্র। [ব্যাঘ্র ও চিতা-ব্যাঘ্র দেখ।]

নেকনজর (পারসী) সদয় দৃষ্টি, শুভ দৃষ্টি, ভাল ভাবে দেখা।

নেকনাম্ (পারসী) গৌরবান্বিত, সুখ্যাতিযুক্ত, যশস্বী, বিখ্যাত।

নেকনামী (পারসী) সুখ্যাতি, সুনাম।

নেকমর্দ্দ, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলায় আলবাড়ী পরগণার অন্তর্গত ভবানন্দপুর (ভবানীপুর) গ্রামের মধ্যস্থিত একটী স্থান। অক্ষা° ২৫° ৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ১৮´ ৩০´´ পূঃ। কুলিক নদীর ১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে নেকমর্দ্দন নামক জনৈক মুসলমান পীরের কবর থাকায় মুসলমান-সমাজে এই স্থান অতি পবিত্র বলিয়া গণ্য এবং সেই ফকিরের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। প্রতিবৎসর এখানে তাহারই উদ্দেশে একটী মেলা হয়। ১লা বৈশাখ হইতে ৬।৭ দিন উক্ত মেলা থাকে; তৎকালে প্রায় দেড়লক্ষ লোকের সমাগম হয়। শোণপুরে যেরূপ হরিহরছত্রের মেলায় হস্তী, অশ্ব ও গবাদির হাট হয়, এখানেও ঐরূপ পশ্বাদি আনীত হইয়া থাকে। উক্ত জেলার বড়গাঁও পরগণায়ও নেকমর্দ্দনের উদ্দেশে আর একটী মেলা হয়।

নেক্-বিহার, হিন্দুকুশপর্ব্বতের অন্তর্গত একটী দুরারোহ গিরি-সঙ্কট। এই স্থান প্রায় সকল সময়েই তুষারে আবৃত থাকে। সন্ধ্যা হইতে পর দিন বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত প্রবল-স্রোত তুষাররাশি এই ঢালু পথ বহিয়া নিম্ন প্রদেশে আসিয়া পড়ে।

নেকা (দেশজ) নির্ব্বোধ, হাবা, বোবা, বুদ্ধিশূন্য।

নেকামি (দেশজ) মিথ্যা, পাগ্‌লামি, ভাঁড়ামি, ছলপূর্ব্বক পাগলামি।

নেকার (দেশজ) বমি, ওক্কার।

নেকো-শিয়ার, সুলতান, সম্রাট্ অরঙ্গজেবের পৌত্র এবং মহম্মদ-অকবরের পুত্র।

নেখরা (পারসী) চালাকী, ঠাট্টা, রসিকতা। ছল, কপট।

নেখরামী (চলিত) চালাকী, ছলনা, কপটতা।

নেওরা (দেশজ) গোঁড়া, খঞ্জ।

নেওা (দেশজ) বামহস্তপ্রধান, যে ব্যক্তি দক্ষিণ হস্তের পরিবর্ত্তে বাম হস্তব্যবহারে পটু।

নেঙ্গ (দেশজ) ১ এক পদ, ধাপ। ২ পাদদ্বয়।

নেঙ্গমারা (দেশজ) পা দিয়া জড়াইয়া আঘাত বা ফেলিয়া দেওয়া।

নেঙড়া (দেশজ) খোঁড়া, খঞ্জ।

নেঙ্গুচা (দেশজ) বিশিষ্টরূপে প্রস্তুত করা মাংস। মাংসপ্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য বিশেষ।

নেঙ্গুড়্ (দেশজ) লাঙ্গুল, লেজ, পুচ্ছ।

নেজ (দেশজ) লেজ, পুচ্ছ, লাঙ্গুল।

নেজক (পুং) নিজ শুদ্ধৌ ণ্বুল্। নির্ণেজক, রজক।

"শাল্মলী ফলকে শ্লক্ষ্ণে নেনিজ্যান্নেজকঃ শনৈঃ।

ন চ বাসাংসি বাসোভির্নির্হরেন্ন চ বাসয়েৎ॥" (মনু ৮।৩৯৬)

নেজন (ক্লী) নিজ্যতেঽত্র নিজ আধারে ল্যুট্। ১ নেজকালয়, রজকালয়।

"স্বাশয়ঃ প্রত্যাদৃগুক্ত বাসসাং নেজনেষিব।" (ভারত দ্রো° ১৮৮) ভাবে লুট্। ২ শোধন।

নেজা (পারসী) অস্ত্রবিশেষ, ভল্ল, বড়সা।

নেজাড় (দেশজ) ঘোড়ার দুমচি বা লেজাড়া।

নেজামৎ (আরবী) নিজামৎ, নবাব নাজিমের সম্পত্তি।

নেজারামসিংহ, রেবাপ্রদেশে বাঘেলখণ্ডের অন্তর্গত বান্দার একজন বাঘেলা সর্দার। ইনি রাজা উপাধিধারী ও সম্রাট্ অক্বর শাহের সমসাময়িক ছিলেন। ফতেপুরের হরিনাথ কবির একটী দোঁহা শুনিয়া ইনি তাঁহাকে লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন।

নেড়ুঙ্গুনম্, উত্তর আর্কট জেলার বন্দিবাস তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানকার দুইটী প্রাচীন মন্দিরের গাত্রে অনেকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

নেড়ুমাড়ণ, (নেড়ুমারণ) দাক্ষিণাত্যের পাণ্ড্যবংশীয় একজন রাজা। ইনি নেলবেলী* যুদ্ধে জয় লাভ করেন। চোলরাজের এক কন্যাকে ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন। নিজে জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও তাঁহার স্ত্রী শৈব ছিলেন। এক সময়ে রাজা পীড়াগ্রস্ত হন, তাঁহার ভার্য্যা রোগ উপশমের জন্য জৈন পুরোহিত ডাকাইয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিতে বলেন। তিনি অকৃতকার্য্য হইলে, রাণী শৈবাচার্য্য তিরুণান-সম্বন্দরকে আনাইয়া তাঁহার অলৌকিক মন্ত্রসাহায্যে রাজাকে আরোগ্য করেন। রাজা তাঁহার এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিয়া, তাহার নিকট শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

নেটা (দেশজ) ন্যাটা, যাহার বামবাহুর বল দক্ষিণ হস্ত হইতে অধিক।

নেটুয়া (দেশজ) নর্ত্তক, নাচওয়ালা।

নেড় (দেশজ) কঠিন মল। লণ্ডশব্দের অপভ্রংশ।

নেড়া (দেশজ) ১ কেশহীন, মুণ্ডিত মস্তক। ২ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভেদ।

নেড়াবাচা (দেশজ) একপ্রকার মৎস্য।

নেড়াসিজ (দেশজ) সিজবৃক্ষ।

নেড়ী (দেশজ) ১ বৈষ্ণবদিগের স্ত্রীভেদ। ২ গায়িকাভেদ। কোন পর্ব্বাদি উপলক্ষে বঙ্গের পল্লিতে স্ত্রীলোকগণ যে গান করে, তাহাকে নেড়ীর-গান কহে।

নেড্ডমঙ্গলম্, দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটরাজ্যের তঞ্জাবুর জেলার একটী নগর। তঞ্জাবুর রাজধানী হইতে প্রায় ২২ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে হিন্দুপথিকদিগের জন্য অনেকগুলি পান্থ-নিবাস এবং প্রাচীন দেবদেবীর মন্দিরাদি দৃষ্ট হয়।

নেডিয়াবত্তম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নীলগিরি-পর্ব্বতশ্রেণীর গুড়ালুরঘাটের উপরে অবস্থিত একটী গ্রাম। ইহার উচ্চশিখরে দাঁড়াইয়া মলবার উপকূল ও বৈনাদ জেলা দৃষ্টিগোচর হয়। এই গ্রাম উতকামণ্ড হইতে ২২ মাইল দূরে ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৮০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। (অক্ষা° ১১° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৮´ পূঃ।) এখানে গবর্মেণ্টের সিন্‌কোনা গাছের চাস হয়।

নেড্ডুমনগড়, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের একটী তালুক বা উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৪০ বর্গমাইল। সর্ব্বসমেত ৬৮টী গ্রাম ইহার অন্তর্গত।

নেড্যা (দেশজ) ইতর মুসলমান, চলিত নেড়ে।

নেৎ(দ্) (অব্য) নী-বিচ্, বাহুলকাৎ তুক্ বা নেদ-বিচ্ বাহু° চাদি°। ১ শঙ্কা। ২ প্রতিষেধ। ৩ সমুচ্চয়। (মনোরমা)। ন-ইৎ নৈব, নহে, এইরূপ অর্থ।

"নেত্ত্বদপচেত যাতৈ।" (শুক্লযজু° ২।১৭)

'ন-ইৎ এবার্থে নৈব' (মহীধর।)

নেত (দেশজ) উৎকৃষ্ট বস্ত্রবিশেষ।

"নেতের পতাকা উড়ে মন্দিরে মন্দিরে।" (জয়ানন্দ চৈতন্যম°)

নেতব্য (ত্রি) নী-তব্য। ১ নেতব্য। গ্রহণীয়। ২ প্রাপণীয়।

নেতা (দেশজ) গৃহপরিষ্কারার্থ ছিন্ন বস্ত্র। গোবর ও মাটি গুলিয়া ছেঁড়া কাপড় দিয়া গৃহ পরিষ্কার করা হইয়া থাকে, ঐ ছিন্ন বস্ত্রের নাম নেতা।

নেতা (দেশজ) নায়ক, পরিচালক। [নেতৃ দেখ।]

নেতাজী পালকর, একজন মহারাষ্ট্রসর্দ্দার। তিনি ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে, শিবাজীর আদেশমত অশ্বারোহী মহারাষ্ট্রীয়সৈন্য লইয়া দাক্ষিণাত্যের মোগলরাজ্য লুট করিতে অগ্রসর হন। এই সময়ে তিনি অতিশয় নিষ্ঠুরতার সহিত প্রত্যেক গ্রাম ধ্বংস ও প্রত্যেক নগর লুটপাট করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কতক করও ধার্য্য করিয়া লইলেন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে একস্থান হইতে অপর স্থানে গমন করিয়া আরঙ্গাবাদের পার্শ্বস্থিত গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে আমীর-উল্-ওমরা সায়েস্তা খাঁ রাজকুমার মুআজিমের পদে দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপদ্রব দমনের জন্য তিনি অসংখ্য সেনাবল লইয়া আরঙ্গাবাদ হইতে আহ্মদনগর ও পেড়গাঁও অতিক্রম করিয়া পুণা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে যখন সায়েস্তা খাঁ পুণায়

* এই স্থান সম্ভবতঃ তিরুণেলবেলী বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ পাণ্ড্যরাজ উত্তরদিক্ অথবা সিংহল হইতে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে স্বরাজ্য মধ্যেই যুদ্ধ করেন এবং তৎপরে পরাজিত শত্রুগণকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। (Ind. Ant. XXII, p. 63.)

অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে নেতাজী আহ্মদনগরের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ জ্বালাইয়া দিয়া ধনাদি লুট করিতে আরম্ভ করিলে, সায়েস্তা খাঁর একদল সৈন্য আসিয়া তাঁহার উপর পড়ে। এই সময়ে উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পরে যখন নেতাজী দেখিলেন জয়ের সম্ভাবনা অতি অল্প, তখন তিনি পলাইতে উদ্যোগী হইলে, বিজাপুরের সেনাধ্যক্ষ রস্তম-জমান্ তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। এই যুদ্ধে তিনি বিশেষরূপে আহত হন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যপর্য্যন্ত তিনি পুনরায় এই সমস্ত প্রদেশ লুট করেন। অবশেষে ১৬৬৫ সালের আগষ্টমাসে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী আসিয়া তাঁহার সহিত যোগ দেন, উভয়ে আহ্মদনগর ও আরঙ্গাবাদের নিকটস্থ স্থানসমূহ লুট করিয়া বহু রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

নেতাদেবী, ভৈরবীবিশেষ। নেপালের নেবার জাতীয়েরা ইহাকে শক্তির অংশ ভাবিয়া পূজা করেন। নেপাল-রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে যে ভৈরবমূর্ত্তি আছেন, ইনি তাঁহার সঙ্গিনী। বিষকাটী-উৎসবের কিছু পূর্ব্বে কাটমাণ্ডু সহরে ইহার সম্মানের জন্য নেপালবাসীরা প্রতি বৎসর মহোৎসব করেন। এই মহোৎসবে স্বয়ং নেপালরাজ ও তাঁহার অধীনস্থসর্দ্দারগণ এবং বৌদ্ধ ও হিন্দু মতাবলম্বী সকলেই যোগদান করিয়া থাকেন। এই উৎসব নেতাদেবীর-যাত্রা নামে পরিচিত।

নেতি (পুং) হটযোগভেদ। (হটযোগ ২।২৯)

নেতীযোগ (পুং) হটযোগভেদ। এই যোগের বিষয় রুদ্রযামলের উত্তরখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—

"নেতীযোগবিধানানি শৃণুষ্ব বীরপূজিত।
যেন সর্ব্ব মস্তকস্থ কফানাং দাহনং ভবেৎ॥
সূক্ষ্মসূত্রং দৃঢ়তরং প্রদদ্যান্নাসিকাবিলে।
মুখরন্ধ্রে সমানীয় সন্ধানেন সমাশ্রয়েৎ॥
পুনঃ পুনঃ সদা যোগী যাতায়াতেন ঘর্ষয়েৎ।
ক্রমেণ বর্দ্ধনং কুর্য্যাৎ সূত্রস্য পরমেশ্বর।
নেতীযোগেন নাসায়া রন্ধ্রং নির্ম্মলকং ভবেৎ॥"(হটযো°)

নেতীযোগের বিধান বলিতেছি, যে নেতীযোগ অবলম্বন করিলে, সকলের মস্তকস্থিত কফের নাশ হইয়া থাকে। এই যোগ করিতে হইলে প্রথমে একটী দৃঢ় সূক্ষ্মসূত্র নাসারন্ধ্রে দিয়া মুখমধ্য হইতে বাহির করিতে হইবে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিলে ক্রমে সূত্র একটু করিয়া স্থূল করিয়া দিতে হইবে। এই নেতীযোগ করিলে নাসারন্ধ্র নির্ম্মল হয়।

নেতুড় (দেশজ) পরস্পর সংলগ্ন বা স্পৃষ্ট, জড়াইয়া থাকা।

নেতৃ (পুং) নয়তীতি নী-তৃচ্। ১ প্রভু। ২ নির্ব্বাহক। ৩ নায়ক। ৪ প্রবর্ত্তক। ৫ প্রাপক। (পুং) ৬ নিম্ববৃক্ষ। (রাজ°) ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৭)

নেতৃত্ব (ক্লী) নেতুর্ভাবঃ, নেতৃ ত্ব। নায়কতা, অধ্যক্ষতা।

নেতৃমৎ (ত্রি) নেতৃযুক্ত, নায়করূপে নিযুক্ত। অগ্নিআনয়নকারী।

"তা বা এতাঃ প্রবত্যো নেতৃমত্যঃ পথিমত্যঃ"
(ঐতরেয়ব্রাহ্মণ ১।২।৪)

নেত্তেকল, দাক্ষিণাত্যের বেল্লারী জেলার আদোনী তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে পর্ব্বতোপরে আঞ্জনেয়ের একটী মন্দির আছে। উক্ত মন্দিরপীঠস্থানের নিকটে একখানি প্রস্তরের উপর তৈলঙ্গী ভাষায় লিখিত একখানি শিলালিপি আছে। এই গ্রাম ও শস্তগল গ্রামের সীমার মধ্যভাগে আর একখানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়।

নেত্র (ক্লী) নীয়তে নয়তি বাননেনেতি নী-করণে ষ্ট্রন্ (দাম্নী শসেতি। পা ৩।২।১৮২) চক্ষু, নয়ন।

"নাঞ্জয়ন্তীং স্বকে নেত্রে নচাভ্যক্তামনাবৃতাম্।
ন পশ্যেৎ প্রসবন্তীঞ্চ তেজস্কামো দ্বিজোত্তমঃ॥" (মনু ৪।৪৪)

২ মন্থনদাম। ৩ বস্ত্রভেদ। ৪ বৃক্ষমূল। ৫ রথ। ৬ জটা। ৭ নাড়ী। ৮ প্রাপয়িতা। ৯ নয়নসাধন। (ত্রি) ১০ প্রবর্ত্তক। (ক্লী) ১১ বস্তিশলাকা। ১২ চক্ষুর গোলকস্থিত বহ্নিদেবতাক তৈজস ইন্দ্রিয়ভেদ। (পুং) ১৩ হৈহয়-নৃপপুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৩।৬৬) ১৪ দ্বিত্বসংখ্যা, নেত্রশব্দে ২ অঙ্ক বুঝায়।

নেত্রকনীনিকা (স্ত্রী) নেত্রয়োঃ চক্ষুষোঃ কনীনিকা। চক্ষুর তারা।

নেত্রকোষ (পুং) নেত্রয়োঃ কোষঃ। নেত্রপটল।

নেত্রচ্ছদ (পুং) নেত্রে ছাদ্যতেঽনেনেতি ছদ-ণিচ্-ক, ততো হ্রস্বঃ। নেত্রপিধায়ক চর্ম্মপুট, চখের পাতা, চক্ষুঃপক্ষ্ম।

নেত্রজ (ত্রি) নেত্রাৎ জায়তে জন-ড। নেত্রজাত, চক্ষুর জল।

নেত্রজল (ক্লী) নেত্রয়োর্জলম্। চক্ষু হইতে পতিত জল, অশ্রু।

নেত্রতা (স্ত্রী) নেত্রস্য ভাবঃ নেত্র-তল্-টাপ্। নেত্রের ভাব ও ধর্ম্ম।

নেত্রপর্য্যন্ত (পুং) নেত্রয়োঃ পর্য্যন্তঃ অন্তঃ কোণঃ সীমা। ১ অপাঙ্গ, চক্ষুর কোণ। (ত্রি) ২ নেত্রাবধিক, নেত্র অবধি।

নেত্রপাক (পুং) নেত্ররোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"কণ্ডূপদেহাশ্রুযুতঃ পক্কোডুম্বরসন্নিভঃ।
..."

"কুষ্টৌ মুহুঃ স্রবেদাস্রমুষ্ণশীতাম্বু পিচ্ছিলম্।
সংরম্ভী পচ্যতে যশ্চ নেত্রপাকঃ স শোফজঃ॥" (সুশ্রুত উত্ত°)

কণ্ডু, উপদেহ অর্থাৎ পাতাজোড়ালাগা, অশ্রুপাত, পক্ক উড়ুম্বরের ন্যায় আকার, দাহ, সংহর্ষ, তাম্রবর্ণ, তোদ, গৌরব, শোক, মুহুর্মুহুঃ উষ্ণ, শীতল ও পিচ্ছিল আস্রাবসংরম্ভ এবং

পাকিয়া উঠা এই সকল লক্ষণ হইলে সশোফ নেত্রপাক এবং শোফ না থাকিলে অশোফ নেত্রপাক জানিতে হইবে। (সুশ্রুত)

নেত্রপিণ্ড (পুং) নেত্রং পিণ্ড ইব যস্য। ১ বিড়াল। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। (ক্লী) ২ নেত্রগোলক।

নেত্রপুষ্করা (স্ত্রী) নেত্রয়োঃ পুষ্করং জলং যস্যাঃ যৎসেবনাদিত্যর্থঃ। রুদ্রজটা লতা, রুদ্রঝাড় গাছ।

নেত্রপ্রবন্ধ (পুং) নেত্রে প্রবধ্যতেঽনেন প্র-বন্ধ-করণে ল্যুট্। নেত্রপুট।

"কর্ণস্রোতঃ সুকুমারকঞ্চ নয়নপ্রবন্ধসমম্।" (বৃহৎস° ৫৮।৭)

নেত্রপ্রসাদনকর্ম্মন্ (ক্লী) চক্ষুঃপ্রসাদনকার্য্যবিশেষ। যে কার্য্য করিলে চক্ষুঃ প্রসন্ন হয় এবং দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করে; যেমন কজ্জল ইত্যাদি।

নেত্রবন্ধ (পুং) নেত্রয়োর্বন্ধঃ ৬তৎ। চক্ষুদ্বয়ের আবরণরূপ বালাক্রীড়াবিশেষ। না জানিতে পারে এইরূপে পশ্চাদ্দিক্ হইতে আসিয়া হস্ত দিয়া চক্ষু আবরণ করাকে নেত্রবন্ধ কহে, ইহা বালকদিগের এক প্রকার ক্রীড়া। চোথফুটুল, কাণামাছি।

"অদৃশ্যনেত্রবন্ধাদ্যৈঃ ক্বচিন্নৃগথগেহয়া।" (ভারত ১০।১৮।৮)

নেত্রমল (ক্লী) নেত্রয়োর্মলম্। চক্ষুর মল, দূষিকা, পিচুটী।

নেত্রমীনা (স্ত্রী) নেত্রয়োঃ মীনা মুদ্রণং যস্যাঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ লস্য ন। যবতিক্তা লতা। (রাজনি°) ইহা সেবনে নেত্র মীলন হয়। 'নেত্রমীলা' এইরূপ পাঠই সাধু।

নেত্রমুষ্ (ত্রি) নেত্রং তৎপ্রচারং মুষ্ণাতি মুষ-ক্বিপ্। দৃষ্টির উপঘাতক, দৃষ্টিপ্রচারনাশক।

"বহন্তি যে নেত্রমুষং দিব্যং মায়াময়ং রথম্।" (ভা° বনপ° ৪২ অঃ)

নেত্রযোনি (পুং) নেত্রাণি যোনিভির্জাতানি যস্য, নেত্রাণি যোনয় ইব যস্য ইতি বা। ইন্দ্র, গোতমের শাপে ইন্দ্রশরীরে সহস্রযোনি হয়, পরে তাহাই নেত্রাকারে পরিণত হয়, এই জন্য তাঁহাকে নেত্রযোনি কহে। নেত্রং অত্রিলোচনং যোনিরুৎপত্তিকারণং যস্য। ২ চন্দ্র, চন্দ্র অত্রিলোচন হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাকেও নেত্রযোনি কহে।

নেত্ররঞ্জন (ক্লী) নেত্রে রজ্যতে অনেন রঞ্জ করণে ল্যুট্। কজ্জল, কাজল।

"এষ নৌ কথিতো ধূপঃ শৃণুত্বাং নেত্ররঞ্জনম্।
যেন তুষ্যতি কামাখ্যা ত্রিপুরা বৈষ্ণবী তথা॥" (কালীপু° ৭৯)

কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—অঞ্জনের মধ্যে সৌবীর, জাম্বল, তুখ, ময়ূর, শ্রীকর, দর্ব্বিকা এবং মেঘনীল এই ৬ প্রকারই প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে সৌবীর স্রবদ্রূপ, যামুন, প্রস্তর, ময়ূর ও শ্রীকর রস, মেঘনীল তৈজস—ইহাদিগকে শিলাপট্টে অথবা তৈজসপাত্রে ঘসিয়া রস বাহির করিয়া দেবদেবীকে দিতে হইবে। তামাদি পাত্রে ঘৃত ও তৈলাদি লিপ্ত করিয়া অগ্নিতে তাতাইলে যে কাজল হয়, তাহাকে দর্ব্বিকা কহে। সকল প্রকার কাজলের অভাবে দেবীকে দর্ব্বিকাঞ্জন দিতে হইবে। বিধবা কাজল প্রস্তুত করিলে তাহা দেবীকে দেওয়া যায় না। (কালিকাপু° ৭৯ অঃ)

নেত্ররুজ্ (স্ত্রী) রুজ-ক্বিপ্, নেত্রয়োঃ রুক্। নেত্রপীড়া, নেত্ররোগ।

নেত্ররোগ (পুং) নেত্রয়োঃ রোগঃ। চক্ষুঃপীড়া। এই রোগের বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে—

নিজ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উদরদেশের পরিমাণ দুই অঙ্গুলি নেত্র বুদ্বুদের বিস্তার। সমুদায়ে ইহার পরিমাণ সার্দ্ধ দুই অঙ্গুল। ইহার আকার গোস্তনের ন্যায় সুবৃত্ত এবং সকল ভূতের গুণ হইতে উৎপন্ন। নেত্রবুদ্বুদের মাংস ক্ষিতি হইতে, রক্ত অগ্নি হইতে, কৃষ্ণভাগ বায়ু হইতে, শ্বেতভাগ জল হইতে এবং অশ্রুমার্গ আকাশ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। নেত্রের তৃতীয়াংশ কৃষ্ণমণ্ডল এবং দৃষ্টিস্থান কৃষ্ণমণ্ডলের সপ্তমাংশ। নেত্রদ্বয়ের মণ্ডল ৫, সন্ধি ৬ ও পটল ৫টী। ৫ মণ্ডল, যথা—পক্ষ্মমণ্ডল, বর্ত্মমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডল। ইহাদের প্রত্যেকে যথাক্রমে পরেরটী পূর্ব্বটীর মধ্যগত। সন্ধি ৬ প্রকার, যথা—পক্ষ্ম ও বর্ত্মমধ্যগত সন্ধি, বর্ত্ম ও শুক্লের মধ্যগত সন্ধি, শুক্ল ও কৃষ্ণের মধ্যগত সন্ধি, কৃষ্ণমণ্ডল ও দৃষ্টিমণ্ডলের মধ্যগত সন্ধি, কনীনিকা ও অপাঙ্গগত সন্ধি। প্রথম পটল তেজজলাশ্রিত, দ্বিতীয় মাংসাশ্রিত, তৃতীয় মেদ আশ্রিত, চতুর্থ অস্থি আশ্রিত, পঞ্চম দৃষ্টিমণ্ডলাশ্রিত। উর্দ্ধগত শিরানুসারী দোষসমূহ দ্বারা নেত্রভাগে দারুণ রোগ সকল হয়। আবিলতা, সংরম্ভ (কট্‌কটানি), অশ্রুপতন, গুরুত্ব, দাহ, রাগ প্রভৃতি উপদ্রব ঘটিলে অথবা নেত্রবর্ত্মকোষে শূক পূর্ণের ন্যায় অর্থাৎ যেন কাটা ফুটিয়া আছে এরূপ বোধ হইলে কিংবা নেত্রের প্রকৃতরূপ বা পূর্ব্বোক্তরূপে ক্রিয়াশক্তির ব্যাঘাত ঘটিলে নেত্রদোষযুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ অবস্থা হইলেই উত্তমরূপে চিকিৎসা বিধেয়। নেত্ররোগের নিদান—উষ্ণাভিতাপ, জলপ্রবেশ, দূরদর্শন, স্বপ্নবিপর্য্যয় অর্থাৎ দিবাভাগে নিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ, স্থিরদৃষ্টি, রোদন, শোক, কোপ, ক্লেশ, অভিঘাত, অতিমৈথুন, শুক্ত, কাঞ্জী, অম্ল, কুলথ ও মাষকলাই সেবন, বেগধারণ, অথবা স্বেদ, রজো বা ধূমসেবন, বমনের ব্যাঘাত বা অভিযোগ, বাষ্পবেগধারণ এবং সূক্ষ্মপদার্থ নিরীক্ষণ এই সকল কারণে দোষ কুপিত হইয়া নেত্ররোগ জন্মে। এই নেত্ররোগ ৭৬ প্রকার। ইহার মধ্যে বায়ুজন্য দশবিধ, কফজন্য ত্রয়োদশ,

রক্তজন্য ষোড়শ, সন্নিপাতজ পঞ্চবিংশতি ও বাহ্যরোগ দুই প্রকার। ইহার মধ্যে হতাধিমন্থ, নিমেষদৃষ্টিগত, গম্ভীরিকা ও বাতহতবর্ত্ম, বায়ু জন্য চক্ষুরোগের মধ্যে এইগুলি অসাধ্য। বায়ুজ কাচরোগ যাপ্য, এবং অন্যতোবাত, শুষ্কাক্ষিপাক, অধিমন্থ, অভিষ্যন্দ, এবং মারুত এই সকল রোগ সাধ্য। পিত্তজ রোগের মধ্যে হ্রস্বজাড্য, জলস্রাব, পরিস্রাবী, এবং নীলীরোগ অসাধ্য। কাচরোগ, অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, অম্লাধ্যুষিত-দৃষ্টি, শুক্তিকা, পিত্তবিদগ্ধদৃষ্টি, পোথকী, এবং লগণ এইগুলি যাপ্য। কফজাত নেত্ররোগের মধ্যে স্রাবরোগ অসাধ্য, কাচরোগ যাপ্য। অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, বলাস-গ্রথিত, শ্লেষ্ম-বিদগ্ধ দৃষ্টি, পোথকী, লগণ, ক্রমিগ্রন্থি, ক্লিন্নবর্ত্ম ও শ্লেষ্মাপনাহ, শ্লেষ্মজ রোগ মধ্যে এইগুলি সাধ্য। রক্তজাত নেত্ররোগ মধ্যে রক্তস্রাব, অজকা, শোণিতার্শ, অবলম্বিত এবং শুক্ররোগ অসাধ্য। রক্তজ কাচরোগ যাপ্য এবং মন্থ, অভিষ্যন্দ, ক্লিষ্টবর্ত্ম, হর্ষোৎ-পাত, সিরাজ, অঞ্জন, সিরাজাল, পর্ব্বণী, অব্রণ, শুক্র, শোণি-তার্শ ও অর্জ্জুন এইগুলি সাধ্য। পূয়স্রাব, নাকুলান্ধ্য, অক্ষিপাক ও অলজী এই রোগ সকল সর্ব্বদোষজ, অতএব ইহা অসাধ্য। সন্নিপাতজ কাচরোগ ও পক্ষকোপরোগ যাপ্য। বর্ত্মবিবন্ধ, পিড়কা, প্রস্তার্য্যর্শ্ম, মাংসার্শ্ম, স্নায়র্শ্ম, উৎসঙ্গিনী, পূয়ালস, অর্ব্বুদশ্যাববর্ত্ম, অর্শবর্ত্ম, শুষ্কার্শ, শর্করাবর্ত্ম, সশোফ ও অশোফ এই দুই প্রকার পাকরোগ, বহলবর্ত্ম, অক্লিন্নবর্ত্ম, কুম্ভীকা ও বিষবর্ত্ম, এই রোগ সকল সাধ্য। বাহ্য রোগ দুই প্রকার—সনিমিত্ত ও অনিমিত্ত।

নেত্ররোগ ৭৬ প্রকার, তাহাদের মধ্যে ৯টী সন্ধিগত, ২১ বর্ত্মগত, ১১ শুক্লভাগস্থিত, ৪ কৃষ্ণভাগস্থিত, ১৭ সর্ব্বত্র গত, ১২ দৃষ্টিগত এবং দুই বাহ্যরোগ, এই সর্ব্ব সমেত ৭৬ প্রকার।

নেত্রের সন্ধিগত রোগ ৯ প্রকার—পূয়ালস, উপনাহ, পূয়াস্রাব, শ্লেষ্মাস্রাব, রক্তস্রাব, পিত্তাস্রাব, পর্ব্বণিকা, অলজী এবং ক্রমিগ্রন্থি। নেত্রের সন্ধিস্থানে পক্কশোফ জন্মিয়া তাহা হইতে পূতিগন্ধবিশিষ্ট পূয় নির্গত হইলে, তাহাকে পূয়ালস রোগ কহে। সুশ্রুতে উত্তরতন্ত্রের ১ম অধ্যায় হইতে ৯ অধ্যায় পর্য্যন্ত নেত্ররোগের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

[প্রত্যেক বিভিন্ন রোগের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভাবপ্রকাশে নেত্ররোগাধিকারে নেত্রের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—স্বীয় স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলির দুই অঙ্গুলি নেত্রমণ্ডলের পরিমাণ। পক্ষ্ম, বর্ত্ম, শ্বেত, কৃষ্ণ ও দৃষ্টি এইগুলি নেত্রমণ্ডলের অঙ্গ। আর দুইটী নেত্রমণ্ডলে ৭৮ প্রকার রোগ হয়। চরকের মতে ১৪ প্রকার। দৃষ্টিতে ১২ প্রকার। কৃষ্ণগত ৪ প্রকার, শুক্লগত ১১, বর্ত্মগত ২১, পক্ষ্মগত ২, সন্ধিগত ৯, এবং সমস্ত নেত্রব্যাপক ১৭ প্রকার।

নেত্ররোগের নিদান।—আতপাদি দ্বারা উত্তপ্ত ব্যক্তির জলে অবগাহনহেতু নয়নতেজের অভিভব, দূরস্থ বস্তুদর্শন, নিদ্রাবিপর্য্যয় অর্থাৎ দিবানিদ্রা ও রাত্রিজাগরণ, অশ্রুাদি দ্বারা উপঘাত, নেত্রে ধূলি বা ধূমপ্রবেশ, বমনবেগ-ধারণ, অত্যন্তবমন, শুক্ত, আরনাল, জল, কুলথকলায় ও মাষকলায় অতিরিক্ত সেবন, মলমূত্রের বেগধারণ, অতিশয় ক্রন্দন, শোকজন্য সন্তাপ, মস্তকে আঘাত, দ্রুতগামী যানে আরোহণ, ঋতুবিপর্য্যয়, দৈহিক ক্লেশপ্রযুক্ত অভিতাপ, অতিরিক্তস্ত্রীপ্রসঙ্গ, অশ্রুবেগধারণ, এবং অতিসূক্ষ্ম বস্তুদর্শন, এই সকল কারণে বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া নেত্ররোগ উৎপাদন করে। পূর্ব্বোক্ত কারণে প্রকুপিত দোষ শিরাসমূহ দ্বারা ঊর্দ্ধ দেশকে আশ্রয় করিয়া নেত্রপীড়াদায়ক হয়।

নেত্রদৃষ্টির লক্ষণ—দৃষ্টি কৃষ্ণমণ্ডলের মধ্যস্থিত মসূরদলের অর্থাৎ অর্দ্ধেক মসূরের পরিমাণ, নিমেষ বিষয়ে জোনাকি পোকার ন্যায়, এবং নিমেষ অভাবে অগ্নিকণার ন্যায় দ্যোতমান, সচ্ছিদ্র, বাহ্যপটল-আবৃত এবং উহা শীতসাধ্য অর্থাৎ শীত ক্রিয়াতে প্রশান্ত থাকে, ইহা পঞ্চভূতাত্মক ও চিরস্থায়ী তেজোময়।

পটল-বিবরণ—বাহ্যপটল রসরক্তাশ্রিত, দ্বিতীয় পটল মাংসাশ্রিত, তৃতীয় পটল মেদসংশ্রিত, এবং চতুর্থ পটল কাল-কাস্থিসংস্থিত। পটলসমূহের স্থিরতা নেত্রমণ্ডলের পঞ্চ-মাংসের এক অংশ। প্রথম পটলে দোষসঞ্চয় হইলে রোগী কখন অস্পষ্ট এবং কখনও স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়। দ্বিতীয়ে দোষ সঞ্চিত হইলে স্পষ্টরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। মক্ষিকা, মশক, কেশ, জালক, মণ্ডল, পতাকা, মরীচি ও কুণ্ডলাকৃতি দর্শন হয়, কখনও বা জলপ্লাবিতবৎ বা দৃষ্টি-অন্ধকার ইত্যাদি বিবিধ প্রকার প্রতিচ্ছায়াদি দর্শন করে, এবং দৃষ্টিভ্রমহেতু দূরস্থ বস্তুকে সমীপবর্ত্তী ও সমীপস্থ বস্তুকে দূরস্থ বোধ হয়। অতিশয় চেষ্টা করিলেও সূচিকাছিদ্র দর্শনে সমর্থ হয় না।

তৃতীয় পটলগত দোষের বিবরণ।—তৃতীয় পটলে দোষ আশ্রয় করিলে ঊর্দ্ধদিকে দেখিতে পাওয়া যায়, অধোদিকে কিছুই দেখা যায় না। ঊর্দ্ধদিকে স্থূলাকার পদার্থ সকল বস্ত্রাবৃতের ন্যায় বোধ হয়, এবং প্রাণিসমূহের কর্ণ, নাসিকা ও চক্ষু বিকৃত দেখায়। উহাতে যে দোষ বলবৎ হইয়া কুপিত হয়, সেই দোষ অনুসারে ঐ সকল বস্তু রঞ্জিত ভাবে দৃষ্টি হইয়া থাকে। অর্থাৎ বাতাধিষ্ঠিত হইলে অরুণবর্ণ, পিত্তাধিষ্ঠিত হইলে পীত বা নীলবর্ণ, কফাধিষ্ঠানে

শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হয়। পটলের অধোদেশে দোষ অবস্থান করিলে সমীপস্থিত বস্তু, উৰ্দ্ধদেশে দোষ অবস্থিতি করিলে দূরস্থ বস্তু, এবং দোষপার্শ্বস্থ হইলে পার্শ্বস্থিত বস্তু দেখা যায় না। পটলের সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া দোষ থাকিলে ভিন্ন ভিন্ন রূপ মিলিত ভাবে দৃষ্ট হয়। দোষ মধ্যস্থ হইলে বৃহৎ বস্তুকে ছোট দেখায়, দোষ তির্য্যক্ ভাবে থাকিলে এক দ্রব্য দুইটীর ন্যায় দেখা যায়, দুইপার্শ্বে থাকিলে এক বস্তু দ্বিধাকৃত এবং একস্থানে স্থিরভাবে না থাকিলে এক বস্তুকে বহুসংখ্যক বলিয়া বোধ হয়।

বাহ্য পটল দোষের বিবরণ—কুপিতদোষ বাহ্যপটলে অবস্থান করিলে সর্ব্বতোভাবে দৃষ্টি রুদ্ধ হয়। ইহাই কাহারও কাহারও মতে তিমির বা লিঙ্গনাশরোগ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। (ভাবপ্র° ৪ ভাগ।) [ইহার অন্যান্য বিষয় চক্ষুরোগ দেখ।]

সুশ্রুতে নেত্রের সর্ব্বস্থানগত রোগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—অভিষ্যন্দরোগ চারিপ্রকার, অধিমন্থরোগ ৪, শোফযুক্ত পাক, শোফহীনপাক, হতাধিমন্থ, অনিলপর্য্যায়, শুষ্কাক্ষিপাক, অন্যতোবাত, অম্লাধ্যুষিতাদৃষ্টি, সিরোৎপাত এবং সিরাহর্ষ এই সকল প্রকার নেত্ররোগ প্রায় অভিষ্যন্দ জন্য জন্মে। এই অভিষ্যন্দরোগ জন্মিবামাত্রই প্রতীকার করা কর্ত্তব্য। বায়ু জন্য অভিষ্যন্দ হইলে নেত্রের স্তব্ধভাব, সঙ্ঘর্ষ (কুট্‌কুটুনি), পরুষভাব, শুষ্কভাব এবং তাহা হইতে শীতল অশ্রুপাত এবং শিরোদেশে অভিতাপ, এই সকল লক্ষণ জন্মে। পিত্তকর্ত্তৃক অভিষ্যন্দরোগ জন্মিলে নেত্রে দাহ, পাক, শীতপ্রিয়তা, ধূম ও বাষ্পের উদ্গম, উষ্ণ অশ্রুপাত, এই সকল লক্ষণ এবং নেত্র পীতবর্ণ হয়। কফজন্য অভিষ্যন্দরোগ হইলে নেত্রে উষ্ণস্পর্শে অভিলাষ, গুরুতা, শোফকণ্ডু পক্ষ্মসংলগ্ন শীতলতা এবং মুহুর্ম্মুহুঃ পিচ্ছিলস্রাব এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। রক্তজ অভিষ্যন্দে নেত্র রক্তবর্ণ হয় ও রক্তবর্ণ আজী সমস্ত তাহাতে দৃষ্ট হয়, নেত্রের শ্বেতভাগ পর্য্যন্ত অত্যন্তরক্তবর্ণ হয় ও তাহা হইতে তাম্রবর্ণ অশ্রুপতন এবং পিত্তজ সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ইহার যথাবিধানে প্রতীকার না করিলে ক্রমশঃ ইহা বৃদ্ধি হইয়া অধিমন্থরোগ জন্মে। এই অধিমন্থ হইলে নয়নে তীব্র বেদনা এবং নেত্র উৎপাটিত বা মথিত হওয়ার ন্যায় যাতনা হয় এবং শিরোদেশের অর্দ্ধ ভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। বায়ুজ অধিমন্থে নেত্রে উৎপাটিত ও মথিতের ন্যায় বেদনা হয়, ও তাহাতে সংঘর্ষ, তোদ, ভেদ, সংরম্ভ, আবিলতা, আকুঞ্চন, আস্ফোটন, আধ্মান, কম্প, এবং ব্যথা, এই সকল উপদ্রব হইয়া শিরোদেশের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয়। পিত্তজ অধিমন্থে নেত্র রক্তবর্ণ, আজীতে পরিপূর্ণ, স্রাববিশিষ্ট, অগ্নি বা ক্ষার কর্ত্তৃক দগ্ধের ন্যায় যাতনাযুক্ত হয়; ফুলিয়া ও পাকিয়া উঠে। শরীরে স্বেদ নির্গম হয়, দৃষ্টি পীতবর্ণ, মূর্চ্ছা ও শিরোদেশে দাহ জন্মে। শ্লেষ্মজন্য অধিমন্থে শোথ, অল্প সংরম্ভ, স্রাব, শৈত্য, গৌরব, পিচ্ছিলতা এবং নেত্রহর্ষ, নেত্রে এই সকল উপদ্রব হয় দৃষ্টি আবিল এবং সকল পদার্থ পাংশু পূর্ণের ন্যায় দেখে। নাসিকার আধ্মান ও মস্তকে যাতনা হয়। রক্তজ অভিষ্যন্দে নেত্র রসস্রাব ও তোদবিশিষ্ট, চতুর্দ্দিকে অগ্নিসদৃশ বোধ এবং সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডল রক্তমগ্ন বলিয়া বোধ হয়, স্পর্শ সহ্য হয় না। অধিমন্থ রোগ শ্লেষ্মজন্য হইলে সপ্তরাত্রে, রক্ত জন্য হইলে পঞ্চরাত্রে, বায়ু জন্য হইলে ষড়্‌রাত্রে, এবং পিত্তজন্য হইলে মিথ্যাচারপ্রযুক্ত সদ্যই দৃষ্টি নাশ হয়।

কণ্ডু, উপদেহ (পাতা জোড়া লাগা), অশ্রুপাত, পক উড়ুম্বরের ন্যায় আকার, দাহ, সংহর্ষ, তাম্রবর্ণ, তোদ, গৌরব, শোফ, মুহুর্ম্মুহুঃ উষ্ণ, শীতল ও পিচ্ছিল আস্রাব, সংরম্ভ ও পাকিয়া উঠা, সশোফ নেত্রপাকের এই সকল লক্ষণ। অশোফ নেত্রপাকে শোফ ব্যতীত অপর সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। নেত্রের আভ্যন্তরিক শিরাতে বায়ুস্থিত হইয়া দৃষ্টিকে প্রতিক্ষেপণপূর্ব্বক হতাধিমন্থ নামে অসাধ্য রোগ জন্মে। কুপিত বায়ু পক্ষ্মদ্বয় ও ভ্রূদ্বয় আশ্রয় করিয়া সঞ্চারণপূর্ব্বক কখন বা ভ্রূমধ্যে, কখন বা পক্ষ্মমধ্যে বেদনা জন্মে, ইহাকে বাতপর্য্যায় কহে। নেত্রবর্ত্ম কঠিন ও রুক্ষ হইলে অথবা দৃষ্টি আবিল হইলে এবং নেত্র উন্মীলন করিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইলে শুষ্কাক্ষিপাক বলা যায়। অম্ল বা বিদাহী দ্রব্য ভোজন করিলে নেত্র অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে ও নীল আভাযুক্ত রক্তবর্ণ হয়, ইহাকে অম্লাধ্যুষিত দৃষ্টি বলে। বেদনা থাকুক না থাকুক সমস্ত চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে শিরোৎপাতরোগ বলে। এইরূপ কিছুদিন থাকিলে নেত্র হইতে তাম্রবর্ণ আস্রাব হয় ও রোগী দেখিতে পায় না।

(সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬ অঃ) [অন্যান্য বিবরণ ও চিকিৎসা তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নেত্ররোগহন্ (পুং) নেত্ররোগং হন্তি হন-ক্বিপ্। বৃশ্চিকালী বৃক্ষ। চলিত বিছুটী গাছ, ইহাতে নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

নেত্ররোমন্ (ক্লী) নেত্রয়োঃ রোম। নেত্রপক্ষ্ম। (হেম)

নেত্রবস্ত্র (ক্লী) নেত্রয়োর্বস্ত্রমিব আচ্ছাদকং। নেত্রচ্ছদ, চলিত চক্ষুর পাতা।

নেত্রবস্তি (ত্রি) পিচকারির ন্যায় যন্ত্রভেদ। (সুশ্রুত)

নেত্রবারি (ক্লী) নেত্রয়োর্বারি। অশ্রুজল।

নেত্রবিষ্ (স্ত্রী) নেত্রয়োর্বিট্। নেত্রমল, পিচুটি।

"নেত্রবিট্ চক্ষুষঃ স্নেহো ধাতূনাং ক্রমশো মলাঃ।" (সুশ্রুত)

নেত্রবিষ (পুং) নেত্রে বিষং যস্য। দিব্যসর্পভেদ।

"আশীবিষান্ নেত্রবিষান্ কোপয়েন্নচ পণ্ডিতঃ।"(ভা° ২।৬২ অঃ)

দিবা-সর্পদিগের দৃষ্টি ও নিশ্বাসে বিষ আছে।

"দৃষ্টিনিশ্বাসবিষা দিব্যাঃ সর্পাঃ।" (সুশ্রুত)

নেত্রস্তম্ভ (পুং) নেত্রয়োঃ স্তম্ভঃ ৬তৎ। চক্ষুদ্বয়ের উন্মীলনাদি ব্যাপাররাহিত্য।

"নেত্রস্তম্ভং নিমেষঞ্চ তৃষ্ণাং কাসং প্রজাগরম্।
লভতে দন্তচালঞ্চ তাংস্তানন্যামুপদ্রবান্॥" (সুশ্রুত)

নেত্রাঞ্জন (ক্লী) নেত্রয়োঃ অঞ্জনং। কজ্জল, সুর্ম্মা। নেত্রলেপ মাত্র।

নেত্রানন্দ, জয়যাত্রা নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থরচয়িতা।

নেত্রান্ত (পুং) নেত্রয়ো অন্তঃ। অপাঙ্গদেশ।

"নেত্রান্তপাদকরতাল্বধরোষ্ঠজিহ্বাঃ
রক্তানখাশ্চ খলু সপ্তসুখাবহানি।" (বৃহৎসং ৬৮ অঃ)

নেত্রাভিষ্যন্দ (পুং) নেত্রয়োঃ অভিষ্যন্দঃ ৬তৎ। নেত্ররোগভেদ। অভিষ্যন্দরোগ, এই রোগ সংক্রামক।

"প্রসঙ্গাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ।
সহ শয্যাসনাচ্চাপি বস্ত্রমাল্যানুলেপনাৎ॥
কুষ্ঠং জ্বরশ্চ শোষশ্চ নেত্রাভিষ্যন্দ এব চ।
উপসর্গিকরোগাশ্চ সংক্রামন্তি নরান্নরম্॥" (সুশ্রুত)

প্রসঙ্গ, গাত্রসংস্পর্শ, নিঃশ্বাস, একত্র ভোজন, এক শয্যায় শয়ন, একত্র উপবেশন, এক বস্ত্রপরিধান ও মাল্য প্রভৃতি লেপন হেতু কুষ্ঠ, জ্বর, শোথ, নেত্রাভিষ্যন্দ ও ঔপসর্গিক রোগ সকল এক ব্যক্তি হইতে অপর ব্যক্তিতে সংক্রামিত হয়।

সর্ব্বনেত্রগত অভিষ্যন্দরোগ চারিপ্রকার—বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও রক্তজ। এই রোগে নেত্রে দুঃসহ বেদনা হয়।

বাতজ-অভিষ্যন্দরোগে নেত্রসূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত, জড়ভাবাপন্ন, রুক্ষ ও শুষ্কভাববিশিষ্ট হয়, উহাতে বালুকাপতনের ন্যায় কর্ কর্ করে এবং উহা হইতে শীতল অশ্রুস্রাব হয় এবং রোগীর শিরঃশূল ও রোমাঞ্চ হইয়া থাকে।

পৈত্তিক-অভিষ্যন্দ—ইহাতে নেত্রদাহ ও পাকযুক্ত, উষ্ণ ও পীতবর্ণ হয়, চক্ষু হইতে ধূমোদ্গমবৎ বোধ এবং অত্যন্ত অশ্রুনির্গম হয়। নেত্রে শীতক্রিয়া করিলে সুখানুভব হইতে থাকে।

শ্লৈষ্মিক-অভিষ্যন্দ—ইহাতে চক্ষু গুরু, শোথ, কণ্ডুযুক্ত, স্নিগ্ধ ও শীতল হয় এবং চক্ষু হইতে বারংবার পিচ্ছিলস্রাব নির্গত হইয়া থাকে, এই রোগে উষ্ণক্রিয়াদ্বারা সুখানুভব হইয়া থাকে।

রক্তজ-অভিষ্যন্দ—ইহাতে চক্ষু তাম্রবর্ণ বা রক্তবর্ণ হয়, নেত্রের চতুষ্পার্শ্বস্থ শিরাসমূহ অত্যন্ত রক্তবর্ণ হয় এবং পৈত্তিক অভিষ্যন্দের সমস্ত লক্ষণ হইয়া থাকে। এই রোগ উপযুক্তরূপে চিকিৎসিত না হইলে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া অধিমন্থরোগ জন্মে। (ভাবপ্রকাশ ৪র্থ ভাগ।)

ইহার চিকিৎসা—বায়ুজন্য অভিষ্যন্দ বা অধিমন্থ হইলে পুরাতন ঘৃতদ্বারা স্নিগ্ধ করিবে, যথাবিধি ক্রমে স্বেদ প্রয়োগ এবং শিরাবেধনপূর্ব্বক রক্তমোক্ষণ করিবে। ইহাতে তর্পণ, পুটপাক, ধূম, আশ্চ্যোতন, নস্য, স্নেহপরিষেচন, শিরোবিরেচন, জলচর বা জলীয় দেশচর বাতঘ্ন পশুর মাংস অথবা অম্লকাথের পরিষেচন কর্ত্তব্য। ঘৃত, বসা, মেদ ও মজ্জা একত্র উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে এই রোগ ভাল হয়, ইত্যাদি। সুশ্রুতে উত্তরতন্ত্রের ৯ হইতে ১২ অধ্যায় পর্য্যন্ত এই নেত্রাভিষ্যন্দের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। (সুশ্রুত)

নেত্রাময় (পুং) নেত্রস্য আময়ো রোগঃ। চক্ষুরোগ।

"বাতাৎ পিত্তাৎ কফাদ্রক্তাদভিষ্যন্দশ্চতুর্ব্বিধঃ।
প্রায়েণ জায়তে ঘোরঃ সর্ব্বনেত্রাময়াকরঃ॥" (মাধবকর)

নেত্রাম্বু (ক্লী) নেত্রস্য অম্বু জলম্। অশ্রু, চক্ষুর জল।

নেত্রাম্ভস্ (ক্লী) নেত্রস্য অম্ভঃ। অশ্রু।

নেত্রারি (পুং) নেত্রস্য অরিঃ শত্রুঃ। সেহুণ্ডবৃক্ষ, চলিত মনসা (সিজ্ গাছ)। (রাজনি°)

নেত্রাবতী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কাণাড়া জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। অক্ষা° ১৩° ১০´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৬´ ২০´´ পূর্ব্বে উত্থিত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে মঙ্গলূরের নিকট (অক্ষা° ১২° ৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫২´ ৪০´´ পূঃ) সাগরে আসিয়া মিশিয়াছে। কুমারদারি নামক আর একটী শাখা নদী উপ্পিনঙ্গদি গ্রামের নিকট আসিয়া উহার সহিত মিলিয়াছে। উপ্পিনঙ্গদি হইতে এই মিলিত স্রোত নেত্রাবতী নাম ধারণ করিয়া মঙ্গলূর পর্য্যন্ত গিয়াছে। বন্যার সময় উপ্পিনঙ্গদি ছাড়াইয়া আরও উপরে নৌকাযোগে যাতায়াত করা যায়। কিন্তু সচরাচর মঙ্গলূর ও উপ্পিনঙ্গদির মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহে নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া লোকে ব্যবসাবাণিজ্য করে।

স্কন্দপুরাণান্তর্গত সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে—সূর্য্যবংশোদ্ভব হেমাঙ্গদ রাজার পুত্র ময়ূর নামক নৃপতি অহিক্ষেত্র হইতে আগত বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণের বাসের জন্য কএকটী গ্রাম দান করেন। তন্মধ্যে নেত্রাবতীর উত্তরতটে অবস্থিত গজপুরি নামে একটী গ্রাম, এখানে নৃসিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। অপর একটীর নাম বৈকুট-গ্রাম, ইহার উত্তরে কোটীলিঙ্গেশ, পূর্ব্বে সিদ্ধেশ্বর, দক্ষিণে সীতানদী ও পশ্চিমে লবণসমুদ্র। এই গ্রাম দেববিগ্রহাদির জন্য জগতীতলে বিশেষ বিখ্যাত ছিল। (সহ্যাদ্রি ২।৮।৯—১১)

নেত্রিক (ক্লী) পিচকারি, বড় চাম্‌চার মত যন্ত্র।

নেত্রী (স্ত্রী) নীয়তেঽনয়েতি নী করণে-ষ্ট্রন্ (দাম্নী শসেতি। পা ৩।২।১৮২) ষিত্বাৎ ঙীষ্। ১ লক্ষ্মী। ২ নাড়ী।

৩ নদী। নয়-তীতি নী-তচ্, ঙীপ্। ৪ প্রাপণকর্ত্রী। ৫ শিক্ষয়িত্রী।

"যস্ত মে ভবতী নেত্র ভবিষ্যত্ভুতিদর্শিনী॥" (ভার° ৫।১৩৬।১৩)

নেত্রোপমফল (পুং) নেত্রোপমং নয়নতুল্যং ফলং যস্ত। বাতাদ, চলিত বাদাম। (ভাবপ্রকাশ)

নেত্রৌষধ (ক্লী) নেত্রস্ত ঔষধম্। ১ পুষ্পকাসীস। (রাজনি°) ২ চক্ষুরোগৌষধমাত্র।

নেত্রৌষধী (স্ত্রী) নেত্রস্থ ওষধী। অজশৃঙ্গী, চলিত কোঁকালতা। (রত্নমালা)

নেদ, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ নেদতি। লোট্ নেদতু। লিট্ নিনেদ। লুট্ নেদিতা। লুঙ্ অনেদীৎ।

"যা হুতা উজ্জ্বলন্তে যা হুতা অতি নেদন্তে" (বৃহৎ উপ°)।

নেদিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন অন্তিকঃ, অন্তিক ইষ্ঠন্ অন্তিক-শব্দস্থ নেদাদেশঃ (অন্তিক বাঢ়য়োর্নেদসাধৌ। পা ৫।৩।৬৩)। ১ অন্তিকতম, অতিনিকট। (ত্রি) ২ নিপুণ। (পুং) ৩ অঙ্কোট বৃক্ষ। (জটাধর)

নেদিষ্ঠতম (ত্রি) নেদিষ্ঠ-তমপ্। অতিশয় নিকট। "নেদিষ্ঠ তমা ইষঃ স্থামঃ" (ঋক্ ৯।৯৮।৫)

নেদিষ্ঠিন্ (পুং) নেদিষ্ঠং জন্মতঃ সন্নিকৃষ্টস্থানং বিদ্যতেঽস্ত ইনি। সোদর ভ্রাতা, সহোদর ভাই।

"উপনহ্য নেদিষ্ঠিনমুপদীক্ষ্য তেন" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৫।১৩।২৮)

'যো নেদিষ্ঠী স্বো ভ্রাতা স্থাৎ' (কর্ক)

নেদীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন অন্তিকঃ, অন্তিক-ইয়সুন্, ততো অন্তিকস্ত নেদাদেশঃ। নেদিষ্ঠ, অতি নিকটস্থ, অতিনিকট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

নেদীয়স্তা (স্ত্রী) নেদীয়-ভাবে-তল্-টাপ্। অতি সমীপতা।

নেনমেনী, মান্দ্রাজের তিনেবল্লী জেলার শাতুর তালুকের অন্ত-র্গত একটী গ্রাম। শাতুর নগরের ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার অনন্তরাজস্বামীর মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রস্তরে মদুরার চোক্কলিঙ্গ নায়ক প্রভৃতির সময়কার (১৫৮৩ সম্বতে উৎকীর্ণ) একখানি শিলালিপি আছে। তথাকার পেরুমালের মন্দিরেও চোক্কলিঙ্গের সময়কার ১৫৮১ সম্বতে উৎকীর্ণ আর একখানি শিলাপট্ট দেখা যায়।

নেপ (পুং) নয়তি প্রাপয়তি শুভমিতি নীম্প, ততো গুণঃ। (পানী বিবিক্তাঃ পঃ। উণ্ ৩।২৩) ১ পুরোহিত। ২ উদক। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃ°)

নেপচুন্, নবাবিষ্কৃত গ্রহবিশেষ। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ্ লেভিরিয়ার (M. Leverrier) সর্ব্বপ্রথমে এই চলনশীল নক্ষত্র দেখিয়া, তাহাকে গ্রহ (planet) শ্রেণীভুক্ত করেন। এই গ্রহ সূর্য্য হইতেও ২৮৯৫০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। [খগোল দেখ।]

নেপথ্য (ক্লী) নী নিচ্, গুণঃ, নেঃ নেতা তস্ত পথ্যম্। ১ বেশ। ২ ভূষণ।

"রাজেন্দ্রনেপথ্যবিধানশোভা
তস্তোদিতাসীৎ পুনরুক্তদোষা॥" (রঘু ১৪।৯)

৩ বেশস্থান, নাটকাদির অভিনয়ার্থ সজ্জাভূমি। অভিনয় স্থলে নট নটীগণ যেথানে বেশ রচনা করে, তাহাকে নেপথ্য কহে। ইহাকে সাজঘরও বলা যাইতে পারে। ৪ অলঙ্কার। ৫ রঙ্গভূমি।

"বাক্যান্তার্থতয়া যত্র পাত্রং নৈব প্রবেশ্যতে।
নেপথ্যমিতি প্রাকাশ্যে প্রযোজ্যং তত্র নাটকে॥" (ভরত)

নর্ত্তক-নির্ণয়ে নেপথ্য বিধানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। অভিনয়ে নেপথ্যবিধি বিশেষ প্রয়োজনীয়। নেপথ্যবিধি চারি প্রকার—পুস্ত, অলঙ্কার, সংজীব ও অঙ্গরচনা।

"চতুর্ব্বিধন্ত নেপথ্যং পুস্তোহলঙ্কারকস্তথা। সংজীবশ্চাঙ্গরচনা" (নর্ত্তক-নি°) পুস্ত-নেপথ্য আবার ৩ প্রকার। সন্ধিমা, ভাজিমা ও চেষ্টিমা। বস্ত্র বা চর্ম্মাদি দ্বারা যে দৃশ্য নির্ম্মাণ করা যায়, তাহার নাম সন্ধিমা। সেই দৃশ্য যদি যন্ত্রঘটিত হয়, তাহা হইলে ভাজিমা এবং যে দৃশ্য চেষ্টমান থাকে, তাহা চেষ্টিমা।

পুস্ত-নৈপথ্য—"শৈলয়ানবিমানানি চর্ম্মবর্ম্মায়ুধধ্বজাঃ।
যানি ক্রিয়ন্তে তান্যেব স পুস্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ।" (নর্ত্তক-নি°)

মালা, আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্য তত্তদঙ্গশোভার নিমিত্ত যে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার নাম অলঙ্কার নেপথ্য।

যথা,—"অলঙ্কারশ্চ বিজ্ঞেয়ো মাল্যাভরণবাসসাম্।
নানাবিধ সমাযোগো যথাঙ্গেষু বিনির্ম্মিতঃ॥" (নর্ত্তক-নি°)

নেপথ্য হইতে যে প্রাণিপ্রবেশ হয়, তাহার নাম সংজীব।

"যঃ প্রাণিনাং প্রবেশস্ত স সংজীব ইতি স্মৃতঃ।" (নর্ত্তক-নি°)

মালা ও আভরণাদি এবং শ্বেত, পীত, নীল ও লোহিতাদি বর্ণ দ্বারা যথাযোগ্য স্থানে যথাযথ ভাবে যে বিন্যাস করা যায়, তাহার নাম অঙ্গ-রচনা। (নর্ত্তক-নি°)

নেপাল, হিমালয়ের পাদমূলে ভারতবর্ষান্তর্গত স্বাধীন-রাজ্য। এই রাজ্যের বর্ত্তমান উত্তরসীমা তিব্বত-রাজ্য, পূর্ব্বসীমা ইংরাজ-করদ সিকিমরাজ্য, দক্ষিণসীমা ইংরাজাধিকৃত হিন্দুস্থান ও পশ্চিমসীমা ইংরাজাধিকৃত কুমায়ুন ও রোহিলখণ্ড প্রদেশ। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কুমায়ুন ও তৎপশ্চিমে শতদ্রু-নদীর তীর পর্য্যন্ত এই রাজ্যের সীমা বিস্তৃত ছিল। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধি-সূত্রে ঐ সকল স্থান ইংরাজাধিকারভুক্ত হইয়াছে। পশ্চিমে কালী বা সরযূ নদী, দক্ষিণে অযোধ্যার মধ্যে

ভুণ্ডরা পর্ব্বত, চম্পারণ্যের মধ্যে সোমেশ্বর পর্ব্বতের উচ্চ ভূমি এবং পূর্ব্বে মেচি নদী ও শৃঙ্গাট পর্ব্বতই নেপাল ও ইংরাজরাজ্যের মধ্যে সীমা-রেখারূপে নির্দ্দিষ্ট আছে।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে নেপালের সীমা এইরূপ লিখিত আছে—

"জটেশ্বরং সমারভ্য যোগেশান্তং মহেশ্বরি।

নেপালদেশো দেবেশি সাধকানাং সুসিদ্ধিদঃ॥"

জটেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া যোগেশ্বর পর্য্যন্ত নেপাল দেশ, এই স্থান সাধকদিগের সিদ্ধিপ্রদ।

নেপাল নামের উৎপত্তি।

হিমালয় পর্ব্বতের তটদেশে, যে পার্ব্বতীয় অংশে গোর্খা-জাতির বাস, তাহাকে তিব্বতীয় ও হিমালয়ের উপরিস্থ অহিন্দু পার্ব্বত্য জাতির ভাষায় 'পাল' দেশ* কহে। বর্ত্তমান নেপাল-রাজ্যের পূর্ব্বাংশ ও সিকিম প্রদেশ তথাকার আদিম অসভ্য লেপ্‌চা জাতি কর্ত্তৃক 'নে' নামে অভিহিত হইত। লেপ্‌চা, নেবার ও অপরাপর কএকটী পরস্পর সংলগ্ন জাতীয়ের চৈন-ভারতীয় ভাষায় 'নে' শব্দের অর্থ 'পর্ব্বত গুহা, যেখানে গৃহাদির মত আশ্রয় লইয়া মানুষ থাকিতে পারে।' তিব্বত ও ব্রহ্মে এবং লামাদিগের ভাষায় 'নে' শব্দের অর্থ 'পবিত্র গুহা বা দেবতার উদ্দেশে রক্ষিত পবিত্র স্থান বা পীঠ।' ইহা হইতে সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে গোর্খাজাতির বাসভূমি হিমালয়তটস্থ পাল দেশে যেখানে কাবার স্তূপ† ও স্বয়ম্ভুনাথ প্রভৃতি 'নে' অর্থাৎ পবিত্র তীর্থ স্থান আছে, তাহারই সমষ্টিকে নেপাল (অর্থাৎ পালরাজ্যান্তর্গত পবিত্র তীর্থ বা বাসভূমি) বলা হইত। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই পাল দেশের যে ভাগে নেবার জাতির বাস ছিল, তাহা পূর্ব্বে 'নে' নামে কথিত হইত। 'নে' নামক স্থানে বাস করিত বলিয়াই এই জাতির নাম 'নেবার' হইয়াছে। এই নেবার জাতীয় লামারা প্রথমে বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া, আপনাদিগের দেশে বৌদ্ধকীর্ত্তি সমূহ স্থাপন করেন এবং তাঁহাদেরই নাম সঙ্কেতে এই স্থানের নাম নেপাল হইয়াছিল বলিয়া ধারণা হয়। এই স্থান লেপ্‌চা-কথিত 'নে' নামক স্থান হইতে স্বতন্ত্র।

"নেপাল" এই নামটী সমগ্রদেশের নহে; যে উপত্যকায় এই রাজ্যের রাজধানী কাঠমাণ্ডু নগর অবস্থিত, সেই উপত্যকার নামই নেপাল, তাহা হইতেই সমগ্ররাজ্যের নামকরণ হইয়াছে। এই রাজ্য পূর্ব্বপশ্চিমে ২৫৬ ক্রোশ দীর্ঘ এবং উত্তরদক্ষিণে স্থানবিশেষে ৩৫ হইতে ৭৫ ক্রোশ বিস্তৃত। অক্ষা° ২৬° ২৫´ হইতে ৩০° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৬´ হইতে ৮৮° ১৪´ পূঃ। ভূমির পরিমাণ ৫৪০০০ বর্গ মাইল।

প্রাকৃতিক বিভাগ।

নেপালরাজ্য স্বভাবতঃ পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্ব এই তিনটী বৃহৎ উপত্যকায় বিভক্ত। চারিটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখর এই তিনটী উপত্যকা-বিভাগের প্রধান কারণ। ইংরাজাধিকৃত কুমায়ুন-প্রদেশে অবস্থিত নন্দাদেবী-শিখরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী একত্র মিলিত হইয়া কালীনদীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই নদীই নেপালরাজ্যের পশ্চিম উপত্যকার সীমা। নন্দাদেবী হইতে একশত ক্রোশ পূর্ব্বে ধবলগিরিশিখর (দেশীয় নাম দুধগঙ্গা) অবস্থিত। ইহার ঠিক দক্ষিণে গোরক্ষপুর নগর। এই পর্ব্বতশিখর মধ্যউপত্যকার পশ্চিমসীমারূপে অবস্থিত। নন্দাদেবীশিখর ও ধবলগিরিশিখর এই উভয়ের মধ্যে পশ্চিম উপত্যকা অবস্থিত। ধবলগিরি হইতে ৯০ ক্রোশ পূর্ব্বে গোসাঞিথানশিখর অবস্থিত। পূর্ব্বোক্ত নেপালনামক উপত্যকার ঠিক উত্তরে, এই গোসাঞিথান পর্ব্বত বিরাজিত। এই পর্ব্বতশিখর পূর্ব্বউপত্যকার পশ্চিমসীমা এবং ধবলগিরি ও গোসাঞিথান পর্ব্বতের মধ্যে মধ্য-উপত্যকা অবস্থিত। গোসাঞিস্থান হইতে ৬৫ ক্রোশপূর্ব্বে ইংরাজাধীন সিকিমরাজ্যে অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘাশিখরই নেপালের পূর্ব্ব-উপত্যকার পূর্ব্বসীমা। এই পর্ব্বতের দক্ষিণাঙ্গের কতকাংশ ও সিকিম নেপালরাজ্যের পূর্ব্বসীমা রেখারূপে নির্দ্দিষ্ট।

গিরিপথ।

নেপালান্তর্গত হিমালয়পৃষ্ঠভেদ করিয়া তিব্বতরাজ্যে যাইবার অনেকগুলি গিরিপথ আছে, কিন্তু এই পথগুলি প্রায় তুষারাবৃত থাকে। ইহার মধ্যে যে পথটী সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত, সেটী য়ুরোপের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত অপেক্ষাও উচ্চ।

১ থকলা-থর পথ বা যড়িপথ—নন্দাদেবী ও ধবল গিরি-শিখরের মধ্যস্থলে। শতদ্রুনদীর উৎপত্তিস্থানের নিকট ঘর্ঘরা নদীর কর্ণালী নামক উপনদী উৎপন্ন হইয়া, এই পথ দিয়া তিব্বত ত্যাগ করিয়া নেপালে প্রবেশ করিয়াছে। যে স্থানে কর্ণালী নদী তিব্বত সীমায় পদার্পণ করিয়াছে, সেই স্থানে থক নামক গ্রাম। এই গ্রামের নামেই এই পথের নাম হইয়াছে। থক গ্রামে তিব্বত হইতে আনীত লবণের বিস্তৃত ব্যবসায় আছে।

২ মস্তং পথ—ধবলগিরি হইতে ২০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। ধবলগিরির পাদমূলে তিব্বতের দিকে ঐ নামে এক প্রদেশ আছে, তাহার নামেই এই পথের নামকরণ হইয়াছে। মস্তং প্রদেশ ধবলগিরির উত্তরে হইলেও উহার রাজা নেপালের

* তিব্বতীয় ভাষায় 'পাল' শব্দের অর্থ পশম। হিমালয়ের এই অংশে পশম (লোম)-বহুল ছাগ অনেক পাওয়া যাইত বলিয়া, তাহারা এই স্থানকে পাল দেশ বলিত। এরূপ অর্থ হইলেও হইতে পারে।

† An account of this Stupa, See Proc. of The Bengal Asiatic Society 1892.

করদ। মস্তং উপত্যকা হিমালয়ের তুষারাবৃত উত্তর ও দক্ষিণ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী এক উচ্চস্থানে অবস্থিত। এই রাজ্য গোর্খারাজ্যগালার অন্তর্গত নহে। মস্তং গিরিপথের উত্তরভাগে প্রধান রাস্তার উপর মুক্তিনাথ নামে এক গ্রাম আছে। ইহা তীর্থস্থান এবং এখানেও তিব্বতীয় লবণের ব্যবসায় আছে। মস্তং হইতে আটদিনে এবং ধবলগিরির ক্রোড়স্থ মালীভূম প্রদেশের প্রধান নগর বিনিসহর হইতে চারিদিনে মুক্তিনাথ তীর্থে যাওয়া যায়।

৩ কেরাং পথ—গোসাক্রিথান পর্ব্বতের পশ্চিমে।

৪ কুটি পথ—গোসাক্রিথান পর্ব্বতের পূর্ব্বে। এই উভয় পথ রাজধানী কাঠমাণ্ডুর নিকটবর্ত্তী বলিয়া এই দুই পথ দিয়াই তিব্বতীয় তীর্থযাত্রীরা এবং ব্যবসায়ীরা প্রতিবৎসর শীতকালে নেপালে আসে। নেপাল রাজধানী কাঠমাণ্ডু হইতে তিব্বত রাজধানী লাসা যাইবার রাস্তা কেরাং পথ দিয়াই চলিয়া গিয়াছে। টেংরী নামক স্থানে এই রাস্তা কুটিপথের রাস্তায় মিলিয়াছে। কুটিপথের রাস্তাই তিব্বতে যাইবার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সোজা ও ছোট; কিন্তু এ পথে টাটু চলে না।

চীন যাইবার জন্য নেপাল-রাজদূতদল যাইবার সময় কুটিপথ দিয়া যায়, কিন্তু আসিবার সময় চীনদেশীয় টাটু আনিতে হয় বলিয়া কেরাং পথ দিয়া ফিরিয়া আসে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে চীনসৈন্য এই কেরাং পথ দিয়াই আসিয়াছিল। কুটিপথের পশ্চিমস্থ তুষারাবৃত পর্ব্বতকে খুর্দ্দভূমি (তাম্রভূমি) বলে এবং উহার পূর্ব্বস্থ পর্ব্বতের নাম তাঁবাকুশী। এই পর্ব্বত হইতে তাম্রকুশী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা কুশীনদীর একটী উপনদী। ভূটিয়া নদীও (কুশীনদীর সপ্ত উপনদীর অন্যতম) এই কুটিপথ দিয়া প্রবাহিত।

৫ হাতিয়া পথ—কুটিপথের ২০।২৫ ক্রোশ পূর্ব্বে। কুশীনদীর সপ্ত উপনদীর প্রধান অরুণ নদীও এই পথ দিয়া নেপালে প্রবেশ করিয়াছে।

৬ বল্লং বা বল্লঞ্চন পথ—কাঞ্চনজঙ্ঘার পশ্চিমে একবারে নেপালের পূর্ব্বসীমান্তে এই পথ অবস্থিত। এই সকল পথ দিয়া তিব্বতীয়েরা শীতকালে নেপালে যাতায়াত করে।

নদীর অববাহিকা।

নেপালের যে তিনটী প্রাকৃতিক বিভাগের উল্লেখ করা গিয়াছে। ঐ তিনটীকে আরও তিন নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। নেপালে তিনটী প্রধান নদী ঘর্ঘরা, গণ্ডক ও কুশী যথাক্রমে পশ্চিম ও পূর্ব্ব উপত্যকার মধ্য দিয়া প্রবাহিত এবং যথাক্রমে ঐ তিন উপত্যকা ঐ তিন নদীর নামে তত্তৎ নদীর অববাহিকা বলিয়া কথিত হয়। ঐ তিনটী উপত্যকা ভিন্ন গণ্ডকী ও কুশীনদীর মধ্যে নেপাল উপত্যকা, এই উপত্যকাতেই কাঠমাণ্ডু নগর অবস্থিত। এখানে বাগমতী নদী প্রবাহিত। এই নদী মুঙ্গেরের সম্মুখে গঙ্গায় মিলিয়াছে। এই চারিটী নদীর অববাহিকার পার্ব্বত্য নেপালের সমস্ত ভূখণ্ড স্বভাবতঃ বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন পার্ব্বত্য নেপালের দক্ষিণাংশে নেপালরাজ্যের অন্তর্গত যে ভূখণ্ড আছে, তাহা 'তরাই' নামে আখ্যাত হয়।

রাজ্য-বিভাগ।

পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক বিভাগগুলি আবার নানা খণ্ডে বিভক্ত।

১ পশ্চিম-উপত্যকা বা ঘর্ঘরা-অববাহিকা প্রদেশ—এই ২২টী খণ্ডে বিভক্ত। এই দ্বাবিংশতিখণ্ডকে একত্রে বাইশীরাজ্য বলে। এই বাইশ রাজ্যে বাইশজন রাজা বা জমীদার আছেন, তন্মধ্যে একজন রাজা প্রধান এবং অপর একুশজন তাঁহারই করদ। জুমলা, জগবীকোট, চাম, আচাম, রুগম, মুষিকোট, রোয়াল্লা, মল্লিজন্তু, বল্হং, দৈলিক, দরিমেক, দোতি, সুলিয়ানা, বম্ফি, জেহরি, কালাগাঁও, ঘড়িয়া কোট, গুটম ও গজুর এই বাইশটী রাজ্য। ইহার মধ্যে জুমলা-রাজই প্রধান। তিনিই অপর একুশজনের উপর আধিপত্য করেন। জুমলারাজের রাজধানীর নাম চিন্নাচিন। এই রাজ্যের অধিপতি গোর্খাগণকর্ত্তৃক পরাজিত হইবার পূর্ব্বে ছচল্লিশটী রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। কালীনদী ও গোর্খারাজ্যের মধ্যে ঐ ছচল্লিশটী রাজ্য ছিল, তন্মধ্যে বাইশটী কালীনদীর অববাহিকায় ও চব্বিশটী গণ্ডকনদের অববাহিকায় অবস্থিত। এই সকল সামন্তরাজ জুমলারাজকে মৎস্য, পশু ইত্যাদি দ্রব্যদ্বারা কর দিতেন। যদিও এখন জুমলারাজের সে প্রভাব নাই, তথাপি অন্যান্য সামন্তরাজ এখনও তাঁহাকে চক্রবর্ত্তীরাজ বলিয়া স্বীকার করেন ও নির্দ্দিষ্টকর দিয়া থাকেন। ছচল্লিশ রাজ্যের মধ্যে গণ্ডক অববাহিকার চব্বিশটী রাজ্য বাহাদুর-শাহ্ কর্ত্তৃক নেপালের রাজ্যভুক্ত হয়। এই চব্বিশী ও বাইশীরাজ্যের রাজগণ এখনও রাজা নামে কথিত ও রাজবংশীয় বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন। ইহারা এখন নেপালরাজের জায়গীরদার মাত্র। এই সকল রাজার ৪।৫ হাজার হইতে ৪।৫ লক্ষ টাকা আয় আছে। ইহাদের সকলেরই স্ব স্ব অস্ত্রধারী অনুচর আছে। এই অনুচর সংখ্যা কাহারও ৪।৫ শত আর কাহারও ৪০।৫০ জন মাত্র।

জুমলারাজ্যের পরই এখন দোতি রাজ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার রাজধানীর নাম দোতি (দ্যুতি) বা দীপৈৎ (দীপ্তি)। এই রাজ্যে লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত অধিক। দোতি নগরটী কর্ণালী-নদীর শ্বেত-গঙ্গা নামক শাখার বামতীরে এবং

বেরেলি সহর হইতে ৪২॥০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ছইদল পদাতি ও কএকটী কামান আছে।

তৎপরে সুলিয়ানা। অযোধ্যাসীমান্তে এই নগরে নেপালী-স্কন্ধাবার আছে। লক্ষ্ণৌ হইতে ইহা ৬০ ক্রোশ উত্তরে। সুলিয়ানা সহরের ২৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে পেন্তানা সহর। এই সহরে নেপালীদের শেলখানা ও বারুদখানা আছে। এ প্রদেশে সোরা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সুলিয়ান-মঢ়ী নামে বিখ্যাত উপত্যকা রাপ্তীনদীর উভয়তীরে বিস্তৃত।

২ মধ্য উপত্যকা বা গণ্ডক-অববাহিকা প্রদেশ—

নেপালীরা অতি প্রাচীনকাল হইতে এই প্রদেশ পরিজ্ঞাত। তাহারা ইহাকে সপ্তগণ্ডকী উপত্যকা বলে। সপ্তগণ্ডকী অর্থে গণ্ডকনদের উপাদানস্বরূপ সাতটী উপনদী। এই সাতটী নদীই ধবলগিরি ও গোসাঞিথান-শিখরের চিরতুষারক্ষেত্রে উৎপন্ন। নদী সাতটীর নাম,—ভরিগর, নারায়ণী বা শালগ্রামী, শ্বেত-গণ্ডকী, মরস্যাংগড়ী (মৎস্যাজ্‌দি), ধরমড়ী, গণ্ডী ও ত্রিশূলগঙ্গা। ইহার মধ্যে ভরিগর ও নারায়ণী; শ্বেতগণ্ডকী ও মরস্যাংগড়ী; ত্রিশূলগঙ্গা, ধরমড়ী ও গণ্ডীনদী একত্র মিলিত হইয়া পুনরায় তিনটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। তৎপরে যে স্থানে মিলিত হইয়া গণ্ডকনাম ধারণ করিয়া সোমেশ্বর পর্ব্বতের এক পথ দিয়া বিহারে প্রবেশ করিয়াছে, সেই স্থানটীকে ও সেই গিরি-পথকে ত্রিবেণী বলে। ত্রিশূলগঙ্গার উৎপত্তিস্থলের নিকট ক্ষুদ্র বৃহৎ ২২টী হ্রদ আছে। ইহার মধ্যে গোসাঞি-থানশিখরে গোসাঞিকুণ্ড বা নীলথিয়ৎ (নীলকণ্ঠ) কুণ্ডই বৃহৎ এবং এই হ্রদের নামানুসারে সমস্ত পর্ব্বতটীকে গোসাঞি-থান বলে। এই হ্রদের মধ্য হইতে এক ঈষৎ নীলবর্ণ ডিম্বাকৃতি পর্ব্বতখণ্ড উত্থিত হইয়াছে। এই শিখর জল ভেদ করিয়া উঠে নাই বরং জলপৃষ্ঠ হইতে এক ফুট নিম্নেই আছে। স্বচ্ছজল বলিয়া তাহা অতি স্পষ্ট দেখা যায়। সেই পর্ব্বত-খণ্ডই নীলকণ্ঠ মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তিরূপে পূজিত হইয়া থাকেন। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে এখানে অসংখ্য যাত্রী আসিয়া, স্নান করে ও নীলকণ্ঠের পূজা দেয়। এ পথ যেমন দুর্গম তেমনই ভয়াবহ। এই কুণ্ডের উত্তরতীরে একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতচূড়স্থ তিনটী খাদ হইতে তিনটী নির্ঝরিণী নিঃসৃত হইয়াছে। ঐ তিনটীর জলধারা ত্রিশফিট্ নিম্নে পতিত হইয়া আর একটী হ্রদে সঞ্চিত হইতেছে। এই ত্রিধারার নাম ত্রিশূল-ধারা। কথিত আছে সমুদ্রমন্থনকালে বিষপানের পর শিব বিষের জ্বালায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া হিমালয়ের এই তুষার-ক্ষেত্রে জলান্বেষণে আসেন। এখানে জল না পাইয়া পর্ব্বতগাত্রে ত্রিশূলাঘাত করায় এই তিন নির্ঝরিণীর উৎপত্তি হইয়াছে। তৎপরে মহাদেব নিম্নে শুইয়া এই ত্রিধারা পান করেন এবং এই শয়নস্থানে গোসাঞিকুণ্ড বা নীলকণ্ঠ হ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে।

হ্রদগর্ভস্থ ডিম্বাকৃতি প্রস্তরখণ্ডই সেই শয়িত মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া গণ্য হয়। তীর্থযাত্রীরা বলে হ্রদতীরে দাঁড়াইয়া দেখিলে দেখা যায়, যেন ভগবান্ নীলকণ্ঠ সর্প শয্যায় হ্রদগর্ভে শুইয়া আছেন। মিঃ ওল্ড্‌ফিল্ড্ অনুমান করেন, এই শিখরোপম প্রস্তরখণ্ড বহু পূর্ব্বে কোন হিম-শিলার সহিত স্খলিত হইয়া হ্রদ গর্ভে ঐরূপ ভাবে পড়িয়া জড়ীভূত হইয়া রহিয়াছে। এই তীর্থ-স্থানে একটী ক্ষুদ্র প্রস্তরময় বৃষ ও দেড় ফুট্ উচ্চ নরগ মূর্ত্তি ভিন্ন আর কোন প্রতিমূর্ত্তি নাই। কএকটী স্তম্ভও আছে, পূর্ব্বে তাহাতে এক বৃহদ্ঘণ্টা ঝুলান থাকিত। এখন সে ঘণ্টা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত গোসাঞিথান পর্ব্বতে আর কোথাও শিবমূর্ত্তি বা তল্লিঙ্গের চিহ্ন নাই। এই হ্রদে আসিবার পথে চন্দনবাড়ী গ্রামের নিকট এক ফুট উচ্চ এক প্রস্তরখণ্ড গণেশপ্রতিমা বলিয়া পূজিত হয়। এই গণেশকে "লৌড়ী গণেশ" বলে। এই গোসাঞি-কুণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিয়া গণ্ডকের পূর্ব্ব উপনদীর নাম ত্রিশূল-গঙ্গা। সূর্য্যকুণ্ড নামক হ্রদের উত্তরাংশ হইতে ত্রিশূল-গঙ্গার আর এক উপনদী বেত্রবতীর উৎপত্তি হইয়াছে। এই সূর্য্যকুণ্ড হইতেই টাড়ী বা সূর্য্যবতী নদীও বহির্গত হইয়াছে। দেবীঘাট নামক স্থানে সূর্য্যবতী ত্রিশূলগঙ্গায় মিশিয়াছে। এই দেবী ঘাট নয়াকোট (নবকোট) নামক এক উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। ইহাও তীর্থ স্থান। এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দেবী ভৈরবীর মন্দির নবকোট সহরে আছে, কিন্তু প্রতিবৎ-সর তুষার গলিয়া গেলে, যখন এখানে লোক আসে, তখন উভয় নদীর সঙ্গমস্থলে লম্বা লম্বা তক্তা এবং স্তূপীকৃত পর্ব্বত-রাশি দ্বারা এক মন্দির প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ঐ দেবীর পূজা হইয়া থাকে। কথিত আছে, দেবীর প্রতিমা পূর্ব্বে এই স্থানেই ছিল, শেষে স্বপ্নাদেশে নবকোটে স্থানান্তরিত হয়। টাড়ী বা ত্রিশূলগঙ্গার স্বভাবতঃ বেগ এত বেশী এবং বর্ষা-কালে উহা এত বাড়ে যে, উহার উভয় পার্শ্ব প্রায়ই ভাঙ্গিয়া যায়। এই জন্যই দেবী স্বপ্নাদেশে আপনার প্রতিমা অন্যত্র স্থানান্তরিত করান। গণ্ডক-অববাহিকা যে চব্বিশটী ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত বা পূর্ব্বে যে চব্বিশীরাজ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ঘর্ঘরা-অববাহিকার অন্তর্গত বাইশী রাজ্যাধিপতি জুমলারাজের অধীন ছিল; সেই রাজ্যগুলির নাম—টানাহুং, গুলকোট, মালীভূম, শতহুং, গড়হুং, পোখরা, ভড়কোট, রেসিং, ঘেরিং, ধোয়ার, পাল্পা, বেতুল, তানসেন, গুলমি, পশ্চিম নবকোট, খচি বা খঞ্চি, ইস্মা, ধরকোট মুষিকোট, (পশ্চিম), খিলি, সলিয়ানা, বিঘা, পৈসোন, লাইজন,

নং, কফি, লমজুং ও প্রথন। এ গুলি এখন গোর্খা রাজ্যের অন্ত নির্বিষ্ট হইয়াছে। গোর্খারা সমস্ত গণ্ডক-অববাহিকাকে মালাভূম, খচি, পালপা ও গোর্খা এই চারি ভাগে বিভাগ করিয়া লইয়াছে। মালিভূমপ্রদেশ ঠিক্ ধবলগিরির নিয়ে ভরিগর নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার রাজধানী বিনি-সহর নারায়ণী নদীতীরে অবস্থিত। খচি প্রদেশ মালিভূমের দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। পাল্পা প্রদেশ বিশেষ বিস্তৃত না হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিভাগ। ইহা ইংরাজরাজ্য গোরক্ষপুর জেলার সীমান্তে অবস্থিত। ইহার উত্তরে নারায়ণী নদী। ইহার নিয়ে গোরক্ষপুরের ঠিক উত্তরে "বেতুল খাস" নামক তরাই প্রদেশ অবস্থিত। এই তরাই অযোধ্যার অন্তর্গত তুলসীপুর হইতে গণ্ডক নদের পশ্চিমে পালি সহর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। শাল-বনে পর্ব্বতের নিম্নপ্রদেশ ও দক্ষিণাংশ পরিব্যাপ্ত। পশ্চিম নব-কোট বিভাগ গণ্ডক নদের পশ্চিমে অবস্থিত। ইহা পাল্পা প্রদেশেরই এক অংশ। বর্ত্তমান গোর্খাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ রাজপুতগণ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমানকর্তৃক বিতাড়িত হইলে প্রথমে এই প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। পরে তাঁহারা শ্বেত-গণ্ডকী তীরে লমজুং প্রদেশে উঠিয়া যান। পাল্পা নগরই প্রধান সহর। বেতুল ও গুলমি সহর দুইটীও প্রসিদ্ধ। পাল্পা নগর হইতে ২॥০ ক্রোশ পূর্ব্বে তানসেন সহর অবস্থিত। এখানে পাল্পা প্রদেশের সেনা-নিবাস আছে। এখানে একটী দরবার, বাজার এবং টাকশাল আছে। এই টাকশালে তাম্রমুদ্রা প্রস্তত হয়। পাল্পা প্রদেশে গুরাংজাতীয় লোকেরা নানাবিধ কার্পাস বস্ত্র প্রস্তত ও তাহার ব্যবসা করে।

গোর্খারাজ্য গণ্ডক-অববাহিকার পূর্ব্বোত্তর অংশে ত্রিশূল-গঙ্গা এবং মরস্যাংগড়ী নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। রাজ-ধানী গোর্খা নগর হনুমানবনজঙ্গ্ পর্ব্বতের উপর ধরমড়ী নদী তীরে কাঠমাণ্ডু নগর হইতে নবকোটের রাস্তা দিয়া এই সহর ১৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। গোর্খা প্রদেশের পশ্চিম দক্ষিণাংশে পোখরা উপত্যকা। এই উপত্যকার প্রধান সহর পোখরা শ্বেত-গণ্ডকী নদীতীরে অবস্থিত। এই সহরটী বৃহৎ। ইহার লোক সংখ্যাও বেশী। এই স্থানের তাম্র দ্রব্যের ব্যবসায় প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতিবৎসর এক মেলা হয়, তাহাতে সমস্ত পোখরা উপত্যকার উৎপাদিত শস্য এবং তাম্র দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়। নেপাল উপত্যকা হইতে পোখরা উপত্যকা অনেক বড়। এখানে অনেকগুলি হ্রদ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদটী এত বড় যে প্রদক্ষিণ করিতে দুই দিন লাগে। এই সকল হ্রদের অধিকাংশই বড় গভীর, ইহাদের তীর হইতে জল-পৃষ্ঠ প্রায় ১০০।২০০ ফিট্ নিয়ে, সুতরাং কৃষিকার্য্যে এ সকল হ্রদে কোন উপকার হয় না। পাল্পা ও বেতুল প্রদেশের মধ্যে গণ্ডক নদের পশ্চিমতীরে গোল্‌তালী-মড়ী নামক উপত্যকা এবং গণ্ডকের পূর্ব্বে চিতবন বা চৈতন-মড়ী নামক উপত্যকা এবং ইহার উত্তরে মকবন বা মাধনমড়ী নামক উপত্যকাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। চিতবন উপত্যকায় রাপ্তী নদী প্রবাহিত। ইহা ভীম-ফেড়ী নামক স্থানের কিছু পূর্ব্বে শিশপাণি পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া সোমেশ্বর পর্ব্বতের উত্তরে গণ্ডক নদে মিশিয়াছে। এই নদীর উপরেই হেটবারা সহর। চিতবন উপত্যকায় বৃহৎবৃক্ষের বন অপেক্ষা বৃহৎ ঘাসের জঙ্গলই বেশী। এই সকল জঙ্গলে গণ্ডারই অধিক। পশ্চিম ও মধ্য উপত্যকার সমস্ত প্রধান সহরের মধ্য দিয়া একটী বড় রাস্তা আছে। এই রাস্তা কাঠমাণ্ডু হইতে নবকোট, গোর্খা, টানাহুং (উত্তরে এক শাখা দ্বারা লমজুং), পোখরা, শতহুং, তানসেন, পাল্পা (দক্ষিণে এক শাখা দ্বারা বেতুল), গুল্‌মি, পেস্তানা ও সালিয়ানা হইয়া দোতি (দীপৈৎ) পর্য্যন্ত গিয়াছে। দোতি হইতে জগরকোট ও জুমলা পর্য্যন্ত এক শাখা আছে।

৩ পূর্ব্ব উপত্যকা বা কুশী-অববাহিকা প্রদেশ—এই অববাহিকা সাধারণতঃ "সপ্তকৌশিকী" বলিয়া খ্যাত। মিলঞ্চী বা ইন্দ্রাণী, ভুটিয়া-কুশী, তাম্বা (তাম্র) কুশী, লিখু, দুধকুশী, অরুণ এবং তামোর বা তাম্বর নামে সাতটী উপ-নদীর যোগে কুশী বা কৌশিকী নদীর উৎপত্তি। এই সাতটী নদী তুষারক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় সমান্তর ভাবে প্রবাহিত হইয়া বর্ষক্ষেত্র বা বড়ছত্র নামক স্থানে সকল গুলি একত্র হইয়াছে, পরে কুশী বা কৌশিকী নামে প্রবাহিত হইয়া ইংরাজরাজ্য পূর্ণিয়া জেলায় গিয়া রাজমহল পর্ব্বতের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিয়াছে। মিলঞ্চী বা ইন্দ্রাণী নদী ভুটিয়া-কুশীর সহিত মিলিত হইয়াছে। তাম্বাকুশী লিখু ও দুধকুশী এই তিনটী সঙ্কোশী (স্বর্ণকুশী) নদীতে মিলিত হইয়াছে। তৎ-পরে এই দুই যুক্তনদী এবং অরুণ ও তাম্বোর বড়ছত্রঘাটে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। অরুণ নদীদ্বারা কুশী-অববাহিকা প্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত। অরুণ দক্ষিণতীরে দুধকুশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে ভূখণ্ড তাহা কিরাত-দেশ বলিয়া খ্যাত এবং বাম-তীরের ভূখণ্ডকে লিম্বুয়ানা বলে। এই দুই প্রদেশ আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহান্নটী সুবায় বিভক্ত। প্রত্যেক সুবায় চারি পাঁচ খানি গ্রাম আছে। লিম্বুয়ানা পূর্ব্বে সিকিম-রাজের ছিল, পরে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ কর্তৃক চিরদিনের মত নেপাল রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। এই প্রদেশে বিজাপুরমড়ী উপত্যকায় বিজাপুর সহর একটী প্রসিদ্ধ স্থান।

কুশী-অববাহিকার দক্ষিণে যে তরাই আছে তাহাকেই

প্রধানতঃ নেপাল তরাই বলে, উহা দুইভাগে বিভক্ত জঙ্গল তরাই ও প্রকৃত তরাই।

নেপালের তরাই।

নেপাল তরাই পশ্চিমে ওরেকানদী হইতে পূর্ব্বে মিচিনদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বিস্তার প্রায় ১১০ ক্রোশ। ইহার উত্তরে চেরিয়াঘাটী পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে ইংরাজরাজ্য পূর্ণিয়া, ত্রিহুত, চম্পারণ প্রভৃতি জেলার সীমান্তে উভয়রাজ্যের সীমানিরূপক স্তম্ভাবলী আছে। যেখানে কুশীনদী নেপাল তরাই ছাড়াইয়া ইংরাজরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তথায় নেপাল-তরাইএর বিস্তার কেবল ৬ ক্রোশমাত্র, অন্যত্র গড়ে ১০ ক্রোশ হইবে। এই দশক্রোশবিস্তৃত জমী লম্বালম্বী দুইভাগে বিভক্ত। উত্তরাংশে অর্থাৎ চেরিয়াঘাটী পর্ব্বতমালার দক্ষিণে গণ্ডকতীর হইতে কুশীতীর পর্য্যন্ত স্থানকে ভবর বা শালবন বলে। বিশৌলিয়া নামক স্থানের পশ্চিম হইতে শালবনের বিস্তার ক্রমশই অল্প হইয়া গিয়াছে। এই বনে লোকাবাস নাই বলিলেই হয় কেবল নদীর কূলে যেখানে কৃষিক্ষেত্র হইয়াছে, সেই খানেই এক একখানি কুটীর কোথাও বা ক্ষুদ্রগ্রামের মত দেখা যায়। শালবনে শাল, শিশু, দেবদারু প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ জন্মে। চেরিয়াঘাটী পর্ব্বতমালার উপরে ঐ সকল গাছ খুব বড় বড় হয়। গণ্ডক ও মিচিনদীর মধ্যে বাঘমতী বা বিষ্ণুমতী, কমলা, কুশী ও কোনকাই নদীই প্রধান। কুশীব্যতীত অন্য সমস্ত নদীই তরাইএর মধ্যে গ্রীষ্মকালে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। কতকগুলি নদী গ্রীষ্মকালে পর্ব্বতগাত্রে অতি ক্ষীণ ভাবে প্রবাহিত বনমধ্যে ভূগর্ভে লুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু বন পার হইয়া আবার তাহাদিগকে প্রবাহিত হইতেও দেখা যায়। কিন্তু বর্ষাকালে এ সকল নদীর প্রবাহ সর্ব্বত্র সমানভাবে ও বেগে বহিতে থাকে।

নেপাল-তরাইয়ের দক্ষিণাংশে অর্থাৎ শালবনের দক্ষিণাংশে প্রকৃত তরাই-ভূমি অবস্থিত। ওরেকা হইতে কমলা নদী পর্য্যন্ত এই তরাইয়ের বিস্তৃতি অধিক এবং কমলা হইতে কুশী পর্য্যন্ত ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কুশীর পূর্ব্বে মিচি পর্য্যন্ত তরাই প্রদেশকে মোরঙ্গ্ দেশ বলে, ইহার বিস্তার ২৸০ ক্রোশের অধিক কোথাও নাই। এই সমস্ত তরাই প্রদেশ নেপালরাজের অশাসিত। এখানকার শাসনকর্ত্তা থন্তাবন্ধ নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। উহা বিশৌলিয়ার কএক ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। ইহার অধীনে দুই দল সেনা সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে। প্রকৃত তরাই ৪টী জেলায় বিভক্ত, ১ বড়া, ও পারসা, ২ রোচত, ৩ শলয়-সপ্তারি ও ৪ মোহতারি। গণ্ডকের ক্রোড়স্থ প্রথম জেলার মধ্য দিয়াই কাঠমাণ্ডুর রাস্তা গিয়াছে। বিশৌলিয়ার নিকটবর্ত্তী পারসা নামক স্থানে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন সিলবী পরাভূত হন, তাঁহার দুইটী কামান শত্রুহস্তগত হয়। রোচত জেলা পারসার সীমা হইতে বাঘমতী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যামিনী নদীর তীরে রোচত জেলার সীমায় বাঘমতী হইতে ৭৷০ ক্রোশ পশ্চিমে সিমরৌন নগরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এই প্রশস্ত স্থান বহু বিস্তৃত ও গভীর বনাচ্ছাদিত, ঐতিহাসিক উদ্দেশে ইহা পরিষ্কৃত হওয়া উচিত। এই ধ্বংসাবশিষ্ট স্থানে প্রাচীন মিথিলারাজ্যের রাজধানী ছিল। সে কালে মিথিলারাজ্য পূর্ব্বপশ্চিম হইতে গণ্ডক এবং উত্তরদক্ষিণে নেপালের পর্ব্বতমালা হইতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে মিথিলারাজ নান্যদেব কর্ত্তৃক সিমরৌন্-নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩২২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ গায়স্উদ্দীন্ তোগলক নান্যপবংশীয় হরিসিংহদেবকে পরাজিত করিয়া সিমরৌন্ নগর ধ্বংস করেন। হরিসিংহদেব নেপালে পলাইয়া যান এবং নেপাল জয় করিয়া তথায় রাজা হন। বাঘমতীর তীরে বাহারবার গ্রাম অতি স্বাস্থ্যপ্রদ ও শুষ্ক স্থান। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম নেপালযুদ্ধে মেজর ব্রাডশ এই স্থানই প্রথম আক্রমণ ও জয় করেন।

শলয়সপ্তারি জেলা বাঘমতী হইতে কমলা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই জেলার সীমান্তে প্রাচীন নগর জনকপুরের ভগ্নাবশেষ আছে। মোহতারি জেলা কমলা হইতে কুশী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কুশীর দক্ষিণতীরে সীমান্তের নিকট ভাঙ্গরবা নামক স্থানে সেনাবাস আছে। কুশীর পূর্ব্ব হইতে মিচি নদী পর্য্যন্ত তরায়ের নাম মোরঙ্গ্, বড় সমতল দেশ। এই দেশের ভূমি কর্দ্দমময়, জলবায়ু ম্যালেরিয়াপূর্ণ। তরাইয়ের মধ্যে এই দেশ সর্ব্বাপেক্ষা অস্বাস্থ্যকর। নদীগুলির জলও অতিশয় দূষিত, এমন কি অনেক গুলিই বিষাক্ত। মোরঙ্গ্ ব্যতীত তরাইয়ের অন্যত্র ভূমি অতি উর্ব্বরা এবং সকল শস্যেরই উপযোগী, ইক্ষু, অহিফেন ও তামাকও হইতে পারে। কুশীর পশ্চিমাংশের জঙ্গলে হস্তীর সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। মোরঙ্গে এখন বেশী হাতী পাওয়া যায়, তবে পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে।

নেপাল-উপত্যকা।

গোসাঞিথান পর্ব্বতের অন্তর্গত ধৈবঙ্গ পর্ব্বতের ঠিক দক্ষিণে সপ্তগণ্ডকী ও সপ্তকৌশিকীর মধ্যে যে উচ্চ উপত্যকা প্রদেশ বর্ত্তমান, তাহারই নাম নেপাল-উপত্যকা। এই উপত্যকা ত্রিকোণাঙ্গ, ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্বপশ্চিমে ১০ ক্রোশ এবং উত্তরদক্ষিণে বিস্তার ৭½ ক্রোশ। এই উপত্যকার পশ্চিমে ত্রিশূলগঙ্গা নদী, পূর্ব্বে মিলাঞ্চি বা ইন্দ্রাণী নদী। উপত্যকার চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতবেষ্টিত, তন্মধ্যে উত্তরে ধৈবঙ্গ পর্ব্বতমালার

শিবপুরী, কাকনি, পূর্ব্বে মহাদেব-পোখরাশিখর, দেবচোকা (দেবচোয়া), পশ্চিমে নাগার্জ্জুন পর্ব্বত এবং দক্ষিণে শেষপাণি পর্ব্বতমালায় চন্দ্রগিরি, চম্পাদেবী এবং ফুলচোকা (ফুলচোয়া) প্রভৃতি পর্ব্বতশিখরই ঠিক সীমাস্বরূপে অবস্থিত। নেপাল উপত্যকাই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫০০ ফিট্ উর্দ্ধে অবস্থিত। নেপাল উপত্যকার চতুস্পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতশিখর বর্ত্তমান থাকায় ইহার চতুর্দ্দিকেই আরও কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকা আছে, সেগুলি প্রাকৃতিক ব্যবধানসত্বেও নেপাল উপত্যকার সহিত একত্র গণ্য হইয়া থাকে। এই সকল উপকণ্ঠ উপত্যকাগুলির মধ্যে দক্ষিণপশ্চিমে চিৎলঙ্গ উপত্যকা (বাঘমতীর উপনদী পানৌনী কর্ত্তৃক বিধৌত)। পশ্চিমে ধূনা ও কালপু উপত্যকা (ত্রিশূলগঙ্গার উপনদীদ্বয় ধূনা ও কালপু দ্বারা বিধৌত), উত্তরে নবকোট উপত্যকা (তৎপার্শ্বস্থ টাড়ী, লিখু ও সিন্দুরা নামক ত্রিশূলগঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর উপত্যকা সকল, তত্তন্নামী নদী দ্বারা বিধৌত) এবং পূর্ব্বে বনেপা উপত্যকা (স্বর্ণকুশী নদীর উপনদীদ্বারা বিধৌত) এই কএকটী উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত উপত্যকায় প্রবেশের গিরিপথ আছে।

নেপালের গিরিমালা।

নেপাল উপত্যকার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালা বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই সমস্ত পর্ব্বতশিখর পরস্পর সংযুক্ত থাকায়, গিরিপথ ও নদীধারা ব্যতীত অন্য কোনদিক্ হইতে এই উপত্যকায় প্রবেশ করা যায় না।

উত্তরস্থ শিবপুরীপর্ব্বত আট হাজার ফিট্ উচ্চ। ইহার শিখরদেশ শাল ও সিন্দুরবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন এবং অন্যান্য পর্ব্বত অপেক্ষা স্থূলদেহ।

পশ্চিমস্থ কাকনি পর্ব্বতের সহিত শিবপুরী পর্ব্বতের যোগ আছে। উভয়ের মধ্যে 'সঙ্ লা' নামক গিরিপথ বিদ্যমান। কাকনি পর্ব্বত ৭ হাজার ফিট্ উচ্চ।

পূর্ব্বোত্তরস্থ মণিচূড় পর্ব্বতের সহিতও শিবপুরী-শিখরের যোগ আছে, তবে কোন গিরিপথ নাই, পর্ব্বত-দেহই ঘুরিয়া গিয়াছে। মণিচূড়ের চূড়াও ৭ হাজার ফিট্ উচ্চ।

উপত্যকার ঠিক পূর্ব্বে মহাদেব-পোখরা-শিখর বর্ত্তমান। ইহাও প্রায় ৭ হাজার ফিট্ উচ্চ। ইহার সহিত পূর্ব্বোত্তর-কোণস্থ মণিচূড়পর্ব্বতের যোগ আছে। উভয় শিখরের মধ্যে অল্পোচ্চ পর্ব্বতমালা বিস্তৃত।

দক্ষিণপূর্ব্বে ফুলচোয়া বা ফুলচোক পর্ব্বত জঙ্গলময় ও বহুদূর বিস্তৃত। ইহার উচ্চতা ৮ হাজার ফিট্। মহাদেব-পোখরা-শিখরের দিকে ইহা হইতে রাণীচোয়া নামে একটী শিখর বহির্গত হইয়াছে। এই দুই পর্ব্বতের মধ্য দিয়া বনেপা উপত্যকায় যাইবার গিরিপথ বর্ত্তমান। পশ্চিম দিকে এই পর্ব্বত হইতে মহাভারতশিখর নামে এক পর্ব্বত বাঘমতী নদীর কূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ফুলচোয়া পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শিখরে সুন্দর সিন্দুরবনের মধ্যে দেবী ভৈরবী ও মহাকালের মন্দির আছে। এই দুই হিন্দুমন্দিরের নিকট বৌদ্ধদিগের মঞ্জুশ্রীর মন্দিরও আছে। এই পর্ব্বত হইতে নেপাল উপত্যকার সমতল ক্ষেত্র এবং হিমালয়ের তুষারাবৃত শিখরের অতি সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়।

উপত্যকার ঠিক দক্ষিণে পূর্ব্বোক্ত মহাভারতশিখর বিস্তৃত, ইহারই পশ্চিম সীমা দিয়া বাঘমতী নদী নেপাল উপত্যকা হইতে বাহির হইয়াছে। চতুর্দ্দিকস্থ পর্ব্বতবেষ্টনীর মধ্যে এই নদী-খাত ব্যতীত আর কোথাও অবচ্ছেদ নাই।

দক্ষিণপশ্চিমে চন্দ্রগিরি পর্ব্বত ৬ হাজার ৬ শত ফিট্ উচ্চ। ইহার পূর্ব্বাংশকে হাতীবন বলে। এই স্থানে বাঘমতী প্রবাহিত। চন্দ্রগিরির দক্ষিণপূর্ব্বস্থ শিখরের নাম চম্পাদেবী।

উপত্যকার ঠিক পশ্চিমে মহাভারত পর্ব্বতের পূর্ব্বে ইন্দ্রস্থান শিখর অবস্থিত। ইহা ঠিক পর্ব্বতশিখর নহে। ইহার পৃষ্ঠদেশ কতকটা কুব্জাকার এবং নেপাল উপত্যকা হইতে ১০০০।১৫০০ ফিট্ উচ্চ। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ইহার পশ্চিমস্থ দেবচোয়া বা দেবচোক পর্ব্বতের অংশ। ইন্দ্রস্থান গভীর বনাকীর্ণ। ইহার দক্ষিণ ভাগে উচ্চ স্থানে একটী অল্পগভীর হ্রদ ও তাহার তীরে দুইটী মন্দির আছে। এখানে হস্তিপৃষ্ঠে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। ইন্দ্রস্থান পর্ব্বতের উপর কেশপুর ও চব্বর নামক দুই সহর আছে। ইহার পূর্ব্বাংশ থানকোটের নিম্নে আর একটী উপত্যকা-চন্দ্রগিরির পাদমূলে অবস্থিত। এই দেবচোয়া-পর্ব্বত নাগার্জ্জুন, মহাভারত ও ফুলচোয়া পর্ব্বতের সহিত সংযুক্ত।

পশ্চিমোত্তরে নাগার্জ্জুন পর্ব্বত ৭ হাজার ফিট্ উচ্চ। ইহার উপরে অতি উত্তম কাষ্ঠোৎপাদক গভীর বন আছে। পূর্ব্বাভিমুখে এই পর্ব্বত হইতে স্বয়ম্ভুনাথ ও বালাজী নামক দুই শিখর বহির্গত হইয়াছে। এই দুই শিখর উপত্যকার অন্তর্দ্দিকে বিস্তৃত হওয়ায় উপত্যকায় ডিম্বাকৃতি সীমা রেখা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। নাগার্জ্জুনপর্ব্বত দক্ষিণে দেবচোয়া পর্ব্বতের সহিত এবং উত্তরে কাকনি পর্ব্বতের এক অল্পোচ্চ শিখরের সহিত সংযুক্ত।

এই কয় পর্ব্বত নেপাল উপত্যকার ঠিক সীমান্তে অবস্থিত। এতদ্ভিন্ন উত্তরপূর্ব্বকোণে তীরবন্দী ও কুমারপর্ব্বত নামে দুটী শিখর অবস্থিত, তীরবন্দী পর্ব্বত নেপাল উপত্যকার

নিকটবর্ত্তী সকল পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ। ইহার সর্ব্বোচ্চ শিখরকে কোলিয়া পর্ব্বত বলে। উহা উপত্যকাভূমি হইতেও ৪ হাজার ফিট্ উচ্চ। ইহার সহিত পূর্ব্বদিকে কাকন্নি পর্ব্বতের যোগ আছে। এতদুভয়ের মধ্যে যে গিরিপথ তাহা ৬ হাজার ফিট্ ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই দুই পর্ব্বতের উত্তরে নবকোট উপত্যকা এবং পশ্চিমে কালপু নদীর উপত্যকা।

কুমার, ভীরবন্দী, কাকন্নি, শিবপুরী, মণিচূড় ও মহাদেবপোখরা এই ছয় পর্ব্বত ত্রিশূলগঙ্গা হইতে ইন্দ্রাণীর তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও জিবজিবিয়া (গাঁসাক্রিথানের দক্ষিণস্থ) পর্ব্বতমালার সহিত সমান্তরভাবে অবস্থিত। চন্দ্রগিরি, ফুলচোয়া, মণিচূড়া, শিবপুরী, নাগার্জ্জুন প্রভৃতির উত্তরাংশ সকল গম্ভীর বনাচ্ছন্ন এবং চিতাবাঘ, ভালুক ও বন্য শূকরের আবাস স্থান।

নেপাল-উপত্যকার পূর্ব্বাবস্থা।

হিন্দুদিগের মতে এই উপত্যকা বহুকাল পূর্ব্বে একটী ডিম্বাকৃতি অতি বৃহৎ ও গভীর হ্রদরূপে ছিল। ঐ সমস্ত পর্ব্বত সেই হ্রদের তীর হইতেই উঠিয়াছিল।

বৌদ্ধেরা বলেন, মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বই এই বৃহৎ হ্রদের জল নিঃসারণপূর্ব্বক ইহাকে সুন্দর বাসযোগ্য উর্ব্বরা উপত্যকায় পরিণত করিয়াছেন। তিনি নিজ তরবারি দ্বারা কোটবার নামক এক পর্ব্বতশিখর কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া সেই পথে জলরাশি বাহির করিয়া দেন। ফুলচোয়া ও চম্পাদেবী পর্ব্বতের মধ্যে যে খাদ দিয়া বাঘমতী প্রবাহিত, প্রবাদ এই যে সেই খাদই মঞ্জুশ্রী ঐরূপে করিয়াছিলেন। মঞ্জুশ্রীর উপাখ্যান পরিত্যাগ করিলেও এই উপত্যকাই যে এক সময়ে জলময় ছিল ও প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে বহুকালে উপত্যকায় পরিণত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাস করা যায়। এই উপত্যকার আকার অসমডিম্বাকৃতি।

উপত্যকার নদী।

বাঘমতী—শিবপুরী পর্ব্বতের উপরে উত্তরদিকে বাঘদ্বার নামক স্থানে একটী নির্ঝর হইতে উৎপন্ন হইয়া শিবপুরী ও মণিচূড়ের মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া শিবপুরী পর্ব্বতের উপরে গোকর্ণ নামক তীর্থস্থানের নিকট শিয়ালমতী বা শিবা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে বাঘমতী দক্ষিণাভিমুখে প্রাচীন বৌদ্ধক্ষেত্র কেশচৈত্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। তৎপরে গক্কেশ্বরী খাদের মধ্য দিয়া আসিয়া পশুপতিনাথ ক্ষেত্রের প্রায় তিন দিক্ বেষ্টন করিয়া দক্ষিণপশ্চিমমুখে রাজধানী কাঠমাণ্ডুর নিকটে আসিয়াছে। কাঠমাণ্ডু ইহার দক্ষিণতীরে ও পাটন নগর ইহার বামতীরে অবস্থিত। তৎপরে দক্ষিণমুখে এক খাদ বাহিয়া চব্বর নামক প্রাচীন নগরের নিকট দিয়া চন্দ্রগিরিপর্ব্বতমূলে বিস্তৃত হইয়া চম্পাদেবী ও মহাভারতশিখরের মধ্যে ফিরফিঙ্গ পর্ব্বতের নিম্নস্থ খাদ দিয়া নেপাল উপত্যকা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এখানকার বৌদ্ধেরা বলে, গোকর্ণের নিকটস্থ খাদ, গক্কেশ্বরী খাদ, চব্বরের নিকটস্থ খাদ ও ফিরফিঙ্গ পর্ব্বতের নিম্নস্থ খাদ মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের তলবারি আঘাতে উৎপন্ন। শিবমার্গী নেবার ও অন্যান্য হিন্দুরা উহাদের উৎপত্তি বিষ্ণুর প্রতি আরোপ করিয়া থাকে। বিষ্ণুমতী, ধোবিকোলা বা রুদ্রমতী, মনোহরা ও হনুমানমতী এই চারিটী বাঘমতীর প্রধান উপনদী। বিষ্ণুমতীর অপর নাম কৃষ্ণবতী, ইহা শিবপুরী পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে বড় নীলকণ্ঠ হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিষ্ণুনাথ নামক গ্রামের নিকট পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া উপত্যকায় প্রবেশ করিয়াছে। এখান হইতে দক্ষিণমুখে নাগার্জ্জুনপর্ব্বতের মূল ঘুরিয়া বালাজী ও স্বয়ম্ভুনাথ নামক তীর্থ স্থানের বাম দিক্ দিয়া কাঠমাণ্ডু নগরের পশ্চিমাংশে উপস্থিত হইয়াছে। তৎপরে নগরের কিছু নিম্নে দক্ষিণে বাঘমতীর সহিত মিলিত হইয়াছে। দুই নদীর সঙ্গম স্থলে অনেক গুলি মন্দির ও একটী বৃহৎ ঘাট আছে। এই স্থানে শবদাহ মৃতের পক্ষে বড় পুণ্যপ্রদ বলিয়া সকলে এই স্থানেই শব দাহ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে। বাঘমতী ও বিষ্ণুমতীর উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী উপাখ্যান আছে। বৌদ্ধেরা বলে, যখন ক্রকুচ্ছন্দ নামক চতুর্থ মানব বুদ্ধ তীর্থদর্শনোদ্দেশে নেপালে আসিয়া শিবপুরীপর্ব্বতে উপস্থিত হন, সেই সময়ে তাঁহার কয়েক জন অনুচর স্থানের শোভা দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণে স্বীকার করে এবং সেই স্থানে চিরকাল বাস করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। তাহাদিগের অভিষেকের জন্য ক্রকুচ্ছন্দ কোথাও জল পাইলেন না। তখন দেবশক্তির আরাধনা করিয়া এক পর্ব্বতগাত্রে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রবেশ করাইয়া দিলেন। সেই ছিদ্র দিয়া দৈববলে একটী নির্ঝরিণী ঝরিতে লাগিল। সেই নির্ঝরের ধারাই বারিমতী বা বাঘমতী নামে খ্যাত। তৎপরে সেই জলে অভিষেক হইল। নব বৌদ্ধগণের মুণ্ডনের পর স্তূপীকৃত কেশরাশি প্রস্তরীভূত হইয়া গেল। ইহাই বর্ত্তমান বৌদ্ধতীর্থ কেশচৈত্য। এই সকল কেশের কিয়দংশ বায়ু কর্ত্তৃক অন্যত্র বলে প্রক্ষিপ্ত হওয়ায় তথায় ঐরূপে আর এক জলধারা বহির্গত হইল, উহাই কেশবতী বা বিষ্ণুমতী নদী। সুবর্ণমতী ও বদরী নামে বিষ্ণুমতীর আরও দুইটী উপনদী আছে। ধোবিকোলা বা রুদ্রমতী শিবপুরী পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া কাঠমাণ্ডুর দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে বাঘমতীতে মিলিয়াছে। ইহার তীরে হরিগাঁও ও দেবপাটন। মনোহরা বা

মনোমতী মণিচূড় পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া পাটন নগরের সম্মুখে বাঘমতীতে পড়িয়াছে।

হনুমানমতী মহাদেবপোখরা পর্ব্বতের এক হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া ভাটগাঁও নগরের দক্ষিণ দিয়া কংসাবতী নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া চাঙ্গনারায়ণের নিম্নে মনোহরার সহিত মিলিত হইয়াছে।

কৃষি।

নেপালের চাষবাস এবং উদ্ভিজ্জাদির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি তৎস্থানের জলবায়ু ও হেমন্তাদি ষড়্‌ঋতুর উপর নির্ভর করে। এই রাজ্যের সকল স্থান সমতল না হওয়ায় এবং স্থানে স্থানে উপত্যকাদি উচ্চ ও নিম্নভূমি থাকায়, এখানকার প্রকৃতির বিলক্ষণ বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়। হিমালয়ের ক্রমনিম্ন প্রদেশে ও নেপালের পার্ব্বতীয় উপত্যকাদিতে সুমিষ্টফল ও আহারোপযোগী শাকসবজী প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। জলবায়ুর গুণানুসারে পর্ব্বতাংশের কোন কোন স্থানে সুদীর্ঘ বংশ (বাঁশ) ও বড় বড় বেতগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য অংশে কেবলমাত্র সুন্দরীবৃক্ষ ও দেবদারুগাছের সংখ্যাই অধিক। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে পিচ, আখরোট, তুতফল, গৌরীফল (Rashberry) প্রভৃতি সুমিষ্টফলের গাছও জন্মিতে দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়গুলির উপত্যকাভূমিতে যেখানে গ্রীষ্মের প্রাখর্য্য অধিক সেই সকলস্থানে সুপক্ক আনারস ও ইক্ষু এবং অপরাপর স্থানে যব, গম, কাঙনি প্রভৃতির বিস্তৃত চাষ হইয়া থাকে। এখানে শীতকালে কমলানেবু জন্মে। পর্ব্বতাদি উচ্চভূমিতে বর্ষাকালে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ায়, সময়ে সময়ে ফলাদি ছাজিয়া নষ্ট হইয়া যায়।

পক্ষান্তরে এই বৃষ্টিতে মৃত্তিকা সিক্ত হওয়ায় গ্রীষ্ম ঋতুতে ধান, মকা ও অন্যান্য শস্যের চাষে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে। এখানকার অনেকানেক জমিতে ঋতুভেদে বৎসরের মধ্যে তিনবার চাষ হইয়া থাকে। শীতকালে যে জমিতে গম, যব, সরিষা ও ফুলান প্রভৃতির চাষ হয়, বসন্তের প্রারম্ভে সেই সকল ভূমি পুনরায় কর্ষিত হইয়া মূলা, লশুন (রশুন) ও আলু প্রভৃতি রোপিত হয়, আবার বর্ষাকালে ঐ সকল ক্ষেত্রে ধান, মক্কা, বা মরিচ বপন করা হয়। পর্ব্বতে ঢালু গাত্রসমূহ সিঁড়ির আকারে অনেক উচ্চ স্থান পর্য্যন্ত কাটিয়া, যে সকল সমতলভূমি পাওয়া গিয়াছে, তাহার নানাস্থানেই মটর, কলাই, ছোলা গম ও যবাদি দৃষ্ট হয়। এখানে সরিষা, মঞ্জিষ্ঠা, ইক্ষু ও এলাচী প্রচুর জন্মে। যেখানে এলাচীগাছ জন্মে, সেখানে বেশ জল থাকা চাই, তাহা না হইলে ফসল উত্তম হয় না।

চাউল নেপালবাসী সকলেরই খাদ্য। এই কারণে রাজ্যের সকল স্থানেই এক এক রকম ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ নিম্ন ও জলসিক্ত ভূমিতেই ধান্য উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন নেপালে আরও নানা প্রকার চালের চাষ হয়, তাহাকে নেপালীরা 'ঘিয়া' বলিয়া থাকে। এই সকল ধান্য পরিপক্ব হইতে গ্রীষ্ম বা বর্ষার প্রয়োজন হয় না। পর্ব্বতোপরি অতি উচ্চ ও শুষ্কস্থানে এই ধান্য জলের বিনা সাহায্যে উৎপন্ন ও পরিপক্ব হয়। পর্ব্বতোপরি জমির পারিপাট্যের জন্য লাঙ্গল বা অন্য কোন যন্ত্রের আবশ্যকতা নাই। নেপালীরা কায়িক পরিশ্রমে হস্তদ্বারাই জমিকে শস্যবপনোপযোগী করিয়া লয়। জমির উর্ব্বরতা সম্পাদনের নিমিত্ত তাহারা গৃহাদির আবর্জ্জনা, গোবর ও একপ্রকার নীলামাটি ছড়াইয়া সার দেয়। নেপালের তরাইনামক স্থানে চাউল, অহিফেন, শ্বেত সরিষা, তিসি, তামাকু এবং উষরের প্রভৃত চাষ হইয়া থাকে। এই প্রদেশের চারিদিকে খাল ও পর্ব্বতনিঃসৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী প্রবাহিত থাকায় এখানে কখনই জলাভাব হয় না।

এই তরাই প্রদেশের বন-বিভাগে শাল, শ্বেতশাল, পিয়াশাল, খদির, শিশুবৃক্ষ, কৃষ্ণকাষ্ঠ, কালিকসেট, মুলতা, শুনী, বট (বড়) এবং 'ভন্ন' (এই গাছ আমাদের দেশের বাবলাগাছের মত শক্ত; ইহাতে উত্তম উত্তম গাড়ির চাকা ও 'ধুরা' প্রস্তুত হয়) তুলা, ডুমুর ও গঁদ উৎপাদনকারী বৃক্ষসকল স্থানেই দেখা যায়।

পর্ব্বতের উপরিস্থ বনে সুন্দরী, তিলপত্র, মন্দার, পাহাড়ীকাঁঠাল, কণ্ডরু, তালীসপত্র, মণ্ডল, শৃঙ্গাট (পানিফল), আখরোট, চম্পক, শিরীষ, দেবদারু ও ঝাউ প্রভৃতি বৃক্ষই প্রধান। এতদ্ব্যতীত খাদ্যোপযোগী খোবানী, পিয়ারা ও চা এবং অঙ্গাদিসৌষ্ঠবের জন্য নানাজাতীয় সুগন্ধবিশিষ্ট পুষ্পবৃক্ষও দেখিতে পাওয়া যায়।

জমি হইতে কৃষকের সাহায্যে নানাজাতীয় শস্য ও উদ্ভিজ্জাদি উৎপন্ন হইলেও এখানকার মৃত্তিকায় নানা প্রকার কন্দ ও ওষধিলতা বা ছোট ছোট গাছগাছড়া জন্মিয়া থাকে। এখানকার তিক্তাস্বাদযুক্ত এবং সুগন্ধবিশিষ্ট বৃক্ষাদির নির্য্যাস হইতে নানাপ্রকার রং প্রস্তুত হয়। উহা নেপালীদিগের বড়ই আদরের জিনিস।

'জীয়া' নামক একপ্রকার গাঁজাগাছের পাতার রস হইতে 'চরস' উৎপন্ন হয়। ইহা সেবনে মাদকতা বৃদ্ধি করে। এ দেশে ইহাই 'নেপালী চরস' নামে খ্যাত। নেবারীরা উক্ত জীয়াগাছের নীরস পত্রগুলি কুটিয়া তাহাতে সূতার আঁশের মত একপ্রকার পদার্থ বাহির করে এবং তাহা বুনিয়া একজাতীয় সূক্ষ্মবস্ত্র নির্ম্মাণ করে।

ভূতত্ত্ব।

নেপালের পার্ব্বতীয় অংশ হইতে যে সমস্ত মূল্যবান্ প্রস্তর ও অপরিস্কৃত ধাতু পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বেশ অনুমান হয় যে, নেপালের কোন কোন অংশে লুপ্তখনি বিদ্যমান আছে। মৃত্তিকার অল্প নিম্ন হইতে তাম্র, লৌহ প্রভৃতি খনি দেখা গিয়াছে। তাম্র উৎকৃষ্ট হইলেও এখানকার লৌহ অন্যান্যস্থান অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এখানে প্রচুর পরিমাণে গন্ধক পাওয়া যায়, তাহা নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

নেপালে যে সকল বিভিন্ন প্রকারের মিশ্রিত ও অপরিস্কৃত খনিজ পদার্থসমূহ পাওয়া যায়, তাহার বিশেষ আলোচনা করিলে জানা যায়, যে ঐ সকল মিশ্রিত পদার্থে অনেক মূল্যবান্ ধাতুর অংশ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত এখানে নানাজাতীয় প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মার্বেল, শ্লেট, চুণাপাথর এবং লাল ও পীতবর্ণের প্রস্তরগুলিই উল্লেখযোগ্য।

গোর্খা প্রদেশের নিকটে একপ্রকার স্বচ্ছ কুন্তল (Crystal) প্রস্তর পাওয়া যায়, উহা উত্তমরূপে কাটাইলে হীরকের ন্যায় উজ্জ্বলতাসম্পন্ন হয়। এখানকার মাটি এত উৎকৃষ্ট যে কিছুকাল পরে তাহা প্রায় সিমেণ্টের মত দৃঢ় হইয়া যায়।

বাণিজ্য।

নেপাল রাজ্যের বাণিজ্য সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে, দেখিতে হইবে, কোন্ কোন্ রাজ্যের সহিত নেপালবাসীদিগের ব্যবসা সম্বন্ধে বিশেষ সংস্রব আছে। হিমালয় পর্ব্বতের অপর-পারস্থিত তিব্বতদেশ এবং দক্ষিণস্থ ইংরাজাধিকৃত ভারত-সাম্রাজ্য, এই উভয়ের সহিত তাহাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা লক্ষিত হয়। তিব্বতদেশে যাইতে যদিও অনেক গুলি গিরিপথ আছে, কিন্তু সকল গুলিই প্রায় তুষারাবৃত। কেবল কাঠমাণ্ডু নগরের উত্তরপূর্ব্বদিক্ দিয়া যে পথটী কুশী নদীর উপনদী ধরিয়া সীমান্তবর্ত্তী নীলম্ বা কুটী নামক আড্ডা পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহা উচ্চে প্রায় ১৪০০০ ফিট্ এবং অপর যে পথটী (৯০০০ ফিট্ উচ্চ) গণ্ডক নদীর পূর্ব্বাভিমুখী স্রোত অতিবাহন করিয়া সীমান্তে কিরঙ্গ গ্রামের পার্শ্ব দিয়া তাড়ম্ গ্রামের সন্নিকটে সান্‌পু নদীতীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এই দুইটী পথ ধরিয়াই নেবারীরা সাধারণতঃ তিব্বত-রাজ্যে গমনাগমন করে। পণ্য-দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য বিশেষরূপ যানবাহনাদি নাই ; এক-মাত্র পার্ব্বতীয় ছাগ ও ভেড়ার পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া এই সকল পথে যাওয়া যায় ; অশ্ব বা শকটাদি লইয়া এরূপ দুর্গম পথে যাইবার উপায় নাই। তিব্বত হইতে পশমী শাল ও এক প্রকার পশম-নির্ম্মিত মোটা কাপড়, লবণ, সোহাগা, মৃগনাভি, চামর, হরিতাল, পারদ, স্বর্ণরেণু, শুর্ম্মা, 'মঞ্জিঠ' (মঞ্জিষ্ঠা), চরস, নানাপ্রকার ঔষধি ও শুষ্ক ফলাদি নেপালে এবং তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী ইংরাজাধিকৃত রাজ্যসমূহে আমদানী হইয়া থাকে। অপর পক্ষে নেপাল হইতে তাম্র, পিত্তল, লৌহ ও কাংস্যনির্ম্মিত তৈজসাদি, বিলাতীকাপড়, লৌহজাত দ্রব্যাদি, ভারতোৎপন্ন কার্পাসবস্ত্রাদি, সুগন্ধি মসলা, তামাকু, সুপারি, পাণ, নানা ধাতু এবং মূল্যবান্ প্রস্তরাদি তিব্বতে রপ্তানি হয়।

নেপালীরা ভারতের সহিত যে ব্যবসা বাণিজ্য করে, তাহা প্রায়ই নেপাল-সীমান্ত হইতে ১০০ মাইলের অন্তর্ভুক্ত সকল হাট বাজারে আসিয়া থাকে। নেপাল হইতে ভারতের স্থানে স্থানে যে সমস্ত পণ্য দ্রব্য রপ্তানী হয়, তাহার উপর নেপাল-রাজ শুল্ক ধার্য্য করিয়া দিয়াছেন ; ঐরূপ ভারত হইতে যাহা নেপালে আমদানী হয়, তাহা হইতে কর আদায় করা হইয়া থাকে। এইরূপে শুল্কলব্ধ অর্থ সমস্তই রাজকোষে গৃহীত হইয়া থাকে। রাজার আদেশে, দেশবাসীর সৌখিনতা ও বিলাসিতার জন্য যে সকল দ্রব্য নেপালে নীত হয়, তাহার উপর অধিক শুল্ক নির্দ্ধারিত আছে, কিন্তু স্বদেশীয়ের আবশ্যকানুরোধে যে সকল বস্তু আমদানী হয়, তাহার উপর রাজা অল্প পরিমাণে কর লইয়া থাকেন। এই সকল শুল্ক আদায়ের জন্য প্রত্যেক হাটে এবং ভিন্ন দেশে লইয়া যাইবার প্রত্যেক পথে এক একটী কুতঘর স্থাপিত আছে। কখন কখনও এই কুতঘরের কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ঠিকাদার অথবা মহাজন-দিগকে নিলাম করিয়া দেওয়া হয়। তামাকু, এলাচ, লবণ, পয়সা, হস্তিদন্ত ও চকোর-কাষ্ঠ প্রভৃতি নেপাল গবর্মেণ্টের একচেটিয়া ব্যবসা। এই ব্যবসা-পরিচালনের জন্য রাজপরিবার-ভুক্ত অথবা রাজকৃপাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। এতদ্ভিন্ন সকল দ্রব্যেই অপরাপর লোকের অধিকার আছে, কিন্তু সকলেই শুল্ক দিতে বাধ্য। এই শুল্ক দ্রব্যের গুরুত্ব, বোঝা বা সংখ্যানুসারেই গ্রহণ করা হইয়া থাকে।

কাঠমাণ্ডু হইতে যে পথে নেপালজাত দ্রব্যসমূহ ভারত-বর্ষে নীত হয়, তাহা সিগৌলী হইতে রাজধানী কাঠমাণ্ডুর অভিমুখে প্রথমে নেপাল-সীমান্তে রাক্‌সুল গ্রাম অতিক্রম করিয়া সত্রাবাসা, হাতোরা, ভীমফেড়ী ও থানকোট নগর দিয়া রাজধানীতে পৌঁছিয়াছে। পূর্ব্বে এই পথ দিয়া চম্পারণ-জেলার মধ্য দিয়া পাটনা নগরে আসিত, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সিগৌলী পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তার হওয়ায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই সকল সুবিধা সত্ত্বেও এখানকার দুর্গমপথে দ্রব্যাদি লইয়া বড় কষ্টে পড়িতে হয়। কোথাও বলদ, কোথাও ঘোড়া বা শকটাদির সাহায্যে এবং স্থান বিশেষে কুলীর সাহায্যে আসিতে হয়। সিগৌলী হইতে কাঠমাণ্ডু পর্য্যন্ত যে রাস্তা

গিয়াছে, তাহা প্রায় ৯২ মাইল। স্থানীয় নদী বা স্রোতাদিতে কেবল মাত্র শাল ও অন্যান্য চকোর কাষ্ঠ ভাসাইয়া আনা হয়।

চাউল ও অন্যান্য শস্য, তৈলকর বীজ, ঘৃত, টাট্টুঘোড়া, গো-মেষাদি, শীকারীর জন্য শিকরে পক্ষী, ময়না পক্ষী, শাল প্রভৃতির চকোর, অহিফেন, মৃগনাভি, চিরতা, সোহাগা, মঞ্জিষ্ঠা, তারপিন্‌তৈল, খদির, পাট, চর্ম্ম, ছাগলের লোম, শুঁট, এলাচী, লঙ্কা, হলুদ এবং চামরের জন্য চামরী-গোর ল্যাজ প্রভৃতি নানাদ্রব্য ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরে আমদানী হয় এবং এখান হইতে তুলা, তুলানির্ম্মিত সূতা, কার্পাসবস্ত্র (দেশী ও বিলাতী), পশমী কাপড়, শাল, বাড়ন, ফ্লানেল, রেশম, কিংখাপ বা বুটীদার চিকণ কাপড়, কারুকর্ম্মযুক্ত ঝালর বা জরির পাড়, চিনি, মরিচাদি মসলা, নীল, তামাকু, সুপারী, সিন্দুর, তৈল, লাক্ষা, লবণ, সরু চাউল, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, তাম্র ও তাহার পাত, পিত্তলের অলঙ্কার, মালা, আরসী, শীকারের জন্য বন্দুক ও বারুদ এবং দার্জ্জিলিঙ্গ ও কুমায়ুন হইতে 'চা' প্রভৃতি দ্রব্য নেপালে রপ্তানী হইয়া থাকে। যেরূপ চম্পারণ দিয়া পাটনা নগরে যাইবার পথ আছে, সেইরূপ দ্বারবঙ্গ জেলায় মীর্জাপুর নগরে এবং পূর্ণিয়া জেলায় মীরগঞ্জ নগরে নেপাল হইতে দ্রব্যাদি লইয়া যাইবার জন্যও দুইটী রাস্তা আছে।

বাণিজ্যার্থ উৎপন্ন দ্রব্য।

নেপালের সকল জাতির মধ্যে নেবারগণ অধিক পরিশ্রমী। নেবারেরা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পরিশ্রম করিতে সমর্থ। নেবারী স্ত্রীলোক এবং পর্ব্বতবাসী মগরজাতীয় পুরুষগণ কার্পাসবস্ত্র-বয়নে বিশেষ পটু। ইহারা সাধারণতঃ আপনাদের পরিধানের উপযুক্ত এক প্রকার মোটা কাপড় বোনে এবং অন্যান্য দেশে রপ্তানীর জন্য তাহারা আর এক রকমের বস্ত্র নির্ম্মাণ করে। সাধারণ লোকে গাত্রাচ্ছাদনের জন্য এক প্রকার পশমনির্ম্মিত কম্বল ব্যবহার করে, এ কম্বল ভুটীয়াগণ বুনিয়া থাকে। নেপাল-রাজগণ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যে সকল পোষাক ও পরিচ্ছদ পরে, তাহা চীন, য়ুরোপ প্রভৃতি নানাস্থান হইতে এখানে আনীত হয়। স্বদেশজাত মোটা কাপড়ের উপর তাঁহাদের বিশেষ স্পৃহা দেখা যায় না।

নেবারী-পুরুষগণ লৌহ, তাম্র, পিত্তল ও কাংস্য হইতে নানাবিধ তৈজসাদি নির্ম্মাণ করে। পাটন ও ভাতগাঁও নগরে এই সকল ধাতুর বিস্তৃত কারবার আছে। এখানে সুন্দর সুন্দর ঘণ্টা তৈয়ারী হয়।

ইহারা কতকাংশে ছুতারের কার্য্যও করিতে পারে। কাষ্ঠাদি কাটিবার জন্য ইহারা প্রায় করাতের ব্যবহার করে না, বাস ও বাঁটালি দ্বারাই তাহা সম্পন্ন করিয়া লয়। ইহারা এক প্রকার চারাগাছের ছাল হইতে মোটা রকম কাগজ প্রস্তুত করে। ঐ গাছের নাম 'জেকু' বা 'মহাদেব কা ফুল' (Daphne)। প্রথমে গাছের ছাল কোন পাত্রে রাখিয়া গরম জলে সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হইলে তাহা একটী খলে ঢালিয়া কুটিয়া লয়। যতক্ষণ না ঐ কাথ ময়দা-তালের মত হয়, ততক্ষণ ঐরূপ করিতে থাকে, পরে যথানিয়মে উহা জলে গুলিয়া ছাঁকনী দিয়া ছাঁকিতে হয়। ইহার পর খাঁকৃরি ফেলিয়া দিয়া নির্ম্মল অংশ কাপড়ে ধরিয়া রাখে। ক্রমে জল ঝরিয়া গেলে ঐ পদার্থ একখানি সমান কাঠের উপর ঢালিয়া শুকাইয়া লয় ও সেই সঙ্গে শাঁক বা কোন মসৃণ কাষ্ঠের সাহায্যে উহা ঘসিয়া চিক্কণ করে। কালী নদীর তীরবর্ত্তী ভুটিয়ারাও এইরূপে কাগজ তৈয়ার করিয়া থাকে। কাঠমাণ্ডুতে তিন সের কাগজের দাম সিক্কা সতের আনা। কোন বস্তু বাঁধিবার পক্ষে এই কাগজে বিশেষ সুবিধা হয়, কারণ ইহা অতি দৃঢ়।

নেপালীরা চাউল ও অন্যান্য শস্য হইতে সুরাসার এবং গম, মউয়া ফুল, ও চাউল হইতে মদ্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। তাহারা এই মদ্যকে 'রুকসী' বলিয়া থাকে। ইহা সুমিষ্ট, অন্যান্য মদ্যের ন্যায় ইহার তীব্রমাদকতাশক্তি নাই।

প্রচলিত মুদ্রা।

নেপালে বর্ত্তমান সময়ে যে মুদ্রা প্রচলিত আছে এবং সময়ে সময়ে যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে ঐ সকল মুদ্রার কিরূপ দাম, তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

পূর্ব্বপ্রচলিত মুদ্রা	তাহার দাম
স্বর্ণ	
আশ্‌রফি	২০৲ টাকা
পাটলে	৮।/০ আনা
সুকা	৪৩/৮ পাই
সুকী	২/৪ পাই
আনা	১৲৮ পাই
দাম	।২ পাই
রৌপ্য-মুদ্রা	
রুপী	৩/৪ পাই
মোহর	।৩/৮ পাই
সুকা	৶৪ পাই
সুকী	/৮ পাই
আনা	৻১০ পাই
দাম	৻৫ পাই

তাম্র-মুদ্রা

পয়সা	২ পাই
দাম	||০ অৰ্দ্ধ পাই

এখন নেপালে যে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত তাহার নাম মোহর। বাঙ্গালায় ইংরাজ-প্রচলিত মুদ্রায় উহার দাম ছয় আনা আট পাই। কিন্তু এরূপ মুদ্রার আর প্রচলন নাই, কেবলমাত্র গণনার জন্ত আবশ্যক হয়। বর্ত্তমান সময়ে নেপালে যেরূপ মুদ্রাঙ্কণ হইতেছে, তাহা এইরূপে বিভক্ত—

৪ দামে	১ পয়সা
৪ পয়সায়	১ আনা
১৬ আনায়	১ মোহরী-রূপী

এতদ্ভিন্ন এখানে আরও তিনটী বিভিন্ন প্রকারের তাম্রমুদ্রা প্রচলিত দেখা যায়। ইংরাজাধিকৃত বরাইচ হইতে চম্পারণ পর্য্যন্ত স্থানসমূহে যে চৌকা তাম্রমুদ্রা দেখা যায়, তাহাকে আমাদের দেশে টিপুলে পয়সা বলে; কিন্তু উহা সাধারণে ভুটীয়া বা গোরখপুরী পয়সা নামে পরিচিত। ৭৫টী ঐরূপ পয়সার মূল্য আমাদের এক টাকার সমান, কিন্তু নেপালীরা ঐ পয়সায় এত অভ্যস্ত যে তাহারা এইরূপ ৮টী পয়সার স্থলে ইংরাজ প্রচলিত পয়সা লইতে হইলে ৯ টীর কম গ্রহণ করে না। এই সকল টিপুলে পয়সা নেপাল রাজ্যের পাল্‌পা জেলায় অন্তর্গত তানসেন গ্রামের টাঁকশালে নির্ম্মিত হয়।

এই রাজ্যের পূর্ব্বে এবং উত্তর-পূর্ব্বাংশ এক প্রকার কাল মুদ্রা প্রচলিত আছে, উহা লোহিয়া-পয়সা নামে খ্যাত; ইহাতে লৌহমিশ্রিত থাকায় উহার দামও অল্প। এইরূপ ১০৭টী পয়সার সহিত আমাদের টাকার দামের তুলনা হইতে পারে। লোহিয়া পয়সা প্রস্তুতের জন্ত পূর্ব্বদিকৃস্থ পর্ব্বতশ্রেণীতে অনেকগুলি টাঁকশাল আছে, তন্মধ্যে থিকা-মেকৃছা গ্রামের টাঁকশালটী উল্লেখযোগ্য। এখনও চম্পারণ ও পূর্ণিয়া দিয়া ঐ সকল মুদ্রা উত্তরবিহারে আসিয়া থাকে।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় যে নূতন পাত্‌লা তাম্র মুদ্রা প্রচলিত হয়, তাহা গোলাকার। উহা কলের সাহায্যে নির্ম্মিত এবং তাহার উপর রাজার নামও অঙ্কিত। এই নূতন মুদ্রার প্রচলন হওয়াতে রাজধানী মধ্যে লোহিয়া-মুদ্রার চলন একবারে রহিত হইয়াছে। মুদ্রাঙ্কণের জন্ত কাঠমাণ্ডু নগরে একটী স্বতন্ত্র টাঁকশাল আছে।

পূর্ব্বে নেপাল রাজ্যে যে সকল রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহা বর্ত্তমান মুদ্রা অপেক্ষা বড়। এই রাজ্যের দক্ষিণস্থ সকল স্থানেই নেপালী মোহরের পরিবর্ত্তে ইংরাজী টাকা প্রচলিত হইয়াছে। ইংরাজ-প্রচলিত নোটেরও কতক আদর হইতেছে। কাঠমাণ্ডু সহরে এই নোটের বিশেষ আদর, কারণ টাকার লেন-দেনে নোট থাকিলে তাহা হইতে শতকরা কিছু লাভ পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান সময়ে নেপালে যে রৌপ্য মুদ্রা প্রচলিত আছে, তাহার এক পৃষ্ঠে রাজা সুরেন্দ্রবিক্রম সাহ দেব ও ত্রিশূল এবং অপর দিক গোরখনাথ, মধ্যে শ্রীভবানী ও ত্রিপত্র অঙ্কিত আছে। বেণ্ডল সাহেব লিখিয়াছেন যে, নেপালে প্রাপ্ত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মুদ্রা হইতে স্থানীয় প্রাচীন ইতিহাসতত্ত্বের অনেক বিষয় জানিতে পারা যায় *। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালের মুদ্রা হইতেই ঐতিহাসিক সময় নিরূপণে ও রাজগণের নাম নির্ণয়ে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে †।

তৌল ও ওজন।

এই রাজ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, অন্যান্ত ধাতু, শুষ্ক ও জলীয় পদার্থ ওজন ও তাহার পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্ত যে সমস্ত বাটখরা বা মাপ প্রচলিত আছে, তাহা পরপর লিখিত হইল।

স্বর্ণ		রৌপ্য	
১০ রতি বা লালে	—১ মাষা	৮ রতি বা লালে	—১ মাষা
১০ মাষায়	—১ তোলা	১২ মাষায়	—১ তোলা

তাম্র ও পিত্তলাদি ধাতুর মাপ।

৪॥০ তোলায়	—১ কুণবা
৪ কুণবায়	—১ টুকনী বা পোয়া
৪ টুকনীতে	—১ সের

৩ সেরে—১ ধারণী = একধারণীর ওজন ইংরাজী এভর্ড্‌পয়েস্ ৫ পাউণ্ড

শুষ্ক দ্রব্যাদির মাপ		তরল পদার্থাদির পরিমাণ
২ মনায়	—১ কুড়বা	৪ চীয়াতে—১ চৌথাই।
৪ কুড়বায়	—১ পাথী	২ চৌথাইয়ে—১ আধ্-টুকনী।
২০ পাথীতে	—১ মুড়ী	২ আধ-টুকনীতে—১ টুকনী।
১ পাথি = ইংরাজ এভর্ড্‌পয়েসে ৮ পাউণ্ড		৪ টুকনীতে—১ কুড়বা = ১ সের
		৪ কুড়বায়—১ পাথী।

সময়-নিরূপণ।

বর্ত্তমান কালে ধনবান্ নেপালীমাত্রেই য়ুরোপ হইতে আনীত ঘটিকাযন্ত্রের সাহায্যে সময়াদি নিরূপণ করিলেও, পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবাসীর অনুকরণে তাহাদিগের মধ্যে সময়-নিরূপণের জন্ত যে পরিমাণ আছে তাহা এই;—

৬০ বিপলে	—১ পল
৬০ পলে	—১ ঘড়ি = ২৪ মিনিট।
৬০ ঘড়ীতে	—১ দিন বা ২৪ ঘণ্টা

* Zeitschrift der deutschen morgeulandischen Gesellschaft, 1882. p. 651.

† Bendall's Catalogue of Buddhist Manuscripts Cambridge. Intro. XI.

প্রভাত সময়ে যখন হস্তের লোম অথবা গৃহাদি ছাতের উপরিস্থ খোলা স্পষ্টরূপে গণিতে পারা যায়, ঠিক সেই সময় হইতেই ইহাদের দিবসের আরম্ভ কাল।

প্রাচীন সময়ে নেপালীরা একটী তামার হাঁড়ীর তলায় ছিদ্র করিয়া, উহা কোন একটী পাত্রস্থিত জলের উপর ভাসাইয়া দিত। ঐ হাঁড়ীর গাত্রে এরূপ ভাবে ছিদ্রটী কাটা যে, তলদেশস্থ জল অল্পে অল্পে হাঁড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, হাঁড়ীকে পাত্রস্থ জলমধ্যে ডুবাইতে প্রায় এক ঘড়ী সময় লাগিত। এইরূপ প্রত্যেক বার পূরণ ও নিমজ্জন লইয়া এক এক ঘড়ী সময় নিরূপিত হয়। আমাদের দেশে পূজাদির সময় যেরূপ কাংস্য নির্ম্মিত গোলাকার ঘড়ির ব্যবহার আছে, পরে সেইরূপ ঘড়ীর সাহায্যে এক দুই ক্রমে দিনমানে লক্ষিত হইয়া সাধারণে সময় জ্ঞাপন করে। ইহাদের মধ্যে দিবা ও রাত্রি চারি ভাগে বিভক্ত। প্রথম প্রভাত হইতে পূর্ব্বাহ্ণ কাল পর্য্যন্ত, তাহার পরে ঘড়ির অঙ্ক পুনরায় এক হইতে আরব্ধ হইয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে। ঐরূপ নিয়মে সন্ধ্যার পর হইতে মধ্যরাত্র এবং তৎপরে পরদিন প্রভাত পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে চলিয়া আইসে; কিন্তু আমাদের দেশে দিনরাত্র দুই ভাগে বিভক্ত;— যথা মধ্যরাত্র হইতে মধ্যাহ্ন অর্থাৎ বেলা ১২টা এবং ১টার পর হইতে পুনরায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত।

জাতি-তত্ত্ব।

পর্ব্বত-শ্রেণী দ্বারা এই দেশ বহুধা বিচ্ছিন্ন হইলেও রাজ্যমধ্যে অনেকগুলি উপত্যকার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল উপত্যকাভূমিতে নানাবিধ পার্ব্বতীয় জাতির বাস দেখা যায়, তাহারা এখানকার আদিম অধিবাসী মধ্যে গণ্য। কালীনদীর পূর্ব্বস্থিত উপত্যকাসমূহে, যে কয়টী প্রধান প্রধান জাতির বাস আছে তাহাদের নামই উল্লেখযোগ্য। (১) মগর জাতি--ভেরী ও মৎস্যেন্দ্রী বা মৎস্যাব্দ্রী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতময় প্রদেশে ইহাদের বাস। ইহারা অত্যন্ত সাহসী, সৈনিকবৃত্তির দ্বারা ইহারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। (২) গুরঙ্গ জাতি—উক্ত মগর জাতির বাসভূমি হইতে হিমালয়ের তুষারাবৃত স্থানপর্য্যন্ত সমুদয় পর্ব্বত-খণ্ডে ইহাদের বাস। (৩) নেবার জাতি—কাঠমাণ্ডু উপত্যকার 'নে' নামক প্রদেশের আদিম অধিবাসী। নেপালের কৃষি প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইলেও, এই জাতীয় সকলেই ধনহীন। এই উপত্যকা ভূমির পূর্ব্বদিকস্থ পার্ব্বত্য ভূমিতে (৪) লিম্বু বা যাক্-থুম্বা ও (৫) কিরাতী বা খোম্বো জাতির বাস। (৬) লেপ্চা জাতি—সিকিম ও দার্জ্জিলিঙ্গ বিভাগের পশ্চিমপার্শ্বে ও নেপালের পূর্ব্বসীমান্তে বাস করে। (৭) ভূটিয়া জাতি—লিম্বু, কিরাতী ও লেপ্চাজাতির বাসভূমির উত্তরস্থ পর্ব্বতের উপত্যকাদিতে এবং তিব্বতসীমান্ত পর্য্যন্ত স্থানসমূহে এই জাতির বাস দেখা যায়। ভূটিয়াদিগের মধ্যে 'লো' নামক স্থানবাসীগণ লোক্পা এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী জাতি ঢুক্পা নামে খ্যাত। হিমালয়ের অপর পারে তিব্বত সমীপদেশে ভোটিয়া জাতির বাসভূমে রাংবো, সিয়েনা বা কাঠভোটিয়া, পলু-সেন, খা-সেন, সর্প প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতির বাস আছে। এতদ্ভিন্ন নিম্নতর উপত্যকাদিতে এবং নেপালের 'তরাই' প্রদেশে (৮) কুশবার, (৯) দেনবার ও (১০) হায়ু, বোটিয়া (ইহারা ভূটিয়া হইতে স্বতন্ত্র) দুরে বা দহরী, ত্রামু, বোক্সা, চেপাং, কুসুন্দা, থারু প্রভৃতি জাতির বাস আছে। এতদ্ব্যতীত (১১) সুনবার ও (১২) মুর্শ্মি বা তমর নামে আরও দুইটী বিভিন্ন জাতি আছে।

কালী বা সারদা নদীর পশ্চিমাংশে কুমায়ুন প্রদেশে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজপুতনা হইতে গোর্খা জাতি এখানে আসিয়া বাস করে। ইহাদের ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে পাঁড়ে ও উপাধ্যায় এবং ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে খুশ ও পপ্পা নামে থাক দেখা যায়। এখন নেপালের সমস্ত জাতির উপর ইহারাই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। [গোর্খা দেখ।]

ইংরাজ-রাজ অনুমান করেন যে, সমগ্র নেপালে প্রায় কুড়ি লক্ষ লোকের বাস, কিন্তু নেপালী-রাজ-দরবারের তালিকায় হইতে জানা যায় যে, এখানকার লোক সংখ্যা বাহান্ন লক্ষ হইতে ছাপান্ন লক্ষের মধ্যে। নেপালে কোন কালে আদম্-সুমারী না হওয়া, প্রকৃত জন সংখ্যা নিরূপণ করা বড়ই কঠিন।

পূর্ব্বোক্ত আদিমজাতি সত্ত্বেও এখানে বোধনাথ ও স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরের সন্নিকটে ভূটান ও তিব্বতবাসী জাতির বাস আছে। কাঠমাণ্ডু উপত্যকায় কাশ্মীরী ও ইরাকী মুসলমান বণিক সম্প্রদায়ের বাস আছে। ইহারা বহু পূর্ব্বকাল হইতেই এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

নেপালে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির সৃষ্টি হওয়ায়, ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক গৃহস্থেরই একজন স্বতন্ত্র পুরোহিত আবশ্যক। এই সকল পুরোহিত, ধর্ম্মযাজক ও গুরু আপনাপন শিষ্য বা যজমানের প্রদত্ত দক্ষিণা, ক্রিয়ালব্ধ দ্রব্যাদি এবং ব্রহ্মোত্তর জমি হইতেই, ভরণপোষণ করিয়া থাকেন ইহাদের মধ্যে রাজ-গুরুই সকলের অপেক্ষা অধিক মাননীয়। রাজ্য মধ্যে তিনি একজন ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি, তাহার বাক্য অমান্য করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। নেপালরাজ প্রদত্ত জমির উপসত্বভোগ ব্যতীত, তিনি দেশবাসীগণের মধ্যে জাতিগত কোন দোষের মীমাংসা করিয়াও বিশেষ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। নেপালীগণ ব্রাহ্মণদিগকে বিশে

ভক্তি করিয়া থাকেন। কোনরূপ পীড়া বা আশু-বিপদ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিয়মও প্রচলিত আছে।

জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ ব্যতীত এখানে দৈবজ্ঞগণেরও বাস আছে। কেহ কেহ পৌরোহিত্য করিলেও দৈবজ্ঞ-বৃত্তিই তাহাদের জাতীয় ব্যবসা। ভবিষ্যৎ কথার উপর নেপালীদের বিশেষ আস্থা আছে, এমন কি এক বিন্দু ঔষধসেবন হইতে যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি দুরূহ কার্য্যে দৈবজ্ঞেরা শুভকাল না নির্ণয় করিয়া দিলে, ইহারা কোন কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করে না।

বৈদ্যজাতি—আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র আলোচনা করাই ইহাদের ব্যবসা। নেপালীরা যেরূপ অবস্থাপন্নই হউন না, প্রত্যেক পরিবারেই এক এক জন বৈদ্য নিযুক্ত থাকে। এখানে সাধারণের উপকারার্থ কোন ঔষধালয় নাই।

যাঁহারা লেখক, (কেরাণী) বা হিসাব-নবিসের কার্য্য করেন, তাঁহারা নেবার-জাতিগত হইলেও বর্ত্তমানকালে তাঁহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন।

এখানে ব্যবহার-জীবের বেশী আদর নাই। পূর্ব্বকার মত আর অরাজকতা লক্ষিত হয় না। সর্ জঙ্গ বাহাদুরের সুশাসনে নেপালীগণ বর্ত্তমান সময়ে আর কোনরূপ কুকার্য্যে রত থাকিতে সাহস করে না। এখানকার যিনি প্রধান বিচারপতি তাঁহার মাসিক বেতন দুইশত টাকা। এ কারণে বিচারককে স্বপক্ষ-সমর্থনের জন্য প্রতিবাদিগণ ঘুষ দিয়াই অধিকাংশ স্থলে অব্যাহতি পান।

বহু পূর্ব্বকাল হইতেই বাঙ্গালাদেশের সহিত নেপালের সংস্রব ছিল, তাহার প্রকৃত ইতিহাস যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই সময় হইতেই নেপালে বাঙ্গালীর বসবাস আরম্ভ হইয়াছিল। ঐ সকল পূর্ব্বতন বাঙ্গালী সম্প্রদায় ক্রমশঃই নেপালী আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিয়া এবং তথাকার প্রচলিত হিন্দু বৌদ্ধ ও পর্ব্বতবাসিগণের আদি ধর্ম্মপ্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া, নেপালরাজ্যবাসী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। উঁহারা ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে বা অন্য কোন কারণে স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া অথবা বাণিজ্যাদি কার্য্যব্যপদেশে, এই পার্ব্বত্যপ্রদেশসমূহে আসিয়া উপস্থিত হন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত জাতিগণ ছাড়াও নেপালের স্থানে স্থানে আরও কএকটী জাতির বাস দেখা যায়। কাঠ-ভূটীয়া জাতির বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতমালায় থকসিয়া ও পাকীয়া নামে অপর দুইটী জাতি আছে; উহারা পরস্পরে মিত্রভাবাপন্ন। নেপালের স্থানে স্থানে পহি বা পধি, বায়ু বা কায়ু, খশ বা খশিয়া, কোলি, ডোম, রাজি, হুরি, গড়বালী, কুনেত, দোগড়া, কক, বম, গক্কর, বর্দ্ধ, সুবেয় (নেপালের পশ্চিমাংশে) এবং দক্ষিণভাগে নেপালের তরাই প্রদেশের সন্নিকটে ও মধ্যভাগে কোচ, বোদো, ধিমাল, কীচক, পল্ল, কুক্ক, দহি বা দরি, বোধপা এবং অবলিয়া-জাতির বাস আছে। এই অবলিয়া জাতির মধ্যে আরও কএকটী থাক আছে; যথা—গরো, দোলথলি, বত্তর বা বোর, কুদি, হাজঙ্গ, ধন্বক, মরহা, অমাৎ, কেত্রাৎ, যামি প্রভৃতি।

যে সকল প্রধান প্রধান জাতির বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে জাতিগত ব্যবসা হইতে যে যে সম্প্রদায় বিশিষ্টআখ্যা লাভ করিয়াছেন এবং সেই সেই ব্যবসাভিধানে যে যে থাকের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার একটী তালিকা দিলাম।

চুনারা (ছুতার), সার্কি (চর্ম্মকার বা চামার), কামি (কামার), সুনার (সেক্‌রা বা স্বর্ণকার), গাইন্ (বাদ্যকর ও গায়েন), ভানর (গায়ক, ইহারা আপনাপন স্ত্রীলোকদিগকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করায়), দমাই (দরজী), আগরী (খননকারী), কুমহল ও কিন্নরি (কুমার), পো (ডোম, ইহারা জল্লাদ ও ঘরামির কার্য্য করে), কুলু (চর্ম্মকার), নায় (কসাই), চমাখল (ধাঙ্গড়, যাহারা ময়লা ফেলে), ডোঙ্গ বা যুগী (বাদ্যকর সম্প্রদায়), কৌ (কামার), ধুসি (ধাতুশোধনকারী), অব (স্থপতি), বালি (কৃষক), নৌ (নাপিত), কুমা (কুম্ভার), সঙ্গতু (ধোবা), তট্টি (দড়ি ও চিতাবস্ত্র নির্ম্মাতা), গথা (মালী), সাবো (জোক বসাইয়া রক্তক্ষরণকারী), ছিপি (বস্ত্রাদি রংকারী), সিকমি (ছুঁতার), দকমি (গৃহাদি-নির্ম্মাতা বা রাজমিস্ত্রী), লোহোঙ্গকমি (পাথরকাটা কামার)।

পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার।

নেপালীদিগের মধ্যে গোর্খাজাতিই বেশভূষা ও অঙ্গ পারিপাট্যে অন্যান্যজাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। গ্রীষ্মকালে সাধারণে সাদা বা নীলবর্ণের কার্পাসবস্ত্র নির্ম্মিত পায়-জামা, কুর্ত্তি বা হাটু পর্য্যন্ত লম্বা চাপকানের মত জামা পরিধান করে। সকলেরই কোমরে কএক হাত লম্বা কাপড়ের কোমর-বন্ধ জড়ান থাকে এবং তাহাতে 'কুকড়ী' নামক নেপালদেশীয় বক্রছোরা সংলগ্ন করিয়া রাখে। শীতের প্রাবল্যে তাহারা পূর্ব্বোক্তরূপ পরিচ্ছদাদি ধারণ করে বটে; কিন্তু তাহাতে তুলা পুরিয়া লয়, যাহারা ধনী, তাহাদের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। তাহারা জামার ভিতরে ছাগলের লোম লেপ দিয়া লয়। মস্তকশোভার জন্য ইহারা শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে। উহা কালরঙ্গের কাপড় ঘেঁসঘেঁস ভাবে জড়ান। সচরাচর তাহার

পাগড়ী বা জরি ও ফিতা বসান মাথার খুলির অনুযায়ী এক প্রকার টুপি মস্তকে ধারণ করে।

নেবারীরা সাধারণতঃ কোমর পর্য্যন্ত কাপড় পরে এবং শীত ও গ্রীষ্মের অল্লাধিক্যে মোটা সূতী বা পশমী কাপড়ের জামা ব্যবহার করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা ব্যবসাদি দ্বারা ধনশালী হইয়াছে এবং যাহারা সচরাচর কার্য্যোপলক্ষে তিব্বত-দেশে গিয়া থাকে, তাহারা চুড়িদার ইজার, চাপকানের ন্যায় লম্বাজামা ও মস্তকে পশমনির্ম্মিত টুপি পরিধান করে। হরসিদ্ধি নামক স্থানে যে সকল নেবারী বাস করে, তাহারা স্ত্রীলোকদিগের ঘাগরার মত অথবা অবধূত-সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় পায়ের গাঁইট পর্য্যন্ত লম্বা আল-খাল্লা ব্যবহার করে। ঐ জামার কোমরের নিকট কোঁচার মত ভাঁজ করা থাকে। ইহাদের মস্তকে সাদা বা কালকাপড়ের টুপি আছে, উহার ভিতরেও তুলা দেওয়া এবং উহার চারি ধার ১ ইঞ্চি উল্‌টান থাকে।

নেপালে আর আর যে সকল জাতি আছে, তাহাদের পরিচ্ছদ প্রায়ই পূর্ব্বোক্ত রূপ, তবে স্থানবিশেষে কিছু মাত্র ইতর-বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বেশভূষায় বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। সকল জাতীয় স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই এক খণ্ড কাপড় লইয়া সম্মুখভাগে ঘাঘরা মত কুঁচি করিয়া পরে। ইহাদের পরিধান প্রথা অতি অপূর্ব্ব। সম্মুখভাগে যে কাপড়ের কুঞ্চিত পাটিসমূহ বিলম্বিত থাকে, তাহা প্রায়ই পদদ্বয় আচ্ছাদিত করিয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করে; কিন্তু পশ্চাদ্ভাগের কাপড় এত ছোট করিয়া ঝুলাইয়া দেয় যে, উহা কখনও হাঁটুর নিম্নে পড়ে না। রাজপরিবারভুক্তা রমণীগণ এবং দেশীয় ধনী ব্যক্তির স্ত্রীকন্যাগণ ঘাঘরার মত কুঁচি করিয়া পরিবার জন্য যে কাপড় ব্যবহার করেন, তাহা লম্বে প্রায় ৬০ হইতে ৮০ গজ। ঐ বস্ত্র মসলিন্ কাপড়ের ন্যায় সূক্ষ্ম। ধনিক-পত্নী কখনই এরূপ দীর্ঘবস্ত্র পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিতে পারেন না। ধনী বা উচ্চ কুলোদ্ভবা রমণীগণ নিজবংশমর্য্যাদা ও সম্ভ্রম-রক্ষার জন্য এরূপ অসামান্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া জনসমাজে আদরণীয় হন।

স্ত্রীলোকগণ সকলেই প্রায় চুড়িদার হাতাবিশিষ্ট জামা এবং 'সাড়ী' (শাল বা জরির উড়ানী) ব্যবহার করে। ভারতের সমতলক্ষেত্রবাসীদিগের মত কখন সর্ব্বগাত্রে, কখনও বা কোমরে জড়াইয়া রাখেন। ইহাদের মস্তক-আবরক কোনরূপ বিশেষ পরিচ্ছদ নাই। নেবার-রমণীগণ তাহাদের চুল মাথার মধ্যভাগে চূড়াকারে বাঁধিয়া রাখে, কিন্তু অন্যান্য স্ত্রীলোক তাহাদের বেণী বিনাইয়া ভুজঙ্গ সদৃশ পৃষ্ঠদেশে লম্বমান করিয়া দেয় এবং তাহার প্রান্তভাগে রেশম বা সূতার ঝুঁটী বাঁধিয়া কেশের শ্রী-সম্পাদন করে।

নেপালী রমণীগণ বড়ই অলঙ্কারপ্রিয়। তাহারা যথাশক্তি আপনাপন অঙ্গশোভার জন্য নানাবিধ আভরণ পরিধান করে। ধনীর স্ত্রী-কন্যা যেরূপ মণিমুক্তাপ্রবালাদি জড়িত এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ধারণ করে; সেইরূপ পাহাড়ীদিগের মধ্যেও আপনাপন সামর্থ্যানুযায়ী গহনাদি দেখা যায়। ধনী ব্যক্তি নিজ পরিবারবর্গের অঙ্গশোভা বৃদ্ধির জন্য মস্তকে (স্বর্ণ বা পিত্তলের) জড়োয়া ফুল, গলায় সোণা বা প্রবালের মালা, হস্তে অঙ্গুরি ও বালা, কর্ণে কর্ণ-ফুল, দুল বা স্বদেশীয় প্রথায় নির্ম্মিত কাণবালা, নাকে নাককড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার সৌখিনতার সৃষ্টি করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অসভ্য ভুটীয়াগণও স্বজাতীয় কামিনীকুলের জন্য সুলেমানী-পাথর, প্রবাল ও অন্যান্য মূল্যবান্ পাথরের মালা বা ভারি চেন-হার, রূপার বৃহদাকার মাদুলী বা তক্তি এবং শাঁকার-বালা প্রভৃতি নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করে।

স্ত্রীলোকমাত্রেই সুগন্ধি-পুষ্পের বিশেষ অনুরাগী। তাহারা শিরশোভাবৃদ্ধির জন্য সর্ব্বদাই মস্তকে ফুল গুঁজিয়া রাখে। কোন পর্ব্বাদি উপস্থিত হইলে, তাহাদের কেশ ও কবরী বিবিধ ফুলসাজে সজ্জিত হয়। স্বাভাবিক কদাচারী হইলেও তাহাদের পুষ্পস্পৃহা অতিশয় অধিক। এই জন্য তাহারা পুষ্প পাইলেই আঘ্রাণের জন্য হাতে করিয়া লয় অথবা প্রকৃতি-সতীর মর্য্যাদা-রক্ষার্থে, তাঁহার অন্যতম নিদর্শনপুষ্পকে মাথায় তুলিয়া, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করে।

রাজপুরুষগণের পরিচ্ছদ প্রথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা মস্তকে জরি ও মণিমুক্তাখচিত এবং উপর পালকের চূড়া শোভিত তাজ, অঙ্গে রেশমের ঝলমলে অথবা চুড়ীদার হাতাবিশিষ্ট চাপকানের মত হাটু পর্য্যন্ত লম্বমান জামা, পায়জামা এবং পায়ে জুতা। সকলেই রুমাল ও তরবারী ব্যবহার করেন। রাণা জঙ্গ বাহাদুরের মস্তকে যে মুকুট শোভিত ছিল তাহার মূল্য ন্যূনাধিক একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা। সদ্বংশজাত ভদ্রসন্তানগণ সকল সময়ে মাথায় টুপী, বেনীয়ানের মত হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা জামা, কোমরবন্ধ, কুকড়ীছোরা এবং পায়জামা ও জুতা ধারণ করেন। সৈনিক বিভাগের অধ্যক্ষগণ সাধারণতঃ ইংরাজ-সেনানায়কদিগের অনুকরণে বেশভূষাদি করেন।

খাদ্য ও পানীয়।

নেপাল রাজ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি জাতি-বিভাগ হইলেও, খাদ্যখাদক সম্বন্ধে তাহার কোন বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে যাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত, তাহাদের আচার-ব্যবহার ও খাদ্য-প্রণালী সমস্তই ভারতের সমতলক্ষেত্রবাসী ব্রাহ্মণগণের মত। কিন্তু রাজ্যের অধি-

কাংশ ব্যক্তিই অত্যন্ত মাংসপ্রিয়। গোর্খা জাতীয়েরা সাধারণতঃ উত্তরস্থ পার্ব্বতীয়-প্রদেশ এবং তরাইভূমি হইতে আনীত খাসী ও আক্কাকরা ভেড়া প্রভৃতির মাংস ভোজন করে। ইহারা অত্যন্ত শীকারপ্রিয়। ধনবান্ ব্যক্তিমাত্রেই শীকারবিষয়ে অভিজ্ঞ, তাহারা সকল সময়েই প্রায় শীকারে বহির্গত হন এবং ইচ্ছানুরূপ, হরিণ, বন্য-শূকর ও সোণালু, গোর্খাগু, কুবাক-দেরী, ছুয়েল, বুইনচিল প্রভৃতি পর্ব্বতজাত পক্ষী শীকার করিয়া তাহার মাংস খাইয়া থাকে।

অনেকেই শূকর-শিশু পুষিয়া থাকে ও ইংলণ্ডের প্রথামত উহাদের খাওয়াইয়া বড় করে। বাল্য হইতে পালিত শূকর-শাবক প্রতিপালকের অত্যন্ত বশীভূত হয়; এমন কি দেখা যায় যে, সময় সময় তাহারা কুকুরের মত আপনাপন প্রভুর পদানুসরণ করিয়া রাস্তায় বিচরণ করিতেছে। নেবারগণ মহিষ, ভেড়া, ছাগল, হাঁস, মোরগ প্রভৃতি পক্ষির মাংস এবং ভারতবর্ষের লম্বা লেজবিশিষ্ট ছাগলের (দুম্বা) মাংস ভোজনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। এখানকার মগর ও গুরুঙ্গ জাতিরা আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু তাহাদের কার্য্যকলাপাদির উপর লক্ষ্য রাখিলে, সহজেই তাহাদিগকে নীচ-শ্রেণীর বলিয়া অনুভব হয়। মগর জাতি শূকরমাংসপ্রিয়, কিন্তু তাহারা মহিষের মাংস ভোজন করে না। তদ্বিপরীতে গুরুঙ্গেরা মহিষ মাংস ভোজনে আস্থা প্রদর্শন করে, কিন্তু তাহারা শূকর মাংস স্পর্শ পর্য্যন্তও করে না। লিম্বু, কিরাতী ও লেপ্চা প্রভৃতি বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের খাদ্য-প্রণালী নেবার-জাতির মত।

অবস্থাপন্ন ব্যক্তি-সাধারণ যদিও মাংসাদিভোজন ও নানাপ্রকার বিলাস দ্রব্য উপভোগ করিতে সমর্থ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও নিম্ন-শ্রেণীস্থ ব্যক্তির অদৃষ্টে সচরাচর মাংসাদির উপভোগ ঘটিয়া উঠে না। ইহারা মাংসপ্রিয় হইলেও অর্থাভাব বশতঃ, সকল সময়ে আপনাপন খাদ্যের উপর মাংস যোগাইতে পারে না। এই জন্য সাক-সবজী দ্বারা উহারা উদর-পূরণ করিতে বাধ্য হয়। উহারা প্রায়ই চাউলের অন্ন, শাকাদির ব্যঞ্জন, কাঁচা বা রাঁধা লশুন বা পেঁয়াজ এবং মূলা প্রভৃতির তরকারী রান্ধিয়া ভক্ষণ করে। মূলা পচাইয়া তাহারা একপ্রকার চাট্নী প্রস্তুত করে এবং উহা অন্নাদির সহিত খায়, নেপালীরা উহাকে 'সিন্‌কী' বলে। উহা অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত এবং নিতান্ত ঘৃণিত।

নেবারগণ ও অন্যান্য নিম্ন-জাতীয়েরা অত্যন্ত মদিরাসক্ত। তাহারা আপনাপন পান-পিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য চাউল অথবা গোধূম হইতে এক প্রকার নিকৃষ্ট মদ্য চোলাই করে, উহাই এখানে রুক্‌সী নামে খ্যাত। এখানকার উচ্চ শ্রেণীর ব্যক্তিগণ মদিরা পান করেন না। কারণ যাঁহারা সমাজের নেতা এবং জাতীয়তায় যাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের মদ্যপান নিতান্ত গর্হিত। এরূপ সম্ভ্রান্তকুলশীল ভদ্রব্যক্তি মদ্যপান করিলে তাঁহার জাতি-পতন হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বদেশে উৎপন্ন মদ্য অপেক্ষা, অধুনা নেপালে বিলাতী ব্রাণ্ডী ও স্যাম্পিন্ মদ্যের প্রভূত আমদানী হইতেছে।

নেবার প্রভৃতি জাতিগণ আমোদের জন্য যে মদ্য পান করে, তাহা তাহারা স্বগৃহেই তৈয়ারী করিয়া লয়। ইহার জন্য রাজাকে কোন মাশুল দিতে হয় না, কিন্তু যদি কেহ ঐরূপ নির্ম্মিত রুক্‌সী মদ্য বাজারে বিক্রয় করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মাশুল দিতে বাধ্য। নেবারগণ সকল সময়েই মদ্য পান করে, কিন্তু তাহাদিগকে কখনও মাতাল হইতে দেখা যায় নাই। কেবলমাত্র মেলা প্রভৃতি পর্ব্বোপলক্ষে অথবা ধান্যাদি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে তুলিয়া পুঁতিবার সময়, তাহারা অতিরিক্ত মদ্যপান করে। পার্ব্বতীয় কোল-জাতির মধ্যে 'হাড়িয়া' যেরূপ প্রচলিত, রুক্‌সী-মদ্য ইহাদের মধ্যেও তদনুরূপ।

উত্তম, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর সমস্ত লোকেই চা খাইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যাহারা নিতান্ত গরিব, যাহাদের চা কিনিবার আদৌ সংস্থান নাই, কেবল সেইরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই চা খাইতে অক্ষম। ঐ চা তিব্বত হইতে আনীত হয়। ইহাদের 'চা' প্রস্তুত প্রণালী দুই প্রকার—(১) মসলাদির সহিত একত্র সিদ্ধ করিয়া যে চা প্রস্তুত হয় তাহার আস্বাদ মদ, চিনি, নেবুর রস ও জায়ফল মিশ্রিত দ্রব্যের মত। (২) দুগ্ধ ও ঘৃত সহযোগে প্রস্তুত। ইহা কতকাংশে ইংরাজী চকোলেটের (Chocolate) মত। এতদ্ভিন্ন নেপালীরা চা-পিষ্টক খাইতে ভালবাসে। উহা যেরূপ প্রণালীতে প্রস্তুত হয়, তাহা এই;—টাট্কা চার পাতার সহিত চর্ব্বি, চাউলের জল অথবা খারযুক্ত পদার্থ সংযোগে কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিয়া দেয়, পরে উহা গাঁজিয়া উঠিলে তাহাকে চোকা বা লম্বা পাত্রে পুরিয়া অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া লয়। দুগ্ধ প্রভৃতির সহিতও ইহা খাওয়া যায়। চীন ভাষায় ইহার নাম তুঙ্-কাউ। ইংরাজী প্রণালীতে প্রস্তুত চা বিশেষ আদরণীয় নহে। কেবলমাত্র উচ্চ শ্রেণীর নেপালীরা, যাঁহারা কলিকাতায় আসিয়াছেন তাঁহারাই উহার পক্ষপাতী।

বিবাহ-প্রথা।

সৌখিনতা-প্রিয় নেপালীগণের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহ তাঁহাদের পক্ষে এক প্রকার অঙ্গসৌষ্টব মাত্র। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ধনবান্, তাঁহারা একাধিক পত্নী রাখিতে কুণ্ঠিত হন না। বহুপত্নীপরিবৃত থাকা নেপালীগণের সম্মানের চিহ্ন, এই কারণে কোন কোন ধনী ব্যক্তি ৫০।৬০টী দারপরিগ্রহ

করিলেও তাঁহার মনের আশা তৃপ্ত হয় না। বহু বিবাহের স্রোত নেপালে যেরূপ প্রবল, তেমনই বিধবা-বিবাহ একবারে নিষিদ্ধ। পূর্ব্বে এখানে অসংখ্য অসংখ্য সতী-দাহ হইত। স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর এই অপূর্ব্ব স্বার্থ-ত্যাগ, নেপালীর কঠোর হৃদয়ে অসামান্য ধর্ম্ম-জ্যোতিঃ ঢালিয়া দিয়াছিল। এই সকল রমণীগণও যে ধর্ম্ম-জগতে 'সতী' নাম ক্রয় করিয়া এবং ভারতের বক্ষে ধর্ম্মস্তম্ভ স্থাপনপূর্ব্বক সমগ্র জগতে আপনাদের সেই চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়া সকলের পূজ্য হইয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই।

পূর্ব্বতন রাজপুরুষদিগের নিয়মাবলী যথেচ্ছাচারিতাদোষে-দুষ্ট থাকায় এবং রাজা রাজ্যশাসনে শিথিলপ্রযত্ন হওয়ায়, রাজ্যে বিষম বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। রাজপুরুষগণের আত্মবিচ্ছেদে রাষ্ট্র-বিপ্লব ঘটে। এই সময়েই জঙ্গ বাহাদুর রাজাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাণা জঙ্গবাহাদুর নেপালের রাজ্যভার নিজ হস্তে লইয়াও যখন দেখিলেন যে, এখনও তিনি শত্রুপক্ষীয়ের কুদৃষ্টি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই; তখন তিনি নেপালের সম্ভ্রান্ত-বংশীয় অনেকের কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া, অনেককে চরিতার্থ করিলেন। এই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, শত্রুদল আর কোন মতে তাঁহার বিপক্ষতা-চরণ করিবে না। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি সেই সময়ে দেশের গণ্যমান্য ও ক্ষমতাপন্ন সকল ঘরেই আপনার পুত্র, কন্যা ও ভ্রাতাদির বিবাহ দিয়া সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। এইরূপে আপনাকে বিপক্ষদল হইতে নিরাপদ বিবেচনা করিয়া, তিনি ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডযাত্রা করেন এবং তথায় এক বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরে ৯ই ফেব্রুয়ারী নেপাল-রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। স্বদেশে আসিয়াই তিনি ইংরাজের অনুকরণে সামরিক সুশৃঙ্খলা এবং ফৌজদারী আইনাদির পরি-বর্ত্তন করিয়া দেশে সুব্যবস্থা স্থাপন করিলেন। এই সময়ে তিনি সতীদাহ-নিবারণ সম্বন্ধে কএকটী নূতন ব্যবস্থা স্থাপন করেন। সতীদাহ সম্বন্ধে তাঁহার সংশোধিত নিয়মাবলী এই-রূপ—(১) পুত্রবতী স্ত্রীলোকগণ ইচ্ছাসত্বেও সহমরণে যাইতে পারিবে না। (২) সতী সুনামাকাঙ্ক্ষিণী কোন রমণী যদি সহমরণে যাইয়া, স্বামীর জ্বলন্ত-চিতা দর্শনে ভীত এবং সাক্ষাৎ শমনরূপ অগ্নিতে জীবন-বিসর্জ্জন করিতে কাতর হয়; তাহা হইলে কখনই সে রমণী অগ্নি-প্রবেশ করিতে পারিবে না। পূর্ব্বকার নিয়ম ছিল যে, যদি কোন রমণী একবার সহমরণে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, শ্মশানের এরূপ বীভৎস-দৃশ্য দেখিয়া তাহার অন্তরাত্মা চমকিত হইলেও, তাহার আত্মীয়গণ বলপূর্ব্বক তাহাকে শমন ভবনে পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইত। ঐ রমণী পলাইতে চেষ্টা করিলে, লগুড়াঘাতে তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দিত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই রমণী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত। জঙ্গবাহাদুরের কৃপায় অসহায়া রমণীগণ এইরূপ নৃশংস অত্যাচারের হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত-গণ তাহার এই নবানুমোদিত মত 'অসঙ্গত ও অযৌক্তিক এবং ধর্ম্মের ব্যাঘাতজনক' এরূপ বিরুদ্ধ বাক্য বলিলেও, তিনি তাহাদের মতামত উপেক্ষা করিয়া, নিজমত স্থাপনের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

গোর্খাজাতির দাম্পত্য-প্রণয়ে একবার অবিশ্বাস জন্মিলে, অথবা পত্নী ব্যভিচারিণী বলিয়া সন্দেহ হইলে, তাহারা স্ত্রীলোক-দিগকে অতিশয় পীড়ন করে। কোন রমণী যদি ভ্রম ক্রমে বিপথগামিনী হয়, তাহা হইলে প্রথমে তাহাকে গৃহ মধ্যে সুনিয়মে রাখিয়া তাহার চরিত্র-সংশোধনের চেষ্টা করে অথবা তাহার পূর্ব্ব আচরিত পাপকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ উত্তম-মধ্যম বেত্রাঘাত দ্বারা, তাহাকে পুনরায় সুপথে আনিতে চেষ্টা পায়; কিন্তু যদি দেখে যে, ইহাতেও তাহাকে শোধরান গেল না, তাহা হইলে তাহাকে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখে। যে ব্যক্তি উপপতি হইয়া অপরের পত্নীতে আসক্ত হয় এবং তাহাকে স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করে এবং ঐ স্ত্রীর স্বামী যদি জানিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার পত্নীর ধর্ম্মহন্তা উপপতি, তাহার প্রণয়িনীর স্বামীর কুকড়ীর আঘাতে, প্রথম-দর্শনেই ভূতলশায়ী হইয়া থাকে। সর্ জঙ্গবাহাদুর দেখিলেন যে, এরূপ অবৈধ-প্রণয়ে কেবলমাত্র জাতীয়তার অবনতি এবং এইরূপ সতীত্ব-হরণে স্বদেশের গ্লানি ও আত্মশ্লাঘার সম্ভা-বনা; তজ্জন্য তিনি বিহিত বিবেচনা করিয়া, তাহা নিবারণে যত্নবান্ হইলেন। তিনি আইন প্রচার করিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি অবৈধরূপে উপপত্নী-প্রেমে আসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। দোষী ব্যক্তিকে বন্দী করিয়া তাহার বিচার আরম্ভ হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে, রাজাজ্ঞানুসারে ঐ রমণীর স্বামী আসিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে তাহার পত্নীর সতীত্বাপহারী উপপতিকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলে; কিন্তু তাহার মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্ব-সময়ে প্রাণরক্ষার জন্য তাহাকে একটী মাত্র অদৃষ্ট-পরীক্ষা করিতে দেওয়া হয়। এই কারণে ঐ দোষী ব্যক্তিকে তাহার জীবন-সংহর্তা হইতে কএক হস্ত ব্যবধানে দাঁড় করাইয়া, ঐ ব্যক্তিকে পলাইতে আদেশ দেওয়া হয়। যদি ঐ দোষী ব্যক্তি কোন উপায়ে আপনার জীবন রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পুনর্জ্জীবন লাভ হইয়া থাকে। তাহার আর বিচার হইবে না। এতদ্ভিন্ন ঐ উপপতির প্রাণরক্ষার আরও দুইটী উপায় আছে,

কিন্তু নেপালী-অন্তঃকরণে তাহা অতিশয় হেয় বলিয়া বিবেচিত। তাহারা বরং হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে সম্মুখে ডাকিবে, কিন্তু প্রাণ গেলেও তাহার উপপত্নীর পতির উত্তোলিত পদের নিম্ন দিয়া শরীর গলাইয়া লইবে না। নেপালীমতে এরূপ ঘৃণিত-প্রথার অনুসরণে জাতিত্যাগ করা অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করা ভাল। আর, যদি ঐ স্ত্রীলোক বলে যে, এই ব্যক্তি তাহার প্রথম উপপতি নহে বা সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে কুপথে লইয়া যায় নাই, তাহা হইলে রাজা ঐ স্ত্রীর কথার উপর বিশ্বাস করিয়া বিচারার্থ আনীত উপপতিকে মুক্তি দান করেন। এইরূপে অন্যের স্ত্রীর সহিত গুপ্তভাবে প্রণয় করিতে গিয়া, কত শত সম্রান্তবংশীয় যুবকগণ অকালে এবং দুর্বুদ্ধির বশে কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছেন। বস্তুতঃই জীবনরক্ষার্থ ছাড়িয়া দিলেও, ঐ উপপতির অদৃষ্টে পলায়ন ঘটিয়া উঠে না, কারণ দৌড়াইয়া পলাইবার সময় কেহ না কেহ পা বাড়াইয়া তাহাকে আট্‌কাইয়া ফেলিয়া দেয়।

ব্যভিচার ও জাতিভঙ্গদোষের জন্য পূর্ব্ব নিয়মমতে নেপালীদিগকে অতি গুরুতর সাজা পাইতে হইত। এরূপ কার্য্যে এতাদৃশ দারুণ সাজা ও পাশবিক অত্যাচার, স্বভাবতঃই বিদ্রোহের উত্তেজক ছিল।

বর্ত্তমানকালে ঐ সকল নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এখানে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। নেবার, লিম্বু, কিরাতী ও ভূটীয়াজাতী বৌদ্ধ হইলেও তাহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রভূত প্রভাব দেখা যায়। এই কারণে ঐ জাতিসমূহের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী বা থাকের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহাদের পরস্পরের আচার-ব্যবহার প্রায় পরস্পরের অনুরূপ।

এখানকার নেবার প্রভৃতি অপরাপর জাতি অপেক্ষা গোর্খাদিগের বিবাহবন্ধনের কিছু বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। ভারত-বাসী হিন্দুদিগের মত ইহাদের একবার বিবাহ হইলে, তাহার বিয়োগ-ব্যতীত আর কোনরূপ বিচ্ছেদ বা স্ত্রী-পরিত্যাগের নিয়ম নাই। স্ত্রী-ত্যাগ এবং সেই স্ত্রীর পত্যন্তরগ্রহণ অতীব কদাকার, উহা বাস্তবিকই জাতীয় গৌরবের হানিজনক। নেবারগণ আপনাপন কন্যার বাল্যাবস্থাতেই একটী বেলের (শ্রীফল) সহিত বিবাহ দিয়া থাকে। পরে ঐ কন্যা বয়ঃ-প্রাপ্ত ও ঋতুমতী হইলে, তাহার জন্য একটী মনোমত স্বামী খুঁজিয়া আনিতে হয়। যদি ঐ নব-দম্পতীর মনে প্রণয়সঞ্চার না হয় এবং সর্ব্বদা কলহে দিন যায়, তাহা হইলে ঐ কন্যা তাহার স্বামীর মাথার বালিসের নীচে একটা সুপারী রাখিয়া বরাবর চলিয়া আইসে। ইহাতেই ঐ স্বামী বুঝিতে পারিবেন যে, তাহার নববিবাহিত-পত্নী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছে। সম্প্রতি এই স্বামীত্যাগপ্রথা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এখন এত সহজে আর কেহ স্বামী পরিত্যাগ করিয়া অন্যস্থানে গমন করিতে পারে না।

ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। প্রায় ইহাদের মধ্যে কাহাকেও বিধবা হইতে হয় না। ইহাদের মনে মনে বিশ্বাস যে, পতি হইতে পত্যন্তর গ্রহণ করিলেও, বাল্যকালের বেলের সহিত বিবাহ জন্য সীমন্তের সিন্দুর কখনই ঘুচিবে না।

ইহাদের স্ত্রীলোকেরা ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট হইলে, অতি সামান্য মাত্র সাজা পায়। কিন্তু যে উপপতির সহবাসে তাহার পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম নষ্ট হইয়াছে, সেই উপপতি যদি ঐ পত্নীপরিত্যক্ত স্বামীর পূর্ব্ব-বিবাহের সমগ্র খরচাদি না দিয়া, তাহার স্ত্রীকে বিনা কষ্টে ভোগ দখল করিতে চেষ্টা পায়, তাহা হইলে তাহাকে কারাগারে যাইতে হয়।

ইহারা মৃত দেহ দাহ করে এবং বিধবারা ইচ্ছা করিলে সতীর পদানুসরণপূর্ব্বক সহমরণে গমন করিতে পারে; কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকায়, তাহাদের আর অন্য পন্থা গ্রহণ করিতে হয় নাই। ইহাদের মধ্যে কখন কখনও দুএকটী সতীদাহ দেখা গিয়া থাকে।

শাসন-প্রণালী।

প্রাচীনকালে নেপালীগণের মধ্যে কেহ বিশেষ দোষ করিলে, তাহার কোন অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দিত বা দেহের স্থানে স্থানে ডোরা কাটিয়া চিরিয়া দিত কিংবা দারুণ কোড়ার আঘাতে এমন কি তাহার প্রাণ বিয়োগও হইত। সরজঙ্গ-বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্বোক্ত কতকগুলি নৃশংস আইন উঠাইয়া দিয়া, রাজ্য-শাসনসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কএকটী নূতন আইন প্রচার করেন। কোন ব্যক্তি রাজদ্রোহী হইলে, বা রাজকীয় কার্য্য সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে, অথবা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন প্রভৃতি রাজ্য-সংক্রান্ত কোন দোষ করিলে, তাহার যাবজ্জীবন-কারাবাস অথবা তাহার শিরচ্ছেদ দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয়। গবর্মেণ্টসম্বন্ধীয় কোন ব্যক্তি ঘুষ্ লইলে, অথবা রাজ-তহবিল নষ্ট করিলে, কিংবা অপরের অজ্ঞাতে রাজকোষ হইতে টাকা লইয়া, কোন ব্যক্তিকে ধার দিয়া তাহার নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করিলে, তাহাকে তদ্দণ্ডেই কোন বিশেষরূপ জরিমানা বা মেয়াদ দেওয়া হইবে এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাহার চাকরী যাইবে।

গাভী কিংবা নরহত্যা করিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার শিরশ্ছে-দের আদেশ হইয়া থাকে। যদি কেহ গাভীর গাত্রচর্ম্ম অস্ত্রাদি

যাত্রা ক্ষতবিক্ষত করে, অথবা পূর্ব্বে বিবেচনা না করিয়া, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া হত্যাকার্য্যে লিপ্ত হয়, তাহাকে যাবজ্জীবন বন্দী থাকিতে হয়। রাজনিয়ম-উল্লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিকে তাহার দোষানুসারে জরিমানা বা কারাবাস ভোগ করিতে হয়।

কোন নীচ শ্রেণীর লোক, যদি আপনাকে উচ্চ বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সেই জন্ত কোন সম্ভ্রান্তকুলশীল ব্যক্তিকে আপনার স্পৃষ্ট অন্ন ও জল খাওয়াইবার জন্ত অনুরোধ করে, এবং তাহাকে স্বজাতিচ্যুত করিতে প্রয়াশ পায় তাহা হইলে, উক্ত ব্যক্তিকে জরিমানা, কয়েদ, অথবা তাহার সর্ব্বস্ব রাজকীয় সম্পত্তিভুক্ত করা হয়। কখন কখন তাহাকে চিরতরে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা হইয়াও থাকে। কিন্তু ঐ জাতিভ্রষ্ট ভদ্র ব্যক্তি উপবাসাদি ও প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এবং গুরু ও পুরোহিতকে নির্দ্দিষ্ট অর্থদণ্ড দিয়া স্বজাতিমধ্যে পুনরায় গৃহীত হয়।

ব্রাহ্মণ ও রমণীগণের শিরশ্ছেদের বিধান নাই। ঈশ্বরের অনুগৃহীত অবলা নারীজাতির সর্ব্বোচ্চ ও সুকঠিন দণ্ডাজ্ঞা-কঠিন পরিশ্রমের সহিত চির-নির্ব্বাসন। ব্রাহ্মণগণের উপরও ঐ একই নিয়ম, তবে বিশেষ এই যে, ব্রাহ্মণগণ কারাবাসে যাইয়া জাতীয় গৌরব-নাশের সঙ্গে সঙ্গেই জাতিচ্যুত হন।

সেনা-বিভাগ।

রাজ্য-রক্ষা ও রাজ্যশাসনসম্বন্ধে নেপালরাজের বহু অর্থব্যয় হইয়া থাকে। যেমন সুনিয়মে সৈন্তগণকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই কামান ও বন্দুকাদি তৈয়ারের জন্য অনেক পরিশ্রম ও অর্থক্ষয় হয়। গোর্খাদলই সৈনিক দলের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে। এখানে রাজবেতনভোগী প্রায় ষোল হাজার সৈন্য আছে, উক্ত সেনাদল ২৬টী বিভিন্ন রেজিমেণ্টে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত নেপালরাজের নিয়মানুসারে কতক লোক সৈনিকবিভাগে নির্দ্ধারিত-সময় মত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া, কার্য্য হইতে অবসর লইতে পারে। ঐ সকল লোক সংসারে লিপ্ত থাকিলেও পুনরায় আবশ্তক হইলে সৈন্তদলভুক্ত হইতে পারে। রাজ্যে এইরূপ বিধি প্রচলিত থাকায়, নেপালরাজের সৈন্যসংগ্রহসম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা আছে। তিনি ইচ্ছা করিলেই এক দিনে প্রায় ৭০ হাজার শিক্ষিত নেপালীসৈন্য যোগাড় করিতে পারেন।

ইংরাজী প্রণালীর অনুকরণে এখানকার সৈন্যগণ শিক্ষিত, কিন্তু তাহা বলিয়া সকল বিষয়েই ইংরাজী নিয়ম নাই। সৈন্যের বিভাগ এবং দলস্থ নায়ক অধিনায়কাদি পদ সকলই ইংরাজের অনুরূপ হইলেও, তাহাদের ইংরাজের ন্যায় ক্রমিক পদোন্নতি নাই। রাজপুত্র বা রাজকুটুম্বগণ বৎসরে বৎসরে ক্রমে উচ্চ পদ পাইয়া থাকেন, কিন্তু বয়োবৃদ্ধ বিচক্ষণ কর্ম্মচারিগণকে প্রায়ই সামরিক বিভাগের নিম্নপদ ভোগ করিতে দেখা যায়, ইহাদের সহজে উন্নতি হয় না।

সেনাদলের দৈনিক পরিচ্ছদ নীলরঙ্গের সুতীজামা ও পায়জামা; সামরিক বেশ,—লালবর্ণের জামা, কাল ইজার, পার্শ্বে লাল ডোরা, পায়ে জুতা ও মাথায় টুপী এবং স্বদলের চিহ্নযুক্ত একখানি রূপার তক্তি। কামানবাহী সেনাদলের পোষাক নীল। অশ্বাদি পরিচালনের স্থান না থাকায় নেপালরাজ্যের অশ্বারোহী সেনার সংখ্যা অতি অল্প। এখানে বারুদ, গোলা ও গুলি প্রভৃতি প্রস্তুতের কারখানা আছে।

এখনও সৈন্যের শিক্ষার জন্য কুচ্‌কাওয়াজ হয়। পার্ব্বতীয় প্রদেশে ইহারা যুদ্ধে বিলক্ষণ পটু। ইংরাজগণের সহিত দুইবার যুদ্ধে ইহারা যে কার্য্যতৎপরতা ও যুদ্ধকুশলতা দেখাইয়াছিল, তাহাই এই জাতির বীর্য্যাবস্তার গৌরব-স্থল। ইহাদের কামান, বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্রাদি ততদূর সুবিধাজনক নহে। নেপালরাজের ৪টী পাহাড়ী-কামান (Mountain-battery) আছে। যখন সর্দ্দার বাবরজঙ্গ্ নেপালসৈন্যের চালক হইয়া ইংরাজসৈন্যাধ্যক্ষকে আপনার ব্যবহারে পরিতৃপ্ত করেন, তখন ইংরাজরাজ বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ, ঐ চারিটী যন্ত্র নেপালরাজকে উপহার দেন। রাজার অস্ত্রাগারে অসংখ্য কামান থাকিলেও প্রত্যহই এখানে কামান ও অস্ত্রাদি নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

দাস-প্রথা।

নেপালে এখনও দাসদাসীবিক্রয়প্রথা প্রচলিত আছে। সামান্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণও আপনাপন গৃহকার্য্যের সুবিধার জন্য ক্রীতদাস ক্রয় করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দাস-প্রথা আফ্রিকার পূর্ব্বপ্রচলিত দাসব্যবসায় অনারূপ। এখানকার দাসগণ কেবল মাত্র গৃহকর্ম্মাদি করে এবং প্রায় একরূপ স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারে। আফ্রিকার বিক্রীত দাসগণ তাহাদের প্রভু কর্ত্তৃক সময় সময় বিশেষরূপে নিগৃহীত হইতেন, কিন্তু নেপালের দাসদাসীগণ কতকাংশে ভারতবাসীর গৃহে রক্ষিত দাসদাসীর মত। নেপালে একবার মাত্র ক্রয়কালে দাম দিতে হয়। ধনবান্ ব্যক্তিমাত্রই এইরূপে বহুসংখ্যক দাসদাসী ক্রয় করিয়া থাকেন।

নেপালের বর্ত্তমান দাসসংখ্যা প্রায় ৩৫ হাজার। অগম্যাগমন বা জ্ঞাতি-স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি নিকৃষ্টপাপে লিপ্ত হইলে অথবা জাতিগত কোন দোষ করিলে সেই স্ত্রীলোক কিংবা পুরুষ রাজাদেশে সপরিবারে ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। এইরূপে দিন দিন নেপালের দাসসংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে।

ক্রীতদাসীগণ সর্ব্বদাই গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, এতদ্ব্যতীত

তাহাদিগকে কাঠকাটা, ছাগল-ঘোটকাদির জন্য ঘাস কাটা প্রভৃতি অনেকগুলি পুরুষোচিত কার্য্যও করিতে হয়। কোন কোন ধনী ব্যক্তি এই সকল দাসীদিগকে আপনার বাসভবনের বহির্ভাগে যাইতে দেন না; কিন্তু তাহারা প্রায়ই অধিকাংশ সময় স্বেচ্ছায় বিচরণ করিয়া থাকে। এই সকল রমণীর চরিত্র ততদূর পবিত্র নহে। তাহারা প্রায়ই গৃহস্থিত কোন না কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ-প্রণয়ে আসক্ত হয়। যদি ক্রেতা গৃহস্বামীর সহবাসে ঐ দাস-রমণীর গর্ভে সন্তানাদি হয়, তাহা হইলে ঐ স্ত্রীলোক আপনার স্বাধীনতা পুনরায় গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু এ সময়ে সে এত মমতায় জড়ীভূত হয় যে, সে আর কখনই এ গৃহ পরিত্যাগ করিতে চাহে না। এখানে ক্রীতদাসীর মূল্য ১৫০৲ হইতে ২০০৲ এবং দাস-ক্রয় করিতে হইলে ১০০৲ হইতে ১৫০৲ টাকা দিতে হয়।

দেবদেবীর পূজা ও উৎসবাদি।

দেবদ্বিজে বিশেষ ভক্তিপ্রযুক্ত নেপালে অসংখ্য দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে নিম্নসংখ্যায় প্রায় ২৭০৩টী উল্লেখযোগ্য তীর্থক্ষেত্র বা দেবালয় আছে এবং এই সকল দেব-মন্দিরে পর্ব্বোপলক্ষে উৎসব হইয়া থাকে। প্রায় বৎসরের প্রত্যেক দিনেই এক দুই বা ততোধিক পর্ব্বোৎসব ধার্য্য আছে। গড়ে প্রায় ছয়মাস কাল ইহাদের পূজা ও উৎসবাদিতে অতিবাহিত হয়। ভিন্ন দেশীয় কোন ব্যক্তি নেপালে আসিলে দেখিতে পাইবেন যে, এখানকার পার্ব্বণ ও উৎসবের শেষ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখানকার লোক এই সকল উৎসবে লিপ্ত থাকিয়াও কিরূপে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বদিন ও তজ্জন্য উৎসবাদি সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। এখানে যে সকল প্রধান প্রধান পীঠ বা দেবালয় আছে, তাহাদের পর্ব্বদিন ও উৎসবাদির উৎপত্তির কথা অতি সংক্ষেপে লিখিলাম।

১। মৎস্যেন্দ্রনাথযাত্রা—নেপালের অধিষ্ঠাতৃদেবতা মৎস্যেন্দ্র-নাথ সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদাদি যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। পাটনের অন্তর্গত ভোগমতী গ্রামে এই মন্দির ও লিঙ্গ স্থাপিত। বৎসরের প্রথম দিন (বৈশাখমাসের ১লা তারিখে) প্রথম উৎসব আরম্ভ হয়। ঐ দিন বিগ্রহস্নানের পর রাজার তরবারি তাঁহার পাদদেশে রাখিয়া পূজা করা হয়। পূজান্তে একখানি সুসজ্জিত রথে মৎস্যেন্দ্রনাথের মূর্ত্তি তুলিয়া পাটনে লইয়া যায় এবং তথায় প্রায় একমাসকাল অবস্থানের পর পুণ্যদিনে ও শুভ-লগ্নে পুনরায় বেগমতী গ্রামে আনয়ন করা হয়। এই দিনে বিগ্রহকে কম্বলে জড়াইয়া লইয়া যায় এবং স্থানে স্থানে সকলের সমক্ষে ঐ আবরণবস্ত্র খুলিয়া দেখান হয়। ইহাতে লোক-দিগকে জানান হয় যে, দেবতা গরিব হইলেও একখানি গুদড়ী (কম্বল) ব্যতীত আর কিছুই লইয়া যান নাই। তিনি সকলকে জানাইতেছেন যে আপনাপন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকাই ভাল। ইহার নাম গুদড়ী-ঝাড়া-উৎসব। পাটন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পথিমধ্যে যে যে স্থানে, সেবকদের আহারের জন্য বিগ্রহের অধিষ্ঠান হয়, তথাকার অধিবাসিগণ খাদ্যদ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকে। নেবারগণের মধ্যেও নেপালের অধি-ষ্ঠাতা আর্য্যাবলোকিতেশ্বর-মৎস্যেন্দ্রনাথ দেবের বড় ও ছোট দুইটী পর্ব্বদিন ধার্য্য আছে। [বিশেষ বিবরণ পাটন ও মৎস্যেন্দ্রনাথ দেখ।]

২। নেতাদেবীর-যাত্রা বা দেবীযাত্রা [নেতাদেবী দেখ।]

৩। পশুপতিনাথ যাত্রা [পশুপতিনাথ দেখ।]

৪। বজ্রযোগিনী-যাত্রা—বৌদ্ধদিগের উৎসব। বৌদ্ধব্যতীত হিন্দুরাও অধুনা তাঁহার উপাসনা করে। শঙ্খু নামক প্রদেশের মণিচূড় নামক পর্ব্বতে এই দেবীর মন্দির আছে। ৩রা বৈশাখ এই উৎসবের সূত্রপাত হয়। ঐ সময়ে একখানি খাটের উপর বজ্রযোগিনী-মূর্ত্তি রাখিয়া স্কন্ধে করিয়া শঙ্খুসহর প্রদক্ষিণ করা হয়। ঐ মন্দিরের সম্মুখে খড়্গযোগিনীর মন্দির। দেবীমূর্ত্তির সম্মুখে সর্ব্বদাই অগ্নি প্রজ্বলিত রাখা হয় এবং সেইখানে একটী মনুষ্যের মস্তকাকৃতি আছে।

৫। সিথীযাত্রা—কাঠমাণ্ডু ও স্বয়ম্ভুনাথের মধ্যবর্ত্তী বিষ্ণুমতী নদীর তীরে ২১এ জ্যৈষ্ঠ এই উৎসব হয়। ভোজনের পর তীর্থক্ষেত্রে উপস্থিত ব্যক্তিগণ দুইদল হইয়া পড়ে এবং দুই দলই পরস্পর পরস্পরের উপর ঢিল ছুড়িতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বকালে যদি কেহ ইষ্টকের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িত, তাহা হইলে বিপক্ষদলের লোক তাহার চেতনাহীন দেহ লইয়া গিয়া নিকটবর্ত্তী কঙ্কেশ্বরী মন্দিরে বলি দিত। রাজার আদেশে আজকাল বালকদিগের ইষ্টক-নিক্ষেপ নিবারিত হইয়াছে।

৬। গোথিয়া মঙ্গল বা ঘণ্টাকর্ণ—ঘণ্টাকর্ণ নামক রাক্ষসকে স্বদেশ হইতে তাড়ানই এই উৎসবের উদ্দেশ্য। আমাদের দেশে প্রবাদ ঘণ্টাকর্ণ বা ঘেঁটু পূজা করিলে গৃহস্থ বালক-বালিকাদের কাহারও খোস্‌পাঁচড়া হয় না। নেবার বালকেরা মহোল্লাসে খড়ের একটী প্রতিমূর্ত্তি করিয়া রাস্তায় রাস্তায় বেড়াইয়া বেড়ায় ও প্রত্যেক লোকের কাছে ভিক্ষা করে। ১৪ই শ্রাবণ উৎসবান্তে বালকেরা উক্ত মূর্ত্তি জ্বালাইয়া আমোদ প্রমোদ করে।

৭। বাঁড়া-যাত্রা—বৌদ্ধমার্গী নেবার জাতির পুরোহিত-

পথ ৮ই শ্রাবণ ও ১৩ই ভাদ্র দুই দিন প্রত্যেক গৃহস্থের নিকট হইতে বার্ষিক স্বরূপ চাউল ও শস্যাদি আহরণ উদ্দেশ্যে বহির্গত হন। এই ভিক্ষা-বৃত্তির অর্থ এই যে, প্রাচীন কালে বাঁড়াদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ বৌদ্ধপুরোহিতগণ ভিক্ষুক ছিলেন। সেই মহাত্মগণের বংশধরগণ তাঁহাদের অনুষ্ঠের সংকর্ম্ম পালন জন্য বৎসরে দুই বার মাত্র ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। এই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যেই তাঁহাদের প্রায় এক বর্ষের জীবিকা সংগৃহীত হয়।

উক্ত দিনে নেবারীগণ স্ব স্ব বাড়ী বা দোকান, পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করে এবং সেই গৃহস্থপরিবারভুক্ত-রমণীগণ এক এক ধামা চাউল ও অন্যান্য শস্য লইয়া দোকান বা বাড়ীর সদরে আসিয়া বসে। বাঁড়াগণ দ্বারদেশ দিয়া যাইলে, সকলেই তাঁহাদিগকে প্রভূত শস্য দিয়া বিদায় করে। কোন ধনবান্ নেবারী উক্ত নির্দ্দিষ্ট দিবসদ্বয় ব্যতীত যদি অন্য এক দিনে গুপ্তভাবে অর্থাৎ আপনি একাকী বাঁড়াদিগকে ঐরূপে ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিতে ইচ্ছা করেন; তাহা হইলে প্রভূত অর্থ ব্যয় না করিলে তাঁহার এ মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে না। এই উৎসবে যে বাঁড়া প্রথমে গৃহস্থের চৌকাঠে পদার্পণ করিবে, তাহাকে কিছু বেশী দান করিতে হইবে। যদি গৃহস্থ এই উৎসব উপলক্ষে রাজাকে নিমন্ত্রণ করেন, তজ্জন্য অবশ্যই তিনি রাজসম্মানরক্ষার্থ একখানি রৌপ্যসিংহাসন, ছত্র ও রঞ্জনতৈজসাদি রাজচরণে অর্পণ করিয়া আপনার মর্য্যাদারক্ষা করিবেন।

৮। রাখি-পূর্ণিমা—শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমার দিন বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই এই উৎসবে যোগদান করেন, কিন্তু উভয় দলের পার্ব্বণাদি স্বতন্ত্র। বৌদ্ধগণ ঐ দিবসে পবিত্র নদীতে স্নান করিয়া দেবদর্শনে মন্দিরে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণ আপনার শিষ্য বা যজমানের হাতে সুরঞ্জিত সূতা বাঁধিয়া দেন এবং তজ্জন্য তাহার নিকট হইতে কিছু দক্ষিণা আদায় করিয়া লন। অনেকে পুণ্য-সঞ্চয়োদ্দেশে গোঁসাঞিথান নামক পর্ব্বতের তটবর্ত্তী নীলকণ্ঠ-হ্রদ বা গোঁসাঞিকুণ্ড নামক স্থানে স্নানার্থ আসিয়া থাকেন।

৯। নাগ-পঞ্চমী—প্রতিবৎসর শ্রাবণ মাসের পঞ্চমী তিথিতে নাগ ও গরুড়ের যুদ্ধ উপলক্ষে এই উৎসব হয়। চাঙ্গু-নারায়ণের মন্দিরে যে গরুড়মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, নেপালীদের বিশ্বাস ঐ দিনে দেবমূর্ত্তি যুদ্ধক্লেশ জন্য ঘামিতে থাকেন। পুরোহিতগণ একখানি গামছায় ঐ ঘর্ম্ম মুছিয়া রাখেন। এইরূপ সকলেরই বিশ্বাস যে সেই গামছার একগাছি সূত্রও সর্পবিষের বিশেষ উপকারী।

১০। জন্মাষ্টমী—শ্রীকৃষ্ণের জন্মোপলক্ষে এই উৎসব হয়।

১১। গোষ্ঠ বা গাভী-যাত্রা—কেবলমাত্র নেবারজাতির মধ্যে এই উৎসব প্রচলিত। কোন গৃহস্থের পরিবারভুক্ত কোন লোক মরিলে, সেই পরিবারস্থ সকলই ১লা ভাদ্রে গাভীরূপ ধরিয়া রাজপ্রাসাদের চারিধারে ভ্রমণ ও নৃত্য করিয়া বেড়াইত। এখন কেবল মুখসে মুখ ঢাকিয়া সাধারণে নৃত্যগীত করে মাত্র।

১২। বাঘ-যাত্রা—গাভীযাত্রার অব্যবহিত পরেই ৩রা ভাদ্র নেবারগণ বাঘ সাজিয়া নৃত্যগীত করে। উহা গাভীযাত্রার অনুরূপ মাত্র।

১৩। ইন্দ্র-যাত্রা—২৭এ ভাদ্র কাঠমাণ্ডু নগরে এই উৎসব হয় এবং ক্রমান্বয়ে ৮ দিন কাল থাকে। প্রথম দিনে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে একটী উচ্চ কাষ্ঠের ধ্বজা প্রোথিত হয় ও রাজ্যের নর্ত্তকসম্প্রদায় মুখস পরিয়া, প্রাসাদের চতু-ষ্পার্শ্বে নৃত্যগীতাদি করে। তৃতীয় দিন রাজা কতকগুলি বালিকা আনাইয়া কুমারীপূজা করেন; পরে তাহাদিগকে যানারো-হণে নগরের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হয়। যখন ঐ কুমারীগণ নগর পরিক্রম করিয়া, রাজপ্রাসাদে পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন একখানি গদির উপর স্বয়ং রাজা বসেন অথবা রাজতরবারি আনিয়া তাহার উপর রাখিয়া দেওয়া হয়; রাজ-সরকারভুক্ত কর্ম্মচারিগণ নানাবিধ উপঢৌকন ও নজরানা দিয়া থাকেন। ঐ দিন অনন্ত চতুর্দ্দশী। গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ এই পর্ব্বদিনে সদলে আসিয়া কাঠমাণ্ডু নগরে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। যখন রাজার বসিবার জন্য গদি বাহির করা হইল, তখন গোর্খারাজ যাইয়া ঐ গদিতে উপবেশন করিলেন। নেবার-গণ সকলেই উৎসবে মগ্ন এবং নেশায় অভিভূত, কাজেই তাহারা বিপক্ষের প্রতি অনুধাবন করিতে পারিল না। নেবাররাজ নগর হইতে পলাইয়া গেলেন, পৃথ্বী-নারায়ণও নির্ব্বিবাদে নেপালরাজ্য দখল করিলেন। এই পর্ব্ব দিনের মধ্যে যদি ভূমি-কম্প হয়, নেপালীদের বিশ্বাস, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা; এই কারণে নেবারগণ ভূমিকম্পের পর দিন হইতে পুনরায় আবার আট দিন ধরিয়া ঐ উৎসব করে।

১৪। দশেরা বা দুর্গোৎসব—মহালয়ার পর হইতে বিজয়া-দশমী পর্য্যন্ত দশ দিন এই উৎসব। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে দশেরা উৎসব উপলক্ষে যে সকল কর্ম্মাদি বিহিত আছে, এখা-নেও ঠিক সেইরূপ হয়। উৎসবের স্থিতিকাল দশ দিন, ঐ দশ দিনে অনেক মহিষ ও ছাগবলি হয়, কিন্তু বাঙ্গালার মত এখানে মৃত্তিকার দুর্গাপ্রতিমা গঠিত হয় না। প্রথম দিনে অর্থাৎ ঘটস্থাপনার সময়ে ব্রাহ্মণেরা পূজার জন্য নির্দ্ধারিত

স্থানে যবাদি পঞ্চ শস্য বপন এবং পবিত্র নদীর জল সেচন করে। দশম দিনে তাহারা শিষ্যাদি হইতে লব্ধ উপঢৌকনাদির পরিবর্ত্তে আশীর্ব্বাদস্বরূপ যবের শীষ্‌ উপহার দেয়।

১৫। দেওয়ালী—ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পূজা উপলক্ষে কার্ত্তিকী অমাবস্তায় এই পর্ব্বোৎসব হয় এবং নগরবাসীরা সারারাত্রি দ্যূতক্রীড়া করে। রাজনিয়মে জুয়াখেলা নিষিদ্ধ হইলেও এই উৎসব সময়ে তিন রাত্রি ও তিন দিন কোন বাধা নাই। জুয়াখেলার অনুরাগী ব্যক্তিগণের গমনাগমন হেতু রাস্তা লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে। স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতির বাজী খেলা সত্ত্বেও শুনা যায় যে, তাহারা সময় সময় আপনার স্ত্রীকেও বাজী রাখিয়া খেলা করে। এক সময়ে এক ব্যক্তি নিজের হাত কাটিয়া বাজী রাখে এবং ঐ বাজী জিত হইলে সে প্রতিপক্ষকে বলে যে, তুমি তোমার হাত কাটিয়া আমার বাজীর টাকার শোধ দাও অথবা তোমার পূর্ব্বলব্ধ সমুদয় অর্থ আমাকে প্রত্যর্পণ কর। এরূপ লোক জগতে অতি বিরল।

১৬। কিচা-পূজা—নেবারজাতির মধ্যে কেবলমাত্র এই উৎসব হয়। ১৬ই কার্ত্তিক, নেবারগণ কেবলমাত্র কুকুরের পূজা করে। ঐ দিন নেপালস্থ প্রায় সমস্ত কুকুরজাতির গলায় পুষ্পমালা শোভিত দেখা যায়। মহিষ, কাক এবং ভেক প্রভৃতি জীবপূজার জন্যও ঐরূপ দিন ধার্য্য আছে।

১৭। ভাইপূজা বা ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া—কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বিতীয়ায় রমণীগণ স্ব স্ব ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া ভ্রাতার কপালে ফোঁটা দিবার পূর্ব্বে পদদ্বয় ধৌত করিয়া তাহার গলায় মালা দিয়া মিষ্টান্নাদি ভোজন করিতে দেয় এবং ভ্রাতাও ভগিনীর সন্তোষ বিধানের জন্য, তাহাকে কাপড় অলঙ্কার বা অর্থাদি দিয়া থাকেন।

১৮। বালা-চতুর্দ্দশী বা শস্তু—১৪ই অগ্রহায়ণ এই উৎসব হয়। ঐ দিনে দেশবাসিগণ পশুপতিনাথ মন্দিরের অপর পার্শ্ববর্ত্তী মৃগস্থলী নামক বনে যাইয়া, বানরদিগের ভোজনার্থ চাউল, কলা ও মিষ্টান্নাদি ছড়াইয়া দেয়।

১৯। কার্ত্তিকী-পূর্ণিমা—এই পর্ব্বোৎসবে একমাস পূর্ব্বে অনেক স্ত্রীলোক পশুপতিনাথের মন্দিরে যায় এবং এই একমাসকাল উপবাস করে। ঐ সকল রমণী কেবলমাত্র বিগ্রহের স্নানধৌত জল ব্যতীত আর কিছুই পান করে না। মাসের শেষ দিন অর্থাৎ কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে উপবাস অন্তে তাহারা উৎসবাদি করে। ঐ দিন পশুপতিনাথের মন্দির আলোকমালায় ভূষিত হয় এবং সারারাত্রি নৃত্যগীতে অতি-বাহিত হইয়া থাকে। পরদিন যে পর্ব্বততটে দেবমন্দির অবস্থিত, সেই কৈলাস-পর্ব্বতের উপরে রমণীগণ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, আপনারা কুটুম্বাদির ধন্যবাদ লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়।

২০। গণেশ-চৌথ বা চতুর্থী—মাঘ মাসে গণেশের মঙ্গলের জন্য এই উৎসব হয়। সারাদিন উপবাস করিয়া রাত্রিতে ভোজনাদি করে।

২১। বসন্তোৎসব বা শ্রীপঞ্চমী—বঙ্গদেশের মত।

২২। হোলী বা দোল-লীলা—ফাল্গুন মাসের শেষ দিনে এই উৎসব। ঐ দিন রাজপ্রাসাদের সম্মুখে একখানি 'চীর' বা কাষ্ঠখণ্ড পুতিয়া তাহাতে নিশানাদি শোভিত করে এবং রাত্রিকালে উহা অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করে। ইহাকে আমাদের দেশের মেড়া-পোড়ান বলে। নেপালীদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে ঐরূপে তাহারা গত বৎসরকে জ্বালাইয়া নূতন বৎসরের আগমণ প্রতীক্ষা করে।

২৩। মাঘী-পূর্ণিমা—মাঘ মাসে নেবারযুবকগণ প্রত্যহই পূতসলিলা বাঘমতীর জলে স্নান করে। যাহাদের মানসিক থাকে, তাহারা মাসের শেষ দিনে কেহ হস্তে কেহ পৃষ্ঠে, কেহ বক্ষে কেহ বা পদে অগ্নি জ্বালাইয়া সুসজ্জিত ডুলিতে চড়িয়া স্ব স্ব স্নানের ঘাট হইতে দেব-দর্শনে গমন করে। অপরাপর স্নান-যাত্রীরাও তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এক একটী ছিদ্র কলসী জলপূর্ণ লইয়া যায়। ঐ কলসীর ছিদ্র হইতে ঝারার ন্যায় ফোঁটা ফোঁটা যে জল বাহিরে পড়ে, সকলেই সেই জল পবিত্রজ্ঞানে হাতে করিয়া লইয়া মাথায় দেয়। ঐ দিবস অনেকেই অগ্নি জ্বালাইয়া রাস্তা দিয়া যায় বলিয়া নেবারগণ চক্ষে নীলবর্ণের চসমা দেয়। এই বাহ্য উৎসব সর্ব্বতোভাবে হাস্যোদ্দীপক।

২৪। ঘোড়া-যাত্রা—একটী অশ্বমেলা। ১৫ই চৈত্র রাজার আদেশে রাজকর্ম্মচারিগণ আপনাপন অশ্ব লইয়া সাধারণ কুচকাওয়াজ স্থানে উপস্থিত হয়, এখানে সমুরজঙ্গ-বাহাদুরের প্রতিমূর্ত্তির নিকট রাজা ও অপরাপর ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকেন। সকলেই আপনাপন অশ্বে আরোহণ করিয়া ঘোড়া দৌড় করায়। যে স্তম্ভের উপরে জঙ্গ-বাহাদুরের মূর্ত্তি স্থাপিত, সেই স্তম্ভ-নির্ম্মাণের বাৎসরিক উৎসবে একটী বৃহৎ মেলা হয়। গবর্মেন্ট-সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ কুচকাওয়াজের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমিতে আসিয়া তাম্বু গাড়ে। এখানে এই দিনও রাত্রিতে অনবরত আমোদ ও জুয়া খেলা হয়। শেষ দিনে প্রতিমূর্ত্তির চারিদিকে আলোক-মালায় সুসজ্জিত করিয়া উৎসব ভঙ্গ করে।

২৫। পিশাচ-চতুর্দ্দশী—বজ্রেশ্বরী-বাছলা-দেবীর পর্ব্ব দিন। চৈত্র কৃষ্ণাদ্বাদশীতে নানাস্থান হইতে এই দেবীমন্দিরে লোক আসিয়া সমবেত হয়। এই দিন দেবীর সমক্ষে নরবলি হইয়া থাকে। ত্রয়োদশীর দিন অবিবাহিত বালক এবং কুমারীগণের

ভোজ হয় এবং পিশাচ-চতুর্দ্দশীর ব্রতকল্প আরম্ভ হইয়া থাকে। সেই রাত্রিতে সর্ব্বক্ষণ প্রদীপ জ্বালে এবং অগ্নি-রক্ষা করিয়া থাকে। পরদিন প্রভাতে বজ্রেশ্বরীদেবীকে একখানি রথে তুলিয়া, নগরে ভ্রমণান্তে মন্দির-নিকটস্থ মহাদেবমূর্ত্তির পার্শ্বে আনিয়া স্থাপন করা হয়। দেবীর রথযাত্রাপর্ব্ব মহাধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে।

২৬। পঞ্চলিঙ্গ-ভৈরবযাত্রা—আশ্বিনের শুক্লপঞ্চমীতে এই উৎসব আরম্ভ হয়। প্রবাদ, ঐ দিনে মহাভৈরব আসিয়া খড়্গিনী বা কাপালিনী দেবীর সহিত উক্ত স্থানে কেলীবিহার করেন।

২৭। হীল্যা-যাত্রা—কান্তিপুর স্থাপনের বহুপূর্ব্ব হইতে দেবমাহাত্ম্যপ্রকাশের জন্ত এই উৎসবের সৃষ্টি হয়।

২৮। কৃষ্ণযাত্রা—দেবকীর্ত্তিঘোষণার্থ মহোৎসব। কান্তিপুর-স্থাপনের পূর্ব্ব হইতে এই প্রাচীন উৎসব নেপালে প্রচলিত।

২৯। লাখিয়া-যাত্রা—শাক্যমুনি যখন বোধি-তরুতলে ধ্যাননিমগ্ন, তখন ইন্দ্র তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে আসিয়া তাহার যোগবলে পরাভূত হন। পরে ব্রহ্মাদি দেবগণ শাক্যবুদ্ধকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসেন। সেই উদ্দেশ্যে এই উৎসবের সৃষ্টি।

৩০। ভৈরবী-যাত্রা ও বিষকাটী উৎসব—ভাতগাঁও নগরের অধিষ্ঠাতা ভৈরবদেবের উদ্দেশ্যে নেবারজাতির উৎসব। বৈশাখ মাসের প্রথম দুই তারিখে এই উৎসব হইয়া থাকে। ইহারই সন্নিকটে শক্তিস্বরূপিণী ভৈরবীমূর্ত্তি নেতাদেবীর মন্দির আছে। ঐ দিন ভৈরবমন্দিরের সম্মুখে একখানি চকোরকাষ্ঠ পুতিয়া তাঁহার পূজা হয়। উহার নাম লিঙ্গযাত্রা বা বিষকাটী।

৩১। অমিতাভ-বুদ্ধের উৎসব—স্বয়ম্ভূনাথের মন্দির হইতে নানাবিধ পবিত্র উপকরণ ও সাজসজ্জাদি এবং অমিতাভ বুদ্ধের মাথার মুকুট আনিয়া কাঠমাণ্ডুতে এই উৎসব হয়। পূজাদির পর বাঁড়া নামে বৌদ্ধ ব্রাহ্মণদিগকে ধান্তাদি শস্য এবং নানাপ্রকার দ্রব্যাদি দান করা হয়। পরে দেবোচ্ছিষ্ট নৈবেদ্যাদি রাস্তায় ছড়াইয়া দেয়, ঐ সময়ে আগত বৌদ্ধ-নেবারীগণ বুদ্ধের পবিত্র প্রসাদ পাইবার আশায় কাড়াকাড়ি করে। ইহার পর বাঁড়া-ভোজন হয়, তৎপরেই সকলে একত্র হইয়া রাস্তায় বাহির হয়।

৩২। রথ-যাত্রা—ইন্দ্রযাত্রা হইতে ইহা স্বতন্ত্র। ১৭৪০-১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা জয়প্রকাশমল্লের রাজত্ব সময়ে এই উৎসব আরম্ভ হয়। এক সময়ে একটী সপ্তমবর্ষীয়া বাঁড়া-বালিকা প্রলাপ করিতে করিতে বলে যে, সে কুমারী দেবী বা শক্তির অংশসম্ভূত। রাজা এইরূপ বৃথা ভাণ করিয়া দেবী সাজিতে ইচ্ছুক দেখিয়া তাহাকে নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং তাহার জমিজমাদি রাজসম্পত্তিভুক্ত করিয়া লন। সেই রাত্রিতে রাণী বায়ু-রোগগ্রস্ত হইলেন। তাহার উন্মত্ত প্রলাপে প্রকাশ পাইল যে তাহার উপর দেবী ভর করিয়াছেন। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তিনি সর্ব্বসমক্ষেই বাঁড়া-বালিকার ঈশ্বরীত্ব প্রতিপাদন করিয়া, তদ্দণ্ডেই যথাবিহিত পূজা দিয়া, তাহার ক্রোধ উপশম করিলেন। রাজা ঐ কন্তাকে স্বদেশে আনাইয়া তাহাকে জায়গীর দান করেন। প্রতি বৎসর ঐ কন্তাকে রথে চড়িয়া নগরের রাস্তায় রাস্তায় লইয়া বেড়ান হইত। ইহা হইতেই রথযাত্রা-উৎসবের সৃষ্টি। যেমন উড়িষ্যার জগন্নাথ বলরাম ও মধ্যে সুভদ্রা দেবী অবস্থিত আছেন, সেইরূপ এখানেও দেবী মূর্ত্তির রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত দুইটী বাঁড়া-বালক নিযুক্ত থাকে। উহারা ভৈরব বা মহাদেবের পুত্র গণেশ ও কুমার (মহেন্‌কল) রূপে গণ্য। ঐ কুমারী অষ্ট-মাতৃকা বা কালীদেবীর ন্তায় পূজিত হইয়া থাকেন।

৩৩। স্বয়ম্ভূ-মেলা বা স্বয়ম্ভূৎপত্তিক-দিন—স্বয়ম্ভূদেবের জন্মদিন উপলক্ষে আশ্বিনী পূর্ণিমায় এই উৎসব হইয়া থাকে। বর্ষার প্রারম্ভে জ্যৈষ্ঠমাসে স্বয়ম্ভূনাথের মন্দিরের চূড়া প্রভৃতি বস্ত্রাবৃত করিয়া দেয়। এই পর্ব্ব দিনে ঐ মন্দিরাবরক বস্ত্রের উন্মোচন করা হয়। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের ইহা মহাপুণ্য দিন, ঐ দিন নেপালের সকল উপত্যকায় বুদ্ধদিগের পূজা হইয়া থাকে।

৩৪। ছোট মৎস্যেন্দ্রনাথ যাত্রা—কাঠমাণ্ডু নগরের একটী বাৎসরিক মহোৎসব। পাটনে যেরূপ পদ্মপাণির উৎসব হয়, এখানেও সেইরূপ সমস্ত-ভদ্রের উদ্দেশে একটী উৎসব হইয়া থাকে; কিন্তু সমন্ত-ভদ্রের নামমাহাত্ম্য সাধারণে বিশেষ ব্যাপ্ত না থাকায় এই পার্ব্বণোৎসব নেপালের অধিষ্ঠাতা মৎস্যেন্দ্র-নাথের নামানুসারে ছোট-মৎস্যেন্দ্রনাথ যাত্রা নামে পরিচিত। চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই পর্ব্বোৎসব হয়। ইহার স্থিতি চারি দিন। কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকে যদি রথচক্র ভাঙ্গিয়া যায়, অথবা রথযাত্রায় কোন ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে ক্ষতি-পূরণ-স্বরূপ আরও এক দিন উৎসব হইয়া থাকে। প্রথম দিন রাণী-পোখরা হইতে আসন-তাল, পর দিনে আসন-তাল হইতে দরবার, তৃতীয় দিনে দরবার হইতে লাখন-তাল এবং চতুর্থ দিন ঐ স্থান হইতে ঘুরিয়া পুনরায় রাণী-পোখরায় রথ ফিরিয়া আইসে।

৩৫। রামনবমী-উৎসব—শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোপলক্ষে গোর্খা জাতির অনুষ্ঠিত উৎসব। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে সূর্য্যদেব উত্তরায়ণে পদার্পণ করেন, গোর্খাগণ এই শুভ দিনে আপনাপন দলমধ্যে পূজা ও দেবতাদিগকে মনোমত দ্রব্যাদি উৎসর্গ করেন। পর দিন নবমী তিথি, ঐ পুণ্যতিথিতে হিন্দুদিগের উৎসব দেখিয়া বৌদ্ধ নেবারগণ অষ্টমী হইতে একাদশী পর্য্যন্ত সমস্তভদ্রের উৎসব দিন স্থির করিলেন।

৩৬। নারায়ণপূজা ও উৎসব—শিবপুরী পর্ব্বতের সানুদেশে বড় নীলকণ্ঠ গ্রামে এবং নাগার্জ্জুনপর্ব্বতের নিম্নস্থ বালাজী গ্রামে বিষ্ণুপূজার মহা ধূম হইয়া থাকে। প্রথমে বড় নীলকণ্ঠে এই উৎসব হইত, এখানে একটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর মধ্যভাগে অনন্তশয্যাশায়ী নারায়ণের সুবৃহৎ-মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। ঐ বিষ্ণুমূর্ত্তির হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও শালগ্রাম আছে। গোঁসাকুণ্ডথান পর্ব্বতের নীলকণ্ঠ হ্রদতীরবর্ত্তী মহাদেবের সুবৃহৎ মূর্ত্তি দেখিয়া নেপালবাসীরা এই নারায়ণমূর্ত্তিকেও মহাদেবের মূর্ত্তি বলিয়া মনে করেন।

বড় নীলকণ্ঠতীর্থে নেপালরাজ এবং রাজপরিবারভুক্ত কোন ব্যক্তির গমন নিষিদ্ধ, কিন্তু অপরাপর সকল বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ এই তীর্থে যাইতে পারেন। প্রায় দেড়শত বৎসর গত হইল, নেবারগণ উহার অনুকরণে বালাজীতে বালা-নীলকণ্ঠ নামে নূতন নারায়ণমূর্ত্তি স্থাপন করেন। উভয় স্থানেই হিন্দুর বিষ্ণুদেবতা বৌদ্ধগণের পূজার সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুগণ এখানে কেবলমাত্র নারায়ণমূর্ত্তির পূজা করে এবং মানসিক দ্রব্যাদি উপহার দেয়; কিন্তু বৌদ্ধগণ পূজান্তে নাগার্জ্জুন পর্ব্বতস্থিত বৌদ্ধচৈত্য দর্শনে গমন করে।

৩৭। উপরোক্ত যাত্রা ব্যতীত মৎস্যেন্দ্র যাত্রা (৩৮), শৃঙ্গবেরী যাত্রা (৩৯), লোকেশ্বর যাত্রা (৪০), খসর্প-লোকেশ্বর-যাত্রা প্রভৃতি বহুতর যাত্রা আছে।

স্কন্দপুরাণে হিমবৎখণ্ডে ও স্বয়ম্ভুপুরাণে উক্ত যাত্রার কোন কোনটীর বিষয় বর্ণিত আছে।

নেবারজাতির উৎসবে পার্ব্বণ-কার্য্য যত হউক আর নাই হউক, উৎসবোপলক্ষে নৃত্যগীত, মাংসভোজন ও মদ্যপান যথেষ্ট আছে।

ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দ্দশীতে নেপালীরা শিবপূজা ও রাত্রি-জাগরণাদি করে। প্রত্যেক ব্যক্তি পশুপতিনাথের মন্দিরে যায় ও বাঘমতীতে স্নান করে।

প্রসিদ্ধ স্থানাদি।

নেপাল উপত্যকার মধ্যে প্রকৃত প্রস্তাবে চারিটীমাত্র নগর আছে। বিভিন্ন রাজার সময়ে ঐ চারিটী নগরই রাজধানী হইয়াছিল। বর্ত্তমান রাজধানী কাঠমাণ্ডু এবং প্রাচীন রাজধানী কীর্ত্তিপুর, পাটন ও ভাতগাঁও এই চারিটী নগরই বিষ্ণুমতী নদীর তীরে। এতদ্ভিন্ন আর যে সকল প্রসিদ্ধ স্থান আছে, তাহার অধিকাংশ তীর্থস্থান বা মন্দিরাদির জন্যই বিখ্যাত, কিন্তু সেগুলি গ্রাম মাত্র। নেপাল উপত্যকায় এইরূপ যে কোন স্থান আছে, তন্মধ্যে বড় নীলকণ্ঠ গ্রাম, বালাজী বা ছোট নীলকণ্ঠ গ্রাম, স্বয়ম্ভুনাথ গ্রাম, (এই কয়টী বিষ্ণুমতী নদীর অববাহিকায় অবস্থিত), হরিগ্রাম, হর, (রুদ্রমতী তীরে) চবিয়ার গ্রাম ও বোধনাথ গ্রাম (রুদ্রমতী ও বাঘমতী নদীর মধ্যবর্ত্তী উচ্চভূমিতে) গোকর্ণগ্রাম, দেবপাটন গ্রাম, চন্দ্রসহর, কিরকির্ সহর (বাঘমতীপ্রবাহিত খাদ চতুষ্টয়ের ঊর্দ্ধে), শঙ্খসহর, চাঙ্গুনারায়ণগ্রাম, তিমিসহর (মনোহরা নদীর নিকটবর্ত্তী), গোদাবরী গ্রাম (গঙ্গোরি, ফুলচোয়া-পর্ব্বতমূলে) থানকোটসহর (চন্দ্রগিরি পর্ব্বতমূলে অবস্থিত), এই কয়টীই উল্লেখযোগ্য।

কাঠমাণ্ডু, কীর্ত্তিপুর, পাটন ও ভাতগাঁও এই চারিটী নগর নেবাররাজগণের সময় প্রাচীরদ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ছিল এবং গমনাগমনের জন্য ঐ প্রাচীরের নানাস্থানে তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছিল। গোর্খাধিকারের সময় হইতে এই সকল প্রাচীর দিন দিন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অধিকাংশ তোরণ ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু নগরসীমা সেই প্রাচীন প্রাচীরের ভিত্তিস্থানাবধি এখনও নির্দ্দিষ্ট আছে। সেকালের নিয়মানুসারে নীচজাতীয় হিন্দুরা (মেথর, কসাই, জল্লাদ ইত্যাদি) কোন নগরসীমায় অন্তর্ভাগে থাকিতে পারে না। মুসলমানদিগের প্রতি এ বিধান নাই। অনেক মুসলমান নগর মধ্যেই বাস করে। প্রতি নগরের প্রত্যেক কটকের সংলগ্ন এক একটী টোলা বা পল্লী আছে। এই সকল পল্লীর মিউনিসিপালিটী স্বতন্ত্র। এই মিউনিসিপালিটীর হস্তে সেই সেই পল্লীর সংস্কার ও রক্ষার ভার থাকে। এই চারিটী নগরের প্রত্যেক নগরে একটী রাজপ্রাসাদ বা দরবার আছে। ইহা নগরগুলির প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রত্যেক প্রাসাদের সম্মুখে প্রশস্ত কতকটা খোলামাঠ আছে, ইহার উপর দিয়া প্রাসাদে প্রবেশ করিতে হয়। এই ময়দানের চতুষ্পার্শ্বে নানাবিধ মন্দির আছে। নগরগুলির অন্যত্রও এইরূপ প্রশস্ত খোলা মাঠ দেখা যায়। কাঠমাণ্ডু নগরে এরূপ মাঠের সংখ্যা ৩২টী। বিচারালয় প্রভৃতি সাধারণ কর্ম্মস্থানাদি এইরূপ এক একটী মাঠের ধারে অবস্থিত। কাঠমাণ্ডু, পাটন ও ভাতগাঁওর প্রধান প্রধান মন্দিরগুলি দর-বারের নিকটবর্ত্তী। এমন কি কয়েকটী দরবারের সীমার মধ্যে অবস্থিত। কীর্ত্তিপুরের দরবার পর্ব্বতের উচ্চ স্থানে ছিল, এখন তাহা ধ্বংসে পরিণত হইয়াছে। তাহার নিকটবর্ত্তী কোন কোন মন্দির এখনও অল্পবিস্তর ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। দরবারগুলির পশ্চাদ্দিকে রাজোদ্যান ও হস্ত্যশ্বশালা।

কাঠমাণ্ডু নগর আয়তাকার। বৌদ্ধেরা বলেন এই নগর মঞ্জুশ্রী কর্তৃক তাঁহার তরবারীর আকারে নির্ম্মিত। হিন্দুরা বলেন, ভবানীর খড়্গাকারে এই নগর নির্ম্মিত হইয়াছে।

যাহাই হউক, ইহার মুষ্টিভাগ দক্ষিণদিকে বাঘমতী ও বিষ্ণুমতীর সঙ্গম স্থলে এবং উত্তরদিকে তিস্মেল গ্রামে উহার অগ্রভাগ কল্পিত হইয়া থাকে।

কাঠমাণ্ডু উত্তরদক্ষিণে অর্দ্ধ ক্রোশ এবং প্রস্থে কোথাও বা তাহার কিছু বেশী। কাঠমাণ্ডুর প্রাচীন নাম মঞ্জুপাটন। দরবারের সম্মুখস্থ এবং প্রাচীন কাষ্ঠময় ভবনকে নেবারেরা চিরকাল কাঠমাডু (কাষ্ঠমণ্ডপ) বলিয়া থাকে, ইহা হইতে কালে নগরের নামও "কাঠমাণ্ডু" হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৫৯৬ অব্দে রাজা লক্ষ্মীনৃসিংহ মল্ল এই কাষ্ঠমণ্ডপ নির্ম্মাণ করান। ইহা কোন দেবমন্দির নহে। দেশবাসী ও আগন্তুক সন্ন্যাসীদিগের বাসের জন্যই উহা নির্ম্মিত হয়। অদ্যাপি উহাতে ঐ কার্য্যই হইয়া থাকে। এখন উহার মধ্যে শিবমূর্ত্তিও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাঠমাণ্ডুর প্রাচীন ৩২টী কটকের কয়েকটি আজিও ভগ্নপ্রায় অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। ঐ ৩২টী কটকের সংশ্লিষ্ট ৩২টী টোলা এখনও ঠিক আছে তন্মধ্যে আসানটোলা (সহরের উত্তরাংশে রাণীতলাও এর নিকট), ইন্দ্রচক, দরবার-চক, কাটমাণ্ডু টোলা, টোবা টোলা ও লখন টোলা প্রভৃতি পল্লী উল্লেখযোগ্য।

দরবার চকে দরবার বা প্রাসাদ অবস্থিত। প্রাসাদের উত্তর দিকে তলিজু মন্দির, দক্ষিণে বসন্তপুর নামে মন্ত্রণাগৃহ ও নূতন দরবার (অভ্যর্থনা-গৃহ), পূর্ব্বে রাজোদ্যান ও হস্ত্যশ্বশালা এবং পশ্চিম দিকে সিংহদ্বার। প্রাসাদে সেকালে নেবারদিগের প্রস্তুত প্রাচীন গঠনের গৃহাদি ও ক্রমশঃ প্রস্তুত নূতন নূতন গঠনের গৃহ আছে। এখনকার বিলাতী ধরণের গৃহাদিও আছে।

কাঠমাণ্ডু নগরের মধ্যে হিন্দুমন্দির যতগুলি আছে, তন্মধ্যে তলিজু মন্দির ব্যতীত আর কোন মন্দির তাদৃশ শোভাযুক্ত বা উল্লেখযোগ্য নহে। বৌদ্ধমন্দির নগরের নানা স্থানে, তন্মধ্যে 'কাঠীশম্ভু' ও 'বুদ্ধমণ্ডল' নামে মন্দির দুটী উল্লেখযোগ্য।

কাঠমাণ্ডু নগরে ৬০ হইতে ৮০ হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে নেবারদিগের সংখ্যাই অধিক। নগরের বাহিরে পূর্ব্বদিকে ঠাণ্ডীখেল নামক মাঠে সৈন্যদিগের কুচকাওয়াজ হয়। ইহার মধ্যস্থলে প্রস্তরবেদিকার উপর সরজঙ্গবাহাদুরের এক গিল্টী করা প্রতিমূর্ত্তি আছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অতি ধূমধামে জঙ্গবাহাদুর নিজেই এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বারুদখানায় জগন্নাথের মন্দির আছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে জঙ্গবাহাদুর ইহা নির্ম্মাণ করান। ঠাণ্ডী খেলের রাস্তার ধারে মহাকালের এক অতি প্রাচীন ক্ষুদ্র মন্দির আছে। নেপালের সমস্ত হিন্দু মন্দির অপেক্ষা এখানে বেশী যাত্রী আসিয়া থাকে। ইহার মধ্যে মহাকাল নামে শিবের যে মূর্ত্তি আছে, বৌদ্ধেরা সেই মূর্ত্তিকেই পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করে। মহাকালের কপালে আর একটী ক্ষুদ্র মূর্ত্তি খোদিত আছে। হিন্দুরা ইহাকে কি বলে তাহা জানা যায় না (সম্ভবতঃ চন্দ্র মূর্ত্তি বলে), কিন্তু বৌদ্ধেরা উহাকে পদ্মপাণির ললাটজাত অমিতাভ মূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। যাহা হউক এই মন্দিরে এই নিমিত্ত একই প্রতিমাকে বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন দেবতাজ্ঞানে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই পূজা করিয়া থাকে।

নগরের উত্তরপশ্চিমকোণে রাণী-পোখরা নামে যে সরোবরের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার মধ্যস্থলে দেবীমন্দির আছে। ইহাতে যাইবার জন্য পশ্চিম তীর হইতে সেতু আছে। ইহার উপর লতানিয়া গাছ জন্মিয়া বড়ই শোভাকর হইয়াছে। পূর্ব্বে এই হ্রদের অতুল শোভা ছিল, কিন্তু জঙ্গবাহাদুর ইহার চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দেওয়ায় সে শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

রাণী-পোখরা সরোবরের পূর্ব্বোত্তরকোণে নারায়ণের একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে দেবদারুর সুন্দর বন। স্থানটী বড় মনোরম। নিকটেই একটী নির্ঝর আছে। এই স্থানটীর নাম নারায়ণহিটি। এই মন্দিরের সম্মুখে আধুনিক চুণ বালির কাজ করা ফতেজঙ্গ-চৌতরা নামক অট্টালিকা। পূর্ব্বে এখানে ফতেজঙ্গ বাস করিতেন। রাণী পোখরার দক্ষিণে এক প্রস্তরময় হস্তীর উপর রাজা প্রতাপমল্ল ও তাঁহার মহিষীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে। এই মহিষীই এই সরোবর নির্ম্মাণ করান।

কাঠমাণ্ডু সহরের পশ্চিমে স্বয়ম্ভূনাথ পাহাড়ের দক্ষিণে উচ্চভূমিতে স্কন্ধাবার ও কাওয়াজের মাঠ আছে। এখানে গোলন্দাজ সেনার কাওয়াজ হয়। সহরের দক্ষিণে বাঘমতী ও বিষ্ণুমতীর সঙ্গমস্থলে বাঘমতীর দক্ষিণতীরে সেনাপতি ব্যোম বাহাদুর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ২১৩ শত গজ বিস্তৃত এক প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ ঘাট আছে। কাঠমাণ্ডু, কান্তিপুর, জিনদেশী প্রভৃতি নামেও ইহা অভিহিত হয়। কথিত আছে রাজা গুণকামদেব ৩৮২৪ কল্যব্দে (৭২৩ খৃষ্টাব্দে) এই নগর স্থাপন করেন।

রাণী পোখরার আরও দক্ষিণে ঠাণ্ডীখেল বা তুড়িখেল নামক কাওয়াজের মাঠ। ইহার পশ্চিমে ধারারা নামক এক প্রস্তরস্তম্ভ, ভীমসেন ঠাপা নামক জনৈক সেনাপতি ইহা নির্ম্মাণ করেন। ইহা উচ্চে ২৫০ ফিট্। ইহার মধ্যে সোপান ও জানালা আছে। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বজ্রাঘাতে ইহার অনেকাংশ নষ্ট হইয়াছিল, আবার মেরামত হইয়াছে। এখানে ভীমসেন-নির্ম্মিত এইরূপ আরও একটী স্তম্ভ ছিল, তাহা ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান স্তম্ভটীর গঠন ও কারু-

কার্য্য অতি উৎকৃষ্ট ও শোভাসম্পন্ন। কাঠমাণ্ডুর অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে ইংরাজ রেসিডেন্টের আবাসবাটী ও উদ্যান।

কাঠমাণ্ডু হইতে যে সেতুদ্বারা বাঘমতী পার হইয়া পাটনে প্রবেশ করিতে হয়, সেই সেতুর উত্তরাংশে এক প্রস্তরময় বৃহৎ কচ্ছপের পৃষ্ঠের উপর এক প্রস্তরস্তম্ভ আছে; স্তম্ভের শীর্ষদেশে এক প্রস্তরময় সিংহমূর্ত্তি বিদ্যমান। এই অদ্ভুতাকার স্তম্ভও সেনাপতি ভীমসেন ঠাপা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সেতুটীও তাঁহারই কীর্ত্তি।

পাটন—নেপালের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নগর। ইহার অপর নাম ললিত-পত্তন। ইহা কাঠমাণ্ডু হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে তিন পোয়া পথ দূরে বাঘমতীর দক্ষিণ দিকে উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত, গোর্খা-বিজয়ের পূর্ব্বে নেপাল যে তিন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, ইহাই তৎকালের নেবাররাজের রাজধানী। [পাটন দেখ।]

কীর্ত্তিপুর—চন্দ্রগিরি পর্ব্বতের উপরিস্থিত গিরিপথের নিম্নে যে সকল গ্রাম ও নগর আছে, তন্মধ্যে থানকোট সহর কতকটা বিখ্যাত। ইহারই পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতের উপর অনেকগুলি গ্রাম আছে, তন্মধ্যে কীর্ত্তিপুরই প্রধান। ইহা পূর্ব্বে এক স্বাধীন রাজার রাজধানী ছিল, অবশেষে পাটনরাজ ইহা অধিকার করেন। কীর্ত্তিপুর নিকটবর্ত্তী সমতল ভূভাগ হইতে ৩।৪ শত ফিট্ উর্দ্ধে এবং পাটন ও কাঠমাণ্ডু উভয় নগর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই নগর প্রাচীনকালে বহুবিস্তৃত ছিল না, কিন্তু চিরকালই ইহার দুর্ভেদ্য-দুর্গ বিখ্যাত। ১৭৬৫ হইতে ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ৩ বৎসর অবরোধের পর গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ এই নগর ছলনাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক আবালবৃদ্ধবনিতা সমস্ত নগরবাসীর নাসিকা ছেদন করান। কেবল যাহারা বাঁশী বাজাইতে জানিত, তাহারাই বাঁচিয়া গিয়াছিল। ফাদার গাইসিনি, নামক এক জন পাদরী এই সময় কীর্ত্তিপুরে ছিলেন, তিনি তাঁহার নেপাল ইতিহাসে এ সম্বন্ধে অনেক নিষ্ঠুর ঘটনার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন এবং কর্ণেল কার্কপ্যাট্রিকও ঐ ঘটনার ৩০ বৎসর পরে যখন কীর্ত্তিপুরে গিয়াছিলেন, তখনও তিনি তথায় ঐ রূপ ছিন্ননাস অনেক ব্যক্তিকে দেখিয়া ছিলেন। কীর্ত্তিপুরের লোকসংখ্যা প্রায় ৪ হাজার। পৃথ্বীনারায়ণের আদেশে কীর্ত্তিপুরের নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "নাসকাটা পুর" নামে অভিহিত হয়। তদবধি এই নগর ক্রমশঃই ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, মন্দির বা অট্টালিকার সংস্কার করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই। প্রাচীন তোরণ ও প্রাচীর এখনও ধ্বংসপ্রায় অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। এখানে কেবল নেবারদিগের বাস। জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, পর্ব্বতসুলভ গলগণ্ডরোগী একটীও এখানে নাই। এখানকার দরবার ও নিকটবর্ত্তী মন্দিরাদি সহরের পশ্চিম সীমায় ক্ষুদ্র পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এখন ইহার যে ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান, তাহা হইতে প্রকৃত আকার কিরূপ ছিল, তাহা স্থির করা দুরূহ। পীতবর্ণ প্রস্তর-(এখন এরূপ প্রস্তর নেপালে আর প্রস্তুত হয় না)-নির্ম্মিত দুইটী মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, প্রাচীরে জঙ্গল হইয়াছে, কিন্তু কতকগুলি হস্তী সিংহ প্রভৃতি প্রস্তরমূর্ত্তি এখনও রক্ষিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। এই মন্দির ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয় ও ইহাতে হরগৌরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এখানকার সমস্ত মন্দিরই ধ্বংসপ্রায়, কেবল যে গুলির কতকাংশ ব্যয় গোর্খা-রাজকোষ হইতে প্রদত্ত হয়, সেই গুলির সংস্কার হইয়া থাকে। ভৈরবের মন্দিরই প্রধান মন্দির। এখানে উৎসবদিনে বহুযাত্রী সমাগম হয়। মন্দির মধ্যে কোন মনুষ্যাকৃতি বা লিঙ্গরূপী দেবপ্রতিমা নাই, তৎপরিবর্ত্তে এক প্রস্তরময় নানা রঙ্গে রঞ্জিত ব্যাঘ্র মূর্ত্তি আছে। উহাই দেবমূর্ত্তিরূপে পূজিত হয়। এই মন্দিরের নিকটে আরও দুই তিনটী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে।

কীর্ত্তিপুরের উত্তরাংশে পর্ব্বতের উপর গণেশের একমন্দির আছে। এই মন্দিরের তোরণ অতি সুন্দর এবং উৎকৃষ্ট খোদিত কারুকার্য্যশোভিত। এই সকল খোদিত শিল্পের মধ্যে অধিকাংশই পৌরাণিক চিত্র। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে জৈষী জাতীয় শেরিস্তা-নেবার এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই তোরণের কপালীতে মধ্যস্থলে গণেশ, বামে ময়ূরারোহিণী কুমারী তাহার বামে মহিষারোহিণী বারাহী, তাহার বামে শিবারোহিণী চামুণ্ডা এবং গণেশের দক্ষিণে গরুড়ারোহিনী বৈষ্ণবী, তাহার দক্ষিণে ঐরাবতারোহিণী ইন্দ্রাণী, তাহার দক্ষিণে সিংহবাহিনী মহালক্ষ্মী আর গণেশের উর্দ্ধে মধ্যস্থলে ভৈরব, শিব তাহার বামে হংসারোহিণী ব্রহ্মাণী এবং দক্ষিণে বৃষারোহিণী রুদ্রাণী মূর্ত্তি খোদিত আছে। এই অষ্ট দেবীমূর্ত্তিকে অষ্টমাতৃকা বলে। উভয় দ্বারের কোণে মধ্যবিন্দুযুক্ত ষট্‌কোণী যন্ত্র আছে এবং উভয় পার্শ্বে পক্ষযুক্ত সিংহ মূর্ত্তির নিম্নে কলস ও শ্রীবৎস খোদিত আছে।

কীর্ত্তিপুরের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে "চিলন্দেও" নামে একটী বৌদ্ধ মন্দির আছে। এই মন্দির ক্ষুদ্র হইলেও ইহার গাত্রে বৌদ্ধ দেবদেবীর, বৌদ্ধ শাস্ত্রোক্ত ঘটনার এবং বৌদ্ধ চিহ্ন যন্ত্রাদির যে সমস্ত বিশুদ্ধচিত্র সুস্পষ্ট রূপে খোদিত আছে, সেই সমস্তের জন্য এই মন্দিরটীর আদর বেশী। কীর্ত্তিপুরের পূর্ব্বে কাঠমাণ্ডুর এক ক্রোশ দক্ষিণে চোবহাল নামে গ্রাম, তাহার দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে ভাতগাঁও।

ভাতগাঁও—মহাদেব-পোখরা শিখর হইতে দেড় ক্রোশ এবং কাঠমাণ্ডু হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে ৪ ক্রোশ দূরে হনুমান্

মতী নদীর বামতীরে, ভাতগাঁও নগর অবস্থিত। এই নগরের পূর্ব্বে ও দক্ষিণে হনুমানমতী নদী এবং উত্তরে ও পশ্চিমে কংসাবতী নদী প্রবাহিত, এই নগর শঙ্খাকৃতি। [ভাতগাঁও দেখ।] ভাতগাঁও ও কাঠমাণ্ডুর মধ্যে নদীবুদি ও থেমি নামক গ্রাম। থেমি গ্রামে অতি সুন্দর মৃণ্ময় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়।

ফিরফিঙ্—এই ক্ষুদ্র নগর বাঘমতী নদীর দক্ষিণে অবস্থিত।

চাঁপাগাঁও—পাটন হইতে দক্ষিণমুখে যে রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর এই ক্ষুদ্র নগর অবস্থিত। এই নগরের নিকট এক পবিত্র কুঞ্জ মধ্যে একটী অতি প্রাচীন মন্দির আছে।

হরিসিদ্ধি—পাটন হইতে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে যে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তার উপর এই প্রাচীন গণ্ডগ্রাম অবস্থিত। ইহাকে ক্ষুদ্র নগর বলাও চলে।

গোদাবরী বা গদৌরী—ফুলচোয়া পর্ব্বতের পাদমূলে এবং পাটন হইতে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখী রাস্তার উপর এই নগর অবস্থিত। এই নগর নেপালের মধ্যে অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। প্রতি দ্বাদশ বৎসর পরে এখানে এক নির্ঝরের নিকট একমাসব্যাপী মেলা হয়। স্থানীয় লোকের মধ্যে প্রবাদ এইরূপ যে, দাক্ষিণাত্যের গোদাবরী নদীর সহিত এই নদীর সংযোগ আছে এবং তদনুসারে এই স্থানের নামকরণও হইয়াছে। ইহার নিকটে অনেকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির ও পুষ্করিণী আছে। গোদাবরীর এলাচির ক্ষেত্র বহুবিস্তৃত। এখানকার এলাচ বিক্রয়ে বেশ আয় হয়। এই স্থানে পর্ব্বতের শিখরদেশে গোলাপ, জাতি, যুথি, ও বন্য কুসুমের এত প্রাচুর্য্য যে, সেরূপ নেপালের আর কোথাও নাই বলিলেই হয়। এই ফুলের প্রাচুর্য্য হইতে এই পর্ব্বতের নাম ফুলোচ্চ বা 'ফুলচোয়া' হইয়াছে। এই পর্ব্বতের শীর্ষদেশে এক ক্ষুদ্র পবিত্র মন্দির আছে, সেখানে বহুযাত্রী সমাগম হয়। মন্দিরের নিকট দুইটী মৃৎস্তূপের উপর একটীতে তাঁতিদিগের কতকগুলি মাকু ও অপরটীতে একটী ত্রিশূল প্রোথিত আছে।

পশুপতিনাথ—কাঠমাণ্ডু হইতে পূর্ব্বোত্তরমুখে এক পথ বাহির হইয়া নবসাগর, নন্দীগাঁও, হরিগাঁও, চবাহিল ও দেওপাটন গ্রামের মধ্য দিয়া পশুপতিনাথ পর্য্যন্ত গিয়াছে। পশুপতিনাথ তীর্থস্থান কাঠমাণ্ডু হইতে দেড় ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর দিকে অবস্থিত। [পশুপতিনাথ দেখ।]

চাঙ্গু-নারায়ণ—পশুপতিনাথ হইতে দুই ক্রোশ দূরে এই সহর অবস্থিত। ইহার নিকটে মনোহরা নদী প্রবাহিত। চাঙ্গু-নারায়ণ চারি গ্রামের সমষ্টি। প্রত্যেক গ্রামে চারি নামে চারিটী নারায়ণ মন্দির আছে। তত্তৎ দেবতার নামানুসারে সেই সেই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশে রথের সময় একদিনে "তিন ঠাকুর" (খড়দহের শ্যামসুন্দর, সাঁইবনের নন্দদুলাল ও বল্লভপুরের বল্লভজী বা রাধাবল্লভ) দর্শন যেমন পুণ্যজনক বলিয়া গণ্য হয়, সেইরূপ একদিনে এই চারি নারায়ণমূর্ত্তি দর্শন করাও এদেশে বহুপুণ্যজনক বলিয়া দর্শনার্থীরা শতক্লেশ সহিয়াও তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। চারি নারায়ণের নাম চাঙ্গুনারায়ণ, বিশঙ্কু নারায়ণ, শিখর-নারায়ণ এবং এচাঙ্গু নারায়ণ। এই চারি গ্রামের সীমা প্রায় ২২ ক্রোশ।

শঙ্খু—চাঙ্গুনারায়ণ হইতে পূর্ব্বোত্তর দিকে এক ক্রোশ দূরে শঙ্খুনগর। ইহাও তীর্থস্থান। এখানেও বহুযাত্রীর সমাগম হয়। এখানে সিদ্ধি-বিনায়ক নামে গণেশের মন্দির বড় বিখ্যাত। নেপাল প্রদেশে বিনায়ক নামে চারিটী গণেশমূর্ত্তি প্রসিদ্ধ। এই চারিটী মধ্যে এই শঙ্খুনগরে সিদ্ধি-বিনায়ক, ভাতগাঁওএর সূর্য্য-বিনায়ক, কাঠমাণ্ডুতে আশু-বিনায়ক ও চন্দ্ররনগরে বিঘ্ন-বিনায়ক মন্দির অবস্থিত।

গোকর্ণ—পশুপতিনাথের এক ক্রোশ পূর্ব্বোত্তর দেশে বাঘমতী তীরে অবস্থিত। ইহা নেপাল-তীর্থের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহার নিকট সরজঙ্গবাহাদুরের যত্নে একটী মৃগয়ার বন গঠিত হইয়াছে।

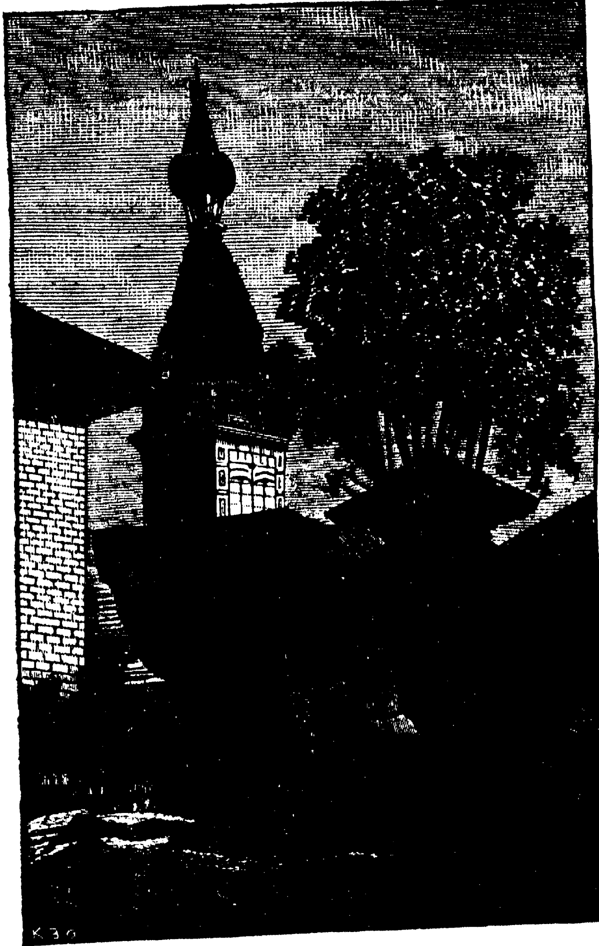
বোধনাথ—পশুপতিনাথ ও কাঠমাণ্ডুর মধ্যে পশুপতিনাথ হইতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ উত্তরে বোধনাথ (বুদ্ধনাথ) নামে গ্রাম অবস্থিত। একটী বৃহৎ বৌদ্ধ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে চক্রাকারে এই গ্রাম প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটীর বেদী গোলাকার ইষ্টকনির্ম্মিত, সেই বেদীর উপর পূর্ণগর্ভ গম্বুজাকৃতি মন্দির। তাহার চূড়া পিত্তলনির্ম্মিত। বেদীর গাত্রে কুলঙ্গী মধ্যে বোধিসত্ত্বগণের প্রতিমা আছে। এই কুলঙ্গীগুলি ১৫ ইঞ্চি উচ্চ ও ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত। মন্দিরের ব্যাস প্রায় ১০০ গজ। এই মন্দির ভুটিয়া ও তিব্বতীয় বৌদ্ধগণের বিশেষ আদরের স্থান। শীতকালে উক্ত বৌদ্ধগণ এই মন্দির দর্শনে আসে। এই যাত্রিসমাগমে এখানে ধাতুনির্ম্মিত বিশেষ বিশেষ আকারের মাদুলী, কবচ, তাগা ও ও কণ্ঠী প্রভৃতি বিস্তর বিক্রীত হয়, ভুটিয়ারাই ইহা অধিক ব্যবহার করে।

নীলকণ্ঠ—শিবপুরী পর্ব্বতের পাদমূলে নীলকণ্ঠহ্রদের তীরে নীলখিয়ৎ বা নীলকণ্ঠ নামে গ্রাম বর্ত্তমান। এখানকার নীলকণ্ঠ দেবতার বিবরণ ইতিপূর্ব্বে শিবপুরী পর্ব্বতের বর্ণনাস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে।

বালাজী—কাঠমাণ্ডু হইতে বিষ্ণুমতী পার হইয়া একটী নিকুঞ্জের প্রান্তে নাগার্জ্জুন পর্ব্বতের পাদমূলে বালাজী গ্রাম অবস্থিত। এই পর্ব্বতের কতকাংশ সরজঙ্গ বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রাচীর

বেষ্টিত হইয়াছে, উহার মধ্যে সুরক্ষিত মৃগবন। এই পর্ব্বতের পাদদেশে কতকগুলি নির্ঝর এবং ঐ নির্ঝরের নিম্নে এক বৃহদাকার শায়িত মহাদেব মূর্ত্তি আছে। এই গ্রামে নেপালাধিপতির উদ্যানবাটিকা বিদ্যমান।

স্বয়ম্ভুনাথ—কাঠমাণ্ডু হইতে পশ্চিমে তিন পোয়া পথ দূরে স্বয়ম্ভুনাথ গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামে পর্ব্বতশিখরে বৌদ্ধ দেবতা স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির। মন্দিরে উঠিবার জন্ম চারি শত সোপান আছে। মন্দিরটী ২৫০ ফিট্ উর্দ্ধে অবস্থিত।



স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির।

সোপানাবলীর মূলে শাক্যসিংহের এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি বিদ্যমান। সোপানাবলীর উর্দ্ধভাগে ৩ ফিট্ উচ্চ বেদীর উপর ইন্দ্রের বজ্রের এক মূর্ত্তি আছে। [স্বয়ম্ভুনাথ দেখ।]

ভোগমতী—কীর্ত্তিপুরের আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে বাঘমতীর পূর্ব্বতীরে এই গ্রাম অবস্থিত। রথের উপর এই গ্রামে মৎস্যেন্দ্রনাথের প্রতিমা ছয় মাস কাল থাকে। প্রবাদ আছে, নরেন্দ্রদেব ও তাঁহার আচার্য্য যথন পাটন হইতে পবিত্র বারিপূর্ণ কলস লইয়া কপোতল পর্ব্বতে ফিরিতে ছিলেন, তথন একদিন এই গ্রামে বাস করেন।

নবকোট—নবকোট (নয়াকোট) উপত্যকার প্রধান নগর। কাঠমাণ্ডু হইতে পূর্ব্বোত্তর দিকে ৮৷৷০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ধৈবঙ্গ বা জিবজিবিয়া পর্ব্বতের দক্ষিণপশ্চিমমুখে যে শিখর আছে, তদুপরি এই নগর প্রতিষ্ঠিত। এই নগরের পূর্ব্বে অর্দ্ধক্রোশ দূরে ত্রিশূল-গঙ্গা এবং পূর্ব্বে ও দক্ষিণে অর্দ্ধক্রোশ দূরে তাড়ী বা সূর্য্যমতী নদী প্রবাহিত। এই নগরে দুইটী দরবার বা প্রাসাদ আছে। নেপালের বিখ্যাত ভৈরবী দেবীর মন্দির এই নগরে অবস্থিত। ইংরাজের সহিত নেপালের শেষ যুদ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত এই নগরে নেপালাধিপতির গ্রীষ্মাবাস ছিল। ১৮১৩

খৃষ্টাব্দে নেপালাধিপতি এখানকার বাস ত্যাগ করিয়া কাঠমাণ্ডুতেই চিরবাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তদবধি এখানকার প্রাসাদাদি ভগ্নোন্মুখ হইয়াছে। সূর্য্যমতী নদীর দিকে ঘন শালবন আছে। চৈত্র মাসে নয়াকোট উপত্যকায় ও তরাই প্রদেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে।

দেবীঘাট—নয়াকোট নগরের তিন পোয়া পথ দূরে দেবীঘাট নামক স্থান। এই স্থানে ত্রিশূলগঙ্গা ও সূর্য্যমতী নদী মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গম স্থানে ভৈরবী দেবীর মন্দির আছে। বৈশাখ মাসে ম্যালেরিয়া প্রকোপের সময় এই দেবীমন্দিরে বহুযাত্রীর সমাগম হয়। এ মন্দিরে কোন প্রতিমা থাকে না, এই সময়ে নয়াকোটের ভৈরবী দেবী এখানে আনীত হন।

ভামুর্ব্বা—তরাই প্রদেশে। এই নগরে নেপাল যাইবার জন্ত কুশী নদী উত্তীর্ণ হইতে হয়। এই স্থানের নিকটে তৃণাচ্ছাদিত সুন্দর প্রশস্ত মাঠ থাকায় উহা সৈন্তাবাসের উপযুক্ত।

রঙ্গেলী—মোরঙ্গ তরাইএর মধ্যে এই স্থানটী স্বাস্থ্যনিবাসরূপে গণ্য। মোরঙ্গের অন্ত সকল স্থান অস্বাস্থ্যকর হইলেও রঙ্গেলীর জল বায়ু অতি উত্তম। নদীর জলও ভাল।

তরাই প্রদেশে হনুমানগঞ্জ, জলেশ্বর, বুড়হর্ব্বা প্রভৃতি সহর আছে।

নেপাল উপত্যকা হইতে পশ্চিমে কুমাওন যাইতে হইলে নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ স্থান গুলির মধ্য দিয়া যাইতে হয়—

থানকোট নেপাল উপত্যকার সীমান্তবর্ত্তী। ইহা একটী ক্ষুদ্র সুন্দর সহর।

মহেশডোবঙ্গ—কাঠমাণ্ডু হইতে দশ ক্রোশ পশ্চিমে। এই গ্রামের নিম্নে ত্রিশূল-গঙ্গা ও মহেশ খোলা নদীর সঙ্গম।

ভঙ্গকোট ঘাট—কাঠমাণ্ডু হইতে বিশ ক্রোশ পশ্চিমে। এখানে সেনাপতি ভীমসেননির্ম্মিত কতকগুলি প্রস্তর মন্দির আছে।

গোর্খানগর—ধরমড়ী নদীর পূর্ব্ব বা দক্ষিণতীরে কাঠমাণ্ডু হইতে ২৬ ক্রোশ দূরে এই নগর অবস্থিত। হনুমানবনজঙ্গ পর্ব্বতের উত্তর ইহা প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান রাজবংশের প্রাচীন রাজধানী।

টানাহুঙ—কাঠমাণ্ডু হইতে ৩৪ ক্রোশ দূরে। ইহা তন্নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানী। ইহার দরবার ভগ্নপ্রায়।

পোখরা—সেতুগঙ্গ নদীতীরে। ইহা একটী ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। নগরটী বৃহৎ ও বহু জনাকীর্ণ। সর্ব্ব প্রকার বস্ত্র এখানে পাওয়া যায়। তাম্রনির্ম্মিত দ্রব্যাদির ব্যবসায়ের জন্ত বিখ্যাত। এখানে এক বৃহৎ বার্ষিক মেলা হয়।

শতহং—পোখরার ন্যায় ইহাও একটী ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্যের রাজধানী। এখানে একটী দরবার আছে।

তানসেন—পোখরার ন্যায় একটী সামন্তরাজ্যের রাজধানী। পাল্পা প্রদেশের সেনাবাস এইখানে আছে। এক সহস্র সৈন্য ও এক জন কাজী এখানে থাকেন। এখানে এক নূতন দরবার ও হাট আছে। গুরুঙ্গদের প্রস্তুত সূত্র বস্ত্রের ব্যবসায় বহুবিস্তৃত। এখানকার টাঁকশালে তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত হয়। কাঠমাণ্ডু হইতে ৬১ ক্রোশ পশ্চিমে এই নগর অবস্থিত।

পাল্পা নগর—কাঠমাণ্ডু হইতে ৬৩ ক্রোশ দূরে। এখানে এক দরবার ও ভৈরবনাথের এক মন্দির আছে।

পেণ্টানা—কাঠমাণ্ডুর ৮৭ ক্রোশ পশ্চিমে। এখানে বারুদের ও বন্দুকের কারখানা আছে। নিকটবর্ত্তী মুষিনিয়া-ভনজঙ্গ গ্রাম হইতে এখানে বিস্তর সোরা আমদানী হয়।

সলিয়ানা—পোখরা রাজ্যের ন্যায় স্বাধীন রাজ্যের রাজধানী। কাঠমাণ্ডু হইতে একশত দশ ক্রোশ পশ্চিমে ইরবলখোলা নদীর উপর অবস্থিত। এখানে দরবার ও মন্দিরাদি আছে।

জজুরকোট—এক প্রাচীন রাজধানী। ভেড়ী-গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার দরবার ও দেবীমন্দির ভগ্নপ্রায়।

তরিয়া—ধৈবঙ্গপর্ব্বত ও জিবজিবিয়া পর্ব্বতের এক শাখার উপর তরিয়া নামক গ্রাম। এখানে ভোটিয়া জাতির বাস আছে। তাহার নিকটে এক স্বাভাবিক বৃহৎ গুহাবৎ স্থান আছে। সেখানে ২।৩ শত লোক থাকিতে পারে। গোসাঞিথান পর্ব্বতের তীর্থযাত্রীরা এই স্থানে আশ্রয় লইয়া থাকে। নেবারগণ ইহাকে ভীমল পাকু ও পার্ব্বতীয়েরা "ভীমল-গুফা" বলে। প্রবাদ এইরূপ, ভীমল নামে এক নেবার-কাজী তিব্বতজয়ার্থ এক দল সৈন্য প্রেরণ করেন। তিব্বতের লামা উপর হইতে এই গুহার ছাদের ন্যায় পর্ব্বতখণ্ডকে নিম্নস্থ সৈন্য দল চাপা দিবার জন্ত পরিত্যাগ করেন, কিন্তু ভীমল হস্ত দ্বারা ইহার বেগ ধারণ করিয়া পতন নিবারণ করেন। তদবধি ইহা ঐরূপ আছে।

চুমচা—ভীমলগুফা হইতে এক ক্রোশ দূরে চুমচা গ্রাম। এখানে এক প্রস্তরনির্ম্মিত বুদ্ধমন্দির আছে। মন্দিরের মূলে কুলঙ্গীতে বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তি এবং চূড়ায় পিত্তল ছত্র আছে। এই গ্রামের নিকট চন্দনবাড়ী পর্ব্বতের উপর লৌড়ী-বিনায়কের মন্দির আছে। লৌড়ী-বিনায়কের মন্দিরে একখানি মূর্ত্তিহীন প্রস্তরখণ্ড গণেশের প্রতিমারূপে পূজিত হয়। এই মন্দির অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে হস্তের যষ্টি এই মন্দিরে রাখিয়া যাইতে হয়, নতুবা বিনায়কের ক্রোধে পড়িতে হয়।

ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব।

নেপালের বিশ্বাসযোগ্য প্রাচীনতম ইতিহাস পাওয়া যায় না। পৌরাণিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে অথর্ব্বপরিশিষ্টে, স্কন্দ-পুরাণে নাগরখণ্ডে (১০২।১৩) ও সহ্যাদ্রিখণ্ডে (৩৯।৯), রেবাখণ্ডে, দেবীপুরাণে, গরুড়পুরাণে (৮০।২), অরিষ্টনেমি-পুরাণান্তর্গত জৈন হরিবংশে (১১।৭২), বৃহন্নীলতন্ত্রে, বারাহী তন্ত্রে, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ও হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলী চরিতে নেপালের সামান্ত উল্লেখ মাত্র পাওয়া যায়। বৌদ্ধতন্ত্রে ও বৌদ্ধ স্বয়ম্ভূপুরাণে এবং স্কন্দপুরাণের হিমবৎখণ্ডে নেপালের অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে, কিন্তু এই সকল গ্রন্থে কেবল অলৌকিক উপাখ্যানাবলী বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করা সুবিধাজনক নহে।

শুনিয়াছি, নেপালের নানাস্থানে সমৃদ্ধিশালী পুরাতন বংশীয়গণের গৃহে বিভিন্ন সময়ের রাজবংশাবলী সংগৃহীত আছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ভগবান্ লাল ইন্দ্রজী নেপালে অবস্থান কালে এরূপ বংশাবলীর সংবাদ পাইয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনিও সংগ্রহ করিতে পারেন নাই[১]। অধুনাতন কালে রচিত পার্ব্বতীয়-বংশাবলী নামক পুথিতে একরূপ মোটামুটী নেপাল-রাজগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কোন কোন য়ুরোপীয় ঐতিহাসিক ঐরূপ বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়া নেপালের ইতিহাস সঙ্কলনে চেষ্টা করিয়াছেন[২]। কিন্তু বলিতে কি, ঐ সকল আধুনিক গ্রন্থে প্রকৃত ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ না হওয়ায় এবং উক্ত বংশাবলীর রচয়িতৃগণ অতীতকালের অজ্ঞাত ইতিহাস গোঁজা মিল দিয়া পূর্ণ করিতে যাওয়ায়, উহার মধ্যে কোন কোন অংশে প্রকৃতকাহিনী বর্ণিত হইলেও তাহার কোন্ অংশ প্রকৃত ও কোন্ স্থান অপ্রকৃত, তাহা বাছিয়া লওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং যাঁহারা ঐরূপ বংশাবলীর সাহায্যে নেপালের ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

বৌদ্ধ-পার্ব্বতীয়-বংশাবলীর মতে,—নেমুনি কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথমে গোপালবংশ নেপালের অন্তর্গত মাতাতীর্থে রাজত্ব লাভ করে। এই গোপালবংশ ৫২১ বর্ষ নেপালে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহার ১৫৩৬ বর্ষ পরে জিতেদাস্তি নামে কিরাত বংশীয় এক ব্যক্তি রাজত্ব করিত। কুরুপাণ্ডব যুদ্ধ কালে জিতেদাস্তি পাণ্ডবগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল এবং কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গণেই তাহার জীবলীলা শেষ হইয়াছিল[১]। এই বিবরণটী প্রকৃত ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রাহ্য কি না, তৎপক্ষে বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। তবে এইমাত্র বোধ হয়, যখন কোন সভ্য আর্য্যসন্তান নেপালে গিয়া আধিপত্য বিস্তার করেন নাই, তৎকালে নেপালে গোজেব-প্রতিপালক ও মৃগয়াশীল গোপাল ও কিরাতগণেরই প্রাধান্ত ছিল।

সম্প্রতি নেপালের তরাই হইতে যে অশোকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে বোধ হয় যে, নেপালের দক্ষিণাঞ্চলে এক সময়ে শাক্যরাজগণ রাজত্ব করিতেন ও তথায় জ্ঞানাবতার শাক্য বুদ্ধ আবির্ভূত হন। বায়ু ও ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে শাক্যবংশীয় কএকজন রাজার নাম পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান হয়, বুদ্ধদেবের পরেও শাক্যবংশীয় ৫।৭ পুরুষ এ অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে সম্রাট্ অশোকের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

ইঁহারই পরে নেপালে পরাক্রান্ত লিচ্ছবিরাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। যদিও পার্ব্বতীয় বংশাবলী মধ্যে 'লিচ্ছবি' নামের উল্লেখ নাই, কিন্তু আমরা খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজীর যত্নে এই প্রথিত রাজবংশের বিলক্ষণ পরিচয় পাইয়াছি। নেপালের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্ত নেপালে গিয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথম ২৩ খানি পুরাতন শিলালিপি উদ্ধার করেন। তাঁহার সংগৃহীত শিলালিপিগুলির মধ্যে ১৫ খানি লিচ্ছবিরাজগণের সময়ে উৎকীর্ণ[২]। তৎপরে বেণ্ডল সাহেব আরও তিন খানির প্রতিলিপি প্রকাশ করেন[৩]। এই ১৮ খানি লিপির উপর নির্ভর করিয়া, ডাক্তার ফ্লিট্ ও ডাক্তার হোর্‌নলি লিচ্ছবিরাজগণের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রকাশে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যথেষ্ট মালমস্‌লা তাঁহাদের আয়ত্তাধীন থাকিলেও তাঁহারা প্রকৃত ভিত্তিস্থাপনে তেমন উদ্যোগী হন নাই, তাঁহারা কিরূপ ভাবে লিচ্ছবিরাজগণের রাজ্যকাল নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাই অগ্রে প্রকাশ করিব।

পণ্ডিত ভগবান্‌লাল তাঁহার সংগৃহীত ১৫ খানি শিলালিপি হইতে নেপাল-রাজগণের যেরূপ ধারাবাহিক নাম ও কাল-নির্ণয় করিয়াছেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল[৪] ;—

১। জয়দেব ১ম—প্রায় ১ খৃষ্টাব্দ। (১৫শ লিপি)

(১) Indian Antiquary, Vol. XIII. p. 411.

(২) এই সকল ইতিহাসের মধ্যে Francis Hamilton's Kingdom of Nepal, Kirkpatrick's Nepal, J. Prinsep's Useful Tables, D. Wright's History of Nepal উল্লেখযোগ্য।

(১) Some Considerations on the History of Nepal by Pandit Bhagavān Lal Indraji.

(২) Dr. Bhagavān Lāl Indraji's 23 Inscriptions from Nepal, translated from Guzarati by Dr. Bühler.

(৩) C. Bendall's Journey in Nepal, p. 71-79. সম্প্রতি উক্ত বেণ্ডল সাহেব আরও ৮খানি শিলালিপি সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু এখনও তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই

(৪) Indian Antiquary, 1884. p. 427.

২। ২য়-১২শ—এই ১১ জনের নাম শিলালিপিতে ছাড় হইয়াছে। (১৫শ লিপি।)

১৩। বৃষদেব—প্রায় ২৬০ খৃঃ অঃ। (১ম ও ১৫শ লিপি।)

১৪। শঙ্করদেব—প্রায় ২৮৫ খৃঃ অঃ। (১ম ও ১৫শ।)

১৫। ধর্ম্মদেব—(রাজ্যবতীর সহ বিবাহ) প্রায় ৩০৫ খৃঃ অঃ। (১ম ও ১৫শ লিপি)

১৬। মানদেব সংবৎ ৩৮৬—৪১৩ বা ৩২৯-৩৫৬ খৃঃ অঃ। (১-৩য় ও ১৫শ)

১৭। মহীদেব—প্রায় ৩৬০ খৃঃ অঃ।

১৮। বসন্তদেব বা বসন্তসেন—সংবৎ ৪৩৫ বা ৩৭৮ খৃঃ অঃ। (৪র্থ লিপি।)

১৯। উদয়দেব—প্রায় ৪০০ খৃঃ অঃ।

২০ হইতে ২৭। এই ৮ জনের নাম ১৫শ শিলালিপিতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

২৮। শিবদেব ১ম, প্রায় ৬১০ খৃঃ অঃ (৫ম লিপি।)

মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মা (পরে মহারাজ) ৩৪-৪৫ শ্রীহর্ষ-সংবৎ বা ৬৪০-১ হইতে ৬৫১-২ খৃঃ অঃ (৬—৮ম লিপি।)

২৯। ১৫শ লিপিতে ছাড়।

৩০। ধ্রুবদেব—শ্রীহর্ষসংবৎ ৪৮ বা ৬৫৪-৫৫ খৃঃ অঃ। (৯ম লিপি।) জিষ্ণুগুপ্ত শ্রীহর্ষ সংবৎ ৪৮শ বা ৬৫৪-৫৫ খৃঃ অঃ। (৯ম-১০ম লিপি।)

৩১। } ১৫শ লিপিতে নাম ছাড়। জিষ্ণুগুপ্ত ও সম্ভবতঃ
৩২। } বিষ্ণুগুপ্ত। (৯ম লিপি।)

৩৩। নরেন্দ্রদেব—প্রায় ৬৯০ খৃঃ অঃ।

৩৪। শিবদেব ২য়, (আদিত্যসেনের দৌহিত্রী ও মৌখরি-রাজ ভোগবর্ম্মার কন্যা বৎসদেবীকে বিবাহ করেন।) শ্রীহর্ষ-সংবৎ ১১৯-১৪৫ বা ৭২৫-৬—৭৫১-২ খৃঃ অঃ (১২-১৪শ লিপি।)

৩৫। জয়দেব ২য়, পরচক্রকাম (গৌড়োড্রকলিঙ্গকোশলাধিপ ভগদত্তবংশীয় হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন) শ্রীহর্ষসংবৎ ১৫৩ বা ৭৫৯-৬০ খৃঃ অঃ। (১৫শ লিপি।)

উক্ত বিবরণ প্রকাশিত হইবার পর, বেণ্ডল সাহেব নেপাল হইতে ৩১৬ সংবৎ জ্ঞাপক শিবদেবের এক খানি শিলালিপি প্রকাশ করেন, ইহাতেও অংশুবর্ম্মার নাম থাকায়, প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফ্লিট্ সাহেব ঐ অঙ্ক গুপ্তসংবৎ জ্ঞাপক অর্থাৎ ৬২৫-৬ খৃষ্টাব্দের লিপি বলিয়া প্রকাশ করেন। এই লিপিখানির সাহায্যেই তিনি পূর্ব্বোক্ত ভগবান্লাল ও ডাক্তার বুহ্লর সাহেবের মত উল্টাইয়া দেন।

ডাক্তার ফ্লিট সাহেবের মত।

ডাক্তার ফ্লিটসাহেবের মতে, শিবদেবের সময়ে উৎকীর্ণ ৩১৬ অঙ্ক-চিহ্নিত লিপিই সর্ব্বপ্রাচীন। তাহার উপর নির্ভর করিয়া তিনি যে কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত রাজবিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন,[১] তাহাই সংক্ষেপে লিখিত হইল।

১। (মানগৃহ হইতে) ভট্টারক মহারাজ লিচ্ছবিকুলকেতু শিবদেব [১ম], ইনি মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মার উপদেশে বা অনুরোধে ৩১৬ (গুপ্ত) সম্বতে অর্থাৎ ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে একখানি তাম্রশাসন প্রদান করেন। এই শাসনের দূতক স্বামি-ভোগবর্ম্মন্।[২]

২। (কৈলাসকূটভবন হইতে) মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মা ৩৪ হইতে ৪৫ হর্ষ-সম্বৎ অর্থাৎ ৬৪০ হইতে ৬৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

৩। অংশুবর্ম্মার পর কৈলাসকূটভবন হইতে শ্রীজিষ্ণুগুপ্তের লিপিতে ৪৮ সম্বৎ অর্থাৎ ৬৫৩ খৃষ্টাব্দ ও মানগৃহাধিপ ধ্রুবদেবের নাম আছে।

৪। বৃষদেবের প্রপৌত্র, শঙ্করদেবের পৌত্র ও ধর্ম্মদেবের পুত্র মানদেব ৩৮৬ গুপ্ত সংবতে অর্থাৎ ৭০৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

৫। পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবদেব (২য়) ১১৯ হর্ষ সম্বতে অর্থাৎ ৭২৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

৬। তৎপরে ৪১৩ গুপ্ত সংবতে অর্থাৎ ৭৩২-৩৩ খৃষ্টাব্দে মানদেব নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়।

৭। তৎপরে আবার ২য় শিবদেবের আর একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি ১৪৩ হর্ষ সংবতে অর্থাৎ ৭৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন।

৮। মানগৃহস্থ মহারাজ শ্রীবসন্তসেন ৪৩৫ গুপ্ত সংবতে অর্থাৎ ৭৫৪ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

৯। জয়দেব (২য়)—বিরুদ পরচক্রকাম—১৫৩ হর্ষ সংবৎ বা ৭৫৮ খৃষ্টাব্দ। ইহার লিপিতে পূর্ব্বতন লিচ্ছবিরাজগণের বংশাবলী বর্ণিত হইয়াছে।

১০। রাজপুত্র বিক্রমসেন ৫৩৫ গুপ্তসংবৎ অর্থাৎ ৮৫৪ খৃষ্টাব্দ। ডাক্তার ফ্লিট্ উপরোক্ত রাজগণের পর্য্যালোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, নেপালের দুই স্থানে দুইটী রাজবংশ রাজত্ব করিতেন, তন্মধ্যে একবংশ নেপালের প্রাচীন লিচ্ছবি-রাজবংশ ও অপর বংশ মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মা হইতে আরম্ভ, তিনি এইরূপে দুইটী বিভিন্ন রাজবংশের তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন—

(১) Dr. Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol, III. pp. 177 *ff*.

(২) ডাক্তার ফ্লিট্ এই ভোগবর্ম্মাকে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মার ভগিনী-পতি মনে করেন। p. 177 n.

	মানগৃহের লিচ্ছবি বা সূর্য্যবংশ।	কৈলাসকূটভবনের ঠাকুরীবংশ।	
	১ জয়দেব ১ম—প্রায় ৩৩০-৩৫৫ খৃঃ অঃ।		
	২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২ — শিলালিপিতে এই কয়জনের নাম পাওয়া যায় না। — প্রায় ৩৫৫-৬৩০।		
মহারাজ শিবদেব ১ম ৬৩৫ খৃঃ	১৩ বৃষদেব—প্রায় ৬৩০-৬৫৫ খৃঃ অঃ।	অংশুবর্ম্মা মহাসামন্ত পরে মহারাজ ৬৩৫-৬৫০ খৃঃ অঃ।	
মহারাজ ধ্রুবদেব ৬৫৩ খৃঃ অঃ।	১৪ শঙ্করদেব (১৩শএর পুত্র) প্রায় ৬৫৫-৬৮০ খৃঃ অঃ।	জিষ্ণুগুপ্ত—৬৫০ খৃঃ অঃ।	
	১৫ ধর্ম্মদেব, (ঐ ১৪শের পুত্র) প্রায় ৬৮০-৭০৪ খৃঃ অঃ।		উদয়দেব প্রায় ৬৭৫-৭০০ খৃঃ অঃ।
	১৬ মানদেব (১৫শের পুত্র) ৭০৫-৭৩২ খৃঃ অঃ।		নরেন্দ্রদেব (উদয়ের পুত্র) প্রায় ৭০০-৭২৪ খৃঃ।
	১৭ মহীদেব (১৬শের পুত্র) প্রায় ৭৩৩-৭৫৩ খৃঃ অঃ।		শিবদেব ২য় (নরেন্দ্রর পুত্র) ৭২৫-৭৪৮ খৃঃ অঃ।
	১৮ বসন্তদেব (১৭শের পুত্র) ৭৫৪ খৃঃ অঃ।		জয়দেব ২য় (শিবদেবের পুত্র) ৭৫০-৭৫৮।

পরে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার হোর্‌নলি উক্ত তালিকা গ্রহণ করিয়াছেন (১)।

উপরে যে দুইটী ভিন্নমত উদ্ধৃত করিলাম, তন্মধ্যে শেষোক্ত মতটী এখন সকলেই গ্রহণ করিতেছেন। কিন্তু যতদূর, আলোচনা করিলাম, তাহাতে বোধ হইতেছে, এই মতটী সমীচীন নহে। পূর্ব্বোক্ত শিলালিপিসমূহের অক্ষর-বিন্যাস, পূর্ব্বাপর ঘটনাবলী ও সাময়িক বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি, ডাক্তার ফ্লিট্ ও ডাক্তার হোর্‌নলি বহু অনুসন্ধান দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন আবশ্যক হইয়াছে।

পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ও ডাক্তার বুল্গর যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার কোন কোন অংশ ভ্রান্তি-বিজড়িত হইলেও, তাহা যে অনেকটা প্রকৃত ইতিহাসের নিকটবর্ত্তী, সম্যক্ আলোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1889, Pt. I. Synchronistic Table.

উক্ত শিলালিপি-সমূহের অক্ষরালোচনা।

পণ্ডিত ভগবান্‌লাল-সংগৃহীত প্রথমলিপি হইতেই আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

১ম অর্থাৎ মানদেবের লিপি ৩৮৬ (অনির্দিষ্ট) সংবতে উৎকীর্ণ হয়। পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ও ডাক্তার বুল্গর উহার অক্ষরাবলী গুপ্তাক্ষর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ডাক্তার ফ্লিট্‌সাহেবের মতে উহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর অক্ষর। আমাদের বিবেচনায় ইহার অক্ষরাবলী খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর, কারণ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ যে সকল লিপি উত্তর-ভারত হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে মাত্রার পুষ্টি আরম্ভ দেখা যায়। এ ছাড়া এই সময়ের ব্যঞ্জনযুক্ত স্বরাদির অর্থাৎ া, ি, ী, ৃ ও ে প্রভৃতি স্বর-চিহ্নের অনেকটা পূর্ণতা লক্ষিত হয়, কিন্তু মানদেবের লিপি মাত্রাহীন এবং ইহার স্বরচিহ্নগুলি তেমন পুষ্টিলাভ করে নাই। ইহার অক্ষরবিন্যাস গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদ-লিপির অনুরূপ। ইহাতে ব্যঞ্জনযুক্ত স্বরবর্ণের যে ছাঁদ আছে, তাহা খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৪র্থ শতাব্দীর

লিপিমালা মধ্যেই পাওয়া যায়। ইহার বহুস্থলে প্রযুক্ত ক, জ, ত, দ, ধ, প, ইত্যাদি অক্ষরের ছাঁদ খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৪র্থ শতাব্দী মধ্যে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে সহজেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল ইহার ন, ম, শ, য এই কয়টী অক্ষর আমরা পূর্ব্বতন লিপিতে পাই নাই, খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ লিপির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। এ ছাড়া অ, আ, ই, এই তিনটী স্বরের যে রূপ আছে, তাহা কেবল খৃষ্টীয় ২য় হইতে ৪র্থ শতাব্দীর খোদিতলিপির মধ্যে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও বাহির করিতে পারি নাই।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে উৎকীর্ণ মহানামের গয়াস্থ লিপি* ও খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে উৎকীর্ণ সোনপাত হইতে প্রাপ্ত সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের লিপি আলোচনা করিলে সহজেই জানিতে পারা যায় যে, উক্ত মানদেবের লিপি, শেষোক্ত সময়ের লিপি অপেক্ষা কত প্রাচীন। সুতরাং মানদেবের শিলালিপির অক্ষরবিন্যাস দেখিয়া, খৃষ্টীয় ৭ম কি ৮ম শতাব্দীর লিপি বলিয়া কোনক্রমেই গ্রহণ করিতে পারি না, বরং খৃষ্টীয় ৪র্থ কি ৫ম শতাব্দীর লিপি বলিয়া সহজেই গ্রহণ করিতে পারি। এরূপস্থলে মানদেবের লিপিতে যে অঙ্ক-নির্দ্দেশ আছে, তাহা শকাব্দজ্ঞাপক অঙ্ক বলিয়া গ্রহণ করিলে কোন দোষের হয় না। পণ্ডিত ভগবানলাল তাহা বিক্রমসংবতের অঙ্ক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু উত্তর-ভারতে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লিপিতে বিক্রমসংবৎজ্ঞাপক অঙ্ক এ পর্য্যন্ত স্পষ্ট পাওয়া যায় নাই। বরং খৃষ্টীয় ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শতাব্দীতে উৎকীর্ণ উত্তরভারতীয় বহুসংখ্যক লিপিতে কেবল 'সংবৎ' নামে শকসংবতেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। এজন্য আমরা শকসংবৎ বলিয়াই গ্রহণ করিলাম।

৩য় অর্থাৎ বসন্তসেনদেবের লিপি। ডাক্তার ফ্লিট্ এখানি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর লিপি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে যে কারণে আমরা মানদেবের লিপির প্রাচীনত্ব স্থাপনে চেষ্টা করিয়াছি, সেই সেই কারণে আমরা বর্ত্তমান শিলালিপি খানিও খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর অক্ষর অর্থাৎ ৪৩৫ শকসংবতের লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

৪র্থ অর্থাৎ ৫৩৫ সংবৎ-অঙ্কিত লিপিখানি ডাক্তার ফ্লিট্ সাহেবের মতে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর লিপি। কিন্তু এই লিপির অক্ষরের ছাঁদ ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে উৎকীর্ণ লিপি মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়[১]। ইহার কোন একটী পূর্ণ শব্দের ছাঁদ খৃষ্টীয় ৮ম বা ৯ম শতাব্দীর লিপিতে পাওয়া যায় না।[২]

প্রথমতঃ শিবদেব ও অংশুবর্ম্মার সময়ের লিপি দেখিলে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের লিপি বলিয়াই যেন মনে হয়। কিন্তু যখন আমরা জাপানের হোরি-উজু-মঠের তালপাতের পুথিগুলির প্রতিলিপি দর্শন করি, তখন শিবদেবের লিপি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দের লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে মহাসন্দেহ উপস্থিত হয়। হোরি-উজু মঠের পুথিগুলি সমস্তই ভারতের লেখক কর্ত্তৃক উত্তরভারতে বসিয়া লিখিত হয় এবং ৫২০ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে বৌদ্ধাচার্য্য বোধিধর্ম্ম কর্ত্তৃক চীনদেশে নীত হয়। চীনদেশ হইতে ৬০৯ খৃষ্টাব্দে জাপানে যায়[১]। এই পুথির প্রতিলিপি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক মোক্ষমূলর প্রকাশ করিয়াছেন এবং তদ্দৃষ্টে প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার বুহ্লর ঐ পুথি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগের লেখা বলিয়া অসঙ্কোচে স্বীকার করিয়াছেন[২]। এই পুথির লিপিতে এবং শিবদেব ও অংশুবর্ম্মার সময়ের লিপিতে পরস্পর অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। উভয়লিপির অক্ষরবিন্যাস ও ছাঁদে অনেকটা মিল থাকিলেও বরং শিবদেবের শিলালিপিতে অনেকটা প্রাচীনরূপ রক্ষিত হইয়াছে। ডাক্তার বুহ্লর সাহেব বহু গবেষণার পর স্থির করিয়াছেন, শিলালিপিতে আমরা যে অক্ষরবিন্যাস দেখিতে পাই, রাজকীয় দলীলপত্রে ব্যবহৃত হইবার বহু পূর্ব্বে তাহা বিদ্বৎসমাজের লিপি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

লেখাপড়ায় প্রথমে যাহা ব্যবহৃত হইত, কালে তাহাই রাজকীয় (খোদিত) লিপিতে প্রায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কথা হইতেছে, যদি বিদ্বৎসমাজে পুস্তক-রচনা-কালে কোন বিশেষ অক্ষর ব্যবহৃত হয়, তাহা কেন সেই সময়েরই রাজকীয় দলীলাদিতে প্রযুক্ত না হইবে? প্রাচীন শিলালিপি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, রাজকীয় শাসনাদি রাজসভাস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিত কর্ত্তৃক লিখিত হইত, এমন কি তাম্রশাসনের কোন কোন শ্লোক রাজারা আপনারাই রচনা করিয়া কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতেন। এরূপ স্থলে রাজগণ সাময়িক পুস্তকাদির উপযুক্ত অক্ষরের ছাঁদ গ্রহণ না করিয়া পূর্ব্বতন অক্ষরের ছাঁদ গ্রহণ করিবেন, ইহা কতদূর সম্ভবপর, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। এই কারণেই বোধ হয়, গুর্জ্জরপতি রাষ্ট্রকূটরাজ দন্দ প্রশান্তরাগের হস্তাক্ষর দর্শন করিয়া ডাক্তার বুহ্লর লিখিয়াছেন, 'অধিক সম্ভব, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ

* Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. plates xli and xxxii B.

(১) Dr. Bühler's Gundriss, (Indischen Palæographie) IV Tafel.

(২) এই লিপিগুলি দ্রষ্টব্য—The inscription of Gōpala (*Cunningham's* Arch. Surv. Reports Vol. I.) of Dharmapala (*Cunningham's* Mahabodhi) and of Devapala (Ind. Ant. XVII. p. 310.)

(১) Professor Max Müller's Letter, in the Transactions of the 6th International Congress of Orientalists held at Leiden, pp. 124-128.

(২) Anecdota Oxoniensia, Vol. I. Pt. III. p. 64.

শতাব্দীর প্রথম ভাগেও উত্তরভারতের অর্দ্ধাংশে দুইপ্রকার হস্তাক্ষর প্রচলিত ছিল[১]।'

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি ডাক্তার ফ্লিট্ শিবদেবের লিপি মানদেবের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু খোদিতলিপির ধারাবাহিক কালানুসারী অক্ষরতত্ত্ব আলোচনা করিলে, যেন মানদেবের খোদিতলিপি বহু প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়। এরূপ স্থলে কোন্‌টী গ্রাহ্য? পরে প্রকাশ পাইবে, যদি আমরা উপরোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদের নির্দ্দেশিত ৭ম শতাব্দে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬৩৫-৬৫০ খৃষ্টাব্দে রাজা শিবদেব ও মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মার প্রকৃতসময় স্বীকার করি, তাহা হইলে সাময়িক ইতিবৃত্তের[২] সহিত বিরোধ উপস্থিত হইবে। এরূপ স্থলে যদি ডাক্তার বুহ্লরের মতানুসারে এক সময়েই দুইপ্রকার লিপির ছাঁদ প্রচলিত ছিল, স্বীকার করিয়া শিবদেব ও তাঁহার মহাসামন্তকে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে আর কোন গোল থাকে না। (পরে প্রকাশ পাইবে।)

উক্ত লিচ্ছবিরাজের সময়কার যে দুই খানি খোদিত-লিপির প্রতিরূপ বেণ্ডল সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন, দুই খানিই এক সময়ের লিপি হইলেও পরস্পর বর্ণ-বিন্যাসের একটু ইতরবিশেষ লক্ষিত হয়। প্রথম খানির স্বর-চিহ্নের ছাঁদ যেমন 'া' 'ি' দেখিলেই দ্বিতীয় অপেক্ষা আধুনিক অর্থাৎ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় লিপির অপুষ্ট 'ি' এবং 'া' দেখিলে ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তেমন সন্দেহ থাকে না। পণ্ডিত ভগবান্‌লালের প্রকাশিত ৫ম শিলালিপিও উক্ত শিবদেব প্রদত্ত হইলেও ইহার 'আ' কার দেখিলে বেণ্ডলের প্রকাশিত লিপির সমকালীন বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপ পণ্ডিত ভগবান্‌লালের ৭ম লিপির আকার 'া' এবং বেণ্ডল সাহেবের ১ম লিপির 'া' মিলাইয়া দেখিলে শেষোক্ত 'া' বহু শতাব্দী-পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হইবে। পণ্ডিত ভগবান্‌লালের ১ম সংখ্যক লিপির আকার, তাঁহার ৭ম সংখ্যক লিপিতে কতক পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই কারণেই পণ্ডিতবর ৭ম লিপি ১ম লিপির বহু পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বেণ্ডল সাহেবের প্রকাশিত ১ম ও ২য় সংখ্যক শিলালিপি এবং পণ্ডিত ভগবান্‌লালের ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম লিপির অক্ষর আলোচনা করিলে, ৮ম খানি সর্ব্বশেষে উৎকীর্ণ হইলেও সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়াই মনে হইবে। ৮ম লিপির ৩য় পঙ্‌ক্তির "বার্ত্তেন" শব্দের 'বা' আর ১ম সংখ্যক লিপির ২য়াংশের ১৬শ পঙ্‌ক্তির 'বা' মিলাইয়া দেখ, উভয়ে প্রভেদ নাই। কিন্তু ১ম সংখ্যকের বর্ণাবলী মাত্রা-শূন্য আর ৫ম হইতে ৮মে কিঞ্চিন্মাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে হোরিউজীর পুথিতে স্পষ্ট মাত্রা থাকায় ৫ম হইতে ৮ম লিপি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর কোন সময়ে উৎকীর্ণ বলিয়া গ্রহণ করিতে আর এত আপত্তি থাকিতেছে না। ৯ম, ১০ম ও ১১শ—এই তিন খানির বর্ণনা পাঠ করিলে ৫মাদির পরবর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়। ১২শ হইতে ১৫শ লিপির অক্ষরাবলী সম্বন্ধে উপরোক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের বিশেষ মতভেদ নাই। তবে ঐ সকল শিলালিপি-বর্ণিত ২য় শিবদেব ও ২য় জয়দেবের রাজ্যকাল সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে, তাহা পরে বলিব।

পণ্ডিত ভগবান্‌লাল, ডাক্তার বুহ্লর ও ডাক্তার ফ্লিট্ সকলেই ১২শ সংখ্যক লিপির অঙ্ক '১১৯' পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা মধ্যবর্ত্তী অক্ষর কিরূপে দশ সংখ্যানির্দ্দেশক বলিয়া স্থির করিলেন, তাহা আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না। নেপালের ও উত্তর-ভারতের খোদিত লিপি-সমূহের সংখ্যাবাচক অক্ষরাদি নির্ণয় করিবার জন্য যত প্রকার তালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে, বিশেষ করিয়া মিলাইয়া দেখিলাম, তাহা হইতে উক্ত মধ্য অক্ষরটী '১০' বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না, উহা '১০'এর পরিবর্ত্তে '৪০' সংখ্যা নির্দ্দেশক বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই লিপির অঙ্ক '১৪৯' এইরূপ পাঠ করিতে পারি।

ঐরূপ ১৫শ লিপির সংখ্যা-নির্দ্দেশক অঙ্ক উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ '১৫৩' পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সংখ্যানির্দ্দেশক তিনটী অক্ষরের শেষ অক্ষরটী ও ১২শ সংখ্যক লিপির শেষ অক্ষর একই রূপ। এখন কথা হইতেছে, একটীকে তাঁহারা '৩' ও অপরটী '৯' এরূপ পাঠ করিবার কারণ কি? সম্ভবতঃ উভয়ের শেষ অঙ্ক '৯' হইবে। এই কারণে ১৫শ লিপির সংখ্যাক্ষরগুলি '১৫৯' বলিয়া স্থির করিলাম[২]।

ধারাবাহিক ইতিহাস।

পণ্ডিত ভগবান্‌লালের সংগৃহীত লিচ্ছবিরাজ জয়দেব-পরচক্রকামের শিলাপট্টে এইরূপ বংশাবলী আছে—

(১) Dr. Bühler's Remarks on the Horiuzi palmleaf MSS. (*Anec. Oxon*, Vol. I. pt. III. p. 65.)

(২) গুপ্তরাজবংশ শব্দের শেষ অংশে ইতিপূর্ব্বে যে লিচ্ছবিরাজগণের সন তারিখ লিখিত হইয়াছে, এখন বিশেষ আলোচনা দ্বারা তাহারও স্থানে স্থানে ভ্রম প্রমাদ লক্ষিত হইতেছে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল।

লিচ্ছবি (সূর্য্যবংশীয়)
|
সুপুষ্প (পুষ্পপুরে বাস)
(তৎপরে যথাক্রমে ২৩ জন, পরে)
|
জয়দেব (১ম, নেপালাধিপ)
|
(১১ জন ঐ বংশীয় রাজা)
:
বৃষদেব
|
শঙ্করদেব
|
ধর্ম্মদেব
|
মানদেব (৩৮৬-৪১৩ শক)
|
মহীদেব
|
বসন্তদেব (৪৩৫ শক)
|
উদয়দেব[১]
|
নরেন্দ্রদেব
|
শিবদেব ২য় (১৪৩-১৪৯ অনির্দ্দিষ্ট সংবৎ)
|
জয়দেব-পরচক্রকাম (১৫৯ অনির্দ্দিষ্ট সংবৎ)

নেপালাধিপ লিচ্ছবিরাজগণের সময়কার যতগুলি শিলা-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে উপরোক্ত ১৫শ লিপিবর্ণিত-বংশাবলী প্রকৃত ধারাবাহিক ও অনেকটা সম্পূর্ণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। উক্ত বংশাবলীর উপর নির্ভর করিয়াই আমরা নেপালের প্রাচীন ও প্রামাণ্য সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিতে অগ্রসর হইব।

নেপালের পার্ব্বতীয়-বংশাবলী অবিশ্বাস্য অনৈতিহাসিক বিবরণপূর্ণ হইলেও ইহার মধ্যে মধ্যে প্রকৃত ঐতিহাসিক কথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা পণ্ডিত ভগবান্ প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই বংশাবলীর এক স্থানে লিখিত আছে—

'সূর্য্যবংশীয় রাজা বিশ্বদেববর্ম্মা ঠাকুরীবংশীয় অংশুবর্ম্মাকে আপন দুহিতা অর্পণ করেন। এই রাজার সময়ে বিক্রমাদিত্য নেপালে গমন করেন এবং তথায় আপনার অব্দ প্রচলিত করেন।'

'অংশুবর্ম্মাও রাজা হইয়াছিলেন। তিনি মধ্যলখু (কৈলাস-কূট) নামক স্থানে আপনার রাজধানী করেন। তাঁহার সময়ে বিভুবর্ম্মা সপ্তনির্ঝরযুক্ত এক জলপ্রণালী প্রস্তুত করিয়া তাহার নিকট এক খানি উৎকীর্ণ শিলাপট্ট[১] স্থাপন করেন[২]।'

পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ও ডাক্তার বুহ্‌লর বলিয়াছেন, 'অংশু-বর্ম্মার সময়ে যে বিক্রমাদিত্য নেপালে গমন করেন, এই বিবরণটী সম্পূর্ণ ভ্রমময়। বোধ হয় শ্রীহর্ষদেবের বিজয়-উপলক্ষে তাঁহার অব্দ নেপালে পরিগৃহীত হয়, সেই ক্ষীণ স্মৃতির বিকৃতরূপ বংশাবলী মধ্যে ভ্রমক্রমে প্রদর্শিত হইয়া থাকিবে[৩]।'

ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া ডাক্তার ফ্লিট্‌ও অংশুবর্ম্মার সময়ে উৎকীর্ণ লিপিগুলির অঙ্কগুলি শ্রীহর্ষসংবৎ জ্ঞাপক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

এখন কথা হইতেছে, সম্রাট্ হর্ষদেব নেপালে কি গিয়া-ছিলেন এবং তথায় কি তাঁহার অব্দ প্রচলন করিয়াছিলেন? এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। বাণভট্টের হর্ষ-চরিত, চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াংএর ভ্রমণবৃত্তান্ত, ম-তোয়ান্-লিনের বিবরণ ও রাজা হর্ষবর্দ্ধনের আপনার খোদিত লিপিতে হর্ষ কর্তৃক নেপাল-বিজয় ও হর্ষসংবৎ প্রচারের কোনকথা কোথাও লিখিত নাই। হর্ষদেব যে কখন নেপাল জয় করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণই পাওয়া যায় নাই। এরূপ স্থলে হর্ষদেব কর্তৃক নেপালে হর্ষসংবৎ প্রচারের কথা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

গ্রহণ না করিবার কারণও আছে। যদি আমরা অংশু-বর্ম্মার খোদিত লিপির অঙ্কগুলি শ্রীহর্ষসংবৎ-জ্ঞাপক বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলেও সাময়িক বিবরণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। অংশুবর্ম্মার প্রসঙ্গে যে '৩৪', '৩৯', '৪৪', বা '৪৫' অঙ্ক-চিহ্ন আছে, তাহা শ্রীহর্ষসংবতের অঙ্ক বলিয়া ধরিলে ৬৪০ হইতে ৬৫১ খৃষ্টাব্দ হয়। কিন্তু চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নেপালে যাত্রা করিয়াছিলেন[৪]। তিনি নেপাল দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন, "অংশুবর্ম্মা নামে এখানে এক জন রাজা ছিলেন, তিনি নিজে বিদ্বান্ ছিলেন ও বিদ্বানের সমাদর করিতেন। তিনি নিজেও শব্দবিদ্যা সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, নেপালে তাঁহার সুখ্যাতি বিস্তৃত[৫]।"

চীনপরিব্রাজকের উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া উপরোক্ত পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, 'চীনপরিব্রাজক নেপালে আদৌ

(১) পণ্ডিত ভগবান্‌লাল যে পাঠ উদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে উদয়দেবের পর ১৩ জন রাজা, তৎপরে নরেন্দ্রদেব রাজা হন। কিন্তু তাঁহার এই অংশের পাঠ ঠিক হয় নাই। [বিশ্বকোষ ৫ম ভাগ ৪৩৩ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখ।] ঠিক উদয়দেবের পর কে রাজা হন, তাহা শিলা-লিপিতে অস্পষ্ট। পরে (তদ্বংশীয়) নরেন্দ্রদেব রাজা হন।

(১) পণ্ডিত ভগবান্‌লাল প্রকাশিত ৮ম শিলালিপি।

(২) Wright's History of Nepal, and Ind. Ant. 1884, p. 413.

(৩) Indian Antiquary, 1881, p. 424.

(৪) Cunningham's Ancient Geography of India.

(৫) Beal's Records of Western World, Vol. II. p. 81.

যান নাই। বৃজির রাজধানী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে লোকমুখে শুনিয়া লিখিয়া থাকিবেন। বাস্তবিক তখনও অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হয় নাই।'

উক্ত সমালোচনা সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। যে ব্যক্তির "সুখ্যাতি নেপালের সর্ব্বত্র বিস্তৃত," তাঁহার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপনে যে ভুল হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে। চীনপরিব্রাজক অংশুবর্ম্মার রচিত গ্রন্থেরও পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহার বিবরণ অমূলক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। চীনপরিব্রাজকের পূর্ব্বে যে অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং অংশুবর্ম্মার খোদিত লিপির অঙ্ক শ্রীহর্ষসংবতের অঙ্ক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। উহা গুপ্তসংবতের অঙ্ক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ইহা মনে করিবার অন্য কারণ আছে।

গুপ্ত সম্রাট্‌গণের সহিত যে লিচ্ছবিরাজগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ডাক্তার ফ্লিট্ অসঙ্কোচে লিখিয়াছেন, 'গুপ্তসংবৎ প্রকৃত প্রস্তাবে লিচ্ছবিসংবৎ। লিচ্ছবিরাজবংশের নিকট হইতে আদি গুপ্তরাজগণ সংবৎ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আর আপত্তি উঠিতে পারে না। ... ... আমি মনে করি, লিচ্ছবিদিগের মধ্যে সাধারণতন্ত্র বিলুপ্ত ও রাজতন্ত্র আরম্ভ হইতে অথবা ১ম জয়দেবের রাজ্যারম্ভ হইতেই উক্ত সংবৎ আরম্ভ হইয়াছে'(১)।

গুপ্তরাজ লিচ্ছবির সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হওয়ায়, আপনাকে গৌরবান্বিত জ্ঞান করিলেও, তাঁহারা যে লিচ্ছিবি অব্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন, অনুমান ভিন্ন ইহার সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই। বরং লিচ্ছবিগণ গুপ্তসম্বৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাই অধিক সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

পার্ব্বতীয় বংশাবলীতে অংশুবর্ম্মার কিছু পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য-আগমনের প্রসঙ্গ আছে, তাহা নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া মনে করি না।

ভারতে বহুসংখ্যক বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে যিনি নেপালে গমন করেন, তিনি গুপ্ত সংবৎ-প্রবর্ত্তক প্রথম গুপ্তসম্রাট্। তাঁহার নাম চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। তিনি (নেপালের) লিচ্ছবিরাজ-দুহিতা কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ করেন। এই সম্বন্ধ সূত্রে গুপ্তসম্রাট্ আপনাকে বিশেষ সম্মানিত মনে করিয়াছিলেন, এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার মুদ্রায় 'লিচ্ছবয়' এই গৌরবস্পর্শী শব্দ খোদিত হইয়াছে। উক্ত লিচ্ছবিরাজদুহিতা কুমারদেবীর গর্ভেই গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন।

এই গুপ্তসম্রাট্ বাহুবলে নেপালাদি সমস্ত সীমান্ত নরপতিগণকে আপনার বশে আনিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার আলাহাবাদে উৎকীর্ণ খোদিত লিপিতে স্পষ্টাক্ষরে বিঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু নেপালের লিচ্ছবিরাজগণ কোন্ সময়ে যে গুপ্তরাজগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এরূপ স্থলে সমুদ্রগুপ্তের পিতা ও লিচ্ছবিরাজজামাতা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক নেপালে (গুপ্ত) সংবৎ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহারই অস্ফুট আভাস পার্ব্বতীয় বংশাবলী হইতে পাওয়া যাইতেছে।

বংশাবলীতে লিখিত আছে, 'অংশুবর্ম্মার শ্বশুর বিশ্বদেব যখন নেপালের রাজা তৎকালে বিক্রমাদিত্য নেপালে গিয়াছিলেন ও নিজ অব্দ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।' এই অংশ এইরূপ পাঠ করিলে বোধ হয় আর কোন ঐতিহাসিক গোল থাকে না—

"চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শ্বশুর বৃষদেব (?) যখন নেপালের রাজা (অংশুবর্ম্মা তখনও রাজকীয় উচ্চ পদ লাভ করেন নাই) তৎকালে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নেপালে গিয়া কুমারদেবীর পাণিগ্রহণ করেন ও তথায় আপনার অব্দ চালাইয়া আসেন।"

প্রথম গুপ্তসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৩১৯-২০ হইতে ৩৪৭-৪৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার মধ্যে তিনি কোন সময় নেপালে গিয়াছিলেন।

লিচ্ছবিরাজ মানদেবের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি, তিনি ৩৮৬ শকে (৪৬৪ খৃষ্টাব্দে) রাজত্ব করিতেছিলেন। বৃষদেব তাঁহার প্রপিতামহ। তিন পুরুষে এক শতাব্দী ধরিলে, যে সময় গুপ্ত সম্রাট্ নেপালে আগমন করেন, সেই সময়েই আমরা বৃষদেবকে লিচ্ছবিরাজাসনে অধিষ্ঠিত দেখি। ইহাতে এই বোধ হয়, পার্ব্বতীয় বংশাবলী-রচয়িতা 'বৃষদেব' স্থানে 'বিশ্বদেব' এই প্রামাদিক পাঠ গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

বৃষদেবের পর ৩৫ গুপ্তসংবতে অর্থাৎ ৩৫৪-৫ খৃষ্টাব্দে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মার অভ্যুদয়। পণ্ডিত ভগবান্‌লাল প্রভৃতি উপরোক্ত পণ্ডিতগণ লিখিয়াছেন, 'প্রথমে প্রথমে তিনি রাজোপাধি

(১) "And no objection could be taken by the Early Gupta kings to the adoption of the era of a royal house, in their connection with which they took special pride, I think, therefore, that in all probability the so called Gupta era is Lichchhavi era, dating either from a time when the republican or tribal constitution of the Lichchhavis was abolished in favour of a monarchy; or from the commencement of the reign of Jayadeva I., as the founder of a royal house in a branch of the tribe that had settled in Nepal." (Fleet's *Corpus Inscriptionum Indicarum*, Vol. III. Intro. p. 136.)

গ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। ৪৮শ অব্দ হইতে তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন'। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, তিনি স্বেচ্ছায় কখন রাজোপাধি গ্রহণে অগ্রসর হন নাই। তিনি শৌর্য্যে, বীর্য্যে, পরাক্রমে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে প্রাধান্য লাভ করিলেও কখন তিনি সম্মানিত লিচ্ছবিরাজগণেকে অবহেলা করিয়া 'রাজোপাধি' গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার নিজ খোদিত লিপিতে "রাজোপাধি" নাই। মহাসামন্ত উপাধিতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ১ম শিবদেবের শিলালিপি হইতে জানা যায়, লিচ্ছবিরাজ মহাসামন্ত-অংশুবর্ম্মার পরাক্রমে আপনার রাজলক্ষ্মী রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ যে সময়ে তিনি আপনার প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া দূরদেশে যুদ্ধবিগ্রহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে উক্ত ৪৮শ অব্দে জিষ্ণুগুপ্তের লিপি খোদিত হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্বতন ও অধুনাতন ভারতীয় সামন্তগণ স্ব স্ব অধিকার মধ্যে 'রাজা, মহারাজ' ইত্যাদি সমুচ্চ উপাধিতে ভূষিত দেখি। মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মাও যে সেইরূপ তাঁহার অধিকার মধ্যে জিষ্ণুগুপ্ত প্রভৃতি অধীনস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক 'রাজাধিরাজ' আখ্যায় অভিহিত হইবেন তাহা অসম্ভব নহে এবং ঐরূপ রাজোপাধি দেখিয়া তিনি যে লিচ্ছবিরাজগণের অধীনতা-মুক্ত হইয়া একজন স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না। এখনও যেমন নেপালরাজের অধীনে রাজা উপাধিধারী বহুসামন্ত আছেন, লিচ্ছবিরাজগণের সময়েও এইরূপ ছিল। তবে অংশুবর্ম্মা সর্ব্বপ্রধান সামন্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, লিচ্ছবিরাজগণের নিকট রাজোচিত মহাসম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব নহে।

তাঁহার অভ্যুদয়কালে ধ্রুবদেব লিচ্ছবিরাজধানী মানগৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং গুপ্তসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত সমস্ত ভারতবর্ষে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। যেমন মালবরাজ মহাসেনগুপ্তের ভগিনী মহাসেনগুপ্তার সহিত স্থাণ্বীশ্বরাধীপ আদিত্যবর্দ্ধনের বিবাহ হয়', সেইরূপ বোধ হয় সমুদ্রগুপ্তের পুত্র ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদ্ধের সহিত ধ্রুবদেবের ভগিনী ধ্রুবদেবীর পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল[২]।

ধ্রুবদেব ৪৭ (গুপ্ত) সংবতে অর্থাৎ ৩৬৭-৮ খৃষ্টাব্দে রাজাসনে সমাসীন ছিলেন। কিন্তু কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তাঁহার সময়ে উৎকীর্ণ জিষ্ণুগুপ্তের শিলালিপি দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে উক্ত সংবতের পূর্ব্বেই মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মার মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু তখনও তাঁহার মৃত্যু হয় নাই। ৩১৬ (শক) সংবতে অর্থাৎ ৩৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বিদ্যমান ছিলেন, তাহা বেণ্ডল সাহেবের প্রকাশিত লিচ্ছবিরাজ শিবদেবের শিলালিপি হইতে জানা যায়।

মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মা ধ্রুবদেব ও শিবদেব উভয়ের রাজত্বকালেই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার যত্নে নেপালের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময়ে নেপালে লিচ্ছবিরাজগণ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। অংশুবর্ম্মার সময়ে উৎকীর্ণ লিপি হইতে জানা যায়, এক দিকে তিনি যেমন হিন্দুধর্ম্মের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিয়াছেন, অপর দিকে সেইরূপ বৌদ্ধদিগকেও আদর করিতেন। নেপালে যে বহুদিন গুপ্তসংবৎ প্রচলিত ছিল, এরূপ বোধ হয় না। কারণ শিবদেবের সময় হইতে আবার পূর্ব্বপ্রচলিত (শক)-সংবতের প্রচার দেখা যায়।

ধ্রুবদেব ও শিবদেবের পর কালানুসারে আমরা মানদেবের নাম প্রাপ্ত হই। ইহার সহিত ধ্রুবদেব ও শিবদেবের কি সম্পর্ক ছিল, তাহা জানিতে পারি নাই, তবে তাঁহারা সকলেই যে লিচ্ছবিবংশীয় ছিলেন, বিভিন্ন শিলালিপি হইতে এইটুকু মাত্র জানিতে পারি। বোধ হয়, শিবদেবের পর ধর্ম্মদেব, তৎপরে তৎপুত্র মানদেব রাজা হন।

মানদেব ৩৮৬ হইতে ৪১৩ শক (৪৬৪ হইতে ৪৮১ খৃষ্টাব্দ) অবিরোধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনি অতিশয় মাতৃভক্ত ও মহাবীর বলিয়া গণ্য ছিলেন। তাঁহার সময়ে মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মাবংশীয় ঠাকুরীরাজগণ সম্ভবতঃ লিচ্ছবিরাজের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বনে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মানদেবের শিলাপট্টে লিখিত আছে[১], "তিনি পূর্ব্বপথে যাত্রা করেন। তথায় পূর্ব্বদেশাশ্রিত সামন্তগণকে বশীভূত করিয়া রাজা (মানদেব) নির্ভীক সিংহের ন্যায় পশ্চিম দেশাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথায় সামন্তের মন্দ ব্যবহার শুনিয়া তিনি

(১) Epigraphica Indica, Vol. I. p. 68-73.

(২) ২য় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৪০০-৪১৩ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। বোধ হয়, রাজ্যাভিষেকের বহু পূর্ব্বে তাঁহার সহিত ধ্রুবদেবীর বিবাহ হইয়াছিল।

(১) "প্রায়াৎ পূর্ব্বপথেন তত্র চ শঠা যে পূর্ব্বদেশাশ্রয়াঃ
সামন্তাঃ প্রণিপাতবন্ধুরশিরঃপ্রভ্রষ্টমৌলিস্রজঃ॥
তানাজ্ঞাবশবর্ত্তিনো নরপতিঃ সংস্থাপ্য তস্মাৎ পুনঃ
নির্ভীঃ সিংহ ইবাকুলোৎকটসটঃ পশ্চাত্তদেশাগ্নিবান্॥
সামন্তস্য চ তত্র দুষ্টচরিতং শ্রুত্বা শিরঃ কম্পয়ন্
বাহুং হস্তিকরোপমং স শনকৈঃ স্পৃষ্ট্বাব্রবীদর্জ্জিতম্।
আহূতো যদি নৈতি বিক্রমবশাদেষ্যত্যসৌ মে বশং
কিং বাক্যৈর্বহুভির্বিধাতুগদিতৈঃ সংক্ষেপতঃ কথ্যতে॥"
(মানদেবের ৩৮৬ (শক)-সংবতের লিপি)

গর্ব্বিতভাবে বলিয়াছিলেন, 'যদি সে আমার আদেশানুবর্ত্তী না হয়, আমার বিক্রমপ্রভাবে (নিশ্চয়ই) সে পরাজিত হইবে।'* উক্ত পশ্চিমবাসী সামন্ত সম্ভবতঃ মহাসামন্ত অংশুবর্ম্মাবংশীয় কেহ হইবেন।

এই মানদেবের রাজত্বকালে জয়বর্ম্মা নামে এক ব্যক্তি বর্ত্তমান পশুপতিনাথের মন্দিরে জয়েশ্বর নামে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই লিঙ্গ নষ্ট হইয়াছে। সেই স্থানে এখন মানদেবের পিতা শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত ১৪ হাত উচ্চ একটী ত্রিশূল বিদ্যমান।

মানদেবের পর তৎপুত্র মহীদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সময়ের কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই। তৎপরে বসন্তদেব পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। ৪৩৫ (শক) সম্বতে (৫১৩ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ ইঁহার সময়কার শোদিতলিপি পাওয়া গিয়াছে। ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, ইনি একজন মহাবীর ছিলেন, বিজিত সামন্তগণ ইঁহার বন্দনা করিতেন।

এই বসন্তদেবের সময়েই সম্ভবতঃ আর্য্যাবলোকিতেশ্বরের প্রভাব নেপালমার্গে বিস্তৃত হয়। পার্ব্বতীয়-বংশাবলীতে লিখিত আছে,—'৩৬২১ কলি-গতাব্দে অবলোকিতেশ্বর নেপালে উদিত হন (১)।'

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিত ভগবান্‌লাল প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, যে পার্ব্বতীয়বংশাবলীতে অনেক অনৈতিহাসিক বিবরণ থাকিলেও ইহাতে ঐতিহাসিক কথারও অভাব নাই। উপরে অবলোকিতেশ্বর সম্বন্ধে যে টুকু উদ্ধৃত করিলাম, উহার মূলে সত্য প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে।

৩৬২১ কল্যব্দে অর্থাৎ ৫২২ খৃষ্টাব্দে বোধ হয় বসন্তদেব সমস্ত সামন্তকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া নেপালে অবলোকিতেশ্বরের পূজা ও প্রাধান্য প্রচার করেন। সেই হইতে অদ্যাবধি অবলোকিতেশ্বর বা মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বলিয়া পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

বোধ করি, বসন্তদেবের অধস্তন ২য় শিবদেব ও ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে যে সংবৎ অঙ্ক আছে, "তাহা উক্ত অবলোকিতেশ্বরের সার্ব্বজনিক পূজা-প্রকাশের ও রাজা বসন্তসেন কর্ত্তৃক সার্ব্বভৌমিক রাজা বলিয়া পরিচিত হইবার সময় হইতে গণিত হইয়া থাকিবে।

বসন্তদেবের পর তৎপুত্র উদয়দেব রাজা হন। ডাক্তার ফ্লিটের মতে উদয়দেব লিচ্ছবিবংশীয় নহেন, তিনি ঠাকুরীবংশীয় অর্থাৎ অংশুবর্ম্মাবংশীয়। ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে উদয়দেবের পূর্ব্বে যে সকল রাজার বংশাবলী দেওয়া আছে, তাঁহারা লিচ্ছবিবংশীয় হইলেও (উক্ত পুরাবিদের মতে) উদয়দেব হইতেই ঠাকুরীবংশের বর্ণনা আরম্ভ (১)। কিন্তু মূল শিলালিপি পাঠ করিলে উদয়দেব লিচ্ছবিবংশীয় ও বসন্তদেবের পুত্র বলিয়াই জানা যায়। উদয়দেবের পর ঠিক কে রাজা হন, তাহা শিলালিপিতে কিছু অস্পষ্ট। কিন্তু পরেই নরেন্দ্রদেবের বিবরণ স্পষ্ট আছে।

এই নরেন্দ্রদেবের পরাক্রমের কথা ২য় জয়দেবের শিলালিপিতে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। সম্ভবতঃ ইঁহার পরাক্রমে কান্যকুব্জাধিপতি হর্ষবর্দ্ধন নেপালবিজয়ে সমর্থ হন নাই। ইঁহার রাজত্বকালে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং অতি অল্পকালের জন্য নেপালে পদার্পণ করিয়াছিলেন। চীনপরিব্রাজক লিখিয়া গিয়াছেন—

"আমরা নানাপর্ব্বত অতিক্রম ও উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া নেপালদেশে আসিলাম। এদেশ তুষারময় পর্ব্বতমালাবেষ্টিত। পর্ব্বত ও উপত্যকা পর পর সংযুক্ত।" এইরূপে দেশের প্রাকৃতিক ও দেশের লোকসাধারণের অবস্থাবর্ণনের পর তিনি লিখিয়াছেন, "এখানে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী (অর্থাৎ বৌদ্ধ ও হিন্দু) উভয় সম্প্রদায় একত্র বাস করে। সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দির ঘন ঘন সন্নিবিষ্ট, তথায় মহাযান ও হীনযান মতাবলম্বী প্রায় ২০০০ শ্রমণের বাস। রাজা ক্ষত্রিয় ও লিচ্ছবি-

---

* দুঃখের বিষয় এই শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকগুলি নষ্ট হওয়ায় সামন্তের নাম পাওয়া গেল না।

(১) "অতীতকলিবর্ষেষু গুণষড়ঙ্গসাগরেষু।
নেপালে জয়তি শ্রীমান্ আর্য্যাবলোকিতেশ্বরঃ॥"

(১) মূল শ্লোক এই—
"শ্রীমান্ বভূব বৃষদেব ইতি প্রতীতো রাজোত্তমঃ সুগতশাসনপক্ষপাতী।
অভূত্ততঃ শঙ্করদেব নামা শ্রীধর্ম্মদেবোপ্যুদপাদি তস্মাৎ
শ্রীমানদেবো নৃপতিস্ততোভূত্ততো মহীদেব ইতি প্রসিদ্ধঃ।
আসীদ্বসন্তদেবোস্মাদ্দান্তসামন্তবন্দিতঃ।...
অন্তান্তরেপ্যুদয়দেব ইতি ক্ষিতীশাজ্জাত ··স্ততশ্চ নরেন্দ্রদেবঃ।
মানোন্নতো নতসমস্তনরেন্দ্রমৌলিমালারজোনিকরপাংশুলপাদপীঠঃ।"
(২য় জয়দেবের লিপি।)

উক্ত শ্লোকে "অন্তান্তরে" এইরূপ থাকায় ডাক্তার ফ্লিট্ উদয়দেব হইতে ভিন্ন বংশের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে 'ততঃ' ও 'অভূৎ' পদ দ্বারা পুত্রপরম্পরা নির্ণীত হওয়ায় এখানেও "অন্তান্তরে অভূৎ" এই রূপ অন্বয় করিতে হইবে। এখানেও যে উদয়দেবকে বসন্তদেবের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার জন্যই যে, পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের ন্যায় এখানে "অন্তান্তরে" অর্থাৎ ইঁহার (বসন্তদেবের) পর' এরূপ লিখিত হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বংশীয়। তিনি অভিজ্ঞ, নির্ম্মল চরিত্র ও উন্নতপ্রকৃতি। বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে।" ইত্যাদি।

চীনপরিব্রাজক যে লিচ্ছবিরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই সম্ভবতঃ নরেন্দ্রদেব। নরেন্দ্রদেব সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আজও নেপালী বৌদ্ধসমাজে প্রচলিত আছে। ২য় জয়দেবের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে, নরেন্দ্রদেবের পূর্ব্ব হইতেই লিচ্ছবিরাজগণ বৌদ্ধশাসনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন (১)।

নরেন্দ্রদেবের পর, তৎপুত্র ২য় শিবদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। মগধরাজ আদিত্যসেনের দৌহিত্রী ও মৌখরিরাজ ভোগবর্ম্মার কন্যা বৎসদেবীর সহিত শিবদেবের বিবাহ হয়। ইঁহার সময়ে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ১৪৩, ১৪৫ ও ১৪৯ (অনির্দ্দিষ্ট) সংবৎ অঙ্কিত আছে (২)। এতদ্দ্বারা অনুমান হয়, ইনি ৬৬৫ হইতে ৬৭১ খৃষ্টাব্দের কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে তৎপুত্র—২য় জয়দেব লিচ্ছবিরাজাসন অলঙ্কৃত করেন। ইঁহার অপর নাম পরচক্রকাম। ইঁহার সময়কার ১৫৯ সংবৎচিহ্নিত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি গৌড়, উড্র, কলিঙ্গ ও কোশলাধিপ হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করেন। এই হর্ষদেবকে আমরা ইতিপূর্ব্বে হর্ষবর্দ্ধন মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এখন জানিতেছি, ইনি কনোজরাজ হর্ষবর্দ্ধন নহেন। যে বংশে কামরূপাধিপতি কুমার ভাস্করবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন, ২য় জয়দেবের শ্বশুর হর্ষদেবও সেই বংশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। আসাম-অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনসমূহ পাঠ করিলে জানা যায় যে, ইনি কুমার ভাস্করবর্ম্মার পুত্র অথবা পৌত্রস্থানীয়। তেজপুরের তাম্রশাসনে ইনি 'হরিষ' নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

পার্ব্বতীয় বংশাবলীতে শঙ্করদেবের ৪ পুরুষ পরে 'গুণকাম' নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। বংশাবলীমতে ৭২৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কাঠমাণ্ডু নগর স্থাপন করেন। পরচক্রকাম ও গুণকাম যদি এক ব্যক্তির উপাধি হয়, তাহা হইলে ২য় জয়দেবকে ৭২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেপালের রাজাসনে অধিষ্ঠিত দেখি।

২য় জয়দেবের পর, প্রায় আড়াই শত বর্ষের ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন। এই সময়কার নেপাল ইতিহাসের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণাদি এ পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। নেপালাধিপ রাঘবদেব ৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ২০এ অক্টোবর তারিখে একটী নূতন অব্দ প্রচলন করেন, ইহাই নেপালী সংবৎ নামে খ্যাত; তৎপরে প্রাচীন পুথি হইতে বহু অনুসন্ধানে অধ্যাপক বেণ্ডল সাহেব যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

রাজার নাম	পুথিতে প্রাপ্তকাল	রাজধানী।
নির্ভয় রুদ্র	১০০৮ খৃ: অ:	
ভোজ রুদ্র	১০১৫ "	
লক্ষ্মীকাম	১০১৫-১০৩৯ "	
জয়দেব		কাঠমাণ্ডু।
উদয়		"
ভাস্কর		পাটন।
বালদেব		
প্রদ্যুম্নকামদেব	১০৬৫ "	
নাগার্জ্জুনদেব		
শঙ্করদেব	১০৭১-১০৭২	
বাণদেব	১০৮৩ "	
রামহর্ষদেব	১০৯৩ "	
সদাশিবদেব		
ইন্দ্রদেব		
মানদেব	১১৩৯ "	
নরেন্দ্র	১১৪১	
আনন্দ	১১৬৫-১১৬৬	
রুদ্রদেব		
মিত্র বা অমৃত		
অরিদেব		
[রণশূর]	১২২২?	
সোমেশ্বর }		
রাজকাম }		
অভয়মল্ল }		
অভয়মল্ল	১২২৪?	
জয়দেব	১২৫৭ ...	ভাতগাঁও।
অনন্তমল্ল*	১২৮৬-১৩০২ ...	কাঠমাণ্ডু।

* ইহার পর ৬০ বর্ষ কে কে রাজত্ব করেন, তাঁহাদের নাম পাওয়া যায় নাই।

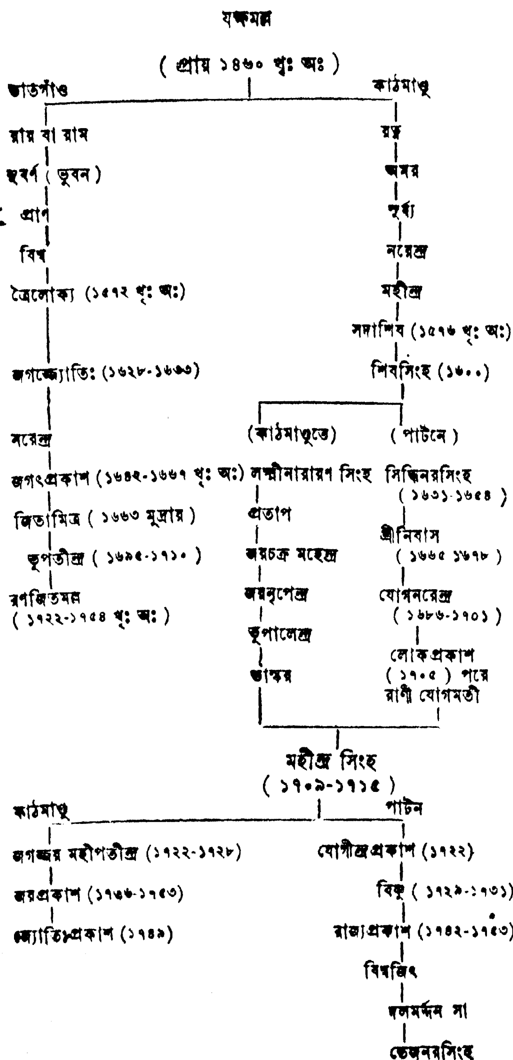
(১) "শ্রীমান্ বভূব বৃষদেব ইতি প্রতীতো
রাজোত্তমস্সুগতশাসনপক্ষপাতী ॥" (জয়দেবের লিপি ৮ম শ্লোক।)

(২) পণ্ডিত ভগবানলাল ও ডাক্তার ফ্লিটপ্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ পূর্ব্ববর্ণিত ধ্রুবদেব, ও অংশুবর্ম্মার খোদিত লিপির অঙ্ক যেরূপ শ্রীহর্ষ-সংবতের অঙ্ক বলিয়া ধরিয়াছেন, পরবর্ত্তী ২য় শিবদেব ও ২য় জয়দেবের খোদিত-লিপির অঙ্কগুলিও সেইরূপ শ্রীহর্ষ সংবতের অঙ্ক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তীর ন্যায় পরবর্ত্তীর অঙ্কগুলি শ্রীহর্ষাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নেপালে যে কোন সময় শ্রীহর্ষাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই, এই জন্য শেষোক্ত নৃপতিদ্বয়ের শিলালিপি-বর্ণিত অঙ্ক নেপালের কোন বিশেষাব্দ বলিয়াই গ্রহণ করিলাম। এ সম্বন্ধে এখনও বহু অনুসন্ধান আবশ্যক।

জয়ার্জ্জুনমল্ল	১৩৬৪-১৩৮৪ খৃঃ অঃ।	
জয়স্থিতিমল্ল	১৩৮৫-১৩৯২ "	
যক্ষজ্যোতির্মল্ল	১৩৯২ "	
জয়ধর্ম্মমল্ল	১৪০৩ "	
জয়জ্যোতির্ম্মল্ল	১৪১২ "	(কাঠমাণ্ডু।)
যক্ষমল্ল	১৪২৯-১৪৫৭ "	

যক্ষমল্লের পর তাঁহার সন্তানমধ্যে নেপালরাজ্য দুই অংশে বিভক্ত হয়। একের রাজধানী ভাতগাঁও ও অপরের রাজধানী কাঠমাণ্ডু। নিম্নে রাজবংশাবলী ও তাঁহাদের সময়ের মুদ্রা ও শিলালিপি হইতে যে বর্ষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা উদ্ধৃত হইল—



উঁহার পরেই নেপালে গোর্খাধিপত্য বিস্তৃত হয়। উপরোক্ত রাজগণ সম্বন্ধে যেরূপ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহাই লিখিত হইতেছে।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে যখন মুসলমানগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রদেশসমূহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং ঐ সকল রাজগণ পরস্পরের প্রতি আক্রোশ ও ঈর্ষাবশতঃ আত্মআপনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া, দিন দিন সৈন্যক্ষয় ও অর্থহানি হওয়ায় বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা গৃহশত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার এবং স্বদেশে আপনার মানমর্য্যাদা ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বহির্দ্দেশস্থ শত্রুগণকে হৃদয়ে আসন পাতিয়া দিলেন। তাহাতে এইমাত্র ফল হইল যে, ভারতবাসীর আমন্ত্রণে মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া বিশেষরূপে অভ্যর্থিত ও সম্মানিত হইয়া আপনাদের জন্য সুরক্ষিত আসনে উপবেশন করিলেন। মুসলমানগণ বন্ধুত্বসূত্রে ভারতে পদার্পণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভারতের তৎকালের অবস্থা সহজেই উপলব্ধ হইয়াছিল। কালে তাহারা বন্ধুত্বের বিনিময়ে ভারতসাম্রাজ্য অধিকার করিলেন। নেপালের ভাগ্যক্ষেত্রেও একদিন ঐরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল।

১৩২২ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার সূর্য্যবংশোদ্ভব রাজা হরিসিংহ দেব দিল্লীর মুসলমান-সম্রাট্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তিনি অযোধ্যা হইতে মিথিলার রাজধানী সিম্রাওনগড়ে সদলে পলাইয়া রক্ষা পান। ৪৪৪ নেপালী সম্বতে (১৩২৪ খৃঃ অঃ) তিনি পুনরায় দিল্লীশ্বর তোগলকশাহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, সিম্রাওনগড়ে শত্রুর বিরুদ্ধে বিষম যুদ্ধ করেন, অবশেষে পরাজিত হইয়া তথা হইতে পলায়নপূর্ব্বক নেপালে যাইয়া আশ্রয় লাভ করেন। এই সময়ে নেপালে বর্ম্মবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজা হরিসিংহ দেব যখন এখানে আসিলেন, তখন তিনি এখানকার রাজগণের পূর্ব্ব-প্রভাব হ্রাস দেখিয়া স্বয়ং ঐ নেপালরাজ্য করায়ত্ত করিয়া লই-লেন। প্রবাদ এই যে, রাজা হরিসিংহের রাজ্যে যবনের উৎ-পাত দেখিয়া দেবী তুলজা-ভবানী রাজাকে এই মুসলমানস্পৃষ্ট রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া নেপালের উচ্চতম প্রদেশে যাইয়া রাজ্যস্থাপন করিতে আদেশ প্রদান করেন। রাজা তাঁহার আদেশানুসারে এই প্রদেশে আসিলেই ভাতগাঁওর ঠাকুরী রাজগণ ও অধিবাসিবর্গ সকলেই তাঁহার দেবীর প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহারই হস্তে নেপাল দরবারের সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করেন।

তিনি নেপালে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই, তথায় তুলজা

দেবীর স্মরণার্থ একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মন্দিরের নাম মূল-চৌক। ভোটীয়াগণ তাঁহার অধিষ্ঠিত তুলজা দেবীর মাহাত্ম্য-শ্রবণে দেবীমূর্ত্তি অপহরণার্থ ভাতগাঁও অভিমুখে অগ্রসর হইল। যখন তাহারা সম্পুস্ নদীর তীরে উপনীত, তখন ভোটীয়া সৈন্যগণ দেখিল, প্রজ্বলিত হুতাশন ভাতগাঁও নগরের চারিদিক্ দাহন করিতেছে। দেবীর অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া ভোটীয়াগণ ভীত ও বিস্মিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

১৩৩৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ তোগলক চীনসাম্রাজ্য অধিকারের জন্য আপনার ভাগিনেয় সেনাপতি খস্রু-মালিককে দশ লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য-সমভিব্যাহারে চীনসীমা আক্রমণ করিতে আদেশ দেন, তখন তাঁহার সেনাদল এই নেপাল রাজ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছিল। এই সময়ে সৈন্যগণের অত্যাচারে নেপাল বিশেষ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিল। মুসলমান সেনাগণ বহুকষ্টে পর্ব্বতাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া নেপালসীমান্তে চীন-সৈন্যের সাক্ষাৎ পান। এখানে উভয় সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। একে শীতের প্রভাব, তাহাতে আবার তাহাদের পক্ষে সেই স্থান অস্বাস্থ্যকর হওয়ায়, মুসলমান সৈন্যগণ দিন দিন নষ্ট হইতে লাগিল; অবশিষ্ট সৈন্যগণ যাহারা চীনসৈন্যের রণে প্রাণ দিল না, তাহারা দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিল। সম্রাট্ তাহাদের পরাজয়ের সংবাদ শুনিয়াই, প্রাণনাশের আদেশ দেন।

রাজা হরিসিংহদেব প্রায় ২৮ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে তৎপুত্র মতিসিংহদেব ১৫ বৎসর ও তৎপুত্র শক্তিসিংহদেব ২২ বৎসর রাজত্ব করেন। ইঁহার সহিত চীনসম্রাটের বিশেষ সৌহৃদ্য থাকায় তিনি বনেপ (বণিকপুর) গ্রামের পূর্ব্ববর্ত্তী পলাম্-চৌক গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। তথা হইতে তিনি চীনরাজসভায় নানা উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিতেন এবং পক্ষান্তরে চীন-সম্রাট্ তাঁহাকে ৫৩৫ চীনাব্দের লিখিত একখানি অনুমোদনপত্র ও শীলমোহর পাঠাইয়া দেন। তৎপুত্র শ্যামসিংহদেব প্রায় রাজত্বের ১৫ বৎসর পর পুত্র সন্তান না থাকায় তাহার একমাত্র কন্যা ও জামাতাকে রাজ্যসম্পদ দিতে বাধ্য হন। রাজা নান্যপদেব নেপাল আক্রমণ করিলে নেপালের মল্লবংশীয় রাজা ত্রিহুতে পলাইয়া রক্ষা পান। উক্ত মল্লরাজবংশে শ্যামসিংহদেব আপনার কন্যার বিবাহ দেন। এই সূত্রে নেপালে মল্লরাজবংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয়। ৫২৮ নেপাল-সম্বতে নেপালে ভয়ানক ভূমিকম্প হয় এবং তাহাতে মৎস্যেন্দ্রনাথের ও অপরাপর কতকগুলি মন্দিরাদি ধ্বংস হইয়া যায়।

হরিসিংহদেব-বংশের রাজত্ব শেষ হইলে মল্লরাজ জয়ভদ্রমল্ল প্রথমে নেপালের রাজপদ ও সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ১৫ বর্ষ রাজত্বের পর জয়ভদ্র পরলোক গত হইলে, তৎপুত্র নাগমল্ল রাজ্যেশ্বর হন। ইনি ১৫ বৎসর রাজ্যশাসন করিলে, তাঁহার পুত্র জয়জগৎমল্ল ১১ বৎসর কাল প্রজাপালন করিয়া নিজ রাজ্যসম্পদ পুত্র নগেন্দ্রমল্লের হস্তে সমর্পণ করেন। রাজা নগেন্দ্রমল্ল ১০ বৎসর ও তৎপুত্র উগ্রমল্ল ১৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিলে পর, তৎপুত্র অশোকমল্ল রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। ইনিই বিষ্ণুমতী, বাগমতী ও রুদ্রমতী নদীত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে শ্বেতকালী ও রক্তকালী স্থাপন করিয়া, সেই স্থানকে পুণ্যভূমি কাশীধামের অনুকরণে উত্তরকাশী বা কাশীপুর নামে অভিহিত করেন। নিজ ভুজবলে রাজা অশোকমল্ল ঠাকুরী রাজগণকে পরাজিত করিয়া, তাঁহাদের রাজধানী পাটন নগর অধিকার করেন।

ইঁহার পুত্র জয়স্থিতিমল্ল রাজ্যারোহণ করিয়া, তাহার পূর্ব্বতন রাজগণকৃত শাসনবিধির বিশেষ সংশোধন ও কএকটী নূতন নিয়ম প্রচার করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে জাতিমর্য্যাদা সংস্থাপিত হয়। সমাজশাসন করিয়া এবং ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কতকগুলি নবপ্রথা প্রচলন করিয়া তিনি সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। আর্য্য-তীর্থের অপরদিকে বাগমতীর কূলে ইনি রামচন্দ্র, তৎপুত্র লব ও কুশের মূর্ত্তি স্থাপন এবং গোরক্ষনাথদেবের মূর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ললিত-পাটনের কুম্ভেশ্বর মন্দির ও অন্যান্য অনেকগুলি দেবমন্দির ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ইনি ৪৩ বৎসর রাজত্ব করিলে পর, তৎপুত্র রাজা জয়যক্ষমল্ল রাজাসনে উপবিষ্ট হন। ইনি প্রথমে শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত শিক্ষা করিয়া ভারতের দাক্ষিণাত্য হইতে ভট্ট ব্রাহ্মণ আনাইয়া পশুপতিনাথদেবের পূজার ভার অর্পণ করেন। এই সময় হইতেই ভারতবাসী হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণগণ নেপালে প্রকৃত হিন্দুমতে দেবপূজাবিধি প্রচলন করেন। ইঁহার রাজত্বকালে ধর্ম্মরাজ মীননাথ-লোকেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হয়, ঐ মন্দিরে সমন্ত-ভদ্র বোধিসত্ত্ব, পদ্মপাণি বোধসত্ত্ব ও অন্যান্য বোধিসত্ত্বগণ এবং নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ৫৭৩ নেপাল-সংবতে ইনি একটী দুর্গনির্ম্মাণ করান এবং তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কএকটী বিশেষ নিয়ম প্রচলন করেন। ভাতগাঁওএর তচপালটোল গ্রামে ইনি দত্তাত্রেয়ের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রাজা গুণকামদেবের প্রতিষ্ঠিত লোকেশ্বর দেবমূর্ত্তি ঠাকুরীরাজগণের সময়ে যমলা নামক স্থানের ভগ্নমন্দির-স্তূপের মধ্যে পাওয়া যায়। তিনি ঐ দেবমূর্ত্তির সংস্কার করাইয়া কাঠমাণ্ডুতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ মূর্ত্তি এখন যমলেশ্বর নামে খ্যাত। ইনি পাটন ও কাঠমাণ্ডুর রাজগণকে স্ববশে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাজা যক্ষমল্লের তিন পুত্র ও একটী কন্যা ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভাতগাঁও, দ্বিতীয় রণমল্লকে বনেপা, তৃতীয় রত্নমল্লকে কাঠমাণ্ডু ও কন্যাকে পাটনের সামন্তরাজ্য ভাগ করিয়া দেন। কিন্তু ক্রমশঃই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় সকলে হীনবল হইয়া পড়েন। রাজা যক্ষমল্ল এইরূপে আপন রাজ্য-বিভাগ করিয়া দিলেও প্রকৃত বংশধর অভাবে অথবা কোন অভাবনীয় কারণে বনেপা ও পাটনরাজ্য ভাতগাঁও ও কাঠমাণ্ডুর রাজবংশের করায়ত্ত হয়। এই কারণেই নেপালের ইতিহাসে গোর্খা আক্রমণের পূর্ব্বে উক্ত দুইটী রাজ্যের যৎকিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। ৫৯২ নেপালী সংবতে তাঁহার মৃত্যুতে নেপালরাজ্য এইরূপে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রায়মল্ল ভাতগাঁওএর পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ভাতগাঁও রাজ্য পূর্ব্ব দুধ্‌কুশী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইঁহার বংশে ভাতগাঁওএ তৎপুত্র প্রাণমল্ল, পরে তৎপুত্র বিশ্বমল্ল রাজা হন। বিশ্বমল্ল অনেকগুলি মঠ ও দেবমন্দির স্থাপন করেন। ইঁহার পুত্র ত্রৈলোক্যমল্লের রাজত্বের পর তৎপুত্র জগজ্জ্যোতির্মল্ল শাসনভার গ্রহণ করেন। ইনিই ভাতগাঁওএ আদিভৈরবদেবের রথযাত্রা-উৎসব প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহার জীবলীলা শেষ হইলে, তৎপুত্র নরেন্দ্রমল্ল রাজা হন। ইঁহার পর তৎপুত্র জগৎপ্রকাশমল্ল রাজপদ পাইয়া ৭৭৫ নেপাল-সংবতে অনেক কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করেন। তচপালটোল-গ্রামে দ্বারসিংহ ভারো ও বাসিংহ ভারো নামে দুই ব্যক্তি ভীমসেনের উদ্দেশ্যে একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৮২ নেংসং তিনি বিমলাহেমমণ্ডপ ও ৭৮৭ নেংসং গরুড়ধ্বজ নামে একটী স্তম্ভ নির্ম্মাণ করান। ইঁহার পুত্র রাজা জিতামিত্র (৮০২ নেং সং) একটী ধর্ম্মশালা, নারায়ণ-মন্দির ও (৮০৩ নেং সং) দত্তাত্রেয়েশের মন্দির স্থাপন করেন। ইঁহার পুত্র রাজা ভূপতীন্দ্রমল্লের রাজত্ব সময়ে নেপালে একটী সুবৃহৎ দরবার ও নানা দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি স্বয়ং ও পুত্র রণজিতের সাহায্যে ৮৩৮ নেং সং ভৈরবদেবের মন্দিরে স্বর্ণ ছাদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রণজিতমল্ল পিতার মৃত্যুর পর শাসনভার গ্রহণ করিয়া নেপালে অনেক অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিয়া যান। ইনি ৮৫৭ নেং সং অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দিরে একটী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলাইয়া দেন। ইঁহারই রাজত্বকালে ভাতগাঁও, ললিত-পাটন ও কান্তিপুর-রাজগণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। গোর্খাদেশাধিপতি রাজা নরভূপাল তৎকালীন রাজাদিগকে এইরূপ হীনবল দেখিয়া নেপাল আক্রমণ করিলেন। তিনি ত্রিশূলগঙ্গা নদী পার হইয়া নেপালে উপস্থিত হইলে, নবকোটের বৈশরাজ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এই যুদ্ধে গোর্খারাজ পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

গোর্খাপতি নরভূপালের পুত্র রাজা পৃথ্বীনারায়ণ রণজিতের রাজত্ব-সময়ে নেপাল পরিদর্শনে আগমন করেন। রণজিত তাঁহার আতিথ্য-গ্রহণে ও বিনীত আচার-ব্যবহার দর্শনে নিজ পুত্র বীর-নৃসিংহমল্লের সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপন করিয়া দেন, কিন্তু যুবরাজ অকালে মানবলীলা সম্বরণ করায় ভাতগাঁওর সূর্য্যবংশীয় রাজগণের অস্তিত্ব লোপ হয়।

রাজা যক্ষমল্ল দ্বিতীয়পুত্র রণমল্লকে বণিক্‌পুর (বনেপা) ও আর সাতটী গ্রামের শাসনভার অর্পণ করেন। তাহার অধিকারসীমা পূর্ব্বে দুধ্‌কোশী ও পশ্চিমে সঙ্গানামক স্থান এবং উত্তরে সঙ্গাচক ও দক্ষিণে মেদিনা-মল নামক বন্যভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বণিকপুরের কোন ব্যক্তি (৬২২ নেং সং) পশুপতিনাথকে একখানি মূল্যবান্ কবচ ও একমুখী রুদ্রাক্ষ উপহার দিবার কালে রাজাকে একখানি শাল উপঢৌকন দেন। ঐ শাল অদ্যাপিও কান্তিপুর রাজধানীতে রক্ষিত আছে।

রাজা যক্ষমল্লের তৃতীয় পুত্র রাজা রত্ন বা রতনমল্ল পিতার বিভাগানুসারে কাঠমাণ্ডুর রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। এই রাজ্যের পূর্ব্ব সীমায় বাঘমতী, পশ্চিমে ত্রিশূলগঙ্গা, উত্তরে গোসাঞিথান ও দক্ষিণে পাটন-বিভাগের উত্তর সীমা। রাজা রত্নমল্ল পিতার মৃত্যু সময়ে, তাঁহার নিকট হইতে তুলজাদেবীর বীজমন্ত্র গ্রহণ করেন, প্রবাদ ঐ মন্ত্রবলে দেবী তাঁহার উপর সর্ব্বদাই পরিতুষ্ট থাকিতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা আপনাপন ভ্রান্তবিশ্বাসের অনুবলে ভ্রাতার ভবিষ্যৎ উন্নতিতে কাতর হইয়া, ক্রমশঃই কনিষ্ঠের উপর বিরক্তভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। এইরূপ মনোমালিন্যে উভয়ের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ উপস্থিত হয়।

রাজা রত্নমল্ল একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে নীলতারা দেবী তাঁহাকে বলিতেছেন, 'যদি তুমি কান্তিপুরে যাইতে পার, তাহা হইলে কাজীগণ তোমাকে নিশ্চয়ই রাজা করিবে'। তদনুসারে রাজা প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া দেবীকে প্রণামপূর্ব্বক ঠাকুরীরাজগণের প্রধান কাজির নিকট উপস্থিত হইলে, কাজী তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তিবিষয়ে অঙ্গীকার করেন এবং নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য কাজী এক দিবস দ্বাদশজন ঠাকুরী-রাজকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্যঞ্জনাদির সহিত বিষপ্রয়োগে তাঁহাদিগকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। রত্নমল্ল কান্তিপুরের সিংহাসন অধিকার করিয়াই ঐ কাজির চরিত্রে বিশেষ সন্দিহান হইয়া, তাহার জীবন নাশ করেন। স্বপ্নদৃষ্ট বাক্য মিথ্যা হইলেও তিনি যে ভ্রাতার সহিত বিবাদ করিয়া কান্তিপুর দখল করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

৬১১ নেং সং, তিনি নবকোটের ঠাকুরীগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এস্থান হইতে তিনি নানাপ্রকার ফুল ও ফল লইয়া পশুপতিনাথের পূজা দিয়াছিলেন, সেই কারণে আজিও নবকোট হইতে দ্রব্যাদি আনাইয়া উক্ত দেবমূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে।

ইঁহার রাজত্বকালে কুলু নামক ভোটিয়াজাতি বিদ্রোহী হইয়া রাজার উপর বিশেষ অত্যাচার আরম্ভ করে। রাজা ভোটিয়াদমনে ব্যর্থমনোরথ হইলে, দেবধর্ম্মাগ্রামবাসী চারি জন ত্রিহুতিয়াব্রাহ্মণ পাল্পার সেনরাজগণের অধীনস্থ সৈন্য লইয়া রত্নমল্লের সাহায্যে উপস্থিত হন। এই কুকু-ত্সানা-জোর নামক গ্রামে ভোটিয়ারা পরাজিত হইলে, রাজা ব্রাহ্মণদিগকে কএকখানি গ্রাম ও বহু ধন রত্ন দান করেন। ইঁহারই শাসনকালে ভোটিয়া-বিদ্রোহের পর নেপালে যবন-(মুসলমান) জাতির বাস আরম্ভ হয়।

ইনি ৬২১ নেপালী-সংবতে তুলজাদেবীর একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করেন। কান্তিপুর ও ললিতপাটনের অধিবাসীদিগকে বশে আনিয়া, শেষাগড়ি পর্ব্বতের চিংলঙ্ উপত্যকার তাম্রখনি হইতে তাঁমা লইয়া সুকিচার (১) পরিবর্ত্তে তাম্র-পয়সা প্রচলন করেন।

রত্নমল্লের মৃত্যুতে তৎপুত্র অমরমল্ল কাঠমাণ্ডুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার রাজত্ব-সময়ে বণিকপুরের কুমারেরা অনন্ত-নারায়ণের মূর্ত্তি লইয়া পশুপতির মন্দিরে স্থাপন করিতে চেষ্টা পায়; কিন্তু রাজার আদেশ না পাইয়া তাহারা সেই রাত্রি মধ্যেই বাছলাদেবীর মন্দিরের পার্শ্বে আর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া, উহার মধ্যেই নারায়ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে। ভুবনেশ্বরের উপাসক মণি আচার্য্যের বংশধরগণ ৯ জন কুমার ও কুমারীর উদ্দেশে একটী যাত্রা উৎসব করেন। প্রতি বৎসর ৮ই আষাঢ় এই উৎসব হইয়া থাকে। প্রবাদ ৬৭৭ নেং সং, যে দিন মণি আচার্য্য 'মৃতসঞ্জীবনী' অন্বেষণে বহির্গত হন, সেই দিন ঐ উৎসব দিন; তাহার বংশধরগণ তদীয় অন্তর্ধানবার্ত্তা শুনিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উদ্যোগ করিলে, তিনি দেবপাটন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া স্বইচ্ছায় অগ্নিতে প্রবেশ করেন।

রাজা অমরমল্ল মদনের পুত্র অভয়রাজকে মুদ্রাঙ্কণের কর্ত্তৃত্বভার দিয়া তাহাকে 'দৃষ্টিনায়কের' পদে অভিষিক্ত করেন। এই ব্যক্তি নিজ অর্থে অনেক মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিল।

এই রাজা খোকনার মহালক্ষ্মী দেবী, হলচোক দেবী, মান-মইজু দেবী, পচলি-ভৈরব ও লুম্রিকালীর দুর্গাদেবী, কনকেশ্বরী, ঘণ্টেশ্বরী ও হরিসিদ্ধির পূজায় নৃত্য-উৎসব প্রচলন করেন। পূর্ব্বে কনকেশ্বরীদেবীর পূজায় নরবলি হইত বলিয়া এখন উক্ত দেবীর পূজা ও উৎসব রহিত হইয়াছে। উপরোক্ত উৎসবের কোন কোনটী বারবৎসর অন্তরে সম্পন্ন হয়।

ললিতপুর, বন্দগাঁও, থেচো, হরসিদ্ধি, লুভু, চাপাগাঁও, ফরফিঙ্, মৎস্যেন্দ্রপুর বা বাগমতী, খোকনা, পাঙ্গা, কীর্ত্তিপুর, থানকোট, বলম্বু, শতঙ্গল, হলচোক, ফুটুম্, ধর্ম্মস্থলী, টোখা, চপলিগাঁও, লেলেগ্রাম, চুকগ্রাম, গোকর্ণ, দেবপাটন, নন্দীগ্রাম, নম্শাল, মালীগ্রাম বা মাগল প্রভৃতি বিশিষ্ট জনপদ তাহার অধিকারভুক্ত ছিল। কাঠমাণ্ডু হইতে পশুপতিগ্রামে যাইবার পথে নন্দীগ্রাম অবস্থিত, এই গ্রাম নম্শাল ও মালীগ্রাম একসময়ে বিশালনগর নামে খ্যাত ছিল, এখানে প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক ধ্বংসাবশেষ আছে।

নেপালী গণনায় ৪৭শ বর্ষ রাজত্বের পর, অমরমল্ল লোকান্তরিত হইলে তৎপুত্র সূর্য্যমল্ল রাজা হন। ইনি রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াই, ভাতগাঁওর রাজার নিকট হইতে রাজা শঙ্করদেবের স্থাপিত চাঙ্গুনারায়ণ ও শঙ্খপুর গ্রাম অধিকার করেন এবং শঙ্খপুরে যাইয়া বজ্রযোগিনীদেবীর উপাসনার জন্য, ছয় বৎসর কাল তথায় বাস করিয়া অবশেষে কান্তিপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন। এখানে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র নরেন্দ্রমল্ল ও পরে তৎপুত্র মহীন্দ্রমল্ল রাজা হন। ইনি দরবারের সম্মুখে মহীন্দ্রেশ্বরী ও পশুপতিনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করান। ইনি ভারতের রাজধানী দিল্লী যাইয়া সম্রাট্‌কে নানা জাতীয় হংস ও শীকারি-পক্ষী উপহার দেন এবং তাঁহার নিকট হইতে মুদ্রাঙ্কণের আদেশ চাহিলে, সম্রাট্ তাহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া রৌপ্যমুদ্রা প্রচলনের অনুমতি দেন।

রাজা মহীন্দ্রমল্ল স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিয়া স্বনামাঙ্কিত 'মোহর' নামে রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রাঙ্কণ করেন। এই মুদ্রাই নেপালের প্রথম রৌপ্যমুদ্রা। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও নেপালে রৌপ্যমুদ্রা ছিল কি না তাহা জানা যায় না। এই সময়ের পূর্ব্বে নেপালে যে সমস্ত তাম্রমুদ্রা পাওয়া যায়, তাহার উপরে বৃষ, সিংহ, হস্তী প্রভৃতি জন্তুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত আছে।

ইঁহারই যত্নে কান্তিপুর নগর বহুজনাকীর্ণ হইয়াছিল। ৬৭৯ নেং সং মাঘমাসে ইনি উক্ত নগরে তুলজা-ভবানীর প্রতিষ্ঠার জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করান। ইঁহার রাজত্বকালে ৬৮৬ নেং সং বিষ্ণুসিংহের পুত্র পুরন্দর-রাজবংশী ললিত-পাটনের দরবারের সম্মুখভাগে নারায়ণের জন্য একটী মন্দির স্থাপন করেন। রাজা মহীন্দ্রমল্লের দুই পুত্র ছিল, জ্যেষ্ঠের নাম সদা-

(১) সুকিচা বা সুকি প্রাচীন নেপালীমুদ্রা, ইহার বর্ত্তমান মূল্য ৮ পয়সা বা দুই আনা।

শিবমল্ল এবং কনিষ্ঠের নাম শিবসিংহ মল্ল, ইহার মাতা ঠাকুরী-বংশসম্ভূতা ছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র সদাশিব রাজ্যভার গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি লম্পট ও স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন। কোন মেলা বা যাত্রা উপলক্ষে রাজপথে কোন সুন্দরী স্ত্রীলোক তাঁহার নয়নপথে পতিত হইলে, তাঁহার করকবল অতিক্রম করিতে ঐ রমণীর শক্তি থাকিত না। এইরূপে তিনি কতশত কুল-ললনার কুলে কালি দিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। বিলাসিতার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ক্রমশঃই রাজকোষ শূন্য করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ তাঁহার এতাদৃশ ব্যবহার দেখিয়া দিন দিন তাঁহার উপর শ্রদ্ধাহীন হইতে লাগিল। এক দিন যখন তাহারা দেখিল রাজা মনোহরার অভিমুখে গমন করিতেছেন, তখন তাহারা সদলে যষ্টি ও মুদ্গর লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল; রাজা ভীত হইয়া ভাতগাঁওএ আশ্রয় লইলেন, কিন্তু ভক্তপুরাধিপতি তাঁহার জঘন্য চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া, তাঁহাকে বন্দী করেন। রাজা সদাশিব কিছুদিন পরে তথা হইতে পলাইয়া আইসেন। রাজা সদাশিব হইতে প্রকৃত সূর্য্যবংশের আধিপত্য নেপাল হইতে অন্তর্হিত হয়।

প্রজাগণ সদাশিবকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, তদীয় বৈমাত্র ভ্রাতা শিবসিংহমল্লকে রাজপদে বরণ করেন। রাজা শিবসিংহ জ্ঞানী ছিলেন। ইনি মহারাষ্ট্র-দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাকে গুরুপদে অভিষিক্ত করেন। ইহার রাজত্বকালে সূর্য্যবজ্র নামে কান্তিপুরবাসী জনৈক তান্ত্রিক তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরে গমন করেন। ইহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মীনরসিংহমল্ল ও কনিষ্ঠ হরিহরসিংহমল্ল। কনিষ্ঠ হরিহর কিছু উগ্র প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি পিতার জীবদ্দশাতেই ললিতপাটন শাসন করিতে অগ্রসর হন। ইহার মাতা গঙ্গারাণী কান্তিপুর ও বড়-নীলকণ্ঠের মধ্যে একটী উদ্যান প্রস্তুত করেন, উহা রাণীবন নামে সাধারণে পরিচিত। বর্ত্তমান ইংরাজ-রেসিডেন্সীর অনতিদূরে উক্ত উদ্যানের ধ্বংসাবশিষ্ট উচ্চ প্রাচীরাদি দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পূর্ব্বে এই ভগ্ন-উদ্যানই জঙ্গবাহাদুরের শীকারের জন্য হরিণশাবক পালনের স্থানরূপে পরিগণিত ছিল।

এক সময়ে হরিহরসিংহ যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পিতা মৃগয়ায় বহির্গত হইয়াছেন, তখন তিনি কোন বিবাদের অছিলায় স্বীয় ভ্রাতা লক্ষ্মীনরসিংহকে দরবার হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। ৭১৪ নেং সং রাজা শিবসিংহ স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির পুনঃ সংস্কার করিয়া দেন। কিছুকাল পরে রাজা ও রাণী গঙ্গাদেবী কালের ক্রোড়ে শায়িত হইলে জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মীনরসিংহ কান্তিপুরে রাজা হন। ইহার কোন আত্মীয় ভীমমল্ল স্বয়ং ভোট দেশে গমন করিয়া কান্তিপুর ও ভোট এই উভয় স্থানকে বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ করেন। এইরূপে ব্যবসা-ব্যাপারে ভোট হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য নেপালে আনীত হইয়াছিল। কাজী ভীমমল্লের যত্নে ভোটরাজের সহিত রাজা লক্ষ্মীনরসিংহের এই সন্ধি হয় যে, ব্যবসা উপলক্ষে কোন ব্যক্তি তিব্বত রাজধানী লাসা নগরে জীবন হারাইলে, তাহার স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি নেপাল গবর্মেন্টকে প্রত্যর্পিত হইবে। ইহার সাহায্যে সীমান্তবর্ত্তী কুটী নামক প্রদেশ নেপালের এলাকাভুক্ত হয়।

ভীমমল্ল তিব্বত-রাজধানী লাসা হইতে স্বদেশে আসিয়া, রাজার উন্নতিকল্পে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি রাজা লক্ষ্মীমল্লকে নেপালের একচ্ছত্র রাজা করিতে যত্নবান্ হন, কোন ব্যক্তি রাজাকে বলে যে, ভীমমল্ল স্বয়ং রাজ্য লইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন, আপনার জন্য সমস্ত ব্যাপারই মৌখিক; রাজা এই কথা শুনিয়া তদ্দণ্ডেই তাহার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন। ভীমমল্ল জীবদ্দশাতে ধর্ম্মশিলা বিগ্রহের একটী তাম্র আবরণ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। জনশ্রুতি এইরূপ, দক্ষিণ-ভারতবাসী নিত্যানন্দস্বামী নামক জনৈক ব্রহ্মচারী এই সময়ে নেপালে আগমন করেন, কিন্তু তিনি কোন মূর্ত্তিকেই প্রণাম করিতেন না। রাজা এই কথা শুনিয়াই ক্রোধান্বিত হইলেন ও ব্রহ্মচারীকে বিগ্রহাদি প্রণাম করিতে আদেশ দেন। নিত্যানন্দস্বামী বিগ্রহ সম্মুখে মস্তক নত করিবামাত্রই চক্রেশ্বরী, ধর্ম্মশিলা, কামদেব প্রভৃতির মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া যায়। ভীমমল্লের হত্যার তাঁহার স্ত্রীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ক্রমশঃ রাজার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া পড়ে এবং তিনি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে অকৃতকার্য্য হইলে, তদীয় পুত্র প্রতাপমল্ল ৭৫৯ নেং সং নেপালের রাজাসনে উপবেশন করেন। ৭৭৭ নেং সং ১৬ বৎসর কারাবাসের পর রাজা লক্ষ্মীনরসিংহের মৃত্যু ঘটে।

তিনি ইন্দ্রপুর নগর ও জগন্নাথদেবালয় স্থাপন করেন। ৭৭৪ নেং সং মাঘ মাসের শুক্ল পঞ্চমীতে তিনি কালিকাদেবীস্তোত্র রচনা করিয়া প্রস্তরের উপর তাহা খোদিত করেন এবং স্থানে স্থানে দেবালয়ে গ্রথিত করিয়া দেন, ঐ দেবগীতি ১৫টী বিভিন্ন ভাষার বর্ণমালার রচিত *। ইনি বিদ্বান্ ও বহুশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং ১৫।১৬টী বিভিন্ন ভাষা জানিতেন।

ইহার রাজত্ব সময়ে শ্যামার্পা-লামা নামে জনৈক ভোটবাসী নেপালে আসিয়া ৭৭০ নেং সং স্বয়ম্ভুনাথের গর্ভকাষ্ঠ বদলাইয়া দিয়া তথাকার দেবমূর্ত্তি সকল গিল্টি করিয়া দেন এবং উক্ত মন্দিরের দক্ষিণস্থ খিলানে রাজা লক্ষ্মীনরসিংহের নাম খোদিত

* D. Wright's History of Nepal নামক পুস্তকে ঐ শিলালিপির একখানি প্রতিকৃতি আছে।

করা হয়। ৭৭০ নেং সং রাজা প্রতাপমল্ল স্বয়ম্ভুনাথের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া আর একটী কবিতা রচনা করেন এবং তাহা প্রস্তরে খোদিত করিয়া দেবমন্দিরের গাত্রসংলগ্ন করিয়া দেন। তিনি নিজ প্রচলিত মুদ্রাতে 'কবীন্দ্র' উপাধি সংযোজিত করিয়া আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন।

তিনি প্রথমে দুইটী ত্রিহুত-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। পরে যৌবনস্বভাবসুলভ চপলতায় তিনি ইন্দ্রিয়-লালসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, নেপালী প্রথামত প্রায় তিন হাজার রমণীকে আপনার পত্নীরূপে বরণ করিয়াছিলেন। এই অতৃপ্তবাসনার বশে তিনি একসময়ে একটী বালিকার জীবন-হন্তা হইয়াছিলেন। স্বকৃত পাপে ভীত হইয়া তিনি এবং পরিবারস্থ সকলেই পাপমোচনের জন্য তুলাদান উৎসব করেন।

ইহার রাজত্বকালে মহারাষ্ট্র হইতে লম্বকর্ণভট্ট ও ত্রিহুত হইতে নরসিংহঠাকুর নামে ব্রাহ্মণদ্বয় নেপালে আগমন করেন এবং রাজার নিকট পরিচিত হইয়া 'গুরু' উপাধিতে ভূষিত হয়েন। রাজা প্রতাপমল্লের পার্থিবেন্দ্রমল্ল, নৃপেন্দ্রমল্ল, মহীপেন্দ্র (মহীপতীন্দ্র)-মল্ল ও চক্রবর্ত্তীন্দ্রমল্ল নামে চারিটী পুত্র জন্মে। চারি জনেই পিতার ইচ্ছামত তাহার জীবিতাবস্থায় প্রত্যেকে এক এক বৎসর রাজ্যশাসনসুখ উপভোগ করেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র মহীপতীন্দ্রের শাসন সময়ে, রাজা পুত্রের সাহায্যে ৭৮৮ নেং সং অক্ষোভ্যবুদ্ধমন্দিরের সম্মুখস্থ ধর্ম্মধাতুমণ্ডলে একটী ইন্দ্রের বজ্রাকৃতি স্থাপন করেন। চতুর্থ পুত্র চক্রবর্ত্তীন্দ্র একবৎসর রাজত্ব করিয়া জীবলীলা সম্বরণ করেন। ৭৮৯ নেং সংবতে চক্রবর্ত্তীন্দ্র যে মুদ্রা প্রচলন করেন, তাহার পৃষ্ঠে বাণাস্ত্র পাশ, অঙ্কুশ, কমল ও চামর অঙ্কিত দেখা যায়।

পুত্রের মৃত্যুতে রাজমাতা কাতর হইলে, রাজা তাঁহার শোকাপনোদনের জন্য একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই পুষ্করিণী রাণী-পোখরী নামে খ্যাত। ৮০৯ নেং সং, রাজার মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র মহীন্দ্রমল্ল ভূপালেন্দ্র নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। ৮১৪ নেং সং তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র শ্রীভাস্করমল্ল চতুর্দ্দশ বৎসরে রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইহার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে আশ্বিন মাসে দশেরার উৎসব লইয়া পাটন ও ভাতগাঁওবাসিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এই বৎসরে নেপালে মহামারীভয় হয় এবং সেই রোগে ৮২২ নেং সং তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কান্তিপুরের সূর্য্যবংশীয় রাজবংশের লোপ হয়। রাজার মহিষী ও অপরাপর স্ত্রীগণ সতীদাহ হইবার পূর্ব্বে, আপনাদের বিশেষ আত্মীয় জগজ্জয়মল্লকে রাজাসন দিয়া আপনারা স্বর্গধামে গমন করেন।

রাজা জগজ্জয়ের পাঁচ পুত্র। রাজেন্দ্রপ্রকাশ ও জয়প্রকাশ তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজ্যপ্রকাশ, নরেন্দ্রপ্রকাশ ও চন্দ্রপ্রকাশ পরে জন্মপ্রাপ্ত করিয়াছিলেন। রাজার জীবিতাবস্থায় জ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্র ও কনিষ্ঠ চন্দ্রপ্রকাশ মানবলীলা সম্বরণ করেন। রাজা পুত্রদ্বয়ের বিয়োগে মহাশোকাকুল হইলে, তাঁহার অধীনস্থ খশ-সিপাহিগণ আসিয়া তাঁহার সান্ত্বনা বিধান করিলেন এবং রাজকুমার রাজ্যপ্রকাশের রাজপদপ্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রাজা শুনিলেন যে গোর্খালিরাজ পৃথ্বীনারায়ণ নবকোট পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তিসমূহ শত্রুহস্তগত ভাবিয়া, তিনি বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলেন। ৮৫২ নেং সং তিনি মানবদেহ পরিত্যাগ করিলে, তৎপুত্র জয়প্রকাশমল্ল কাঠমাণ্ডুর সিংহাসন অধিকার করেন। কুমার রাজ্যপ্রকাশ সিংহাসনলাভে বিমুখ হইয়া পাটনে চলিয়া যান এবং তথায় রাজা বিষ্ণুমল্লের আতিথেয়তায় প্রীত হইয়া, সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা বিষ্ণুমল্লের পুত্র না থাকায় তিনি রাজ্যপ্রকাশকে স্বীয় সিংহাসন দিতে প্রতিশ্রুত হন।

রাজকর্ম্মচারী ঠারিগণ কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রপ্রকাশকে দেবপাটন, শঙ্খু, চাঙ্গু, গোকর্ণ ও নন্দীগ্রাম নামে পাঁচখানি গ্রামের আধিপত্য প্রদান করায়, তিনি ঠারিগণের কার্য্যে বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে বন্দী এবং ভ্রাতাকে উক্ত পঞ্চগ্রামের অধিকারচ্যুত করেন; কাজেই নরেন্দ্রপ্রকাশকে পিতৃরাজধানী কাঠমাণ্ডু পরিত্যাগ করিয়া ভাতগাঁওএ যাইয়া বাস করিতে হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে নরেন্দ্রপ্রকাশের মৃত্যু হয়।

যাহা হউক, উক্ত ঠারিকর্ম্মচারিগণ কালে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, রাণী দয়াবতীর পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক তদীয় আঠার মাসের পুত্র জ্যোতিঃপ্রকাশকে সর্ব্বসমক্ষে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রাজা জয়প্রকাশ দরবার পরিত্যাগ করিয়া ললিতপাটনে পলাইয়া গেলেন, কিন্তু তথাকার প্রধানেরা তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন না, অগত্যা তিনি রাণী দয়াবতীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে গোদাবরী গমন করিলেন; তথা হইতে বিতাড়িত হইয়া গোকর্ণেশ্বরে এবং অবশেষে গুহ্যেশ্বরীর মন্দিরে আসিয়া আশ্রয়লাভ করিলেন। এখানে একজন ভক্ত তাঁহাকে দেবীর খড়্গ দিয়া শত্রুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যে সৈন্যদল কান্তিপুর হইতে আসিতেছিল, তাহারা তাঁহারই হস্তে নিহত হয়। রাজা কান্তিপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দরবারে প্রবেশ করিলেন এবং শিশু জ্যোতিঃ-

প্রকাশকে দ্বিখণ্ড করিয়া, তাহার মাতা রাণী দয়াবতীকে লক্ষ্মীপুর-চকে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

রাজা জয়প্রকাশ এইরূপে আপনার শত্রুপক্ষ দমন করিয়া নবকোট আক্রমণ করিলেন। গোর্খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ পরাস্ত হইয়া স্বদেশে পলাইয়া গেলেন। ইহার আটবৎসর পরে পৃথ্বীনারায়ণ পুনরায় নবকোট আক্রমণ করেন এবং ৩২ জন ত্রিহুতবাসী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তর কাড়িয়া লয়েন। উক্ত ব্রাহ্মণগণ নেপালের রাজসকাশে সকলই নিবেদন করিলেন। এই সময় হইতেই রাজার অদৃষ্ট ভাঙ্গিতে সূত্রপাত হইল। রাজা কিছু বুঝিয়াও বুঝিলেন না। যখন তিনি শুনিলেন কাশীরাম ঠাপা নামক জনৈক ব্যক্তি পৃথ্বীনারায়ণকে নবকোটের অধিকার দিবার জন্য সহায়তা করিতেছে, তখন তিনি তাহাকে ডাকাইয়া সমস্ত বলিলেন। কাশীরাম তাহার কথায় আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিলেও, যখন তিনি চাবহিলের গৌরীঘাটে সন্ধ্যা জপ করিতেছিলেন, তখন রাজপ্রেরিত গুপ্তচর আসিয়া তাহার প্রাণ সংহার করে।

গুহেশ্বরীর কৃপায় জয়প্রকাশ পুনর্ব্বার রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়া, কৃতজ্ঞতার জন্য মন্দিরের সম্মুখস্থ ঘাট এবং চতুর্দ্দিকস্থ গৃহাদি নির্ম্মাণ করান এবং উক্ত দেবীপূজার ব্যয়ের জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। তিনিই উক্ত দেবীপূজার উৎসবে লোক খাওয়াইবার প্রথা প্রচলন করেন। পশুপতিনাথের মন্দিরের নিকটে তিনি একটী বেদীর উপর মৃত্তিকানির্ম্মিত কোটী-শিবলিঙ্গপূজার পদ্ধতি প্রচলন করেন। উহা কোটি-পার্থিব-পূজা নামে খ্যাত।

এই সময়ে পৃথ্বীনারায়ণ সা বহুসৈন্য লইয়া কীর্ত্তিপুর আক্রমণ করিলেন। উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে নেপালরাজের পক্ষের সর্দ্দার শক্তিবল্লভের অধীনস্থ বার হাজার সৈন্য ক্ষয় হইয়াছিল। উভয় পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হইলেও, রাজা জয়প্রকাশ পৃথ্বীনারায়ণকে রাজ্য হইতে বহিস্কৃত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কিন্তু ঠারিগণ সীমান্তবর্ত্তী ত্রিহুতবাসী ব্রাহ্মণগণের উপর ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া পুনরায় পৃথ্বীনারায়ণের নিকট গমন করেন এবং তাঁহাকে নেপালের কতকাংশ প্রদান করেন।

এই সময়ে রাজা রণজিৎমল্ল ভাতগাঁওর সিংহাসনে আসীন। তিনিও গোর্খালীগণকে পরাজিত করিবার মানসে নাগাসিপাহীদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ৮৮৭ নেং সং আষাঢ় মাসে এখানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২১ বার ভূমিকম্প হইয়াছিল। ইহার আট মাস পরে ৮৮৮ নেং সম্বতে পৃথ্বীনারায়ণ পুনরায় কান্তিপুর আক্রমণ করিলেন। ঐ দিন ইন্দ্রযাত্রা-উৎসব ছিল। নেপালী সৈন্য এবং নগরবাসী সকলেই মদ্যপানে বিভোর, কাজেই তাহারা দুই এক ঘণ্টা যুদ্ধ করিয়াই ক্লান্ত হইলেন। রাজা তখন দেবী-মন্দিরে উপাসনায় রত, এই সময়ে পৃথ্বীনারায়ণ আসিয়া কান্তিপুর ও পরে ললিতপুর অধিকার করিলেন।

রাজা যক্ষমল্ল পাটন অধিকার করিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যাকে পাটনের শাসনভার অর্পণ করেন। কালে এই জনপদ কাঠমাণ্ডুরাজের অধিকারভুক্ত হয়। রাজা শিবসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা হরিহরসিংহমল্ল এই প্রদেশ শাসন করিতে আইসেন। হরিহরসিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র সিদ্ধিনরসিংহ রাজা হন। ইনি অতিশয় জ্ঞানবান্ ছিলেন। তাঁহার অনেক কীর্ত্তি নেপালের স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। ৭৪০ নেং সং তিনি তাঁহার গুরু বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের অনুমত্যনুসারে তুলজা দেবীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৫৭ নেং সং ফাল্গুনমাসে পুনর্ব্বসুনক্ষত্রে আয়ুষ্মান যোগে তিনি কোট্যাহুতিযজ্ঞ করিয়া রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি বুদ্ধমার্গীসম্প্রদায়ের উপর বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। রাজা স্বয়ং হঠকোবিহার ভূমিসাৎ করিয়া তাহার পুনর্নির্ম্মাণ করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সকলের যত্নে জ্যেষ্ঠবর্ণ তন্দল, ধর্ম্মাকৃতি-তব, ময়ুর বর্ণ বিহ্মক্ষ, বৈষ্ণববর্ণ, ওঁকালীরুদ্র বর্ণ, হক, হিরণ্যবর্ণ, যশোধরাবাহ, চক্র, শক, দত্ত, গঞ্জ, বখাহা, জোবাহা ও ধুমবাহা নামে কএকটী বিহার নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানকার জম্পীবিহার 'নির্ব্বাণিক' অর্থাৎ যাহারা নির্ব্বাণতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক, তাহাদের জন্য; তাহারা দারপরিগ্রহ করে না। এখানে নির্ব্বাণ-সম্প্রদায়ীদিগের আরও পাঁচটী বিহার আছে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, রাজা লক্ষ্মীনরসিংহের আত্মীয় কাজী ভীমমল্লের সাহায্যে নেপালে তিব্বতবাসীর সহিত বাণিজ্যের জন্য যে সন্ধির প্রস্তাব হয়, তাহার সর্ত্তে ললিতপুরের বণিকসম্প্রদায় ও ভোটজাতির সহিত ব্যবসা আরম্ভ করে।

৭৬৯ নেং সং তিনি ভণ্ডারখানের নিকটবর্ত্তী তাঁহার কৃত ধারার ও পুষ্করিণীর নিকটে একটী ভূগোলমণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। ঐ মন্দিরের উপরিভাগে কাষ্ঠে নক্ষত্রাদির প্রতিকৃতি ও স্বর্গীয় দেবতাদিগের মূর্ত্তি খোদিত আছে। উক্ত বৎসরে পৌষ মাসে মকরসংক্রান্তি-উৎসবে তিনি বাহালুগাঁবাসী জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে অষ্টাদশ মহাপুরাণ দান করেন। ৭৭২ নেং সং তিনি তীর্থযাত্রায় বহির্গত হন। ৭৭৪ নেং সং নেপালে ভয়ানক ঝড় হয়, তাহাতে নেপালের অনেকগুলি মন্দির ও গৃহাদি ভগ্ন হইয়া যায়। তিনি ধর্ম্মরত থাকিয়া মন্দিরাদি স্থাপন ও ভূমিদান প্রভৃতি সৎকর্ম্মে জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করেন। ৭৭৭ নেং সং তিনি রাজাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন। প্রবাদ আছে, নেপালে

এরূপ সদ্গুণ-সম্পন্ন রাজা আর হয় নাই, তাঁহার নাম গ্রহণ করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়।

তাঁহার পর শ্রীনিবাসমল্ল ১২ই জ্যৈষ্ঠ সুদিতে (৭৭৭ নেং সং) মৎস্যেন্দ্রনাথের উৎসব দিনে নেপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ৭৭৮ নেং সং, ভাতগাঁও ও ললিতপুররাজ একত্র হইয়া কান্তিপুররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই সময়ে শ্রীনিবাস ও প্রতাপমল্লের মধ্যে কালিকাপুরাণ ও হরিবংশ স্পর্শে মিত্রতা স্থাপিত হয় এবং ভাতগাঁও, ললিতপুর ও কান্তিপুর গতায়াতের জন্য যে এক একটী পথ আছে, তাহা এই যুদ্ধ হইতে খোলা রাখিতে পরস্পর প্রতিশ্রুত হন।

৭৮০ নেং সং, ভাতগাঁয়ের রাজা জগৎপ্রকাশমল্ল চাঙ্গুর নিকটবর্ত্তী সেনানিবাসে অগ্নি লাগাইয়া ৮ জনকে হত্যা ও ২১ জনকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। ইহাতে রাজা শ্রীনিবাস প্রতাপমল্লের সহিত মিলিত হইয়া প্রথমে বন্দেগ্রাম ও চম্পারণ-সেনানিবাস অধিকার করেন, পরে তাহারা চোরপুরী জয় করিলে, ভাতগাঁওর রাজা হস্তী ও অর্থ দিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ৭৮২ নেং সং, তাহারা বোধগাঁও নামক স্থানে যাইয়া বাস করেন। তথায় ৭ দিন অবস্থানের পর তাহারা নকদেশগাঁও জয় ও লুট করেন এবং থেমী অধিকার করিয়া স্ব স্ব রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হন।

রাজা শ্রীনিবাস ৭৮৩—৭৯৮ নেং সং মধ্যে অনেকগুলি মন্দির নির্ম্মাণ ও কতকগুলির সংস্কার করেন। ৮০১ নেং সং, তিনি ভীমসেনের উদ্দেশে একটী বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পর তৎপুত্র যোগনরেন্দ্রমল্ল সিংহাসন লাভ করেন। ইনি মণিমণ্ডপ নামে একটী বৃহৎ বাড়ী নির্ম্মাণ করান। ইঁহার বালকপুত্রের লোকান্তর হইলে ইনি রাজৈশ্বর্য্যে উদাসীন হইয়া সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করেন। এই সময়ে সাধারণের আগ্রহে কান্তিপুরের রাজা মহীপতীন্দ্র বা মহীন্দ্রসিংহমল্ল পাটনের রাজা হন। ইঁহার মৃত্যু হইলে জয়যোগপ্রকাশ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইঁহার মৃত্যু হইলে যোগনরেন্দ্রের একমাত্র কন্যা রুদ্র-মতীর পুত্র বিষ্ণুমল্ল ৮৪৩ নেং সং রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালে মহা দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। তিনি অনেক পুরশ্চরণ ও নাগসাধন করিয়া রুষ্ট-দেবতার শান্তিবিধান করেন। তাঁহার পুত্র না থাকায় তিনি রাজ্যপ্রকাশমল্লকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। রাজ্যপ্রকাশ শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। এই কারণে প্রধানেরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে তাঁহার ভ্রাতা জয়প্রকাশ ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত প্রধান ও কাজীদিগকে কারা-বদ্ধ করেন। রাজা রাজ্যপ্রকাশ চক্ষু উৎপাটনের দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অকালে লীলা সম্বরণ করেন।

এই সময়ে পাটনের চালাছেকাছজাতীয় অন্যান্য প্রধানেরা ভাতগাঁও হইতে রাজা রণজিতকে আনিয়া পাটনের শাসনভার অর্পণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার একবর্ষকাল শাসনে তাঁহারা পরিতৃপ্ত না হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। ইহার অব্যবহিত পরেই তাঁহারা পুনরায় কান্তিপুরের রাজা জয়প্রকাশকে আনিয়া তাঁহারই হস্তে পাটনের সিংহাসন দান করেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাহার উপর এক বৎসর রাজ্য দিয়াও প্রধানেরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; তাঁহারা পুন-র্ব্বার বিষ্ণুমল্লের দৌহিত্রকে রাজ্যভার প্রদান করেন। তাঁহার নাম রাজবিশ্বজিৎ। বিশ্বজিতের চারিবৎসরকাল রাজত্বের পর প্রধানেরা ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করেন। অতঃ-পর তাঁহারা নবকোটে যাইয়া রাজা পৃথ্বীনারায়ণের অনুমতি-ক্রমে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দলমর্দ্দন সা নামক জনৈক ব্যক্তিকে আনিয়া পাটনের সিংহাসনে বসাইলেন। দলমর্দ্দন প্রধানদিগের বিনাপরামর্শে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এক সময়ে পৃথ্বীনারায়ণ তাঁহার বিরোধী হইলে তিনিও জ্যেষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার এই আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহার রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে প্রধানেরা তাঁহাকে তাড়া-ইয়া, বিশ্বজিতের বংশোদ্ভব তেজনরসিংহমল্লকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।

তেজনরসিংহ তিনবৎসর রাজত্ব করিলে, পৃথ্বীনারায়ণ নেপালে আগমন করেন। তিনি পাটন আক্রমণ করিলে রাজা তেজনরসিংহ ভাতগাঁওএ পলাইয়া যান। পৃথ্বীনারায়ণ দেখি-লেন যে প্রধানেরাই একমাত্র হর্ত্তাকর্ত্তা, কাজেই তিনি এই বিশ্বাসঘাতকদিগকে ধৃত ও নিহত করেন।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন লর্ড ক্লাইব ধীরে ধীরে বঙ্গের বক্ষে পদক্ষেপ করিয়া বৃটীশ সৈন্যের নির্ভীকতায় ভারতে ইংরাজ জাতির ভবিষ্যৎ সাম্রাজ্যভিত্তি গাঁথিতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে বাঙ্গালার উত্তরদিকে হিমালয়ের পাদমূলে নেপালরাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তাধীনে বিভক্ত থাকিয়া পরস্পর বিপদে জড়িত হইতেছিল। পূর্ব্বোল্লিখিত ভাতগাঁও, কাঠমাণ্ডু ও পাটনের শেষ ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, যখন তেজনরসিংহ পাটনের সিংহাসনে এবং অপুত্রক রাজা জয়প্রকাশ কাঠ-মাণ্ডুতে আসীন, তখন ভাতগাঁওর অধিপতি রাজা রণজিৎমল্ল কোন সামান্য কারণে উক্ত রাজদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া সসৈন্যে তাঁহাদের আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। রাজা রণজিৎ স্বদেশ-বৈরিগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য এবং আপনাকে কাঠ-মাণ্ডু, পাটন ও ভাতগাঁওর একেশ্বর রাজা করিতে মানস করিয়া দুরশক্র গোর্খাপতি পৃথ্বীনারায়ণকে সাদরে আহ্বান করি-

লেন। আপনার মদগর্ব্বে উত্তেজিত রণজিৎ বুঝিলেন না, তাহার এই গৃহবৈরিতার বৈগুণ্যে ভবিষ্যতে কি বিষময় ফল ফলিবে। রাজা পৃথ্বীনারায়ণ এই আমন্ত্রণে মনে মনে উৎফুল্ল হইলেন, তাঁহার হৃদয়ে পুনরায় নেপালজয়ের আশা জাগিয়া উঠিল। যে নেপাল তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ আক্রমণ করিয়াও ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন এবং নিজেও যেস্থান হইতে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছেন; সেই রাজ্যলিপ্সা আজিও তাহার হৃদয় হইতে অপসৃত হয় নাই। তাঁহার ভ্রাতা দলমর্দনকে প্রথমে পাটনের শাসনভার প্রদান পরে প্রবঞ্চনা করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্করণ-ব্যাপার, তখনও তাঁহার হৃদয়ে বিশেষরূপ জাগিতেছিল। কাজেই তিনি রণমল্লের আহ্বান উপেক্ষা করিলেন না। বিচক্ষণ রণজিৎ অল্পদিনেই বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সাহায্যকারী বন্ধু তাঁহাদেরই শত্রুতাসাধনে উদ্যত। তখন রাজা রণজিৎ আপনাকে হীনবল বিবেচনায় পরস্পরে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন এবং পরস্পরে সেই সন্ধিবলে দৃঢ়বদ্ধ হইয়া শত্রু ও শত্রুসৈন্যকে তাড়াইতে কৃতসংকল্প হইলেন; কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাতে কোন সুফল ফলে নাই।

রাজা পৃথ্বীনারায়ণ পূর্ব্বোক্ত রাজগণকে একত্র দেখিয়া আর তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন না। তিনি নিজের বল বৃদ্ধি করিবার জন্য, পার্ব্বতীয় সর্দ্দারদিগকে ছলে বা বলে স্বদলে আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমে ভাতগাঁওর পূর্ব্ববর্ত্তী ধূলখেল ও চৌকোটবাসিগণের সহিত প্রায় ছয়বার যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে আপনার বশে আনেন। পরে চৌকোটে একটী গড়নির্ম্মাণ করিয়া তিনি আপনার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহেন্দ্রসিংহ রায় নামক জনৈক রাজপুরুষ গোর্খাদিগের সহিত ১৫ দিন অনবরত যুদ্ধ করে। ঐ যুদ্ধে প্রথম গোর্খারা পরাজিত হইয়া পলাইয়া যায়, কিন্তু পরবর্ত্তী যুদ্ধে মহেন্দ্রসিংহ রায় ভূমিশায়ী হইলে, চৌকোটিয়াগণ রণক্ষেত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে। পরদিন প্রভাতে পৃথ্বীনারায়ণ রণভূমি পরিদর্শনে আসিল, মহেন্দ্রসিংহের বরষা-বিদ্ধ মৃত-দেহ দেখিয়া তাঁহার বীরত্বের বিস্তর প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে কএকদিন রাজপ্রাসাদে রাখিয়া বিশেষ সমাদরে ভোজন করাইলেন। অবশেষে ভরণপোষণের জন্য তাহাদিগকে পনাবতী, ব'নেপা, নালা, খদপু, সঙ্গা প্রভৃতি পাচখানি গ্রাম দান করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব অধিকৃত নবকোট রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

কীর্ত্তিপুরের প্রথম যুদ্ধ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়। ইহার কএক মাস পরে, রাজা পৃথ্বীনারায়ণ পুনরায় দুইবার এই নগর আক্রমণ করেন। তৃতীয়বারের আক্রমণ ও জয়ের পর যে ভীষণ অত্যাচার হইয়াছিল, তাহা কাদার পায়েসেপির নেপাল-মিসনের প্রকাশিত তালিকা পাঠে বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়।

[নাসকাটাপুর দেখ।]

কীর্ত্তিপুরে এই পাশবিক অত্যাচার দেখাইয়া পৃথ্বীনারায়ণ পাটন জয়াভিলাষে অগ্রসর হইলেন। পাটনরাজ তেজনরসিংহ আত্মসমর্পণ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে পৃথ্বীনারায়ণ শুনিলেন যে, কাপ্তেন কীন্‌লকের অধীনে ইংরাজসৈন্য নেপাল-তরাইর দক্ষিণপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তখন তিনি কালবিলম্ব না করিয়া অন্যপথে চলিয়া গেলেন এবং পাটনরাজ তেজনরসিংহ প্রায় একবৎসরকাল নিশ্চিন্ত থাকিলেন।

কীর্ত্তিপুরের এই অত্যাচারকাহিনী নেবাররাজ ইংরাজরাজকে জানাইলে, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কীন্‌লক্ সাহেব নেপাল পর্ব্বতের সানুদেশে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন বর্ষাকাল, ইংরাজসৈন্যগণ এখানে মন্দ জলবায়ুনিবন্ধন ও খাদ্যদ্রব্যের অভাবে পীড়িত হইয়া বড় কষ্টভোগ করিতে লাগিল, কাজেই তাহারা হরিহরপুর্গের সম্মুখ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হইল। কীন্‌লক্ সসৈন্যে ফিরিলেও প্রায় একবৎসরকাল গোর্খাগণ নেপালে প্রবেশ করে নাই। পুনরায় ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রযাত্রা-উৎসবে পৃথ্বীনারায়ণ কাঠমাণ্ডু আক্রমণ করেন। কাঠমাণ্ডুরাজ ও রাজা তেজনরসিংহ বহুবার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াও নিষ্ফল হইলেন, যখন তাঁহারা দেখিলেন যে নেপালের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও তাঁহাদের আত্মীয়গণ সকলেই পৃথ্বীনারায়ণের পক্ষ, তখন আর কোন বিরোধ না করিয়া তাঁহারা ভাতগাঁওএ আশ্রয় লইলেন।

রাজা রণজিতের একমাত্র পুত্র বীর-নরসিংহকে বঞ্চিত করিবার জন্য তাঁহার অন্য স্ত্রীগর্ভজাত 'সাতবাহালিয়া' (সপ্তপুত্র)-গণ ষড়যন্ত্র করিয়া গোর্খাপতিকে কেবলমাত্র রাজ্যেশ্বর নামও আপনাদের মধ্যে সম্পত্তি ও সিংহাসন ভাগ করিয়া লইবার বন্দোবস্ত করিলেন, পরে আপনাদের এই উদ্দেশ্য ও প্রস্তাব রাজা পৃথ্বীনারায়ণকে জ্ঞাত করেন। তদনুসারে গোর্খাপতি হৃষ্টমনে ভাতগাঁওএর ভবিষ্যৎ রাজত্ব গ্রাস করিবার আকাঙ্ক্ষায় অগ্রসর হইলেন।

গোর্খারাজ তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত পরামর্শমত ভাতগাঁও আক্রমণ করিলেন। সাতবাহালিয়াগণ কএক ঘণ্টা ফাঁকা আওয়াজে যুদ্ধ করিলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে লুকাইয়া আপনাদের গুলি ও বারুদ শত্রুদিগকে পাঠাইয়া দিলেন এবং আপনাদের সুরক্ষিত দুর্গদ্বার শত্রুগণকে ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। গোর্খাগণ নগরে প্রবেশ করিয়াই, তাহা অধিকার করিয়া লইলেন। দরবারের সম্মুখভাগে একবার ভীষণ যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাজা জয়-

প্রকাশের পায়ে গুলির আঘাত লাগায় তিনি অবসন্ন হইয়া পড়েন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই এই যুদ্ধ হইয়াছিল, এই যুদ্ধ হইতেই নেপালের পূর্ব্বতন রাজবংশের অধঃপতন হয় ও গোর্খারাজবংশ নেপালের সিংহাসনে ভবিষ্যৎ রাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

রাজা পৃথ্বীনারায়ণ সা রণজয়ী হইয়া দরবারে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তথায় রাজা জয়প্রকাশ, রণজিৎ ও তেজনরসিংহ সকলেই সমাসীন ছিলেন। উভয়ের কথাবার্ত্তায় পরস্পর প্রীত হইলেন। পৃথ্বীনারায়ণ রণজিৎমল্লকে আপনার ভাতগাঁও রাজ্যে পূর্ব্বমত রাজা থাকিতে বিশেষ অনুনয়বিনয় করিলেন, কিন্তু রণজিৎ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে, আত্মীয় স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ, সুতরাং আর রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন না, বরং কাশীধামে যাইয়া বৃদ্ধাবস্থায় বিশেশ্বরের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিবেন এইরূপ অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে, গোর্খাপতি তাহার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যাইবার সময় চন্দ্রগিরির উপর দাঁড়াইয়া তিনি সাতবাহালিয়াদের শঠতা ও পুত্র বীর নরসিংহের হত্যার কথা পৃথ্বীনারায়ণকে জানাইলেন। রাজা পৃথ্বীনারায়ণ বিশ্বাসঘাতক-রাজদ্রোহী সাতবাহালিয়াগণকে সপরিবারে ডাকাইলেন এবং তাহারা রাজপদের জন্য পিতার শত্রুতাচরণ করিয়াছে বলিয়া তিনি তাহাদের নাসাচ্ছেদ করিয়া দিলেন ও তাহাদের স্থাবর ও অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি হস্তগত করিয়া লইলেন।

রাজ্যপ্রকাশ প্রার্থনা করিলেন যে, গুলির আঘাতে আমি মুমূর্ষু হইয়া রহিয়াছি। অতএব তোমরা আমাকে পশুপতিনাথের আর্য্যঘাটে লইয়া চল এবং তথায় আমার দেহমুক্ত হইলে, আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিও।

ললিতপুররাজ তেজনরসিংহ যখন দেখিলেন যে তাহার আত্মীয় রণজিৎকর্তৃক এই অভাবনীয় বিপদ নেপালের অদৃষ্টে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তিনি কাহাকে দোষ দিবেন! এই সমস্ত ভাবনায় তাঁহার মনে দারুণ ক্ষোভ ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল, তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মৌনাবলম্বন করিলেন এবং একমনে ঈশ্বরারাধনা করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে পৃথ্বীনারায়ণ তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসার্থ অগ্রসর হইলেও, তিনি কোন কথা কহিলেন না দেখিয়া, গোর্খাপতি তাঁহার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্মীপুরে বন্দী করিয়া রাখিলেন। এইখানেই নেপালের মল্লবংশীয় শেষ নরপতি তেজনরসিংহ বাহাদুর অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

রাজা পৃথ্বীনারায়ণ নেপালসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, কিরাত ও লিম্বুজাতির বাসভূমি আপনার অধিকারভুক্ত করেন। ক্রমশঃই একএকটী করিয়া প্রায় নেপালের বর্ত্তমান সীমার অন্তর্ভুক্ত সমুদায় প্রদেশ তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। উত্তরে কিরোণ ও কুটী, পূর্ব্বে বিজয়পুর ও সিকিমসীমান্তবর্ত্তী মিচি নদী, দক্ষিণে মকবানপুর (মাখনপুর) ও তরাণী (তরাই) এবং পশ্চিমে সপ্তগণ্ডকী, এই সীমার মধ্যস্থিত বিস্তীর্ণ ভূভাগ রাজা পৃথ্বীনারায়ণের শাসনাধীন হয়। ভাতগাঁও হইতে কান্তিপুরে আসিয়া তিনি বসন্তপুর নামে একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে নিকৃষ্ট 'পুৎবর' জাতিকে রাজার সমীপে আনিতে অনুমতি দেন *। প্রায় ৭ বৎসর রাজত্বের পর গণ্ডকীতীরস্থ মোহনতীর্থে ৮৯৫ নেং সং তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

পৃথ্বীনারায়ণের দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সিংহপ্রতাপ সা পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেন এবং কনিষ্ঠ সা বাহাদুর বেতিয়ারাজ্যে নির্ব্বাসিত হন। আচার্য্যগণের কুচক্রে পড়িয়া ৮৯৮ নেপালাব্দে তিনি নশ্বর মানবদেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র রণ-বাহাদুর রাজাসন গ্রহণ করিলেন এবং আচার্য্যদিগের চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, ইন্দ্রাণীপীঠের সম্মুখে তাহাদিগকে হত্যা করেন। পরে অন্য কোন কারণে বিরক্ত হইয়া তিনি মন্ত্রি-নায়ক বংশরাজ পাঁড়ের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার খুল্লতাত সা বাহাদুর নেপালে আসিয়া রণ-বাহাদুরের প্রতিনিধি হইলেন, কিন্তু রাজমাতা রাজেন্দ্রলক্ষ্মীর সহিত তাঁহার বিবাদ হওয়ায়, তিনি পুনর্ব্বার রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং রাজমাতা স্বহস্তে শাসনভার লইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। রাজমাতা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও কার্য্যক্ষমা ছিলেন, তাঁহারই যত্নে ও উদ্যোগে গোর্খার পশ্চিমস্থ পাল্পা ও কক্ষির মধ্যবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ নেপাল-রাজ্যান্তর্গত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সা বাহাদুর নেপালে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় রাজ্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসাহে চৌবীশী ও বাইশী সামন্তরাজ্য, লমজুঙ্ ও টন্‌হো এবং পশ্চিমে গঙ্গানদীতটবর্ত্তী স্থান, শ্রীনগর ও কক্ষি

* যখন প্রথম কীর্ত্তিপুরের যুদ্ধে রাজা পৃথ্বীনারায়ণ, রাজা জয়প্রকাশ মল্লের নিকট পরাজিত হইয়া একখানি ডুলী করিয়া পলাইতেছিলেন, তখন একজন সিপাহী তাঁহার প্রাণ লইবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিলে, অপর একব্যক্তি তাঁহার হাত ধরিয়া বলে 'ইনি রাজা, সুতরাং আমাদের অবধ্য।' এই সময়ে একজন দুয়ান ও একজন কসাই তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া একরাত্রে নবকোটে লইয়া যায়। রাজা দুয়ানের কার্য্যতৎপরতায় প্রীত হইয়া বলেন 'সাবাস্ পুৎ'। এই দিন হইতে ঐ দুয়ানের জাতীয়েরা সকলেই 'পুৎবর' নামে জাতীয় সংজ্ঞালাভ করে। ইহারা রাজার জলাদি স্পর্শ করিতেও পারে।

পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ ও পূর্ব্বে কিরাতরাজ্য ও তন্মেখর পর্য্যন্ত স্থান নেপাল-সীমায় কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দে গোর্খাগণ নেপাল, তিব্বত ও ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে বাণিজ্য সম্বন্ধরক্ষার জন্ত একটী সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই সময়ে চীনরাজের সহিত গোর্খাপতির, চীনরাজ-শুরুর অধিকৃত দিগ্‌গারচা নামক স্থানের আক্রমণ লইয়া ঘোর যুদ্ধ বাধে। চীনমন্ত্রী থুমপাম ও কাজী থুরিনের অধীনে চীন-সৈন্ত আসিয়া খত্রিয়া, রসোয়া ও গোসাক্রিথান পর্ব্বতের নিম্ন-দেশে দেওরালী নামক স্থানে নেপালীদিগকে উপর্য্যুপরি পরা-জিত করে। নেপালীগণ পরাস্ত হইয়া, প্রথমে ধুনচু ও তৎপরে খবোরায় পলাইয়া যায়। এই যুদ্ধে মন্ত্রিনায়ক দামোদর পাঁড়ে বিশেষ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে চীনসৈন্ত কর্ত্তৃক এইরূপে পরাজিত হইয়া, নেপালীগণ সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি প্রথমে চীনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে অস্বীকৃত হন। পরে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মেজর কার্কপাট্রিককে কাঠমাণ্ডুতে পাঠাইয়া দেন। কিন্তু ইংরাজের সাহায্য পৌঁছিবার পূর্ব্বেই নেপালরাজ চীন-সম্রাটের সহিত সন্ধি করিয়া নিশ্চিন্ত হন।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে রণবাহাদুর বিংশতি বৎসরে পদার্পণ করেন এবং স্বয়ং শাসনভার গ্রহণ করিলে, কোন সূত্রে তাঁহার খুল্লতাতের সহিত বিবাদ উপস্থিত হয়। তাহার ফলে, সা বাহাদুরকে যাবজ্জীবন বন্দী করিয়া রাখা হয়।

রণ বাহাদুর ১৮০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অত্যন্ত অত্যাচার ও কঠোরতার সহিত রাজ্যশাসন করিলে, সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া, মন্ত্রিনায়ক দামোদর পাঁড়ের সাহায্যে তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া বারাণসীধামে পাঠাইয়া দেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী গুল্মী রাজকন্তার পুত্রসন্তান না হওয়ায়, রাজা রণ বাহা-দুর একটী বিধবা মিশ্র-রমণীর পাণিগ্রহণ করেন এবং ইহারই গর্ভে গীর্ব্বাণযোধ বিক্রম সা নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাজপুতরাজের ব্রাহ্মণকন্তাগ্রহণ অবৈধ, ইহা দেখাইয়াই তাঁহাকে রাজ্য হইতে অপসৃত করা হয়।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে নেপাল ও ইংরাজরাজের সহিত একটী সন্ধি হয়। ঐ সন্ধি সর্ত্তে নেপালের রাজকার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্ত কাপ্তেন ডবলিউ ডি নক্স নামক একজন ইংরাজ রেসিডেন্ট হইয়া নেপালে অবস্থান করেন। প্রথমে নেপালীরা এই ইংরাজ-রাজপুরুষকে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, অবশেষে ১৮০২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি নেপাল-রাজধানীতে উপ-স্থিত হন। তথায় এক বৎসর থাকিয়া তিনি ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ফিরিয়া আইসেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি নেপালের সহিত পূর্ব্বসন্ধির সমুদায় সর্ত্ত ভঙ্গ করেন এবং ১৮১০ খৃষ্টাব্দে মে মাসে পুনরায় সন্ধিপ্রস্তাব হয়।

রাজা রণ বাহাদুর চারিবৎসরকাল সন্ন্যাসীবেশে কাশীধামে থাকিয়া, পুনরায় নেপালে প্রত্যাবৃত্ত হন। এখানে আসিয়াই তিনি তাঁহার শত্রুবর্গ ও দামোদর মন্ত্রীকে শমনভবনে প্রেরণ করেন এবং রাজ্য মধ্যে নূতন আইন প্রচার করিয়া, কাঙ্গ্‌রা অভিমুখে অগ্রসর হন। যুদ্ধে কাঙ্‌রাধিপতি সংসারচাঁদকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য নেপালসীমান্তর্ভুক্ত করেন।

রাজা রণ বাহাদুরের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র গীর্ব্বাণযোধ বিক্রমসা রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইনি রাজ্যরক্ষার জন্ত ভীমসেন ঠাপাকে আপনার প্রধানমন্ত্রিরূপে নিযুক্ত করেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়; তাহাতে অনেক মনুষ্য বিনষ্ট হয় এবং মন্দিরাদি ধ্বংস হইয়া যায়।

ইহার পিতা রণবাহাদুর সর্ব্বপ্রথমে নেপালে আস্‌রফি স্বর্ণ-মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন। ইনিও পিতৃগৌরব অর্জ্জনের জন্ত ঢাক্ (ডবল পয়সা) নামক তাম্রমুদ্রা স্বনামাঙ্কিত করিয়া প্রচার করেন এবং থম্‌বহিল-খেল নামক স্থানে গুলি ও বারুদের কারখানা নির্ম্মাণ করান। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ সন্ধিপ্রস্তাব করিলেও নেপালের সহিত ইংরাজবণিকগণের বাণিজ্য সম্বন্ধে দিন দিন মন্দ ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেপালীগণ ক্রমান্বয়ে ইংরাজ সীমান্তে আসিয়া উপদ্রব করায় ইংরাজগণ উক্ত ১৮১৪ খৃঃ অব্দে নবেম্বর মাসে নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধে জেনারল মরলি ও উড্ বিশেষ-রূপে আহত এবং জেনারল জিলিস্‌পি হত হয়েন; কিন্তু জেনা-রল অক্টরলোনী বৃটীশ গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরাজগণ মক্‌বানপুর নগর ও দুর্গ অধিকার করিলে, গোর্খা-রাজ ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে সন্ধিসূত্রে ইংরাজদিগকে নবাধিকৃত দেশ-গুলি ছাড়িয়া দেন এবং ইহার কিছুদিন পরে ইংরাজেরা নেপালরাজকে তৎপরিবর্ত্তে তরাই প্রদেশ অর্পণ করেন।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দের সন্ধিসর্ত্ত বজায় রাখিবার জন্ত মিঃ গার্ডিনার নামক জনৈক ইংরাজ রেসিডেন্টরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া কাঠ-মাণ্ডুতে আগমন করেন। এই সময়ে রাজা অল্পবয়স্ক হওয়ায়, সর্দ্দার ভীমসেন ঠাপার হস্তেই শাসনভার ন্তস্ত ছিল। ইংরাজের এই যুদ্ধবিগ্রহের অব্যবহিত পরেই নেপালে ভয়ানক বসন্ত দেখা দেয়। এই মারী ভয়ে নেপালবাসী বড়ই ভীত হইয়া-ছিল, দিবাভাগে প্রকাশ্য রাজপথে নরমাংস মুখে লইয়া গৃধিনী ও কুকুরগণ এদিক্ ওদিক্ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে

লাগিল। নেপালের এই বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া সকলেই বিশেষ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। রাজা দরবার মধ্যেই রহিলেন। শীতলাদেবীর কৃপায় তাঁহার শরীর বসন্তে আবৃত হইল, ঐ রোগেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ইহার মৃত্যুর পর, তাঁহার তিনবর্ষ বয়স্ক পুত্র রাজেন্দ্রবিক্রমসা বাহাদুর সমশের জঙ্গ নেপালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং রণ বাহাদুরের বিধবাপত্নী ললিত-ত্রিপুরাসুন্দরাদেবী রাজকর্ত্রী ও সর্দার ভীমসেন ঠাপা তাঁহারই আদেশমত বালক-রাজের রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ওয়ালিচ্ উদ্ভিদতত্ত্ব অবগত হইবার জন্ত নেপালে গমন করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজার এক পুত্র সন্তান হয়।

ভীমসেনের এইরূপ একাধিপত্যে সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। পশুপতিনাথমন্দিরে তিনি যে স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত কপাট দান করেন এবং তাঁহার কৃত ধারা ও ধর্ম্মশালা প্রভৃতি দেখিয়া ক্রমশঃই রাজার মনে ধিক্কার উপস্থিত হইল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাণীর প্ররোচনায় তাঁহাকে বন্দী করিতে অগ্রসর হইলেন।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ঝড়ে নেপালের বারুদখানায় আগুন লাগিয়া রেসিডেন্সী ভাঙ্গিয়া যায় ও অনেক লোক মারা পড়ে।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা সেনাপতি মাতব্বরসিংহকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রণজঙ্গ পাঁড়ে মহারাণীকর্ত্তৃক নেপালের সেনাপতিপদে নিযুক্ত হইলে ভীমসেন ও মাতব্বর হতাশ হইয়া পড়েন। এই সময় কোনরূপ কৌশলে মাতব্বরকে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের নিকট কোন বিশেষ পরামর্শের জন্ত পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কএক বৎসর কাল চেষ্টা করিয়া অবশেষে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রাজা ভীমসেনকে বন্দী করেন। এইখানেই ভীমসেন আত্মহত্যা করিয়া নিজ হৃদয়ের ভার লাঘব করিয়াছিলেন। নেপালের এই বীরচেতা সৈনিক পুরুষ প্রায় ২৫ বৎসর রাজ্য-শাসন করিয়া গতাসু হইলে তাঁহার মৃতদেহ অতি অযত্নভাবে কাঠমাণ্ডুর রাস্তার উপর দিয়া বিষ্ণুমতী তীরে আনা হইয়াছিল।

ভীমসেনের মৃত্যুর পর ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নেপালের শাসনবিভাগে বিশেষ গোলযোগ ঘটে এবং এই সূত্রে ইংরাজের সহিত যুদ্ধের সূচনা হয়; মহামতি হজসন্ সাহেবের সুশৃঙ্খলায় বিপদের সকল আশঙ্কাই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। উক্ত বৎসরে বড় রাণী রণজঙ্গ পাঁড়ের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকেই রাজ্যের প্রধান মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত করেন। অপর পক্ষে ছোট রাণী ভীমসেনের আত্মীয় মাতব্বর সিংহ পঞ্জাব হইতে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকেই মন্ত্রিপদে বরণ করিলেন। রাজপুরুষ ও সৈন্যদল মাতব্বরের এই সময়ে পক্ষ অবলম্বন করায় তিনি নিজ বিক্রমে শীঘ্রই ঐ পাঁড়েবংশ উৎসাদিত করিলেন।

এই সময়ে নেপালের এক মাত্র গৌরবস্থল, অদ্ভুত বল, বুদ্ধি ও বীর্য্যশালী জঙ্গবাহাদুর সামান্য সৈনিকরূপে আপনার ভবিষ্যৎ উন্নতির আভাষ দিতেছিলেন। ইনি বালনরসিংহ নামে জনৈক নেপালী কাজীর পুত্র ও রাজমন্ত্রী মাতব্বরের নিকট আত্মীয়। মাতব্বর এই বালকের ভাবী ক্ষমতার বিষয় চিন্তা করিয়া বড়ই ভীত হইয়াছিলেন। ইংরাজ রেসিডেন্ট হেনরী লরেন্স এই বালকের বুদ্ধিমত্তার বিশেষ প্রশংসা করিতেন।

জঙ্গবাহাদুর প্রাসাদস্থ প্রধানা রাজমহিষীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া, ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে যে মাসে মাতব্বরকে হত্যা করিয়া আপনি রাজ্যের একমাত্র হর্ত্তাকর্ত্তা হইলেন; কিন্তু গগনসিংহ প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত রহিলেন। ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে সর্ হেন্রী লরেন্স নেপাল পরিত্যাগ করিলে, মিঃ কল্‌ভিন্ নেপালের রেসিডেণ্ট হইয়া গমন করেন।

মাতব্বরের মৃত্যুর পর, রাজা ও রাণী উভয়েই জঙ্গবাহাদুরের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় রহিলেন। এই সময় রাজমন্ত্রী গগনসিংহ ও ফৎজঙ্গপ্রভৃতি রাজকীয় দলের সহিত রাণী ও জঙ্গবাহাদুরের মত-বৈষম্য উপস্থিত হয়। এই বিবাদসূত্রে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বরে নেপাল-রাজধানীতে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হয়। রাজা গভীর রাত্রে পলাইয়া কল্‌ভিন্ সাহেবের আশ্রয়ে উপস্থিত হন, ইতিমধ্যে নেপালের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জঙ্গবাহাদুর ও তাঁহার সৈন্যদল কর্ত্তৃক শমনসদনে প্রেরিত হয়। রাজা রেসিডেন্সী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে কোটপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকস্থ নালায় রক্তস্রোত প্রবাহমান।

জঙ্গবাহাদুর ভ্রাতৃদলে পুষ্ট হইয়া, নেপালের মধ্যে একজন বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইলেন। যে সকল পূর্ব্বতন সর্দারেরা তাঁহার বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল, তাহারা সকলেই জঙ্গবাহাদুরের তরবারির আঘাতে যমালয়ে প্রেরিত হইল। রাজাও সমূহ বিপদ্ দেখিয়া বারাণসী অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। যে রাণী আপনার পুত্রের সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্ত জঙ্গবাহাদুরের সহায়তা করিয়াছিলেন, তিনিও প্রবঞ্চিত হইয়া কাশীধামে প্রেরিত হইলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে রাজা নেপালরাজ্যলাভাশায় দুইবার নেপাল আক্রমণ করেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হওয়ায় শেষে তরাইর যুদ্ধে বন্দী হন। এইরূপে রাজা রাজ্যচ্যুত হইলে, তাঁহার বংশধরের হস্তে সিংহাসন অর্পিত হয়।

রাজা রাজেন্দ্র-বিক্রমের নেপালের বহির্ভাগে বাস ও তাঁহার

মন্ত্রিত্বের বিরুদ্ধিহেতু সাধারণের আগ্রহে ও সহানুভূতিতে রাজপুতকুলতিলক মহারাজ সুরেন্দ্রবিক্রম সাহ সমসেরজঙ্গ নেপালের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা সুরেন্দ্রবিক্রমের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ত্রৈলোক্য-বীর বিক্রম সাহ বাহাদুর সমসের-জঙ্গ নেপালের রাজা হন। ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে ১লা ডিসেম্বর তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রাজা বীরবিক্রম জঙ্গবাহাদুরের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারই গর্ভে রাজার ঔরসে ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে ৮ই আগষ্ট তারিখে জঙ্গবাহাদুরের দৌহিত্র নেপালসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর জন্ম হয়।

নেপালের অধুনাতন ইতিহাস এবং রাজ্যের একেশ্বর ক্ষমতা মন্ত্রিগণের উপর ন্যস্ত থাকায় নেপালের ইতিহাস ঐ মন্ত্রিগণের কার্য্যকারিতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। একমাত্র প্রধান মন্ত্রীই নেপালের হর্ত্তাকর্ত্তা ও বিধাতা; রাজা কেবলমাত্র কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায়। রাজ্যের কোন বিষয়ে বা কোন কার্য্যে তাহার হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই। রাণা জঙ্গবাহাদুরের সময় হইতেই মন্ত্রিকুলের এই মর্য্যাদা ও ক্ষমতার বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাঁহার সময় হইতেই নেপালের ইতিহাস তাঁহার বংশ আখ্যা মধ্যে গণ্য হইয়াছে। নেপালের পূর্ব্বরাজবংশাবলির ইতিহাস শেষ করিয়া, এখন জঙ্গবাহাদুর ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনা-বলীর উল্লেখ করিয়া নেপালের ইতিহাস শেষ করিলাম।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে দলীপসিংহের মাতা চাঁদকুমারী লাহোর পরিত্যাগ করিয়া, নেপালে পলাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। জঙ্গ বাহাদুর রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ঘরে নিজ পুত্রকন্যার বিবাহ, বিলাতগমন, স্বদেশে আসিয়া নূতন আইন প্রবর্ত্তন, সামরিক বিভাগের সংস্কার এবং শত্রুহস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া বলবীর্য্যের ও উন্নতবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

১৮৫০ খৃঃ অব্দে জঙ্গবাহাদুর তাঁহার এক ভ্রাতাকে পাল্পা ও ভুতবল প্রদেশের শাসনকর্ত্তা করিয়া দেন। ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে শ্লাগিন্টুইট্ বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের অন্বেষণে নেপালের মধ্যভাগে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে, জঙ্গবাহাদুর বিশেষ সরল-তার সহিত তাহার এই প্রার্থনাপূরণে অস্বীকৃত হন।

পূর্ব্বসন্ধির সর্ত্তানুসারে নেপালরাজ প্রতি পাচ বৎসরে নজরাণা ও উপঢৌকন স্বরূপ অর্থ ও দ্রব্যাদি দিয়া একজন দূত চীনসম্রাটের নিকট পাঠাইয়া থাকেন। এই দূতকে দ্রব্যাদি লইয়া তিব্বতের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। তিব্বতীয়েরা ঐ রাজ-দূতের অবমাননা করায়, ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে নেপালরাজ তাহাদের এইরূপ অসদ্ব্যবহার দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার দণ্ডবিধানে অগ্র-সর হন। এই যুদ্ধসজ্জার বিশেষরূপে সজ্জিত হইলেও পার্ব্ব-তীয় পথ অতিক্রম করিতে নেপালী-সৈন্যদিগকে বিশেষ কষ্ট-ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে নেপালীর মধ্যে চামরী-গোর মাংসভোজনপ্রথা প্রচলিত হয়। সমতল ভূমিতে তিব্ব-তীয়েরা ও ভোটিয়ারা পরাস্ত হইলেও, নেপালীগণ কুদা, কেরঙ্গ ও কুটী গিরিপথ হইতে তাহাদিগকে তাড়াইতে পারে নাই। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে ভোটিয়ারা কুটী, কেরঙ্গ ও কুদা দখল করে এবং কাঠমাণ্ডু হইতে পুনরায় নেপালী সৈন্য প্রেরিত হইলে, তাহারা এক একটী করিয়া ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু ইহাদের গোলযোগ শীঘ্র না কমায়, জঙ্গবাহাদুর নূতন সামরিক-কর লইয়া ছয় দল সৈন্য প্রস্তুত করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে তিব্বতের সহিত যে সন্ধি হয়, তাহাতে নেপালীরাও তিব্বতের অধিকৃত প্রদেশ সমূহ ছাড়িয়া দিলে, তিব্বতরাজ বাৎসরিক ১০০০০৲ টাকা দিতে এবং লাসা রাজধানীতে একজন গোর্খা কর্ম্মচারী রাখিতে স্বীকৃত হন।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে আগষ্ট মাসে জঙ্গবাহাদুর নেপালের মহা-মন্ত্রীর পদ নিজ ভ্রাতা বাম-বাহাদুরকে দিয়া আপনি মহারাজ উপাধিগ্রহণপূর্ব্বক কাস্কি ও লুমজঙ্গ প্রদেশের শাসনভার লইয়া তৎপ্রদেশে গমন করেন। এই সময়ে মিঃ শ্লাগিন্টুইট্ নেপালে প্রবেশের অনুমতি পান। ১৮৫৭ খৃঃ অঃ নেপালসৈন্যের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা যায়, কিন্তু জঙ্গবাহাদুরের যত্নে উহা শীঘ্রই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। এই বৎসর জুন মাসে ভারতের ঘোর সিপাহীবিদ্রোহের সময় জঙ্গবাহাদুর ১২০০০ পদাতিক সৈন্য ও ৫০০ গোলন্দাজ পাঠাইয়া ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করেন। জুন মাসের শেষে তিনি মহামন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া, স্বয়ং ইংরাজ-শত্রুদমনে অগ্রসর হন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহিগণের মধ্যে লক্ষ্ণৌর রাণী ও তাঁহার পুত্র, বৃজি-কাদের, নানাসাহেব, বালারাও, মাম্মু-খাঁ, বেণীমাধব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিদ্রোহি-নেতা নেপালে আসিয়া আত্ম-রক্ষা করেন। ১৮৫৯ খৃঃ অঃ নেপালরাজ ইংরাজের সহযোগে বিদ্রোহিদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নানাসাহেবের পত্নীগণ নেপালে আশ্রয়লাভ করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ্ণৌএর বেগম এখানে থাপটলীর নিকটে বাস করিয়াছিলেন।

সিপাহীযুদ্ধে এইরূপে সাহায্য করায় ইংরাজরাজ নেপালকে তরাই প্রদেশের কতকাংশ ছাড়িয়া দেন এবং সর্দার জঙ্গবাহা-দুরকে জি সি বি উপাধি দান করেন। ভারতের সিপাহী-বিদ্রোহের পর, নেপাল ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই; কেবলমাত্র পূর্ব্বকৃত সন্ধির মধ্যে 'ইংরাজরাজ্য হইতে পলায়ক কোন দোষী ব্যক্তি নেপালে যাইয়া লুকাইলে

তাহার প্রত্যর্পণ ও নেপাল হইতে কোন দোষী ব্যক্তি ইংরাজ অধিকারে আসিয়া লুকাইলে ইংরাজরাজ তাহাকে ফিরাইয়া দিতে বাধ্য' এইরূপ একটী সর্ত্ত লিখিত হয়।

১৮৭৩-৭৪ খৃঃ অব্দে তিব্বতের সহিত পুনরায় বিবাদ বাঁধে, কিন্তু উহা শীঘ্রই থামিয়া যায়। ঐ বৎসরে জঙ্গবাহাদুর ইংরাজরাজ হইতে সম্মানসূচক জি, সি, এস, আই, উপাধি পান এবং চীনসম্রাট্ তাঁহাকে থোঙ্গ-লিন্-পিম্-মা-কো-কাঙ্-বাঙ্-স্যান্ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৭৪ তিনি ইংলণ্ড-যাত্রার জন্য সপরিবারে বোম্বাই সহরে আগমন করেন এবং তথায় পীড়িত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। জঙ্গবাহাদুরের পর মহারাজ বীর সমশের জঙ্গ রাণা বাহাদুর কে সি এস আই নেপালের প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। ইনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কুর্জ্জনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আগমন করেন।

নেপালের প্রকৃত ইতিহাস কি তাহা আজিও নির্ণীত হয় নাই। কারণ নেপালীগণ ইংরাজ বা অন্য কোন ভিন্ন-দেশীয় ব্যক্তিকে কাঠমাণ্ডু রাজধানীর চতুস্পার্শ্বে ১৫ মাইল বিস্তৃত ভূমির বহির্ভাগে গমন করিতে দেয় না; কিন্তু ইংরাজ-রাজের বিশেষ চেষ্টায় তাহার কতকাংশের উদ্ধার হইয়া, ইতিহাসতত্ত্বের কতক আভাস প্রদান করিতেছে। নেপালীগণ প্রায় চান্দ্রমাসে বৎসর গণনা করিয়া থাকেন, এতদ্ভিন্ন তিথি-নক্ষত্র মিলাইবার জন্য সময় সময় মাস ও দিন কমাইয়া লয়। এই সকল কারণে বর্ত্তমান বৎসর গণনার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী নেপালীগণনার বিশেষ অনৈক্য লক্ষিত হইয়া থাকে এবং উহাই যে পূর্ব্বতন নেপালরাজগণের রাজত্বকাল নির্ণয়ের একমাত্র অন্তরায়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নেপালের ধর্ম্ম।

নেপাল উপত্যকায় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রায় সমান প্রভাব দেখা যায়। হিন্দুগণ শিবমার্গী এবং বৌদ্ধগণ বুদ্ধমার্গী নামে কথিত হইয়া থাকে। কালপ্রভাবে উভয়ধর্ম্মের এমন অবিচ্ছেদ্য সংমিশ্রণ হইয়া গিয়াছে যে, এখন অনেক স্থলে অনেক ধর্ম্মকৃত্য, অনেক আচার ব্যবহার বৌদ্ধধর্ম্মমূলক কি শৈবধর্ম্মমূলক তাহা বুঝিবার উপায় নাই।

বর্ত্তমান বুদ্ধমার্গীদিগের কৃত্য, কর্ত্তব্য, রীতি নীতি, যাজকগণের বিশেষাধিকার, নিম্নশ্রেণীর সামাজিক ব্যবস্থা সমস্তই জাতিভেদ বিধির নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। নেবারীদিগের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক হিন্দু বা শিবমার্গী ও অর্দ্ধেক বৌদ্ধ বা বুদ্ধমার্গী। বুদ্ধমার্গী নেবারীরা হিন্দুসংস্রবে পড়িয়া তিনটী শ্রেণী বিভক্ত হইয়াছে। হিন্দু চাতুর্ব্বর্ণ্য—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ন্যায়, তাহাদের মধ্যে বাঁড়া, উদাস ও জাপু এই তিন শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে। হিন্দুর ক্ষত্রিয় বর্ণের ন্যায় এখানে বৌদ্ধদিগের মধ্যে যুদ্ধব্যবসায়ী কোন শ্রেণী নাই। হিন্দু চাতুর্ব্বর্ণ্যের মধ্যে বর্ণগত পার্থক্যরক্ষার্থ যেমন দৃঢ় বিধিব্যবস্থা আছে, এখন নেবারী বৌদ্ধদিগের উক্ত তিন শ্রেণীর শ্রেণীগত পার্থক্যরক্ষার্থ ঠিক সেইরূপ দৃঢ়বদ্ধ বিধিব্যবস্থা প্রচলিত। হিন্দুরাও যেমন বর্ণগত নিয়মাদির অপব্যবহার করিলে শ্রেষ্ঠ বর্ণ হইতে বিচ্যুত হয়, নেপালী বৌদ্ধেরাও শ্রেণীগত পার্থক্য রক্ষা করিতে না পারিলে, ঠিক সেইরূপে জাতিচ্যুত হয়। অষ্ট প্রকার ব্যবসায়কে ইহারা অতি ঘৃণা করে। এই অষ্ট-ব্যবসায়ের মধ্যে কোন একটী ব্যবসা কেহ অবলম্বন করিলেই জাতিচ্যুত হয়। কসাই বা পশুমাংস-ব্যবসায়ী, এক শ্রেণীর গীতবাদ্যজীবী, কাষ্ঠের কয়লাব্যবসায়ী, চর্ম্ম-ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী, নগরের জঞ্জাল অপসারক (ধাঙ্গড়) এবং রজক—এই কয়-প্রকার ব্যবসায়ী যেমন হিন্দুর মধ্যে অতি নীচ বলিয়া গণ্য, বৌদ্ধের মধ্যেও তদ্রূপ। এই সকল ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, বৌদ্ধদিগেরও জাতিচ্যুতি ঘটে।

বৌদ্ধদিগের ত্রিবর্ণের মধ্যে বাঁড়া নামক যাজকশ্রেণী হিন্দু-ব্রাহ্মণগণের মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উদাসশ্রেণী পণ্যজীবী, হিন্দু বৈশ্যগণের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য আছে। এই উভয় শ্রেণী ভিন্ন আর সমস্ত লোক জাপু নামে কথিত, হিন্দুর শূদ্রের সহিত ইহাদিগের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। জাপুদিগের মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী। এই শ্রেণী হইতেই নেপালী দাসদাসী পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর কারুকার্য্যও ইহারা করিয়া থাকে।

বাঁড়া ও উদাসগণকেই একপ্রকার প্রকৃত বৌদ্ধাচারী বলা যাইতে পারে। জাপুরা শৈব ও বৌদ্ধ আচার অবিমিশ্র-ভাবে পালন করে। অনেকস্থলে জাপুরা শৈবদেবতাকে বৌদ্ধ বলিয়া ও বৌদ্ধদেবতাকে শিব বলিয়াও পূজাদি করে।

হিন্দুর চাতুর্ব্বর্ণ্য মধ্যেও যেমন আবার নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ আছে, এই বৌদ্ধ-ত্রিবর্ণের মধ্যেও অনেকটা সেইরূপ আছে। হিন্দু জাতিভেদ যেমন জীবিকার্জ্জনের জন্য বংশগত ব্যবসায়মূলক, বৌদ্ধদিগের মধ্যেও কতকগুলি বিভাগ ঠিক সেই রূপে উদ্ভূত। ইহাদেরও বংশগত ব্যবসায় আছে। এই সকল বংশগত ব্যবসায়ের মধ্যে অনেক ব্যবসায়ে এখন আর জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী অর্থাগম হয় না। সেরূপ স্থলে তদ্ব্যবসায়ীরা কোন এক প্রকার সাধারণ ব্যবসায় (যেমন কৃষি) অবলম্বন করে, কিন্তু অপর কোন প্রকার বংশগত ব্যবসায় অবলম্বন করে না, অর্থাৎ কামারে লৌহদ্রব্যের ব্যবসায়ে জীবিকার্জ্জন করিতে না পারিলে চাষ করিবে, কিন্তু কুমারের বা ছুতারের

ব্যবসায় লইবে না। প্রত্যেক নেবারীর (কি হিন্দুর কি বৌদ্ধের) একটা না একটা বংশগত ব্যবসায় আছে, জীবিকার জন্ত সে অন্ত যাহা কিছু করুক না কেন, কোন না কোন সময়ে তাহাকে সেই বংশগত ব্যবসায় অবলম্বন করিতেই হইবে এবং তদনুষ্ঠেয় যাহা কিছু আছে, তাহা চিরকালই করিতে হইবে (অর্থাৎ বাঙ্গালীর মধ্যে কামার, ছুতার, সেকরা প্রভৃতি জাতীয় লোকে কেরাণীগিরি অবলম্বন করিলেও যেমন ভাদ্রমাসের শেষদিনে বিশ্বকর্ম্মার পূজা করিতে বাধ্য, সেইরূপ ইহাদিগকেও করিতে হয়)।

বৌদ্ধদিগের মধ্যে বাঁড়াশ্রেণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মান্ত। পূর্ব্বে যাঁহারা বৈরাগ্যাশ্রম অবলম্বন করিতেন, নেবারীরা তাহাদিগকেই বাণ্ডা বা বাঁড়া (সংস্কৃত পণ্ডিত) নামে অভিহিত করিত। হিন্দুস্থানের বৌদ্ধসন্ন্যাসীকে যেমন শ্রমণ বলা হইত, এখানেও সেইরূপ "বাঁড়া" নাম হয়। পূর্ব্বে এই শ্রেণী অর্হৎ, ভিক্ষু ও শ্রাবক ইত্যাদিতে বিভক্ত ছিল। পূর্ব্বে ইহারা সন্ন্যাসী ছিলেন, এখন এরূপ বিভাগের চিহ্নও নাই। যখন বৌদ্ধমঠের বাঁধাবাধি কমিয়া গেল, সেই সময় ইহাদের সন্ন্যাসগ্রহণের একান্ত কর্ত্তব্যতাও লোপ পাইল। অর্হৎ ও শ্রাবক এখনও কতকগুলি লোক মধ্যে দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহারা এখন আর কোন মতেই ভিক্ষু নহে। তাহারাই এখন স্বর্ণরৌপ্যের ব্যবসায় করিয়া থাকে। এখনকার বাঁড়াদিগের মধ্যে নয়টী শ্রেণী আছে। প্রত্যেক শ্রেণীরই একটা না একটা বংশগত ব্যবসায় আছে। এই নয় শ্রেণীর মধ্যে গুভাল বা গুভাজু নামক শ্রেণীই প্রধান। "গুরুভজ" বা "গুরু সাহেব" শব্দ হইতে ঐ নামের উৎপত্তি। যাজকতাই ইহাদের বংশগত কর্ত্তব্যকার্য্য, কিন্তু এখন আর কেবল ঐ ব্যবসায় মাত্র অবলম্বন করিয়া থাকে না। ইহাদের অনেকেই দারিদ্র-পীড়িত। এখন অনেকেই কৃষি, অট্টালিকানির্ম্মাণ, সূচীকার্য্য, মুদ্রা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে, আবার অনেকে মহাজনীও করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত এবং ধর্ম্মকৃত্যাদি জানে, তাহারাই পণ্ডিত ও পুরোহিতের কার্য্য করে। যাহারা এইরূপে যাজকতা করে, তাহাদেরও অনেকে আবার কোন কোন ব্যবসায় করিয়া থাকে। গুভাজুর মধ্যে যিনি যাজকতা করেন, তিনি বজ্রাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রত্যেক গুভাজুকে যৌবনের পূর্ব্বে বজ্রাচার্য্যের কর্ত্তব্য শিক্ষা করিতে হয়। বজ্রাচার্য্যেরা ঘৃত ও ধান্তাদিদ্বারা অগ্নিতে হোম করেন। এই হোমাদি ও মন্ত্রাদি বাল্যকালে শিখিতে হয়। যতদিন শিক্ষা থাকে, ততদিন তাহাকে ভিক্ষু বলে। কোন ভিক্ষু স্বগৃহেও শিক্ষাবস্থায় যাজকতা করিতে পারে না। প্রত্যেক শিক্ষিত ভিক্ষুকে সন্তান-জননের পূর্ব্বে বজ্রাচার্য্যপদে দীক্ষিত হইতে হয়। দারিদ্র্য, মূর্খতা, পাপাচার বা অন্ত কোন কারণে যদি কেহ সন্তান-জননের পূর্ব্বে বজ্রাচার্য্য হইতে না পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ও তাহার বংশধরগণ চিরকালের মত বজ্রাচার্য্য হইবার অনধিকারী হইয়া পড়ে এবং ভিক্ষু নামেই আখ্যাত থাকে। গুভাজু শ্রেণীর বালকগণের বজ্রাচার্য্য হইবার অধিকার আছে। বজ্রাচার্য্যদিগের যাজকতাকালে শিক্ষার্থী ভিক্ষুগণ সহায়তা করে।

স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবসায়ী ভিক্ষু নামক শ্রেণীর লোকেও এরূপ সহকারিতায় অনধিকারী নহে। ভিক্ষুরা দেবতাকে স্নান করায়, বেশ করায়, উৎসবের সময় বহন করে, দেবসম্পত্তির রক্ষা করে, উৎসবের আয়োজন ও তত্ত্বাবধান করে। গুভাজু-সন্তান দীক্ষাভ্রষ্ট হইলে বজ্রাচার্য্য হইতে পায়না বটে, কিন্তু সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণসন্তান হিন্দু হইলেও যদি গুভাজুগণ কর্ত্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহাকে রীতিমত শিক্ষাদানের পর বজ্রাচার্য্য করা হয়।

গুভাজু ও ভিক্ষু ব্যতীত বাঁড়াদিগের মধ্যে আর কোন শ্রেণী যাজকতায় কোন কার্য্য করিতে পায় না। অন্ত সাত শ্রেণীর বাঁড়ার মধ্যে অনেকে বংশানুক্রমে স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার, লৌহদ্রব্য ও পিত্তলাদির বাসন-নির্ম্মাণ, দেবতা-গঠন, কামান-বন্দুকাদি নির্ম্মাণ এবং কাঠে খোদাই-কার্য্য করিয়া থাকে। এই নয় শ্রেণীতে পরস্পর আদান প্রদান ও আহারাদি চলে। বাঁড়াগণ আপনাদিগের এই নয়শ্রেণীর বৌদ্ধ ব্যতীত অপর শ্রেণীর সহিত আহার বা আদান প্রদান করে না। বাঁড়াগণ যদিই কোন-ক্রমে নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধদিগের সহিত পানাহার বা আদান প্রদান করে, তবে তাহাদের জাতিচ্যুতি ঘটে এবং যাহার সংস্পর্শে তাহার জাতি নষ্ট হয়, সেই জাতিভুক্ত হইয়া থাকে। বাঁড়ারা মস্তক মুণ্ডন করে, কিন্তু অন্যান্য বৌদ্ধগণ রুচি অনুসারে কেশসংস্কার করিয়া থাকে। অনেকে চুল কাটে না, অনেকে শিখাস্থানে দীর্ঘবেণী বিলম্বিত রাখে। কাহারও এই বেণী কুণ্ডলী করিয়া বাঁধা থাকে। বাঁড়াস্ত্রীলোকেরা কেশসংস্কারের বিশেষ পক্ষপাতিনী। বাঁড়াদিগের পোষাকের কোন বিশেষত্ব নাই। কোন উৎসবাদির সময়ে ইহারা প্রাচীনকালের বৌদ্ধ-মঠবাসীদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে। প্রথমে একটী চোস্ত (আঁটাসাঁটা) আঙ্-রাখা, তাহার নাম "চীবর"; তাহার উপর একটী দীর্ঘ আলখাল্লা, নাম "নিবাস" আর একটী দীর্ঘ চাদরের কটিবন্ধ। চীবর কটিদেশ পর্য্যন্ত দীর্ঘ, নিবাস পদতলে উর্দ্ধস্থ গ্রন্থি পর্য্যন্ত দীর্ঘ এবং কটিদেশের নিকট চৌবন্দী জোড়ার মত কোঁচকান। চীবর ও নিবাস কটিদেশে একত্র জোড়া থাকে। পূর্ব্বে নেবারীদিগের একটী সাম্প্রদায়িক পরিচ্ছদ ছিল, তাহাই

বাঁড়ারা এখন নিত্য ব্যবহার করে। উৎসবের সময় যখন দেবমূর্ত্তি লইয়া ইহাদিগকে কোন কার্য্য করিতে হয়, তখন ইহারা দক্ষিণ হস্তটীমাত্র জামার হাতার মধ্য হইতে বাহির করিয়া লয়। ইহাতে দক্ষিণ হস্তের সঙ্গে সঙ্গে বক্ষার্দ্ধও অনাবৃত হইয়া পড়ে। এই সমস্ত পোষাক রক্তবর্ণ বা অলক্তবর্ণের হইয়া থাকে। অনেকে নানাবিধ পীতবর্ণের পোষাকও পরে। বজ্রাচার্য্য ও ভিক্ষুগণের পোষাকে কোন প্রভেদ নাই, কেবল শিরোভূষা বিভিন্ন। বজ্রাচার্য্যের মস্তকে তাম্রবর্ণের নানা কারুকার্য্যবিশিষ্ট মুকুট, হস্তে বা কটিবন্ধে শাস্ত্রীয় গ্রন্থ এবং হস্তে বজ্রদণ্ড ও ঘণ্টা, গলায় ১০৮টী দানার বিচিত্রবর্ণের স্ফটিকমালা বা অন্তবিধ মালা থাকে। মালার একপার্শ্বে ক্ষুদ্র ঘণ্টা ও অপর পার্শ্বে ক্ষুদ্র বজ্র ঝুলান এবং আর একটী নানাবর্ণের স্ফটিকখণ্ড-খচিত বজ্র ধুক্‌ধুকির ন্যায় ঝুলিতে থাকে। ভিক্ষুদিগের মস্তকে রঙ্গিণবস্ত্রের উষ্ণীষ থাকে, তাহাকে 'উড়ান টুপি' বলে। এই টুপির উপরে একটী পিত্তলের বোতাম বা বজ্র থাকে এবং টুপির সম্মুখে একটী চৈত্যের আকৃতি থাকে। সামান্য সামান্য উৎসবে এবং বাঁড়াযাত্রায় বজ্রাচার্য্যেরাও উড়ান টুপি ব্যবহার করে। ভিক্ষুদিগের গলায় সামান্য মালা, দক্ষিণহস্তে "খিক্ষিলিকা" নামক দণ্ড ও বামহস্তে 'পিণ্ডপাত্র' নামক পিত্তলের স্থালী থাকে। ইহাতে লোক ভিক্ষাদান করে।

বাঁড়ারা যেখানে বরাবর বাস করে তাহাই বিহার বা মঠ নামে খ্যাত। এই সকল বিহার বা মঠাদি প্রধান প্রধান বৌদ্ধমন্দিরের নিকটে অবস্থিত। যে সকল বংশ অতি প্রাচীনকাল হইতে যে বিহার বা মঠে বাস করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতা এমন জন্মিয়াছে যে তদনুসারে এক এক বিহার বা মঠবাসীদিগকে এক একটী ক্ষুদ্রসম্প্রদায় বলা যায়। এইরূপ এক এক সম্প্রদায় মধ্যে আবার বিশেষ বিশেষ কতকগুলি আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা কে কোন বিহারের বা কোন মঠের লোক তাহা বুঝা যায়। বাঁড়ারা শান্তস্বভাব, পরিশ্রমী, সদাচারী, কিন্তু ইহাদের মধ্যে আর এখন বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত কি সন্ন্যাসী কি গৃহীর আচার-ব্যবহার অবিকৃতভাবে প্রচলিত নাই। বৌদ্ধধর্ম্মে কোন স্থলে মৎস্যমাংসাহার বা মাদক ব্যবহারের নিয়ম নাই এবং মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই দৈনিক আহার সমাপনের বিধান আছে, কিন্তু বাঁড়ারা সেকালের বৌদ্ধসন্ন্যাসীর স্থানাভিষিক্ত হইয়াও, এই সামান্য নিয়মও প্রতিপালন করে না। ইহারা সুবিধা পাইলেই ছাগ ও মহিষমাংস আহার করে, স্বহস্তে ছাগ বিনাশ করে, অতিশয় মদ্যপানাদি করে এবং দিবসে যখন ইচ্ছা দুই চারিবার ভোজন করিয়া থাকে। মদ্যপায়ী হইলেও, ইহাদের মধ্যে মাতাল নাই বলিলেই চলে। অন্যান্য বৌদ্ধগণ বাঁড়াদিগকে ঠিক ব্রাহ্মণের ন্যায় সম্মান করে। ব্রাহ্মণকে দান করা হিন্দুর পক্ষে যেমন পুণ্যজনক, বাঁড়াদিগকে দান করা নেপালী বৌদ্ধগণ ঠিক তদ্রূপ বিবেচনা করে। বাঁড়ারাও ধর্ম্মহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে এইরূপ দান লইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে।

উদাসগণ বাণিজ্যব্যবসায়ী এবং হিন্দুর বৈশ্যবর্ণের ন্যায়। ইহাদের মধ্যে সাতটী শ্রেণী আছে, ১ম শ্রেণীর নাম উদাস। তিব্বত ও চীনের সহিত যত ব্যবসায় সবই এই উদাস শ্রেণীর একচেটিয়া। এই সাত শ্রেণীর একএকটী বংশগত ব্যবসায় আছে, তবে ইহারা বাঁড়াদিগের ন্যায় ব্যবসায় করিতে তাদৃশ বাধ্য নহে। ইহারা সকলেই মহাজনী করে, অধিকন্তু মিশ্রধাতুর দ্রব্যাদি ও খাদমিশান দ্রব্যাদি প্রস্তুত, প্রস্তরের অট্টালিকাদি ও ভাস্করের কার্য্য, দেবতামূর্ত্তিনির্ম্মাণ, নিত্যব্যবহার্য্য তৈজসাদি নির্ম্মাণ, ছুতারের কার্য্য, খোলা ও ইষ্টকাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি কুমারের কার্য্যও করে। উদাসেরা গোঁড়া বৌদ্ধ। প্রকাশ্যে ইহারা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে না, অথবা ব্রাহ্মণ দ্বারা আপনাদের পৌরোহিত্য করায় না। ইহারা ধর্ম্মকর্ম্মে বজ্রাচার্য্যের উপদেশ লয়। উদাসেরা কখন বাঁড়া শ্রেণীতে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু বাঁড়ারা ইহাদের সহিত আহারব্যবহার করিয়া ইহাদের দলে মিলিতে পারে। উদাসেরা সাত শ্রেণীতে একত্র আহার ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা জাপুগণের সহিত আহার ব্যবহার করে না। ইহারা একসময়ে বিশেষ ধনী হইয়া উঠিয়াছিল, ব্যবসায়ের হীনতায় ইহাদের অবস্থা আজকাল ততটা উন্নত নাই। এখন বাঁড়ারাই বাণিজ্য ব্যবসায়ে প্রাধান্যলাভ করিতেছে।

অন্যান্য সমস্ত বৌদ্ধই জাপুশ্রেণী মধ্যে গণ্য। ইহাদের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার আরও বিকৃত। বৌদ্ধাচারের সহিত ইহারা হিন্দুর আচার অবিচ্ছেদ্যরূপে মিশাইয়া ফেলিয়াছে। হিন্দুর মন্দিরাদিতে গিয়া উৎসবের সময় ইহারা পূজা দেয়। বিবাহ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়ও ইহারা উভয় মিশাইয়া একরূপ মিশ্রভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইহাদের সামাজিক কার্য্যের সময় বজ্রাচার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত থাকেন। ইহাদের মধ্যে তিনটী শ্রেণী আছে। সকল শ্রেণীর বংশগত ব্যবসায় আছে। ছয় শ্রেণীর কৃষিসংক্রান্ত কর্ম্ম, এক শ্রেণীর জমীর পরিমাণাদি ও এক শ্রেণীর কুম্ভকারবৃত্তি। কৃষিজীবী ছয় শ্রেণীর নামই জাপু। উদাসগণের পরেই ইহারা স্থান পায়। ত্রিশ প্রকার জাপুর মধ্যে উক্ত প্রকৃত জাপুগণ সামাজিক বিধানে অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা সম্মানার্হ। প্রকৃত জাপু

আপনাদের ছয় শ্রেণী ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীর সহিত পানাহার ও আদান প্রদান করে না। অন্যান্য ২৪ শ্রেণীর মধ্যে পটুয়া, বস্ত্ররঞ্জনকারী, কামার, কলু, মালী, টীকাদার, অস্ত্রচিকিৎসক, নাপিত, নিম্নশ্রেণীর ছুতার, ডোম, গোয়ালা, কাঠুরিয়া, দ্বারপাল, ডুলিবেহারা ইত্যাদি প্রধান। ইহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর নাম "সর্ম্মি,"—তাহাদের জাতীয় ব্যবসা তৈলপ্রস্তুত-করণ। নেবারীদিগের মধ্যে এখন এই সর্ম্মিরাই ধনী। ইহারা এখন উদাসদিগের ন্যায় মহাজনী ও বাণিজ্যব্যবসায় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শেষোক্ত বিমিশ্র বৌদ্ধগণের হস্তে হিন্দুরা জল গ্রহণ করে না, তবে সর্ম্মি প্রভৃতি কএক শ্রেণী নেপাল-রাজ-সরকারের অনুগ্রহে জলাচরণীয় হইয়াছে।

আজকাল বৌদ্ধগণের মধ্যে এই সকল জাতিভেদ ক্রমশঃই দৃঢ়বদ্ধ হইতেছে। এতদ্ভিন্ন যে সকল ব্যবসা অবলম্বন করিলে বৌদ্ধগণের জাতিচ্যুতি হয়, সেই সকল ব্যবসায়ী আট শ্রেণীর লোকেরা "পতিত" বলিয়া গণ্য। ইহাদিগের স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য কি বৌদ্ধ কি হিন্দু কেহই গ্রহণ করে না। এই আট শ্রেণীর মধ্যে পরস্পরে আহারব্যবহার নাই। এ দেশীয় বর্ণব্রাহ্মণগণের ন্যায় নীচ শ্রেণীর বর্ণবাঁড়ারা উক্ত নীচ শ্রেণীর যাজকতা করে।

নেপালী বৌদ্ধদিগের মধ্যে বাঁড়াদিগের সমিতিতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংশয়াদির মীমাংসা হয় এবং "গত্তি"র বিধানানুসারে সামাজিক বিষয়ের মীমাংসা হয়; কিন্তু কোন বিষয়ে বিচারাধীন হইলে গোর্খাদিগের ব্রাহ্মণপ্রধান যাজক-রাজগুরুর অধীন হইতে হয়। এ সম্বন্ধে কোন বৌদ্ধবিচারক নাই। রাজগুরুর বিচারালয়ের নাম ধর্ম্মাধিকরণ এবং তিনি নিজে ধর্ম্মাধিকারী। তিনি হিন্দুশাস্ত্রানুসারে জাতিগত বিবাদের বিচার করেন। বিচারে অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড, প্রাণদণ্ড যাহাই হউক না কেন, অপরাধী বৌদ্ধ হইলেও সে হিন্দুশাস্ত্রানুসারে দণ্ড ভোগ করে। রাজগুরু সে সম্বন্ধে বৌদ্ধশাস্ত্রে দৃক্‌পাত করেন না।

নেপালী বৌদ্ধেরা তিব্বতীয় লামাদিগের প্রধানত্ব অস্বীকার করে না। ইহারা লাসাকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান স্থান বলিয়া গণনা করে; কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে উভয় দেশে কোন সম্বন্ধই বর্ত্তমান নাই। তিব্বতীয়েরা নেপালী বৌদ্ধদিগকে হিন্দু অপেক্ষা একটু ভাল বলিয়া বিবেচনা করে। তাহারা স্বয়ম্ভূনাথ, বোধনাথ ও কেশচৈত্য-দর্শনে আসিয়া থাকে, কিন্তু নেপালী বৌদ্ধধর্ম্মের কোনই সংবাদ লয় না, বা উৎসবাদিতে মিশে না।

গত্তির নিয়মানুসারে প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক পরিবারের কর্ত্তাকে একবার করিয়া সামাজিক ব্যক্তিদিগকে ভোজ দিতে হয়। এরূপ এক একটা ভোজে সহস্র মুদ্রারও অধিক ব্যয় হইয়া থাকে। গরীবের পক্ষে এই ভোজ দেওয়া বড়ই কঠিন হয়। কেহ এই ভোজ দিতে না পারিলে জাতিমধ্যে হীন হইয়া থাকে। সে হীনতা জাতিচ্যুতির সমান। আর একটী নিয়মানুসারে কোন পরিবারে কেহ মরিলে তজ্জাতীয় প্রত্যেক পরিবার হইতে এক এক জন পুরুষকে সেই মৃতের সৎকারে যোগ দিতে হয় এবং দ্বাদশাহে অশৌচান্তের দিনও উপস্থিত হইতে হয়। নেপালী বৌদ্ধদিগের মৃতদেহ দাহ করা হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর দাহস্থান স্বতন্ত্র, তবে সবগুলিই নদীতীরে। গত্তির নিয়মলঙ্ঘন করিলে অপরাধী স্বজাতীয় প্রধানগণের বিচারে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। গুরু অপরাধে জাতিচ্যুতিও ঘটে। জাতিচ্যুত ব্যক্তির মৃতদেহ পথে পরিত্যক্ত হয়। শেষে মুর্দ্দাফরাসে টানিয়া লইয়া গিয়া বনমধ্যে ফেলিয়া দেয়।

নেপালী বৌদ্ধগণের উপাস্য বিষয়।

নেপালী বৌদ্ধগণ আদি-চৈতন্যকে আদিবুদ্ধ নামে এবং আদিকারণরূপিণীকে আদি-প্রজ্ঞা নামে অভিহিত করিয়া, সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ দেবদেবীরূপে উপাসনা করে। আদিবুদ্ধ স্বয়ম্ভূ, জ্ঞানময়, তাঁহার কর্ত্তা নাই, তিনিই সমুদয়ের কর্ত্তা। আদিকারণরূপিণী আদি-প্রজ্ঞা আদিবুদ্ধেরই আশ্রয়স্বরূপ। ইহাদের মতে আদিবুদ্ধের বা আদিপ্রজ্ঞার কোনমূর্ত্তি কল্পিত হইতে পারে না। কোন মন্দিরে বা কারুকার্য্যের মধ্যে ইহাদের কোন মূর্ত্তি দেখা যায় না। নেপা-লের প্রধান বৌদ্ধমন্দির আদিবুদ্ধের নামে উৎসর্গীকৃত। লোকে বিশ্বাস করে যে ঐ সকল মন্দিরে আদিবুদ্ধের আবির্ভাব আছে।

নেপালে জ্যোতিঃকেই আদিবুদ্ধের স্বরূপ ভাবিয়া নমস্কারাদি করে। সকল জ্যোতিই এরূপ পূজা পায় না। সূর্য্যরশ্মি হইতে নির্গত জ্যোতিই আদিবুদ্ধজ্যোতিঃরূপে পূজিত হন। সূর্য্যা-লোককেও তাঁহারই জ্যোতিঃ বলে।

বৌদ্ধেরা ত্রিমূর্ত্তি বা ত্রিরত্নকে পূজা করে। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ এই ত্রিমূর্ত্তিই ত্রিরত্ন নামে খ্যাত। সামান্যতঃ বুদ্ধ ও সঙ্ঘ পুরুষরূপে ও ধর্ম্ম স্ত্রীরূপে কল্পিত ও চিত্রিত হইয়া থাকে। এই স্ত্রীমূর্ত্তি ধর্ম্মই প্রজ্ঞাদেবী, ধর্ম্মদেবী ও উগ্রতারা দেবী নামে কথিত হন। নেপালে ত্রিরত্নসেবায় বিশেষ আধিক্য দেখা যায়। প্রায় সকল মন্দিরেই ত্রিরত্ন বা ত্রিমূর্ত্তি খোদিত আছে; লোকে ইহাদের পূজা করে। লোকের বসত-বাড়ীতে সদরদরজার উপর চৌকাটে বা প্রাচীর গাত্রে, শয়ন-গৃহের ভিত্তিতে, বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের মন্দির-গাত্রে, এই ত্রিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত্রিমূর্ত্তির ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ প্রতিমা দেখা যায়। ত্রিমূর্ত্তির মূর্ত্তি তিনটী প্রায়ই পাশাপাশি। কোথাও মধ্যস্থলে বুদ্ধ, কোথাও মধ্যস্থলে ধর্ম্ম-মূর্ত্তি খোদিত আছে। ত্রিমূর্ত্তিই প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর আসীন। মধ্যস্থলের মূর্ত্তিটী সাধারণতঃ বৃহৎ হয়। বুদ্ধমূর্ত্তি

প্রৌঢ় পুরুষ, ধর্ম্মমূর্ত্তি যুবতী রমণী এবং সঙ্ঘ কিশোরবয়স্ক পুরুষরূপে৹ কল্পিত হইয়া থাকে। ত্রিরত্নে অক্ষোভ্য অথবা শাক্যসিংহ বুদ্ধের আকৃতিই গৃহীত হয়। ধর্ম্ম চতুর্ভুজা, দুইদিকের নিম্ন দুই হস্ত, বক্ষস্থলে বিপর্য্যস্তভাবে সংরক্ষিত ও অঙ্গুষ্ঠাগ্রের সহিত তর্জ্জনীর অগ্রভাগ মিলিত, ঊর্দ্ধ দুই হস্তের মধ্যে এক হস্তে পদ্ম বা জপমালা ও অন্যহস্তে পুথি থাকে। কোনও বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তিই সঙ্ঘমূর্ত্তিরূপে গৃহীত হয়। কোন কোন সঙ্ঘমূর্ত্তি চতুর্ভুজ, কোন কোন মূর্ত্তি দ্বিভুজও দেখা যায়। ইহার দুই হস্ত পুটাঞ্জলিবদ্ধ, অন্য একহস্তে মণিগর্ভ পদ্ম বা পুথি ও অপর হস্তে মণিনির্ম্মিত জপমালা।

প্রথমতঃ আদিবুদ্ধ ও আদিপ্রজ্ঞার উপাসনা, তৎপরে ত্রিরত্নপূজা, তৎপরে ধ্যানী ও মানবভেদে দ্বিবিধ শ্রেণীর বুদ্ধ এবং তাঁহাদের শক্তি ও বোধিসত্ত্বগণের উপাসনা প্রচলিত আছে।

ধ্যানীবুদ্ধ সংখ্যায় পাঁচটী (কোন মতে ছয়টী)। মানব বুদ্ধের সংখ্যা সাতটী (কোন মতে নয়টী)। ধ্যানীবুদ্ধগণের শক্তিগণ তাঁহাদের পত্নী এবং বোধিসত্ত্বগণ তাঁহাদের পুত্র। ধ্যানীবুদ্ধগণের সংজ্ঞা, শক্তি, বোধিসত্ত্ব, গুণ, ভূত, ইন্দ্রিয়, আয়তন, বাহন, বর্ণ, চূড়া ও মুদ্রা স্বতন্ত্র। নিম্নে তাহার একটী তালিকা দেওয়া গেল।

	সংজ্ঞা বা বুদ্ধ নাম	শক্তি বা তারা নাম*	পুত্র বা বোধিসত্ত্বনাম†	গুণ বা ধাতু নাম
১।	বৈরোচন	... বজ্রধাত্বীশ্বরী	... সমন্তভদ্র	... সুবিশুদ্ধ ধর্ম্মধাতু...
২।	অক্ষোভ্য	... লোচনা	... বজ্রপাণি	... আদর্শন ...
৩।	রত্নসম্ভব	... মামকী	... রত্নপাণি	... প্রতিবেক্ষণ ...
৪।	অমিতাভ	... পাণ্ডরা	... পদ্মপাণি	... শান্তি ...
৫।	অমোঘসিদ্ধ	... তারা	... বিশ্বপাণি	... কৃত্যানুষ্ঠান ...
৬।	বজ্রসত্ত্ব ‡	... বজ্রসত্ত্বাত্মিকা	... ঘণ্টাপাণি	... * *

* বজ্রধাত্বীশ্বরী খড়্গধারিণী, সপ্তাক্ষী (মুখে দুই, কপালে এক, হস্ততলদ্বয়ে দুই, পাদগুল্ফদ্বয়ে দুই)। নেপালে "সপ্তলোচনী" নামে প্রসিদ্ধা। পাণ্ডরা পদ্মপাণির মাতা বলিয়া "পদ্মিনী" নামেও কথিতা হন। ইঁহার বামহস্তে জপমালা থাকে। এতদ্ভিন্ন সকল দেবীই সমৃণাল-পদ্মধারিণী ও স্বামীর চূড়া এবং বাহন চিহ্নে চিহ্নিত।

† সমন্তভদ্রের নেবারী নাম "জন বহদেব" ছোট মৎস্যেন্দ্রযাত্রার উৎসবাধিষ্ঠাতা। বজ্রপাণির নেবারী নাম "মহাকাল দেব"। পদ্মপাণির হস্তস্থ পদ্ম মধ্যে তিনটী মণি আছে। ইনি মণি ও পদ্মের অধিষ্ঠাতা। ইঁহার মন্ত্র—'ওঁ মণিপদ্মে হুম্'। বিশ্বপাণির হস্তেও উন্মুক্ত তলবারী। সমস্ত বোধিসত্ত্বের মুকুটে পিতৃমূর্ত্তি ও উভয় পার্শ্বে সমৃণাল পদ্ম থাকে। ঘণ্টাপাণির হস্তে ঘণ্টা থাকে।

‡ প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে ৬ষ্ঠ বুদ্ধের নামাদি নাই। তান্ত্রিক মতাবলম্বী বৌদ্ধগণের মতেই ইনি ৬ষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধরূপে কল্পিত হন। ইনিই তন্ত্রমতের প্রচারক। ইনি সস্ত্রীক সাধনার প্রচারকর্ত্তা বলিয়া ইঁহার নাম "যোগাম্বর" ও উলঙ্গ মূর্ত্তি বলিয়া "দিগম্বর" নামেও কথিত হন।

	সংজ্ঞা বা বুদ্ধ নাম	ভূত নাম	অধিষ্ঠান ইন্দ্রিয় নাম	তন্মাত্র বা আয়তন নাম	বাহন	বর্ণ	চূড়া চিহ্ন	মুদ্রা প্রকার।
১।	বৈরোচন	... ক্ষিতি বা পৃথিবী	... চক্ষু বা দৃষ্টিশক্তি	... রূপ বা বর্ণ ও আকার	... সিংহদ্বয়	... শ্বেত	... চক্র	... ধর্ম্মচক্রমুদ্রা (বক্ষদেশে জোড়কর, ঊর্দ্ধকরাগ্র, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠাগ্রসংযুক্ত ও বামস্কন্ধাভিমুখ)
২।	অক্ষোভ্য	... অপ বা জল	... কর্ণ বা শ্রবণশক্তি	... শব্দ	... হস্তিদ্বয়	... নীল	... বজ্র	... ভূমিস্পর্শমুদ্রা (বাম হস্ত ক্রোড়স্থ, দক্ষিণ কর দক্ষিণ হাঁটুর উপর দিয়া বর মুদ্রা দ্বারা উত্তান ভাবে ভূমিসংস্পৃষ্ট)
৩।	রত্নসম্ভব	... অগ্নি বা তেজ	... নাসিকা বা ঘ্রাণশক্তি	... গন্ধ	... অশ্বদ্বয়	... পীত	... ময়ূরপুচ্ছ	... বর্দ্ধন (ভদ্র ?) মুদ্রা (সমস্ত অক্ষোভ্যতুল্য কেবল বরমুদ্রা নিম্নাভিমুখ)
৪।	অমিতাভ	... মরুৎ বা বায়ু	... জিহ্বা বা স্বাদগ্রহণশক্তি	... রস	... ময়ূরদ্বয়	... রক্ত	... প্রস্ফুটিত পদ্ম	... ধ্যান মুদ্রা (উভয় হস্ত উত্তানভাবে একের উপরে আর, একটী রক্ষিত এবং ক্রোড়স্থ)
৫।	অমোঘসিদ্ধ	... ব্যোম বা আকাশ	... ত্বচ্ বা স্পর্শশক্তি	... স্পর্শ	... গরুড়দ্বয়	... হরিৎ	... বজ্রদ্বয় বা বিশ্ববজ্র	... আবাহনমুদ্রা (বাম হস্ত-ক্রোড়স্থ ও প্রসারিত, দক্ষিণহস্ত-বক্ষস্থ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জন্যগ্রসংযুক্ত এবং বাম স্কন্ধাভিমুখ এবং পশ্চাদ্দেশে সপ্তসর্পের ছত্র)
৬।	বজ্রসত্ত্ব	... বুদ্ধি	... মন	... ধারণা ও ধর্ম্ম (জগৎ)	... *	*	বংশী *	... * *

২। মানববুদ্ধ।

	বুদ্ধ	তারা	বোধিসত্ত্ব।
১।	বিপশ্বী বুদ্ধ ...	বিপশ্যন্তী ...	মহামতি।
২।	শিখী " ...	শিখামালিনী ...	রত্নধর।
৩।	বিশ্বভূ " ...	বিশ্বধরা ...	আকাশগঞ্জ।
৪।	ক্রকুচ্ছন্দ " ...	ককুদ্বতী ...	শকমঙ্গল।
৫।	কনকমুনি " ...	কণ্ঠমালিনী ...	কনকরাজ।
৬।	কশ্যপ " ...	মহীধরা ...	ধর্ম্মধর।
৭।	শাক্যসিংহ,	যশোধরা বা বসুতারা	আনন্দ।
৮।	দীপঙ্কর "	} "	
৯।	রত্নগর্ভ "		

মানববুদ্ধগণের তারাগণ পত্নী বটেন, কিন্তু বোধিসত্ত্বেরা পুত্র, নহেন শিষ্য। ইহারা সকলেই পীত বা স্বর্ণবর্ণ, ভূমিস্পর্শ-মুদ্রাবিশিষ্ট, সিংহবাহন। যাঁহারা পাঁচটী ধ্যানীবুদ্ধ স্বীকার করেন, তাঁহারা তন্ত্রমতে দক্ষিণাচারী নামে এবং যাঁহারা ৬টী ধ্যানীবুদ্ধ স্বীকার করেন, তাঁহারা তন্ত্রমতে বামাচারী নামে কথিত হন।

৭ম মানববুদ্ধ শাক্যসিংহের চরণপূজাও নেপালে প্রচলিত। ইহাতে ৮টী মঙ্গলচিহ্ন আছে, শ্রীবৎস বা কৌস্তুভ-চিহ্ন, পদ্ম, ধ্বজ, কলস, চামর, ছত্র, মৎস্যযুগল ও শঙ্খ এবং গুল্‌ফদেশে একের মধ্যে আর একটী অঙ্কিত এরূপ সহস্রচক্র চিহ্নও আছে।

মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্ব নেপালীদিগের মধ্যে বিশেষ উপাস্য। ইনি মঞ্জুশ্রী, মঞ্জুঘোষ ও মঞ্জুনাথ নামে খ্যাত। নেপালের প্রায় সর্ব্বত্র ইহার মন্দির আছে। স্বয়ম্ভূনাথের নিকটস্থ মন্দিরই প্রধান। ইনি নেপালীদিগের মতে বিঘ্নবিনাশক ও রক্ষাকর্ত্তা; নেপালী শিল্পজীবীদিগের নিকট কতকটা হিন্দুর সরস্বতী ও বিশ্বকর্ম্মভাবে পূজা পাইয়া থাকেন। ইহার দ্বিভুজ ও চতুর্ভুজ প্রতিমা দেখা যায়। দ্বিভুজ প্রতিমার একহস্তে খড়্গ ও এক-হস্তে পুস্তক। চতুর্ভুজ প্রতিমার অন্য দুই হস্তে ধনুঃশর থাকে। ইহার মন্দিরের সম্মুখে মণ্ডল নামে একখণ্ড প্রস্তর থাকে, তাহাতে মঞ্জুশ্রীচরণচিহ্ন উৎকীর্ণ দেখা যায়। মঞ্জুশ্রীচরণের গুল্‌ফদেশে চক্রচিহ্ন আছে। চম্পাদেবীপর্ব্বতে ইহার এক পত্নী বরদার (লক্ষ্মীর) এবং ফুলচোয়া পর্ব্বতে অপর পত্নী মোক্ষদার (সরস্বতীর) মন্দির আছে।

নেপালী বৌদ্ধদিগের মধ্যে হিন্দুর শৈবাচার ও তন্ত্রাচার মিশ্রিত হইয়া যাওয়ায় তাহারা অনেক শৈবদেবতা ও তান্ত্রিক উপাস্য যোনিলিঙ্গাদির উপাসনা করিয়া থাকে। নেপালে স্বয়ম্ভূনাথই আদিবুদ্ধরূপে এবং গুহ্যেশ্বরীই আদিপ্রজ্ঞারূপে পূজিত হন। ধ্যানীবুদ্ধগণের মধ্যে অমিতাভ, তৎশক্তি ও পুত্র এবং মানববুদ্ধগণের মধ্যে শাক্যসিংহ এবং বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উপাস্য। এতদ্ভিন্ন বুদ্ধচরণ, মঞ্জুশ্রী-চরণ, ত্রিকোণ প্রভৃতি বিশেষভাবে পূজিত হয়।

নেপালী বৌদ্ধেরা ধাতুমণ্ডল নামে আর একপ্রকার চিহ্নের পূজা করে। ধাতুমণ্ডল দ্বিবিধ, বজ্রধাতুমণ্ডল ও ধর্ম্মধাতু-মণ্ডল। বজ্রধাতুমণ্ডল বৈরোচনবুদ্ধের সহিত এবং ধর্ম্মধাতুমণ্ডল মঞ্জুশ্রী বোধিসত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট। বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধমন্দিরের নিকট এই সকল ধাতুমণ্ডলের প্রতিষ্ঠা আছে। এগুলি গোলা-কার বা অষ্টকোণী ২।৩ ইঞ্চি মোটা প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত। ধাতু-মণ্ডলগুলিতে পদ্মচিহ্ন খোদিত থাকে। প্রতিমা বসাইবার জন্য বা চরণচিহ্ন খুদিবার জন্য এরূপ মণ্ডল আবশ্যক হয়। যেমন বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বগণের পবিত্র স্থানাদিতে বা তাঁহাদের অবশেষের উপর চৈত্য নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ দেবতার পবিত্রস্থানাদির উপর বৃহৎ বৃহৎ ধাতুমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। বৃহৎ বৃহৎ ধাতুমণ্ডল স্তম্ভ বা বেদির উপর স্থাপিত হয়। এই সকল মণ্ডলে বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ও চিহ্নাদি অঙ্কিত থাকে। ধর্ম্মধাতুমণ্ডলে ২২২ প্রকার চিহ্নের কম থাকে না। সমকেন্দ্রী ক্রমবৃহৎবৃত্ত-মধ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কক্ষে শাস্ত্রোক্ত শৃঙ্খলামত এক একপ্রকার চিহ্ন খোদিত হয়। বজ্রধাতুমণ্ডলে ৫০।৬০ প্রকার চিহ্নের অধিক থাকে না। এই উভয়বিধ মণ্ডলের চিহ্নাদির শৃঙ্খলা স্বতন্ত্র।

এতদ্ভিন্ন হিন্দুর দিক্‌পালের ন্যায় বৌদ্ধদিগেরও উপাস্য চারিজন দেব রাজা আছেন। তাঁহারাও দিক্‌পাল। খড়্গপাণি খড়্গরাজ পশ্চিমাধিপতি, চৈত্যধারী চৈত্যরাজ দক্ষিণাধিপতি, বীণাপাণি বীণরাজ পূর্ব্বাধিপতি এবং ধ্বজধারী ধ্বজরাজ উত্তরাধিপতি।

শিবমার্গী হিন্দুদিগের নিম্নলিখিত দেবতারা কি হিন্দু কি কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়েরই উপাস্য,—

ভৈরব ও মহাকাল, ভৈরবী বা কালী, গণেশ, ইন্দ্র ও গরুড়। ভৈরবের মুখ মৎস্যেন্দ্রনাথের রথের সম্মুখভাগে সংলগ্ন থাকে। বৌদ্ধেরা এই মুখকে যদিও রথের অলঙ্কার-বিশেষ বলে, তবুও অতি পবিত্র বলিয়া এপিতাড় বিহার মধ্যে রক্ষা করে। ভৈরবের দৈত্যশবারোহী বিগ্রহ অনেক বৌদ্ধ মন্দিরেরও সম্মুখে মন্দিরের রক্ষাকর্ত্তা বা দ্বারপালরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। মহাকাল গণাধিপতি গণেশের গণভুক্ত হইলেও, ইহার প্রতিমা বৌদ্ধমন্দিরের উভয়পার্শ্বে দৃষ্ট হয়। মঞ্জুশ্রীমন্দিরের চরণমণ্ডলের একপার্শ্বে গণেশ ও একপার্শ্বে

ত্রিশূলধারী মহাকাল মূর্ত্তি আছে। মহাকাল প্রতিমাই অনেক স্থলে বজ্রপাণি বোধিসত্ত্বের বিগ্রহরূপে পূজিত হন।

সিদ্ধিদাতা গণেশ বৌদ্ধদিগের নিকট বুদ্ধিদাতা বলিয়া শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজা পাইয়া থাকেন। পশুপতিগণের দণ্ডদেব-মন্দিরের নিকট অশোককন্যা চারুমতীর প্রতিষ্ঠিত এক অতি প্রাচীন গণেশমন্দির আছে। 'চারুবিধি' বিহারের বাঁড়া-পুরোহিতগণই এই গণেশের পূজক।

কালী বা ভৈরবীমূর্ত্তি কোন বৌদ্ধমন্দিরে বা তন্নিকটে দেখা যায় না, তবে ইহার যে সমস্ত স্বতন্ত্র মন্দির আছে, বৌদ্ধেরা সেখানে গিয়া পূজা দেয়। অনেক কালীমন্দিরে বাঁড়া-পূজক আছে।

ইন্দ্র অপেক্ষা ইন্দ্রবজ্র বৌদ্ধগণের নিকট পবিত্র ও উপাস্য। বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব এক সময়ে ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বজ্র জয়চিহ্ন স্বরূপ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। বজ্র ভুটানীদের মধ্যে "দোর্জ্জে" শব্দে উল্লিখিত হয়।

স্বয়ম্ভুনাথের মন্দিরের সম্মুখে ধর্ম্মধাতুমণ্ডলের উপর এক ৫ ফিট্ দীর্ঘ বজ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। অক্ষোভ্যবুদ্ধের চিহ্ন বজ্র। একটী বজ্র লম্বভাবে ও আর একটী বজ্র তন্মধ্যদেশে আড়ভাবে স্থাপিত হইলে বিশ্ববজ্র নামে কথিত হয়, ইহা অমোঘসিদ্ধ বুদ্ধের চিহ্ন। হিন্দুরা লিঙ্গ ও যোনিকে যেমন দেবদেবীর প্রতিনিধিরূপে পূজা করে, সেইরূপ বজ্র ও ঘণ্টা বুদ্ধ ও প্রজ্ঞাদেবীর প্রতিনিধিরূপে নেপালে পূজিত হয়। হিন্দুঘণ্টার মুষ্টিভাগে যেমন গরুড়, অনন্ত, পদ্ম প্রভৃতি মূর্ত্তি থাকে, বৌদ্ধঘণ্টার মুষ্টিভাগেও সেইরূপ প্রজ্ঞা বা ধর্ম্মের মুখ অঙ্কিত দেখা যায়।

হারিতী (শীতলা) ও গরুড়ের মূর্ত্তি প্রায় সকল বৌদ্ধমন্দিরে আছে। বৌদ্ধ গরুড়ের মূর্ত্তির গলায় সর্পমালা, হস্তে সর্পবলয় ও চঞ্চুতে মৃত সর্প এবং উভয়পদের নিম্নে অর্দ্ধনারী সর্পাকার নাগকন্যার মূর্ত্তি আছে। অমোঘসিদ্ধ বুদ্ধের বাহনও গরুড়। প্রায় সকল বৌদ্ধমন্দিরে ও বৈষ্ণব দেবদেবীর মন্দিরে গরুড়মূর্ত্তি আছে। গরুড়ের স্বতন্ত্র মন্দির নাই। লিঙ্গ ও যোনিপূজাও বৌদ্ধেরা লইয়াছে এবং লিঙ্গকে আদিবুদ্ধ বা স্বয়ম্ভূপদ্মের পুষ্পভাগ রূপে এবং যোনিকে স্বয়ম্ভূ-পদ্মের মূলস্থ আদি নির্ঝর বা গুহ্যেশ্বরীর স্থান বলিয়া গণনা করে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে অধিকাংশ ইহার উপাসক নহে। হিন্দু শিবলিঙ্গের গাত্রে বৌদ্ধেরা বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করিয়া তাহাকে বৌদ্ধের উপাসনার উপযোগী করিয়া লয়। লিঙ্গমস্তকও চৈত্যের আকারে পরিবর্ত্তিত করে। শিবলিঙ্গের যোনিভাগের পরিধিতে একটী সর্পদেহ খুদিয়া থাকে এবং 'পেনেট' ভাগ ভাঙ্গিয়া দেয়, এই সর্প কর্কোটকরূপে গণ্য। এইরূপ খোদিত লিঙ্গকে বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে পরীক্ষা না করিলে, সহজে উহাকে হিন্দু-শিবলিঙ্গ বলিয়া বুঝিবার উপায় থাকে না। ত্রিকোণচিহ্ন যেমন যোনিপীঠরূপে হিন্দুতান্ত্রিকের উপাস্য, বৌদ্ধেরা ত্রিকোণকে কখন ত্রিরত্নের চিহ্ন, কখন গুহ্যেশ্বরী প্রভৃতি দেবী চিহ্ন বলিয়া ব্যাখ্যা করে। হিন্দু-তান্ত্রিকের অঙ্গে যন্ত্রধারণের ন্যায় বৌদ্ধেরাও অঙ্গে এই ত্রিকোণ যন্ত্রধারণ করে।

বৌদ্ধেরা যেমন হিন্দুদেবদেবীর উপাসনা করে, সেইরূপ হিন্দুরাও অনেক বৌদ্ধদেবদেবীকে হিন্দুদেবদেবী প্রতিমা বলিয়া স্বীকার করে ও পূজা করে। ইহারা গুহ্যেশ্বরীকে ভগবতীর স্বরূপ বলিয়া থাকে। মঞ্জুশ্রীকে হিন্দুরা শ্রীদেবতা সরস্বতীরূপে পূজা করে, তাঁহার দুই পত্নীও লক্ষ্মী সরস্বতীরূপে হিন্দুর নিকট মান্য। বংশীচূড় অমিতাভবুদ্ধও বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গণ্য হন।

এতদ্ভিন্ন স্বয়ম্ভুনাথ পর্ব্বতের শীতলাদেবীর মন্দিরে হিন্দুর ন্যায় বৌদ্ধেরাও ইহাকে হিন্দুদেবী বলিয়াই পূজা করে।

নেপালী শিবমার্গী হিন্দুরা অধিকাংশ তান্ত্রিক শৈব। শাক্তের সংখ্যা বড় অল্প। হিন্দুদিগের উপাস্য দেবদেবীর বিবরণ ইতিপূর্ব্বে পূজা ও উৎসবাদির মধ্যে লিখিত হইয়াছে। [নেবার দেখ।]

নেপিয়ার, (সার চার্লস্ জেমস্) একজন ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি আডমিরাল নেপিয়ারের (Admiral Napier) জ্ঞাতিভ্রাতা ছিলেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে আইরিস্ বিদ্রোহের সময় দ্বাদশ বৎসর বয়সে তিনি ২২শ সংখ্যক রেজিমেণ্টের পতাকা-বাহকের (Ensign officer) পদে নিযুক্ত হন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে সার জন মূরের সাহায্যার্থ তিনি ৫০ম সংখ্যক পদাতিক সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া স্পেন-দেশে গমন করেন। এই সময়ে করুণার যুদ্ধে আহত হইয়া, তাঁহার পঞ্জর ভাঙ্গিয়া যায় এবং তিনি বন্দী হন*। পরে ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া তিন বৎসর কাল বেকার থাকেন। এই সময়ে তিনি সামরিক বিভাগীয় নিয়মাবলী, উপনিবেশ ও আয়র্লণ্ডের অবস্থা সম্বন্ধে কএকখানি গ্রন্থ লিখেন। পুনরায় ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে সখের-সেনাদল ভুক্ত হইয়া স্পেনদেশে যুদ্ধার্থ গমন করেন, ঐ সময়ে তিনি পুনর্ব্বার আহত হন। বেডাজসের যুদ্ধেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। পরে ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর-আমেরিকায় সামরিক কার্য্যে চলিয়া যান। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতের সর্ব্বপ্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ (Commander-in-chief) হইয়া আগমন করেন। লর্ড এলেনবরা গবর্ণর-জেনারেল হইয়া ভারতে আসিলে,

*Hart's "Army List" 1842.

নেপিয়ার তাঁহাকে আফগান-যুদ্ধ সম্বন্ধে পরামর্শ দেন। আফগানিস্থানে ইংরাজের দুরাবস্থা দেখিয়া সিন্ধুপ্রদেশের আমীরগণ ইংরাজের অধীনতাপাশ বিচ্ছিন্ন করিতে যত্নবান্ হন। এই সময়ে মেজর আউট্রাম (সার জেমস্) সিন্ধু-প্রদেশের রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি আমীরগণের এইরূপ ঔদ্ধত্যে ভীত হইয়া রাজপ্রতিনিধি এলেনবরাকে জানাইলেন। তিনি নেপিয়ারকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিলেন। তাহাতে প্রথমে আমীরগণের উপর আক্রমণ করিয়া, তাহাদের উচ্ছেদ করাই স্থির হইল। লর্ড এলেনবরা উক্ত প্রদেশের সামরিক ও রাজনৈতিক কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণের জন্য নেপিয়ারকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া, তাহার তত্ত্বাবধানের আদেশ করিলেন। তিনি সিন্ধুদেশে উপস্থিত হইয়াই, পূর্ব্বপ্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে আমীরগণ সাহায্যার্থ সৈন্তরক্ষার জন্য যে, তিনলক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ইংরাজকে দিতে প্রতিশ্রুত ছিল এবং আমীরের অধিকার হইতে জাহাজের অগ্নির জন্য যে কাষ্ঠাদিসংগ্রহের কথা লিখিত ছিল, ঐ সর্ত্ত পাঠ করিয়া পুনরায় তিনি অপর একখানি সন্ধিপত্র লেখাইয়া লইলেন। তাহাতে যেন অসাবধানতা প্রযুক্ত তিনলক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তির পরিবর্ত্তে আমীরগণের অধিকারভুক্ত প্রদেশের অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের সম্পত্তি এবং বন হইতে জাহাজের অগ্নির জন্ত কাষ্ঠসংগ্রহেরও কথা লিখিত হইল। নেপিয়ার তৎক্ষণাৎ উক্ত সম্পত্তি অধিকার করিয়া লইলেন। আমীরেরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া অবশেষে তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলেন।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারী নেপিয়ার মরুদেশস্থ ইমামগড় দুর্গ আক্রমণ করিলেন। আমীরেরা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার হঠকারিতার বিষয় জানিতেন। তাঁহারা আগেই বুঝিয়াছিলেন যে নেপিয়ার তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবেন। এই জন্য তাঁহারা যুদ্ধের কোন ঘোষণা পাইবার পূর্ব্বেই ইমামগড় পার হইয়া হায়দরাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নেপিয়ার দুর্গ জয় করিয়া দেখিলেন তথায় জনমানব নাই, এই কারণে দুর্গ ধ্বংস করিয়া শত্রুগণের অনুসরণ করিলেন। এদিকে হায়দরাবাদ নগরে আমীরগণ একত্র হইয়া মেজর আউট্রামের সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা স্থির করিতেছিলেন। নেপিয়ারও ব্যস্ত হইয়া হায়দরাবাদ অভিমুখে আসিতে ছিলেন। আমীরেরা তাঁহার আগমন-সংবাদ পাইয়াই ভয়ে সন্ধিপত্রে স্ব স্ব নাম সহি করিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমীরেরা সহি দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অধীনস্থ বেলুচ-সর্দ্দারেরা ইংরাজের বশুতা স্বীকার করিল না, বরং তাহারা আমীরদিগের এই কার্য্যে আপনাদিগকে অপমানিত, ঘৃণিত ও অপদস্থ এবং প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভূমির অধিকার হইতে বঞ্চিত ভাবিয়া, ক্রমশঃই ইংরাজের শত্রুতাচরণে 'বদ্ধপরিকর' হইতে লাগিল। ১৫ই ফেব্রুয়ারী তাহারা দলবদ্ধ হইয়া রেসিডেন্সী আক্রমণ করিল। মেজর আউট্রাম হায়দরাবাদের বাস ভবন পরিত্যাগ করিয়া নৌকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমীরগণ তাঁহাকে পূর্ব্বেই সংবাদ দিয়াছিল।

সার চার্লস্ নেপিয়ার এই অত্যাচারে অত্যন্ত কোপান্বিত হইলেন। তিনি ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলুচদিগকে আক্রমণ করিলেন। মিয়ানীর নিকটে উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। বেলুচ দল পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, নেপিয়ার হায়দরাবাদ অধিকার করিলেন এবং আমীরগণের বহুমূল্য অলঙ্কার ও জহরতাদি নিজের আয়ত্ত করিয়া লইলেন। যে সমস্ত জহরতাদি নেপিয়ার নিজ লভ্য অংশে লন, তাহার দাম প্রায় সাত লক্ষ টাকা হইবে। ঐ সময়ে তিনি মেজর আউট্রামকে প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দিতে চাহিলে, তিনি ঐরূপ অর্থগ্রহণ অন্যায় বিবেচনায় তাহা লইতে অস্বীকৃত হইলেন। পরে ঐ টাকা বিভিন্ন দাতব্যালয়ে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়।

পুনরায় ২২এ মার্চ ১৮৪৩ খৃঃ, বেলুচদল আমীর শেরমহম্মদের অধীনে দলবদ্ধ হইয়া হায়দরাবাদের নিকটবর্ত্তী দুব্বা নামক স্থানে একত্র হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, কিন্তু এই যুদ্ধেও তাহারা পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক এই যুদ্ধকে নরাজার যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যুদ্ধকালে নেপিয়ার যেরূপ সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন, তাহা নেপোলিয়ান-বিজেতা ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের কথায় স্পষ্ট জানা যায়। উক্ত ডিউক যুদ্ধজয় প্রসঙ্গে বলিয়া ছিলেন যে এই যুদ্ধ যথার্থই বীরত্বসূচক, সুচতুর সেনানী নেপিয়ারের গুণপনাপ্রকাশক এবং এই জয়ে তাহারই গৌরববৃদ্ধি করিয়াছে মাত্র।

যদিও নেপিয়ার সিন্ধুপ্রদেশের অধীন কএকটী বেলুচসর্দ্দারকে বশে আনিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; কিন্তু সকলেই একবারে তাহার বশুতা স্বীকার করে নাই। কচ্ছগণ্ডাবা, মরি, বুগ্‌টী প্রভৃতি উত্তরপশ্চিমসীমান্তবাসী কএকটী বেলুচজাতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে নাই। ইহারা তৎকালে পারস্য ও সিন্ধুর আমীরগণের প্রভাব উপেক্ষা করিয়া তাঁহাদের রাজ্য লুণ্ঠনাদি করিত। এ সময়েও তাহারা প্রায় আঠার হাজার লোক একত্র হইয়া অবাধ্যতার পরিচয় দিতে লাগিল। নেপিয়ার ইহা দেখিয়া আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী, সদলে শত্রুশিবিরের সম্মুখীন হই-

লেন। বিদ্রোহীদলের নেতা সর্দার রিজা খাঁ অনেক যুদ্ধ করিয়াও শেষে পরাজিত ও বন্দী হইলেন। উক্ত বৎসরের মার্চমাসে স্থানীয় বিদ্রোহ শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। নেপিয়ার নিজ কৌশলে ও বুদ্ধিতে যেরূপ সামরিক কার্য্যে গুণপনা দেখাইয়াছিলেন, সেইরূপ সাহসেই এই রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিয়া, তিনি সমস্ত সিন্ধুদেশকে সুশাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সিন্ধুদেশের ধারাবাহিক কার্য্যপ্রণালী, যুদ্ধ ও সুশাসন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য লইয়া সর জেমস্ আউট্রামের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়; নেপিয়ার কৃত সেই সমস্ত কার্য্যের আলোচনা করিয়া আউট্রাম স্বরচিত গ্রন্থে* বিশদরূপে লিখিয়া গিয়াছেন। নেপিয়ারের শতদোষ থাকিলেও তাঁহা হইতে যে সিন্ধুপ্রদেশ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। পরে পঞ্জাবের শিখযুদ্ধের সময় তাঁহাকে পুনর্ব্বার ভারতে আসিতে হয়।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে, যখন চিলিয়ানবালার যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ-সেনানী লর্ড গাফ্ পরাজিত হন, রাজপ্রতিনিধি হার্ডিঞ্জ নেপিয়ারকে ইংরাজ গর্ব্বের খর্ব্বতা অপনয়ন করিবার জন্য অগ্রসর হইতে আদেশ করেন। নেপিয়ার যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে সেনাপতি গাফ শিখদিগকে গুজরাতের যুদ্ধে পরাজয় করিয়া পূর্ব্বকার গ্লানিকর পরাজয়ের প্রতিশোধ লইলেন। এই সময়ে রাবলপিণ্ডিতে সর কলিন্ কাম্বেলের অধীনে যে দুই দল সৈন্য ছিল, তাহারা বেতন না পাওয়ায় বিদ্রোহিতার লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল। নেপিয়ার এই সংবাদ পাইয়াই কাম্বেলসাহেবকে লিখিলেন যে তুমি প্রথমে তাহাদিগকে বেশ বুঝাইয়া বশে আনিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহাতেও যদি তাহারা তোমার কথায় কর্ণপাত না করে, তাহা হইলে শস্ত্রবলে তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বশে আনিবে; কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঐ দল আপনা হইতেই ঠাণ্ডা হইয়া যায়। যাহাহউক, এই সময় হইতেই ভারতের ভবিষ্যআকাশে কালমেঘ উদয় হইতেছিল, যে লোমহর্ষণ সিপাহীবিদ্রোহের কথা শুনিলে আজও শরীর রোমাঞ্চ হয়; ইহাই সেই ভাবী ভীষণ হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত মাত্র।†

এই সময় হইতে নেপিয়ার বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত সৈন্যদলের উপর লক্ষ্য রাখিলেন। তিনি দেখিলেন প্রায় ২৪টী রেজীমেন্টের মধ্যে বিদ্রোহের আভাস দেখা যাইতেছে। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দগড়ের ৬৬ সংখ্যক দেশীয় পদাতিকদল বিদ্রোহী হইলে, নেপিয়ার তাহাদিগকে দমন করিয়া কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি দেন ও তৎপরিবর্ত্তে গোর্খা সৈন্যে ঐ দল পূরণ করেন। এখানে নেপিয়ারের জীবনে উদারতার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল; তিনি রাজদ্রোহীদিগকে প্রাণে না মারিয়া সকলকেই দয়ার পাত্র বিবেচনায় ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, ইংরাজরাজের অবিচারে প্রজাবর্গের মধ্যে এইরূপ রাজভক্তির উচ্ছেদ দেখা যায়। তজ্জন্য তিনি দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বনিয়মে খাদ্যাদির মূল্য বেশী হইলেও, যেরূপ নিয়মিত অতিরিক্ত হারে মূল্য দিবার নিয়ম ছিল, সেই হারের অধিক দাম দিবার মনস্থ করিয়া তিনি আদেশ প্রচার করিলেন এবং যতদিন না গবর্ণর-জেনারল রাজধানীতে উপস্থিত হন, তদবধি তাঁহার আদেশ অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিমত প্রকাশ করেন।

এইরূপ আইনজারি করায় লর্ড ডালহৌসী নেপিয়ারের উপর চটিয়া গেলেন এবং সেনাপতির এরূপ ক্ষমতাগ্রহণের জন্য তাঁহাকে বিশেষ তিরস্কার ও যথেষ্ট অপমান করিয়াছিলেন। এই হেতু উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। নেপিয়ার কেবলমাত্র ক্ষমতাহীন দর্শকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি নিজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন এবং তথায় ভাবী সিপাহীবিদ্রোহ ও ভারতের শাসনকার্য্যের ভবিষ্যৎ বিশৃঙ্খলার বিষয়ে গভীরগবেষণাপূর্ণ কএকটী কথা লিখিয়াছিলেন*। দিল্লীতে সিপাহীবিদ্রোহ হইবার পূর্ব্বে নেপিয়ার কোন একজন সেনানীকে লিখিয়াছিলেন যে এসিয়ার নানাস্থান হইতে দিল্লীরাজধানীতে লোকসমাগম হওয়ায় এবং তথায় য়ুরোপীয় সৈন্য না থাকায়, তিনি ভাবী বিপদ সম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়াছেন। উক্ত সেনানী সেই সময় দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কি সাহেব লিখিয়াছেন যে নেপিয়ার দিল্লীতে সৈন্যসংস্থান সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই।

এই নির্ভীক সেনানী জীবনের অন্তিম পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিষয়ে কালক্ষেপ করিয়া পোর্টস্মাউথের নিকটবর্ত্তী ওকল্যাণ্ডনগরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে দেহ বিসর্জ্জন করেন।

তাঁহার হস্তলিপি অতিশয় সুন্দর ছিল। তাঁহার ভাষা ও শব্দবিন্যাস দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিনি অল্পকথায় ভাবগ্রাহী অনেক কথায় ভাবার্থ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার লিখিত পত্রাদি পাঠ করিলে তাঁহাকে সমর-ব্যবসায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ তিনি কাপ্তেন ব্যাগনল্‌কে অকবরশাহের জন্মস্থান অমরকোট আক্রমণ করি-

* The Conquest of Sinde.

† Holmes' History of the Iudian Mutiny.

* *Times* July 24. 1857 p 5 and August 17. p 9.

বার জন্ম আদেশপত্র লিখিয়া পাঠান। ঐ পত্রে লিখিত আছে, যে তিনি ২২এ কিংবা ২৩এ তারিখে মীরপুর আক্রমণ করিবেন। আমীরেরা তাঁহাদের এলাকা হইতে ইংরাজগণকে কাষ্ঠ আহরণ করিতে বারণ করিলে তিনি উত্তরে লিখিয়া পাঠান যে, যদি তাঁহাকে জ্বালাইবার জন্ম কাষ্ঠ না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি আমীরের রাজধানী হায়দরাবাদ জ্বালাইয়া দিবেন। তাঁহার পত্রগুলি বীরপুরুষোচিত, কিন্তু কোন কোন পত্রে তাঁহার জ্ঞানের ও বিশিষ্ট দয়ারও পরিচয় পাওয়া যায়। করাচী হইতে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে প্রাইভেট জেমস্ নীয়ারির পত্রোত্তরে লিখিলেন যে, 'পদোন্নতির জন্ম আমি তোমার অধ্যক্ষকে অনুরোধ করিতে পারি; কিন্তু যদি তুমি তোমার দেশীয় জনষ্টোনের ন্যায় মদিরাসক্ত হইয়া বৃথাসময়ের অপব্যয় কর, তাহা হইলে আমার সময় নষ্টের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যদি তাহার দ্বিগুণ সাজা গ্রহণ করিতে পার, তাহা হইলে তোমার 'লান্স করপোরাল' পদের জন্ম আমি চেষ্টা করিতে পারি।' তিনি পরেই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন যে, 'দেখ আমি মদিরাসক্ত নই বলিয়া, আজ মেজর জেনারল ও সিন্ধুর গবর্ণর হইয়াছি; তুমিও মদিরাসক্ত না হইয়া আমার পত্রানুসারে কার্য্য করিলে, শীঘ্রই উন্নীত হইবে; সেই আশায় আমি চাহিয়া রহিলাম।'* ভারতের ভূতপূর্ব্ব সেনাধ্যক্ষ সর চার্লস্ নেপিয়ার জি, সি, বি, যে মদ্যপান করিতেন না, † এই পত্রই তাহার প্রমাণ।

নেপালক (ক্লী) নেপাল স্বার্থে কন্। নেপাল।

নেপালজা (স্ত্রী) নেপালে দেশে জায়তে জন-ড-টাপ্। নেপালজাতা, মনঃশিলা।

"নেপালজা মরিচশঙ্খরসাঞ্জনানি" (সুশ্রুত।)

নেপালকম্বল (পুং) কুথাখ্য চিত্রকম্বল। (শব্দার্থচি°)

নেপালনিম্ব (পুং) নেপালোদ্ভবো নিম্বঃ। নেপালদেশোদ্ভব নিম্ব। পর্য্যায়—নৈপাল, তৃণনিম্ব, জরান্তক, নাড়ীতিক্ত, নিদ্রারি, সন্নিপাতরিপু। ইহার গুণ—শীতল, উষ্ণ, লঘু, তিক্ত, যোগবাহি, অত্যন্ত কফ, পিত্ত, অস্র, শোফ, তৃষ্ণা ও জ্বরনাশক। (রাজনি°)

নেপালমূলক (ক্লী) হস্তিকন্দ সদৃশ মূলভেদ। (রাজনি°)

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, জগদ্বিখ্যাত বীর। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট তারিখে নেপোলিয়ন জন্মগ্রহণ করেন। কর্শিকা দ্বীপের প্রধান স্থান এজেসিও নামক নগরে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। নেপোলিয়নের জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বে ফরাসীরা এজেসিও অধিকার করিয়াছিল, সুতরাং নেপোলিয়ন ফরাসী প্রজা হইয়া জন্মিয়া ছিলেন। নেপোলিয়নের পিতা চার্লস্ বোনাপার্ট ব্যবহারজীবী ছিলেন, কিন্তু ফরাসীরা কর্শিকা আক্রমণ করিলে তিনি ওকালতী ছাড়িয়া সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং পাস্কল পেয়লির সহিত মিলিত হইয়া দেশের জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। যখন নেপোলিয়ন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার পিতামাতা একস্থান হইতে অন্যস্থানে পলায়ন করিয়া স্বাধীনতা রক্ষার বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা ফ্রান্সের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। নেপোলিয়নের পিতা সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার মাতা লিটিসিয়া রেমিওলিনী যেরূপ সুন্দরী, সেইরূপ সদ্‌গুণশালিনী ছিলেন। বংশমর্য্যাদায় তাঁহাদের কেহ হীন ছিলেন না।

নেপোলিয়ন পিতার দ্বিতীয় পুত্র। তাঁহার একটী জ্যেষ্ঠ ও তিনটী কনিষ্ঠভ্রাতা এবং তিনটী ভগিনী ছিল। কিন্তু বালক হইতে নেপোলিয়ন জ্যেষ্ঠের উপরেও প্রভুত্ব করিতেন। শৈশবে পিতার ক্রোড়ে বসিয়া নেপোলিয়ন কর্শিকাবাসীদের বীরত্বকাহিনী শুনিতেন। ফরাসীদের সহিত যুদ্ধে পেয়লি যেরূপ অবিচলিত সাহস, অদম্য উৎসাহ ও অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন, তৎশ্রবণে বালক মোহিত হইতেন। পিতামাতার একস্থান হইতে স্থানান্তরে পলায়ন ও তাঁহাদের কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় শুনিয়া তিনি মনে করিতেন যে, ঐ সময়ে তিনি উপস্থিত থাকিলে কখনই ফরাসীদিগকে কর্শিকা অধিকার করিতে দিতেন না।

অতি অল্পবয়সে নেপোলিয়নকে পিতৃবিয়োগদুঃখ অনুভব করিতে হইয়াছিল। তাঁহার মাতা তাঁহাকে ও অন্যান্য সন্তানদিগকে যত্নের সহিত লালনপালন ও শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন বাল্যকালে একগুঁয়ে ও অতিশয় অভিমানী ছিলেন। তাঁহার মাতা ভিন্ন কেহই তাঁহাকে শাসন করিতে পারিতেন না। তিনিও বলপ্রয়োগ অপেক্ষা মিষ্টকথায় নেপোলিয়নকে সুপথে আনিবার চেষ্টা করিতেন। তাই বলিয়া লিটিসিয়া পুত্রকে অযথা আদর দিতেন না। কোন দোষ করিলে, তখনই তজ্জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন। নেপোলিয়নও পরে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার মাতাই তাঁহার চরিত্রগঠন করিয়াছিলেন। নেপোলিয়নের মাতৃভক্তি অতি প্রবল ছিল।

ফরাসীরা কর্শিকা অধিকার করিয়া নিয়ম করিয়াছিলেন যে, সম্রান্তবংশোদ্ভব কএকটী বালককে তথা হইতে ফ্রান্সে লইয়া

* Parl. Papers, Vol. XLVII (1854), Life of Sir. C. Napier, Vol. IV. An article by Sir H. Lawrence (Calcutta Review, Vol. XXII, Holmes' Indian Mutiny.

† J. Douglas' Bombay & Western India, Vol. II. p. 94.

শিয়া বিনাব্যয়ে তাহাদিগকে সামরিক-বিদ্যা শিক্ষা দিবেন। কর্শিকার শাসনকর্তা কাউণ্ট মারবোঁফ্ বোনাপার্ট-পরিবারের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলেন। এজন্য অপরাপর বালকের সহিত নেপোলিয়নকেও ফ্রান্সে পাঠাইবার জন্য তিনি তাঁহাকে মনোনীত করিলেন। এ সময় নেপোলিয়নের বয়স দশবৎসর মাত্র। বালক মাতার নিকট বিদায় লইবার সময় কাঁদিয়া আকুল হইলেন। ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়া নেপোলিয়ন ব্রীন নামক স্থানের সামরিক বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। সেখানে ফ্রান্সের উচ্চবংশোদ্ভব ভূস্বামী ও ধনীদিগের সন্তানগণ অধ্যয়ন করিত। তাহারা বিদেশী বালকের পোষাক পরিচ্ছদের অপরিপাট্য দেখিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। নেপোলিয়ন বাল্য হইতে নির্জ্জনপ্রিয় ও চিন্তাশীল ছিলেন। এখন বিদ্যালয়ে আসিয়া একমনে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলেন। তিনি ধনীসন্তানগণের সহিত মিশিতে ভালবাসিতেন না। তাহাদের ন্যায় বৃথা সময় নষ্ট করাও তাঁহার ভাল লাগিত না। বিলাসিতা দেখিতে পারিতেন না। এজন্য তিনি বিলাসপ্রিয় ধনীসন্তানদিগকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। নিজে একাগ্রচিত্তে পাঠাভ্যাস করিয়া পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিতেন। তাঁহার পরীক্ষায় সাফল্য দেখিয়া ধনী সন্তানেরা তাঁহাকে আদর করিতে লাগিল ও আবশ্যক হইলে তাঁহাকে দলপতি করিত। নেপোলিয়ন তাহাদিগকে লইয়া বরফের কেল্লা করিতেন; বরফের গোলাগুলি করিয়া দুর্গরক্ষা ও আক্রমণ শিক্ষা করিতেন। পঠদ্দশায় বিজ্ঞান, ইতিহাস ও অঙ্কশাস্ত্র তাঁহার প্রিয়পাঠ্য ছিল। দর্শন, ন্যায় প্রভৃতি তর্কপ্রধান শাস্ত্র তাঁহার ভাল লাগিত না। চরিতপাঠে ও হোমরের কাব্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। জর্মণ ভাষা শিখিতে তিনি আমোদলাভ করিতেন না। হস্তলিপিও তাঁহার ভাল ছিল না। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৮৪ পর্য্যন্ত ব্রীনের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি বৃত্তিলাভ করেন এবং প্যারীর রাজকীয় বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। সেখানে তিনি একবৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন এবং একদল গোলন্দাজ সৈন্যের লেপ্টেনেণ্ট পদ লাভ করিলেন। ষোড়শবর্ষীয় বালকের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

নেপোলিয়ন কিছুদিন সৈন্যদলে কার্য্য করিয়া এক সময় ছুটী লইয়া কর্শিকায় গেলেন। মাতা ও ভ্রাতাভগিনীগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি পরমানন্দ ভোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার পিতৃসখা পেয়লির সহিত পরিচয় হইল। পেয়লি নেপোলিয়নের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া আগ্রহসহকারে তাঁহাকে স্বীয় মতাবলম্বী করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন পেয়লিকে ভক্তি ও সম্মানের চক্ষে দেখিলেও, তাঁহার সকল কথায় সায় দিতে পারিলেন না। ছুটী ফুরাইলে নেপোলিয়ন সৈন্যদলে আসিয়া মিলিত হইলেন। এই সৈন্যদল যখন যেখানে অবস্থিতি করিতে আদিষ্ট হইত, তাঁহাকেও তখন সেইখানে যাইতে হইত। তিনি অন্যান্য সৈনিককর্ম্মচারীর ন্যায় বৃথা আমোদে কাল কাটাইতেন না। সে সকল স্থানের অধিবাসীদিগের সহিত মিলিয়া তাহাদের রীতিনীতি ও অবস্থার বিষয় অবগত হইতে চেষ্টা করিতেন।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদেশে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল। ফ্রান্সের প্রজাগণ প্রচলিত শাসননীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। এই সময় বোর্ব্বোবংশীয়েরা ফ্রান্সে রাজত্ব করিতেছিলেন। রাজা ষোড়শ লুই শান্তস্বভাব ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। পঞ্চদশবর্ষের অধিককাল তিনি রাজাসনে আসীন ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় ও সাহায্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইংরাজ অধীনতা ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইতে সমর্থ হইয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণ অনেক ব্যয়সাধ্য যুদ্ধকার্য্যে লিপ্ত থাকায় ফ্রান্সের রাজকোষ শূন্য হইয়া আসিতেছিল।

ষোড়শ লুইএর রাজত্বকালে অনেক মন্ত্রী অনেক চেষ্টা করিয়াও রাজকোষ ধনে পূর্ণ করিতে পারেন নাই। অবশেষে সভা আহ্বান করিয়া প্রজাসাধারণের কর্ত্তব্যনির্ণয়ের ব্যবস্থা হইল। প্রজাগণ প্রচলিত শাসননীতির পরিবর্ত্তন চাহিয়া রাজক্ষমতার সঙ্কোচ করিতে চাহিল। তাহারা দেখাইল যে, ফরাসী শ্রমজীবিগণ অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াও নিজ উদরান্ন সংস্থান করিতে সমর্থ হয় না। কর-ভার কিন্তু অধিকাংশই তাহাদিগকে বহিতে হয়। ফরাসী ভূস্বামিগণ ও পাদরীগণ যথেচ্ছব্যয় ও উপযুক্ত করভার বহন না করিয়া, জাতীয়-দারিদ্র্য আনয়নের কারণ হইয়াছে; তাঁহারা অবৈধ কার্য্যে যথেচ্ছ অপব্যয় করেন, কিন্তু অনাহারক্লিষ্ট প্রজা বা প্রতিবেশীর দুঃখমোচনে যত্নশীল হন না। কাজেই সহানুভূতির সূত্র দিন দিন ছিন্ন হইতেছিল। এ অবস্থায় প্রজাসাধারণের বিদ্বেষবহ্নিতে ধনী ও ভূস্বামীদিগের ভস্মীভূত হইবারই কথা। তাহারা রাজার শরণাপন্ন হইল। রাজা তাহাদিগের সমর্থন করিতে গিয়া নিজেও বিপন্ন হইলেন। রাজা প্রজাসাধারণের মতানুসারে চলিতে স্বীকার করিলে, বিশেষ কোন গোলযোগ হইত না। রাজক্ষমতার কিছু সঙ্কোচ হইত মাত্র। জাতীয় সভার সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক বক্তা মিরাবো জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই রাজক্ষমতার বিলোপ হইত না। তাঁহার মৃত্যুতে রাজপক্ষ দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। রাজার অপরিণামদর্শিতায় শেষে রাজা ও

রাণী উভয়েই অবমানিত, নিগৃহীত ও বন্দী হইলেন। ফ্রান্সের রাজনৈতিক-আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল। য়ুরোপের অন্যান্য রাজগণ প্রজাশক্তির বিকাশে প্রমাদ গণিলেন। অষ্ট্রীয়রাজ লুইয়ের শ্যালক ছিলেন। তিনি প্রুসীয় ও সার্ডিনীয়ার রাজাদিগকে স্বমতে আনিয়া, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। ফরাসীরাও সমরায়োজন করিল। অষ্ট্রীয় ও প্রুসীয় সৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। ফরাসীরা বিবেচনা করিল তাহাদের রাজা পলায়ন করিয়া দেশের শত্রুগণের সহিত যোগ দিতে যাইতে ছিলেন। ইহা শুনিয়া তাহারা রাজারাণীকে দেশের শত্রু বলিয়া ফাঁসী দিতে বিলম্ব করিল না। তদনন্তর ফ্রান্সে সাধারণ-তন্ত্র স্থাপিত হইল। এদিকে য়ুরোপীয় রাজগণ পুনরায় যুদ্ধার্থ আগমন করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ হইতে ফ্রান্স আক্রান্ত হইল। দেশের মধ্যেও ঘোর অরাজকতা চলিতে লাগিল। লোকসাধারণ রাজনৈতিক ক্ষমতালাভে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। এখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। অনেক স্বদেশপ্রেমিক স্বাধীনচেতা ব্যক্তি জল্লাদহস্তে প্রাণ হারাইতে লাগিলেন, রক্তের স্রোত বহিতে লাগিল।

ফ্রান্সের অন্তর্বিদ্রোহের সুযোগ পাইয়া কর্শিকাবাসীরা স্বদেশকে স্বাধীন করিতে সচেষ্ট হইল। পেয়লি পুনরায় তাহাদের অধিনায়ক হইলেন। নেপোলিয়ন এই সময় জাতীয়সৈন্যের অধিনায়করূপে কর্শিকায় ছিলেন। পেয়লি তাঁহাকে সপক্ষে আনিয়া ইংরাজহস্তে কর্শিকা সমর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন তাহাতে সম্মত হইলেন না। ফ্রান্সের সহিত কর্শিকার অধিকতর অবস্থাগত সম্বন্ধ দেখিয়া তিনি পেয়লির মতের বিরুদ্ধবাদী হইলেন। এজন্য পেয়লি তাঁহার শত্রু হইলেন। পেয়লির উত্তেজনায় কর্শিকার লোকেরা নেপোলিয়নের গৃহ ভস্মসাৎ করিল। তিনি নানাবিপদে উত্তীর্ণ হইয়া মাতা ও ভ্রাতাভগিনী সমভিব্যহারে ফ্রান্সে পলাইয়া আসিলেন এবং মার্সায়েল নগরে বাস করিলেন। তদবধি পরিবার-প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর পড়িল। তিনি চাকরীর প্রার্থনা করিলেন এবং একজন গোলন্দাজসৈন্যের কাপ্তেন পদ লাভ করিয়া টুলোঁর অবরোধকার্য্যে প্রেরিত হইলেন। টুলোঁ ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী নগর। তথাকার রাজপক্ষীয় অধিবাসীরা নগরটী ইংরাজদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। সাধারণতন্ত্রের পক্ষ হইতে অনেক চেষ্টা করিলেও এই স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। নেপোলিয়ন গোলন্দাজসৈন্যের অধিনায়করূপে আসিয়া, নিজ বুদ্ধিকৌশলে নগর অধিকার করিলেন এবং ইংরাজেরা পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এখানেই ইংরাজের সহিত নেপোলিয়নের প্রথম সাক্ষাৎ। অতঃপর নেপোলিয়নের পদোন্নতি হইল এবং তিনি অষ্ট্রীয়সৈন্যের বিরুদ্ধে আল্‌স্‌-পর্ব্বতের তলদেশে যাইতে আদিষ্ট হইলেন। সেখানেও তাঁহার পরামর্শমত কার্য্য করিয়া ফরাসীসৈনা অনেক সুবিধালাভ করিল। কিন্তু গবর্মেণ্ট সন্দেহক্রমে নেপোলিয়নকে পদচ্যুত করিলেন। দুই সপ্তাহ পরে নেপোলিয়ন মুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু পুনরায় কর্ম্ম পাইলেন না। এজন্য তিনি রাজধানীতে গমন করিলেন। তথায় অর্থাভাবে তাঁহাকে বিশেষ কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। এমন কি আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু ডিমাশিসের অযাচিত অর্থসাহায্যে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন। কখনও বা তুরুকে যাইয়া সুলতানের অধীনে কার্য্য করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহাহউক শীঘ্রই তাঁহার কষ্টের অবসান হইল।

ফরাসীদিগের জাতীয়-সমিতি ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শাসন-কার্য্য চালাইয়া লোকের বিরাগভাজন হইল। পারীনগরের জনসাধারণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত হইল। এই বিপদের সময় উক্ত সমিতি নেপোলিয়নকে রাজধানীস্থিত সৈন্যগণের সহকারী-সেনাপতি নিযুক্ত করিলেন। নামে মাত্র সহকারী হইলেও সমস্ত কার্য্যের ভারই নেপোলিয়নের উপর ন্যস্ত হইল। তিনি ছয়সহস্র সৈন্যমাত্র লইয়া বিদ্রোহ-দমনে সমর্থ হইলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ জাতীয়-সমিতি নেপোলিয়নকে সেনাপতির পদ প্রদান করিলেন।

এই সময়ে জাতীয়-সমিতি পাঁচজন লোকের হস্তে শাসন-ক্ষমতা দিয়া, অপর দুইটী জাতীয়সভার হস্তে ব্যবস্থাপ্রণয়ন ও কার্য্যপরিদর্শনের ভার দিলেন। পাঁচজন শাসনকর্ত্তা ডিরেক্টর নামে অভিহিত হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে বারাস্ নামক ডিরেক্টর নেপোলিয়নের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তাঁহার চেষ্টায় নেপোলিয়ন ইতালীস্থিত ফরাসীসৈন্যের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রথম বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। জোসেফাইন্ নাম্নী একটী সম্ভ্রান্ত বিধবা মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থবোধ করেন। উক্ত রমণী সর্ব্বাংশে নেপোলিয়নের উপযুক্ত ছিলেন। যেমন সুন্দরী, সেইরূপ সদ্‌গুণশালিনী ও বিনীতস্বভাবা হওয়ায়, তিনি নেপোলিয়নের মনোহরণে সমর্থা হইয়াছিলেন। জোসেফাইনের প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ জন্মিয়াছিল। জোসেফাইনও বীরপ্রবরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছিলেন। তাঁহার একটী পুত্র ও একটী কন্যা ছিল—নেপোলিয়ন নিজ সন্তানের ন্যায় তাহাদিগকে ভালবাসিতেন। এরূপ পত্নীর সহবাসে

নেপোলিয়ন অধিক দিন কাটাইতে পারিলেন না। শীঘ্রই তাঁহাকে সৈন্যদলে যাইয়া উপস্থিত হইতে হইল।

এই সময় ইতালীসীমান্তস্থিত ৩৬ হাজার ফরাসীসৈন্যের দুরবস্থার একশেষ হইয়াছিল। শত্রু কর্ত্তৃক বার বার পরাজিত হইয়া, তাহারা একবারে ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। তাহাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন এবং পদতল পাদুকাবিহীন হইয়াছিল। কএকমাস বেতন না পাওয়ায় আহারের কষ্টও ভোগ করিতে ছিল। নেপোলিয়ন তাহাদিগকে ত্বরায় উৎসাহিত করিলেন এবং ইতালীতে লইয়া গিয়া তাহাদের সকল অভাব দূর করিবেন এরূপ আশা দিলেন। অল্পবয়স্ক সেনাপতির উৎসাহবাক্যে উত্তেজিত হইয়া, ফরাসীসৈন্য আল্পস্‌-পর্ব্বতমালা উত্তীর্ণ হইয়া শস্যপূর্ণা ইতালিদেশে উপস্থিত হইল এবং বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্যকে ক্রমাগত কএকটী যুদ্ধে পরাজিত করিল। সার্ডিনিয়ারাজ নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর অষ্ট্রীয়সৈন্য আক্রান্ত ও পরাজিত হইল। কিন্তু তাহারা হারিয়াও হারিল না। যুদ্ধবিশারদ সেনানীগণের অধীনে অষ্ট্রীয়-সম্রাট্ অনবরত সৈন্যদল পাঠাইতে লাগিলেন। নেপোলিয়নও ক্রমান্বয়ে তাহাদিগকে লোডি, আর্কোলা, রিভোলি ও কাষ্টিলিয়ন প্রভৃতি স্থানে পরাজিত ও বিনষ্ট করিলেন। সমগ্র লম্বার্ডিপ্রদেশ ফরাসীরা অধিকার করিল ও তথায় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। অষ্ট্রীয়-সম্রাটের উরমসের, আলভিঞ্জি, প্রোভেরা প্রভৃতি সমরকুশল সেনাপতিগণ বার বার পরাস্ত হইলেও তিনি সন্ধিস্থাপনে অগ্রসর হইলেন না। নেপোলিয়ন ইতালী হইতে নিজের সৈন্যদিগের অভাব মোচন করিয়া ফ্রান্সে বহু অর্থ, মূল্যবান্ চিত্র প্রভৃতি পাঠাইয়াছিলেন। এখন অন্যান্য স্থানের ফরাসীসৈন্যের সাহায্যার্থও কিঞ্চিৎ অর্থ পাঠাইলেন। অতঃপর অষ্ট্রীয়া আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অষ্ট্রীয়সেনাপতি রাজপুত্র চার্লস্ তাঁহার গতিরোধ করিতে পারিলেন না। নেপোলিয়ন ভিয়েনা হইতে অল্পদূরে উপস্থিত হইলে অষ্ট্রীয়-সম্রাট্ অগত্যা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কাম্পো-ফর্মিও নামক স্থানে সন্ধি হইল। ফরাসীরা উত্তর ইতালি-লাভ করিল।

যুদ্ধ জয় করিয়া নেপোলিয়ন রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন। দেশের লোক সহস্রকণ্ঠে তাঁহার যশোগান করিতে লাগিল। সমস্ত য়ুরোপের চক্ষু নেপোলিয়নের দিকে আকৃষ্ট হইল। এখন সকলেই নেপোলিয়নকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার সহিত পরিচিত হইবার জন্য উৎসুক হইল। এই সময়ে নেপোলিয়ন ইংলণ্ড-আক্রমণের আয়োজন করিতে আদিষ্ট হইলেন; কিন্তু ইংলণ্ড আক্রমণ করা ফরাসীদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। অতঃপর নেপোলিয়ন মিসর আক্রমণ করিতে প্রেরিত হইলেন এবং ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৯এ মে তারিখে টুলোঁর বন্দর হইতে ৪০ হাজার সৈন্যসহ মিসরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কএকজন বিদ্বান্, পুরাতত্ত্বজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি নেপোলিয়নের সহিত গমন করিলেন। পথিমধ্যে মাল্টা অধিকার করিয়া নেপোলিয়ন মিসরের উপকূলে পৌঁছিলেন।

ইংরাজ-রণতরী তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা ফরাসী রণতরীর সাক্ষাৎ পাইয়া আক্রমণ ও কতক নষ্ট করিল। ইতিমধ্যে নেপোলিয়ন মিসর অধিকার করিতে সসৈন্যে মধ্যদিকে অগ্রসর হন। তৎকালে মিসর নামমাত্র তুরুষ্কের সুলতানের অধীন থাকিলেও, মামলুকেরা তথায় আধিপত্য করিতে ছিল। নেপোলিয়ন কএকটী যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া, মিসর অধিকার করিয়া লইলেন। ভারতবর্ষ আক্রমণ করা নেপোলিয়নের একান্ত ইচ্ছা ছিল। এই জন্য টিপুসুলতানের সহিত তিনি দূত পাঠাইয়া সন্ধি স্থাপন করেন। একবার ভারতে আসিতে পারিলেই তিনি ইংরাজবণিকগণকে বিপন্ন করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শিখ ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মিত্রতা করিয়া, নূতন সাম্রাজ্যস্থাপনেও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন, কিন্তু স্থলপথে তুরুষ্কের দিকে অগ্রসর হইবার সময় একর নামক স্থান তিনি অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। ইংরাজের সাহায্যে তুর্কীসৈন্য নেপোলিয়নকে ব্যর্থ মনোরথ করিল। তিনি মিসরে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে ইংরাজ-সাহায্যে প্রকাণ্ড একদল তুর্কীসৈন্য মিসর আক্রমণ করিল। কিন্তু নেপোলিয়ন তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিলেন। তিনি অবিলম্বে সংবাদ পাইলেন ফ্রান্স চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়াছে। অষ্ট্রীয়সম্রাট্ সন্ধিভঙ্গ করিয়া ইতালী আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছেন। অন্যান্য রাজগণ সুযোগ বুঝিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন। ফরাসীরা কএকটী যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া নেপোলিয়ন স্থির থাকিতে পারিলেন না। মিসর-শাসনের সুব্যবস্থা করিয়া এবং সাহসী সেনাপতি ক্লেবারকে সৈনাপত্য দিয়া কএকজন অনুচর ও সেনানী লইয়া নেপোলিয়ন একখানি ক্ষুদ্র পোতে আরোহণ করিলেন এবং আফ্রিকার কূল দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ২২এ আগষ্ট স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন এবং ৪১ দিবস সমুদ্রপথে থাকিয়া ফ্রান্সের উপকূলে উপস্থিত হইলেন। পথিমধ্যে ইংরাজরণতরী তাঁহার ক্ষুদ্র পোতখানি ধরিবার জন্য অনুসরণ করিয়াছিল। দৈবানুগ্রহে নেপোলিয়ন নিরাপদে স্বরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এ সময় ফরাসীরা ডিরেক্টর-উপাধিধারী শাসনকর্ত্তাদের উপর বিরক্ত হইয়াছিল। স্বার্থপর ডিরেক্টরগণ দেশের হিত-সাধনে সমর্থ হন নাই। কাজেই শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্তন আবশুক হইয়াছিল। দেশের সকললোকই নেপোলিয়নের আগমনে বিশেষ উৎসাহিত হইল। সকলেই তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতে লাগিল। কিন্তু কোন কোন ডিরেক্টর তাঁহার প্রতি-কূল আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে সকলের প্রিয় হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের ভাল লাগিল না। তাঁহাকে চক্রান্ত-কারী বলিয়া ধৃত ও বন্দী করিতেও কেহ কেহ প্রবৃত্ত হইল। কার্য্যতঃ নেপোলিয়ন ডিরেক্টরদিগের ক্ষমতালোপ করিয়া নিজে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। তিনি এরূপভাবে সকল বিষয়ের বন্দো-বস্ত করিয়াছিলেন যে, বিনা রক্তপাতে তিনি সকল ক্ষমতা স্বহস্তে পাইলেন। তিনি প্রধান কন্সাল (Consul) হইলেন। অপর তুইজন তাঁহার সহকারী হইল। নূতন শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। সকলেই আশায় উৎফুল্ল হইয়া, নেপোলিয়নের কার্য্য প্রণালীর দিকে চাহিয়া রহিল।

ফ্রান্সের সর্ব্বময়কর্ত্তা হইয়া নেপোলিয়ন প্রথমতঃ য়ুরোপীয় রাজগণের সহিত সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিলেন। অষ্ট্রীয়-সম্রাট্ ও ইংলণ্ডেশ্বরকে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন না। সন্ধির আশা নাই দেখিয়া, অগত্যা নেপোলিয়ন যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে বাধ্য হইলেন, কিন্তু ফ্রান্সের আভ্যন্তরিক অবস্থা তৎকালে এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, তিনি অতি কষ্টে চল্লিশহাজার সৈন্যসংগ্রহ করিলেন। অষ্ট্রীয়-সৈন্যগণ এই সময় ইতালী পুনরধিকার করিয়া ফরাসী সেনা-পতি মেসেনাকে জেনোয়া নগরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। নেপোলিয়ন-সৈন্য মহাদুরারোহ আল্পস্‌পর্ব্বতের উচ্চশিখর অতিক্রম করিয়া অষ্ট্রীয়সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইলেন। তাহারা শত্রুর আগমন আশঙ্কা করে নাই, এজন্য সহসা তাহারা গতিরোধ করিতে পারিল না। অবশেষে মরেঙ্গো নামক স্থানে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। অষ্ট্রীয়-সেনাপতি মেলাস বাটীহাজার সৈন্য লইয়া ফরাসীদিগকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এ সময়ে আঠারহাজার ফরাসী সৈন্যমাত্র তথায় উপস্থিত ছিল। স্বয়ং নেপোলিয়ন যুদ্ধস্থলে উপস্থিত থাকিয়াও মেলাসের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। ফরাসীসৈন্য পশ্চাৎ পদ হইল। মেলাস্ যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন মনে করিয়া য়ুরোপীয় রাজগণকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, নেপোলিয়নকে তিনি যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। কিন্তু পরক্ষণে আর একদল ফরাসী সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় মেলাস্ পরাজিত হইলেন এবং সমগ্র ইতালী শত্রুহস্তে অর্পণ করিয়া, তিনি স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিলেন। যুদ্ধজয় করিয়া নেপোলিয়ন রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অষ্ট্রীয়সম্রাট্ পরাজিত হইয়াও, সহসা সন্ধি করিতে উদ্যোগী হইলেন না। কিছুদিন যুদ্ধ বন্ধ থাকিল মাত্র। পুনরায় দুএকবার বলপরীক্ষা হইল। অষ্ট্রীয়সম্রাট্ পুনরায় পরাজিত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। এবার কএকটী প্রদেশ ফরাসীদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর ইংরাজ গবর্মেণ্ট দেখিলেন, তাঁহাদের মিত্ররাজ অষ্ট্রীয়সম্রাট্ ফরাসীদের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। এখন তাঁহারাও স্বদেশের উদারনৈতিকগণের পরামর্শ অনুসারে নেপোলিয়নের সহিত সন্ধি করিতে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজ-দূত লর্ড কর্ণওয়ালিসের চেষ্টায় সন্ধি স্থাপিত হইল। ইহাই এমিয়েন্সের সন্ধি নামে খ্যাত। ১৮০২ খৃষ্টাব্দের ২৭এ মার্চ্চ এই সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। এই সন্ধিদ্বারা ইংরাজেরা সিংহল ব্যতীত তাবৎ যুদ্ধলব্ধস্থান ফরাসী ও ওলন্দাজদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর য়ুরোপীয় অন্যান্য রাজগণের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল। এতদিন য়ুরোপে যে মহাসমরানল জ্বলিতে ছিল, নেপোলিয়নের চেষ্টায় তাহা নির্ব্বাপিত হইল। ফরাসীরা কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে যাবজ্জীবন কন্সাল নিযুক্ত করিয়া, উত্তরাধিকারী নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন।

এই সময়ে ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব রাজবংশীয় রাজপুত্র লুই ফ্রান্সের সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির আশায় নেপোলিয়নকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে নেপো-লিয়নকে পুরস্কারস্বরূপ সর্ব্বোচ্চপদ প্রদান করিতে চাহিয়া-ছিলেন, কিন্তু ফরাসীরা বোর্ব্বোবংশীয়গণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ জানিয়া, তিনি তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ইহাতে রাজপক্ষীয় লোকেরা ভিতরে ভিতরে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহারা গুপ্তভাবে নেপোলিয়নকে হত্যা করিবার চেষ্টা করিল। এক সময়ে তাহারা পথে তাঁহার অশ্বযান বারুদ দিয়া উড়াইয়া দিতে গিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই। নেপোলিয়ন দয়াপরবশ হইয়া দেশ হইতে তাড়িত যে ফরাসীদিগকে স্বদেশে ফিরিবার অধিকার দিয়াছিলেন। তাহারা এখন অবসর পাইয়া তাঁহারই প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে লাগিল।

এমিয়েন্সের সন্ধির পর, ইংরাজেরা বাণিজ্যবিস্তারের সুবিধা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ফরাসীদিগের যাহাতে শিল্পবাণিজ্যের অবনতি হইতে পারে, ইংরাজদিগকে নেপোলি-য়ন এরূপ সুবিধা দিতে পারিলেন না, ইংরাজেরা অসন্তুষ্ট হই-লেন। ভূমধ্যসাগরস্থ মাল্টা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া সন্ধি-

ভঙ্গ হইল। পূর্ব্বকৃত সন্ধিধারা ইংরাজেরা মাল্টা ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যত দিন গত হইতে লাগিল, ততই উক্ত দ্বীপ ছাড়িতে তাঁহাদের মায়া হইতে লাগিল। নেপোলিয়ন সন্ধিসর্ত্তানুসারে কার্য্য করিতে ইংরাজ-দূতকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ইংরাজের সহিত নেপোলিয়নের বিবাদ বাধিল। এমিন্সের সন্ধিসূত্রে একবৎসর ষোলদিন মাত্র উভয় জাতি আবদ্ধ থাকিয়া পুনরায় যুদ্ধসজ্জা করিলেন। যুদ্ধঘোষণা করিবার পূর্ব্বে ইংরাজ-রণতরী কএকখানি ফরাসী বাণিজ্যপোত আটক করিলেন। নেপোলিয়নও প্রতিশোধ লইবার জন্য ফ্রান্স ও তদধিকৃত দেশসমূহে যে সকল ইংরাজ কার্য্যোপলক্ষে অবস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আটক করিলেন। অতঃপর ইংলণ্ডেশ্বরের পৈতৃক-রাজ্য হনোভর ফরাসীরা অধিকার করিল, কিন্তু যাহাতে উভয়জাতির মধ্যে বিবাদের শীঘ্র নিষ্পত্তি হয়, তজ্জন্য নেপোলিয়ন সচেষ্ট হইলেন। ইংরাজেরা জলযুদ্ধে প্রবল। তাঁহাদের অর্থসাহায্যে য়ুরোপীয় সকল রাজাই ফ্রান্সের শত্রু হইতে পারেন, তাহা নেপোলিয়ন বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। ইংরাজজাতিকে বিশেষ বিপন্ন করিতে তাঁহার ইচ্ছা উদ্দীপ্ত হইল। তিনি ইংলণ্ড আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ফরাসীরা স্থলে প্রবল হইলেও জলযুদ্ধে ইংরাজদিগের সমকক্ষ ছিল না। এজন্য তিনি যুদ্ধজাহাজ নির্ম্মাণের উদ্যোগ করিলেন। ফ্রান্সের সকল লোকই এই কার্য্যে অসাধারণ উৎসাহ দেখাইতে লাগিল। অনেক লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অর্থসাহায্য করিল। ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে রণপোত নির্ম্মিত হইতে লাগিল। ছোট বড় নানাপ্রকার পোতনির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইল। বুলোয়নি প্রভৃতি স্থানে অনেক সৈন্য সমবেত হইল। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ভীত হইলেন। এ সময় উইলিয়ম পিট্ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি বুদ্ধিকৌশলে নেপোলিয়নকে পরাজিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজনীতি-কৌশলে রুষিয়া, অষ্ট্রীয়া ও নেপল্স্ প্রভৃতি স্থানের রাজগণ ফ্রান্স আক্রমণ করিতে সম্মত হইলেন; পিট্ তাঁহাদিগকে যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ ভূরিপরিমাণ অর্থদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। ইংলণ্ডের অর্থসাহায্যে অষ্ট্রীয় ও রুষ-সম্রাট সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের নিকট এ সকল সংবাদ পৌঁছিল, কিন্তু তিনি ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়া সকল গোলযোগ মীমাংসা করিতে পারিবেন মনে করিয়া তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এদিকে নেপোলিয়নকে গুপ্তভাবে হত্যা করিবার জন্য বোর্ব্বোপক্ষীয় লোকেরা চেষ্টা করিতে লাগিল। দুই একজন সেনাপতিও এই চক্রান্তে যোগ দিলেন। একজন রাজপুত্র ফ্রান্সের সীমান্তভাগে থাকিয়া ফ্রান্স আক্রমণ করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে ফরাসী-পুলিশ ইহার সংবাদ পাইল। তাহাদের চেষ্টায় শীঘ্রই ষড়যন্ত্রকারীরা ধৃত হইল। সকলেই অপরাধ স্বীকার করিল এবং ইংরাজদিগের নিকট অর্থসাহায্য পাইয়াছে তাহাও বলিল। ধৃতব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ আত্মহত্যা করিল, কেহবা জল্লাদহস্তে প্রাণবিসর্জ্জন দিল। সীমান্তবাসী রাজপুত্রটীও ধৃত হইলেন। সামরিক-বিচারালয়ে তাঁহার বিচার ও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। নেপোলিয়ন সময়মত সংবাদ পাইলে রাজপুত্রটীর প্রাণরক্ষা করিতেন, কিন্তু তাহা হয় নাই। এজন্য কেহ কেহ নেপোলিয়নকে দোষ দিয়া থাকেন। যাহা-হউক, ফরাসীরা বুঝিতে পারিল যে, নেপোলিয়নের জীবন কত মূল্যবান এবং গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহার প্রাণ হারাইবার কিরূপ সম্ভাবনা, সেজন্য শীঘ্রই তাহারা তাঁহাকে ফ্রান্সের সম্রাট্-পদে অভিষিক্ত করিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। রোম হইতে পোপ স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে সম্রাট্পদে অভিষিক্ত করেন। পূর্ব্বে কখনও কোন রাজার অভিষেককালে পোপ উপস্থিত হন নাই।

সম্রাট্পদে আসীন হইয়া, নেপোলিয়ন পুনরায় সন্ধির চেষ্টা করিলেন। তিনি বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, সমরানল একবার প্রজ্বলিত হইলে সহজে নির্ব্বাপিত হইবে না। এজন্য সন্ধির প্রার্থনা করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরকে পত্র লিখিলেন, কিন্তু ইংরাজ গবর্মেণ্ট সন্ধি করিতে স্বীকৃত হইলেন না। কাজেই নেপোলিয়ন যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। তিনি সমুদ্রতীরে পূর্ব্বেই এক-লক্ষ ষাটহাজার সৈন্য ও ভূরিপরিমাণ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সৈন্য পার করিবার অনেক নৌকাও সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু এক বহর রণতরী না লইয়া তিনি যাত্রা করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন না। তাঁহার নৌসেনাপতি একবহর রণতরী লইয়া আমেরিকায় গিয়াছিল। ইংরাজ-রণপোতও তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিল। তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া স্পেনের উপকূলে উপস্থিত হইলেন এবং একবহর ইংরাজ-রণতরী পরাজিত করিলেন; কিন্তু কএকখানি রণপোত সামান্যরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, বুলোয়নিতে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারিল না। নেপোলিয়ন অধীরভাবে নৌসেনাপতির আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেনাপতি সময়মত আসিয়া উপস্থিত না হওয়ায় তিনি বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। এই সেনাপতির দোষেই শেষে ফরাসীরণপোত বিধ্বস্ত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন ইংলণ্ড আক্রমণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া অষ্ট্রীয়া অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহার নৌসেনাপতি যদি সময়মত আসিয়া উপস্থিত

হইতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের অদৃষ্টে কি ঘটিত বলা যায় না। ভাগ্যবলে ইংলণ্ড রক্ষা পাইল। এদিকে অষ্ট্রীয়সৈন্ত ফ্রান্সের মিত্ররাজ্য আক্রমণ করিয়া উলম্ নামক স্থান অধিকার করিল। রুষসৈন্ত তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে লাগিল। বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া নেপোলিয়ন সসৈন্যে সমুদ্রোপকূল পরিত্যাগ করিলেন এবং দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া উলম্স্থিত আর্চীডিউক অষ্ট্রীয়সৈন্যকে চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টন করিলেন। শত্রুসৈন্য পরাজিত ও বন্দী হইল। অতঃপর নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়-রাজধানী ভিয়েনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অবিলম্বে ভিয়েনা অধিকৃত হইল। তখন রুষসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। অষ্টার্লিজ নামক স্থানে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল। সমবেত অষ্ট্রীয় ও রুষসৈন্ত পরাজিত ও বিনষ্ট হইল। অষ্ট্রীয়-সম্রাট্ গত্যন্তর নাই দেখিয়া, সন্ধির প্রার্থনা করিলেন এবং স্বয়ং আসিয়া নেপোলিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এই সময় নেপোলিয়ন রুষসম্রাট্‌কে সৈন্যসহ বন্দী করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া নিজ উদারতা দেখাইয়া সন্ধিস্থাপন করিলেন। তদনন্তর তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরের প্রধান মন্ত্রীর বুদ্ধিকৌশলে ফ্রান্সের এই বিপদ্ ঘটিয়াছিল, য়ুরোপীয় রাজগণ ফ্রান্সের প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহাদের পরাজয় ঘটিলে মনোদুঃখে মন্ত্রিপ্রবর প্রাণত্যাগ করিলেন। পিটের মৃত্যুতে চার্লস্ ফক্স প্রভৃতি উদারনৈতিকগণ মন্ত্রিত্বলাভ করিলেন। নেপোলিয়নের সহিত সন্ধিস্থাপন ফক্সের একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সন্ধিস্থাপিত হইল না।

রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নেপোলিয়ন দেশহিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। নানাস্থানে রাস্তা, সেতু ও খালখননাদি হইতে লাগিল। পারীসহরের নিম্নভাগে যে সকল পয়ঃপ্রণালী ছিল, তাহার সংস্কারকার্য্য আরব্ধ হইল। তৎকালে ফরাসীরা ভারতীয় চিনি ব্যবহার করিত, কিন্তু ইংরাজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় চিনি প্রাপ্তির ব্যাঘাত ঘটিল। এজন্য নেপোলিয়ন বিট্‌মূল হইতে চিনি প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কার করিলেন। তদবধি ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বিট্ চিনি প্রচলিত হইয়াছে। এইরূপ চতুর্দ্দিকে দেশহিতকরকার্য্য আরম্ভ করিয়া, নেপোলিয়ন সকলের ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। পূর্ব্বেই তিনি 'কোড্ নেপোলিয়ন' নামক ব্যবস্থাপুস্তক বিধিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ফ্রান্সে রোমানকাথলিক ধর্ম্ম বিপ্লবের সময় অন্তর্হিত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন পুনরায় তাহা স্থাপন করিলেন। তিনি বংশমর্য্যাদায় আদর না করিয়া গুণানুসারে সকলকে রাজকার্য্যে নিয়োগ করিতেন এবং গুণী ও বিদ্বান্ লোকের সম্মান করিতেন। বিদ্বৎসমাজের উন্নতিকল্পে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি ফ্রান্সে বিদ্যালয় স্থাপন ও বালিকাবিদ্যালয়ে উৎসাহ দিয়া ফ্রান্সে নবযুগের আবির্ভাব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, মা ভাল হইলে সন্তানও ভাল হয়, এজন্য বালিকারা যাহাতে উত্তমরূপ আবশ্যক গৃহকর্ম্ম ও সন্তানপালনাদি শিক্ষা করে, তজ্জন্য তিনি চেষ্টিত ছিলেন। তাঁহার শিক্ষকেরা উপস্থিত হইলে নেপোলিয়ন আশাতিরিক্ত সাহায্য করিতেন। তিনি দুরবস্থার সময় যে সকল লোকের নিকট সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিলে বিশেষ আহ্লাদিত হইতেন।

এই সময়ে নেপোলিয়ন ব্যাভেরিয়া ও উয়ুর্টেম্বর্গের অধিপতিদ্বয়কে রাজোপাধি দান করেন। অদ্যাপি তাঁহারা এই উপাধি ভোগ করিতেছেন। অতঃপর নেপল্‌স্‌রাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপদে স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা জোসেফকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। উক্ত ভূপতিকে নেপোলিয়ন তিনবার ক্ষমা করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু চতুর্থবার ইংরাজের উত্তেজনায় নেপল্‌স্‌রাজ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন এবং নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়ায় যুদ্ধার্থ গমন করিলে ইতালিস্থিত ফরাসীদিগকে আক্রমণ করেন। কাজেই তাঁহাকে স্বপদে রাখিলে ফ্রান্সের অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়া, তাঁহাকে পদচ্যুত করিলেন। নেপল্‌স্‌বাসীরা আনন্দের সহিত জোসেফকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে প্রুষিয়ার সহিত নেপোলিয়নের যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। পূর্ব্ববারের অষ্ট্রীয় যুদ্ধসময়ে প্রুষেরা রুষের সহিত যোগদান করিত, কিন্তু অষ্টার্লিজে নেপোলিয়ন জয়লাভ করায়, সাহস করিয়া তাহারা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হয় নাই। এখন রুষের উৎসাহ ও সৈন্তসাহায্য পাইবার আশায় প্রুষ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। প্রুষিয়াধিপতি ফ্রেড্‌রিক উইলিয়ম শান্তস্বভাব বিজ্ঞ নরপতি ছিলেন। তিনি শান্তির পক্ষপাতী হইলেও, এখন তাঁহার মত টিকিল না। তাঁহার মহিষী ও রাজপরিবারস্থ সকলে ভূস্বামী ও সেনাপতিগণের সহিত একমত হইয়া যুদ্ধ করাই স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন। নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়াগমনকালে প্রুষিয়াধিকৃত কোন স্থান দিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তজ্জন্ত প্রুষিয়াপতিকে তিনি মিষ্টকথায় তুষ্ট করিতেও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাকে সপক্ষে রাখা নেপোলিয়নের একান্ত ইচ্ছা ছিল। এজন্ত ইংলণ্ডেশ্বরের পৈতৃকরাজ্য হনোবর জয় করিয়া, নেপোলিয়ন তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এখন প্রুষেরা নেপোলিয়নকে হলণ্ড ও ইতালী ছাড়িতে বলিল। নেপোলিয়ন স্বীকৃত হইলেন না। কাজেই

যুদ্ধ বাধিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফরাসীরা প্রুষিয়ায় প্রবেশ করিল। দুই একটী খণ্ডযুদ্ধের পর, জেনা নামক স্থানে উভয়পক্ষে সাক্ষাৎ হইল। কএক ঘণ্টা ভীষণ যুদ্ধের পর প্রুষেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। সেই দিবসেই প্রুষিয়-রাজ ৮৩ হাজার সৈন্য লইয়া নেপোলিয়নের একজন সেনা-পতিকে ঔরষ্টাদ নামক স্থানে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ সেনাপতি ২৭ হাজার সৈন্যমাত্র লইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। অতঃপর ছত্রভঙ্গ প্রুষসেনাগণ দলে দলে আত্ম-সমর্পণ করিতে লাগিল। ফরাসীরা রাজধানী বার্লিন অধিকার করিল। প্রুষরাজ পলায়ন করিয়া রুষের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়ন শত্রুরাজ্য অধিকার করিয়াও শান্তি-স্থাপনে যত্ন করিলেন এবং প্রুষিয়রাজকে তাঁহার রাজ্যের অধি-কাংশ ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি রুষ-সম্রাটের অমতে সন্ধিস্থাপন করিতে চাহিলেন না। নেপো-লিয়ন ক্রুদ্ধ হইলেন। যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, নেপো-লিয়ন রুষিয়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। রুষদিগের সহিত প্রথমে কএকটী খণ্ডযুদ্ধ হয়। অবশেষে ফ্রিড্‌লাণ্ড নামক স্থানে রুষসৈন্য পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হইলে গত্যন্তর নাই দেখিয়া রুষ-সম্রাট্ সন্ধির প্রার্থী হইলেন। রুষসম্রাটের সহিত টিল্‌সিট্ নামক স্থানে নেপোলিয়নের সাক্ষাৎ হইল। নেপোলিয়নকে সাদরে গ্রহণ করিয়া, রুষসম্রাট্ তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। নেপোলিয়ন অপরাপর রাজগণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ দেখিয়া, তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনের মূল্য নাই দেখিয়া, রুষসম্রাটকে স্বপক্ষে আনিতে যত্নশীল হইলেন। নেপোলিয়নের ব্যবহার ও কার্য্যে মুগ্ধ হইয়া, রুষসম্রাট্ আলেকসান্দার তাঁহার চিরবন্ধু হইবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন।

পূর্ব্বে পোলণ্ড নামে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল; কিন্তু রুষিয়া, অষ্ট্রীয়া ও প্রুষিয়া উক্ত রাজ্যটী ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এখন নেপোলিয়ন প্রুষিয়ার অংশে যে ভাগটী ছিল সেটী পুনরায় স্বাধীন করিয়া দিতে ইচ্ছুক হইলেন। স্যাক্সনির অধি-পতিকে রাজোপাধি দিয়া তাঁহার তত্ত্বাবধারণে এই ক্ষুদ্র প্রদেশটী স্থাপন করিলেন। প্রুষিয়া হইতে অপর একভাগ লইয়া ওয়েষ্টফেলিয়া নামে একটী রাজ্য সংগঠন করিলেন এবং নিজ কনিষ্ঠভ্রাতা জিরোমকে সেই রাজ্য প্রদান করিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার অপর এক ভ্রাতা হলণ্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

যখন রুষের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন অষ্ট্রীয়সম্রাট্ও গোপনে পুনরায় যুদ্ধায়োজন করিতেছিলেন; কিন্তু রুষ পরাজিত হওয়ায়, তিনি সমরোদ্যোগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন। ইংরাজেরা সকলকেই যুদ্ধে উৎসাহ দিতেছিলেন, অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন ও যুদ্ধোপকরণ পাঠাইতেছিলেন; কিন্তু য়ুরো-পীয় শক্তিপুঞ্জ পরাজিত হওয়ায়, তাঁহাদের সকল আশাই নির্ম্মূল হইল। তাঁহারা ফরাসীদেশে জলপথে কাহাকেও বাণিজ্যার্থ যাইতে দিবেন না, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে নেপো-লিয়নও নিজরাজ্যে ও মিত্ররাজ্যে ইংরাজদিগের বাণিজ্যদ্রব্য পাইলে, অধিকার করিবার জন্য আপন কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন। বাল্টিকসাগর হইতে ভূমধ্যসাগরের কূল পর্য্যন্ত ইংরাজের পণ্যদ্রব্য আনয়ন করা রহিত হইল। রুষসম্রাট্ ও নেপোলিয়ন উভয়ের শত্রুকে অতঃপর নিজশত্রু জ্ঞান করিবেন, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এখন য়ুরোপের মধ্যে ক্ষুদ্র পর্ত্তুগাল ভিন্ন ইংরাজের আর মিত্র রহিল না। সকলেই নেপোলিয়নের বশীভূত হইল। বিশেষতঃ রুষসম্রাটের বন্ধুত্বলাভে নেপোলিয়ন এখন আপ-নাকে বলীয়ান্ মনে করিতে লাগিলেন। রুষসম্রাট্ আলেক-সান্দার ইংরাজরাজকে সন্ধি করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া বরং গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিলেন। কাজেই তিনিও ইংরাজের প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর পর্ত্তুগালরাজকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য নেপোলিয়ন চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যদি নেপোলি-য়ন শান্তস্বভাব প্রুষিয়াপতিকে অধিকাংশ রাজ্য ছাড়িয়া দিতেন, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহার কৃতজ্ঞতা ও চিরবন্ধুত্বলাভে সমর্থ হইতেন। অথবা যখন প্রুষিয়ার রাণী নেপোলিয়নের নিকট আসিয়া মাগ্‌ডিবর্গ দুর্গটীমাত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিলেও বোধ হয় প্রুষপতিকে মিত্রতা-পাশে বদ্ধ রাখিতে পারিতেন; কিন্তু রাণীকে যুদ্ধের মূলীভূত কারণ জানিয়া নেপোলিয়ন উদারতা দেখান নাই। কাজেই প্রুষিয়াধিপতি অন্তরে নেপোলিয়নের প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। এদিকে পর্ত্তুগালরাজ নেপোলিয়নের কথামত ইংরাজের পক্ষ ত্যাগ না করায়, তাঁহার রাজ্য ফরাসীরা আক্রমণ করিয়া অধি-কার করিল। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের শেষে এই ঘটনা ঘটে।

এই সময়ে স্পেনদেশীয় রাজপরিবার মধ্যে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হয়। রাজা চার্লস্ রাজকার্য্যে মনোযোগ করিতেন না। রাণীর প্রিয়পাত্রেরা রাজকার্য্য চালাইত। প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছামত চলিতে পারিতেন না। কাজেই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজপুত্র ফার্ডিনাণ্ড পিতাকে বলপূর্ব্বক রাজ্যচ্যুত করিতে মনস্থ করিয়া, মাতার কুৎসা রটনা করিতে লাগিলেন এবং রাণীর প্রিয়পাত্রকে বিশেষ লাঞ্ছিত করিলেন। রাজকুমার

বলপূর্ব্বক রাজা চার্লস্‌কে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন এবং প্রজাসাধারণকে পিতার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু নেপোলিয়নের বিনানুমতিতে রাজাসন অধিকার করিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার মত লইবার জন্য রাজপুত্র ফ্রান্সে আসিলেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজা চার্লস্‌ স্বপরিবারে নেপোলিয়নের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজপুত্র মাতার কুচরিত্রের কথা বলিলে, রাণীও সকলের সম্মুখে রাজকুমারকে জারজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। রাজা পুত্রকে রাজবিদ্রোহী বলিয়া বিচার প্রার্থনা করিলেন। নেপোলিয়ন মহা সমস্যায় পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অতঃপর রাজা চার্লস্‌ সন্তোষের সহিত আপন রাজ্য নেপোলিয়নকে ছাড়িয়া দিলেন। রাজকুমার নিজ স্বত্ব সহসা পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় রাজবিদ্রোহী বলিয়া তাঁহার বিচার হইবার কথা হইল। তখন ভীত হইয়া রাজকুমার স্বত্বত্যাগ করিলেন। এইরূপ বিনা চেষ্টাতেই নেপোলিয়ন স্পেন হস্তগত করিলেন এবং নিজ জ্যেষ্ঠভ্রাতা জোসেফ্‌কে নেপ্‌লস্‌ হইতে আনাইয়া স্পেনের রাজা করিলেন; কিন্তু নিজে না লইয়া, যদি নেপোলিয়ন স্পেনদেশের রাজাসনে কনিষ্ঠ রাজকুমারকে বসাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায়পরতা প্রকাশ পাইত। এ সময় স্পেনবাসীরা নিতান্ত হীনাবস্থায় ছিল। তাহারা য়ুরোপীয় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শিক্ষা ও সভ্যতায় অনেক পশ্চাৎ পড়িয়াছিল। স্পেনের উন্নতিসাধন নেপোলিয়নের একান্ত অভিলাষ ছিল। স্পেনের উন্নতিশীল লোকেরা নেপোলিয়নের কার্য্যে সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু ভূস্বামী ও পাদরীগণ অজ্ঞ লেখকদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল এবং শীঘ্রই বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। ইংরাজ গবর্মেণ্ট বিদ্রোহীদিগের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং তাহাদের সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইলেন। একদল ফরাসীসৈন্যকে স্পেনবাসীরা পরাস্ত করিল। স্বয়ং নেপোলিয়ন স্পেনে আসিলেন এবং কএকটী যুদ্ধের পর শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইলেন। ইংরাজসেনানী পলায়ন করিলেন। তাঁহার সৈন্য পোতারোহণ করিল; কিন্তু সৈনিকপ্রধান ফরাসীদের গোলার আঘাতে নিহত হইলেন। ফরাসীরা সম্মানের সহিত তাঁহাকে গোর দিল।

নেপোলিয়নের স্পেনে গমনরূপ সুযোগ পাইয়া, অষ্ট্রীয়সম্রাট্‌ পুনরায় যুদ্ধসজ্জা করিলেন। ইংরাজেরা তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে বিরত হইলেন না। রুষিয়ার সহিত নেপোলিয়নের যখন যুদ্ধ চলিতেছিল; তখন অষ্ট্রীয়াও গোপনে যুদ্ধসজ্জা করিতেছিল; তৎপরে নেপোলিয়ন জয়ী হওয়ায় অষ্ট্রীয়সম্রাট্‌ অস্ত্রধারণে ক্ষান্ত ছিলেন। এখন সন্দেহে নেপোলিয়ন স্পেনে অবস্থিতি করিতেছেন এবং স্পেন অধিকার করিতেই বিব্রত আছেন, ইহা ভাবিয়া অষ্ট্রীয়সম্রাট্‌ অস্ত্রধারণ করিলেন এবং হৃতরাজ্যের পুনরুদ্ধারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র চিন্তিত হইলেন। তাঁহার সৈন্যসকল নানাস্থানে অবস্থিত থাকায়, তিনি যুদ্ধের জন্য বিশেষ প্রস্তুত ছিলেন না; কাজেই এ অবস্থায় শান্তিরক্ষা ভিন্ন উপায় নাই দেখিয়া তিনি শান্তির চেষ্টা করিলেন। রুষসম্রাট্‌কে মধ্যস্থ মানিয়া বিবাদ মিটাইতে চাহিলেন; কিন্তু অষ্ট্রীয়সম্রাট্‌ নিজ সুযোগ বুঝিয়াছিলেন, এজন্য সন্ধির কথায় কর্ণপাত না করিয়া ফ্রান্সের মিত্ররাজ্য আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী দেখিয়া নেপোলিয়ন দ্রুতপদে ফ্রান্সে আসিলেন এবং ক্ষিপ্রতাসহকারে সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া ৪ লক্ষ অষ্ট্রীয়সৈন্যের গতিরোধ করিতে কিঞ্চিদূন দুইলক্ষ সৈন্যসংগ্রহে সমর্থ হইলেন। সেই সেনাবাহিনী লইয়াই তিনি অগ্রসর হইলেন এবং পুনরায় অষ্ট্রীয়ার রাজধানী ভিয়েনা অধিকার করিলেন। অবশেষে ওয়েগ্রামের যুদ্ধে অষ্ট্রীয়-সৈন্য একেবারে পরাজিত হইল। তখন নেপোলিয়ন অষ্ট্রীয়-সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু যে কারণেই হউক সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করেন নাই। অষ্ট্রীয়সম্রাট্‌ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আর কখন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না। ইত্যবসরে ইংরাজেরা বেলজিয়ম আক্রমণ করেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

এই যুদ্ধাবসানে নেপোলিয়ন দেখিলেন য়ুরোপীয় রাজগণ তাঁহাকে শান্তিসুখ ভোগ করিতে দিতেছেন না। যুদ্ধ হইতে যুদ্ধান্তরে ব্যাপৃত হওয়ায় দেশের অজস্র অর্থনাশ ও শোণিতপাত হইতেছে। দেশহিতকর কার্য্যে তাদৃশ মনোযোগ দিবার অবসর ঘটিতেছে না। ফরাসীনৌবল বিস্তারের সুযোগে এবং শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকার্য্যেও তিনি বিশেষ মনোযোগী হইতে পারিতেছেন না; এজন্য য়ুরোপীয় কোন রাজবংশের সহিত তিনি শোণিত-সম্বন্ধ স্থাপনে যত্নশীল হইলেন। তদীয় পত্নী জোসেফাইন অশেষ গুণশালিনী ও স্বামীগতপ্রাণা হইলেও তাঁহার ঔরসে গর্ভধারণ করেন নাই। তিনি পুত্রমুখ দেখিয়া সুখী হইতে পারিলেন না। এই সকল বিবেচনা করিয়া তিনি রাজবংশীয় কোন কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে মনন করিলেন। খৃষ্টানদের মতে একপত্নী থাকিতে অন্যপত্নী বিবাহ নিষিদ্ধ কার্য্য। এজন্য জোসেফাইনকে ছাড়িবার আবশ্যকতা হইল। নেপোলিয়ন কেবলমাত্র নিজের জন্য হইলে, এরূপ কার্য্য কখনই করিতেন না; কিন্তু ফ্রান্সের হিতের জন্য তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, পত্নী-পরিত্যাগ তাঁহার নিকট

কোন্ কথা। একদিকে দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ যেমন প্রশংসনীয়, অপর পক্ষে রাজনীতির জন্য পত্নীত্যাগ তেমনই দূষণীয় হইলেও পুনরায় বিবাহ করিতে বাধ্য হইলেন। ফরাসী সেনেট-সভা তাঁহার এই কার্য্যের অনুমোদন করিলেন। জোসেফাইন নিজ উদারতা দেখাইয়া ইহাতে সম্মতি দিলেন। পরে অষ্ট্রীয়-সম্রাট্‌কুমারী মেরায়া লুইসার সহিত ১৮১০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে নেপোলিয়নের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইল এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তাঁহার একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। নেপোলিয়ন ও ফ্রান্সবাসীদিগের ইহাতে আনন্দের সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকেই এ সময় অপেক্ষাকৃত শান্তি বিরাজ করিতেছিল।



নেপোলিয়ন বোনাপার্ট।

এই সময় নেপোলিয়ন শুনিলেন, রুষসম্রাট্ তাঁহার মিত্র হইয়াও অষ্ট্রীয়া, প্রুষিয়া এবং সুইডেনের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্যসম্বন্ধে নূতনচুক্তি করিতেছেন। তিনি ইংরাজের বাণিজ্য-দ্রব্য দেশে প্রবেশ করিতে দিবেন না, এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিলেও তাঁহারই রাজ্য দিয়া ইংরাজের পণ্যদ্রব্য য়ুরোপে প্রবেশলাভ করিতেছে। রুষসম্রাট্ মিত্রতা ছাড়িয়া প্রতিকূলতাচরণ করিতে উত্তেজিত হইতেছেন এবং ১৮০৭ খৃষ্টাব্দেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য যেন বলপরীক্ষার অবসর অন্বেষণ করিতেছেন। শান্তিরক্ষায় প্রয়াসী হইয়া নেপোলিয়ন রুষসম্রাট্‌কে স্বপক্ষে আনিবার অনেক চেষ্টা করিলেন। ইংরাজের বাণিজ্যবিষয়ক বিধানের কড়াকড়ি কমাইতে চাহিলেন; কিন্তু তাহাতেও রুষসম্রাট্ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি তুরুস্কের অন্তর্গত কএকটী প্রদেশ অধিকার করিতে চাহিলেন এবং নেপোলিয়ন কোনও কালে পোলণ্ডরাজ্য পুনঃসংস্থাপনে ব্রতী হইবেন না, এরূপ প্রস্তাব করিলেন; কিন্তু ইহাতে নেপোলিয়ন স্বীকৃত হইলেন না। কাজেই যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

১৮১২ খৃষ্টাব্দের ২৩এ জুন সাড়ে তিনলক্ষ ফরাসী পদাতি, ষাটহাজার অশ্বারোহী, বারশত কামান লইয়া নেপোলিয়ন রুষসীমান্তে উপস্থিত হইলেন। অষ্ট্রীয় ও প্রুষীয় সৈন্যেরা তাঁহার সহায়তার জন্য চলিল। নেপোলিয়ন আর একবার সন্ধির চেষ্টা করিলেন এবং রুষসম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন; কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেন না। এই সময় যদি নেপোলিয়ন পোলণ্ডরাজ্য পুনঃসংস্থাপন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে সকল দিক্ রক্ষা পাইত। একটী সাহসী-জাতিকে স্বাধীন করা হইত। রুষসম্রাট্‌কে যুরোপীয় শক্তি-পুঞ্জ হইতে দূরে রাখা হইত এবং রুষযুদ্ধে অজস্র শোণিতপাত করিতে হইত না; কিন্তু বিধাতার লিপি কে খণ্ডাইবে? ফরাসী-সৈন্য রুষিয়া প্রবেশ করিল। শত্রুগণ পদে পদে পরাজিত হইতে লাগিল। বরোডিনো নামক স্থানে ভীষণ যুদ্ধে রুষেরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। নেপোলিয়ন রুষিয়ার প্রধান নগর মস্কাউ অধিকার করিলেন। এখন ফ্রান্স হইতে তিনি প্রায় সহস্রক্রোশ দূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। নেপোলিয়ন মনে করিয়াছিলেন, মস্কাউ-নগরে শীতকাল কাটাইয়া পরবৎসর রুষরাজধানী সেণ্ট-পিটার্সবর্গ আক্রমণ করিবেন; কিন্তু রুষেরা মস্কাউ-নগরে অগ্নিপ্রদান করায় তাঁহার সকল আশাই নির্ম্মূল হইল। মস্কাউ-নগর ভস্মীভূত হওয়ায় শত্রুমিত্র সকলেই বিপন্ন হইল। মস্কাউনিবাসী রুষগণের দুরবস্থার একশেষ হইল। নেপোলিয়ন যথাসাধ্য তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি রুষদের বর্ব্বরতায় ও নিষ্ঠুরতায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অবশেষে প্রত্যাগমন শ্রেয় মনে করিয়া মস্কাউ পরিত্যাগ করিলেন। ১৯এ অক্টোবর ফরাসীরা মস্কাউ ত্যাগ করিল। এদিকে দারুণ শীত উপস্থিত। তুষারপাত হইতে লাগিল। কুয়াশায় চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন হইল। দিবাভাগেও পথনিরূপণ কষ্টকর হইয়া পড়িল। আহারীয় অভাবে অশ্ব ও সৈন্য মরিতে লাগিল। নেপোলিয়ন কাতর হইলেন এবং স্বয়ং পদব্রজে গমন করিয়া তাহাদের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে লাগিলেন। এরূপ ৩৭ দিন দিনরাত পথ চলিয়া এবং পদে পদে শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া নেপোলিয়ন পোলণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বিশাল সেনা কিন্তু অধিকাংশই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিল, অল্পমাত্র অবশিষ্ট ছিল।

নেপোলিয়নের দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া মিত্ররাজগণও শত্রু হইলেন, প্রুষাধিপতি সর্ব্বাগ্রে অস্ত্রধারণ করিলেন। নেপোলিয়নের শ্বশুর অষ্ট্রীয়সম্রাট্ তলে তলে যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন। নেপোলিয়নের জনৈক সেনানী তাঁহারই প্রসাদে সুইডেনের রাজা হইয়াছিলেন। তিনিও নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে, নিজ জন্মভূমির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট সকলকেই অর্থসাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। স্পেনদেশেও দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত যুদ্ধারম্ভ হইল। স্পেনে ইংরাজসেনানী ডিউক্-অফ্ ওয়েলিংটন ফরাসীসেনাপতি মেসিনার নিকট পরাজিত হইয়া লিস্‌বনে পলায়ন করিয়াছিলেন, পুনরায় উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইয়া স্পেনে প্রবেশ করিলেন। নেপোলিয়ন ও ফরাসীরা ইহাতে ভীত না হইয়া সমরায়োজন করিলেন। পুনরায় নূতন সৈন্য লইয়া নেপোলিয়ন যুদ্ধযাত্রা করিলেন; কিন্তু এবার তিনি শিক্ষিত বহুদর্শী সৈন্যের পরিবর্ত্তে অল্পবয়স্ক অজাতশ্মশ্রু অর্দ্ধশিক্ষিত সৈন্য লইয়া গমন করিলেন। এই সৈন্যগণও লট্‌জেন ও বট্‌জেন নামক স্থানে প্রকাণ্ড শত্রুসৈন্য পরাজয় করিতে সমর্থ হইল। নেপোলিয়ন ড্রেস্‌ডেন্ অধিকার করিলেন। সাক্‌সনিরাজ নেপোলিয়নের পক্ষ ত্যাগ করেন নাই; এজন্য শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। এখন নেপোলিয়ন তাঁহাকে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। অতঃপর কিছুদিন যুদ্ধ স্থগিদ রাখিবার জন্য রুষসম্রাট্ প্রস্তাব করিলেন। সন্ধিস্থাপনের আশায় নেপোলিয়ন তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। অষ্ট্রীয়সম্রাটের মধ্যবর্ত্তিতায় সন্ধির কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল; কিন্তু সন্ধি করা রাজগণের ইচ্ছা ছিল না। তাঁহারা প্রস্তুত না থাকায় কেবল যুদ্ধ বন্ধ রাখিয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে সকলেই প্রস্তুত হইল। অষ্ট্রীয়সম্রাট্ নিজ সম্বন্ধ ভুলিয়া তিনলক্ষ সৈন্যসহ যুদ্ধার্থ সুসজ্জিত হইলেন। অতঃপর তাঁহারা অসঙ্গত দাবী করিয়া বসিলেন, কেন না তাহা হইলে নেপোলিয়ন স্বীকার করিবেন না। যাহাহউক নেপোলিয়ন যদি এই সন্ধিসর্ত্তে স্বীকৃত হইতেন তাহা হইলে সকলদিক্ রক্ষা পাইত। যতই কেন অপমানকর ও লজ্জাজনক হউক না, এই সন্ধি স্বীকার করা নেপোলিয়নের কর্ত্তব্য ছিল। ইহাতে স্বীকৃত না হওয়ায় অষ্ট্রীয়সম্রাট্ও শত্রুর দলে যোগ দিলেন। শত্রুগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে নেপোলিয়নকে আক্রমণ করিল। ড্রেস্‌ডেনের যুদ্ধে নেপোলিয়ন সমবেত রুষ, প্রুষ ও অষ্ট্রীয়সৈন্যের উপর জয়লাভ করিলেন। শত্রুসৈন্য অনেক বিনষ্ট হইল; কিন্তু যুদ্ধের পর নেপোলিয়ন সহসা পীড়িত হওয়ায় যুদ্ধজয়ের সম্যক্ ফল লাভ করিতে পারিলেন না। নতুবা এই যুদ্ধের পরই শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হইত; কিন্তু এখন দৈব তাহাদের অনুকূল হইলেন।

অতঃপর যুরোপীয় রাজগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে নেপোলিয়নকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। খণ্ড যুদ্ধে নেপোলিয়ন স্বয়ং যেখানে উপস্থিত না থাকিতেন, সে সকল যুদ্ধে তাঁহারা জয়ী হইতে লাগিলেন। অবশেষে লিপ্‌জিক্ নগরে উভয় সৈন্যের

সাক্ষাৎ হইল। সমবেত রাজগণের পক্ষে প্রায় ৪ লক্ষ সৈন্য এবং নেপোলিয়নের পক্ষে দেড় লক্ষ সৈন্যমাত্র উপস্থিত হইল। দুই দিন ভয়ানক যুদ্ধ হয়। ত্রিশহাজার স্যাক্সন-সৈন্য যুদ্ধকালে নেপোলিয়নের পক্ষ ত্যাগ করিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করিল। নেপোলিয়ন তাহাতে ভীত হইলেন না। কিন্তু শুনিলেন, তাঁহার যুদ্ধোপকরণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। পরদিন যুদ্ধ করিতে পারেন এরূপ বারুদ বা গোলাগুলি নাই। অগত্যা তাঁহাকে পশ্চাদ্‌গমন করিতে হইল। ইতিপূর্ব্বে নেপোলিয়ন বার্লিন অধিকার করিয়া তথায় সৈন্যস্থাপনের মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু সেনানীগণের মত না হওয়ায়, তাহা করিতে পারেন নাই। এখন হটিয়া ফ্রান্স-সীমায় আসিতে হইল। চতুর্দ্দিক্ হইতে ফ্রান্স আক্রান্ত হইল। পঙ্গপালের ন্যায় শত্রু-সৈন্য ফ্রান্সে প্রবেশ করিতে লাগিল। এই সময় নেপোলিয়ন স্পেনের রাজকুমার ফার্ডিনাণ্ডকে পৈতৃকরাজ্য ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও যুদ্ধ নিবৃত্তি হইল না। স্পেনীয় এবং ইংরাজ-সৈন্য দক্ষিণদিক্ হইতে ফ্রান্স আক্রমণ করিল। পূর্ব্ব হইতে অষ্ট্রীয়সৈন্য দলে দলে অগ্রসর হইল। উত্তর হইতে রুষ, প্রুষ ও সুইডেনসেনা ফ্রান্স ছাইয়া ফেলিল। নেপোলিয়ন নিজ বীরত্ব ও সমরকৌশল দেখাইয়া তিনমাসকাল শত্রুগণের গতিরোধ করিলেন। কিন্তু একটী শত্রুদল বিনষ্ট হইলে, নূতন সৈন্যদল আসিয়া তাহাদের দলপুষ্টি করিল। নেপোলিয়নের আর নূতন সৈন্যপ্রাপ্তি ঘটে নাই। তথাপি তিনি মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্য আক্রমণ ও পরাজয় করিলেন। কিন্তু তাহাতেও ফলোদয় হইল না। লক্ষ লক্ষ শত্রুসৈনাকে কএক সহস্র সেনা লইয়া তিনি কতদিন বাধা দিবেন। তিনি একদিক্ আক্রমণ করিলে তাহারা অপরদিক্ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। তিন মাস অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর শত্রুসৈন্য রাজধানী পারি-সহর অধিকার করিল। তাঁহার বিশ্বস্ত সেনানী ও কর্ম্মচারী অনেকেই শত্রুর দিকে ভর করিল। কিন্তু সৈন্যগণ ও সাধারণলোক নেপোলিয়নের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল।

য়ুরোপীয় রাজগণ বোর্ব্বোবংশীয়দিগকে ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। নেপোলিয়ন ইচ্ছা করিলে কিছু কাল যুদ্ধ চালাইতে পারিতেন। কিন্তু অন্তর্বিদ্রোহ ও বৃথা শোণিতপাত তিনি ভালবাসিতেন না। কাজেই ভূমধ্যসাগরস্থ এল্‌বা নামক ক্ষুদ্রদ্বীপের আধিপত্য ও ফ্রান্স হইতে কিছু বৃত্তি পাইয়া এল্‌বাতেই গমন করিলেন। কএক শত প্রভুভক্ত রক্ষী-সৈন্য তাঁহার সহিত চলিল। তাঁহার স্ত্রীপুত্র তখন অষ্ট্রীয়ার সম্রাটের অধীন থাকায়, তাঁহার সহিত মিলিতে পারিল না।

নেপোলিয়ন এল্‌বাদ্বীপে গমন করিয়া, সেখানকার অধিবাসীদিগের উন্নতিকল্পে মনোযোগ করিলেন। পথ ঘাট প্রস্তুত হইতে লাগিল। নেপোলিয়নের পক্ষে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা কষ্টকর ছিল। এখানে তিনি যথাসাধ্য প্রজাহিতকর কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময়ে অনেক বিদেশী লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। তিনিও তাহাদিগের সহিত অমায়িক ব্যবহার করিতেন এবং নিজের শেষ যুদ্ধবিষয়ক কথা কহিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিতেন। নেপোলিয়ন ইংরাজদূতের সহিত কথাবার্ত্তায় অনেক সময় কাটাইতেন। ফ্রান্সে রাজত্বকালে তিনি অধিক ঘুমাইবার অবকাশ পাইতেন না, এখানে আসিয়া বেশী ঘুমাইতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরও একটু পূর্ব্বাপেক্ষা স্থূল হইল।

এদিকে ফ্রান্সে অষ্টাদশ লুই রাজা হইল, চতুর্দ্দিকে অসন্তোষ বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। নেপোলিয়ন প্রজাপক্ষের সম্রাট্ ছিলেন, বংশমর্যাদা অপেক্ষা গুণের আদর অধিক করিতেন। কিন্তু লুই পুরাতন রীত্যনুসারে বংশমর্য্যাদার পক্ষপাতী হইলেন। ফ্রান্সের এত বড় বিপ্লবেও তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। কাজেই তিনি অবিলম্বে প্রজার অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। শত্রু কর্ত্তৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায়, তিনি প্রজালোকের বিরক্তির কারণ হইয়াছিলেন। এখন সকলেই নেপোলিয়নের পুনরাগমন কামনা করিতে লাগিল। এই সময়ে অষ্ট্রীয়া রাজধানী ভিয়েনা নগরে য়ুরোপীয় রাজগণের বৈঠক বসিয়াছিল। তাঁহারা রাজনীতিঘটিত সকল বিষয়ের মীমাংসা করিতেছিলেন। নেপোলিয়নকে স্থানান্তরিত করিয়া কোন সাগরমধ্যস্থ দ্বীপে আবদ্ধ করিয়া রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। নেপোলিয়ন এই সংবাদ পাইয়া ভীত হইলেন। বিশেষতঃ তাঁহার স্ত্রীপুত্রকে তাঁহার সহিত মিলিত হইতে না দিয়া অষ্ট্রীয়-সম্রাট্ দারুণ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ফ্রান্স হইতেও নেপোলিয়নের বৃত্তি বন্ধ হইয়াছিল। কাজেই নেপোলিয়ন আর থাকিতে পারিলেন না। ফরাসীদের মনোভাব জানিতে পারিয়া, তিনি ফ্রান্স অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করিলেন। তাঁহার সহিত কএক শত শরীররক্ষী সৈন্যমাত্র ছিল। কিন্তু প্রতিপদেই তাঁহার সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজা লুই নেপোলিয়নের গতিরোধার্থ যে সকল সৈন্য পাঠাইতে লাগিলেন, তাহারা নেপোলিয়নের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার দলপুষ্টি করিতে লাগিল। ২০এ মার্চ্চ নেপোলিয়ন রাজধানীতে পৌঁছিলেন। সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক সাদরে সম্বর্দ্ধিত হইলেন। লুই পলায়ন করিলেন। নেপোলিয়ন মনে জানিয়াছিলেন য়ুরোপীয় রাজগণ

তাঁহার সহিত সন্ধি করিবেন না, তথাপি একবার তাহার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাঁহার দূতগণ কোনও রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। রাজগণ নেপোলিয়নের আগমন সংবাদ পাইয়া পুনরায় যুদ্ধ করাই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন। দশলক্ষ সৈন্য ফ্রান্স-আক্রমণ করিতে আদিষ্ট হইল। ইংরাজ-সেনাপতি ডিউক্ অফ্ ওয়েলিংটন তাঁহাদের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। অগত্যা নেপোলিয়নও যুদ্ধের আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার চেষ্টায় এক লক্ষ ত্রিশহাজার সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। নেপোলিয়ন মনে করিয়াছিলেন প্রুষ ও ইংরাজসৈন্যদিগকে মিলিত হইতে অবসর না দিয়া আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিবেন। কিন্তু স্বদেশদ্রোহী ফুচির জন্য শত্রুরা নেপোলিয়নের সকল সংবাদই অবগত হইতেছিল। এমন কি যুদ্ধারম্ভের অল্প পূর্ব্বে দুইজন সেনানী শত্রুদলের সহিত মিলিত হইল এবং নেপোলিয়নের গুপ্তমন্ত্রণা প্রকাশ করিয়া দিল। তথাপি নেপোলিয়ন ১৪ই জুন প্রুষ-সৈন্য আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন। তাহারা ইংরাজের সহিত মিলিত হইতে না পারে, এই জন্য তাহাদের অনুসরণ করিতে ত্রিশহাজার সৈন্য পাঠাইলেন এবং উনসত্তর হাজার সৈন্য লইয়া স্বয়ং সর্ব্ব ইংরাজসৈন্যের সম্মুখীন হইলেন। ১৭ই জুন উভয়সৈন্যের সংঘর্ষ হইল, কিন্তু সেদিন বেলা অধিক না থাকায় যুদ্ধারম্ভ হইল না। রাত্রিতে অত্যন্ত বৃষ্টি হইল। এই বৃষ্টিই নেপোলিয়নের কাল। ১৭ই জুন রাত্রিতে বৃষ্টিপাত না হইলে, য়ুরোপের মানচিত্র ভিন্নরূপ ধারণ করিত। নেপোলিয়ন সমগ্র শত্রুসৈন্য পরাজয় করিয়া জয়লাভে সমর্থ হইতেন এবং পুনরায় সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্বস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কিন্তু নিয়তির পুস্তকে যাহা লিখিত ছিল, তাহা কে খণ্ডাইবে। কএক ফোঁটা বারিপাতেই নেপোলিয়নের সর্ব্বনাশ হইল। মৃত্তিকা আর্দ্র থাকায় প্রাতে যুদ্ধারম্ভ হইল না, কেন না তোপশ্রেণী উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করিবার অসুবিধা হইল। বেলা ১২টার সময় যুদ্ধ বাধিল। ফরাসীরা প্রাতে যুদ্ধারম্ভ করিতে পারিলে, বেলা দুইটার পূর্ব্বে তাহা শেষ হইত। সুতরাং প্রুষেরা আসিয়া ইংরাজদিগের সহিত যোগ দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যুদ্ধকার্য্য সমাধা হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই। ফরাসীরা ভীমদর্পে ইংরাজের দক্ষিণ ও বামপার্শ্ব আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে হটাইয়া দিল। ইংরাজ-সৈন্যের মধ্যভাগে পদাতিরা আঠারটী চতুষ্কোণ আকারে অবস্থিতি করিতেছিল। ইংরাজসেনাপতির এই চল্লিশ হাজার সৈন্য ভিন্ন অপর সকলে পলায়ন করিয়াছিল। ফরাসী অশ্বারোহী সৈন্য এখন এই চতুষ্কোণ আক্রমণ করিল। তাহারা সংখ্যায় বারহাজার হইলেও অমানুষিক বীরত্ব দেখাইয়া ইংরাজের ষাটটী তোপ অধিকার করিল। আঠারটী চতুষ্কোণ আক্রমণ করিয়া, তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিল। বেলা তখন প্রায় সাতটা বাজিয়াছে। ইংরাজ-সেনাপতি কেবল রাত্রিদিন প্রুষ-সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে ফরাসী সৈন্যের দক্ষিণভাগে ষাটী হাজার প্রুষ-সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে তাহাদের অনুসরণকারী ফরাসী-সেনাপতি যদি আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলেও নেপোলিয়নের জয় হইত। কিন্তু তিনি আসিলেন না। বুদ্ধিমান্ ফরাসীসৈন্য বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। কেবলমাত্র বারশত রক্ষীসৈন্য নেপোলিয়নের সহিত রহিল। তাহারা যথাসাধ্য শত্রুর গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল। নেপোলিয়নের ইচ্ছা ছিল, শেষ পর্য্যন্ত এই সৈন্যদলের সহিত থাকিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন, কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার অশ্বের বল্গা ধরিয়া সেনাপতিরা তাঁহাকে ফিরাইলেন। শরীর-রক্ষিগণ মৃত্যুনিশ্চয় করিয়া যুঝিতে লাগিল। তাহারা শত্রুর আহ্বানে অস্ত্রত্যাগ করিল না। একে একে প্রাণ বিসর্জ্জন করিল।

নেপোলিয়ন ফ্রান্সে আসিলেন। এখনও আশীহাজার সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের জাতীয়সমিতি নেপোলিয়নকে সিংহাসন ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। সাধারণ-তন্ত্রের পক্ষপাতিগণ নেপোলিয়নপুত্রকে রাজা করিতে চাহিলেন। তিনি পদত্যাগ করিলে ফ্রান্স রক্ষা পাইবে, এই কথা শুনিয়া নেপোলিয়ন কাল বিলম্ব করিলেন না। রাজ-চিহ্ন ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ শত্রু কর্ত্তৃক রাজা লুই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যাইয়া আশ্রয় লওয়া নেপোলিয়নের একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া আমেরিকায় যাওয়া সহজ নহে দেখিয়া, অনেক নৌসেনাপতি নেপোলিয়নকে গুপ্তভাবে লইয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে যখন শুনিলেন, 'ইংলণ্ডে তিনি পদোচিত অতিথিসৎকার লাভ করিতে পারেন' ; তখন ইংরাজের পোতারোহণ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন। কিন্তু এ সময় উদারনৈতিক রাজপুরুষেরা ইংলণ্ডে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহারা সম্মানের দিকে বা ধর্ম্মের দিকে না তাকাইয়া, নেপোলিয়নকে সেন্ট-হেলেনা দ্বীপে লইয়া গিয়া প্রহরী-বেষ্টিত রাখিলেন। কএকটী অনুদারমতি রাজপুরুষের জন্য ইংলণ্ডে নেপোলিয়নের প্রতি ব্যবহার অতি গর্হিত হইয়াছিল। রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে নেপোলিয়ন দিন দিন দুর্ব্বল হইতে

লাগিলেন। উক্ত দ্বীপের জলবায়ুও অস্বাস্থ্যকর ছিল। সেইজন্য শীঘ্রই তিনি পীড়িত হইলেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ইংরাজ-গবর্মেণ্ট নেপোলিয়নের প্রতি জীবিতকালে যেরূপ কঠোর ব্যবহার করিয়াছিলেন, মৃত্যু হইলেও সেইরূপ তাঁহার মৃতদেহ ফ্রান্সে ফিরাইয়া না দিয়া হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু দয়াময়ী মহারাণী ভিক্টোরিয়া সিংহাসনে আসীন হইলে, ফরাসীরা নেপোলিয়নের মৃতদেহ প্রার্থনা করে। অবিলম্বে তাহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হইয়াছিল। নেপোলিয়নের মৃতদেহ অতি সমারোহে পারী সহরে সমাহিত হইল।

নেপোলিয়নের ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয় সম্রাট্ এ পর্য্যন্ত কেহ পাশ্চাত্যদেশে জন্মিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার স্বভাব নির্ম্মল ও চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল। তিনি দেখিতে যেরূপ সুশ্রী পুরুষ ছিলেন, তাঁহার ব্যবহারও সেইরূপ উৎকৃষ্ট ছিল। তাঁহার সৈন্তেরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করিত। সর্ব্বসাধারণের তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ফরাসীরা তাঁহার নাম আজও ভক্তিপূর্ব্বক উচ্চারণ করিয়া থাকে। তাঁহার নামে এখনও সকলেই উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া থাকে। নেপোলিয়নের চিরশত্রু ইংরাজেরাও এখন তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে কার্পণ্য প্রকাশ করেন না। এদিকে এই অল্পবয়সে তিনি যেরূপ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন, সেইরূপ সেই বয়সেই অঙ্কশাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্যলাভও করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার দয়াশীলতারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। যে সকল ব্যক্তির সহিত বাল্যকালে ও সৈনিকবৃত্তি অবলম্বনকালে তাঁহার আন্তরিক আলাপ হইয়াছিল, তিনি সম্রাট্পদ পাইয়াই যথোপযুক্ত কর্ম্মপদ অথবা মাসহারা স্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে যিনি তাঁহাকে হস্তলিপি শিখাইয়াছিলেন, অর্থাভাব জানাইলে তিনি সেই বাল্য-গুরুকে ঐরূপ পুরস্কারে উপকৃত করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত বরফের কেল্লা-নির্ম্মাণ সময়ে তাঁহার কোন সমপাঠী তাঁহার আদেশে অমনোযোগী হইলে তিনি একখণ্ড বরফটুকরা লইয়া তাহাকে ছুড়িয়া মারেন; ঐ বরফের আঘাতে বালকের মস্তক কাটিয়া যায়। এই বালক তাঁহার উন্নতি সময়ে আসিয়া আপনার বর্ত্তমান অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, তিনি চিনিতে পারিলেন এবং তাহাকে যথোচিত সাহায্য দান করিয়া দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন। যে ডিমাসিশের অর্থে একদিন নেপোলিয়ন-পরিবারের অন্নসংস্থান চলিয়া ছিল, বীর নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সর্ব্ববাদিসম্মত রাজা হইয়া বিস্তর অনুসন্ধানের পর তাঁহার উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন।

নেম (পুং) নয়তীতি নী-মন্ (আর্ত্তিস্তুসুহ্বিতি। উণ্ ১।১৩৯) ১ কাল। ২ অবধি। ৩ খণ্ড। ৪ প্রাকার। ৫ কৈতব। ৬ অর্দ্ধ। ৭ গর্ত্ত। ৮ নাট্যাদি। ৯ অন্ন। ১০ সায়ংকাল। ১১ মূল। ১২ অর্দ্ধ। "হিতং জনিম নেমমুদ্যতম্।" (ঋক্ ৯।৬৮।৫) 'নেমমর্দ্ধং' (সায়ণ) ১৩ অন্ন। ১৪ দিকের উত্তরবর্ত্তী। (নিঘণ্টু) অর্দ্ধ এই অর্থে নেম শব্দ সর্ব্বনাম।

নেমধিত (ত্রি) নেমং হিতঃ, নেম-ধা-ক্ত, ততো ধাঞো হি। অর্দ্ধভাগধারী ইন্দ্র। (ঋক্ ১।৭২।৪ সায়ণ)

নেমধিতি (স্ত্রী) নেম-ধা-ক্তিন্, ধাঞো হি। ১ অন্তর্ধান। নেমং ধীয়তেঽত্র ধা-ক্তিন্। ২ সংগ্রাম, যুদ্ধ। (নিঘণ্টু)

নেমন্নিষ (ত্রি) নমস্কারপূর্ব্বক গমনকারী। ঋক্ (১।৫৬।২) 'নমস্ত ইষ্যন্তীন্দ্রং প্রাপ্নুবন্তীতি নেমন্নিষঃ। ইষুগতাবিত্যস্মাৎ নেমন্নিষো নমস্কারপূর্ব্বং গচ্ছন্তঃ। যদ্বা নীঙ প্রাপণ ইত্যস্মাদর্ত্তিস্তুস্বিত্যাদিনা মন্ প্রত্যয়ঃ।' (সায়ণ)

নেমনাথসিদ্ধ, একজন গ্রন্থকার। [নিত্যনাথ দেখ।]

নেমাদিত্য, দময়ন্তীকথা বা নলচম্পূ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ত্রিবিক্রমভট্টের পিতা ও শ্রীধর পণ্ডিতের পুত্র। ইনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ছিলেন।

নেমাবুর, মালবপ্রদেশের অন্তর্গত হিন্দিয়ার অপরপার্শ্বে নর্ম্মদার উত্তরকূলে স্থিত একটী নগর। অক্ষা° ২২° ২৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° পূঃ। এই নগর হোলকর-রাজের অধীন।

নেমি (স্ত্রী) নয়তি চক্রমিতি নী-মি। (নিযোমি। উণ্ ৪।৪৩) ১ চক্রপরিধি, রথচক্রের ভূমিস্পর্শী ভাগ। পর্য্যায়—প্রধি, নেমী। "মনোঽভিরামাঃ শৃণ্বন্তৌ রথনেমিস্বনোন্মুখৈঃ।" (রঘু ১।৩৯) ২ কূপোপরিস্থিত পট্টপ্রান্তভাগ। ৩ প্রান্তভাগ। "অজয়দেকরথেন সমেদিনী মুদধিনেমিমধিজ্যশরাসনঃ।" (রঘু ৯।১০)

৪ ভূমিস্থিত কূপপট্ট। ৫ কূপসমীপে রজ্জুধারণার্থ ত্রিদারু যন্ত্র। ইহার পর্য্যায়—ত্রিকা। ৬ কূপের নিকট সমান স্থল। 'নেমির্নেমীতিকা চ স্যাৎ কূপান্তিক সমস্থলে।' (শব্দরত্না°)

নেমি (পুং) ১ জিনবিশেষ। (হেম ১।২৮) ২ তিনিশবৃক্ষ, মথুরাদি প্রদেশে তিনাশ এই নামে খ্যাত। ৩ দৈত্যবিশেষ। (ভাগ° ৮।২১।১৯) নয়তি শত্রূন্ বিনাশমিতি নী-মি। ৪ বজ্র। (নিঘণ্টু ২।২০)

নেমিগ্রাম, চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত একটী গ্রাম। (ব্র° খ° ১৩।৩৯)

নেমিচক্র (পুং) পরীক্ষিৎবংশজ অসীমকৃষ্ণের পুত্র। ইনি কৌশাম্বীপুরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। (ভাগ° ৯।২২।৩৯) রাজাবলীতে ইহার রাজত্বকালনির্ণয় এইরূপ লিখিত আছে—

"গৰ্দ্দভাঙ্কয়ে হতে নন্দা কৌশাম্বাং নিবসন্ মুদা।
ষট্সপ্ততিমিতান্ বর্ষান্ তথা মাসত্রয়াধিকান্।
ভুক্ত্বা ভোগান্ শতঃ স্বর্গং সুপুং রাজ্যেঽভিষিচ্য চ॥"
(রাজাবলী ১ পরি°)

নেমিচন্দ্র, একজন বিখ্যাত তার্কিক। ইনি বৈরস্বামির শিষ্য ও সাগরেন্দ্র মুনির গুরু। সাগরেন্দ্র-শিষ্য মাণিকাচন্দ্র ১২৭৬ সম্বতে স্বরচিত গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি তর্ক-শাস্ত্রে কণাদের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন।

নেমিচন্দ্র সিদ্ধান্তদেব, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও মাধবচন্দ্র ত্রৈবিদ্যের গুরু। ইঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত মাধবচন্দ্র ত্রৈবিদ্য মাগধীভাষায় লিখিত তিলোয়সার বা ত্রিলোকসার গ্রন্থের সংস্কৃতভাষায় টীকা রচনা করেন।

নেমিচন্দ্রসূরি, উত্তরাধ্যয়নবৃত্তি নামে জৈনসূত্রের টীকাকার। ইঁহার শেষে গ্রন্থকার আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ইনি আখ্যান-মণিকোষ ও বীরচরিত টীকা নামে আরও দুইখানি গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইঁহার আদিনাম দেবেন্দ্রগণি। পরে ইনি নেমিচন্দ্র নাম ও সৈদ্ধান্তিক শিরোমণি উপাধি গ্রহণ করেন। ইনি বৃহদ্-গচ্ছ শাখাসম্ভূত। আম্রদেব সূরি ইঁহার 'উচ্চৈশ্রবা অংশে উদ্ভব' ইত্যাদি অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

নেমিতীর্থ, একটী পবিত্রতীর্থস্থান। চৈতন্যদেব সন্ন্যাসধর্ম্ম লইয়া নানাস্থানে ভ্রমণকালে এই নেমিতীর্থে স্নান ও ইঁহার ঘাটে বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

নেমিন্ (পুং) নেম ঊর্দ্ধমস্ত্যস্তীতি নেম-ইনি। তিনিশবৃক্ষ।

নেমিনাথ, একজন জৈন তীর্থঙ্কর। ইঁহার অপর নাম নেমি বা অরিষ্টনেমি। রাজা সমুদ্রবিজয়ের ঔরসে রাণী শিবাদেবীর গর্ভে ৯ মাস ৮ দিন গর্ভবাসের পর হরিবংশকুলে শ্রাবণী শুক্লাপঞ্চমীতে কন্যারাশিতে চিত্রানক্ষত্রে সৌরীপুর নগরে অবতীর্ণ হন। ইঁহার হস্তস্থ চিহ্ন শঙ্খ, শরীরমান ১০ ধনু, বর্ণ শ্যাম ও আয়ুঃকাল হাজার বৎসর ছিল। রাজকুমার অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। বসুদেবতনয় শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার ভ্রাতৃসম্পর্কীয়। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের অনেক অলৌকিক ক্ষমতার উল্লেখ আছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, নারায়ণ-অবতার দ্বারকাপতি কৃষ্ণব্যতীত আর কেহই তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইতে সমর্থ নহে। একদিন ঘটনা-ক্রমে নেমিনাথ ভ্রাতা কৃষ্ণের রক্ষিত শঙ্খটী লইয়া সজোরে ফুঁ দিয়া তাহার নাদ ঘোষণা করিলেন। কৃষ্ণ দূর হইতে তাহারই শঙ্খের নাদ শুনিয়া দ্রুতপদে সেই স্থানে আসিয়া উপ-স্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে তাহারই ভ্রাতা এই উত্থিত ধ্বনির একতম কারণ। শ্রীকৃষ্ণ ভ্রাতার এই অদ্বিতীয় ক্ষমতা দেখিয়া তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইলেন। ভ্রাতার অসীমবল ও বীর্য্যের হ্রাসের জন্য চতুরচূড়ামণি তাঁহার সমীপে একশত গোপিনী পাঠাইয়া দিলেন এবং যাহাতে তাঁহার কামের উদ্রেক হয়, এইরূপ বাক্যে তাঁহাকে মোহিত করিতেও আদেশ করিলেন। গোপকুলললনাগণ তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে নানারূপ বিদ্রূপ করিতে লাগিল এবং যাহাতে নেমি বিবাহিত হন, এই ভাবে অনেক কথা কহিলেও তিনি অতিশয় বিরক্তিসহকারে তাহা অগ্রাহ্য করেন। পরে বিশেষ-রূপে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হইলে, তিনি বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল যে, নেমিনাথের বীর্য্যক্ষয় হইলেই তাঁহার বলক্ষয়ের সম্ভাবনা; সুতরাং তিনি নিরন্তর চেষ্টা করিয়া শেষে গির্ণারের রাজা উগ্রসেনের কন্যা রাজামতীকে বিবাহের পাত্রীরূপে মনোনীত করিলেন*। নির্দ্ধারিত দিনে নেমিনাথ জুনাগড় অভিমুখে যাত্রা করিলেন; নগরে পৌছিয়াই তিনি দেখিলেন, নগরবাসী সকলেই বিবাহোৎসবে মগ্ন। বিবাহ-যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য অসংখ্য ছাগ আনীত হইয়াছে, সেই ছাগ-বলি দিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজ হইবে। এই আমো-দের দিনে অসংখ্য জীবহত্যা ও তাহাদের চীৎকার শুনিয়া তাঁহার মনে করুণার সঞ্চার হইল; মানবজীবনের সুখ অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল; তিনি জীবগণের দুর্গতির কথার স্মরণ করিয়া বড়ই কাতর হইলেন। তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্য সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সস্ত্রীক সন্ন্যাসি-বেশে গির্ণার-পর্ব্বতে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এখানে আসিয়া তিনি অতি কঠোরভাবে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। শ্রাবণমাসের শুক্লা ৬ষ্ঠীতে সৌরীপুর নগরে বেতস বৃক্ষতলে একহাজার সাধুসঙ্গে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে ৫৪ দিন ছদ্মস্থ থাকিয়া ৫৫ দিবসে আশ্বিনী অমাবস্যার শত্রুঞ্জয় নগরে তাঁহার জ্ঞানলাভ হইল। ইঁহার পর সাত শত বর্ষ জ্ঞানমার্গে বিচরণ করিয়া আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী তিথিতে শত্রুঞ্জয় নগরে পদ্মাসনে উপবেশন করিয়া মোক্ষলাভ করিলেন। উজ্জয়ন্ত পর্ব্বতের † যে স্থলে তাঁহার মৃতদেহ পতিত থাকে, তাহা জৈনমাত্রেরই পবিত্র তীর্থ। এখানে তাঁহার পদচিহ্নের উপর একটী ছত্র নির্ম্মিত আছে, উহা নেমিনাথ-ছত্রি নামে

* জুনাগড়দুর্গের নিকটবর্ত্তী ভুমরিয়ো-কুণ্ড নামক স্থানের পার্শ্বদেশে এই রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজিও লোকে দেখাইয়া থাকে। Ind. Ant. Vol. II. p. 139.

† সংস্কৃত উজ্জয়ন্ত ও প্রাকৃত উজ্জন্ত, গির্ণরের নামান্তর মাত্র, বর্ত্তমান কাটিয়াবাড় জেলার জুনাগড়ের সন্নিকটে অবস্থিত। কেহ কেহ এই স্থানকে রৈবত বলিয়া অনুমান করেন। [উজ্জয়ন্ত দেখ।]

প্রসিদ্ধ, ইহার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটী গুফা রাজ্যমতীর বাসগৃহ বলিয়া কথিত হয় *। (জৈনগ্রন্থ।)

*[ইহার মতাবলম্বী শিষ্যসম্প্রদায়ের বিস্তৃত তালিকা জৈনশব্দে লিখিত হইয়াছে।]

দাক্ষিণাত্যবাসী জৈনদিগের উত্তরপুরাণে লিখিত আছে যে, ত্রিখণ্ডাধিপতি অর্থাৎ ত্রিজগতের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ তীর্থঙ্কর নেমিনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন †।

হেমচন্দ্রসূরি-বিরচিত ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত নামক গ্রন্থে নেমিনাথের আনুষঙ্গিক ইতিহাস বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে।

নেমিশাহ, রসতরঙ্গিণীটীকা-প্রণেতা।

নেমিসেন, দিগম্বর জৈনদিগের মাথুর-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত অমিতগতির শিষ্য এবং মাধবসেনের গুরু। ইনি কমলাকর নামক এক ব্যক্তিকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

নেমী (স্ত্রী) নেমি বাহুলকাৎ ঙীষ্। নেমি, তিনিশবৃক্ষ।

নেয় (ত্রি) ১ লইবার যোগ্য (সাক্ষী)। ২ লওয়াইয়া আনয়ন। ৩ অতিবাহন। (সময় ইত্যাদি)

নেয়তঙ্করাই, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ২১৩ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব্ব সমেত ১৫১টী গ্রাম আছে।

নৈয়পাল (পুং) রাজপুত্রভেদ।

নেয়ার্থতা (স্ত্রী) কাব্যদোষভেদ।

"গ্রাম্যোঽপ্রতীতসন্দিগ্ধনেয়ার্থনিহতার্থতা।" (সাহিত্যদ° ৭।৫৪)

নেয়াল (দেশজ) একপ্রকার ফিতা। নেয়ার।

নেয়ে (দেশজ) ১ নৌকাবাহী, মাঝী। ২ স্নান করিয়া—যেমন নেয়ে আসি।

নেয়ো (দেশজ) ১ তলতলে, নরম (নেয়ো কাঁঠাল)। ২ উচ্চপেট, নেউয়ো। "* * পাতে ভাত খেয়ো পেট করেছে নেয়ো।"

নের, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৫° ৫৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪° ৩৪´ পূঃ। ধোলিয়া হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে পাঞ্জরা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং এখানে এক সময়ে বহু মুসলমানের বাস ছিল, চতুর্দ্দিকস্থ কবরই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। এখন সে সৌন্দর্য্যের দিন দিন হ্রাস দেখা যাইতেছে।

২ বেরারের অন্তর্গত বুন্ জেলার একটী নগর। ইহার অপর একটী নাম পার্থপন্থ। ধারবার জেলার উত্তরে ও সেওভমালের ১৮ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫৫´ পূঃ। এখানকার রঙ্গারি জাতির রংএর বিস্তৃত ব্যবসা আছে। প্রতি সপ্তাহে এখানে হাট হয়।

নেরনালা, বেরার প্রদেশের অন্তর্গত একটী জেলা। অজন্টা হইতে বরদা নদী পর্য্যন্ত সমুদায় পার্ব্বতীয় ভূভাগ এই জেলার অন্তর্গত, ইহার প্রাচীন নাম নারায়ণালয়। নেরনালা নগরই মুসলমান-রাজগণের সময়ে ইহার সদর রূপে গণ্য ছিল। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে আবুল ফজল্ লিখিয়াছেন যে 'এই পর্ব্বতশিখরস্থ নগরে একটী বৃহৎ দুর্গ ও অনেক গুলি প্রাসাদতুল্য গৃহাদি আছে'। এই নগর পূর্ণা নদীতীরে অবস্থিত। এখন ইহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়াছে, লোকসংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে।

নের-পিঙ্গলাই, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত অমরাবতী জেলার একটী নগর।

নেরালি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বেলাগম্ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। শঙ্খেশ্বর ও হুকেরি নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। এখানে একটী দুর্গ আছে। সিদোজী রাও নিম্বলকর (অপ্পাসাহেব) ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ঐ দুর্গ আক্রমণ করেন।

নেরি (বা) নারি, মধ্য-প্রদেশের চান্দা জেলার বরোরা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। চিমুরের ৫ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ২৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ২৯´ পূঃ। বর্ত্তমান নগরের পার্শ্বে পুরাতন নেরিনগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। পুরাতন নগর শ্রীহীন। এখানে ধান্যাদি নানাশস্যের চাস হয়। এতদ্ব্যতীত তামা ও পিত্তলের তৈজসাদি ও কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে প্রেরিত হয়।

পুরাতন নগরাংশে দুইটী ভগ্ন দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটী অতিশয় প্রাচীন মন্দির আছে। উহার চতুর্দ্দিকস্থ স্তম্ভ ও কারুকার্য্যগুলি অজন্টার গুহামন্দিরের কারুকার্য্যের অনুরূপ। এখানে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে নির্ম্মিত কতকগুলি সমাধিস্তম্ভ আছে।

নেরিঞ্জপেট্ট, কোয়ম্বাতোর জেলার উত্তরভাগে শ্রীরঙ্গপত্তনের ৮৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে কাবেরী নদীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র নগর। এখানকার নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে বহু ভল্লুক পাওয়া যায়।

নেরুর, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সাবন্তবাড়ী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বল্লাবল্লী গ্রাম ও সহম্যাপুর গ্রামদ্বয়ের মধ্যে এবং সুন্দরবাড়ী নগর হইতে ১৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। ৬২২ শকে চালুক্য বংশীয় রাজা বিজয়াদিত্য দেবস্বামী নামক জনৈক ব্যক্তিকে এই নগর দান করেন। এই স্থান হইতে আরও কতকগুলি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

* শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য—১৩শ অধ্যায়।

† Wil. Mack. Col. Vol. I. p. 146 and Ind. Ant. II. p. 139.

২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোয়ম্বাতোর জেলার করুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা ১১° ০´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১১´ ৪০´´ পূঃ। পূর্ব্ব করুর হইতে ৫।০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে শিব ও বিষ্ণুর দুইটী প্রাচীন মন্দির আছে।

নেরেগল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী নগর। কুন্দলের দুই মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ও হাঙ্গল হইতে ১৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার সর্ব্বেশ্বরের মন্দিরটী অতি প্রাচীন, ইহার ছাদ ২৪টী সুন্দর স্তম্ভের উপর রক্ষিত। সর্ব্বেশ্বরের মন্দিরে ৯৯৯ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক আছে। এতদ্ব্যতীত নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী-তটে ও বসপ্পার মন্দিরে আরও কএকখানি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

নেরো, হাজারিবাগ জেলার ভাণ্ডেশ্বর পর্ব্বতের নিকট ও শক্রী নদীর অববাহিকার পশ্চিমস্থ ১৭৩৭ ফিট্ উচ্চ একটী পর্ব্বত।

নেরূলা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত বালবা উপরিভাগের একটী নগর। সাতারা নগরের ৪৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° ৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৪° ১৫´ পূঃ। ১৮৫৫ খৃঃ অঃ ইস্লামপুরে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে।

নেলকোট বা নেল্লকোট, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। পেন্নকোণ্ডার ২৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই গ্রামের সন্নিকটে একটী প্রাচীন দুর্গ আছে, সম্ভবতঃ উহা পলিগারগণের সময়ে স্থাপিত।

নেললি, মান্দ্রাজের কোয়ম্বাতোর জেলার ধারাপুরম্ তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ধারাপুর নগর হইতে ১৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার শিব ও বিষ্ণুমন্দিরে অনেকগুলি শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে।

নেলবেলী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত তিন্নেবল্লী বা তিরু-নেলবেলী জেলার প্রাচীন নাম।* [তিন্নেবল্লী দেখ।]

নেলমঙ্গল, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত বঙ্গালুর জেলার একটী নগর। অক্ষা° ১৩° ৬´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ২৬´ পূঃ। এই নগর নেলমঙ্গল তালুকের সদর। অতি পূর্ব্বকালে এখানে একটী নগর ছিল। লোক মুখে শুনা যায়, উহার প্রাচীন নাম 'ভূমণ্ডন'। উক্ত নগরের ধ্বংসাবশেষের উপর এই নগর স্থাপিত। এখনও সমগ্র প্রাচীন কীর্ত্তি লুপ্ত হয় নাই।

নেলম্বূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি কোয়ম্বাতোর জেলার পল্লদাম তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১০° ৪৮´ ১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৮´ ২০´´ পূঃ।

২ উক্ত প্রেসিডেন্সির মলবার জেলায় এর্নাদ তালুকের অন্তর্গত একখানি গণ্ড গ্রাম। অক্ষা° ১১° ১৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৬° ১৪´ ৪৫´´ পূঃ। এখানে গবর্মেণ্টের বিস্তৃত সেগুণ কাষ্ঠের আবাদ আছে। কেহ কেহ এই দুই স্থানকে নীলম্বূর বলিয়া থাকেন।

নেলসন্ হোরেশিও, লর্ড নেলসন্ ইংলণ্ডের একজন প্রসিদ্ধ নৌসেনাপতি ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তাঁহা দ্বারা ইংলণ্ডের নৌবলের গৌরব বিশেষ বর্দ্ধিত হয়। যখন তিনি শিক্ষাবস্থায় ছিলেন, তখন এক সময়ে ভারতবর্ষেও আসিয়া ছিলেন। ভারতের উপকূলেই তাঁহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। তিনি সাধারণে 'আদমিরাল নেলসন্' নামেই পরিচিত।

ইংলণ্ডের অন্তর্গত নরফোকশায়রের বার্ণহাম-ট্রোপ নামক স্থানের রেক্টর রেভঃ মিঃ নেলসনের ঔরসে হোরেশিও নেলসনের জন্ম হয়। তিনি পিতার ৫র্থ সন্তান। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। নর্থ ওয়াশাম নগরে তাঁহার বিদ্যা শিক্ষা হয়; কিন্তু ১২ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতুল কাপ্তেন সাক্লিং তাঁহাকে নৌ-সেনাবিভাগে শিক্ষার্থিরূপে নিযুক্ত করিয়া দেন। কাপ্তেন সাক্লিং 'রেজোনেব্ল্' নামক মানোয়ারী জাহাজের অধ্যক্ষ ছিলেন; কিছুদিন পরে ভাগিনেয়কে নিজ জাহাজে রাখিয়াই শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ঐ জাহাজ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ দ্বীপপুঞ্জের অভিমুখে যাইতে আদিষ্ট হয়। এই সঙ্গে নেলসন্ও গমন করেন। যখন তিনি ফিরিলেন, তখন তিনি নাবিকবিদ্যায় পটুতালাভ করিয়াছেন। এই সময়ে তিনি রাজকীয়-কর্ম্ম করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করেন; কিন্তু অল্প পরেই তাঁহার মাতুল যখন "ট্রায়াম্ফ" নামক জাহাজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, তখন আবার তাঁহাকে তাঁহার সহিত যাইতে হয়। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে কমডোর কিপ্স্ ও কাপ্তেন লাট্উইজী যখন উত্তরপশ্চিম সমুদ্র দিয়া পথ-আবিষ্কারে বহির্গত হন, তখন যুবক নেলসন্ লাট্উইজের জাহাজে কর্ম্ম লইয়া গমন করেন, এই সময়ে তিনি কৌশলী, সাহসী ও কার্য্যক্ষম বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন।

পরে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে সি-হর্ষ নামক জাহাজে কার্য্য পান। তিনি নিজ দৈনন্দিন লিপিতে লিখিয়া গিয়াছেন, "কাপ্তেন ফার্ম্মারের ২০ কামানযুক্ত জাহাজের প্রধান মাস্তুলে চড়িয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য আমি প্রথম নিযুক্ত হই। কিছুদিন পরে আমাকে 'কোয়ার্টার-ডেকে' কাজ করিতে হয়। এই জাহাজে থাকিবার সময় আমি পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ও বাঙ্গালা হইতে বসোরার মধ্যে প্রায় সকল স্থানেই

* Ind. Ant. Vol. XXII. p. 63.

দেখিয়াছি।" যে নৌদল মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ সময়ে ভারতাভিমুখে আসে, আদ্‌মিরাল্ সার্ এডওয়ার্ড্ হিউজ্ তাহার অধ্যক্ষ ছিলেন। "সি-হর্ষ" জাহাজ কাপ্তেন ফার্ম্মারের অধীনে এই দলে ছিল। আব্রাহাম পার্‌সন্সের ভ্রমণ বিবরণ হইতেও জানা যায় যে, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে "সি-হর্ষ" জাহাজ বোম্বাই উপকূলে নঙ্গর করিয়া অবস্থান করিতেছিল। নেলসনের দৈনন্দিন লিপিতে তাঁহার ভারতদর্শনে অভিজ্ঞতার কথা বা তদ্দৃষ্ট নগরাদির কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। নেলসন্ ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে আসিয়া লেপ্টেনাণ্টের পরীক্ষা দেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই লাউস্‌টফট্ ফ্রিগেটের দ্বিতীয় অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হন। আমেরিকাযুদ্ধে এই ফ্রিগেট গিয়াছিল। এখানেও নেলসন্ প্রশংসা লাভ করেন। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে নেলসন্ 'পোষ্ট-কাপ্তেন'-পদে নিযুক্ত হইয়া "হিঞ্চিনব্রোক" জাহাজের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। এই জাহাজ লইয়া তিনি ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ্ দ্বীপপুঞ্জে গমন করেন এবং মেক্সিকোপসাগরের তীরবর্ত্তী ফোর্ট সান্‌জুয়ান অধিকার করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করেন। এই যুদ্ধের পর তাঁহার পীড়া হয়। পীড়া আরোগ্য হইবার কিছুদিন পরেই 'অল্‌বিমারলে' জাহাজের অধ্যক্ষ হন; তাহার পর বোরিয়াস জাহাজের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। ডিউক্ অফ্ ক্লারেন্স (যিনি চতুর্থ উইলিয়ম নামে ইংলণ্ডের রাজা হন,) পেগাসস্ নামক জাহাজের কাপ্তেন ছিলেন। ঐ জাহাজ নেলসনের অধীন ছিল। এই সময়েই নেলসনের বিবাহ হয়। প্রথমে নেভিস্ দ্বীপের বিচারপতি মিঃ উইলিয়ম উডওয়ার্ডের কন্যাকে, পরে ঐ দ্বীপের ডাঃ নেস্‌বিটের বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে নেলসনের কোন সন্তান হয় নাই।

তাহার পর ফ্রান্সের সহিত যখন ঘোর যুদ্ধ বাধিল, সেই সময় 'আগামেম্‌নন' জাহাজের অধ্যক্ষ হইয়া নেলসন্ টুলোঁ-সহরের সম্মুখে উপস্থিত হন। ব্যাষ্টিয়া অবরোধের পর দক্ষিণ-কাল্‌ভিতে গমন করেন, তথাকার নৌ-যুদ্ধে তাঁহার চক্ষু নষ্ট হয়। এই সময়ে তাঁহার যুদ্ধকৌশল ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির কথা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে আদ্‌মিরাল হথামের অধীনে নেলসন্ ফরাসী জাহাজদলের সহিত সাহস ভরে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা জাহাজে 'কমোডোর' নিযুক্ত হইয়া ফরাসীদের 'লা-সেবিন' নামক জাহাজ আটক করিলেন; কিন্তু স্পেনীয় বহর ফরাসী সাহায্যে আসিয়া পড়ায় তিনি ঐ জাহাজখানি ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হন। ইহার পরই তিনি সেণ্ট-ভিন্‌সেণ্ট বন্দর অতিক্রম করিয়া গোপনে ফরাসী-জাহাজের অনুসরণ করেন। কমোডোর নেলসন্ তৎপরে 'স্যান্‌টিসীমা ত্রিণিদাদ' নামক জাহাজ আক্রমণ করিয়া পরে সান্‌নিকোল ও সান্‌জোসেফ জাহাজ আক্রমণ ও জয় করেন। এই কার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ নেলসন্ কে, সি, বি, উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার পর কেডিজ-অবরোধকারী জাহাজদলের অধিনায়ক হইয়া প্রেরিত হন। কেডিজ নগর গোলায় উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও তিনি অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তাহার পর টেনিরিফের যুদ্ধে গোলার আঘাতে নেলসনের দক্ষিণ বাহু নষ্ট হয়, এই যুদ্ধে ইংরাজের জয় হয় নাই। আঘাত পাইয়া তিনি স্বদেশে আসেন এবং একসহস্র পাউণ্ড বার্ষিকবৃত্তি লাভ করেন। এই পেনসন পাইবার আবেদন পত্রে লিখিত আছে, ব্যাষ্টিয়া ও কাল্‌ভি অবরোধে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বসমেত ১২০ বার যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। ইহার পর অনেকদিন নেলসন্ কোন কার্য্যে নিযুক্ত হন নাই।

তৎপরে যখন সংবাদ আসিল, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট টুলোঁ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন নেলসন্ আর্‌ল্‌অফ্ সেণ্ট-ভিন্‌সেণ্টের অনুমত্যানুসারে নেপোলিয়নের অনুসরণ করিতে প্রেরিত হন। নেলসন্ রণতরী লইয়া ইতালীর উপকূল ঘুরিয়া তাঁহার অন্বেষণে আলেকসান্দ্রিয়া অভিমুখে গমন করেন। নেলসন্ নেপোলিয়নকে সদলে না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলেন। পুনরুদ্যমে নেলসন্ সিসিলির দিকে যাত্রা করিলেন। সিসিলিতে বিশেষ সংবাদ পাইয়া ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নেলসন্ আবার আলেক্‌সান্দ্রিয়া হইয়া আবুকীর উপসাগরের মুখে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ফরাসীদিগের প্রথমশ্রেণীর কএকখানি ফ্রিগেট নঙ্গর করিয়া আছে দেখিতে পাইলেন। আদ্‌মিরাল নেলসন্ ইহা দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ যুদ্ধারম্ভের আদেশ দিলেন। নিকটবর্ত্তী এক দ্বীপের উপর নেপোলিয়নের যুদ্ধ জাহাজগুলি রক্ষার্থ কামানশ্রেণী সজ্জিত ছিল। যুদ্ধ বাধিল; নেলসন্ স্বীয় বহরের কএকখানা জাহাজ শত্রুর জাহাজদলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ফরাসী নৌবল এইরূপে দুইদিকে আক্রান্ত হওয়ায় প্রমাদ গণিল। শত্রুর প্রায় পরাজয় হইয়াছে, এমন সময়ে নেলসনের "এল'ওরিএণ্ট" জাহাজে আগুণ লাগিল; সে আগুণ নিভিল না। গোলাবর্ষণ চলিতে লাগিল। পরদিন প্রত্যুষে দেখা গেল শত্রুপক্ষের দুইখানি জাহাজ অক্ষত অবস্থায় উপসাগর হইতে বাহির হইয়া সাগরের গর্ভে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে, অন্য সবগুলিই অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে। এই যুদ্ধের সংবাদ ও জয়ের কথা ইংলণ্ডে পৌঁছিল, নেলসনের উপর সম্মানসূচক 'ব্যারণ অফ্ দি নাইল' উপাধি বর্ষিত হইল এবং তিনি লর্ড শ্রেণীতে গণ্য হইলেন। তাঁহার পেনসনও

বাড়িয়া বার্ষিক ৩ হাজার পাউণ্ড হইল। বিদেশেও তাঁহার প্রকৃত খ্যাতি ও সম্মান লাভ হইয়াছিল। নেপল্‌স-রাজ তাঁহাকে নিজ রাজ্য মধ্যে ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়া 'ডিউক অব্ ব্রন্টি" আখ্যায় ভূষিত করিলেন। ইহার পর লর্ড নেলসন্ সিসিলি গমন করেন। এই সময়ে নেপ্‌ল্‌সে বিদ্রোহ ঘটে, রাজা প্রায় রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। নেলসন্ সংবাদ পাইয়া এখানে আসিয়া বিদ্রোহদমন ও রাজাকে বিপন্মুক্ত করেন। দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া লর্ড নেলসন্ মহা সমারোহে অভ্যর্থিত হইলেন। এই সময়ে য়ুরোপের উত্তরাংশের অন্যান্য রাজগণ সমবেতচেষ্টায় ইংলণ্ড-ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট জানিতে পারিয়া ভীত হইলেন এবং এই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য এক বহর রণতরী সজ্জিত করিয়া সার্ হাইড্ পার্কারকে প্রধান অধ্যক্ষ এবং লর্ড নেলসন্‌কে দ্বিতীয়পদে বরণ করিলেন।

এই বহর লইয়া কাটিগাট উপসাগরে পৌছিলে, দিনেমারগণ প্রণালী মধ্যে ইংরাজরণতরী প্রবেশে বাধা দিল। ২রা এপ্রেল পূর্ব্বাহ্নে যুদ্ধ বাধিল। দিনেমারদিগের ১৭ খানি জাহাজ ভস্মীভূত ও নিমজ্জিত বা অধিকৃত হইল। ডেন্মার্করাজ অবস্থা বুঝিয়া নেলসনের সহিত সন্ধি করিলেন। তৎপরে লর্ড নেলসন্ সুইডেনরাজকে কৌশলে বাধ্য করিয়া বাল্টিকসাগরে ইংরাজ-বাণিজ্যের আদেশ গ্রহণ করিলেন। এইকার্য্যের পর, লর্ড নেলসন্ দেশে আসিলে ব্যারন পদ হইতে 'ভাই-কাউণ্ট' পদে উন্নীত হইলেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন বুয়লনির নিকট ইংলণ্ড-জয়ের বাসনায় এক রণতরীর বিপুল আয়োজন করিতেছিলেন, নেলসন্ এই আয়োজন ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলেন। বিস্তর চেষ্টা করিয়াও শত্রুর বিশেষ ক্ষতি করিতে না পারায়, লর্ড নেলসন্ দেশে ফিরিলেন, কিন্তু দুএক বৎসর পরেই আবার যুদ্ধ বাধিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে "ভিক্‌টরী" জাহাজের অধ্যক্ষ হইয়া ভূমধ্যসাগরে অগ্রসর হইতে হইলেন। তাঁহার শত চেষ্টাতেও এবার তিনি ফরাসী বহরকে আটকাইতে পারিলেন না। তাহারা কৌশলে টুর্লোঁ পরিত্যাগ করিয়া কেডিজে আসিয়া মিলিত হইল। লর্ড নেলসন্ অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক নৌবল লইয়া ফরাসীদের পশ্চাদনুসরণ করিলেন। অতঃপর ফরাসীরা ও স্পেনীয়েরা একত্র ১৮০৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ট্রাফল্‌গার অন্তরীপের সম্মুখে নেলসন্‌কে আক্রমণ করিল। ২১এ তারিখে যুদ্ধ বাধিল। নেলসন্ "ইংলণ্ডের আশা প্রত্যেক ব্যক্তি দেশরক্ষার্থ আপনাপন কর্ত্তব্য পালন করিবে" এই বাক্য-চিহ্নিত বৃহৎ পতাকা উঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ভিক্টরি জাহাজের সহিত প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বী 'স্যান্‌টিসিমা ত্রিণিদাদ' জাহাজের যুদ্ধ বাধিল। বিপক্ষ পক্ষ হইতে নেলসনের জাহাজে শিলাবৃষ্টির ন্যায় অজস্র গুলিবৃষ্টি হইতে লাগিল। তিনি নিজে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া অধ্যক্ষতা করিয়া বেড়াইতেছিলেন। হঠাৎ একটী গুলি তাঁহার স্কন্ধদেশ ভেদ করিল। এই আঘাতেই তিন ঘণ্টা মধ্যে লর্ড নেলসনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। যে সময়ে নেলসনের জীবন নষ্ট হইল, সে সময় বিপক্ষের পরাজয়ও এক প্রকার অবধারিত হইয়াছিল। নেলসনের মৃত্যুর পর আড্‌মিরাল কলিংউড অধ্যক্ষতা পাইয়া সুকৌশলে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিলেন।

নেলসনের অভাবে ইংলণ্ডে গম্ভীর শোক ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু তিনি ইংলণ্ডের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতিদান-স্বরূপ লর্ড হোরেশিও নেলসনের ভ্রাতা রেভারেণ্ড উইলিয়ম নেলসন্‌কে আর্ল পদবী দিয়া লর্ড শ্রেণীতে গণ্য করা হইল এবং তাঁহার বার্ষিক পেনসন ৬ হাজার পাউণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইল। নেলসনের দুই ভগিনীও প্রত্যেকে ১০ হাজার পাউণ্ড এবং ভূসম্পত্তি ক্রয়ের জন্য উভয়ে অতিরিক্ত একলক্ষ পাউণ্ড পাইলেন।

১৮০৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে লর্ড নেলসনের মৃতদেহ সেণ্ট-পলস্ কেথিড্রালে সমাহিত হয়।

নেল্লিকারু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ-কাণাড়া জেলার মঙ্গলূর তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। মঙ্গলূর নগরের ২৭ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

নেল্লিতীর্থ, দক্ষিণ কাণাড়ার মঙ্গলূর তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। মঙ্গলূর নগরের ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার একটী পুরাতন মন্দিরে প্রাচীন কর্ণাড়ী ভাষায় লিখিত একখানি শিলাফলক আছে।

নেল্লিপটলা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির উত্তর আর্কট জেলার পলমনের তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। উক্ত তালুকের সদর হইতে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। গ্রামের উত্তরাংশে দেবরকোণ্ডা পর্ব্বতের শিখরদেশে একটী ভগ্নমন্দিরের বহির্দ্দেশস্থ পর্ব্বতগাত্রে একখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। উহার অক্ষরাবলী কতকাংশে তেলগু ভাষার অনুরূপ। বর্ণগত সাদৃশ্য থাকিলেও উহাকে স্পষ্ট তেলগু বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

নেল্লিয়াম্পতি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কোচীন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী গিরিশ্রেণী। পালঘাট নগর হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই পর্ব্বত কোথাও ৩০০০, কোথাও বা ৫০০০ ফিট্ উচ্চ। ১৫০০ হইতে ৪০০০ ফিট্ উচ্চভূমিতে শাল, চন্দন প্রভৃতি অনেক মূল্যবান্ গাছ জন্মে এবং স্থানবিশেষে এলাচী, আদা, মরিচ প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে এখানে কাফির চাষ আরম্ভ হয়। উক্ত কাফি চাষের দিন দিন বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে।

এই পর্ব্বতের বন্যপ্রদেশে কেদার নামে একটী অসভ্য জাতির বাস আছে। ইহাদের আচার ব্যবহার কতকাংশে বৈনাদ জেলাস্থ কুরুব জাতির সদৃশ। ইহারা ফলমূল ও বন্য জাত ফসলাদির উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এতদ্ব্যতীত ইন্দুরাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তুও খাইয়া থাকে। সকল সময় ইহারা একস্থানে বাস করে না। ইহাদের জাতিগত কোন একটী ব্যবসা নাই। বনবাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ কার্য্যোপযোগী ঝুড়ী প্রস্তুত করে।

নেল্লু, সিংহলদ্বীপজাত বৃক্ষবিশেষ। আট বৎসর অন্তরে পুষ্পিত হয়। ঐ সময়ে পুষ্পের আঘ্রাণ ঠিক কাঁচা মধুর মত। ইহার ফুল হইতে প্রচুর মধু পাওয়া যায়; এই জন্য সিংহলবাসীরা এই বৃক্ষকে মধু-গাছ বলিয়া থাকে।

নেল্লূর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির মধ্যে ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব্বদিকস্থ করমণ্ডলকূলে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বসীমা বঙ্গোপসাগরের অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গমালায় বিধৌত, পশ্চিমে বেলীগোণ্ডা পর্ব্বতমালা উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইহাকে কড়পা ও কর্ণূল জেলা হইতে পৃথক্ করিতেছে, উত্তরে কৃষ্ণা জেলা এবং দক্ষিণে উত্তর-আর্কট ও চিঙ্গলপট জেলাদ্বয় ইহার সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। অক্ষা ১৩° ২৫´ হইতে ১৫° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৯´ হইতে ৮০° ১৪´ পূঃ। ভূমির পরিমাণ ৮৭৩৯ বর্গমাইল।

জেলার সদর নেল্লূর নগরের নামানুসারে এই জেলার নামকরণ হইয়াছে। স্থানীয় ভাষায় এই নগরে নাম নেল্লূরু বা নেল্লি-উরু। উরু শব্দে গ্রাম এবং নেল্লি শব্দে আমলকী বৃক্ষ। জনশ্রুতি এইরূপ যে নেল্লূর নগর রামায়ণোক্ত অতি প্রাচীন দণ্ডকারণ্যের একাংশে স্থাপিত। এই আমলকী বন হয়ত কোন প্রাচীন সময়ে উক্ত দণ্ডকবনের অন্তর্বর্ত্তী ছিল।

এই জেলা নানাজাতীয় বৃক্ষাদি পরিশোভিত হইলেও এখানকার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ততদূর তৃপ্তিকর নহে। জলবায়ুর রুক্ষতাবশতঃ এবং স্বাভাবিক দৃশ্যাদির কোনরূপ বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হওয়ায় বিদেশীয়ের পক্ষে এইস্থান সাধারণতঃ আনন্দোদ্দীপক নহে। পশ্চিমে বেলী-গোণ্ডার গিরিশ্রেণী স্থাবরজঙ্গমাত্মক সুদীর্ঘ অবয়ব বিস্তারপূর্ব্বক বিভীষিকাময়ী জীবজন্তুসমূহ স্বীয়বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকে বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ত জলরাশির উচ্ছ্বসিত উর্ম্মির আঘাতে তীরবর্ত্তী প্রস্তরভূমি চূর্ণ হইয়া সেই বেলাভূমিকে বালুকাময় করিয়া ফেলিয়াছে। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ 'নাবাল' হওয়ায়, কতকাংশে চাষবাসের উপযোগী হইয়াছে; কিন্তু ইহার অন্যান্য অধিকাংশস্থানই উর্ব্বরতাবিহীন। সমুদ্রতীর অতিক্রম করিয়া জমি ক্রমশঃই উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। অধিকাংশস্থানই পর্ব্বতময় ও বনরাশিতে পরিপূর্ণ এবং অনুর্ব্বরবোধে পরিত্যক্ত। কেবলমাত্র একএকটী গ্রামের নিকটে চাষবাস ও দুএকটী সুন্দর বৃক্ষের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

পশ্চিমদিকের সমগ্রভূমিই পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বর। এই পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম পেঞ্চলা কোণ্ডা (উচ্চে ৩০০০ ফিট্)। এই শিখর-সংলগ্ন অপর একটী শৃঙ্গের নাম উদয়গিরিদুর্গ। ইহার উচ্চতা ৩০৭৯ ফিট্। জেলার সকল স্থান হইতেই এই শিখরের উচ্চ চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

এই জেলার মধ্যে একটী আশ্চর্য্য স্থান আছে। উহা সাধারণের দেখিবার জিনিস। ঐ স্থানের নাম শ্রীহরিকোটাদ্বীপ। ঐ দ্বীপের একদিকে অতলস্পর্শী লবণ-সমুদ্র ও অপরদিকে ক্ষীণ-কলেবর পালিকট হ্রদ। এই দুই জলরাশির ব্যবধানে বাঁধরূপে দণ্ডায়মান বালুকাভূমি যাহা এখন দ্বীপ নামে অভিহিত, অবশ্যই বলিতে হইবে, উহা জগদীশ্বরের গৌরব ও স্বভাবের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতেছে।

এখানে পেন্নার (পিনাকিনী), সুবর্ণমুখী ও গুণ্ডলাকম্মা নামে তিনটী প্রধান নদী আছে, পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের অধিত্যকা-ভূমি হইতে তিনটীই উদ্ভূত। এতদ্ভিন্ন পর্ব্বতগাত্র হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলস্রোত নানাদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এতগুলি নদীতে জলসঞ্চার হইলেও এখানকার উর্ব্বরতা বা বাণিজ্যের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। একমাত্র পেন্নার নদীই কেবল বন্যার সময় জলপূর্ণ হয়। এই নদীতে জলসঞ্চয়ের জন্য নেল্লূর নগরের নিকটে একটী "আনিকাট" নির্ম্মিত আছে।

বনমধ্যে আজ কাল আর বন্য ও হিংস্রজন্তু দেখা যায় না। ব্যাঘ্রের সংখ্যা অতি বিরল, নাই বলিলেই চলে। সময় সময় কড়পা জেলা হইতে দুএকটী ছুট্কাইয়া এখানে আসিয়া থাকে। চিতাব্যাঘ্র, ভল্লূক, শাম্বর-হরিণ, কৃষ্ণসার ও গুলদার হরিণ, বাইসন্ জাতীয় মহিষ এবং বন্যবরাহ এখানে প্রচুর দেখা যায়। পক্ষীজাতির মধ্যে কাদাখোঁচা, কলহংস, জঙ্গলী-কপোত ও তিত্তির-পক্ষীই প্রধান।

নানাজাতীয় প্রস্তর সত্ত্বেও এখানে মৃত্তিকা মধ্যে একপ্রকার লৌহমিশ্রিত কর্দ্দম পাওয়া যায়, ঐ মৃত্তিকা গৃহাদি ও রাস্তা-নির্ম্মাণের বিশেষ উপযোগী। এই খণিজ পদার্থে মালমসলা অত্যন্ত দৃঢ় করে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এখানে তাম্রখনি পাওয়া গিয়াছে। মৃত্তিকা হইতে চূর্ণ-লৌহও পাওয়া যায়। এখানকার লোকে উহা একত্র গলাইয়া রূপান্তরিত করে এবং আবশ্যক-

প্রভৃত বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া লয়। কোথাও কোথাও মৃত্তিকা মধ্যে অল্প সোনা পাওয়া যায়।

এখানকার জলবায়ুর প্রভাব সকল ঋতুতেই সমান, কখনও তাপের হ্রাস বা বৃদ্ধি উপলব্ধি হয় না। জলবায়ু স্বভাবতঃ রুক্ষ হইলেও স্বাস্থ্যপ্রদ। গ্রীষ্মকালে যখন পশ্চিম হইতে উষ্ণ বায়ু বহিতে থাকে, তখন বড়ই কষ্টকর বোধ হয়। উত্তর-পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম মসুম বায়ু প্রবাহিত হইলে (অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় এবং কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে) বৎসরের এই দুই সময়ে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। উত্তর-পূর্ব্ব মসুম বায়ুতে জেলার উত্তরাংশে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বায়ুতে জেলার দক্ষিণাংশেই অধিক বৃষ্টিপাত লক্ষিত হয়।

জলবায়ুর প্রকোপে সাধারণতঃ এখানে কএকটী বিশেষ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সবিরাম-জ্বর, বাত, কুষ্ঠ, গোদ, মি, অজীর্ণ, আমাশয়, বিসূচিকা ও বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রভাবই অধিক। সময় সময় এখানে বসন্ত ও ওলাউঠা ভয়ানক সংক্রামক হইয়া পড়ে।

এখানে যে বিস্তীর্ণ বনরাজি দেখা যায় এবং যাহা এক সময়ে সুবিস্তৃত দণ্ডকারণ্যের অংশ ছিল বলিয়া কথিত হয়; সেই বন্য ভূভাগ বেলীকোণ্ডার পূর্ব্বদিকের ঢালুপ্রদেশে এবং রায়পুর আত্মকূড়, উদয়গিরি ও কনিগিরি তালুকের এলাকামধ্যে অবস্থিত। রক্তচন্দন, অঞ্জন, পিয়াশাল, সেগুণ প্রভৃতি মূল্যবান্ বৃক্ষসমূহ গবর্মেণ্টের রক্ষিত-বন মধ্যে গণ্য হইয়াছে। পালিকট হ্রদের অন্তর্বর্ত্তী শ্রীহরিকোটদ্বীপের বালুকাময় স্থানে যে বনবিভাগ আছে, তাহাতেও নানাজাতীয় বৃক্ষাদি জন্মিয়া থাকে। এই বনে কুচিলা, জামুন, তেড্ডীমারম, কনকচম্পা প্রভৃতি বৃক্ষই বিস্তর, এতদ্ভিন্ন জ্বালানি কাষ্ঠের উপযোগী প্রচুর কাষ্ঠ এখান হইতে মান্দ্রাজে নীত হয়। এই জেলার স্থান বিশেষে বড়-রিটা (যে ফলে শাল, জামিয়ার, অলঙ্কার প্রভৃতি ধৌত করা যায়), তেতুল ও বেত্রগাছ প্রচুর দেখা যায়। উপরিউক্ত বন-বিভাগ ব্যতীত সমুদ্রতীরের বালুকাভূমির উপর গবর্মেণ্টের এক প্রকার ঝাউগাছ এবং স্থানে স্থানে তাল, নারিকেল ও হিজলি বাদামের চাষ আছে।

যনড়ী জাতিই এখানকার আদিম অধিবাসী। সর্ব্বত্রই ইহাদের বসবাস আছে। শ্রীহরিকোটাদ্বীপে যে অল্প সংখ্যক যনড়ী জাতির বাস দেখা যায়, তাহাদের আচার-ব্যবহার কতকাংশে রাক্ষসের সদৃশ। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধিকারে আসিলে, ইংরাজগণ যনড়ীদিগের অতিশয় ঘৃণিত ও পৈশাচিক আচার বিদূরিত করিয়া, তাহাদের জাতীয়অবস্থা উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবান্ হন্; কিন্তু তাহারা আপনাদের বন্য ও অসভ্যজীবন পরিত্যাগপূর্ব্বক চাষবাস ও গবাদিপালন পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতে অস্বীকৃত হয়। ইহারা বন-জঙ্গলে বেড়াইতে ভালবাসে ও সৌখিনতা ইহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। ইহারা দ্রাবিড়বংশীয়, সকলেই তেলগু ভাষায় কথা কয়। অনেকাংশে হিন্দুদিগের ক্রিয়াকারণের অনুকরণ করিলেও, ইহারা আপনাপন প্রথামত ভূতযোনির পূজা করে। ইহারা মৃত্যুর পর শবদেহ গোর দেয়।

যেরুকালা নামে আর একটী ভ্রমণশীল জাতি আছে, ইহারা তামিলবংশীয়। চেঞ্চু, ডোম্বারা, সুকালী বা লম্বাড়ী জাতীয়েরা মরাঠীভাষায় কথা কয়।

এখানে শেঠী (ব্যবসায়ী), বেল্ললার (কৃষক), আদাইয়ার (গোচারক,) কম্মালর (কারিগর), কণক্কন (লেখক) কৈকলর (তাঁতি) বন্নিয়ান (মজুর), কুশাবন (কুমার), শতানি (মিশ্রজাতি) সেম্বডুবন (জেলে), সানান (তাড়ি-কর), অম্বাট্টন (নাপিত), বান্নান (রজক) প্রভৃতি কএকটী বিভিন্ন জাতির বাস আছে। এতদ্ভিন্ন আরবী, লব্বাই, মোগল, পাঠান, শেখ, সৈয়দ প্রভৃতি মুসলমান জাতির বাসও দেখা যায়। নেল্লূর, অঙ্গোলা, বেঙ্কটগিরি, কণ্ডুকূড়, অড্ডঙ্কি, কবলী ও গুড়ূর নগরে য়ুরোপীয় ও খৃষ্টিয়ানগণের বাস আছে। এখানে প্রথমে রোমান কেথলিক মিসন ও তৎপরে ১৮৪০ খৃঃ অঃ আমেরিকার বাপ্তিষ্ট মিসন আগমন করেন। ক্রমে স্কট ও জার্ম্মানির লুথার সম্প্রদায়িগণ তাহাদের অনুসরণ করিয়াছেন।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই এই প্রদেশের বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছিল। ভারতবাসী ও সিংহলদ্বীপবাসীর সহিত সুদূরদেশবাসী রোমক-জাতির বাণিজ্যের সংস্রব ছিল। ১৭৮৫-৮৭ খৃষ্টাব্দে নেল্লূর নগরের নিকটস্থ স্থানের মৃত্তিকা হইতে যে সমস্ত প্রাচীন রোমক-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, মান্দ্রাজের গবর্ণরের মুদ্রিত পত্র হইতে জানিতে পারা যায়*। কর্ণেল মেকেঞ্জী

* The Asiatic Researches, Vol. II, p. 332 নামক পুস্তকে ঐ পত্র মুদ্রিত হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম এই—'নেল্লূর নগরের নিকটে কোন কৃষক লাঙ্গল লইয়া মৃত্তিকা কর্ষণকালে একটী প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের চূড়ায় তাহার লাঙ্গলের ফাল ঠেকিয়া যায়। পরে অনুসন্ধানতৎপর হইয়া ঐ স্থান খনন করিলে, ঐ মন্দির মধ্যে একটী পাত্রে কতকগুলি রোম-দেশীয় মুদ্রা ও পদক পাওয়া যায়। ঐ সময়ে মাননীয় ডেভিড্সন মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; কৃষক ঐ মুদ্রা সোণার দামে বিক্রয় করিলে তিনি স্বয়ং এড্রিয়ান ও ফষ্টিনার (Adrian and Faustina) সময়কার অর্থাৎ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীর দুই খানি পছন্দ করিয়াছিলেন এবং নবাব আমীর-উল্-ওমরা তন্মধ্য হইতে ত্রিশ খানি গ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন ট্রাজান সময়েরও কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। ঐ মুদ্রা গবর্ণর-বাহাদুর স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। তিনি

১৮০৬ খৃষ্টাব্দে কোয়ম্বাতোর জেলার স্থানে স্থানে কতকগুলি মুদ্রা প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ হইতে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোয়ম্বাতোর, শোলাপুর, কড়পা, মদুরা, এবং কয়নূরের ১০ মাইল পূর্ব্বে কোট্টায়মের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে অগষ্টাস্, ক্লডিয়াস্, কেলিগুলা, সেভারাস্ এণ্টোনিনাস, কোমোডাস্, গেটা, ট্রাজান, ড্রুসাস্, জেনো প্রভৃতি রাজগণের সময়কার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রা হইতে বেশ জানিতে পারা যায় যে, অতি পূর্ব্বকালে রোমকবণিকগণ করমণ্ডলউপকূলে আসিয়া ভারতীয় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। করমণ্ডলউপকূলই যে তৎকালে বাণিজ্যের প্রধানস্থান বলিয়া গণ্য ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চীনদেশ ও আরবদেশের নানাস্থান হইতে ব্যবসায়িগণ বাণিজ্য উপলক্ষে এই প্রদেশে আসিত। করমণ্ডলকূলে প্রাপ্ত চীন ও আরবীমুদ্রাই তাহার প্রমাণ। পূর্ব্বে চীনরাজ্য ও পশ্চিমে লোহিতসাগরতীরবর্ত্তী মুসলমানাধিকৃত রাজ্যসমূহের লোকেরা সেই প্রাচীন সময়ে বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতে আসিত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিন্নেবল্লী জেলায় প্রায় লক্ষটাকার অধিক স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। তন্মধ্যে ৩১টী মান্দ্রাজ মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। ঐ সকল মুদ্রার কতকগুলি আরবী ও কতকগুলি কিউফিক্ ভাষায় নামাঙ্কিত। আরবীয় মুদ্রাগুলি প্রায় খালিফ্, আতাবেগ, আয়ুব ও মাম্লুক-বহ্রীৎবংশীয় রাজগণের সময়কার। এই মাম্লুক-বংশীয় রাজগণ ইজিপ্টে রাজত্ব করিতেন, তাহা ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কতকগুলি মুদ্রার উপর লাটিন ভাষায় আরাগণরাজ ৩য় প্রিড্রোর নাম খোদিত। ইনি ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন। মাম্লুক্-বহ্রীৎবংশীয় সুলতানের সহিত এক সময়ে তাঁহার সন্ধি হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ঐ সন্ধিসূত্রে তাঁহার মুদ্রা ইজিপ্টে ও তথা হইতে বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে আসিয়া থাকিবে। ত্রিবাঙ্কোড়রাজ ও রেসিডেণ্ট-জেনারল কালেন্ সাহেবের নিকট কতকগুলি প্রাচীন রোমক মুদ্রা আছে*। কতকগুলি মুদ্রায় আবার ভ্যালেণ্টিনিয়ান্, থিওডোসিয়াস্ ও ইউডোসিয়ার নামও খোদিত আছে। এই সকল মুদ্রার ধারাবাহিক তত্ত্ব সংগ্রহ করিলে এবং মুসলমানগণের ইতিহাস পাঠ করিলে বেশ বোধ হয় যে, বহুশতাব্দী ধরিয়া নেল্লূর ও সমস্ত করমণ্ডল-উপকূল প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান বলিয়া খ্যাত ছিল।* 'তজ্জিয়া-তুল্ অম্সার' নামক ইতিহাসে লিখিত আছে যে, কুয়ম্ হইতে নীলাবর (নেল্লূর) পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত 'ফয়সঙ্গ' বিস্তৃত সমুদ্রের উপকূল মায়াবর নামে খ্যাত। এখানকার রাজগণের উপাধি দেবর। চীন ও মহাচীনবাসিগণ তাহাদের 'জঙ্ক' নামক জাহাজে তদ্দেশজাত সূক্ষ্ম কারুকার্য্যবিশিষ্ট দুর্লভবস্তুসমূহ বোঝাই করিয়া, এই প্রদেশে বিক্রয়ার্থ লইয়া আসিত। সিন্ধু ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জনপদবাসী মুসলমানেরাও এই দেশে বাণিজ্য জন্য অর্ণবপোতসাহায্যে আগমন করিত। ইরাক্ হইতে খোরাসন পর্য্যন্ত স্থানসমূহে এবং রুম ও য়ুরোপের স্থানে স্থানে যে সকল প্রাচীন ও সুন্দর গৃহ-সজ্জা এবং সখের দ্রব্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কতকাংশ এক সময়ে এই বাণিজ্যবহুল ভারত-উপকূল হইতে নীত হইয়াছিল। পারস্য-উপসাগরস্থ দ্বীপবাসিগণের অর্থ ও মণিমুক্তাদি এক সময়ে এই প্রদেশ হইতে আহৃত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন সুন্দর পাণ্ড্য এই প্রদেশের রাজা, তখন কায়েস্ দ্বীপের বণিকগণ ও মালিক উল্ ইস্লাম্ জমাল্ উদ্দীন্ তাঁহাকে বাণিজ্যার্থ করস্বরূপ প্রতিবৎসর তদ্দেশজাত ১৪০০ অশ্ব দিতে প্রতিশ্রুত হন। আরও জানা যায় যে, সুদূরবর্ত্তী চীন ও অন্যান্য দেশ হইতে যে সকল সুন্দর ও সূক্ষ্মদ্রব্য এই স্থানে আসিত, রাজা সর্ব্বাগ্রে করস্বরূপ তাহারও মধ্যে কতক বাছিয়া লইতেন†। এতদ্ভিন্ন নেবুকাড্নেজার ও নিকোর সময়ে বাবিলন ও ইজিপ্টদেশীয় বণিকগণ বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতে আসিতেন, তাহা তৎসময়ের ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায়। [নেবুকাড্নেজার দেখ।]

বর্ত্তমান সময়ে দক্ষিণ-ভারতের আর সেই বাণিজ্যগৌরব নাই। প্রায় খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ঐরূপ ব্যবসা-স্রোত চলিয়াছিল, ক্রমশঃই হ্রাস পাইয়া এখন প্রায় তাহা একরূপ লোপ পাইয়াছে বলিলেই হয়। ঐ প্রাচীন ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গেই নেল্লূরের নীলবর্ণ 'সালেম্ পোরী' নামক বস্ত্রও বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বকালে ঐ বস্ত্র ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ্ দ্বীপবাসী নিগ্রো জাতিরা আগ্রহের সহিত পরিধান করিত। এই কারণে ঐ বস্ত্রের কখনও অনাদর হয় নাই। এখন নেল্লূর হইতে আর কার্পাস বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হয় না। দেশবাসিগণ আপনাদের পরিধেয় মত বস্ত্রাদি বয়ন করে। নেল্লূর নগরের নিকটবর্ত্তী কোবুর গ্রামে এক প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র ও রুমালের উপযোগী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। শ্রমজীবিগণ সাধারণতঃ চট প্রস্তুত ও কাপড় রং করে। কেহ কেহ বা তাম্র, পিত্তল ও কাংস্য-

---

উজ্জ্বলতা দেখিয়া লিখিয়াছেন যে মুদ্রাগুলি এত নূতন যেন এই মাত্র টাঁকশাল হইতে আনা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট কতকগুলি মুদ্রার উপরকার দাগ ঘসিয়া উঠিয়া গিয়াছে।"

* Indian Antiquary, Vol. VI. p. 215-16.

* Indian Antiquary, II. p 241-42

† Elliot's Muhammadan Historian, Vol. III. p. 32-35.

পাত্র নির্ম্মাণ, ভাস্করকার্য্য, নৌকানির্ম্মাণ, ও মাদুর প্রভৃত করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

রেলপথ বিস্তারের পূর্ব্ব হইতেই এখানকার বাণিজ্য অবনতির সূত্রপাত দেখা যায়। কড়পা ও কর্ণুলবাসিগণ তুলার বিনিময়ে নেল্লুর হইতে লবণ লইয়া যাইত। সমুদ্রতীরে কেবলমাত্র শস্যাদির রপ্তানী হইয়া থাকে। তুলা, চাউল, নীল, তামাকু, কলাই ও অন্যান্য শস্যের চাষ আছে এবং উপকূলস্থিত কোট্টপাটম্ ও ইটমুকুলা নামক বন্দরদ্বয়ে এখনও ঐ সকল দেশজাত দ্রব্যের রপ্তানি ও বিভিন্ন দেশ হইতে বাণিজ্যার্থ উৎপন্ন নানাদ্রব্য আমদানি হয়।

সময় সময় জল ও বৃষ্টির অভাবে, পেন্নার নদীর বন্যায় ও সমুদ্রকূলস্থ ঝটিকায় এখানকার শস্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। ১৮০৪, ১৮০৬, ১৮২০, ১৮২৮, ১৮৩২, ১৮৩৩, ১৮৫২, ১৮৫৭, ১৮৭৪, ১৮৭৬ ও ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ঝড় ও বন্যায় এখানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১৮৭৬-৭৮ এখানে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে মোটেই শস্যাদি জন্মে নাই। এই সময়ে প্রায় ৬০০০০ গো-মেষ ও অসংখ্য মনুষ্য অন্নাভাবে কালের কবলে পতিত হইয়াছিল।

এখানকার অধিবাসিগণ আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ক্রিয়াকলাপে অনেকাংশে হিন্দুদিগের অনুকরণ করিলেও, মুসলমান মহরম উৎসবে অনেক হিন্দুই যোগদান করে। নেল্লুর জেলার ১২০ খানি গ্রামে প্রতি বৎসর মহরম উপলক্ষে হিন্দু মুসলমান উভয়েই অগ্নি জ্বালিয়া নৃত্য করিয়া থাকে। বুন্দরশাহ্-মদুর নামক জনৈক মুসলমান পীরের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের জন্য, মুসলমান ফকিরগণ মধুমাসে দুইটী বিভিন্ন স্থানে দুইবার অগ্নিক্রীড়া করে। ঐ সময় তাহারা অগ্নির উপর ভ্রমণ বা গড়াগড়ি করিয়া থাকে *।

এই প্রদেশের কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এই স্থান দাক্ষিণাত্যের তৈলঙ্গরাজ্যের অংশরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে। এই কারণেই পূর্ব্বতন বণিকগণ করমণ্ডল-উপকূলস্থ নেল্লুর ও তন্নিকটবর্ত্তী তৈলঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত বন্দরসমূহে আসিয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিত। এই রাজ্যে এক সময়ে যাদব, চালুক্য, কল্যাণ ও গণপতিবংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন এবং উক্তবংশীয় রাজগণের সময়ে এই স্থান ব্যবসা বাণিজ্যে যে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়া ছিল তাহা রোমক, চীন ও আরব দেশীয় মুদ্রা এবং এখানকার রাজগণের শিলালিপি হইতে জানা যায়। [যাদব, চালুক্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।]

এখানকার মন্দিরাদিতে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, মহাপ্রতাপশালী বিজয়নগরের নরপতিবংশীয় রাজা কৃষ্ণদেব রায়ালু কতকগুলি মন্দিরনির্ম্মাণ ও কতকগুলির জীর্ণ সংস্কার করিয়া দেন *। রাজা কৃষ্ণদেব ১৫০৯ হইতে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রবাদ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এখানে মুক্কন্তি নামে একজন সর্দার আধিপত্য করিতেন এবং তিনি চোলরাজগণের সামন্তরূপে গণ্য ছিলেন। চোলরাজগণের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের কোন ঐতিহাসিক-তত্ত্ব না পাওয়ায় অনুমান হয়, কড়পা, বেল্লারী, অনন্তপুর, কর্ণুল প্রভৃতির ন্যায় এই প্রদেশের অপরাপর অংশ প্রসিদ্ধ দণ্ডকারণ্যের নিবিড় গর্ভে নিহিত ছিল। কেবলমাত্র বাণিজ্যের উপযোগী সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর সকল পূর্ব্বোক্ত রাজগণের অধিকারভুক্ত থাকিয়া, দেশবিদেশে ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যগৌরব ঘোষণা করিয়াছিল। মুক্কন্তির পর খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে সিদ্ধরাজ এখানে রাজত্ব করিতেন, এই সময়ে যাদববংশীয় কএকজন সর্দার এই জেলার উত্তরাংশে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন।

নেল্লুর নগরের অতি প্রাচীন অধিবাসী বেঙ্কটগিরির রাজবংশীয়গণের প্রাচীন বংশাবলী হইতে জানিতে পারি যে, এই বংশের পূর্ব্বপুরুষগণ মুসলমানগণের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ আলাউদ্দীনের রাজত্ব সময়ে মালিক কাফুর ১৩১০ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ আক্রমণ করেন। তৎপরে কুতুবশাহীবংশীয় মুসলমানগণ ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া গোলকুণ্ডায় রাজধানী স্থাপন করে।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, নেল্লুর নগরের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় নাই, তাহার একমাত্র কারণ তৎকালের কোন রাজাই এই নগরে আপনার আবাস বা রাজধানী মনোনীত করেন নাই। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে এই জেলার আর্ম্মেগোন নগরে ইংরাজবণিকগণের অবস্থান হইতেই এই জেলার ইদানীন্তন ইতিহাস আরম্ভ হয়।

১৬২৩ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ কর্ত্তৃক আম্বয়নানগরে ইংরাজগণ নিহত ও নির্জ্জিত হইলে, ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক বণিকসম্প্রদায় করমণ্ডল উপকূলে মসলিপত্তন ও পট্টপোলি (বর্ত্তমান নাম নিজামপত্তন) নগরে (১৬১১ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত) তাহাদের বাণিজ্য কুঠিতে আসিয়া আশ্রয় লাভ করেন। ইহার চতুর্দ্দশ বর্ষপরে, ওলন্দাজদিগের উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া ফ্রান্সিস্ ডে নামক ইংরাজ-কর্ম্মচারী সদলে দুর্গারাজ-পত্তন গ্রামে পলাইয়া যান। উক্ত গ্রামে পৌছিলে, গ্রামপতি মুদালিয়ার ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে দমন করিয়া ডে

* Indian Antiquary, Vol. VII. p. 128.

* Sewell's List of Antiquiteis, Madras. I. p. 144.

সাহেব উক্ত যোড়াদের নামানুসারে এই গ্রামে আর্মেগম যুডে-ন্নিয়ার নামে একটী দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই ১৪ বৎসর পরে ১৬৩৯ খৃঃ অব্দে মান্দ্রাজের সেন্টজর্জ দুর্গ স্থাপিত হয়।

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে ইংরাজ ও ফরাসীদিগণের 'কর্ণাটিক যুদ্ধ' হইতেই এখানকার প্রকৃত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। এই সময়ের ইতিহাস পাঠ করিলে বেশ জানা যায়, দাক্ষিণাত্যের পূর্ব্বউপকূলে ফরাসী ও ইংরাজগণ আধিপত্য বিস্তারে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে নাজিব্ উল্লা তাঁহার ভ্রাতা নবাব মহম্মদ-আলীর প্রদত্ত নেল্লূর প্রদেশের শাসন ভার প্রাপ্ত হন। এই বৎসরে মহম্মদ কমাল্ নামে জনৈক মুসলমান নেল্লূর নগরে প্রবেশপূর্ব্বক নাজিব্উল্লাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। ঐ ব্যক্তি তিরুপতির মন্দির ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলে, ইংরাজের হস্তে উহার রক্ষার ভার সমর্পিত হয়। উভয় দলে ঘোর যুদ্ধ হইলে প্রথমে ইংরাজগণ পরাজিত হন, অবশেষে তাঁহারা পুনরায় কমাল্কে আক্রমণ করিয়া বন্দী করেন।

নাজিব্ উল্লা স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, কিছু দিন পরে (১৭৫৭ খৃঃ অঃ) নিজ অধীনতা উচ্ছেদ করিবার জন্য ভ্রাতার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইলেন। নবাব মহম্মদ আলী তাঁহার ইংরাজবন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নাজিব্ উল্লাও আপনার পক্ষ দৃঢ় রাখিবার জন্য ফরাসীগণের সাহায্য লই-লেন। এই যুদ্ধে ইংরাজগণ পরাস্ত হইলে, কর্ণেল ফর্ড উক্ত ক্ষতির জন্য জবাবদিহি হইয়া মান্দ্রাজে প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নাজিব্ বলাসৎ জঙ্গ ও মহারাষ্ট্রীয়গণকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে ফরাসী সেনাপতি লালী সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজ হইতে অপসৃত হইলে, তিনি ইংরা-জের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং ইংরাজ কর্ত্তৃক ঐ প্রদে-শের শাসনকর্ত্তৃপদে নিয়োজিত হইয়া ইংরাজরাজকে বাৎসরিক ত্রিশ হাজার 'পাগোডা' দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৭৯০ খৃঃ অব্দে টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজগণ স্বহস্তে কর্ণাটপ্রদেশের রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ করেন। ১৭৯২ খৃঃ অব্দে টিপুর সহিত সন্ধি হইলে, উহার শাসনভার পুনরায় নবাবের হস্তে অর্পিত হয়। অবশেষে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-গণ চিরকালের মত এই প্রদেশের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন।

২ নেল্লূর জেলার অন্তর্গত একটী তালুক বা উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৬৩৮ বর্গ মাইল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এখানে দুইটী দেওয়ানী ও ৫টী ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। পেন্নার (পিনাকিনী) নদীর দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪° ২৬´ ৩৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১´ ২৭´´ পূঃ। ইহার প্রাচীন নাম সিংহপুর। এই খানেই বর্ত্তমান ইংরাজগণের আবাস আছে। এখানকার মূল-স্থানেশ্বরের মন্দিরটী ত্রিনেত্র ওরফে মুক্কন্তি নামক জনৈক রাজ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তেলগুদেশে ইনি 'মুক্কন্তি মহারাজ' নামে প্রসিদ্ধ। এখানে মুসলমানগণের সময়ের একটী কেল্লা আছে।

পরে এই নগর 'দুর্গামেট্টা' নামে সাধারণে পরিচিত হয়। এখনও নেল্লূরের উপকণ্ঠ ঐ নামে খ্যাত। এই নগর হইতে মান্দ্রাজে স্থলপথে ট্রাঙ্করোড ও জলপথে বাকিংহাম খাল দিয়া গমন করা যায়। এই নগরের গঠন ও জলবায়ু নিতান্ত মন্দ নহে। যুরোপীয়গণের আবাসবাটীর অপর পার্শ্বে নরসিংহ-কোণ্ডাপর্ব্বতের উপর কতকগুলি মন্দির আছে। এখানে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে 'ঠিকনা সোমযজুলু' নামে এক কবি তেলগু ভাষায় সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ করেন। ইহার সম-সাময়িক মোল্লা নামে একটী স্ত্রীকবিও রামায়ণ অনুবাদ করিয়া বিদ্যাচর্চ্চার গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। রাজকবি অলসানি পেড্ডানা রাজা কৃষ্ণদেবের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন।

নেবতী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির রত্নগিরি জেলার অন্তর্গত একটী বন্দর। অক্ষা° ১৫° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩২´ পূঃ। বেঙ্গোর্লার ৮ মাইল উত্তরে, মলবানের ৬॥০ মাইল দক্ষিণে এবং পর্ত্তুগীজ রাজধানী গোয়ার ১৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অব-স্থিত। পূর্ব্বে এই নগর বিজাপুরের এলাকাভুক্ত ছিল। এখানে একটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে। মিঃ রেনেল প্রভৃতি পুরাবিদ্গণ এই স্থানকে টলেমি-কথিত 'নিট্রি' বা প্লিনি বর্ণিত' নিট্রিয়াস' বলিয়া অনুমান করেন। এখন এই স্থানের আর সেরূপ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি নাই, ক্রমশঃই উহার হ্রাস পাই-তেছে। ১৮১৮—১৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সৈন্যগণ এই বন্দর আক্র-মণ করে এবং গোলার আঘাতে দুর্গ ভাঙ্গিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের নিকট হইতে কাড়িয়া লয়।

নেবহী, রাজপুতনার অজমীঢ়ের অন্তর্গত একটী নগর। জয়-পুর রাজধানী হইতে ৩১ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ২৬° ৩৩´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৭৫° ৪৪´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে এই নগর বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং বহু লোকের বস-বাস হেতু ইহার আয়তনও বিস্তৃত ছিল। আমীর খাঁ যখন এই স্থান আক্রমণ করিয়া লুট করে, তখন এখানকার অধিবাসীরা পলাইয়া অন্যত্র গমন করে। শেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে এখানে শান্তি স্থাপিত হইলে, পুনরায় লোকসমাগম হইয়া জনতা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই নগর একটী পর্ব্বতের ক্রোড়ে অবস্থিত। ইহার পশ্চাদ্ভাগে সরল ভাবে দণ্ডায়মান উচ্চ পর্ব্বত এবং

সম্মুখে জয়পুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রান্তরভূমি। পর্ব্বতের উপরি-ভাগে মহরগড় দুর্গ। দুর্গরক্ষার জন্য ১৫টী গোলাকার বুরুচ্ নির্ম্মিত আছে। নগরের সম্মুখস্থ বালুকাময় জমিতে প্রচুর পরিমাণে তেঁতুল ও পিপুলগাছ জন্মে। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে উদ্যান, দেবমন্দির, কৃত্রিম চৌবাচ্ছা ও সতী-দাহের স্মৃতিস্তম্ভ রক্ষিত আছে।

নেবালগঞ্জ-কৃষ্ণমহারাজগঞ্জ, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত দুইটী পার্শ্বসংলগ্ন নগর। মোহননগরের দুই মাইল পূর্ব্বে অযোধ্যা হইতে লক্ষ্ণৌ যাইবার পুরাতন নবাবী রাস্তার উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৪৭´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৪৫´ ২১´´ পূঃ। প্রথমে নবাব সফ্দর জঙ্গের নায়েব মহারাজ নবলরায় এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদ্-আলী শাহের রাজস্ব-সচিব মহারাজ বালকৃষ্ণ উক্ত নগরের সন্নিকটে মহারাজ-গঞ্জ নামে আর একটী নূতন নগর স্থাপন করেন। ওয়াজিদ্-আলী শাহ ইংরাজের নজরবন্দী হইয়া কলিকাতার নিকটবর্ত্তী মুচি-খোলা (Garden Reach) নামক স্থানে বাস করিতে ছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ঐ বাসভবনেই তাঁহার মৃত্যু হয়। উক্ত গঞ্জ অতিশয় বৃহৎ। দুইটী নগরে যাতায়াতের জন্য মধ্যে মধ্যে সেতু নির্ম্মিত আছে। অন্যান্য চাষবাস সত্ত্বেও নেবালগঞ্জে নানাপ্রকার পিত্তলনির্ম্মিত জিনিষ তৈয়ারী হইয়া বাণিজ্যার্থ নানাস্থানে প্রেরিত হয়।

নেবার, নেপাল-রাজ্যবাসী আদিম জাতিবিশেষ। যে স্থান এখন 'নেপাল-প্রপার' নামে খ্যাত এবং যে উপত্যকা ভূমিতে বর্ত্তমান কাঠমাণ্ডু নগর স্থাপিত, সেই স্থানই এই জাতির আদি বাসস্থান।

নেপালশব্দে লিখিত হইয়াছে যে, এই স্থানে লোমবহুল ছাগজাতির বাস থাকায় তিব্বতবাসীরা হিমালয়ের এই তট-ভূমিকে 'পালদেশ' বলিত (তিব্বতীয় ভাষায় পালশব্দের অর্থ পশম)। এই পালদেশের যে উপত্যকাংশে নেবার জাতির বাস ছিল, এই উপত্যকা বহু পূর্ব্বকাল হইতেই 'নে' নামে প্রসিদ্ধ। এই 'নে' নামক স্থানের অধিবাসী বলিয়া তাহাদিগকেও উক্ত স্থানের নামানুসারে নেবার বা নেবারী নামে অভিহিত করা হইয়াছে*। আদিম নেবারজাতি বহুপূর্ব্বকালে অসভ্য থাকিলেও, তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই আপনাদিগকেও উন্নতির সোপানে উঠাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ইহারাই নেপালে প্রবর্ত্তিত বৌদ্ধধর্ম্মমতের স্থাপনকর্ত্তা। এখন নেপালরাজ্যে যে সমস্ত প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দুকীর্ত্তি দেখা যায়, তাহা ইহাদিগের উদ্যমে ও যত্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পালরাজ্যের 'নে' নামক স্থানবাসী পূর্ব্বতন নেবারীদিগের গৌরব ও সম্মান-রক্ষার্থে তাঁহাদেরই বাসভূমির নামে এই রাজ্যের নাম 'নেপাল' হইয়াছিল।

ইহাদের আকৃতি গোর্খাদিগের অপেক্ষা খর্ব্ব এবং মুখাকৃতি দেখিলে সহজেই তাহাদিগকে 'মোঙ্গলীয়' বলিয়া ধারণা হয়। ভারতের সহিত তিব্বতের নৈকট্য থাকায়, উভয় জাতির মধ্যে সংস্রব ঘটিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যে যখন বৌদ্ধমত তিব্বতে প্রচারিত হয় এবং নেবারীরাও যখন বৌদ্ধমত গ্রহণ করে, সেই সময় হইতেই উভয়জাতির মধ্যে আদান প্রদান হইয়া থাকিবে অথবা অন্য কোন সময়ে তিব্বতীয় রক্তস্রোত নেবার-ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া থাকিবে। কারণ নেবারী জাতির ধর্ম্মপ্রথা, ভাষা, বর্ণাভিজ্ঞান ও তাহাদের বাহ্যগঠন-প্রণালীর উপর লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, তিব্বতীয় সংস্রব ব্যতীত নেবারজাতির মধ্যে এরূপ প্রকারান্তর কখনই ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত না। ইহাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মের কএকটী ক্রিয়া-কলাপই তাহার একমাত্র নিদর্শন।

অনেকে অনুমান করেন, পূর্ব্বকালে নেপাল উপত্যকা এবং তদ্দেশ হইতে তুষারাবৃত হিমালয়পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে যে সকল জাতি বাস করিত, তাহারা চীন ও তিব্বত জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন। যখন বৌদ্ধগুরু মঞ্জুশ্রী মহাচীন হইতে নেপালে আসিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করেন, সেই সময়ে ভারত-বাসীর সহিত তিব্বতীয় অথবা মহাচীনবাসীর সংস্রবে এই নেবার জাতি গঠিত হইয়া থাকিবে। নেবারজাতির তিব্বতীয় পূর্ব্বপুরুষগণ আবার হিন্দুস্থানবাসী পার্ব্বতীয়জাতির সহিত বিবাহাদি করায়, তাহাদের পূর্ব্বদীক্ষালব্ধ বৌদ্ধমতের অবয়ব-মধ্যে নববিবাহিত হিন্দুদিগের ধর্ম্মপ্রথার কতকগুলি প্রকরণ সন্নিবিষ্ট করিয়া লইয়াছেন। এই কারণে নেপালের প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে হিন্দুত্বের সম্মিলন হওয়ায়, তাহাদের এখন-কার বৌদ্ধধর্ম্মমত অনেকাংশে বিকৃতভাবাপন্ন হইয়াছে। বহুকাল হইতে নেবারজাতির অন্তরে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব এবং তাহাদের শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ধর্ম্মজন্য ক্রিয়াকলাপাদির বিশেষবিধি লিখিত থাকিলেও, তাহারা উক্ত ধর্ম্মমত উপেক্ষা করিয়া, হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয়ে যে সমস্ত আচার ব্যবহার অভ্যাস করিয়াছে; বর্ত্তমানকালে তাহারই উপর আস্থা প্রদর্শন করে, ইহাদের মধ্যে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত নিয়মাদির বিশেষ আদর দেখা যায়।

অপর কেহ কেহ বলেন যে, সময়ে সময়ে ভারতবর্ষের সম-তল ক্ষেত্র হইতে অসংখ্য পরিব্রাজক, তীর্থযাত্রী ও প্রবাসী হিন্দুগণ নেপালের এই পবিত্র উপত্যকা-ভূমিতে আসিয়া বাস

* যেমন—মারবার, ধারবার ইত্যাদি।

করে। এই নবাগত হিন্দুগণ অথবা তাহাদের বংশধরগণ কালক্রমে এখানকার আদিমবাসী অথবা ঔপনিবেশিক তিব্বতজাতির সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। এইরূপে ভারতবাসীর সহিত তিব্বতীয় সংমিশ্রণে এই নেবার জাতির উদ্ভব হইয়া থাকিবে। ভারত হইতে তাড়িত হইয়া অথবা স্বদেশ হইতে যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার-উদ্দেশে এখানে আইসেন, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। যাঁহারা তীর্থদর্শন উপলক্ষে অথবা হিমালয়প্রদেশ-পরিদর্শনমানসে এস্থানে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কতকাংশও হিন্দু ছিলেন। এই হিন্দুপ্রবাসীদিগের মধ্যে কেহ বা নেপালে আসিয়া বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন, কেহ বা স্বধর্ম্মের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া হিন্দুপ্রথানুসারে ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। নেপাল-প্রবাসী উভয় মতাবলম্বীরাই এই স্থানকে স্বদেশ করিয়া লইলেন এবং তথাকার আদিম অধিবাসীদিগের কন্যা বিবাহ করিয়া গৃহী হইলেন। এইরূপে প্রাচীন পার্ব্বতীয় অধিবাসিগণের মধ্যে একত্র হিন্দু ও বৌদ্ধমত সংঘটিত হওয়ায় দুইটী মতই এখানে প্রাধান্য লাভ করে।

অতি প্রাচীনকালে এই আদিম জাতির মধ্যে জাতিগত কোনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হইত না। ইহারা যেরূপ ভারতের প্রান্তদেশে পর্ব্বতোপরি বাস করিয়া, জগতের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইত, সেইরূপে এই অনন্তসুখপ্রদ স্থানে বাস করিয়াও তাহারা স্বভাবতঃই সরল ও নিরীহ হইয়া পড়ে। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের পর, ইহাদিগের মধ্যে উদাসীন বা সন্ন্যাসী এবং গৃহী এই দুইটী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। যাহারা বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী, তাহারা বাঁঢ়া নামে পরিচিত। ক্রমে এই বাঁঢ়া শ্রেণী চারিটী বিভিন্ন থাকে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই চারি শ্রেণীর মধ্যেও আবার উচ্চনিম্ন ক্রম লক্ষিত হয়। যে শ্রেণী যে পরিমাণে যোগাভ্যাস করে, সেই শ্রেণীর লোকেরাই সাধারণে সেইরূপ শ্রেষ্ঠতা লাভ করে এবং সমাজে মান্যাস্পদ হয়। অপর পক্ষে গৃহিগণ নানাবিধ বিষয়কার্য্যে ও ব্যবসায়ে আপনাদিগকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে।

যে সকল প্রবাসী হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল, তাহাদের বংশধরগণ অথবা অন্যান্য নেবারীরাও কালমাহাত্ম্যে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়া উঠে। পূর্ব্ব হইতে তাহাদের মধ্যে যে সামান্য প্রক্রিয়াদি লক্ষিত হইত, কালে তাহা পরিপুষ্ট হইয়া পূর্ণমাত্রায় (হিন্দুধর্ম্মে) প্রতিষ্ঠাভাত হয়। এই সময়ে হিন্দুমতাবলম্বিগণ সরলান্তঃকরণ পূর্ব্বতন অধিবাসীদিগের মধ্যে কতকগুলিকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এইরূপে এক সময়ে নেপালরাজ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার অব্যবহিত পরে হিন্দু-নেবারগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটী জাতিগত বিভাগ করিত হয়। হিন্দুদিগের মধ্যে এই ভেদ রক্ষিত হইলেও, বৌদ্ধগণ এরূপ কোন স্বতন্ত্র নিয়মে আবদ্ধ নহেন।

ক্রমে নেবারীদিগের মধ্যে দুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায় উদ্ভূত হয়। যে সকল নেবারী বৌদ্ধমত গ্রহণ করেন, তাঁহারা বুদ্ধমার্গী ও যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের উপর আস্থাবান্, তাঁহারা শিবোপাসনা করায়, সাধারণে শিবমার্গী নামে পরিচিত হন।

এই দুই শ্রেণীর মধ্যে পূর্ব্বাপর কোনরূপ বাদ বিসম্বাদ ঘটে নাই। সমগ্র নেবার জাতির মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী এবং অবশিষ্ট সকলেই বৌদ্ধ বা মিশ্রভাবাপন্ন।

শিবমার্গী নেবারদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণশ্রেণীতে উপাধ্যায়, লবজু ও ভজু বা ভাজু এই তিনটী বিভিন্ন থাক আছে। ক্ষত্রিয়-শ্রেণীতে ঠাকজু বা মল্ল (ইহারা আদি নেবাররাজবংশীয়, রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া এখন ইহারা গোর্খাদলে সৈনিকের কার্য্য করিতেছে) ও নিখু (ইহারা দেবমূর্ত্তির রং করে)। বৈশ্য শ্রেণীতে জোসি, আচার, বস্নি ও গাওক-আচার প্রভৃতি চারিটী স্বতন্ত্র থাক আছে। ছত্রি মধ্যে শিয়াসু ও সেরিষ্টা নামে দুইটী থাক দেখা যায়। ইহারা আপনাদিগের মধ্যে পরস্পরে আদান প্রদান করে। শূদ্র শ্রেণীতে মথি, লথিপর ও বঘো-শাণ্ড প্রভৃতি তিনটী থাক আছে। ইহারা সকলেই দাসবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উপরি উক্ত চৌদ্দটী থাকের সকলেই হিন্দু, ইহারা কেহই বুদ্ধের পূজা করে না বা বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত মন্দিরাদিতে গমন করে না। ইহারা পরস্পরের মধ্যে বিবাহ করেনা বা একশ্রেণী অন্যের সহিত একত্র আহার করে না।

বুদ্ধমার্গী বা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নেবারদিগের মধ্যে তিনটী প্রধান শ্রেণী-বিভাগ আছে—

১ম।—গোঁড়া বা গু বা বাঁঢ়া, ইহাদের মস্তকমুণ্ডিত।

২য়।—গোঁড়াবৌদ্ধ। ইহারা সাধারণে উদাস নামে পরিচিত, প্রত্যেকের মাথার উপর চুলের ঝুটী গ্রন্থিবদ্ধ থাকে।

৩য়।—নিম্নশ্রেণীর বৌদ্ধ—ইহারা হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্ম্ম-সেবী। সাংসারিক অবস্থার হীনতাবশতঃ ইহারা নিম্নবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

প্রথমোক্ত বাঁঢ়া শ্রেণীর নেবারগণের মধ্যে আবার ৯টী স্বতন্ত্র থাক আছে। ১ গুভাজু, ২ বড়হাজু, ৩ বিখু, ৪ ভিক্ষু, ৫ নেভার, ৬ নিভর-ভাড়ি, ৭ টকার্মি, ৮ গঙ্কসাড়ি ও ৯ চিবড়া ভাড়ি। ইহারা পৌরোহিত্য হইতে সোণারূপার অলঙ্কার, ভোজনপাত্রাদি ও বন্দুকাদি নির্ম্মাণ, এমন কি সূত্রধার প্রভৃতির নিকৃষ্ট কর্ম্মও করে। দ্বিতীয় উদাস শ্রেণী—ইহারা

সকলেই মহাজন বা ব্যবসায়ীর কার্য্য করে এবং তিব্বত ও ভোটানের নানাস্থানে বাণিজ্যার্থ গমন করে। একজন বাঁড়া নেবার ইচ্ছা করিলে উদাস হইতে পারে; কিন্তু বাঁড়া অপেক্ষা নিকৃষ্ট উদাস কখনই বাঁড়াশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে উদাস-নেবার ইচ্ছা করিলেই জাফু নেবারের দলভুক্ত হইতে পারে; কিন্তু জাফু বিশেষ চেষ্টা করিলেও তৎশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। এই জাফু নেবারগণ চাষবাস করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। নেবারজাতির মধ্যে ইহারা কৃষকশ্রেণীভুক্ত। ইহাদের এক শাখা সর্ম্মি (তেলী বা কলু) ইহারা ধনবান্। এতদ্ভিন্ন উদাস শ্রেণীর মধ্যে কামার, লোহারকর্ম্মি (যাহারা পাথর কাটিয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করে), সিকর্ম্মি (ছুতার), তাম্বৎ, অবর, বজিকর্ম্মি প্রভৃতি ছয়টী থাক আছে, তৃতীয় অর্থাৎ মিশ্রিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মণ্ড, দমু, কুম্ভার, করভুজা, জাফু বা কিস্‌সিনি, যোগী, চিত্রকর, দাতা, ছিপা কউরা বা নেকর্ম্মি, নৌ (নাপিত), সর্ম্মি (কলু), টিয়া, পুলপুল, কৌশা, কোনার, গড়খো (মালী), কাটঠার, টট্টী, বণহেজী, যুঙ্গবার, বল্লা, লমু, দল্লী, পিহি, পাওবা, নজ্জগাওবা, বল্লামী, গোকো, নল্লী, নাই বা কসাই, জোখি, ধুস্ত, ধোবী, কুমু, পুরিয়া, চমুকলক, সংধার প্রভৃতি ৬৮টী বিভিন্ন থাক পাওয়া যায়। [নেপাল শব্দ দেখ।]

এই নেবার জাতি যে এক সময়ে নেপালের সর্ব্বময়কর্ত্তা ছিল, তাহা নেপালের ইতিহাসে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। নেবাররাজ ধর্ম্মদত্ত দেবপাটনে মানদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আদিবুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং পশুপতিনাথের মন্দিরও ইহা দ্বারা স্থাপিত হয়। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে দেব-পাটনের দরবারের খরচে ঐ মন্দিরের সংস্কার হইয়াছিল। গোর্খা-আক্রমণের সময় ঐ মন্দিরের তাম্রকলস ভাঙ্গিয়া লওয়া হয় এবং নেবাররাজ তাহার মূল্যে এই যুদ্ধের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন *।

নেবারীদিগের মধ্যে ভেক ও সর্পপূজা বিশেষ প্রচলিত। ভেকপূজার জন্য নানালোকে নানা কথা বলিয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, যেরূপ সকল আদিম অসভ্যজাতির মধ্যে কোন কোন বিশিষ্ট জন্তুর পূজা প্রচলিত আছে, নেবারীদিগের এই ভেক-পূজা তাহারই অনুরূপ। অপরে কেহ কেহ বলেন, নেবারীরা নাগপূজার উপর বিশেষ আস্থাবান্, এই কারণে তাহারা সর্পের একমাত্র আহার এই ভেক জাতির সমাদর করিয়া থাকে। কিন্তু নেবারগণ বলে যে, এই ভেকের আহ্বানেই মর্ত্ত্যভূমে বৃষ্টি পতিত হয় এবং ধরা জলপূর্ণা হইলেই তখন শস্য-শ্যামলা হইয়া থাকেন। ভেকের ডাকে আকাশ হইতে জলধারা পতিত হয়, এবং এই জলপ্রিয় ভেকজাতি জন্ম-প্রবৃত্ত হইয়া জলাভূমি, ঝরণা, অথবা জলের সন্নিহিত ভূগর্ত্ত মধ্যেই বাস করে বলিয়া, নেবারীগণ ভেকের সহিত জলের নিকট সম্বন্ধ স্থির করিয়াছে। ভেকজাতির জন্ম জলেতে বারি-পাত হয়, এই কারণে ভেককে জলের দ্বিতীয় কারণ জানে তাহারা পূজাবিধি প্রচলন করিয়াছে। জাপান দ্বীপেও কিউ-সিউ জলাজমিতে মহা উৎসবে ভেকের পূজা হইয়া থাকে•।

নেবারীগণ কার্ত্তিক মাসের ৭ই তারিখে এই পূজা করে। ঐ দিন তাহারা নানাবিধ দ্রব্য লইয়া, কোন পুষ্করিণীতে যায় এবং তথায় নানাবিধ দ্রব্য রাখিয়া, ঘৃতসংযোগে একটী অগ্নি জ্বালিয়া এই মন্ত্র পাঠ করে, 'হে পরমেশ্বর ভূমিনাথ, আমাদের প্রার্থনা মত এই উপহার গ্রহণ ও সময় মত জলদানে আমাদের শস্য সকল রক্ষা করুন।'

যখন মঞ্জুশ্রী মহাচীন হইতে এই নেপালরাজ্যে আগমন করেন, তখন কাঠমাণ্ডুর উপত্যকাদেশ জলপূর্ণ ছিল। মঞ্জুশ্রী আপনার অলৌকিক ক্ষমতা দেখাইবার জন্য পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া ঐ সঞ্চিত জল বাহির করিয়া দেন। জলমধ্যে যে সকল সর্প ও অন্যান্য জলজন্তু ছিল, ক্রমশঃই জলস্রোতে তাহারা বাহির হইয়া পড়িল। যখন নাগরাজ কর্কোটক দ্বারমুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন মঞ্জুশ্রী তাহাকে ভিতরে থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং তাহার বাসের জন্য টণ্ডা নামে একটী বিস্তৃত হ্রদ বা পুষ্করিণী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। নাগরাজ কর্কোটকের মাহাত্ম্যপ্রকাশজন্য নেপালে সর্পপূজা প্রচলিত হয়।

শ্রাবণমাসে নাগপঞ্চমীতে এই পূজা ও উৎসব হয়। যেখানে ৪টী অথবা পাঁচটী জলধারা একত্র মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানটীই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত। এই পূজায় একজন পুরোহিত আবশ্যক। পূজার দিনে ঐ ব্যক্তি রীতিমত প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া চাউল, সিন্দুর, সমভাগে মিশ্রিত দুগ্ধ ও জল, পিটুলী, ফুল, ঘৃত, মাখন, জায়ফল, মসলা, চন্দন ও ধুনা প্রভৃতি উপকরণ একটী পাত্রে লইয়া নদীতটে গমন করে এবং পূজা-সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগত হয় †।

[নেবারগণের অন্যান্য বিবরণ নেপাল শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নেবাল, অযোধ্যাপ্রদেশের বাঙ্গড়-মউ নগরের ২ মাইল উত্তরে এবং গঙ্গার পুরাতন খাদ কল্যাণী নদীর সন্নিকটে পচ্‌নাই নালার উপর স্থাপিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে অনেকগুলি মৃত্তিকা ও ইষ্টকাদির ভগ্ন স্তূপ দেখা যায়। ঐ ভগ্নাবশেষই

* H. A. Oldfield's History of Nipal, II. p. 258-59.

• Murray's Hand-book to Central and Northern Japan, 1884.

† Indian Antiquary. Vol. XXII. p. 293-295.

ইহার প্রাচীনত্বের পরিচায়ক, উহা কান্যকুব্জ-রাজধানী হইতে প্রায় ১৯ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে গঙ্গানদীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত।

চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএন্-সিয়াং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তপাঠে জানা যায় যে, তাঁহারা কান্যকুব্জ হইতে বহির্গত হইয়া গঙ্গানদী পার হইলেন। পরে উক্ত মহানগরী হইতে প্রায় ৩ যোজন * বা ১০০ লি † পথ গঙ্গার পূর্ব্ব-কূল হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া নবদেবকুল (No-po-li-po Kiu-lo) নামক এক সমৃদ্ধিশালী নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। হিউএন্‌সিয়াং এই নগরের নাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব এখানে পাঁচ শত রাক্ষসকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন, তাহাতে তাহাদের পূর্ব্ব আসুরিকমতের পরিবর্ত্তন ঘটে। ঐ অসুরগণ তাঁহার নিকট ধর্ম্মউপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, দস্যুবৃত্তি ত্যাগপূর্ব্বক নব জন্ম লাভ করিয়াছিল। এই স্থান হইতে নূতন দেবজাতির উৎপত্তি হয় বলিয়া, এই গ্রাম 'নবদেব-কুল' নামে পরিচিত হয়।

ডাঃ কনিংহাম্ নেবাল গ্রামের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ দেখিয়া বিস্মিত হন এবং পূর্ব্বকথিত চীনপরিব্রাজকদ্বয়ের আনুমানিক দূরতার মধ্যবর্ত্তী হওয়ায় তিনি এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষকে প্রাচীন নবদেবকুল নগরীর নিদর্শন বলিয়া অনুমান করেন। তিনি আরও বলেন যে, হিউএন্‌সিয়াং এই নগর পরিদর্শনকালে যে সমস্ত গৃহাদির উল্লেখ করিয়াছেন তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে বোধ হয়, বর্ত্তমান নেবাল ও বাঙ্গড়-মঊ নগরে যে সকল ভগ্ন গৃহাদি ও স্তূপাদির ধ্বংসাবশেষ আছে, উহাই সেই প্রাচীন কীর্ত্তির রূপান্তর মাত্র। বাঙ্গড়-মঊ নগর হইতে নেবালের ব্যবধান দুই মাইল হইলেও, বাঙ্গড়-মঊর প্রান্তভাগে স্থিত যে উচ্চ ঢিপি সমূহ দেখা যায়, সেই স্থান হইতে নেবালগ্রামের দূরতা এক মাইলেরও কম হইবে। হিউএন্‌সিয়াং নবদেবকুল নগরের প্রায় তিন মাইল বেড় লিখিয়াছেন। তাহা হইলে বেশ অনুমান করা যায় যে, বর্ত্তমান নেবালগ্রাম ও বাঙ্গড়-মঊর যে অংশে প্রাচীন ভগ্নবাটিকাদি আছে, তাহার কতকাংশ লইয়া, সেই সময়ে বহুজনতাপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী নবদেবকুল নগরী, গঠিত হইয়া থাকিবেক।

এখানকার ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে অধিবাসীদিগের মুখ হইতে শুনা যায় যে, এক সময়ে এই নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ও হর্ম্ম্যাদিতে পরিপূর্ণ ছিল। মুসলমানগণের প্রথম আক্রমণ সময়ে, এখানে নল নামে একজন হিন্দু রাজা বাস করিতেন। এই সময়ে সৈয়দ আলাউদ্দীন্ বিন্-বাহুন্ নামে একজন ফকির এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়া, কান্যকুব্জ হইতে আগমন করেন। রাজা নিজ রাজ্যে যবনের বসতি হইবে ভাবিয়া, তাহাকে দেশান্তরে যাইতে আদেশ করিলেন। ফকির তাঁহার কথা অবহেলা করিলে, তিনি নিজ অনুচর পাঠাইয়া তাঁহাকে বাঙ্গড়-মঊ হইতে তাড়াইয়া দেন। তাহাতে সেই ফকির রুষ্ট হইয়া শাপ দিলেন যে "শীঘ্রই তোর রাজ্য ভূমিসাৎ হউক।" এখনও এই গ্রামের ধ্বংসাবশিষ্ট অংশকে অধিবাসীরা উল্‌ট-খেরা (উন্টা পান্টা) নগর বলিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস—ঐ ফকিরের শাপে গৃহাদি উন্টাইয়া পড়ে এবং সেই ভগ্নাবশেষের এখন এক একটী বৃহৎ ঢিপি মাত্র দাঁড়াইয়া আছে। ফকির নেবালে স্থান না পাইয়া বাঙ্গড়-মঊ নামক স্থানে চলিয়া আসেন। এখানে তাহার কবরের উপর লিখিত আছে যে ৭০২ হিজিরায় তাহার মৃত্যু হয়। অধিবাসীরা সকলেই তাহাকে যতি বা ব্রহ্মচারী বলিয়া, মান্য করে।

কেহ কেহ বলেন, এই বাঙ্গড়-মঊ নগর উক্ত মুসলমান সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়, কিন্তু সাধারণে বলিয়া থাকেন যে ঐখানে বাঙ্গড় নামে একজন রজক বাস করিত, তাহারই নামানুসারে এই নগরের নাম বাঙ্গড়-মঊ হইয়াছিল। মুসলমান সন্ন্যাসীর কবরের সম্মুখে তাহাকে গোর দেওয়া হইয়াছিল। যাহাই হউক, এই গল্পের মূলে কোন সত্য নিহিত না থাকিলেও সে সময়ে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন ঐ ফকির এই নেবাল নগরে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি ইহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হন; তাহাতে কোনমাত্র সন্দেহ নাই। বাস্তবিকপক্ষে যখন হিউএন্‌সিয়াং এই স্থান দেখিয়া যান, তখন তাঁহার পরবর্ত্তী ছয় শতাব্দীতেও যে সেই সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তির কতকাংশ রক্ষিত ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বাঙ্গড়ের সমাধিমন্দিরে যে প্রস্তরলিপি আছে তাহাতে জানা যায়, যে ঐ মন্দির ৭৮২ হিজিরায় ফিরোজশাহ্ তোগলকের রাজত্ব-সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মুসলমান সন্ন্যাসীর সমাধি-মন্দিরের ইষ্টকগুলি ১৫ ইঞ্চি × ১২ ইঞ্চি এবং তাহাতে তাঁহার চারিটী অঙ্গুলির চিহ্ন আছে। ইহার বারাণ্ডা ও সম্মুখভাগে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের সময়ের স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। যে উচ্চ ঢিপির উপর এই মন্দির স্থাপিত, তাহা দেখিলেই কোন প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ বলিয়া বোধ হয়। নেবালে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কেবল উচ্চ উচ্চ ঢিপি, দেউল বা প্রাচীর, বক্র ইষ্টক, প্রস্তরের ভগ্ন-প্রতিমূর্ত্তি, পোড়ান মাটির

* Beal's Fa-hian, chap, XVIII. p. 71.

† Julien's Hwen Thsang, Vol. II. p. 265.

কারুকার্য্য ও পুত্তলিকাদি এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ের মুদ্রা ও মালা পাওয়া যায়।

এখানে যে সকল টিপি আছে, তাহার মধ্যে 'দেওরাডি' সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই স্থান খননকালে দুইটী বৃহৎ প্রাচীর দেখা গিয়াছিল, উহার প্রত্যেক ইষ্টকখানি ১৫´×৯´ লম্বা। শিতলাদি টিপির মধ্যে একটী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ও কএকটী বুদ্ধদেবের মুখ পাওয়া গিয়াছে। গ্রামের সাড়ে তিন হাজার ফিট্ পশ্চিমোত্তরে 'দানোখেরো' নামে আর একটী বৃহৎ ও উচ্চ টিপি আছে। এখানে ব্রাহ্মণদিগের অধীনে একটী মন্দির ও কএকটী প্রতিমূর্ত্তি আছে। নেবাল গ্রামের উত্তরাংশে মহাদেব ও ফুলবাড়ী নামে দুইটী স্থান। এখানকার মন্দিরগুলি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পরিচায়ক। ইহার পূর্ব্বে ও উত্তর-পূর্ব্বে পচ্‌নাই নালার তীরে আরও কএকটী স্তূপ ও ইষ্টকাদি দেখা যায়।

হিউএন্‌সিয়াং নবদেবকুল নগর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—এই নগরের উত্তরপশ্চিমে এবং গঙ্গার পূর্ব্বকূলে একটী দেবালয় ছিল, তাহার মণ্ডপ ও চূড়া অতিশয় উচ্চ এবং কারুকার্য্যও মনোরম। নগরের এক মাইল পূর্ব্বে তিনটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম। ঐ সঙ্ঘারাম অতিক্রম করিয়া দুইশত পাদ গমন করিলে, অশোকনির্ম্মিত একশত ফিট্ উচ্চ একটী স্তূপ দেখা যায়। এই খানে বুদ্ধদেব সাতদিন ধরিয়া ধর্ম্মমত শিক্ষা দেন। এই স্তূপে তাঁহার শরীর প্রোথিত ছিল। ইহারই সন্নিকটে শেষোক্ত চারিজন বুদ্ধের বসিবার আসন ও তাহাদের ভ্রমণস্থান রহিয়াছে। উপরি উক্ত তিনটী সঙ্ঘারামের অর্দ্ধমাইল উত্তরে গঙ্গার কূলে অশোকনির্ম্মিত দুইশত ফিট্ উচ্চ আর একটী স্তূপ আছে। এখানে বুদ্ধদেব ৫০০ শত রাক্ষসকে স্বমতে প্রবর্ত্তিত করেন। ইহার নিকটে চারিটী বুদ্ধাসন। কিছু দূরে বুদ্ধদেবের কেশ ও নখপীঠ বলিয়া আর একটী স্তূপ দৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান নেবালগ্রাম ও বাঙ্গড়মউ নগরে যে সমস্ত ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহার সহিত হিউএন্‌সিয়াং-বর্ণিত বৌদ্ধ ও হিন্দু কীর্ত্তিসমূহের সামঞ্জস্য করিলে উভয়ের মধ্যে অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত যে স্তূপের উপর বাঙ্গড়-রাজের কবর আছে, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাকেই বুদ্ধদেবের কেশ ও নখপীঠ বলিয়া অনুমান করেন। স্কোমা-ডি-কোরোসি (Csoma-de-Korosi) সাহেব তাঁহার তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থ সমালোচনাকালে একখানি গ্রন্থ হইতে একটী গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন, "সম্পক নামে একজন শাক্য কপিলবাস্তু হইতে বিতাড়িত হইলে, বুদ্ধের নখ ও চুল লইয়া পলাইয়া আসেন এবং বাগুড় নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তিনি বাগুড়ের রাজা হইয়া উপরি উক্ত নখ ও কেশ মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া, তাহার উপর একটী চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ কীর্ত্তিস্তম্ভ তাহারই সুনাম ও কীর্ত্তি ভবিষ্যৎকালে বহন করিতেছে।"* পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং নবদেবকুলের যে অংশে বুদ্ধের চুল ও নখপীঠ দেখিয়াছিলেন এবং এখন যাহা বাঙ্গড়-মউ নামে খ্যাত, সম্ভবতঃ তাহাই তিব্বতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে বাঙ্গড়ের অপভ্রংশে বাগুড় নামে লিখিত হইয়া থাকিবে।

নেবুকাড্‌নেজার, বাবিলন দেশের একজন প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজা। তিনি সম্ভবতঃ ৫৯৮ হইতে ৫৬২ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। পিতার জীবদ্দশাতেই তাঁহার যশঃসৌরভ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা নবো-পল-সর মিদীয়ারাজ সায়ক্‌সারেশ ও ইজিপ্টরাজ নিকোর সহিত মিলিত হইয়া তাইগ্রীস্-নদীতীরবর্ত্তী নিনিভি নগর জয় করিতে অগ্রসর হন। ৬০৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে আসিরীয়গণের অধঃপতনে উক্ত রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়ে। মিদীয়া প্রদেশ ও উত্তর আসিরীয়া হইতে সাইলিসিয়া পর্য্যন্ত ভূভাগ মিদীয়ারাজ সায়ক্‌সারেশের, আসিরীয়ার দক্ষিণাংশ ও আরবের কতকাংশ বাবিলনরাজের এবং সাইলিসিয়ার দক্ষিণ ও কারকেমিস্ জনপদের পশ্চিমাংশবর্ত্তী স্থানসমূহ ইজিপ্টের করতলগত হয়। [নিনিভি দেখ।]

এই যুদ্ধে নেবুকাড্‌নেজারও পিতার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। প্রাচীন ইতিহাসে বর্ণিত নিনিভি-দুর্গ-জয়ে তাঁহাদের গুণগরিমা সমগ্র পশ্চিমএসিয়ায় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। তিনি নিজ প্রতিভাবলে বাবিলনকে এসিয়ার পশ্চিমখণ্ডের কেন্দ্রস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী নরপতিগণ এই সময়ে তাঁহার নিকট মস্তকনত করিয়াছিল। ৬০৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে তিনি পিতার আদেশমত ইজিপ্টরাজ ২য় নিকোর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তাঁহাকে কারকেমিস্ নগরের নিকটে পরাজিত করিয়া সিরীয়া দখল করিয়া লইলেন। ৬০২ খৃঃ পূঃ, পালেস্তিনে বিদ্রোহ হইলে তিনি সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হন। যাইবার পথে তিনি টায়র জয় করিয়া, জুডানগর আক্রমণ করেন। জুডারাজ জোহাইয়া চীনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, সেই সিংহাসনে নিজ খুল্লতাত জেড্‌কিয়াকে উপবেশন করাইলেন। পালেস্তিনের বিদ্রোহদমনপূর্ব্বক তিনি জুডারাজকে বন্দী করিয়া বাবিলনে ফিরিয়া আইসেন। অতঃপর তাঁহার খুল্লতাত বিদ্রোহী হইলে ৫৮৯ খৃঃ পূঃ অব্দে তিনি নিজ সেনাপতি নেবুজরদনকে সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দমন করিতে পাঠাইয়া দেন। ৫৮৭ খৃঃ পূঃ, জেড্‌কিয়া পরাজিত হইলে, জেরুসালেম নগরী তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। নগর প্রবেশ করিয়াই তিনি মন্দিরাদি ধ্বংস করিতে ও সমগ্র নগর জ্বালাইয়া দিতে আদেশ করি-

* Asiatic Researches of Bengal, Vol. XX. p. 88.

লেন। জেড্‌কিয়ার চক্ষু উৎপাটিত ও তাহার পুত্রাদি শমনভবনে প্রেরিত হইল। জেরুসালেমের পবিত্র মন্দিরের তৈজসাদি ও মূল্যবান্ ধনরত্নাদি লইয়া তিনি স্বদেশে ফিরিলেন। পথিমধ্যে জুডানগর জয় ও লুট করিলেন এবং তথাকার গণ্যমান্ত ব্যক্তিদিগকে বন্দী করিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। উক্ত বৎসরে তিনি পুনরায় টায়র নগর অবরোধ করেন। প্রবাদ এই, কএক বৎসর অবরোধের পর, ৫৭২ খৃঃ পূঃ অব্দে এই নগর তাঁহার অধিকারে আসিয়া ছিল।

ইতিমধ্যে য়িহুদীগণ পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া কাল্‌দিয়ার শাসনকর্ত্তা গেদালিয়াকে হত্যা করে। এই অন্যায় আচরণে উত্তেজিত হইয়া তিনি পুনরায় ৫৮২ খৃঃ পূঃ অব্দে জেডানগর আক্রমণ করেন এবং আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই তিনি বন্দী করিয়া বাবিলনে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর মরুভূমির প্রান্তবর্ত্তী জাতিদিগকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তিনি তদ্বিষয়ে মনোযোগী হন এবং আরবের অন্যান্যস্থানও দখল করিয়া লন।

৫৭২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিনি স্বীয় সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া ইজিপ্ট রাজ্যে গমন করিয়া হোফ্রা নামক তদ্দেশাধিপতিকে পরাজিত করিয়া রাজ্যলুণ্ঠন করেন এবং অহমেশ নামক একজন সেনাপতিকে সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া, বাবিলনে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে বাবিলন-সাম্রাজ্য বিস্তৃতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল।

মহাপ্রভাবশালী সম্রাট্ নেবুকাড্‌নেজারের রাজত্ব সময়েই বাণিজ্যের উন্নতির পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে ইজিপ্ট ও বাবিলনবাসিরা ভারতবর্ষে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইজিপ্টরাজ ২য় নিকো* বাণিজ্যবিস্তারের জন্য নীলনদের সহিত লোহিতসাগরের সংযোগার্থ একটী খাল কাটিয়া দিতে মনস্থ করেন।

নেবুকাড্‌নেজার অনেকানেক মন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন। বাবিলনের প্রসিদ্ধ 'সেগ্‌গল' মন্দির ও তেমিন-সমি-ইৎসিতি নামক স্তম্ভ ইউফ্রেটিস্ নদীতীরে অবস্থিত তীর্থস্থান ও ধর্ম্মমন্দিরসমূহ এবং বাবিলন নগরের চতুর্দ্দিকস্থ বিখ্যাত ও প্রশস্ত প্রাচীর তিনি পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বাবিলন মহানগরীতে যে 'আকাশ-উদ্যান' (Hanging Garden of Babylon) সভ্যজগতের মধ্যে আশ্চর্য্য কীর্ত্তি বলিয়া পরিগণিত এবং যাহা নির্ম্মাতার অলৌকিক কার্য্য ও অসীম বুদ্ধির পরিচায়ক, সম্রাট্ নেবুকাড্‌নেজার অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিয়া জগতে সেই কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

দানিয়েল-লিখিত ঘটনাবলী পাঠে জানা যায় যে, তিনি বৃদ্ধাবস্থায় উন্মাদ রোগগ্রস্ত হন। ৫৬২ খৃঃ পূঃ, তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র অমিল মরুদক* রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। দানিয়েল ও এজিকায়েল পুস্তকে তাঁহার নামের বিভিন্ন পরিভাষা দৃষ্ট হয়। বিযুতন শিলালিপিতে নবোখোদ্রোসর, নবুখদ্রচর ও নবুখুদ্রচর এইরূপ তিনটী নামান্তর দেখা যায়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে 'বখৎ অল্-নসর' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

* হিরোদোতস্ লিখিয়াছেন যে, ইজিপ্টরাজ লোহিতসাগরের ইজিপ্ট-উপকূলে বাণিজ্য-বিস্তারকল্পে এক বহর সজ্জিত জাহাজ পাঠাইয়া দেন, ঐ জাহাজ লোহিতসাগর দিয়া আফ্রিকার দক্ষিণ্ ঘুরিয়া পুনরায় ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া দুই বৎসর পরে স্বদেশে আগমন করে। এই সকল ঘটনা পাঠ করিলে পূর্ব্বতন বৈদেশিক বাণিজ্যের আভাস পাওয়া যায়।

* The Evil Merodach of the Hebrew Scriptures,

নেলান (দেশজ) উত্তেজনা। টোয়ান।

নেশা (আরবী) ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, ঈপ্সা, আগ্রহ, ঝোঁক। কোন বস্তু খাইবার বা পান করিবার ইচ্ছা বা আগ্রহের নাম নেশা। যেমন তামাকু খাইবার নেশা, এরূপ স্থলে 'তামাকু সেবনেচ্ছা বা আগ্রহ' এইরূপ অর্থসঙ্গতি হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 'নেশা' শব্দে মাদক দ্রব্যসেবনজনিত মস্তিষ্কে যে মত্ততা জন্মে, তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় 'ইণ্টক্সিকেশন' শব্দে ইহার অর্থযোজনা হইয়াছে। 'নেশা' শব্দে মস্তিষ্কের উষ্ণতাবর্দ্ধক মাদকতাসুখানুভব এবং তজ্জনিত মস্তিষ্কের বিকৃত ভাব পরিস্ফুট হইলেও, 'আমি নেশা করিব' এস্থলে মাদক দ্রব্য সেবনজনিত মত্ততা প্রকাশ না করিয়া; বরং মাদকদ্রব্যসেবনেচ্ছা বা পানে আকাঙ্ক্ষা এইরূপ অর্থ ব্যক্ত হইয়া থাকে। 'আমার নেশা হইয়াছে' এখানে 'নেশা' শব্দে মাদকতার পূর্ণাভাস পাওয়া যায়। সিদ্ধি, গাঁজা, চরস, চণ্ডু, অহিফেন, মদ্য, তাড়ী প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে বা নেশায় মস্তিষ্কে এবং ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মাদকতাজনিত যে সকল বিভিন্ন ভাব লক্ষিত হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ মাদকতা শব্দে লিখিত আছে।

[মাদকতা দেখ।]

নেশাখুরী (পারসী) নেশাখোরের কার্য্য। মাদকতা-সেবন।

নেশাখোর (পারসী) মাদকসেবী। মদ্যপানাসক্ত।

নেশাবাজ (পারসী) অত্যন্ত মাদকসেবী।

নেষ্ট (ত্রি) ন ইষ্টম্, নঞর্থ ন শব্দেন সহ সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ। ১ অনিষ্ট, ইষ্ট নয়। ২ তৎসাধন নিষিদ্ধ, যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠানে অনিষ্ট হয়, এই জন্য তাহা নেষ্ট।

"অতিকক্ষুদাঃ কৃশদেহা নেষ্টা হীনাধিকাঙ্গাশ্চ ॥" (বৃহৎস° ৬১ অ°)

নেষ্টৃ (পুং) মিশ-তৃন্। লোষ্ট। (শব্দার্থচি°)

"যথা মহার্ণবে ক্ষিপ্তঃ ক্ষিপ্রং নেষ্টুর্বিনশ্যতি।" (ভারত অনু° ১২ অ°)
'নেষ্টুঃ পাংশুপিণ্ডঃ' (নীলকণ্ঠ।)

নেষ্ট্র (পুং) নয়তি শুভমিতি নী-তৃন্‌প্রত্যয়েন সাধুঃ (নপ্তৃ নেষ্টৃ ত্বষ্ট্রীতি। উণ্‌ ২।৯৬) ১ ঋত্বিক্‌। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি।) ২ ত্বষ্টৃদেব।
"অভিযজ্ঞং গৃণীহিনোগ্নাবোনেষ্টঃ পিব ঋতুনা" (ঋক্‌ ১।১৫।৩)
'নেষ্টঃ ত্বষ্টঃ' (সায়ণ)

নেষ্ট্র (ত্রি) নেষ্টুরিদম্‌ বাহু° অণ্‌। নেষ্টৃসম্বন্ধী। "নেষ্ট্রাদৃতুভিরিষ্যতে" (ঋক্‌ ১।১৫।৯।)

নেসর্গী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বেলগাম্‌ জেলার শাপগাঁও তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। শাপগাঁওর সদর হইতে ৩॥০ ক্রোশ উত্তরে বেলগাম্‌ হইতে কলাদগি যাইবার পথে অবস্থিত। প্রতি সোমবারে এখানে হাট হয়। বস্ত্রবয়ন ও অলঙ্কার নির্ম্মাণ অধিবাসীদিগের প্রধান ব্যবসা। এখানকার বাসবের মন্দিরটী অতি প্রাচীন। ইহার ধ্বংসাবশেষের কারুকার্য্যগুলি বড়ই সুন্দর। মন্দিরের সম্মুখদেশে বাসবেশ্বর শিবের মাহাত্ম্যে প্রতি দ্বাদশবৎসরে একটী উৎসব হয়। রট্টবংশীয় রাজা ৪র্থ কার্ত্তবীর্য্যের রাজত্ব সময়ে ১১৪১ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন আছে। উক্ত শিলাফলক হইতে জানা যায় যে, নেসর্গী প্রভৃতি ছয়খানি গ্রামের শাসনকর্ত্তা বাচেয়-নায়ক তিনটী লিঙ্গমন্দির স্থাপনা করেন এবং রাজা কার্ত্তবীর্য্যের আদেশানুসারে উক্ত মন্দিরাদির ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কতকগুলি ভূমিদানের কথাও লিখিত আছে। এখানকার অর্দ্ধভগ্ন জৈনমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত জিনমূর্ত্তির তলদেশে খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশশতাব্দীর প্রচলিত অক্ষরে খোদিত আর একখানি শিলালিপি আছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ঢুণ্ডিয়া-বাঘের পশ্চাদনুসরণ করিতে, নেপানির 'দেশাই' সর্দ্দার এখানে আসিয়া সসৈন্যে ইংরাজসেনানী ওয়েলেস্‌লির সহিত মিলিত হন।

নেহাঙ্গ খাঁ, একজন আবিসিনীয় সেনাপতি। নিজামশাহী রাজ্যে যখন চাঁদবিবি বালকরাজ বাহাদুর খাঁর অভিভাবিকা হইয়াছিলেন, সেই সময় (১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে) নেহাঙ্গ খাঁ সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন। মৃত রাজা ইব্রাহিম খাঁর মৃত্যু হওয়ায় প্রধান মন্ত্রী মিঞা মাঞ্জু আহমদ্‌ নামক আর একটী বালককে রাজা বলিয়া প্রচার করেন। সেনাপতি ইখ্‌লাস খাঁ আহমদের রাজবংশীয়ত্বে সন্দেহ করিয়া আর এক বালককে রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। নেহাঙ্গ খাঁ প্রথম বুরহান্‌ নিজাম-শাহের এক ৭০ বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধপুত্র শাহ-আলীকেও সিংহাসনের প্রার্থিরূপে উপস্থিত করিলেন। এদিকে সুলতানা চাঁদবিবি ইব্রাহিমের পুত্র বাহাদুরকে যথার্থ উত্তরাধিকারী মনোনীত করায় এক সিংহাসনের তিনটী বালক রাজপদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। অকবরপুত্র মোরাদ মিঞামাঞ্জুর প্রার্থনামত আসিয়া মধ্যস্থ হইলেন। মোগলযুদ্ধে ইখ্‌লাস খাঁ পরাজিত হন। নেহাঙ্গ খাঁ মোগলসেনা ভেদ করিয়া আহ্মদনগর গড়ে গিয়া চাঁদ সুলতানার সহিত যোগ দিলেন। সিংহাসন-প্রার্থী শাহ-আলী এই যুদ্ধে সানুচর ধ্বংস হইলেন। অতঃপর নেহাঙ্গ খাঁ মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হন। এই সময়ে চাঁদবিবির সহিত সম্রাট্‌ অকবরশাহের যুদ্ধ ঘটে। অকবরের অধীনে মোগলেরা অগ্রসর হইলে, নেহাঙ্গ খাঁ প্রথমে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, শেষে জুনির নামক স্থানে পলায়ন করেন। [বাহাদুর নিজাম শাহ দেখ।]

নেহাই (হিন্দী) ১ কামারেরা যে লৌহখণ্ডে তপ্ত লৌহ পিটে। ২ নিহানী।

নেহারি (দেশজ) দেখি।

নেহাল, পার্ব্বত্য আদিম জাতিবিশেষ। বেরারের অন্তর্গত বরদা নদীতীরস্থ মেলঘাট পর্ব্বতের বনাংশে ইহাদের বাস। বৃক্ষাদির মূল ও ফল ইহাদের একমাত্র আহার্য্য। সকলেই স্বাধীনভাবে বন্যভূমির ভিতরে অতিশয় কষ্টে জীবন নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। জাত্যংশে ইহারা গোঁড় অপেক্ষা নিকৃষ্ট। কোথাও কোথাও ইহারা গোঁড়ের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে। খান্দেশে ইহারা ভীল জাতির সহিত এক শ্রেণীতে আবদ্ধ। বিবাহাদি সম্বন্ধে কোন ধরা বাঁধা নিয়ম নাই।

নৈ (দেশজ) নব শব্দের অপভ্রংশ। ১ নূতন, সদ্যজাত, গোবৎসাদি। ২ কৈলে বাছুর, স্ত্রী গো-বৎস।

নৈঃস্ব (ক্লী) নিঃস্বস্য ভাবঃ, অণ্‌। নির্দ্ধনত্ব। ষ্যঞ্‌, নৈঃস্ব্য।

নৈক (ত্রি) ন একঃ নঞর্থশব্দেন সহসুপেতি সমাসঃ। অনেক। (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৯১।)

নৈকচর (ত্রি) নৈকঃ সংঘীভূয় চরতীতি চর-ট। সংঘীভূয়চারী, 'শূকরাদি'। মিলিত বিচরণকারী, শূকর প্রভৃতি সকলে মিলিত হইয়া বিচরণ করে, এই জন্য উহাদিগকে নৈকচর কহে।
"অপি চ বৃকঃ সালাবৃকোঽন্ততমো বা নৈকচরঃ" (ভাগ° ৫।৮।১৮)

নৈকজ্জ (পুং) নৈকধা জায়তে জন-ড, পৃষোদরাদিত্বাৎ ধা লোপঃ। ধর্ম্মরক্ষার জন্য অনেকবার জায়মান, পরমেশ্বর। "সুখদো নৈকজোঽগ্রজঃ" (ভারত ১৩।১৪৯।১০৮)

নৈকটিক (ত্রি) নিকটে বসতি নিকট-ঠক্‌ (নিকটে বসতি। পা ৪।৪।৭৩) নিকটবর্ত্তী, নিকটস্থ।
'রাত্রীনবানলীপ্রাগ্রঃ সুমনঃ পরিপূজয়ন্‌।
পর্য্যবস্থাপ্যহাত্রস্বৈরাট নৈকটিকাশ্রমান্‌॥" (ভট্টি ৪।১২)

নৈকট্য (ক্লী) নিকটস্য ভাবঃ, নিকট-ষ্যঞ্‌। নিকটত্ব।
"বাধতে তস্য নৈকট্যাৎ সর্ব্বং স মগধেশ্বরঃ।" (কথাস° ১৫।১২৫)

নৈকতী (স্ত্রী) নৈকং ভারতে তার-ড, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। গোষ্ঠি। তত্র ভব পলদ্যাদিত্বাৎ অণ্। (ত্রি) নৈকত-গোষ্ঠিভব।

নৈকদৃশ (পুং) বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৩।২৫৩ অঃ)

নৈকধা (অব্য) নৈক প্রকারে-ধাচ্। অনেক প্রকার।

"শরীরয়োঃ পতিতা বৃক্ষা বিভিদুর্নৈকধা তয়োঃ।" (ভারত ৩।১১ অ°)

নৈকপৃষ্ঠ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভারত ৬।৩৪৯ শ্লোক)

নৈকভেদ (ত্রি) নৈকো ভেদোযস্ত। উচ্চাবচ, অনেক প্রকার।

নৈকমায় (ত্রি) নৈকা মায়া যস্ত। ১ অনেক কপট, বহুপ্রকার মায়াযুক্ত। (পুং) ২ পরমেশ্বর (ভারত ১৩।১৪৯।৪৬)

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঈয়তে" (শ্রুতি)

এই সকল শ্রুতি দ্বারা জানা যায়, পরমেশ্বর বহুমায়াযুক্ত, এই জন্য নৈকমায় শব্দে তাঁহাকে বুঝায়।

নৈকরূপ (ত্রি) নৈকং রূপং যস্ত। ১ নানারূপ। (পুং) ২ পরমেশ্বর। (ভারত ১৩।১৪৮।৪২)

নৈকবর্ণ (ত্রি) বহুবর্ণসমন্বিত।

নৈকশস্ (ত্রি) বহুবার, অনেকবার।

নৈকশস্ত্রময় (ত্রি) নানাবিধ অস্ত্রযুক্ত।

নৈকশৃঙ্গ (পুং) নৈকানি চত্বারি শৃঙ্গাণি যস্ত। পরমেশ্বর।

"নৈকশৃঙ্গো গদাগ্রজঃ" (বিষ্ণুস°) ভগবান্ বিষ্ণুর চার শৃঙ্গ ও তিন পাদ, এই জন্য তাঁহাকে নৈকশৃঙ্গ কহে।

নৈকষেয় (পুং) নিকষায়া অপত্যং, ঢক্। নিকষাত্মজ, রাক্ষস।

নৈকসানু (পুং) নৈকে সানবো যস্ত। পর্ব্বতভেদ।

নৈকসানুচর (পুং) নৈকসানৌ চরতীতি চর-ট। শিব।

(ভারত অনু° প° ১৭ অ°)

নৈকাত্মন্ (পুং) নৈক আত্মা স্বরূপং যস্ত। পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬৩।) "তদৈক্ষত বহুস্যাম্" (শ্রুতি) এক আমি বহু হইব, ইত্যাদি প্রকার শ্রুতিতে নৈকাত্মন্ শব্দে বিষ্ণুকে বুঝায়।

নৈকৃতিক (ত্রি) নিকৃত্যা পরাপকারেণ জীবতি নিকৃত্যা নিষ্ঠুরতয়া চরতি বা নিকৃতি-ঠক্। ১ স্বার্থপর, যে নিষ্ঠুরতা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। শঠ, নিষ্ঠুর। ৩ কটুভাষী।

"অধো দৃষ্টির্নৈকৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।" (মনু ৪।১৯৬)

নৈকেনহল্লী, মহিসুরের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর। চিত্তল-দুর্গ হইতে ২১ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

নৈখান্য (ত্রি) নিখননযোগ্য। প্রোথিতব্য।

নৈগম (ত্রি) নিগম এব স্বার্থে অণ্। ১ ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদ্রূপ বেদভাগ। ২ নয়, নীতি। নিগমে ভব-অণ্। ৩ বণিক্ জন।

"এবং দশরথো শ্রীজে ব্রাহ্মণা নৈগমাস্তথা"। (রামা° ২।৭৭।২৩)

'নৈগমা বণিজঃ' (রামানুজ) ৪ নাগর। (ত্রি) ৫ নিগম-সম্বন্ধী। ৬ নিঘণ্টু গ্রন্থাংশভেদ।

"আদ্যং নৈঘণ্টুকং কাণ্ডং দ্বিতীয়ং নৈগমং তথা।" (নিঘণ্টু ভাষ্য)

প্রথম নিঘণ্টু, দ্বিতীয় নৈগম। ৭ নিগমশাস্ত্রবেত্তা।

"দ্বিজেভ্যো বলমুখ্যেভ্যো নৈগমেভ্যশ্চ নিত্যশঃ।"

(ভারত ১৩।৬৭।৪) ৭ শ্রুতি।

'নৈগমো নয়পৌরোপনিষদ্বৃত্তিষু বাণিজে।' (হেম ৩।৫৩১)

৮ পথ। ৯ নায়ক। ১০ নগরবাসী লোক।

নৈগম, পঠারিয় জাতীয় একজন রাজা। সৌবল্যঋষিকুলে রাজা জাঙ্গলিকের বংশে ইহার জন্ম। একবীরা ইহাদের কুল-দেবতা। (সহ্যাদ্রিখ° ২৭।৫৭)

নৈগম, দেবাখ্যজ্ঞ। গুপ্ত-শিলালিপিতে দেখা যায় যে, বিষ্ণুবর্দ্ধন-রাজের সময়ে ষষ্টিদত্ত নামক জনৈক রাজকর্ম্মচারী হইতে নিগম-বিদ্যার বিশেষ আদর হয়। শিলালিপিতে ষষ্টিদত্ত এই জন্য নৈগমদিগের আদি-পুরুষ বলিয়া বর্ণিত আছে।

নৈগমিক (ত্রি) নিগমে ভবঃ, তস্য ব্যাখ্যানো বা ঋগয়নাদিত্বাৎ ঠক্। ১ নিগমভব। ২ তদ্ ব্যাখ্যানগ্রন্থ। ৩ তাহার অধ্যায়।

নৈগমেয় (পুং) ১ কুমারানুচরভেদ। (ভারত ৩।২৩১।৭)

২ সুশ্রুতোক্ত বালগ্রহভেদ। ইহার পাঠান্তর নৈগমেষ।

নৈগমেষ (পুং) সুশ্রুতোক্ত বালগ্রহভেদ। সুশ্রুতে ৯টী বাল-গ্রহের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে নৈগমেষ নবম গ্রহ। বালকগণ এই গ্রহ কর্ত্তৃক পীড়িত হইলে ফেনবমন, দেহমধ্য-ভাগ বিনমিত, উদ্বেগ, বিলাপ, উর্দ্ধদৃষ্টি, জ্বর, দেহে বসাগন্ধ, এবং অচেতন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ইহার চিকিৎসা—বিল্ব, অগ্নিমন্থ, নাটাকরঞ্জ, ইহাদিগের কাথ এবং সুরা, কাঞ্জী, ধান্যাম্ল-পরিষেচন, প্রিয়ঙ্গু, সরলকাষ্ঠ, অনন্তমূল, শোল্ফা, কুটন্নট, গোমূত্র, দধিমস্ত ও অম্লকাঞ্জী, এই সকল যোগে তৈল পাক করিয়া অভ্যঙ্গ করিতে হইবে। দশমূলের কাথ, দুগ্ধ ও মধুরগণ, এবং খেজুরের মাতি, এই সকল যোগে পাক করা ঘৃত পান, হরীতকী, জটিলা, এবং বচ অঙ্গে ধারণ, শ্বেতসর্ষপ, বচ, হিঙ্গু, কুষ্ঠ, ভল্লাতক ও অজমোদা, এই সকলে ধূপ প্রযোজ্য। রাত্রিতে লোক সকল নিদ্রিত হইলে মর্কট, উলূক এবং গৃধ্রের পুরীষনির্ম্মিত ধূপ, তিল, তণ্ডুল, এবং বিবিধ প্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য দিয়া এই গ্রহকে বৃক্ষমূলে নিবেদন করিবে। বটবৃক্ষের তলে উপহারদ্রব্য নিবেদন করিতে হইবে। এই গ্রহের স্নানমন্ত্র—

"অজাননশ্চলাক্ষিভ্রূঃ কামরূপী মহাযশাঃ।
বালং পালয়িতা দেবো নৈগমেষোঽভিরক্ষতু॥"

(সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৭৫ অ°) [নবগ্রহ দেখ।]

নৈগেয় (পুং) সামবেদের শাখাভেদ।

নৈঘণ্টুক (ক্লী) নিঘণ্টুঃ পর্য্যায়শব্দবিক্রত্য প্রবৃত্তঃ ঠক্। আস্কথিত প্রথমাধ্যায়ত্রয়াত্মক নিঘণ্টুগ্রন্থের প্রথমকাণ্ড।

"গৌরাত্তপারে পর্য্যন্তমাদাং নৈঘণ্টুকং মতম্।" (নিঘণ্টুভাষ্য)

নৈচাশাখ (ক্লী) শূদ্র সম্বন্ধী ধন।

"বেদো নৈচাশাখং মঘবন্" (ঋক্ ৩৫৩।১৪)

'নৈচাশাখং নীচাসু শূদ্রযোনিষু উৎপাদিতা শাখা পুত্র-পৌত্রাদিপরম্পরা যেন স নীচাশাখঃ, তস্যেদমিত্যণ্। শূদ্রা-পত্যৈশ্চ কেবলৈঃ শূদ্রাবেদী পতত্যধ ইতি চ পাতকহেতুত্বেন স্মরণাৎ। পতিতস্য সম্বন্ধিধনং নৈচাশাখং' (সায়ণ)

নৈচিক (ক্লী) নীচা ভবতীতি ঠক্। গো-শিরোভাগ, গোরুর মাথা। (হেম)

নৈচিকী (স্ত্রী) নীচৈশ্চরতীতি ঠক্, বা নিচিঃ গোকর্ণশিরোদেশঃ, তত্র স্বার্থে কন্, প্রশস্তং নিচিকমস্যাঃ, ততো জ্যোৎস্নাদিত্বা ইত্যণ্, ততো ঙীপ্। উত্তমগাভী। (অমর)

নৈচিত্য (ত্রি) নিচিতে ভবঃ, নাদিত্বাৎ ণ্য। নিচিত দেশভব।

নৈচুল (ক্লী) নিচুলস্যেদং অণ্ ফলস্য পৃথক্ প্রয়োগে অণো ন-লুপ্। ১ নিচুলসম্বন্ধী হিজ্জলফলাদি, চলিত হিজলবীজ।

"পিপ্পলী সর্ষপাশ্চৈব নাগরং নৈচুলং ফলম্।" (সুশ্রুত)

ফলশব্দের যদি পৃথক্ প্রয়োগ থাকে, তাহা হইলে অণের লোপ না হইয়া নৈচুল এইরূপ পদ হইয়া থাকে। ফল শব্দের সহিত একত্র প্রয়োগ থাকিলে অণের লোপ হইয়া 'নিচুলফল' এইরূপ পদ হইবে।

নৈজ (ত্রি) নিজস্যেদমিতি নিজ-অণ্। নিজসম্বন্ধী, স্বীয়।

"আগ্নেয়স্য চ পার্জ্জন্যং নৈজং পাশুপতস্য চ॥"

(ভাগবত ১০ স্ক° বাণযুদ্ধ)

নৈতন্ধব (পুং) সরস্বতীনদীতীরবর্ত্তী স্থানভেদ।

নৈতিক (স্ত্রী) নীতিসম্বন্ধীয়। নীতিমূলক।

নৈতুণ্ডি (পুং) নিতুণ্ড-অপত্যার্থে ইন্। ১ নিতুণ্ডের পুত্র।

নৈতোশ (পুং) হননকারীর অপত্য।" তুর্ফরী তু নৈতোশেব" (ঋক্ ১০।১০৬।৬) 'নৈতোশেব, নিতোশতি বধকর্ম্মা। নিতোশয়তীতি নিতোশঃ, তস্যাপত্যং নৈতোশঃ' (সায়ণ)

নৈত্য (ত্রি) নিত্যে দীয়তে নিত্য-ব্যুষ্টাদিত্বাদণ্। ১ নিত্য দীয়মান। নিত্যং বিহিতঃ অণ্ বা স্বার্থে অণ্। ২ নিত্য-বিহিত কর্ম্ম। ৩ নিত্যকর্ম্ম, দৈনন্দিন কার্য্য।

নৈত্যক (ত্রি) নৈত্য-স্বার্থে কন্। নৈত্য, নিত্যকর্ম্ম।

"অপাং সমীপে নিয়তো নৈত্যকং বিধিমাস্থিতঃ।" (মনু)

নৈত্যশব্দিক (ত্রি) নিত্যং শব্দং আহ ইত্যর্থে-ঠক্। নিত্য-শব্দবাদী। যাহারা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেন।

নৈত্যিক (ত্রি) নিত্যং বিহিতঃ ঠক্। নিত্যবিহিত, যে সকল কার্য্য প্রতিদিন করিতে হয়।

"সন্ধ্যাং পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ নৈত্যিকং স্মৃতিকর্ম্ম চ।" (মনু)

সন্ধ্যা ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ ইহা নৈত্যিক কর্ম্ম, ইহার অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। [নিত্যকর্ম্মন্ দেখ।]

নৈদাঘ (ত্রি) নিদাঘস্য ইদং বেদে শৈষিকোঽণ্। নিদাঘসম্বন্ধী।

"অবস্তে নৈদাঘে সমিধৈব কোপয়তি।" (শতপথব্রা° ১৩।৪।১৩)

লৌকিক প্রয়োগে নৈদাঘ এইরূপ প্রয়োগ হইবে না। লৌকিক প্রয়োগে "নৈদাঘিক" এইরূপ পদ হইবে।

নৈদাঘিক (ত্রি) নিদাঘস্য ঋতুবাচিত্বেন 'কালাট্ঠঞ্' ইতি ঠঞ্। নিদাঘ ঋতুসম্বন্ধী, গ্রীষ্মঋতুসম্বন্ধী। (ভাগ° ৩।১৪।৪৭)

নৈদাঘীয় (ত্রি) নিদাঘসম্বন্ধী।

নৈদান (পুং) কারণ, উৎপত্তি। "স্থান আসন্না সংযোগেন্নেতি নৈদানাঃ।" (নিরুক্ত ৬।৯।)

নৈদানিক (ত্রি) নিদানং রোগকারণং বেত্তি, তৎপ্রতিপাদকং গ্রন্থমধীতে বা ঠক্। ১ রোগনিদানাভিজ্ঞ। ২ তৎপ্রতিপাদক-গ্রন্থ অধ্যেতা। যাহারা রোগনিদান গ্রন্থ অধ্যয়ন করে এবং তদ্বিষয়ে যাহারা অভিজ্ঞ।

নৈদেশিক (ত্রি) নিদেশং করোতি ঠক্। কিঙ্কর, দাস, যাহারা আদেশ প্রতিপালন করে।

"নৈদেশিকৈর্যস্য বশে জনোঽয়ম্।" (ভাগবত ৬।৩।১)

নৈদ্র (ত্রি) নিদ্রা-অণ্। নিদ্রাভব, নিদ্রাসম্বন্ধীয়।

নৈধন (ক্লী) নিধনমেব স্বার্থে, অণ্। ১ নিধন, মরণ। ২ লগ্না-পেক্ষা অষ্টম স্থান। জাতবালকের লগ্নস্থান হইতে অষ্টমস্থান।

"শুক্রৈর্দশমকেন্দ্রনৈধনগৃহৈঃ পাপৈস্ত্রিষষ্ঠায়গৈঃ।" (বৃ-সং ৯৮।১৮)

নৈধান (ত্রি) নিধানেন নির্বৃত্তং সঙ্কলাদিত্বাৎ অঞ্। নিধানসাধ্য।

নৈধেয় (পুং) নিধিসম্বন্ধীয়।

নৈধ্রুব (পুং) নিধ্রুবগোত্র প্রবর ঋষিভেদ।

"নিধ্রুবাণাং কাশ্যপাবৎসারনৈধ্রুবেতি।"

(আশ্ব° শ্রৌ° ৬।১৪।৬)

নৈধ্রুবি (পুং) যজুর্ব্বেদাধ্যাপক কাশ্যপ ঋষিভেদ।

"কাশ্যপান্নৈধ্রুবেঃ কাশ্যপো নৈধ্রুবিঃ।" (শতপথ° ১৪।৯।৪।৩৩)

নৈনার, শ্রুতপ্রকাশিকা-রচয়িতা সুদর্শনাচার্য্যের নামান্তর।

নৈনারাচার্য্য, অধিকরণচিন্তামণি, আচার্য্যপ্রপত্তি, আচার্য্য-প্রার্থনা, আচার্য্যমঙ্গল, তত্ত্বত্রয়চুলক, তত্ত্বমুক্তাকলাপকর্ত্তী, রহস্যত্রয়চুলক ও সারত্রয়চুলক প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

নৈনারকোবিল (নিনার্কবিল), মান্দ্রাজের অন্তর্গত মদুরা জেলার রামনাদ হইতে ৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে এই স্থান অবস্থিত। এখানে এক অতি প্রাচীন প্রসিদ্ধ শিবমন্দির আছে। মন্দিরটী

কারুকার্য্যের জন্ত বিখ্যাত। শিবরাত্রি প্রভৃতি পর্ব্বে মেলা ও বহু যাত্রিসমাগম হয়।

নৈনিতাল, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম প্রদেশের অন্তর্গত কুমাওন জেলায় অবস্থিত একটী পার্ব্বত্য নগর। অক্ষা° ২৯° ২২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ২৯´ ৩৫´´ পূঃ। নগরের নিম্নেই একটী বৃহৎ সুন্দর শোভাময় হ্রদ। ইহা একটী স্বাস্থ্যনিবাস ও য়ুরোপীয়দিগের গ্রীষ্মাবাস। উত্তরপশ্চিমের ছোটলাট গ্রীষ্মকালে এই নগরে আসিয়া বাস করেন। এখানকার চতুর্দ্দিকে পার্ব্বতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্ব অতি মনোহর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই নগর ৬৪০৯ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে এই নগরে প্রায় ১১ হাজার লোক উপস্থিত হয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে নৈনিতালে এক ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। সেই ঝড়ে পর্ব্বতশৃঙ্গের একাংশ ধসিয়া যায় ও ১৫০ জন লোক মারা পড়ে। মিউনিসিপালিটী ২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া নগরসংস্কার ও রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর এখানে পীড়িত সেনানিবাস স্থাপিত হইয়াছে। ৩৫০ ইংরাজ সেনা এখানে চিকিৎসার জন্ত থাকিতে পারে। যে হ্রদের তীরে সহরটী অবস্থিত, উহা দৈর্ঘ্যে অর্দ্ধক্রোশ এবং বিস্তারে ৪ শত গজ। এই হ্রদের উত্তরপার্শ্বে শেরকুদণ্ড ও লুড়িয়াকণ্ঠ নামে দুই পর্ব্বতশিখর আছে। হ্রদে যথেষ্ট মৎস্ত দেখা যায়। নৈনিতাল যে উপত্যকায় অবস্থিত, উহা দৈর্ঘ্যে এক ক্রোশ ও বিস্তারে অর্দ্ধক্রোশ। পর্ব্বতে প্রচুর চক্‌মকি পাথর পাওয়া যায়। এই হ্রদের নাম নয়নতাল, এই নয়নতাল হইতেই নয়নীতাল বা নৈনিতাল নাম হইয়াছে।

নৈপ (ত্রি) নীপস্ত বিকারঃ নীপ-রজতাদিত্বাৎ অঞ্। নীপবিকার।

নৈপাতিক (ত্রি) নিপাতনহেতু প্রয়োগযুক্ত।

নৈপাতিথ (ক্লী) সামভেদ।

নৈপাত্য (ক্লী) নিপাতস্ত ভাবঃ, ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। নিপাতের ভাব।

নৈপাল (পুং) নেপালে নেপালাখ্যদেশে ভবঃ, অণ্। ১ নেপালনিম্ব। নেপালভব নিম্ব। (ত্রি) ২ নেপালদেশসম্বন্ধী। ৩ ভূনিম্ববিশেষ।

"কিরাতকোহন্তো নৈপালঃ সোহর্দ্ধতিক্তো জরান্তকঃ।"(ভাবপ্র°)

৪ ইক্ষুজাতিভেদ।

"সূচীপত্রো নীলপোরো নৈপালো দীর্ঘপত্রকঃ।
বাতলাঃ কফপিত্তঘ্নঃ সকষায়া বিদাহিনঃ॥" (ভাবপ্র° ২ ভাগ)

নৈপালিক (ক্লী) নেপালে ভবং ইতি ঠক্। তাম্র। [তাম্র দেখ।]

নৈপালী (স্ত্রী) নৈপাল-ঙীপ্। নবমল্লিকা, চলিত নেবারী।

"নৈপালী কথিতা তজ্জ্ঞৈঃ সপ্তলা নবমল্লিকা।" (ভাবপ্র° পূ°)

২ মনঃশিলা।

"মনঃশিলা মনোগুপ্তা মনোহ্বা নাগজিহ্বিকা।
নৈপালী কুনটী গোলা শিলা দিব্যৌষধিঃ স্মৃতা॥" (ভাবপ্র°)

৩ শেফালিকা। (মেদিনী) ৪ নীলী। (শব্দর°)

নৈপালীয় (ত্রি) নেপালদেশভব। নেপালদেশস্থিত।

নৈপুণ (ক্লী) নিপুণস্ত ভাবঃ, কর্ম্ম বা অণ্। (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১৩০) নৈপুণ্য, নিপুণতা।

"প্রকটান্তপি নৈপুণং মহৎ পরবাচ্যানি চিরায় গোপিতুম্।"
(মাঘ ১৬।৩০)

নৈপুণ্য (ক্লী) নিপুণস্ত ভাবঃ কর্ম্ম বা, ষ্যঞ্ (গুণবচন ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) নিপুণতা, নিপুণকর্ম্ম।

নৈবদ্ধক (ত্রি) নিবদ্ধস্ত অদূরদেশাদি বরাহাদিত্বাৎ কক্। (পা ৪।২।৮০) নিবদ্ধসমীপ দেশাদি।

নৈভৃত (ক্লী) নিভৃতস্ত ভাবঃ, ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। নিভৃতত্ব, অচাঞ্চল্য। "ধৃত্যা চ পুরুষব্যাঘ্রো নৈভৃত্যেন চ পাণ্ডবঃ।
অনৃশংসো বদান্তশ্চ হ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ॥" (ভারত উ° ৫২ অ°)

নৈমগ্নক (ত্রি) নিমগ্ন-বরাহাদিত্বৎ কক্। (পা ৪।২।৮০) নিমগ্নের অদূর দেশাদি।

নৈমন্ত্রণক (ক্লী) ভোজ, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজন।

নৈময় (পুং) বণিক্, ব্যবসায়ী।

নৈমিত্ত (ত্রি) নিমিত্তে ভবঃ, নিমিত্তস্ত শকুনশাস্ত্রস্ত ব্যাখ্যানো গ্রন্থো বা ঋগয়নাদিত্বাৎ অণ্। (পা ৪।৩।৭৩) ১ নিমিত্তবধ। ২ শকুনরূপ নিমিত্তসূচক গ্রন্থব্যাখ্যান।

নৈমিত্তিক (ত্রি) নিমিত্তং বেত্তি, তৎপ্রতিপাদকগ্রন্থমধীতে বা উক্থাদিত্বাৎ ঠক্। ১ নিমিত্তাভিজ্ঞ। ২ নিমিত্তরূপ শকুনশাস্ত্রাধ্যেতা। (দিব্যাবদান ১৬৮।১৯।) নিমিত্তাদাগতঃ ঠক্। নিমিত্ত মাত্র আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম। কোন এক নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সেই নিমিত্ত জন্ত যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক কহে। যথা—পুত্রজননে জাতেষ্টিযজ্ঞের অনুষ্ঠান, গ্রহণ জন্ত গঙ্গাস্নান।

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানমিষ্যতে।" (তিথিত°)

নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ। স্নান, গ্রহণ ও সংক্রান্তি প্রভৃতি নিমিত্ত উপস্থিত হইলে যে স্নান করা যায়, তাহাকে নৈমিত্তিক স্নান কহে। স্মার্ত্তগণ নৈমিত্তিকের লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"নৈমিত্তিকন্তু নিমিত্তনিশ্চয়বদধিকারিকর্ত্তব্যত্বম্।" (তিথিত°)

নিমিত্ত নিশ্চয় হইলে অধিকারীর কর্ত্তব্যতা, অধিকারীর অর্থাৎ যে শাস্ত্রকার্য্যে যাহার অধিকার আছে, এবম্ভূত অধিকারীর, নিমিত্তনিশ্চয় হইলে তাহার যে কার্য্য, তাহাকে নৈমিত্তিক কহে।

"যত্তু পাপোপশান্ত্যৈ চ দীয়তে বিদুষাং করে।
নৈমিত্তিকং তদুদ্দিষ্টং দানং সদ্ভিরনুষ্ঠিতম্ ॥" (গরুড়পু°)

পাপশান্তির জন্য পণ্ডিতদিগকে যে দান করা যায়, তদুদ্দিষ্ট যে দান তাহাকে নৈমিত্তিক দান কহে।

"নিমিত্তমাত্রমাশ্রিত্য যো ধর্ম্মঃ সম্প্রবর্ত্ততে।
নৈমিত্তিকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ প্রায়শ্চিত্তবিধির্যথা ॥
চাণ্ডালশবপূয়াদি স্পৃষ্ট্বাহস্নাতাং রজস্বলাং।
স্নানার্হস্তু যদা স্নাতি স্নানং নৈমিত্তিকং তু তৎ ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

৫ নিমিত্তাধীন, নিমিত্তজন্য।

"শুকনী যে রসবতী ঘয়োর্নৈমিত্তিকো দ্রবঃ।" (ভাবাপরি°)

নৈমিত্তিক-লয় (পুং) নৈমিত্তিকঃ ব্রাহ্মণো দিবাবসাননিমিত্তবশাৎ যো লয়ঃ। প্রলয়বিশেষ।

"চতুর্যুগসহস্রান্তে ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকো লয়ঃ।
অনাবৃষ্টিশ্চ কল্পান্তে জায়তে শতবার্ষিকী ॥" (গরুড়পুরাণ)

চতুর্যুগ সহস্রবৎসর অন্তে নৈমিত্তিক লয় হয়, ইহার নাম ব্রাহ্মলয়। এই সময় শতবার্ষিকী অনাবৃষ্টি এবং সপ্তদিবাকর, উদিত হয়, এই সপ্তসূর্য্য জলপান করিয়া জগত্রয় শোষণ করে, পরে নানাবর্ণ মহামেঘ সকল বর্ষশত বর্ষণ করে, ইত্যাদি প্রকারে এই নৈমিত্তিক প্রলয় উপস্থিত হয়।

নৈমিশ (ক্লী) নিমিশমেব স্বার্থে অণ্। নিমিশারণ্য।

"পৃথিব্যাং নৈমিশং ক্ষেত্রমন্তরীক্ষে চ পুষ্করম্।
ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে ॥"
(ভারত ৩।৩৫৭০ শ্লো°)

পৃথিবীতে নৈমিশক্ষেত্র শ্রেষ্ঠতীর্থ।

নৈমিশ্রি (পুং) নিমিশ্রস্য অপত্যং, ইঞ্। নিমিশ্রের অপত্য। যুবা অপত্য বুঝাইলে ফক্ হয়। নৈমিশ্রায়ণ। নিমিশ্রের যুবা অপত্য। (পা ২।৪।৬১।)

নৈমিষ (ক্লী) ১ অরণ্যরূপ তীর্থভেদ, নৈমিষারণ্য।

নৈমিষ, যমুনানদীর দক্ষিণতটবাসী জাতিবিশেষ। মহাভারত ও পুরাণাদিতে এই জাতির উল্লেখ আছে।

নৈমিষকুঞ্জ (ক্লী) তীর্থভেদ, নৈমিষারণ্যস্থ তীর্থভেদ।

"ততো নৈমিষকুঞ্জঞ্চ সমাসাদ্য কুরূদ্বহ !।
ঋষয়ঃ কিল রাজেন্দ্র নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ ॥" (ভারত বনপ° ৮৩)

নৈমিষারণ্য (ক্লী) নিমিষান্তরমাত্রেণ নিহতং আসুরং বলং যত্র, ততস্তৎ নৈমিষং অরণ্যং। অরণ্যবিশেষ, নৈমিষ-ক্ষেত্র।

"এবং কৃত্বা ততো দেবো মুনিং গৌরমুখং তদা।
উবাচ নিমিষেণেদং নিহতং দানবং বলম্ ॥
অরণ্যেহস্মিংস্ততস্তেন নৈমিষারণ্যসংজ্ঞিতম্।
ভবিষ্যতি যথার্থং বৈ ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ ॥" (বরাহপুরাণ)

গৌরমুখ মুনি এখানে নিমিষকাল মধ্যে অসুরসৈন্য ও তাহাদের বল ভস্মীভূত করিয়াছিলেন এই জন্য এই স্থান নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত হইয়াছে। দেবীভাগবতে নৈমিষারণ্যের বিষয় এইরূপ অবগত হওয়া যায়—ঋষিগণ কলিভয়ে ভীত হইয়া নৈমিষারণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, পিতামহ ব্রহ্মা আমাদিগকে মনোময়চক্র প্রদানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, হে ঋষিগণ ! তোমরা সকলেই এই মনোময়চক্রের অনুগমন কর, যে স্থলে ইহার নেমি বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে, তাহাই পরম পবিত্র ক্ষেত্র বলিয়া জানিবে। সেই স্থলে কলি কখন প্রবেশ করিতে পারিবে না। যতদিন সত্যযুগ উপস্থিত না হয়, ততদিন নির্ভয়ে সেই স্থানে অবস্থান কর। ঋষিগণ ব্রহ্মার আদেশে সমস্তদেশ দেখিতে ইচ্ছা করিয়া সেই চক্রের অনুগামী হইলেন। সেই চক্র সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণপূর্ব্বক আমাদের সমক্ষেই বিশীর্ণনেমি হইয়া পড়িল। সেই অবধি এই স্থান নৈমিষক্ষেত্র বা নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত হইয়াছে। এই স্থান অতি পবিত্র, কলির এইখানে প্রবেশাধিকার নাই। (দেবীভাগ° ১।২।২৮।৩২) কূর্ম্মপুরাণের ৪০ অধ্যায়ে নৈমিষারণ্যের এইরূপ উৎপত্তি-বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়—

"ততো মুমোচ তচ্চক্রং তে চ তৎ সমনুব্রজন্।
তস্য বৈ ব্রজতঃ ক্ষিপ্রং যত্র নেমিরশীর্য্যত ॥
নৈমিষং তৎ স্মৃতং নাম্না পুণ্যং সর্ব্বত্র পূজিতম্ ॥"
(কূর্ম্মপু° ৪০ অ°)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—এই ক্ষেত্রে গোমতীতীরে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হয়।

সৌতিমুনি ঋষিগণ সমবেত হইয়া এখানে মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন।

গোমতীতীরবর্ত্তী এই নৈমিষারণ্য এখন নিমখার বা নিমসর (নৈমিষসর) নামে খ্যাত। আইন্-ই-অকবরী নামক মুসলমান ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, এখানে একটী বৃহৎ দুর্গ ছিল। এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের অনেক দেবমন্দির ও একটী বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণী চক্রতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ এই, দানবদিগের সহিত যুদ্ধকালে, এইখানে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র আসিয়া পড়ে। পুষ্করিণীর আকৃতি ষট্‌কোণী, ব্যাস প্রায় ৮০ হাত। ইহার মধ্যভাগ হইতে একটী জলস্রোত নির্ঝরাকারে উত্থিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে জলাভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্থানের নাম গোদাবরী-নালা। এই সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি মন্দির ও ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত আছে। এই পবিত্র চক্রতীর্থের দক্ষিণপশ্চিমে উচ্চভূমির উপর ঐ দুর্গ স্থাপিত। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ১১০০ ফিট্।

এই দুর্গের পশ্চিমাংশস্থ উচ্চ চূড়া শাহ-বুরুজ নামে খ্যাত। এই দুর্গের স্থানে স্থানে বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, ইহার দ্বার ও শাহ-বুরুজ এই দুইটী স্থান অতি প্রাচীন ও হিন্দুর রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত। উক্ত দুই স্থানের গঠনাদি ও স্বস্তিকাদি দেখিলে তাহার প্রাচীনত্বে আর সন্দেহ থাকে না। স্থানীয় প্রবাদ এই যে, এখানে যে প্রাচীন দুর্গ ছিল তাহা পাণ্ডবরাজগণের সময়ে গঠিত হইয়াছিল, পরে সেই ধ্বংসাবশেষের উপর দিল্লীশ্বর আলা-উদ্দীন্ খিলজীর উজীর হাহাজ্জল (ইনি একজন স্বধর্ম্মত্যাগী হিন্দু-সন্তান) ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে ঐ দুর্গ পুনর্নির্ম্মাণ করেন।

গোমতীর অপর পার্শ্বে ওয়াবস্ ওয়াডীহ্ ও বেন্ নগর নামে একটী অতি বিস্তৃত গড়বেষ্টিত ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। উহাই তথাকার লোকে বেণরাজার প্রাসাদ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

নৈমিষায়ণ (ত্রি) নিমেষযুক্তের অপত্য। যুবা অপত্য বুঝাইলে ফক্ হয়। নৈমিষায়ণ—তদীয় যুবা অপত্য। (পা ২।৪।৬১)

নৈমিষি (পুং) নিমিষতি নিমিষ-ক, নিমিষস্তস্যাপত্যং ইঞ্। নৈমিষারণ্যবাসী।

নৈমিষীয় (পুং) নিমিষস্য ইদং, ছ। নিমিষসম্বন্ধী। "সহ বৈ নৈমিষীয়াণামুদ্গাথা বভূব।" (ছান্দোগ্য উপ°)

নৈমিষেয় (ত্রি) নিমিষে ভবং, নিমিষস্যেদং বাহুলকাৎ ঢক্। ১ নিমিষারণ্যস্থ। ২ নৈমিষসম্বন্ধী।

"ঋষয়ঃ কিল রাজেন্দ্র নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ।" (ভারত বন° ৮৩ অ°)

নৈমিষ্য (পুং) নিমিষসম্বন্ধীয়। নৈমিষীয়।

নৈমেয় (পুং) নি+মি-প্রণিদানে অচো যৎ, ইতি যৎ, ততঃ স্বার্থে প্রজ্ঞাদ্যণ্। পরিবর্ত্ত, বিনিময়।

নৈম্ব (ত্রি) নিম্বসম্বন্ধীয়। (বৃহৎসংহিতা ৫৩।১১৭)

নৈয়গ্রোধ (ক্লী) ন্যগ্রোধস্য বিকারঃ, ততঃ প্লক্ষাদিভ্যোঽণ্। (পা ৪।৩।১৬৪।) তস্য বিধানসামর্থ্যাৎ ফলে ন লুক্, ততো নবৃদ্ধিরৈজাগমশ্চ (ন্যগ্রোধস্য চ কেবলস্য। পা ৭।৩।৫) ১ ন্যগ্রোধ ফল। চলিত বটের ফল। ২ ন্যগ্রোধজাত চমসাদি। "নৈয়গ্রোধং ভবতি স্বধামেমাবরুদ্ধে" (শতপথব্রা° ১২।৭।২।১৪)

নৈয়ঙ্কব (ত্রি) ন্যঙ্কোর্বিকার ইতি অঞ্ (প্রাণিরজতাদিভ্যো ঽঞ্। পা ৪।৩।১৫৪) ন্যঙ্কুমৃগজাত বস্ত্রচর্ম্মাদি, ন্যঙ্কুমৃগের চর্ম্মাদি।

নৈয়ত্য (ক্লী) নিয়তস্য ইদং নিয়ত-ষ্যঞ্। নিয়তত্ব।

নৈয়মিক (ত্রি) নিয়মাদাগতঃ ঠক্। নিয়মবিধিপ্রাপ্ত কর্ম্ম, ঋতুভার্য্যাগমনাদি।

নৈয়ায় (ত্রি) ন্যায়স্য ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ ঋগয়নাদিত্বাৎ অণ্। (পা ৪।৩।৭৩) ন্যায়ব্যাখ্যান গ্রন্থ।

নৈয়ায়িক (পুং) ন্যায়ং গৌতমাদিপ্রণীতং তর্কশাস্ত্রবিশেষং অধীতে বেত্তি বা ন্যায়-ঠক্। (ক্রতূক্থাদিসূত্রাৎ ঠক্। পা ৪।২।৬০) ১ ন্যায়বেত্তা। ২ ন্যায়াধ্যেতা। পর্য্যায়—ন্যাপক্ষয়, ন্যায়বাদিক, আর্হিত। (জটাধর।)

"নৈয়ায়িকানাং মুখ্যেন বরুণস্যাত্মজেন চ।
পরাজিতো যত্র বন্দী বিবাদেন মহাত্মনা॥" (ভারত ১।২।৮৬৯)

নৈয়াসিক (ত্রি) ন্যাসবিদ্।

নৈরঞ্জনা (স্ত্রী) নদীভেদ। গয়াজেলাস্থ ফল্গুনদীই পূর্ব্বে এই নামে কথিত হইত। এখনও ইহার পশ্চিমাভিমুখিনী শাখা নীলাঞ্জন বা লীলাজন নামে পরিচিত হইয়া উক্ত জেলার মোহানী নদীতে মিলিত হইয়াছে।

নৈরন্তর্য্য (ক্লী) নিরন্তরস্য ভাবঃ নিরন্তর-ষ্যঞ্। নিরন্তরত্ব, অবিচ্ছেদ, সর্ব্বদা। "সতু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।" (পাতঞ্জলসূ°)

নৈরপেক্ষ (ক্লী) নিরপেক্ষস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। অপেক্ষা-শূন্যত্ব। "নৈরপেক্ষেঽপি প্রকৃত্যুপকারেঽবিবেকোঽনিমিত্তম্" (সাংখ্যসূ°)

নৈরয়িক (ত্রি) নিরয়ে বসতি ঠক্। নরকবাসী।

'পঞ্চেন্দ্রিয়া এব দেবা নরা নৈরয়িকা অপি।' (হেমচন্দ্র)

নৈরর্থ্য (ক্লী) নিরর্থস্য ভাবঃ কর্ম্মবা, নিরর্থ-ষ্যঞ্। নিরর্থকতা।

নৈরাত্ম্য (ক্লী) নিরাত্মনো ভাবঃ, ষ্যঞ্। নিরাত্মতা।

নৈরাশ্য (ক্লী) নিরাশস্য নিষ্কামস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। আশাশূন্যত্ব।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।
যথা সঞ্ছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষাপ পিঙ্গলা।" (সাংখ্যপ্র° ভাষ্য)

আশাই দুঃখের কারণ, নৈরাশ্যই পরমসুখ যেরূপ পিঙ্গলা কান্তাশা পরিত্যাগ করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছিল। আশা ত্যাগ না করিলে সুখ সুদূরপরাহত, এই জন্য যাহারা সুখাভিলাষ করেন, তাহাদের আশা পরিত্যাগ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নৈরাশ্যই সুখ "নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ" সাংখ্যসূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

নৈরাস্য (পুং) শরত্যাগমন্ত্র বিশেষ।

নৈরুক্ত (ত্রি) নিরুক্তস্য ব্যাখ্যানে গ্রন্থঃ তত্র ভবো বা অণ্। (অনুগয়নাদিভ্যঃ। পা ৪।৩।৭৩) ১ নিরুক্ত সম্বন্ধী। ২ নিরুক্তব্যাখ্যান-গ্রন্থ। ৩ তাহাতে আসক্ত, নিরুক্তব্যাখ্যান গ্রন্থে আসক্ত, নিরুক্তবেত্তা।

"ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।" (মনু ১২।১১১)

নৈরুক্তিক (ত্রি) নিরুক্তং নির্বচনং বেত্তি, তদ্‌গ্রন্থং অধীতে বা, উক্থাদিত্বাৎ ঠক্। (পা ৪।২।৬০) ১ নির্বচনাভিজ্ঞ। ২ নিরুক্তগ্রন্থাধ্যেতা।

নৈরূহিক (পুং) নিরূহঃ প্রয়োজনমস্য ঠক্। সুশ্রুতোক্ত বস্তিভেদ। [নিরূহ-বস্তি দেখ।]

নৈঋর্ত (পুং) নিঋর্তেরপত্যং, অণ্। ১ রাক্ষস, নিঋর্তির পুত্র।

"তত্রাপি নিঋর্তির্ভার্য্যা নৈঋর্তা যেন রাক্ষসাঃ॥"

(ভারত ১৬৬।৫৭)

২ পশ্চিমদক্ষিণকোণাধিপতি। জ্যোতিষমতে দক্ষিণপশ্চিম কোণাধিপতি রাহু।

"সূর্য্যঃ শুক্রঃ ক্ষমাপুত্রঃ সৈংহিকেয়ঃ শনিঃ শশী।

সৌম্যস্ত্রিদশমন্ত্রী চ প্রাগাদিদিগধীশ্বরাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

নিঋর্তেরিদং অণ্। ৩ নিঋর্তিসম্বন্ধী। (স্ত্রী) ৪ মূলা নক্ষত্র।

নৈঋর্তী (স্ত্রী) নিঋর্তেরিয়ং অণ্, ততো ঙীপ্। দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকের মধ্য দিক্, নৈঋর্তকোণ।

"স্বয়ং বা শিশ্নবৃষণাবুৎকৃত্যাধায় চাঞ্জলৌ।

নৈঋতীং দিশমাতিষ্ঠেদানিপাতাদজিহ্মগঃ॥" (মনু ১১।১০৫)

নৈঋর্তেয় (ত্রি) নিঋর্ত্যা অপত্যং ঢক্। নিঋর্তির অপত্য।

"নৈঋর্তেয়া দুহিতরস্তাসাং ন প্রসবঃ স্মৃতঃ॥" (সুশ্রুত)

নৈঋর্ত্য (ত্রি) নিঋর্তি দেবতা যস্য, আর্ষে বাহুলকাৎ যক্। নিঋর্তিদেবতাক পশ্বাদি, যে সকল পশুর দেবতা নিঋর্তি।

"গর্দ্দভং পশুমালভ্য নৈঋর্ত্যং স বিশুধ্যতি।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৮০)

নৈর্গন্ধ্য (স্ত্রী) নির্গন্ধস্য ভাবঃ, ষ্যঞ্। নির্গন্ধতা, গন্ধহীনতা।

নৈর্গুণ্য (স্ত্রী) নির্গুণস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা নির্গুণ-ষ্যঞ্, নির্গুণত্ব, গুণহীনত্ব।

"পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমশ্লোকলীলয়া।

গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্॥" (ভাগ° ২।১।৯)

নির্গুণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিলে ব্রহ্মলাভ হয়, যত দিন পর্য্যন্ত গুণের কোন কার্য্যও থাকে, তত দিন সংসার ও দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। যখন নৈর্গুণ্য লাভ করা যায়, তৎক্ষণাৎই সকল দুঃখ তিরোহিত হয়।

"নৈর্গুণ্যাৎ ব্রহ্ম চাপ্নোতি সগুণত্বান্নিবর্ত্ততে॥"

(ভারত শান্তি° ২০৫ অ°)

২ তত্ত্বজ্ঞানযোগ।

"জ্ঞানযোগশ্চ মন্নিষ্ঠো নৈর্গুণ্যো ভক্তিলক্ষণঃ।" (ভাগ° ৩।৩২।৩২)

নৈর্ঘৃণ্য (স্ত্রী) নির্ঘৃণস্য ভাবঃ, ষ্যঞ্। নির্ঘৃণতা, ঘৃণাশূন্যতা।

নৈর্দশ্য (স্ত্রী) ১ পুত্রাদি জন্মের প্রথম দশদিন অতিবাহন। ২ কোন বিপদ্জনকগ্রহপ্রকোপযুক্ত সময়ের অতিক্রমণপ্রণালী।

নৈর্দেশিক (ত্রি) ১ ভৃত্য, চাকর। ২ অধীন।

নৈর্বাধ্য (ত্রি) হননযোগ্য শত্রুর জন্য প্রযুজ্যমান হবিঃ।

(অথর্ব্ব ৬।৭৫।১)

নৈভৃর্ত্য (স্ত্রী) নিভৃতের ভাব, নিভৃতত্ব। [নৈভৃত্য দেখ।]

নৈর্ম্মল্য (স্ত্রী) নির্ম্মলস্য ভাবঃ, ষ্যঞ্। ১ নির্ম্মলতা, স্বচ্ছতা। ২ বিষয়-বৈরাগ্য।

"বিষয়েষ্বতি সংরাগো মানসো মল উচ্যতে।

তেষ্বেব হি বিরাগস্তু নৈর্ম্মল্যং সমুদাহৃতম্॥" (প্রায়শ্চিত্ত°)

মল দুই প্রকার—বাহ্য ও আভ্যন্তর। বিষয়ের প্রতি আসক্তিকে মানস-মল কহে। এই মানসমলের প্রতি যে বিরাগ, তাহার নাম নৈর্ম্মল্য। বিষয়ের প্রতি বিরাগ হইলে চিত্তশুদ্ধি অর্থাৎ নির্ম্মল হয়। বাহিরের নির্ম্মলতাকে নৈর্ম্মল্য বলা যায় না। কারণ বাহ্য নৈর্ম্মল্য ক্ষণিক। অভ্যন্তর নির্ম্মল হইলে প্রকৃত নির্ম্মলতা লাভ হয়। চিত্ত বিষয়ে আসক্ত থাকিলে কখনও নির্ম্মল হইতে পারে না। যখন বিষয় বৈরাগ্য হয়, তখন চিত্ত আপনা হইতেই নির্ম্মল হয়।

নৈর্ম্মাণিক (ত্রি) অলৌকিক, অনৈসর্গিক। (দিব্যা° ১৮৬।২৭)

নৈর্ব্বাণিক (ত্রি) নির্ব্বাণসম্বন্ধীয়।

নৈর্লজ্জ্য (স্ত্রী) নির্লজ্জস্য ভাবঃ, অণ্। নির্লজ্জতা।

নৈর্ব্বাহিক (ত্রি) নির্ব্বাহযোগ্য, নির্ব্বহণশীল। (যার) বহু জল।

নৈর্হস্ত (ত্রি) নির্গত হস্তসামর্থ্য, নির্বীর্য্যহস্ত। (অথর্ব° ৬।৬৬।১০২)

নৈলায়নি (পুং) নীলস্য অপত্যং, নীল-তিকাদিত্বাৎ ফিঞ্। (পা ৪।১।১৫৪।) নীলবানরের অপত্য।

নৈলীনক (ত্রি) নিলীনকদেশসম্বন্ধী।

নৈল্য (স্ত্রী) নীলস্য ভাবঃ, ষ্যঞ্। নীলিমা, নীলবর্ণ।

নৈবকি (পুং) নিবকস্য ঋষেরপত্যং ইঞ্। (পা ২।৪।৬২) নিবক ঋষির অপত্য। যুবা অর্থ বুঝাইলে ফক্ হয়। নৈবকায়নি নৈবক ঋষির অপত্য। নৈবক স্থলে নৈবত' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়, সেই স্থলে নৈবতি, নৈবতায়নি, এইরূপ পদ হইবে।

নৈবাকব (ত্রি) নিবাকোরিদম্, অণ্। নিবচনশীল। তস্য অদূরদেশাদি, উৎকরাদিত্বাৎ ছ। (পা ৪।২।৭০) নৈবাকবীয়, তাহার অদূরদেশাদি।

নৈবাতায়ন (ত্রি) নিবাতস্য অদূর দেশাদি; চতুরর্থ্যাদিত্বাৎ ফক্। (পা ৪।২।৮০) বাতশূন্যদেশসমীপাদি।

নৈবার (ত্রি) নীবারস্য ইদং, নীবার-অণ্। নীবারসম্বন্ধী।

নৈবাসী (ত্রি) নিবাসে সাধু, গুড়াদিত্বাৎ ঠঞ্ (পা ৪।৪।১০৩) ১ নিবাসসাধু। ২ যে সকল দেব গাছে থাকে। (দিব্যাবদান ৩৯০।৩)

নৈবিড্য (স্ত্রী) নিবিড়স্য ভাবঃ, ষ্যঞ্। ১ ঘনত্ব। ২ নিবিড়তা, গাঢ়তা। ৩ অবিচ্ছেদরূপে সংযোগ, বংশীফুৎকাররূপ গুণভেদ।

"নৈবিড্যং প্রৌঢ়তা চাপি মুখরত্বঞ্চ শীঘ্রতা।

মাধুর্য্যমিতি পঞ্চামী ফুৎকারেষু গুণাঃ স্মৃতাঃ॥" (সঙ্গীতদ°)

নৈবিদ (ত্রি) নিবিদ্ সম্বন্ধীয়।

নৈবেদ্য (স্ত্রী) নিবেদং নিবেদনমর্হতীতি নিবেদ-ষ্যঞ্। দেবতাকে নিবেদনীয় দ্রব্য, দেবোদ্দেশে যে বস্তু নিবেদন করা যায়।

"নিবেদনীয়ং দ্রব্যন্তু নৈবেদ্যমিতি কথ্যতে।" (স্মৃতি)

দেবোদ্দেশে নিবেদনীয় বস্তুমাত্রই নৈবেদ্যপদবাচ্য। নৈবেদ্য শব্দের নাম-নিরুক্তি আরও দেখিতে পাওয়া যায়—

"চতুর্বিধং কুলেশানি দ্রব্যন্তু ষড়্‌রসান্বিতম্।
নিবেদনাৎ ভবেৎ তৃপ্তির্নৈবেদ্যং তদুদাহৃতম্॥"

(কুলার্ণবতন্ত্র ১৭ উ°)

হে কুলেশানি! ষড়্‌রসান্বিত চতুর্বিধ দ্রব্য-নিবেদনে আমার অতিশয় তৃপ্তি হয়, এই জন্য উহাকে নৈবেদ্য কহে।

তদ্দ্রব্য সকল—

"সসিতেন সুশুদ্ধেন পায়সেন সসর্পিষা।
সিতোদনং সকদলি-দধ্যাদ্যৈশ্চ নিবেদয়েৎ॥" (প্রপঞ্চসার)

সসিত (শর্করাসহিত), সঘৃত বিশুদ্ধ পায়স, সিতোদন, (শ্বেতান্ন), কদলি ও দধি প্রভৃতির সহিত নিবেদন করিতে হয়।

নৈবেদ্য পঞ্চবিধ—

"নিবেদনীয়ং যদ্দ্রব্যং প্রশস্তং প্রযতং তথা।
তদ্ভক্ষার্হং পঞ্চবিধং নৈবেদ্যমিতি কথ্যতে॥
ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ লেহ্যঞ্চ পেয়ং চোষ্যঞ্চ পঞ্চমম্।
সর্ব্বত্র চৈতন্নৈবেদ্যমারাধ্যায়ৈ নিবেদয়েৎ॥" (তন্ত্রসার)

প্রশস্ত ভক্ষণীয় যে সকল বস্তু দেবতাকে নিবেদন করা হয়, তাহার নাম নৈবেদ্য। ইহা ৫ প্রকার—ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় ও চোষ্য। যথাবিধানে দেবতাপূজা করিয়া ইহা নিবেদন করিতে হয়।

নৈবেদ্যদান-সময়—

"অর্ব্বাক্ বিসর্জ্জনাদ্দ্রব্যং নৈবেদ্যং সর্ব্বমুচ্যতে।
বিসর্জ্জিতে জগন্নাথে নির্ম্মাল্যং ভবতি ক্ষণাৎ॥
পঞ্চরাত্রবিদো মুখ্যা নৈবেদ্যং ভুঞ্জতে সুখম্।" (গরুড়পু°)

বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে ভক্ষ্যদ্রব্যকে নৈবেদ্য কহে। বিসর্জ্জন হইলে তাহার পর ইহা নির্ম্মাল্যপদবাচ্য হয়।

নৈবেদ্যস্থাপনের ক্রম—

"নৈবেদ্যং দক্ষিণে ভাগে পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ।
পক্বঞ্চ দেবতা বামে আমান্নঞ্চৈব দক্ষিণে॥" (পুরশ্চরণচ°)

"দক্ষিণন্তু পরিত্যজ্য বামে চৈব নিধাপয়েৎ।
অভোজ্যং তদ্ভবেদন্নং পানীয়ঞ্চ সুরোপমম্॥ (তন্ত্রসার)

দেবতার দক্ষিণভাগে নৈবেদ্য রাখিয়া নিবেদন করিতে হয়। দেবতার অগ্রে বা পৃষ্ঠদেশে নৈবেদ্য রাখিতে নাই। ইহাতে বিশেষ এই যে, পক্ব নৈবেদ্য দেবতার বামভাগে এবং আমান্ন দক্ষিণভাগে রাখিতে হয়। দেবতার দক্ষিণভাগ পরিত্যাগ করিয়া বামদিকে নৈবেদ্য রাখিতে হইবে, দক্ষিণে রাখিলে উহা অভোজ্য এবং পানীয় সুরাসদৃশ হয়।

দক্ষিণে ও বামে এই দুই দিকেই নৈবেদ্য রাখিবার বিধান ও নিষেধ দৃষ্ট হয়, ইহার তাৎপর্য্য এই পক্ব নৈবেদ্য দেবতার বামদিকে এবং আমান্নৈবেদ্য দক্ষিণদিকে রাখিয়া উৎসর্গ করিতে হয়। নৈবেদ্যদান-ফল—

"নৈবেদ্যেন ভবেৎ স্বর্গো নৈবেদ্যেনামৃতং ভবেৎ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ নৈবেদ্যেষু প্রতিষ্ঠিতা॥
সর্ব্বযজ্ঞফলং নিত্যং নৈবেদ্যং সর্ব্বতুষ্টিদম্।
জ্ঞানদং মানদং পুণ্যং সর্ব্বভোগ্যময়ং তদা॥"

(কালিকাপু° ৬৯ অ°)

নৈবেদ্যদানে স্বর্গ ও মোক্ষলাভ হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নৈবেদ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। নৈবেদ্যদানে সকল যজ্ঞের ফল, জ্ঞান, মান ও পুণ্যলাভ হয়।

নৈবেদ্য উৎসর্গ করিবার সময় মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয়। তন্মুদ্রা যথা "নৈবেদ্যমুদ্রামঙ্গুষ্ঠ-কনিষ্ঠাভ্যাং প্রদর্শয়েৎ।

"কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্মুদ্রাপ্রাণস্য কীর্ত্তিতাঃ॥
তর্জ্জনীমধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈরপানস্য তু মুদ্রিকা।
অনামামধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈরুদানস্য তু সা স্মৃতা॥
তর্জ্জন্যনামামধ্যাভিঃ সাঙ্গুষ্ঠাভিশ্চতুর্থিকা।
সর্ব্বাভিঃ সা সমানস্য প্রাণাদ্যাস্বেষু যোজিতা॥" (যামল)

অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলিসংযোগে নৈবেদ্যমুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহাতে বিশেষ এই যে—প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান এই পঞ্চবায়ুর উদ্দেশে নিবেদন করিতে হইবে। কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা প্রাণবায়ুর; তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা অপান বায়ুর; অনামা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা উদান বায়ুর, তর্জ্জনী, অনামা ও মধ্যমা দ্বারা ব্যান বায়ুর এবং সকল অঙ্গুলিদ্বারা সমান বায়ুর মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবে।

দেবোদ্দেশে নৈবেদ্য উৎসর্গ হইলে তাহা ব্রাহ্মণকে দিতে হয়। যাহারা দেবদত্ত নৈবেদ্য ব্রাহ্মণকে দান না করে, তাহাদের নৈবেদ্য ভস্মীভূত এবং নিষ্ফল হয়।

"সাক্ষাৎ খাদতি নৈবেদ্যং বিপ্ররূপী জনার্দ্দনঃ।
ব্রাহ্মণে পরিতুষ্টে চ সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বদেবতাঃ॥
দেবায় দত্ত্বা নৈবেদ্যং দ্বিজায় ন প্রযচ্ছতি।
ভস্মীভূতঞ্চ নৈবেদ্যং পূজনং নিষ্ফলং ভবেৎ॥"

(ব্রহ্মবৈ° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ২১ অ°)

"শূদ্রশ্চেদ্ধরিভক্তশ্চ নৈবেদ্যভোজনোৎসুকঃ।
আমান্নং হরয়ে দত্ত্বা পাকং কৃত্বা চ খাদতি॥" (ব্রহ্মবৈ° ২১ অ°)

হরিভক্ত শূদ্র যদি নৈবেদ্য ভোজনে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে, হরিকে আমান্ন নিবেদন করিয়া তাহা পাক করিয়া ভক্ষণ করিতে পারে।

নৈবেদ্যভোজন ফল—

"কৃত্বা চৈবোপবাসন্তু ভোক্তব্যং দ্বাদশীদিনে।
নৈবেদ্যং তুলসীমিশ্রং হত্যাকোটীবিনাশনম্॥
অগ্নিষ্টোমসহস্রৈস্ত বাজপেয়শতৈস্তথা।
তুল্যং ফলং ভবেদ্দেবি বিষ্ণোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ॥" (স্কন্দপু°)

একাদশী দিনে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে তুলসীমিশ্র নৈবেদ্য ভোজন করিলে কোটিহত্যার পাপ বিনষ্ট হয়।

সহস্র অগ্নিষ্টোম এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয়, হরিকে নিবেদিত নৈবেদ্যভোজনে তৎসদৃশ ফললাভ হয়।

আহ্নিকতত্ত্বে নৈবেদ্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে;— মোচক (কদলী ফল), পনস, জম্বু, প্রাচীনামলক (করমর্দ্দক), মধুক ও উড়ুম্বর প্রভৃতি ফল সুপক্ক হইলে নৈবেদ্যে দেওয়া যাইতে পারে। অপর্য্যুষিত পক্ক বস্তু নৈবেদ্যে দিতে হইবে। খণ্ডাজ্যাদিকৃত পক্ক বস্তু পর্য্যুষিত হয় না। যব, গোধূম ও শালি ঘৃতদ্বারা সংস্কৃত করিয়া তিল, মুদ্গাদি ও মাষ নৈবেদ্যে দেওয়া যাইতে পারে। যে সকল বস্তু অভক্ষ্য, তাহা নৈবেদ্যে দিতে নাই। অভক্ষ্য, যে বর্ণের যে বস্তু ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, সেই সকল বস্তু ও যে দিনে যে দ্রব্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ, সেই সকল দ্রব্য সেই সেই দিনে নৈবেদ্যে দিতে নাই।

"মাহিষং বর্জ্জয়েন্মাসং ক্ষীরং দধি ঘৃতন্তথা।" (আহ্নিকতত্ত্বে দেবল)

মাহিষঘৃত, দুগ্ধ ও দধিদ্বারা নৈবেদ্য দেওয়া বিধেয় নহে। ঘৃত চণ্ডালাদি ও কুক্কুরাকর্তৃক দৃষ্ট হইলে, তাহা নৈবেদ্যে অপ্রযোজ্য।

"যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্মনঃ।
তৎ তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে॥" (আহ্নিকত°)

যাহা কিছু অভিলষিত বস্তু এবং যাহা নিজের বিশেষ প্রীতিকর, সেই সকল বস্তুই অভীষ্ট দেবতাকে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে, এইরূপ নৈবেদ্য অনন্তফলপ্রদ হইয়া থাকে।

"ত্যজেৎ পাদোদকং যস্তু নৈবেদ্যঞ্চ ত্যজেচ্চ যঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি রৌরবে নরকে পচেৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

যিনি যে দেবতার অর্চ্চনা করেন, তিনি সেই দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবেন। যিনি অবহেলাপূর্ব্বক নৈবেদ্য ত্যাগ করেন, তাঁহার ষষ্টিসহস্রবৎসর নরকভোগ হইয়া থাকে।

যাহা কিছু অভিলষিত বস্তু, তাহা দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিতে নাই, অতএব প্রিয়বস্তু মাত্রই দেবতাকে দিয়া প্রসাদরূপে তাহা ভক্ষণ করিবে।

"বিষ্ণোর্নিবেদিতং পুষ্পং নৈবেদ্যং বা ফলং জলম্।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং ত্যাগেন ব্রহ্মহা জনঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত জন্ম° ৩৭)

বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রাপ্তমাত্রই ভক্ষণ করিবে, যিনি পরিত্যাগ করেন, তাহার ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়।

বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভক্ষণে যতপ্রকার পাপ তাহা নিরাকৃত হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে ৩৭ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। শিব ও সূর্য্যের নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে নাই।

"অগ্রাহ্যং শিবনৈবেদ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
শালগ্রামশিলাস্পর্শাৎ সর্ব্বং যাতি পবিত্রতাম্॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ফলপুষ্পাদি ও শিব-নিবেদিত নৈবেদ্য অগ্রাহ্য, অর্থাৎ ইহা ভক্ষণ করিতে নাই। ইহাতে বিশেষ এই যে, যদি এই নৈবেদ্য শালগ্রাম শিলাস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পবিত্র হয়। শালগ্রাম-স্পৃষ্ট শিব-নৈবেদ্য ভক্ষণে দোষাবহ হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শালগ্রাম শিলায় শিবপূজা করিলে সেই নৈবেদ্য-ভোজন করা যাইতে পারে।

"দত্ত্বা নৈবেদ্যবস্ত্রাদি নাদদীত কথঞ্চন।
ত্যক্তব্যং শিবমুদ্দিশ্য তদাদানে ন তৎ ফলম্॥" (একাদশীতত্ত্ব)

বস্ত্র এবং নৈবেদ্যপ্রভৃতি শিবোদ্দেশে দত্ত হইলে, তাহা আর পুনরায় গ্রহণ করিতে নাই, গ্রহণ করিলে তাহার ফল লাভ হয় না। আবার শাস্ত্রান্তরে শিবনৈবেদ্যের ভক্ষণ উক্ত হইয়াছে—

"রোগং হরতি নির্ম্মাল্যং শোকন্তু চরণোদকম্।
অশেষং পাতকং হন্তি শম্ভোর্নৈবেদ্যভক্ষণম্॥"
(শাক্তানন্দতর°)

শিব-নির্ম্মাল্যধারণে রোগ, চরণোদক পানে শোক এবং নৈবেদ্য ভক্ষণে অশেষ পাতক নাশ হয়।

শিবনৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে নাই, ইহার পৌরাণিক উপাখ্যান এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়—

'একদা সনৎকুমার বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, সেই সময় ভগবান্ বিষ্ণু আহারে ব্যাপৃত ছিলেন। ভক্তবৎসল বিষ্ণু সনৎকুমারকে দেখিয়া স্বভুক্তাবশিষ্ট কিঞ্চিৎ প্রসাদ দেন, সনৎকুমার কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া আত্মীয়-দিগকে দিবার জন্ম কিঞ্চিৎ লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া স্বীয় গুরু মহাদেবকে কিঞ্চিৎ প্রদান করেন, মহাদেব এই প্রসাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ভক্ষণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এমন সময় পার্ব্বতী আসিয়া স্বীয় পুত্রের নিকট এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অতিশয় কুপিত হন। মহাদেবকে এই শাপ দিলেন, যেমন আপনি বিষ্ণুর প্রসাদ আমাকে না দিয়া নিজে ভক্ষণ করিয়াছেন, সেই জন্য জগতে অদ্য হইতে যে সকল লোক আপন নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবে, তাহারা পরজন্মে কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হইবে।

"অন্যাপ্রভৃতি যে লোকা নৈবেদ্যং ভুঞ্জতে তব।
তে জন্মৈকং সারমেয়া ভবিষ্যন্তোব ভারতে॥" (শ্রীকৃষ্ণজন্মখ°)

এইরূপ শাপ দিয়া বিষ্ণুর প্রসাদ ভক্ষণ করিতে পারেন নাই বলিয়া পার্ব্বতী অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৩৭ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।)

ইহার কারণান্তর লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে ১৩।১৪ পটলেও বিস্তৃতরূপ লিখিত আছে—

"দুর্লভং তব নির্ম্মাল্যং ব্রহ্মাদীনাং কৃপানিধে।
তৎ কথং পরমেশান! নির্ম্মাল্যং তব দূষিতম্॥" (লিঙ্গার্চ্চন°)

কালিকাপুরাণে নৈবেদ্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। প্রশস্ত এবং পবিত্র নিবেদনীয় বস্তুর নাম নৈবেদ্য। এই নৈবেদ্য ভক্ত (ভাত) প্রভৃতি ভেদে ৫ প্রকার। এই ৫ প্রকার নৈবেদ্যের মধ্যে দেবীর যাহা সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়, তাহার বিষয় কথিত হইতেছে। ৫ প্রকার নৈবেদ্যই দেবীর প্রিয়। নাগর, কপিত্থ, দ্রাক্ষা, ক্রমুক, করক, বদর, কোল, কুষ্মাণ্ড, পনস, বকুল, মধূক, রসাল, আম্রাতক, কেশর, আখোট (আক্‌রোট্), পিণ্ডখর্জ্জুর, করুণ, শ্রীফল, ডহু, উডুম্বর, পুন্নাগ, মাধব, কর্কটী-ফল (কাঁকুড়), জাম্বর, বীজপূর, জম্বল, হরীতকী, আমলক, ৬ প্রকার নারঙ্গক, দেবক, মধুর, শীত, পটোল, ক্ষীরিবৃক্ষজ (শশা আদি), পটল, সালজ, বৃন্ত, অগ্নিজ, কদলীফল, তিন্দুক, কুসুম, শীত, কারবেল্ল, করমজ, গর্ভাবর্ত্ত প্রভৃতি ও নানাবিধ বন্যফল দিয়া দেবীর নৈবেদ্য দিতে হইবে। শ্লেষ্মাতক, বিল্ব, শৈলকপ্রভৃতি ফল ভিন্ন সকল ফলই দেবীর প্রিয়। মাতুলুঙ্গ, নটক, করমর্দ্দ, রসালক, ইহা কামাক্ষা দেবীকে নিবেদন করিতে হয়। শৃঙ্গাটক, কশেরু (কেশুর), শালুক, মৃণাল, শৃঙ্গবের, কাঞ্চন, স্থূলকন্দ, কুমুন্দক প্রভৃতি ফল, পরমান্ন, পিষ্টক, যাবক, কৃশর, মোদক, পৃথুক, চিড়ে ও লড্ডুক এই সকল দ্রব্যের নৈবেদ্যে দেবী তুষ্ট হন। গো, মহিষ, অজা, আবিক, এবং মৃগ ইহাদের দুগ্ধ সকলপ্রকার মধু, গুড়ধানা (গুড়ের মুড়কী) শর্করা, সর্ব্ববিধ অন্ন, পান এবং মাংস দেবীর নৈবেদ্যে প্রশস্ত। আমিক্ষা, পরমান্ন, শর্করার সহিত দধি ও ঘৃত এই সকল বস্তু মহাদেবীকে অর্পণ করিলে অশ্বমেধের ফললাভ হয়। শর্করা, মধুমিশ্র সুরা, লাজজ, দ্রুষক, রুচক, মাষ, মুদ্গ, মসূর, তিল, ভঙ্গা (ভাং) ও যব প্রভৃতি সকল প্রকার শস্য, দেবীকে নৈবেদ্য দেওয়া যায়। যেরূপ ভক্ষ্য দ্রব্য হউক না কেন, তাহা কেশ-করকাদি সংস্কার করিয়া নৈবেদ্য দেওয়া যাইতে পারে। সংস্কার্য্য বস্তুর যেরূপে সংস্কার করিতে হয়, সেইরূপ সংস্কার করিয়া নৈবেদ্য দিতে হইবে। যাহা পূতিগন্ধসংযুক্ত, দগ্ধ এবং ভোজনের অযোগ্য তাহাদ্বারা নৈবেদ্য দিবে না। সুগন্ধ ও কর্পূরবাসিত তাম্বূল দেবীকে দিতে হয়। যে সকল মৃগ ও পক্ষী বলিদানে ছেদিত হয়, তাহার মাংস, গণ্ডার, বার্দ্ধীনস এবং ছাগ মাংস ও মৎস্য রন্ধন করিয়া দেবীকে নৈবেদ্য দেওয়া যায়। খর্জ্জুর, পিণ্ড-খর্জ্জুর ও সঘৃত যবচূর্ণ দেবীকে নিবেদন করিলে, রাজসূয়ফললাভ ও কৃশরান্ন (খিচুড়ী) নৈবেদ্যে অতুল সৌভাগ্য লাভ হয়। নারিকেল জলদানে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ এবং জাম্বুর, লবলী, ধাত্রী ও শ্রীফল দানে অগ্নিষ্টোম ফল প্রাপ্ত হইয়া দেব-লোকে গমন করে। দ্রাক্ষা, শর্করা ও নারঙ্গক, ইক্ষুদণ্ড, নবনীত, নারিকেল ফল, শর্করা ও দধিযুক্ত পেয় বস্তু, নীবার ও কলায় দধির সহিত একত্র কুট্টিত করিয়া দেবীকে নিবেদন করিলে লক্ষীবান্, রূপবান্ ও ইহলোকে অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া মরণান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। মরীচ, পিপ্পলী, কোষ, জীরক ও তন্তভ ইহাদের সংস্কার করিয়া দেবীকে নিবেদন করিতে হয়। রাজমাষ, মসূর, পালঙ্ক, পোতিকা, কলিশাক, কলায়, ব্রাহ্মীশাক, মূলক, বাস্তুক, লক্ষীক, চটুক, হিলমোচকা, চুচুরিক্রম পত্র ও পুনর্ণবা প্রভৃতি শাক দেবীকে নৈবেদ্য দেওয়া যাইতে পারে। মদ্য এবং কালবিরুদ্ধ ও গুরুভারসমন্বিত নৈবেদ্য দেবতাকে অর্পণ করিবে না। রাজত বা সৌবর্ণাদি পাত্রে দেবতার নৈবেদ্য দিতে হইবে। (কালিকাপু° ৭০ অ°)

ঘণ্টা বাজাইয়া দেবতার উদ্দেশে নৈবেদ্য দান করিতে হয়।

"ধূপে দীপে চ নৈবেদ্যে স্নপনে বসনে তথা।
ঘণ্টানাদং প্রকুর্ব্বীত তথা নীরাজনেঽপি চ॥" (বিধানপা°)

নৈবেশ (ত্রি) নিবেশেন নির্বৃত্তং সঙ্কলাদিত্বাদণ্। (পা ৪।২।৭৫) নিবেশনির্বৃত্ত, বিবাহনির্বৃত্ত।

নৈবেশিক (ক্লী) নিবেশায় গার্হস্থ্যায় হিতং, নিবেশ-ঠক্। নিবেশনের জন্য যে কন্যা প্রদানের যোগ্য হয়।

"ভূদীপাংশ্চান্নবস্ত্রাম্ভস্তিলসর্পিঃপ্রতিশ্রয়ান্।
নৈবেশিকং স্বর্ণধুর্য্যং দত্বা স্বর্গে মহীয়তে॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।২১০)

২ বিবাহার্থ দীয়মান দ্রব্য। "নৈবেশিকং বিবাহোচিতং দ্রব্যম্।" (শুদ্ধিত°)

নৈশ (ত্রি) নিশায়া ইদম্ নিশা-অণ্ (তস্যেদম্। পা ৪।৩।১২০) নিশাসম্বন্ধি।

"সলিলময়ে শশিনি রবের্দীধিতয়ো মূর্চ্ছিতাস্তমো নৈশম্।"
(বৃহৎস° ৪।২)

নিশায়াং ভবং নিশ-অণ্। ২ নিশাভব। "পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ নৈশমেনো ব্যপোহতি।" (মনু ২।২১০)

নৈশিক (ত্রি) নিশায়াং ভবম্, নিশা-ঠঞ্ (নিশাপ্রদোষা-ভ্যাং। পা ৪।৩।১৪) ১ নিশাভব। ২ নিশাব্যাপক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"বৃণামকৃতচূড়াণাং বিশুদ্ধির্নৈশিকী স্মৃতা।" (মনু ৫।৬৭)

নৈশ্চিত্য (ত্রি) নিশ্চিতস্য ভাবঃ, ষ্যঞ্। নিশ্চয়।

নৈশ্শ্রেয়স (ত্রি) নিশ্শ্রেয়সায় হিতমণ্। নিঃশ্রেয়সসাধন।

"শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্মো নৈশ্শ্রেয়সঃ পরঃ।" (মনু)

নৈশ্শ্রেয়সিক (ত্রি) নিঃশ্রেয়সং প্রয়োজনমস্য ঠক্। নিশ্শ্রেয়সসাধন। বিকল্পপক্ষে 'স' স্থানে বিসর্গ হইয়া নিঃশ্রেয়সিক এইরূপ পদ হইবে।

নৈষদিক (ত্রি) ১ নিষদভব। ২ উপবিষ্ট, উপবেশনকারী।

নৈষধ (পুং) নিষধানাং রাজা, নিষধ-অণ্। নলরাজা। (ভারত-৩।৫৩।১৬) ২ নিষধদেশাধিপতি।

"স নৈষধস্যার্থপতেঃ সুতায়ামুৎপাদয়ামাস নিষিদ্ধশত্রুঃ।"

(রঘু ১৮।১)

৩ বর্ষবিশেষ। জম্বুদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্র স্বীয় পুত্র হরিবর্ষকে নিষধবর্ষ দিয়াছিলেন।

"তৃতীয়ং নৈষধং বর্ষং হরিবর্ষায় দত্তবান্।" (বিষ্ণুপু° ২।১।২০)

(ত্রি) নিষধোঽভিজনোঽস্য অণ্। ৪ পিত্রাদিক্রমে নিষধদেশবাসী। যেখানে বহুবচন হইবে, সেই স্থলে অণের লুক্, যে অণ্ নিমিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার লোপে বৃদ্ধিরও অভাব হইবে, তখন 'নিষধা' এইরূপ পদ হইবে। ইহার অর্থ নিষধদেশবাসী লোকসকল এবং তদ্দেশের নৃপসমূহ এইরূপ হইবে। নৈষধং নলমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। ৫ নলনৃপচরিতরূপ মহাকাব্যভেদ। এই কাব্য ২২ সর্গে সম্পূর্ণ। শ্রীহর্ষ ইহার রচয়িতা।

"উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ।" (উদ্ভট)

ইহার তাৎপর্য্য—নৈষধ কাব্যের নিকট মাঘ ও ভারবি কিছুই নহে। ইহা ভিন্ন আরও প্রবাদ আছে যে—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥" (উদ্ভট)

কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগুরুত্ব, নৈষধের পদলালিত্য এবং মাঘে এই তিন গুণই আছে। বাস্তবিক নৈষধ কাব্যের পদলালিত্য অনুপম। সংস্কৃতাভিজ্ঞমাত্রই ইহার যথার্থতা অনুভব করিতে পারেন। নৈষধসম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, শ্রীহর্ষদেব নৈষধ-কাব্য প্রণয়ন করিয়া তাহার আত্মীয় এক আলঙ্কারিককে দেখিতে দেন, তিনি বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া বলিলেন, আমি একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ লিখিয়াছি, তাহার দোষ-পরিচ্ছেদের জন্য আমাকে অনেক গ্রন্থ দেখিতে হইয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার এই পুস্তক খানি আমার হস্তগত হইলে এই একখানি গ্রন্থ হইতে আমার সকলই দোষ-পরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ হইত।' সংস্কৃত মহাকাব্যের মধ্যে ইহা একখানি প্রধান কাব্য তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

(ত্রি) ৬ নিষধসম্বন্ধী।

নৈষধীয় (ত্রি) নৈষধস্য ইদম্ 'বৃদ্ধাচ্ছ' ইতি ছ। নলসম্বন্ধী।

"কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽয়মাদির্গতঃ।" (নৈষধ ১স°)

নৈষধ্য (পুং) নিষধস্য লক্ষণয়া তন্নৃপস্যাপত্যম্ নাদিত্বাৎ ণ্য। নিষধনৃপের অপত্য। স্ত্রিয়াং-টাপ্।

নৈষাদ (পুং) নিষাদস্য অপত্যং বিদাদিত্বাদঞ্। নিষাদের অপত্য। হরিতাদিত্বাৎ যুনি ফক্। নৈষাদায়ন—নিষাদের যুবা অপত্য।

নৈষাদক (ত্রি) নিষাদেন কৃতম্, কুলালাদিত্বাৎ সংজ্ঞায়াং বুঞ্। (পা ৪।৩।১১৮) নিষাদকৃত পদার্থভেদ।

নৈষাদকি (পুং স্ত্রী) নিষাদস্য অপত্যম্ ইতি অকঞ্। নিষাদের অপত্য।

নৈষাদি (পুং) নিষাদস্য অপত্যং ইতি আর্ষে ইঞ্। নিষাদের অপত্য। "ন স তং প্রতিজগ্রাহ নৈষাদিরিতি চিন্তয়ন্।"

(ভারত ১।১৩৪।৩২)

আর্ষপ্রয়োগেই 'নৈষাদি' এইরূপ পদ হয়, লৌকিকপ্রয়োগে বিদাদি হেতু অঞ্ প্রত্যয় হইয়া 'নৈষাদ' এইরূপ হইবে।

নৈষিধ (পুং) নিষধঃ নলো বাচকতয়াঽস্ত্যস্য, অণ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তন্নামক নলরূপ দক্ষিণাগ্নি।

"তস্মিন্ বসন্তীন্দ্রো যমো রাজা নড়ো নৈষিধোঽনল্পস্তঃ।"

(শতপথ ব্রা° ২।৩।২।১)

'নলো নৈষধ ইতি নিষধাধিপতির্নলঃ প্রসিদ্ধো রাজা অত্রাচার্য্যপচনোঽগ্নিঃ এষ এব নলো নৈষিধ ইতি নির্দ্দিষ্টঃ। নিষধরাজস্য চ নলস্য দক্ষিণাগ্নেশ্চ সাম্যমাহ' (ভাষ্য)

নৈষ্কর্ম্ম্য (ক্লী) নিষ্কর্ম্মণো ভাবঃ, ষ্যঞ্। বিধিপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ। "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।"

(গীতা ৩।৪)

আসক্তিপরিশূন্য হইয়া বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারা যায়।

নৈষ্কশতিক (ত্রি) নিষ্কশতমস্যাস্তি ঠঞ্। (পা ৫।২।১১৬) নিষ্কশতমানযুক্ত।

নৈষ্কসহস্রিক (ত্রি) নিষ্কসহস্রমস্যাস্তি ঠঞ্। নিষ্কসহস্র পরিমাণযুক্ত।

নৈষ্কিক (পুং) নিষ্কে হেম্নি দীনারে তদাগারে নিযুক্তঃ ঠক্। কোষাধ্যক্ষ, টঙ্কশালার অধ্যক্ষ। নিষ্কেণ ক্রীতম্, ঠঞ্ 'অসমাসে নিষ্কাদিভ্যঃ' ইতি ঠঞ্। ২ নিষ্কক্রীত। সমাস স্থলে ঠঞ্ না হইয়া ঠক্ হইবে। অসমাসস্থলেই ঠঞ্ হইবে। নিষ্কস্য বিকারঃ, 'তস্যবৎ পরিণামাৎ' ইতি ঠঞ্। ৩ নিষ্কবিকার।

নৈষ্কিঞ্চন্য (ক্লী) নিষ্কিঞ্চন-ষ্যঞ্। নিষ্কিঞ্চনত্ব।

নৈষ্কৃতিক (ত্রি) পরবৃত্তিচ্ছেদনপর, স্বার্থসাধনতৎপর।

"অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥" (গীতা ১৮।২৮)

'নৈষ্কৃতিকঃ পরবৃত্তিচ্ছেদনপরঃ' (শাঙ্করভাষ্য)

নৈষ্ক্রমণ (ত্রি) নিষ্ক্রমণে শিশোর্গৃহাদ্বহির্গমনকালে দীয়তে তত্র কার্য্যং বা ব্যুষ্টাদিত্বাৎ অঞ্। (প্র ৫।১।৯৭) ১ নিষ্ক্রামণকালে দীয়মান বস্ত্র, নিষ্ক্রামণ সংস্কারকালীন যে বস্তু দান করা যায়। নিষ্ক্রামণসময়ে কর্ত্তব্য কার্য্য।

নৈষ্ঠিক (ত্রি) নিষ্ঠা বিদ্যতেঽস্যেতি নিষ্ঠা-ঠক্। ১ ব্রহ্মচারিভেদ, যাহারা উপনয়নের পর মরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে অবস্থান করেন, তাহাদিগকে নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী কহে।

"নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যসন্নিধৌ।
তদভাবেঽস্য তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বানরেঽপি বা॥
অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ন্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি নচেহ জায়তে পুনঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৮-৪৯)

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ আচার্য্য সন্নিধানে যাবজ্জীবন বাস করিবেন, আচার্য্যের অভাবে আচার্য্যপুত্রের, তদভাবে তাহার পত্নীর সমীপে এবং তিনি না থাকিলে অগ্নিহোত্রীয় অগ্নির নিকটে যাবজ্জীবন বাস করিবেন। জিতেন্দ্রিয় নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী এই বিধি অবলম্বন করিয়া থাকিলে অন্তিমকালে মুক্তিলাভ করেন। ইহসংসারে আর তাহাকে জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের নামই নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্য। ২ মরণকালে বিহিত কর্ম্ম। ৩ ব্রতবিশেষাসক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"ইমামবস্থাং পশ্যন্ত্যঃ পশ্চিমাং তব নৈষ্ঠিকীম্।" (হরিব° ৮৮ অ°)

নৈষ্ঠুর্য্য (ক্লী) নিষ্ঠুরস্য ইদং, নিষ্ঠুর-ষ্যঞ্। নিষ্ঠুরতা, নিষ্ঠুরের কার্য্য।

নৈষ্ঠ্য (ক্লী) নিষ্ঠাযুক্ত, ব্রতনিয়মাদি আচরণশীল।

নৈস্নিহ্য (ক্লী) নি-স্নিহ ষ্যঞ্, আর্ষে ষত্বম্। রাগাভাব।

"যঃ কাময়েত নৈস্নিহ্যং পাপ্মন" (আশ্ব° শ্রৌ° ৯।৭।৩৫)

'নিস্নেহস্য ভাবঃ নৈস্নিহ্যং' (ভাষ্য)। নিস্ পূর্ব্বক হইলে 'নৈষ্‌স্নিহ্য' এইরূপ পদ এবং বিকল্প পক্ষে 'নৈস্নিহ্য' হইবে। লৌকিক-প্রয়োগে 'নৈস্নিহ্য' এইরূপ পদ হইবে।

নৈষ্পুরুষ্য (ক্লী) নিষ্পুরুষ-ষ্যঞ্। (পা ৪।৩।৪১) নিষ্পুরুষের ভাব।

নৈষ্পেশিকত্ব (ক্লী) পেষণকারীর কার্য্য।

নৈষ্পেষিক (ত্রি) নিষ্পেষণকারী।

নৈষ্ফল (ক্লী) নিষ্ফল-ষ্যঞ্। নিষ্ফলতা।

নৈসর্গিক (ত্রি) নিসর্গাদাগতঃ ঠক্। স্বাভাবিক

"পৃচ্ছামস্ত্বামিমং ভক্তিঃ ক লব্ধা পরমাত্মনঃ।
কস্ত বা শিক্ষিতা রাজন্ কিংবা নৈসর্গিকী তব॥"(কল্কিপু° ২৩অ°)

নৈস্ত্রিংশিক (পুং) নিস্ত্রিংশঃ খড়্গঃ প্রহরণমস্য ঠক্।

(পা ৪।৪।৫৭)

খড়্গধারী, যাহার প্রহরণ খড়্গ তাহাকে নৈস্ত্রিংশিক কহে। পর্য্যায়—অসিহেতি, অসিহেতিক। (শব্দরত্নাবলী)

নৈহারিকনক্ষত্র (ক্লী) Nebulous Stars যে সকল নক্ষত্র নীহারিকা নক্ষত্রের লক্ষণাক্রান্ত বোধ হয়।

নৈসর্গিক-বিধান (ক্লী) নৈসর্গিকং যৎ বিধানং। Natural Phenomenon স্বাভাবিক বিধান। মানবজাতির ঐশিক নিয়মানুসারী পরস্পর ব্যবহার-ব্যবস্থাপক শাস্ত্র।

নৈসর্গিকীদশা, জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত দশাভেদ। [দশা দেখ।]

নৈহাটী, বাঙ্গালার চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত একটী নগর। কলিকাতা রাজধানী হইতে ২৩৷৷০ মাইল দূরে গঙ্গা নদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৫৩′ ৫০″ উ° এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৭′ ৪০″ পূঃ। এখানে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। গঙ্গার অপরপারে স্থিত হুগলী নগরের সহিত এই নগর সেতু দ্বারা সংযোজিত হওয়ায় এবং ইষ্টারণ বেঙ্গলের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সংযোগ থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এখানে বিদ্যালয় ও মাজিষ্ট্রেটের আদালত আছে। লোক সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার।

নো (অব্য) নহ-ডো। অভাব, না, নিষেধ।

"নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিদিনগহনং প্রত্যবায়াকুলাখ্যম্।"

(অপরাধভঞ্জন স্তোত্র ৭)

নোআ (দেশজ) নিচু, বক্র।

নোআফুটকী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। Cardiospermam Halicacabum

নোআলতা (দেশজ) নবলতা বৃক্ষ বিশেষ। Dalbergia Scandens.

নোঙ্গ-ক্রম, আসামপ্রদেশের খশিয়া পর্ব্বতস্থিত খারিম রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার নিকটে প্রচুর খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। উহা অগ্নিসংযোগে গলাইয়া সমতলক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। এই লৌহ অতিশয় উৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীরা আপনাপন ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

নোঙ্গ-খ্লাও, আসামের খাশিয়া পাহাড়ের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানকার খাশি রাজদিগের উপাধি সিএম্। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে খাশিয়া রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানের রাজার সহিত ইংরাজের সংস্রব ঘটে এবং তাহার ফলে সিএমরাজ

উঁহার রাজা দিয়া আসামে যাইবার একটী রাস্তা নির্ম্মাণের আদেশ দেন। কিন্তু ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত ইঁহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। খাশিয়াগণ তৎকালে এই নগরের দুইজন ইংরাজ কর্ম্মচারী ও সিপাহীদিগকে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা দমিত হইলে এই নগরে ইংরাজেরা পলিটিক্যাল এজেণ্টের সদর স্থান বলিয়া মনোনীত করেন, পরে উহা চেরাপুঞ্জি হইয়া বর্ত্তমান সিলংনগরে স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এখানে সিন্‌কোনার চাষ আরম্ভ হয়। স্বভাবতঃ আলু, চাউল, কাঙনি, মক্কা, দারুচিনি ও রবার এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। অধিবাসিগণ ব্যবহারোপযোগী কার্পাসবস্ত্র বয়ন করে, এবং লৌহ হইতে অস্ত্রশস্ত্রও নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান রাজার নাম উকিন্ সিংহ।

নোঙ্গতরুমেন্, আসাম প্রদেশের খাশিয়া পর্ব্বতের অন্তর্ভুক্ত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ইহাকে কেহ কেহ মার-মোঙ্গতরমেন্ বলিয়াও থাকেন। এখানকার রাজা বা শাসনকর্ত্তার উপাধি সর্দ্দার। কমলানেবু, সুপারি ও পাণ এখানে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। আনারস গাছের পাতা হইতে আঁস্ বাহির করিয়া তাহার সুতায় অধিবাসীরা একপ্রকার জাল প্রস্তুত করে এবং পাহাড় হইতে চুণাপাথর কাটিয়া বিক্রয়ার্থ আনে। এই সকল জিনিষই বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

নোঙ্গ-ষ্টোইন্, খাশিয়া পর্ব্বতের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। সর্দ্দার উ-বর্ষণসিংহ বর্ত্তমান রাজা। ইহার উপাধি সিএম্। চাউল, কাঙনি, তেজপাত, রবার, লাক্ষা ও মোম এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। মৃৎপাত্র, কার্পাস বস্ত্র ও লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণের বিস্তৃত ব্যবসায় আছে। এখানে চুণাপাথর ও কয়লার খনি পাওয়া গিয়াছে। সিলং হইতে এখানে আসিবার একটী রাস্তা আছে।

নোঙ্গস্পঙ্গ, আসামের খাশিয়া পর্ব্বতের একটী সামন্তরাজ্য। বর্ত্তমান সর্দ্দারের নাম সিএম্ উ শস্তো সিং। কামরূপের মৌজাদার হওয়ায় এবং উক্ত জেলার সীমান্তবর্ত্তী 'মঠেকার্য' অরণ্য-বিভাগে তাহার অংশ হইতে অর্থসঙ্গতি হয়। চাউল, কাঙনি, আলু, মধু ও মোম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। লৌহখনিও আছে।

নোঙ্গসোফো বা নোবোসোফো, খাশিয়া পর্ব্বতের এলাকাধীন একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। সিএম্ উ কসন্ এখানকার বর্ত্তমান সর্দ্দার। আলু, চাউল, মক্কা প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। অধিবাসিগণের মধ্যে মাদুরের ব্যবসা বিস্তৃত।

নোঙ্গর (পারসী) নৌকা বা জাহাজাদি বাঁধিবার লৌহযন্ত্রভেদ।

নোঙ্গরা (দেশজ) অপরিষ্কৃত, ময়লাযুক্ত, অবর্দ্ধ্য।

নোগুয়বেড়া, আসামের অন্তর্গত একটী নগর। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ কূলে গোয়ালপাড়া হইতে ২৭ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

নোগ্রাম বা নবগ্রাম, উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে মুজফ্ফরাই জেলায় অবস্থিত ইংরাজাধিকৃত একটী গ্রাম। মর্দ্দন হইতে ১১ ক্রোশ পূর্ব্বে ও ওহিন্দ নগরের ৮ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ইহারই পার্শ্বে রাণীঘাট নামক পর্ব্বত। এই গ্রামে ও পর্ব্বতে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ যে, দেশের শাসনকর্ত্রী কোন রাণী এই পর্ব্বতের উচ্চশিখরে বসিয়া চতুষ্পার্শ্ব অবলোকন করিতেন। দূরস্থিত উত্থিত ধূলি তাহার নয়নপথে পতিত হইলেই তিনি দেশান্তরস্থ বণিকগণের ভারত-আগমন বুঝিতে পারিতেন এবং তাহাদের ভাণ্ডার লুট করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ দিতেন। এই রাণীর নামানুসারেই পর্ব্বত ও নিকটস্থ গ্রাম রাণীঘাট নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্যাপিও রাণীঘাটের শিখরদেশে রাণীর প্রস্তরাসন নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই স্থান হইতে হস্তনগরে সমতলক্ষেত্র পর্য্যন্তও দেখা গিয়া থাকে। এখানকার ধ্বংসাদিও রাণীঘাটের ধ্বংস বলিয়া খ্যাত।

[বিশেষ বিবরণ রাণীঘাট শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নোচেৎ (অব্য) নো চ, চেৎ চ। নো যদি, না হয় যদি এইরূপ অর্থ।

নোজলী, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। পাণ্ডির নগরের ১ মাইল দক্ষিণে ও বড়পুর গ্রামের ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৫৩´ ২৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´ ৫২´´ পূঃ।

নোট (ত্রি) নট অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। নট। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

নোট (ইংরাজী) য়ুরোপ, আমেরিকা ও ইংরাজাধিকৃত, ভারতবর্ষে প্রচলিত কাগজের (Parchment) মুদ্রা বিশেষ। রাজ্য ভেদে ও মুদ্রার মূল্যাধিক্যে ইহার তারতম্য লক্ষিত হয়।

নোড় (দেশজ) কোন ধাতুতে অপর এক মন্দধাতুর মিশ্রণ।

নোড়া (দেশজ) ক্ষুদ্রশিলা, পেষণী।

নোণ (স্ত্রী) লবণ।

নোণম্ববাড়ী, বর্ত্তমান মহিসুর জেলার উত্তরাংশ যাহা এখন চিত্তলদুর্গ জেলা নামে খ্যাত, তাহা অতি প্রাচীন সময়ে নোণম্বপ্রজাধিষ্ঠিত দেশ বা নোণম্ববাড়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল *।

নোণম্বধীর, চালুক্যবংশীয় অনেক রাজা। [চালুক্য দেখ।]

* Indian Antiquary Vol. VIII. p. 90.

নোণা (দেশজ) লবণাক্ত, লবণ আস্বাদযুক্ত।

নোণাটেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। Silurus porosus.

নোণাভাঁটা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। Solanum pubescens.

নোৎ (অব্য) ন চ উক্ষ। নহে, না। "অতিমাত্রমবর্দ্ধন্ত নোদিবদিব মস্পৃশন্।" (অথর্ব্ব ৫।১৯।১)

নোদন (ক্লী) নুদ-ভাবে ল্যুট্। ১ খণ্ডন। নিচ্ ভাবে ল্যুট্। ২ প্রেরণ। ৩ সংযোগভেদ।

"অভিঘাতো নোদনঞ্চ শব্দহেতুরিহাদিমঃ।" (ভাষাপরি°)

নোদ্য (ত্রি) অপসারণযোগ্য।

নোধস্ (পুং) নু অসি-ধুট্ চ। ঋষিভেদ।

নোধসিংহ, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিতসিংহের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার পিতা বুদ্ধসিংহ পিতার আদেশানুসারে নানকের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শিখসম্প্রদায়ভুক্ত হন। বুদ্ধসিংহ পঞ্জাবের নানাস্থান হইতে যে সকল দ্রব্যাদি লুট করিতেন, তাহা সুখের-চকগ্রামে নিজ আবাস বাটীতে লইয়া রাখিতেন। সুখেরচক নামক স্থানে তাঁহার বাস ছিল বলিয়া তাঁহার দলভুক্ত শিখগণ 'সুখের-চক-মিশ্‌ল' নামে আখ্যাত হইল। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ নোধসিংহ, তিনি পিতার মিশ্‌লেই রহিলেন। কনিষ্ঠ চান্দাসিংহ হইতেই 'সিন্ধিয়ান-বালা' নামক থাকের উৎপত্তি হয়।

তৎকালে 'ধারবি' বা দস্যু-ব্যবসায় জাতীয়তার গৌরব-সূচক ছিল; এই জন্য নোধসিংহ অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বেই, সম্মানসূচক দস্যুনেতা হইতে মনস্থ করিলেন এবং তদ্দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জনের আশাও তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় তিনি রাবলপিণ্ডির সীমা হইতে শতদ্রুর তীরবর্ত্তী সমুদায় স্থান লুট করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিলেন। এই সময়ে কি শিখ, কি জাট, কি সীমান্ত-বর্ত্তী সর্দ্দারগণ, সকলের অপেক্ষা তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। তিনি বিশিষ্ট ধনশালী হইয়া স্বদেশীয়ের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য হইয়া উঠিলেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি মাজি-থিয়ার সন্‌সি-জাটবংশীয় গোলাবসিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর নোধসিংহ ফয়জলপুরিয়া-মিশলের সর্দ্দার নবাব কর্পূরসিংহের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এই সময়ে আমেদশাহ আবদালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। নানা স্থান হইতে বহু ধনরত্ন লইয়া নোধসিংহ সুখেরচকে আসিয়া বাস করিলেন এবং সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে সুখেরচকের সর্দ্দার বা সামন্তরাজ বলিয়া ঘোষণা করিল। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আফগানগণের একটী খণ্ডযুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে একটী গোলা আসিয়া তাঁহার মস্তকে লাগে। যদিও এই আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু তিনি প্রায় ৫ বৎসর কাল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি চরৎ-সিংহ, দলসিংহ, চেৎসিংহ ও মঙ্গীসিংহ নামে চারিটী পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

নোধা (অব্য) নব-ধাচ্, পৃষো°। নবধা।

"নোধা বিধায়রূপং স্বং" (ভাগ° ৩।২৩।৪৫)

নোনগড়, জয়নগর হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে কিজুল নদী-তীরে স্থাপিত একখানি গ্রাম। কেহ কেহ ইহাকে লোনগড় বলিয়া থাকেন। এখানে একটী ভগ্নমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী ও খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ের অক্ষরে খোদিত একখানি শিলালিপি আছে। ঐ প্রস্তরমূর্ত্তির ভাস্করকার্য্যও মথুরায় প্রাপ্ত উক্ত সময়ের খোদিত প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং লি-ইন্-নি-লো নামক স্থান ভ্রমণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই স্থানে একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও স্তূপ আছে। বর্ত্তমান নোনগড়েও ঐরূপ দুইটী চিহ্নের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার স্তূপের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার এবং তাহার প্রাচীনত্বের আলোচনা করিলে এই লোনাগড়, চীন-পরিব্রাজক-দৃষ্ট লি-ইন্-নি-লো বলিয়া বোধ হয়।

নোনা (ক্লী) ১ আতার ন্যায় একপ্রকার বৃক্ষ ও ফল। ২ লবণাক্ত।

নোনাই (ননাই) আসাম প্রদেশে প্রবাহিত দুইটী নদী ১ ভুটান-পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া দরঙ্গ জেলার পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে আসিয়া পড়িয়াছে। ২ মীকীর পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া সাল্‌না ও চাঁপানালা নামক স্রোতদ্বয়ে কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া হরিয়ামুখ গ্রামে ব্রহ্মপুত্রের কলঙ্গ শাখায় আসিয়া পড়িয়াছে।

নোনাখাল, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বিদ্যাধরী নদীর একটী শাখা।

নোনেকবি, একজন হিন্দী গায়ক কবি। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বান্দা নগরে ১৮৪৪ ইসি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরিদাস।

নোনেরা, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের আগ্রাবিভাগের মাইনপুরী তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। জেলার সদর হইতে ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে, ৬০ ফিট্ উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। এই উচ্চ স্তূপের পূর্ব্বদিকে স্থিত একটী প্রাচীন মন্দিরের ইষ্টকাদি লইয়া উত্তরাংশে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নোপস্থাতৃ (ত্রি) ন-উপতিষ্ঠতি স্থা-তৃচ্। বৃহস্থ। ন উপ-তিষ্ঠতি স্থা-তৃচ্। বৃহস্থ। ন উপ সমীপে তিষ্ঠতি যঃ সঃ, স্থা-তৃচ্। ২ দীনাদিবিশেষ।

"নৃপামকৃতচূড়াণাং বিশুদ্ধির্নৈশিকী স্মৃতা।" (মনু ৫।৬৭)

নৈশ্চিত্য (ত্রি) নিশ্চিতস্য ভাবঃ, ষ্যঞ্। নিশ্চয়।

নৈশ্শ্রেয়স (ত্রি) নিশ্শ্রেয়সায় হিতমণ্। নিঃশ্রেয়সসাধন।

"শুশ্রূষৈব তু শূদ্রস্য ধর্ম্মো নৈশ্শ্রেয়সঃ পরঃ।" (মনু)

নৈশ্শ্রেয়সিক (ত্রি) নিঃশ্রেয়সং প্রয়োজনমস্য ঠক্। নিশ্শ্রেয়সসাধন। বিকল্পপক্ষে 'স' স্থানে বিসর্গ হইয়া নিঃশ্রেয়সিক এইরূপ পদ হইবে।

নৈষদিক (ত্রি) ১ নিষদস্তব। ২ উপবিষ্ট, উপবেশনকারী।

নৈষধ (পুং) নিষধানাং রাজা, নিষধ-অণ্। নলরাজা। (ভারত-৩।৫৩।১৬) ২ নিষধদেশাধিপতি।

"স নৈষধস্যার্থপতেঃ সুতায়ামুৎপাদয়ামাস নিষিদ্ধশত্রুঃ।" (রঘু ১৮।১)

৩ বর্ষবিশেষ। জম্বূদ্বীপাধিপতি অগ্নীধ্র স্বীয় পুত্র হরিবর্ষকে নিষধবর্ষ দিয়াছিলেন।

"তৃতীয়ং নৈষধং বর্ষং হরিবর্ষায় দত্তবান্।" (বিষ্ণুপু° ২।১।২০)

(ত্রি) নিষধোঽভিজনোঽস্য অণ্। ৪ পিত্রাদিক্রমে নিষধদেশবাসী। যেখানে বহুবচন হইবে, সেই স্থলে অণের লুক্, যে অণ্ নিমিত্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার লোপে বৃদ্ধিরও অভাব হইবে, তখন 'নিষধা' এইরূপ পদ হইবে। ইহার অর্থ নিষধদেশবাসী লোকসকল এবং তদ্দেশের নৃপসমূহ এইরূপ হইবে। নৈষধং নলমধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ অণ্। ৫ নলনৃপচরিতরূপ মহাকাব্যভেদ। এই কাব্য ২২ সর্গে সম্পূর্ণ। শ্রীহর্ষ ইহার রচয়িতা।

"উদিতে নৈষধে কাব্যে ক্ব মাঘঃ ক্ব চ ভারবিঃ।" (উদ্ভট)

ইহার তাৎপর্য্য—নৈষধ কাব্যের নিকট মাঘ ও ভারবি কিছুই নহে। ইহা ভিন্ন আরও প্রবাদ আছে যে—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ॥" (উদ্ভট)

কালিদাসের উপমা, ভারবির অর্থগুরুত্ব, নৈষধের পদলালিত্য এবং মাঘে এই তিন গুণই আছে। বাস্তবিক নৈষধ কাব্যের পদলালিত্য অনুপম। সংস্কৃতাভিজ্ঞমাত্রই ইহার যথার্থতা অনুভব করিতে পারেন। নৈষধসম্বন্ধে একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, শ্রীহর্ষদেব নৈষধ-কাব্য প্রণয়ন করিয়া তাহার আত্মীয় এক আলঙ্কারিককে দেখিতে দেন, তিনি বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া বলিলেন, আমি একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ লিখিয়াছি, তাহার দোষ-পরিচ্ছেদের জন্য আমাকে অনেক গ্রন্থ দেখিতে হইয়াছে, কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার এই পুস্তক খানি আমার হস্তগত হইলে এই একখানি গ্রন্থ হইতে আমার সকলই দোষ-পরিচ্ছেদের উদাহরণ সংগ্রহ হইত।' সংস্কৃত মহাকাব্যের মধ্যে ইহা একখানি প্রধান কাব্য তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।

(ত্রি) ৬ নিষধসম্বন্ধী।

নৈষধীয় (ত্রি) নৈষধস্য ইদম্ 'বৃদ্ধাচ্ছ' ইতি ছ। নলসম্বন্ধী।

"কাব্যে চারুণি নৈষধীয়চরিতে সর্গোঽয়মাদির্গতঃ।" (নৈষধ ১স°)

নৈষধ্য (পুং) নিষধস্য লক্ষণয়া তন্নৃপস্যাপত্যম্ নাদিত্বাৎ ণ্য। নিষধনৃপের অপত্য। স্ত্রিয়াং-টাপ্।

নৈষাদ (পুং) নিষাদস্য অপত্যং বিদাদিত্বাদঞ্। নিষাদের অপত্য। হরিতাদিত্বাৎ যুনি ফক্। নৈষাদায়ন—নিষাদের যুবা অপত্য।

নৈষাদক (ত্রি) নিষাদেন কৃতম্, কুলালাদিত্বাৎ সংজ্ঞায়াং বুঞ্। (পা ৪।৩।১১৮) নিষাদকৃত পদার্থভেদ।

নৈষাদকি (পুং স্ত্রী) নিষাদস্য অপত্যম্ ইতি অকঙ্। নিষাদের অপত্য।

নৈষাদি (পুং) নিষাদস্য অপত্যং ইতি আর্ষে ইঞ্। নিষাদের অপত্য। "ন স তং প্রতিজগ্রাহ নৈষাদিরিতি চিন্তয়ন্।" (ভারত ১।১৩৪।৩২)

আর্ষপ্রয়োগেই 'নৈষাদি' এইরূপ পদ হয়, লৌকিকপ্রয়োগে বিদাদি হেতু অঞ্ প্রত্যয় হইয়া 'নৈষাদ' এইরূপ হইবে।

নৈষিধ (পুং) নিষধঃ নলো বাচকতয়াঽস্ত্যস্য, অণ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তন্নামক নলরূপ দক্ষিণাগ্নি।

"তস্মিন্ বসন্তীন্দ্রো যমো রাজা নড়ো নৈষিধোঽনগ্নস্তঃ।" (শতপথ ব্রা° ২।৩।২।১)

'নলো নৈষধ ইতি নিষধাধিপতির্নলঃ প্রসিদ্ধো রাজা অথাহার্য্যপচনোঽগ্নিঃ এষ এব নলো নৈষিধ ইতি নির্দ্দিষ্টঃ। নিষধরাজস্য চ নলস্য দক্ষিণাগ্নেশ্চ সাম্যমাহ' (ভাষ্য)

নৈষ্কর্ম্ম্য (ক্লী) নিষ্কর্ম্মণো ভাবঃ, ষ্যঞ্। বিধিপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ। "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।" (গীতা ৩।৪)

আসক্তিপরিশূন্য হইয়া বিধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে করিতে কর্ম্মত্যাগ করিতে পারা যায়।

নৈষ্কশতিক (ত্রি) নিষ্কশতমস্ত্যস্য ঠঞ্। (পা ৫।২।১১৬) নিষ্কশতমানযুক্ত।

নৈষ্কসহস্রিক (ত্রি) নিষ্কসহস্রমস্ত্যস্য ঠঞ্। নিষ্কসহস্র পরিমাণযুক্ত।

নৈষ্কিক (পুং) নিষ্কে হেম্নি দীনারে তদাগারে নিযুক্তঃ ঠক্। কোষাধ্যক্ষ, টঙ্কশালার অধ্যক্ষ। নিষ্কেণ ক্রীতম্, ঠঞ্ 'অসমাসে নিষ্কাদিভ্যঃ' ইতি ঠঞ্। ২ নিষ্কক্রীত। সমাস স্থলে ঠঞ্ না হইয়া ঠক্ হইবে। অসমাসস্থলেই ঠঞ্ হইবে। নিষ্কস্য বিকারঃ, 'কৃতবৎ পরিণামাৎ' ইতি ঠঞ্। ৩ নিষ্কবিকার।

নৈষ্কিঞ্চন্য (ক্লী) নিষ্কিঞ্চন-ষ্যঞ্। নিষ্কিঞ্চনত্ব।

নৈষ্কৃতিক (ত্রি) পরবৃত্তিচ্ছেদনপর, স্বার্থসাধনতৎপর।

"অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥" (গীতা ১৮।২৮)
'নৈষ্কৃতিকঃ পরবৃত্তিচ্ছেদনপরঃ' (শাঙ্করভাষ্য)

নৈষ্ক্রমণ (ত্রি) নিষ্ক্রমণে শিশোর্গৃহাদ্বহির্গমনকালে দীয়তে তত্র কার্য্যং বা ব্যুষ্টাদিত্বাৎ অঞ্ (পা ৫।১।৯৭) ১ নিষ্ক্রামণকালে দীয়মান বস্ত্র, নিষ্ক্রামণ সংস্কারকালীন যে বস্ত্র দান করা যায়। নিষ্ক্রামণসময়ে কর্ত্তব্য কার্য্য।

নৈষ্ঠিক (ত্রি) নিষ্ঠা বিদ্যতেঽস্যেতি নিষ্ঠা-ঠক্। ১ ব্রহ্মচারিভেদ, যাহারা উপনয়নের পর মরণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া গুরুগৃহে অবস্থান করেন, তাহাদিগকে নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী কহে।

"নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মচারী তু বসেদাচার্য্যসন্নিধৌ।
তদভাবেঽস্য তনয়ে পত্ন্যাং বৈশ্বানরেঽপি বা॥
অনেন বিধিনা দেহং সাধয়ন্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি নচেহ জায়তে পুনঃ॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য ১।৪৮-৪৯)

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ আচার্য্য সন্নিধানে যাবজ্জীবন বাস করিবেন, আচার্য্যের অভাবে আচার্য্যপুত্রের, তদভাবে তাহার পত্নীর সমীপে এবং তিনি না থাকিলে অগ্নিহোত্রীয় অগ্নির নিকটে যাবজ্জীবন বাস করিবেন। জিতেন্দ্রিয় নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারী এই বিধি অবলম্বন করিয়া থাকিলে অন্তিমকালে মুক্তিলাভ করেন। ইহসংসারে আর তাহাকে জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের নামই নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্য। ২ মরণকালে বিহিত কর্ম্ম। ৩ ব্রতবিশেষাসক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"ইমামবস্থাং পশ্যন্ত্যাঃ পশ্চিমাং তব নৈষ্ঠিকীম্।"(হরিবং ৮৮ অ°)

নৈষ্ঠুর্য্য (ক্লী) নিষ্ঠুরস্য ইদং, নিষ্ঠুর-ষ্যঞ্। নিষ্ঠুরতা, নিষ্ঠুরের কার্য্য।

নৈষ্ঠ্য (ক্লী) নিষ্ঠাযুক্ত, ব্রতনিয়মাদি আচরণশীল।

নৈষ্ণিহ্য (ক্লী) নি-স্নিহ ষ্যঞ্, আর্ষে ষত্বম্। রাগাভাব।
"যঃ কাময়েত নৈষ্ণিহ্যং পাপ্নুন" (আশ্ব° শ্রৌ° ৯।৭।৩৫) 'নিস্নেহস্য ভাবঃ নৈষ্ণিহ্যং' (ভাষ্য)। নিস্ পূর্ব্বক হইলে 'নৈস্ষ্ণিহ্য' এইরূপ পদ এবং বিকল্প পক্ষে 'নৈষ্ণিহ্য' হইবে। লৌকিক-প্রয়োগে 'নৈস্নিহ্য' এইরূপ পদ হইবে।

নৈষ্পুরুষ্য (ক্লী) নিষ্পুরুষ-ষ্যঞ্। (পা ৪।৩।৪১) নিষ্পুরুষের ভাব।

নৈষ্পেশিকত্ব (ক্লী) পেষণকারীর কার্য্য।

নৈষ্পেষিক (ত্রি) নিষ্পেষণকারী।

নৈষ্ফল (ক্লী) নিষ্ফল-ষ্যঞ্। নিষ্ফলতা।

নৈসর্গিক (ত্রি) নিসর্গাদাগতঃ ঠক্। স্বাভাবিক
"পৃচ্ছামযামিয়ং ভক্তিঃ ক লব্ধা পরমাত্মনঃ।
কস্য বা শিক্ষিতা রাজন্ কিংবা নৈসর্গিকী তব॥"(কল্কিপু° ২৬অ°)

নৈস্ত্রিংশিক (পুং) নিস্ত্রিংশঃ খড়্গঃ প্রহরণমস্য ঠক্।
(পা ৪।৪।৫৭)

খড়্গধারী, যাহার প্রহরণ খড়্গ তাহাকে নৈস্ত্রিংশিক কহে। পর্য্যায়—অসিহেতি, অসিহেতিক। (শব্দরত্নাবলী)

নৈহারিকনক্ষত্র (ক্লী) Nebulous Stars যে সকল নক্ষত্র নীহারিকা নক্ষত্রের লক্ষণাক্রান্ত বোধ হয়।

নৈসর্গিক-বিধান (ক্লী) নৈসর্গিকং যৎ বিধানং। Natural Phenomenon স্বাভাবিক বিধান। মানবজাতির ঐশিক নিয়মানুসারী পরস্পর ব্যবহার-ব্যবস্থাপক শাস্ত্র।

নৈসর্গিকীদশা, জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত দশাভেদ। [দশা দেখ।]

নৈহাটী, বাঙ্গালার চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত একটী নগর। কলিকাতা রাজধানী হইতে ২৩৷৷০ মাইল দূরে গঙ্গা নদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২২° ৫৩´ ৫০´´ উ° এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৭´ ৪০´´ পূঃ। এখানে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের একটী ষ্টেসন আছে। গঙ্গার অপরপারে স্থিত হুগলী নগরের সহিত এই নগর সেতু দ্বারা সংযোজিত হওয়ায় এবং ইষ্টারণ বেঙ্গলের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সংযোগ থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এখানে বিদ্যালয় ও মাজিষ্ট্রেটের আদালত আছে। লোক সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার।

নো (অব্য) নহ-ডো। অভাব, না, নিষেধ।
"নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিদিনগহনং প্রত্যবায়াকুলাখ্যম্।"
(অপরাধভঞ্জন স্তোত্র ৭)

নোআ (দেশজ) নিচু, বক্র।

নোআফুটকী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। Cardiospermam Halicacabum

নোআলতা (দেশজ) নবলতা বৃক্ষ বিশেষ। Dalbergia Scandens.

নোঙ্গ-ক্রম, আসামপ্রদেশের খশিয়া পর্ব্বতস্থিত খারিম রাজ্যের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার নিকটে প্রচুর খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। উহা অগ্নিসংযোগে গলাইয়া সমতলক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। এই লৌহ অতিশয় উৎকৃষ্ট। ইহা দ্বারা স্থানীয় অধিবাসীরা আপনাপন ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

নোঙ্গ-খ্লাও, আসামের খাশিয়া পাহাড়ের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানকার খাশি রাজদিগের উপাধি সিএম্। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে খাশিয়া রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানের রাজার সহিত ইংরাজের সংস্রব ঘটে এবং তাহার ফলে সিএমরাজ

উাহার রাজ্য দিয়া আসামে যাইবার একটী রাস্তা নির্ম্মাণের আদেশ দেন। কিন্তু ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত ইহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। খাশিয়াগণ তৎকালে এই নগরের দুইজন ইংরাজ কর্ম্মচারী ও সিপাহীদিগকে হত্যা করে। বিদ্রোহীরা দমিত হইলে এই নগরে ইংরাজেরা পলিটিক্যাল এজেন্টের সদর স্থান বলিয়া মনোনীত করেন, পরে উহা চেরাপুঞ্জি হইয়া বর্ত্তমান সিলংনগরে স্থাপিত হইয়াছে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে এখানে সিন্‌কোনার চাষ আরম্ভ হয়। স্বভাবতঃ আলু, চাউল, কাওনি, মকা, দারুচিনি ও রবার এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। অধিবাসিগণ ব্যবহারোপযোগী কার্পাসবস্ত্র বয়ন করে, এবং লৌহ হইতে অস্ত্রশস্ত্রও নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান রাজার নাম উকিন্ সিংহ।

নোঙ্গতরমেন্, আসাম প্রদেশের খাশিয়া পর্ব্বতের অন্তর্ভুক্ত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। ইহাকে কেহ কেহ খার-নোঙ্গতরমেন্ বলিয়াও থাকেন। এখানকার রাজা বা শাসনকর্ত্তার উপাধি সর্দ্দার। কমলানেবু, সুপারি ও পাণ এখানে প্রচুর জন্মিয়া থাকে। আনারস গাছের পাতা হইতে আঁস্ বাহির করিয়া তাহার সূতায় অধিবাসীরা একপ্রকার জাল প্রস্তুত করে এবং পাহাড় হইতে চূণাপাথর কাটিয়া বিক্রয়ার্থ আনে। এই সকল জিনিষই বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

নোঙ্গ-ষ্টোইন্, খাশিয়া পর্ব্বতের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। সর্দ্দার উ-বর্ষণসিংহ বর্ত্তমান রাজা। ইহার উপাধি সিএম্। চাউল, কাঙনি, তেজপাত, রবার, লাক্ষা ও মোম এখানে প্রচুর উৎপন্ন হয়। মৃৎপাত্র, কার্পাস বস্ত্র ও লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণের বিস্তৃত ব্যবসায় আছে। এখানে চূণাপাথর ও কয়লার খনি পাওয়া গিয়াছে। সিলং হইতে এখানে আসিবার একটী রাস্তা আছে।

নোঙ্গস্পঙ্গ, আসামের খাশিয়া পর্ব্বতের একটী সামন্তরাজ্য। বর্ত্তমান সর্দ্দারের নাম সিএম্ উ শন্তো সিং। কামরূপের মৌজাদার হওয়ায় এবং উক্ত জেলার সীমান্তবর্ত্তী 'মঠেকার্থ' অরণ্য-বিভাগে তাহার অংশ হইতে অর্থসঙ্গতি হয়। চাউল, কাঙনি, আলু, মধু ও মোম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। লৌহখনিও আছে।

নোঙ্গসোফো বা নোবোসোফো, খাশিয়া পর্ব্বতের এলাকাধীন একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। সিএম্ উ কসন্ এখানকার বর্ত্তমান সর্দ্দার। আলু, চাউল, মকা প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। অধিবাসিগণের মধ্যে মাছরের ব্যবসা বিস্তৃত।

নোঙ্গর (পারসী) নৌকা বা জাহাজাদি বাঁধিবার লৌহযন্ত্রভেদ।

নোঙ্গরা (দেশজ) অপরিষ্কৃত, ময়লাযুক্ত, কদর্য্য।

নোগুরবেড়া, আসামের অন্তর্গত একটী নগর। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ কূলে গোয়ালপাড়া হইতে ২৭ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

নোগ্রাম বা নবগ্রাম, উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে য়ুসুফজাই জেলায় অবস্থিত ইংরাজাধিকৃত একটী গ্রাম। মর্দ্দন হইতে ১১ ক্রোশ পূর্ব্বে ও ওহিন্দ নগরের ৮ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ইহারই পার্শ্বে রাণীঘাট নামক পর্ব্বত। এই গ্রামে ও পর্ব্বতে অনেক প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আছে। স্থানীয় প্রবাদ এইরূপ যে, দেশের শাসনকর্ত্রী কোন রাণী এই পর্ব্বতের উচ্চশিখরে বসিয়া চতুষ্পার্শ্ব অবলোকন করিতেন। দূরস্থিত উত্থিত ধূলি তাহার নয়নপথে পতিত হইলেই তিনি দেশান্তরস্থ বণিকগণের ভারত-আগমন বুঝিতে পারিতেন এবং তাহাদের ভাণ্ডার লুট করিবার জন্য সৈন্যগণকে আদেশ দিতেন। এই রাণীর নামানুসারেই পর্ব্বত ও নিকটস্থ গ্রাম রাণীঘাট নামে খ্যাত হইয়াছে। অদ্যাপিও রাণীঘাটের শিখরদেশে রাণীর প্রস্তরাসন নির্দ্দিষ্ট হয়। সেই স্থান হইতে হস্তনগরে সমতলক্ষেত্র পর্য্যন্তও দেখা গিয়া থাকে। এখানকার ধ্বংসাদিও রাণীঘাটের ধ্বংস বলিয়া খ্যাত।

[বিশেষ বিবরণ রাণীঘাট শব্দে দ্রষ্টব্য।]

নোচেৎ (অব্য) নো চ, চেৎ চ। নো যদি, না হয় যদি এইরূপ অর্থ।

নোজলী, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। পাণ্ডির নগরের ১ মাইল দক্ষিণে ও বড়পুর গ্রামের ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৫৩´ ২৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´ ৫২´´ পূঃ।

নোট (ত্রি) নট অচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। নট। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

নোট (ইংরাজী) য়ুরোপ, আমেরিকা ও ইংরাজাধিকৃত, ভারতবর্ষে প্রচলিত কাগজের (Parchment) মুদ্রা বিশেষ। রাজ্য ভেদে ও মুদ্রার মূল্যাধিকে ইহার তারতম্য লক্ষিত হয়।

নোড় (দেশজ) কোন ধাতুতে অপর এক মন্দধাতুর মিশ্রণ।

নোড়া (দেশজ) ক্ষুদ্রশিলা, পেষণী।

নোণ (স্ত্রী) লবণ।

নোণম্ববাড়ী, বর্ত্তমান মহিসুর জেলায় উত্তরাংশ যাহা এখন চিত্তলদুর্গ জেলা নামে খ্যাত, তাহা অতি প্রাচীন সময়ে নোণম্বপ্রজাধিষ্ঠিত দেশ বা নোণম্ববাড়ী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল *।

নোণম্ববীর, চালুক্যবংশীয় জনৈক রাজা। [চালুক্য দেখ।]

* Indian Antiquary Vol. VIII. p. 90.

নোণা (দেশজ) লবণাক্ত, লবণ আস্বাদযুক্ত।

নোণ্যটেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। Silurus porosus.

নোণাভাঁটী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। Solanum pubescens.

নোৎ (অব্য) ন চ উৎ। নহে, না। "অতিমাত্রমবর্দ্ধন্ত নোদিবদিব মস্পৃশন্।" (অথর্ব্ব ৫।১৯।১)

নোদন (ক্লী) নুদ-ভাবে ল্যুট্। ১ খণ্ডন। নিচ্ ভাবে ল্যুট্। ২ প্রেরণ। ৩ সংযোগভেদ।

"অভিঘাতো নোদনঞ্চ শব্দহেতুরিহাদিমঃ।" (ভাষাপরি°)

নোদ্য (ত্রি) অপসারণযোগ্য।

নোধস্ (পুং) নু অসি-ধুট্ চ। ঋষিভেদ।

নোধসিংহ, পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিতসিংহের পূর্ব্বপুরুষ। তাঁহার পিতা বুদ্ধসিংহ পিতার আদেশানুসারে নানকের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া শিখসম্প্রদায়ভুক্ত হন। বুদ্ধসিংহ পঞ্জাবের নানাস্থান হইতে যে সকল দ্রব্যাদি লুট করিতেন, তাহা সুখের-চকগ্রামে নিজ আবাস বাটীতে লইয়া রাখিতেন। সুখেরচক নামক স্থানে তাঁহার বাস ছিল বলিয়া তাঁহার দলভুক্ত শিখগণ 'সুখের-চক-মিশ্ল' নামে আখ্যাত হইল। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ নোধসিংহ, তিনি পিতার মিশ্লেই রহিলেন। কনিষ্ঠ চান্দাসিংহ হইতেই 'সিন্ধিয়ান-বালা' নামক থাকের উৎপত্তি হয়।

তৎকালে 'ধারবি' বা দস্যু-ব্যবসায় জাতীয়তার গৌরব-সূচক ছিল; এই জন্য নোধসিংহ অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্ব্বেই, সম্মানসূচক দস্যুনেতা হইতে মনস্থ করিলেন এবং তদ্দ্বারা বহু অর্থ উপার্জ্জনের আশাও তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় তিনি রাবলপিণ্ডির সীমা হইতে শতদ্রুর তীরবর্ত্তী সমুদায় স্থান লুট করিয়া প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিলেন। এই সময়ে কি শিখ, কি জাট, কি সীমান্ত-বর্ত্তী সর্দ্দারগণ, সকলের অপেক্ষা তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল। তিনি বিশিষ্ট ধনশালী হইয়া স্বদেশীয়ের মধ্যে বিশেষ গণ্যমান্য হইয়া উঠিলেন। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি মাজি-খিয়ার সন্সি-জাটবংশীয় গোলাবসিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর নোধসিংহ ফয়জলপুরিয়া-মিশ্লের সর্দ্দার নবাব কর্পূরসিংহের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। এই সময়ে আমেদশাহ আব্দালী ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। নানা স্থান হইতে বহু ধনরত্ন লইয়া নোধসিংহ সুখেরচকে আসিয়া বাস করিলেন এবং সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে সুখেরচকের সর্দ্দার বা সামন্তরাজ বলিয়া ঘোষণা করিল। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত আফগানগণের একটী খণ্ডযুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে একটী গোলা আসিয়া তাঁহার মস্তকে লাগে। যদিও এই আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু তিনি প্রায় ৫ বৎসর কাল অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি চরৎ-সিংহ, দলসিংহ, চেৎসিংহ ও মঙ্গীসিংহ নামে চারিটী পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

নোধা (অব্য) নব-ধাচ্, পৃষো°। নবধা।

"নোধা বিধায়রূপং স্বং" (ভাগ° ৩।১২।৪৫)

নোনগড়, জয়নগর হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে কিউল নদী-তীরে স্থাপিত একখানি গ্রাম। কেহ কেহ ইহাকে লোনগড় বলিয়া থাকেন। এখানে একটী ভগ্নমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী ও খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ের অক্ষরে খোদিত একখানি শিলালিপি আছে। ঐ প্রস্তরমূর্ত্তির ভাস্করকার্য্যও মথুরায় প্রাপ্ত উক্ত সময়ের খোদিত প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং লি-ইন-নি-লো নামক স্থান ভ্রমণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই স্থানে একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও স্তূপ আছে। বর্ত্তমান নোনগড়েও ঐরূপ দুইটী চিহ্নের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার স্তূপের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার এবং তাহার প্রাচীনত্বের আলোচনা করিলে এই লোনাগড়, চীন-পরিব্রাজক-দৃষ্ট লি-ইন্-নি-লো বলিয়া বোধ হয়।

নোনা (স্ত্রী) ১ আতার ন্যায় একপ্রকার বৃক্ষ ও ফল। ২ লবণাক্ত।

নোনাই (ননাই) আসাম প্রদেশে প্রবাহিত দুইটী নদী ১ ভুটান-পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া দরঙ্গ জেলার পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে আসিয়া পড়িয়াছে। ২ মীকীর পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া সাল্‌না ও চাঁপানালা নামক স্রোতদ্বয়ে কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া হরিয়ামুখ গ্রামে ব্রহ্মপুত্রের কলঙ্গ শাখায় আসিয়া পড়িয়াছে।

নোনাখাল, ২৪ পরগণার অন্তর্গত বিদ্যাধরী নদীর একটী শাখা।

নোনেকবি, একজন হিন্দী গায়ক কবি। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত বান্দা নগরে ১৮৪৪ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম হরিদাস।

নোনেরা, উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের আগ্রাবিভাগের মাইনপুরী তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। জেলার সদর হইতে ৯ মাইল উত্তরপশ্চিমে, ৪০ ফিট্ উচ্চভূমির উপর অবস্থিত। এই উচ্চ স্তূপের পূর্ব্বদিকে স্থিত একটী প্রাচীন মন্দিরের ইষ্টকাদি লইয়া উত্তরাংশে একটা দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নোপস্থাতৃ (ত্রি) ন-উপতিষ্ঠতি স্থা-তৃচ্। দূরস্থ। ন উপ-তিষ্ঠতি স্থা-তৃচ্। দূরস্থ। ন উপ সমীপে তিষ্ঠতি যঃ সঃ, স্থা-তৃচ্। ২ হীনার্থিবিশেষ।

"অনৃতবাদী ক্রিয়াদ্বেষী নোপস্থাতা নিরুত্তরঃ।

আহূতঃ প্রপলায়ী চ হীনঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ॥" (মিতাক্ষ° ব্যব° ম°)

নোমুর্দ্দী, ভারতবর্ষের সীমান্তবর্ত্তী বেলুচ জাতির একটী শাখা। সেবান হইতে খুটী পর্য্যন্ত স্থানে ইহাদের বাস আছে।

নোয়া, পশ্চিম-এসিয়ার প্রাচীনতম খৃষ্টানদিগের একজন পেট্রিয়ার্ক বা মহাপুরুষ। সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর যখন দেখিলেন যে ধরাবাসী মানবগণের অধার্ম্মিকতায় ও অত্যাচারে ধরিত্রী ভারগ্রস্তা হইয়াছেন, তখন তিনি ভূভার লাঘবের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তদনুসারে তিনি ধার্ম্মিকপ্রবর নোয়াকে আত্মীয় স্বজন সহিত একখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অবস্থানের আদেশ দিলেন। ঐ জাহাজ সাধারণে 'নোয়াস্ আর্ক' বা নোয়ার জাহাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। নোয়া সপরিবারে জাহাজে আরোহণ করিয়া নিরাপদ হইলে, জগৎপতি মহাপ্রলয়ে পৃথিবী জলমগ্ন করিলেন, সকল জীব জন্তুই ইহজগৎ ছাড়িয়া পরলোকে গমন করিল। সাত মাস কাল ক্রমান্বয়ে জলস্রোতে ভাসিয়া নোয়ার জাহাজ আসিয়া আরারাট গিরিশৃঙ্গে ঠেকিল। এখানে আশ্রয় পাইয়াই তিনি জগদীশ্বরের প্রীত্যর্থে বলি দিলেন, জগদীশ্বর ও তাহার মুক্তির জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন।

এই স্থানে অবতরণ করিয়াই নোয়া জমিতে আঙ্গুরের চাষ করিলেন। একদিন তিনি আঙ্গুর রস পান করিয়া মত্তাবস্থায় নিজ পুত্র হ্যামের পার্শ্বে আসিয়া নিদ্রিত হইলেন। হ্যাম পিতার দৌর্ব্বল্য বুঝিতে না পারিয়া, শ্যাম ও জাফেত নামক তাহার অপর দুই ভ্রাতাকে ডাকাইয়া পিতার মাদকতাজনিত অঙ্গশিথিলতা ও নিদ্রিতাবস্থা দেখাইয়া আনুপূর্ব্বিক সকল বিষয় জ্ঞাপন করিল। পক্ষান্তরে তাহারা পিতার এতাদৃশ অবস্থাদর্শনে বিশেষ লজ্জিত হইল এবং তাঁহার সর্ব্বাবয়ব একখানি বস্ত্রে আবরিত করিয়া রাখিল। নিদ্রাভঙ্গে নোয়া পুত্রগণের এই আচরণ বুঝিতে পারিলেন এবং হ্যামের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া 'তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হউক' এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন। পৃথিবী জল প্লাবিত হইবার ৩৫০ বর্ষ পরে ধার্ম্মিক নোয়া স্বর্গধামে গমন করেন। ইহার পূর্ণ জীবন কাল ৯৫০ বৎসর ছিল।

মুসলমান ইতিহাসেও নোয়ার উল্লেখ আছে। বাস্তানীয়াবংশীয় ৫ম রাজা বিবর-আস্প হোসঙ্গের পৌত্র জমসেদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাজা হন। ইনি কুকর্ম্মাদিতে রত থাকায় জগদীশ্বর তাহার পূর্ব্বকৃত পাপ খণ্ডনের জন্য নোয়াকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দেন, কারণ নোয়া তাহাকে পাপের কথা বুঝাইলে যদি অনুতাপে তাহার পাপ খণ্ডন হয়। রাজা কোনরূপ অনুশোচনা না করায়, পরম পিতা পরমেশ্বর ধরাভারহরণের জন্য মহাপ্রলয় উপস্থিত করিলেন। ইহাতে পাপীদিগের মৃত্যু ঘটে। নোয়ার মৃত্যুর প্রায় এক হাজার বৎসর পরে হ্যামের পুত্র জুহাক রাজা হন *।

কেবাক গ্রামের দক্ষিণে, জেবল হইতে ১ ক্রোশ দূরে বেক্কার সমতলক্ষেত্রের উপর বালবেকবাসিগণ নোয়ার কবর নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। এই কবরটী লম্বে ১০ ফিট্, প্রস্থে ৩ ফিট্ ও উচ্চে ২ ফিট্, ইহারই উপরে প্রায় ৩০ ফিট্ উচ্চ একটী আকৃতি গঠিত আছে। ইহারই ২ ক্রোশ দূরে হারমিসের ভগ্নমন্দির। ইংরাজী বাইবেলের নোয়া, হিব্রু বাইবেলের শিশুক্রস্ বা একেডিয়ান্ নোয়া এবং অন্যান্য ভাষায় ইহার ঘটনাবলী বিভিন্ন নামে বর্ণিত আছে। [মনু দেখ।]

নোয়াখালি, বাঙ্গালার লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীন একটী জেলা। ইহার উত্তরসীমায় ত্রিপুরা জেলা ও পার্ব্বতীয়-ত্রিপুরা রাজ্য; পূর্ব্বে পার্ব্বতীয়-ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম জেলা ও মেঘনা নদীর পূর্ব্বাভিমুখী সন্দ্বীপ নামক খাল; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে মেঘনা নদী। অক্ষা° ২০° ২২´ হইতে ২৩° ১৭´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৪১´ হইতে ৯১° ৪০´ পূঃ। ভূমির পরিমাণ ১৬৪১ বর্গ মাইল। নোয়াখালি বা সুধারাম নগরই ইহার প্রধান সদর।

এই জেলার পশ্চিম দিয়া মেঘনা নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্র মুখে বহু শাখা বিস্তার করিয়াছে। ঐ শাখাস্রোতে জেলার অধিকাংশ স্থান ছিন্ন ভিন্ন। বর্ষাকালে বৃষ্টির প্রাচুর্য্য হেতু নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া প্রায় সকল স্থানই জলপ্লাবিত হইয়া যায়। এই কারণে এখানকার গ্রামাদি জল হইতে রক্ষা করিবার জন্য কৃত্রিম মৃত্তিকার পোতার উপর নির্ম্মিত। প্রত্যেক গৃহের চতুষ্পার্শ্বে মাটির বাঁধন-স্বরূপ নারিকেল ও সুপারি গাছ পুতিয়া রাখিতে হয়। এখানকার বেগমগঞ্জ, গোপীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের পুষ্করিণীগুলিরও চারিদিকে জল আটকাইবার জন্য মৃত্তিকার বাঁধ দেওয়া আছে। কারণ জল, ঝড়, বন্যা প্রভৃতিতে সমুদ্রের ঢেউ আসিয়া সকল স্থানই জল মগ্ন করিয়া দেয়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানগুলি শাখানদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ায়, উহা প্রায় ব-দ্বীপ আকার ধারণ করিয়াছে। জেলার অধিকাংশ স্থান নিম্ন ও জলপ্লাবিত হইলেও ইহার উর্ব্বরত্বের হ্রাস হয় নাই। যে সকল স্থান সম্প্রতি

* তারিখই মুকদ্দশী নামক মুসলমান ইতিহাসে নোয়ার বংশাবলী এইরূপ বর্ণিত আছে। ১ নোয়া, তৎপুত্র ২ কায়া, তৎপুত্র তায়া, তৎপুত্র ৪ অবধন্দ আস্প, তৎপুত্র জুহাক বা বিবর-আস্প।

Tabakat-i-Nasiri, Vol. I. p. 303n.

সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহাতেও চাষ বাস চলিতেছে। রঘুনন্দন-পর্ব্বতের অংশ এই জেলায় পড়িয়াছে। অধিবাসীরা তাহাকে 'বড়রিয়ার দালা' বলে। এই গিরিমালা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬০০ ফিট্ উচ্চ ত্রিপুরার সীমা অতিক্রম করিয়া নোয়াখালিতে আসিয়া দেখা দিয়াছে। সাহাবাজপুর, হাতিয়া, বামনী ও সন্দীপ এবং ডাকাতিয়া বড়ফেণী নামক শাখা নদী কয়টীতে সকল সময়েই নৌকাদি যাতায়াত করে। এই সকল নদী শাখায় বিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদ্রমুখে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ বা চরের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার মধ্যে সন্দীপ, হাতিয়া, লরেন্স, শিবনাথ, ভুম, বিকটন্, কালী ও লক্ষীদিয়া প্রভৃতি চর গুলিই উল্লেখযোগ্য। জলস্রোতে দিন দিন ধৌত হইয়া লক্ষীদিয়া ক্ষয় পাইয়া জল মগ্ন হইয়াছে। চাঁদপুর দিয়া নূতন খাল কাটিয়া দেওয়ায়, ডাকাতিয়া নদীর মুখে পলি পড়িয়া উহার স্রোতবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিষুবক্রান্তিতে সূর্য্যের উত্তরায়ণ হইতেই মেঘনা ও ফেণী নদীতে বন্যার সূত্রপাত হয়। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পর কএক দিন উপর্য্যুপরি বন্যা প্রবল থাকে। বন্যার সময় এখানকার জলস্রোতের গতি ঘণ্টায় প্রায় ১৫ মাইল প্রবাহিত হয়। জেলার উত্তরাংশে বিস্তৃত সুপারি বন আছে। ব্যাঘ্র, নেকড়া, মহিষ, শূকর, নানা প্রকার হরিণ ও বিভিন্ন জাতীয় পক্ষী এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানকার ভূতত্ত্ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে এই জেলা এক সময়ে সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল। কালে নদীর জলস্রোতে প্রবাহিত মৃত্তিকারাশি সমুদ্রমুখে পলির আকারে পতিত হইয়া ক্রমশই উচ্চভূমিতে পরিণত হইয়াছে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলায় যেখানে মেহের নামক গ্রাম অবস্থিত, সেই স্থানই একসময়ে বাঙ্গালার সমুদ্রকূলবর্ত্তী দক্ষিণসীমারূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সাধারণে ঐ ভূমিকে আজও 'আসলি' জমি বলিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহার দক্ষিণ ভাগে যে সকল নাবাল ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা একসময়ে 'ব' দ্বীপের ন্যায় সমুদ্রতীরে নদীমুখে পলি পড়িয়া উৎপন্ন হইয়াছে।" কএকশতাব্দী ধরিয়া নোয়াখালি, সুধারাম বা ভুলুয়া নগরের নাম শুনিতে পাওয়া গেলেও, কোন প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ দেখা যায় না। ত্রিপুরা প্রভৃতি তৎপার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের উল্লেখ থাকায় বেশ অনুমান হয় যে, ঐ সকল পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ এক সময়ে বিশিষ্টখ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তৎকালে এই নোয়াখালি বা ভুলুয়া বিভাগ সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। গুপ্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদ-স্তম্ভের খোদিতলিপি হইতে জানিতে পারি যে, তিনি ত্রিপুররাজের নিকট হইতে করসংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় নোয়াখালি জলমগ্ন ছিল কিংবা জলাভূমি বা লতাগুল্মে পরিবৃত ছিল, তাহার কোনরূপ উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহাই হউক, এই প্রদেশ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইবার সময় হইতেই প্রবল প্রতাপশালী ত্রিপুরারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এখানে উচ্চবংশীয় হিন্দুজাতির বাস ছিল না। ত্রিপুরারাজগণের মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব হ্রাস হইলে, এখানে যে সকল চাষা ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক বাস করিত, তাহারও ক্রমে আপনাপন অবস্থানুরূপ নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের অনুকরণ করিয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রবাদ আছে যে, কোন প্রাচীন সময়ে এখানে বিশ্বম্ভর শূর নামক অনেক উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসন্তান চট্টগ্রামের অন্তর্গত সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ দেবতীর্থদর্শনে আসিয়া এই জেলায় বাস করেন। বখ্তিয়ার-ই-খিলজী গৌড় আক্রমণ করিলে পর, তিনি ম্লেচ্ছাধিকৃত রাজ্যে বাস করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ৬১০ বঙ্গাব্দে বা ১২০৩ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ দর্শনান্তর নোয়াখালিতে আসিয়া বাসস্থাপন করিলেন*। এই সময়ের পরবর্ত্তীকালে ম্লেচ্ছ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া কএকজন তাঁহার সঙ্গে এবং অপরে তাহার অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়াছিল। রাজা বিশ্বম্ভর সমুদ্রে স্নান করিতে গিয়া আপনার রাজচিহ্ন সকল হারাইয়া ফেলেন। রাজা দুঃখিতান্তঃকরণে বারাহীদেবীর উপাসনা করিলেন। দেবীর প্রসাদে একটী বক অগ্রসর হইয়া রাজাকে সেই স্থান দেখাইয়া দিল। ঐ স্থান বেগমগঞ্জের নিকটে, আজিও 'বক্দির' নামে খ্যাত। রাজা বিশ্বম্ভর শূর নোয়াখালিতে অবস্থান কালে বারাহীদেবীর উপাসনার জন্য এখানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন, উক্ত দেবীর নামমাহাত্ম্যে এই স্থান বারাহীনগর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

রাজা বিশ্বম্ভরের চতুর্থবংশধর রাজা শ্রীরামখান্ রামগঞ্জ থানার এলাকাধীন শ্রীরামপুর গ্রাম স্থাপন করেন। ইহার নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা বিশ্বম্ভরের অষ্টম পুরুষে (?) রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্য জন্মগ্রহণ করেন। ইহার কৃত 'বিখ্যাতবিজয়' ও 'কৌতুকরত্নাকর' নামক দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইনি বাঙ্গালার শূরবংশীয় রাজা আদিশূরের অনুকরণে এই প্রদেশে অনেকগুলি

* রাজা বিশ্বম্ভরের বংশধরের নিকট একখানি প্রাচীন পুথিতে ১০ই মাঘ ৬১০ বঙ্গাব্দে (১২০৩ খৃষ্টাব্দে) বিশ্বম্ভরের আগমন লিখিত আছে। (Census Rep. of Noakhali 1891.) কিন্তু হণ্টার সাহেব ভুলক্রমে "প্রায় ১৭২০ খৃঃ অঃ" এইরূপ লিখিয়াছেন। (Hunter's Statistical Account of Bengal, Vol. VI. p. 247.)

বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন এবং তাহাদিগের বাসের জন্ত শ্রীরামপুর, খিলপাড়া, দত্তপাড়া, চৌপালী, বাবুপুর ও বারাহী-নগর কএকখানি গ্রাম দান করেন। যখন ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাবপুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁ সসৈন্তে চট্টগ্রাম জয় করিতে অগ্রসর হন, তখন তিনি ভুলুয়ার থানাদার ফরহদ খাঁকেও তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে আদেশ দেন। এই সময়ে রাজা লক্ষণমাণিক্য মোগলসৈন্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়া বাঙ্গালার নবাব সরকারে বাৎসরিক কিছু কর দিতে বাধ্য হন।

বখ্‌তিয়ার-খিলজীর গৌড় আক্রমণের প্রায় ৪০ বৎসর পরেই এখানে হিন্দু ও মুসলমানের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। প্রবাদ আছে, এই সময়ে বারজন মুসলমান ফকির এইখানে আসিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। তাহাদের মধ্যে বখ্‌তিয়ার-মইস্থর নামা একজন মুসলমান সন্দ্বীপের রোহিণী মৌজার অন্তর্গত এক গ্রামে আপনার 'আস্তানা' স্থাপন করেন। ঐ স্থান আজিও এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ীদিগের বিশেষ পূজ্য। ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-তুগ্রল কর্তৃক দক্ষিণপূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণের সময়েও কতক মুসলমান এখানে আসিয়া থাকিবে। ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্তা ইলয়াস্ খাজা (সাম্‌স্ উদ্দীন্) এই প্রদেশ লুট করেন। ১৫২৩—৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নসরৎ-শাহের চট্টগ্রাম আক্রমণ হইতেও এখানে মুসলমানগণের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে খান্ আজিম্ কর্তৃক আফ্‌গানগণ পরাস্ত হইলে, কতকাংশ উত্তরপশ্চিমে চলিয়া যায়, অবশিষ্ট লোকে এই দিকে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। এতদ্ভিন্ন এই সকল মুসলমানের এদেশে বসবাস হইবার বহুপূর্ব্বেও আরবদেশীয় বণিকগণ সিন্ধু ও মলবার উপকূল হইতে সমুদ্র দিয়া বাণিজ্যার্থ এখানে আসিয়াছিলেন। আরবীয় ভূগোলবিদ্‌গণ তাঁহাদের গ্রন্থে এই স্থান আরবীয় প্রাচীন উপনিবেশ ও বাঙ্গালার উপকূল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

উত্তরোত্তর মুসলমান-সমাগমে এখানকার মুসলমান সম্প্রদায়ের দিন দিন পুষ্টিসাধন হইতে লাগিল। তাহারা যে কেবলমাত্র নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকে দীক্ষা দিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন এরূপ নহে; তাহারা উক্ত শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদিও করিয়াছিলেন। এইরূপে হিন্দুরমণীতে মুসলমানসংস্রবে পুত্রাদি উৎপন্ন হইলেও, তাহার দারিদ্রপ্রপীড়িত হিন্দু অধিবাসীর পুত্রকন্তা ক্রয় করিয়া লালনপালন করিত এবং পরে তাহাদিগকে ইস্‌লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া মুসলমান জাতির সংখ্যা বিস্তার করিয়াছিল। পক্ষান্তরে আরবগণও এদেশে আসিয়া বিবাহ করায়, এখানে মুসলমানগণের মধ্যে বিভিন্ন থাক বা শ্রেণীর উৎপত্তি হইয়াছে, ঐ সকল মুসলমান 'ফরাজি' বা কোরাণ-মতাবলম্বী। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মের কোনরূপ গোঁড়ামী দেখা যায় না।

১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সিজার-ফ্রেডারিক নামক জনৈক ভিনিস্ দেশীয় পর্য্যটক এই স্থান পরিদর্শনে আসিয়া লিখিয়াছেন, 'সনদ্বীপের অধিবাসিগণ 'মুর' নামক দস্যুর মত এবং এখানে কাষ্ঠাদি এত সস্তা যে, কনষ্টান্তিনোপলের সুলতান আলেক্‌জান্দ্রিয়া অপেক্ষা সুবিধাজনক বিবেচনায় এখান হইতে তাঁহার জাহাজাদি নির্ম্মাণ করিয়া লইতেন*। এখানে লবণের বিস্তৃত কারবার ছিল। প্রতি বৎসর ২০০ শত জাহাজ লবণ এখান হইতে নানাস্থানে প্রেরিত হইত।' খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশে পর্ত্তুগীজদিগের অভ্যুদয় হয়। তাহারা আরাকান-রাজের অধীনে কর্ম্ম স্বীকার করে। রাজা তাহাদের কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়া অনেক ভূমি দান করেন। ১৬০৭ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ তাহাদের উপর বিরক্ত হইয়া তাহাদের উচ্ছেদসাধনে যত্নবান্ হন। এইখানেই কতকগুলির জীবলীলা শেষ হয়। অপরে জাহাজে করিয়া পলাইয়া রক্ষা পায় এবং গঙ্গানদীর মোহানায় জলপথে দস্যুবৃত্তি করিতে থাকে।

পর্ত্তুগীজগণের এতাদৃশ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইলে, তাহাদের দমন-উদ্দেশ্যে সন্দ্বীপের মোগল-শাসনকর্তা ইব্রাহিম খাঁ ফতে খাঁ ৪০ খানি রণপোত ও ৬০০ সৈন্ত লইয়া দক্ষিণ-শাহাবাজপুর দ্বীপে পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করেন†। এই যুদ্ধে ফতেখাঁ সদলে পরাজিত হইলে, পর্ত্তুগীজগণ তাহার জাহাজাদি অধিকার করিয়া লয়। যুদ্ধজয়ে উল্লসিত হইয়া তাহারা আপনাদের মধ্য হইতেই সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালিস্ নামক এক ব্যক্তিকে অধ্যক্ষ মনোনীত করিয়া বাঙ্গালী-খৃষ্টান ও পর্ত্তুগীজ সাহায্যে ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে সন্দ্বীপ আক্রমণ ও মুসলমানদিগের দুর্গ অবরোধ করেন। মুসলানগণ শিক্ষিত ও কৌশলী পর্ত্তুগীজগণের সহিত যুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম হইল না। গঞ্জালিস্ দুর্গ অধিকারের পর প্রায় হাজার মুসলমানকে হত্যা করিয়া সন্দ্বীপে ফতেখাঁ-কৃত পর্ত্তুগীজ-হত্যার প্রতিশোধ লইলেন। গঞ্জালিস্ সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া, পরে হাজার পর্ত্তুগীজ, দুইহাজার দেশী, দুই শত অশ্বারোহী ৮০ খানি রণপোত ও কামান সংগ্রহ করিয়া শাহাবাজপুর ও পাটেলভাঙ্গা নামক স্থান দুইটী অধিকার করিলেন।

১৬১০ খৃষ্টাব্দে আরাকানরাজ পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গালা আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। কথা হইল, আরাকানপতি স্থলপথে এবং গঞ্জালিস্ নৌবল লইয়া জলপথে

* Taylor's Topography and Statistics of Dacca, p. 70.

† উহার কতকাংশ এখন বাখরগঞ্জ জেলার এলাকাধীন।

আক্রমণ করিবেন। উত্তরদলে অগ্রসর হইয়া প্রথমে লক্ষ্মীপুর ও ভুলুয়া অধিকার করিলে পর মোগলসৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করে এবং চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যায়। গঞ্জালিস্ যখন শুনিল যে তাহার মিত্র আরাকানরাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছেন, তখন সে বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে রাজার অধীনস্থ জাহাজের অধ্যক্ষগণকে হত্যা করিয়া ঐ সকল জাহাজ অধিকার করিলেন এবং আরাকান-রাজ্য অধিকার করিবার জন্য তৎকূলে উপনীত হইলেন।

গঞ্জালিস্ আরাকান রাজধানী-আক্রমণে বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং গোয়ার পর্ত্তুগীজ শাসনকর্ত্তার নিকট পরাজয়-সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তদনুসারে ডন ফ্রান্সিস্ ডি মেনেসিসের তত্ত্বাবধানে গোয়া হইতে সেনাদল আসিয়া আরাকানে উপস্থিত হইল, গঞ্জালিস্ও তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে মিলিত পর্ত্তুগীজসৈন্য মগদিগকে আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধে পর্ত্তুগীজ-সেনাপতি নিহত হন এবং গঞ্জালিস্ পরাজিত সেনাদল লইয়া রণে ভঙ্গ দিল। পরবৎসরে আরাকানরাজ সন্দ্বীপ আক্রমণ করিলেন ও পর্ত্তুগীজ দস্যুদিগকে তাড়াইয়া আপনি এইস্থান অধিকার করিয়া লইলেন।

ভ্রমণকারী পারকাস্ (সম্ভবতঃ ১৬২০ খৃষ্টাব্দে) লিখিয়াছেন, 'সন্দ্বীপে দুইশতবর্ষের পুরাতন একটী মসজিদ্ আছে, এতদ্ব্যতীত বিক্রমপুরে ও জেলার উত্তরাংশে আরও কতকগুলি ইহা অপেক্ষাও প্রাচীন মসজিদ্ দেখা যায়। এখানকার মুসলমান অধিবাসীরা মেঘনা নদীর মোহানায় দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। সন্দ্বীপের দিলাই নামক রাজা দস্যুবৃত্তির সহায়তার জন্য অনেক সৈন্য রাখিয়াছিলেন। এই রাজা অবশেষে বাঙ্গালার নবাব কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদের লৌহ-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। এখানেই তাহার জীবলীলা শেষ হইয়াছিল।'

ফরাসী-পর্য্যটক বার্ণিয়ারের লিখিত বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মোগল কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজদিগের পরাজয়ের পর, আরাকানরাজ তাহাদিগকে ও অপরাপর ফিরিঙ্গীদিগকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দান করেন। আরাকানরাজ ইহাদিগের সাহায্যে মোগল আক্রমণ হইতে চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা করিতেন। মগ ও পর্ত্তুগীজ মিশ্রিত দস্যুসম্প্রদায়ের লুণ্ঠন অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেব বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা সায়েস্তা খাঁকে মগ-অত্যাচার-দমনের জন্য আদেশ করেন। এতদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে সায়েস্তা খাঁ ওলন্দাজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বটেভিয়া রাজধানীতে দূত পাঠাইলেন। তিনি জানিতেন যে, স্থলপথে এরূপ বৃহৎ বৃহৎ নদনদী অতিক্রম-পূর্ব্বক সৈন্যদল লইয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করা নিতান্ত দুষ্কর, সুতরাং জলপথে যুদ্ধ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনায় তিনি প্রস্তুত হইলেন। বটেভিয়া হইতে ওলন্দাজসৈন্য আসিবার পূর্ব্বেই তিনি দস্যুদিগকে অরঙ্গজেবের আরাকান আক্রমণের ভয় দেখাইলেন এবং যদি তাহারা বশ্যতা স্বীকার করে, তাহা হইলে সম্রাট্ তাহাদিগকে প্রার্থনামত জমি দিতে প্রতিশ্রুত আছেন এইরূপ লোভ দেখাইয়া কৌশলে তাহাদিগকে শান্ত করিয়া আপনার দলভুক্ত করিলেন। ভুলুয়ার থানাদার ফরদ-খাঁও তাহার নিকট কএকজন পর্ত্তুগীজ পাঠাইয়া দেন। ইহার পর সায়েস্তা খাঁ হঠাৎ একদিন অন্যান্য পর্ত্তুগীজদিগকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিলেন ও নৌকায় তুলিয়া ঢাকা অভিমুখে চলিয়া আসিলেন। এখানে আসিয়াই তিনি তাহাদিগকে মিষ্ট বাক্যে ও অর্থ দানে বশীভূত করিয়া ঐ সকল লোক-সমভিব্যাহারে সন্দ্বীপ অধিকার করিলেন। পরে সেই বাহিনী লইয়া ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে ওলন্দাজগণ মানোয়ারী জাহাজ লইয়া বাঙ্গালায় উপস্থিত হইল। সায়েস্তা খাঁ আপনার কার্য্যোদ্ধার করিয়াছেন ভাবিয়া ওলন্দাজদিগকে স্মিত মুখে বিদায় দিলেন। মিঃ বার্ণিয়ার ওলন্দাজ রণপোতের অবস্থান ও তাহার অধ্যক্ষগণকে দেখিয়াছিলেন।

নোয়াখালি সুবন্দোবস্তে রাখিবার জন্য সায়েস্তা খাঁ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আফগানকে ৫০০ সৈন্য দিয়া নগররক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন। সেই সঙ্গেই সংগ্রামগড়ে (আলমগীর নগর) দুর্গ স্থাপন করিয়া হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ সরিফ্‌কে সৈন্যসহ তথায় প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে সন্দ্বীপে দিলাবর নামে জনৈক জমিদার ছিলেন। তিনি বাহিরে সম্রাটের পক্ষাবলম্বী হইলেও অন্তরে মগজাতির বন্ধু ছিলেন। তিনি মোগলের সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় আবুল হুসেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হন। অতঃপর বন মধ্যে পলাইয়া পুনরায় সৈন্যসংগ্রহ করেন এবং সেই সেনাবল লইয়া আবার মোগলসৈন্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে, ধৃত ও অবশেষে জমিদার মুনৌবীরের তত্ত্বাবধানে নবাব-সরকারে প্রেরিত হন।*

ফরদ্ খাঁ নোয়াখালি হইতে এবং নবাবপুত্র বুজুর্গ্ উমেদ্ খাঁ সসৈন্যে যাত্রা করিয়া ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী চট্টগ্রামে উপনীত হন। ১৬ই জানুয়ারী মোগলসৈন্যে জয়লাভ করিলে

* Calcutta Review, July, 1871.

চট্টগ্রাম নগর মোগল কর্তৃক অধিকৃত হইল এবং ভুলুয়ার রাজাও সম্রাট্ কর্তৃক মনসবদার পদে উন্নীত হইলেন।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ফেণী নদীর মোহানায় জগদীয়া গ্রামে কাপড়ের জন্য একটী কুঠী স্থাপন করেন। এতদ্ভিন্ন চারপাতা, কালীরাজী, কাদবা ও লক্ষ্মীপুর গ্রামেও সেই সময়ে কএকটা কুঠী নির্ম্মিত হয়। ঐ সকল কুঠীর ধ্বংসাবশেষ আজিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে সুধারাম নগরের* চর হইতে উৎপন্ন লবণের তদারকের জন্য একজন দারোগা নিযুক্ত হয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে লবণের শুল্ক এবং ভুলুয়া ও অপরাপর পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার ঐ দারোগার উপর ন্যস্ত থাকে।

এখানে হিন্দুদিগের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীতে ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ, মধ্যবিৎ শূদ্রের মধ্যে বারুই, ছুতার, কামার, কুমার, নাপিত, গোলাম কায়স্থ, তেলী ও তাঁতি এবং নিম্ন বা মিশ্র জাতিতে যুগী, জেলিয়া, কৈবর্ত্ত বা হালিয়া, নমশূদ্র ও ধোবা প্রভৃতি কএকটী জাতি দেখা যায়। পূর্ব্বোক্ত মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের আদিম অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, তাহারা ক্রমান্বয়ে হিন্দুগণের ক্রিয়াকলাপাদি অনুকরণ করিয়া আপনাদের সামাজিক অবস্থার কতক পরিমাণে উন্নতি করিয়া লইয়াছে। এমন কি, সময়ে সময়ে নিম্নশ্রেণীর লোক মধ্যশ্রেণীতে এবং মধ্যশ্রেণীর লোক উচ্চশ্রেণীভুক্ত হইতে চেষ্টা পাইতেছে। যে সকল ব্রাহ্মণ মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর যাজকতা করেন, তাহারা বর্ণ-ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ইহাদের সহিত আদান প্রদান করেন না। বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মকর্ম্ম অসভ্য জাতির ন্যায় আজিও এখানকার নিম্নশ্রেণীর কোন কোন শূদ্রের মধ্যে লক্ষিত হয়।

সন্দ্বীপ ও ভুলুয়ার সমীপবর্ত্তী স্থানে বিবাহাদি পরস্পর স্বতন্ত্র। উপরি উক্ত উচ্চ, মধ্য বা নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে স্বজাতি বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও মূলদেশবাসিগণ কেহই দ্বীপবাসীদিগের সহিত আদান প্রদান করে না। সন্দ্বীপে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে যশোর-নিবাসী বৈদ্যনাথ গুহ নামক জনৈক কায়স্থ সন্দ্বীপের জমিদার হন। পূর্ব্বোল্লিখিত দস্যুরাজ দিলাল তাঁহাকে অধিকারবিচ্যুত করিয়া এই প্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। উক্ত গুহ কায়স্থ আপনার প্রজাগণের শারীরিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে আদান প্রদান প্রচলন করেন। তাঁহার বিবেচনায় 'সগোত্রে বা সপরিবারের মধ্যে বিবাহ যেরূপ নিষিদ্ধ, এক জাতি মধ্যে বিবাহও সেইরূপ বিষবৎ পরিহার্য্য'। এইরূপে রাজা বৈদ্যনাথের মতানুসারে সন্দ্বীপের অধিবাসীরা ক্রমশই মিশ্রিত হইয়া পড়ে। যাহারা এ অনুজ্ঞা অবহেলা করিয়া আপনাদের হিন্দুত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন, তাহারাও ভুলুয়া প্রভৃতি স্থানবাসী হিন্দুগণের নিকট নিকৃষ্ট বোধে পরিত্যক্ত*।

এখানে মহারাজ বল্লালসেন-প্রবর্ত্তিত কৌলীন্য-প্রথার কোন আদর নাই। এখন যে সকল ব্রাহ্মণ-সন্তান এই দেশে বাস করিতেছেন তাঁহারা সম্ভবতঃ শূরবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ মাণিক্যের সময় অথবা ত্রিপুরার মহারাজ কর্তৃক এই দেশে আনীত হইয়াছেন। ইহাদের ক্রিয়াকলাপ সকলই এদেশীয় ব্রাহ্মণের মত। সামাজিক অবস্থায় এখানকার বৈদ্যেরা কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়। মেঘনা নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী বৈদ্যগণ কায়স্থদিগকে কন্যা দান করে না। স্বজাতির সংখ্যা অল্প হওয়ায় এখানকার বৈদ্যেরা স্থানবাসী কায়স্থ-কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া থাকে।

নোয়াখালিতে উচ্চ শ্রেণীর কায়স্থের সংখ্যা অতি বিরল। এখানে নিম্ন শ্রেণীর শূদ্রের মধ্যে গোলাম কায়স্থ, শিকদার ও ভাণ্ডারী প্রভৃতি বিশিষ্ট শূদ্রগণ ধনবান্ হইলে ছোট কায়স্থ বংশে বিবাহাদি করিতে সমর্থ হয়। ঐ ধনী শূদ্রসন্তানগণ দুই এক পুরুষ পরে প্রকৃত কায়স্থ বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। এইরূপে অনেক শূদ্রসন্তান কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত হওয়ায় অন্যান্য শূদ্রেরা তাহাদের উপর ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া আপনাদের কায়স্থশ্রেণীভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইতেছে।

যুগীগণ এক সময় খুব শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। ইহারা "বাফ্‌তা' ও 'আরঙ্গ' কাপড় বুনিয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করে। ব্রজবল্লভ রায় নামক জনৈক যুগী ইংরাজের কুঠির দালাল ছিল। ইহার পুত্র বাফ্‌তা কাপড় প্রস্তুত ও তদ্বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি করিলে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে কোম্পানী বাহাদুর তাহাকে রাজা উপাধি ও অনেক লাখরাজ ভূমি দান করেন। এখন আর ঐ বাণিজ্যের উন্নতি নাই। ইহাদের মধ্যে সন্দ্বীপী ও ভুলুয়া এই দুইটী থাক আছে। জেলেদিগের মধ্যে ভুলুয়া, কালো, চাটগাঁও ও কৈবর্ত্ত নামে চারিটী ভাগ আছে। কেবলমাত্র চাটগাঁও থাকের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, আর তিন থাকে এখন ঐরূপ 'সাঙ্গা' রহিত হইয়াছে। কৈবর্ত্ত বা হালিয়াদাস—ইহাদের অধিকাংশই কৃষি ও মৎস্যজীবী। এখানকার চণ্ডালগণ নমঃশূদ্র নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে

* স্থানীয় জমিদার সুধারাম মজুমদারের নামানুসারে এই নগরের সুধারাম নাম হইয়াছে। এখানে উক্ত মজুমদার মহাশয়ের কৃত একটী সুবিস্তৃত দীঘী আছে।

* Statistical Rep. of Noakhali, 1891.

বাহারি, সরলা, অমরবাড়িয়া ও সন্দীপী নামে চারিটী থাক আছে। সন্দীপবাসিগণ অধিকাংশই দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত। এখন প্রায়ই চাষবাস করিয়া শান্তভাবে দিনযাপন করিতেছে। নিম্নে কএকটী শাখার নাম লিখিত হইল ;—

দেশী খৃষ্টান (চাষ বা চাকুরী), বৌদ্ধ এবং মগ (ছালটী), মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে শেখ, সৈয়দ ও পাঠান (চাষ চাকুরী, খয়রাত), জোলা (বস্ত্রবয়ন ও চাষ), বেদিয়া (সাপখেলা ও ভোজবাজী), দাই (গোরু, ছাগল খাসিকরা ও নাড়ীকাটা), আচার্য্য ও গণক (প্রতিমানির্ম্মাণ, গণনা, ছুতারের পৌরোহিত্য) ব্রাহ্মণ, ভাট, বর্ণব্রাহ্মণ ও জুগীব্রাহ্মণ (যাজকতা), বেনে, বৈষ্ণ ও বৈরাগী, বরোজ বা বারুই (পাণরোপণ), বেহারা, কাহার, ভুঁইমালী ও গড়ি (নীচশ্রেণীর কার্য্য) ; চামার ও মুচী, ছুতার, ছত্রি ধোবা, ডোঃ (মৎস্যবিক্রয়), গন্ধবণিক ও গন্ধপাল, গোয়ালা, জুগী, জেলিয়া, কামার, কুমার, কাঁসারি, কায়স্থ (উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর), ক্ষত্রির, কুড়ি (চিড়া মুড়িপ্রস্তুতকারী), কাপালী (ছালা প্রস্তুত ও গীতবাদ্য), মালাকার, নাপিত, নমঃশূদ্র, নট, পাটনী (মাছধরা ও বিক্রয়), পাটিয়াল (শীতলপাটী প্রস্তুতকারী), পোদ, শাঁখারি, সন্ন্যাসী (বানর নাচান, চিকিৎসা ও ভিক্ষা), শাহা, সোণার, সদ্গোপ, সুবর্ণবণিক, তাঁতি, তেলী, তিপ্‌রা ও তুড়ি প্রভৃতি।

মুসলমানগণের মধ্যে সকলেই কোরাণ-মতানুসারী (ফরাজী)। ইহারা নেমাজও করে এবং অনেক হিন্দু পূজাদিতেও যোগদান করে। ইহারা অন্যান্য মুসলমান পীরকে বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করে না। প্রত্যেক গ্রামে এক একজন 'হাজি' থাকে।

হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরাই শৈব ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুমাত্রেই বৈষ্ণব। এখন শীতলাদেবী ও নাগপূজাই প্রবল। মগেশ্বরীদেবীর বাহন বলিয়া ইহারা গৃধ্রেরও উপাসনা করে। এই পূজা মগজাতির নিকট হইতে গৃহীত।

এখানকার হিন্দুদিগের বিবাহপদ্ধতি স্বতন্ত্র। কন্যার বাটীতে বর না গিয়া, বিবাহের পূর্ব্বে বরের গৃহেই কন্যা লইয়া যাওয়া বিধি। যথা লগ্নে বরকে গৃহের বহিস্থ প্রাঙ্গণে আনিয়া গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের সম্মুখে পুরোহিতমন্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। অতঃপর কন্যাকে অন্দর হইতে বাহিরে আনিয়া বরের চতুর্দ্দিকে সাত পাক ঘোরান হয়। সম্প্রদান কার্য্য সকলই এ দেশের মত। পর দিন বেলা ৮।৯ টার সময় বর ও কন্যা উভয়কেই বাটীর বাহিরে আনিয়া উত্তমরূপে তৈল ও হরিদ্রা মাখান হয়। অতঃপর বাটীর মধ্যস্থ উঠানে লইয়া গিয়া 'বাসি-বিবাহ' কার্য্য শেষ হয়। এখানে বিবাহোৎসব উপলক্ষে গ্রামের ১২ হইতে ৬০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীগণ একত্র হইয়া নানারূপ গীত গায়। পুনর্বিবাহেও ঐরূপ গীত হইয়া থাকে, কিন্তু এরূপ গীত সাধারণতঃ অশ্লীল। চণ্ডাল, নাপিত, জেলে ও মুচী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহে কোন শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় না, কেবল পরস্পরের মতসাপেক্ষ। এরূপ বিবাহে তাহাদের জাতিচ্যুতি ঘটে না।

কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে পুত্র ১৫ হইতে ২০ এবং কন্যা ১০ বৎসরের হইলেই বিবাহিত হয়। এখানকার মুসলমানগণের বিবাহ-প্রথা হিন্দু হইতে কতকাংশে পৃথক্। বিবাহদিনে বর আত্মীয় স্বজন ও গ্রামস্থ নিমন্ত্রিত বরযাত্রী সঙ্গে লইয়া কন্যার বাটীতে উপনীত হয়। অভ্যাগতেরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপবেশন করিলে, এক ব্যক্তিকে উকীল ও অপর দুইজনকে সাক্ষীরূপে নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর বর এই উকীলের হস্তে দিয়া কতকগুলি দ্রব্য কন্যাকে উপহার দেয়। কন্যা ঐ সকল অভিমত দ্রব্য লইয়া বিবাহের সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, উকীল বরের নিকট আসিয়া সকল কথা ব্যক্ত করে এবং উক্ত সাক্ষীদ্বয় তাহার কথার সমর্থন করিয়া থাকে। ইহার পর আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজন ও তদন্তে বিবাহ হয়। বিবাহের পর কন্যাকে বরের আলয়ে লইয়া যাওয়া হয়।

এই জেলায় নানাজাতীয় ধান্যের চাষ হয়। বৎসরে চৈত্র বৈশাখে যে আউস ধান্য বোনা হয়, শ্রাবণ ভাদ্রে তাহা কাটা হয় এবং যে আউস জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে উপ্ত হয়, তাহা কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে কাটা হইয়া থাকে। আমন ধান্যও প্রায় ঐরূপ একই সময়ে বৎসরে দুইবার রোপিত ও কর্ত্তিত হয়। কলাই, সরিষা, নারিকেল, লঙ্কা, সুপারি, হলুদ, ইক্ষু, পাট ও পাণের বিস্তৃত চাষ আছে। এই সকল উৎপন্নজাত দ্রব্য নিকটবর্ত্তী ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় রপ্তানী হইয়া থাকে এবং ঐ সকল স্থান হইতে এখানে নানাদ্রব্যের আমদানী হয়। সময় সময় ঝড়, বন্যা বা শস্যাদিতে কীট লাগিয়া শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি করে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে এখানে ভয়ানক ঝড় হয় এবং সেই জন্য মেঘনার বক্ষ স্ফীত হইয়া জেলার অধিকাংশ স্থান ধৌত করে। ঐ সময়ে সুধারাম, বামনী, আমীরগাঁও, ও মীর্কা-সরাই নগরে এবং হাতিয়া ও সন্দীপে সর্ব্বসমেত প্রায় দুইলক্ষের অধিক লোক জলমগ্ন হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রবল ঝড়ে নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের

অধিকাংশ স্থানই গৃহশূন্য হইয়াছিল। প্রবল বাত্যায় ও বন্যায় স্রোতে কতলোক যে ভাসিয়া জীবলীলা শেষ করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

২ নোয়াখালি জেলার উপবিভাগ, উক্ত জেলার সদর সুধারাম, বাম্‌নী, সন্দ্বীপ, হরিয়া, লক্ষ্মীপুর, বেগমগঞ্জ ও রামগঞ্জ নগর ইহার অন্তর্গত।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর। [সুধারাম দেখ।]

নোয়াকোট (বা) নবকোট, নেপাল রাজ্যের অন্তর্গত হিমালয়তটস্থিত একটী নগর। ত্রিশূলগঙ্গা-নদীর পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। ধৈবঙ্গ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী গিরিপথ দিয়া সহজে তিব্বত কিংবা চীনবাসিগণ নবকোটরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে চীনসৈন্য এখান দিয়া নেপালে প্রবেশ করিয়া নেপাল আক্রমণ করে। এখানকার মহামায়া বা ভবানীর মন্দিরের উপরিভাগে চীনসৈন্যের নিকট হইতে লব্ধ কতকগুলি দ্রব্য যুদ্ধজয়ের গৌরবচিহ্ন স্বরূপ সংলগ্ন আছে। [নেপাল দেখ।]

নোয়াগ্নি, ভারতবর্ষের উত্তরাংশে কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিপথ। ইহার একদিকে উচ্চ হিমালয়শিখর ও পূর্ব্বদিকে কাশ্মীরের উপত্যকাভূমি। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে বারহাজার ফিট্। অক্ষা° ৩৩° ৪৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৪´ পূঃ।

নোয়াপুর (নবপুর) গুজরাত প্রদেশের অন্তর্গত একটী নগর। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে এইস্থানে ইংরাজসৈনিকের আবাস মনোনীত হয়।

নোয়াপুর (নবপুর) বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এই গ্রামে কএকঘর ব্রাহ্মণের বাস আছে। এতদ্ব্যতীত এই গ্রামে এবং ইহার চতুর্দ্দিকস্থ পার্ব্বতীয় অংশে ভীলজাতির বাসই অধিক।

নোয়ারবন্দ, আসামপ্রদেশের কাছাড় জেলার একটী নগর। শিলচরের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। লুসাই ও কুকী-আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য এখানে ইংরাজরাজ সৈন্য-সংস্থান করিয়াছেন। ইহার নিকটে বিস্তৃত চার চাষ আছে।

নোয়িল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির কোয়ম্বাতোর জেলার একটী নদী। বেলিন্‌গিরি শ্রেণী হইতে উত্থিত হইয়া কাবেরী নদীতে মিলিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী স্থানের চাষবাসের সুবিধার জন্য এই নদীতে ছয়টী আনিকাট আছে।

নোর, আসামের দক্ষিণে ও আবা নগরের উত্তরে এবং কিন্দু-এম ও ঐরাবতী নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত একটী জনপদ। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে এই স্থান ব্রহ্মের রাজার অধীন ছিল, এখানকার সামন্তরাজ আসামের রাজবংশীয়। ইহাদের ভাষা শ্যামদেশের ভাষা হইতে কতক স্বতন্ত্র। কোন কোন স্থানবাসীরা কাসিসান্ বা কাঠীসান এবং কেহ বা খয়লোম বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়।

নোরোজ-ই-জালালি (বা নৌরাজ-ই জলালী) মুসলমান-ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী প্রসিদ্ধ দিন। সুলতান মালিক-শাহের আদেশে জ্যোতির্ব্বিদ্ ও অঙ্কশাস্ত্রবিদ্‌গণ বৎসর, ঋতু, মাস ও কালনির্ণয়ের জন্য পুনরায় গণনা আরম্ভ করেন। উক্ত গণনার ফলে স্থিরীকৃত হয় যে, দ্বাদশ রাশির প্রথম মেষরাশিই বসন্ত কালের প্রথমে বিষুবক্রান্তি অতিক্রম করিয়া অয়ন বৃত্তে গমন করে। এই কারণে উক্ত দিন হইতে মুসলমানগণের মাস ও বৎসর গণনা চলিয়া আসিতেছে।

নোবিমেট্‌লা, মান্দ্রাজের অনন্তপুর তালুকের অন্তর্গত একটী গ্রাম। গুটী হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার আঞ্জনেয়ের মন্দিরে ১৫৫৮ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

নোবিলিয়াস্ রবার্ট-ডি, একজন পর্ত্তুগীজ মিসনারি। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ইনি প্রথমে মদুরা নগরে আগমন করেন। এই সময়ে তিরুমল নায়ক এখানে রাজত্ব করিতেন। এখানকার হিন্দু অধিবাসিগণ খৃষ্টীয় যাজকপ্রধান নোবিল্লিকে তত্ত্ববোধ-নাগর নামে অভিহিত করেন। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী গ্রামে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। [খৃষ্টান দেখ।]

নোব্রা, উত্তর-ভারতের কাশ্মীর রাজ্যের লদাখ বিভাগের অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। করকোরম গিরিশ্রেণীর এগার হাজার ফিট্ ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিক্ শ্যায়োক বা নোব্রা নদীদ্বারা পরিবেষ্টিত। দেশকিৎ ইহার প্রধান গ্রাম। অক্ষা° ৩৪° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৭´ পূঃ।

নোহর [ইস্‌লাম গড় দেখ।]

নোহলা, চালুক্যবংশীয় রাজা অবনিবর্ম্মার কন্যা। ইনি মুগ্ধতুঙ্গ রাজপুত্র কেয়ূরবর্ষকে বিবাহ করেন। ইহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও শিবলিঙ্গ নোহলেশ্বর নামে খ্যাত।

নৌ (স্ত্রী) নুদ্যতে নেয়েতি নুদ-প্রেরণে-ডৌ (গ্লানুদিভ্যাং ডোঃ। উণ্ ২।৬৪) ১ নৌকা, জলোপরি প্লবন তরণি। ২ যন্ত্রচালনীয় নৌভেদ। মহাভারতে এইরূপ নৌকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"ততঃ স প্রেষিতো বিদ্বান্ বিদুরেণ নরস্তদা।
পার্থানাং দর্শয়ামাস মনোমারুতগামিনীম্॥
সর্ব্ববাতসহাং নাবং যন্ত্রযুক্তাং পতাকিনীম্।
শিবে ভাগীরথীতীরে নরৈর্ব্বিস্রম্ভিভিঃ কৃতাম্॥" (ভা°১।১৫০।৪৫)

এই যন্ত্র চালনীয় নৌকা শব্দে কলের জাহাজই বোধ হয়, বর্ত্তমান সময়ে জাহাজের যে সকল লক্ষণ দেখা যায়, তাহা

পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রচালনীর নৌকার সহিত তুল্য। এই নৌকা মনোমারুতগামিনী, যন্ত্রে চালিত ও ইহাতে নানা প্রকার পতাকা সুশোভিত হয়। অতএব এই চালনীর নৌকাকে তাহার শ্রেণীভুক্ত করিলে বোধ হয়, দোষাবহ হইবে না। [নৌকা দেখ।]

নৌকর্ণধার (পুং) নাবঃ কর্ণং ধারয়তি, ধারি-অণ্। নাবিক, যাহারা নৌকার হাল ধরে, তাহাদিগকে নৌকর্ণধার কহে।

"সুরভিমধুকুসুমানি পক্বা বণিজো নৌকর্ণধারাশ্চ" (বৃহৎস° ৫ অ°)

নৌকর্ণী (স্ত্রী) নৌরিব কর্ণো যস্যাঃ, ঙীষ্। কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৯।৪৬ অ°)

নৌকর্ম্মন্ (ক্লী) নাবি কর্ম্ম, চালনাদিব্যাপারঃ। নৌকাতে কার্য্য, নৌকাবহনাদি কার্য্য।

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাসং নৌকর্ম্মজীবিনম্।" (মনু)

নৌকা (স্ত্রী) নৌরেব স্বার্থে কন্ স্ত্রিয়াং টাপ্। তরণি, নদী প্রভৃতিতে চলিবার নিমিত্ত কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত যানবিশেষ। পর্য্যায়—বারিরথ, নৌ, তরিকা, তরণি, তরি, তরী, তরণ্ডী, তরণ্ড, পাদালিন্দা, উৎপ্লবা, হোড়, বাধু, বার্কট, বহিত্র, পোত, বহন। (জটাধর) যান দুই প্রকার, জলযান ও স্থলযান, নৌকা নিম্পদ যান।

"নৌকাদ্যং নিষ্পদং যানং তস্য লক্ষণমুচ্যতে।
অশ্বাদিকন্তু যদ্‌যানং স্থলে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
জলে নৌকৈব যানং স্যাদতস্তাং যত্নতো বদেৎ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

নৌকা প্রভৃতি জলযানকে নিষ্পদযান, এবং অশ্বাদি যানকে স্থলযান কহে। জলে নৌকাই একমাত্র যান, অর্থাৎ জলপথে যাইতে হইলে নৌকাই তাহার একমাত্র উপায়। এই জন্য নৌকা প্রস্তুত ও নৌকারোহণ প্রভৃতি শুভ দিন দেখিয়া করিতে হয়।

নৌকা প্রস্তুত করিতে হইলে প্রথমে কাষ্ঠনির্ণয় করিতে হয়। কাষ্ঠজাতি চারি প্রকার—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র।

"বৃক্ষায়ুর্ব্বেদগদিতা বৃক্ষজাতিশ্চতুর্বিধা।
সমাসেনৈব গদিতং তেষাং কাষ্ঠং চতুর্বিধম্॥" (যুক্তিকল্পতরু)

এই চারি প্রকার কাষ্ঠের মধ্যে লঘু, কোমল ও সুঘট যে কাষ্ঠ তাহা ব্রহ্মজাতীয়। যে কাষ্ঠ দৃঢ়াঙ্গ, লঘু ও অঘট তাহা ক্ষত্রিয়, যাহা কোমল ও গুরু তাহা বৈশ্যজাতি, দৃঢ়াঙ্গ ও গুরু যে কাষ্ঠ, তাহা শূদ্রজাতি। প্রথমতঃ কাষ্ঠের এই চারি জাতির মধ্যে যে কাষ্ঠে নৌকা হইবে, তাহা কোন জাতীয় তাহা স্থির করিতে হইবে। এই লক্ষণ ঠিক করিয়া দ্বিজাতি কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে হইবে। ভোজমতে নৌকার ক্ষত্রিয়-জাতি কাষ্ঠই প্রশস্ত। অপরাপর পণ্ডিতদিগের মতে লঘু ও সুদৃঢ় কাষ্ঠে নৌকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

"লঘু যৎ কোমলং কাষ্ঠং সুঘটং ব্রহ্মজাতি তৎ।
দৃঢ়াঙ্গং লঘু যৎ কাষ্ঠমঘটং ক্ষত্রজাতি তৎ॥
কোমলং গুরু যৎ কাষ্ঠং বৈশ্যজাতি তদুচ্যতে।
লক্ষণদ্বয়যোগেন দ্বিজাতিঃ কাষ্ঠসংগ্রহঃ॥
ক্ষত্রিয়কাষ্ঠৈর্ঘটিতা ভোজমতে সুখসম্পদং নৌকা।
অন্যে লঘুভিঃ সুদৃঢ়ৈর্বিদধতি জলদুষ্পদে নৌকাম্॥"(যুক্তিকল্প°)

দুই বিভিন্নজাতীয় কাষ্ঠে নৌকা গঠন করিলে তাহা শুভফলদ হয় না।

নৌকা প্রথমতঃ দ্বিবিধ ও সামান্য নৌকার লক্ষণ রাজহস্ত পরিমাণ দীর্ঘ (রাজহস্তশব্দে প্রমাণ হাত বুঝায়) এবং পরিণাহ তাহার চারিভাগের একভাগ, উন্নতিও এই পরিমাণে হইলে, তাহাকে ক্ষুদ্রনৌকা কহে, অর্থাৎ যতহাত নৌকা হইবে, তাহার চারিভাগের একভাগ বিস্তৃতি ও সেই পরিমাণ উন্নতি, এইরূপ হইলে তাহাকে ক্ষুদ্রা নৌকা কহে। যত হাত দীর্ঘ, তাহার অর্দ্ধেক পরিণাহ এবং তিনভাগের একভাগ উত্থিত যে নৌকা তাহার নাম মধ্যমা।

এই সামান্য নৌকা দশবিধ। যথা - ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা, চপলা, পটলা, অভয়া, দীর্ঘা, পত্রপুটা, গর্ভরা ও মন্থরা। সার্দ্ধ এক এক হস্ত বৃদ্ধি হইলে পূর্ব্বোক্ত ভীমা প্রভৃতি নৌকা হইবে, উন্নতি ও প্রণীনত্ব, ইহার অর্দ্ধেক হইবে। ঐ দশবিধ নৌকার মধ্যে ভীমা, অভয়া ও গর্ভরা নৌকা শুভজনক নহে।

"রাজহস্তমিতায়ামা তৎপাদপরিণাহিনী।
তাবদেবোন্নতা নৌকা ক্ষুদ্রেতি গদিতা বুধৈঃ॥
অতঃ সার্দ্ধমিতা যামা তদর্দ্ধপরিণাহিনী।
ত্রিকোণেনোত্থিতা নৌকা মধ্যমেতি প্রচক্ষ্যতে॥
ক্ষুদ্রাথ মধ্যমা ভীমা চপলা পটলাভয়া।
দীর্ঘা পত্রপুটা চৈব গর্ভরা মন্থরা তথা॥
নৌকাদশকমিত্যুক্তং রাজহস্তৈরনুক্রমম্॥" (যুক্তিকল্পতরু)

দীর্ঘ-নৌকার লক্ষণ—রাজহস্তদ্বয় দীর্ঘ ইহার ৮ ভাগের একভাগ পরিণাহ দশাংশের এক অংশ উন্নত, এইরূপ নৌকা হইলে তাহাকে দীর্ঘা কহে। ইহাও দশবিধ—দীর্ঘিকা, তরণি, লোলা, গত্বরা, গামিনী, তরি, জঙ্ঘালা, প্লাবিনী, ধারণী ও বেগিনী।

রাজহস্ত পরিমাণ এক এক হাত বৃদ্ধি হইলে পর পর লক্ষণাক্রান্ত নৌকা হইবে। পর পর লক্ষণাক্রান্ত নৌকাতেও উন্নতি দশ ও পরিণাহ অষ্টাংশ হইবে। এই দশ প্রকার মধ্যে লোলা, গামিনী ও প্লাবিনী নৌকা দুঃখপ্রদা হইয়া থাকে।

"রাজহস্তদ্বয়মিতা অষ্টাংশপরিণাহিনী।
নৌকেয়ং দীর্ঘিকা নাম দশাংশেনোন্নতাপি চ॥

দীর্ঘিকা তরণির্লোলা গত্বরা গামিনী তরিঃ।

জঙ্ঘালা প্লাবিনী চৈব ধারিণী বেগিনী তথা॥" (যুক্তিকল্পতরু)

নৌকাতে নানা প্রকার ধাতু দ্বারা চিত্রকার্য্য করিতে হয়। যথাক্রমে কনক, রজত ও তাম্রে ব্রহ্মাদির আকৃতি চিত্রিত করিবে; পরে সিত, রক্ত, পীত ও নীল প্রভৃতি বর্ণে সুশোভিত করিতে হইবে। কেশরী, মহিষ, নাগ, দ্বিরদ, ব্যাঘ্র, পক্ষী ও ভেক ইহাদের মুখ নৌকার মুখে বিন্যস্ত করা যাইতে পারে।

জলে নৌকা ভিন্ন অন্য যে কোন যান আছে, তাহা অযন্ত্র-যান।

"নৌকান্যতো জলে যানং অযন্ত্রমিতি পদ্যতে।

তদ্ভেদা বহবস্তে তু পাশ্চাত্যানাং প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

জলপথগমনে দ্রোণীযান, ঘটীনৌকা, কলযান, চর্ম্মযান, বৃক্ষযান ও জন্তুযান এই সকল যানই নিন্দিত।

নৌকা গঠন আরম্ভ করিবার সময় উত্তম দিন চন্দ্র ও মকরাদি ৬টী লগ্ন এবং বিহিত নক্ষত্র দেখিয়া নৌকা গঠনে প্রবৃত্ত হইবে। (যুক্তিকল্পতরু)

নৌকাকুট্ট (স্ত্রী) চতুরঙ্গক্রীড়াভেদ।

নৌকাদণ্ড (পুং) নৌকায়া পরিচালনার্থং যো দণ্ডঃ। ক্ষেপণী। চলিত ধ্বজী বা লগী।

নৌক্রম, নৌকাশ্রেণীসংযুক্ত সেতু। নৌকানির্ম্মিত পুল। (দিব্যা° ৫৫।১৭)

নৌগাঁও (নবগ্রাম বা নওগাঁ) আসামের চিফ্ কমিসনারের অধীন একটী জেলা। ইহার উত্তরে ব্রহ্মপুত্রনদ, পূর্ব্বে শিবসাগর, দক্ষিণে খাশিয়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বত এবং পশ্চিমে কলঙ্গ নদী ও কামরূপ জেলা। অক্ষা° ২৫° ৪৫´ হইতে ২৬° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° হইতে ৯৩° ৫৪´ পূঃ। নওগাঁ নগর ইহার প্রধান সদর।

এই জেলার চতুর্দ্দিকে যেমন কামরূপ, মীকীর, খাশিয়া ও জয়ন্তিয়া পর্ব্বতমালা বিরাজিত, তেমনিই পর্ব্বতগাত্রবাহিনী নানা নদীতে এই উপবিভাগ শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। ধানেশ্বরী (ধানশিরি), কল্যাণী, দিখরু, দেওপানী, ব্রহ্মপুত্র ও কলঙ্গ নদীই প্রধান। দিজু, ননাই, কাপিলী, যমুনা, বড়পালি, দিমাল ও কিলিঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখানদী ব্রহ্মপুত্র ও কলঙ্গের বৃদ্ধি করিতেছে।

কামাখ্যা-পর্ব্বতের কামাখ্যা দেবীর মন্দির উল্লেখযোগ্য। এই মন্দির কোচবিহার-রাজবংশের কোন রাজকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। প্রবাদ, এই স্থান পূর্ব্বে একটী বৌদ্ধ তীর্থরূপে পরিগণিত ছিল। বৌদ্ধমতাবলম্বী রাজা নরনারায়ণ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

[কামাখ্যা ও কামরূপ দেখ।]

পার্ব্বতীয় অসভ্যজাতির মধ্যে মীকির, গারো, কুকি ও নাগাগাই প্রধান। ইহারা কতকাংশে ছোটনাগপুরের ওরাওন, কোল ও সাঁওতালদিগের মত। এখানে কোচজাতির সংখ্যাই অধিক, ইহারা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা উচ্চশ্রেণী বলিয়া গণ্য। এখানকার ডোমজাতি উত্তরপশ্চিম ও বাঙ্গালা অপেক্ষা সাংসারিক ও সামাজিক অবস্থায় উন্নীত। ইহারা কোলিতা জাতিকে আপনাদের গুরু ও পুরোহিতের কার্য্যে বরণ করে। এতদ্ভিন্ন এখানে ললুঙ্গ, কাছাড় ও নেপালী এবং অন্যান্য নানা দেশবাসী ব্যক্তিগণ কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া বাস করিতেছে।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর। কলঙ্গ নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত।

৩ মধ্যভারতের বুন্দেল-খণ্ড রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর ও সেনানিবাস। ইহার এক পার্শ্বে ইংরাজাধিকৃত হামিরপুর জেলা ও অপর দিকে ছত্রপুরের সামন্তরাজ্য। এখানে লর্ড মেওর স্মরণার্থ বুন্দেলখণ্ডের সামন্তরাজ 'রাজকুমার-কলেজ' নামে এক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

নৌচর (ত্রি) নাবা চরতি চর-ট। নৌকাচরণশীল, যাহারা নৌকায় বিচরণ করে।

"যাদোনাথঃ শিবজলপথঃ কর্ম্মণে নৌচরাণাম্।" (রঘু)

নৌজীবিক (ত্রি) নাবা জীবিকা যস্য। নৌচালনাদি-জীবিকাযুক্ত, যাহারা নৌকা চালনা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

নৌতার্য্য (ত্রি) নাবা নৌকয়া তার্য্যং তরণীয়ং। নৌকাগম্য-দেশাদি। নাব্য।

নৌদণ্ড (পুং) ১ নৌকাদির মধ্যস্থিত কাষ্ঠদণ্ড। ২ দাঁড়।

নৌ নিধিরাম, একজন গ্রন্থকার। ইনি গরুড়পুরাণসার-সংগ্রহ ও টীকা রচনা করেন। ইনি হরিনারায়ণের পুত্র এবং রাজা শার্দ্দূলের পুরাণপাঠক পণ্ডিত সুখলালজীর পৌত্র।

নৌযান (স্ত্রী) নৌকাদিতে আরোহণ করিয়া দেশান্তরে গমন। (রাজতর° ১।২০১)

নৌযায়িন্ (ত্রি) নাবা যাতি যা-ণিনি। নৌকা দ্বারা নদ্যাদির পারগামী। নৌযায়ীদিগকে তরপণ্য দিতে হয়। এই তরপণ্যের বিষয় মনুতে এইরূপ লিখিত আছে। নদীমার্গে দূরাদূর যাতায়াত করিতে হইলে নদীর প্রবলতা বা স্থিরতা এবং গ্রীষ্ম বর্ষাদি কাল বিবেচনায় তরমূল্য স্থির করিতে হইবে। সমুদ্রসম্বন্ধে এই নিয়ম নহে, তাহার পণ্য মতবমত হইবে। গর্ভিণী স্ত্রী, পরিব্রাজক, ভিক্ষু, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণ ইহারা নৌকায় যাইলে তাহার তরপণ্য দিতে হইবে না। রিক্তশকটাদি

নৌকার পার করিতে হইলে একপণ মাসুল, এক পুরুষের বহনযোগ্য ভারে অর্দ্ধপণ, পশু এবং স্ত্রীলোক পারে চতুর্থাংশপণ, এবং ভারশূন্য মনুষ্যের পারে পণের আট ভাগের এক ভাগ দিতে হয়। নৌকায় যাইতে যাইতে যদি নাবিকের দোষে নৌযাত্রীর দ্রব্য নষ্ট হয়, তাহা হইলে নৌকাস্থ নাবিকেরা মিলিয়া আপন আপন অংশ হইতে ঐ ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবে। নাবিকের দোষে চুরি হইলে তাহাও নাবিককে দিতে হইবে। কিন্তু দৈবদোষে নষ্ট হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে না। (মনু ৮ অঃ)

নৌবৎ খাঁ নবাব, সম্রাট্ অকবরের একজন সেনাপতি। ইনি শাহ-জহানের অন্তঃপুরের নিকট ৯৭৩ হিজিরায় একটী মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করেন। সাধারণে 'নীলীছত্রি' নামে প্রসিদ্ধ। এখন উহার অবস্থা ভগ্নপ্রায়।

নৌবতপুর (নহবৎপুর) উত্তরপশ্চিমের বারাণসীজেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৫° ১৪´ ৪৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ২৭´ ৪০´´ পূঃ। এখানে বলবন্তসিংহের তহসীলদার বিখরাম-সিংহপ্রতিষ্ঠিত একটী মন্দির ও সরাই আছে। কর্ম্মনাশা নদী পার হইবার জন্য এখানে একটী প্রস্তরনির্ম্মিত সুন্দর সেতু আছে।

নৌবন্ধনতীর্থ, হিমালয়পর্ব্বতস্থ তীর্থবিশেষ। মহাপ্রলয়ের পর মনু এখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। [মনু দেখ।]

নীলমতপুরাণে লিখিত আছে—মহর্ষি কশ্যপ তীর্থভ্রমণে আসিলে তাঁহার পুত্র নীল কনখলে আসিয়া পিতাকে নিবেদন করিলেন, সংগ্রহ দৈত্যের পুত্র জলোদ্ভবের উপদ্রবে ধরা সশঙ্কিত হইয়াছে। তদনন্তর কশ্যপ ব্রহ্মা ও শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার আরাধনায় তুষ্ট হইয়া দেবগণকে সদলে নৌবন্ধনতীর্থে উপস্থিত হইতে আদেশ করিলেন। কংসনাগের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে এই তীর্থ স্থাপিত। এখানে আসিয়া ব্রহ্মা উত্তরে, বিষ্ণু দক্ষিণে এবং শিব উভয়ের মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া জলোদ্ভব দৈত্যকে হ্রদের ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে আদেশ করিলেন। দুরন্ত দস্যু তাঁহাদের আদেশ অমান্য করিলে বিষ্ণুর পরামর্শানুসারে শিব ত্রিশূলদ্বারা পর্ব্বতগাত্র ভেদ করিয়া দিলেন। তাহাতে জল বহির্গত হইলে বিষ্ণু অন্যমূর্ত্তিতে জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক জলোদ্ভবের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিধন করিলেন। কেহ কেহ আরারাট পর্ব্বতে যেখানে নোয়ার জাহাজ আসিয়া ঠেকে তাহাকে নৌবন্ধন-তীর্থ বলিয়া মনে করেন। [নোয়া দেখ।]

নৌবিদ্যা, জাহাজাদি পরিচালনবিদ্যা। [নাবিক শব্দ দেখ।]

নৌব্যসন (ক্লী) নাবি ব্যসনং। ১ নৌকাতে বিপদ্। ২ নৌকার বিপদ্।

নৌবাহ (ত্রি) নাবং বাহয়তি বাহি-অণ্। নৌকাবাহক, যাহারা নৌকা বহন করে, চলিত দাঁড়ী। (ত্রিকা°)

নৌশেরবান, পারস্যরাজ কুবাদের পুত্র। ইনি সাধুতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, তজ্জন্য পশ্চিমে য়ুরোপ ও পূর্ব্বে ভারতাদি নানারাজ্যে তাঁহার 'সৎ' এই সুনাম ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি মুসলমানগণের মধ্যে 'আদিল' এবং গ্রীকগণের মধ্যে খসরু (Chosroes) নামে খ্যাত হইয়াছেন। ৫৩১ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর রাজ্যাধিকার পাইয়াই, তিনি রাজ্যজয়ের জন্য অগ্রসর হইয়া রোমকদিগের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে, তিনি কোন রোম সম্রাট্‌কে বন্দী করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্ব সময়ে সম্রাট্ জাষ্টিনিয়ানের শান্তি-ভিক্ষা, সিরীয়ারাজের অধীনতা, অস্তিওক-জয়, ভূমধ্যসাগরের উপকূলে নানাস্থানে পারস্যরাজের যুদ্ধ-জয়, ইবিরিয়া, ক্যালকোস, ফসিশ্ এবং যুকসাইন প্রভৃতি স্থানজয়ে রোমকগণ কর্ত্তৃক তাঁহার বীর্য্যের কথা উল্লেখ, ইত্যাদি নানা ঘটনায় রোমের ইতিহাসের সহিত মুসলমান ঐতিহাসিকগণের লেখায় অনেক মিল দেখা যায়। নৌশেরবান রোমকসম্রাট্ জাষ্টিনিয়ানকে অধীনতাপাশে বদ্ধ করিয়া প্রতিবৎসর তাঁহার নিকট হইতে করস্বরূপ ত্রিশহাজার স্বর্ণমুদ্রা আদায় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধরাজ নৌশেরবান ৮০ বৎসর বয়সে রোমরাজ জাষ্টিন ও টাইবিরিয়াসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। নানাক্লেশ সহ্য করিয়াও এই যোদ্ধৃপুরুষ কিছুতেই নিরুৎসাহ হন নাই। অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও পূর্ণ উদ্যমে উৎফুল্ল হইয়া তিনি কিছুদিন পরে ৫৭২ খৃষ্টাব্দে দারা ও সিরীয়ানগর করতলগত করেন। প্রায় ৪৮ বৎসরকাল অক্ষুণ্ণপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়া ৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি লোকান্তরপ্রাপ্ত হন।

ইঁহারই রাজত্বকালে সিরীয়াজয়ের একবৎসর পূর্ব্বে ৫৭১ খৃষ্টাব্দে-ইস্‌লামধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদের জন্ম হয়। স্বয়ং মহম্মদও সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয় রাজার রাজত্বে জন্মগ্রহণ করায় আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সর জন্ ম্যাল্‌কমের পারস্যভ্রমণবৃত্তান্ত ও অন্যান্য পারস্যগ্রন্থে পূর্ব্বদিকে ভারতে ও সিন্ধুপ্রদেশে এবং উত্তরে ফরগণা রাজ্যে* তাঁহার আগমন ও আক্রমণের কথা লিখিত আছে। সর হেন্‌রী পটিঞ্জার সাহেব লিখিয়াছেন, বলভীরাজপুত্র গুহ নৌশের-বানের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

* চীনদেশীয় গ্রন্থে তাঁহার ফরগণা আক্রমণের কথা লিখিত আছে এই জন্য তাঁহার ভারতাক্রমণও সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হয়।

নৌশেরবাণী, বেলুচিস্থানবাসী জাতিবিশেষ।

নৌষেচন (ক্লী) নাবঃ সেচনম্, সুবামাদিত্বাৎ ষত্বম্। নৌকা-সেচন।

নৌসারি, বরদারাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। [নবসারি দেখ।]

নৌসহর, পঞ্জাব-রাজ্যের পেশাবর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। কাবুলনদীর উত্তরে এবং দক্ষিণভাগে কোহাট-সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী উচ্চ-বিভাগ। ইহার অপর একটী নাম খালসাখট্টক-তহসীল।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর। অক্ষা° ৩৩° ৫৯´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ১´ ৪৫´´ পূঃ। কাবুলনদীর দক্ষিণ-কূলে, পেশাবর নগর হইতে ৩॥০ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে ইংরাজরাজের সেনানিবাস আছে।

৩ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সিন্ধুপ্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরে ও পশ্চিমে সিন্ধুনদী, পূর্ব্বে খয়েরপুররাজ্য, থর ও পার্কর জেলা; এবং দক্ষিণে হালা উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ২৯৩৯ বর্গমাইল।

এখানে চাষবাসের উন্নতির জন্ত ৯৮টী খাল আছে। তন্মধ্যে নসরৎনামক খাল নূরমহম্মদ কল্হোরার রাজত্ব সময়ে কাটা হইয়াছিল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে শাহপুরের যুদ্ধের পর সিন্ধুপ্রদেশ তালপুর সর্দারদিগের মধ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই যুদ্ধে মীর ফতে আলী ও রস্তম খাঁ কর্ত্তৃক আবদুল নবি কল্হোরা পরাজিত হইলে, কান্দিয়ার ও নৌসহর তালপুরের শাসনকর্ত্তা মীর সোহ্রাব খাঁর হস্তগত হয়। ১৮৩০ সোহ্রাবের মৃত্যু হইলে মীর রস্তম ও মীর আলীমুরাদ নামক তাহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। এই বিবাদসূত্রে যে যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে আলীমুরাদ জয়লাভ করেন এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা মুসলমানদিগের অধিকারে থাকে। পরে তাহাদের অসদ্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া ইংরাজরাজ ইহার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

৪ উক্ত তহসীলের অন্তর্গত একটী তালুক।

৫ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর। এই পরগণার মোরো নগর হইতে ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। তালপুরের মীর-রাজগণের সময়ে এখানে গোলন্দাজসৈন্যের আবাস ছিল। এই নগর প্রায় ১৮০ বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হয়।

৬ সিকোহাবাদ তহসীলের অন্তর্গত একটী গ্রাম। মৈনপুরী নগরের ৩৪ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। সম্রাট্ শাহজহানের রাজত্বসময়ে হাজি অথু সৈয়দনামক জনৈক মুসলমান কর্ত্তৃক এই গ্রামের পত্তন হয়। এখানে তাহার এবং তদীয় আত্মীয় আতিকুল্লাখাঁর সমাধি মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত ইহার সন্নিকটে অনেক স্তূপ, সমাধিমন্দির ও গৃহাদির ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

নৌসহর অব্রো, সিন্ধুপ্রদেশের শীকারপুর ও সক্কর উপ-বিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ৪০২ বর্গ মাইল। এখানে একটী সহর ও ১০৮টী গ্রাম আছে।

নৌহাজারি, বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটী গ্রাম।

ন্যক্কা (স্ত্রী) নি-অকি। বাহু° ন লোপঃ। বিষ্ঠার কীট।

ন্যক্কারুকা (স্ত্রী) ন্যক্ ক্রিয়তেঽসৌ পৃষোদরাদিত্বাৎ ক লোপে সাধু। শকৃৎকীট, বিষ্ঠাকৃমি। (হারাবলী) কেহ কেহ বলেন ইহার পাঠান্তর অন্ধকারকা।

ন্যক্কার (পুং) ন্যক্ ক্রিয়তে ইতি কৃ-ঘঞ্। ন্যক্করণ, নীচ-করণ। পর্য্যায়—অবজ্ঞা, পরীহার, পরিহার, পরাভব, অপ-মান, পরিভব, তিরস্ক্রিয়া তিরস্কার, অবহেলা, হেলা, অব-হেলন, হেলন, অনাদর, অভিভব, সূক্ষণ, সূর্ক্ষণ, রীঢ়া, অভি-ভূতি, নিকৃতি, অসূর্ক্ষণ, অসূক্ষণ, নীকার, অবহেল, অমানন, ক্ষেপ, নিকার, ধিক্কার। (শব্দরত্না°) বিমাননা। (কালিদাস)

"ন্যক্কারো হ্যয়মেব মে যদরয়স্তত্রাপ্যসৌ তাপসঃ।
সোঽপ্যত্রৈব নিহন্তি রাক্ষসকুলং জীবত্যহো রাবণঃ॥"
(মহানাটক ৯।১৪)

ন্যক্ত (ত্রি) নি-অন্জ-ক্ত, ততঃ কুত্বম্। নিতান্ত অঞ্জনযুক্তীকৃত।
"অগ্নিন্যক্তাঃ পত্নীসংযাজানামৃচঃ স্যুঃ।" (তৈত্তি° ব্রা° ১।৩।১।৪)

ন্যক্ত (ত্রি) নত, নিম্নভাগে ন্যস্ত। (তৈত্তি° ব্রা° ১।৬।৪।২)

ন্যক্কাঙ্গুলী (ত্রি) নিম্নদিকে ন্যস্ত অঙ্গুলী।

ন্যঙ্কু (পুং স্ত্রী) নিয়তে নিকৃতে বা অঙ্কিনী যস্য সমাসে বহু। ১ মহিষ। ২ জামদগ্ন্য, পরশুরাম। ৩ কাৎর্য্য। (ক্লী) ৪ মহিষ-তৃণ। (ত্রি) ৫ নিকৃষ্ট।

ন্যগ্‌জাতি (ক্লী) নীচ জাতি, যাহার নীচ অংশে জন্ম।

ন্যগ্‌ভাব (পুং) নীচো ভাবঃ। নীচত্ব, নিকৃষ্টের ভাব। নম্রতা।

ন্যগ্‌ভাবন (ক্লী) নতকরণ, নীচত্বপ্রাপণ, ঘৃণার সহিত ব্যবহার-করণ।

ন্যগ্‌ভাবয়িতৃ (ত্রি) যে নত করে। নম্রকারী।

ন্যগ্রোধ (পুং) ন্যক্ রুণদ্ধি ইতি রুধ-অচ্। ১ বটবৃক্ষ।
"পনসোড়ুম্বরাশ্বত্থ-প্লক্ষন্যগ্রোধহিঙ্গুভিঃ।" (ভারত ৪।৬।১৬)

২ শমীবৃক্ষ। ৩ ব্যামপরিমাণ, দুই বাহু বিস্তারিত করিলে যে পরিমাণ হয়, তাহাকে ব্যাম কহে, চলিত 'বাঁও'। ৪ বিষ্ণু। ৫ মোহনৌষধি। ৬ উগ্রসেন রাজার পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩৭।৩০) ৭ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫৩) ৮ বাহু। ৯ বারাণসীর অন্তর্গত একটী গ্রাম। ১০ মূষিকপর্ণী।

ন্যগ্রোধক (ত্রি) ন্যগ্রোধ, তস্যাদূরদেশাদি, ঋশ্যাদিত্বাৎ ঠক্। (পা ৪।২।৮০) তাহার অদূর দেশাদি।

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল (পুং) ন্যগ্রোধঃ ব্যামঃ পরিমণ্ডলং পরিণাহো যস্য। ব্যামপরিমিত-উচ্চ্রায়পরিণাহ পুরুষ। অতিশয় উন্নত পুরুষ। এইরূপ পুরুষ ত্রেতাযুগে রাজা ছিল।

"মহাধর্ম্মধরাশ্চৈব ত্রেতায়াং চক্রবর্ত্তিনঃ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলাঃ॥
ন্যগ্রোধৌ তু স্মৃতৌ বাহূ ব্যামো ন্যগ্রোধ উচ্যতে।
ব্যামেন উচ্ছ্রয়ো যস্য অধ ঊর্দ্ধঞ্চ দেহিনঃ॥
সমোচ্ছ্রয়পরীণাহো ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলঃ।" (মৎস্যপু ১১৮ অ°)

যে পুরুষের উচ্চ্রায় ও পরিণাহ ব্যাম-প্রমাণ, তাহাকে ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল কহে।

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা (স্ত্রী) ন্যক্-রুণদ্ধি ইতি ন্যগ্রোধঃ অধঃ প্রসৃতং পরিতো মণ্ডলং নিতম্বমণ্ডলরূপং যস্যাঃ। অঙ্গনাবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"স্তনৌ সুকঠিনৌ যস্যা নিতম্বে চ বিশালতা।
মধ্যে ক্ষীণা ভবেদ্‌যা সা ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা॥" (শব্দমালা)

যে নারীর স্তনদ্বয় সুকঠিন, নিতম্ব বিশাল এবং মধ্যদেশ অতি ক্ষীণ, তাহাকে ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা কহে।

ন্যগ্রোধপুটপাক (পুং) বট কল্কাদি পুটপাকভেদ।

"ন্যগ্রোধাদেশ্চ কল্কেন পুরয়েদ্গোরতিত্তিরেঃ।
নিরন্তমুদরং সম্যক্ পুটপাকেন তৎ পচেৎ॥"
(শার্ঙ্গধর ২ খ° ১ অ°) [পুটপাক দেখ।]

ন্যগ্রোধমূল (ত্রি) বটবৃক্ষের শিকড়।

ন্যগ্রোধা (স্ত্রী) ন্যক্-রুণদ্ধি রুধ-অচ্-টাপ্। ন্যগ্রোধী। পর্য্যায়—

"দন্ত্যুদুম্বরপর্ণী স্যান্নিকুম্ভোঽথ মুকূলকঃ।
দ্রবন্তী নামতশ্চিত্রা ন্যগ্রোধা মূষিকাহ্বয়া॥" (চরক কল্প° ১২ অঃ)

দন্তী, উদুম্বরপর্ণী, নিকুম্ভ, মুকূলক, দ্রবন্তী, চিত্রা ও মূষিকাহ্বয়া এই সকল ন্যগ্রোধা শব্দের পর্য্যায়। চলিত নাম ইন্দুরকানী, কেহ কেহ থুলকুড়ীকেও ন্যগ্রোধা কহিয়া থাকেন।

ন্যগ্রোধাদিগণ (পুং) সুশ্রুতোক্ত দ্রব্য সংগ্রহণীয়গণ বিশেষ। ন্যগ্রোধ আদি করিয়া দ্রব্যবিশেষ। যথা ন্যগ্রোধ (বট), যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ (পাকুড়), মধুক, কপীতন (আমড়া,) অর্জ্জুনবৃক্ষ, আম্র, কোষাম্র, চোরক, তেজপত্র, জম্বুফল, বনজম্বু, পিয়াল, যষ্টিমধু, কটকী, বকুল, কদম্ব, বদরী, গাব, সল্লকী (শাল বৃক্ষ), লোধ, সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ ও নন্দীবৃক্ষ এই সকল দ্রব্য ন্যগ্রোধাদিগণ। ইহা ব্রণরোগে উপকারী, মলসংগ্রাহক, ভগ্নাস্থির সন্ধানকারক, রক্তপিত্ত, দাহ, মেদ ও যোনিদোষহারক। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৮ অ°)

বাভট মতে—ন্যগ্রোধ, পিপ্পল, সদাফল, রোধ্রযুগ্ম, জম্বুদ্বয়, অর্জ্জুন, কপীতন, সোমবল্ক, প্লক্ষ, আম্র, বঞ্জুল, পিয়াল, পলাশ, নন্দী, কোলী, কদম্ব, অমধুক, মধুক এইগুলি ন্যগ্রোধাদিগণ।
(বাভটসূত্র ৩৫ অ°)

ন্যগ্রোধাদিঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধভেদ। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে। ঘৃত ৪ সের। ক্বাথার্থ বট, অশ্বত্থ, অর্জ্জুন, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, সোঁদাল, যজ্ঞডুম্বর, মউল, বেড়েলা, বেত, গাব, কদম, রক্তরোড়া ও শাল ইহাদের প্রত্যেকের ছাল ২ পল, জল ৬৪ সের। শেষ ৪ সের। আমলকী রস ৪ সের। কল্কার্থে যষ্টিমধু, মউল পুষ্প, পিণ্ডখর্জ্জুর, দারুহরিদ্রা, জীবন্তী-ফল, গাম্ভারীফল, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, রসাঞ্জন, অনন্তমূল প্রত্যেক ৬ তোলা। পরে যথানিয়মে পাক করিবে। এই ঘৃত সেবনে নানাবিধ প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল, গাত্রদাহ ও যোনিদাহ প্রভৃতি প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যর° স্ত্রীরোগাধিকার)

ন্যগ্রোধাদিচূর্ণ (ক্লী) ভাবপ্রকাশোক্ত চূর্ণৌষধিভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, শোনা, সোঁদাল, পীত-শাল, কদ্‌বেল, জাম, পিয়াল, অর্জ্জুন, ধববৃক্ষ, মউয়াপুষ্প, যষ্টি-মধু, লোধ, বরুণ, পালিতামাদার, পলতা, মেষশৃঙ্গী, দন্তী, চিতা, অড়হর, ডহরকরঞ্জ, ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, ও ভেলা, এই সকল সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত পরিমিত মাত্রায় সেবন করিয়া পরে ত্রিফলার জল খাইলে মূত্রাদি বিশুদ্ধ হয় এবং বিংশতি প্রকার প্রমেহ ও মূত্রকৃচ্ছ্র নষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ ২ ভাগ, প্রমেহাধিকার)

ন্যগ্রোধারাম, কপিলবাস্তু নগরস্থ বৌদ্ধদিগের একটী সঙ্ঘারাম, স্বয়ং বুদ্ধদেব এই স্থানে বাস করিতেন।

ন্যগ্রোধিক (ত্রি) ন্যগ্রোধ তৎসন্নিকৃষ্ট দেশাদি কুমুদাদিত্বাৎ ঠচ্ (পা ৪।২।৮০) ন্যগ্রোধ সন্নিকৃষ্টদেশাদি।

ন্যগ্রোধিকা (স্ত্রী) আখুকর্ণী লতা।

ন্যগ্রোধিন্ (ত্রি) ন্যগ্রোধ তৎসন্নিকৃষ্টদেশাদি প্রেক্ষাদিত্বাৎ ইনি (পা ৪।২।৮০) ন্যগ্রোধসন্নিকৃষ্ট দেশাদি।

ন্যঙ্ক (পুং) যানাদির অংশভেদ।

"ন্যঙ্কাবভিতো রথং যৌ" (তৈত্তিরীয়সং ১।৭।৭।২)

ন্যঙ্কু (পুং) নিতরাং অকতি গচ্ছতীতি অকুগতৌ উ (নাবন্চেঃ। উণ্ ১।১৮। ন্যঙ্ক্বাদীনাঞ্চ। পা ৭।৩।৫৩) ইতি কুত্বম্। মৃগভেদ।

"ন্যঙ্কুভিশ্চ বরাহৈশ্চ রুরুভিশ্চ নিষেবিতম্।"
(হরিবংশ ১২।৪১)

এই মৃগের অনেক শৃঙ্গ হইয়া থাকে। ভাবপ্রকাশ মতে—

ইহার মাংসগুণ স্বাদু, লঘু, বলকারক ও ত্রিদোষনাশক। ২ মুনিভেদ। (মেদিনী) (ত্রি) নিতরাং গন্তা। ৩ নিতান্তগমনশীল।

ন্যঙ্কুভূরুহ (পুং) ন্যঙ্কুরিব ভূরুহঃ। শোনাক বৃক্ষ, শোনাক।

ন্যঙ্কুশিরস্, ককুভ্ছন্দঃ। (ঋক্প্রাতি ১৬।২৩)

ন্যঙ্কুসারিণী (স্ত্রী) বৃহতী ছন্দোভেদ। (ঋক্প্রাতি ১৬।২৩)

ন্যঙ্ক্বাদি (পুং) কুত্বনিমিত্ত শব্দগণভেদ। যথা, ন্যঙ্কু, মদ্গু, ভৃগু, দূরেপাক, ফলেপাক, ক্ষণেপাক, দূরেপাকা, ফলেপাকা, দূরেপাকু, ফলেপাকু, তক্র, বক্র, ব্যতিষঙ্গ, অনুষঙ্গ, অবসর্গ, উপসর্গ, শ্বপাক, মাংসপাক, মূলপাক, কপোতপাক, উলূকপাক। সংজ্ঞা অর্থে মেঘ, নিদাঘ ও অবদাঘ ; ন্যগ্রোধ ও বীরুৎ (পা ৭।৩।৫৩।)

ন্যঙ্গ (পুং) নি-অন্জ-ঘঞ্। নিতরাং অঞ্জন, নিতান্ত অঞ্জন।

"সোমস্ত ন্যঙ্গো যদরুণপুষ্পাণি ফাল্গুনানি।" (শত° ব্রা° ৪।৫।১০)

ন্যচ্ছ (ক্লী) নিতরামচ্ছম্। ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, চলিত মেচেতা।

"মণ্ডলং মহদল্পং বা শ্যাবং বা যদি বা সিতম্।
সহজং নীরুজং গাত্রে ন্যচ্ছং তদভিধীয়তে॥" (ভাবপ্রকাশ)

শ্যামবর্ণ বা শুক্লবর্ণ হউক, শরীরের অল্পস্থান বা অধিক স্থান ব্যাপিয়া বেদনাযুক্ত বা বেদনাবিহীন মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন উৎপন্ন হইলে তাহাকে ন্যচ্ছরোগ কহে। শিরাবেধ, প্রলেপ ও অভ্যঙ্গদ্বারা ন্যচ্ছরোগের চিকিৎসা করিবে। ক্ষীরিবৃক্ষের কল্ক দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কিংবা সিদ্ধিপত্র, বৃদ্ধদারক ও শিশুকাষ্ঠ চূর্ণ করিয়া তাহাদ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে ন্যচ্ছ ও মুখব্যঙ্গ রোগ নষ্ট হয়। (ভাবপ্র° ৪র্থ° ক্ষুদ্ররোগা°)

সুশ্রুত মতে লক্ষণ—ছোট কিংবা বড়, শ্যাম অথবা শুক্লবর্ণ, গোলাকার, বেদনাশূন্য ও শরীরের সহিত সমকালে জাত যে চিহ্ন মনুষ্য শরীরে দেখা যায়, তাহাকে ন্যচ্ছ কহে। (সুশ্রুত)

(ত্রি) ২ নিতরাং অচ্ছ, অত্যন্ত নির্ম্মল।

ন্যঞ্চ্ (ত্রি) নিম্নতয়া অঞ্চতি অন্চ-বিচ্। ১ নিম্ন। ২ নীচ, খর্ব্ব। ৩ কার্ৎস্ন্য। (বিশ্ব)

ন্যঞ্চন (ক্লী) নিতরামঞ্চনং গমনং। নিতরাং গমন, অতিশয় গমন।

"ন্যঞ্চনে ছর্গে চিদাশু শরণম্।" (ঋক্ ৮।২৭।১৮) ২ ন্যগ্ভাব।

ন্যঞ্চিত (ত্রি) নি-অঞ্চ-ণিচ্-ক্ত। অধঃক্ষিপ্ত। (হেম)

ন্যঞ্জলিকা (স্ত্রী) নিম্নকৃতা অঞ্জলিঃ। নিম্নভাগে ন্যস্ত হস্তপুট।

ন্যন্ত (পুং) নিতরাং অন্তঃ। চরমভাগ, শেষভাগ।

ন্যয় (পুং) নি-ই-অচ্ (এরচ্। পা ৩।৩।৫৬) অপচয়, নাশ।

ন্যয়ন (ক্লী) হ্রদ। "অপামিদং ন্যয়নং সমুদ্রস্য নিবেশনম্।" (ঋক্ ১০।১৪২।৭) 'নয়ন্তি নিতরাং গচ্ছন্ত্যস্মিন্নিতি ন্যয়নং হ্রদঃ।' (সায়ণ)

ন্যর্ণ (ত্রি) নি-অর্ণ। দ্রবীভূত।

ন্যর্থ (পুং) নি-ঋ গতৌ থন্। নিকৃষ্টা গতি।

"ন ভোজামম্রুর্ন্যর্থমীয়ুঃ।" (ঋক্ ১০।১০৭।৮) 'ন্যর্থং নিকৃষ্টাং গতিং'। (সায়ণ)

(ত্রি) নিকৃষ্টো অর্থো যস্য। ২ নিকৃষ্টার্থ। ৩ ধ্বংস।

ন্যর্ব্বুদ (ক্লী) ১ দশগুণিত অর্ব্বুদ সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যেয়।

"অযুতঞ্চার্ব্বুদঞ্চ ন্যর্ব্বুদঞ্চ সমুদ্রশ্চ।" (শুক্লযজু° ১৭।২)

'অর্ব্বুদং দশগুণং ন্যর্ব্বুদং।' (বেদদীপ)

ন্যর্ব্বুদি (পুং) নিকৃষ্টঃ অর্ব্বুদির্দেবো দেবাস্তরং যস্মাৎ। রুদ্রভেদ।

"অর্ব্বুদির্নাম যো দেব ঈশানশ্চ ন্যর্ব্বুদিঃ" (অথর্ব্ব ১১।৯।৪)

ন্যস্ত (ত্রি) নি-অস-কর্ম্মণি-ক্ত। ১ ক্ষিপ্ত। ২ ত্যক্ত। ৩ বিসৃষ্ট। ৪ নিহিত। ৫ স্থাপিত।

ন্যস্তদণ্ড (ত্রি) যে দণ্ড নত করিয়াছে। (আর সাজা দিবেনা)

ন্যস্তদেহ (ত্রি) ১ স্থাপিত দেহ। ২ মৃত দেহ।

ন্যস্তশস্ত্র (পুং) ন্যস্তং শস্ত্রং যেন। ১ পিতৃলোক। (ত্রিকা°)

"অক্রোধনাঃ শৌচপরাঃ সততং ব্রহ্মচারিণঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা মহাভাগাঃ পিতরঃ পূর্ব্বদেবতাঃ॥" (মনু ৩।১৯২)

(ত্রি) ২ ত্যক্ত-শস্ত্র, যাহারা শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছে।

ন্যস্তিকা (স্ত্রী) দৌর্ভাগ্য লক্ষণ।

"ন্যস্তিকা রুরোহিথ সুভগংকরণী" (অথ° ৬।১৩৯।১)

'হে শঙ্খপুষ্পিকে ন্যস্তিকা দৌর্ভাগ্যলক্ষণম্' (ভাষ্য)

ন্যস্য (ত্রি) নি-অস্-ক্ষেপে কর্ম্মণি বাহুলকাৎ আর্ষে যৎ। ১ স্থাপনীয়। ২ ত্যক্তব্য।

"অর্জ্জুনার্জ্জুন! বীভৎসো! ন ন্যস্যং গাণ্ডিবং ত্বয়া।"
(ভারত° ৭।২০০ অ°)

আর্ষ প্রয়োগে 'ন্যস্য' এইরূপ পদ হইবে, কিন্তু লৌকিক প্রয়োগে যৎ না হইয়া ণ্যৎ, এবং 'ন্যাস্য' এইরূপ পদ হইবে।

ন্যহ্ন (পুং) মাসের শেষ দিন। অমাবস্যার সায়ংকাল।

"অমাবস্যায়াং ন্যহ্নেহহনি বিজ্ঞায়তে।" (কৌশিকসূ° ৭।২)

ন্যাক্য (ক্লী) নিতরামক্যতে ইতি নি-অক-ণ্যৎ। ভৃষ্ট তণ্ডুল, চলিত মুড়ী, পর্য্যায় ভৃষ্টান্ন, কুহব। (শব্দর°)। ২ ভাজা চাউল।

ন্যাঙ্কব (ত্রি) ন্যঙ্কোরিদং ন্যঙ্কু অণ্। রঙ্কুমৃগচর্ম্ম।

ন্যাদ (পুং) ন্যদনমিতি নি-অদ-ভক্ষণে-ণ (নৌণ চ। পা ৩।৩।৬০ আহার।

ন্যায় (পুং) নিয়মেন ঈয়তে ইতি নি-ইণ্-ঘঞ্ (পরিন্যোর্নীণো-দ্যূতাভ্রেষয়োঃ। পা ৩।৩।৩৭) ১ উচিত। পর্য্যায়—অভ্রেষ, কল্প, দেশরূপ, সমঞ্জস। ২ বিষ্ণু।

"অগ্রণীর্গ্রামণীঃ শ্রীমান্ ন্যায়ো নেতা সমীরণঃ।" (বিষ্ণুর সহস্রনাম) নীয়ন্তে প্রাপ্যন্তে বিবক্ষিতার্থা যেন নী-ঘঞ্-প্রত্যয়েন নিপাতনাৎ সাধুঃ (অধ্যায়ন্যায়োদ্যাবসংহারাশ্চ।

পা ৩।৩।১২২) ৩ সাধু। ৪ নীতি। উপায়। ৬ ভোগ। ৭ যুক্তি। (চিন্তামণি)

৮ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমনাত্মক পঞ্চ অবয়ব বাক্য। এই পঞ্চ অবয়ববাক্যই ন্যায়। অবয়ব-শব্দকে অঙ্গ কহে, এই এক একটী অবয়ব ন্যায়ের অঙ্গ। অতএব এই পঞ্চঅবয়বযুক্ত বাক্যই ন্যায়পদ বাচ্য। ন্যায় বলিলে ন্যায় শাস্ত্রকেই বুঝায়, এইজন্য প্রথমে ন্যায় শাস্ত্রের মূল যে গৌতম সূত্র তাহার বিষয়, তৎপরে নব্য ন্যায়ের বিষয় দেখাইয়া যথাক্রমে ন্যায়শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইবে।

গৌতম ন্যায়।—গৌতমকৃত সূত্রাকারে গ্রথিত পদার্থসমূহের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। গৌতম দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমাহ্নিকে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ, আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকার ও মোক্ষরূপ প্রয়োজন প্রতিপাদন, অনন্তর তত্ত্বজ্ঞানাধীন মুক্তির উৎপত্তিক্রম, এবং প্রমাণ পদার্থের প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, এই চারি প্রকার লক্ষণ, পরে দৃষ্টার্থ অদৃষ্টার্থভেদে শব্দবিভাগ এবং প্রমেয় লক্ষণ ও প্রমেয়বিভাগপূর্ব্বক আত্মা শরীরনিরূপণ ইন্দ্রিয়, ভূত ও অর্থবিভাগ, বুদ্ধি লক্ষণ, মনোনিরূপণ, প্রবৃত্তি-লক্ষণ ও তদ্বিভাগ, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ ও সংশয়-লক্ষণ, সংশয়ের কারণ-নির্দ্দেশ, প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত লক্ষণ, সিদ্ধান্ত বিভাগ, এবং সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্র-সিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত, অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত লক্ষণ, ন্যায়াবয়ব বিভাগ, প্রতিজ্ঞাহেতু, ব্যতিরেকীহেতু, উদাহরণ, ব্যতিরেকুদাহরণ, উপনয় ও নিগমনলক্ষণ, তর্ক ও নির্ণয়নিরূপণ; দ্বিতীয়াহ্নিকে—বাদ, জল্প, বিতণ্ডা লক্ষণ এবং হেত্বাভাসবিভাগ, সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও অতীতকালরূপ, ব্যভিচারী বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষিত, অসিদ্ধ ও বাধিত এই পঞ্চবিধ দুষ্টহেতুর লক্ষণ, অতঃপর ছললক্ষণ ও ছলবিভাগ; বাক্‌ছল, সামান্যচ্ছল ও উপচারচ্ছল, এই ত্রিবিধ ছলের লক্ষণ ও তৎসম্বন্ধী পূর্ব্বপক্ষ ও সমাধান, অনন্তর জাতি ও নিগ্রহস্থানের লক্ষণ। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম আহ্নিকে সংশয়সম্বন্ধী পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত, এবং প্রমাণচতুষ্টয়সম্বন্ধী পূর্ব্বপক্ষ ও তৎসমাধান, প্রত্যক্ষলক্ষণে আক্ষেপ ও সমাধান, মনঃসিদ্ধিবিষয়ে যুক্তি ও প্রত্যক্ষসিদ্ধান্তসূত্র, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষহেতুত্ব শঙ্কা, প্রত্যক্ষে অনুমিতিত্বশঙ্কা ও তৎসমাধান অবয়বীখণ্ডন ও তৎসমাধান, অনুমানপূর্ব্বপক্ষ, তৎসমাধান, উপমানপূর্ব্বপক্ষ, তৎসমাধান, উপমানের অনুমানান্তর্ভাবখণ্ডন, এবং শব্দপ্রামাণ্যসম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ, ও বেদপ্রামাণ্যাক্ষেপ, তৎসমাধান, বেদবাক্যবিভাগ, বিধিলক্ষণ, অর্থবাদবিভাগ, ও অনুবাদলক্ষণ, বেদপ্রামাণ্যে যুক্তি, প্রমাণ-চতুষ্টয়সম্বন্ধে আক্ষেপ, তৎসমাধান, শব্দের অনিত্যত্বসাধন, শব্দবিকারনিরাকরণ, কেবলব্যক্তি, কেবলাকৃতি ও কেবল জাতিতে শক্তির নিরাকরণ, ও জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে পদের শক্তিপ্রতিপাদন, ব্যক্তি, আকৃতি, ও জাতির লক্ষণ; তৃতীয় অধ্যায়ে—আত্মাদি দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের পরীক্ষা, ইন্দ্রিয়-চৈতন্যবাদ, শরীরাত্মবাদপ্রভৃতিদূষণ, চক্ষুর অদ্বৈতত্ব-নিরাকরণ, মনের আত্মত্বশঙ্কানিরাকরণ, ও আত্মার নিত্যত্ব-প্রতিপাদন, শরীরের এক ভৌতিকত্বকথন, ও পার্থিবত্বে যুক্তি, ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব ও নানাত্ব পরীক্ষা, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, এই পঞ্চবিধ অর্থ সম্বন্ধে পরীক্ষা, জ্ঞানদ্বয়ের অযৌগপদ্যপ্রতিপাদন, বাদনিরাশ, বুদ্ধির আত্মগুণত্বপ্রতিপাদন, বুদ্ধি যে শরীরগুণ নহে, ইহার বিশেষরূপে প্রতিপাদন, মনের পরীক্ষা ও শরীরের পুরুষাদৃষ্ট নিষ্পাদ্যত্বপ্রতিপাদন; চতুর্থ অধ্যায়ে—প্রবৃত্তি ও দোষপরীক্ষা এবং জন্মান্তর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত, উৎপত্তিপ্রকার প্রদর্শন, দুঃখ ও অপবর্গের পরীক্ষা, তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি, অবয়বী ও নিরবয়বপ্রকরণ, পঞ্চমাধ্যায়ে-জাতিবিভাগ, সাধর্ম্ম্যসম, বৈধর্ম্ম্যসমপ্রভৃতি অনেকবিধ জাতিবিশেষের প্রতিপাদন, অনন্তর নিগ্রহস্থান বিভাগ, প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞান্তর প্রভৃতি দ্বাবিংশতিপ্রকার নিগ্রহস্থানের লক্ষণ, তৎপর হেত্বাভাসের উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

সংক্ষিপ্তভাবে ন্যায়দর্শনের পদার্থসকল আলোচনা করা যাইতেছে, বিচার প্রভৃতির বিষয় নব্য-ন্যায়স্থলে আলোচনা করা যাইবে।

মহর্ষি গৌতম প্রথমে ষোড়শপদার্থের নিরূপণ করিয়াছেন। যথা—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। এই ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিঃশ্রেয়স লাভ অর্থাৎ মুক্তি হইয়া থাকে। এই সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলেই কি তৎক্ষণাৎ মুক্তি হয়, অথবা বিলম্বে হইয়া থাকে ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপ। আত্মাদি প্রমেয়ের বা পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে, প্রথমে মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হয়, এই মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে তৎকার্য্য ধর্ম্মাধর্ম্মেরও নাশ হয়, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নিবৃত্তিনাশে জন্মেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে, জন্মনিবৃত্তি দ্বারা দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। মিথ্যাজ্ঞান, দোষ, প্রবৃত্তি, জন্ম ও দুঃখ ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বপদার্থ পর পরের কারণ। শরীরসত্ত্বেও জীবন্মুক্ত হইতে পারে, কিন্তু গৌতম বা বাৎস্যায়ন ইহার বিষয় কিছু বলেন নাই। পরবর্ত্তী

নৈয়ায়িকেরা জীবন্মুক্তের বিষয় বলিয়াছেন। জীবন্মুক্তপুরুষের প্রারব্ধকর্ম জন্য শারীরিক কতিপয় দুঃখ থাকে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানবশতঃ মোহ উৎপন্ন হইতে পারে না বলিয়া স্ত্রীপুত্রাদি বিয়োগ-জনিত ও মানসিক দুঃখ এবং মোহ উৎপন্ন হয় না বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানীর প্রবৃত্তি (যত্ন বা চেষ্টা) ধর্ম্মাধর্ম্মকে উৎপন্ন করিতে পারেন না। সুতরাং ভ্রমনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবন্মুক্ত শব্দবাচ্য হয়।

এই ষোড়শ পদার্থ জানিতে হইলে প্রমাণ প্রয়োজন। এই জন্য ইহার পরেই প্রমাণের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

প্রমাণের লক্ষণ ও বিভাগ—

প্রমা বা প্রমিতি অথবা যথার্থজ্ঞানের করণকে প্রমাণ বলে। ইহার তাৎপর্য্য, যাহা দ্বারা যথার্থরূপে বস্তুসকলের নির্ণয় করা যায়, তাহাকে প্রমাণ কহে। প্রমাণ চারি প্রকার বলিয়া প্রমাণজন্য জ্ঞানও চারি প্রকার। যথা প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি এবং শাব্দবোধ। প্রত্যক্ষ প্রমিতিকে প্রত্যক্ষ, অনুমিতিকে অনুমান, উপমিতিকে উপমান ও শব্দজ্ঞানকে শব্দ প্রমাণ কহে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ—

নয়নাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা যথার্থরূপে বস্তুসকলের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষপ্রমিতি কহে। ইহাই সহজ লক্ষণ। গৌতমসূত্রে ইহার এইরূপ লক্ষণ আছে, ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান, তাহা প্রত্যক্ষ, ইহা অব্যপদেশ্য, অব্যভিচারী ও ব্যবসায়রূপ। ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।* অব্যপদেশ্য শব্দের অর্থ নামোল্লেখের অযোগ্য। বাৎস্যায়নভাষ্যদৃষ্টে বোধ হয়, উক্ত বিশেষণটী তাঁহার মতে স্বরূপসৎ বিশেষণ, অর্থাৎ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তিবারক নহে। (অব্যাপ্তি শব্দের অর্থ, লক্ষ্যে লক্ষণের অগমন) ইহাকে সহজ কথায় অপ্রসঙ্গ বলা যাইতে পারে।

অতিব্যাপ্তি, (অলক্ষ্যে লক্ষণের গমন) ইহাকে অতিপ্রসঙ্গ বা অতিব্যাপ্তি বলা যাইতে পারে। যে পদার্থের লক্ষণ করা হয়, তাহাকে লক্ষ্য কহে।)

প্রথম ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষাধীন রূপরসাদির জ্ঞান হইলে রূপরসাদির নামোল্লেখপূর্ব্বক "রূপ জানিতেছি, রস জানিতেছি' ইত্যাদিরূপে রূপরসাদির জ্ঞানের ব্যবহার হইয়া থাকে। ব্যবহারকালে রূপাদি প্রত্যক্ষ জ্ঞান শব্দমিশ্রিত করিয়া শাব্দজ্ঞান হইতে পারে, এই ভ্রমনিরাশার্থ উক্ত বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জন্য রূপাদিপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান ব্যবহার কালে শব্দদ্বারা উল্লিখিত হইলেও উহা শব্দ জন্য নহে বলিয়া শাব্দজ্ঞান নহে। ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জন্য প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যবহার কালে পরিবর্ত্তিত হয় না, পূর্ব্বরূপই থাকে। বাৎস্যায়ন ভাষ্যের এইরূপ তাৎপর্য্য।

কেহ কেহ বলেন, অনুমিতিবারণার্থ অব্যপদেশ্য বিশেষণটী প্রদত্ত হইয়াছে। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন অনুমিতি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জন্য হয় না বলিয়া অনুমিতিতে অতিপ্রসঙ্গ ও হইতে পারে না।

বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, অব্যভিচারী শব্দের অর্থ ভ্রমভিন্ন এবং ব্যবসায় শব্দের অর্থ নিশ্চয়। মরীচিকাদিতে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষবশতঃ জলাদিভ্রমে উহার প্রত্যক্ষপ্রমাত্ববারণার্থ অব্যভিচারী এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে এবং দূরস্থ ব্যক্তির স্থাণু প্রভৃতিতে পুরুষত্বাদি সন্দেহ প্রত্যক্ষপ্রমালক্ষণের প্রসঙ্গবারণার্থ 'ব্যবসায়' এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ষড়্‌দর্শনটীকাকৃৎ বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি প্রৌঢ় নৈয়ায়িকগণ এবং বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকেরা বলেন 'ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজন্য অব্যভিচারী (যথার্থ) জ্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষের লক্ষণ। অব্যপদেশ্য ও ব্যবসায় এই দুইটী প্রত্যক্ষের বিভাগ, অব্যপদেশ্য শব্দের অর্থ, নির্ব্বিকল্পক প্রত্যক্ষ, অব্যবসায় শব্দের অর্থ, সবিকল্পক প্রত্যক্ষ।

যে জ্ঞান বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধকে বিষয় করে, তাহা সবিকল্পক, যথা নীল ঘট ইত্যাদি। এই জ্ঞান নীলরূপাত্মক বিশেষণ এবং ঘটরূপ বিশেষ্যের সম্বন্ধকে বিষয় করিয়াছে, অতএব এই সবিকল্পক জ্ঞানকে বিশিষ্টবুদ্ধি বলে। যে জ্ঞান সম্বন্ধকে বিষয় করে না, তাহা নির্ব্বিকল্পক, ঘটরূপাদির সহিত চক্ষু সন্নিকর্ষ হইলে প্রথম পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ঘট ও ঘটত্বাদির যে জ্ঞান হয়, তন্মধ্যে প্রথম জ্ঞান নির্ব্বিকল্পক, উত্তর জ্ঞান সবিকল্পক। এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের আকার শব্দ দ্বারা প্রদর্শন করা যায় না বলিয়া উহাকে অব্যপদেশ্য বলে, 'ঘট, ঘটত্ব' ইত্যাদিরূপ নির্ব্বিকল্পকজ্ঞানের যে আকার প্রদর্শন করা হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, ইহা নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের প্রকৃত আকার নহে, যে হেতু তাদৃশাকারক জ্ঞানেও ঘটাংশে ঘটত্বাদির অসম্বন্ধ জ্ঞান হইয়া থাকে বলিয়া তাদৃশাকারক জ্ঞান সবিকল্পক। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া উহা অতীন্দ্রিয়, কিন্তু অনুমান দ্বারা উহার অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের অনুমিতিরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।

সামান্যতঃ নিয়ম আছে, বিশিষ্ট-বুদ্ধির প্রতি বিশেষণ জ্ঞান কারণ, যেহেতু পূর্ব্বে ঘটত্ব, রক্তত্বাদিরূপ বিশেষণ জ্ঞান না

---

* ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারিব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।" (গৌতমসূত্র ১।১।৪)

থাকিলে ঘটত্বরক্তত্বাদি-বিশিষ্ট ঘটের জ্ঞান হয় না। এই জন্য ঘটত্বাববিশিষ্ট ঘটজ্ঞানের পূর্ব্বে বিশেষণরূপ ঘটত্বাব (ঘটত্ব) জ্ঞান অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ঘটের সবিকল্প-জ্ঞানের পূর্ব্বে ঘটত্বের অনুমিত্যাদিরূপ কোন সবিকল্পক জ্ঞান না থাকিলেও ঘটে চক্ষুঃসংযোগাদিবশতঃ ঘটত্বাববিশিষ্ট ঘটজ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং অগত্যা তাদৃশ বিশিষ্টবুদ্ধির পূর্ব্বে ঘটত্বাবের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করিতে হইবে। এই নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের প্রতি অন্য কারণ অসম্ভব বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষ মাত্রই কারণ স্বীকার করা হইয়াছে এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-সন্নিকর্ষরূপ কারণ আছে বলিয়া ঘটত্বাবের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের সহিত ঘটেরও নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করা হইয়াছে।

এস্থানে একটী বিবেচ্য এই যে, উক্তরূপে সবিকল্পক জ্ঞানের প্রতি নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান কারণ হইলে এবং নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানের প্রতি ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষমাত্র কারণ, হইলে সর্পত্বাদির ও সবিকল্পকনির্ব্বিকল্পকজ্ঞানেও উক্তরূপ কার্য্যকারণভাব স্বীকার করিতে হইবে, একণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, রজ্জুতে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হইলে, রজ্জু রজ্জুত্বের নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান হইয়া রজ্জুতে রজ্জুত্বজ্ঞানরূপ সবিকল্পক জ্ঞানই সর্ব্বদা হইতে পারে, এবং রজ্জুতে সর্পত্বভ্রম কদাপি হইতে পারে না, যে হেতু রজ্জু রজ্জুত্বে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ আছে বলিয়া রজ্জুত্ব বিশিষ্ট বুদ্ধির কারণ রজ্জুত্বরূপ বিশেষণ জ্ঞান অবশ্য আছে এবং সর্পত্বে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ নাই বলিয়া এইট সর্প ইত্যাকার সর্পত্ব বিশিষ্ট বুদ্ধির কারণ সর্পত্বরূপ বিশেষণ জ্ঞান নাই। অজ্ঞানবশতঃ সর্পত্বের স্মৃতি হইয়া দুরন্ত দোষ-নিবন্ধন সর্পত্বের রজ্জুতে ভ্রম হয়, এইরূপ বলিলেও আশঙ্কা থাকে যে, সর্পত্বভ্রম অনুমিত্যা-ত্মক বা প্রত্যক্ষাত্মক, তন্মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞান এবং অতিদেশ-বাক্য জন্য স্মরণ-সহকৃত-সাদৃশ্যজ্ঞানাদি নাই বলিয়া ঐ সর্পত্ব-ভ্রম অনুমিত্যাত্মক হইতে পারে না এবং সর্পত্বে সন্নিকর্ষ না থাকা প্রযুক্ত সর্পত্ব ও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না।

রজ্জুতে রজ্জুত্ব প্রত্যক্ষ হইবে না কেন? ইহার উত্তর এই রূপ—প্রত্যক্ষ দ্বিবিধ, লৌকিকপ্রত্যক্ষ ও অলৌকিকপ্রত্যক্ষ। তন্মধ্যে অলৌকিকপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ কারণ নহে। একণে দেখ, রজ্জুতে যে সর্পত্বভ্রম হইয়া থাকে, উহা লৌকিক প্রত্যক্ষ নহে, অলৌকিক প্রত্যক্ষ সর্পত্বভ্রমে সর্প-ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ না থাকিলেও জ্ঞান হইতে পারে।

দুরন্ত দোষ-নিবন্ধন রজ্জু ও রজ্জুত্বে সম্যক্ সন্নিকর্ষ হইতে পারেনা বলিয়া রজ্জুতে রজ্জুত্বের প্রত্যক্ষ হয় না। এস্থানে আর একটী আশঙ্কা হইতে পারে যে, ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ যদি লৌকিক প্রত্যক্ষে কারণ না হয়, তাহা হইলে রজ্জুতে ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষব্যতিরেকে রজ্জুত্ব সর্পত্বভ্রম হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞানের বিষয় দুই প্রকার, বিশেষ্য এবং বিশে-ষণ। এইটী সর্প ইত্যাকারক রজ্জুতে সর্পত্বভ্রমে, রজ্জু বিশেষ্য, সর্পত্ব বিশেষণ। ইহার মধ্যে রজ্জুজ্ঞান প্রত্যক্ষ লৌকিকজ্ঞান সর্পত্ব প্রত্যক্ষ অলৌকিক জ্ঞানের প্রত্যক্ষ লৌকিক বলিয়া রজ্জু জ্ঞানার্থে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ আবশ্যক বলিয়া রজ্জুতে চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ না থাকিলেও রজ্জুতে তাদৃশ সর্পত্ব প্রত্যক্ষ হইবে না।

এই প্রত্যক্ষ জ্ঞান ৬ প্রকার, ঘ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, ত্বাচ, শ্রাবণ ও মানস। ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক্, শ্রোত্র মন এই ৬টী ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে উল্লিখিত ছয় প্রকার প্রত্যক্ষ জন্মে। মধুরাদি রস ও তদ্গত মধুরত্বাদি জাতির রাসন, নীল পীতাদি রূপ ঐ ঐ রূপ বিশিষ্ট দ্রব্য, নীলত্বপীতত্ব প্রভৃতি জাতি, এবং ঐ ঐ রূপবিশিষ্ট দ্রব্যের ক্রিয়া এবং যোগ্যবৃত্তি সমবায়াদির চাক্ষুষ, উদ্ভূত শীত উষ্ণাদি স্পর্শ ও তাদৃশ স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্যাদির ত্বাচ, শব্দ ও তদ্গত বর্ণত্ব, ধ্বনি-ত্বাদি জাতির শ্রাবণ এবং সুখদুঃখাদি আত্মবৃত্তি গুণের আত্মার সুখত্বাদি জাতির মানসপ্রত্যক্ষ হয়।

অনুমান—ব্যাপ্যপদার্থ দর্শন করিয়া ব্যাপক পদার্থের যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অনুমিতি কহে। যে পদার্থ থাকিলে যে পদার্থের অভাব না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপ্য এবং যে পদার্থ না থাকিলে, যে পদার্থ না থাকে, তাহাকে তাহার ব্যাপক কহে। যথা—কোন স্থানেই বহ্নিব্যতিরেকে ধূম থাকে না বলিয়া বহ্নি ধূমের ব্যাপক। এই জন্য লোকে পর্ব্বতাদিতে ধূম দর্শন করিয়া বহ্নির অনুমান করিয়া থাকেন। এই অনুমান তিন প্রকার, পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট।

প্রত্যক্ষপূর্ব্বক জ্ঞান অনুমান। লিঙ্গজ্ঞানপূর্ব্বক লিঙ্গীর জ্ঞানকে অনুমান কহে।

যে পদার্থের অনুমিতি হইবে, তাহাকে লিঙ্গী বলে এবং যে পদার্থ দ্বারা অনুমিতি করা হইবে, তাহাকে লিঙ্গ বলে। যথা পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতিতে বহ্নি লিঙ্গী, ধূম লিঙ্গ, এবং পর্ব্বত পক্ষ। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ লিঙ্গকে হেতুসাধনাদি নামে এবং লিঙ্গীকে সাধ্যাদি নামে উল্লেখ করিয়াছেন। গৌতম বাৎস্যায়নাদি লিঙ্গিবিশিষ্ট পক্ষকে সাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পক্ষশব্দের মোটামুটি অর্থ, যে পদার্থে অনুমিতি করা হইবে। কিন্তু গৌতম বা বাৎস্যায়ন পক্ষ শব্দের এতা-দৃশ অর্থ কোন স্থলেও করেন নাই। উদ্যোৎকরাদি করিয়াছেন।

পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট, এই ত্রিবিধ অনুমানের বাচক পূর্ব্ববদাদি শব্দের অর্থ নানা লোকে নানারূপ করিয়া-

ছেন। কিন্তু বাৎস্যায়ন যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, তাহাই এই স্থলে আলোচনা করা যাইতেছে।

পূর্ব্ববৎ অনুমান—কারণদর্শনে কার্য্যের অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কারণলিঙ্গক, যেমন মেঘের উন্নতি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমান, অতিশয় মেঘ হইয়াছে, এই স্থলে মেঘরূপ কারণ দর্শন করিয়া অচিরে বৃষ্টি হইবে, এই বৃষ্টিরূপ কার্য্যের অনুমানকে পূর্ব্ববৎ অনুমান কহে।

শেষবৎ অনুমান—কার্য্যদর্শন করিয়া কারণের অনুমানকে শেষবৎ অর্থাৎ কার্য্যলিঙ্গক অনুমান কহে। যেরূপ নদীর অত্যন্ত বৃদ্ধি দর্শন করিয়া বৃষ্টির অনুমান।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান—কারণ ও কার্য্যভিন্ন কেবল ব্যাপ্য যে বস্তু তাহাকে দর্শন করিয়া যে অনুমিতি হয়, তাহাকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান কহে, যথা গগনমণ্ডলে সম্পূর্ণ শশধর সন্দর্শনে শুক্লপক্ষের অনুমানকে হেতু করিয়া গুণের অনুমান এবং পৃথিবীত্ব জাতিকে হেতু করিয়া দ্রব্যত্ব জাতির অনুমান। বাৎস্যায়ন সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের কোন লক্ষণ করেন নাই, কিন্তু এইরূপ উদাহরণ দিয়াছেন—সূর্য্যের গমনানুমান ইহা সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। উদ্যোতকর ও বিশ্বনাথ প্রভৃতি কার্য্যকারণ ভিন্ন লিঙ্গক অনুমানকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলিয়াছেন। এখন আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, সূর্য্যের গমনানুমান এই স্থলে লক্ষণানুসারে উদাহরণ হইতে পারে কি না? ইহাতে প্রথমে দেখিতে হইবে যে, ঐ গমনানুমানে লিঙ্গ কি কি? যদি সংযোগই লিঙ্গ হয়, তাহা হইলে ঐ সংযোগ গতির কার্য্য বলিয়া শেষবৎ অনুমানের অন্তর্গত হইয়া পড়ে, সুতরাং কার্য্যকারণাভিন্ন লিঙ্গক হইতে পারে না। দেশান্তরপ্রাপ্তি ও দেশান্তর সংযোগ হইতে ভিন্ন নহে, অতএব দেশান্তরপ্রাপ্তিজ্ঞান বিষয়ত্বাদি হেতু করিতে হইবে, এই স্থলে দেশান্তরপ্রাপ্তি গতিকার্য্য হইলেও দেশান্তরপ্রাপ্তিজ্ঞান বিষয়ত্ব গতিকার্য্য না বলিয়া তাদৃশ লিঙ্গক অনুমান শেষবৎ অনুমানের অন্তর্গত হইতে পারে না, সুতরাং সূর্য্যের গমনানুমান সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের উদাহরণ হইতে পারে। ইহা অনেকে বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা এই স্থলে কষ্ট কল্পনা করিতে হয় বলিয়া বলাকাপংক্তি প্রভৃতি লিঙ্গক জলাশয়াদির অনুমানকে একরে সাধু উদাহরণরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

বাৎস্যায়নের দ্বিতীয় কল্প—যে অনুমানের লিঙ্গলিঙ্গী সম্বন্ধ পূর্ব্বে দৃষ্ট, তাহা পূর্ব্ববৎ, যথা ধূমলিঙ্গক বহ্ন্যনুমান প্রসজ্যমান (যাহার প্রসক্তি আছে) ইতর ধর্ম্ম নিরাকৃত হইলে অবশিষ্ট ধর্ম্মানুমান শেষবৎ। যথা শব্দে গুণত্বানুমান, সৎ* পদার্থ বলিয়া শব্দে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব এবং কর্ম্মত্বরূপ ধর্ম্মত্রয়ের প্রসক্তি আছে, এখন শব্দ এক দ্রব্য সমবেত* বলিয়া দ্রব্য নহে, শব্দ সজাতীয় জনক হয় বলিয়া কর্ম্ম নহে, সুতরাং দ্রব্যত্ব কর্ম্মত্ব নিরাকৃত হইলে শব্দে অবশিষ্ট গুণত্বের অনুমান হয়। লিঙ্গ প্রকৃত লিঙ্গীর সম্বন্ধ অপ্রত্যক্ষ হইয়া কোন ধর্ম্ম দ্বারা লিঙ্গের সমানতা (একরূপতা) নিবন্ধন অপ্রত্যক্ষ লিঙ্গীর অনুমান সামান্যতো দৃষ্ট, যথা ইচ্ছাদি দ্বারা আত্মার অনুমান। প্রয়োগ যথা—

ইচ্ছাদি গুণ, গুণপদার্থ দ্রব্যবৃত্তি, অতএব ইচ্ছাদি ও দ্রব্যবৃত্তি। এখন দেখ, ইচ্ছাদির আধার আত্মরূপ দ্রব্য এবং ইচ্ছাদির সম্বন্ধও প্রত্যক্ষ নহে, ইচ্ছাদিতে গুণত্বরূপ ধর্ম্ম দ্বারা দ্রব্যবৃত্তি অন্য গুণের সহিত সমানতানিবন্ধন ইচ্ছাদির দ্রব্যবৃত্তিত্ব সিদ্ধি দ্বারা সামান্যতঃ দ্রব্যত্বরূপে আত্মারই সিদ্ধি হইয়াছে।

উদয়নাচার্য্য, গঙ্গেশ, বিশ্বনাথ প্রভৃতি পূর্ব্ববদাদিশব্দে যথাক্রমে কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী এই তিন প্রকার অনুমান বলিয়াছেন এবং তাহাদের ঐ কেবলান্বয়ী প্রভৃতির লক্ষ্য ও লক্ষণ মতভেদে নানারূপ ধারণ করিয়াছে।

উদয়ন মতে—কেবলমাত্র অন্বয়-সহচার জ্ঞানদ্বারা যে স্থলে হেতুসাধ্যের ব্যাপ্তি নির্ণয় হয়, সেই স্থলের হেতু কেবলান্বয়ী। কেবল-ব্যতিরেক-সহচারদ্বারা যে স্থানে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্তি নির্ণয় হয়, সেখানে হেতু কেবলব্যতিরেকী। উভয় সহচার দ্বারা যে স্থানে ব্যাপ্তি নির্ণয় হয় সেই স্থানে হেতু অন্বয়ব্যতিরেকী।

গঙ্গেশের মতে—যে স্থানে কেবল অন্বয় ব্যাপ্তি জ্ঞানদ্বারা অনুমিতি হয়, সেই স্থলে যে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান তাহাই কেবলান্বয়ী। কেবল-ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা অনুমিতি হইলে ঐ ব্যাপ্তিজ্ঞান কেবল-ব্যতিরেকী, উভয়বিধ ব্যাপ্তি দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞান অন্বয়ব্যতিরেকী।

উদ্যোতকর প্রভৃতি এই পূর্ব্ববদাদি ভিন্ন কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী এবং অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান স্বীকার করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে এবং ইহা নব্যন্যায়ের বিষয় বলিয়া অধিক আলোচিত হইল না।

অন্বয় ও ব্যতিরেক ভেদে গৌতমের মতেও অনুমান যে বিভিন্ন, তাহা গৌতমোক্ত হেতু প্রভৃতি লক্ষণদর্শনে সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

উপমান—কোন কোন শব্দের কোন কোন অর্থে শক্তি

* ন্যায় মতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম সৎ।

* শব্দ আকাশরূপ একমাত্র দ্রব্যে সমবেত সমবেত। শব্দের অর্থ সমবায় সম্বন্ধ। ঐ সম্বন্ধে অবয়বে অবয়বী, দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্ম, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে সামান্য বা জাতি এবং পরমাণুতে বিশেষ থাকে। অবয়বি দ্রব্য এক দ্রব্যে থাকে না, দ্রব্যদ্বয়াদিতে থাকে, অতএব দ্রব্য সমবেত হয় না।

পরিচ্ছেদকে উপমিতি কহে। যথা যে ব্যক্তি পূর্ব্বে গবয়জন্তু সন্দর্শন করে নাই, কিন্তু শুনিয়াছে, গোসদৃশ গবয়, অর্থাৎ যে বস্তুর আকৃতি অবিকল গোর আকৃতি তুল্য, গবয় শব্দে তাহাকে বুঝায়, সেই ব্যক্তি তৎকালে এই মাত্র জানে যে, যে বস্তু গোসদৃশ হইবে, গবয় শব্দে তাহাকেই বুঝাইবে। গবয় শব্দদ্বারা গবয় জন্তু বুঝায় জানে না। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তির নয়নপথে গবয় জন্তু পতিত হয়, তখন সেই ব্যক্তি ঐ গবয়ের আকৃতি গোর আকৃতি তুল্য দেখিয়া এবং পূর্ব্বশ্রুত গোসদৃশ গবয় এই বাক্যের স্মরণ করিয়া বিবেচনা করে, যদি গোসদৃশ জন্তুকে গবয় শব্দে বুঝায়, তবে যখন এই জন্তুটী গোসদৃশ হইতেছে তখন এই জন্তুই গবয়পদবাচ্য হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। এইরূপ গবয়শব্দের শক্তিপরিচ্ছেদকে উপমিতি কহে।

গৌতমসূত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ—'প্রসিদ্ধসাধর্ম্ম্য দ্বারা সাধ্যনিশ্চয়ের নাম উপমিতি, তৎকরণ উপমান।' বাৎস্যায়ন ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, অতিদেশবাক্যপ্রযোজ্য স্মৃতিসহকারে প্রসিদ্ধ বস্তুর সাদৃশ্যজ্ঞানদ্বারা অপ্রসিদ্ধবস্তুবিষয়ক সংজ্ঞাসংজ্ঞীর (নামনামীর) বোধ উপমিতি।

এক বস্তুতে অপর বস্তুর ধর্ম্মকথনকে অতিদেশ বাক্য বলে। 'গোরুর মত গবয়' এই বৃদ্ধবাক্যই অতিদেশ বাক্য।

গবয় গোসদৃশ—অরণ্যাদিতে গবয় দেখিয়া কোন গ্রামবাসী অভিজ্ঞব্যক্তির নিকট শুনিয়াছিল যে, গোসাদৃশ্য জ্ঞানবশতঃ অতিদেশবাক্যাধীন সংস্কার নিবন্ধন 'গোরুর মত গবয় হয়' এই বাক্য স্মরণ করিয়া ঈদৃশ জন্তুই গবয় সংজ্ঞার সংজ্ঞী বা এরূপ জন্তুর নামই গবয়, ইত্যাদ্যাকার সংজ্ঞা সংজ্ঞীর বোধই উপমিতি। গৌতম উপমিতির কোন বিভাগ করেন নাই। উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যভেদে উপমিতি দ্বিবিধ বলিয়াছেন, এই স্থলে উহা আলোচিত হইল না।

শব্দপ্রমিতি বা শব্দপ্রমাণ—শব্দদ্বারা যে বোধ হয়, তাহাকে শাব্দবোধ কহে। যেমন গুরুর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ছাত্রদের উপদিষ্ট অর্থের শব্দ বোধ জন্মে। গৌতমসূত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ, আপ্তবাক্যের নাম শব্দ, ঈদৃশ শব্দজন্য বোধ শাব্দপ্রমাণ। এই শব্দপ্রমাণ দ্বিবিধ—দৃষ্টার্থক ও অদৃষ্টার্থক।

যে শব্দের অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহাকে দৃষ্টার্থক, আর যাহার অর্থ অদৃশ্য তাহাকে অদৃষ্টার্থক কহে। ইহার উদাহরণ এইরূপ, 'তুমি গৌরবর্ণ', 'আমার পুস্তক অতি উত্তম' ইত্যাদি সিদ্ধার্থক বাক্য, আর 'যাগ করিলে স্বর্গ হয়', 'বিষ্ণুপূজায় বিষ্ণুর প্রীতি হয়', ইত্যাদি বিধিবাক্য। গৌতম এইরূপ প্রমাণ বলিয়া প্রমেয় পদার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রমেয়পদার্থ—আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গভেদে দ্বাদশ প্রকার। মুমুক্ষুব্যক্তির পক্ষে উক্ত আত্মাদি পদার্থ যথার্থ জ্ঞানযোগ্য বলিয়া প্রমেয়। প্রমাণ দ্বারাই এই প্রমেয় পদার্থ স্থির করিতে হয়, এই জন্য প্রথমে প্রমাণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে যথার্থ জ্ঞান বিষয়রূপ প্রমেয়র লক্ষণের নিখিল পদার্থই লক্ষ্য হইতে পারে, এই নিমিত্ত উত্তরকালীন নৈয়ায়িকেরা নিখিল পদার্থকেই প্রমেয় বলিয়াছেন। এই দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের যথাবিধ লক্ষণ ক্রমে লিখিত হইল।

আত্মা—ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, জ্ঞান, ইহা আত্মার (জীবাত্মার) লিঙ্গ অর্থাৎ অনুমাপক গুণ। কেহ কেহ লিঙ্গ শব্দের অর্থ লক্ষণ এইরূপও করেন—যাহার জ্ঞানাদি আছে তিনি আত্মা। যিনি চৈতন্যময়, তিনিই আত্মপদবাচ্য। আত্মা সকল ইন্দ্রিয় ও শরীরাদির অধিষ্ঠাতা, আত্মা না থাকিলে কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই কোন কার্য্য সম্পন্ন হইত না।

যেরূপ রথগমন দ্বারা সারথির অনুমান করা হয়, সেইরূপ জড়াত্মকদেহের চেষ্টাদি দেখিয়া আত্মাও অনুমিত হইতে পারে, চৈতন্যশক্তি শরীরাদির সম্ভবে না, কারণ যদি ঐ শক্তি শরীরাদির থাকিত, তাহা হইলে মৃতব্যক্তির শরীরেও চৈতন্যের উপলব্ধি হইত সন্দেহ নাই এবং যখন আমার শরীর ক্ষীণ হইয়াছে, আমার চক্ষুঃ বিকৃত হইয়াছে এইরূপ সকল লোকেরই প্রতীতি হইয়া থাকে, তখন আত্মা যে শরীর ও ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। এই আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকল জীবাত্মাপদবাচ্য, পরমাত্মা এক পরমেশ্বর। কুসুমাঞ্জলির আলোচনা স্থলে আত্মার বিষয় আলোচনা করা যাইবে।

শরীর—যাহা চেষ্টা, ইন্দ্রিয় ও সুখ দুঃখ ভোগের আয়তন তাহাকে শরীর কহে।

ইন্দ্রিয়—ভৌতিক ইন্দ্রিয় ৫ প্রকার, ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক্ এবং শ্রোত্র। ভূতও ৫ প্রকার ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।

অর্থ—(ইন্দ্রিয় বিষয়) গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দভেদে অর্থ ৫ প্রকার। এস্থলে অর্থ শব্দটী পারিভাষিক। গন্ধরসাদি এক এক ইন্দ্রিয়ের একএকটী বিশেষ বিষয় বলিয়া গন্ধাদি মাত্রকেই মোটামুটী ইন্দ্রিয়ার্থ বলা হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে প্রত্যক্ষবিষয় পদার্থমাত্রই ইন্দ্রিয়ার্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

বুদ্ধি—বুদ্ধি, জ্ঞান ও উপলব্ধি একপদার্থ। সাংখ্যেরা বুদ্ধি নামক অচেতন অন্তঃকরণরূপ দ্রব্য স্বীকার করেন এবং উক্ত

দ্রব্যের গুণবিশেষকে জ্ঞান এবং চেতন আত্মার ধর্ম উপলব্ধি স্বীকার করেন, নৈয়ায়িকেরা উহা স্বীকার করেন না, ইহার বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

যাহার স্বভাবতঃ বিষয় আছে তাহাকে বুদ্ধি কহে। এই বুদ্ধির বিষয় পরে বলা যাইবে।

মন—আত্ম-গুণ, জ্ঞানসুখাদিপ্রত্যক্ষকরণ।

নৈয়ায়িকেরা এককালে অনেক ইন্দ্রিয়জন্ত জ্ঞান স্বীকার করেন না, অর্থাৎ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষকালে শ্রাবণ বা স্পার্শন প্রত্যক্ষাদি হয় না। যথা—কোন ব্যক্তি গণিত বিষয়ে প্রণিধান করিলে, তখন গণিত শাস্ত্রবিধায়ক জ্ঞান ভিন্ন তাহার অন্য কোন শব্দাদি বিষয়ক জ্ঞান হয় না, ইহার কারণ কি? যদি ইন্দ্রিয় মাত্রই কারণ হইত, তাহা হইলে লিখিত অঙ্কাদিতে যেরূপ চক্ষুঃ সন্নিকর্ষ আছে, সেরূপ তাৎকালিক শব্দাদিতে ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ আছে বলিয়া উহার অঙ্কাদি চাক্ষুষের ন্যায় শব্দ প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা হয় না। অতএব বলিতে হইবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষমাত্র প্রত্যক্ষের কারণ নহে, অন্য একটী কোনও কারণ কাছে, যাহা থাকিলে জ্ঞান হয় এবং না থাকিলে জ্ঞান হয় না, ঐ কারণ আর কিছুই নহে, মনঃসংযোগ। কিন্তু উহা প্রত্যক্ষ নহে। এই নিমিত্ত গৌতম বলিয়াছেন, এককালে জ্ঞানদ্বয় না হওয়া মনের অনুমাপক। প্রবৃত্তি—(যত্ন) তিন প্রকার। মনঃআশ্রিত দয়া ও অসূয়াদি, বাক্যাশ্রিত মধুর ও পরুষাদি এবং শরীরাশ্রিত পরোপকার ও হিংসাদি। এই সকল প্রকার যত্নই দ্বিবিধ, পাপ ও পুণ্যরূপ।

দোষ—যাহা লোককে প্রবৃত্ত করায় উহা দোষপদবাচ্য, এই দোষ ত্রিবিধ। রাগ (অভিলাষ) দ্বেষ ও মোহ। রাগ, দ্বেষ ও মোহবশে লোক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অন্যথা নহে। রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে মোহ অধিক নিন্দনীয়। কারণ মোহ না থাকিলে রাগ দ্বেষ হয় না।

রাগ—কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ, মায়া ও দম্ভাদিভেদে রাগপদার্থ নানাবিধ। বস্তুবিষয়ের অভিলাষকে কাম, নিজ প্রয়োজন ভিন্নও পরের অভিমত বিষয়ের নিবারণেচ্ছাকে মৎসর কহে। পরগুণের নিবারণেচ্ছাও মৎসর। যাহাতে কোন বিষয়ের হানি না হয়, এমত বিষয়প্রাপ্তির ইচ্ছাকে স্পৃহা, আর আমার সঞ্চিত বস্তুর ক্ষয় না হউক, এতাদৃশ ইচ্ছাকে তৃষ্ণা, কার্পণ্যাদিভেদে তৃষ্ণাও নানাবিধ। উচিত ব্যয় না করিয়া ধনরক্ষণেচ্ছাকে কার্পণ্য কহে। যাহা দ্বারা পাপ হইতে পারে, এরূপ বিষয়ের প্রাপ্তীচ্ছাকে লোভ কহে। পরবঞ্চনেচ্ছার নাম মায়া, ছলক্রমে নিজের ধার্ম্মিকত্বাদি প্রকাশ করিয়া স্বকীয় উৎকৃষ্ট ব্যবস্থাপনেচ্ছাকে দম্ভ কহে।

ক্রোধ, ঈর্ষা, অসূয়া, অমর্ষ ও অভিমানাদিভেদে দ্বেষও নানাপ্রকার। নেত্রাদির রক্ততাদি-জনক দ্বেষকে ক্রোধ ও সাধারণ ধনাদি হইতে নিজাংশগ্রাহী এক অংশীর প্রতি অপর অংশীর যে দ্বেষ হয়, তাহাকে ঈর্ষা। পরগুণে বিদ্বেষের নাম অসূয়া।

প্রাণি-বিনাশজনক দ্বেষকে দ্রোহ, দুর্দান্ত অপকারীর প্রতি প্রত্যপকারাসমর্থ ব্যক্তির দ্বেষকে অমর্ষ এবং তাদৃশ অপকারীর অপকার করিতে না পারিয়া বৃথা আত্মাবমাননাকে অভিমান কহে।

বিপর্য্যয়, সংশয়, তর্ক, মান, প্রমাদ, ভয় ও শোকাদি ভেদে মোহও নানা প্রকার। অযথার্থ নিশ্চয়কে বিপর্য্যয় কহে। যে যে গুণ বাস্তবিক নিজের নাই, সেই সকল গুণ নিজে আরোপ করিয়া আপনাকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান করাকে মান, এবং অস্থিরমতিতাকে প্রমাদ বলা যায়। অনিষ্টজনক কোন ব্যাপার উপস্থিত হইলে তৎপ্রতীকারে নিজের অসামর্থ্যজ্ঞানকে ভয়, আর ইষ্টবস্তুর বিয়োগ হইলে পুনর্ব্বার তাহার অপ্রাপ্তির সম্ভাবনাকে শোক কহে।

প্রেত্যভাব—পুনর্জ্জন্ম, বারংবার উৎপত্তিকে অর্থাৎ একবার মরণ আর একবার জন্মগ্রহণ এবং পুনরায় মরণ ও তদনন্তর জন্মগ্রহণরূপ আবৃত্তিকে প্রেত্যভাব কহে। আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধি দ্বারা পুনর্জ্জন্ম সিদ্ধ হয়।

ফল—দোষ-সহকৃত প্রবৃত্তি-জনিত যে সুখ বা দুঃখের ভোগ উহা ফল, ফলের প্রতি দোষসহকৃত প্রবৃত্তিই কারণ।

দুঃখ—যাহা লোকের দ্বেষ্য বা প্রতিকূলবেদনীয়, তাহাকে দুঃখ কহে। এই দুঃখ মুখ্য ও গৌণভেদে দুই প্রকার। যাহা দুঃখান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া প্রতিকূলবেদনীয়, তাহা মুখ্য এবং যাহা দুঃখান্তরকে অপেক্ষা করিয়া প্রতিকূলবেদনীয় হয়, তাহা গৌণ দুঃখ। গৌতম বলিয়াছেন, জন্মের সহিত সতত দুঃখ অনুসক্ত থাকে বলিয়া জন্ম হওয়া দুঃখ।

অপবর্গ—দুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তিই অপবর্গ। অত্যন্ত শব্দের অর্থ যাহার পর আর দুঃখ হইবে না। মোক্ষসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, দুঃখ শব্দের অর্থ দুঃখরূপ জন্মের,—অত্যন্ত শব্দের তাৎপর্য্য গৃহীত জন্মের ত্যাগ এবং ভবিষ্যৎ জন্মগ্রহণ না করা। শঙ্করমিশ্র প্রভৃতি বলেন, দুঃখের অনুৎপাদই দুঃখবিমোক্ষ। বিশ্বনাথ প্রভৃতি বলেন, দুঃখবিমোক্ষ শব্দের অর্থ দুঃখনাশ এবং জন্মবিমোচন স্বতঃপ্রয়োজন হইতে পারে না বলিয়া মুক্তির স্বতঃপ্রয়োজনত্বরক্ষার্থ প্রকৃত দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি এবং তত্রত্য দুঃখ শব্দও প্রকৃতদুঃখপর বলিয়া বর্ণিত। যাহা হউক, গৌতমের অভি-

ন্যায়ের সহিত প্রকৃত বিষয়ে কাহারও বিশেষ বিরোধ নাই। কিন্তু সুষুপ্তিকালে স্বপ্ন না দেখিলে ক্লেশের অভাব থাকে বলিয়া অপবর্গ হইতে পারে, গৌতমের এইরূপ সূত্রে অভাব শব্দ অনুৎপাদপর, নাশপর নহে। কারণ, স্বপ্নাদর্শন ক্লেশনাশের প্রতি কারণ হইতে পারে না; কিন্তু স্বপ্ন না থাকিলে ক্লেশ উৎপন্ন হয় না, বলিয়া অনুৎপাদের প্রতি প্রযোজক হইতে পারে। এখন দেখা যাউক সুষুপ্তিকালীন ক্লেশ অনুৎপাদকে দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মুক্তিপ্রযোজক দোষরূপ ক্লেশাভাব ও ক্লেশানুৎপাদই গ্রহণ করিতে হইবে এবং দোষানুৎপাদ দুঃখনাশের কারণ না বলিয়া দোষের অনুৎপাদ প্রযোজ্য এবং দুঃখের অনুৎপাদরূপ মুক্তি গৌতমের অভিপ্রেত ইহা বুঝা যায়। এই দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়।

প্রমাণ ও প্রমেয় বলা হইল, এখন সংশয়ের বিষয় আলোচনা করা যাউক।

সংশয়—সাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান, অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান এবং বিপ্রতিপত্তি বাক্যার্থ জ্ঞান ও উপলব্ধির অব্যবস্থাই সংশয়ের প্রতি কারণ। অনুপলব্ধির অব্যবস্থাকেও কেহ কেহ স্বতন্ত্র কারণ বলেন, কিন্তু উহা বাৎস্যায়নাদি কাহারও মতসিদ্ধ নহে।

উভয়ের সমান বা একধর্ম্মকে সাধারণ ধর্ম্ম কহে, যথা স্থাণু ও পুরুষের ঊর্দ্ধত্ব সমান, সুতরাং সাধারণ ধর্ম্ম। যাহা কি সমানজাতীয়, কি অসমানজাতীয় কাহারও ধর্ম্ম নহে, এরূপ ধর্ম্মকে অসাধারণ ধর্ম্ম বলে। শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যসত্তা শব্দের অসাধারণ ধর্ম্ম, শব্দের সজাতীয় অন্যগুণের বা শব্দের অসজাতীয় দ্রব্যধর্ম্মে কোথাও শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্তা নাই, ঐ অসাধারণ ধর্ম্ম জ্ঞানাধীন শব্দে গুণত্বাদি সংশয় হইয়া থাকে। পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যদ্বয়কে বিপ্রতিপত্তিবাক্য বলে। কেহ বলিল আত্মা আছে, কেহ বলিল আত্মা নাই, এইরূপ 'আত্মা আছে কি না' বিরুদ্ধার্থ জ্ঞানহেতু এইরূপ সংশয় হইয়া থাকে।

উপলব্ধির অব্যবস্থা শব্দের অর্থস্থিরতা না থাকা, বা অপ্রমাণ্য সংশয়, সরোবরাদিতে জল জ্ঞান সত্য হয়; কিন্তু আবার প্রথম মরীচিকাতে প্রথম জলজ্ঞানের ভ্রম হইলে, পরে যে সময় নিকট যাওয়া যায়, তখন জলাভাব জ্ঞান হইয়া জলজ্ঞানের মিথ্যাত্ব বোধ হয়। অনুপলব্ধি শব্দের অর্থ অজ্ঞানের বা বিপরীত জ্ঞানের স্থিরতা না থাকা, বা অপ্রমাণ্যসংশয়, যথা—মূলবিশেষে প্রথমে জলের জ্ঞান হইল না, বরং জলের অভাবই বোধ হইল, কিন্তু পরে যখন জল দেখা গেল, তখন জলাভাব জ্ঞানে মিথ্যাত্ব বোধ হইল, তজ্জন্য অন্যত্র জলাভাব জ্ঞানে অপ্রমাণ্য সংশয় হইয়া জল আছে কি না, এইরূপ সংশয়ই হইয়া থাকে। অব্যবস্থা শব্দের অন্যার্থও হইতে পারে। বিশ্বনাথ প্রভৃতি অপ্রামাণ্য সংশয় এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রয়োজন—যে বস্তু ইচ্ছানিবন্ধন লোকে প্রবৃত্ত হয়, তাহার নাম প্রয়োজন, যথা সুখ, দুঃখনিবৃত্তি প্রভৃতি। সুখাদির ইচ্ছাবশতঃই লোকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। গৌতম প্রয়োজনের কোন বিভাগ করেন নাই। গদাধর মুক্তিবাদে গৌণ ও মুখ্যভেদে দ্বিবিধ প্রয়োজন স্বীকার করিয়াছেন।

অভিলষণীয় বিষয়ের সম্পাদক বলিয়া যে বিষয় অভিলষণীয় হয়, তাহাকে গৌণ আর তদতিরিক্ত কেবল অভিলষণীয় বিষয়কে মুখ্যপ্রয়োজন কহে। যাহা জীবের স্বভাবতঃ ইষ্ট, তাহাই মুখ্য প্রয়োজন, যথা সুখ ও সুখভোগ এবং দুঃখনিবৃত্তি। কিন্তু যাহা স্বভাবতঃ ইষ্ট নহে, কিন্তু সুখাদির জনক বলিয়া ইষ্ট হয়, তাহা গৌণ প্রয়োজন। যথা—ভোজনাদি, স্বভাবতঃ ভোজনাদির ইচ্ছা হয় না, ভোজন সুখজনক বা ক্ষুধাদিজনিত দুঃখনিবৃত্তিজনক বলিয়া ভোজনের ইচ্ছা হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত—প্রকৃত বিষয়ের দৃঢ়ীকরণার্থ যে প্রসিদ্ধ স্থলের উপন্যাস করা যায়, সেইস্থলকে দৃষ্টান্ত কহে, অর্থাৎ লোকজ্ঞ এবং শাস্ত্রজ্ঞ উভয়ে যে বিষয় স্বীকার করে, তাহাকে দৃষ্টান্ত বলা যায়। যথা এই পর্ব্বতে অগ্নি আছে যেহেতু ধূম দেখা যাইতেছে, যে যে স্থলে ধূম থাকে, সেই সেই স্থলেই বহ্নি থাকে, যেমন রন্ধনশালা, এই স্থলে রন্ধনশালা এই অংশই দৃষ্টান্ত শব্দবাচ্য।

সিদ্ধান্ত—অনিশ্চিত বিষয়ের শাস্ত্রানুসারে নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে। ইহা এইরূপ ইত্যাদ্যাকারসংস্থিতি বা পরিগ্রহের অর্থাৎ দৃঢ় নিশ্চয় স্বীকার বা স্বীকৃত পদার্থের নাম সিদ্ধান্ত। যথা—কি হইলে মুক্তি হয়, এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, 'তত্ত্বজ্ঞান হইলে মুক্তি হয়, এইরূপ নিশ্চয় করা। এই সিদ্ধান্ত চারিপ্রকার—সর্ব্বতন্ত্র, প্রতিতন্ত্র, অধিকরণ এবং অভ্যুপগম। যে বিষয় সকলশাস্ত্রেই স্বীকৃত হইয়াছে, এইরূপ বিষয় স্বীকারের নাম সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেরূপ পরধনাপহরণ, পরস্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি দোষ সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য, আর দীনের প্রতি দয়া প্রভৃতি সৎকর্ম্ম সকলশাস্ত্রেরই অভিমত, ইহাই সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যে বিষয় শাস্ত্রান্তরসম্মত নহে, এতদ্বিষয়ের স্বীকারকে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত কহে; অর্থাৎ যাহা একশাস্ত্রসিদ্ধ কিন্তু অন্যশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত যথা—ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব সাংখ্যশাস্ত্র বিরুদ্ধ, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র সম্মত অতএব উহা প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত।

এক পদার্থের সিদ্ধি হইলে তাহার আনুষঙ্গিক যে পদার্থের সিদ্ধি হয়, তাহা অধিকরণসিদ্ধান্ত। যথা—ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব সিদ্ধিবারা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন আত্মরূপ একজ্ঞাতা সিদ্ধ হই-

যাছে। ইহা অধিকরণসিদ্ধান্ত। যে বিষয় সাক্ষাৎসূত্রে বলা হয় নাই, অথচ তাহার ধর্মকথনদ্বারা প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত।

যথা—গৌতম মনকে সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় বলেন নাই, অথচ মনকে সুখ সাক্ষাৎকারাদি করণ স্বীকার করিয়া প্রকারান্তরে ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন।

অবয়ব—বিচারাঙ্গ বাক্যবিশেষকে অবয়ব কহে। অবয়ব ৫টী—প্রতিজ্ঞা; হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। এই পঞ্চাবয়বকে ন্যায় কহে।

প্রতিজ্ঞা—যে বিষয়ের ব্যবস্থাপন করিতে হইবে, তাহার উপন্যাসকে প্রতিজ্ঞা কহে। যথা—পর্ব্বতে বহ্নির সাধনার্থ 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্' অর্থাৎ পর্ব্বতে অগ্নি আছে ইত্যাদিবাক্য।

হেতু—কি হেতু পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এই জিজ্ঞাসা নিরাসার্থ তদনুমাপক হেতুর যে উপন্যাস, তাহাকে হেতু কহে। অর্থাৎ সাধ্যকে সাধন করিবার জন্য প্রযুক্ত লিঙ্গবাক্যকে হেতু বলে। যেমন ঐ স্থলেই 'ধূমাৎ' অর্থাৎ ধূমহেতু এই বাক্যের উপন্যাস। এই হেতু দ্বিবিধ, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। পর্ব্বতে ধূম থাকিলে বহ্নি থাকে কেন? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ, 'যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্', অর্থাৎ যে যে স্থানে ধূম থাকে সেই সেই স্থানেই বহ্নি থাকে যথা—রন্ধনশালা ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগকে ব্যতিরেকী উদাহরণ কহে।

১। প্রতিজ্ঞা। পর্ব্বতে বহ্নি আছে বা পর্ব্বত বহ্নিমান্।

২। হেতু। ধূম আছে বলিয়া।

৩। উদাহরণ। যে যে স্থানে ধূম আছে, তথায় বহ্নি আছে যেরূপ পাকশালাদি।

উক্ত উদাহরণ বাক্য দ্বারা বহ্নিবিশিষ্ট পর্ব্বতরূপ সাধ্যের সহিত পাকশালাদিরূপ দৃষ্টান্তের ধূমবত্ত্বাদিরূপ সাধর্ম্ম্য বা এক রূপভাব হওয়ায় এই স্থলে অন্বয়ীহেতু হইয়াছে।

ব্যতিরেকী হেতু—আর পূর্ব্বোক্ত শঙ্কানিরাকরণার্থ 'যন্নৈবং তন্নৈবং' অর্থাৎ যে স্থানে বহ্নি না থাকে সে স্থানে ধূমও থাকে না, যথা—পুষ্করিণী ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগকে, ব্যতিরেক উদাহরণ কহে। অর্থাৎ যে ন্যায়বাক্যের অন্তর্গত উদাহরণ বাক্য দ্বারা সাধ্য ও দৃষ্টান্তের বৈধর্ম্ম্য বা বিরুদ্ধরূপতা বোধ হয়, সেই ন্যায়ান্তর্গত হেতুবাক্যকে ব্যতিরেকী হেতু বলে।

১ প্রতিজ্ঞা। পর্ব্বত বহ্নিমান্।

২ হেতু। ধূম আছে বলিয়া।

৩ উদাহরণ। যে স্থানে ধূম নাই তথায় বহ্নি নাই যথা—হ্রদ জলাশয় প্রভৃতি।

এই উদাহরণ বাক্যদ্বারা পর্ব্বতরূপ পক্ষের (বহ্নির অভাব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্মের) হ্রদে বোধ হইতেছে অতএব এই স্থলে ব্যতিরেকী হেতু হইয়াছে।

সাধ্য দৃষ্টান্তের একরূপতারূপ সাধর্ম্ম্যনিবন্ধন অন্বয়ব্যতিরেক-কল্পনা প্রাচীন সম্মত। ইহাতে নব্যেরা বলিয়া থাকেন যে, ন্যায়ের অন্তর্গত উদাহরণ বাক্যদ্বারা হেতু ও সাধ্যের (লিঙ্গীর) অন্বয়সহচার বা অন্বয়ব্যাপ্তি বোধ হয়, সেই ন্যায়ান্তর্গত হেতুবাক্য অন্বয়ীহেতু। (বস্তুদ্বয়ের একত্রাবস্থানকে অন্বয়-সহচার বলে, অভাবদ্বয়ের একত্রাবস্থানকে ব্যতিরেক-সহচার বলে এবং উহার ঐ সহচারদ্বয় নিয়ত বা অব্যভিচারী হইলে, উহাকে ক্রমে অন্বয় ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলে।)

পূর্ব্বোক্ত যে যে স্থানে ধূম আছে তথায় বহ্নি আছে, এই উদাহরণ বাক্যে ধূমরূপ হেতুর এবং বহ্নিরূপ সাধ্যের অন্বয় সহচার বা ধূমে বহ্নির অন্বয়ব্যাপ্তি বোধ হইল বলিয়া তত্রত্য হেতুবাক্য অন্বয়ীহেতু। যে বাক্য দ্বারা হেতুসাধ্যের ব্যতিরেক সহচার বা ব্যতিরেক ব্যাপ্তি বোধ হয়, সে ন্যায়ান্তর্গত হেতুবাক্য ব্যতিরেকী হেতু।

উপনয়—পক্ষে হেতুবোধক বাক্যের নাম উপনয়। ব্যতি-রেকী উপনয়স্থলেও হেতুর অভাবের অভাব হওয়ায় প্রকারা-ন্তরে হেতুর বোধ হইয়া থাকে। এই উপনয়ও দ্বিবিধ, অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী। অন্বয়ী যথা—

যে যে স্থানে বহ্নি আছে, তথায় ধূম আছে। যথা—পাকশালা।

উপনয়। পর্ব্বত যেরূপ অর্থাৎ ধূমবান্। ব্যতিরেকী যথা—যেখানে বহ্নি নাই, তথায় ধূম নাই, যথা—হ্রদাদি।

উপনয়। পর্ব্বত যেরূপ নহে। (অর্থাৎ ধূমাভাব পর্ব্বতে নাই)।

নিগমন—হেতু কথন দ্বারা প্রতিজ্ঞাবাক্যের পুনঃ কথনকে নিগমন বলে, অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতসাধ্যের উপসংহার বাক্যকে নিগমন কহে। যেমত 'তস্মাৎ বহ্নিমান্' অর্থাৎ সেই হেতু পর্ব্বতে বহ্নি আছে, ইত্যাদি বাক্য।

নিগমন—অতএব (অর্থাৎ ধূম আছে বলিয়া) পর্ব্বত বহ্নিমান্।

অনেক নব্যনৈয়ায়িক উপনয় ও নিগমন বাক্যার্থবোধেও ব্যাপ্তিজ্ঞান স্বীকার করিয়া থাকেন এবং পর্ব্বত এরূপ শব্দে বহ্নিব্যাপ্যবান্ ইত্যাদি অর্থ করেন। এই সকল বিষয় আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে নব্যন্যায়ে আলোচিত হইয়াছে, তাহা সহজবোধ্য হইবে না বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইল।

এ স্থানে অনেকের আশঙ্কা হইতে পারে যে, অন্যদার্শ-নিকগণ (বৈদান্তিক) উদাহরণ উপনয় ও নিগমন এই ত্রিবিধ অবয়বমাত্র স্বীকার করেন এবং তিন অবয়বই তাঁহাদের মতে

ন্যায়, গৌতমের মত পঞ্চাবয়ব স্বীকার করেন না, গৌতম পঞ্চাবয়ব কেন স্বীকার করিয়াছেন এ সম্বন্ধে চিন্তামণিকার প্রভৃতি এইরূপ যুক্তি দিয়াছেন। প্রথম দেখিতে হইবে ন্যায় প্রয়োগ হয় কেন? এ বিষয়ে সকলেই স্বীকার করিবেন, যে কোন বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইলে ঐ সংশয়নিবারণার্থ তত্ত্বপ্রশ্নাধীন ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে; অতএব দেখা উচিত কিরূপ প্রশ্নে ন্যায় প্রয়োগ হয়। যথা—পর্ব্বতে অগ্নির সংশয় হইলে পর্ব্বতে অগ্নি আছে কি না? এইরূপ প্রশ্ন হয়।

ইহার উত্তরে যদি বলা যায় যে, যে স্থানে ধূম আছে তথায় বহ্নি আছে, তাহা হইলে প্রশ্নকারীর এই বাক্যদ্বারা সংশয় নিবৃত্ত হয় না বলিয়া অজিজ্ঞাসিত দোষরূপ অর্থান্তরগ্রস্ত হইয়া পড়ে। অতএব ঐ প্রশ্নের উত্তরে প্রথম তোমাকে বলিতে হইবে, পর্ব্বতে বহ্নি আছে। তৎপরে বহ্নি আছে তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলিতে হইবে ধূম আছে বলিয়া, তৎপরে ধূম আছে বলিয়া বহ্নি থাকিবে, তাহারই বা শান্ত্র কি? তখন বলিতে হইবে, যে স্থানে ধূম আছে তথায় বহ্নি আছে, ধূম থাকিলে বহ্নি থাকিতেই হইবে। যথা—পাকশালা। অতএব প্রশ্নাধীন প্রতিজ্ঞাদিক্রমেই বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া নৈয়ায়িকেরা প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চাবয়বকেই ন্যায় স্বীকার করিয়াছেন।

বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে অবগত হওয়া যায় যে, কেহ কেহ দশ প্রকার অবয়ব স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাদি ৫ প্রকার, আর জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্যপ্রাপ্তি, (প্রতিজ্ঞাদি বাক্যের স্বার্থনির্ণয়ক্ষমত্ব) প্রয়োজন ও সংশয়ব্যুদাস (সংশয় নিবৃত্তি) এই দশ প্রকার ন্যায়াবয়ব। গৌতম প্রতিজ্ঞাদি বাক্যপঞ্চকেই নির্ণেতব্য অর্থের নির্ণয়বিষয়ে সমর্থ বলিয়া উক্ত বাক্যপঞ্চকেই ন্যায়াবয়ব স্বীকার করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা প্রভৃতি পরম্পরা ক্রমে নির্ণেতব্য অর্থের নির্ণয় বিষয়ে উপযোগী হইলেও স্বতঃ তাদৃশ অর্থনির্ণয়ে সমর্থ হয় না বলিয়া জিজ্ঞাসাদি পঞ্চকে ন্যায়াবয়ব বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

কেহ কেহ উদাহরণ ও উপনয় এই দুইটীকে মাত্র ন্যায়াবয়ব স্বীকার করেন, যে হেতু এই দুইটীই সাধ্য সিদ্ধির উপযোগী। ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতাদি নির্ণয় দ্বারা নির্ণেতব্য অর্থের নির্ণয় করে। ইত্যাদি রূপ ন্যায়াবয়বের সংখ্যা বিষয়ে আরও অনেক মতভেদ আছে। গৌতম ন্যায়ের পঞ্চাবয়ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া পঞ্চাবয়বের বিষয় লিখিত হইল, অন্যান্য মতের বিষয় আলোচিত হইল না।

তর্ক—আপত্তি বিশেষকে তর্ক কহে, অর্থাৎ সন্দিগ্ধ পদার্থ বিষয়ক যুক্তি সম্বলিত উহ ই (ঊহন) তর্ক পদবাচ্য। যথা পর্ব্বত যদি বহ্নিমান্ না হয়, তবে ধূমবান্ হইতে পারে না, যে হেতু ধূম বহ্নিব্যাপ্য, ইত্যাদি। গৌতম তর্কের কোনরূপ বিভাগ করেন নাই, কিন্তু অন্যান্য নৈয়ায়িকগণ ইহা ৫ শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন, আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা ও প্রমাণবাধিতার্থপ্রসঙ্গ।

নির্ণয়—অসন্দিগ্ধ জ্ঞানই নির্ণয়, অর্থাৎ বিবেচনা করিয়া পক্ষ ও প্রতিপক্ষ দ্বারা যে অর্থাবধারণ তাহাকে নির্ণয় কহে।

বাদ—পরস্পর জিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃতবিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়ার্থ বাদী ও প্রতিবাদীর বিচারকে বাদ কহে, অর্থাৎ প্রমাণ ও তর্কদ্বারা স্বপক্ষ সাধন ও পরপক্ষদূষণপূর্ব্বক সিদ্ধান্তের অবিরোধী পঞ্চাবয়বযুক্ত বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি ও প্রত্যুক্তি কথনকে বাদ বলে। এস্থানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, বাদী ও প্রতিবাদীর উভয়ের বাক্য কিরূপে প্রমাণতর্কাদিবিশিষ্ট হইতে পারে, ইহার উত্তর এইরূপ, যে লক্ষণস্থ প্রমাণাদি শব্দের অর্থ যাহা (যাহাতে প্রমাণ, তর্ক প্রভৃতি বলিয়া কথিত হইয়াছে), তাহাই বুঝিতে হইবে। যদি লোকে ভ্রমবশতঃ প্রমাণাভাস, তর্কাভাস, সিদ্ধান্ত এবং ন্যায়াভাস প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বিচারের বাদত্বহানি হয় না।

বাদবিচারে সকলে অধিকারী নহে। যাহারা প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্বনির্ণয়েচ্ছু, যথার্থবাদী, বঞ্চকতাদিদোষশূন্য, যথাকালে প্রকৃতোপযোগী কথনে সমর্থ, সিদ্ধান্তবিষয়ের অপলাপ করে না এবং যুক্তিসিদ্ধবিষয় স্বীকার করিয়া থাকে, তাহারাই বাদবিচারে অধিকারী।

কিন্তু বিজিগীষাবশতঃ লোকে যদি প্রমাণাদি বলিয়া প্রমাণাভাসাদি প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বাদ হইবে না। তত্ত্বনির্ণয়ের নিমিত্ত বাদপ্রতিবাদই বাদলক্ষণের লক্ষ্য, এবং নিজপক্ষ দৃঢ় করিবার জন্য হেতু উদাহরণের অধিক প্রয়োগ যুক্ত বলিয়া বাদবিচার স্থলে অবয়বের আধিক্য দোষাবহ নহে। উদাহরণ বা উপনয়রূপ অবয়বপ্রয়োগ না করিলে প্রকৃতার্থ সিদ্ধ হয় না বলিয়া লক্ষণসূত্রস্থ পঞ্চাবয়ব শব্দ দ্বারা ন্যূনাবয়বেরই প্রতিষেধ করা হইয়াছে, অধিকের নিষেধ করা হয় নাই। লক্ষণসূত্রস্থ পঞ্চাবয়বযুক্ত এই শব্দদ্বারা হেত্বাভাসের নিরাশ এবং সিদ্ধান্তবিরোধী শব্দদ্বারা অপসিদ্ধান্তেরও নিরাশ করা হইয়াছে। হেত্বাভাস নিগ্রহস্থানান্তর্গত হইলেও হেত্বাভাসের পৃথগভিধান করা হইয়াছে, এ সম্বন্ধে বৃত্তিকার ও বার্ত্তিককার প্রভৃতির মত এইরূপ।

বার্ত্তিককার—বাদে কথনীয় বলিয়া হেত্বাভাসের পৃথগভিধান হইয়াছে, একথা স্বীকার করিলে ও ন্যূনাধিক অপসিদ্ধান্তাদিও বাদে কথনীয় বলিয়া তাহারও পৃথগভিধান করা হইতে পারে,

অতএব বিদ্যাপ্রস্থানভেদজ্ঞাপনার্থই হেত্বাভাস পৃথক্‌রূপে কথিত হইয়াছে।

বৃত্তিকার—নিগ্রহস্থানান্তর্গত হেত্বাভাস কথনেই বিদ্যা-বিষয় ভেদ জানা যাইতে পারে, এই জন্য হেত্বাভাসের পৃথ-গুপাদানের কোন আবশ্যকতা নাই, এইরূপে বার্ত্তিকের প্রতি দোষারোপ করিয়া অন্যরূপ মীমাংসা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের মতই যুক্তিযুক্ত এইজন্য এস্থলে আর অন্য মত-সকল আলোচিত হইল না।

জল্প—প্রমাণ, তর্ক, ছল, জাতি এবং নিগ্রহ স্থান দ্বারা যথাযোগ্য স্বপক্ষসাধন এবং পরপক্ষ প্রতিষেধযুক্ত বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি ও প্রত্যুক্তিকে জল্প বলে। জল্প বিচারবিজিগীষা-বশতঃ হইয়া থাকে। এই জল্পে প্রমাণাভাস, তর্কাভাস ও অবয়বাভাস প্রয়োগ হইয়া থাকে। স্বপক্ষ সাধন ও পরপক্ষ-প্রতিষেধরূপ বিজিগীষুদ্বয়ের উক্তি প্রত্যুক্তিই প্রকৃতপক্ষে জল্প-পদবাচ্য।

বিতণ্ডা—স্বপক্ষ সাধনরহিত পরপক্ষপ্রতিষেধক জল্পকেই বিতণ্ডা কহে।

হেত্বাভাস—প্রকৃতবিষয়ের বাস্তবিক সাধন না হইলেও আপাততঃ প্রকৃতবিষয়ের সাধন বলিয়া যাহাকে বোধ হয়, তাহাকে হেত্বাভাস কহে। অর্থাৎ ইহার মোটামুটী অর্থ—অসা-ধক বা দুষ্টহেতুকেই হেত্বাভাস কহা যায়। যাহার জ্ঞান হইলে প্রকৃতার্থের সিদ্ধি হয় না, তাহাকে অনুমিতিবিষয়ে দোষ বলা যায়। এই দোষ ৫ প্রকার, ব্যভিচার, বিরোধ, প্রক-রণসম, অসিদ্ধি এবং কালাত্যয়। দোষ ৫ প্রকার বলিয়া দুষ্টহেতু (হেত্বাভাস)ও ৫ প্রকার, যথা সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, অসিদ্ধ এবং অতীতকাল।

ব্যভিচার ও অব্যভিচার—হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তির অভাব থাকিয়া সাধ্যাভাবের ব্যাপ্তি না থাকাতে ব্যভিচার এবং ব্যভি-চারযুক্ত হেতুকে অব্যভিচার বলে। যথা পর্ব্বতে ধূম আছে, বহ্নি আছে বলিয়া, এস্থানে ধূম সাধ্য, বহ্নি হেতু, ধূমশূন্য অয়োগো-লকে (লৌহপিণ্ড) এবং ধূমযুক্ত পর্ব্বতাদিতে বহ্নি আছে বলিয়া বহ্নিতে ধূম বা ধূমাভাব কাহারও ব্যাপ্তি নাই, অতএব ধূমশূন্য স্থানে স্থিতি এবং ধূমযুক্ত স্থানে স্থিতি, এই উভয় স্থিতি-রূপ সাধ্য ও সাধ্যাভাব ব্যাপ্তির অভাবই বহ্নিতে ধূমের ব্যভি-চার, এবং ব্যভিচারবিশিষ্ট বহ্নি সব্যভিচার। ইহার তাৎপর্য্য, ধূম থাকিলে বহ্নি থাকিতেই হইবে, কিন্তু বহ্নি থাকিলে যে ধূম থাকিবে তাহা নহে, ধূম থাকিতেও পারে, নাও পারে। পর্ব্বতাদিতে বহ্নি হেতু ধূম আছে সত্য, কিন্তু অয়োগোলকে ধূম নাই এই জন্য ইহা ব্যভিচার। ব্যভিচার-জ্ঞান থাকিলে পক্ষে সাধ্যব্যাপ্যহেতু জ্ঞানরূপ লিঙ্গপরামর্শ হইতে পারে না বলিয়া প্রকৃতার্থসিদ্ধিও হইতে পারে না সুতরাং ব্যভিচার দোষ হয়।

বিরুদ্ধ—যাহা প্রকৃত সিদ্ধান্তের বিরোধী তাহাকে বিরুদ্ধ বলে। যেরূপ পদার্থসকল কারণযুক্ত এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুর রূপাদির মূলকারণ গন্ধাদি পদার্থ নাই এইরূপ বলিলে যেরূপ মূলকারণ রূপাদির অভাব পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে বিরুদ্ধ হইয়া থাকে বলিয়া বিরুদ্ধ।

প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষ—তুল্যবল পরামর্শকালীন পর-স্পর বিরুদ্ধ অর্থসাধনের নিমিত্ত তুল্য বলসংযোগ-সহকারে প্রযুক্ত হেতুদ্বয়কে সৎপ্রতিপক্ষ বলে। এক পক্ষ বলেন, শব্দ রূপাদির ন্যায় বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া অনিত্য, আবার আর এক পক্ষ বলেন, শব্দ আকাশাদির ন্যায় স্পর্শশূন্য বলিয়া নিত্য। এস্থানে যে সময় অন্যতর পক্ষে হেত্বাভাসাদির উদ্ভাবন না হইবে, সে সময়ে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব এবং স্পর্শশূন্যত্বরূপ হেতু-দ্বারা পরস্পর বিরুদ্ধার্থ সাধনে সমানবলযুক্ত বলিয়া সৎপ্রতিপক্ষ, কিন্তু অন্যতরপক্ষে তর্কাদি দ্বারা বলের আধিক্য বা হেত্বাভাসাদি দ্বারা ন্যূনতা হইলে সৎপ্রতিপক্ষ হইবে না। পরস্পর বিরুদ্ধার্থ সাধনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হেতুদ্বয়ের অদুষ্টতা হইতে পারেনা বলিয়া সৎপ্রতিপক্ষ স্থলে উত্তরকালে যে পক্ষে যাদৃশ হেত্বাভাস উদ্ভাবিত হইবে, সেপক্ষীয় হেতু তাদৃশ হেত্বাভাস দ্বারা দুষ্ট হইবে। উভয় পক্ষে হেত্বাভাস থাকিলে উভয়পক্ষই দুষ্ট হইবে। যদি বাদী প্রতিবাদী অথবা মধ্যস্থ কোন পক্ষে হেত্বাভাস উদ্ভাবন না করেন, তবে তৎকালে হেতুর দুষ্টত্ব ব্যবহার হইবে না।

অসিদ্ধ—সাধ্যের ন্যায় হেতু যদি পক্ষে অসিদ্ধ বা অনিশ্চিত হয়, তবে তাহাকে অসিদ্ধ বলে। যথা ছায়া দ্রব্য, গতি আছে বলিয়া, এস্থানে ছায়া পক্ষ, দ্রব্যত্বাভাবসাধ্য গতি হেতু। অর্থাৎ এ স্থলে গতিকে হেতু করিয়া ছায়ার দ্রব্যত্ব সিদ্ধ করা হইল। কিন্তু নৈয়ায়িকমতে ছায়াতে দ্রব্যত্বাভাব (দ্রব্যত্ব) যেরূপ অসিদ্ধ, সেইরূপ গতিমত্ত্বও অসিদ্ধ বা অনিশ্চিত বলিয়া এইরূপ হেতু অসিদ্ধ বা সাধ্যসম।

কালাতীত বা বাধিত পক্ষে সাধ্যসত্তার কাল অতীত হইলে পক্ষে সাধ্যসাধনের জন্য হেতুকে কালাতীত বলে। যাহার একদেশ নিজকাল অতীত হইলে অভিহিত হয়, সেই হেতুকে কালাতীত কহে।

ছল—বক্তা যে অর্থতাৎপর্য্যে যে শব্দ প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া তদ্বিপরীত অর্থ কল্পনাপূর্ব্বক মিথ্যা যে দোষারোপ করা তাহাকে ছল কহে। বাদিবাক্যের অর্থান্তরকল্পনা অর্থাৎ বক্তার অভিপ্রায় হইতে অন্যার্থ বা তাৎপর্য্য কল্পনা করিয়া বাদিবাক্যের প্রত্যাখ্যানকে ছল কহে। যথা—

আমি হরির প্রসাদ খাইতেছি। এস্থলে হরি শব্দের বিষ্ণুরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিয়া বানররূপ অর্থকল্পনা করিয়া তাহাকে তিরস্কার করা ইহাই ছল। এই ছল ত্রিবিধ, বাক্‌ছল, সামান্য ছল উপচার ছল।

অনেকার্থশব্দপ্রয়োগ করিলে বাদীর অভিপ্রেতার্থ ভিন্ন অর্থ কল্পনা করিয়া বাদিবাক্য প্রত্যাখ্যানকে বাক্‌ছল কহে। যথা—'সমাগত ব্যক্তি নবকম্বলধারী, এই বাদিবাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী বলিতেছে, ইহার একখানা কম্বল আছে নয়খানা কম্বল কোথায়। এই প্রতিবাদীর বাক্যই বাক্‌ছল। নবকম্বলশব্দে, নূতনকম্বল এবং ৯ খানা কম্বল, এই দুই অর্থ হইতে পারে, কিন্তু বাদী নবশব্দে নূতন এই অর্থে ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু প্রতিবাদী ঐ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া ৯ সংখ্যা এইরূপ অর্থ করিয়াছে। এস্থলে প্রতিবাদী বাদীর বাক্যের দ্বিতীয়ার্থ গ্রহণ করায় বাক্‌ছল হইয়াছে।

সম্ভবপর সামান্যতঃ অর্থাভিপ্রায়ে অভিহিত বাদিবাক্যের অসম্ভবার্থ কল্পনা করিয়া সামান্যধর্ম্মের কদাচিৎ অতিক্রম নিবন্ধন বাদিবাক্যপ্রত্যাখ্যানকে সামান্যচ্ছল কহে। যথা—বাদী বলিল, 'এই ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান্'। ইহাতে প্রতিবাদী বলিল ব্রাহ্মণ যদি বিদ্বান্ হয়, তবে ব্রাহ্মণ-শিশুও ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদ্বান্ হউক, কিন্তু তাহা হয় না, সুতরাং তোমার কথা মিথ্যা।

এখন দেখ বাদীর অভিপ্রায় যে, সামান্যতঃ ব্রাহ্মণে বিদ্যাসম্ভবপর, প্রতিবাদী, ব্রাহ্মণ হইলেই বিদ্বান্ হইবে, বাদিবাক্যের ঈদৃশ অসম্ভূতার্থ কল্পনা করিয়া বিদ্বান্ ভিন্নও ব্রাহ্মণ হয়, অতএব ব্রাহ্মণস্বরূপ সামান্যধর্ম্ম বিদ্যাকে অতিক্রম করিয়া থাকে বলিয়া ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ হওয়া সম্ভব, অতএব এই বাক্যে প্রতিবাদী মিথ্যাত্বারোপ করিয়াছে, সুতরাং প্রতিবাদীর উক্ত বাক্য এস্থলে সামান্যচ্ছল।

শব্দের বাচ্য ও লাক্ষণিক ভেদে অর্থ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে একতরার্থাভিপ্রায়ে বাদী শব্দপ্রয়োগ করিলে অপরার্থ কল্পনা করিয়া বাদিবাক্য প্রত্যাখ্যানকে উপচারচ্ছল বলে। যথা বাদী বলিল, 'আমার বন্ধু গঙ্গায় বাস করেন', এই কথায় প্রতিবাদী কহিল, তোমার বন্ধু তটে বাস করেন বলিয়া তোমার কথা মিথ্যা। এইরূপ দেখ, গঙ্গা শব্দের দুইটী অর্থ প্রথম বাচ্যার্থ গঙ্গাজল, দ্বিতীয় লক্ষার্থ গঙ্গাতীর। বাদী লক্ষ্যার্থাভিপ্রায়ে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছে, শক্যার্থ গ্রহণ-করিয়া প্রতিবাদী তাহার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

যেস্থানে শব্দের শক্তিভেদ বা লক্ষণাভেদে শব্দার্থ অনেক প্রকার হইবে, সেই স্থানে বাক্‌ছল হইবে। আর যে স্থানে শক্তিলক্ষণাভেদে শব্দার্থ অনেক প্রকার হইবে সে স্থানে উপচারচ্ছল হইবে। এই মাত্র বাক্‌ছল ও উপচারচ্ছলের প্রভেদ।

জাতি—ব্যাপ্তিনিরপেক্ষ কোন সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্য দ্বারা পরপক্ষ খণ্ডনকে জাতি বলে। এই জাতিকে স্বব্যাঘাতক উত্তর বা অসদুত্তর বলে। অসদুত্তরকে অর্থাৎ বাদিকর্ত্তৃক সংস্থাপিত মত দূষণে অসমর্থ অথবা নিজমতের হানিজনক যে উত্তর তাহাকে জাতি বলে। এই জাতি ২৪ প্রকার। যথা সাধর্ম্ম্যসম, বৈধর্ম্ম্যসম, উৎকর্ষসম, অপকর্ষসম, বর্ণ্যসম, অবর্ণ্যসম, বিকল্পসম, সাধ্যসম, প্রাপ্তিসম, অপ্রাপ্তিসম, প্রসঙ্গসম, প্রতিদৃষ্টান্তসম, অনুৎপত্তিসম, সংশয়সম, প্রকরণসম, অহেতুসম, অর্থাপত্তিসম, অবিশেষসম, উপপত্তিসম, উপলব্ধিসম, অনুপলব্ধিসম, নিত্যসম, অনিত্যসম এবং কার্য্যসম।

১। সাধর্ম্ম্যসম—ব্যাপ্তিনিরপেক্ষ স্থাপনাহেতুর বস্তুর সাধর্ম্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়া স্থাপনার্থ বিপরীতার্থের আপাদন বা প্রসঞ্জনকে সাধর্ম্ম্যসম বলে। যথা—ঘটবৎ, প্রযত্ননিষ্পন্ন বলিয়া শব্দ অনিত্য, এই স্থাপনাতে প্রতিবাদী বলিল, যদি ঘটের ধর্ম্মপ্রযত্ন নিষ্পন্নত্ব বলিয়া শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে আকাশধর্ম্ম স্পর্শশূন্যত্ব ও শব্দে আছে বলিয়া শব্দও নিত্য হইতে পারে, এই প্রতিবাদি-দত্ত আপাদনই জাতি। এই প্রকার সকল স্থানেই জাতি হইবে। বাদিবাক্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়া বাদিবাক্য খণ্ডনে উদ্যত হয় বলিয়া বাদিপক্ষখণ্ডন দ্বারা নিজ পক্ষও খণ্ডিত হয়, সুতরাং জাত্যুত্তরকে স্বব্যাঘাতক উত্তর বলে।

২। বৈধর্ম্ম্যসম—ব্যাপ্তিনিরপেক্ষ বৈধর্ম্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যবস্থানকে বৈধর্ম্ম্যসম বলে। যথা—যাহা যাহা অনিত্য নহে, তাহা প্রযত্ন নিষ্পন্ন নহে, যেরূপ আকাশ। শব্দ প্রযত্ননিষ্পন্ন, সুতরাং শব্দ অনিত্য। এইরূপ স্থাপনায় প্রতিবাদী কহিল, যদি নিত্য আকাশে বৈধর্ম্ম্যপ্রযত্ননিষ্পন্নত্ব আছে বলিয়া শব্দ অনিত্য হয়, তাহা হইলে অনিত্য ঘটবৈধর্ম্ম্য স্পর্শশূন্যত্ব আছে বলিয়া শব্দ নিত্য হউক। প্রযত্ন নিষ্পন্নপদার্থ সাবয়ব হয়, যথা—ঘট, শব্দ সাবয়ব নহে, অতএব ঘটবৎ অনিত্য নহে।

৩। উৎকর্ষসম—দৃষ্টান্তসাধর্ম্ম্যমাত্র গ্রহণ করিয়া পক্ষে সাধ্যেতর দৃষ্টান্তধর্ম্মের আপাদনকে উৎকর্ষসম বলে। যথা যদি ঘটধর্ম্ম প্রযত্ন নিষ্পন্ন আছে বলিয়া শব্দ ঘটবৎ অনিত্য হয়, তাহা হইলে ঘটবৎ রূপবান্ হউক।

৪। অপকর্ষসম—দৃষ্টান্তসাধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া পক্ষে পক্ষবৃত্তি ধর্ম্মের অভাবাপাদনকে অপকর্ষসম কহে। যদি ঘটধর্ম্ম প্রযত্ন নিষ্পন্নত্ব আছে বলিয়া শব্দ ঘটবৎ অনিত্য হয়, তাহা হইলে ঘটবৎ অশ্রাবণ (শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর) হউক।

৫। বর্ণ্যসম—পক্ষসাধর্ম্ম্য আদান করিয়া দৃষ্টান্তে পক্ষবৃত্তি সন্দিগ্ধ সাধ্যবত্তাদির আপাদনকে বর্ণ্যসম বলে।

৬। অবর্ণ্যসম—দৃষ্টান্তসাধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্ত পক্ষে অবর্ণ্যত্বের অর্থাৎ দৃষ্টান্তধর্ম্ম নিশ্চিতরূপে সাধ্যবত্তাদির আপাদনকে অবর্ণ্যসম বলে।

৭। বিকল্পসম—হেতুবিশিষ্ট দৃষ্টান্তের ধর্ম্ম নানাপ্রকার অর্থাৎ বিভিন্ন বলিয়া তৎসাধর্ম্ম্যপ্রযুক্ত পক্ষে নানাধর্ম্মের আপাদনকে বিকল্পসম বলে।

৮। সাধ্যসম—পক্ষ ও দৃষ্টান্তের সাধর্ম্ম্য গ্রহণ করিয়া লিঙ্গবিশিষ্ট পক্ষের ন্যায় দৃষ্টান্তের সাধনীয়ত্ব-আপাদনকে সাধ্যসম বলে।

এই প্রকার আর সকল লক্ষণ ও উদাহরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে এবং ঐসকল লক্ষণ দুর্বোধ্য হইবে বিবেচনা করিয়া আর লক্ষণ সকল লিখিত হইল না।

নিগ্রহস্থান—প্রতিজ্ঞাতবিষয়ে প্রতিবাদী দোষ দান করিলে সেই দোষের উদ্ধারে অশক্ত হইয়া প্রতিজ্ঞাতবিষয়ে পরিত্যাগাদিরূপ পরাজয়ের যে কারণ, তাহার নাম নিগ্রহস্থান। অর্থাৎ যাহা দ্বারা নিগ্রহ হইয়া থাকে, তাহাই নিগ্রহস্থান। প্রকৃতার্থ-বিচারোপযোগী জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান এবং বিচার্য্য বিষয়ের অজ্ঞানমূলকই বাদী নিগৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া তাদৃশবিপ্রতিপত্তি (বিপরীত জ্ঞান) অপ্রতিপত্তি অজ্ঞান দ্বারা সমস্ত নিগ্রহস্থান অনুস্যূত জানিতে হইবে, এই জন্যই গৌতম বিপ্রতিপত্তি ও অপ্রতিপত্তিকে নিগ্রহস্থান বলিয়াছেন। এই নিগ্রহস্থান ২২ প্রকার। যথা—প্রতিজ্ঞাহানি, প্রতিজ্ঞাবিরোধ, প্রতিজ্ঞাসংন্যাস, হেত্বন্তর, অর্থান্তর, নিরর্থক, অবিজ্ঞাতার্থক, অপার্থক, অপ্রাপ্তকাল, ন্যূন, অধিক, পুনরুক্ত, অননুভাষণ, অজ্ঞান, অপ্রতিভা, বিক্ষেপ, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, নিরনুযোগ, অপসিদ্ধান্ত এবং হেত্বাভাস। এই ২২ প্রকার নিগ্রহস্থান। সামান্যপ্রকার বোধের জন্য ইহার দুটী একটীর বিষয় প্রদত্ত হইল।

প্রতিজ্ঞাহানি—স্বদৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টান্তধর্ম্ম স্বীকারকে প্রতিজ্ঞাহানি বলে। যথা ঘটবৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া শব্দ অনিত্য এই স্থাপনাতে প্রতিবাদী বলিল, নিত্য দ্রব্যত্বাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব অনিত্যত্ব সাধক হইতে পারে না, এইরূপ দোষারোপ করিলে বাদী বলিল, তবে দ্রব্যত্বাদি জাতিবৎ ঘটও নিত্য হউক।

প্রতিজ্ঞান্তর—প্রতিজ্ঞাতার্থ বিষয়ের প্রতিষেধ করিলে অন্যধর্ম্ম দ্বারা প্রতিজ্ঞাতার্থের কথনকে প্রতিজ্ঞান্তর কহে। যথা—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া ঘটবৎ শব্দ অনিত্য, এই স্থাপনাতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যত্বাদি নিত্য বলিয়া ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যত্বই অনিত্যত্বসাধক হইতে পারে না, প্রতিবাদী এইরূপ দোষারোপ করিলে, বাদী বলিল, দ্রব্যত্বাদি বহুনিষ্ঠ, কিন্তু ঘট ও শব্দ বহুনিষ্ঠ নহে, অতএব জাতির সহিত একরূপ না বলিয়া ঘটবৎ শব্দ অনিত্য হইবে ইত্যাদি।

প্রতিজ্ঞাবিরোধ—প্রতিজ্ঞা ও হেতুর বিরোধকে প্রতিজ্ঞাবিরোধ বলে। যথা—ঘটাদিদ্রব্য রূপাদিগুণব্যতিরেকে ঘটাদির উপলব্ধি হয় না। রূপাদিগুণব্যতিরেকে ঘটাদির অনুপলব্ধি হয়। ঘটাদিনিষ্ঠ রূপাদিগুণ ভিন্নতার অনুমাপক না হইয়া বরং প্রতিষেধক হয় বলিয়া প্রতিজ্ঞা ও হেতু পরস্পর বিরুদ্ধ। [ইত্যাদি আর আর সকল লক্ষণ তৎতৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

এই ষোড়শ পদার্থের লক্ষণ লিখিত হইল। এই সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হইলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান জন্মে। আত্মা যে শরীরাদি হইতে পৃথগ্‌ভূত তাহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং শরীরাদিতে আত্মত্ববুদ্ধিরূপ মিথ্যাজ্ঞান আর জন্মে না, এইরূপে রাগ ও দ্বেষের কারণস্বরূপ ঐ মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হয় না, যদি রাগ ও দ্বেষই নিবৃত্ত হইল, তবে উহাদের কার্য্যস্বরূপ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাত্মক প্রবৃত্তির পুনর্ব্বার উৎপত্তির সম্ভাবনা কি? আর যখন ধর্ম্ম ও অধর্ম্মই জন্ম গ্রহণের মূলীভূত হইয়াছে, তখন ধর্ম্মাধর্ম্ম নিবৃত্ত হইলে জন্মাদি নিবৃত্ত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। সুখ ও দুঃখের আয়তনস্বরূপ শরীরাদির অভাবে তত্ত্বজ্ঞানীর মরণান্তর আর সুখ বা দুঃখ কিছুই জন্মে না। সুখ ও দুঃখ এককালেই নিবৃত্ত হইয়া যায়, ঐ দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি কহে।

প্রমাণ ও প্রমেয়ের বিষয় লিখিত হইতেছে। প্রমাণ দ্বারা প্রমেয়পদার্থ নিরূপিত হইবে।

গৌতম ষোড়শ পদার্থের বিষয় বর্ণনা করিয়া পরীক্ষার বিষয় বলিয়াছেন। সংক্ষেপে ইহার সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা যাউক। ন্যায়দর্শনে অনেক পদার্থের পরীক্ষার বিষয় লিখিত হইয়াছে, কোন বিষয় স্বীকার করিতে যে যুক্তি উপন্যাস করা যায়, তাহাকে তাহার পরীক্ষা কহে। যে যে বিষয়ের সন্দেহ হয়, তাহার তত্ত্বাবধারণের জন্য পরীক্ষা হইয়া থাকে। অসন্দিগ্ধ বিষয়ের পরীক্ষা হয় না। প্রমাণাদির কোন কোন স্থানে সংশয় আছে তাহা অতি সংক্ষেপে বলিব।

চার্ব্বাক এক প্রত্যক্ষই প্রমাণ স্বীকার করেন, অনুমানাদি সকল স্থলে সত্য হয় না বলিয়া তাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। যথা মেঘোন্নতিদর্শনে বৃষ্টিসাধক অনুমান প্রমাণ হইতে পারে না, সুতরাং অনুমানও প্রমাণ নহে,

যে হেতু অনুমান বিষয়ে কখন সত্য ও মিথ্যা, বা পরস্পর বিভিন্নগত হওয়ায় অনুমানাদিতে প্রামাণ্যসংশয় হইয়া থাকে। ইহাতে ন্যায়দর্শনের অভিপ্রায় এই যে, প্রমাণই অনুমান। সামান্য মেঘোন্নতিদর্শনে বৃষ্টিসাধক অনুমান প্রমাণ নহে, মেঘোন্নতি বিশেষ দর্শনই বৃষ্টিসাধক অনুমান প্রমাণ, অতএব সামান্য মেঘোন্নতি দর্শনে বৃষ্টির অনুমিতি মিথ্যা হইল, অনুমিতির অযোগ্য স্থানে অনুমিতি করা হইয়াছে বলিয়া উহা অনুমাতার দোষ। অনুমানের কোন দোষ নহে। যে প্রকার সাধন প্রকৃতি বিষয়ে অনুমিতির হেতু, যদি তাদৃশ সাধন দ্বারা অনুমিতি মিথ্যা হয়, তাহা হইলেই অনুমানের অপ্রাধান্য বলা যাইতে পারে। ভাবিবৃষ্ট্যনুমানবিশেষে মেঘোন্নতিই হেতু, সামান্য মেঘোন্নতি হেতু নহে, সুতরাং সামান্য মেঘোন্নতিদর্শনজাত অনুমিতি মিথ্যা হইলেও তাহা দ্বারা অনুমানের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না।

গৌতম অনুমানপ্রামাণ্য সম্বন্ধে প্রতিকূল তর্কমাত্র নিরাস করিয়াছেন। গৌতমের পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ অনুমান প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনুকূল তর্কও দেখাইয়াছেন। ঐ সকল মত বাহুল্যভয়ে এবং বঙ্গভাষায় সহজ বোধ্য হইবে না বলিয়া সামান্যভাবে প্রদত্ত হইল।

জীবমাত্রই ভবিষ্যৎসুখলাভের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। আমি দেখিতেছি এবং শুনিতেছি, ইত্যাদি অনুভব করিয়া থাকে এবং শ্রবণযোগ্যবিষয় শ্রবণের জন্য এবং দৃশ্যবিষয়ের দর্শন জন্য যত্ন করিয়া থাকে। কিন্তু বধির ব্যক্তি শ্রবণের জন্য ও অন্ধ দর্শনের জন্য যত্ন করে না। ইহার কারণ চিন্তা করিলে সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে, যে বধির তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় নাই এবং যে অন্ধ তাহার চক্ষুরিন্দ্রিয় নাই বলিয়া সে তাহার পক্ষে অযোগ্য বিবেচনায় দর্শন বা শ্রবণের জন্য যত্ন করে না, অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, বধির ও অন্ধ নিজ ইন্দ্রিয়ের অভাব জানে, এখন দেখ, নিজ শ্রবণেন্দ্রিয় বা চক্ষুরিন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ প্রমাণের অগোচর বলিয়া তাহার বোধ প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতে পারে না। 'অতএব আমার চক্ষু আছে' এই জ্ঞানের প্রতি অনুমানকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পরে নব্যনৈয়ায়িকেরা ইত্যাদি রূপে বহুতর যুক্তি দিয়াছেন।

বৈশেষিকৈকদেশী কতিপয় পণ্ডিত বলেন, উপমান ও শব্দ স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে, উপমান ও শব্দ অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত। যেরূপ ভ্রমজ্ঞানবশতঃ পর্ব্বতে বহ্নির অনুমিতি হইয়া থাকে, এবং গোসাদৃশ্য জ্ঞানবশতঃ জন্তুবিশেষে (গবয় নামধারিত্বে) অনুমিতি হইয়া থাকে, সেইরূপ উপমান অনুমান হইতে ভিন্ন প্রমাণ নহে।

যাহারা শব্দের স্বতন্ত্র প্রামাণ্য স্বীকার না করেন, তাঁহারা বলেন 'পদ্মটী অতি সুন্দর' এতাদৃশস্থলে প্রথম পদ্ম এবং সুন্দর এই শব্দদ্বয় শ্রবণদ্বারা পদ্ম ও সৌন্দর্য্যের স্মরণ হয়। যেরূপ প্রত্যক্ষপ্রমাণাদি দ্বারা অপ্রত্যক্ষ পর্ব্বতমধ্যস্থ বহ্নির অনুমিতি হয়, সেইরূপ চৈত্র যাইতেছে ইত্যাদি প্রত্যক্ষ শব্দদ্বারা অপ্রত্যক্ষ চৈত্রগমনাদির অনুমিতি হইয়া থাকে, যেরূপ অনুমিতিস্থলে ধূমাদি হেতুর সহিত বহ্নিআদি সাধ্যের নিয়তসম্বন্ধ আছে, সেইরূপ চৈত্রাদিপদের সহিত চৈত্রাদি পদার্থেরও নিয়তসম্বন্ধ আছে। পদ ও পদার্থের নিয়তসম্বন্ধ স্বীকার না করিলে চৈত্রপদ দ্বারা যেরূপ চৈত্রের বোধ হয়, সেরূপ চৈত্র ভিন্ন অন্য বস্তুরও বোধ হইতে পারে। অতএব পদ ও পদার্থের নিয়তসম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং প্রামাণ্য সম্বন্ধে অনুমান শব্দের কোন পার্থক্য নাই।

এ বিষয়ে গৌতমের মত এইরূপ—উপমান ও শব্দ অনুমান প্রমাণান্তর্গত হইতে পারে না। কারণ সামান্যতঃ অনুমিতি হেতু ও সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ, অর্থাৎ যে স্থানে হেতু-সাধ্যের ব্যাপ্তি জানা আছে, সেই স্থানেই অনুমিতি হইয়া থাকে, যে স্থানে জানা নাই, সে স্থলে সাধ্যের অনুমিতি হয় না। উপমিতি বা শব্দজন্যবোধ ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতিরেকেও হইয়া থাকে। উপমিতিস্থলে পদার্থের সাদৃশ্য জ্ঞানমাত্র আবশ্যক, ব্যাপ্তিজ্ঞানের আবশ্যকতা নাই।

এ স্থানে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি কেবল গো-সাদৃশ্য জ্ঞানই গবয় নামধারিত্ব-জ্ঞানের কারণ হয়, তবে মহিষাদিতেও গবয় নামধারিত্বের জ্ঞান হইতে পারে। যদি বল, সামান্যতঃ গো-সাদৃশ্য মহিষে থাকিলেও বিলক্ষণ গো-সাদৃশ্য মহিষে নাই বলিয়া মহিষে গবয় নামধারিত্ব হইবে না। সাদৃশ্য শব্দদ্বারা বিলক্ষণ সাদৃশ্যই বক্তার অভিপ্রেত জানিতে হইবে। বিশেষতঃ উপমানদ্বারা পূর্ব্বে অজ্ঞাত গবয় পদবাচ্যই জ্ঞানরূপ সংজ্ঞা সংজ্ঞীর বোধ হয়।

বহ্নি ও ধূমাদির ন্যায় ঘটাদি পদ ও পদার্থের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই, কারণ স্বাভাবিক সম্বন্ধ সকল লোকেই একরূপ জানিয়া থাকে, কিন্তু ঘটাদি শব্দসম্বন্ধ সকলে সমান জানে না, অতএব শব্দ অনুমান প্রমাণান্তর্গত হইতে পারে না। নব্যন্যায়েই এই সকল বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে এবং অন্যান্য নানামত খণ্ডিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, প্রত্যক্ষ-প্রমাণও অনুমানের অন্তর্গত স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে, এই বাদিমত খণ্ডিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বা অর্থাপত্তি, সম্ভব, অভাব এবং ঐতিহ্য এই ৪ প্রকার অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করেন; কিন্তু গৌতম

এই সকল খণ্ডন করিয়া অর্থাপত্তি, অভাব এবং সম্ভব অনুমান-প্রমাণের অন্তর্গত এবং ঐতিহ্য শব্দপ্রমাণের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন।

প্রমেয়পরীক্ষা—কেহ কেহ বলেন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে, অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ই আত্মা বা জ্ঞানী। আবার কেহ কেহ বলেন এই শরীর প্রত্যক্ষকর্তা, কাহারও বা মতে মনঃই কর্তা।

ইহাতে নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত এইরূপ—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলা যায় না, কারণ চক্ষুরাদি এক এক ইন্দ্রিয় দ্বারা সকল বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না, এক এক ইন্দ্রিয় দ্বারা এক-একটী বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এখন দেখ তোমাকে বলিতে হইবে যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ভিন্ন বলিয়া রূপস্পর্শাদির প্রত্যক্ষকর্তাও ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আমি গোলাপের রূপ ও স্পর্শ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, ইদানীং স্পর্শ করিয়াছি ইত্যাদি সার্ব্বলৌকিক প্রীতি দ্বারা রূপ ও স্পর্শের একই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

তিন্তিড়ী (তেঁতুল) দর্শনে বা ইহার বিষয় চিন্তা করিলে জিহ্বাতে অম্লরস আসিয়া থাকে, ইহা লোকসিদ্ধ, এখন দেখ, যদি ইন্দ্রিয় আত্মা হইত, তাহা হইলে তিন্তিড়ী-দ্রষ্টার চক্ষুর রসানুভাব ছিলনা বলিয়া রসের স্মৃতি হইতে পারে না এবং চক্ষুর ধর্ম্ম তিন্তিড়ী-দর্শন জিহ্বার উদ্বোধক হইতে পারে না বলিয়া জিহ্বাও স্মরণ হইতে পারে না।

অচেতন দধি ও গোময়সংযোগে বৃশ্চিক উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং স্বেদাদিজাত মক্ষিকাদি প্রহারোদ্যত মনুষ্যাদি দর্শন করিয়া ভয়ে পলায়ন করে, এখন দেখ, ঐ বৃশ্চিকের উপাদান গোময়াদি অচেতন এবং সংস্কারশূন্য বলিয়া উপাদানকারণ হইতে সংস্কারের সংক্রম অসম্ভব। সুতরাং ভয়হেতু স্মরণ হইতে পারে না। নৈয়ায়িকদিগের মত, পূর্ব্বজন্মের সংস্কারদ্বারা আত্মার ইহজন্মে স্মরণ হইতে পারে।

মনকেও আত্মা স্বীকার করা যায় না, কারণ মন সুখ-দুঃখাদি জ্ঞানে করণ, করণ কর্ত্তা হইতে ভিন্ন হইয়া থাকে, অতএব মন কর্ত্তা হইতে পারে না। চক্ষুরাদি জ্ঞান করণ-সাপেক্ষ হইলেও সুখদুঃখাদি জ্ঞান করণসাপেক্ষ নহে, একথা বলা যায় না, কারণ সামান্যতঃ জ্ঞানমাত্রই করণসাপেক্ষ। ইহা দৃষ্ট হয় বলিয়া সুখদুঃখাদি জ্ঞানও যে করণসাপেক্ষ, তাহা আমরা অনুমান করিতে পারি এবং জ্ঞানদ্বয়ের অযৌগপদ্য কারণার্থ মন অতি সূক্ষ্মমূর্ত্ত দ্রব্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অতিসূক্ষ্ম মন আত্মা হইতে পারে না। আত্মা নিত্য কি অনিত্য, তাহার বিষয়ে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

সাধারণতঃ লোকের প্রবৃত্তির প্রতি রাগ (ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান) কারণ, রাগ না থাকিলে কোনও বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না, এখন দেখ, জাতমাত্র বালকের স্তন্যপান এবং গর্ভ হইতে অর্দ্ধনিঃসৃত বানর শিশুর শাখাবলম্বনে প্রবৃত্তি হয় কেন? ইহাতে নাস্তিকেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন, যেরূপ স্বভাবতঃই বিনাকারণে পদ্মাদির বিকাশ এবং সঙ্কোচ হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃই উক্ত প্রবৃত্তির উদয় হয়। ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, কার্য্যমাত্রই কারণসাপেক্ষ, এইজন্য পদ্মাদির বিকাশ ও সঙ্কোচ স্বভাবতঃ বিনাকারণে হয় না, অতএব পদ্ম প্রভৃতির বিকাশাদিবৎ স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হইবে একথা বলা যায় না, কিন্তু প্রবৃত্তি-কারণ ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ইহজন্মে অসম্ভব, কারণ বানরাদি শাখাবলম্বনাদি ইষ্টসাধন ইহজন্মে প্রত্যক্ষ করে নাই। ইহজন্মে প্রত্যক্ষ না করাতে অন্য সমস্ত অনুভবজ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক বলিয়া ইষ্টসাধনতার প্রত্যক্ষভিন্ন অনুভবজ্ঞানও স্বীকার করা যায় না, অতএব স্মরণ স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু স্মরণ পূর্ব্বানুভবব্যতিরেকে হয় না, এজন্য আত্মার পূর্ব্বে এবিষয় অনুভব ছিল ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। বানর-শিশু প্রভৃতির শাখাবলম্বনে ইষ্টসাধনতার অনুভবজ্ঞান ঐহিক অসম্ভব বলিয়া এই জন্মের পূর্ব্বেও আত্মা ছিল এবং ঐ সময়ে তাহার এ বিষয় অনুভব ছিল, ঐ অনুভব জন্য সংস্কার হইতে ইহজন্মে এ বিষয়ে স্মরণ হইয়া প্রবৃত্তি হইয়াছে, একথা স্বীকার করা আবশ্যক। এরূপে পূর্ব্বজন্মের প্রাথমিক প্রবৃত্তির কথা আলোচনা করিলে তাহার পূর্ব্বকালেও আত্মা ছিল ইত্যাদি-রূপে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সকল জন্মের পূর্ব্বে আত্মাও বর্ত্তমান ছিল। ইহাতে এইরূপ জানা গেল যে, কোনও জন্ম সময়ে উৎপন্ন না হইলেও অবশ্য আত্মাকে নিত্য স্বীকার করিতে হইবে।

আত্মার প্রথম জন্মস্মরণ কিরূপে হয়, এই নাস্তিকদিগের প্রশ্নে নৈয়ায়িকদিগের মত এইরূপ,—আত্মার জন্মপ্রবাহ অনাদি সুতরাং প্রথম জন্ম হইতে পারে না। বাহুল্যভয়ে এবিষয় আর অধিক লিখিত হইল না।

শরীর-পরীক্ষা—শরীর সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন পঞ্চভূতযোগে শরীর উৎপন্ন হয় বলিয়া শরীর পাঞ্চভৌতিক। আবার কেহ কেহ বলেন, আকাশযোগ শরীরে থাকিলেও আকাশ উপাদান কারণ নহে, অতএব শরীর চাতুর্ভৌতিক। আবার কেহ বলেন, বায়ুযোগ থাকিলেও শরীরের বহির্দ্দেশে এবং অভ্যন্তরে সদাগমনশীল বায়ু উপাদান কারণ হইতে পারে না। ইহাতে গৌতম বলেন, শরীর পার্থিব। শরীরে পৃথিবীর গুণ গন্ধ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া শরীর পার্থিব। জলাদি শরীরে উপষ্টম্ভমাত্র, অর্থাৎ সহযোগী সংযোগমাত্র।

ইন্দ্রিয়-পরীক্ষা—ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও মতভেদ আছে, কেহ কেহ বলেন, অধিষ্ঠান গোলকাদি ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত সন্নিকর্ষ না হইলে ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হয় না, সন্নিকর্ষব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে চক্ষুঃসন্নিহিত বিষয়ের ন্যায় অসন্নিহিত বিষয়েরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অতএব ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষপ্রত্যক্ষ অবশ্য কারণ স্বীকার করিতে হইবে। এখন দেখ, অধিষ্ঠান গোলকাদিকে ইন্দ্রিয় স্বীকার করিলে গোলকের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হয় না, অতএব এইরূপ হইলে ঘটাদি বিষয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। এইজন্য স্বীকার করিতে হইবে, গোলকাদি-অধিষ্ঠান হইতে ইন্দ্রিয় ভিন্ন, কিন্তু গোলকাদি হইতে ইন্দ্রিয় ভিন্ন হইলেও ইহার উপাদানাদি কি? ইহাতে গৌতম বলেন, ইন্দ্রিয়গণ ভৌতিক, অর্থাৎ ঘ্রাণ পার্থিব, রসনা জলীয়, চক্ষু তৈজস, ত্বক্ বায়বীয় ও শ্রোত্র আকাশীয়।

ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব পরীক্ষা—কেহ কেহ বলেন, সর্ব্বশরীরব্যাপী এক ত্বগিন্দ্রিয় স্থানভেদে নানারূপ বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহার উত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন, এক ত্বক্‌মাত্র ইন্দ্রিয় হইতে পারে না, কারণ একত্বক্ ইন্দ্রিয় হইলে হস্তাদি দ্বারা স্পর্শ প্রত্যক্ষ কালে রূপাদিরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে, চক্ষুরাদিস্থিত ত্বক্‌ই রূপাদি গ্রহণ করিবে, অন্য ত্বক্ করিবে না।

বুদ্ধিপরীক্ষা—শরীরাদি মূর্ত্ত হইতে জ্ঞানবান্ অতিরিক্ত; কিন্তু কেহ কেহ বলেন, আত্মা চেতন, জ্ঞানবান্ নহে, মহত্তত্ত্ব চিত্তাদি নামক বুদ্ধিরূপ অন্তঃকরণই জ্ঞানবান্। সাংখ্যমতে চৈতন্য ও জ্ঞান বিভিন্ন, ইহারা এবিষয়ে অনুভব প্রমাণ দেখাইয়াছেন, যথা 'আমাদের জ্ঞানের বিষয় আছে' আমি জানিতেছি বলিলেই কি জানিতেছ, এইরূপ একটু আকাঙ্ক্ষা থাকে। বিষয়ব্যতিরেকে কোন জ্ঞান হয় না, কিন্তু তাহার চৈতন্য হইয়াছে এই কথা বলিলে কি বিষয়ে চৈতন্য হইয়াছে এই আকাঙ্ক্ষা থাকে না। পূর্ব্বে অচেতন (অপ্রবোধ) হইয়াছিল, এখন চৈতন্য হইয়াছে এইমাত্র বোধ হইয়া থাকে। চৈতন্যের কোনও বিষয় নাই। অতএব সবিষয়ক এবং নির্বিষয়ক চৈতন্য এক হইতে পারে না, জ্ঞানের মূল শক্তি চৈতন্য, উহা আত্মার ধর্ম্ম, জ্ঞানাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম, জ্ঞান বুদ্ধির ধর্ম্ম হইলেও বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত নহে। কারণ বুদ্ধি ব্যতিরেকে জ্ঞানের কদাপি উপলব্ধি হয় না। বিষয়দেশে গমন করিয়া বুদ্ধিই ঘটপটাদির আকার ধারণ করিয়া জ্ঞান নামে অভিহিত হয়, যাহাকে পূর্ব্বে জানিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, এখন তাহাকে আমি জানিতেছি ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞান এবং স্মরণ আদি দ্বারা বুদ্ধির নিত্যত্ব সিদ্ধ হইয়াছে এবং চেতন অপ্রাকৃতিক ও বিভু, আত্মাতে ঘটাদি বিষয় প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না বলিয়া ঘটাদি জ্ঞানও আত্মার হইতে পারে না। ইহাতে নৈয়ায়িকদিগের অভিমত এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান বুদ্ধি করিয়া থাকে, বা আত্মা করিয়া থাকে ইহা সন্দেহ, অতএব প্রত্যভিজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধির নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। জ্ঞানাশ্রয়ের নিত্যতা আমাদের অনভিপ্রেত নহে। চৈতন্য এবং জ্ঞান ইহা বিভিন্ন নহে। আমার চৈতন্য ছিল না, এখন আমার চৈতন্য হইয়াছে, ইত্যাদি সার্ব্বলৌকিক ব্যবহার দ্বারা চৈতন্যের বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল 'এবিষয়ে আমার চৈতন্য ছিল না', ইহার অর্থ এবিষয়ে আমার মনঃসংযোগ ছিল না, তবে মূর্চ্ছারও মনঃসংক্ষোভ হয় বলিয়া তৎকালে চৈতন্য থাকে না, পুনর্ব্বার মন স্বাভাবিক অবস্থাতে আসিলেই জ্ঞান হইতে পারে বলিয়া মন স্বাভাবিক অবস্থাকে প্রাপ্ত হইয়াছে এই তাৎপর্য্যেই এখন তাহার চৈতন্য হইয়াছে ইত্যাদি ব্যবহার হয়। চৈতন্যজ্ঞান হইতে অতিরিক্ত হইলেও মনঃসংযোগ অতিরিক্ত নহে, জ্ঞানাশ্রয়ে মনঃসংযোগ আছে বলিয়া চৈতন্য ও জ্ঞান ইহা একপদার্থের ধর্ম্ম নহে একথা বলা যায় না। বুদ্ধি বিষয়ের জ্ঞানমাত্র, কিন্তু উপলব্ধি করে না। কারণ উপলব্ধি জ্ঞান হইতে বিভিন্ন নহে। অতএব ইহাও অযুক্ত বুদ্ধিতে জ্ঞান স্বীকার করিলে উপলব্ধিও স্বীকার করিতে হইবে। চেতন, অপ্রাকৃতিক ও বিভু আত্মাতে স্বীকার না করিলেও বুদ্ধি ধর্ম্ম জ্ঞানাদির প্রতিবিম্ব স্বীকার করিয়াছে, অতএব আত্মাকে প্রতিবিম্ব করিতে পারে না, একথাও তুমি বলিতে পার না। ইহাতে যদি বল, বুদ্ধি ও জ্ঞানাদি বিভিন্ন নহে, ইহাতেও বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঘটপটাদি নিখিল বিষয় জ্ঞানও থাকা আবশ্যক, কিন্তু কদাপি ঘটাদি নিখিল বিষয়জ্ঞান হয় না ও নিখিল জ্ঞানের সত্তা অনুভব হয় না এবং এক জ্ঞাননাশে অখিল জ্ঞানাশ্রয় বুদ্ধির নাশ স্বীকার আবশ্যক বলিয়া সকল জ্ঞানের নাশ হইতে পারে। এক জ্ঞান নষ্ট হইল, এক জ্ঞান থাকিল, ইহা বলা যায় না। ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান এক বুদ্ধি হইতে অভিন্ন হইলে ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞান এক হইতে পারে, কিন্তু নৈয়ায়িকদিগের মতে জ্ঞানাদি গুণ এবং আত্মাদ্রব্য পরস্পর বিভিন্ন এবং ঘটজ্ঞান ও পটাদিজ্ঞান পরস্পর বিভিন্ন, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আপত্তি হইতে পারে না।

মনঃ সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত এককালে সংযুক্ত হইতে পারে না, ক্রমশঃ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সহিত বিভিন্নকালে সংযুক্ত হইয়া থাকে ও নিখিল বিষয়ের সহিত এককালে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় না বলিয়া এককালে নিখিল জ্ঞান হয় না। এই বুদ্ধি বিষয়ে আরও অনেকপ্রকার বিচারপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। [বিশেষ বুদ্ধি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

একমাত্র ত্বগিন্দ্রিয় এ কথা বলিলেও চক্ষু দ্বারা রূপ প্রত্যক্ষ কালে স্পর্শ প্রত্যক্ষ হইতে পারে, কারণ চক্ষুঃস্থিত ত্বক্-দ্বারা স্পর্শপ্রত্যক্ষ হয় বলিয়া চক্ষুস্থ ত্বক্‌কে স্পর্শপ্রত্যক্ষের কারণ বলিতে হইবে, সুতরাং বস্তুর সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ হইলে রূপবৎ স্পর্শ প্রত্যক্ষও হইতে পারে।

একমাত্র ত্বগিন্দ্রিয়ে মনঃসংযোগ হইলে সকল ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং এই মতে এককালে সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ হইতে পারে; কিন্তু নৈয়ায়িকদিগের মতে ইন্দ্রিয় বিভিন্ন বলিয়া অতি সূক্ষ্ম মনের সহিত এককালে সকল ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে পারে না, মনঃসংযোগরূপ কারণ না থাকাতে প্রত্যক্ষও হইবে না। যদি বল একত্বক্ ইন্দ্রিয় হইলেও গোলকাদি অধিষ্ঠানাশ্রিত ত্বগ্‌ভাগই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্বীকার করা হইবে এবং তাদৃশ ত্বগ্‌ভাগে মনঃসংযোগ না থাকিলে প্রত্যক্ষ হইবে না, তবে যদি বিভিন্ন ত্বগ্‌ভাগকে ইন্দ্রিয় স্বীকার কর, তাহা হইলে প্রকারান্তরে ইন্দ্রিয়ের নানাত্বই স্বীকার করা হইল।

প্রাচীন ন্যায়ের বিষয় মোটামুটী এক প্রকার বলা হইল। এখন নব্য-ন্যায়ের বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে দু-এক কথা বলিতে চেষ্টা করিব।

নব্যন্যায়-বিষয় বলিতে হইলে প্রথমে প্রমাণের বিষয় বলা আবশ্যক। গঙ্গেশ গৌতমসূত্রকে মূল অবলম্বন করিয়া প্রমাণ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই প্রমাণচতুষ্টয়ের নিরূপণ করিয়া চিন্তামণি প্রস্তুত করেন। এই চিন্তামণিই নব্য ন্যায়ের প্রথম। নব্যন্যায়-প্রদর্শিত সকল বিষয়ের উল্লেখ করিতে হইলে অতি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এইজন্য অতি সংক্ষিপ্তভাবে প্রমাণাদির বিষয় পর্য্যালোচিত হইল।

প্রমা বা যথার্থজ্ঞান—সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভেদে প্রমা ও অপ্রমা দুই প্রকার। ইহা প্রমেয়ান্তর্গত বুদ্ধির বিভাগ। তন্মধ্যে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর জ্ঞানই প্রমা, তদ্ভিন্ন সকলই অপ্রমা। এইরূপ লক্ষণ যে পূর্ব্বে ছিল, তাহা প্রমাণ পদার্থের চারিপ্রকার বিভাগ দ্বারা অনুমিত হয়, কেন না নব্যন্যায়ে প্রচলিত তদ্বৎ তৎপ্রকার জ্ঞানের (সেই পদার্থের অধিকরণে সেই পদার্থের জ্ঞানই) জ্ঞানে প্রমা এইরূপ প্রমালক্ষণ হইলে স্মৃতিও প্রমার অন্তর্গত হয়। সুতরাং তৎকরণত্ব লইয়া প্রমাণের পঞ্চবিধত্বাপত্তি হয়। মীমাংসক গৌতমের এই তাৎপর্য্য অনুসরণ করিয়াই অগৃহীতগ্রাহিত্ব প্রমাত্ব এই লক্ষণ করিয়াছেন। তবে যদি প্রমাত্মক অনুভবের সাধনরূপ প্রমাণেরই বিভাগ করিয়াছেন, এইরূপ বলা যায়, তবে স্মৃতির করণে তাদৃশ প্রমাণত্ব নাই বলিয়া তাহার প্রামাণ্যাপত্তি হয় না। বস্তুতঃ ইহাই যুক্ত, অগৃহীতগ্রাহিত্বই প্রমাত্ব এই লক্ষণে ধারাবাহিক প্রত্যক্ষাদিপ্রমাতে অব্যাপ্তি দোষ হয়; যে হেতু পূর্ব্বানুভূত বস্তুকে বিষয় করে বলিয়া অগৃহীত (অননুভূত) পদার্থগ্রাহিত্ব তাহাতে থাকে না এবং ভ্রমেও অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। এই জন্যই উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে "অপ্রাপ্তেরধিকপ্রাপ্তেরলক্ষণমপূর্ব্বদিক্। যথার্থানুভবো মানং অনপেক্ষতয়েষ্যতে।" অপূর্ব্বদৃক্ অর্থাৎ অগৃহীতগ্রাহিত্বরূপ প্রমাত্ব লক্ষণযুক্ত হয় না, যেহেতু পূর্ব্বোক্ত প্রকার অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ হয়, অতএব যথার্থানুভবত্বই প্রমালক্ষণ। স্মরণাত্মকজ্ঞানে তাদৃশ প্রমাত্ব নাই বলিয়া প্রমাণ চতুর্ব্বিধ। উক্ত কারিকাদ্বারা ইহাও প্রতীত হয় যে, অনুভব ও স্মৃতিভেদে জ্ঞান দুই প্রকার এবং অনুভব ও ভ্রম, প্রমাভেদে দুই প্রকার, ইহা প্রাচীন পরম্পরা-অঙ্গীকৃত, নতুবা মীমাংসকসম্মত সকল অনুভবই যথার্থ হইলে 'যথার্থানুভবো মানং' এই স্থলে যথার্থপদ ব্যর্থ হয়। গৌতম যে প্রত্যক্ষলক্ষণে অব্যভিচারী পদদ্বারা যথার্থ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলিয়াছেন, তাহাও প্রমা-প্রত্যক্ষ লক্ষণাভিপ্রায়ে ইহা বলিতে হইবে। স্মৃতিতে প্রমা বলিয়া তান্ত্রিক ব্যবহার না থাকার কারণ কি? স্মৃতি ও তদ্বিশিষ্ট তৎপ্রকারকত্বরূপ প্রমাত্ববিশিষ্ট হয় বলিয়া, তাহাকে প্রমার অন্তর্গত বলা উচিত। তাহা হইলে যথার্থ জ্ঞানমাত্রই প্রমা এইরূপই লক্ষণযুক্ত হয়, এই জন্যই পরিচ্ছেদে বা নব্য-ন্যায়ে "ভ্রমভিন্নন্তু জ্ঞানমাত্রোচ্যতে প্রমা" এইরূপ লক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে। অতএব বলিতে হইবে স্মৃতি, সমানাকারক অনুভবসাপেক্ষ বলিয়া তাহাতে তান্ত্রিকের প্রমাব্যবহার নাই, অনুভব, সমানাকারক অনুভবান্তরের অপেক্ষা করে না বলিয়া তাহা প্রমা বলিয়া তান্ত্রিক ব্যবহার আছে।

"মিতিঃ সম্যক্ পরিচ্ছিত্তিস্তদ্বত্তা চ প্রমাতৃতা।
তদযোগব্যবচ্ছেদঃ প্রামাণ্যং গৌতমে মতে॥"

আচার্য্য বলেন, যথার্থানুভবত্ব প্রমালক্ষণ হইলে, ঈশ্বরে তাদৃশ প্রমানুকূল কৃতিমত্ত্বলক্ষণ প্রমাতৃত্ব থাকে না; যে হেতু ঈশ্বরজ্ঞান নিত্য, তাহাতে প্রমাণজন্যত্বরূপ প্রমাত্ব বা প্রত্যক্ষাদির অন্যতমত্বরূপ যথার্থ অনুভবত্ব নাই, সুতরাং অন্যরূপ প্রমালক্ষণ যুক্ত হয়। সম্যক্ পরিচ্ছিত্তি অর্থাৎ স্মৃতিভিন্ন যথার্থজ্ঞানই প্রমা, তাহার আশ্রয়ই প্রমাতা তদযোগব্যবচ্ছেদ অর্থাৎ কোন কালে প্রমার অসত্তা না থাকাই প্রামাণ্য ইহা গৌতমাভিপ্রেত, নতুবা "মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যং আপ্তপ্রামাণ্যাৎ" এই সূত্রস্থ আপ্তপ্রামাণ্যপদের সঙ্গতি হয় না, আপ্ত—অর্থাৎ বাক্যার্থগোচর যথার্থ জ্ঞানবৎ পুরুষরূপ বেদবক্তৃ ঈশ্বরে প্রামাণ্য থাকে না, কারণ, জন্যপ্রমা নাই বলিয়া প্রমাসাধনস্বরূপ প্রমাকরণত্বও ঈশ্বরে অসম্ভব। যে প্রামাণ্যকে হেতু করিয়া

সমস্ত বেদের প্রামাণ্য সংস্থাপিত হইবে, ঈদৃশ প্রামাণ্য গৌতমাভিপ্রেত হইলেও "প্রত্যক্ষানুমানশব্দাঃ প্রমাণানি" এই স্থলে প্রমাণ শব্দটী যথার্থানুভবসাধনতাৎপর্য্যে উক্ত হইয়াছে বলিতে হইবে, নতুবা চতুর্বিধ প্রমাণ সঙ্গত হয় না। তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মতে, সকল পদার্থতত্ত্বেরই প্রমাণাধীন সিদ্ধি হয়, অতএব প্রমাণতত্ত্বের বিবেচনা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য, ইহা মনে করিয়া তিনি প্রত্যক্ষাদি ভেদে চারিখণ্ড ন্যায়তত্ত্ব-চিন্তামণি প্রণয়ন করিয়াছেন—"প্রমাণাধীনা সর্ব্বেষাং ব্যবস্থিতিরতঃ প্রমাণতত্ত্বমত্র বিবিচ্যতে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করার অভিপ্রায় এই প্রমাণতত্ত্ব নিরূপণ করিতেছি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেই লোক জানিতে পারিবে, এই শাস্ত্র শ্রবণ বা অধ্যয়ন করিলে সকল বিষয়ের অভিজ্ঞতা হইবে, গৌতম প্রমেয়সংশয় প্রভৃতি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা তত্ত্ব ও প্রমাণের বিস্তারপ্রসঙ্গেই বিবেচিত। বস্তুতঃ তাহাতে প্রমাণেতর প্রথম প্রমাণ সম্বন্ধে এই আশঙ্কা উত্থাপন করিয়াছেন, "প্রমাণাদীনাং তত্ত্বং প্রতিপাদয়ৎ শাস্ত্রং পরম্পরয়া নিঃশ্রেয়সেন সম্বধ্যতে।" অর্থাৎ এই শাস্ত্র হইতে যে প্রমাণাদির তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা পরম্পরা নিঃশ্রেয়সসাধন বলিয়া এই শাস্ত্রের সহিত যুক্তির পরম্পরা প্রযুক্তপ্রযোজকভাব-সম্বন্ধ আছে। ইহা বলা সূত্রকারের কিরূপ সঙ্গত হয়, যে হেতু প্রমাণতত্ত্বের জ্ঞান প্রমাতত্ত্বজ্ঞানসাপেক্ষ, অতএব যে প্রমা জানে না, তাহার প্রমাণজ্ঞান হইতে পারেনা। আর বিশিষ্ট জ্ঞান বিশেষণজ্ঞানসাপেক্ষ বলিয়া যে প্রমাতত্ত্বজ্ঞান অগ্রে হওয়া আবশ্যক, সেই প্রমাতত্ত্বের জ্ঞানই স্বতঃ কি পরতঃ হইতে পারে না। কারণ প্রভাকরমতে জ্ঞান প্রামাণ্যের স্বতঃই গ্রহ হয় অর্থাৎ উক্ত মীমাংসক বলেন, যে জ্ঞানের প্রমাত্ব (প্রামাণ্য) সেই জ্ঞানেরই বিষয়, যেহেতু জ্ঞানমাত্র স্বপ্রকাশস্বরূপ। অতএব মীমাংসক মতে "মিতির্মাতামেয়ঞ্চ ত্রয়ং জ্ঞানমাত্রস্য বিষয়ঃ।" প্রমা ও প্রমাজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় এই সকলই উৎপন্নজ্ঞানের বিষয়। এইরূপ চিরন্তন উক্তি আছে। ভট্ট বলেন, জ্ঞানমাত্রই অতীন্দ্রিয় বলিয়া জ্ঞানোৎপত্তির পরক্ষণেই ঘটজ্ঞাত হইয়াছে এই অনুভবসিদ্ধ জ্ঞাততালিঙ্গক অনুমানের বিষয় সকল জ্ঞানের প্রামাণ্য হয়। মুরারি মিশ্র বলেন, জ্ঞানোৎপত্তির পরে, 'আমি যথার্থরূপে ঘট জানি' এই প্রকার যে জ্ঞানের মানস অনুভব বা অনুব্যবসায় তাহারই বিষয় জ্ঞানীয় সকল প্রমাত্ব। এই সকল মীমাংসকদিগের মত প্রত্যক্ষ নব্যন্যায়ে উত্থাপন করিয়া অনভ্যাসে দোষোৎপন্ন জ্ঞানে প্রামাণ্যসংশয়ানুপপত্তি প্রভৃতি দোষ উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন এবং অনুমান যদি প্রমাত্ব নির্ণায়ক হয়, তবে অনুমানগত প্রামাণ্যের অনুমাপক অনুমানান্তর এবং তদগত প্রামাণ্যের অনুমাপক ভাবের অনুমানাপেক্ষাহেতুক অনবস্থাদোষ ঘটে। নব্য নৈয়ায়িকগণ এই সকল দোষের উত্থাপন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—সকল প্রকার ব্যাপ্তিজ্ঞানেই যে প্রামাণ্য সন্দেহ হইবে এবং ঐ প্রামাণ্য-নির্ণয়ের জন্য অনুমানাপেক্ষা তাহাতে প্রমাণ নাই সুতরাং অভ্যাসোৎপন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞানরূপ অনুমানে প্রামাণ্যের মানস অনুভবরূপ নির্ণয় সম্ভব আছে, অতএব অনবস্থা দোষ নাই। তাঁহারা নানাপ্রকার মাধ্যমিক প্রভৃতি কর্ত্তৃক উত্থাপিত দোষের নিরাশপূর্ব্বক প্রামাণ্যবাদে প্রামাণ্যনির্ণয়ের উপসংহার করিয়াছেন; তাহাতে প্রাচীন ন্যায় হইতে চিন্তামণি গ্রন্থও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া চিন্তামণি গ্রন্থ নব্যন্যায় নামে গণ্য হইয়াছে।

এই সকল সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে যাইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারনিবন্ধন রঘুনাথশিরোমণিকৃত দীধিতি, মথুরানাথ তর্কবাগীশকৃত রহস্য, জগদীশকৃত দীধিতিপ্রকাশিকা ও গদাধর ভট্টাচার্য্যকৃত দীধিতিটীকা এই সকল গ্রন্থ এত দুরূহ ও বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহা বঙ্গভাষায় সম্যক্ বুঝাইতে চেষ্টা করা অসম্ভব। এই জন্য তাহা পরিত্যক্ত হইল।

গঙ্গেশোপাধ্যায় অসংখ্য প্রমার লক্ষণ দেখাইতে যাইয়া নূতন নূতন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন অর্থাৎ অবচ্ছেদ্যাবচ্ছেদকভাব, প্রতিযোগ্যনুযোগিভাব, নিরূপ্যনিরূপকভাব, বিষয়বিষয়িভাব, প্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাব, কার্য্যকারণভাব ও প্রকারপ্রকারীভাব এই সকল বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া লক্ষণসম্বন্ধি বিশেষণপ্রক্ষেপাদি তদনুসারে করিতে যাইয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। সেই সকল কথা পূর্ব্বতন গ্রন্থকারদিগের আলোচ্য বলিয়া মনে হয় নাই। পরে সূক্ষ্মচিন্তাপ্রভাবে তাহা লইয়া একযুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রত্যক্ষ প্রমা—ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু, ত্বক্ ও শ্রোত্র, এই পঞ্চবিধ বহিরিন্দ্রিয়ের গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দাদি ও পৃথিব্যাদি অর্থের এবং অন্তরিন্দ্রিয় মনের সুখদুঃখাদি আত্মার সহিত সম্বন্ধাধীন যে ভ্রমভিন্ন জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষপ্রমা, তাহা ব্যবসায়াত্মক নির্ব্বিকল্পভেদে দুই প্রকার, এই অর্থ নবীন মতসিদ্ধ। কারণ প্রাচীনেরা নির্ব্বিকল্পজ্ঞান কল্পনা করেন নাই। ভাষ্যকার বলেন, অব্যপদেশ্য (শাব্দ ভিন্ন) ব্যবসায়াত্মক (নিশ্চয়াত্মক) অব্যভিচারী (তৎশূন্যে তৎপ্রকারক যে ভ্রম বা ব্যভিচারী জ্ঞান, তদ্ভিন্ন) ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষপ্রমা। সূত্র ও ভাষ্যকারের পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষের জনক ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দুই

প্রকারে বিভাগ করেন। তন্মধ্যে লৌকিক সন্নিকর্ষ ছয় প্রকার, যথা—সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায় ও তদ্বিশেষণতা এই ষড়্‌বিধ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্রব্য ও দ্রব্যসমবেত (গুণ, কর্ম্ম, জাতি) এবং দ্রব্য সমবেত সমবেত (গুণত্ব কর্ম্মত্ব প্রভৃতি) শব্দ শব্দত্ব, তত্তৎ-পদার্থবৃত্তি অভাব প্রভৃতির যথাক্রমে প্রত্যক্ষের কারণ, আর অলৌকিক সন্নিকর্ষ ও সামান্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা ও যোগজ-ধর্ম্মভেদে তিন প্রকার বলিতে হইবে। ইহার মধ্যে সামান্য-লক্ষণা স্বীকার না করিলে যে কোনও ধূমাদি পদার্থে চক্ষুঃ-সংযোগানন্তর সন্নিকৃষ্ট ধূমের প্রত্যক্ষানন্তর নিখিল ধূমের ধূমত্ব সামান্য ধর্ম্মরূপে জ্ঞান অসম্ভব, যেহেতু স্থানান্তরস্থিত ধূমে চক্ষুর সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ অসম্ভব, স্থানান্তরস্থিত নিখিল ধূমের ধূমত্ব সামান্য ধর্ম্মরূপে জ্ঞান স্বীকার না করিলে বহ্নির ব্যভি-চার (বহ্নিশূন্যদেশবৃত্তিত্ব) সংশয় জন্মিতে পারে না। প্রত্যক্ষ-ধূমে (সন্নিকৃষ্ট ধূমে) ব্যভিচারবিরোধী বহ্নিশূন্য দেশাবৃত্তিত্ব-রূপ ব্যাপ্তির নির্ণয়হেতু এবং অপ্রত্যক্ষ ধূমের অনুপস্থিতি বলিয়া কোন ধূমে ব্যভিচার সংশয় হইবে, যেহেতু সংশয় মাত্রই ধর্ম্মিজ্ঞান সাপেক্ষ, তবে সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিলে, ধূমত্ব সামান্যধর্ম্মের জ্ঞানরূপ চক্ষুর অলৌকিক সন্নিকর্ষবলে ধূমত্বরূপে সকল ধূমের অনুভব সম্ভব হয়, অনন্তর উক্ত অনু-ভবজনিত সংস্কার যৎকিঞ্চিৎ ধূমজ্ঞানরূপ উদ্বোধক সহকারে নিখিলধূমের উপস্থাপক হয় বলিয়া ধূমান্তরে বহ্নিশূন্য দেশবৃত্তি-ত্বের সংশয় উপপন্ন হয়, আর জ্ঞানলক্ষণা অস্বীকার করিলে রজ্জু ও শুক্তি প্রভৃতিতে সর্পত্ব ও রজতত্ব জ্ঞানরূপ ভ্রমাত্মক প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয় না, যেহেতু ভ্রমাধিষ্ঠান শুক্তিরজ্জুতে চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ থাকিলে তাহাতে সর্পত্ব বা রজতত্ব নাই বলিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত সমবায়রূপ চক্ষুঃসন্নিকর্ষও নাই। তবে জ্ঞান-লক্ষণা স্বীকার করিলে অন্যত্র উৎপন্ন সর্পত্ব ও রজতত্বাদিজ্ঞানরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষবলে দোষসহকারে উক্ত ভ্রমাত্মপ্রত্যক্ষজননে চক্ষুরাদি সমর্থ হয়, এই সকল বিষয় লইয়া নব্য নৈয়ায়িকগণ এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিয়াছেন যে, তাহাতে সামান্যলক্ষণা প্রভৃতি এক এক অংশে এক একখানি বিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে, তৎপ্রসঙ্গে অনেক পদার্থের খণ্ডন ও সংস্থান করিতে যাইয়া নানারূপ তন্তুপট প্রভৃতির কার্য্যকারণভাব ও ভাগভাবাদি স্বীকারের যুক্তির উপন্যাস করিয়া প্রাচীন ন্যায় হইতে নব্যন্যায় যেন এক স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

প্রত্যক্ষের অনুমিতি ও শঙ্কানিরাশ—যেহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞানকরণক জ্ঞানই অনুমিতি, যেরূপ ধূমাদির হেতু বহ্ন্যাদির অনু-মান। আর একদেশে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ হইতে বৃক্ষাদির অপর অংশের প্রত্যক্ষ কিরূপ সম্ভবপর? ইহাতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অনুমিতি ভিন্ন প্রত্যক্ষ নামক যে প্রমিতি নাই, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না, যেহেতু মূল বা শাখাদিরূপ কোন একদেশের যে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাধীন জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা কখনই অনুমিতির অন্তর্গত হইতে পারে না। কারণ উক্ত জ্ঞানের পূর্ব্বে কোনও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের জ্ঞান নাই, অতএব বিশেষ গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতির একদেশ নাই বলিয়া তাহা গন্ধাদি প্রত্যক্ষ অনুমিতিতে অন্তর্ভূত হইতে পারে না, অতএব প্রত্যক্ষপ্রমাণে অনুমিতির শঙ্কা অযুক্ত। আর বৃক্ষাদি প্রত্যক্ষ স্থলে একদেশ মাত্রের উপলব্ধি হইয়া থাকে ইহাও বলা যায় না, কারণ অবয়ব হইতে অবয়বী যে পৃথক্ ইহা প্রমাণসিদ্ধ, সুতরাং অবয়ব প্রত্যক্ষকালে অবয়বী-রও প্রত্যক্ষ কেন না হইবে। চক্ষুঃসংযোগ যৎকালে বৃক্ষের অবয়বে জন্মে তৎকালেই স্বতন্ত্র অবয়বী যে সমুদিত বৃক্ষ তাহাতেও জন্মে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বৃক্ষে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষরূপ কারণসম্বলনের অব্যবহিত পরক্ষণে যে বৃক্ষের জ্ঞান হয়, তাহা অবশ্যই প্রত্যক্ষ কারণ জন্য বলিয়া এবং ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুজ্ঞান জন্য নয় বলিয়া প্রত্যক্ষ বলিতে হইবে। এই প্রকারে একদেশে সন্নিকর্ষবশতঃ সমুদিত বৃক্ষের প্রত্য-ক্ষোপপত্তি করিবার নিমিত্ত গোতম দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১ম আহ্নিকে অবয়বিসিদ্ধি-প্রকরণের আবিষ্কার করিয়াছেন, "সাধ্যত্বাদবয়-বিনিসন্দেহঃ" অর্থাৎ সকম্পত্বনিকম্পত্বাদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয়ের একত্র সত্তাপত্তিরূপ সাধ্যত্ব হেতু অবয়বী অবয়ব হইতে স্বতন্ত্র কি না? এই প্রকার সন্দেহের উদ্ভাবন ও সমাধান করিয়াছেন, "সর্ব্বাগ্রহণং অবয়ব্যসিদ্ধেঃ" অর্থাৎ স্বতন্ত্র অবয়ব অবয়বী সিদ্ধ না হইলে পরমাণুপুঞ্জই সকল বলিতে হইবে। বৃক্ষাদি যদি পরমাণুপুঞ্জ হইতে স্বতন্ত্র না হয়, তবে পরমাণুগত রূপাদির মহত্ত্বাভাবনিবন্ধন যেমন প্রত্যক্ষ হয় না, তদ্রূপ পরমাণুপুঞ্জ ও পরমাণু হইতে ভিন্ন নয় বলিয়া বৃক্ষাদিগত রূপাদির অনুপলব্ধি আপত্তি হয়। আর অবয়বী স্বতন্ত্র স্বীকার করিলে তাহার মহত্ত্ব-প্রভাবে বৃক্ষ ও বৃক্ষগত রূপাদির উপলব্ধি হইতে পারে। আর একদেশের ধারণে বা আকর্ষণে সকল বৃক্ষের ধারণ ও আক-র্ষণের উপপত্তি হয়, যেরূপ দণ্ডাদির একদেশ উত্তোলন বা আকর্ষণ করিলে অপর দেশ উত্তোলিত বা আকৃষ্ট হয়। পরমাণুপুঞ্জাত্মক হইলে একের ধারণে অপরের ধারণ সেরূপ হয় না, তদ্রূপ একদেশী পরমাণুপুঞ্জের ধারণে অপর পরমাণু-পুঞ্জের ধারণ অসম্ভব হেতু একদেশ ধারণ ও আকর্ষণে বৃক্ষের ধারণ ও আকর্ষণের অনুপপত্তি হয়। আর ঘটাদি পরমাণু হইতে স্বতন্ত্র না হইলে তাহা দ্বারা দধ্যাদির আনয়নও অসম্ভব, অত-

এব একদেশে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হইলেও সমস্ত বৃক্ষে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হইয়াছে ইহা বলা যায় এবং এই সন্নিকর্ষবলে সমুদিত বৃক্ষের উপলব্ধিও যুক্তিযুক্ত।

এখন প্রত্যক্ষে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ জন্মন্ত সম্বন্ধে আশঙ্কা হইতে পারে, ইন্দ্রিয় কি যথাস্থানে থাকিয়া বিষয়ের সহিত সংলগ্ন হয়? অথবা বিষয়ে না পড়িয়া প্রত্যক্ষ জন্মায়। ইহাতে, চক্ষুঃ স্বস্থানে থাকিয়া স্বীয় রশ্মি ছড়াইয়া বিষয়ের সহিত যুক্ত হয়, এই উত্তর সঙ্গত হয় না; কারণ সূর্য্যকিরণের ন্যায় প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া চক্ষুর কিরণ আছে তাহা বলা যায় না। ইহাতে "রাত্রিঞ্চরনয়নরশ্মিদর্শনাৎ।" এই সূত্র দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত হয় যে, রাত্রিকালে মার্জ্জার শার্দূল প্রভৃতির চক্ষুতে রশ্মির দৃষ্ট হয় বলিয়া মনুষ্য-চক্ষুতেও রশ্মি আছে ইহা দৃষ্টান্তবলে সিদ্ধ হয়। তবে চক্ষুরশ্মি অনুদ্ভূতরূপবান্ বলিয়াই তাহার উপলব্ধি হয় না, চক্ষু মাত্রই রশ্মিবিশিষ্ট, যেহেতু তেজঃপদার্থ যেমন রাত্রিঞ্চর মার্জ্জার চক্ষু, এইরূপ প্রয়োগ দ্বারা মনুষ্য-চক্ষুতেও রশ্মির অনুমান ন্যায়সিদ্ধ। আর চক্ষু তেজঃপদার্থ না হইলে রূপাদি বিষয়ের প্রকাশক হইতে পারে না, যেরূপ পার্থিব ঘটাদি এবং রূপ রস গন্ধ স্পর্শ এই সকল গুণের মধ্যে চক্ষু কেবল রূপপ্রকাশক, অতএব চক্ষু তেজঃপদার্থ। চক্ষু পার্থিব হইলে গন্ধেরও গ্রাহক হইত। চক্ষুর রশ্মি থাকিলেও বিষয়ে যুক্ত না হইয়াই বিষয়প্রকাশক, কারণ কাচ এবং অভ্র ও স্ফটিক প্রভৃতি স্বচ্ছ-পদার্থের অন্তরিত বিষয়েরও উপলব্ধি হয়। "অপ্রাপ্যগ্রহণং কাচাভ্রপটলস্ফটিকান্তরিতোপলব্ধেঃ" এই সূত্র দ্বারা উক্ত আশঙ্কা করিয়া, আবার "ন কুড্যান্তরিতানুপলব্ধেরপ্রতিষেধঃ" এই সূত্র দ্বারা তাহাই নিরাশ করিয়াছেন। যদি চক্ষু ইন্দ্রিয় অসন্নিকৃষ্ট পদার্থের প্রত্যক্ষ জন্মাইতে সমর্থ হইত, তবে ভিত্তি দ্বারা অন্তরিত পদার্থেরও জ্ঞান জন্মাইতে পারিত। যখন প্রাচীরাদি প্রতিবন্ধকবশে চক্ষুঃকিরণ যে বস্তুতে পড়িতে পারে না, সেই বস্তু আমরা কখনই উপলব্ধি করিতে পারি না, অতএব ইন্দ্রিয়ের সহিত অর্থের সন্নিকর্ষ থাকিলেই প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় ইহাই সিদ্ধান্ত সঙ্গত। তবে যে কাচ, অভ্র প্রভৃতির ব্যবধানে থাকিয়াও অর্থ সকল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ বিষয় হয়, তাহাতে বক্তব্য এই "অপ্রতিঘাতাৎ সন্নিকর্ষোপপত্তিঃ। আদিত্যরশ্মেঃ স্ফটিকান্তরিতোঽপি দাহ্যে অবিঘাতাৎ" কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছপদার্থ নয়নরশ্মির প্রতিরোধক হয় না। অতএব কাচাদি দ্বারা ব্যবহিত বস্তুতেও চক্ষুরিন্দ্রিয় পতিত হইতে পারে, যেরূপ আদিত্যরশ্মি স্ফটিক বা কাচবিশেষে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া তদাবৃত দাহ্য বস্তুতে লীন হয়, তদ্রূপ তেজঃপদার্থ চক্ষুর রশ্মি সকল কাচ অভ্র প্রভৃতি ভেদ করিয়া ব্যবহিত পদার্থে সংযুক্ত কেন না হইবে? এই রূপ বলিতে পার না যে, আদিত্যরশ্মিও স্ফটিকান্তরিত দাহ্য পদার্থে প্রবেশ করে না, তাহা হইলে তদন্তরিত লঘু শুষ্ক দাহ্য পদার্থের উষ্ণতা ও দাহ জন্মিতে পারে না। যেমন কুম্ভস্থ জলে তেজঃপদার্থ সূর্য্য ও বহ্নি প্রবিষ্ট হইয়া উষ্ণতাদি সম্পাদন করে, তদ্রূপ চক্ষু স্বীয় রশ্মিদ্বারা দূরস্থ বস্তুতে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপাদন করে, এই প্রণালীতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যে প্রাপ্যকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা বলেন, বিষয়ের প্রতিবিম্ব চক্ষুতে পড়িলেই চক্ষু বিষয়প্রকাশক হয়, ইহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কেন না কাচাভ্র প্রভৃতি দ্বারা ব্যবহিত বা আবৃত যে পার্থিব পদার্থ তাহার প্রতিবিম্ব চক্ষুতে পড়িতে পারে না, যেহেতু তেজোতিরিক্ত পদার্থের কাচাভ্রভেদ করিয়া চক্ষুতে যাইয়া প্রতিবিম্বিত হইবার শক্তি নাই। কাচাভ্রই তাহাতে প্রতিবন্ধক। দর্পণ প্রভৃতিতে মুখের প্রতিবিম্ব উপলব্ধি হইয়া থাকে, মুখে চক্ষুসন্নিকর্ষ ব্যতীত উহা কিরূপে সম্ভব হয়, অতএব বলিতে হইবে চক্ষুরশ্মি দর্পণাদিতে প্রতিহত হইয়া উলটিয়া মুখে পতিত হয়, এইরূপ সন্নিকর্ষবশে ও দর্পণের দোষে মুখের বিপরীতক্রমে ভ্রমাত্মক উপলব্ধি হয়। এখন চক্ষুরশ্মি না মানিলে দর্পণাদিতে মুখের প্রতিবিম্ব উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে না বলিয়া অবশ্যই তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

অতঃপর অনুমিতিলক্ষণ ও বিভাগ কথিত হইতেছে। "অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টঞ্চেতি।" তৎপূর্ব্বক অর্থাৎ লিঙ্গ লিঙ্গী (হেতু সাধ্যের) নিয়তসম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষপূর্ব্বক (অবিনাভাবরূপ ব্যাপ্তিনির্ণয়করণক) যে জ্ঞান, তাহাই অনুমান। তাহা ত্রিবিধ, পূর্ব্ববৎ (কারণ-লিঙ্গক), শেষবৎ (কার্য্য-লিঙ্গক) ও সামান্যতোদৃষ্ট অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য ভিন্ন লিঙ্গক, এই তিন প্রকার। নব্য-ন্যায়কল্পে কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী এই তিন প্রকার যেমন অনুমান হয়, তদ্রূপ স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানভেদে অনুমান দ্বিবিধ

ধূমাদিলিঙ্গে মহানসাদিতে বহ্নির সহচার জ্ঞানাধীন 'যে ধূমবান্ তাহারাই বহ্নিমন্ত' ইত্যাকারক ব্যাপ্তির অনুভবজন্য সংস্কারবিশিষ্ট পুরুষের পর্ব্বতাদিতে ধূমদর্শনানন্তর ধূম, বহ্নির নিয়ত সম্বন্ধরূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট এই প্রকার ব্যাপ্তিস্মরণাধীন, বহ্নি ব্যাপ্তি বিশিষ্টহেতু পর্ব্বতে আছে ইত্যাদিরূপ যে হেতুতে ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতানির্ণয় তাহাই স্বার্থানুমান। আর বাদী কিংবা প্রতিবাদীর অন্য যে মধ্যস্থাদি তাহার নির্ণয়ার্থ যে অনুমান (ব্যাপ্তিনির্ণয়) তাহাই পরার্থানুমান, এই পরার্থানুমান

ন্যায়-সাধ্য অর্থাৎ পরকর্তৃক উচ্চারিত ন্যায়বাক্য হইতে উৎপন্ন হয়। গৌতম ন্যায় লক্ষণ স্পষ্টতঃ না বলিলেও প্রতিজ্ঞা (সাধ্যের নির্দ্দেশ), হেতুপ্রয়োগ (সাধ্যজ্ঞাপকের উল্লেখ), উদাহরণ (দৃষ্টান্তকথনযোগ্য ব্যাপ্তিবোধক বাক্য), উপনয়, (উদাহরণানুসারী অবয়ব বিশেষের উপন্যাস) অর্থাৎ প্রকৃত উদাহরণে উপদর্শিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষবৃত্তিতাবোধক বাক্য, নিগমন (সেই হেতুদ্বারা জ্ঞাপনীয় সাধ্যের উপসংহার) "যথা পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ, যো যো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্, যথা মহানস; তথাচায়ং, তস্মাদয়ং বহ্নিমানিতি," এই পঞ্চবিধ অবয়বের উল্লেখ করাতেই পঞ্চাবয়বোপপন্নবাক্য ন্যায়, এই লক্ষণ, গৌতমাভিপ্রেত অনুমিত হয়। ভাষ্যকার বলেন, "প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ" অর্থাৎ প্রমাণনিচয় দ্বারা অর্থের পরীক্ষা যে বাক্য হইতে হয়, সেই বাক্যই ন্যায়, ভাষ্যের অনন্তরবর্ত্তী প্রাচীন ন্যায়ে "পঞ্চরূপোপপন্নলিঙ্গপ্রতিপাদকং বাক্যং ন্যায়ঃ" এই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় অর্থাৎ পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব, ও অবাধিতত্ব এই পঞ্চবিধ ধর্ম্মান্বিত হেতুর নির্ণয় যে বাক্য হইতে হয়, তাহাই ন্যায়, উক্ত সকলপ্রকার লক্ষণেই অতিব্যাপ্ত্যাদি দোষ হয়, কারণ প্রতিজ্ঞা অপর ন্যায়ের হেত্বাদিঘটিত পঞ্চবাক্যও ন্যায় হইতে পারে এবং হেতুর পর প্রতিজ্ঞা, অনন্তর উদাহরণাদিব্যুৎক্রম প্রয়োগঘটিত বাক্যসমুদায়ে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়, আর ভাষ্যোক্ত প্রমাণদ্বারা যে বাক্য হইতে অর্থপরীক্ষা হয় তাহাই ন্যায়, এ লক্ষণেও ন্যায়ের উপযোগী তর্কাদি প্রতিপাদক পরকীয় হেতু দোষের জ্ঞাপক এবং স্বপক্ষের অধিকবলতাপ্রতিপাদনার্থ উক্ত সেই সেই অর্থের জ্ঞাপক শ্রুতি প্রভৃতি সকল বাক্যই ন্যায় লক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে, আর পঞ্চোপপন্ন লিঙ্গ, এই বাক্যে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া পক্ষসত্ত্বাদি পঞ্চরূপ বিশিষ্ট লিঙ্গের প্রতিপাদক বাক্যকেও ন্যায় বলা যায় না, এই জন্য নব্য-ন্যায়প্রবর্ত্তক গঙ্গেশোপাধ্যায় বলেন, 'কিন্ত্বনুমিতিচরমকারণলিঙ্গপরামর্শপ্রয়োজকশাব্দজ্ঞানজনকবাক্যং ন্যায়ঃ' অনুমিতির চরম কারণ যে সাধ্যব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর পক্ষে সত্ত্বাজ্ঞানরূপ পরামর্শ তাহার প্রয়োজক যে শব্দজ্ঞান, তজ্জনক বাক্যই ন্যায়। এইরূপ চিন্তামণির লক্ষণের উপর দীধিতিকার কেবল উপনয় বাক্যে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষ দেখিয়া স্বতন্ত্র লক্ষণ করিয়াছেন,—"উচিতানুপূর্ব্বীকপ্রতিজ্ঞাদিপঞ্চকবাক্যং ন্যায়ঃ" উচিতানুপূর্ব্বী • অর্থাৎ যথাক্রম ও যথোপযুক্ত আনুপূর্ব্বী-ক্রমে উক্ত যে প্রতিজ্ঞাদি পঞ্চ, তৎসমুদায়াত্মক বাক্য ন্যায়। এই লক্ষণও উদাসীন বাক্যান্তর সহিত প্রতিজ্ঞাদি সমুদায় এবং ন্যায়দ্বয়াত্মক সমুদায়ে অতিব্যাপ্তিবারণার্থ গদাধর ভট্টাচার্য্যপ্রভৃতি নানারূপ বিশেষণ প্রক্ষেপ ও পরিত্যাগ করিয়া,—"প্রতিজ্ঞাদিপ্রতিপাদ্যতত্তদর্থবিষয়কযৎকিঞ্চিৎশাব্দবোধনিরূপিতশব্দজ্ঞাননিষ্ঠা যা যা জনকতা তত্তদবচ্ছেদককোটিপ্রবিষ্টযৎকিঞ্চিজ্জ্ঞানীয়বিষয়তাশ্রয়বর্ণত্বব্যাপকসমুদায়ত্ববান্ন্যায়ঃ" এইরূপ জটিল বহু পদার্থঘটিত লক্ষণ প্রণয়ন করিয়াছেন অর্থাৎ সেই হেতুজ্ঞাপ্য সাধ্যবিশিষ্ট পর্ব্বত অর্থাৎ প্রতিজ্ঞার্থ যে সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ, হেতুবাক্যের অর্থ যে হেতু জ্ঞাপ্য, উদাহরণার্থ যে হেতু ব্যাপক, সাধ্যবিশিষ্টে হেতুবিশিষ্ট, উপনয়ার্থ যে সাধ্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুবিশিষ্ট পক্ষ, এই সকল অবগাহী যে সমূহালম্বন যে কোনও একটী শাব্দবোধ তন্নিরূপিত (তাহার) শব্দজ্ঞাননিষ্ঠ যতগুলি কারণতা ঐ সকল কারণতার অবচ্ছেদক যে যৎকিঞ্চিনীয় সকল বিষয় তাহার আশ্রয় বর্ণত্বের ব্যাপক যে সমুদায়ত্ব, তাদৃশ সমুদায়ার্থের আশ্রয় যে বাক্য তাহাই ন্যায়। এই প্রকার লক্ষণের উপরও যে যে দোষ হয় তাহার উদ্ধারের জন্য আবার বহুতর পাতড়া সৃষ্ট হইয়াছে, উহার প্রত্যেক পদের অর্থাদি ও ব্যাবৃত্তি দেখাইতে যাইয়া নব্যনৈয়ায়িকগণ বাহ্যজ্ঞানরহিত হইয়া পড়িয়াছেন, ইহার অর্থ দেখাইতে হইলে অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে, অতএব এই স্থানেই বিরত হইলাম।

হেত্বাভাস।—মূলসূত্রে বা ভাষ্যে হেত্বাভাসের সামান্য লক্ষণ উল্লেখ না থাকিলেও চিন্তামণিকার গঙ্গেশ সামান্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "যদ্বিষয়কত্বেন লিঙ্গজ্ঞানস্যানুমিতিপ্রতিবন্ধকত্বং" অর্থাৎ যাহার নির্ণয়সত্ত্বে অনুমিতি হয় না তাদৃশদোষবিশিষ্ট যে পদার্থ হেতুত্বে অভিমত হয় তাহাই হেত্বাভাস, হেতু নয় (সাধক নয়) অথচ হেতুর ন্যায় দীপ্তিমান্ তাহাই হেত্বাভাসশব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। উক্ত লক্ষণের অলক্ষ্য 'বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদি' সদ্ধেতুতে অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু বহ্নিশূন্য পর্ব্বত এই প্রকার ভ্রমেরও বহ্নিমান্ পর্ব্বত এই অনুমিতির প্রতিবন্ধকত্ব থাকায় যে বহ্ন্যভাব বিষয়স্বরূপে অনুমিতি প্রতিবন্ধকতা সেই বহ্ন্যভাবরূপদোষবিশিষ্ট ধূমাদি হয়, এই জন্যই দীধিতিকার বলেন, সাদৃশ্য বিশিষ্ট বিষয়ক নিশ্চয়ত্বটী প্রকৃত অনুমিতির প্রতিবন্ধকতার অনতিরিক্ত বৃত্তিস্বরূপ অবচ্ছেদকতাবিশিষ্ট হয়, তাদৃশ বিশিষ্টই দোষ, জলে বহ্নিসাধ্য করিলে ধূমাদি হেতুতে বহ্নিশূন্য জলই দোষ হয়। যেহেতু বহ্নিশূন্য জলবিষয়ক নিশ্চয়ত্ব প্রকৃতানুমিতির যে প্রতিবন্ধকতা তাহার অতিরিক্ত স্থানে আবৃত্তি হইয়াছে, কিন্তু পর্ব্বতে বহ্নির সাধ্যতাস্থলে প্রকৃতানুমিতি প্রতিবন্ধকতাশূন্য যে বহ্ন্যভাববান্ এই প্রকার পক্ষানবগাহী বহ্ন্যভাবমাত্র প্রকারক নিশ্চয় তাহাতে

বহ্ন্যভাববিষয়ক নিশ্চয়ত্ব আছে বলিয়া তাদৃশ পদে বহ্ন্যভাবকে ধরা গেল না। কেন না ভ্রমের বিষয় যে বহ্ন্যভাব তদ্বিশিষ্ট পর্ব্বত হয় না বলিয়া তাহাকে ধরা যায় না। পর্ব্বত বহ্নিমান্ এই অনুমিতিতে শুদ্ধ বহ্ন্যভাববান্ এই নিশ্চয়ও প্রতিবন্ধক হয় না। দীধিতিকারের লক্ষণের উপরও দোষ হয়, কারণ বাধকালে ইচ্ছাপ্রযুক্ত যে আহার্য্য বা অপ্রামাণ্য জ্ঞানাস্কন্দিত বহ্নিশূন্য জলবিষয়ক নির্ণয় অনুমিতির প্রতিবন্ধকতাশূন্য বলিয়া বহ্নিশূন্য জলবিষয়ক নিশ্চয়ত্বটী উক্ত প্রতিবন্ধকতাশূন্য বৃত্তি হইল, সুতরাং বহ্নিশূন্য জলরূপবাধে দোষলক্ষণেরও তৎস্থলীয় হেতুতে দোষবত্ত্বরূপ দুষ্টত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়, এইজন্য জগদীশ গদাধর প্রভৃতি বলেন, অনাহার্য্য অপ্রামাণ্য জ্ঞানানাস্কন্দিত নিশ্চয় বৃত্তিত্ববিশিষ্ট যদ্রূপবিশিষ্টবিষয়িত্বের ব্যাপক হয়, প্রকৃতানুমিতি প্রতিবন্ধকতা তদ্রূপ বিশিষ্টই দোষ। তদ্বত্ত্বই দুষ্টত্ব। জগদীশ ও গদাধর এই লক্ষণের উপর অসংখ্য দোষ দেখাইয়া নিবেশপ্রবেশপূর্ব্বক অনুগম ও অভূতপূর্ব্ব বিচারচাতুর্য্য দেখাইয়াছেন, সাধ্যসাধনগ্রহের অবিরোধী অথচ প্রকৃতসাধ্য ব্যাপ্তিগ্রহের বিরোধিজ্ঞানের বিষয় যে তাহাই ব্যভিচার। সেই ব্যভিচার সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী ভেদে তিন প্রকার, সাধ্যশূন্যদেশস্থিত হেতু সাধারণ, যথা—শব্দ নিত্য, যেহেতু স্পর্শশূন্য, এইস্থলে নিত্যত্বরূপ সাধ্যশূন্য যে স্পন্দ তাহাতে নিস্পর্শত্ব হেতু আছে বলিয়া নিত্যতাশূন্য বৃত্তি নিস্পর্শত্বেই সাধারণ হইল। সাধ্যাধিকরণে অবৃত্তিহেতু অসাধারণ শব্দ দ্রব্যত্ববান্ যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য, এইস্থলে দ্রব্যত্বসাধ্যের অধিকরণে শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব নাই বলিয়া অসাধারণ হইল। এইরূপে বুঝিতে হইবে। কেবলান্বয়ী সর্ব্বত্র বাচ্যত্বাদিপক্ষতাবচ্ছেদকাদি অনুপসংহারী। পক্ষবৃত্তি সাধ্যব্যাপকীভূতাভাবের প্রতিযোগী হেতু বিরুদ্ধ যথা—গোত্ব সাধ্যক অশ্বত্বাদি হেতু, পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদকাভাবাদি আশ্রয়াসিদ্ধি, হেতুশূন্য পক্ষই স্বরূপাসিদ্ধি, যথা—হ্রদে বহ্নিসাধ্যক ধূমাদি। ব্যর্থবিশেষণত্বরূপ ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হয় এইজন্য নীলধূম হেতু করিলেও দুষ্টহেতু হয়। বিরোধিপরামর্শকালীনহেতু সৎপ্রতিপক্ষিত, যথা—শরীর অচেতন, যেহেতু ভৌতিক, যে যে ভৌতিক, তাহারা সকলেই চৈতন্যবিহীন, যেমন ঘট শরীর প্রভৃতি নৈয়ায়িকের এই বাক্যের সমানকালে যদি চার্ব্বাক বলে, শরীরই চৈতন্যবিশিষ্ট যেহেতু সচেষ্ট, যে যে সচেষ্ট তাহারাই সচেতন, যে সচেতন নয়, সে সচেষ্টও নয়। এইরূপ চৈতন্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট চেষ্টাবান্ শরীর, আর অচেতনত্ব ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, ভৌতিকত্ববান্ শরীর এই প্রকার সচেতনত্ব ও অচেতনত্ব এই বিরোধিপদার্থদ্বয়ের ব্যাপ্তিবিশিষ্ট চেষ্টাও ভৌতিকত্ব হেতুর এককালে একপক্ষে পরামর্শকালে সৎপ্রতিপক্ষদোষযুক্ত হেতুদ্বয় কোনও পক্ষের সাধনীয় পদার্থের অনুমাপক হয় না। তখন যদি, "অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষবস্থিতং মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি" ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করে, তবে শরীর চৈতন্যবাদ পক্ষ দুর্ব্বল হয়। তখন সমানবলতা নাই বলিয়া হেতু সৎপ্রতিপক্ষিত হয় না। শরীর চৈতন্যাশ্রয় নয়, ইহার প্রতিপাদক বেদপ্রমাণবলে চৈতন্যের ব্যাপ্তিবিশিষ্টচেষ্টার শরীররূপপক্ষে নির্ণয়াত্মকবিরোধিপরামর্শে অপ্রামাণ্য জ্ঞান হইয়া চৈতন্যাভাবের অনুমানই সৎ হয়। সাধ্যশূন্য পক্ষই বাধ, যথা—হ্রদবহ্নিবিশিষ্ট ধূমহেতুক এইস্থলে বহ্নিশূন্য হ্রদ বাধদোষ হইল। পরকীয় হেতুতে হেত্বাভাসের উদ্ভাবন যেরূপ স্বসাধ্যানুমান সম্বন্ধে উপযোগী, তদ্রূপ স্বীয় হেতুতে ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতা দেখানও প্রকৃতোপযোগী, এইজন্য ব্যাপ্তি কি পদার্থ স্বরূপ তাহা জানা উচিত।

ব্যাপ্তিবাদ—অতি প্রাচীনকালে লিঙ্গলিঙ্গীর নিয়তসম্বন্ধত্বরূপই ব্যাপ্তির উল্লেখ ছিল, অনন্তর তাহাই অব্যভিচরিত সম্বন্ধ ও অবিনাভাবসম্বন্ধ বলিয়া উক্ত হইত। পরে সিদ্ধপুরুষ গঙ্গেশ প্রাচীন পরম্পরাপ্রচলিত অব্যভিচরিতত্ব শব্দেরই পাঁচ প্রকার অর্থ যাহা উল্লেখ করিয়া দোষ দেখাইয়া নিরাকরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব এই লক্ষণে সাধ্যশূন্যদেশে হেতুর না থাকাই ব্যাপ্তি, এইরূপ যথাশ্রুতার্থে অসম্ভব হয়, কেন না সাধ্যঘট উভয়ের অভাব ও সাধ্য-প্রতিযোগিক বলিয়া সাধ্যাভাব, উভয়াভাব সর্ব্বত্রই আছে, সুতরাং তদধিকরণে বৃত্তিতাই ধূমে আছে। এই অব্যাপ্তি কিংবা অসম্ভব দোষে এবং "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি স্থলে অতিব্যাপ্তি দোষ হয় বলিয়া অনন্তর, সাধ্যসামান্যাভাব ও তাদৃশবৃত্তিতাসামান্যাভাব প্রভৃতি লক্ষণ নিবেশ করিয়াছেন। যৎকিঞ্চিৎ সাধ্য থাকিলেও সাধ্যসামান্যের অভাব থাকে না, সুতরাং পর্ব্বতে সেই বহ্নি নাই এইরূপ প্রতীতি হইলেও বহ্নি নাই ইহা বলা যায় না। সাধ্যসামান্যাভাব নিবেশ করিয়া লক্ষণের অর্থ এই হয় যে, অনুমিতির বিধেয়তারূপ সাধ্যতার অবচ্ছেদকভিন্ন যে ধর্ম্ম তন্নিষ্ঠ অবচ্ছেদকতার অনিরূপক এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকনিষ্ঠ অবচ্ছেদকতার নিরূপক যে প্রতিযোগিতা, তাহার নিরূপক যে অভাব, তদধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিতাভাবব্যাপ্তি, বহ্নি ঘট উভয় নাই এই প্রতীতিসিদ্ধ অভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকের অতিরিক্ত উভয়ত্বধর্ম্মনিষ্ঠ-অবচ্ছেদকতার নিরূপক বলিয়া তাদৃশসামান্যাভাব নয় বলিয়া সাধ্যসামান্যাভাবাধিকরণ ধূমাধিকরণ হয় না, সুতরাং অব্যাপ্তি দোষ হয় না। সাধ্যাভাবাধিকরণবৃত্তিত্বসামান্যা-

ভাব নিবেশ না করিলেও তাদৃশ বৃত্তিত্ব জলত্ব উভয়াভাবাদি আদান করিয়া ব্যভিচারি-স্থলমাত্রে অতিব্যাপ্তি। "ধূমবান্ বহ্নেঃ" ইত্যাদি অলক্ষ্যস্থলে ধূমরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণ জলহ্রদনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব বহ্নিহেতুতে থাকে বলিয়া এবং ধূমরূপসাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্ব জলত্ব এতদুভয়াভাব বহ্নি হেতুতে থাকে বলিয়া লক্ষ্যে লক্ষণ হয়, সুতরাং অতিব্যাপ্তি, "অতএব সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বং নাস্তি' ইত্যাকারক প্রতীতিসিদ্ধ তাদৃশবৃত্তিত্ব সামান্যাভাব নিবেশপূর্ব্বক অতিব্যাপ্তি বারণ করিতে হয়। বৃত্তিত্বসামান্যাভাবনিবেশের প্রণালী লিখিতে হইলে অতি দুরূহ ও বিস্তৃত হইবে বলিয়া নিরস্ত হইলাম। এই রীতিতে এক এক লক্ষণ বিশেষরূপে নিবেশ প্রবেশ করিয়া অতি দুরূহ ও নানারূপ কল্পনা করাতে ব্যাপ্তিপঞ্চকও বিস্তৃত হইয়াছে। এই পাঁচ লক্ষণই সাধ্যের অভাব কিংবা সাধ্যবিশিষ্টের সামান্যভেদঘটিত বলিয়া কেবলান্বয়িস্থলে (যাহার অভাব অপ্রসিদ্ধ এরূপ সাধ্যক হেতুতে) অব্যাপ্তি দোষে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তৎপর সিংহ-ব্যাঘ্রোক্ত লক্ষণদ্বয় এবং সুন্দরোপাধ্যায়-মতসিদ্ধ ব্যধিকরণরূপে অভাবঘটিত অনেক প্রকার লক্ষণ কল্পনাপূর্ব্বক নিরাশ ও পূর্ব্বপক্ষোক্ত বহুবিধ-লক্ষণ পরিহারপূর্ব্বক সিদ্ধান্তলক্ষণ করিয়াছেন, "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং তস্য সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ" অর্থাৎ যে হেতুর আশ্রয়ে বর্ত্তমান অভাবীয় প্রতিযোগিতার বিশেষকীভূতধর্ম্মবিশিষ্ট হইতে ভিন্ন যে সাধ্য তাহার অধিকরণে সেই হেতুর সত্তাই ব্যাপ্তি। যেমন পর্ব্বত বহ্নিমান্, যেহেতু তাহাতে ধূম আছে, এই প্রকার ধূমহেতুক বহ্নি সাধ্যকস্থলে হেতুর অধিকরণ যে পর্ব্বত চত্বর, গোষ্ঠ ও মহানস তাহাতে বর্ত্তমান যে ঘটাদ্যভাব তদীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে ঘটত্ব গোত্ব প্রভৃতি, তদবচ্ছিন্ন যে ঘট ও গো প্রভৃতি, তদ্ভিন্ন বহ্নিরূপ সাধ্যের সহিত ধূমরূপ হেতুতে যে একাধিকরণভাব, তাহাই বহ্নির ব্যাপ্তি হইল। এই লক্ষণে উক্তস্থলেই অব্যাপ্তিদোষ হয়, হেতুর অধিকরণ পর্ব্বতে মহানসীয় বহ্নির, মহানসে পর্ব্বতীয় বহ্নির, চত্বরে গোষ্ঠাদিনিষ্ঠবহ্নির, গোষ্ঠে চত্বরাদিনিষ্ঠবহ্নির যে অভাব বর্ত্তমান আছে, তত্তদভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকীভূত তত্তদ্ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট সকল বহ্নি হয় বলিয়াও প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকীভূত ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন সাধ্য বলিয়া বহ্নিকে ধরা যায় না। অতএব তাদৃশসাধ্য সমানাধিকরণরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের উক্ত লক্ষ্যস্থলে না যাওয়ারূপ অব্যাপ্তি দোষ হয়। এই জন্য দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি বলেন, "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মস্তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সমানাধিকরণ্যং তদ্রূপবিশিষ্টস্য তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নযাবন্নিরূপিতা ব্যাপ্তিঃ।" স্বীয় প্রতিযোগিতার অধিকরণে অবৃত্তি হইয়া যে হেতুতাবচ্ছেদকরূপবিশিষ্টের অধিকরণে বর্ত্তমান হয়, যে যে অভাব তত্তদীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক না হয়, যে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম তদ্বিশিষ্ট যে কোনও সাধ্যব্যক্তির সহিত যে হেতুর যে ঐকাধিকরণ্যস্থিতি, তাহাই সেই হেতুতাবচ্ছেদকবিশিষ্টহেতুক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মবিশিষ্ট সকল নিরূপিত ব্যাপ্তি। পর্ব্বতীয় বহ্ন্যাদিব্যক্তিগত তত্তদ্ ব্যক্তিত্ব ধূমত্বরূপ হেতুতাবচ্ছেদক বিশিষ্টের অধিকরণ পর্ব্বতবৃত্ত্যভাবীয় প্রতিযোগিতার ঘটত্বাদির ন্যায় অবচ্ছেদক হইলেও তদ্ভিন্ন বহ্নিত্বরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট বহ্নির যে সামানাধিকরণ্য তাহাই বহ্নিত্বাবচ্ছিন্নের ব্যাপ্তি হইল। অর্থাৎ তাদৃশ ব্যাপ্তিজ্ঞানই বহ্ন্যনুমিতির জনক। এই লক্ষণের প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ পদের নানারূপ অর্থ আশঙ্কাপূর্ব্বক নানাবিধ দোষের উল্লেখ করিয়া শিরোমণি যে স্বতন্ত্র অর্থ করিয়াছেন, তাহাতেও লক্ষণ সকল স্বতন্ত্ররূপ হইয়াছে। "যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নাধিকরণত্বং হেতুমতঃ তাদৃশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকবিশিষ্টসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ।" যেরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বিশিষ্টের অধিকরণহেতুর অধিকরণ হয়, তাদৃশ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক বিশিষ্টের অধিকরণে হেতুর বর্ত্তমানত্বই ব্যাপ্তি। এই লক্ষণে পুনঃ কালপক্ষকালিকসম্বন্ধে ঘটসাধ্য মহাকালত্বাদিহেতুতে অব্যাপ্তি হয়, যেহেতু সাধ্যতাঘটক কালিক সম্বন্ধে সকল বস্তুরই অধিকরণ কাল হয়, সুতরাং যে অভাব ধরিয়া লক্ষণ লইবে, সেই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বিশিষ্টের অনধিকরণ কালরূপ হেত্বধিকরণ হয় না বলিয়া কোনও অভাবের প্রতিযোগিতাই তাদৃশ প্রতিযোগিতা বলিয়া ধরা যায় না। সুতরাং উক্ত লক্ষণ তথায় যায় না। ইহার পর প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণপদের নানারূপ পারিভাষিক অর্থ কল্পনা করিয়া তাহাতেও কালের জগদাধারত্ব মতে দোষ হয়। অতএব চরমে লক্ষণ করিয়াছেন, "নিরুক্তপ্রতিযোগ্যনধিকরণহেতুমন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিতাসামান্যে যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বযদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নত্বোভয়াভাবস্তেন সম্বন্ধেন তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নস্য ব্যাপকত্বং বোধ্যং।" এই সকল লক্ষণের প্রত্যেকপদের ব্যাবৃত্তি ও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নানারূপ লক্ষণের আবিষ্কার করিয়া জগদীশ ও গদাধরকৃত টীকা অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। যে যে অভাবের স্বীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে স্বীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মবিশিষ্টের অধিকরণ ভিন্ন হয়, যে হেত্বধিকরণ সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে যে

সম্বন্ধাবচ্ছেদ্যত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্ম্মাবচ্ছেদ্যত্ব এই উভয়ের অভাব থাকে সেই হেতুর ব্যাপক হয়, সেই সম্বন্ধে সেই ধর্ম্ম-বিশিষ্ট এবং তাদৃশ ব্যাপকীভূত সাধ্যের অধিকরণে হেতুর সত্তাই ব্যাপ্তি হইল। স্বীয় প্রতিযোগী ঘটাদির অধিকরণ ধূমাদিরূপ হেতুর অধিকরণে বর্ত্তমান যে যে ঘটাদির অভাব, তদীয় প্রতিযোগিতাসামান্যেই সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও বহ্নিত্বাব-চ্ছিন্নত্ব এই উভয়ের অভাব আছে, সুতরাং সংযোগসম্বন্ধে বহ্নিত্ববিশিষ্ট ধূমের ব্যাপক হইল। তাহার অধিকরণে ঐ ধূম আছে, সুতরাং ধূমও বহ্নির ব্যাপ্য হইল। সিদ্ধান্ত লক্ষণের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক ইহার ঘটক যে অবচ্ছেদকতা তাহা কিরূপ, স্বরূপসম্বন্ধরূপ না প্রতিযোগিতার অনতিরিক্তবৃত্তিত্ব-রূপ। এইরূপ আশঙ্কাপূর্ব্বক অবচ্ছেদকত্ব নির্ব্বাচন করিয়া অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তিনামে দীধিতিকার আর এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই সকল নব্যন্যায়ের লক্ষণ বুঝিতে হইলে নব্যন্যায়ে বুৎপাদিত অভাব ও প্রতিযোগিতার কি সম্বন্ধ প্রতিযোগিতার ও অবচ্ছেদকতারই বা কি সম্বন্ধ, আর কে কাহার অবচ্ছেদক হয়, অবচ্ছেদক শব্দেরই বা কি অর্থ, অবচ্ছেদকতা কত প্রকার, নিরূপিতত্ব ও নিরূপকত্ব, অধিকরণত্ব, আধেয়ত্ব, বিষয়ত্ব, বিষয়িত্ব, প্রকারতা, প্রকা-রিতা প্রভৃতি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক এবং কোন পদার্থ লইয়া নানারূপ লক্ষণ ও তাহার দোষানুসন্ধান করিতে করিতে ব্যাপ্তিবাদও এত বিস্তৃত হইয়াছে যে, তাহা অধ্যয়ন করিতে তিন চারি বৎসরের আবশ্যক।

'যস্যাভাবঃ স এব প্রতিযোগী', যাহার অভাব সেই ব্যক্তিই অভাবের প্রতিযোগী হয়, যেহেতু প্রতিযোগ অর্থাৎ প্রতিকূল-সম্বন্ধ তাহাতে আছে, প্রতিযোগীর অসাধারণ ধর্ম্মরূপ যে প্রতিযোগিতা, তাহার ইতরব্যাবর্ত্তক বিশেষকই অবচ্ছেদক। সেই অবচ্ছেদক দ্বিবিধ,—সংযোগাদিতে সম্বন্ধ অবচ্ছেদক এবং প্রতিযোগ্যংশে প্রকারীভূত ধর্ম্ম অবচ্ছেদক প্রতিযোগিতার নিরূপিত অবচ্ছেদকতা, অবচ্ছেদকতার নিরূপক প্রতিযো-গিতা, এবং প্রতিযোগিতার নিরূপক (নির্ণায়ক) অভাব ইত্যাদি বিষয়ে যাহারা অভিজ্ঞ, তাহারাই উক্তবিধ লক্ষণ বুঝিতে অধিকারী।

চার্ব্বাক বলেন, "সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তিনিশ্চয়ে সতি স্যাৎ" "তদে-বতু ন ভবতি উপায়াভাবাৎ" অর্থাৎ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অনুমিতি-রূপস্বতন্ত্রপ্রমা তবেই সিদ্ধ হয়, যদি ব্যাপ্তিনিশ্চয় সিদ্ধ হইতে পারে, সেই ব্যাপ্তিনির্ণয়ই তোমাদের উপায়ের অভাব হেতু অসম্ভব। এই জন্য ব্যাপ্তির সিদ্ধান্ত করিয়াও নৈয়ায়িকেরা ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অনেক স্থলে যদিও বারবার সহচারদর্শন ব্যাপ্তিনির্ণায়ক না হয়, তথাপি ব্যভিচার জ্ঞানের অসহকৃত সহচারজ্ঞান যে ব্যাপ্তিনির্ণয়ের কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। নতুবা তৃপ্তিপ্রার্থী ভোজনার্থ প্রবৃত্ত হইত না এবং যে ভবিষ্যদ্ভোজন ভবিষ্যত্তৃপ্তির কারণ, তাহার সম্পাদনের জন্য প্রাণিবৃন্দ এত ব্যাকুল হইত না। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান ব্যতীত যখন কোথাও প্রবৃত্ত দেখা যায় না। তখন অবশ্যই বলিতে হইবে, ভোজনপ্রবৃত্ত পুরুষের ভোজনে তৃপ্তিরূপ ইষ্টসাধনত্ব নির্ণীত ছিল, তাদৃশ ইষ্টসাধনত্বনির্ণয় কখনই প্রত্যক্ষাত্মক হইতে পারে না। ভবিষ্যদ্ভোজনের তৃপ্তিসাধনত্ব সম্বন্ধে কোনও উপদেশ বা স্মৃতি নাই। কেবল-মাত্র, ভোজনই তৃপ্তিসাধন এইরূপ সকল ভোজনে তৃপ্তিসাধনত্ব জ্ঞানাত্মক ব্যাপ্তিনির্ণয়বশতঃ, ভবিষ্যদ্ভোজনে তৃপ্তিসাধনতার অনুমানাত্মক নির্ণয় হইয়া থাকে। সুতরাং ভোজনতৃপ্তির অসাধকও হয়, এইরূপ ব্যভিচারানুসন্ধান না থাকিয়া যে কোন ভোজনেই তৃপ্তিসাধনতার জ্ঞানরূপ তৃপ্তিসাধনতার সহচার-দর্শনে ভোজনত্বে তৃপ্তসাধনতার অব্যভিচারিত সম্বন্ধরূপ পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তিনির্ণয় অবশ্যই স্বীকার্য্য। এইরূপ বিচার-পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতে যাইয়া ব্যাপ্তিগ্রহোপায় নামক ব্যাপ্তি-বাদের অন্তর্ভূত গ্রন্থান্তর প্রণীত হইয়াছে। অনেক স্থলে ব্যভিচার সংশয় নিরাকরণার্থ তর্কও বিশেষ উপযোগী হয়। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, "অবিজ্ঞাততত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতঃ তত্ত্বজ্ঞানার্থং উহস্তর্কঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাপ্যের আরোপ প্রযুক্ত হয় যে ব্যাপকের আরোপ তাহাই তর্ক, অর্থাৎ যে পদার্থ ছাড়িয়া থাকে না তাহার আরোপ বা আপত্তি করিয়া যে, সেই পদার্থের আরোপ হয়, তাহাই তর্ক পদার্থ। সেই তর্কপদার্থের প্রয়োজন অবিজ্ঞাততত্ত্বপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান। সেই তর্ক পঞ্চবিধ ইহাই নব্যন্যায়ের অভিমত- আত্মাশ্রয়, অন্যোন্যাশ্রয়, চক্রক, অনবস্থা, তদন্যবাধিতার্থপ্রসঙ্গ, এই পাঁচ প্রকার তর্ক। তর্কের বিশেষ প্রতিপাদন করিতে যাইয়া "তর্ক" নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। ব্যাপকপদার্থের অভাববত্তানিশ্চয় যেস্থলে থাকে, সেই স্থানই ব্যাপ্যের আরোপা-ধীন ব্যাপকের আহার্য্যারোপরূপ তর্ক হইয়া থাকে। পর্ব্বত যদি বহ্নিশূন্য হয়, তবে নির্ধূম হউক। এইরূপ বহ্ন্যভাবাত্মক ব্যাপ্যের আরোপাধীন ধূমাভাবাত্মক ব্যাপকের আরোপই তর্ক হইল। উক্ত তর্কবলে আপাদকীভূত ধূমাভাবের অভাব-স্বরূপ ধূমবত্তা নির্ণয়াধীন আপাদ্য বহ্ন্যভাবের অভাবস্বরূপ বহ্নির অনুমানাত্মক নির্ণয় হয় এবং ধূম যদি বহ্নিব্যভিচারী হয়, তবে বহ্নি জন্য না হউক, এই প্রকার তর্কবলে বহ্নি-জন্যত্ব নির্ণয়াধীন বহ্নিব্যভিচারাভাব ধূমে নির্ণীত হইয়া থাকে।

তিনি চিন্তামণিতে ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়, তর্কনির্ব্বচন পরে উপাধি ও সামান্যলক্ষণা ; অনন্তর পক্ষতানির্ব্বচন অর্থাৎ নির্ণীত পদার্থের অনুমিতি হয় না বলিয়া অনুমিতির প্রতি সাধ্যসন্দেহ ও ইচ্ছারূপপ্রাচীন মতসিদ্ধ পক্ষতার কারণত্বনিরাসপূর্ব্বক অনুমিৎসাশূন্য সাধ্যনির্ণয়ের অভাবকে কারণ বলিয়া ব্যবস্থাপন করিয়াছেন। ইহার উপর জাগদীশী গাদাধরী প্রভৃতি বিস্তৃত টীকা রচিত হইয়াছে। গঙ্গেশ পরামর্শের কারণার্থ নির্ব্বচন, পরে ন্যায়াবয়ব, তদনন্তর হেত্বাভাস নিরূপণ, শেষে ঈশ্বরানুমান বর্ণন করিয়া অনুমানখণ্ড শেষ করিয়াছেন।

শেষ শব্দখণ্ড। শব্দের প্রামাণ্য—অনুমান যেরূপ প্রত্যক্ষাতিরিক্তস্বতন্ত্র প্রমাণ, শব্দও তদ্রূপ প্রত্যক্ষানুমানোপমান হইতে স্বতন্ত্র প্রমাণ। মহর্ষি গৌতমকৃত "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ" এই সূত্রদ্বারা শব্দপ্রামাণ্যের লক্ষণ প্রতিপাদিত হইয়াছে। আপ্ত অর্থাৎ বাক্যার্থ গোচর যথার্থ জ্ঞানবান্ পুরুষ, তদুচ্চারিত যে বাক্য তাহাই প্রমাণ। নব্যন্যায়মতে আসত্তি, আকাঙ্ক্ষা, তাৎপর্য্য ও যোগ্যতাবদ্বাক্যই প্রমাণ। যেহেতু বক্তার বাক্যার্থবিষয়ক জ্ঞান থাকিলেও তদুচ্চারিত শ্লোকাদি হইতে অপর অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রমাত্মক শব্দবোধ জন্মিয়া থাকে। তবে লৌকিকবাক্য হইতে অনেক সময় ভ্রমাত্মক শব্দবোধ উৎপন্ন হয় ; এজন্য সকল লৌকিক বাক্যের প্রামাণ্য নাই ; ভ্রম, প্রমাদ, প্রতারণেচ্ছা, করণাপাটব এই দোষচতুষ্টয়-রহিত আপ্ত পুরুষোচ্চারিত সকল বাক্যই প্রমাণ। তাদৃশ আপ্তোচ্চারিত বলিয়াই বেদের প্রামাণ্য। "মন্ত্রায়ুর্ব্বেদপ্রামাণ্যবচ্চ তৎ প্রামাণ্যং আপ্তপ্রামাণ্যাৎ" এই ন্যায়সূত্র দ্বারা শব্দপ্রামাণ্য পরীক্ষাপ্রকরণে উক্ত তাৎপর্য্যমূলকই বেদপ্রামাণ্য সিদ্ধান্ত হইয়াছে ও আসত্তি, আকাঙ্ক্ষা, তাৎপর্য্য ও যোগ্যতাবিশিষ্ট বাক্য যে স্বতন্ত্র প্রমাণ, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত করিতে যাইয়া শব্দপ্রামাণ্য নামে চিন্তামণির অন্তর্গত এক বিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া পড়িয়াছে। আসত্তি, আকাঙ্ক্ষা, তাৎপর্য্য ও যোগ্যতা এই চারি বিষয়েই চারিখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তদনন্তর শব্দানিত্যতাবাদ ও তৎপরে প্রবাহের অবচ্ছেদরূপ নিত্যত্ব সম্বন্ধে উচ্ছন্নপ্রচ্ছন্নবাদ নামে আরও একখানি গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। বাক্যশ্রবণের পর যে একটী বিশিষ্টজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই শাব্দবোধ। সেই শাব্দবোধ পদজ্ঞানই কারণ, যেহেতু পদজ্ঞান পদার্থের স্মৃতি জন্মাইয়া উক্ত বিশিষ্টবোধের অনুকূল হয়। অনেক সময় পদজ্ঞান শ্রাবণিক প্রত্যক্ষাত্মক হইলেও পদের অসন্নিধানে লিপিসন্দর্শনে মৌনি শ্লোকাদির শাব্দবোধ হইয়া থাকে বলিয়া পদের জ্ঞানমাত্রই তাহার কারণ। পুস্তকদর্শনে আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহা চিহ্নবিশেষরূপ অকারাদি অক্ষরে জ্ঞানপূত পদস্মৃতি হয় বলিয়াই তাহা হইতে পুস্তকপ্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুভব হয়। তাহার প্রমাণ—কোনও ব্যক্তি যদি তোমার পুত্র জন্মিয়াছে কিংবা পুত্র মরিয়াছে এইরূপ প্রয়োগ করে, তখন হর্ষ ও বিষাদ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়, অতএব বলিতে হইবে, শব্দ হইতে যদি কেবল পদার্থোপস্থিতি বা পুত্রজন্ম ও মরণ এবং সম্বন্ধের স্মরণ মাত্রই হয়, তবে হর্ষ ও বিষাদ কোনও প্রকারেই সম্ভব হয় না। কারণ কোনও ব্যক্তি জন্ম কিংবা মরণ শব্দমাত্র হইতে হর্ষবিষাদোপপন্ন হয় না। তবে আমার পুত্র জন্মিয়াছে ইত্যাদি বিশিষ্টবুদ্ধি হইলেই হর্ষাদি উপপন্ন হয়। ইহাকে বিশিষ্টবুদ্ধি স্মৃতি বলা যায় না। কেন না পূর্ব্বে ঐরূপ অনুভব হয় নাই। ইহাকেও প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে না, যেহেতু তাদৃশ বিশিষ্টার্থে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নাই। আবার ইহা অনুমানও নয়, কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান বা ব্যাপ্তির উপস্থাপক কেহই নহে। ইহা উপমান বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না। কারণ তৎকরণীভূত পদার্থের শক্তিগ্রাহক কোনও সাদৃশ্যজ্ঞান নাই। সুতরাং শব্দবোধ স্বতন্ত্র প্রমা এবং তৎকরণ শব্দপ্রমান্তরসিদ্ধ হইল।

ঘট কর্ম্মতা, আনয়ন কৃতি ইত্যাদি নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্য ঘটাদি অর্থের বৃত্তিবশতঃ উপস্থাপক হইলেও ঘটকর্ম্মতাক আনয়ন কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিশিষ্টবুদ্ধি জন্মে না বলিয়া ঘটপদোত্তরত্ববিশিষ্ট যে "অম্" পদ, এবং "অম্" পদোত্তরত্ববিশিষ্ট আঙ্পূর্ব্বক নীপদ, নীপদোত্তরত্ববিশিষ্ট "হি" পদস্বরূপ "ঘটমানয়", ইত্যাদি স্থলীয় আকাঙ্ক্ষা জ্ঞানের কারণতা, উক্ত অন্বয়বুদ্ধিতে অবশ্য স্বীকার্য্য। 'বহ্নিনা সিঞ্চতি' ইত্যাদি যোগ্যতাবিহীন বাক্য হইতে অন্বয়বোধ হয় না বলিয়া বহ্নিকরণকত্বসত্তা রূপ যোগ্যতাজ্ঞান ও শাব্দবোধে কারণ। সেচনরূপ পদার্থে বহ্নিকরণকত্বের বাধ আছে বলিয়া তাদৃশ যোগ্যতাজ্ঞান অসম্ভব। সুতরাং বহ্নিকরণকসেক ইত্যাকার অন্বয়বোধও হয় না। যে পদের অর্থের সহিত অন্বয়বোধ হয়, সেই পদের অর্থের সেই পদে সত্তাই যোগ্যতা, তাদৃশ যোগ্যতার প্রমাত্মক জ্ঞানই শাব্দপ্রমার নিদান। পদের অব্যবধানে উচ্চারণরূপ আসত্তিজ্ঞানও কারণ। বক্তার অভিপ্রায়রূপ তাৎপর্য্যনির্ণয়াত্মক উক্ত অন্বয়বুদ্ধিতে কারণ হয়।

এই শাব্দবোধে 'ঘটমানয়' ইত্যাদি আনুপূর্ব্ব্যবিশেষরূপ আকাঙ্ক্ষা ও বক্তার ইচ্ছাস্বরূপ তাৎপর্য্যের নির্ণয়, নিকটে উচ্চারণরূপ আসত্তি এবং যাহাতে যাহার অন্বয় তাহাতে তাহার বাধ না থাকারূপ যোগ্যতার জ্ঞান যেরূপ কারণ পদ পদার্থের নিয়ত সম্বন্ধরূপ বৃত্তিজ্ঞানও কারণ, সেই বৃত্তি সঙ্কেত এবং লক্ষণা অন্যতররূপ। গদাধর ভট্টাচার্য্য বলেন, "সঙ্কেতোলক্ষণা চার্থে

পদবৃত্তিঃ।" জগদীশ বলেন, "আজানিকস্বাধুনিকঃ সঙ্কেতো দ্বিবিধো মতঃ।, নিত্য আজানিকস্তত্র যা শক্তিরিতি গীয়তে।" আজানিক এবং আধুনিক ভেদে সঙ্কেত দুই প্রকার, তন্মধ্যে ভগবদিচ্ছারূপ নিত্যসঙ্কেত অর্থাৎ এই শব্দ হইতে এই অর্থ লোকের অনুভবগম্য হউক এই প্রকার ঈশ্বরীয় ইচ্ছাই নিত্যসঙ্কেত তাহারই নাম পদের শক্তি। সৃষ্টিকাল হইতে গো প্রভৃতি শব্দের গবাদ্যর্থ তাৎপর্য্যে প্রয়োগ দেখিয়া অনুমিত হয় যে, ঈশ্বরেরই এরূপ ইচ্ছা আছে যে, গোশব্দ গবাদ্যর্থের অনুভাবক হউক, এই প্রকার ভগবদ্ ইচ্ছারূপ গো-পদের শক্তিগ্রহমূলকই কালান্তরে 'গো আনয়ন কর' এই প্রকার সাকাঙ্ক্ষ গবাদিপদজ্ঞানাধীন গবাদ্যর্থের স্মরণ হইয়া গোর আনয়ন কর্ত্তব্য, এই প্রকার অনুভব হয়। শাস্ত্রকারোক্ত নদী এবং বৃদ্ধি প্রভৃতি পদের স্ত্রীলিঙ্গবিহিত ঊ, ঈপ্ ও আর্, ঐ, ঔ, প্রভৃতিতে যে আধুনিক শাস্ত্রকারীয় সঙ্কেত অর্থাৎ শাস্ত্রকারের যে নদীপদ, ঊ ঈ ও বৃদ্ধিপদ আর্ প্রভৃতি বর্ণের অনুভাবক হউক, এই প্রকার ইচ্ছা, তাহাই আধুনিক সঙ্কেত, ইহার নামান্তর পরিভাষা। প্রথমতঃ সঙ্কেতগ্রহের উপায় বৃদ্ধব্যবহারকেই শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইজন্য জগদীশ বলেন, "সঙ্কেতস্য গ্রহঃ পূর্ব্বং বৃদ্ধস্য ব্যবহারতঃ। পশ্চাদেবোপমানাদ্যৈঃ শক্তিধীপূর্ব্বকৈরসৌ"॥ প্রথমতঃ ব্যুৎপন্ন কোন পুরুষের শব্দাধীন ব্যবহার দেখিয়া বালকের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে, পরে শক্তিজ্ঞানপূর্ব্বক সাদৃশ্য জ্ঞানরূপ উপমান ব্যাকরণ, কোষ, আপ্তবাক্য, সিদ্ধপদের সন্নিধি বাক্যশেষ ও বিবরণ, প্রভৃতি হইতে পদের শক্তি বা সঙ্কেতগ্রহ হয়, যে পদের সঙ্কেতগ্রহ নাই তাহার শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণাজ্ঞানও থাকে না, সুতরাং সেই পদের জ্ঞানাধীন কাহারও শাব্দানুভব হয় না, এই শক্তিনির্ব্বাচন করিতে যাইয়া গদাধর ভট্টাচার্য্য অতি দুরূহ এক বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে কিরূপ শক্তিজ্ঞানের শাব্দবোধের প্রতি জনকত্ব এবং শক্তিই বা কি পদার্থ, কোন শব্দের কিরূপ অর্থে শক্তি ইত্যাদি বিশেষরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তন্মধ্যে কার্য্যান্বিত স্বার্থে পদের শক্তি ও শাব্দানুভবে সামর্থ্যরূপ, মীমাংসকাভিমত শক্তির এবং জাতিশক্তিবাদ প্রভৃতি নিরাস করিয়াছেন।

জগদীশ শব্দের প্রামাণ্য সম্বন্ধে পরমত নিরাকরণপূর্ব্বক শব্দ যে স্বতন্ত্র প্রমাণ ইহা সংস্থাপনানন্তর প্রকৃতি, প্রত্যয় ও নিপাত এই তিন প্রকারে সার্থকশব্দের বিভাগ করিয়াছেন, তন্মধ্যে নাম ও ধাতুভেদে প্রকৃতি দুই প্রকার, সেই নাম রূঢ়, লক্ষক, যোগরূঢ় ও যৌগিক ভেদে চারিপ্রকার। যাহার যে অর্থে সঙ্কেত আছে, সেইপদ সেই অর্থে রূঢ়; উক্ত রূঢ়নামই সংজ্ঞা বলিয়া খ্যাত। সেই সংজ্ঞা তিন প্রকার—নৈমিত্তিকী, পারিভাষিকী ও ঔপাধিকী। গো মনুষ্য প্রভৃতি সংজ্ঞা গোত্ব, মনুষ্যত্ব জাতিবিশিষ্টের বাচক বলিয়া নৈমিত্তিকী, এবং আধুনিক সঙ্কেতবিশিষ্ট নদী বৃদ্ধ্যাদিপদই পারিভাষিকী সংজ্ঞা। বিশেষগুণবিশিষ্ট আত্মাত্ববাদি অনুগত উপাধিবিশিষ্টে সঙ্কেত বলিয়া ভূত দূতাদি শব্দ ঔপাধিকী সংজ্ঞা। লক্ষক নাম নানাবিধ—জহৎস্বার্থলক্ষণা, অজহৎস্বার্থলক্ষণা, নিরূঢ়লক্ষণা এবং আধুনিকলক্ষণা ইত্যাদি। পঙ্কজাদি শব্দ স্বঘটক পদের বৃত্তিলভ্য অর্থের সহিত রূঢ়ার্থ—পদ্মাদির বোধজনক বলিয়া যোগরূঢ়। পাচকাদি শব্দ কেবল স্বঘটকপদের যোগার্থ মাত্রের অনুভাবক বলিয়া যৌগিক। এই সকল বিষয় নামপ্রকরণে বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রকৃতি, প্রত্যয় ও নিপাতাদির লক্ষণও যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। তদনন্তর যৌগিক নামের অন্তর্গত সমাসের লক্ষণ ও বিভাগ প্রতিপাদন করিয়া সমাসনামক স্বতন্ত্র প্রকরণ হইয়াছে। তদনন্তর ষট্কারকের ও উপকারকের ব্যুৎপাদনপূর্ব্বক কারক নামে সুদীর্ঘ প্রকরণ রচিত হইয়াছে। এই কারকপ্রকরণে প্রত্যয়ের বিভক্তি, ধাত্বংশ, তদ্ধিত ও কৃৎ এই চারি প্রকারে বিভক্ত বিভক্তি প্রভৃতির সামান্য লক্ষণ ও বিশেষ লক্ষণ বর্ণিত। বিভক্তি দুই প্রকার, সুপ্ ও তিঙ্। তন্মধ্যে সুপ্ কারকার্থ আর ইতরার্থ, ধাত্বর্থেতে যে বিভক্ত্যর্থ প্রকার বলিয়া অনুভবের বিষয় হয়, তাহাই কারকার্থ, আর তাদৃশ সুবর্থই কারক। তদিতর সুবর্থই উপকারক। বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে, এখানে বৃক্ষপদোত্তর পঞ্চমীবিভক্তির অর্থ যে বিভাগ তাহার পত্ ধাতূপস্থাপ্য অধঃসংযোগাবচ্ছিন্নস্পন্দে অধঃসংযোগের জনকীভূত চলনে জনকতা সম্বন্ধে অন্বয় হয়, সুতরাং তাহা অপাদানকারক। এই প্রকারে কারক বিভক্তির ও বিভক্ত্যর্থের অন্বয়ানুভাবকত্ব আদান করিয়া সকল কারকের লক্ষণ নির্ব্বাচন ও ব্যুৎপত্তি ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রথমাদি ব্যুৎপত্তিবাদ নামক বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রথমাদির অর্থ, তাহার অন্বয় ও বহুলরূপে তৎসম্বন্ধে আনুসঙ্গিক বিচারপূর্ব্বক স্বমতসংস্থাপন করিয়াছেন। দ্বিতীয়াদিব্যুৎপত্তিবাদে অভেদান্বয়ের কারণাদি নির্দ্দেশ ও তৎসম্বন্ধে বিচার করিয়াছেন। দ্বিতীয়াদিব্যুৎপত্তিবাদেও দ্বিতীয়াদির অর্থ ও ধাত্বর্থের সহিত কিরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি বিষয় লিখিয়াছেন।

বৌদ্ধ-ন্যায়।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তি-রচিত ন্যায়বিন্দুগ্রন্থে বৌদ্ধ-ন্যায় সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে—নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত হইল। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে প্রত্যক্ষ-

জ্ঞানের বিষয় ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্বার্থ ও পরার্থানুমানের বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। সম্যগ্‌জ্ঞানপূর্ব্বক সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে, পুরুষার্থসিদ্ধি বিষয়ে সম্যগ্‌জ্ঞানই একমাত্র কারণ। সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ হইলে নির্ব্বাণ হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্র মতেও 'জ্ঞানান্মুক্তিঃ' অর্থাৎ জ্ঞানলাভ হইলে মুক্তি হইয়া থাকে। বৌদ্ধদের মতে সম্যগ্‌জ্ঞান হইলে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। অতএব যাহাতে সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ হয়, তাহার প্রতি সকলেরই যত্ন অবশ্যবিধেয়।

এইজন্য প্রথমেই সম্যগ্‌জ্ঞানের বিষয় লিখিত হইতেছে—'অবিসংবাদক যে জ্ঞান' তাহার নাম সম্যগ্‌জ্ঞান। যাহাতে কোনরূপ বিসংবাদ (বিপরীত-জ্ঞান) এবং বিরোধ প্রভৃতি নাই তাহাই সম্যগ্‌জ্ঞানপদবাচ্য। প্রমাণদ্বারাই বস্তুর স্বরূপবোধ হইয়া থাকে, অতএব সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, প্রমাণের বিশেষ আবশ্যক। অর্থাবগতিই প্রমাণের ফল, প্রমাণ দ্বারা যে অর্থের অবগতি হয়, তাহাতে আর কোনরূপ সংশয় থাকে না, তখন পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব যে সকল বিষয় অধিগত নহে, প্রমাণ দ্বারা তাহারই অবগতি হইয়া থাকে। পুরুষ প্রথমে যে জ্ঞানদ্বারা অর্থ জ্ঞাত হয়, সেই জ্ঞানানুসারে প্রবর্ত্তিত হইয়া অর্থলাভ করিয়া থাকে। যে সকল অর্থ দৃষ্টরূপে অবগত হয়, তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত এবং যাহা লিঙ্গ (হেতু) দর্শনহেতু নিশ্চয়রূপে অর্থাববোধ হয়, তাহা অনুমানের বিষয়। এই প্রত্যক্ষ ও অনুমান নিখিল অর্থসমূহের প্রদর্শক, এইজন্য এই দুই প্রমাণ। ইহাই সম্যগ্‌-বিজ্ঞান, এতদতিরিক্ত অন্য আর কিছু সম্যগ্‌বিজ্ঞান নহে। পাইবার নিমিত্ত শক্য যে অর্থ তাহার নাম প্রাপক, এবং প্রাপক বলিয়াই প্রমাণ পদবাচ্য। এই দুই জ্ঞান হইতে অতিরিক্ত যে জ্ঞান, তাহা দ্বারা প্রদর্শিত যে অর্থ, তাহা অত্যন্ত বিপর্যাস্ত হইয়া থাকে। যেরূপ মরীচিকায় জল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহা পাইবার জন্য শক্য তাহা প্রাপক এবং এই প্রাপক বলিয়াই প্রমাণ, কিন্তু মরীচিকায় জল পাওয়া যায় না, এই স্থলে জলের প্রাপকত্ব নাই, সুতরাং প্রমাণও হইবে না। মরীচিকায় জলের অত্যন্ত অসত্তা আছে, এইজন্য উহাতে জলপ্রাপ্তি অসম্ভব। যে যে স্থলে বস্তুর প্রাপক হইবে না, তথায় প্রমাণও হইবে না; সন্দেহ স্থলে জগতে ভাব ও অভাবযুক্ত কোন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না এবং তাহা বস্তুর প্রাপক নহে, সুতরাং সংশয়ও ভ্রমবৎ প্রমাণ হইবে না। সম্যগ্‌জ্ঞান হইলে তৎক্ষণাৎ পুরুষার্থ সিদ্ধি হইবে না, পুরুষার্থ সিদ্ধির প্রতি সম্যগ্‌জ্ঞান সাক্ষাৎ কারণ নহে, পূর্ব্বমাত্র। সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ হইলে পূর্ব্বদৃষ্টের স্মরণ হয়, স্মরণ হইতে অভিলাষ, অভিলাষ হইতে প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি হইতে পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, এইজন্য সম্যগ্‌জ্ঞান সাক্ষাৎ কারণ নহে,* পূর্ব্বমাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

এই সম্যগ্‌জ্ঞান দুই প্রকার প্রত্যক্ষ ও অনুমান। এই দুই দ্বারা সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। যেস্থলে প্রত্যক্ষ দ্বারা বস্তুর উপলব্ধি হয় না, সেই স্থলে অনুমান দ্বারা হইয়া থাকে অনুমান-জ্ঞানও প্রত্যক্ষবদ্ জানিতে হইবে। এই প্রত্যক্ষও অনুমান দ্বারা নিখিল বস্তুতত্ত্বের জ্ঞান হইবে, নিখিল বস্তুতত্ত্বের স্বরূপবোধ হইলে তখন সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ হয়। এই প্রত্যক্ষ ও অনুমানকে প্রত্যক্ষ ও মানপ্রমাণ বলে। যথাক্রমে ইহার লক্ষণের বিষয় বলা যাইতেছে। †

প্রত্যক্ষ—যাহা কল্পনাপোঢ় ও অভ্রান্ত তাহাই প্রত্যক্ষ অর্থাৎ যাহা কল্পনাপোঢ় (কাল্পনিক) নহে এবং অভ্রান্ত যাহাতে কিছুমাত্র ভ্রম নাই, তাহাই প্রত্যক্ষ পদবাচ্য। যে কোন অর্থের সাক্ষাৎকারি যে জ্ঞান, তাহাই প্রত্যক্ষ, চক্ষুর সহিত বিষয়েন্দ্রিয় জন্য যে জ্ঞান হয়, তাহা প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়াশ্রিত জ্ঞানমাত্রই প্রত্যক্ষ পদবাচ্য হইবে।

কল্পনাপোঢ় ও অভ্রান্তত্ব এই দুইটী বিশেষণ বিপ্রতিপত্তিনিরাকরণের জন্য উক্ত হইয়াছে, অনুমান নিবৃত্তির জন্য নহে।

তিমির, আশুভ্রমণ, নৌযান, সংক্ষোভ, প্রভৃতিতে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে প্রকৃতরূপে বস্তুর অববোধ হয় না, এইজন্য ভ্রান্তত্বের নিরাস করা হইয়াছে।

এই প্রত্যক্ষজ্ঞান চতুর্ব্বিধ—ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, আত্মজ্ঞান ও যোগিজ্ঞান। ইন্দ্রিয়ের যে জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াশ্রিত যে জ্ঞান তাহাকে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান কহে। এই ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান দুই প্রকার পরস্পরোপকারী ও এককার্য্যকারী। যাহা ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের বিষয় নহে সেই স্থলে মনোবিজ্ঞান হইবে।

---

* "সম্যগ্‌জ্ঞানপূর্ব্বিকা সর্ব্বপুরুষার্থসিদ্ধিরিতি তদ্ব্যুৎপাদ্যতে। দ্বিবিধং সম্যগ্‌জ্ঞানং প্রত্যক্ষং অনুমানঞ্চ তত্র প্রত্যক্ষং কল্পনাপোঢ়মভ্রান্তং। অভিলাপসংসর্গযোগ্যপ্রতিভাসপ্রতীতিঃ কল্পনা তয়া রহিতং তিমিরাশুভ্রমণনৌযানসংক্ষোভাদ্যনাহিতবিভ্রমং জ্ঞানং প্রত্যক্ষং।" (ন্যায়বিন্দু।)

† "অনুমানং দ্বিধা। স্বার্থং পরার্থঞ্চ। তত্র স্বার্থং ত্রিরূপাল্লিঙ্গাদ্যদনুমেয়ে জ্ঞানং তদনুমানং। প্রমাণফলব্যবস্থাত্রাপি প্রত্যক্ষবৎ। ত্রৈরূপ্যং পুনর্লিঙ্গস্যানুমেয়ে সত্ত্বমেব। সপক্ষ এব সত্ত্বং। অসপক্ষে চাসত্ত্বমেব।" (ন্যায়বিন্দু।)

'পরার্থানুমানং শব্দাত্মকং স্বার্থানুমানন্তু জ্ঞানাত্মকং। ...

স্বস্মাদিদং স্বার্থং। যেন স্বয়ং প্রতিপদ্যতে তৎস্বার্থং। পরস্মাদিদং পরার্থং যেন পরং প্রতিপাদয়তি তৎপরার্থং।

ত্রিরূপাল্লিঙ্গাদ্যদুৎপন্নমনুমেয়ালম্বনং জ্ঞানং তৎস্বার্থানুমানমিতি।'

(ন্যায়বিন্দুটীকা।)

যাহা সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রসিদ্ধ তাহা মানস প্রত্যক্ষ। যে রূপ দ্বারা আত্মবেদিতা হয়, তাহা আত্মসংবেদন বা আত্মজ্ঞান।

যোগ অর্থে সমাধি, এই যোগ যাহার আছে তাহাকে যোগী কহে, এবম্ভূত যোগীর যে জ্ঞান তাহাকে যোগি-প্রত্যক্ষ বা যোগিজ্ঞান কহে। প্রত্যক্ষের এই চারি প্রকার বিভাগ জানিতে হইবে। ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য-রচিত ন্যায়বিন্দু টীকায় ইহার বিবরণ বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে।

অনুমান—এই মতে অনুমান প্রমাণ দুই প্রকার; স্বার্থ ও পরার্থ অর্থাৎ স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। ইহার মধ্যে পরার্থানুমান শব্দাত্মক ও স্বার্থানুমান জ্ঞানাত্মক। এই দুয়ের মধ্যে অত্যন্ত ভেদবশতঃ পৃথক্ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইল। স্বার্থানুমান জ্ঞানস্বরূপ, ইহাতে কোনরূপ শব্দোচ্চারণ করিতে হয় না। যে অনুমানে আপনিই প্রতিপন্ন হওয়া যায়, অর্থাৎ আপনার জন্য যাহা, তাহা স্বার্থানুমান, আর যাহাদ্বারা পরকে প্রতিপাদন করা যায়, অর্থাৎ পরের জন্য তাহা পরার্থানুমান। এই স্বার্থ ও পরার্থ জ্ঞানের মধ্যে প্রথমে স্বার্থানুমানের বিষয় বলা যাইতেছে। স্বার্থানুমান—ত্রিরূপ অর্থাৎ ত্রিবিধলিঙ্গ উৎপন্ন অনুমেয়ের আলম্বন অর্থাৎ অনুমানের বিষয়ীভূত যে বস্তু তাহার আলম্বন যে জ্ঞান, তাহাই স্বার্থানুমান।

ত্রিবিধ লিঙ্গ যথা—অনুমেয়বিষয়ে সত্তা (অস্তিত্ব) অনুমানের বিষয়ীভূত যে বস্তু তাহাতে অস্তিত্ব। সপক্ষে সত্তা এবং অসপক্ষে অসত্তা এই তিন লিঙ্গদ্বারা স্বার্থানুমান জ্ঞান হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধলিঙ্গের বিষয় ন্যায়বিন্দুটীকায় এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম অনুমেয় ও সপক্ষে যে সত্তা এবং অসপক্ষে অর্থাৎ বিপক্ষে যে অসত্তা, তাহার নাম লিঙ্গ। এখন ইহাদের অর্থের বিবরণ দেখা যাউক। অনুমেয় অনুমানের বিষয়ীভূত বস্তুমাত্রই অনুমেয় শব্দের তাৎপর্য্যার্থ, কিন্তু ইহাদের মতে অনুমেয় বলিলে ঠিক এইরূপ বুঝায় না, নিশ্চেতব্য যে হেতু ও লক্ষণ তদ্বিষয়ে যে ধর্ম্মী তাহা অনুমেয় (১) অর্থাৎ ব্যাপ্তির নিশ্চয়কালে যে ধর্ম্ম তাহাই অনুমেয়। জানিবার নিমিত্ত অভিলষিত বিষয়ই ধর্ম্ম, অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয়ই ধর্ম্ম নামে অভিহিত হয়। এই অনুমেয় যে সত্তা (অস্তিত্ব) ইহা প্রথম। দ্বিতীয় সপক্ষে সত্তা-সমান অর্থ সপক্ষ অর্থাৎ সাধ্যধর্ম্মের সহিত তুল্য যে অর্থ তাহাকে সপক্ষ কহে। (২) এই সপক্ষে যে সত্তা (অস্তিত্ব) তাহা দ্বিতীয়। তৃতীয় অসপক্ষে অসত্তা। অসপক্ষ সপক্ষভিন্ন অর্থাৎ বিপক্ষ তাহাতে যে অসত্তা (অনস্তিত্ব) (৩) তাহা তৃতীয়। এই ত্রিবিধ লিঙ্গ হইতেই পরার্থানুমান হয়।

বস্তু ধারণের প্রতি দুইটী হেতু। এক প্রতিষেধ হেতু, অপর সমর্থক হেতু। অর্থাৎ কোন একটী বস্তুসাধন করিতে হইলে তাহাতে প্রতিষেধক হেতু ও সমর্থক হেতু দিতে হয়। এই প্রতিষেধক হেতু একাদশ প্রকার। স্বভাবানুপলব্ধি, কার্য্যানুপলব্ধি, ব্যাপকানুপলব্ধি, স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি, বিরুদ্ধব্যাপ্তোপলব্ধি, বিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি, কার্য্যবিরুদ্ধোপলব্ধি, ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধি, কারণানুপলব্ধি, কারণবিরুদ্ধোপলব্ধি ও কারণবিরুদ্ধকার্য্যোপলব্ধি। এই একাদশ প্রকার প্রতিষেধক হেতু।

স্বভাবানুপলব্ধি—স্বাভাবিক অনুপলব্ধি। "নাত্র ধূম উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্যানুপলব্ধেঃ॥ এইখানে ধূম নাই, যেহেতু এখানে উপলব্ধি লক্ষণ প্রাপ্তির অর্থাৎ যাহাতে ধূম বোধ হইতে পারে এইরূপ কোন বিষয়ের উপলব্ধি বোধ নাই, এই হেতুতে স্থিরীকৃত হইল যে 'নাত্র ধূমঃ' অর্থাৎ ধূম নাই, যদি ধূম থাকিত তাহা হইলে ধূমোপলব্ধির বোধ থাকিত। ইহা ধূমজ্ঞানের প্রতিষেধক বলিয়া প্রতিষেধক হেতু হইয়াছে।

কার্য্যানুপলব্ধি—কার্য্যের অনুপলব্ধি যথা—"নেহ প্রতিবদ্ধসামর্থ্যানি ধূমকারণানি সন্তি ধূমাভাবাৎ।" পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ধূম নাই এই ধূমের অভাববশতঃ অপ্রতিবদ্ধসামর্থ্য যে ধূম কারণ তাহাও নাই, যখন ধূম নাই, তখন ধূমকারণও নাই, এই জন্য কার্য্যের অনুপলব্ধি হইল।

ব্যাপকানুপলব্ধি—ব্যাপক বস্তুর অনুপলব্ধি যথা—"নাত্র শিংশপা বৃক্ষাভাবাৎ।" এই স্থলে শিংশপা বৃক্ষ নাই, যেহেতু বৃক্ষাভাব আছে, শিংশপা এক প্রকার বৃক্ষ, যদি সেইখানে কোন প্রকার বৃক্ষ না থাকে তাহা হইলে শিংশপা বৃক্ষরূপ ব্যাপকের অভাবহেতু শিংশপা ব্যাপ্যের অনুপলব্ধি হইল।

স্বভাববিরুদ্ধোপলব্ধি—স্বভাববশতঃ যাহা বিরুদ্ধ তাহার অনুপলব্ধি যথা—"নাত্র শীতস্পর্শোঽগ্নেরিতি।" এখানে অগ্নির শীতস্পর্শ নাই। অগ্নিতে শীতস্পর্শ স্বভাববিরুদ্ধ অতএব স্বভাববিরুদ্ধ বস্তুর উপলব্ধি হইতেছে, যেখানে অগ্নি থাকে সেই স্থলে উষ্ণস্পর্শ থাকিবে, অগ্নিতে শীতস্পর্শ বা জলে উষ্ণস্পর্শ হইতে পারে না, অতএব এই স্থলে স্বভাব বিরুদ্ধোপলব্ধি।

বিরুদ্ধ কার্য্যোপলব্ধি—বিরুদ্ধকার্য্যের উপলব্ধি, যথা—'নাত্র শীতস্পর্শো ধূমাদিতি' এই স্থলে শীতস্পর্শ নাই, যেহেতু ধূম আছে,

(১) "অত্র কোঽনুমেয় ইত্যাহ। অত্র হেতুলক্ষণে—নিশ্চেতব্যে ধর্ম্মানুমেয়ঃ। অন্যত্র তু সাধ্যপ্রতিপত্তিকালে সমুদায়োঽনুমেয়ঃ। ব্যাপ্তিনিশ্চয়কালে তু ধর্ম্মোঽনুমেয়ঃ ইতি দর্শয়িতুমত্র গ্রহণম্।"

(২) "কঃ সপক্ষঃ। সমানোঽর্থঃ সপক্ষঃ সমানঃ সদৃশঃ যোঽর্থঃ পক্ষেণ সপক্ষঃ। সাধ্যধর্ম্মসযোগ্যেন সমানঃ পক্ষেণ সপক্ষঃ।"

(৩) "ন সপক্ষঃ অসপক্ষঃ। সপক্ষো যো ন ভবতি সোঽসপক্ষঃ। কস্ত সপক্ষোঽন্য ভবতি। ততঃ সপক্ষাদন্যঃ তেন চ বিরুদ্ধঃ।" (ন্যায়বিন্দুটীকা)

ধূম থাকিলে উষ্ণস্পর্শ থাকিবে, এই বিরুদ্ধ কার্য্যের উপলব্ধি হইতেছে। বিরুদ্ধ ব্যাপ্তোপলব্ধি—বিরুদ্ধ যে ব্যাপ্তি তাহার উপলব্ধি।

কার্য্যবিরুদ্ধোপলব্ধি—কার্য্যবিরুদ্ধ যে বস্তু তাহার উপলব্ধি। ইত্যাদি লক্ষণ ক্রমে দুর্বোধ্য হইয়াছে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

স্বার্থানুমানের পরে পরার্থানুমান লিখিত হইয়াছে।

পরার্থানুমান শব্দস্বরূপ, ইহাতে পরকে বুঝাইবার জন্য অনুমানসূচক শব্দোচ্চারণ করিতে হয়। যেমন তুমি নিশ্চয় জানিবে যখন ধূম দেখা যাইতেছে, তখন অবশ্যই বহ্নি আছে ইত্যাদি। "পরস্মৈ ইদং পরার্থং পরার্থং অনুমানং পরার্থানুমানং" পরের নিমিত্ত যে অনুমান তাহা পরার্থানুমান। কারণে কার্য্যোপচার অর্থাৎ কারণ দর্শনে যে কার্য্যের অনুমান, তাহাই পরার্থানুমান। গৌতম-মতে লিঙ্গজ্ঞানপূর্ব্বক লিঙ্গীর যে অনুমান তাহা প্রায় একই প্রকার। এই পরার্থানুমান দুইপ্রকার সাধর্ম্ম্যবৎ এবং বৈধর্ম্ম্যবৎ। বাস্তবিক ইহার অর্থতঃ কোন ভেদ নাই। প্রয়োগস্থলে ভিন্ন হয় বলিয়া প্রয়োগানুসারেই এই দুই প্রকার ভেদ হইয়াছে। এই পরার্থানুমানে ব্যাপ্তি, অন্বয়, ব্যতিরেক প্রভৃতির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই পরার্থানুমান দ্বারাই ঋষভদেব ও বর্দ্ধমান প্রভৃতি তীর্থঙ্করদিগের জৈনমত এবং গৌতম ও কপিল প্রভৃতির মত খণ্ডিত হইয়াছে।

ধর্ম্মকীর্ত্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জৈন ও হিন্দু প্রভৃতি দার্শনিকদিগের মত খণ্ডন করিয়া সম্যগ্‌জ্ঞানের বিষয় স্থির করিয়াছেন। এই সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ হইলে সকল পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়, আর কোনরূপ প্রয়োজন থাকে না। ইহার বিশেষ বিবরণ ন্যায়বিন্দু ও তৎটীকায় বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে।

বৌদ্ধদিগের ন্যায়শাস্ত্রের ন্যায় জৈনদিগেরও স্বতন্ত্র তর্কশাস্ত্র আছে। জৈনেরা স্যাদ্বাদের মধ্যে অধিকাংশ তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন। [স্যাদ্বাদ দেখ।]

ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

কিরূপে এই ভারতবর্ষে ন্যায়দর্শনের উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা সহজ নহে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস বৌদ্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধমতাবলম্বীদিগের মত খণ্ডন করিবার জন্য হিন্দুগণ তর্কের বহুবিধ নিয়ম প্রচার করেন। হিন্দু এবং বৌদ্ধগণের পরস্পর সংঘর্ষের পরিণামে খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চমশতাব্দীতে ন্যায়-শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়।

আবার কোন ভারতীয় পণ্ডিতের মতে—"বৈদিক বাক্যসমূহের সমন্বয়সাধন-নিমিত্ত জৈমিনি যে সকল তর্ক ও তাহার নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, উহাই পূর্ব্বে ন্যায়নামে অভিহিত হইত। আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে ন্যায় শব্দের উল্লেখ আছে, উহা জৈমিনির পূর্ব্ব-মীমাংসা-নির্দ্দেশক এবং ঐ অধ্যায়ে যে ন্যায়বিৎ শব্দ আছে, তাহার অর্থ মীমাংসক। মাধবাচার্য্য পূর্ব্ব-মীমাংসায় যে সার-সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার নাম ন্যায়মালাবিস্তার। বাচস্পতিমিশ্রও ন্যায়-কণিকা নামে আর একখানি মীমাংসা গ্রন্থ রচনা করেন। (১) এইরূপে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে জানা যায়, পূর্ব্বে ন্যায় শব্দ মীমাংসা অর্থেই ব্যবহৃত হইত। বেদের অর্থ বিশদ করিবার উদ্দেশে যে সকল তর্ক বা ন্যায় ব্যবহৃত হইত, ঐ সকল ন্যায় সুশৃঙ্খলভাবে সংগৃহীত হইয়া যে শাস্ত্রের উৎপত্তি হয়, তাহাই আন্বীক্ষিকী-বিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বাস্তবিক মহর্ষি জৈমিনির উদ্ভাবিত তর্কসমূহই আন্বীক্ষিকী বিদ্যার বীজ। ঐ তর্কসমূহ ন্যায় নামে খ্যাত ছিল। শব্দের নিত্যানিত্য, জীবাত্মার স্বরূপ, মুক্তি ইত্যাদি তত্ত্বসমূহ আন্বীক্ষিকী বিদ্যায় অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া গৌতম যে দার্শনিক মত প্রচার করেন, তাহাই কালক্রমে ন্যায়-শাস্ত্র নামে প্রচলিত হইল।" (২)

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও উক্ত ভারতীয় পণ্ডিত ন্যায়দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কালনির্ণয় ও যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় উহার অধিকাংশ সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ের পর হিন্দু ও বৌদ্ধের সংঘর্ষে ন্যায় বা তর্কবিদ্যার উৎপত্তি হয়, অথবা মীমাংসার তর্কসমূহ যে পূর্ব্বকালে আন্বীক্ষিকী নামে প্রচলিত ছিল এবং পরে গৌতমের ন্যায়-সূত্র প্রচারিত হইলে আন্বীক্ষিকী শব্দ যে ন্যায়-শাস্ত্ররূপে গণ্য হইয়াছে, এ যুক্তির সমর্থন করা যায় না। [মীমাংসা দেখ।] ন্যায়-শাস্ত্রের বীজ উপনিষদে পরিলক্ষিত হয়। সেই সময় হইতেই নানা দার্শনিক মত প্রচলিত হইতে থাকে। গৌতম উহার কোন কোন মত সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া আপনার সূত্র মধ্যে সন্নিবেশ করেন।

বৈদান্তিকেরা বলিয়া থাকেন যে, উপনিষদে বা বেদান্তে হেতু, উদাহরণ ও নিগমন এই তিনটী মাত্র অবয়ব স্বীকৃত হই-

(১) মাধবের জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর গ্রন্থের 'ন্যায়' নাম দেখিয়া এমন কিছুই বলা যায় না, মীমাংসাদর্শন হইতে তর্কশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহা হইলে অপরাপর দর্শন হইতেও তর্কশাস্ত্রের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। যেমন কপিলকৃত ন্যায়ভাষা (সাংখ্য), আনন্দবোধকৃত ন্যায়মকরন্দ (বেদান্ত), রামানুজের ন্যায়পরিশুদ্ধি (বেদান্ত), ক্ষেমানন্দকৃত ন্যায়রত্নাকর (যোগ), বল্লভাচার্য্যের ন্যায়লীলাবতী (বৈশেষিক) ইত্যাদি।

(২) Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XIX, (1897.) p. 325-27.

যাছে। পরে দেখা যায় যে, ন্যায়সূত্রপ্রবর্ত্তক গৌতম যুক্তি-দ্বারা প্রতিজ্ঞা ও উপনয় এই দুইটী অতিরিক্ত ধরিয়া পঞ্চাবয়ব স্বীকার করিয়াছেন। কেহ কেহ গৌতমসূত্রের ১।১।৩২ সূত্রের বাৎস্যায়ন ভাষ্যে, "দশাবয়বানেকে নৈয়ায়িকা বাক্যে সঞ্চক্ষতে" ইত্যাদি উক্তি দেখিয়া বলেন যে, গৌতমের ন্যায়সূত্র গ্রথিত হইবার পূর্ব্বেও নৈয়ায়িকগণ বিদ্যমান ছিলেন (১), বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে কোন কোন নৈয়ায়িক ১০টী অবয়ব স্বীকার করিতেন, বাৎস্যায়ন তাঁহাদের ভ্রান্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু গৌতমের পূর্ব্বে অপর কেহ যে ১০টী অবয়ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব।

সকল হিন্দুশাস্ত্রের মতে—গৌতমই ন্যায়-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। শৌনকরচিত চরণব্যূহে এই ন্যায় বা তর্কশাস্ত্র অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

"প্রতিপদমনুপদং ছন্দোভাষা ধর্ম্মো মীমাংসা ন্যায়স্তর্ক ইত্যুপাঙ্গানি।" (চরণব্যূহ)

স্মৃতিশাস্ত্রের মতে—ন্যায়শাস্ত্র ১৪শ বিদ্যার অন্তর্গত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—"জাতূকর্ণ নামক ২৭ম ব্যাসের সময়ে প্রভাসতীর্থে যোগাত্মা সোমশর্ম্মার আবির্ভাব, অক্ষপাদ, কণাদ, উলূক ও বৎস এই চারিজন তাঁহারই পুত্র।"(২)

প্রসিদ্ধ জর্ম্মণ-পণ্ডিত ওয়েবার সাহেব তাঁহার "সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে" লিখিয়াছেন, তিনি অক্ষপাদ নামটী মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পাইয়াছেন (৩)। কিন্তু অক্ষপাদ নামটী নিতান্ত আধুনিক নহে, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই লিখিয়াছেন যে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও মহাভারত যবদ্বীপে প্রেরিত হইয়াছিল। সুতরাং খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীরও বহুপূর্ব্ব হইতে 'অক্ষপাদ' নাম চলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধদিগের লঙ্কাবতার-সূত্রে অক্ষপাদ-দর্শনের উল্লেখ আছে। উদ্দ্যোতকরাচার্য্য ন্যায়বার্ত্তিকে এবং তৎপরে বাচস্পতিমিশ্র বার্ত্তিকতাৎপর্য্য-টীকায় ন্যায়শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক অক্ষপাদকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতিমিশ্র উভয়েই মাধবাচার্য্যের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই।

অক্ষপাদ নাম কেন হইল, এ সম্বন্ধে আধুনিক নৈয়ায়িক-সমাজে এইরূপ আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস গৌতমপ্রণীত ন্যায়সূত্রের নিন্দা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য গৌতম প্রতিজ্ঞা করেন যে আর বেদব্যাসের মুখদর্শন করিবেন না। তাহাতে বেদব্যাস তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিলেন। কিন্তু গৌতম যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা অন্যথা হইবার নহে। পরে গৌতম পাদে অক্ষি প্রকাশ করিয়া তদ্দ্বারা ব্যাসের মুখাবলোকন করিলেন। তাহা হইতে গৌতমের নাম অক্ষপাদ হইল।'

ঐ আখ্যায়িকটী কোন পুরাণাদিতে নাই। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতে জানিতে পারি, অক্ষপাদ ও কণাদের পর কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস আবির্ভূত হইয়া ছিলেন। আবার মহাভারতে আদি পর্ব্বে (২।১৭৫) ও শান্তিপর্ব্বে (১৮০।৪৭-৪৮) আন্বীক্ষিকী ও তর্কবিদ্যার যথেষ্ট নিন্দাবাদ আছে।

"আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম্।
হেতুবাদান্ প্রবদিতা বক্তা সংসৎসু হেতুমৎ॥
আক্রোষ্টা চাভিবক্তা চ ব্রহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজান্।"

এমন কি আন্বীক্ষিকী ও তর্কবিদ্যানুরাগীর শৃগালযোনি-প্রাপ্তির কথাও বেদব্যাস ও বাল্মীকি লিখিতে ছাড়েন নাই। বোধ হয় ইত্যাদি নিন্দাবাদদর্শনেই অক্ষপাদের আখ্যায়িকা কল্পিত হইয়া থাকিবে।

আন্বীক্ষিকী সম্বন্ধে মধুসূদন সরস্বতী প্রস্থানভেদ নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ন্যায় আন্বীক্ষিকী পঞ্চাধ্যায়ী গৌতমেন প্রণীতা।"

কৃষ্ণদ্বৈপায়নের সময় যে নৈয়ায়িকগণ বিশেষরূপে বিদ্যমান ছিলেন, মহাভারত হইতেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

মহাভারতের সুবিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠ উপরোক্ত মহাভারতবর্ণিত আন্বীক্ষিকী ও তর্কবিদ্যা শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

"ঈক্ষা প্রত্যক্ষং তামনুপ্রবৃত্তা ঈক্ষা অন্বীক্ষা ধূমাদিদর্শনেন বহ্ন্যাদ্যনুমানং তৎপ্রধানামান্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যাং কণভক্ষাক্ষচরণাদিপ্রণীতং শাস্ত্রং।"

দেবস্বামী, বিমলবোধ প্রভৃতি মহাভারতের প্রাচীনতম টীকাকারগণও নীলকণ্ঠের অনুরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মনুসংহিতার মেধাতিথি-ভাষ্যেও 'আন্বীক্ষিক্যাপি তর্কবিদ্যার্থশাস্ত্রাদিকা' এইরূপ লিখিত আছে। কোনও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে আন্বীক্ষিকী শব্দের অর্থ 'পূর্ব্বমীমাংসা বর্ণিত যুক্তি' এরূপ কোন কথাই পাইলাম না। সুতরাং আন্বীক্ষিকী-

(১) Journal of the Bombay branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XIX. p. 327.

(২) "সপ্তবিংশতিমে প্রাপ্তে পরিবর্ত্তে ক্রমাগতে।
জাতূকর্ণো যদা ব্যাসো ভবিষ্যতি তপোধনঃ।
তদাপ্যহং ভবিষ্যামি সোমশর্ম্মা দ্বিজোত্তমঃ।
প্রভাসতীর্থমাসাদ্য যোগাত্মা লোকবিশ্রুতঃ।
তত্রাপি মম তে পুত্রা ভবিষ্যন্তি তপোধনাঃ।
অক্ষপাদঃ কণাদশ্চ উলূকো বৎস এব চ।" (ব্রহ্মাণ্ড, অনুষঙ্গ ২৩ অঃ)

(৩) Weber's Sanskrit Literature, p. 245.

বিদ্যা মীমাংসাশাস্ত্রসম্মত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মীমাংসামূলক হইলে বেদব্যাস কখনই আম্বীক্ষিকী বিদ্যার নিন্দাবাদ করিতেন না। বেদব্যাস আম্বীক্ষিক বা নৈয়ায়িকদিগের কেন নিন্দা করিয়াছেন?

আদিপর্ব্বের ২।১৭৫ শ্লোকের—

"নৈয়ায়িকানাং মুখ্যেন বক্তৃশব্দাত্মজেন চ।' ইত্যাদি স্থলে বিমলবোধ দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী নামক ভারতটীকায় লিখিয়াছেন, 'নৈয়ায়িকানাং মুখ্যেন যুক্তিরেব বলীয়সী ন তু শ্রুতিরিতি মন্যমানেন' অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ শ্রুতির প্রমাণ অপেক্ষা যুক্তিই প্রধান বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু মীমাংসকগণ তদ্বিপরীতে যুক্তি অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রুতির প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। শ্রুতি অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য স্বীকার করাতেই নৈয়ায়িকগণ বেদব্যাসের নিকট নিন্দিত হইয়াছেন।

মীমাংসকগণ বেদ অপৌরুষেয় এবং নৈয়ায়িকগণ বেদ পৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও নিন্দার অন্যতম কারণ হইতে পারে।

মনুসংহিতার ভাষ্যে মেধাতিথিও লিখিয়াছেন,—"তর্কপ্রধানা গ্রন্থা লৌকিকপ্রমাণস্বরূপেণ পরা ন্যায়বৈশেষিকলোকায়তিকা উচ্যন্তে।...কপিলকণাদক্রিয়ামবিরথতানি গ্রন্থাত্মাদিষু হি শব্দঃ প্রমাণং তথা চাক্ষপাদসূত্রম্। প্রত্যক্ষানুমানোপমা শব্দাঃ প্রমাণানি বৈশেষিকা অপি" (১২।১০৬) এখানে মেধাতিথিও ন্যায়বৈশেষিককে লোকায়তিক, কপিল প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদীর সহিত একশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

মহাভারত ব্যতীত রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে 'নৈয়ায়িক' শব্দের উল্লেখ আছে, তদ্দ্বারা অনুমান হয়, রামায়ণ-রচনার পূর্ব্বেও ন্যায়শাস্ত্র প্রচলিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন পাণিনি উক্থাদিগণে 'ন্যায়' ও উক্ত গণমূলক ৪।২।৭০ সূত্রে নৈয়ায়িক শব্দ স্বীকার করিয়াছেন। সুশ্রুতে তর্কগ্রন্থের নাম এবং চরকসংহিতায় হেতু, উপনয়, প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি বহুতর পারিভাষিক শব্দ দ্বারা ন্যায়শাস্ত্রের প্রসঙ্গ সূচিত হইয়াছে।

শবরস্বামী মীমাংসাভাষ্যে উপবর্ষের ভাষ্য হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট জানা যায় যে উপবর্ষ গৌতমের ন্যায়সূত্র বিশেষরূপে অবগত ছিলেন ও গৌতমের মত অনেক স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন। জৈনদিগের উত্তরাধ্যয়নবৃত্তি, ত্রিষষ্টিশলাকাপুরুষচরিত, ঋষিমণ্ডল-প্রকরণ প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে জানা যায় উপবর্ষ মহারাজ নন্দের সময়ে খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। *

* "অনন্তরং বর্দ্ধমানস্বামিনির্ব্বাণবাসরাৎ।
গতায়াং ষষ্টিবৎসর্য্যামেষ নন্দোহভবন্নৃপঃ।" (স্থবিরাবলীচরিত ৬।২০২)

উপরোক্ত বহুতর প্রমাণ-দৃষ্টে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় যে, শাক্যবুদ্ধের আবির্ভাবের বহুশতবৎসর পূর্ব্বে যে গৌতমের ন্যায়শাস্ত্র প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন, সকল দর্শনসূত্রের মধ্যে বৈশেষিকসূত্রই প্রথম। কাহারও কাহারও মতে ন্যায়সূত্র সকল দর্শনের শেষ; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দর্শনসূত্রসমূহ আলোচনা করিলে কোন্ খানি অগ্রে বা কোন্ খানি পরে গ্রথিত হয়, তাহা স্থির করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবার একই দর্শনের একই কথা ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন গৌতমসূত্রের ৩।২।১৪ সূত্র ও ব্রহ্মসূত্রের ২।১।২৪ সূত্র, আবার কণাদসূত্রের ৩।২।৪ সূত্র ও গৌতমসূত্রের ১।১।১০ সূত্র মিলাইলে, ভিন্ন দর্শন হইলেও যেন একই কথা দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ স্থলে কে কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা স্থির করা অসম্ভব। এইরূপ ভিন্ন দর্শনে এক কথা পাইয়া দার্শনিকগণ অনুমান করেন, গৌতম, কণাদ বা বাদরায়ণের সময়ে বা তৎপূর্ব্বে লোকসমাজে এই সকল যুক্তি] বা দৃষ্টান্ত প্রচলিত ছিল। বাস্তবিক যে সকল যুক্তি বা সিদ্ধান্ত সার্ব্বজনিক বা সকলের মনে সময়বিশেষে উদিত হইতে পারে, তাহা যে অপরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি! কিন্তু সকল দর্শনেরই একটু বিশেষত্ব বা পারিভাষিকত্ব আছে, তাহা এক দর্শন ভিন্ন অপর দর্শনে নাই এবং সেই বিশেষত্ব-নিবন্ধনই ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা হইয়াছে।

যে দর্শনের যাহা বিশেষত্ব, তাহার প্রসঙ্গ যদি আমরা ভিন্ন দর্শনে পাই, তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে দর্শন অপর দর্শনের বিশেষ-মত গ্রহণ করিয়াছেন, সে দর্শন পরবর্ত্তীকালে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাংখ্যসূত্রে "ন বয়ং ষট্‌পদার্থবাদিনো বৈশেষিকাদিবৎ" (১।২৪) ইত্যাদি সূত্রে স্পষ্ট বৈশেষিক মতখণ্ডন, "পঞ্চাবয়বসংযোগাৎ সুখসম্বিত্তি" (৫।২৭) ও "ষোড়শাদিষ্বপ্যেবম্" (৫।৮৬) ইত্যাদি সূত্রে স্পষ্ট গৌতমসূত্রের খণ্ডন এবং "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" (১।৯০) ইত্যাদি সূত্রে পাতঞ্জলসূত্রের মত খণ্ডিত হইয়াছে।

জৈমিনির মীমাংসাসূত্রে "ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞানমুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎপ্রমাণং বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ" (১।১।৫।)

"কর্ম্মাণ্যপি জৈমিনিঃ ফলার্থত্বাৎ" (৩।১।৪) ইত্যাদি সূত্রে বাদরায়ণের মত খণ্ডন ও জৈমিনির নাম পাওয়া যায়।

আবার বেদান্তসূত্রে "সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ" (১।২।২৮) "সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি।" (১।২।৩১) আবার "তদুপর্য্যপি বাদরায়ণসম্ভবাৎ।" (১।৩।২৬) এতদ্ভিন্ন

১।৩।৩১ ও ১।৪।১৮ সূত্রে জৈমিনির মত এবং "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" (২।১।১১) ইত্যাদিসূত্রে ন্যায়শাস্ত্রের মত খণ্ডিত হইয়াছে।

উপরোক্ত প্রমাণানুসারে দেখা যাইতেছে, সাংখ্যসূত্র, জৈমিনিসূত্র ও বেদান্তসূত্রে অপর দর্শনের মতখণ্ডন ও সেই সেই দর্শনকারের নাম রহিয়াছে এবং পাতঞ্জলসূত্রেও পরমাণুপ্রসঙ্গ থাকায় কেহ কেহ বৈশেষিকের পরবর্ত্তী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন; কিন্তু বৈশেষিক ও ন্যায়সূত্রে আমরা অপর কোন দর্শনকারের নাম বা মতামত পাই না। এরূপ স্থলে ন্যায় বৈশেষিকসূত্রই প্রচলিত অপরাপর দর্শনসূত্র হইতে প্রাচীন বলিয়া মনে করিতে পারি। মহোমহোপাধ্যায় তর্কালঙ্কার মহাশয় যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমরা গ্রহণ করিলাম।

ন্যায়সূত্রের (১।১।৫) ভাষ্যে বাৎস্যায়ন যেরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই সূত্রের প্রকৃত পাঠ ও প্রকৃত অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ হইয়াছিল। আবার এক স্থানে বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, গৌতম যাহা বাহুল্যবোধে উল্লেখ করেন নাই, তাহা বৈশেষিক দর্শন হইতে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে বোধ হয়, বৈশেষিক ও ন্যায় এই দুইটী লইয়া একটী দর্শন গণ্য হইত এবং নৈয়ায়িকগণ সকল কথা গৌতমসূত্রে না থাকায় বৈশেষিক সাহায্যে সকল বিষয় মীমাংসা করিতেন। বাস্তবিক ন্যায় ও কণাদসূত্র আলোচনা করিলে দুইটী এক মাতার গর্ভজাত, এক সঙ্গে বর্দ্ধিত এবং একত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এরূপ বোধ হয়। দুইএর মধ্যে যেন বৈশেষিককে জ্যেষ্ঠ ও অক্ষপাদকে কনিষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। বৈশেষিকের অনেক কথা ন্যায়সূত্রে, আবার ন্যায়শাস্ত্রের অনেক কথা বৈশেষিকসূত্রে বিবৃত আছে। কণাদসূত্রে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষট্‌পদার্থ এবং গৌতমসূত্রে প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান এই ষোড়শ পদার্থের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

এখন কথা হইতেছে, গৌতম ও কণাদ উভয়েই যখন বিশেষরূপে তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তখন একের নাম ন্যায় ও অপরের নাম বৈশেষিক হইবার কারণ কি?

কণাদ তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করিলেও একটা সুপ্রণালীরূপে ও সুশৃঙ্খলভাবে এই শাস্ত্রের আলোচনা করেন নাই, তিনি 'বিশেষ' নামে একটী বিশেষ পদার্থ স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহার দর্শন বৈশেষিক নামে খ্যাত। [বৈশেষিক দেখ।]

আর গৌতমসূত্রে অপর সকল দর্শনাপেক্ষা সুশৃঙ্খলভাবে ন্যায়ের বিস্তৃত আলোচনা আছে বলিয়া উহার ন্যায়দর্শন নাম হইয়াছে। এসম্বন্ধে রঘুনাথ লৌকিক ন্যায়-সংগ্রহে লিখিয়াছেন—

"অসাধারণ্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি ইতি ন্যায়ঃ। যথা গৌতমোক্তশাস্ত্রে প্রমাণানি ষোড়শপদার্থপ্রতিপাদনেঽপি তদেকদেশন্যায়পদার্থস্য অন্যশাস্ত্রাপেক্ষয়া প্রাধান্যেন প্রতিপাদনাৎ ন্যায়শাস্ত্রমিতি তস্য সংজ্ঞা।"

ন্যায়সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন—

"প্রদীপঃ সর্ব্ববিদ্যানামুপায়ঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।

আশ্রয়ঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাং বিদ্যোদ্দেশে প্রকীর্ত্তিতাঃ।" (১।১।১)

তর্কবিদ্যা সকল বিদ্যার প্রদীপ স্বরূপ, যাবতীয় কর্ম্মের উপায় ও নিখিল ধর্ম্মের আশ্রয়।

মানব মিথ্যাজ্ঞানবশেই নানা কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া জন্মলাভ ও বহু দুঃখভোগ করে। সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান থাকিলে লোকের দুঃখোচ্ছেদ হইতে পারে না। দুঃখোচ্ছেদ করিতে হইলে প্রথম মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ আবশ্যক। সর্ব্বত্র তত্ত্বজ্ঞানই মিথ্যাজ্ঞানের নিবর্ত্তক। আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইলেই মিথ্যাজ্ঞান তিরোহিত হয়। তখন মিথ্যাজ্ঞানজন্য দুঃখ আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির পরম উপায়। এই আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্প্রদায়ভেদে নানাপ্রকার মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য ইহাতে লোকের নানারূপ সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাতে আত্মতত্ত্বের নির্ণয়জ্ঞান হওয়া দুষ্কর। অতএব সন্দেহ দূর করিয়া নির্ণয় করিতে হইলে বিচার আবশ্যক। মুমুক্ষু কিরূপে তাহার বিচার করিবেন, মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্রে এই বিচারপ্রণালী নিরূপণ করিয়াছেন এবং বিচার করিতে হইলে তাহার প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি পদার্থ না জানিলে বিচারপ্রণালী লোকে জানিতে পারে না বলিয়া প্রমাণাদি পদার্থেরও নিরূপণ করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের মূল উদ্দেশ্য মুক্তি। মিথ্যাজ্ঞান কিরূপে দুঃখের মূল কারণ এবং তত্ত্বজ্ঞান হইলে কি প্রণালীতেই মুক্তি হয়, ন্যায়দর্শনে তাহা আলোচিত হইয়াছে। ন্যায়সূত্রে নির্দ্দিষ্ট ষোড়শপদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির মূলকারণ বটে, কিন্তু সাক্ষাৎকারণ নহে, পরম্পরাকারণ। এই নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান হইলেও পরক্ষণেই লোকের মুক্তি হয় না। গৌতমের মতে ন্যায়সূত্রকথিত ক্রমানুসারে মুক্তি হইয়া থাকে। মুক্তির বিষয়ে চতুর্বিধ তত্ত্বজ্ঞান ক্রমশঃ হেতু হইয়া থাকে। যথা—তত্ত্বশ্রবণ, তত্ত্বানুমান, তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস ও অবশেষে তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে তত্ত্বসাক্ষাৎকারলাভ। [শৈব পাশুপত দেখ।]

গোতমসূত্রের পরই বাৎস্যায়ন-ভাষ্য দেখিতে পাই। বাৎস্যায়ন মুনি যে ভাষ্য করিয়াছেন, অনেক নৈয়ায়িকের বিশ্বাস, ভাষ্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে তাহাই প্রথম। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, বাৎস্যায়নভাষ্য রচিত হইবার পূর্ব্বে এবং গোতমের মত সূত্রে নিবদ্ধ হইবার পরে, কোন কোন ভাষ্য বা ন্যায়বিবরণমূলক গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা বাৎস্যায়নের ন্যায়ভাষ্য ও উপবর্ষের মীমাংসা-ভাষ্য হইতে কতকটা বুঝা যায়। বাৎস্যায়ন যে দশাবয়ববাদী নৈয়ায়িকগণের উল্লেখ করিয়াছেন, গোতমের পূর্ব্বে দশাবয়ববাদ প্রচারিত থাকিলে অবশ্যই তিনি উল্লেখ করিতেন, তিনি এ সম্বন্ধে নিরুত্তর থাকাতেই আমাদের বিশ্বাস, পঞ্চাবয়বাত্মক ন্যায়সূত্র প্রচারিত হইবার বহুপরে উক্তমত প্রচারিত হইয়া থাকিবে। বাৎস্যায়ন সেই দশটী অবয়বের নাম এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা— জিজ্ঞাসা, সংশয়, শক্যপ্রাপ্তি, প্রয়োজন, সংশয়ব্যুদাস, প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। কোন্ সময়ে এই দশটী অবয়ব স্বীকৃত হয়, তাহা স্থির করা অতি কঠিন। জৈনদিগের দ্বাদশাঙ্গসমূহ মধ্যে পঞ্চাবয়বের অতিরিক্ত কোন কোন অবয়বের আভাস পাওয়া যায়। এস্থলে ভগবতীসূত্রের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এরূপ স্থলে বোধ হয় জৈন-নৈয়ায়িকগণ প্রথমে অতিরিক্ত অবয়ব স্বীকার করেন।

পাশ্চাত্য এবং এদেশীয় কোন কোন পণ্ডিতের মতে বাৎস্যায়ন খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। কিন্তু আমরা বাৎস্যায়নকে এত আধুনিক লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে বাসবদত্তাকার সুবন্ধু মল্লনাগ, ন্যায়স্থিতি, ধর্ম্মকীর্ত্তি ও উদ্যোতকরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্যোতকরাচার্য্য, দিঙ্নাগাচার্য্যের মত খণ্ডন করিয়া বাৎস্যায়নের মত স্থাপন করিয়াছেন। এদিকে আবার দিঙ্নাগাচার্য্য তাঁহার "প্রমাণসমুচ্চয়ে" বাৎস্যায়নের মত নিরাস করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং বাৎস্যায়ন দিঙ্নাগের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। এখন দেখা যাউক, দিঙ্নাগ কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

মোক্ষমূলারপ্রমুখ সংস্কৃতবিদ্গণ ঘোষণা করিয়াছেন, কালিদাসের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্নাগাচার্য্য* খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের যুক্তি এই—

* মল্লিনাথ মেঘদূতের টীকায় দিঙ্নাগকে কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু মেঘদূতের উক্ত শ্লোকের টীকায় অপর প্রাচীন জৈন-টীকাকারগণ কেহ ঐরূপ মত প্রকাশ করেন নাই অথবা অপর কোন প্রাচীনগ্রন্থে দিঙ্নাগ ও কালিদাসের সমসাময়িকত্ব সম্বন্ধে আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ নালন্দাবিহারে বৌদ্ধাচার্য্য শীলভদ্রের নিকট যোগশাস্ত্র শিক্ষা করিতে আসেন। শীলভদ্র জয়সেন নামক তাঁহার এক শিষ্যকে হিউএন্‌সিয়াংএর অধ্যাপনায় নিযুক্ত করেন। মোক্ষ-মূলারের মতে উক্ত শীলভদ্র ও দিঙ্নাগাচার্য্য উভয়েই বোধিসত্ত্ব আর্য্য অসঙ্গের শিষ্য। উক্ত প্রমাণ অনুসারে দিঙ্নাগাচার্য্য হিউএন্‌সিয়াংএর শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বের অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক হইতেছেন। তারনাথ ও রত্নধর্ম্মরাজ নামক ভোটদেশীয় আধুনিক ইতিবৃত্তকারের উপরে নির্ভর করিয়া মোক্ষমূলার লিখিয়াছেন, তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থানুসারে কনিষ্ক ও অসঙ্গের মধ্যে ৫০০ বর্ষের ব্যবধান দেখা যায়। ৭৮ খৃষ্টাব্দে কনিষ্কের অভিষেক হয়। তাহা হইলে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর সময় ধরা যাইতে পারে। দিঙ্নাগ কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অসঙ্গের শিষ্য। অসঙ্গ ও বসুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক, সুতরাং বিক্রমাদিত্য, কালিদাস ও দিঙ্নাগ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক হইতেছেন।

মোক্ষমূলারের উক্ত মত এখন অধিকাংশ লেখকই গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত মত সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। হিউএন্‌সিয়াংএর ভ্রমণবৃত্তান্ত ও তাঁহার জীবনীপাঠে এমন বোধ হয় না যে, তাঁহার গুরু শীলভদ্র অসঙ্গ বোধিসত্ত্বের শিষ্য ছিলেন। চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং অসঙ্গবোধিসত্ত্ব, তাঁহার ভ্রাতা বসুবন্ধু ও শীলভদ্রের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু কোথাও শীলভদ্রকে অসঙ্গের শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। শীলভদ্র অসঙ্গের শিষ্য হইলে চীনপরিব্রাজক কখনই নিরুত্তর থাকিতেন না; তাহা হইলে উল্লেখ করিয়া গুরুর গৌরবঘোষণা করিতেন। অসঙ্গ বোধিসত্ত্ব চীন-পরিব্রাজকের বহুশত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। অসঙ্গের ভ্রাতা ও শিষ্য বসুবন্ধুর পরিচয়স্থলে চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, "বুদ্ধনির্ব্বাণের পর সহস্রবর্ষ মধ্যে বসুবন্ধু ও তাঁহার শিষ্য মনোহৃত আবির্ভূত হইয়াছিলেন।" চীনশাস্ত্রবিৎ স্যামুএল্ বিল্ সাহেব উক্ত বিবরণের টীকায় লিখিয়াছেন, 'তৎকালে চীনবৌদ্ধগণ ৮৫০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে বুদ্ধের নির্ব্বাণকাল কল্পনা করিতেন।' এরূপস্থলে বসুবন্ধু ও তাঁহার ভ্রাতা অসঙ্গ খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক হইতেছেন।

চীন-বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে জানা যায়, বসুবন্ধু ও দিঙ্নাগাচার্য্য উভয়েই অসঙ্গের শিষ্য, এরূপ স্থলে দিঙ্নাগাচার্য্যকেও ২য় কি ৩য় শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরা যায়।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং লিখিয়াছেন যে, বসুবন্ধু শ্রাবস্তীরাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন;

চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে আসিয়া শ্রাবস্তীর সম্পূর্ণ ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া যান। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে যে বসুবন্ধু শ্রাবস্তীসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বসুবন্ধুবিরচিত শতশাস্ত্র ও বোধিচিত্তোৎপাদনশাস্ত্র কুমারজীব কর্ত্তৃক ৪০৪ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অপরাপর গ্রন্থ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ চীনপণ্ডিত-ইৎ-সিংএর বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া বলেন যে, বৌদ্ধনৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তি ইৎসিঙ্গের সমসাময়িক। ইৎসিং ৬৯৫ খৃষ্টাব্দে আপনার গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। অতএব তাহার কিছু পূর্ব্বে ধর্ম্মকীর্ত্তি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইৎসিংএর কথা এক-কালেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহাতে তৎকালীন সমুদয় ইতিহাস-বিরুদ্ধ এমন অনেক কথা আছে, যাহা কোন মতে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। চীন ও ভোটের সমুদয় বৌদ্ধগ্রন্থে ধর্ম্মকীর্ত্তি অসঙ্গের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অসঙ্গ বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ সহোদর ও গুরু ছিলেন, তাহা চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াংএর ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্ণিত হইয়াছে।

চীন বৌদ্ধসমাজে যে বোধিসত্ত্বগণের ধারাবাহিক তালিকা প্রচলিত আছে, তাহা হইতে জানা যায়—

বসুবন্ধু ২১ম, তাঁহার শিষ্য মনোহৃত ২২ম এবং বোধিধর্ম্ম ২৮ম বোধিসত্ত্ব হইয়াছিলেন। উক্ত বোধিধর্ম্ম ৫২০ খৃষ্টাব্দে চীনদেশে পদার্পণ করেন (১)। এরূপ স্থলে তাঁহার বহুশতবর্ষ পূর্ব্বে বসুবন্ধুর আবির্ভাব স্বীকার করিতে হয় (২)। মোক্ষমূলার নিজেই লিখিয়াছেন, প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তি বসুবন্ধুর শিষ্য। এরূপ স্থলে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীরও বহুপূর্ব্বে ধর্ম্মকীর্ত্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক ভোটদেশীয় তারনাথ ও রত্নধর্ম্মরাজের উপাখ্যান অনৈতিহাসিক ও অসমীচীন বলিয়া পরিত্যাগ করা উচিত। বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয়, খৃষ্টের ২য় বা ৩য় শতাব্দের মধ্যে অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্নাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তি বৌদ্ধসমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন (৩)।

দিঙ্নাগাদির বহুপূর্ব্বে আর্য্যনাগার্জ্জুন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থের মতে বুদ্ধনির্ব্বাণের ৫০০ বর্ষ পরে রাজা কনিষ্ক ও নাগার্জ্জুনের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ভোটদেশীয় বৌদ্ধদিগের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ হয়। এরূপ স্থলে কনিষ্ক ও নাগার্জ্জুন খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর লোক হইতেছেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলার লিখিয়াছেন যে, কনিষ্ক ৭৮ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন। সম্প্রতি এই মত উল্টাইয়া গিয়াছে। বেশীদিনের কথা নয়, খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার বুহ্লর নবাবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রাসাহায্যে ভায়েনা-প্রাচ্য-সমিতির পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, কনিষ্ক, হুবিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি শকরাজগণের রাজ্যাঙ্ক যাহা শকসংবতের সমান বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে, এখন তাহা পিছাইয়া দিতে হইবে অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্বের কোন সময়ে কনিষ্কের সময় নির্ণয় করিতে হইবে। তাঁহার সময়ে নাগার্জ্জুন আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াংএর বিবরণ হইতে আমরা দেখিতে পাই, বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন 'দ্বারদ্বার-তারকশাস্ত্র' প্রকাশ করেন। চীনদেশীয় দার্শনিক-গ্রন্থসমূহের বিবরণমূলক তালিকা হইতে জানা যায় যে, ঐ পুস্তকে হিন্দু-নৈয়ায়িক ভরদ্বাজ বাৎস্যের মত উদ্ধৃত হইয়াছে। বৌদ্ধাচার্য্যবর্ণিত ভরদ্বাজ বাৎস্য সম্ভবতঃ ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন।

এখন দেখা যাউক হিন্দুগ্রন্থসমূহে দিঙ্নাগাদির কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের সভাসদ্ কবি বাণভট্ট তাঁহার শ্রীহর্ষচরিতে বসুবন্ধুর 'অভিধর্ম্মকোষ' ও সুবন্ধুর বাসবদত্তা গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, শ্রীহর্ষচরিতের অষ্টমোচ্ছ্বাস আলোচনা করিলে ইহার অধিকাংশই বাসবদত্তার নকল বলিয়া বোধ হয়। বাণভট্ট গম্ভীর ভাবে বলিয়াছেন—

"কবীনামগলদ্দর্পো নূনং বাসবদত্তয়া।" * এতদ্দ্বারা জানা যায়, বাসবদত্তার সুখ্যাতি বাণভট্টের সময় সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এরূপস্থলে বাণভট্টের অন্ততঃ ৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে বাসবদত্তাকার সুবন্ধু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বাণভট্ট ৬০৬ হইতে ৬২০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হর্ষচরিত প্রকাশ করেন, তাহা সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের ইতিহাস পাঠ করিলে সহজেই জানিতে পারা যায়। বাসবদত্তার টীকাকার নরহরিবৈদ্য সুবন্ধু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "কবিরিয়ং বিক্রমাদিত্যসভ্যঃ। তস্মিন্ রাজ্ঞি লোকান্তরং প্রাপ্তে এতন্নিবন্ধং কৃতবান্।" অর্থাৎ কবি সুবন্ধু বিক্রমাদিত্যের সভ্য ছিলেন। রাজার পরলোক হইলে কবি এই বাসবদত্তা রচনা করেন। এই বিক্রমাদিত্য কে? চীন-

(১) Edkin's Chinese Buddhism.

(২) ৫৫৭-৫৮৯ খৃষ্টাব্দে পরমার্থ বসুবন্ধুচরিত চীনভাষায় অনুবাদ করেন। (Bunyin Nanjio's Catalogue, 1460-1483)

(৩) সম্প্রতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিদ্‌গণও কালিদাসকেও খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে করেন। (Encyclopædia Brittanica, 9th ed. *art.* Sanskrit.) কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচ্য।

* বাণভট্টের পর লক্ষণ তাঁহার সূক্তাবলীতে বাণভট্টের উক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সুবন্ধু সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"জীয়াদ্‌গদ্যসুধাধুতাঃ সুবন্ধুঃ প্রজবাচলঃ।"

পরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং উজ্জয়িনী-দর্শনকালে বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার ৬০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে শিলাদিত্য বিক্রমাদিত্য নামে একজন মহাপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ রাজা উজ্জয়িনী অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এখন বোধ হইতেছে, বাসবদত্তাকার সুবন্ধু (খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে) উক্ত শিলাদিত্য-বিক্রমাদিত্যের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সুবন্ধু বাসবদত্তায় দিঙ্নাগ, ন্যায়স্থিতি, উদ্দ্যোতকর, ধর্ম্মকীর্ত্তি, মল্লনাগ প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণের নাম উদ্ধার ; এতদ্ভিন্ন, 'কেচিজ্জৈমিনিমতানুসারিণ ইব তথাগতমতধ্বংসিনঃ' এবং 'মীমাংসান্যায় ইব পিহিতদিগম্বরদর্শনঃ'—ইত্যাদি উক্তি দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলভট্টের প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে দিঙ্নাগ, উদ্দ্যোতকরাচার্য্য, ধর্ম্মকীর্ত্তি, কুমারিল প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুবন্ধুর কত পূর্ব্বে তাঁহারা ধর্ম্মজগৎ আলোকিত করিয়াছিলেন, জৈনশাস্ত্রসমূহ হইতে তাঁহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়।

ভারতপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধজৈনমতোচ্ছেদকারী মীমাংসাবার্ত্তিককার ভট্ট কুমারিল সমন্তভদ্ররচিত আপ্তমীমাংসায় প্রতিষ্ঠাপিত স্যাদ্বাদমতের খণ্ডন করিয়াছেন। তদুত্তরে তাঁহার পরবর্ত্তী দিগম্বরাচার্য্যগণ জৈনশ্লোকবার্ত্তিক ও অপরাপর বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়া কুমারিলকে যথেষ্ট আক্রমণ করেন। এই সকল প্রতিবাদকারীর মধ্যে আপ্তমীমাংসার অষ্টসহস্রী নাম্নী টীকাকার বিদ্যানন্দের নাম প্রথম দেখিতে পাই। প্রসিদ্ধ জৈনপট্টধর মাণিক্যনন্দী তাঁহার "পরীক্ষামুখ" নামক গ্রন্থে আপ্তমীমাংসার টীকাকার অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের নাম উদ্ধৃত করিয়াছেন। আবার প্রসিদ্ধ জৈনকবি ও দিগম্বরাচার্য্য প্রভাচন্দ্র 'প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড' নামক পরীক্ষামুখটীকায় অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ ও মাণিক্যনন্দীর প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন।[১]

রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের গুরু প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য জিনসেন ৭০৫ শকে অর্থাৎ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে হরিবংশপুরাণ রচনা করেন। তাঁহার আদিপুরাণে অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ, পাত্রকেশরী, প্রভাচন্দ্র ও তাঁহার ন্যায়কুমুদচন্দ্রোদয় গ্রন্থের উল্লেখ আছে—

"চন্দ্রাংশুশুভ্রযশসং প্রভাচন্দ্রং কবিং স্তুবে।
কৃত্বা চন্দ্রোদয়ং যেন শশ্বদাহ্লাদিতং জগৎ॥
চন্দ্রোদয়কৃতস্তস্য যশঃ কেন ন শস্যতে।
যদাকল্পমনাম্লাসি সতাং শেখরতাং গতম্॥
ভট্টাকলঙ্কশ্রীপালপাত্রকেসরিণাং গুণাঃ।
বিদুষাং হৃদয়ারূঢ়া হারায়ন্তেঽতিনির্ম্মলাঃ॥"

উপরোক্ত শ্লোকে জিনসেন যেরূপ ভাবে প্রভাচন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। প্রভাচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক হইলে অবশ্যই জিনসেন তাহা বলিতেন। এরূপ স্থলে প্রভাচন্দ্রকে আমরা জিনসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। মাণিক্যনন্দী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ প্রভাচন্দ্র নিজগ্রন্থে মাণিক্যনন্দীর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। দিগম্বরদিগের সরস্বতীগচ্ছের পট্টাবলীমতে মাণিক্যনন্দী ৫৮৫ বিক্রমসংবতে অর্থাৎ (৫২৮ খৃষ্টাব্দে) পট্টধর হইয়াছিলেন। পট্টধর হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে মাণিক্যনন্দী 'পরীক্ষামুখ' রচনা করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাণিক্যনন্দী বিদ্যানন্দ পাত্রকেশরীর নাম ও তাঁহার আপ্তমীমাংসাটীকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এরূপস্থলে বিদ্যানন্দ মাণিক্যনন্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী ও খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর কোন সময়ের লোক হইতেছেন।

প্রভাচন্দ্র ও জৈনশ্লোকবার্ত্তিকার বিদ্যানন্দ উভয়েই কুমারিলভট্টের মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের গ্রন্থে দিঙ্নাগ, উদ্দ্যোতকর, ধর্ম্মকীর্ত্তি, ভর্ত্তৃহরি, শবরস্বামী, প্রভাকর ও কুমারিলের নাম স্পষ্ট উদ্ধৃত হইয়াছে। এ ছাড়া বিদ্যানন্দ 'ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ' নামে শঙ্করাচার্য্যপ্রবর্ত্তিত অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

বেশী দিনের কথা নয়, অধ্যাপক পিটার্সন্ সাহেব গুজরাতের পাটন-সহর হইতে জৈনাচার্য্য মল্লবাদি-বিরচিত ন্যায়বিন্দু-টিপ্পন নামে একখানি জৈনন্যায়-গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য ধর্ম্মকীর্ত্তিরচিত ন্যায়বিন্দুর যে টীকা লিখিয়া-

(১) পুরাবেত্তা কে, বি, পাঠক—এই প্রভাচন্দ্রকে অকলঙ্কের শিষ্য মনে করিয়া মহাভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যে শ্লোকটীর কদর্থ করিয়া তিনি অকলঙ্ককে প্রভাচন্দ্রের গুরু করিয়াছেন, সে শ্লোকটী এই—

"মাণিক্যনন্দিপদমপ্রতিমপ্রবোধং ব্যাখ্যায় বোধনিধিরেষ পুনঃ প্রবন্ধঃ।
প্রারভ্যতে সকলসিদ্ধিবিধৌ সমর্থে মূলে প্রকাশিতজগত্রয়বস্তুসার্থে॥
বোধঃ কোপ্যসমঃ সমস্তবিষয়ঃ প্রাপ্যাকলঙ্কং পদং
জাতস্তেন সমস্তবস্তুবিষয়ং ব্যাখ্যায়তে তৎপদং।
কিং ন শ্রীগণভৃজ্জিনেন্দ্রপদতঃ প্রাপ্তপ্রভাবঃ স্বয়ং
ব্যাখ্যাত্যপ্রতিমং বচো জিনপতেঃ সর্ব্বাত্মভাষাত্মকম্॥"
(প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড।)

উক্ত শ্লোকটীতে এমন কোন কথা নাই, যাহাতে আমরা প্রভাচন্দ্রকে অকলঙ্কের শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। অকলঙ্কের কথা মাণিক্যনন্দী ব্যাখ্যা করেন, প্রভাচন্দ্র আবার তাহার ব্যাখ্যা করেন, এতদ্দ্বারা গুরু শিষ্যের কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। মাণিক্যনন্দী অকলঙ্কের ন্যায়-বিদ্যামৃত পান করিয়াই বোধ লাভ করিয়াছিলেন, জৈনগ্রন্থ অনন্তবীর্য্যে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যথা—

"অকলঙ্কবচোঽম্ভোধেরুদ্দধ্রে যেন ধীমতা।
ন্যায়বিদ্যামৃতং তস্মৈ নমো মাণিক্যনন্দিনে॥" (অনন্তবীর্য্য)

ছেন, সেই টীকার মত খণ্ডন করিবার জন্যই মল্লবাদী 'ন্যায়-বিন্দু-টিপ্পন' প্রকাশ করেন। পিটার্সন সাহেব জৈনশাস্ত্র হইতে দেখাইয়াছেন যে, মল্লবাদী ৮৮৪ বীরগতাব্দে অর্থাৎ ৩৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। (১)

এখন আমরা জৈনশাস্ত্রানুসারে দেখিতেছি, মল্লবাদীর পূর্ব্বে ধর্ম্মোত্তর, তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মকীর্ত্তি, তৎপূর্ব্বে উদ্যোতকরাচার্য্য এবং উদ্যোতকরের পূর্ব্বে দিঙ্নাগাচার্য্য হইতেছেন। প্রথমে কোন গ্রন্থপ্রচার, পরে খ্যাতিবিস্তার, তৎপরে তাহার বাদ-প্রতিবাদ হইয়া টীকা টিপ্পনী প্রকাশ নিতান্ত অল্প সময়ে হইতে পারে না। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, অথবা এখনকার মত পুস্তকপ্রচারেরও সুবিধা ছিল না। এরূপস্থলে একখানি পুস্তক রচিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে এবং ভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক তাহার টীকা টিপ্পনী প্রকাশ হইতে অন্ততঃপক্ষে ৩০।৪০ বর্ষ হওয়া চাই। তাহা হইলে মোটামুটী মল্লবাদীর শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে আমরা দিঙ্নাগাচার্য্যের আবির্ভাব অনায়াসেই স্বীকার করিতে পারি। ইতিপূর্ব্বে চীনদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থানুসারে জানা গিয়াছে, দিঙ্নাগাচার্য্যের গুরু অসঙ্গ ও বসুবন্ধু খৃষ্টীয় ২য় কি ৩য় শতাব্দীর কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। এখন জৈনগ্রন্থ বৌদ্ধমতেরই সমর্থন করিতেছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিদ্যানন্দ পাত্রকেশরী খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে অকলঙ্ক ও সমন্তভদ্রের নাম ও গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছেন। এই অকলঙ্ক অষ্টশতী নামে সমন্তভদ্রের আপ্তমীমাংসার টীকা লিখিয়াছেন। সুতরাং সমন্তভদ্র যে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্বেতাম্বর জৈনদিগের বৃহৎখরতরগচ্ছের পট্টাবলীমতে বনবাসীগচ্ছ-প্রবর্ত্তক সমন্তভদ্রসূরি ৫৯৫ বীরগতাব্দের কিছুপূর্ব্বে অর্থাৎ ৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পট্টাভিষিক্ত হন। জৈনদিগের মতে, তৎপূর্ব্বে তিনি আপ্তমীমাংসা রচনা করেন। এই সমন্তভদ্রের আপ্তমীমাংসায় বিভিন্ন দার্শনিক মত খণ্ডনের মধ্যে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন মুনির মতখণ্ডনও দৃষ্ট হয়। সুতরাং বাৎস্যায়ন খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র বাৎস্যায়নের আর কএকটী নাম প্রকাশ করিয়াছেন—

"বাৎস্যায়নো মল্লনাগঃ কৌটিল্যশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥" (অভিধানচিং)

হেমচন্দ্রের উক্তি দ্বারা বাৎস্যায়নকে আমরা নন্দবংশের উচ্ছেদকারী চাণক্য বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু পাশ্চাত্য ও দেশীয় সংস্কৃতানুরাগী পুরাবিদ্‌গণ হেমচন্দ্রের উক্ত বচনের উপর আস্থাবান্ নহেন। কারণ, তাঁহাদের মতে বাৎস্যায়ন খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর লোক। তাঁহাদের যুক্তি পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে। এখন হেমচন্দ্রের উক্তি প্রামাণ্য কি না, তাহাই দেখিতে হইবে।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে সুবন্ধু 'মল্লনাগ বিরচিত কামশাস্ত্রের' উল্লেখ করিয়াছেন, আবার সুপ্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য, উদয়নাচার্য্য ও বাচস্পতিমিশ্র পক্ষিলস্বামীর নাম দিয়া বাৎস্যায়নের ন্যায়-ভাষ্য উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। মহেশ্বর বিশ্বপ্রকাশ অভিধানে লিখিয়াছেন—

"মল্লনাগোঽভ্রমাতঙ্গে বাৎস্যায়নমুনাবপি।" ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা বাৎস্যায়নের অপর নাম যে মল্লনাগ ও পক্ষিলস্বামী ছিল, তাহা প্রমাণিত হইতেছে। এখন কথা হইতেছে—কামসূত্র-রচয়িতা বাৎস্যায়ন ও ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উভয়ে এক ব্যক্তি কি না?

ন্যায়ভাষ্য ও কামসূত্রের ভাষা মনোযোগপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে এক ব্যক্তির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে বিশেষ আপত্তি থাকে না। যাঁহারা বাৎস্যায়নভাষ্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কামসূত্রের—

"অনিত্যত্বাদায়ুষো যথোপপাদং বা সেবেত॥ ৫॥ ব্রহ্মচর্য্যমেব বা বিদ্যাগ্রহণাদিতি॥ ৬॥ অলৌকিকত্বাদদৃষ্টার্থত্বাদপ্রবৃত্তানাং শাস্ত্রাৎপ্রবর্ত্তনং লৌকিকত্বাদ্দৃষ্টার্থত্বাচ্চ প্রবৃত্তেভ্যশ্চ মাংসভক্ষণাদিভ্যঃ শাস্ত্রাদেব নিবারণং ধর্ম্মঃ॥ ৭॥ তং শ্রুতের্ধর্ম্মজ্ঞসমবায়াচ্চ প্রতিপদ্যতে॥ ৮॥"

ইত্যাদি উক্তি একবার অবধান করুন। তার পর ন্যায়ভাষ্য ও কামসূত্রের আরম্ভ দ্রষ্টব্য। একে 'নমো প্রমাণায়' ও অপরটীতে 'নমো ধর্ম্মার্থকামেভ্যঃ ইত্যাদি কর্ম্মবীরের উক্তি পাইবেন। জৈনদিগের উত্তরাধ্যয়নবৃত্তি, ঋষিমণ্ডলপ্রকরণ, পরিশিষ্টপর্ব্ব, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি গ্রন্থে চাণক্য চণিসূনু বা চণকাত্মজ, বিষ্ণুগুপ্ত ও কৌটিল্য নামে আখ্যাত হইয়াছেন। স্থবিরাবলী-চরিতে চাণক্য অসাধারণ নীতিশাস্ত্রবিদ্ ও তর্কবিদ্যাবিশারদ আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। এ ছাড়া কামসূত্রে লিখিত আছে—

"পাটলিপুত্রিকাণাং গণিকানাং নিয়োগাদ্দত্তকঃ পৃথক্ চকার। তত্র দত্তকাদিভিঃ প্রণীতানাং শাস্ত্রাবয়বানামেকদেশত্বাদুৎসন্নকল্পত্বাচ্চ সংক্ষিপ্য সর্ব্বমর্থমল্পেন গ্রন্থেন কামসূত্রমিদং প্রণীতং।"

এখন বাৎস্যায়নের নামান্তরগুলি, পাটলিপুত্র নগর হইতে কামসূত্রসংগ্রহ, চাণক্যের তর্কবিদ্যাবিশারদ আখ্যা এবং বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থানুসারে খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্ব্বে বাৎস্যায়ন ও চাণক্যের আবির্ভাব ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে যেন বোধ

(১) Peterson's 4th Report on the Search of Sanskrit MSS, p. 3.

হয়, বাৎস্যায়ন ও চাণক্য একই ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু নিঃসন্দেহে কিছু বলিতে পারা যায় না।

বৈশেষিকসূত্রের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ অনেক স্থলে বৌদ্ধমত নিরাকরণ করিয়াছেন, কিন্তু বাৎস্যায়ন কোথাও বৌদ্ধপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই। তাঁহার সময়ে বুদ্ধমত বিশেষরূপে প্রচলিত থাকিলে অপরাপর ব্রাহ্মণভাষ্যকারদিগের ন্যায় তিনিও বৌদ্ধমত খণ্ডনের চেষ্টা করিতেন। ইহাতে বোধ হয়, বাৎস্যায়নের সময়ে বৌদ্ধমত বিশেষরূপে প্রচলিত হয় নাই। এতদ্দ্বারাও বাৎস্যায়নকে অতি প্রাচীনকালের লোক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

বিভিন্ন সময়ের নৈয়ায়িকগ্রন্থসমূহ পাঠ করিয়া এখন আমরা ন্যায়দর্শনকে কএকটী স্তরে বিভক্ত করিতে পারি।

১ম সূত্রযুগ। ২য় ভাষ্যযুগ। ৩য় সংঘর্ষ-যুগ। ৪র্থ সমর্থন বা ব্যাখ্যাযুগ। ৫ম নব্য ন্যায়ের আবির্ভাব।

১ম যুগে অর্থাৎ সূত্রযুগে গৌতমের মূল গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রথমে তাঁহার মতানুবর্ত্তী শিষ্যসম্প্রদায়ই কেবল সূত্রালোচনা করিতেন। ঐ সময়ে কেবল তাঁহার শিষ্যসমূহের মধ্যে শিষ্যপরম্পরায় অধীত বা আলোচিত হইত। তখন সূত্রসমূহ নৈয়ায়িকগণের কণ্ঠস্থ ছিল, লিপিবদ্ধ হয় নাই। তৎপরে বহুশতাব্দী অতীত হইলে শিষ্যপরম্পরা মধ্যে প্রকৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা লইয়া গোলযোগ আরম্ভ হইল, তখনই ন্যায়সূত্র লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। পার্শ্বনাথ, মহাবীর প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণের মতানুসারী নৈয়ায়িকগণ ন্যায়সূত্রের অর্থ লইয়া স্ব স্ব স্বাধীন মত এমন কি বেদবিরুদ্ধমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী নৈয়ায়িকগণের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। এখন ন্যায়সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে প্রকৃত সূত্রার্থ বুঝাইবার প্রয়োজন হইল। এই সময়ে ভাষ্যযুগের প্রবর্ত্তন। বাৎস্যায়ন এই যুগে সূর্য্যস্বরূপ প্রাদুর্ভূত হইয়া আপনার অসাধারণ যুক্তি ও বিদ্যাপ্রভাবে ভাষ্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার সুবিচারপূর্ণ প্রমাণ-শাস্ত্রের আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার সুবিচারপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাকে আমরা ভারতের আরিষ্টটল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দী পর্য্যন্ত ভাষ্য-যুগ অর্থাৎ এই সময় হিন্দুনৈয়ায়িকগণ স্বাধীনভাবে ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছিলেন।

সম্রাট্ অশোকের প্রাধান্যলাভের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মও বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিল। হিন্দুদার্শনিকগণ এখন চাপা পড়িলেন। এখন হইতে বৌদ্ধগণ বৈশেষিক ও ন্যায়ের বিশেষ আদর করিতে লাগিলেন এই সময় যে সমস্ত বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাতে ন্যায় বৈশেষিকের পূর্ণপ্রভাব লক্ষিত হয়। কর্ম্মফলে জন্মগ্রহণ ও নানাবিধ যোনিভ্রমণ, জন্মদুঃখভোগ, কর্ম্মানুসারে স্বর্গ বা নরকে গিয়া পুরস্কার বা দণ্ডপ্রাপ্তি, জন্মগ্রহণনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তিই দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায়, জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তিলাভ এবং মুক্তিই পরম পুরুষার্থ ইত্যাদি ন্যায়-বৈশেষিকের মত বৌদ্ধশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। অধিক সম্ভব, ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্র হইতেই বৌদ্ধগণ উক্ত মতগুলি গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। এই কারণেই বোধ হয় পরবর্ত্তিকালে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ অপরাপর হিন্দুদার্শনিক ও ধর্ম্মশাস্ত্রবিদ্‌গণের নিকট নিতান্ত হেয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এমন কি মেধাতিথি মনুভাষ্যে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদিগকে বেদবিরুদ্ধবাদী লোকায়ত, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতির সহিত সমান গণ্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। খৃষ্ট পূর্ব্ব ১ম শতাব্দী হইতে স্পষ্ট সংঘর্ষযুগের সূত্রপাত। এই সময়ে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুন 'ন্যায়দ্বারতারকশাস্ত্র' প্রকাশ করেন। ইহারই কিছুকাল পরে স্যাদ্বাদবিৎ প্রসিদ্ধ দিগম্বরাচার্য্য সমন্তভদ্র আপ্তমীমাংসায় ন্যায়শাস্ত্রের খণ্ডন করেন। তাঁহার শতাব্দী পরে জৈনতর্কশাস্ত্রবিৎ অকলঙ্ক 'ন্যায়-বিনিশ্চয়' বা 'প্রমাণ-বিনিশ্চয়' গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া জৈনদিগের মধ্যে এক অভিনব ন্যায়যুগ প্রবর্ত্তন করিলেন। অকলঙ্কের পর বৌদ্ধসমাজে নাগার্জ্জুনরচিত ন্যায়দ্বারতারকশাস্ত্রের ধর্ম্মপালকৃত ব্যাখ্যা, বসুবন্ধু সম্পাদিত সত্যতন্ত্রের ন্যায়ানুসারসূত্র এবং দিঙ্নাগাচার্য্যের 'প্রমাণ-সমুচ্চয়' প্রকাশিত হইয়া বৌদ্ধদিগের মধ্যে ন্যায়প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ঐ সকল ন্যায়গ্রন্থে বিশেষরূপে বেদবিরুদ্ধমত সকল প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থসমূহের মধ্যে দিঙ্নাগাচার্য্যের 'প্রমাণসমুচ্চয়' গ্রন্থই প্রধান ন্যায়গ্রন্থ বলিয়া বৌদ্ধসমাজে গৃহীত হইয়াছিল। তিনি ন্যায়ের ১৬ পদার্থের মধ্যে কেবল 'প্রমাণ' স্বীকার করিয়া স্বীয় গ্রন্থে প্রমাণ সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

এই সময়ে দিঙ্নাগাচার্য্যের বিষম দংশন হইতে হিন্দুন্যায়কে রক্ষা করিবার জন্য উদ্দ্যোতকরাচার্য্য 'ন্যায়বার্ত্তিক' প্রচার করেন। ন্যায়বার্ত্তিকের আঘাত তৎকালীন বৌদ্ধসমাজ অসহ্যবোধ করিয়াছিলেন। অবিলম্বেই অসঙ্গের অন্যতম শিষ্য ধর্ম্মকীর্ত্তি প্রমাণসমুচ্চয়ের উপর প্রমাণবার্ত্তিক লিখিয়া উদ্দ্যোতকরাচার্য্যের মত খণ্ডন করিলেন। ধর্ম্মকীর্ত্তি 'ন্যায়বিন্দু' নামেও একখানি স্বতন্ত্র ন্যায়গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। বিনীতদেব সর্ব্বপ্রথম তাহার টীকা লেখেন। প্রমাণবার্ত্তিকের খণ্ডন করিবার জন্য তখন কোন হিন্দুনৈয়ায়িক বর্ত্তমান ছিলেন না। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সুবিখ্যাত মীমাংসক প্রভাকর ও কুমারিলভট্ট প্রাদুর্ভূত হইয়া দিঙ্নাগ, ধর্ম্মকীর্ত্তি,

সমন্তভদ্র প্রভৃতি বৌদ্ধ ও জৈনাচার্য্যগণের মত খণ্ডন করিলেন। মীমাংসাবার্ত্তিককারের মত খণ্ডন করিবার জন্য অল্পকাল পরেই, বৌদ্ধনৈয়ায়িক ধর্ম্মোত্তরাচার্য্য তর্কসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহার ন্যায়বিন্দুটীকায় মীমাংসকের মত খণ্ডিত হইয়াছে। তৎকালে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে যেমন শাস্ত্রসংগ্রাম চলিতেছিল, জৈনদিগের সহিতও বৌদ্ধদিগের সেইরূপ তর্কযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। জৈনদিগের প্রবন্ধচিন্তামণিতে লিখিত আছে—"এক সময়ে শিলাদিত্যের সভায় শ্বেতাম্বর জৈন ও বৌদ্ধদিগের মধ্যে ঘোরতর তর্কসংগ্রাম উপস্থিত হয়। উভয় সম্প্রদায় এইরূপে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়াছিল, 'যে পক্ষ বিচারে পরাস্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে দেশ ছাড়িয়া বনবাসী হইতে হইবে।' বিচারে বৌদ্ধেরাই জয়লাভ করিল। শ্বেতাম্বর জৈনেরা বনবাসী হইল। শত্রুঞ্জয়ের পবিত্র আদিনাথ মূর্ত্তি বুদ্ধরূপে গণ্য হইলেন। শিলাদিত্যের ভাগিনেয় মল্ল তখন নিতান্ত শিশু থাকায় বৌদ্ধেরা তাঁহাকে আর বনবাসে পাঠাইতে চাহিল না। ক্রমে সেই মল্ল বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে স্বজাতির প্রতিষ্ঠাস্থাপন ও বৌদ্ধ দর্প চূর্ণ করিবার জন্য দিবারাত্র শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেবী সরস্বতীর কৃপায় তাঁহার নয়চক্র লাভ হইল। এই নয়চক্রপ্রভাবে মল্ল বৌদ্ধদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপ্রভাবে আবার শ্বেতাম্বর ধর্ম্ম প্রাধান্য লাভ করিল। তিনি বাদী উপাধি লাভ করিয়া এখন হইতে আচার্য্য মল্লবাদী নামে খ্যাত হইলেন।"

৩৫৮ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে মল্লবাদী 'ন্যায়বিন্দুটিপ্পন' প্রকাশ করিয়া ধর্ম্মোত্তরাচার্য্যের মত খণ্ডন করেন। ইঁহারই কিছুকাল পরে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে দিগম্বরাচার্য্য বিদ্যানন্দ-পাত্রকেশরী সমন্তভদ্রের স্যাদ্বাদমত স্থাপন ও কুমারিলের মত খণ্ডন করিবার জন্য জৈনশ্লোকবার্ত্তিক প্রচার করেন। তিনি 'প্রমাণপরীক্ষা' নামক ন্যায় গ্রন্থে দিঙ্নাগের মত বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার ঐ ন্যায় গ্রন্থখানি দিগম্বর-সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে।

এই বিদ্যানন্দের সমকালে ভারতাকাশে আমরা শঙ্করাচার্য্যরূপ বৈদান্তিক সূর্য্যের বিকাশ দেখিতে পাই। ইঁহার প্রভায় বৌদ্ধ, জৈন ও অপরাপর দার্শনিক নক্ষত্রগুলি হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। বেদান্তের গৌরব-প্রভা সমস্ত ভারতে প্রতিভাত হইল। শঙ্করাবতার মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য উপরোক্ত উপবর্ষ প্রভৃতি দার্শনিকগণের নাম বা মত উদ্ধৃত এবং অসাধারণ ঔপনিষদীয় জ্ঞানবলে সকল দর্শনের মত খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার অভ্যুদয়কালে বৌদ্ধ, জৈন ও মীমাংসক মতই ভারতে প্রবল ছিল, এ সময়কার নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বৌদ্ধ ও জৈন-সমাজে যেন মিশিয়াছিলেন অর্থাৎ এ সময় বৌদ্ধ ও জৈনদিগের মধ্যেই অনেক নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক দর্শনবিৎ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধ ও জৈনদিগের সহিত নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। ন্যায় ও বৈশেষিকে অতি নিকট সম্বন্ধ। ন্যায়-দর্শনে প্রকৃত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইলে বৈশেষিক দর্শনও পাঠ করিতে হইত, তাহা ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের উক্তি হইতেই জানা যায়। শঙ্করাচার্য্য বৈশেষিককে অর্দ্ধবৈনাশিক বা অর্দ্ধবৌদ্ধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্য্যের শারীরকভাষ্যাদি প্রচারিত হইলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বোধ হয়, শঙ্করাচার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ-দর্শনে হিন্দুনৈয়ায়িকগণ বৈশেষিককে অবহেলা করিতে থাকেন। বৈশেষিক বিচ্ছিন্ন হইলে ন্যায়দর্শনেরও অবনতির সূত্রপাত হয়। দিগম্বর পট্টধর মাণিক্যনন্দী ৫৮৫ সম্বতের অর্থাৎ ৫২৭ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে প্রমাণপরীক্ষার ব্যাখ্যাস্বরূপ পরীক্ষামুখ নামে একখানি বিস্তৃত ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে সমন্তভদ্র, অকলঙ্ক ও বিদ্যানন্দের মত আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার পর প্রসিদ্ধ জৈনকবি ও নৈয়ায়িক প্রভাচন্দ্রের অভ্যুদয়। তিনি প্রমেয়কমলমার্ত্তণ্ড নামে পরীক্ষামুখের একখানি টীকা লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে জৈন ন্যায়মতের সমালোচনা এবং উপবর্ষ, দিঙ্নাগ, উদ্যোতকর, ধর্ম্মকীর্ত্তি, ভর্তৃহরি, শবরস্বামী, প্রভাকর ও কুমারিল প্রভৃতির মত স্থানে স্থানে খণ্ডিত আছে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার গ্রন্থে ব্রহ্মাদ্বৈতবাদও নিরাকৃত হইয়াছে।

তৎপরে ৭ম ও ৮ম শতাব্দীর মধ্যে আর কোন খ্যাতনামা হিন্দুনৈয়ায়িক বা হিন্দুন্যায়গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বাণভট্ট 'ঈশ্বরকারিভিঃ' ইত্যাদিরূপে হিন্দু নৈয়ায়িকদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। ভবভূতির মালতীমাধব হইতেও জানা যায় যে ৮ম শতাব্দীতে ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। এই সময় বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য্য কমলশীল আবির্ভূত হইয়া জৈন ও হিন্দুমতখণ্ডনার্থ 'তর্কসংগ্রহ' নামে বৌদ্ধমতপূর্ণ একখানি ন্যায়গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তর্কসংগ্রহের প্রথমেই কমলশীল লিখিয়াছেন—

"কর্ম্মতৎফলসম্বন্ধব্যবস্থাদিসমাশ্রয়ম্॥
গুণদ্রব্যক্রিয়াজাতিসমবায়াদ্যপাদিভিঃ।
শূন্যমারোপিতাকারশব্দপ্রত্যয়গোচরম্॥
স্পষ্টলক্ষণসংযুক্তপ্রমাদ্বিতীয়নিশ্চিতম্

অনীয়সাপি নাংশেন মিশ্রীভূতা পরাত্মকম্ ॥
অসংক্রান্তিমনাদ্যন্তং প্রতিবিম্বাদিসন্নিভম্।
সর্ব্বপ্রপঞ্চসন্দোহ-নির্ম্মুক্তমগতং পরৈঃ ॥
স্বতন্ত্রশ্রুতিনিঃসঙ্গো জগদ্ধিতবিধিৎসয়া।
অনল্পকল্পাসংখ্যেয়সাত্মীভূতমহাদয়ঃ ॥
যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং জগাদ বদতাং বরঃ।
তং সর্ব্বজ্ঞং প্রণম্যায়ং ক্রিয়তে তর্কসংগ্রহঃ ॥"

কমলশীল আপন তর্কসংগ্রহে ঈশ্বরকারিত্ববাদ, কপিল-কল্পিত আত্মবাদ, ঔপনিষদকল্পিত আত্মবাদ ও ব্রহ্মাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি খণ্ডন করিয়া স্বতঃপ্রামাণ্যবাদ সংস্থাপন করিয়াছেন।

খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে শিবাদিত্যন্যায়াচার্য্য প্রশস্তপাদ রচিত বৈশেষিক সূত্রভাষ্যের উপর ব্যোমবতী নামে বৃত্তি এবং সপ্তপদার্থী রচনা করিয়া প্রাচীনমত সংস্থাপন করেন। এইখান হইতেই সমর্থন বা ব্যাখ্যাযুগের সূত্রপাত। কণাদ প্রথমে ষট্পদার্থ স্বীকার করেন এবং প্রশস্তপাদ বিশদ ভাষা দ্বারা তাহা বুঝাইয়া যান। এখন শিবাচার্য্য দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষট্পদার্থ ব্যতীত 'অভাব' নামে আর একটী অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিলেন। হিন্দুনৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকারণবাদ অর্থাৎ জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর নিরূপণ করিয়াছিলেন। বাৎস্যায়নভাষ্য, উদ্যোতকরাচার্য্যের বার্ত্তিক প্রভৃতি প্রাচীন ন্যায় গ্রন্থ হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরকারণবাদ খণ্ডন করিয়া ঈশ্বরকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। অপর দিকে জৈনেরাও আপ্তমীমাংসা, প্রমাণমীমাংসা, প্রমাণপরীক্ষা, প্রমাণসমুচ্চয়, প্রমেয়রত্ন-মার্ত্তণ্ড, প্রমেয়কমল-মার্ত্তণ্ড, ন্যায়াবতার, ধর্ম্মসংগ্রহণ, তত্ত্বার্থসূত্র, নন্দীসিদ্ধান্ত, শব্দাম্ভোনিধিগন্ধহস্তিমহাভাষ্য, শাস্ত্র-সমুচ্চয় প্রভৃতি গ্রন্থে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরবাদ খণ্ডন করেন। শিবাদিত্য ন্যায়াচার্য্য তাঁহার গ্রন্থে ঈশ্বরবাদ প্রচার করিতে চেষ্টা করিলেও তাহার উদ্দেশ্য বিশেষ সুসিদ্ধ হয় নাই। তাঁহার অব্যবহিত পরেই জৈনাচার্য্য অভয়দেব সূরি 'বাদমহার্ণব' নামক ন্যায়গ্রন্থ লিখিয়া জৈনমত সংস্থাপন করিলেন। তৎপরে ভট্টারক দেবসেন ৯৯০ সম্বতে 'নয়চক্র' নামে একখানি ন্যায়গ্রন্থ রচনা করিয়া তর্কশাস্ত্রের আলোচনা করেন। ইহারই পরে ষড়্দর্শনটীকাকৃৎ সুপ্রসিদ্ধ বাচস্পতিমিশ্রের অভ্যুদয়। তাঁহার প্রকৃত আবির্ভাব কাল লইয়া মতভেদ ছিল। কিন্তু তাহার 'ন্যায়সূচীনিবন্ধ' প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে কোন গোল নাই। উক্ত ন্যায়সূচীনিবন্ধের শেষভাগে লিখিত আছে যে তিনি এই গ্রন্থ ৮৯৮ শকে সম্পূর্ণ করেন।

"ন্যায়সূচীনিবন্ধোঽসাবকারি সুধিয়াং মুদে।
শ্রীবাচস্পতিমিশ্রেণ বস্বঙ্কবসু (৮৯৮) বৎসরে ॥"

তাঁহার ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকায় প্রারম্ভে লিখিত আছে—

"ইচ্ছামি কিমপি পুণ্যং দুস্তরকুনিবন্ধপঙ্কমগ্নানাম্।
উদ্যোতকরগবীনামতিজরতীনাং সমুদ্ধরণাৎ ॥"

বাস্তবিক তিনি উদ্যোতকরের ঈশ্বরকারণবাদ সংস্থাপনকরণ জন্যই ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যটীকা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে বিশেষরূপে ঈশ্বরমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহারই অল্পকাল পরে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য আবির্ভূত হন। উদয়নাচার্য্য-রচিত লক্ষণাবলীর শেষে গ্রন্থরচনার কাল লিখিত আছে—

"তর্কাম্বরাঙ্কপ্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীম্ ॥"

উক্ত শ্লোক হইতে জানা যায়, বাচস্পতিমিশ্রের ৮ বর্ষ পরে অর্থাৎ ৯০৬ শকে উদয়নাচার্য্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বাচস্পতিমিশ্র বিভিন্ন মতাবলম্বিগণের মত নিরাস করিয়া বিশেষরূপে ঈশ্বরবাদ ও আত্মবাদ প্রচারে যত্নবান্ হন নাই বলিয়া উদয়নাচার্য্য 'ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি', কুসুমাঞ্জলি, বৌদ্ধধিক্কার, আত্মতত্ত্ববিবেক, কিরণাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া সকল বৌদ্ধাদিবিভিন্ন মত বিশেষরূপে খণ্ডন করিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে হিন্দুসমাজে আবার অভিনব ন্যায়যুগের আবির্ভাব হইল, একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বলিতে কি তিনিই আবার হিন্দুদিগের মধ্যে ন্যায়প্রাধান্য স্থাপন করিলেন এবং তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি প্রভাবে বৌদ্ধদিগের মূলচ্ছেদ করিতে অগ্রসর হইলেন। এই উদয়নাচার্য্যের সময়ে, দক্ষিণ-রাঢ়ে হাবড়ার অন্তর্গত ভূরসুট গ্রামে শ্রীধরাচার্য্য পাণ্ডুদাস রাজার আশ্রয়ে প্রশস্তপাদভাষ্যের বৃত্তিস্বরূপ ন্যায়কন্দলী রচনা করেন। ন্যায়কন্দলীর শেষে লিখিত আছে, 'ত্র্যধিকদশোত্তরনবশতশকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিতা।' অর্থাৎ ৯১৩ শকাব্দে ন্যায়কন্দলী রচিত হয়।

এই ন্যায়কন্দলী হইতে জানিতে পারা যায়, ৯০০ বৎসর পূর্ব্বেও এই বঙ্গদেশে ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্র বিশেষরূপে আলোচিত হইত। ইহার পর ভা-সর্ব্বজ্ঞ ন্যায়সারভূষণ নামে একখানি ক্ষুদ্র অথচ গবেষণাপূর্ণ ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন। তৎপরেই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আনন্দ নামে জনৈক কাশ্মীর-নৈয়ায়িকের সন্ধান পাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার রচিত কোন গ্রন্থের অনুসন্ধান পাইলাম না। এই সময়ে নরচন্দ্রসূরি নামে একজন জৈনাচার্য্য ন্যায়কন্দলী-টিপ্পন

রচনা করিয়া আবার জৈনমত স্থাপনের চেষ্টা করেন; তাহার দেখাদেখি সিদ্ধসেন নামক অপর একজন জৈন প্রায় ১২৪২ সম্বতে 'প্রমাণ-প্রকাশ' নামে একখানি জৈন-ন্যায়গ্রন্থ প্রচার করেন। এই সময়ে বিজয়হংসগণি নামে আর একজন জৈন পণ্ডিত ভা-সর্ব্বজ্ঞ রচিত ন্যায়-সারের টীকা লিখিয়া ঈশ্বর-কারণবাদ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা পান। ১২৫২ খৃষ্টাব্দে সারঙ্গের পুত্র রাঘবভট্ট ন্যায়সারবিচার নামে ন্যায়সারের আর একখানি টীকা লিখিয়া হিন্দুনৈয়ায়িকমত সংস্থাপন করেন। তৎপরে রামদেবমিশ্রের পুত্র বরদরাজ ন্যায়-দীপিকা, তার্কিকরক্ষা প্রভৃতি কএক খানি ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন; এতন্মধ্যে মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে তার্কিকরক্ষার বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার পর জয়ন্তভট্ট ১২৯৩ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে ন্যায়-কলিকা ও ন্যায়মঞ্জরী নামে দুইখানি ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন। ১২২৬ শকে অর্থাৎ ১৩০৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত জৈনাচার্য্য জিনপ্রভসূরি ষড়্‌দর্শনী নামে একখানি দার্শনিকগ্রন্থ রচনা করিয়া ঈশ্বরকারণবাদ খণ্ডন করিতে যত্নবান্ হন। তৎপরে তিলকসূরি ও পরে জিনপ্রভের উপদেশমত ক্রমান্বয়ে তাঁহার দুই শিষ্য এই তিন জনে তিনখানি ন্যায়কন্দলী-পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। শেষোক্ত দুইজনের নাম রত্নশেখরসূরি এবং রাজশেখরসূরি। রাজশেখরসূরি ন্যায়কন্দলীপঞ্জিকায় লিখিয়াছেন, 'প্রথমে প্রশস্তপাদ বৈশেষিকসূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করেন; তৎপরে ব্যোমশিবাচার্য্য ব্যোমমতী নামে তাহার বৃত্তি, পরে শ্রীধরাচার্য্য ন্যায়কন্দলী নামে সন্দর্ভ, তৎপরে উদয়নার্য্য কিরণাবলী ও অবশেষে শ্রীবৎসাচার্য্য লীলাবতী লিখিয়া যান। এই শেষোক্ত চারিখানি গ্রন্থই সাধারণের সহজবোধ্য না হওয়ায় তিনি এই ন্যায়কন্দলীপঞ্জিকা লিখিতেছেন।' তাঁহার গ্রন্থে ন্যায়-বৈশেষিকের অনেক কথা থাকিলেও, তিনি প্রচ্ছন্নভাবে পূর্ব্বতন জৈন-নৈয়ায়িক-দিগের মতসমর্থন করিয়াছেন। তিনি প্রকাশ্যে ঈশ্বরবাদ নিরাকরণ না করিলেও, তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলেই তাঁহাকে নিরীশ্বরবাদী বলিয়া বোধ হয়। সুপ্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য্যের সময় হইতেই ভারতবাসী বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদিগের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটিয়াছিল। এই রাজশেখরের পর হইতে দেখা যায় জৈনদার্শনিকগণেরও অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে। রাজশেখরের কিছু পূর্ব্বে কেশবমিশ্রের তর্কভাষা রচিত হয়। ইহারই পর নব্যন্যায়ের আবির্ভাব।

খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি অসাধারণ তর্কশক্তিপ্রভাবে 'তত্ত্ব-চিন্তামণি' প্রকাশ করিয়া নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিলেন। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ কৈবল্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন। যদিও উদয়নের সময় হইতে জটিল তর্কসমূহের আলোচনা হইতেছিল, কিন্তু তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নাই। তাঁহারা মূল পদার্থতত্ত্বের আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন, বৃথা আড়ম্বরে প্রবৃত্ত হন নাই। এখন গঙ্গেশ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিখণ্ডাত্মক তত্ত্বচিন্তামণি নামে এক বিস্তৃত প্রমাণ গ্রন্থ প্রচার করিলেন। পূর্ব্বতন নৈয়ায়িকগণ ১৬শ পদার্থ স্বীকার করিলেও ইনি কেবল "প্রমাণ" স্বীকার করিলেন। তাঁহা হইতে এই প্রমাণ লইয়াই নব্যন্যায়ের সূত্রপাত। তিনি প্রত্যক্ষখণ্ডে প্রামাণ্য-বাদে—"অথ জগদেব দুঃখপঙ্কনিমগ্নমুদ্দিধীর্ষুরষ্টাদশবিদ্যাস্থানে-ষভ্যর্হিততমামান্বীক্ষিকীং পরমকারুণিকো মুনিঃ প্রণিনায়। তত্র প্রেক্ষাবৎপ্রবৃত্ত্যর্থং প্রমাণাদিপদার্থতত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়-সাধিগম ইতি" এইরূপে ন্যায় বা আন্বীক্ষিকী শাস্ত্রের উদ্দেশ্য প্রকাশ করিলেও গৌতম যে উদ্দেশ্যে ন্যায়শাস্ত্র দর্শন মধ্যে গণ্য করেন, গোতমের সেই সাধু উদ্দেশ্য নব্যন্যায়ের আবির্ভাবে নৈয়ায়িকগণ ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। গোতম ও বাৎস্যায়নাদি প্রবর্ত্তিত ন্যায়দর্শনে আত্মতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি দর্শনপ্রতিপাদ্য বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে, নব্যন্যায়ের আবির্ভাবে ন্যায়শাস্ত্রের দার্শনিকত্ব লোপ পাইবার উপক্রম হইল। নব্যনৈয়ায়িকগণের অপবর্গ প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু প্রাচীনেরা যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, নব্যেরা তাহা করেন নাই। নব্য ন্যায়ে কোন কোন স্থানে মূলপদার্থ-তত্ত্বের অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকিলেও তাহা উল্লেখ-যোগ্য নহে। গঙ্গেশের চিন্তামণিতে ঈশ্বরানুমান, অপূর্ব্ব-বাদ ইত্যাদি স্থান ভিন্ন অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা নিতান্ত অল্প। এমন কি, গঙ্গেশ স্থানে স্থানে গোতমেরও মত খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে কেবল তর্কের আড়ম্বর দেখা যায়। এই তর্কের তুফানে পড়িয়া নব্যনৈয়ায়িকগণ প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্র হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িকগণ কেবল বাক্য লইয়া বিচার, লক্ষণসমূহের ও বিশেষণ পদের খণ্ডন, বিশেষণান্তরপ্রক্ষেপে তাহার সমর্থন ইত্যাদি বাক্‌জালের ছটা বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহারা ধীশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কেবল তর্কমার্গেরই আশ্রয় লইয়াছেন। প্রত্যক্ষ, উপমান, অনুমান ও শব্দ এই চারিটী প্রমাণরূপ ভিত্তির উপর নব্যন্যায়-শাস্ত্র গঠিত হইয়াছে। গঙ্গেশ এই নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক হইলেও সংস্থাপক নহেন, তৎপরবর্ত্তী কালে তৎপুত্র বর্দ্ধমান, তৎপরে পক্ষধর মিশ্র, রুচিদত্ত, বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ-শিরোমণি, জয়রাম তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, গদাধর

ভট্টাচার্য্য, মিনকরমিশ্র প্রভৃতি খ্যাতনামা নৈয়ায়িকগণ অসাধারণ বিচার ও যুক্তিপ্রভাবে নব্যন্যায়মত সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

মিথিলায় নব্যন্যায়ের জন্মভূমি হইলেও, মিথিলাকে নব্য-ন্যায়ের লীলাক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। সরস্বতীর লীলানিকেতন নবদ্বীপধামই প্রকৃত নব্যন্যায়ের রঙ্গভূমি। [বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি দ্রষ্টব্য।]

প্রবাদ এইরূপ, বঙ্গদেশে পূর্ব্বকালে ন্যায়শাস্ত্রের বিশেষ চর্চ্চা ছিল না। বঙ্গবাসী মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে যাইতেন, তথায় পাঠ সাঙ্গ হইলে গুরুর নিকট অধীত পুথি ফেলিয়া আসিতে হইত। পুথির অভাবে এদেশে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত না। অবশেষে সুপ্রসিদ্ধ বাসুদেব সার্ব্বভৌম সমস্ত ন্যায়শাস্ত্র ও কুসুমাঞ্জলির পদ্যাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া বঙ্গদেশে আনয়ন করেন এবং তিনিই প্রথমে নবদ্বীপে ন্যায়ের টোল খুলিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলার সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধরমিশ্রকে তর্ক-শাস্ত্রে পরাজিত করিয়া নবদ্বীপে ন্যায়প্রাধান্য স্থাপন করেন। তাঁহার চিন্তামণিদীধিতি নামে তত্ত্বচিন্তামণির টীকায় তাঁহার প্রতিভা ও অসাধারণ-তর্কশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। অদ্বৈত-প্রকাশনামক বৈষ্ণবগ্রন্থে লিখিত আছে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও একখানি তর্কশাস্ত্রের টীকা লিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক তাঁহার টীকাদর্শনে আপনার মানের লাঘব ভাবিয়া দুঃখপ্রকাশ করায় গৌরাঙ্গদেব গঙ্গার জলে আপনার টীকা খানি ফেলিয়া দেন।

বাস্তবিক শ্রীচৈতন্যদেবের অভ্যুদয়কালে নবদ্বীপে যে ন্যায়-প্রাধান্য স্থাপিত হয়, আজিও নবদ্বীপের সেই ন্যায়-গৌরব সমস্ত সভ্যজগতে বিঘোষিত হইতেছে। আজও মিথিলা, কাশী, কাঞ্চী, তৈলঙ্গ প্রভৃতি বহুদূর দেশান্তর হইতে শিক্ষার্থিগণ নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আসিয়া থাকেন।

নব্য নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে যাঁহারা নানা গ্রন্থ লিখিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, অকারাদিক্রমে তাঁহাদের নাম ও গ্রন্থের নাম প্রকাশিত হইল। এই নব্যন্যায়যুগে বিশ্বনাথ, শঙ্কর-মিশ্র প্রভৃতি গৌতমসূত্রবৃত্তি ও প্রাচীন ন্যায়ের সংক্ষিপ্তবিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের কএকখানি গ্রন্থ নব্যন্যায়ের অন্তর্গত না হইলেও এই যুগে লিখিত বলিয়া তাঁহাদের নামও এই তালিকামধ্যে গৃহীত হইল।

গ্রন্থকার।　　ন্যায়গ্রন্থের নাম।

অগ্নিহোত্র ভট্ট—তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের টীকা।

অনন্তভট্ট—পদমঞ্জরী।

অনন্তাচার্য্য—শতকোটীখণ্ডন ও স্বরূপসম্বন্ধরূপ।

অনন্তদেব—বাক্যভেদবাদ।

অনন্তনারায়ণ—কারিকাবলী নামে ভাষাপরিচ্ছেদের টীকা, তর্ক-সংগ্রহটীকা।

অমৃতদেব ভট্টাচার্য্য—বিষয়তারহস্য।

অশ্বত্থ—বাদার্থটীকা।

উমাপতি উপাধ্যায় (রত্নপতির পুত্র)—পদার্থীয় দিব্যচক্ষুঃ।

কাশীশ্বর—অর্থমঞ্জরী।

কৃষ্ণতর্কালঙ্কার—সাহিত্যবিচার।

কৃষ্ণদত্ত—মনোরমা নামে ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটীকা।

কৃষ্ণন্যায়বাগীশ ভট্টাচার্য্য—(গোবিন্দ ন্যায়ালঙ্কারের পুত্র) ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীর ভাবদীপিকা নামে টীকা।

কৃষ্ণভট্ট আর্ডে (কাশীবাসী কৃষ্ণভট্ট) ১ কাশিকা নামে গাদা-ধরীবিবৃতি, ২ মঞ্জুষা বা জগদীশতোষিণী, ৩ সিদ্ধান্তলক্ষণ নামে জাগদীশী টীকা, ৪ বাক্যচন্দ্রিকা, ৫ কৃষ্ণভট্টীয় ন্যায়, ৬ সিদ্ধান্তমঞ্জরী। এতদ্ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতড়া লিখিয়াছেন; যথা—অতঃপরচতুষ্টয়রহস্য-টীকা, অনুমিতিগ্রন্থটীকা, অনুমিতিসঙ্গতিবিবৃতি, অব-চ্ছেদকত্বনিরুক্তিরহস্যটীকা, অবয়বগ্রন্থরহস্যটীকা, অবয়ব-টিপ্পনী, অসিদ্ধপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থবৃহট্টীকা, অসিদ্ধগ্রন্থরহস্য-টীকা, আখ্যাতবাদটিপ্পনী, উদাহরণলক্ষণবৃহট্টীকা, উপাধি-দূষকতাবীজবৃহট্টীকা, কূটঘটিতলক্ষণবৃহট্টীকা, কেবল-ব্যতিরেকিগ্রন্থরহস্যটীকা, কেবলান্বয়িগ্রন্থরহস্যটীকা, চতু-র্দ্দশলক্ষণী, চিত্ররূপবিচারদীপিকা, তর্কগ্রন্থবৃহৎটীকা, তর্ক-রহস্যটীকা, তৃতীয়মিশ্রলক্ষণবৃহৎটীকা, দ্বিতীয় চক্রবর্ত্তিলক্ষ-বৃহৎটীকা, দ্বিতীয়প্রগল্ভলক্ষণবৃহৎটীকা, দ্বিতীয়মিশ্রলক্ষণ-বৃহৎটীকা, পক্ষতাটীকা, পঞ্চলক্ষণী বৃহৎটীকা, পরামর্শ-পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থ বৃহৎটীকা, পরামর্শরহস্যটীকা, পুচ্ছলক্ষণবৃহৎ-টীকা, পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থবিবৃতি, প্রতিজ্ঞালক্ষণ বৃহৎটীকা, প্রথম চক্রবর্ত্তিলক্ষণবৃহৎটীকা, প্রথমমিশ্রলক্ষণ বৃহৎটীকা, বাধ-সিদ্ধান্তগ্রন্থবৃহৎটীকা, লিঙ্গবিশেষণ, বিরুদ্ধগ্রন্থরহস্যটীকা, বিরুদ্ধপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থ বৃহৎটীকা, বিশেষনিরুক্তিবৃহৎটীকা, বিশেষব্যাপ্তিরহস্যটীকা, ব্যাপ্তিগ্রহরহস্যটীকা, ব্যাপ্ত্য-নুগমরহস্য, ব্যাপ্তিবাদ, শক্তিবাদ, সঙ্গতিবাদ, সৎপ্রতি-পক্ষগ্রন্থরহস্য, সৎপ্রতিপক্ষসিদ্ধান্ত, সব্যভিচারগ্রন্থরহস্য, সামান্যনিরুক্তিরহস্য, সামান্যলক্ষণরহস্য, সামান্যাভাবরহস্য, স্বপ্রকাশবাদার্থ, হেত্বাভাস ইত্যাদি। এ ছাড়া কতকগুলি শ্লোকপত্র লিখিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস—নঞ্‌বাদটিপ্পনী, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির প্রসারিণী নামে টীকা।

কৃষ্ণভট্ট—পঞ্চলক্ষণীটীকা, সিংহব্যাঘ্রটীকা।

কৃষ্ণমিত্র আচার্য্য—অনুমিতিপরামর্শ, গাদাধরীটীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিপ্রকাশ, বৃহত্তর্কতরঙ্গিণী, তর্কপ্রতিবন্ধক-রহস্য, লঘুতর্কসুধা, তর্কসুধাপ্রকাশ, নঞর্থবাদটীকা, লঘুন্যায়সুধা, পদার্থখণ্ডনটিপ্পনব্যাখ্যা, পদার্থপারিজাত, বাধবুদ্ধিপ্রতিবন্ধকতাবিচার, ভবানন্দীপ্রদীপ, বাদসংগ্রহ, বাদসুধাকর, বায়ুপ্রত্যক্ষতাবাদ, শক্তিবাদটীকা, সামগ্রীপদার্থ, সিদ্ধান্তরহস্য। (এতদ্ভিন্ন কএকখানি ক্রোড়পত্র।)

কৃষ্ণমিশ্র—চিন্তামণি।

কেশবভট্ট—ন্যায়চন্দ্রিকা, ন্যায়তরঙ্গিণী।

কেশবভট্ট (অনন্তের পুত্র)—তর্কভাষার তর্কদীপিকা নামে টীকা।

কোণ্ডভট্ট (ভট্টোজি দীক্ষিতের ভ্রাতুষ্পুত্র)—তর্কপ্রদীপ, তর্করত্ন, ন্যায়পদার্থদীপিকা।

কৌণ্ডিন্যদীক্ষিত—তর্কভাষাপ্রকাশিকা।

গঙ্গাধর—তর্কদীপিকাটীকা।

গঙ্গাধর—ন্যায়চন্দ্রিকা, সামগ্রীবাদ।

গঙ্গাধর (সদাশিবের পুত্র)—তর্কচন্দ্রিকা।

গঙ্গারামভট্ট—ন্যায়কুতূহল।

গঙ্গারাম জড়ী (নারায়ণের পুত্র)—তর্কামৃতচষক ও তাহার টীকা, দিনকরীখণ্ডন।

গঙ্গেশ উপাধ্যায়—তত্ত্ব-চিন্তামণি (নব্যন্যায়ের মূলগ্রন্থ।)

গঙ্গেশ দীক্ষিত—তর্কভাষাটীকা।

গণেশ দীক্ষিত (ভাবা বিশ্বনাথ দীক্ষিতের পুত্র ও বিজ্ঞানভিক্ষুর শিষ্য)—তর্কভাষার তত্ত্বপ্রবোধিনী নামে টীকা।

গদাধর ভট্টাচার্য্য—কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যা, গাদাধরী নামে (তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি ও তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকের টীকা) সুবিস্তীর্ণ ন্যায়গ্রন্থ। ইহার রচিত বহুসংখ্যক পাতড়া পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য,—

অত এবচতুষ্টয়িরহস্য, অনুকরণবিচার, অনুপসংহারিগ্রন্থরহস্য, অনুপসংহারিবাদ, অনুমাননিরূপণ, অনুমিতিটিপ্পন, অনুমিতিত্ববাদ, অনুমিতিমানসবাদার্থ, অনুমিতিরহস্য, অনুমিতিসংগ্রহ, অন্যথাখ্যাতিবাদ, অন্বয়বাদটীকা, অন্বয়ব্যতিরেকী, অপূর্ব্ববাদ, অবচ্ছেদকতানিরুক্তি, অবচ্ছেদকতাবাদ, অবয়বগ্রন্থরহস্য, অবয়বনিরূপণ, অষ্টাদশবাদ, অসাধারণবাদ, অসিদ্ধগ্রন্থরহস্য, আকাশবাদ, আখ্যাতবাদ বা আখ্যাতবিচার, আত্মতত্ত্ববিবেকদীধিতিটীকা, আলোকটিপ্পনী, উৎপত্তিবাদ, উদাহরণলক্ষণটীকা, উপনয়লক্ষণটীকা, উপসর্গবিচার, উপাধিবাদ, উপাধিসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, কারকবাদ, কেবলব্যতিরেকিরহস্য, কেবলান্বয়িরহস্য, চতুর্দ্দশলক্ষণী, চিত্ররূপবাদ, তদাদিসর্ব্বনামবিচার, তর্কগ্রন্থরহস্য, তর্কবাদ, তাৎপর্য্যজ্ঞানকারণতাবিচাররহস্য, তাদাত্ম্যবাদ, ত্বতলাদিভাবপ্রত্যয়বিচার, দ্বিতীয়প্রগল্‌ভলক্ষণটীকা, দ্বিতীয়স্বলক্ষণটীকা, দ্বিতীয়াদিব্যুৎপত্তিবাদ, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকপ্রত্যাসত্তি, ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকবাদ, নঞর্থবাদটীকা, নঞর্থসন্দিগ্ধার্থবিচার, নব্যধর্ম্মতাবচ্ছেদকবাদার্থ, নব্যমতরহস্য, নব্যমতবিচার, নির্দ্ধারণবিচার, পক্ষতাবাদ ও পক্ষতারহস্য, পক্ষতাবাদার্থ, পঞ্চলক্ষণী, পঞ্চবাদটীকা, পরামর্শরহস্য, পরামর্শবাদার্থ, পূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, পূর্ব্বপক্ষরহস্য, পূর্ব্বপক্ষব্যাপ্তি, পূর্ব্বসিদ্ধান্তপক্ষতা, প্রতিজ্ঞালক্ষণটীকা, প্রত্যক্ষখণ্ডসিদ্ধান্তলক্ষণ, প্রথমপ্রগল্‌ভলক্ষণটীকা, প্রথমস্বলক্ষণবিবরণ, প্রবৃত্ত্যঙ্গ, প্রাগভাববাদ, প্রামাণ্যবাদটীকা, প্রামাণ্যবাদসংগ্রহ, বাধগ্রন্থরহস্য, বাধতাবাদ, বাধবুদ্ধিবাদ, বাধবুদ্ধিপদার্থ, বুদ্ধিবাদ, ভূয়োদর্শনবাদ, মঙ্গলবাদ, মুক্তিবাদ, মুক্তিবাদার্থ, মোক্ষবাদ, রত্নকোষবাদার্থরহস্য, লক্ষণবাদ, লঘুবাদার্থ, লিঙ্গকারণতাবাদ, লিঙ্গোপলৈঙ্গিকবাদার্থ, বায়ুপ্রত্যক্ষবাদ, বিধিবাদ, বিধিস্বরূপবাদার্থ, বিরুদ্ধগ্রন্থরহস্য, বিরুদ্ধপৃষ্ঠপক্ষগ্রন্থটীকা, বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত টীকা, নিরোধবাদ, বিরোধিগ্রন্থ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্য-জ্ঞানবাদার্থ, বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যবোধবিচার, বিশেষ্যজ্ঞানপদার্থ, বিশেষ্যনিরুক্তিটীকা, বিশেষ্যব্যাপ্তি, বিষয়তাবাদ, বৃত্তিবাদ, ব্যধিকরণ-ধর্ম্মাবচ্ছিন্নবাদ, ব্যধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাব, ব্যাপ্তিগ্রহোপায়টীকা, ব্যাপ্তিনিরূপণ, ব্যাপ্তিপঞ্চকটীকা, ব্যাপ্তিবাদ, ব্যাপ্ত্যনুগমটীকা, ব্যুৎপত্তিবাদ, ব্যুৎপত্তিবাদার্থ, শক্তিবাদ, শব্দপরিচ্ছেদ, শব্দালোকরহস্য, সংশয়পক্ষতাবাদ, সংশয়বাদ, সংশয়বাদার্থ, সঙ্গতিবাদ, সঙ্গতানুমিতিবাদ, সৎপ্রতিপক্ষরহস্য, সৎপ্রতিপক্ষপত্র, সৎপ্রতিপক্ষপূর্ব্বপক্ষটীকা, সৎপ্রতিপক্ষবাদগ্রন্থ, সৎপ্রতিপক্ষবাদ, সর্ব্বনামশক্তিবাদ, সব্যভিচারগ্রন্থরহস্য, সব্যভিচারবাদ, সব্যভিচারসামান্যনিরুক্তি, সব্যভিচারসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, সহচারবাদ, সহচারিগ্রন্থরহস্য, সাদৃশ্যবাদ, সাধারণগ্রন্থরহস্য বা সাধারণবাদ, সাধারণাসাধারণানুপসংহারিবিরোধগ্রন্থ, সামগ্রীবাদ, সামগ্রীবাদার্থ, সামান্যনিরুক্তিগ্রন্থরহস্য, সামান্যভাব, সামান্যাভাবব্যবস্থাপন, সামান্যলক্ষণটীকা, সামান্যবাদটীকা, সামান্যাভাবসাধন, সিংহব্যাঘ্রলক্ষণী, সিংহব্যাঘ্রী, সিদ্ধান্তলক্ষণরহস্য, সিদ্ধান্তলক্ষণক্রোড়, সিদ্ধান্তব্যাপ্তি, হেতুলক্ষণটীকা, হেত্বাভাসনিরূপণ, হেত্বাভাসসামান্যলক্ষণ ইত্যাদি।

গুণানন্দ বিদ্যাবাগীশ (মধুসূদনের শিষ্য)—আত্মতত্ত্ববিবেক-দীধিতিটীকা, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিবিবেক, শব্দালোকবিবেক।

গুণুভট্ট—তর্কভাষাটীকা।

গুরুপণ্ডিত—ভবানন্দীটীকা ও 'গুরুপণ্ডিতীয়' নব্যন্যায়মতবিচার।

গোকুলনাথ মৈথিল (মহামহোপাধ্যায়)—তত্ত্বচিন্তামণির 'রশ্মিচক্র' নামে টীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিদ্যোত, তর্কতত্ত্বনিরূপণ, ন্যায়সিদ্ধান্ততত্ত্ব, পদাকাররত্নাকর।

গোপালভট্টাচার্য্য—অনুপলব্ধিবাদ, অনুমিতিমানসত্ববিচার, অন্তরভাববাদ, আত্মতত্ত্বাতিসিদ্ধিবাদ, ঈশ্বরবাদ, ঈশ্বরসুখবাদ, একত্বসিদ্ধিবাদ, কারণতাবাদ, জ্ঞানকারণতাবাদ, স্বত্বলক্ষণবাদ, নব্যমতবাদ, পরামর্শবাদার্থ, বাধবুদ্ধিবাদ, রাজপুরুষবাদ, বাদডিণ্ডিম, বাদফক্কিকা, বিধিবাদ, শিষ্যশিক্ষাবাদ, সমাপ্তিবাদ, সাদৃশ্যবাদ। (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ।)

গোপীকান্ত (বেণীদত্তের পুত্র)—ন্যায়প্রদীপ।

গোপীনাথ মিশ্র—তত্ত্বচিন্তামণিসার।

গোপীনাথ মৌনী—ন্যায়কুসুমাঞ্জলিবিকাশ বা ন্যায়বিলাস।

গোপীনাথ ঠকুর (ভবনাথের পুত্র)—তর্কভাষাভাবপ্রকাশিকা।

গোলোক ন্যায়রত্ন—মাথুরী-ক্রোড়ের ন্যায়রত্ন নামে টীকা। উক্ত টীকার অঙ্গীভূত অনেক পাতড়া পাওয়া যায় যথা—অনুমিতিবিশেষণ, অসিদ্ধপূর্ব্বপক্ষ, অসিদ্ধসিদ্ধান্ত, উপাধিপূর্ব্বপক্ষ, উপাধিসিদ্ধ, কূটঘটিতলক্ষণ, কূটাঘটিতলক্ষণ, কেবলান্বয়ী, তৃতীয়প্রগলভ, তৃতীয়মিশ্র, দ্বিতীয়মিশ্রলক্ষণ, পক্ষতাপূর্ব্বপক্ষ, পক্ষতাসিদ্ধান্ত, পঞ্চলক্ষণী, পরামর্শপূর্ব্বপক্ষ, পুচ্ছলক্ষণ, প্রতিজ্ঞা, প্রথমচক্রবর্ত্তী, প্রথমমিশ্র, বাধপূর্ব্বপক্ষ, বাধসিদ্ধান্ত, সামান্যনিরুক্তি, হেতু ইত্যাদির বিবেচন।

গোবর্দ্ধন মিশ্র (বলভদ্রপুত্র) তর্কভাষাপ্রকাশ, ন্যায়বোধিনী নামে তর্কসংগ্রহের টীকা।

গোবর্দ্ধনবঙ্গ—ন্যায়ার্থলঘুবোধিনী নামে তর্কসংগ্রহেরটীকা।

গোস্বামী—গাদাধরী টীকা।

গৌরীকান্ত সার্ব্বভৌম—ভাবার্থদীপিকা নামে তর্কভাষাটীকা, তর্কসংগ্রহটীকা, মুক্তাবলী ও 'গৌরীকান্তীয়' নামে নব্যন্যায়মতবিচার।

গৌরীনাথ—তর্কপল্লব।

চক্রধর—ন্যায়মঞ্জরিগ্রন্থভঙ্গ।

চতুর্ভুজ পণ্ডিত—তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিবিস্তার।

চন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য—কুসুমাঞ্জলিটীকা, গাদাধরীয়াগম, গদাধরের অনুমানখণ্ডের টীকা, গৌতমসূত্রবৃত্তি, জাগদীশীক্রোড়টীকা, জাগদীশীচতুর্দ্দশলক্ষণীপত্রিকা, তত্ত্বচিন্তামণিটিপ্পনী, তর্কসংগ্রহটীকা, ন্যায়ক্রোড়পত্র। (ইহার রচিত অনেক পাতড়া পাওয়া যায়।)

চন্দ্রভট্ট—তর্কপরিভাষা।

চিন্নভট্ট—(বিষ্ণুদেবারাধ্যের পুত্র, খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী।) তর্কভাষাপ্রকাশিকা, নিরুক্তিবিবরণ, চিন্নভট্টীয়।

জগদানন্দ—ন্যায়মীমাংসা।

জগদীশ তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য্য—(ভবানন্দের শিষ্য, ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বতন)—তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিপ্রকাশিকা (ইহা জাগদীশী নামে খ্যাত), তর্কদীপিকাব্যাখ্যা, তর্কামৃত, তর্কালঙ্কারটীকা, ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশদীধিতিটীকা, শব্দশক্তিপ্রকাশিকা। (ইহার জাগদীশীর অন্তর্গত অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতড়া স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায়। যথা—

অনুমিতিরহস্য, অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তি, অবয়বগ্রন্থরহস্য, আখ্যাতবাদ, আসত্তিবিচার, উদাহরণলক্ষণদীধিতিটীকা, উপনয়লক্ষণদীধিতিটীকা, উপাধিগ্রন্থরহস্য, উপাধিবাদটীকা, কেবলব্যতিরেকরহস্য, কেবলান্বয়িগ্রন্থদীধিতিটীকা, কেবলান্বয়িগ্রন্থরহস্য, চতুর্দ্দশলক্ষণী, তর্কগ্রন্থরহস্য, তৃতীয়চক্রবর্ত্তিলক্ষণদীধিতিটীকা, তৃতীয়প্রগলভলক্ষণদীধিতিটীকা, দ্বিতীয়চক্রবর্ত্তিলক্ষণদীধিতিটীকা, দ্বিতীয়লক্ষণদীধিতিটীকা, পক্ষতাটিপ্পনী, পক্ষতাপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থদীধিতিটীকা, পঞ্চলক্ষণী, পরামর্শপূর্ব্বপক্ষটীকা, পরামর্শরহস্য, পরামর্শহেতুত্বাবিচার, পুচ্ছলক্ষণটীকা, পূর্ব্বপক্ষরহস্য, প্রতিজ্ঞালক্ষণদীধিতিটীকা, প্রথমচক্রবর্ত্তিলক্ষণটীকা, প্রথমস্বলক্ষণটীকা, প্রামাণ্যবাদ, বাধগ্রন্থরহস্য, ভাবরহস্যসামান্য, ভূয়োদর্শন, বিরুদ্ধগ্রন্থরহস্য, বিশেষনিরুক্তি, বিশেষলক্ষণটীকা, বিশেষব্যাপ্তিরহস্য, বিষয়তাব্যাপ্তিবাদার্থ, ব্যাধিকরণধর্ম্মাবচ্ছিন্নাভাবটীকা, ব্যাপ্তিগ্রহোপায়রহস্য, ব্যাপ্তিপঞ্চকটীকা, ব্যাপ্তিবাদ, ব্যাপ্ত্যনুগমরহস্য, সঙ্গত্যনুমিতিবাদ, সৎপ্রতিপক্ষগ্রন্থরহস্য, সৎপ্রতিপক্ষপূর্ব্বপক্ষগ্রন্থটীকা, সৎপ্রতিপক্ষসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, সব্যভিচারগ্রন্থরহস্য, সব্যভিচারসামান্যনিরুক্তি, সব্যভিচারসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, সামান্যনিরুক্তরহস্য, সামান্যনিরুক্তিটীকা, সামান্যলক্ষণটীকা, সামান্যলক্ষণ ও সামান্যাভাবরহস্য, সিংহব্যাঘ্রটিপ্পনী, সিদ্ধান্তলক্ষণরহস্য, সিদ্ধান্তলক্ষণটীকা, হেত্বাভাস ইত্যাদি।

জগন্নাথতর্কপঞ্চানন—'জগন্নাথীয়' ন্যায়।

জগন্নাথ পণ্ডিত—নঞ্‌বাদবিবেক।

জয়দেব (পক্ষধর মিশ্র) তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক, (চিন্তামণিপ্রকাশ, মণ্যালোক বা আলোক নামেও খ্যাত), দ্রব্যপদার্থী, ন্যায়পদার্থমালা, ন্যায়লীলাবতীবিবেক।

জয়দেব (নৃসিংহের পুত্র)—ন্যায়মঞ্জরীসার।

জয়নারায়ণদীক্ষিত—তর্কমঞ্জরী।

জয়রাম ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য—(রামভদ্রের শিষ্য)—তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিটীকা, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিটীকা, ন্যায়সিদ্ধান্তমালা, পদার্থমণিমালা। (ইহার রচিত অনেক পাতড়া পাওয়া যায়।)

জয়সিংহসূরি—ন্যায়তাৎপর্য্যদীপিকা।

জানকীনাথ—ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী।

তার্ক্ষ্যনারায়ণ—গঙ্গাদীপিকা।

তিম্মন—অন্যথাখ্যাতিবাদ, সামান্যনিরুক্তিক্রোড়।

ত্রিলোচনদেব ন্যায়পঞ্চানন (নবদ্বীপবাসী) ন্যায়কুসুমাঞ্জলিব্যাখ্যা।

ত্রিলোচনাচার্য্য—ন্যায়সঙ্কেত।

ত্র্যম্বকভট্ট—ত্র্যম্বক-ভট্টীয়।

দিনকর—দিনকরী বা ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রকাশ, ভবানন্দীটীকা।

দুর্গাদত্ত মিশ্র—ন্যায়বোধিনী।

দুলার ভট্টাচার্য্য—গাদাধরীক্রোড়টীকা।

দেবদাস—ন্যায়রত্নপ্রকরণ।

দেবনাথ—তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকপরিশিষ্ট।

ধর্ম্মরাজ ভট্ট—ন্যায়রত্ন নামে ন্যায়সিদ্ধান্তদীপটীকা।

ধর্ম্মরাজ দীক্ষিত (ত্রিবেদীনারায়ণের পুত্র) তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশদীপ্তি, তর্কচূড়ামণি (তত্ত্বচিন্তামণিসারের টীকা), ন্যায়শিখামণিটীকা, ধর্ম্মরাজদীক্ষিতীয়।

নরসিংহশাস্ত্রী—প্রকাশিকা, ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর প্রভা নামে টীকা।

নাগেশভট্ট—পদার্থদীপিকা।

নারায়ণ সার্ব্বভৌম—প্রতিযোগিজ্ঞানকারণবাদ, প্রাতিপদিকসংজ্ঞাবাদ।

নারায়ণতীর্থ—ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা।

নিধিরাম—ন্যায়সারসংগ্রহটীকা।

নীলকণ্ঠভট্ট—তর্কসংগ্রহদীপিকাপ্রকাশ।

নীলকণ্ঠশাস্ত্রী—গাদাধরীটীকা, জাগদীশীটীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিটীকা।

নৃসিংহপঞ্চানন (গোবিন্দপুত্র)—ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা।

পট্টাভিরাম শাস্ত্রী—তর্কসংগ্রহনিরুক্তি, ন্যায়মঞ্জুষা, প্রকাশিকা, প্রভা।

প্রগল্‌ভাচার্য্য—(অপর নাম শুভঙ্কর, নরপতির পুত্র) তত্ত্বচিন্তামণিটীকা ও শ্রীদর্পণ নামে খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকা।

বলভদ্রসূরি—প্রমাণমঞ্জরীটীকা।

বলভদ্র ভট্ট (বিষ্ণুদাসের পুত্র) তর্কভাষাপ্রকাশিকা, শক্তিবাদটীকা।

বালকৃষ্ণ—ন্যায়বোধিনী নামে তর্কভাষাটীকা।

বালকৃষ্ণ (পুত্র মহাদেব দিনকরের সহিত) ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রকাশ।

ভগীরথমেঘ (রামচন্দ্রের পুত্র ও জয়দেবের পৌত্র)—দ্রব্যপ্রকাশিকা, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশিকা।

ভবনাথ—খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকা।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ—(বিদ্যানিবাসের পিতা) তত্ত্বচিন্তামণিব্যাখ্যা, ভবানন্দী বা গূঢ়ার্থপ্রকাশিকা নামে তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতির টীকা, শব্দার্থসারমঞ্জরী। (ইহার পাতড়া নৈয়ায়িক সমাজে সমাদৃত।)

ভবানীশঙ্কর—স্বপ্রকাশতাবিচার।

ভাস্কর ভট্ট—তর্কপরিভাষাদর্পণ (তর্কভাষার টীকা।)

মণিকণ্ঠ মিশ্র—কারকখণ্ডনমণ্ডন, ন্যায়রত্ন।

মথুরানাথ তর্কবাগীশ—মথুরানাথী বা মাথুরী, তত্ত্বচিন্তামণিটীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিটীকা, তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকটীকা, সিদ্ধান্তরহস্য। (ইহার রচিত বিস্তর পাতড়া পাওয়া যায়, সেগুলি এক একখানি স্বতন্ত্র ধরিলে প্রায় ২০০ খানি হয়।)

মধুসূদন—তর্কসূত্রভাষ্যটীকা, তত্ত্বচিন্তামণ্যালোককণ্টকোদ্ধার।

মহাদেবভট্ট—মুক্তাবলীকিরণ।

মহাদেবভট্ট দিনকর—(দিনকর নামে খ্যাত) ইনি পিতার সহযোগে দিনকরী প্রভৃতি রচনা করেন। (উপরে দিনকরের নাম দ্রষ্টব্য।)

মহাদেব পুণ্যস্তম্ভকর (পুণতাসকর) (মুকুন্দের পুত্র)—ন্যায়কৌস্তুভ, ভবানন্দীপ্রকাশ (ভবানন্দীর টীকা), মিতভাষিণী নামে ন্যায়বৃত্তি। (ইহার রচিত অনেক পাতড়া পাওয়া যায়।)

মহেশ ঠক্কুর—তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকদর্পণ।

মহেশ্বর—তত্ত্বচিন্তামণিটীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিটীকা।

মাধবমিশ্র—অনুমানালোকদীপিকা।

মাধবদেব—তর্কভাষাসারমঞ্জরী, ন্যায়সার, প্রমাণাদিপ্রকাশিকা।

মাধবপদাভিরাম—তর্কসংগ্রহবাক্যার্থনিরুক্তি।

মুকুন্দভট্ট গাড়গিল—(অনন্তভট্টের পুত্র) ঈশ্বরবাদ, তর্কসংগ্রহচন্দ্রিকা নামে তর্কসংগ্রহের টীকা, তর্কামৃততরঙ্গিণী।

মুকুন্দ দাস—ন্যায়সূত্রবৃত্তি।

ভাস্কর লোগাক্ষি—(মুদ্গল ভট্টের পুত্র) তর্ককৌমুদী ও ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীপ্রকাশ।

মুরারি ভট্ট—তর্কভাষাটীকা।

মোহনপণ্ডিত—তর্ককৌমুদীটীকা।

যজ্ঞপতি উপাধ্যায়—তত্ত্বচিন্তামণি-প্রভানামে তত্ত্বচিন্তামণি-টীকা।

যজ্ঞমূর্ত্তি কাশীনাথ—তত্ত্বচিন্তামণিটীকা।

যতিবর্য—তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিব্যাখ্যা।

যতীশ পণ্ডিত—ন্যায়সঙ্কেত।

যল্লভট্ট—ন্যায়পারিজাত।

যাদবপণ্ডিত বা যাদবব্যাস—(নৃসিংহের পুত্র) অনুমানমঞ্জরীসার, ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীসার।

রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য্য—রঘুদেবী বা গূঢ়ার্থদীপিকা নামে তত্ত্বচিন্তামণির ব্যাখ্যা। (রঘুদেবের অনেক পাতড়া পাওয়া যায়।)

রঘুনাথ পর্ব্বত—ন্যায়রত্ন নামে গদাধরের পঞ্চবাদের টীকা।

রঘুনাথ শিরোমণি - (বাসুদেব সার্ব্বভৌমের শিষ্য) আত্মতত্ত্ব-বিবেকটীকা, খণ্ডনখণ্ডখাদ্যটীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিটীকা। (শিরোমণির অনেক পাতড়া পাওয়া যায়। যথা—অদ্বৈতেশ্বরবাদ, অপূর্ব্ববাদরহস্য, অবয়ব, আকাঙ্ক্ষাবাদ, আখ্যাতবাদ, কেবলব্যতিরেকি, গুণনিরূপণ ধর্ম্মিতাবচ্ছেদকপ্রত্যাসত্তি, নঞর্থবাদ, নিয়োজ্যান্বয়ার্থনিরূপণ, নিরোধলক্ষণ, পক্ষতা, প্রামাণ্যবাদ, যোগ্যতারহস্য, বাক্যবাদ, ব্যাপ্তিবাদ, শব্দবাদার্থ, সামান্যনিরুক্তি, সামান্যলক্ষণা ইত্যাদি।)

রঘুপতি—তত্ত্বচিন্তামণ্যালোক ও শব্দালোকরহস্য।

রঙ্গনাথভট্ট—দিনকরীটীকা।

রঙ্গাচার্য্য—উত্তরপত্র, গোবর্দ্ধনপত্র।

রত্ননাথ—ন্যায়বোধিনী নামে তর্কসংগ্রহের টীকা।

রত্নেশ—লক্ষণসংগ্রহ।

রমানাথ—জাগদীশী টিপ্পনী।

রাঘবপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য—আত্মতত্ত্বপ্রবোধ।

রামাচার্য্য—তর্কতরঙ্গিণী।

রামকৃষ্ণ—তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতিটীকা (অধিদীধিতিভাবার্থ), ন্যায়দর্পণ।

রামকৃষ্ণ (ধর্ম্মরাজাধ্বরীন্দ্র)—রুচিদত্তের তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশের টীকা (ন্যায়শিখামণি)।

রামকৃষ্ণ আচার্য্য—ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী (রঘুনাথশিরোমণির পুত্র)—ন্যায়-দীপিকা, ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ।

রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ—অধিবাদবিচার, আসত্তিরহস্য, বস্তুতা-বিচার, বিধিবাদবিচার, বিরোধিবিচার, শব্দনিত্যতা-বিচার।

রামচন্দ্র ভট্ট—নীলকণ্ঠরচিত তর্কসংগ্রহদীপিকাপ্রকাশের টীকা, ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীপ্রকাশটীকা।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম—প্রমাণতত্ত্ব, মোক্ষবাদ, বিধিবাদ।

রামনাথ—তর্কসংগ্রহটিপ্পন, ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটিপ্পন।

রামনারায়ণ—অনুমিতিনিরূপণ।

রামভদ্র সার্ব্বভৌম—(ভবনাথের পুত্র)—কুসুমাঞ্জলিকারিকা-ব্যাখ্যা, ন্যায়রহস্য নামে ন্যায়সূত্রটীকা, নানার্থবাদতত্ত্ব, সমাসবাদতত্ত্বপদার্থখণ্ডনটিপ্পনী।

রামভদ্র সিদ্ধান্তবাগীশ—শব্দশক্তিপ্রকাশিকাপ্রবোধিনী, তর্ক-তরঙ্গিণী।

রামভদ্র ভট্ট—তর্কতরঙ্গিণী, তর্কসংগ্রহদীপিকাব্যাখ্যা, প্রভা, ব্যুৎপত্তিবাদটীকা, দিনকরের মঙ্গলবাদটীকা।

রামলিঙ্গ (কৃষ্ণাজদের পুত্র)—ন্যায়সংগ্রহ নামে তর্কভাষার টীকা।

রামানন্দ—ন্যায়ামৃতব্যাখ্যা।

রামানুজাচার্য্য—মণিসার নামে 'তত্ত্বচিন্তামণিমণিসারের' সমালোচনা।

রায়নরসিংহ পণ্ডিত—তর্কসংগ্রহদীপিকাপ্রকাশ, প্রভা নামে ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটীকা।

রুচিদত্ত—(দেবদত্তের পুত্র ও জয়দেবের শিষ্য) কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ-মকরন্দ, তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ, তর্কপাদ, তর্কসার, পদার্থখণ্ডন-ব্যাখ্যামকরন্দ। (রুচিদত্তের অনেক পাতড়া পাওয়া যায়)

রুদ্রন্যায়বাচস্পতি (বিদ্যানিবাসের পুত্র)—ভবানন্দীকারকার্থ-নির্ণয়ের টীকা, তত্ত্বচিন্তামণিদীধিতি, কুসুমাঞ্জলিকারিকা-ব্যাখ্যা, ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটীকা, বাদপরিচ্ছেদ, বিধিরূপ-নিরূপণ, শব্দপরিচ্ছেদ। (রুদ্রবাচস্পতির অনেক পাতড়া নানাস্থানে পাওয়া যায়।)

রেফেল্লবেঙ্কট—চেন্নুভট্টকৃত তর্কভাষাটীকার টিপ্পনী।

লক্ষ্মীদাস—অনুমানলক্ষণ।

বংশধর মিশ্র—(জগন্নাথের ভ্রাতুষ্পুত্র) আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়তত্ত্ব-পরীক্ষা নামে ন্যায়সূত্রের বৃত্তি, যোগরূঢ়িবিচার, বিধিবাদ।

বত্রটঙ্ক—ভবানন্দপ্রকাশ।

বর্দ্ধমান উপাধ্যায় (গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পুত্র) খণ্ডনখণ্ডখাদ্য-প্রকাশ, তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশ, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ, ন্যায়সূত্রের ন্যায়নিবন্ধপ্রকাশ, ন্যায়পরিশিষ্টপ্রকাশ, প্রমেয়তত্ত্ববোধ।

বাচস্পতি—বর্দ্ধমানেন্দু, ন্যায়তত্ত্বাবলোক, ন্যায়রত্নটীকা।

বামধ্বজ—ন্যায়কুসুমাঞ্জলিটীকা।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম—তত্ত্বচিন্তামণিব্যাখ্যা, সমাসবাদ, সার্ব্বভৌম-নিরুক্তি।

বিজয়ীন্দ্র যতীন্দ্র—আমোদ নামে ন্যায়ামৃতের টীকা।
বিনায়ক ভট্ট—ন্যায়কৌমুদী নামে তার্কিকরক্ষার টীকা।
বিন্ধ্যেশ্বরী প্রসাদ—তরঙ্গিণী নামে তর্কসংগ্রহটীকা, ন্যায়সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী টীকা।
বিশ্বভট্ট—তর্কপরিভাষাটীকা।
বিশ্বনাথ—তত্ত্বচিন্তামণিশব্দখণ্ডটীকা, তর্কতরঙ্গিণী, তর্কসংগ্রহ-টীকা।
বিশ্বনাথভট্ট—গণেশকৃত তত্ত্বপ্রবোধিনীর ন্যায়বিলাস নামে টীকা।
বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন—(বিদ্যানিবাসের পুত্র) ভাষাপরিচ্ছেদ বা কারিকাবলী, মুক্তাবলী নামে তাহার টীকা, ন্যায়-তন্ত্রবোধিনী, ন্যায়সূত্রবৃত্তি, পদার্থতত্ত্বাবলোক, সুবর্থতত্ত্বাব-লোক। (ইহারও কতকগুলি পাতড়া পাওয়া যায়।)
বিশ্বনাথাশ্রম—তর্কদীপিকা।
বিশ্বেশ্বর—তর্ককুতূহল, ন্যায়প্রকরণ।
বিশ্বেশ্বরাশ্রম—তর্কচন্দ্রিকা।
বীররাঘবাচার্য্য—অসম্ভবপত্র।
বীরেশ্বর—জাগদীশীটীকা।
বেঙ্কটাচার্য্য—তত্ত্বচিন্তামণি. দীধিতিক্রোড়, তত্ত্বার্থদীপিকা নামে তর্কসংগ্রহটিপ্পনী।
বেঙ্কটরাম—ন্যায়কৌমুদী।
বেণীদত্ত বাগীশ ভট্ট—তর্কসময়খণ্ডন।
বেদান্তাচার্য্য—(বল্লভ নৃসিংহের পুত্র) অনুমানের পৃথক্-প্রামাণ্যখণ্ডন।
বৈদ্যনাথ—তর্করহস্য, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা।
বৈদ্যনাথ গাড়গিল—তর্কচন্দ্রিকা নামে তর্কসংগ্রহের টীকা।
বৈদ্যনাথ দীক্ষিত—রুচিদত্তরচিত তত্ত্বচিন্তামণিপ্রকাশের টীকা।
ব্রজরাজ গোস্বামী—ন্যায়সার।
শঙ্করভট্ট—সামান্যনিরুক্তিক্রোড়।
শঙ্করমিশ্র—গাদাধরীটীকা, জাগদীশীটীকা। (ইহার অনেক পাতড়া পাওয়া যায়।)
শশধর আচার্য্য—শশধরীয় বা ন্যায়সিদ্ধান্তদীপ, ন্যায়নয়, ন্যায়-মীমাংসাপ্রকরণ, ন্যায়রত্নপ্রকরণ, শশধরমালা।
শেষ শার্ঙ্গধর—ন্যায়মুক্তাবলী, লক্ষণাবলীবিবৃতি, পদার্থচন্দ্রিকা।
শিতিকণ্ঠ—তত্ত্বচিন্তামণিটীকা।
শিবযোগী—ন্যায়প্রকাশটীকা।
শিবরাম বাচস্পতি—নব্যমুক্তিবাদ টিপ্পনী।
শেষানন্ত—ন্যায়সিদ্ধান্তদীপপ্রভা, পদার্থচন্দ্রিকা।
শ্রীকণ্ঠ দীক্ষিত—তর্কপ্রকাশ নামে ন্যায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীটীকা।
শ্রীনিবাসাচার্য্য—অবয়বক্রোড়, ন্যায়সিদ্ধান্ততত্ত্বামৃত।
শ্রীনিবাস ভট্ট (কাশীবাসী)—সুমতকল্পতরু নামে তর্ক-দীপিকা টীকা।
সচ্চিদানন্দ শাস্ত্রী—ন্যায়কৌস্তুভ।
হনুমদাচার্য্য (ব্যাসাচার্য্যের পুত্র)—চিন্তামণিবাক্যার্থদীপিকা, তর্কদীপিকাটীকা।
হরনারায়ণ—গাদাধরীটীকা, জাগদীশীটীকা। (ইহার অনেক পাতড়া পাওয়া যায়।)
হরি—প্রমাণপ্রমোদ।
হরিকৃষ্ণ—উপসর্গবাদ।
হরিদাস ন্যায় বাচস্পতি তর্কালঙ্কার—তত্ত্বচিন্তামণ্যনুমানখণ্ড-টীকা, তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকটীকা, ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকারিকাব্যাখ্যা।
হরিরাম তর্কালঙ্কার (গদাধরের গুরু)—তত্ত্বচিন্তামণিটীকা। (ইহার অনেক পাতড়া পাওয়া যায়।)
হরিহর—তার্কিকরক্ষাসংগ্রহটীকা। [বৈশেষিক শব্দ দেখ।]

পাশ্চাত্য-ন্যায়দর্শন (LOGIC.)

সংস্কৃত ন্যায় শব্দ য়ুরোপীয় লজিকের প্রতিশব্দ স্বরূপ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে ভারতীয় ন্যায়দর্শন ও য়ুরোপীয় লজিকের মধ্যে সামান্য সাদৃশ্যই লক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতীয় ন্যায়দর্শনে এমন অনেক বিষয় লিখিত আছে, যাহা আদৌ য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্ভূত হইতে পারে না। মুক্তিমার্গের সোপান-নিরূপণই ভারতীয় প্রাচীন ন্যায়দর্শনের প্রধান আলোচ্য বিষয়, কিন্তু য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে উহা Philosophy proper or metaphysics অর্থাৎ সাধারণতঃ দর্শনশাস্ত্র বলিলে যাহা বুঝায়, তাহারই প্রতিপাদ্য বিষয়। আমাদের দেশে ন্যায়দর্শন যেমন ষড়্‌দর্শনের মধ্যে দর্শনবিশেষ, য়ুরোপীয় ন্যায়দর্শন বা লজিক সেরূপ দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত নহে; য়ুরোপীয় ন্যায়দর্শন বিজ্ঞানের একটী শাখা (Science) বিশেষ এবং পাশ্চাত্য ন্যায়কে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ধরিয়াই তদনুসারে লজিকের সংজ্ঞা (Definition) লিখিত হইয়াছে।

কোন কোন পণ্ডিত ন্যায়কে চিন্তার নিয়ামক-শাস্ত্রবিশেষ বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন (Science of the laws of thought as thought)। কেহ কেহ বলেন যে, লজিক্ বা ন্যায় যুক্তি-প্রযোজকশাস্ত্র (Science as well as the art of reasoning) অপর পণ্ডিতদিগের মতে লজিক্ বলিতে সাধারণতঃ প্রমাণের নিয়োজক বুঝায় (Science of proof or evidence.)

সুতরাং ভারতীয় ন্যায়দর্শনের যে অংশ প্রমাণের অন্তর্গত অর্থাৎ যে অংশটীতে প্রমাণের নিয়মাবলী এবং প্রয়োগ-প্রণালী

সকল বর্ণিত হইয়াছে, যাহা ভারতীয় নব্যন্যায়ের মুখ্য বিষয়, তাহাই য়ুরোপীয় ন্যায়দর্শন বা লজিকের আলোচ্য বিষয়।

প্রমাণের উপরই সকল বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ভর করে। সত্যনির্ণয়ই যখন সকল প্রকার চিন্তাবলী বা কার্য্যপ্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন অগ্রে প্রমাণের যাথার্থ্য অযাথার্থ্য নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। সুতরাং লজিকে প্রধানতঃ প্রমাণ কাহাকে বলে, প্রমাণের উদ্দেশ্য কি, নির্দ্দোষ প্রমার স্বরূপ কি, হেত্বাভাস (Fallacies) সংশোধনের উপায় কি, সত্য-নির্দ্ধারণ করিতে হইলে কিরূপ প্রণালীতে চিন্তা প্রয়োগ করা আবশ্যক, এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রীকপণ্ডিত আরিষ্টটলই পাশ্চাত্য ন্যায়ের উদ্ভব-কর্ত্তা। আরিষ্টট্‌লের বহুপূর্ব্ব হইতে ন্যায়ের অংশতঃ প্রচলন থাকিলেও, আরিষ্টটলই প্রথম ন্যায়কে পৃথক্ শাস্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত করেন। আরিষ্টট্‌লের পূর্ব্বে ন্যায়ের নিয়মাবলী দর্শনশাস্ত্রে প্রযুক্ত হইত ; ন্যায়শাস্ত্র বলিয়া কোন পৃথক্ শাস্ত্র ছিল না।

দার্শনিক সক্রেটিস্ সর্ব্বাগ্রে ন্যায়প্রচলিত নিয়মাবলীর কতক কতক করিয়া যান। সক্রেটিসের নজ-দর্শনের প্রামাণ্য বিষয়গুলিও ন্যায়ানুমত প্রক্রিয়ায় সাধিত হইয়াছে। তর্কশাস্ত্রের সংজ্ঞাপ্রকরণ (Definition or notion) সক্রেটিস্ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত। ব্যাপ্তিসিদ্ধান্ত (Synthetic reasoning or induction) সক্রেটিস প্রচার করেন। সক্রেটিসের পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ সক্রেটিসের পদানুসরণ করিয়া গিয়াছেন। দার্শনিক চিন্তা সকল শাস্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিতে গেলে, চিন্তার পদ্ধতি বা ক্রমের (Method) আবশ্যক এবং চিন্তার ক্রমও ন্যায়ানুগত প্রমাণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং দর্শনশাস্ত্র যখন ব্যক্তিগত চিন্তামাত্র না হইয়া শাস্ত্র-বিশেষ হইয়া পড়ে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়ানুগত প্রমাণপ্রণালীরও (Logical method) উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর দর্শনশাস্ত্রের অভ্যুদয়ের সহিত তর্কশাস্ত্রের উন্নতি হইয়াছিল। এখন তর্কশাস্ত্র বলিলে যাহা বুঝায়, তখন লজিক্ বলিলেও তাহাই বুঝাইত। তৎকালে লজিকের অপর নাম ছিল Dialectic বা তর্কশাস্ত্র। প্লেটোর দর্শনেও এরূপ Dialecticএর আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। Dialectics ঠিক আমাদের দেশীয় ন্যায়দর্শনের অনুরূপ। Dialecticsএ প্রমাণপ্রয়োগপ্রণালী ব্যতীত আরও দর্শনের অনেক সাধারণ বিষয় বর্ণিত আছে। বস্তুতঃ এখন Metaphysics বলিলে যাহা বুঝায় তৎকালে Dialectics বলিলে তাহাই বুঝাইত।

সক্রেটিসের পরবর্ত্তী প্লেটোর সমসাময়িক দার্শনিকগণের মধ্যে আন্টিস্থিনিস্ (Antitshenes) লজিকের আংশিক উন্নতিসাধন করেন। আন্টিস্থিনিসের দার্শনিকমত, বর্ত্তমান Nominalism বা নামবাদ। আন্টিস্থিনিসের মতে বস্তুমাত্রই সংজ্ঞাবাচক এবং সংজ্ঞা সকলই বস্তুর সংখ্যা, এবং যুক্তি (reason) সংজ্ঞার পরিবর্ত্তন (Transposition of names) ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং আন্টিস্থিনিসের মতে লজিক্ অঙ্কশাস্ত্রের সমস্থানীয়। তৎপরে ষ্টোইক-দর্শনে (Stoic philosophy) তর্কের কতক আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যান্বেষণের ন্যায়ানুগত পন্থানিরূপণই ষ্টোইক-দার্শনিকগণের মতে তর্কশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং সত্যের নিয়ামক, (Ascertainment of the criterion of truth) এই পন্থা তাহাদের মতে বাহ্যবিষয়ের উপর নির্ভর করে না (Not objective), উহা সাংসিদ্ধিক বা আন্তর ধর্ম্মবিশেষ (Subjective or a priori)। ষ্টোইক-দর্শনে তর্কশাস্ত্রের উন্নতি এইখানেই পর্য্যবসিত হয়।

এপিকিউরিয়ান (Epicurean) দার্শনিকগণের মতে তর্কশাস্ত্র সত্যান্বেষণের উপায়স্বরূপ জড়বিজ্ঞানের সহায়কশাস্ত্রবিশেষরূপে পরিগণিত। উপরিউক্ত দার্শনিক-মত সকলের শ্রেণীবিভাগে লজিকের উল্লেখ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তর্কশাস্ত্রের অল্পই উন্নতি হইয়াছিল। আরিষ্টট্‌লের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত 'লজিক' পৃথক্‌শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। দার্শনিক আরিষ্টট্‌লই তৎপূর্ব্ববর্ত্তী dialecticকে পরিবর্দ্ধিত করিয়া লজিক বা ন্যায়শাস্ত্ররূপে প্রবর্ত্তিত করেন।

অরগেনন্ (Organon) নামক গ্রন্থে আরিষ্টট্‌ল তাঁহার ন্যায়ের বা লজিকের অবতারণা করেন। এই গ্রন্থে কেবল তর্কের অন্তর্নিহিত বিষয়সকল আলোচিত হয় নাই, দর্শনশাস্ত্রের অন্যান্য জটিলতত্ত্বের মীমাংসারও অবতারণা করা হইয়াছে। অরগেননে Metaphysics এবং ন্যায়শাস্ত্রের জটিল সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং অরগেনন বর্ত্তমান তর্কশাস্ত্রের মূলগ্রন্থ বলিলেও, উহা অবিমিশ্র-তর্কশাস্ত্র নহে।

অরগেনন নামক গ্রন্থে আরিষ্টট্‌ল প্রথমতঃ সংজ্ঞা বা নাম-প্রকরণ সম্বন্ধে (Determination of the categories) আলোচনা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্রই সংজ্ঞাবাচক ; পদার্থমাত্রেরই এক একটী ধর্ম্ম বা গুণ লইয়া এক একটী সংজ্ঞার আরোপ করা হইয়াছে। যে গুণগুলি কোন না কোন পদার্থমাত্রেরই সাধারণ ধর্ম্ম, আরিষ্টট্‌ল সেই সাধারণ ধর্ম্মগুণগুলিকে লইয়া এক একটী শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।

আরিষ্টট্‌লের দ্রব্য সকলের শ্রেণীবিভাগ সাধারণতঃ দশটী বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা—দ্রব্যত্ব (Substance), মেয়ত্ব বা

পরিমাণ (Quantity), ধর্ম্ম বা গুণ (Quality), সম্বন্ধ (Relation), দেশ (Space), কাল (Time), অবস্থান (Position), অধিকারিত্ব বা অধিকার, (Possession), (দ্রব্য ও গুণের অন্যান্য সম্বন্ধকে অধিকারিত্ব বলে) কার্য্যকারকগুণ (Action), যে দ্রব্যের উপর অন্য কোন গুণ বা পদার্থের কার্য্যকারী ক্ষমতা থাকে, সেই গুণ (Passion)। আরিষ্টটলের অরগেননের প্রথম প্রবন্ধে এইরূপ পদার্থ সকলের শ্রেণীবিভাগ নির্ণীত হইয়াছে।

অরগেননের দ্বিতীয় প্রবন্ধে ভাব ও ভাষার সম্বন্ধবিষয়ে সবিস্তর আলোচনা আছে। ভাষা কি পরিমাণে ভাবপ্রকাশে সমর্থ, ভাবমাত্রই ভাষাদ্বারা প্রকাশ করা যায় কি না, ভাব ও ভাষায় বিরোধ কি প্রকারে সম্ভব, সম্পূর্ণভাব কিরূপে ভাষায় প্রকাশিত হয়, (Logical propositions) এই সকল বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মীমাংসিত হইয়াছে।

অরগেননের তৃতীয়-প্রবন্ধ কতিপয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, সেই ভাগগুলিকে বিশ্লেষণপাদ (Analytic Books) বলে। চিন্তাপ্রণালীর ক্রম কিরূপ, কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে কিরূপে যুক্তি-প্রয়োগ করিতে হয়, ইহাই এই অংশের প্রতিপাদ্য বিষয়। সাধারণতঃ যুক্তি (Reasoning) লইয়া পুস্তকের এই অংশ লিখিত হইয়াছে।

এনালিটিকের প্রথমভাগে নিগমনমূলকযুক্তির (Syllogism or Deductive reasoning) বিষয় বিবৃত হইয়াছে। নিগমনমূলক-যুক্তির (Syllogistic reasoning) ভিত্তি কিরূপ, নিগমনমূলক যুক্তির প্রয়োগপ্রণালী কিরূপ, ইত্যাদি এই ভাগের আলোচ্য বিষয়।

উক্ত এনালিটিক্ গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগ কএকটী ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম দুইভাগে স্বতঃসিদ্ধযুক্তিপ্রণালী সম্বন্ধে (Apodictic arguments) লিখিত হইয়াছে। অবশিষ্ট আটভাগে প্রচলিতযুক্তি বা বাদসম্বন্ধে পর্য্যালোচিত হইয়াছে। অবশেষে একটী প্রবন্ধে (Essay on the Sophistical Elenchi) ভ্রমাত্মক যুক্তি বা হেত্বাভাসের (Fallacies) আলোচনা আছে।

অরগেননের উপরিউক্ত যথাসংক্ষেপ সারোদ্ধার হইতে আরিষ্টটলের সময়ে তর্কশাস্ত্রের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং বর্ত্তমান সময়েই বা কি পরিমাণে উন্নতি লাভ করিয়াছে সহজেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সামান্য অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই বুঝা যায় যে, আরিষ্টটলের সময় হইতে উদ্ভাবিত তর্কশাস্ত্র (Formal or Deductive Logic) অতি অল্পই উন্নতি লাভ করিয়াছে। 'ফরম্যাল লজিক'কে আরিষ্টটল যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, সামান্য পরিবর্ত্তন ছাড়িয়া দিলে, উহা প্রায় তদনুরূপ অবস্থাতেই আছে। নিগমনমূলক-ন্যায়ের (Deductive Logic) প্রয়োগ-প্রণালী আরিষ্টটলের নির্দ্দিষ্টপথেই এ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। আরিষ্টটলের 'ডিডক্টিভ লজিক' বর্ত্তমানকালে দার্শনিক কাণ্ট (Kant) ও হামিলটন-প্রবর্ত্তিত 'ফরমাল-লজিকে' পরিণত হইয়াছে। আরিষ্টটলের ন্যায়ের বা লজিকের দার্শনিকভিত্তি অস্তিত্ববাদের (Realism) উপর প্রতিষ্ঠিত। আরিষ্টটল জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহার মতে বাহ্যজগৎ এবং অন্তর্জগতের ঐক্যই সত্যের দ্যোতক। অন্তর্জগতে বিরোধবশতঃ (Contradiction) যাহা অনুভব করা যায় না, বাহ্যজগতেও তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং উভয়ের অবিরোধই (Absence of contradiction) সত্যের স্বরূপ সূচনা করে। আরিষ্টটলের মতে সত্য বলিতে চিন্তার সঙ্গতি (Inner consistency) বুঝায় না; বাহ্য জগতের সহিত ঐক্য বুঝায় (Correspondance with external realities), সুতরাং আরিষ্টটলের 'ডিডকটিভ-লজিক', বর্ত্তমান 'ফরম্যাল লজিক' নহে।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে নিওপ্লাটোনিজম (Neo-Platonism) নামক দার্শনিকমতের প্রচার হয়। নিওপ্লাটোনিষ্টদিগের মতে জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিলে সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা যায় না, আত্মার অন্তর্জ্যোতি হইতেই প্রকৃতজ্ঞান সম্ভব (Inner mystical subjective exultation), আত্মার এইরূপ উন্মেষিত অবস্থাকে নিওপ্লাটোনিক্ দার্শনিক আনন্দময় দশা (Ecstasy or rapture) বলিয়া গিয়াছেন। নিওপ্লাটোনিক পণ্ডিতগণ দ্বারাও লজিকের কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। তাহারাও দার্শনিকপ্রবর আরিষ্টটলের মত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। নিওপ্লাটোনিক্ পণ্ডিত প্লোটিনস্ (Plotinus) আরিষ্টটল-কৃত অরগেননের উপক্রমণিকা (Introduction) লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মতানুবর্ত্তী পণ্ডিতগণও আরিষ্টটলের দার্শনিক-গ্রন্থসমূহের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাক্কালে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মহাজনগণ ও (Church fathers) আরিষ্টটলের ন্যায়মতেরই অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন। এই সময় হইতে আরবদেশীয় পণ্ডিতগণ ও ইহুদীজাতির বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যেও আরিষ্টটলের দর্শন বিশেষরূপে আদৃত হয়। আরিষ্টটলের মতের অনুবর্ত্তী আরবদেশীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে আভিসেন্ন (Avicenna) এবং আভিরোস (Aviroes) এই দুই পণ্ডিতের নাম সমধিক বিখ্যাত।

য়ুরোপে মধ্যযুগে (Middle Ages) যে দার্শনিক মতসমূহের আবির্ভাব হয়, তাহাকে সাধারণতঃ স্কলাষ্টিক্ ফিলজফি (Scholastic philosophy) বলে। স্কলাষ্টিক-দর্শন নূতন একটী দার্শ-

নিজ মত নহে। মধ্যযুগে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব অপ্রতিহত ছিল এবং আরিষ্টটলের প্রভাবও তখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই। স্কলাষ্টিকদর্শন এই দুয়ের সংঘর্ষণে উৎপন্ন হইয়াছিল। স্কলাষ্টিক দর্শনের বিশেষ লক্ষণ এই যে, উহার অধিকাংশ ভাবই জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে ব্যাপৃত হইয়াছে (Reconciliation of Reason and Faith)। খৃষ্টধর্ম্মের সহিত দার্শনিক মতের সামঞ্জস্য প্রতিপাদনই স্কলাষ্টিকদর্শনের লক্ষীভূতবিষয় ছিল। আরিষ্টটলের দর্শনের এই সময়ে সমধিক প্রাদুর্ভাব হয়, পূর্ব্বে অনেক পণ্ডিত আরিষ্টটলের টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত মাহাত্মার লজিকের এই সময়ে বহুল চর্চ্চা হইয়াছিল। আবিলার্ডের পূর্ব্বে (Abelard 1049-1142 A. D.) আরিষ্টটলের লজিকের সামান্য অংশই পণ্ডিতসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। আরিষ্টটলের পদার্থ বিভাগপ্রণালী (The Categories) এবং 'ডি ইণ্টাপ্রিটেসিনে' লজিকের এই দুই অংশের সামান্য প্রচার হইয়াছিল। অন্যান্য অংশের সামান্য বিবরণ বিথিয়াস্ (Boethius) এবং অগাষ্টিনের (Angustine) গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লজিকের অন্যান্য অংশের প্রচার হয়। অতঃপর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আরিষ্টটলের লজিকের মূলগ্রন্থ অরগেননের সমধিক আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে আরিষ্টটলের সিলজিষ্টিক্ বা অন্যোন্যসংশ্রয়াত্মিকাযুক্তি (Syllogistic reasoning) কিঞ্চিৎ প্রসার লাভ করে। আরিষ্টটলের সংযোজন-মূলক যুক্তিসকলের মধ্যে (Syllogistic doctrine) সোরাইটিস্ (Sorites) নামক তর্ক বিশেষের উল্লেখ ও বিবরণ আছে। মধ্যযুগে গোক্লেনিয়াস্ (Goclenius) নামক পণ্ডিত ভিন্ন প্রকারের সোরাইটিস্ (Sorites) বা যুক্তি শ্রেণীর উল্লেখ করেন। এই যুক্তি তাহার নামানুসারে (Goclenian Sorites) কথিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত লজিকের ক্রম বা প্রণালী একরূপ থাকিলেও মধ্যযুগে আরিষ্টটলের লজিকের দার্শনিক ভিত্তির রূপান্তর হইয়াছিল।

আরিষ্টটলের ন্যায়মত সত্যবাদের (Realism) উপর প্রতিষ্ঠিত। আরিষ্টটল বাহ্যজগতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং মনের বাহ্যজগতের ব্যাপার সকল ধারণা করিবার শক্তি আছে তাহাও স্বীকার করেন। যাহা মনুষ্য প্রত্যক্ষ করে, বলিয়া বিশ্বাস করে তাহার বাহ্যজগতে অস্তিত্ব আছে। সুতরাং যাহা মানসরাজ্যে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, জগতেও তাহার অস্তিত্ব নাই (Contradiction of things constitutes contradiction of thoughts), কারণ মানসরাজ্যের ব্যাপারগুলি বাহ্যজগৎ হইতে গৃহীত হইয়াছে। আরিষ্টটলের মতে সত্যের লক্ষণ (Criterion of truth) কেবল মানসিক সঙ্গতি অসঙ্গতি নহে (Subjective consistency or inconsistency) বস্তুতঃ উহা বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব বা সঙ্গতি-সাপেক্ষ (Objective consistency—external reality)। আরিষ্টটলের এই সত্যবাদ (Realism) মধ্যযুগে স্কলাষ্টিক পণ্ডিতগণের সময়ে নামবাদে (Nominalism) পর্য্যবসিত হয়। নামবাদ বলিতে সাধারণতঃ বুঝায় যে নামই সত্তা-জ্ঞাপক। নাম ব্যতীত অন্য কিছু বস্তুর সত্তা নির্দ্দেশ করে না। নামেই বস্তুর সত্তা পর্য্যবসিত হয়। কোন বস্তুর নাম দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির (Senseperception) উদ্বোধন করা হইয়া থাকে; তদ্ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের পরোক্ষ আর কোন পদার্থের অস্তিত্ব নির্দ্দেশ করা হয় না। যেমন বৃক্ষ বলিলে কোন না কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বৃক্ষের প্রতিকৃতি মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে—এই প্রতিকৃতিটী যেমন শাল, তমাল, বকুল ইত্যাদি কোন না কোন একটী বৃক্ষেরই হইবে। বৃক্ষ বলিলে এমন কিছু বুঝায় না যাহা শালও নয়, তালও নয়, বকুলও নয়, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কোন ইন্দ্রিয়গোচর বৃক্ষের প্রতিকৃতি নয়। মনুষ্য এই শব্দটী মনে করিলে সাধারণতঃ মনোমধ্যে কি প্রতিকৃতির উদয় হয়? মনুষ্য বলিয়া একটী নির্দ্দিষ্ট প্রতিকৃতি নাই। মনুষ্য বলিলেই সাধারণতঃ রাম, শ্যাম কি যদুর অর্থাৎ কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যের প্রতিকৃতি মানসপটে উদিত হয়, সেই প্রতিকৃতিটী একটী নির্দ্দিষ্ট রকমের, সেটী হয় দীর্ঘ, না হয় হ্রস্ব, না হয় মধ্যমাকার; বর্ণ হয় গৌর, না হয় কৃষ্ণ, কিংবা এতদুভয়ের মধ্যে ব্যবস্থিত। সাধারণতঃ রাম, শ্যাম বা যদু বলিলে যেমন কোন এক একটী নির্দ্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট প্রতিকৃতি মনোমধ্যে উদিত হয়, তেমনি মনুষ্য এই শব্দটীর অনুরূপ এমন কোন প্রতিকৃতি নাই, যাহা মনুষ্যমাত্রেরই প্রতিকৃতি বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। অপরাপর পদার্থসমূহ সম্বন্ধেও সেইরূপ। নাম কেবল ইন্দ্রিয়গোচর প্রতিকৃতিটী মনে উদিত করিয়া দেয়, নামের সহিত ইন্দ্রিয়গত মানসিক প্রতিকৃতির অভ্যাসগত (Through experience) এমন একটী সম্বন্ধ আছে যে, নামটী উচ্চারিত হইলে তৎসংশ্লিষ্ট পদার্থটী মনে পড়ে (Association of ideas), এই দার্শনিকমতকে নামবাদ (Nominalism) বলে। মধ্যযুগে এই নামবাদ (Nominalism) এবং অস্তিত্ববাদ (Realism) সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা চলিয়াছিল। বর্ত্তমান কালেও এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা মিটে নাই। উভয়পক্ষের সমর্থনকারী যুক্তিসকল প্রদর্শিত হইয়াছে। ইংলণ্ডদেশীয় এম্পিরিকাল দার্শনিকমত-সমর্থক (Empirical

School) হিউম্, জনষ্টুয়ার্ট মিল প্রভৃতি নামবাদের পোষক এবং জর্ম্মণদেশীয় ট্রেণ্ডেলেনবার্গের (Trendelenburg) মতানুবর্ত্তী পণ্ডিতগণ শেষোক্ত মতের অর্থাৎ অস্তিত্ববাদের (Realism) সমর্থক। মধ্যযুগের স্কলাষ্টিক সময়ের (Scholastic Period) অধিকাংশ এই দুই মতভেদ লইয়া ব্যয়িত হইয়াছে। নামবাদের অত্যধিক প্রভাবে লজিক চিন্তাপ্রণালীর নিয়ামক না হইয়া বাদবিতণ্ডাশাস্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। লজিকের ব্যবহারগত অংশই (Formal or Linguistic aspect) প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। স্কলাষ্টিক বা মধ্যযুগের দার্শনিকমত সকলের আভ্যন্তরিক অন্তর্বিরোধই ইহার অধঃপতনের মূল। বাইবেলোক্ত ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশের (Revelation) সহিত যুক্তির সামঞ্জস্য বিধান করা এক প্রকার অসাধ্যসাধন হইয়া উঠিয়াছিল। অধিকাংশ পণ্ডিতই বুঝিয়াছিলেন, এরূপ সামঞ্জস্যবিধান একরূপ অসম্ভব এবং এরূপ অস্থায়ী ও অসার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দার্শনিকমতও অস্থায়ী এবং সারহীন।

তদ্ভিন্ন গ্রীক্ ও লাটিন-দর্শনশাস্ত্র এবং সাহিত্যের চর্চ্চাও স্কলাষ্টিসিজমের অধঃপতনের অন্যতম কারণ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মধ্যযুগে দার্শনিক চর্চ্চা একরূপ বাদ বা তর্ক-বিস্তারের উপায় স্বরূপ হইয়াছিল। প্লেটো এবং আরিষ্টট্‌ল্ প্রভৃতির দার্শনিকমত ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় আংশিকরূপে অনুবাদিত হইয়া বিকৃতভাবে বর্ণিত এবং শিক্ষিত হইত। মুদ্রাযন্ত্রের উদ্ভাবনের সহিত প্লেটোর এবং আরিষ্টট্‌লের পুস্তক সকল গ্রীক ভাষায় মুদ্রিত হইয়া পঠিত হইতে লাগিল, সুতরাং তাহা বিকৃতভাবে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা কতক পরিমাণে তিরোহিত হইল।

ধর্ম্মসংস্কার (The Reformation) এবং প্রোটেষ্টাণ্ট (Protestants) মতের অভ্যুদয়ও অবনতির কারণান্তর বলা যাইতে পারে। যাজকসম্প্রদায়ের (Church) প্রভাব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীন চিন্তার প্রসার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং যুক্তি এবং বিশ্বাসের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা আর যাজকদিগের একদেশদর্শিত্বের উপর নির্ভর না করিয়া স্বাধীনচিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া লয়প্রাপ্ত হইল। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতিও এই স্বাধীন চিন্তার ফল এবং ইহাও স্কলাষ্টিসিজমের অধঃপতনের আর এক কারণ।

স্কলাষ্টিসিজমের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলিয়াছিল, ইংলণ্ড দেশীয় লর্ড বেকন (Lord Bacon) তাহার অন্যতম নায়ক। বেকনই বর্ত্তমানকালের 'ইণ্ডাক্টিভ' লজিকের একরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার নোভাম্ অরগেনাম বা নব্যতন্ত্র নামক গ্রন্থে (Novum Organun) তিনি নিজ মত প্রচার করিয়াছেন। বেকন আরিষ্টট্‌লকৃত ন্যায়মত সকল সত্যান্বেষণের পরিপোষক বলিয়া স্বীকার করেন না। বেকনের মতে আরিষ্টট্‌ল-প্রবর্ত্তিত যুক্তি বা সিলজিজম্ (Syllogism) সত্যান্বেষণের (Scientific investigation) অনুকূল নহে, ইহা কেবল বাদ বা তর্কের অনুকূল (Suitable for disputation)। মধ্যযুগে আরিষ্টট্‌লের তর্কশাস্ত্র যেরূপ অযথা আদৃত হইত, বেকন কেবল সেইরূপ ইহাকে অতিরিক্ত ঔদাসীন্যের চক্ষে দেখিয়াছেন। বেকনের নব্যতন্ত্রে নিগমন অংশ ন্যায়ের অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত হইয়া ব্যাপ্তি (Inductive) ভাগ অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ন্যায়শাস্ত্র বা লজিকের এরূপ আমূল পরিবর্ত্তন দার্শনিক ভিত্তির (Underlying philosophical basis) পরিবর্ত্তনের সহিত সংঘটিত হইয়াছে। বেকনের পূর্ব্ব দার্শনিকেরা অন্তর্জ্জগৎই দর্শনের ভিত্তি এবং লীলাভূমি বলিয়া গিয়াছেন। বেকনের সময়ে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের দৃষ্টি বহির্জ্জগতের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, সুতরাং বহির্জ্জগৎই দর্শনের ভিত্তিভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বহির্জ্জগৎই অন্তর্জ্জগতের নিয়ামক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল (Experience became the criterion of truth)। বেকন নিজে পথপ্রদর্শন ভিন্ন লজিকের সামান্যই উন্নতিসাধন করিয়াছেন। নিগমনমূলক ন্যায়শাস্ত্রে যেরূপ ফাঁকি বা কুতর্কের উল্লেখ এবং তৎসমূহ-নিরাসের প্রকরণ প্রকটিত আছে, বেকন সেইরূপ কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে ব্যাপ্তি (Induction) ভ্রম প্রমাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে, সেই উপায়গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; সেইগুলিকে ব্যাপ্তিসূত্র (Canons of Induction) বলে। ইহা ভিন্ন বেকন্ কর্ত্তৃক তর্কশাস্ত্রের আর কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। বেকন্ নবপ্রণালীর পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন এবং তদনুসরণ করিয়া তৎপরবর্ত্তী জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ এবং বেন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান ব্যাপ্তিমূলক তর্কশাস্ত্র (Inductive Logic) প্রণয়ন করিয়াছেন এবং নিগমনের অংশকেও (Deductive Logic) ব্যাপ্তির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

ইংলণ্ড ছাড়া য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও প্রাচীন গ্রীক্ দর্শন এবং মধ্যযুগের স্কলাষ্টিক দর্শনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিয়াছিল। ফ্রান্সদেশীয় দার্শনিক ডেকার্টে (Descartes) প্রাচীন দর্শনমত সকলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া নিজ দার্শনিকমত প্রচার করেন। তদ্রচিত ডিস্‌কোর্স-ডি-লা মেথড্ (Discourse-de-la-Methode) বা চিন্তা-প্রণালী নামক

পুস্তকে তাঁহার দার্শনিক মত সকল লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ডেকার্টে অন্যান্য মত সকল ভ্রান্তি-বিজড়িত স্থির করিয়া নিজে সত্যানুসন্ধানের প্রণালীনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হন। অবিসংবাদিত সত্য কি? এই প্রশ্ন প্রথমেই তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়। বহু চিন্তার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, স্বানুভবই (Cogito, ergosum) ধ্রুব সত্য; আমিই ভাবিতেছি, অতএব আমি আছি; এই জ্ঞানে সংশয় করিবার উপায় নাই। কারণ সংশয় করাও এই অনুভবসাপেক্ষ। এই স্বানুভবের সাহায্যে অন্যান্যবিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হয়। অতঃপর অন্যান্যবিষয়ে সত্যাসত্য কিরূপে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, ডেকার্টে তদ্বিষয়ে মেথড (Methods) গ্রন্থে যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপতঃ এই—আত্মগত অনুভব এবং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানই সত্যের দ্যোতক (Subjective clearness and distinctness)। যখন কোন বিষয় স্পষ্ট এবং নিঃসংশয়রূপে (Subjective certainty or intuition) তখন উহা কাল্পনিক বিষয়, উহা ডেকার্টের মতে সত্য অর্থাৎ বাহ্যজগতে উহার অস্তিত্ব আছে।

উপরি উক্ত বিবরণ হইতে বোধগম্য হইবে ডেকার্টের দার্শনিকমত তাঁহার লজিকের উপর কি পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। স্পষ্টজ্ঞান (Distinctness and clearness) সত্যের দ্যোতক বলিয়া তিনি প্রমাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, অস্পষ্টজ্ঞানই (Indistinctness of thought) প্রমাদের কারণ। স্থানান্তরে লজিকের সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"যে বহুসংখ্যক নিয়মের প্রস্তাবনা না করিয়া নিম্নলিখিত চারিটী নিয়ম অবলম্বন করিলেই লজিকের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। সেই নিয়ম চারিটী এই—১ম, যতক্ষণ স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান না হয়, ততক্ষণ কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে নাই। সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার সময় লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কোন সন্দেহের বিষয় যেন সিদ্ধান্তের অন্তর্নিহিত না থাকে। দ্বিতীয়তঃ কোন দুরূহ বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, সেই বিষয়টীকে তন্নতন্নরূপে বিভাগ করিতে হইবে এবং প্রত্যেক বিভাগকে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিতে হইবে, তাহা হইলে মীমাংস্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত সুগম হইয়া আসিবে। তৃতীয়তঃ কোন বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে চিন্তাপ্রণালী এরূপে প্রয়োগ করিবে যে, যেগুলি স্বতঃসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষ সেইগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে দুরূহ বিষয়ে প্রবেশলাভ করিতে হইবে; চিন্তাগুলির মধ্যে যেন পর পর একটী শৃঙ্খলা থাকে। চতুর্থতঃ—পরিশেষে মীমাংস্য বিষয়টীর আন্দোলন এবং সমালোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, কোন প্রয়োজনীয় বিষয় পরিত্যক্ত হয় নাই। ডেকার্টের মতে উপরি উক্ত এই চারিটী নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই লজিকের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। ডেকার্ট-প্রবর্ত্তিত কার্টেসিয়ান স্কুল হইতে লা-লজিক (La Logique) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ডেকার্টের পরবর্ত্তী মলব্রান্স প্রভৃতি দার্শনিকগণ ডেকার্টের ন্যায়মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

স্পিনোজা। ডেকার্টের পরবর্ত্তী দার্শনিকগণের মধ্যে স্পিনোজার (Spinoza) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্পিনোজার দার্শনিকমত অনেকটা এদেশীয় অদ্বৈতবাদের অনুরূপ। প্রত্যক্ষভাবে লজিকের কোন উন্নতিবিধান বা প্রবর্ত্তিত প্রথার পরিবর্ত্তন না করিলেও স্পিনোজার দার্শনিকমত তৎকালীন প্রচলিত লজিকের উপর যে প্রভূত পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। য়ুরোপীয় লজিক্ প্রমাণের নিয়ামকশাস্ত্রবিশেষ এবং সত্যই প্রামাণ্য-বিষয়। সুতরাং সত্য কি এই বিষয়ে মতভেদ উপস্থিত হইলেই লজিকের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। স্পিনোজার মতে মানসিক প্রতিকৃতি বা আইডিয়ার (Idea) সহিত বস্তুর (Object) ঐক্যই সত্যপদবাচ্য। বিশুদ্ধজ্ঞান (Intuition) দ্বারাই প্রত্যক্ষ সত্যোপলব্ধি হইয়া থাকে। স্পিনোজার মতে জ্ঞান ত্রিবিধ—আনুমানিক বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান (Imaginatio), পরোক্ষ জ্ঞান (Ratio) অর্থাৎ যে জ্ঞান প্রমাণের উপর নির্ভর করে এবং বিশুদ্ধজ্ঞান (Intellectus); ইহার মধ্যে পরোক্ষজ্ঞানই (Ratio or immediate knowledge) লজিকের বিবেচ্য বিষয়। উপরিউক্ত সাধারণ দর্শনের কএকটী কথা ব্যতীত স্পিনোজা লজিক্ সম্বন্ধে আর কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই।

য়ুরোপ-মহাদেশের কথা ছাড়িয়া দিলে, স্পিনোজার আবির্ভাবকালে ইংলণ্ডেও দার্শনিক যুগান্তর উপস্থিত হয়।

লক। ইংলণ্ডদেশীয় দার্শনিক জন্ লক্ (John Locke) বেকন্-প্রবর্ত্তিত দার্শনিকপ্রণালী সকল মনস্তত্ত্ব ঘটিত বিষয়ে (Psychological problems) প্রয়োগ করেন। পূর্ব্ব দার্শনিকগণের প্রবর্ত্তিত প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া দার্শনিকপ্রবর বেকন্ অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ দার্শনিক অনুসন্ধানপ্রথা উদ্ভাবন করেন (The method of philosophical inquiry based upon observation and experiments upon experience); তৎপরবর্ত্তী দার্শনিক লক্ সেই প্রথাগুলি কার্য্যতঃ দার্শনিক অনুসন্ধানে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন। বেকনের কথা ছাড়িয়া দিলে, লকই বর্ত্তমান সময়ের ইংলণ্ডদেশীয় এম্পিরিকাল-দর্শনের সৃষ্টিকর্ত্তা (Empirical school) তৎপ্রণ-

র্শিত পন্থানুসরণ করিয়াই হিউম (Hume), মিল্ (Mill), বেন্ (Bain) প্রভৃতির আধুনিক দার্শনিকমত সৃষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। লকের পরবর্ত্তী অন্যান্য দার্শনিকমত পরোক্ষভাবে লকের দর্শন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। লকের প্রবর্ত্তিত মত খণ্ডন করিবার জন্য দার্শনিক রিড (Reid) প্রবর্ত্তিত স্কটীশ দর্শন (Scottish School) উদ্ভূত হয়। জর্ম্মণদেশীয় দার্শনিকপ্রবর কাণ্টের ক্রিটিকাল দর্শনের (Critical Philosophy) উদ্ভবও একই কারণসম্ভূত। লক-প্রবর্ত্তিত পন্থানুগামী ডেভিড হিউমের নাস্তিকতার খণ্ডন করিবার জন্যই উভয় দর্শনের অভ্যুত্থান হয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানই সকল জ্ঞানের মূল; এমন কোন জ্ঞান থাকিতে পারে না, যাহা প্রত্যক্ষমূলক নয় (Nihil est Intellectu, quod non fuerit in sensu) ইহাই লক্-প্রবর্ত্তিত দর্শনের মূলসূত্র। লকের এই দার্শনিক মতই বর্ত্তমান এম্পিরিকাল লজিকের (Empirical Logic) মূল।

জর্ম্মণ দার্শনিক লিব্‌নিজ্ (Leibnitz) অনেক বিষয়ে লকের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তিনিই প্রথমে জ্ঞানতত্ত্ব (Theory of knowledge) বিষয়ে লকের বিরুদ্ধে "মানসিক সাংসিদ্ধিকজ্ঞান অর্থাৎ যে বস্তু বা বিষয়গুলি স্বতঃই মন হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, বাহ্যবিষয় হইতে গৃহীত হয় নাই, (Doctrine of innate ideas) এই মতের পক্ষ সমর্থন করেন। লিবনিজ তাঁহার সাধারণ দার্শনিকমত "মন্যাডোলজি" (Monadologie) নামক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সাধারণ দার্শনিকমত লিপিবদ্ধ করিবার অবকাশ না থাকায় সংক্ষেপে নিম্নে সারোদ্ধার করিয়া দেওয়া গেল। দার্শনিকমত বিষয়ে লিব্‌নিজ্ সম্পূর্ণরূপে স্পিনোজার বিপরীত পন্থা এবং মত অবলম্বন করিয়াছেন। স্পিনোজা যেমন সমস্ত জাগতিক ব্যাপার একের (One) বিকাশ এবং জগতে যাহা কিছু নানাত্বজ্ঞাপক বলিয়া বোধ হয়, উহা সমুদ্রতরঙ্গ যেমন সমুদ্রের, সেইরূপ একই মহাপদার্থের অংশ বলিয়া গিয়াছেন, লিব্‌নিজ্ সেইরূপ দেখাইয়াছেন যে, বহুর (Many) সমষ্টি হইতেই একের সৃষ্টি; জগতে যাহা কিছু একত্ববোধক বলিয়া বোধ হয়, উহা বহুর সমষ্টিসম্ভূত। এই নানাত্বজ্ঞাপক পদার্থগুলিকে লিব্‌নিজ্ 'মনাড' (Monad) নামে অভিহিত করিয়াছেন। সাধারণতঃ পরমাণু বা আটম্ (Atom) বলিলে যাহা বুঝায়, লিব্‌নিজ্ কথিত 'মনাড' ঠিক তদনুরূপ নহে। মনাড্ ইন্দ্রিয়ের অগোচর ক্ষুদ্র পদার্থবিশেষ (Metaphysical points) মনাড্ সকল নানা অবস্থাপন্ন, কতকগুলি অচেতন যেমন জড়াণু সকল। লিব্‌নিজ্ এইগুলিকে নিদ্রাবস্থে সুপ্তচেতনা (Sleeping monad) বলিয়াছেন। কতকগুলি অর্দ্ধচেতন যেমন বৃক্ষাদি, কতকগুলি সচেতন যথা পশুপক্ষ্যাদি এবং কতকগুলি সম্পূর্ণ চেতন যেমন আত্মা (Soul) প্রভৃতি। এই সকল মনাডের সমাবেশ হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। এক একটী মনাড্ একখানি দর্পণের ন্যায় উহাতে সমস্ত জগৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে এবং এই বিকাশাবস্থা যেরূপ সম্পূর্ণ, সেই মনাডও তদনুরূপ উন্নত। যে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়মবশে মনাডের এইরূপ অন্যোন্যসংযোগ সাধিত হইয়াছে, তাহাকে লিব্‌নিজ্ পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত সামঞ্জস্য (Pre-established Harmony) বলেন।

লিবনিজ।

পূর্ব্বোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণেই লিব্‌নিজের দার্শনিক মতের কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। লিব্‌নিজ্ ডেকার্টের ন্যায় কএকটী সূত্রের উল্লেখ করিয়া লজিকের আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই। লিব্‌নিজের মতে অস্পষ্ট এবং অবিশুদ্ধ জ্ঞান হইতেই ভ্রমের উৎপত্তি এবং এই অবিশুদ্ধ জ্ঞান যতক্ষণ বিশুদ্ধজ্ঞানে পরিণত না হইবে, ততক্ষণ ভ্রমের নিরাকরণ হইবে না। ন্যায়ানুগত পন্থা সকল (Logical rules) অনুসরণ না করিলে ভ্রমনিবারণ অসম্ভব। সুতরাং যতদিন ভ্রমপ্রমাদ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন লজিকের আবশ্যকতা স্বীকার করিতেই হইবে। লিব্‌নিজ্ প্রমাণ সম্বন্ধে দুইটী নিয়মের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। সেই দুইটী নিয়মের একটীর নাম অন্যোন্যবিরোধ (The Principle of contradiction), অপরটী পর্য্যাপ্ত যুক্তি (The Principle of sufficient reason)। ইহা ব্যতীতও যাহাতে লজিকে সম্ভাব্যযুক্তি (Doctrine of probability) নামে আর এক অংশ যোজিত হয়, ইহা লিব্‌নিজের বিশেষ অভিপ্রেত ছিল। তিনি নিজে উপরি উক্ত অংশের সূত্রপাত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

লিব্‌নিজের পর তন্মতানুবর্ত্তী দার্শনিক ক্রিশ্চিয়ান্ ওলফ্ (Christian wolff) পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রের বিশেষ পর্য্যালোচনা করেন। তিনি তাঁহার 'ফিলজফিয়া র‍্যাসানালিস্' (Philosophia Rationalis) নামক লজিক্ সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। ওলফ্ অঙ্কশাস্ত্রের পন্থা অবলম্বন করিয়া ধারাবাহিকরূপে লজিকের আলোচ্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ওলফের মতে লজিক্ তত্ত্বদর্শন (Ontology) এবং মনস্তত্ত্ব (Psychology) এই দুই শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলেও, উহাদের পূর্ব্বে আলোচ্য; কারণ যদিও লজিকের স্বীকৃত বিষয়গুলি (Data—Specially the axioms) উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের উপর নির্ভর; তথাপি উক্ত শাস্ত্রদ্বয় লজিকের প্রণালী অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্ররূপে পরি-

প্রণিত হইয়াছে। ওল্ফ অনুমানখণ্ড (Theoretical) এবং সিদ্ধান্তখণ্ড (Practical) এই দুই অংশে লজিক্ বিভক্ত করেন। তন্মধ্যে সংজ্ঞাপ্রকরণ (Notion) সংজ্ঞাদ্বয়ের অন্যোন্য সম্বন্ধ নিরাকরণ বা জজ্‌মেন্ট (Judgment) এবং অনুমান (Inference) এইগুলি প্রথমাংশের অন্তর্ভুক্ত এবং শেষোক্ত অংশে পুস্তকপ্রণয়ন, তত্ত্বনির্ণয়-প্রণালী ইত্যাদি বিষয়ে লজিকের আবশ্যকতা আলোচিত হইয়াছে। ওলফ্ কার্টেসিয়ান স্কুলের সহিত লিব্‌নিজের মতের সমন্বয়সাধন করিয়াছেন। লিব্‌নিজের মতে, অন্যোন্যের অবিরোধই সত্যের সূচনা করিয়া থাকে (Absence of contradiction is the criterion of truth)। ওল্ফ কার্টে-সিয়ান্‌দিগের মতানুবর্তী হইয়া বলেন, কেবল বিরোধাভাব হইলেই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় না, সত্য মানসপ্রত্যক্ষের সম্ভাব্য হওয়া আবশ্যক (The criterion of conceivability)।

লিব্‌নিজের সহযোগী দার্শনিকগণের মধ্যে ক্রিশ্চান টমা-সিয়সের (Christian Thomesius) নাম উল্লেখযোগ্য। টমাসিয়স আরিষ্টটল এবং কার্টেসিয়ান্ এতদুভয় মতের মধ্যবর্তী মত অবলম্বন করিয়াছেন। লিব্‌নিজের সমকাল-বর্ত্তী দার্শনিক লামবার্ট (Lambert) অর্‌গেনন বা নূতন তন্ত্র (Neves Organon) নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

তৎপরেই দার্শনিকপ্রবর ইমানুয়েল কান্টের (Em-anuel Kant) আবির্ভাব হয়। কান্টকে বর্ত্তমান দার্শনিক জগতের সূর্য্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কান্টের সময়ে দার্শনিকজগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হয়। জর্ম্মণ দেশে কার্টেসিয়ান দর্শন ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়া লিবনিজ্-প্রবর্ত্তিত মনাডোলজিতে পরিণত হইয়াছিল। ইংল-ণ্ডেও লকপ্রবর্ত্তিত ইম্পিরিকাল-দর্শন (Empirical philo-sophy) দার্শনিক হিউম্ প্রবর্ত্তিত অজ্ঞেয়বাদে (Sceptism) পরিণত হইয়াছিল। কান্টের সময়ে এই উভয়দর্শনের বিরোধ প্রভূত পরিমাণে স্পষ্টীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। কান্ট নিজেই বলিয়াছেন, যে হিউমের অজ্ঞেয়বাদই তাঁহার দার্শনিক মতের প্রবর্ত্তন করিয়াছে (It was Hume's sceptism that roused me from my dogmatic slumber)। কান্ট কার্টেসিয়ান দর্শনের ইনেট-থিওরির (Innate theory of ideas) সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন নাই। তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। কান্ট নিজের এই মতটীকে ইনেট্ থিওরি (Innate theory) না বলিয়া 'ইনেট্' এই কথার পরিবর্ত্তে 'আপ্রিয়রাই' (A'priori) শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

উভয়পক্ষ সম্বন্ধে ব্যবহারগত পার্থক্য কি? তাঁহার দার্শনিক-মতের একটু আলোচনা করিলেই প্রতীত হইবে। কান্টের দার্শনিকমতের যথাসংক্ষেপ বিবরণ দিয়ে দেওয়া গেল।

কান্ট বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। তবে সাধারণতঃ বাহ্যজগৎসম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা আছে, কান্টের মতে বাহ্যজগৎ সেরূপ নহে। বাহ্যজগৎ বলিতে, যে সমস্ত জাগতিক বস্তুর প্রতিকৃতি আমাদের মানস-পটে পতিত হয়, কান্ট বলেন যে, বাহ্যজগৎ ঠিক সেরূপ নহে। দর্পণে পতিত ছায়ার ন্যায় বাহ্যজগৎ মানসপ্রতি-কৃতির অনুরূপ নহে। সাধারণতঃ বাহ্যজগৎ বলিলে আমরা যাহা বুঝি উহা আমাদের মনঃপ্রসূত। বাহ্যজগতের অস্তিত্ব আছে, ইহা ব্যতীত বাহ্যজগতের স্বরূপ আর আমাদের জানিবার ক্ষমতা নাই। কান্টের মতে সূর্য্যালোক কাচ-কলমের (Prism) ভিতর দিয়া যাইলে উহা যেমন নীল, পীত, লোহিতাদি সাতটী ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিভক্ত হয়, বাহ্যজগৎও সেইরূপ আমাদের মনোমধ্যে প্রবেশ করিলে মানসিক ধর্ম্মানু-সারে স্বতন্ত্র অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এই ভিন্নাবস্থাপন্ন মানসপ্রতি-কৃতিকেই আমরা সাধারণতঃ বাহ্যজগৎ নামে অভিহিত করিয়া থাকি। কাচ-কলমের ভিতর দিয়া দেখিলে যেমন প্রকৃত সূর্য্যা-লোক কি প্রকার জানিতে পারা যায় না, তদ্রূপ আমাদের মানসিকধর্ম্মবশে আমরা প্রকৃত বাহ্যজগৎ কিরূপ তাহা জানিতে পারি না। বাহ্যবস্তুর এই প্রকৃত স্বরূপ যাহা আমাদের অজ্ঞেয়, কান্ট তাহাকে বস্তুসত্তা (Thing-in-itself) বলিয়াছেন। এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যদি বাহ্যবস্তু অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় পদার্থই হইল, তবে দেশ (Space) এবং কালের (Time) স্বরূপ কি? কান্ট বলেন দেশ ও কালের বাহ্য অস্তিত্ব নাই, ইহা মনের ধর্ম্ম বা গুণবিশেষ। যদি কোন ব্যক্তি নীল ও লোহিত কাচবিশিষ্ট চস্‌মা ব্যবহার করে, তাহার চক্ষে যেমন সমস্ত বস্তুই এতদুভয় বর্ণে রঞ্জিত লক্ষিত হইয়া থাকে; সেইরূপ বাহ্যবস্তুও আমাদের মানসিক জগতে প্রবেশলাভ করিবার সময় দেশ ও কাল এই দুই মানসিক ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া দেশ ও কালের সংশ্লিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। দেশ ও কাল এই দুই মানসধর্ম্মকে দার্শনিক কান্ট— "অনুভূতির আকার" (Forms of sensuous intui-tion) এই নামে অভিহিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি জ্ঞান বাহ্যবস্তু হইতে গৃহীত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। যেমন একত্ব (Unity), বহুত্ব (Plurality), সমবায় (Totality), কার্য্যকারণসম্বন্ধ (Causality) ইত্যাদি। কান্ট বলেন, এই সকল জ্ঞান বাহ্য বস্তু হইতে

গৃহীত নহে, এইগুলি মানসিক ধর্ম্মবিশেষ, কেবল বাহ্যবস্তু সকলে আরোপ করা হইয়া থাকে। কাণ্ট এই গুলিকে বোধের আকারবিভাগ (Categories of the understanding) বলিয়া গিয়াছেন।

বাহ্যজগতের প্রকৃত স্বরূপত্ব সম্বন্ধে কাণ্ট যেমন অজ্ঞেয়বাদ অবলম্বন করিয়াছেন, ঈশ্বর ও আত্মা সম্বন্ধেও তাঁহার মত তদ্রূপ। এই দুই তত্ত্ব জ্ঞানগম্য নহে বলিয়া তিনি স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তবে ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব কাণ্ট অস্বীকার করেন নাই, তিনি তৎপ্রণীত (Critique of Practical Reason) নামক গ্রন্থে এতদুভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার এবং প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিরূপে উক্ত সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছেন, বর্ত্তমান প্রস্তাবে আলোচ্য নহে। সুতরাং আমরা লজিক্ সম্বন্ধেই তদীয় মতের উল্লেখ করিব।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে, কাণ্ট বোধশক্তিকে বোধশক্তির আকার (Forms of the understanding) এবং বোধশক্তির বিষয় (Matter of the understanding) এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, লজিক্ বোধশক্তির আকার বা প্রক্রিয়া (Forms of thought) লইয়া সংসৃষ্ট থাকিবে, বোধশক্তির বিষয় (Matter of thought) লজিকের প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। কাণ্টের আকার (Form) ও বিষয় (Matter) এই দার্শনিক শ্রেণীবিভাগ হইতেই ফরমাল লজিকের (Formal Logic) সৃষ্টি হইয়াছে। কাণ্টই ফরমাল্ লজিকের সূত্রপাত করিয়া যান; বর্ত্তমানকালে হামিলটন এবং মানসেল (Hamilton and Mansel) কর্ত্তৃক তাহাই পরিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান ফরমাল্ লজিকে পরিণত হইয়াছে।

জর্ম্মণদেশে জাকবি (Jacobi), কিয়েসবেটার (Kieswutter), হবয়ার (Hoffbauer), ক্রুগ (Krug) প্রভৃতি দার্শনিকগণ কাণ্টের মত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন।

কাণ্টের সমকালীন তদীয় প্রতিপক্ষমতাবলম্বী দার্শনিকগণের মধ্যে ফিক্‌টে (Fichte) দার্শনিকজগতে সুবিখ্যাত। আমরা এস্থলে তাঁহার দার্শনিকমতের উল্লেখ করিব না। এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে ফিক্‌টে সমস্ত জগৎ এবং জাগতিক ব্যাপার আত্মার বিকাশ (Manifestation of the Ego) বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফিক্‌টের মতে জ্ঞানের আকার ও বিষয় (Form and matter of thought) এই কাণ্ট নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ সঙ্গত নহে। সুতরাং তাঁহার মতে, ফরমাল্ লজিক্ বলিয়া একটী পৃথক্ লজিক হইতে পারে না।

তৎপরবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক শেলিং (Schelling) ফিক্‌টের মতানুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার মত বিশেষরূপে উল্লেখ করিতে হইলে তাঁহার দর্শনের উল্লেখ করিতে হয়। কিন্তু তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপযোগী নহে। শেলিংএর মতে সমস্তই একমাত্র নির্গুণের (Absolute) বিবর্ত্ত। গুণ নির্গুণ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু নির্গুণ গুণ হইতে উদ্ভূত হয় নাই, ইহা নিজে নির্গুণ হইয়াও গুণের আধার। এই নির্গুণ (Absolute) শেলিংএর মতে জ্ঞানলভ্য (known by intellectual intuition)।

শেলিংএর প্রবর্ত্তিত নির্গুণের (Absolute) স্বরূপ কি, এই বিষয়ের মীমাংসা করা বর্ত্তমান সময়ে বড়ই দুরূহ। কারণ তাহার মত এতবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহার প্রকৃতমত নির্দ্ধারণ করা প্রায় অসাধ্যসাধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে বর্ত্তমান দার্শনিকগণ প্রথম তাঁহার মতকেই যুক্তিযুক্ত এবং সারবান্ বলিয়া থাকেন।

যখন সমস্ত বস্তুই নির্গুণের বিবর্ত্ত, তখন বিষয় (Matter) এবং আকার (Form) এইরূপ পার্থক্য থাকিতে পারে না। আকৃতি এবং তন্নিহিত পদার্থ অন্যোন্যসম্বন্ধবিশিষ্ট; একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব অসম্ভব; পদার্থ থাকিলেই আকৃতি থাকিবে এবং আকৃতি থাকিলেই পদার্থের স্থায়িত্ব অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ অন্যোন্যসম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য সংঘটন করা অসম্ভব। সুতরাং শেলিংএর মতে কেবল ফরমাল্ লজিক্ (Formal Logic) বলিয়া কোন পৃথক্ শাস্ত্র থাকিতে পারে না। লজিক্ প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানসহায়কশাস্ত্র হইতে হইলে আকারগত বা ফরমাল (Formal) এবং বিষয়গত বা মেটিরিয়াল (Material) উভয়ই হওয়া আবশ্যক।

ফিক্‌টে এবং শেলিংএর মতানুসরণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হেগেলও (Hegel) বলিয়াছেন যে কাণ্ট-প্রবর্ত্তিত জ্ঞানের আকার এবং জ্ঞানের বিষয় (The form and content of thought) এরূপ একটী শ্রেণীবিভাগ হইতে পারে না। হেগেল বলেন আকার এবং বিষয় (Form and Content) ভাব এবং বস্তু (Thought and Being) এতদুভয়ের ঐক্যই লজিকের মূল-ভিত্তি। হেগেল তাঁহার দার্শনিকমতকে 'লজিক্' নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। হেগেলের দার্শনিক মতকে সাধারণতঃ দার্শনিক বা মেটাফিজিকাল লজিক্ (Metaphysical Logic) বলা হইয়া থাকে। Metaphysical Logic বলিতে সাধারণ লজিকের ন্যায় তর্ক বা যুক্তির নিয়ামকশাস্ত্রবিশেষ বুঝায় না; হেগেলের দর্শন এবং লজিক্ একই

জিনিস। হেগেল বলেন যে, এই বিশ্বচরাচর এবং তৎসংসৃষ্ট সমস্ত ব্যাপারই ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করিয়া এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে নীত হইতেছে; এই বিকাশপ্রণালী ধারাবাহিক, ইহার মধ্যে কোন ব্যবচ্ছেদ নাই। যে প্রণালী অনুসারে এই জাগতিক ক্রমবিকাশ সাধিত হইতেছে, সেই প্রণালীকে যুক্তিমূলক প্রণালী বা 'ডাইলেক্‌টিকাল মেথড্' (Dialectical method) নামে অভিহিত। কেবল মানসিক জগতে এই ডাইলেক্‌টিক প্রণালীর প্রভাব নিবদ্ধ নহে, কেবল অন্তর্জগতের বিকাশই এই প্রণালী অনুসারে সাধিত হয় না, জড়জগতের বিকাশও এই নিয়মসাপেক্ষ। নিয়মটী সংক্ষেপতঃ এই, দুইটী বিরোধী বস্তুদ্বয় বা ভাবদ্বয়ের সমন্বয়ে তৃতীয় বস্তু বা ভাবের বিকাশ। ইহার একটীর নাম পূর্ব্বপক্ষ বা থিসিস্ (Thesis) ইহার বিরোধিভাব বা বস্তুর নাম উত্তরপক্ষ বা আন্টিথিসিস্ (Antithesis) এবং এই পরস্পরবিরোধী বস্তু বা ভাবদ্বয়ের সংযোগে মিলিত তৃতীয় বস্তুর নাম সমন্বয় বা সিন্‌থিসিস্ (Synthesis)। জগতের প্রত্যেক দৃশ্যমান্ বস্তুই এই নিয়মের অধীন। অস্তিত্ব (Being) এবং অনস্তিত্ব (Not-Being) এই দুই বিরোধিভাবের সম্মিলনে বিকাশ (Becoming) উৎপত্তি হইয়াছে। জাগতিক সমস্ত ব্যাপারই এই বিকাশসম্পন্ন (A process of becoming), যে অন্তর্নিহিত জ্ঞানশক্তিপ্রভাবে (Indwelling Reason) এই ক্রমোন্নতি সাধিত হইতেছে, অর্থাৎ এই ক্রমোন্নতিতে যে শক্তির বিকাশ, সেই শক্তিই হেগেলের মতে অন্তর্মুখী (Immanent)। এই অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রভাবে জগতের প্রক্রিয়া কোন বাহ্যশক্তির সহায় ব্যতীত আপনার নিয়মানুসারে আপনিই প্রধাবিত হইয়াছে। কিরূপে সম্পূর্ণরূপ নির্গুণঅবস্থা (Simple being) হইতে এই গুণময় জগতের বিকাশ হইয়াছে, হেগেল তাঁহার দর্শনে এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে যথাসংক্ষেপ বিবরণ দেওয়া গেল।

হেগেলের দার্শনিক মত সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথমাংশে বাহ্য ও অন্তর্জগতের কি কি স্তরে কোন কোন ভাবের বিকাশ হইয়াছে, তাহার আলোচনা আছে (The development of those pure universal notions or thought—determinations which underlie and form the foundation of all natural and spiritual life, the logical evolution of the absolute) এই অংশটীকে হেগেল 'লজিক্' বা ভাববিকাশপ্রণালী বলিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় অংশে বহির্জগতের বিকাশপ্রণালী বিবৃত হইয়াছে, এই অংশকে হেগেল প্রকৃতিতত্ত্ব (The philosophy of Nature), নামে উল্লেখ করিয়াছেন। তৃতীয় অংশে অধ্যাত্মজগৎ কিরূপে বিকাশ লাভ করিয়া ধর্ম্ম, রাজনীতি, শিল্প নীতি প্রভৃতিতে পরিণত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ আছে। এই অংশকে অধ্যাত্মতত্ত্ব (The philosophy of the spirit) নামকরণ করা হইয়াছে। এস্থলে বলা আবশ্যক যে, হেগেলের এই ক্রমবিকাশপ্রণালীর একটী সীমা বা লক্ষ্যস্থল আছে; নির্গুণ-ভাবের বিকাশই সেই লক্ষ্যস্থল। কিরূপে শুদ্ধ ভাব (Pure Idea) জড়জগৎ ও অন্তর্জগৎ (Nature and spirit) এই দ্বিধা ভাগে বিভক্ত হইয়া পুনর্ম্মিলিত হইয়া নির্গুণভাবে (The absolute Idea) পরিণত হয়, সমস্ত দর্শনে হেগেল ইহা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভাব ও বস্তুর ঐক্যই (The unity of thought and being) এই নির্গুণভাবের (Absolute Idea) স্বরূপ। ইহা অনেকাংশে আমাদের সমাধিজ্ঞান, জীবব্রহ্মৈক্যভাব বা জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অভেদজ্ঞানরূপ চরমাবস্থার সহিত সাদৃশ্য আছে।

হেগেলের দর্শনের অন্যান্য অংশের উল্লেখ না করিয়া উপস্থিত প্রস্তাবোপযোগী তাঁহার দর্শনের প্রথমভাগের অর্থাৎ যে অংশ তিনি লজিক্ নামে অভিহিত করিয়াছেন, সেই অংশেরই উল্লেখ করা যাইবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে হেগেল তদীয় লজিকে পদার্থবিভাগপ্রণালীর (The development of notion or categories) ক্রমনির্দ্দেশ করিয়াছেন। আরিষ্টটল, ওলফ এবং কাণ্ট হইতে হেগেল এই পদার্থবিভাগগুলি গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু আরিষ্টটল প্রভৃতি দার্শনিকেরা যেমন পদার্থবিভাগ (Categories) মোটামুটি ধরিয়া লইয়াছেন; কিরূপে পদার্থবিভাগের বিকাশ হইয়াছে তাহা দেখান নাই; হেগেল এরূপ প্রথা অবলম্বন করেন নাই। কিরূপে ডাইলেক্‌টিক্ প্রথাক্রমে (Dialectical method) ভাব বা পদার্থগুলি ক্রমবিকাশলাভ করিয়াছে, হেগেল তাহা যথাযথ বিবৃত করিয়াছেন।

হেগেল তাঁহার লজিক্‌কে সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথমাংশের নাম স্থিতিতত্ত্ব (The Doctrine of Being)। Being এবং Nothing এই দুইটী বিরোধাত্মক ভাবের সংযোগে Becoming বা বিকাশের উৎপত্তি হয়। তৎপরে তিনি অবস্থা (State, thereness), ব্যক্তি (Individuality), গুণ (Quality), সংখ্যা (Quantity) এবং পরিমাণ (Measure) প্রভৃতি ভাবের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয়াংশের নাম সত্ত্ববাদ (The Doctrine of Essence)। পদার্থ সকলের সত্তা কি (Essence); কিরূপে Essence এর

বিকাশলাভ হয় (Essence and its manifestation); সত্বা (Essence) এবং বিকাশে (appearance) কিরূপ সম্বন্ধ; এ ছাড়া সমত্ব (Identity), বহুত্ব (Diversity), বিরোধত্ব (Contrariety), অসঙ্গতি (Contradiction) প্রভৃতি এবং স্বরূপত্ব (Actuality) ইত্যাদি ভাবের বিকাশ বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয়াংশের নাম ভাববাদ (The Doctrine of notion)। এই অংশে প্রথমতঃ ভাব বা Notionএর স্বরূপ কি, ইহাই বিবৃত হইয়াছে। তৎপরে হেগেল Notionকে তিন বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; (১) মানসিক ধারণা বা ভাব (Subjective notion); (২) বাহ্যভাব অর্থাৎ এই মানসিকভাবগুলি যেরূপে বাহ্যজগতে প্রতিফলিত হইয়াছে (Objective notion) এবং (৩) আইডিয়া (Idea); আইডিয়া উপরিউক্ত ভাবদ্বয়ের অর্থাৎ Subjective এবং Objective ভাবদ্বয়ের সমন্বয় (Synthesis)।

তৎপরে হেগেল Subjective notionএর অন্তর্নিহিত ভাবগুলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। হেগেল বলিয়াছেন, যে Subjective notionএর ক্রমবিকাশ হইতে, সাধারণত্ব বা সার্ব্বভৌমত্ব (Universality), বিশেষত্ব বা বিশেষভাব (Particularity) এবং একত্ব (Singularity) এই ভাবগুলির উৎপত্তি হইয়াছে (They are the moments of the subjective notion)। তৎপরে বাক্য (Judgment) এবং যুক্তির (Syllogism) স্বরূপ কি; তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। একত্বের মধ্যে কিরূপে সার্ব্বভৌমত্ব অন্তর্নিহিত আছে, এই তত্ত্বের নিদর্শনই Judgmentএর স্বরূপ (The judgment enunciates the identity of the singular with the universal the self-diremption of the notion) কিরূপে সার্ব্বভৌম ভাব (universal notion) বিশেষ ভাবের সাহায্যে (Through the particular) একত্বমূলক ভাবের সহিত (Singular notion) সমন্বিত হয়, ইহার প্রদর্শনই Syllogismএর উদ্দেশ্য। এক, বহু এবং বিশেষ ভাবগুলির সমন্বয়সাধন (Commidiation of universal and singular through particular) যুক্তিপ্রণালীর মূল।

পরে (Objective notion) সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। Objective notion বলিতে কেহ যেন মানসিক ভাব না বুঝেন। Objective notion বলিতে বাহ্যবস্তু বুঝায়; কেবল বাহ্যবস্তু বলিলে Objective notion বুঝায় না, সম্পূর্ণ এবং ভাবজ্ঞাপক অর্থাৎ বাহ্যবস্তুর যেটী দেখিলে মনে একটী সম্পূর্ণ ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই হেগেল Objective notion বলিয়াছেন (Objective notion is not an outward being as such, but an outward being complete within itself and intelligently conditioned)।

বস্তুগত ভাবের উন্নতির ক্রম (Development of the objective notion) নিম্নলিখিতরূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। হেগেলের মতে বাহ্যশক্তি বা মেকানিজম্ (Mechanism) এই ক্রমোন্নতির প্রথম স্তর। দুইটী স্বধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু যখন কোন একটী তৃতীয় বস্তু বা শক্তি কর্ত্তৃক একত্র হয় এবং অভিনব একটী নূতন বস্তু বলিয়া বোধ হয়, পূর্ব্বোক্ত বস্তুদ্বয়ের এরূপ সংযোগকে বাহ্যসংযোগ বা Mechanism বলে। হেগেল বলেন, এই বাহ্য-সংযোগপ্রণালী বা Mechanism সৃষ্টি-প্রণালীর আদিম বা সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তর।

হেগেল বলেন, রাসায়নিক আসক্তি (Chemism or Chemical affinity) এই ক্রমোন্নতিপ্রণালীর দ্বিতীয় সোপান। যে শক্তিবশতঃ দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া স্বতন্ত্র একটী নূতন বস্তুর সৃষ্টি করিয়া থাকে, সেইশক্তিই এই জাগতিক বিকাশপ্রণালীর দ্বিতীয় স্তর। এই অবস্থায় দুইটী স্বতন্ত্র বস্তু একত্র হইয়া নূতন এবং পৃথক্‌গুণসম্পন্ন অপর বস্তুর সৃষ্টি করিলেও, পূর্ব্বোক্ত বস্তুদ্বয়ের অস্তিত্ব চিরদিনের মত লোপ পায় না; বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-মতে অধিকাংশস্থলে উক্ত বস্তুদ্বয়কে পূর্ব্বাবস্থায় আনয়ন করিতে পারা গেলেও, যখন বস্তুদ্বয় যৌগিক অবস্থায় থাকে, তখন পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য (Indifference) পরিহার করিয়া, যে পদার্থটীর উদ্ভব করিয়া থাকে, সেই পদার্থটী সম্পূর্ণ নূতন এবং ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত। হেগেলের মতে এই রাসায়নিক শক্তি (Chemism) বাহ্যশক্তি (Mechanism) অপেক্ষা উচ্চস্তরে অবস্থিত।

টেলিওলজি (Teleology) এই ক্রমোন্নতিপ্রণালীর তৃতীয় বা সর্ব্বোচ্চ সোপান। টেলিওলজি বলিতে সাধারণতঃ নিমিত্ত কারণ (Final cause) বুঝাইয়া থাকে। জাগতিক বিকাশের যে স্তরে উদ্দেশ্যের (End) উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ যখন পদার্থসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি উদ্দেশ্যে উহাদের সৃষ্টি হইয়াছে এবং চরম পরিণতিই বা কি হইবে বুঝিতে পারা যায়, সেই অবস্থাকে Teleological Stage বা নৈমিত্তিক স্তর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতে (Organic Stage) এই নৈমিত্তিক কারণের বিকাশ অতিশয় সুস্পষ্ট। কোন জীবশরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহার কোন অংশই অতিরিক্ত নহে এবং নিরর্থক সৃষ্ট হয় নাই, প্রত্যেক অঙ্গেরই একটী নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে এবং এই কার্য্যগুলি প্রত্যেকে স্বতন্ত্র নহে; একটী কার্য্য অপর-

গুলির উপর নির্ভর করে; একটী অকর্মণ্য হইলে অপরগুলির ক্রিয়া অব্যাহত থাকে না। দেখিলে বোধ হয় শরীরের পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি মিলিয়া যৌথকারবারের অংশীদারগণের ন্যায়, কোন একটী বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনে নিয়োজিত হইয়াছে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণিজগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীত হইবে যে শরীর-পোষণরূপ উদ্দেশ্যই যাবতীয় শারীরিক প্রক্রিয়া সকলকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে।

ইহা ব্যতীত সৃষ্টির যে অন্য মহত্তর উদ্দেশ্য ইহাদের দ্বারা সাধিত হইয়াছে, হেগেল তাহা স্থানান্তরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে অসীম জ্ঞানস্রোত সৃষ্টিপ্রণালীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং সমস্ত সৃষ্টি প্রণালী যে উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইতেছে, হেগেল বলেন যে নিরঞ্জনজ্ঞান বা ব্রহ্ম (The Absolute Idea)-প্রাপ্তিই এতৎ সমুদয়ের লক্ষ্যস্থল।

(৩) আমাদের ভাষায় Absolute শব্দের যথার্থ প্রতিশব্দ মিলে না, তবে "নিরঞ্জন" বা "তৎস্বরূপ" বলিলে কতকটা হেগেলের Absolute শব্দের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। হেগেলের মতে Absolute আধ্যাত্মিক নয়, জড়ও নয়; বস্তুতঃ যাহা হইতে জড়জগৎ এবং আধ্যাত্মিক জগৎ বিকাশ লাভ করিয়াছে সেই পরমপদার্থ (Neither subjective nor objective notion, but the notion that immanent in the object, releases it into its complete independency, but equally retains it into unity with itself)। জড়জগৎ হইতে Absoluteএর স্তর কয়ভাগে সন্নিবিষ্ট, হেগেল তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম স্তর জীবজগৎ (Life), জীবজগতে জ্ঞান ও জড়ের একত্রাবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। যে অন্তর্লীন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া (The End that pervades life) প্রাণিজগৎ চলিতেছে, উহা জ্ঞানমূলক। এই জ্ঞান কিন্তু বর্ত্তমান স্তরে পরোক্ষভাবে কার্য্য করিতেছে, তৎপরবর্ত্তী স্তরে জ্ঞান আর পরোক্ষভাবে কার্য্যকারী নহে, এই স্তরে আত্মজ্ঞানের (Self-consciousness) বিকাশ হইয়াছে। বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগৎ আর দুইটী স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, একটী অপরের প্রতিরূপ। "আমিত্ব" জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই জগতের অন্তর্নিহিত জ্ঞানস্রোত অন্তর্মুখী হইয়া আত্মজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে (Consciousness has returned to itself), বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের বিরোধ এখনও মিটে নাই; জ্ঞানের আধার আত্মা বা আমির নিকট বহির্জগৎ এখনও বাহিরের বস্তু। আত্মা বহির্জগতে আপনার বিকাশ দেখিতেছে। Absolute Idea বা মহাজ্ঞানের বিকাশ হইলেই এই বিরোধের নিরাস হয়, তখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ভাব ও বস্তু, অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের বৈষম্য থাকিবে না (The opposite between the subject and the object, Knowing and Being, Thought and Being will cease)। এই নিরঞ্জনজ্ঞান হেগেলের মতে, জাগতিক সমস্ত কার্য্যকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আপনার দিকে টানিয়া লইতেছে। সংক্ষেপতঃ উপরি উক্ত বিবরণই হেগেলের লজিক বা তাঁহার দর্শনের মূলতত্ত্ব। হেগেলের বহুবিস্তৃত দর্শনের অন্যান্য অংশ পরিত্যাগ করিয়া তদীয় 'লজিক' নামধেয় অংশের আলোচনা করা হইয়াছে। হেগেলের দর্শন একেই দুর্ব্বোধ্য; অধিকাংশ বঙ্গভাষায় বিবৃত করিতে গিয়া আরও জটিল হইয়া পড়িয়াছে; ঐরূপ অবস্থায় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে অন্যান্য দার্শনিকেরা 'লজিক' বলিতে যাহা বুঝেন, হেগেলের লজিক্ সে শ্রেণীর বস্তু নহে। হেগেলের লজিক্ জাগতিকবিষয়ের অস্থিমজ্জায় জড়িত। হেগেল ক্রমোন্নতিবাদী (Evolutionist)। হেগেলের মতে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয় জগতেই এই লজিকের বিকাশ সাধিত হইতেছে (Gradual development of the categories both in the subject and the object—mind and matter)।

আরিষ্টটল হইতে আরম্ভ করিয়া হেগেল পর্য্যন্ত লজিকের উৎপত্তি, পরিবর্ত্তন ও পরিণতি সম্বন্ধে ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত দেওয়া গেল। বিভিন্ন দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া লজিক্ কি কি ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে, তৎপরিচয় দেওয়াই উপরি উক্ত বিবরণের উদ্দেশ্য এবং বর্ত্তমান সময়েই বা লজিকের কি পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে, উপরি উক্ত বিবরণ হইতেই জানা যাইবে।

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে দার্শনিকপ্রবর বেকন্ আরিষ্টটল প্রবর্ত্তিত পন্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় অভিনব দার্শনিক পন্থা প্রচলিত করিয়া যান। তৎপ্রণীত Novum Organum বা নব্য-তন্ত্র নামক গ্রন্থ বর্ত্তমান সময়ের ব্যাপ্তিমূলক তর্কের (Inductive Logic) সূচনা করিয়া দিয়াছে। তৎপরে দার্শনিক জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ (John Stuart Mill) সর্ব্বপ্রথমে ব্যাপ্তিমূলক লজিকের পূর্ণাবয়ব পুস্তক প্রণয়ন করেন। মিল্ ও বেনের গ্রন্থদ্বয়ই বর্ত্তমান সময়ে 'ইন্‌ডাক্‌টিভ লজিক্' সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ। দার্শনিকপ্রবর কাণ্ট (Kant) যে ফরমাল লজিকের (Formal Logic) সূচনা করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে উহাই হামিল্টন ও তৎশিষ্য ম্যান্সেল (Sir William Hamilton and Mansel) কর্ত্তৃক সামান্য পরিবর্ত্তন ব্যতীত একরূপ অক্ষুণ্ণ ভাবেই রক্ষিত হইয়াছে।

মোটামুটি ব্যাপ্তিমূলক লজিক্‌কে মেটিরিয়াল লজিক্ (Material Logic) এবং ফরমাল লজিক্‌কে 'নিগমনমূলক লজিক্'

বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে এরূপ শ্রেণীবিভাগ যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, Deduction বা নিগমন যুক্তির (reasoning) একটী প্রকার ভেদ মাত্র, Material লজিকেও Deductive reasoning বা নিগমন-মূলক যুক্তিপ্রণালীর প্রয়োগ করা হইয়াছে। মেটিরিয়াল এবং ফরমাল উভয় লজিকেই ইন্‌ডাক্‌টিভ এবং ডিডক্‌টিভ উভয়বিধ যুক্তিপ্রণালীরই প্রয়োগ আছে; প্রভেদ এই, একটীতে ব্যাপ্তি এবং অপরটীতে নিগমন-যুক্তিপ্রণালীর প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে। লজিকের নামকরণপ্রথাও বোধ হয় তদনুসারে হইয়া থাকিবে। মিল্ বলেন যুক্তিমাত্রই প্রধানতঃ ব্যাপ্তিমূলক। নিগমনযুক্তিপ্রণালী তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাপ্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। নিগমন-যুক্তিপ্রণালীর অন্তর্গত সিলজিমের (Syllogism) মেজর-প্রেমিস্ (Major Premiss) বা প্রধান পদ বা পূর্ব্বপক্ষ, ব্যাপ্তিমূলক যুক্তিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সুতরাং ইণ্ডাক্‌সন (ব্যাপ্তি) যুক্তিপ্রণালীর সাহায্য ব্যতিরেকে ডিডক্‌টিভ (নিগমন) যুক্তিপ্রণালীর প্রয়োগ অসম্ভব।

জেভন্স (Jevons) প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ বিপরীত মতাবলম্বী। জেভন্স বলেন, যুক্তিপ্রণালী মূলতঃ ডিডক্‌টিভ (Deductive); ইণ্ডাক্‌সন্ অবান্তর প্রকার ভেদ মাত্র। ডিডক্‌টিভ্ যুক্তিপ্রণালীকে বিপরীত দিক্ হইতে দেখিলেই ইণ্ডক্‌টিভ যুক্তি প্রণালীতে উপনীত হওয়া যায় (Induction is inverse deduction)।

উপরি উক্ত মতদ্বয়ের সংঘর্ষ এখনও মিটে নাই। মতদ্বয়ের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বের সামঞ্জস্য যতদিন না হয়, ততদিন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে না।

বর্ত্তমান স্থলে কোন কোন সাম্প্রদায়িক দার্শনিক মতগুলির উল্লেখ না করিয়া লজিকের সারার্থগুলি সংক্ষেপতঃ লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

লজিকের উৎপত্তি। লজিকের উৎপত্তি নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন, মানসিক উন্নতির যে স্তরে অনুমানের (Inference) বিকাশ, লজিকের উৎপত্তিও সেই স্তরে। ন্যায়দর্শন মতে, প্রত্যক্ষ (Perception) যেমন প্রমাণ চতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতর, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষকে সেরূপ প্রমাণের মধ্যে গণ্য করেন না। তাঁহাদের মতে যাহা প্রত্যক্ষ বা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাহার আবার প্রমাণ কি; প্রত্যক্ষ স্বভাবতঃই স্বতঃসিদ্ধ। এই জন্য মনস্তত্ত্বের (Psychology) প্রত্যক্ষমূলক জ্ঞান লজিকের অধিকার বহির্ভূত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের সীমা এত দুর্লক্ষ্য যে কখন প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানে পদার্পণ করা যায় তাহা নির্ণয় করা দুর্ঘট। অনেক সময় যাহা সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিয়া বোধ হইতেছে, তাহার মধ্যে অনেক অনুমান অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। মনস্তত্ত্ববিদেরা এই শ্রেণীর অনুমানকে অজ্ঞাতসারযুক্তি (Unconscious Reasoning) বলিয়াছেন। অজ্ঞাতসারমূলক যুক্তি লজিকের সীমাভুক্ত নহে। প্রত্যক্ষ হইতে অপ্রত্যক্ষের অনুমান যখন স্ফুটতর, যখন অনুমানক্রিয়া জ্ঞাতসারে সাধিত হয়; সেই সময়ই লজিকের বিকাশাবস্থা। পণ্ডিতদিগের মতে যুক্তি (Reasoning) বুদ্ধির (Thought or Intellect) সর্ব্বোচ্চ বিকাশ।

লজিকের দার্শনিকভিত্তি।—লজিক্ প্রমাণের নিয়ামকশাস্ত্র। প্রমাণের সত্যাসত্য কিসের উপর নির্ভর করে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেই লজিকের মূলতত্ত্ব বোধগম্য হইবে। প্রমাণের সত্যাসত্য কিরূপ এ বিষয়ে বিস্তর মতভেদ আছে, ইতিপূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করা গিয়াছে। মিল্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন, বাহ্য ও অন্তর্জগতের সামঞ্জস্যই সত্যের প্রকৃত স্বরূপ (Correspondence of thought with the external realities) এবং প্রমাণের যাথার্থ্য অযাথার্থ্য এই হিসাবেই নির্দ্ধারণ করিতে হয়।

হামিল্‌টন্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ বলেন, প্রমাণের যাথার্থ্য অযাথার্থ্য নিরূপণ করিতে হইলে, বাহ্যজগতের সহিত সামঞ্জস্যের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, শুদ্ধ প্রমাণের সঙ্গতি অসঙ্গতি (Inner consistency or inconsistency) দেখিলেই চলিবে। হামিল্‌টনের মতে বিরোধাভাবই (Absence of contradiction) সঙ্গতি এবং বিরোধই, (Contradiction) অসঙ্গতি-জ্ঞাপক।

ডেকার্টে প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বলেন যে, পরিস্ফুট ভাবই (Distinctness and clearness) সত্যের লক্ষণ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতসমূহের মধ্যে একপক্ষে মিল্, বেন প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের মত, অপরপক্ষে হামিল্‌টন মান্‌সেল্ প্রভৃতি পণ্ডিতের মত সমধিক প্রচলিত এবং মেটিরিয়াল এবং ফরমাল উভয়বিধ লজিকের লক্ষণ সূচনা করিতেছে। দর্শন এবং লজিক অন্যোন্যসাহায্যে উদ্‌ঘাটিত হয় এবং লজিকের মূলভিত্তি, অর্থাৎ সত্যের লক্ষণ দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য অন্তর্নিহিত দার্শনিকতত্ত্বের পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে লজিকও ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হয়।

লজিক্ ও ভাষা। ভাব ও ভাষার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ, যে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত পঙ্গু ও অন্ধের ন্যায় একটী অপরটী ব্যতীত চলিতে পারে না। সকল প্রকার চিন্তাবলীই ভাষার সাহায্যে সাধিত হয়। সুতরাং ভাষা অসম্পূর্ণ ভাবজ্ঞাপক এবং ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ হইলে, তৎসংশ্লিষ্ট ভাবও ভ্রমবর্জ্জিত হইতে পারে না। সেই জন্য প্রত্যেক লজিকের প্রথমাংশেই ভাষাপরিচ্ছেদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে ভাষাকে তন্নতন্নরূপে বিশ্লেষণ করিয়া

(Analysing) ভাবা ও তাদের অন্যোন্য সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে। প্রত্যেক মানসিকভাব ভাষার সাহায্যে প্রকাশিত হয়। কতকগুলি বাক্যবিন্যাস করিলে একটী সম্পূর্ণ মনোভাব সূচিত হয়, সেই মনোভাবজ্ঞাপক বাক্যসমষ্টিকে (A complete sentence) লজিকে এক একটী প্রতিজ্ঞা বলা হইয়াছে। প্রতিজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, শব্দসমষ্টি লইয়া একএকটী প্রতিজ্ঞা গ্রথিত হইয়াছে। সেই জন্য লজিকের প্রথমাধ্যায়ে নাম-প্রকরণ বা শব্দশক্তি সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

নাম-প্রকরণ।—নামের প্রকৃত স্বরূপ কি, এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দার্শনিকদিগের মত বিভিন্ন।

নামবাদী (Nominalist) মিলের মতে নাম তৎসংসৃষ্ট পদার্থের সাঙ্কেতিক চিহ্ন মাত্র (Symbol)। অভ্যাসক্রমে (Through association) কোন একটী নাম বা শব্দ মনে হইলেই তৎসংসৃষ্ট পদার্থটী মনোমধ্যে উদিত হয়।

হামিল্টন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ ভিন্ন মতাবলম্বী। ইহাদিগের অবলম্বিতমতকে ভাববাদ বা কন্‌সেপচুয়ালিজম (Conceptualism বলে। হামিল্টন বলেন যে, যেমন ব্যক্তিগত প্রতিকৃতি কোন ব্যক্তিবাচক শব্দের সহিত সংসৃষ্ট আছে, তদ্রূপ জাতিবাচক শব্দের সহিত জাতিগত ভাব (Concept) সংসৃষ্ট আছে। এক কথায়, ভাববাদীরা সামান্য ভাবের (General idea or concept) অস্তিত্ব স্বীকার করেন; নামবাদীরা সেরূপ করেন না।

উপরিউক্ত মতদ্বয় ব্যতীতও আর এক শ্রেণীর মত আছে, ইহাকে সৎবাদ (Realism) বলে। আরিষ্টটল এবং মধ্যযুগের (Scholastic period) অনেক পণ্ডিত এই মতাবলম্বী ছিলেন। ইহারা বলেন যে দ্রব্যসমূহের ভিন্ন ভিন্ন গুণ ব্যতীত জাতিত্ব বলিয়া স্বতন্ত্র একটী গুণের অস্তিত্ব আছে। যথা,—একটী অশ্বের ভিন্ন ভিন্ন গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু তদ্ব্যতীত ইহার মধ্যে অশ্বত্ব বলিয়া একটী সাধারণ গুণ আছে, এই গুণ না থাকিলে এটী অশ্বপদবাচ্য হইত না। সৎবাদী পণ্ডিতগণ Essence বলিয়া গুণের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব (Reality) স্বীকার করেন, মনুষ্যত্ব, গোত্ব, বৃক্ষত্ব ইত্যাদি; এই জন্য ইহাদিগকে Realist বলা হইয়া থাকে। মিলের মতে, গুণসমষ্টি ছাড়া Essence নামক কোন একটী স্বতন্ত্র গুণ নাই।

তৎপরে নামের শ্রেণী বিভাগপ্রণালী নির্দিষ্ট হইয়াছে। একত্ববাচক, বহুত্ববাচক ও সমষ্টিবাচক (Collective names) ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।

শ্রেণীভেদের দ্বিতীয় প্রকরণে ব্যক্তিবাচক (Concrete) এবং জাতিবাচক (Abstract) ভেদে নাম দ্বিবিধ।

তৃতীয় প্রকরণে নাম সম্বন্ধবাচক (Connotative) এবং অসম্বন্ধবাচক অর্থাৎ গুণবাচক নয় (Non-Connotative) ইত্যাদি ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। যে নাম দ্বারা কেবল একটী নামের বা গুণের প্রকাশ হয়, তাহাকে Nonconnotative বা অসম্বন্ধবাচক নাম বলে। রাম বলিলে রাম-নামধেয় ব্যক্তিকেই বুঝায়, তদতিরিক্ত আর কিছু বুঝায় না। গুরুত্ব বলিলে কেবল একটী গুণবিশেষকেই বুঝাইল, তদ্ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া গেল না, এইরূপ নামকে অসম্বন্ধবাচক বা Non-connotative এবং যাহাদ্বারা গুণ এবং দ্রব্য উভয়েরই প্রতীতি হয়, তাহাকে Connotative বা সম্বন্ধবাচক নাম বলে।

চতুর্থ প্রকরণে (Fourth principal division) Positive বা ভাবজ্ঞাপক ও Negative বা অভাবজ্ঞাপক ভেদে নাম দ্বিবিধ; যেমন, মনুষ্য, অমনুষ্য, বৃক্ষ, অবৃক্ষ ইত্যাদি।

পঞ্চম প্রকরণে সম্বন্ধসাপেক্ষ (Relative) এবং সম্বন্ধনিরপেক্ষ (Absolute or non-relative) এই দুই প্রকার বিবৃত। যে নামদ্বয় পরস্পর আকাঙ্ক্ষাসূচক তাহাদিগকে সম্বন্ধসাপেক্ষ নাম বলে; যেমন পিতা বলিলেই পুত্র আছে সূচনা করে; রাজা বলিলে প্রজাদের সূচনা করে ইত্যাদি।

নামের শ্রেণীবিভাগ সংক্ষেপে উক্ত হইল। এখন নামের অর্থ-বিচার সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

দার্শনিকপ্রবর আরিষ্টটল, দ্রব্য, গুণ, পরিমাণ ইত্যাদি দশটী পদার্থবিভাগ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, নাম এই দশ শ্রেণীর কোন না কোনটীর অন্তর্গত হইবে। মিল্ পূর্ব্বোক্ত দশবিধ শ্রেণীবিভাগ করিয়া অর্থনির্দ্ধারণের অযৌক্তিকতা দেখাইয়া স্বীয়মত স্থাপন করিয়াছেন। মানসিক চিন্তা-প্রণালীর বিশ্লেষণ করিয়া, মিল নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(১) মানসিক ভাব অর্থাৎ বাহ্যবস্তু সকলের মনের উপর ক্রিয়া (Feelings or states of consciousness.)

(২) মন বা আত্মা—(The mind which experiences those feelings.)

(৩) বাহ্যবস্তু সকল (The Bodies or external objects) অর্থাৎ যে সকল বস্তু আমাদের মানসিক ভাবগুলির জনয়িতা।

(৪) পৌর্ব্বাপর্য্য জ্ঞান (Succession), সমানাধিকরণ জ্ঞান (Co-existence) সাদৃশ্য এবং অসাদৃশ্য জ্ঞান (Likeness and unlikeness.)

জাগতিক সমস্তপদার্থই এই চারি শ্রেণীর কোন না কোনটীর অন্তর্গত হইবেই।

লজিকের প্রতিজ্ঞা (Logical propositions)—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, একটী সম্পূর্ণমানসিক ভাবজ্ঞাপক বাক্য-সমষ্টিকে প্রতিজ্ঞা (Proposition) বলা যায়। কর্ত্তা, বিধেয়পদ এবং যোজক পদ ভেদে প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার তিনটী অংশ আছে। যাহার সম্বন্ধে কিছু উক্ত বা বিহিত হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তি বা বস্তুকে কর্ত্তৃপদ (Subject) বলে। যাহা উক্ত বা বিহিত হয় সেই পদটীকে বিধেয় পদ (Predicate) বলে এবং যে পদের সাহায্যে বস্তুপদ এবং বিধেয় পদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই পদটীকে যোজক পদ (Copula) বলা হইয়া থাকে। তৎপরে ভাবজ্ঞাপক (Affirmity) এবং অভাবজ্ঞাপক (Negative), সরল (Simple), যৌগিক (Complex), সার্ব্বভৌমিক (Universal), বিশেষ (Particular), অনির্দ্দিষ্ট (Indefinite) ও ব্যক্তিবোধক (Singular) এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তৎপরে প্রতিজ্ঞা সকলের অর্থবিচার সম্বন্ধে (Import of propositions) আলোচনা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রতিজ্ঞা সকলের অর্থ সম্বন্ধে নানামত দৃষ্ট হয়। কোন কোন মতে প্রতিজ্ঞা কেবল দুইটী মানসিক ভাব বা প্রতিকৃতির মধ্যে সম্বন্ধ সূচনা করে (Expression of a relation between two ideas)। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে, দুইটী নামের অর্থের সম্বন্ধস্থাপনই প্রতিজ্ঞার মূল (Expression of a relation between the meanings of two names)। দার্শনিক হব্‌স্ (Hobbes) বলেন যে কর্ত্তৃপদ (Subject) এবং বিধেয়পদ (Predicate) যে একটী বস্তুরই দুইটী ভিন্ন ভিন্ন নাম ইহা প্রদর্শন করাই প্রত্যেক প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য। যেমন মনুষ্যসকল প্রাণিবিশেষ; এস্থলে প্রত্যেক মনুষ্যকেই প্রাণী বলা যায়। মনুষ্য এবং প্রাণী এই দুই শব্দ একই জিনিসের নামান্তর মাত্র। হব্‌সের মত একদেশদর্শী এবং অনেকাংশে ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত, সেই জন্য মিল্ প্রভৃতি অপ-রাপর নামবাদীদিগের মত ইহা হইতে স্বতন্ত্র। এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এই শ্রেণীর দার্শনিকেরা বলেন যে, কোন বস্তু কোন একটী নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর অন্তর্গত কি না (In referring something to or excluding something from, a class) ইহা নির্দ্দেশ করাই প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য। যেমন রাম মরণশীল বলিলে বুঝায় যে মরণশীল পদার্থ বা জীব নামক যে শ্রেণী আছে, রাম সেই শ্রেণীগত ব্যক্তি বিশেষ। হস্তী আমিষাশী জন্তু নয়, বলিলে বুঝায় যে সমস্ত "আমিষাশী জন্তু" লইয়া যে শ্রেণী গঠিত হইয়াছে, হস্তী সেই শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট নহে (excluded) উহা অন্য [illegible]। এইরূপ লজিকের সমস্ত প্রতিজ্ঞাই একটী শ্রেণী অপর একটী শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট, ইহাই সূচনা করিয়া থাকে। জাতি (Genus), শ্রেণী (Species) এতদুভয়ের পার্থক্য (Differentium) প্রভৃতি, মধ্যযুগের স্কলাষ্টিক পণ্ডিতদিগের প্রবর্ত্তিত শ্রেণীবিভাগ হইতে প্রতিজ্ঞার এইরূপ অর্থনির্দ্দেশের সূত্রপাত হইয়াছে। আরিষ্টট্‌ল প্রবর্ত্তিত সূত্র (Dictum de omni et nullo) অর্থাৎ একটী শ্রেণী সম্বন্ধে যাহা বিহিত হইতে পারে, সেই শ্রেণীগত প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য হইতে পারে, এই সূত্র এই সমুদয়ের মূল।

দার্শনিক মিল্ উপরি উক্ত মত সমীচীন বলিয়া বোধ করেন না। মিলের মতে কর্ত্তৃপদ (Subject) এবং বিধেয়পদ (Predicate) কোন একটী বিশেষ সম্বন্ধ সূচনা করে এবং অন্যোন্য সম্বন্ধ লইয়াই প্রতিজ্ঞার সৃষ্টি। সেই সম্বন্ধগুলি মিলের মতে সামান্যতঃ পাঁচটী—পৌর্ব্বাপর্য্য (Sequence), সমানাধিকরণ্য বা সমাবস্থান (Co-existence) বা অস্তিত্ব মাত্র (Simple existence), কার্য্যকারণ (Causation) এবং সাদৃশ্য (Resemblance)। যে কোন প্রতিজ্ঞা উপরিউক্ত পাঁচটী সম্বন্ধের কোন না কোন একটী সম্বন্ধ জ্ঞাপন করে।

প্রতিজ্ঞাগুলিকে সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে—বাচক প্রতিজ্ঞা (Verbal proposition) এবং বাস্তব প্রতিজ্ঞা (Real proposition)। যে প্রতিজ্ঞার বিধেয়পদ (Predicate) কর্ত্তৃপদের অর্থ বা অর্থাংশমাত্র প্রকাশ করে অর্থাৎ কর্ত্তৃপদ যে অর্থ প্রকাশ করে তদতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞাকে বাচক বা Verbal প্রতিজ্ঞা বলা হইয়া থাকে। মনুষ্য বুদ্ধিশালী জীব এখানে "বুদ্ধিশালী জীব" এই বিধেয় পদটী মনুষ্য অর্থে যাহা বুঝায়, তদপেক্ষা কোন অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করিতেছে না; সুতরাং এখানে উপরিউক্ত প্রতিজ্ঞাটী বাচক প্রতিজ্ঞা। যে প্রতিজ্ঞার বিধেয়পদ কর্ত্তৃপদের অতিরিক্ত অর্থ প্রকাশ করে, সেইরূপ প্রতিজ্ঞাকে বাস্তব প্রতিজ্ঞা (Real proposion) বলে। যেমন 'সূর্য্য গ্রহজগতের কেন্দ্রস্থল' এখানে "সূর্য্য" এই কর্ত্তৃপদের অর্থের প্রতীতি হইলে গ্রহ-জগতের কেন্দ্রস্থল এই বিধেয় পদটীর অর্থ তদন্তর্নিবিষ্ট আছে বুঝায় না, বিধেয়পদটী সম্পূর্ণ নূতন তত্ত্বপ্রকাশ করে; এই জন্য প্রতিজ্ঞাটীকে বাস্তব প্রতিজ্ঞা বলে। বাচক প্রতিজ্ঞার নামান্তর অর্থদ্যোতক প্রতিজ্ঞা (Explicative) এবং বাস্তব প্রতিজ্ঞার (Real proposition) নামান্তর অর্থযোজক প্রতিজ্ঞা (Amplicative proposition)। প্রতিজ্ঞার অর্থবিচার করিতে

হইলে বিধেয় পদের বিশ্লেষণ আবশ্যক এবং বিধেয়পদের সহিত কর্তৃপদের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলেই প্রতিজ্ঞার অর্থ নির্ণীত হইল।

সংজ্ঞাপ্রকরণ। (Definition)—বস্তু সকলের সংজ্ঞাপ্রণালী কি নিয়মে সাধিত হইয়াছে, কোন প্রকার সংজ্ঞানির্ণয়-প্রণালী নির্দোষ, কিরূপ বস্তুর সংজ্ঞা নির্দেশ (Define) করা যায় বা যায় না ইত্যাদি বিষয় এই প্রকরণে আলোচিত হইয়াছে। এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, সংজ্ঞা ও ইংরাজী ডেফিনেসন্ (Defination) সম্পূর্ণরূপ সমার্থসূচক নহে, অধিকতর উপযুক্ত নামের অভাবে সংজ্ঞাশব্দই প্রতিশব্দ স্বরূপ ব্যবহৃত হইল। সংজ্ঞাপ্রকরণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন তর্কশাস্ত্রকারদিগের মত বিভিন্ন।

দার্শনিক আরিষ্টটলের মতে কোন পদার্থের সংজ্ঞানির্দেশ করিতে হইলে, সেই পদার্থটী যে জাতির (Genus) অন্তর্গত সেই জাতির এবং তদপেক্ষা যে সকল অতিরিক্ত গুণ ঐ পদার্থে বিদ্যমান আছে, তাহার উল্লেখ করিলেই পদার্থটীর সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইল (Definition per genus et differentias)। আরিষ্টটল এবং তদনুবর্ত্তী মধ্যযুগের অধিকাংশ দার্শনিকগণ সৎবাদী (Realist) ছিলেন; উপরিউক্ত সংজ্ঞাপ্রকরণ তাঁহাদিগের দার্শনিকমত সম্মত।

মিল্ প্রভৃতি নামবাদী (Nominalist) দার্শনিকগণ উক্তমত সমীচীন বলিয়া বোধ করেন না। মিল্ বলেন যে, প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে পরাজাতি (Summum genus) সংজ্ঞিত করা যায় না। তাঁহার মতে আমাদের সরল মনোভাবগুলি (Elementary feeling) ব্যতীত আর সকল পদার্থই সংজ্ঞাদ্বারা নির্দেশ করা যাইতে পারে। সমস্ত সংজ্ঞাই মিলের মতে, নামের অর্থ প্রকাশ করে মাত্র (Enumerates the connotation of the term to be defined); একটী নাম মনে পড়িলেই তন্নিহিত যে সকল গুণদ্বারা সেই নামধেয় পদার্থটী সূচিত হয়, সেই গুণগুলি মনে পড়ে এবং এই গুণগুলির নির্দেশ করাকেই মিল্ 'সংজ্ঞা' আখ্যাপ্রদান করিয়াছেন। মিল্ বলেন, যে বস্তু কোন সূচনা করে না, সেরূপ বস্তু সংজ্ঞাদ্বারা নির্দেশ করা যায় না। রাম বলিলে কোন অর্থের প্রতীতি হয় না; রাম শব্দটী একটী বস্তু নির্দেশের চিহ্নমাত্র এবং ঐ চিহ্নটী বস্তুনির্দেশের সহায়তা করে মাত্র; সুতরাং রাম শব্দটী সংজ্ঞাদ্বারা নির্দেশ্য নহে।

যদি কোন নাম বা শব্দ তন্নিহিত সমস্ত অর্থের প্রকাশ না করিয়া অর্থাংশমাত্র প্রকাশ করে, সেই স্থলে উক্ত নাম বা শব্দের সংজ্ঞাটীকে অসম্পূর্ণসংজ্ঞা বলা যায় (Imperfect definition)। এ ছাড়া কোন বস্তুর সমবায়ী গুণ সকলের উল্লেখ না করিয়া অসমবায়ী গুণ (Accidents) দ্বারা উক্ত বস্তুর নির্দেশ করিলে, উক্ত বস্তুর সংজ্ঞাটী অসম্পূর্ণ হইল, এইরূপ অসম্পূর্ণ-সংজ্ঞা সংজ্ঞাপদবাচ্য না হইয়া বর্ণনাপদবাচ্য (Description) হইয়াছে।

লেখকের উদ্দেশ্যানুসারে উপরিউক্ত বর্ণনাও (Description) কখন কখন সংজ্ঞাপদবাচ্য হইয়া থাকে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে অধিকাংশ সংজ্ঞাই এই হিসাবে রচিত হইয়াছে। লেখক যে গুণ বা ধর্ম্মের উপর লক্ষ্য রাখিয়া বস্তুসকলের শ্রেণীবিভাগ নির্দেশ করেন; সেই গুণ হয়ত বস্তুর সমধিক বিশিষ্ট গুণ নহে; কিন্তু লেখকের উদ্দেশ্য অনুসারে হয়ত গুণটীর বিশেষ সার্থকতা আছে; এইরূপ স্থলে উক্ত নির্দেশ প্রণালীকে বর্ণনা (Description) না বলিয়া বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা (Scientific definition) বলা হইয়া থাকে। প্রাণীতত্ত্ববিদ্ কুভিয়ার (Cuvier) মনুষ্যকে "দ্বিহস্তবিশিষ্ট স্তন্যপায়ী" জীব বলিয়া সংজ্ঞিত করিয়াছেন; উক্ত সংজ্ঞাটীর বর্ত্তমান প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও সংজ্ঞা-পদবাচ্য হইতে পারে না। কিন্তু কুভিয়ারের উদ্দেশ্য অন্যবিধ; তিনি যে প্রণালী (Principle) অনুসারে প্রাণিগণের শ্রেণীবিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন, সেই অনুসারে উপরিউক্ত সংজ্ঞার সার্থকতা আছে। সমস্ত বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাই এরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া গ্রথিত।

নামপ্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সংজ্ঞাপ্রকরণ পর্য্যন্ত ভাষা ও ভাবের সম্বন্ধনিরাকরণ, চিন্তাপ্রণালীর যাথার্থ্য-সাধন করিতে হইলে ভাষায় কিরূপ সংস্কার আবশ্যক, নামপ্রকরণ, সংজ্ঞানির্দেশপ্রণালী, ভাষার অর্থনির্দেশের সামঞ্জস্যবিধান ইত্যাদি প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে। উপরিউক্ত বিষয়গুলি তর্কশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। অতঃপর তর্কশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যসাধক "প্রমাণ" নামক অংশের অবতারণা করা হইতেছে।

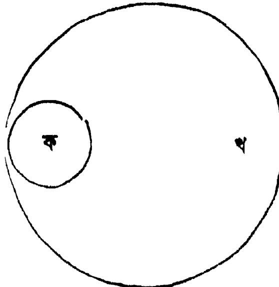
অনুমান (Reasoning)।—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ন্যায় শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত অনুমান একটী প্রমাণবিশেষ। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ অপর তিনটীকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, উপমিতি এবং শব্দকে প্রমাণের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন না।

যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া কোন জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয়ের জ্ঞান হইতে কোন অজ্ঞাত বা অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, এরূপ যুক্তিপ্রণালীকে অনুমান (Reasoning or Inference in general) বলা হইয়া থাকে। কোন বিষয় সিদ্ধ বা প্রমাণিত হইল, এই বাক্য বলিতে সাধারণতঃ আমরা কি বুঝিয়া থাকি? সাধারণতঃ এই অর্থের প্রতীতি হয় যে, প্রামাণ্য বিষয়ের সত্যাসত্য যে বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে, সেই বিষয়টী আমাদের জ্ঞাত ছিল এবং সেই জ্ঞাতবিষয়টী হইতে অজ্ঞাতবিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

অনুমান নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রধানতঃ নিগমন-যুক্তি (Deductive Reasoning) এবং ব্যাপ্তিমূলক-যুক্তি (Inductive reasoning) উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ ব্যতীত আর একপ্রকার অনুমানের উল্লেখ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই শ্রেণীর অনুমান যথার্থ অনুমান (Inference) নহে, কেবল শব্দবিপর্য্যয়হেতু (Transposition of terms) যথার্থ অনুমান বলিয়া বোধ হয় মাত্র। এইরূপ অনুমানের নাম সাক্ষাৎ অনুমান বা ইমিডিয়েট-ইন্‌ফারেন্স (Immediate Inference)। যেমন সকল মনুষ্যই মরণশীল এই বাক্যের পরিবর্ত্তে যদি কোন মনুষ্যই অমর নয় এই পদ ব্যবহার করা যায়, তবে কোন নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, এক কথারই বাক্যান্তরে পুনরাবৃত্তি করা হয় মাত্র।

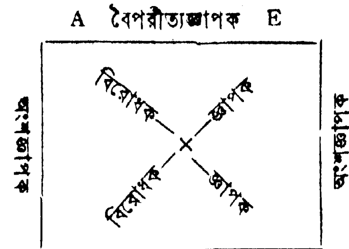
য়ুরোপীয় দার্শনিকেরা তর্কশাস্ত্রের প্রতিজ্ঞাগুলিকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং যথাক্রমে তাহাদিগকে A, E, I, O এই চারি নামে অভিহিত করিয়াছেন তন্মধ্যে A সার্ব্বভৌমিক সম্মতিজ্ঞাপক, যথা—সকল মনুষ্যই মরণশীল, এস্থলে মরণশীল পদটী সকল মনুষ্য সম্বন্ধেই বিহিত হইয়াছে। E প্রতিজ্ঞা সার্ব্বভৌমিক অসম্মতিজ্ঞাপক অর্থাৎ কোনস্থলেই বিধেয়পদের সহিত কর্ত্তৃপদের একত্রাবস্থিতি নাই; ইহাই জ্ঞাপন করা E প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য। যেমন, কোন বস্তুই সম্পূর্ণ নয়, এস্থলে সম্পূর্ণ পদটী প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধেই প্রত্যাহার করা হইয়াছে। আংশিক সম্মতিজ্ঞাপক এবং আংশিক অসম্মতি-জ্ঞাপক প্রতিজ্ঞাকে যথাক্রমে I এবং O বলে; যেমন, কতক জীব সম্পূর্ণ (I), কতক জীব সম্পূর্ণ নয় (O)।

চিত্র দ্বারা সাক্ষাৎ অনুমানের (Immediate Inference) স্বরূপ অনায়াসে প্রদর্শিত হইতে পারে। যেমন সকল 'ক'ই 'খ'; সুতরাং, কতক খ ক, এবং কতক খ ক নয়, এই উভয় অনুমানই সিদ্ধ হইতে পারে। নিম্নলিখিত বৃত্তদ্বারা প্রত্যেক পদের ব্যাপ্তি (Extension) দর্শিত হইল। ক নামধারী যত বস্তু এবং খ নামধারী যত বস্তু তাহারা যথাক্রমে ক এবং খ বৃত্ত দ্বারা সূচিত হইল। সন্নিহিত চিত্র হইতে দৃষ্ট হইবে যে ক নামধারী যত বস্তু খ নামধারী বস্তুসমূহের অন্তর্ভূত; কারণ ক বৃত্ত খ বৃত্তের



অন্তর্গত; সুতরাং ক আখ্যাধারী এমন কোন বস্তু থাকিতে পারে না যাহা খ নয়। কিন্তু খ বৃত্তের যে অংশটুকু ক বৃত্তের একস্থানীয় সেই অংশের খ গুলিই ক; সুতরাং কতকগুলি খ ক; এবং খ বৃত্তের যে অংশ ক বৃত্তের বহির্ভূত, সেই অংশের খ গুলি ক নয়; সুতরাং উভয় অনুমানই সিদ্ধ হইল।

কর্ত্তৃপদ এবং বিধেয়পদের যেরূপ স্থান বিপর্য্যয় দ্বারা অনুমান সাধিত হয় তাহা সাধারণতঃ তিন প্রকার—(১) সামান্য ও বিশেষ-বিপর্য্যয় (Simple conversion and conversion *per accidents*) (২) বিপরীতাবস্থান (Transposition), ও (৩) বিপরীতসাধন (Obversion), এই সকল অনুমানের প্রক্রিয়া বাহুল্যবোধে উল্লেখ করা হইল না। নিম্নলিখিত চিত্র হইতে প্রতিজ্ঞাগুলির পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপিত হইবে।



চিত্রদ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, দুইটীই বৈপরীত্য-জ্ঞাপক প্রতিজ্ঞার মধ্যে দুইটীই মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু দুইটীই সত্য হইতে পারে না। আংশিক বৈপরীত্যজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞা-দ্বয়ের মধ্যে দুইটীই সত্য হইতে পারে, কিন্তু দুইটীই মিথ্যা হইতে পারে না। দুই পরস্পরবিরোধজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞাদ্বয়ের মধ্যে দুইটীই সত্য হইতে কিংবা দুইটীই মিথ্যা হইতে পারে না। একটী মিথ্যা হইলে অপরটী নিশ্চয় সত্য হইবে। অংশজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞাদ্বয়ের মধ্যে সার্ব্বভৌমিক প্রতিজ্ঞাটী (Universal proposition) বিশেষ প্রতিজ্ঞার (Particular proposion) সত্য প্রতিপাদন করে; কিন্তু বিশেষ প্রতিজ্ঞার সত্য প্রতিপন্ন হইলে সার্ব্বভৌমিক প্রতিজ্ঞার সত্য প্রতিপন্ন হয় না। বিশেষ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে সার্ব্বভৌমিক প্রতিজ্ঞাও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু সার্ব্বভৌমিক প্রতিজ্ঞা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে বিশেষ প্রতিজ্ঞা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না।

উপরিউক্ত সাক্ষাৎ অনুমান (Immediate Infererence) ব্যতীত অনুমান প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত;—নিগমনমূলক অনুমান (Deductive Reasoning) এবং ব্যাপ্তিমূলক অনুমান (Inductive Reasoning)।

ডিডক্‌টিভযুক্তি।—ডিডক্‌টিভ বা নিগমন-প্রণালীতে যুক্তির প্রথম সোপান (First premiss or datum) সার্ব্ব-ভৌমত্ব জ্ঞাপন (Universality) করে, সেই সার্ব্বভৌমত্বজ্ঞাপক

প্রতিজ্ঞাটীকে বিশ্লেষণ করিয়া যুক্তিপ্রবাহ প্রসারলাভ করে। অঙ্কশাস্ত্রে প্রায় অধিকাংশস্থলেই এই প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। যেমন জ্যামিতিশাস্ত্রে কতকগুলি সংজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় এবং স্বীকৃত বিষয়ে প্রথম সোপানস্বরূপ ধরিয়া বিশ্লেষণ প্রণালীক্রমে অন্যান্য তত্ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। জাগতীয় যে সকল কার্য্যকলাপ সাক্ষাৎকারদ্বারা মীমাংসিত হইবার নহে, সেই স্থলে নিগমন- (Deduction) যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে। জ্যোতিষশাস্ত্রের অনেক বিষয় এইরূপ উপায় অবলম্বনে নির্ণীত হইয়াছে। নক্ষত্র ও গ্রহ জগতের সমস্ত তত্ত্ব আমাদের ইন্দ্রিয়ায়ত্ত নহে; কিন্তু গ্রহজগতের অনেক তত্ত্ব জ্যোতির্ব্বিদ্ কর্ত্তৃক নির্ণীত হইয়াছে। এরূপ স্থলে কোন তত্ত্বের সূচনা দেখিলে সেই তত্ত্বটী প্রমাণীকৃত হইবার উপায় অন্যান্য কিছু নহে, অপরাপর জ্ঞাত এবং মীমাংসিত ঘটনার সহিত উক্ত তত্ত্বের সঙ্গতি (Consistency) আছে কি না এবং অপরাপর ব্যাপকতর তত্ত্ব (Higher principles) হইতে উক্ত তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় (Deduce) কি না ইহারই নিরাকরণ। নিগমন-যুক্তির (Deductive Reasoning) যে কয়টী প্রকার ভেদ আছে, তন্মধ্যে অন্যোন্য সংশ্রয়াত্মিকা যুক্তিই (Syllogism or Ratiocination) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিম্নে উক্ত প্রকার যুক্তির স্থূল মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

অন্যোন্যসংশ্রয়াত্মিকা যুক্তি (Syllogism) ও উক্তরূপ অনুমানে প্রতিজ্ঞাদ্বয় বা দুইটী স্বীকৃতবিষয়ের সংযোগে তৃতীয় বিষয়ের সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। প্রথমোক্ত প্রতিজ্ঞাদ্বয় বা স্বীকৃত বিষয় দুইটীকে প্রেমিস্ (Premiss) বলে। তন্মধ্যে যে প্রতিজ্ঞা বা বাক্যটীতে প্রধান পদ (Major term) বা (আমাদের ন্যায়শাস্ত্রানুসারে) হেতুপদ থাকে, সেই প্রতিজ্ঞাকে প্রধানবাক্য বা মেজর প্রেমিস্ (Major premiss) এবং যে প্রতিজ্ঞায় অপ্রধান পদ (Minor term) বা আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে সাধ্যপদের উল্লেখ থাকে, সেই প্রতিজ্ঞাকে অপ্রধান বাক্য (Minor premiss) বলে। যে পদের সহযোগে (Mediation) হেতু ও সাধ্যের মধ্যে সম্বন্ধ সূচিত হইয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেই পদটীকে মধ্যপদ বা লিঙ্গরূপ (Middle term) বলা যায়। প্রতিজ্ঞাদ্বয়ের (Premisses) সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাকে সিদ্ধান্ত-বাক্য বা নিগমন (Conclusion) বলে। সিলজিস্‌মের উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

(১) প্রত্যেক মনুষ্যই মরণশীল।

(২) রাম মনুষ্যোপাধিবিশিষ্ট।

(৩) অতএব রাম মরণশীল।

উপরি উক্ত দৃষ্টান্তে সর্ব্বপ্রথমোক্ত প্রতিজ্ঞাটী প্রধান বাক্য (Major premiss) বা ন্যায়শাস্ত্রোক্ত প্রতিজ্ঞা, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা "রাম মনুষ্যোপাধিবিশিষ্ট" অপ্রধান বাক্য (Minor premiss) বা ন্যায়শাস্ত্রোক্ত উদাহরণ, তৃতীয় প্রতিজ্ঞা "রাম মরণশীল" সিদ্ধান্ত বাক্য (Conclusion) বা ন্যায়শাস্ত্রোক্ত নিগমন। মরণশীল, রাম এবং মনুষ্য এই তিনটী পদ (Term) যথাক্রমে প্রধান পদ (Major term), অপ্রধান পদ (Minor term) এবং মধ্যপদ (Middle term) কিংবা ন্যায়শাস্ত্রোক্ত হেতু, সাধ্য এবং লিঙ্গপদ বাচ্য।

মধ্যপদ বা লিঙ্গপদের (Middle term) অবস্থানভেদে অনুমানের চারিটী অবয়বগত ভেদ হইয়াছে, ঐগুলিকে য়ুরোপীয় ন্যায়শাস্ত্রবিদ্‌গণ সাধারণতঃ "অবয়ব" (Figure) আখ্যাই প্রদান করিয়াছেন। তবে প্রথম অবয়বোক্ত (First figure) অনুমানই সমধিক প্রচলিত; অন্যগুলিকে প্রথমাবয়বে পরিণত করা যাইতে পারে।

প্রথম অবয়বোক্ত অনুমানে (First figure) মধ্যপদ প্রধান বাক্যের কর্ত্তৃপদস্বরূপ এবং অপ্রধান বাক্যের বিধেয় পদস্বরূপ বিবৃত হইয়া থাকে। যথা—

সকল কই খ	কোন কই খ নয়	কোন কই খ নয়।
সকল গই ক	সকল গই ক	কতকগুলি গ ক।
অতএব সকল গই খ	অতএব কোন গই খ নয়	অতএব কতকগুলি গ খ নয়।

দ্বিতীয় অবয়বে (Second figure) মধ্য বা লিঙ্গপদ প্রধান (প্রতিজ্ঞা) ও অপ্রধান (উদাহরণ) বাক্যের বিধেয় পদস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

কোন খ-ই ক নয়	বিষয়াসক্ত লোকমাত্রেই সুখী নহে,
সকল গ-ই ক	ধার্ম্মিক মাত্রেই সুখী,
∴ কোন গ-ই খ নয়	∴ ধার্ম্মিক লোক বিষয়াসক্ত নহে।

তৃতীয় অবয়ব (Third figure) মধ্যপদ প্রধান ও অপ্রধান উভয় প্রতিজ্ঞারই কর্ত্তৃপদস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সকল ক-ই খ	মধুমক্ষিকা মাত্রেই বুদ্ধিশালী।
সকল ক-ই গ	মধুমক্ষিকা মাত্রেই পতঙ্গবিশেষ।
অতএব কতকগুলি গ ক	অতএব কতকগুলি পতঙ্গ বুদ্ধিশালী।

এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, প্রধান ও অপ্রধান বাক্যদ্বয় ব্যাপকত্বসূচক বা সার্ব্বভৌমিক (Universal) প্রতিজ্ঞা হইলেও সিদ্ধান্তবাক্য সার্ব্বভৌমত্বজ্ঞাপক নহে, বিশেষত্বজ্ঞাপক (Particular), ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপর উক্ত সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে। প্রথম প্রতিজ্ঞাটীতে মধুমক্ষিকা মাত্রেই বুদ্ধিশালী, এস্থলে কর্ত্তৃপদ ও বিধেয়পদের স্থানবিপর্য্যয় করিয়া আমরা বলিতে পারি না যে বুদ্ধিশালী জীবমাত্রেই মধুমক্ষিকা, কারণ মধুমক্ষিকা নহে এরূপ অনেক বুদ্ধিশালী জীব আছে।

দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞাটীতেও "পতঙ্গমাত্রেই মধুমক্ষিকা বিশেষ এরূপ নির্দ্দেশ করাও সঙ্গত নহে। এরূপ স্থলে সিদ্ধান্ত বাক্যের সার্ব্বভৌমত্ব (Universality) নির্দ্দেশ করিলে, সিদ্ধান্তটী অতিব্যাপ্তিদোষদুষ্ট হইয়া পড়ে।

চতুর্থ অবয়ব (Fourth figure)-বিশিষ্ট অনুমানে মধ্য পদের অবস্থিতি ঠিক্ প্রথমাবয়ববিশিষ্ট অনুমানের বিপরীত· এখানে মধ্যপদ প্রধান প্রতিজ্ঞার বিধেয়স্বরূপ এবং অপ্রধান প্রতিজ্ঞার কর্ত্তৃপদস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—

সকল খ-ই ক।	সমস্ত মনুষ্যই বুদ্ধিশালী।
সকল ক-ই গ।	সকল বুদ্ধিশালী জীবই মস্তিষ্কবিশিষ্ট।
∴ কতকগুলি গ খ।	∴ কতকগুলি মস্তিষ্কবিশিষ্ট জীব মনুষ্য নামধারী।

উপরি উক্ত চারি প্রকারের অনুমান হইতেই দৃষ্ট হইবে যে, দুইটী প্রধান ও অপ্রধান বাক্যদ্বয়ের মধ্যে একটী প্রতিজ্ঞা অন্ততঃ ব্যাপক (Universal) প্রতিজ্ঞা হওয়া আবশ্যক। দুইটী বিশেষত্বজ্ঞাপক প্রতিজ্ঞা হইতে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ প্রতিজ্ঞাদ্বয়ের মধ্যে একটীরও ব্যাপ্তি না থাকিলে অনুমান অসম্ভব। একত্ব বা বিশেষত্ব-বোধক প্রতিজ্ঞাদ্বয় হইতে কোন অনুমান হইতে পারে কি না এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। মিলের মতে এরূপ অনুমান সাধ্য; বেন্ (Alexander Bain) এবং অন্যান্য ন্যায়শাস্ত্রবিদ্গণের মতে এরূপ অনুমান অসাধ্য। (Bain's Logic, i. 150.)

দুইটী নিষেধজ্ঞাপক (Negative) প্রতিজ্ঞাদ্বয় হইতেও কোনরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কারণ এরূপ স্থলে ব্যাপ্য-ব্যাপক ভাব থাকিতে পারে না, সুতরাং অনুমান অসম্ভব।

তদ্ভিন্ন মধ্যপদ (Middle term) দুইটী প্রতিজ্ঞার (Premisses) অন্ততঃ একটীতেও একবার সমগ্রভাবে ব্যাপ্ত হওয়া (Distributed) আবশ্যক। মধ্যপদের সাহায্যেই অনুমান সাধিত হয়, সেইজন্য মধ্যপদের সমগ্র ব্যাপ্তি থাকা আবশ্যক।

হেতু, সাধ্য এবং লিঙ্গ (Major, Minor and middle terms) ভেদে পদ তিনটীর অনধিক এবং অনন হওয়া আবশ্যক।

এই সকল নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিলে অনুমান যে সকল দোষান্বিত হয়, তাহা হেত্বাভাস (Fallacies) প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে।

উপরি উক্ত নিয়মগুলি আশ্রয় করিয়া প্রত্যেক অবয়বের (Figure) অন্তর্গত যে সকল যুক্তির সঙ্গতি সাধিত হইয়াছে; তাহাদিগকে সিদ্ধ অনুমান (Valid moods) বলে। তদনুসারে কতকগুলি যুক্তির 'বারবারা সেলারেণ্ট' (Barbara, celerent &c.) নামকরণ হইয়াছে। (Jevons' Logic on Syllogism.)

হ্যামিল্টন (Sir William Hamilton) 'বিধেয়পদের মেয়ত্ব' (Quantification of the predicates) নামক মতের অবতারণা করিয়া বলেন যে এতদ্দ্বারা সিলজিস্‌মের অন্যান্য নিয়মগুলির আবশ্যকতা নিরাকৃত হইবে।

আরিষ্টটল কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ব্যাপ্তিজ্ঞানবোধক সূত্রই (Dictum de omni et nullo) অন্যোন্যসংশ্রয়াত্মিকা যুক্তির ভিত্তিস্বরূপ। ঐ সূত্রের অর্থ এইরূপ; সমস্ত শ্রেণী (Class) সম্বন্ধে যাহা বিহিত হইতে পারে, সেই শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেই তাহা বিহিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সিলজিস্‌মের (Syllogism) প্রধান প্রতিজ্ঞাটী (Major premiss) একটী ব্যাপকপ্রতিজ্ঞা (Universal proposition)। অপ্রধান প্রতিজ্ঞাটী (Minor premiss) প্রধান প্রতিজ্ঞার অন্তর্নিহিতত্ব সূচনা করে, অর্থাৎ প্রধান প্রতিজ্ঞার কর্ত্তৃপদ যে শ্রেণী (Class) সূচনা করে, অপ্রধান প্রতিজ্ঞার কর্ত্তৃপদ ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত ব্যক্তি ইহাই বুঝায়, সুতরাং প্রধান প্রতিজ্ঞার কর্ত্তৃপদ সম্বন্ধে যাহা বিহিত হইয়াছে,—অপ্রধান প্রতিজ্ঞার কর্ত্তৃপদ উক্ত কর্ত্তৃপদের অন্তর্গত হওয়ায় তৎসম্বন্ধেও উক্ত বিধেয়পদ প্রযোজ্য; সিদ্ধান্ত বা নিগমন ইহাই সূচনা করে মাত্র।

মিল্ উপরিউক্ত সূত্রের (Dictum) সমালোচনাস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে, উক্ত সূত্রটী সদোষ এবং কোন নূতন তত্ত্বের অবতারণা করে নাই। শ্রেণী সম্বন্ধে যাহা বিহিত, শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধে তাহা বিহিত, এই উক্তি একই অর্থ সূচনা করে (Truism)। সমগুণবিশিষ্ট পদার্থ লইয়া একএকটী শ্রেণী গঠিত হইয়াছে, সুতরাং শ্রেণী ব্যক্তিসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে, এরূপস্থলে শ্রেণীতে যে গুণ আছে শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থে সেই গুণ আছে বলায় কোন লাভ নাই, কারণ শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিতে গুণ আছে বলিয়াই শ্রেণীতে সেই গুণ আছে বলা যায়, পদার্থ সমষ্টি ছাড়া শ্রেণী বলিয়া কোন একটী স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। (Mill's Logic, Book II. ch. 2. p 114.)

উপরিউক্ত সূত্রটীর সমালোচনা অবলম্বন করিয়া মিল্ অন্যোন্য-সংশ্রয়াত্মিকা যুক্তির (Syllogism) সমালোচনা করিয়াছেন।

মিল্ বলেন, এরূপ অনুমান কোন নূতনতত্ত্বের অবতারণা করে না, কেবল জ্ঞাত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করা হয় মাত্র। সিদ্ধান্তপদ এস্থলে একটী নূতন তথ্য নহে। মনুষ্যমাত্রই মরণশীল বলিয়া, যখন রাম মনুষ্য এই পদের অবতারণা করা হয়, তখন রাম মরণশীল এই সিদ্ধান্তপদটী মনুষ্যমাত্রেই মরণশীল

এই প্রতিজ্ঞাটির মধ্যে অন্তর্নিহিত আছে বুঝায়। সুতরাং সিদ্ধান্তপদ, মিলের মতে প্রধান প্রতিজ্ঞার নিহিত আছে, বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা পুনরাবৃত্তি মাত্র। প্রত্যেক অন্যোন্যসংশ্রয়াত্মিকা যুক্তিই তাঁহার মতে 'বৃত্তাকারে অনুমান' (Petitio Principii or argument in a circle) দোষযুক্ত। (Mill's Logic, Bk. II. chap. 3.) মিলের উক্ত সমালোচনা অনেক পণ্ডিত সমীচীন বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহাদের মতে মিলের সমালোচনা নামবাদের (Nominalism) উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং যাঁহারা নামবাদের যাথার্থ্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা উক্ত সমালোচনায় সারবত্তাও স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, একটী ব্যাপ্তি (Universal element) না থাকিলে অনুমান হইতেই পারে না। তাঁহারা মিলের বিশেষ হইতে বিশেষ অনুমান (Reasoning from particular to particular) স্বীকার করেন না। [Bosarquet's Logic দ্রষ্টব্য।]

মিল আরিষ্টটলের সূত্রের (Dictum) পরিবর্ত্তে নিজ মতোপযোগী একটী সূত্র রচনা করিয়াছেন। এটী ঠিক আমাদের দেশীয় ন্যায়ের লিঙ্গলিঙ্গীর জ্ঞান অনুমানের স্বরূপ। মিলও বলিয়াছেন যে চিহ্ন অপর একটী চিহ্ন সূচনা করে, সেই চিহ্ন দ্বিতীয় চিহ্নোক্ত বস্তুরও সূচনা করে (Nota notae est nota rei ipsiuo, whatever is a mark of any mark, is a mark of that which this last is a mark of)। বেনের (Bain) মতে, উপরি উক্ত সূত্রটী অনেক স্থলে সুবিধাজনক হইলেও অনুমানের বিশেষ সহায়তা করে না; কারণ উপরিউক্ত সূত্র হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞানের কোন আভাস পাওয়া যায় না। (Bain's Logic, i. 157.) এতদ্ব্যতীত বেন্ অপর আপত্তির অবতারণা করিয়াছেন, যে কোন বিশেষ বিষয়ে একটী ব্যাপক নিয়মের প্রয়োগেই নিগমন অনুমানের (Deductive reasoning) আবশ্যকতা (The application of a general principle to a special case) মিলের সূত্রদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

কোন সিলজিসমে (Syllogism) অনুমানের কোন একটী পদ বা সোপান (Step) প্রচ্ছন্ন থাকিলে সেই প্রকার অনুমানকে প্রচ্ছন্নানুমান বলে (Epicheirema or suppressed syllogism.)

দুইটী বা ততোধিক সিলজিসমের আশ্রয় লইয়া যে যুক্তিশ্রেণী (Train of reasoning) গঠিত হয়, তাহাকে যুক্তিশৃঙ্খল (Scrites) বলে। এরূপস্থলে প্রথম সিলজিসমের সিদ্ধান্তপদ দ্বিতীয় সিলজিসমের প্রধান বা অপ্রধান প্রতিজ্ঞাস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, অনুমানের প্রকৃতস্বরূপ সম্বন্ধে মিলের সঙ্গে স্বতঃসিদ্ধবাদী দার্শনিকগণ (Intuitionist and philosophers) এবং জর্ম্মণদেশীয় দার্শনিকগণের মতভেদ আছে। মিলের মত ইম্পিরিকাল স্কুলের মত (Empirical School) এবং মিল্ উক্ত দার্শনিকমতের মুখপাত্র। মিলের মতের যথার্থতত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, তদীয় দর্শনের সহিত পরিচয় থাকা আবশ্যক।

জর্ম্মণদার্শনিকেরা বলেন, আমাদের বোধশক্তি প্রকৃতিবশতঃ ব্যাপক (Reason is universal in its nature), আমাদের জ্ঞানবিস্তৃতি ব্যাপকত্ব হইতে বিশেষত্বের (From the universal to the particular) অভিমুখে অগ্রসর হয়। আমাদের জ্ঞানজীবন (Experience) অপরিস্ফুট হইয়া বিশেষ জ্ঞানে পরিণত হয়। বীজে যেমন সমস্ত ভবিষ্যৎ বৃক্ষটী নিহিত আছে, জ্ঞানরাজ্যের (Reason) বিকাশও তদ্রূপ। ইহাদের মতে জ্ঞানবিস্তৃতি বিশ্লেষণমূলক (Dissociative.) [Caird's Introduction to the critical philosophy of Kant—On the nature of reason (Vernuff) and conceptual element in knowledge]।

স্বতঃসিদ্ধবাদী দার্শনিকদিগের মতে (The Intuitional School) আমাদের জ্ঞানের মূলভিত্তিগুলি স্বতঃসিদ্ধ (Intuitive), সেগুলি প্রমাণসাপেক্ষ নহে। প্রমাণের ভিত্তিই এই মূল বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে। এই শ্রেণীর দার্শনিকগণ বলেন যে, আমাদের জ্ঞান (Knowledge) বিশ্লেষণ করিতে করিতে এমন বিষয়ে (Ultimate principles) উপস্থিত হয়, যাহা আর বিশ্লেষণ করা যায় না এবং এই বিষয়গুলি এতই স্বতঃসিদ্ধ যে আমাদের বিশ্বাস স্বতঃই সেই দিকে ধাবিত হয়। এই সার্ব্বভৌম বিষয়গুলির উপর (Ultimate principles of knowledge) আমাদের সমস্তজ্ঞান ও অনুমান (Reasoning) নির্ভর করে।

মিল্ এবং তদনুবর্ত্তী দার্শনিকগণের (The Empirical school) মত উপরি উক্ত উভয় মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। মিল্ বলেন, আমাদের জ্ঞানবিস্তৃতি বিশেষ হইতে ব্যাপকের অভিমুখী (From the particular to the uninversal) জ্ঞান (Experience) সাহচর্য্যমূলক (associative); ব্যাপ্তি (The universal element in knowledge) বিশেষ বিশেষ বস্তু হইতে গৃহীত (derived from experience)। যখন বিশেষ বিশেষ বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, কতকগুলি বস্তুর মধ্যে গুণের সামঞ্জস্য অর্থাৎ সেই বস্তুগুলির মধ্যে প্রত্যেকটীতে

সেই গুণ বর্ত্তমান আছে ; এই গুণটী সেইজন্ত একটী ব্যাপক গুণ। এইরূপে সমুদয় ব্যাপকপদার্থের জ্ঞান ইন্দ্রিয়জ্ঞানমূলক ; ব্যাপ্তিমূলক যুক্তি (Inductive reasoning) দ্বারা ব্যাপকপদার্থের জ্ঞানে উপনীত হয়।

উপরি উক্ত উভয় মতের কোনটী অধিক যুক্তিযুক্ত নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, উভয় দর্শনের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনা করিতে হয়, কিন্তু বর্ত্তমান বিষয়ের আলোচ্য না হওয়ায় সংক্ষেপে স্থূল মত প্রদত্ত হইল।

ইণ্ডক্টিভ বা ব্যাপ্তিমূলক যুক্তি (Inductive reasoning)।—পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মিলের মতে জ্ঞান (Knowledge) স্বভাবতঃ ব্যাপ্তিমূলক (Inductive) ; ইহা বিশেষ হইতে ব্যাপকের দিকে ধাবিত হইতেছে। প্রকৃত অনুমানও (Inference) তাঁহার মতে ব্যাপ্তিমূলক (Inductive)। সিল্‌জিসমের ব্যাপক প্রতিজ্ঞাটী, মিল্ বলেন, ব্যাপ্তিমূলক যুক্তি দ্বারা নিরাকৃত হইয়াছে। সুতরাং মিলের মতে নিগমনমূলক যুক্তি (Deductive reasoning) তৎপূর্ব্বে সাধিত ব্যাপ্তির (Induction) উপর নির্ভর করে।

দার্শনিকপ্রবর বেকনই (Bacon) তৎপ্রণীত "নূতন তন্ত্র" (Novum Organum) পুস্তকে ইণ্ডক্‌সন বা ব্যাপ্তিমূলক যুক্তিপ্রণালীর আলোচনা করিয়া যান। তৎপূর্ব্বে আরিষ্টট্‌ল ব্যাপ্তি উল্লেখ করিলেও, তিনি ইহার এতাদৃশ প্রাধান্ত স্বীকার করেন নাই। বেকনের পর মিল্ তাঁহার তর্কশাস্ত্রে ব্যাপ্তির প্রাধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সামান্ত প্রতিজ্ঞা নির্দ্দেশ এবং প্রতিপাদন করিবার উপায়কে মিল্ 'ইণ্ডক্‌সন' বা ব্যাপ্তি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কতকগুলি বিশেষ ঘটনা দেখিয়া তৎপরে যদি সেইরূপ একটী ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে আমরা নির্দ্দেশ করি যে, এস্থলেও ফল তদনুরূপ হইবে। পর্য্যায়ক্রমে সেঁকোবিষ খাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া যদি কেহ অব্যভিচারিরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকে অর্থাৎ যদি দেখে যে রাম, হরি, যদু, গোপাল এবং অন্যান্য যে কেহ সেঁকোবিষ খাইয়াছে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, তাহা হইলে অপর কেহ সেঁকোবিষ খাইয়াছে জানিতে পারিলে, সেই ব্যক্তি সহজেই সিদ্ধান্ত করে যে এ ব্যক্তিও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এরূপ বিশেষ ঘটনা হইতে সাধারণ জ্ঞানে উপস্থিত হওয়ায় নাম ইণ্ডকসন্ বা ব্যাপ্তি (Induction)। সেঁকোবিষ ভক্ষণে রাম, যদু ও হরি মরিয়াছে, অতএব গোপালও মরিবে, এবং যে কেহ এই বিষ ভক্ষণ করিবে সেও মরিবে, ঘটনার সংখ্যানুসারের উপর অনুমানের জন্ত নির্ভর করা প্রকৃত ব্যাপ্তিমূলক অনুমানের স্বরূপ নহে। কেবল ঘটনার সংখ্যা দেখিয়া অনুমান করাকে বেকন (Bacon) সংখ্যাসূচক ব্যাপ্তি বা ইণ্ডক্‌সন (Induction per enumerationem simplicem) বলে। এরূপ অনুমান যথার্থ ইণ্ডক্‌সন বা ব্যাপ্তিপদবাচ্য নহে। প্রত্যেক গ্রহ পর্য্যবেক্ষণের পর যদি বলা যায় যে গ্রহ মাত্রেই সূর্য্যালোকে আলোকিত, এরূপস্থলে সিদ্ধান্তটী 'ইণ্ডক্‌সন' দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে দেখাইলেও বাস্তবিক কোন অনুমান-ক্রিয়া সাধিত হয় নাই। কারণ প্রত্যেক অনুমান জ্ঞাত বিষয় হইতে অজ্ঞাত বিষয়ে লইয়া যায় (A process from the known to the unknown)। বর্ত্তমান স্থলে "গ্রহ মাত্রেই সূর্য্যালোকে আলোকিত" এই সিদ্ধান্তটী একটী অভিনব সিদ্ধান্ত নহে বা অভিনব বস্তু সম্বন্ধেও আরোপিত করা হয় নাই ; সকল গ্রহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে ; অতএব উক্ত সিদ্ধান্তটী যথার্থ অনুমান নহে (Not an inference properly so called)।

প্রকৃত ব্যাপ্তির স্বরূপ কি ; মিল্ তৎপ্রণীত লজিক গ্রন্থে সবিস্তৃত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন ; বর্ত্তমান স্থলে তাঁহার মত সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

মিল্ বলেন, স্বাভাবিক নিয়মের অব্যভিচারিত্বই (Uniformity of nature) ব্যাপ্তির ভিত্তি। প্রাকৃতিক কার্য্যাবলী একই প্রক্রিয়ানুসারে সাধিত হইতেছে। নিয়মের অব্যভিচারী লক্ষণ এই যে, জগতে যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে, ঠিক তদ্রূপ ঘটনা-পরম্পরার সমবায় সেই ঘটনা ঘটিবেই এবং যতবার এই ঘটনা-সমবায় সংঘটিত হইবে, ততবার ঘটনাটীর সংঘটনও অবশ্যম্ভাবী। মনুষ্য মরণশীল, এই সিদ্ধান্তে আমরা কেন বিশ্বাস করি ? একটু তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলেই ব্যাপ্তির যাথার্থ্য স্থিরীকৃত হইবে। এ পর্য্যন্ত যত লোক আমাদের একশত দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলেই মরিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যাহারা জন্মগ্রহণ করিতেছে, তাহাদের কতকাংশ মরিতেছে ; যে দেশেই হউক না কেন দুইশত বৎসরের লোক জীবিত নাই, কাহাকেও অমর হইয়া থাকিতে এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই, এ সকল বিষয় হইতে সিদ্ধান্ত করি, মরণ মানবজীবনের অব্যভিচারী ধর্ম্মবিশেষ এবং উহার সংঘটন জীবনে অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং যে সকল লোক বর্ত্তমান সময়ে জীবিত আছে এবং যাহারা ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিবে, সকলেই মরিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নহে। এস্থলে এ পর্য্যন্ত যত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সকলেই মরিয়াছে, অতএব সকলেই মরিবে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। কারণ পুরাকালে যাহারা জন্মিয়াছে তাহারাই মরিয়াছে বলিয়া যাহারা বর্ত্তমান আছে এবং জন্মিবে তাহারা মরিবে

এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। কারণ পূর্ব্বে যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা মরিয়াছে, অতএব যাহারা ভবিষ্যৎ জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা মরিবে এরূপ কোন নিয়ম নাই। ভবিষ্যৎকালে মানব অমর হইতে পারে, কারণ ভবিষ্যৎ যখন দৃষ্টির পরপারে তখন ভবিষ্যতের কথা কি করিয়া বলা যাইবে। কিন্তু অনুমানের যথার্থ তথ্যটী এই। এ পর্য্যন্ত মানবজীবন লক্ষ্য করিয়া দেখা হইয়াছে যে, মৃত্যু উহার অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্ম। প্রকৃতির কার্য্য অব্যভিচারী, যত দিন বর্ত্তমান ঘটনাসমবায় থাকিবে, ততদিন ক্রিয়াফল বন্ধ থাকিবে না। সুতরাং যে ঘটনা-সমবায়ে মৃত্যু সংঘটিত হয়, উহা যতদিন থাকিবে, ততদিন মৃত্যু ঘটিবে। কাল সূর্য্য উঠিবে বিশ্বাস করি কেন? বহুকাল হইতে সূর্য্য উঠিতেছে, অতএব কাল উঠিবে, এইরূপ বিশ্বাস করি, কারণ যে ঘটনা-পরম্পরা সংযোগে সূর্য্যোদয় সংঘটিত হয়, উক্ত ঘটনা-পরম্পরা বিদ্যমান আছে বলিয়াই সূর্য্যোদয় ঘটিবে।

উপরোক্ত প্রস্তাব হইতে দৃষ্ট হইবে যে ব্যাপ্তি অনুমানের প্রয়োজনীয় অঙ্গ নহে। অতীত বা বর্ত্তমান সময়ে ঘটিতেছে, অতএব ভবিষ্যৎকালে ঘটিবে, শুদ্ধ কালের উপর নির্ভর করিয়া এইরূপ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাদৃশ সিদ্ধান্ত নির্দ্দোষ নহে। ঈদৃশ অনুমান ব্যাপ্তিস্বরূপ নির্দ্দেশ করে না।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে স্বাভাবিক নিয়মের অব্যভিচারিত্ব (Uniformity of Nature) ব্যাপ্তিমূলক যুক্তির ভিত্তি। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমহীনতা কিরূপ এবং স্বাভাবিক নিয়মাবলী (Laws of Nature) কাহাকে বলে, এতদ্বিষয় জ্ঞাত হইলে উক্ত অনুমানের স্বরূপোপলব্ধি হইবে।

স্বভাবের অব্যভিচারিত্ব সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ যে, স্বভাবে যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহাই পর্য্যায়ক্রমে ঘটিতেছে। কিন্তু স্বভাব প্রকৃতপক্ষে কুলালচক্রের মত বৈচিত্র্যহীন বস্তু নহে। এক বৎসর ঠিক পরবর্ত্তী বৎসরের অনুরূপ নহে; এ বৎসর যে যে দিন কোন ঘটনা হইয়াছে পর বৎসর সেই দিনে সেইরূপ ঘটনা ঘটিবে, এরূপ কোন স্বভাবনির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। তবে স্বাভাবিক কতকগুলি ঘটনা একবারে নিয়মবিহীনও নহে; রাত্রি, দিন, ঋতু ও সংবৎসর পর্য্যায়ক্রমে আসিতেছে এবং যাইতেছে। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে বৈচিত্র্যের সহিত নিয়মের সংমিশ্রণই প্রকৃতির স্বরূপ। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের মধ্যে অনুমানের উপাদান স্বরূপ ব্যতিক্রমরাহিত্য (Uniformity) নির্ব্বাচন করিতে হইবে। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর স্বরূপ কি প্রকার দুই একটী সদোষ অনুমান দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইবে। অন্যূনাধিক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আফ্রিকাবাসীরা মনে করিত মনুষ্য মাত্রেই কৃষ্ণবর্ণ, কারণ তাহারা কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের মনুষ্য তখনও পর্য্যন্ত দেখে নাই। তাহাদের নিকট এরূপ অভিজ্ঞতার অব্যভিচারিত্ব থাকিলেও সিদ্ধান্তটী নির্দ্দোষ বলা যায় না, কারণ মনুষ্যমাত্রেই কৃষ্ণবর্ণ নহে, অনেকেরই নয়নগোচর হইতেছে। সেইজন্য বুঝিতে হইবে যে সিদ্ধান্তটী যথাযথ প্রতিপন্ন করা হয় নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে য়ুরোপীয়েরা ভাবিতেন, হংসমাত্রেই শ্বেতবর্ণ, অন্যবর্ণবিশিষ্ট হংস কখন তাঁহাদের নয়নগোচর হয় নাই। সিদ্ধান্তটী তাঁহাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত হইলেও, পরবর্ত্তী ঘটনা দ্বারা অর্থাৎ অন্যান্য বর্ণবিশিষ্ট হংসের অস্তিত্ব দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, যে সিদ্ধান্তটী নির্দ্দোষ নহে। কিন্তু যদি বলা যায় যে এমন একজাতীয় লোক আছে, যাহাদের মস্তক স্কন্ধদেশের নিম্নে অবস্থিত, তাহা হইলে কথাটী অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য বলিয়া বোধ হয়। এরূপ অবিশ্বাস নিতান্ত যুক্তিহীন নহে। কারণ সংসারে বর্ণবৈচিত্র্য এত অধিক, যে তাহাতে অনুমানের বিশেষ ব্যাঘাত জন্মে না, কৃষ্ণবর্ণ স্থলে শ্বেতবর্ণ হওয়া তত বিস্ময়কর নহে। কিন্তু মস্তকটী স্কন্ধদেশের নিম্নদেশে ব্যবস্থিত হওয়া একরূপ অসম্ভব; কারণ বর্ণবৈচিত্র্য অপেক্ষা এতাদৃশ আকৃতিগত বৈচিত্র্য বিরল এবং শারীরবিদ্যার (Physiology) নিয়মাবলীও উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করে না।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কোন স্থলে একটী বিষয় হইতেই আমরা নির্দ্দোষ অনুমানে উপনীত হইতে পারি, অপরস্থলে বহু অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ হইলেও অনুমানটী যথাযথ গ্রহণ করা যায় না। উক্ত অনুমানের প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলে বিষয়টীর মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যাইবে।

স্বভাবের ব্যতিক্রমরাহিত্য (Uniformity) বলিলে ব্যতিক্রমরাহিত্য বলিয়া সাধারণ একটী নিয়ম বুঝায় না। স্বভাবের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপারগুলি যে বিভিন্ন নিয়মবশে সাধিত হইতেছে, উক্ত নিয়ম-সমষ্টিই স্বভাবের ব্যতিক্রমরাহিত্য (The uniformity in question is not properly uniformity but uniformities, Vide Mill's, Logic, p. 206)। এইরূপ নিয়মগুলির (Uniformities) যে গুলিকে অন্য নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, যে নিয়মগুলি অত্যন্ত সাধারণ এবং যে নিয়মগুলি স্বীকার করিলে অন্যান্য নিয়মগুলি প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, এরূপ নিয়মগুলিকে প্রাকৃতিক নিয়মাবলী (Laws of Nature) কহে। (Mill's Logic)। জ্যোতির্ব্বিদ্ কেপলার (Kepler) গ্রহগণের গতি পর্য্যবেক্ষণ সময়ে তিনটী নিয়মের অবতারণা করেন, ঐ তিনটী নিয়ম (Kepler's Laws), তৎকালে মূল (Ultimate) নিয়ম বলিয়া গণ্য হওয়ায় প্রাকৃতিক মূল নিয়ম (Laws of Nature)

বলিয়া গৃহীত হয়; তৎপরে গবেষণার পর স্থিরীকৃত হয় যে ঐ তিনটী নিয়ম প্রাকৃতিক আদিম নিয়ম নহে, গতির নিয়মের (Laws of Motion) অন্তর্গত নিয়মত্রয় মাত্র।

প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; কার্য্যকারণ সম্বন্ধ (The Law of Causation) ও সমাবস্থান-সম্বন্ধ (The Law of Co-existence)। মিল্ তদীয় ইণ্ডক্টিভ্ লজিকের ভিত্তিভাগ কার্য্যকরণমূলক নিয়মের (The Laws of Causation) উপর সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিকগণ (Empirical or Experimental School) কার্য্যকারণ জ্ঞানকে সাধারণতঃ পৌর্ব্বাপর্য্য মতবাদ (Succession Theory) বলেন। অজ্ঞেয়বাদী হিউম্ (David Hume) কর্ত্তৃক এই মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। হিউম্ বলেন, আমাদের কার্য্যকারণজ্ঞান পৌর্ব্বাপর্য্যজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা (Antecedent, event or cause) পরবর্ত্তী ঘটনার (Consequent or effect) সূচনা করিয়া দেয় মাত্র, তদ্ব্যতীত কারণ কিরূপে ক্রিয়া উৎপাদন করে, তাহা জানিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই। এই সকল পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাগুলির মধ্যে কোনটী প্রকৃত কারণ (Real cause) তন্নির্দ্দেশ স্থলে মিল্ বলিয়াছেন যে অব্যভিচারী অনন্যসাপেক্ষ (Not conditioned by others) পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাই কারণ-পদবাচ্য (Cause may be defined to be the antecedent, or the concurrence of antecedents, on which the effect is invariably and unconditionally consequent)। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সকলের মধ্যে একটী ঘটনাই কারণ হইবে এরূপ নহে, দুই তিনটী ঘটনার সহযোগে ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, সকলের সমষ্টিকে (Collective) কারণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, কোনটীকে বাদ দিলে চলিবে না। বন্দুকের শব্দের কারণ বন্দুকনিহিত বারুদ, অগ্নিসংযোগ, বন্দুক এবং এই সকলের সংযোগকর্ত্তা কোন একটি নহে, কিন্তু এই সকলের একত্র সংযোগ। এইরূপ কার্য্যকারণসম্বন্ধ স্থলে প্রকৃত ব্যাপ্তিমূলক অনুমানক্রিয়া সাধিত হয়। একটী কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারিলে, সেই স্থলে অনুমান নির্দ্দোষ হইবে, কারণ কার্য্যকারণসম্বন্ধ অব্যভিচারী।

কোন ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে কিরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী অবান্তর ঘটনা সকল বাদ দিয়া প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে চারিটী নিয়ম প্রদত্ত হইয়াছে, এই গুলিকে ব্যাপ্তিসূত্র (Canons of Inductive or four Experimental methods) বলে।

এই সকলের বিশেষ বিবরণ দিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়। তর্কশাস্ত্রের আভাস দিতে যাইয়া এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়াও অসম্ভব। সুতরাং অনুমান অংশের যৎকিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া গেল। অতঃপর তর্কশাস্ত্রে অপর কি কি বিষয় সন্নিবিষ্ট আছে—উল্লেখ মাত্র করা যাইবে।

ব্যাপ্তির সূত্র চারিটী—(১) সামান্যসম্বন্ধনির্দ্দেশপ্রণালী (Method of agreement), (২) পার্থক্যসম্বন্ধনির্দ্দেশপ্রণালী (Method of difference), (৩) কার্য্যকারণের সাহচর্য্য সম্বন্ধ নির্দ্দেশপ্রণালী (Method of concomitant variation), (৪) এবং অবশিষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধনির্ণয়প্রণালী (Method of Residues)। (Mill's Logic দ্রষ্টব্য).

তর্কগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত-প্রণালী (The theory of Hypothesis), সম্ভাব্য-যুক্তি (Calculation of chance), সাদৃশ্যজ্ঞান (Analogy) কিরূপে অনুমানের সহায়তা করে তদ্বিষয়, কার্য্যকারণজ্ঞানের প্রমাণ—(Of the Evidence of the Law of Universal causation); সমাবস্থানমূলক নিয়মাবলী, এবং এই সকল নিয়মের কার্য্যকারণজ্ঞানের উপর অনির্ভরত্ব (Of Uniformities of Co-existence not dependent on causation); প্রকৃতির অবান্তর নিয়মাবলী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তৎপরে ব্যাপ্তিমূলক অনুমান কি কি বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তৎসমুদয়ের উল্লেখ আছে। ঘটনাবলীর যথাযথ দর্শন এবং বর্ণন (Observation and Description), দার্শনিক ভাষার আবশ্যকতা, এবং তৎপ্রতি কি কি প্রয়োজন (Requisites of a Philosophical Language), শ্রেণীবিভাগের আবশ্যকতা এবং তৎপ্রণালী (Classification as subsidiary to Induction) প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

তৎপরে হেত্বাভাস, (Fallacies) আলোচিত হইয়াছে। হেত্বাভাসের স্বরূপ কি, কত প্রকারের হেত্বাভাস আছে (Classification of fallacies); সামান্যজ্ঞানমূলক হেত্বাভাস (Fallacies of simple inspection); অভিজ্ঞতামূলক হেত্বাভাস (Fallacies of Observation) সামান্যতোদৃষ্ট হেত্বাভাস (Fallacies of generalisation), নিগমনমূলক হেত্বাভাস (Fallacies of Ratiocination) অস্পষ্ট জ্ঞানমূলক হেত্বাভাস (Fallacies of Confusion) ইত্যাদি। (Mill's Logic, on fallacies দ্রষ্টব্য)।

তৎপরে ন্যায়ানুমত নিয়মাবলীর প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে। মনস্তত্ত্ব নীতিবিজ্ঞান (Moral Science) সমাজ-বিজ্ঞান (Social Science) প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনা কিরূপ ন্যায়ানুগত পদ্ধতির অনুসরণ করিতেছে, তাহার আলোচনা ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট

আছে। সেই জন্য উক্ত দার্শনিকগণ চারিটী পন্থা বা পদ্ধতির উল্লেখ করিয়াছেন—প্রত্যভিজ্ঞামূলক পন্থা (Chemical or experimental method), গণিতবিজ্ঞানমূলক পন্থা (Geometrical or Abstract method), বিষয়মূলক নিগমনপ্রণালী (Concrete Deductive method or physical method), বিপরীতনিগমনপ্রণালী (Inverse deductive method) ইত্যাদি।*

৭ যুক্তিমূলক দৃষ্টান্তবিশেষ। যে সকল দৃষ্টান্তে নানা প্রকার যুক্তি প্রদর্শিত হয়, তাহাকে ন্যায় কহে। এই ন্যায় বহুবিধ। ইহাকে লৌকিক ন্যায় কহে। এই লৌকিক ন্যায়ের মধ্যে কতকগুলির নাম লক্ষণ ও প্রমাণ লিখিত হইতেছে।

১। অজাকৃপাণীয়ন্যায়ঃ।

অজা ছাগ ও কৃপাণ অস্ত্রবিশেষ, তত্তুল্য ন্যায়। অজাগমনকালীন হঠাৎ কৃপাণ পতনে এই ন্যায় হইয়া থাকে, অর্থাৎ কৃপাণ উত্থিত ছিল, এমন সময় একটী ছাগ আসিতেছিল, দৈবক্রমে এই কৃপাণ ছাগের গলদেশে পতিত হইল, তাহাতে ছাগ কাটা পড়িল, দৈবক্রমে ছাগে কৃপাণ পতন হইল বলিয়া ইহাকে অজাকৃপাণীয় ন্যায় কহে। যেস্থলে দৈবক্রমে কোন বিপত্তি উপস্থিত হইয়া অনিষ্ট সূচিত হয়, তাহাতে এই ন্যায়ের দৃষ্টান্ত হইতে পারে।

২। অজাতপুত্রনামোৎকীর্ত্তনন্যায়ঃ।

অজাতপুত্র, যাহার পুত্র হয় নাই, তাহার পুত্রের নামকরণ, তত্তুল্য ন্যায়। যাহার পুত্র হয় নাই তৎপুত্রের নামকরণ হইতে পারে না, অতএব অজাতপুত্র নামকরণ যেমন কুহকিনী আশাকল্পিত। সেইরূপে লোকে যেস্থলে আশার বশীভূত হইয়া নানাপ্রকার কল্পনা করিতে থাকে, সেই স্থলে এই ন্যায়ের দৃষ্টান্ত হইতে পারে। ইহার তাৎপর্য্য এই, ভাবিকার্য্য নির্দ্দেশ স্থলেই এই ন্যায়ের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

৩। 'অধিকন্তু প্রবিষ্টং ন চ তদ্ধানিঃ' ইতি ন্যায়ঃ।

যে স্থলে অধিক প্রবিষ্ট হইলে তাহার হানি হয় না, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে, যেমন লৌকিক প্রবাদ আছে 'অধিকন্তু ন দোষায়' অধিক হইলে দোষাবহ নহে, এইরূপ স্থলেই এই ন্যায়ের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। যেমন একটী পূজার দশহাজার জপ করিতে হইবে, কিন্তু সেই স্থলে ১২ হাজার জপ হইয়াছে, সেই স্থলে এই ন্যায় অনুসারে তাহা দোষাবহ হইবে না।

৪। অধ্যারোপন্যায়ঃ।

অবস্তুতে বস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ কহে, তদ্বিষয়ক ন্যায়। বেদান্ত মতে সচ্চিদানন্দ, অদ্বয় ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু। ব্রহ্মাতিরিক্ত সকল পদার্থই অবস্তু, ব্রহ্মে মিথ্যাভূত এই জগতের আরোপকরায় অধ্যারোপ হইয়াছে। যেমন রজ্জুতে সর্পের ও শুক্তিকায় রজতের আরোপ, যেরূপ রজ্জু ও শুক্তিকের যাথার্থ্য-জ্ঞান হইলে মিথ্যাভূত সর্পের জ্ঞান তিরোহিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারিলে মিথ্যাভূত জগতের জ্ঞান বিদূরিত হয়। যে অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে জগৎরূপের ভ্রান্তি হইতেছিল, সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে জগৎরূপ মিথ্যা জ্ঞানেরও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। যেস্থলে কোন বস্তুতে অবস্তুর আরোপ হইবে, সেইস্থলেই এই ন্যায়ের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। বেদান্তদর্শনে এই ন্যায়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

৫। অনারম্ভেঽপি পরগৃহে সুখী সর্পবৎ।

গৃহাদি নির্ম্মাণ না করিয়া সর্পের ন্যায় পরগৃহে সুখী হওয়া যায়। ইন্দুরেরা বহুকষ্টে গৃহাদি নির্ম্মাণ করে, কিন্তু সর্প তাহাতে প্রবেশ করিয়া সুখে বাস করে, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি যাসাধ্য গৃহাদির আড়ম্বর করিবেন না।

৬। অন্ধকূপপতনন্যায়ঃ।

অন্ধের কূপ-পতন, তদ্বিষয়ক ন্যায়। কোন অন্ধ সাধু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া পথে যাইতেছিল, কিন্তু কিয়দ্দূর যাইয়াই ঐ অন্ধ একটী কূপে পতিত হইল। অন্ধ সাধুর উপদেশ লইয়া চলিতেছিল সত্য, কিন্তু অজ্ঞতাবশতঃ সেই উপদেশ অনুসারে চলিতে না পারিয়া অপথে যাইয়া কূপে পতিত হইয়াছিল। বেদাদিশাস্ত্রে ধর্ম্মপথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আমরা বিষয়ান্ধ হইয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া কূপপতনের ন্যায় নরকে পতিত হইতেছি। ইহার তাৎপর্য্য, সাধু যদিও প্রকৃতপথ নির্দ্দেশ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার অন্ধকে পথ দেখান ভাল হয় নাই এবং অন্ধেরও সেই কথা শুনিয়া যাওয়া বিধেয় নহে। সাধু অনধিকারীকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার ফল হিত না হইয়া অহিত হইল। যদি তিনি অন্ধকে উপদেশ না দিয়া চক্ষুষ্মান্‌কে উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার উপদেশ সফল হইত। এইরূপ অজ্ঞব্যক্তিরাই সদুপদেশ সত্বেও অপথে যাইয়া পতিত হইয়া থাকে। অজ্ঞকে সদুপদেশ দেওয়াও সাধুর কর্ত্তব্য নহে এবং দিলেও তাহাতে ফল হয় না।

৭। অন্ধগজন্যায়ঃ।

অন্ধকর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত গজ অর্থাৎ হস্তী, তত্তুল্য ন্যায়। কতকগুলি জন্মান্ধপুরুষ একজন চক্ষুষ্মানের নিকট যাইয়া বলিয়াছিল, হস্তী কিরূপ, তাহার স্বরূপ আমাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইলে আমরা কৃতার্থ হইব। সেই ব্যক্তি গজশালায় তাহাদিগকে লইয়া যাইয়া হস্তীর এক একটী অবয়ব স্পর্শ করাইয়া বলিল এই হস্তী, তাহারা প্রত্যেকে হস্তীর এক একটী অবয়ব স্পর্শ করিল, তাহাদের মধ্যে যে যে অবয়ব স্পর্শ করিয়াছিল, তাহারা তাহাকেই হস্তী বলিয়া স্থির করিল। অন্ধ সকল এইরূপে হস্তীর স্বরূপ নির্ণয় করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল। একদা তাহাদের মধ্যে হস্তীর স্বরূপ লইয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় যে পাদ স্পর্শ করিয়াছিল সে বলিল হস্তী স্তম্ভাকার, যে শুণ্ড স্পর্শ করিয়াছিল সে বলিল হস্তী সর্পাকার, যে উদর স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিল হস্তী ঢাকের মত, পুচ্ছস্পর্শকারী কহিল হস্তী গোলাঙ্গুলের মত, যে কর্ণ স্পর্শ করিয়াছিল, সে কহিল হস্তী কুলার মত, ইত্যাদিরূপে তাহারা পরস্পরে বিবাদ করিতে লাগিল। এইরূপ যাহারা ঈশ্বরের স্বরূপ অবগত নহে, অথচ তাহারা অন্ধ হস্তিজ্ঞানের ন্যায় সামান্যজ্ঞানে ঈশ্বরনির্ণয় করিতে যাইয়া পরস্পরে বিবাদ করিয়া থাকেন, কিন্তু কেহই স্বরূপনির্ণয় করিতে সমর্থ হন না। ইহাই এই ন্যায়ের দৃষ্টান্ত।

* যাহারা পাশ্চাত্য তর্কশাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এই পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য—Grote's Aristotle, Hamilton's Logic, Mansel's Logic, Bain's Logic, Venu's Empirical Logic, Venu's Logic of chance, Bosarquet's Logic, Bradley's Logic, Fowler's Logic, Jevons, & Whately's Logic &c.

৮। অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়ঃ।

অন্ধকর্তৃক গৃহীত গোলাঙ্গুল, তদ্বিষয়ক ন্যায়। একজন অন্ধ আপনার কোন আত্মীয়ের বাটী যাইতেছিল, অন্ধতাবশতঃ মহারণ্যে পতিত হইয়া দীনভাবে বসিয়াছিল, কোন দুষ্টমতি তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাই, তুমি কোথায় যাইবে। অন্ধ তাহাকে নিজ মনোরথ জ্ঞাপন করিলে দুষ্টমতি ঐ অন্ধের মনোরথ জানিতে পারিয়া মজা দেখিবার জন্য তাহাকে বলিল, ইহার জন্য তোমার আর ভাবনা কি? তোমাকে আমি একটী গাভী আনিয়া দিতেছি, তুমি এই গাভীর লাঙ্গুল ধরিয়া গমন কর, তাহা হইলে এই গাভীই তোমাকে নগরে পৌছিয়া দিবে। অন্ধ দুষ্টমতির উপদেশানুসারে গোরুর লাঙ্গুল ধরিল, ইহাতে গাভী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। অন্ধ স্বীয় অভীষ্টদেশ প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং নানা প্রকার বিপত্তি লাভ করিল। এই ন্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, মূর্খের উপদেশ কখনও গ্রহণ করিবে না, মূর্খের উপদেশ গ্রহণে এইরূপ বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। অন্ধ গোলাঙ্গুল ধরিয়া বিপন্ন হইয়াছিল বলিয়া, ইহার অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায় নাম হইয়াছে।

৯। অন্ধচটকন্যায়ঃ।

অন্ধকর্তৃক গৃহীত চটক, তত্তুল্য ন্যায়। একদা একটী চটক (চড়ুই পাখী) দৈবাৎ অন্ধের হস্তে পতিত হইয়াছিল, অন্ধ তাহাকে ধরিয়াছিল, ইহাতে অন্ধ চড়াই ধরিয়াছে, এইরূপ একটি প্রবাদ হইল। যদি হঠাৎ কোন অভীষ্ট বস্তুর লাভ হয়, তাহা হইলে সেইস্থলে এই ন্যায়ের উদাহরণ হইতে পারে। 'অজাকৃপাণীয় ন্যায়ের সহিত এই ন্যায়ের ভেদ এই যে, যে স্থলে হঠাৎ অনিষ্ট হইবে, সেই স্থলে 'অজাকৃপাণীয় ন্যায়, এবং হঠাৎ অভীষ্টলাভে অন্ধচটক ন্যায় হইবে।

১০। অন্ধপরম্পরান্যায়ঃ।

অন্ধপরম্পরা—অন্ধসমূহ—তত্তুল্য ন্যায়। একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে উপদেশ দিল, ঐ অন্ধ আর একজনকে এইরূপে উপদেশ দিয়াছিল, অন্ধপরম্পরায় প্রদত্ত উপদেশ যেরূপ প্রমাণরূপে গৃহীত হয় না, তদ্রূপ অজ্ঞের উপদেশসমূহও প্রমাণ বলিয়া কথিত হয় না।

অন্যবিধ—শ্রেণীবদ্ধ অন্ধদের মধ্যে যদি এক অন্ধ গর্ত্তে পড়ে, তবে সকলেই জড়াজড়ি করিয়া তাহাতে পড়ে, কেহ বিশেষ বিবেচনা করে না।

১১। অন্ধস্যৈবান্ধলগ্নস্য বিনিপাতঃ পদে পদে ইতি ন্যায়ঃ।

অন্ধলগ্ন অন্ধের পদে পদে বিপত্তি ঘটিয়া থাকে, একজন অন্ধ আর এক অন্ধের যদি অবলম্বন হয়, তাহা হইলে প্রতিপদে বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। যে স্থলে উভয়েরই বিপদ হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১২। অন্ধপঙ্গুন্যায়ঃ।

অন্ধ ও পঙ্গু তত্তুল্য ন্যায়। এক ব্যক্তি অন্ধ দর্শনসামর্থ্যহীন, আর এক ব্যক্তি খোঁড়া চলনশক্তিরহিত। এই দুইজনের মধ্যে একজনে কোন কার্য্য করিতে পারে না, কিন্তু যদি পরস্পরে মিলিত হয়, তাহা হইলে অনায়াসে সকল কার্য্যই করিতে পারে। দুইজনের পার্থক্যে কোন কার্য্যই সমাপন হয় না। কিন্তু পঙ্গু যদি অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করে, তাহা হইলে এই উভয়ের সংযোগে কার্য্য সকল সাধিত হইতে পারে। সাংখ্যদর্শনে এই ন্যায়ের উদাহরণ এইরূপ লিখিত আছে—

প্রকৃতি ও পুরুষসংযোগে সৃষ্টি হইয়া থাকে, প্রকৃতি জড়া তাহার নিজে কোন কার্য্য করিবার শক্তি নাই, তিনি পুরুষসংযোগে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, পুরুষ যখন প্রকৃতি হইতে পৃথক্ হয়, তখন আর সৃষ্টি হয় না। ইহার আরও একটী উপাখ্যান আছে। এক মহাপুরুষের ক্ষেত্রজ্ঞ নামে এক পঙ্গুদাস ও প্রকৃতি নামে অন্ধদাসী ছিল। মহাপুরুষ একদিন পঙ্গুদাসকে কহিলেন, আমি আমার সংসারের ভার তোমাকে দিলাম, অন্য সময়ে অন্ধদাসীকেও তদ্রূপ আজ্ঞা দিলেন। পরে খঞ্জভৃত্য প্রভুর এইরূপ আদেশ পাইয়া আমি খোঁড়া কিপ্রকারে সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিব, এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল; অন্ধদাসীও এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। এই সময় কাকতালীয় ন্যায়ে উভয়ের মিলন হওয়ায় এবং পরস্পর পরস্পরের বিষয় অবগত হইয়া দুইজনে যুক্তি করিল। তখন পঙ্গুদাস অন্ধদাসীর স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পরস্পরের সাহায্যে প্রভুর আজ্ঞানুসারে মহাপুরুষের সংসারের সকল কর্ম্ম করিতে লাগিল।

১৩। অপবাদন্যায়ঃ।

অপবাদ তত্তুল্য ন্যায়। যেরূপ রজ্জুবিবর্ত্ত সর্পের অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে পশ্চাৎ ভ্রমনাশে সর্পজ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়া কেবল রজ্জুমাত্র থাকে, তদ্রূপ বস্তুবিবর্ত্ত অবস্তুর অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বস্তুতে অজ্ঞানাদি জড়প্রপঞ্চ যে ভ্রম তাহার নাশ হইলে পশ্চাদ্‌ব্রহ্মমাত্রের অবস্থিতি হয়, ইহাকেই অপবাদ ন্যায় কহে। "অপবাদো নাম রজ্জুবিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জুমাত্রত্ববৎ, বস্তুবিবর্ত্তস্য অবস্তুনঃ অজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুমাত্রত্বম্।" (বেদান্তসার)

বেদান্তমতে এই ন্যায়ের উক্তরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই ন্যায়ের তাৎপর্য্য এইরূপ, অধিকরণে ভ্রান্তিরূপে প্রতীয়মান বস্তুর যথা—স্থাণুতে ভ্রান্তিরূপে প্রতীয়মান পুরুষের স্থাণ্বাদি অতিরিক্ত দ্বারা যে অভাব নিশ্চয় তাহার নাম অপবাদ। ইহা আরও একটু বিস্তৃতরূপে বলা যাইতেছে, এক প্রকার বস্তু অন্যপ্রকার হইলে তাহা বিবর্ত্ত। দুগ্ধ দধি হয়, ইহা দুগ্ধের বিকার জানিতে হইবে, রজ্জু সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ত্ত। জগৎ ব্রহ্মের বিকার নহে। এই দৃশ্য জগৎ ইন্দ্রজাল সদৃশ, তাত্ত্বিক সত্ত্বাশূন্য অর্থাৎ মিথ্যা। ব্রহ্মে জগৎরূপে অভাব নিশ্চয়ই অপবাদ। বাস্তবিক জগৎ সত্য নহে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ব্রহ্মে প্রতীত যে এই জগৎ তাহার অভাব-নিশ্চয় অর্থাৎ বাধ, ইহা তিন প্রকারে বিদূরিত হয়। যথা—শ্রৌত, যৌক্তিক ও প্রত্যক্ষ। 'নেতি নেতি' নানাস্তি কিঞ্চন' ইহা নহে, ইহা নহে তদতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে ইহাকে শ্রৌতবাধ কহে। কনকাদির অভাবে যেরূপ কটকাদির অভাব বোধ হয়, সেইরূপ নিখিলকারণ ব্রহ্মাতিরেকে নিখিল-প্রপঞ্চের অভাব হইয়া থাকে, ইহা যৌক্তিক বাধ এবং রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইলে ইহা রজ্জু নহে সর্প, এইরূপ উপদেশ সহকারে ভ্রম তিরোহিত হইয়া রজ্জুজ্ঞান বিদূরিত হয়, তদ্রূপ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যজনিত আমি চৈতন্যস্বরূপ এইরূপ বোধ হইলে প্রত্যক্ষরূপে ব্রহ্মাত্মনিশ্চয় হয়, ইহাকে প্রত্যক্ষবাধ কহে।

১৪। অপরাহ্ণছায়ান্যায়ঃ।

অপরাহ্ণকালীন ছায়া, তত্তুল্য ন্যায়। যত দিনাবসান হয়, ততই ছায়া বড় হইতে থাকে। এইরূপ সাধুদিগের ভালবাসা যত শেষ হয়, ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে।

১৫। অপসারিতাগ্নিভূতলন্যায়ঃ।

ভূতল হইতে অগ্নি অপসারিত হইলেও যেরূপ কিয়ৎক্ষণ ভূতলে অগ্নির উত্তাপ থাকে, তদ্রূপ ধনী ধন হইতে বিচ্যুত হইলে কিয়ৎক্ষণ তাহার ধনোষ্মা থাকে।

১৬। অপস্থানং তু গচ্ছন্তং সোদরোঽপি বিমুঞ্চতি, ইতি ন্যায়ঃ।

সহোদরও যদি অন্যায় স্থানে গমন করে, তাহা হইলে সহোদরও তাহাকে পরিত্যাগ করে, এই ন্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, অন্যায়াচারী আত্মীয়কেও পরিত্যাগ বিধেয়।

১৭। অরণ্যরোদনন্যায়ঃ।

অরণ্যে রোদন, তত্তুল্য ন্যায়। অরণ্যে বসিয়া রোদন করিলে যেমন কোন ফল হয় না, তদ্রূপ নিষ্ফলকার্য্যে এই ন্যায়ের উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যে কার্য্যে কোন ফল নাই, সেই কার্য্য পরিত্যাগই বিধেয়।

১৮। অর্কমধুন্যায়ঃ।

অর্কে মধুলাভ, তত্তুল্য ন্যায়। অর্কে অর্থাৎ অর্কবৃক্ষে যদি মধুলাভ হয়, তাহা হইলে পর্ব্বতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। অর্কে ইহার পাঠান্তর অক্কে এইরূপও আছে, 'অক্কে' অর্থাৎ ঘরের কোণে মধু পাওয়া গেলে দূরদেশে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। সহজে কার্য্য সিদ্ধি হইলে বহু আয়াসের আবশ্যকতা কি?

"অর্কে (ক) চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।
দৃষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥" (তত্ত্বকৌমুদী)

অল্পায়াসসাধ্য কার্য্যে পণ্ডিতেরা কখনও যত্ন করেন না। চলিত প্রবাদ আছে যে, 'মশা মারিতে কামান সজ্জা' এই স্থলে এই ন্যায়ের বিষয় হইতে পারে।

১৯। অর্দ্ধজরতীয়ন্যায়ঃ।

অর্দ্ধজরতীয়—তত্তুল্য ন্যায়। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুরবস্থায় পড়িয়া আপনার একটী গোরুকে প্রতিহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া যাইত। ক্রেতৃগণ গোরুর বয়স জিজ্ঞাসা করিলে ব্রাহ্মণ বলিতেন, এই গাভী অতি প্রাচীনা ক্রেতারা এই কথা শুনিয়া ফিরিয়া যাইত। ব্রাহ্মণ প্রতিহাটেই গোরু লইয়া যান, কিন্তু ক্রেতারা তাহার এই কথা শুনিয়া চলিয়া যায়, সুতরাং বিক্রয় হয় না। একদা এক ব্রাহ্মণ গোস্বামীকে আসিয়া বলিল, মহাশয় আপনি প্রতিহাটে গাভীটি লইয়া আসেন ও লইয়া যান, বিক্রয় করেন না কেন, তখন ব্রাহ্মণ তাহাকে কহিল, মনুষ্যের যেরূপ বয়স অধিক হইলে প্রাচীন জানিয়া তাহাকে অধিক দিয়া গ্রহণ করে, ইহা বিবেচনা করিয়া আমি এই গাভীকে অতি প্রাচীনা বলিয়া নির্দ্দেশ করায় কেহই ক্রয় করে না, সুতরাং আমি ফিরাইয়া লইয়া যাই। ব্রাহ্মণ তাহার এই মনোভাব জানিতে পারিয়া কহিল, আপনি আর এই গাভীকে প্রাচীনা বলিয়া কহিবেন না, বরং বলিবেন এক বিয়ানের গাই, অনেক দুধ দেয় এই কথা বলিলেই বিক্রয় হইবে।

ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে স্থির করিতে লাগিলেন, ইহাকে পূর্ব্বে আমি বৃদ্ধা বলিয়াছি, এখন কি করিয়া তরুণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে এই দোষ উদ্ভাবন করিয়া নিজেই স্থির করিলেন যে, এই গো আত্মাংশে আত্মা পুরাণ পুরুষ, জরতী, শরীরাংশে তরুণী হইতে পারে, অতএব এই গাভীকে অর্দ্ধজরতী নির্দ্দেশ করিতে পারি। ব্রাহ্মণ এইরূপ তত্ত্ববিচার স্থির করিলে পর, এক ক্রেতা উপস্থিত হইয়া গাভীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিল, ব্রাহ্মণ তাহাকে কহিলেন, আমার এই গাভী অর্দ্ধ জরতী ও অর্দ্ধতরুণী। ক্রেতা ব্রাহ্মণকে বিবরাদভিজ্ঞ স্থির করিয়া গাভী ক্রয় করিয়া লইয়া গেল। যে স্থলে বাদী ও প্রতিবাদিগণের মত কিছু গ্রহণ করা এবং কিছু গ্রহণ না করা হয়, সেই স্থলে এই ন্যায়ের উদাহরণ হইবে।

২০। অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতো ন্যায়ঃ।

পণ্ডিত ব্যক্তি অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করে, তত্তুল্য ন্যায়। যদি সকল বস্তু নাশের সম্ভাবনা হয় এবং সেই স্থলে অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করিলে যদি বিপদ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়, তাহা হইলে পণ্ডিতগণ তাহাই করিয়া থাকেন, সকল রক্ষার জন্য যত্নবান্ হন না।

"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" (চাণক্য)

২১। অশোকবনিকান্যায়ঃ।

অশোক বনিকা, অশোকবনগমন, তত্তুল্য ন্যায়। অশোকবনে গমন করিলে যেরূপ যথাভিলষিত ছায়া ও সৌরভ লাভে অন্যত্র গমনের আকাঙ্ক্ষা থাকে না, তদ্রূপ যথেষ্ট প্রাপ্ত হইলে অন্যস্থলে আর গমনের অভিলাষ হয় না, এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

২২। অশ্মলোষ্ট্রন্যায়ঃ।

অশ্ম প্রস্তর, লোষ্ট্র ঢেলা তত্তুল্য ন্যায়। তুলা অপেক্ষা লোষ্ট্র কঠিন এবং লোষ্ট্র অপেক্ষা প্রস্তর আরও কঠিন, যে স্থলে যদপেক্ষা যাহার বৈষম্য থাকিবে, সেই স্থলেই এই ন্যায়। অশ্ম ও লোষ্ট্র, অশ্ম হইতে লোষ্ট্রের বিষমতাই এই ন্যায়ের উদ্দেশ্য। যে স্থলে যদপেক্ষা যে লঘু, তদ্বিষয় বর্ণিত হইবে, তথায় 'পাষাণেষ্টকন্যায়' হইবে। পাষাণ হইতে ইষ্টক লঘু অতএব যে স্থলে যে লঘু তদুদ্দেশ্য হইলে অশ্মলোষ্ট্র ন্যায় না হইয়া পাষাণেষ্টক ন্যায় হইবে, অশ্মলোষ্ট্রন্যায়ে বৈষম্য বলাই প্রধান।

২৩। অসাধারণ্যেন ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়ঃ।

অসাধারণ্য দ্বারা ব্যপদেশ হয়, তত্তুল্য ন্যায়। যথা—গৌতম প্রণীত ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থ নির্ণীত হইয়াছে, যদিও এই দর্শনের ষোড়শ পদার্থ নিরূপণই প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা হইলেও ইহাতে প্রমাণ বিশেষরূপে দর্শিত হইয়াছে বলিয়া ষোড়শপদার্থের মধ্যে অন্য কাহারও নাম না হইয়া ন্যায়দর্শন, এই নামই হইয়াছে, অন্য সকল পদার্থ অপ্রাধান্যরূপে কথিত হইয়াছে। এইরূপে যেখানে প্রাধান্যরূপে নির্দ্দেশ হইবে এই স্থলে এই ন্যায় হইবে।

২৪। অসাধনানুচিন্তনং বন্ধায় ভরতবৎ।

যাহা মুক্তির অসাধক বা অনুপযোগী, তাহার চিন্তা করিলে ভরতের ন্যায় হইতে হয়। ভরত রাজা মুক্তপ্রায় হইয়াও হরিণীর চিন্তায় আকৃষ্ট হইয়া মুক্ত হইতে পারেন নাই।

২৫। অস্নেহদীপন্যায়ঃ।

অস্নেহদীপ—তত্তুল্য ন্যায়। যেরূপ স্নেহশূন্যদীপ অল্পকাল মধ্যেই নির্ব্বাপিত হয়, তদ্রূপ যে স্থলে আশু অনিষ্ট হইবে, সেই স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

২৬। অহিকুণ্ডলন্যায়ঃ।

অহিকুণ্ডল—সর্পবলয়, তত্তুল্য ন্যায়। সর্পদিগের কুণ্ডলাকৃতি বেষ্টন

যেরূপ স্বাভাবিক, সেইরূপ যে স্থলে কোন স্বভাবসিদ্ধ বিষয়ের কথন হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

২৭। অহিনকুলন্যায়ঃ।

অহি ও নকুল, তত্তুল্য ন্যায়। সাপ ও বেজী যেরূপ স্বাভাবিক শত্রু এইরূপ যে স্থলে স্বাভাবিক বিবাদের বিষয় বলা হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে, যথা—কাকোলূক।

২৮। অহিনির্ব্বয়নীবৎ।

সর্প নির্ম্মোকের ন্যায় স্নেহ করিবে না। সর্প নির্ম্মোক (খোলস) পরিত্যাগ করিয়াও মমতাপ্রযুক্ত স্থান ত্যাগ করে নাই। কোন আহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে) সেই নির্ম্মোকের অনুসরণ করিয়া তাহাকে ধরিয়া ছিল। আখ্যায়িকার উদ্দেশ্য কিছুতেই স্নেহ মমতা করিবে না এবং বহুকালোপভুক্ত প্রকৃতিকে হেয়জ্ঞানে ত্যাগ করিবে।

২৯। আকাশাপরিচ্ছিন্নত্বন্যায়ঃ।

আকাশ যেরূপ অপরিচ্ছিন্ন, তদ্রূপ যে স্থলে অপরিচ্ছিন্ন বিষয় বর্ণিত হয় সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৩০। আদাবন্তে বা ইতি ন্যায়ঃ।

এই কার্য্য প্রথমে অথবা শেষে করিবে, যে স্থলে এইরূপ কার্য্যের প্রথমে বা শেষে কার্য্য করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয়, সেই স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৩১। আভাণকন্যায়ঃ।

লৌকিক প্রবাদ, তত্তুল্য ন্যায়। লোকপ্রসিদ্ধ কথনকে আভাণক কহে, যথা—এই গ্রামের অমুক বটগাছে ভূত আছে এইরূপ লোকপ্রবাদ আছে, এইরূপ জনপ্রবাদমূলক বিষয় যে স্থলে কথিত হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৩২। আম্রবণন্যায়ঃ।

আম্রবণ, তত্তুল্য ন্যায়। একটী কাননে অনেক বৃক্ষ আছে, তাহার মধ্যে আম্রবৃক্ষই অধিক এবং অন্যান্য বৃক্ষও আছে, কিন্তু ঐ আম্রবৃক্ষ অধিক থাকায় ঐ বনের আম্রবণ সংজ্ঞা হইয়াছে। তদ্রূপ প্রধানরূপে যে বিষয় বর্ণিত হইবে, এই ন্যায়ানুসারে তাহারই নির্দ্দেশ হইবে।

৩৩। আয়ুর্ঘৃতমিতি ন্যায়ঃ।

ঘৃতই একমাত্র আয়ু, অর্থাৎ ঘৃত সেবনে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। এইরূপ যে স্থলে মঙ্গল হয়, তদ্বিষয় কথিত হইলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৩৪। ইষুকারবন্নৈকচিত্তস্য সমাধিহানিঃ।

একাগ্র থাকিতে পারিলে ইষুকারের ন্যায় সমাধিচ্যুত হইতে হয় না, ইষুকার যেরূপ একাগ্রসময়ে সমীপবর্ত্তী রাজাকেও দেখিতে পায় না, তদ্রূপ সমাধিস্থ পুরুষও একাগ্রতা কালে জগৎ দেখিতে পান না।

৩৫। উৎপাটিতদন্তনাগন্যায়ঃ।

উৎপাটিত দন্ত নাগ অর্থাৎ সর্প তত্তুল্য ন্যায়। যেরূপ সর্পের দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে তাহার আর কোন ক্ষমতা থাকে না, কেবল গর্জ্জন থাকে। তদ্রূপ যাহার কার্য্যে কোন ক্ষমতা নাই, অথচ গর্জ্জন আছে এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। চলিত প্রবাদও আছে যে, যেন 'দাঁত ভাঙ্গা সাপ'। আরও লোকে বলে 'তোমার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়াছি', অর্থাৎ তাহার আর কোন ক্ষমতা নাই।

৩৬। উদকনিমজ্জনন্যায়ঃ।

জলে ডোবা, তত্তুল্য ন্যায়। উদক নিমজ্জন একপ্রকার দিব্য। পাপী পাপ করিয়াছে কি না তাহার সত্যতা এবং অসত্যতা জানিবার জন্য পাপীকে ডুবান হয় এবং তাহাকে বলা হইয়া থাকে তুমি জলে ডুবিয়া যাও, আমি এইস্থান হইতে শর নিক্ষেপ করিলাম, সেই শর যতক্ষণ ফিরিয়া না আসে ততক্ষণ তুমি জলে ডুবিয়া থাকিবে, যদি ফিরিয়া আসার মধ্যে তোমার কোন অবয়ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তুমি পাপী, কোন অবয়ব দেখা না যাইলে নির্দ্দোষী স্থির হইবে। যে স্থলে সত্যাসত্য বিষয় কথিত হইবে, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৩৭। উপযন্ অপযন্ ধর্ম্মো বিকরোতি হি ধর্ম্মিণমিতি ন্যায়ঃ।

উপগত ও অপগত ধর্ম্ম ধর্ম্মীকে বিকৃত করে, তত্তুল্য ন্যায়। অর্থাৎ যে স্থলে ধর্ম্মীর পূর্ব্ব ধর্ম্ম অপগত হইলে অন্য ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৩৮। উপবাসাদ্বরং ভৈক্ষ্যমিতি ন্যায়ঃ।

উপবাস হইতে ভিক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভিক্ষাবৃত্তি ক্লেশজনক হইলেও উপবাসে যে ক্লেশ তাহা অপেক্ষা ভিক্ষায় কম ক্লেশ, এইরূপ যে স্থলে অধিক ক্লেশকর বিষয় অল্প ক্লেশকর বিষয় উপদিষ্ট হইবে তথায় এই ন্যায় হইবে।

৩৯। উভয়তঃ পাশরজ্জুন্যায়ঃ।

দুইদিকেই বন্ধন রজ্জু আছে, যেদিকে যাওয়া যাইবে, সেইদিক হইতেই বদ্ধ হইতে হইবে। এইরূপ যে স্থলে সকল পক্ষই দুষ্ট, সেইস্থলে এই ন্যায় হইবে। যথা—চলিত প্রবাদ আছে 'এগুলেও ভেড়ের ভেড়ে, পেছুলেও ভেড়ের ভেড়ে' কোনদিক্ অবলম্বন করিবার যো নাই, দুইপক্ষই সমান দুষ্ট। এরূপ স্থলে এই ন্যায় প্রয়োগ করা যায়।

৪০। উষরবৃষ্টিন্যায়ঃ।

মরুভূমিতে বৃষ্টি হইলে যেরূপ কোন ফল হয় না, তদ্রূপ যে কার্য্যে কোন ফল নাই সেইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৪১। উষ্ট্রকণ্টকভক্ষণ ন্যায়ঃ।

উষ্ট্র যেরূপ কণ্টক ভক্ষণ করে, ভক্ষণ সময়ে কণ্টক থাকায় দারুণ কষ্ট হয়, কিন্তু ভক্ষণে কিঞ্চিন্মাত্র সুখ হইয়া থাকে। এইরূপ যে স্থলে বহুতর কষ্ট করিয়া সামান্য সুখ হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। যেরূপ মানবগণ অকিঞ্চিৎকর সুখাশায় সংসারে বহুতর কষ্টভোগ করিয়া থাকে।

৪২। ঋজুমার্গেণ সিধ্যতোঽর্থস্য বক্রেণ সাধনাযোগ ইতি ন্যায়ঃ।

সরল পথে কার্য্য সিদ্ধ হইলে বক্রপথে যাইবার আবশ্যকতা কি? অর্কমধু ন্যায়ের সহিত এই ন্যায়ের সাদৃশ্য আছে।

৪৩। একদেশবিকৃতমনন্যবদ্বতি ইতি ন্যায়ঃ।

একদেশের বিকৃত অনন্যবৎ হইয়া থাকে, তত্তুল্য ন্যায়। এইরূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৪৪। একং সন্ধিৎসতোঽপরং প্রচ্যবত ইতি ন্যায়ঃ।

একদিকে সন্ধান (যোড়া) করিতে যাইলে অপরদিক্ ভগ্ন হয় তত্তুল্য ন্যায়। যেরূপ ভগ্নকাংস্যপাত্র একদিক্ যুড়িতে যাইলে যেরূপ অপরদিক্ অগ্নির উত্তাপে ভগ্ন হয়, তদ্রূপ একটী উপকার করিতে যাইলে সেই

মধ্যে আর একটি উপকার করিতে হয়, এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। উদয়নাচার্য্য কুসুমাঞ্জলি ও বৌদ্ধধিকারে এই ন্যায়ের উদাহরণ দিয়াছেন।

৪৫। একবাক্যতাপন্নানাং সম্ভূয়ৈকার্থপ্রতিপাদকত্বমিতি ন্যায়ঃ।

একবাক্যতাপন্ন বাক্য সকল মিলিত হইয়া যেরূপ একটী অর্থের প্রতিপাদক হয়, তদ্রূপ যে স্থলে মিলিতরূপে একটী কার্য্য হইয়া থাকে, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৪৬। একসম্বন্ধিজ্ঞানমপরসম্বন্ধিস্মারকমিতি ন্যায়ঃ।

যেরূপ হস্তীদর্শন হইলে অপর সম্বন্ধী হস্তিপক (মাহুত) তাহার স্মরণ হয়, সেইরূপ যে স্থলে একসম্বন্ধিজ্ঞানে অপর সম্বন্ধীর স্মরণ হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৪৭। একাকিনীপ্রতিজ্ঞাহি প্রতিজ্ঞাতং ন সাধয়েদিতি ন্যায়ঃ।

কেবল প্রতিজ্ঞা প্রতিজ্ঞাত বস্তুসাধন করিতে পারে না, প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চকই প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, নিগমন ও উপনয় এই পাঁচটীই কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। প্রতিজ্ঞামাত্রে অর্থসিদ্ধি অসম্ভব, এই জন্য হেত্বাদির অর্থসিদ্ধির জন্য আবশ্যক, এইরূপ যে স্থলে হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৪৮। একামসিদ্ধিং পরিহরতো দ্বিতীয়া আপদ্যতে ইতি ন্যায়ঃ।

একটা বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে আর একটি বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়, যে স্থলে এক দুঃখ হইতে উদ্ধার হইতে গেলে আর একটি দুঃখ উপস্থিত হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

"একস্য দুঃখস্য ন যাবদন্তং তাবদ্দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতং মে।" ইহাই উদাহরণ।

৪৯। ঔপাধিকাকাশভেদন্যায়ঃ।

ঔপাধিক আকাশভেদ, তত্তুল্য ন্যায়। যেরূপ এক আকাশ উপাধিভেদে নানা, যথা—ঘটাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদি। কিন্তু উপাধি তিরোহিত হইলে আকাশ এক, এইরূপ যে স্থলে এক বস্তু আধারভেদে বহু হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হয়।

"ঘটসংবৃত আকাশে নীয়মানে যথা পুনঃ।
ঘটো নীয়েত নাকাশং তদ্বজ্জীবো নভোপমঃ॥" (শ্রুতি)

একই চৈতন্য সকল জীবে বিরাজমান। সেই এক অখণ্ড চৈতন্যই ব্রহ্ম। এই অনন্ত ব্রহ্মচৈতন্য উপাধিভেদে অর্থাৎ আধার দেহাদি ভেদে বিভিন্ন হইয়া বহু হইয়া থাকে। বস্তুতঃ তাহা অভিন্ন বৈ বিভিন্ন নহে। উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক নচেৎ বহু। বেদান্তদর্শনে এই ন্যায়ের এইরূপ উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

৫০। কণ্ঠচামীকরন্যায়ঃ।

কণ্ঠস্থিত স্বর্ণ ভূষণ, তত্তুল্য ন্যায়। স্বর্ণহার গলায় রহিয়াছে অথচ ভ্রমবশতঃ চারিদিকে হার হারাইয়াছে ভাবিয়া অন্বেষণ হইতেছে। এইরূপ যে স্থলে বস্তু আছে, অথচ ভ্রমবশতঃ নষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া দুঃখানুভব হয়, পরে ভ্রম জানিতে পারিলে সুখ হইয়া থাকে, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ বেদান্তে এইরূপ লিখিত আছে; স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মাত্মক জীব যে অজ্ঞানবশতঃ নিজে সুখ দুঃখ যুক্ত জানিয়া অজ্ঞানবশতঃ দুঃখ ভোগ করে, পরে যখন তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যজ আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তখন ভ্রমবশতঃ যে দুঃখ ছিল, তাহা তিরোহিত হয়।

৫১। কদম্বগোলকন্যায়ঃ।

যেরূপ কদম্বপুষ্প তাহার কেশর সকল অঙ্কুরে এককালীন পুষ্পোদ্গম হয়, সেইরূপ যে স্থলে সকল প্রদেশে এককালীন কার্য্যপ্রবৃত্তি হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে। কদম্বগোলকে পুষ্প সকল এককালেই জন্মিয়া থাকে, এইরূপ কাহারও কাহারও এই কদম্বগোলক ন্যায়ে শব্দোৎপত্তি হইয়া থাকে, যথা—ক এই শব্দ উচ্চারণ করিতে হইলে কণ্ঠতাল্বাদির অভিঘাত যুগপৎ হইয়া শব্দ উচ্চারিত হয়, এই জন্য এই স্থলে কদম্বগোলকন্যায় হয়।

"কদম্বগোলক ন্যায়াদুৎপত্তিঃ কস্যচিন্মতে।" (ভাষাপরিচ্ছেদ ১৬৫)

৫২। কফোনিগুড়ন্যায়ঃ।

কনুইয়ে গুড় না থাকিলেও গুড় আছে ভাবিয়া লেহন করা, তত্তুল্য ন্যায়। যে স্থলে বস্তু নাই অথচ সেই বস্তুর প্রত্যাশায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৫৩। করকঙ্কণন্যায়ঃ।

কঙ্কণ এই শব্দ বলিলেই করভূষণ ইহা বোধ হইয়া থাকে, কর এই শব্দ নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু করকঙ্কণ এই শব্দ বলিলে করসংলগ্ন কঙ্কণ বুঝাইবে তত্তুল্য ন্যায়। এইরূপ যে স্থলে বলা হইবে, সেই স্থলে এই ন্যায় হইবে।

৫৪। কাকতালীয়ন্যায়ঃ।

কাকগমনকালে তালপতন তত্তুল্য ন্যায়। পাকাতালের উপর হইতে কাক উড়িয়া যাইবামাত্র যদি তাল পড়িয়া যায়, তাহা হইলে কাকে তাল ফেলিয়াছে লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তালের পতন সময় হওয়াতেই তাল পতিত হইয়াছে। কোন এক পথিক ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাল বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ভাবিতে লাগিল, এই সময় যদি একটা তাল পড়ে, তাহা হইলে আমি ঐ তাল ভক্ষণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করি। ঐ বৃক্ষে পক্বতালের উপর পূর্ব্বে একটী কাক বসিয়া ছিল, ঐ কাক তৎক্ষণাৎ উড়িয়া গেল, সেই সময়ই একটী তাল পড়িল। ইহাতে পথিকের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল, পথিক 'কাক ও তালের' ব্যাপার দেখিয়া মনে ভাবিল, কাক উড়িয়া যাওয়াতেই তাল পড়িয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক কাক অন্য কোন কারণবশতঃ উড়িয়া গিয়াছে এবং তালের পতনকাল উপস্থিত হওয়ায় তাল পড়িয়াছে, তালপতনের প্রতি কাকগমন কারণ না হইলেও আপাততঃ কারণ বলিয়া বোধ হইল। ইহাকেই কাকতালীয় ন্যায় কহে।

যে স্থলে এইরূপ ঘটনা হয় এই স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে, অতর্কিতভাবে ইষ্ট বা অনিষ্ট হইলেই এই ন্যায় হয়।

"যত্রাস্য মেলনং তত্র লাভো মে যস্ত সুক্রমঃ।
তদেতৎ কাকতালীয়মবিতর্কিতসম্ভবম্॥" (চন্দ্রালোক)

৫৫। কাকদধ্যুপঘাতকন্যায়ঃ।

কাক হইতে দধি রক্ষা কর, একটী লোককে এইরূপ উপদেশ দেওয়া হইল, 'কাকেভ্যো দধি রক্ষ্যতাম্' ইহা দ্বারা এইরূপ বুঝাইল যে, কাক হইতে যে দধি রক্ষা করিতে হইবে, কেবল তাহা নহে, যে কোন জন্তু দধি নষ্ট করিবে, তাহাকেই নিবারণ করিতে হইবে। কাকপদ লক্ষণামাত্রে যে স্থলে এইরূপ হইবে, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৫৬। কাকদন্তগবেষণান্যায়ঃ।

কাকের দন্ত আছে কি না এবং ঐ সকল দন্ত শুভ্র অথবা কৃষ্ণ এই অন্বেষণ যেরূপ নিষ্ফল, সেইরূপ যাহার অন্বেষণ নিষ্ফল, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৫৭। কাকমাংসং শুনোচ্ছিষ্টং স্বল্পং তদপি দুর্লভমিতি ন্যায়ঃ।

কাকের মাংস, তাহা আবার কুকুরের উচ্ছিষ্ট, অল্প এবং অতিদুর্লভ তত্তুল্য ন্যায়। যে স্থলে অতি নিকৃষ্ট ও অতি তুচ্ছ বস্তুও দুর্লভ হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৫৮। কাকাক্ষিগোলকন্যায়ঃ।

কাকের একটী চক্ষু যেরূপ প্রয়োজন অনুসারে উভয় চক্ষুগোলকে সঞ্চার হয়, তদ্রূপ যে স্থলে এক পদার্থের উভয়স্থলে সম্বন্ধবিবক্ষা হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৫৯। কারণগুণপ্রক্রমন্যায়ঃ।

কারণগুণ কার্য্যে সংক্রমিত হয়, তত্তুল্য ন্যায়। "কারণগুণাঃ কার্য্য-গুণমারভন্তে" কারণের গুণ সজাতীয় কার্য্যপ্রবর্ত্তক হয়, যথা—তন্তুর রূপাদি সজাতীয় পটে হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৬০। কারয়িতুঃ কর্ত্তৃত্বন্যায়ঃ।

যিনিই কার্য্য করান, তিনিই কর্ত্তা, তত্তুল্য ন্যায়। কার্য্য নিজে না করিলেও অপরদ্বারা করাইলে এই ন্যায়ানুসারে তাহার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়, যেরূপ রাজার সৈন্যাদি যুদ্ধ করিলেও জয় পরাজয় রাজারই হইয়া থাকে। সাংখ্যমতে—পুরুষ কোন কার্য্য করে না, বুদ্ধিই করিয়া থাকে তথাচ পুরুষের কর্ত্তৃত্ব ব্যপদেশ হইয়া থাকে।

৬১। কার্য্যেণ কারণসম্প্রত্যয়ন্যায়ঃ।

যে স্থলে কার্য্যদ্বারা কারণের জ্ঞান হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। যেরূপ ধূমদ্বারা বহ্নির জ্ঞান, বৃক্ষদ্বারা বীজের জ্ঞান ইত্যাদি।

৬২। কুশকাশাবলম্বনন্যায়ঃ।

সন্তরণে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি নদীতে পড়িয়া কুশ বা কাশ অবলম্বন করে, তাহা হইলে ইহা যেরূপ তাহার পক্ষে নিষ্ফল হয়, তদ্রূপ প্রবলযুক্তি সকল নিরাকৃত হইলে দুর্ব্বলযুক্তি অবলম্বন করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৬৩। কূপখানকন্যায়ঃ।

যে ব্যক্তি কূপ খনন করে এবং খননসময়ে তাহার গাত্রে কর্দ্দম লাগিয়া থাকে, পরে যখন কূপ হইতে জল নির্গম হয়, তখন ঐ জলে কূপ খানকের গাত্রলগ্ন কর্দ্দম অপনীত হয়। এইরূপ বিগ্রহাবচ্ছিন্ন ঈশ্বরভেদ বুদ্ধি অর্থাৎ ভগবান্ রামরূপধারী, কৃষ্ণরূপী এই প্রকার আমাদের যে ভেদ বুদ্ধি, এই ভেদ বুদ্ধিজনিত যে দোষ, তাহা ইহার উপাসনা করিতে করিতেই অদ্বৈতবোধ হয়, তখন তজ্জন্য দোষও নিরাকৃত হয়। এইরূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৬৪। কূপমণ্ডূকন্যায়ঃ।

সমুদ্রস্থিত মণ্ডূক একদিন কোনক্রমে একটী কূপ মণ্ডূকের বিবরে প্রবেশ করিয়াছিল, কূপমণ্ডূক তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ, সমুদ্রমণ্ডূক কহিল, আমি সমুদ্র হইতে আসিতেছি, তখন কূপমণ্ডূক আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, সমুদ্র কিরূপ, তাহাতে সমুদ্রমণ্ডূক উত্তর করিল, সমুদ্র অতি বৃহৎ। তাহাতে আবার কূপমণ্ডূক কহিল, এই কূপসদৃশ কি? ইহাতে ঐ মণ্ডূক উত্তর দিল, সমুদ্র হইতে বৃহৎ আর কিছুই নাই, এই সমুদ্র সমস্ত নদীনদের পতি। ইহা শুনিয়া কূপমণ্ডূক কহিল, তুমি মিথ্যা কথা কহিতেছ, কূপ হইতে আর কিছুই বৃহৎ নাই। সমুদ্রমণ্ডূক শুনিয়া মনে মনে হাস্য করিতে লাগিল। কূপমণ্ডূক সমুদ্রকে না জানিয়া এবং তাহার মহিমা অবগত না হইয়া যেরূপ উপহসনীয় হইয়াছিল, তদ্রূপ যাহারা পরের সিদ্ধান্ত না জানিয়া তাহাদের উপর দোষারোপ করেন, তাহারাও এইরূপ উপহাসাস্পদ হইয়া থাকেন। এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৬৫। কূপযন্ত্রঘটিকান্যায়ঃ।

কূপ অত্যন্ত গভীর হইলে যেরূপ যন্ত্র ঘটিকাদ্বারা তাহা হইতে সহজে জল তোলা যায়, তদ্রূপ শাস্ত্রার্থ অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইলেও উপদেশপরম্পরা দ্বারা সহজ হইয়া থাকে। কূপ অতি গভীর হইলে কপিকলে অতি সহজে জল তুলিতে পারা যায়, তদ্রূপ অতিশয় গভীর শাস্ত্রার্থ অবগত হইতে হইলে গুরূপদেশরূপ যন্ত্র আশ্রয় করিলে অতি সহজে অর্থরূপ জল তোলা যায়। এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৬৬। কূর্ম্মাঙ্গন্যায়ঃ।

কূর্ম্ম (কচ্ছপ) যেরূপ নিজের অঙ্গ স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঙ্কোচ এবং বিকাশ করিয়া থাকে, এইরূপ যিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক সৃষ্টি ও লয় করিয়া থাকেন, এই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

"যথা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।" (গীতা)

৬৭। কৃতে কার্য্যে কিং মুহূর্ত্তপ্রশ্নেন ইতি ন্যায়ঃ।

কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে মুহূর্ত্ত প্রশ্ন অর্থাৎ সময় ভাল বা মন্দ এইরূপ জিজ্ঞাসা নিষ্ফল। যে স্থলে কার্য্য করিয়া তাহার ফলাফল জিজ্ঞাসা করা হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৬৮। কৃদভিহিতো ভাবঃ দ্রব্যবৎ প্রকাশতে ইতি ন্যায়ঃ।

ভাববাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় হইলে তাহা দ্রব্যবৎ প্রকাশিত হয়, এইরূপ যে স্থলে ভাববিহিত প্রত্যয় দ্রব্যবৎ প্রকাশ পায়, তথায় এই ন্যায় হয়।

৬৯। কৈমুতিকন্যায়ঃ।

যে স্থলে দুর্ব্বোধ ও দুঃসাধ্য বিষয় সহজে বোধ হইয়া থাকে, তথায় সুবোধ ও সুসাধ্য বিষয় অনায়াসেই বোঝা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ভার দুর্ব্বলেও বহন করিতে পারে, সে ভার অবশ্যই বলবানে বহন করিতে পারিবে। এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৭০। কোষপানন্যায়ঃ।

কোন এক ব্যক্তি মিথ্যা কথা কহিয়াছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিবার জন্য তাহাকে কোষপান দিব্য করাইতে হয়, দিব্যের নিয়মানুসারে পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া পরদিন দিবাকালে তাহাকে জলপান করিতে দেওয়া হইল। পাপী ২।৩ অঞ্জলি জল পান করিয়া আশু তাহার একটু সুখ হইল বটে, কিন্তু শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পর্য্যন্ত জলপান করিয়া তাহার অতিশয়

অনুভব হইল, এইরূপ বৈষ্ণব বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া শক্তি নিন্দা করিল এবং নিন্দাকালে কিঞ্চিৎ সুখও হইল, পরে যখন নিন্দাজন্য পাপভোগকালে কুম্ভীপাকাদি ঘোর নরক হইবে, তখন অতিশয় দুঃখ হইবে। এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৭১। ক্রিয়া হি বিকল্প্যতে ন বস্তু, ইতি ন্যায়ঃ।

ক্রিয়ার বিকল্প হইয়া থাকে, বস্তুর বিকল্প হয় না, তত্তুল্য ন্যায়। লোকসকল ইচ্ছা করিলে কার্য্য করিতে পারে, নাও করিতে পারে, অথবা অন্যথাও করিতে পারে, করা বা না করা এবং অন্যথা করা ইহাতে শক্যত্ব হেতু ক্রিয়ারই বিকল্প হয়, বস্তুর বিকল্প হয় না; বেদান্তদর্শনের শারীরিক-ভাষ্যে ইহার উদাহরণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—

"কর্ত্তুং অকর্ত্তুং অন্যথা বা কর্ত্তুং শক্যং লৌকিকং বৈদিকঞ্চ কর্ম্ম, যথা—অতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি নাতিরাত্রে ষোড়শিনং গৃহ্ণাতি, উদিতে জুহোতি অনুদিতে জুহোতি, রথেন গচ্ছতি অন্যথা বা গচ্ছতি ন গচ্ছতি বেতি। নতু বস্ত্বেবং নৈবমস্তি নাস্তীতি বা বিকল্প্যতে বিকল্পনা হি পুরুষবুদ্ধ্যপেক্ষমিত্যাদি" (শারীরকভাষ্য)। লৌকিক অথবা বৈদিক কর্ম্ম করিতে, না করিতে অথবা অন্যথা করিতে পারা যায়, কিন্তু বস্তুর বিকল্প বা অন্যথা করা যায় না, যেরূপ অতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ করিবে, অথবা নাতিরাত্রে ষোড়শী গ্রহণ করিবে, এই স্থলে ষোড়শী গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার বিকল্প হইবে না, কিন্তু অতিরাত্রে বা নাতিরাত্রে এই ক্রিয়ারই বিকল্প হইয়া থাকে। পদদ্বারা রথদ্বারা বা অন্য যে কোন প্রকারে গমন করিতে পার, এইস্থলেও বস্তুর বিকল্প হইতেছে না ক্রিয়ারই বিকল্প হইতেছে, যে স্থলে এইরূপ হইবে, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৭২। খলে কপোতন্যায়ঃ।

বৃদ্ধ, যুবা ও শিশু কপোতসকল যেমন এককালে খলে পতিত হয়, তদ্রূপ সকল পদার্থ এককালে অন্বয়বিশিষ্ট হইলে এই ন্যায় হয়।

৭৩। গজভুক্তকপিত্থন্যায়ঃ।

হস্তী যেমন কপিত্থ (কদবেল) ভোজন করে, অর্থাৎ তাহার মধ্যের শাঁস খাইয়া ফেলে, অথচ উপরে উপরে ঠিক থাকে, এইরূপ যাহাদের ভিতরে ভিতরে শূন্য হইতেছে অথচ বাহিরে সকল ঠিক আছে, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৭৪। গড্ডলিকাপ্রবাহন্যায়ঃ।

গড্ডলিকাসমূহের মধ্যে যদি একটী নদীতে পতিত হইলে, পরে সকলগুলিই জলে পড়িয়া থাকে, এইরূপ দলের মধ্যে একজন যাহা করে, আর সকলেই তাহার ভালমন্দ না দেখিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করে। এইরূপস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৭৫। গতানুগতিকন্যায়ঃ।

কতকগুলি ব্রাহ্মণ তর্পণের কোশা তটে রাখিয়া গঙ্গায় অবগাহন করেন। স্নান করিয়া যখন তর্পণের নিমিত্ত কোশা গ্রহণ করিলেন, তখন কে কাহার কোশা লন, তাহার নিশ্চয় থাকে না, একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এইরূপ কোশা বদল হয় দেখিয়া স্বীয় কোশা উপর একখানি ইট রাখিয়া স্নান করিতে লাগিলেন, ইহার দেখাদেখি সকলেই এইরূপ কোশায় ইট রাখিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। তখন বৃদ্ধ ইহা দেখিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন, সকল লোকই গতানুগতিক অর্থাৎ দেখাদেখি কর্ম্ম করে, বস্তুতঃ যথাযোগ্য কেহ বিবেচনা করে না, যদি যুক্তিপূর্ব্বক করিত, তাহা হইলে একপ্রকার চিহ্ন দিত না। এই প্রকারে প্রায় সকলেই গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায়ে কিংবা অন্ধপরম্পরা ন্যায়ে এই সংসারান্ধকূপে পড়িয়া থাকে। এইরূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৭৬। গুড়জিহ্বিকান্যায়ঃ।

বালককে নিম্বপান করাইতে হইলে যেমন তাহার জিহ্বায় গুড় লেপ দিয়া নিম খাওয়াইতে হয়, এই স্থলে নিম্বভোজন করানই প্রয়োজন, গুড়-লেপ প্রলোভনমাত্র। একটী বালক ঔষধ অতি বিকট বলিয়া সেবন করিতেছে না, তাহাকে বলা হইল তুমি ঔষধ সেবন কর, তোমাকে সন্দেশ খাইতে দিব, বালক এই প্রলোভনে অতিবিকট ঔষধ সেবন করিল এবং তাহার ফলে আরোগ্যও লাভ করিল, এইরূপ কর্ম্মসমূহ অতি দুষ্কর হইলেও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অমুক ব্রত করিলে অক্ষয় স্বর্গ হইবে, এই স্বর্গ লালসায় ব্রতাদি অতি দুষ্কর হইলেও জনসমূহ তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। বেদ অবান্তর ফলে প্রলোভিত করিয়া মোক্ষের জন্য কর্ম্ম সকল বিধান করিয়াছেন। এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। মলমাসতত্ত্বে এই ন্যায়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে *।

৭৭। গোবলীবর্দ্দন্যায়ঃ।

বলীবর্দ্দ অর্থে বৃষভকে বুঝায়, তথাচ গো শব্দপূর্ব্বক বলীবর্দ্দ এই শব্দ প্রয়োগে আরও শীঘ্র বৃষভকে বুঝায়। যে স্থলে একটী শব্দপ্রয়োগে অর্থ বোধ হইলেও আরও শীঘ্র যাহাতে অর্থ বোধ হয়, তাদৃশ শব্দ প্রয়োগে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৭৮। ঘট্টকুটীপ্রভাতন্যায়ঃ।

ঘট্টকুটী সমীপে প্রভাত তত্তুল্য ন্যায়। পার হইবার পয়সা দিবার ভয়ে চোর বণিক বিপথে পলাইয়া যাইতে ছিল, যখন ঘট্টকুটী সমীপে উপস্থিত হইল, তখন প্রভাত হইয়াছে, এই চোর বণিকদিগের বিপথেও যাইতে হইল এবং পারের কড়িও দিতে হইল। এইরূপ যে স্থলে পেয়াজ পয়জার দুইই হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৭৯। ঘুণাক্ষরন্যায়ঃ।

বংশখণ্ডে ঘুণ লাগিয়া বংশের কতক অংশ কাটিয়া যাওয়ায় অক্ষরের মত হইয়াছে, অর্থাৎ বাঁশ এইরূপ করিয়া কাটিয়া গিয়াছে যে, তাহা ঠিক

* "বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥
ফলশ্রুতিরিয়ং নৃণাং নাশ্রেয়ো রোচনং পরম্।
শ্রেয়ো বিবক্ষয়া প্রোক্তা যথা ভৈষজ্যরোচনম্॥
অস্য তাৎপর্য্যমুক্তং—
পিব নিম্বং প্রদাস্যামি খলু তে খণ্ডলড্ডুকান্।
পিত্রৈবমুক্তঃ পিবতি তিক্তমপ্যতি বালকঃ॥"
তত্র যথা—নিম্বাদিপানস্য ন খলু খণ্ডাদিলাভ এব প্রয়োজনং কিন্ত্বারোগ্যং তথা বেদোঽপ্যবান্তরফলৈঃ প্রলোভয়ন্ মোক্ষায়ৈব কর্ম্মাণি বিধত্তে।" (মলমাসতত্ত্ব।)

অক্ষরের মত হইয়াছে। ঘুণ বাঁশকে অক্ষরের মত করিয়া কাটে নাই, দৈবাৎ অক্ষরের মত হইয়াছে, এইরূপ যে স্থলে অন্যার্থে প্রবৃত্ত কার্য্য দৈবাৎ অন্যার্থের নিষ্পাদন করে, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৮০। চতুর্ব্বেদবিদ্ ন্যায়ঃ।

একজন দাতা প্রচার করিল, চতুর্ব্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে আমি বহু স্বর্ণ মুদ্রা দান করিব, কোন মূঢ় এই সংবাদ শুনিয়া দাতার নিকট যাইয়া কহিল, আমি চতুর্ব্বেদ সম্যক্‌রূপে অবগত আছি, আমাকে ইহা দান করুন, এই মূঢ় ব্যক্তি যেরূপ ঐ ধন লাভ করিতে পারে না, বরং উপহসনীয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ সচ্চিদানন্দরূপ প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্ম বস্তুতঃ অবগত না হইয়া 'আমি ব্রহ্ম জানি' এইরূপ বলিলে তত্ত্ববিদ্‌দিগের গতি অবগত হওয়া যায় না, বরং উপহসনীয় হইতে হয়। যে স্থলে এইরূপ হয়, তথায় এই ন্যায় প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

৮১। চম্পকপটবাসন্যায়ঃ।

চাপাফুল কাপড়ে বাঁধা থাকিলে পরে ঐ ফুল ফেলিয়া দিলেও যেরূপ তাহাতে সুগন্ধ থাকে, তদ্রূপ বিষয়ভোগ হেতু চিত্তে একটি সংস্কার হয়, বিষয়সংসর্গ না থাকিলেও কাপড়ে সুগন্ধের মত চিত্তে ঐ বিষয়ের সূক্ষ্মভাবে সংস্কার থাকে। এইরূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৮২। চালনীন্যায়ঃ।

চালনীতে দ্রব্য রাখিয়া তাহা ঘুরাইলে যেরূপ চালনীছিদ্র হইতে ক্রমে ক্রমে সকল বস্তু পড়িয়া যায়, তদ্রূপ কোন এক পাত্রস্থিত বস্তুর এইরূপ পতন হইলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৮৩। চিন্তামণিং পরিত্যজ্য কাচমণিগ্রহণন্যায়ঃ।

চিন্তামণি পরিত্যাগ করিয়া কাচমণিগ্রহণ তত্তুল্য ন্যায়, যে স্থলে উত্তমবস্তু পরিত্যাগ করিয়া তুচ্ছ বস্তু গ্রহণ করা হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

"জন্মেদং বন্ধ্যতাং নীতং ভবভোগোপলিপ্সয়া।
কাচমূল্যেন বিক্রীতো হন্ত চিন্তামণির্ময়া॥" (শান্তিশ°)

ইহা এই ন্যায়ের উদাহরণ হইতে পারে।

৮৪। চৌরাপরাধেন মাণ্ডব্যদণ্ডন্যায়ঃ।

এক চোরের অপরাধে মাণ্ডব্য ঋষির শূলারোপণরূপ দণ্ড পুরাণ-প্রসিদ্ধ। এক চোর চুরি করিয়াছিল, তাহার জন্য মাণ্ডব্য ঋষির শূল হয়, ইহা পুরাণশাস্ত্রে লিখিত আছে, এইরূপ যে স্থলে একের অপরাধে অপরের দণ্ড হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৮৫। ছিন্নহস্তবৎ।

ছিন্ন হস্তের দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়। এক মুনি অপরমুনির আশ্রমে না বলিয়া ফলমূল লইয়াছিলেন। মুনি তাঁহাকে চোর বলিয়া অনুযোগ করিলে, সে অনুতপ্ত হইয়া নিষ্কৃতি প্রার্থনা করিল। তিনি হস্তচ্ছেদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন। মুনিও তন্মুহূর্ত্তে তাহা করিলেন এই আখ্যানের উদ্দেশ্য এই যে, অকার্য্য করা উচিত নহে, করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। (সাংখ্যস° ৪ অঃ)

৮৬। জলতুম্বিকান্যায়ঃ।

তুম্বিকা যেরূপ কর্দ্দমাদি লিপ্ত করিয়া জলে ফেলিয়া দিলে তাহা ডুবিয়া যায় এবং ঐ তুম্বিকা হইতে কাদা ধুইয়া জলে ফেলিলে যেরূপ ভাসিয়া উঠে, তদ্রূপ জীব দেহাদি সম্বন্ধহেতু মলাদিযুক্ত হইলে সংসার-সাগরে নিমগ্ন হয় এবং দেহাদিসঙ্গ অপনীত হইলে মোক্ষ হইয়া থাকে।

৮৭। জলানয়নন্যায়ঃ।

জল আন, এই কথা বলিলে যেরূপ জলের সহিত অনুক্ত জল পাত্রও আনিয়া থাকে, তদ্রূপ একটী উক্ত হইলে অনুক্ত তদাধারাদিরও প্রতীতি হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৮৮। তণ্ডুলভক্ষণন্যায়ঃ।

তণ্ডুল ভক্ষণ একপ্রকার দিব্যভেদ, ইহাকে চলিত চাউলপড়া বলা যাইতে পারে, কোন বস্তু চুরি যাইলে, চাউল পড়িয়া খাইতে দিলে, যে চুরি করিয়াছে, সেই যদি এই চাউল পড়া খায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার মুখ হইতে রক্ত উঠিতে থাকে, এইরূপ যাহাতে সদ্য অনিষ্ট হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৮৯। তৎক্রতুন্যায়ঃ।

ক্রতু সঙ্কল্প অর্থাৎ ধ্যান করা, যে যাহা নিরন্তর ভাবে বা ধ্যান করে, সে তাহা প্রাপ্ত হয়, এই শ্রৌত উপদেশই তৎক্রতু নামে অভিহিত। এই ন্যায়ানুসারে যে ব্রহ্মক্রতু হইবে, সে ব্রাহ্মী ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে। এই তৎক্রতু ন্যায়েই যে যে বিষয় চিন্তা করিবে, সে সেই বিষয় প্রাপ্ত হইবে। বেদান্তদর্শনে ৪।৩।২৬ সূত্রে এই ন্যায়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

৯০। তপ্তপরশুগ্রহণন্যায়ঃ।

যে স্থলে সত্যাভিসন্ধের মোক্ষ এবং মিথ্যাভিসন্ধের বন্ধ কথিত হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। একজন চুরি করিয়াছে কি না, এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় প্রাড়্‌বিপাক পরশু উত্তপ্ত করাইয়া তাহাকে গ্রহণ করাইলেন, যদি ইহার তপ্ত পরশুগ্রহণে হস্ত দগ্ধ না হয়, তাহা হইলে নিষ্পাপ এবং দগ্ধ হইলে তাহাকে পাপী স্থির করিতে হইবে। এইরূপ মুক্তিবিষয়ে প্রযোজক 'অহং ব্রহ্ম' এই বাক্যই সত্য এবং বন্ধ প্রযোজক 'অহং ব্রহ্ম' এই বাক্য মিথ্যা ইহাই স্থির হইল। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে *।

৯১। তপ্তমাষকোদ্ধরণন্যায়ঃ।

তপ্তপরশুগ্রহণন্যায়ও এই ন্যায় হইতে পারে, তপ্তমাষক গ্রহণও এক প্রকার দিব্যবিশেষ। তৈলাদি স্নেহ পদার্থ গরম করিয়া তাহাতে সুবর্ণমাষক নিক্ষেপ করিতে হইবে, এই গরম তৈলাদি হইতে যদি মাষক গ্রহণ করা যায় এবং তাহাতে কোন প্রকার না পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে নিষ্পাপ এবং যাহার হস্ত পুড়িয়া যাইবে, তাহাকে পাপী স্থির

* "তদ্‌যথা পুরুষং সোম্যোত হস্তগৃহীতমানয়ন্ত্যপহার্ষীৎ, স্তেয়মকার্ষীৎ, পরশুমস্মৈ তপতেতি স যদি তস্য কর্ত্তা ভবতি তত এব সত্যমাত্মানং কুরুতে, সত্যাভিসন্ধঃ সত্যেনাত্মানমন্তর্ধায় পরশুং তপ্তং প্রতিগৃহ্নাতি স ন দহ্যতে অথ মুচ্যতে স যথা তত্র নাদাহ্যেতৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" (ছান্দোগ্যউপ°)

করিতে হইবে। এই ন্যায়েও সত্যাস্তিদের মোক্ষ ও মিথ্যাস্তিদের বন্ধ বুঝিতে হইবে।

৯২। তদ্বিস্মরণে ভেকীবৎ।

তত্ত্বজ্ঞান বিস্মৃত হইলে ভেকীর দৃষ্টান্তে দুঃখী হইতে হয়। যেমন এক রাজা এক ভেকরাজকন্যাকে গ্রহণ করেন। কথা থাকে যে, জল দেখাইলে ভেকবালা রাজাকে ছাড়িয়া যাইবে। একদিন রাজা ভুলক্রমে তৃষার্ত ভেককন্যাকে জল দেখাইলেন। তখন ভেকবালা চলিয়া গেল। রাজা আপনার ভুল বুঝিতে পারিলেন। এইরূপ বিস্মৃতিস্থলে এই ন্যায় হয়। সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতিপুরুষ প্রসঙ্গে এই ন্যায় বর্ণিত আছে।

৯৩। তুষ্যতু দুর্জ্জন ইতি ন্যায়ঃ।

দুর্জ্জন তুষ্ট হউক, তত্তুল্য ন্যায়। যে স্থলে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক উক্ত পক্ষ দুষ্ট হইলেও বাদী প্রৌঢ়িবাদদ্বারা তাহা স্বীকার করিয়া লয়, তদ্রূপ যে স্থলে দুষ্টমত গৃহীত হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৯৪। তৃণজলৌকান্যায়ঃ।

তৃণ ও জলৌকা (জোঁক) তত্তুল্য ন্যায়। যেরূপ জলৌকা একটী তৃণ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ আত্মা সূক্ষ্মশরীরের সহিত একটী দেহ অবলম্বন না করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত দেহ পরিত্যাগ করে না। মৃত্যুর পূর্ব্বে একটী ভাবনাময় শরীর হয়, সেই সময় আত্মা স্বীয় কর্ম্মানুসারে একটী শরীর গ্রহণ করিলে এই দেহের অবসান হয়। তদ্রূপ যে স্থলে একটী অবলম্বন ব্যতীত পূর্ব্বাবলম্বন পরিত্যক্ত হয় না, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৯৫। তৃণারণিমণিন্যায়ঃ।

তৃণ, অরণি ও মণি এই তিন হইতেই অগ্নির উৎপত্তি হয়, কিন্তু তার্ণ অর্থাৎ তৃণ হইতে উৎপন্ন বহ্নির প্রতি তৃণেরই কারণতা, এইরূপ অরণি ও মণিরও জানিতে হইবে। এইরূপ যে স্থলে কার্য্যের কারণতার বাহুল্য অর্থাৎ কার্য্যতাবচ্ছেদক ও কারণতাবচ্ছেদক নানা, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৯৬। দগ্ধপত্রন্যায়ঃ।

পত্র দগ্ধ হইলে তাহাদের পত্রত্ব থাকে না; কিন্তু আকৃতি পূর্ব্ববৎই থাকে, এই প্রকার যে বস্তুর দাহ হইলে সেই বস্তুর আকৃতি পূর্ব্বের ন্যায় থাকে, পত্রের পূর্ব্বাকার দ্বারা অবস্থান মাত্র বোধ হইয়া থাকে, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

৯৭। দগ্ধবীজন্যায়ঃ।

বীজ দগ্ধ হইলে যেরূপ তাহার আর অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি থাকে না, তদ্রূপ পুরুষের অবিবেকতাবশতঃই জীবের সংসার, যখন এই অবিবেক নাশ হয়, তখন দগ্ধবীজন্যায়ানুসারে আর জীবের সংসার হইতে পারে না। সাংখ্যদর্শনে এই ন্যায়ের বিষয় লিখিত হইয়াছে।

৯৮। দণ্ডচক্রন্যায়ঃ।

এক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন ঘটত্বাদির প্রতি যেমন দণ্ড, চক্র, সূত্র প্রভৃতিরও কারণত্ব আছে, তদ্রূপ যে স্থলে এই এক ধর্ম্মাবচ্ছিন্নের প্রতি অনেকের কারণত্ব থাকে, তথায় এই ন্যায় হয়।

৯৯। দণ্ডাপূপন্যায়ঃ।

পিষ্টকসংলগ্ন দণ্ডের একদেশ যদি ইন্দুরে খায়, তাহা হইলে জানিতে হইবে যে, ইন্দুর পিষ্টক খাইয়াছে, তত্তুল্য ন্যায়। কোন গৃহস্থ একটী দণ্ডে এক অপূপ অর্থাৎ একখানি পিষ্টক বাঁধিয়া রাখিয়া ছিল, কিছুদিন পরে গৃহস্থ দেখিল দণ্ডের কিয়দংশ ইন্দুরে খাইয়াছে, তখন তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, যখন মূষিক দণ্ডের একাংশ ভক্ষণ করিয়া ফেলিয়াছে, তখন অবশ্যই পিষ্টকটী খাইয়া থাকিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই, কারণ দণ্ড পিষ্টক অপেক্ষা অনেক কঠিন। যখন তাহাই খাইতে মূষিকের ক্ষমতা হইল, তখন সুকোমল অপূপ অগ্রে না খাইয়া যে ইহা খাইবে, এরূপ সম্ভব হয় না। এই প্রকারে কোন দুষ্করকার্য্যে সিদ্ধি দেখিয়া কোন সুসাধ্য কার্য্যের সিদ্ধি অনুভব করাকেই, লোকে দণ্ডাপূপন্যায় কহে।

১০০। দশমন্যায়ঃ।

দশজন চাষা একদা দেশান্তর গিয়াছিল। পথিমধ্যে এক নদী ছিল, তাহা সন্তরণ ভিন্ন আর পার হইবার উপায় ছিল না। তখন দশজনেই যুক্তি করিয়া সন্তরণপূর্ব্বক ঐ নদী পার হইল। নদী পার হইয়া তাহারা ভাবিল, আমাদের সকলই আছে কি বা কেহ নক্রাদি জলজন্তুগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা বুঝিবার জন্য আপনারা সকলেই এক একবার করিয়া গণনা করিল। কিন্তু গণনা মধ্যে আপনাকে না ধরিয়া সকলেরই দশম নাই এই প্রতীতি (ভ্রান্তি) জন্মিল। এই জন্য তাহারা সকলে দশমের জন্য অনেক প্রকার শোক তাপ করিতে লাগিল। এই সময়ে একজন বিজ্ঞ-পথিক সেইস্থান দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি ইহাদের করুণ বিলাপে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ইহাদিগকে বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা এই বৃত্তান্ত তাঁহাকে নিবেদন করিয়া আরও অধিকতর শোকাকুল হইল। তিনি তাহাদিগকে গণনা করিয়া দেখিলেন, দশজনই আছে। তখন ঐ বিজ্ঞপথিক তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা পুনরায় গণনা কর, তখন তাহারা পুনরায় পূর্ব্বোক্তরূপে গণনা করিতে লাগিল। নবম পর্য্যন্ত গণনা হইলে পথিক তাহাদিগকে কহিলেন, 'তুমিই দশম'। এই উপদেশে তাহাদের শোক মোহ বিনষ্ট হইল। এইরূপ যে স্থলে সাধুর উপদেশে ভ্রম দূর হইয়া ভ্রমজন্য সুখ ও দুঃখাদিরও শেষ হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—অজ্ঞানোহিতজীব তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যশ্রবণে তাহার মনুষ্যত্বাদি ভ্রান্তি বিদূরিত হয়। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যও শিষ্যের মনুষ্যভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে। উপদেশাত্মক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্যজিজ্ঞাসু শিষ্যের মনে ব্রহ্মাকারাবৃত্তি উদিত করে, তদ্দ্বারা ক্রমে তাহার 'আমি অমুক' এই চিরাভ্যস্ত ভ্রান্তিবৃত্তি বিদূরিত বা নিবৃত্ত হয়, তখন তাহার সেই চিরসিদ্ধ অবস্থার অর্থাৎ ব্রহ্মভাব স্থিরীকৃত হয়। ইহাই তাহার মোক্ষ।

১০১। দেবদত্তাপুত্রন্যায়ঃ।

দেবদত্তার পুত্র, তত্তুল্য ন্যায়। পুত্রের প্রতি মাতা ও পিতা এত-দুভয়েরই সম্বন্ধ আছে, যে স্থলে মাতার প্রাধান্য বলা হইবে, সেইস্থলেই 'দেবদত্তাপুত্র' এবং পিতৃপ্রাধান্য বর্ণনস্থলেই দেবদত্ত এইরূপ হইবে, অতএব যে স্থলে যাহার প্রাধান্য বুঝাইবে, সমান সম্বন্ধ থাকিলেও তাহার নির্দ্দেশ হইবে। শতপথব্রাহ্মণ হইতে ইহার একটী উদাহরণ দেওয়া হইল—

"অথ বংশঃ তদিদং বয়ং ভারদ্বাজী পুত্রাৎ ভারদ্বাজীপুত্রঃ বাৎসী মাণ্ডবী পুত্রাদ্বাৎসী মাণ্ডবীপুত্রঃ।" (শতপথব্রা° ১৪।৯।৪।৩০)

১০২। ঘটারোহণন্যায়ঃ।

ঘটারোহণ অর্থাৎ তুলারোহণ একপ্রকার দিব্য, তত্তুল্য ন্যায়। ইহাতে শাস্ত্রানুসারে তুলায় আরোহণ করিলে যদি বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে শুদ্ধ। সমান বা ভার হইলে অশুদ্ধ। এইরূপ যে স্থলে সত্যাভিসন্ধের শুদ্ধি ও মিথ্যাভিসন্ধের অশুদ্ধি হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১০৩। ধর্ম্মাধর্ম্মগ্রহণন্যায়।

ধর্ম্মাধর্ম্মগ্রহণও একপ্রকার দিব্য। এই দিব্যের নিয়মানুসারে যদি ধর্ম্মমূর্ত্তি গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ এবং অধর্ম্মমূর্ত্তিগ্রহণে অশুদ্ধ জানিতে হইবে। অতএব যেখানে যাহা সত্য ও অসত্য দেখিতে পাওয়া যায়, এই ন্যায় সেইস্থলে হইয়া থাকে *। এই দিব্যের বিষয় পিতামহ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে।

১০৪। নকালনিয়মঃ বামদেববৎ।

তত্ত্বজ্ঞানের কাল নিয়ম নাই, অর্থাৎ এতকালে তত্ত্বজ্ঞান হইবে এরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। বামদেবমুনির ন্যায় শীঘ্র এবং ইন্দ্রের মত বিলম্বও হইতে পারে এইরূপ যে স্থলে হইবে, তথায় এই ন্যায় হইবে।

১০৫। নষ্টাশ্বদগ্ধরথন্যায়ঃ।

একদা দুইজন রথে চড়িয়া বনভ্রমণে গিয়াছিল। দৈবক্রমে সেই কাননে অগ্নি লাগায় একজনের রথ ও অন্যজনের অশ্ব বিনষ্ট হইয়াছিল, এইরূপে একজন নষ্টাশ্ব ও অন্যজন দগ্ধরথ হইয়া কাননে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা দৈবাৎ দুইজনে দেখা হইল। তখন পরস্পর যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন, একজনের রথে অন্যের অশ্বযোজনা করিয়া পরস্পর দুইজনে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে গমন করিলেন। এই ন্যায়ানুসারে নিষ্কাম শুদ্ধ ধর্ম্মরূপ রথে জ্ঞানাশ্বসংযোজনা করিয়া মানব চলিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই গন্তব্য পরমেশ্বরকে পাইতে পারে।

১০৬। নহি করকঙ্কণদর্শনায়াদর্শাপেক্ষা ইতি ন্যায়ঃ।

করকঙ্কণ চক্ষুরই গোচর উহা দেখিতে যেমন আদর্শের আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে আর অনুমানাদির আবশ্যক কি? এইরূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১০৭। নহি ত্রিপুত্রো দ্বিপুত্রঃ কথ্যত ইতি ন্যায়ঃ।

ত্রিপুত্র বলিলে ত্রিত্বের ব্যাপকতাবশতঃ দ্বিপুত্রত্ব আপনিই বুঝায়, কিন্তু দ্বিপুত্র বলিলে ত্রিপুত্রত্ববোধ হয় না, এইরূপ যে স্থলে হইবে, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১০৮। নহি দৃষ্টে অনুপপন্নং নাম ইতি ন্যায়ঃ।

যে স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইবে, সেইস্থলে প্রমাণান্তরের অন্বেষণ নিষ্ফল, এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইবে।

১০৯। নহি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রবর্ত্ততে কিন্তু বিধেয়ং স্তোতুমিতি ন্যায়ঃ।

নিন্দা নিন্দনীয়কে নিন্দা করিতে প্রবর্ত্তিত হয়, কেবল তাহা নহে, কিন্তু বিধেয়কে স্তব (প্রশংসা) করিয়া থাকে, নিন্দার্থবাদেতর বস্তুর প্রাশস্ত্যের জন্যই নিন্দা প্রবর্ত্তিত হয়, কেবল নিন্দার জন্য নহে, এইরূপ যে স্থলে হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১১০। নারিকেলফলাম্বুন্যায়ঃ।

নারিকেল ফলের মধ্যে যেরূপ জল সঞ্চার হয়, এই জলসঞ্চার কেহ জানিতে পারে না, তদ্রূপ যে স্থলে অতর্কিতভাবে লক্ষ্মী লাভ হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে। চলিত প্রসিদ্ধিও আছে, লক্ষ্মী আসিবার সময় নারিকেল ফলাম্বুর ন্যায় এবং যাইবার সময় গজভুক্ত কপিত্থের মত গমন করিয়া থাকেন।

১১১। নিম্নগাপ্রবাহন্যায়ঃ।

নদীপ্রবাহ যেরূপ স্বভাবতঃ যে দিকে গমন করে, শত চেষ্টা করিলেও যেরূপ তাহার গতি ফিরান যায় না, সেইরূপ জন্মান্তরীয় সংস্কারবশে পরমেশ্বরবিষয়ে ধ্যানাত্মক চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ তাহা হইতে অন্য স্থলে ফিরাই-বার অতিশয় যত্ন করিলেও তাহা বিফল হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইবে।

১১২। নৃপনাপিতপুত্রন্যায়ঃ।

এইরূপ একটী প্রবাদ আছে যে, এক রাজার এক নাপিত ভৃত্য ছিল। রাজা এক দিন তাহাকে কহিলেন, তুমি আমাকে একটী অতি রূপবান্ বালক দর্শন করাও। নাপিত এইরূপে রাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া সমস্ত নগর অন্বেষণ করিয়া স্বীয় পুত্রের মত একটীও রূপবান্ না দেখিয়া নিজ পুত্রকে রাজসমীপে লইয়া যাইয়া কহিল, রাজন্। এই আমার পুত্ররূপে রতিপতি কন্দর্প তুল্য, ইহার মত একটীও আমি রূপবান্ দেখিতে পাইলাম না। এই নাপিতপুত্র অতি কুরূপ, রাজা এই কদর্য্যাকার নাপিতপুত্র অবলোকন করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তুমি কি আমাকে উপহাস করিতেছ? তখন নাপিত গললগ্নীকৃতবাস হইয়া কহিল, আমার মনে ইহাই দৃঢ় প্রতীতি যে, ত্রিলোকেও এইরূপ রূপ নাই, আমার পুত্রের কথা আর কি বলিব, এই বিশ্বাসেই আমি আপনার নিকটে আনিয়াছি। রাজা ভাবিলেন, নাপিত স্নেহের বশীভূত হইয়া কুরূপকেও স্বরূপ বলিয়া কহি-য়াছে, ইহা ভাবিয়া তাহার উপর ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেন। রাগাতিশয় বশতঃ নাপিতের যেরূপ অতি কুরূপেও সর্ব্বোত্তমত্ব বুদ্ধি হইয়াছিল, তদ্রূপ মন্দবুদ্ধিদিগের জন্মান্তরীণ সংস্কারবশতঃ সর্ব্বোত্তম হরিহরাদি দেবতা পরিত্যাগ করিয়াও ক্ষুদ্রদেবতার প্রতি অতি অনুরক্তি হইলে এই ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে।

১১৩। পঙ্কপ্রক্ষালনন্যায়ঃ।

পঙ্ক (পাঁক) প্রক্ষালন করা অপেক্ষা দূর হইতে স্পর্শ না করাই শ্রেয়ঃ, কাদা না ধুইয়া যাহাতে কাদা না লাগে তাহা করাই ভাল। এইরূপ যে স্থলে অন্যায় করিয়া অন্যায় নিবারণের চেষ্টা অপেক্ষা অন্যায় কার্য্য না করাই ভাল।

"প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং।" এইরূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

---

* "রাজতং কারয়েদ্ধর্ম্মমধর্ম্মং সীসকায়সম্।
লিখেৎ ভূর্জ্জে পটে বাপি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সিতাসিতৌ॥
অভ্যুক্ষ্য পঞ্চগব্যেন গন্ধমাল্যৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
সিতপুষ্পস্তু ধর্ম্মঃ স্যাদধর্ম্মোঽসিতপুষ্পভৃৎ॥ ইত্যাদি।
অভিযুক্তস্তয়োশ্চৈকং প্রগৃহ্ণীতাবিলম্বিতঃ।
ধর্ম্মে গৃহীতে শুদ্ধিঃ স্যাদধর্ম্মে তু স হীয়তে॥" (পিতামহ)

১১৪। পঞ্জরচালনন্যায়ঃ।

দশটি পক্ষী যদি একটি পঞ্জরে থাকে এবং ঐ পক্ষী সকল একত্র মিলিত হইয়া যেরূপ পঞ্জরের তির্য্যক্ ও ঊর্দ্ধনয়নরূপ ক্রিয়াদি করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এক প্রাণরূপ ক্রিয়া উৎপাদন করিয়া দেহচালন করিয়া থাকে। এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। সাংখ্যমতে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১৫। পঞ্জরমুক্তপক্ষিন্যায়ঃ।

পঞ্জরস্থিত পক্ষী মুক্ত হইয়া যেরূপ আপনার অভীষ্ট দেশে গমন করিতে সমর্থ হয়, তদ্রূপ জীব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ঊর্দ্ধ আকাশে অবস্থান করিতে সমর্থ হন। জৈনমতে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১৬। পতত্ত্বমনুধাবতো বদ্ধোঽপি গতঃ ইতি ন্যায়ঃ।

কোন এক ব্যাধের জালে কতকগুলি পক্ষী পড়িয়াছিল, তাহার মধ্যে কতকগুলি বদ্ধ হয় এবং আর কতকগুলি জাল লইয়া উড্ডয়ন করে, ব্যাধ এই উড্ডীন পক্ষীদিগের ধরিবার আশায় ইহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করে, এদিকে যাহারা জালবদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাও পলাইল ও উড্ডীন পক্ষীদিগেরও কোন সন্ধান পাওয়া যাইল না, এইরূপ যাহারা ধ্রুববস্তু রক্ষা না করিয়া অধ্রুবের আশায় গমন করে, তাহাদের ধ্রুব ও অধ্রুব এই দুইই নষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১১৭। পাষাণেষ্টকান্যায়ঃ।

তুলাদি হইতে ইষ্টক (ইট) কঠিন, তাহা অপেক্ষাও প্রস্তর কঠিন, এইরূপ যে স্থলে বলা হইবে, তথায় এই ন্যায় হইবে।

১১৮। পিশাচবদন্যার্থোপদেশেঽপি।

এক আচার্য্য একজন শিষ্যকে অরণ্যে লইয়া যাইয়া তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন, এক পিশাচ তাহা শুনিয়া মুক্ত হইয়াছিল। তত্ত্বোপদেশ অন্যার্থে উপদিষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু পিশাচ ইহা শুনিয়া মুক্ত হইয়াছিল। এই দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বোপদেশ প্রসঙ্গক্রমে প্রাপ্ত হইলেও জ্ঞান হইতে পারে। (সাংখ্যদ° ৪ অঃ)

১১৯। পিতাপুত্রবদুভয়োর্দৃষ্টত্বাৎ।

পিতা ও পুত্র উভয়কেই জানিত না, কিন্তু উপদেশ পাইয়া জানিয়াছিল। এক ব্রাহ্মণ গর্ভিণী ভার্য্যা গৃহে রাখিয়া দেশান্তরে গিয়াছিল। দীর্ঘকাল পরে গৃহে আসিয়া নিজ পুত্রকে চিনিতে পারিল না, পুত্রও পিতাকে চিনিতে পারিল না। পরে স্ত্রীর উপদেশে উভয়ে উভয়কে জানিয়াছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সুহৃদের উপদেশেও জ্ঞান হইয়া থাকে। (সাংখ্যদ° ৪ অঃ)

১২০। পিষ্টপেষণন্যায়ঃ।

পিষ্ট বস্তুর পেষণ যেমন নিরর্থক, এইরূপ নিষ্ফল কার্য্যারম্ভ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১২১। পুত্রলিপ্সয়া দেবং ভজন্ত্যা ভর্ত্তাঽপি নষ্ট ইতি ন্যায়ঃ।

পুত্র লাভ করিবার জন্য দেবতার আরাধনা করিতে করিতে স্বামীও বিনষ্ট হইল, এইরূপ কোন মঙ্গলকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে করিতে তাহার মূলপর্য্যন্ত নষ্ট হইলে, এই ন্যায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

১২২। প্রাপাণকন্যায়ঃ।

যেরূপ শর্করা প্রভৃতি বস্তু একত্র করিয়া এক অদ্ভুত অতি সুমিষ্ট বস্তু প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ যে স্থলে বহুসাধন দ্বারা এক চিত্ররূপ বস্তু হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। যেস্থলে বিভাব ও অনুভাবাদি দ্বারা শৃঙ্গারাদিরসের অভিব্যক্তি হয়, সেইস্থলেও এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১২৩। প্রদীপন্যায়ঃ।

যেরূপ তৈল, সূত্র ও অগ্নি সহযোগে দীপ প্রজ্বলিত হইয়া প্রকাশমান হয়, সেইরূপ সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ পরস্পর বিরোধী হইলেও পরস্পর মিলিত হইয়া দেহধারণরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

"প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ।" (সাংখ্যকা°)

১২৪। প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে ইতি ন্যায়ঃ।

কোন প্রয়োজন না থাকিলে মূঢ়ব্যক্তিও কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় না, এইরূপ প্রয়োজনবশতঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১২৫। প্রাসাদবাসিন্যায়ঃ।

এক ব্যক্তি প্রাসাদে বাস করে, কিন্তু তাঁহাকে কার্য্যানুরোধে সময়ে সময়ে নীচে আসিতে এবং অন্যস্থলেও যাইতে হয়, তথাচ তাহাকে যেরূপ প্রাসাদবাসী কহে, সেইরূপ বর্ণনীয় বিষয়ের প্রাধান্যানুসারেই তাহার নাম হইবে।

১২৬। ফলবৎসহকারন্যায়ঃ।

পথিক ফলযুক্ত আম্রবৃক্ষতলে ছায়ার জন্য উপবেশন করিলে ফল ও পরিমল প্রার্থনা না করিলেও যেরূপ আপনা হইতে পাইয়া থাকে। যে স্থলে এইরূপ হইবে, তথায় এই ন্যায় হয়।

১২৭। বহুবৃকাকৃষ্টন্যায়ঃ।

যেরূপ বহুবৃক (নেকড়ে বাঘ) কর্ত্তৃক আকৃষ্ট একটী মৃগের একত্র স্থিতি ঘটে না, তদ্রূপ যেস্থলে অনেকের পরস্পর বিবাদ হয়, সেইস্থলে এক বিষয়ের স্থিরতা থাকে না, যে স্থলে এইরূপ হইবে তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১২৮। বহুভির্যোগে বিরোধো রাগাদিভিঃ কুমারীশঙ্খবৎ।

বহুলোকের সহিত সঙ্গ করিবে না, করিলে রাগাদি দ্বারা কুমারী শঙ্খের ন্যায় কলহ হয়। এক কুমারী তণ্ডুল কণ্ডন করিতে আরম্ভ করিলে হস্তস্থিত বহু শঙ্খাভরণ বাজিয়া উঠিল। দেহলীতে কুটুম্ব উপবিষ্ট থাকায় লজ্জিত হইয়া একটী রাখিল, অবশিষ্টগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তখন আর তাহার শঙ্খাভরণ বাজিল না, এই উপাখ্যানের তাৎপর্য্য এই যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি একাকী থাকিবেন, বহুসঙ্গী হইবেন না। আসঙ্গলিপ্সা মহদ্দোষ ও জ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক।

১২৯। বহুশাস্ত্রগুরূপাসনেঽপি সারাদানং ষট্পদবৎ।

নানা শাস্ত্র ও নানা উপাসনাদি থাকিলেও ভ্রমরের ন্যায় সারগ্রাহী হইবে। ভ্রমর যেরূপ পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া মধুমাত্র গ্রহণ করে, তদ্রূপ মুমুক্ষুব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত বিদ্যামাত্র গ্রহণ করিবেন। উপবিদ্যা সকল পরিত্যাগ করিবেন।

১৩০। বহূনাং অনুগ্রহো শ্লাঘ্য ইতি ন্যায়ঃ।

বহুলোকের অনুগ্রহ শ্লাঘ্য, তত্তুল্য ন্যায়। সামান্য বস্তু হইলেও তাহার সমবায় দ্বারা অনেক সুবৃহৎ কার্য্য সাধিত হয়। যেরূপ তৃণ সকল

একত্র করিয়া রজ্জু করিলে তাহাতে মত্ত হস্তীও বদ্ধ হয়, তদ্রূপ বহু অসার বস্তুর মিলনও কার্য্যসাধক হইয়া থাকে।

"বহূনামপ্যসারাণাং মেলনং কার্য্যসাধকম্।
তৃণৈঃ সম্পাদ্যতে রজ্জুস্তয়া নাগোঽপি বধ্যতে॥"

১৩১। বিরক্তস্ত হেয়হানমুপাদেয়োপাদানং হংসক্ষীরবৎ।

বিরক্ত পুরুষ হংসের স্তায় হেয় অংশ পরিত্যাগ করিয়া উপাদেয় অংশ গ্রহণ করিবেন। দুগ্ধমিশ্রিত জল হংসকে খাইতে দিলে হংস দুগ্ধভোজন করে, জল পড়িয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য অসার হইতে সার গ্রহণ বিধেয়।

১৩২। বিলবর্ত্তিগোধান্তায়ঃ।

গোধা গর্ত্ত মধ্যে থাকিলে তাহার যেরূপ বিভাগ হইতে পারে না, তদ্রূপ অজ্ঞাতপর সিদ্ধান্ত না জানিয়া তাহাতে দোষ দিলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৩৩। ব্রাহ্মণগ্রামস্তায়ঃ।

এক গ্রামে অনেক জাতি বাস করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের বাহুল্যহেতু এই গ্রামকে যেরূপ ব্রাহ্মণগ্রাম কহে। সেইরূপ প্রাধান্যের বিবক্ষা হইলেই তথায় এই ন্যায় প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

১৩৪। ব্রাহ্মণশ্রমণন্তায়ঃ।

শ্রমণ অর্থে বৌদ্ধযতি, ব্রাহ্মণ নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তাহাকে যেরূপ ব্রাহ্মণশ্রমণ কহে, তদ্রূপ যে স্থলে ভূতপূর্ব্ব গতি দ্বারা নির্দ্দেশ হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৩৫। ভিক্ষুপাদপ্রসারণন্তায়ঃ।

কোন এক ভিক্ষুক যথেষ্ট ভোজনাদি লাভাশয়ে এক ধনীর গৃহে প্রবেশ করিয়া এককালীন সকল অভীষ্ট লাভ অসম্ভব ইহা বিবেচনা করিয়া প্রথমে পাদপ্রসারণ, তাহার পর পরিচয় এবং ইহা দ্বারা সকল অভিলাষ সম্পাদন করিব, ইহা বিবেচনা করিয়া প্রথমে অল্প ভিক্ষা ও বহু বিবেচনা করিয়া পরে তাহা হইতে সকল অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ যে স্থলে হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে। চলিত 'ছুচ্ হইয়া সাধাইয়া ফাল হইয়া বাহির হওয়া' ইহাই এই ন্যায়ের অন্তর্ভূত বিষয়।

১৩৬। মজ্জনোন্মজ্জনন্তায়ঃ।

সন্তরণানভিজ্ঞ কোন লোক যদি নদ্যাদিতে পতিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যেরূপ একবার নিমজ্জিত ও একবার উন্মজ্জিত হয়, এইরূপ দুষ্টবাদী স্বপক্ষসমর্থনের জন্য যত্নবান্ হইলেও প্রবলযুক্তি না পাইয়া সন্তরণানভিজ্ঞের ন্যায় ক্লেশ পাইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৩৭। মণিমন্ত্রন্যায়ঃ।

মণি ও মন্ত্রের যেরূপ অগ্নির দাহের প্রতি সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধকতা আছে, ইহাতে যেরূপ প্রমাণাপেক্ষা করে না, তদ্রূপ যাহাদের কামিনীজিজ্ঞাসা আছে, তাহাদের জ্ঞানমাত্রের প্রতিবন্ধকতা আছে, ইহাতেও কোন যুক্তির অপেক্ষা করে না। তদ্রূপ যে স্থলে হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৩৮। মণ্ডূকতোলনন্যায়ঃ।

কোন এক কপট বণিক দ্রব্যবিক্রয় করিবার সময় যেমন দ্রব্য ওজন করিবে সেই সঙ্গে একটী মণ্ডূক (ব্যাঙ) দিয়া ওজন করিতে লাগিল, মণ্ডূক লাফাইয়া চলিয়া গেল, এই সময় বণিকের কপটতা প্রকাশ পাইল, এইরূপ যে স্থলে কার্য্য করিবার সময় কপটতা প্রকাশ পায়, সেই স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৩৯। মরণাদ্বরং ব্যাধিরিতি ন্তায়ঃ।

মরণ হইতে ব্যাধিশ্রেয়ঃ, তত্তুল্য স্তায়। অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় উপস্থিত হইলে তাহা অপেক্ষা অল্প দুঃখই প্রার্থনীয়। এইরূপ স্থলে এই স্তায় হইয়া থাকে।

১৪০। মুঞ্জাদিষীকোদ্ধরণন্তায়ঃ।

মুঞ্জ তৃণবিশেষ, ইষীকা গর্ভস্থতৃণ তাহার উদ্ধরণ তত্তুল্য স্তায়। মুঞ্জ হইতে ইষীকা তুলিয়া লইলে যেরূপ তাহার কোন ক্ষতি হয় না। এইরূপ যে স্থলে যে বস্তুর গর্ভ (মধ্য) স্থিত তুলিয়া লইলে তাহার কোন ক্ষতি না হয়, এইরূপ স্থলে এই স্তায় হইয়া থাকে।

১৪১। যৎকৃতকং তদনিত্যমিতি স্তায়ঃ।

যাহা কৃতক অর্থাৎ কার্য্য তাহা অনিত্য, তত্তুল্য ন্যায়ঃ। কার্য্যমাত্রই অনিত্য, এইরূপ যে স্থলে বলা হইবে, তথায় এই ন্যায় হইবে।

১৪২। যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ ইতি স্তায়ঃ।

যে স্থলে যাহা প্রকৃত বিষয় তাহাতে তাহারই প্রামাণ্য অধিক অন্য ইতর বিষয়ে প্রামাণ্য হইতেও পারে, না পারে, সাংখ্যদর্শনে বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্যে এই ন্যায়দ্বারা বলিয়াছেন, সাংখ্যদর্শনে প্রধান বর্ণনীয় দুঃখনিবৃত্তি, এই দুঃখনিবৃত্তিবিষয়ে এই দর্শনই অন্য দর্শনাপেক্ষা অধিক প্রামাণ্য, কিন্তু ঈশ্বরাংশে এই দর্শন দুর্ব্বল, যেহেতু ঐ ঈশ্বর এই দর্শনের প্রধান বিষয় নহে, কিন্তু বেদান্তাদি দর্শনে ব্রহ্মবিষয়েরই অধিক প্রমাণ যেহেতু তাহাদের উহার বর্ণনীয় বিষয়। যে স্থলে এইরূপ হইবে, তথায় এই ন্যায় হইবে।

১৪৩। যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ ন তত্রৈকোঽনুযোজ্য ইতি ন্যায়ঃ।

যে স্থলে উভয়ের দোষ ও পরিহার সমান, সেইস্থলে কোন পক্ষই পর্য্যনু-যোজ্য অর্থাৎ গ্রহণীয় নহে।

"যত্রোভয়োঃ সমো দোষঃ পরিহারশ্চ যঃ সমঃ।
নৈকঃ পর্য্যনুযোজ্যঃ স্যাৎ তাদৃগর্থবিচারণে॥"

বেদান্তদর্শনে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে, যে স্থলে দোষও দোষের পরিহার উভয়ই তুল্য সেই স্থলে কোন পক্ষ অবলম্বনীয় নহে।

১৪৪। যাদৃশং মুখং তাদৃশং চপেটমিতি স্তায়ঃ।

যেরূপ মুখ সেইরূপ চপেট (চড়) অর্থাৎ যে স্থলে তুল্যরূপ পরিহার হইবে, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৪৫। যাদৃশো যক্ষস্তাদৃশো বলিরিতি স্তায়ঃ।

যেরূপ যক্ষ বলি উপহারও তদ্রূপ, যে স্থলে তুল্যরূপ উপহার হইবে তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৪৬। যেন উপক্রম্যতে উপসংহ্রিয়তে স বাক্যার্থঃ ইতি স্তায়ঃ।

যাহা দ্বারা উপক্রম ও উপসংহার হয়, সেই বাক্যার্থ তত্তুল্য ন্যায় যেরূপ 'গিরি অগ্নিমান' ইহা বলিলে এই প্রতিজ্ঞা বাক্যদ্বারা পর্ব্বতেরই উপক্রম করা হয় এবং কিজন্য বহ্নিমান্ না সেই হেতু বহ্নিমান, এই নিগমনবাক্যেও পর্ব্বতের বোধ হইতেছে, এই স্থলে উপক্রম ও উপসংহারে গিরিই বাক্যার্থ হইল। এইরূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৪৭। যোজনপ্রাপ্যায়াং কাবের্য্যাং মল্লবন্ধনন্যায়ঃ।

যোজনপ্রাপ্যা কাবেরীতে মল্লবন্ধন (মল্ল কৈবর্ত্ত জাতিবিশেষ, তাহার বস্ত্রবন্ধন, অথবা মল্ল যোদ্ধৃপুরুষ তাহার ন্যায় বন্ধন) তত্তুল্য ন্যায়। যদি অল্প জলাশয় হয়, মল্লবন্ধন করিয়া অর্থাৎ বস্ত্রাদি উত্তমরূপে আঁটিয়া বাঁধিয়া সেই জলাশয় অনায়াসে পার হয়, কিন্তু নদী যদি যোজনপ্রাপ্যা হয়, তাহা হইলে মল্লবন্ধন করিয়া ঐরূপ নদীতরণ অযুক্ত, এইরূপ যে স্থলে হইবে, তথায় এই ন্যায় হইবে।

১৪৮। রক্তপটন্যায়ঃ।

যে স্থলে নিরাকাঙ্ক্ষ বাক্যে আকাঙ্ক্ষা উত্থাপিত করিয়া একবাক্য করা হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। যথা—'পটোঽস্তি' পট আছে, পট এই বাক্যে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা নাই, এই নিরাকাঙ্ক্ষবাক্যে আকাঙ্ক্ষা উত্থাপিত করিয়া অর্থাৎ কি প্রকার পট এইরূপ আকাঙ্ক্ষা তুলিয়া তাহাতে একবাক্যতা করা হইল অর্থাৎ রক্ত পট। যে স্থলে এইরূপ বলা হয়, তথায় এই ন্যায় হইবে।

১৪৯। রজ্জুসর্পন্যায়ঃ।

রজ্জুতে সর্প ভ্রম তত্তুল্য ন্যায়।

"যত্র বিশ্বমিদং ভাতি কল্পিতং রজ্জুসর্পবৎ।" (অষ্টাবক্রসং)

অস্ফুটালোকে রজ্জু দেখিলে মানবের সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু যখন স্ফুটালোকে ভাল করিয়া তাহা দেখা যায়, তখন আর সর্পভ্রম থাকে না, তাহা রজ্জু বলিয়াই প্রতীতি হয়। এইরূপ আমাদের অজ্ঞানের অস্ফুটালোকে ব্রহ্মে জগৎভ্রম হইতেছে, যখন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অজ্ঞানালোক চলিয়া যাইবে, জ্ঞানালোক উদ্ভাসিত হইবে, তখন আর ব্রহ্মে জগৎভ্রম হইবে না। বেদান্তদর্শনে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ভ্রান্তিস্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৫০। রাজপুত্রব্যাধন্যায়ঃ।

কোন সময়ে একরাজপুত্র চৌরকর্ত্তৃক নীত হইয়াছিল, পরে এই চৌরগণ তাহাকে এক ব্যাধের নিকট বিক্রয় করে, রাজপুত্র ব্যাধভবনে বর্দ্ধিত হইয়া 'আমি ব্যাধপুত্র' এইরূপ ধারণা করিয়াছিল। পরে তাহার কোন আত্মীয় ইহা জানিতে পারিয়া ব্যাধভবনে রাজপুত্রকে তাহার জন্ম বৃত্তান্ত সকল বলিলে তখন রাজপুত্রের ব্যাধভ্রান্তি বিদূরিত হইয়া তাহার স্বরূপ বোধ হইল। এইরূপ যে স্থলে ভ্রান্তি হইয়া বাক্যে অপনোদন হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে। আমাদের ব্রহ্মে দৃশ্য ভ্রান্তি হইতেছে, কিন্তু তত্ত্বমস্যাদিবাক্যে তাহার অপনোদন হইয়া 'অহং ব্রহ্ম' এই জ্ঞানই অবিচলিত হয়। এইস্থলই এই ন্যায়ের বিষয়। সাংখ্যদর্শনে চতুর্থ অধ্যায়ে 'রাজপুত্রবৎ তত্ত্বোপদেশাৎ' এইসূত্রে এই বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

১৫১। রাজপুরপ্রবেশন্যায়ঃ।

রাজার পুর প্রবেশের সময় অতিশয় জনতা হয়, কিন্তু বহুলোকের সমাগম বলিয়া নানারূপ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এই সকল লোকসমূহ রক্ষীদিগের পীড়নভয়ে শ্রেণীবদ্ধভাবে অবস্থিত থাকে ও কোনরূপ গোলযোগ করে না, এইরূপ যে স্থলে সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৫২। লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং হি বস্তুসিদ্ধিরিতি ন্যায়ঃ।

লক্ষণ ও প্রমাণদ্বারা বস্তু সিদ্ধ হয়, তত্তুল্য ন্যায়। এইরূপ যে স্থলে লক্ষণ ও প্রমাণে বস্তুর সিদ্ধি হইয়া থাকে, সেই স্থলে এই ন্যায় হয়।

১৫৩। লূতাতন্তুন্যায়ঃ।

লূতা কীটবিশেষ তাহা হইতে তন্তুনির্গম তত্তুল্য ন্যায়। লূতা (মাকড়সা) যেরূপ নিজে স্বীয় দেহ হইতে সূত্র নির্ম্মাণ করে ও নিজ দেহেই সংহার করে, তদ্রূপ ব্রহ্ম এই জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন এবং সংহার কালে ব্রহ্মেই এই জগৎ লীন হইতেছে। এইরূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৫৪। লোষ্ট্রলগুড়ন্যায়ঃ।

যেরূপ লগুড়দ্বারা লোষ্ট্র চূর্ণীকৃত হয়, তদ্রূপ উপমর্দ্দ্য ও উপমর্দ্দক হইলে সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৫৫। লোহচুম্বকন্যায়ঃ।

লোহ ও চুম্বক দুইই নিশ্চল, কিন্তু চুম্বক লোহ সন্নিধিমাত্রেই তাহাকে আকর্ষণ করে, এইরূপ পুরুষ নিষ্ক্রিয় হইলেও প্রকৃতিসন্নিধানে কার্য্যপ্রবর্ত্তক হয়। সাংখ্যদর্শনে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৫৬। বরগোষ্ঠীন্যায়ঃ।

গোষ্ঠী অর্থাৎ বর ও বধূপক্ষের পরস্পর আলাপে, (বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ সকলে) একমত হইয়া যেরূপ বরলাভরূপ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, এইরূপ যে স্থলে ঐকমত্য হইয়া কোন একটী কার্য্যসাধন করা যায়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। গোষ্ঠী বর ও বধূপক্ষের আলাপ, ইহার ঐকমত্যে বর লাভ হয়, এই জন্য এই ন্যায়ের নাম বরগোষ্ঠী ন্যায় হইয়াছে।

১৫৭। বরঘাতায় কন্যাবরণমিতি ন্যায়ঃ।

বিবাহ করা প্রয়োজন অথচ বিষকন্যা বিবাহ করিলে মৃত্যু হইতে পারে, এইরূপস্থলে বিষকন্যা বিবাহ না করাই শ্রেয়ঃ, যে স্থলে অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে গিয়া অনিষ্টান্তরের সম্ভাবনা, সেইস্থলে অভীষ্ট বস্তু লাভ না করাই ভাল। এইরূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৫৮। বহ্নিধূমন্যায়ঃ।

ধূমরূপ কার্য্যদর্শনে যেরূপ কারণরূপ কার্য্যের অনুমান হইয়া থাকে, তদ্রূপ কার্য্যদর্শনে কারণের অনুমান স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৫৯। বিল্বখল্বাটন্যায়ঃ।

খল্বাট অর্থাৎ যাহার মাথায় টাক পড়িয়াছে। খল্বাটব্যক্তি রৌদ্রে অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া ছায়ার জন্য এক বিল্ববৃক্ষতলে উপবেশন করিয়াছিল, এমন সময় একটী বেল তাহার মস্তকে পতিত হওয়ায় তাহার মস্তক ভগ্ন হইল। এইরূপ যে স্থলে অভীষ্ট প্রাপ্তির আশায় যাইয়া অনিষ্ট লাভ হইয়া থাকে, সেইস্থলে এই ন্যায় হয় *।

১৬০। বিশেষ্যে বিশেষণং তত্রাপি চ বিশেষণমিতি ন্যায়ঃ।

বিশেষ্যে বিশেষণ, তাহাতেও বিশেষণ তত্তুল্য ন্যায়। যেরূপ কুণ্ডল

* "খল্বাটো দিবসেশ্বরস্য কিরণৈঃ সন্তাপিতো মস্তকে,
বাঞ্ছন্ দেশমনাতপং বিধিবশাদ্বিল্বস্য মূলং গতঃ।
তত্রাপ্যস্য মহাফলেন পততা ভগ্নং সশব্দং শিরঃ,
প্রায়ো গচ্ছতি যত্র ভাগ্যরহিতস্তত্রাপদাং ভাজনম্॥" (লৌকিকন্যায়সং)

ঘটবৎ ও জলবৎ এই স্থলে ভূতলে ঘট বিশেষণ এবং এই বিশেষণটী ভূতলাংশে প্রদত্ত হইয়াছে, তদ্রূপ বিশেষণ এই রীতিতে যে স্থলে ভাসমান হইবে, তথায় এই ন্যায় হয়।

১৬১। বিষভক্ষণন্যায়ঃ।

পাপী পাপাচরণ করিয়াছে কি না তাহা জানিবার জন্য বিষভক্ষণরূপ দিব্য করিতে হয়, যথানিয়মে পাপীকে বিষ ভক্ষণ করাইলে যদি প্রকৃত সেই ব্যক্তি পাপ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার অনিষ্ট হইবে না এবং অনিষ্ট হইলে তাহাকে পাপাচারী বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ যে স্থলে সত্যাভিসন্ধের মোক্ষ এবং মিথ্যাভিসন্ধের বন্ধ হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৬২। বিষবৃক্ষন্যায়ঃ।

অন্য বৃক্ষের কথা দূরে থাকুক যদি বিষবৃক্ষও বর্দ্ধিত করা যায়, তাহা হইলে তাহাকেও ছেদন করা সঙ্গত নহে, সেইরূপ আপনাকর্ত্তৃক অর্জ্জিত বস্তুর স্বয়ং নাশ করা অযুক্ত, এইরূপ স্থলেই এই ন্যায় হইয়া থাকে।

"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্।" (কুমার ২ সং)

এই ন্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, নিজে যাহাকে বাড়ান যায়, নিজে তাহার কোনরূপ অনিষ্টকরা যায় না।

১৬৩। বীচিতরঙ্গন্যায়ঃ।

নদীর তরঙ্গ যেরূপ একের পর আর একটী উৎপন্ন হয়, সেইরূপ যে স্থলে পরম্পরাক্রমে কার্য্যোৎপত্তি হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

"বীচিতরঙ্গন্যায়েন তদুৎপত্তিস্তু কীর্ত্তিতা।" (ভাষাপরি°)

নৈয়ায়িকদিগের মতে ককারাদিবর্ণ বীচিতরঙ্গ ন্যায়ানুসারে উৎপন্ন হয়।

১৬৪। বীজাঙ্কুরন্যায়ঃ।

বীজ হইতে অঙ্কুর, কি অঙ্কুর হইতে বীজ, বীজ ভিন্ন অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না এবং অঙ্কুর না হইলেও বীজ হয় না, সুতরাং অঙ্কুরের প্রতি বীজ কারণ না বীজের প্রতি অঙ্কুর কারণ ইহার যেরূপ কিছু স্থির করা যায় না এবং এই বীজাঙ্কুরপ্রবাহ অনাদি ইহা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এইরূপ যে স্থলে হইবে, তথায় এই ন্যায় হয়। বেদান্তদর্শনে শারীরক-ভাষ্যে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

"তৎকৃতধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তং শরীরত্বমিতি চেৎ ন শরীরসম্বন্ধাসিদ্ধত্বা-দ্ধর্ম্মাধর্ম্মযোরাত্মকৃতত্বাসিদ্ধেঃ, শরীরসম্বন্ধস্য ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্তৎকৃতত্বস্য চেতরে-তরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাদন্ধপরম্পরৈষা অনাদিকল্পনা।" (বেদান্তদ° শারীরকভা°)

১৬৫। বৃক্ষপ্রকম্পনন্যায়ঃ।

একজন লোক একটী গাছে উঠিয়াছিল, মূলপ্রদেশ হইতে একজন কহিল প্রথমে ঐ শাখাটী নাড়া দেও, আর একজন আর একটী শাখা নাড়িতে কহিল, বৃক্ষারূঢ়ব্যক্তি তাহাদের পরস্পর বিসংবাদীবাক্যে কিছুই করিতে পারিল না, এদিকে আর একজন লোক নিম্নপ্রদেশ হইতে মূলবৃক্ষ ধরিয়া নাড়া দিল, ইহাতে যুগপৎ সকলশাখাই কম্পিত হইল। এইরূপ যে স্থলে সকলবস্তুর অবিরোধাচরণ হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৬৬। বৃদ্ধকুমারীবাক্যন্যায়ঃ।

ইন্দ্র একদা এক বৃদ্ধ কুমারীকে বলিয়াছিলেন, তুমি বর প্রার্থনা কর, ঐ বৃদ্ধকুমারী ইন্দ্র কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া এইরূপ বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমার অনেক পুত্র বহু ক্ষীর, ঘৃত ও কাঞ্চনপাত্রে ওদন ভোজন করুক। কিন্তু এই স্ত্রী কুমারী, ইহার বিবাহ হয় নাই, বিবাহ না হইলে পুত্র ও ধনাদি হইতে পারে না, কিন্তু এই কুমারী একটী বরে পতি, পুত্র, গো, ধান্য ও হিরণ্য লাভ করিলেন। এইরূপ উপাসনাদ্বারা একমোক্ষসাধন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে তদন্তর্ভুক্তচিত্তশমাদি বহু সংগৃহীত হয়, তদ্রূপ যে স্থলে একবাক্যদ্বারা নানার্থের প্রতিপাদন হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। মহাভাষ্যে এই ন্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

১৬৭। বৃদ্ধিমিষ্টবতো মূলমপি বিনষ্টমিতি ন্যায়ঃ।

কোন এক বণিক্ মূলধন বাড়াইবার জন্য ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার কতকগুলি ভৃত্য অন্যায় ব্যবহার করিয়া তাহার মূল ধনপর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া ফেলিল, এইরূপ যে স্থলে তথায় এই ন্যায় হয়।

১৬৮। ব্রতনিয়মলঙ্ঘনাদানর্থক্যং লোকবৎ।

জ্ঞানসাধক ব্রতাদি পরিত্যাগ করিলে লোকদৃষ্টান্তে জ্ঞানরূপ প্রয়ো-জন নষ্ট হইয়া যায়। ইহার উদ্দেশ্য বৃথা ব্রতগ্রহণে পাষণ্ডতা জন্মে এবং বৃথা পরিত্যাগেও অনর্থ সংঘটিত হয়।

১৬৯। শঙ্খবেলান্যায়ঃ।

শঙ্খধ্বনি দ্বারা বেলা বিশেষের যেরূপ জ্ঞান হয় এবং ঘণ্টাদ্বারা যেমন সময় জানা যায়, তদ্রূপ যে স্থলে পর পর জানা যায়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। "যথা—চৈত্রান্তরং বৈশাখঃ বৈশাখোত্তরং জ্যৈষ্ঠ ইতি ক্রমবিশেষজ্ঞানং শঙ্খবেলান্যায়াদিতি।" (মলমাসতত্ত্ব)

১৭০। শতপত্রভেদনন্যায়ঃ।

শতপত্র একটী সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিলে একবারেই ভেদ হইল, এইরূপ বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে, প্রত্যেকপত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিদ্ধ হইয়াছে ; কিন্তু কালের সূক্ষ্মতাবশতঃ তাহার অনুমান হয় না। এইরূপ যে স্থলে অনেকগুলি কার্য্য পর পর হইলেও এক সময়ে হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনে এই ন্যায় দর্শিত হইয়াছে।

১৭১। শালিসম্পত্তৌ কোদ্রবাশনন্যায়ঃ।

শালি উত্তম ধান্যবিশেষ, কোদ্রব অধম ধান্যভেদ, উত্তম ধান্য থাকিতে অধম ধান্য ভক্ষণ তত্তুল্য ন্যায়, যে স্থলে উত্তম বস্তু সত্ত্বে অধম বস্তু সেবন করা হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৭২। শিরোবেষ্টনেন নাসিকাস্পর্শ ইতি ন্যায়ঃ।

মস্তক বেষ্টন করিয়া নাসিকাস্পর্শ তত্তুল্য ন্যায়। যে স্থলে অল্পায়াস-সাধ্য কার্য্যে বহু আয়াস হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৭৩। শ্যামরক্তন্যায়ঃ।

যেরূপ ঘটাদির শ্যামগুণ নাশ হইয়া রক্তগুণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ যে স্থলে পূর্ব্ব গুণ নাশ হইয়া অপর গুণের সমাবেশ হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৭৪। শ্যালশুনকন্যায়ঃ।

একজন লোক একটী কুকুর পুষিয়াছিল এবং তিনি ঐ কুকুরকে শ্যালক নামে অভিহিত করিতেন। যদি কোন দিন তাহার স্ত্রীকে রাগা-ইবার প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে সেইদিন তিনি ঐ কুকুরকে নানা প্রকার গালি দিলেন, তাহার স্ত্রী আপনার ভ্রাতা ভাবিয়া অতিশয় রাগান্বিত

হইতেন। শ্যালকের প্রতি গালি প্রদান বক্তার অভিপ্রায় ছিল না, তথায় তাহার স্ত্রীর রাগের কারণ না থাকিলেও নামের ঐক্য শুনিয়া রাগান্বিতা হইতেন। এইরূপ যে স্থলে হইবে, তথায় এই ন্যায় হয়।

১৭৫। শ্বঃকার্য্যমদ্য কুর্ব্বীতেতি ন্যায়ঃ।

যে কার্য্য কল্য করিতে হইবে, সেই কার্য্য অদ্য এবং অপরাহ্নের কার্য্য পূর্ব্বাহ্নে করিতে হইবে, এইরূপ যে স্থলে পরকর্ত্তব্য কার্য্য পূর্ব্বে করা যায়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

"শ্বঃ কার্য্যমদ্য কর্ত্তব্যং পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
নহি প্রতীক্ষ্যতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতম্॥"

১৭৬। শ্যেনবৎ সুখদুঃখী ত্যাগবিয়োগাভ্যাং।

জীব ত্যাগ ও বিয়োগ এই দুয়ের দ্বারা শ্যেনপক্ষীর ন্যায় সুখী ও দুঃখী হয়। কোন ব্যক্তি একটী শ্যেনশাবক পুষিয়াছিল। কিছুকাল পরে তাহার মনে হইল, ইহাকে আর বৃথা কষ্ট দিই কেন, ইহা ভাবিয়া ছাড়িয়া দিল। শ্যেন তখন বন্ধনমুক্ত হইয়া সুখী ও পালকের বিচ্ছেদে দুঃখী হইল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই।

১৭৭। সন্দংশপতিতন্যায়ঃ।

সন্দংশ (সাড়াঁশী) যেরূপ মধ্যস্থিত পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ পূর্ব্বোত্তর পদার্থের মধ্যস্থিত পদার্থের গ্রহণ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৭৮। সন্নিহিতাদপি ব্যবহিতং সাকাঙ্ক্ষং বলীয় ইতি ন্যায়ঃ।

সন্নিহিত হইতে ব্যবহিত পদ যদি আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা বলবান্ হইয়া থাকে তত্তুল্য ন্যায়। শাব্দবোধের যোগ্যতাহেতু সাকাঙ্ক্ষপদের অর্থাৎ স্বার্থান্বয়বোধের প্রযোজকতা এই নিয়মে তাহার আসত্তিক্রম অনাদর করিয়া অন্বয়যোগ্য পদার্থবাচক শব্দের ব্যবহিতত্ব থাকিলেও যে স্থলে অন্বয় হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হয়।

১৭৯। সন্নিহিতে বুদ্ধিরন্তরঙ্গমিতি ন্যায়ঃ।

সন্নিহিত ও বিপ্রকৃষ্ট এই দুইয়ের যদি উভয়েরই অন্বয় সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে সন্নিহিতে আসত্তি বশতঃ অন্বয় হইয়া থাকে, বিপ্রকৃষ্টের অন্বয় হয় না, এইরূপ যে স্থলে হইবে তথায় এই ন্যায় হয়।

১৮০। সমুদ্রবৃষ্টিন্যায়ঃ।

সমুদ্রে বর্ষণ হইলে তাহাতে যেরূপ কোন উপকার হয় না, তদ্রূপ যে স্থলে নিষ্ফল কার্য্য হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৮১। সমূহালম্বনন্যায়ঃ।

যে স্থলে উপস্থিত পদার্থসমূহের মধ্যে বিশেষণ ও বিশেষ্যভাবদ্বারা অন্বয়ের অসম্ভব হয়, সেইস্থলে উপস্থিত পদার্থের সমূহ-অবলম্বন করিয়া বোধ হইবে, যেরূপ ঘট, পট ইত্যাদিস্থলে ঘট ও পট উভয়ই বিশেষ্যপদ, এই বিশেষ্যপদ অবলম্বন করিয়া অন্বয় বোধ হইবে। এইরূপ যে স্থলে হইবে, তথায় এই ন্যায় হইবে।

১৮২। সম্ভবত্যেকবাক্যত্বে বাক্যভেদো ন চেষ্যতে ইতি ন্যায়ঃ।

এক বাক্যত্ব সম্ভাবনা হইলে বাক্যভেদ অভিলষণীয় নহে যে স্থলে এইরূপ হইবে, তথায় এই ন্যায় হইবে।

১৮৩। সর্ব্বং বিশেষণং সাবধারণমিতি ন্যায়ঃ।

বিশেষণমাত্রই সাবধারণ যথা—'শ্বেত শঙ্খ' এই স্থলে শঙ্খ শ্বেতবর্ণই। এইরূপ যে স্থলে সাবধারণ বাক্য বোধ হইবে সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৮৪। সর্ব্বাপেক্ষান্যায়ঃ।

বহুলোক নিমন্ত্রিত হইলে, তাহার মধ্যে একজন আসিলে তাহাকে যেরূপ আহার দেওয়া হয় না, সকলের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৮৫। সবিশেষণে হি বিধিনিষেধৌ বিশেষণমুপসংক্রামতঃ সতি বিশেষ্যে বাধে ইতি ন্যায়ঃ।

বিশেষ্যপদ বাধিত হইলে বিশেষণের সহিত বর্ত্তমান বিধি ও নিষেধ বিশেষণে উপসংক্রান্ত হয়, তত্তুল্য ন্যায়। যেরূপ 'ঘটাকাশমানয় নান্যা-কাশং' ঘটাকাশ আনয়ন কর, অন্যাকাশ আনিবার আবশ্যক নাই, এই স্থলে বিশেষ্যপদ আকাশ হইতে বাধপ্রযুক্ত আনয়ন ও নিবারণ এই বিধি এবং নিষেধ হওয়ায় ঘটাদিরূপে বিশেষণে উপসংক্রান্ত হইল অর্থাৎ ঘট আনয়ন কর ইহাই বোধ হইল, এইরূপ যে স্থলে হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৮৬। সাক্ষাৎ প্রকৃতৌ বিকারলয় ইতি ন্যায়ঃ।

সাক্ষাৎ প্রকৃতিতে বিকারের লয় হয়, তত্তুল্য ন্যায়। যেরূপ ঘটাদির সাক্ষাৎ প্রকৃতি কপালাদিতে লয় হয়, পরমাণুতে লয় হয় না, সেইরূপ যে স্থলে বিকারের স্বীয় প্রকৃতিতে লয় হইবে, সেইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৮৭। সাবকাশনিরবকাশয়োর্মধ্যে নিরবকাশো বলীয়ান্ ইতি ন্যায়ঃ।

সাবকাশ এবং নিরবকাশবিধিস্থলে নিরবকাশবিধিই বলবান্, তত্তুল্য ন্যায়। যাহার অনেকগুলি বিষয় অর্থাৎ স্থল আছে, তাহাই সাবকাশ বিধি এবং যাহার কেবল একটী বিষয় থাকে, তাহাই নিরবকাশ বিধি। যদি কোন স্থলে এই দুইটী বিধি সমান থাকে, তাহা হইলে নিরবকাশবিধিরই প্রাধান্য হইয়া থাকে। যে স্থলে এইরূপ নিরবকাশ বিধির প্রাধান্য হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৮৮। সিংহাবলোকনন্যায়ঃ।

সিংহ যেরূপ একটী মৃগ বধ করিয়া অগ্রে যাইতে যাইতে পশ্চাদ্দিক্ অবলোকন করে, তদ্রূপ যে স্থলে অগ্রে ও পৃষ্ঠে উভয়ের অন্বয় হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৮৯। সূচীকটাহন্যায়ঃ।

অল্পায়াসসাধ্য সূচীনির্ম্মাণের পর কটাহ নির্ম্মাণ। একদা কোন ব্যক্তি এক কর্ম্মকারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে একখানি কটাহ নির্ম্মাণের জন্য কহিল, ইত্যবসরে আর একব্যক্তি আসিয়া একটী সূচী প্রার্থনা করিল। কর্ম্মকার প্রথমে সূচী নির্ম্মাণ করিয়া পরে কটাহ প্রস্তুত করিয়া দিল, এইরূপ যে স্থলে অল্পায়াসসাধ্য কার্য্য সারিয়া বহু আয়াসসাধ্য কার্য্য করা যায়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৯০। সুন্দোপসুন্দন্যায়ঃ।

সুন্দ ও উপসুন্দ নামে প্রবলপরাক্রান্ত দুইজন অসুর ছিল, ইহারা দুই ভাই পরস্পর বিবাদ করিয়া উভয়ই বিনষ্ট হয়, এইরূপ যে স্থলে পরস্পর বিনষ্ট হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৯১। সূত্রশাটিকান্যায়ঃ।

সূত্রদ্বারা শাটিকা হইয়া থাকে, সূত্র শাটীর উপাদান বলিয়া সূত্রের শাটী এই ভাবিসংজ্ঞাদ্বারা নির্দ্দেশ হয়, এইরূপ যে স্থলে উপাদানের ভাবিসংজ্ঞারূপে নির্দ্দেশ হয় সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৯২। সোপানারোহণন্যায়ঃ।

প্রাসাদোপরি উঠিতে ইচ্ছা হইলে যেরূপ সোপানে আরোহণ করিয়া উঠিতে হয়, অর্থাৎ এক একটী সোপান উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে প্রাসাদোপরি উঠা যায়, এইরূপ ব্রহ্ম জানিতে হইলে প্রথমে এক একটী সোপান উত্তীর্ণ হইলে ব্রহ্ম জানিতে পারা যায়। অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে বৈরাগ্য প্রভৃতি জন্মিতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞানও চলিয়া যাইতে থাকে, ক্রমে সম্পূর্ণ অজ্ঞান তিরোহিত হইলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। এইরূপ স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৯৩। সোপানাবরোহণন্যায়ঃ।

যেরূপে সোপানে আরোহণ করা যায় এবং তাহার বিপরীতক্রমে অবরোহণ করিতে হয়, এইরূপ যে স্থলে হইবে, তথায় এই ন্যায় হইবে।

১৯৪। স্থবিরলগুড়ন্যায়ঃ।

বৃদ্ধহস্তপতিত লগুড় যেরূপ লক্ষ্যস্থলে পতিত হয় না, এইরূপ লক্ষ্যস্থলে পতন না হইলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৯৫। স্থূণানিখননন্যায়ঃ।

স্থূণা গৃহস্তম্ভের তাহার নিখনন, স্তম্ভ প্রোথিত করিতে হইলে তাহার দৃঢ়তার জন্য পুনঃ পুনঃ কর দ্বারা উত্তোলন ও চালনা করিয়া যেরূপ নিখনন করা হয়, তদ্রূপ যে স্থলে স্বীয় পক্ষ সমর্থিতপক্ষের দৃঢ়তার জন্য উদাহরণ ও যুক্তি প্রভৃতি দ্বারা পুনঃ পুনঃ সমর্থন করা যায়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৯৬। স্থূলারুন্ধতীন্যায়ঃ।

বিবাহের পর বর ও বধূকে অরুন্ধতী দেখাইতে হয়, এই অরুন্ধতী অতি দূরে অবস্থিত, এইজন্য ইহা অতি সূক্ষ্ম, অতিশয় দূরত্বহেতু ইহাকে হঠাৎ দেখিতে পারা যায় না, কিন্তু অঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্ব্বক লোকে প্রথমে সপ্তর্ষি তাহার পর তাহার সমীপবর্ত্তী অরুন্ধতী এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে এবং তাহাতে ক্রমে অরুন্ধতীর জ্ঞানও হয়, এইরূপ যে স্থলে অতি সূক্ষ্ম ও দুর্বিজ্ঞেয় বস্তু জ্ঞানের জন্য ক্রমে ক্রমে বোধ হয়, সেইস্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

১৯৭। স্বামিভৃত্যন্যায়ঃ।

ভৃত্য সকল প্রভুর অভিপ্রায়ানুসারে কার্য্য সম্পাদন করিয়া প্রসাদ লাভে আপনাকে লাভবান্ বিবেচনা করে, এইরূপ যে স্থলে পরস্পরের উপকার্য্য ও উপকারকভাব বোধ হয়, সেই স্থলে এই ন্যায় হইয়া থাকে।

কতকগুলি লৌকিক ন্যায়ের লক্ষণ লিখিত হইল, ইহা ভিন্ন আরও অনেক লৌকিক ন্যায় আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহাদের বিবরণ লিখিত হইল না, কেবল অকারাদি ক্রমে তালিকা দেওয়া হইল।

১ অগ্ন্যাতপন্যায়, ২ অত্যন্তং বলবন্তোঽপি পৌরজানপদা ইতি ন্যায়, ৩ অদগ্ধদহনন্যায়, ৪ অনধীতে মহাভাষ্যে ইতি ন্যায়, ৫ অনন্তরস্য বিধির্বা ভবতি প্রতিষেধো বা ইতি ন্যায়, ৬ অন্তে যা মতিঃ সাগতিরিতিন্যায়, ৭ অন্তে রণ্ডাবিবাহশ্চেদাদাবেব কুতো ন স ইতি ন্যায়, ৮ অন্ধদর্পনন্যায়, ৯ অন্ধভুজঙ্গন্যায়, ১০ অংশভক্ষণন্যায়, ১১ অভাগুলাভন্যায়, ১২ অৰ্দ্ধবৈশসন্যায় ১৩ অবস্থাপেক্ষিতানপেক্ষিতয়োরিতি ন্যায়, ১৪ অশ্বতরীগর্ভন্যায়, ১৫ অশ্বভৃত্যন্যায়, ১৬ অহিত্রিপুত্রন্যায়, ১৭ অহিমুক্ কৈবর্ত্তন্যায়, ১৮ আষাঢ়বাতন্যায়, ১৯ ইক্ষুরসন্যায়, ২০ ইক্ষুবিকারন্যায়, ২১ ইচ্ছেষ্যমানয়োঃ সমভিব্যাহারে ইষ্যমাণস্যৈব প্রধান্যমিতি ন্যায়, ২২ ইষুবেগক্ষয়ন্যায়, ২৩ উপজনিষ্যমাননিমিত্তোঽপ্যপবাদো জাতনিমিত্তমপি উৎসর্গং বাধত ইতি ন্যায়, ২৪ উপজীব্যোপজীবকন্যায়, ২৫ উষ্ট্রলগুড়ন্যায়, ২৬ একত্র নির্ণীতঃ শাস্ত্রার্থঃ অন্যত্রাপি তথা ইতি ন্যায়, ২৭ কণ্টকন্যায়, ২৮ করিবৃংহিতন্যায়, ২৯ কাংস্যভোজী ন্যায়, ৩০ কামনাগোচরত্বেন শব্দবোধ এব শব্দসাধনতাহম্মন্ন ইতি ন্যায়, ৩১ কালনাশে কার্য্যনাশন্যায়, ৩২ কিমজ্ঞানস্য দুষ্করমিতি ন্যায়, ৩৩ কীটভৃঙ্গন্যায়, ৩৪ কুক্কুটধ্বনিন্যায়, ৩৫ কুম্ভীধান্যন্যায়, ৩৬ কূপন্যায়, ৩৭ কৃতাকৃতপ্রসঙ্গো যো বিধিঃ স নিত্য ইতি ন্যায়, ৩৮ কোমপালন্যায়, ৩৯ কৌণ্ডিন্যন্যায়, ৪০ কৌন্তেয়রাধেয়ন্যায়, ৪১ খলমৈত্রী ন্যায়, ৪২ খাদকঘাতকন্যায়, ৪৩ গজঘটান্যায়, ৪৪ গণপতিন্যায়, ৪৫ গর্দ্দভারাগগণনান্যায়, ৪৬ গলেপাদুকন্যায়, ৪৭ গুণোপসংহারন্যায়, ৪৮ গোক্ষীরং স্বদস্ত্বৈর্তমিতি ন্যায়, ৪৯ গোময়পায়সন্যায়, ৫০ গোমহিষাদিন্যায়, ৫১ ঘটপ্রদীপন্যায়, ৫২ চক্রভ্রমণন্যায়, ৫৩ চর্ম্মতস্তো মহিষীঃ হস্তীতি ন্যায়, ৫৪ চিতামৃতন্যায়, ৫৫ চিত্রপটন্যায়, ৫৬ চিত্রাঙ্গনান্যায়, ৫৭ চিত্রানলন্যায়, ৫৮ জলমন্থনন্যায়, ৫৯ জামাত্রর্থং শ্রিপুস্য সূপাদেরতিথ্যুপকারকত্বমিতি ন্যায়, ৬০ জ্ঞানদর্প্পণ্যভ্রান্তপ্রকারে তু বিপর্য্যয় ইতি ন্যায়, ৬১ জ্ঞানাদেনিষ্কর্ববহুৎকর্যোঽপ্যঙ্গীকার্য্য ইতি ন্যায়, ৬২ জ্যোতির্ন্যায়, ৬৩ তত্ত্বাদৃগবগম্যত ইতি ন্যায়, ৬৪ তদভিন্নত্বমিতি ন্যায়, ৬৫ তদাগমেঽপি দৃশ্যতে ইতি ন্যায়, ৬৬ তমঃপ্রকাশন্যায়, ৬৭ তরতমভাবাপন্নমিতিন্যায়, ৬৮ তামসং পরিবর্জ্জয়েদিতি ন্যায়, ৬৯ তালসর্পন্যায়, ৭০ তির্য্যগধিকরণন্যায়, ৭১ তুলোন্নমনন্যায়, ৭২ ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে ইতি ন্যায়, ৭৩ তাজ্যা দুষ্টটিনী ইতি ন্যায়, ৭৪ দণ্ডারসনন্যায়, ৭৫ দগ্ধেন্ধনবহ্নিন্যায়, ৭৬ দগ্ধসর্পমারণন্যায়, ৭৭ দধিপয়সি প্রত্যক্ষোত্তর ইতি ন্যায়, ৭৮ দন্তপরীক্ষান্যায়, ৭৯ দানব্যালকটন্যায়, ৮০ দাহকদাহ্যন্যায়, ৮১ দুর্ব্বলৈরপি বাধ্যন্তে পুরুষৈঃ পার্থিবাশ্রিতৈরিতি ন্যায়, ৮২ দেবতাধিকরণন্যায়, ৮৩ দেব-

স্বকহস্ত্ কৃতন্যায়, ৮৪ দেহলীদীপন্যায়, ৮৫ দেহাধোমুখখঞ্জন্যায়, ৮৬ ধর্ম্মকল্পনান্যায়, ৮৭ ধর্ম্মিকল্পনান্যায়, ৮৮ ধান্যপলালন্যায়, ৮৯ নহি প্রত্যভিজ্ঞামাত্রেণ অর্থসিদ্ধিরিতি ন্যায়, ৯০ নহি ভিক্ষুকো ভিক্ষুকমিতি ন্যায়, ৯১ নহি বিবাহানন্তরং বরপরীক্ষা ক্রিয়তে ইতি ন্যায়, ৯২ নহি শাস্ত্রগণাক্ষেনাম্বেতি ইতি ন্যায়, ৯৩ নহি সুতীক্ষ্ণাপ্যসিধারা স্বয়মেব ছেত্তুমাহিতব্যাপারা ভবতীতি ন্যায়, ৯৪ নাগোজ্ভৃপতিন্যায়, ৯৫ নাজ্ঞাতবিশেষণা বিশিষ্টবুদ্ধিঃ বিশেষ্যং সংক্রামতীতি ন্যায়, ৯৬ নীরক্ষীরন্যায়, ৯৭ নীলেন্দীবরন্যায়, ৯৮ নৌনাবিকন্যায়, ৯৯ পটন্যায়, ১০০ পদগপ্যধিকাভাবাৎ স্মারকাৎ ন বিশিষ্যত ইতি ন্যায়, ১০১ পরিষন্যায়, ১০২ পর্ব্বতাধিত্যকান্যায়, ১০৩ পর্ব্বতোপত্যকান্যায়, ১০৪ পিণ্ডং হিত্বা করং লেঢ়ীতি ন্যায়, ১০৫ পুরস্তাদপবাদা অনন্তরান্ বিধীন্ বাধন্তে নেত্তরানিতি ন্যায়, ১০৬ পুষ্টলগুলন্যায়, ১০৭ পূর্ব্বাপবাদা নিবিশন্তে পশ্চাদুৎসর্গা ইতি ন্যায়, ১০৮ পূর্ব্বাৎ পরবলীয়স্ত্বন্যায়, ১০৯ প্রকল্প্যাপবাদবিষয়ং পশ্চাদুৎসর্গোঽভিনিবিশতে ইতি ন্যায়, ১১০ প্রকাশাশ্রয়ন্যায়, ১১১ প্রকৃতিপ্রত্যয়ার্থয়োঃ প্রত্যয়ার্থস্য প্রাধান্যমিতি ন্যায়, ১১২ প্রধানমল্লনিবর্হণন্যায়, ১১৩ প্রমাণবন্ত্যদৃষ্টানি কল্প্যানি সুবহূন্যপীতি ন্যায়, ১১৪ প্রসঙ্গপঠিতন্যায়, ১১৫ বহুচ্ছিদ্রঘটপ্রদীপন্যায়, ১১৬ বহুরাজকপুরন্যায়, ১১৭ ব্রাহ্মণবশিষ্ঠন্যায়, ১১৮ ভক্ষিতেঽপি লশুনে ন শান্তোব্যাধিরিতি ন্যায়, ১১৯ ভামতীন্যায়, ১২০ ভাবপ্রধানমাখ্যাতমিতি ন্যায়, ১২১ ভ্রাদিন্যায়, ১২২ ভূলিঙ্গপক্ষিন্যায়, ১২৩ ভূশৈত্যোঞ্চন্যায়, ১২৪ ভৈরবন্যায়, ১২৫ ভ্রমরন্যায়, ১২৬ মক্ষিকান্যায়, ১২৭ মণ্ডূকপ্লুতিন্যায়, ১২৮ মৎস্যকণ্টকন্যায়, ১২৯ মল্লগ্রামন্যায়, ১৩০ মহিষী প্রসবোন্মুখীতিন্যায়, ১৩১ মাৎস্যন্যায়, ১৩২ মূকভয়েন কথাত্যাগন্যায়, ১৩৩ মূর্খসেবনন্যায়, ১৩৪ মৃষাসিকতাম্রন্যায়, ১৩৫ মৃগভয়েন শস্যানাশ্রয়ণ ইতি ন্যায়, ১৩৬ মৃগবাগুরান্যায়, ১৩৭ মৃতমারণন্যায়, ১৩৮ যঃ কারয়তি স করোত্যেব ইতি ন্যায়, ১৩৯ যঃ কুরুতে স ভুঙ্‌ক্তে ইতি ন্যায়, ১৪০ যৎপ্রায়ঃ শ্রূয়তে যাদৃক্ তত্তাদৃগবগম্যতে ইতি ন্যায়, ১৪১ যদর্থা প্রবৃত্তিঃ তদর্থঃপ্রতিষেধঃ ইতি ন্যায়, ১৪২ যদ্বিবাহগীতগানমিতি ন্যায়, ১৪৩ যস্যাজ্ঞানং ভ্রমস্তস্য ভ্রান্তঃ সম্যক্ চ বেদ স ইতি ন্যায়, ১৪৪ যাবচ্ছিন্নস্তাবচ্ছিন্নোবাধা ইতি ন্যায়, ১৪৫ যেন চাপ্রাপ্তেন যো বিধিরারভ্যতে স তস্য বাধকো ভবতি ইতি ন্যায়, ১৪৬ রথবড়বান্যায়, ১৪৭ রশ্মিতৃণাদিন্যায়, ১৪৮ রাত্রিস্নানসং তামসঞ্চেতি ন্যায়, ১৪৯ রাসভরটিতন্যায়, ১৫০ রুঢ়িৰ্যোগমপহরতীতি ন্যায়, ১৫১ রেখাগবয়ন্যায়, ১৫২ রোগিন্যায়, ১৫৩ লাঙ্গলজীবনমিতি ন্যায়, ১৫৪ লৌহাগ্নিন্যায়, ১৫৫ বকবন্ধনন্যায়, ১৫৬ বিধিনিষেধৌ সতি বিশেষবাধে বিশেষণং উপসংক্রামেত ইতি ন্যায়, ১৫৭ বিধেয়ং হি সুরক্ষেদ্যদিতি ন্যায়, ১৫৮ বিপরীতং বলাবলমিতি ন্যায়, ১৫৯ বিবাহপ্রবৃত্তভূতন্যায়, ১৬০ বিশিষ্টবুদ্ধেরিতি ন্যায়, ১৬১ বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যমিতি ন্যায়, ১৬২ বৃশ্চিকীগর্ভন্যায়, ১৬৩ বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদ ইতি ন্যায়, ১৬৪ ব্যাঘ্রকবাজন্যায়, ১৬৫ ব্যাঘ্রীক্ষীরন্যায়, ১৬৬ ব্রণশোধনায় শস্ত্রগ্রহণমিতি ন্যায়, ১৬৭ ব্রীহিবীজন্যায়, ১৬৮ শক্তিঃ সহকারিণীতি ন্যায়, ১৬৯ শবোদ্বর্ত্তনন্যায়, ১৭০ শাখাচন্দ্রন্যায়, ১৭১ শাব্দী হ্যাকাঙ্ক্ষা শব্দেনৈব পূর্য্যতেতি ন্যায়, ১৭২ শৈলূষীন্যায়, ১৭৩ শ্বপুচ্ছোন্নামনন্যায়, ১৭৪ সচ্ছিদ্রঘটাম্বুন্যায়, ১৭৫ সতি বোধে ন জানাতীতি ন্যায়, ১৭৬ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রত্যয়মেকং কর্ম্মেতি ন্যায়, ১৭৭ সাক্ষাৎপ্রকৃতমিতি ন্যায়, ১৭৮ সাধুমৈত্রীন্যায়, ১৭৯ সার্ব্বজনীনতুল্যায়ব্যয়ন্যায়, ১৮০ সিংহমৃগন্যায়, ১৮১ সুতজনিমৃতিন্যায়, ১৮২ সুভগাভিক্ষুকন্যায়, ১৮৩ স্তনন্ধয়ন্যায়, ১৮৪ স্থালীপুলাকন্যায়, ১৮৫ স্থাবরজঙ্গমবিষন্যায়, ১৮৬ স্ফটিকলৌহিত্যন্যায়, ১৮৭ স্বকরকুচন্যায়, ১৮৮ স্বপক্ষহানিকর্ত্তৃত্বাৎ স্বকুলাঙ্গারতাং গত ইতি ন্যায়, ১৮৯ স্বপ্নব্যাঘ্রন্যায়, ১৯০ স্বশিশুমপি চুম্বন্তমিতি ন্যায়, ১৯১ হস্তামলকন্যায়।

শ্রীরামদয়ালুশিষ্য রঘুনাথবিরচিত লৌকিকন্যায়সংগ্রহে উক্ত ন্যায়সমূহের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ন্যায়কোকিল (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

ন্যায়তস্ (অব্য) ন্যায়-তসিল্। ন্যায়ানুসারে, ন্যায়রূপে।

ন্যায়তা (স্ত্রী) ন্যায় ভাবে-তল্, টাপ্। ন্যায়ের ভাব, উপযুক্ততা।

ন্যায়দেব, ভরতপ্রণীত সঙ্গীতনৃত্যাকর গ্রন্থের টীকাকার।

ন্যায়দেশ (ক্লী) ১ বিচারালয়। ২ বিচারসম্বন্ধীয় কর্ম্ম।

ন্যায়পথ (পুং) ন্যায়োপেতঃ পন্থাঃ, সমাসে অচ্‌সমাসান্তঃ। মীমাংসাশাস্ত্র। নীতিসম্মতপথ, ন্যায্যপথ, প্রত্যেক সাধুলোকেরই ন্যায়পথে বিচরণ করা বিধেয়।

ন্যায়পরতা (স্ত্রী) ন্যায়পরস্য ভাবঃ, তল্ টাপ্। ন্যায়বানের কার্য্য।

ন্যায়বৎ (ত্রি) ন্যায়ঃ বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্, মস্য ব। ন্যায়যুক্ত, ন্যায়পরায়ণ।

ন্যায়বর্ত্তিন্ (ত্রি) ন্যায়-বৃত-ণিনি। যিনি ন্যায়পথে চলেন।

ন্যায়বাগীশ (পুং) কাব্যচন্দ্রিকানামে একখানি অলঙ্কারগ্রন্থপ্রণেতা, বিদ্যানিধির পুত্র।

ন্যায়বিহিত (ত্রি) ন্যায়েন বিহিতঃ। ন্যায়ানুসারে কৃত। যাহা ন্যায়পূর্ব্বক করা যায়।

ন্যায়বৃত্ত (ক্লী) ন্যায়োপেতং বৃত্তম্। ১ শাস্ত্রবিহিতাচার। (ত্রি) ২ শাস্ত্রবিহিতাচারী।

ন্যায়বিরুদ্ধ (ত্রি) প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিসংবাদী, যুক্তিবিরুদ্ধ।

ন্যায়শাস্ত্রী (পুং) মহারাষ্ট্রদেশে ধর্ম্মপ্রবক্তার উপাধি।

ন্যায়সারিণী (স্ত্রী) ন্যায়ং সরতি সৃ-ণিনি। যুক্তিপূর্ব্বক কর্ম্মানুসারিণী, পর্য্যায়—লুণ্ঠী।

ন্যায়াধীশ (পুং) উপাধিবিশেষ। মহারাষ্ট্রদেশে বিচার-বিভাগের অধ্যক্ষের উপাধি।

ন্যায়িন্ (ত্রি) ন্যায়োঽস্ত্যস্য ইনি। ন্যায়বান্, ন্যায়যুক্ত, ন্যায়-পরায়ণ।

ন্যায্য (ত্রি) ন্যায়াদনপেতং ন্যায়-যৎ (ধর্ম্মপথার্থন্যায়াদন-পেতে। পা ৪।৪।৯২)। ন্যায়যুক্ত।

ন্যায়ে ভবঃ। ন্যায়াদাগতো বা (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ইতি যৎ। ন্যায়াগত ধনাদি, যে সকল ধনাদি ন্যায়ানুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পর্য্যায়—যুক্ত, ঔপয়িক, লভ্য, ভজমান, অভিনীত, ক্রমোচিত। (শব্দর°)।

"দেবাশ্চৈতান্ সমেত্যোচুর্ন্যায্যং বঃ শিশুরুক্তবান্।" (মনু ২।১৫২)

ন্যাস (পুং) ন্যস্যতে ইতি নি-অস্-ঘঞ্। ১ উপনিধি, স্থাপ্য-দ্রব্য, গচ্ছিত জিনিস, কোনবস্তু একজনের নিকট বিশ্বাস-পূর্ব্বক রাখিয়া দিলে তাহাকে ন্যাস কহে। (স্মৃতি)

[ইহার বিবরণ নিঃক্ষেপ দেখ।] ২ বিন্যাস। ৩ অর্পণ।

"পদন্যাসৈরাসীৎ কমলপরিপূর্ণা বসুমতী
দৃগাক্ষোলৈরিন্দীবরময়মভূদম্বরতলম্।
ইদং যাচে কিঞ্চিদ্বিরচয় বচঃ স্মেরমধুরং
ধরায়ামপ্যাস্তাং বিধুমুখি সুধয়াঃ পরিচয়ঃ॥" (কালিদাস)

৪ ত্যাগ। ৫ কাশিকাখ্যপাণিনিসূত্রব্যাখ্যানগ্রন্থবিশেষ।

"অনুৎসূত্রপদন্যাসা সদ্বৃত্তিঃ সন্নিবন্ধনা।
শব্দবিদ্যেব নো ভাতি রাজনীতিরপস্পশা॥" (মাঘ ২।১১২)

৬ সংন্যাস।

"বক্ষ্যে বিবিদিষান্যাসং বিদ্বন্ন্যাসঞ্চ ভেদতঃ।
হেতূ বিদেহমুক্তেশ্চ জীবন্মুক্তেশ্চ তৌ ক্রমাৎ॥"

(জীবন্মুক্তিবিবেক)

৭ পূজা জপাদির পূর্ব্ববিঘ্নবিনাশ এবং মন্ত্রসিদ্ধ্যাদির জন্য দেহান্তর্বহির্ভাগে বর্ণাদিবিন্যাস। পূজা করিতে হইলে ন্যাস করিতে হয়। তন্ত্র ও পুরাণে ইহার বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

"প্রাতঃকালেঽথবা পূজাসময়ে হোমকর্ম্মণি।
জপকালেঽপি বা তেষাং বিনিয়োগঃ পৃথক্ পৃথক্॥
পূজাকালে সমস্তং বা কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ॥" (যোগিনীহৃদয়)

প্রাতঃকাল, পূজাসময় বা হোমকর্ম্ম এই সকল সময়ে ন্যাস করিতে হয়। ন্যাস পূজার একটী অঙ্গ। তন্ত্রে অনেক প্রকার ন্যাসের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে তন্ত্রসারোক্ত কএক প্রকার ন্যাসের বিষয় লিখিত হইল। সকল পূজাতেই মাতৃকান্যাস করিতে হয়।

"অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ। শিরসি ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ, মুখে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি ওঁ মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ, গুহ্যে ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ, পাদয়োঃ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ।"

"মাতৃকাং শৃণু দেবেশি ন্যসেৎ পাপনিকৃন্তনীং।
ঋষির্ব্রহ্মাস্য মন্ত্রস্য গায়ত্রী ছন্দ উচ্যতে॥
দেবতা মাতৃকাদেবী বীজং ব্যঞ্জনসঞ্চয়ম্।
শক্তয়স্তু স্বরা দেবি ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ॥"

মাতৃকান্যাসে পাপ বিনাশ হয়, এই ন্যাসের ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা মাতৃকাসরস্বতী দেবী, বীজ ব্যঞ্জন এবং শক্তি স্বরসমূহ।

অঙ্গ ও করন্যাস। অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ইং চং ছং জং ঝং ঞং, ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্, এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ, ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। এই প্রকার হৃদয়াদিতেও জানিতে হইবে। যথা—অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি। পূর্ব্বরূপ বর্ণ সকল যথাক্রমে শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্, কবচায় হুঁ, নেত্রত্রয়ায় বৌষট্, করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্, এই সকল শব্দের পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রণালী অনুসারে বর্ণ বিন্যাস করিতে হইবে। এই দুইটী ন্যাস অঙ্গ ও করন্যাস। জ্ঞানার্ণব-তন্ত্রে এই অঙ্গ ও করন্যাসের বিধান লিখিত হইয়াছে—

"অং আং মধ্যে কবর্গঞ্চ ইং ঈং মধ্যে চবর্গকম্।
উ উং মধ্যে টবর্গন্তু এং ঐং মধ্যে তবর্গকম্॥" ইত্যাদি।

অঙ্গন্যাস ও করন্যাসই মাতৃকান্যাসের ষড়ঙ্গ ন্যাস, ইহা সকল পাপনাশক, ইহাতে ৬টী মন্ত্রে ৬টী অঙ্গে ন্যাস করিতে হয় বলিয়া ইহাকে ষড়ঙ্গ কহে, ৬টী মন্ত্র—নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্ ও ফট্ এবং পঞ্চাঙ্গুলি, করতল-পৃষ্ঠ, হৃদয়াদি পঞ্চ অঙ্গ ও করতল পৃষ্ঠ এই ৬টী অঙ্গ এই ৬ অঙ্গে ৬ মন্ত্রে ন্যাস করা হয়, এই জন্য এই ন্যাসকে অঙ্গ, কর বা ষড়ঙ্গ কহে।

মাতৃকার ঋষ্যাদিন্যাস, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া অন্তর্মাতৃকান্যাস করিতে হইবে। এই অন্ত-র্মাতৃকান্যাসের বিষয় অগস্ত্যসংহিতায় লিখিত আছে—

দেহমধ্যে আধারাদি ভ্রূমধ্য পর্য্যন্ত ৬টী পদ্ম আছে। ঐ সকল পদ্মে এই অন্তর্মাতৃকা-ন্যাস করিতে হইবে। কণ্ঠস্থলে যে

ষোড়শ দল পদ্ম আছে, তাহার ষোড়শ পত্রে অকারাদি ষোড়শস্বর অনুস্বারযুক্ত করিয়া যথা—অং নমঃ, আং নমঃ ইত্যাদি রূপে ন্যাস করিতে হইবে। যথা—হৃদয়স্থিত দ্বাদশদল পদ্মে ককারাদি দ্বাদশবর্ণ, অর্থাৎ ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত বর্ণ, নাভিমূলস্থিত দশদল পদ্মে ডকারাদি দশ বর্ণ, ড হইতে ফ পর্য্যন্ত, লিঙ্গ মূলস্থিত ষড়্দল পদ্মে বকারাদি ষড়্বর্ণ, ব হইতে ল পর্য্যন্ত, মূলাধারস্থিত চতুর্দল পদ্মে বকারাদি চারিবর্ণ, ব হইতে স পর্য্যন্ত, এবং ভ্রূমধ্যস্থিত দ্বিদল পদ্মে হ, ক্ষ এই দুই বর্ণ ন্যাস করিতে হইবে। ন্যাসে প্রত্যেকবর্ণ অনুস্বারযুক্ত করিয়া অর্থাৎ 'কং নমঃ, চং নমঃ' ইত্যাদিরূপে ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপে মনে মনে আন্তরিক ন্যাস করিয়া বাহ্য ন্যাস করিবে। বিষ্ণুবিষয়ে আধারাদি মস্তক পর্য্যন্ত ষট্ পদ্মে নিম্নলিখিত ক্রমে বর্ণন্যাস বিধেয়। মূলাধারস্থিত সুবর্ণাভ চতুর্দল পদ্মে ব, শ, ষ, স, এই চারি বর্ণ, লিঙ্গমূলস্থিত বিদ্যুদাভ ষড়্দল স্বাধিষ্ঠানপত্রে ব হইতে ল পর্য্যন্ত, নাভিমূলস্থিত নীলমেঘপ্রভ দশদল মণিপূরপদ্মে ড হইতে ফ পর্য্যন্ত বর্ণ, প্রবালসদৃশ হৃদয়স্থিত দ্বাদশদল অনাহত পদ্মে ক হইতে ঠ পর্য্যন্ত, কণ্ঠস্থিত ধূম্রবর্ণ ষোড়শ দল বিশুদ্ধাখ্য পদ্মে অকারাদি ষোড়শস্বর এবং ভ্রূমধ্যস্থিত চন্দ্রবর্ণ দ্বিদল পদ্মে হ ক্ষ এই দুই বর্ণন্যাস বিধেয়। হিমবর্ণ সর্ব্ববর্ণবিভূষিত সমাহিতচিত্তে এই প্রকারে ধ্যান করাকেই আন্তর মাতৃকান্যাস কহে।

এই প্রকারে অন্তর্মাতৃকান্যাস করিতে হইবে। এই ন্যাসে প্রথমতঃ মাতৃকা দেবীর ধ্যান করিতে হইবে।

বাহ্যমাতৃকাধ্যান—

"পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥"

মাতৃকাদেবীর শরীর অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণময়, ললাটদেশে উজ্জ্বল চন্দ্র নিবদ্ধ, স্তনদ্বয় অতি স্থূল; ইনি চারি হস্তে মুদ্রা, জপমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা ধারণ করিয়া আছেন। এই মাতৃকা দেবী বিশদপ্রভা ও ত্রিনয়না।

এইরূপ মাতৃকা দেবীর ধ্যান করিয়া পুনরায় ন্যাস করিতে হইবে। ন্যাসবিষয়ে অঙ্গুলি-নিয়ম এইরূপ—ললাটদেশে অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা ন্যাস বিধেয়। এইরূপ মুখে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, নেত্রদ্বয়ে বৃদ্ধা ও অনামিকা, কর্ণদ্বয়ে অঙ্গুষ্ঠ, নাসিকাদ্বয়ে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ, গণ্ডদ্বয়ে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা, ওষ্ঠদ্বয়ে মধ্যমা, দন্তপংক্তিদ্বয়ে অনামিকা, মস্তকে মধ্যমা, মুখে অনামিকা ও মধ্যমা, হস্ত, পাদ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা, নাভিদেশে কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ, উদরে সর্ব্বাঙ্গুলি, বক্ষঃস্থল, অংশদ্বয়ককুৎস্থল, হৃদয় হইতে হস্ত, হৃদয় হইতে পাদ ও মুখ পর্য্যন্ত সকল স্থলে হস্ততল দ্বারা ন্যাস করিতে হইবে। ইহার নাম মাতৃকা মুদ্রা, এই মুদ্রা না জানিয়া ন্যাস করিলে তাহা নিষ্ফল হয়।

"ললাটেনাসিকামধ্যে বিন্যসেন্মুখপঙ্কজে।
তর্জ্জনী মধ্যমানামা বৃদ্ধানামে চ নেত্রয়োঃ॥
অঙ্গুষ্ঠং কর্ণয়োর্ন্যস্য কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ নসোঃ।
মধ্যাস্তিস্রো গণ্ডয়োশ্চ মধ্যমাঞ্চোষ্ঠয়োর্ন্যসেৎ॥" (ইত্যাদি)

মাতৃকান্যাসের স্থান।—ললাট, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গণ্ড, ওষ্ঠ, দন্ত, মস্তক, মুখ, হস্তপাদসন্ধি, হস্তপাদাগ্র, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, উদর, হৃদয়, স্কন্ধদ্বয় ককুদ্, হৃদাদি মুখ, এই সকল স্থলে ন্যাস করিতে হইবে। ন্যাসের সকল স্থলেই প্রণবাদি নমোহন্ত করিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে।

যথা—ওঁ অং নমো ললাটে, ওঁ আং নমো মুখবৃত্তে, ইং ঈং চক্ষুষোঃ, উং ঊং কর্ণয়োঃ, ঋং ৠং নসোঃ, ঌং ৡং গণ্ডয়োঃ, এং ওষ্ঠে, ঐং অধরে, ওং অধোদন্তে, ঔং ঊর্দ্ধদন্তে, অং ব্রহ্মরন্ধ্রে, অঃ মুখে। কং দক্ষবাহু মূলে, খং কূর্পরে, গং মণিবন্ধে, ঘং অঙ্গুলি মূলে, ঙং অঙ্গুল্যগ্রে, এবং চং ছং জং ঝং ঞং বামবাহুমূল সন্ধ্যগ্রেষু, ইত্যাদি। এইরূপে পঞ্চাশদ্বর্ণ বিন্যাস করিয়া এই ন্যাস করিবে।

"ওমাদ্যন্তো নমোহন্তো বা সবিন্দুর্বিন্দুবর্জ্জিতঃ।
পঞ্চাশদ্বর্ণবিন্যাসঃ ক্রমাদুক্তো মনীষিভিঃ॥"

সংহারমাতৃকান্যাস।—এই ন্যাসে সংহারমাতৃকা দেবীর ধ্যান করিতে হইবে।

ধ্যান—অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্ক-
বিদ্যাঃ করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাং।
অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দরামাং
বর্ণেশ্বরীং প্রণমতস্তনভারনম্রাম্॥"

যিনি হস্ত চতুষ্টয়ে অক্ষমালা, হরিণশাবক, মুদগটঙ্ক ও বিদ্যা ধারণ করিয়া আছেন, এবং যিনি ত্রিনয়নী, অর্দ্ধচন্দ্র যাঁহার মৌলিদেশে বিরাজমান, যিনি অরবিন্দবাসিনী, সেই বর্ণেশ্বরী স্তনভারবিনতা দেবীকে প্রণাম করি। এইরূপে সংহারমাতৃকার ধ্যান করিয়া 'হৃদাদি মুখে ক্ষং নমঃ, হৃদাদি উদরে হং নমঃ,' ইত্যাদি রূপে ন্যাস করিতে হইবে। এই মাতৃকাবর্ণ চারি প্রকার—কেবল, বিন্দুযুক্ত, বিসর্গযুক্ত এবং বিন্দু ও বিসর্গ এই উভয়যুক্ত। এই কেবল মাতৃকান্যাসে বিদ্যা, বিন্দু ও বিসর্গ উভয়যুক্ত ন্যাসে ভুক্তি, বিসর্গযুক্ত ন্যাসে পুত্র ও বিন্দুযুক্ত ন্যাসে বিত্ত লাভ হয়।

"চতুর্থী মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুতা।
সবিসর্গা চোত্তরা চ রহস্যং শৃণু কথ্যতে ॥
বিদ্যাকরী কেবলা চ সোত্তরা ভক্তিদায়িনী।
পুত্রদা সবিসর্গা তু সবিন্দুর্বিত্তদায়িনী ॥"

বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে লিখিত আছে, বাক্‌সিদ্ধি কামনায় বাগ্‌বীজ (ঐঁ), শ্রীবৃদ্ধি কামনায় শ্রীবীজ (শ্রীঁ), সর্ব্বসিদ্ধি কামনায় নমঃ, ও লোকবশীকরণে কামবীজ (ক্লীঁ), আদিতে যোগ করিয়া ন্যাস করিবে। শ্রীকণ্ঠ বীজ (অঃ) আদিতে যোগ করিয়া ন্যাস করিবে, ইহা (অঃ) আদিতে যোগ করিয়া ন্যাস করিলে মন্ত্র সকল প্রসন্ন হইয়া থাকে। নবরত্নেশ্বর গ্রন্থে শ্রীবিদ্যাবিষয়ে লিখিত আছে যে, আদিতে বাগ্‌বীজ (ঐঁ) ও অন্তে নমঃ যোগ করিয়া অর্থাৎ "ঐঁ অং নমঃ ঐঁ আং নমঃ" ইত্যাদি পঞ্চাশদ্বর্ণ দ্বারা ন্যাস করিলে অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যামলে লিখিত আছে, ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকা ন্যাস না করিয়া কোন পূজাদি করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। অতএব সকল দেবপূজায় মাতৃকা ন্যাস অবশ্য বিধেয়। গৌতমীয়তন্ত্রে সামান্য ন্যাসের অঙ্গুলিনিয়ম এইরূপ লিখিত আছে, মনে মনে, পুষ্প দ্বারা, অথবা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ন্যাস করিবে ও ইহার বিপরীত করিলে নিষ্ফল হয়। সাধারণ ন্যাসে এই নিয়ম, শ্যামাদি বিদ্যাবিষয়ে মাতৃকান্যাসে আরও কিছু বিশেষ আছে।

পীঠন্যাস—'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' এইরূপ প্রকৃতি, কূর্ম্ম, অনন্ত, পৃথিবী, ক্ষীরসমুদ্র, শ্বেতদ্বীপ, মণিমণ্ডপ, কল্পবৃক্ষ, মণিবেদিকা ও রত্নসিংহাসন এই সকল ন্যাস করিতে হইবে। এই ন্যাস হৃদয়ে করিতে হয়, পরে দক্ষিণস্কন্ধে ধর্ম্ম, বামস্কন্ধে জ্ঞান, বাম উরুতে বৈরাগ্য, দক্ষিণ উরুতে ঐশ্বর্য্য, মুখে অধর্ম্ম, বামপার্শ্বে, অজ্ঞান, নাভিতে অবৈরাগ্য, বামপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্য, এই সকলের ন্যাস করিতে হইবে। সকল স্থলেই প্রণবাদি নমোঽন্ত প্রয়োগ হইবে।

"অংসোরুযুগ্মযোর্ব্বিদ্বান্ প্রাদক্ষিণ্যেন সাধকঃ।
ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং ক্রমশঃ সুধীঃ।
মুখপার্শ্বে নাভিপার্শ্বে হ্যধর্ম্মাদীন্ প্রকল্পয়েৎ ॥"

পুনর্ব্বার হৃদয়ে ন্যাস করিতে হইবে, ওঁ অনন্তায় নমঃ, এইরূপ পদ্ম, অং দ্বাদশকলাত্মক সূর্য্যমণ্ডল, উং ষোড়শ কলাত্মক সোমমণ্ডল, মং দশ কলাত্মক বহ্নিমণ্ডল, সংসত্ত্ব, রং রজস্, তং তমস্, আং আত্মন, অং অন্তরাত্মন, পং পরমাত্মন, হ্রীঁ জ্ঞানাত্মন্, অন্তে নমঃ শব্দ যোগ করিয়া ন্যাস করিতে হইবে। সারদাতিলকে এই ন্যাসের বিষয় লিখিত আছে।

ঋষ্যাদি ন্যাস—

"মহেশ্বরমুখাজ্জ্ঞাত্বা যঃ সাক্ষাত্তপসা মনুং।
সংসাধয়তি শুদ্ধাত্মা স তস্য ঋষিরীরিতঃ ॥
গুরুত্বান্মস্তকে চাস্য ন্যাসস্তু পরিকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বেষাং মন্ত্রতত্ত্বানাং ছাদনাচ্ছন্দ উচ্যতে ॥"

যিনি প্রথমে মহাদেবের মুখ হইতে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া তপস্যা দ্বারা মন্ত্রসিদ্ধি করিয়াছেন, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। ঋষিই মন্ত্রের আদি গুরু বলিয়া তাঁহাকে মস্তকে ন্যাস করিবে। সকল প্রকার মন্ত্রতত্ত্বকে যিনি আচ্ছাদন করিয়া রাখেন, তাঁহার নাম ছন্দ। ছন্দসকল অক্ষর ও পদঘটিত, এই জন্য ছন্দ মুখে ন্যাস করিতে হইবে। সকল প্রকার জন্তুদিগকে যিনি সর্ব্ব কার্য্যে প্রেরণ করেন তিনি দেবতা, অতএব হৃৎপদ্মে তাঁহার ন্যাস করিতে হইবে। ঋষি ও ছন্দ পরিজ্ঞাত না হইয়া ন্যাস করিলে তাহার ফল হয় না। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দ, হৃদয়ে দেবতা, গুহ্যদেশে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি ও সর্ব্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করিবে। তৎপরে সেই সেই মন্ত্রোক্ত ন্যাস করিতে হইবে। জ্ঞানার্ণবতন্ত্রে লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি আগমোক্ত বিধানে প্রতিদিন ন্যাস করে, তাহার দেবত্বপ্রাপ্তি ও মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। যে ন্যাস করিয়া মন্ত্র জপ করে, তাহার সকল বিঘ্ন নিরাকৃত হয়। অজ্ঞানতা প্রযুক্ত যিনি ন্যাসাদি না করিয়া মন্ত্র জপাদি করেন, তাঁহার সকলই নিষ্ফল হয়।

অঙ্গন্যাসের অঙ্গুলি নিয়ম—তিন, দুই, এক দশ, তিন ও দুই অঙ্গুলি দ্বারা হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে ন্যাস করিবে। রাঘবভট্টধৃত জামলগ্রন্থের বচনে লিখিত আছে যে, মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা হৃদয়ে, মধ্যমা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা মস্তকে, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শিখাস্থানে, সর্ব্বাঙ্গুলিদ্বারা কবচে, তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাদ্বারা নেত্রে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা করতলে ন্যাস করিতে হইবে। যে দেবতার ন্যাস করিতে হয়, সেই দেবতার যদি দুইটী নেত্র হয়, তাহা হইলে তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা নেত্রে ন্যাস করিতে হইবে। হৃদয়ায় নমঃ, শিরসে স্বাহা, শিখায়ৈ বষট্, ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ক্রমে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে ন্যাস করিতে হইবে। যে স্থলে পঞ্চাঙ্গ ন্যাস উক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে নেত্র ত্যাগ করিয়া অপর পঞ্চাঙ্গে ন্যাস করিবে। বিষ্ণু বিষয়ে অঙ্গুষ্ঠহীন সরল হস্ত শাখাদ্বারা হৃদয়ে ও মস্তকে ন্যাস করিবে, এবং অঙ্গুষ্ঠ মধ্যগত মুষ্টি দ্বারা শিখা, উভয় হস্তের সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা কবচ, তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা নেত্রে ন্যাস করিয়া অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা করতলে ধ্বনি করিবে। যে স্থলে অঙ্গ মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, সেইস্থলে দেবতার নামের আদ্যক্ষর দ্বারা অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। ইহার

বিষয় ব্রহ্মযামলে লিখিত আছে যে, সকল দেবতারই নামের আদ্য অক্ষর দ্বারা অঙ্গন্যাস করা যাইতে পারে।

এই প্রকারে ন্যাসাদি করিয়া দেবতার মুদ্রাপ্রদর্শন, ধ্যান ও পূজাদি করিবে। (তন্ত্রসার সামান্যপূজাপ্র°)

এই যে মাতৃকা প্রভৃতি ন্যাসের বিষয় লিখিত হইল, ইহা সকল পূজাতেই করিতে হয়, পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। মাতৃকা-ন্যাস ও ভূতশুদ্ধি না করিলে পূজাদি সকল নিষ্ফল হয়।

"অকৃত্বান্যাসজালং যো মূঢ়ত্বাৎ প্রজপেন্মনুম্।
সর্ব্ববিঘ্নৈঃ স বাধ্যঃ স্যাদ্ ব্যাঘ্রৈর্মৃগশিশুর্যথা॥" (তন্ত্রসার)

এই ন্যাস ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বিষয়ে নানাপ্রকার আছে, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। কেবল কতকগুলির নাম প্রদত্ত হইল,—

বিষ্ণুবিষয়ে ন্যাস কেশবকীর্ত্যাদি, মূর্ত্তিপঞ্জর, তত্ত্ব, ভূতি-পঞ্জর, দশাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ। শিববিষয়ে শ্রীকণ্ঠাদি, ঈশানাদিপঞ্চ-মূর্ত্তি, মন্ত্র, মূর্ত্তি, গোলক, সুভগাদি ও ভূষণ। অন্নপূর্ণাবিষয়ে পদন্যাস, শ্রীবিদ্যাবিষয়ে বশিন্যাদি, নবযোন্যাত্মক, পীঠ, তত্ত্ব, পঞ্চদশী, ষোড়শী, সংহার, স্থিতি, সৃষ্টি, নাদ, ষোঢ়া, গণেশ, গ্রহ, নক্ষত্র, যোগিনী, রাশি, ত্রিপুরা, ষোড়শনিত্যা, কামরতি, সৃষ্টিস্থিতি, প্রকটযোগিনী, আয়ুধ। তারাবিষয়ে ন্যাস, রুদ্র, গ্রহ, লোকপাল। (তন্ত্রসার) এই সকল ন্যাসের প্রণালী তন্ত্রসারে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। [অন্যান্য ন্যাসের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ন্যাসিক (ত্রি) ন্যাসেন চরতি পর্পাদিত্বাৎ ষ্ঠন্ (পা ৪।৪।১০) ন্যাসকারী, যিনি গচ্ছিত রাখেন। স্ত্রিয়াং ষিত্বাৎ ঙীষ্।

ন্যাসিন্ (ত্রি) নি-অস-ণিনি। ১ ত্যাগী। ২ সন্ন্যাসী।

ন্যুঙ্খ (পুং) নি-উঙ্খ-ঘঞ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ঋগ্বেদ। গীতিতে উদাত্ত অনুদাত্তরূপ ষোড়শ ওকার, ইহাতে তিনটী প্লুত, ত্রয়োদশ অর্দ্ধোকার, এই ষোড়শ ওকার।

"চতুর্থেহনি যৎ প্রাতরনুবাকং প্রতিপদার্দ্ধর্চাদ্যোর্ন্যুঙ্খঃ" (আশ্ব° শ্রৌ° ৭।১১।১) ২ সম্যক্। ৩ মনোজ্ঞ।

ন্যুব্জ (স্ত্রী) ন্যুব্জতি অধোমুখীভবতি নি-উব্জ-অচ্। ১ কর্ম্ম-রঙ্গ, কামরাঙ্গা ফল। ২ শ্রাদ্ধাদি পাত্রভেদ। "প্রথমে পাত্রে সংস্রবান্ সমবনীয় পাত্রং ন্যুব্জং কুর্য্যাৎ পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি।" (গোভিল)

"দত্ত্বার্ঘ্যং সংস্রবাংস্তেষাং পাত্রে কৃত্বা বিধানতঃ।
পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি ন্যুব্জং পাত্রং করোত্যধঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য)

(পুং) ৩ দর্ব্ভময়স্রুক্।

"শয়নাসনযানানামুত্তানানাঞ্চ দর্শনম্।
ন্যুব্জানামিতরেষাঞ্চ পাত্রাদীনামদর্শনম্॥"
(বাজট শাস্ত্রী° ৬।২৩)

৪ কুশ। ৫ স্রুক্। (হেম) (ত্রি) ন্যুব্জতি অধোমুখীভবতীতি। ৬ কুব্জ। ৭ অধোমুখ।

"স তত্রৈকেন পাদেন শকটং পর্য্যবর্ত্তয়ৎ।
ন্যুব্জং পয়োধরাকাঙ্ক্ষী চকার চ রুরোদ চ॥" (হরিবংশ ৬১।৬)

৮ রোগভুগ্ন, রোগবশতঃ যাহার পৃষ্ঠ ও অধোমুখ বক্র।

"রোগেণ বক্রীকৃতপৃষ্ঠাধোমুখপুরুষাদিঃ।" (ভারত)

ন্যুব্জখড়্গ (পুং) ন্যুব্জঃ খড়্গঃ। কুব্জ খড়্গ, চলিত বাঁকা তরবার। পর্য্যায়—কটীতল। (ত্রিকাণ্ড)

ন্যুরাই, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের আগ্রাবিভাগের ইটা তহশীলের অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইটা তহশীলের সদর হইতে ৪ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটী সুন্দর হিন্দুমন্দির আছে।

ন্যূন (ত্রি) ন্যূনয়তি নি-ঊন পরিহাণে-অচ্। গর্হ্য, নীচ, ক্ষুদ্র।

"এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজো ভবতি সংস্কৃতঃ॥" (ভা° ১৩।১৪৩।৪৬)

২ ঊন, অল্প, কম।

"নান্যদন্যেন সংসৃষ্টরূপং বিক্রয়মর্হতি।
ন চাসারং ন চ ন্যূনং ন দূরে ন তিরোহিতম্॥" (মনু ৮।২০৩)

ন্যূনতর (ত্রি) প্রচলিত পরিমাণের হ্রাস, চলিত মূল্য বা ওজন অপেক্ষা কম। (দিব্যাবদান ৩৮১)

ন্যূনতা (স্ত্রী) ন্যূনস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। ক্ষুদ্রতা। অল্পতা।

"যঃ পিত্রা সমুপাত্তানি ধনবীর্য্যযশাংসি বৈ।
ন্যূনতাং নয়তি প্রাজ্ঞাস্তমাহুঃ পুরুষাধমম্॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ২১।৯৫)

ন্যূনপঞ্চাশদ্ভাব (পুং) ন্যূনপঞ্চাশতঃ ঊনপঞ্চাশদ্বায়ুনাং ভাবো যত্র। ঊনপঞ্চাশদ্ভাব, চলিত পাগল।

"উদীরিতেন্দ্রিয়ো ধাতা বীক্ষাঞ্চক্রে যদাত্মজাম্।
তদৈব ন্যূনপঞ্চাশদ্ভাবা জাতাঃ শরীরতঃ॥" (কালিকাপু° ২অ°)

ন্যোকস্ (ত্রি) নিয়তং ওকো যস্য। নিয়ত স্থানযুক্ত।

"সুতেজসে ন্যোকসে" (ঋক্ ১।৯।১০) 'ন্যোকসে নিয়ত-স্থানায় ইন্দ্রায়' (সায়ণ)

ন্যোচনী (স্ত্রী) দাসী। "রৈভ্যাসীদনুদেয়ী নারাংশসী ন্যোচনী" (ঋক্ ১০।৮৫।৬) 'ন্যোচনী বধূশুশ্রূষার্থং দীয়মানা দাসী' (সায়ণ)

ন্যোজস্ (ত্রি) নি-উব্জ অসি বলোপে গুণঃ। আর্জ্জবশূন্য, কুটিল।

নৃমুণ্ডিমালিন্ (ত্রি) নৃণামস্থিমালা, নৃস্থিমালা, সা অস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ শিব। (ত্রিকা°) ২ শুভ (ত্রি) ৩ নরাস্থিমালাবিশিষ্ট।

প

প, পকার। পঞ্চমবর্গের প্রথম বর্ণ। ব্যঞ্জনবর্ণের একবিংশতিতম বর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর প্রযত্ন, বাহ্যপ্রযত্ন, বিবার, শ্বাস ও ঘোষ, এবং অল্পপ্রাণ। প পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে উপাধ্মানীয় বর্ণ হয়। বর্ণাভিধানতন্ত্রে ইহার বাচক শব্দ—

"পঃ সুরপ্রিয়তা তীক্ষ্ণা লোহিতঃ পঞ্চমো রমা।
গুহ্যকর্ত্তা নিধিঃ শেষঃ কালরাত্রিঃ সুরারিহা॥
তপনঃ পালনঃ পাতা দেবদেবো নিরঞ্জনঃ।
সাবিত্রী পাতিনী পানং বীরতন্ত্রো ধনুর্দ্ধরঃ॥
দক্ষপার্শ্বশ্চ সেনানীর্মরীচিঃ পবনঃ শনিঃ।
উড্ডীশং জয়িনী কুম্ভোঽনলরেখা চ মোহকঃ॥
মূলং দ্বিতীয়মিন্দ্রাণী লোলাক্ষী মন-আত্মকঃ॥"(বর্ণাভিধানতন্ত্র)

সুরপ্রিয়তা, তীক্ষ্ণা, লোহিত, পঞ্চম, রমা, গুহ্যকর্ত্তা, নিধি, শেষ, কালরাত্রি, সুরারিহা, তপন, পালন, পাতা, দেবদেব, নিরঞ্জন, সাবিত্রী, পাতিনী, পান, বীরতন্ত্র, ধনুর্দ্ধর, দক্ষপার্শ্ব, সেনানী, মরীচি, পবন, শনি, উড্ডীশ, জয়িনী, কুম্ভ, অনলরেখা, মূলা, দ্বিতীয়া, ইন্দ্রাণী, লোলাক্ষী, মন ও আত্মক।

এই বর্ণের স্বরূপ—

এই 'প' অক্ষর, অব্যয় ও চতুর্ব্বর্গপ্রদ, ইহার প্রভা শরৎকালীন চন্দ্রসদৃশ, এই বর্ণ পঞ্চদেবময় ও পরমকুণ্ডলী, পঞ্চপ্রাণময়, সর্ব্বদা ত্রিশক্তিসমন্বিত, ত্রিগুণাবহিত, আত্মাদিতত্ত্বসংযুত এবং মহামোহপ্রদ। (কামধেনুতন্ত্র ৫)

তন্ত্রে এই বর্ণের লিখনক্রম এইরূপ—

একটী রেখা করিয়া তাহার বামদিকে কুঞ্চিত করিবে এবং কোণ হইতে দক্ষিণদিকেও কুঞ্চিত করিয়া একটী মাত্রা টানিয়া দিলে এই বর্ণ হইবে। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র) এই বর্ণে শম্ভু, ব্রহ্মা ও ভগবতী অবস্থান করিতেছেন।

ইহার উৎপত্তি প্রকার—

"ঋটুরেফষকারঞ্চ মূর্দ্ধগো দন্তগস্তথা।
লৃতবর্গলসানোষ্ঠ্যান্মূপূপধ্মানসংজ্ঞকান্॥" (প্রপঞ্চসার)

ইহার ধ্যান—

"বিচিত্রবসনাং দেবীং দ্বিভুজাং পঙ্কজেক্ষণাম্।
রক্তচন্দনলিপ্তাঙ্গীং পদ্মমালাবিভূষিতাম্॥
মণিরত্নাদিকেয়ূর-হারভূষিতবিগ্রহাম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদাং নিত্যাং নিত্যানন্দময়ীং পরাম্॥
এবং ধ্যাত্বা পকারন্তু তন্মন্ত্রং দশধা জপেৎ॥"

মাতৃকান্যাসে এইবর্ণ দক্ষিণ পার্শ্বে ন্যাস করিতে হয়। কাব্যাদিতে এই বর্ণ প্রথম প্রয়োগ করিলে সুখ হইয়া থাকে।

"সুখভয়মরণক্লেশদুঃখং পবর্গঃ" (বৃত্তরত্না° টীকা)

প (পুং) পাতয়তি বেগেন বৃক্ষাদীন্ পত-কর্ত্তরি ড। ১ পবন। পততি বৃক্ষাৎ ড। ২ পর্ণ, পত্র। পীয়তে ইতি পা-ড। ৩ পান। ৪ পাতন। ৫ অন্ত। ৬ পাতা, যে পালন করে। পাতি রক্ষতি পা-ক, এই ব্যুৎপত্তিতে পাতা এই অর্থ হয়। ইহা কোন শব্দের পর প্রযুক্ত হইয়া থাকে, যথা—গোপ, নৃপ ইত্যাদি।

"রাজস্নাতকয়োশ্চৈব স্নাতকো নৃপমানভাক্।" (মনু ২।১৩৯)

মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে ইহা অনুবন্ধরূপে লিখিত হইয়াছে, পমুচাদি। মুচাদিগণের সঙ্কেত—প।

"নঃ স্বাদিঃ পো মুচাদির্ভঃশমাদির্শ্মো নিচীশ্বমোঃ।" (কবিকল্পদ্রুম)

পইঁঠা (দেশজ) সোপান, সিঁড়ি, ধাপ।

পইতা (উপবীতের অপভ্রংশ) যজ্ঞোপবীত, যজ্ঞসূত্র।

পঁক্তি (দেশজ) পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী, রেখা।

পঁইছা (দেশজ) স্ত্রীলোকদিগের করাভরণবিশেষ।

পঁইত্রিশ (দেশজ) সংখ্যাবিশেষ, পঞ্চত্রিংশৎ, ৩৫।

পওনি, মধ্যভারতের ভাণ্ডারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২০° ৪৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪০´ পূঃ, ভাণ্ডারা নগরের ১৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এই নগরটী বহু প্রাচীনকাল হইতেই শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। শত্রুকবল হইতে রক্ষার জন্য ইহার তিনদিকে মৃত্তিকানির্ম্মিত উচ্চ প্রাচীর ও উক্ত প্রাকারের স্থানে স্থানে যুদ্ধসময়ে শত্রুর উপরে বাণাদি নিক্ষেপের জন্য ছিদ্র এবং অপর একপার্শ্বে একটী বিস্তৃত পরিখাও অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখানকার প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ইহার পূর্ব্বতন গৌরবের পরিচায়ক। এখানকার মুরলীধরের মন্দিরই সাধারণের আদরের জিনিস এবং একটী পুণ্যক্ষেত্ররূপে গণ্য। এখানে কার্পাস ও রেশমের এক প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হয়।

পওরি, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের গড়বালজেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম ও বিচারবিভাগের সদর। অক্ষা° ৩০° ৮´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৮´ ১৫´´ পূঃ।

পঁচাত্তর (দেশজ) পঞ্চসপ্ততি সংখ্যা, ৭৫।

পঁচানই, পঁচানব্বই (দেশজ) পঞ্চনবতি সংখ্যা, ৯৫।

পঁচাশী (দেশজ) পঞ্চাশীতি সংখ্যা ৮৫।

পঁচিশ (দেশজ) পঞ্চবিংশতি, ২৫ সংখ্যা।

পঁচিশে (দেশজ) মাসের পঞ্চবিংশ দিন।

পঁয়তাল্লিশ (দেশজ) পঞ্চচত্বারিংশৎ, ৪৫।

পঁয়ষট্টী (দেশজ) পঞ্চষষ্টি, ৬৫ সংখ্যা।

পঁহুছন (দেশজ) আসিয়া উপস্থিত হওন, আগমন।

পউঠি (দেশজ) পরিমাণবিশেষ।

"আর ডিঙ্গা থান তুলে নামে ছোটটী।
সেই নায়ে ভরা চাল বারায় পউঠি॥" (কবিকঙ্কণ)

পকার (পুং) প-স্বরূপে কারঃ। প স্বরূপবর্ণ।

পকারাদি (ত্রি) যাহার আদিতে প এই বর্ণ আছে।

পকারান্ত (ত্রি) যাহার শেষে প এই বর্ণ আছে।

পকি, জাতিবিশেষ। দাক্ষিণাত্যের ভদ্রাচল (ভদ্রাচলম্) ও রেকপল্লি তালুকে ইহাদের বাস। ইহারা ঝাড়ুদারের কার্য্য করে বলিয়া, সাধারণতঃ নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। (বিজগাপাটন) বিশাখপত্তনের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাস করে, ইহারা জাতীয় কার্য্যপালনের বিশেষ পক্ষপাতী।

পকুজ্ঞ, সর্পবিশেষ। মণিপুরের হিন্দুরাজবংশের উপাস্য দেবতা। মণিপুরের বর্ত্তমান রাজবংশধরগণ পকুজ্ঞনাগের বংশজাত বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়া থাকেন। যে স্ত্রীলোকেরা এই নাগপূজায় পৌরোহিত্য করে, তাহারা সাধারণতঃ 'নইবী' নামে পরিচিত। ইহারা কোন মন্ত্রে সর্পটাকে বশীভূত করিয়া আসনে বসায় এবং পরে তাহার প্রীত্যর্থে বিধিমত পূজা করে।

পকুর (গ্রাম্য) পুকুর, পুষ্করিণী।

পকেনট্টী, এক ভ্রমণশীল জাতি। মহিসুর ও তৈলঙ্গ দেশে ইহাদের বাস। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইহারা রাজপুরুষগণের অত্যাচারে বিতাড়িত হইলে নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। তদবধি ইহারা আর গৃহাদি বাঁধে নাই। যখন যেখানে থাকে, সেই খানেই তাহারা কিছুদিনের মত বাসোপযোগী গৃহাদি রচনা করে। তৈলঙ্গ দেশের বেল্লরী জেলার কোন কোন গ্রামের মণ্ডলগণ এই কৃষাণজাতিসম্ভূত।

পকোরেশ, সিন্ধুপ্রদেশের একজন শকবংশীয় নরপতি। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচলিত মুদ্রাও অনেক পাওয়া গিয়াছে।

পক্কটী (স্ত্রী) প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড় গাছ। (নিঘণ্টুপ্র°)

পক্কণ (পুং ক্লী) পচতি খাদিনিকৃষ্টমাংসমিতি পচ-ক্বিপ্ পক্, শবরঃ, তস্য কণঃ কলহশব্দঃ কোলাহলশব্দো বা যত্র। শবরালয়, চাণ্ডালদিগের বাসস্থান। (অমর ২।২।২০)

"মধ্যে বিন্ধ্যাটবি পুরা পক্কণস্বজনাগ্রণীঃ।
পল্লীপতিরভূদুগ্রঃ পিঙ্গাক্ষ ইতি বিশ্রুতঃ॥" (কাশীখ° ১২।১৬)

পক্চান, ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মরাজ্যের তেনসেরিম প্রদেশের সীমান্তে প্রবাহিত একটী নদী। প্রায় ৪০ ক্রোশ বহিয়া গিয়া ভিক্টোরিয়া পয়েন্টের নিকট বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে।

পক্প্রণালী, ভারতের দক্ষিণসীমা কুমারিকা হইতে কালিমিয়ার অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং সিংহল দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী যে সমুদ্র বিভাগ তাহাই পক্প্রণালী নামে অভিহিত। ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা পকের নামানুসারে এই প্রণালীর নামকরণ হইয়াছে। ইহারই মধ্যস্থলে ভারত ও সিংহল দ্বীপের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী দৃষ্ট হয়। উহাই ভারতবাসীর "রামেশ্বর সেতুবন্ধ" ও য়ুরোপীয়গণের "এডামস্ ব্রিজ্।" প্রবাদ শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে তাঁহার নির্ম্মিত সেতু খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দেন, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি তাহার এক একটী খণ্ড। এই প্রণালীর মধ্যস্থিত রামেশ্বর দ্বীপপুঞ্জ ও তাহাদের পরস্পরের আভ্যন্তরিক সংশ্রব দেখিয়া অনুমান হয় যে, এক সময়ে এই সিংহলদ্বীপ ভারতের সহিত সংলগ্ন ছিল অথবা কোন না কোন সময়ে ইহার অভ্যন্তরস্থ চোরাবালি, চড়া বা জলমধ্যস্থ পর্ব্বত উত্থিত হইয়া জমিতে পরিণত হইবে। এখান দিয়া সচরাচর জাহাজাদি গমনাগমন করিতে পারে না।

পক্তপোড় (পুং) বৃক্ষবিশেষ। হিন্দীভাষায় পখোড়া। পর্য্যায়—পঞ্চকৃত্যা, বর্দ্ধন, পঞ্চরক্ষক। ইহার গুণ, দৃষ্টির অঞ্জন বিষয়ে প্রশস্ত, কটু ও জীর্ণজ্বরনাশক। (রাজনি°) 'পকপোড়' এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

পক্তান (দেশজ) লবণোৎপাদনস্থান। (পাকস্থান শব্দের অপভ্রংশ।)

পক্তব্য (ত্রি) পচ-তব্য। ১ পাকযোগ্য। ২ জঠরাগ্নি দ্বারা জীর্ণকরণীয়।

পক্তি (স্ত্রী) পচ্যতে পরিণম্যতে ইতি ভাবে ক্তিন্। ১ গৌরব। ২ পাক। (মেদিনী)

"বৈবাহিকেঽগ্নৌ কুর্ব্বীত গৃহ্যং কর্ম্ম যথাবিধি।
পঞ্চযজ্ঞবিধানঞ্চ পক্তিঞ্চান্বাহিকীং গৃহী॥"(মনু ৩।৬৭) ৩ রন্ধন।

পক্তিশূল (ক্লী) পক্তৌ ভুক্তান্নাদিকস্য পরিণামে জায়তে যৎ-শূলং রোগবিশেষঃ। পরিণামশূল, পর্য্যায়—পাকজ, পরিণামজ। (রাজনি°)। অন্নাদি পরিপাককালে এই শূলরোগ হইয়া থাকে।

পক্তৃ (ত্রি) পচতীতি পচ-পাকে তৃচ্ (ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) পাককর্ত্তা, যিনি পাক করেন।

"যে তে দেবি শমিতারঃ পক্তারো যে চ তে জনাঃ।"(অথর্ব্ব°১০।৯।৭)

(পুং) ২ অগ্নি।

"অন্নমন্না চ পক্তা চ পচতোক্তা পচে মনঃ।" (অগ্নিপু° ২অ°)

পক্তৃ (স্ত্রী) পচ্যতেঽনেন পচ-ত্র (গুধ্বীপাচিবচীতি। উণ্ ৪।১৬৬) গার্হপত্য অগ্নি।

পক্তিম (ত্রি) পাকেন নির্বৃত্তং পচ্ ক্তি, মম্ (ড্বিতঃ ক্ত্রিঃ। পা ৩।৩।৮৮) 'ক্তের্মম্ নিত্যং' ইতি মম্। সুপদ্মপ্রভৃতি ব্যাকরণে 'ড্বিতস্ত্রিমগিতি, এই সূত্রানুসারে 'ত্রিমক্' প্রত্যয় দ্বারা এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। পাকিম, পাক হইতে জাত, যাহা পাক দ্বারা সম্পন্ন হয়, পাকনির্বৃত্ত।

পক্থ (পুং) পচ বাহুলকাৎ থন্। ১ রাজভেদ। (ঋক্ ৮।২২।১০) ২ পাক।

পক্থিন্ (ত্রি) পক্থ-অস্ত্যর্থে ইনি। ১ পাকযুক্ত। (ঋক্ ৬।২০।১৩, ভাষ্য)

পক্ব (স্ত্রী) পচ্যতে স্ম পচ ক্ত, (পচো বঃ। পা ৮।২।৫২) ইতি নিষ্ঠা তস্য বত্বং। খিন্নতণ্ডুলাদি, ভক্তপ্রভৃতি।

অন্নপাকের বিধিনিষেধ এইরূপ লিখিত আছে—

"পূর্ব্বাশাভিমুখো ভূত্বা উত্তরাশামুখেন বা।
পচেদন্নঞ্চ মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
অগ্ন্যাশাভিমুখে পক্ত্বা অমৃতান্নং নিবোধ চ।
পূর্ব্বমুখো ধর্ম্মকামঃ শোকহানিশ্চ দক্ষিণে॥
শ্রীকামশ্চোত্তরমুখো পতিকামশ্চ পশ্চিমে।
ঐশান্যাভিমুখে পক্ত্বা দরিদ্রো জায়তে নরঃ॥" (মৎস্যসূ° ৪২প°)

পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া মধ্যাহ্নকালে অন্ন পাক করিবে, সায়ংকালে করিবে না। অগ্নিকোণে অন্নপাক করিলে তাহা অমৃততুল্য হয়। ধর্ম্মার্থী পূর্ব্বমুখে, ধনার্থী উত্তরমুখে, ও পতিকামী পশ্চিমমুখে পাক করিবে। ঈশানাভিমুখে পাক করিলে দরিদ্র হয়।

"যদা তু আয়সে পাত্রে পক্বমন্নাতি বৈ দ্বিজঃ।
স পাপিষ্ঠোঽপি ভুঙ্‌ক্তেঽন্নং রৌরবে পরিপচ্যতে॥"

ব্রাহ্মণ লৌহপাত্রে পক্ববস্তু ভক্ষণ করিবেন না, খাইলে রৌরব নরক হইয়া থাকে।

"তাম্রে পক্ত্বা চক্ষুর্হানির্মণৌ ভবতি বৈ ক্ষয়ং।
স্বর্ণপাত্রে তু যৎ পক্বং অমৃতং তদপি স্মৃতং॥"

তাম্রপাত্রে পাক করিলে চক্ষুহানি, মণিময়পাত্রে এবং স্বর্ণময় পাত্রে পাক করিলে অমৃততুল্য হইয়া থাকে।

মৎস্যসূক্তের মতে, বাতুল, কনিষ্ঠা ভগিনী ও অসগোত্রের হাতে পক্বান্ন ভোজন করিতে নাই। *

অভক্ত ও স্ত্রীলোককর্তৃক পক্ব এবং পক্বপাত্রে যে পক্ব অন্ন তাহা নিষ্ফল। উড়ুম্বর, কদম্ব, শিরীষ, বন্ধ, নক্তকাষ্ঠ, শাল্মল ও শাল কাষ্ঠে অন্ন পাক করিলে তাহা ভোজন করিতে নাই। অবীরা স্ত্রীর অন্ন এবং যাহাদের সন্তান হয় নাই তাহাদের পক্বান্নও দূষণীয়, তাহাদের ঘরেও ভোজন করিবে না। মৃন্ময়পাত্রে অন্ন পাক করিলে মাস, পক্ষ বা ৮ দিনে তাহা পরিত্যাগ করিবে। পাককালীন একবার জল দিবে, পাকপাত্র জল দ্বারা ত্রিভাগ পূরণ করিবে। মোদক, কন্দুপক্ব, গব্যাঢ্য ও ঘৃতসংযুক্ত অন্ন পুনঃ পুনঃ ভোজনে দূষণীয় হয় না।

"মোদকং কন্দুপক্বঞ্চ গব্যাঢ্যং ঘৃতসংযুতম্।
পুনঃ পুন র্ভোজনে চ পুনরন্নং ন দুষ্যতি॥" (ঐ ২২ পটল)

পক্ব (ত্রি) পচ-ক্ত, তস্য ব। ১ পরিণত, পাকা।

"অগ্নিপক্বাশনো বা স্যাৎ কালপক্বভুগেব বা।" (মনু ৬।১৭)

২ নিষ্ঠাপ্রাপ্ত। ৩ সুদৃঢ়। ৪ পরিণত-বুদ্ধি। ৫ বিনাশোন্মুখ, প্রত্যাসন্নবিনাশ।

"অতিপক্বব্যঞ্জনদশমূলাদৌ নিষ্পক্বং কথিতঞ্চ। ক্ষীরাজ্যপয়সাং পাকে শৃতম্। ঈষৎপক্বে আপক্বম্" (অমরভরত)

পক্বকৃৎ (পুং) পক্বং করোতি বেদনাবিতস্থলং পরিণময়তি নিষ্পিষ্টপত্রত্বগাদিভিরিতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। নিম্ববৃক্ষ, ইহার পত্রাদি পেষণ করিয়া ব্রণাদিতে প্রলেপ দিলে পাকিয়া উঠে। (ত্রি) পক্বং করোতি পচত্যন্নাদিকং। ২ পাককর্ত্তা, যিনি অন্নাদি পরিপাক করেন।

পক্বকেশ (ত্রি) ১ শুক্লকেশ, যাহার চুল পাকিয়াছে। (পুং) ২ পাকাচুল।

পক্বগাত্র (ত্রি) ক্ষতগাত্র, যাহার প্রত্যঙ্গ স্ফোটকসমন্বিত। (দিব্যাবদান ৮২।১১।)

পক্বতা (স্ত্রী) পক্বস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। পক্বাবস্থা, পরিণতাবস্থা।

পক্বমাংস (ক্লী) পক্বং মাংসং। পাকসিদ্ধ মাংস, পাক করা মাংস। ইহার গুণ—হিতকর, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক। (রাজনি°) ২ বৃহদ্দর। (মদনপাল)

পক্বমান (ত্রি) পচ্যমান। (দিব্যাবদান ৫১০ পৃঃ)

পক্বরস (পুং) পক্বস্য গুড়াদেঃ রসঃ। মদ্য। (শব্দর°)

পক্ববারি (ক্লী) পক্বস্য অন্নাদের্বারি, যদ্বা পক্বং বারি খিন্ন-

---

* "বাতুলেন তু যৎ পক্বং ভগিন্যা চ কনিষ্ঠয়া।
অসগোত্রেণ যৎ পক্বং শোণিতং তদপি স্মৃতম্।
অভক্তেন চ যৎ পক্বং স্ত্রিয়া পক্বং তথৈব চ।
পক্বপাত্রে চ যৎ পক্বং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।
বর্হিতান্নমবীরান্নং ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ।
অপ্রজা যা তু বনিতা তাসামপ্যেব তদ্গৃহে।" (মৎস্যসূক্ত ২২ পটল)

সলিলং। কাঞ্জিক, কাঁজী, আমানি। ২ পঙ্কজল। 'পঙ্ক-
বারি' এইরূপও পাঠান্তর দেখা যায়।

পক্কণ (পুং) পুক্কশ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। অন্ত্যজাতিভেদ।
(হলা°) পর্য্যায়—পুক্কশ, পুক্কস ও পক্কণ।

পক্বশস্ত্যোপমোন্নতি (পুং) পক্বশস্ত্য উপমা যত্র, তাদৃশী
উন্নতির্যস্য। রাজকদম্ব। (নৈঘণ্টপ্রকা°)

পক্বাতীসার (পুং) সুশ্রুতোক্ত আমাতিসার ভিন্ন পক্বপ্রকার
অতীসাররোগ। [অতিসার দেখ।]

পক্বাধান (ক্লী) পক্বস্য পাকস্য আধানং যত্র। পক্বাশয়,
পাকস্থলী।

পক্বান্ন (ত্রি) পক্বমন্নং। কৃতপাক তণ্ডুলাদি, তণ্ডুলাদি
রন্ধন করা।

"আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে।" (তিথিতত্ত্ব)

শূদ্র অন্নাদি পাক করিয়া দেবপূজা ও ব্রাহ্মণাদির সেবা
করাইতে পারে না, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় পক্বান্ন নিবেদন
করিবেন।

"ত্রিষু বর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাকভোজনমেব চ।
শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চ বরাননে॥
এতচ্চাতুর্বর্ণ্যপাককরণং কলীতরপরং" (তিথিতত্ত্ব)

রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্বে যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে,
এইরূপ বোধ হয় শূদ্রও ব্রাহ্মণ দ্বারা পাক করাইয়া সেই
নৈবেদ্য দিতে পারিবে। যেরূপ শূদ্রগৃহে বৃষোৎসর্গ স্থলে
চরুপাক করিয়া সেই চরু দ্বারা হোমাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া
থাকে, তদ্রূপ ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্বান্নও দেবোদ্দেশে নিবেদন করা
যাইতে পারে। "তচ্চ শূদ্রকর্ত্তৃকবৃষোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণ-
কর্ত্তৃকচরুবৎ ব্রাহ্মণদ্বারা পক্বান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রোঽপি দাতু-
মর্হতি।" এবঞ্চ

"আমং শূদ্রস্য পক্বান্নং পক্বমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে।
ইতি স্বয়ং পাকবিষয়ং।" (তিথিতত্ত্ব)

এই বচনানুসারে শূদ্রও ব্রাহ্মণদ্বারা অন্ন পাক করিয়া
নৈবেদ্য দিতে পারিবে; কিন্তু এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া
যায় না। ব্রাহ্মণ শূদ্রগৃহে শূদ্রকর্ত্তৃক কন্দুপক্ব, পায়স, দধিশক্তু,
ভোজন করিতে পারেন এবং শূদ্রও ইহা দেবোদ্দেশে
দিতে পারে।

"কন্দুপক্বানি তৈলেন পায়সং দধিশক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি॥" (তিথিতত্ত্ব)

পক্বাশয় (পুং) পক্বস্য আমাদেরাশয় আধারঃ। পাকাশয়,
নাভির অধোভাগ।

"পক্বাশয়স্তধোনাভেরূর্দ্ধমামাশয়ঃ স্মৃতঃ।" (বৈদ্যক)

জন্তুদিগের নাভি ও স্তনের মধ্যে আমাশয়, আমাশয়ের অধঃ-
প্রদেশে পক্বাশয়।

"নাভিস্তনান্তরং জন্তোরাহুরামাশয়ং বুধাঃ।
আমাশয়াদধঃপক্বাশয়াদূর্দ্ধং পাকলা॥ (ভাবপ্র°)

পক্রেতা, নূরপুরের নিকটবর্ত্তী একটী জনপদ। [নূরপুর দেখ।]

পক্ষ, পরিগ্রহ। অদন্ত চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্
পক্ষয়তি-তে। লোট্ পক্ষয়তু-তাং। লিট্ পক্ষয়াং চকার,
লুঙ্ অপপক্ষৎ-ত। এই ধাতু ভ্বাদিগণীয় পরস্মৈপদীও আছে।
লট্ পক্ষতি। লোট্ পক্ষতু। লিট্ পপক্ষ। লুঙ্ অপক্ষীৎ।

পক্ষ (পুং) পক্ষ্যতে পরিগৃহ্যতে দেবপিতৃকার্য্যায় যঃ, পক্ষ্যতে
চন্দ্রস্য পঞ্চদশানাং কলানামাপূরণং ক্ষয়ো বা যেন, পক্ষ-অচ্।
যদ্বা পণ-স (পৃষি পণোর্দকৌ চ। উণ্ ৩।৬৯) কস্যাত্বাদেশঃ।
১ পঞ্চদশ অহোরাত্র। পক্ষ দ্বিবিধ শুক্ল ও কৃষ্ণ, শুক্ল-
প্রতিপদাবধি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণা-প্রতিপদ্ হইতে
অমাবস্যা পর্য্যন্ত কৃষ্ণপক্ষ। পক্ষভেদে তিথির ব্যবস্থা এইরূপে
স্থির করিতে হয়—

"শুক্লপক্ষে তিথির্গ্রাহ্য যস্যামভ্যুদিতো রবিঃ।
কৃষ্ণপক্ষে তিথির্গ্রাহ্যা যস্যামস্তমিতো রবিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যে তিথিতে সূর্য্য উদিত হয়, শুক্লপক্ষে সেই তিথি
এবং যাহাতে সূর্য্য অস্তমিত হয় কৃষ্ণপক্ষে সেই তিথি গ্রাহ্য।

২ পক্ষিদিগের অবয়ববিশেষ, চলিত পাখা। পর্য্যায়—
গরুৎ, ছদ, পত্র, পতত্র, তনুরুহ। ৩ শরপক্ষ, বাণের পাখা,
তীরের পাখা। ইহার পর্য্যায়—বাজ। ৪ সহায়, সমূহ।
কেশ শব্দের পরে পক্ষশব্দ থাকিলে সমূহার্থবোধক হইয়া
থাকে। যথা—কেশপক্ষ। ৫ মহাকালশিব, কালোপাধিতে পক্ষ
অন্তর্নিবিষ্ট, এই জন্য পক্ষশব্দে মহাদেবকে বুঝায়।

"ঋতুঃ সংবৎসরো মাসঃ পক্ষঃ সংখ্যা সমাপনঃ।"
(ভারত ১৩।১৭।১৩৯)

৬ পার্শ্ব। ৭ গৃহ। ৮ সাধ্য; সন্দিগ্ধ সাধ্যমান পদার্থ,
ন্যায়োক্ত সন্দিগ্ধসাধ্যবিশিষ্ট পদার্থ।

"সিষাধয়িষয়া শূন্যা সিদ্ধির্যত্র ন বিদ্যতে।
স পক্ষস্তত্র বৃত্তিত্বজ্ঞানাদনুমিতির্ভবেৎ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ ৭০)

৯ বিরোধ। ১০ বল।

"যত্তীর্থানি নিজে পক্ষে পরপক্ষে বিশেষতঃ।
গুপ্তৈশ্চারৈর্নৃপো বেত্তি ন স দুর্গতিমাপ্নুয়াৎ॥"
(পঞ্চতন্ত্র ৩।৬৬)

১১ সখা। ১২ চুল্লীরন্ধ্র। ১৩ রাজকুঞ্জর। (মেদিনী)।
১৪ বিহগ। ১৫ বলয়। ১৬ শুদ্ধ। (শব্দর°)
১৭ সাজাত্যবৃন্দ।

"অরক্ষ্যাণি বা পক্ষং যো গৃহ্নীয়াদচেতনঃ।
তং পাপমহমত্রৈব প্রেষয়ামি যমক্ষয়ম্ ॥" (রামা° ২।১৮।১৩)

১৮ পিচ্ছ। ১৯ দেহাঙ্গ। (হেম) ২০ বাদিপ্রতিবাদিকর্তৃক দর্শিত প্রতিপত্তি, কোটিভেদ।

পক্ষক (পুং) পক্ষ ইব প্রতিকৃতিঃ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬)। ইতি কন্। ১ পক্ষদ্বার। ২ পার্শ্বদ্বার, চলিত খিড়্কী-দ্বার। ৩ পার্শ্বমাত্র। (মেদিনী) ৪ সহায়। (শব্দর°)

পক্ষগম (ত্রি) ১ যাহারা পক্ষ দ্বারা গমন করে।

"পূর্ব্বং পক্ষগমাঃ পুত্র বভূবুঃ পর্ব্বতোত্তমাঃ।" (রামা° ৫।৫৬।৪৫)

২ পক্ষী। ৩ পর্ব্বত।

পক্ষগুপ্ত (পুং) পক্ষিবিশেষ।

পক্ষগ্রহণ (ক্লী) পক্ষস্য গ্রহণম্। সাহায্যগ্রহণ।

"প্রকাশপক্ষগ্রহণং ন কুর্য্যাৎ সুহৃদাং স্বয়ম্।" (কামন্দক ৮।৮১)

পক্ষগ্রাহ (ত্রি) পক্ষগ্রহণকারী।

"ভেদকালে নরেন্দ্রাণাং পক্ষগ্রাহো ভবিষ্যসি।"

(হরিব° ৮১ অ°)

পক্ষগ্রাহিন্ (ত্রি) পক্ষ-গ্রহ-ণিনি। পক্ষগ্রহণকারী।

পক্ষঘাত (পুং) পক্ষস্য দেহার্দ্ধস্য ঘাতঃ বিনাশনং যস্মাৎ যত্র বা। স্বনামখ্যাতবাতরোগবিশেষ, পক্ষাঘাতরোগ।

[পক্ষাঘাত দেখ।]

পক্ষঘ্ন (ত্রি) পক্ষং হন্তি হন-ক। ১ পক্ষনাশক। ত্রিশালক— যে বাস্তুর পশ্চিমশালা নাই, এরূপ গৃহ সুতনাশক ও বৈরকর।

"পক্ষঘ্নমপরয়া বর্জ্জিতং সুতধ্বংসবৈরকরম্ ॥" (বৃহৎস° ৫৩।৩৮)

পক্ষংগম (ত্রি) [পক্ষগম দেখ।]

পক্ষচর (পুং) পক্ষে শুক্লপক্ষে চরতীতি চর-ট। ১ চন্দ্র। ২ পৃথক্‌চারিগজ।

পক্ষচ্ছিদ্ (ত্রি) পক্ষং ছিনত্তি পক্ষচ্ছিদ্-ক্বিপ্। ইন্দ্র। (রঘু ১৩।৭)

পক্ষজ (পুং) পক্ষে শুক্লপক্ষে জায়তে জন-ড। চন্দ্র। (ত্রিকা°) (ত্রি) পক্ষজাতমাত্র।

পক্ষজন্মন্ (পুং) পক্ষে শুক্লপক্ষে জন্ম উৎপত্তির্যস্য। চন্দ্র। (শব্দর°) (ত্রি) ২ পক্ষজাতমাত্র।

পক্ষতা (স্ত্রী) পক্ষস্য ভাবঃ, তল্ ততো টাপ্। ন্যায়োক্ত অনুমানেচ্ছাভাবসমানাধিকরণ সাধ্যবত্তানিশ্চয়াভাব, অনুমিৎসাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধ্যভাব। এই পক্ষতাই অনুমিতির কারণ।

"সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্বরূপাবাবহিতোত্তরক্ষণোৎপত্তিকানুমিতি-কত্বিয়া বা সিদ্ধিঃ সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টায়াস্তস্যা অভাবঃ পক্ষতেতি সার্ব্বভৌমঃ।" (দীধিতি ২)

পক্ষতি (স্ত্রী) পক্ষস্য মূলং (পক্ষাত্তিঃ। পা ৫।২।২৫) ইতি পক্ষ-তি। প্রতিপদ্ তিথি।

"পক্ষত্যাবাভ তিথয়ঃ ক্রমাৎ পক্ষসা স্মৃতাঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

২ পক্ষমূল, চলিত ডানা, পাখনার মূল।

পক্ষত্ব (ক্লী) পক্ষ ভাবে ত্ব। পক্ষধর্ম্মতা, পক্ষতা।

পক্ষদ্বার (ক্লী) পক্ষে পার্শ্বে স্থিতং দ্বারম্। পার্শ্বদ্বার, চলিত খিড়্কীদ্বার।

পক্ষধর (পুং) ধরতীতি ধর, ধৃ-অচ্। পক্ষস্য ধরঃ। চন্দ্র। (জটাধর) (ত্রি) ২ পক্ষধারণকর্তা। (পুং) ৩ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭ অ°)

পক্ষধর, তত্ত্বচিন্তামণ্যালোকপ্রণেতা জয়দেবের নামান্তর।

[জয়দেব দেখ।]

পক্ষধরমিশ্র, ১ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। বটেশ্বর মহামহোপাধ্যায়ের পুত্র। ইনি তত্ত্বনির্ণয়নামে একখানি ন্যায় গ্রন্থ রচনা করেন। আপন প্রতিভাবলে ইনিও মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

পক্ষনাড়ী (স্ত্রী) ডানার পালক।

পক্ষপদী, (Pteropoda) যাহাদের পদে পক্ষের ন্যায় গঠন আছে, যদ্দ্বারা তাহারা সন্তরণ করিতে পারে। যথা— ক্লাইও, হায়লিয়া প্রভৃতি সমুদ্রজ জীব।

পক্ষপাত (পুং) পক্ষে অন্যায্যসাহায্যে পাতঃ অভিনিবেশঃ। অন্যায্যসাহায্যকরণ, অন্যায়পক্ষাবলম্বন, একপক্ষে আসক্তি, একদিকে টান।

"কশ্চিদ্বিবদতোঽর্থেষু বলিনো দুর্ব্বলস্য চ।
অপক্ষপাতাৎ পশ্যন্তি কার্য্যেঽধিকৃতা নরাঃ ॥"

(রামায়ণ ২।১০০।৫৭)

২ গণতাকরণ। যথা—"ঈশ্বরত্ববিষয়ে বিপশ্চিতাং পক্ষপাতকরণে ন কারণম্।" (মীমাংসাদ° সংক্ষেপ-শারীরক)

পক্ষাণাং গরুতাং পাতঃ পতনং যত্র। পক্ষীদিগের জ্বর। পক্ষীদিগের জ্বর হইলে পক্ষ (পালক) পড়িতে আরম্ভ হয়।

"পক্ষপাতঃ পতত্রিণাম্" (বিজয়রক্ষিত)

পক্ষপাতকারিন্ (ত্রি) পক্ষপাত-কৃ-ণিনি। অন্যায়রূপে পক্ষসমর্থনকারী।

পক্ষপাতিতা (স্ত্রী) পক্ষপাতিনঃ সাহায্যকারিণঃ ভাবঃ, পক্ষপাতিন্-তল্-টাপ্। সহায়তা।

"ন স্তুবর্ণময়ী তনুঃ পরং ননু কিং বাগপি তাবকী তথা।
ন পরং পথি পক্ষপাতিতানবলম্বে কিমু মাদৃশেঽপি সা ॥"

(নৈষধ ২।৫২)

২ পক্ষপাতত্ব।

পক্ষপাতিন্ (ত্রি) পক্ষপাতঃ বিদ্যতেঽস্য ইনি। অনুগ্রহকারক, অন্যায়পক্ষে সাহায্য বা সমর্থনকারী।

পক্ষপালি (পুং) পক্ষস্য গৃহস্য পালিরিব। খড়কিকা, খিড়্কী দ্বার, পার্শ্বদ্বার। (শব্দর°)

পক্ষপুট (পুং) পাখীর ডানা।

"তং পক্ষপুটবেগেন চিক্ষেপ গরুড়স্তথা।" (হরিবং° ১৩২ অ°)

পক্ষপোষণ (ত্রি) পক্ষপোষণকারী, পক্ষসমর্থক।

"যঃ স্বানাং পক্ষপোষণঃ" (ভাগ° ৩।২৪।২৯)।

পক্ষপ্রদ্যোত (স্ত্রী) নৃত্যকালে হস্তের অবস্থাপনভেদ। (রাঘবকৃত হস্তরত্নাবলী।)

পক্ষভাগ (পুং) পক্ষস্য পার্শ্বস্য পক্ষ এব বা ভাগঃ। হস্তিপার্শ্বভাগ। (অমর ২।৮।৪০)।

পক্ষমূল (স্ত্রী) পক্ষস্য মূলম্। ১ পক্ষতি, ডানা। ২ প্রতিপদ্ তিথি।

পক্ষরচনা (স্ত্রী) পক্ষগঠন, ষড়যন্ত্রকরণ। (দশকুমার)

পক্ষরূপ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৬৯)।

পক্ষবঞ্চিতক (পুং) নৃত্যকালে একপ্রকার হাতরাখা। (রাঘবকৃত হস্তরত্নাবলী)

পক্ষবৎ (ত্রি) পক্ষঃ বিদ্যতে ঽস্য মতুপ্, মস্য ব। ১ পক্ষবিশিষ্ট। (শতপথব্রা° ৯।৪।৪।৮) ২ পর্ব্বত। ৩ উচ্চ কুলোদ্ভব। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "রূপান্বিতাং পক্ষবতীং মনোজ্ঞাং" (ভারত অনু°)

পক্ষবর্দ্ধিনী (স্ত্রী) দ্বাদশী তিথিভেদ, দ্বাদশী এক সূর্য্যোদয় হইতে অপর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত ব্যাপিনী হইলে তাহা পক্ষবর্দ্ধিনী।

পক্ষবাদ (পুং) ১ এক পক্ষের উক্তি। ২ পক্ষসমর্থন।

"পক্ষবাদাংশ্চ সুবহূন্ প্রাবদংস্তত্র সৈনিকাঃ।"

(ভারত ৭।১৪৩।৫৭)

পক্ষবাহন (পুং) পক্ষৌ বাহনমিব যস্য। পক্ষী। (শব্দচ°)

পক্ষবাহু (পুং) কুমারিকাখণ্ডবর্ণিত ভারতখণ্ডের অন্তর্গত জনপদবিশেষ। "চত্বার্য্যেব সহস্রাণি পক্ষবাহুরুদীর্য্যতে ॥"

(কুমারিকা° ৩৭ অ°)

পক্ষবিন্দু (পুং) কঙ্কপক্ষী।

পক্ষশস্ (ত্রি) পক্ষ বারার্থে -শস্। পক্ষে পক্ষে, প্রতিপক্ষে।

"বর্দ্ধয়ন্তি হি মাংসানি মাসশঃ পক্ষশোঽপি বা।"

(ভারত ১৩।৫৭।১৯ শ্লোক)

পক্ষস্ (স্ত্রী) পচতীতি (পচিবচিভ্যাং সুট্চ। পা ৪।২।১৯) ইতি অসুন্ সুট্চ। গরুৎ।

পক্ষসন্ধি (পুং) পক্ষয়োঃ সন্ধিঃ। পর্ব্বসন্ধিকাল।

পক্ষসুন্দর (পুং) পক্ষে দেহাদে কুসুমে সুন্দরঃ। লোধ্র।

পক্ষহত (ত্রি) ১ পক্ষদ্বারা আহত। ২ একদিকে পক্ষাঘাত।

পক্ষহোম (পুং) পক্ষব্যাপকো হোমঃ। পক্ষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য হোমভেদ।

পক্ষাঘাত (পুং) পক্ষস্য আঘাতঃ বিনাশনং যস্মাৎ যত্র বা। বাতরোগবিশেষ। ভাবপ্রকাশে ইহার লক্ষণ এইরূপ—

"গৃহীত্বার্দ্ধং ততো বায়ুঃ শিরাস্নায়ূ বিশোষ্য চ।
পক্ষমন্যতমং হন্তি সন্ধিবন্ধান্ বিমোক্ষয়ন্॥
কৃৎস্নোঽর্দ্ধকায়স্তস্য স্যাদকর্ম্মণ্যো বিচেতনঃ।
একাঙ্গবাতং তং কেচিদন্যে পক্ষবধং বিদুঃ॥" (ভাবপ্র°)

বায়ু কুপিত হইয়া শরীরের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করে এবং তাহার শিরা ও স্নায়ুসমূহকে শোষণ এবং সন্ধিবন্ধনপূর্ব্বক মস্তককে শিথিল করিয়া দেহের বাম বা দক্ষিণভাগের একপক্ষ অর্থাৎ বাহু, পার্শ্ব, উরু ও জঙ্ঘাদিকে নষ্ট করে। এই রোগে শরীরের অর্দ্ধভাগ সমস্তই কার্য্য করিতে অসমর্থ হয়। এই অঙ্গে সামান্যরূপে স্পর্শজ্ঞানাদি থাকে। ইহাকে একাঙ্গ বাত বা পক্ষবধ অথবা পক্ষাঘাত কহে।

পক্ষাঘাতের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—পক্ষাঘাত পিত্তসংসৃষ্ট বায়ুকর্ত্তৃক হইলে গাত্রদাহ, সন্তাপ, অন্তর্দাহ ও মূর্চ্ছা হয় এবং কফসংসৃষ্ট বায়ুকর্ত্তৃক হইলে শীতবোধ, দেহের গুরুত্ব ও শোথ হয়।

কোন বায়ুকর্ত্তৃক পক্ষাঘাত হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং অন্য দোষের অর্থাৎ পিত্ত ও কফের সংস্রব থাকিলে তাহা সাধ্য। ধাতুক্ষয় হেতু হইলে অসাধ্য হয়। গর্ভিণী, সূতিকাগ্রস্ত, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষীণ এবং যাহার রক্তক্ষয় হইয়াছে, তাহাদের পক্ষাঘাত রোগ অসাধ্য। পক্ষাঘাত রোগে যদি রোগীর বেদনা না থাকে, তাহা হইলে তাহাও অসাধ্য জানিতে হইবে।

ভাবপ্রকাশমতে পক্ষাঘাতের চিকিৎসা। মাষাদিকাথ—মাষকলায়, আলুকশী, ভেরাণ্ডামুল, বেড়েলা ও জটামাংসী, এই সকল মিলিত ২ তোলা, জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া। প্রক্ষেপার্থ হিঙ্গু এক মাষা ও সৈন্ধব ১ মাষা। এই কাথ পান করিলে পক্ষাঘাত প্রশমিত হয়।

গ্রন্থিকাদিতৈল—তৈল ৴৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, চিতা, পিপ্পলীমূল, শুণ্ঠী, রাস্না ও সৈন্ধব এই সকল মিলিত একসের। কাথার্থ মাষকলায় ১৬ সের, জল ১ মণ ২৪ সের। শেষ ১৬ সের। এই তৈল যথাবিধানে পাক করিয়া ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত নষ্ট হয়।

মাষাদি তৈল—তিল তৈল ৴৪ সের। কল্কার্থ মাষকলায়, আলকুশীর বীজ, আতইচ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শতমূলী এবং সৈন্ধব এই সকল মিলিত একসের। কাথার্থ মাষকলায় ১৬ সের, জল ১ মণ ২৪ সের, শেষ ১৬ সের। বেড়েলা ১৬ সের, জল ১ মণ ২৪ সের, শেষ ১৬ সের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত ভাল হয়। (ভাবপ্র° ২ ভা°)

সুশ্রুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, ভগবান্

ধমনুই বায়ু নামে অভিহিত। এই বায়ু কুপিত হইলে নানাপ্রকার রোগ হয়। বায়ু অত্যন্ত কুপিত হইয়া অধ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যগ্‌গামিনী ধমনী মধ্যে প্রবেশ করিলে একদিকের অঙ্গের সন্ধিবন্ধন বিশ্লিষ্ট করে। ইহাতে শরীরের একপক্ষ নাশ হয় বলিয়া ইহাকে পক্ষাঘাত কহে। বায়ুকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া শরীরের সমস্ত বা অর্দ্ধ অঙ্গ অকর্ম্মণ্য ও নিস্পন্দ হইলে রোগী তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হয় বা প্রাণত্যাগ করে। পক্ষাঘাত কেবল বায়ুজন্য হইলে অতিকষ্টে আরোগ্য হয়, ঐ বায়ুর সহিত যদি পিত্ত বা শ্লেষ্মা মিলিত থাকে, তাহা হইলে সহজে আরোগ্য হয়। ক্ষয় জন্য হইলে পক্ষাঘাত রোগ অসাধ্য। (সুশ্রুত নিদানস্থান ১ অ°)।

এই পক্ষাঘাত রোগ বাতব্যাধির একটী ভেদ। বায়ু-কুপিত হইয়া যে সকল রোগ উৎপাদন করে, সেই সকল রোগ-কেই বাতব্যাধি কহে। পক্ষাঘাতরোগে রোগীর শরীর ম্লান না হইলে ও বেদনা থাকিলে রোগী যদি প্রকৃতিস্থ ও উপকরণ-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার চিকিৎসা বিধেয়। প্রথমতঃ স্নেহস্বেদ দ্বারা অল্পবমন করাইয়া রোগীকে সংশোধন করাইয়া লইতে হইবে। পরে অনুবাসন ও আস্থাপন প্রয়োগ করিবে। অবশেষে আক্ষেপক রোগের বিধানানুসারে চিকিৎসা বিধেয়। বহুদিন ধরিয়া বিশেষরূপে সুচিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইলে হইতে পারে। (সুশ্রুত)।

এলোপাথীমতে পক্ষাঘাত বা আঙ্গিক অবশতা ৫টী বিভিন্ন কারণে উৎপন্ন হয়—(১) পন্সভেরোলাই, উভয় কোষ এবং কাশেরুকরজ্জুর ঊর্দ্ধাংশে রক্তস্রাব, (২) ডিফ্‌থিরিয়া বা ত্বগাচ্ছাদনরোগের পরিণাম, (৩) শিশুকালের সার্ব্বাঙ্গিক অবশতা, (৪) ক্ষিপ্তাবস্থা, (৫) ক্ষয়যুক্ত অবশতার শেষাবস্থা। ক্ষিপ্তাবস্থাদি বিভিন্ন সার্ব্বাঙ্গিক অবশতা আবশ্যকমত যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ অনুলম্বভাবে অবশ হইলে তাহাকে অর্দ্ধা-ঙ্গাক্ষেপ (Hemiplegia) কহে। ইংরাজি ভাষায় ইহার পর্য্যায়—(Paralytic Stroke)। পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার উপরিস্থ যে বৃহৎ অংশ (Medulla oblongata) করোটীতে ন্যস্ত, তাহার মধ্যস্থ শুভ্র স্নায়ু সকল তীর্য্যগ্‌ভাবে গমন করে, তাহার ঊর্দ্ধাংশে কোন বৈধানিক পীড়া থাকিলে বিপরীত পার্শ্বে অব-শতা লক্ষিত হয়, কিন্তু উহার নিম্নাংশে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে যে পার্শ্ব পীড়িত, সেই পার্শ্বই অবশতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আরও জানা যায় যে, Corpus Striatum অথবা আভ্য-ন্তরিক কোষের (Internal Capsule) উপর রক্তস্রাব বা অন্য কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে কেবল অবশতা এবং দর্শন ক্রিয়া সম্বন্ধীয় মস্তিষ্কের পার্শ্বস্থ কোষদ্বয়ের (Optic thalamus) উপরস্থিত গোলাকার আচ্ছাদকভাগ আক্রান্ত হইলে স্পর্শ-শক্তির হীনতা জন্মিয়া থাকে। মস্তিষ্ক ও মজ্জার বৈধানিক পীড়ানিবন্ধন এই রোগের উৎপত্তি, কিন্তু অন্যান্য ব্যাধিতে মস্তিষ্কক্রিয়ার ভাবান্তর ঘটিলেও এই রোগ আসিতে পারে; যথা—মৃগী, কোরিয়া, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি। উপদংশ-রোগও এই পীড়ার একটী মহৎ কারণ।

লক্ষণ।—মস্তিষ্কের মধ্যে শুভ্র অংশের কোমলতা কিংবা সামান্য পরিমাণে সংযত রক্ত (clot) দেখা দিলে, পীড়া আরম্ভ কালেও রোগীর জ্ঞান থাকে; কিন্তু অধিক রক্তস্রাব হইলে তৎকালে রোগী জ্ঞানশূন্য হয়। রোগের আক্রমণপ্রণালীর তারতম্যানুসারে রোগীর শরীরে যে সকল বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়, তাহাই অগ্রে আলোচিত হইল। সজ্ঞানে অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপ (Hemiplegia with consciousness) হইলে রোগী হস্তের বা পদের কোন অংশে সামান্য অবশতা অনুভব করে, তাহা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইয়া অঙ্গের এক পার্শ্বস্থ হস্ত ও পদকে অবশ করিয়া ফেলে। জ্ঞানশূন্য অবস্থায় অর্দ্ধাঙ্গা-ক্ষেপ (Hemiplegia without consciousness) হইলে কতকগুলি পৌর্ব্বিক লক্ষণ দেখা যায়; যথা—বাক্যের অস্পষ্টতা, স্থানিক অবশতা, মুখের একপার্শ্বের আকৃষ্টতা, স্মরণশক্তির হ্রাস এবং মধ্যে মধ্যে বমন, পরে রোগ প্রকৃত হইলে আক্ষেপ ও অচৈতন্য ঘটিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ আছে, যাহা দ্বারা রোগ সহজে জানা যায়।

অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপ রোগ পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ ভেদে দুই প্রকার। মস্তিষ্কের মধ্যে অধিক রক্তস্রাব হইলে পীড়া পূর্ণ হইয়া থাকে। যদি মস্তিষ্কের দক্ষিণ পার্শ্বে রক্তস্রাব হয়, তবে বাম পার্শ্ব আনুলম্বভাবে অবশ হইতে দেখা যায় এবং মস্তিষ্ক ও উভয় চক্ষু ক্রমশঃই দক্ষিণদিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে। বামদিকের ঊর্দ্ধ অক্ষিপল্লব কিঞ্চিৎ অবনত, বাম হস্ত ও পদ এবং মুখের বামপার্শ্ব অবশ, জিহ্বা বহির্গত করিলে অবশাঙ্গের দিকে বক্র এবং বক্ষের ও উদরের বামপার্শ্বস্থ পেশী সকল সামান্যভাবে ক্ষীণ ও অবশ বোধ হয়। হস্ত মস্তিষ্কের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে অধিক পরিমাণে অবশতা জন্মে এবং পদ দূরবর্ত্তী হওয়ায় অপেক্ষাকৃত অল্পমাত্রায় অবশ হইয়া থাকে। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই পদের পক্ষাঘাতরোগ অগ্রে আরোগ্য লাভ করে। উদরের ও বক্ষের পেশীর অবশতা শীঘ্রই দূরীভূত হয়। মস্তিষ্ক অথবা উহার মাত্রিকা (Meninges) মধ্যে অধিক রক্তস্রাব হইলে হস্তপদের অবশতার সহিত দৃঢ়তা বর্ত্তমান থাকে। মস্তিষ্কের কোমলতা হেতু এই রোগে হস্তপদের

পেশীর শিথিলতা দেখা যায়, কিন্তু কোমল বা ক্ষতস্থান ক্রমশঃই সঙ্কুচিত কিংবা তন্মধ্যে ঘনত্বক্ (স্ক্লেরোসিস্) উৎপন্ন হইলে উক্ত পেশী সকল দৃঢ় হয়। এই পীড়ায় চতুর্থ ও ষষ্ঠ স্নায়ু এবং পঞ্চম স্নায়ুর চালক অংশ (Motor) কখন কখন আক্রান্ত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানে চক্ষুপল্লব (অর্বি-কিউলারিস্ প্যাল্পিব্রেরম্) সংযুক্ত পেশীও সামান্যভাবে অবশতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পীড়িত অঙ্গের পার্শ্বদেশে স্পর্শের ও তাপের অনুভব হয় না। পঞ্চম ও নবম স্নায়ু আক্রান্ত হেতু রোগীর বাক্য অস্পষ্ট বোধ হয়। পীড়িত মাংস-পেশী সমূহে প্রত্যাবর্ত্তনিক ক্রিয়া ঘটিয়া থাকে এবং কলকাস্থির (Patella) প্রতিক্ষিপ্তি-ক্রিয়া বর্দ্ধিত ও গুল্ফ-সন্ধির ক্ষণিক প্রক্ষেপণও লক্ষিত হয়। পেশীসমূহ একবারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। পীড়ার তরুণাবস্থায় পেশী সকল বৈদ্যুতিক স্রোত দ্বারা স্বাভাবিক কিংবা অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়, কিন্তু রোগ পুরাতন হইলে উক্ত রূপ সঙ্কোচন অতি সামান্যমাত্র পরিস্ফুট হইয়া থাকে। চলিবার সময় রোগী সুস্থ দিকে কিঞ্চিৎ নত হইয়া গমন করে। পীড়িতস্কন্ধ উচ্চ ও হস্ত বক্ষের পার্শ্বে আন্দোলন করিয়া পদটী একটু গোলাকার ভাবে (Circumduction) সঞ্চালন করে। পদাঙ্গুলিগুলি ভূমির দিকে নতমুখে থাকে। দক্ষিণ পার্শ্বের অবশতায় কোমলতা (এফেসিয়া) আসিয়া উপস্থিত হয়। মস্তিষ্কক্রিয়ার ব্যতিক্রম হেতু যে পীড়া উৎপন্ন হয় অর্থাৎ গুল্মবায়ু (Hysteria), অপস্মার (Epileptic) ও তাণ্ডবরোগ (Chorea) প্রভৃতিতে মুখ আক্রান্ত হয় না। গুল্মবায়ুরোগজনিত পীড়ায় রোগীর হস্ত পশ্চাদ্দিকে নিক্ষিপ্ত ও অবনত করিয়া পীড়িত পদ টেনেটুনে চলে। মজ্জার বৈধানিক পীড়াঘটিত অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপরোগে রোগীর জ্ঞান থাকে এবং মুখ আক্রান্ত হয় না। অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপের যান্ত্রিক-বিকার ঘটিলে রোগ আরোগ্য হওয়া সুকঠিন। অন্যান্য প্রকার রোগ আরোগ্য হয়।

চিকিৎসা—তরুণ অবস্থায় মস্তক উচ্চ করিয়া রোগীকে শয়নাবস্থায় রাখিবে। যদি পীড়িত অঙ্গের পেশীসমূহ দৃঢ় থাকে, তাহা হইলে রক্তমোক্ষণ বা গ্রীবার উপরে আর্দ্র কপিং করা বিধেয়। তৎপরে কালামেল—৫ গ্রেণ ও কেষ্টর অয়েল ১ আউন্স অথবা ১ ফোঁটা ক্রোটন অয়েল চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিতে দিবে। অনন্তর পোটাশি আইওডাইড্ ৫ গ্রেণ মাত্রায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর দেওয়া আবশ্যক। যদি মাংসপেশী সকল শিথিল থাকে, তবে গ্রীবাতে ব্লিষ্টার এবং বলকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। রোগ পুরাতন হইলে পীড়িত অঙ্গে ফ্লানেল বন্ধন, মর্দ্দন ও বৈদ্যুতিক স্রোত সংলগ্ন করা বিধেয়। রোগের তরুণাবস্থায় কিংবা শিরঃপীড়া থাকিলে বৈদ্যুতিকস্রোত সংলগ্ন করা উচিত নহে। টিঞ্চর ষ্টিল, লাইকার ষ্ট্রিকনিয়া ও অন্যান্য বলকারক ঔষধ দিবে, যদি জানিতে পারা যায় যে এইরূপ পক্ষাঘাত রোগ-গ্রস্ত রোগীর পূর্ব্বে উপদংশরোগ হইয়াছিল, তাহা হইলে পোটাসি আইওডাইড্ ব্যবহার করিতে দিবে। মজ্জার পীড়া হেতু অর্দ্ধাঙ্গাক্ষেপ হইলে টিং আর্গট ও বেলেডোনা বিশেষ উপকারী। মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য থাকিলে ষ্ট্রিকনিয়া ফলদায়ক হয় না। গুল্মবায়ু প্রভৃতি রোগঘটিত পীড়ায় যথোচিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

অন্যান্য রোগের সহিত মিলিত হইলে পক্ষাঘাত রোগ বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়। মানসিক প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে যে অবশতার লক্ষণ উপস্থিত হয়, তাহাকে ক্ষিপ্তাবস্থার অবশতা (General paralysis of the insane) বলে। সপ্তম স্নায়ুমূলে অথবা উহার দৃঢ় শাখার (Portio Dura) কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে মুখের মাংসপেশীসমূহ অবশ হয়, তাহাকে Bell's palsy or Facial paralysis বলা হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন Paralysis agitans, P. diphtheritic, P. Duchene's, P. Glosso labio laryngeal, P. infantile, P. landrys এবং Scrivener's Paralysis প্রভৃতি পক্ষাঘাত রোগেও ঔষধাদি প্রায় একই রূপ। তবে রোগ বিশেষের লক্ষণ পরস্পর একটু স্বতন্ত্র।

ধর্ম্মশাস্ত্র মতে এই পক্ষাঘাতরোগ মহাপাতকজন্য হইয়া থাকে।

"পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং নরকস্য পরিক্ষয়ে।
বাধতে ব্যাধিরূপেণ তস্য কৃচ্ছ্রাদিভিঃ শমঃ॥
কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকাশা অতীসারভগন্দরৌ।
দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনং।
ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবা গদাঃ॥" (সনৎকুমারতন্ত্র)

পূর্ব্বজন্মে যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হয়, নরকে তাহার ফল ভোগ করিয়া পুনরায় যখন জন্মগ্রহণ হয়, তখন মহাপাতকের চিহ্নস্বরূপ এই সকল ব্যাধি হইয়া থাকে। এইরূপ মহাপাতকজ চিহ্ন সাত জন্ম পর্য্যন্ত থাকে। পক্ষাঘাত ও কুষ্ঠাদিরোগসমূহ মহাপাতকজ।

যাহার পক্ষাঘাত প্রভৃতি মহাপাতকজরোগ হয়, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মহাপাতক রোগী যদি প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে তাহার কোন ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার থাকে না এবং প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া এই রোগে যদি তাহার মৃত্যু হয়, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া দহন, বহন বা অশৌচাদি

কিছুই হইবে না। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহার বাহ্যাদি কার্য্য করিতে হইবে।

মহাপাতকে প্রায়শ্চিত্ত পরাকব্রত, ইহাতে অশক্ত হইলে পঞ্চধেনু দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। এই পঞ্চধেনুর মূল্য ১৫ কাহন কড়ি। এই পক্ষাঘাতরোগের প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা লইতে হয়। ব্যবস্থাপত্রে এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে—

"পক্ষাঘাতরোগসংসূচিতপাপক্ষয়ায় পরাকব্রতাশক্তৌ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়াদিনা বা যৎকিঞ্চিৎকিম্বকপঞ্চদশকার্ষাপণী-দানরূপং প্রায়শ্চিত্তং কার্য্যমিতি বিদ্বদ্ব্যবস্থিতম্।"

[প্রায়শ্চিত্তের অন্যান্য বিবরণ প্রায়শ্চিত্ত দেখ।]

পক্ষাদি (পুং) পক্ষ আদির্যস্য। পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ। যথা—পক্ষ, তুক্ষ, তুষ, কুণ্ড, অণ্ড, কম্বলিকা, বলিক, চিত্র, অস্তি, পথিন্, পন্থ, কুম্ভ, সীরক, সরক, সকল, সরস, সমল, অতিশ্বন্, রোমন্, লোমন্, হস্তিন্, মকর, লোমক, শীর্ষ, নিবাত, পাক, হিংসক, অঙ্কুশ, সুবর্ণক, হংসক, হিংসক, কুৎস, বিল, খিল, যমল, হস্ত, কলা, সকর্ণক। এই পক্ষাদিগণের উত্তর ফক্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি)

পক্ষাধ্যায়, ন্যায়শাস্ত্রের অন্তর্গত বিবাদমত অধ্যায়। (দিব্যা° ৬৩০।২৫)

পক্ষান্ত (পুং) পক্ষস্য অন্তো যত্র কালে। অমাবস্যা, পূর্ণিমা। পর্য্যায়—পঞ্চদশী, অর্কেন্দুবিশ্লেষপর্ব্ব, পক্ষাবসর। (শব্দর°) পক্ষান্তে যাত্রা করিতে নাই, করিলে নিষ্ফল হয়।

"পক্ষান্তে নিষ্ফলা যাত্রা মাসান্তে মরণং ধ্রুবম্।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

২ পক্ষের অবসান।

পক্ষান্তর (ক্লী) অন্যৎপক্ষং পক্ষান্তরং। ১ অপরপক্ষ, অপর দিক্। ২ মতান্তর।

পক্ষাভাস (পুং) ১ হেত্বাভাস, সিদ্ধান্তাভাস। ২ মিথ্যা অনুযোগ।

পক্ষালিকা (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত ৪৭ অ°)

পক্ষালু (পুং) পক্ষৌ বিদ্যতে যস্য, পক্ষ অস্ত্যর্থে আলুচ্। পক্ষী।

পক্ষাবসর (পুং) পক্ষস্য অবসরোঽপসরণং যত্র। পূর্ণিমা, অমাবস্যা। (শব্দর°)

পক্ষাহার (ত্রি) যিনি এক পক্ষের মধ্যে একবার আহার করেন। (মহাভারত বনপর্ব্ব)

পক্ষিতীর্থ, একটী অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। দাক্ষিণাত্যের মান্দ্রাজ নগরের ১৮ ক্রোশ দক্ষিণে সমুদ্রতীরবর্ত্তী সদ্রস ও চিঙ্গলপটের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান নাম তিরুকড়্কুন্‌রম্ (তিরুকজুক্কুনরম্) অর্থাৎ পবিত্র চিলদিগের পর্ব্বত। এই পবিত্রভূমি এক সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তারনাথের ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস নামক তিব্বতীয় গ্রন্থে এই স্থান বৌদ্ধদিগের অতি পবিত্র পক্ষিসঙ্ঘারাম নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান-সময়েও এখানকার মন্দিরে শিব ও শক্তিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং তত্তৎ দেবদেবীর পূজা প্রচলিত দেখা যায়; কিন্তু উক্ত মন্দিরের জৈন-প্রাদুর্ভাবের সময়ের উৎকীর্ণ শিলালিপি দৃষ্ট হয়। [তিরুকড়্কুণ্ড্রম্ দেখ।]

এখানকার স্থলপুরাণ হইতে জানা যায় যে, বেদ চতুষ্টয় কোন সময়ে দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক আপনাদের চিরস্থায়ী বাসের জন্য নির্দ্দিষ্টস্থান প্রার্থনা করিলেন এবং সেইস্থানে থাকিয়া তাহারা যেন তাঁহার শ্রীচরণ পূজা করিতে পারে, এইরূপ মনোভিপ্রায়ও জানাইলেন। তাহাদের প্রার্থনানুসারে শিব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে পর্ব্বতাকারে রূপান্তরিত করিয়া পরস্পর সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন এবং সেই পর্ব্বতশ্রেণীর একটীতে আপনার আবাস মনোনীত করিয়া লইলেন। এখানকার শিবমূর্ত্তি "বেদগিরীশ্বর" বা বেদ-পর্ব্বতের অধিষ্ঠাতৃদেবতারূপে পূজিত হন। প্রবাদ, এই পর্ব্বতের যে স্থানে মহাদেব এককোটী রুদ্রকে রণে পরাস্ত করেন, তথায় তাঁহার বিজয়ঘোষণার্থ একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। মন্দিরটী অতিশয় প্রাচীন ও বৃহৎ। পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ ও মন্দির-স্থাপনের পর হইতে এই গ্রাম "রুদ্রকোটি" নামে খ্যাত হইয়াছে।

উপরি উক্ত মন্দির দুইটী ব্যতীত গিরিশ্রেণীর পাদদেশে আর একটী মন্দির আছে। মন্দিরটী এখানকার অন্যান্য মন্দির অপেক্ষা বৃহৎ। ইহার চারিটী গোপুর দেখা যায়। মন্দিরাভ্যন্তরে শিবের অর্দ্ধাঙ্গিনী শক্তিদেবী। দেবীমূর্ত্তি-কালবশে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। চৈত্রমাসে দেবীর অভিষেক-কালে এখানে বহুলোকের সমাগম হয়।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই স্থানমাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই শুনা যায় নাই। পরে পেরুম্বিল গুম্বিরান্ নামক জনৈক উপাসকের উদ্যমে ও বক্তৃতার সাধারণে শিবমহিমায় বিমোহিত হইয়াছিল এবং ক্রমশঃ তাহাদেরই চেষ্টায় তিরুকড়্কুণ্ড্রম্ নবীন আকার ধারণ করিয়া দক্ষিণভারতে কাঞ্চীপুর সদৃশ তীর্থমালায় বিভূষিত হইয়াছে।

স্থলপুরাণের মতে—যেখানে দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া মহাদেবের উপাসনা করেন, সেইস্থানটী আজিও ইন্দ্রতীর্থ নামে খ্যাত। প্রবাদ, ইন্দ্র শিবপূজার উদ্দেশে প্রতি দ্বাদশবৎসরে আপনার বজ্রকে ধরাধামে প্রেরণ করেন। ঐ সময়ে বজ্র প্রথমে পর্ব্বতোপরি মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় আসিয়া পতিত

হয়; পরে তিনবার মন্দিরস্থ দেবমূর্ত্তি প্রদক্ষিণ করিয়া পর্ব্বতগাত্রে বিলীন হইয়া যায়। দ্বাদশবর্ষান্তে বিগ্রহের এই অদ্ভুত অভিষেক সাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক এবং নৈসর্গিক বলিয়া বোধ হয়। এখানে শঙ্খতীর্থ নামে আর একটী পুষ্করিণী আছে। প্রতি দ্বাদশবৎসরে এই স্থান হইতে দুইটী শঙ্খ উদ্ভূত হয়। শঙ্খ উত্থিত হইবার দুই তিনদিন পূর্ব্বে জল ক্রমান্বয়ে ঘোলা ও ফেণাযুক্ত হয় এবং মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জন শ্রুত হইতে থাকে। এই সময়ে নগরবাসিগণ পুষ্করিণীতীরে আসিয়া সতৃষ্ণদৃষ্টিতে শঙ্খের উত্থান অপেক্ষা করিতে থাকে। যথাসময়ে শঙ্খ উত্থিত হইলে মহাসমারোহে তাহাকে আনিয়া একটী রৌপ্যপাত্রে রাখা হয় এবং নগরপ্রদক্ষিণের পর পর্ব্বতনিম্নস্থ মন্দিরে পূর্ব্বোত্থিত শঙ্খের নিকট রাখিয়া দেয়।

এতদ্ব্যতীত আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানে প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের সময়ে অর্থাৎ ১২টা হইতে ১ ঘটিকার মধ্যে দুইটী শ্বেতবর্ণের চিল আসিয়া ভোজন করে। উক্ত পক্ষিদ্বয়কে আহার দিবার জন্য একজন পাণ্ডা নিযুক্ত আছে। ঐ ব্যক্তি পক্ষিদ্বয় আসিবার পূর্ব্বেই পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করে ও তথায় চাউল ও চিনি দিয়া অন্ন প্রস্তুত করে এবং পাখীর পানের জন্য কতকটা ঘৃত গলাইয়া দেয়। পক্ষী দুইটী যথাসময়ে পর্ব্বতে অবতরণ করে এবং মন্দিরে গিয়া বিগ্রহমূর্ত্তিকে অভিবাদনপূর্ব্বক পাণ্ডার নিকট ভোজন করিতে যায়। ভোজনান্তে পরিতুষ্ট হইয়া তাহারা স্বস্থানে প্রস্থান করে। পরে পাণ্ডা উপস্থিত ব্যক্তিগণকে পক্ষিভুক্ত প্রসাদ বিতরণ করেন। এই সত্য ঘটনা অনেকে স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন। এই কারণেও এই পর্ব্বতের তিরুকড়ু কুণ্ডম্ নাম হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ, উক্ত শ্বেত চিল দুইটী পূর্ব্বে ঋষি ছিলেন পরে কোন পাপে লিপ্ত হওয়ায় তাঁহাদের এই অবস্থান্তর ঘটিয়াছে।

শঙ্খতীর্থে প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যাকালে স্নানপূর্ব্বক পর্ব্বতে ভ্রমণ, দেবমূর্ত্তিদর্শন ও সতত তাঁহার ধ্যান এবং অল্প আহার করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কুষ্ঠ, পক্ষাঘাত, উন্মাদ ও অন্যান্য নানারোগ উপশম হইতে দেখা যায়। এতন্নিবন্ধন বহুতরলোক রোগমুক্ত হইবার আশায় এখানে আসিয়া থাকে। অন্যান্য তীর্থ সম্বন্ধেও নানা কথা শুনা যায়। এই সকল অলৌকিক ঘটনা শুনিয়া মন্দ্রাজের ওলন্দাজগণ কৌতূহল নিবারণেচ্ছায় ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে এখানে আসিয়া পর্ব্বতগাত্রে স্বনাম অঙ্কিত করিয়া যান।

পক্ষিন্ (পুং স্ত্রী) পক্ষৌ বিদ্যেতে যস্য পক্ষ-ইনি। বিহঙ্গম, চলিত পাখী। পর্য্যায়—খগ, বিহঙ্গ, বিহগ, বিহঙ্গম, বিহায়স্, শকুন্তি, শকুনি, শকুন্ত, শকুন, দ্বিজ, পতত্রিন্, পত্রিন্, পতগ, পতৎ, পত্ররথ, অণ্ডজ, নগৌকস্, বাজিন্, বিকির, বি, বিষ্কির, পতত্রি, নীড়োদ্ভব, গরুত্মৎ, পিত্সৎ, নভসঙ্গম, নাড়ীচরণ, কণ্ঠাগ্নি, পতঙ্গ, অগৌকস্, চঞ্চুভৃৎ, তুরণ্ড, সরণ্ড, পিপতিষু, পত্রবাহ, ছাগ। (রাজনি°)

পক্ষীদিগের উৎপত্তি অগ্নিপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"অরুণস্য ভার্য্যা শ্যেনী বীর্য্যবন্তৌ মহাবলৌ।
সম্পাতিশ্চ জটায়ুশ্চ প্রসূতৌ পক্ষিসত্তমৌ ॥" (অগ্নিপু°)

অরুণের ভার্য্যা শ্যেনী, এই শ্যেনীই প্রথম জটায়ু ও সম্পাতি নামে দুইটী পক্ষী প্রসব করে, তাহা হইতেই পক্ষী জাতির উৎপত্তি। অন্য স্থলে লিখিত আছে—স্থলচর জলচর ও মাংসাশী পক্ষী ক্রোধবশা হইতে উৎপন্ন। মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—শুকী, শ্যেনী, ভাসী, গৃধ্রী, সুগ্রীবী ও শুচি এই ৬টী তাম্রার কন্যা। ইহাদের মধ্যে শুকীর গর্ভে শুকপক্ষী ও উলূকগণ, শ্যেনীর গর্ভে শ্যেনগণ, ভাসীর গর্ভে ভাস ও কুররপক্ষিগণ, গৃধ্রীর গর্ভে গৃধ্র, কপোত ও পারাবতজাতীয় পক্ষী, সুগ্রীবীর গর্ভে ছাগ, মেষ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র এবং শুচির গর্ভে হংস, সারস, কারণ্ডব ও বানরগণ সমুৎপন্ন হয়।

ভাবপ্রকাশমতে, যে সকল পক্ষী কূলচর, তাহারা উৎকৃষ্ট ও লঘু। অনূপদেশজ পক্ষী বলকারক, স্নিগ্ধ এবং গুরু। পক্ষীর অণ্ড-গুণ—কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, মধুররস, বায়ুনাশক, গুরু এবং অতিশয় শুক্রবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ)

[পক্ষী সকলের বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ইহারা অণ্ডজ জীব। জীবাবয়বের মধ্যে হস্তের পরিবর্ত্তে ইহাদের দুইটী পাখা আছে. তাহাদ্বারা ইহারা শূন্যমার্গে অবলীলাক্রমে উড়িতে সক্ষম। ইহাদের মুখবিবর হইতে ওষ্ঠাগ্রভাগ কঠিন অস্থি সদৃশ চঞ্চুযুক্ত। চঞ্চুর উপরিভাগে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাসাছিদ্র আছে। উদরের অধোদেশে দুইটী মাত্র পদ, তদ্দ্বারা তাহারা বৃক্ষাদির শাখা, মৃত্তিকা, পর্ব্বত ও গৃহাদির ছাদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া অনায়াসে ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে। পদদ্বয়ের মধ্যস্থানে জাঁজ এবং গ্রন্থিসংলগ্ন। প্রত্যেক পদে চারিটী হইতে পাঁচটী আঙ্গুল ও তদগ্রভাগে ছুঁচাল নখ আছে। এই পদদ্বয় সময় সময় হস্তের কার্য্যও করে এবং বাজ, শিক্‌রে (Hawks) প্রভৃতি পক্ষিবিশেষের আহারাদি সংগ্রহে বিশেষ উপকারিতা দেখাইয়া থাকে। পদদ্বয়ের পশ্চাদ্ভাগে মলত্যাগ বা জননেন্দ্রিয়-বিবর এবং তৎপশ্চাতে পুচ্ছদেশ। পুচ্ছে ও ডানায় সাধারণতঃ বড় বড় পালক জন্মে এবং সর্ব্বাঙ্গই পশমাপেক্ষা কোমল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকে আবৃত থাকে। ইহাদের বহিরাচ্ছাদক পালকগুলি এত মসৃণ যে জল নিক্ষেপ করিলে

উহাতে জল স্পর্শ করে না। এই জন্য বনমধ্যে অনাবৃত স্থানে থাকিলেও বৃষ্টিপতনকালে ইহাদের গাত্র ভিজিয়া ভারি হয় না, সুতরাং কেহ এই সময়ে ধরিতে গেলে সহজেই উড়িতে পারে এবং স্বীয় গন্তব্য পথে গমন করিয়া শত্রুর আয়ত্তের বহির্ভূত হইয়া পড়ে।

পক্ষী মাত্রেই খেচর। কারণ এমন পক্ষী অতি বিরল যাহারা একটুও উড়িতে জানে না। তবে যাহারা অল্প উড়িতে পারে (অর্থাৎ যাহারা প্রায় সকল সময়েই মৃত্তিকাসংলগ্ন হইয়া বিচরণ করে) এবং অন্যান্য পক্ষী অপেক্ষা ভারশীল, তাহারাই স্থলচর পদবাচ্য—যেমন সারস সদৃশ পক্ষী, উষ্ট্রপক্ষী, কুক্কুট প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন স্থলচর হইলেও যে সকল পক্ষী স্বতঃই জলে বিচরণ করিতে ভালবাসে এবং জল হইতে সাধারণতঃ আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহারাই জলচর পদবাচ্য। যেমন বক, পানকৌটী প্রভৃতি।

প্রাণীতত্ত্বজ্ঞগণ জলচর (তরপদী) পক্ষিগণের মধ্যে কএকটী সামান্য লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া ইহাদের জাতিনির্ণয় করিয়াছেন। ঐ সকল লক্ষণের মধ্যে অঙ্গুলাভ্যন্তরস্থ একপ্রকার বৃহৎত্বক্ই প্রধান। উহার সাহায্যে তাহারা অনায়াসে জলে সন্তরণ করিতে সক্ষম হয়। এই জন্য তাহাদের আর একটী নাম জাল-পাদ। ঐ জাল (সূক্ষ্মত্বক্) তাহাদের পদের পুরোভাগস্থ তিনটী অঙ্গুলীতে পরস্পর সংলগ্ন। ইহাদের পদদ্বয় দেহের পশ্চাদ্ভাগে স্থাপিত। জাতিভেদে এই পশ্চাদ্স্থানের তারতম্য লক্ষিত হয়। পেঙ্গুইন নামক পক্ষীর পদ প্রায়ই পুচ্ছমূলে সংলগ্ন। এই হেতু তাহারা স্থলে বসিলে দণ্ডায়মান আছে বলিয়া বোধ হয়। এই শ্রেণীতে ১ম শীতপ্রধান দেশজ পেঙ্গুইন্ ও ২য় নিমজ্জকাদি (ডুবুরীর ন্যায় কেবল জলে নিমজ্জিত হইয়া খাদ্য আহরণ করিয়া থাকে।), ৩য় গগন-ভেড়াদি, ৪র্থ পান-কৌটাদি, ৫ম গাঙচিল্লাদি ও ৬ষ্ঠ হংসাদি।

শকুনশাস্ত্রবিদ্গণ পক্ষিবর্গকে এইরূপ আটটী গণে বিভক্ত করেন—

১ম শাখাচারী, (Passeres.) অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বদা বৃক্ষশাখায় বিচরণ করে;—যথা চটক, কাক, নীলকণ্ঠ, টুন্টুনী, শ্যামা, মাচরাঙ্গা প্রভৃতি।

২য় কাণ্ডচারী, (Scansores.) অর্থাৎ যাহারা বৃক্ষকাণ্ডে বিচরণ করে;—যথা দার্ব্বাঘাট (কাঠঠোকরা), টৌকান, কাকাতুয়া, নূরী, টীয়া প্রভৃতি।

৩য় দ্রুতচারী, (Cursores.) অর্থাৎ যাহারা ভূমিতে দ্রুতবেগে পদবিক্ষেপ দ্বারা বিচরণ করে, যথা শাহমুরগ, কাশো-য়ারী, উষ্ট্রপক্ষী প্রভৃতি।

৪র্থ জলচারী (Grallatores.) অর্থাৎ যাহারা জলে বিচরণ করে; যথা বক, সারস, পানকৌটী ইত্যাদি।

৫ম তরপদী (Natatores.) অর্থাৎ যাহারা পদদ্বারা সন্তরণ করে; যথা হংস, পেঙ্গুইন্।

৬ষ্ঠ ঘর্ষকপদী (Rasores.) অর্থাৎ যে পক্ষীরা নখ-দ্বারা ভূমি বিদারণ করে;—যথা কুক্কুট, ময়ূর, মোনাল, তিত্তির, পেরু প্রভৃতি।

৭ম কাপোতক (Columbæ) অর্থাৎ পারাবত ও তৎসদৃশ পক্ষী;—যথা পায়রা, ঘুঘু ইত্যাদি।

৮ম আখেটক (Raptores.) অর্থাৎ যে সকল পক্ষী আখেটন বা শিকার করিয়া অথবা মাংসভক্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে;—যথা পেচক, বাজ, শিকরা, চিল, গৃধ্র, হাড়-গিলা, শকুনি প্রভৃতি।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ পক্ষিজাতির আভ্যন্তরিক গঠন ও অস্থ্যাদির বৈষম্য আলোচনা করিয়া ইহাদের মধ্যে কএকটী জাতিগত পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা নানাজাতীয় পক্ষীর মধ্যে অল্পবিস্তর পার্থক্য বিবেচনা করিয়া* ইহাদিগকে অনেকগুলি জাতিতে বিভাগ করিয়াছেন। পক্ষিজাতির শরীরতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ মস্তিষ্ক, পদতল, পুচ্ছ ও বুকাস্থি প্রভৃতির পরস্পর সমাবেশ ও বিভিন্নতা দেখাইয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার বিবরণ সহজবোধ্য নহে। শরীরতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এতদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে তাহার কতক বুঝিতে পারিবেন। সাধারণতঃ যে কএকটী বিষয় বলিলে সহজে বুঝিতে পারা যায়, তাহাই উল্লেখ করা গেল।

প্রথমতঃ পক্ষিজাতির কোন বিভাগ নির্দ্দেশ করিতে হইলে তাহার বাহ্যদৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করা উচিত। যেমন কতকগুলি পক্ষীর পুচ্ছ শরীর অপেক্ষা বড় এবং অপর কতক-গুলির ঠিক তদ্বিপরীত। কতকগুলির করস্থ অচল-সন্ধি ও কতকগুলির সচল-সন্ধি। কাহারও বুকাস্থি সরল ও লম্বমান নহে। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্যের অনুবর্ত্তী হইয়া শকুনবিদেরা নির্দ্দেশ করেন যে, যে সকল পক্ষীর ডানার মৌলিক-প্রগণ্ডাস্থি পদাঙ্গুলির নখ সদৃশ অস্থি অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও বৃদ্ধাঙ্গুলী একটু বড়, তাহারাই এ্যাপ্টিরিগিডি শ্রেণী (Group) ভুক্ত ও এপ্টিরিগিডি (Apterygidæ) শাখার অন্তর্গত। যাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুলী তদ্রূপ নহে, তাহারা ডিনরনিথিডি (Dinornithidæ.) ও কসুয়ারিয়াইডি (Casuariidæ) শাখা মধ্যে সন্নিবিষ্ট হই-

* About half the known Birds 5000 or thereabout, belong, according to G. R. Grey to Professors Huxley's group the Coracomorphæ. Ency. Britt. Vol. III. p. 699.

রাছে। যাহাদের প্রগণ্ডাস্থি বড় ও অঙ্গুলির দুইটী নখাস্থি-সমন্বিত এবং যাহাদের বক্ষপাস্থি ত্রিকাস্থিতে (পৃষ্ঠদণ্ডের নিম্ন-প্রান্তস্থ অস্থি) আসিয়া মিলিত হইয়াছে ও উদরাধঃপ্রদেশ পরিচ্ছন্ন সেই শাখার নাম রিডী (Rheidæ)। আমেরিকা দেশীয় উষ্ট্রপক্ষী (Ostrich) এই থাকের অন্তর্গত। যে সকল পক্ষীর বক্ষপাস্থি সরল এবং উদরাধঃপ্রদেশ শুলপেটের উপস্থাস্থির সন্ধিতে সংলগ্ন, সেই শাখাতেই (Struthionidæ) আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানবাসী উষ্ট্রপক্ষীদিগকে (Ostrich) গণ্য করা যাইতে পারে। সেইরূপ যে সকল পক্ষীর নাসাফলকাস্থি পশ্চাদ্ভাগে প্রশস্ত এবং তালুসম্পর্কীয় পক্ষবৎ অস্থির মধ্যভাগে ও ঠোঁটের তলদেশ কীলাকার অস্থি বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই শ্রেণীর পক্ষীদিগকে কেরিনেটী (Carinatæ) বলা যায়।

অপর পক্ষে যে সকল পক্ষীর নাসাফলকাস্থি পশ্চাদ্ভাগে সরু এবং ঠোঁটের তলদেশস্থ কীলাকার অস্থি তালু ও মস্তকাভ্যন্তরস্থ পক্ষবৎ অস্থির সহিত গ্রথিত এবং যাহাদের তালু-সম্বন্ধীয় হনুদ্বয় সরল ও নাসাফলকাস্থি সূচাগ্র, সেই সকল পক্ষীজাতি Carinatæ শ্রেণী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেও, তাহাদের মধ্যে বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়, উদাহরণ স্বরূপ তাহার একটী নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম। যেমন প্লোভার পক্ষী (Plover) বাঙ্গালায় ইহার নাম তিত্তির। বিজ্ঞানবিদ্গণ ইহাকে Carinatæ শ্রেণীভুক্ত করিয়াও ইহাদের মধ্যে কার্সোরিনা (Cursorina) ও কারাড্রিনী (Charadrinæ or Charadriomorphæ) নামে দুইটী স্বতন্ত্র শাখা নির্দেশ করিয়াছেন এবং দেশ ও স্থান ভেদে এই জাতীয় পক্ষীর মধ্যে আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য দেখিয়া, তাঁহারা এক একটীর বিভিন্ন নাম দিয়াছেন। তিত্তির পক্ষীর প্রথমোল্লিখিত শাখায় Indian courier, Double bounded, Large Swallow and Small Swallow এবং নিয়োক্ত শাখায় Grey, Goldeu, Large sand, Small-sand, Kentish ring, Indian ringed ও Lesser ringed প্রভৃতি জাতি বা সংজ্ঞা দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন চিল, বক, কুক্কুট, পারাবত, হাঁস প্রভৃতি পক্ষীজাতির মধ্যে অসংখ্য জাতিগত বিভাগ ও নামস্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। [কপোত ও কাক প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

ইহার পর তাঁহারা করোটী ও তন্মধ্যস্থ অস্থি ও মস্তিষ্কাদির উৎপত্তি ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে যেরূপ গভীর আলোচনা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিরূপে জরায়ু মধ্যে সঞ্চিত শুক্র অণ্ডে পরিণত হয়, তাহা কিরূপে বর্দ্ধিত হইয়া পরিপুষ্টি প্রাপ্ত হয় এবং প্রসবান্তে ডিমে তা দিয়া ফুটাইবার পর কি কি অবস্থান্তর ঘটিয়া থাকে, সংক্ষেপতঃ তাহারই মোটামুটী আভাস দিতেছি।

[পক্ষিজাতির নীড়রচনাপ্রণালী ও অণ্ডাদি প্রসবের কথা নীড় শব্দে লিখিত হইয়াছে।]

সকল জাতীয় পক্ষীই এক সময়ে ডিম্ব প্রসব করে না। ঋতু ও কালভেদে ইহারা নীড় নির্ম্মাণ ও সন্তান উৎপাদন করিয়া থাকে। সচরাচর দেখা যায়, কাক, চিল, শালিখ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর পক্ষিগণ বিভিন্ন সময়ে ডিম্ব প্রসব করে। ঐ ডিম্বের বাহ্য আকৃতি হইতে ইহাদের জাতিগত পার্থক্য অনুমান করা যায়। সাধারণতঃ ডিম্বগুলির একদিক্ কোণাকার ও অপরদিক্ গোলাকার। ডিম্বের কোণাকার অংশও প্রথমে প্রসবপথ দিয়া বাহিরে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে মোটা গোল অংশের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া দেয় *। এইরূপে সকল পক্ষীই যে অণ্ড প্রসব করে তাহা নহে, কোন কোন স্থানে ইহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন বিভিন্ন জাতীয় পক্ষীর অণ্ডাবরক কঠিন ত্বকের উপর বিভিন্ন প্রকার রং দেখা যায় †। বিজ্ঞানবিদ্গণ বলেন, জরায়ু হইতে প্রসবদ্বারে আগমনকালে তথাকার এক প্রকার রঙ্গীন পদার্থে লিপ্ত হইয়া আইসে। পরে দেখা যায়, ডিম্বগুলির উপর নানা রঙ্গের নানা প্রকার দাগ পড়িয়াছে ‡। এই দাগ সকল ডিম্বেই সমভাবে পড়ে না। পিতামাতা দুর্ব্বল হইলে ডিম্বের বৃহৎ আকৃতি হেতু গর্ভদ্বারে আট্‌কাইলে এবং ভীত অথবা অত্যন্ত উত্তেজিত হইলেও ডিম্বের উপরে রঙ্গের অল্পতা বয়স যত অধিক হইবে, ডিম্বেও উপরিস্থ এই রঙ্গীন দাগ ততই উজ্জ্বলতর হইয়া থাকে। যে সকল পক্ষী দুই বা ততোধিক ডিম্ব প্রসব করে, তাহাদের প্রথম ডিম্বগুলিতেই রঙ্গের আধিক্য ও পরবর্ত্তী গুলিতে অল্পতা লক্ষিত হয় §। ডিম্বগুলি একটী হইতে অপরটী অল্পমাত্রায় ভিন্ন হইলেও ইহাদিগকে স্পষ্ট এক জাতীয় বলিয়া মনে হয়। একপ্রকার চড়াই পাখী (Passer montanus) আছে, তাহারা ৫ হইতে ৬টী ডিম্ব দেয়, ঐগুলি পরস্পর স্বতন্ত্র। শেষটী সম্পূর্ণ সাদা। হংস ও কুক্কুট প্রায় ১৫টী করিয়া ডিম্ব প্রসব করে। ইহাদের প্রথম প্রসূত ডিম্বের অপেক্ষা শেষগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার দেখা যায়।

---

* শকুনশাস্ত্রবিদ্ বার্টলেট সাহেব স্বচক্ষে এই বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াছেন।

† কাক (নীলফুটকী), চড়াই (লালফুটকী), ময়ূর (লাল), উষ্ট্র পক্ষী (কাল ও লাল ফুটকী)।

‡ কোন কোন ডিম্বে ফুটকী সরু, লম্বা বা স্তূপাকের মত দাগ।

§ অধ্যাপক পার্কার বার বৎসর কাল একটী সুবর্ণ ঈগল পক্ষিণীর (Aquila Chrysaetus) ডিম্ব সংগ্রহ করেন। তিনি পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া বলেন যে, একই নিয়মে সকল ডিম্ব প্রসব দেখা গিয়াছে, কিন্তু একটীবার মাত্র সাদা ডিম্ব অগ্রে প্রসব হইয়া পরে রঞ্জিত ডিম্বপ্রসূত হইয়াছিল। এই স্থানে সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল।

অতঃপর তাঁহারা ডিম্বের আবরক কঠিন ত্বকের মসৃণতা, আবৃত ও পরস্পর দেখাইয়া ইহাদের জাতিগত পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, উত্তর আফ্রিকার উষ্ট্রপক্ষীর ডিম্ব হস্তি-দন্তের ন্যায় মসৃণ এবং উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী স্থানজাত উষ্ট্রপক্ষীর ডিম্ব খসখসে ও বসন্তের ন্যায় ব্রণচিহ্নযুক্ত; এই দুইটী সাদৃশ্যগত বিভিন্নতা থাকিলেও তাহাদের জাতিগত কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এই কারণে তাঁহারা এই পক্ষীকে (Ratitæ) শ্রেণীভুক্ত রাখিয়া বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করিয়াছেন। অণ্ডের আকৃতির ভিন্নাভিন্নরূপ আলোচনা করিয়াও তাঁহারা ইহাদের পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন। পেচক (Strigidæ) এবং হাঁড়িচাঁচা (Picariæ) জাতীয় পক্ষীর ডিম্ব প্রায় গোল। যে সকল ডিম্ব মুদ্গাকার গোল না হইয়া সটান সূচাগ্র হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি Limicolæ এবং অপর কতকগুলি Alcidæ শাখাভুক্ত। পক্ষান্তরে বনকুক্কুট (Pterocleidæ) জাতীয় পক্ষিদিগের অণ্ড নলের ন্যায় কতকাংশে গোলাকার ও সীমাদ্বয় যেন ভোঁতা অথচ গোল। এ ছাড়া শকুনবিদেরা ডিম্বের আকৃতিগত বৈষম্য দেখাইয়া ইহাদের বিভিন্ন জাতিত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। দাঁড়কাক (Corvus Corax) ও গিলেমট (The guillemot) এক আকৃতির হইলেও, উভয় পক্ষীর ডিম্বে অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ডিম্বের আকৃতিতে ১ হইতে ১০ এইরূপ প্রভেদ আছে। কাদাখোঁচা (Snipe or Scolopax gallinago) এবং ব্লাকবার্ড (Black Bird or Turdus merula) পক্ষীর ডিম্বেও ঐরূপ অসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কাদাখোঁচা ও Partridge (Perdix cinerea) পক্ষীর ডিম্ব সমানাকৃতির হইলেও ইহাদের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, কাদাখোঁচা চারিটী মাত্র অণ্ড প্রসব করে, কিন্তু পার্ট্রিজ পক্ষী সাধারণতঃ ১২টীর কম প্রসব করে না। ইহাদের ডিম্ব ফুটিবার মাত্রই ছানা বাহির হইয়া দৌড়িয়া বেড়ায়।

অণ্ডপ্রসব হইবামাত্রই ইহারা তা দিতে আরম্ভ করে। যাহারা বারটী ডিম্ব দেয়, তাহারাও প্রথমটী হইতেই তা দিয়া থাকে। সেইরূপ তাহাদেরও ক্রমান্বয়ে একটীর পর একটী ডিম্ব ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। কোন কোন শাখাচারী (Passeres) জাতীয় পক্ষী ডিম্ব ফুটাইতে ১০।১১ দিন তা দেয়, অন্যান্য জাতির মধ্যে কেহবা ১৩, কেহ ২১, কেহ বা ২৮ দিন লয়। আবার জলচর এবং শিকারী পক্ষীগণের ডিম্ব তা দিয়া ফুটাইতে একমাসের অপেক্ষা অধিক সময় লাগে। হংসের ডিম্ব ফুটাইতে প্রায় ছয় সপ্তাহকাল লাগে। ডিম্বে তা দিয়া ছানা ফুটান কেবলমাত্র পক্ষিণীর কার্য্য। কোন কোন জাতীয় পক্ষী একমাত্র পুরুষের উপর এই ভার ন্যস্ত করে। উষ্ট্রপক্ষিগণ বালুময় স্থান বা মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতে ডিম্বধারণ করে ও পরে ডিম্বগুলি মাটিচাপা দেয়। মাদী আর সে ডিম্বের উপর লক্ষ্য রাখে না। দিবাভাগে ঐ মাটিচাপা অণ্ডগুলি সূর্য্যের উত্তাপে উত্তপ্ত হয়; সন্ধ্যার সময় মদ্দা যাইয়া তা দিতে থাকে। কতকগুলি পক্ষী আছে, তাহারা স্বয়ং ডিম্বে তা দিতে জানে না। আমাদের দেশের কোকিল ও আমেরিকা মহাদ্বীপের কাউবার্ড (Cowbird) উভয়েই পরের বাসায় ডিম পাড়িয়া সন্তান উৎপাদন করে।

ডিম্বে তা দিবার চার দিন পরেই অর্থাৎ চার দিনের শেষভাগে ও পঞ্চম দিনের প্রথম হইতে ডিম্ব-মধ্যস্থ কুসুম ও লালা রূপান্তরিত হইতে আরম্ভ হয়। অণ্ডস্থ শাবকের করোটীর গঠনের সূত্রপাত ঐ সময়ে হইয়া থাকে। প্রথমে তরল পদার্থ হইতে গাঢ়তর হইয়া উপাস্থিতে পরিণত হয়, পরে ক্রমশঃই ঐ করোটী দৃঢ়ীভূত ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুযুক্ত বোধ হয়; ইহাও কএকদিন পরে কাচবৎ স্বচ্ছ অস্থিতে রূপান্তরিত হয়। (শকুনশাস্ত্রবিদ্‌গণ মস্তিষ্কতত্ত্বের যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা উক্ত পক্ষিসমূহের ব্যবচ্ছেদ ব্যতীত অন্যরূপে ব্যক্ত করা সুকঠিন।) এইরূপে ক্রমান্বয়ে আবশ্যকমত তা দিবার পর, ডিম্বের অভ্যন্তরে পক্ষীর গঠনপ্রণালী কিরূপ নিষ্পাদিত হয়, তাহা অনেই বুঝিতে পারা যায়। ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হইলে ও তাহার গাত্রস্থ নাল ঝরিয়া গেলে চঞ্চু কুটিতে দেখা যায়; কিন্তু এখনও ঐ শাবক পিতা বা মাতার পালখের মধ্যে থাকিয়া তা প্রাপ্ত হয়, ক্রমে দুই চার দিন পরে তাহাদের গাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লোম দেখা যায়।

সকল জীবেরই শরীরাভ্যন্তরে নানা শ্রেণীর অস্থি আছে—অর্থাৎ মস্তিষ্কাবরক করোটী ও তাহার উপাস্থিসমূহ, হৃৎপিণ্ডাবরক পঞ্জরাস্থিসমূহ, বক্ষ ও উদরাবরক লম্বমান বুকাস্থি প্রভৃতি। ডিম্ব ফুটিয়া ছানা বাহির হইলে দেখা যায় যে এই অস্থিসমূহের উপরিভাগে ত্বকের ন্যায় সামান্য অংশ জড়িত আছে। পিতামাতার যত্নে লালিত হইয়া ও তাহাদের সংগৃহীত 'আদায়' জীবন ধারণ করিয়া শাবকের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। ক্রমশঃই মাংসপেশীসমূহ বর্দ্ধিত হইয়া কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ঐ মাংসপেশীর সূক্ষ্ম সূত্রসমূহের তেজোবর্দ্ধক পদার্থের কতকাংশ ডানা ও পুচ্ছের দীর্ঘাকার পালকে এবং অপরাংশ পৃষ্ঠ, বক্ষ ও উদরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকে পরিণত হয়।

পক্ষীদিগের পাক্ষিক কশেরুকাস্থির পরিচালন হেতু পৃষ্ঠবংশের গলা ও পুচ্ছভাগে মাংসপেশীর আধিক্য দেখা যায়।

তাহাদের বুকাস্থি (Sternum) বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত

থাকায় উদরদেশে সাধারণতঃ পেশীর স্বল্পতা দৃষ্ট হয়। কেবল মাত্র কতকগুলি মাংসপেশীর সূক্ষ্ম সূত্রপঞ্জর হইতে পেশী-আচ্ছাদক ঝিল্লী মুখে আসিয়া ফুসফুসের ঔদরিক অন্ত্রদ্বার আবরণ করিয়াছে। এ সকলের ক্রমিক পরিপুষ্টিই পক্ষিজাতির আকাশমার্গে বিচরণের প্রধান কারণ। কিরূপে পক্ষিগণ আপনাপন ডানা উচ্চ ও নিম্ন করিয়া বায়ুমার্গে গমন করে, তাহার কারণ প্রথমতঃ বায়ুর গুরুত্ব অপেক্ষা পক্ষীর গুরুত্ব অনেক কম এবং তাহাদের বক্ষস্থলস্থিত পেশী কাক-চঞ্চুবৎ স্কন্ধাস্থির (Scapulo-coracoid) মধ্য দিয়া পরস্পরে গ্রথিত থাকিয়া প্রগণ্ডাস্থিতে মিলিত হইয়াছে। এই পেশী থাকায় পাখী কপিকলের ন্যায় ডানাকে অনায়াসে তুলিতে ও ফেলিতে পারে। ইহাদের নিম্নপদ ও অঙ্গুলি শরীর অপেক্ষা সরু এবং উপরিভাগ শরীরানুযায়ী মোটা; এই কারণে পক্ষিগণ অবলীলাক্রমে বৃক্ষের ডালে পা জড়াইয়া নিদ্রা যাইতে পারে।

করোটীর গর্ত্ত মধ্যেই মস্তিষ্কের অবস্থান। ইহার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিরাসমূহের মস্তিষ্কের দুই পার্শ্ববর্ত্তী (অর্থাৎ কর্ণের সন্নিকটস্থ) গর্ত্ত মধ্যে নিহিত থাকে। এই শিরাগুলি মস্তিষ্ক হইতে ভিন্নাশ্রয়ে যাইবার কালে গর্ত্তদ্বয়ের ব্যবচ্ছেদক অস্থি-প্রাচীরে অনুপ্রস্থ ভাবে ছিদ্র করিয়া তাহার মধ্য দিয়া গমন করে, কতকগুলি শিরা ঐরূপে পরিপুষ্ট হইয়া দুইটী স্বতন্ত্র চক্ষুগোলকে পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহার সহিত মূলমস্তিষ্কের সংস্রব থাকিলেও চক্ষুগোলকদ্বয় বিভিন্ন অস্থি আবরকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট। ইহা ভিন্ন মস্তিষ্কের সর্ব্ব পশ্চাতে আরও একটী আধার আছে। এই কোষ মধ্যে পৃষ্ঠবংশাবলম্বী কাশেরুক রজ্জুর মধ্যনলী প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যভাগ জালবৎ মস্তিষ্কাবরক ঝিল্লী ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরায় আচ্ছাদিত। এই শিরাগুলি পরস্পরের সাহায্যে ইন্দ্রিয়জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। চক্ষে প্রতিভাত বস্তুটী মস্তিষ্কে নীত হইয়া তাহার বর্ণজ্ঞান উপলব্ধি করে। দূরে কাহাকেও ইষ্টকহস্ত করিতে দেখিলে তাহারা উড়িয়া পলায় অথবা কোনরূপ শব্দ শ্রুত হইলে তাহারা কাণ খাড়া করিয়া শুনিয়া থাকে।

পক্ষিজাতির চক্ষুর গঠনপ্রণালী গোধিকা, কূর্ম্ম, কুম্ভীর প্রভৃতি সরীসৃপজাতির সহিত অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে। ইহাদের অক্ষিপল্লব কণ্ডার-রজ্জু দ্বারা পূর্ণমাত্রায় চক্ষু স্পন্দনকারী সূক্ষ্মসূত্রসমূহে নিবদ্ধ। এই কারণে তাহারা চক্ষুপল্লব উন্মোচন করিতে অথবা সহজেই মুদ্রিত করিতে পারে। ইহাদের চক্ষুগোলক চারিটী মস্তকপেশী ও দুইটী বক্রভাবাপন্ন মাংসপেশীর সাহায্যে ইচ্ছামত বিভিন্নদিকে পরিচালিত হয়। চক্ষুগোলকের যোজকত্বকের (Conjunctiva) অব্যবহিত বহির্দেশে অবস্থিত কঠিন ঘনত্বকের (Sclerotic) সম্মুখভাগে অঙ্গুরীয়কের ন্যায় গোলাকার সূক্ষ্ম আঁশের সদৃশ অস্থির পাত (plate) আছে। চক্ষুমণির পার্শ্ববর্ত্তী তারকামণ্ডল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাংসপেশী দ্বারা পরস্পরে সমান্তরভাবে সংযোজিত। পক্ষিজাতির চক্ষুর সম্মুখভাগের ঘনত্বক্ (Sclerotic) উপাস্থিবিশিষ্ট (Cartilaginous)। পক্ষিমাত্রেরই শ্রবণেন্দ্রিয় বর্ত্তমান থাকিলেও তাহাদের মধ্যে সকলেই শুনিতে পায় না। কএকজাতীয় পক্ষী স্পষ্টরূপে পরের স্বর ও ভাষা শুনিতে পায় এবং তাহা শিক্ষা করিয়া থাকে। আবার কতকগুলি মোটেই শুনিতে পায় না। তাহাদের শ্রবণবিবরস্থ কর্ণপটহ এতাদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালকে আবৃত যে তাহার মধ্য দিয়া কোন শব্দ সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। কূর্ম্ম, কুম্ভীর প্রভৃতি সরীসৃপজাতির সহিত পক্ষিজাতির শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোন বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

[সরীসৃপ ও সর্পশব্দ দ্রষ্টব্য।]

পক্ষীর জিহ্বার সহিত সরীসৃপজাতিরও অনেক সাদৃশ্য আছে। কতকগুলি পক্ষীর জিহ্বা তীরাকার সূচাগ্র ও মূলদেশ কণ্টকযুক্ত এবং কতকগুলি কুম্ভীরের ন্যায় জিহ্বাহীন। Totipalmatæ ও Balæniceps জাতীয় পক্ষীর জিহ্বা ক্ষুদ্র ও গোলাকার। Rapaces জাতীয় পক্ষীর জিহ্বা মোটা ও ধারে খাঁজ কাটা। Picidæ শ্রেণীর জিহ্বামূলাস্থি বিস্তৃত হওয়ায় জিহ্বাও অতিরিক্ত বড় এবং প্রকৃত জিহ্বাগ্রভাগ তীরের ফলার ন্যায় ও কাঁটাযুক্ত।

কোন কোন পক্ষীর অন্ত্রের উপরিস্থ অন্ননালী প্রসারণশীল। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে অন্ত্র দুইটী। সকল পক্ষীতেই বৃহৎ অন্ত্রটী অস্থিপূতিনালীতে মিলিত। এই স্থান অন্ত্রাবরক ঝিল্লীদ্বারা পরিবেষ্টিত। অধিকাংশ পক্ষীর পাকাশয়ের অধোভাগান্তের নিকটস্থ রন্ধ্র বা অন্ত্রদ্বার ও গুহ্যদ্বার পরস্পরের সম্মুখবর্ত্তী। Alectoromorphæ এবং Aetomorphæ শাখার চীল ও শিক্‌রা (Hawk) প্রভৃতি পক্ষীর গলনালী বড় হইয়া কণ্ঠনালীস্থ পক্ষীদিগের খাদ্যাধারে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু পারাবতাদির গলনালী দুইটী ছিদ্রবিশিষ্ট। যে সকল পক্ষী কেবলমাত্র মটর গম প্রভৃতি খাইয়া জীবনধারণ করে, তাহাদের পাকাশয়ের ঝিল্লীসমূহ বিশেষ পরিপুষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ত্বক্ বর্দ্ধিত হইয়া মোটা ও কঠিন এবং এরূপ খাদ্য পরিপাকের উপযোগী হয়। কোন কোন পক্ষী পাথর খাইয়া হজম করিতে পারে, তাহাদের পাকাশয় প্রস্তরচূর্ণকারী পদার্থে গঠিত। পশুদিগের মত পক্ষিজাতিরও দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্রের সন্ধিস্থানের ছিদ্রমুখে

ক্রোস আছে। পক্ষীদিগের অস্থিপুতিনালীর পশ্চাদ্ প্রদেশ সন্ধিবিশিষ্ট কোষযুক্ত।

এই সকল শিরার সাহায্যে যেরূপে খাদ্যসমূহ কণ্ঠনালী দিয়া পাকাশয়ে নীত হয় এবং তথায় পরিপাক হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিরা ও ধমনীযোগে ঐ রস প্রথমে রক্তাশয় ও পরে হৃদ্‌যন্ত্রে প্রেরিত হইয়া থাকে। পক্ষিজাতির ফুস্‌ফুস্ ও শরীর সম্পর্কীয় কৈশিকা নাড়ীই রক্তপ্রবাহের মূলযন্ত্র। যে কোষ-দ্বয়ের কুঞ্চনে হৃদ্‌কোষ হইতে রক্ত অন্যান্য ধমনীতে বিক্ষিপ্ত হয়, সেই কোষগুলি পরস্পর ভিন্ন এবং মধ্যে পাতলা আঁইসের মত অস্থিপাত দ্বারা বিভক্ত। ফুস্‌ফুসের আবরক অস্থিপাতে মাংসের অনেক ভাঁজ পড়ায় উহা হৃদ্‌গহ্বরকোষের কপাটের কার্য্য করে। ফুস্‌ফুসীয় ধমনী ও হৃদ্ধমনীতেও ঐরূপ তিনটী কপাট আছে। পক্ষীদিগের হৃদ্‌বেষ্টনীকোষ ঝিল্লীপটলবৎ হইলেও উহা দৃঢ় এবং ইহার চতুর্দ্দিক্‌স্থ বায়ুকোষের বহির্দ্দেশের আচ্ছাদক।

আহারের পরিপুষ্টি হইতে যেরূপ শরীরে রক্তাদির চালনা হয়, সেইরূপ উক্ত শিরাসম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালী হইতে তাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস ও নানাপ্রকার স্বরের উত্থান দেখা যায়। কতক-গুলি পক্ষী আছে, তাহারা কেবল কর্কশস্বর ব্যক্ত করে। যেমন কাক, পেচক, হাড়িচাঁচা, সারস প্রভৃতি। আবার কতকগুলি পক্ষী যেন গানের ন্যায় লয়যুক্ত সুমিষ্টস্বর উৎপন্ন করে, এই পক্ষিশ্রেণীমধ্যে এদেশীয় পাপিয়া, কোকিল, দয়েল, ময়না, শ্যামা, বৌ-কথা-কও, মণিয়া (কেণারি) এবং ইংলণ্ডের Nightingale এবং দক্ষিণ আমেরিকার ঘণ্টাপক্ষী (Bell-bird) প্রভৃতি দেখা যায়। কেনইবা কতকগুলি পক্ষী সুমিষ্ট গান করিতে পারে এবং কেনই বা অন্যান্য পক্ষিগণ পারে না, এই কারণ-নির্দ্দেশের জন্য প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ যে গভীর আলো-চনা করিয়াছেন, তাহার কতকাংশ উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলেন, যে সকল শিরার সাহায্যে বায়ু ফুস্‌ফুসের মধ্য হইতে ধ্বনিত হইয়া সুমিষ্ট ও শ্রুতিমধুর স্বর উত্থিত হয় তাহার প্রণালী এইরূপ—পক্ষীর ডাক বা তৎকৃত ধ্বনি কণ্ঠনলী হইতে উত্থিত হয় না, বরং কণ্ঠনলীর নিম্নস্থ শ্বাসনলী, শ্বাসনলী ও বায়ুনলীর সংযোগস্থান এবং কেবলমাত্র বায়ুনলী হইতে ধ্বনি পুষ্ট হইয়া কণ্ঠনলী দিয়া প্রকাশ পায়। Ratitæ ও Cathartidæ (আমেরিকাদেশীয় গৃধ্র) শ্রেণীর কেবলমাত্র কণ্ঠনলীতলস্থ শ্বাস ও বায়ুনলী হইতে শব্দ উত্থিত হয়। আমাদের দেশের গায়ক পক্ষিবিশেষের আভ্যন্তরিক গঠনপ্রণালীও এইরূপ। কাক প্রভৃতি পক্ষীর স্বর-ব্যক্তি মধ্য প্রণালীগত হইলেও তাহারা গান করিতে অক্ষম। কণ্ঠনলীর আভ্যন্তরিক ছিদ্রমুখে একটী সুগঠিত কোষ আছে। উক্ত কোষস্থ ঢক্কা ছিদ্রমুখে সংলগ্ন, ইহার ঠিক পার্শ্বদেশে বায়ুনলীসমূহ বিভিন্নদিকে ছড়াইয়া ঢক্কার মধ্যরেখায়, যেখানে আবরকঝিল্লীর ঊর্দ্ধে ভাঁজ পড়িয়া দুইটী হইয়াছে, ঠিক তাহার পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত। আবরকের সেইখানে একটী বায়ুনলী অপরের ভিতর দিয়া গমন করিয়াছে। এই আবরকের অগ্রভাগ সরল ও সূক্ষ্মমণিবন্ধ-ঝিল্লীবিশিষ্ট, কিন্তু ইহার অগ্রভাগ ক্রমশঃই উপাস্থির আকারে পরিণত হইয়া ঢক্কার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার অপরদিকে বায়ু-নলীভুজের আভ্যন্তরিক ছিদ্রসমূহ বলয়াকারে পরিণত হইয়া বায়ুনলীশাখার বহিরর্দ্ধাংশে পরস্পর স্পর্শ করিতেছে। এই সকল বায়ুনলীবলয়ের ২নং ও ৩নংটী বিশেষ কার্য্যকারী। ইহাদের অভ্যন্তরে স্থিতিস্থাপক ব্যূহতন্তুসমূহ সজ্জিত হইয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী উৎপন্ন করে। শ্লৈষ্মিকঝিল্লী ও মণিবন্ধঝিল্লী-দ্বয়ের ব্যবধানে যে গহ্বর গঠিত হয়, তাহার মধ্য দিয়া ফুস্-ফুসস্থ বায়ু-বহির্গমনকালে ইহার স্থিতিস্থাপক পার্শ্বদেশকে স্পন্দিত ও অনুরণন (Vibrating) করে। এইরূপে কণ্ঠনালী মধ্য দিয়া একটী সুমিষ্ট গীতিস্বর উত্থিত হয়। স্থিতিস্থাপক পার্শ্বদেশগুলির বিতান ও বায়ুপ্রসারিণী শ্বাসনলীস্তম্ভের বৃদ্ধি অনুসারে স্বরের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। উক্ত শব্দোৎপাদক গহ্বরদ্বয়ে মাংসপেশীর সঙ্কোচহেতু শব্দের তারতম্য ঘটে বলিয়া ঐ পেশী বাহ্য ও অন্তর ভেদে দ্বিবিধ। Alectoromorphæ, Chenomorphæ ও Dysporomorphæ প্রভৃতি পক্ষিজাতির অভ্যন্তর পেশী নাই। Coracomorphæ শাখাভুক্ত পক্ষীর ৫।৬ জোড়া আন্তরিক গর্ত্তযুক্ত পেশী আছে, ঐ পেশী শ্বাসনলী ও ঢক্কার নিকট হইতে বায়ুনলী-বলয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তোতা-পাখীর তিনজোড়া আন্তরিক পেশী আছে; কিন্তু তাহাদের ব্যবধান-আবরক (Septum) নাই।

পক্ষীদিগের মূত্রগ্রন্থিতে বিভিন্নাকার কতকগুলি উপখণ্ড আছে। মূত্রকোষের সর্ব্বাগ্রেস্থিত উভয় পার্শ্ববর্ত্তী গোলাকার সূক্ষ্মভাগদ্বয়ে (Lobes) ইহাদের অণ্ডকোষ স্থাপিত। শীতের প্রাবল্যে ঐ অণ্ডকোষভাগ সঙ্কুচিত হয় এবং গ্রীষ্মের আধিক্যে অর্থাৎ বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে উহার বৃদ্ধি দেখা যায়, এই কারণে পক্ষীদিগের মধ্যে গ্রীষ্মকালে সন্তানোৎপত্তির আধিক্য দেখা যায়।

পক্ষিগণের যে উপায়ে পালক নির্গম হয়, জাতিভেদে তাহার মধ্যেও স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। মস্তক, গলা, দেহ-যষ্টি (বক্ষ ও উদরভাগ), পুচ্ছ ও পদদ্বয় প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের পক্ষ বা পালক পরস্পর স্বতন্ত্র। বকজাতির গলার পালক এত কোমল যে অপর কোন পক্ষীতে আর এরূপ পালক জন্মে না। এই কারণ বকগ্রীবা সাধারণের বিশেষ আদরের

জিনিষ ও মূল্যবান্। ময়ূরের পুচ্ছ ও কণ্ঠের পালক সুন্দর ও নানাবর্ণে রঞ্জিত এবং ডানার পালকও হংস জাতির ডানার পালকের ন্যায় কলমের জন্য বিশেষ আদৃত। কাকাতুয়া জাতীয় পক্ষীর চূড়ার পালক এবং পারাবতাদির পায়ে মোজা বা পর আছে। পক্ষিজাতি মাত্রেই পর বা পালকের বিভিন্নতা আছে। পালকের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, শরীরের পুষ্টি হইতে সাধিত হয়। প্রত্যেক পালকের গোড়ায় গোশৃঙ্গের শাঁসের ন্যায় রক্তমিশ্রিত মাংসের অস্তিত্ব দেখা যায়।

পক্ষিশাবকের গাত্রে প্রথমে যে পালক জন্মে, কালে সেই পালক পরিত্যাগ করিয়া তাহারা নূতন পালক ধারণ করে। চলিত কথায় ইহাকে 'কুরুচ্ কেলা' বলে। পক্ষীমাত্রেই বৎসরে একবার তাহাদের পুরাতন ও ঋতু প্রকৃতিতে নষ্ট পালক ত্যাগ করে এবং নববস্ত্রপরিধানবৎ তাহাদের অঙ্গে নূতন পালক গজাইয়া থাকে। সাধারণতঃ যে ঋতুতে যে পক্ষী সন্তান উৎপাদন করে, ঠিক তাহার অব্যবহিত পরেই সেই সেই পক্ষীর পক্ষত্যাগ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত আরও দুএক সময়ে কোন কোন পক্ষীকে পুচ্ছের পালক ত্যাগ করিতে দেখা যায়। কেনই বা পক্ষিগণ পুরাতন পালক ত্যাগ করিয়া নূতন পালক ধারণ করে এবং চতুষ্পদদিগের লোম ত্যাগ ও সর্প জাতির খোলস ত্যাগ কেনই বা হয়; এই সকল তত্ত্বের প্রকৃত কারণ কি, তাহার আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যায় যে তাহাদের ডানায় পালকের উপর তাহাদের আকাশমার্গে গমনাগমন ও জীবিকার্জন হয় বলিয়া তাহাদের নূতন পক্ষধারণের আবশ্যকতা লক্ষিত হয়। এরূপে তাহাদের ডানায় নষ্ট পালক পরিবর্তিত না হইলে পক্ষিগণ উড়িতে সমর্থ হইত না, এমন কি তাহারা জড়বৎ অকর্মণ্য হইয়া হিংস্রজন্তু কর্তৃক ভুক্ত বা বিনষ্ট হইত।

সকল পক্ষীই একবারে পক্ষ নিক্ষেপ করে না। পালক ফেলিবার সময় আসিলেই তাহারা ডানায় দুইদিকের এক একটী করিয়া পালক ফেলিয়া দেয়। ক্রমে ঐ দুইটী গজাইলে পুনরায় ঐরূপে ফেলিতে আরম্ভ করে। ইহাতে তাহাদের উড়িবার ব্যাঘাত জন্মে না। অধিকাংশ শ্রেণীর পক্ষিশাবকগণ প্রায় বৎসরের মধ্যে প্রথমবার পালক ফেলে না; কিন্তু Gallinæ নামক শ্রেণীর পক্ষিশাবকগণ অতি শৈশবাবস্থাতেই উড্ডীন হয়, এই কারণে তাহারা পূর্ণাবয়ব পাইবার পূর্বেই একবার পালক ফেলিতে বাধ্য হয়। হংসশ্রেণীর (Anatidæ) মধ্যে পূর্বোক্ত প্রথার বিশেষ বৈলক্ষণ্য আছে। ইহারা এককালে ডানার পালক ত্যাগ করে এবং প্রায় এক ঋতুকাল ইহাদের উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। Anatinæ ও Fuligulinæ নামক হংসশ্রেণীর পুরুষগণ পালকবর্জিত হইলে শ্রীভ্রষ্ট দেখায়। নূতন পালক উঠিলে তাহারা পুনরায় আকাশে উড়িতে পারে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে Micropterus cinereus থাকের হংসগণ এইরূপে একবার পক্ষবর্জিত হইলে আর উড়িতে পারে না। টার্মিগান * নামে (Ptarmigan = *Lagopus mutus*) একপ্রকার পক্ষী সন্তানোৎপাদক ঋতুর (Breeding Season) পরে স্ত্রীপুরুষ উভয়েই পক্ষত্যাগ করিয়া নূতন পালকধারণ করিলেও, শীত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য শীতসমাগমে নূতন পালকধারণ করে এবং শীত অতিবাহিত হইলে পুনরায় তৃতীয়বার শীতবস্ত্র ত্যাগ করিয়া বসন্তাগমে বিশিষ্টবর্ণযুক্ত পক্ষাবরণে আপনাদিগকে বিভূষিত করে। এই পরিবর্তন কেবলমাত্র তাহাদের দেহসম্বন্ধেই হইয়া থাকে। পুচ্ছ বা ডানার পালক তাহারা ত্যাগ করে না, একশ্রেণী বা জাতিগত কোন কোন বিভিন্ন থাকের পক্ষীকে বৎসরে দুইবার পালক ফেলিতে দেখা যায়। যে শ্রেণীতে Garden Warbler (Sylvia salicaria) বৎসরে দুইবার পক্ষ ত্যাগ করে, সেই শ্রেণীতে Blackcap (S. atricapilla) নামক পক্ষিগণ বৎসরে কেবল একবার পালক পরিত্যাগ করিয়া থাকে। Emberizidæ শ্রেণীর পক্ষীরাও এই নিয়ম প্রতিপালন করে এবং Motacillidæ জাতির মধ্যে ভরতপক্ষী (Alaudidæ) বৎসরে একবার এবং পাপিট্ নামক পক্ষী (Papits = Anthinæ) বৎসরে দুইবার পালক পরিবর্তন করে, কিন্তু কেহই ডানা বা লেজের পালক ত্যাগ করে না। শাখাচারী পক্ষিগণকেও সময় সময় পক্ষত্যাগ করিতে দেখা যায়। তাহারা সময় মত কখন পুচ্ছ কখনও বা গাত্রের এইরূপে সকল স্থানের পালক বদল করিয়া থাকে।

পক্ষিজাতির প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এক সময়ে এই ভূগর্ভে নানাজাতীয় পক্ষীর বাস ছিল। কালপ্রভাবে তাহার অন্তর্গত কএকটী জাতি কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে তাহা নিরূপণ করা বড়ই কঠিন। ভারত-মহাসাগরস্থ মরিসস্ (Mauritius) দ্বীপে এক সময়ে ডোডো (Dodo) নামে একজাতীয় পক্ষীর বাস ছিল। বিগত শতাব্দীতে কোন কোন শকুনশাস্ত্রবিদ্ এই পক্ষী সচক্ষে দেখিয়া ও তাহার প্রতিকৃতি আঁকিয়া গিয়াছেন; কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে ঐ পক্ষীর সজীবতার চিহ্নমাত্রও নাই। মৃত্তিকানিহিত প্রস্তরীভূত অস্থি হইতেই কেবল তাহার পূর্ব অস্তিত্বের আলোচনা করা যাইতে পারে। সেইরূপ বহু শতাব্দী পূর্বে যে সকল পক্ষিকুল কালের কবলে পতিত হইয়া পৃথিবীমধ্যে

* Cf. Cunningham, Proc Zool. Soc. 1871 p. [illegible].

প্রোথিত হইয়াছে এবং এখন যাহাদের প্রস্তরীভূত অস্থি ব্যতীত আর একটীমাত্রও সজীবপক্ষী দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই (অর্থাৎ তাহাদের বংশ এককালেই লোপ পাইয়াছে বলিতে হইবে), সেই পূর্ব্বতন পক্ষিগণ কোন্‌শ্রেণীর হইতে পারে, শকুনশাস্ত্রবিদ্‌গণ ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত প্রাচীন পক্ষিজাতির প্রস্তরীভূত অস্থি হইতে তাহাদের শ্রেণী নির্ব্বাচন করিয়াছেন।

নিউ ইংলণ্ডের কনেক্টিকাট উপত্যকায় যে সকল পক্ষীর অস্থি পাওয়া গিয়াছে, তাহার বিশেষ আলোচনা করিয়া প্রাণিবিদ্‌গণ তাহাদিগকে Ambloayx, Argozoum, Brontozoum, Grallater, Ornithopus, Platypterna, Triden tipes প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহার কতকগুলি অস্থিকে সরীসৃপজাতির অস্থি বলিয়া বিবেচনা করেন। Brontozoum শ্রেণীর পক্ষীর আকৃতি অতিশয় বড়, ইহাদের পদচিহ্ন ১৬৮০ ইঞ্চি এবং এক একটী পাদক্ষেপের ব্যবধান ৮ ফিট্। বাভেরিয়ার যে প্রস্তরে পক্ষীর কতকগুলি প্রস্তরীভূত অস্থি ও পক্ষ সংলগ্ন ছিল, তাহার পুচ্ছের কশেরুঅস্থি সরীসৃপের ন্যায় কুড়িটী গ্রন্থিবিশিষ্ট এবং এক একটী গ্রন্থি হইতে দুইটী করিয়া পালক নির্গত হইয়াছে। এই জাতীয় পক্ষীকে তাঁহারা Archæopteryx শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইওসিন যুগে (Eocene period) আমরা কতকগুলি পক্ষীর বৃত্তান্ত অবগত হই। ঐ সময়ের একটী বৃহৎকায় পক্ষীর (Gastornis parisiensis) অস্থি পাওয়া গিয়াছে। এই পক্ষীগুলি আকৃতিতে উষ্ট্রপক্ষীর ন্যায় বড়। এই সময়ের অব্যবহিত পরে গৃধ্রের (Vulture) ন্যায় একপ্রকার পক্ষীর প্রকাশ ছিল। উহারা এমেন নামক পক্ষী অপেক্ষা ছোট; কিন্তু উভয়েই Lithornis শ্রেণীভুক্ত।

বাসমেডৌন নামক স্থানের যে স্থলে পূর্ব্বোক্ত পক্ষিজাতির অস্থি ছিল, সেইস্থলে আর একটী Dasornis জাতীয় বৃহৎ পক্ষীর করোটী পাওয়া গিয়াছে। এই পক্ষীর (Odontopteryx toliapicus) চুয়াল বা দন্তমূলে দন্ত আছে। ইওসিন যুগে আরও অসংখ্য অসংখ্য পক্ষীর প্রোথিতাস্থি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অধিকাংশ পক্ষীজাতিই বর্ত্তমানকালে দেখা যায়, কেবলমাত্র Agnopterus শ্রেণীর সংখ্যা লোপ পাইয়াছে; এই সময়ে প্রোথিত আমেরিকার বোমিং (Wyoming) সহরে যে সমস্ত পক্ষী প্রভৃতির প্রস্তরীভূত অস্থি পাওয়া যায়, ঐ সকলের মধ্যে একটী সরীসৃপের অস্থির ওজন প্রায় চল্লিশ হাজার পাউণ্ড। টার্সিয়ারি মৃত্তিকা-স্তর-নিহিত (Tertiary deposits) হিমালয় পর্ব্বতের নিম্নস্তরে উষ্ট্রপক্ষী (Struthio) ও Phaeton শ্রেণীর বৃহদাকার পক্ষীর অস্থি পাওয়া গিয়াছে, উত্তর আমেরিকার টার্সিয়ারি যুগের নিম্নস্তরে Uintornis শ্রেণীর এক প্রকার পক্ষীর অস্থি পাওয়া গিয়াছে, ঐ জাতিও একবারে লোপ পাইয়াছে। এখানে মাইওসিন্ যুগের যে সকল অস্থি পাওয়া যায়, সেই সকল জাতিরই পক্ষী আমেরিকায় এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহার পরবর্ত্তী প্লিওসিন যুগের নানাজাতীয় পক্ষীর মৃত্তিকাপ্রোথিত অস্থি পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন ফরাসী দেশের গুহাভ্যন্তরে নানাজাতীয় পক্ষীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এখানে একপ্রকার বৃহদাকার বক জাতির (Grus primigenia) অস্থি এবং শুভ্র পেচক (Snowy Owl—Nyctea scandiaca) ও Willow grouse (Lagopus albus) পক্ষীর নিদর্শন আছে। মাল্টাদ্বীপের বৃহদাকার হংস (Cygnus falconeri) এবং দক্ষিণ আমেরিকার লণ্ড প্রদেশের Crux ও Rhea নামক পক্ষীই উল্লেখযোগ্য। শেষোক্ত দুইটী পক্ষিজাতিই লুপ্ত হইয়াছে। Rhea নামক পক্ষী উষ্ট্রপক্ষীর ন্যায় দৌড়াইতে পারিত।

ডেনমার্কের একস্থান হইতে (Capercally—Tetrao urogallus ও Great Auk or Garefowl-Alca-impennis) দুইটী পক্ষিজাতির অর্দ্ধপ্রস্তরীভূত অস্থি পাওয়া গিয়াছে, এখন আর ঐ জাতীয় পক্ষী এই দেশে নাই। ইংলণ্ডের অন্তর্গত নরফোক প্রদেশে ও ইলাই দ্বীপে কএক (Pelecanus) শ্রেণীর পক্ষীর অস্থি পাওয়া যায়। উহাদের আকৃতি বর্ত্তমান P. onocrotalus অপেক্ষা বড়। মাদাগাস্কার দ্বীপের দক্ষিণাংশ হইতে কতকগুলি Struthio শ্রেণীর পক্ষিজাতির অস্থি পাওয়া গিয়াছে, উহার মধ্য হইতে হিলেয়ার সাহেব (M. Is. Geoffroy St. Hilaire) ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে Æpyornis maximus শ্রেণীর একটী পক্ষীর অণ্ড প্যারী সহরে পাঠাইয়া দেন। নিউজিলণ্ড দ্বীপেও নানাজাতীয় বৃহদাকার পক্ষীর অস্থি পাওয়া যায়। এই দ্বীপে মেওরি উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে তদ্দেশবাসিগণ অনেক পক্ষী মারিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে। এখানকার Harpagornis শ্রেণীভুক্ত শিকারিপক্ষী এত বড় যে তাহারা Dinornis শ্রেণীর পক্ষীকে চাপা দিতে পারে। এতদ্ভিন্ন এখানে বৃহদাকার হংস (Cnemiornis) এবং Struthio শ্রেণীর Dromæornis australis নামক পক্ষীর অস্থি পাওয়া যায়। পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে এই পক্ষী প্রচুর দেখা যাইত, কিন্তু এখন উহাদের সংখ্যা একবারেই লোপ পাইয়াছে। প্রসিদ্ধ এমেন পক্ষিগণও এই শ্রেণীভুক্ত। ইহারা উষ্ট্রপক্ষীর ন্যায় উড়িতে পারে না, কিন্তু খুব দ্রুতগামী।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কএক জাতীয় পক্ষী গত দুই শতাব্দীর মধ্যে কালের অনন্ত স্রোতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মরিসস্ দ্বীপে যে দোদো (Dildus ineptus) পক্ষীর কথা উল্লেখ করিয়াছি, ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে 'বার্ক্লে' কাসল্' নামক জাহাজের মালিম্ বেঞ্জামিন্ হ্যারি এই জাতির জীবিত পক্ষী দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার লিখিত কাগজাদি অদ্যাপি ইংলণ্ডীয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই দ্বীপের দক্ষিণস্থ বোর্ব্বোঁ রাওনিয়ন, ম্যাস্কারেগ্নাস প্রভৃতি দ্বীপে এমন অনেক পক্ষীর নিদর্শনাস্থি পাওয়া গিয়াছে, যাহাদের বংশ ইহজগৎ হইতে একবারে লুপ্ত হইয়াছে *। এই দ্বীপগুলির পূর্ব্বদিকে অবস্থিত রড্রিগো নামক দ্বীপে আর একপ্রকার (Pezophaps solitarius) পক্ষীজাতির বাস ছিল। ইহারা দোদো হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৬৯১-৯৩ খৃষ্টাব্দে একজন নির্ব্বাসিত হিউজিনট্ এই পক্ষীর প্রতিকৃতি আঁকিয়া রাখিয়া যান। পরে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে Edward Newton নামক জনৈক য়ুরোপ-বাসী ইহার অস্থি পাইয়া তাহার পূর্ব্বাস্তিত্ব স্বীকার করেন। এখন আর এ পক্ষিজাতির চিহ্ন মাত্রও নাই। এতদ্ভিন্ন মরি-সস্ দ্বীপে আর একপ্রকার ঝোঁটন-ওয়ালা তোতা পাখী (Lophopsittacus mauritianus) ছিল। উলফার্ট হার্মাঞ্জন ১৬০১ খৃষ্টাব্দে যখন মরিসস্ ভ্রমণে আগমন করেন, তখন তিনি এই জাতীয় পক্ষী জীবিত দেখিয়াছিলেন। মরিসস্ ও মাস্-কারাগ্নিস্ প্রভৃতি দ্বীপে আরও কতকগুলি তোতা, ঘুঘু, পানকৌড়ি প্রভৃতি নানাজাতীয় পক্ষীর অস্থির নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। প্রাণি-তত্ত্ববিদ্‌গণ উহাদিগের স্বতন্ত্র আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এখানে Aphanapteryx জাতীয় একপ্রকার পক্ষী ছিল, উহাদের ঠোঁট অত্যন্ত লম্বা। রাওনিয়ন ও রড্রিগো দ্বীপে এক সময়ে নানাজাতীয় পক্ষীর বাস ছিল, ক্রমশঃই ঐ সকল পক্ষী লয়প্রাপ্ত হইতেছে। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে Starling (Fregilupus varius) নামক পক্ষী জীবিত ছিল। এতদ্ভিন্ন একপ্রকার ক্ষুদ্রকার পেচক (Athenemurivora), বৃহৎকায় তোতা (Necropsittacus rodericanus), একপ্রকার ঘুঘু ও একজাতীয় বক (Ardea megacephala), Miserythrus lignati নামক নানাজাতীয় পক্ষী যে এক সময়ে ঐ দ্বীপে জীবিত ছিল, তাহা আমরা ভ্রমণকারীদিগের তালিকা হইতে অবগত হই। ফরাসী-অধিকৃত গোয়াডেলোপ ও মার্টিনিক দ্বীপে ছয়টী বিভিন্ন (Psittaci) শ্রেণীর পক্ষী ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিল, কিন্তু তাহাদের একটীও আজকাল দেখা যায় না। লাব্রেডর দেশীয় বৃহদাকার হংস (Somateria labradora) প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীষ্ম ঋতুতে সেণ্ট লরেন্স ও লাব্রেডরের তীরভূমে বিচরণ করিত। যখন শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, তখন তাহারা এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া নভাস্কোসিয়া, নিউব্রান্‌জিক্ প্রভৃতি দক্ষিণদিক্‌স্থ উষ্ণ প্রধানদেশে পলায়ন করিত। শৃগালাদি মাংসভুক্ চতুষ্পদ প্রাণী হইতে ইহারা আপনাপন ডিম্বাদি রক্ষা করিবার জন্য পর্ব্বতময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে অণ্ডাদি প্রসব করিত। হিংস্র জন্তু হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিলেও তাহারা মনুষ্যের হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। কৌতুক-প্রিয় মানবগণ শীকার করণাভিলাষে এই হংসবংশের উচ্ছেদ সাধন করিল; কিন্তু কেহই লক্ষ্য করে নাই যে এই হংসজাতি চিরকালের মত মর্ত্ত্যভূমি ত্যাগ করিয়া চলিল। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়েডারবারণ হালিফাক্সবন্দরে এই পক্ষী দেখিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ফিলিপদ্বীপের একজাতীয় তোতাপাখী (Nestor productus) বিগত কয় বৎসরের মধ্যে লোপ হইয়াছে। এরূপ কতকগুলি পক্ষী আছে, যাহাদের সংখ্যা এক দেশ হইতে লোপ পাইলেও অপর কোন না কোন দেশে সেই সেই জাতির সংখ্যা আজিও লক্ষিত হয়। যেমন পূর্ব্বে Capercally নামক পক্ষী আয়র্লণ্ডে ও স্কটলণ্ডে দেখা যাইত, কিন্তু এখন আর আয়ার্লণ্ডে ঐ জাতীয় পক্ষীর একটীও দেখা যায় না।

কিরূপে ঐ সকল পক্ষীজাতির ধ্বংস হইল, তাহার প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন, তবে এইমাত্র অনুমান করা যায় যে, ঐ সকল দ্বীপগুলিতে অন্যান্য স্থান হইতে নানা ব্যক্তি যাইয়া বাস করায় সেই স্থানগুলিকে তাহাদের বসবাসের উপযোগী করিয়া লইতে হইয়াছে। এ কারণ তাহারা তাহাদের আবাসগুলির চতুষ্পার্শ্বস্থ বন্যবিভাগ জ্বালাইয়া দেয়। যখন বন্যবিভাগ জ্বলিয়া উঠে, তখন কি বীভৎস ব্যাপার ঘটে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। ইহাতে কতক পক্ষী পুড়িয়া মরিয়াছে এবং কতকাংশ সুসভ্য য়ুরোপবাসীর শীকারপ্রিয়তা হেতু জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে, অপর কতকগুলি যাহা জীবিত ছিল, তাহারা চির অভ্যস্ত খাদ্যের অভাবে লয় প্রাপ্ত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন নানাদেশীয় পৌরাণিক গ্রন্থে অনেকানেক পক্ষীর উল্লেখ আছে, যাহাদের স্মৃতিচিহ্ন ব্যতীত আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। হিন্দুদিগের পুরাণে গরুড়পক্ষী, রামায়ণোক্ত জটায়ু, জেন্দদিগের ইয়োশ, পারস্যবাসিগণের কক্ ও শাহ্-মুরগ, আরবদিগের অঙ্কা, তুর্কোমানদিগের কার্কিস্,

* খৃষ্টীয় ১৬০০ হইতে ১৬৯৩ অব্দের মধ্যে লিখিত বিবরণে এই সকল পক্ষীজাতির উল্লেখ আছে।

ইজিপ্ত ও গ্রীকদিগের জিনিষ, এক্যাবাসিগণের বনুঞ্জিন্ ও জাপানবাসীদিগের কির্ণী নামক অতি প্রাচীন পক্ষিগণের উল্লেখ দেখা যায়।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রায় পক্ষিজাতির বাস আছে, কিন্তু দেশ ও জলবায়ুর পার্থক্যানুসারে পক্ষিজাতির মধ্যেও কতক বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এই কারণে শকুনশাস্ত্রবিদ্গণ সমগ্র পৃথিবীকে ছয়টী ভাগে (Region) বিভক্ত করিয়াছেন এবং একএকটী ভাগের মধ্যেও আবার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ (Subregion) গঠন করিয়া পক্ষিজাতির শ্রেণী-বিভাগ নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। একএকটী Region এবং সীমা তাঁহারা অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমান্তর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আছে,—

১। অষ্ট্রেলিয়ান্ (অষ্ট্রেলিয়া অর্থাৎ প্রায় ভারত মহাসাগরস্থ সমুদায় দ্বীপই এই শ্রেণীতে (Group) নিবদ্ধ।) ইহার মধ্যে চারিটী উপবিভাগ (Subregion) আছে :—(ক) (Papuan Subregion) অর্থাৎ পাপুয়া দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মালাক্কা, সিলিবিস্ প্রভৃতি দ্বীপজাত পক্ষী। (খ) Anstralian subregion অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপান্তর্গত তাস্‌মানিয়া (Tasmania or Van Diemen's Land) প্রভৃতি স্থানজাত পক্ষী। এই দ্বীপের অন্যান্য সকল পক্ষী অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ হংস (Black Swan) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (গ) Polynesian subregion অর্থাৎ পলিনেশিয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত বিভিন্ন দ্বীপজাত পক্ষী। (ঘ) New Zealand Subregion অর্থাৎ নিউজিলাণ্ড দ্বীপের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী লর্ড হাওয়ি, নরফোক, কার্ম্মাডক্, চাতাম, অকলণ্ড প্রভৃতি দ্বীপজাত পক্ষী।

২। নিওট্রপিক্যাল—অর্থাৎ সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকা হরণ্ অন্তরীপ হইতে পানামাযোজক পর্য্যন্ত এবং উত্তর আমেরিকার ২২ উত্তর অক্ষাংশ ও ফকলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপ প্রভৃতি। ইহার মধ্যে আবার ছয়টী উপবিভাগ (Sub-region) আছে,—

৩। নিয়ার্টিক—অর্থাৎ অলটিয়ান পর্ব্বতমালা ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ। কালিফর্ণিয়া, কানেডা, বার্ম্মুদাস প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত।

৪। পেলিয়ার্টিক (Palæartic)—অর্থাৎ আফ্রিকার উত্তরাংশ (বার্বারি রাজ্য), সমগ্র য়ুরোপ, আইস্‌লাণ্ড, স্পিট্‌স্‌বার্জেন, ভূমধ্যসাগরস্থ দ্বীপ, এসিয়া মাইনর, পালেষ্টিন, পারস্য, আফগানিস্থান এবং হিমালয়পর্ব্বতের উত্তরস্থিত সমুদায় এসিয়াখণ্ড। স্থানভেদে উহার মধ্যেও কতকগুলি বিভাগ গঠিত হইয়াছে :—(ক) European, (খ) Mediterranian, (গ) Mongolian, (ঘ) Siberian প্রভৃতি।

৫। ইথিওপিয়ান্—অর্থাৎ সাহারা ব্যতীত সমস্ত আফ্রিকা, কেপভার্ডদ্বীপ, মাদাগাস্কার, রিজিনিস্, মরিসস্, আরব প্রভৃতি স্থান। ইহার মধ্যে :—(ক) Libyan, (খ) Guinean, (গ) Caffrarian, (ঘ) Mosambican, (ঙ) Madagascarian.

ইণ্ডিয়ান্—অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও তন্নিকটবর্ত্তী সিংহল, সুমাত্রা, মালাক্কা, ফর্ম্মোজা, হেনান্, কোচীন, চীন, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশজাত। ইহার মধ্যে আবার কএকটী স্বতন্ত্র থাক বা Subregion আছে :—(ক) Himalo-chinese, (খ) Indian অর্থাৎ ভারতবর্ষের অন্তর্গত রাজপুতনা, মালব, ছোটনাগপুর, সিংহল প্রভৃতি স্থান। (গ) Malayan অর্থাৎ ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, মলয় উপদ্বীপ, বোর্ণিও, সুমাত্রা, যব, বালি প্রভৃতি দ্বীপ।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্গণ যে ছয়টী শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ ছয়টীর একটী ভাগে (Region) যতগুলি পক্ষীর শ্রেণী বা থাক আছে, তাহারা পরস্পরে প্রায়ই সমান এবং ঐ সকল পক্ষীর শ্রেণী বা থাক এত বিভিন্ন যে তাহার বিস্তৃত আলোচনা একবারেই অসম্ভব। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, চিল (Kites) জাতীয় পক্ষী স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার; সেই নানাস্থানজাত এক জাতীয় পক্ষীর আকারগত বৈলক্ষণ্য দেখিয়া তাহাদিগকে বিভিন্ন থাকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে;—যেমন Casuarius শ্রেণী বা জাতিগত পক্ষিগণ বিভিন্ন স্থানবাসী ও সেই সেই স্থানের জলবায়ু-সেবী হইয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করে, সেইরূপ তাহাদের মধ্যে নামেরও পার্থক্য আছে—

পক্ষিজাতি।		স্থান।
C. galeatus	...	Ceram
C. Papuanus	...	Northern New guinea
C. Westermanni	...	Jobie Island
C. Uniappendiculatus	...	New guinea
C. picticollis	...	South New guinea
C. beccarii	...	Wokun, Aru Island
C. Bicarunculatus	...	Aru Island
C. Australis	...	North Australia
C. Bennetti	...	New Britain

এইরূপ দেখা যায়, প্রত্যেক পক্ষিজাতির একটী পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয় উল্লেখ করিলাম না। ঋতুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অনেক পক্ষীর বাস-পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। কএকজাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা

একটী ঋতু ভালবাসে এবং যখন একদেশে সেই ঋতুর পরিবর্ত্তন হইয়া অন্ত আর একটীর প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তাহারা সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অভ্যস্ত ঋতুযুক্ত স্থানে পুনরায় গমন করে। কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণ বসন্তপ্রিয়, যখন এখানে বসন্তের সমাগম হয়, তখন কোকিল জাতিরও অভ্যুদয় হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে বসন্তকালের তিরোধানে ও গ্রীষ্মের আগমনে উক্ত পক্ষিগণের বিভিন্ন স্থানে গমন হইয়া থাকে অর্থাৎ কোকিল তখন ঐ দেশ পরিত্যাগ করিয়া কোন বসন্তাশ্রিত স্থানে গমন করিয়া থাকে। ঐরূপে চিলজাতির মধ্যেও একটী বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। শীত-গ্রীষ্মাদি ঋতুতে এই জাতীয় পক্ষীকে এদেশে প্রচুর দেখা যায়, কিন্তু বর্ষার প্রারম্ভে ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস হইতে থাকে। ইহার কারণ চিলজাতীয় পক্ষিগণ বর্ষাকালের পক্ষপাতী নহে। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যে, 'রাবণের চুলী সদাই জলিতেছে, পাছে বৃষ্টিপাতে ঐ অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় এই আশঙ্কায়, ভগবান্ চিলগণকে রক্ষা করিবার আদেশ দেন, সেই অবধি চিলগণ বর্ষার আরম্ভেই তদ্দেশে গমন করিয়া থাকে।' উত্তর আমেরিকার শোর (Shore) নামক পক্ষীদিগকে কখন কখনও ইংলণ্ড ও নরওয়ের পশ্চিম-কূলে আসিতে দেখা যায়। অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশে (High Northern latitudes) ইহারা সন্তানোৎপাদন করে। এই হেতু উক্ত সময়ে তাহারা উত্তরদেশে গমন করিয়া থাকে, এই সময়ে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবল বাত্যা বহিতে আরম্ভ করে। ঐ পশ্চিম-বাতাসে কতকগুলি পক্ষী অভীষ্ট পথে গমন করিতে অক্ষম হইয়া, বাত্যাসাহায্যে ঐ সকল স্থানে আসিয়া পড়ে। এতদ্ভিন্ন কএক শ্রেণীর পক্ষী দেখা যায়, যাহারা শীতকালে আসিয়া উদয় হয়। বাজ শীকরে প্রভৃতি কতকগুলি পক্ষীকে এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। শরৎকালে শ্যামল শস্যক্ষেত্রসমূহ শোভিত হইলে নানাজাতীয় পক্ষী আসিয়া ধান্যাদি শস্য খাইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বাবুই নামে একপ্রকার ক্ষুদ্র পক্ষী আছে, তাহারা কেবলমাত্র ধান্য নষ্ট করিতেই আসিয়া থাকে, কিন্তু আর কোন সময়ে তাহাদিগকে দেখা যায় না। ইংলণ্ডদেশেও এইরূপ Swallow, Nightingale, Cuckow, Corncrake, Song-thrush, Red breast প্রভৃতি পক্ষীও ঋতুর বিভিন্নতা অনুসারে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে কেবল ঋতুর প্রাধান্যানুসারেই যে তাহারা স্থান পরিবর্ত্তন করে তাহা নহে। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে সেই সকল স্থানে তাহাদের খাদ্যের উপযোগী খাদ্যাদি পায় না বলিয়া স্থানপরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়।

নিউগিনি, অরুদ্বীপ, মিসোল, সালবতী প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে একজাতীয় পক্ষীর বাস আছে, তাহাদের গাত্রের পালক এত সুন্দর ও উজ্জ্বল এবং এরূপভাবে সাজান যে তাহাদিগকে দেখিলেই পক্ষীর রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। শকুনশাস্ত্রবিদ্গণ এই পক্ষীকে শাখাচারী (Passeres) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। এই পক্ষীকে অরুদ্বীপবাসীরা 'বুরুঙমতি', যবদ্বীপবাসিগণ মানুকদেবতা ও মলয়বাসী বুরুঙদেবতা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। ওলন্দাজ বণিকগণ প্রথমে এই দ্বীপে আসিয়া এই পক্ষীর আকৃতিগত সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া 'Birds of Paradise অর্থাৎ দেবপক্ষী বা নন্দনপক্ষী আখ্যা প্রদান করেন। দ্বীপবাসিগণের বিশ্বাস এইরূপ, এই জাতীয় পক্ষিগণ স্বর্গধাম হইতে মর্ত্ত্যপুরীতে আগমন করে এবং কিছুকাল এখানে থাকিয়া বৃদ্ধ হইলে মৃত্যুর আগমন জানিয়া পুনরায় তাহারা স্বর্গাভিমুখে গমন করে; কিন্তু মনুষ্য-জগতে থাকিয়া তাহাদের শরীর ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তজ্জন্য তাহারা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া ভূতলে পতিত ও বিনষ্ট হয়। এই পক্ষিগণের পরস্পর বিভিন্নতায় এবং ডানা ও পুচ্ছ প্রভৃতির পালকের মনোহর সন্নিবেশহেতু ইহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল, দ্বীপবাসিগণ যে সকল মৃত পক্ষী য়ুরোপীয় বণিকগণকে বিক্রয় করিত, তাহারা ইচ্ছাক্রমে উহাদের পা কাটিয়া দিত। এই পক্ষিগণের মধ্যে যেগুলি পায়রার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট ও বড় (Paradisea apoda), যাহারা একটু ক্ষুদ্রাকার (Paradisea minor), রাজনন্দনপক্ষী (Cicinnurus regius) এবং লালবর্ণের নন্দনপক্ষী (P. rubra) তাহারা Paradiseidæ familyর অন্তর্গত এবং যে সকল পক্ষীর ঠোঁট অপেক্ষাকৃত লম্বা ও জরদবর্ণের (Seleucides alba) তাহারা Epimachidæ familyর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের কতকগুলি পুচ্ছের পালক দড়ির ন্যায় (Semioptera wallacei).

নাবিকগণ সমুদ্রপথে ভ্রমণকালে মহাসাগরবক্ষেও অনেক পক্ষীর দর্শনলাভ করেন, কিন্তু তাহারা কোন্ দেশবাসী আজিও তাহার নির্ণয় হয় নাই। ঐ পক্ষিগণের মধ্যে তিমিপক্ষী (Prion Desolatus), মটনপক্ষী (Œstrelata-Lessoni) ও Black-night Hawk প্রভৃতি পক্ষীই উল্লেখযোগ্য।

প্রাণীতত্ত্ববিদ্গণ বিশেষ গবেষণার সহিত পক্ষিজাতিকে তাহাদের গঠনের পার্থক্য অনুসারে প্রায় ৬০০টী প্রধানজাতি বা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

পক্ষিণী (স্ত্রী) পক্ষৌ ইব পূর্ব্বাপরদিনে বিদ্যেতে যস্যাঃ। পক্ষ-ইনি ঙীপ্ চ। বর্ত্তমান ও আগামী দিনযুক্ত রাত্রি। দুইদিন ও একরাত্রি।

"ব্যবহারেবেকরাত্রিশ্চ পক্ষিণীত্যভিধীয়তে।"

"তত্র পূর্ব্বদিনরাত্রৌ তন্নিমিত্তে জাতে পূর্ব্বদিবসীয়দিনমাত্রৈব পক্ষিণীব্যবহারঃ।" (শুদ্ধিতত্ত্ব) ২ পূর্ণিমা। পক্ষৌ বিদ্যেতে যস্যাঃ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৩ বিহগী, স্ত্রীপক্ষী। ৪ শাকিনীভেদ। (মেদিনী)

পক্ষিপতি (পুং) পক্ষিণাং পতিঃ ৬তৎ। ১ পক্ষিরাজ। ২ সম্পাতি।

পক্ষিপানীয়শালিকা (স্ত্রী) পক্ষিণাং পানীয়স্য পানার্থজলস্য শালিকা। পক্ষীর জলপানস্থান।

পক্ষিপুঙ্গব (পুং) পক্ষিশ্রেষ্ঠ জটায়ু। (রামা° ৩৫৭।২)

পক্ষিপ্রবর (পুং) পক্ষিশ্রেষ্ঠ, গরুড়। "সব্যে চাস্য রথং পার্শ্বে পক্ষিপ্রবরবেগবান্।" (হরিবংশ ৫৪ অঃ)

পক্ষিমৃগতা (স্ত্রী) পক্ষিত্ব ও মৃগত্ব।

"বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাম্।" (মনু ১২।৯)

পক্ষিরাজ (পুং) পক্ষিণাং রাজা, টচ্‌সমাসান্তঃ। গরুড়, পক্ষীন্দ্র।

পক্ষিল (পুং) পক্ষিলস্বামী, বাৎস্যায়ন। (ত্রিকাণ্ড ২।৭।২৩) ইনি গৌতমসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। [ন্যায় দেখ।]

পক্ষিশালা (স্ত্রী) পক্ষিণাং শালা গৃহম্। নীড়, পক্ষীদিগের আশ্রয়স্থান। পর্য্যায়—কুলায়িকা। (ত্রিকাণ্ড ২।২।৭)

পক্ষিসিংহ (পুং) পক্ষী সিংহ ইব, অথবা পক্ষিষু সিংহঃ শ্রেষ্ঠঃ। গরুড়, পক্ষিরাজ। (ত্রিকাণ্ড ২।২।৭)

পক্ষিস্বামিন্ (পুং) পক্ষিণাং স্বামী। গরুড়। (হেম)

পক্ষীন্দ্র (পুং) পক্ষিষু ইন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ। ১ পক্ষিশ্রেষ্ঠ, গরুড়। ২ জটায়ু। (রামা° ৩।৫৬।৪)

পক্ষীশ্বর (পুং) পক্ষিণাং ঈশ্বরঃ। গরুড়।

(শিবপুরাণধর্ম্মসংহিতা ১২।২৩)

পক্ষ্মু (ত্রি) পচ-ম্ন্ (গ্রাম্নাহ্বাক্ষিপক্ষপরিম্নুজঃ ম্নুঃ। মুগ্ধবোধ) পানকর্ত্তা।

পক্ষ্মকোপ (পুং) সুশ্রুতোক্ত নেত্ররোগভেদ। চক্ষুর পাতার রোগ, ভোঁয়ার রোগ।

দোষ সকল পক্ষ্মাশয়ে সঞ্চিত হইলে পক্ষ্মসমস্ত তীক্ষ্ণাগ্র ও খর হয়, এই জন্য চক্ষুর অতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগে চক্ষুতে বায়ু, আতপ ও অগ্নিতাপ সহ্য হয় না।

পক্ষ্মঘাত (পুং) পক্ষ্মগত নেত্ররোগভেদ। পক্ষ্মবধরোগ। (নিদান)

পক্ষ্মন্ (ক্লী) পক্ষ্যতে পরিগৃহ্যতে আতপতাপাদিকমনেন পক্ষকরণে মনিন্। অক্ষিলোম, নেত্রাচ্ছাদক লোম। চলিত ভোঁয়া।

"পার্শ্বের্বৃতৌ পক্ষ্মভিরক্ষিণীব।" (ভাগ° ৩।১।৩৯)

২ পদ্মাদির কেসর, কিঞ্জল্ক। ৩ সূত্রাদির অগ্রভাগ। ৪ খগাদির পক্ষ, গরুৎ। (অমরমালা)

পক্ষ্মপ্রকোপ (ত্রি) পক্ষ্মকোপরোগভেদ।

পক্ষ্মল (ত্রি) পক্ষ্মন্ সিধ্মাদিত্বাৎ মত্বর্থে ইলচ্। পক্ষ্মযুক্ত।

পক্ষ্মাক্ষ (ত্রি) পক্ষ্মকোপরোগভেদ।

পক্ষ্য (ত্রি) পক্ষ দিগাদিত্বাৎ যৎ (পা ৪।৩।৫৪) পক্ষীয়, পক্ষাবলম্বী।

পখাল, হায়দরাবাদের নিজামরাজ্যের অন্তর্গত একটী বৃহৎ হ্রদ বা জলাশয়। ভূপরিমাণ ১২ বর্গমাইল। ইহার চারিদিকের বেড় প্রায় ২৫ ক্রোশ হইবে। ইহার তিনধারে ছোটপাহাড় ও একদিকে প্রায় ১ মাইল লম্বা একটী বাঁধ আছে। জলের গভীরতা প্রায় ৪০ ফিট্। এই হ্রদে বহু মৎস্যাদি জীব ও বন্যহস্তী দেখা যায়।

পখাল, এক প্রকার চর্ম্মনির্ম্মিত থলি। যে জাতি এই চর্ম্ম থলিতে জল বয়, তাহারা পখালী নামে প্রসিদ্ধ। [পখালী দেখ।]

পখালী, মুসলমানজাতির এক সম্প্রদায়। জলবাহীর কার্য্যই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল, পরে মহিসুররাজ হায়দারআলী কর্ত্তৃক (১৭৬৩-১৭৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে) মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা স্ব-সম্প্রদায়ের মধ্যে দক্ষিণ হিন্দুস্থানী ও অন্যান্য লোকের সঙ্গে মরাঠী ও কর্ণাটী ভাষায় কথা কয়। পুরুষেরা দৃঢ়কায় ও সবল, স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষাকৃত কৃশ, কৃষ্ণবর্ণ এবং পুরুষের ন্যায় তুল্যাকৃতি। ইহারা মাথা নেড়া করে ও দাড়ি রাখে, ইচ্ছামত কেহ কেহ দাড়িও কামায়। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই স্বভাবতঃ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। পুণাবাসী পখালিরা কিছু অপরিষ্কার। ইহাদের পখালের জল খৃষ্টান, মুসলমান, পার্শী ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ পান জন্য ক্রয় করিয়া থাকে। জল বহিয়া ইহারা মাসে ১৫৲ হইতে ২০৲ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিয়া থাকে। ধারবারের পখালিরা অত্যন্ত পানাসক্ত, কিন্তু সাধারণেই খর্জ্জুররস খাইতে ভালবাসে। সামাজিক গোলমাল মিটাইবার জন্য ইহাদের মধ্যে একজন 'পাটিল' বা মোড়ল থাকে।

ইহারা হানিফি শ্রেণীর সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু কেহই কলমা পাঠ করে না বা মস্‌জিদে যায় না। তবে মুসলমানের ন্যায় ত্বক্‌ছেদ করিতে দেখা যায়। কেবলমাত্র স্বজাতিমধ্যেই ইহাদের বিবাহ হইয়া থাকে। ইহারা মুসলমান হইলেও হিন্দুর পর্ব্বে উপবাসাদি করে ও ইহা প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া ভাবে। আশ্বিনমাসে 'দশেরা' উৎসবে ইহারা যোগ দেয়। ধারবাড়, সাতারা, পুণা, শোলাপুর, বিজাপুর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রধান প্রধান নগরে ইহাদের বাস আছে।

পগান, ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ইরাবতী (ঐরাবতী) নদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ১০´ উঃ

এবং দ্রাঘি° ৯৫° ৩৫´ পূঃ। বর্ত্তমান রাজধানীর দক্ষিণাংশে প্রায় ৮ ক্রোশ স্থান পর্য্যন্ত প্রাচীন পগানের ধ্বংস রহিয়াছে। ইহার ঠিক পশ্চাদ্ভাগে খারোবেঙ্গিন্ নামক গিরিমালা থাকায়, নদীগর্ভ হইতে এই নগর অপূর্ব্বদর্শন ছিল; কেবলমাত্র মন্দিরাদির উচ্চ চূড়া ব্যতীত আর কিছুই নয়ন আকর্ষণ করিতে পারিত না। কর্ণেল ইয়ুল সাহেব বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে এই অল্পপরিসর ক্ষুদ্রনগরে এক সময়ে প্রায় হাজার মন্দির শোভা পাইত। সকল মন্দিরই হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের পরিচায়ক। অনোরথ সৌমন নামা জনৈক বৌদ্ধ এখানে বৌদ্ধমত প্রচার করিলে, তাহারই মতানুসারী বৌদ্ধগণ থা-তুনের মন্দিরাদির অনুকরণে এখানে অনেকগুলি মন্দির ও পাগোদা নির্ম্মাণ করেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এই নগর রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। এখানকার শিলালিপি দৃষ্টে খৃষ্টীয় ৮৪৭-৮৪৯ অব্দ হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নগরের বিশেষ সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। ইরাবতী নদীর তীরে ব্রহ্মের পূর্ব্বতন রাজধানীর উত্তরাংশে প্রাচীন পগাননগর অবস্থিত আছে। ১২৮৪ খৃষ্টাব্দে কুব্লাই খাঁর রাজত্ব সময়ে মোগলসৈন্য আসিয়া এই নগর ধ্বংস ও রাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করে।

এখানে যতগুলি মন্দির আছে, তন্মধ্যে আনন্দমন্দির, থাপিন্ন, গৌড়পলেন্, ধর্ম্মযজ্ঞি, সেমবো-কো ও সিদ্ধমুনি প্রভৃতির গঠন ও কারুকার্য্য উল্লেখযোগ্য। আনন্দমন্দির সপ্ততল, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ১৮৭ হাত। ইহার প্রথম ছয়তল চতুরস্র ও শেষ সপ্তম হিন্দু বা জৈনমন্দিরের ন্যায় গম্বুজযুক্ত। ইহার মধ্যভাগে একটী ২০ হাত দীর্ঘ বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। ইহার পর থপিন্ন, উচ্চে ১৩৪ হাত, ও আনন্দমন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা তদ্দেশরাজের প্রপৌত্র কর্ত্তৃক ১১০০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। এখানেও একটী বৃহদাকার বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে। গৌড়পলেন্ প্রভৃতি মন্দিরগুলি গঠন ও শিল্পকার্য্যনৈপুণ্যে বিশেষ ন্যূন নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এরূপ গঠনযুক্ত মন্দিরের একটীরও ভারতবর্ষস্থ অপর কোন মন্দিরের সহিত মিল নাই। কেবলমাত্র একটী মন্দিরের সহিত সিংহলদ্বীপস্থ পোল্লনরুয়ার সাতমহল প্রাসাদের (সাততোলা) আকৃতিগত অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়।

পগার, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। মহাদেবপর্ব্বতের উপর স্থাপিত। মহাদেবপর্ব্বতস্থ মন্দিরের পাণ্ডাদের মধ্যস্থ একজন ভোপা এখানকার সর্দ্দার। এখানে সর্ব্বসমেত বারখানি গ্রাম আছে।

পগী (বা) পগ্‌গী, গুজরাতবাসী ভীলজাতির একটী শাখা। ইহারা পদ-চিহ্নের অনুসরণ করিয়া চোর বা খুনী আসামীকে বহুদূর হইতেও ধরিতে পারে। এখন ইহারা গ্রামের চৌকিদারী প্রভৃতির কার্য্য করে।

পগিদ্যাল (পগিদেল্ল) কর্ণূল জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। নন্দীকোটকুর হইতে ৭ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে প্রায় ৪০০ বৎসরের প্রাচীন দুইটী মন্দির ও ৪ খানি শিলালিপি আছে, তন্মধ্যে একখানি আঞ্জনেয়ের মন্দিরে ১৪৩৯ শকসম্বতে আর একখানি ১৪৭৭ সম্বতে বিজয়নগররাজ সদাশিবের যত্নে উৎকীর্ণ।

পগার্ (হিন্দী) রাস্তা ও উদ্যানাদির পার্শ্বস্থ নর্দ্দামা, যেখানে আবর্জ্জনা ফেলা যায় বা জল নিকাশ হয়।

পঙ্ক (পুং ক্লী) পচ্যতে ব্যাপ্যতে ক্লিদ্যতে বা অনেন পচ্-ঘঞ্ কুত্বঞ্চ। কর্দ্দম, পাঁক।

"কঙ্কণস্য তু লোভেন মগ্নঃ পঙ্কে সুদুস্তরে।
বৃদ্ধব্যাঘ্রেণ সম্প্রাপ্তঃ পথিকঃ সংমৃতো যথা॥" (হিতোপ° ৩।৬২)

পচ্যতে ব্যক্তীক্রিয়তে দুঃখমনেন পচ-দুম্ (হলশ্চেতি। পা ৩।৩।১২১) করণে ঘঞ্, ততো খিত্বাৎ কুত্বম্। ২ পাপ। (অমরটীক ৬)।॰। পঙ্ক (কর্দ্দম)-গুণ পিত্ত, অস্র ও দাহনাশক। ভগ্ন ও ক্ষত হিতকর, শীতল। (রাজব°) শোথঘ্ন ও সরত্ব। (ভাবপ্র°)।

পঙ্ককর্ব্বট (পুং) পঙ্কেষু কর্ব্বটঃ, মনোহরঃ। জলযুক্ত পঙ্ক, কোমল কর্দ্দম, চলিত থিতন পলি।

'চুলুকো ঘনজম্বালে দলাঢ্যে পঙ্ককর্ব্বটঃ॥' (ত্রিকা° ১।২।১২)

পঙ্ককীর (পুং) পঙ্কপ্রিয়ঃ কীরঃ পক্ষিবিশেষঃ। কোয়ষ্টিক পক্ষী। (ত্রিকা°) চলিত কাদাখোঁচা, টিটিরপাখী।

পঙ্কক্রীড় (পুং) পঙ্কে পঙ্কেন বা ক্রীড়তি পঙ্ক-ক্রীড়-অচ্। শূকর, গ্রাম্যশূকর। (নিঘণ্টু) (ত্রি) কর্দ্দমখেলক, যাহারা কাদায় খেলা করে।

পঙ্কক্রীড়নক (পুং) পঙ্কক্রীড়-স্বার্থে কন্। শূকর।

পঙ্কগড়ক (পুং) পঙ্কে স্থিতো গড়কঃ। মৎস্যবিশেষ, পাঁকালমাছ। পর্য্যায় ব্রঞ্চী।

পঙ্কগতি (স্ত্রী) পঙ্কে গতির্যস্য। পঙ্কগড়ক মৎস্য, পাঁকাল মাছ।

পঙ্কগ্রাহ (পুং) পঙ্কে স্থিতো গ্রাহঃ। জলজন্তুভেদ, মকরভেদ। (হারাবলী)।

পঙ্কজ (ক্লী) পঙ্কে পঙ্কাদ্বা জায়তে পঙ্ক-জন কর্ত্তরি—ড। পদ্ম। যোগার্থ দ্বারা পঙ্কজাত বস্তু মাত্র বুঝাইত, কিন্তু যোগরূঢ় হওয়ায় পর এইরূপ অর্থ হইল।

পঙ্কজন্মন্ (ক্লী) পঙ্কে-জন্ম যস্য। পদ্ম। (ত্রিকা°)

পঙ্কজজন্মন্ (পুং) পঙ্কজে জন্ম উৎপত্তিস্থানং যস্য। ব্রহ্মা, পদ্মযোনি।

পঙ্কজাবলী (স্ত্রী) ১ ছন্দোভেদ। ২ পদ্মসমূহ।

পঙ্কজিৎ (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ।

পঙ্কজিনী (স্ত্রী) পঙ্কজানি সন্ত্যস্যাম্ ইতি ইনি (পুষ্করাদিভ্যো দেশে। পা ৫।২।১৩৫) ১ পদ্মাকর। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৫।২৪) ২ পদ্মসমূহ। (রত্নমালা) ৩ কমলিনী। পদ্মের ঝাড়।

পঙ্কণ (পুং) মাংসাদিনিমিত্তকে পাপাচারকর্ম্মণি কণঃ কলহো যস্য সঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পক্কণ, শবরালয়, চাণ্ডালগৃহ। (শব্দর°)

পঙ্কদিগ্ধশরীর (পুং) ১ দানবভেদ। ২ কর্দমাক্ত দেহ।

পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ (পুং) কুমারানুচরভেদ।

পঙ্কধূম (পুং) নরকভেদ। (হেম)

পঙ্কপর্পটী (স্ত্রী) সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। (রত্নমা°)

পঙ্কপ্রভা (স্ত্রী) পঙ্কস্য প্রভা প্রকাশো যস্যাং। কর্দমযুক্ত নরকবিশেষ।

পঙ্কমণ্ডূক (পুং) পঙ্কে মণ্ডূক ইব। শম্বূক, চলিত শামুখ। ২ জলশুক্তি। (বৈদ্যকনিঘ°)

পঙ্করুহ্ (স্ত্রী) পঙ্কে রোহতীতি পঙ্কে রুহ-ক্বিপ্। পদ্ম। (রাজনি°)

পঙ্করুহ (স্ত্রী) পঙ্কে রোহতীতি রুহ-ক (ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫) পদ্ম। (রাজনি°)

পঙ্কলা, দেশাবলীবর্ণিত মল্লভূমস্থ একটী নদী। বিষ্ণুপুরের দুই-ক্রোশ উত্তরে প্রবাহিত।

পঙ্কবৎ (ত্রি) পঙ্কঃ বিদ্যতেঽস্য, পঙ্ক-মতুপ্ মস্য ব। কর্দমযুক্ত।

পঙ্কবারি (স্ত্রী) কাঞ্জিক। (বৈদ্যকনিঘ°)।

পঙ্কবাস (পুং) পঙ্কে বাসো যস্য। ১ কর্কট। (রাজনি°) ২ মৎস্যাদি।

পঙ্কশুক্তি (স্ত্রী) পঙ্কে স্থিতা যা শুক্তিঃ। দুর্নামা, জলশুক্তিভেদ, চলিত ঝিনুক। (ত্রিকা°)

পঙ্কশূরণ (পুং) পঙ্কে শূরণ ইব। শামুক, চলিত ঝিনুক। (পঙ্কশূরণ, পঙ্কষূরণ ও পঙ্কসূরণ এইরূপ তিন সকারযুক্ত পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।)

পঙ্কার (পুং) পঙ্কমৃচ্ছতি পঙ্কং প্রাপ্য বর্দ্ধতে ইতি যাবৎ পঙ্ক-ঋ উপপদে অণ্। ১ জলজ বৃক্ষবিশেষ (Vallisneria) জলকুব্জক (Trapa Bispinosa), কণ্টক সেবতী। ২ সৈবাল। ৩ সেতু। ৪ সোপান। ৫ আইল বা বাঁধ। ৬ গড়খাই।

পঙ্কিল (ত্রি) পঙ্কোঽস্ত্যস্মিন্ পঙ্ক—ইলচ্ (লোমাদিপামাদি-পিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০) সকর্দম, পর্য্যায় সজম্বাল, পঙ্কযুক্ত, কর্দমান্বিত। (জটাধর)

লক্ষণ দ্বারা এই শব্দের ব্যাপ্তি অর্থও হয়।

"মাংস-মজ্জাস্থিপঙ্কিলা মহী" (ভারত ৮।৪০০৫ শ্লোক)

পঙ্কেজ (স্ত্রী) পঙ্কে জায়তে ইতি জন-ড (সপ্তম্যাং জনের্ড। পা ৩।২।৯৭) ততো (তৎপুরুষে কৃতীতি। পা ৬।৩।১৪) ইতি সপ্তম্যা অলুক্। পদ্ম। (ত্রিকা°)

পঙ্কেরুহ (স্ত্রী) পঙ্কে রোহতীতি পঙ্করুহ-ক ততো সপ্তম্যা অলুক্। পদ্ম।

"যৎপাদপঙ্কেরুহসেবয়া ভবান্" (ভাগ° ৭।১৫।৬৮)

(পুং) সারসপক্ষী।

পঙ্কেশয় (ত্রি) পঙ্কে শেতে শী-অচ্, ততঃ সপ্তম্যা অলুক্। ১ পঙ্কশায়ী। (স্ত্রী) ৩ এক প্রকার জলৌকা।

"ন চ সঙ্কীর্ণচারিণ্যঃ ন চ পঙ্কেশয়াশ্চ তাঃ।" (সুশ্রুত)

পঙ্‌ক্তি (স্ত্রী) পচ্যতে ব্যক্তীক্রিয়তে শ্রেণীবিশেষেণেতি যাবৎ পচি—ব্যক্তিকরণে-ক্তিন্, ইদিত্বান্নুম্, বা পঞ্চয়তি বিস্তারয়তি পচ-বিস্তারে ক্তিচ্। সজাতীয় সংস্থানবিশেষ। চলিত সারি, পাঁতি। পর্য্যায়—বীথী, আলি, আবলি, শ্রেণী, বীথি, আলী, আবলী, পঙ্‌ক্তী, শ্রেণি, শরণি, সন্ততি, বিজোলী, পালি, পালী, বীথিকা। (শব্দরত্না°)

"বিলোক্যাবিশদা চৈষাং কলপঙ্‌ক্তিঃ সুভীষণা।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৪৩।৩৯)

২ পঞ্চাক্ষরপাদক ছন্দোবিশেষ, এই পঙ্‌ক্তি ছন্দে প্রতি-চরণে ৫টী করিয়া অক্ষর হইবে। "ভ্গৌগিতি পঙ্‌ক্তিঃ।"

উদাহরণ—

"কৃষ্ণসনাথা তর্ণকপঙ্‌ক্তিঃ যামুনকচ্ছে চারু চচার।" (ছন্দোম°)

ভাগবতে লিখিত আছে—

"মজ্জায়াঃ পঙ্‌ক্তিরুৎপন্না বৃহতী প্রাণতোঽভবৎ।" (৩।১২।৪৬)

মজ্জা হইতে পঙ্‌ক্তি এবং প্রাণ হইতে বৃহতী উৎপন্ন হই-য়াছে। (পঙ্‌ক্তিবিংশতিত্রিংশদিতি। পা ৫।১।৫৯) ইতি নিপাতনাৎ প্রকৃতেঃ পঞ্চন্ শব্দস্য টিলোপঃ তি প্রত্যয়শ্চ। ৩ দশাক্ষরপাদছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১০টী করিয়া অক্ষর থাকে। ৪ দশসংখ্যা।

"স রাবণশিরঃপঙ্‌ক্তিমজ্ঞাতব্রণবেদনাম্।" (রঘু ১২।৯৯)

৫ পৃথিবী। (শব্দমালা) ৬ গৌরব। ৭ পাক। (হেম)

পতিতাদি ব্যক্তির সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে নাই, ভোজনাদি করিলে পঙ্‌ক্তিসাঙ্কর্য্য দোষ হয়।

"ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চাণ্ডালৈর্ন পুক্কশৈঃ।
ন মূর্খৈর্নাবলিপ্তৈশ্চ নান্ত্যৈর্নান্ত্যাবসায়িভিঃ॥
একশয্যাসনং পঙ্‌ক্তির্ভাণ্ডপক্বান্নমিশ্রণম্।
যাজনাধ্যাপনে যোনিস্তথৈব সহ ভোজনম্॥
সহাধ্যায়স্তু দশমঃ সহযাজনমেব চ।
একাদশ সমুদ্দিষ্টা দোষাঃ সাঙ্কর্য্যসংজ্ঞিতাঃ॥" (কূর্ম্মপু° ১৫ অঃ)

পতিত, চাণ্ডাল পুরুশ ও মূর্খ প্রভৃতির সহিত বাস, এক-শয্যাসন, একত্র ভোজন, তাহাদের যজন, অধ্যাপন প্রভৃতি দূষণীয়। এই দোষ একাদশ প্রকার। এক পঙ্‌ক্তিতে উপবেশন করিয়া যদি পরস্পরকে স্পর্শ না করে, অথবা ভস্ম ও অগ্নিব্যবধান থাকে, তাহা হইলে পঙ্‌ক্তিসাঙ্কর্য্য দোষ হয় না।

"একপঙ্‌ক্ত্যুপবিষ্টা যে ন স্পৃশন্তি পরস্পরম্।
ভস্মনা কৃতমর্য্যাদা ন তেষাং সঙ্করো ভবেৎ ॥
অগ্নিনা ভস্মনা চৈব বড়্‌ভিঃ পঙ্‌ক্তির্বিভিদ্যতে।" (কূর্ম্মপু° ১৫)

পঙ্‌ক্তিকণ্টক (পুং) পঙ্‌ক্তৌ একপঙ্‌ক্তৌ কণ্টক ইব। পঙ্‌ক্তিদূষক।

পঙ্‌ক্তিকা (স্ত্রী) শ্রেণী বা সারি। যেমন অক্ষর-পঙ্‌ক্তিকা।

পঙ্‌ক্তিকৃত (ত্রি) পঙ্‌ক্তি-কৃ-অভূত তদ্ভাবে চ্বি। শ্রেণীবদ্ধ।

"তাস্ত পঙ্‌ক্তীকৃতাং সর্ব্বা রময়ন্তি মনোরমং।
গায়ন্ত্যঃ কৃষ্ণচরিতং দ্বাদশো গোপকন্যকাঃ ॥" (হরিবংশ ৭৭ অঃ)

পঙ্‌ক্তিগ্রীব (পুং) পঙ্‌ক্তিঃ দশসংখ্যিকা গ্রীবা যস্ত। রাবণ।

পঙ্‌ক্তিচর (পুং) পঙ্‌ক্ত্যা শ্রেণীবদ্ধঃ সন্ চরতীতি পঙ্‌ক্তি-চর-ট। কুররপক্ষী। (রাজনি°)

পঙ্‌ক্তিদূষ (পুং) পঙ্‌ক্তিং একপঙ্‌ক্তিং ভোজনে দূষয়তি দূষি-অণ্। পঙ্‌ক্তিদূষক।

পঙ্‌ক্তিদূষক (পুং) শ্রাদ্ধকালে ভোজনার্থমুপবিষ্টানাং ব্রত-স্নাতানাং ব্রাহ্মণানাং পঙ্‌ক্তিং শ্রেণীং দূষয়তি যঃ, পঙ্‌ক্তি-দূষ কর্ত্তরি ণ্বুল্। অপাঙ্‌ক্তেয়, শ্রাদ্ধভোজনানর্হ ব্রাহ্মণ। শ্রাদ্ধকালে পঙ্‌ক্তিভোজনের অযোগ্য যে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যাহাদের লইয়া পঙ্‌ক্তি ভোজন করিতে নাই। পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে ৩৫ অধ্যায়ে লিখিত আছে—কিতব, ভ্রূণহা, যক্ষ্মারোগী, পশুপালক, নিরাকৃতি, গ্রামপ্রেষ্য, বার্দ্ধুষিক, গায়ন, সর্ব্ববিক্রয়ী, অগার-দাহী, গরদ, কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী, সামুদ্রিক, রাজদূত, তৈলিক, কূটকারক, পিতার সহিত বিবাদকারী, অভিশপ্ত, স্তেন, শিল্পোপ-জীবী, মিত্রদ্রোহী, পারদারিক, পরিবৃত্তি, দুশ্চর্ম্মা, গুরুতল্পগ, কুশীলব, দেবলক, নক্ষত্রোপজীবী, শ্বদষ্ট, শ্বসহগামী এবং যাহার ঘরে উপপতি যাতায়াত করে, এই সকল ব্রাহ্মণ অপাঙ্‌ক্তেয়।

যে শ্রাদ্ধে গুরুতল্পগ ও দুশ্চর্ম্মা ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধে পিতৃগণ ভোজন করেন না এবং ঐ শ্রাদ্ধ বিফল হইয়া থাকে। যে সকল বিপ্র শূদ্রদিগকে উপদেশ প্রদান করে, তাহাদিগকেও শ্রাদ্ধে ভোজন করাইতে নাই। (পদ্মপু° স্বর্গখ° ৩৫ অঃ)

মনুসংহিতায় পঙ্‌ক্তিদূষকের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

ক্লীবতা, নাস্তিকতা, ব্রহ্মচারীর অনধ্যয়ন, চর্ম্মরোগ, দ্যূত-ক্রীড়া, বহুযাজন, চিকিৎসা, প্রতিমাপরিচার্য্য, কেবল ব্রাহ্মণের কার্য্য, মাংসবিক্রয়, বাণিজ্য, গ্রামের বা রাজার সরকারী কার্য্য, কুৎসিত, নখরোগ, শ্যাবদন্ত, গুরুর প্রতিকূলাচার, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত অগ্নিপরিত্যাগ এবং কুসীদ, যক্ষ্মারোগ, ছাগ, গো প্রভৃতি পশুপালন, পঞ্চমহাযজ্ঞ না করা, ব্রহ্মদ্বেষ, পরিবিত্তি, সাধারণের জন্য উৎসৃষ্ট ধনাদির উপভোগ, নর্ত্তন বা গায়নাদি বৃত্তি, স্ত্রীসম্পর্কদ্বারা ব্রহ্মচর্য্যহানি, অসবর্ণা-বিবাহ, শূদ্রাবিবাহ ও যাহার জায়ার উপপতি আছে, বেতন লইয়া বেদ অধ্যাপনা, শূদ্র-অধ্যাপনা, নিষ্ঠুরবাক্য, জারজদোষ, পিতা মাতা ও গুরুজনকে অকারণে পরিত্যাগ, পতিতের সহিত অধ্যা-য়নাদি ও কন্যাদানাদিদ্বারা সম্বন্ধ, প্রাণনাশের জন্য বিষ-প্রদান, সোমবিক্রয়, সমুদ্রযাত্রা, স্তুতিবাদাদি দ্বারা জীবিকা, তৈলের জন্য তিলাদি বীজপেষণ, তুলামান বা লেখ্যাদিবিষয়, দ্যূতক্রীড়া না জানিয়াও অর্থ দিয়া পরদ্বারা ক্রীড়া, মদ্যপান, পাপরোগ, ছদ্মবেশ, ইক্ষু প্রভৃতির রসবিক্রয়, ধনুক ও শরনির্ম্মাণ, জ্যেষ্ঠাভগিনীর বিবাহ না হইতে কনিষ্ঠা ভগিনীর পাণিগ্রহণ, মিত্রদ্রোহ, অপস্মার গণ্ডমালা, শ্বেতকুষ্ঠ, উন্মাদ ও অন্ধরোগ, বেদনিন্দা, হস্তী, গো, অশ্ব ও উষ্ট্রের দমন বা পালন, নক্ষত্রাদির গণনা, সেতুভেদাদি দ্বারা প্রবহমান স্রোতের অবরোধ, বাস্তুবিদ্যা, দৌত্যকার্য্য, বেতনভোগী হইয়া বৃক্ষরোপণ, ক্রীড়া দেখাইবার জন্য কুকুর লালন, শ্যেনপক্ষীর ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, কন্যকাগমন, হিংসা, শূদ্রসেবা, নানা-জাতীয় লোকযাজকতা, আচারহীনতা, ধর্ম্মকার্য্যে নিরুৎসাহ, সর্ব্বদা যাচ্ঞাদ্বারা অপরের বিরক্তি উৎপাদন, স্বয়ং কৃষিদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ, ব্যাধির দ্বারা স্থূলদেহ, সাধুদিগের নিন্দিত, পরপূর্ব্বা অর্থাৎ একবার বিবাহ হইয়াছে এমন স্ত্রীর আবার পাণি-গ্রহণ, ধনগ্রহণ করিয়া শববহন ও ব্রাহ্মণনিন্দিতাচার, যে ব্রাহ্মণে উপরোক্ত কোন দোষ আছে, তাহারা পঙ্‌ক্তিপ্রবেশের অযোগ্য, অতএব ইহারা অপাঙ্‌ক্তেয় বা পঙ্‌ক্তিদূষক বলিয়া খ্যাত। শ্রাদ্ধে এই সকল ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে তাহা নিষ্ফল হয়। (মনু ৩ অঃ)

পঙ্‌ক্তিদূষকের বিষয় হেমাদ্রির শ্রাদ্ধকাণ্ডে বিশেষরূপ লিখিত আছে।

পঙ্‌ক্তিপাবন (পুং) পঙ্‌ক্তিং শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভোজনা-য়োপবিষ্টানাং বেদবিদ্যাবিশারদানাং ব্রাহ্মণানাং শ্রেণীং পুনাতি পাবয়তি বা পঙ্‌ক্তি-পাবি-ল্যু। শ্রেণীপবিত্রকর্ত্তা, পঙ্‌ক্তি-ভোজনে যাহারা উপবেশন করিলে পঙ্‌ক্তি পবিত্র হয়, তাদৃশ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধভোজনার্হ। শ্রাদ্ধকালে ভোজনযোগ্য ব্রাহ্মণ। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"ইমে হি মনুজশ্রেষ্ঠ! বিজ্ঞেয়াঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
বিদ্যাবেদব্রতস্নাতা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্ব এব হি ॥

সদাচারপরাশ্চৈব বিজেন্দ্রাঃ পঙ্‌ক্তিপাবনাঃ।
মাতাপিত্রোর্বশ্চ বশ্যঃ শ্রোত্রিয়ো দশপূরুষঃ ॥
ঋতুকালাভিগামী চ ধর্ম্মপত্নীষু যঃ সদা।
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতো বিপ্রঃ পঙ্‌ক্তিং পুনাত্যুত ॥"
(পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড° ৩৫ অঃ) ইত্যাদি।

বেদবিদ্‌ ব্রাহ্মণ, যাহারা সদাচারপরায়ণ, যাহারা পিতা ও মাতার বশীভূত, শ্রোত্রিয় এবং যাহারা ঋতুকালে ধর্ম্মপত্নীতে উপগত থাকেন, স্বধর্ম্মপরায়ণ, বেদাদিপারগ ও স্নাতক এই সকল ব্রাহ্মণ পঙ্‌ক্তি পবিত্র করিয়া থাকেন। সত্যবাদী, ধর্ম্মশীল, স্বকর্ম্মনিরত, তীর্থস্নায়ী, অক্রোধী, অচপল, ক্ষান্ত, দান্ত, জিতেন্দ্রিয়, সকল ভূতের হিতকারক; ইহাদিগকে দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয় এবং ইহারাই পঙ্‌ক্তিপাবন অর্থাৎ পবিত্রচরিত্র, যাঁহারা কোনরূপ দোষাক্রান্ত নহে এইরূপ ব্রাহ্মণই পঙ্‌ক্তিপাবন। পূর্ব্বে পঙ্‌ক্তিদূষকস্থলে যে সকল দোষের উল্লেখ করিয়াছি, ঐ সকল দোষরহিত ব্রাহ্মণই পঙ্‌ক্তিপাবন। ২ পঞ্চাগ্নিগৃহস্থ, পঞ্চাগ্নিযুক্ত গৃহী।

পঙ্‌ক্তিরথ (পুং) পঙ্‌ক্তিষু দশসু দিক্ষু গতো রথো যস্য। দশরথ-রাজ। (শব্দর°) "অযোধ্যায়াং মহারাজঃ পুরা পঙ্‌ক্তিরথো বলী। তস্যাত্মজো রামচন্দ্রঃ সর্ব্বশূরশিরোমণিঃ ॥" (পদ্মপু° পাতালখ°) (রঘু ৯।৭৪)

পঙ্‌ক্তিরাধস্‌ (ত্রি) ব্রাহ্মণোক্ত হবিষ্পঙ্‌ক্ত্যাদি দ্বারা সমৃদ্ধ যজ্ঞ। 'অচ্ছাবীরং নর্য্যং পঙ্‌ক্তিরাধসং দেবা যজ্ঞং।'(ঋক্‌ ১।৪০।৩)
'পঙ্‌ক্তিরাধসং ব্রাহ্মণোক্তহবিষ্পঙ্‌ক্ত্যাদিভিঃ সমৃদ্ধং যজ্ঞং। পঙ্‌ক্তিভিঃ রায়োতি পঙ্‌ক্তিরাধাঃ, পঙ্‌ক্তিরাধ-অসুন্‌' (উণ্‌ ৪।২২৩) (সায়ণ) (শুক্লযজুঃ ৩৩।৮৯।)

পঙ্‌ক্তিবীজ (পুং) পঙ্‌ক্তিভূতানি বীজানি যস্য। ১ বর্ব্বুর বৃক্ষ, চলিত বাবলাগাছ। ২ আরগ্বধবৃক্ষ, সোঁদালগাছ। ৩ কর্ণিকার বৃক্ষ, চীনের কবরীগাছ। (রাজনি°)

পঙ্‌খো (পন্‌-খো) চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশবাসী জাতি-বিশেষ। শঙ্খনদীর পূর্ব্বকূলে বোঙ্কোঙ্গ-প্রদেশে কর্ণফুলীনদী-তীরস্থ তিনখানি গ্রামেই ইহারা অধিক বাস করে। এখানকার বনযোগী জাতীয়েরাও ইহাদের সহিত একবংশসম্ভূত বলিয়া মনে করে। ইহারা বলে, উভয় জাতিই এক পিতার দুই সন্তান হইতে উৎপন্ন—একপুত্রের বংশ পন্‌খো ও অপরের বংশ বনযোগী নামে পরিচিত হয়। এই দুইটী জাতির ভাষা, আচারব্যবহার ও রীতিনীতি প্রায়ই একরূপ। ইহারা আপনা-দিগকে ব্রহ্মের শানবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য এইরূপ যে, বনযোগীরা তাহাদের কেশগুচ্ছ মস্তকের অগ্রভাগে চূড়াকারে বাঁধে ও পন্‌খোরা সেই চূড়াগুচ্ছকে পশ্চাদ্দেশে খোঁপার মত বাঁধিয়া রাখে।

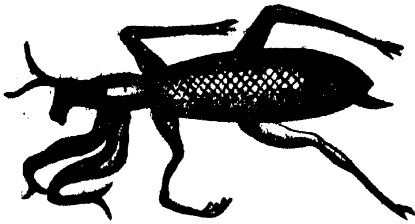
জগতের উৎপত্তিসম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বংশে তুব্রোকপ্য নামে এক রাজা হয়। তিনি বিশেষ ক্ষমতাবান্‌ ছিলেন এবং এক দেবকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। একসময় এই পর্ব্বত-প্রদেশে আগুন লাগিলে দেবকন্যার পরামর্শমতে পর্ব্বতবাসিগণ সমুদ্রতীরস্থ সমতলক্ষেত্রে নামিয়া আইসেন, সেই অবধি তাহারা নিম্নপ্রদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহারা বলে, পূর্ব্বে সকল জীবজন্তুই কথা কহিতে পারিত। একদিন সকলে দেব-কন্যার কাছে মাংস খাইতে চাহিলে দেববালা ভগবান্‌কে জানা-ইয়া জীবগণের বাক্‌শক্তি হরণ করিলেন। সেই অবধি জীব আর হত্যাজনিত কষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না। পত্তোন ও খোজিং এই দুইটী কুলদেবতা, উত্তরজাতির নিকট হইতে পূজা পাইয়া থাকে।

পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে নরহত্যা প্রচলিত ছিল, এখন ইংরাজ গবর্মেন্টের কঠোর শাসনে ইহারা ঐ বীভৎস আচার পরি-ত্যাগ করিয়াছে। দা, বর্শা, বন্দুক প্রভৃতি স্পর্শ করিয়া ইহারা যে অঙ্গীকার করে, তাহা কখনই বিস্মৃত হয় না। ইহাদের মধ্যে কোন পর্ব্ব নাই। একমাত্র ধানের শিষ্‌ গজাইলে ও ফসল পাকিলে ইহারা অত্যন্ত আমোদ প্রমোদ করে। এই সময় পত্তোন দেবতার নিকট প্রচুর শস্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহারা বলে যে, জম্‌দুলসুঙ্গ নামক রাজার সময়ে তাহারা সমগ্র পার্ব্বতীয় জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এই রাজবংশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের জাতিগত অবনতির সূত্রপাত হইয়াছে।

বনযোগীরা শবদেহ প্রোথিত করে। রাজা বা অন্য কোন সর্দ্দার মরিলে তাহাকে বসাইয়া তাহার উপর মাটি চাপা দেয়।

পঙ্গপাল, পতঙ্গ জাতিবিশেষ। সচরাচর গঙ্গাফড়িং দেখিতে যেরূপ, ইহাদের আকৃতিগত সাদৃশ্য প্রায় তদনুরূপ। প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদিগকে (Orthoptera) অর্থাৎ প্রকৃত ডানার উপরিভাগস্থ কঠিন আচ্ছাদনযুক্ত এবং লম্ফনশীল (Saltatoria) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা Gryllidæ ও Locustidæ নামে দুইটী জাতিগত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া পুনরায় ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। ইহাদের পশ্চাদ্ভাগের পদ সাধারণতঃ শরীর অপেক্ষা বড়, এই পদের উপর ভর দিয়া ইহারা লাফাইতে পারে। কিন্তু সম্মুখভাগের পদগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট। মস্তকের সম্মুখদেশে সূতার ন্যায় কএকটী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শূঁয়া আছে,

তদ্বারা ইহাদের স্পর্শজ্ঞান হইয়া থাকে। অন্যান্য পতঙ্গের ন্যায় ইহাদের দেহযষ্টিও তিনভাগে বিভক্ত যথা—মস্তক, বক্ষ ও উদর। অঙ্গুল্যাদিও তিনটী গ্রন্থিতে আবদ্ধ। ইহাদের ডানা পেট হইতেও বিস্তৃত এবং তাহার উপরে যে কঠিন চাক্‌নি (Elytra) আছে, উহারই পরস্পর সংঘর্ষণে পুরুষ জাতি একপ্রকার অস্ফুট শব্দ করিয়া থাকে। এই শব্দ পৃষ্ঠের গ্রন্থির নিকটে উৎপন্ন হয় এবং অপর কোন কোন জাতির জঙ্ঘার সহিত পৃষ্ঠাবরকের ঘর্ষণ লাগিয়াও ঐরূপ শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে। পুংপঙ্গপাল হইতে স্ত্রীজাতির আকার বিভিন্ন। স্ত্রীগণের ডিম্বাধার আছে।



পঙ্গপাল।

বিভিন্ন দেশে এই পঙ্গপাল জাতির বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়। বাঙ্গালায় পঙ্গপাল, উড়িষ্যায় ঝিণ্টিকি, আরবে—জরদ্ ও জরদ্-উল্-বহর্, ইজিপ্তে—ফরিদি, ফ্রান্স Sauterelle, জর্ম্মণ-Heusbrecke, গ্রীস Opheomachez, হিব্রু—চারগোল, আরবে, হিন্দি—টিড্ডি, ডিড্ডি, ইতালী—Locusta, ইংরাজী—Locust, পর্ত্তুগীজ—Logosta, স্পেন—Langosta, পারস্ত—মাইগ্ মলখ্, মলখ্-ই-হালাল, মলখ্-ই-হারাম, মলখ্-ই-দরিয়াই প্রভৃতি অনেকগুলি নাম পাওয়া যায়।

স্থান, বর্ণ ও আকৃতির তারতম্যানুসারে ইহাদের মধ্যেও শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে।

(১) ইংলণ্ড দেশের সবুজবর্ণের পঙ্গপাল (Acrida viridissima) প্রায় দুই ইঞ্চি লম্বা।

(২) পঙ্গপাল শ্রেণীর মধ্যে Gryllus migratorius সাধারণতঃ বড়, ইহারা অনেক সময়ে একএকটী জেলা নষ্ট করিয়া ফেলে।

(৩) উড়িষ্যার ঝিণ্টিকি প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা।

(৪) Phymatea punctata দেখিতে অতি সুন্দর, ইহাদের পেটের তলভাগ লাল ও বক্ষভাগ জরদ ও ব্রোঞ্জ বর্ণের। এই জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটও বৃক্ষাদির বিশেষ অপকারক।

(৫) আফ্রিকা ও এসিয়ার দক্ষিণাংশে Acrydium (œdipoda) migratorium দেখিতে ঈষৎ সবুজ, ডানার কঠিন আবরক বক্ষ, পাংশু ও ঈষৎ সাদা ও পদগুলি পাটল। ইহারা শূন্যমার্গে প্রায় ১৮ মাইল পথ প্রত্যহ উড়িয়া যাইতে পারে। (৬) সিনাই প্রদেশের Gryllus gregarius (৭) A. peregrinum লাল ও হরিদ্রাবর্ণের, রাণীগঞ্জ ও ভারতের অন্যান্য স্থানে ইহাদের সময় সময় দেখা যায়।

(৮) Acrydium lineole বোগদাদের বাজারে খাদ্যার্থ বিক্রয় হয়। (৯) Œdipoda migratoria—ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি হইতে পারস্ত রাজধানী ইস্পাহান এবং মধ্য আফ্রিকা হইতে তাতার পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে আসিয়া ইহারা সময় সময় শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি করে।

অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপে যে সকল পঙ্গপাল দৃষ্ট হয়, তাহারা Tettligoniæ জাতীয়। ইহারা গঙ্গা-ফড়িংএর ন্যায় ঘাসে না থাকিয়া বৃক্ষের উপর বিচরণ করে ও তাহার পত্রাদি খায়। জাতিভেদে কাহারও গাত্রবর্ণ সবুজ্, কমলানেবুর রং, কটা বা কাল। ইহাদের জালবৎ সূক্ষ্ম ত্বক্‌বিশিষ্ট পাখ্‌নাগুলি সুন্দর ইন্দ্রধনুবর্ণে রঞ্জিত। Fidicina angularis জাতীয় পঙ্গপালের গাত্র কমলানেবুর রঙের বিন্দুযুক্ত।

পঙ্গপালের উপদ্রব চির প্রসিদ্ধ। ইহারা যখন যে স্থানে আসিয়া পড়ে, তখন জানিতে হইবে যে সে স্থানের শস্যাদির আশা অতি কম। কারণ ইহারা দলবদ্ধ হইয়া যে জেলায় আসিয়া উপস্থিত হয়, দেখা যায়, সেই স্থানের ফসলাদি খাইয়া ও ধান্যাদির শস্যের মূল ছেদ করিয়া বৃক্ষগুলি এককালে ডাঁটাসার করিয়া ফেলিয়াছে। শাস্ত্রে দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় যেরূপ দৈবকৃত নিদারুণ অত্যয়, সেইরূপ পঙ্গপাল-পতনও দুর্লক্ষণ ও দৈবঘটিত উপদ্রবসমূহের নিদর্শন। দুর্ভিক্ষের সহিত ইহাদের সমাগম হইয়া থাকে, ইতিহাসে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ লিখিত আছে। সংস্কৃত ভাষায় এই জাতীয় পতঙ্গ 'শলভ' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, যেমন দুর্ভিক্ষাদি অলক্ষণের পূর্ব্বলক্ষণ, পঙ্গপালের আগমনও সেইরূপ জানিতে হইবে। পঙ্গপাল ও মূষিক প্রভৃতির উপদ্রব রাজ্যের অমঙ্গল সূচনা করে। হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

(কামন্দক ১৩।৩৩-৩৪)

মহাভারতে লিখিত আছে, শলভেরা দন্তের ধরধারে যেরূপ পাদপ ছেদন করে; অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ বাণেও শত্রুগণের তদ্রূপ দশা হইয়াছিল। (বিরাটপর্ব্ব ৪৬।৪)

শলভ একপ্রকার কীট ফড়িং বা পতঙ্গ। যে পতঙ্গজাতি ঝাঁকে ঝাঁকে দলবদ্ধ হইয়া দেশান্তরে গমনপূর্ব্বক শস্যাদি উৎসন্ন করে, এই অর্থে তাহারা পতঙ্গপাল ও

সম্ভবতঃ অপভ্রংশে পঙ্গপাল নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মহাভারতের উক্ত প্রমাণানুসারে শলভকে তীক্ষ্ণদন্ত ও বৃক্ষভক্ষ্যভোজনকারী বিবেচনায় পঙ্গপাল বলিয়াই ধারণা হয়। সেই প্রাচীন সময়েও যে শলভগণের উপদ্রব সর্ব্বজনবিদিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। রামায়ণেও বাণের সহিত শলভের তুলনা করা হইয়াছে। (রামায়ণ যুদ্ধকাণ্ড ১০।২৩।) এতদ্ভিন্ন বাইবেলেও খৃষ্টজন্মের বহুপূর্ব্বে পঙ্গপালের ভীষণ উপদ্রবের কথা লিখিত আছে। (Exodus X 15.) ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার ওহায়া রাজ্যে পঙ্গপালের উপদ্রব দূরীকরণাভিপ্রায়ে প্রজাগণ উপবাস করণানন্তর ভগবানের স্তবস্তুতি করিতে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পঙ্গপালের ধ্বংসশক্তি দুর্নিবার্য্য। যে দেশে একবার ইহারা আসিয়া পড়ে, তথাকার গাছের পাতা বা ছাল কিছুই রাখিয়া যায় না। যেখান দিয়া পঙ্গপাল উড়িয়া যায়, সেখানকার স্থানে স্থানে এক রকম কালমুখযুক্ত পোকা দেখা যায়। দিনের বেলা ইহাদিগকে বড় দেখা যায় না, রাত্রিতে ইহারা ধানগাছে উঠিয়া শীষ কাটিয়া ধান্যক্ষেত্র ছারখার করে। ঐরূপ কএকটী পোকা ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৮।১০ দিন পরেই উহারা অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া ফড়িংএর মত হইয়াছে। স্ত্রীগুলি সাধারণতঃ মাঠেই ডিম পাড়ে। যে ক্ষেত্রে লাঙ্গল দিয়া মাটি আল্‌গা করা আছে, স্ত্রীগণ সেই নরম জমিই অণ্ডপ্রসবের উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করে। এস্থানে তাহারা চোঙ্গের ন্যায় গর্ত্ত করিয়া তাহাতে আটার ন্যায় পদার্থ সহযোগে ডিম্ব রাখিয়া দেয়। গর্ত্তগুলি সাধারণতঃ ১৷৷০ ইঞ্চি লম্বা ও প্রস্থে ৩।৪ সূতা। প্রত্যেক গর্ত্তে প্রায় ৫০।৬০টী ডিম্ব থাকে। দার্শনিক আরিষ্টটল বলেন, ইহারা শীতকালে (অর্থাৎ আগষ্ট হইতে অক্টোবর মাসে) ডিম মাটির মধ্যে রাখে, বসন্তকালে ঐ ডিম ফুটিয়া পাখা বাহির হয়। প্রসবের পর স্ত্রীর উদর হইতে লালার ন্যায় একপ্রকার শ্লেষ্মা নির্গত হয়, উহাদ্বারা তাহারা ডিমগুলিকে আটিয়া রাখে। ডিম ফুটিয়া পোকাগুলি মাটির বাহির হইয়া পড়ে। পরে সেই কীটের পূর্ণাঙ্গে পরিণত হইতে প্রায় দেড় বা দুই মাস লাগে। যে ক্ষেত্রে গমের চাস হয়, সেইখানে পঙ্গপালের ডিম অধিক ফুটে, কিন্তু সরিষা ক্ষেত্রে ২।৫টীর অধিক ছানা ফুটিতে দেখা যায় না। ইহারা সকল প্রকার ফসল, কাচা ও শুক্‌না পাতা, গাছের শুক্‌না ছাল ও কাঠ, কাগজ, তুলা, পশমী বস্ত্র, এমন কি ভেড়ার পৃষ্ঠে বসিয়া তাহার গাত্রস্থ লোমও খাইয়া ফেলে। দোক্তাতামাকু, কাঁচা ফল, মৃতপক্ষী, বাদুড় প্রভৃতি ইহাদের বিশেষ উপাদেয়। সাপ, বিড়াল, ভেক, শূকর, কাঠবিড়াল নানাজাতীয় পক্ষী ইহাদের বিষম শত্রু। ডিম বা ছানা পাইলে ইহারা খাইয়া ফেলে। ইহাদের ডিম্ব নষ্ট করিবার উপায় আছে। লাঙ্গল করিয়া মাটি উল্টাইয়া দিলে অথবা জমিতে কেরোসিন তৈল ছড়াইয়া দিলে কিংবা খানা কাটিয়া শস্যক্ষেত্রসমূহ হইতে সেইদিকে তাড়াইয়া পঙ্গপালদিগকে খানায় ফেলিয়া মাটি চাপা দিলেও পঙ্গপাল নষ্ট হয়। পঙ্গপালের আক্রমণ হইতে ক্ষেত্ররক্ষা করিবার আরও অনেক উপায় আছে, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই য়িহুদী প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতিগণের মধ্যে পঙ্গপাল আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। (Leviticus XI. 22)। য়িহুদীয়া স্ত্রী-পঙ্গপাল খায়। তাহাদের মতে, উহা শুদ্ধ ও ভগবৎপ্রেরিত। বুখারার মুসলমানেরা একজাতীয় পঙ্গপাল খায়। আরববাসীরা লবণে সিদ্ধ করিয়া মাখন বা চর্ব্বি সহযোগে অথবা পোড়াইয়া খাইয়া থাকে। সেনিগালের লোকেরা পঙ্গপাল গুঁড়া করে এবং তাহাতেই ময়দার কাজ হয়। মরক্কোবাসীরা পোড়া পঙ্গপাল খায়। সেখানকার বাজারেও পোড়া পঙ্গপাল বিক্রয় হয়। আফ্রিকা, রুষ, আমেরিকা, পার্থিয়া, ইথিওপিয়া, ব্রহ্ম ও আরাকান প্রভৃতি দেশবাসিগণ, কেহ পোড়াইয়া, কেহ ভাজিয়া, কেহ বা চড়চড়ি করিয়া পঙ্গপাল খাইয়া থাকে। ব্রহ্মরাজ পঙ্গপালের নাড়ী বাহির করিয়া তাহার মধ্যে মসলা মিশ্রিত মাংস পুরিয়া গরম গরম ভাজিয়া ইউলসাহেবকে (Capt. Yule) খাইতে দেন। ইউলসাহেব তাঁহার বিবরণীতে লিখিয়া গিয়াছেন। অনেকে পঙ্গপালের পিঠা করিয়া কুকুর বিড়ালকে খাইতে দেয়। মৃত পঙ্গপালে জমির উত্তম সার হয়।

পঙ্গু (পুং) খঞ্জতি গতিবৈকল্যং প্রাপ্নোতীতি খঞ্জি গতিবৈকল্যে বাহুলকাৎ কু। ততঃ খস্ত পশ্চে জস্ত গাদেশঃ নুম্ চ (বাহুলকাৎ কুঃ খঞ্জয়োঃপগৌ নুমাগমশ্চ। উণ্ ১।৩৭) ১ শনৈশ্চর, শনিগ্রহ। ২ পরিব্রাট্, পরিব্রাজক।

"ভিক্ষার্থং গমনং যস্য বিণ্মূত্রকরণায় চ।
যোজনান্ন পরং যাতি সর্ব্বথা পঙ্গুরেব সঃ॥" (চিন্তামণি)

(ত্রি) ৩ জঙ্ঘা বৈকল্যহেতু চলনাক্ষম, খঞ্জ, খোঁড়া, যাহারা চলিতে পারে না, পর্য্যায়—শ্রোণ, জঙ্ঘাহীন। (শব্দর°)

"কচ্চিদন্ধাংশ্চ মূকাংশ্চ পঙ্গূন্ ব্যাঙ্গানবান্ধবান্।
পিতেব পাসি ধর্ম্মজ্ঞ তথা প্রব্রজিতানপি॥" (ভারত ২।৫।১২৫)

যান হরণ করিলে পঙ্গু হয়।

"পুষ্পাপহৃজ্জরিগ্রস্ত পঙ্গুর্যানাপহারকঃ।" (মার্ক° পু° ১৫।৩১)

৪ বাতব্যাধিবিশেষ, এই রোগ জঙ্ঘায় আশ্রয় করিলে জঙ্ঘাবৈকল্য উপস্থিত হয়, তখন চলিবার শক্তিরোধ হইয়া যায়, এইরূপ অবস্থা হইলে তাহাকে পঙ্গু কহে। [খঞ্জ দেখ।]

পঙ্গু (পুং) ১ সহ্যাদ্রিখণ্ডবর্ণিত একজন সোমবংশীয় রাজা। ইনি সুরস্বতীভক্ত, বিশ্বামিত্রগোত্র এবং অশ্বিন্ (অশ্বিন্) রাজের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। অঙ্গহীন থাকায় ইহার পঙ্গু নাম হইয়াছিল। ইনি ঋষ্যশৃঙ্গের পরামর্শে নানা সৎকার্য্য করিয়া আরণ্যক নামে এক পুত্র লাভ করেন। (সহ্যাদ্রি ১৩২ অঃ)

২ চন্দ্রবংশীয় একজন রাজা। কামরাজের পুত্র।

(সহ্যাদ্রি° ১৩০।১৬)

পঙ্গুক (ত্রি) পঙ্গু-স্বার্থে কন্। পঙ্গু, খোঁড়া।

পঙ্গুগ্রাহ (পুং) ১ মকর নামক জলজন্তু। ২ মকররাশি।

পঙ্গুতা (স্ত্রী) পঙ্গোর্ভাবঃ, পঙ্গু-তল্-টাপ্। পঙ্গুত্ব। পঙ্গুর ধর্ম্ম।

পঙ্গুত্বহারিণী (স্ত্রী) পঙ্গুত্বং হরতি পঙ্গুত্ব-হৃ-ণিনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শিমুড়ীক্ষুপ। হিন্দীতে চঙ্গোনী গাছ। 'পঙ্গুল্যহারিণী' এইরূপ পাঠান্তর দেখা যায়।

পঙ্গুল (পুং) ১ সিতকাচাভ ঘোটক, শুক্লবর্ণ অশ্ব। (হেমচ°) ২ এরণ্ডবৃক্ষ। (বাভটসূত্র° ১৫ অঃ)

পঙ্গুল্যহারিণী (স্ত্রী) সেবনেন পঙ্গুল্যং পঙ্গুত্বং হরতি হৃ-ণিনি। শিমুড়ীক্ষুপ। (রাজনি°)

পচ, পাক। ভ্বাদি, উভয়পদী, সক, অনিট্। লট্ পচতি-তে। লোট্ পচতু, পচতাম্। লিট্ পপাচ, পেচতুঃ। পেচিথ। পপক্থ। পেচিব। পেচে। লুট্ পক্তা। লৃট্ পক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অপাক্ষীৎ, অপাক্তাং, অপাক্ষুঃ। অপক্ত, অপক্ষাতাং, অপক্ষাত। সন্ পিপক্ষতি-তে। যঙ্ পাপচ্যতে। যঙ্লুক্ পাপচীতি, পাপক্তি। ণিচ্ পাচয়তি, লুঙ্ অপীপচৎ। ক্ত্বাচ্-পক্ত্বা, ক্ত-পক্ব। পচধাতু দ্বিকর্ম্মক। পরি-পচ-পরিপাক, পরিণাম। উপসর্গপূর্ব্বক হইলে উপসর্গের অর্থানুসারে ধাতুর অর্থ হইবে।

পচ, ব্যক্তীকরণ। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ পচতে, পঞ্চতে। লিট্-পচতে, পঞ্চতে। লিট্ পেচে, পপঞ্চে। কাহারও কাহারও মতে—পচতি, পঞ্চতি, এইরূপ হইবে।

পচ, বিস্তার। চুরাদি, উভয়, সক, সেট্। লট্ পঞ্চয়তি-তে। লুঙ্ অপপঞ্চৎ-ত।

পচ (ত্রি) পচতি যঃ পচ-অচ্ (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩।১।১৩৪) পাককর্ত্তা।

পচক (হিন্দী) কাশ্মীরজাত একপ্রকার গুল্মের মূল (Cossyphus Aucklandia) স্থানভেদে ইহার বিভিন্ন নাম দেখা যায়। বাঙ্গাল ও সংস্কৃত কুড় ও কুষ্ঠ, আরব কুষ্ঠ-ই-হিন্দি, কুষ্ঠ-ই-আরবি, গ্রীক্—Kust, Kustus, হিন্দী—পচক, কুট, উপ্লেত, লাটিন—Costus Arabicus, মলয়—পচা, সিংহলী গড়্‌মহনেল, সিরীয়ভাষায়—কুষ্ঠা, তেলগু—চঙ্গলা প্রভৃতি। গাছগুলি সাধারণতঃ ৪।৫ হাত উচ্চ হইয়া থাকে। আশ্বিন কার্ত্তিকমাসে ইহার মূল উত্তোলন করিয়া টুকরা টুকরা কাটে ও পঞ্জাব দিয়া বোম্বাই ও কলিকাতা সহরে প্রেরিত হয় এবং তথা হইতে চীন, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশে নীত হয়। চীনবাসিগণ এই মূলের সৌগন্ধে বিমোহিত, ধুপধুনার ন্যায় তাহারা এই কাষ্ঠ জ্বালাইয়া সুবাস ছড়াইয়া থাকে। তাহাদের মতে ইহার গুণ কামোদ্দীপক। [কুষ্ঠ দেখ।]

পচত (পুং) পচতীতি পচ-অতচ্ (ভৃমৃদৃশিযজিপর্ব্বিপচ্যমিতমিনমিহর্য্যেভ্যোঽতচ্। উণ্ ৩।১১০) ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ ইন্দ্র। (ত্রি) ৪ পরিপক্ক।

"পচতং সহীয়ান্ বিধাম্বয়াহং তিয়ো অগ্রিমস্তা।" (ঋক্ ১।৬১।৭)

'পচতং পরিপক্বং' (সায়ণ)

পচতভৃজ্জতা (স্ত্রী) পচত ভৃজ্জত ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূরব্যংশকাদিত্বাৎ সমাসঃ। পাক কর, ভর্জ্জন কর এইরূপ আদেশক্রিয়া।

পচৎ (ত্রি) পচতি-যঃ, পচ-শতৃ (লেটঃ শত্রিতি। পা ২।২।১২৪) পাককর্ত্তা।

পচৎপুট (পুং) পচৎ পুটং যস্য। সূর্য্যমণিবৃক্ষ। (শব্দচ°)

পচতি (পুং) পচ-ধাতুস্বরূপে শতিচ্। পচধাতুর স্বরূপ

পচতিকল্প (স্ত্রী) ঈষদূনং পচতীতি তিঙন্তাৎ কল্পপ্। ঈষদূণ পাককর্ত্তা, অল্পকম এইরূপ পাককারক।

পচতিতরাম্ (অব্য) অতিশয়েন পচতি পচ-তরপ্, আম। অতিশয় পাককর্ত্তা।

তমপ্ প্রত্যয় করিয়া 'পচতিতমাং' এইরূপ পদও হইবে।

পচত্য (ত্রি) পচতে পাকে সাধু যৎ। পাকবিষয়ে সাধু।

(ঋক্ ৩।৫২।২)

পচন (ক্লী) পচ্যতে ইতি পচ-ভাবে ল্যুট্। পাক।

"দ্যোতনং পচনং পানমদনং হিমমর্দ্দনং।" (ভাগ° ৩।২৬।৪০)

পচ্যতেঽনেন ইতি পচেঃ করণে ল্যুট্। ২ পাকসাধন। (ঋক্ ১।১৬২।১২) (পুং) পচত্যসৌ ইতি পচ-কর্ত্তরি-ল্যু। ৩ অগ্নি। (শব্দচ°)। (ত্রি) ৪ পাককর্ত্তা।

পচনী (স্ত্রী) ভুক্তমজীর্ণাদিকং পচ্যতেঽনয়া পচ-করণে ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বনবীজপূরক, চলিত বনটাবা। (রাজনি°)

পচনেহী, বাঙ্কাজেলার একটী গ্রাম। বাঙ্কানগর হইতে ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে সাতটী হিন্দুমন্দির ও একটী মসজিদ আছে।

পচন্তী (স্ত্রী) ওদনাদীন্ পচতি পচ-শতৃ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পাককর্ত্রী।

পচপচ (পুং) পচপ্রকারঃ পচ-প্রকারে দ্বিত্বং বা পচস্ব পাককর্ত্তৃত্বাদেবমপি পচো বা। মহাদেব। (ভারতশান্তিপ° ২৮৬অঃ)

পচপ্রকুট (স্ত্রী) পচ প্রকুট ইত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়ায়াং ময়ূর-

ব্যংশকাদিত্বাৎ সমাসঃ। পাকচ্ছেদনার্থ নিয়োগক্রিয়া, পাক কর, ছেদনকর এইরূপ আদেশ।

পচমান (ত্রি) পচতেঽসৌ ইতি পচ-শানচ্ (লটঃ শতৃশানচৌ। পা ৩।২।১২৪) ১ পাককর্ত্তা। (পুং) ২ অগ্নি।

পচম্পচা (স্ত্রী) পচাং পচাং পচতি পচেঃ খস্, ততো মুম্ স্ত্রিয়াং টাপ্। দারুহরিদ্রা।

পচম্বা, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৪° ৯´২৯´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬° ১৮´৩৮´´ পূঃ। গিরিডি রেল ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানকার ক্ষুদ্র একটী পাহাড়ের উপরে প্রায় ১০।১২ কাঠা জমির অভ্যন্তর হইতে কতকগুলি তাম্রনির্ম্মিত পাত্র ও কুঠার প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

পচ্রান, অযোধ্যাপ্রদেশের গোণ্ডা তহসীলের অন্তর্গত একটী গ্রাম। জেলার সদর হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ইহার নিকটে ২০ ফিট্ উচ্চ একটী স্তূপ আছে, উহার উপরিভাগে একটী মন্দিরে পৃথ্বীনাথের লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা মানসিংহ টিপির উপরিস্থ জঙ্গল কাটিবার সময় এক বিগ্রহ প্রাপ্ত হন ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ এই স্থানটী প্রাচীন কালে পঞ্চারণ্য নামে খ্যাত ছিল। দ্বিতীয় টিপির উপর পৃথ্বীনাথের মন্দির স্থাপিত, তাহার বহির্দ্দিকস্থ ইষ্টকাদির গঠন দেখিলেই উহাকে বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া মনে হয়।

পচলবণা (স্ত্রী) পচ লবণমিত্যুচ্যতে যস্যাং ক্রিয়াং ময়ূরব্যংশকাদিত্বাৎ সমাসঃ। লবণ পাক কর এইরূপ আদেশ।

পচা (স্ত্রী) পচ্যতে ইতি পচেৰ্ভিদাদ্যঙ্, ততষ্টাপ্। ১ পাক। (অমর) পচত্যসৌ পচাদ্যচ্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ পাককর্ত্রী।

পচা (দেশজ) বিকৃত, নষ্ট।

পচাই, এ প্রকার মাদক দ্রব্য। চাউল, ভুট্টা বা দে-ধান প্রথমে সিদ্ধ করিয়া মাদুরের উপর ছড়াইয়া ঠাণ্ডা করিতে দেয়। পরে ঐ সিদ্ধ শস্যে বাকর নামক গুল্ম উত্তমরূপে মিশাইয়া একটী মাটির জালার মধ্যে রাখে। কএকদিন মধ্যে উহা পচিয়া উঠিলে, পানোপযোগী হয়।

পচাকাল (দেশজ) বর্ষাকাল, ভাদ্রমাস। যথা পচা ভাদ্র।

পচাত্তর (দেশজ) ৭৫ সংখ্যা।

পচাড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রায়গড়ের নিকটবর্ত্তী একখানি গ্রাম। এখানে শিবাজী রসদসংগ্রহের জন্য একটী কেল্লা নির্ম্মাণ করেন। এখানকার রামস্বামীর মন্দির বিখ্যাত।

পচাপাত, ওষধিবিশেষ (Marrubium Odoratissimum) মুসলমান বণিকগণ এই পত্রের বিস্তৃত আমদানী করেন। তামাকুর মসলার সুগন্ধির জন্য ইহা মিশ্রিত করা হয়। স্ত্রীলোকদিগের মাথার কেশ এবং বস্ত্রাদি গন্ধযুক্ত করিবার জন্য ইহার আদর দেখা যায়। ভারতবর্ষ, সিংহল ও মলয়দ্বীপপুঞ্জে এই বৃক্ষ অধিক জন্মে।

পচাদি (পুং) পচ আদি র্যত্র। পাণিন্যুক্ত গণভেদ। যথা— পচ, বচ, বপ, বদ, চল, পত, নদট্, ভষট্, প্লবট্, চরট্, গরট্, তরট্, চোরট্, গাহট্, সূরট্, দেবট্, দোষট্, রজ, মদ, ক্ষপ, সেব, মেষ, কোষ, মেধ, নর্ত্ত, ব্রণ, দর্শ, দনৃত, দর্প, জার, ভর, শ্বপচ। (পাণিনি) এই পচাদি ধাতুর উত্তর অচ্ প্রত্যয় হয়। অচ্ প্রত্যয়নিমিত্তক এই সকল ধাতুকে পচাদিগণ কহে।

পচন (দেশজ) বিকৃত করণ।

পচানী (দেশজ) ১ পূতিত্ব। ২ পচা বা গলা অবস্থা।

পচাল (দেশজ) মন্দকথা, খারাপ, কটূক্তি।

পচালিয়া (দেশজ) যে খারাপ কথা বলে।

পচাশী (দেশজ) ৮৫ সংখ্যা।

পচি (পুং) পচতীতি পচ-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্যঃ ইণ্। উণ্ ৪।১১৭) ১ অগ্নি। ২ পচন।

পচিশ (দেশজ) ২৫ সংখ্যা।

পচিশী (হিন্দি) সতরঞ্চ ক্রীড়াবিশেষ। পাশা খেলার হাড়ের তিনটী পাশা লইয়া যেরূপ ঘুটীর চাল হয়, তদ্রূপ এই খেলায় ৬ বা ৭টী কড়ি লইয়া খেলিতে পারা যায়। ৬টী কড়ির খেলায় পঁচিশ পর্য্যন্ত চাল হয় বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই খেলা 'দশপঁচিশ' নামে প্রচলিত, একটী ছকে চারিজন খেলিতে পারে, প্রত্যেকের চারিটী ঘুটী, ছকের এক এক দিকের ২৪টী করিয়া ৯৬টী চতুরস্র ঘর আছে। ৭টী কড়িতে ৩০ সংখ্যা পর্য্যন্ত চাল হয়, কিন্তু ৭টী কড়ির খেলা হিন্দুস্থানে চলে না।

পচেলিম (পুং) পচত্যসৌ পচ-এলিমচ্ (পচ এলিমচ্। উণ্ ৪।৩৭) ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি।

(ত্রি) স্বয়মেব পচ্যতে পচঃ কর্ম্মকর্ত্তরি কেলিমঃ। ৩ কর্ত্তার আয়াস ভিন্ন স্বয়ং পক্ব, যাহা আপনাপনি পক্ব হয়। যথা— 'ভূমিরুপ্তবীজমাত্রা তদৈব প্রচুরপচেলিমফলব্রীহিস্তবকসম্বলিতা ন ভবতি।' (মনুটীকা কুল্লূক ৪।১৭২)

পচেলুক (পুং) পচত্যোদনাদীন্, পচো বাহুলকাদাদেলূর্কঃ। সূদ, পাচক, যে ওদনাদি পাক করে। (ত্রিকাণ্ড)

পচোমী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের বরেলী জেলাস্থ একটী গ্রাম। বরেলী হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও স্তূপসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে পূর্ব্বকীর্ত্তির অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। দারুণ বর্ষার সময়ে

এখানকার বৃহৎ স্তূপ ধুইয়া ভারতবর্ষের শক নৃপতিগণের প্রচলিত তাম্র মুদ্রা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ সকল ধ্বংসরাশি দেখিলে এই স্থানকে প্রাচীন 'পঞ্চভূমি' বলিয়া মনে হয়। মুসলমানগণ 'বাহিদ্‌পুর পচৌমী' বলিয়া থাকে।

পচ্য (ত্রি) পচ-কর্ম্মণি যৎ। পাকার্হ, পাকযোগ্য।

পচ্যমান (ত্রি) পচ্যতেঽসৌ পচ-কর্ম্মণি শানচ্। বর্ত্তমান পচনকর্ম্মতাশ্রয়, বর্ত্তমান পাকবিশিষ্ট তণ্ডুলাদি।

পচ্ছস্ (অব্য) বীপ্সার্থে পাদং পাদমিতি পদ্ভাবং, ততঃ শস্। পদে পদে, চরণে চরণে।

পচ্ছেগাম, বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত গোহেলবাড় বিভাগস্থ একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। জুনাগড়ের নবাব ও বরোদার গাইকোবাড়কে এখানকার অধিপতি কর দিয়া থাকেন। এখানে নাগর ব্রাহ্মণগণের বাস অধিক।

পচ্ছোহা, অযোধ্যাপ্রদেশের হার্দোইজেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। এখানকার অধিবাসিগণ পন্‌বার জাতীয়।

পঞ্জ, আবরণ, রোধ। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট, ইদিৎ। লট্ পঞ্জতি। লোট পঞ্জতু। লিট-পপঞ্জ। লুঙ্ অপঞ্জীৎ। লুট্- পঞ্জিতা। লৃট্ পঞ্জিষ্যতি।

পজ্জ (পুং) পদ্ভ্যাং জাতঃ, পদ-জন কর্ত্তরি-ড। শূদ্র। (হেম) শূদ্র পদ হইতে জন্মগ্রহণ করে, এই জন্ত শূদ্রকে পজ্জ কহে।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যৎ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত॥" (শ্রুতি)

পজ্ঝটিকা (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্তভেদ। এই বৃত্তের প্রতি চরণে ১৬টী মাত্রা থাকিবে, ইহার মধ্যে প্রথমপাদে প্রথম ৪টী লঘু, আর ১২টী গুরু, দ্বিতীয়পাদে প্রথম ৪টী লঘু, পরে ১ গুরু, তাহার পর দুইটী লঘু, আর একটী গুরু, পরে দুইটী লঘু ও দুইটী গুরু, তৃতীয় চরণে প্রথম গুরু, পরে ৬টী লঘু, ১টী গুরু, ২টী লঘু ও ২টী গুরু, চতুর্থ চরণ তৃতীয় চরণের তুল্য হইবে।

"প্রতিপদযমকিতষোড়শমাত্রা নবমগুরুত্ববিভূষিতগাত্রা।
পজ্ঝটিকা পুনরত্র বিবেকঃ কাপি ন মধ্যগুরুর্গণ একঃ॥" (বৃত্তর°)

প্রথম চরণ— ।।।।ऽऽऽऽऽऽ দ্বিতীয় চরণ—।।।।ऽ।।ऽ।।ऽऽ।
তৃতীয় চরণ— ऽ।।।।।।ऽ।।ऽऽ চতুর্থ চরণ ऽ।।।।।।ऽ।।ऽऽ॥
প্রতি চরণে—১৬ মাত্রা হইবে।

উদাহরণ—

"মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥"(মোহমুদ্গর)

২ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা।

পজ্র (ত্রি) ১ হবির্লক্ষণান্নযুক্ত। ২ পাপদ্বারা জীর্ণ।
"পাপা ভদ্রমুপজীবন্তি পজ্রাঃ।" (ঋক্ ১।১৯০।৫)
'পজ্রাঃ হবির্লক্ষণান্নবন্তঃ, পাপেন জীর্ণা বা।" (সায়ণ)

(পুং) ৩ অঙ্গিরার নামান্তর। "পজ্রেষু স্তোমো দুর্য্যো ন যূপঃ" (ঋক্ ১।৫১।১৪) 'পজ্রেষু পজ্রা ইত্যঙ্গিরসামাখ্যা। পজ্রা বা অঙ্গিরসঃ পশুকামস্তপোঽতপ্যন্ত' (সায়ণ) ৪ প্রার্জ্জিত, প্রকর্ষরূপে সম্পাদিত। (ঋক্ ৬।৫৯।৪)।

পজ্রহোষিন্ (ত্রি) প্রসিদ্ধ স্তোতা ইন্দ্র ও অগ্নি। "পজ্রহোষিণা ন দেবা ভ্রসথঃ" (ঋক্ ৬।৫৯।৪) 'পজ্রহোষিণা পজ্রঃ প্রার্জ্জিতঃ প্রসিদ্ধঃ হোষঃ ঘোষঃ স্তোত্রং যয়োঃ হে দেবা দেবৌ (সায়ণ)।

পজ্রিয় (পুং) অঙ্গিরাকুলজাত। "যুবং নরাস্তুবতে পজ্রিয়ায়" (ঋক্ ১।১১৬।৭) 'পজ্রিয়ায় পজ্রা ইত্যঙ্গিরসাং আখ্যা, তেষাং কুলে জাতায়' (সায়ণ)।

পঞ্চ [পঞ্চন্ দেখ]

পঞ্চক (ত্রি) পঞ্চৈব ইতি স্বার্থে কন্। ১ পঞ্চ, পঞ্চসংখ্যান্বিত।
"সংখ্যাদিপঞ্চকং কালদিশোঃ শব্দশ্চ তে চ খে।"(ভাষাপরি° ৩৩)

২ পঞ্চকাধিকৃত শাস্ত্র, শকুনশাস্ত্র। পঞ্চ অংশো ভাগো বেতনং মূল্যং বাঽস্য, কন্। ৩ পঞ্চাংশযুক্ত। ৪ পঞ্চভূতিযুক্ত। ৫ পঞ্চমূল্যান্বিত। পঞ্চাঽস্মিন্ বৃদ্ধ্যাদিরূপেণ দীয়ন্তে 'তদস্মিন্ বৃদ্ধ্যায়লাভশুল্কোপদা দীয়তে' ইতি কন্। ৬ বৃদ্ধ্যাদিরূপে দীয়মান পঞ্চসংখ্যাযুক্ত শতাদি। বৃদ্ধ্যাদিনা দীয়ন্তেঽস্মৈ কন্। ৭ বৃদ্ধ্যাদিদ্বারা দীয়মান পঞ্চসংখ্যান্বিত-দ্রব্যসম্প্রদান। পঞ্চমেন রূপেণ গ্রহণং কন্। পঞ্চমরূপে কোন বস্তুর গ্রহণ। ৯ পঞ্চমরূপ গ্রাহক। ১০ পঞ্চ সংখ্যায়াং কন্। পঞ্চসংখ্যা। ১১ ধনিষ্ঠাদি ৫টী নক্ষত্র।

"অগ্নিচৌরভয়ং রোগঃ রাজপীড়া ধনক্ষতিঃ।
"সংগ্রহে তৃণকাষ্ঠানাং কৃতে বস্বাদিপঞ্চকে॥" (চিন্তামণি)

পঞ্চভিঃ ক্রীতং পঞ্চ-কন্। পঞ্চদ্বারা ক্রীত দ্রব্যবিশেষ।

পঞ্চকপাল (ত্রি) পঞ্চসু কপালেষু সংস্কৃতঃ পুরোডাশঃ (সংস্কৃতং ভক্ষাঃ। পা ৪।২।১৬) ইত্যন্ ততো দ্বিগোর্লুগনপত্যে। পা ৪।১।৮৮) ইত্যণো লুক্। যজ্ঞবিশেষ। "পরা বা এব যজ্ঞং পশূন্ বপতি যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে পঞ্চকপালঃ পুরোডাশঃ ভবতি।" (শ্রুতি)। পঞ্চানাং কপলানাং সমাহারঃ পরনিপাতঃ। (স্ত্রী) ২ কপালপঞ্চক।

পঞ্চকর্ণ (ত্রি) উত্তপ্ত লোহের দ্বারা পঞ্চচিহ্নিত কর্ণ। (গবাদির)

পঞ্চকর্পট (পুং) একটী প্রাচীন জনপদ। মহাভারতে লিখিত আছে, নকুল পশ্চিমদিক্ জয়কালে এই স্থান অধিকার করিয়া ছিলেন।

পঞ্চকর্ম্মন্ (স্ত্রী) পঞ্চানাং কর্ম্মণাং সমাহারঃ। বৈদ্যকোক্ত কর্ম্মপঞ্চকভেদ, পঞ্চপ্রকার শারীরিক চিকিৎসাবিশেষ।

"বমনং রেচনং নস্তং নিরূহশ্চানুবাসনম্।
পঞ্চকর্ম্মেদমঙ্গচ্ছ কর উৎক্ষেপণাদিকম্॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

বমন, রেচন, নস্ত, নিরূহবস্তি ও অনুবাসন এই ৫টী কর্ম্ম। ২ ভাষাপরিচ্ছেদোক্ত পঞ্চ কর্ম্ম।

"উৎক্ষেপণং ততোঽবক্ষেপণমাকুঞ্চনং তথা।
প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ ৬)

উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই ৫টী কর্ম্ম। [ইহাদের বিশেষ বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (ক্লী) হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও জিহ্বা। এই ৫টী ইন্দ্রিয়কে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় কহে। (চরক)

পঞ্চকলস, বোম্বাই প্রদেশবাসী শূদ্রজাতিভেদ। পূর্ব্বে ইহাদের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। ভূমিকর্ষণ, দুগ্ধদোহন ও দুগ্ধবিক্রয় ইহাদের ব্যবসায় ছিল। এখন ইহারা পূর্ব্ব ব্যবসা ত্যাগ করিয়া মহাজনী অথবা গবর্মেণ্টের অধীনে মজুরী বা কেরাণীর কার্য্য করিতেছে এবং সমাজে উন্নতি লাভ করিয়া আপনাদিগকে রাজপুতবংশীয় ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বরের চতুর্দ্দোলার উপরে পাঁচটী কলস তুলিয়া বরযাত্রার সঙ্গে পথে লইয়া যাইত। প্রায় ত্রিশবৎসর হইল, ইহারা এই নিকৃষ্ট কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সমাজ গঠন করিয়াছে।

পঞ্চকষায় (পুং) পঞ্চবিধঃ কষায়ঃ অথবা পঞ্চানাং বৃক্ষাণাং কষায়ঃ, বল্কলরসঃ। পঞ্চপ্রকার কষায়দ্রব্য। মহাস্নানে পঞ্চকষায় দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

"জম্বুশাল্মলিবাট্যালং বকুলং বদরং তথা।
কষায়াঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়া দেব্যাঃ প্রীতিকরাঃ শুভাঃ॥" (দুর্গোৎসবপ°)

জম্বু, শাল্মলি, বাট্যাল (বেড়েলা), বকুল ও বদর এই পঞ্চপ্রকার বৃক্ষের ছাল সমপরিমাণে ভিজাইয়া রাখিলে পঞ্চকষায় হইয়া থাকে। এই পঞ্চকষায় ভগবতী দুর্গার অতিশয় প্রিয়।

পঞ্চকাম (পুং) পঞ্চ কামাঃ কর্ম্মধারয়ঃ, সংজ্ঞাত্বাৎ ন দ্বিগুঃ। পঞ্চপ্রকার কাম অর্থাৎ কামদেবের ৫টী নাম।

"পঞ্চকামা ইমে দেবি! নামানি শৃণু পার্ব্বতি।
কামমন্মথকন্দর্পমকরধ্বজসংজ্ঞকাঃ॥
মীনকেতুর্মহেশানি পঞ্চমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।" (তন্ত্রসার)

কাম, মন্মথ, কন্দর্প, মকরধ্বজ ও মীনকেতু, ইহাদিগকে পঞ্চ কাম কহে। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

পঞ্চকীর (পুং) জলকুক্কুভ। (ত্রিকা°)

পঞ্চকুল, প্রাচীন হিন্দুরাজগণের প্রবর্ত্তিত একটী নগরস্থরক্ষিণী সভা, পাঁচজন সদস্য দ্বারা সভার সমুদায় কার্য্য পরিচালিত হইত। এই পাঁচ ব্যক্তি পাঁচটী সম্ভ্রান্ত বংশ হইতে নির্ব্বাচিত হইত। ক্রমশঃই পঞ্চকুল উপাধিবিশেষে পরিণত হয়। এখনও কোন কোন বিশিষ্ট কায়স্থ বংশে উক্ত উপাধি অপভ্রংশে 'পঞ্চোলী' নামে পরিণত হইয়াছে।

পঞ্চকি-মহল, বিষ্ণুপুরের রাজবংশপ্রদত্ত কতকগুলি লাখরাজ মহল। প্রচলিত হারের পঞ্চমাংশ লইয়া এই সকল ভূমি বিলি হইয়াছিল। ধর্ম্মবিবৃতির জন্ত অথবা অন্ত কোন কার্য্যে রাজারা ঐ সমস্ত জমি দান করিয়াছেন। কথা থাকে, ইংরাজ গবর্মেণ্ট উহার আর খাজনার হার বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না।

পঞ্চকৃত্য (পুং) পঞ্চং বিস্তৃতং কৃত্যং শাখাপল্লবাদিকং যত্র। পঞ্চপৌড়বৃক্ষ, হিন্দী পখোড়। (রাজনি°)। (ক্লী) পঞ্চং প্রপঞ্চিতং কৃত্যং কার্য্যং সৃষ্ট্যাদিকম্। সৃষ্টি প্রভৃতি পঞ্চ প্রকার কার্য্য।

"যস্মিন্ সৃষ্টিস্থিতিধ্বংসবিধানানুগ্রহাত্মকং।
কৃত্যং পঞ্চবিধং শশ্বদ্ভাসতে তং নুমঃ শিবম্॥" (চিন্তামণি)

সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস, বিধান ও অনুগ্রহ এই ৫ প্রকার কার্য্য। এই পঞ্চকার্য্যের নাম পঞ্চকৃত্য। যাহাতে এই পঞ্চকৃত্য আছে, সেই মহাদেবকে নমস্কার।

পঞ্চকৃষ্ণ (পুং) সৌম্যকীটভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থান ৮ অ°)

পঞ্চকোট, মানভূম জেলার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। বরাকর হইতে ১০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ-পূর্ব্বপাদমূলে একটী দুর্গ নির্ম্মিত ছিল। একসময়ে এইস্থান রাজপ্রাসাদরূপে গণ্য ছিল। এখন ঐ সকল প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংসাবশেষরূপে পরিণত হইয়াছে। এই পর্ব্বতস্থ রাজাবাসের পঞ্চকোট নাম হইবার কারণ অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, এখানকার রাজগণ পাঁচটী বিভিন্ন সামন্তরাজের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, 'কোট' পাঁচটী স্বতন্ত্র প্রাচীর দ্বারা রক্ষিত থাকায় এই স্থানের নাম 'পঞ্চকোট' হইয়াছে। স্থানবাসীরা এই স্থানকে পঞ্চকোটের অপভ্রংশে পচেত বা পঞ্চেত বলিয়া থাকে।

দুর্গের উত্তরাংশে উন্নত গিরিমালা বিরাজিত এবং পশ্চিম-দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে একটীর পর আর একটী এইরূপ ক্রমান্বয়ে ৪টী কৃত্রিম প্রাচীর এবং তাহার ভিতরদিকে স্বভাবজাত পর্ব্বতের উচ্চনিম্ন ভূমিভাগসকল আর একটী স্বতন্ত্র-প্রাচীরের মত দণ্ডায়মান হইয়া দুর্গটী রক্ষা করিতেছে। প্রত্যেক প্রাচীরের মধ্যস্থলে গভীর ও বিস্তৃত খাল কাটা আছে, ইহা এরূপভাবে পর্ব্বতগাত্রস্থ স্রোতোমালার সহিত

সংযোজিত যে, তাহাতে ইচ্ছামত জল ধরিয়া রাখা যায়। আজপর্য্যন্তও ঐ নালাগুলিতে জলসঞ্চার হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রাচীরগুলিতে অনেক দ্বার ছিল। এখন প্রাচীর-গাত্রস্থ গর্ত্তগুলিই তাহার প্রমাণ দিতেছে, একটীরও দ্বার নাই। দুর্গের চারিদিকে পাথর কাটিয়া যে চারিটী বৃহৎ দ্বার রক্ষিত ছিল, এখনও তাহার কতক কতক দেখিতে পাওয়া যায়। আঁক দুয়ার, বাজার মহল দুয়ার বা দেশবাঁধ দুয়ার, খড়িবাড়ি দুয়ার ও দুয়ার বাঁধ, শেষোক্ত দ্বারটী আজিও সম্পূর্ণ আছে, এখনও বাহিরের খাত হইতে ভিতরে দুয়ার বাঁধ দিয়া জল প্রবেশ করিয়া থাকে। দুর্গের বহিঃস্থ প্রাচীরটী লম্বে পাঁচ মাইল। তথাকার লোকে বলে যে, দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকাররূপী পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত সমুদায় স্থান প্রায় ১২ বর্গ মাইল।

এখানে অনেক প্রাচীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি গৃহ বা মন্দিরের চতুর্দ্দিকে খাল কাটা থাকায় এবং কোনটী বা গভীর জঙ্গলে আবৃত হওয়ায় তাহার ভিতরে গমনের বিশেষ সুবিধা নাই। ছাঁচে ঢালাই ইষ্টকাদি কাটিয়া অথবা মৃত্তিকানির্ম্মিত অনেক পুত্তলিকা প্রায় সকল স্থানেই লক্ষিত হয়। পর্ব্বতগাত্রে প্রায় ৩০৫ ফিট্ উচ্চে দুর্গের অব্যবহিত সম্মুখদিকে অনেকগুলি বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যযুক্ত মন্দির আছে, তন্মধ্যে রঘুনাথের মন্দির ও তাহার মহামণ্ডপ উল্লেখ-যোগ্য। রাজা রঘুনাথের নামানুসারে এই মন্দিরের নামকরণ হইয়াছে। পর্ব্বতের পাদদেশে অনেক সুন্দর মন্দির ও বৃহৎ বৃহৎ গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুদৃঢ় বিস্তৃত ধ্বংসবাটিকাদি প্রায় শতবৎসরমধ্যেই গভীর জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে। দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদে যে চৌবাচ্চা ও মকরমুখী ফোয়ারা আছে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। কাশী-পুরের বর্ত্তমান রাজা নীলমণিসিংহ দেবের বৃদ্ধ প্রপিতামহ রঘু-নাথনারায়ণ সিংহ দেব প্রথমে পঞ্চকোট পরিত্যাগ করিয়া কেশরগড়ে আসিয়া বাস করেন, পরে নীলমণির পিতা পুনরায় কাশীপুরে স্থান পরিবর্ত্তন করেন।

এখানকার 'দুয়ার বাঁধ' খড়িবাড়ি দ্বারের উত্তরে বাঙ্গালা অক্ষরে খোদিত যে শিলাফলক আছে, তাহাতে "শ্রীবীর হাম্বির" নামের উল্লেখ দেখা যায়। ইনি বনবিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ছাতনা প্রভৃতি স্থানে রাজত্ব করিতেন। এই সকল দেখিয়া বেশ অনুমান করা যায় যে, সম্রাট্ অকবরশাহ যখন দিল্লীর সিংহাসনে এবং রাজা মানসিংহ বাঙ্গালার প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, সেই সময়ে অথবা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই পঞ্চকোটের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। পঞ্চকোটের পূর্ব্বতন রাজবংশের উৎপত্তি ও রাজপদপ্রাপ্তিসম্বন্ধে এইরূপ একটী বংশেতিহাস পাওয়া যায়।

কাশীপুরের অনন্তলাল নামে জনৈকরাজা সস্ত্রীক পুরুষোত্তম দর্শনাভিলাষে পুরী অভিমুখে গমন করেন। পথিমধ্যে গর্ভবতী রাণী অরুণবনে (বর্ত্তমান পচেত বা পঞ্চকোট নামক বন্য-বিভাগে) একটী সন্তান প্রসব করেন। তীর্থযাত্রায় বিলম্ব হেতু পাছে পুণ্যলাভে বিমুখ হইতে হয়, এই ভয়ে রাজা ও রাণী অনিচ্ছাসত্বেও পুত্রটীকে সেইখানে রাখিয়া ঠাকুরদ্বার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে অরুণবনে কপিলাগাই ভ্রমণ করিতে ছিলেন, তিনি দয়াপরবশ হইয়া তাহার ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। একদা একদল শীকারী আসিয়া জীবিত শিশুকে দেখিতে পায় এবং তাহাকে লইয়া পাবাপুরে গমন করে। এখানে শিশুটী পরিবর্দ্ধিত হইলে, দেশবাসিগণ তাহাকে মাঝি বা দলপতিত্বে বরণ করে। ক্রমশঃ রাজার অভাবে চৌরাশি পরগণার (শিখরভূম) রাজপদে তাহাকেই মনোনীত করা হইল। অন্য বংশাবলীমতে রাজা ও রাণী স্ব-ইচ্ছায় পুত্রটীকে পরিত্যাগ করেন নাই। যাত্রাকালে শিশুটী হস্তিপৃষ্ঠ হইতে পড়িয়া যায়। তাঁহারা পুত্রটীকে মৃতজ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। পুরুলিয়ার দক্ষিণাংশস্থ কপিলা পাহাড়ে কপিলাগাই ছিল, সেই কপিলা দুগ্ধদানে পুত্রটী বাঁচাইয়া রাখে। কালে অদৃষ্টফলে পাঁচজন রাজা কর্ত্তৃক তিনি গোমুখীরাজনামে পঞ্চকোটে প্রতিষ্ঠিত হন। কেহ কেহ বলেন, ইঁহারা রাজপুতবংশীয়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রথমে মানভূমে ও তৎপরে জয়-আশায় প্রণোদিত হইয়া এই স্থানে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন।

পাদশাহ নামায় লিখিত আছে যে, পঞ্চকোটের জমিদার রাজা বীরনারায়ণ সম্রাট্ শাহজহানের রাজত্বকালে সাতশতী মনসব্দারপদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার রাজত্বের ৬ষ্ঠ বৎসরে (১০৪২-৪৩ হিজিরায়) বীরনারায়ণের প্রাণবিয়োগ হয়। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর রাজত্বসময়ে ১১৩৫-১১৫০ বঙ্গাব্দে এখানে রাজা গরুড়নারায়ণ রাজত্ব করিতেন। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ নারায়ণের রাজত্বসময়ে ঝালিদা পরগণা ইঁহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

এখানকার বাউড়ীজাতির মধ্যে ভদ্রাবতীর পূজা ও উৎসব প্রচলিত আছে। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে পূজা হয় বলিয়া ইহা ভাদুনামে খ্যাত হইয়াছে। পূজান্তে দুবী বাঁধে প্রতিমা বিসর্জ্জন হইয়া থাকে। প্রবাদ এইরূপ যে, পঞ্চকোটের কোন রাজার একটী অলোকসামান্যরূপসম্পন্না ও দয়াশীলা কন্যা ছিল। তথাকার অধিবাসিগণ তাঁহার দয়াগুণে মুগ্ধ হইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা সাক্ষাৎ দয়াদেবী বলিয়া তাঁহাকে মনে



করিত। তিনি বাউড়ী প্রভৃতি নিকৃষ্টজাতির দরিদ্রতা দর্শনে দুঃখিত হইয়া দয়ার্দ্রহৃদয়ে তাহাদিগকে বহু ধন দান করিতেন। এই কন্যা অতি অল্পবয়সেই ভাদ্রমাসে কালের করাল গ্রাসে পতিত হয়, কাশীপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসিগণ তাঁহার বিয়োগে শোকসন্তপ্ত হইয়া তাঁহার পূজা ও উপাসনা করিতে আরম্ভ করে। কেহ কেহ বলেন, ভাদু উৎসব সর্ব্বপ্রথমে পঞ্চকোটের রাজভবন হইতে সাধারণে প্রচারিত হয়। কন্যা ভদ্রাবতীর মৃত্যুতে কাতর হইয়া রাণী স্বয়ং একটী ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া পূজা আরম্ভ করেন, ক্রমশঃই এই পূজাপদ্ধতি বাউড়ী প্রভৃতি জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

পঞ্চকোণ (ক্লী) ১ পঞ্চকোণাত্মক ক্ষেত্রবিশেষ। ২ তন্ত্রোক্ত যন্ত্রবিশেষ। ৩ লগ্নাবধি নবম ও পঞ্চমাত্মক স্থান।

পঞ্চকোল (ক্লী) পাচনবিশেষ। পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিত্রকমূল ও শুঁঠ এই পাঁচ প্রকার দ্রব্য সমভাগে মিশাইলে এই পাচন হয়।

"পঞ্চকোলং কণামূলং কৃষ্ণা চব্যাগ্নিনাগরৈঃ।" (শব্দচ°)

"পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
পঞ্চভিঃ কোলমাত্রং যৎ পঞ্চকোলং তদুচ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

এই পাচন গুণ—কটু, রুচিকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, গুল্ম, প্লীহা, উদর ও শূলনাশক। ইহা একটী শ্রেষ্ঠ পাচন। (ভাবপ্র°)

পঞ্চকোলঘৃত (ক্লী) চরকোক্ত ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—গব্য ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ পিপ্পলীমূল, চই, চিত্রক, নাগর, প্রত্যেকে একপল, দুগ্ধ /৪ সের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিতে হইবে। এই ঘৃত গুল্মরোগনাশক।

(চরক চিকি° ৫ অঃ)

পঞ্চকোষ (পুং) পঞ্চ চ তে কোষাশ্চেতি, সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধারয়ঃ। বেদান্তমতসিদ্ধ কোষপঞ্চক, অন্নময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ, বিজ্ঞানময়কোষ ও আনন্দময়কোষ এই পঞ্চকোষ। অন্নের বিকার বলিয়া স্থূলশরীর অন্নময়কোষ, যাহা কিছু ভোজন করা যায়, শরীর তাহারই বিকার, এই জন্য শরীর অন্নময়কোষ। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় সহিত প্রাণপঞ্চক প্রাণময়কোষ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত মন মনোময়কোষ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময়কোষ, অহঙ্কারাত্মক বা অবিদ্যাত্মক আনন্দময়কোষ। (শিবগীতা) পঞ্চদশীতে পঞ্চকোষের বিবয় এইরূপ লিখিত আছে—

"পিতৃভুক্তান্নজাদ্বীর্য্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে।
দেহঃ সোঽন্নময়ো নাত্মা প্রাক্ চোর্দ্ধং তদভাবতঃ॥" (অন্নময়কোষ)
পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জ্জনাৎ॥ (প্রাণময়কোষ)
অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ॥ (মনোময়কোষ)
লীনা সুপ্তৌ বপুর্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্॥ (বিজ্ঞানময়কোষ)
কাচিদন্তর্মুখা বৃত্তিরানন্দপ্রতিবিম্বভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে।
কাদাচিৎকত্বতো নাত্মা স্যাদানন্দময়োঽপ্যয়ম্॥" (আনন্দময়)
(পঞ্চদশী)

পঞ্চক্রোশী (স্ত্রী) পঞ্চানাং ক্রোশানাং সমাহারঃ। কাশীর মধ্যস্থিত দীর্ঘ ও বিস্তৃতিযুক্ত ৫ ক্রোশ স্থান। কাশীতে পাপকার্য্য করিলে পঞ্চক্রোশীতে বিনষ্ট হয়, পঞ্চক্রোশীকৃত পাপ অন্তর্গৃহে নাশ হয়।

"বারাণস্যাং কৃতং পাপং পঞ্চক্রোশ্যাং বিনশ্যতি।
পঞ্চক্রোশ্যাং কৃতং পাপং অন্তর্গৃহে বিনশ্যতি॥" (কাশীখ°)

পঞ্চক্ষারগণ (পুং) পঞ্চানাং ক্ষারাণাং গণঃ। ক্ষারপঞ্চক, পঞ্চলবণ।

"ক্ষারৈস্তু পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ পঞ্চক্ষারাভিধো গণঃ।
কাচসৈন্ধবসামুদ্রবিট্সৌবর্চ্চলকৈঃ সমৈঃ।
স্যাৎ পঞ্চলবণং তচ্চ মুক্তোপেতং বড়াহ্বয়ম্।" (রাজনি°)

কাচ লবণ, সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট্ ও সৌবর্চ্চলবণ এই পঞ্চ লবণকে পঞ্চক্ষার কহে।

পঞ্চখট্ব (ক্লী) পঞ্চানাং খট্বানাং সমাহারঃ। পঞ্চখট্বার সমাহারঃ। সম্মিলন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ পঞ্চখট্বী।

পঞ্চগঙ্গ (অব্য) পঞ্চানাং গঙ্গানাং নদীনাং সমাহারঃ। ১ পাঁচটী সমাহৃত নদী। ২ কাশীস্থিত পঞ্চনদতীর্থ।

পঞ্চগঙ্গা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কোল্হাপুর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। ইহার তীরস্থ নাগরথান ও বিড় বা বেরড় গ্রামে অনেক প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চগঙ্গাঘাট, পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামের অন্তর্গত একটী পবিত্র তীর্থ। বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক রামানন্দ এখানে বাস করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার বাসভূমিতে পূর্ব্বে একটী ভজনা মন্দির ছিল। এখন কেবলমাত্র প্রস্তরের বেদী দৃষ্ট হয়।

পঞ্চগড়, উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী পরগণা। এখানে সর্ব্বসমেত ১০টী ক্ষুদ্র নগর আছে। ভূপরিমাণ ৪২॥০ বর্গমাইল। এখানকার অধিবাসিগণ ব্রাহুই জাতির গিচকী-শাখাসম্ভূত। কৃষিকার্য্যই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা।

পঞ্চগণ (পুং) পঞ্চানাং গণো যত্র। বৈদ্যকোক্ত গণবিশেষ।

ভূঁইকুমড়া, বৃহতী, চাকুলে, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর এই ৫টী দ্রব্যকে পঞ্চগণ কহে।

"বিদারী গন্ধা বৃহতী পৃশ্নিপর্ণীর্নিদিগ্ধিকা।" (রাজনি°)

পঞ্চগণি, (বা পাঞ্চগণি) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা-জেলার অন্তর্গত একটী স্বাস্থ্যনিবাস। সহ্যাদ্রি পর্ব্বতের যে শাখা মহাবালেশ্বর হইতে বাই অভিমুখে বিস্তৃত, সেই শাখার উপরে মহাবালেশ্বর হইতে ১১ মাইল পূর্ব্বে এবং বাই হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৩৭৮ ফিট্ উচ্চে এই স্বাস্থ্যনিবাস অবস্থিত।

পঞ্চগত (ত্রি) বীজগণিতোক্ত পঞ্চবর্ণযুক্ত রাশি।

পঞ্চগব (ক্লী) পঞ্চানাং গবাং সমাহারঃ, সমাসে টচ্‌সমাসান্তঃ ক্লীবত্বা চ। পঞ্চগোর সমাহার।

পঞ্চগবধন (ত্রি) পঞ্চগাবো ধনং যস্য। পঞ্চসংখ্যান্বিত গবধনস্বামী।

পঞ্চগব্য (ক্লী) গোর্বিকারঃ গব্যং, পঞ্চগুণিতং গব্যং। গোসম্বন্ধী পঞ্চপ্রকার দ্রব্য। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র এই গোসম্বন্ধী ৫টীকে পঞ্চগব্য কহে। পঞ্চগব্য মন্ত্রপূর্ব্বক শোধন করিয়া লইতে হয়। মোদকাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, পায়সাদি ভোজ্যদ্রব্য, শকটাদি যান, শয্যা, আসন, পুষ্পমূল ও ফল অপহরণ করিলে যে পাপ হয়, পঞ্চগব্য পানে সেই পাপ বিনষ্ট হয়।

"ভক্ষ্যভোজ্যাপহরণে যানশয্যাসনস্য চ।
পুষ্পমূলফলানাঞ্চ পঞ্চগব্যং বিশোধনম্॥" (মনু ১১।১৬৫)

পঞ্চগব্যের পরিমাণ—দুগ্ধ, ঘৃত ও গোমূত্র ১ পল করিয়া গোময় ২ তোলা এবং দধি ৩ তোলা, এইরূপ ভাগে মিশ্রিত করিয়া লইলে পঞ্চগব্য হয়। অথবা এইরূপ ভাগ করিয়া সকল সমভাগে লইলে পঞ্চগব্য হইবে। গৌতমীয়তন্ত্রে এইরূপ ভাগ লিখিত আছে। যথা—

"পলমাত্রং দুগ্ধভাগং গোমূত্রং তাবদিষ্যতে।
ঘৃতঞ্চ পলমাত্রং স্যাৎ গোময়ং তোলকত্রয়ম্॥
দধি প্রসৃতমাত্রং স্যাৎ পঞ্চগব্যমিদং স্মৃতম্।
অথবা পঞ্চগব্যানাং সমানো ভাগ ইষ্যতে॥" (গৌতমীয়তন্ত্র)

অন্যস্থলে আবার পরিমাণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"গোশকৃদ্দ্বিগুণং মূত্রং পয়ঃ স্যাচ্চ চতুর্গুণম্।
ঘৃতং তদ্দ্বিগুণং প্রোক্তং পঞ্চগব্যে তথা দধি॥" (গৌতমীয়তন্ত্র)

যে পরিমাণে গোময়, তাহার দ্বিগুণ মূত্র, দুগ্ধ চতুর্গুণ, ঘৃত এবং দধি ইহার দ্বিগুণ হইবে।

পঞ্চগব্যপানফল,—পঞ্চগব্যদ্বারা পবিত্র হইলে অশ্বমেধ ফল লাভ হয়। এই পঞ্চগব্য পরম মেধ্য। সৌম্য মুহূর্ত্তে পঞ্চগব্য পান করিলে যাবজ্জীবনকৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

"পঞ্চগব্যেন পূতস্তু বাজিমেধফলং লভেৎ।
গব্যন্তু পরমং মেধ্যং গব্যাদন্যন্ন বিদ্যতে॥
সৌম্যে মুহূর্ত্তে সংযুক্তে পঞ্চগব্যন্তু যঃ পিবেৎ।
যাবজ্জীবকৃতাৎ পাপাৎ তৎক্ষণাদেব মুচ্যতে॥" (বরাহপুরাণ)

গরুড়পুরাণে পঞ্চগব্যের বিষয় আরও একটু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চগব্য লইতে হইলে কাঞ্চনবর্ণা গাভীর দুগ্ধ, শ্বেতবর্ণা গাভীর গোময়, তাম্রবর্ণার গোমূত্র, নীলবর্ণার ঘৃত এবং কৃষ্ণবর্ণা গাভীর দধি ও ইহার সহিত কুশোদক হইলে পঞ্চগব্য হয়। ইহার পরিমাণ গোমূত্র ৮ মাষা, গোময় ৪ মাষা, দুগ্ধ ১২ মাষা, দধি ১০ মাষা এবং ঘৃত ৫ মাষা এই পরিমাণে ৫টী দ্রব্য লইলে পঞ্চগব্য হয়।

"পয়ঃ কাঞ্চনবর্ণায়াঃ শ্বেতবর্ণোত্থগোময়ম্।
গোমূত্রং তাম্রবর্ণায়াঃ নীলবর্ণাভবং ঘৃতং॥
দধি স্যাৎ কৃষ্ণবর্ণায়া দর্ভোদকসমাযুতম্
গোমূত্রমাষকাস্তষ্টৌ গোময়স্য চতুষ্টয়ম্॥
ক্ষীরস্য দ্বাদশ প্রোক্তা দধ্নস্তু দশ উচ্যতে।
ঘৃতস্য মাষকাঃ পঞ্চ পঞ্চগব্যং মলাপহম্॥"
(গারুড়পু° প্রায়শ্চিত্তপ্র°)

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে পঞ্চগব্যের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। প্রায় সকল পূজার হোমে ও যজ্ঞে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাম্রপাত্র বা পলাশপত্রে পঞ্চগব্য মিশ্রিত করিয়া 'আপোহিষ্ঠা' ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রে পূত করিয়া পান করিতে হইবে। গায়ত্রী দ্বারা গোমূত্র, 'গন্ধদ্বারেতি' মন্ত্রে গোময়, 'আপ্যায়স্বেতি' মন্ত্রে দুগ্ধ, 'দধিক্রাব্ণ' মন্ত্রে দধি, 'তেজোঽসীতি' মন্ত্রে ঘৃত এবং 'দেবস্যেতি' মন্ত্রে কুশোদক শোধন করিয়া লইতে হয়।

পঞ্চগব্যঘৃত (ক্লী) পক্বঘৃতৌষধভেদ। এই ঘৃত স্বল্প ও বৃহদভেদে দুই প্রকার।

স্বল্পপঞ্চগব্যঘৃত—ইহার প্রস্তুত প্রণালী—গব্যঘৃত ⁄৪ সের, গোময় রস ⁄৪ সের, অম্লগব্যদধি ⁄৪ সের, গব্যদুগ্ধ ⁄৪ সের ও গোমূত্র ⁄৪ সের, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত একদিনে পাক করিতে হয়, এইরূপ করিলে বিশেষ উপকারপ্রদ হয়। ইহা পান করিলে অপস্মার ও গ্রহোন্মাদ নিবারিত হয়।

বৃহৎ পঞ্চগব্যঘৃত-প্রস্তুতপ্রণালী—গব্যঘৃত ⁄৪ সের, কাথের জন্য দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চিছাল, ছাতিমছাল, অপাঙ্গের মূল, নীলবৃক্ষ, কটকী, সোঁদালফল, ডুমুরের মূল, কুড়, দুরালভা, প্রত্যেকে ২ পল, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ বামুনহাটী, আকনাদি, ত্রিকটু, ভেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজপিপ্পলী, আড়হরফল, মূর্ব্বামূল, দন্তীমূল, চিরাতা, চিতামূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রক্তরোড়া,

পঞ্চতৃণ, ময়নাফল প্রত্যেক ২ তোলা, গোময়রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, গব্যদুগ্ধ ৪ সের, অম্লগব্যদধি ৪ সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পান করিলে অপস্মার ও গ্রহোন্মাদ নিবারণ হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অপস্মারাধিকার°, চক্রদত্ত, চরক চিকি° ৩৫ অঃ)

পঞ্চগাঁও, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মাধোজী ভোন্‌স্লে মোগলসৈন্যদিগকে পরাস্ত করেন। এখানে একটী সুন্দর মন্দির আছে।

২ উড়িষ্যার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২০° ২৮´ ১´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ৩০´ ৪´´ পূঃ।

পঞ্চগু (ত্রি) পঞ্চভিঃ গোভিঃ ক্রীতঃ দ্বিগুসমাসঃ, ঠক্ তস্য লুক্, ওকারস্য হ্রস্বঃ। পঞ্চগোদ্বারা ক্রীত।

পঞ্চগুণ (পুং) পঞ্চগুণিতঃ গুণঃ কর্ম্মধারয়ঃ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চগুণ। (স্ত্রী) পঞ্চ গুণা যস্যাঃ, টাপ্। ২ পৃথিবী। পৃথিবীর ৫টী গুণ আছে বলিয়া পঞ্চগুণাশব্দে পৃথিবীকে বুঝায়। ৩ পঞ্চদ্বারা গুণিত। ৪ পঞ্চপ্রকার।

পঞ্চগুপ্ত (পুং) পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণাং চাপল্যাৎ গুপ্তং যত্র বা পঞ্চানাং পদার্থানাং গোপনং যত্র। ১ চার্ব্বাকদর্শন। ২ কচ্ছপ। কচ্ছপের করদ্বয়, চরণদ্বয় ও মস্তক গোপন থাকে বলিয়া অর্থাৎ উহারা এই ৫টী অঙ্গ লুকাইয়া রাখে বলিয়া উহাদিগকে পঞ্চগুপ্ত কহে।

পঞ্চগৃহীত (ত্রি) পাঁচবার লব্ধ। (শত° ব্রা° ২।৩।১, কাত্যা° শ্রৌ° ২।৪।২)

পঞ্চগুপ্তিরসা (স্ত্রী) স্পৃক্কা, চলিত পিড়িং শাক। (রাজনি°)

পঞ্চগৌড়, ব্রাহ্মণগণের একটী বিভাগ। সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল এই পঞ্চ শ্রেণীকে লইয়া পঞ্চগৌড় বিভাগ কল্পিত হয়। কুরুক্ষেত্রের ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে 'আদি গৌড়' নামে পরিচয় দেন। বৈদিক যুগে সরস্বতীতীর-বাসী ব্রাহ্মণগণই সারস্বত নামে অভিহিত ছিলেন। এই যাজ্ঞিক সারস্বত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞোপলক্ষে কান্যকুব্জ, গৌড় প্রভৃতি স্থানে বাস করিলে, তথায় তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ কান্য-কুব্জাদি আখ্যা লাভ করেন। সারস্বত, কান্যকুব্জ প্রভৃতি নাম-গুলি দেশবাচী। স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে ;—

"ব্রাহ্মণা দশধা প্রোক্তা পঞ্চগৌড়াশ্চ দ্রাবিড়াঃ।"

"ব্রাহ্মণা দশধা চৈব ঋষিস্থুৎপত্তিসম্ভবাঃ।
দেশে দেশবিধাচারা এবং বিস্তারিতা মহী॥" (সহ্যা° ২।১।১৫)

পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড় এই দশবিধ ব্রাহ্মণ ঋষিসম্ভব এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাসহেতু তত্তৎ দেশাচারাবলম্বী।

[পঞ্চদ্রাবিড় দেখ।]

রাজতরঙ্গিণীতে (৪।১৪৭-১৪৯, ৪।৪২০-৪২১, ৪।৪৬৫) পঞ্চগৌড় নামে বিস্তৃত জনপদের উল্লেখ আছে। কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য পঞ্চগৌড়ের রাজাকে জয় করিয়াছিলেন। হরিমিশ্র-রচিত কুলাচার্য্যকারিকায় মহারাজ আদিশূর পঞ্চগৌড়াধিপ উপাধিতে সম্মানিত হইয়াছেন[১]। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, পঞ্চগৌড় নামে একটী বিস্তৃত রাজ্য ছিল। আমাদের জন্মভূমি গৌড়মণ্ডল ব্যতীত আরও কএকটী গৌড়ের সন্ধান পাওয়া যায়। কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে, সূর্য্যবংশীয় শ্রাবস্তিপুত্র বংশক গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নগরী নির্ম্মাণ করেন[২]। রামচন্দ্রের মৃত্যুতে অযোধ্যা নগরী জনশূন্য হইলে, এই শ্রাবস্তী নগরীতে লবের রাজ-পাঠ প্রতিষ্ঠিত হয়[৩]। বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা জেলা ও তন্নিকটবর্ত্তী কতক স্থান লইয়া গৌড়দেশ অবস্থিত ছিল *। বিষ্ণুশর্ম্মার হিতোপদেশে লিখিত আছে, "অস্তি গৌড়বিষয়ে কৌশাম্বী নাম নগরী †।" হিতোপদেশ-রচনাকালে প্রয়াগের পশ্চিমস্থ কতকটা জনপদ গৌড়বিষয় নামে অভিহিত ছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দ প্রভূতবর্ষের ৭৩০ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা ধ্রুব বৎসরাজকে পরাস্ত করিয়া গৌড় অধিকার করেন। আবার ৭০৫ শকের উৎকীর্ণ আর একখানি তাম্রশাসনে বৎসরাজ অবন্তিপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এ ছাড়া নয়চন্দ্রসূরির হম্মীরকাব্যে মালবরাজ উদয়াদিত্যও গৌড়েশ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। ইহাতে এক সময়ে মালবরাজ্যের কতকাংশ গৌড় নামে অভিহিত হইত, তাহা জানা যাইতেছে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ খান্দেশ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী এক বিস্তীর্ণ বিভাগ গোণ্ডবানা নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রদেশের অধিকাংশ পৃথ্বীরাজ রাসায় গৌড় নামে অভিহিত হইয়াছে। রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দদেবের ৭৩০ শকে উৎকীর্ণ তাম্রশাসনে এই গৌড়দেশের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই। উইলফোর্ড সাহেব এই স্থানকে 'পশ্চিম গৌড়' নামে উল্লেখ করেন। পুরাবিৎ কনিংহাম সাহেবের মতে বর্ত্তমান

১। বিশ্বকোষ কুলীন শব্দ দ্রষ্টব্য।

২। "শ্রাবস্তশ্চ মহাতেজা বংশকস্তু ততোঽভবৎ।
নির্ম্মিতা যেন শ্রাবস্তির্গৌড়দেশে দ্বিজোত্তমাঃ।" (কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণ)

৩। রামায়ণ উত্তরাকাণ্ড ১০৮ সর্গ।

* অযোধ্যা প্রদেশের প্রতাপগড় জেলায় গৌড় নামে একটী অতি প্রাচীন গ্রাম আছে, এখানে ৮ম বা ৯ম শতাব্দীতে নির্ম্মিত একটী সূর্য্য মন্দির আছে। Cunningham's Arch. Sur. Rep. Vol. XI. 70.

† প্রাচীন কোশাম্বী নগরী এখন কোশাম ইনাম ও কোশাম খিরাজ নামে দুইটী গ্রামে পরিণত। উহা প্রয়াগ হইতে যমুনাতীরে ১৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। Arch. Sur. of India by A. Fuhrer, Vol. I. 140.

বেহুল, ছিন্দবাড়া শিওনী ও মণ্ডলা এই চারিটী জেলা লইয়া প্রাচীন গৌড় বা গৌড় দেশ অবস্থিত।

উপরে যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইল তদ্দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বিন্ধ্যগিরির উত্তরাংশে কুরুক্ষেত্র হইতে বঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্থান গৌড় নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সারস্বত, কান্যকুব্জ, মিথিলা, গৌড় ও উৎকল এই পাঁচটী জনপদই পূর্ব্বোক্ত কোন না কোন একটী গৌড়ের সামিল বা অংশ বলিয়া গণ্য হইয়াছিল, এই কারণে বোধ হয়, পঞ্চগৌড় বলিলে ঐ পঞ্চজনপদবাসী ব্রাহ্মণ বিশেষকে বুঝাইত। এইরূপে এক সময় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অধীশ্বর বুঝাইবার জন্য এক 'পঞ্চ গৌড়েশ্বর' শব্দ ব্যবহৃত হইত। মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গলে সম্রাট্ আকবর পঞ্চগৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, মহারাজ আদিশূরও পঞ্চগৌড়েশ্বর উপাধিলাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যিনি আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হইতেন, তিনিই এই স্পর্দ্ধাজনক উপাধিগ্রহণে আপনাকে সম্মানিত মনে করিতেন। বহুপরবর্ত্তিকালেও বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক মিথিলারাজ শিবসিংহ, কৃত্তিবাসের আশ্রয়দাতা গৌড়াধিপ ও সুলতান হোসেন শাহ প্রভৃতিকে এই সমুচ্চ উপাধিতে ভূষিত দেখি।

[বিশেষ বিবরণ 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নামক গ্রন্থের ব্রাহ্মণকাণ্ডে ৭১-৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চগ্রামী (স্ত্রী) পঞ্চানাং গ্রামাণাং সমাহারঃ, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পঞ্চগ্রামের লোক।

"স্বসীম্নি দত্তাদ্ গ্রামস্ত পদং বা যত্র গচ্ছতি।
পঞ্চগ্রামী বহিঃক্রোশাদ্দশগ্রাম্যথবা পুনঃ ॥" (যাজ্ঞ° ২।২৭৫)

পঞ্চচক্র (ক্লী) পঞ্চবিধং চক্রং। তন্ত্রোক্ত পাঁচপ্রকার চক্র। রাজচক্র, মহাচক্র, দেবচক্র, বীরচক্র ও পশুচক্র এই পঞ্চবিধ চক্রের নাম পঞ্চচক্র। যাঁহারা বীরভাবে যজন করেন, তাঁহারা পঞ্চচক্রে পূজা করিবেন *।

পঞ্চচত্বারিংশ (ত্রি) পঞ্চচত্বারিংশৎ সংখ্যার পূরণ।

পঞ্চচত্বারিংশৎ (স্ত্রী) ৪৫ সংখ্যা।

পঞ্চচামর (ক্লী) ছন্দোবিশেষ। এই ছন্দের প্রত্যেকপাদে ১৬টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার ২, ৪, ৬, ৮, ১০, ১২ ও ১৬ অক্ষর গুরু হইবে, ইহা ভিন্ন অক্ষর লঘু। ইহার লক্ষণ—

"প্রমাণিকা পদদ্বয়ং বদন্তি পঞ্চচামরম্।"

উদাহরণ—"সুরক্রমূলমণ্ডপে বিচিত্ররত্ননির্ম্মিতে
লসদ্বিতানভূষিতে সলীলবিভ্রমালসম্।
সুরাঙ্গনাভবল্লবীকরগ্রপঞ্চচামর-
স্ফুরৎসমীরবীজিতং সদাচ্যুতং ভজামি তম্।"(বৃত্তরত্না°)

পঞ্চচিতিক (পুং) পঞ্চ চিতয়ঃ প্রস্তারা যস্মিন্। ১ অগ্নিভেদ।

"পঞ্চকৃত্বঃ সাদয়তি পঞ্চচিতিকোঽগ্নিঃ।" (শত° ব্রা° ৭।১।১৩৩)

'পঞ্চকৃত্ব ইতি মধ্যে উপধেয়েষ্টকাচতুষ্টয়স্যৈকস্তাঃ সাদনায়াভ্যাসাং চত্বারীতি পঞ্চচিতয়ো ভবন্তি' (ভাষ্য)

পঞ্চচীর (পুং) পঞ্চ চীরাণি যস্য। ১ মঞ্জুশ্রীর নামান্তর। (ত্রিকা° ১।১।২২) পঞ্চচীরাণি স্বরভেদা যস্য। ২ মঞ্জুঘোষ।

পঞ্চচূড়া (স্ত্রী) পঞ্চসংখ্যাকাঃ চূড়াঃ শিরোরত্নানি যস্যাঃ। অপ্সরোবিশেষ।

"উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা পঞ্চচূড়া তিলোত্তমা।" (রামায়ণ ৬।৯২।৭১)

পঞ্চচোল, হিমালয় পর্ব্বতের একটী অংশ।

পঞ্চছত্র, একটী পবিত্র ক্ষেত্র ও ব্রাহ্মণগণের পবিত্র আশ্রম। রামচন্দ্র রাবণনিধনান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক রাক্ষসহত্যাজনিত পাপক্ষয়ের জন্য এখানকার হত্যাহরণ সরোবরের তীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। (অযোধ্যামা°)

পঞ্চজন (পুং) পঞ্চভিভূ তৈর্জ্জন্যতেঽসৌ পঞ্চ-জন-কর্ম্মণি ঘঞ্, (জনিবধ্যোশ্চ। পা ৭।৩।৩৫) ইতি ন বৃদ্ধিঃ। ১ পুরুষ। পঞ্চভূতদ্বারা পুরুষ জন্ম গ্রহণ করে বলিয়া পঞ্চজন শব্দে পুরুষ এই অর্থ হয়।

"সন্তাবত্র্যাদিকা দেব্যস্তেন শ্রীশঙ্খলাঞ্ছিতাঃ।
পঞ্চ পঞ্চজনেন্দ্রেণ পুরে তস্মিন্ নিবেশিতাঃ।" (রাজতর° ৩)

২ মনুষ্যসম্বন্ধী প্রাণাদি। ৩ মনুষ্যতুল্যদেবাদি। ৪ মনুষ্যভেদ ব্রাহ্মণাদি।

"প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ।" (বেদান্তসূ° ১।৪।১২)

'যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা ইত্যত্র উত্তরস্মিন্ মন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপনিরূপণায় প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ নির্দ্দিষ্টাঃ' (শারীরকভাষ্য)

৫ দৈত্যবিশেষ। সংহ্রাদের কৃতি পত্নীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়।

"সংহ্রাদস্য কৃতির্ভার্য্যাঽসূত পঞ্চজনং ততঃ।" (ভাগ° ৬।১৮।২)

৬ একজন অসুর, পাতালে বাস করিত, শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে বধ করিয়া সান্দীপন মুনিকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ইহার মৃতপুত্র প্রদান করিয়াছিলেন। (ভাগ° ৩।৩।২) ইহার অস্থিতে যে শঙ্খ হয়, তাহা পাঞ্চজন্য নামে খ্যাত হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই পাঞ্চজন্য ব্যবহার করিতেন। "পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশঃ দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।" (গীতা ১)

৭ সগররাজের পুত্রভেদ। হরিবংশে লিখিত আছে—মহারাজ সগরের তপোবলসম্পন্না দুই মহিষী ছিল, জ্যেষ্ঠা বিদর্ভরাজদুহিতা কেশিনী। কনিষ্ঠার নাম মহতী, ইনি অরিষ্ট-

* "চক্রং পঞ্চবিধং প্রোক্তং তত্র শক্তিং প্রপূজয়েৎ।
রাজচক্রং মহাচক্রং দেবচক্রং তৃতীয়কম্ ॥
বীরচক্রং চতুর্থঞ্চ পশুচক্রঞ্চ পঞ্চমম্।
পঞ্চচক্রে যজেদ্বিদ্বান্ বীরস্তু কুলরূপধৃক্ ॥" (প্রাণতোষিণী)

নেমির দুহিতা। ঔর্ব্ব ঋষি ইহাদের প্রতি তুষ্ট হইয়া উভয়কে বর লইতে আদেশ করেন। এই আদেশানুসারে কেশিনী একজন বংশধর পুত্র, অপরে প্রভূতবীর্য্যশালী বহুতর পুত্র প্রার্থনা করেন। ঔর্ব্ব তথাস্তু বলিয়া বর দেন। তদনুসারে কেশিনী সগরের ঔরসে অসমঞ্জা নামে এক পুত্র প্রসব করেন। এই অসমঞ্জা ভবিষ্যতে পঞ্চজন নামে বিখ্যাত হন। মহতীর গর্ভে ষষ্টিসহস্র পুত্র হয়। এই সকল পুত্রগণের মধ্যে পঞ্চজন রাজা হন। পঞ্চজনের পুত্র অংশুমান্, তৎপুত্র দিলীপ। (হরিবংশ ১৫ অ°) ৮ প্রজাপতিভেদ।

"এবা পঞ্চজনস্যাঙ্গ দুহিতা বৈ প্রজাপতেঃ। (ভাগ° ৬।৪।৫১)

(বহু) বহুবচনান্ত 'পঞ্চজনাঃ' শব্দ বেদের নানা স্থানে দৃষ্ট হয় এবং তাহার প্রকৃত অর্থ লইয়াও গোল আছে। ঋক্‌সংহিতায় (১০।৫৩।৪) "পঞ্চজনাঃ মম হোত্রং জুষধ্বং" ইত্যাদি স্থলে নিরুক্তকার পঞ্চজন শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,

"গন্ধর্ব্বাঃ পিতরো দেবা অসুরাঃ রক্ষাংসীত্যেকে চত্বারো বর্ণাঃ নিষাদঃপঞ্চমঃ ইত্যৌপমন্যবঃ।" (নিরুক্ত ৩।৮)

গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, অসুরগণ ও রক্ষোগণ, কাহারও মতে এই পঞ্চজাতি। আবার ঔপমন্যবের মতে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ ও নিষাদকে লইয়া পঞ্চম।

এই পঞ্চজনের সমার্থবাচক পঞ্চকৃষ্টি, পঞ্চক্ষিতি, পঞ্চচর্ষণি, পঞ্চজন্যা, পঞ্চভূম ও পঞ্চজাতা ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ ঋক্‌সংহিতার নানা স্থানে দেখা যায়। 'এই পাঁচটী কি, তাহা ঠিক বুঝা কঠিন। কোথায় দেবগণ সম্বন্ধেও এই পঞ্চজন শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। (ঋক্ ১০।৫৩।৪)। কোন পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিদের মতে এই পঞ্চজন শব্দ কোন নির্দ্দিষ্ট জাতিবাচক নহে। বহুসংখ্যক লোক বুঝাইবার স্থলে, এই শব্দে প্রয়োগ।' বাস্তবিক এখন যেমন চলিত কথায় "পাঁচজন" বলিলে বহুসংখ্যক বুঝায়, বেদেও এইরূপ আছে। তবে নিরুক্তকারের পূর্ব্ববর্ত্তী ঔপমন্যবের কথায় জানা যাইতেছে যে, নিষাদজাতি পঞ্চমবর্ণ বলিয়া গণ্য হইত এবং একসময়ে তাহাদের দেবপূজায় অধিকার ছিল। (ঋক্ ১০।৫৩।৪, ৯।৬৫।২২ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।)

পঞ্চজনালয় (ত্রি) আভীরদিগের সংজ্ঞাভেদ।
(মহাভারত ১৬।২৭ অঃ)

পঞ্চজনী (স্ত্রী) পঞ্চানাং জনানাং সমাহারঃ, ততো ঙীপ্। ১ পাঁচ জনের সম্মিলন। ২ বিষয়পঞ্চক।

"তদনুশাসনপরঃ পঞ্চজনীং বিষয়পঞ্চকমুপযেমে।"(ভাগ° ৫।৭।১)

পঞ্চজনীন (পুং) পঞ্চসু জনেষু ব্যাপৃতঃ, দিক্‌-সংখ্যে সংজ্ঞায়ামিতি সমাসঃ, পঞ্চজনে হিতং, পঞ্চজন-খ (পঞ্চজনাদুপসংখ্যানমিতি খঃ। পা ৫।১।৯) ১ ভণ্ড, যাত্রাদির সং, ভাঁড়। ২ নট, অভিনেতা। ৩ পঞ্চ মনুষ্যের নায়ক বা প্রভু। (ত্রি) ৪ পঞ্চব্যক্তিসম্বন্ধীয়।

পঞ্চজীরকগুড় (পুং) চক্রদত্তোক্ত গুড়ৌষধভেদ। ইহা সূতিকারোগে হিতকর। (চক্রদত্ত)।

পঞ্চজ্ঞান (পুং) ১ পঞ্চানাং পদার্থানাং জ্ঞানং যত্র। ১ বুদ্ধ। ২ পাশুপতদর্শনাভিজ্ঞ।

পঞ্চৎ (পুং) পঞ্চপরিমাণমস্য পঞ্চন্-তি। পঞ্চসংখ্যাযুক্ত বর্গ।

পঞ্চতক্ষ (স্ত্রী) পঞ্চানাং তক্ষ্ণাং সমাহারঃ। পঞ্চতক্ষের সমাহার। স্ত্রিয়াং অনন্তত্বাৎ নলোপে বাহ° ঙীপ্। পঞ্চতক্ষী।

পঞ্চতত্ত্ব (স্ত্রী) পঞ্চানাং তত্ত্বানাং সমাহারঃ। ১ পঞ্চভূত। (স্বরোদয়।) ২ পঞ্চমকার। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকার বা তত্ত্ব।

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্ব্বাণমুক্তিহেতবে॥
মকারপঞ্চকং দেবি দেবানামপি দুর্লভম্।" (কৈবল্যতন্ত্র ১প°)

মদ্যাদি পঞ্চমকার নির্ব্বাণমুক্তির কারণ। এই পঞ্চমকার দেবতাদিগেরও দুর্লভ। পঞ্চতত্ত্ববিহীন ব্যক্তিদিগের কলিতে সিদ্ধি হয় না। [পঞ্চমকার দেখ।]

"পঞ্চতত্ত্ববিহীনানাং কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে।" (তন্ত্রসার)

বৈষ্ণবদিগের পক্ষে গুরুতত্ত্ব, মন্ত্রতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, দেবতত্ত্ব ও ধ্যানতত্ত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব।

"তত্ত্বজ্ঞানমিদং প্রোক্তং বৈষ্ণবে শৃণু যত্নতঃ।
গুরুতত্ত্বং মন্ত্রতত্ত্বং মনস্তত্ত্বং সুরেশ্বরি।
দেবতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে"। (নির্ব্বাণতন্ত্র ১২ প°)

বৈষ্ণবদিগের পক্ষে এই পঞ্চতত্ত্বজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। এই পঞ্চতত্ত্বজ্ঞান নিম্নলিখিতরূপে লাভ করিতে হয়। প্রথমে গুরুতত্ত্ব গুরুমন্ত্র প্রদান করিবেন, তাহাতে সতৈল বর্ত্তিকাযুক্ত দেহস্থিত ব্রহ্মতেজ উদ্দীপিত হইবে, পরে ঐ মন্ত্রপ্রভাবে ইষ্টদেবতার শরীর উৎপন্ন হইবে। ইষ্টদেবতার মন্ত্র সকল বর্ণময়, এই মন্ত্রবর্ণে ঈশ্বরের অক্ষয় বীর্য্য নিহিত আছে, পরে মনে মনে ঐ মন্ত্রে আমি স্বয়ং দেবতাস্বরূপ ইত্যাদিরূপে চিন্তা করিবে। পরে ঐ মন্ত্রে ধ্যান করিবে, মন্ত্রধ্যান করিতে করিতে সকল সিদ্ধিলাভ হয়। এই পঞ্চতত্ত্বসিদ্ধ হইলে নর বিষ্ণুরূপ হয় এবং কদাচ যমমন্দিরে গমন করে না *।

---

* "তস্মাদৌ শ্রীগুরোস্তত্ত্বং দেহাবধ্যাসি পার্ব্বতি।
সতৈলং বর্ত্তিকাযুক্তং দেহস্থং ব্রহ্মতেজসম্।
গুরুণা মন্ত্রদানেন তৎপুনঃ দীপিতং ভবেৎ।
দেবতায়াঃ শরীরং হি মন্ত্রাদুৎপদ্যতে প্রিয়ে।
অতএব হি তন্মন্ত্রা দেবরূপো ন সংশয়ঃ॥

পঞ্চভূত পঞ্চতত্ত্ব। তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে— পঞ্চতত্ত্বের উদয় স্থির করিয়া শান্তিকাদি ষট্‌কর্ম্ম করিতে হইবে। শান্তিকার্য্যে জলতত্ত্ব, বশীকরণে বহ্নিতত্ত্ব, স্তম্ভনে পৃথ্বীতত্ত্ব, বিদ্বেষে আকাশতত্ত্ব, উচ্চাটনে বায়ুতত্ত্ব, এবং মারণে বহ্নিতত্ত্ব প্রশস্ত। পঞ্চতত্ত্বে উদয়-নির্ণয় করিয়া শান্তিকাদি কার্য্য করিতে হয়, এই জন্য পঞ্চতত্ত্বোদয়ের বিষয় অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। ভূমিতত্ত্বের উদয় হইলে উভয় নাসাপুট হইতে দণ্ডাকারে শ্বাস নির্গত হয়, জলতত্ত্ব ও অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে নাশার উর্দ্ধভাগ দিয়া শ্বাস প্রবাহিত হয়। বায়ুতত্ত্বের উদয় সময়ে বক্রভাবে শ্বাস বহিতে থাকে, আকাশতত্ত্বের উদয় হইলে নাসিকার মধ্যভাগ দিয়া শ্বাস নির্গত হয়। এই সকল শ্বাস নির্গমন দ্বারা কোন্ সময় কোন্ তত্ত্বের উদয় হয়, তাহা স্থির করিতে হইবে। পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়ে স্তম্ভন ও বশীকরণ, জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তি ও পুষ্টিকর্ম্ম, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে মারণাদি ক্রূরকর্ম্ম এবং আকাশতত্ত্বের উদয়-সময়ে বিবাদি নাশকার্য্য প্রশস্ত।

পঞ্চতত্ত্বের মণ্ডল—যে তত্ত্বের উদয়ে যে সকল কার্য্য উক্ত হইল, সেই তত্ত্বের মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া কার্য্যসাধন করিতে হইবে। ৬টী বিন্দুযুক্ত বৃত্ত আকাশতত্ত্বের মণ্ডল এবং বায়ুতত্ত্বে স্বস্তিকোপেত ত্রিকোণাকার মণ্ডল, অগ্নিতত্ত্বে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি, জলতত্ত্বে পদ্মাকার এবং পৃথ্বীতত্ত্বে সবজ্র চতুরস্রমণ্ডল করিয়া কার্য্য করিতে হয়। (তন্ত্রসার) [তত্ত্ব দেখ।]

পঞ্চতন্ত্র (ক্লী) নীতিশাস্ত্রবিশেষ। বিষ্ণুশর্ম্মাবিরচিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ। রাজা সুদর্শনের পুত্রকে ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ে জ্ঞান দিবার জন্যই তিনি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে নৌশেরবানের রাজত্ব সময়ে এই গ্রন্থ পহ্লবী ভাষায় ও তৎপরে খৃঃ ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে আবদুল্লা-বিন্ মুক্তাকা কর্ত্তৃক আরবীভাষায় অনুবাদিত হয়। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে বৈরামশাহের রাজত্বসময়ে পারস্তে, পরে উর্দ্দুতে এবং তুর্কভাষায় 'হুমায়ুন নামা' নামে ভাষান্তরিত হয়। অতঃপর সিমন শেথ কর্ত্তৃক গ্রীকভাষায় ও পরে হিব্রু, আরামেইক, ইতালী, স্পেন ও জর্ম্মণভাষায় রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিব্রুর অনুকরণে কাপুয়ারাজ জনের আদেশে এই গ্রন্থ লাটিনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরাজিতে ও তৎপরে ১৬৪৪ ও ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীভাষায় এবং ইহা হইতে ক্রমশঃই য়ুরোপের সমস্ত বর্ত্তমানভাষায় অনুবাদিত হইয়া 'পিল্‌পের গল্প' (Pilpay's fables) নামে খ্যাতি লাভ করে। তামিল ও কণাড়ী প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য ভাষায়ও ইহার অনুবাদ দৃষ্ট হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত পঞ্চতন্ত্র পুথির একটু পাঠান্তর লক্ষিত হয়। সংস্কৃত ও কণাড়ীভাষায় লিখিত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গঙ্গানদীতটে পাটলীপুত্র নগরে রাজভবন ছিল, কিন্তু অন্য কোন কোন গ্রন্থে দাক্ষিণাত্যের মহিলারোপ্য নগরে এই রাজভবনের কথা লিখিত আছে। খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল ব্যতীত আর কোন গ্রন্থই পঞ্চতন্ত্রের অপেক্ষা জগতে বিস্তৃতি ও খ্যাতি লাভ করিতে পারে নাই।

পঞ্চতন্মাত্র (ক্লী) পঞ্চগুণিতং শব্দাদিভূত সূক্ষ্মাত্মকং তন্মাত্রম্। সূক্ষ্মপঞ্চ মহাভূত; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্রই পঞ্চতন্মাত্র, এই পঞ্চতন্মাত্র হইতেই পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হয়। সাংখ্যমতে—প্রকৃতি হইতে মহৎ (বুদ্ধি), মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হয়। এই পঞ্চতন্মাত্র প্রকৃতিবিকৃতি, অর্থাৎ প্রকৃতির বিকৃতি। শব্দ-তন্মাত্র হইতে আকাশ, এই জন্য আকাশের গুণ শব্দ, শব্দ ও স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, এই জন্য বায়ুর দুইটী গুণ শব্দ ও স্পর্শ; শব্দ, স্পর্শ ও রূপতন্মাত্র তেজ এই জন্য তেজের তিনটী গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস-তন্মাত্র হইতে জল এই জন্য জলের ৪টী গুণ যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস। গন্ধতন্মাত্র পৃথিবী, এই জন্য পৃথিবীর ৫টী গুণ, যথা—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। এই প্রকারে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার যখন পঞ্চমহাভূত লীন হয়, তখন আকাশ শব্দতন্মাত্রে, বায়ু স্পর্শ-তন্মাত্রে, তেজ রূপতন্মাত্রে, বায়ু রসতন্মাত্রে এবং পৃথিবী গন্ধ-তন্মাত্রে লীন হয়। এই প্রকারে ভূত সকলের সৃষ্টি ও লয় হইয়া থাকে। যতদিন প্রকৃতির সৃষ্টি থাকিবে, ততদিন এইরূপে উৎপত্তি ও লয় হইবে, যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, পঞ্চতন্মাত্র বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি প্রকৃতিতে লীন হইবে।
(সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

পঞ্চতপ (পুং) পঞ্চভিস্তেজস্বিভিঃ অগ্নিচতুষ্টয়সূর্য্যৈস্তপতি তপ-অচ্। পঞ্চাগ্নিদ্বারা যাহারা তপস্যা করেন।

ঈশ্বরস্তু বর্ণীয়াং তত্ত্বেন অক্ষরাত্মকম্।
তেন বর্ণাত্মকং দেহং জন্তোরেব ন সংশয়ঃ॥
মন্ত্রবর্ণে সর্ব্ববর্ণময়াত্মে পরমেশ্বরি।
বর্ণতত্ত্বমিদং দেবি সর্ব্বথঃ মম বল্লভেং॥
স্বয়ং দেবো ন চান্যোঽস্মি নির্ম্মলো দেবরূপকঃ।
সর্ব্বত্র দেবতাং ধ্যায়েৎ তৃণগুল্মলতাদিষু॥
ধ্যানেন লভতে সর্ব্বং ধ্যানেন বিষ্ণুরূপকঃ।
ধ্যানেন সিদ্ধিমাপ্নোতি বিনা ধ্যানং ন সিধ্যতি॥
ইতি তে কথিতং তত্ত্বং বৈষ্ণবস্য সুরেশ্বরি।
যজ্জ্ঞানাদনরশ্চ বিষ্ণুরূপো ভবেন্নরঃ॥
তে নরা নহি গচ্ছন্তি কদাচিৎ যমমন্দিরম্॥" (নির্ব্বাণতন্ত্র ১২ পটল)

পঞ্চতপস্ (ত্রি) অগ্ন্যাদিভিঃ, পঞ্চভিস্তেজঃপদার্থৈস্তপতি যঃ পঞ্চ-তপ-অসুন্। অগ্নিচতুষ্টয় ও সূর্য্য এই পঞ্চকযুক্ত তপস্বী, পঞ্চাগ্নিমধ্যে তপস্বী। চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া গ্রীষ্মে মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের নিম্নে থাকিয়া যিনি তপস্যা করেন।

"তেজস্বিমধ্যে তেজস্বী দবীয়ানপি গম্যতে।

পঞ্চমঃ পঞ্চতপসস্তপনো জাতবেদসাম্॥" (শিশুপা° ২।৫১)

পঞ্চতয় (ত্রি) পঞ্চ অবয়বা যস্য, অবয়বে তয়প্। পঞ্চাবয়ব, পঞ্চসংখ্যা। ২ পঞ্চসংখ্যাযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্, পঞ্চতয়ী।

"বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ।" (পাত° সূ° ১।৫)

পঞ্চতা (স্ত্রী) পঞ্চানাং ভূতানাং ভাবঃ তল্ টাপ্। মৃত্যু। মৃত্যু হইলে পঞ্চভূত স্বরূপে অবস্থান করে, এই জন্য পঞ্চতাশব্দে মৃত্যুকে বুঝায়।

"স তু জনপরিতাপং তৎকৃতং জানতা তে।

নরহর উপনীতঃ পঞ্চতাং পঞ্চবিংশ॥" (ভাগ° ৭।৮।৫২)

২ পঞ্চভাব। (মেদিনী)

"ধান্যে সদে লবে বাহ্যে নাতি ক্রামন্তি পঞ্চতাং।"(মনু ৮।১৫১)

পঞ্চতিক্ত (ক্লী) পঞ্চগুণিতং তিক্তং। পঞ্চবিধ তিক্ত দ্রব্য—কণ্টকারী, গুড়ূচী, শুণ্ঠী, কুষ্ঠ ও কিরাততিক্ত এই পঞ্চবিধ দ্রব্য পঞ্চতিক্ত। (চক্রদত্ত পিত্তশ্লেষ্মজ্বর)

অন্যবিধ—নিম্বমূলত্বক্, পটোলমূত্র, বাসক, কণ্টকারী ও গুড়ূচী। এই পঞ্চতিক্ত বিসর্প ও কুষ্ঠনাশক।

"নিম্বং পটোলঃ ক্ষুদ্রা চ গুড়ূচী বাসকস্তথা।

বিসর্পকুষ্ঠমুৎ খ্যাতো গণোঽয়ং পঞ্চতিক্তকঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

পঞ্চতিক্তঘৃত (ক্লী) ঘৃতৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—গব্য ঘৃত ।৪ সের। কষার্থ নিমছাল, পটোলমূত্র, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বাসকছাল প্রত্যেক ১০ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ মিলিত ত্রিফলা ১ সের। পরে যথানিয়মে এই ঘৃত প্রস্তুত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ ও অশীতিপ্রকার বাতজ ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যর° কুষ্ঠরোগাধি°)

পঞ্চতিক্তঘৃতগুগ্গুলু (পুং) ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—ঘৃত ৪ সের। কাথার্থ নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র, কণ্টিকারী, প্রত্যেক ১০ পল, শ্লথপোট্টলীবদ্ধ গুগ্গুল ৫ পল, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। কাথ ছাঁকিয়া লইয়া উষ্ণ থাকিতে তাহার সহিত পুটলীস্থিত গুগ্গুল গুলিয়া লইবে। পরে ঘৃতের সহিত এই কাথ-জল পাক করিতে হইবে। কল্কার্থ আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, শুঁঠ, হরিদ্রা, মউরী, চই, কুড়, লতাকটুকী, মরিচ, ইন্দ্রযব, জীরা, চিতামূল, কটুকী, ভেলা, বচ, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতইচ, ত্রিফলা, বনযবানী, প্রত্যেক ২ তোলা। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিবে। কুষ্ঠরোগে ইহা একটী উত্তম ঔষধ। ইহা সেবনে কুষ্ঠ, নাড়ীব্রণ, ভগন্দর, গণ্ডমালা, গুল্ম, মেহ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

(ভৈষজ্যরত্না° কুষ্ঠাধি°)

পঞ্চতীর্থ (ক্লী) পঞ্চানাং তীর্থানাং সমাহারঃ। তীর্থপঞ্চক। "বিষুবদ্দিবসে প্রাপ্তে পঞ্চতীর্থী বিধানতঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

এই পঞ্চতীর্থ স্থানে স্থানে ভিন্ন প্রকার। যথা—কাশীস্থিত পঞ্চতীর্থ।

'জ্ঞানবাপীমুপস্পৃশ্য নন্দিকেশং ততোঽর্চয়েৎ।

তারকেশং ততোঽভ্যর্চ্য মহাকালেশ্বরং ততঃ।

ততঃ পুনর্দণ্ডপাণিমিত্যেষা পঞ্চতীর্থিকা॥' (কাশীখ° ১০০।৩৯)

জ্ঞানবাপী, নন্দিকেশ, তারকেশ, মহাকালেশ্বর ও দণ্ডপাণি এই পঞ্চতীর্থ। পুরুষোত্তম স্থানে মার্কণ্ডেয়বট, কৃষ্ণ, রৌহিণেয়, মহাসমুদ্র ও ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর এই পঞ্চতীর্থ, পুরুষোত্তমে পঞ্চতীর্থ করিলে পুনর্জন্ম হয় না।

"মার্কণ্ডেয়ে বটে কৃষ্ণে রৌহিণেয়ে মহোদধৌ।

ইন্দ্রদ্যুম্নসরঃ স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (তীর্থতত্ত্ব)

পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, সেই সকলে স্নান করিলে যেরূপ পুণ্য হয়, এক এক পঞ্চতীর্থে স্নান করিলে তদ্রূপ পুণ্য হইয়া থাকে।

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সর্ব্বাণ্যেবাভিষেচনাৎ।

তৎপঞ্চতীর্থস্নানেন সমং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥" (বরাহপু°)

একাদশীতে বিশ্রান্তি, দ্বাদশীতে শৌকর, ত্রয়োদশীতে নৈমিষ, চতুর্দ্দশী তিথিতে প্রয়াগ এবং কার্ত্তিকমাসে পুষ্কর এই পঞ্চতীর্থে স্নানদানাদি অক্ষয় ফলপ্রদ।

পঞ্চতৃণ (ক্লী) কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষু এই ৫টী পঞ্চতৃণ।

"কুশঃ কাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চৈব তৃণোদ্ভবম্।

পঞ্চতৃণমিদং খ্যাতং তৃণজং পঞ্চমূলকম্॥" (পরিভাষাপ্র°)

ভাবপ্রকাশ মতে—শালি, ইক্ষু, কুশ, কাশ ও শর এই পঞ্চতৃণ। (ভাবপ্র°)

পঞ্চত্রিংশ (ত্রি) ৩৫ সংখ্যার পূরণ।

পঞ্চত্রিংশৎ (স্ত্রী) ৩৫ সংখ্যা।

পঞ্চত্রিংশতি (ত্রি) ৩৫।

পঞ্চত্ব (ক্লী) পঞ্চানাং ক্ষিত্যাদি ভূতানাং ভাবঃ। ১ মরণ। ২ পঞ্চের ভাব। পঞ্চভূতের আরম্ভক সংযোগনাশে স্বভাবপ্রাপ্তি।

"মৃত্যাবপানং সোৎসর্গং তং পঞ্চত্বে হ্যজোহবীৎ।"(ভাগ ১।১৫।৪১)

পঞ্চথ (ত্রি) পঞ্চানাং পূরণঃ, (থট্ চ ছন্দসি। পা ৫।২।৫০) ইতি বেদে থট্। পঞ্চসংখ্যার পূরণ।

পঞ্চখু (পুং) কোকিল। (বৈ. নিঘণ্টু)

পঞ্চনদক (পুং) দেশভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।৩৫)

পঞ্চদশ (ত্রি) পঞ্চদশানাং পূরণঃ, পূরণে ডট্, পঞ্চাধিকা দশ যত্র বা। পঞ্চদশ সংখ্যার পূরণ, ১৫ সংখ্যা, পঞ্চদশ সংখ্যাবাচক শব্দ।

"পিতামহাঃ পিতরঃ প্রজোপজাহং পঞ্চ্যা পঞ্চদশস্তে অস্মি।"

(অথর্ব্বসং° ১১।১।১৯)

২ তিথি। (কবিকল্পলতা)

পঞ্চদশাহিক (ত্রি) পঞ্চদশ দিন মধ্যে ব্রতভেদ, ১৪।১৫ দিনে যে ব্রতকার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

১৫ দিনে যে ব্রত সমাপ্ত হয়, তাহাকে পঞ্চদশাহিক কহে।

"পিণ্যাকদধিসক্তূনাং প্রাসশ্চ প্রতিবাসরম্।
একৈকমুপবাসঃ স্যাৎ সৌম্যকৃচ্ছ্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
এষাং ত্রিরাত্রমভ্যাসাদেকৈকস্য যথাক্রমম্।
তুলাপুরুষ ইত্যেষঃ জ্ঞেয়ঃ পঞ্চদশাহিকঃ॥" (অত্রিস°)

পঞ্চদশকৃত্বস্ (অব্য) পঞ্চদশ-কৃত্বস্। পঞ্চদশবার।

(আশ্ব° শ্রৌ° ১০।১২।৯)

পঞ্চদশধা (অব্য) পঞ্চদশ-প্রকারে ধাচ্। পঞ্চদশ প্রকার।

পঞ্চদশন্ (ত্রি) পঞ্চাধিকা দশ। ১ পঞ্চাধিক দশসংখ্যা। ২ তৎসংখ্যের।

পঞ্চদশাহ (পুং) পঞ্চদশ-অহন্। ১৫ দিন। (মনু ৫।৮৩)

পঞ্চদশিন্ (ত্রি) পঞ্চদশ পরিমাণমস্য পরিমাণার্থে ণিনি। পঞ্চদশ পরিমাণযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পঞ্চবিংশিন্ প্রভৃতি পদও এইরূপে সিদ্ধ হইবে।

পঞ্চদশী (স্ত্রী) পঞ্চদশানাং পূরণী-ডট্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ পূর্ণিমা। ২ অমাবস্যা।

পঞ্চদীর্ঘ (ত্রি) পঞ্চসু অবয়বেষু দীর্ঘঃ শরীরস্য স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত-লক্ষণকপঞ্চস্থলং। শরীরের পঞ্চাবয়বলক্ষণ বিশেষ। শরীরের ৫টী স্থান যাহাদের দীর্ঘ হয়, তাহারা সুলক্ষণাক্রান্ত।

"বাহু নেত্রদ্বয়ং কুক্ষির্দ্বে তু নাসে তথৈব চ।
স্তনয়োরন্তরঞ্চৈব পঞ্চদীর্ঘং প্রশস্যতে॥" (সামুদ্রিক)

বাহু, নেত্র, কুক্ষি, নাসা এবং বক্ষ দীর্ঘ হইলে সামুদ্রিক মতে শুভজনক।

পঞ্চদেবতা (স্ত্রী) পঞ্চদেবতাঃ সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধারয়ঃ। দেবতা-পঞ্চক, আদিত্য, গণেশ, দেবী, রুদ্র ও কেশব, এই ৫ জন দেবতাকে পঞ্চদেবতা কহে। সকল পূজায় এই পঞ্চদেবতার পূজা করিতে হয়। পঞ্চদেবতার পূজা না করিয়া অন্য কোন দেবতার পূজা করিতে নাই।

"আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রঞ্চ কেশবম্।
পঞ্চদৈবতমিত্যুক্তং সর্ব্বকর্ম্মসু পূজয়েৎ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

কেহ কেহ গণনাথকে প্রথমে বলিয়া থাকেন, কিন্তু স্মার্ত্তগণ আদিত্যকে প্রথম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। পূজাপ্রয়োগে 'শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ' এইরূপ মন্ত্রে পূজা করিতে দেখা যায়, এইরূপস্থলে পঞ্চদেবতার আদিতে শিব।

পঞ্চদ্রাবিড় (পঞ্চদ্রমিল) দ্রাবিড়রাজের অধীন পাঁচটী বিশিষ্ট জনপদ। রাজা রাজেন্দ্রচোড়ের রাজত্বসময়ে উক্ত পঞ্চ জনপদ (৯৪০-৯৬৪ শকে) দক্ষিণভারতে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তে যেমন এক সময়ে 'পঞ্চগৌড়' আখ্যায় একটী বিশিষ্ট ব্রাহ্মণসমাজ স্থাপিত হইয়াছিল, তদ্রূপ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণগণও পঞ্চদ্রাবিড় নামে একটী স্বতন্ত্রসমাজে গঠিত হয়। বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণভাগে দ্রাবিড়, অন্ধ্র, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র ও গুর্জ্জর নামে পাঁচটী জনপদ পাণ্ড্যরাজগণের অধীনে উন্নতির উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছিল। স্কন্দ-পুরাণে লিখিত আছে :—

"কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ।
আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥"

দাক্ষিণাত্যের এই পাঁচটী স্থান ও তাহার অধিবাসিবর্গ অন্যান্য নিকৃষ্ট বহু জাতীয়ের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া বিশেষ গৌরবের সহিত উক্ত হইয়াছে। এই পাঁচটী স্থানের ভাষা তামিল, তেলগু, কণাড়ী, মরাঠী ও গুজরাটী ভেদে স্বতন্ত্র। পাণ্ড্যরাজ রাজেন্দ্রচোড়ের 'পঞ্চদ্রমিলাধিপতি' উপাধি ছিল।

পঞ্চধা (অব্য) পঞ্চন্-ধা-(সংখ্যায়া বিধার্থে-ধা। পা ৫।৩।৪২) পঞ্চপ্রকার।"

"ধর্ম্মায় যশসেহর্থায় কামায় স্বজনায় চ।
পঞ্চধা বিভজন্ বিত্তমিহামুত্র চ মোদতে॥" (ভাগ° ৮।১৯।৩৭)

পঞ্চধুনী, কঠোরাচারী বৈষ্ণব তপস্বিসম্প্রদায়। পরমার্থ-সাধনোদ্দেশে কায়ক্লেশে ধর্ম্মচর্য্যা করাই ইহাদের প্রধানকার্য্য। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ শরীরের চতুর্দ্দিকে ও সম্মুখভাগের অপর একস্থানে আগুন জ্বালিয়া তপস্যা করে এবং সেই সম্মুখস্থ অগ্নিতে হোম করে ও অভিলষিত দ্রব্যাদি ভোগ দিয়া থাকে। এই জন্য ইহাদিগের পঞ্চধুনী নাম হইয়াছে। সেইরূপ কেহ বা চতুর্দ্দিকে চৌরাশীটী ধুনি প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে উপবেশন-পূর্ব্বক জপাদি করিয়া থাকে।

পঞ্চনাথী, ত্রিবাড় নগরের তিরুনাথের বিখ্যাত মন্দির সম্মুখস্থ একটী পুণ্যক্ষেত্র ও পুষ্করিণী। তঞ্জাবুর হইতে ৮ মাইল দূরে অবস্থিত। এই তীর্থক্ষেত্র ও মন্দির জমিসরনামক জনৈক ঋষি নির্ম্মাণ করেন। এখানে প্রতিবৎসর 'শবখস্তনম্' উৎসব উপলক্ষে বহু লক্ষ লোকসমাগম হইয়া থাকে। সকলে বলে এই পুষ্করিণীতে স্নান করিলে সর্ব্বরোগক্ষয় হয়।

পঞ্চন্ (ত্রি) পচি-কনিন্। ১ সংখ্যাবিশেষ, ৫ সংখ্যা।

"পুষ্পমূলফলানাঞ্চ পঞ্চগব্যং বিশোধনং।" (মনু ১১।১৬৫)

পঞ্চবাচক শব্দ—পাণ্ডব, শিবাস্য, ইন্দ্রিয়, স্বর্গ, ব্রতাদি, মহাপাপ, মহাভূত, মহাকাব্য, মহামখ, পুরাণলক্ষণ, অঙ্গ, প্রাণ, বর্গ, ইন্দ্রিয়ার্থ, বাণ। ২ পঞ্চসংখ্যাযুক্ত, পঞ্চসংখ্যাবিশিষ্ট।

পঞ্চনখ (পুং) পঞ্চ নখা যস্য। ১ হস্তী। ২ কূর্ম। ৩ ব্যাঘ্র। যে সকল জন্তুর ৫টী নখ আছে, তাহাকে পঞ্চনখ কহে, কতকগুলি পঞ্চনখ আছে, তাহাদের মাংস ভক্ষণীয়।

"শশকঃ শল্লকী গোধা খড়্গী কূর্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ।" (স্মৃতি)

শশক, শল্লকী, গোধা, খড়্গী ও কূর্ম্ম ইহারা পঞ্চনখ।

"ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনখাঃ সেধাগোধাকচ্ছপশল্লকাঃ।
শশশ্চ মৎস্যেষপি হি সিংহতুণ্ডকরোহিতাঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৭৭)

সেধা, গোধা, কচ্ছপ, শল্লক ও শশ এই পঞ্চজন্তু পঞ্চনখ, ইহাদের মাংস আহার করা যাইতে পারে।

পঞ্চনদ (পুং) পঞ্চ পঞ্চসংখ্যকাঃ নদ্যঃ সন্ত্যত্র সমাসে টচ্। পঞ্চনদীযুক্ত দেশবিশেষ। ইহার পারস্য নাম পঞ্জাব। ইহার নামান্তর বাহ্লীক ও মদ্রদেশ। শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই পাঁচটী নদী বর্ত্তমান মূলতান নগরের দক্ষিণভাগে আসিয়া সিন্ধুনদীতেও মিলিত হইয়াছে। এই ৫টী নদী পঞ্জাবের নিম্ন অংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, এই দেশই পুরাণাদিতে পঞ্চনদ নামে উক্ত হইয়াছে। [পঞ্জাব শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

"রুদ্ধঃ পঞ্চনদে জাতু দুস্তরৈঃ সিন্ধুসঙ্গমৈঃ।" (রাজতর° ৪।২৪৮)

সিন্ধুনদের উত্তরদেশে আরও একস্থলে সাতটী নদীর সঙ্গম দেখা যায়। ঐ সাতটী নদী সপ্তসিন্ধু নামে খ্যাত।

[সপ্তসিন্ধু দেখ।]

(ক্লী) পঞ্চানাং নদানাং সমাহারঃ। ২ পাঁচটী নদীর সমাহার।

"ততঃ পঞ্চনদং কৃৎস্নং বিচেতব্যং সমন্ততঃ।" (রামা° ৩।৪৩।২৯)

৩ কাশীস্থিত নদীপঞ্চকরূপ তীর্থ। কাশীখণ্ডে এই পঞ্চনদ তীর্থের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—ধূতপাপা সকলপ্রকার পাপদূর করিতে সমর্থা, ইহার সহিত প্রথম ধর্ম্মনদ অর্থাৎ পবিত্র মঙ্গলময় ধর্ম্মনদ হ্রদে সর্ব্বপাপাপহারিণী ধূতপাপা ও কিরণা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তৎপরে যথাকালে ভগীরথানীত ভাগীরথী, যমুনা ও সরস্বতী এই নদীত্রয় আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। ধর্ম্মনদে এই ৫টী নদী মিলিত হইয়াছে, এই জন্য ইহাকে পঞ্চনদ কহে। এই পঞ্চনদতীর্থে স্নান করিলে জীবকে আর পাঞ্চভৌতিক দেহধারণ করিতে হয় না। সকল তীর্থ অপেক্ষা পঞ্চনদতীর্থের মাহাত্ম্য অধিক। পঞ্চনদতীর্থে শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপিতামহগণ নানা যোনি-গত হইলেও অবিলম্বে মুক্ত হইয়া থাকে। (কাশীখ° ৫৯ অ°।)

৪ অপর তীর্থভেদ। মহাভারতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—

"অথ পঞ্চনদং গত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
পঞ্চযজ্ঞানবাপ্নোতি ক্রমশো যেঽনুকীর্ত্তিতাঃ॥"(ভার° ৩।৮২।৭৯)

৫ অসুরভেদ।

"হত্বা পঞ্চনদং নাম ময়কস্তু মহাসুরম্।" (হরিবংশ ১২০।৮৮)

পঞ্চনম্বরলু, তৈলঙ্গ দেশবাসী কামার জাতি। ইহারা মহিসুরে পঞ্চবল ও দ্রাবিড়ে কম্মালর নামে পরিচিত। তাম্র লৌহ প্রভৃতি ধাতু, প্রস্তর ও কাষ্ঠাদির কাজ করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসায়। শিবের পঞ্চমুখ হইতে ইহাদের উদ্ভব এইরূপ বংশ আখ্যা নির্দ্দেশ করায় ইহারা "পঞ্চনম্" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে এবং আপনা-দিগকে সাধারণ দেবলব্রাহ্মণ শ্রেণীর অপেক্ষা সামাজিক উচ্চ শ্রেণীতে আবদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করে। আচার ব্যবহারে বিশেষ পরিপাটী নাই, সাধারণতঃ সকলেই অপরিষ্কার। এজন্ত অতি নিকৃষ্ট জাতিও ইহাদের স্পৃষ্ট জল পান করেনা। পূর্ব্বে ইহারা বিবাহাদিতেও পাল্কী চড়িতে পাইত না এবং ছাতি মাথায় দেওয়া ও জুতা পরাও ইহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল।

ব্যবসাবিশেষে ইহাদের মধ্যে পাঁচটী বিভিন্ন থাকের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহারা স্বর্ণের কাজ করে, তাহারা কংসালি নামে পরিচিত, লৌহকর কামারি, ছুতারের কার্য্যকারী বড্রোঙ্গা, পিত্তলের পাত্রাদিনির্ম্মাণকারী কংসারি এবং ভাস্করেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে নিবদ্ধ হইলেও তাহারা উপরি উক্ত কয়টী থাকের নামে আপনাদের পরিচয় দেয়। ইহাদের মধ্যে একমাত্র স্বর্ণ-কারগণই চতুর ও অল্প লিখিতে পড়িতে জানে। অবশিষ্ট সকল শ্রেণীই মূর্খ। দ্রাবিড়ের কম্মালরদিগের মধ্যে পাঁচটী থাক থাকিলেও তাহারা তৈলঙ্গবাসীর অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। [পঞ্চবলের বিবরণ পঞ্চবল শব্দ দেখ।]

পঞ্চনবত (ত্রি) পঁচানব্বই, ৯৫। (বৃ° সং ২১।৭)

পঞ্চনবতি (স্ত্রী) ৯৫ সংখ্যা, তৎসংখ্যাযুক্ত।

পঞ্চনাথ, সপ্তস্থল-মাহাত্ম্যপ্রণেতা।

পঞ্চনাথের মলয়, দক্ষিণ আর্কটজেলার ভোণ্ডুরগ্রামের নিকটবর্ত্তী একটী পর্ব্বত। ইহার শিখরদেশে পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া তিনটী গুহা ও তন্মধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত শয্যাদি এবং বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও রক্ষিত আছে।

পঞ্চনামন্ (ত্রি) পঞ্চনামযুক্ত।

পঞ্চনিধন (ক্লী) সোমভেদ। (লাট্যায়ন শ্রৌ° ১।৬।২৯)

পঞ্চনিদান (স্ত্রী) রোগজ্ঞানের পঞ্চবিধ উপায়। নিদান, পূর্ব্বরূপ, উপশয়, সম্প্রাপ্তি, রোগবিজ্ঞান এই পাঁচটীকে পঞ্চনিদান কহে।

"নিদানং পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা।
সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধা স্মৃতম্॥" (মাধবনি°)

পঞ্চনিম্ব (ক্লী) ত্বক্ (ছাল), পত্র, ফল, পুষ্প ও মূল ইহা সমভাগে লইলে পঞ্চনিম্ব কহে।

"নিম্বস্য পত্রত্বক্পুষ্পফলমূলৈর্বিমিশ্রিতৈঃ।
পঞ্চনিম্বং সমাখ্যাতং তত্তিক্তং নিম্বপঞ্চকম্॥" (রাজনি°)

পঞ্চনিম্বচূর্ণ, ঔষধভেদ। নিম্বের ত্বক্, পত্র, পুষ্প, মূল ও ফল সমুদায় ১ ভাগ, বিড়ঙ্গ ২ ভাগ ও ছাতু ১০ ভাগ এই সমুদায় চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া সুমিষ্ট করিয়া লইবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান শীতল জল ও মধু। ইহা সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মাজনিত শূল ও অম্লপিত্তরোগ উপশম হয়।

পঞ্চনী (স্ত্রী) পঞ্চ্যতে প্রপঞ্চ্যতে পাশক্রীড়ানিয়মো যত্র, পচি বিস্তারে ল্যুট্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শারিশৃঙ্খলা, চলিত পাশার ছক্।

পঞ্চনীরাজন (ক্লী) পঞ্চানাং নীরাজনানাং সমাহারঃ। পঞ্চ প্রকার আরাত্রিক। [নীরাজন দেখ।]

পঞ্চপক্ষিন্ (পুং) শিবোক্ত পক্ষিপঞ্চকাধিকার দ্বারা প্রশ্নাদিজ্ঞানার্থ শাকুনশাস্ত্রভেদ। এই শাকুন শাস্ত্রে অ, ই, উ, এ, ও, এই পঞ্চ স্বর পারিভাষিক পঞ্চপক্ষীরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই জন্ত এই শাকুনশাস্ত্রের নাম পঞ্চপক্ষীশাস্ত্র।

পঞ্চপক্ষিশাকুন নামক গ্রন্থে লিখিত আছে—মুনিগণ মহাদেবকে কিরূপে ভবিষ্যার্থ জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ইহাতে মহাদেব তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমান, ভূত ও ভবিষ্যৎ, এ সকল বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইবার জন্ত পঞ্চপক্ষী অর্থাৎ শকুনশাস্ত্র প্রকাশ করিতেছি। এই শকুনশাস্ত্রানুসারে সকল কার্য্যে লাভালাভ, শুভাশুভ ও জয়পরাজয় প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হইতে পারা যাইবে। কল্পিত পক্ষিগণের বলাবল, শত্রুমিত্রভাব প্রভৃতি বিশেষরূপে জানা আবশ্যক। প্রশ্নকর্ত্তা যখন প্রশ্ন করিবেন, তখন দৈবজ্ঞ সতর্ক হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিবেন। পরে প্রশ্নকর্ত্তার কার্য্য দেখিয়া তাহার মানসিক ভাব নিরূপণ করিবেন।

পঞ্চপক্ষী অ, ই, উ, এ, ও, এই পঞ্চস্বরকে পক্ষী কল্পনা করিতে হইবে। পক্ষিগণের নাম শ্যেন, পিঙ্গল, বায়স, কুক্কুট, ও ময়ূর। ইহাদের ভোজন, গমন, রাজ্য, নিদ্রা ও মরণ এই পঞ্চ অবস্থা। উক্ত পক্ষিগণের মধ্যে শ্যেন পূর্ব্বদিকের অধিপতি, পিঙ্গল দক্ষিণদিকের অধিপতি, কাক পশ্চিমদিকের অধিপতি, কুক্কুট উত্তরদিকের অধিপতি, ময়ূর কোণ চতুষ্টয়ের অধিপতি। ইহার মধ্যে শ্যেন ও কাক ভবিষ্যৎ কাল, কুক্কুট বর্ত্তমান কাল, পিঙ্গল ও ময়ূর ভূতকাল। পক্ষিগণের মধ্যে শ্যেন হিরণ্য বর্ণ, পিঙ্গল শ্বেতবর্ণ, কাক রক্তবর্ণ, কুক্কুট বিচিত্রবর্ণ ও ময়ূর শ্যামলবর্ণ। শ্যেনাদি পক্ষী হইতে কাক বলবান্। শ্যেন ও বায়স পুরুষ, পিঙ্গল স্ত্রী, কুক্কুট স্ত্রী ও পুরুষ এবং ময়ূর নপুংসক। ইহাদের মধ্যে শ্যেন ও পিঙ্গলপক্ষী ব্রাহ্মণ জাতি, কাক ক্ষত্রিয়, কুক্কুট বৈশ্য ও শূদ্র, ময়ূর অন্ত্যজ। এই সকল অর্থাৎ পক্ষিদিগের জাতি, মিত্র, বর্ণ, অবস্থা প্রভৃতি দ্বারা প্রশ্নের শুভাশুভ জানিতে পারা যাইবে।

এই প্রশ্ন গণনা দুই প্রকারে করা যাইতে পারে। প্রথম প্রশ্ন বাক্যের অথবা তাহার নামের প্রথম যে স্বরবর্ণ থাকিবে, অথবা উহার প্রথমবর্ণে সংযুক্ত যে স্বর থাকিবে, তাহা অবলম্বন করিয়া অ, ই, উ, এ, ও, এই পঞ্চস্বরের মধ্যে স্বজাতীয় একটী স্বর কল্পনা করিয়া লইবে। যথা,—আমার মনে কি আছে, এইরূপ প্রশ্ন করিলে আমার এই শব্দের আদ্যস্বর আকার, তাহার স্বজাতীয় স্বর অ, এই স্বর কল্পনা করিবে। এইরূপে প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নবাক্য শুনিয়া তাহার আদ্য স্বর বা আদ্যবর্ণে সংযুক্ত স্বরগ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিতরূপে বারনির্ণয় করিয়া ঐ কল্পিত বার দ্বারা শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষভেদে পক্ষী নিরূপণ করিয়া প্রশ্নোক্ত দ্রব্য স্থির করিতে হইবে। পরে পক্ষীর ভোজনাদি অবস্থা দেখিয়া শুভাশুভ ফল বলিয়া দিবে।

প্রশ্ন বাক্যের আদ্যস্বর দ্বারা বারকল্পনা করিয়া সেই বারে যে পক্ষী হইবে, প্রথমেই ঐ পক্ষী ধরিয়া গণনা করিতে হইবে। এই পক্ষী দিনপক্ষী পদবাচ্য। দিনপক্ষী কার্য্যরূপী। এই দিনপক্ষী দ্বারা নষ্ট ও চিন্তিত দ্রব্য সমুদায় এবং স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির শুভাশুভ ফল অবগত হওয়া যায়। প্রশ্নকালে লগ্ন স্থির করিয়া সেই লগ্নে ঐ পক্ষীর ভোজন প্রভৃতি অবস্থা জ্ঞাত হইয়া পরে ফল নিশ্চয় করা গণকের কর্ত্তব্য। গণক প্রথমে বস্তু ও বিষয় স্থির করিয়া পশ্চাৎ তাহার ফলাফল বলিয়া দিবেন।

অকার অবধি ওকার পর্য্যন্ত ৫টী স্বর পক্ষিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এই পঞ্চস্বরের মধ্যে অ, আ এই উভয় স্বরে অ; ই, ঈ এই উভয় স্বরে ই; উ, ঊ এই দুই স্বরে উ; এ, ঐ ইহাতে এ; ও, ঔ ইহাতেও বর্ণ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে বর্ণ সকল দ্বারা পক্ষী কল্পনা করিতে হইবে। ঋ ৠ, ঌ ৡ এই বর্ণচতুষ্টয় পরিত্যাগ করিতে হইবে। যদি প্রশ্নের আদিবর্ণে এই স্বর থাকে, তাহা হইলে উহাকে ব্যঞ্জনের মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া উচ্চারণে যে স্বর উপলব্ধি হয়, সেই স্বর গ্রহণ করিতে হইবে। অ পূর্ব্বদিকের, ই দক্ষিণ দিকের, উ পশ্চিমদিকের, এ উত্তরদিকের, ও অবশিষ্ট সকল দিকের অধিপতি। দিক্ জানিবার আবশ্যক হইলে দিগধি-

পতি পক্ষী দ্বারা জানা যাইবে। প্রশ্নের আদ্যবর্ণে যে স্বর থাকিবে, তাহার পঞ্চম স্বর যে দিকের অধিপতি হইবে, সেই দিক্ সকল কার্য্যেই বিশেষতঃ যাত্রাকালে ত্যাগ করিবে।

ব্যঞ্জনবর্ণ স্থলে এইরূপ পঞ্চস্বর স্থির করিয়া লইতে হয়, ক, ছ, ড, ধ, ভ, ব এই ব্যঞ্জনবর্ণে অ; এবং ই স্বরদ্বারা খ, জ, ঢ, ন, ম, শ; উ এই স্বরে গ, ঝ, ত, প, য, ষ, এইরূপে এ, ও এই দুই স্বর ইহাদের পর পর ব্যঞ্জনবর্ণ গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ স্বর দ্বারা বারনির্ণয়স্থানে অ স্বরে রবি ও মঙ্গল, ই স্বরে সোম ও বুধ, উ স্বরে বৃহস্পতি, এ স্বরে শুক্র, ও স্বরে শনিবার বোধ হইয়া থাকে। তিথিনির্ণয়স্থলে অকারাদি পঞ্চস্বরে যথাক্রমে নন্দা, ভদ্রা, রিক্তা, জয়া ও পূর্ণা এই পঞ্চ তিথি জানিতে হইবে। লগ্ন নিরূপণ করিতে হইলে অ স্বরে মেষ, সিংহ ও বিছা, ই স্বরে কন্যা, মিথুন ও কর্কট, উ স্বরে ধনু ও মীন, এ স্বরে তুলা, বৃষ, ও স্বরে মকর ও কুম্ভ কল্পনা করিতে হইবে। নক্ষত্র নিরূপণ করিতে হইলে অকারে রেবতী, অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা ও আর্দ্রা এই সপ্ত নক্ষত্র, ই স্বরে পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী এই ৬ নক্ষত্র, উকারে উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, বিশাখা ও অনুরাধা এই ৬ নক্ষত্র, একারে জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া ও শ্রবণা এই ৫টী নক্ষত্র, ওকারে ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী এই ৫টী নক্ষত্র, এইরূপে নক্ষত্র স্থির করিতে হইবে। স্বরাধিপতি স্থির করিতে হইলে এইরূপে করিতে হইবে, অকারের অধিপতি ঈশ্বর, ইকারের পবন, উকারের ইন্দ্র, একারের আকাশ এবং ও স্বরের অধিপতি সদাশিব। পূর্ব্বদিকে অকারে পৃথিবীতত্ত্ব ও বৃহস্পতি, দক্ষিণদিকে ইকারে জলতত্ত্ব ও শুক্র, পশ্চিমে উকারে মঙ্গল ও অগ্নিতত্ত্ব, উত্তরদিকে একারে বায়ুতত্ত্ব ও বুধ, ঊর্দ্ধে ওকারে আকাশতত্ত্ব ও শনি।

পৃথিবীতত্ত্বে সংগ্রামবিষয়ক প্রশ্ন হইলে যুদ্ধ, জলতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে সন্ধি, অগ্নিতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে সংগ্রাম জয়, বায়ুতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে যুদ্ধে ভঙ্গ ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বায়ুতত্ত্বে রোগাদি বিষয়ক প্রশ্ন হইলে বায়ুজন্য রোগ, অগ্নিতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে পিত্তজনিত রোগ, জলতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে কফজন্য রোগ এবং পৃথিবীতত্ত্বের সময় প্রশ্ন হইলে বায়ুপিত্ত কফের মিশ্রতাজনিত রোগ হইয়াছে ইহা জানিতে হইবে। প্রশ্নকর্ত্তা যদি বায়ুতত্ত্বকালে প্রশ্ন করিয়া অগ্নিতত্ত্বের সময় প্রস্থান করে, তাহা হইলে বাতপিত্তজনিত রোগ হইয়াছে জানিতে হইবে। তত্ত্ব সকলের বর্ণ নিরূপণ করিয়া বর্ণ স্থির করিতে হইবে। বায়ুতত্ত্ব নীলবর্ণ, অগ্নিতত্ত্ব রক্তবর্ণ, পৃথিবীতত্ত্ব পীতবর্ণ, ও জলতত্ত্ব শুক্লবর্ণ। পক্ষীদিগের ভোজনাদি অবস্থানুসারে ফল হইয়া থাকে। পক্ষিগণের ভোজনাবস্থায় প্রশ্ন হইলে একমাসে, গমনাবস্থায় প্রশ্ন হইলে এক পক্ষে, রাজ্যাবস্থায় প্রশ্ন হইলে একদিনে, ও মৃত্যাবস্থায় প্রশ্ন হইলে একবৎসরে ফল হয়। এইরূপে ফলের কাল নিরূপণ করিতে হইবে। পিঙ্গল দ্বারা চতুষ্পদ জীব, শ্যেন ও বায়স দ্বারা দ্বিপদ জন্তু, কুক্কুট দ্বারা নখায়ুধ ও শৃঙ্গায়ুধ জন্তু এবং ময়ূর দ্বারা পক্ষিজাতি লক্ষিত হইবে। কাক সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্, কাক হইতে শ্যেন, শ্যেন অপেক্ষা কুক্কুট, কুক্কুট হইতে পেচক এবং পেচক অপেক্ষা ময়ূর দুর্ব্বল, ইহা স্থির করিতে হইবে। এই প্রকারে পক্ষী, তত্ত্ব, বার ও লগ্ন প্রভৃতি স্থির করিয়া ফলাফল নির্ণয় করিতে হইবে।

ধাতুবিষয়ক প্রশ্ন হইলে প্রথমে স্বর দ্বারা বারের উদয় স্থির করিবে। সোমবার ও শুক্রবারের উদয় হইলে রৌপ্য, বুধবারের উদয় হইলে সুবর্ণ, বৃহস্পতিবারের উদয়ে রত্নযুক্ত সুবর্ণ, রবিবার হইলে মুক্তা, মঙ্গলবার হইলে তাম্র এবং শনিবার হইলে লৌহ স্থির করিতে হইবে।

উদ্ভিদ্‌বিষয়ক প্রশ্নে যদি সোম বা শুক্রবারের উদয় হয়, তাহা হইলে গুল্ম বা বল্লী, বুধবারের উদয়ে লতা বা কন্দ, বৃহস্পতিবারের উদয়ে পত্র, রবিবারে ফল, শনি বা মঙ্গলবারে মূল ইহা স্থির করিতে হইবে। হৃতধনাদিবিষয়ক প্রশ্ন হইলে শ্যেনপক্ষী দ্বারা ধন ভূতলে নিখাত আছে, তাহা জানা যাইবে। এইরূপ পিঙ্গল দ্বারা হৃতদ্রব্য জল ও পঙ্ক মধ্যে, কাক দ্বারা জানা যায় যে, অপহৃত দ্রব্য তৃণমধ্যে, কুক্কুট দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় যে, অপহৃত বস্তু ভস্মমধ্যে, শ্যেন ও ময়ূর দ্বারা জানিতে হইবে যে হৃতদ্রব্য গৃহমধ্যে, এবং শ্যেন ও পেচক দ্বারা নিরূপণ করা যাইবে যে, হৃতধন গ্রামমধ্যে আছে। কাক দ্বারা জানা যাইবে যে, কোন আত্মীয় বন্ধু তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, ময়ূর দ্বারা জানা যাইবে যে তাহা কোন গ্রামান্তরে নীত হইয়াছে। ইত্যাদি প্রকারে হৃতবস্তুর প্রশ্ন গণনা হইবে।

এই পঞ্চপক্ষীর মধ্যে আবার শত্রুমিত্র আছে। শ্যেনের মিত্র ময়ূর, ময়ূরের মিত্র পিঙ্গল, কুক্কুটের মিত্র ময়ূর ও পিঙ্গল, কাকের মিত্র ময়ূর, পিঙ্গলের মিত্র ময়ূর ও কুক্কুট। কাক ও কুক্কুট শ্যেনের শত্রু, শ্যেন ও কাক কুক্কুটের শত্রু। পিঙ্গল, শ্যেন ও কুক্কুট কাকের শত্রু।

রবি ও মঙ্গলবারে, শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষে শ্যেনপক্ষী, শনিবারে শুক্লপক্ষে ময়ূর, কৃষ্ণপক্ষে কাক, শুক্রবারে শুক্লপক্ষে ময়ূর ও কৃষ্ণপক্ষে কুক্কুট, বৃহস্পতিবারে শুক্লপক্ষে কাক ও কৃষ্ণপক্ষে পিঙ্গল, সোম ও বুধবারে শুক্লপক্ষে পিঙ্গল ও কৃষ্ণপক্ষে কুক্কুট অধিপতি হইয়া থাকে। ইহার নাম দিনপক্ষী। এই দিন-

পক্ষী দ্বারা প্রশ্নদ্রব্য নির্ণীত হয়। শুক্লপক্ষের দিবসে যে বারে যে পক্ষীর পরে, যে পক্ষীর উদয় হয়, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে সেই বারে সেই পক্ষীর পরে সেই পক্ষীর উদয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষের দিনে যে বারে যে পক্ষীর পরে যে পক্ষীর উদয় হয়, শুক্লপক্ষের রজনীতেও সেই বারে সেই পক্ষীর পরে সেই পক্ষীর উদয় হইয়া থাকে। কৃষ্ণপক্ষের দিবাতে প্রথমে যে পক্ষীর উদয়, তাহার একএকটী পক্ষীর পরে একএকটী পক্ষীর উদয় হইবে। তাহার পরপরবর্ত্তী পক্ষী সকল ক্রমশঃ উদিত হইয়া থাকে।

শুক্লপক্ষের দিবসে ও কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতে রবি ও মঙ্গলবারে সূর্য্যোদয়ে প্রথমে শ্যেন, তৎপরে ক্রমে পিঙ্গলাদি পক্ষীর উদয় হইয়া থাকে। এই পক্ষিগণের বাল্য, কুমার, তরুণ, বৃদ্ধ ও মৃত এই ৫টী অবস্থা, এই সকল অবস্থাও দণ্ড করিয়া প্রত্যেক পক্ষী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল অবস্থা প্রভৃতি এবং তত্ত্বাদি সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া দৈবজ্ঞ প্রশ্নের উত্তর করিবেন। পঞ্চপক্ষী দ্বারা সকল প্রশ্নই গণনা করা যাইতে পারে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে পঞ্চপক্ষীর সংজ্ঞাদি ও তত্ত্ব প্রভৃতি লিখিত হইল। (শিবোক্ত পঞ্চপক্ষী)

এই শিবোক্ত পঞ্চপক্ষী ভিন্ন কার্ত্তিকোক্ত পঞ্চপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে পারিজাত-পঞ্চপক্ষীও কহে। কার্ত্তিক ইহা মহাদেবের নিকট হইতে জ্ঞাত হইয়া মুনিগণের নিকট লোকহিতার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

"শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে প্রশ্নশাস্ত্রমনুত্তমম্।
ভূতভাবার্থবিজ্ঞানং স্কন্দপ্রোক্তং মহার্থকম্॥
পার্ব্বতীশিববক্ত্রাভ্যাং স্কন্দঃ শ্রুত্বা মহামনাঃ।
প্রশ্নশাস্ত্রমগস্ত্যায় প্রোবাচেদং মহার্থকম্॥" (পঞ্চপক্ষী)

কার্ত্তিকোক্ত ৫টী পক্ষী এই—ভেরশুক, চকোর, কাক, কুক্কুট ও ময়ূর এই পঞ্চপক্ষী। শ্বেত, পীত, অরুণ, শ্যাম এবং কৃষ্ণ যথাক্রমে পঞ্চপক্ষী এই পঞ্চবর্ণবিশিষ্ট। এই পঞ্চপক্ষী দ্বারা সকল ফলাফল জ্ঞাত হওয়া যাইবে।

পঞ্চপথ (বা প্রস্থ) উত্তরপশ্চিম ভারতের যমুনানদীর দক্ষিণতীরবর্ত্তী পাঁচখানি গ্রাম। পাণিপথ, সোণপথ, ইন্দ্রপথ, তিলপথ ও বকপথ—এই পঞ্চগ্রাম প্রথমে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রগণকে দান করেন।

পঞ্চপরিষদ্, পঞ্চমবার্ষিকী সভা। ইহার অপর একটী নাম মোক্ষমহাপরিষদ্। চীনপরিব্রাজক যখন কান্যকুব্জরাজ শিলাদিত্যকে পরিত্যাগ করিয়া আসেন, তখন প্রায় ৬৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বসময়ে রাজা এইরূপ ৬ষ্ঠ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশ (ত্রি) পঞ্চান্ন, ৫৫।

পঞ্চপঞ্চাশৎ (স্ত্রী) পঞ্চাধিকা পঞ্চাশৎ। পাঁচ অধিক পঞ্চাশ সংখ্যার পূরণ, ৫৫ সংখ্যার পূরণ।

পঞ্চপঞ্চিন্ (ত্রি) ভাগপঞ্চক।

পঞ্চপঞ্চিনী (স্ত্রী) পঞ্চ পঞ্চ ঋচঃ পরিমাণমস্যাঃ ডিনি পঞ্চদশস্তোমের বিষ্টুতিভেদ। "পঞ্চপঞ্চিনী পঞ্চপঞ্চদশস্য বিষ্টুতিঃ" (তাণ্ড্যব্রা° ৪।১) অথ 'পঞ্চদশস্তোমস্য তিস্রো বিষ্টুতয়ঃ। তত্র প্রথমং পঞ্চপঞ্চিন্যাখ্যাং বিষ্টুতিং' (ভাষ্য) পঞ্চদশস্তোমের তিনটী বিষ্টুতি প্রথম পঞ্চপঞ্চিনী।

পঞ্চপত্র (পুং) পঞ্চ পঞ্চপত্রাণ্যস্য। বৃক্ষভেদ, ছান্দলা বৃক্ষ, চণ্ডালকন্দ। (রাজনি° ব° ৪)

পঞ্চপদী (স্ত্রী) পঞ্চ পাদা অস্যাঃ অন্ত্যালোপঃ ততো ঙীপি-পদ্ভাবঃ। ১ ঋক্ ভেদ। (আশ্ব° গৃ° ১।৭।১) ২ কুশদ্বীপস্থ নদীভেদ। (ভাগ° ৫।৩০।২৯)

পঞ্চপর্ণিকা (স্ত্রী) পঞ্চ পঞ্চপত্রাণ্যস্যাঃ ততঃ কপ্ কাপি অতঃ ইত্বং। গোরক্ষীক্ষুপ। (রাজনি° ব° ৫) পঞ্চপত্রিকা।

পঞ্চপর্ব্বত (ক্লী) হিমালয়ের শৃঙ্গভেদ।

পঞ্চপর্ব্বন্ (ত্রি) চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবিসংক্রান্তি এই পাঁচ দিন।

"চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যা চ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র রবিসংক্রান্তিরেব চ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

পঞ্চপল্লব (ক্লী) পঞ্চানাং পল্লবানাং সমাহারঃ। আম্রাদি পত্রপঞ্চক। আম্র, জম্বু, কপিত্থ, বীজপূরক (টাবা) ও বিল্ব এই পঞ্চবৃক্ষের পল্লবই পঞ্চপল্লব। গন্ধকর্ম্মে এই পঞ্চপল্লব দিতে হয়।

"আম্রজম্বুকপিত্থানাং বীজপূরকবিল্বয়োঃ।
গন্ধকর্ম্মণি সর্ব্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবং॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

পূজাদি কার্য্যে ঘটস্থাপন করিতে হইলে তাহাতে পঞ্চপল্লব দিতে হয়। আম্র, অশ্বত্থ, বট, পর্কটী (পাকুড়) ও যজ্ঞোডুম্বর এই পঞ্চবৃক্ষের পল্লব পঞ্চপল্লব। বৈদিকোক্ত পূজাদি কার্য্যে এই পঞ্চপল্লব দিতে হয়। তান্ত্রিককার্য্যে এই পঞ্চপল্লব দিতে হয় না।

"অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষচূতন্যগ্রোধপল্লবাঃ।
পঞ্চপল্লবমিত্যুক্তং সর্ব্বকর্ম্মণি শোভনম্॥" (ব্রহ্মাণ্ডপু°)

তান্ত্রিক ঘটস্থাপনে পনস, আম্র, অশ্বত্থ, বট ও বকুল এই পঞ্চবৃক্ষের পল্লবই গ্রহণীয়।

"পনসাম্রং তথাশ্বত্থং বটং বকুলমেব চ।
পঞ্চপল্লবমুক্তঞ্চ মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥" (তন্ত্রসার)

তান্ত্রিক ও বৈদিক পূজাদিতে ঘটোপরি পঞ্চপল্লব দিয়া ঘট স্থাপন করিতে হয়।

পঞ্চপাড়া (পাঁচপাড়া) উড়িষ্যার বালেশর জেলার অন্তর্গত একটী নদী। বাঁশ, জমিরা, ভৈরিঙ্গী প্রভৃতি কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীর যোগে উৎপন্ন।

পঞ্চপাহাড়ী, বেহার জেলার অন্তর্গত শোণনদীর তীরবর্ত্তী একটা ক্ষুদ্র পর্ব্বত ও তদুপরিস্থ একটী গ্রাম। প্রত্নবিৎ কনিংহাম এই স্থান অনুসন্ধান করিয়া ইষ্টকের ভগ্নস্তূপ দেখিতে পান। তিনি এই পর্ব্বতকে উপগুপ্তপর্ব্বত বলিয়া অনুমান করেন। তবকৎ-ই-অকবরী নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে, বহু প্রাচীনকালে এখানে পাঁচটী গম্বুজযুক্ত একটী বৃহৎ পাঁচতোলা বাটী নির্ম্মিত ছিল। ৯৮২ হিজিরায় যখন মোগল-সৈন্য পাটনা জয় করিতে আসে, তখন তাহারা এই ভবন এবং ইহার অপর পার্শ্বস্থ দাউদের কেল্লা দেখিয়াছিল।

পঞ্চপাত্র (ক্লী) পঞ্চানাং পাত্রাণাং সমাহারঃ। ১ পঞ্চপাত্রের সম্মিলন। ২ পঞ্চপাত্রকরণক পার্ব্বণশ্রাদ্ধ। ইহাকে অন্বষ্টকা শ্রাদ্ধ কহে। দেবপক্ষদ্বয় ও পিতৃপক্ষত্রয় এই পঞ্চ পাত্রে শ্রাদ্ধ করিতে হয় বলিয়া পঞ্চপাত্র কহে।

পঞ্চপাদ (ত্রি) পঞ্চ পাদা যস্য অন্ত্যলোপঃ, সমাসান্তঃ। ১ পঞ্চপাদযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষি পদ্ভাবঃ। পঞ্চসংখ্যকর্ম্মরূপপাদো-হস্য। ২ সংবৎসর। ঋগ্বেদের ভাষ্যে লিখিত আছে, সংবৎসর পঞ্চ ঋতুস্বরূপ, অর্থাৎ সংবৎসর পঞ্চঋতুস্বরূপ হইয়া থাকে। হেমন্ত ও শিশির এই দুই ঋতু পৃথগ্‌ভাবে অভিহিত হয় নাই। (ঋক্ ১।৬৪।১২)

পঞ্চপাদী (স্ত্রী) পঞ্চানাং পাদানাং সমাহারঃ ঙীপ্। পাদ-পঞ্চক। পাদশব্দে গ্রন্থের অবয়বভেদ। পঞ্চপাদী সংজ্ঞায়াং কন্। পঞ্চপাদিকা, শারীরকভাষ্যব্যাখ্যানগ্রন্থভেদ।

পঞ্চপিতৃ (পুং) পঞ্চ পিতরঃ, সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধারয়ঃ। পাঁচজন পিতা। "জনকশ্চোপনেতা চ যশ্চ কন্যাং প্রযচ্ছতি।
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।"

(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত বচন)

জন্মদাতা, উপনেতা (যিনি উপনয়ন সংস্কার করেন), যিনি কন্যা দান করেন, অন্নদাতা এবং ভয়ত্রাতা এই ৫ জন পিতা বলিয়া অভিহিত হন।

পঞ্চপিত্ত (ক্লী) পঞ্চগুণিতং পঞ্চবিধং পিত্তং বা। পঞ্চবিধ পিত্ত, পিত্তপঞ্চক। বরাহ, ছাগ, মহিষ, মৎস্য ও ময়ূর এই পঞ্চবিধ জন্তুর পিত্তকে পঞ্চপিত্ত কহে।

"বরাহচ্ছাগমহিষমৎস্যমায়ূরপিত্তকম্।
পঞ্চপিত্তমিতি খ্যাতং সর্ব্বেষেব হি কর্ম্মসু॥" (বৈদ্যকসং)

ইহাদের পিত্ত নিম্বাদিদ্রবে ভাবিত হইলে বিশুদ্ধ হয়। (সাং)

পঞ্চপীর, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমসীমান্তবর্ত্তী য়ুসুফজাই প্রদেশের সমতলক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১৪০ ফিট্ ও উচ্চসমতলক্ষেত্র হইতে ৯৪০ ফিট্ উচ্চ। এই গিরির শৃঙ্গে কেবলমাত্র একটী বাটিকা আছে। উহা পাঁচটী মুসলমান মহাপুরুষের নামে উৎসর্গীকৃত। পাঁচটী পীরের আবাস বলিয়া এই পর্ব্বত পঞ্চপীর নামে খ্যাত। সর্ব্ব-প্রাচীন মহাত্মার নাম বহা-উদ্দীন্-জাখারিকা। ইনি মুলতান-বাসী ও সাধারণে বহাবল্ হক নামে পরিচিত। নিকটবর্ত্তী হিন্দু অধিবাসিগণ বলে, এই স্থান পূর্ব্বে 'পঞ্চপাণ্ডব' নামে প্রসিদ্ধ ছিল, পরে মুসলমান অধিকারে আসিয়া মুসলমানের কীর্ত্তিই প্রকাশ করিতেছে।

পঞ্চপীর, মুসলমানদিগের পাঁচটী মহাত্মা (পীর)। মুসলমানগণ পঞ্চপীরের মান্তের জন্য যেরূপ উৎসবাদি করে, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যেও সেইরূপ পঞ্চপীরের পূজা প্রচলিত দেখা যায়। বঙ্গদেশে সন্তানাদির পীড়া হইলে গৃহস্থেরা পঞ্চপীরকে দুগ্ধ ও জল অথবা 'সিরনী' বা জিলাপী প্রভৃতি ভোগ দিয়া পূজা দিতে প্রতিশ্রুত হন। পঞ্চপীরের আস্তানা কেবল একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত বেদীমাত্র। কোথাও মুসলমান মোল্লা এবং কোথাও নিকৃষ্ট হিন্দুর ব্রাহ্মণই ইহাদের পৌরোহিত্য করে।

পঞ্চপুকুরিয়া (পাঁচ পুকুরিয়া) ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে পাট, চাউল ও চর্ম্মের বিস্তৃত ব্যবসায় আছে।

পঞ্চপুর, পাতিয়ালারাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ইহার বর্ত্তমান নাম পঞ্জোর। পর্ব্বতের তটভূমে সমতলক্ষেত্রের উপর অবস্থিত। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে আবুরিহান্ এই স্থানে গমনের এইরূপ পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'কনোজ হইতে ৫০ কয়জন্ উত্তর পশ্চিমে সস্‌রা, তথা হইতে ১৮ কয়জন্ দূরে পঞ্জোর নগর।' এখানে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু মুসলমানপ্রাদুর্ভাবে তাহা একবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখনও এখানকার একটী পুষ্করিণীর তীরে কতক-গুলি প্রাচীন হিন্দুগণের নির্ম্মিত স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুষ্করিণীর জল পবিত্র ও পুণ্যপ্রদ বোধে অনেক লোক এখনও স্নান করিয়া থাকে। এই প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তির উপর মুসলমানগণ যে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার গাত্রস্থ প্রস্তরাদিতে পঞ্চপুর নাম খোদিত আছে। এখানে তিনখানি শিলালিপি আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীনখানি ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পঞ্চপুরাণীয় (ত্রি) প্রায়শ্চিত্তার্থ পঞ্চকার্ষাপণলভ্য ধেনুভেদ।
"ধেনুশ্চ পঞ্চপুরাণীয়া ত্রিপুরাণীয়া বেতি।" (কুল্লূক)

পঞ্চপুষ্প (ক্লী) পঞ্চগুণিতং পুষ্পং। পাঁচ প্রকার ফুল। চম্পক, আম্র, শমী, পদ্ম ও করবীর।
"চম্পকাম্রশমীপদ্মকরবীরঞ্চ পঞ্চকং।" (দেবীপুরাণ ১০৭ অঃ)

পঞ্চপ্রদীপ (পুং) পঞ্চ প্রদীপাঃ যত্র। ১ পঞ্চদীপযুক্ত আরত্রিক।
"কুর্য্যাৎ সপ্তপ্রদীপেন শঙ্খঘণ্টাদিবাদ্যকৈঃ।
হরেঃ পঞ্চপ্রদীপেন বহুশো ভক্তিতৎপরঃ॥" (পাদ্মোত্তর খণ্ড)
২ পঞ্চপ্রদীপযুক্ত ধাতুময় প্রদীপ।

পঞ্চপ্রস্থ (স্ত্রী) পঞ্চবিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রস্থাঃ সানব ইব যস্ত। সংসাররূপবন। ভাগবতে লিখিত আছে—

একদা রাজা পুরঞ্জন রথে (স্বপ্নদেহে) অধিষ্ঠান করিয়া যেখানে পঞ্চপ্রস্থ পাঁচটী সানু (শব্দাদিবিষয়) আছে, সেই বনে (ভজনীয় দেশে) গমন করিয়াছিলেন অর্থাৎ পুরঞ্জয় সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইহার শরাসন (কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদ্যভিধান) অতি মহৎ। ইনি যে রথে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই রথ অতি বিচিত্র। এই রথের অশ্ব ৫টী (জ্ঞানেন্দ্রিয়), এই অশ্ব সকল অতি দ্রুতগামী। ইহারা দুইটী দণ্ডে (অহন্তা ও মমতা) নিবদ্ধ। রথের দুই চক্র (পাপ ও পুণ্য), অক্ষ এক (প্রধান), ধ্বজা তিন (সত্ব রজঃ ও তমঃ), বন্ধন পাঁচ (প্রাণাদি পঞ্চবায়ু), প্রগ্রহ এক (মন), সারথি এক (বুদ্ধি), রথীর উপবেশন স্থান এক (হৃদয়) এবং যুগবন্ধনস্থান দুই (শোক ও মোহ), ইহাতে ৫টী বিষয় (পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয়)। পুরঞ্জয় মৃগয়াকারীর বেশে ঐ রথে উপবেশন করিয়াছিলেন। ইহার গাত্রে স্বর্ণময় কবচ (রজোগুণ) এবং পৃষ্ঠদেশে অক্ষয় তূণ ছিল। একাদশ অর্থাৎ অহঙ্কারোপাধি মন তাহার সেনাপতি হইয়া ইহার সহিত গমন করিয়াছিল। রাজা পুরঞ্জয় অরণ্যে (সংসারবনে) প্রবেশ করিয়া ধনুর্ব্বাণ (ভোগাদ্যভিনিবেশ ও রাগদ্বেষাদি) গ্রহণ করিয়া মৃগয়ার বহির্গত হইলেন। মৃগয়ায় ইহার অতিশয় অনুরাগ ছিল, এই আনুরক্তিতে সমীপবর্ত্তিনী ধর্ম্মপত্নী (বিবেক-বুদ্ধি) তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। যদিও ধর্ম্মপত্নী ত্যাগের অযোগ্যা তথাচ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মপত্নী সমীপে থাকিলে স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করা দুরূহ হইয়া উঠে, এই জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যের পথ সুগম করিয়া লইলেন। তখন তিনি অরণ্যপ্রদেশে যথেচ্ছরূপে আসুরী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিশিত বাণ (রাগাদি) দ্বারা অরণ্যে যত বনচারী (ভজনীয় বিষয়) ছিল, সকলকে নিহত (আত্মীয়ও) করিলেন। এইরূপে পুরঞ্জয় মৃগয়ায় বহুতর পশু হনন করিলেন অর্থাৎ তিনি সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া বিবেকবুদ্ধিহীন হইয়া প্রত্যাগত হইলেন। পুরঞ্জয় গৃহে আসিয়া নানাপ্রকার কামোপভোগ করিতে লাগিলেন, এইরূপে সংসারারণ্যে বিচরণ করিতে করিতে তাহার নবীন বয়স মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিক্রান্ত হইয়া গেল। এইরূপে পুরঞ্জয় সংসারারণ্যে বিচরণ করিয়া অন্তিমে দেহ পরিত্যাগ করিলেন, আবার জন্মগ্রহণ করিলেন, এইরূপ অনিয়ত জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন। (ভাগবতে ৪র্থ স্কন্ধে ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ অধ্যায় ইহার বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিখিত আছে।

এই সংসারারণ্যের বিষয় যাহা লিখিত হইল, তাহার তাৎপর্য্য, পুরঞ্জয় শব্দের অর্থ—পুরুষ অর্থাৎ জীব। তিনি পুর অর্থাৎ দেহকে প্রকটিত করেন, এজন্য তাঁহার নাম পুরঞ্জয়, এই পুর একপ্রকার নহে, বহুবিধ। এই পুরুষের সখা ঈশ্বর, তিনি অজ্ঞেয়। পুরুষ যদিও পুরমাত্র অবলম্বন করেন, ইহাই সংসারারণ্য। পুরুষ প্রকৃতির মায়ায় বিমোহিত হইয়া আপনার স্বরূপ না বুঝিতে পারিয়া বারংবার জন্ম ও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। [বিশেষ পুরঞ্জয় শব্দ দেখ] ২ ধৃতরাষ্ট্রপ্রদত্ত পাঁচখানি গ্রাম। [পঞ্চপথ দেখ।]

পঞ্চপ্রাণ (পুং) পঞ্চ চ তে প্রাণাশ্চ। দেহস্থিত বায়ুপঞ্চক। শরীরমধ্যে যে বায়ু অবস্থান করে, তাহাকে প্রাণ কহে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণ।
"প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ।" (অমর)

এই পঞ্চপ্রাণ সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, তাহার মধ্যে হৃদয়-দেশে প্রাণনামক বায়ু, গুহ্যদেশে অপানবায়ু, নাভিদেশে সমান বায়ু, কণ্ঠদেশে উদান নামে বায়ু এবং সকল শরীর ব্যাপিয়া ব্যানবায়ু অবস্থান করে।
"হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥" (তর্কামৃত)

বেদান্ত মতে—এই পঞ্চপ্রাণের মধ্যে ঊর্দ্ধগমনশীল নাসাগ্রস্থায়ী বায়ুর নাম প্রাণ, অধোগমনশীল বায়ুর আদিস্থানে স্থায়ী বায়ুর নাম অপান, সকল নাড়ীতে গমনশীল সমস্তশরীরস্থিত বায়ুর নাম ব্যান। ঊর্দ্ধগমনশীল কণ্ঠস্থিত উৎক্রমণ বায়ু উদান এবং যে বায়ু ভুক্ত অনুপানাদির সমীকরণ অর্থাৎ রস রুধির শুক্র পুরীষাদি করে, তাহাকে সমান বায়ু কহে। ইহা ভিন্ন কেহ কেহ (সাংখ্যমতাবলম্বী) কহিয়া থাকেন যে, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে আরও পঞ্চবায়ু আছে। ইহাদের মধ্যে উদ্গিরণকারী বায়ু নাগ, উন্মীলনকারী বায়ু কূর্ম্ম, ক্ষুধাজনক বায়ু কৃকর, জৃম্ভনকারী বায়ুর নাম দেবদত্ত এবং পোষণকর বায়ুকে ধনঞ্জয় বায়ু কহে। কিন্তু বৈদান্তিক আচার্য্যেরা প্রাণাদি পঞ্চবায়ুতে এই নাগাদি পঞ্চবায়ুর অন্তর্ভাব করিয়া প্রাণাদি পঞ্চবায়ুই কহিয়া থাকেন। এই মিলিত পঞ্চবায়ু আকাশাদি পঞ্চভূতের রজঃ অংশ হইতে উৎপন্ন হয়।*

* "বায়বঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। প্রাণো নাম প্রাগ্গমনবান্‌ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী। অপানো নাম অবাগ্গমনবান্‌ পার্য্বাদিস্থানবর্ত্তী।

এই পঞ্চপ্রাণ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময় কোশ নামে অভিহিত হয়। (বেদান্তসার) বেদান্তদর্শনের মতে প্রাণের ৫টী বৃত্তি আছে, যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। প্রাগ্‌বৃত্তির নাম প্রাণ, ইহার কার্য্য উচ্ছ্বাসাদি। অবাগ্‌বৃত্তির নাম অপান, ইহার কার্য্য মলমূত্র ত্যাগ প্রভৃতি। যাহা উক্ত উভয়ের সন্ধিস্থলে বৃত্তিমান, তাহার নাম ব্যান, ইহার কার্য্য বীর্য্যবৎ কার্য্যনির্ব্বাহ। ঊর্দ্ধবৃত্তির নাম উদান, ইহা উৎক্রান্ত্যাদির কারণ। যাহা সর্ব্বাঙ্গে সমবৃত্তি, তাহা সমান। এই সমান বায়ু দ্বারা ভুক্তান্নরসরক্তাদি ভাব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে নীত হয়। (বেদান্তদ° ২।৪।১২)

পঞ্চপ্রাসাদ (পুং) প্রসীদন্তি মনাংসি অত্র, প্র-সদ-অধিকরণে ঘঞ্, উপসর্গস্ত দীর্ঘত্বং। ১ পঞ্চচূড়ান্বিত প্রাসাদ, যে প্রাসাদের পঞ্চচূড়া আছে। ২ দেবগৃহবিশেষ, ইহাকে পঞ্চরত্নও কহে।

"পক্কেষ্টকচিতং রম্যং পঞ্চপ্রাসাদসংযুতম্।
কারয়িত্বা হরের্ধাম ধূতপাপো ব্রজেদ্দিবম্॥" (অগ্নিপু°)

পঞ্চবন্ধ (পুং) পঞ্চমঃ বন্ধঃ ভাগো যত্র। নষ্টদ্রব্যের পঞ্চমাংশ দণ্ড, যে দ্রব্য নষ্ট হইয়াছে, তাহার পঞ্চমাংশরূপ দণ্ড।

"আগমেনোপভোগেন নষ্টং ভাব্যমতোঽন্যথা।
পঞ্চবন্ধো দমস্তস্য রাজ্ঞে তেনাবিভাবিতে॥" 'পঞ্চবন্ধঃ নষ্টদ্রব্যস্য পঞ্চমাংশো দমো নাষ্টিকেন রাজ্ঞে দেয়ঃ।' (মিতাক্ষরা)

পঞ্চবলা (স্ত্রী) বৈদ্যকোক্ত ৫ প্রকার বলা, যথা, বলা, অতিবলা, নাগবলা, রাজবলা ও মহাবলা। (বৈদ্যকনি°)

পঞ্চবাণ (পুং) পঞ্চবাণাঃ শরা যস্য। কামদেব। (স্ত্রী) পঞ্চানাং বাণানাং সমাহারঃ। কামদেবের পঞ্চবাণ।

"দ্রবণং শোষণং বাণং তাপনং মোহনাভিধম্।
উন্মাদনঞ্চ কামস্য বাণাঃ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

দ্রবণ, শোষণ, তাপন, মোহন ও উন্মাদন এই পঞ্চবাণ। পঞ্চপুষ্পশর যথা—অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা ও নীলোৎপল এই ৫ প্রকার পঞ্চবাণের সায়ক।

"অরবিন্দমশোকঞ্চ চূতঞ্চ নবমল্লিকা।
নীলোৎপলঞ্চ পঞ্চৈতে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥" (শব্দকল্পদ্রুম)

(ত্রি) পঞ্চবাণবিশিষ্ট।

পঞ্চবাহু (পুং) পঞ্চবাহবো যস্য। মহাদেব। (হরিব° ২৭৭ অ°)

পঞ্চব্রহ্ম (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

পঞ্চভদ্র (পুং) পঞ্চসু অঙ্গভেদেষু ভদ্রং শুভঃ পুষ্পিতত্বাৎ। অশ্বভেদ, যে অশ্বের পঞ্চস্থানে পুষ্পচিহ্ন আছে, তাহাকে পঞ্চভদ্র কহে। "পঞ্চভদ্রস্তু হৃৎপৃষ্ঠমুখপার্শ্বেষু পুষ্পিতঃ॥" (হেমচ°) ২ পাচন বিশেষ যথা—গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, মুতা, চিরাতা ও শুঁঠ। (চক্রদত্ত অরুচি°)

"ছিন্নোদ্ভবা পর্পটবারিবাহ ভূনিম্বশুণ্ঠীজনিতঃ কষায়ঃ।
সমীরপিত্তজ্বরজর্জরাণাং করোতি ভদ্রং খলু পঞ্চভদ্রঃ॥"
(শার্ঙ্গধর)

পঞ্চভূত (ক্লী) পঞ্চানাং ভূতানাং সমাহারঃ কেচিত্তু সংজ্ঞাপ্রযুক্তত্বাৎ পঞ্চ চ তানি ভূতানি চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই ভূতপঞ্চক। এই জগৎ পঞ্চভূতাত্মক। এই পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে ও বিশ্লেষণে এই জগতের সৃষ্টি ও নাশ হইতেছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই পঞ্চভূতের বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

"অভূত্তস্মাদহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সৃষ্টিভেদতঃ।
বৈকারিকাদহঙ্কারাদ্দেবা বৈকারিকা দশ।
দিগ্‌বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ।
তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যাসংস্তন্মাত্রাক্রমযোগতঃ।
ভূতাদিকাদহঙ্কারাৎ পঞ্চভূতানি জজ্ঞিরে॥" (শারদাতি° ১ প°)

সৃষ্টিভেদে তিন প্রকার অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। এই তিন প্রকার অহঙ্কারের মধ্যে বৈকারিক অহঙ্কার হইতে বৈকারিক দশ দেবতা, তৈজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়সকল এবং ভূতাদিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন হয়। এইমতে অহঙ্কারই পঞ্চভূতের কারণ।

রাঘবভট্ট-ধৃত বচনে জানা যায় যে, বৈকার অহঙ্কার সাত্ত্বিক, তৈজস অহঙ্কারের নাম রাজস এবং ভূতাদি অহঙ্কারই তামস অহঙ্কার পদবাচ্য। এই ভূতাদি হইতেই পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। *

সাংখ্যদর্শনের মতে পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে মহান্ (বুদ্ধি), মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং এই পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ-

---

ব্যানো নাম বিষগ্‌গমনবানখিলশরীরবর্ত্তী। উদানঃ কণ্ঠস্থানীয় ঊর্দ্ধগমনবান্ উৎক্রমণবায়ুঃ। সমানঃ শরীরমধ্যগতাশিতপীতান্নাদিসমীকরঃ। সমীকরণন্তু পরিপাককরণং, রসরুধিরশুক্রপুরীষাদিকরণম্।

ইদং প্রাণাদিপঞ্চকং আকাশাদিগতরজোঽংশেভ্যো মিলিতেভ্য উৎপদ্যতে।" (বেদান্তসার)

* "সোঽহঙ্কারস্ত্রিভেদঃ স্যাদ্ সত্ত্বাদিগুণযোগতঃ।
বৈকারঃ সাত্ত্বিকো নাম তৈজসো রাজসঃ স্মৃতঃ॥
ভূতাদিস্তামসস্তে চ পৃথক্ তত্ত্বান্যবাসৃজন্।
বৈকারিকাদ্দিগাদ্যাশ্চ চন্দ্রেশৈকাদশ স্মৃতাঃ॥
ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাতৃদেবাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
যচ্চাপরং মনস্তত্ত্বং সঙ্কল্পবিকল্পকম্॥
তৈজসাদেব তজ্জাতমিন্দ্রিয়াণি তথা দশ।
ভূতাদেঃ পঞ্চ তন্মাত্রাণ্যাসন্ ভূতমতঃ পরম্॥" (রাঘবভট্ট-ধৃত বচনম্)

মহাভূতের উৎপত্তি হয়। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, এইরূপ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ তন্মাত্র হইতে যথাক্রমে বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই প্রকারে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হয় এবং লয়কালে এই পঞ্চ মহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে লীন হয়। বেদান্তমতে প্রথমে আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী এইরূপে পঞ্চভূত উৎপন্ন হইয়াছে।

"তস্মাদেতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ, আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে" (শ্রুতি) নৈয়ায়িকদিগের মতে ক্ষিত্যাদিভূতসমূহ দ্রব্য পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। ক্ষিতি, অপ্ তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত, কাল, দিক্, দেহ ও মন এই ৯ প্রকার দ্রব্য পদার্থ।

যাহার গন্ধ আছে, তাহাকে পৃথিবী কহে। বায়ু ও জলাদি যে কোন পদার্থে গন্ধ অনুভূত হয়, তাহা পৃথিবীরই গন্ধ জানিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আরও পৃথিবীর অনেকগুলি গুণ আছে, গন্ধবত্ত্ব, নানা জাতীয় রূপবত্ত্ব, ষড়্‌বিধরসবত্ত্ব এবং পাকজস্পর্শবত্ত্ব। পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতেই গন্ধ নাই, এই জন্য গন্ধবতী বলিলে পৃথিবীকে বুঝায়। তাই গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ। পাষাণাদিতে গন্ধ অনুভূত হয় না, কিন্তু পাষাণ ভস্ম করিলে গন্ধ অনুভূত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন, প্রস্তরাদি প্রকৃতই গন্ধহীন, উহার ভস্মে পাকজ গন্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। পাকজ গন্ধাদিও পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোন পদার্থেও থাকে না, কারণে যে গুণ নাই, কার্য্যে সেই গুণ কখনই থাকিতে পারে না, পাষাণে গন্ধ ছিল, তাই পাষাণভস্মে গন্ধানুভূতি হইল। বায়ুতে গন্ধ নাই, কিন্তু পুষ্পাদিপরাগ বায়ুর সহিত মিলিত থাকায় বায়ুতে গন্ধ অনুভূত হয়, এই জন্য বায়ুর নাম গন্ধবহ। ইহা বলিয়া বায়ু গন্ধবান্ নহে।

নানা জাতীয়রূপ পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতেই নাই, এজন্য নানা জাতীয় রূপবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ। জল ও তেজে রূপ আছে, তাহা সত্য, কিন্তু তাহা শুক্ল। পার্থিবাংশবশতঃ জলে বর্ণভেদ দেখা যায়, এবং অগ্নিরও পার্থিবাংশ লইয়া বিভিন্নরূপ হইয়া থাকে। নানা জাতীয় রূপ কেবল পৃথিবীতেই আছে।

ষড়্‌বিধ রস কেবল পার্থিব পদার্থে বর্ত্তমান, এই জন্য ষড়্‌বিধ রসবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ। জলের স্বাভাবিক রস মধুর, কষায়, লবণ প্রভৃতি রস পার্থিবাংশ সহযোগে উৎপন্ন হয়। পাকজ স্পর্শ পৃথিবী ভিন্ন আর কিছুতেই নাই, এই জন্য পাকজ স্পর্শবত্ত্ব পৃথিবীর লক্ষণ। পার্থিব ঘটশরাবাদিরই আমাবস্থায় একরূপ স্পর্শ থাকে, পরে অগ্নিতে পাক হইলে আর একরূপ স্পর্শ হয়। অগ্নিতে পাক হইবার পর কঠিনত্ব স্পর্শ হয়, অথচ জল বায়ু বা খাটি তেজের স্পর্শ পাকে বিভিন্ন হয় না, ইহাতে দেখা যায় যে, পাকজ স্পর্শ কেবল পৃথিবীতেই আছে, পৃথিবীর স্পর্শ উষ্ণ বা শীত নহে, তবে যে উষ্ণশীতস্পর্শ তারতম্য অনুভূত হয়, ইহা জলীয়াংশ ও অগ্নিযোগে হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে সর্ব্বসমেত ১৪টী গুণ আছে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বেগ, গুরুত্ব এবং নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। ইহার মধ্যে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই ৪টী বিশেষ গুণ। এই পৃথিবী দ্বিবিধ নিত্য এবং অনিত্য। পার্থিব পরমাণু নিত্য অপর সকল পৃথিবীই অনিত্য। এই নিত্য পৃথিবী অর্থাৎ পার্থিব পরমাণু হইতে ক্রমে এই সুবিশাল পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। পরমাণুর অবয়ব নাই, এই পার্থিব পরমাণুতেও গন্ধ এবং যে সকল গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল গুণ আছে, কিন্তু তাহা অনুভূত হয় না, মূল পৃথিবীতে গুণ না থাকিলে স্থূল পৃথিবীতে গুণ থাকিতে পারে না। স্থূল পৃথিবীর আদি ও অন্ত অবস্থা পরমাণু।

অনিত্য পৃথিবী তিন ভাগে বিভক্ত—দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয়। এই পার্থিব দেহ চতুর্ব্বিধ—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। মনুষ্যাদির দেহ জরায়ুজ, পক্ষী প্রভৃতির দেহ অণ্ডজ, উকুন, ছারপোকা প্রভৃতির দেহ স্বেদজ এবং লতাগুল্মাদির দেহ উদ্ভিজ্জ। এই চারি প্রকার দেহের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার যোনিজ এবং শেষোক্ত দুই প্রকার অযোনিজ। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ই পার্থিবেন্দ্রিয়। যে ইন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ অনুভব করা যায়, তাহাই ঘ্রাণেন্দ্রিয়। নাসিকার নাম ঘ্রাণেন্দ্রিয় নহে। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানস্থান নাসিকা এই পর্য্যন্ত। যাহা দেহ নহে, ইন্দ্রিয়ও নহে, অথচ পৃথিবী, তাহাই বিষয়। স্থূলতঃ ভোগ্য পৃথিবী বলিলেও বলা যায়, দ্ব্যণুক হইতে এই বিস্তৃত পৃথিবী সমুদয়ই বিষয়।

অপ্ (জল) ইহা দ্বিতীয় ভূত। ইহারও অনেকগুলি গুণ আছে, শুক্লরূপ মাত্রবত্ত্ব, মধুর রসমাত্রবত্ত্ব, শীতল স্পর্শবত্ত্ব, স্নেহবত্ত্ব, এবং সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ববত্ত্ব। জলে আর কোন রূপ নাই, কেবল শুক্লরূপ আছে; পৃথিবীতে নানাবিধরূপ সেই জন্য শুক্লরূপমাত্র বিশিষ্ট বলিলে কেবল জলই বোধ হয়। এই জন্য শুক্লরূপমাত্রবত্ত্ব জলের লক্ষণ। জলে কেবল মধুর রস আছে, অন্য কোন রস জলে নাই। পৃথিবীতে ষড়্‌বিধ রস, কেবল মধুর রস পৃথিবীতে নাই। সুতরাং মধুর রসমাত্রবিশিষ্ট বলিলে জলই বোধ হয়। এই জন্য মধুর রসমাত্রবত্ত্ব জলের লক্ষণ। শীতল স্পর্শ কেবল জলে আছে, আর কিছুতে নাই; পৃথিবী প্রভৃতিতে যে স্পর্শ আছে, তাহা শীতল নহে, এই জন্য শীতল স্পর্শমাত্র জলের লক্ষণ। স্নেহবত্ত্ব ও দ্রবতা জলের লক্ষণ, স্নেহ

আর কিছুতে নাই। ঘৃতাদিতে যে স্নেহ আছে, তাহা জলের, এই জন্য স্নেহবিশিষ্ট বলিতে জলকেই বুঝায়। জলের আর একটী গুণ সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব, স্বাভাবিকতরলতা। জলে সর্ব্বশুদ্ধ ১৪টী গুণ। নিত্য ও অনিত্য ভেদে এই জল দ্বিবিধ।

তেজ, ইহা তৃতীয় ভূত। তেজের লক্ষণ—উষ্ণ স্পর্শবত্ব, ভাস্বর শুক্লরূপবত্ব এবং নৈমিত্তিক দ্রবত্ববত্ব। যাহাতে উষ্ণ স্পর্শ আছে, ভাস্বর শুক্ল এবং নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে, তাহাই তেজঃ। তেজে সর্ব্বশুদ্ধ ১১টী গুণ আছে। তেজ দ্বিবিধ, নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ তেজ নিত্য, তদ্ভিন্ন অনিত্য।

মরুৎ, ইহা চতুর্থ ভূত। বায়ুর গুণ অপাকজ অনুষ্ণাশীত স্পর্শবত্ব এবং তির্য্যক্‌গমনবত্ব। বায়ুতে রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, বায়ুতে কেবল স্পর্শ আছে। তির্য্যক্‌গমন বায়ুর লক্ষণ এবং স্পর্শাদিদ্বারা অনুমেয়। এই বায়ুও দ্বিবিধ নিত্য ও অনিত্য। পরমাণুরূপ তেজঃ নিত্য, তাহা ভিন্ন অনিত্য।

আকাশ, পঞ্চম ভূত। যাহা শব্দের আশ্রয়, তাহা আকাশ। শব্দের আশ্রয় আর কেহ নহে, কেবল আকাশ, শব্দ যে আর কোন দ্রব্যে থাকে না, কেবল আকাশেই থাকে। (ভাষাপ°) [এই সকলের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সাংখ্য ও বেদান্ত মতে—আকাশই ভূতসমূহের উপাদান, এক আকাশ হইতে ক্রমে অন্য ভূত সকলের উৎপত্তি হইয়াছে। এই জগৎ পঞ্চভূতাত্মক, পুরুষ শুভাশুভ অদৃষ্টবশে নানা যোনি ভ্রমণ করে, জীব পঞ্চভূতাত্মক দেহধারণ করে, যখন এই ভোগদেহের অবসান হয়, তখন পুরুষ অদৃষ্ট লইয়া সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহে এই পাঞ্চভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করে। পঞ্চমহাভূত পঞ্চতন্মাত্রে লীন হয়। মাতাপিতৃজ যে শরীর থাকে, তাহা রসান্ত বা ভস্মান্ত হইয়া যায়। সূক্ষ্ম শরীর শব্দে একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও মহৎ এই সপ্তদশ। (সাংখ্যদ°) বেদান্ত মতে স্থূলভূত পঞ্চীকৃত। পঞ্চীকরণ আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে প্রত্যেক ভূতকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়া সেই দশভাগের মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চভূতের প্রত্যেক প্রাথমিক পঞ্চভাগকে সমান চারি অংশে বিভক্ত করিয়া আবার সেই প্রত্যেক চারি অংশ স্বীয় দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগ পরিত্যাগ করিয়া ইতর চারিভূতের দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগের সহিত মিশ্রিত হইলে পঞ্চীকৃত হয়। পঞ্চভূত পঞ্চাত্মকরূপে সমান হইলেও প্রত্যেকটীতে পৃথক্ পৃথক্ আকাশাদি ব্যবহার হয়। এইরূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ভূ-আদি লোক ও ব্রহ্মাণ্ড এবং চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীর সকল আর তাহাদিগের ভোগোপযুক্ত অন্নপানাদিসকল উৎপন্ন হইয়াছে। (বেদান্তসার) [পঞ্চীকরণ দেখ।]

ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র ও নির্ব্বাণতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, পঞ্চভূত হইতে সৃষ্টি হয়, আবার লয়কালে ভূতসকল প্রথমে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে এবং বায়ু আকাশে লীন হয়।

"মহী সংলীয়তে তোয়ে তোয়ং সংলীয়তে রবৌ।
রবিঃ সংলীয়তে বায়ৌ বায়ুর্নভসি লীয়তে।
পঞ্চতত্ত্বাদ্ভবেৎ সৃষ্টিস্তত্ত্বে তত্ত্বং বিলীয়তে॥"

(ব্রহ্মজ্ঞান ও নির্ব্বাণতন্ত্র)

ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্রে পঞ্চভূতের মধ্যে এক একটী ভূতের অস্থি আদি পাঁচ পাঁচটী করিয়া গুণ লিখিত আছে যথা—অস্থি, মাংস, নখ, নাড়ী ও ত্বক্ এই ৫টী পৃথিবীর গুণ। মল, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা এবং শোণিত ইহা জলের গুণ। হাস্য, নিদ্রা, ক্ষুধা, ভ্রান্তি এবং আলস্য ইহা তেজের গুণ। ধারণ, চালন, ক্ষেপ, সঙ্কোচ ও প্রসর এই ৫টী বায়ুর গুণ এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, লজ্জা ও মোহ এই পাঁচটী আকাশের গুণ।*

পঞ্চভূতের নক্ষত্র সকল অর্থাৎ এক একটী ভূত বলিয়া এই সকল নক্ষত্র পাওয়া যায়। ধনিষ্ঠা, রেবতী, জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, শ্রবণা, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া এই সকল নক্ষত্রকে পৃথ্বী কহে। এইরূপ পূর্ব্বাষাঢ়া, অশ্লেষা, মূলা, আর্দ্রা, রোহিণী ও উত্তরভাদ্রপদ এই সকল নক্ষত্র জল; ভরণী, কৃত্তিকা, পুষ্যা, মঘা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও স্বাতি ইহারা তেজ; বিশাখা, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, পুনর্ব্বসু ও অশ্বিনী এই সকল নক্ষত্র বায়ু নামে অভিহিত হয়। (স্বরোদয়)

পঞ্চভৃঙ্গ (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত পাঁচপ্রকার বৃক্ষ। দেবতাড়স, (দেয়াতাড়া) শমী, ভঙ্গা (সিদ্ধি), তালীশপত্র ও নিশিন্দা। (বৈদ্যকনি°)।

পঞ্চম্ভ্র, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেলবাড়ের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। পলিতানা হইতে ১২ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৭৮ বর্গ মাইল।

পঞ্চম (ত্রি) পঞ্চানাং পূরণঃ (পূরণে ডট্, ততো মান্তাদিতি মট্।) ১ পঞ্চসংখ্যার পূরণ, পাঁচ। (মনু ৮।১২৫)

* "অস্থিমাংসনখাশ্চৈব নাড়ীত্বক্ চেতি পঞ্চমঃ।
পৃথ্বী পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতম্॥
মলং মূত্রং তথা শুক্রং শ্লেষ্মা শোণিতমেব চ।
তোয় পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতম্॥
হাস্যো নিদ্রা ক্ষুধা চৈব ভ্রান্তিরালস্যমেব চ।
তেজঃপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতম্॥
ধারণং চালনং ক্ষেপঃ সঙ্কোচঃ প্রসরস্তথা।
বায়ুপঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতম্॥
কামক্রোধস্তথা লোভলজ্জা মোহশ্চ পঞ্চমঃ।
নভঃ পঞ্চগুণাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মজ্ঞানেন ভাষিতম্॥" (ব্রহ্মজ্ঞানতন্ত্র ১ পটল)

২ রুচির। ৩ দক্ষ। (হেম)। ৪ মৈথুন।

"ভগলিঙ্গস্য যোগেন মৈথুনং যত্নবেৎ প্রিয়ে।
তস্য নাম ভবেদ্দেবি পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্॥"
(সময়াচারতন্ত্র)

পঞ্চনাং স্বরাণাং পূরণঃ। (পুং) ৫ তন্ত্রীকণ্ঠোত্থিত স্বরবিশেষ। এই স্বর ষড়্‌জাদি সপ্তস্বরের মধ্যে পঞ্চম স্বর। ইহার উৎপত্তিস্থান—

"বায়ুঃ সমুদ্গতো নাভেরুরো হৃৎকণ্ঠমূর্দ্ধসু।
বিচরন্ পঞ্চমস্থানপ্রাপ্ত্যা পঞ্চম উচ্যতে।" (ভারত)

নাভিদেশ হইতে বায়ু উদ্ভূত হইয়া উরস্ (বক্ষ), হৃদয়, কণ্ঠ ও মূর্দ্ধা এই পঞ্চম স্থান বিচরণ করিয়া পঞ্চম স্থান প্রাপ্তি হেতু পঞ্চম কহে।

"প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চ উদান ব্যান এব চ।
এতেষাং সমবায়েন জায়তে পঞ্চমঃ স্বর।" (সঙ্গীত দামো°)

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ুর সমবায়ে পঞ্চম স্বর উৎপন্ন হয়। ইহার জাতি ঔড়ব। পঞ্চ স্বর মিলিত হইয়া হয় বলিয়া ইহার নাম পঞ্চম। ইহার কূটতান ১২০, ইহার প্রত্যেক তান ৪০ করিয়া সমুদায় ৪৮০০ তান। ইহার উচ্চারণজাতি পিক, উচ্চারণস্থান উরস্, গলদেশ ও মস্তক। ব্যাকরণ মতে অধর। এই স্বর বিপ্রবর্ণ। ইহার রূপ ইন্দ্ররূপতুল্য, বর্ণ শ্যাম, স্থান ক্রৌঞ্চদ্বীপ, দেবতা মহাদেব, বার বৃহস্পতি, সময় ৯ ঘটিকা ৩৪ পল। ইহার চারিটী শ্রুতি— ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী ও আলাপিনী। মূর্চ্ছনা তিন যমলী, নির্ম্মলী ও কোমলী। (নাদপু°) ৫ রাগভেদ। (মেদিনী) কল্লিনাথ ও সোমেশ্বর মতে—এই রাগ ষড়্‌রাগের মধ্যে তৃতীয় রাগ। সোমেশ্বর মতে—ইহার গান সময় শরদ্ ঋতু এবং প্রাতঃকাল। কল্লিনাথ মতে—ইহার রাগিণী ছয় প্রকার, যথা—ত্রিবেণী, স্তম্ভতীর্থা, আভীরী, ককুভ্, বরারী ও সাবীরী। সোমেশ্বর মতে—বিভাষা, ভূপালী, কার্ণাটী, বড়হংসিকা, মালশ্রী, পটমঞ্জরী। এই রাগে গান্ধারস্বর তীব্র, ঋষভ ও পঞ্চমস্বর লুপ্ত, ষড়্‌জ স্বর গ্রহাংশন্যাস। হনুমৎ ও ভরতমতে—ভৈরবরাগের অষ্টম পুত্র।

পঞ্চম, ১ দাক্ষিণাত্যবাসী লিঙ্গায়ৎদিগের শাখাভেদ।
[লিঙ্গায়ৎ দেখ।]

২ জৈনদিগের ৮৪ গচ্ছের মধ্যে একটী।

পঞ্চমঋষি, হিন্দুদিগের একটী উৎসব। ভাদ্রমাসে সপ্তর্ষি নক্ষত্রের উদ্দেশে এই উৎসব হইয়া থাকে।

পঞ্চমকবি, বুন্দেলখণ্ডবাসী একজন গায়ক কবি। ইনি অজয়গড়ের রাজা গুমানসিংহের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। জন্ম ১৮৫৩ খৃঃ অঃ। ২ রায় বেরেলী জেলার ডলমউ নগরবাসী একজন গায়ক কবি। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইনি সাধারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

পঞ্চমকার (স্ত্রী) পঞ্চসংখ্যাকং মকারং তত্ত্বং যত্র। মৎস্যাদি মকারপঞ্চক, মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই ৫টি পঞ্চমকার।

"মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যো মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
পঞ্চতত্ত্বমিদং দেবি নির্ব্বাণমুক্তিহেতবে॥
মকারপঞ্চকং দেবি দেবানামপি দুর্লভম্॥" (গুপ্তসা° তং ৭ পটল)

এই মদ্যাদি পঞ্চমকার নির্ব্বাণমুক্তির কারণ এবং ইহা দেবতাদিগেরও দুর্লভ।

মহাসাধুগণ পঞ্চমুদ্রা দ্বারা অম্বিকাপূজা করিবেন, এই নিয়মে না করিলে দেবতা ও পণ্ডিতগণ মহানিন্দা করিয়া থাকেন। এই জন্য কায়মনোবাক্যে পঞ্চতত্ত্বপর হইতে হইবে।

"মদ্যৈর্মাংসৈস্তথামৎস্যৈর্মুদ্রাভির্মৈথুনৈরপি।
স্ত্রীভিঃ সার্দ্ধং মহাসাধুরর্চ্চয়েজ্জগদম্বিকাম্।
অন্যথা চ মহানিন্দা গীয়তে পণ্ডিতৈঃ সুরৈঃ।
কায়েন মনসা বাচা তস্মাত্তত্ত্বপরো ভবেৎ॥"(কামাখ্যাত° ৫প°)

এই পঞ্চমকারের মধ্যে মদ্যাদি প্রসিদ্ধ। যে সুরা সকল কার্য্যে কথিত হইয়াছে, সেইরূপ সুরাপানই শ্রেয়স্কর। শূদ্রদিগের ভক্ষযোগ্য যে সকল মাংস কথিত হইয়াছে, সেই সকল মাংস, যে সকল মৎস্যভোজনের বিধান আছে, সেই সকল মৎস্য। পৃথুক, তণ্ডুল, গোধূম ও চণকাদি ভাজা হইলে তাহাকে মুদ্রা কহে। পঞ্চম মৈথুন। এই পঞ্চমকার।*

মৎস্যাদির ব্যুৎপত্তি—মারামলাদি প্রশমন, মোক্ষমার্গনিরূপণ এবং অষ্টবিধ দুঃখাদি বিনষ্ট হয়, এই জন্য মৎস্য নামে অভিহিত হইয়াছে। মাঙ্গল্যজনন, সম্বিদানন্দদান এবং সকল দেবের প্রিয় এই জন্য মাংস নামে অভিহিত। পঞ্চমকার ব্যতীত জপাদি বৃথা, পঞ্চমকার ভিন্ন সিদ্ধিও দুর্লভ। পঞ্চমকার শোধন করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়।

---

* "যা সুরা সর্ব্বকার্য্যেষু কথিতা ভুবি মুক্তিদা।
তস্যা নাম ভবেদ্দেবি তীর্থং পানং সুদুর্লভম্।
শূদ্রাণাং ভক্ষ্যযোগ্যানাং যন্মাংসং দেবনির্ম্মিতম্।
বেদমন্ত্রেণ বিধিবৎ প্রোক্তা সা শুদ্ধিরুত্তমা।
ভক্ষ্যযোগ্যাশ্চ কথিতা যে যে মৎস্যা বরাননে।
তে রহস্যেময়া প্রোক্তা মীনাঃ সিদ্ধিপ্রদায়কাঃ।
পৃথুকাতণ্ডুলাভৃষ্টা গোধূমচণকাদয়ঃ।
তস্য নাম ভবেদ্দেবি মুদ্রা মুক্তিপ্রদায়িনী।
ভগলিঙ্গস্য যোগেন মৈথুনং যত্নবেৎ প্রিয়ে।
তস্য নাম ভবেদ্দেবি পঞ্চমং পরিকীর্ত্তিতম্॥" (সময়াচারতন্ত্র ২ পটল)

"মায়ামলাদিশমনাৎ মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ।
অষ্টদুঃখাদিবিরহাৎ মৎস্যেতি পরিকীর্ত্তিতঃ॥
মাঙ্গল্যজননাদ্দেবি সম্বিদানন্দদানতঃ।
সর্ব্বদেবপ্রিয়ত্বাচ্চ মাংস ইত্যভিধীয়তে॥
পঞ্চমং দেবি সর্ব্বেষু মম প্রাণপ্রিয়ং ভবেৎ।
পঞ্চমেন বিনা দেবি চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ॥
যদি পঞ্চ মকারেষু ভ্রান্তিশ্চেৎ কুরুতে প্রিয়ে।
তস্য সিদ্ধিঃ কথং দেবি চণ্ডীমন্ত্রং কথং জপেৎ॥"

(কুলার্ণবতন্ত্র° পঞ্চমখ° ১০ উ°)

পঞ্চমকারের মধ্যে মদ্য প্রধান, কিন্তু সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে মদ্যপানের বিশেষ নিন্দা ও প্রায়শ্চিত্ত বিধান আছে, অতএব পঞ্চমকারানুষ্ঠানে মদ্যপান করিলে প্রায়শ্চিত্তই বা হইবে না কেন? প্রাণতোষিণীতে ইহার মীমাংসা এইরূপ লিখিত আছে, যাহারা কেবল মদ্যাদি পান করেন, তাহাদের পক্ষেই এই বিধি; কিন্তু পঞ্চমকার শোধন করিয়া খাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, বরং পঞ্চমকারানুষ্ঠান না করিলে কার্য্যসিদ্ধি হয় না। পঞ্চমকারের শোধনের বিষয় প্রাণতোষিণীতে লিখিত আছে—

প্রথমে নিজ বামভাগে ষট্‌কোণের অন্তর্গত ত্রিকোণ বিন্দু লিখিয়া ও বাহ্যদেশে চতুরস্রবৃত্ত অঙ্কিত করিয়া সামান্যার্ঘ্য জলে অভ্যুক্ষণ করিতে হইবে। পরে 'আধারশক্তয়ে নমঃ।' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া 'নমঃ' এই মন্ত্রে প্রক্ষালন, তাহার পর মণ্ডলোপরি সংস্থাপন করিয়া 'মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিয়া 'ফট্' এই মন্ত্রে কলস প্রক্ষালিত করিবে, তাহার পর ঐ কলসে সুরা পূরিয়া রক্তবস্ত্র ও মাল্যাদি বিবিধভূষণে ভূষিত করিয়া উহাকে দেবী বিবেচনা করিয়া স্থাপিত করিবে। 'মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্রে আধারপূজা, 'অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্রে কলসপূজা, 'উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তাহার পর 'ফট্' এই মন্ত্রে দ্রব্যসন্তাড়ন, 'হুং' এই মন্ত্র ও অবগুণ্ঠন মুদ্রাদ্বারা বীক্ষণ, 'নমঃ' এই মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ, পরে মূলমন্ত্রে তিনবার গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া 'ওঁ' মন্ত্রে কুম্ভে পুষ্পনিক্ষেপ, 'হ্‌সৌ' এই মন্ত্রে ত্রিকোণমণ্ডল লিখিতে হইবে। পরে হ্‌সৌ, এই মন্ত্র ও 'হ্রীঁ হ্রীঁ পরমস্বামিনি পরমাকাশশূন্যবাহিনি চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভক্ষিণি পাত্রং বিশ বিশ স্বাহা।' এই মন্ত্রে ঘট ধরিয়া দশবার জপ, পরে ঐঁ হ্রীঁ ক্রীঁ আনন্দেশ্বরায় বিদ্মহে সুধাদেব্যৈ ধীমহি তন্নোঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ প্রচোদয়াৎ। এই গায়ত্রী জপ করিয়া মদ্যের শাপবিমোচন করিতে হইবে।

শাপ-বিমোচনের মন্ত্র—

"একমেব পরং ব্রহ্ম স্থূলসূক্ষ্মময়ং ধ্রুবং।
কচোদ্ভবাং ব্রহ্মহত্যাং তেন তে নাশয়াম্যহং॥
সূর্য্যমণ্ডলসম্ভূতে বরুণালয়সম্ভবে।
অমাবীজময়ে দেবি শুক্রশাপাদ্বিমুচ্যতাম্॥"

ইত্যাদি মন্ত্র ঘট ধরিয়া তিনবার পড়িতে হইবে। তৎপরে 'ওঁ বাঁ বীঁ বূঁ বৈঁ বৌঁ বঃ ব্রহ্মশাপবিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ', এই মন্ত্রও তিনবার পাঠ, তৎপরে, 'ওঁ শাঁ শীঁ শূঁ শৈঁ শৌঁ শঃ শুক্রশাপাদ্বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যৈ নমঃ' এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া ইন্দ্রশাপ বিমোচন করিতে হইবে। তৎপরে 'ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্রাং ক্রীং ক্রূঁ ক্রৈঁ ক্রৌঁ ক্রঃ কৃষ্ণশাপং বিমোচয় অমৃতং স্রাবয় স্বাহা' এই মন্ত্র দশবার জপ করিয়া কৃষ্ণশাপ বিমোচন করিতে হইবে। 'ওঁ হংসঃ শুচিসদ্বসুরন্তরীক্ষসদ্ধোতা বেদিসদতিথির্দুরোণসৎ নৃসদ্বরসদৃতসদ্ ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ' এই মন্ত্র দ্রব্যোপরি তিনবার পাঠ করিতে হইবে। তাহার পর দ্রব্যমধ্যে আনন্দভৈরব ও আনন্দভৈরবীর ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান করিয়া ইহাদের পূজা করিয়া শক্তিচক্র লিখিতে হইবে, এই চক্রে শিব ও শক্তির সমাযোগ স্থির করিয়া মদ্য অমৃতস্বরূপ, ইহা চিন্তা করিতে হইবে, পরে ধেনুমুদ্রাদ্বারা অমৃতীকরণ করিয়া 'বং' এই বরুণবীজ ও মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিয়া মদ্যকে দেবতাস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিবে, এইরূপ করিলে মদ্য শোধিত হয়।

মাংসশোধন। 'ওঁ প্রতদ্বিষ্ণু স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগোনভীমঃ কুচরোগরিষ্ঠা যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমোধয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা' এই মন্ত্রে মাংসশোধন করিতে হইবে।

মীনশুদ্ধি। 'ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥'

মুদ্রাশোধন—

'ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।
ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ
স সমিন্ধতে বিষ্ণো যৎ পরমং পদং॥' এই মন্ত্রে মুদ্রাশুদ্ধি।

মৈথুনশুদ্ধি—

"ওঁ বিষ্ণুর্যোনিং কল্পয়তু ত্বষ্টা রূপাণি পিংশতু।
আসিঞ্চতু প্রজাপতির্ধাতা গর্ভং দধাতু তে॥
গর্ভং দেহি সিনীবালী গর্ভং দেহি সরস্বতী।
গর্ভং তে অশ্বিনৌ দেবাবধত্তাং পুষ্করস্রজৌ॥"

এই মন্ত্রে মৈথুন শোধন করিতে হয়, এই পঞ্চমকারের শোধনবিধি বলা হইল। এইরূপে পঞ্চমকার শোধন না করিয়া সেবনে পদে পদে বিঘ্ন হইয়া থাকে। (প্রাণতোষিণী)

পঞ্চমঢ়ী (পচমঢ়ী) মধ্যপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী অধিত্যকা। ইহার চতুর্দ্দিকে চৌরাদেও, জাটপাহাড়, ও ধূপগড় গিরিমালা বিরাজিত। এখানে সমতলক্ষেত্র হইতে ২৫০০ ফিট্ উচ্চে সোহাগপুর নগরে অনেকগুলি প্রাচীন ও সুদৃশ্য মন্দির আছে। এখানকার সর্দ্দারেরা কার্কুবংশীয় এবং মহাদেবপর্ব্বতের ভোপাদিগের প্রধান ব্যক্তিই মন্দিরাদির পর্য্যবেক্ষণ করেন।

পঞ্চমণ্ডলী, গ্রাম্যপঞ্চায়ত। এখন যেমন পল্লিগ্রামে পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক নানা বিষয়ের মীমাংসা হয়, পূর্ব্বকালে এই পঞ্চমণ্ডলী হইতেই গ্রামের সকল বিবাদের মীমাংসা ও সকল প্রকার বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইত। গুপ্তসম্রাট্ ২য় চন্দ্রগুপ্তের সাঞ্চির শিলালিপিতে (৯৩ গুপ্তসংবতে) সর্ব্বপ্রথম এই 'পঞ্চমণ্ডলী' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।

পঞ্চমনগর, মধ্যপ্রদেশের দামোজেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা° ২৪° ৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ১৩´ পূঃ। এখানে অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইত।

পঞ্চময় (ত্রি) পঞ্চ-ময়ট্। পঞ্চম ভাগীয়।

পঞ্চমবৎ (ত্রি) পঞ্চম মতুপ্ মস্য বঃ। পঞ্চসংখ্যাযুক্ত।

পঞ্চমহল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাতের পূর্ব্বসীমাবর্ত্তী ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। পাঁচটী উপবিভাগে গঠিত বলিয়া এই জেলার নাম পঞ্চমহল হইয়াছে। অক্ষা° ২২° ৩০´ হইতে ২৩° ১০´ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৫´ হইতে ৭৪° ১০´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ১৬১৩ বর্গমাইল। এখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। প্রায় সকলগুলিই গ্রীষ্মের উত্তাপে শুকাইয়া যায়। এই জেলার গোধ্ড়া (গোধ্রা) উপবিভাগে ওর্বাদানামে একটী হ্রদ আছে। ইহার জল কথনও শুকায় না। এতদ্ভিন্ন এখানে প্রায় ৭৫০ বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী ও অসংখ্য কূপ আছে।

জেলার দক্ষিণপশ্চিমকোণে পোয়াগড় (পাবাগড়) নামে একটী পর্ব্বত আছে। ইহার শিখরদেশ তথাকার সমতলক্ষেত্র হইতে প্রায় ২৫০০ ফিট্ উচ্চ। এই উচ্চস্থানে বহু পূর্ব্বকাল হইতে একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ১০২২ খৃষ্টাব্দে তুয়ার-রাজগণ এই প্রদেশ ও পাবাদুর্গের অধীশ্বর ছিলেন। তৎপরে চৌহান রাজগণ এই দুর্গ দখল করিয়া লন। ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ এই স্থান আক্রমণ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া পলায়ন করেন। ১৭৬১-১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সিন্ধিয়ারাজ এই প্রদেশ জয় করিয়া ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাহার বংশীয়গণ ভোগ দখল করে। উক্ত বৎসরের শেষে কর্ণেল উডিংটন এই দেশ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-রাজ পুনরায় এখানকার শাসনভার সিন্ধিয়ার হস্তে অর্পণ করেন। পরে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ স্বহস্তে ইহার শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

চম্পানের নগরের ইতিহাসই এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া গণ্য। উক্ত নগরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র লক্ষিত হয়। ৩৫০—১৩০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে অণহলবাড়ার তুয়ারগণ ও পরে ১৪৮৪ পর্য্যন্ত চৌহানগণ রাজত্ব করেন। এই সময় হইতে ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চম্পানের নগর গুজরাতের রাজধানীরূপে গণ্য ছিল।

১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে হুমায়ুন এই নগর আক্রমণ ও ধ্বংস করিয়া পরবর্ত্তী বৎসরে আহ্মদাবাদে রাজধানী পরিবর্ত্তন করেন। এখানকার নায়কড়া অধিবাসিগণ চম্পানেরের প্রাচীন অধিবাসিগণের বংশধর। এখানে গ্রাম ও নগরাদিতে ৬৭৫টী গ্রাম আছে।

পঞ্চমহাপাতক (ক্লী) পাঁচ প্রকার মহাপাতক—ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয় ও গুরুপত্নীগমন এবং ইহাদিগের সংসর্গ এই ৫টী কার্য্য পঞ্চমহাপাতক। ব্রাহ্মণের এক ভরি সোণা চুরি করিলে স্তেয়পদবাচ্য হইবে। স্তেয় শব্দে চৌর্য্যকেই বুঝায়, কিন্তু পরবচনে বিশেষরূপে উল্লেখ থাকায় এইখানে এইরূপ অর্থ হইবে, চৌর্য্যমাত্রই মহাপাতক হইবে না।

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥" (মনু)

মন্বাদি সকলই এক বাক্যে এই সকল পাপকে মহাপাতক শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। যাহারা এই সকল পাতকানুষ্ঠান করেন, তাহাদিগকে মহাপাতকী কহে। মহাপাতকীর সংসর্গও মহাপাতক, এই জন্য যত্নপূর্ব্বক তাহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ বিধেয়। [মহাপাতক দেখ।]

পঞ্চমহাযজ্ঞ (পুং) পঞ্চগুণিতো মহাযজ্ঞঃ। গৃহস্থ কর্ত্তৃক প্রতিদিন কর্ত্তব্য দৈব ও পৈত্রাদি যজ্ঞপঞ্চক, পঞ্চ প্রকার নিত্যকর্ম্ম, প্রত্যেক গৃহীর প্রতিদিন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। গৃহস্থ প্রতিদিন পঞ্চসূনাজনিত যে পাপানুষ্ঠান করে, তাহা পঞ্চ যজ্ঞ দ্বারা বিনষ্ট হয়। এই পঞ্চযজ্ঞের বিষয় ভগবান্ মনু এইরূপ বলিয়াছেন—

"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লীপেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্
তাসাং ক্রমেণ সর্ব্বাসাং নিষ্কৃত্যর্থং মহাত্মভিঃ॥
পঞ্চক্লৃপ্তা মহাযজ্ঞাঃ প্রত্যহং গৃহমেধিনাং॥
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতঃ নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥"
(মনু ৩।৬৮-৭০)

উদুন বা আখা, শিল বা জাঁতা, ঝাটা, ঢেঁকি, এবং জলপাত্র না হইলে গৃহস্থের চলে না, অথচ এইগুলি এক একটী সূনা অর্থাৎ প্রাণিবধের স্থান। উদুন জলিলে পাক হইবে, কিন্তু এই জলন্ত উদুনে কত কীট পতঙ্গ দগ্ধ হয়, কে তাহার ইয়ত্তা করে, কণ্ডনী প্রভৃতি সকলেতেই নানাপ্রকার জীব বিনষ্ট হয়। চুল্লী প্রভৃতি বধস্থান দ্বারা যে পাপ উৎপন্ন হয়, সেই পাপসমুদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মহর্ষিগণ গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন। অধ্যয়ন অধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ, অন্নাদি বা উদক দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করার নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, পশুপক্ষ্যাদিকে অন্নাদি প্রদানরূপ বলির নাম ভূতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম মনুষ্যযজ্ঞ। শক্তি থাকিতে যে গৃহস্থ এই পঞ্চমহাযজ্ঞ একদিনও পরিত্যাগ না করেন, তিনি নিত্য-গার্হস্থে বাস করিলেও পঞ্চসূনা পাপে লিপ্ত হন না। দেবতা, অতিথি, পোষ্যবর্গ, পিতৃলোক ও আত্মা এই পঞ্চজনকে যে ব্যক্তি উক্ত পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা অন্নাদি না দেয়, সে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস-বিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে অর্থাৎ তাহার জীবন নিষ্ফল। কোন কোন বেদশাখায় এই পঞ্চমহাযজ্ঞ অহুত, হুত, প্রহুত ব্রাহ্মহুত ও প্রাশিত এই পঞ্চনামে অভিহিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মযজ্ঞ বাজপেয়ের নাম অহুত, হোমের নাম হুত, ভূতযজ্ঞের নাম প্রহুত, নরযজ্ঞ বা ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনার নাম ব্রহ্মহুত এবং পিতৃতর্পণের নাম প্রাশিত। (মনু ৩ অ°) তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান লিখিত আছে—

"পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততি প্রতায়স্তে। দেবযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞঃ মনুষ্যযজ্ঞঃ ভূতযজ্ঞঃ ব্রহ্মযজ্ঞঃ ইতি" (তৈত্তিরীয় আর°)

এই পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে বেদপাঠ ও বেদাধ্যাপন ইহা ব্রহ্মযজ্ঞ, এই ব্রহ্মযজ্ঞানুষ্ঠানে তত্ত্বজ্ঞান হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে সকল দুঃখ তিরোহিত হয়। গৃহী যদি আহার না করেন, তাহা হইলেও তাহার পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ বৈশ্বদেব এবং নিরগ্নিক ব্যক্তিসকল হোম করিবে। এইরূপে হোম সমাপন করিয়া বিশ্বদেব, সমুদয় ভূতবৃন্দ এবং পিতৃলোকদিগের উদ্দেশে বলিপ্রদান করিতে হইবে। এইরূপ দেবতা ও পিতৃদিগের উদ্দেশে বলি দিয়া তৃপ্তি না হইলে বা ইচ্ছা থাকিলে এইরূপ মন্ত্রে বলিপ্রদান করা যায়—

"দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্॥
পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাদ্যা বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবদ্ধবদ্ধাঃ।
প্রযান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যো বিসৃষ্টং সুখিনো ভবন্তু॥
ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতদহঞ্চবিষ্ণুর্নযতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু॥"
(আহ্নিকতত্ত্ব)

গৃহস্থ দিবাভাগে দুইপ্রহরের সময় চতুষ্পথে পবিত্র ভূভাগে উপবেশন করিয়া সমস্ত জীবের উদ্দেশে এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিবেন, দেবগণ, দৈত্যগণ, পশুপক্ষিগণ, যক্ষসিদ্ধসর্পগণ, প্রেতপিশাচগণ, বৃক্ষগণ, কীটপতঙ্গপিপীলিকাবৃন্দ এবং আমার প্রদত্ত অন্নভোজনাভিলাষী জীববৃন্দ সকলের উদ্দেশেই আমি অন্নদান করিতেছি, ভোজন করিয়া তাহারা তৃপ্তিলাভ করুন। যাহারা নিরাশ্রয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু ও যাহাদের কেহ নাই, এই ভূতলে তাহাদের তৃপ্তির জন্য আমি অন্ন প্রদান করিতেছি, তাহারা তৃপ্তিলাভ করুন। ইত্যাদি। এইরূপে ভূতসমূহের উদ্দেশে বলি দিয়া গৃহী নিজে আহার করিবেন। ইত্যাদিরূপে পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করা প্রত্যেকেরই অবশ্যবিধেয়। যাহারা এই পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, তাহারা অন্তিমে ঘোর নরকে গমন করে। [ইহার অন্যান্য বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চমহাব্যাধি, অর্শ, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, প্রমেহ, প্রমেহ ও উন্মাদ এই পাঁচটী ব্যাধি।

পঞ্চমহাশব্দ, পঞ্চপ্রকার বাদ্য। পূর্ব্বকালে অতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণই পাঁচ প্রকার বাদ্য বাজাইবার অধিকার পাইতেন, প্রাচীন শিলালিপি হইতে তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহারা এই পঞ্চবাদ্য যন্ত্রের অধিকার পাইতেন, তাঁহারা 'সমধিগতপঞ্চমহাশব্দ' ইত্যাদি আখ্যা পাইতেন।

পঞ্চমহিষ (ক্লী) পঞ্চগবাবৎ মহিষের মূত্রাদি পঞ্চক। মহিষের মূত্র, গোময়, দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত ইহাকে পঞ্চমহিষ কহে।

"এতেনৈব তু কল্পেন ঘৃতং পঞ্চাবিকং পচেৎ।
পঞ্চাজং পঞ্চমহিষং চতুরুষ্ট্রমথাপি বা॥" (সুশ্রুত)।

পঞ্চমার (পুং) ১ বলদেব পুত্র। (শব্দর°) ২ পঞ্চবিধ কাম। ৩ একজন জৈনধর্ম্মসংস্কারক। ইনি মহাবীরের শিষ্য। মহাবীরের মৃত্যুর পর ইনি তৎপদ প্রাপ্ত হন।

পঞ্চমাষিক (ত্রি) পঞ্চ মাষাঃ প্রমাণমস্য ঠক্ ন পূর্ব্বপদবৃদ্ধিঃ। স্বর্ণমাষপঞ্চকমিত দণ্ডাদি। (মনু ৮।২৯৮) পাঁচমাষা পরিমাণ দণ্ড।

পঞ্চমাস্য (পুং) পঞ্চমো রাগঃ স্বরো বা আস্যে যস্য। ১ কোকিল, কোকিল পঞ্চমস্বরে কথা কহে এই জন্য পঞ্চমাস্য শব্দে কোকিলকে বুঝায়। পঞ্চসু মাসেষু ভবঃ যৎ। (ত্রি) ২ পঞ্চমাসভব।

পঞ্চমিন্ (ত্রি) ১ পঞ্চযুক্ত।

পঞ্চমী (স্ত্রী) পঞ্চানাং পাণ্ডবানামিয়ম্, অথবা পঞ্চপতীন্ মিনোতি সেবাস্নেহাদিভির্বধ্নাতি বা পঞ্চ-মী-ক্বিপ্। ১ পাণ্ডবপত্নী, দ্রৌপদী। (মেদিনী)। পঞ্চানাং পূরণী ডট্, ততো মট্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ শারিশৃঙ্খলা, চলিত পাশার ছক। (ভূরিপ্র°) ৩ তিথিবিশেষ। এই তিথি চন্দ্রের পঞ্চম কলা ক্রিয়ারূপ ও তদুপলক্ষিত কাল। পঞ্জিকার সঙ্কেতে শুক্লপক্ষের পঞ্চমী হইলে ৫ সংখ্যা এবং কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী ২০ সংখ্যা লিখিত হয়।

এই পঞ্চমী চতুর্থীযুক্ত গ্রাহ্য, অর্থাৎ চতুর্থীযুক্তা পঞ্চমী তিথিতে পঞ্চমীকৃত্য হইবে।

"সা চ চতুর্থীযুতা গ্রাহ্যা যুগ্মাৎ।
পঞ্চমী চ প্রকর্ত্তব্যা চতুর্থী সহিতা বিভো।" (তিথিতত্ত্ব)

[তিথির ব্যবস্থাপ্রভৃতি তিথিশব্দে দেখ।] আষাঢ় মাসে শুক্লাপঞ্চমী, এই পঞ্চমীতে মনসা ও অষ্টনাগ পূজা করিতে হয়। মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমীর নাম শ্রীপঞ্চমী এই দিনে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা করিতে হয়।

[পূজা ও ব্যবস্থাদির বিষয় নাগপঞ্চমী ও শ্রীপঞ্চমী দেখ।]

মাঘ মাসে শুক্লাপঞ্চমীর দিন যে ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে পঞ্চমীব্রত কহে। এই ব্রত ৬ বৎসর করিতে হয়, এই জন্ত ইহাকে ষট্পঞ্চমীব্রতও কহে। প্রথমে মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতি শুক্লাপঞ্চমীতে ব্রতোক্ত নিয়মে পূজা ও কথাদি শ্রবণ করিতে হয়। এইরূপ ৬ বৎসর অনুষ্ঠিত হইলে ইহার উদ্যাপন হইয়া থাকে। এই পঞ্চমী ব্রতের বিষয় ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"ক্ষীরোদে চ পুরা সুপ্তং লক্ষ্মীসমন্বিতং হরিম্।
প্রণম্য পরিপপ্রচ্ছ নারদো মুনিসত্তমঃ॥
নারদ উবাচ। কেনোপায়েন দেবেশ নারীণাঞ্চ সুখং ভবেৎ।
সৌভাগ্যমতুলং যাতি তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং দেবো নারদস্ত মহাত্মনঃ।
সংপ্রেক্ষ্য কমলাং সব্যো ব্রূহি দেবি শুভাননে॥
ইঙ্গিতং পত্যুরালোক্য পদ্মপত্রাক্ষবল্লভা।
বল্লভং তং পুরস্কৃত্য শ্রীস্তা ব্রতমুবাচ হ॥
দেব্যুবাচ। অস্তি শ্রীপঞ্চমী নাম ব্রতং পরমদুর্লভম্।
যৎকৃত্বা প্রাপ্যতে লোকৈঃ সুখং সৌভাগ্যমুত্তমম্।"
(ব্রহ্মপুরাণ)

একদা ক্ষীরোদসমুদ্রে লক্ষ্মী ও নারায়ণ শয়ান আছেন, নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কি উপায়ে নারীদিগের সুখ এবং অতুল সৌভাগ্য হয়, ইহার বিষয় কৃপা করিয়া বলুন। নারদের এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মীপতির ইঙ্গিতানুসারে নারদকে বলিয়াছেন, শ্রীপঞ্চমী নামে পরম দুর্লভ একটী ব্রত আছে, এই পঞ্চমীতে ভক্তিপূর্ব্বক আমি (লক্ষ্মী) ও নারায়ণ আমাদের দুই জনের বিধি ও ভক্তি অনুসারে পূজা করিবে। যে নারী ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহারা লক্ষ্মীতুল্য হইয়া থাকে। ইহার বিধান এইরূপ—বিশুদ্ধকালে মাঘ মাসে শুক্লাপঞ্চমীতে এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। এই ব্রত ৬ বৎসর করিতে হয়। এই ছয় বৎসরের প্রথম দুই বৎসর অলবণ অর্থাৎ পঞ্চমীর দিন লবণ ভক্ষণ নিষেধ, তাহার পর দুই বৎসর হবিষ্যান্ন, তাহার পর-বৎসরে ফল এবং তৎপরবর্ষ উপবাস বিধেয়। ৬ বৎসর পূর্ণ হইলে ব্রতপ্রতিষ্ঠার বিধানানুসারে এই ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিবে। এই ব্রতই নারীদিগের একমাত্র সৌভাগ্যবর্দ্ধক। (ব্রহ্মপু°) ব্রতমালা ও হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে এই ব্রতের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

অগ্নিপুরাণেও পঞ্চমী ব্রতের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে শুক্লাপঞ্চমীতে ব্রত করিয়া যথাবিধানে পূজা করিবে। বাসুকি, তক্ষক, কালীয়, মণিভদ্র, ঐরাবত, ধৃতরাষ্ট্র, কর্কোটক ও ধনঞ্জয়, ইহাদের পূজা করিয়া ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিলে আয়ু, বিদ্যা, যশ ও সম্পত্তি প্রভৃতি লাভ হইয়া থাকে।
(অগ্নিপু° ১১৫ অ°)

পূর্ব্বে ব্রহ্মপুরাণোক্ত পঞ্চমীব্রতের বিষয় যাহা লিখিত হইয়াছে, ভবিষ্যপুরাণেও ঐ ব্রতের উল্লেখ আছে, ঐ ব্রতকে ষট্পঞ্চমীব্রত কহে, ব্রতের যে কথা আছে, তাহা ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রতের বিষয় যেরূপ লিখিতে হইয়াছে, ভবিষ্যপুরাণেও ঠিক তদ্রূপ।

পঞ্চমী তিথিতে জন্ম হইলে ভূপালমান্ত, কৃপালু, পণ্ডিতাগ্রণী, বাগ্মী, গুণী ও বন্ধুগণের নিকট মাননীয় হইয়া থাকে।

"ভূপালমান্তো মনুজঃ সুগাত্রঃ কৃপাসমেতো বিদুষাং বরেণ্যঃ।
বাগ্মী গুণী বন্ধুজনৈকমান্তঃ প্রসূতিকালে যদি পঞ্চমী স্তাৎ॥"
(কোষ্ঠীপ্র°)

৪ মন্ত্রোক্ত বিদ্যাবিশেষ। তন্ত্রসারে এই বিদ্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"বাগ্ভবং প্রথমং কূটং শক্তিকূটস্ত পঞ্চমম্।
মধ্যকূটত্রয়ং দেবি কামরাজং মনোহরম্।
কথিতা পঞ্চমী বিদ্যা ত্রৈলোক্যসুভগোদয়া॥" (তন্ত্রসার)

পঞ্চমী বিদ্যার বিষয় লিখিত হইতেছে, যথা—ক, এ, ঈ ল, হ্রীঁ ইহার নাম বাগ্ভবকূট। কামরাজমন্ত্রের প্রথম কূট এই—হ, স, ক, ল, হ্রীঁ ইহাকে কামরাজের প্রথমকূট কহে। এই

মন্ত্র পরম দুর্লভ। হ, ক, হ, ল, হ্রীঁ ইহার নাম অগ্রাবতী মন্ত্র, ইহাকে দ্বিতীয় কামরাজকূট কহে। ক, হ, ব, ল, হ্রীঁ ইহার নাম মধুমতী মন্ত্র। হ, ক, ল, স, হ্রীঁ ইহার নাম শক্তিকূট। কুলোড্ডীশে লিখিত আছে, প্রথমে বাগ্‌ভবকূট এবং মধ্যে কামরাজকূটত্রয়, এই পঞ্চমীকূটে পঞ্চমী বিদ্যা হইবে। এই পঞ্চমী বিদ্যা ত্রিভুবনের সৌভাগ্যপ্রদা।

এই পঞ্চমীবিদ্যা বিষয়ে মহাদেব স্বয়ং বলিয়াছিলেন, হে দেবি! অতি দুর্লভ শক্তিকূট শ্রবণ কর। তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ ইহা কথিত হইল। প্রথমে বাগ্‌ভবকূট তৎপরে কামরাজ কূটত্রয় যোগ করিলে যে মন্ত্র হয়, তাহার নাম শক্তিকূট। অথবা স, হ, ক, ল, হ্রীঁ ইহার নাম শক্তিকূট। বাগ্‌ভবকূট ও শক্তিকূট এই কূটত্রয়াত্মিকা বিদ্যা শত্রুনাশিনী, সিদ্ধিপ্রদা ও সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিতা। বাগ্‌ভবকূট চতুর্ব্বিধ এবং শক্তিকূট দ্বিবিধ, অতএব পঞ্চমী-বিদ্যা অষ্টপ্রকার হইল। যামলে লিখিত হইয়াছে যে, পঞ্চমীবিদ্যা দ্বিবিধ। তাহার আদ্যকূটত্রয়, পঞ্চ পঞ্চাক্ষর। কামরাজবিদ্যার মধ্যকূট ষড়ক্ষর এবং কামরাজবিদ্যার শক্তিকূট চতুরক্ষর। বাগ্‌ভবকূটের চাতুর্ব্বিধ্যহেতু উক্ত বিদ্যাও চতুর্ব্বিধা। যামলে আরও লিখিত আছে যে, ক, হ, হং সঃ, ল, হ্রীঁ এই কূট পরম দুর্লভ। তত্ত্ববোধে ক, হ, স, ল, হ্রীঁ এই মন্ত্র লিখিত আছে। তন্ত্রসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ক, হ, স, ল, হ্রীঁ এই কূট পরম দুর্লভ। উক্ত বিদ্যাও পূর্ব্ববৎ ৮ প্রকার। অন্য বিদ্যা ৪ প্রকার, সুতরাং সর্ব্বসমেত পঞ্চমীবিদ্যা ৩৬ প্রকার। শ্রীক্রমে লিখিত আছে যে, মহাদেব ভগবতীকে বলিয়াছেন, দেবি! পূর্ব্বোক্ত বিদ্যাসমূহের প্রাণ মন্ত্র শ্রবণ কর, শ্রীঁ, হ্রীঁ, হং সঃ, এই মন্ত্র বাগ্‌ভবকূটের আদিতে যোগ করিয়া ৭ বার জপ করিবে। পঞ্চমীবিদ্যার বিশেষ এই বাগ্‌ভবকূটের আদিতে শ্রীঁ হ্রীঁ হং সঃ, শক্তিকূটের অন্তে হং সঃ হ্রীঁ শ্রীঁ এবং কামরাজমন্ত্রের প্রথমকূটের আদিতে হ্রীঁ, মধ্যকূটের আদিতে শ্রীঁ ও তৃতীয়কূটের আদিতে হ্রীঁ এই বীজ যোগ করিয়া জপ করিলে সর্ব্বকাম সিদ্ধ হয়। (তন্ত্রসার)

৫ রাগিণীবিশেষ। এই রাগিণী বসন্তরাগের স্ত্রী।

"বসন্তী পঞ্চমী দোলী বহারী রূপমঞ্জরী।
রাগিণ্য ঋতুরাজস্য বসন্তস্য প্রিয়া ইমাঃ॥" (সঙ্গীতদ°)

বসন্ত রাগিণীর ধ্যান—

"সঙ্গীতগোষ্ঠীষু গরিষ্ঠভাবং সমাশ্রিতা গায়নসম্প্রদায়ৈঃ।
ধর্ম্মাঙ্গিনী নূপুরপাদপদ্মা সা পঞ্চমী পঞ্চমবেদবেত্রী॥" (সঙ্গীতদর্প°)

৬ নদীবিশেষ। (ভারত ৬।৯।২৩)

পঞ্চমীব্রত (স্ত্রী) পঞ্চম্যাং মাঘশুক্লপঞ্চমীমারভ্য বর্ষং যাবৎ প্রতিমাসীয়শুক্লপঞ্চম্যাং স্ত্রিয়া কর্ত্তব্যং ব্রতং নিয়মবিশেষঃ। মাঘ মাসের শুক্লপঞ্চমীতে আরম্ভ করিয়া ৬ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসের শুক্লাপঞ্চমীতে স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য নিয়মবিশেষ। [পঞ্চমীশব্দ দেখ।]

পঞ্চমুখ (পুং) পঞ্চ বিস্তৃতং মুখং যস্য। ১ সিংহ। (রাজনি°) পঞ্চ মুখানি যস্য। ২ শিব, মহাদেব।

"শিবস্তত্র স্থিতঃ সাক্ষাৎ সর্ব্বপাপহরঃ শুভঃ।
স তু পঞ্চমুখঃ খ্যাতো লোকে সর্ব্বার্থ-সাধকঃ॥
পঞ্চব্রহ্মাত্মকো যস্মাৎ তেন পঞ্চমুখঃ স্মৃতঃ।
পশ্চিমে তু মুখে সদ্যো বামদেবস্তথোত্তরে॥
পূর্ব্বে তৎপুরুষং বিদ্যাদঘোরঞ্চাপি দক্ষিণে।
ঈশানঃ পঞ্চমো মধ্যে সর্ব্বেষামুপরি স্থিতঃ॥
এতে পঞ্চমুখা বৎস পাপঘ্না গ্রহনাশনাঃ॥" (দেবীপুং)।

মহাদেবের ৫টা মুখ (এই জন্য তাঁহাকে পঞ্চমুখ কহে,) ইহার মধ্যে পশ্চিমমুখের নাম সদ্যোজাতঃ, মধ্যে বামদেব, পূর্ব্বে তৎপুরুষ, দক্ষিণদিকে অঘোর এবং সকলের উপরি মধ্যভাগে যে মুখ, তাহার নাম ঈশান, মহাদেবের এই পঞ্চমুখ। এই পঞ্চবদন পাপ ও গ্রহনাশক। এই পঞ্চমুখের মধ্যে সদ্যোজাত শুক্ল, বামদেব পীতবর্ণ, তৎপুরুষ রক্ত, অঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং ঈশান নানাবর্ণাত্মক। এই পঞ্চবক্ত্র শিব কামদ, কামরূপী এবং জ্ঞানস্বরূপ।

"সদ্যোজাতং ভবেৎ শুক্লং বামদেবস্তু পীতকং।
রক্তস্তৎপুরুষো জ্ঞেয়োঽঘোরঃ কৃষ্ণঃ স এব চ॥
ঈশানঃ পশ্চিমস্তেষাং সর্ব্ববর্ণসমন্বিতঃ।
কামদঃ কামরূপী স্যাৎ জ্ঞানাধারঃ শিবাত্মকঃ॥" (দেবীপু°)

২ রুদ্রাক্ষবিশেষ। এই পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষবিশেষ শুভফলদ।
[রুদ্রাক্ষ দেখ।]

২ আলাহাবাদ জেলার কর্চ্ছানা তহশীলের অন্তর্গত একটী গ্রাম।

পঞ্চমুখী (স্ত্রী) পঞ্চমুখানীব সন্ত্যস্যাঃ। ১ বাসক। ২ জবা পুষ্পবিশেষ। পঞ্চ বিস্তৃতং মুখং যস্যাঃ, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৩ সিংহস্ত্রী, সিংহী। সৃষ্টিকালে পঞ্চমহাভূতান্যেব পঞ্চমুখানীব যস্যাঃ শক্তেঃ। ৪ শিবপত্নী। (শব্দাম্বুধি)

পঞ্চমুদ্রা (স্ত্রী) পঞ্চবিধা মুদ্রা। পূজাবিধিতে কর্ত্তব্য পাঁচ প্রকার মুদ্রা। আবাহনী, স্থাপনী, সন্নিধাপনী, সম্বোধিনী ও সম্মুখীকরণী এই পঞ্চমুদ্রা। পূজাপ্রদীপে পঞ্চমুদ্রার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

"সম্যক্‌সম্পূরিতঃ পুষ্পৈঃ করাভ্যাং কল্পিতোঽঞ্জলিঃ।
আবাহনী সমাখ্যাতা মুদ্রা দেশিকসত্তমৈঃ॥
অধোমুখী ত্বিয়ং চেৎ স্যাৎ স্থাপনী মুদ্রিকা ভবেৎ।
উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যোস্তু সংযোগাৎ সন্নিধাপনী॥

অন্তঃপ্রবেশিতাঙ্গুষ্ঠা সৈব সম্বোধনী মতা।
উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা ॥" (পূজাপ্রদীপ°)

এই পঞ্চমুদ্রা দ্বারা দেবতাদিগের আবাহন করিতে হয়। তন্ত্রমতে যোনি প্রভৃতি মুদ্রাপঞ্চকের নাম পঞ্চমুদ্রা। (তন্ত্রসার)

পঞ্চমুষ্টিক (পুং) সান্নিপাতিক জ্বরে দেয় যূষ বিশেষ। যব, বদরীফল, কুলখ, মূল ও কাঠামলক এই পঞ্চবিধ দ্রব্য এক এক মুষ্টি লইয়া ইহার ৮ গুণ জলে পাক করিতে হইবে। এই যূষ শূল, গুল্ম, কাশ, শ্বাস, ক্ষয় ও জ্বরনাশক। (চক্রদত্ত সন্নিপাতজ্বরচি°)

২ তোলক। (বৈদ্যকনি°) ৩ সূর্য্যপ্রভা, স্পৃক্কা।

পঞ্চমূত্র (ক্লী) পঞ্চবিধং মূত্রম্। গো, অজা, মেষী, মহিষী ও গর্দ্দভী এই পঞ্চবিধ জন্তুর মূত্র। [ইহার গুণ তত্তৎ শব্দে দেখ]।

পঞ্চমূল (ক্লী) পঞ্চ প্রকারম্ পঞ্চগুণিতং বা মূলম্। পাচন বিশেষ। পাঁচটী দ্রব্যের মূল লইয়া এই পাচন হয়, এই জন্ত ইহার নাম পঞ্চমূল। এই পঞ্চমূলপাচন বৃহৎ, স্বল্প, তৃণ, শতাবরী, জীবন, বলা, গোক্ষুর, ও গুড়ূচী প্রভৃতি ভেদে নানাপ্রকার। যথাক্রমে এই সকল পাচনের বিষয় লিখিত হইতেছে।

বৃহৎ পঞ্চমূল—বিল্ব, শ্যোনাক, গাম্ভারী, পাটলা ও গণিকারিকা এই পঞ্চ দ্রব্যের মূলে যে পাচন হয়, তাহাকে বৃহৎ পঞ্চমূল কহে। (চক্রদত্ত, সুশ্রুত সূত্রস্থান ৩৮ অ°)

স্বল্প পঞ্চমূল—শালপর্ণী, পৃশ্নিপর্ণী, বৃহতী, কণ্টিকারিকা ও গোক্ষুর এই পঞ্চ দ্রব্যের মূল, ইহার গুণ অশ্মরী নাশক ও অতিশয় অগ্নিসন্দীপক। (অর্কচিন্তা°)।

তৃণপঞ্চমূল—কুশ, কাশ, শর, ইক্ষু ও দর্ভ এই পঞ্চবিধ মূলের নাম তৃণ পঞ্চমূল।

শতাবর্য্যাদি পঞ্চমূল—শতাবরী, বিদারীকন্দ, জীবন্তী, বিষাণী ও জীবক এই পঞ্চবিধ দ্রব্যের মূলে এই পাচন হয়। ইহার গুণ শুক্রকর, গুরু, বৃষ্য, বল্য, শীতল, কান্তিদ ও অগ্নিবৃদ্ধিকর।

জীবকাদি পঞ্চমূল—জীবক, ঋষভ, মেদা, মহামেদা ও জীবনী এই পঞ্চবিধ দ্রব্যের মূল। গুণ—বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, ধাতুবর্দ্ধক, দাহ, পিত্ত, জ্বর ও তৃষ্ণানাশক।

বলাদি পঞ্চমূল—বলা, পুনর্ণবা, এরণ্ড, মুদ্গপর্ণী ও মাষপর্ণী এই পঞ্চবিধ দ্রব্যের মূল। গুণ ভেদক, শোক ও জ্বরনাশক। (বৈদ্যকনি°)

গোক্ষুরাদি পঞ্চমূল—গোক্ষুর, বদরী, ইন্দ্রবারুণী, কাসমর্দ্দ ও সর্ষপ এই পঞ্চবিধ দ্রব্যের মূল।

গুড়ূচ্যাদি পঞ্চমূল—গুড়ূচী, মেষশৃঙ্গী, শারিবা, বিদারি ও হরিদ্রা এই পঞ্চবিধ দ্রব্যের মূল।

বল্লীপঞ্চমূল—করমর্দ্দ, ত্রিকণ্টক, সৈরীয়ক, শতাবরী ও গৃধ্রনখী এই পঞ্চবিধ দ্রব্যের মূল। পঞ্চমূল এই নয় প্রকার।

বৃহৎ পঞ্চমূলের মতান্তর দেখিতে পাওয়া যায়—বিল্ব, অগ্নিমন্থ, শ্যোনাক, কাশ্মরী ও পাটলা। এই পঞ্চবিধ দ্রব্যের মূল।

"বিল্বাগ্নিমন্থশ্যোনাক-কাশ্মর্য্যঃ পাটলা তথা।
জ্ঞেয়ং বৃহৎ পঞ্চমূলং পঞ্চমূলমিতি স্মৃতম্ ॥" (শব্দচ°)

পঞ্চমূলসূতিকা, নীলঝিণ্টী, প্রসারিণী, শুণ্ঠী, মুথা ও গুড়ূচী, পৈত্তিক সূতিকাতিসারে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহাতে স্বল্প পঞ্চমূল মিশাইলে সূতিকা-দশমূল হয়।

পঞ্চানাং মূলানাং সমাহারঃ, এইরূপ সমাস বাক্য করিলে 'মূলপঞ্চকম্' এইরূপ হইবে। ২ মূলপঞ্চক, ৫টী মূলের সমাহার।

পঞ্চমূলী (স্ত্রী) পঞ্চানাং মূলানাং সমাহারঃ, (দ্বিগোঃ। পা ৪।১।২১) ইতি ঙীপ্। স্বল্পপঞ্চমূলপাচন।

"শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতী কণ্টকারিকা।
তথা গোক্ষুরকশ্চৈব পঞ্চমূলী কনীয়সী ॥" (শব্দচ°)

পঞ্চমূল্যাদি (ক্লী) ১ পাচনভেদ। পঞ্চমূলী (স্বল্প পঞ্চমূল) বেড়েলা, বেলশুঁঠ, ধনে, নীলোৎপল ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিলে বাতাতিসার নষ্ট হয়। (পাচনচি°) ২ চক্রদত্তোক্ত পাচনভেদ। ইহা স্বল্প ও বৃহৎ দুই প্রকার।

স্বল্প পঞ্চমূল্যাদি—শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, বেলশুঁঠ, গুলঞ্চ, মুথা, শুঁঠ, আকনাদি, চিরাতা, বালা, কুটজছাল ও ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, ইহাতে সকল প্রকার অতীসার ও জ্বর এবং বমি প্রভৃতি উপদ্রব নষ্ট হয়।

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি—বিল্ব, শ্যোনাক (শোনা), গাম্ভারী, পারুল, গণিয়ারী, শুঁঠ, পাণিফলপত্র, কাঁচড়া, মুথা, যামপত্র, দাড়িমপত্র, বেড়েলামূল, বালা, গুলঞ্চ, আকনাদি, বেলশুঁঠ, বরাক্রান্তা, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, ধনে, ধাইফুল, মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। প্রক্ষেপ আতাইচূর্ণ ২ মাষা, জীরাচূর্ণ ২ মাষা। ইহার দ্বারা সকলপ্রকার অতীসার রোগ নষ্ট হয়।

পৈত্তিকে স্বল্প পঞ্চমূল্যাদি এবং বাতশ্লেষ্মপ্রধান স্থলে বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি ব্যবহেয়। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বরাতীসারাধি°)

পঞ্চযক্ষা (স্ত্রী) তীর্থভেদ। (ভারত ৩।৮৪।১০)

পঞ্চযজ্ঞ (পুং) পঞ্চবিধাঃ যজ্ঞাঃ। গৃহস্থকর্ত্তব্য পঞ্চপ্রকার যজ্ঞবিশেষ। "ব্রহ্মযজ্ঞো নৃযজ্ঞশ্চ দৈবযজ্ঞশ্চ সত্তম।
পিতৃযজ্ঞো ভূতযজ্ঞঃ পঞ্চযজ্ঞাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"
(ক্রিয়াযোগসা° ১৬ অঃ) [পঞ্চমহাযজ্ঞ দেখ।]

পঞ্চযাম (পুং) পঞ্চযামা যত্র। ১ দিবস।

"ত্রিযামাং রজনীং প্রাহুস্ত্যক্ত্বাদ্যন্তচতুষ্টয়ে।
নাড়ীনাং তদুভে সন্ধ্যে দিবসাদ্যন্তসংজ্ঞিতে॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

রজনী ত্রিযামা এবং দিবস পঞ্চযাম। রাত্রিভাগের শেষ চারি দণ্ড এবং প্রথম চারিদণ্ড দিবাভাগের অন্তর্নিবিষ্ট করিলে পঞ্চপ্রহর হয়, শাস্ত্রানুসারে দিবাভাগে এইরূপ পঞ্চপ্রহর হয় বলিয়া পঞ্চযাম শব্দে দিবসকে বুঝায়। দিবাভাগে কর্ত্তব্য অনেক অধিক, এই জন্য শাস্ত্রকারগণ রাত্রের প্রথম ও শেষভাগ দিবা ভাগের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ২ তদভিমানী দেবতাভেদ।

"বিভাবসোরসূতোষা ব্যুষ্টং রোচিষ-মাতপম্।
পঞ্চযামোহথ ভূতানি যেন জাগ্রতি কর্ম্মসু॥" (ভাগ° ৬।৬।১৫)

পঞ্চযুগ (ক্লী) পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ যুগম্। ইন্দ্রাদি পাঁচ পাঁচ বৎসর দ্বারা দ্বাদশ বর্ষাত্মক ষষ্টিসংবৎসর।

"সংবৎসরাঃ পঞ্চযুগং চাহোরাত্রশ্চতুর্বিধঃ।"
(ভারত ২।৪৫৫)

পঞ্চরক্ষক (পুং) পঞ্চপৌড়বৃক্ষ, পধোড় গাছ। (রাজনি°)
২ ইন্দ্রিয়পঞ্চকরূপ রক্ষকযুক্ত।

পঞ্চরত্ন (ক্লী) পঞ্চানাং রত্নানাং সমাহারঃ, বা পঞ্চবিধং পঞ্চগুণিতং রত্নং। পাঁচপ্রকার রত্ন, যথা—কনক, হীরক, নীলমণি, পদ্মরাগ ও মুক্ত এবং মতান্তরে মুক্তা, প্রবাল, বৈক্রান্ত, বজ্র ও মরকত এই পঞ্চপ্রকার ধাতুপদার্থকে পঞ্চরত্ন কহে।

"কনকং হীরকং নীলং পদ্মরাগঞ্চ মৌক্তিকম্।
পঞ্চরত্নমিদং প্রোক্তমৃষিভিঃ পূর্ব্বদর্শিভিঃ॥
রত্নানাঞ্চাপ্যভাবে তু স্বর্ণং কর্ষার্দ্ধমেব বা।
সুবর্ণস্যাপ্যভাবে তু আজ্যং জ্ঞেয়ং বিচক্ষণৈঃ॥" (হেমাদ্রি)

এই পঞ্চরত্নের অভাবে কর্ষার্দ্ধ পরিমাণ সুবর্ণ এবং তাহার অভাবে আজ্য গ্রহণীয়। ইহাই পণ্ডিতদিগের মত। বিধানপারিজাতমতে পঞ্চরত্ন নীলক, বজ্রক, পদ্মরাগ, মৌক্তিক ও প্রবাল এই পাচপ্রকার।

"নীলকং বজ্রকঞ্চেতি পদ্মরাগশ্চ মৌক্তিকম্।
প্রবালং চেতি বিজ্ঞেয়ং পঞ্চরত্নং মনীষিভিঃ॥" (বিধানপারি°)

হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে লিখিত আছে—

"সুবর্ণং রজতং মুক্তা রাজাবর্ত্তং প্রবালকম্।
রত্নপঞ্চকমাখ্যাতম্" (হেমাদ্রি ব্রতখ°)

সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, রাজাবর্ত্ত ও প্রবাল ইহা পঞ্চরত্ন। পঞ্চরত্নানীব উপদেশকত্বাৎ যত্র। ২ নীতিগর্ভ কবিতাপঞ্চক।

"নাগঃ পোতস্তথা বৈদ্যাং ক্ষান্তিশক্তো যথাক্রমম্।
পঞ্চরত্নমিদং প্রোক্তং বিদ্বযাংপি সুদুর্লভম্॥" (কাব্যসং)

২ কামরূপের অন্তর্গত 'বোরীগোকা'র সন্নিকটস্থ নদীতীরবর্ত্তী একটী পর্ব্বত। (ক্লী) ৩ পঞ্চচূড় দেবগৃহবিশেষ।

পঞ্চরশ্মি (পুং) পঞ্চ পঞ্চবর্ণা রশ্ময়ো যস্য। পিঙ্গলাদি পঞ্চবর্ণ রশ্মিকসূর্য্য। সূর্য্যরশ্মিতে পিঙ্গলাদি পাঁচটীবর্ণ আছে, এই জন্য পঞ্চরশ্মিশব্দে সূর্য্যকে বুঝায়, ছান্দোগ্য উপনিষদে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা—সূর্য্যরশ্মিতে পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত এই ৫টী বর্ণ আছে। "অথ যা এতা হৃদয়স্য নাড্যস্তাঃ পিঙ্গলস্যাণিম্নস্তিষ্ঠন্তি শুক্লস্য নীলস্য পীতস্য লোহিতস্যেত্যসৌ বা আদিত্যঃ পিঙ্গল এষ শুক্ল এষ নীল এষ পীত এষ লোহিতঃ।" (ছান্দোগ্য উপ°) সূর্য্যদেব পিঙ্গলবর্ণ, পীতবর্ণ, শুক্লবর্ণ, নীলবর্ণ ও লোহিতবর্ণ অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মিতে এই সকল বর্ণ বিদ্যমান আছে।

পঞ্চরসলোহ (ক্লী) বর্ত্তলোহ। (বৈদ্যকনি°)

পঞ্চরসা (স্ত্রী) পঞ্চো বিস্তীর্ণো রসো যস্যাঃ। আমলকী, হরিতকী, রসোন ইত্যাদি সকল দ্রব্যে পাঁচটী করিয়া রস বিদ্যমান আছে। (হারাবলী)

পঞ্চরাস্নাদিকাথ, রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ড, শুণ্ঠী ও এরণ্ডমূল। ইহা সর্ব্বাঙ্গগত আমবাতনাশক।

পঞ্চরাত্র (ক্লী) পঞ্চানাং রাত্রীণাং সমাহারঃ সমাসে অচ্। ১ রাত্রিপঞ্চক, পঞ্চনিশা।

"ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা দশরাত্রমথাপি বা।" (চক্রপাণি)

২ পঞ্চরাত্রসাধ্য অহীনযাগভেদ। (পঞ্চবিংশ ব্রা° ২২।১৩।৬)

৩ বৈষ্ণব শাস্ত্রভেদ। এই শাস্ত্রের নাম হইবার কারণ নারদপঞ্চরাত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতম্।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥" (১।১ অঃ)

রাত্রের অর্থ জ্ঞানগর্ভবচন, এই জ্ঞান পাঁচ প্রকার বলিয়া ইহার নাম পঞ্চরাত্র।

পঞ্চরাত্র মতাবলম্বিগণ পঞ্চরাত্র বা ভাগবত নামে খ্যাত।

পঞ্চরাত্রমত অতি প্রাচীন। অনেকের বিশ্বাস পঞ্চরাত্র বা সাত্বতমত হইতেই আদি বৈষ্ণব ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হইয়াছে। বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহ, প্রেম ও ভক্তি এই মতের প্রধান লক্ষ্য।

মহাভারতে মোক্ষধর্ম্মে সাংখ্য, যোগ, পাশুপাত, বেদ প্রভৃতির সহিত পঞ্চরাত্র মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। (মোক্ষধর্ম্ম ৩৫০ অঃ)।

ভারতে লিখিত আছে, 'পূর্ব্বকালে উপরিচর (বসু) নামে হরিভক্তিপরায়ণ পরমধার্ম্মিক এক নরপতি ছিলেন। সেই মহীপালই সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যমুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্রশাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া পরিশেষে পিতৃগণের পূজা করি-

তেন।......তিনি পঞ্চরাত্রশাস্ত্র অবলম্বনপূর্ব্বক নিত্য কার্য্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞীয় কার্য্য সমুদায়ের অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার ভবনে পঞ্চরাত্রবিৎ প্রধান প্রধান শ্রোত্রিয়েরা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ভোগ্যদ্রব্য সমুদয় প্রীতিপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে ভোজন করিতেন। (মোক্ষধর্ম্ম ৩৩৬ অঃ)

পঞ্চরাত্রের উৎপত্তি ও মুখ্য বিষয় সম্বন্ধে ভারতের অন্যস্থলে এইরূপ লিখিত আছে—"কুরুপাণ্ডব সমরকালে মহাবীর ধনঞ্জয় বিমনা হইয়া পড়িলে মহাত্মা মধুসূদন তাঁহার নিকট যে ঐকান্তিক ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, * তাহা আপনাকে বলিয়াছি। ঐ ধর্ম্ম অতি দুষ্প্রবেশ্য, মূঢ় ব্যক্তিরা কেহ জানিতে পারে না, সত্যযুগে ভগবান্ নারায়ণ সেই সামবেদসম্মত ঐকান্তিক ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া তদবধি স্বয়ং ধারণ করিয়া আছেন। পূর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণ মহারাজ যুধিষ্ঠির বাসুদেব ও ভীষ্মের সমক্ষে নারদকে ঐ ধর্ম্মবিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিলেন, বেদব্যাস সে সমুদয় বৈশম্পায়নের নিকট কীর্ত্তন করেন।

"ব্রহ্মা নারায়ণের ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইলে তিনি আত্মকৃত ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক পিতৃ ও দেবগণের আরাধনা করিয়াছিলেন। পরে ফেনপ নামক মহর্ষিগণ ঐ ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হন। পরে বৈখানস নামক মহর্ষিগণ ফেনপগণ হইতে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকে প্রদান করেন। তৎপরে ঐ ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়। আবার ব্রহ্মা নারায়ণের চক্ষু হইতে দ্বিতীয়বার জন্ম লইয়া চন্দ্রের নিকট হইতে ঐ ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক রুদ্রদেবকে অর্পণ করেন। তাঁহার নিকট হইতে বালখিল্যগণ প্রাপ্ত হন। পরে সেই সনাতন ধর্ম্ম নারায়ণের মায়াপ্রভাবে পুনরায় তিরোহিত হইল। অনন্তর ব্রহ্মা নারায়ণের বাক্য হইতে তৃতীয়বার উদ্ভূত হইয়া পুনরায় সেই ধর্ম্ম আবিষ্কার করিলেন। মহর্ষি সুপর্ণ তপস্যা, নিয়ম ও দমগুণপ্রভাবে নারায়ণ হইতে সেই ধর্ম্মলাভ করিয়া প্রত্যহ তিনবার পাঠ করিতেন। সেই জন্য ঐ ধর্ম্ম ত্রিসৌপর্ণ নামে অভিহিত। বায়ু সুপর্ণ হইতে, পরে মহর্ষিগণ বায়ু হইতে এবং অবশেষে সমুদ্র মহর্ষিগণ হইতে উহা লাভ করেন, তৎপরে তাহা পুনরায় নারায়ণে বিলীন হয়। তৎপরে ব্রহ্মা নারায়ণের কর্ণ হইতে আবার জন্ম লইয়া আরণ্যক বেদের সহিত সমবেত সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম লাভ করেন, তিনি স্বারোচিষ মনুকে, স্বারোচিষ মনু তৎপুত্র শঙ্খপদকে এবং শঙ্খপদ আবার দিক্‌পাল সুবর্ণাভকে প্রদান করেন। ত্রেতাযুগে সেই ধর্ম্ম পুনরায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। অতঃপর ব্রহ্মা নারায়ণের নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিলে নারায়ণ সেই ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা সনৎকুমারকে, সনৎকুমার প্রজাপতি বীরণকে, বীরণ নিজ পুত্র রৈভ্যকে এবং রৈভ্য দিক্‌পতি কুক্ষিকে সেই ধর্ম্ম প্রদান করেন। শেষে আবার সেই ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর ব্রহ্মা অণ্ড হইতে জন্ম লইয়া নারায়ণের মুখ হইতে পুনরায় সেই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মা বর্হিষদ্‌গণকে, বর্হিষদ্‌গণ জ্যেষ্ঠ নামে এক সামবেদপারদর্শী ব্রাহ্মণকে, এবং জ্যেষ্ঠ মহারাজ অবিকম্পীয়ে শিখাইয়াছিলেন। অবশেষে সেই সনাতন ধর্ম্ম তিরোহিত হয়। তৎপরে ব্রহ্মা সপ্তমবার নারায়ণের নাভি হইতে জন্মিলে নারায়ণ তাঁহার নিকট ঐ ধর্ম্ম কীর্ত্তন করেন। পরে ব্রহ্মা দক্ষকে, দক্ষ আপন জ্যেষ্ঠপুত্র আদিত্যকে, আদিত্য বিবস্বান্‌কে, বিবস্বান্ মনুকে এবং মনু পুত্র ইক্ষ্বাকুকে ঐ ধর্ম্ম অর্পণ করিলেন। তদবধি আজও ঐ ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে উহা পুনরায় ভগবানে লীন হইবে। হরিগীতায় * যতিধর্ম্ম প্রসঙ্গে ঐ ধর্ম্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ নারায়ণের নিকট হইতে ঐ ঐকান্তিক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন। ঐ সনাতন সত্য ধর্ম্মই সকলের আদি, দুর্জ্ঞেয় ও দুরনুষ্ঠেয়। কিন্তু সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বীরাই উহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন। ঐকান্তিক ধর্ম্ম ও অহিংসাধর্ম্মযুক্ত সৎকর্ম্মপ্রভাবে নারায়ণ প্রীত হন, সেই মহাত্মাকে কেহ কেহ কেবল অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ ও প্রদ্যুম্ন মূর্ত্তিতে, কেহ কেহ অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেব মূর্ত্তিতে উপাসনা করিয়া থাকেন (১)। ইনি মমতাপরিশূন্য, পরিপূর্ণ ও আত্মস্বরূপ। ইনি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের গুণ সমুদায় অতিক্রম করিয়াছেন। ইনি মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়স্বরূপ। ইনি ত্রিলোকের নিয়ন্তা, সৃষ্টিকর্ত্তা, অকর্ত্তা, কার্য্য ও কারণ। ইনি ইচ্ছানুসারে জগতের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন।"

(মোক্ষধর্ম্ম ৩৪৮ অধ্যায়।)

মোক্ষধর্ম্মের অন্যস্থানে লিখিত আছে,—

"নরনারায়ণ নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দেবর্ষে! তুমি শ্বেতদ্বীপে অনিরুদ্ধ মূর্ত্তিতে যে ভগবান্ নারায়ণকে দেখিয়াছ, অন্যের কথা দূরে থাকুক, প্রজাপতি ব্রহ্মাও তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভে সমর্থ নহেন। তুমি তাঁহার নিতান্ত ভক্ত, তাই স্বয়ং তিনি তোমাকে আপনার মূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। সেই পরমাত্মা যে স্থানে তপোনিমগ্ন, তথায় আমরা দুই জন ছাড়া আর কেহই যাইতে সমর্থ নহে। তিনি স্বয়ং যে স্থানে বিরাজিত আছেন, ঐ স্থানের প্রভা সহস্র সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল।

* অর্থাৎ গীতাধর্ম্ম।

* অর্থাৎ ভগবদ্‌গীতায়।

(১) "একব্যূহবিভাগো বা কচিদ্দ্বিব্যূহসংজ্ঞিতঃ।
ত্রিব্যূহশ্চাপি সংখ্যাতশ্চতুর্ব্যূহশ্চ দৃশ্যতে॥" (১২।৩৪৮।৫৭)

সেই বিশ্বপতি হইতে কমাগুণ উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই ক্ষমাগুণে পৃথিবী ভূষিত আছে। রস সেই সর্ব্বলোকহিতকর দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়া সলিলকে আশ্রয় করিয়াছে। সূর্য্য রূপাত্মক তেজ লাভ করিয়া প্রভাজাল বিস্তার করিতেছেন। বায়ু সেই পুরুষোত্তম হইতে সমুৎপন্ন স্পর্শগুণ লাভ করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। শব্দ তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করাতে আকাশ অন্ত বস্তু দ্বারা অনাবৃত রহিয়াছে। সর্ব্বভূতগত মন তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়া চন্দ্রকে আশ্রয় করিয়া উঁহাকে প্রকাশশালী করিয়াছে। তমোনাশক দিবাকর সকল লোকের দ্বারস্বরূপ। মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ সর্ব্বাগ্রে সেই সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন, তৎপরে আদিত্য হইতে দগ্ধদেহ, অদৃশ্য ও পরমাণুস্বরূপ হইয়া সেই সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে নারায়ণে, নারায়ণ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া অনিরুদ্ধে, তৎপরে মনঃস্বরূপ হইয়া প্রদ্যুম্নে, প্রদ্যুম্ন হইতে নির্গত হইয়া জীবসংজ্ঞক সঙ্কর্ষণে এবং পরিশেষে সঙ্কর্ষণ হইতে ত্রিগুণহীন হইয়া নির্গুণাত্মক সকলের অধিষ্ঠানভূত ক্ষেত্রজ্ঞ বাসুদেবে প্রবেশ করিয়া থাকেন। (শান্তিপর্ব্ব মোক্ষধর্ম্ম ৩৪৫ অঃ)

মহাভারতে শ্রেষ্ঠধর্ম্মকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে বাসুদেবসম্বন্ধীয় যে সকল কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাই পঞ্চরাত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। বাসুদেবকে পরব্রহ্মরূপে স্বীকার করাই পঞ্চরাত্রের উদ্দেশ্য।

পঞ্চরাত্রের অতি প্রাচীনত্ব স্থাপনের জন্য মহাভারতে যে যে আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে, পুরাবিদ্‌গণ তাহা স্বীকার করেন না। মহাভারতে পঞ্চরাত্রের অপর নাম সাত্বত ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে (১)। বসু উপরিচর এই সাত্বত বিধি (২) অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন, এরূপ কথিত হইয়াছে। আবার মহাভারতেই লিখিত হইয়াছে, রণস্থলে অর্জ্জুনকে বিমনা দেখিয়া বাসুদেব এই ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছিলেন (৩)। রামানুজস্বামী 'সাত্বতসংহিতা' নামে একখানি পঞ্চরাত্রগ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ সাত্বতর্ষভ (১১।২১।১) ও সাত্বতপুঙ্গব (১।৯।৩২) নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভাগবতে লিখিত আছে, সাত্বতগণ যাদবগণেরই এক শাখা (১।১৪।১৩, ৩।১।১৯), তাঁহারা বাসুদেবকে পরব্রহ্মবোধে অর্চনা করিত। ভাগবতে সাত্বতগণ কর্তৃক যে হরির বিশেষ উপাসনা লিখিত আছে, তাহা পঞ্চরাত্রশাস্ত্রানুমোদিত। এই সকল প্রমাণদ্বারা বোধ হয়, বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণই এই পঞ্চরাত্র বা ভাগবত মত প্রচার করিয়া থাকিবেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরক্ত সাত্বতগণই সর্ব্বপ্রথম এই ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মহাভারতাদিতে ইহা সাত্বতধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বাসুদেবকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিত বলিয়া এই মতাবলম্বিগণ ভাগবত নামে খ্যাত ছিলেন, পতঞ্জলির মহাভাষ্য হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। পাঞ্চরাত্রগণ বাসুদেবকে নারায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তদনুসারে পঞ্চরাত্রশাস্ত্র নারায়ণোক্ত শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ডাক্তার ভাণ্ডারকর লিখিয়াছেন,—"বাসুদেব সাত্বতবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি সাত্বতগণের নিকট দেবস্বরূপে পূজিত হইতে থাকেন, এবং সেই উপাসনা হইতেই বিশেষ মত বাহির হয়। ক্রমে সাত্বতগণের নিকট হইতে অপরাপর ভারতবাসী এই মত গ্রহণ করেন। প্রথমে যখন এই মতের সৃষ্টি হয়, তখন তেমন জটিল ছিল না, ক্রমে তাহা পরিপক্ব হইয়া পঞ্চরাত্রশাস্ত্রে পরিণত হয়। এই সময় (এই মতপোষক) নানা সংহিতাদি রচিত হয়। এই বাসুদেব-ধর্ম্মে পরবর্ত্তিকালে বিষ্ণু, নারায়ণ, গোবিন্দ, ও কৃষ্ণ নাম প্রবেশ করে এবং ক্রমে তাহা হইতে নানা প্রকার আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্ম উদ্ভূত হয়।"

পাঞ্চরাত্রমত বেদমূলক কি না, ইহা লইয়া এক সময়ে ঘোর আন্দোলন চলিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে পাঞ্চরাত্রমত অনেকটা বেদবিরুদ্ধ বলিয়া এইরূপে তাহার খণ্ডন, করিয়াছেন,—

"তত্র ভাগবতা মন্যন্তে ভগবানেবৈকো বাসুদেবো নিরঞ্জনো জ্ঞানস্বরূপঃ পরমার্থতত্ত্বম্। স চতুর্ধাত্মানং প্রবিভজ্য প্রতিষ্ঠিতো বাসুদেবব্যূহরূপেণ সঙ্কর্ষণব্যূহরূপেণ প্রদ্যুম্নব্যূহরূপেণানিরুদ্ধব্যূহরূপেণ চ। বাসুদেবো নাম পরমাত্মোচ্যতে, সঙ্কর্ষণো নাম জীবঃ, প্রদ্যুম্নো নাম মনঃ, অনিরুদ্ধো নামাহঙ্কারঃ। তেষাং বাসুদেবঃ পরা প্রকৃতিঃ, ইতরে সঙ্কর্ষণাদয়ঃ কার্য্যম্। তমিত্থম্ভূতং ভগবন্তমভিগমনোপাদানেজ্যাস্বাধ্যায়যোগৈর্বর্ষশতমিষ্ট্বা ক্ষীণক্লেশো ভগবন্তমেব প্রতিপদ্যত ইতি। তত্র যত্তাবদুচ্যতে যোঽসৌ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাৎ প্রসিদ্ধঃ পরমাত্মা সর্ব্বাত্মা স আত্মনাত্মানমনেকধা ব্যূহ্যাবস্থিত ইতি, তন্ন নিরাক্রিয়তে। 'স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি' ইত্যাদি শ্রুতিভ্যঃ পরমাত্মনোঽনেকধাভাবস্যাধিগতত্বাৎ। যদপি তস্য ভগবতোঽভিগমনাদিলক্ষণমারাধনমজস্রমনন্যচিত্ততয়াভিপ্রেয়তে তদপি ন প্রতিষিধ্যতে। শ্রুতিস্মৃত্যোরীশ্বরপ্রণিধানস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ। যৎপুনরিদমুচ্যতে বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণ উৎপদ্যতে সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নঃ প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধ ইতি, অত্র ব্রূমঃ। ন বাসুদেব-

(১) "ততো হি সাত্বতো ধর্ম্মো ব্যাপ্য লোকানবস্থিতঃ।" (১২।৩৪৮।৩৪)
"দুর্ব্বিজ্ঞেয়ো দুষ্করশ্চ সাত্বতৈর্ধার্য্যতে সদা।" (১২।৩৪৮।৫৫।)

(২) "সাত্বতং বিধিমাস্থায় প্রাক্‌সূর্য্যমুখনিঃসৃতং।"
পূজয়ামাস দেবেশং তচ্ছেষেণ পিতামহান্ ॥" (১২।৩৩৫।১৯।)

(৩) "এবমেষ মহান্ ধর্ম্মঃ স তে পূর্ব্বং নৃপোত্তম।
কথিতো হরিগীতাসু সমাসবিধিকল্পিতঃ ॥" (১২।৩৪৬।১১।)
"সমুপোঢ়েষ্বনীকেষু কুরুপাণ্ডবয়োর্ম্মৃধে।
অর্জ্জুনে বিমনস্কে চ গীতা ভগবতা স্বয়ং ॥" (১২।৩৪৮।৮।)

সংজ্ঞকাৎ পরমাত্মনঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞক জীবস্যোৎপত্তিঃ সম্ভবতি, অনিত্যত্বাদি-দোষপ্রসঙ্গাৎ। উৎপত্তিমত্ত্বে হি জীবস্যানিত্যত্বাদয়ো দোষাঃ প্রসজ্যেরন্, ততশ্চ নৈবাস্য ভগবৎপ্রাপ্তির্মোক্ষঃ স্যাৎ। কারণপ্রাপ্তৌ কার্য্যস্য প্রবিলয়প্রসঙ্গাৎ। প্রতিষেধিষ্যতে চাচার্য্যো জীবস্যোৎপত্তিং 'নাত্মাশ্রুতে-র্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ' ইতি। তস্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পনা।" (২।২।৪২)।

"ইতশ্চাসঙ্গতৈষাং কল্পনা যস্মান্নহি লোকে কর্ত্তুর্দেবদত্তাদেঃ করণং পর-শ্বাদ্যুৎপদ্যমানং দৃশ্যতে। বর্ণয়ন্তি চ ভাগবতাঃ কর্ত্তুর্জীবাৎ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞকাৎ করণং মনঃ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকমুৎপদ্যতে কর্ত্তৃজাচ্চ তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞকোঽহঙ্কার উৎপদ্যত ইতি। ন চৈতদ্দৃষ্টান্তমন্তরেণাধ্যবসাতুং শক্নুমঃ। ন চৈবম্ভূতাং শ্রুতিমুপলভামহে।" (২।২।৪৩)

"অথাপি স্যান্ন চৈতে সঙ্কর্ষণাদয়ো জীবাদিভাবেনাভিপ্রেয়ন্তে, কিং তর্হি, ঈশ্বরা এবৈতে সর্ব্বে জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিরৈশ্বর্য্যধর্ম্মৈরন্বিতা অভ্যুপগম্যন্তে, বাসুদেবা এবৈতে সর্ব্বে নির্দোষা নিরধিষ্ঠানা নিরবদ্যা-শ্চেতি। তস্মান্নায়ং যথাবর্ণিত উৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রাপ্নোতীতি অত্রো-চ্যতে। এবমপি তদপ্রতিষেধ উৎপত্ত্যসম্ভবস্যাপ্রতিষেধঃ প্রাপ্নোত্যেব। অয়মুৎপত্ত্যসম্ভবো দোষঃ প্রকারান্তরেণেত্যভিপ্রায়ঃ। কথং, যদি তাবদয়-মভিপ্রায়ঃ পরস্পরভিন্না এবৈতে বাসুদেবাদয়শ্চত্বার ঈশ্বরাস্তুল্যধর্ম্মাণো নৈষামেকাত্মকত্বমস্তীতি, ততোঽনেকেশ্বরকল্পনানর্থক্যাৎ, একেনৈবেশ্বরেণে-শ্বরকার্য্যসিদ্ধেঃ। সিদ্ধান্তহানিশ্চ ভগবানেকো বাসুদেবঃ পরমার্থতত্ত্বমিত্য-ভ্যুপগমাৎ। অথায়মভিপ্রায় একস্যৈব ভগবত এতে চত্বারো ব্যূহাস্তুল্যধর্ম্মাণ ইতি, তথাপি তদবস্থ এবোৎপত্ত্যসম্ভবঃ। ন হি, বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণোৎ-পত্তিঃ সম্ভবতি সঙ্কর্ষণাচ্চ প্রদ্যুম্নস্য, প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধস্য, অতিশয়াভাবাৎ ভবিতব্যং হি কার্য্যকারণয়োরতিশয়েন যথা মৃদ্ঘটয়োঃ। ন হ্যসত্যতিশয়ে কার্য্যং কারণমিত্যবকল্পতে। ন চ পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তিভির্বাসুদেবাদিষ্বেকৈ-কস্মিন্ সর্ব্বেষু বা জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিতারতম্যকৃতঃ কশ্চিদ্ভেদোঽভ্যুপগম্যতে। বাসুদেবা এব হি সর্ব্বে ব্যূহা নির্ব্বিশেষা ইষ্যন্তে। ন চৈতে ভগবদ্ব্যূহাশ্চতুঃ-সংখ্যায়ামেবাবতিষ্ঠেরন্, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তস্য সমস্তস্যৈব জগতো ভগবদ্-ব্যূহত্বাবগমাৎ। (২।২।৪৪)

"বিপ্রতিষেধশ্চাস্মিন্ শাস্ত্রে বহুবিধ উপলভ্যতে গুণগুণিত্বকল্পনাদি-লক্ষণঃ। জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজাংসি গুণাঃ আত্মন এবৈতে ভগবন্তো বাসুদেব ইত্যাদিদর্শনাৎ। বেদবিপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবান্ ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ, তস্মাদসঙ্গতৈষাং কল্পনেতি সিদ্ধং।" (২।২।৪৫)

ভাগবত (পাঞ্চরাত্র)গণ মনে করে, ভগবান্ বাসুদেব এক, তিনি নিরঞ্জন, জ্ঞানবপুঃ এবং তিনিই পরমার্থতত্ত্ব। তিনি আপনাকে চারিপ্রকারে বিভক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত। বাসুদেব, ব্যূহ, সঙ্কর্ষণব্যূহ, প্রদ্যুম্নব্যূহ ও অনিরুদ্ধব্যূহ এই চারিপ্রকার ব্যূহ তাঁহারই স্বরূপ। বাসুদেবের অপর নাম পরমাত্মা, সঙ্কর্ষণের অন্য নাম জীব, প্রদ্যুম্নের অপর নাম মন এবং অনিরুদ্ধের অপর নাম অহঙ্কার। এই চারিব্যূহের মধ্যে বাসুদেবব্যূহই পরাপ্রকৃতি (বা মূলকারণ), সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন, সুতরাং সঙ্কর্ষণাদি সেই পরাপ্রকৃতির কার্য্য। জীব দীর্ঘকাল কায়মনোবাক্যে ভগবদ্‌গৃহগমন, পূজাদ্রব্যাদি আহরণ, পূজা, অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্রের জপ ও যোগসাধনে রত থাকিলে নিষ্পাপ হয়। (শঙ্করাচার্য্য খণ্ডনে বলিতেছেন,) ভাগবতগণ যে বলেন, নারায়ণ প্রকৃতির পর, পরমাত্মা নামে প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বাত্মা তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে এবং তিনি যে আপনাপনি অনেক প্রকারে বা ব্যূহভাবে অবস্থিত' ভাগবতমতের এই অংশ নিরাকরণীয় নহে অর্থাৎ শ্রুতিসঙ্গত। কেবল পরমাত্মা 'এক প্রকার হন, বহুপ্রকারও হন' ইত্যাদি শ্রুতিতে পর-মাত্মার বহুভাবে অবস্থান কথিত হইয়াছে। 'নিরন্তর অনন্য-চিত্ত হইয়া অভিগমনাদিরূপ আরাধনায় তৎপর হইতে হইবে' এ অংশও বিরুদ্ধ নহে। কারণ শ্রুতিস্মৃতি উভয়তই ঈশ্বর প্রণিধানের বিধান আছে। তাঁহারা যে বলেন, 'বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের এবং প্রদ্যুম্ন হইতে অনি-রুদ্ধের জন্ম বা উৎপত্তি হয়।' এই অংশের নিরাকরণ জন্য এই বেদান্তসূত্র উক্ত হইল। সূত্রের অর্থ এই 'অনিত্যত্বাদি দোষ প্রযুক্ত হয় বলিয়া, বাসুদেবসংজ্ঞক পরমাত্মা হইতে সঙ্কর্ষণসংজ্ঞক জীবের উৎপত্তি অসম্ভব।' জীব যদি উৎপত্তি-মান্ হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনিত্যাদি দোষ থাকিবেক, জীব অনিত্য অর্থাৎ নশ্বর স্বভাব হইলে তাহার ভগবৎপ্রাপ্তি-রূপ মোক্ষ হইতেই পারে না। কারণের বিনাশে কার্য্যের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। আচার্য্য ব্যাস জীবের উৎপত্তি (২।৩।১৭) সূত্রে নিষেধ করেন নাই। অতএব ভাগবতদিগের ঐ কল্পনা অসঙ্গত।

ঐ কল্পনা যে অসঙ্গত তাহার অন্য হেতুও আছে। যে, লোক মধ্যে দেবদত্তাদি কর্ত্তা হইতে দাত্রাদি করণের উৎপত্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ ভাগবতেরা বর্ণন করিয়াছেন, সঙ্কর্ষণ নামক কর্ত্তা, প্রদ্যুম্ননামক করণ মন উৎপাদন করেন। আবার সেই কর্ত্তৃজন্য প্রদ্যুম্ন (মন) হইতে অনিরুদ্ধের (অহঙ্কারের) উৎপত্তি হয়। ভাগবতদিগের এ কথা আমরা বিনা দৃষ্টান্তে গ্রহণ করিতে ও মানিতে পারি না। ঐ তত্ত্বের অববোধক শ্রুতিবাক্যও নাই।

ভাগবতদিগের এমন অভিপ্রায়ও হইতে পারে যে, উক্ত সঙ্কর্ষণাদি জীবভাবান্বিত নহে। ইহারা সকলেই ঈশ্বর, সক-লেই জ্ঞানশক্তি ও ঐশ্বর্য্যশক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃসম্পন্ন সক-লই বাসুদেব, সকলেই নির্দোষ, নিরধিষ্ঠিত ও নিরবদ্য। সুতরাং তাঁহাদের সম্বন্ধে উৎপত্তি-অসম্ভব-দোষ নাই, ইহার উপর বলা যাইতেছে। উক্ত অভিপ্রায় থাকিলেও উৎপত্ত্যসম্ভবদোষ আসিয়া পড়ে। কি প্রকারে? তাহা বলিতেছি। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, ইহারা পরস্পর ভিন্ন, একাত্মক নহেন, অথচ সকলেই সমধর্ম্মী ও ঈশ্বর, এরূপ অভিপ্রেত

হইলে অনেক ঈশ্বর স্বীকার করা হয়, কিন্তু অনেক ঈশ্বর স্বীকার বৃথা। কেন না এক ঈশ্বর স্বীকার করিলেই কার্য্য-সিদ্ধি হইতে পারে। আর ভগবান্ বাসুদেব এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও পরমার্থতত্ত্ব এইরূপ প্রতিজ্ঞা থাকায় সিদ্ধান্তহানি-দোষ ঘটিতেছে। ঐ চতুর্ব্যূহ ভগবানেরই এবং তাঁহারা সকলেই সমধর্ম্মী এরূপ হইলেও উৎপত্ত্যসম্ভব দোষ থাকিয়া যাইতেছে। কারণ, ছোটবড় না হইলে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণের, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের ও প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের জন্ম হইতে পারে না। কার্য্যকারণের মধ্যে অতিশয় অর্থাৎ ছোটবড় থাকাই নিয়ম। যেমন মৃত্তিকা ও ঘট। অতিশয় না থাকিলে কোন্‌টী কার্য্য, কোন্‌টী কারণ তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। আরও দেখ, পঞ্চরাত্রসিদ্ধান্তীরা বাসুদেবাদির জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিতারতম্য-কৃত ভেদ মানেন না, প্রত্যুত ব্যূহচতুষ্টয়কে অবিশেষে বাসুদেব বলিয়া মান্য করেন। ভগবানের ব্যূহ কি চতুঃসংখ্যাতেই পর্য্যাপ্ত তাহা নহে। ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ ভগবান্-ব্যূহ, ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভাগবতদিগের (পঞ্চরাত্রাদি) শাস্ত্রে গুণ, গুণিভাব প্রভৃতি নানা বিরুদ্ধ কল্পনা দেখা যায়। নিজেই গুণ, নিজেই গুণী, ইহা অবশ্যই বিরুদ্ধ। ভাগবতগণ বলেন, জ্ঞানশক্তি, ঐশ্বর্য্য-শক্তি, বল, বীর্য্য, তেজ, এ সকল গুণ এবং প্রদ্যুম্নাদি ভিন্ন হইলেও আত্মাও ভগবান্ বাসুদেব। আরও দেখ, তাঁহাদিগের শাস্ত্রে বেদ নিন্দাও আছে। যথা—

"শাণ্ডিল্য চারি বেদে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হইয়া অবশেষে এই শাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন ইত্যাদি। এই সকল কারণ ভাগবতদিগের উক্ত কল্পনা অসঙ্গত ও অসিদ্ধ।" ১

শঙ্করাচার্য্য পঞ্চরাত্র মত উদ্ধার করিয়া তাহার যে খণ্ডন করিয়াছেন, পঞ্চরাত্রমতাবলম্বী রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যরা তাহা অসমীচীন বলিয়া মনে করেন। পরম বৈষ্ণব রামানুজাচার্য্য তাহার শ্রীভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষরূপে উপরোক্ত শঙ্করাচার্য্যের যুক্তি-গুলি উদ্ধার করিয়া যেরূপে তাহার নিরাকরণ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে পঞ্চরাত্রমত সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। নিম্নে রামানুজের মত উদ্ধৃত করিলাম—

"কপিলাদিতন্ত্রসামান্যাৎ ভগবদভিহিতপরমনিঃশ্রেয়সসাধনাববোধিনি পঞ্চরাত্রতন্ত্রেঽপ্যপ্রামাণ্যমাশঙ্ক্য নিরাক্রিয়তে তত্রৈবমাশঙ্ক্যতে পরমকারণাৎ পরব্রহ্মভূতাদ্বাসুদেবাৎ সঙ্কর্ষণো নাম জীবো জায়তে সঙ্কর্ষণাৎপ্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞোঽহঙ্কারো জায়তে ইতি হি ভাগবতপ্রক্রিয়া, অত্র জীবস্যোৎপত্তিঃ শ্রুতিবিরুদ্ধা প্রতীয়তে, শ্রুতয়ো হি জীবস্যানাদিত্বং বদন্তি, 'ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিত্যাদ্যাঃ।" (২।২।৪০)

"সঙ্কর্ষণাৎ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞং মনো জায়তে ইতি কর্তুর্জীবাৎ করণস্য মনস উৎপত্তির্ন সম্ভবতি এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চেতি পরস্মাদেব ব্রহ্মণো মনসোঽপ্যুৎপত্তিশ্রবণাৎ, অতঃ শ্রুতিবিরুদ্ধার্থাভিধায়-নাদস্যাপি তন্ত্রস্য প্রামাণ্যং প্রতিষিধ্যত ইত্যেবং প্রাপ্তে প্রচক্ষ্মহে—(২।২।৪১)

বশব্দাৎ পক্ষো বিপরিবর্ত্ততে বিজ্ঞানং চাদি চেতি পরং ব্রহ্মবিজ্ঞানাদি সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধানামপি পরব্রহ্মভাবে সতি তৎপ্রতিপাদনপরস্য শাস্ত্রস্য প্রামাণ্যং ন প্রতিষিধ্যতে। এতদুক্তং ভবতি ভাগবতপ্রক্রিয়ামজানতামিদং চোদ্যং যজ্জীবোৎপত্তিরভিহিতেতি বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্মৈবাশ্রিত-বৎসলং স্বাশ্রিতসমাশ্রয়ণীয়ত্বায় স্বেচ্ছয়া চতুর্ধাবস্থিতম্ ইতি হি তৎ-প্রক্রিয়া, যথা পৌষ্করসংহিতায়াং—

'কর্ত্তব্যত্বেন বৈ যত্র চাতুরাত্ম্যমুপাস্যতে।

ক্রমাগতৈঃ স্বসংজ্ঞাভির্ব্রাহ্মণৈরাগমং তু তৎ॥"

ইত্যাদি, তচ্চ চাতুরাত্ম্যোপাসনং বাসুদেবাখ্যপরব্রহ্মোপাসনমিতি সাত্বতসংহিতায়ামুক্তং—

'ব্রাহ্মণানাং হি সদ্ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যযাজিনাম্।

বিবেকদং পরং শাস্ত্রং ব্রহ্মোপনিষদং মহৎ॥'

ইতি, তদ্ধি বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম সম্পূর্ণষাড্‌গুণ্যবপুঃ সূক্ষ্মব্যূহবিভব-ভেদভিন্নং যথাধিকারং ভক্তৈর্জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণাভ্যর্চ্চিতং সম্যক্ প্রাপ্যতে বিভবার্চ্চনাদ্ব্যূহং প্রাপ্য ব্যূহার্চ্চনাৎ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং পরং ব্রহ্ম, যথা পৌষ্করে—

'যস্মাৎ সম্যক্ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্।

অস্মাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্ব্বেণ কর্ম্মণা॥'

ইত্যাদি, অতঃ সঙ্কর্ষণাদীনামপি পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ স্বেচ্ছাবিগ্রহরূপত্বাদ-জায়মানো বহুধা বিজায়ত ইতি শ্রুতিসিদ্ধস্যাশ্রিতবাৎসল্যনিমিত্তস্বেচ্ছা-বিগ্রহসংগ্রহরূপজন্মনোঽভিধানাত্তদভিধায়িশাস্ত্রপ্রামাণ্যস্যাপ্রতিষেধ ইতি তত্র জীবমনোঽহঙ্কারতত্ত্বানামধিষ্ঠাতারঃ সঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধা ইতি তেষামেব জীবাদিশব্দৈরভিধানমবিরুদ্ধং, যথাকাশপ্রাণাদিশব্দৈর্ব্রহ্মণোঽভিধানম্। (২।২।৪২)

"বিপ্রতিষিদ্ধা হি জীবোৎপত্তিস্তস্মিন্নপি তন্ত্রে যথোক্তং পরমসংহিতায়াং—

'অচেতনা পরার্থা চ নিত্যা সততবিক্রিয়া।

ত্রিগুণা কর্ম্মিণাং ক্ষেত্রং প্রকৃতেরূপমুচ্যতে॥

ব্যাপ্তিরূপেণ সম্বন্ধস্তস্যাশ্চ পুরুষস্য চ।

স হ্যনাদিরনন্তশ্চ পরমার্থেন নিশ্চিতঃ॥' ইতি,

এবং সর্ব্বাস্বপি সংহিতাসু জীবস্য নিত্যত্ববচনাজ্জীবস্বরূপোৎপত্তিঃ পঞ্চরাত্রতন্ত্রে প্রতিষিদ্ধৈব, জন্মমরণাদিব্যবহারস্তু লোকবেদয়োর্জীবস্য যথোপপদ্যতে তথা নাত্রা প্রত্যেতিত্যত্র বক্ষ্যতে, অতো জীবস্যোৎপত্তিস্তত্রাপি প্রতিষিদ্ধৈবেতি জীবোৎপত্তিবাদনিমিত্তাপ্রামাণ্যশঙ্কা দূরোৎসারিতা, যচ্চৈব বেদবিপ্রতিষেধঃ, সাঙ্গেষু বেদেষু নিষ্ঠামলভমানঃ শাণ্ডিল্যঃ পঞ্চরাত্রশাস্ত্র-মধীতবানিতি সাঙ্গেষু বেদেষু পুরুষার্থনিষ্ঠা ন লব্ধেতি বচনাদ্বেদবিরুদ্ধং তন্ত্র-মিতি সোঽপ্যনাঘ্রাতবেদবচসামনাকলিততদুপবৃংহণন্যায়কলাপানাং প্রলাপ-মাত্র-বিজৃম্ভিতঃ, যথা শ্রুতিঃ প্রাতঃ প্রাতরনৃতং তে বদন্তি পুরোদয়াজ্জুহ্বতি যে হবিরহোমমিতি অনুদিতহোমনিন্দোদিতহোমপ্রশংসার্থত্বোক্তং যথা চ ভূম-বিদ্যাপ্রক্রমে নারদেন ঋগ্বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদমাথর্ব্বণং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমমিত্যারভ্য সর্ব্বং বিদ্যাস্থানমভিধায় সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিদিতি ভূমবিদ্যাব্যতিরিক্তাসু সর্ব্বাসু বিদ্যাস্বাত্ম-

(১) আনন্দগিরির শঙ্করদিগ্বিজয়ে ৮ম প্রকরণে পঞ্চরাত্র নিরাকরণ প্রসঙ্গ আছে।

বেদমাত্রাবচনং যদ্যাপ্যনুমবিদ্যাপ্রশংসার্থং কৃতং অথবা অন্য নারদস্য সাঙ্গেষু বেদেষু বৎপরতত্ত্বং প্রতিপাদ্যতে তদনাভিনিবিষ্টোঽয়ং বাদঃ, এবমেব শাণ্ডিল্যস্যেতি পশ্চাদ্বেদান্তবেদ্যবাসুদেবাখ্যপরব্রহ্মতত্ত্বাভিধানাদবগম্যতে, তথা বেদার্থস্য দুর্জ্ঞানতয়া সুখাববোধার্থঃ, শাস্ত্রারম্ভঃ পরমসংহিতায়ামুচ্যতে—

'অধীতা ভগবন্ বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ।

শ্রুতানি চ ময়াঙ্গানি বাকোবাক্যযুতানি চ॥

ন চৈতেষু সমস্তেষু সংশয়েন বিনা ক্বচিৎ।

শ্রেয়োমার্গং প্রপশ্যামি যেন সিদ্ধির্ভবিষ্যতি॥

বেদান্তেষু যথাসারং সংগৃহ্য ভগবান্ হরিঃ।

ভক্তানুকম্পয়া বিদ্বান্ সংচিক্ষেপ যথাসুখম্॥' ইতি চ,

অতঃ ন ভগবান্ বেদান্তবেদ্যঃ পরব্রহ্মাভিধানো বাসুদেবো নিখিলহেয়প্রত্যনীককল্যাণৈকতানানন্তজ্ঞানানন্দাদ্যপরিমিতোদারগুণসাগরঃ সত্যসঙ্কল্পশ্চাতুর্বর্ণ্যচাতুরাশ্রম্যব্যবস্থয়াঽবস্থিতান্ ধর্মার্থকামমোক্ষাখ্যপুরুষার্থাভিমুখান্ ভক্তানবলোক্যাপারকারুণ্যসৌশীল্যবাৎসল্যৌদার্য্যমহোদধিঃ স্বস্বরূপস্ববিভূতিস্বারাধনতৎফলযাথাত্ম্যাববোধিনো বেদান্ ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বভেদভিন্নানপরিমিতশাখান্ বিধ্যর্থবাদমন্ত্ররূপান্ দেবেতরসকলসুরনরদুরবগাহাংশ্চাবধার্য্য তদর্থযাথাত্ম্যাববোধিপঞ্চরাত্রং শাস্ত্রং স্বয়মেব নিরমেমীতেতি নিরবদ্যম্। যত্তু পরৈঃ সূত্রচতুষ্টয়ং কস্যচিদ্বিরুদ্ধাংশস্য প্রামাণ্যনিষেধপরং ব্যাখ্যাতং তৎসূত্রাক্ষরানুগুণং সূত্রকারাভিপ্রায়বিরুদ্ধঞ্চ। তথা হি সূত্রকারেণ বেদান্তন্যায়াভিধায়ীনি সূত্রাণ্যভিধায় বেদোপবৃংহণায় চ ভারতসংহিতাং শতসাহস্রিকাং কুর্ব্বতা মোক্ষধর্ম্মে জ্ঞানকাণ্ডেঽভিহিতং—

'গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ বানপ্রস্থোঽথ ভিক্ষুকঃ।

য ইচ্ছেৎ সিদ্ধিমাস্থাতুং দেবতাং কাং যজেত সঃ।'

ইত্যারভ্য মহতা প্রবন্ধেন পঞ্চরাত্রশাস্ত্রপ্রক্রিয়াং প্রতিপাদ্য—

ইদং শতসহস্রাদ্ধি ভারতাখ্যানবিস্তরাৎ।

আবিধ্য মতিমন্থানং দধ্নো ঘৃতমিবোদ্ধৃতম্।

নবনীতং যথা দধ্নো দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা।

আরণ্যকং চ বেদেভ্য ঔষধিভ্যো যথাঽমৃতম্।

ইদং মহোপনিষদং চতুর্ব্বেদসমন্বিতং।

সাংখ্যযোগকৃতান্তেন পঞ্চরাত্রানুশব্দিতম্।

ইদং শ্রেয় ইদং ব্রহ্ম ইদং হিতমনুত্তমম্।

ঋগ্‌যজুঃসামভির্জুষ্টমথর্ব্বাঙ্গিরসৈস্তথা।

ভবিষ্যতি প্রমাণং বা এতদেবানুশাসনম্॥' ইতি

সাংখ্যযোগশব্দাভ্যাং জ্ঞানযোগকর্ম্মযোগাবভিহিতৌ যথোক্তং 'জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্' ইতি ভীষ্মপর্ব্বণ্যপি—

'ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈশ্চ কৃতলক্ষণৈঃ।

অর্চ্চনীয়শ্চ সেব্যশ্চ পূজনীয়শ্চ মাধবঃ।

সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীতঃ সঙ্কর্ষণেন যঃ।' ইতি

এবমেবং ব্রুবাণো বাদরায়ণো বেদবিদগ্রেসরো বেদান্তবেদ্যপরব্রহ্মভূতবাসুদেবোপাসনার্চ্চনাদিপ্রতিপাদনপরস্য সাত্বতশাস্ত্রস্যাপ্রামাণ্যং ব্রূয়াৎ। যত্তু চ—

'সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।

কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি পৃথঙ্‌নিষ্ঠানি বা মুনে॥'

ইত্যাদিনা সাংখ্যাদীনামপ্যাদরণীয়তোচ্যতে শারীরকেঽপি সাংখ্যাদীনি প্রতিষিধ্যন্ত অত ইদমপি তত্রং তত্ত্বং ন স্যাদিত্যুচ্যতে সর্ব্বত্রাশ্রীয়মেব শারীরকোক্তন্যায়মনুসরন্তি। কিমেতান্যেকনিষ্ঠানি পৃথঙ্‌নিষ্ঠানি বেতি প্রশ্নস্যায়মর্থঃ? কিং সাংখ্যযোগপাশুপতবেদপঞ্চরাত্রাণি একতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি পৃথক্‌তত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি বা, যদ্যেকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি কিং তদেকং তত্ত্বং? যদা পৃথক্‌তত্ত্বপ্রতিপাদনপরাণি তদৈষাং পরস্পরবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদনপরত্বাদস্মিন্ বিকল্পাসম্ভবাচ্চৈকমেব প্রমাণমঙ্গীকরণীয়ং।...অত্র ব্রহ্মাত্মকতয়া তত্তত্রাভিহিতানাং তত্ত্বানাং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম বিশ্বং নারায়ণ ইত্যাদিনা সর্ব্বস্য ব্রহ্মাত্মকতামনুসন্দধানস্য চ নারায়ণ এব নিষ্ঠেতি প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ। অতো বেদান্তবেদ্যঃ পরব্রহ্মভূতো নারায়ণঃ স্বয়মেব পঞ্চরাত্রস্য কৃৎস্নস্য বক্তেতি তৎস্বরূপতদুপাসনাভিধায়িতন্ত্রমিতি চ তদিতরতন্ত্রসাম্যাক্তং ন কেনচিচ্ছক্যাবয়িতুং শক্যং, অতস্তত্রৈবেদমুচ্যতে—

'এবমেকং সাংখ্যযোগং বেদারণ্যকমেব বা।

পরস্পরাঙ্গান্যেতানি পঞ্চরাত্রঞ্চ কথ্যতে॥' ইতি

সাংখ্যযোগং বেদাশ্চ আরণ্যকানি চ বেদারণ্যকং পরস্পরাঙ্গান্যেকতত্ত্বপ্রতিপাদনপরতয়ৈকীভূতান্যেকং পঞ্চরাত্রমিতি কথ্যতে, এতদুক্তং ভবতি সাংখ্যোক্তানি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বানি যোগোক্তং চ যমনিয়মাদ্যাত্মকং যোগং বেদোদিতকর্ম্মস্বরূপাণ্যঙ্গীকৃত্য তত্ত্বানাং ব্রহ্মাত্মকত্বং, যোগস্য চ ব্রহ্মোপাসনপ্রকারত্বং কর্ম্মণাং চ তদারাধনরূপতামভিদধতি ব্রহ্মস্বরূপং প্রতিপাদয়ন্ত্যারণ্যকানি, এতদেব পরেণ ব্রহ্মণা নারায়ণেন স্বয়মেব পঞ্চরাত্রতন্ত্রে বিশদীকৃতমিতি, শারীরকে চ সাংখ্যোক্ততত্ত্বানামব্রহ্মাত্মকতামাত্রং নিরাকৃতং ন স্বরূপং যোগপাশুপতয়োশ্চেশ্বরস্য কেবলনিমিত্তকারণতাপরাবরতত্ত্ববিপরীতকল্পনা বেদবহিষ্কৃতাচারো নিরাকৃতো ন যোগস্বরূপং পশুপতিস্বরূপং চ, অতঃ

'সাংখ্যং যোগঃ পঞ্চরাত্রং বেদাঃ পাশুপতং তথা।

আত্মপ্রমাণান্যেতানি ন হন্তব্যানি হেতুভিঃ॥' ইতি (২।২।৪৩)

'কপিলাদি শাস্ত্রের ন্যায় ভগবদুক্ত পরমমঙ্গলসাধন পঞ্চরাত্রশাস্ত্রেরও কোন কোন অশ্রুতিমূলক অংশ অপ্রামাণ্য আশঙ্কা করিয়া (শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক) নিরাকৃত হইয়াছে। উক্ত পঞ্চরাত্রশাস্ত্রে এই ভাগবত প্রক্রিয়া রহিয়াছে যে, পরমকারণ ব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ নামে জীবের উৎপত্তি, সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন নামক মনের উৎপত্তি এবং মন হইতে অনিরুদ্ধসংজ্ঞক অহঙ্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এখানে জীবের উৎপত্তি বলা হইতে পারে না। কেন না, উহা শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থাৎ অশ্রুতিমূলক। 'জ্ঞানসম্পন্ন জীব কখন জন্মে না, বা কখন মরে না' এই বাক্য দ্বারা সকল শ্রুতিই জীবের অনাদিত্ব অর্থাৎ উৎপত্তিরাহিত্য বলিয়াছেন। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নসংজ্ঞক মনের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, এস্থলে কর্ত্তা জীব হইতে করণ মনের উৎপত্তিসম্ভব হয় না। কারণ, ইহা (পরমাত্মা) হইতেই প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হয়, ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন। অতএব যদি জীব সঙ্কর্ষণ হইতে করণ মনের উৎপত্তি বলা হয়, তবে পরমাত্মা হইতেই উৎপত্তি এবংবাদী শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে, অতএব এই শাস্ত্র শ্রুতিবিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপাদন

ক্ষরে বলিয়া ইহার প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতেছে। এইরূপ স্থলে যাহা বক্তব্য, তাহা পরে বলিব। 'বা' শব্দের দ্বারা পক্ষের বৈপরীত্য কল্পনা করিয়া বলিতেছেন যে, ব্রহ্মবিজ্ঞানাদি সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ইহাদের পরব্রহ্মভাব বিদ্যমান থাকায় তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ এই সঙ্কর্ষণাদি সাধারণ জীবের ন্যায় অভিপ্রেত নহেন, ইঁহারা সকলেই ঈশ্বর, সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যধর্ম্মে যুক্ত, অতএব উক্ত বাদিশাস্ত্রের মত অপ্রমাণিত নহে। 'জীবোৎপত্তিবিরুদ্ধ অভিহিত হইয়াছে' যাহারা ভাগবতপ্রক্রিয়ায় অনভিজ্ঞ, ইহা তাহাদেরই উক্তি হইতে পারে, ভাগবতপ্রক্রিয়া এইরূপ যে, যিনি স্বাশ্রিতবৎসল বাসুদেবাখ্য পরমব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত, তিনি নিজ ইচ্ছানুসারে স্বাশ্রিত ও সমাশ্রয়ণীয়তাবশতঃ চারি প্রকারে অবস্থান করিতেছেন। পৌষ্করসংহিতায় এইরূপ উক্ত হইয়াছে যে, 'ক্রমাগত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কর্ত্তব্যতাহেতু স্বসংজ্ঞা দ্বারা যেখানে চাতুরাত্ম্য উপাসিত হয়, তাহাই আগম।' ঐ চাতুরাত্ম্য-উপাসনা যে বাসুদেবাখ্য পরমব্রহ্মেরই উপাসনা, ইহা সাত্বতসংহিতায়ও উক্ত হইয়াছে। বাসুদেবাখ্য পরমব্রহ্ম, সম্পূর্ণ ষাড়্‌গুণ্যবপু, সূক্ষ্ম, ব্যূহ এবং বিভব এই সকল ভেদভিন্ন এবং অধিকারানুসারে ভক্তগণ কর্ত্তৃক জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চিত হইয়া সম্যক্‌রূপে লব্ধ হইয়া থাকেন। বিভবার্চ্চন হইতে ব্যূহপ্রাপ্তি ও ব্যূহার্চ্চন হইতে বাসুদেবাখ্য সূক্ষ্ম পরমব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে। বিভব অর্থাৎ রামকৃষ্ণ প্রভৃতি প্রাদুর্ভাবসমূহ, সূক্ষ্ম অর্থাৎ কেবলমাত্র ষাড়্‌গুণ্যবিগ্রহ, ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধরূপ চতুর্ব্যূহ। পৌষ্করসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, 'যেহেতু এই শাস্ত্র হইতে জ্ঞানপূর্ব্বক কর্ম্ম দ্বারা বাসুদেবাখ্য অব্যয় পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' অতএব সঙ্কর্ষণাদিরও পরব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল, যেহেতু তাঁহারা স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিগ্রহ ধারণ করেন। জন্মপরিগ্রহ না করিয়া তিনি বহুরূপে জন্মগ্রহণ করেন, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ এবং শরণাগতবৎসল, এইজন্য স্বেচ্ছাধীন বিগ্রহ ধারণ করেন বলিয়া তদভিধায়ক শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিষিদ্ধ নহে। ঐ শাস্ত্রে সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ ইহারা জীব, মন ও অহঙ্কার তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, এইজন্য ইহাদিগকে জীবাদি শব্দে যে অভিহিত করা হয়, তাহাতে বিরোধ নাই। যেরূপ আকাশ ও প্রাণাদি শব্দ দ্বারা পরব্রহ্মের অভিধান হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেরূপ আকাশ ও প্রাণ পরব্রহ্মের স্বরূপ না হইলেও আকাশ ও প্রাণ পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হয়, সেইরূপ জীব, মন ও অহঙ্কারতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধরূপে অভিহিত হইয়াছে, এইমাত্র।

শাস্ত্রে জীবোৎপত্তি প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে, যেহেতু পরমসংহিতায় লিখিত আছে, চেতনারহিত, কেবল পরপ্রয়োজনসাধক, অথচ নিত্য, সর্ব্বদা বিক্রিয়াযুক্ত, ত্রিগুণ, কর্ম্মীদিগের ক্ষেত্র ইহাই প্রকৃতির রূপ। ইহার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ ব্যাপ্তিরূপে, এই সম্বন্ধ অনাদি ও অনন্ত, ইহা পরমার্থ সত্য। এইরূপে সকল সংহিতায়ই জীব নিত্য এই জন্য তাহার উৎপত্তি পঞ্চরাত্রমতে প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। যাহার উৎপত্তি হয়, তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, জীবের উৎপত্তি স্বীকার করিলে বিনাশও স্বীকার করিতে হয়, জীব যখন নিত্য, তখন নিত্যত্ব স্থিরীকৃত হইলে উৎপত্তি আপনা হইতেই প্রতিষিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বে পরমসংহিতায় উক্ত হইয়াছে, প্রকৃতির রূপ সতত বিক্রিয়াযুক্ত, উৎপত্তি বিনাশ প্রভৃতি যাহা, এই সতত বিক্রিয়ার মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট জানিতে হইবে। অতএব সঙ্কর্ষণাদি জীবরূপে উৎপন্ন হন, (শঙ্করাচার্য্য) এই যে দোষ দিয়াছিলেন, তাহা নিরাকৃত হইল।

(শঙ্কর প্রভৃতি) 'কেহ কেহ বলেন, 'শাণ্ডিল্য সাঙ্গবেদে পরাশক্তি প্রাপ্ত না হইয়া পঞ্চরাত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, ইহাতে বেদের নিন্দা হইল, যেহেতু তিনি বেদে পরাশক্তি লাভ করিতে পারেন নাই অতএব এই পঞ্চরাত্রশাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ।' যাহা বেদবিরুদ্ধ, তাহা কখনই গ্রহণীয় নহে, অতএব এই শাস্ত্র প্রামাণ্য নহে। ইহার উত্তরে ইহারা বলেন, নারদ ও শাণ্ডিল্য যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, ও ইতিহাস পুরাণ প্রভৃতি সকল বিদ্যাস্থান বলিয়া মন্ত্রবিদ্ ও আত্মবিদ্ ছিলেন। শাণ্ডিল্য বেদান্তবেদ্য বাসুদেবাখ্য পরব্রহ্মতত্ত্ব হইতে অবগত হইয়াছেন, বেদার্থ অতিশয় দুর্জ্ঞেয়, এই জন্য সুখাববোধের জন্য এই শাস্ত্রারম্ভ। পরমসংহিতায় কথিত হইয়াছে,

'হে ভগবন্! আমি সাঙ্গোপাঙ্গ বেদ সকল বিস্তৃতরূপে অধ্যয়ন করিয়াছি এবং বাক্যযুত বেদাঙ্গ প্রভৃতিও শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু এ সমুদায়ের মধ্যে যাহাতে সিদ্ধিলাভ হয়, এরূপ শ্রেয়ঃপথ বিনা সংশয়ে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।' আরও লিখিত আছে, 'নিখিল বিদ্যাবিৎ ভগবান্ হরিভক্তজনের প্রতি অনুকম্পাপূর্ব্বক সমুদায় বেদান্তের যথাসার সংগ্রহ করিয়া নিক্ষেপ করিয়াছেন, অতএব সেই নিখিল হেয়ের বিরোধিস্বরূপ যে কল্যাণ, তদেকতান এবং অনন্ত জ্ঞানানন্দাদি অপরিমিত মহদ্‌গুণসাগর বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্ম নাম সেই অপরিমিত কারুণ্য, সৌশীল্য, বাৎসল্য ও ঔদার্য্যশালী ভগবান্ সত্যসঙ্কল্প বাসুদেব চাতুর্ব্বর্ণ্য ও চাতুরাশ্রম্যাবস্থায় অবস্থিত ভক্তদিগকে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাখ্য পুরুষার্থচতুষ্টয়ে উন্মুখ দেখিয়া এবং স্বস্বরূপ, স্ববিভূতিস্বরূপ, স্বস্বরূপ-ব্রহ্মের আরাধন ও

আরাধনা জন্ত ফলের যথাযথজ্ঞাপক, অপরিমিত শাখাসমন্বিত ঋগ্ যজুঃ প্রভৃতি বেদ-চতুষ্টয় সুরনরদিগের দুরবগাহ মনে করিয়া স্বয়ংই সেই সেই বেদ সমুদায়ের যথাযথ অর্থজ্ঞাপক পঞ্চরাত্র নামক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টরূপেই প্রতীত হইতেছে। তবে যে অপরাপর ব্যাখ্যাতৃগণ কোন একটী বিরুদ্ধাংশের সূত্রচতুষ্টয়কে অপ্রামাণ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা সূত্রাক্ষরের অনমুগুণ ও সূত্রকারের অভিপ্রেত নহে। সূত্রকার বেদান্তাভিধায়ি সূত্রসকল প্রণয়ন করিয়া বেদোপবৃংহণের নিমিত্ত যে লক্ষশ্লোকী ভারতসংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার মোক্ষধর্ম্ম উল্লেখস্থলে জ্ঞান-কাণ্ডে বলিয়াছেন যে, 'গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং ভিক্ষুক, ইহাদের মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি সিদ্ধি অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কোন দেবতাকে উপাসনা করিবে' এই হইতে আরম্ভ করিয়া অতি মহৎ প্রবন্ধ দ্বারা পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রক্রিয়াই প্রতিপাদন করিয়াছেন। এইরূপে লিখিত হইয়াছে যে, 'এই শাস্ত্র অতি বিস্তৃত ভারতাখ্যান হইতে মতিরূপ মন্থন-দণ্ড দ্বারা দধি হইতে ঘৃতের ন্যায় ও দধি হইতে নবনীতের ন্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে, যেরূপ দ্বিপদদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, নিখিল বেদ হইতে আরণ্যক, এবং ওষধিসমূহ হইতে অমৃত, তদ্রূপ সমুদায় শাস্ত্র মধ্যে চতুর্ব্বেদসমন্বিত ও পঞ্চরাত্রানুশব্দিত এই শাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ। ইহা মহোপনিষদ্; ইহা পরম শ্রেয়ঃ, ইহাই পরব্রহ্ম এবং ইহাই ঋক্, যজু, সাম ও আঙ্গিরস দ্বারা সম্বলিত অনুত্তম হিত।' অথবা এই অনুশাসনই প্রমাণরূপে গণ্য হইবে। এখানে সাঙ্খ্যযোগ শব্দ দ্বারা জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(বেদব্যাস) ভীষ্মপর্ব্বেও বলিয়াছেন—'সাত্বতবিধি-অবলম্বনকারী সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক যিনি গীত হইয়াছেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও কৃতলক্ষণ শূদ্রগণ সেই মাধবকে অর্চ্চনা করিবে, সেবা করিবে এবং পূজা করিবে।'

অতএব যিনি সাত্বতশাস্ত্রের এই প্রকার বহুবিধ প্রশংসা ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই বেদবিদগ্রণী ভগবান্ বাদরায়ণ কি প্রকারে বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মস্বরূপ বাসুদেবের অর্চ্চনাতৎপর সাত্বতশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলিবেন?

'আরও, তিনি বলিয়াছেন, হে মুনে! সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত এই সকল কি পৃথক্‌নিষ্ঠ অথবা একনিষ্ঠ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সাংখ্যাদিরও এই শাস্ত্রের উপর আদর আছে, (জানা যাইতেছে।) শারীরকভাষ্যেও সাংখ্যাদি প্রতিবিদ্ধ হইয়াছে, অতএব এই শাস্ত্রও তত্তুল্য কি না? তাহাতেও শারীরকোক্ত ন্যায়ের অবতারণা করিয়াছেন। এই সকল কি একনিষ্ঠ অথবা পৃথক্‌নিষ্ঠ? এই প্রশ্নের অর্থ এই যে,—সাংখ্য, যোগ, পাশুপত, বেদ ও পঞ্চরাত্র ইহারা কি একতত্ত্বপ্রতিপাদনকারী কিংবা পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বের প্রতিপাদয়িতা? অথবা ইহারাই যে একতত্ত্বের প্রতিপাদন করিবে, তাহাই কি তত্ত্ব? যৎকালে পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বের প্রতিপাদয়িতা হইবে, ঐ সময় ইহাদের পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদনপরতা এবং বস্তুতে বিকল্পনাসম্ভব হেতু একই প্রমাণ স্বীকার্য্য। সেই প্রমাণটী কি? ইহার উত্তর লিখিতে গিয়া "হে রাজর্ষে! এ সকল জ্ঞান নানামত বলিয়া জানিও। সাঙ্খ্যের বক্তা কপিল" ইত্যাদি রূপে আরম্ভ করিয়া কপিল, হিরণ্যগর্ভ ও পশুপতিকৃত সাংখ্যযোগ ও পাশুপতের পৌরষেয়ত্ব প্রতিপাদন করিয়া বেদের অপৌরষেয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। স্বয়ং নারায়ণ নিখিল পঞ্চরাত্রতন্ত্রের বক্তা, তিনিই সকল বস্তুর একমাত্র নিষ্ঠা ও তত্তৎ তন্ত্রাভিহিত তত্ত্বসমুদায়ের 'এই বিশ্ব সমস্তই ব্রহ্ম নারায়ণ' ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্রহ্মাত্মকতা-অনুসন্ধানকারী সকলেরই একমাত্র নারায়ণই নিষ্ঠা, ইহাই জ্ঞাপন করিতেছে। অতএব বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মভূত স্বয়ং নারায়ণই এই পঞ্চরাত্রের বক্তা এবং ঐ তন্ত্রও তৎস্বরূপ ও তদুপাসনাবিধায়ক। এজন্য ঐ তন্ত্রে ইতর তন্ত্রের সাধারণ্য আছে, ইহা কেহই উদ্ভাবন করিতে সক্ষম নহে।

ঐ তন্ত্রেই উক্ত আছে যে, সাংখ্য, যোগ, বেদ এবং আরণ্যক এই পরস্পর অঙ্গসকল পরস্পর একই তত্ত্বের প্রতিপাদন করিয়াছে বলিয়া, এক পঞ্চরাত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।

সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব, যোগোক্ত যমনিয়মাদি যোগ, এবং বেদোক্ত কর্ম্মস্বরূপ অঙ্গীকারক আরণ্যক, ইহারা ক্রমে তত্ত্বসমুদয়ের ব্রহ্মাত্মকত্ব, যোগের ব্রহ্মোপাসনা-প্রকারতা ও কর্ম্মসকলের তদারাধনারূপতা অভিধান করিয়া যে একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই পঞ্চরাত্র-তন্ত্রেও পরব্রহ্ম নারায়ণ স্বয়ংই তৎসমুদায় বিশদরূপে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অতএব সাংখ্য, যোগ, পঞ্চরাত্র, বেদ ও পাশুপত ইহারা আত্মপ্রমাণ, ইহাদিগকে হেতু দ্বারা খণ্ডন করা বিধেয় নহে। তত্তৎ অভিহিত স্বরূপমাত্রই অঙ্গীকার করা উচিত।"

রামানুজের শেষোক্ত সূত্রভাষ্যের টীকায় সুদর্শনাচার্য্য সবিস্তার আলোচনা দ্বারা বরাহপুরাণাদি নানা শাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া পঞ্চরাত্রশাস্ত্রের প্রাধান্য-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন।

পাঞ্চরাত্রগণ যজুর্ব্বেদের বাজসনেয় শাখা-অনুসারে সংস্কার করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে কাহারও একায়ন-শাখানুসারে সংস্কারাদি সম্পন্ন হয়। পাঞ্চরাত্রগণ বলিয়া থাকেন, সংসার-

বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার ৫টী উপায় আছে। ১ম কায়মনোবাক্য সংযত করিয়া দেবমন্দিরাভিগমন, প্রাতঃস্তব ও প্রণিপাতপূর্ব্বক ভগবদারাধনা, ২য় ভগবদারাধনার জন্ত পুষ্প-চয়ন ও পুষ্পাঞ্জলিপ্রদান, ৩য় ভগবৎসেবা, ৪র্থ ভাগবতশাস্ত্র পঠন, শ্রবণ ও মনন, ৫ম সন্ধ্যা, পূজা, ধ্যান ও ধারণা এবং ভগবানের উপর সম্পূর্ণ চিত্তার্পণ। এইরূপ ক্রিয়াযোগ ও জ্ঞানযোগ দ্বারা বাসুদেবলাভ হয় এবং তাঁহার সান্নিধ্যলাভের সহিত ভক্ত পরমৈশ্বর্য্য সহ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করেন।

নারদীয় পঞ্চরাত্রে—১ ব্রাহ্ম, ২ শৈব, ৩ কৌমার, ৪ বাশিষ্ঠ, ৫ কাপিল, ৬ গৌতমীয় ও ৭ নারদীয় এই সপ্তবিধ পঞ্চরাত্রের উল্লেখ আছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে—পঞ্চরাত্র ৫ খানি, ১ বাশিষ্ঠ, ২ নারদীয়, ৩ কাপিল, ৪ গৌতমীয় ও ৫ সনৎকুমারীয় পঞ্চরাত্র। (ব্রহ্মবৈ° জন্মখ° ১৩২ অঃ।) রামানুজের শ্রীভাষ্যে সাত্বত-সংহিতা, পৌষ্করসংহিতা ও পরমসংহিতা এই তিনখানি পঞ্চরাত্র-শাস্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যায়।

আনন্দগিরির শঙ্করবিজয়ে পঞ্চরাত্রাগমদীক্ষিত মাধবের উক্তি এবং পঞ্চরাত্রাগম নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থ পাওয়া যায়। পঞ্চ-রাত্রমতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ গীতা, ভাগবত, শাণ্ডিল্যসূত্র এবং উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন।

এতদ্ভিন্ন হয়শীর্ষ, পৃথু, ধ্রুব প্রভৃতি কএকখানি পঞ্চরাত্র নামধেয় গ্রন্থ পাওয়া যায়।

হয়শীর্ষের মতে পঞ্চরাত্র ২৫ খানি। যথা—১ হয়শীর্ষ, ২ ত্রৈলোক্যমোহন, ৩ বৈভব, ৪ পৌষ্কর, ৫ নারদীয়, ৬ প্রহ্লাদ, ৭ গার্গ্য, ৮ গালব, ৯ শ্রী প্রশ্ন (লক্ষ্মী), ১০ শাণ্ডিল্য, ১১ ঈশ্বরসংহিতা, ১২ সাত্বত, ১৩ বশিষ্ঠ, ১৪ শৌনক, ১৫ নারায়ণীয়, ১৬ জ্ঞান, ১৭ স্বায়ম্ভুব, ১৮ কাপিল, ১৯ গারুড়, ২০ আত্রেয়, ২১ নারসিংহ, ২২ আনন্দ, ২৩ অরুণ, ২৪ বৌধায়ন, ২৫ বিশ্বাখি।[১]

এই ২৫ খানি পঞ্চরাত্র ব্যতীত শিবোক্ত ও বিষ্ণুপ্রোক্ত ভাগবত, পদ্মপুরাণ, বারাহপুরাণ, সানাক্তসংহিতা, ব্যাসসংহিতা ও পরমসংহিতা এই গুলিও ভাগবতদিগের শাস্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।[২]

উপরোক্ত ২৫ খানি পঞ্চরাত্রের মধ্যে শ্রী বা লক্ষ্মীসংহিতা (৩৩৫০ শ্লোক), জ্ঞানামৃতসার (১৪৫০ শ্লোক), পরম-সংহিতা বা পরমাগম (১২৫০০ শ্লোক), পৌষ্করসংহিতা (৬৩৫০), পদ্মসংহিতা (৯০০০) এবং ব্রহ্মসংহিতা (৪৫০০) এই ছয়খানি নারদীয় পঞ্চরাত্রের অন্তর্গত বলিয়াও কথিত।[৩]

পঞ্চরাত্রিক (পুং) পঞ্চরাত্রমুপাসনাসাধনতয়াহস্ত্যস্ত ঠন্। বিষ্ণু। (ভারত শান্তিপর্ব্ব ১৪ অঃ)

পঞ্চরাশিক (পুং) পঞ্চ রাশয়ো যত্র কপ্। লীলাবত্যুক্ত পঞ্চরাশির অধিকারভেদে গণিতভেদ। এই গণিতে ৫টী রাশি হইবে।

পঞ্চরোহিণী, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও রক্তজ রোগ।

পঞ্চলক্ষণ (ক্লী) সর্গাদীনি পঞ্চবিধানি লক্ষণানি যত্র। ১ পুরাণ, পুরাণের ৫টী লক্ষণ এই জন্ত পুরাণকে পঞ্চলক্ষণ কহে।

"সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥" (ভারত)

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত এই পঞ্চ পুরাণ লক্ষণ। [পুরাণ দেখ।]

পঞ্চানাং লক্ষণানাং সমাহারঃ, ততো ঙীপ্। ২ অনুমান-চিন্তামণ্যুক্তব্যাপ্তিলক্ষণপঞ্চক, ব্যাপ্তির ৫টী লক্ষণ অর্থাৎ ব্যাপ্তিপঞ্চক।

পঞ্চলবণ (ক্লী) পঞ্চানাং লবণানাং সমাহারঃ বা পঞ্চগুণিতং লবণং। পঞ্চবিধ লবণ যথা—কাচ (করকচ্), সৈন্ধব, সামুদ্র, বিট্ ও সৌবর্চ্চল এই পঞ্চবিধ লবণ। (রাজনি° ব° ২২) পরিভাষাপ্রদীপমতে সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব, বিড়প, ঔদ্ভিদ্ ও সামুদ্র এই পঞ্চলবণ। (পরিভাষাপ্র° ৩ অঃ) ইহার গুণ মধুর, বিমূত্রকৃৎ, স্নিগ্ধ, বলাপহ, বীর্য্যকর, উষ্ণ, দীপন, তীক্ষ্ণ, কফ ও পিত্তবর্দ্ধক। (শার্ঙ্গধর)

পঞ্চলাঙ্গলক (ক্লী) মুক্তাদিবিভূষিতদশবৃষযুক্তানি সারদারু-নির্ম্মিতানি পঞ্চলাঙ্গলকানি যস্মিন্। মহাদানভেদ। মৎস্যপুরাণে এই দানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

---

(১) "ব্যস্তানি মুনিভির্লোকে পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া।
আদ্যং সমস্ততন্ত্রাণাং হয়শীর্ষং প্রকীর্ত্তিতম্॥
ত্রৈলোক্যমোহনং তন্ত্রং বৈভবং পৌষ্করং তথা।
নারদীয়ং তথা তন্ত্রং প্রহ্লাদং গার্গ্যগালবম্॥
শ্রীপ্রশ্নং শাণ্ডিলতন্ত্রং তন্ত্রমীশ্বরসংহিতা।
সাত্বতং যুক্তিমত্তন্ত্রং বশিষ্ঠং শৌনকং তথা॥
নারায়ণীয়মন্যচ্চ তন্ত্রং জ্ঞানস্ত কারণম্।
স্বায়ম্ভুবং কাপিলঞ্চ বিহগেন্দ্রং তথাপরম্॥
আত্রেয়ং নারসিংহাখ্যং আনন্দাখ্যং তথারুণম্।
বৌধায়নং তথা তন্ত্রং তন্ত্রং বিশ্বাবিভাষিতম্॥" (হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র ২ প°)

(২) "তন্ত্রং ভাগবতঞ্চৈব শিবোক্তং বিষ্ণুভাষিতম্।
পদ্মোদ্ভবং পুরাণঞ্চ বারাহং চ তথা পরম্॥
ইমে ভাগবতাখ্যাস্ত তথা সানাক্তসংহিতা।
ব্যাসোক্তা সংহিতা চৈব তথা পরমসংহিতা॥
যদন্তৎ মুনিভির্গীতং এতেষেবাশ্রিতং হি তৎ॥" (হয়শীর্ষপ°)

(৩) Dr. R. G. Bhandarkar's Report of the Sanskrit Mss.

"অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমম্।
পঞ্চলাঙ্গলকং নাম মহাপাতকনাশনম্॥
পুণ্যাং তিথিং সমাসাদ্য যুগাদিগ্রহণাদিকম্।
ভূমিদানং ততো দদ্যাৎ পঞ্চলাঙ্গলকান্বিতম্॥" (২৫৭ অঃ)

যে সকল মহাদান বিহিত আছে, তাহার মধ্যে পঞ্চলাঙ্গলক একটী। এই দান মহাপাতকনাশক। শুভ তিথিতে পুণ্যকালে সংযতচিত্ত হইয়া এই দান করিতে হয়। এই দানে পাঁচখানি লাঙ্গল, ও দশটী বৃষ ভূমি সহিত বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে। পাঁচখানি হল উত্তম সারযুক্ত কাষ্ঠে প্রস্তুত করিতে হইবে, এবং দশটী (বৃষ ঐ সকল বৃষকে উত্তমরূপে স্বর্ণাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া) ভূমির সহিত দানবিধানানুসারে দান করিবে। এই দানে অশেষ পুণ্যলাভ হয় এবং মহাপাতকজন্যপাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। বাহুল্য ভয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইল না। মৎস্যপুরাণে ২৫৭ অধ্যায়ে এবং হেমাদ্রির দানখণ্ডে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

পঞ্চলিঙ্গকোণ, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর কড়পা জেলার অন্তর্গত একটী নগর, নেল্লুরের সীমান্তবর্ত্তী মল্লমকোণ্ডা পর্ব্বতমধ্যে স্থাপিত। এখানকার একটী গুহা মধ্যে ৫টী লিঙ্গমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পঞ্চলিঙ্গাল, মান্দ্রাজের কর্ণূল জেলার তুঙ্গভদ্রা নদীর উত্তরে কইননগর হইতে ২॥০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত একটী গ্রাম। এখানকার পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দিরে একখানি প্রাচীন শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

পঞ্চলোকপাল (পুং) পঞ্চ চ তে লোকপালাশ্চেতি সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধারয়ঃ। গ্রহযজ্ঞাদাঙ্গবিনায়কাদি দেবপঞ্চক। বিনায়ক, দুর্গা, বায়ু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই পঞ্চ দেবতা পঞ্চলোকপাল।
"বিনায়কং তথা দুর্গাং বায়ুমাকাশমেব চ।
অশ্বিনৌ ক্রমতঃ পঞ্চলোকপালান্ প্রপূজয়েৎ॥" (বিধানপারি°)

পঞ্চলোহ (ত্রি) পঞ্চং বিস্তীর্ণং লোহম্। সৌরাষ্ট্রকলোহ। (হেম পঞ্চগুণিতং লোহম্। পাঁচপ্রকার লোহ; সুবর্ণ, রজত, তাম্র, সীসক ও রঙ্গ এই পঞ্চধাতুকে পঞ্চলোহ কহে।

পঞ্চলোহক (ক্লী) পঞ্চানাং লোহকানাং ধাতূনাং সমাহারঃ। সুবর্ণ, রজত, তাম্র, রঙ্গ ও নাগ এই পঞ্চধাতুর নাম পঞ্চলোহক।
"সুবর্ণং রজতং তাম্রং ত্রয়মেতৎ ত্রিলোহকম্।
রঙ্গনাগসমাযুক্তং তৎপ্রাহুঃ পঞ্চলোহকম্॥" (রাজনি° ব° ২২)

বাভটের মতে—সুবর্ণ, রজত, তাম্র, ত্রপু ও কৃষ্ণায়স এই পঞ্চধাতু পঞ্চলোহ। (বাভট উঃ ৩৯ অঃ)

পঞ্চলোহ, বজ্রলোহ, মুণ্ডলোহ, কান্তলোহ, পিণ্ডলোহ, ও ক্রৌঞ্চলোহ এই পঞ্চলোহ।

পঞ্চল্লড়, ভারতবর্ষের মধ্যপ্রদেশবাসী স্বর্ণকার জাতি।

পঞ্চবক্ত্র (পুং) পঞ্চ বক্ত্রাণি যস্য। শিব, মহাদেব।
"বিশ্বাদ্যংবিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্।" (শিবধ্যান)

পঞ্চবক্ত্র শিব, ইহার মন্ত্রাদির বিষয় কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—
"সমস্তানাং স্বরাণান্তু দীর্ঘাঃ শেষাঃ সবিন্দুকাঃ।
ঋ১কৃশূন্যাঃ সার্দ্ধচন্দ্রা উপান্তে নাভিসংহিতাঃ॥
এভিঃ পঞ্চাক্ষরৈর্ম্মন্ত্রং পঞ্চবক্ত্রস্য কীর্ত্তিতম্।
ক্রমাৎ সদ্যসন্মোহমাদগৌরবসংজ্ঞকাঃ॥
প্রাসাদস্তু ভবেৎ শেষং পঞ্চমন্ত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একৈকেন তথৈবেকং বক্ত্রং মন্ত্রেণ পূজয়েৎ॥" (কালিকাপু° ৫০ অঃ)

মহাদেবের সদ্য, সন্মোহ, মাদ, গৌরব ও প্রাসাদ এই পাঁচটী মন্ত্র। এই পাঁচটী মন্ত্র দ্বারা এক একটী বক্ত্র পূজা করিতে হয়। অথবা কেবল প্রাসাদমন্ত্রে পূজা করা যায়। ৫টী মন্ত্রের মধ্যে প্রাসাদ নামে মন্ত্র শ্রেষ্ঠ। মহাদেবের প্রসন্নতা লাভ করে, এই জন্য এই মন্ত্রের নাম প্রাসাদ হইয়াছে। মহাদেবের আনন্দপ্রদ বলিয়া সদ্যমন্ত্র, মনের অভিলাষ পূরণ হেতু সন্মোহমন্ত্র, আকর্ষক বলিয়া মাদ এবং গুরু এইজন্য গৌরবমন্ত্র নাম হইয়াছে। মহাদেবের পাঁচটী মুখের নাম সদ্যোজাত, বামদেব, তৎপুরুষ, অঘোর ও ঈশান। এই মুখসমূহের মধ্যে সদ্যোজাত নির্ম্মল স্ফটিকসদৃশ, বামদেব পীতবর্ণ অথচ সৌম্য ও মনোরম। অঘোর নীলবর্ণ ভয়জনক ও দন্তবিশিষ্ট। তৎপুরুষ রক্তবর্ণ, দেবমূর্ত্তি ও মনোরম। ঈশান শ্যামবর্ণ ও নিত্য শিবরূপী। মহাদেবের পঞ্চমূর্ত্তির ইহাই স্বরূপ। দক্ষিণদিকের ৫ হস্তে যথাক্রমে শক্তি, ত্রিশূল, খট্টাঙ্গ, বর ও অভয় এই ৫টী এবং বামদিকের ৫ হস্তে অক্ষসূত্র, বীজপূর, ভুজঙ্গ, ডমরু ও উৎপল নামে ৫টী দ্রব্য বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বোক্ত সদ্যাদি মন্ত্রে মহাদেবের পূজা করিলে সকল সিদ্ধিলাভ হয় এবং এই পঞ্চবক্ত্র শিবপূজায় বামা, জ্যেষ্ঠা, রৌদ্রী, কালী, কলবিকারিণী, বলপ্রমথিনী, সর্ব্বভূতদমনী ও মনোন্মথিনী এই অষ্ট দেবীকে পূজা করিতে হইবে। (কালিকাপু° ৫ অঃ)

২ সিংহ। ৩ পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ। এই পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে সকল পাপ বিদূরিত হয়।
"পঞ্চবক্ত্রঃ স্বয়ং রুদ্রঃ কালাগ্নির্নাম নামতঃ।
অগম্যাগমনাচ্চৈব অভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণাৎ॥
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পঞ্চবক্ত্রস্য ধারণাৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

পঞ্চবক্ত্র রস (পুং) ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—গন্ধক, পারদ, সোহাগার খই, মরিচ ও বিষ এই সকল দ্রব্য ধুতুরাপাতার রসে একদিন মাড়িয়া ও শুষ্ক করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত

করিয়া লইবে। অনুপান আদার রস। ইহা সেবনে সান্নিপাতিক জ্বর প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° ভৈষজ্যরত্না°)

পঞ্চবট (পুং) পঞ্চো বিস্তীর্ণো বটঃ। উরুবট, পর্যায় যোটিঙ্গ, মহাব্রতী, বালযজ্ঞোপবীতক। (ত্রি) পঞ্চসংখ্যকা বটা যত্র। ২ পঞ্চবটী বন।

"সমাগমং বিরাধেন বাসং পঞ্চবটে তথা।" (রামা° ১।৩।১৩)

পঞ্চবটী (স্ত্রী) পঞ্চানাং বটানাং সমাহারঃ, ততো ঙীষ্। পঞ্চপ্রকার বৃক্ষবিশেষ। অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী (আমলকী) ও অশোক এই পাঁচটী বৃক্ষের নাম পঞ্চবটী।

এই পঞ্চবটী যত্নপূর্ব্বক পঞ্চদিকে স্থাপন করিবে। ইহার মধ্যে অশ্বত্থ পূর্ব্বদিকে, বিল্ব উত্তরে, বট পশ্চিমভাগে, আমলকী দক্ষিণদিকে এবং অশোক অগ্নিকোণে, এইরূপে পঞ্চবটী স্থাপন করিয়া পাঁচ বৎসর পরে তাহার প্রতিষ্ঠা করিবে। যাহারা এইরূপে পঞ্চবটী স্থাপন করে, তাহাদের অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে। এই পঞ্চবটীর মধ্যস্থলে চতুর্হস্তপরিমিত একটী বেদী করিতে হইবে। এই পঞ্চবটী সামান্য পঞ্চবটী।* ইহা ভিন্ন বৃহৎ পঞ্চবটী আছে। বৃহৎ পঞ্চবটীস্থাপনের নিয়ম এইরূপ—চারিদিকে চারিটী বিল্ববৃক্ষ এবং মধ্যভাগে একটী বিল্ব, চারিকোণে ৪টী বটবৃক্ষ, ২৫টী অশোক বর্ত্তুলাকারে এবং দিক্‌বিদিকে এক একটী ও চারিদিকে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিতে হইবে, এই নিয়মে বৃক্ষ রোপিত হইলে তাহাকে বৃহৎপঞ্চবটী কহে। যথানিয়মে এই বৃহৎ পঞ্চবটী স্থাপন করিলে সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য এবং ইহলোকে মন্ত্রসিদ্ধি ও পরলোকে পরমগতি হইয়া থাকে।

* "অশ্বত্থবিল্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী অশোককম্।
বটীপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ॥
অশ্বত্থং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্বমুত্তরভাগতঃ।
বটং পশ্চিমভাগে তু ধাত্রীং দক্ষিণতস্তথা॥
অশোকং বহ্নিদিক্‌স্থাপ্যং তপস্যার্থং সুরেশ্বরি।
মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং সুন্দরীং সুমনোহরাম্॥
প্রতিষ্ঠাং কারয়েত্তস্যাঃ পঞ্চবর্ষোত্তরং শিবে॥
অনন্তফলদাত্রী সা তপস্যাফলদায়িনী॥
ইয়ং পঞ্চবটী প্রোক্তা বৃহৎপঞ্চবটীং শৃণু।
বিল্ববৃক্ষং মধ্যভাগে চতুর্দিক্ষু চতুষ্টয়ম্॥
বটবৃক্ষং চতুষ্কোণে বেদসংখ্যং প্ররোপয়েৎ।
অশোকং বর্ত্তুলাকারং পঞ্চবিংশতিসম্মিতম্॥
দিগ্‌বিদিক্ষ্বামলকীবৈব প্রত্যেকং পরমেশ্বরি।
অশ্বত্থঞ্চ চতুর্দিক্ষু বৃহৎপঞ্চবটী ভবেৎ॥
যঃ করোতি মহেশানি সাক্ষাদিন্দ্রসমো ভবেৎ।
ইহলোকে মন্ত্রসিদ্ধিঃ পরে চ পরমা গতিঃ॥"
(হেমাদ্রি° ব্রতখ° স্কন্দপু°)

প্রতিষ্ঠাবিধি অনুসারে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। বৃহৎ পঞ্চবটীর মধ্যস্থলেও বেদিকা করিতে হইবে। (হেমাদ্রি ব্রতখ°)

২ দণ্ডকারণ্যস্থ বনবিশেষ। রাম বনবাস সময়ে এই অরণ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। রামায়ণের মতে, "গোদাবরীর নিকট পঞ্চবটী অবস্থিত।" (রামা° ৩।১৩ সর্গ) ইহার বর্ত্তমান নাম নাসিক। যেখানে লক্ষ্মণ শূর্পনখার নাসিকা ছেদন করেন, সেইখানে রঘুনাথের এক মন্দির নির্ম্মিত রহিয়াছে।

[নাসিক দেখ।]

পঞ্চবদরী, বদরীনাথক্ষেত্রের অন্তর্গত তীর্থক্ষেত্র। এখানে বদরীনাথ মন্দির সহযোগে যোগবদরী, ধ্যানবদরী, বৃদ্ধবদরী, আদিবদরী ও ভবিষ্যবদরী নামে আরও ৫টী মন্দির আছে, উহাই পঞ্চবদরী নামে খ্যাত। বদরীনাথে নরসিংহমূর্ত্তি, যোগবদরীতে বাসুদেব মূর্ত্তি, ধ্যানবদরীতে বৃদ্ধকেদার ও কপিলেশ্বর মূর্ত্তি, বৃদ্ধবদরীতে গৌতম মুনির সম্মুখে আসীন বিষ্ণুমূর্ত্তি এবং শুভানীতে আদিবদরী ও যোবলীতীরবর্ত্তী যোষীমঠে ভবিষ্যবদরী মন্দির বর্ত্তমান, এই শেষোক্ত মন্দিরদ্বয়ে বিষ্ণু, গরুড় ও ভগবতী মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে।

পঞ্চবর্গ (পুং) পঞ্চ বর্গা প্রহায়া যত্র। ১ পঞ্চপ্রহরণান্বিত-যাগভেদ। "সর্ব্বে পঞ্চবর্গাঃ পশুকামস্ত" । (কাত্যা° শ্রৌ° ৯।৪।১৮) 'পশুকামস্ত যজমানস্য সর্ব্বে গ্রহোৎপাতিবর্যাঃ যঞ্চবর্গাঃ পঞ্চ-প্রহারাঃ ভবন্তি' (কর্ক)। (পুং) পঞ্চানাং চারাণাং বর্গঃ। ২ চারপঞ্চক, পাঁচপ্রকার চর।

"কৃৎস্নং চাষ্টবিধং কর্ম্ম পঞ্চবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।
অনুরাগাপরাগৌ চ প্রচারং মণ্ডলস্য চ॥" (মনু ৭।১৫৪)

আয়, ব্যয়, কর্ম্মচারিগণের আচরণ প্রভৃতি অষ্টবিধ রাজ-কর্ম্মের প্রতি এবং পঞ্চবিধ চার অর্থাৎ কাপটিক, উদাস্থিত গৃহপতিব্যঞ্জন, বৈদেহিকব্যঞ্জন, এবং তাপসব্যঞ্জন ইহাদের প্রতি রাজার সতত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পঞ্চানাং বর্ণানাং সমাহারঃ, ঙীষ্। পঞ্চবর্গী। ৩ ক্ষেত্রহোরাদিপঞ্চক। এই পঞ্চবর্গী বলানয়নের ক্রিয়াবিশেষ। (নীলকণ্ঠোক্ত তাজকে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।)

পঞ্চবর্ণ (ক্লী) পঞ্চ বর্ণা যস্য। ১ পঞ্চবর্ণান্বিত তণ্ডুলচূর্ণ। তণ্ডুল চূর্ণ করিয়া ৫টী বর্ণ দ্বারা মিশ্রিত করিলে পঞ্চবর্ণ হয়।

"রজাংসি পঞ্চবর্ণানি মণ্ডলার্থং হি কারয়েৎ।
শালিতণ্ডুলচূর্ণেন শুক্লং বা যবসম্ভবম্॥
রক্তং কুসুম্ভসিন্দূরগৈরিকাদিসমুদ্ভবং।
হরিতালোদ্ভবং পীতং রজনীসম্ভবং ক্বচিৎ।
কৃষ্ণং দগ্ধপুলাকৈস্তু কৃষ্ণৈর্ব্রীহ্যৈরথাপি বা।
হরিতং বিল্বপত্রোত্থং পীতকৃষ্ণবিমিশ্রিতম্॥" (হেমাদ্রি° ব্রতখ°)

মণ্ডলের নিমিত্ত পঞ্চবর্ণের গুঁড়া করিবে, সর্বতোভদ্রমণ্ডল, অষ্টদলপদ্ম প্রভৃতি স্থলে পঞ্চবর্ণের গুঁড়া দ্বারা মণ্ডল করিতে হয়। তণ্ডুল বা যবচূর্ণ করিয়া ইহাতে শুক্লবর্ণ গুঁড়া এবং ঐ তণ্ডুল-চূর্ণে কুঙ্কুম, সিন্দুর ও গৈরিকাদি দ্বারা রক্তবর্ণ, তণ্ডুল চূর্ণে হরিতাল মিশ্রিত করিয়া পীতবর্ণ, দগ্ধপুলাক (কৃষ্ণদ্রব্য) মিশ্রিত করিয়া কৃষ্ণবর্ণ এবং পীত ও কৃষ্ণবর্ণবিমিশ্রিত বিল্বপত্রোত্থ হরিত এই পঞ্চবর্ণ। পূজা প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যে এই পঞ্চবর্ণের গুঁড়া বিশেষ আবশ্যক।

২ অকার, উকার, মকার, নাদ ও বিন্দুযুক্ত প্রণব, প্রণবে ৫টী বর্ণ আছে বলিয়া ইহার নাম পঞ্চবর্ণ হইয়াছে। ত্রিয়াং টাপ্। ৩ স্ত্রী গায়ত্রী। ৪ পর্ব্বতভেদ। ৫ বনভেদ। (দেবী-ভাগবত ১২।৬।১০০)।

পঞ্চবর্ণক (পুং) যুণ্ডুরক বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পঞ্চবর্ণগুড়িকা (স্ত্রী) পঞ্চবর্ণের গুঁড়া। [পঞ্চবর্ণ দেখ।]

পঞ্চবর্দ্ধন (পুং) পথোড় বৃক্ষ। (রাজনি° বঃ ৮)।

পঞ্চবর্ষীয়ক (ত্রি) ১ পঞ্চবর্ষব্যাপী। ২ পঞ্চবর্ষযুক্ত। ৩ পাঁচ বৎসরের পুরাতন।

পঞ্চবল, মহিসুরবাসী কামারজাতি। [পঞ্চমসমলু দেখ।]

পঞ্চবল্কল (ক্লী) পঞ্চানাং বল্কলানাং সমাহারঃ। বল্কলপঞ্চক, ৫ প্রকার বল্কল। ন্যগ্রোধ, উডুম্বর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ ও পিপ্পলী-পীতন এই ৫টী ক্ষীরিবৃক্ষের বল্কল পঞ্চবল্কল নামে প্রসিদ্ধ।

বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুম্বুর, পাকুড় ও বেতস ছাল এই ৫ প্রকার বৃক্ষের ছালও পঞ্চবল্কল। ইহাকে পঞ্চবেতসও কহে। (রাজনি° ব° ২২)। ভাবপ্রকাশমতে ন্যগ্রোধ, উডুম্বর, অশ্বত্থ, পারীষ, প্লক্ষ এই পঞ্চবৃক্ষের ত্বক্‌ই পঞ্চবল্কল। কেহ কেহ পারীষ স্থানে শিরীষ, আবার কাহার মতে বেতস। ইহার গুণ—হিম, যোনিরোগ ও ব্রণনাশক। রুক্ষ, কষায়, মেদোঘ্ন, বিসর্প, শোফ, পিত্ত, কফ ও অস্রনাশক, গুল্মকর ও ভগ্নাস্থিযোজক। (ভাবপ্র°)

পঞ্চবাণ (পুং) কামদেব, মদন।

পঞ্চবাতীয় (ক্লী) রাজসূয়াঙ্গ ফাল্গুনশুক্লপ্রতিপদে কর্ত্তব্য পঞ্চাগ্নিসাধ্য হোমকর্ম্মভেদ। এই পঞ্চবাতীয় রাজসূয়যজ্ঞের অঙ্গ কর্ত্তব্য। ইহা ফাল্গুন মাসের শুক্লপ্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিতে হয়। "পঞ্চবাতীয়ং আহবনীয়ং প্রতিদিশং ব্যূহ্য মধ্যে চ স্রুবেণাগ্নিষু জুহোতি" (কাত্যা° শ্রৌ° ১৫।১।২০)

পঞ্চবায়ু, শরীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ও ব্যান প্রভৃতি বায়ু।

পঞ্চবারি, কৌপ, মাদেয়, আন্তরীক্ষ, তাড়াগ ও সামুদ্র জল।

পঞ্চবার্ষিক (ত্রি) পঞ্চসু বর্ষেষু ভবং। পঞ্চবর্ষসাধ্য কার্য্য যাহা পাঁচ বৎসর ধরিয়া হয়। বৌদ্ধদিগের পঞ্চবর্ষব্যাপী-মহোৎসব। (দিব্যা° ২৪২।১১)

মহাত্মা অশোক প্রতিষ্ঠিত পঞ্চবর্ষব্যাপী বৌদ্ধসভ্য বা মহাপরিষদ্।

পঞ্চবাহিন্ (ত্রি) পঞ্চবাহ যাহা পাঁচজনের দ্বারা টানা হয়। যানাদি।

পঞ্চবিংশ (ত্রি) ২৫ সংখ্যা যুক্ত। ২৫টী।

পঞ্চবিংশ, সামবেদান্তর্গত ব্রাহ্মণভেদ। পঁচিশ অংশে বিভক্ত বলিয়া ইহার নাম পঞ্চবিংশব্রাহ্মণ হইয়াছে। ২ স্তোমভেদ। [প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ দেখ।]

পঞ্চবিংশক (ত্রি) পঞ্চবিংশ সম্বন্ধীয়। ২৫ বৎসরের পুরাতন।

পঞ্চবিংশতি (স্ত্রী) পঞ্চাধিকা বিংশতি। ২৫ সংখ্যা।

পঞ্চবিংশতিতম (ত্রি) ২৫ সংখ্যা।

পঞ্চবিংশতিম (ত্রি) পঁচিশ।

পঞ্চবিধ (ত্রি) পঞ্চবিধা যস্ত। পাঁচ প্রকার।

পঞ্চবিধপ্রকৃতি (স্ত্রী) পঞ্চবিধা প্রকৃতিঃ। পাঁচ প্রকার রাজাঙ্গ, যথা স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, অর্থ ও দণ্ড এই পঞ্চ প্রকৃতি। (মনু ৭।১৫৭) ২ পঞ্চভূত। [পঞ্চভূত দেখ।]

পঞ্চবিধেয় (ত্রি) পঞ্চপ্রকার।

পঞ্চবিন্দুপ্রসৃত (ক্লী) নৃত্যের গতি ভেদ।

পঞ্চবিষ, তাম্র, হরিতাল, সর্পগরল, করবীর ও বৎসনাভ, স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক নানাবিধ থাকিলেও এ গুলি প্রধানতম এবং ঔষধার্থে অধিক প্রয়োজনীয়। অন্যান্যবিষ ইহাদের সমজাতীয় বা সহযোগে উৎপন্ন।

পঞ্চবিসূচিকাযোগ, অপামার্গমূলকাথ, কারবেল্লপত্রকাথ ও তিল, কচিমুলার কাথ ও পিপুল চূর্ণ, বেলশুঁট ও শুঁটের কাথ এবং বেলশুঁঠ শুঁঠ ও কটফলের কাথ। পৃথক্ পৃথক্ ঐ পঞ্চযোগ বিসূচিকারোগে উপকারী।

পঞ্চবীজ (ক্লী) পাঁচ প্রকার বীজ। যথা কাকুড়, শশা, দাড়িম, পদ্ম ও আলকুশীর বীজ। অন্যবিধ রাইশর্ষিসা, যমানী, জিরা, তিল ও পুস্ত। (নির্ঘণ্ট প্র°)।

পঞ্চবীরগোষ্ঠ (হিন্দী) পঞ্চবীরের বসিবার স্থান। যেখানে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা বসিয়া মন্ত্রণা করিতেন।

পঞ্চবুদ্ধীন্দ্রিয় (ক্লী) ইন্দ্রিয়াদি জ্ঞানপঞ্চক। যথা স্পর্শন, রসন, ঘ্রাণ, দর্শন ও শ্রোত্র। (চরক)

পঞ্চবৃক্ষ, পাঁচটী বৃক্ষ। মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন নামক স্বর্গের পাঁচটী বৃক্ষের নাম।

পঞ্চবৃৎ, পঞ্চপ্রকার। পাঁচবার।

পঞ্চবৃত্তি (স্ত্রী) পঞ্চগুণিতা বৃত্তিঃ। পাতঞ্জলোক্ত পাঁচপ্রকার

মনোবৃত্তি। "বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টা অক্লিষ্টাঃ (পাতঞ্জল ১।৫) চিত্তের পরিণামী বৃত্তি সকল ৫ প্রকার। বৃত্তিসমূহের মধ্যে কতিপয় ক্লিষ্ট এবং কতিপয় অক্লিষ্ট। যে বৃত্তি দ্বারা চিত্ত ক্লিষ্ট হয়, তাহাকে ক্লিষ্টবৃত্তি; যাহাতে ক্লেশ থাকে না, তাহা অক্লিষ্ট বৃত্তি। বৃত্তি ৫ প্রকার যথা—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য ইহাদিগকে প্রমাণবৃত্তি কহে, এই প্রমাণ দ্বারা সকল স্বরূপ জানা যায়। এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম হইলে তাহাকে বিপর্য্যয় কহে, যেরূপ শুক্তিতে রজতজ্ঞান। বস্তুর স্বরূপ অপেক্ষা না করিয়া কেবল শব্দ জন্য জ্ঞানানুসারে যে এক প্রকার বোধ হয়, তাহাকেই বিকল্পবৃত্তি কহে, যেমন দেবদত্তের কম্বল এই স্থলে দেবদত্তের স্বরূপ যে চৈতন্য, তাহার অপেক্ষা না করিয়া দেবদত্ত ও কম্বলের যে ভেদজ্ঞান হয়, তাহাই বিকল্পবৃত্তি। যে অবস্থায় চিত্তে অভাব উপলক্ষিত হয়, তাহার নাম নিদ্রা। পূর্ব্বে প্রমাণ দ্বারা যে যে বিষয় অনুভূত হইয়াছে, কালান্তরে অসংস্কার দ্বারা সেই বিষয়ের বুদ্ধিতে যে আরোপ, তাহাকে স্মৃতি কহে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা এই পঞ্চবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। (পাতঞ্জলদ°)। [বিশেষ তত্ত্বৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]।

পঞ্চশত (ক্লী) পঞ্চাধিকং শতং। ১ পাঁচ শত। ২ একশত পাঁচ।

"ক্ষত্রিয়ারামগুপ্তায়াং বৈশ্যে পঞ্চশতং দমঃ।" (মনু ৮।৩৮৪)

পঞ্চশততম (ত্রি) ৫০০ সংখ্যা।

পঞ্চশতিকাবর্ত্তি, ঔষধভেদ। নীলোৎপল পত্র ১০০টা, নিস্তুষ যব ১০০টা, মালতীফুল ১০০টা, পিপুলের চাউল ১০০টা, এই সমুদায় একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহাতে তিমিরাদি রোগ নষ্ট হয়।

ত্রিকূট, উৎপল, হরীতকী, কুড়, রসাঞ্জন প্রভৃতির বর্ত্তির অঞ্জনে অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, অর্ম্ম ও অশ্রুপাত নিবারিত হয়।

পঞ্চশর (পুং) পঞ্চ শরা যস্য। কন্দর্প, কামদেব। পঞ্চগুণিতাঃ শরাঃ। ২ পঞ্চবাণ, কন্দর্পের ৫টী বাণ।

"সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজ° ৩২ অ°)

পঞ্চশর, ঔষধভেদ। পারদ ও গন্ধক শিমুলমূলের রসে পৃথক্ পৃথক্ ২১ বার ভাবনা দিয়া কজ্জলী করিবে, পরে বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৪ রতি, পানের সহিত সেব্য। পথ্য—মাংস, মদ্য, গুরু পায়স, মরিচাদি প্রভৃতি। ইহা সেবনে নিশ্চয়ই অতিশয় বীর্য্য বৃদ্ধি করে।

পঞ্চশলাকাচক্র, জ্যোতিষোক্তচক্রভেদ। [স্বরোদয়° চক্র দেখ।]

পঞ্চশস্ (অব্য°) পঞ্চ পঞ্চ বাহ্যার্থে শস্। পঞ্চ পঞ্চ, পাঁচ পাঁচ।

পঞ্চশস্য (ক্লী) পঞ্চানাং শস্যানাং সমাহারঃ। শস্যপঞ্চক, ধান্য, মুদ্গ, তিল, যব ও শ্বেত সর্ষপ। কাহারও কাহারও মতে শ্বেত সর্ষপ স্থলে মাষ। (দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

পঞ্চশাখ (পুং) পঞ্চ শাখা ইব অঙ্গুলয়ো যস্য। হস্ত। পঞ্চানাং শাখানাং সমাহারঃ। (ক্লী) ২ পঞ্চশাখার সমাহার। (ত্রি) ৩ পঞ্চশাখাবিশিষ্ট।

পঞ্চশারদীয়, শরৎকালে অহর্গণ যাগভেদ। আশ্বিন অথবা কার্ত্তিক মাসে বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যা হইতে এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি করিতে হয়। মরুতের তুষ্টি সাধনার্থ এই যজ্ঞে অনেক গো-হনন হইয়া থাকে। এই যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য ১৭টী কলুষহীন খর্ব্বকায় ষাঁড় ও তএকটী তিন বৎসরের ঐরূপ বৎসতরীর আবশ্যক। প্রথমে যথাবিহিত পূজা ও উৎসর্গের পর উক্ত ১৭টী ষাঁড়কে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে যজ্ঞের যথাযোগ্য প্রক্রিয়ানুসারে আহুতি দিবার পর প্রত্যহ তিনটী করিয়া ঐরূপ গাভীকে দেবোদ্দেশে বলি দেওয়া হইয়া থাকে। পঞ্চম দিনে আরও দুইটী অর্থাৎ পাঁচটী গো-হত্যা করিয়া ঐ বৎসরের মত যজ্ঞ শেষ হয়। শরৎকালে পাঁচদিন ধরিয়া ঐ যাগ হইত বলিয়া ইহার পঞ্চশারদীয় নাম হইয়াছে। ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসরকাল ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি আছে। সামবেদের অন্তর্গত তাণ্ড্যব্রাহ্মণে লিখিত আছে, এই যজ্ঞে প্রত্যেক পরবর্ত্তিবৎসরে বিভিন্নবর্ণের গো আবশ্যক। উক্ত গ্রন্থের মতে—প্রথম বৎসরে আশ্বিনমাসের শুক্লা সপ্তমী বা অষ্টমীতে যজ্ঞারম্ভ করিতে হয় এবং পরবর্ত্তী বৎসরে কার্ত্তিক মাসের ষষ্ঠীতে যজ্ঞানুষ্ঠান বিধিসিদ্ধ *। বেদের উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, প্রথমে প্রজাপতি স্বয়ং যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "যিনি ধনশালী ও স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করেন, তিনিই পঞ্চশারদীয় যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা দেবপূজা করুন †।"

পঞ্চশিখ (পুং) পঞ্চ বিস্তীর্ণা শিখা কেশাবলিযস্য। ১ সিংহ। ২ মুনিবিশেষ। এই পঞ্চশিখ মুনি সাংখ্যশাস্ত্রবেত্তা। বামন পুরাণে লিখিত আছে, ধর্ম্মের অহিংসা নামে এক পত্নী ছিল,

---

* "ষষ্ঠ্যাং শরদি কার্ত্তিকে মাসি-যজেত। সপ্তম্যামষ্টম্যাং বাশ্বযুজি পক্ষে তু বৎসতরীমেবালভেরন্ উক্তো বিক্রমেষুঃ।" (তাণ্ড্য ব্রা°)

† উক্ত গ্রন্থের অপর একস্থলে লিখিত আছে—"স্বারাজ্যং বা এষ যজ্ঞঃ। এতেন বা একরাজা কামমঃ স্বারাজ্যমপগচ্ছৎ।" (তৈত্তিরীয় ২।৭।৮।১) ইহাতে যজ্ঞভেদু কামনার উক্তি প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তাহার গর্ভে পঞ্চশিখমুনি জন্ম গ্রহণ করেন।* মহাভারতে শান্তি পর্ব্বে লিখিত আছে, একদা কপিলাপুত্র পঞ্চশিখ নামে এক মহর্ষি পৃথিবীপর্য্যটনক্রমে মিথিলানগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি সমুদায় সন্ন্যাসধর্ম্মের যথার্থতত্ত্ব অবধারণে সমর্থ, নির্দ্বন্দ্ব, অসন্দিগ্ধচিত্ত, ঋষিদিগের মধ্যে অদ্বিতীয়, কামনাপরিশূন্য এবং মনুষ্যগণমধ্যে শাশ্বত সুখসংস্থাপনে অভিলাষী ছিলেন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন সাংখ্যমতাবলম্বীরা যাঁহাকে কপিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তিনিই স্বয়ং পঞ্চশিখ নাম ধারণ করিয়া সমুদয় লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন। ঐ মহাত্মা আসুরির প্রধান শিষ্য, চিরজীবী ছিলেন ও সহস্র বৎসর মানসযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

ভগবান্ মার্কণ্ডেয় পঞ্চশিখের বৃত্তান্ত এইরূপ বলিয়াছিলেন, একদা কপিলমতাবলম্বী অসংখ্য মহর্ষি একত্র সমাসীন ছিলেন, ইত্যবসরে ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ অন্নময়াদি পঞ্চকোষাভিজ্ঞ শমদমাদিগুণান্বিত পঞ্চশিখ মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া অনাদি অনন্ত পরমার্থ বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। ঐ স্থানে মহামতি আসুরি সমুপস্থিত ছিলেন, তিনি পঞ্চশিখকে শিষ্যের উপযুক্ত বলিয়া তাহাকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। মহাত্মা আসুরি আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কপিলের শিষ্য হইয়া শরীর ও শরীরীর বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছিলেন, কপিলের কৃপায় সাংখ্যযোগ অবগত হইয়া আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন। এই আসুরির কপিলা নামে এক সহধর্ম্মিণী ছিলেন। পঞ্চশিখ ইহার শিষ্য ছিলেন, অতএব ইনি পুত্রভাবে কপিলার স্তন্যপান করিতেন বলিয়া তাঁহার ব্রহ্মনিষ্ঠ বুদ্ধি ও কপিলার পুত্রত্ব লাভ হইয়াছিল। কপিলার স্তন্যপান করায় 'কপিলাপুত্র' এই নাম হয়। (মহাভারত ১২।২১৮ অ°)

ঈশ্বর কৃষ্ণের সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে—কপিল আসুরিকে ও আসুরি পঞ্চশিখকে সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করেন। এই পঞ্চশিখ হইতেই সাংখ্যশাস্ত্র প্রচারিত হয়। [সাংখ্য দেখ।]

পঞ্চশির, আফগানসীমান্তবর্ত্তী হিন্দুকুশপর্ব্বতের পার্শ্বস্থিত একটী উপত্যকাভূমি কাবুল নগরের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন কপিশ নগর ছিল। ২৫৭ হিজিরায় য়াকুব-লাই কাবুল দখল করিয়া রাজা হন এবং পঞ্চশিরনগরে স্বনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া প্রচার করেন। এখানে পারিয়ান নাম স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মিত ছিল।

পঞ্চশীল, বুদ্ধপ্রোক্ত ধর্ম্ম প্রকরণ বা আচারভেদ।

পঞ্চশীর্ষ (পুং) পঞ্চশীর্ষাণি অস্য। ১ সর্পভেদ।

২ চীনদেশস্থ মঞ্জুশ্রীপর্ব্বতের প্রাচীন নাম। ইহার পাঁচটী চূড়া আছে বলিয়া পূর্ব্বকালে সকলে পঞ্চশীর্ষ বলিত। ঐ শিখরের একএকটী হীরা, নীলা, পান্না, চুনি ও লাজবর্দ্দ (আকাশের ন্যায় নীল) প্রভৃতি প্রস্তরে মণ্ডিত ছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। (স্বয়ম্ভু পুরাণ)

পঞ্চশুক্ল (পুং) পঞ্চস্থ শুক্লঃ। কীটভেদ। এই কীট সৌম্য কীটজাতি। ইহারা শ্লেষ্মাপ্রকৃতি। এই কীটের দংশনে কফজন্য রোগ হয়। (সুশ্রুতকল্পস্থানে ৮ অধ্যায়ে কীটবিবরণ দ্রষ্টব্য) [কীট দেখ।]

পঞ্চশূরণ (স্ত্রী) পঞ্চ শূরণা যত্র। পাঁচপ্রকার শূরণ। যথা অত্যম্লপর্ণী, কান্তীর, মালাকন্দ, শূরণ ও শ্বেতশূরণ। (রাজনি° ব° ২২)

পঞ্চশৈরীষক (স্ত্রী) শিরীষ বৃক্ষস্য ইদম্ শৈরীষকং, পঞ্চসংখ্যকং শৈরীষকম্। শিরিষবৃক্ষের কুসুম, মূল, ফল, পত্র ও ত্বচ্ এই ৫টী শিরিষ সম্বন্ধে বলিয়া পঞ্চশৈরীষক কহে।

পঞ্চশৈল (পুং) মেরুর দক্ষিণস্থিত পর্ব্বত ভেদ। (মার্কণ্ডেয় পু° ৫৫ অ°)

২ রাজগৃহের চারিদিকে অবস্থিত বৈভার, বিপুল, রত্নকূট, গিরিব্রজ ও স্বর্ণাচল এই পাঁচটী শৈলই এখন পঞ্চশৈল নামে কথিত হইয়া থাকে। (রাজগৃহ মাহাত্ম্য) বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু এই তিন সম্প্রদায়ের নিকটই এই পঞ্চ শৈল মহাতীর্থরূপে গণ্য। মহাভারতের মতে—বৈভার, বিপুল, ঋষিগিরি, চৈত্যক। গিরিব্রজ এই পাঁচটী লইয়া পঞ্চশৈল। (মহাভারত সভা°)

রামায়ণের মতে—এই পঞ্চশৈলের মধ্যে গিরিব্রজনগর অবস্থিত ছিল। "পঞ্চানাং শৈলমুখ্যানাং মধ্যে মালেব শোভতে।" (রামা° আদি° ৩২ সর্গ)

পঞ্চশ্বাস, মহাশ্বাস, ঊর্দ্ধশ্বাস, ছিন্নশ্বাস, ক্ষুদ্রশ্বাস ও তমকশ্বাস।

পঞ্চষ (ত্রি) পঞ্চধা ষড্‌বা পরিমাণং যেষাং তে। যাহার পরিমাণ পাঁচ বা ছয়। এই শব্দ বহুবচনান্ত।

পঞ্চষষ্ট (ত্রি) ৬৫ সংখ্যা।

পঞ্চষষ্টি (স্ত্রী) পঁয়ষট্টি।

পঞ্চষষ্টিতম, ৬৫ সংখ্যা।

পঞ্চসত্র (ক্লী) জনপদ ভেদ। (রাজতরঙ্গিনী ৫।১৫৫)

পঞ্চসপ্ত (ত্রি) ৭৫ সংখ্যা।

পঞ্চসপ্ততি (স্ত্রী) পঁচাত্তর।

---

* "ধর্ম্মস্য ভার্য্যা হিংসাখ্যা তস্যাং পুত্রচতুষ্টয়ম্।
সম্প্রাপ্তং মুনিশার্দ্দূল যোগশাস্ত্রবিচারকম্।
জ্যেষ্ঠঃ সনৎকুমারোঽভূৎ দ্বিতীয়শ্চ সনাতনঃ।
তৃতীয়ঃ সনকো নাম চতুর্থশ্চ সনন্দনঃ।
সাংখ্যবেত্তারমপরং কপিলং বোঢ়ুমাসুরিম্।
দৃষ্ট্বা পঞ্চশিখং শ্রেষ্ঠং যোগযুক্তং তপোনিধিম্।
জ্ঞানযোগং ন তে দদ্যুর্জ্যায়াংসোঽপি কনীয়সাম্॥" (বামনপু° ৬০ অ°)

পঞ্চসপ্ততিতম (ত্রি) ৭৫ সংখ্যা।

পঞ্চসপ্তন্ (ত্রি) পাঁচগুণক সাত, ৩৫ সংখ্যা।

পঞ্চসর্পিণী (স্ত্রী) ওষধিবিশেষ। ইহা কৃষ্ণবর্ণের বিচিত্র মণ্ডলবিশিষ্ট, সর্পাকার, পঞ্চ অরত্নিপ্রমাণ দীর্ঘ।

"মণ্ডলৈঃ কপিলৈশ্চিত্রৈঃ সর্পাভা পঞ্চসর্পিণী।"

(সুশ্রুত চিকি° ৩০ অঃ)

পঞ্চসারপানক (পুং ক্লী) পানকভেদ, পানীয়বিশেষ। দ্রাক্ষা, মধুক, খর্জ্জুর, কাশ্মর্য্য ও পরূষক এই পঞ্চ দ্রব্য তুল্যাংশে মিশ্রিত করিয়া পানক প্রস্তুত করিলে পঞ্চসারপানক হয়। (বাভট ৫ অঃ)

বৈদ্যক দ্রব্যগুণের মতে কাশ্মীর, মধু, খর্জ্জুর, মৃদ্বীকা ও ফলসাফল এই সকলের জল একত্র করিয়া এবং ইহাতে মরিচ শর্করা ও আদ্রকাদি দিয়া পরিষ্কার করিয়া ছাকিয়া লইলে পানক প্রস্তুত হয়।* ইহার গুণ বৃষ্য, গুরু, ধাতুকর, পিত্ত, তৃষ্ণা, শ্রম ও দাহনাশক। (দ্রব্যগুণ)

পঞ্চসিদ্ধান্ত (ক্লী) ব্রহ্মসূর্য্যসোমাদ্যুক্ত পঞ্চজ্যোতিষ সিদ্ধান্ত।

পঞ্চসিদ্ধৌষধিক (পুং) পঞ্চ সিদ্ধৌষধয়ো যত্র কপ্। পাঁচ প্রকার সিদ্ধৌষধিবিশেষ। তৈলকন্দ, সুধাকন্দ, ক্রোড়কন্দ, রুদন্তী ও সর্পাঙ্ক এই পাঁচপ্রকার ওষধির নাম পঞ্চসিদ্ধৌষধি।

(রাজনি°)

পঞ্চসুগন্ধক (ক্লী) পঞ্চ সুগন্ধা যত্র, কপ্। পাঁচপ্রকার সুগন্ধদ্রব্য যথা—লবঙ্গ, কক্কোল, কাস্ত্র, জাতীফল ও কর্পূর এই পঞ্চবিধ দ্রব্য তুল্যাংশ হইলে পঞ্চসুগন্ধক হয়।

"কসুমানি লবঙ্গস্ত তথা কক্কোলকাস্তয়োঃ।

জাতীফলানি কর্পূরমেতৎ পঞ্চসুগন্ধকম্॥" (শব্দচ°)

রাজনির্ঘণ্টমতে কর্পূর, কক্কোল, লবঙ্গপুষ্প, গুবাক ও জাতীফল, এই পাঁচটী পঞ্চসুগন্ধক। ইহা তাম্বূলাদিযোগে মুখ প্রসাদন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। (রাজনি° ব° ২২)

পঞ্চসুগন্ধিক (ক্লী) পঞ্চসুগন্ধক।

পঞ্চসূনা (স্ত্রী) সূনা প্রাণিবধস্থানং, পঞ্চগুণিতা সূনা। পাঁচপ্রকার প্রাণিবধস্থান। গৃহস্থদিগের পঞ্চস্থানে অনিয়ত প্রাণিবধ হয় এই জন্ত পঞ্চসূনা নাম হইয়াছে।

"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্ত চুল্লীপেষণ্যুপস্করঃ।

কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাশ্চ বাহয়ন্॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

চুল্লী, পেষণী, উপস্কর, কণ্ডনী ও উদকুম্ভ এই ৫টী গৃহস্থদিগের পঞ্চসূনা। প্রতিদিন এই পঞ্চসূনার অসংখ্য প্রাণিহত্যা হইয়া থাকে। এই পঞ্চসূনাজনিত পাপক্ষয়ের জন্ত পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয়। বৈশ্বদেব অনুষ্ঠানে ইহার প্রায়শ্চিত্ত হয়। [পঞ্চমহাযজ্ঞ দেখ।]

পঞ্চস্কন্ধ, আত্মার লোকান্তরে গমন এবং জীব ও জড় জগতের উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশার্থ বৌদ্ধশাস্ত্রকারগণ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত পঞ্চতন্মাত্রের অনুকরণে আরও ৫টী গুণময় পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, উহাই পঞ্চস্কন্ধ। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ এই পাঁচটী গুণের সহযোগে যেরূপ পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ বৌদ্ধদিগের মতেও পাঁচটী বস্তুসত্বা বা বিভিন্ন গুণসমষ্টি হইতে মানবজাতির উদ্ভব হইয়াছে মাত্র, কিন্তু হিন্দুদিগের সহিত আত্মাসম্বন্ধে আর কোন অংশেই ইহাদের সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না। [পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত দেখ।]

বৌদ্ধমতে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই ৫টী স্বরূপ—গুণের সমষ্টির নাম স্কন্ধ। বৌদ্ধমত শিক্ষা করিতে হইলে ইহার অনুভূতি ও প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক, এই উদ্দেশে এই পঞ্চগুণ শাস্ত্রমধ্যে জটিলভাবে সন্নিবেশিত হইলেও তাহার মর্ম্মগ্রহণের জন্ত যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বৌদ্ধগণ পঞ্চস্কন্ধের এইরূপ একটী তালিকা নির্দ্দেশ করিয়াছেন ;—

১। রূপস্কন্ধ—বস্তুসত্বা বা বস্তুতন্মাত্র।

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ প্রভৃতি চারিভূত ; চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ (দেহ) এই পঞ্চেন্দ্রিয় ; আকৃতি, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ ও দ্রব্যাদি পঞ্চ পদার্থই পঞ্চবস্তুতন্মাত্র ; স্ত্রী ও পুরুষ দুইটী লিঙ্গতন্মাত্র ; চেতনা, জীবিতেন্দ্রিয় ও আকার এই তিনটী মূল অবস্থা ; অঙ্গসঞ্চালন ও বাক্যস্ফূর্ত্তি মনোভাবজ্ঞাপনের প্রধান উপায় এবং স্থূলজীবদেহের চিত্তপ্রসাদকতা, স্থিতিস্থাপকতা, সমতাকরণ, সমষ্টিকরণ, স্থায়িত্ব, ক্ষয় ও পরিবর্ত্তনশীলতা প্রভৃতি ৭টী বিভিন্ন গুণের অস্তিত্ব। সর্ব্বশুদ্ধ এই ২৮টী।

২। বেদনাস্কন্ধ—বা ইন্দ্রিয়ানুভূতি সুখদুঃখাদি প্রথমতঃ ছয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত। চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের জ্ঞান হইতেই পাঁচটী এবং প্রভৃতি হইতে মনে যে জ্ঞানের উপলব্ধি হয়, তাহা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। এই ছয়টী শ্রেণীর প্রত্যেকটী আবার রুচি, অরুচি ও স্পৃহাশূন্যভেদে ত্রিবিধ।

৩। সংজ্ঞাস্কন্ধ বা অনুমিতিতন্মাত্রও প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত এবং এইগুলি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। যেমন বৃক্ষ সবুজবর্ণ এরূপস্থলে বৃক্ষকে সবুজ বলিয়া ধারণা হইলেও উহার সবুজবর্ণত্ব দর্শনেন্দ্রিয় হইতেই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

৪। সংস্কারস্কন্ধ—সাধারণতঃ ৫২টী সংজ্ঞায় বিভক্ত। কিন্তু

---

* "কাশ্মীরমধুখর্জ্জুরী মৃদ্বীকাফলসাফলম্।
তেষাং জলং গৃহীত্বাতু একীকৃত্য ক্ষিপেদমুন্।
চাতুর্জাতেনমরিচশর্করাশ্চাদ্রকাদিকান্।
যত্নেন মার্জয়িত্বা তৎ পঞ্চসারাখ্যপানকম্॥" (দ্রব্যগুণ)

ইহার প্রত্যেকটী স্বতন্ত্রভাবাপন্ন নহে। ইহার মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্ববর্ণিত তিনটী ভাগের অন্তর্গত ও সমার্থজ্ঞাপক। পূর্ব্বোক্ত রূপ, বেদনা ও সংজ্ঞা বাহ্যভাব অবলম্বনে গঠিত এবং সংস্কারতন্মাত্র মানসিক ধারণার সাহায্যেই উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। যথা—১ স্পর্শ, ২ বেদনা, ৩ সংজ্ঞা, ৪ চেতনা, ৫ মনসিকার, ৬ প্রকৃতি, ৭ জীবিতেন্দ্রিয়, ৮ একাগ্রতা, ৯ বিতর্ক, ১০ বিচার, ১১ বীর্য্য (যাহা অন্যান্য শক্তির উন্নতিতে সাহায্য করে), ১২ অধিমোক্ষ, ১৩ প্রীতি, ১৪ চণ্ড, ১৫ মধ্যস্থতা, ১৬ নিদ্রা, ১৭ মিদ্ধ বা তন্দ্রা, ১৮ মোহ, ১৯ প্রজ্ঞা, ২০ লোভ, ২১ অলোভ, ২২ উত্তাপ, ২৩ অনুত্তাপ, ২৪ হ্রী (লজ্জা) ২৫ অহ্রীক, ২৬ দোষ, ২৭ অদোষ, ২৮ বিচিকিৎসা, ২৯ শ্রদ্ধা, ৩০ দৃষ্টি, ৩১-৩২ শারীর এবং মানস প্রসিদ্ধি, ৩৩-৩৪ শারীর ও মানস লঘুতা, ৩৫-৩৬ শারীর ও মানস মৃদুতা, ৩৭-৩৮ শারীর ও মানস কর্ম্মজ্ঞতা, ৩৯-৪০ শারীর ও মানস প্রাজ্ঞতা, ৪১-৪২ শারীরিক ও মানসিক উদ্যোতনা, ৪৩-৪৫ শারীর ও মানস সাম্য, ৪৬ করুণা, ৪৭ মুদিতা, ৪৮ ঈর্ষা, ৪৯ মাৎসর্য্য, ৫০ কার্কশ্য, ৫১ ঔদ্ধত্য এবং ৫২ মান বা অভিমান।

৫। চিত্ত, আত্মা ও বিজ্ঞানের সমষ্টিতেই এই পঞ্চমস্কন্ধের উৎপত্তি, জ্ঞান বা চিন্তার অবিরাম স্রোত এবং বেদনার চেতনাজ্ঞাপক। ইহাতে কোন হেতু, কার্য্যকর্ত্তা বা আত্মার অনন্তকাল স্থায়িত্ব ব্যক্ত করে না। কেবল শরীরাভ্যন্তরস্থ একাগ্রজ্ঞানের সাহচর্য্যে অক্ষুণ্ণ-চেতনা প্রকাশ করে মাত্র। বিজ্ঞানস্কন্ধ বা চেতনতন্মাত্রই পঞ্চম। ইহা সংস্কারের অন্তর্বর্ত্তী অন্যান্য গুণসকল পরিপুষ্টি করিয়া ব্যক্ত করে। বিভিন্ন চেতনার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বিচার করিয়া এই পঞ্চমস্কন্ধটী ৮৯ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানের আবাসস্থান হৃদয়।

উপরিলিখিত অভিব্যক্তি হইতে জানা যায় যে, মনুষ্যমাত্রেরই শারীরিক ও মানসিক গঠন এবং মানসশক্তিগুণাদি বিজ্ঞানের প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে; কিন্তু ইহার কোনটীই স্থায়ী নহে। রূপতন্মাত্রজনিত পদার্থাদি ফেনার ন্যায় ক্রমশঃ সঞ্চিত হইয়া পরে রূপান্তরিত বা লোপ প্রাপ্ত হয়। বেদনাজনিত পদার্থাদি জলবুদ্বুদ উত্থানের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। সংজ্ঞাপ্রকরণে অনুমিতি হইতে সূর্য্যরশ্মিতে অনিশ্চিত মরীচিকার ন্যায় অনুমান, চতুর্থ অর্থাৎ সংস্কার হইতে মানসিক ও নৈতিক পূর্ব্বানুরাগের উদ্ভব হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ আসক্তিগুলি কদলীস্তম্ভের ন্যায় অস্থায়ী ও সারবত্তাহীন এবং পঞ্চম বা বিজ্ঞান যাহা জন্ম, তাহা ছায়া বা ইন্দ্রজালিক মায়ার ন্যায় ভ্রমদৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

বৌদ্ধদিগের ত্রিপিটকগ্রন্থে ইহার বিষয় স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। উক্ত গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, জ্ঞানবিশিষ্ট জীবান্তর্গত এই পঞ্চস্কন্ধ বা গুণ আত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মানবদেহ পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ দুইটী পরবর্ত্তী মুহূর্ত্তেও তাহা কখনও একরূপ থাকে না। জীবদেহস্থ ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্যজগতের পদার্থসমূহের স্পর্শহেতু জীবিত দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এই পঞ্চগুণের পরিবর্ত্তনও জীবদেহে উপলব্ধি করা যায়। বৌদ্ধদিগের পঞ্চস্কন্ধের মর্ম্ম এতই কঠিন ও দুর্বোধ্য যে, সুদূরবিস্তৃত এই বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তর্গত পঞ্চস্কন্ধকে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা কেহই তৎপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমতের মূল ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিবেন না। সূত্রপিটকের প্রথমে গৌতমের উক্তিতে এইরূপ লিখিত আছে;—"হে ভিক্ষুগণ! আচার্য্যেরা (শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ) আত্মাকে পঞ্চস্কন্ধ বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু যাহারা স্বল্পজ্ঞানী অর্থাৎ যাহারা ধার্ম্মিকের সঙ্গ অথবা ধর্ম্মমত শিক্ষা করে নাই; তাঁহারাই রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার চেতনা প্রভৃতি একএকটী গুণ স্থিতি, ধৃতি ও ব্যাপ্তি হেতু আত্মার অনুরূপ বলিয়া স্বীকার করেন অতঃপর পঞ্চেন্দ্রিয়, মন, অবিদ্যা ও গুণ সকল হইতে 'আমি কে' এইরূপ একটী জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে। স্পর্শ ও অবিদ্যাজনিত বেদনা হইতে কামাসক্ত অজ্ঞানী ব্যক্তিগণও 'আমি কে' এইরূপ একটী ধারণায় উপনীত হন, কিন্তু হে ভিক্ষুগণ! যাহারা দীক্ষিত আচার্য্যের জ্ঞানবান্ শিষ্য, তাহারাই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অবিদ্যা বিদূরিত করিয়া জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়। অবিদ্যারূপ আঁধার তাহার অন্তর হইতে দূর হইলে এবং জ্ঞানের বিকাশে 'আমি কে' এইরূপ অনুমান আর তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না।"

বৌদ্ধগণ পঞ্চস্কন্ধাতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন না। এই জন্য জীব বা আত্মার পূর্ব্বোক্তরূপ অস্তিত্ব তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ। এই জন্য বৌদ্ধশাস্ত্রে স্বকীয়-দৃষ্টি ও আত্মবাদ নামে দুইটী শব্দ কল্পিত হইয়াছে। সৎ ও জ্ঞানী বৌদ্ধমাত্রেরই উহা পরিবর্জ্জনীয়, কারণ দুইটীই মোহবশে মানবকে কুপথে বিচরণ করায়। কামাচার, অনস্তত্ব ও ধ্বংসের বিরুদ্ধবাদ, ব্রতাদি ক্রিয়াকলাপের কার্য্যকারিতায় আস্থা ও উপাদান প্রভৃতি বিষয় উহাদের সমশ্রেণীর এবং জন্ম, মরণ, জরা, শোক, পরিবেদনা, দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য ও হতাশ প্রভৃতির একমাত্র কারণ। এতদ্ভিন্ন নাগার্জ্জুনকৃত মাধ্যমিকসূত্রেও পঞ্চস্কন্ধের কথা বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। স্বয়ং নাগার্জ্জুন বা নাগসেন পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকলাধিপতি গ্রীকরাজ মিনান্দারকে পঞ্চস্কন্ধ বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছিলেন যে, যেমন চক্র, চক্রদণ্ড, রজ্জু ও কাষ্ঠাদি লইয়া একটী যান নির্ম্মিত হয়

এবং এতদ্ভিন্ন আর কোন দ্রব্যই রথ বা যানের সমষ্টি হইতে পারে না, কেবল শব্দমাত্রই উহার ভাব জ্ঞাপন করে এবং রথের আকৃতি ও গঠন অনুমান দ্বারা মানসক্ষেত্রে বহন করে, তদ্রূপ মনুষ্যমাত্রই এই পঞ্চস্কন্ধের গুণ দ্বারা কার্য্যকারী হইয়া সকল দ্রব্যই অনুমিতি ও জ্ঞান দ্বারা হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া থাকে। স্বয়ং বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, যেমন কেবল কাষ্ঠ বা রজ্জু, ছত্র, চক্র প্রভৃতির একটী পদার্থ রথপদবাচ্য হইতে পারে না, সমগ্র কাষ্ঠরজ্জাদির সহযোগে রথাদির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ রূপ, বিজ্ঞান, বেদনা, সংজ্ঞা ও চেতনা একত্র হইলে জীবদেহের উৎপত্তি ও আত্মার বিকাশ হইয়া থাকে। যাহা হউক, বৌদ্ধেরা সকলেই অন্য বিস্তর জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। [অভিধর্ম্মকোষব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চস্কন্ধবিমোচক, বুদ্ধের উপাধিভেদ। (দিব্যা° ৯৫।১৬)

পঞ্চস্নেহ, ঘৃত, তৈল, বসা, মজ্জা ও সিক্থক।

পঞ্চস্রোতস্ (স্ত্রী) পঞ্চ স্রোতাংসি যত্র। ১ তীর্থভেদ। (ভারত শান্তিপ° ২১৮ অঃ) ২ যাগভেদ। মহর্ষি পঞ্চশিখ সহস্রবৎসর ধরিয়া এই পঞ্চস্রোতোযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

(ভারত ১২।২১৮ অঃ)

পঞ্চস্বরা (স্ত্রী) পঞ্চ স্বরা যত্র। প্রজাপতিদাস বৈদ্যকৃত জ্যোতিগ্রন্থভেদ। এই গ্রন্থে ৭টী অধ্যায়—এই সকল অধ্যায়ে শিশুরিষ্ট, মাতৃরিষ্ট, পিতৃরিষ্ট, স্ত্রীনপুংসকাদি জ্ঞান, সুখদুঃখ, রিষ্টচ্ছেদাদিযোগ ও মৃত্যুজ্ঞাননির্ণয় প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

"পঞ্চস্বরাভিধানঞ্চ গ্রন্থং নিদানসম্মতম্।
কিঞ্চিদুদ্দেশগম্যঞ্চ স্বল্পং বক্ষ্যামি শাশ্বতম্॥" (পঞ্চস্বরা)

জাতবালকের শুভাশুভের বিষয় গণনা করিতে হইলে প্রথমে আয়ুর্গণনা করা আবশ্যক। প্রথমে মৃত্যু নির্ণয় না করিয়া শুভাশুভ গণনা বিফল। কারণ মনুষ্যের মরণ হইলে সেই শুভাশুভের ফল কে ভোগ করিবে। এইজন্য সর্ব্বপ্রকার যত্নে প্রথমে মৃত্যুনির্ণয় করিবে। জন্মসময় হইতে ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত রিষ্টদোষ, এই সময় আয়ুর্গণনা না করিয়া রিষ্টগণনা করিতে হয়। এই সকল রিষ্ট গণনাদির বিষয় পঞ্চস্বরাতে বিশেষরূপ লিখিত আছে। তাহা সহজবোধ্য নহে ও বাহুল্য-ভয়ে প্রদর্শিত হইল না। অ, ই, উ, এ, ও এই ৫টী স্বরকে প্রধান করিয়া এই গণনা হইয়াছে এই জন্য ইহার নাম পঞ্চ-স্বরা। (ফলিতজ্যো° পঞ্চস্বরা)

এইরূপে স্বরাদি নির্ণয় করিতে হয়। প্রথমতঃ একাদিক্রমে ৫টী অঙ্ক স্থাপন করিয়া তাহাদের নিম্নে ক্রমশঃ আ, কা, ছা, ড়াদি ক্রমে সকল বর্ণ সংস্থাপন করিতে হইবে। ৫টী স্বরের নিম্নে ঙ, ঞ, ণ ভিন্ন ককারাদি হকার পর্য্যন্ত বর্ণসকলকে ৫ ভাগে বিভাগ করিয়া সংস্থাপন করিতে হইবে। ঙ, ঞ, ণ এই তিনবর্ণ নামের আদিতে প্রায় সম্ভব হয় না, এই জন্য এই বর্ণত্রয় পরি-ত্যক্ত হইল। যদি এই তিন কাহার নামের আদিতে থাকে, তাহা হইলে গ, জ, ড এই তিন অক্ষর গ্রহণ করিবে। যদি কাহারও নামের আদিতে সংযুক্তবর্ণ থাকে, তাহা হইলে অসংযুক্তবর্ণের আদিতে যে অক্ষর থাকিবে, সেই বর্ণ গ্রহণ করিতে হইবে। এই পঞ্চস্বরার প্রথম অঙ্কের নিচে আ, কা, ছা, ড়া, ধা, ভা, বা এই ৭টী বর্ণ, দ্বিতীয় অঙ্কের নিম্নে ই, খি, জি, টি, নি, মি, শি, তৃতীয় অঙ্কের নিম্নে উ, গু, ঝু, ঢু, পু, যু, ষু, চতুর্থ অঙ্কের নিম্নে এ, ঘে, টে, থে, ফে, রে, সে, পঞ্চম অঙ্কের নিম্নে ও, চো, ঠো, দো, বো, লো, হো, বর্ণ স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে ৫ প্রকার স্বর নির্ণীত হয়। যাহার নামের আদি অক্ষর যেস্থানে পড়ে, সেই স্থানের স্বরাঙ্ক গ্রহণ করিয়া গণনা করিতে হয়। এই পঞ্চস্বরের ৫টী নাম যথা—প্রথম স্বরের নাম উদিত, দ্বিতীয় স্বরের নাম ভ্রমিত, তৃতীয় ভ্রান্ত, চতুর্থ সন্ধ্যা ও পঞ্চম স্বরের নাম অস্ত। ইহার আরও ৫টী নামান্তর আছে। জন্ম, কর্ম্ম, আধান, পিণ্ড ও ছিদ্র। এই পঞ্চস্বরের মধ্যে অকার স্বরের নিম্নে মেষ, সিংহ ও বৃশ্চিক, ইকার স্বরের নিম্নে কন্যা, মিথুন ও কর্কট, উকার স্বরের নিম্নে ধনু ও মীন, একার স্বরের নিম্নে মকর ও কুম্ভরাশি স্থাপন করিতে হইবে। এই-রূপে রাশিনির্ণয় করা যাইবে। রাশিনির্ণয় করিয়া স্বরের নিম্নে রাশি ও রাশির নিম্নে তাহাদের অধিপতি গ্রহসকল সংস্থাপন করিবে। যে রাশির অধিপতি যে গ্রহ সেই রাশির স্বরকে সেই গ্রহের স্বর বলা যায়। অ স্বরে রবি ও মঙ্গল, ইকারে চন্দ্র ও বুধ, উতে বৃহস্পতি, এ স্বরে শুক্র, ও স্বরে শনি, এইরূপে গ্রহসন্নিবেশ হইবে।

এই পঞ্চস্বরের আরও ৫টী নাম আছে যথা—প্রথম বাল, এইরূপে যথাক্রমে কুমার, যুবা, বৃদ্ধ ও মৃত। ইহাদের অব-স্থানুসারে শুভাশুভ ফল নিশ্চয় করা যায়।

উক্ত উদিতাদি পঞ্চস্বরের বালাদি পঞ্চ অবস্থা জানিয়া নামের আদি অক্ষর অনুসারে স্বরনিশ্চিত করিয়া ফল নিরূপণ করিতে হয়। যে ঘরে যাহার নামের আদি অক্ষর, সেই ঘরে যে স্বর থাকিবে, তাহাই সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে উদিত স্বর বলিয়া স্থির করিতে হইবে। এক এক স্বরের নিম্নে ২ মাস ১২ দিন করিয়া রাখিয়া দিলে এইরূপে পঞ্চস্বরের নিম্নে স্থাপিত মাসা-দিতে এক বৎসর পূর্ণ হইবে।

কার্ত্তিকের শেষ ৯ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া মাস স্থাপন করিতে হইবে। অ-স্বরে কার্ত্তিকের শেষ ৯ দিন, অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ মাসের তিন দিন। ই-স্বরে মাঘের ২৭ দিন,

ফাল্গুন ও চৈত্রের ১৫ দিন, উ-স্বরে চৈত্রের ১৫ দিন, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠের ২১ দিন। এ-স্বরে জ্যৈষ্ঠের তিন দিন, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রের ৯ দিন। ও-স্বরে ভাদ্রের ২১ দিন, আশ্বিন ও কার্ত্তিকের ২১ দিন, এইরূপে প্রতি স্বরে ৭২ দিন করিয়া পঞ্চস্বরে সমস্ত বর্ষ পূর্ণ হইবে। তিথি যোগ করিতে হইলে অ-স্বরে নন্দা, ই-স্বরে ভদ্রা, উ-স্বরে জয়া, এ-স্বরে রিক্তা এবং ও-স্বরে পূর্ণা তিথি হইবে। প্রত্যেক স্বরের তিথির অঙ্ক পৃথক্ পৃথক্ যোগ করিলে অ-স্বরে ৮১, ই-স্বরে ৮৭, উ-স্বরে ৯৩, এ-স্বরে ৯৯, ও-স্বরে ১০৫ অঙ্ক হইবে। এই সকল অঙ্কই স্বরাঙ্ক, এই সকল দ্বারা মৃত্যুবৎসর প্রথমে নির্ণয় করিয়া পরে বার তিথি মাস প্রভৃতির বিষয় স্থির করিতে হইবে; এই পঞ্চস্বরার মধ্যে সপ্তশূন্ত গণনানুসারে আয়ুর্বৎসর স্থির করিয়া লইতে হইবে।

বয়সের অঙ্ক, স্বরাঙ্ক ও রাশির অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্টাঙ্ক দ্বারা নন্দাদি তিথি নির্ণীত হইবে, অর্থাৎ ১ অবশিষ্ট থাকিলে নন্দা ইত্যাদি। বয়স, রাশি, স্বরাঙ্ক একত্র যোগ করিয়া ৬ দ্বারা ভাগ করিলে অবশিষ্টাঙ্ক দ্বারা নন্দাদি তিথির মধ্যে কোন্ তিথিতে মৃত্যু হইবে, তাহা নির্ণীত হইবে। বয়সের, রাশির ও স্বরের অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া ৭ দিয়া ভাগ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক দ্বারা বার জানা যাইবে। যদি গণিত তিথিতে বারের মিলন না হয়, তবে তিথি কিংবা বারে ১ যোগ বা বিয়োগ করিলে যাহাতে তিথি বার মিলিত হয়, এইরূপ করিয়া লইবে। অষ্টমী তিথিতে এক যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে না। পঞ্চস্বরা-মতে এইরূপে গণনাদি করিতে হয়। পঞ্চস্বরায় সপ্তশূন্ত হইলে সেই বৎসর মৃত্যু হইয়া থাকে। [সপ্তশূন্ত দ্রষ্টব্য।]

পঞ্চস্বরোদয় (পুং) পঞ্চানাং স্বরাণামুদয়ো যত্র। জ্যোতিষভেদ।

"কালং বক্ষ্যামি সংসিদ্ধ্যৈ রুদ্র পঞ্চস্বরোদয়াৎ।
রাজা মাত্রা উদাসা চ পীড়ামৃত্যুস্তথৈব চ॥" (গরুড়পুরাণ)

গরুড়পুরাণে এই পঞ্চস্বরোদয়ের বিষয় লিখিত আছে, ৫টী ঘর কাটিয়া ঐ ঘরে ৫টী বর্ণ বিন্যাস করিয়া গণনা করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম পঞ্চস্বরোদয় হইয়াছে।

পাঁচটী ঘরে অা, ই, উ, এ, ঐ এই ৫টী স্বর লিখিতে হয়। (ইহার বিশেষ বিবরণ গরুড়পুরাণ দ্রষ্টব্য।)

পঞ্চস্বেদ, লোষ্ট্রস্বেদ, বালুকাস্বেদ, বাষ্পস্বেদ, ঘটস্বেদ ও জ্বালাস্বেদ।

পঞ্চহস্ত (স্ত্রী) কাশ্মীরস্থ স্থানভেদ।

"পঞ্চহস্তপ্রদশ্চক্রে মঠং সুকৃতকর্ম্মঠঃ।" (রাজতর° ৫।২৪)

পঞ্চহিক্কা, অন্নজা, যমলা, ক্ষুদ্রা, গম্ভীরা ও মহাহিক্কা প্রভৃতি।

পঞ্চহোত্র (পুং) বৈবস্বতমনুর পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৭ অঃ)

পঞ্চহ্রদতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (স্কন্দপু°)

পঞ্চহ্রদ্রোগ, বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ত্রিদোষজ ও কৃমিজ রোগ হইলে তাহাকে পঞ্চহৃদ্রোগ বলা যায়।

পঞ্চাংশ (পুং) পঞ্চ চ তে অংশাশ্চেতি বৃত্তৌ সংখ্যাবচনস্ত পূরণার্থত্ব-স্বীকারেণ পঞ্চশব্দঃ পঞ্চমার্থে কর্ম্মধা°। ত্রিংশদংশাত্মক রাশির পঞ্চম অংশ। নীলকণ্ঠোক্ততাজিকে লিখিত আছে, রাশির ফলাফল জানিতে হইলে কোন্ রাশির অধিপতি কোন্ গ্রহ তাহা জানা আবশ্যক। ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, চতুর্থাংশ, পঞ্চমাংশ প্রভৃতিতে কোন্ অংশের অধিপতি কোন্ গ্রহ তাহা জানা বিধেয়। এই স্থলে পঞ্চমাংশচক্র দিলাম, ইহাতে কোন্ কোন্ অংশের অধিপতি কোন্ গ্রহ, তাহা সহজেই জানা যাইবে।

	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন	
১ পঞ্চমাংশ	মং	শু	মং	শু	মং	শু	মং	শু	মং	শু	মং	শু	৬°
২ পঞ্চমাংশ	শ	বু	শ	বু	শ	বু	শ	বু	শ	বু	শ	বু	১২°
৩ পঞ্চমাংশ	বৃ	বৃ	বৃ	বৃ	বৃ	বৃ	বৃ	বৃ	বৃ	বৃ	বৃ	বৃ	১৮°
৪ পঞ্চমাংশ	বু	শ	বু	শ	বু	শ	বু	শ	বু	শ	বু	শ	২৪°
৫ পঞ্চমাংশ	শু	মং	শু	মং	শু	মং	শু	মং	শু	মং	শু	মং	৩০°

পঞ্চাক্ষর (ত্রি) পঞ্চ অক্ষরাণি যত্র। ১ মন্ত্রভেদ। ২ প্রতিষ্ঠাখ্য ছন্দোভেদ। "শুক্র পঞ্চাক্ষরেণ।" (শুক্ল যজু° ৯।৩২)

'পঞ্চাক্ষরেণ ছন্দসা।' (বেদদীপ)

৩ প্রণব, ইহাতে পাঁচটী অক্ষর আছে বলিয়া ইহাকে পঞ্চাক্ষর কহে। ৪ 'নমঃ শিবায়' এই পাঁচটী অক্ষরযুক্ত মন্ত্র। লিঙ্গপুরাণে ৮৫ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

পঞ্চাখ্যান (ক্লী) পঞ্চাখ্যায়িকাযুক্ত গ্রন্থ, পঞ্চতন্ত্র।

পঞ্চাগন্তুচ্ছর্দ্দি, বীভৎসজ, দৌহৃদজ, অসাত্ম্যজ, কৃমিজ ও অজীর্ণজ ছর্দ্দিভেদ।

পঞ্চাগ্নি (ক্লী) পঞ্চানাং অগ্নীনাং সমাহারঃ। ১ পঞ্চ অগ্নির সমাহার, চতুর্দ্দিকে প্রজ্বলিত চারি অগ্নি ও মধ্যে সূর্য্যাগ্নি, পঞ্চতপ। (পুং) পঞ্চ চ তে অগ্নয়শ্চেতি সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধারয়ঃ। ২ পাঁচপ্রকার অগ্নি যথা—অন্বাহার্য্যপচন, গার্হপত্য, সভ্য, আহবনীয় ও আবসথ্য।

"পবনঃ পাবনস্ত্রেতা যস্য পঞ্চাগ্নয়ো গৃহে।" (হারীত)

৩ এই সকল অগ্নিদ্বারা বিহিত কার্য্যকারক তপস্বিভেদ।

"কর্ম্মনিষ্ঠাস্তপোনিষ্ঠাঃ পঞ্চাগ্নিব্রহ্মচারিণঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্যসং)

'ত্রেতা অগ্নয়শ্চ যস্য সন্তি স পঞ্চাগ্নিঃ, পঞ্চাগ্নিবিদ্যা বা'। (মিতা°)

যে সকল সাগ্নিক ব্রাহ্মণের অর্থাৎ যাহাদের ত্রেতা অগ্নি আছে, তাহাদিগকে পঞ্চাগ্নি কহে। দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই অগ্নিত্রয়কে ত্রেতাগ্নি কহে।

"উদরে গার্হপত্যাগ্নির্মধ্যদেশে তু দক্ষিণঃ।
আস্যে আহবনোঽগ্নিশ্চ সভ্যঃ পর্ব্বা চ মূর্দ্ধনি॥
যঃ পঞ্চাগ্নীনিমান্ বেদ আহিতাগ্নিঃ স উচ্যতে॥" (গরুড়পু°)

উদরে যে অগ্নি তাহার নাম গার্হপত্য, মধ্যদেশে অগ্নির নাম দক্ষিণ, মুখে আহবনীয় অগ্নি, মস্তকে সভ্য ও পর্ব্বা এই পঞ্চাগ্নি। মনুতে লিখিত আছে, যাহার গৃহে পঞ্চ অগ্নি আছে, তাহাকে পঞ্চাগ্নি কহে।

"ত্রিণাচিকেতঃ পঞ্চাগ্নিস্ত্রিসুপর্ণঃ ষড়ঙ্গবিৎ।" (মনু ৩।১৮৫)

ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে স্বর্গ, পর্জ্জন্য, পৃথিবী, পুরুষ ও যোষাত্মক অগ্নিতুল্য আহুতির আধার পদার্থ।

"পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ।" (শ্রুতি)

চারিদিকে এবং ঊর্দ্ধদিকে স্থিত পঞ্চতেজস্বী। পঞ্চাগ্নি বিদ্যাধ্যায়ী।

৪ আয়ুর্ব্বেদ মতে চিত্রক, অপামার্গ, ভল্লাতক, গন্ধক ও অর্ক এই পঞ্চদ্রব্য শরীরস্থ হইলে অগ্নির ন্যায় কার্য্য করে, ইহারা দাহক, পাচক ও অগ্ন্যুদ্দীপক।

পঞ্চাঙ্গ (ক্লী) পঞ্চানাং অঙ্গানাং একবৃক্ষস্য ত্বক্‌পত্রপুষ্পমূলফলানাং সমাহারঃ। ১ এক বৃক্ষের ত্বক্, পত্র, পুষ্প, মূল ও ফল। (রাজনি°)

২ পুরশ্চরণবিশেষ। জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও বিপ্রভোজন, এই পঞ্চাঙ্গোপাসনা।

"জপহোমৌ তর্পণঞ্চাভিষেকো বিপ্রভোজনম্।
পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমিষ্যতে॥" (তন্ত্রসার)

৩ বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণাত্মক পঞ্জিকা। এই পঞ্চাঙ্গফল শুনিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়। [পঞ্জিকা দেখ।]

"তিথিবারশ্চ নক্ষত্রং যোগঃ করণমেব চ।
পঞ্চাঙ্গস্য ফলং শ্রুত্বা গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ॥" (জ্যোতিষ)

(পুং) পঞ্চ অঙ্গানি যস্য। ৪ কমঠ, কচ্ছপ। ৫ অশ্ববিশেষ। পর্য্যায়—পঞ্চভদ্র, পুষ্পিততুরঙ্গম। (শব্দর°)

৬ প্রণামবিশেষ।

"বাহুভ্যাং চৈব জানুভ্যাং শিরসা বচসা দৃশা।
পঞ্চাঙ্গোঽয়ং প্রণামঃ স্যাৎ পূজাসু প্রবরাবিমৌ॥" (তন্ত্রসার)

বাহু, জানু, মস্তক, বাক্য ও দৃষ্টি এই পঞ্চাঙ্গদ্বারা প্রণাম করিলে তাহাকে পঞ্চাঙ্গ প্রণাম কহে। ৭ রাজনীতি, রাজাদিগের পঞ্চসিদ্ধি।

"সহায়াঃ সাধনোপায়া বিভাগো দেশকালয়োঃ।
বিনিপাতঃ প্রতীকারঃ সিদ্ধিঃ পঞ্চাঙ্গ ইষ্যতে॥" (কামন্দক)

সহায়, সাধন, উপায়, দেশ ও কালের বিভাগ ও বিপদ্ প্রতীকার এই ৫টীকে পঞ্চাঙ্গ কহে। ইহাই পঞ্চাঙ্গসিদ্ধি। ৮ আগমাদিপঞ্চকযুক্তভোগ।

"সাগমো দীর্ঘকালশ্চ নিশ্ছিদ্রোঽন্যরবোজ্ঝিতঃ।
প্রত্যর্থিসন্নিধানঞ্চ পঞ্চাঙ্গো ভোগ ইষ্যতে॥" (কাত্যায়ন)

আগম, দীর্ঘকাল, নিশ্ছিদ্র, অন্যরবোজ্ঝিত ও প্রত্যর্থিসন্নিধান এই ৫ প্রকার ভোগ।

পঞ্চাঙ্গগুপ্ত (পুং) পঞ্চসংখ্যকানি অঙ্গানি গুপ্তানি যস্য। কচ্ছপ।

পঞ্চাঙ্গপত্র (ত্রি) পঞ্জিকা। [পঞ্চাঙ্গ দেখ।]

পঞ্চাঙ্গশুদ্ধি (স্ত্রী) পঞ্চাঙ্গস্য শুদ্ধিঃ। পঞ্চাঙ্গবিষয়ক শুদ্ধি, তিথি, বার, নক্ষত্র, যোগ ও করণ এই পঞ্চাঙ্গবিষয়ক শুদ্ধি, দোষরহিত বিহিত তিথি প্রভৃতি।

"পঞ্চাঙ্গশুদ্ধিদিবসে সোদয়ে শশিতারয়োঃ।
গুরুশুক্রোদয়ে শুদ্ধে লগ্নে দ্বাদশশোধিতে।
চন্দ্রতারানুকূল্যে চ শস্যতে সর্ব্বকর্ম্মণি॥" (জ্যোতিষ)

পঞ্চাঙ্গাবিপ্রহীণ, বুদ্ধদেবের উপাধিভেদ।

(দিব্যাবদান ৯৫।১৭)

পঞ্চাঙ্গিকপঞ্চগণ (পুং) পাঁচপ্রকার পঞ্চমূল, স্বল্প, মহৎ, তৃণ, বল্লী ও কণ্টক এই ৫ প্রকার পঞ্চমূল। [পঞ্চমূল দেখ।]

পঞ্চাঙ্গী (স্ত্রী) করিদিগের কটিবন্ধনদাম। (হেমচ°)

পঞ্চাঙ্গুরি (ত্রি) ১ পঞ্চাঙ্গুলীবিশিষ্ট। ২ হস্ত। "যত আজৎ

পঞ্চাঙ্গুরিঃ" (অথর্ব্ব) ৪।৬।৪ 'পঞ্চাঙ্গুরিঃ পঞ্চ অঙ্গুরয়ঃ অঙ্গুলয়ো যস্য স, এবংভূতো যো হস্তঃ।' (ভাষ্য)

পঞ্চাঙ্গুল (পুং) পঞ্চ অঙ্গুলয় ইব পত্রাণি যস্য। এরণ্ড বৃক্ষ। শ্বেত এরণ্ড (রাজনি°) (স্ত্রী) ২ তেজপত্র। (বৈদ্যকনিঘ°) (ত্রি) ৩ পঞ্চাঙ্গুলপরিমাণযুক্ত।

পঞ্চাঙ্গুলি (ত্রি) পঞ্চ অঙ্গুলিযুক্ত, যাহার ৫টী অঙ্গুলি আছে।

পঞ্চাঙ্গুলী (স্ত্রী) তক্রাহ্বাক্ষুপ। (রাজনি° ব° ৪)

পঞ্চাজ (স্ত্রী) অজার পুরীষাদিপঞ্চক।, অজার মূত্র, বিষ্ঠা, দধি, দুগ্ধ ও ঘৃত।

পঞ্চাঞ্জন, রসাঞ্জন, স্রোতোঞ্জন, সৌবীরাঞ্জন, খর্পর ও সীস এই পঞ্চ দ্রব্যদ্বারা প্রস্তুত অঞ্জন হয়।

পঞ্চাতপ (ত্রি) পঞ্চভিরগ্নিসূর্য্যৈরাতপ্যতে ইতি আঙ্ তপ-অচ্। তপস্যাবিশেষ। এই পঞ্চাতপযোগে যোগীর আসনের এক হাত অন্তরে চারিদিকে অগ্নি এবং মধ্যে সূর্য্য থাকিবে। এই তপস্যা অতি দুঃসাধ্য। পঞ্চাতপ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে টাপ্ করিলে পঞ্চাতপা হয়।

"চর্য্যা পঞ্চাতপা চিন্তা শাম্ভবী শাম্ভবো জপঃ।
যজ্ঞিয়ৈর্দারুভিঃ শুষ্কৈশ্চতুর্দ্দিক্ষু চতুষ্কৃতম্॥
বহ্নিসংস্থাপনং গ্রীষ্মে তীব্রাংশুস্তত্র পঞ্চমঃ
হস্তান্তরে চতুর্বহ্নীন্ কৃত্বা বৈশ্বানরেষ্টিনা।
তন্মধ্যাস্থা সূর্য্যবিম্বং বীক্ষন্তী বহুলাংশুকা॥" (কালিকাপু° ৪২)

পঞ্চাত্মক (পুং) পঞ্চ আকাশাদয় আত্মা স্বরূপং বা যস্য। আকাশাদি পঞ্চভূতস্বরূপ। যে সকল বস্তু পঞ্চভূতোৎপন্ন, তাহা সকলই পঞ্চাত্মক। "পঞ্চাত্মকং দেহমিদং" মার্ক° ১৫ অঃ।

পঞ্চাত্মন্ (পুং) শরীরস্থিত পঞ্চবায়ু, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। প্রাণই আত্মা বলিয়া শ্রুতি প্রভৃতিতে উক্ত হইয়াছে, প্রাণ পঞ্চাঙ্গ এই জন্য পঞ্চাত্মন্ শব্দে পঞ্চপ্রাণ বুঝায়।

পঞ্চান, বাঙ্গার অন্তর্গত বেহার বিভাগের রাজগৃহ পর্ব্বতমালার দক্ষিণ দিয়া প্রবাহিত একটী নদী। এখন এই নদী প্রায় শুষ্ক হইয়াছে। বর্ষাকালে পর্ব্বতধৌত জলরাশি ইহার খাত মধ্যে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গার জলের বৃদ্ধি করে।

পঞ্চানন (পুং) পঞ্চ আননানি যস্য। ১ শিব। পঞ্চং বিস্তৃতং আননং যস্য। ২ সিংহ। অত্যুগ্র। (শব্দর°) ৪ জ্যোতিষোক্ত সিংহরাশি।

"পঞ্চাননগতে ভানৌ পক্ষয়োরুভয়োরপি।
চতুর্থ্যামুদিতশ্চন্দ্রো নেক্ষিতব্যঃ কদাচন॥" (তিথিতত্ত্ব)

৫ রুদ্রাক্ষবিশেষ, এই রুদ্রাক্ষ ধারণ করিলে অতিশয় মঙ্গল হয়।

পঞ্চাননগুড়িকা, ঔষধ ভেদ। শুদ্ধ পারদ ৪ তোলা, শুদ্ধগন্ধক ৪ তোলা, এই উভয়ে কজ্জলী করিয়া ১ পল পরিমিত তাম্র পাত্রের চতুর্দ্দিকে লিপ্ত করিবে, পরে ঐ তাম্রপাত্র মুখাবদ্ধ ও পঞ্চলবণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া গজপুটে পাক করিবে। এইরূপে তাম্রভস্ম হইলে সেই তাম্রচূর্ণ ১ পল, পারদ, গন্ধক, পুটদগ্ধ লৌহ, যমানী, অভ্র, শতপুষ্পা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, তেউড়ীমূল, চই, দন্তীমূল, শিখরী (অপাঙ্গমূল), জীরা, কৃষ্ণজীরা প্রত্যেক ১ পল, ঘেঁটুফুলের মূল, মান, গ্রন্থিক (পিপ্পলীমূল), চিত্রক (চিতে) কুলিশ (হাড়জোড়ার মূল) প্রত্যেক অর্দ্ধ পল। এই সমস্ত দ্রব্য আদার রসে মাড়িয়া ১ মাষা পরিমাণ বটী করিবে। ইহাতে অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। পথ্য দুগ্ধ ও মাংসের ঝোল প্রভৃতি বীর্য্যকর ও গুরুদ্রব্য হিতকর।

পঞ্চাননঘৃত, ঔষধভেদ। ঘৃত বা তৈল ৪ সের, কাথার্থ শালিঞ্চ ২ পল, পুনর্নবা ২ পল, ইন্দ্রসুর (নিসিন্দা পত্র) ২ পল, কাঞ্চনফল ১ পল, কুঁচপত্র ১ পল পাকার্থ জল ৪ সের, শেষ ১ সের। পাক সিদ্ধ হইলে হরিতকী, চিতামূল, যবক্ষার, সৈন্ধব, শুঁট উত্তমরূপে বস্ত্রে ছাকিয়া প্রত্যেক দুই তোলা প্রক্ষেপ দিবে। ঘৃত ভক্ষণে এবং তৈল মর্দ্দনে প্রযোজ্য। ঘৃতের ১ মাত্রা। ইহা শ্লীপদ প্রভৃতি পীড়ার শান্তিকারক লঘু আহার। শ্লেষ্মার গোমূত্র ও বাত ও পিত্তের আধিক্যে দুগ্ধ সেবনীয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, দেশীয় রাজশেখরকোষ নামে একখানি অভিধানগ্রন্থপ্রণেতা।

পঞ্চাননরস, রসৌষধভেদ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পারা, তুতে, গন্ধক, জয়পাল, পিপুল, সোদালমজ্জা সমভাগে পিষিয়া সিজদুগ্ধে মর্দ্দন করিবে। আমলকীর রস অনুপান। ইহা সেবনে গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। (রসেন্দ্রস° গুল্মরোগা°)

অন্যবিধ—বিষ ৪ ভাগ, মরিচ ৪ ভাগ, হিঙ্গুল এক ভাগ, গন্ধক তিন ভাগ, তাম্র ১২ ভাগ, আকন্দের আটার খলে করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান অবস্থা বুঝিয়া দিতে হয়। (রসেন্দ্র° জ্বরাধি°)

অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—পারা, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগা, বাসক ও গন্ধক সমভাগ করলার রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া তাম্রপাত্রের মধ্যে ঢাকা দিয়া তাহার উপর বালি দিয়া পাক করিবে, পরে পাক শেষ হইলে তুলসীপাতার রসে তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া তিন রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান তুলসীরস ও মরিচ। ইহা সেবনে বিষম ত্রিদোষ ও দাহযুক্ত সকলপ্রকার জ্বর ভাল হয়। ধাতুগত জ্বরে অনুপান পিপুলচূর্ণ ও মধু। পথ্য চিনির সহিত দুগ্ধ, ভাত ও মুগের যূষ। (রসেন্দ্রসা° জ্বরচি°)

অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—পারা ও গন্ধক আমলকীর রসে মর্দ্দন করিয়া দ্রাক্ষা, যষ্টিমধু, খেজুর, ইহাদের প্রত্যেকের কাথে এক একদিন ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান আমলকীচূর্ণ ও চিনি। ইহা সেবনে হৃদ্রোগের শান্তি হয়। (রসেন্দ্রসা° শুক্রচি°)

পঞ্চাননরসলোহ, ঔষধভেদ। জারিত ও পুটিত লৌহ ৫ পল, গুগ্‌গুলু ৫ পল, অভ্র ২॥০ পল, পারদ ২॥০ পল, গন্ধক ২॥০ পল, কাথার্থ ত্রিফলা প্রত্যেক ৫ পল, জল ৩০ সের; শেষ ৩ সের ৬ পল। এই কাথে লৌহ অভ্র গুগ্‌গুলু পাক করিবে। ঘৃত ৩২ পল, শতমূলীর রস ৩২ পল ও দুগ্ধ ৩২ পল। লৌহ বা মৃণ্ময় পাত্রে লৌহদর্ব্বী দ্বারা আস্তে আস্তে অগ্নিসংযোগে পাক করিবে। আসন্নপাকে বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনিয়া ও গুলঞ্চরস, জীরা, পঞ্চকোল, তেউড়ী, দন্তীমূল, ত্রিফলা, এলাইচ, ও মুতা, ইহাদের প্রত্যেকটী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া অর্দ্ধপল মাত্র নিক্ষেপ করিবে। পরে রস ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে মিশাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য। পরে ঔষধ নামাইয়া ঠাণ্ডা পাত্রে রাখিবে। ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া গুলঞ্চ, শুঁঠ ও এরণ্ডমূলের কাথের সহিত সেব্য। ঔষধ সেবন করিবার পূর্ব্বে বিরেচকাদি দ্বারা দেহ শোধন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে আমবাত, সন্ধিবাত, কটীশূল, কুক্ষিশূল প্রভৃতি উৎকট রোগসকল বিদূরিত হয়।

পঞ্চাননবটী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—রসসিন্দুর অভ্র, লৌহ, তাম্র ও গন্ধক প্রত্যেক একতোলা, ভেলা ৫ তোলা, ওলের রস ৮ তোলায় একদিন মর্দ্দন করিয়া এক মাষা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান ঘৃত। ইহা সেবনে সকলপ্রকার অর্শ ও কুষ্ঠরোগ নাশ হয়। এই ঔষধ স্বয়ং শঙ্করকথিত। (রসেন্দ্রসা° অর্শচি°)

অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, গুগ্‌গুলু, জয়পালবীজ, সমভাগে ঘৃতসহ মর্দ্দন করিয়া কুলের আটির মত বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে শোথ ও পাণ্ডুরোগের শান্তি হয়। (রসেন্দ্রসা° পাণ্ডুচি°)

পঞ্চানন্দ, হিন্দুর উপাস্য গ্রাম্যদেবতাভেদ। বাঙ্গালা ও মহিসুর প্রদেশে বাইতি, কৈবর্ত্ত, জালিয়া, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতির মধ্যেই এই দেবতার উপাসনা অধিক প্রচলিত। অনেক স্থানে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু মহিলাগণ মানস করিয়া এই দেবের পূজা দিয়া থাকে। ইনি বাবাঠাকুর, মনোহর ঠাকুর, পঞ্চানন প্রভৃতি নানা নামে নানা স্থানে অভিহিত হন। তরুতলে, মাঠে বা সরোবর তটে এই দেবতার পূজা হইয়া থাকে। কোথাও মূর্ত্তি গড়িয়া, কোথাও বা ঘট পাতিয়া পূজা হয়। কোন প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে এই পঞ্চানন্দের উপাসনার কথা লিখিত নাই। মহিসুরের লোকেরা ইহাকে শিব বলিয়াই মনে করেন, এবং ইহার মাহাত্ম্য-ঘোষণায় অন্ধ পঞ্চানন্দ-মাহাত্ম্য নামে একখানি অপ্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের দোহাই দিয়া থাকেন। কিন্তু বঙ্গদেশে কেহ এরূপ মনে করেন না। নেপালের বৌদ্ধেরা ক্ষেত্রপালের পূজা করে, সেই ক্ষেত্রপালের সহিত পঞ্চানন্দের অনেকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে যে পঞ্চানন্দের জাগরণ বা পালা গান হয়, তাহাতে ক্ষেত্রপাল ও পঞ্চানন্দ দুই স্বতন্ত্র বলিয়াই ধরা হয়। পঞ্চানন ভৈরব, ক্ষেত্রপাল তাঁহার পাত্র। কোন পুরাবিদের মতে নেপালের মত পূর্ব্বকালে এই বঙ্গদেশে বৌদ্ধ দেবতা ক্ষেত্রপাল পঞ্চানন্দ নামেই পূজিত হইতেন, পরে বঙ্গদেশ হইতে যখন উঠিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম যায়, তখন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণের নিকট পঞ্চানন্দ ও ক্ষেত্রপাল দুইটী ভিন্ন নামে পূজিত হইতে থাকে। আধুনিককালে পঞ্চানন্দের সেবকেরা তাঁহাকে শিবের স্থানে বসাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

পঞ্চানন্দের মাহাত্ম্যপ্রকাশক অনেক পালা গীত হইয়া থাকে। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর গায়কেরা সেই সকল হস্তান্তর করিতে চায় না। এই সকল পালা-রচয়িতার মধ্যে মনোহর ব্যাস প্রধান। ইহার পূর্ব্বে আর কেহ পঞ্চানন্দের গান প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ! কারণ মনোহর নিজগ্রন্থের "নূতন মঙ্গল" এই নাম দিয়াছেন। যথা—

"স্বপনে কহেন প্রভু নারীর শিয়রে।
নূতন মঙ্গল গান ব্যাস মনোহরে॥"১

এ ছাড়া তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"বিষ্ণুপদজাত*জাতি, গোদাগ্রামে অবস্থিতি,
স্বপনে ভৈরবে হৈল বর।
কাল ব্যবহার মতে, রচিএ আপন চিতে,
ভাষায় রচিল মনোহর॥"

উপরোক্ত প্রমাণ হইতে কতকটা বোধ হয় যে দেশ কাল বুঝিয়া গঙ্গাপুত্র বা চণ্ডাল জাতীয় মনোহর (২) এই নূতন মঙ্গল প্রকাশ করেন।

মনোহর পঞ্চানন্দের এইরূপ মূর্ত্তি বর্ণনা করিয়াছেন—

"প্রভুর অঙ্গের ছবি, দিন গুণে যেন রবি,
নিরন্তর লোচন পাকাল।

(১) "রচিল পয়ারছন্দে ব্যাস মনোহর।
সারঙ্গবাটীর পূর্ব্ব গোদা গ্রামে ঘর॥"

* বিষ্ণুপদজাত—গঙ্গাপুত্র, ডোম বা চণ্ডাল।

(২) কেহ কেহ এই মনোহর ব্যাসকে বাইতি বা কৈবর্ত্ত জাতীয় বলিয়া মনে করে।

শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে রক্তের ফোঁটা,
শ্রবণেতে শঙ্খের কুণ্ডল ॥
অবসারে পাত নাসা, ব্রজনাদ যেন ভাষা,
রুধিরে মণ্ডিত রদ জিভা।
বিষম করাল মুখ, বিদরিয়া যায় বুক,
শোণিত পানেতে হয় লোভা ॥
গলে নর মুণ্ডমাল, পরিধান দিগ্‌ছাল,
পঞ্চমুখে পঞ্চরূপ ধরে।
হৃদয়ে রক্তের ধার, বিভূতি ভূষণ গার,
দণ্ডক মুদগর অধো করে ॥
নাভিসরোবর চারু করি শুণ্ড জিনি উরু,
পদযুগ যেন কোকনদ।
বিহনে পবিত্র কায় অতি বড় শোভা হয়
দরশনে পলায় আপদ ॥
শোভিত হয়েছে ভাল লোচন রুদ্রাক্ষমাল
বেষ্টিত আছয়ে মণিবন্ধে।
চরণ যুগল মাঝে, কনক নূপুর সাজে,
বাজিলে মনের যায় সন্দে ॥
জপমালা মহাশঙ্খ আসন চণ্ডালডঙ্ক,
সসাজে ভৈরব ভয়ঙ্কর।
রুধির খর্পর হাতে জম্বুক ফুকরে সাথে,
দেখিয়ে যমের লাগে ডর ॥
ইচ্ছামত করি তল তেবাস্তর মহাস্থল
সঙ্গে রহে মৃতক সনক।
বাম করে যেবা যায়, প্রণাম নাহিক হয়,
তারে হন জলন্ত পাবক ॥
শনি মঙ্গলবারে, দানব ধামালি করে,
ভ্রমণ করয়ে তারা বয়।
এই দেব পঞ্চাননে, যেই জন নাহি মানে,
ছলনে বধেন তার শিশু ॥
নিরন্তর ব্যাধিগণে, দেখি ফিরে লোকজনে,
যেবা নাহি মানে পঞ্চাননে।
তার যায় নানা মতে ভোগ দেয় কোন মতে,
ছেড়ে দেয় ফিরে যদি মানে ॥
সঙ্গে পাত্র ক্ষেত্রপাল, গান করে পঞ্চতাল,
শঙ্খিনী সঙ্গিনী করে নাট।
ঠিক দুপুরের বেলা, হয়ে সভে একমেলা,
দানবের হয় যেন হাট ॥" ইত্যাদি।

মনোহর লিখিয়াছেন, বৈনান ও কামারহাটী এই দুই গ্রামের শ্মশানেই পঞ্চানন্দের বাস।[৩] এখন নানা দ্রব্য দিয়া লোকে পঞ্চানন্দের পূজা দেয় বটে, কিন্তু মনোহর বলেন,—

"ধূপ দীপ পঞ্চভাজা, মেষ মহিষ অজা,
দিয়ে পূজা করে যত নরে।
নারীগণ কুতূহলে, দুহিতা নন্দনকোলে
পূজে শনি মঙ্গল বাসরে ॥"

বাস্তবিক অনেক স্থানে গ্রাম্য মহিলাগণ সন্তানলাভের জন্য অথবা সন্তানাদির অমঙ্গল দূর করিবার জন্য পঞ্চানন্দের কাছে মানত করে এবং ইষ্টসিদ্ধি হইলে ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া থাকে। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মানসিক পূজা দিবার সময় ভাল ব্রাহ্মণই পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন।

মনোহর পঞ্চানন্দের মাহাত্ম্য প্রচার করিবার জন্য এইরূপ একটী গল্প লিখিয়াছেন—

"হস্তিনাপুরে সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন, বহুদিন তাঁহার পুত্র সন্তান হয় নাই, সে জন্য রাজা রাণী সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে পাত্র ক্ষেত্রপাল একদিন পঞ্চাননকে বলিল, প্রভো! আপনার পূজা প্রচারের এক সুবিধা হইয়াছে। সুরথরাজের পুত্র হয় নাই, আপনি তাহাকে গিয়া বর দিন। তাহার পুত্র হইলে আপনার পূজা প্রচারিত হইবে।" ক্ষেত্রপালের কথা শুনিয়া পঞ্চানন তপস্বীর বেশে রাজ-অনুচরগণের চক্ষে ধূলি দিয়া রাজান্তঃপুরে গিয়া উঠিলেন। রাজা রাণী তখন সোণার খাটে শুইয়াছিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া রাণী লজ্জায় হেটমুখে ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী কহিলেন, 'আমি আজ তোমার অতিথি হইলাম। আমার বরে তোমার নিশ্চয় পুত্র জন্মিবে।' রাণী সন্ন্যাসীর কথায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু রাজা চটিয়া বলিলেন, 'তুমি কেমন সন্ন্যাসি! দ্বারে অপেক্ষা না করিয়া অন্তঃপুরের ভিতর ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ?' রাজার কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী একটু পাশ কাটাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। রাণী আক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'কোন দেবতা আমাদের ছলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু আমরা হেলায় হারাইলাম। আর আমাদের রাজভোগে কাজ নাই। চল, আমরা তীর্থপর্য্যটন করিয়া ভগবানের সেবা করি, তাহা হইলে যদি প্রভু অনুগ্রহ করেন, নচেৎ আর এখানে থাকিয়া ফল কি?' রাজারও মতিগতি ফিরিল। উভয়ে তীর্থপর্য্যটনে গেলেন। পথে পঞ্চানন রাজাকে কত ছলনা করিলেন, শেষে রাণীর ভক্তিপাশে তিনি

(৩) "প্রভুর শ্মশানঘাটী, বৈনান কামারহাটী,
ভেজে আইস আমার আসরে।" (মনোহর)

আবদ্ধ হইলেন ও স্বপ্নে দেখা দিয়া উভয়কে রাজধানীতে ফিরিতে আদেশ করিলেন।

হস্তিনাপুরে আসিয়াই রাণী গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে অতি সুন্দর এক শিশু জন্মিল। রাণী অতি ভক্তির সহিত পঞ্চানন্দের পূজা দিলেন। ক্রমে সেই শিশুর বয়স ৬ বর্ষ হইল। এদিকে রাজা রাণী পঞ্চানন্দকে ভুলিয়া গেলেন। তাহাতে পঞ্চানন্দ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। ক্ষেত্রপাল তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বুঝাইলেন, 'প্রভো! আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না। যে নিজ হস্তে বিষবৃক্ষ রোপণ করে, তাহার স্বহস্তে সেই বৃক্ষ ছেদন করা উচিত নহে। রাজা ও রাণী যে সন্তান পাইয়াছে, সে সন্তান আপনার। তাহাকে নষ্ট করা কি আপনার উচিত? তবে কামরূপে ডাকিনীরা আছে, তাহাদের একজনকে পাঠাইয়া দিন। সে গিয়া রাজকুমারকে লইয়া আসুক, তাহা হইলে আবার রাজা-রাণীর মতিগতি ফিরিবে।' তখনই একজন ডাকিনী হস্তিনাপুরে গিয়া উপস্থিত হইল। সে সময়ে রাজকুমার পথে খেলা করিতেছিল। ডাকিনী তাহাকে ভুলাইয়া তাহার দুই চক্ষু হাতে চাপিয়া তাহাকে এক গাছে চড়াইয়া কামাখ্যায় আনিয়া ফেলিল। এদিকে কুমারকে বহুক্ষণ না দেখিয়া রাণী নিতান্ত উতলা হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে লোক গিয়া খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু কেহই রাজপুত্রের সন্ধান পাইল না। রাজা ও রাণীর আহারনিদ্রা বন্ধ হইল।

রাণী অতি কাতরভাবে পঞ্চাননকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসল পঞ্চানন্দের আসন টলিল। ক্ষেত্রপালের সহিত পরামর্শে স্থির হইল, রাজকুমারকে ফিরাইয়া দিতে হইবে। ক্ষেত্রপাল রাজকুমারকে আনিতে চলিলেন, কিন্তু ডাকিনীরা কুমারকে ছাড়িতে চাহিল না। তখন ক্ষেত্রপাল পঞ্চানন্দের অনুচর অসংখ্য দানা লইয়া কামাখ্যা আক্রমণ করিল। ডাকিনীরা কুমারকে ছাড়িয়া দিল। রাজরাণী আবার পুত্রমুখ দর্শন করিলেন। এবার মহাসমারোহে পঞ্চানন্দের পূজা হইল। রাজা পঞ্চানন্দের দেউল নির্ম্মাণ করাইলেন ও তাঁহার মাহাত্ম্য চারিদিকে প্রচার করিলেন। ইত্যাদি। *

পঞ্চানন্দ (পুং) তঞ্জাবুরের নিকটবর্ত্তী তেরুবয়রু গ্রামস্থ শিবলিঙ্গ-ভেদ। পঞ্চানন্দমাহাত্ম্যে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

পঞ্চানন্তরীয়কর্ম্মন্, মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎনাশ, কোন বুদ্ধের রক্তপাত ও যাজকসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-সঙ্ঘটন প্রভৃতি পঞ্চমহাপাপ। এইরূপ কৃতপাপের মুক্তি নাই।

পঞ্চাস্যুগান (ক্লী) সামভেদ।

পঞ্চান্নগ্রাম, কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ ৫৫ খানি গ্রাম, যাহা ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকের সহিত মীরজাফরের সন্ধিসর্ত্তে কোম্পানী বাহাদুর বিনা খাজনায় প্রাপ্ত হন। ইহাই ইংরাজগণের ভিত্তি পঞ্চান্নগ্রামের প্রথম জমিদারী। ইহার মধ্যগত যে ভূভাগ মহারাষ্ট্রী-নালার সীমাবদ্ধ, তাহাই কলিকাতা মহানগর বলিয়া গণ্য। ইহার সীমার অবশিষ্টাংশ (দক্ষিণে টলির নালার তীরবর্ত্তী 'গবর্মেণ্টের টেলিগ্রাফ ইয়ার্ড' ভুক্ত স্থান, দমদমা ও উত্তরে বরাহনগর প্রভৃতির অন্তর্গত) স্থানসমূহ এখন ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চাপ্সরস্ (ক্লী) শাতকর্ণিমুনির তপস্যাভঙ্গের জন্য ইন্দ্র-প্রেরিত পাঁচজন অপ্সরা, তাঁহার তপস্যা ভঙ্গ করিয়া যে সরোবরে তাহারা অবস্থান করিয়াছিল সেই সরোবর। রামায়ণে শাতকর্ণির পরিবর্ত্তে 'মাণ্ডকর্ণি' নাম লিখিত আছে। রামচন্দ্র স্বয়ং এই সরোবর দেখিয়াছিলেন। (রামায়ণ ৩।১১।১১)

পঞ্চাভিজ্ঞা (বৌদ্ধমতে) ৫টী ঐশ্বরিক গুণশালী।

পঞ্চাভিষেক, নেপালবাসী নেবারী বৌদ্ধগণের মধ্যে যাহারা 'বাঁড়া' পদে উন্নীত হইতে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, তাহাদিগকে পূর্ব্বাপর কএকটী সংস্কার পালন করিতে হয়। গুরুকে আনান দিবার পর, তাঁহার মত হইলে গুরুদেব আশীর্ব্বাদী উপহারগ্রহণ করিয়া শিষ্যের হিতার্থে প্রথমে 'কলসীপূজা' ও পরে 'কলসী' অভিষেক করেন। উহাকে 'দুসল' কহে। ঐ দিন নিকটবর্ত্তী বিহার হইতে আরও চারিজন নায়ক-'বাঁড়া' আনাইয়া গুরুদেব শিষ্যের মঙ্গলের জন্য তাহার মস্তকে শান্তিজল দেন এবং সকলে মন্ত্রপাঠ করে, তৃতীয় দিনে 'প্রবজ্যাব্রত' সমাপন হয়। অতঃপর 'পঞ্চাভিষেক'। ঐ দিন গুরু এবং চারিজন নায়ক একত্র হইয়া কলসীস্থ জল শঙ্খে করিয়া ঐ ব্যক্তির মাথার উপর ঢালিতে থাকে। ইহার পর নায়কেরা তাহাকে উপরে লইয়া বসায় ও গুরুমণ্ডলপূজার পর গুরুদেব তাহাকে 'চীবর' ও 'নিবাস' দান করেন। ঐ সময়ে তাহার পূর্ব্বনামের পরিবর্ত্তন হইয়া নূতন নামকরণ হয়। শিষ্যও পঞ্চান্তরে তাহার এই নূতন 'বাঁড়া' ধর্ম্মগ্রহণের জন্য সংসারবৈরাগ্য জ্ঞাপন করে এবং ইহজন্মে আর বিষয় সম্পত্তিতে সে কোন অধিকার রাখিবে না বলিয়া প্রতিশ্রুত হয়।

পঞ্চাব্জমণ্ডল (ক্লী) সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলান্তর্গত পঞ্চপদ্মাত্মক মণ্ডলভেদ।

* বাইতি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতীয় পঞ্চানন্দের সেবকেরা মনোহরের উক্ত পাঁচালী গান করিয়া বেড়ায়। মনোহর ঠাকুরের নামে সচরাচর শুক্রবারে পূজা হয়।

"পঞ্চাব্জমণ্ডলং প্রোক্তমেতৎ স্বস্তিকবর্জ্জিতং।
দীক্ষায়াং দেবপূজায়াং মণ্ডলানাং চতুষ্টয়ং॥
সর্ব্বতন্ত্রানুসারেণ প্রোক্তং সর্ব্বসমৃদ্ধিদং॥" (তন্ত্রসার)

ভূমিতে চতুরস্র মণ্ডল করিয়া তাহাতে ৬৪ কোষ্ঠ অঙ্কিত করিবে, এই প্রকারে অঙ্কিত ক্ষেত্রের মধ্যে চারি ঘরে চারিটী ও মধ্যে একটী পদ্ম অঙ্কিত করিতে হইবে। এই পঞ্চাব্জমণ্ডল দীক্ষা ও দেবপূজাকার্য্যে আবশ্যক। (তন্ত্রসার)

পঞ্চামরা (স্ত্রী) পঞ্চ অমরা সংজ্ঞাযাৎ কর্ম্মধারয়ঃ। অমরলতা-পঞ্চক। দূর্ব্বা, বিজয়া, বিল্বপত্র, নির্গুণ্ডী ও কালতুলসী এই ৫ দ্রব্যকে পঞ্চামরা লতা কহে। * (রুদ্রযামল)

পঞ্চামরাদিযোগ (পুং) প্রাণতোষিণ্যুক্ত ৫ প্রকার যোগ-ভেদ। যথা—নেতী, দন্তীযোগ, ধৌতী, মল ও ক্ষালন এই ৫ প্রকার যোগ সকল যোগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাহারা এই পঞ্চা-মরা যোগানুষ্ঠান করেন, তাহারা অমর হন, এইজন্য ইহার নাম পঞ্চামরাদিযোগ। পঞ্চামরাদিযোগানুষ্ঠান করিয়া প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকুণ্ডলী দেবীর সহস্রনামাষ্টক পাঠ করিতে হইবে। †

পঞ্চামৃত (ক্লী) পঞ্চানাং অমৃতানাং সমাহারঃ। দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি এই পঞ্চবিধ দ্রব্যকে পঞ্চামৃত কহে।

"দুগ্ধং সশর্করঞ্চৈব ঘৃতং দধি তথা মধু।
পঞ্চামৃতমিদং প্রোক্তং বিধেয়ং সর্ব্বকর্ম্মসু॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

গর্ভবতী স্ত্রীকে পঞ্চামৃত ভোজন করাইবে। এই পঞ্চামৃতভোজন বিশুদ্ধ দিনে আবশ্যক। জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে,—পুংসবনের পর পঞ্চমমাসে গর্ভাবস্থায় রবি, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, রিক্তা ভিন্ন তিথিতে, রেবতী, অশ্বিনী, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, স্বাতি, মূলা, মঘা, অনুরাধা, হস্তা ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে পুরুষ ও স্ত্রীর লগ্নশুদ্ধিতে পঞ্চামৃত দান করিতে হয়। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

পঞ্চামৃত দ্বারা দেবপূজা ও মহাস্নান প্রভৃতি হইয়া থাকে। ২ গুলঞ্চ, গোক্ষুর, তালমূলী, গুড়ূচী ও শতমূলী এই পঞ্চবিধ দ্রব্য একত্র করিবে, ইহাকে পঞ্চামৃত-যোগ কহে।

(রাজনি° ব° ২২)

পঞ্চামৃতপর্পটী (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গন্ধক ৮ মাষা, পারা ৪ মাষা, লৌহ ২ মাষা, তাম্র ২ মাষা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া কুল-কাঠের আগুনে গলাইয়া পর্পটীবৎ গোবরের উপরে কলার পাতে ঢালিতে হইবে। মাত্রা দুইরতি হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৮ রতি পর্য্যন্ত। অনুপান ঘৃত ও মধু। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার গ্রহিণী, অরুচি, অর্শ, ছর্দ্দি, অতীসার, জ্বর, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, বলিপলিত, নেত্ররোগ প্রভৃতি ভাল হয়। ইহা বৃষ্য ও আগ্নেয়। (রসেন্দ্রসা° গ্রহণী চি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলী-মতে—গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা, তাম্র অর্দ্ধতোলা। প্রথমে এই পাঁচ দ্রব্য একত্র লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিবে, পরে অপর লৌহপাত্রে (কড়া প্রভৃতিতে) স্থাপনপূর্ব্বক মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া কদলীপত্রে ঢালিয়া যথাবিধি পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে পঞ্চামৃতপর্পটী কহে। মাত্রা ২ রতি। লৌহপাত্রে মর্দ্দন করিয়া সেবন বিধেয়। অনুপান ঘৃত ও মধু। প্রতিদিন মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ৮ বা ১০ রতি পর্য্যন্ত ব্যবস্থা করিবে। একসপ্তাহকাল সেবনে নানাবিধ গ্রহণী, অরুচি, বমি, দীর্ঘকালোৎপন্ন অতিসার ও নেত্ররোগ প্রভৃতি পীড়া নষ্ট হয়। (দীর্ঘাতিসার বা চিরোত্থিতাতিসারে গন্ধকের পরিমাণ অর্দ্ধভাগ কমাইয়া দিবে।)

পঞ্চামৃতপিণ্ড (পুং) অশ্বদিগের বলপুষ্টিকর পিণ্ডবিশেষ। কটুকা, জয়ন্তী, ভ্রামরী, সুরসা ও ঘন এই পঞ্চপ্রকার অমৃত অশ্ব সকলের উপকারী।

"কটুকা চ জয়ন্তী চ ভ্রামরী সুরসা ঘনঃ।
পঞ্চামৃতঃ পিণ্ডঃ।" (নকুল অশ্বচি° ১৩ অঃ)

পঞ্চামৃতযূষ (পুং) কুলত্থাদি পঞ্চদ্রব্যকৃত যূষ বিশেষ। কুলত্থ, মুগ, অরহর, মাষকলায়, বর্ব্বটী বা রাজশিম্বীর বীজ, এই পঞ্চ-বিধ দ্রব্যের যূষ করিলে পঞ্চামৃত যূষ হয়, ইহার গুণ—সন্দীপন, পাচন, ধাতুবৃদ্ধিকর, লঘু, অরুচিনাশক, বলকর, জ্বর, ক্ষয় ও অঙ্গমর্দ্দনাশক। (বৈদ্যকনি°)

---

* "একা তু অমরা দূর্ব্বা তস্যাঃ অর্দ্ধং সমানয়েৎ।
অন্যা তু বিজয়া দেবী সিদ্ধিরূপা সরস্বতী॥
অন্যা তু বিল্বপত্রাখ্যা শিবসন্তোষকারিণী।
অন্যা তু যোগসিদ্ধার্থে নির্গুণ্ডী চামরীলতা॥
অন্যা তু কালতুলসী শ্রীবিষ্ণোঃ প্রিয়তোষিণী।
এতাঃ পঞ্চামরা জ্ঞেয়া যোগমঙ্গলকর্ম্মণি॥" (রুদ্রযামল ২৬ পটল)

† "পঞ্চামরা মহাযোগং কৃত্বা স্যাদমরো নরঃ।
তৎপ্রকারং শৃণু প্রাণবল্লভ প্রিয়দর্শন॥
তব ভাবেন কথনে ন কুরু মদ শঙ্কর।
যদি মো কস্য নিকটে কথ্যতে যোগসাধনম্॥
বিঘ্না যোগা বসন্ত্যেব গাত্রে যোগাদিকং কথং।
যোগযোগাত্তবেন্মোক্ষস্তৎপ্রকাশাদ্ধি নাশনম্॥
অতো ন দর্শয়েদ্যোগং যদীচ্ছেদাত্মনো হিতং।
কৃত্বা পঞ্চামরা যোগং প্রত্যহং ভক্তিসংযুতঃ।
পঠেৎ শ্রীকুণ্ডলী দেবীসহস্রনামাষ্টকম্॥
মহাযোগী ভবেন্নাথ মাসেন নাত্র সংশয়ঃ।
পঞ্চামরাযোগ বরা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রকাশিনী॥" (প্রাণতোষিণী)

পঞ্চামৃতরস (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগা ৩ ভাগ, বিষ ৪ ভাগ, মরিচ ৫ ভাগ্, এই সকল দ্রব্য আদার রসে পেষণ করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অনুপান বিশেষে প্রায় সকল রোগে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে জলদোষ, জলোদর, সন্নিপাত, পীনস, নাসারোগ, ব্রণ, ব্রণশোথ, উপদংশ, ভগন্দর, নাড়ীব্রণ, জর, নখদন্তাঘাত ও ক্ষত এই সকল রোগে প্রশস্ত। (রসেন্দ্রসা° নানারোগাধি°)

ভৈষজ্যরত্নাবলীমতে শুদ্ধ পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ৩ তোলা, বিষ ৩ তোলা, মরিচ ৩ তোলা এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া জলের সহিত উত্তমরূপে মর্দন করিবে। এক রতি পরিমাণ বটী সেবনীয়, অনুপান আদার রস। ইহাতে শোথ প্রভৃতি নানারোগ উপশম হয়।

অন্যপ্রকার—শোধিত পারা ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, মরিচ ১০ ভাগ, অভ্র ৪ তোলা ও বিষ ১ তোলা এই সমুদায় নেবুর রসে মর্দন করিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান বহেড়াফলের ছালচূর্ণ ও মধু। ইহাতে বাতকাশ নষ্ট হয়।

পঞ্চামৃতলোহমণ্ডূর, ঔষধ ভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অভ্র, পারা, বিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চিরাতা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শটী, ধনে, চই। ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, চূর্ণসমষ্টির অর্দ্ধেক শোধিত মণ্ডূর (বৃদ্ধগণের মতে চূর্ণের সমান লৌহ), মণ্ডূর-চূর্ণের ৪ গুণ গোমূত্র, ৮ গুণ পুনর্নবার কাথ ও মণ্ডূর চূর্ণ একত্র পাক করিয়া আসন্ন পাকে লৌহাদি চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে ও উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নাড়াইবে। শীতল হইলে মধু একপল মিশ্রিত করিবে। মাত্রা বিবেচনামতে দিবে। অনুপান কুলেখাড়ার রস। ইহাতে গ্রহণী, কামলা ও শোথ প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়।

পঞ্চাম্নায় (পুং) পঞ্চসংখ্যকঃ আম্নায়ঃ। মহাদেবের পঞ্চবক্ত্র বিনির্গত তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ। মহাদেব পূর্ব্বমুখ হইতে যে তন্ত্রের বিষয় বলিয়াছেন তাহা পূর্ব্বাম্নায়, এইরূপে যথাক্রমে পঞ্চাম্নায় উক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে পূর্ব্বাম্নায় শব্দরূপ, দক্ষিণ কর্ণরূপ, পশ্চিম প্রশ্নায়ায়,উত্তর উত্তরাত্মক ও ঊর্দ্ধমুখ ঊর্দ্ধাম্নায় তত্ত্ববোধ বা কেবলানুভবাত্মক।

"পূর্ব্বাম্নায়ঃ শব্দরূপঃ দক্ষিণঃ কর্ণরূপকঃ।
পশ্চিমঃ প্রশ্নরূপঃ স্যাৎ উত্তরশ্চোত্তরস্তথা।
ঊর্দ্ধাম্নায়স্তত্ত্ববোধকেবলানুভবাত্মকঃ॥" (ভৈরবতন্ত্র)

মহাদেব বলিয়াছিলেন, আমার ৫ মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এইজন্ত ইহার নাম পঞ্চাম্নায় হইয়াছে।

"মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চাম্নায়াঃ সমুদ্গতাঃ॥" (কুলার্ণবতন্ত্র)

পঞ্চাম্র (ক্লী) অমন্তি রসানি প্রাপ্নুবন্তীতি অম-রন্, দীর্ঘশ্চোপধয়ো ইতি আম্রাঃ বৃক্ষাঃ (অমিতম্যোর্দ্দীর্ঘশ্চ। উণ্ ২।১৬) পঞ্চানাং আম্রাণাং অশ্বত্থাদীনাং সমাহারঃ। বৃক্ষবিশেষের সমাহার, অশ্বত্থ প্রভৃতি কএকটী বৃক্ষ।

"অশ্বত্থমেকং পিচুমর্দ্দমেকং ন্যগ্রোধমেকং দশপুষ্পজাতীঃ।
যে যে তথা দাড়িমমাতুলঙ্গে পঞ্চাম্রবাপী নরকং ন যাতি॥"
(বরাহপু°)

একটী অশ্বত্থ, একটী পিচুমর্দ্দ ও ন্যগ্রোধ এক, দশ-প্রকার পুষ্প, দুইটী মাতুলঙ্গ এই সকল বৃক্ষ পঞ্চাম্র, যাহারা এই পঞ্চাম্র রোপণ করেন, তাহাদের নরক হয় না।

তিথিতত্ত্বের মতে অশ্বত্থ ১, পিচুমর্দ্দ ১, চম্পক ২, কেশর ৩, তাল ৭ এবং নারিকেল ৯টী এই পঞ্চাম্র।

পঞ্চাম্ল (ক্লী) পঞ্চানামম্লানাং কোলাদীনাং সমাহারঃ। অম্লপঞ্চক। সমভাগে মিলিত কুল, দাড়িম, তেঁতুল, চুক্র ও অম্লবেতস। এই ৫ প্রকার অম্ল পঞ্চাম্ল। ইহা ভিন্ন গোড়া, নারাঙ্গা, অম্লবেতস, তেঁতুল ও টাবানেবু এই ৫ প্রকার দ্রব্যও পঞ্চাম্ল। (রাজনি° ব° ২২) অত্যন্ত পিপাসা হইলে মুখে পঞ্চাম্ল লেপ দিলে তৃষ্ণা দূর হয়।

"কোলদাড়িম্ববৃক্ষাম্লচুক্রীকাচুল্লিকারসঃ।
পঞ্চাম্লকো মুখে লেপঃ সদা তৃষ্ণাং নিযচ্ছতি॥" (সারকৌ°)

পঞ্চায়ৎ, ভারতবর্ষের সর্ব্বব্যাপী গ্রাম্যবিচারসভা। কোন জাতি বা কোন বিশিষ্ট সমাজের মধ্যে কোনরূপ গোলমাল উপস্থিত হইলে গ্রামস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকে মধ্যস্থ মানিয়া একটা সভা গঠিত হয়। তাহাদিগের নিকট বিবাদের বা মনোমালিন্যের প্রকৃত ঘটনা উভয় পক্ষেই জ্ঞাপন করে। এইরূপ ব্যক্তিসমষ্টির বিচারকেই পঞ্চায়তের বিচার বলে। পাঁচজন ব্যক্তি লইয়া এই সভা সংঘটিত হইত বলিয়া ইহার 'পঞ্চায়ৎ' নাম হইয়াছে। কি বাঙ্গালায় কি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কি দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে সকল স্থানেই নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণের মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধ, জাতিপাত বা কোনরূপ সামাজিক দোষ ঘটিলে পঞ্চায়তেই তাহার বিচারকার্য্য সমাধান করেন। এলফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব স্বীকার করিয়াছেন যে, "রাজকীয় শাসনপ্রণালী হইতে প্রজাগণ যে সমস্ত বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার পাইবার আশা করে না, একমাত্র পঞ্চায়তেই তাহাদের সেই অভাব পূরণ করিয়াছে।" যখন জিরাও এঞ্জিয়ার বোম্বাই-শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন (খৃঃ অঃ ১৬৬৯-১৬৭৭), তখন তিনি হিন্দু, পার্শী ও মুসলমানদিগের বিচারের জন্ত প্রত্যেক সম্প্রদায় হইতে ৫জন ব্যক্তি (পঞ্চায়ৎ) মনোনীত করিয়া স্বাবস্ত-

শাসন বিধির অনুকরণে ঐ সভাসংগঠন করিয়া লন, সেই সঙ্গেই তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ী পঞ্চায়তকে স্বজাতির সদ্ব্যবহারের জন্ত বাধ্য করিয়া লন *। এতদ্ভিন্ন মহারাষ্ট্র-প্রাদুর্ভাবের সময়ে দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে পেশবাগণ এইরূপে কতকগুলির বিচারকার্য্য রাজপুরুষগণের হস্তে সমর্পণ করেন বটে, অবশিষ্ট সমুদায় কার্য্যই গ্রাম্য-পঞ্চায়তদিগকে করিতে হইল। এই সময়ে দেওয়ানী আদালতে কৃষকদিগের জমির অধিকার লইয়া যে সকল মামলা উপস্থিত হইত; এই পঞ্চায়তসভাই তাহার চূড়ান্ত বিচার করিত। ব্যবসায়ী ব্যক্তিদিগের মধ্যে হয় ব্যবসায়ী, না হয় সেই জাতিসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ঐরূপ ৫ জন লোক বাছিয়া লইত। সামরিক বিভাগের বিচারকার্য্য সর্দারদিগের পঞ্চায়ৎ দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। পঞ্চায়ৎ দ্বারা নিষ্পাদিত মোকদ্দমার কাগজাদি রাজদরবারের কাগজাদির মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এখনও সকল স্থানে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পঞ্চায়তের বিচারকার্য্য দৃষ্টিগোচর হয়। উহা প্রশস্ত ময়দান কিংবা কোন বৃক্ষাদির তলে বসিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইরূপ পঞ্চায়ত যে কেবল পাঁচজনের দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়, তাহা নহে, তাহাতে পাঁচজনের অধিক ব্যক্তিও লক্ষিত হয়। বিচারের পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষকেই পঞ্চায়ৎ এবং উভয়পক্ষীয় সাক্ষী ও স্বজাতীয় সমবেত ব্যক্তিবৃন্দকে মিষ্টান্ন খাওয়াইতে হয়, তাহার পর পঞ্চায়তের বিচারে যাহা নিষ্পন্ন হয়, তাহাই উভয়পক্ষে গ্রাহ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্বে জুরিপ্রথা এবং প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী যেরূপ, এদেশের পঞ্চায়ৎ প্রথাও কতকাংশে তাহার অনুরূপ। আমাদের দেশে প্রাচীনকালেও পঞ্চায়ৎপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাম্রশাসনাদি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। [পঞ্চমণ্ডলী দেখ।]

বাঙ্গালার যে সকল গ্রামে মিউনাসিপালিটী নাই সেই স্থানের ঘাট, রাস্তা, পুষ্করিণী, এমন কি পুলিসের চৌকীদার প্রভৃতির নিয়োগও এই পঞ্চায়ৎগণের কর্তৃত্বাধীনে হইয়া থাকে।

পঞ্চায়তনী (স্ত্রী) পঞ্চানামুপাস্ত দেবরূপানামায়তনানাং সমাহারঃ। পঞ্চ উপাস্ত দেবতার সমাহার, একপ্রকার দীক্ষা। তন্ত্রসারে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, পঞ্চায়তনী দীক্ষাতে শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য এবং গণেশ, এই পঞ্চদেবতার ৫টী যন্ত্র আঁকিয়া ঐ যন্ত্রের মধ্যে শক্তি, বিষ্ণু, শিব, সূর্য্য ও গণেশ এই পঞ্চদেবতার পূজাদি করিতে হয় বলিয়া ইহার নাম পঞ্চায়তনী দীক্ষা। ইহাতে বিশেষ এই, গুরু যদি এই পঞ্চদেবতার মধ্যে শক্তিকে প্রধান বলিয়া ভাবনা করেন, তাহা হইলে তাহার যন্ত্র মধ্যস্থলে আঁকিয়া পূজা করিবেন এবং ঐ যন্ত্রের ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে শিব, নৈর্ঋতকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে সূর্য্যের যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া ইহাদের পূজা বিধেয় এবং যদি মধ্যস্থলে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করা হয়, তাহা হইলে ঈশানকোণে শিব, অগ্নিকোণে গণেশ, নৈর্ঋতকোণে সূর্য্য এবং বায়ুকোণে অম্বিকাযন্ত্র আঁকিয়া পূজা করিবে। যদি মধ্যভাগে শঙ্করের পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে সূর্য্য, নৈর্ঋতকোণে গণেশ এবং বায়ুকোণে পার্ব্বতীর পূজা করিতে হইবে। যদি মধ্যে সূর্য্যের পূজা করিতে হয়, তাহা হইলে ঈশানকোণে শিব, অগ্নিকোণে গণেশ, নৈর্ঋতকোণে বিষ্ণু এবং বায়ুকোণে ভবানীচক্র আঁকিয়া পূজা করিতে হয়। মধ্যভাগে গণেশের পূজায় ঈশানকোণে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে শিব, নৈর্ঋতকোণে সূর্য্য এবং বায়ুকোণে পার্ব্বতীযন্ত্র আঁকিয়া পূজা করিতে হয়। এই সকল স্থান ব্যতিক্রম করিয়া পূজা করিলে অশুভ হইয়া থাকে, গণেশবিমর্ষিণী তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে। রামার্চ্চনচন্দ্রিকা ও গৌতমীয় তন্ত্রের মতে—মধ্যস্থলে বিষ্ণু, অগ্নিকোণে গণেশ, ঈশানকোণে সূর্য্য, বায়ুকোণে পার্ব্বতী ও নৈর্ঋতকোণে মহাদেবের পূজা বিধেয়। কাহার কাহার মতে ঈশানাদি কোণবিভাগে বিকল্প হয়। গন্ধাদিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ষড়ঙ্গে পূজা করিতে হয়। পূজার পর ২০ বার মন্ত্রজপ ও নমস্কার করিয়া জপ সমাধা করিতে হইবে। পীঠদেবতা পূজার পর অঙ্গদেবতাপূজা, পরে পীঠন্যাস, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, আবাহন প্রভৃতি করিয়া পূজা করিবে। প্রতিষ্ঠিত যন্ত্রাদিস্থলে দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অঙ্গদেবতার পূজা করিতে হয়। শ্যামা, ভৈরবী, তারা, ছিন্নমস্তা মঞ্জুঘোষ ও রুদ্রমন্ত্র এই সকলের পঞ্চায়তনী-দীক্ষা পণ্ডিতদিগের অভিমত নহে।

(তন্ত্রসার)

পঞ্চায়ুধ, বিষ্ণুর নামভেদ।

পঞ্চায়েৎ, পাঁচজন লোকের সমবায়। কোন সামাজিক বিষয় মীমাংসা করিবার জন্য সকল লোকে মিলিত হইয়া ৫ জন লোক নিযুক্ত করে। ইহারা সমাজের সকল বিষয় মীমাংসা করিয়া থাকে। [পঞ্চায়ৎ দেখ।]

পঞ্চারী (স্ত্রী) পঞ্চজসংখ্যামৃচ্ছতীতি ঋগতৌ অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।৪) ততো গৌরাদিত্বাদ্ ঙীষ্। শারিশৃঙ্খলা, পাশার ছক।

পঞ্চার্চ্চিস্ (পুং) পঞ্চ অর্চ্চিঃ যস্ত। বুধগ্রহ। (ত্রিকাণ্ড°)

পঞ্চাল (পুং) পচি বিস্তারবচনে কালন্ (তমিবিশিবিড়িমৃণিকুলীতি। উণ্ ১।১১৭) দেশবিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে পঞ্চাল নামের এইরূপ ব্যুৎপত্তি লিখিত আছে,—মহারাজ হর্য্যশ্বের ৫ পুত্র, মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, প্রবীর ও কাম্পিল্য। পিতা ঐ পুত্রগণের উদ্দেশে বলিতেন আমার এই পুত্রগণই আমার

* Douglas's Bombay and Western India, Vol. I. p. 73.

অধীনে ঐ৫টী দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ, এই জন্ত ঐ সকল দেশ পাঞ্চাল নামে খ্যাত হয়। (বিষ্ণুপু° ৪ অংশ ১৯ অঃ)

মহাভারত মতে, নীলরাজের পঞ্চম পুরুষে হর্য্যাশ্ব রাজপদ প্রাপ্ত হন। ইনি হস্তিনাপুররাজ অজমীঢ়পুত্র ঋক্ষের ভ্রাতৃসম্পর্কীয় ছিলেন, ঋক্ষর পর সম্বরণ হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। হর্য্যশ্বের পাঁচ পুত্র ছিল, তিনি বলিতেন, আমার (পঞ্চ) পুত্রগণ (অলম্) রাজ্যপর্য্যবেক্ষণে সমর্থ। এই হইতেই হর্য্যশ্বের বংশধরগণ 'পাঞ্চাল' নামে অভিহিত হইয়াছিল। (১)

হরিবংশে হর্য্যাশ্ব স্থানে বাহ্যাশ্ব এইরূপ নাম লিখিত আছে। তাঁহার মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, যবীনর ও ক্রমিলাশ্ব নামে পাঁচটী মহাবীর্য্যশালী অমরতুল্য পুত্র ছিল। সেই পঞ্চপুত্র হইতেই এই প্রদেশের নাম পঞ্চাল হইয়াছিল।

মহাভারত পাঠে আমরা অবগত হই যে, এই পঞ্চালগণ বিরোধী হইয়া ভ্রাতৃস্থানীয় সম্বরণকে হস্তিনাপুর হইতে তাড়াইয়া দেন। মতান্তরে পঞ্চালজাতির নিবাসভূমিই পঞ্চাল নামে প্রসিদ্ধ *।

তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—

"কুরুক্ষেত্রাৎ পশ্চিমেষু তথা চোত্তরভাগতঃ।
ইন্দ্রপ্রস্থান্মহেশানি দশযোজনকদ্বয়ে॥
পঞ্চালদেশো দেবেশি সৌন্দর্য্যগর্ব্বভূষিতঃ॥" (শক্তিসঙ্গম)

কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম এবং ইন্দ্রপ্রস্থের উত্তরে বিংশ যোজন বিস্তৃত এই পঞ্চাল দেশ।

বর্ত্তমান অযোধ্যাপ্রদেশের ও দিল্লীনগরের উত্তরপশ্চিমস্থ গঙ্গানদীর উত্তরতীরবর্ত্তী স্থানসমূহ এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহাভারতের সময়ে এই জনপদ হিমালয় পর্ব্বত হইতে চম্বল নদী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল। অতি প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থাদিতেও পঞ্চালরাজ্য ও তথাকার অধিপতি রাজগণের উল্লেখ দেখা যায় †। রামায়ণে লিখিত আছে,—

"তে হস্তিনাপুরে গঙ্গাং তীর্ত্বা প্রত্যঙ্মুখা যযুঃ।
পাঞ্চালদেশমাসাদ্য মধ্যেন কুরুজাঙ্গলম্॥" (রামায়ণ ২।৬৮।১৩)

ইহাতে বেশ অনুমান হয় যে বর্ত্তমান দিল্লীনগরের উত্তর ও পশ্চিমবর্ত্তী স্থানসমূহ পাঞ্চালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মহাভারতে আদিপর্ব্বে (১।১৬৬।১৫-২৪) লিখিত আছে,—

পঞ্চালরাজ পৃষত পুত্র দ্রুপদকে শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্ত মহামুনি ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রেরণ করেন। এখানে দ্রোণাচার্য্যের সহিত পার্ষত ক্রীড়া ও অধ্যয়নপর হইয়া সুখে দিন অতিবাহিত করেন। পিতার মৃত্যু ঘটিলে দ্রুপদ পঞ্চালের রাজা হয়। একদা দ্রোণ দ্রুপদ সমীপে উপস্থিত হইলে দাম্ভিক পাঞ্চালরাজ তাঁহাকে অবহেলা ও উপহাস করেন। তাহাতে রুষ্ট হইয়া দ্রোণ পঞ্চপাণ্ডবের সাহায্যে ছত্রাবতীর † রাজা দ্রুপদকে নির্জিত ও বন্দী করেন। অবশেষে তাঁহার রাজ্য দুইভাগ করিয়া উত্তরভাগ আপনি গ্রহণ করেন এবং দক্ষিণভাগ দ্রুপদের হস্তে সমর্পণ করিলেন ‡।

ভাগীরথীর উত্তরতীরস্থ ছত্রাবতী-নগরীসমন্বিত স্থান উত্তর পঞ্চাল এবং দ্রুপদাধিকৃত ভাগীরথীর দক্ষিণকূলস্থ সমুদায় ভূভাগ দক্ষিণ পঞ্চাল * নামে খ্যাতিলাভ করে। দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল্যনগর ¶ এই রাজধানীতেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর কার্য্যসমাধা হয়।

প্রাচীন দক্ষিণ পঞ্চালরাজ্যের পূর্ব্বচিহ্নই লক্ষিত হয় না। কেবলমাত্র বদাউন ও ফরুখাবাদ জেলার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব প্রদেশে গঙ্গার প্রাচীন খাতের বামকূলে কতকগুলি ভগ্ন ইষ্টকাদি পাওয়া গিয়াছে। এখানে এবং উত্তর পঞ্চালের অহিচ্ছত্রাপুরিতে যে সকল খোদিত ধ্যানীবুদ্ধ, তীর্থঙ্কর ও পার্শ্বনাথাদি খোদিত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের প্রতিপত্তিকালে সংস্থাপিত বলিয়া বোধ হয়। পুরাবিদ্ কনিংহাম এই সকল মূর্ত্তি দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, মূর্ত্তিগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দীর হইবে। (১) রোহিলখণ্ডের অন্তর্গত কাম্পিল্যনগর হইতে ভাস্করকার্য্যযুক্ত এক প্রাচীন চতুরস্র বেদী ভারতীয় যাদুঘরে আনীত হইয়াছে।

বদাউন হইতে প্রাপ্ত লক্ষ্মণপালের শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে পঞ্চালের অন্তর্গত বোদামযূতা নগরে রাষ্ট্রকূটবংশীয় নরপতিগণ প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করিয়া-

(১) "পঞ্চৈতে রক্ষণায়ালং দেশানামিতি নঃ শ্রুতম্॥
পঞ্চানাং বিদ্ধি পঞ্চালান্ স্ফীতজনপদৈঃ কৃতান্।
অলং সংরক্ষণে তেষাং পঞ্চালা ইতি বিশ্রুতাঃ॥" (হরিবং ৩২ অঃ)

* পাণিনির বৃত্তিকার লিখিয়াছেন—'লুপি সতি প্রকৃতিবল্লিঙ্গবচনে ভবতঃ। পঞ্চালানাং নিবাসো জনপদঃ পঞ্চালা কুরবঃ।'

† ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৩।৯, বৃহদারণ্যক উপ° ৬।২, ঐতরেয়ব্রাহ্মণ° ৮।১০, শতপথব্রা° ১৩।৫।৪।৭, ঋগ্বেদপ্রাতিশাখ্য ২।১২।৪৪, ভাগবতপুরাণ ৪।২৫।২০ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুষঙ্গপাদে ৩৮।৪৪ প্রভৃতি গ্রন্থে পঞ্চাল দেশের উল্লেখ আছে।

† মহাভারতোক্ত এই নগরী অহিক্ষেত্র বা অহিচ্ছত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। [অহিচ্ছত্র শব্দ দেখ।]

‡ "রাজাহসি দক্ষিণেকূলে ভাগীরথ্যাহমুত্তরে॥" (মহাভারত ১।১৬৬।২৪)

* "রাজ্ঞা দক্ষিণপঞ্চালান্ দ্রুপদেনাভিরক্ষিতান্॥" (মহাভারত ১।১৮৫।১)

¶ বর্ত্তমান ফরুখাবাদ জেলার মধ্যে দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী কাম্পিল এবং বেরেলী জেলায় উত্তর পঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্রাপুরি অবস্থিত।

(১) Cunningham's Arch. Reports, Vol. I. p. 264,

ছিলেন। উক্ত শিলালিপিতে লক্ষণের পূর্ব্বতন আরও ১৭ জন রাজার নামের উল্লেখ আছে।

পঞ্চালঃ দেশবিশেষঃ সোঽভিজনোঽস্য, তস্য রাজা বা অণ্, বহুষু অণো লুক্। ২ পঞ্চালদেশের লোকসমূহ। এই অর্থে বহুবচন হইবে। ৩ মহাদেব। (ভারত শান্তিপ° ২৮৬ অঃ) ৪ বাভ্রব্যগোত্রে ঋষিভেদ। (স্ত্রী) ৫ ছন্দোভেদ। ৬ পঞ্চাল দেশীয়। (ভারত শান্তিপ° ৩৪৪ অঃ)

পঞ্চাল, সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ইহার পশ্চিম সীমায় বনাশ নদী ও পূর্ব্বে শাবরমতী। সাধারণতঃ এই স্থান 'দেবপঞ্চাল' নামে প্রসিদ্ধ। এই জনপদ প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং কর্ত্তৃক সৌরাষ্ট্রের মধ্যস্থিত (পঞ্চালের অধীন) আনন্দপুর নামেই উক্ত হইয়াছে। হিউএন্সিয়াং লিখিয়াছেন, আনন্দপুর হইতে বলভী প্রায় ৭০০ লি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আনন্দপুর বলভী হইতে ৩২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে বলভী ও আনন্দপুরের ব্যবধানে যে সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ ছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে বনাকীর্ণ ও দুর্গম। এ কারণে তৎকালে ঘুরিয়া যাইতে (অর্থাৎ গোগ্রা হইতে আরম্ভ করিলে প্রায় ১১৫ হইতে ১১৭ মাইল পথ পর্য্যটন করিতে) হইত। তাহা হইলে উক্ত দূরতার সহিত অনেক মিল দেখা যাইতেছে। এই আনন্দপুরই প্রকৃতপক্ষে 'দেবপঞ্চাল' নামে অভিহিত। এখানে ইহার অনেক প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায়।

মহাভারতে লিখিত আছে—ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত রাজা হর্য্যশ্ব তাহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক অযোধ্যা হইতে বিতাড়িত হইলে বন গমন করেন। সঙ্গে তাঁহার একমাত্র স্ত্রী মধুমতী ছিলেন। মধুমতীর পরামর্শানুসারে হর্য্যশ্ব শ্বশুরালয় গমন করিলেন। মধুদানব জামাতার আগমনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে মধুবন ব্যতীত তাঁহার অধিকৃত সমস্ত সৌরাষ্ট্র*রাজ্য দান করিয়া তপস্যার্থ বরুণালয় সমুদ্রতীরে গমন করেন। হর্য্যশ্বও পর্ব্বতোপরি নিজ মনোমত আনর্ত্ত নামে এক রাজধানী স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। †

এখানে প্রবাদ আছে, সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত এই পঞ্চাল জনপদ দ্রৌপদীর জন্মস্থান বলিয়া অতি বিচিত্র বোধে 'দেব পঞ্চাল' নামে উক্ত হইয়া থাকে। এখানকার বর্ত্তমান থান নামক নগরীর প্রাচীনত্বের কথাও বিশেষরূপ লিখিত হইয়াছে। এইস্থান পূর্ব্বে 'ত্রিনেত্রেশ্বর' নামে পরিচিত ছিল,‡ স্কন্দপুরাণান্তর্গত ত্রিনেত্রেশ্বরমাহাত্ম্যে তাহার বর্ণনা পাওয়া যায়। চীন-পরিব্রাজকোক্ত আনন্দপুরের পূর্ব্বকীর্ত্তিসমূহের আখ্যান এবং তথাকার তীর্থাদির আনুসঙ্গিক ভীমার্জ্জুন ও কৃষ্ণ প্রভৃতির সময়ের ইতিহাসসমূহ আলোচনা করিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে হরিবংশোক্ত সৌরাষ্ট্রান্তর্গত হর্য্যশ্বের স্থাপিত আনর্ত্তপুরীই পরবর্ত্তিকালে আনন্দপুর বা 'দেবপঞ্চাল' নামে কথিত হইয়াছে *।

এখানে একটী অতি সুন্দর মন্দির আছে, সকলেই বলে অনহলবাড়ারাজ সিদ্ধরাজ জয়সিংহ ইহার নির্ম্মাতা। এতদ্ব্যতীত এখানকার অন্যান্য মন্দিরে নাগদেবতাগণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে বাসুকি প্রভৃতি মহানাগের পূজা প্রচলিত আছে।

আনন্দপুরের ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে ধোকলবা নগরের পার্শ্বে ধুন্ধন পর্ব্বত ও নগর। এই পর্ব্বতে ধুন্ধ নামে এক রাক্ষস বাস করিত, মুঙ্গীপুর পাটনের অধিপতি শাকবর্দ্ধি শালিবাহন-পুত্র গোহিলবংশীয় রাজা রসালু তাহার বিনাশসাধন করেন।

আনন্দপুরের রাজগণের প্রতিষ্ঠাপ্রকাশক অনেকগুলি কবিতা ও দুহা প্রচলিত আছে, তাহা হইতে কতক কতক ঐতিহাসিক আভাস পাওয়া যায়। † তবে ইহাতে সন তারিখের গোলমাল দৃষ্ট হয়। কনকের পুত্র অনন্তরায় পঞ্চালের অন্তর্গত অনন্ত বা আনন্দপুর নগরী স্থাপন করেন। ইহার বংশধরগণ ১৩২০ সম্বৎ পর্য্যন্ত এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষ বংশধর অমরসিংহের অধিকার কালে দিল্লীপতি মহম্মদ তোগ্‌লক্ ও গুজরাতের সুলতানগণের উপর্য্যুপরি আক্রমণে পঞ্চালরাজ্য ধ্বংসপ্রায় হইয়া পড়ে। ক্রমশঃই চারিদিক্ বনাকীর্ণ হইলে কাঠির সর্দ্দারগণ ১৬৭৪ সংবতে প্রাচীন ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরের শেষ ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিবার জন্য এই বন্যভূমি দখল করিলেন।

বসুবন্ধুর শিষ্য স্থিরমতী স্থবির এই দেবপঞ্চালনগরে অবস্থান করিতেন। তারানাথকৃত গ্রন্থে মগধরাজবংশাবলীবর্ণনে

* "ভবিত্রা পার্থিবাবাসঃ সুরাষ্ট্রবিষয়ে মহান্।
অনূপবিষয়ে্চৈব সমুদ্রান্তে নিরাময়ঃ॥" (হরিবংশ ৯৮ অঃ)

† "হর্য্যশ্বস্ত মহাতেজা দিব্যে গিরিবরোত্তমে।
নিবেশয়ামাস পুরং বাসার্থমমরোপমঃ॥
আনর্ত্তং নাম তত্রাষ্ট্রং সুরাষ্ট্রং গোধনৈর্য্যুতম্।" (হরিবংশ ৯৮ অঃ)

‡ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাল শব্দে লিখিত হইয়াছে যে হর্য্যশ্বের পঞ্চপুত্র হইতে পঞ্চালরাজ্যের নামকরণ হয়। সম্ভবতঃ এই হর্য্যশ্বপ্রতিষ্ঠিত আনর্ত্ত নগর, এবং এখানকার দ্রৌপদী ও ভীমার্জ্জুনের প্রসঙ্গ হইতে এই স্থান পরে পঞ্চাল নাম প্রাপ্ত হয়।

* এখানকার সর্ব্বপ্রাচীন সূর্য্যমন্দিরটী সত্যযুগে রাজা মান্ধাতা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে।

† Indian Antiquary, Vol. VII. 7-13 পৃষ্ঠায় ঐ সকল কবিতার উল্লেখ আছে।

আমরা দেখিতে পাই, গভীরপক্ষ নামে জনৈক বৌদ্ধরাজা পঞ্চালনগরে আসিয়া রাজ্যস্থাপন ও তথায় ৪০ বৎসর অবস্থান করেন। এই নগরই যে বৌদ্ধপ্রতাপের আনন্দপুর তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। এখানে পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াংএর সময়ে ১০টী সঙ্ঘারামে প্রায় হাজার যতি সম্মতীয় শাখায় হীনযান মত শিক্ষা করিতেন।

পঞ্চাল, দাক্ষিণাত্যবাসী এক পরিভ্রমী জাতি। ইহারা সকল সময়ে একস্থানে বাস করে না। যখন যেখানে থাকে, তখন তাহারা ঘাসের আচ্ছাদন দিয়া বাসোপযোগী একটী ঘর নির্ম্মাণ করিয়া লয়। ইহাদের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে সাধারণের মত এইরূপ যে তাহাদের পাঁচটী 'চাল' অর্থাৎ সোণা, রূপা, লোহা, তামা ও পিত্তল এই পঞ্চধাতু হইতে তাহাদের উপজীবিকা লব্ধ হয় বলিয়া তাহাদের 'পঞ্চাল' নাম হইয়াছে। স্থানভেদে কোথাও কোথাও রেশম ও পাথরের কার্য্যও করে। ইহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে *। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের সহিত ইহাদের কতকটা বৈরিভাব দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণমার্গী ও পঞ্চালেরা বামমার্গী। কতকাংশে বৌদ্ধাচারী হওয়ায় ইহাদের শিষ্যসংখ্যা অতি অল্প। এখনও ইহারা গোপনে বুদ্ধের পূজা করে, কিন্তু বাহিরে ব্রাহ্মণগণের দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইহারা পূর্ব্বে 'পঞ্চশীল' মানিয়া চলিত। এই জন্ত তাহারা কোন সময়ে উক্ত আখ্যায় অভিহিত হইতে হইতে পরে ক্রমশঃই অপভ্রংশে 'পঞ্চাল' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। ইহারা বলে, স্বজাতির মধ্যে বুদ্ধদেবের পূজার জন্ত তাহাদের স্বতন্ত্র পুরোহিত আছে। এতদ্ভিন্ন কোঙ্কণ, কর্ণাট ও দক্ষিণ পঞ্চালগণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মবিষয়ক অনেক গ্রন্থ আছে বলিয়া প্রকাশ, কিন্তু পুণা প্রভৃতি স্থানের পঞ্চালগণ কিছুতেই প্রাচীন গ্রন্থাদির কথা স্বীকার করে না। বিশ্বকর্ম্মার বংশ বলিয়া ইহাদের একটী বিশেষ খ্যাতি আছে।

পঞ্চালচণ্ড (পুং) একজন আচার্য্যের নাম।

পঞ্চালপদবৃত্তি (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ।

পঞ্চালর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির চিত্তুর জেলাবাসী কামার জাতি, পাঁচটী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া ইহারা পঞ্চালর নামে খ্যাত। ইহারা আপনাদিগকে বিশ্ব-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয় এবং যজ্ঞোপবীত ধারণের পর আচার্য্য উপাধি গ্রহণ করে। প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণদিগকে ইহারা অপবিত্র ও বিদেশীয় বলিয়া ঘৃণা করে। ইহাদের ধারণা পূর্ব্বে পাঁচ বেদ ছিল, পরে বেদব্যাস প্রভৃতি অন্যান্য ঋষিগণ উহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সূক্ষ্ম করিয়া লইয়াছে।

ধর্ম্মার্থ ক্রিয়া কাণ্ড, বিবাহ প্রভৃতি কার্য্য ইহারা আপনাআপনিই করিয়া লয়। স্বজাতি মধ্য হইতেই ইহারা এক ব্যক্তিকে 'গুরু' বলিয়া মনোনীত করে, সেই ব্যক্তিই সকল শুভকর্ম্মে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য করায়। তথাকার পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা এইরূপ আচারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের বিবাহ 'পণ্ডাল' ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করে। পঞ্চালরগণও বিশ্বব্রাহ্মণের অনুষ্ঠেয় 'পণ্ডাল'-আচার বিবাহ সময়ে বিশেষরূপে সম্পাদনে যত্নপর হয়। এই বিবাদ লইয়া উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং শেষে আদালত পর্য্যন্ত গড়াইয়া বিশ্ব-ব্রাহ্মণদিগের জয়লাভ হইয়াছে।

পঞ্চালরগণ কিরূপে বামমার্গীদের সমশ্রেণী দাঁড়াইল ইহার উত্তরে তাহারা বলে যে, চেররাজ পরিমলের সময়ে বেদব্যাস নামক জনৈক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার রাজপরিবারের পবিত্র ব্রতকর্ম্মাদি নির্ব্বাহের ভার প্রার্থনা করে। তাহাতে রাজা উত্তর দেন যে, পঞ্চালরগণ (বিশ্ব-ব্রাহ্মণ) এ বিষয়ে বিশেষ কার্য্যদক্ষ, অতএব আপনার এ প্রার্থনা আমি রক্ষা করিতে পারিলাম না। রাজার মৃত্যুর পর উক্ত ব্যাস আসিয়া ঐ কথা জানাইলে, রাজপুত্রও অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর ব্যাস রাজার অপর এক পুত্রের নিকট যাইয়া পূর্ব্বতন রাজা ও পঞ্চালরগণ সম্বন্ধে অনেক অযথা গল্প বলিয়া তাহার মন হরণ করিল এবং তাহাকে পুরোহিতপদে বরণ করিবার জন্তও প্রতিশ্রুত করিয়া লইল। এই পুত্র রাজা হইয়া তাহার পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞারক্ষণে যত্নবান্ হইল। কিন্তু তিনি পঞ্চালরদিগকে চটাইলেন না। উভয়ের মধ্যে মিটমাট করিয়া ক্রিয়াকলাপাদি ভাগ করিয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পঞ্চালরগণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইল না। রাজা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। ইহাতে রাজ্য মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইল। প্রজাগণ পঞ্চালর কর্ত্তৃক ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন হইল না দেখিয়া চাষবাস পরিত্যাগ করিল। ব্যাসের মন্ত্রণায় রাজা সাধারণ সমক্ষে ঘোষণা করিলেন, যাহারা রাজপক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহারা দক্ষিণাচারী এবং যাহারা পঞ্চালরদিগের পক্ষাবলম্বন করিবেন, তাহারা বামাচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

পঞ্চালরদিগের এইরূপ অপমানের কথা শুনিয়া নিকটবর্ত্তী রাজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তাহারা কলিঙ্গাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সাম্রাজ্য অধিকার করিলেন। ব্যাসও সেই সময়ে কাশীধামে পলাইয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যানই দক্ষিণাচারী ও বামমার্গীগণের উৎপত্তির একমাত্র কারণ।

* যজ্ঞসূত্রের অধিকার লইয়া বীরশৈব এবং বীরবৈষ্ণবদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে পঞ্চালগণ উপবীত ধারণ করে।

পঞ্চালি (স্ত্রী) [পাঁচালী দেখ।]

পঞ্চালিক, গ্রাম্য পঞ্চায়ত। নেপালের প্রাচীন শিলালিপিতে এই পঞ্চালিকের উল্লেখ আছে।

পঞ্চালিকা (স্ত্রী) পঞ্চার প্রপঞ্চার অলতি অল্ বুল্ তত টাপ্, স্বার্থে কন্ কাপি অত ইত্বঞ্চ। বস্ত্রাদিকৃত পুত্তলী, পুতুল।

পঞ্চালী (স্ত্রী) পঞ্চাল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। বস্ত্রাদিকৃত পুত্তলিকা, চলিত কানির পুতুল। ২ গীতিবিশেষ, পাঁচালি গান। [পাঁচালী দেখ।] ৩ পঞ্চারী রস্য লম্বে। পঞ্চালীতি সিদ্ধং। শারিশৃঙ্খলা, পাশার ছক।

পঞ্চালেশ্বর, পুণার অন্তর্গত একটী প্রাচীন শিবমন্দির। এই বৃহৎ মন্দিরটী ভগ্নপ্রায়।

পঞ্চাবট (স্ত্রী) পঞ্চ বিস্তৃতবুয়ঃস্থলমাবটতি বেষ্টতে আ-বট অচ্। উরস্কট, বালোপবীত। (হারাবলী)। পঞ্চানাং বটানাং সমাহারঃ, নিপাতনাৎ সাধু। পঞ্চবটী।

"বিবেশ পঞ্চাবটমুগ্রসেবিতং রিপূন্ দিধক্ষুঃ শলভানিবাগ্ন্যভুক্ ॥"
(গো° রামা° ৩।২০।৩৮)

পঞ্চাবর্ত্ত (ত্রি) পাঁচভাগে বিভক্ত যজ্ঞীয় চরু আজ্যপ্রভৃতি।

পঞ্চাবর্ত্তিন্ (ত্রি) পঞ্চধা আবর্ত্তং খণ্ডনমস্ত্যস্য। পঞ্চধা খণ্ডিত চরু প্রভৃতি। (আশ্ব° শ্রৌ° ১।১০।১৯)

পঞ্চাবর্ত্তীয় (ত্রি) পঞ্চাবর্ত্ত যজ্ঞসম্বন্ধীয় (আজ্য) (তৈত্তিরিয়ব্রা° ১।৭।১।৫।)

পঞ্চাবয়ব (পুং) পঞ্চপ্রতিজ্ঞাদয়োঽবয়বা যস্য। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমনাত্মক অবয়বপঞ্চক ন্যায় বাক্য। ন্যায়ের পাঁচটী অবয়ব।

পঞ্চাবস্থ (পুং) পঞ্চসু ভূতেষু স্বকারণেষু অবস্থা যস্য। শব, প্রেতদেহ। (ত্রিকা°) দেহাবসান হইলে পঞ্চভূত স্বীয় স্বীয় কারণে লীন হয়, এই জন্য পঞ্চাবস্থাযুক্ত।

পঞ্চাবিক (স্ত্রী) মেষীর দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মূত্র ও মল এই পঞ্চবিধ দ্রব্য। (বৈদ্যকনি°)।

পঞ্চাবী (স্ত্রী) পঞ্চ অবয়ঃ ষণ্মাসাত্মককালা বয়োঽস্যাঃ ঙীপ্। সার্দ্ধ বর্ষদ্বয়পরিমিত বৃষসহিত স্ত্রী গবী, যে গাভীর বৎস আড়াই বৎসরের। "মে পঞ্চাবিশ্চ মে পঞ্চাবী" (শুক্লযজু° ১৮।২৬)। 'পঞ্চ অবয়ো যস্য স পঞ্চাবিঃ, সার্দ্ধদ্বিসংবৎসরো বৃষঃ, তাদৃশী গৌঃ পঞ্চাবী।' (ভাষ্য)

পঞ্চাশ (ত্রি) ৫০ সংখ্যা। পঞ্চাশৎ পূরণে ডট্। ৫০ সংখ্যার পূরণ।

পঞ্চাশক (ত্রি) পঞ্চাশ স্বার্থে কন্। ৫০ সংখ্যা।

পঞ্চাশৎ (ত্রি) পঞ্চদশতঃ পরিমাণমস্য (পঙ্‌ক্তিবিংশতিত্রিংশ-দিতি। পা ৫।১।৫৯) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ সংখ্যাবিশেষ, ৫০ সংখ্যা। ২ পঞ্চাশসংখ্যাযুক্ত।

পঞ্চাশত্তম (ত্রি) পঞ্চাশৎ তমপ্। পঞ্চাশৎ সংখ্যার পূরণ।

পঞ্চাশতি (ত্রি) ৮৫ সংখ্যা।

"দীনারাণাং দশশতী পঞ্চাশত্যধিকাভবৎ।" (রাজতর° ৫।৭১)

পঞ্চাশৎক (ত্রি) পঞ্চাশৎসম্বন্ধীয়।

পঞ্চাশদ্ভাগ (পুং) ৫০ ভাগ। (মনু ৭।১৩০)

পঞ্চাশিকা (স্ত্রী) পঞ্চাশিন্ স্বার্থে-ক, টাপ্, টাপি অত ইত্বং। পঞ্চাশ অধিক শত বা সহস্রযুক্ত। যথা চৌরপঞ্চাশিকা, ষট্-পঞ্চাশিকা ইত্যাদি।

পঞ্চাশিন্ (ত্রি) পঞ্চাশৎ-ডিনি। পঞ্চাশৎ-অধিক শত ও সহস্র-সংখ্যা।

পঞ্চাশীত (ত্রি) ৮৫ সংখ্যা।

পঞ্চাশীতি (স্ত্রী) পঞ্চাধিকা অশীতিঃ। ১ পঁচাশী। ২ পঁচাশী সংখ্যাযুক্ত।

পঞ্চাশীতিতম (ত্রি) পঞ্চাশীতি তমপ্। ৮৫ সংখ্যা।

পঞ্চাস্য (পুং) পঞ্চং বিস্তৃতং আস্যং যস্য। ১ সিংহ। পঞ্চানি আস্যানি যস্য। ২ শিব। (ত্রি) ৩ পঞ্চমুখ বিশিষ্ট।

"লক্ষিতেয়ং বিশালাক্ষী সন্না শোকপরায়ণা।
আদায়েতাং ন জানীষে পঞ্চাস্যামিব ভোগিনীং ॥"
(গো° রামা° ৫।৭৪।২৩)

পঞ্চাহ (ত্রি) ১ পঞ্চদিনব্যাপী যজ্ঞীয় কার্য্য। ২ যে পাঁচটী সুত্যাদিনে সোম বা অগ্নিকে পশ্বাদি উৎসর্গ করিতে হয়।

পঞ্চাহিক (ত্রি) পাঁচদিন সাধ্য যজ্ঞ বা উৎসব।

পঞ্চিকা (স্ত্রী) পুস্তকাদির বিভাগ বা খণ্ড।

পঞ্চিন্ (ত্রি) পঞ্চ পরিমাণমস্য ডিনি। পঞ্চ পরিমাণযুক্ত। (ঐত° ব্রা° ৩।৮।১৮)

পঞ্চীকরণ (স্ত্রী) পঞ্চভূতানাং ভাগবিশেষেণ মিশ্রীকরণম্, অপঞ্চাত্মক বস্তুর পঞ্চাত্মকতাসম্পাদন, যাহা পঞ্চাত্মক নহে, তাহার পঞ্চ ভাব সম্পাদন। বেদান্তসারে পঞ্চীকরণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—যে সকল স্থূলভূত আছে, তাহা পঞ্চীকৃত। আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে প্রত্যেক ভূতকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই দশ ভাগের মধ্যে প্রত্যেক পঞ্চভূতের মধ্যে প্রত্যেক প্রাথমিক পঞ্চভাগকে সমান চারি অংশে বিভাগ করিয়া সেই প্রত্যেক চারি অংশে তাহার দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগ পরিত্যাগ করিয়া ইতর চারিভূতের দ্বিতীয়ার্দ্ধভাগের সহিত মিশ্রকরাকে পঞ্চীকরণ বলা যায়। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ আছে, প্রত্যেক পঞ্চভূতকে সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া পরে প্রত্যেক পঞ্চভূতের প্রথম ভাগকে চারি অংশ করিয়া অপর পঞ্চভূতের প্রত্যেক প্রথমাংশে ঐ চারি অংশের একাংশ করিয়া যোগ করিলে পঞ্চীকৃত হইবেক।

শ্রুতিতে পঞ্চীকরণের স্পষ্টতঃ উল্লেখ না থাকিলেও ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতি দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইয়াছে। ভূতসমূহ পঞ্চীকৃত হইয়া আকাশাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভূতসমূহের এইরূপে পঞ্চীকরণকালে আকাশে শব্দগুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অভিব্যক্ত হয়।

এই সকল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে পরস্পর উপরি উপরি বিদ্যমান যে ভূলোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহ, জন, তপ ও সত্যলোক এবং পরস্পর অধোধঃ বিদ্যমান যে অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাললোক, ব্রহ্মাণ্ড, চতুর্ব্বিধ স্থূল শরীর সকল এবং ইহাদের ভোগোপযুক্ত অন্নপানাদি উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতই এই সকলের উৎপত্তির কারণ। (বেদান্তসার)। * দেবী ভাগবতে পঞ্চীকরণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

জ্ঞান ও ক্রিয়াসংযুক্ত নিখিল কর্ম্ম ঘনীভূত হইলে তাহা হ্রীঙ্কার মন্ত্রের বাচ্য হয়। তত্ত্বদর্শী মহোদয়গণ এই হ্রীঙ্কাররূপ মায়াবীজকেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদি তত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই হ্রীঙ্কার বাচ্য মায়াবীজরূপ আদি তত্ত্ব হইতে ক্রমে শব্দতন্মাত্ররূপ অপঞ্চীকৃত আকাশ উৎপন্ন হয়, এই আকাশ হইতে স্পর্শাত্মক বায়ু, তাহা হইতে রূপাত্মক তেজ, তৎপরে রসাত্মক জল ও তদনন্তর গন্ধগুণাত্মক পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ব্যাপকসূত্র উৎপন্ন হয়, ইহা লিঙ্গদেহ নামে অভিহিত। এই লিঙ্গদেহ সর্ব্ব প্রাণাত্মক, এবং ইহাই পরমাত্মার সূক্ষ্ম দেহ। এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত পঞ্চীকৃত হইয়া জগৎ উৎপাদন করে। এই ভূতসমূহ এইরূপে পঞ্চীকৃত হয়। পঞ্চভূতের প্রত্যেককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এবং তাহাদের এক এক ভাগকে পুনরায় চারি ভাগে বিভাগ করিয়া যে দুই দুই আনা হইবে, সেই দুই দুই আনা স্ব স্ব ভিন্ন দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত অর্দ্ধ ভাগে যোগ করিলে তাহা পঞ্চ পঞ্চ অংশ সমন্বিত হইয়া এক একটী স্থূল মহাভূত হয়। এই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকের কার্য্য বিরাট্‌দেহ, তাহাই পরমেশ্বরের স্থূল দেহ বলিয়া অভিহিত। এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতস্থিত প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ দ্বারা শ্রোত্র ও ত্বগাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। আবার এই জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ মিলিত হইয়া এক অন্তঃকরণ হয়। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের প্রত্যেকের রজোংংশ হইতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। ইহাদের প্রত্যেকের রজো-অংশ মিলিত হইয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চবায়ু উৎপন্ন হয়। এইরূপে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতেই সকল উৎপন্ন হইয়াছে। (দেবীভাগ° ৭।৩২ অঃ)

শ্রুতিতে ত্রিবৃৎকরণের বিষয় লিখিত আছে, ত্রিবৃৎকরণে পঞ্চীকরণের উপলব্ধি হয়। সুরেশ্বরাচার্য্যের পঞ্চীকরণবার্ত্তিকে ইহার বিষয় বিস্তৃত লিখিত আছে।

পঞ্চীকৃত (ত্রি) যাহার পঞ্চীকরণ করা হইয়াছে।

"অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্।" (বেদান্তপরি°)

পঞ্চেধ্মীয় (পুং) পঞ্চভিরিধ্মভিঃ নির্ব্বৃত্তঃ। পঞ্চেধ্মসাধ্য হোমভেদ। "রাত্রৌ নিশায়াং পঞ্চেধ্মীয়েন চ।" (আপস্তম্ব)

পঞ্চেন্দ্র (ত্রি) পঞ্চ ইন্দ্রাণ্যো দেবতা যস্য। ইন্দ্রাদি পঞ্চদেবতার উদ্দেশ্যে দেয় হবিঃ প্রভৃতি।

পঞ্চেন্দ্রিয় (ক্লী) পঞ্চানাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং সমাহারঃ। শ্রোত্র, ত্বক্, নেত্র, রসনা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। ইহাভিন্ন পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় আছে যথা—বাক্, পাণি, পায়ু, পাদ ও উপস্থ এই ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় একাদশ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন উভয়াত্মক বলিয়া মন উভয়েন্দ্রিয়।

পঞ্চেষু (পুং) পঞ্চ ইষবো যস্য। কামদেব। (হলায়ুধ)

পঞ্চোপবিষ (ক্লী) পঞ্চসংখ্যকং উপবিষম্। উপবিষপঞ্চক। পাঁচপ্রকার উপবিষ। মনসা, অর্ক, করবী, বিষলাঙ্গুলি ও বিষমুষ্টি এই পঞ্চদ্রব্য পঞ্চোপবিষ। (রাজনি° ব° ২২)

পঞ্চোষণ (ক্লী) পঞ্চকোল, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চব্য, চিত্রক ও শুণ্ঠী এই পঞ্চবিধ দ্রব্য। (বৈদ্যকনি° জ্বরচি°)

শব্দচন্দ্রিকামতে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল ও চিতে এই পঞ্চদ্রব্য পঞ্চোষণ। (শব্দচ°)

পঞ্চোষ্মন্ (পুং) পঞ্চ উষ্মানঃ, সংজ্ঞাত্বাৎ কর্ম্মধারয়ঃ। আহারপাচক শরীরস্থিত পঞ্চাগ্নি। যে পাঁচপ্রকার অগ্নি শরীরস্থ ভুক্তান্ন পরিপাক করে।

"ভৌমাপ্যাগ্নেয়বায়ব্যাঃ পঞ্চোষ্মাণঃ সনাভসাঃ।
পঞ্চাহারগুণান্ স্বান্ স্বান্ পার্থিবাদীন্ পচন্ত্যমী॥" (সারকৌ°)

---

* "স্থূলভূতানি তু পঞ্চীকৃতানি। পঞ্চীকরণন্তু আকাশাদি পঞ্চস্বেকৈকং দ্বিধা সমং বিভজ্য তেষু দশসু ভাগেষু মধ্যে প্রাথমিকান্ পঞ্চভাগান্ প্রত্যেকং চতুর্দ্ধা সমং বিভজ্য তেষাং চতুর্ণাং ভাগানাং স্বস্বদ্বিতীয়ার্দ্ধভাগং পরিত্যজ্য ভাগান্তরেষু সংযোজনং। তদুক্তং দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে। অস্যাপ্রামাণ্যং নাশঙ্কনীয়ং, ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণস্যাপ্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ।

পঞ্চানাং পঞ্চাত্মকত্বে সমানেঽপি তেষু চ বৈশিষ্ট্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদ ইতি ন্যায়েন আকাশাদিব্যপদেশঃ সম্ভবতি।

এতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ ভূর্ভুবঃস্বর্মহর্জ্জনস্তপঃ সত্যমিত্যেতন্নামকানামুপর্য্যুপরি বিদ্যমানানাং অতলবিতলসুতলরসাতলতলাতলমহাতলপাতালনামকানাং অধোঽধো বিদ্যমানানাং লোকানাং ব্রহ্মাণ্ডস্য তদন্তর্গতচতুর্ব্বিধস্থূলশরীরাণামন্নপানাদীনাঞ্চোৎপত্তির্ভবতি।" (বেদান্তসার)

পঞ্চৌদন (পুং) পঞ্চধা বিভক্তঃ ওদনঃ। পঞ্চাঙ্গুলি দ্বারা পাঁচভাগে বিভক্ত ওদন। "পঞ্চৌদনং পঞ্চভিরঙ্গুলিভির্দর্ব্যোদ্ধর পঞ্চধৈতমেনং" (অথর্ব্ব ৪।১৪।৭)

পঞ্জনিগর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সোলাপুরবাসী জাতি-বিশেষ। ইহারা কৃষ্ণবর্ণ দৃঢ়কায় এবং মধ্যমাকৃতি। পুরুষেরা দাড়ি রাখে এবং মুসলমানের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করে। স্ত্রীলোকগণ অপেক্ষাকৃত সুন্দরী ও সুশ্রী। বেশভূষা মরাঠী-দিগের ন্যায়। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই কষ্টসহিষ্ণু। ইহাদের মধ্যে একজন সর্দ্দার আছে। আপনাদের মধ্যে ইহাদের বিবাহাদি নিষ্পন্ন হয়। ইহারা হানফি শ্রেণীর সুন্নীসম্প্রদায়ভুক্ত। কিন্তু কখনও কল্‌মা পড়ে না।

পঞ্জর (স্ত্রী) পঞ্জ্যতে রুধ্যতে উদরবন্ধনমনেন, পজি-রোধে-অরন্। ১ কায়াস্থিবৃন্দ, দেহের অস্থিসমূহ, শরীরের অস্থিপঞ্জর।

"দেহাদিপঞ্জরং যন্ত্রং তদারোহোঽভিমানিতা।
বিহিতপ্রতিষিদ্ধেষু প্রবৃত্তির্ম্মরণং ভবেৎ॥" (পঞ্চদশী ৬।১৭৩)

পঞ্জ্যতে রুধ্যতে পক্ষ্যাদিরত্র। ২ পক্ষী প্রভৃতির বন্ধনগৃহ, পিঁজরা, যাহাতে পক্ষী প্রভৃতি আবদ্ধ থাকে। পর্য্যায় শালার।

"তেন শব্দেন বিহগাঃ প্রতিবুদ্ধাশ্চ সস্বনুঃ।
শাখাস্থাঃ পঞ্জরস্থাশ্চ যে রাজকুলগোচরাঃ॥"
(জৈনরামা° ২।৬৫।৫)

পঞ্জ্যতে রুধ্যতে আত্মা যস্মিন্। পজি রোধে অরন্। ৩ শরীর। (ত্রিকা°) আত্মা শরীরে রুদ্ধ হয়, এইজন্য পঞ্জর শব্দে শরীরকে বুঝায়।

"দ্বাসপ্ততি সহস্রাণি নাড়ীদ্বারাণি পঞ্জরে।
সুষুম্না শাম্ভবী শক্তিঃ শেষাস্ত্বেব নিরর্থকাঃ॥"
(হঠযোগদীপিকা ৪।১৮)

'পঞ্জরে পঞ্জরবচ্ছিরাস্থিভির্বদ্ধে শরীরে' (টীকা)

৪ দেহাস্থিসমূহ, পর্য্যায় কঙ্কাল, দেহবন্ধাস্থি। (জটাধর) ৫ কলিযুগ। ৬ গাভিদিগের নীরাজনাবিধি। (সারস্বত) ৭ কোলকন্দ। (রাজনি° ব° ৭)

পঞ্জরক (পুং) খাঁচা। (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব।)

পঞ্জরাখেট (পুং) পঞ্জরেণেব যন্ত্রেণ আখেটো মৃগয়া যস্মাৎ। মৎস্য ধরিবার যন্ত্রবিশেষ, মাছ ধরার একপ্রকার যন্ত্র। চলিত পোলো, পর্য্যায় প্লব, পলব। (ত্রিকা°) বিল ও পুষ্করিণী প্রভৃতির জল শুষ্ক হইলে পোলো দিয়া মৎস্য ধরা হয়। বাঁশের সরু সরু সলা তৈয়ারি করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়।

পঞ্জরশুয়া (দেশজ) পিঞ্জরবদ্ধ শুকপক্ষী।

পঞ্জল (পুং) পঞ্জ-অলচ্। কালকন্দ। (রাজনি°)

পঞ্জাব, ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত একটী প্রদেশ। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এই স্থান পঞ্চনদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও বিতস্তা নামক ৫টী নদী এই জনপদের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া মুলতানের দক্ষিণাংশে সিন্ধু নদীতে মিলিত হইয়াছে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ পঞ্চনদীর কারণ পঞ্চনদ প্রদেশের নাম স্বজাতীয় ভাষায় পঞ্জ অর্থাৎ পঞ্চ ও আব্ (অপ্) জল এতদর্থে 'পঞ্জাব' নাম দিয়াছেন।

পূর্ব্বে পঞ্চনদ ও কাশ্মীর দুইটী স্বতন্ত্র জনপদ ছিল। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের অভ্যুদয়ে উক্ত জনপদ দুইটী এবং পার্শ্ববর্ত্তী অনেকগুলি ভূভাগ পঞ্জাবের সীমাভুক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ইংরাজরাজত্বে কাশ্মীর প্রদেশ স্বতন্ত্র-ভাবে ইংরাজগবর্মেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া উহার শাসন-কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইতেছে; কিন্তু দেশীয় সর্দ্দারগণের অধীন পঞ্জাবের অবশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি পঞ্জাবের ছোট-লাটের বিচারাধীনে রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য লইয়া সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশটী ভারতবর্ষের দশাংশ হইবে এবং ইহার জনসংখ্যাও প্রায় ভারতের একাদশাংশ হইবে। ইহার উত্তর সীমায় কাশ্মীররাজ্য, এবং স্বাত ও বোনের সামন্তরাজ্য, পূর্ব্বে দিল্লী সন্নিহিত যমুনানদী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও চীনসাম্রাজ্য, দক্ষিণে সিন্ধুপ্রদেশ, শতদ্রুনদী ও রাজপুতনা এবং পশ্চিমে আফগানস্থান ও বেলুচিস্থান রাজ্য। ইহার রাজধানী লাহোর, কিন্তু মোগলরাজত্বের রাজধানী দিল্লীনগরের ইতি-হাসই উল্লেখযোগ্য বিষয়। অক্ষা° ২৭° ৩৯´ হইতে ৩৫° ২´ উঃ এবং ৬৯° ৩৫´ হইতে ৭৮° ৩৫´ পূঃ। ভূপরিমাণ সর্ব্বসমেত ১৪২৪৪৯ বর্গ মাইল।

পঞ্জাব বলিলে একমাত্র শতদ্রু, বিপাশা, বিতস্তা, চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী-পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডকেই বুঝায়। কিন্তু বর্ত্তমান বন্দোবস্তে সিন্ধুসাগর দোয়াব, সিন্ধু ও সুলিমান পর্ব্বতের মধ্যস্থিত দেরাজাত বিভাগ এবং শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সরহিন্দের উপত্যকা ভূমি পর্য্যন্তও ইহার সীমা মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, পঞ্জাবের কতকাংশ ইংরাজের অধীনে এবং অপরাংশ সামন্তরাজগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে। সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশ ইংরাজের অধীনে ৩২টী জেলায় এবং দেশস্থ সামন্তরাজগণের অধীনে ৩৪টী ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ রাজ্যগুলির মধ্যে পাতিয়ালা ও বহাবল-পুর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং চম্বা, মন্দি,সুখেত, নাহন, বিলাসপুর, বসহর, নালগড় প্রভৃতি হিমালয়পর্ব্বতস্থ ২০টী সামন্তরাজ্য যাবারি ও দরকুটীর সামন্তরাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র।

এখানকার পর্ব্বতমালা সাধারণতঃ ৪টী ভাগে বিভক্ত।

উত্তরপূর্ব্বাংশে হিমালয়পর্ব্বতগণের শিবালিক, বয়া লাচা, পীরপঞ্জাল প্রভৃতি পর্ব্বতমালা; দক্ষিণপূর্ব্বাংশে গুরগাঁও ও দিল্লী জেলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত আরাবল্লীপর্ব্বতশ্রেণীর বিস্তৃত শাখা; পশ্চিমদিকের দক্ষিণাংশে সুলেমান পর্ব্বত ও উত্তর-পশ্চিমাংশে কাশ্মীরদেশে বিস্তৃত হিমালয়শ্রেণী, সিমলা ও হাজারা পর্ব্বতশ্রেণী সফেদকো, লবণ পর্ব্বত ও পেশাবর পর্ব্বতমালা। এই সকল পর্ব্বত দিয়া অসংখ্য নদী বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে বিপাশা, যমুনা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, পুঞ্চ, বিতস্তা, শতদ্রু, সিন্ধু প্রভৃতি প্রধান প্রধান নদীসকল দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া সিন্ধুনদে পড়িয়া আরব্য উপসাগরে মিশিয়াছে। এই সকল নদীতে শীতকালে জল কম থাকে। গ্রীষ্মাধিক্যে হিমালয়ের শিখরদেশস্থ বরফরাশি গলিয়া প্রবল স্রোতে নদীতে আসিয়া মিলিত হয়। এই সময়ে নদীর জল এত বৃদ্ধি হয় যে, নদীর উভয় তীরবর্ত্তী বহুক্রোশব্যাপী স্থানসমূহ বন্যায় ভাসিয়া যায়। বর্ষা ঋতুর অব্যবহিত পরেই শীতের প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই জলস্রোত অল্প বহিতে থাকে। জল কমিলে পর দেখা যায় যে, জমির উপর এক প্রকার চিক্কণ তেজাল মাটির পলি পড়িয়াছে। এই জলসিক্ত মৃত্তিকা জমিকে নরম করে, কৃষকদিগকে আর কষ্ট করিয়া উহাতে সার দিতে হয় না।

পঞ্জাবের চারিদিক্ পর্ব্বতাকীর্ণ হইলেও পূর্ব্বে যমুনা নদী ও পশ্চিমে সুলেমান পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত স্থান সমতলক্ষেত্রে পূর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে জলসিঞ্চনের জন্য নদী দ্বারা বিধৌত। আরাবল্লী পর্ব্বতের উচ্চ শাখা ও ঝল রাজ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী চিনিওট ও করাণা পর্ব্বতমালা পঞ্জাবের দক্ষিণাংশকে ক্রমশঃই উন্নত করিয়াছে। দিল্লীর উত্তর পশ্চিমাংশে, রোহতক ও হিসারের দক্ষিণে, হিসার ও শীর্ষার মধ্যভাগে হিমালয়ের ঢালু প্রদেশ হইতে লাহোরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ, এবং দক্ষিণ পশ্চিমে আরাবল্লী পর্ব্বতের তটদেশ হইতে বিকানের রাজ্যের পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডসমূহ প্রায় সমতল। হিমালয় ও আরাবল্লী পর্ব্বতের ঢালুদেশ এরূপভাবে সমতল যে, কদাচ প্রত্যেক মাইলে দুই অথবা তিন ফিটের অধিক উচ্চ দেখা যায়।

প্রায় সমুদায় সমতল ক্ষেত্রগুলিই পলির মাটিতে উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পাহাড়ের কিনারা ব্যতীত বড় একটা পাথর দেখা যায় না। অভ্রসদৃশ চিক্কণ বালুকাকণা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়; মৃত্তিকা মধ্যে কেবলমাত্র গোলাকার কাঁকর লক্ষিত হইয়া থাকে। এখানে কোথাও প্রকৃত মৃত্তিকা পাওয়া যায় না; একমাত্র সারাল বালুকাময় পলিই সকল স্থানে দেখা যায়। বালুর তারতম্যানুসারে উক্ত পলির গুণাগুণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিতস্তা, চন্দ্রভাগা ও সিন্ধুনদীর মধ্যভাগে যে সুবৃহৎ 'থল' ভূমি দৃষ্ট হয়, তাহা দক্ষিণে রাজপুতনার মরুভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যেখানে কৃত্রিম উপায়ে নদ্যাদির জল বাধিয়া সাধারণ ভূতল অপেক্ষা উচ্চ করিয়া রাখা হয়, সেইখানে ভূমির উপরে নুন ফুটিয়া উঠে। ঐ জমিকে 'রে' বলে। রে উঠিলে জমির শাকসব্জী নষ্ট হইয়া যায়। যে জমিতে 'রে' ফুটে নাই, বা যে স্থান বালুকাবৃত নহে সেই স্থান সর্ব্বদাই উর্ব্বরা থাকে, কিন্তু চাষের পর জলসিঞ্চন আবশ্যক হয়। পঞ্জাবের পশ্চিমসীমাবর্ত্তী স্থানসমূহ উক্তরূপে উর্ব্বরতা না পাইলেও সেখানকার লম্বা লম্বা তৃণপরিবৃত ভূমিখণ্ড সাধারণতঃই উর্ব্বরা। ঐ স্থান 'বাড়' নামে প্রসিদ্ধ। গবাদি ও উষ্ট্রাদি জন্তুমাত্রেরই বিচরণের উপযুক্ত স্থান। এখানকার মৃত্তিকানিম্নস্থ জলরাশি কোথাও বহু নিম্নে কোথাও বা অল্প নিম্নে দেখিতে পাওয়া যায়। নদী বা পর্ব্বতাদির নিকটে সচরাচর ১০ হইতে ৩০ ফিট্ নিম্নে এবং তদ্দূরবর্ত্তী স্থানসকলে প্রায় ১৫০ হইতে ২০০ ফিট্ নিম্নে জল পাওয়া যায়। ঐ জল প্রায়ই লবণাক্ত, এই জন্য জন্তু ও উদ্ভিজ্জাদির পক্ষে বিশেষ উপকারী নহে।

পূর্ব্বোক্ত বিভাগানুসারে দেখা যায় যে, হিমালয় পর্ব্বতের উপরিস্থ সামন্তরাজ্যাদি, শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণী ও পূর্ব্ব পশ্চিমদিক্স্থ সমতল ভূমিতে ঠাকুর, রাঠি, ও রাবত প্রভৃতি পার্ব্বতীয় রাজপুত, ঘিরাঠ, ব্রাহ্মণ, কুনেত, দাগি, গুজর, পাঠান, বেলুচী প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতির বাস দেখা যায়। পর্ব্বতবাসী জাতির মধ্যে কতকগুলি মুসলমান ও কতকাংশ হিন্দু বলিয়া পরিচিত।

পশ্চিমদিক্স্থ গুল্মাদিপরিবৃত 'বাড়' নামক স্থানে ভ্রমণশীল একটী জাতি দেখা যায়। উহারা তথাকার শ্যামল ক্ষেত্রের উপর আপনাপন অধিকারভুক্ত উষ্ট্রাদি এবং গোরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি দলবদ্ধ করিয়া বিচরণ করায়। ঐ স্থানের তৃণাদি নিঃশেষ হইলে তাহারা অপর এক স্থানে গমন করে। যেমন উষ্ট্রেরা নূতন নূতন ঋতুতে নূতন গুল্মাদি খাইতে ভালবাসে, তেমনি প্রত্যেক ঋতুতে স্বভাবতঃই তাহাদের উপযোগী নূতন নূতন উদ্ভিজ্জাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পশ্চিমাংশবর্ত্তী এই ভূমিতে একমাত্র মূলতান নগর প্রতিষ্ঠিত। এখানে বাণিজ্যের বিশেষ আদরের জিনিস নাই। ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবর্ত্তী সমুদায় স্থানের সহিত বাণিজ্যার্থ দ্রব্যাদি সিন্ধুনদে আসিয়া মূলতান পার হইয়া পঞ্চনদীতে ইচ্ছানুরূপ বিভিন্ন শাখা দিয়া নৌকাযোগে গমন করে।

পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ সিন্ধু, শতদ্রু প্রভৃতি নদীতে বিচ্ছিন্ন

হইয়া ছয়টী দোয়াবে পরিণত হইয়াছে। এই রাজ্যের পূর্ব্বাংশ নদী দ্বারা ও পশ্চিমাংশ পর্ব্বত দ্বারা বিভক্ত। ইহার মধ্যে বিভিন্ন জাতীয় লোকের বাস আছে। পূর্ব্বাংশবাসী লোকগুলিকে বিভিন্ন সম্প্রদায়গত নাম এবং পশ্চিমাংশবর্ত্তী ব্যক্তিগণ জাতিগত নামাভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ যাহা লবণপর্ব্বতবেষ্টিত, তথায় পেশাবর, রাবলপিণ্ডি, ঝিলম্, কোহাত ও বন্নু প্রভৃতি কয়টী জেলা আছে। রাবলপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত হাজারা, মুরি ও কহুতা তহসীলই প্রধান। এই পার্ব্বতীয় অংশে পেশাবর ও রাবলপিণ্ডি ব্যতীত আর নগর নাই। দেরাইস্‌মাইল খাঁ ব্যতীত মধ্য এসিয়া ও কাবুল প্রভৃতি স্থানের বাণিজ্য দ্রব্য একমাত্র পেশাবর দিয়া ভারতে আনীত হয়। এখানে তূলা ও রেশমের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ রপ্তানী হইয়া থাকে। স্থানীয় অধিবাসিগণ কেবল চাষবাসের উপর জীবিকার্জ্জন করে এবং পার্ব্বতীয়গণ সাধারণতঃ গোমেষাদি পালন ও চারণ করিয়া থাকে।

এখানে খর্জ্জুর, পিপুল, বট প্রভৃতি নানা জাতীয় বৃক্ষ এবং ব্যাঘ্র, নীলগাই, হরিণ, গো মেষাদি নানা জন্তু ও বিভিন্ন বর্ণের পক্ষী দৃষ্ট হয়।

এখানে মুসলমানদিগের মধ্যে পাঠান, শেখ, বেলুচী বা আফগান, সৈয়দ, কাশ্মীরী ও পরে মোগলগণ আসিয়া বাস করে। হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি অনেকেই পূর্ব্বকাল হইতে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে। হিন্দুর মধ্যে রাজপুত এবং জাট রাজপুতের সংখ্যাই অধিক। জাটরাজপুতের যাহারা ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহারা মুসলমান জাট নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন মুসলমানগণের মধ্যে অরাইন্ অবান্, জুলাহা, গুজর, চুহরা, মুচী, কুম্ভীর, তর্খান, তেলী, মিরাসী, নহি, লোহর মচ্ছী, কম্বব, ঝীন্‌বর মেও, ধোবা, ফকির, খাজা, মণিয়ার, ছুগড়, বর্কলা, মোল্লা, চনাওলী ও মকর প্রভৃতি কয়টী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোক দৃষ্ট হয়। শতদ্রুর পূর্ব্বাংশে, দিল্লী, হিসার, কাঙ্‌ড়া *, রোহতক, জালন্ধর, অমৃতসর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে অধিকাংশ লোকেই হিন্দুমতানুযায়ী ক্রিয়াকলাপে আস্থা প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে রাবলপিণ্ডি, কোহাত ও পেশাবর প্রদেশের লোকদিগের মধ্যে (হিন্দু হইলেও) মুসলমানদিগের অনুকরণ দৃষ্ট হয়। সকল অধিবাসিই শিখ নামে পরিচিত। ইহারা 'গুরু-নানকের' শিষ্য। যুদ্ধবিদ্যা ও সাহস ইহাদের একটী অদ্বিতীয় গুণ। এমন অনেক ঐতিহাসিক কথা শুনা গিয়াছে, যাহাতে শিখসৈন্যের অমিত তেজ, অতুল সাহস ও যুদ্ধকৌশল তাহাদিগকে বীর্য্যবত্তার চরম সীমায় স্থানদান করিয়াছে। সাধারণতঃ ইহারা মূর্খ। স্বয়ং মহারাজ রণজিৎ সিংহ লিখিতে বা পড়িতে জানিতেন না। তাঁহার অদ্ভুত বীর্য্যের কথা ভারতবাসী কাহারও অবিদিত নাই।

[শিখ, নানক ও রণজিৎ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

হিন্দুগণ প্রধানতঃ শিখ, জৈন, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, ক্ষত্রিয়, বেণিয়া, হিন্দুজাট প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীতে এবং হিন্দুশিখগণের নিম্ন শ্রেণীতে চামার, চুহরা, অরোরা, তর্খান্, ঝিনবার, কুম্ভার, ঘিরাঠ, গুজার, নাই, আহীর, সোণার, লোহার, কুনেত, রথী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি দৃষ্ট হয়। কাঙড়া জেলার কুলু উপবিভাগে এবং তিব্বতসীমান্ত স্পীতি রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা অধিক। এতদ্ভিন্ন এখানে পার্শী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ী খৃষ্টান জাতির বাস আছে।

পঞ্জাবের সামাজিকগঠন দেখিলে দুইটী স্পষ্ট চিত্র দেখা যায়। এখানকার পূর্ব্বাংশবর্ত্তী ও হিমালয় পর্ব্বতের পাদাংশবর্ত্তী স্থানসমূহে জাতীয় ব্যবসায় হইতে জাতীয়তার লক্ষণা করিয়া পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করা হয়। কায়িক পরিশ্রমার্জ্জিত বৃত্তিদ্বারা সামান্যব্যক্তিগণ যেরূপ বংশাখ্যা প্রাপ্ত হয়, জমিদারদিগের মধ্যেও যাহারা রাজকীয় শাসনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তাহারাও সেই মত পদমর্য্যাদা লাভ করে। প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তির জাতীয় ব্যবসা পুরুষপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে। ইহাদের মধ্যে অসবর্ণ বা অসাম্প্রদায়িক বিবাহ প্রচলিত নাই। পশ্চিমাংশবর্ত্তী দায় স্থানে এবং সিন্ধুপ্রদেশে যে সকল জাতি আছে, তাহারা প্রকৃত একটী জাতি নহে। সম্প্রদায় ভেদে ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ভেদে ইহারা এক একটী ভিন্ন ভিন্ন থাক হইয়া পড়িয়াছে। এখানে যাহাদের জমি আছে, তাহারাই সমাজের একমাত্র গ্রন্থি এবং তাহাদের লইয়াই এই একএকটী থাক নিরূপিত হইয়াছে।

এখানে কোন অপবিত্র কর্ম্মানুষ্ঠান অথবা গর্হিত দ্রব্যের ব্যবসায় করিলে তাহার জাতীয়তার হানি হয় এবং তাহাকে সমাজে ঘৃণিত ও অপদস্থ হইতে হয়। এইজন্য এরূপ কার্য্য তাহাদের মধ্যে নিষিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে স্বজাতি বিবাহে কোন বাধা নাই! একমাত্র ধনরত্নই তাহার অন্তরায়। যাহার সামাজিক অবস্থা যত উন্নত সে সেইরূপ বর পাইলেই বিবাহ করিবে। ধনীব্যক্তি কখনই ধনহীনের গৃহে কন্যাপুত্র দানাদান করিবে না। এখানে জাতীয়তার বিশেষ সমাদর নাই। পূর্ব্বোক্ত স্থানদ্বয়ের সামাজিক গঠন অপেক্ষা লবণপর্ব্বত ও সিন্ধুনদের অপর

* 'নৃসিংহ' শব্দে কাঙড়ার আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে নরসিংহপূজা প্রভৃতির বিষয় লিখিত হইয়াছে।

পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের সামাজিক চিত্র মধ্যমপ্রকারের। ধর্মমতের বৈষম্যহেতুই যে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহা নহে, পঞ্জাবের পূর্ব্বকালে মুসলমানগণ ইস্লাম ধর্মপ্রচার করিয়া সাম্প্রদায়িকতার গলায় দৃঢ় করিলেও ইস্লামধর্মে দীক্ষিত পূর্ব্বতন হিন্দুগণ তাহাদের নাম, মর্য্যাদা, স্বীয় জাতি ও ধর্মে পক্ষপাতিতা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিয়াছে। সমগ্র পঞ্জাবপ্রদেশে জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত পদ্ধতি অনুসারে এবং পূর্ব্বকৃত আচার ব্যবহারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা ধর্মজীবন পালন করিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ পূর্ব্বাংশবর্ত্তী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই যেরূপ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলবাসী ভারতীয় হিন্দু-প্রণালী ও আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিতেছে, ঠিক সেই-রূপেই বহুকাল হইতেই পশ্চিমাংশবর্ত্তী পঞ্জাবগণ মুসলমান-গণের সহযোগে বাস করিয়া তাহাদের প্রাধান্ত সকল বিষয়ের নকল করিতে শিখিয়াছে। মুসলমান-অনুকারী ব্যক্তিগণ সহ-জেই মুসলমান ধর্মে আসিয়া পড়িয়াছে।

এখানে ১১১টী বড় নগর আছে, তাহার লোকসংখ্যা ৫০০০ হইতে ২০০০০ পর্য্যন্ত। আরও ১০৩টী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নগর আছে, উহা হয় বিচারের সদর বা সেনাবাস, না হয় মিউ-নিসিপালিটি দ্বারা পরিচালিত, বলিয়া নগর পদবাচ্য হই-য়াছে। এতদ্ভিন্ন ১ দিল্লী, ২ অমৃতসর, ৩ লাহোর, ৫ মুলতান, ৬ অম্বালা, ৭ রাবলপিণ্ডি, ৮ জালন্ধর, ৯ শিয়ালকোট, ১০ লুধিয়ানা, ১১ ফিরোজপুর ১২ ভিবনি, ১৩ পাণিপথ, ১৪ বাটলা, ১৫ রিবারী, ১৬ কর্ণাল, ১৭ গুজরান্‌বালা, ১৮ দেরাগাজী খান্, ১৯ দেরা ইস্-মাইলখান্, ২০ হুসিয়ারপুর, ২১ ঝিলাম প্রভৃতি স্থান রাজ-ধানী মধ্যে গণ্য। হিমালয় পর্ব্বতের-উপরে সিমলা (গবর্ণরজেনারলের শৈত্যাবাস), মুরী (রাবলপিণ্ডি জেলায়), ধর্মশালা (কাঙড়া পর্ব্বতে) এবং ডালহৌসী (গুরুদাস-পুরে) প্রভৃতি স্থান গ্রীষ্মকালে অবস্থানের জন্ত হিতকারী ও মনোরম। এই প্রদেশে সর্ব্বসমেত ৩৪৩২৪ গ্রাম ও নগর আছে।

অধিবাসিগণ অধিকাংশই চাষবাসের উপর জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ দুই তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ সরলভাবে চাষবাস চলিয়াছিল, এখনও সেইভাবে চলিয়া আসিতেছে। এখানে সাধারণতঃ দুই প্রকার চাষ হয়। বসন্তে রবিশস্ত ও শরৎকালে খরীফ ধান্তের চাষ হইয়া থাকে। ধান্ত, ইক্ষু, তুলা, মকা, জুয়ারা, জীরা প্রভৃতির চাষ খরীফের অন্তর্ভুক্ত; তামাকু, কলাই ও শাকসবুজি রবিশস্ত মধ্যে গণ্য। উত্তরপশ্চিম ভারতে যে সমুদায় শস্যের চাষ হয়, এখানেও সেই সমুদায় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। চাষবাস ব্যতীত রাজবৃত্তি, বাণিজ্য, মসীজীবি, ব্যবহারজীবি প্রভৃতির কার্য্যও সাধারণে দৃষ্টিগোচর হয়। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ও সাধারণ লোকে অবকবাদি পালন করেন, তাহাদের সন্তান হইলে পরে সেই সকল শাবক বড় হইলে হাটে বিক্রীত হইয়া থাকে। গবর্মেণ্টের অধি-কৃত বহুপ্রদেশে নানাজাতীয় বৃক্ষ আছে; উহার অধিকাংশই সামন্তরাজগণের অধীন, কিন্তু গবর্মেণ্ট তাহার সম্ভোগী ও ডেপুটী কমিসনর ঐ সমুদায়ের রক্ষাকর্ত্তা।

বাণিজ্যাদির সুবিধা হেতু এখানে অনেকগুলি খাল কাটা আছে। বড়ি দোয়াব, পশ্চিম যমুনা, সরহিন্দ ও স্বাত নদীর খালে সকল ঋতুতেই জল থাকে। উত্তর শতদ্রু, দক্ষিণ শতদ্রু, চন্দ্রভাগার খালগুলি, সিন্ধুনদের খালগুলি, মুজফরগড়ের খালগুলি এবং শাহপুর জেলার তিনটী খাল সাধারণতঃ ক্ষেত্রাদিতে জল সরবরাহের জন্ত কাটা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অম্বালা, লুধিয়ানা, জালন্ধর, অমৃতসর, লাহোর, মুলতান, সক্কর, পেশাবর প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে রেলপথ বিস্তার হইয়া বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছে। ঐ সকল রেলপথ দিল্লী দিয়া উত্তরপশ্চিম প্রদেশ ও কলিকাতা এবং রাজপুতনা দিয়া করাচী ও বোম্বাই সহরের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে। এখনও এখানে নৌকাযোগে বাণি-জ্যার্থ পণ্যদ্রব্য সমুদ্রকূলে নীত হইয়া থাকে।

পঞ্জাব প্রদেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন শস্যাদি, তুলা, সৈন্ধবলবণ এবং তদ্দেশোৎপন্ন অন্তান্ত ফলমূলাদি নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। কার্পাসবস্ত্র, লোহা লক্কড়, এবং অপরাপর ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে এখানে আমদানী হয়। এতদ্ভিন্ন সোণা বা রূপার জরি, শাল, উত্তম কারুকার্য্যযুক্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্রব্যাদি, লৌহপাত্রাদি এবং চাম-ড়ার কাজ প্রভৃতি দেখা যায়। খনিজ পদার্থের মধ্যে এক-মাত্র সৈন্ধবলবণই প্রধান। ইহার বিক্রয় হইতে পঞ্জাব গবর্মে-ণ্টের অনেক আয় হয়। মেওখনি, কালাবাগ, লবণপর্ব্বত, ঝিলম, শাহপুর ও কোহাট-জেলায় প্রচুর লবণ পাওয়া যায়। উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তবর্ত্তী পথ দিয়া এই দেশে চরস, বিভিন্ন-বর্ণের রঙ, ছাগলের পশম, রেশম ও চশম, সুপারি ও ফল, কাষ্ঠ, লোম, পালথ ও শাল (কাপড়), প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবসা আছে। নীল, শস্য, নানা ধাতু, লবণ, মসলা, চা, তামাকু, কার্পাস বস্ত্র (দিশি ও বিলাতী) কাঁচা বা তৈয়ারি চামড়া প্রভৃতি উত্তরপশ্চিমাংশে হিমালয়ের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে দ্রব্য সকল বিনিময়ে বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

এখানে সাধারণতঃ শীতের আধিক্য লক্ষিত হয়। গ্রীষ্মকালে শীত অল্প থাকে। অক্টোবর মাস হইতে দিবাভাগে উত্তাপ থাকিলেও রাত্রিতে বিলক্ষণ শীত হইয়া থাকে। ইহার পর ক্রমশঃই শীতের বৃদ্ধি হইয়া জানুয়ারী মাসে তুষার রাশি পতিত হয়। পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহে ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগ হইতে জানুয়ারীর মধ্য পর্য্যন্ত ঝড় ও তুষারপাত হয়। অত্যন্ত গ্রীষ্মাধিক্যে এখানে ৯০° অধিক উত্তাপ লক্ষিত হয় না।

পঞ্জাবের সীমান্তবর্ত্তী ৩৬টী সামন্তরাজের অধিকারভুক্ত স্থান সকল তথাকার লেপ্‌টেনান্ট গবর্ণরের অধীন। এই ক্ষুদ্র রাজ্য কয়টীর ভূ-পরিমাণ ৩৭৮১৭ বর্গমাইল। উক্ত ৩৬টী রাজ্যের মধ্যে পাতিয়ালা, বহাবলপুর, ঝিন্দ ও নাভা নামক জনপদই শ্রেষ্ঠ এবং ছোট লাটের নিজ শাসনাধীন। চম্বা ভূ-ভাগ অমৃতসরের কমিশনরের এবং মালের কোট্‌লা, কাল্‌সিয়া ও ২২টী হিমালয় পর্ব্বতস্থিত রাজ্যগুলি অম্বালার কমিশনরের অধীন। কপূরথলা, মন্দি ও সুখেত জালন্ধরের, পতৌদি দিল্লীর এবং লোহারু ও দুজানা প্রভৃতি স্থান হিসারের কমিশনরের অধীন। পূর্ব্বোক্ত সামন্তরাজ্যগুলি কতক সমতল ক্ষেত্রের উপর ও কতকগুলি পাহাড়ের উপর। নিম্নে উক্ত রাজ্যগুলির পরিমাণ ও নাম লিখিত হইল।

সমতলক্ষেত্রে পাতিয়ালা (৫৮৮৭ বর্গমাইল), নাভা (৯২৮), কপূরথলা (৬২০), ঝিন্দ (১২৩২), ফরিদকোট (৬১২), মালের কোট্‌লা (১৬৪), কাল্‌সিয়া (১৭৮), দুজানা (১১৪) পতৌদি, (৪৮) লোহারু (২৮৫) ও বহাবলপুর (১৫০০) এবং পার্ব্বত্যপ্রদেশে মন্দী (১০০০), চম্বা (৩১৮০), নাহন (১০৭৭), বিলাসপুর (৪৪৮), বসাহর (৩৩২০) নালাগড় (২৫২), সুখেত (৪৭৪) কেউঁথল (১১৬), বাঘল (১২৪) জব্বল (২৮৮), ভজ্জি (৯৬) কুম্হারসাঁই (৯০) মহলোগ (৪৮), বাঘত (৩৬), বলসন্ (৫১), কুঠার (৭), ধামি (২৬), তরোক (৬৭), সাঙ্গ্‌রী (১৬), কুন্‌হিয়ার (৮), বিজা (৪) মঙ্গল (১২), রাবই (৩), ধরকোটী (৫), দাধি (১) প্রভৃতি।

ঐ সকল সামন্ত রাজগণের মধ্যে বহাবলপুরাধিপতি ইংরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে এবং অপরাপর সকলে গবর্ণর জেনারল হইতে প্রাপ্ত সনন্দের সর্ত্তানুসারে আবদ্ধ থাকিয়া সেই স্থান সমুদায়ের দখলীকার হইয়া ভোগ করিতেছেন। পাতিয়ালা, ঝিন্দ ও মালের কোট্‌লা রাজ্যের সামন্ত রাজগণ তাহাদের ভুক্তরাজ্যের কর স্বরূপ ইংরাজ রাজ্যের যুদ্ধবিগ্রহের সময় অশ্বারোহী সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতে বাধ্য আছেন। অপরাপর সামন্তগণকে টাকায় কর দিতে হয়। পাতিয়ালা, ঝিন্দ, ও নাভা রাজ্যের রাজবংশধরগণ 'ফুলকিয়া' বংশীয়। যদি কোন রাজবংশে পুত্রাদি অভাবে বংশ লোপ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বসনন্দের সর্ত্তমত তাঁহারা নিকটবর্ত্তী সগোত্র ও আপন মর্য্যাদার সমকক্ষ কোন সামন্তরাজের পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। অন্য বংশীয় যে পুত্র পোষ্যপুত্ররূপে রাজপদ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে নজরাণা স্বরূপ ইংরাজ গবর্মেণ্টকে কতক টাকা দিতে হয়।

পূর্ব্বোল্লিখিত তিনটী রাজ্যের ফুলকিয়া-বংশীয় সর্দারগণ এবং ফরিদকোটের রাজা ইংরাজের সহিত নিয়মসূত্রে আবদ্ধ আছেন যে, "তাঁহারা আপনাপন রাজ্য মধ্যে ন্যায়বিচার এবং প্রজাবর্গের মঙ্গলের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। যাহাতে তাঁহাদের রাজ্য মধ্যে সতীদাহ, দাসবিক্রয় ও শিশু কন্যা-হত্যারূপ জঘন্য কার্য্য সকল সম্পাদিত না হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহারা যত্নপর হইবেন।" আরও লেখা থাকে যে 'ইংরাজরাজ শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, তাঁহাকে সৈন্য দিয়া, রসদ যোগাইয়া সমরক্ষেত্রে সাহায্য করিবেন। যদি কখনও রেলপথ বা সরকারী (Imperial) রাস্তা তাঁহাদের রাজ্য দিয়া যাওয়া অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে উক্ত রাজগণ বিনা মূল্যে ঐ জমি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইবেন। পক্ষান্তরে ইংরাজরাজও তাঁহাদিগকে ঐ সকল রাজ্য ভোগ করিতে পূর্ণ ও খোলসা অধিকার দিয়াছেন। কেবলমাত্র পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ, ফরিদকোট ও বহাবলপুর প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ ইচ্ছা করিলে কোন দোষী ব্যক্তিকে ফাঁসি পর্য্যন্ত দিতে পারেন, অপরের এত ক্ষমতা নাই।

বহাবলপুর, মালের কোট্‌লা, পতৌদি, লোহারু এবং দুজানা প্রভৃতি স্থানের সামন্তরাজগণ মুসলমান বংশীয়। পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা, কপূরথলা, ফরিদকোট্ ও কালসিয়ার রাজগণ শিখবংশসম্ভূত। অবশিষ্ট সকলেই হিন্দু। বহাবলপুরের নবাব দাউদপুত্রবংশীয় মুসলমানগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বহাবলখাঁর বংশধর। মালের কোট্‌লার নবাবগণ আফগান জাতীয়, মোগলগণের অভ্যুদয়ে ভারতবর্ষে ইহাদের শুভাগমন হয় এবং মোগল রাজবংশের অবনতির পরেই ইহারা আপন স্বাধীনতা অর্জ্জন করেন। পতৌদি ও দুজানার সর্দারগণ আফগান জাতিসম্ভূত। লোহারুর নবাব মোগলবংশীয়। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে লর্ড লেকের সহায়তা করায় ইংরাজরাজ তাঁহার সদ্ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে আরও কএকটী সম্পত্তি দান করেন।

এখানকার শিখ সর্দারগণ প্রধানতঃ জাট বংশীয়। পাতিয়ালা প্রভৃতি ফুলকিয়া রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ চৌধুরী ফুল

১৬৫২ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর প্রাপ্ত হন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে মোগলসাম্রাজ্য বিলুপ্ত হইবার সময় এবং পারস্য, আফগান ও মহারাষ্ট্রীয়গণের উপর্য্যুপরি আক্রমণে ভারতবর্ষে বিশেষ গোলযোগ ঘটে। ঠিক এই সময়ে চৌধুরী কুলের বংশধরগণ দস্যুবৃত্তির মানসে শিখ-সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কপূরথলার রাজা কলাল জাতিভুক্ত এবং যশ সিংহের বংশসম্ভূত হইলেও, বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি শিখ-সর্দ্দার হইয়াছিলেন। ফরিদকোটের রাজারা বুরাড় জাটবংশীয়। সম্রাট্ বাবরের সহায়তা করায় তাঁহারা বিশেষ মাননীয় হন এবং উচ্চ মর্য্যাদা লাভ করেন। যোধসিংহ খালসা রাজা স্থাপন করেন। পর্ব্বতবাসী অন্যান্য সর্দ্দারেরা আপনাদিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেন এবং অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত রাজপুতবংশের সন্তান বলিয়া আপনাদের বংশ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

[পূর্ব্বোক্ত প্রধান প্রধান সামন্তরাজ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস তৎ তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পঞ্জাবের ইতিহাস।

পঞ্জাব বা পঞ্চনদ প্রদেশ বৈদিক আর্য্যগণের লীলাক্ষেত্র। ঋক্‌সংহিতায় যে সপ্ত সিন্ধুর উল্লেখ আছে, অনেকের বিশ্বাস তাহা এই পঞ্চনদ প্রদেশেই প্রবাহিত। উক্ত আদি গ্রন্থে অংশুমতী, অঞ্জসী, অনিতভা, অশ্মন্বতী, অসিক্নী (Akesines), আপয়া, আর্জীকীয়া, কুভা, (Kophen বা কাবুল নদী), কুলিশী, ক্রমু (কুরম্), গঙ্গা, গোমতী (গোমাল), গৌরী, জাহ্নবী, তৃষ্টামা, দৃষদ্বতী (কাগার), পরুষ্ণী, মরুদ্বৃধা, মেহৎনু, বিপাট্ (বিপাশা), যমুনা, রসা, বিতস্তা, বীরপত্নী, শিফা, শুতুদ্রী (শতদ্রু বা শতলেজ), শর্য্যণাবতী, শ্বেতয়াবরী, শ্বেতী, সরযূ (হরযু), সরস্বতী, সিন্ধু (Indus), সুবাস্তু (সোয়াৎ), সুসোমা, সুসর্ত্তু, সীতা বা সীরা, হরীয়ূপীয়া বা যব্যাবতী এই যে নদীগুলির উল্লেখ আছে, এ গুলি সমস্তই বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত। [আর্য্যশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।] মনুসংহিতাবর্ণিত ব্রহ্মর্ষিদেশ এক সময়ে এই পঞ্জাব প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল, যে কুরুক্ষেত্রের মহাসমর লইয়া মহাভারতের উৎপত্তি, সেই কুরুক্ষেত্র এই প্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী।

মহাভারতে যে মদ্র, বাহ্লিক, আরট্ট ও সৈন্ধব রাজের উল্লেখ আছে, সেই সকল রাজা এই পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত স্থানবিশেষে রাজত্ব করিতেন। এখন যেমন পঞ্জাব প্রদেশের মধ্যে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা প্রভৃতি দেশীয় সামন্তরাজগণের অধীনে বিভিন্ন জনপদ দৃষ্ট হয়, মহাভারতের সময়েও এই পঞ্জাব প্রদেশে মদ্র, আরট্ট, বসাতি প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদ ছিল।

পঞ্চনদের লোকের রীতিনীতিসম্বন্ধে মহাভারতে কর্ণপর্ব্বে এইরূপ লিখিত আছে—"মদ্রদেশে পিতা, পুত্র, মাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, মাতুল, জামাতা, দুহিতা, ভ্রাতা, নপ্তা, বন্ধু বান্ধব, দাস দাসী সকলে একত্র মিলিত হইয়া মদ্যপান করে, কামিনীগণ স্বেচ্ছাক্রমে পুরুষদিগের সহিত সুরতে প্রবৃত্ত হয়, শক্তু, মৎস্য ও গোমাংস প্রভৃতি ভোজন করে, মদ্যপানে মত্ত হইয়া কখন রোদন কখন হাস্য, কখন অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়া থাকে। গান্ধারকদিগের শৌচ ও মদ্রকদিগের সঙ্গতি নাই। মদ্রদেশী কামিনীরা নির্লজ্জ, কম্বলাবৃত, উদরপরায়ণ ও অশুচি। কাঞ্জিক তাহাদের অতি প্রিয়। তাহারা বলে, পতি বা পুত্রকে ছাড়িয়া দিতে পারি, কিন্তু কাঞ্জি দিতে পারি না।"

মহাভারতে মদ্রদেশের যে পরিচয় আছে, এখনও পঞ্জাবের পশ্চিমাংশে পার্ব্বত্য প্রদেশে ঐরূপ ব্যবহার দেখা যায়। মহাভারতে জয়দ্রথের পুত্রের নাম পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তৎপর হইতে বুদ্ধদেবের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত কে কতদিন রাজত্ব করেন, তাহার বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

মাকিদনরাজ আলেকসান্দরের আগমন-কালে এই প্রদেশ তক্ষশিল, পুরু, চান্দ্রগোপ্ত * প্রভৃতি রাজগণের অধীনে নানা অংশে বিভক্ত ছিল। তক্ষশিলরাজ আলেক্‌সান্দরের অধীনতা স্বীকার করিলেও পুরুরাজ অসামান্য সাহসে মাকিদন বীরের গতি রোধ করিয়াছিলেন, শেষে তিনি পরাজিত হইলেও আলেকসান্দর তাঁহার বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। [পুরু দেখ।]

তৎপরবর্ত্তীকালে সুভগসেন, অমিত্রকেতু, মিলিন্দ (Menander), কনিষ্ক, তোরমাণসাহ প্রভৃতি মদ্র ও শকরাজগণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সম্রাট্ অশোকের রাজত্ব সময়ে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভূত বিস্তার হইয়াছিল। পেশাবরের অন্তর্গত য়ুসুফজাই উপত্যকায় প্রাপ্ত অশোকের উৎকীর্ণ শিলালিপিই তাহার প্রমাণ। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়াং এই দেশে আগমন করেন, তখন তিনি ধ্বংসাবশিষ্ট অনেকগুলি বৌদ্ধকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধপ্রভাব তিরোহিত হইলে কোন্ সময়ে এখানে হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের বিস্তারে এবং মুসলমানগণের অভ্যুদয়ে অনেকগুলি বৌদ্ধমন্দির ও সঙ্ঘারাম মস্‌জিদে

* গ্রীক ইতিহাসে Sandrakouptos নামে বর্ণিত। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ ইহাকে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থ হইতে জানা গিয়াছে যে চন্দ্রগুপ্ত আলেকসান্দরের আগমনের বহু পূর্ব্বে রাজত্ব করেন।

ও ব্রাহ্মণগণের দেবমন্দিরে রূপান্তরিত অথবা পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দী হইতেই পঞ্জাব প্রদেশে মুসলমানের আগমন ঘটে। ফিরিস্তা পাঠে জানিতে পারি যে ৬৮২ খৃষ্টাব্দে কাবুল হইতে একদল মুসলমান পঞ্জাবে আসিয়া লাহোরের হিন্দুরাজার নিকট হইতে কতকগুলি ভূমি কাড়িয়া লন। পরে প্রায় ৯৭৫ খৃষ্টাব্দে মামুদের পিতা খোরাসানরাজ সবক্তিগিন্ সিন্ধুনদ পার হইয়া পঞ্জাবের বক্ষস্থলে মুসলমানের ক্ষমতা বিস্তার করেন। লাহোরাধিপতি জয়পাল প্রথমে নির্ভীকতার সহিত তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। পরে গজনীর সুলতান সবক্তগিন প্রেরিত দূতকে অবরুদ্ধ করিলে গজনীপতি অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এইযুদ্ধে জয়পাল পরাজিত হইয়া স্বীয় রাজধানীতে আসিয়া জীবন বিসর্জ্জন করেন। তাহার পুত্র অনঙ্গপাল বিশেষ যত্নে স্বদেশকে বিদেশীয়ের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তৎপরে ১০২২ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় জয়পালের রাজত্ব সময়ে সবক্তগিনপুত্র গজনীপতি মামুদ কাশ্মীর হইতে আসিয়া বিনা কষ্টে লাহোর দখল করিলেন। হিন্দুরাজ পলাইয়া আজমীঢ়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে মোদুদের নেতৃত্বে হিন্দুসেনাগণ লাহোর আক্রমণ করেন। ছয় মাস অবরোধের পর অকৃতকার্য্য হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য হন। আল্‌বিরুণী লিখিয়াছেন, 'এখানেই হিন্দুরাজগণের রাজ্যাধিষ্ঠান লোপ প্রাপ্ত হয়। এমন একজন বংশধর ছিলনা, যে প্রদীপ জ্বালিতে পারে।' গজনীপতিদের অধিকারকালে প্রথম প্রথম লাহোরে একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত ছিল। কিন্তু ৩য় মসাউদ্ ইরান্ ও তুরান্ নামক দেশস্থিত তাঁহার অধিকৃত জনপদসমূহ শত্রুকরে অর্পণ করিয়া খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রথমভাগে ইরাবতী নদীতীরে আসিয়া রাজ্য স্থাপন করেন। উক্ত শতাব্দীতে (প্রায় ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে) দ্বিতীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ ঘোরী লাহোর হইতে দিল্লীনগরে রাজধানী স্থাপন করেন। পাঠানরাজগণের সময়ে পঞ্জাবপ্রদেশের শাসনভার রাজপ্রতিনিধি দ্বারা পরিচালিত হইত। এই সময়ে আগ্রা ও দিল্লীনগরীই আফগানবাসী মুসলমান-রাজগণের রাজধানী ছিল এবং লাহোর নগরে তাঁহাদের বংশীয়গণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১২৪৫ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে চেঙ্গিজ্‌খাঁ এবং ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুরশাহ পঞ্জাবপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া লুট করেন। ইহার পর রাবলপিণ্ডিতে গক্কর জাতির অভ্যুত্থান এবং সুলিমান পর্ব্বত ও সিন্ধুনদের মধ্যবর্ত্তী স্থানে আফগান বা বেলুচীগণের বাসস্থাপনই একটী ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৫২৪ খৃষ্টাব্দে লাহোররাজ দৌলত খাঁ লোদীর আমন্ত্রণে মোগলসম্রাট্ বাবর ভারতে আসিয়া সমগ্র পঞ্জাব ও সরহিন্দ্ পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়া আসিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে পুনরায় তিনি আফগানিস্থান হইতে আসিয়া পাণিপথের যুদ্ধে আফগান সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে মোগলসাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। তাঁহার সময়ে লাহোর, দিল্লী ও আগ্রা নগর রাজধানীরূপে গণ্য হইয়াছিল। শেরখাহের যুদ্ধের সময় পঞ্জাবরাজ্য দুর্গরূপে মোগলগণকে রক্ষা করিয়াছিল। মোগলরাজবংশের পূর্ণ প্রভাবের সময় পঞ্চনদরাজ্যে শিখজাতি ধীরে ধীরে মস্তক উত্তোলন করিতেছিলেন, কালে তাঁহারা মোগলরাজের অধীনতা উপেক্ষা করিয়া পঞ্জাবপ্রদেশে স্বাধীনরাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে লাহোরনগরে বাবানানক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারই শিষ্যসম্প্রদায় 'শিখ' নামে খ্যাত। এই শিখজাতি এতাদৃশ প্রতাপান্বিত হইয়াছিল যে, তাহারা ক্রমশঃই পঞ্জাবক্ষেত্রে অসমকক্ষ হইয়া উঠিল। শিখদিগের ৪র্থ গুরু রামদাস সম্রাট্ অকবর শাহের নিকট হইতে শিখধর্ম্মবিস্তারের জন্য অমৃতসর নামক স্থান প্রাপ্ত হন। এখানে পুষ্করিণী খনন করিয়া তিনি মন্দির নির্ম্মাণে যত্নবান্ হন। তাঁহার পুত্র এবং শিখগুরু অর্জ্জুনমল্ল ঐ মন্দিরের গঠনকার্য্য সম্পন্ন করেন। শিখদিগের এরূপ ঐশ্বর্য্যে ঈর্ষাপরতন্ত্র হইয়া মোগলরাজগণ তাঁহাদের বিরোধী হইলেন। লাহোরের মোগলশাসনকর্ত্তা বিবাদ বাধাইয়া অর্জ্জুনমল্লকে বন্দী ও কারারুদ্ধ করিলেন। [অমৃতসর দেখ।]

এই অত্যাচারে শিখগণ উত্তেজিত হইয়া পড়িল, তাহারা আর নিরীহ প্রজারূপে রাজাজ্ঞা বহন না করিয়া উদ্ধত বিদ্রোহী যোদ্ধৃপুরুষের ন্যায় আকার ইঙ্গিত ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিতে লাগিল। অর্জ্জুনমল্লের পুত্র হরগোবিন্দকে আপনাদের নেতৃত্বে বরণ করিয়া তাহারা গুরু-হত্যার পরিশোধ লইতে অগ্রসর হইল। মোগল শাসনকর্ত্তা শিখগণকে এইরূপ শত্রুতাচরণ করিতে দেখিয়া লাহোর হইতে তাড়াইয়া দেন। শিখগণ পার্ব্বত্যপ্রদেশে যাইয়াও আপনাদের যুদ্ধশিক্ষা পরিত্যাগ করে নাই বা পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের কথা বিস্মৃত হইয়া মুসলমানের শত্রুতা করিতে ভুলে নাই। অবশেষে যখন ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে হরগোবিন্দের পৌত্র গুরুগোবিন্দ (ইনি নানক হইতে দশম) হইতেই ইহাদের ধর্ম্ম ও যুদ্ধপ্রাণ সাধারণে প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল। প্রথমে শিখসৈন্যের সংখ্যা অল্প থাকায় গুরুগোবিন্দ পরাজিত এবং তাঁহার মাতা ও পুত্রকন্যাগণ শত্রু কর্ত্তৃক সমূলে বিনষ্ট হয়। ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে গুরু-

গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে নন্দের গ্রামে গুপ্তভাবে মুসলমান কর্তৃক নিহত হইলে শিখসম্প্রদায় আরও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং প্রতিহিংসায় প্রজ্বলিত হইয়া তাহারা গোবিন্দের শিষ্য বান্দার অধীনে পঞ্জাবের পূর্ব্বাংশবর্ত্তী স্থানসমূহ আক্রমণ করিল। উন্মত্ত শিখগণের এরূপ ক্রোধে পড়িয়া কতশত মোল্লা দুর্লভ জীবন হারাইয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই, অসংখ্য মস্‌জিদ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাত করা হইয়াছিল এবং বালক বালিকা স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি বহুশত মুসলমান অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। কবরের মধ্যে যে সকল মৃতদেহ প্রোথিত ছিল, সেই সকল দেহ মৃত্তিকা মধ্য হইতে বাহির করিয়া শৃগাল কুকুর শকুনী গৃধিনী প্রভৃতিকে দিয়া খাওয়ান হইয়াছিল। সরহিন্দে মোগলশাসনকর্ত্তাকে পরাজিত করিয়া যে বীভৎস অত্যাচার চলিয়াছিল, তাহার শেষ সীমা শাহারণপুর পর্য্যন্ত গিয়াছিল। পরে তথাকার মোগলসৈন্য কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইলে শিখজাতি লুধিয়ানা ও পার্ব্বত্যপ্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। দ্বিতীয়বার আক্রমণে শিখগণ একদিকে লাহোর ও অপর দিকে দিল্লী পর্য্যন্ত স্থানসমূহ লুটপাট ও মুসলমান-হত্যা করিয়া পলায়ন করে।

শিখদিগের এরূপ আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাট্ বাহাদুর শাহ দাক্ষিণাত্য হইতে শিখ দমন করিবার জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, কিন্তু দাবের নামক দুর্গে শিখগণ মোগলসৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেও বান্দা স্বীয় অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে পর্ব্বতের মধ্যে পলাইয়া যান। বাহাদুরশাহের মৃত্যুর পর শিখগণ পুনরায় সেনাসংগ্রহ করিয়া রাজ্যাদি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ ফরুখশিয়ারের আদেশে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা আবদুল সমদ খাঁ শিখদিগকে আক্রমণ করিয়া কএকবার যুদ্ধে বান্দাকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করিলেন। এখানে বান্দা ও অন্যান্য শিখসর্দ্দারের জীবলীলা শেষ হয়।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ সসৈন্যে পঞ্জাব আক্রমণ করিয়া কর্ণাল নগরের সন্নিকটে মোগলসৈন্য পরাজিত করিয়া দিল্লী রাজধানী লুট করেন। অতঃপর শিখগণ পুনরুৎসাহে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মোগলসৈন্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়, কিন্তু মোগল কর্তৃক পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইল। শিখগণ তথাপি পশ্চাৎপদ হইল না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাণিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্মদশাহ আবদালী কর্তৃক মহারাষ্ট্রীয়গণ হতবল হইলে শিখগণ হীনবল হইয়া পড়ে। আহ্মদশাহ স্বদেশে প্রত্যাগমন কালে অমৃতসর ধ্বংস করেন। তথাকার মন্দির ভাঙ্গিয়া পুষ্করিণী বুজাইয়া পরে গোহত্যা করিয়া সেই পবিত্র স্থানে রক্ত মাখাইয়া দেন। আহ্মদ শাহ প্রত্যাবৃত্ত হইলে শিখগণ এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে পুনরায় অগ্রসর হইল। এই সময়ের যুদ্ধে শিখগণ আপনাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

এই সময়ের মধ্যে নানকপ্রবর্ত্তিত শান্তিময় ধর্ম্মের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। ক্রমে শিখগণ শান্তিময় জীবন বিসর্জ্জন দিয়া এক একটী যোদ্ধৃদল বা 'মিশল' বা দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু সকলেই পবিত্র অমৃতসর নগরে আসিয়া মিলিত হইত। মোগলরাজ দুরানীকে পঞ্জাব রাজ্য ছাড়িয়া দিলেও প্রকৃতপক্ষে শিখগণ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পঞ্জাবের পূর্ব্বাংশবর্ত্তী স্থানসমূহে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আফগান রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইলেও শিখসর্দ্দার রণজিৎ সিংহের অভ্যুত্থান হয়। ১৭৯৯ খৃঃ অঃ কাবুলের দুরানীবংশীয় শাসনকর্ত্তা জমাল শাহ রণজিৎকে লাহোরের শাসনভার অর্পণ করেন। ক্রমশঃই নিজ বাহুবলে পঞ্জাবকেশরী এই প্রদেশের অধিকাংশ স্থানে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে যত্নবান্ হইলেন, এতদুদ্দেশ্যে তিনি ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে শতদ্রু নদীর বামকূলস্থিত অন্যান্য শিখসর্দ্দারেরা অধিকৃত রাজ্যগুলি আক্রমণ করিলেন। এই সকল সামন্তরাজ উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইংরাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। এই সময়ে রণজিৎ ইংরাজের সহিত মিত্রতা সংস্থাপনের জন্য শতদ্রুর বামকূলবর্ত্তী রাজ্যগুলি আক্রমণ হইতে নিরস্ত হইলেন এবং ইংরাজগণও শতদ্রুর উত্তরস্থিত স্থানসমূহে ইংরাজের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ মুলতান আক্রমণ ও দখল করিলেন, পরে সিন্ধুনদ পার হইয়া পেশাবর, দেরাজাত ও কাশ্মীর অধিকার করিলেন। এইরূপে তিনি বর্ত্তমান পঞ্জাবপ্রদেশ এবং কাশ্মীরের অধিকারভুক্ত সামন্তরাজ্যগুলি আপনার করায়ত্ত করিয়া লইলেন। রণজিতের জীবৎকালে শিখবল উন্নতির শেষ সীমায় আরোহণ করিয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রণজিতের মৃত্যুর পর তৎপুত্র খড়্গসিংহ লাহোরের সিংহাসন প্রাপ্ত হন, কিন্তু পর বৎসরেই বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

[রণজিৎসিংহ ও খড়্গসিংহ দেখ।]

খড়্গসিংহের মৃত্যুতে পঞ্জাবে অরাজকতার সূত্রপাত হইল। উদ্ধত শিখসৈন্য ইংরাজরাজ্য আক্রমণের উদ্যোগ করিল। তদনুসারে শিখসর্দ্দারগণ ৬০০০০ সৈন্য ও ১৫০ কামান লইয়া শতদ্রুপার হইয়া ইংরাজদিগকে (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই ডিসেম্বর) মুদ্‌কি নগরে আক্রমণ করেন। ইহার তিন দিন পরে ফিরোজসহরে যুদ্ধ হয়। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২১এ জানুয়ারী আলীবালের যুদ্ধ ঘটে। অতঃপর সোব্রাওন নগরের সন্নিকটে শিখ ও ইংরাজ সৈন্যের ৪র্থ বার যুদ্ধ হয়। ৪টী যুদ্ধেই শিখগণ পরাভূত হইয়া সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন এবং ইংরাজরাজ লাহোর নগর

দখল করেন। লাহোরের দরবারে যে সন্ধির প্রস্তাব হয়, তাহাতে ইংরাজগণ শতদ্রু ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানসমূহ বৃটীশ গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। যুদ্ধের খরচার জন্য যে টাকা দিবার কথা ছিল, তাহার জন্য শিখগণ হাজারা ও কাশ্মীর এবং বিপাশা ও সিন্ধুর মধ্যবর্ত্তী সামন্তরাজ্যগুলি ইংরাজের করে অর্পণ করিলেন। মহারাজ গোলাবসিংহের করে ইংরাজ বাহাদুর কাশ্মীরের শাসনভার দান করিলেন, কিন্তু কাশ্মীরের এরূপ হস্তান্তরে বিষম গোলমাল ঘটে। লাহোর দরবারের অধ্যক্ষ লালসিংহের প্ররোচনায় শিখ-সর্দার প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। অবশেষে লালসিংহের পদচ্যুতি হইল, নূতন সন্ধিসূত্রে নাবালক দলীপসিংহের রাজ্যপরিচালনার জন্য রাজকার্য্যের ভার ইংরাজ রেসিডেণ্ট ও অভিভাবক-সভার (Council of regency) উপর ন্যস্ত হইল।

এই সময় শিখগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাদের অন্তরের প্রধূমিত অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় নাই। কোন একটী সামান্য ছল ধরিয়া তাহারা আপনাদের আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে পদচ্যুত দেওয়ান মূলরাজের উত্তেজনায় বিদ্রোহী হইয়া তাহারা দুইজন ইংরাজ সেনানীকে মারিয়া ফেলিল। ক্রমেই চারিদিক হইতে শিখসৈন্যগণ মূলতান নগরে সমবেত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তবর্ত্তী সামন্তগণও আসিয়া যোগদান করিলেন। অতঃপর ইংরাজ-সেনানী উইস্ (General Whish) সসৈন্যে শিখদলে আসিয়া মিশিলেন। ছত্রসিংহ ও শেরসিংহের উদ্যোগে আফ্গানপতি আমীর দোস্ত মহম্মদ শিখজাতির সাহায্যার্থ সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সেনাধ্যক্ষ লর্ড গাফ শতদ্রু পার হইলেন। রামনগরের নিকট শেরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই যুদ্ধে শিখগণ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। অতঃপর ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারী চিলিয়ানবালা-রণক্ষেত্রে শিখসৈন্যগণ প্রবল প্রতাপে শিখগৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজগণের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। চিলিয়ানবালার বিখ্যাত যুদ্ধের ২।৩ দিন পরে শেরসিংহের দলে তাহার পিতা ছত্রসিংহ ৬ হাজার আফ্গান অশ্বারোহী লইয়া মিলিত হইলেন। ২২এ ফেব্রুয়ারী লর্ড গফ গুজরাতের যুদ্ধে পূর্ব্বপরাজয় জন্য কলঙ্কের প্রতিশোধ লইলেন। শিখগণ পরাজিত হইলে ইংরাজসৈন্য যাইয়া পেশাবরে আমীর দোস্ত মহম্মদকে আক্রমণ করে। আমীর প্রাণ লইয়া পলাইয়া রক্ষা পান।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ২৯এ মার্চ্চ মহারাজ দলীপসিংহ যে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন তাহার মর্ম্ম এই ;—(১) মহারাজ দলীপ রাজ্য সংক্রান্ত অধিকারসমূহ ছাড়িয়া দিবেন। (২) যেখানে যে সম্পত্তি রাজকীয় বলিয়া পাওয়া যাইবে যুদ্ধের খরচ ও ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট লাহোর-রাজের ঋণ বাবদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহা দখল করিয়া লইবেন। (৩) মহারাজ রণজিৎ শাহ সুজা উল্ মুল্কের নিকট হইতে যে কোহিনুর রত্ন প্রাপ্ত হন, তাহা লাহোরের মহারাজ ইংলণ্ডের মহারাণীকে প্রদান করিবেন। (৪) মহারাজ দলীপসিংহ সপরিবারের খোর-পোষের জন্য বাৎসরিক ৫ লক্ষ টাকা পাইবেন। (৫) তাঁহাকে ইংরাজগণ মান্য ও সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিবেন। [দলীপসিংহ দেখ।]

পঞ্জাব ইংরাজাধীন হইল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে ইহার শাসনকার্য্য বিচারকসভাদ্বারা পরিচালিত হইত। পরে ইংরাজী অনুকরণে বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত করিয়া একজন চিফ্ কমিসনরের হস্তে ন্যস্ত থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরেই এই প্রদেশ ছোটলাটের শাসনাধীন হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীনগরে সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। পঞ্জাবপ্রদেশে অবস্থিত দেশীয় সৈন্যগণের মধ্যে অসন্তোষভাব দেখা যাইতেছিল। ১২ই মে তারিখে যখন দিল্লীর ভয়ানক হত্যার সংবাদ লাহোরে পৌঁছিল, তখন মণ্টগোমরি (Sir R. Montgomery) সাহেব সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া প্রথমেই মিয়ান্মীরে ৩০০০ সৈন্যের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইলেন। ইংরাজগণকে গোবিন্দগড় ও ফিল্লোর দুর্গে নিরাপদে রাখা হইল। ফিরোজপুরের অস্ত্রাগার সুরক্ষিত হইলে পর ১৩ই মে সিপাহীগণ স্পষ্টতঃ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ঐ মাসে ২১এ তারিখে ৫৫ সংখ্যক দেশীয় পদাতিদল ইংরাজগণের বিরুদ্ধাচারী হইয়া অনেক হত্যা করিয়া পার্ব্বত্যভূমে পলায়ন করে। ৭ই ও ৮ই জুন জালন্ধরের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীতে বিদ্রোহিগণের সহিত যোগদান করে। জুলাই ও আগষ্ট মাসের মধ্যে পেশাবর, ঝিলম্, শিয়ালকোট, মুরি এবং লাহোরের দক্ষিণে ইরাবতী ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থানের সৈন্যগণ ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা, কপূরথলা প্রভৃতি সামন্তরাজগণ এই দারুণ বিপ্লবের সময় ইংরাজরাজের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য ইংরাজরাজও তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। [সিপাহীবিদ্রোহ দেখ।]

সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতেই পঞ্জাবের বাণিজ্য ও কারুকার্য্যের উন্নতি আরম্ভ হয়। প্রথম বৎসরেই অমৃতসর হইতে মূলতান পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তার এবং বড়িদোয়াব খাল কাটিয়া জল আনা হয়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্সঅব্‌ওয়েলস্ এখানে আগমন করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে

এখানকার সামন্তরাজগণ দিল্লীর মহাসভায় একত্র হইয়াছিলেন। আফগানযুদ্ধকালে এই স্থান যুদ্ধের সরঞ্জামাদির কেন্দ্রস্থলরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। পাতিয়ালা, বহাবলপুর, ঝিন্দ, নাভা, কপূরথলা, ফরিদকোট ও মাহন প্রভৃতি স্থানের সামন্তরাজগণ আফগানযুদ্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৭৪-১৮৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে জলাভাবে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে জরা ও মৃত্যু আসিয়া পঞ্জাব ছাইয়া ফেলে। যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য পশ্চিম দেশের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যায়, তাহাতে প্রজাগণের কষ্টের মাত্রা অধিক বাড়িয়া উঠে, কিন্তু কোহাট হইতে পেশাবর পর্য্যন্ত রেলপথবিস্তারকালে অনেকে কার্য্য পাইয়া অন্নদায় হইতে কতক পরিত্রাণ পায়। যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই সরহিন্দের খাল কাটা হয়। ইহাতে পঞ্জাবের অনেক স্থানের জলকষ্ট দূরীভূত হয়। এখন লক্ষ্মীর কৃপায় পঞ্জাব প্রদেশ শস্যশালী হইয়া উঠিতেছে।

পঞ্জি (স্ত্রী) পঞ্জ-ইন্। সূত্রনালিকা (শব্দমা°)। চলিত পাঁইজ। ২ পঞ্জিকা। পঞ্জি স্ত্রিয়াং ঙীপ্, পঞ্জী।

পঞ্জিকা (স্ত্রী) পঞ্জি-স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ তূলনালিকা, তূলার পাইজ, তূলার সূতা কাটিতে হইলে পাইজ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। ২ ব্যাখ্যানগ্রন্থ, টীকাবিশেষ। "টীকা নিরন্তর-ব্যাখ্যা পঞ্জিকা পদভঞ্জিকা।" (হেমচ°)। যাহাতে নিরন্তর ব্যাখ্যা আছে, তাহার নাম টীকা এবং যাহাতে নিরন্তর পদ ভঞ্জন আছে, তাহার নাম পঞ্জিকা। ৩ পাণিনীর সূত্র-বৃত্তিভেদ। ৪ তিথিবারাদি পঞ্চাঙ্গযুক্ত পঞ্জিকা। চলিত পাঁজি। বৎসরের প্রথমে দৈবজ্ঞের নিকট হইতে পঞ্জিকা শুনিতে হয়, ইহা শ্রবণে অশুভ বিদূরিত হয়।

"বারো হরতি দুঃস্বপ্নং নক্ষত্রং পাপনাশনং ॥
তিথির্ভবতি গঙ্গায়া যোগঃ সাগরসঙ্গমঃ।
করণং সর্ব্বতীর্থানি শ্রূয়ন্তে দিনপঞ্জিকাঃ ॥" (দৈবজ্ঞ)

দিনপঞ্জিকা শুনিলে বারফলে দুঃস্বপ্ন নাশ, নক্ষত্রে পাপনাশ, তিথিতে গঙ্গাতুল্য ফল, যোগে সাগরসঙ্গমসদৃশ ও করণে সকল তীর্থ ফল হয়। জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত বরাহ বচনে লিখিত আছে, বার এবং নক্ষত্র ইহারা দুঃস্বপ্ন ও পাপনাশক, তিথি আয়ুষ্করী, যোগ বুদ্ধিবর্দ্ধক, চন্দ্র সৌভাগ্যপ্রদ ইত্যাদি, যাহারা প্রতিদিন পঞ্জিকা-শ্রবণ করেন, তাহাদের এই সকল ফল লাভ হয়।*

* "দুঃস্বপ্ননাশকো বারো নক্ষত্রং পাপনাশনম্।
তিথিরায়ুষ্করী প্রোক্তা যোগো বুদ্ধিবিবর্দ্ধকঃ ॥
চন্দ্রঃ করোতি সৌভাগ্যাংশকঃ শুভদায়কঃ।
করণারূঢ়তে লক্ষ্মীং যঃ শৃণোতি দিনে দিনে ॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্বধৃতবচনং)

পঞ্জিকায় তিথি, বার, নক্ষত্র, করণ ও যোগ প্রভৃতি দৈনন্দিন সকল বিষয়ই লিখিত আছে।

চিরপঞ্জিকা।—শকাব্দানুসারে বারগণনা, যে শকাব্দে যে মাসের যে দিবসের বার জানিবার প্রয়োজন হইবে, সেই শকাব্দের অঙ্কসংখ্যার সহিত সেই শকাব্দের চতুর্থ অংশ যোগ করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত মাসাঙ্ক ও সেই মাসের দিন সংখ্যা এবং অতিরিক্ত দুই যোগ করিয়া যে সমষ্টি হইবে, তাহাকে সাত দিয়া হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে বার জানা যাইবে, এক অবশিষ্ট থাকিলে রবিবার, দুই অবশিষ্ট থাকিলে শনিবার ইত্যাদি। মাসাঙ্ক যথা—

মাসাঙ্ক।	বৈশাখ ০	জ্যৈষ্ঠ ৩	আষাঢ় ৬	শ্রাবণ ২	ভাদ্র ৫	আশ্বিন ১	কার্ত্তিক ৪	অগ্রহায়ণ ৬	পৌষ ১	মাঘ ২	ফাল্গুন ৪	চৈত্র ৬

যদি শকাব্দের চতুর্থাংশ পূর্ণাঙ্ক না হইয়া ভগ্নাঙ্ক হয়, তাহা হইলে ঐ ভগ্নাঙ্কের পরিবর্ত্তে ১ ধরিয়া লইতে হয়। আর যে শকাব্দের চতুর্থাংশ ভগ্নাঙ্ক না হয়, সেই শকাব্দের কেবল ভাদ্রের ৬ এবং আশ্বিনের ২ মাসাঙ্ক ধরিতে হয়। এই গণনায় যদি না মিলে, তাহা হইতে ১ বাদ দিলে নিশ্চয় মিলিবে। ইহার একটী উদাহরণ দেওয়া গেল।

উদাহরণ ১৭৯৯ শকাব্দে ৩১ চৈত্র কি বার হইবে, ইহা গণনাস্থলে ১৭৯৯ শকাব্দ, ইহার চতুর্থাংশ ৪৫০, মাসাঙ্ক ৬, দিনাঙ্ক ৩১ এবং অতিরিক্ত ২ এই সমুদায় যোগ করিয়া ২২৮৮ হইল। ইহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে ৬ অবশিষ্ট থাকে, অতএব ইহা জানা গেল যে, ঐ দিন শুক্রবার হইবে।

সনের স্থলেও এইরূপ হইবে। এইরূপ বার গণনা করিয়া তিথি গণনা করিতে হইবে। এইমতে তিথিগণনা। শকাব্দের সংখ্যাকে ১৯ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১১ দিয়া পূরণ করিতে হইবে। এই অঙ্কের সহিত নিম্নলিখিত মাসাঙ্ক, দিনসংখ্যা এবং অতিরিক্ত ৬ যোগ করিয়া ৩০ দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কে যে তিথি হয়, সেই দিনে সেই তিথি জানিতে হইবে। এইরূপ নিয়মে করিলে তিথি স্থির হইবে। মাসাঙ্ক যথা—

মাসাঙ্ক।	বৈশাখ ০	জ্যৈষ্ঠ ১	আষাঢ় ৩	শ্রাবণ ৪	ভাদ্র ৬	আশ্বিন ১	কার্ত্তিক ১০	অগ্রহায়ণ ১০	পৌষ ১	মাঘ ১	ফাল্গুন ১০	চৈত্র ১০

এইরূপ গণনাতে যদি ঠিক না মিলে, তাহা হইলে মাসের প্রথমে হইলে ১ বাদ ও শেষে হইলে ১ যোগ দিতে হয়।

নক্ষত্র-গণনা। তিথি গণনানুসারে সেই দিনের তিথি স্থির

করিয়া নিম্নলিখিত মাসাঙ্ক যোগ করিলে যদি ২৭ অপেক্ষা অঙ্ক অধিক হয়, তাহা হইলে ২৭ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট হইবে, সেই অঙ্কানুসারে নক্ষত্র ঠিক হইবে। ইহাতে যদি না মিলে তাহা হইলে মাসের পূর্ব্বার্দ্ধ হইলে ১ যোগ, এবং শেষার্দ্ধ হইলে এক বাদ দিলে মিলিবে। কিন্তু সেই দিনের যে সংখ্যা তদপেক্ষা সেই দিনের তিথির অঙ্ক অধিক হইলে সে মাসের মাসাঙ্ক যোগ না করিয়া তাহার পূর্ব্বমাসের মাসাঙ্ক তাহাতে যোগ করিবে। মাসাঙ্ক যথা—

মাসাঙ্ক।	বৈশাখ ১	জ্যৈষ্ঠ ৩	আষাঢ় ৫	শ্রাবণ ৭	ভাদ্র ১০	আশ্বিন ১২	কার্ত্তিক ১৪	অগ্রহায়ণ ১৫	পৌষ ১৯	মাঘ ২১	ফাল্গুন ২৩	চৈত্র ২৫

রাশিগণনা।—পূর্ব্ব নিয়মানুসারে নক্ষত্র স্থির করিয়া ঐ নক্ষত্রকে ৪ দ্বারা পূরণ করিয়া ৯ দিয়া হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে ১ যোগ করিলে যাহা হয়, সেই সংখ্যানুসারে রাশি হইবে, এক থাকিলে মেষ, ২ থাকিলে বৃষ ইত্যাদি। ইহার একটী উদাহরণ দেওয়া গেল। ১৭৯৯ শকের ১৮ চৈত্র যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার কি রাশি? এইরূপ প্রশ্নে পূর্ব্ব নিয়মে নক্ষত্রগণনায় ২৩ সংখ্যা অর্থাৎ ধনিষ্ঠা নক্ষত্র হয়, পরে এই সংখ্যাকে ৪ দিয়া পূরণ করিলে ৯২, এই ৯২ সংখ্যাকে ৯ দিয়া হরণ করিলে ১০ ফল হইল, অবশিষ্ট দুই থাকিল। ঐ ১০ সংখ্যায় ১ যোগ দিয়া ১১ হইল, ১১ সংখ্যায় কুম্ভরাশি স্থির হইল। যাহাতে তিথি বার ও নক্ষত্র প্রভৃতির বিবরণ জানা যায়, তাহার নাম পঞ্জিকা। সূর্য্যসিদ্ধান্ত প্রভৃতি গ্রন্থানুসারে পঞ্জিকা গণনা হইয়া থাকে। আজ কাল অনেকগুলি পঞ্জিকার প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। দিনচন্দ্রিকার মতেও পঞ্জিকাগণনা হইয়া থাকে। ইহাকে পঞ্চাঙ্গসাধন বলে। বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ এই পঞ্চাঙ্গের গণনা থাকে বলিয়া ইহা পঞ্চাঙ্গসাধন নামে অভিহিত হয়। এই পঞ্জিকা গণনার বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত হইল।

দিনচন্দ্রিকামতে পঞ্জিকা-গণনা—

ইষ্ট শাকাব্দে যে বৎসরের পঞ্জিকা গণনা করিতে হইবে, সেই বৎসরের অঙ্কে ১৫২১ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা অব্দপিণ্ড জানিতে হইবে, এই অব্দপিণ্ডকে ৩৮৯ দিয়া পূরণ করিলে তাহাতে ৪৩০০ শত যোগ করিয়া ৬০০০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধাঙ্ক হয়, তাহার নাম তিথি দিন। প্রথমে এইরূপে তিথি দিন স্থির করিতে হইবে।

অব্দপিণ্ডকে ৮৩৩ দিয়া পূরণ করিবে, ১৫১০০ যোগ করিয়া ২০০০০ হাজার দিয়া ভাগ দিতে হইবে। এইরূপ ভাগ দিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা নক্ষত্র দিন ও যোগ দিন বলিয়া প্রসিদ্ধ। অব্দপিণ্ডকে ১১ দিয়া পূরণ করিয়া তাহাতে ১২ এবং পূর্ব্বোক্ত মতে যাহা তিথিদিন লব্ধ হইয়াছে, সেই অঙ্ক একত্র যোগ করিয়া ৩০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা সেই বৎসরের প্রথম তিথি। যদি শূন্য থাকে, তাহা হইলে ৩০ অমাবস্যা প্রথম তিথি হইবে। অব্দপিণ্ডকে ১০ দিয়া পূরণ করিয়া ১১ যোগ করিবে ও পূর্ব্বোক্ত মতে যে নক্ষত্রদিন ও যোগদিন হইয়াছে, সেই অঙ্ক তাহাতে বিয়োগ করিয়া ২৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক সেই বৎসরের প্রথম নক্ষত্র হইবে। যদি শূন্য থাকে, তাহা হইলে ২৭ নক্ষত্র হয়। ইহাই প্রথম নক্ষত্র।

অব্দপিণ্ডকে ৭।৭।৯।৩।৫১।২৭ এই প্রত্যেক অঙ্ক দিয়া পূরণ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে যথাক্রমে রাখিতে হইবে। তাহার পর শেষেরটী অর্থাৎ ২৭ পূরিত অব্দপিণ্ডাঙ্ককে ৬০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, ৫১ পূরিত অব্দপিণ্ডকে তাহা যোগ করিয়া এই অঙ্ক ৬০ দিয়া ভাগ ও ৫ পূরিত অব্দপিণ্ডাঙ্ক যোগ করিতে হইবে। ইহাকে ৬০ দিয়া ভাগ ও ৯ পূরিত অব্দপিণ্ডাঙ্ক যোগ, পরে আবার ইহাকে ৩০ দিয়া ভাগ, ৭ পূরিত অব্দপিণ্ডাঙ্ক যোগ বিধেয়। পরে ইহাকে ৬০ দিয়া ভাগ ও ৯ পূরিত অব্দপিণ্ডাঙ্ক যোগ করিতে হইবে। পরে তাহাকেও ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া ৭ পূরিত অব্দপিণ্ডাঙ্ক যোগ করিতে হইবে এবং অবশিষ্টগুলি ক্রমশঃ থাকিবে।

তিথি দিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের তিথি দিনটীকে ৩০০ দিয়া ভাগ করিয়া অপর স্থানের তিথি দিনের সহিত যোগ করিয়া এই যোগার্দ্ধ ও পূর্ব্ব কথিত নিয়মানুসারে যে অঙ্ক হইয়াছে, তাহা যথাক্রমে ০।১১।৫৯ এই ক্ষেপাঙ্কের সহিত যোগ করিতে হইবে। যোগ করিয়া যাহা সমষ্টি হইবে, তাহার প্রথমাঙ্কটীকে ৬০ দিয়া পূরণ করিয়া দ্বিতীয় অঙ্কটীর সহিত যোগ করিবে। পরে তাহাকে ১৬৮৫ দিয়া ভাগ করিলে যাহা শেষ থাকিবে, তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধাঙ্ককে বামদিকে রাখিলে যাহা হয়, তাহাই তিথিকেন্দ্র। ১৬৮৫ দিয়া ভাগ করিলে যে ভাগফল লাভ হয়, তাহার নাম তিথিকেন্দ্রভ্রম।

অব্দপিণ্ডকে পূর্ব্বোক্তরূপে যথাক্রমে ১।১৯।৪৮।৩১ দিয়া পূরণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মতে ৬০ ভাগ করিয়া ৪৮।১৯।১ পূরিতাব্দপিণ্ডাঙ্কে যোগ করিয়া এবং তাহা হইতে ৩।২৫।১৫।১৪ হীন করিতে হইবে। এবং পূর্ব্বোক্ত তিথিকেন্দ্রভ্রমকে ৩২ দিয়া পূরণ করিয়া ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, ও অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা পূর্ব্বাঙ্কে (৩।২৫।১৫।১৪ হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট আছে, সেই অঙ্কে) হীন করিবে। পরে পূর্ব্ব-

মত তিথি দিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের তিথিদিনকে ৩০০ দিয়া ভাগ করিয়া অপর স্থানের তিথি দিনের সহিত যোগ করিয়া পূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিবে। এইরূপে গণনা করিলে বার, তিথি ও তিথির দণ্ড পলাদি স্থির হইবে। অব্দপিণ্ডকে ১৫০০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হয়, তাহা তিথি বারাদির পলের সহিত যোগ করিলে এবং বারাঙ্ককে ৭ দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই বার এবং তাহার পূর্ব্বে প্রথম তিথি পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে তিথি বারাদি হইবে। অব্দপিণ্ডকে পূর্ব্বমত যথাক্রমে ৭।০।৪।৪৫।৫৩।৩।৩৪।১২ দিয়া পূরণ করিয়া পূর্ব্ব মত শেষেরটী হইতে ৬০ ভাগ দিয়া লব্ধফল যথাক্রমে ৩৪, ৩, ৫৩, ৪৫, ০, ৭ পূরিত অব্দপিণ্ডাঙ্কে যোগ করিতে হইবে। নক্ষত্র দিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের নক্ষত্র দিনকে ১২০০ দিয়া ভাগ করিয়া অন্য স্থানের নক্ষত্র দিনের সহিত যোগ করিয়া তাহা পূর্ব্বাঙ্কে হীন করিবে, ও তাহাতে ০।২৫।১৭ যোগ করিয়া প্রথমাঙ্ককে ৬০ দিয়া পূরণ ও দ্বিতীয়াঙ্কটী তাহার সহিত যোগ করিয়া পরে তাহাকে ১৬৩৫ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে পুনরায় ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধাঙ্ককে বাম দিকে বসাইয়া দিলে, তাহার নাম নক্ষত্রকেন্দ্র। এই নক্ষত্রকেন্দ্রকে ১৬৩৫ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইয়াছিল, তাহার নাম নক্ষত্রকেন্দ্রভ্রম।

অব্দপিণ্ডকে পূর্ব্বমত যথাক্রমে ১।১৩।২৫।১৮।১৪।৩১।১২ দিয়া পূরণ করিয়া পূর্ব্বের মত ৬০ ভাগ করিয়া লব্ধ অঙ্ক যথা-ক্রমে ৩১,১৪,১৮,২৫,১৩,১ পূরিত অব্দপিণ্ডাঙ্কে যোগ করিবে। নক্ষত্রদিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের নক্ষত্রদিনকে ১২০০ দিয়া ভাগ করিয়া অন্য স্থানের নক্ষত্রদিনের সহিত যোগ করিয়া যাহা হইবে, তাহা পূর্ব্বাঙ্ক হইতে হীন করিবে। এই-রূপ হীন করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে ৪।২৭।৫২।২৬ যোগ করিবে। পূর্ব্বোক্ত নক্ষত্রকেন্দ্রভ্রমকে ১৮ দিয়া পূরণ করিয়া ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে ও অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা পূর্ব্বাঙ্কে (৪।২৭।৫২।২৬ যোগ করিবার পর যে অঙ্ক হইয়াছে সেই অঙ্কে) যোগ করিবে। তাহাতে বার দণ্ড পল প্রভৃতি হইবে। বারকে ৭ দিয়া ভাগ করিলে যাহা শেষ থাকিবে, তাহা বার দিন হইবে এবং তাহার পূর্ব্বে নক্ষত্র পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে নক্ষত্র বারাদি হইবে।

অব্দপিণ্ডকে পূর্ব্বমত যথাক্রমে ৭।৩৩।১৫।৩৫।৫২।৫৮।৪৮ দিয়া পূরণ করিয়া পূর্ব্ব নিয়মানুসারে ৬০ ভাগ দিয়া লব্ধ অঙ্ক সকল ৫৮,৫২,৩৫,১৫,৩৩,৭ পূরিত অব্দপিণ্ডাঙ্কে যোগ করিবে, পরে যোগদিনকে দুই স্থানে রাখিয়া একস্থানে যোগদিনকে ৩০০ দিয়া ভাগ, তাহার পর অপর স্থানের যোগদিনের সহিত যোগ করিবে। অনন্তর ঐ অঙ্ক পূর্ব্বাঙ্ক হইতে হীন করিতে হইবে। তাহাতে ০।২৮।১৮ যোগ করিলে যুক্তাঙ্ক হইবে। তাহাকে ৬০ দিয়া পূরণ করিলে তাহার পরের অঙ্ক এই অঙ্কে যোগ করিয়া ইহাকে ১৭৬২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে পুনরায় ৬০ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধাঙ্ক হইবে, তাহা বামদিকে রাখিলে যোগকেন্দ্র হইবে। এই যোগ-কেন্দ্র ১৭৬২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার নাম যোগকেন্দ্রভ্রম।

অব্দপিণ্ডকে পূর্ব্বমত যথাক্রমে ১।৪৬।১০।২৯।৩০।৩৩ দিয়া পূরণ করিয়া পূর্ব্ব নিয়মানুসারে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধ অঙ্কশ্রেণীকে ৩০,২৯,১০,৪৬,১ পূরিত অব্দপিণ্ডাঙ্কে যোগ করিতে হইবে। পরে যোগদিনকে দুই স্থানে রাখিয়া এক স্থানের যোগ-দিনকে ২৪০ দিয়া ভাগ করিয়া অন্যস্থানের যোগ দিনের সহিত যোগ এবং তাহা পূর্ব্বাঙ্ক হইতে বিয়োগ করিতে হইবে। ৪।১২।৩৮।৬ এই অঙ্কও তাহা হইতে হীন করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত যোগকেন্দ্রভ্রমকে ১১০ দিয়া পূরণ করিয়া তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া পূর্ব্বাঙ্ক হইতে হীন করিতে হইবে। এইরূপ করিলে বার দণ্ড পল প্রভৃতি হইবে। বারকে ৭ দিয়া ভাগ দিলে শেষ যাহা থাকিবে, তাহা বার হইবে। ইহার পূর্ব্বে প্রথম যোগটীকে পৃথক্ করিয়া রাখিতে হইবে, এইরূপ হইলেই যোগ বারাদি হইবে।

সুমেরু পর্ব্বত ও লঙ্কার মধ্যগত ভূমির উপর দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত যে একটী রেখা কল্পিত হয়, তাহার নাম মধ্য-রেখা। ঐ রেখা হইতে স্বীয় দেশ যত যোজন অন্তর হইবে, সেই যোজনকে দশ দিয়া পূরণ করিয়া ১৩ দিয়া ভাগ দিলে যাহা লাভ হয়, তাহা পল। এই পল যদি ৬০ অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাকে ৬০ দিয়া বিভাগ করিয়া যে দণ্ড পলাদি হয়, তাহা মধ্যরেখার পূর্ব্বদেশে যে সকল তিথিবারাদি, নক্ষত্র বারাদি, যোগবারাদি ও মেষ সংক্রান্তি ধ্রুব হইয়াছে, তাহার সহিত যোগ করিতে হইবে।

বিষুবদিনের বারাদি ধ্রুব ও কেন্দ্রধ্রুব দুই স্থানে পৃথক্ করিয়া ঐ বারধ্রুবের ও কেন্দ্রধ্রুবের সহিত প্রতিদিনের বার-ধ্রুবক্ষেপাঙ্ক ও কেন্দ্রধ্রুবক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে প্রতিদিনের শুদ্ধবারধ্রুব ও শুদ্ধকেন্দ্রধ্রুব হইবে। ঐ শুদ্ধকেন্দ্রধ্রুব সংখ্যার খণ্ডা গ্রহণ করিয়া তাহা একস্থানে রাখিবে। তাহার পর খণ্ডা ঐ স্থাপিত খণ্ডা অপেক্ষা যত অধিক হইবে, তাহার নাম ধনভোগ্য, আর স্থাপিত খণ্ডা হইতে যত কম হইবে, তাহার নাম ঋণভোগ্য, কেন্দ্রের অঙ্ক যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে

ভোগ্য দিয়া পূরণ করিয়া ষষ্টিলব্ধ শোধিত করিতে হইবে, এবং ধনভোগ্যস্থলে স্থাপিত খণ্ডার পলের সহিত যোগ করিতে এবং ঋণভোগ্যস্থলে স্থাপিত খণ্ডার পলের সহিত বিয়োগ করিতে হইবে।

ঐ খণ্ডা বারাদি ধ্রুবদণ্ডের সহিত যোগ করিলেই প্রতিদিনের তিথি প্রভৃতি দণ্ডাদি হইবে। ঐ দণ্ডাদি যদি ৬০ দণ্ডের অধিক হয়, তবে তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধাঙ্ক-বারে যোগ করিতে হইবে। অবশিষ্ট দণ্ডাদি থাকিবে। ইহাতে প্রথম অঙ্কটী তিথি হইবে, এইরূপে বার দিবসে তিথির স্থিতি-কাল হইবে। এক দিবস যদি বার লব্ধ না হয়, অর্থাৎ রবি-বারের পর মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সোমবার দিন সেই তিথি ৫০ দণ্ড আছে এবং মঙ্গলবার দিনে লব্ধ দণ্ড আছে। দুইদিনে যদি একই বার লব্ধ হয়, তাহা হইলে প্রথম লব্ধদণ্ড পর্য্যন্ত একটী তিথি, দ্বিতীয় লব্ধদণ্ড পর্য্যন্ত আর একটী তিথি। ইহাতে জানা যায় যে, এই দিন ত্র্যহস্পর্শ হইবে। এই ত্র্যহস্পর্শ গণনাস্থলে পরলব্ধদণ্ড হইতে পূর্ব্বলব্ধদণ্ড বাদ দিয়া স্থির করিতে হয়।

কেন্দ্র যদি স্বীয় স্বীয় ভ্রম হইতে অধিক হয়, অর্থাৎ তিথিকেন্দ্র যদি ২৮।৫ অধিক ও নক্ষত্রকেন্দ্র যদি ২৭।১৫ অধিক এবং যোগকেন্দ্র যদি ২৯।২২ সংখ্যার অধিক হয়, তাহা হইতে আপন ২ কেন্দ্রে বাদ দিয়া তিথি বারাদির দণ্ডে ৩২ বাদ দিবে, নক্ষত্র বারাদির দণ্ডে ১৮ যোগ করিতে হইবে। যোগবারাদির দণ্ডে ১১০ হীন করিবে। তাহা হইলে শুদ্ধ বারাদি হইবে। তিথিকেন্দ্রের ভ্রম ২৮।৫, নক্ষত্রকেন্দ্রের ভ্রম ২৭।১৫, যোগকেন্দ্রের ভ্রম ২৯।২২।

তিথির অঙ্ক সংখ্যা যত হইবে, তাহাকে দ্বিগুণ করিয়া যদি তিথিমানের পূর্ব্বার্দ্ধে করণ গণিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দ্বিগুণাঙ্কে ২ বাদ এবং তিথিমানের পরার্দ্ধ হইলে ১ বাদ দিতে হইবে। অবশিষ্ট অঙ্ককে ৭ বাদ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই বব, বালব ইত্যাদি ক্রমে করণ জানিতে হইবে।

অব্দপিণ্ডকে ১০০৭ দিয়া পূরণ করিয়া ৮০০ দিয়া ভাগ করিবে, লব্ধাঙ্ক বার দণ্ড ইত্যাদি হইবে। পুনর্ব্বার অব্দ-পিণ্ডকে ৭ দিয়া পূরণ করিয়া ৩০০ দিয়া ভাগ দিলে লব্ধাঙ্ক পলে যোগ করিতে হইবে। তাহার সহিত ৪।৪৪।৮।১৩ এই ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিয়া দিবে, এবং তাহাকে ৭ দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা বিষুবসংক্রান্তির বারাদি হইবে। ইহাতে পূর্ব্বমত দেশান্তরসংস্কার ও চরার্দ্ধসংস্কার করিলেই বিষুবসংক্রান্তির শুদ্ধ বারাদি হইবে। এই সময়েই সূর্য্যমেষরাশিতে গমন করেন। সূর্য্য মেষরাশিতে গমন করিলে বৈশাখ মাস হইল। এই বৈশাখ হইতে আরম্ভ করিয়া পুনরায় চৈত্র পর্য্যন্ত গণনা করিলে এক বৎসর গণনা হইল। মেষাদির ক্ষেপবারাদি অঙ্ক এইরূপ।

মেষক্ষেপবারাদি—৪।৪৪।৮।১৩,
বৃষক্ষেপবারাদি—২।৫৬।৪৯,
মিথুনক্ষেপবারাদি—৬।২২।২৮,
কর্কটক্ষেপবারাদি—৩।১।৩,
সিংহক্ষেপবারাদি—৬।২৯।০,
কন্যাক্ষেপবারাদি—২।২৯।২০,
তুলাক্ষেপ বারাদি—৪।৫৫।০,
বৃশ্চিকক্ষেপ বারাদি—৬।৪৭।৫১,
ধনুঃক্ষেপ বারাদি—১।১৬।৫২,
মকরক্ষেপ বারাদি—২।৩৬।১,
কুম্ভক্ষেপ বারাদি—৪।৩।২৪,
মীনক্ষেপ বারাদি—৫।৫৩।২৮।

বিষুবসংক্রান্তির শুদ্ধ বারাদিতে এই বৃষাদির ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে সেই সময়ে সূর্য্য বৃষ মিথুন ইত্যাদি রাশিতে গমন করে, অর্থাৎ মাসের শেষে ঐ ঐ বারে ঐ ঐ সময়ে সংক্রমণ হয়। কোন মাস কত দিনে শেষ হইবে, তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল—

	দিন,	দণ্ড,	পল,		দিন,	দণ্ড,	পল
বৈশাখ	৩০।	৫৬।	৪৯	কার্ত্তিক	২৯।	৫২।	৫১
জ্যৈষ্ঠ	৩১।	২৫।	৩৯	অগ্রহায়ণ	২৯।	২৯।	১
আষাঢ়	৩১।	৩৮।	৩৫	পৌষ	২৯।	১৯।	৯
শ্রাবণ	৩১।	২৭।	৫৭	মাঘ	২৯।	২৭।	২৩
ভাদ্র	৩১।	০।	২০	ফাল্গুন	২৯।	৫০।	৪
আশ্বিন	৩০।	২৫।	৪০	চৈত্র	৩০।	২২।	৩

স্থূল গণনাতে ৩৬৫।১৫।৩১ পলে সংবৎসর হয়। কিন্তু সূক্ষ্ম গণনাতে ৩৬৫।১৫।৩১।৩১।২৪ অনুপলে বৎসর হয়।

অতি সংক্ষিপ্তভাবে পঞ্জিকাপ্রস্তুতপ্রণালী দর্শিত হইল, বাহুল্য ভয়ে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইল না। কি প্রণালীতে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়, তাহাই সাধারণভাবে দেখান উদ্দেশ্য, যাঁহারা পঞ্জিকা প্রস্তুত করিবেন, তাহাদের মূলগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ এই পাঁচটীই পঞ্জিকার প্রধান বিষয়। এই সকল গণনা দ্বারা স্থির হইলে, রাশি, রাশিতে গ্রহগণের অবস্থান, সংক্রান্তি, ত্র্যহস্পর্শ, গ্রহণ প্রভৃতি গণনা ঐ সকলের নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। (দিনচন্দ্রিকা।)

আজকাল অনেক পঞ্জিকা মুদ্রিত হইতেছে, ইহাতে

পঞ্জিকার বিষয় সকল ও তদানুষঙ্গিক নানাবিধ গণনা থাকিতেছে। বার, তিথি, নক্ষত্র, যোগ, করণ, অবম, ত্র্যহস্পর্শ, গ্রহদিগের অবস্থান, গ্রহস্ফুট, শুভাশুভ দিনের তালিকা, কালাকাল, গ্রহণ ও তাহার ব্যবস্থা, রাশিদিগের সঞ্চার প্রভৃতি গণনা পরিস্ফুটভাবে সন্নিবেশিত হইতেছে। পূর্ব্বে যখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, হাতে পাঁজি লিখিতে হইত, তখন বার, তিথি, নক্ষত্র যোগ, করণ ও রাশিচক্রে গ্রহদিগের অবস্থান ও গ্রহদিগের সঞ্চার ও গ্রহণ মাত্র গণনা থাকিত। কুলটীনিবাসী ৺হলধর বিদ্যানিধি জ্যোতিঃসিদ্ধান্ত ভাণ্ডার কোং (Sanders Co.) দ্বারা সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা পঞ্জিকা ছাপাইয়া প্রকাশ করেন।

দিনচন্দ্রিকামতে পঞ্জিকা গণনায় বিষয় মোটামুটী বলিয়াছি, পূর্ব্বে নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পঞ্জিকাগণনায় প্রথমে অব্দপিণ্ড ও তিথি দিন আনয়ন, পরে নক্ষত্রদিন ও যোগদিন, পরে প্রথম তিথি, প্রথম নক্ষত্র ও প্রথম যোগ, তিথি বারাদি, নক্ষত্রকেন্দ্র, নক্ষত্রবারাদি, যোগকেন্দ্র, যোগবারাদি, প্রতিদিবসের তিথি, নক্ষত্র, যোগের স্থিতিদণ্ড ও পলাদি সাধন, নক্ষত্রানয়ন, যোগানয়ন, করণ ও সংক্রান্তি যথাক্রমে এই সকল গণনা করিয়া আনয়ন করিলে পঞ্জিকা প্রস্তুত হয়।

পঞ্জিকাকারক (পুং) পঞ্জিং করোতীতি কৃ-ণ্বুল্। কায়স্থজাতি। 'অথ কায়স্থঃ করণঃ পঞ্জিকারকঃ' (জটাধর) ২ পঞ্জিকার, যাহার পাঁজি প্রস্তুত করে। দৈবজ্ঞ।

পঞ্জী (স্ত্রী) পঞ্জি-বাহুলকাৎ ঙীপ্। সূত্র নালিকা। ২ পঞ্জিকা, পাঁজি।

"দৈবজ্ঞবক্ত্রেণ শৃণোতি পঞ্জীং শক্রক্ষয়ং যাতি শশীব কৃষ্ণে।"
(দৈবজ্ঞোক্ত)

৩ গ্রন্থবিশেষ, যথা কুলপঞ্জী, এই পঞ্জীগ্রন্থে বংশ ও অংশ বিবরণ বিশেষরূপে বর্ণিত থাকে।

"প্রণম্য বিশ্বেশ্বরপাদমাদৌ সরস্বতীং তাং কুলদেবতাঞ্চ।
শিশুপ্রবোধায় কুলস্য পঞ্জী বিবিচ্যতে শ্রীধ্রুবমিশ্রকেণ॥"
(ধ্রুবানন্দমিশ্র)

পঞ্জিকর (পুং) পঞ্জীং পঞ্জিকাং করোতীতি কৃ-ট। কায়স্থজাতি। (ত্রিকা°)

পট, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পটতি। লোট্ পটতু। বিধিলিঙ্ পটেৎ। লঙ্ অপটৎ। লিট্ পপাট, পেটতুঃ, পেটুঃ। লুঙ্ অপাটীৎ, অপটীৎ। ণিচ্ পাটয়তি। ণিচ্ করিলে উৎ-পূর্ব্বক পটধাতুর অর্থ-উন্মূলন, উৎপাটয়তি। যঙ্ পাপট্যতে। পট, দীপ্তি। চুরা, উভ, অক, সেট্। পাটয়তি-তে। অপীপটৎ-ত। অবপূর্ব্বক ছেদন, অর্থ ও সকর্ম্মক হইবে—অবপাটয়তি ছিনত্তীত্যর্থঃ। পট, বেষ্টন। অদন্ত, চুরা, উভ, সক, সেট্। পটয়তি-তে। অপপটৎ-ত।
"পটয়তি মালাং মালিকঃ" (দুর্গাদাস)

পট (পুং ক্লী) পটয়ত্যনেন পট-বেষ্টনে করণে ক। বস্ত্র। পর্য্যায়—সুচেলক।

"যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্তর্য্যামিসূত্রাণি বিরাট্ চাত্মা তথর্য্যতে॥" (পঞ্চদশী ৬২)

২ চিত্রপট, চলিত ছবি। দেবীপুরাণে পটের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। যাহারা দেবীর পট প্রস্তুত করে, তাহারা সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে, নূতন বস্ত্রে পট প্রস্তুত করিতে হয়। এই পট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সমান তন্তুবিশিষ্ট ও গ্রন্থি এবং কেশবিহীন হওয়া আবশ্যক, পট ছিদ্রযুক্ত বা স্ফাটিত হইলে পট নির্ম্মাতার অশুভ হইয়া থাকে।

নবধা, বিভক্ত বস্ত্রের কোণসকলে দেবগণ, দশান্ত ও পাশান্ত মধ্যে নরগণ এবং অবশিষ্ট তিন অংশে রাক্ষসদিগের আবাস স্থান। নূতন বস্ত্র পরিধান বিশুদ্ধ দিন দেখিয়া করিতে হয়, বৃহৎসংহিতায় ৭১ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। (পুং) ৩ পিয়ালবৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ পুরস্কৃত। (বিশ্ব) (ক্লী) ৫ তৃকূণ, গন্ধতৃণ (রত্নমালা) (পুং) ৬ কার্পাস। (বৈদ্যকনি°) ৭ ছদিক্, ছই। (ভরত)

পটক (পুং) পটেন ছদনেন কায়তি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক। শিবির। (শব্দমালা)

পটকা (দেশজ) বাজী।

পটকার (পুং) পটং শোভনবস্ত্রং চিত্রং বা করোতি কৃ-অণ্। ১ তন্ত্রকার, তাঁতি, যাহারা বস্ত্র প্রস্তুত করে। ২ চিত্রকর, পটুয়া, ইহারা চিত্রকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

পটকুটী (স্ত্রী) পটস্য পটনির্ম্মিতা বা কুটী। বস্ত্র রেশম, কাপড়ের ঘর, চলিত তাঁবু। পর্য্যায়—কেণিকা, গুণালয়নিকা। (হেম)

পটচ্চর (ক্লী) ভূতপূর্ব্বং পটৎ ভূতপূর্ব্বে চরট্, বা পটদিত্যব্যক্তশব্দং চরতীতি পটৎ-চর-অচ্। ১ জীর্ণবস্ত্র। (পুং) ২ চৌর। অমরটীকায় রমানাথ ইহার চৌরার্থে এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। (পট্যতে আবেষ্ট্যতে ইতি পট বাহুলকাৎ অৎ, পটদিব চরতি যঃ, চর-অচ্)। (রমানাথ)। ৩ মহাভারত ও পুরাণোক্ত একটী প্রাচীন জনপদ। ভারতটীকায় নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, যে 'পটচ্চরান্ চৌরদেশান্' (২।৩১।৪) অর্থাৎ বর্ত্তমান মান্দ্রাজের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন চোলদেশই পটচ্চর। জৈন হরিবংশমতে মত্রদেশের এক অংশ। কিন্তু মহাভারতে সভাপর্ব্বে সহদেবের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গ পাঠ করিলে মৎস্যদেশের দক্ষিণ ও চেদি দেশের নিকট বলিয়া বোধ হয়।

পটৎ (অব্য) ১ অব্যক্তানুকরণ শব্দ ভেদ। পটৎ শব্দের উত্তর

ভাচ্ প্রত্যয় এবং টির লোপ ও দ্বিত্ব করিয়া 'পটপটাকরোতি' এই পদ হয়। ২ পট।

পটংক (পুং) পটদিব বেষ্টিত ইব কায়তি কৈ-ক। চৌর।

পটংককস্থ (ক্লী) পটংকস্য কন্থা ক্লীবত্বং। চোরের কন্থা।

পটদ (পুং) কার্পাস বৃক্ষ। স্ত্রিয়াং টাপ্।

পটপটি, মৎস্যাদির অভ্যন্তরস্থ বায়ুকোষ। মৎস্যবিশেষের পটপটি। ইংরাজীতে আইসিংগ্লাস বলে। যে মৎস্তের পটপটিতে আইসিংগ্লাস প্রস্তুত হয়, কলিকাতা, মান্দ্রাজ, মাণ্ডই, মলবার, পিনাং ও সিন্ধু দেশে সেই জাতীয় মৎস্ত ধৃত হইয়া থাকে। ইহাদের দেহে সূক্ষ্মত্বকের ন্যায় একটী থলী দৃষ্ট হয়। কোন কোন মৎস্যের এই থলী ছোট পাতলা ও স্বচ্ছ, অন্যান্য মৎস্যের থলীর দুইদিকেরই ব্যাস ২।৪ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। থলীর বর্ণ ফিকা ও অর্দ্ধ স্বচ্ছ, থলীর মুখে একটী গ্রীবাযুক্ত দ্বারবন্ধনী আছে, এই মধ্যের আকৃতি সাধারণ অপেক্ষা একটু বড় এবং দেখিতে ব্রেজিল দেশীয় আইসিংগ্লাসের মত। চীনবাসীরা 'সিঙ্গালী' ও 'সোজিলী' নামে যে মৎস্যজাতির পটপটি কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ হইতে স্বদেশে লইয়া যাইত, উহার দাম এক টাকার /১ সের। ঐ পটপটিগুলিও ইংরাজী আইসিংগ্লাসের সমশ্রেণীভুক্ত।

বিভিন্ন দেশে এই পটপটির বিভিন্ন নাম দেখা যায়;—চীনদেশে—নু-পা, য়ু-কিয়াউ, য়ুপিয়াউ-কিয়াউ, ডেন্মার্ক ও সুইজরলণ্ডে—Husblas, ইংরাজী আইসিংগ্লাস (Isinglass), Sounds, Swim, Air-bag. Swimming bladder, fish-mawa, fish-sounds, ফরাসী—Colle-de poisson. Carllock; জর্ম্মণ—Hausblase, Hausenblase; গ্রীক—Ichthyocolla; ইতালী—Cola-de pesce; মালয়—পলোগপন্ইকান; আরি-ইকান্, পর্ত্তুগীজ—Colla-de-peixe, রুষ—Klei rubui, karluk; স্পেন—Colapez; বাঙ্গালা—বায়ুকোষ বা পটপটি।

মৎস্যাদিকে সন্তরণক্ষম করিবার জন্য যে বায়ুকোষ থাকে তাহা সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম অন্ত্রাবরক ঝিল্লীর (Peritoneum) বহিঃপরিবেষ্টনীর সূক্ষ্মত্বক্ মাংসযুক্ত এবং ঐ মাংসময় ত্বকের উপরিভাগে যে আচ্ছাদক সূক্ষ্ম ত্বক্ দৃষ্ট হয়, উহা নাড়ীসংলগ্ন এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরামণ্ডলিতে পূর্ণ, চিক্কণ ও কোমল ত্বকই উৎকৃষ্ট আইসিংগ্লাস নামে পরিচিত।

যে সকল মৎস্তের পটপটি বা বায়ুকোষ হইতে আইসিংগ্লাস প্রস্তুত হয়, সেই জাতীয় মৎস্ত ধরিয়া পটপটি প্রস্তুতকারীদের হস্তে দেওয়া হয়। তাহারা প্রথমে মাছ ধরিয়া উহার পটপটী কাটিয়া লয়। পরে উক্ত পটপটী উত্তমরূপে জলে ধুইয়া রক্ত ও গাত্রসংলগ্ন অন্য পদার্থ হইতে পরিষ্কার করে। ভিতরের চিক্কণ দিক্ উল্টাইয়া রৌদ্রের উত্তাপে ভাল করিয়া শুকাইয়া লয়। অতঃপর একখানি ভিজা কাপড়ের উপর ঐ পটপটী ছাকিয়া তাহা হইতে আটাবৎ পদার্থ বাহির করিয়া পুনরায় ঐ পটপটী পত্রের ন্যায় শুষ্ক করিয়া নানা আকারে পাকাইয়া রাখে। উহাই আইসিংগ্লাসের আকার। রুষদেশ হইতে যে উৎকৃষ্ট আইসিংগ্লাস প্রস্তুত হইয়া নানাদেশে রপ্তানী হয়, তাহার দাম প্রতি পাউণ্ডের ১৪৷৷০ শিলিং। উত্তমদ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়। উত্তমরূপে শুষ্ক করা নিতান্ত আবশ্যক, একটু ভিজা থাকিলেই উহা পচিয়া একপ্রকার দুর্গন্ধ উঠে। বিলাতী-রন্ধনে জেলি ও সুপ প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরে গুঁড়া আইসিংগ্লাস ছড়াইয়া দেয়।

রুষদেশীয় বৃহৎ বৃহৎ নদীতে যে সকল মৎস্ত জন্মে, তাহার পটপটীতে এক প্রকার গঁদের ন্যায় দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ষ্টারগন্ শ্রেণীর মৎস্ত হইতে যে আইসিংগ্লাস প্রস্তুত হয়, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার আকার আংটির মত গোল বা পুস্তকের কাগজের ন্যায়। অন্যান্যগুলি বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। ইহা দেখিতে শ্বেতবর্ণ, অর্দ্ধস্বচ্ছ ও শুক্না খটখটে, গরমজলে দিয়া ফুটাইলে গলিয়া যায়। বিলাতী খাদ্যাদি উপকরণে ইহা উপাদেয় ও আদরের জিনিস। রেসমাদি দৃঢ় করিতে ও ষ্টিকিং প্লাষ্টারে ইহা অধিক ব্যবহৃত হয়।

পটভাক্ষ, প্রেক্ষণসাধন যন্ত্রভেদ। (দশকু°)

পটভেদন (ক্লী) পুটভেদন, নগর। (অমর ২।২।১)

পটমণ্ডপ (পুং) পটানাং বস্ত্রানাং মণ্ডপঃ। পটকুটী, বস্ত্রগৃহ, তাঁবু।

পটময় (ক্লী) পট-ময়ট্। বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। 'পটবাপঃ পটময়ঃ দূষ্যং বস্ত্রগৃহং স্থলম্।' (ত্রিকা°) ২ শাটী।

'পটবাসঃ পটময়ঃ শাটী শাটক ইত্যপি।' (শব্দরত্নাবলী)

পটর (ত্রি) পট বাহুলকাৎ অরন্, বা পটং বাতি রা-ক। ১ গতিশীল। ২ বস্ত্রদায়ক। স্ত্রিয়াং গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্।

পটরক (পুং) পটর স্বার্থে কন্। গুন্দ্রবৃক্ষ। (রাজনি° ব° ৮)

পটল (ক্লী) পটং বিস্তৃতং লাতি পট-লা-ক, বা পটতীতি পট-কলচ্ (কৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮) ১ ছদি, চাল। ২ নেত্ররোগ। ৩ পিটক। ৪ পরিচ্ছদ। ৫ তিলক।

"অস্তমিতে দিবসকরে তিমিরভয়বিরদসংকঙ্কা।
সিন্দুরপটলপাটলকান্তিরিবাগ্রে বভৌ সন্ধ্যা॥" (কলাবি° ১।২৫)

(ক্লী) ৬ সমূহ। (ভাগ° ৩।১৪।২৬)

৭ দৃষ্টির আবরক, চক্ষুর পরদা। মাধবকরের নিদানে লিখিত

আছে, চক্ষুতে ৪টী পটল, বাহ্যপটল রস ও রক্তাশ্রয়, দ্বিতীয় মাসসংশ্রয়, তৃতীয় মেদসংশ্রিত, চতুর্থ কালকাস্থিসংশ্রিত।

(নিদান ও ভাবপ্র°)

সুশ্রুত-মতে পটল পাঁচটী—বাহ্যপটল অথবা প্রথম পটল, ইহা তেজ ও জলাশ্রিত, দ্বিতীয় মাংসাশ্রিত, তৃতীয় মেদ আশ্রিত, চতুর্থ অস্থি-আশ্রিত ও পঞ্চম দৃষ্টিমণ্ডলাশ্রিত। (সুশ্রুত)

সুশ্রুতে লিখিত আছে, দৃষ্টি পঞ্চভূতের গুণ হইতে সমুদ্ভূত। ইহার বাহ্যপটল অব্যয়তেজ কর্ত্তৃক আবৃত। দোষসমূহ বিগুণ হইয়া শিরা সকলের অভ্যন্তরে গমন করিয়া সকল রূপ অব্যক্তভাবে দৃষ্ট হয়। বিগুণিত দোষ দ্বিতীয়পটলে অবস্থিতি করিলে দৃষ্টিবিকৃতি ঘটে। দোষ তৃতীয়পটলে অবস্থিতি করিলে বস্তু সকল বিকৃতভাবে দৃষ্ট এবং চতুর্থ পটলে অবস্থিত হইলে তিমিররোগ হয়। (সুশ্রুত উত্তরত° ৮ অ°)

ভাবপ্রকাশমতে প্রথম পটলে দোষের সঞ্চয় হইলে কখন অস্পষ্ট, কখন বা স্পষ্টভাবে দর্শন হয়। প্রথম পটল শব্দে চতুর্থ পটল বুঝিতে হইবে, বাহ্যপটল নহে। দৃষ্টির অভ্যন্তরস্থিত পটলে দোষসঞ্চিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে একএকটী পটল প্রাপ্ত হয়। দোষ দ্বিতীয়পটলাশ্রিত হইলে নানাপ্রকার দৃষ্টিবিভ্রম হয়, দূরস্থিত বস্তু নিকটে এবং নিকটস্থিত বস্তু দূরে বলিয়া বোধ হয়, অতি যত্নেও সূচিকাছিদ্র দেখা যায় না।

তৃতীয়পটলে দোষ অধিষ্ঠিত হইলে উর্দ্ধদিকে দর্শন এবং অধোদিকে কিছুই দেখা যায় না। উর্দ্ধদিকে স্থূলকায় পদার্থ সকল বস্ত্রাবৃতের ন্যায় বোধ হয় ও এক বস্তুকে নানারূপে দেখা যায়।

কুপিত দোষ বাহ্যপটলে অবস্থান করিলে দৃষ্টিরোধ হয়, তাহাকে তিমির এবং কেহ কেহ বা লিঙ্গনাশ কহিয়া থাকেন। (ভাবপ্র°) [অন্যান্য বিবরণ নেত্ররোগ দেখ।]

পাটয়তি দীপ্যতে যঃ, পট-অলচ্। (পুং স্ত্রী) ৮ গ্রন্থ। ৯ বৃক্ষ। শব্দরত্নাবলীতে বৃক্ষস্থানে বৃন্ত এইরূপ পাঠান্তর লিখিত আছে। ১০ কাসমর্দ্দবৃক্ষ। ১১ কার্পাস বৃক্ষ। ১২ পটোলবৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

পটলক (পুং) রাশি, স্তূপ।

"পটলকে স্থিতমাভরণম্"। (কথাসরিৎ ৪৩।২৭)

পটলপ্রান্ত (স্ত্রী) পটলস্য ছদিসঃ প্রান্তং। গৃহচালিকার অস্তভাগ। চলিত ছাঁচি, ছাচ। পর্য্যায় বলীক, নীব্র। (অমর)

পটলী (স্ত্রী) পটল-ঙীষ্। ছদি, চলিত চাল। (হেম)

পটব, ১ জনপদভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৫৪)

পটবর্দ্ধন (পট্টবর্দ্ধন) দাক্ষিণাত্যবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণশ্রেণীভেদ। ইহাদের মধ্যে হারীত, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ, গৌতম, কাশ্যপ প্রভৃতি চারিটী গোত্র প্রচলিত দেখা যায়, প্রাচীন শিলালিপিতে এই বংশ পট্টবর্দ্ধিনী বলিয়া উল্লিখিত আছে।

পটবাপ (পুং) পট উপ্যতে প্রাচুর্য্যেণ হীয়তে যত্র। পট-বপ-ঘঞ্। বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। (ত্রিকা°)

পটবাস (পুং) পটস্য পটনির্ম্মিতো বা বাসঃ। ১ বস্ত্রগৃহ। ২ শাটী। (শব্দর°) পটং বাসয়তি সুরভি করোতি-পট-বাস-অণ্। ৩ বস্ত্রসুরভিকরণ-দ্রব্যভেদ, যে বস্তু দ্বারা কাপড় সুগন্ধ হয়। বৃহৎসংহিতায় ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ লিখিত আছে,—ত্বক্ ও উশীরপত্র যথাভাগে অর্দ্ধ পরিমাণে সূক্ষ্মা এলা সংযুক্ত করিয়া চূর্ণ করিতে হইবে এবং ইহা মৃগকর্পূরে প্রবোধিত করিলে উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়, ইহাকে পটবাস কহে।

(বৃহৎস° ৭৭।১২)

পটবাসক (পুং) পটো বাস্যতেঽনেনেতি পট-বাস-ঘঞ্, ততঃ স্বার্থে কন্। পটবাসচূর্ণ, পর্য্যায় পিষ্টাত।

পটবেশ্মন্ (ক্লী) পটনির্ম্মিতং বেশ্ম। বস্ত্রগৃহ, তাঁবু।

পটব্য (ত্রি) পটবে হিতং পটু-যৎ। (তস্মৈ হিতং। পা ৫।১।৫) পটুবিষয়ে হিতকর।

পটহ (পুং ক্লী) পটেন হন্যতে ইতি পট-হন ড, বা পটৎ শব্দং জহাতি পটহ-ড নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ আনকবাদ্য, ঢক্কাবাদ্য। যুদ্ধে বাদ্যমান ঢক্কা, জয়ঢাক্, যুদ্ধসময়ে সৈন্যদিগের উৎসাহ দিবার জন্য এই ঢক্কা বাদিত হয়। পর্য্যায় আড়ম্বর। ২ সমারম্ভ। ৩ হিংসন। (শব্দর°)

পটহঘোষক (পুং) যে ব্যক্তি ঢাক বাজাইয়া ঘোষণা করে।

পটহতা (স্ত্রী) পটহের ভাব বা ধ্বনি।

পটহভ্রমণ (ত্রি) গ্রামস্থ ব্যক্তিবর্গকে একত্র সমাবেশের জন্য যে ঢাক বাজাইয়া গমন করে।

পটাক (পুং) পটতি গচ্ছতীতি পট আক নিপাতনাৎ সাধুঃ। পক্ষিবিশেষ। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

পটাকা (স্ত্রী) পটাক-টাপ্। পতাকা। (শব্দর°)

পটাক্ষেপ (পুং) রঙ্গভূমে নাটকের প্রতি গর্ভাঙ্কে দৃশ্য পরিবর্ত্তন জন্য যে নির্দ্দিষ্ট চিত্রপট থাকে, তাহার ক্ষেপণ।

পটালুকা (স্ত্রী) পট ইব অলতীতি পট-বাহুলকাৎ উক-ততষ্টাপ্। জলৌকা। (ত্রিকা°)

পটি (স্ত্রী) পট-ইন্। ১ পটভেদ। ২ বাগুলি। ৩ কুম্ভিকা, পানা।

পটিকা (স্ত্রী) পটি স্বার্থে কন্, ততষ্টাপ্। ১ পটি, বস্ত্র। ২ যবনিকা, পর্দ্দা।

পটিমন্ (পুং) পটোর্ভাবঃ পটু পৃষোদরাদিত্বাৎ ইমনিচ্ (পা ৫।১।১২২) পটুত্ব।

পটিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন পটুঃ পটু-ইষ্ঠন্ (অতিশায়নে

তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫) অতিশয় পটু।

পটী (স্ত্রী) পট-ইন্, বাহুলকাৎ ঙীপ্। বস্ত্রভেদ, যবনিকা, পর্দ্দা।

পটীয়স্ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন পটুঃ, পটু-ইয়সুন্ (দ্বিবচন-বিভজ্যোপপদে তরবিয়সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭) অতিশয় পটু।

পটীর (ক্লী) পটতীতি পট-গতৌ ঈরন্ (শৄ পৄ কটি পটি শৌটিভ্য ঈরন্। উণ্ ৪।৩০)। ১ তুঙ্গ, উচ্চ। ২ মূলক। ৩ কেদার। ৪ বারিদ। ৫ বেণুসার, বংশলোচন। ৬ বাতিক। ৭ চন্দন। ৮ খদির। ৯ উদর। ১০ কন্দর্প। ১১ হরণীয়। ১২ চালনী। ১৩ রমণীয়। ১৪ সন্ধিবাহ। (বৈদ্যকনি°)।

পটু (ত্রি) পাটয়তীতি পট-গতৌ ণিচ্ ততঃ উ, পটাদেশশ্চ। (ফলি পাটীতি। উণ্ ১।১৯) ১ দক্ষ।

"অনুভবন্ নবদোলমৃতূৎসবং
পটুরপি প্রিয়কণ্ঠজিঘৃক্ষয়া॥" (রঘুব° ৯।৪৬)

২ নীরোগ, রোগমুক্ত। ৩ চতুর। ৪ মধুর। (রঘু ৯।৭০) ৫ তীক্ষ্ণ। ৬ স্ফুট। ৭ নিষ্ঠুর। ৮ ধূর্ত্ত। (জটাধর) (ক্লী) ৯ ছত্রা। ১০ লবণ। ১১ পাংশুলবণ। (রত্নমা°)। (পুং) ১২ পটোল। ১৩ পটোলপত্র। ১৪ কাণ্ডীর লতা। ১৫ কারবেল্ল। ১৬ চোরক নামক গন্ধদ্রব্য। ১৭ শিশু। (রাজনি°) ১৮ চীনকর্পূর। ১৯ জীরক। ২০ বচা। ২১ ছিক্কিণী, হেঁচেতা। (বৈদ্যকনি°)

পটু, শ্রীকণ্ঠচরিতরচয়িতা মঙ্খের সমসাময়িক একজন কবি।

পটুক (পুং) পটু স্বার্থে কন্। পটোল। (শব্দরত্না°)

পটুকল্প (ত্রি) ঈষদূনঃ পটুঃ পটু-কল্পপ্। ঈষদূন পটু, পটু হইতে একটু কম।

পটুকোট্টই, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তঞ্জাবুর জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৯০৯ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহসীলের সদর। তঞ্জাবুর হইতে ২৭ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর নায়কবংশীয় রাজা বিজয়রাঘব নির্ম্মিত একটী কেল্লা আছে।

পটুজাতীয় (ত্রি) পটুপ্রকারঃ, পটু-জাতীয়র্। পটুপ্রকার।

পটুতা (স্ত্রী) পটোর্ভাবঃ, পটু-তল্, টাপ্। দক্ষতা, কুশলতা, পটুত্ব।

পটুতৃণক (ক্লী) পটু লবণং তৎপ্রচুরং তৃণং ততঃ কন্। লবণতৃণ। (রাজনি°)

পটুতূলক (ক্লী) লবণতৃণ। (রাজনি°)

পটুত্রয় (ক্লী) লবণত্রয়, বিট্, সৈন্ধব ও সৌবর্চ্চ লবণ। (বৈদ্যকনি°)

পটুত্ব (ক্লী) পটু ভাবে ত্ব। পটুতা, দক্ষতা।

পটুপত্রিকা (স্ত্রী) পটু পত্রং যস্যাঃ, কপ্ টাপি অত ইত্বং। ১ ক্ষুদ্র চঞ্চুক্ষুপ। (রাজনি°)। ২ ক্ষীরিকা।

পটুপর্ণিকা (স্ত্রী) পটু পর্ণং যস্যাঃ, কপ্ টাপ্ অত ইত্বং। ক্ষীরিণীবৃক্ষ। (রাজনি°)

পটুপর্ণী (স্ত্রী) পটুপর্ণ-ঙীষ্ (পাককর্ণপর্ণপুষ্পফলেতি। পা ৪।১।৬৪) স্বর্ণক্ষীরী।

পটুমৎ (পুং) অন্ধ্রবংশীয় এক রাজা। (ভাগবত পু°) পুরাণান্তরে পটুমান্ ও পটুমায়ি এইরূপ পাঠান্তর আছে।

পটুমিত্র (পুং) রাজপুত্রভেদ।

পটুয়া, হিন্দু ও মুসলমান জাতীয় চিত্রকরভেদ। কাগজাদির উপর চিত্র অঙ্কনই ইহাদের ব্যবসা।

পটুয়াখালি, বাঙ্গালার বাখরগঞ্জ জেলার একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ১২২১ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগরসংখ্যা ১০০১ পটুয়াখালি বউফল, গুলসাখালী ও গুলাহিপা প্রভৃতি স্থানই পুলিশের সদর। পটুয়াখালি বা লক্ষাদি নগরই এখানকার প্রধান সদর।

পটুরূপ (ত্রি) প্রশস্তঃ পটুঃ। পটু-রূপপ্। অতিশয় পটু।

পটুশ (পুং) রাক্ষসভেদ। (ভারত বনপ° ২৮৪ অ°)।

পটুস (পুং) রাজভেদ। (হরিব" ১১৭ অ°)।

পটেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সাতারা হইতে ৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানকার পটেশ্বর নামক পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে ৫টী গুহা আছে। এই গুহা ও তৎসংলগ্ন বাটিকাদি ব্যতীত এখানে আরও কয়টী মন্দির দেখা যায়। ঐ মন্দির ও গুহা সকলে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

পটোকা, অগ্নিক্রীড়ার দ্রব্যবিশেষ। চীনদেশ হইতে আনীত লাল পটোকার বারুদ থাকে, আগুন দিলে পটাশ করিয়া শব্দ হয়। এতদ্ব্যতীত তালপটোকা, ভুঁইপটোকা প্রভৃতি বাজীও আমাদের দেশে নির্ম্মিত হয়।

পটোটজ (ক্লী) পটস্য ছদিসঃ উটে তৃণাদৌ জায়তে যৎ, জন-ড। ছত্রাক। (শব্দর°)

পটোল (ক্লী) পট গতৌ পট-ওলচ্ (কপিগড়ি গণ্ডীতি। উণ্ ১।৬৭) ১ বস্ত্রভেদ। (মেদিনী) গুর্জ্জরদেশীয় বিচিত্র পট্টবস্ত্র, ইহাকে পটোল কহে। (পুং) ২ স্বনামপ্রসিদ্ধ লতিকাফল। (Trichosanthes dioica), স্বনামখ্যাত ফলশাকবিশেষ, পল্তা লতা। পর্য্যায়—কুলক, তিক্তক, পটু, কর্কশফল, কুলজ, বাজিমান, লতাফল, রাজফল, বরতিক্ত, অমৃতাফল, কটুফল, কটুক, কর্কশচ্ছদ, রাজনামা, অমৃতফল, পাণ্ডু, পাণ্ডুফল, বীজগর্ভ, নাগফল, কুষ্ঠারি, কাসমর্দ্দন, পঞ্জর, আজীফল, জ্যোৎস্নী, কচ্ছুঘ্নী। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ, সারক, পিত্ত, কফ, কণ্ডুতি (চুলকণা), অসৃক্, জ্বর ও দাহনাশক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে পাচন, হৃদ্য, বৃষ্য, লঘু, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, কাসদোষ ও ক্রিমিনাশক। পটোলমূল বিরেচনকর, পটোল-পত্র পিত্তনাশক ও তিক্ত। (ভাবপ্র°)

পঞ্জাব, উত্তরভারতের সমতল ক্ষেত্র, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রভৃতি নানা স্থানে এই লতা জন্মে। ইহার ফলই সাধারণতঃ পটোল নামে খ্যাত। স্থানভেদে ইহার নামের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। বাঙ্গালায় পটোল, উড়িষ্যায় পটল, গুজরাতী—পোড়ল, হিন্দী—পরবর, পলবল; তামিল—কম্বু পুড়লাই, তেলগু—কমু পোট্‌লা, মলয়—পটোলম্।

এই লতাবিশেষের পত্র, ফল ও শিকড় ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পটোলপত্র সাধারণ ‘পলতা’ নামে প্রসিদ্ধ। পিত্তাধিক্যে ও জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহার গুণ—বীর্য্য-কর, লঘু, মুখরোচক, তিক্ত ও পুষ্টিকর। পলতার কচি ডগার গুণ পুষ্টিকর ও জ্বরঘ্ন। অপক্ব ফলের গুণ শীতল ও রোচক। ব্যঞ্জনাদিতে পটোল খাইতে সুমিষ্ট লাগে। কাঁচা ফল ছেঁচিয়া তাহার রস অন্যান্য ঔষধের অনুপানরূপে ব্যবহৃত হয়। সুশ্রুতমতে ইহার শিকড়ের কন্দের গুণ বিরেচক। পিত্তাধিক্য জ্বরে পলতা ও ধনে সমভাগে সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিলে জ্বরনাশ ও ‘দাস্ত সাফ’ হয়। সুরাসারে রাখিয়া কাঁচা পটোল হইতে যে নির্য্যাস বাহির হয়, তাহা রেচক ঔষধ মধ্যে গণ্য। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে উদরী ও কুষ্ঠরোগ-চিকিৎসায় পটোল বিশেষ উপ-কারী। পটোল ফলের আকৃতি একটু লম্বা ও গোল, উপরের ছাল মসৃণ, কাঁচা বেলায় ইহার বর্ণ সবুজ এবং পাকিলে কমলা-নেবুর ন্যায় হরিদ্রাসংযুক্ত রক্তাভ দেখায়। পটোলের মোরব্বা খাইতে উত্তম লাগে। পটোলের মধ্যে মাছ বা মাংস পুরিয়া ভাজিয়া খাইতে ভাল। য়ুরোপীয়েরাও নানারূপ ব্যঞ্জনাদি ও চাট্‌নিতে পটোল ব্যবহার করিয়া থাকে।

পটোলক (পুং) পটোল ইব কায়তি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক। শুক্তি। (শব্দমা°)

পটোলপত্র (স্ত্রী) ১ বল্লীশাকভেদ। ২ পলতা।

পটোলাদি (পুং) সুশ্রুতোক্ত গণভেদ। পটোলপত্র, চন্দন, (রক্ত চন্দন) মূর্ব্বা, গুড়ূচী, আকনাদি ও কটুকী। মিলিত সকল দ্রব্য পটোলাদিগণ। ইহার গুণ—পিত্ত, কফ ও অরুচি-নাশক, ব্রণের হিতকর এবং বমন, কণ্ডু ও বিষনাশক। (সুশ্রুত)

ভৈষজ্যরত্নাবলীর মতে—পটোলপত্র, শুলফ, মুথা, বাসক-ছাল, দুরালভা, চিরাতা, নিমছাল, কটুকী ও ক্ষেতপাপড়া মিলিত দুই তোলা। জল ॥৹ সের শেষ ৵৹ পোয়া। এই কাথ পানে অপক্ব বসন্ত প্রশমিত ও পক্ব বসন্ত শুষ্ক হয়। বিস্ফোটক জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারী। (মসূরিকাধিকার)

অন্যপ্রকার—পটোলপত্র, শুঁঠ, ত্রিফলা, রাখালশশার মূল, বলাডুমুর, কটকী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুলফ প্রভৃতির কাথ মধুর সহিত পান বা মুখে ধারণ করিলে মুখরোগ নষ্ট হয়। (মুখরোগাধিকার)

পটোলাদিকাথ, পটোলপত্র, কটকী, শতমূলী, ত্রিফলা, গুলঞ্চ মিলিত ২ তোলা, জল ॥৹ সের শেষ ৵৹ পোয়া। এই কাথ পান করিলে দাহযুক্ত পৈত্তিক বাতরক্ত ভাল হয়। (ভৈষজ্যরত্না° বাতরক্তাধিকার)

পটোলাদ্যঘৃত (ক্লী) চক্রদত্তোক্ত ঘৃতভেদ। ঘৃত /৪ সের কাথার্থ পটোলপত্র, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসকছাল, ত্রিফলা, দুরালভা, ক্ষেতপাপড়া, বলাডুমুর, প্রত্যেক ১ পল, আমলকী ২ সের, কুড়চিছাল, মুথা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও পিপুল মিলিত ১ সের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃতসেবনে চক্ষুরোগ ও অন্যান্য রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্নাবলী নেত্ররোগাধিকার)

পটোলিকা (স্ত্রী) স্বাদুপটোল, ঝিঙ্গা। ইহার গুণ স্বাদু, পিত্তঘ্ন, রুচিকৃত, জ্বরঘ্ন, বলকর, দীপন ও পাচন। (রাজনি°)

পটোলী (স্ত্রী) পটোল জাতিত্বাৎ ঙীষ্। জ্যোৎস্নী, ঝিঙ্গা।

"পটোলী মুস্তকাভ্যাঞ্চ বাসকেন চ নাশয়েৎ ॥"

(গরুড় ১৯৮ অ°)

পট্ট (ক্লী) পট-গতৌ ক্ত ইড়ভাবঃ। ১ নগর। (শব্দর°) (পুং) ২ পেষণ-পাষাণ, চলিত শিলা। ৩ ব্রণাদির বন্ধন, পটি। ৪ রাজাদির শাসনান্তর, চলিত পাট্টা। ভূম্যধিকারীর নিকট কোন জমী লইতে হইলে তাহার পাট্টা লইতে হয়।

"তদাস্মাৎ পুত্র ! নিষ্কৃষ্য মদঙ্গুলীয়কাৎ।
বাচ্যস্তে শাসনং পট্টে সূক্ষ্মাক্ষরনিবেশিতম্ ॥" (মার্ক° পু° ৩৬।৮)

৫ পীঠ, পিঁড়ি। ৬ ফলক, ঢাল। ৭ উষ্ণীষাদি, চলিত পাগ্। ৭ উত্তরীয়াদি, চলিত একপাট্টা।

"গলিতমিব ভুবো বিলোক্য রামং
ধরণিধরস্তনশুক্লপট্টচীনম্ ॥" (ভট্টি ১০।৭০)

৮ কৌষেয়, পাট্, রেশম। ৯ লোহিত কৌষেয় উষ্ণী-যাদি। (ভরত) রাজারেশমীপাগ্।

রাজগণ মস্তকে কিরীটস্বরূপ যে পট্ট ব্যবহার করেন, তাহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

"আচার্য্যগণ পট্টের নিম্নলিখিতরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে পট্টের মধ্য ৮ আঙ্গুল বিস্তৃত, এইরূপ পট্ট রাজগণের শুভজনক। সপ্তাঙ্গুল বিস্তৃত হইলে রাজমহিষী এবং ৬ অঙ্গুল বিস্তৃত স্থলে যুবরাজের শুভ হয়। মধ্য চতুরঙ্গুল বিস্তীর্ণ পট্ট সেনাপতির শুভ। দ্বি অঙ্গুল বিস্তৃত পট্ট প্রাসাদপট্ট নামে

অভিহিত হয়। এই পাঁচপ্রকার পট্ট। সকল পট্টই বিস্তারের দ্বিগুণ দীর্ঘ, আর পার্শ্ব বিস্তারের অর্দ্ধ হইবে। পঞ্চশিখাযুক্ত পট্ট নৃপতির, ত্রিশিখযুক্ত পট্ট যুবরাজ ও রাজমহিষীর এবং একশিখ পট্ট সেনাপতির শুভজনক। শিখাহীন প্রাসাদপট্টও রাজগণের শুভদ। যদি পট্টের পত্র সুখে বিস্তার প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ভূমিপতির বৃদ্ধি ও জয় এবং প্রজাগণের সুখসম্পদ্ লাভ হয়। পট্টমধ্যে ব্রণ সমুৎপন্ন হইলে রাজা বিনষ্ট হয়। যাহার মধ্যদেশ স্ফুটিত হয়, তাহা পরিত্যাজ্য। যে পট্টে কোন প্রকার অশুভ চিহ্ন না থাকে, রাজগণের তাহাই শুভফলপ্রদ। (বৃহৎসংহিতা ৪৯ অ°) ১০ রাজসিংহাসন। ১১ চতুষ্পথ, চৌমাথা রাস্তা। ১২ শাকভেদ, পাট্‌শাক।

পট্টক (পুং) পট্ট এব ইত্যর্থে স্বার্থে কন্। ১ পট্ট। ২ তাম্রাদি ধাতু যাহাতে রাজকীয় দানাদির বিষয় খোদিত হয়। ৩ উৎকীর্ণ শাসনাদি। ৪ মোকদ্দমার নথি। ৫ পাগড়ীর জন্য রেশমী বস্ত্র। ৫ বৃক্ষবিশেষ।

পট্টজ (ক্লী) পট্টাৎ কোষেয়াৎ জায়তে জন-ড। ১ বস্ত্রভেদ, পট্টবস্ত্র, চেলী, তসর বা গরদের কাপড়।

"ঊর্ণঞ্চ রাঙ্কবঞ্চৈব পট্টজং কীটজং তথা।
কুটীকৃতং তথৈবানাৎ কমলাভং সহস্রশঃ॥"
(ভারত ২।৫০।২৩)

পট্টদকল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বিজাপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ইহার প্রাচীন নাম কিশুবোলল বা পট্টদ-কিশুবোলল। মালপ্রভা নদীর বামকূলে বাদামী হইতে ৪ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫° ৫৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৫২´ পূঃ। এই নগরে অনেকগুলি প্রধান মন্দির ও শিলাফলক উৎকীর্ণ আছে। প্রাচীর-পরিবেষ্টিত ৪ একার ভূমির মধ্যে ৮টী বড় ও ৬টী ছোট মন্দির আছে। বড় মন্দিরগুলির গঠন ও কারুকার্য্য দ্রাবিড়দেশীয় বলিয়া বোধ হয়। এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরে বিরূপাক্ষের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। জৈনমন্দিরাদির অনুকরণে এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে আরও কতকগুলি বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুহা মধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। বিরূপাক্ষের সম্মুখস্থ গৃহে তিনটী পদ্মের উপর লক্ষ্মীদেবী আসীন, দুইদিকে হস্তিদ্বয় তাঁহার মাথার উপর শুণ্ডে কলসী ধারণ করিয়াছে। দেয়ালের গাত্র হইতে যে চতুষ্কোণাকৃতি স্তম্ভ বাহির করা আছে, তাহার গাত্রে যে সকল স্ত্রীমূর্ত্তি খোদিত, তাহাদের মাথার কেশ বিন্যাস দেখিলে কোঙ্কণস্থ দেবদাসী রমনীদিগের মনে পড়ে। ইহার উপরিভাগে 'কীর্ত্তিমুখ'দিগের চিত্র অঙ্কিত আছে। গর্ভপীঠের দ্বারের সম্মুখে কতকগুলি স্ত্রীমূর্ত্তি এবং চৌকাঠের কপালীতে ও কার্ণিশে দেবীমূর্ত্তি সকল অনুচরবর্গের সহিত শোভিত রহিয়াছে। বাহিরের দেয়ালে বিষ্ণু ও শিবের নানাপ্রকার মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। এই মন্দির চালুক্য প্রভৃতি রাজগণের সময়কার। সর্ব্বসমেত ১২ খানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। অন্যান্য মন্দিরগুলির মধ্যে মল্লিকার্জ্জুন, সংগ্রামেশ্বর, চন্দ্রশেখর, বেলগুড়ি, গোলোকনাথ, আদিকেশ্বর, বিজয়েশ্বর, পাপবিনাশন বা পাপনাথ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। পাপবিনাশন প্রভৃতি দুএকটী শিবমন্দিরের দ্বারদেশের উপরিভাগে রাম, রাবণ, খর, দূষণ, সুর্পনখা, লক্ষ্মণ, সীতা, জটায়ু, শেষনাগ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত আছে। সংগ্রামেশ্বর মন্দিরে উৎকীর্ণ সিন্দরাজ ২য় চাবুন্দার শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে, তিনি পশ্চিম চালুক্যরাজ ৩য় তৈলের অধিকার স্বীকার করিতেন। ইনি স্বয়ং, স্ত্রী দেমাল দেবী ও পুত্র ২য় আচি তিনজনে একত্র কিশুবোললের বিজয়েশ্বর শিবপূজার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অনেক ভূমি দান করেন। পট্টদ কিশুবোলল ইঁহাদের রাজধানী ছিল।

পট্টদেবী (স্ত্রী) পট্টে সিংহাসনে স্থিতা, তদর্হা বা দেবী। মহাদেবী, পাট্‌রাণী। রাজাদিগের প্রধানা মহিষীকে পাট্‌রাণী কহে।

পট্টন (ক্লী) পটন্তি গচ্ছন্তি বাণিজ্যে যত্র। পট গতৌ বাহুলকাৎ তনপ্। পত্তন। (দ্বিরূপকোষ)

পট্টনী (স্ত্রী) পট্টন-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পত্তন। (দ্বিরূপকোষ)

পট্টমঙ্গলম্, মদুরা জেলার অন্তর্গত একটী নগর, রামনাদ হইতে ১২ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এ স্থানে পাণ্ড্যরাজগণের নির্ম্মিত শিবমন্দির আছে।

পট্টমহিষী (স্ত্রী) পাটরাণী, রাজার প্রধানা স্ত্রী, পট্টদেবী।

পট্টরঙ্গ (ক্লী) পট্টং বস্ত্রং রজ্যতেঽনেন পট্ট-রন্জ ঘঞ্। পত্তরঙ্গ, পত্রাঙ্গ, বকম্ কাঠ।

পট্টরঞ্জক (ক্লী) পট্টানাং বস্ত্রানাং রঞ্জনং ততঃ কন্। পত্তরঙ্গ। (রাজনি°)

পট্টরাজ, মহারাষ্ট্রদেশীয় পূজারী ব্রাহ্মণের উপাধি।

পট্টরাজ্ঞী (স্ত্রী) পট্টার্হা রাজ্ঞী, পাট্‌রাণী।

পট্টলা (স্ত্রী) ১ জমি বিভাগ, জেলা। সম্প্রদায়।

পট্টবন্ধোৎসব, দাক্ষিণাত্যবাসী হিন্দুরাজগণের রাজ্যাভিষেক সময়ে এই উৎসব হইয়া থাকে। সম্ভবতঃ অভিষেককালে তাহাদের কোমরে পট্ট বন্ধনী দেওয়া হয় বলিয়া এই নাম হইয়াছে। চালুক্যবংশীয় রাজা বিক্রমবর্ষের শিলালিপিতে এই উৎসবের কথা লিখিত আছে। উৎসবোপলক্ষে রাজগণ অনেক ভূমিদান করিয়া থাকেন।

পট্টশাক (পুং) শাকভেদ। পাট্শাক, নালিতা শাক। ইহা রক্তপিত্তনাশক, বিষ্টম্ভী ও বাতবর্দ্ধক। (ভাবপ্র°)

পট্টশালী, ধারবাড়প্রদেশবাসী তন্তুবায় জাতি। রেশমের বস্ত্রাদি বয়ন করে বলিয়া ইহাদের এই নাম হইয়াছে *। ইহাদের কোনরূপ পদবী নাই, একমাত্র নামই ইহাদের জাতিসংজ্ঞানির্দ্দেশক। কর্ণাটের উত্তরস্থ বাসবমূর্ত্তি, বেল্লারির নিকটবর্ত্তী পার্ব্বতী ও বীরভদ্রের মূর্ত্তিই ইহাদের প্রধান উপাস্য। স্বভাবতঃ ইহারা দৃঢ়কায় ও সবল, সাধারণতঃ লিঙ্গায়তদিগের মত। ইহারা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাসভূমিও বেশ পরিপাটী, একতালা ঘর। খাদ্যাদি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর মত। সকলেই নিরামিষভোজী; মাছ, মাংস বা মদ্য কেহই স্পর্শ করে না। বেশভূষাও সাধারণ হিন্দুর অনুরূপ। পুরুষেরা স্ত্রীলোকের মত কাণে মাকড়ী ও হাতে আংটী ধারণ করে। স্ত্রীলোকেরা কাণে, অঙ্গুলিতে, নাকে ও পদাঙ্গুলে মাকৃড়ীর মত অলঙ্কার এবং হাতে বালা তাগা ও গলায় হার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের গহনা পরিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই 'লিঙ্গ' ধারণ করে। বস্ত্রবয়নই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিশ্রম করে। স্ত্রীলোক এবং বালকেরা তাহাদের কার্য্যে সহায়তা করে। হিন্দুর পর্ব্বদিনে ইহারা কার্য্য করে না। ব্রাহ্মণদিগের উপর ইহাদের বড় আস্থা নাই, এজন্য ব্রাহ্মণদের উপাস্য দেবতাকেও ইহারা বিশেষ মান্য করে না। ইহারা গোঁড়া লিঙ্গায়ত। বিবাহ এবং ব্রতাদি কার্য্যে লিঙ্গায়ত পুরোহিত ডাকাইয়া ইহারা কার্য্য করায়। চিক্কেরিস্বামী নামে ইহাদের একজন সাধারণ গুরু আছে, নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত সুলতানপুরে তাহার বাস।

ভৌতিক ক্রিয়া, ভোজবাজী প্রভৃতিতে ইহাদের দৃঢ়বিশ্বাস। পুত্র প্রসূত হইলে তাহার নাড়ী কাটিয়া জাতপুত্রের মুখে রেড়ীর তেল দিয়া মাতা ও পুত্রকে স্নান করাইয়া দেয়। পাঁচদিন পর্য্যন্ত সপরিবারের অশৌচ থাকে। পঞ্চমদিনে ধাই আসিয়া ষষ্ঠীমূর্ত্তি স্থাপন করে। গর্ভিণীমাতাকে ঐ মূর্ত্তি পূজা করিতে হয়। পরে উপস্থিত পাঁচজন সধবাকে ছোলা দিতে হয়। ছয়দিনে লিঙ্গায়ত পুরোহিত আসিয়া মৃত্তিকার উপরে পিটুলির গুঁড়া দিয়া আটটী রেখাযুক্ত একটী চিত্র অঙ্কিত করিয়া ২টা পাণ, ১টা সুপারি ও ২টা পয়সা দিয়া জাত শিশুকে তাহার উপর শয়ন করাইয়া রাখে। পরে জাতশিশুর পিতা-বা মাতুলের বামহস্তে একটী 'লিঙ্গ' রাখিয়া চিনি, মধু, দুগ্ধ ও দধিযোগে নয়বার ধোয়াইয়া তাহার উপরে ১০৮ বার সাদা সূতা পাকাইয়া দেওয়া হয়। ঐ সূতা সমেত লিঙ্গটী রেশমের বস্ত্রে আবৃত করিয়া শিশুর গলায় বাঁধিয়া দিয়া থাকে। অতঃপর পুরোহিত তিনবার শিশুর গায়ে পা ঠেকাইয়া আশীর্ব্বাদ করে ও মাতার কোলে পুত্রটীকে শোয়াইয়া দেয়, মাতাও পুরোহিতকে প্রণাম করে। ত্রয়োদশদিনে জাতবালকের পিসি (পিতার ভগিনী) আসিয়া পুত্রের নামকরণ করে, এই জন্য তাহাকে একটী জামা পারিতোষিক দেওয়া হয়।

বিবাহের প্রথমদিন বর ও কন্যা উভয়কেই হরিদ্রা ও তৈল মাখাইয়া স্নান করায়, পরে লিঙ্গায়ত পুরোহিত, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়কুটুম্ব একত্র ভোজন করান হয়। এই ভোজের নাম 'অরিষানদ উতা' অর্থাৎ বর বা কন্যার মঙ্গলকামনা ও মাঙ্গার্থ ভোজ। দ্বিতীয়দিনে 'দেবকার্য্যাড উতা' (অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে দত্ত ভোজ্যকার্য্য সম্পাদন) হয়। বিবাহ রাত্রে জাতিকুটুম্ব একত্র হইয়া বিবাহসভায় উপস্থিত হয় এবং পাণ সুপারি বিদায় পাইয়া থাকে। পাঁচটী সধবা স্ত্রীলোক যাহারা কন্যার ভার গ্রহণ করে, তাহাদিগকে 'অদগিত্তেরু' ও যে দুই ব্যক্তি বরের সাহচর্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহারা 'হওগিরেরু' নামে কথিত হয়। ঐদিনে জাতির মোড়ল 'গন্ধ'কেও নিমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। তাহাকে পাঁচ দফা পাণ ও সুপারি উপঢৌকন দিতে হয়। বিবাহের পর তৃতীয় দিনে কন্যার পিতা বরের হস্তে কাপড়, চাউল, জলপাত্র প্রভৃতি দ্রব্য দিয়া থাকেন। অতঃপর বর ও কন্যাকে উচ্চাসনে বসাইয়া লিঙ্গায়ত পুরোহিত আশীর্ব্বাদার্থ উভয়ের মস্তকে ধান ছড়াইয়া দেয়, সেই সঙ্গে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কন্যার গলায় মঙ্গলসূত্র বাঁধিয়া পরে উভয়কেই আলো জ্বালিয়া বরণ করে। ইহাই বিবাহের শেষ কার্য্য। যে সকল স্ত্রীলোক ও পুরুষ বর ও কন্যার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে, তাহারাও উপযুক্ত আহার্য্য উপহার পায়।

লিঙ্গায়তদিগের ন্যায় ইহারা শব পুঁতিয়া রাখে। জন্ম এবং মৃত্যুতে কেবল পাঁচদিন মাত্র অশৌচ। স্ত্রীলোকের আর্ত্তবেও তিনদিন অশৌচবিধি প্রচলিত আছে। বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহে কোন বাধা নাই। সামাজিক গোলমাল উপস্থিত হইলে গ্রাম্য পঞ্চায়তেরাই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া দেয়।

পট্টসূত্রকার, জাতিবিশেষ। গুটিপোকার চাস ও রেশমের সূত্রাদি প্রস্তুত করা ইহাদের ব্যবসা।

পট্টা, মহারাষ্ট্রীয়দিগের তরবারিভেদ।

পট্টাচার্য্য, ১ দাক্ষিণাত্যবাসী প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উপাধি। ২ পট্টধর, জৈনদিগের এক এক গচ্ছের সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য।

পট্টার (পুং) পট্টমৃচ্ছতি ঋ-অণ্। দেশভেদ।

* কনাড়ীভাষায় 'পট' শব্দে রেশম এবং মরাঠী ভাষায় 'শালী' শব্দের অর্থ তন্তুবায় বা জাতি

পট্টারক (ত্রি) পট্টারে দেশে ভবঃ ধূমাদিত্বাৎ বুন্। পট্টারদেশভব।

পট্টাভিরাম শাস্ত্রী, তৈলঙ্গবাসী জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত। ইনি কএকখানি ন্যায়গ্রন্থ রচনা করেন। [ন্যায়শব্দ দেখ।]

পট্টার্হা (স্ত্রী) পট্টে নৃপাসনে অর্হা যোগ্যা। পাটরাণী।

পট্টিকা (স্ত্রী) পট্টিরিব কায়তি কৈ-ক, স্ত্রিয়াং টাপ্। পট্টিকাখ্য লোধ্র, রক্তবর্ণ লোধ্র। (অমরটীকা বাচস্পতি)।

ক্ষুদ্রঃ পট্টঃ স্বল্পার্থে কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্ ইত্বঞ্চ। ২ বিতস্তি-প্রমাণ বস্ত্র। ৩ পট্ট, চলিত পাটা।

"প্রাক্ সংস্কারেণ সংপ্রত্যপি ধুবতি শিরঃ পট্টিকাপাঠনেন।"

(নৈষধ ১৯।৬১)

পট্টিকাখ্য (পুং) পট্টিকা আখ্যা যস্য। রক্তলোধ্র, পাটিয়ালোধ।

পট্টিকার (ত্রি) পট্টবস্ত্রবয়নকারী।

পট্টিকালোধ্র (পুং) পট্টিকা এব লোধ্রঃ। রক্ত লোধ্র, চলিত পাটিয়ালোধ, পর্য্যায় ক্রমুক, বল্কলোধ্র, বৃহদ্দল, জীর্ণবুধ্ন, বৃহদ্বল্ক, শীর্ণপত্র, অক্ষিভেষজ, শাবর, শ্বেতলোধ্র, গালব, বৃহত্বচ, পট্টী, লাক্ষাপ্রসাদ, বল্ক, স্থূলবল্কল, জীর্ণপত্র, বৃহৎপত্র। (ভাবপ্র°) দুই প্রকার লোধ্রের গুণ কষায়, শীতল, বাত, কফ, অস্র, ও বিষনাশক, চক্ষুর হিতকর। লোধ্রকের মধ্যে বল্কলোধ্রক শ্রেষ্ঠ। ইহার গুণ গ্রাহী, লঘু, পিত্তরক্ত, পিত্তাতিসার ও শোথনাশক। (ভাবপ্র°)

পট্টিকাবাপক (পুং) যাহারা লোধ্র বপন করে।

পট্টিকাবায়ক (পুং) যাহারা রেশমের ফিতা বুনন করে।

পট্টিডিবগুলু, সিংহলদ্বীপবাসী কোই জাতির একটী শাখা। ইহারা মমিলি দেবীর উপাসনা করে। সময় সময় নরবলিও দিয়া থাকে। ইহারা মৃতদেহ দাহ করে ও পরে সেই ভস্মরাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার করিয়া মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখে। ইহারা গবাদির মাংস ভোজন করে এবং তামাকু খাইতে ভালবাসে।

পট্টিন্ (পুং) পট্টিকা লোধ্র। (অমর ২।৪।৪১)

পট্টিল (পুং) পট্টো বিদ্যতেঽস্য পট্ট অস্ত্যর্থে ইলচ্। পুতিকরঞ্জ। (Cœsalpinia bonducella) (জটাধর)।

পট্টিলোধ্র (পুং) পট্টিকালোধ্র।

পট্টিলোধ্রক (পুং) পট্টিলোধ্র স্বার্থে কন্। পট্টিকালোধ্র।

পট্টিশ (পুং) পট গতৌ বাহুলকাৎ টিশচ্। অস্ত্রবিশেষ।

"পরশুঃ পট্টিশোনাম স এব চ পরশ্বধঃ।" (অমরটীকা ভরত)

পট্টিশ অস্ত্র এক প্রকার তরবারি সদৃশ। আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদ, বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদ ও শুক্রনীতি এই তিন পুস্তকেই ইহার সমান বর্ণনা লক্ষিত হয়।

"পট্টিশঃ পুং প্রমাণঃ স্যাৎ দ্বিধারস্তীক্ষ্ণশৃঙ্গকঃ।
হস্তত্রাণসমাযুক্তোমুষ্টিঃ খড়্গসহোদরঃ॥" (বৈশম্পায়ন)

পট্টিশ অস্ত্র খড়্গের সহোদর স্বরূপ অর্থাৎ ইহার আকার খড়্গতুল্য। প্রমাণ পুরুষের মত, দুইদিকেই সমান ধার থাকিবে। অগ্রভাগ অতিশয় তীক্ষ্ণ, ইহাতে মুষ্টি (হস্তত্রাণ) থাকিবে। ইহার ক্রিয়া খড়্গক্রিয়ার ন্যায়। এই অস্ত্রের বিষয় হেমাদ্রির পরিশিষ্টে উশনার বচনে এইরূপ লিখিত আছে,—এই অস্ত্রের ত্রিবিধ দণ্ড উত্তম, মধ্যম, ও অধম। যাহা চার হাত প্রমাণ তাহা শ্রেষ্ঠ, ৩।।০ হাত মধ্যম, ৩ হাত অধম। ইহার আকার সূর্য্য বা চন্দ্র সদৃশ, বিস্তার ১৬ আঙ্গুল এবং চারিদিকে তীক্ষ্ণধারযুক্ত। ৩২ পল প্রমাণ পত্র, ৩ অঙ্গুল, অর ছয় অঙ্গুল, কোষ সপ্তাঙ্গুল। *

পট্টিস (পুং) পট-টিসচ্। অস্ত্রভেদ। পট্টিশ। পট্টিশ এই শব্দ তালব্য শ ও দন্ত্য স হয়।

পট্টী (স্ত্রী) পট্ট বাহুলকাৎ ঙীপ্। ১ পট্টিকা লোধ্র। ২ ললাটভূষা। ৩ তলসারক। ৪ অশ্ববক্ষঃস্থল বন্ধনরজ্জু। (শব্দমালা।)

পট্টী, পঞ্জাব প্রদেশের লাহোর জেলার কসুর তহসীলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। অক্ষা° ৩১° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৫৪´ পূঃ। লাহোর রাজধানী হইতে ১৯ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াং চীনপতি নামে এই নগরের উল্লেখ করিয়া যান।

বার্ণেশসাহেব লিখিয়াছেন, এই নগর সম্রাট্ অকবরের সময়ে স্থাপিত হয়।** কিন্তু অকবরের পূর্ব্বে হুমায়ুন এই পরগণা তাঁহার ভৃত্য জওহরকে দান করেন †। আবুলফজল এই স্থানকে পট্টি-হৈবতপুর বলিয়া লিখিয়াছেন ‡। এখানে যে সকল বড় বড় কবর আছে, স্থানীয় অধিবাসিগণ তাহাকে 'নোগজ' বা নয় গজ বলিয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, এইরূপ বৃহদাকার রাক্ষস সদৃশ মনুষ্যগণ উক্ত কবরে নিহিত আছে। উত্তরপশ্চিম ভারতে এরূপ অনেক কবর দেখা যায়। তদৃষ্টে অনুমান হয় যে গজনীপতি মাহ্মুদের সময়ে যে সকল গাজিসৈন্য জীবন হারাইয়াছিল, তাহাদেরই কবরের উপরে অকবরের সময়ে ঐ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল ¶।

---

* "উক্তং নালসূর্য্যাকং পট্টিসবিধির্বক্ষ্যতে।
বৎস! নিবোধ, ত্রিহস্তঃ সার্দ্ধত্রিহস্তশ্চতুর্হস্তশ্চেতি শ্রেষ্ঠমধ্যাধমানাং দণ্ডস্ত্রিবিধঃ।...তথা সূর্য্যচন্দ্রসদৃশাকারং ষোড়শাঙ্গুলবিস্তারং তীক্ষ্ণধারান্বিতং দ্বাত্রিংশৎপলং পত্রং ভবতি। তস্যারা ষড়ঙ্গুলাঃ, কোষঃ সপ্তাঙ্গুলঃ।" ইত্যাদি।
(হিমাদ্রিপরিশিষ্ট ধৃত (উশনা)

** Travels in Panjab and Bokhara II. 9.

† Memoirs of Humayan p. 112.

‡ Ainii Akbari, II. 260.

¶ Cunningham's Anc. Geo. Ind. p. 202.

হিউএন্‌সিয়াংএর বর্ণনামতে চীনপত্তি জেলার পরিধি ৩৩৩ মাইল ছিল। শকরাজ কনিষ্কের সময়েও এই নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। উক্ত রাজা চীন অতিথিদিগের বাসের জন্য এই স্থান মনোনীত করেন। চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে পিয়ারা বা পিচ ফল ছিল না। চীনবাসিগণ ঐ ফল এ দেশে আনয়ন করে।

নগরটী চারিদিকে প্রাচীরপরিবেষ্টিত এবং গৃহাদি সমস্তই ইষ্টকনির্ম্মিত। নগরের ২০০ গজ উত্তর পূর্ব্বে একটী প্রাচীন কেল্লা আছে, উহা এখন পুলিশ ও পথিকদিগের বিশ্রামাবাসে পরিণত হইয়াছে। এখানকার অধিবাসীরা সাধারণতঃই বলিষ্ঠ। অধিকাংশ লোকে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

২ অযোধ্যা প্রদেশের প্রতাপগড়জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। একটী ইষ্টকনির্ম্মিত স্তূপই ইহার প্রাচীনত্ব প্রকাশ করিতেছে। এখানে সর্ব্বসমেত ৮১৭ খানি গ্রাম আছে।

৩ জমির পরিমাণভেদ। ৪ শব্দভেদ।

পট্টিকাড়, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোচীন জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ত্রিচুর হইতে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানকার নিকটবর্ত্তী বনে অনেকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মিত দেখা যায়। স্থানটী জনমানবশূন্য, কেবল প্রাচীনত্বজ্ঞাপক পুতির মালা ও নানা পাত্রাদির চিহ্ন পড়িয়া আছে।

পট্টিকার, জাতিবিশেষ।

পট্টিকোণ্ডা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কর্ণূল জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১:৩৪ বর্গ মাইল। ২ উপবিভাগের সদর। এখানে ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী সর টমাস্ মনরোর ওলাউঠায় মৃত্যু হয়। এখানে তাঁহার স্মরণার্থ কূপ ও টোপ নির্ম্মিত আছে।

পট্টিদারী, জমির খাজনার বিলি অনুসারে জমিজমাভেদ। ইহাতে প্রত্যেক ব্যক্তি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে জমির জমা লইলেও সকলেই সেই সেই জমির পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অথবা একত্র গবর্মেণ্টের প্রাপ্য রেভিনিউ দিতে বাধ্য থাকে। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে স্থানে স্থানে এইরূপ নিয়মে জমি বিলি দেখা যায়।

পট্টিয়ালী, মান্দ্রাজ প্রদেশের কোইম্বাতোর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ধর্ম্মপুরম্ হইতে ১১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে নদুরতীরে একপ্রকার সুরঞ্জিত প্রস্তরবৎ পদার্থ (Beryls) পাওয়া যাইত। পূর্ব্বকালে রোম প্রভৃতি সুসভ্য রাজ্যে ঐরূপ দ্রব্যের প্রচুর রপ্তানী হইত। এই স্থানকে কেহ কেহ 'পড়িবুর' বলিয়া থাকেন।

পট্টিবালা (হিন্দী) আরদালী, পেয়াদা চাপরাসী প্রভৃতি। কোমরবন্ধ ও পিত্তলের তক্তি পেটীর ন্যায় ইহাদের কোমরে থাকে বলিয়া পট্টিবালা নাম হইয়াছে।

পট্টিশ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪২।)

পট্টিশ (ন) (পুং) পট্টী ভাতি স্যতি বা শো—অন্তর্ভূতণে ষো—অন্তকর্ম্মণি বা ক। অস্ত্রভেদ। (হরিব° ১৮৪ অ°)

পট্টেরক, তৃণবিশেষ। (Cyperus Hexastachyus)

পট্টীশ্বরম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তঞ্জাবুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। কুম্ভকোণ হইতে ৩॥০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির ও তাহার গাত্রে শিলাফলক দৃষ্ট হয়।

পট্টুকোট্টু, (পট্টুকোটই) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তঞ্জাবুর জেলার অন্তর্গত তন্নামধারক তালুকের সদর। তঞ্জাবুর নগর হইতে ১৩॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। নগরের পশ্চিমদিকে একটী কারুকার্য্যবিশিষ্ট প্রাচীন শিবমন্দির ও তৎসংলগ্ন একখানি শিলালিপি আছে। নগরের উপকণ্ঠবর্ত্তী মহাদ্ধমুত্রম্ নামক স্থানে আর একটী মন্দির আছে। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসীর উপরে ইংরাজের জয় উপলক্ষে তাঞ্জোররাজ প্রাচীন দুর্গের উপর নূতন একটা দুর্গ স্থাপন করেন। এই দুর্গের অভ্যন্তরে বোনাপার্টির অধঃপতন ও ইংরাজের জয় লিখিত একখানি ফলক আছে।

পট্টুভট্ট দাক্ষিণাত্যবাসী একজন কবি। তাঁহার কৃত প্রসঙ্গরত্নাবলী' কাব্যপাঠে জানা যায় যে তিনি রাজা সিংহভূপের আশ্রয়ে ১৩০৮ শকে এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বাঁধুল বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজপ্রাসাদে বাসের জন্য মহলীপত্তন হইতে ৫০ ক্রোশ দূরে কাকাবানীপুরি নামক স্থান প্রাপ্ত হন।

পট্টুরু, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ইন্দ্রনাথ স্বামীর একটী প্রাচীন মন্দির আছে। লোকের বিশ্বাস কলিযুগের প্রারম্ভে স্বয়ং ইন্দ্র আসিয়া এই মন্দির স্থাপন করেন। লোকে বলে, এই স্থান মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে আরও দুইটী প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। গদাধরস্বামীর মন্দিরের দক্ষিণাংশে যে দুইটী মন্দির ও একটী মণ্ডপ নির্ম্মিত আছে, প্রবাদ তাহা চোল রাজগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ।

পট্টেশাম, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। দুমাগেম্ব উত্তরাংশে গোদাবরী নদীর গর্ভস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এখানে প্রাচীন চারিটী মন্দিরে চারিখানি শিলালিপি আছে। স্থান-মাহাত্ম্য থাকায় দাক্ষিণাত্যবাসিগণের মধ্যে ইহা একটী পবিত্র তীর্থস্থান হইয়া পড়িয়াছে।

পট্টোপাধ্যায় (পুং) যাহারা দানপট্ট বা দানবিষয়ক পাটা লেখে।

"রাজ্ঞাপ্রদত্তে রণায় হেলুগ্রামেঽগ্রহারবৎ।

লিলেখ পট্টোপাধ্যায়ো ন যদা দানপট্টকম্॥" (রাজতর° ৫।৪০১)

পট্টোলিকা (স্ত্রী) পট্টং পট্টাখ্যং উলতি প্রাপ্নোতীতি উল-গতো ণ্বুল্, টাপি ইত্বং। ভূমির করগ্রহণের ব্যবস্থাপত্র, পাট্টা।

পট্‌বেকর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সাতারা, পাটন, ও শোলাপুরবাসী একটী জাতি। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইহারা কার্য্য উপলক্ষে গুজরাত হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কবাড়ে, কুতারে, পোৱার, শাল-গর ও শিরালকর নামে কয়টী পদবী এবং ভারদ্বাজ, কাশ্যপ, গৌতম ও নারদিক প্রভৃতি চারিটী গোত্র দৃষ্ট হয়। একপদবী ও সমগোত্র হইলে বিবাহ হয় না। স্ত্রীলোকগণের নামে হিন্দু দেবদেবীর নাম লিখিত হয়। ইহারা দেখিতে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত। পুরুষেরা মাথায় টিকি ও গোঁফ রাখে, কিন্তু সক-লেই দাড়ি কামাইয়া ফেলে। সাধারণতঃ ইহারা গৃহে গুজ-রাতী ও বাহিরে মরাঠীভাষায় কথা কয়। নিরামিষাশী হইলেও ইহারা কেবলমাত্র দশেরা উৎসবে একদিন ভেড়ার মাংস খাইয়া থাকে। অধিকাংশই মদ্যপায়ী। পুরুষেরা জুতা কাপড়, জামা, টুপি প্রভৃতি পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা মরাঠারমণীর ন্যায় বেশভূষা করে এবং মাথার উপরে সিন্দুর দেয়। ইহারা সবল, সহিষ্ণু, কর্ম্মঠ ও আতিথেয়ী। রেশমের ঝাঁপ্পা, পটী, পাৰা ও অশ্বসজ্জা এবং গহনাদি বাঁধিবার জন্য নানাবর্ণে রেশম রং করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ঐ সকল দ্রব্য লইয়া ইহারা নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। ইহারা স্থানীয় সকল দেবদেবী এবং ব্রাহ্মণগণের উপাস্য দেব-দেবীরও পূজা করে। তুলজাপুরের জগদম্বা দেবীই ইহাদের কুলদেবতা। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণেই ইহাদের পৌরোহিত্য করে যে ব্রাহ্মণ সন্তান ইহাদের ধর্ম্মোপদেষ্টা, তিনি 'গোপালনাথ নামে পূজিত হন। বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহারা শবদাহ করে। সামাজিক বিবাদ বিসম্বাদ স্বজাতীয় পঞ্চায়ত হইতেই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

পট্‌বেগার, বোম্বাই প্রদেশবাসী মুসলমান জাতি। রেশমের ঝাঁপ্পা ও সূতা নির্ম্মাণ ইহাদের প্রধান ব্যবসা। ইহারা পূর্ব্বে হিন্দু ছিল। পরে অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। স্ত্রী ও পুরুষগণের বেশভূষা প্রায়ই পট্‌বেকর-দিগের মত। কেবলমাত্র পট্‌বেগার পুরুষেরা দাড়ী রাখে। ইহারা বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। আচারব্যবহার প্রায়ই সাধারণ মুসলমানের মত। ইহারা আপনাদের অথবা নিম্ন-শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে বিবাহাদি করে। সকলেই হানফি-শাখাভুক্ত সুন্নী সম্প্রদায়ী মুসলমান। কাজীকে সকলেই বিশেষ মান্য করে। বিবাহ ও মৃত্যুতে কাজী আসিয়া যাজকতা করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কখনও কল্‌মা পড়ে নাই। হিন্দুধর্ম্মের উপর এখনও তাহাদের আস্থা আছে। হিন্দু দেবদেবীকে পূজা, হিন্দুর পর্ব্বে যোগদান ও হিন্দু উপবাসাদির পর পারণ প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের লক্ষ্য আছে।

২ উক্ত জাতির প্রাচীন হিন্দু শাখা। রেশমের ঝাঁপ্পা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা ইহাদেরও ব্যবসা। বাঘলকোটবাসী পট-বেগারগণ বলে যে, তাহারাও একসময়ে গুজরাত হইতে এদেশে আসিয়াছে। প্রতি দুইবৎসরে বরোদা হইতে একজন ভাট (ঘটক) আসিয়া ইহাদের বংশতালিকা দেখিয়া লইয়া যায়। লিঙ্গায়তগণের উপর ইহাদের বড় আস্থা নাই। ইহারা মাথায় টিকি রাখে ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করে। তুলসীপত্রে ইহাদের বিশেষ ভক্তি। গ্রামের নাম হইতেই ইহারা পদবী প্রাপ্ত হয় এবং সেই গ্রামের নাম হইতেই ইহাদিগের বিভিন্ন শাখা জানিতে পারা যায়। ইহাদের মধ্যে ভর্ত্তার-গড়গণ কাশ্যপগোত্রে কঠবশাখাসম্ভূত; সেইরূপ দাজীগণ পারিখগোত্রে দাজীশাখা; জাল্‌না পুকরেরা গোকুলগোত্রে রূপেকতর শাখা, কলবর্গীকারগণ গোকুলগোত্রে গম্ভব শাখা; মালজীগণ গৌতমগোত্রে সোনেকতরশাখাসম্ভূত। ইহাদের মধ্যে একগোত্রে বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও পাত্রপাত্রী বিভিন্ন শাখাভুক্ত হওয়া চাই। রঙ্গারি জাতির সহিত ইহাদের আচারগত কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। খাদ্যাদি, রীতিনীতি ও পরিচ্ছদ উভয়েরই প্রায় একরূপ। রেশম রং করা ইহাদের জাতিগত ব্যবসা হইলেও ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রেশমী বস্ত্র বুনিতে শিখিয়াছে।

ইহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। অন্য কোন জাতিকে ইহারা আপনাদের সমশ্রেণীভুক্ত করিতে চাহে না। স্বজাতি ব্যতীত অন্য কাহারও হস্তে ইহারা অন্নাদি গ্রহণ করে না। এরূপ সামাজিক দৃঢ়তা সত্ত্বেও সাধা-রণে ইহাদিগকে তন্তুবায়শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। তুলজাপুরের অম্বাবাই ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। ইহারা বলে যে, যখন পরশুরাম ধরা নিঃক্ষত্রিয় করেন, তখন হিঙ্‌লাজ দেবী তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করেন। উক্ত অম্বাবাই তাঁহারই অংশসম্ভূতা। অম্বাবাই ব্যতীত পণ্ঢরপুরের বিঠোবা মূর্ত্তিকে পূজা দিতে ইহারা প্রায়ই শোলাপুরে গমন করে। প্রত্যেক লোকের বাটীতে গৃহদেবতারূপে জময়া দেবী অবস্থান করিতেছেন। জময়া দেবীর পূজার্থ ইহারা দুগ্ধ ও গুড় নিবেদন করে; কিন্তু

পাককরা দ্রব্য দিবার অধিকার নাই। হিন্দুপর্ব্বে ইহারা উপবাস ও পারণাদি করে। শিবচতুর্দ্দশী ও আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী ইহাদের মতে অতি পুণ্যাহ। শঙ্করাচার্য্যকে ইহারা গুরু বলিয়া স্বীকার করে। এতদ্ব্যতীত ইহাদের অপর একজন স্বতন্ত্র গুরু বা ধর্ম্মোপদেষ্টা আছে। ঐ ব্যক্তি জাতিতে ভাট। শিষ্যমণ্ডলী তাহাকে সমধিক মান্য করে ও অর্থদান করে। ইহারা ভবিষ্যৎবক্তার কথায় বিশ্বাস করে এবং বিবাহাদি কার্য্যে গণকের পরামর্শ লইয়া শুভদিন নির্ণয় করিয়া থাকে।

বালকেরা ৫ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে উপবীত ধারণ করে। অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপই রঙ্গারদিগের মত। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। স্ত্রীলোক বিধবা হইলে পুনরায় একবার মাত্র বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু একস্বামী জীবিত থাকিতে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। পুরুষদিগের মধ্যে বহুবিবাহ দেখা যায়। বিবাহকালে প্রথমে বর ও কন্যা উভয়কে একখানি গালিচায় সাম্‌না সাম্‌নিভাবে বসাইয়া তাহাদের সম্মুখে সাদা চাদর পাতিয়া দেওয়া হয়। পরে পুরোহিত ও সমবেত ভদ্রলোকগণ বর ও কন্যাকে আসিয়া ধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, কন্যাকর্ত্তা কন্যাদান করেন। এই সময় নবগ্রহপূজা করিতে হয়। বিবাহান্তে কন্যার পিতা যৌতুক দিলে উপস্থিত বন্ধুবান্ধব ও কুটুম্বগণ যথাসাধ্য যৌতুক দান করেন। বর কন্যা লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে বরগৃহে ৫টী সধবা স্ত্রীলোককে স্বামীসহ ভোজন করাইতে হয়।

ইহারা শবদেহ দাহ করে। যে উত্তরাধিকারী সে একটী ভাঁড় ও ৪টী পয়সা কাষ্ঠশয্যার সম্মুখে রাখে। দাহান্তে সেই স্থানে পিণ্ডদান করে। যে সকল হাড় পুড়িয়া ছাই হয় নাই, তৃতীয় দিনে মুখাগ্নির অধিকারী আসিয়া সেই হাড়গুলি গুঁড়াইয়া জলে নিক্ষেপ করে। একাদশ দিনে বন্ধুগণকে ভোজ দেওয়া হয়। মৃতাশৌচে ইহারা অপবিত্র থাকে বলিয়া ত্রয়োদশ দিন কোন কার্য্যই করে না। সামাজিক বিবাদে পঞ্চায়তের মধ্যস্থতায় বিবাদ নিষ্পত্তি হয়।

বেলগাম্‌-জেলাবাসিগণের মধ্যে চৌধুরী, নায়কবাড়, পবার, শিরোলকর, সাতপুত্র ও রঙ্গরাজ প্রভৃতি উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহারা পরস্পরে ভোজন ও পুত্রকন্যাদি আদানপ্রদান করে। দেশস্থ ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। সকলেই আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। পুত্র দশবৎসরের হইলেই উপনয়ন কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ঐ সময়ে যথাবিহিত হোম ও মন্ত্রপাঠ হইয়া থাকে। মৎস্য, মাংস, মদ্য ও ধূমপানে পুরুষমাত্রেই আসক্ত।

বিবাহের পূর্ব্বে একদিন 'গোন্দাল' নৃত্য হয়। পরে দেবোদ্দেশে ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতি কুটুম্ব ভোজন করান হয়। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে উপস্থিত কুটুম্বগণ বর ও কন্যাকে গ্রামস্থ দেবমন্দিরে লইয়া যায়। এখানে কন্যার পিতা বরের পূজা করে, কন্যার মাতা বরের পদদ্বয়ে জল ঢালিয়া দেয় এবং কন্যার পিতা পা রগড়াইয়া নিজ অঙ্গরাখা দিয়া ঐ জল মুছাইয়া দেয়। অতঃপর উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দকে পাণ ও সুপারি দিয়া বিদায় করিতে হয়। পরদিন শুভলগ্নে প্রাতঃকালে অথবা গোধুলিলগ্নে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়। বিবাহের পরদিন কন্যাকর্ত্তা বরযাত্রীদিগকে একটী ভোজ দেয়। বিধবা-বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। ইহারা শবদেহ দাহ করে। মৃতাশৌচ ১০ দিন। খাণ্ডোবা, মহালক্ষ্মী, জল্লমা ইহাদের উপাস্য দেবতা। বেলগামের পট্‌বেগরেরা রেশম ছাড়া তুলারও ব্যবসা করে।

ধারবাড় জেলাবাসিগণের সহিত ইহাদের অনেক বিষয়ে মিল আছে। ইহারা ক্ষত্রি বা ক্ষত্রিয় নামে খ্যাত। ভরদ্বাজ, জামদগ্নি, কাশ্যপ, কাত্যায়ন, বাল্মীক, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি কএকটী গোত্র দৃষ্ট হয়। আশ্বিনমাসের শুক্ল প্রতিপদে কদলীপত্রের উপর মৃত্তিকা ছড়াইয়া তাহাতে পাঁচ প্রকার বীজ বপন করে এবং পত্র গৃহদেবতার সম্মুখে রাখে। শুক্লাষ্টমীতে দুর্গা দেবীকে একটী ছাগ উৎসর্গ করে। দশমীর দিন যখন ঐ পঞ্চশস্য হইতে কলা বাহির হয়, তখন রমণীমণ্ডলী মহাসমারোহের সহিত ঐ গাছ লইতে গমন করে এবং নদী অথবা খালের জলে ফেলিয়া দেয়। দোলপূর্ণিমার সময় রমণীগণ একত্র হইয়া দেবমন্দিরে উপস্থিত হইয়া উলঙ্গাবস্থায় দেবার্চ্চনা করে। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ।

পঠ্‌, লিখনাক্ষরবাচন, পড়া। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌। লট্‌ পঠতি। লোট্‌ পঠতু। বিধিলিঙ্‌ পঠেৎ। লঙ্‌ অপঠৎ। লিট্‌ পপাঠ, পেঠতুঃ, পেঠুঃ। লুঙ্‌ অপঠীৎ, অপাঠীৎ। ণিচ্‌ পাঠয়তি-তে। লুঙ্‌ অপীপঠৎ-ত। যঙ্‌ পাপঠ্যতে। যঙ্‌লুক্‌ পাপঠীতি।

পঠক (পুং) পঠতীতি পঠ-ণ্বুল্‌। পাঠক, পাঠকর্ত্তা।

পঠদ্দশা (স্ত্রী) পাঠের অবস্থা, পড়ার সময়।

পঠন (ক্লী) পাঠ, পড়া, অধ্যয়ন।

পঠনীয় (ত্রি) পঠ-অনীয়র্‌। পাঠ্য, পড়িবার যোগ্য।

পঠমঞ্জরী (স্ত্রী) শ্রীরাগের চতুর্থ রাগিণী। ইহার ন্যাসাংশ গ্রহ পঞ্চম। গান সময় একপ্রহর বেলা থাকিতে। ইহার ধ্যান বা লক্ষণ—

"বিয়োগিনী কান্তবিতীর্ণপুষ্পাঃ স্রজং বহন্তী বপুষাতিমুগ্ধা।
আশ্বাস্যমানা প্রিয়য়া চ সখ্যা বিধুসরাঙ্গী পঠমঞ্জরীয়ম্‌॥"

(সঙ্গীতদামো°)

পঠর্বন্ (পুং) একজন রাজর্ষি। "যাভিঃ পঠর্বাজঠরস্ত" (ঋক্ ১।১১২।১৭) 'পঠর্বৈতৎ সংজ্ঞো রাজর্ষিঃ' (সায়ণ)

পঠসমঞ্জরী (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, পঠমঞ্জরী। (হলায়ুধ)

পঠান (হিন্দী) আফগানদেশবাসী মুসলমান জাতি। ভারতবর্ষে যে সকল আফগান-বংশধর আসিয়া বাস করে, তাহারা পঠান বা পাঠান নামে অভিহিত হইয়াছিল। আফগানগণ স্বজাতিকে পুস্তুন বা পুশ্তুন্ বলিয়া থাকে। সম্ভবতঃ আফগান ভাষার বহুবচনান্ত পুশ্তানা শব্দের অপভ্রংশে পঠান বা পঠানা এইরূপ লিখিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আফগানগণ এই নাম সম্বন্ধে বলে যে, উক্ত শব্দের অর্থ 'সার বস্তু'। সিরীয় ভাষায় পাঠান বা পিঠান শব্দের অর্থ "হাল বা মাস্তল", এইজন্য পাঠান শব্দে শীর্ষস্থানীয় বুঝায়। [পাঠান দেখ।]

পঠানকোট, পঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল ও নগর। [পাঠানকোট দেখ।]

পঠি (স্ত্রী) পঠ-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) পঠন, পাঠ।

পঠিত (ত্রি) পঠ-ক্ত। বাচিত, কৃতপাঠ। ২ অধীত, উচ্চারিত।
"ময়া ন পঠিতা চণ্ডী ত্বয়া নাপি চিকিৎসিতম্।
অকস্মান্নগরোপান্তে কথং ধূমায়তে চিতা॥" (হাস্যার্ণব)

পঠিতব্য (ত্রি) পঠ-তব্য। পাঠ্য, পড়িবার যোগ্য।
"তস্মান্মমৈতন্মাহাত্ম্যং পঠিতব্যং সমাহিতৈঃ।"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৯২।৬)

পঠিতাঙ্গ (স্ত্রী) মেখলাভেদ।

পঠিতি (স্ত্রী) শব্দালঙ্কারভেদ। (সরস্বতীকণ্ঠাভরণ।)

পঠ্যমান (ত্রি) পঠ-শানচ্। যাহা পাঠ করা যাইতেছে।

পড়, গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্, ইদিৎ। লট্ পণ্ডতে। লোট্ পণ্ডতাং। লঙ্ অপণ্ডত। লিট্ পপণ্ডে। লুঙ্ অপণ্ডিষ্ট। ণিচ্ পণ্ডয়তে। যঙ্ পাপণ্ড্যতে।

পড়, সংহতি, রাশীকরণ। চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। পণ্ডয়তি-তে। লোট্ পণ্ডয়তু-তাং। লিট্ পণ্ডয়াংচকার, চক্রে। লুঙ্ অপিপণ্ডৎ-ত।

পড়ন (দেশজ) ১ পতন। ২ অধ্যয়ন, পড়া।

পড়পড় (দেশজ) পতনপ্রায়, যাহা পতিত হইতে অতি অল্প অবশিষ্ট আছে। ২ অগ্নিতে দহ্যমান বস্তুর অস্ফুট শব্দ।

পড়পুত (বড়শেরি) তিরুবাঙ্কোড়ের অগস্তেশ্বর তালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, তিরুবাঙ্কোড়নগর হইতে ৩৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে কতকগুলি প্রাচীন মন্দির ও তাহাতে শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

পড়বেড়ু, উত্তর আর্কট জেলার পোলূর তালুকের অন্তর্গত একটী বিধ্বস্ত নগর। কেহ বলেন, এখানেই কুরুম্বরদিগের রাজধানী ছিল। প্রায় ১৬ মাইল বেড়ের মধ্যে প্রাসাদ, দেবমন্দির ও ছত্র (পান্থশালা) প্রভৃতির বহু ভগ্নাবশেষ হইতে ইহার প্রাচীন সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। প্রবাদ এইরূপ, কুলোত্তুঙ্গচোলের পুত্র অডোণ্ডই কর্ত্তৃক এই নগর বিধ্বস্ত ও জনমানবশূন্য হয়, তদবধি ইহা একপ্রকার পরিত্যক্ত রহিয়াছে। পড়বেড়ু নামে এখানকার নূতন গ্রামে অতি অল্প লোকের বাস। এই গ্রামেই রেণুকা ও রামস্বামীর মন্দিরে শিলালিপি দৃষ্ট হয়। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে 'পড়বেড়ু'র উল্লেখ আছে।

পড়সী (দেশজ) প্রতিবেশী, প্রতিবাসী হইতে এই শব্দ হইয়াছে। এক পল্লীতে যাহাদের সহিত অবস্থান করা যায়।

পড়া (দেশজ) ১ পতন। ২ অধ্যয়ন। ৩ কোন বস্তু মন্ত্রপূত করিয়া দিলে তাহাকে পড়া কহে, যেমন চালপড়া, জলপড়া। বালকের রোগাদি হইলে জলপড়া প্রভৃতি দেয়।

পড়ুয়া (দেশজ) ছাত্র, যাহারা বিদ্যাধ্যয়ন করে।

পড়ো (দেশজ) ১ ছাত্র। ২ পতিত।

পড়োভুক্তি (দেশজ) পতিত ভূমি।

পড়্গৃভি (পুং) অসুর ভেদ। (ঋক্ ১০।৪৯।৫)

পড়্বীশ (ক্লী) ১ পাদবন্ধন। ২ পাদবন্ধনযোগ্য রজ্জু।
"বিবর্ত্তনং যচ্চ পড়্বীশমর্বতঃ" (ঋক্ ১।১৬২।১৩)
'পড়্বীশং পাদবন্ধনং' (সায়ণ) (শত° ব্রা° ১৪।৯।২।১৩)

পণ, ১ ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়াদি। ২ স্তুতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ পণতে। লোট্ পণতাং। লিট্ পেণে। লুট্ পণিতা। লৃট্ পণিষ্যতে। লুঙ্ অপণিষ্ট, অপণিষাতাং, অপণিষত। পণধাতুর স্তুতি অর্থ বুঝাইলে আয়াদেশ হয়। লট্ পণায়তি-তে। লোট্ পণায়তু-তাং। লিট্ পণায়াঞ্চকার, পেণে। লুট্ পণায়িতাসি, পাণিতাসে। আশীর্লিঙ্ পণায্যাৎ, পণিষীষ্ট।
ব্যবহার ক্রয়বিক্রয় অর্থ বুঝাইলেও আয় আদেশ হয়। "নচোপলেভে বণিজাং পণায়াঃ" (ভট্টি ৩।২৭) সন্—পিপণিষতে। যঙ্ পম্পণ্যতে। যঙ্লুক্ পম্পণ্টি। ণিচ্ পাণয়তি। লুঙ্ অপীপণৎ। কৃদন্ত প্রত্যয়ে পণায়নীয়, পণনীয়। পণায়ন, পণন। পণায়ক, পাণক। পণায়িতা, পণিতা ইত্যাদি।

পণ (পুং) পণ্যতেঽনেন পণ ব্যবহারে অপ্। (নিত্যং পণঃ পরিণামে। পা ৩।৩।৬৬)। ১ কর্ষপরিমিত তাম্র, কার্ষিকতাম্রিক, এককর্ষ তাম্রখণ্ডের নাম পণ। ২ অশীতি বরাটক, ৮০টা কড়ি, ২০ গণ্ডা কড়িতে এক পণ।
"অশীতিভির্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে।" (ভবিষ্যপু°)
৩ নির্বেশ। ৪ ভৃতি। পণো গ্লহোঽস্ত্যস্মিন্ পণ 'অর্শ আদিভ্যঃ অচ্' ইতি অচ্। ৫ দ্যূত। ৬ গ্লহ, চলিত বাজি। ৭ মূল্য।

৮ ধন। ৯ কার্ষাপণ (৮০টা কড়ি)। ১০ ক্রয়শালা। ১১ ব্যবহার, ক্রয়বিক্রয়াদি। পণ কর্ত্তরি অচ্। (ত্রি) ১২ ক্রয়বিক্রয়াদিকারক। (পুং) ১৩ শৌণ্ডিক। ১৪ গৃহ। (পণতে অধিকারিভেদেন সুখভোগাদিকং ব্যবহরতি সাধকস্য সুকৃতানুসারেণ বৈকুণ্ঠবাসাদি ফলং প্রদদাতি, পচাদিত্বাদচ্। ১৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১১৫।) ১৬ বিবাহাদিতে কন্যাকর্ত্তা বরকর্ত্তাকে অথবা বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তাকে মর্য্যাদানুসারে যে টাকা দেয়।

পণগ্রন্থি (পুং) পণস্য বিক্রয়াদেগ্রন্থির্যত্র। ১ হট্ট, হাট। (শব্দর°)

পণধা (স্ত্রী) পণ্যাস্কাতৃণ। (ভাবপ্র°)

পণন (ক্লী) পণ ব্যবহারে ল্যুট্। বিক্রয়। (শব্দর°)

পণফর (ক্লী) লগ্নস্থান হইতে দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ স্থান।

"পণফরং দ্বিতীয়াষ্টপঞ্চমৈকাদশং বিদুঃ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

পণব (পুং) পণং স্তুতিং বাতীতি পণ-বা-ক। গায়ন-পটহ, একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র।

"ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ॥" (গীতা ১।১৩)

পণব শব্দের কেহ কেহ প্রণব এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন।

পণবন্ধ (পুং) পণস্য বন্ধঃ। গ্রহ (হড়), নিয়মবিশেষে বন্ধন। কোন কার্য্যে মতান্তর উপস্থিত হইলে লোকে পণ বা বাজি রাখিয়া থাকে, যদি ইহা এইরূপ হয়, তাহা হইলে আমি এত পণ দিব, এইরূপ নিয়মবন্ধের নাম পণবন্ধ।

পণবা (স্ত্রী) পণব-টাপ্। পণব, বাদ্যযন্ত্রভেদ।

"পণবঃ পণবা চ স্যাৎ প্রণবোঽপ্যত্র বর্ত্ততে॥" (ভরত দ্বিরূপকোষ)

পণবিন্ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫৬)

পণশ(স) (পুং) কণ্টালুফলবৃক্ষ। (Artocarpus integrifolia) কাঁটাল গাছ। হিন্দী—কটহর, মহারাষ্ট্র—ফণস্, কর্ণাট—হল-সিন, তৈলঙ্গ—উৎপনস, তামিল—পিল্লা। ইহার গুণ—ফল মধুর, পিচ্ছিল, গুরু, হৃদ্য, বলবীর্য্যবৃদ্ধিকর, শ্রম, দাহ ও শোষঘ্ন, রুচিকর, গ্রাহক ও দুর্জ্জর। ইহার বীজগুণ ঈষৎ কষায়, মধুর, বাতল, গুরু ও ত্বগ্‌দোষনাশক। বাল পণশফল—(কচি এচড়ের) গুণ—নীরস ও হৃদ্য। মধ্যপক্কগুণ—দীপন, রুচিকর ও লবণাদি যুক্ত। (রাজনি° ব° ১১) পক্কফল রক্তবর্দ্ধক, মধুর, শীতল, দুর্জর, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্ম, শুক্র ও বলকর। ইহার মজ্জাগুণ (কাঁঠালের ভূতি) শুক্রল, ত্রিদোষনাশক, গুল্মরোগে বিশেষ হিতকর। ইহার কাথ মাংসগ্রন্থিশোফে হিতকর। ইহার কোমল পল্লব চর্ম্মরোগে হিতকর।

পণস (পুং) পণায়তে ইতি পণ-অসচ্ (অত্যবিচমীতি। উণ্‌ ৩।১১৭) পণ্যদ্রব্য।

পণস্ত্রী (স্ত্রী) পণেন ধনেন লভ্যা স্ত্রী। ধন দ্বারা যে স্ত্রী লাভ হয়, কুলটা, বেশ্যা।

পণস্য, অর্চন। (নিঘণ্টু) ভ্বাদি, পরস্মৈ, সেট্। লট্ পণস্যতি। লোট্ পণস্যতু। লুঙ্ অপণসীৎ। 'পণস্য' এই ধাতুর ণকার মূর্দ্ধণ্য ণ ও দন্ত্য ন দুই হয়।

পণাতীর্থ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের একটী পবিত্র তীর্থ। শ্রীহট্টের সুনামগঞ্জ সব-ডিভিসনের অধীন লাউড় পরগণা, লাউড়ের পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশে পণাতীর্থ। পণা একটী প্রস্রবণ মাত্র, প্রতি বারুণীযোগে অনেক লোক এখানে স্নান তর্পণ করিয়া থাকে। শান্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর জন্মস্থান লাউড় ছিল, পরে তিনি শান্তিপুরে গমন করেন। তৎকর্ত্তৃক লাউড়ে এই পণাতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশাননাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ নামক গ্রন্থে এই তীর্থোৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"শ্রীলাউড় ধাম হয় কারণ রত্নাকর।
যাঁহা অদ্বৈতচন্দ্রের বাল্যলীলোদয়॥
একদিন শুন এক অপূর্ব্ব আখ্যান।
পুত্র কোলে করি নাভা করিলা শয়ন॥
রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখে অতি চমৎকার।
নিজপুত্র কোলে যেই সেই শিবাধার॥…
সেই অলৌকিক মূর্ত্তি দেখি নাভা সতী।
অষ্ট অঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া প্রণতি॥…
নাভা কহে দেহ তুয়া শ্রীচরণোদক।
প্রভু কহে গুরু হয় জননী জনক॥
নাভা কহে তুহু জগদ্‌গুরু সদাশিব।
ঘটে ঘটে আছ নিত্য হঞা বহু জীব॥…
অতএব পাদোদক দেহ প্রভু মোরে।
প্রভু কহে ঐছে বাত না কহ পুনর্ব্বারে॥
কহ যদি আনি দিব সর্ব্বতীর্থগণ।
স্নান পান করি কর ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন॥
এহেন অদ্ভুত স্বপ্ন করি দরশন।
জাগিয়া বসিলা নাভা স্মরি নারায়ণ॥
কহে কি আশ্চর্য্য আজি দেখিনু স্বপনে।
প্রভাতে স্বপন সত্য জ্যোতিষ প্রমাণে॥…
এত কহি অপরূপ স্বপ্ন বিবরণ।
আদ্যোপান্ত কহি কৈলা অশ্রু বিসর্জ্জন॥
(অদ্বৈত) প্রভু কহে মাতা করিমু এই পণ।
সর্ব্বতীর্থ আনি হেথায় করিমু স্থাপন॥
শুনি সিহরিয়া কহে নাভা ঠাকুরাণী।
এত হইলে বাছা স্বপ্ন সত্য করি মানি॥
প্রভু কহে আজি নিশায় আনিব সব তীর্থ।
কাল স্নান করি সিদ্ধ করহ সর্ব্বার্থ॥
নাভা কহে এই বাক্য কে করে প্রত্যয়।
প্রভু কহে এই বাক্য সত্য সত্য হয়॥

তবে নিশাকালে প্রভু করিয়া মনন।
যোগে সর্ব্বতীর্থগণে কৈলা আকর্ষণ॥
যৈছে লোহ গতি অয়স্কান্ত আকর্ষণে।
তৈছে তীর্থগণ আইলা ঈশ্বর স্মরণে॥
মূর্ত্তিমান্ তীর্থ কহে বলাইলা কেনে।
প্রভু কহে এই শৈলে কর অবস্থানে॥
তীর্থগণ কহে ইহা যদি করি বাস।
বহু পুণ্যস্থানের মহিমা হয় নাশ॥
প্রভু কহে মোর বাক্য না হৈব অন্যথা।
আসিবা বৎসরে একদিন সবে হেথা॥
তীর্থগণ কহে প্রভু করহ নির্ণয়।
কোন দিনে এ পর্ব্বতে হইব উদয়॥
প্রভু কৈল মধু কৃষ্ণা ত্রয়োদশী যোগে।
সকলে আসিবা পণ কর মোর আগে॥
তীর্থগণ কহে মোরা সত্য কৈনু পণ।
তব শ্রীমুখের আজ্ঞা না হব লঙ্ঘন॥
তদবধি পণাতীর্থ হৈল তার নাম।
পণাবগাহনে সিদ্ধ হয় মনস্কাম॥" (অদ্বৈতপ্রকাশ)

অদ্বৈতজননী স্নানান্তর পূর্ণফল লাভ করিয়াছিলেন। তীর্থগণ 'পণ' করিয়াছিল বলিয়া "পণা" নাম হইয়াছে।

সুনামগঞ্জ বাজার হইতে পণাতীর্থ ৫।৬ মাইলের অধিক নহে।

পণাঙ্গনা (স্ত্রী) পণেন লভ্যা অঙ্গনা। বেশ্যা।

পণায়া (স্ত্রী) পণায্যতে ব্যবহ্রিয়তে ইতি পণ-ব্যবহারে স্তুতৌ চ, স্বার্থে আয় ততো ভাবে অপ্, ততষ্টাপ্। ১ স্তুতি। ২ দ্যূত। ৩ ক্রয়বিক্রয়রূপ ব্যবহার।

পণায়িত (ত্রি) পণায্যতে স্ম, পণ-স্বার্থে আয়ঃ ততঃ ক্তঃ (আয়াদয় আর্দ্ধধাতুকে বা। পা ৩।১।৩১)। ১ স্তুত। ২ ব্যবহৃত। ৩ ক্রীত, বিক্রীত।

পণাস্থি (স্ত্রী) পণস্য পণায় বা যদস্থি। কপর্দ্দক, বরাটক, কড়ি।

পণাস্থিক (স্ত্রী) পণাস্থি স্বার্থে কন্। বরাটক, কড়ি। (হেম)

পণাহান, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের আগ্রাজেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। ইহার উত্তরে যমুনা নদী এবং দক্ষিণে চম্বল নদী পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ৩৪১ বর্গমাইল। এখানে গবাদির বিস্তৃত ব্যবসা আছে।

২ উক্ত তহসীলের সদর ও প্রধান নগর, অক্ষা° ২৬° ৫২ ৩৯´´উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২৪´ ৫৮´´ পূঃ। এখানে তিনটী কারুকার্য্যযুক্ত সুন্দর হিন্দু দেবমন্দির আছে।

পণি (স্ত্রী) পণ আধারে ইন্। ১ বিপণি, পণ্যবীথিকা। ধাতু নির্দ্দেশে অর্থাৎ যে স্থলে পণ ধাতু এইরূপ অর্থ বুঝাইবে, সেই স্থলে ইন্ না হইয়া ইক্ প্রত্যয় হইবে। (পুং) পণ ধাতু।

পণিক (পুং) পণ।

"সামন্তকুলিকাদীনামপকারস্য কারকঃ।
পঞ্চাশৎ পণিকো দণ্ড এষামিতি বিনিশ্চয়ঃ॥" (যাজ্ঞ° ২।২৩৬)

পণিত (ত্রি) পণ্যতে স্ম ইতি পণ-ক্ত, অয়াভাব পক্ষে সিদ্ধং। ১ ব্যবহৃত। (ক্লী) ২ গ্রহ, বাজি।

"ততস্তে পণিতং কৃত্বা ভগিন্যৌ দ্বিজসত্তম।
জগ্মতুঃ পরয়া প্রীত্যা পরং পারং মহোদধেঃ॥" (ভা° ১।২২।৪)।

পণিতব্য (ত্রি) পণ্যতে ইতি পণ-তব্য। ১ বিক্রেয় দ্রব্য। ২ স্তোতব্য। ৩ ব্যবহার্য্য।

পণিতৃ (ত্রি) পণ-তৃচ্। বিক্রেতা, বিক্রয়কারক, ক্রেতা।

পণিন্ (ত্রি) ব্যবহারো দ্যূতং স্তুতির্বা পণঃ অস্ত্যর্থে ইনি। ১ ক্রয়াদি ব্যবহারযুক্ত। ২ স্তুতিযুক্ত। (পুং) ৩ ঋষিভেদ।

পণ্টলওরী (লহরী) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকাণ্ঠার অন্তর্গত সংখেড় মেবাসের অধিকৃত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৫ বর্গমাইল। এখানে নাথু খাঁ ও নাজির খাঁ নামে দুই জন সর্দ্দার বাস করেন।

পণ্টালিয়ন্, একজন প্রাচীন গ্রীক রাজা। পঞ্জাবের কোন স্থানে ইনি রাজত্ব করিতেন। তক্ষশিলা নামক স্থান হইতে ইঁহার সময়কার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

পণ্ড (পুং) পণ্ডতে নিষ্ফলত্বং প্রাপ্নোতীতি পড়ি-গতৌ পচাদ্যচ্, বা পণ-ড (ক্রমস্তাৎ ডঃ। উণ্ ১।১১৩) ১ ক্লীব। (ত্রি) ২ নিষ্ফল।

পণ্ডক (পুং) ১ সাবর্ণি মনুর পুত্রভেদ। ২ পাঁঠা।

পণ্ডগ (পুং) ১ খোজা। ২ পণ্ডকের পাঠান্তর।

পণ্ডরদেবী, নিজামরাজ্যের বেরার প্রদেশের অন্তর্গত একটী গ্রাম। বূন নগর হইতে ১১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে হেমাড়পন্থীদিগের একটী ভগ্নাবশেষ মন্দির দেখা যায়। যে সকল স্তম্ভের উপর ছাদ রক্ষিত ছিল, তাহার অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র ৩৪টী মাত্র বিদ্যমান আছে। ইহার বহির্দ্দেশ অতি সুন্দর শিল্পকার্য্যবিশিষ্ট।

পণ্ডরাণী, মলবার উপকূলবর্ত্তী একটী প্রধান বন্দর। দক্ষিণ-পশ্চিম মন্সুম বায়ু বহিলে এখানে জাহাজাদি রাখিবার বিশেষ সুবিধা হইত। ইহার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের হ্রাস হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে কতকগুলি মৎস্যজীবি এই গ্রাম অধিকার করিয়াছে। প্রসিদ্ধ পর্ত্তুগীজনাবিক ভাস্কোদিগামা এখানে আসিয়া ভারতে পদার্পণ করেন। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে এদ্রিসির বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারি যে, এই নগর মলবার উপকূলে নদীর মুখে স্থাপিত। এখানে নানা দ্রব্যের ব্যবসা চলিত এবং অসংখ্য ধনী ও ব্যবসায়ী লোকের বাস ছিল। ভারতের নানা স্থান, সিন্ধু এবং চীন প্রভৃতি দেশের জাহাজ এই বন্দরে আসিয়া বহুমূল্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিত।

পণ্ডশ্রম (দেশজ) অনর্থক আয়াস, বিফল যত্ন, নিরর্থকশ্রম।

পণ্ডা (স্ত্রী) পণ্ড-টাপ্‌। ১ তীক্ষ্ণবুদ্ধি। ২ শাস্ত্রজ্ঞান। ৩ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি। (হেম) গীতার শঙ্করভাষ্য মতে আত্মবিধায়িনী বুদ্ধি।

পণ্ডাপূর্ব্ব (ক্লী) পণ্ডং নিষ্ফলং অপূর্ব্বং অদৃষ্টং। ফলসাধনযোগ্য ফলানুপহিত ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক অদৃষ্ট। ফলসাধনের অযোগ্য অদৃষ্টভেদ। যে অদৃষ্টে ফল উৎপত্তি হয় না। যে কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা হয়, তজ্জন্য একটী অদৃষ্ট জন্মে। কিন্তু এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠিত হইবে, যে তাহাতে কোন প্রকার ফলসাধক অদৃষ্ট জন্মিবে না। মীমাংসকদিগের মতে সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান না করিলে দুরদৃষ্ট জন্মে। ইহার অনুষ্ঠানে কোনরূপ শুভাদৃষ্ট জন্মে না, কিন্তু পাপক্ষয় হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা ফলানুপহিত ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক অদৃষ্ট বলিয়া কথিত হয়। (মীমাংসাদ°)। ২ ফলের অপ্রতিপাদক অদৃষ্টভেদ, নৈয়ায়িকেরা ইহা স্বীকার করেন না।[১]

পণ্ডারস, নীচ বা শূদ্রশ্রেণীর হিন্দুসন্ন্যাসী। ইহারা দক্ষিণভারত ও সিংহলদ্বীপে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের পৌরোহিত্য করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বৈষ্ণব ও কতকগুলি শৈব। সিংহলদ্বীপের নাগতম্বীরণ দেবীমন্দিরে ও মহিসুরের অন্তর্গত চের নামক স্থানের শিবমন্দিরে ইহারা পূজারির কার্য্য করে।

পণ্ডার দেব(রায়), বিজয়নগরাধিপ বিজয় রায় ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করিলে, পণ্ডার রায় সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাজপদ পাইয়াই তাঁহার রাজ্যবৃদ্ধির আশা বলবতী হইল। তিনি নানা আয়োজনের পর ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে তুঙ্গভদ্রা নদী পার হইয়া সাগর ও বিজাপুর আক্রমণ করিলেন। এখানে মুদ্গল ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যস্থলে হিন্দু মুসলমানে তিনবার যুদ্ধ হয়*। যুদ্ধে দুইজন মুসলমানসেনানী বন্দী হইয়া রাজসমীপে প্রেরিত হয়। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে পণ্ডার দেবের মৃত্যু ঘটে।

পণ্ডিত (পুং) পণ্ডা বেদোজ্জ্বলা তত্ত্ববিষয়িণী বা বুদ্ধিঃ সা জাতাস্য, ইতচ্‌ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্‌। পা ৫।২।৩৬)। বা পণ্ড্যতে তত্ত্বজ্ঞানং প্রাপ্যতেঽস্মাৎ, গত্যর্থে ক্ত। শাস্ত্রজ্ঞ, যিনি শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছেন।

"নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানি ন সেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্দধান এতৎ পণ্ডিতলক্ষণম্‌॥" (চিন্তামণি)

যিনি প্রশস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, এবং নিন্দিত বিষয়ের সেবা করেন না, অনাস্তিক এবং শ্রদ্ধাবান্‌, ইহাই পণ্ডিতের লক্ষণ। মহাভারতে লিখিত আছে—

"পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যে চান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্‌ স পণ্ডিতঃ॥" (ভারত বনপ°)

পঠক এবং পাঠক, যাহারা সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনা করে, এবং ক্রিয়াবান্‌, তাঁহাকে পণ্ডিত এবং যাহারা ব্যসনাসক্ত, তাহাদিগকে মূর্খ কহে। গীতায় লিখিত আছে—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" (গীতা ৫।১৭)

বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুকুর, চণ্ডাল প্রভৃতি সকল জীবেই পণ্ডিতগণ সমদর্শী হইয়া থাকেন। যে কোন বস্তু পরিদৃশ্যমান হইবে, সমস্ত বস্তুই যিনি ব্রহ্মভাবে অবলোকন করেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি শ্রবণাদি দ্বারা আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, তিনিই পণ্ডিত পদবাচ্য।

পণ্ডিত শব্দের পর্য্যায়—বিদ্বান্‌, বিপশ্চিৎ, দোষজ্ঞ, সৎ, সুধী, কোবিদ, বুধ, ধীর, মনীষী, জ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সংখ্যাবান্‌, কবি, ধীমান্‌, সূরি, কৃতী, কৃষ্টি, লব্ধবর্ণ, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, দীর্ঘদর্শী, বিশারদ, কবী, বিদগ্ধ, দূরদৃক্‌, বেদী, বৃদ্ধ, বুদ্ধ, বিধানগ, প্রজ্ঞিল, কৃপি, বিজ্ঞ, মেধাবী, সিল্লক। (মেদিনী) ২ মহাদেব। (ভারত ১১।১৭।১২৪)

পণ্ডিতক (পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬ অ°) পণ্ডিত স্বার্থে কন্‌। ২ পণ্ডিত শব্দার্থ।

পণ্ডিতজাতীয় (ত্রি) ১ গাতৃগ্রামভেদ। ২ মহামাত্রভেদ। (দিব্যা° ২১৩, ৪৭৫।৮)

পণ্ডিততা (স্ত্রী) পণ্ডিত-ভাবে তল্‌, স্ত্রিয়াং টাপ্‌। পণ্ডিতত্ব, পাণ্ডিত্য, পণ্ডিতের ভাব।

পণ্ডিতমানিক (ত্রি) পণ্ডিত বলিয়া যাহারা অভিমান করে, মূর্খ।

পণ্ডিতমানিন্‌ (ত্রি) আত্মানং পণ্ডিতং মন্যতে পণ্ডিত-মনইনি। মূর্খ, পণ্ডিত বলিয়া অভিমানকারী।

পণ্ডিতম্মন্য (ত্রি) আত্মানং পণ্ডিতম্মন্যতে যঃ, পণ্ডিত-মনখশ্‌ মুম্‌ (আত্মমানে খশ্চ। পা ৩।২।৮৩) পণ্ডিতাভিমানী।

পণ্ডিতম্মন্যমান (ত্রি) যে আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করে।

পণ্ডিতরাজ (পুং) পণ্ডিতানাং রাজা, টচ্‌ সমাসান্তঃ। পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ।

পণ্ডিতসূরি, নরসিংহচম্পূপ্রণেতা।

---

[১] "ন্যায়নয়ে তু পণ্ডাপূর্ব্বং নাঙ্গীক্রিয়তে, বিধ্যর্থস্ত ইষ্টসাধনতাজ্ঞানাধীনকৃতিসাধ্যত্বমেব ইথঞ্চ বিবক্ষিতা যজেত ইত্যাদৌ যত্র ফলং ন শ্রূয়তে তত্রাপি স্বর্গঃ ফলং কল্প্যতে" (সিদ্ধান্তমুক্তা)

* খোরাসান রাজদূত আবদুল রজ্জাক (১৪৪২-৪৩ খৃঃ অঃ) যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি এই যুদ্ধ ও বিজয়নগরের অতুল ঐশ্বর্য্য এবং হিন্দুধর্ম্মের অবিচলিত প্রতাপ দেখিয়া নিজ রোজনামায় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। W. Major উক্ত পুস্তিকা অনুবাদ করিয়া India in the fifteenth century, নামে প্রকাশ করেন।

পণ্ডিতিমন্ (পুং) পণ্ডিতস্য ভাবঃ, দৃঢ়াদিত্বাৎ ইমনিচ্। পাণ্ডিত্য।

পণ্ডুক (পুং) ১ বাতরোগযুক্ত। ২ পঙ্গু।

"বিদর্শ্মাণশ্চ পূর্ব্বাহ্নে সন্ধ্যাকালে চ পণ্ডুকাঃ।" (মার্কণ্ডেয়পু°)

সায়ংকালে স্ত্রীগমন করিলে যে সন্তান হয়, সেই সন্তান পণ্ডুক (পঙ্গু) হয়। ৩ খোজা।

পণ্ঢরপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর শোলাপুরের অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। অক্ষা° ১৭° ২৯´ ও ১৭° ৫৬´ উঃ মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১১´ হইতে ৭৫° ৪৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমির পরিমাণ ৪৭০ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ২টী নগর ও ৮৩টী গ্রাম আছে। ভীমা ও মান নামক দুইটী নদীই প্রধান।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। ভীমা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° ৪০´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২২´ ৪০´´ পূঃ। বর্ষায় যখন নদীর জল কাণেকাণ পূরিয়া উঠে, তখন অপরপার হইতে পণ্ঢরপুর নগর অতি সুন্দর দেখায়। নদীগর্ভে চরের উপর বিষ্ণুপদ ও নারদমন্দির, নদীপূর্ববর্ত্তী তীরভূমে অসংখ্য সোপানাবলী, তদুপরে কোথাও মন্দিরাদির উচ্চ চূড়া, কোথাও ছায়াবিস্তারিণী বনরাজি মধ্যে মধ্যে হর্ম্ম্যাদি, কোথাও বা কবরোপরি নির্ম্মিত স্মৃতিস্তম্ভ সকল বিরাজিত থাকিয়া অদ্ভুত শোভা ধারণ করিয়াছে। দাক্ষিণাত্যে এখানকার স্থানমাহাত্ম্য সর্ব্বপ্রসিদ্ধ। হিন্দুগণের মধ্যে পূর্ব্বাপর যেরূপ গয়াধাম, বিষ্ণুপাদ ও বুদ্ধগয়া প্রভৃতির তীর্থমাহাত্ম্য এবং বিষ্ণুপদে শ্রাদ্ধপ্রক্রিয়াদি বিহিত আছে; দাক্ষিণাত্যে আর্য্য হিন্দুধর্ম্ম বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণগণ এই স্থানকে দক্ষিণাপথের গয়া বলিয়া মনোনীত করিয়া লয়েন। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধশান্তি ও পিণ্ডদানাদি সমস্ত কার্য্যই এখানে হইয়া থাকে। এমন কি গয়াধামের অনুকরণে এখানেও কষ্টিপাথরের উপর বিষ্ণুপদ অঙ্কিত হইয়া বাজারে বিক্রয় হয়। একারণ পণ্ঢরপুরে সকল সময়েই বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণগণ পণ্ঢরপুরের বিঠোবাদেবকে অধিক মান্য করেন। উক্ত বিগ্রহমূর্ত্তি নারায়ণের (বিষ্ণুর) প্রকার ভেদ মাত্র। নগরের মধ্যস্থলে যেখানে বিঠোবার মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্নিকটস্থ স্থান 'পণ্ঢরিক্ষেত্র' নামে প্রসিদ্ধ। বৈশাখ, আষাঢ় ও অগ্রহায়ণ মাসে প্রায় কুড়িহাজার হইতে দেড়লক্ষ লোক সমাগত হয়। প্রতিমাসে শুক্লএকাদশীতে প্রায় দশহাজার যাত্রী আসিয়া থাকে।

পণ্ঢরপুর পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের বাস স্থান ছিল। হিন্দুধর্ম্মের প্রসার ও আধিপত্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই পণ্ঢরপুরের বৌদ্ধাধিকার লোপ পাইয়াছে। বাস্তবিক বিঠোবার প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে তাঁহাকে কৃষ্ণ অপেক্ষা বুদ্ধ অবতার বলিয়া স্বীকার করা যায়। পণ্ঢরপুরে এখনও প্রায় ৭৫ ঘর জৈন বাস করে। তাহাদের মতে—বিঠোবা জৈনদিগের একজন তীর্থঙ্কর। উক্ত ৭৫ ঘরের মধ্যে ৮ ঘরের উপাধি 'বিট্‌ঠল দাস', ইহারা দেবমন্দির সম্মুখে নৃত্যগীত ও বাদ্য করে। এখানকার 'বড়বে' নামক গঙ্গাপুত্রগণ ব্রাহ্মণশ্রেণীভুক্ত। তাহারা যাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া দেবমূর্ত্তি দেখায় এবং তাহাদের দত্ত উপহারাদি গ্রহণ করে। প্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত তুকারাম পণ্ঢরিক্ষেত্রকে স্বর্গতুল্য জ্ঞান করিতেন। তিনি ও তাঁহার গুরু নামদেব এখানে জীবন অতিবাহিত করেন।

[তুকারাম ও নামদেব দেখ।]

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরের সৈন্যাধ্যক্ষ আফজল খাঁ এখানে ছাউনী করেন। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে পেশবা রঘুনাথ রাও সহিত ত্রিম্বাক রাও মামার যুদ্ধ হয়। উক্ত বৎসরে নানাফড়নবিস ও হরিপন্থ ফড়্‌কে নারায়ণ রাওর বিধবাপত্নী গঙ্গাবাইকে এখানে নজরবন্দী রাখিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। [নানা ফড়্‌নবিস দেখ।]

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পেশবা বাজি রাওর প্রতারণায় মহারাষ্ট্রসচিব গঙ্গাধর শাস্ত্রী বিঠোবার মন্দির সমক্ষে গুপ্তভাবে নিহত হন। ১৮১৭ খৃঃ অঃ এখানে ইংরাজের সহিত পেশবার একটী যুদ্ধ হয়। ১৮৪৭ খৃঃ অঃ দস্যুসর্দ্দার রঘুজী অঙ্গ্রিয়া জেনারল গেল কর্ত্তৃক পণ্ঢরপুরে ধৃত হন। ইহার পর প্রায় ১০ বৎসরকাল ধনাগার প্রভৃতি লুঠ করে। ১৮৭৯ খৃঃ অঃ বাসুদেব বলবন্ত ফড়্‌কে নামক জনৈক বিখ্যাত দস্যুসর্দ্দার পণ্ঢরপুর আসিবার কালে ইংরাজ করকবলিত হয়। পণ্ঢরপুরে পণ্ডরিকা নামে নাগরাজের পূজা হইয়া থাকে। এখান হইতে প্রতি বৎসর 'বুকা' নামক গন্ধ দ্রব্য, কলাই, ধূপ, কুসুমফুলের তৈল, কুঙ্কুম, নস্য প্রভৃতি দ্রব্য নানাস্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

পণ্য (ত্রি) পণ্যতে ইতি পণ-য, নিপাতনাৎ সাধুঃ (অবদ্যপণ্য-বর্য্যাগর্হ্যেতি। পা ৩।১।১০১) ১ পণিতব্য, বিক্রেয় দ্রব্য। ২ ব্যবহার্য্য। ৩ স্তোতব্য। (স্ত্রী) পণ্যতে ব্যবহ্রিয়তেঽত্র পণ-যৎ। ৪ বিপণি।

"নিত্যং শুদ্ধঃ কারুহস্তঃ পণ্যে যচ্চ প্রসারিতম্।" (মনু ৫।১২৯)

'পণ্যে পণ্যবীথিকায়াং' (কুল্লূক)

পণ্যতা (স্ত্রী) পণ্যস্য ভাবঃ, পণ্য-তল-টাপ্। পণ্যের ভাব, পণ্যবিষয়তা।

"যেনাত্মা পণ্যতাং নীতঃ স এবাবিষাতে জনৈঃ।
হস্তী হেমসহস্রেণ ক্রীয়তে ন মৃগাধিপঃ॥" (দৃষ্টান্তশ° ৫৫)

পণ্যপতি (পুং) পণ্যেন লব্ধঃ যঃ পতিঃ। পণ্যদ্বারা যে পতি লাভ হয়। বণিক্।

"বণিগ্‌জনঃ পণ্যপতিত্বমীয়াৎ।" (রামা° ২।১৯৬)

পণ্যপরিণীতা (স্ত্রী) ১ মূল্য দিয়া বিবাহকৃতা স্ত্রী। ২ রাজগণের ভোগবিলাসের জন্ম রক্ষিতা পত্নীবিশেষ। (দিব্যা° ৫১৯।১)

পণ্যভূমি (স্ত্রী) যে গৃহে পণ্যদ্রব্য রক্ষিত হয়। পণ্যশালা।

পণ্যফল (ক্লী) বাণিজ্যের দ্বারা প্রাপ্তোন্নতি।

পণ্যমূল্য (ক্লী) যে মূল্য দিয়া পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে হয়।

পণ্যযোষিৎ (স্ত্রী) পণ্যস্ত্রী, কুলটা, বেশ্যা।

পণ্যবিক্রয়শালা (স্ত্রী) পণ্যের বিক্রয়গৃহ, দোকানঘর, পণ্যশালা, হট্টশালা, হাটখোলা।

পণ্যবিক্রয়িন্‌ (পুং) বণিক্‌, বেণে। ফড়ে, যাহারা ফলমূলাদি বিক্রয় করে।

পণ্যবিলাসিনী (স্ত্রী) পণ্যস্ত্রী, বেশ্যা।

পণ্যবীথিকা (স্ত্রী) পণ্যানাং বিক্রেয়দ্রব্যাণাং বীথিকা গৃহং। বিপণি, পণবিক্রয়শালা। (হলায়ুধ) হট্ট, চলিত হাট, বাজার। হট্টমণ্ডপ। হট্টমধ্যস্থ বিক্রয়বীথি।

পণ্যবীথী (স্ত্রী) পণ্যানাং বীথী বিক্রয়গৃহং। ক্রয়বিক্রয়স্থান। "আপণঃ পণ্যবীথী চ দ্বয়ং বীথীতি সংজ্ঞিতম্‌।" (শাশ্বত)

পণ্যশালা (স্ত্রী) পণ্যানাং বিক্রয়দ্রব্যাণাং শালা। হট্ট, বিক্রয়গৃহ।

পণ্যস্ত্রী (স্ত্রী) পণ্যা মূল্যেন লভ্যা যা স্ত্রী, বা পণ্যে হট্টাদিস্থলে স্থিতা স্ত্রী। বেশ্যা।

পণ্যাঙ্গনা (স্ত্রী) বেশ্যা, পণ্যস্ত্রী।

পণ্যাজীব (পুং) পণ্যৈঃ ক্রয়বিক্রয়দ্রব্যৈরাজীবতি প্রাণিতি আ-জীব-ক। ক্রয়বিক্রয়িক, যাহারা ক্রয়বিক্রয় করে; বণিক্‌।

পণ্যাজীবক (ক্লী) পণ্যৈঃ ক্রয়বিক্রয়দ্রব্যৈরাজীবতি তিষ্ঠতীতি, পণ্যাজীবস্ততঃ স্বার্থে কন্‌ অভিধানাৎ ক্লীবত্বং বা পণ্যাজীবৈঃ বণিগ্‌ভিঃ কায়তি শব্দায়তে কৈ-ক। হট্ট, হাট, যে স্থলে ক্রয়বিক্রয়াদি হয়। (ত্রিকা°)। পণ্যাজীবক ইহার পাঠান্তর পণ্যজীবক এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পণ্যান্ধা (পুং স্ত্রী) পণ্যং অন্ধয়তি স্বগুণেন যা অন্ধ-অচ্‌ টাপ্‌। তৃণবিশেষ। পর্য্যায়—কঙ্গুনীপত্রা, পণ্যান্ধা, পণন্ধা। ইহার গুণ—সমবীর্য্য, তিক্ত, ক্ষার, সারক। সদ্যঃশস্ত্রাঘাত ব্রণসংরোপণ। ইহা তিন প্রকার, দীর্ঘা, মধ্যা ও হ্রস্বা।

"দীর্ঘা মধ্যা তথা হ্রস্বা পণ্যান্ধা ত্রিবিধা স্মৃতা।
রসবীর্য্যবিপাকেষু মধ্যমা গুণদায়িকা।" (রাজনি°)

পণ্‌হন্‌, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। তহসীলের সদর হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে ভররাজগণের নির্ম্মিত একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়। উক্ত দুর্গের শিখরদেশে অচলেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানকার ফকির মহম্মদ শাহের দরগা সাধারণে প্রসিদ্ধ।

পত, গতি। অদন্তচুরাদি, উভয়, সক° সেট্‌। ঐশ্ব, ঈশতা এই অর্থে অক° সেট্‌। লট্‌ পতয়তি-তে। লোট্‌ পতয়তু-তাং। বিধিলিঙ্‌ অপতয়ৎ-ত। লুঙ্‌ অপপতৎ-ত।

পত, ঐশ্য, ঈশ্বরত্ব, ঐশ্বর্য্য। দিবাদি, আত্মনে, অক° সেট্‌। লট্‌ পত্যতে। লোট্‌ পত্যতাং। বিধিলিঙ্‌ পত্যেত। লঙ্‌ অপত্যত। লিট্‌ পেতে। লুট্‌ পতিতা। লুঙ্‌ অপতিষ্ট, অপতিষাতাং, অপতিষত।

পত, ১ গতি। ২ পতন। ৩ ঐশ্বর্য্য। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্‌ ঈশ্বরত্ব অর্থে অক° জ্বলাদিত্বাৎ সেট্‌। লট্‌ পততি। লোট্‌ পততু। বিধিলিঙ্‌ পতেৎ। লঙ্‌ অপতৎ। লিট্‌ পপাত, পেততুঃ। লুট্‌ পতিতা। লৃট্‌ পতিষ্যতি। লৃঙ্‌ অপতিষ্যৎ। লুঙ্‌ অপপ্তৎ, অপপ্ততাং, অপপ্তন্‌। সন্‌ পিপতিষতি, পিৎসতি। যঙ্‌ পনীপত্যতে। যঙ্‌লুক্‌ পনীপততি, পনীপতীতি। ণিচ্‌ পাতয়তি। লুঙ্‌ অপীপতৎ।

ভাব ও কর্ম্মবাচ্যে লট্‌ পত্যতে। লুঙ্‌ অপাতি। কৃদন্ত পতন, পাত, পাতুক, পতিত, পতি, পতিতুং, পাত্য ইত্যাদি। উৎ+পত উদ্‌গতি, উড্ডয়ন, উত্থান। নি+পতন নিপতন, অধঃপতন। ণিচ্‌ নিপাতন, মারণ। এবং নিপাত, (যাহা সূত্রে অসিদ্ধ তাহাকে একটী বিশেষরূপে সিদ্ধ করণ)। প্র+নি+পত, প্রণাম, প্রণিপাত। বি+নি-পত=বিনিপাত, মারণ। সং+নি+পত মিলন, ঐক্য। নির+পত, নির্গম। অভি+নির+পত, অভিনির্গম। প্র+পত, নিপতন, উপস্থিতি। সম+পত, উড্ডয়ন। প্রবেশ। গমন। অন্যান্য উপসর্গপূর্ব্বক হইলে উপসর্গের অর্থানুসারে ধাতুর অর্থ হইয়া থাকে।

পত (ত্রি) পততীতি পত-অচ্‌। ১ পুষ্ট। (ক্লী) ২ পতনকর্ত্তা।

পতক (পুং) ১ পতনশীল ব্যক্তি বা বস্তু।

পতকুম্ভ (পুং) পক্ষিবিশেষ।

পতগ (পুং) পত উৎপতিতঃ সন্‌ গচ্ছতি, বা পতেন পক্ষেণ গচ্ছতি পত-গম-ড। ১ পক্ষী।

"দেবদানবগন্ধর্ব্বরক্ষাংসি পতগোরগাঃ।
তেঽপি ভোগায় কল্পন্তে দণ্ডেনৈব নিপীড়িতাঃ॥" (মনু ৭।৬)

স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্‌। ২ স্বধাকারের অন্তর্গত পঞ্চাগ্নির মধ্যে একটী।

পতঙ্গ (পুং স্ত্রী) পততি গচ্ছতীতি পতি-অঙ্গচ্‌। (পতেরঙ্গচ্‌। উণ্‌ ১।১১৮)।

১ পক্ষী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্‌। (পুং) ২ সূর্য্য।

"পতৎপতঙ্গপ্রতিমস্তপোনিধিঃ
পুরোঽস্য যাবন্ন ভুবি ব্যলীয়ত ৷।" (মাঘ ১।১২)

পতঙ্গ, ক্ষুদ্রাকৃতি জীবভেদ, ফড়িং। ইহাদের শরীর গ্রন্থিযুক্ত বলিয়া ইহারা গ্রন্থিবিশিষ্ট জীবশ্রেণীমধ্যে গণ্য। গ্রন্থি-দেহ জীব সকল সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ১ কর্কটীবর্গ (Crustcaea) ২ লূতাবর্গ (Arachnida), ৩ বৃশ্চিকবর্গ বা শতপাদিক (Myriapoda), ৪ পতঙ্গবর্গ (Insecta), ও ৫ কীটবর্গ (Vermes)। গ্রন্থিবিশিষ্ট প্রাণীমাত্রেই কীটজাতির অন্তর্গত। ইহাদের উৎপত্তি ও অবয়বের পরিপুষ্টি একই প্রকার, আকৃতিভেদে ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে ইহাদের নামের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। বৃশ্চিক, কেন্নো প্রভৃতি কীট বহুগ্রন্থিবিশিষ্ট হইলেও তাহারা কীটশ্রেণীর অন্তর্গত।

[বিশেষ বিবরণ 'কীট' ও 'পঙ্গপাল' শব্দ দেখ।]

যে সকল কীট তিনটীমাত্র গ্রন্থিবিশিষ্ট তাহারাই পতঙ্গ পদবাচ্য। পতঙ্গের মধ্যে আবার তিনটী বিভাগ দেখা যায়, ১ম, পূর্ণ পরিবর্ত্তক (Metabola) অর্থাৎ যাহারা জন্মাবধি বারংবার সম্যক্‌রূপে দেহ পরিবর্ত্তন করে,—যেমন, ডাঁস, দংশ মসক, মক্ষিকা, মালপোকা ও প্রজাপতি। ২য়, ঈষৎ পরিবর্ত্তক (Hemimetabola) অর্থাৎ যাহারা জন্মাবধি দেহের অতি অল্প পরিমাণে পরিবর্ত্তন করে, যথা ফড়িং, গঙ্গাফড়িং, পঙ্গপাল, বল্মীক, আরসলা। ৩য়, অপরিবর্ত্তক (Ametabola) অর্থাৎ যাহারা অণ্ড হইতে নির্গত হইবার পরে আর দেহাবয়বের পরিবর্ত্তন করে না। যথা পিপীলিকাদি।

মাছি, মৌমাছি প্রভৃতি নানা জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষযুক্ত কীট; এমন কি ডানাযুক্ত পিপীলিকাকেও পতঙ্গ বলা যায়; কিন্তু সাধারণতঃ পতঙ্গ শব্দে অন্য প্রাণীকে না বুঝাইয়া একমাত্র ফড়িংদিগকে বুঝাইয়া থাকে। প্রজাপতি পতঙ্গশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও, এখন বিশিষ্ট অভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে।

[প্রজাপতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অধিক উত্তাপের সময় পতঙ্গের উপদ্রব হইয়া থাকে। এই সময়ে মাছি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট প্রচুর জন্মিয়া মনুষ্যগণকে সর্ব্বদাই উত্ত্যক্ত করে। এই সময় ওয়ানীর ন্যায় এক পতঙ্গ আসিয়া গৃহাদি ভরিয়া যায়।

হেমন্তকালে গঙ্গাফড়িংএর ন্যায় 'শ্যামা পোকা' নামে এক জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ জন্মে। উহারা রাত্রিকালে আসিয়া প্রদীপাদিতে পড়ে ও জীবন হারায়। আফ্রিকা দেশে এক প্রকার পতঙ্গ (Tsetse-fly) জন্মে, তাহাদের কামড়ে গো, অশ্ব, মহিষাদি মরিয়া যায়। Quassia Simaruba নামক এক প্রকার তিক্ত বৃক্ষপত্রের সহিত চিনি বাটিয়া পাত্রে রাখিয়া দিলে পতঙ্গাদি আসিয়া উহার উপর পড়ে ও তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। ইতালী দেশে (Erigeron viscosum) নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র গুল্ম পাওয়া যায়, ইতালীবাসিগণ উহা দুগ্ধে ডুবাইয়া গৃহে ঝুলাইয়া রাখে। পতঙ্গগণ উড়িয়া ঐ পাত্রে বসিলে মরিয়া যায়। পতঙ্গগণ সাধারণতঃ বৃক্ষাদির পত্র খাইয়া প্রাণ ধারণ করে। কোথাও কোথাও ইহাদিগকে পচা মাংস প্রভৃতি খাইতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে চীন ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশবাসিগণ পতঙ্গ রাঁধিয়া খায়। ইহারা কোথাও বৃক্ষপত্রে কোথাও বা মৃত্তিকা মধ্যে অণ্ডপ্রসব করে। প্রসবের পর গর্ভিণী মরিয়া যায়। জগদীশ্বরের কৃপায় সূর্য্যের উত্তাপে ঐ ডিম্ব ফুটিয়া ছানা বাহির হয়। কীট শব্দে এতৎসম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচনা করা হইয়াছে, একন্য এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

৩ শলভ। ৪ শালিপ্রভেদ। ৫ জলমধূক বৃক্ষ। (রাজনি°)। পত-বাহ° অঙ্গচ্। (স্ত্রী) ৫ সূত। ৬ পারদ। ৭ চন্দনভেদ। (শব্দচ°)। ৮ শর, বাণ। ৯ অগ্নি। ১০ অশ্ব। ১১ মক্ষিকাদি। ১২ প্রজাপতি প্রভৃতি। (যাহারা অগ্নি দেখিলেই আসিয়া পড়ে)। ১৩ পিশাচ। (মহীধর) ১৪ কৃষ্ণের নামভেদ। ১৫ প্রজাপতির পুত্রভেদ। ১৬ পর্ব্বতভেদ। ১৭ গ্রামের নাম। ১৮ প্লক্ষদ্বীপবাসী জাতিভেদ। ১৯ তার্ক্ষ্যের পত্নীভেদ।

পতঙ্গকবচ, হ্রদ, বিল, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে এক প্রকার কীট দেখা যায়। উহাদের সাধারণ আকৃতি পতঙ্গের মত এবং উহাদের দেহ পতঙ্গের কবচের ন্যায় দৃঢ়কবচে আবৃত। ইংরাজিতে ইহাদিগকে Eutromostraca বলে। তৃদলক (trilobites), কালিগাস (Calegus) প্রভৃতি জলজকীট এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

পতঙ্গম (পুং স্ত্রী) পতন্ উৎপ্লবন্ সন্ গচ্ছতি গম-খচ্, মুম্‌চ। পক্ষী। স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ২ শলভ।

"অলক্ষিতোঽগ্নৌ পতিতঃ পতঙ্গমো
যথা নৃসিংহৌজসি সোঽসুরস্তদা।।" (ভাগ° ৭।৮।২৪)

পতঙ্গ শব্দার্থ।

পতঙ্গর (পুং) পতঙ্গং পতনেন উৎপ্লবনেন গমনং অস্ত্যর্থে র। উৎপ্লবনদ্বারা গতিযুক্ত। (ঋক্ ৪।৪০।২)

পতঙ্গবৃত্ত (ত্রি) পতঙ্গস্য বৃত্তং ইব বৃত্তং যস্য। ১ পতঙ্গের ন্যায় আচারবিশিষ্ট। ২ পতঙ্গের আচরণ।

পতঙ্গা (স্ত্রী) ১ অশ্ব। (নিঘণ্টু) ২ নদীবিশেষ।

পতঙ্গিকা (স্ত্রী) পতঙ্গ-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্, স্ত্রিয়াং টাপ্ অত ইত্বং। মধুমক্ষিকাবিশেষ। পর্য্যায় পুত্তিকা।

"পতঙ্গিকানাং পুচ্ছেষু স্বয়েষীকা প্রবেশিতা।" (ভা° ১।১০৮।১০)

পতঙ্গিন্ (পুং) পতঙ্গ উৎপ্লবনেন গমনমস্ত্যস্য ইনি। খগ, পক্ষী, স্ত্রিয়াং নান্তত্বাৎ ঙীপ্। (হরিবংশ ২০ অ°)

পতঞ্চল (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। ইহার আর এক নাম কাপ্য। শতপথব্রাহ্মণে ইহার উল্লেখ আছে। ইহার পাঠান্তর "পতঞ্জল" এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

পতঞ্চিকা (স্ত্রী) পতং অভিমতং শত্রুং চিকয়তি পীড়য়তি স্বারোপিতশরেণেতি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ধমুর্জ্যা, ধমুকের ছিলা।

পতঞ্জলি (পুং) পতন্ অঞ্জলির্নমস্যতয়া যস্মিন্, শকন্ধাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ যোগশাস্ত্রপ্রণেতৃ মুনিভেদ, পাতঞ্জলদর্শনকর্ত্তা [পাতঞ্জলদর্শন দেখ।] ২ পাণিনির মহাভাষ্যপ্রণেতা।

মহাভাষ্য পতঞ্জলির অসাধারণ কীর্ত্তি, কেবল সংস্কৃত নহে, জগতে কোন ভাষায় এরূপ বিচারমূলক সুবিস্তৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ দেখা যায় না। কোন্ সময়ে ও কি উদ্দেশ্যে এই মহাগ্রন্থ রচিত হয়, তাহা লইয়া বহুদিন হইতেই পাশ্চাত্য ও দেশীয় সংস্কৃতবিদ্‌দিগের মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। কাহারও মতে পতঞ্জলি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে,[১] আবার কাহারও মতে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে[২], আবার কোন কোন পণ্ডিত বহু গবেষণাদ্বারা স্থির করিয়াছেন, খৃষ্ট পূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতেই পতঞ্জলির মহাভাষ্য রচিত হয়।[৩]

এখন কোন্ মতটী সমীচীন, তাহাই দেখিতে হইবে। কেহ বলেন, পাণিনির মত নিরাশ করিয়া নিজমত স্থাপন করিবার জন্ম কাত্যায়ন বার্ত্তিক রচনা করেন এবং পাণিনিকে বার্ত্তিককারের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ও সাধারণে বিশুদ্ধ ব্যাকরণজ্ঞান ও পাণিনীয় মত প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই পতঞ্জলি মহাভাষ্য প্রণয়ন করেন,—ডাক্তার গোল্‌ডষ্টুকর কতকটা এই মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু মহাভাষ্য কেবল বার্ত্তিকের সমালোচনা বলিয়া বোধ হয় না। বার্ত্তিক পাণিনিসূত্রের পরিশিষ্ট ও বৃত্তিস্বরূপ। পাণিনির যে সমস্ত মত কাত্যায়নের সময় আর্ষ বা তৎকালপ্রচলিত ব্যাকরণের বিরুদ্ধ হইয়াছিল, কাত্যায়ন তৎকালীন ভাষার উপযোগী করিবার জন্ম সেই সেই স্থানেরই সমালোচনা করিয়াছেন। পতঞ্জলি আবার পাণিনিসূত্র ও কাত্যায়নের বার্ত্তিক বিস্তৃতভাবে বুঝাইবার জন্যই মহাভাষ্য রচনা করিয়াছেন। বার্ত্তিক ও মহাভাষ্যের উদ্দেশ্য একই, উভয়েরই উদ্দেশ্য সাময়িক ভাষার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া পাণিনির মতপ্রকাশ। প্রচলিত সংস্কৃত ভাষার অনুগত করিবার জন্যই পতঞ্জলি কোথাও কোথাও কাত্যায়নের মতের সমালোচনা ও আপনার মত প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই জন্য যে যে স্থানে সূত্র বা বার্ত্তিকে অভাব, সেই সেই স্থলেই পতঞ্জলি পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি কি, কি বৈজ্ঞানিক উপাদানে সংস্কৃত ভাষা গঠিত, তাহা প্রদর্শন করিতে গিয়াই পতঞ্জলির ভাষা এত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই মহাভাষ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সংস্কৃত শাস্ত্রে অনন্তজ্ঞান প্রয়োজন, সেই জন্যই এই মহাগ্রন্থের অপর নাম ফণিভাষ্য বা মহাভাষ্য হইয়াছে *। মহাভাষ্যে ভারদ্বাজীয়, সৌনাগ, কুণরবাড়ব, বাড়ব, সৌম্যভগবৎ, কারিকাকার ব্যাঘ্রভূতি ও শ্লোকবার্ত্তিককার কাত্যায়ন প্রভৃতি বৈয়াকরণের উল্লেখ আছে। সুতরাং উক্ত বৈয়াকরণগণ পতঞ্জলির পূর্ব্ববর্ত্তী।

মহাভাষ্য হইতে পতঞ্জলির অতি সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়। (প্রথমাধ্যায়ের ৩য় পাদের ৩য় আহ্নিকে) তিনি গোণিকাপুত্র,[৪] ও (প্রথমাধ্যায়ের প্রথম পাদের ৫ম আহ্নিকে) গোনর্দ্দীয়[৫] নামে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। হেমচন্দ্রের অভিধান-চিন্তামণি ও ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে পতঞ্জলির অপর নাম গোনর্দ্দীয়[৬] ও 'চূর্ণীকৃৎ' লিখিত আছে। শব্দরত্নাবলীতে পতঞ্জলির অপর নাম 'বররুচি' আছে, কিন্তু এই নামের উপর কেহ আস্থাবান্ নহেন, কারণ কাত্যায়নের অপর নাম বররুচি, কিন্তু পতঞ্জলির অপর

* ফণিভাষ্য নামটীও বহুদিন হইতেই প্রচলিত। শ্রীহর্ষ নৈষধচরিতে বিদর্ভপুরীর সহিত ফণিভাষ্যের উপমা দিয়াছেন।

"পরিখাবলয়চ্ছলেন যা ন পরেষাং গ্রহণস্য গোচরা।
ফণিভাষিতভাষ্যফক্কিকা বিষমাকুণ্ডলনামবাপিতা॥" (২য় সর্গ)।

(৪) "উভয়থা গোণিকাপুত্রঃ" (মহাভাষ্য ১।৪।৩।৫১)।
'গোণিকাপুত্রো ভাষ্যকারঃ ইত্যাহুঃ' (নাগেশভট্ট)।

(৫) "গোনর্দ্দীয়স্ত্বাহ সত্যমেতৎ সতি ত্বনুস্মিন্নিতি।" (মহা ১।১।৫।২১)
'ভাষ্যকারস্ত্বাহ' (কৈয়ট)।

(৬) বাৎস্যায়নের কামসূত্রে কামসূত্রকার গোনর্দ্দীয় ও গোণিকাপুত্রের নাম পাওয়া যায়—

"গোনর্দ্দীয়ো ভার্য্যাধিকারিকাং গোণিকাপুত্রঃ পারদারিকাং কামসূত্রং সংচিক্ষেপ।" (বাৎস্যায়ন)

উক্ত দুই ব্যক্তি এক কি না এবং পতঞ্জলির সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বুঝা গেল না।

(১) Dr. Weber's Indische Studien (for 1873).

(২) Prof. Peterson, On the date of Patanjali (Journal of the Bombay-Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. xvi. p. 189.)

(৩) Dr. Goldstucker's Panini, and Manava Kalpa Sutra; (Preface, p. 228-230) and Dr. Bhandarkar in Indian Antiquary, Vol. I. p. 302, II. p. 70.

নাম যে বররুচি তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাশিকায় (১।১।৭৫) পূর্ব্বদেশবাচী উদাহরণ স্বরূপ 'গোনর্দ্দীয়' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাণেও ভারতের পূর্ব্ববিভাগ-বর্ণনায় গোনর্দ্দ দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ডাক্তার ভাণ্ডারকর বলেন, অযোধ্যাপ্রদেশের মধ্যে যে গোণ্ডা (গোন্দা) জেলা ও উহার মধ্যে যে এই নামে এক নগর আছে, তাহাই প্রাচীন গোনর্দ্দ, এই স্থানেই ভাষ্যকার পতঞ্জলি জন্মগ্রহণ করেন।

মহাভাষ্যের একস্থানে লিখিত আছে, 'পুষ্যমিত্র যজ্ঞ করেন। যাজকগণ তাঁহার যাজন করেন।'[৭] এ ছাড়া আরও দুই এক স্থানে পুষ্যমিত্রের নাম ও পুষ্যমিত্রসভার উল্লেখ আছে। ইহাতে পুরাবিদ্‌গণ অনুমান করেন, পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের যজ্ঞসভায় উপস্থিত ছিলেন। বিষ্ণু, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণ হইতে জানা যায়, মৌর্য্যবংশীয় শেষ রাজা বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া তাঁহার সেনাপতি (সুঙ্গবংশীয়) পুষ্যমিত্র পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন[৮]। মহাভাষ্যেও লিখিত আছে, 'মৌর্য্যেরা হিরণ্যের লোভে দেবপূজা প্রকল্পিত করিয়াছে[৯]।' আবার অন্য একস্থলে লঙ্‌ উদাহরণ স্বরূপ পতঞ্জলি লিখিয়াছেন, 'যবন সাকেত (অযোধ্যা) আক্রমণ করিয়াছে। যবন মাধ্যমিকদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।'[১০] ইহাতে ডাক্তার গোল্‌ডষ্টুকার ও ভাণ্ডারকর বলেন, যে সময়ে গ্রীক যবনেরা অযোধ্যাপ্রদেশ আক্রমণ করে, সেই সময় পতঞ্জলি বিদ্যমান ছিলেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন,—'মিনান্দ্রস্' (Menandros) যমুনা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। পালিগ্রন্থে ইনি যোনরাজ মিলিন্দ নামে খ্যাত এবং পঞ্চনদের অন্তর্গত শাকল নামক স্থানে ইহার রাজধানী ছিল। পুরাবিদ্‌গণ এখন স্থির করিয়াছেন, 'পুষ্যমিত্রের সমকালেই মিলিন্দ রাজত্ব করিতেন। পতঞ্জলি এই মিলিন্দের অযোধ্যাক্রমণেরই কথা উল্লেখ করিয়াছেন।'

ভর্তৃহরি বাক্যপদীয় নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'সংক্ষেপে বা সমাক্‌ভাবে নবাবিদ্যাপরিগ্রাহক বৈয়াকরণদিগের সাহায্যে এবং (ব্যাড়ির) 'সংগ্রহ' লাভ করিয়া সেই তীর্থদর্শী গুরু পতঞ্জলি সমস্ত ন্যায়বীজ মহাভাষ্যে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে শাস্ত্র গভীরতাপ্রযুক্ত অগাধ এবং যাহাদের বুদ্ধি পরিপক্ক হয় নাই, এরূপ সাধারণে কেবল উপরে ভাসিয়া বেড়াইবে নিশ্চয় করিয়া শুষ্কতর্কানুসারী, সংগ্রহপ্রিয় বৈজি, সৌভর ও হর্য্যক্ষ সেই আর্ষ (মহাভাষ্য) গ্রন্থ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখন তাঁহার শিষ্যগণ হইতে প্রাপ্ত পতঞ্জলিপ্রণীত সেই আগমের একখানি গ্রন্থ কেবল দাক্ষিণাত্যদিগের মধ্যে ছিল। পরে ভাষ্যানুরাগিগণ পর্ব্বত হইতে সেই আগম লাভ করেন, পুনরায় চন্দ্রাচার্য্যাদি সেই আগম লইয়া বহুখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। (পরে) প্রসিদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রবিৎ স্বদর্শনজ্ঞ আমার গুরু এই আগমের সংগ্রহ প্রণয়ন করেন।'[১]

রাজতরঙ্গিণীতেও লিখিত আছে, (অভিমন্যু যখন কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত) সেই সময়ে চন্দ্রাচার্য্য প্রভৃতি ভিন্নদেশ হইতে আগম বা গুরুমুখে বিদ্যা লাভ করিয়া মহাভাষ্য প্রচার করিলেন।[২]

অভিমন্যুর সময়ে মহাভাষ্য প্রচারিত হইলেও আবার কিছুকাল পরে মহাভাষ্যের পঠন পাঠন বন্ধ হইয়া যায়। কারণ রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, (খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে) কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য বিচ্ছিন্ন মহাভাষ্য উদ্ধার করিয়া আবার নিজরাজ্যে প্রচার করেন।

যাহা হউক এখন এই অমূল্য মহারত্ন আর বিলুপ্ত হইবে না, মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে বোম্বাই ও কাশীধামে কৈয়টের 'ভাষ্যপ্রদীপ' নামক টীকা সমেত এই মহাভাষ্য মুদ্রিত হইয়াছে।

(৭) "পুষ্যমিত্রো যজতে যাজকা যাজয়ন্তীতি। তত্র ভবিতব্যং পুষ্যমিত্রো যাজয়তে যাজকা যাজয়ন্তীতি।" (মহাভাষ্য ৩।১।২।২৬)

(৮) ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, পুষ্যমিত্র ১৭৮ হইতে ১৪২ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

(৯) "মৌর্য্যৈর্হিরণ্যার্থিভিরর্চ্চাঃ প্রকল্পিতা ভবেত্তাসু ন স্যাৎ। যাস্ত্বেতাঃ সম্প্রতি পূজার্থাস্তাসু ভবিষ্যতি।" (৫।৩।২।৯৯)

(১০) "অরুণদ্‌যবনঃ সাকেতং। অরুণদ্‌যবনো মাধ্যমিকান্। পরোক্ষে চ লোকবিজ্ঞাতে প্রযোক্তুর্দর্শনবিষয়ে লঙ্‌ বক্তব্যঃ।" (৩।২।২।১১১)

(১) "প্রায়েণ সংক্ষেপরুচীনল্পবিদ্যাপরিগ্রহান্।
সংপ্রাপ্য বৈয়াকরণান্ সংগ্রহে সমুপাগতে॥
কৃতেঽথ পতঞ্জলিনা গুরুণা তীর্থদর্শিনা।
সর্ব্বেষাং ন্যায়বীজানাং মহাভাষ্যে নিবন্ধনে॥
অলব্ধগাধে গাম্ভীর্য্যাদুত্তান ইব সৌষ্ঠবাৎ।
তস্মিন্নকৃতবুদ্ধীনাং নৈবাবস্থিতনিশ্চয়ঃ॥
বৈজিসৌভবহর্য্যক্ষৈঃ শুষ্কতর্কানুসারিভিঃ।
আর্ষে বিপ্লাবিতে গ্রন্থে সংগ্রহপ্রতিকঞ্চুকৈঃ॥
যঃ পতঞ্জলিশিষ্যেভ্যোঽভ্রষ্টো ব্যাকরণাগমঃ।
কালেন দাক্ষিণাত্যেষু গ্রন্থমাত্রে ব্যবস্থিতঃ।
পর্ব্বতাদাগমং লব্ধ্বা ভাষ্যবীজানুসারিভিঃ।
স নীতো বহুশাখত্বং চন্দ্রাচার্য্যাদিভিঃ পুনঃ।
ন্যায়প্রস্থানমার্গাংস্তানভ্যস্য স্বং চ দর্শনম্।
প্রণীতো গুরুণাস্মাকময়মাগমসংগ্রহঃ॥" (বাক্যপদীয় ২)

(২) "চন্দ্রাচার্য্যাদিভির্লব্ধ্বা দেশান্তরাত্তদাগমম্।
প্রবর্ত্তিতং মহাভাষ্যং স্বং চ ব্যাকরণং কৃতম্॥" (রাজত° ১।১৭৬)

কৈয়ট ব্যতীত শেষ-নারায়ণ, নৃসিংহ, রামকৃষ্ণানন্দ, লক্ষ্মণ, শিবরামেন্দ্র সরস্বতী, সদাশিব প্রভৃতি রচিত কএকখানি টীকা পাওয়া গিয়াছে। কৈয়টের ভাষ্যপ্রদীপের উপরও অনন্তভট্ট, অন্নম্‌ভট্ট, ঈশ্বরানন্দ, নাগেশ, নারায়ণ, নীলকণ্ঠ দীক্ষিত, প্রবর্ত্তকোপাধ্যায়, রামচন্দ্র সরস্বতী ও হরিরাম প্রভৃতি কএক ব্যক্তি টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন। নাগেশের মহাভাষ্যপ্রদীপোদ্দ্যোতের উপর আবার বৈদ্যনাথপায়গুণ্ডে 'ছায়া' নামে এক সুন্দর বৃত্তি লিখিয়াছেন।

পতৎ (ত্রি) পত-শতৃ, বাহুলকাৎ অতি বা। ১ পতনকর্ত্তা। পতনশীল। (পুং) ২ পক্ষী।

পতত্র (ক্লী) পত-গতৌ অত্রন্‌ (আমিনক্ষিযজিবধিপতিভ্যোঽত্রন্‌। উণ্‌ ৩।১০৫) বাহন। (উজ্জ্বল)

পতত্রি (পুং) পততি উৎপততীতি পত-অত্রিন্‌ (পতেরত্রিন্‌। উণ্‌ ৪। ৬৯)। পক্ষী।

পতত্র (ক্লী) পতন্তং ত্রায়তে ইতি পতৎ-ত্রৈ-ক। পক্ষ, পাখা।

"যেন মে পূর্ব্বমদ্রীণাং পক্ষচ্ছেদঃ প্রজাত্যয়ে।
ক্রুতো নিবিশতাং ভারৈঃ পতত্রৈঃ পততাং ভুবি॥"
(ভাগ° ৮।১১।৩৪)

পতত্রিকেতন (পুং) পতত্রী কেতনং যস্য। গরুড়ধ্বজ, বিষ্ণু।

"পতত্রিকেতনং দেবং বোধয়ন্তি দিবৌকসঃ।" (হরিব° ৭৩ অঃ)

পতত্রিন্‌ (পুং) পতত্র অস্ত্যর্থে ইনি। পক্ষী।

পতত্রিরাজ (পুং) পতত্রিণাং রাজা, টচ্‌সমাসান্তঃ। পক্ষিরাজ, গরুড়।

পতদ্‌গ্রহ (পুং) পতৎ মুখাদিভ্যঃ স্খলৎ জলাদি গৃহ্লাতীতি পতৎ গ্রহ-অচ্‌। প্রতিগ্রহ, চলিত পিক্‌দানী। যাহাতে থু থু প্রভৃতি ফেলা যায়।

পতদ্‌ভীরু (পুং) পতন্‌ পক্ষী ভীরুর্যস্মাৎ। শ্যেনপক্ষী, বাজপাখী।

পতন (ক্লী) পত-ভাবে ল্যুট্‌। চলন, স্খলন, ভ্রংশ, নাশ। পড়া, অধঃসংযোগানুকূলস্পন্দন।

"অশনৈঃ পতনেন বেদনা পতনজ্ঞানমতীব দুঃসহম্‌।" (উদ্ভট)।

২ পাপ। "বিহিতস্যানমুষ্ঠানাৎ নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)।

পাপানুষ্ঠান করিলেই পতন হইয়া থাকে, এই জন্য পতন শব্দে পাপ বুঝায়। যে সকল কার্য্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান না করা, এবং নিন্দিত কার্য্যের সেবন ও যথাশাস্ত্র ইন্দ্রিয়সংযম না থাকা, এই সকল কারণে পতন হইয়া থাকে। কারণ থাকিলে কার্য্য হইতেই হইবে, বিহিতের অননুষ্ঠান প্রভৃতি কারণ থাকিলে কার্য্য যে পতন, তাহা কেহই রোধ করিতে পারে না। ৩ পাতিত্য।

পতনীয় (ত্রি) পত-অনীয়র্‌। ১ পাত্য। ২ পতনার্হ। ৩ পতনের যোগ্য। (ক্লী) ৩ পাতক।

"নীচাভিগমনং গর্ভ-পাতনং ভর্ত্তৃহিংসনং।
বিশেষপতনীয়ানি স্ত্রীণামেতান্যপি ধ্রুবম্‌॥" (যাজ্ঞ° ২।২৯৭)।

নীচাভিগমন, গর্ভপাত, স্বামিহিংসা এই সকল স্ত্রীদিগের বিশেষরূপে পতনের যোগ্য। কোন কোন কার্য্য করিলে পতিত হইতে হয়, তাহার বিষয় পতিত শব্দে দ্রষ্টব্য।

পতস্তক (ত্রি) অশ্বমেধযাগভেদ।

পতম (পুং) পততি কর্ম্মক্ষয়ে যস্মাৎ। পত-অম। চন্দ্র। লোকনিবহের পুণ্য ক্ষীণ হইলে চন্দ্রলোক হইতে পতিত হয়, এইরূপ শ্রুত আছে, এই জন্য পতম শব্দে চন্দ্রকে বুঝায়। পততীতি পত্‌-অম। ২ পক্ষী। ৩ পতঙ্গ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)।

পতয়ালু (ত্রি) পতি-আলুচ্‌ (স্পৃহিগৃহিপতিদয়ীতি। পা ৩।২।১৫৮) পতনশীল, পর্য্যায়—পাতুক।

পতয়িষ্ণু (ত্রি) পতি-বাহুলকাৎ ইষ্ণুচ্‌, ন ণি-লোপঃ। পতনশীল। (ঋক্‌ ১।১৬৩।১১)।

পতয়িষ্ণুক (ত্রি) ইতস্ততঃ পতনশীল। (অথর্ব্ব ১।১৮।৩)

পতর (ত্রি) পত-বাহুলকাৎ অরন্‌। গন্তা। (ঋক্‌ ২।২।৪)

পতরু (ত্রি) পত-বাহুলকাৎ অরু। পতনশীল। "পর্ণা মৃগস্য পতরোঃ" (ঋক্‌ ১।১৮২।৭) 'পতরোঃ গমনশীলস্য' (সায়ণ)

পতস (পুং) পততীতি পত-অসচ্‌ (অত্যবিচমীতি। উণ্‌ ৩।১১৭) ১ পক্ষী। ২ চন্দ্র। ৩ পতঙ্গ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি°)

পতাকা (স্ত্রী) পত্যতে জ্ঞায়তে কশ্চিৎ ভেদোঽনয়া, পত-আক প্রত্যয়েন সাধুঃ (বলাকাদয়শ্চ। উণ্‌ ৪।১৪) ১ ধ্বজ, নিশান।

"শ্বেতৈশ্ছত্রৈঃ পতাকাভিশ্চ্চামরবারণবাজিভিঃ।
তাদ্বনীকান্যশোভন্ত রাজন্নুথপদাতিভিঃ॥" (ভারত ৬।১৭।১৫)

পর্য্যায়—বৈজয়ন্তী, কেতন, ধ্বজ, পটাকা, জয়ন্তী, বৈজয়ন্তিকা, কদলী, কদলী, কেতু, কদলিকা, ব্যোমমণ্ডল, চিহ্ন। (জটাধর) এই সকল শব্দের মধ্যে কেতন ও ধ্বজ শব্দ পতাকার দণ্ডার্থে ব্যবহার হইয়া থাকে। (ভারত) পটাদি নির্ম্মিত বস্ত্রখণ্ডভেদ। পতাকা ত্রিকোণাকার হইবে। দেবমণ্ডপ পতাকা দ্বারা শোভিত করিতে হয়। হেমাদ্রির দানখণ্ডে পতাকার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

দেবমণ্ডপে যে পতাকা দিতে হইবে, তাহার প্রমাণ ৭ হাত, ১০ অঙ্গুল বিস্তৃত এবং দণ্ড ১০ হাত হইবে। এই সকল পতাকা সিন্দূর, কর্ব্বুর, ধূম্র, ধূসর, মেঘসন্নিভ, পাণ্ডু এবং

শুভ্র এই ৮ প্রকার বর্ণ পূর্ব্বাদিক্রমে সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে, এইরূপ পতাকা শুভজনক *। লোকপালাদির উদ্দেশে পতাকা করিলে তাহাদের যেরূপ বর্ণ এবং যে সকল অস্ত্র, সেই অনুসারে পতাকা করিতে হইবে। যে সকল বস্ত্রখণ্ড ত্রিকোণাকার তাহাকে পতাকা এবং চতুষ্কোণ হইলে তাহাকে ধ্বজ কহে। (হেমাদ্রিধৃত গরুড়পু°) ২ সৌভাগ্য। ৩ পিঙ্গলোক্ত নির্দ্ধারণাঙ্কসমূহ। ৪ প্রাতিস্বিকরূপ নির্দ্ধারণ। এই পতাকা দুই প্রকার, বর্ণপতাকা এবং মাত্রাপতাকা। †

৫ নাটকাঙ্গভেদ। [পতাকাস্থানক দেখ।]

পতাকাস্থানক (ক্লী) নাটকাঙ্গভেদ। নাটক মধ্যে পতাকা স্থান সন্নিবেশিত করিতে হয়।

নাটকে স্থান উত্তমরূপে সুবিবেচনা করিয়া অর্থাৎ এরূপ স্থানে পতাকা সন্নিবেশিত করিতে হইবে যে, তাহাতে বর্ণনায় বিশেষরূপ চমৎকারিত্ব হয়। ইহার লক্ষণ—

অন্য কোন এক অর্থ বা বিষয় চিন্তা করিতে থাকিলে আগন্তুক ভাব দ্বারা, অতর্কিতভাবে আসিয়া সেই অর্থ সমর্থিত বা উপস্থিত হইলে পতাকাস্থান হয়। ইহার একটী উদাহরণ দিতেছি, রাম মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, 'আমার সীতাবিরহ একমাত্র দুঃসহ' এমন সময় দুর্মুখ আসিয়া নিবেদন করিল, 'দেব উপস্থিত'। এইস্থলে রামের ইচ্ছা সীতার বিরহ না হয়, দুর্মুখ 'উপস্থিত' এই কথা বলায় রামের দুঃসহ সীতাবিরহ উপস্থিত, ইহাই সূচিত হইল। অতএব এইস্থান পতাকাস্থান হইল। রাম সীতার বিরহ না হয়, এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, আগন্তুক ভাবে সীতার বিরহ উপস্থিত, ইহা সূচিত হইল, নাটকে এইরূপ স্থলে পতাকাস্থান হয়। ‡

এই পতাকাস্থান ৪ প্রকার, যথাক্রমে তাহার লক্ষণ লিখিত হইল।

১। অতর্কিতভাবে যে স্থলে পরম প্রীতিকরী অর্থসম্পত্তি লাভ হয়, সেই স্থলে প্রথম পতাকা স্থান হয়।

২। বাক্য সাতিশয় শ্লিষ্ট ও নানাপ্রকার বন্ধযুক্ত হইলে দ্বিতীয় পতাকাস্থান হয়।

৩। ফলরূপ কার্য্যের সূচনা এবং শ্লিষ্ট প্রত্যুত্তরযুক্ত হইলে তৃতীয় পতাকাস্থান হয়।

৪। দ্ব্যর্থ এবং সুশ্লিষ্ট বচনবিন্যাস এবং প্রধানান্তরাপেক্ষী হইলে চতুর্থ পতাকাস্থান হয়।

এই সকলের উদাহরণ বাহুল্য ভয়ে প্রদর্শিত হইল না। সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ইহার উদাহরণ প্রভৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার নাটকে পতাকা প্রভৃতি সন্নিবেশিত হয় না; কিন্তু সংস্কৃত নাটকে পতাকাস্থান থাকা চাই, না থাকিলে নাটকে দোষ হইবে।

পতাকিক (ত্রি) পতাকাহস্ত্যস্য ব্রীহ্যাদিত্বাৎ ঠন্। পতাকাযুক্ত।

পতাকিন্ (ত্রি) পতাকা বিদ্যতেহস্য, পতাকা-ইনি। বৈজয়ন্তিক, পতাকাধারী।

"স তু গোবাসনঃ শৈবঃ সহিতঃ সর্ব্বরাজভিঃ।
যযৌ মাতঙ্গরাজেন রাজার্হেণ পতাকিনা॥" (ভারত ৬।১৭।২০)

২ রিষ্টারিষ্টবোধক চক্রবিশেষ, জন্মলগ্নে গ্রহবিশেষের বোধ হইলে পতাকী হয়, এই পতাকী জাতবালকের অশুভ। জ্যোতিস্তত্ত্ব প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

পঞ্চস্বরামতে পতাকিচক্র। ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত রিষ্ট গণনা করিতে হয়, সুতরাং যতদিন ২৪ বৎসর না হয়, ততদিন পতাকা প্রভৃতি রিষ্ট দেখিতে হয়। এই চক্র করিতে হইলে প্রথমে ঊর্দ্ধভাবে তিনটী রেখা এবং তির্য্যক্‌ভাবে তিনটী রেখা কল্পনা করিবে, তাহার পর পরস্পর রেখা সকলের বেধের জন্য তির্য্যক্‌ভাবে ৬টী রেখা উত্তরদিকে লিখিতে হইবে। এইরূপে চক্র প্রস্তুত করিলে পতাকীর বেধ জানা যাইবে। জন্মকালে গ্রহদিগের অবস্থান দ্বারা রিষ্ট জানা

---

* "সপ্তহস্তাঃ পতাকাঃ স্যুর্বিংশত্যঙ্গুলিবিস্তৃতাঃ।
দশহস্তাঃ পতাকানাং দণ্ডাঃ পঞ্চাংশবেশিতাঃ॥
সিন্দূরা কর্ব্বুরা ধূম্রা ধূসরা মেঘসন্নিভাঃ।
হরিতা পাণ্ডুবর্ণা চ শুভ্রা পূর্ব্বাদিতঃ ক্রমাৎ॥
এবং বর্ণাঃ শুভাঃ কার্য্যাঃ পতাকাঃ পাকশাসন!॥"
(হেমাদ্রিদানখণ্ডধৃত গরুড়পু° বচনং)

† "অমুকবর্ণমাত্রাপ্রস্তারয়োরেতাবদ্ গুরুলঘুযুক্তো ভেদ এতাবৎ সংখ্যাক ইতি মেরুপঙ্‌ক্তিবর্ত্তি তত্তৎ কোষ্ঠস্থাঙ্কনির্দ্ধারিতস্বরূপসংখ্যানাং ভেদানাং প্রথমদ্বিতীয়ত্বাদিপ্রাতিস্বিকরূপস্য নির্দ্ধারণং নির্দ্ধারকাঙ্কসমূহো বা পতাকা সা চ দ্বিধা, বর্ণমাত্রাভেদাৎ।" (প্রাকৃত পিঙ্গল)

‡ "পতাকাস্থানকং যোজ্যং সুবিচার্য্যেহ বস্তুনি।
যত্রার্থে চিন্তিতেহন্যস্মিন্ তল্লিঙ্গোহন্যঃ প্রযুজ্যতে।
আগন্তুকেন ভাবেন পতাকাস্থানকন্তু তৎ॥
সহসৈবার্থসম্পত্তির্গুণবত্যুপচারতঃ।
পতাকাস্থানকমিদং প্রথমং পরিকীর্ত্তিতম্॥
বচঃ সাতিশয়শ্লিষ্টং নানাবন্ধসমাশ্রয়ং।
পতাকাস্থানকমিদং দ্বিতীয়ং পরিকীর্ত্তিতম্॥
অর্থোপক্ষেপকং যৎ তু লীনং সবিনয়ং ভবেৎ।
শ্লিষ্টপ্রত্যুত্তরোপেতং তৃতীয়মিদমুচ্যতে॥
দ্ব্যর্থো বচনবিন্যাসঃ সুশ্লিষ্টঃ কাব্যযোজিতঃ।
প্রধানার্থান্তরাপেক্ষী পতাকাস্থানকং পরম্॥"
(সাহিত্যদ° ৬।২৯৮-৩০৩)

যাইবে। পতাকিচক্রে গ্রহ সংস্থাপন করিতে হইলে ঊর্দ্ধভাগস্থ সর্ব্বশেষ রেখা মেষরাশি বলিয়া স্থির করিতে হইবে, পরে তাহার বামভাগস্থিত রেখা সকলকে ক্রমে বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা প্রভৃতি রাশি বলিয়া জানিতে হইবে। ঐ চক্রের রেখায় অবস্থাপন করিতে হয়, মীন, কর্কট, তুলা, কুম্ভ, সিংহ, বৃশ্চিক, মকর, কন্যা ও ধনুতে ক্রমে ৪।৫।২০।৩। ৮।৬।১৪।২।১০ অঙ্ক যথাক্রমে স্থাপিত করিতে হইবে।

পঞ্চস্বরামতে পতাকাবেধ চারিপ্রকার। মেষাদি দ্বাদশ রাশির যে রাশি লগ্ন হইবে, ঐ রাশির সম্মুখ রাশি এবং দক্ষিণ ও বামদিক্ স্থিত রাশি উহা দ্বারা বিদ্ধ হইয়া থাকে; বেধ-ও দণ্ডাধিপতি গ্রহ দ্বারা হয় এবং বিদ্ধ রাশির অঙ্ক সংখ্যানুসারে বর্ষ, মাস ও দিন পরিমিত কালে জাতবালকের রিষ্ট হইবে জানিতে পারিবে। যদি সবল পাপগ্রহকর্ত্তৃক বিদ্ধ হয়, তবে বিদ্ধরাশির অঙ্ক সংখ্যা দিনরূপে, বিদ্ধরাশি মধ্যবল হইলে মাসরূপে ব্যবহৃত হয়। যেরূপ পাপগ্রহের বলাবল বিবেচনায় দিন মাস ও বৎসর ব্যবহার হয়, সেইরূপ শুভ গ্রহের বলাবল বিবেচনায় এইরূপ হইবে। এইরূপে বিদ্ধ শুভগ্রহের বলানুসারে দিনাদি পরিমিত কালে বালকের মৃত্যু হয়।

যদি লগ্নে পাপগ্রহ থাকে, কিংবা শত্রু ক্ষেত্রগত পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে বিদ্ধরাশির পরিমিত অঙ্কের দিন সংখ্যায় নিশ্চয় বালকের মৃত্যু হইবে। এই পতাকী বেধে কোন্ রাশির সহিত কোন্ রাশির বেধ, তাহা বলা যাইতেছে;—ধনু ও মীনরাশির সহিত কর্কট রাশির বেধ, সিংহের বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশি, কন্যার মকর ও তুলা, তুলার মীন ও কন্যা, বৃশ্চিকের কুম্ভ ও সিংহরাশি, ধনুর মকর ও কর্কট, মকরের ধনু ও কন্যা, কুম্ভের সিংহ, ধনু ও মীন, বৃষের বৃশ্চিক ও কুম্ভ, এবং মিথুনের সহিত মকর, কর্কট ও তুলা রাশির বেধ জানিতে হইবে।

পূর্ব্বে তিনটী রাশিতে বেধাদি যে সকল অঙ্ক উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল অঙ্ক ও তাহাদের সম্মিলন দ্বারা বেধ জানা যায়। কর্কট রাশির ২৯, সিংহের ১৭, কন্যার ৩৬, তুলার ২৬, বৃশ্চিকের ১৭, ধনুর ৩৯, মকরের ২৬, কুম্ভের ১৭, মীনের ২৯, মেষের ১৬, বৃষের ১৭, ও মিথুনের ৩৯ সংখ্যা নির্দ্ধারিত আছে। (পঞ্চস্বরা)। জ্যোতিস্তত্ত্ব মতে পতাকিনির্ণয়—পতাকি চক্রে দীর্ঘে ও প্রস্থে তিনটী করিয়া রেখা টানিয়া সমভাবে সকলের সঙ্গে বেধ করিবে। তাহাতে ৫।৮।২।২০।৬।১০। ১৪।৩।৪ এই সকল অঙ্ক কর্কট অবধি মীন পর্য্যন্ত দিতে হইবে। লগ্ন হইতে শুভদণ্ডে বেধ হইলে জাত বালকের শুভ ও পাপদণ্ডে বেধ হইলে অশুভ হইয়া থাকে। নিম্নে একটী চক্র দেওয়া হইল—

মিথুন বৃষ মেষ

কর্কট ৫ ——— ৪ মীন
সিংহ ৮ ——— ৩ কুম্ভ
কন্যা ২ ——— ১৪ মকর

তুলা বিছা ধনু
২০ ৬ ১০

প্রথমে জাত বালকের জন্ম দিবারাত্রভেদে যামার্দ্ধ ও যামার্দ্ধাধিপতি স্থির করিতে হইবে, রবির শেষ দুই দণ্ড, চন্দ্রের আদি ও শেষ দণ্ড, মঙ্গলের শেষ দণ্ড, বুধ ও বৃহস্পতির প্রথম দুই দণ্ড, শুক্রের প্রথম দণ্ড, যামার্দ্ধাধিপতির শুভদণ্ড—শনির ৪ দণ্ড কোন সময়ই প্রশস্ত নহে।

পতাকিচক্রে লগ্ন, সম্মুখ, বাম ও দক্ষিণ এই ৪ প্রকার বেধ অবধারিত হইয়াছে। মেষাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে কোন্ কোন্ রাশির বাম বেধ তাহা বলা যাইতেছে। কর্কট, সিংহ ও কন্যা এই তিন রাশির বাম বেধ নাই, কেবল দক্ষিণ, সম্মুখ ও লগ্নবেধ আছে, মকর, কুম্ভ ও মীন ইহাদের দক্ষিণ বেধ ভিন্ন অন্য তিন বেধ আছে, তুলা, বৃশ্চিক ও ধনু ইহাদের সম্মুখ বেধ নাই, অন্য তিন প্রকার বেধ আছে। মেষ, বৃষ, ও মিথুন এই তিন রাশির বাম, দক্ষিণ, সম্মুখ ও লগ্ন এই চারি প্রকার বেধই হইয়া থাকে। বৃষ, কুম্ভ, সিংহ ও বৃশ্চিক এই কয় স্থান বৃষলগ্নের বেধস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, এবং ঐ সকল রাশির ৮।৬।৩ অঙ্ক, ঐ সকল অঙ্ক পরস্পর সংযুক্ত করিয়া ৯।১১।১৪।১৭ এই সকল অঙ্ক পরিমিত দিন বা মাস বা বর্ষে বালকের পতাকিরিষ্ট হইবে। যদি দণ্ডাধিপতি গ্রহ পূর্ণ বলবান্ থাকে, তাহা হইলে ৮।৬ ইত্যাদি দিনের কোন একদিনে বালকের বিনাশ হইবে।

কোন কোন মতে বিদ্ধস্থলে পাপগ্রহ থাকিলে পতাকি-রিষ্ট হয়, কিন্তু ঐ রিষ্ট প্রাণনাশক না হইয়া পীড়াদায়ক হয়। ঐ রিষ্ট নিম্নলিখিতরূপে স্থির করিতে হয়—

যেমন বৃষ, কুম্ভ, সিংহ ও বৃশ্চিক এই চারি রাশি বৃষের বেধস্থান হয়, এই চারি রাশির কোন এক রাশিতে যদি কোন পাপগ্রহ থাকে, তবে মতভেদে পতাকিরিষ্ট হইয়া থাকে। মেষ, বৃষ ও মিথুন এই তিন রাশি চার প্রকার বেধযুক্ত, অতএব ইহাদের রিষ্টবিচারস্থলে চারিপ্রকার বেধস্থান দৃষ্টি করিয়া রিষ্ট নিরূপণ করিতে হইবে এবং যে যে রাশির বাম বা সম্মুখ বেধ নাই, তাহাদের রিষ্ট এইরূপে নিরূপণ করিতে হইবে। সিংহ, কন্যা ও তুলা এই কয় রাশির বাম বেধ ভিন্ন

অস্ত তিন বেধ আছে। কর্কট, ধনু ও মীন এই তিন রাশিই কর্কট রাশির বেধস্থান, ইহার কোন এক রাশিতে যদি দণ্ডাধিপতি পাপগ্রহ অবস্থিতি করে, তবে ৫।১০।৪।৯।১৩।১৫।১৯ পরিমিত দিন, মাস বা বৎসরে বালকের রিষ্ট স্থির করিতে হইবে। মকর, কুম্ভ ও মীন রাশির দক্ষিণ বেধ নাই, এবং তুলা, বৃশ্চিক, ও ধনু রাশির সম্মুখবেধ ব্যতীত অপরাপর সকল বেধ আছে, অতএব ইহাদের রিষ্টবিচার বেধস্থান লইয়া করিবে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব, পঞ্চস্বরা)

পতাকীর বিষয় মোটামুটী এক প্রকার কথিত হইল। ইহার বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে পঞ্চস্বরা, জ্যোতিস্তত্ত্ব, দীপিকা, সৎকৃত্যমুক্তাবলী, জ্যোতিঃসারসংগ্রহ প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কেতুপতাকীর বিবরণ কেতুপতাকী শব্দ দ্রষ্টব্য। কেতুপতাকী দ্বারা বর্ষাধিপতি গ্রহ প্রভৃতি জানা যায়। কেতুপতাকী গণনায় এক এক গ্রহ এক এক বর্ষের অধিপতি হয়, যে বর্ষের অধিপতি যে গ্রহ, সেই বর্ষে সেই গ্রহের দশা হয়।

স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ সেনা।

"ন প্রসেহে স রুদ্ধার্কমধারাবর্ষদুর্দ্দিনং।
রথবর্ত্মরজোঽপ্যস্ত কুত এব পতাকিনীং॥" (রঘু ৫।৮২)।

পতাপত (ত্রি) পত-যঙ্লুক্ অচ্ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অতিশয় পতাকাযুক্ত। ২ উড্ডীয়মান পতাকার অস্ফুট শব্দ।

পতি (পুং) পাতি রক্ষতীতি পা-রক্ষণে ডতি। ১ মূল। ২ গতি। ২ পাণিগৃহীতা, চলিত ভাতার। পর্য্যায়—ধব, প্রিয়, ভর্ত্তা, কান্ত, প্রাণনাথ, গুরু, হৃদয়েশ, জীবিতেশ, জামাতা, সুখোৎসব, নর্ম্মকীল, রতগুরু, স্বামী, রমণ, বর, পরিণেতা, গৃহী। (রাজনি°) বিধিপূর্ব্বক যিনি পাণিগ্রহণ করেন, তাহাকে পতি কহে। এই পতি অনুকূল, দক্ষিণ, ধৃষ্ট ও শঠভেদে চারি প্রকার। ইহার লক্ষণাদি রসমঞ্জরীতে লিখিত আছে। [এই চারি প্রকার লক্ষণ নায়ক শব্দে দ্রষ্টব্য।]

স্ত্রীদিগের পতিই দেবতা, সর্ব্বদা অনন্যচিত্তে পতির সেবা করা স্ত্রীদিগের একমাত্র ধর্ম্ম।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে ৪৩ অধ্যায়ে স্ত্রীদিগের পতির প্রতি ব্যবহারের বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে।

[পতিব্রতা শব্দ দেখ।]

"ভার্য্যায়া ভরনাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ।"
(ভারত ১।৪১৯৯ শ্লোক)

২ অধিপতি, পর্য্যায়—স্বামী, ঈশ্বর, ঈশিতা, অধিভূ, নায়ক, নেতা, প্রভু, পরিবৃঢ়, অধিপ।

"গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাৎ দশগ্রামপতিং তথা।
বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥" (মনু ৭।১১৫)

পতিংবরা (স্ত্রী) পতিং বৃণীতে যা সা বৃ-খচ্ ততো মুম্, (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজীতি। পা ৩।২।৪৬) স্বয়ংবরা, যে স্ত্রী নিজে পতিকে বরণ করে, তাহাকে পতিংবরা কহে। ক্ষত্রিয়-রমণীরা প্রায় এইরূপে বিবাহ করিতেন। দময়ন্তী, ইন্দুমতী প্রভৃতি স্বয়ং পতিবরণ করিয়াছিলেন।

"মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযানমধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।
বিবেশ মঞ্চান্তররাজমার্গং পতিংবরা কৢপ্তবিবাহবেশা॥"(রঘু৬।১০)

২ কৃষ্ণজীরক। (শব্দচ°)

পতিকামা (ত্রি) পত্যভিলাষিণী। (স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ "অয়মগন্ পতিকামা" (অথর্ব্ব ২।৩০।৫) 'পতিকামা পতিং ভর্ত্তারং অভিলষন্তী' (ভাষ্য)

পতিঘাতিনী (স্ত্রী) পতিং হন্তি হন-ণিনি। পতিনাশিকা স্ত্রী। যে রমণী পতিকে বিনাশ করে। ২ পতিনাশক হস্তরেখা বিশেষ, স্ত্রীদিগের হস্তে একপ্রকার রেখা আছে, ঐ রেখা থাকিলে তাহাদের পতি বিনষ্ট হয়। কর্কটলগ্নে বা কর্কটস্থ চন্দ্রে মঙ্গলের ত্রিংশাংশে যে স্ত্রী জন্মগ্রহণ করে সেই স্ত্রী পতিঘাতিনী হয়। (বৃহজ্জাতক) যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে আরম্ভ করিয়া একটী রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলিমূল পর্য্যন্ত গমন করে, এবং যে নারীর চক্ষু রক্তবর্ণ ও যাহার নাসিকার অগ্রভাগে কৃষ্ণবর্ণ মশক হয়, যাহার বক্ষস্থল অত্যুচ্চ ও বিস্তৃত এবং উপরের ঠোঁটে লোম দৃষ্ট হয়, এই সকল লক্ষণযুক্তা নারী পতিঘাতিনী হইয়া থাকে। (রেখা সামুদ্রিক)

পতিঘ্ন (ত্রি) পতিং হন্তি পতি-হন-টক্ (লক্ষণে জায়াপত্যোষ্টক্। পা ৩।২।৫২) পতিনাশসূচকলক্ষণভেদ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পতিঘ্নী, স্ত্রীদিগের পতিনাশসূচক হস্তরেখা। স্ত্রী পতিঘাতিনী হইবে কি না, বিবাহের পূর্ব্বে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। বিবাহের পূর্ব্বে ক্ষেত্র প্রভৃতি অষ্টস্থান হইতে মৃত্তিকাসংগ্রহ করিয়া তাহাতে পৃথক্ ভাবে ৮টী দলা করিয়া অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক কুমারীকে কহিতে হইবে, তুমি ইহার একটী পিণ্ড স্পর্শ কর, পরে যদি ঐ কুমারী শ্মশানানীত মৃৎপিণ্ড স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহাকে পতিঘাতিনী স্থির করিতে হইবে।

"অষ্টৌ পিণ্ডান্ কৃত্বা পিণ্ডান্ অভিমন্ত্র্য কুমারীং ব্রূয়াৎ, এষামেকং গৃহাণেতি।" (আশ্ব° গৃ° ১।৫।৬)

পতিত (ত্রি) পতিত ভ্রষ্টো ভবতি স্বধর্ম্মাৎ শাস্ত্রবিহিতকর্ম্মণঃ, সদাচারাদিভ্যো বা যঃ, পত-কর্ত্তরি ক্ত। ১ চলিত। ২ গলিত। ৩ পতনাশ্রয়, চলিত পড়া, পর্য্যায়—প্রধ্বস্ত (হেম) ৪ পাতিত্যবিশিষ্ট, স্বধর্ম্মচ্যুত, নরকগমনসূচক কর্ম্ম।

"স্বধর্ম্মং যঃ সমুৎসৃজ্য পরধর্ম্মং সমাশ্রয়েৎ।
অনাপদি স বিদ্বদ্ভিঃ পতিতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (মার্ক° পু°)

যে ব্যক্তি অনাপদ্‌ কালে অর্থাৎ বিপত্তি সময় উপস্থিত না হইলেও স্বীয় ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিয়া পরধর্ম্ম আশ্রয় করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে পতিত বলিয়া থাকেন।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, যে ব্রাহ্মণ চণ্ডালাদি অন্ত্যজ-স্ত্রী গমন এবং তাহাদের অন্ন ভোজন ও অজ্ঞানপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করেন, তিনি পতিত হন, জ্ঞানপূর্ব্বক করিলে তাহাদের সমান হন।

শুদ্ধিতত্ত্বধৃত ব্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে, যাহারা অগ্নি ও বিষ প্রদান করে, পাষণ্ড ও ক্রূরবুদ্ধি এবং ক্রোধবশতঃ বিষ, অগ্নি, জল, উদ্বন্ধন প্রভৃতিতে স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করে, তাহারা পতিত। যাহারা মহাপাতকী তাহারাও পতিতপদবাচ্য। পতিত ব্যক্তির দাহাদি কার্য্য হয় না, আরও লিখিত আছে—পতিতদিগের দাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, অস্থিসঞ্চয় ও শ্রাদ্ধাদি কিছুই করিতে নাই। এমন কি তাহাদের জন্য অশ্রুপাতও অকর্ত্তব্য।

"পতিতানাং ন দাহঃ স্যাৎ নান্ত্যেষ্টির্নাস্থিসঞ্চয়ঃ।
ন চাশ্রুপাতঃ পিণ্ডো বা কার্য্যং শ্রাদ্ধাদিকং কচিৎ॥"(শুদ্ধিতত্ত্ব)

যাহারা পতিত, তাহাদের সংসর্গ করিতে নাই, পতিতের সংসর্গেও পাতিত্য জন্মে।

বরাহপুরাণে লিখিত আছে, যাহারা পতিতের সহিত একত্র ভোজন, শয়ন ও কথোপকথনাদি করে, তাহারা সংবৎ মধ্যে পতিত হয়; কিন্তু পতিতব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করিলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, পতিত ব্যক্তি যতদিন না প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করে, ততদিন তাহার বৈদিককর্ম্মে অধিকার থাকে না, এবং অন্তে নিরয়গামী হইয়া থাকে। পতিত সংসর্গে যিনি পতিত হন, তাঁহার উদকাদি কার্য্য হইবে।

পতিত মাত্রই ত্যজনীয়, কেবল মাতা পতিত হইলে তাহাকে ত্যাগ করিতে নাই।

"পতিতা গুরবস্ত্যাজ্যা ন তু মাতা কদাচন।
গর্ভধারণপোষাভ্যাং তেন মাতা গরীয়সী॥" (মৎস্যপুরাণ)

গুরু সকল পতিত হইলে ত্যাগ করিবে, কিন্তু মাতাকে কখনই ত্যাগ করিবে না, যেহেতু মাতা গর্ভধারণ ও পোষণ দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতরা। অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—ব্রহ্মহা, কৃতঘ্ন, গোঘাতী, ও পঞ্চপাতকী ইহাদের উদ্দেশে গয়ায় পিণ্ড দিলে উদ্ধার হয়। ব্রহ্মপুরাণেও ইহা সমর্থিত হইয়াছে। পতিতদিগের উদ্দেশে একবৎসর পরে গয়া-শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করিতে হয়।

হেমাদ্রি ও প্রায়শ্চিত্তবিবেক প্রভৃতিতে লিখিত আছে—পতিতের সম্বৎসর পরে নারায়ণবলি দিয়া শ্রাদ্ধাদি হইতে পারে। [নারায়ণ বলি-দ্রষ্টব্য।]

কেহ কেহ বলেন, পুত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলে পিতার পাপ নাশ হইবে ইহার কোন প্রমাণ নাই, কিন্তু আত্মঘাতি-স্থলে প্রমাণ আছে যে, পুত্রের প্রায়শ্চিত্তে পিতার পাপ নাশ হইয়া থাকে।

পতিতের উদক-বিষয়—হেমাদ্রিতে লিখিত আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি পতিতের প্রতি কারুণ্যবশতঃ তাহার তৃপ্তিসাধন করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে তিনি একটী দাসীকে আহ্বান করিয়া কিছু অর্থ দিয়া তাহাকে বলিবেন যে, তুমি মূল্য দিয়া তিল আনয়ন কর, এবং জলপূর্ণ একটী ঘট লইয়া দক্ষিণদিকে উপবেশন করিয়া বামচরণ দ্বারা তাহা ক্ষেপ এবং বারংবার পাতকীর নির্দ্দেশ এবং পান কর, এই কথা বলিবে। দয়াপরবশ ব্যক্তির এই কথা শুনিয়া কোন দাসী অর্থ লইয়া যদি এইরূপ আচরণ করে, তাহা হইলে পতিতদিগের তৃপ্তি হইয়া থাকে*। এইরূপ কার্য্য মৃতাহ দিনে করিতে হয়। মদনরত্নে লিখিত আছে, যাহারা আত্মঘাতী, তাহাদের সম্বন্ধে এই বিধান। কেহ কেহ বলেন, উপলক্ষণক্রমে সকল পতিত-বিষয়ে এই নিয়ম জানিতে হইবে। (নির্ণয়সিন্ধু ৫ পরি°)

পতিতের বিষয় প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে,—ব্রহ্মহা, সুরাপ, গুরুতল্পগামী, চোর, নাস্তিক ও নিন্দিত কর্ম্মাভ্যাসী প্রভৃতি পতিত। স্থূল কথায় পতিতের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায় যে, যাহারা মহাপাতক বা অতিপাতককর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছে, তাহারাই পতিত।

পতিতব্য (ক্লী) পত-তব্য। পতনযোগ্য, পতনার্হ। "অকীর্ত্তিঃ শাশ্বতী চৈব পতিতব্যমনন্তরম্।" (ভারত ১২।৩৭৬৮ শ্লোক)

পতিতসাবিত্রীক (ত্রি) সাবিত্রী পরিভ্রষ্ট (ক্ষত্রিয়াদি।)

পতিতস্থিত (ত্রি) ভূপতিত।

"দদর্শ তত্র নিঃসংজ্ঞং পতিতস্থিতমগ্রজম্।" (কথাসরিৎসা°)

---

* "পতিতস্য তু কারুণ্যাৎ যস্তৃপ্তিং কর্ত্তুমিচ্ছতি।
স হি দাসীং সমাহূয় সর্ব্বগাং বস্তবেতনাং।
অশুভঘটহস্তাং তাং যথাবৃত্তং ব্রবীত্যপি।
হে দাসি! গচ্ছ মূল্যেন তিলানানয় সত্বরম্।
তোয়পূর্ণং ঘটঞ্চৈবং সতিলং দক্ষিণামুখী।
উপবিষ্টা তু বামেন চরণেন ততঃ ক্ষিপ।
কীর্ত্তয়েঃ পাতকিসংজ্ঞাং ত্বং পিবেতি মুহুর্ম্মুহুঃ।
নিশম্য তস্য বাক্যং সা নয়মূল্যা করোতি তৎ।
এবং কৃতে ভবেৎ তৃপ্তিঃ পতিতানাং ন চান্যথা॥"
(হেমাদ্রিধৃত ব্রহ্মবচন)

পতিত্ব (ক্লী) পত্যুর্ভাবঃ, ত্ব। ১ স্বামিত্ব, প্রভুত্ব। ২ পতির ধর্ম্ম, পতির ভাব।

পতিত্বন (ক্লী) যৌবন। (ঋক্ ১০।৪০।৯)

পতিদেবতা (স্ত্রী) পতিরেব দেবতা যস্যাঃ। পতিব্রতা, যে স্ত্রীর পতিই একমাত্র দেবতা।

পতিদেবা (স্ত্রী) পতিরেব দেবো যস্যাঃ। পতিব্রতা স্ত্রী।
"স্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং তচ্ছুশ্রূষানুকূলতা।" (ভাগ° ৭।১১।২৫)

পতিদ্বিষ্ (স্ত্রী) পত্যো দ্বেষ্টি দ্বিষ-ক্বিপ্। পতিদ্বেষিণী স্ত্রী, যে স্ত্রী পতির প্রতি দ্বেষ করে।

পতিধর্ম্ম (পুং) পত্যুর্ধর্ম্মঃ। স্বামীর ধর্ম্ম।

পতিযান (ত্রি) স্বামি-পথানুবর্ত্তী।

পতিরিপ্ (স্ত্রী) পতিদ্বেষিণী স্ত্রী। "পতিরিপো ন জনয়ো দুরেবাঃ" (ঋক্ ৪।৫।৫) 'পতিরিপো ন জনয়ঃ পতিদ্বেষিণ্যঃ স্ত্রিয় ইব' (সায়ণ)

পতিমতী (স্ত্রী) পতিঃ বিদ্যতেঽস্যাঃ মতুপ্, ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। স্বামিযুক্তা ভূম্যাদি। সধবা স্ত্রী-অর্থে পতিবত্নী এইরূপ পদ হইবে।

পতিলোক (পুং) পতিভোগ্যো লোকঃ স্বর্গাদিঃ, মধ্যপদ-লোপী কর্ম্মধা°। পতির সহিত ধর্ম্মাচরণ দ্বারা প্রাপ্য স্বর্গাদি লোক। মনুতে লিখিত আছে, যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া পতিকে অতিক্রম না করেন এবং নারীধর্ম্মে জীবন অতিবাহিত করেন, তাহার ইহলোকে পরমকীর্ত্তি ও পরলোকে পতিলোকে গতি হইয়া থাকে। (মনু ৫।১৬৫-১৬৬)

২ পতির সমীপ। "অদুর্মঙ্গলী পতিলোকমাবিশ" (ঋক্ ১০।৮৫।৪৩) 'পতিলোকং পতিসমীপমাবিশ প্রাপ্নুহি' (সায়ণ)

পতিবত্নী (স্ত্রী) পতির্বিদ্যতে যস্যাঃ, পতি-মতুপ্, নিপাতনাৎ বত্বং, নুগাগমশ্চ, ততো ঙীপ্ (অন্তর্বৎপতিবতোর্নুক্। পা° ৪।১।৩২) সভর্ত্তৃকা, সধবা স্ত্রী। অন্যার্থে পতিমতী এইরূপ হইবে। সধবা স্ত্রী অর্থে ঋগ্বেদে পতিবত্নী স্থলে পতিবতী এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। "উদীর্ষ্বাতঃ পতিবতীহ্যেষা" (ঋক্ ১০।৮৫।২১)

পতিবেদন (পুং) পতিং বেদয়তি বিদ-লা-ভে ণিচ্-ল্যু। পতিপ্রাপক, মহাদেব। পতির উদ্দেশে মহাদেবের আরাধনা করিতে হয়। "ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পতিবেদনং"(যজু° ৩।৬০)

পতিব্রতা (স্ত্রী) পতিব্রতমিব ধর্ম্মার্থকামেষু কায়বাঙ্মনোভিঃ সদোপাস্ত্যোঽস্যাঃ। সাধ্বী স্ত্রী, স্বামীর প্রতি একান্ত অনুরক্তা, পর্য্যায়—সুচরিত্রা, সতী, সাধ্বী, একপত্নী। (শব্দর°)

পতিব্রতা স্ত্রীর লক্ষণ—

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

যে স্ত্রী স্বামীর দুঃখে দুঃখ, ও স্বামীর সুখে সুখ অনুভব করে এবং স্বামীর প্রবাসে মলিনা ও কৃশা এবং মরণে অনুমৃতা হয়, তাহাকে পতিব্রতা বলিয়া জানিতে হইবে।

মনুতে লিখিত আছে, বিবাহকালে যে সম্প্রদান করা হয়, তাহাতেই স্ত্রীর উপর স্বামীর সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মে। তদবধি স্ত্রীলোকের স্বামিপরতন্ত্রতাই একমাত্র বিধেয়। স্বামী যদি শীলরহিত, পরদাররত, বিদ্যাদিগুণবর্জ্জিত হয়, তাহা হইলেও পতিব্রতা স্ত্রী তাহাকে সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় পূজা করিবেন, স্ত্রীদিগের স্বামী বিনা পৃথক্ যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্রত এবং উপবাস নাই। কেবল পতিসেবা দ্বারাই তাহারা স্বর্গ-লাভ করিয়া থাকে। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন, পতিব্রতা স্ত্রী পতিলোককামী হইয়া কখন তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন না। পতিব্রতা স্ত্রী পতির মরণে পুষ্পমূল ও ফল দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন, কিন্তু পতি বিনা পর-পুরুষের নামো-চ্চারণও করিবেন না। যতদিন না মৃত্যু হয়, ততদিন মধু, মাংস ও মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন।

যে সকল স্ত্রী পাতিব্রত্যধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া পর-পুরুষাদি গ্রহণ করে, তাহারা ইহলোকে নিন্দিতা হয়, পরকালে শৃগাল-যোনিতে জন্মগ্রহণ করে ও অশেষবিধ পাপরোগে আক্রান্ত হইয়া পীড়া ভোগ করে। (মনু ৬ অ°) যাজ্ঞবল্কসংহিতায় লিখিত আছে, পতিব্রতা সকল কার্য্যেই স্বামীর বশবর্ত্তিনী থাকিবে। স্বামী বিদেশে যাইলে স্ত্রী ক্রীড়া, শরীরসংস্কার, সভাদর্শন, উৎসবদর্শন, হাস্যপরিহাস এবং পরগৃহে গমন পরিত্যাগ করিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্য ১ অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পতিব্রতা স্ত্রীধর্ম্মের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। সতী স্ত্রী প্রতিদিন ভক্তিভাবে পতিপাদোদক সেবন করিবে। ব্রত, তপস্যা, দেবপূজা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর পদসেবা, স্তব এবং যাহাতে পতি তুষ্ট হন, সেইরূপ কার্য্য করিবেন, পতির আজ্ঞা না লইয়া কোন কার্য্যই করিবে না, পতিকে নারায়ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া পূজা করিবেন। পতিব্রতা স্ত্রী স্বামীর বাক্যে সমান প্রত্যুত্তর করিবে না ও ক্রোধাবেশে পতি তাড়না করিলে তাহাতে কুপিত হইবে না। স্বামী ক্ষুধিত হইলে তাহাকে ভোজন করা-ইবে কদাচ স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করিবে না। পুত্র অপেক্ষা স্বামীর প্রতি শতগুণ স্নেহ করিবে। সর্ব্বদা পত্নী সহাস্যবদনে পতির সমীপে উপস্থিত হইবে। পতি পতিব্রতা স্ত্রীর সকল প্রকার পাপ মোচন করিয়া থাকেন। পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, সেই সকল তীর্থ এবং সকল দেবতার তেজঃ সতীপাদতলে অবস্থিত। স্বয়ং নারায়ণ, দেবগণ, মুনিগণ প্রভৃতি সকলেই

সতীকে ভয় করিয়া থাকেন, পতিব্রতার পদরেণুতে বসুন্ধরা পূত হইয়াছে। সতীকে নমস্কার করিলে সকল পাপ মোচন হয়।

পতিব্রতা ইচ্ছা করিলে ক্ষণকালে ত্রিজগৎ ধ্বংস করিতে পারেন। সতীর পতি ও পুত্র সর্ব্বদা নিঃশঙ্ক, তাহাদের কোথাও ভয় নাই। যিনি পতিব্রতা কন্যা প্রসব করিয়াছেন, তিনি পূত হইয়াছেন এবং কন্যার পিতাও জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন।

পতিব্রতা স্ত্রীর প্রতিদিন স্বামীর পূজা বিধেয়, তাহার বিধান এইরূপ—পত্নী প্রাতঃকালে উঠিয়া রাত্রিবাস পরিত্যাগ করিবেন, পরে স্বামীকে প্রণাম ও স্তব করিয়া গৃহকার্য্য সকল শেষ করিবেন। তদনন্তর স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্র, চন্দন ও শুক্ল পুষ্পাদি গ্রহণ করিয়া প্রথমে পতিকে মন্ত্রপূত জলে স্নান করাইবেন, তাহার পর বস্ত্র পরাইয়া পা ধুইয়া দিয়া আসনে বসাইবেন এবং ললাটে চন্দন, গলে মাল্য, গাত্রে অনুলেপন প্রভৃতি দিয়া ভক্তিপূর্ব্বক পতিকে প্রণাম করিবেন।

"ওঁ নমঃ কান্তায় শান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় স্বাহা" এই মন্ত্রে পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্য, সুবাসিত জল ও তাম্বূলাদি দিয়া পূজা করিতে হইবে। তৎপরে পত্নী নিম্নলিখিত স্তব পাঠ করিবেন।

"ওঁ নমঃ শান্তায় শাস্ত্রে চ শিবচন্দ্রস্বরূপিণে।
নমঃ শান্তায় দান্তায় সর্ব্বদেবাশ্রয়ায় চ॥
নমো ব্রহ্মস্বরূপায় সতীপ্রাণপরায় চ।
নমস্যায় চ পূজ্যায় হৃদাধারায় তে নমঃ।
পঞ্চপ্রাণাধিদেবায় চক্ষুষস্তারকায় চ।
জ্ঞানাধারায় পত্নীনাং পরমানন্দরূপিণে॥
পতির্ব্রহ্মা পতির্বিষ্ণু পতিরেব মহেশ্বরঃ।
পতিশ্চ নির্গুণাধারো ব্রহ্মরূপ নমোঽস্তুতে॥
ক্ষমস্ব ভগবন্! দোষং জ্ঞানাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ।
পত্নীবন্ধো দয়াসিন্ধো দাসীদোষং ক্ষমস্ব চ॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং সৃষ্ট্যাদ্যৌ পদ্মযা কৃতম্।
সরস্বত্যা চ ধরয়া গঙ্গয়া চ পুরা ব্রজ॥
সাবিত্র্যা চ কৃতং ভক্ত্যা কৈলাসে শঙ্করায় চ।
মুনীনাঞ্চ সুরাণাঞ্চ পত্নীভিশ্চ কৃতং পুরা॥
পতিব্রতানাং সর্ব্বাসাং স্তোত্রমেতৎ শুভাবহং।
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং যা শৃণোতি পতিব্রতা।
নরোঽন্যো বাপি নারী বা লভতে সর্ব্ববাঞ্ছিতং॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং নির্ধনো লভতে ধনং।
রোগী চ মুচ্যতে রোগাৎ বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
পতিব্রতা চ স্তুত্বা চ তীর্থস্নানফলং লভেৎ।
ফলঞ্চ সর্ব্বতপসাং ব্রতানাঞ্চ ব্রজেশ্বর॥
ইদং স্তুত্বা নমস্কৃত্য ভুঙ্‌ক্তে সা তদনুজ্ঞয়া।
উক্তঃ পতিব্রতাধর্ম্মো গৃহিণাং শ্রূয়তাং ব্রজ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৩ অ°)

পুরাণান্তরে অনেক পতিব্রতার নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি নাম নির্দ্দেশ করা গেল। সূর্য্যের সুবর্চ্চলা, ইন্দ্রের শচী, বশিষ্ঠের অরুন্ধতী, চন্দ্রের রোহিণী, অগস্ত্যের লোপামুদ্রা, চ্যবনের সুকন্যা, সত্যবানের সাবিত্রী, কপিলের শ্রীমতী, সৌদাসের মদয়ন্তী, সগরের কেশিনী, নলের দময়ন্তী, রামের সীতা, শিবের সতী, নারায়ণের লক্ষ্মী, ব্রহ্মার সাবিত্রী, রাবণের মন্দোদরী, অগ্নির স্বাহাদেবী, প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই পতিব্রতাদিগের অগ্রণী।

সকল পুরাণেই পাতিব্রত্যধর্ম্মের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

স্ত্রীদিগের পাতিব্রত্যই দান, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি সকল কার্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহার সহিত কোন যাগাদির তুলনা হয় না। যে সকল স্ত্রী পাতিব্রত্য হইতে স্খলিত হয়, তাহাদের সকল-প্রকার নরক হয় এবং অধোগতির পরিসীমা থাকে না।

পতিয়ালী, আগ্রাবিভাগের আলীগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ইটানগর হইতে ১১ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। গঙ্গার পুরাতন গর্ভে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের উপরে উচ্চভূমিতে স্থাপিত। এখানে সাহাবুদ্দীন্ ঘোরির নির্ম্মিত একটী কেল্লা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, এই নগর পূর্ব্বকালে মন্দিরাদিতে শোভিত ছিল। বিজেতা সাহাবুদ্দীন্ উক্ত মন্দিরসকল ধ্বংস করিয়া তদ্দ্বারা ঐ দুর্গের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর নির্ম্মাণ করান।

পতিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন পতিতা ইষ্ঠন্ তত্তৃণো লোপঃ। অতিশয় পতনশীল।

"ন উর্জং প্রপতাৎপতিষ্ঠঃ" (ঋক্ ১০।১৩৫।৫) 'পতিষ্ঠঃ অতিশয়েন পতিতা' (সায়ণ) পতিতৃ-ঈয়সুন্ পতীয়স্। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অতিশয় পতিতা।

পতের (পুং স্ত্রী) পততি গচ্ছতীতি পত-এরক্ (পতিকঠিকুটি-গড়িদংশিভ্য এরক্। উণ্ ১৫৯)। ১ পক্ষী। (ত্রি) ২ গন্তা (পুং) ৩ আঢ়ক। ৪ গর্ত্ত। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)।

পতৈনীদেবী, মধ্যপ্রদেশে উচহর হইতে ৮ মাইল উত্তরে এবং পিথোরা হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বে পর্ব্বতোপরি অবস্থিত একটী দেবীমন্দির। প্রাচীন গুপ্তমন্দিরাদির অনুকরণে বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত ও ছাদ সমতল একখণ্ড প্রস্তরে গঠিত। দেবীমূর্ত্তি ৩।৽ ফিট্ উচ্চ ও চতুর্হস্তবিশিষ্ট। এতদ্ভিন্ন এখানে চামুণ্ডা, পদ্মাবতী, বিজয়া, সরস্বতী প্রভৃতি পঞ্চদেবী এবং বামভাগে অপরাজিতা, মহামনসী, অনন্তমতি, গান্ধারী,

মানস জালামালিনী, মামুজী ও দক্ষিণভাগে জয়া অনন্তমতি, বৈরাতা, গোরী, কালী মহাকালী ও বজ্রাংসকলা প্রভৃতি মূর্ত্তি ও তন্নিম্নে নাম খোদিত আছে।

ডাঃ কনিংহাম্ লিখিয়াছেন যে, মন্দিরটী নিঃসন্দেহে অতিশয় প্রাচীন এবং গুপ্তরাজগণের সময়ে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। অভ্যন্তরস্থ দেবীমূর্ত্তির পাদদেশে খোদিত যে লিপি আছে, তাহা সম্ভবতঃ দেবীমূর্ত্তির সঙ্গে অথবা পরবর্ত্তি-সময়ে লিখিত হয়। তিনি আরও বলেন যে, পিষ্টপুরিকা দেবীর প্রাচীন মন্দির ও পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের কথা যে সকল তাম্রশাসনে দেখিতে পাই, সেই প্রাচীন পৃষ্ঠপুরিকা দেবী মন্দির পরবর্ত্তিকালে পতৈনিদেবী নামে সাধারণে পরিচিত হন্।

পতৌঞ্জা, অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখান হইতে ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে সুলতান নগরের নিকট পর্য্যন্ত একটী সুবিস্তৃত প্রাচীন নগরের প্রবেশদ্বার ও মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পতৌদি, পঞ্জাবের অধীনস্থ একটী সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২৮°১৪´ হইতে ২৮°২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°৪২´ হইতে ৭৬°৫২´ ৩০´´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৪৮ বর্গমাইল। মহম্মদ মুমতাজ হুসেনআলী খাঁ এখানকার বর্ত্তমান নবাব। ইহারা বেলুচ বংশীয়। ইহার পূর্ব্বপুরুষ ফইজতলব্ খাঁ হোলকরসৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায়, লর্ড লেক ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে এই ভূসম্পত্তি দান করেন।

পৎকাষিন্ (ত্রি) পাদেন কষতি গচ্ছতি কষ-নিণি, ততঃ পাদস্য পদাদেশঃ। পাদদ্বারা গন্তা। (ভট্টি ৩।৪)

পত্ত (পুং) পতত্যনেন পত-বাহুলকাৎ করণে তক্। পাদ। "নিশীর্ষতো নিপত্ততঃ" (অথর্ব্ব ৬।১৩১।১)।

পত্তঙ্গ (ক্লী) পত্রাঙ্গ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। রক্তচন্দন, বকমকাঠ (Cæsalpinia suppan) হিন্দী—পতঙ্গ, তৈলঙ্গ—গুকমুকট্টু, উৎকল—বকমো। সংস্কৃত পর্য্যায়—পত্রাঙ্গ, রক্তকাষ্ঠ, সুরঙ্গদ, পত্রাণা, পট্টরঙ্গ, ভার্য্যাবৃক্ষ, রক্তক, লোহিত, রঙ্গকাষ্ঠ, রোগকাষ্ঠ, কুচন্দন, পট্টরঞ্জনক, সুরঙ্গ। ইহার গুণ—কটু, রুক্ষ, অম্ল, শীত, বাতপিত্তজ্বর, বিস্ফোট, উন্মাদ ও ভূতনাশক। (রাজনি°)

"পত্তঙ্গং মধুরং শীতং পিত্তশ্লেষ্মব্রণাস্রনুৎ।
হরিচন্দনবজ্জ্ঞেয়ং বিশেষাদ্দাহনাশনম্॥" (ভাবপ্র°)

(পুং) ২ ভৃঙ্গরাজ, চলিত ভীমরাজ। ৩ কেশরাজ, চলিত কেশুরে। ৪ শালিধান্য ভেদ।

পত্ততস্ (অব্য) পত্ত-তস্। পাদ হইতে। (অথর্ব্ব ৬।১৩১।১)

পত্তন (ক্লী) পতন্তি গচ্ছন্তি জনা যস্মিন্। পত-তনন্ (বীপতিভ্যাং তনন্। উণ্ ১।১৫০) নগর। ভাগবতের ৭।২।১৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামী মহতীপুরী এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। ২ মৃদঙ্গ। (হারা°)

পত্তন (পাটন) অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলায় পূর্ব্বা তহসীলের অন্তর্গত একটী পরগণা। এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও বৈস রাজপুতগণই প্রধান এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কুর্ম্মী জাতিই শ্রেষ্ঠ।

২ উক্ত পরগণার সদর। লোন নামক ক্ষুদ্র নদীর উভয়তীরে অবস্থিত। এখানে একটী মুসলমান ফকিরের কবরের নিকটে প্রতি বৎসর দুইবার মেলা হয়। পৌষ মাসের মেলায় এ স্থানে তিন লক্ষেরও অধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে। ঐ সময়ে উন্মাদ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে এখানে আনিয়া কবরের সম্মুখস্থ বৃক্ষে সারারাত্রি বাঁধিয়া রাখে। লোকের বিশ্বাস 'পবিত্র-পুরুষ' আসিয়া ঐ হতভাগ্যদিগকে আরোগ্য দান করেন।

পত্তন, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী পর্ব্বতময় উপবিভাগ। এখানে কৈনা, তারলে ও কোলে নামক তিনটী ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত হইয়া কৃষ্ণা নদীতে পড়িয়াছে। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে এখানে জলকষ্ট উপস্থিত হয়। ভূপরিমাণ ৫৩৬ বর্গমাইল। এখানে ১টী নগর ও ২০১টী গ্রাম আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। কৈনা ও কেরলা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে সাতারা নগরের ২৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৮´ পূঃ। নগরটী দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে কৈনার নদীর বামতীরবর্ত্তী রামপুর গ্রাম এবং অপরদিকে ইনামদার সর্দ্দার নাগোজীরাও পত্তনকরের বসতবাটী ও রাজকীয় হর্ম্ম্যাদি। উক্ত সর্দ্দারই এখানকার সমস্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন।

পত্তন, বরোদা রাজ্যের গাইকোবাড় সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৪৬৯ বর্গমাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। প্রাচীন নাম অনহিলবাড়া পত্তন। বনাস নদীর শাখা সরস্বতীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫১´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ১০´ ৩০´´ পূঃ। গুজরাত প্রদেশের মধ্যে এই নগর সর্ব্ব প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী। এখানকার মন্দিরাদি ও বৃহৎ বৃহৎ প্রাসাদাদির কারুকার্য্য ইহার গঠন ও শিল্প-নৈপুণ্যের গৌরব প্রকাশ করিতেছে। এখানে জৈনদিগের প্রায় ১০৮টী মন্দির আছে। গুজরাত হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, চাপোৎকট বংশীয় রাজা বাণ ৮৬২ বিক্রম সম্বতে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বংশধর সামন্তসিংহের রাজ্যাবসানে তদীয় ভাগিনেয় মূলরাজ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহার অধিকারে এখানে চালুক্য

রাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত হয়। অতঃপর বাঘেলা ও বিচারশ্রেণী বংশীয় রাজপুতগণ এখানে রাজত্ব করেন। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইলেও এখানে প্রকৃত মুসলমান রাজত্ব ১৩৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হয়। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর এই প্রদেশমোগল রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ে পূর্ব্বসমৃদ্ধির কতকাংশ দেখা দিয়াছিল। বর্ত্তমান নগরের শ্রীবৃদ্ধি ও চতুর্দ্দিকস্থ অত্যুচ্চ প্রাচীর প্রভৃতি মহারাষ্ট্র-গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। এখানে উত্তমোত্তম তরবারী ও বড়্‌সা নির্ম্মিত হয়।

পত্তন (বা) পত্তন সোমনাথ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় রাজ্যের সোরথ বিভাগে অবস্থিত একটী প্রাচীন নগর ও তীর্থক্ষেত্র। [সোমনাথ দেখ।]

পত্তনদার (পারসী) ভূম্যধিকারীর অধীনস্থ ভূসম্পত্তির করদাতা।

পত্তনবণিজ্ (পুং) পত্তনস্ত নগরস্ত বণিক্। নগরবণিক্, পর্য্যায়—স্বাধ্যায়ী। (ত্রিকা°)

পত্তনা, বাঙ্গালা প্রদেশের শাহাবাদ জেলার ভবুয়া থানার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। শবরজাতীয় কোন হিন্দুরাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া খ্যাত। এখানে বিস্তৃত অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ইহার পার্শ্বস্থ শ্রীরামপুর গ্রামের নামে কেহ কেহ এই প্রাচীন রাজধানীকেও শ্রীরামপুর বলিয়া থাকেন। এখানে যে ভগ্ন প্রস্তর ও ইষ্টকাদির স্তূপ পড়িয়া আছে, তাহা পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭৮০ ফিট্ ও উত্তর দক্ষিণে ১০৮০ ফিট্ লম্বা। ইহা পাঁচটী অসমান ভাগে বিভক্ত। কোথাও কোথাও উচ্চে ৫০ ফিট্ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। ইহার পূর্ব্বদিকে আরও একটী ঐরূপ লম্বা স্তূপ দেখা যায়। উচ্চে ও প্রস্থে পূর্ব্বোক্তটী অপেক্ষা ইহার আয়তন কম। ইহার দক্ষিণাংশ চামারটোলী এবং উত্তরপূর্ব্বে পত্তনা নামে গ্রাম অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীরপরিবেষ্টিত তরুতলে মহাবীর মূর্ত্তি ও কতকগুলি ভগ্ন লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। শ্রীরামপুর গ্রামের উত্তরে আরও একটী স্তূপ এবং দক্ষিণে বাঘবন নামে একটী গোলাকার উচ্চ ভূমি দৃষ্টিগোচর হয়।

পত্তনাধিপতি (পুং) পত্তনস্ত অধিপতিঃ। রাজভেদ। (ভারত)

পত্তনী (পারসী) নির্দ্দিষ্ট খাজনা দিবার নিয়মে সংস্থাপিত ভূম্যাদি। জমিদার রাজার নিকট হইতে ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া, পরে ঐ জমি আর একজনের নিকট নির্দ্দিষ্ট খাজনায় বন্দোবস্ত করিয়া দিলে তাহা পত্তনী হয়। পত্তনীদারের স্বত্ব চিরস্থায়ী। পত্তনীদার যথানিয়মে খাজনা না দিলে 'অষ্টম' আইনানুসারে কার্ত্তিক'ও জ্যৈষ্ঠমাসে টাকা আদায় হয়। নির্দ্দিষ্ট সময়ে টাকা না দিলে তাহার আর স্বত্ব থাকে না।

পত্তনীপ্রভু, (পত্তন বা পাত্তনেপ্রভু) বোম্বাই প্রদেশবাসী ক্ষত্রিয়জাতীয় এক শ্রেণীর কায়স্থ বা মসীজীবী। বোম্বাই ও কর্ণাটক প্রদেশে চতুর্ব্বিধ মসিজীবী প্রভু দৃষ্ট হয়, কায়স্থ প্রভু, দমনপ্রভু, ধ্রুবপ্রভু ও পত্তনপ্রভু। এই চারিশ্রেণীর প্রভু বা কায়স্থের মধ্যে পত্তনপ্রভুগণই আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে, পূর্ব্বে ইহারা "পাঠারীর" নামে বিখ্যাত ছিলেন। কিরূপে তাঁহাদের পত্তনপ্রভু নাম হয়, এ সম্বন্ধে সহ্যাদ্রিখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে—

"ব্রহ্মার মানসপুত্র কশ্যপ, তৎপুত্র সূর্য্য, তৎপুত্র বৈবস্বত মনু, তদ্বংশে দিলীপ, তৎপুত্র রঘু, তৎপুত্র অজ, তৎসুত দশরথ, তৎসুত রাম, তৎসুত কুশ, তৎপুত্র অতিথি, তৎসুত নিষধ, তৎসুত নভঃ, তৎপুত্র পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধন্বা, তৎপুত্র দেবানীক, তৎপুত্র বাসী, তৎসুত দল, তৎপুত্র শীল, তৎপুত্র উন্নাভ, তৎপুত্র বজ্রনাভ, তৎপুত্র খণ্ডন, তৎসুত পুষিত, তৎপুত্র বিশ্বসম, তৎসুত ব্রাহ্মণ্য, তৎসুত হিরণ্যনাভ, তৎসুত কৌশল্য, তৎসুত সোম, তৎপুত্র ব্রষ্ঠিষ্ঠ, তৎসুত পুষ্য, তৎসুত সুদর্শন, তৎসুত অনিবর্ণ। এই অনিবর্ণের অশ্বপতি নামে এক পুত্র জন্মে। প্রথমে রাজা অশ্বপতির কোন পুত্রসন্তান হয় নাই। তৎপরে তিনি ভরদ্বাজ প্রভৃতি দ্বাদশ ঋষিকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া পুত্রেষ্টিযাগ করেন, তাহাতে অতুল প্রভৃতি ১২টী পুত্র জন্মে। এই ১২ জন পুত্রের ১২ জন ঋষির নামে গোত্র হইল, এবং সেই দ্বাদশ ঋষির আরাধ্য শক্তি এই ১২টী রাজপুত্রের কুলদেবী বলিয়া গণ্য হইল। এক সময়ে রাজা অশ্বপতি সপুত্রে পৈঠননগরে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে আগমন করেন। এখানে তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে তুলাপুরুষাদি অনেক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তথায় ভৃগু রাজদর্শনে উপস্থিত হন; কিন্তু ঘটনাক্রমে মুনিকে দেখিয়া অশ্বপতি উঠিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করেন নাই, তাহাতে ভৃগু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, তুমি রাজৈশ্বর্য্যে মদোন্মত্ত হইয়া আমার অবমাননা করিয়াছ, এই জন্য তোমার রাজ্যনাশ ও বংশনাশ হইবে।" তখন রাজা অশ্বপতি আপনার অপরাধ বুঝিতে পারিয়া ঋষির পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন ও কাতরভাবে কহিলেন, আমি দানাদি কার্য্যে অন্যমনস্ক ছিলাম, এই জন্যই এই অপরাধ হইয়াছে, আমায় ক্ষমা করুন।" রাজার কথা শুনিয়া মুনিবর সন্তুষ্ট হইলেন ও রাজাকে কহিলেন, আমার শাপ বৃথা হইবার নহে। তবে তোমার বংশ থাকিবে বটে, কিন্তু তাহারা রাজ্যহীন হইয়া সকলেই নিঃশৌর্য্য হইবে ও লিপিকাবৃত্তি অবলম্বন করিবে। এই পৈঠন-পত্তনে আমি

ক্রোধবশে শাপ দিয়াছি বলিয়া এই প্রসিদ্ধ পাঠারীয়গণ 'পত্তন' আখ্যা প্রাপ্ত হইবে এবং এই পত্তনবংশীয়গণের উপাধিতে 'প্রভু' পদযুক্ত থাকিবে।[১] এই বলিয়া ভৃগুমুনি চলিয়া গেলেন।"

বর্ত্তমান সূর্য্যবংশীয় পত্তনপ্রভুগণ অশ্বপতির উক্ত ১২ জন পুত্রকেই আপনাদের আদিপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন। সহ্যাদ্রিখণ্ডানুসারে উক্ত ১২ জনের নাম, গোত্র ও কুলদেবীর পরিচয় এবং প্রত্যেকের বংশে এখন যে পদবী ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা লিখিত হইল—

১ অনুজ	গোত্র	কুলদেবী	দেবীর স্থান	পদবী	বেদ
১ অনুজ	ভরদ্বাজ	প্রভাবতী	মহিম্	রাণে	মাধ্যন্দিন যজুঃশাখা কাত্যায়নসূত্র
২ দেবক	পুতমাক্ষ	কালিকা	মুম্বাই	প্রধান	
৩ পৃথু	বশিষ্ঠ	চণ্ডিকা	দস্তোল	কোঠারে	
৪ ঋতুপর্ণ	কাশ্যপ	মহালক্ষ্মী	কোলাপুর	নবলকর	
৫ জয়	হারিত	যোগীশ্বরী	যোগেশ্বরী	পত্তেরাও	
৬ সুশিক্র	বৃদ্ধবিষ্ণু	ইন্দ্রাণী	বিসবা	ধুরন্ধর	
৭ সৌবাম	ব্রহ্মজনার্দ্দন	কামাক্ষী	কাঞ্চীপুর	ব্রহ্মাণ্ডকর	
৮ সুমন্ত	সৌবল্য	একবীরা	কার্ল্ গ্রাম	দেশাই	
৯ কৌণ্ডিল্য	কৌণ্ডিল্য	অম্বিকা	গুজরাত	নায়ক	
১০ মণ্ডক	মাণ্ডব্য	মহেশ্বরী	মুম্বাই	মনকর	
১১ কুশিক	কৌশিক	দুর্গা	কলিকাতা	বেলকর	
১২ মার্ত্তণ্ড	বিশ্বামিত্র	ভরিতা	ভরোচতুলজা	ব্যবহারকর	

এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর পত্তনীপ্রভু আছে, তাহারা আপনাদিগকে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় কামপতির সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে কামপতির এইরূপ পরিচয় আছে—

কশ্যপ, তৎসুত অত্রি, তাহার চক্ষু হইতে চন্দ্র, তৎসুত বুধ, তৎসুত পুরূরবা, তৎসুত নহুষ, তৎসুত যযাতি, তাহার পুত্র আয়ু, তৎসুত ত্রপু, তৎসুত বাম, বাম হইতে কুশ, কুশের পুত্র ভানু, তৎসুত সোম, সোমের পুত্র শিরা, তৎপরে পুত্রাদিক্রমে ধনঞ্জয়, মাঙ্গল্য, কামরাজ, পুষ, রবিমণ্ডল, রবির বংশে সর্ব্বজিৎ, সর্ব্বজিৎ হইতে নধু, তৎপরে পুত্রাদিক্রমে, ইন্দুভূপাল দুষ্ট, দুর্ম্মণা, ধর্ম্ম, কাম, কৌশিক, রণমণ্ডন, রণমণ্ডনের বংশে সিমিরাজ, তৎসুত বাগলালন, তদ্বংশে বজ্রনাভ, তৎসুত ইন্দুমণ্ডল, তৎসুত কামপাল, তদ্বংশে সলিল, তৎসুত অমঘ, তৎসুত কাশী, তাহার বংশে কামপতি জন্মগ্রহণ করেন। রাজার কোন পুত্র সন্তান হয় নাই। তিনি ঋষিদিগের পরামর্শ লইয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, তাহাতে তাহার বহুসংখ্যক পুত্র জন্মে।

নিম্নে কামপতির বংশধারা, তাঁহাদের গোত্র ও কুলদেবীর নাম উদ্ধৃত হইল ;—

পূর্ব্ব পুরুষ।	কুলদেবী।	গোত্র।
১ পদ্মরাজ	যোগেশ্বরী	ম্যাক।
২ শাম *	মহালক্ষ্মী	চ্যবন।
৩ পৃথু *	একবীরা	গৌতম।
৪ শ্রীধর	কালিকা	কৌণ্ডিন্য।
৫ ব্রহ্ম	পদ্মাবতী	সৌনক।
৬ চম্পক	কুমারিকা	চম্পক।
৭ নীলরাজ	জগদম্বা	বশিষ্ঠ।
৮ বিদ্যুৎপতি	সরস্বতী	বিশ্বামিত্র।
৯ সুরথ	উমা	ভৃগু।
১০ রঘু	বাগীশ্বরী	অত্রি।
১১ মাগধ	বাগীশ্বরী	অত্রি।
১২ শৈল	ললিতা	ভরদ্বাজ।
১৩ শ্রীপতি *	চণ্ডিকা	হারিতল
১৪ শৈল	রেণুকা	দেবরাজ।
১৫ নকুল	মহাকালী	ভূচণ্ড।
১৬ দমন	তামসী	অঙ্গিরা।
১৭ শৈল	ইন্দ্রাণী	গর্গ।
১৮ যদু	পদ্মাবতী	সোনক।
১৯ পৌণ্ড্রক (পৌণ্ডরিক)*	নীলাম্বা	পার্ব্বত।
২০ জগন	কোলাম্বা	প্রিয়র্ষি
২১ মন্মথ	অম্বা	বৃদ্ধবিষ্ণু।
২২ পারসি	বাগীশ্বরী	বৈবস্বত।
২৩ রক্ষক	রক্তাক্ষী	ভদ্র।
২৪ প্রদোষ	মহাদেবী	কৃপায়ু।
২৫ শশিরাজ	তামসী	চামর।
২৬ দানরাজ	বজ্রিণী	মার্ত্তণ্ড।
২৭ সারঙ্গ	মাতৃনন্দা	দাণ্ড্য।
২৮ বজ্রদংষ্ট্র *	নীলা	পুতিমাক্ষ।
২৯ দেবরাজ	জলবেধা	আম্বীল।
৩০ মন্ত্রোদ্ভব	মাতৃকা	গণক।
৩১ শ্রীপাল *	মোহিনী	বৈরাক্ষ।
৩২ কামমালী	ভীমা	গর্গ।

(১) "ত্বং চেচ্ছাপমাপন্নো বংশবৃদ্ধির্ভবিষ্যতি।
তদ্বংশজাশ্চ রাজানো নিঃশৌর্য্যা রাজ্যহীনতঃ॥
অদ্যপ্রভৃতি তেষাং বৈ লিপিকাজীবনং ভবেৎ।
পৈঠনে পত্তনে শপ্তা ময়া কোপবশাৎ কিল॥
পাঠারীয়াঃ প্রসিদ্ধাস্তে পত্তনাখ্যা ভবন্তু বঃ।
প্রভুত্বপদং তেষাং পত্তনপ্রভবাশ্চ যে।" (সহ্যাদ্রি ১।২৮।১৩-১৫)

৩৩ ঋতুধ্বজ কম্রা (দেবী) বৈভব (গোত্র)।
৩৪ শূরসেন ঊর্ম্মিলা জমদগ্নি।
৩৫ সুহরি বাগেশ্বরী জাম্বু।
৩৬ ভার্গব বর্ণাক্ষী মান্ধাতি।
৩৭ সুগ্রীব করালা মুদ্গতি।
৩৮ সত্যসন্ধ পাতমালিনী দ্রবিণ।
৩৯ চৈত্ররাজ চম্পাবতী গোপ।
৪০ ধর্ম্মরাজ দুর্গা কুমার।
৪১ রিপুনাশ ঈশ্বরী কুমার।
৪২ শাশ্বত বীরেশ্বরী মিত্র।
৪৩ দামরাজ ষড়্ ভুজী মণ্ডন।
৪৪ শাল্মলি* পাটলা বকদাল্ভ্য।
৪৫ জয়বান্ হরিতা রোমহর্ষ।
৪৬ প্রাণনাথ মালমালিনী কূর্ম্ম।
৪৭ বিবর্ত্ত মুক্তা সুকুমার।
৪৮ বৈজয়ন্ত মাহেশ্বরী সাবন।
৪৯ পার্থিব * কাত্যায়নী মালিবস্ত।
৫০ দ্রুপদ অপরা অন্তরিক্ষ।
৫১ বাসুকি* দাড়িমা মুদ্গল।
৫২ সুরবর বৈষ্ণবী পার্থব।
৫৩ বাসুদেব উগ্রিণী অগস্ত্য।
৫৪ অতিবার মোহিনী শাল্মলি।
৫৫ সুদেষ্ণ সুবর্ণা আত্রেয়।
৫৬ রুক্মরথ ভৈরবী তোমর্ষ।
৫৭ সুরথ* ভামিনী মহাতপ।
৫৮ আদিরাজ জাতিকা উপমন্যু।
৫৯ মহারাজ সৌমিনী শাণ্ডিল্য।
৬০ অরিমেদ নলিনী বিভাণ্ডক।
৬১ প্রীতিমান্ দৈত্যনাশিনী ধার্ম্মিক।
৬২ সহস্রজিৎ প্রভাবতী সাত্ত্বিক।
৬৩ চিত্ররথ শিলাদেবী ব্রহ্মর্ষি।
৬৪ সীমন্ত বগলা জনার্দ্দন।
৬৫ গজ* ভামিনী বিমল।
৬৬ মহীধর অমরা ত্রাতা।
৬৭ শ্বেত* চিত্ররেখা বারণ।
৬৮ সুক্ষেত্র শক্তি উগ্র।
৬৯ বর্ণবাহ সোমেশ্বরী প্রেম।
৭০ শ্রীধর মহামারী ভাবন।
৭১ মহাবিদ্বান্ ভুবনা সোমর্ষি।
৭২ প্রজাপাল কালমিকা নভঃ।
৭৩ সুবিদ্বান্ পদ্মেশ্বরী বায়ু।
৭৪ কামদ ত্রিপুরা মারক।
৭৫ দেবনাথ অষ্টভুজী প্রয়াগ।

* চিহ্নিত পুরুষের ধারা এখনও দেখা যায়, কিন্তু গোত্র ও কুলদেবী অধিকাংশ স্থলেই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সহ্যাদ্রিখণ্ডে যে ৭৫টী ধারা বর্ণিত আছে, বর্ত্তমানকালে চন্দ্রবংশীয় পত্তনীপ্রভুদিগের মধ্যে ইহার অধিকাংশ ধারাই নাই, বোধ হয় তাঁহারা ভিন্ন শ্রেণী বা জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। দমনের সন্তানেরা দমনপ্রভু নামে পরিচিত, কিন্তু তাহারা পত্তনীপ্রভুদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ স্বীকার করেন না। এখন পত্তনীপ্রভুদিগের মধ্যে কামপতির বংশে ১৫টী ধারার মাত্র এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

কামপতির পুত্র নাম।	গোত্র।	বর্ত্তমানবংশীয়গণের উপাধি	কুলদেবী।	কুলদেবীর যেখানে মন্দির
১ শাম	চ্যবনভার্গব	রণজিৎ	একবীরা	কার্লি
২ পৃথু	গৌতম	গোরক্ষকর	বজ্রী	তাঞ্জী
৩ ব্রহ্ম	শাণ্ডিল্য	রাও	বজ্রিণী	বজ্রবাই
৪ শ্রীপতি	দেবদত্ত	জয়াকর	যোগেশ্বরী	যোগাই
৫ পুণ্ডরীক	মার্কণ্ড	ধারাধর	তারাদেবী	কাশী
৬ বজ্রদংষ্ট্র	জামদগ্নি	তলপড়ে	যোগেশ্বরী	যোগেশ্বরী
৭ শ্রীপাল	মান্ধাতি	কীর্ত্তিকর	কমলা	কালেশ্বী
৮ শাল্মলি	মুদ্গল	অজিত	মহেশ্বরী	ঠানা
৯ পার্থিব	চনাক্ষ	ধৈর্য্যবান্	চণ্ডিকা	দণ্ডোলি
১০ বাসুকি	ভার্গব	সেনজিৎ	বজ্রিণী	বজ্রবাই
১১ সুরথ	উপমন্যু	বিজয়কর	জাতিকা	কাশী
১২ গজ	মহেন্দ্র	ত্রিলোককর	বজ্রিণী	বজ্রবাই
১৩ আনন্দ ?	পুলস্ত্য	প্রভাকর	জীবেশ্বরী	জীবদান
১৪ শ্বেত	গর্গ	বজ্রকর	একবীরা	কার্লি
১৫ অংশ ?	বৈশম্পায়ন	আনন্দকর	হরদেবী	সুরাত [১]

সহ্যাদ্রিখণ্ড ব্যতীত কৌস্তুভচিন্তামণি, বিম্বাখ্যান, জনার্দ্দন-গণেশের প্রভুচরিত্র, জ্ঞানেশ্বরী, সেনোর সেতাঁ দি সুজার 'মহিম্ ইতিহাস'[২] প্রভৃতি গ্রন্থে এই জাতি সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। বিম্বাখ্যান গ্রন্থে লিখিত আছে, যাদববংশীয় রাজা রামরাজ ১২৮৮ খৃষ্টাব্দে পৈঠনের নিকট, মুসলমানের হস্তে পরাজিত হইলে তৎসুত বিম্বদেব কোঙ্কণদেশে পলায়ন করেন, তাঁহার সহিত সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় প্রভু অমাত্যগণ সপরিবারে আসিয়াছিলেন। সেই প্রভুগণের নাম যথা—

সূর্য্যবংশে ভরদ্বাজ গোত্রে বিক্রম রাণে ও মধুসূদন প্রধান; পূতমাক্ষ গোত্রে ভীম, শ্যামরায়, শিব ও শ্রীপৎরাও প্রধান;

(১) History of the Pattana Prabhus, p. 6. Table. II.
(২) Senhor Caitan De Sousa's Mahim Historia.

বশিষ্ঠগোত্রে বিক্রমসেন, কেশবরাও, গোপাল, ভীম, নারায়ণ, বিশ্বনাথ, ত্রিম্বক রাও, শিবদাস ও দামোদর কোঠারে; কাশ্যপগোত্রে কাশীশ্বর, কৃষ্ণরাও, গোবিন্দরাও, চন্দ্র, মহাদেব, ভাস্কর, ত্রিম্বক, নারায়ণ ও কেশব নবলকর; হারিত গোত্রে সেনজিৎ, শ্রীপৎ, রাম ও শঙ্কর পল্‌তেরাও; বৃদ্ধবিষ্ণু গোত্রে মান্ধাতা, ত্রিম্বক, দামোদর, সুরদাস, শিবরাম ও কেশব ধুরন্ধর; ব্রহ্মজনার্দন গোত্রে সহস্রসেন, গণেশ, ত্রিম্বকরাও, শিব, শ্যামরাও, পদ্মাকর ও কর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকর; সৌনয় গোত্রে পুণ্ডরীক, দাদা, শিব, গোবিন্দ রাও ও শিবরাম দেশাই; কৌণ্ডিন্যগোত্রে অনন্তকীর্ত্তি, দেব, ভীম, শিব ও গোবিন্দরাও নায়ক; মাণ্ডব্য গোত্রে বাসুদেব, গোবিন্দ, নারায়ণ, শ্যাম, ভীম, শ্রীপৎরাও, ভাস্কর ও নরহরি মানকর; কৌশিক গোত্রে সুমন্ত, কেশব, কৃষ্ণ, ত্রিম্বক, শ্রীপাল, ভীম, সুরদাস ও রঘুনাথ বেলকর; বিশ্বামিত্র গোত্রে জয়বন্ত, দামোদর, গোরক্ষ, শিবরাম ও ভীম ব্যবহারকর।

চন্দ্রবংশে—চ্যবনভার্গব গোত্রে দামোদর, শিব, ভীম, রণজিৎ; গৌতমগোত্রে মধুসূদন ও ভীম গোরক্ষকর; শাণ্ডিল্য গোত্রে বাসুদেব, শ্রীপতি ও কৃষ্ণরাও; দেবদত্তগোত্রে কেশব ও দামোদর জয়াকর; মার্ত্তণ্ডগোত্রে নারায়ণ, লক্ষ্মীধর ও ভীম ধারাধর; জমদগ্নি গোত্রে নারায়ণ ও কেশব তলপড়ে; নানাস্তি গোত্রে সুরদাস ও ভরদাস কীর্ত্তিকর; মুদ্গলগোত্রে শ্রীপাল অজীকর; চনাক্ষগোত্রে সুমন্ত, ত্রিপল ও রঘুনাথ ধৈর্য্যবান্; ভার্গব গোত্রে রামদেব সজীব; মাণ্ডব্যগোত্রে কেশবরাও ও সুমন্ত ত্রিলোককর; পৌলস্ত্যগোত্রে রাম প্রভাকর; গর্গ গোত্রে ধর্ম্মসেন বককর; বৈশম্পায়ন গোত্রে লক্ষ্মীধর আনন্দকর এবং উপমন্যু গোত্রে নারায়ণ ব্যবহারকর।

রাজা বিম্বদেবের আশ্রয়ে প্রভুগণ উচ্চ রাজকীয় পদে নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। বিম্বদেবের প্রদত্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায়, প্রভুগণ কোঙ্কণ প্রদেশের নানাস্থানে মহাসামন্ত বা শাসন-কর্ত্তা-রূপে নিযুক্ত ছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উচ্চ রাজপদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে মহিমের প্রভু-রাজগণের বিবরণ কৌস্তুভ-চিন্তামণি ও পর্ত্তুগীজদিগের লিখিত মহিমের ইতিহাসে পাওয়া যায়।

পর্ত্তুগীজদিগের আগমনকাল পর্য্যন্ত প্রভুগণ সালসেটী, বসাই, মহিম ও বোম্বাইনগরের নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপসমূহ শাসন করিতেন। ১৫১২ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজেরা ঐ সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া লন। এই সময়ে প্রভুগণ আপনাদিগের পূর্ব্বাধিকার হারাইলেন। পর্ত্তুগীজদিগের দৌরাত্ম্য ও উৎ-পীড়নে এখানকার হিন্দুসমাজ প্রমাদ গণিয়াছিলেন। পর্ত্তু-গীজদিগের নিকট জাতিবিচার ছিল না, তাহারা ব্রাহ্মণকে ধরিয়া তাহার ঘাড়ে মোট চাপাইয়া দিত। রাজবংশীর কাহাকেও পথে পাইলে, তাহাকে ধরিয়া আনিয়া নীচ চাকরের মত কার্য্য করাইয়া লইত। এইরূপে তাহারা হিন্দুসমাজের উচ্চজাতির কাহারও মান অপমানের দিকে লক্ষ্য করিত না। পর্ত্তুগীজ-শাসনকর্ত্তাগণ প্রভুদিগকে কার্য্যকুশল ও চতুর বুঝিয়া তাহাদিগের মধ্যে কাহাকে কাহাকে গ্রাম ও নগরের উচ্চ রাজকীয়পদে নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহাদিগের ঐ সকল কার্য্যগ্রহণে ইচ্ছা না থাকিলেও পর্ত্তুগীজ রাজপুরুষগণের উৎপীড়ন-ভয়ে তাঁহারা কার্য্য-গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজগণ উচ্চ হিন্দুসমাজের উপর যতই অত্যাচার করিত, ব্রাহ্মণাদি হিন্দুগণ ততই মনে করি-তেন যে, প্রভুকর্ম্মচারীদিগের পরামর্শে এইরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতেছে। এইরূপ বিশ্বাসে, ক্রমে সকল ব্রাহ্মণই প্রভুদিগের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং 'প্রভুরা নীচজাতি, তাহা-দিগের সংস্রবে কোন ব্রাহ্মণের থাকা উচিত নয়' এইরূপ অভি-মত অনেকে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যতদিন প্রভুদিগের রাজকীয় প্রভাব ছিল, ততদিন ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের বিশেষ কিছুই অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। শিবাজীর অভ্যুদয়কালে মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণেরা প্রভুদিগের সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন; কিন্তু হিন্দুকুলতিলক শিবাজী ব্রাহ্মণগণের মন্দ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া প্রভুদিগের কোনরূপ অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা করেন নাই। বরং তিনি প্রভুদিগকে আপ-নার সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন, শিবাজীর ইতিহাসে ঐ সকল প্রভু-সেনাপতিগণের কার্য্য-দক্ষতার ও বীর্য্যবত্তার যথেষ্ট পরিচয় আছে। সম্ভাজী, রাজারাম, ও তারাবাইএর সময়ও প্রভুদিগকে সমাজে হেয় করিবার জন্য ব্রাহ্মণেরা বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এ সময়েও তাহারা বিফলপ্রযত্ন হইয়া আপনাদের অভীষ্ট সাধনে ক্ষান্ত থাকে। ক্রমে উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ বিদ্বেষভাব জন্মিতে লাগিল। মহারাষ্ট্রীরাজগণ অনেক চেষ্টা করিয়াও এই বিদ্বেষবহ্নি নিবাইতে পারেন নাই। প্রভুরা মহারাষ্ট্রপতি সাহুর নিকট অভিযোগ করেন যে, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগের কুলবিবরণমূলক সহ্যাদ্রিখণ্ডে ও অপরাপর পুরাণে আধুনিক শ্লোক প্রক্ষিপ্ত করিয়া, তাহাদিগকে সমাজে হেয় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বালাজী বাজিরাওএর নিকটও এই অভিযোগ উপস্থিত হইল। তিনি সাহুকে জানাইলেন। শিবাজীর ন্যায় সাহুও প্রভুদিগকে ভালবাসিতেন। তিনি অনুমতি দিলেন, প্রভুগণ বহুপূর্ব্বকাল হইতে যেরূপ ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারাদি করিয়া আসিতেছে, এখনও সেইরূপ করিবে। তিনি খণ্ডে ও মাহুলিগ্রামের ব্রাহ্মণ-

দিগকে আদেশ করিলেন যে তাঁহারা বিজয়পুরের রাজাদিগের সময় হইতে প্রভুগণের যেরূপ পৌরোহিত্যাদি কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন, এখনও সেইরূপ করিবেন। সাহু এইরূপ আদেশ করিলেও, তাঁহার প্রতিনিধি জগজীবন-রাও-পণ্ডিত তাঁহার আদেশ চাপিয়া রাখেন। এই সময়ে এক সম্পত্তিশালী প্রভু কর্ত্তৃক বহলেশ্বরের নিকট সিদ্ধিবিনায়ক নামে একটী গণেশ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রভুদিগের সহিত চিৎপাবন ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। চিৎপাবনেরা বোম্বায়ের প্রথম ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রতিষ্ঠাকার্য্যে ব্রতী হইতে চান, কিন্তু প্রভুরা চেউলনিবাসী বেদমূর্ত্তি রাজশ্রীচিন্তামণি ধর্ম্মাধিকারী প্রভৃতিকে আনাইয়া বিনায়কের অভিষেকাদি সম্পন্ন করেন। তাহাতে বসাই-নিবাসী ব্রাহ্মণগণ সকলেই নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তথাকার সুবেদার রাজশ্রী শঙ্করজী কেশবের নিকট গিয়া এইরূপ মিথ্যা অভিযোগ করেন, 'প্রভুগণ রাজা বিম্বদেবের অনুবর্ত্তী রাজপুতক্ষত্রিয়সন্তান নহেন। তাহারা যে কোন ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়া থাকে। তাহাদিগের দ্বিজোচিত অধিকার না থাকিলেও, তাহারা যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করে ও গায়ত্রী উচ্চারণ করে। তাহাদিগের প্রধান পুরোহিত বেদমূর্ত্তি বিশ্বনাথ নামে এক ব্রাহ্মণ প্রভুদিগের উৎপত্তিসম্বন্ধে একটী মিথ্যা গল্প লিখিয়াছেন। এই গল্পে তিনি প্রমাণ করিতেও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন যে, পত্তন বা পাঠারীয় প্রভুগণ সূর্য্যবংশীয় অশ্বপতি এবং চন্দ্রবংশীয় কামপতির সন্তান।' সুবেদারকে তাহারা আরও অনুরোধ করিলেন যে, আমাদের মত না লইয়া আপনি পঞ্চকলস, সোণার, ভাণ্ডারী ও অন্যান্য নীচ শ্রেণীর বর্দ্ধিষ্ণু লোকদিগকে ডাকাইয়া প্রভুদিগের জাতির বিষয় জানিতে পারেন। এ ছাড়া তাঁহারা সমাজচ্যুত কএক জন প্রভুকে আনাইয়া তাঁহাদের মুখে শুনাইলেন যে, প্রভুদিগের মধ্যে বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে।

সুবাদার তদনুসারে প্রভুদিগের বিরুদ্ধে পেশবা বালাজী বাজিরাওএর নিকট এক অভিযোগ পাঠাইলেন। ১৭৪৩ খৃঃ অব্দে পেশবা চেউলের অন্তর্গত প্রত্যেক নগর ও গ্রামের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ ও রাজকর্ম্মচারীদিগের নিকট আদেশ পাঠাইলেন, 'যেন কোন ব্রাহ্মণ প্রভুদিগের সংস্কারাদি কার্য্য না করেন, করিলে দণ্ডনীয় হইবেন। প্রভুরাও যেন আর গায়ত্রী উচ্চারণ বা যজ্ঞসূত্র ধারণ না করেন।' পেশবার আদেশে প্রভুদিগের ব্রাহ্মণপুরোহিত বন্ধ হইল, এই সময়ে ব্রাহ্মণ সুবেদারের আদেশে শত শত প্রভু-সন্তান নিগৃহীত, লাঞ্ছিত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। যে প্রভুর গৃহে উপনয়ন বা বিবাহ উপস্থিত হইত, তাহার আর কষ্টের পরিসীমা থাকিত না। বহু অর্থদণ্ড দিতে পারিলে অনেক কষ্টে রক্ষা পাইতেন, কিন্তু যাহারা গরীব তাঁহারা আর সমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেন না। প্রভুরা ব্রাহ্মণদিগের হাতে ৫ বৎসর কাল এইরূপ দারুণ নিগ্রহ ভোগ করেন। তৎপরে বহিঃপ্রদেশের সুবেদার রামজী মহাদেব প্রভুসমাজের করুণ আবেদনে বিচলিত হইয়া পেশবাকে জানাইলেন, "প্রভুগণ প্রকৃত ক্ষত্রিয়সন্তান হইলেও, তাহাদিগের প্রতি কোন সুবিচার হইতেছে না, তাহারা বরং বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইতেছে। শঙ্করাচার্য্য স্বামী তাঁহার সম্মতিপত্রে এই জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।" ইত্যাদি।

ইহার কএক বর্ষ পরে প্রভুদিগের বিপক্ষগণ পুণায় গিয়া পেশবার নিকটে প্রভুজাতির বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা অপবাদ রটনা করিলেন। পেশবার আদেশে প্রধান ধর্ম্মাধিকারী রামশাস্ত্রী বোম্বাই ও মহিমবাসী সমুদয় মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণকে জানাইলেন, 'কোন ব্রাহ্মণ প্রভুদিগের গৃহে কোন প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তাহা ব্রাহ্মণজাতির বিরুদ্ধকর্ম্ম বলিয়া গণ্য করা হইবে।'

এই সময়ে শৃঙ্গেরির শঙ্করাচার্য্য স্বামী বোম্বাই নগরে উপস্থিত হন। এই সুযোগে প্রভুগণ গিয়া তাঁহার আশ্রয় লইলেন এবং সহ্যাদ্রিখণ্ড, কুলপঞ্জিকা, কোলাপুরের শঙ্করাচার্য্যস্বামীর সম্মতিপত্র, বিম্বদেবের তাম্রশাসন প্রভৃতি উপস্থিত করিয়া তদ্দৃষ্টে তাঁহাদের জাতি ও অধিকার-নির্ণয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন। শঙ্করাচার্য্য স্বামী প্রভুসমাজের শোচনীয় অবস্থা শুনিয়া ও তাঁহাদের কুল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়াই সম্মতিপত্র দিলেন। এই সময়ে স্বামীজী প্রভুদিগকে পূর্ব্বাধিকার প্রদান করিবার জন্য পেশবাকেও অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। তৎকালে মাধবরাও (২য়) পুণায় পেশবাপদে অধিষ্ঠিত। তাঁহার সভায় শঙ্করাচার্য্যের লিপি পঠিত হইলে, তিনি সভায় বসাইনিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে অবিলম্বে সভা হইতে বাহির করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। প্রভুগণ যাহাতে পূর্ব্ববৎ নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব ধর্ম্মপালন করিতে পারেন, তাহারও অনুমতি দিলেন।

মন্ত্রিবর নানা ফড়্নবিস পেশবার কার্য্যে বড় সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি আবার পুণার ধর্ম্মাধিকারী (সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি) রামশাস্ত্রী ও প্রভুপক্ষীয় ঘনশ্যামশাস্ত্রীকে আপনার ভবনে আহ্বান করিয়া প্রভুজাতি সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। রামশাস্ত্রী তখন প্রভুদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যত আলোচনা হইয়াছিল, সমস্তই ফড়্নবিসকে শুনাইলেন এবং প্রভুরা যে প্রকৃতক্ষত্রিয়, তাহাও

জানাইলেন। প্রভুদিগের প্রতি দুর্ব্যবহারের কথা শুনিয়া নানা ফড়্‌নবিসও বিচলিত হইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদের প্রতি ব্রাহ্মণেরা আর কোন প্রকার অত্যাচার না করেন, তাহাও ঘোষণা করিলেন। এত দিনের পর ব্রাহ্মণপ্রভুর বিবাদ মিটিয়া গেল।

প্রভুগণ গোঁড়া হিন্দু। বসাই প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করিলেও তাঁহাদের হৃদয় হইতে ব্রাহ্মণভক্তি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। তাঁহারা শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে ক্ষত্রিয়োচিত সকল সংস্কারই পালন করেন। প্রভুদিগের মধ্যে বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাসন, চূড়াকরণ, উপনয়ন বা মৌঞ্জীবন্ধন, সমাবর্ত্তন ও অন্ত্যেষ্টি এই সংস্কারগুলিই প্রধান।

প্রভুদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ আদরণীয়। কন্যা ও বরের এক গোত্র হইলে বিবাহ হয় না। বালকের ১০ হইতে ১৬ এবং কন্যার ৪ হইতে ৮ বর্ষ মধ্যে বিবাহ হয়। পূর্ব্বকালে ইহাদের মধ্যে ৮ প্রকার বিবাহ প্রচলিত থাকিলেও এখন কেবল ব্রাহ্মবিবাহই প্রচলিত দেখা যায়।

ইহাদের বিবাহ-ব্যাপার বহু ব্যয়সাধ্য ও বহুদিন সাপেক্ষ। বিবাহে এত অনুষ্ঠান আর কোন জাতির মধ্যে দেখা যায় না। পাত্র পছন্দ হইলে কন্যাপক্ষীয় পুরোহিত গিয়া প্রথমে বরকর্ত্তার নিকট কথা পাড়েন। বরকর্ত্তার অভিমত হইলে বর ও কন্যা উভয়ের কোষ্ঠী মিলাইয়া দেখা হয়। উভয়ের কোষ্ঠী মিলিলে ও দেনা পাওনা স্থির হইলে তিথি ও লগ্নস্থির করা হয়। তিথিনিশ্চয় বা লগ্নপত্র নির্ণয় কার্য্য বরের বাড়ীতে রাত্রি ৮৷৯টায় সময় সম্পন্ন হয়।

বিবাহের প্রায় একপক্ষ পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ হইতে থাকে। প্রথমে জ্ঞাতিকুটুম্ব স্ত্রীপুরুষ উভয় পক্ষেরই নিমন্ত্রণ হয়। প্রায় সপ্তাহ থাকিতে কন্যার মাতা দুই একটী ছেলে ও চাকর সঙ্গে লইয়া বরের মাতা ও তাঁহার জ্ঞাতি-কুটুম্বিনীদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে আসেন। বিবাহের চারি দিন থাকিতে বরের মাতা কন্যার মাতাকে বলিয়া পাঠান, 'কাল ফুলদান হইবে।' পরদিন বরের মা একটী বালককে সাজাইয়া কন্যাকে আনিতে পাঠান। কন্যা নানা অলঙ্কার ও মহামূল্য বসনে বিভূষিত হইয়া পাল্কী বা গাড়িতে চাপিয়া প্রায় দ্বিপ্রহরকালে বরের বাড়ীতে আসে। বরের মাতা প্রভৃতি রমণীগণ গিয়া কোলে করিয়া কন্যাকে নামাইয়া আনে। এখানে পানাহারের পর বরের মাতা কন্যাকে সাধ্যমত অলঙ্কার ও ভাল কাপড় দিয়া সাজাইয়া দেন ও জ্ঞাতিকুটুম্বরমণীদিগকে দেখাইতে লইয়া যান। উভয় পক্ষের রমণীগণ কন্যাকে কোলে করিয়া 'তোমার শাশুড়ী কি দিয়াছে', এই কথা জিজ্ঞাসা করে। দেখা শুনায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়। সেদিনই সন্ধ্যার পর কন্যা পিত্রালয়ে চলিয়া আসে। পর দিন বরও কন্যার মত সাজিয়া গুজিয়া কন্যার বাড়ীতে যায়। কন্যাপক্ষ হইতে বরও উৎকৃষ্ট বেশভূষা পায়। এখন আবার ইংরাজী সভ্যতা প্রবেশ করায় অনেক বর উৎকৃষ্ট পোষাকের সহিত আবার কোচ, কেদারা আসবাব ও বিলাতী জুতা পাইয়া থাকে। যথা সময়ে বর নিজ গৃহে চলিয়া আসে। পরদিন আহার ও ব্যবহারোপযোগী জিনিসপত্র সংগৃহীত ও বিবাহমণ্ডপ নির্ম্মিত হয়।

বিবাহের দুই এক দিন থাকিতে গাত্রহরিদ্রা হয়। পাঁচ জন সধবা মিলিয়া উদুখলে হলুদ কুটিয়া থাকে। তৎপরে আলিপনা দেওয়া একখানি ছোট চৌকির উপর বরকে বসাইয়া একজন সধবা বাটীতে সেই হলুদ গুলিয়া বরের কপালে লাগাইয়া দেয়। পরে পাঁচজন আপনাপনি একটু হলুদ মাখিয়া ধনে ও গুড় খায়; দালানের একধারে আলিপনা কাটিয়া তাহার উপর একখানি চৌকি থাকে, ৪ জন সধবা ৪ কলসী জল আনিয়া চৌকির চারিপাশে রাখে। কএকটী আম্রপত্র কলসীর মুখে দিয়া চারি ধারে সূতা দিয়া ঘিরিয়া দেয়, পরে বরকে আনিয়া সেই চৌকির উপর বসাইয়া রাখে। এই সময়ে বাদ্যকরেরা বাজাইতে থাকে ও বালিকারা গান করে। গান শেষ হইলে যে বালিকা প্রথমে গায়ে হলুদ দিয়াছিল, সে বরকে স্নান করাইয়া দেয়। স্নানের পর বর নূতন কাপড় ও আইবুড়-ফুলের মালা পরে, পায়ে আল্‌তা দেয়। বালিকারা দীপালোকে তাহাকে বরণ করে। কন্যার বাড়ীতেও ঠিক এইরূপ হইয়া থাকে। এখন হইতে বরকন্যা 'নবরদেব' অর্থাৎ বিবাহের দেবতা বলিয়া গণ্য হয় ও বিবাহের ৪ দিন শেষ না হইলে আর বাড়ীর বাহির হইতে পায় না। এই দিন অপরাহ্ণে গণেশ, বিবাহমণ্ডপ, বরুণদেবতা, পিতৃগণ ও নবগ্রহের পূজা, কুমড়াবলি ও ডুমুরবলি হয়। কুমড়াবলি উৎসবের নাম "কহল্যা-মুহূর্ত্ত", এই সময় বরের ভগিনীপতি বা কোন বিবাহিত আত্মীয় তরবারি দ্বারা কুমড়াটী দ্বিখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলে। যে কুমড়া কাটিবে, তাহার কাঁধে সাল ও পিছনে তাহার স্ত্রী থাকে, এইভাবে উভয়ে বিবাহমণ্ডপে উপস্থিত হয়। একজন সধবা আসিয়া দম্পতির (পরস্পরের) সালের অগ্রভাগ লইয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া দেয়। পুরোহিত তরবারি লইয়া সেই ব্যক্তির হাতে দিলে সে এক কোপে কুমড়া দুই খণ্ড করিয়া ফেলে। স্ত্রী কুমড়ার গায় হলুদ মাখাইয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়ায়। স্বামী দুই কোপে কুমড়াটী চারি খণ্ড করিয়া ফেলে, পরে তাহার রমণী আসিয়া আলো জ্বালিয়া তাহাকে বরণ করে।

ডুমুর বলির নাম উঁহবর বা "উঁবর আমন্ত্রণ" এই ব্যাপার অনেকটা কুমড়া বলির মত, ইহাতে ডুমুরের শাখা তরবারির দ্বারা এক কোপে কাটা হয়, যে এই কার্য্য করে, সে সস্ত্রীক সালের জোড়া বা ভাল কাপড় উপহার পায়।

এই দিন সন্ধ্যার পর বরপক্ষ হইতে কএক জন আত্মীয়া গান করিতে করিতে নানাপ্রকার মিষ্টান্ন, খেলনা ও তৈজসপত্রাদি সঙ্গে কন্যার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়। কন্যার ভগিনী আসিয়া বরের ভগিনীকে বরণ করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া যায়। এখানে বরের ভগিনী কন্যাকে এক খানি কেদারায় বসাইয়া চুল বাঁধিয়া দেয়, ফুলের মালা পরায় ও ভাল কাপড় পরাইয়া ফুলের মালা গলায় দেয়। শেষে একটী আলো লইয়া কন্যাকে বরণ করে। পরে কন্যা কিছু মিষ্টান্ন মুখে দিয়া পুতুল হাতে করিয়া তাহার মা ও অপর আত্মীয়গণের নিকট গিয়া দেখায়। পরে বরপক্ষীয়েরা তত্ত্বের সামগ্রী বুঝাইয়া দিয়া চলিয়া আসে। সেই দিন কন্যাপক্ষ হইতেও ঐরূপ বরের বাড়ীতে ভেট পাঠান হয়, তবে কন্যাকে যেমন বরপক্ষ হইতে অলঙ্কার সাজ খেলনা প্রভৃতি দেওয়া হয়, কন্যার পক্ষ হইতে বরকে সেইরূপ উৎকৃষ্ট পোষাকের সহিত কেদারা, আলমারি, ডেস্ক, পুস্তক, সতরঞ্চের ছক্, চটিজুতা, ছাতা, চা খাইবার জন্য রূপার বাসন ইত্যাদি দেওয়া হয়।

বিবাহের দিনে প্রধান অনুষ্ঠান ১১টী,—ফলদান, তৈল-উৎসর্গ, কামান, স্নান, পা-ধোয়ান, ডুমুরপূজা, বরযাত্রা, বিবাহ, নিমন্ত্রিত ব্যক্তির আবাহন, বিদায় ও বরগৃহে পুনরাগমন।

বিবাহের দিন প্রাতে বরপক্ষীয় কোন রমণী গিয়া জ্ঞাতি কুটুম্বদের স্ত্রীলোকদিগকে ডাকিয়া আনে। বেলা প্রায় ১টার সময় নিমন্ত্রিত রমণীগণ, পুরোহিত ঠাকুর, বরের কোন বিবাহিত ভ্রাতা, চাকরেরা (বস্ত্র অলঙ্কার ফলমূলাদি মাথায় করিয়া) এবং বাদ্যকরেরা বাজাইতে বাজাইতে কন্যার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। কন্যার কোন আত্মীয়া আসিয়া বরের ভগিনীকে বরণ করিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যায়। বিবাহমণ্ডপে বরের ভাই পুরোহিতের সাহায্যে গণপতি ও বরুণের পূজা করেন, এই সময়ে তিনি কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করেন। কন্যা সেই নূতন বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া পিতার পার্শ্বে আসিয়া বসে, তৎপরে কন্যার পিতার ও বরের ভ্রাতার উত্তরীয়ে ৫ খণ্ড তেঁতুল ও কএকটী সুপারি বাঁধিয়া দেওয়া হয়। পরে কন্যাকে অপর এক স্থানের আলিপনার উপর বসাইয়া ১টী রূপার ছড়ি দিয়া তাহার চুলগুলি সর্ব্বপ্রথম দুই থাক করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর কন্যা উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হয়, আবার তাহাকে বিবাহমণ্ডপে লইয়া গিয়া তাহার কোলে কতকগুলি ফল তুলিয়া দিয়া একজন সধবা বরণ করিতে থাকে। এই সময় বরপক্ষীয় দুই এক জন রমণী আতরদান, গোলাবপাশ, ও এক চেঙ্গারি পাণ লইয়া অন্তঃপুরের মধ্যে কন্যাপক্ষীয় রমণীদিগকে হলুদ মাখাইয়া দেয়, মাথায় কুঙ্কুম চন্দন ও গোলাপ ছিটাইয়া দেয় এবং পাণ সুপারি ও নারিকেল খাইতে দেয়। ইহার পর উপস্থিত সকল রমণীকে নারিকেল বিতরণ করা হয়। বরপক্ষীয়েরা চলিয়া আসিলে কন্যার মাতা নানা অলঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া সাল জড়াইয়া আত্মীয় রমণীগণ ও চাকরদের মাথায় ৫ ঝাঁকা কলাই ও ময়দা প্রভৃতি চাপাইয়া দিয়া বরের বাটীতে উপস্থিত হন।

বর আসিয়া রমণীদিগের মধ্যে উপস্থিত হয়। কন্যার ভগিনী বরের অগ্রে জল ফেলিতে ফেলিতে আসে, পরে সে বরের দুই হাতে হলুদ মাখাইয়া দেয় এবং বর ও কন্যা উভয় পক্ষে দুই দুইজন সধবা ধান দিয়া আশীর্ব্বাদ করে। এই সময় বরের ভগিনী সোণালী পাড়ের একখানি রেশমী কাপড় বরকে প্রদান করে।

কন্যার মাতা আসিয়া বরের ও বরের মার পা ধুইয়া মুছিয়া দেন, এই সময় তিনিও বর ও বরের মাতাকে ভাল কাপড় দিয়া থাকেন। ৪ জন সধবাও এই সময়ে এক এক খানি কাপড় পায়, ইহার পরেই বরের ভগিনী লুকাইয়া এক-তাল হলুদ আনিয়া বরের হাতে দেয়। বর ও বরের মাকে খাইতে বলা হয়। কন্যার মা বরকে একবাটী দুধ তুলিয়া দিতে যায়, সেই অবসরে বর হলুদের তালটী শাশুড়ীর মুখে মাখাইয়া দেয়। এই সময় বরের অপরাপর আত্মীয়েরা হলুদ লইয়া আমোদ করিতে থাকে। তৎপরে বেলা ৩টার সময়ে উভয় পক্ষের ৪ জন করিয়া ৮ জন কালিকামন্দিরে তৈল উৎসর্গ করিতে যায়।

বর যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কন্যাকর্ত্তারা বরের বাড়ীতে বরের পা ধুয়াইয়া দিতে আসেন। বরকে আলিপনাবেষ্টিত একখানি চৌকির উপর বসাইয়া কন্যার পিতা দুগ্ধ দিয়া তাহার পা ধুইয়া আপনার রুমালে মুছাইয়া দেন। এ ছাড়া তিনি বরের কপালে চন্দনলেপন, অঙ্গুলিতে স্বর্ণাঙ্গুরীপ্রদান, এবং গোলাবজল ও আতর দিয়া, পরে বরকে সেলাম করিয়া চলিয়া আসেন। পা ধোয়ার পর উভয় গৃহেই ডুমুর-বলি হইয়া থাকে। তৎপরে মহাসমারোহে বরযাত্রা হয়। বরের সঙ্গে তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব পুরুষ-রমণী সকলেই গিয়া থাকে। পথে অমঙ্গল নিবারণার্থ মাঝে মাঝে নারিকেল কাটিতে কাটিতে যায়। বর ঘোড়ায় চড়িয়া অগ্রসর হয়। পূর্ব্বে সঙ্গে একখানি তরবারি থাকিত, এখন তৎপরিবর্ত্তে এক এক খানি ছুরিকা থাকে।

বর কন্যার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে কন্যার দাসী আসিয়া বরণ করে ও অপরাপর তুক তাক করিয়া যায়। শেষে কন্যার

পিতা আসিয়া বরের মুখে একটু মিষ্ট দিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া বিবাহসভায় লইয়া আসেন। জ্যোতিবী লগ্নপত্র ধরিয়া ঠিক বিবাহের সময় বলিয়া দেন। কন্তা ও বরপক্ষীয় পুরোহিতদ্বয় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন।

এদিকে কন্তার মাতা আসিয়া প্রথমে বরের মাতার পাদবন্দনা করিয়া অপরাপর রমণীগণের সহিত অন্তঃপুরে উপস্থিত হন। বরকে কাপড় ছাড়াইয়া বিবাহবেদীর নিকট আনা হয়।

বিবাহে এই কয়টী প্রধান অনুষ্ঠান—মধুপান, পদধৌতকরণ, লাজাঞ্জলি, মুহূর্ত্ত নাম, দানসামগ্রীলিখন, বস্ত্রপূজা, কন্তাদান, শপথ, সপ্তপদীগমন ও বরকন্তাভোজ। বিবাহের অঙ্গের মধ্যে আবার কএকটী বিশেষত্ব আছে,—মাতৃকাপূজার সহিত মুক্ত তরবারিপূজা, এবং বর ছাদনাতলায় আসিবার পর অন্তঃপুরে একটী গৃহে লইয়া গিয়া বর ও কন্তার মধ্যস্থলে অন্তরপট বা একখানি পর্দ্দা দিয়া তাহার মধ্যে মুক্ততরবারি হস্তে ভাগিনেয়ের বা জামাতার অবস্থান ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক মঙ্গলাষ্টকপাঠ।

কন্তাদানাদি মূল বিবাহকার্য্য সমাধা হইলে ও নিমন্ত্রিতগণের আদর অভ্যর্থনা শেষ হইলে বর সেই রাত্রেই নিজ গৃহে চলিয়া আসে। বিদায়কালে প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের কপালে চন্দনের ফোঁটা ও প্রত্যেককে ২টা করিয়া নারিকেল দেওয়া হয়। বর বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে দুই জন চাকর বর ও কন্তাকে কোলে করিয়া তালে তালে নাচিতে থাকে। পরে কন্তাকে অগ্রে করিয়া বর গৃহে প্রবেশ করে। প্রবেশকালে বরের ভগিনী আসিয়া দ্বার চাপিয়া দাঁড়ায় ও বলে, 'তোমার মেয়ে হলে আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিবে বল, তবে যাইতে দিব?' সেখান হইতে বরকন্তা বরাবর ঠাকুরঘরে যায়। পরে স্ত্রী-আচার শেষ হইলে বরের পিতামাতা তাহার কাণে নববধূর নূতন নামটী বলিয়া দেন। তদনুসারে বরও বধূর কাণে কাণে তাহার নামটী বলিয়া দেয়। পরে নিমন্ত্রিতেরা ক্ষীর ও সরবত খাইয়া যে যার গৃহে গমন করেন। কন্তা কন্তাদিগের সহিত ও বর পুরুষদিগের সহিত রাত্রিযাপন করে।

ইহার পরও ৪।৫ দিন উৎসব চলে। বউভাত, বউদেখা, বর দ্বারা শাশুড়ীর গহনাচুরি, কন্তাপক্ষীয় নিমন্ত্রণ, গহনাবদল, দেবতাবিদায় ও ভোজ হইয়া উৎসব শেষ হয়।

বিবাহের পর ও কন্তার দ্বাদশ বর্ষ হইবার পূর্ব্বে 'মুহূর্ত্তসাদ' বা শুভবস্ত্রপরিধান হয়। বরের পিতা শুভদিন দেখাইয়া কন্তাকে নূতন বস্ত্র, অঙ্গরাখা ও সেই সঙ্গে খাদ্যসামগ্রী পাঠাইয়া দেন। পুরোহিত গিয়া যথারীতি পূজা করিয়া কন্তাকে সেই সেই সাড়ী ও অঙ্গরাখা পরিতে বলেন। স্ত্রীলোকেরা নানাপ্রকার আমোদ করে।

তৎপরে 'পদর সাদ' বা বুকে কাপড় দেওয়া উৎসব স্থির হয়। এই দিন বধূ শ্বশুরালয়ে যথারীতি বক্ষে চাপা ও মাথায় ঘোমটা দিয়া বয়স্থা স্ত্রীলোকের মত কাপড় পরে।

ঋতুমতী না হওয়া পর্য্যন্ত কন্তা পতিসহ রাত্রিবাস করিতে পায় না। পিতৃগৃহেই থাকিতে হয়। ঋতুমতী হইলে কন্যার মাতা কৌলিক স্ত্রী-আচারের পর কন্যাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইয়া দেন। তাহার শাশুড়ী তাহাকে তাঁহারঘরে লইয়া রাখেন। চারি দিন পর্য্যন্ত কন্যার মাতা ও অপরাপর রমণীগণ আসিয়া প্রথামত স্নানাদি করাইয়া যায়।

পঞ্চম দিনে পতিপত্নীর প্রথম মিলনোৎসব ও গর্ভাধানকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই দিন পুরোহিতের সহিত আরও দশজন ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইয়া গণপতি ও সপ্তমাতৃকার পূজা, নবগ্রহহোম, ও ভুবনেশ্বরের আবাহন করেন। স্ত্রীলোকেরা দম্পতিকে রমণীয় বেশভূষায় সাজাইয়া নৃত্যগীতাদি নানা আমোদ প্রমোদ করে।*

স্ত্রীর গর্ভ হইলে পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত হয়। তখন হইতে গর্ভিণীকে সাধ মিটাইয়া খাইতে পরিতে দেওয়া হয়।

প্রসবের পরই নবজাত শিশুকে গরমজলে ধুইয়া ফেলে। পরে ধাই শিশুর নাড়ী কাটিয়া মাথা ও নাক এক একটু টানিয়া ঠিক করিয়া দেয়। গৃহস্বামী ঠিক জন্মকাল টুকিয়া রাখে। ৪০ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতি সূতিকাঘরে থাকে ও এই ৪০ দিন ঠাণ্ডা জল খাইতে পায় না। লোহা পোড়াইয়া জলে ডুবাইয়া রাখে, সেই জল প্রসূতিকে খাইতে দেয়।

জন্মদিন অথবা তৎপরদিন শিশুর পিতা পুরোহিত, জ্যোতিবী ও দুই এক জন বন্ধুবান্ধবের সহিত পুত্রমুখ দর্শন করিতে আসেন। জ্যোতিবী গৃহস্বামীর নিকট হইতে জন্মসময় জানিয়া একখানি শ্লেটের উপর খড়ি দিয়া কোষ্ঠী প্রস্তুত করেন ও শিশুর শুভাশুভ গণিয়া বলেন। তদনুসারে পিতা শুভলগ্নে পুত্রমুখ দর্শন ও জাতকর্ম্ম করেন।

যদি শিশুর জন্মলগ্নে দোষ থাকে, তাহা হইলে আর পিতা তাহার মুখ দেখেন না, তাহার শুভার্থ বরং দান করেন ও স্বস্ত্যয়নাদি করাইয়া থাকেন। জন্মোৎসব উপলক্ষে নর্ত্তকী আসিয়া নাচ গান করে। মিষ্টান্ন বিতরিত হয়। পুরোহিত ও জ্যোতিবী উপযুক্ত বিদায় লইয়া বিদায় হন।

তৃতীয় দিনে প্রসূতি ও শিশুকে স্নান করান হয়। এই দিন প্রসূতি শিশুকে প্রথম স্তন্যপান করান। ৬ষ্ঠ রাত্রে ষষ্ঠীপূজা হয় ও ধাত্রী সমস্ত রাত্রি শিশুকে কোলে করিয়া জাগিয়া থাকে। দশম দিনে প্রসূতি ও শিশুকে স্নান করাইয়া

* পুনর্বিবাহের পর ৪র্থ দিবসে বর কন্তাকে স্নান করাইয়া বরের পোষাক কন্তার মাথায় ও কন্তার গহনা বরের মাথায় বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। এদিন সমস্ত বাটীতে গোবর ও জল সেচন করা হয়। প্রসূতির সঙ্গে গৃহস্থ সকলেই পঞ্চগব্য পান করিয়া পরিশুদ্ধ হন। এদিকে শিশুর পিতা ও পিতৃগৃহ-বাসী সগোষ্ঠী সকলেই যজ্ঞোপবীত পরিবর্ত্তন করে ও পঞ্চগব্য খাইয়া থাকে।

একাদশ, দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ দিনে কএকজন সধবা আসিয়া পুত্রকে দোলায় দোলাইতে দোলাইতে নামকরণ করে। ৪০শ দিনে প্রসূতি আতুরঘর পরিত্যাগ করে ও স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়। এই দিন নূতন কাচের চুড়ি পরিতে হয় ও চুড়িওয়ালা কিছু পাইয়া থাকে। তৎপরে ৩য় বা পঞ্চম মাসে শিশুর পিতৃগৃহে আনয়ন, ৬ হইতে ১২ মাসের মধ্যে কর্ণবেধ ও টীকাগ্রহণ (এই উপলক্ষে শীতলাপূজা), দাঁত উঠিলে এক দিন দন্তোদ্গম উৎসব, তৎপরে চূড়াকরণ এবং ৪ হইতে ১০ বর্ষের মধ্যে মৌঞ্জী বন্ধন বা উপনয়ন এবং তৎপরে বিবাহ হইয়া থাকে।

বিবাহের ন্যায় মৌঞ্জীবন্ধনও ইঁহাদের একটী প্রধান সংস্কার। বালকের পিতা জ্যোতিষী দ্বারা জন্মকোষ্ঠী দেখাইয়া শুভ দিন স্থির ও উপনয়নের আয়োজন করেন। মৌঞ্জী হইবার সপ্তাহ পূর্ব্বে শুভদিনে এক ছটাক হলুদ, সিন্দুর, ধনিয়া, ইক্ষু, ও সূতা কিনিয়া কুলদেবতার সম্মুখে আনিয়া রাখে। দুই তিন দিন পরে পরিবারস্থ দুই তিন জন বালক বালিকা একজন বাদ্যকর সঙ্গে আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ী গিয়া মৌঞ্জীর দিন সকলকে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। এই সময় একটী মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। বাড়ীর গিন্নী গিয়া তাঁহার কোন জামাতার মাকে বলিয়া আসেন যে, 'তোমার ছেলে গিয়া কুমড়া বলি' করিবে। পর দিন বালকের গায়ে হলুদ দেয় ও বিবাহের পূর্ব্বে যে সকল অনুষ্ঠান আছে, এই উপবীতগ্রহণ উপলক্ষেও সেই সকল অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই দিন মধ্যাহ্নকালে নিমন্ত্রিত মহিলাগণ ও তাহাদের মধ্যস্থলে আলিপনার মধ্যবর্ত্তী আসনে উপবিষ্ট বালকেরও ভোজ হয়। ভোজের পূর্ব্বে সকল রমণীর পাত্র হইতে চারিটী অন্ন লইয়া বালকের ও বালকের মাতার পাত্রে দেওয়া হয়। বালক তাহাই খায়। এইদিন রাত্রিকালে পুরুষভোজ হয়। পরদিন প্রাতঃকালে মণ্ডপের চারিদিকে আলিপনা দিয়া তন্মধ্যে দুইখানি ছোট 'চৌরঙ্গ' বা চৌকি রাঁখিয়া দেয়। বালক ও বালকের মাতা সেই চৌকিতে আসিয়া বসে, গীত বাদ্য হইতে থাকে এবং সধবারা আসিয়া উভয়কে জলে অভিষেক করে ও পরে বরণ করিয়া চলিয়া আসে। মণ্ডপের এক পার্শ্বে আলিপনা দেওয়া স্থানে একখানি চৌকির উপর বালক গিয়া বসে, তাহার মামা ও পিসী আসিয়া তাহার নিকট দাঁড়ায়। প্রথমে মামা বালকের দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় একটী সুবর্ণাঙ্গুরী পরাইয়া দেন, পরে কাঁচি দিয়া সম্মুখের মাথার একগোছা চুল কাটিয়া দেন এবং বালকের পিতৃস্বসা সেই চুল একটী দুধের বাটীতে ধরিয়া লন। পরে নাপিত উঠিয়া কেবল শিখা রাখিয়া বালকের মাথা মুড়াইয়া দেয়। তৎপরে সধবা রমণীগণ ছাঁচতলায় আবার বালককে স্নান করাইয়া যথারীতি বরণ করেন। ইহার পর বালকের মামা ভাগিনেয়কে একখানি শাদা কাপড়ে মুড়িয়া কোলে করিয়া বারান্দায় আনেন, এখানে বরণ হইলে পর, তাহাকে পূজাগৃহে লইয়া যাওয়া হয়। ইহার কিছু পরে বালক আট জন উপনীত অথচ অবিবাহিত বালকের সহিত একত্র ভোজন করে। ভোজনান্তে শুচি হইয়া ও অলঙ্কার পরিয়া বালক দেবগৃহে পিতার পার্শ্বে আসিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া উপবেশন করে। শুভমুহূর্ত্তে জ্যোতিষী, পুরোহিত ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণ স্তোত্রপাঠ করিতে থাকেন। জ্যোতিষীর নির্দ্দেশ মত ঠিক সময়ে সকলে নিস্তব্ধ হন। পুরোহিত উত্তরমুখে কাপড় টানিয়া তোলেন। অমনি বাদ্যকরেরা জোরে বাজাইতে থাকে ও অভ্যাগতেরা করতালি দিয়া উঠেন। পুরোহিত বামস্কন্ধ হইতে ডানধারে যজ্ঞসূত্র ও মধ্যস্থলে মুঞ্জতৃণের সহিত কৃষ্ণসারের ছাল বাঁধিয়া দেন। এইবার বালক উঠিয়া পিতাকে প্রণাম করে ও পিতার কোলে গিয়া বসে। আচার্য্য কাণে কাণে 'গায়ত্রী' মন্ত্র বলিয়া দেন। উপস্থিত স্ত্রীলোকেরা যাহাতে গায়ত্রীর কোন অক্ষর শুনিতে না পায়, সেই জন্য পুরুষেরা উচ্চৈঃস্বরে স্তোত্র পাঠ করিতে থাকেন। তৎপরে আত্মীয় বন্ধুগণ বালককে স্বর্ণ, রৌপ্য বা জড়োয়া অঙ্গুরী অথবা টাকা দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। পুরোহিত হোম করিতে থাকেন ও অগ্নিত্রয় পাঁচদিন পর্য্যন্ত জলিয়া থাকে। এই পাঁচ দিন বালক কাহাকেও স্পর্শ করে না বা গৃহের বাহির হয় না। উপনয়নের পর মধ্যাহ্নে বালক ভিক্ষার ঝুলি ও দণ্ড হাতে লইয়া বেদীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা চায়, আত্মীয় কুটুম্ব স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ভিক্ষা দান করে। এদিন জাতিকুটুম্ব ভোজ হয়। রাত্রি ৮ টার পর বালক "কাশী যাই" বলিয়া মামার বাড়ী চলিয়া আসে। তাহার আত্মীয় কুটুম্বও কিছু পরে তাহার মামার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। এখানে সকলে কিছু চিনির পুলি ও নারিকেল খাইয়া বালককে লইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসে। তৎপর দিন ব্রাহ্মণভোজ হইয়া মৌঞ্জী উৎসব শেষ হয়।

মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে গোপূজা, গো-লাঙ্গুলস্পৃষ্ট জলপান, আচার্য্যকে গোদান, গীতাপাঠ, মৃত্যুর পর মৃত-ব্যক্তির মুখে গঙ্গাজল, তুলসীপত্র ও একখণ্ড সুবর্ণপ্রদান,

মৃত্যুর দিনই মৃতের পুত্র বা অতি নিকট আত্মীয়ের কেশমুণ্ডন ও শ্বেতবস্ত্র পরিধান, মৃতের বিধবা রমণীর অলঙ্কারাদি মোচন আত্মীয় স্বজন একত্র হইয়া খট্টার শব লইয়া (রামনাম করিতে করিতে) শ্মশানক্ষেত্রে গমন, শ্মশানে করণীয় মুখাগ্নি প্রভৃতি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ১০ দিন প্রেতের উদ্দেশ্যে কলাপাতে দুগ্ধ ও জল প্রদান প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে মুখাগ্নি করে, সে ১৩ দিন বাড়ীর বাহির হইতে পারে না। এই কয় দিন পরিবারস্থ কেহ আর রন্ধনাদি করে না, কেবল আর্ত্তনাদ ও শোক প্রকাশ করিয়া থাকে। আত্মীয় কুটুম্বেরা আহারাদি পাঠাইয়া দেন ও আসিয়া খাওয়াইয়া যান। ১১শ দিনে শ্রাদ্ধাধিকারী কোন ধর্ম্মশালায় গিয়া পুরোহিতের সাহায্যে যথারীতি শ্রাদ্ধ ও দানাদি সম্পন্ন করেন। ১৩শ দিনেও প্রেতাত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিবার জন্ম তিলতর্পণ করা হয়। এই কার্য্য ভাদ্রমাসের পিতৃপক্ষেও হইয়া থাকে।

যদি কোন ব্যক্তি অতি দূরদেশে কালগ্রাসে পতিত হয় অথবা কাহারও ভার্য্যা যদি পতিকে পরিত্যাগ করিয়া ও পতির কুলে কালি দিয়া চলিয়া যায়, তাহাদেরও উদ্দেশ্যে যথারীতি শ্মশানে গিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। এরূপ স্থলে পতি আর কখন সে পত্নীর মুখদর্শন করেন না।

প্রভুগণ এখন সকলেই প্রায় শৈব। শৃঙ্গেরিমঠের শঙ্করাচার্য্যকেই আপনাদের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া মনে করেন। বাল্যকাল হইতেই সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ ও দেবপূজা করিতে শিখে। অধিকাংশ প্রভুর গৃহেই গণপতি, মহাদেবের বাণলিঙ্গ ও শালগ্রাম শিলা থাকে ও প্রত্যহ তাঁহাদের পূজা হয়।

প্রভুগণ সকল হিন্দুপর্ব্ব পালন করেন। এ ছাড়া তাঁহাদের কএকটী বিশেষ পর্ব্ব আছে, যথা—গুড়িপর্ব্ব বা চৈত্র শুক্ল প্রতিপদে (বৎসরের প্রথম দিনে) ধ্বজদান, রামনবমী, হনুমানপূর্ণিমা, অক্ষয়তৃতীয়া, (জ্যৈষ্ঠমাসে) কদলীপূর্ণিমা, আষাঢ়ী শুক্ল একাদশী, (শ্রাবণ মাসে) নাগপঞ্চমী ও নারিকেলপূর্ণিমা, কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, (ভাদ্রে) হরিতালতৃতীয়, গণেশচতুর্থী, মহাপঞ্চমী, গৌর্য্যষ্টমী, বামনদ্বাদশী, অনন্তচতুর্দ্দশী, মহালয়া, (আশ্বিনমাসে) দশেরা, কোজাগরী পূর্ণিমা, দেওয়ালী, (কার্ত্তিকমাসে) যমদ্বিতীয়া, তুলসী-একাদশী, দীপসংক্রান্তি, (ফাল্গুনে) হোলী বা দোলপূর্ণিমা।

প্রভুদিগের মধ্যে কোনপ্রকার পঞ্চায়ত নাই। ইহারা পুত্রাদিকে রীতিমত লেখাপড়া শিখান। গবর্মেণ্টের সকল উচ্চ বিভাগেই প্রভুকর্ম্মচারী দৃষ্ট হয়।

পত্তরঙ্গ (ক্লীং) পট্টরঙ্গ পৃষো° সাধুঃ। রক্তচন্দন, বকমকাঠ। [পতঙ্গ দেখ।]

পত্তলক, অঙ্গবংশীয় একজন রাজা।

পত্তস্ (অব্য) রশ্মিসংজ্ঞক পাদদ্বারা।

"পত্তো জগার প্রত্যঞ্চমত্তি" (ঋক্ ১০।২৭।১৩)

'পত্তো রশ্ম্যাখ্যৈঃ পাদৈঃ' (সায়ণ)

পত্তি (পুং) পদ্যাতে বিপক্ষসেনাং প্রতি পদ্ভ্যাং গচ্ছতীতি পদ-তি (পদিপ্রথিভ্যাং নিৎ। উণ্ ৪।১৮২)। পদাতিক, ইহারা পদ দ্বারা গমন করিয়া যুদ্ধ করে।

"পত্তিঃ পদাতিং রথিনং রথেশঃ" (রঘু ৭।৩৭)

২ বীর। (বিশ্ব) (স্ত্রী) পদ-ভাবে ক্তিন্। ৩ গতি। ৪ সেনাদলবিশেষ, এক রথ, এক গজ, তিন অশ্ব ও পাঁচ পদাতিক সৈন্য ইহারা পত্তি নামে অভিহিত।

"একো রথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ পদাতয়ঃ।

ত্রয়শ্চ তুরগাস্তজ্ঞৈঃ পত্তিরিত্যভিধীয়তে॥" (ভারত ১।২ অ°)

৫ পঞ্চপঞ্চাশদাত্মক নরসৈন্য।

"নরাণাং পঞ্চপঞ্চাশদেষা পত্তির্বিধীয়তে॥" (ভারত ৫।১৫৪ অ°)

পত্তিক (ত্রি) পত্তি-কন্। পদাতি।

পত্তিকায় (পুং) পদাতিক সৈন্য।

পত্তিগণক (ত্রি) পত্তিং গণয়তীতি গণ-অক। পত্তিগণয়িতা, যিনি পত্তি গণনা করেন।

পত্তিন্ (ত্রি) পদ্ভ্যাং তেলতি তিল-গতৌ বা ডিন্। পাদ দ্বারা গমনশীল। (হরিবংশ ১০০ অ°)

পত্তিসংহতি (স্ত্রী) পত্তীনাং সংহতিঃ ৬তৎ। পত্তিসমূহ, পাদাত, সেনাবৃন্দ।

পত্তূর (পুং) গতৌ বাহুলকাদূর, তস্য চ দ্বিত্বং। ১ শালিঞ্চশাক। ২ জলপিপ্পলী। ৩ পর্কটী বৃক্ষ। ৪ শমী বৃক্ষ। (ক্লী) ৫ কুচন্দন। (সুশ্রুত সূত্র° ৩৯ অ°) ৬ পতঙ্গ। ৭ বাতশমন।

পত্র, [পত্র দেখ।]

পৎনবিস, মহারাষ্ট্রবাসী হিন্দুরাজগণের অধীনস্থ ধনাধ্যক্ষের পদ বা কার্য্য।

পত্নী (স্ত্রী) পত্যুর্যজ্ঞে সম্বন্ধো যয়া, ইতি নকারাদেশঃ ঙীপ্ চ (পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে। পা ৪।১।৩৩)। বেদবিধানানুসারে ঊঢ়া, বিবাহিতা। যে কন্যাকে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করা যায়, তাহাকে পত্নী কহে। পর্য্যায়—পাণিগৃহীতী, সহধর্ম্মিণী, ভার্য্যা, জায়া, দারা, সধর্ম্মিণী, ধর্ম্মচারিণী, দার, গৃহিণী, সহচরী, গৃহ, ক্ষেত্র, বধূ, জনি, পরিগ্রহ, ঊঢ়া, কলত্র। (হেমচ°)

"পত্নীমূলং গৃহং পুংসাং যদিচ্ছন্দোঽনুবর্ত্তিনী।

গৃহাশ্রমসমং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা॥" (দক্ষসংহিতা)

দক্ষসংহিতায় লিখিত আছে, পত্নীই গৃহধর্ম্মের মূল, যদি পত্নী পুরুষের বশবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলে গার্হস্থ্যাশ্রম

অতুলনীয়। পত্নী বশে থাকিলে তাহার সহিত ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের ফললাভ হইয়া থাকে। পত্নী যদি স্বেচ্ছাচারিণী হয় এবং তাহাকে যদি নিবারণ করা না যায়, তাহা হইলে ব্যাধির ন্যায় ক্লেশদায়িকা হইয়া থাকে। যে পত্নী স্বামীর অনুকূলা, বাক্যদোষরহিতা, কার্য্যদক্ষা, সতী, মিষ্টভাষিণী ও পতিভক্তিমতী এইরূপ পত্নী সাক্ষাৎ দেবতা। যাহার পত্নী বশবর্ত্তিনী নহে, তাহার ইহলোকেই নরক ভোগ হইয়া থাকে। পত্নী ও পতির পরস্পর অনুরাগ থাকা স্বর্গেও দুর্লভ, গৃহস্থাশ্রমে বাস কেবল সুখের জন্য, কিন্তু পত্নীই এই গার্হস্থ্যসুখের মূল। যে নারী বিনীতা ও পতির মনোগত ভাব বুঝিয়া চলে, সেই স্ত্রীই পত্নীশব্দবাচ্য। পত্নী এই সকল গুণরহিত হইলে কেবল দুঃখভোগ হয়। নিন্দিতা পত্নী জলৌকার তুল্য; অলঙ্কার বস্ত্র প্রভৃতি দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিপালিত হইলেও সর্ব্বদাই পুরুষগণের রক্ত শোষণ করে। জলৌকা কেবলমাত্র রক্ত শোষণ করে, কিন্তু স্ত্রীরূপ জলৌকা পুরুষের রক্ত, ধন, বীর্য্য প্রভৃতি শোষণ করে এবং এক দণ্ডও স্বচ্ছন্দে থাকিতে দেয় না। যতদিন পতি ও পত্নীর বয়স অল্প থাকে, ততদিন পত্নী সর্ব্বদা শঙ্কাযুক্ত থাকে, যে পত্নী সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, গৃহোপকরণ দ্রব্যসমূহের অবস্থান ও পরিমাণ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং অনবরত পতির প্রীতিকর কার্য্য করে, সেই পত্নীই প্রকৃত পত্নী। এ সকল গুণ যাহার নাই, সে কেবল শরীরক্ষয়কারিণী জরা। পুরুষের প্রথম বিবাহিতা যে স্ত্রী, সেই স্ত্রীই ধর্ম্মপত্নী। অপর বিবাহিতা পত্নীগণ কামপত্নী, এই সকল পত্নীতে দৃষ্ট ফল হয়, অদৃষ্টফল ধর্ম্ম প্রভৃতি কিছুই হয় না। (দক্ষসংহিতা ৪ অ°)

মনুতে লিখিত আছে—পতি পত্নীর প্রতি নিয়ত সদ্‌ব্যবহার করিবেন। যাঁহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সৎকার্য্যকালেই হউক, অথবা নিত্যই অশন, বসন ও ভূষণাদি দ্বারা স্ত্রীদিগের আমোদ বিধান করা তাহাদের কর্ত্তব্য। যে পরিবারমধ্যে পতি ও পত্নী উভয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, নিশ্চয়ই সেই কুলে কল্যাণ নিশ্চলভাবে অবস্থিত করে। বস্ত্র ও আভরণ প্রভৃতি দ্বারা কান্তিমতী না হইলে নারী পতির প্রীতি জন্মাইতে পারে না, স্বামীর প্রীতি না হইলে সুসন্তান হয় না। পত্নী যদি ভূষণাদি দ্বারা মনোহরভাবে সজ্জিত থাকে, তাহা হইলে সমুদায় গৃহ শোভা পায় এবং পত্নী প্রীতিদায়িনী না হইলে সকল গৃহ শোভাহীন হয়। যে কুলে নারীগণের সম্যক্ সমাদর আছে, দেবতারা তথায় প্রসন্ন থাকেন, আর যে স্থলে স্ত্রীলোকের পূজা নাই, সেই পরিবারের যাগাদি ক্রিয়াকর্ম্মসকল বৃথা হয়। যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকেরা সদা দুঃখিত, সেই পরিবার আশু বিনষ্ট হয়। স্ত্রীগণ যে স্থলে অসৎকৃত হইয়া অভিসম্পাত দেন, সেই পরিবার অভিচারহতের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে। (মনু ৩ অ°)।

পত্নীত্ব (ক্লী) পত্নী ভাবে ত্ব। পত্নীর ভাব বা ধর্ম্ম। স্ত্রীত্ব, স্ত্রীপণা।

পত্নীবৎ (ত্রি) স্ত্রীর ন্যায়, স্ত্রীর মত।

পত্নীশালা (স্ত্রী) পত্ন্যাঃ শালা। যজ্ঞকালে পত্নীর জন্য নির্ম্মিত গৃহভেদ, পত্ন্যধিষ্ঠিত শালা। এই গৃহ যজ্ঞশালার পশ্চিমদিকে নির্ম্মাণ করিতে হয়। 'যজ্ঞশালায়াঃ পশ্চিমতঃ পত্নীশালা তাম্।' (ভাগবত ৪।৫।১৪ টীকা) পত্নীশাল শব্দস্থলে 'বিভাষা সেনা সুরেত্যাদিনা' পা° ২।৪।২৫) ক্লীবলিঙ্গ হইবে। 'পত্নীশালং গার্হপত্যারূপেণ খ্যেয়মিত্যর্থঃ।' (বাজসনেয়সং ১৯।১৮ ভাষ্য।)

পত্নীসংযাজ (পুং) বৈদিক কর্ম্মভেদ। "সংযুনা পত্নীসংযাজান্ সমিষ্টযজুষা সংস্থাম্।" (শুক্লযজু ১৯।২৯) (কাত্যা° শ্রৌ° ৩।৭।১ দ্রষ্টব্য)।

পত্নীসংযাজন (ক্লী) পত্নীসংযাজরূপ বৈদিককর্ম্মবিশেষ। বিবাহানুষ্ঠানের পর এই বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। "আবৃত্য পত্নীসংযাজনং" (কাত্যা° শ্রৌ° ৬।৯।১৪।)

পত্নীসংহনন (ক্লী) পত্ন্যাঃ সংহননং ৬তৎ। মেখলা দ্বারা পতিপ্রস্থাতৃ যজ্ঞদীক্ষার জন্য যজমান ও পত্নীর বন্ধনভেদ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৫।৪।৩৩।)

পত্ন্যাট (পুং) অটত্যত্র অট-আধারে ঘঞ্ আটঃ, পত্ন্যাঃ আটঃ। পত্নীগৃহ।

'বাসাগারং ভোগগৃহং কন্যাপত্ন্যাটনিষ্কুটাঃ।' (ত্রিকাণ্ড)

পত্মন্ (ত্রি) ১ শীঘ্র গমনসাধন। ২ বায়ুগমন সদৃশ গতিবিশিষ্ট। ৩ বায়ুভরে অন্তরীক্ষে গমনশীল। "বাতস্য পত্মন্নীড়িতা দৈব্যা" (ঋক্ ৫।৫।৭) 'বাতস্য পত্মন্ বায়ুগমনসদৃশগমনার্থং। যদ্বা বাতস্য পতনসাধনেঽন্তরীক্ষে গচ্ছন্তৌ দৈব্যা দেবাদগ্নেরাদিত্যাচ্চ' (সায়ণভাষ্য)

৪ পতননিমিত্ত বৃষ্টি। "শ্রেণীনাং স্বাপস্মন্নাধুনোমী" (শুক্লযজুঃ) 'শ্রেণীনাং ব্রজতো মেঘস্তোদয়ে শেরতে তা ব্রজ্যো মেঘোদরস্থা আপস্তাসাং পত্মন্ পতননিমিত্তে বৃষ্টিনিষ্পত্ত্যর্থং' (ভাষ্য)

পত্য (ক্লী) পতির ভাব। (পা ৫।১।১২৮) যেমন সৈনাপত্য।

পত্র (ত্র) (ক্লী) পতত্তি বৃক্ষাৎ পত-ষ্ট্রন্ (সর্ব্বধাতুভ্যষ্ট্রন্। উণ্ ৪।১৫৮) ১ বৃক্ষাবয়ববিশেষ, চলিত পাতা। পর্য্যায়—পলাশ, ছদন, দল, পর্ণ, ছদ, পাত্র, ছাদন, বর্হ, বর্হণ, পত্রক। (শব্দর°)

বিষ্ণুর উদ্দেশে পত্র নিবেদন করিলে অশেষ পুণ্য হইয়া থাকে। এই সকল পত্রের বিষয় নারসিংহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—অপামার্গের পত্র, ভৃঙ্গারকপত্র, খদির, শমী,

দূর্ব্বা, কুশ, দমনক, বিল্ব এবং তুলসীপত্র (পুষ্পের সহিত) বিষ্ণুর বিশেষ প্রীতিকর। যাহারা পুষ্পের সহিত এই সকল পত্র দ্বারা বিষ্ণুর অর্চনা করেন, তাহারা সকল প্রকার পাতক হইতে বিমুক্ত হন, এবং অন্তিমে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পত্র অপেক্ষা পর পর পত্রগুলি অধিক পুণ্যজনক। *

কালিকাপুরাণে আছে—অপামার্গপত্র, ভৃঙ্গারকপত্র, গন্ধিনী-পত্র, বলাহক, খদির, বকুল-স্তবক, জম্বু, বীজপুর, কুশ, দূর্ব্বাঙ্কুর, শমী, আমলক ও আম্র ইহারা যথাক্রমে দেবী ভগবতীর অধিক প্রীতিকর, এবং এই সকলের অপেক্ষা বিল্বপত্র অধিক প্রিয়।

(কালিকাপু° ৬৯ অ°।)

নারায়ণের তুলসীপত্র, এবং শিব ও দুর্গা প্রভৃতির বিল্বপত্র অপেক্ষা প্রিয় বস্তু নাই। বিষ্ণু পূজনে, শান্তিস্বস্ত্যয়নে সকল কর্ম্মে বিষ্ণুকে তুলসীপত্র প্রদান করিলে সকল বিঘ্ন নিরাকৃত হয়। শক্তিপূজনেও বিল্বপত্র এইরূপ। ২ তেজপত্র। পর্য্যায়—তৈজপত্র, তমালপত্র, পত্রক, ছদন, দল, পালাশ, অংশুক, বাস, তাপস, সুকুমারক, বস্ত্র, তমালক, রাম, গোপন, বসন, তমাল, সুরনির্গন্ধ। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কফ, বাত, বিষ, বস্তি ও কণ্ডূতিদোষনাশক। (রাজনি°)

৩ বাহন। ৪ শরপক্ষ। ৫ পক্ষিপক্ষ। পত্যতে পাত্যতে শাস্ত্রবোধায় বর্ণনিচয়োঽনেন, পত করণে ষ্ট্রন্। ৬ লিখনাধার, পাত্র, ধাতুময় পত্রাকৃতি দ্রব্য।

"ষাণ্মাসিকে তু সম্প্রাপ্তে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।

ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়ান্যতঃ পুরা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব।)

পাত্যতে স্থানাৎ স্থানান্তরং সমাচারোঽনেন। পত্রী, লিপি, পত্র দ্বারা সংবাদ এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয়।

বররুচিকৃত পত্রকৌমুদীতে পত্রলিখনাদি প্রকার ও পত্রের অন্যান্য বিষয় বিবৃত ভাবে লিখিত আছে। অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় লিখিত হইল—

পত্র লিখিয়া তাহা রঞ্জিত করিতে হয়। যে পত্র স্বর্ণ দ্বারা রঞ্জিত হয়, তাহা উত্তম, রৌপ্য দ্বারা হইলে মধ্যম এবং রঙ্গাদি দ্বারা হইলে তাহা অধম হইয়া থাকে। এক হাত ছয় অঙ্গুল প্রমাণ পত্র উত্তম, হস্তপ্রমাণ মধ্যম এবং মুষ্টি হস্ত প্রমাণ সামান্য-পত্র। পত্রভঙ্গের (পত্র ভাঁজিবার) বিষয় এই রূপ লিখিত আছে—পত্র সমান তিন ভাগ করিয়া ভাঁজিতে হইবে, তাহার মধ্যে দুই ভাগ পরিত্যাগ করিয়া শেষভাগে গদ্য বা পদ্যাদি সংযুক্তবর্ণ লিখিতে হইবে।

পত্র-রচনার ক্রম—নৃপ তাঁহার লেখককে আহ্বান করিয়া পত্র রচনার আদেশ করিবেন, লেখক গদ্য বা পদ্যাদি পদযুক্ত পত্র প্রস্তুত করিয়া দুইজন পণ্ডিতের সহিত দুই বা তিন দিন বিচার করিয়া যাহা স্বরূপ হইবে, তাহাই পত্র পুস্তকে লিখিবেন এবং সামান্য পত্রে লিখিয়া গোপনে রাজাকে শুনাইবেন। তাহার পর রাজলেখক নৃপের আজ্ঞানুসারে শুভপত্র লিখিবেন।*

লেখনপ্রকার—পত্রের প্রথমে মঙ্গলার্থ অঙ্কুশ, মধ্যে বিন্দু ও সপ্তাঙ্ক লিখিতে হইবে। তৎপরে স্বস্তি শব্দ প্রয়োগ এবং শ্রীশব্দ পূর্ব্বক সংস্কৃত বা চলিত ভাষায় কুশল লিখিয়া শুভবার্ত্তা লিখিতে হইবে।

কীর্ত্তি ও প্রীতিযুক্ত পদ্য, তৎপরে 'কিমধিকমিত্যাদি' লিখন শেষ করিবে। অতঃপর পত্রপ্রেরণ শ্লোক ও মস্যাদির অঙ্ক লিখিতে হইবে। এইরূপে পত্র লিখিবার বিধি জানিয়া যিনি পত্র লিখেন, তিনি স্বদেশ ও বিদেশে কীর্ত্তিলাভ করেন, যিনি শাস্ত্রনিয়ম অবগত না হইয়া রাজপত্র লিখেন, তিনি মন্ত্রীর সহিত মহৎ অযশ প্রাপ্ত হন।

---

* "পত্রাণ্যপি সপুষ্পাণি হরেঃ প্রীতিকরাণি চ।
প্রবক্ষ্যামি নৃপশ্রেষ্ঠ শৃণুষ গদতো মম॥
অপামার্গপত্রং প্রথমং তস্মাদ্ ভৃঙ্গারকং পরম্।
তস্মাত্তু খাদিরং শ্রেষ্ঠং ততশ্চ শমিপত্রকম্॥
দূর্ব্বাপত্রং ততঃ শ্রেষ্ঠং ততোঽপি কুশপত্রকম্।
পত্রং তস্মাদ্দমনকং ততো বিল্বস্য পত্রকং।
বিল্বপত্রাদপি হরেস্তুলসীপত্রমুত্তমং।
এতৈষাক যথা লব্ধৈঃ পত্রৈর্যো যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিং।
সর্ব্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥"
(নারসিংহপু° ৫২ অ°)।

* "সুবর্ণরূপ্যরঙ্গাদ্যৈরঞ্জয়েৎ পত্রমুত্তমং।
সামান্যোত্তমমধ্যানাং পত্ররঞ্জনমীরিতম্॥
পত্রপ্রমাণং—ষড়ঙ্গুলাধিকং হস্তং পত্রমুত্তমমীরিতং।
মধ্যমং হস্তমাত্রং স্যাৎ সামান্যং মুষ্টিহস্তকম্॥
পত্রভঙ্গপ্রকারঃ—পত্রস্ত ত্রিগুণীকৃত্য ঊর্দ্ধে তু দ্বিগুণং ত্যজেৎ।
শেষভাগে লিখেদ্বর্ণান্ গদ্যপদ্যাদিসংযুতান্॥
পত্রস্য রচনক্রমঃ—রাজলেখকমাহূয় নৃপো ব্রূয়াৎ প্রযত্নতঃ।
পত্রং কুরু যথাযোগ্যং গদ্যপদ্যাদিসংযুতম্॥
পণ্ডিতদ্বয়মানীয় লেখকো রহসি স্থিতঃ।
যথাযোগ্যানুসারেণ পত্রং কুর্য্যাৎ মনোরমং॥
দিনদ্বয়ং ত্রয়ং বাপি বিচার্য্য পণ্ডিতৈর বৈ।
যত্রাস্তেদ্'বর্ণং জ্ঞাত্বা বিলিখেৎ পত্রপুস্তকে॥
সামান্যপত্রে সংলিখ্য রহসি শ্রাবয়েন্নৃপম্।
নৃপাজ্ঞয়া শুভে পত্রে বিলিখেৎ রাজলেখকঃ॥
লেখন প্রকারঃ—অঙ্কুশং প্রথমং দদ্যাৎ মঙ্গলার্থং বিচক্ষণঃ।
মধ্যে বিন্দুসমাযুক্তমধঃ সপ্তাঙ্কসংযুতং॥
তদধঃ স্বস্তি বিন্যস্য ততো গদ্যং সুশোভনম্।"
ইত্যাদি। (বররুচিকৃত পত্রকৌমুদী)।

পত্র লইবার নিয়ম—রাজপত্র, গুরু, ব্রাহ্মণ, যতি, সন্ন্যাসী ও স্বামী ইহাদের পত্র সাদরে মস্তকে ধারণ করিতে হয়। মন্ত্রীর পত্র ললাটদেশে; ভার্য্যা, পুত্র ও মিত্র ইহাদের পত্র হৃদয়ে এবং প্রবীরের পত্র কণ্ঠদেশে ধারণ করিতে হয়। ইহা ভিন্ন অন্য লোকের পত্রধারণের বিশেষ কোন নিয়ম নাই।

পত্রপাঠের নিয়ম—প্রথমে পত্র ধরিয়া নমস্কারপূর্ব্বক রাজসমীপে দক্ষিণদিকে বিস্তৃত করিয়া মনে মনে দুইবার পড়িয়া তৃতীয়বারে পরিস্ফুট ভাবে রাজাকে গোপনে পড়াইয়া শুনাইবে। গোপনীয় পত্র গোপনে এবং শুভ পত্র হইলে রাজার আজ্ঞানুসারে সভায় পড়িতে পারে। পাঠক এইরূপে পত্রার্থ শুনাইয়া রাজসমীপে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।

পত্রে চিহ্নের নিয়ম—ঊর্দ্ধদেশে ছয় অঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তুল চন্দ্রবিম্ব তুল্য কস্তুরী ও কুঙ্কুম দ্বারা চিহ্ন করিয়া রাজার পত্রে দিতে হইবে। এইরূপ মন্ত্রীর পত্র কুঙ্কুম দ্বারা, পণ্ডিত ও গুরুর চন্দন দ্বারা, স্বামীর পত্র সিন্দুর দ্বারা, ভার্য্যার পত্র অলক্তকে, পিতা, পুত্র ও সন্ন্যাসীর পত্র চন্দনে, যতিদিগের পত্র কুঙ্কুমে ও ভৃত্যের পত্র রক্তচন্দনে চিহ্নিত করিয়া দিবে। কেবল শত্রুর পত্র রক্তদ্বারা পদ্মচিহ্নিত করিয়া দিতে হইবে। সকল পত্রের ঊর্দ্ধদেশে সুবর্ত্তুল চিহ্ন করিতে হয়।

রাজপত্রের কোণ ছেদ করিয়া দিতে হয়। রাজপত্রাদির স্থলে রাজাকে মহারাজাধিরাজ, দানশৌণ্ড, সচ্চরিত ও কল্পবৃক্ষস্বরূপ ইত্যাদি যথাযোগ্য পদন্যাস বিধেয়। এইরূপ মন্ত্রীর পত্রে গুণানুসারে প্রবর, প্রাজ্ঞ ও সচ্চরিতাদির উল্লেখ, পণ্ডিতের পত্রে পদতলে সংখ্যাপূর্ব্বক প্রণাম, শাস্ত্রার্থনিপুণ ইত্যাদি, গুরুপত্রে চরণে প্রণতিপূর্ব্বক সাংখ্যসিদ্ধান্তনিপুণাদি, স্বামিপত্রে সনমস্কার প্রাণপ্রিয়াদি পদ, ভার্য্যাপত্রে সাধ্বী ও সচ্চরিতাদি এবং প্রাণপ্রিয়া প্রভৃতি পদ, পুত্রের পত্রে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক প্রাণপুত্র ইত্যাদি, পিতৃপত্রে প্রভুচর্য্য নমস্কার ও সচ্চরিতাদি, সন্ন্যাসীদিগের পত্রে সকলবাঞ্ছাবিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বশাস্ত্রার্থপারগ এইরূপ পদ বিন্যাস করিতে হইবে।

গুরুর পত্রে ৬টী শ্রীশব্দ, স্বামীর ৫টী, ভৃত্যের দুটী, শত্রুর পত্রে ৪টী, মিত্রের পত্রে ৩টী, পুত্র ও ভার্য্যার পত্রে একটী শ্রীশব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। (বররুচিকৃত পত্রকৌমুদী)

রাজা, মন্ত্রী ও গুরু প্রভৃতির প্রশস্তি এইরূপে লিখিত হয়। যথা—

রাজার প্রশস্তি—'স্বস্তিশ্রীর্ব্বাণচরচূড়ামণিরাজিরোচিশ্চুম্বিত-চন্দ্রচূড়চরণ-নখেন্দুবৃন্দচন্দ্রিকা-সন্দোহাস্বাদ-চতুরচেতশ্চকোরবরবিষম-সমরসমরসংপ্রচণ্ডতরতুরগখুরপুটপটল-দলিতভূপৃষ্ঠোত্থিত-ভূমিষ্ঠধূলিধারাধূসরিত-সকল হরিদন্তরপ্রচণ্ডভুজদণ্ডভ্রাজমাননখরভয়ানিবিরাজিতপ্রতার্থি-পৃথ্বীশতিবার্থপ্রার্থিতাহুকম্পাহুবোধন্যাভানবরতবিবদারিত্র্যবিদ্রাবণ-প্রথিতরাশিবিদ্যাকমলপার্জ্জিতোর্জ্জিত-যশোমরালাবলিকবলিতবলিদধীচিনকিতযশোমৃণালজাল-ভূপালকুলতিলক-শ্রীযুক্ত-মহারাজাধিরাজেষু।'

মন্ত্রীর প্রশস্তি—'স্বস্তি শ্রীমৎসমস্তসামন্তলোকশিরোমণেষু। কোষগোষ্ঠবিক্রমবলগজবাজিবৃহৎপরিবারবর্দ্ধনহেতুনীতিনৈপুণ্যকলানিপুণেষু। অস্মদ্বিশ্বাসৈকনিকেতনেষু শ্রীশ্রীমন্ত্রিপ্রবীরেষু আশীরাশিনিবেদনকোহংসং বর্ণকৃতোহংগ্রতাং ভবদ্বার্ত্তেয়ম্ ভবতাং ভবামব্যাহতমহূর্দিনমহূক্ষণং পৃচ্ছতি স্ম।'

গুরুর প্রশস্তি—'স্বস্তি শ্রীনারায়ণপদপাথোরুহ-নিস্যন্দ-মকরন্দমধুপায়মানমানসেষু। বিবিধবিদ্যা-বিদ্যোতিতাখিল-গুণগণালঙ্কৃতবেদবেদাঙ্গপারগ-স্বাশ্রমোচিতাচারসম্পন্ন-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যসেব্যমানশ্রীগোবিন্দস্বরূপগুরুচরণারবিন্দেষু কোটিশঃ প্রণামাঃ।'

স্বামীর প্রতি ভার্য্যার প্রশস্তি—'স্বস্তি শ্রীমদ্ভূদামপ্রেমহেমভূষিতাস্মদাদিতজনেষু। কর্ণয়োরবিষ্ঠানেষু। নেত্রয়োরধিদৈবতেষু। কামস্য পরিণামেষু। চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কেষু। মমাপররূপেষু। শ্রীমৎস্বামিচরণারবিন্দেষু। গোবিন্দ ইব ইন্দিরায়াঃ, শঙ্কর ইব গিরিজায়াঃ, মহেন্দ্র ইব পুলোমজায়াঃ, প্রতিদিনং বর্দ্ধমানা সমারাধনা প্রণামপূর্ব্বমাস্তাং।'

ভার্য্যার প্রতি ভর্ত্তার প্রশস্তি—'স্বস্তি শ্রীমৎঅমন্তপ্রেমপারলাবণ্যমূর্ত্তৌ প্রিয়তমায়াং নেত্রযুগস্য কনীনিকায়ামিব, চন্দ্রস্য জ্যোৎস্নায়ামিব, কমলাকরস্য কমলিন্যামিব, পথিকস্য ছায়ায়ামিব, তৃষাতুরস্য শীতলামৃতধারায়ামিব, মম সপ্রেম নিবেদয়ন্তী পত্নী শুভাশীরাশীর্নিবেদয়তু সর্ব্বদা।'

পিতার প্রতি পুত্রের প্রশস্তি—'স্বস্তি শ্রীমদভিমতবদনারবিন্দ-চিন্তচিন্তিতধীরাহুরাগাহুরঞ্জিতাহুগৃহীত-বন্ধুবর্গেষু। নিজচরণ-সরোজরঞ্জিতপরাগ-সংরক্তাস্মদাদিতালস্থলবিশালভাগ্যসম্ভাবুকেষু। শ্রীযুত-পিতৃচরণ-সরোরুহেষু। / অকিঞ্চিৎকরকিঙ্করস্য মম বদ্ধকরসম্পুটস্যাবনীপৃষ্ঠলগ্নাঃ সাষ্টাঙ্গপ্রণতয়ঃ সহস্রমজস্রং বিজ্ঞাপ্যঞ্চ।'

পুত্রের প্রতি পিতার প্রশস্তি—'স্বস্তি শ্রীবিশ্বেশ্বরচরণ-সরোরুহাহুগ্রহসমাসাদিতাতিবিততাসমস্তবিদ্যাবিলাসপীযূষ-পরম্পরাপরাভাবুকাহুপমমাধুরীধুরীণ-বিবিধগুণালঙ্কৃত - নিজবংশাবতংস-সকলবিদ্যাসন্নিধানন্নিজকুলপবিত্রীকৃতাত্মপ্রাণেষু। শ্রীযুত-শুভাচারপরিপূরিতপুত্রেষু শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্ত বিজ্ঞাপ্যঞ্চ।'

সন্ন্যাসী ও যতিদিগের প্রশস্তি—'স্বস্তি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্যাকরণনিপুণতাপরাঙ্মুখেষু। বিষমবিষয়দোষদর্শন-দূষিত-প্রপঞ্চরচনাবিভাগেষু। বেদবেদান্ত-সাংখ্যসিদ্ধান্ত-

বন্ধদেবপ্রকৃতিপুরুষবিবেক-জ্ঞানশীলেষু। সংখ্যাবসুধা-বন্দিত-চরণারবিন্দস্বাশ্রমোচিতাচারপরিপালন-পবিত্রীকৃতধরিত্রীতলেষু। সকলভূদেবপূজিত-শ্রীযুতগোস্বামিচরণারবিন্দেষু। মন্মাবনী-সংলগ্নাঃ সাষ্টাঙ্গপ্রণামসহস্রমগ্রতঃ ওঁ নমো নারায়ণায়েতি মন্ত্রেণাকরিতমস্ত।'

ভৃত্যের প্রশস্তি—'স্বস্তি ভগবচ্চরণপরায়ণসকলঋষিপাধি-রক্ষক-গোমহিষ্যাদিপ্রতিপালকনিখিলবংশানুসেবক-বশংবদামুক-ভৃত্যং প্রতি।'

শত্রুর প্রশস্তি—'স্বস্তিসমরাঙ্গনভ্রষ্টপ্রতিভটযশঃপরিপূরিত-সকলসামন্তরাজধানীবিজৃম্ভিতবীরশাস্ত্রাবশেষিতনিজবংশানুরক্ষক-সততপরিত্রস্তশরণাগতামুকং প্রতি।'

বিবেকীদিগের প্রশস্তি—'স্বস্তি শ্রীভগবৎপদপঙ্কজপূজনোপ-চিতপুণ্যপুঞ্জপবিত্রীকৃতান্তঃকরণদিগ্‌বিলাসিনীবিসরৎধম্মিল্লমিলন্ম-ল্লীমালাকলাযশোঽম্বুবন্ধি-নিরবধিবসুবিশ্রাণনাধরীকৃত-সুরপুরভূ-মীরুহেষু।' স্বস্তি শ্রীমৎপরমেশ্বরপাদপাথোরুহাস্বাদ-চতুরচিত্তচ-ঞ্চরীকভূবৃন্দারক-বৃন্দাবনজনিতামিত-যশঃ-পটীরপঙ্কপটলালঙ্কৃত-দিগঙ্গনাগণস্তনতটপ্রবলপ্রতাপৌর্ব্বখর্ব্বীকৃতপ্রত্যর্থিসার্থগর্ব্বাম্বু-পারপারেষু।' (বররুচিকৃত পত্রকৌমুদী।)

প্রাচীন শিলালিপি প্রভৃতিতে প্রায় এইরূপ প্রশস্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

পত্র শব্দে সাধারণতঃ বৃক্ষপত্রকেই বুঝায়। তৎপরে উক্ত পত্রাদির উপরে লিখিত বস্তুকে বুঝাইতে থাকে। বর্ত্তমান সময়ে যে মনোভাব সকল কাগজে লিখিয়া পত্রমধ্যে সন্নিবেশিত হয়, তাহাই এক সময়ে তালপত্র বা ভূর্জ্জপত্রে লিখিত হইয়া (কাগজের পরিবর্ত্তে) ব্যবহৃত হইত। বৃক্ষপত্রাদিতে পূর্ব্বে লিখিত হইত বলিয়া এইরূপে লিখিত মনোভাব 'পত্র' বা 'চিঠি' নামে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপে লিখিত কাগজাদি 'কাগজপত্র' 'লেখাপত্র', ও চিঠিপত্র প্রভৃতি শব্দে প্রযুক্ত দেখা যায়। পত্র (Letters or Correspondence) লিখনের পদ্ধতি ও তদ্বিষয়ে চর্চ্চা আমাদের নাই। সাহিত্যানুরাগিগণ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে যেরূপ মনোযোগী, সেইরূপ তাঁহারা যদি পত্রাদি লিখন-প্রথায় পক্ষপাতী হইয়া ইহার আলোচনা বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে 'চিঠি লিখন' সাধারণের গৌরব বলিয়া মনে হইবে এবং সকলেই Addison, Cowper প্রভৃতির ন্যায় পত্র লিখিয়া সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিবেন।

পূর্ব্বকালে যখন আমাদের দেশে কাগজের সৃষ্টি হয় নাই তখন ভূর্জ্জপত্র, কদলীপত্র অথবা তালপত্রে চিঠি লিখিয়া আপনার আত্মীয়স্বজনকে মনোভাব জানাইত। এখনও পল্লিগ্রামস্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বালকগণ প্রথমে তালপত্রের উপর বর্ণমালা লিখিতে শেখে, পরে হস্তাক্ষর সরল হইলে কদলীপত্রের উপর 'সেবকাদি' পাঠ (চিঠি, জমিদারী বা মহাজনী পত্রাদি) লিখিয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক হইলে যখন প্রকৃত বিষয়কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়, তখন তাহারা কাগজের উপর লিখিতে অভ্যাস করে। এখন প্রায় বৃক্ষপত্রাদির উপর লিখনপ্রণালী উঠিয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র উড়িষ্যাদেশ হইতে প্রেরিত দুএকখানি তালপত্রে লিখিত চিঠি ('ভাষাপত্র') এবং প্রাচীন গ্রন্থাদি তালপত্রের উপর নকল হইয়া নানাদেশে প্রেরিত হয়। উপর আজও 'রামকবচ' 'অক্ষয়কবচ' প্রভৃতি ভূর্জ্জপত্রে লিখিত হইয়া থাকে। বিবাহাদি কার্য্য স্থির হইলে শুভদিনে শুভক্ষণে বিবাহবন্ধন দৃঢ়করণার্থ সাধারণ সমক্ষে একখানি কাগজে বিবাহের পাত্র ও পাত্রী এবং বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা ও বিবাহের প্রকৃত লগ্ন ও দিন ধার্য্য করিয়া যে কাগজে লিখিত হয়, তাহা 'পত্র' নামে সাধারণে পরিচিত। ইংরাজিতে যেরূপ বিবাহের Contract লিখিত হইয়া রেজেষ্টারী হয়, আমাদেরও সেইরূপ আত্মীয়কুটুম্বগণের সাক্ষাতে ঐ পত্রে চন্দন ও টাকার ছাপ দেওয়া হয়। অতঃপর হরিদ্রা দিয়া পরস্পরে অঙ্গীকার করেন যে আমরা উভয়ে এই সম্বন্ধ স্থাপনে স্বীকৃত আছি। ঐ পত্রে সাক্ষিস্বরূপ সম্ভ্রান্ত কুলশীল কএকজন ব্যক্তিকে নাম স্বাক্ষর করিতে হয়। এইরূপ জন্মাদি সংক্রান্ত কোষ্ঠীপত্রকেও জন্মপত্র বলে।

[কোষ্ঠী প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

পত্রক (ক্লী) পত্র-স্বার্থে কন্‌, তদিব কায়তি বা কৈ-ক। ১ বৃক্ষের পত্র। ২ পত্রাবলী। ৩ তেজপত্র। (পুং) ৪ শালিঞ্চ শাক।

পত্রকল্ক (ক্লী) পত্রের কল্ক, গন্ধমসলা দেওয়া।

"পক্ব-প্লুতেঽপ্যস্ম এব সম্যক্ যৎ পেষ্য বর্ত্তিতং।
দীয়তে গন্ধবৃদ্ধ্যর্থং পত্রকল্কং তদুচ্যতে॥" (চক্রদ°বাতব্যাধিচি°)

তৈলপক্ব হইলে উষ্ণ থাকিতে থাকিতে গন্ধ বৃদ্ধির নিমিত্ত যাহা দেওয়া হয়, তাহাকে পত্রকল্ক কহে।

পত্রকাহলা (স্ত্রী) পত্রকাণাং আহলা শব্দঃ। ১ পত্রশব্দ। ২ পিঙ্গোলা। (হারা°)

পত্র(ত্র)কৃচ্ছ্র (পুং) পত্রৈঃ পত্রকাথৈঃ সাধ্যং কৃচ্ছ্রং ব্রতবিশেষঃ। পর্ণকৃচ্ছ্রব্রত। [পর্ণকৃচ্ছ্র দেখ।]

পত্র(ত্র)গুপ্ত (পুং) পত্রাণি গুপ্তানি যস্য। স্নুহী বৃক্ষভেদ, তেকাটা, সিজগাছ।

পত্রঘনা (স্ত্রী) পত্রমেব ঘনং যস্যা, পত্র বাহুল্যাৎ তথাত্বং। সাতলা বৃক্ষ, সেহুণ্ড গাছ।

পত্র(ত্র)জ্ঞ (ক্লী) পত্রমজ্যতে অজ-করণে ঘঞ্ শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধু। পত্রাঙ্গ, রক্তচন্দন। (শব্দর°)

পত্রচারিকা (স্ত্রী) ভৌতিক ক্রিয়াভেদ। (দিব্যা° ৪৫।২০)

পত্রচ্ছেদক (ত্রি) পত্রচ্ছেদনকারী।

পত্রচ্ছেদ্য (ত্রি) ছিন্নপক্ষ, ডানাকাটা। "পত্রচ্ছেদ্যমিবেহ ভাতি গগনং বিশ্লেষিতং বায়ুনা" (মৃচ্ছকটিক।)

পত্রঝঙ্কার (পুং) পত্রেষু ঝঙ্কারস্তদ্বৎ শব্দো যস্য। পুরোটী বৃক্ষ, বায়ুভাটী। (ত্রিকা°)

পত্রজাসব (পুং) পটোল ও তালপত্রোত্থ আসব।

পত্রণা (স্ত্রী) পত্রৈঃ অণো জীবনমিব যত্র। শরপত্ররচনা।
"শরাণাং পত্ররচনা পত্রণা পরিকীর্ত্তিতা।" (হারা°)

পত্রতণ্ডুলী (স্ত্রী) পত্রেষু তণ্ডুলবৎ বিদ্যন্তে যস্যাঃ, অর্শ আদিত্বাদচ্, ততো গৌরাদিত্বাং ঙীষ্। যবতিক্তালতা। পত্রতণ্ডুলা, এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

পত্রতরু (পুং) পত্রপ্রধানস্তরুঃ। বিট্‌খদির বৃক্ষ, দুর্খদির। (রাজনি°।)

পত্রতালক (ক্লী) বংশপত্র হরিতাল। (বৈদ্যকনি°)

পত্রদারক (পুং) পত্রবৎ দারয়তি বৃক্ষাণি ইতি দৃ-ণিচ্ ণ্বুল্। ক্রকচ, চলিত করাত।

পত্রদ্রুম (পুং) তাড়ী বৃক্ষ।

পত্রনাড়িকা (স্ত্রী) পত্রস্য নাড়িকা। পত্রশিরা। তাম্বুলীশিরা। (জটাধর।)

পত্রনামক (ক্লী) তেজপত্র। (বৈদ্যকনি°)

পত্রপরশু (পুং) পত্রে ধাতুনির্ম্মিতপত্রাকারে পরশুরিব, তচ্ছেদকত্বাৎ তথাত্বং। স্বর্ণকার প্রভৃতির যন্ত্রভেদ, স্বর্ণাদিচ্ছেদিক, চলিত ছেনী। পর্য্যায় ব্রশ্চন, পত্রপশু। (শব্দর°)

পত্রপা (স্ত্রী) অপত্রপণমিতি অপ-ত্রপ-অচ্ নিপাতনাদকারলোপঃ। অপত্রপা, লজ্জা। (শব্দর°)

পত্রপাল (পুং) পত্রবৎ পল্যতে প্রাপ্যতেঽসৌ পত্র-পল-ঘঞ্। আয়তা ছুরিকা, বড় ছুরী। (হেম)

পত্রপালী (স্ত্রী) পত্রপাল-ঙীপ্। কর্ত্তনী, চলিত কাঁচী।

পত্রপাশ্যা (স্ত্রী) পাশানাং সমূহঃ পাশ্যা, পত্রাণাং পাশ্যা। স্বর্ণাদিরচিত ললাটভূষণ, চলিত টীকা। (অমর)

পত্রপিশাচিকা (স্ত্রী) পত্রৈঃ পত্রেণ বা পিশাচীব, ইবার্থে কন্। জলত্রা, জলবারণসাধন যন্ত্রভেদ, চলিত টোকা। পর্য্যায়—খর্পর, বারিত্রা, মূর্দ্ধখোল। (ত্রিকা°)। ২ মস্তকে পলাশপত্রবন্ধন।
'বদ্ধঃ পলাশপত্রাণাং শীর্ষে পত্রপিশাচিকা।' (হারাবলী)

পত্রপুষ্প (পুং) পত্রং পুষ্পমিব যস্য। রক্ততুলসী। (রত্নমালা)

পত্রপুষ্পক (পুং) পত্রপুষ্প ইব কায়তে কৈ-ক। ভূর্জ্জপত্র।

পত্রপুষ্পা (স্ত্রী) পত্রপুষ্প-টাপ্। ১ তুলসী। ২ ক্ষুদ্রপত্র তুলসী।

পত্রবন্ধ (পুং) পত্রাণাং বন্ধো বন্ধনং যস্মিন্। পুষ্পরচনা, পত্র পুষ্পাদি দ্বারা সাজান।
'রচনা চ পরিস্পন্দঃ পত্রবন্ধ ইতি ত্রয়ং।
পত্রভঙ্গপ্রসূনাদিরচনায়াং নিগদ্যতে॥' (শব্দর°)

পত্রবাল (পুং) পত্রবৎ বল্যতেঽস্মিন্ বল-অধিকরণে ঘঞ্। তুলাবট, কেপণী, দাঁড়। (ত্রিকাণ্ড)

পত্রভঙ্গ (পুং) পত্রাণাং লিখিতপত্রাকৃতীনাং ভঙ্গো বিচ্ছিত্তা যত্র। স্তন ও কপোলাদিতে কস্তূরিকাদি রচিত পত্রাবলী। পর্য্যায়—পত্রলেখা, পত্রবল্লী, পত্রলতা, পত্রাঙ্গুলী, পত্রাঙ্গুলি, পত্রভঙ্গি, পত্রভঙ্গী, পত্রক, পত্রাবলী। (শব্দর°) পূর্ব্বে স্ত্রীগণ কপোল ও স্তনাদিতে নানাপ্রকার পত্র রচনা করিত, এই পত্ররচনা পত্রভঙ্গ নামে অভিহিত হয়।

পত্রমঞ্জরী (স্ত্রী) পত্রাণাং মঞ্জরী। ১ পত্রের অগ্রভাগ। ২ পত্রাকার মঞ্জরীযুক্ত তিলকভেদ। (হেম°)

পত্রমাল (পুং) পত্রাণাং মালা যত্র। বেতসবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

পত্রমালা (স্ত্রী) পত্রাণাং মালা। পত্রসমূহ, পত্রের মালা।

পত্রমূল (ক্লী) পত্রাণাং মূলং। পত্রের মূল। প্রকারে স্থূলাদিত্বাৎ কন্। পত্রমূলক। তত্তৎপ্রকার।

পত্রযৌবন (ক্লী) পত্রাণাং যৌবনং যত্র। পল্লব, নূতনপত্র।
'নবোদ্গতে কিশলয়ং কিশলং পত্রযৌবনম্।' (জটাধর)

পত্ররথ (পুং স্ত্রী) পত্রং পক্ষো রথো যানমিব যস্য। ১ পক্ষী। (ভাগ° ১।৯।১৩) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। ২ বাণ।

পত্রল (ক্লী) ১ পতল দুগ্ধ। (বৈদ্যকনি°) ২ ত্রপণ, পাতলা দই। (হেম)

পত্রলতা (স্ত্রী) পত্রাকারা লতা যত্র। ১ পত্রাকার তিলকভেদ। ২ পত্রপ্রধান লতা।

পত্রলবণ (ক্লী) পত্রবিশেষেণ পক্বং লবণং। সুশ্রুতোক্ত লবণভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—এরণ্ড, ঘণ্টাপারুল, বাসক, নাটাকরঞ্জ, আরগ্বধ ও চিত্রক, ইহাদের আর্দ্রপত্র উদূখলে পিষিয়া তৈল বা ঘৃতের কলসে প্রক্ষেপপূর্ব্বক ঘটে গোময় লেপিয়া দগ্ধ করিতে হইবে। ইহা পত্রলবণ নামে অভিহিত হয়। এই পত্রলবণ বাতরোগে হিতকর। (সুশ্রুত চিকিৎসিত-স্থান ৪ অঃ)

পত্রলে(র)খা (স্ত্রী) পত্রাণাং কস্তূরিকাদিরচিতপত্রাকৃতীনাং লেখা রচনা। পত্রভঙ্গ। স্তন ও কপোলাদিতে পত্রাবলীরচনা।
"চকার বাণৈরসুরাঙ্গনানাং গণ্ডস্থলী প্রোষিতপত্রলেখা।" (রঘু ৬।৭২)

পত্রবল্লরী (স্ত্রী) পত্রযুক্তা বল্লরীব। ১ তিলকভেদ। ২ পত্রভঙ্গ।

পত্রবল্লী (স্ত্রী) পত্রাণাং রচিতপত্রাকৃতীনাং বল্লী লতেব। ১ পত্রভঙ্গ। (মাঘ ৮।৫৯) ২ রুদ্রজটা। ৩ পলাশী লতা। ৪ পর্ণলতা। (রাজনি°)

পত্রবাহ (পুং) পত্রেন পক্ষচ্ছেদেন উহ্যতে ইতি বহ-ঘঞ্। ১ বাণ। (জটাধর) পত্রং লিপিং বহতীতি বহ-অণ্। (ত্রি) ২ লিপিবাহক।

পত্রবাহক (পুং) পত্রবহনকারী, যে পত্র লইয়া যায়।

পত্রবিশেষক (ক্লী) পত্রমিব বিশেষো যত্র কপ্। ১ তিলক। ২ পত্রভঙ্গ, স্তন ও কপোলাদিতে পত্রাবলীরচনা। (কুমার ৩স°)

পত্রবৃশ্চিক (ক্লী) পত্রমিব বৃশ্চিকঃ। পত্রাকার বৃশ্চিকভেদ, একপ্রকার বিছা। (সুশ্রুত কল্পস্থান ৮ অঃ)

পত্রবিষ (ক্লী) বিষপত্রিকা (জয়পালবীজের অভ্যন্তরস্থ পত্র), তিতলাউ, অবল্গদারুক, প্রিয়ঙ্গু ও মহাকরম্ভ এই পাঁচটী পত্রবিষ। (সুশ্রুত কল্পস্থান ২ অঃ)

পত্রবেষ্ট (পুং) পত্রমিব বেষ্টতে বেষ্ট-কর্ম্মণি ঘঞ্। তাড়ঙ্ক, ভূষণবিশেষ। "উদ্বদ্ধকেশশ্চ্যুতপত্রলেখো বিশ্লেষিমুক্তাফল-পত্রবেষ্টঃ।" (রঘু ১৬।১৭)

পত্রশবর, জাতিবিশেষ। [পর্ণশবর দেখ।]

পত্রশাক (পুং) পত্রপ্রধানঃ শাকঃ শাকপার্থিবাদিত্বাৎ কর্ম্মধা°। ষড়্বিধশাকের অন্তর্গত পত্রাত্মক শাক, ভক্ষ্যশাক মাত্র।

পত্রশিরা (স্ত্রী) পত্রস্য শিরেব। ১ পত্রভঙ্গ, পর্য্যায়—মাড়ি। (হারাবলী) ২ পর্ণপংক্তি। ৩ পর্ণনাড়ী, পাণের শিরা।

পত্রশৃঙ্গী (স্ত্রী) পত্রং শৃঙ্গমিব যস্যাঃ, ঙীষ্। দ্রবন্তীলতা। মূষিক-কর্ণিকা, ইঁদুরকানীলতা।

পত্রশ্রেণী (স্ত্রী) পত্রাণাং শ্রেণীব। ১ দ্রবন্তীলতা। ২ পত্রপংক্তি, পত্রের সারি।

পত্রশ্রেষ্ঠ (পুং) পত্রং শ্রেষ্ঠং যস্য। বিল্বপত্র। মহাদেব ও দুর্গার অতিশয় প্রীতিকর, এই জন্য সকল পত্রের মধ্যে বিল্বপত্র শ্রেষ্ঠ।

পত্রসুন্দর (পুং) পত্রং সুন্দরং যস্য। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ।

পত্রসূচি (পুং) পত্রাণাং সূচিরিব। কণ্টক।

পত্রহিম (ক্লী) পত্রেষু হিমং যস্মিন্ দিনে। হিমদুর্দ্দিন। (ত্রিকা°)

পত্রাখ্য (ক্লী) পত্রমেব আখ্যা যস্য। ১ তেজপত্র। ২ তালীশপত্র।

পত্রাখ্যা, কামরূপের অন্তর্গত শ্রীপীঠের দক্ষিণে অবস্থিত একটী নদী। (যোগিনীতন্ত্র উ° খ° ১।৬০)

পত্রাঙ্গ (ক্লী) পত্রমিব অঙ্গং যস্য। ১ রক্তচন্দন। ২ রক্তচন্দন সদৃশ কাষ্ঠবিশেষ, চলিত বকম। ৩ ভূর্জ্জপত্র। ৪ পদ্মক, পদ্মকাষ্ঠ।

পত্রাঙ্গাসব, ঔষধভেদ। প্রস্তুতপ্রণালী—বকমকাষ্ঠ, খদিরকাষ্ঠ, বাসকছাল, সিমুলফুল, বেড়েলা, ভেলার মুটি, শ্যামালতা, অনন্তমূল, জবাপুষ্পের কুঁড়ি, আমের আঁটির শস্য, দারুহরিদ্রা, চিরাতা, পোস্তার ঢেঁড়ী (অহিফেন ফল), জীরা, লৌহ, রসাঞ্জন, শুঁঠী, কেশুরিয়া, গুড়ত্বক্, কুঙ্কুম, লবঙ্গ (দেবকুসুম) প্রত্যেক এক পল। ঐ সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহাতে দ্রাক্ষা ২০ পল, ধাইফুল ১৬ পল, চিনি ১২॥০ সের, মধু ৬।০ সের, জল ১২৮ সের। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া একটী পাত্রমধ্যে একমাস কাল রাখিয়া দিবে। মাত্রা অর্দ্ধপল, দিবাভাগে ২।৩ বার প্রযোজ্য। ইহা সেবনে শ্বেত ও রক্ত প্রদর এবং তৎসংযুক্ত বেদনা, জ্বর, পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ ভাল হয়। (ভৈষজ্যরত্না° স্ত্রীরোগাধিকার)

পত্রাঙ্গুলি (স্ত্রী) পত্রং অঙ্গুলিরিব যত্র। পত্রভঙ্গ, স্তনকপোলা-দিতে কস্তূরিকাদিরচিত পত্রাবলী।

পত্রাঞ্জন (ক্লী) পত্রং লেখনপত্রমজ্যতেঽনেন পত্র-অঞ্জ করণে ল্যুট্। মসী, কালী। (শব্দর°)

পত্রাঢ্য (ক্লী) পত্রৈরাঢ্যং। পিপ্পলীমূল। ২ পর্ব্বততৃণ। (রাজনি°) ৩ তৃণাখ্যতৃণ, গন্ধতৃণবিশেষ। ৪ পত্রাঙ্গ চন্দন। ৫ বংশপত্র হরিতাল। ৬ তালীশপত্র। (বৈদ্যকনি°)

পত্রাণ্য (ক্লী) পতঙ্গ। (রাজনি°) পত্রাণ্য এইরূপ মূর্দ্ধণ্য ণকারও দেখিতে পাওয়া যায়।

পত্রাম্লা (স্ত্রী) পত্রে অম্লং যস্যাঃ। চুক্রিকা, চলিত চুকাপালঙ্। (ভাবপ্র°)

পত্রালী (স্ত্রী) পত্রাণাং আলীরিব। ১ পত্রাবলী। ২ পত্রশ্রেণী।

পত্রালু (পুং) পত্র-অস্ত্যর্থে আলুচ্। ১ কাসালু। ২ ইক্ষুদর্ভতৃণ।

পত্রাবলি (স্ত্রী) পত্রাণাং পত্রাকৃতীনাং আবলিঃ পংক্তিরিব রচনা যস্যাঃ। ১ গৈরিক। পত্রাণামাবলিঃ। ২ পত্রশ্রেণী।

পত্রাবলী (স্ত্রী) পত্রাবলি-বাহুলকাৎ ঙীপ্। ১ পত্রভঙ্গ। (শব্দর°) ২ নবদুর্গাসম্প্রদানক মধুমিশ্রিত যবচূর্ণযুক্ত নবাশ্বত্থ-পত্র। যবচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত ৯টী অশ্বত্থপত্রে করিয়া নবদুর্গাকে দান করিতে হয়।

"অমায়াং নিশি সংঘে তু পত্রে চাশ্বত্থসংজ্ঞকে।
ক্রমাৎ পত্রাবলী দেয়ং মধুনা যবচূর্ণকম্॥" (কৈবল্যতন্ত্র)

পত্রিকা (স্ত্রী) পত্রী এব, স্বার্থে কন্, ততো হ্রস্বঃ। ১ পত্রী, লিপি।

"আদিত্যাদিগ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ।
দীর্ঘমায়ুঃ প্রকুর্ব্বন্তু যস্যৈষা জন্মপত্রিকা॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

প্রশস্তপত্রং বিদ্যতে যস্যাঃ, পত্র-ঠন্। কদলী আদি করিয়া নবপত্রিকা। [নবপত্রিকা দেখ।]

৩ কর্পূরভেদ, পাতকর্পূর।

পত্রিকাখ্য (পুং) পত্রিকা আখ্যা যস্য। ১ কর্পূরভেদ। (ত্রি) ২ পত্রিকানামক।

পত্রিন্ (পুং) পত্রং পক্ষো বিদ্যতে যস্য। পত্র-ইনি। ১ বাণ। (রঘু ১১।৮৪) ২ পক্ষী। (রঘু ১১।২৯) ৩ শ্যেন।

"নভসি মহসাং ধ্বান্তধ্বান্তপ্রমাপণপত্রিণাং।" (নৈষধ ১৯।১২)

"পত্রিণাং শ্যেনাধ্যপক্ষিরূপাণাং।" (মারাবৎ)

পত্রাণি ছদানি সন্ত্যস্য অত ইনি। ৪ বৃক্ষ। ৫ রথী। ৬ পর্ব্বত। ৭ তাল। ৮ শ্বেতকিণিহী বৃক্ষ। ৯ গন্ধপত্রী। ১০ পাখী। (রাজনি°) (ত্রি) ১১ পত্রবিশিষ্ট।

পত্রিণী (স্ত্রী) পত্রিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। নবাঙ্কুর, পল্লব। (শব্দচ°)

পত্রিবাহ (পুং) পত্রবাহ, যে পত্র লইয়া যায়।

পত্রী (স্ত্রী) পত্র-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ লিপি, পত্র। ২ দমনক বৃক্ষ। ৩ মহাসুগন্ধ তৈল। (চক্রদ°) ৪ গন্ধপত্রী। ৫ চুয়ালতা। ৬ খদির বৃক্ষ। ৭ তালবৃক্ষ। ৮ জাতীপত্রী। (বৈদ্যকনি°) ৯ মর্হাতেল পত্র। (চক্রদত্ত বাতব্যাধিচি°)

পত্রোপস্কর (পুং) পত্রমেব উপস্কর উপকরণং যস্য। কাসমর্দ্দ বৃক্ষ। (হারাবলী)

পত্রোর্ণ (ক্লী) পত্রজা ঊর্ণা সাধনত্বেনাস্ত্যস্য অর্শ আদিত্বাদচ্। ১ ধৌতকৌষেয়, রেশমীকাপড়, পট্টসূত্রময় বস্ত্র।

"পত্রোর্ণং চোরয়িত্বা তু ক্রকরত্বং নিযচ্ছতি।"

(ভা° ১৩।১১১।১০৩)

(পুং) পত্রেষু ঊর্ণা যস্য। ২ শোনাকবৃক্ষ।

পত্র্য (পুং) পত্রস্য হিতং যৎ। শ্যোনাকবৃক্ষ।

পত্মন্ (পুং) পত-ভাবে মনিন্। ১ পতন। করণে মনিন্। ২ পতনসাধন। (ঋক্ ৫।৭।৭)

পত্বন্ (পুং) পতত্যত্র পত-আধারে বনিপ্। মার্গ। (শুক্ল যজু° ২২।২৯) উণাদি ৪।১১২ সূত্রে পদ ধাতু করিয়া পত্বন্ এইরূপ পদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু বেদদীপে পত-বনিন্ করিয়া এইপদ সিদ্ধ করিয়াছেন।

পৎসল (ক্লী) পতন্তি গচ্ছন্তি অস্মিন্ পত-সরন্ রস্য লশ্চ (পতেরশ্চ লঃ। উণ্ ৩।৭৪) পন্থা, মার্গ।

পৎসুতস্ (অব্য) পৎসু-তস্। পাদ হইতে।

"কৃষ্ণা রজাংসি পৎসুতঃ।" (ঋক্ ৮।৪৩।৬) 'পৎসুতঃ পত্তঃ' (সায়ণ) বৈদিক প্রয়োগেই এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, অন্যত্র হয় না।

পথ, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পথতি। লিট্ পপাথ, পেথতুঃ। পেথুঃ। লুট্ পথিতা। লুঙ্ অপথীৎ।

পথ, প্রক্ষেপ। চুরাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পাথয়তি, লিট্ পাথয়াংচকার। লুঙ্ অপীপথৎ।

পথ, পথি, পথগমন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পথয়তি-তে। লুঙ্ অপপথৎ-ত। ভ্বাদি পক্ষে লট্ পথতি। লুঙ্ অপথীৎ।

পথ (পুং) পথতি গচ্ছতি পথ-যঞর্থে অধিকরণে-ক। পন্থা, মার্গ পথ। (ত্রিকাণ্ড)

পথ, (মরাঠী) মহারাষ্ট্রদেশবাসী বিধবা, বাগ্‌দত্তা কন্যা অথবা স্বামি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রীর বিবাহ।

পথক (পুং) পথে কুশলঃ, পথ-কন্। ১ মার্গকুশল। যিনি পথবিবরণ উত্তমরূপ জানেন। পথ-স্বার্থে কন্। ২ মার্গ। (স্ত্রী) ৩ কপিলদ্রাক্ষা।

পথৎ (পুং) পথতি পথ-শতৃ। ১ গমনকর্ত্তা। ২ পথ। (অমরটী°)

পথমার, পথ শব্দে রাস্তা এবং মার * শব্দে অতিক্রম। যে ব্যক্তি হাঁটিয়া পথ অতিক্রম করে। যে সকল ডাকপেয়াদা একগ্রাম হইতে অন্য গ্রামে চিঠিপত্র বহন করে, Foot-runner। খৃষ্টীয় ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে এরূপ পত্রবাহক অনেক ছিল। শীতের প্রাদুর্ভাবে যখন সমুদ্রপথে গমন অসহ্য হইয়া উঠিত, তখন এই লোকদিগের দ্বারা দাক্ষিণাত্যবাসী রাজগণ দেশ-দেশান্তরে যুদ্ধবিগ্রহ অথবা রাজ্যসংক্রান্ত পত্রাদি প্রেরণ করিতেন। ২ ভারতের মলবার উপকূলবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ। এই জাহাজের দ্বারা খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে বাণিজ্যাদি চলিত।

পথ-দিগৌলী, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ঝাঁসি জেলায় একটী গ্রাম। ঝাঁসি নগর হইয়া ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে একটী বৃহৎ হ্রদের সম্মুখে একটী সুবৃহৎ চন্দেলা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়। এখানে একটী অত্যুচ্চ ও স্থূলাকার বিষ্ণুমূর্ত্তি অদ্যাপি রক্ষিত আছে।

পথরোট, নিজাম রাজ্যের বেরার প্রদেশের অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে হেমাড়পন্থীদিগের 'শ্রীদেবী লক্ষ্মীজী' মন্দির বিদ্যমান আছে। এই প্রাচীন মন্দির প্রায় ১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত সভামণ্ডপ ১৬টী স্তম্ভের উপর স্থাপিত।

পথিক (ত্রি) পন্থানং গচ্ছতি যঃ পথিন্ কন্ (পথঃ কন্। পা ৫।১।৭৫) পথগন্তা, পথে যাহারা গমনাগমন করেন, তাহাদিগকে পথিক কহে। দেশান্তর বা যে কোনস্থলে যাইবার নিমিত্ত গৃহ হইতে নির্গত পথগমনশীল ব্যক্তি। ভ্রমণকারী, বিদেশস্থ, পর্য্যায়—অধ্বনীন, অধ্বগ, অধ্বন্য, পান্থ, গন্ত, যাত্রু, পথক, যাত্রিক, যাতৃক, পথিল। (শব্দর°)

পথিকশালা (স্ত্রী) পথিকদিগের আবাসস্থান, পান্থগৃহ, সরাই।

পথিকসংহতি (স্ত্রী) পথিকানাং সংহতিঃ। পথিকসমূহ, পথিকদিগের সংহতি। (হারাবলী)

পথিকসন্ততি (স্ত্রী) পথিকানাং সন্ততিঃ সমূহঃ। পথিকসঙ্ঘ, পথিকসমূহ, পর্য্যায়—হারি। (ত্রিকাণ্ড)

পথিকা (স্ত্রী) পথিক-টাপ্। কপিলদ্রাক্ষা। (রাজনি°)

* যেমন ১৬ ক্রোশ একদিনে হেঁটে মেরে দিলাম।

পথিকার (ত্রি) পন্থানং করোতি কৃ-অণ্। মার্গকারক, যাহারা পথ প্রস্তুত করে।

পথিকৃৎ (ত্রি) পথিন্ কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। যজমানদিগের সন্মার্গকরণশীল। "সহস্র ধামা পথিকৃৎ" (ঋক্ ৯।১০৬।৫)

'পথিকৃৎ যজমানানাং সন্মার্গকরণশীলো বিচক্ষণঃ'। (সায়ণ)

পথিচক্র (ক্লী) জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত চক্রভেদ। যাহা জানিলে সত্বই যাত্রার শুভাশুভ বুঝিতে পারা যায়।

"পথিচক্রং প্রবক্ষ্যামি যথাতং যদ্ব্রহ্মযামলে।

যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ সদ্যো যাত্রাফলং বদেৎ॥"

(নরপতিজয়চার্য্য)

পথিদেয় (ক্লী) পথি মার্গে দেয়ং, অলুক্‌সমাসঃ। রাজাকে দেয় করভেদ। (হারাবলী)

পথিদ্রুম (পুং) পথি প্রাপ্ত শুণো দ্রুমঃ। খদির বৃক্ষ, শ্বেতখদির। (রাজনি°)

পথিন্ (পুং) পথ আধারে ইনি। মার্গ, পথ। পথ কোন স্থলে কিরূপ হইবে, তাহার বিষয় দেবীপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে, দেশমার্গ ত্রিশ ধনু, গ্রামপথ ২০ ধনু, সীমাপথ দশধনু ও রাজপথ দশধনু, পরিমাণ হইবে। (দেবী পু°) যাহারা পথে বিচরণ করে, তাহাদের মেধ, কফ, স্থূলতা ও সৌকুমার্য্যাদি নষ্ট হয়। যে ভ্রমণ দেহের পীড়াকর না হয়, এইরূপ পথগমন ইন্দ্রিয়শোধণ এবং আয়ু, বল, মেধা ও অগ্নিবৃদ্ধিকারক। (রাজব°) ২ ধর্ম্মাচার।

পথিপ্রজ্ঞ (ত্রি) পথাভিজ্ঞ, যাহারা পথ জানে।

পথিমৎ (ত্রি) পথিশব্দযুক্ত। "তা বা এতা প্রবত্যো নেতৃমত্যঃ পথিমত্যঃ" (ঐত°ব্রাহ্মণ ১।২।৪) 'তা এব এতাঃ প্রশব্দনেতৃশব্দপথিশব্দসস্তিশব্দবত্যঃ। পথিশব্দ—অগ্নে নয় সুপথা।' (ভাষ্য)

পথিরক্ষস্ (পুং) পন্থানং গচ্ছতি রক্ষ-অসুন্। ১ রুদ্রভেদ। (শুক্ল যজু° ১৬।৫০) (ত্রি) ২ মার্গরক্ষক। গিনি-পথিরক্ষিন্ মার্গরক্ষক। (ঋক্ ১০।১৪।১১)

পথিল (ত্রি) পথতি গচ্ছতীতি পথগতৌ ইলচ্ (মিথিলাদয়শ্চ। উণ্ ১।৫৮) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। পথিক। (উজ্জ্বল)

পথিবাহক (ত্রি) বাহয়তীতি বহ-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ মার্গবাহক। ২ ভারবাহক। ৩ শাকুনিক। ৪ নিষ্ঠুর। (শব্দমালা)

পথিষদ্ (ত্রি) রুদ্রভেদ।

পথিষ্ঠা (ত্রি) পক্ষিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"স উর্দ্ধং প্রপদাৎ পথিষ্ঠঃ।" (অথ° ৬।২১।১)

'পথিষ্ঠা পততাং পক্ষিণাং শ্রেষ্ঠঃ' (ভাষ্য) পথিষ্ঠস্থলে পতিষ্ঠ এইরূপ পদই বিশুদ্ধ। বৈদিক প্রয়োগে পথিষ্ঠ হইয়াছে।

পথিস্থ (ত্রি) পথি-তিষ্ঠতি স্থা-ক। পথে বর্ত্তমান, পথে অবস্থিত।

"তেবামাগচ্ছতাং রাত্রৌ পথিস্থানাং বৃকোদরবৎ।"

(ভারত ১৩৬।২৯ শ্লো°)

পথীন, নাম ধাতু, পন্থা ইবাচরতি পথিন্-ক্বিপ্ দীর্ঘঃ। মার্গের ন্যায় আচরণ। পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ পথীনতি। লুঙ্ অপথীনীৎ।

পথেষ্ঠা (ত্রি) পথে মার্গে তিষ্ঠতি স্থা-ক্বিপ্, অলুক্ সমাসঃ বেদে-বহুম্। মার্গে বর্ত্তমান। (ঋক্ ৫।৫০।৩)

লৌকিক প্রয়োগে পথস্থ এইরূপ হইবে।

পথ্য (ত্রি) পথোঽনপেতঃ পথিন্ যৎ (ধর্ম্মপথ্যর্থন্যায়াদনপেতে। পা ৪।৪।৯২)

১ হিত চিকিৎসাদি। ২ হিত কারক ভোজ্যদ্রব্যভেদ, যাহা সেবনে হিত হয়, তাহাকে পথ্য কহে। পর্য্যায়—করণ, হিত, আত্মীয়, আযুষ্য। (রাজনি°)

ব্যাধি হইলে বা কুমার্গে পদস্খলিত হইলে যাহার অনুষ্ঠানে শুভ হয়, তাহাকে পথ্য কহে। (ক্লী) ৩ সৈন্ধব। (বৈদ্যকনি°) (পুং) পথি সাধুঃ দিগাদিত্বাৎ যৎ। ৪ হরীতকী বৃক্ষ।

'শিবায়াং বনতিক্তঃ স্যাৎ পথ্যঃ সুন্দরমাতৃকৌ।' (শব্দমালা)

৫ তণ্ডুলীয় শাক। ৬ হিত, মঙ্গল।

"অপ্রিয়স্ত তু পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ॥" (রামা° ৩।৪১।১)

পথ্যকরী (স্ত্রী) রক্তক শালি। (রাজনি° ব° ১৬)

পথ্যকা (স্ত্রী) মেথিকা। (বৈদ্যকনি°)

পথ্যকারিন্ (পুং) ষষ্টিক ধান্য। (রাজনি° ব° ১৬)

পথ্যভোজন (ক্লী) পথ্যং ভোজনং। হিতভোজন। (ভাবপ্র°)

পথ্যশাক (পুং) তণ্ডুলীয় শাক। চলিত নটিয়াশাক। (রাজনি°)

পথ্যা (স্ত্রী) পথ্য-টাপ্। ১ হরীতকী।

"ততঃ সৈন্ধবপথ্যাভ্যাং চূর্ণিতাভ্যাং প্রকর্ষয়েৎ।

পুনঃ সপ্তদিনে প্রাপ্তে রোমমাত্রং সমুচ্ছিনেৎ॥"

(হটযোগদীপিকা ৩।৩৬)

২ মৃগেরর্ব্বারু। ৩ চির্ভিটা। ৪ বন্ধ্যাকর্কোটকী। (রাজনি°)

৫ সংসার সমুদ্রের পথ্যস্বরূপ বলিয়া গঙ্গাকে পথ্যা কহে।

"পদ্মনাভপদার্ঘ্যেণ প্রসূতা পদ্মমালিনী।

পরর্দ্ধিদা পুষ্টিকরী পথ্যামূর্ত্তিপ্রভাবতী॥" (কাশীখ° ২৯।১১২)

পথ্যাদি (পুং) পাচন ভেদ, হরীতকী, দেবদারু, বচ, মুথা, শুণ্ঠী, আতইচ্, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাথ প্রস্তুত করিবে, এই কাথ সেবনে আমাতীসার প্রশমিত হয়।

অষ্টবিধ—হরীতকী, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুলে, বাসক, শুণ্ঠী, আতইচ্ ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিলে শুল্মরোগীর অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। (পাচনচি°)

পথ্যাদিক্বাথ (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত কাথৌষধভেদ। হরী-

তকী, বহেড়া, আমলকী, হরিদ্রা, গুলঞ্চ, চিরতা ও নিম্ব ইহার কাথে গুড় প্রক্ষেপ দিলে পথ্যাদি কাথ হয়। এই কাথ নাসিকারন্ধ্রে প্রদান করিলে ভ্রূ, কর্ণ, চক্ষু ও শিরঃশূল প্রভৃতি প্রশমিত হয়। (ভাবপ্রº শিরোরোগাº)

পথ্যাদিগুগ্গুলু (পুং) ঔষধভেদ।

পথ্যাদিলেপ (পুং) প্রলেপৌষধবিশেষ, হরীতকী, ডহরকরঞ্জ, শ্বেতসর্ষপ, হরিদ্রা, সোমরাজী, সৈন্ধব এবং বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ প্রশমিত হয়। (ভাবপ্রº)

পথ্যাদিলৌহ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—শুণ্ঠী, তিল ও গুড় সমানভাগে দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিয়া লেহন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হয়। শম্বূকভস্মচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত ॥৹ তোলা পরিমাণে পান করিলে পরিণামশূল নষ্ট হয়। লৌহ, হরিতকী, পিপ্পলী ও শুণ্ঠীচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে আশু পরিণামশূল ভাল হইয়া থাকে। (ভাবপ্রº পরিণামশূলচিকিৎসা)

পথ্যাদ্যচূর্ণ (ক্লী) চূর্ণৌষধভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—হরীতকী, শুণ্ঠী ও যবানী এই সকল চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া আধতোলা পরিমাণে তক্র, উষ্ণজল বা কাঁজির সহিত পান করিলে, আমবাত, শোথ, মন্দাগ্নি, প্রতিশ্যায়, কাস, হৃদ্রোগ, স্বরভেদ ও অরুচি নষ্ট হয়। (ভাবপ্রº)

পথ্যাপথ্য (ক্লী) পথ্যং রোগিণাং হিতকরং অপথ্যং অশুভকরং তয়োঃ সমাহারঃ। রোগের হিত ও অহিতকারক দ্রব্য। রোগে যাহা হিতকর, তাহা পথ্য এবং যাহা অহিতকর তাহা অপথ্য। যে রোগে যাহা অপথ্য, তাহা সেবন করিলে সেই রোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং যাহা পথ্য তাহা সেবন করিলে সেই রোগ প্রশমিত হয়। ইহার বিষয় পথ্যাপথ্যবিনিশ্চয়ে বিশেষরূপ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহাই লিখিত হইল ;—

নবজ্বরে পথ্য—বমন, অষ্টাহ লঙ্ঘন, যবাগু, স্বেদন, কটু ও তিক্তরস সেবন।

নবজ্বরে অপথ্য—স্নান, বিরেচন, সুরতক্রীড়া, কষায়, ব্যায়াম, অভ্যঞ্জন, দিবানিদ্রা, দুগ্ধ, ঘৃত, বৈদল, আমিষ, তক্র, সুরা, স্বাদু, গুরু ও দ্রবদ্রব্য, অন্ন, প্রবাত, ভ্রমণ ও কোপ।

মধ্যজ্বরে পথ্য—পুরাতন, ষষ্টিক, পুরাতনশালি, বার্ত্তাকু, শোভাঞ্জন, কারবেল্ল, বেত্রাগ্র, আষাঢ়ফল, পটোল, কর্কোটক, মূলকপোতিকা, মুদ্গ, মসুর, চণক ও কুলত্থ প্রভৃতি যূষ, পাঠা, অমৃতা, বাস্তূক, সুপক্ক দ্রাক্ষা, কপিত্থ, দাড়িম ও বৈকঙ্কত ফল, লঘু ও সাত্ম্য ভেষজ।

পুরাতন জ্বরে পথ্য—বিরেচন, ছর্দ্দন, অঞ্জন, নস্য, ধূম, অনুবাসন, শিরাবেধ, সংশমন, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, শিশিরোপচার, এণ ও কুলিঙ্গ প্রভৃতির মাংস, গো ও অজাক্ষীর, গো ও অজাঘৃত, হরীতকী, পর্ব্বতনির্ঝরজল, এরণ্ডতৈল, শিতজল, জ্যোৎস্না ও প্রিয়ালিঙ্গন।

অতিসাররোগে পথ্য—বমন, লঙ্ঘন, নিদ্রা, পুরাতনশালি, লাজমণ্ড, মসূরযূষ, সকল প্রকার ক্ষুদ্রমৎস্য, শৃঙ্গী, তৈল, ছাগঘৃত ও দুগ্ধ, গোদধি ও তক্র, গো বা অজার দধিজ বা দুগ্ধজ নবনীত, নবরম্ভাপুষ্প ও ফল, মধু, জম্বুফল, নিম্ব, শালূক, কপিত্থ, বকুল, বিল্ব, তিন্দুক, দাড়িম, তিলক, কণ্টমল, চাঙ্গেরী, বিজয়া, অরুণা, জাতীফল, অহিফেন, জীরক, গিরিমল্লিকা, সকলপ্রকার কষায় রস, দীপন, লঘু অন্ন ও পান।

অতীসারে অপথ্য—স্বেদ, অঞ্জন, রুধিরমোক্ষণ, অম্বুপান, স্নান, ব্যবায়, জাগরণ, ধূম, নস্য, অভ্যঞ্জন, সকলপ্রকার বেগধারণ, রুক্ষ, অসাত্ম্যঅশন, বিরুদ্ধান্ন, গোধূম, মাষ, যব, বাস্তূক, কাকমাচী, নিষ্পাব, কন্দ, মধুশিগ্রু, রসাল, পূগ, কুষ্মাণ্ড, তুম্বী, বদর, গুরুঅন্ন, গুরুপান, তাম্বূল, ইক্ষু, গুড়, মদ্য, দ্রাক্ষা, অম্লবেতসফল, লশুন, ধাত্রী, দুষ্টাম্বু, মস্ত, গৃহবারি, নারিকেল, স্নেহন, সকলপ্রকার পত্রশাক, পুনর্ণবা, ঈর্ব্বারুক লবণ ও অম্ল এই সকল অপথ্য।

গ্রহণীরোগে পথ্য—নিদ্রা, ছর্দ্দন, লঙ্ঘন, পুরাতনশালি, লাজমণ্ড, মসূর ও মুদ্গাদির যূষ, নিঃশেষোদ্ধৃত সার গব্যদধি, গো বা ছাগীর দুগ্ধজাত নবনীত, ছাগঘৃত, তিলতৈল, সুরা, মাক্ষিক, শালূক, বকুল, দাড়িমদ্বয়, রম্ভাপুষ্প ও ফল, তরুণবিল্ব, লাব, ও শশপ্রভৃতির মাংসযূষ, সকলপ্রকার ক্ষুদ্র মৎস্য, সর্ব্বকষায়রস।

গ্রহণীরোগে অপথ্য—রক্তস্রাব, জাগরণ, অম্বুপান, স্নান, বেগবিধারণ, অঞ্জন, স্বেদন, ধূমপান, শ্রম, বিরুদ্ধভোজন, আতপ, গোধূম, নিষ্পাব, কলায়, মাষ, যব, আর্দ্রক, কুষ্মাণ্ড, তুম্বী, কন্দ, তাম্বূল, ইক্ষু, বদর, পূগফল, দুগ্ধ, গুড়, মস্ত, নারিকেল, পুনর্ণবা, সকল পত্রশাক, দুষ্টাম্বু, দ্রাক্ষা, অম্ল, লবণরস, গুরু-অন্ন ও গুরুপান এবং সকলপ্রকার পূপ।

অর্শরোগে পথ্য—বিরেচন, লেপন, রক্তমোক্ষণ, ক্ষার, অগ্নিকর্ম্ম, শস্ত্রকর্ম্ম, পুরাতনলোহিতশালি, যব, কুলত্থ, গোধাপ্রভৃতির মাংস, পটোল, ওল, নবনীত, তক্র, সর্ষপতৈল, বাতনাশক অন্নপান।

অর্শরোগে অপথ্য—আনূপ আমিষ, মৎস্য, পিণ্যাক, দধি, পিষ্টক, মাষ, নিষ্পাব, বিল্ব, তুম্বী, পক্কান্ন, আতপ, জলপান, বমন, বস্তিকর্ম্ম, [illegible], পূর্ব্বদিগ্‌ভববায়ু, বেগরোধ, পৃষ্ঠযান।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণাদিতে পথ্য—শ্লৈষ্মিক প্রকৃতিতে প্রথমে

বমন, পৈত্তিকে মৃদুবিরেচন, বাতিকে স্বেদন, নানাপ্রকার ব্যায়াম, পুরাতন মুদ্গ ও লোহিতশালি, লাজমণ্ড ও মুদ্গমণ্ড, সুরা, এণ প্রভৃতির মাংস, সকল ক্ষুদ্র মৎস্য, শালিঞ্চশাক, বেত্রাগ্র, লশুন, বৃদ্ধকুষ্মাণ্ড, নবীন কদলীফল, পটোল, বার্ত্তাকু, দাড়িম, যব, অম্লবেতস, ক্ষীর, নবনীত, ঘৃত, তক্র, তুষোদক, ধান্যাম্ল, কটুতৈল, লবণার্দ্রক, যমানী, মরিচ, মেথী, ধান্যক, জীরক, দধি, তাম্বূল, কটু ও তিক্তরস।

অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণাদির অপথ্য—বিরেচন, বিষ্ঠা, মূত্র ও বায়ুবেগধারণ, অতিরিক্তাশন, অধ্যশন, জাগরণ, বিষমাশন, রক্তস্রুতি, মৎস্য, মাংস, জলপান, পিষ্টক, সর্ব্বশালুক, কুর্চ্চিকা, ক্ষীর, প্রপানক, তালশাঁস, বালতাল, স্নেহন, দুষ্টবারি, বিরুদ্ধ পানাম, বিষ্টম্ভী ও গুরু দ্রব্য।

ক্রিমিরোগে পথ্য—আস্থাপন, কায়বিরেচন, শিরোবিরেচন, ধূম, কফনাশক দ্রব্যসমূহ, শরীরমার্জ্জনা, পুরাতন শালি, পটোল, বেত্রাগ্র, নবীনমোচ, বৃহতীফল, মৌষিকমাংস, বিড়ঙ্গ, তিলতৈল, সর্ষপতৈল, সৌবীর, গোমূত্র, তাম্বূল, সুরা, যমানিকা ও কটু, তিক্ত এবং কষায় রস।

ক্রিমিরোগে অপথ্য—ছর্দ্দি, ভক্ষ্যবেগবিধারণ, বিরুদ্ধ পানাশন, দিবানিদ্রা, দ্রবদ্রব্য, পিষ্টান্ন, অজীর্ণভোজন, ঘৃত, মাষ, দধি, পত্রশাক, মাংস, দুগ্ধ, অম্ল এবং মধুর রস।

রক্তপিত্তে পথ্য—অধোগমে ছর্দ্দন, ঊর্দ্ধনির্গমে বিরেচন, উভয়ত্র লঙ্ঘন, পুরাতনশালি, মুদ্গ, মসূর, চণক, তুবরী, চিঙ্গট ও বর্ম্মিমৎস্য, শশ প্রভৃতির মাংস, কষায়বর্গ, ঘৃত, পনস, পিয়াল, রম্ভাফল, পটোল, বেত্রাগ্র, মহাদ্রক, পুরাণকুষ্মাণ্ডফল, পক্কতাল, বাসা, দাড়িম, খর্জ্জুর, ধাত্রী, নারিকেল, কপিত্থ, শালুক, পিচুমর্দ্দপত্র, তুম্বী, কলিঙ্গ, দ্রাক্ষা, সিতা, সেক, অবগাহ, অভ্যঙ্গ, শিশির, প্রদেহ, চন্দন, মনোহরকুল বিবিধ কথা, ক্ষৌমবস্ত্র, সুশীতোপবন, প্রিয়ঙ্গু, বরাঙ্গনালিঙ্গন ও হিমবালুক।

রক্তপিত্তে অপথ্য—ব্যায়াম, অধ্বনিষেবন, রবিকিরণ, তীক্ষ্ণ কর্ম্ম, ক্ষোভ, বেগধারণ, চপলতা, হস্ত্যশ্বযান, স্বেদ, অস্রস্রুতি, ধূমপান, সুরত, ক্রোধ, কুলথ, গুড়, বার্ত্তাকু, তিল, মাষ, সর্ষপ, দধি, তাম্বূল, মদ্য, লশুন, বিরুদ্ধভোজন, কটু, অম্ল, লবণ ও বিদাহিদ্রব্য।

রাজযক্ষ্মরোগে পথ্য—ঘৃতপক্ব মরিচ ও জীরকদ্বারা সংস্কৃত লাব ও তিত্তিরিরস, গোধূম, দুগ্ধ, চণক, ছাগমাংস, নবনীত ও ঘৃত, শশাঙ্ককিরণ, মধুর রস, মেধা, পনস, আম্রের পক্কফল, ধাত্রী, খর্জ্জুর, নারিকেল, স্রোতাঞ্জন, বকুল, কচি তালশাঁস, দ্রাক্ষা, মৎস্যণ্ডিকা, শিখরিণী, মদিরা, রসালা, কর্পূর, মৃগমদ, সিতচন্দন, অভ্যঞ্জন, সুরভি, অনুলেপন, স্নান, বেশরচন, অবগাহন, মৃদুগন্ধবহ, গীত, লাস্য, হেমচূর্ণ মুক্তামণি প্রভৃতির প্রচুর পরিমাণে ভূষণধারণ, হোম, প্রদান, দেব ও ব্রাহ্মণপূজা, হৃদ্যান্নপান।

রাজযক্ষ্মরোগে অপথ্য—বিরেচন, বেগধারণ, শ্রম, স্ত্রী, স্বেদ, অঞ্জন, প্রজাগর, সাহস, কর্ম্ম, সেবা, রুক্ষান্নপান, বিষমাশন, তাম্বূল, কলিঙ্গ, কুলথ, মাষ, রসোন, বংশাঙ্কুর, অম্ল, তিক্ত, কষায়, সকলপ্রকার কটু দ্রব্য, পত্রশাক, ক্ষার, বিরুদ্ধভোজন, শিম্বী, কর্কোটক ও বিদাহি দ্রব্য।

কাসরোগে পথ্য—স্বেদ, বিরেচন, ছর্দ্দি, ধূমপান, শালি, গোধূম, শ্যামক, যব, কোদ্রব, আত্মগুপ্তা, মাষ, মুদ্গ ও কুলথরস, মাংস, সুরা, পুরাতনসর্পি, ছাগদুগ্ধ ও ঘৃত, বাস্তূকশাক, বার্ত্তাকু, বালমূলক, কণ্টকারী, কাসমর্দ্দ, জীবন্তী, দ্রাক্ষা, বাসক, ক্রুটি, গোমূত্র, লশুন, পথ্যা, উষ্ণোদক, লাজ, মধু, দিবানিদ্রা ও লঘু অন্ন।

কাসরোগে অপথ্য—বস্তি, নস্য, রক্তমোক্ষণ, ব্যায়াম, দন্তঘর্ষণ, আতপ, দুষ্ট পবন, মার্গনিষেবন, বিষ্টম্ভী, বিদাহী ও বিবিধ রুক্ষদ্রব্য, মূত্রোদগারাদির বেগধারণ, মৎস্য, কন্দ, সর্ষপ, তুম্বী, দুষ্টাম্বু, দুষ্টান্নপান, বিরুদ্ধ ভোজন, গুরু ও শীতান্নপান।

হিক্কারোগে পথ্য—স্বেদন, বমন, নস্য, ধূমপান, বিরেচন, নিদ্রা, স্নিগ্ধ ও লঘু অন্ন, লবণ, জীর্ণ কুলথ, গোধূম, শালি ও যব, এণাদিমাংস, পক্ককপিত্থ, লশুন, পটোল, কচি মূল, কৃষ্ণতুলসী, মদিরা, উষ্ণোদক, মাক্ষিক, সুরভিজল, বাতশ্লেষ্মনাশক, অন্নপান, শীতাম্বুসেক, সহসা ত্রাস, বিস্মাপন, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, প্রিয়োদ্বেগ, দগ্ধ ও সিক্তমৃদাঘ্রাণ, নাভির ঊর্দ্ধপীড়ন।

হিক্কারোগে অপথ্য—বাত, মূত্র, উদগার ও কাস, ইহাদের সকৃৎ বেগধারণ, রজ, অনিল, আতপ, বিরুদ্ধভোজন, বিষ্টম্ভী, বিদাহী, রুক্ষ এবং কফজনক দ্রব্য, নিষ্পাব, পিষ্টক, মাষ, আনূপ, আমিষ, দন্তকাষ্ঠ, বস্তি, মৎস্য, সর্ষপ, অম্ল, তুম্বী, কন্দ, তৈল, ভৃষ্ট, গুরু ও শীতান্নপান।

স্বরভেদে পথ্য—স্বেদ, বস্তি, ধূমপান, বিরেক, কবলগ্রহ, নস্য, ভালশিরাবেধ, যব, লোহিতশালি, হংসাটবী, সুরা, গোকণ্টক, কাকমাচী, জীবন্তী, কচি মূলা, দ্রাক্ষা, পথ্যা, মাতুলঙ্গ, লশুন, লবণার্দ্রক, তাম্বূল, মরিচ ও ঘৃত।

স্বরভেদে অপথ্য—কাঁচা কদবেল, বকুল, শালুক, জাম, তিন্দুক, কষায়, বমি, স্বপ্ন, প্রজল্পন।

ছর্দ্দিতে পথ্য—বিরেচন, লঙ্ঘন, স্নান, মুদ্গা, লাজমণ্ড, পুরাতনষষ্টিক, শালি, মুদ্গ ও কলায়, গোধূম, যব, মধু, সুরা, বেত্রাগ্র, কুস্তুম্বুরু, নারিকেল, হরীতকী, দাড়িম, বীজপুর, জাতীফল, বাসা, সিতা, কপিত্থকেশর, কস্তূরিকা, চন্দন, চন্দ্রকিরণ, হিম ও

মনঃপ্রীতিকর তক্র এবং মনোহরূপ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ।

ছর্দিতে অপথ্য—নস্য, বস্তি, স্বেদ, স্নেহপান, রক্তস্রাব, দন্তকাষ্ঠ, দ্রবাম্ল, ভীতি, উদ্বেগ, রক্তা, শিম্বী, কোষবতী, মধূক, চিত্রা, দুষ্টজল, সর্ষপ, দেবদালী, ব্যায়াম, ছত্রিকা, অঞ্জন।

তৃষ্ণাতে পথ্য—শোধন, বমন, নিদ্রা, স্নান, কবলধারণ, দীপদগ্ধ হরিদ্রাধারা জিহ্বার অধঃশিরাদ্বয়ের দাহ, কোদ্রব, শালি, লাজশক্তু, অন্নমণ্ড, শর্করা, ভৃষ্ট মুদ্গ মসুর ও চণকের ক্কথরস, রক্তপুষ্প, তৈলকুর্চ্চ, দ্রাক্ষা, কপিত্থ, কোল, মল্লিকা, কুষ্মাণ্ড, দাড়িম, ধাত্রী, কর্কটী, জম্বীর, করমর্দ্দ, বীজপুর, গোদুগ্ধ, তিক্ত ও মধুর দ্রব্য, নাগকেশর, এলা, জাতীফল, পথ্যা, কুস্তুম্বুরু, চিক্কন, শিশিরানিল, চন্দনার্দ্র, প্রিয়ালিঙ্গন, রত্নাভরণধারণ এবং হিমানুলেপন।

তৃষ্ণাতে অপথ্য—স্নেহ, অঞ্জন, স্বেদ, ধূমপান, ব্যায়াম, নস্য, আতপ, দন্তকাষ্ঠ, গুরু, অন্ন, অম্ল, লবণ, কষায়, কটু, স্ত্রী, দুষ্টজল ও তীক্ষ্ণবস্তু।

মূর্চ্ছায় পথ্য—সেক, অবগাহ, মণি, হার, শীত, ব্যজনানিল, শীত ও গন্ধযুক্তপান, ধারাগৃহ, চন্দ্রকিরণ, ধূম, অঞ্জন, নাবণ, রক্তমোক্ষ, দাহ, লোম এবং কচ ইহাদের লুঞ্চন, নখান্তপীড়া, দশনোপদংশ, বিরেচন, ছর্দ্দন, লঙ্ঘন, ক্রোধ, ভয়, দুঃখকরীশয্যা, বিচিত্র ও মনোহর কথা, ছায়া, শতধৌত, সর্পিঃ, তিক্ত বস্তু, লাজমণ্ড, মুদ্গযূষ, গব্যপয়ঃ, সিতা, পুরাণ কুষ্মাণ্ড, পটোল, মোচ, হরীতকী, দাড়িম, নারিকেল, মধূকপুষ্প, তুষোদক, লঘু অন্ন, সিতচন্দন, কর্পূর নীর, অত্যুচ্চশব্দ, অদ্ভুত দর্শন, উৎকটগীত, উৎকটবাদ্য, শ্রম, স্মৃতি, চিন্তন।

মূর্চ্ছায় অপথ্য—তাম্বূল, পত্রশাক, ব্যবায়, স্বেদন, কটু, তৃষ্ণা ও নিদ্রার বেগরোধ, তক্র।

মদাত্যয়ে পথ্য—সংশোধন, সংশমন, স্বপন, লঙ্ঘন, শ্রম, এণাদিমাংস, হৃদ্য মদ্য, পয়ঃ, সিতা, পটোল, দাড়িম, ধাত্রী, নারিকেল, পুরাণসর্পিঃ, কর্পূর, শিশিরানিল, ধারাগৃহ, মিত্রসঙ্গম, ক্ষৌমাম্বর, প্রিয়ালিঙ্গন, উন্নত শীতবালিশ, শীতাম্বু, চন্দন, স্নান।

মদাত্যয়ে অপথ্য—স্বেদ, অঞ্জন, ধূমপান, দন্তঘর্ষণ, তাম্বূল।

দাহরোগে পথ্য—শালিধান্য, মুদ্গ, মসুর, চণক, যব, লাজমণ্ড, লাজশক্তু, সিতা, শতধৌত, ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীত, কুষ্মাণ্ড, কর্কটী, মোচ, পনস, খাদু, দাড়িম, পটোল, দ্রাক্ষা, ধাত্রীফল, সকল তিক্ত সেক, অভ্যঙ্গ, অবগাহন, উত্তমশয্যা, শীতলকানন, বিচিত্রকথা, গীত, শিশির, মধুভাষণ, উশীর, চন্দনলেপ, শীতাম্বু, শিশিরানিল, ধারাগৃহ, প্রিয়াস্পর্শ, চন্দ্রকিরণ, স্নান, মণি ও মধুররস।

দাহে অপথ্য—বিরুদ্ধ অন্ন ও পান, ক্রোধ, বেগধারণ, গজাবরোহ, অধ্বা, ক্ষার, পিত্তকর দ্রব্য, তাপায়, আতপ, স্বেদ, তাম্বূল, মধু, ব্যবায়, তিক্ত ও কষায়।

বাতরোগে পথ্য—অভ্যঙ্গ, মর্দ্দন, বস্তি, স্নেহ, স্বেদ, অবগাহন, সংবাহন, সংশমন, বাতবর্জ্জন, অগ্নিকর্ম, উপনাহ, ভূশয্যা, স্নান, আসন, শিরোবস্তি, নস্য, আতপ, সন্তর্পণ, গোধূম, দধি, কুঞ্চিকা, তৈল, বসা, মজ্জা, খাদু, অম্ল ও লবণরস, কুলখরস, সুরা, ছাগাদি মাংস, পটোল, বার্ত্তাকু, লশুন, দাড়িম, পক্কতাল, জম্বীর, বদর, দ্রাক্ষা, শুক্রবর্দ্ধক ক্রিয়া।

বাতরোগে অপথ্য—চিন্তা, প্রজাগর, বেগধারণ, ছর্দ্দি, শ্রম, অনশন, চণক, কলায়, নীবার প্রভৃতি তৃণধান্য, রাজমাষ, মুদ্গ, করীর, জম্বু, কশেরু, মৃণাল, নিষ্পাববীজ, শালুক, বালতাল, পত্রশাক, বিরুদ্ধ অন্ন, ক্ষার, গুরুপলল, অশুক্ত প্রভৃতি, ক্ষৌদ্র, কষায়, কটু ও তিক্তরস, ব্যবায়, হস্ত্যশ্বযান, চংক্রমণ, খট্টা, দন্তঘর্ষণ।

শূলরোগে পথ্য—ছর্দ্দি, স্বেদ, লঙ্ঘন, পায়ু, বর্ত্তি, বস্তি, ক্রিয়া, রেচন, পাচন, তপ্তক্ষীর, পটোল, শোভাঞ্জন, বার্ত্তাকু, পক্কাম্র, দ্রাক্ষা, কপিত্থ, রুচক, পিয়াল, শালিঞ্চপত্র, বাস্তুক, সামুদ্র, সৌবর্চ্চল, হিঙ্গু, বিশ্ব, বিড়্, লশুন, লবঙ্গ, এরণ্ডতৈল, ভূঙ্গতিক্তল, তপ্তাম্বু, জম্বীররস, কুষ্ঠ।

শূলে অপথ্য—বিরুদ্ধান্নপান, জাগর, বিষমাশন, রুক্ষ, তিক্ত, কষায়, শীতল, গুরু, ব্যায়াম, মৈথুন, মদ্য, বৈদল, লবণ, কটু, বেগরোধ, শোক ও ক্রোধ।

হৃদ্‌রোগে পথ্য—স্বেদ, বিরেক, বমন, লঙ্ঘন, বস্তি, পুরাতন রক্তশালি, জাঙ্গল, মৃগ ও পক্ষীর যূষ, মুদ্গ ও কুলত্থরস, পটোল, কদলীফল, পুরাণ কুষ্মাণ্ড, রসাল, দাড়িম, সম্পাকশাক, নব মূলক, এরণ্ডতৈল, সৈন্ধব, দ্রাক্ষা, তক্র, পুরাতনগুড়, শুণ্ঠী, যমানী, লশুন, হরীতকী, কুষ্ঠ, কুস্তুম্বুরু, আর্দ্রক, সৌবীর, শুক্ত, মধু, বারুণীরস, কস্তূরিকা, চন্দন, তাম্বূল।

হৃদ্‌রোগে অপথ্য—তৃষ্ণা, ছর্দ্দি, মূত্র, বায়ু, [illegible] কাস, উদ্গার, শ্রম, শ্বাস, বিষ্ঠা ও অশ্রুবেগধারণ, দুষ্টজল, কষায়, বিরুদ্ধ, উষ্ণ, গুরু, তিক্ত, অম্ল, ক্ষার, মধূক, দন্তকাষ্ঠ ও রক্তস্রুতি।

মূত্রকৃচ্ছ্রে পথ্য—বায়ু জন্য হইলে অভ্যঙ্গ, নিরূহবস্তি, স্নেহ, অবগাহ, উত্তরবস্তি, সেক, পিত্ত জন্য হইলে অবগাহ, বস্তিবিধি, বিরেচন; শ্লেষ্মজ হইলে স্বেদ, বিরেক, বস্তি, ক্ষার, যবান্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, পুরাতন লোহিতশালি, গোদুগ্ধ দুগ্ধ, তক্র ও দধি, মুদ্গরস, সিতা, পুরাণ কুষ্মাণ্ডফল, পটোল, মহার্দ্রক, গোক্ষুরক, কুমারী, গুবাক, খর্জ্জুর, নারিকেল ও তালের মাথী, তালশাঁস, শীতপান, শীতাশন, হিমবালুকা।

মূত্রকৃচ্ছ্রে অপথ্য—মদ্য, শ্রম, দুরন্ত, গজবাজিযান, বিরুদ্ধ

ভোজন, তাম্বুল, মৎস্য, লবণ ও আত্রক, হিঙ্গু, তিল, সর্ষপ, বেগরোধ, মাষ, অতি তীক্ষ্ণ, বিদাহী, রুক্ষ ও অম্ল।

অশ্মরীতে পথ্য—বস্তি, বিরেক, বমন, লঙ্ঘন, স্বেদ, অবগাহ, বারিসেচন, যব, কুলত্থ, পুরাণশালি, মদ্য, পুরাতন কুষ্মাণ্ড, বারুণ শাক, আর্দ্রক, যবশূক, রেণু, অশ্মসমাকর্ষণ।

অশ্মরীতে অপথ্য—মূত্র ও শুক্রের বেগধারণ, অম্ল, বিষ্টম্ভী, রুক্ষ ও গুরু অন্নপান, বিরুদ্ধ পানাশন।

প্রমেহে পথ্য—প্রথম লঙ্ঘন, বমন, বিরেচন, প্রোদ্বর্ত্তন, শমন, দীপন, নীবার, কঙ্গু, যব, শ্যামাক, গোধূম, শালি, কলম, মুদগাদির যূষ, লাজ, পুরাতন সুরা, মধু, তক্র, উড়ুম্বর, লশুন, নবীন মোচ, পত্তুর, গোক্ষুরক, মূষিকপর্ণী, শাক, মন্দারপত্র, ত্রিফলা, কপিত্থ, জম্বু, কষায়, হস্ত্যশ্ববাহন, অতিভ্রমণ, রবি-কিরণ, ব্যায়াম।

প্রমেহে অপথ্য—মূত্রবেগ, ধূমপান, স্বেদ, রক্তমোক্ষণ, দিবানিদ্রা, নবান্ন, দধি, আনূপ মাংস, নিষ্পাব, পিষ্টান্ন, মৈথুন, সৌবীরক, সুরা, শুক্ত, তৈল, ক্ষীর, ঘৃত, গুড়, তুম্বী, তালশাঁস, বিরুদ্ধাশন, কুষ্মাণ্ড, ইক্ষু, দুষ্টাম্বু, স্বাদু, অম্ল, লবণ ও অভিষ্যন্দী।

কুষ্ঠরোগে পথ্য—পক্ষে পক্ষে ছর্দ্দন, মাসে মাসে বিরেচন, প্রতি তিন দিনে নস্য, ৬ মাসে রক্তমোক্ষণ, সর্পির্লেপ, পুরাতন যবাদি মাক্ষিক, জাঙ্গলামিষ, আষাঢ়ফল, বেত্রাগ্র, পটোল, বৃহতীফল, কাকমাচী, নিম্বফল, লশুন, হিলমোচিকা, পুনর্নবা, মেষশৃঙ্গ, ভল্লাতক, পকতাল, খদির, চিত্রক, নাগপুষ্প, গো, খর, উষ্ট্র, অশ্ব ও মহিষীর মূত্র, কস্তুরিকা, গন্ধসার, তিক্ত, বস্ত্র ও ক্ষারকর্ম্ম।

কুষ্ঠরোগে অপথ্য—পাপকর্ম্ম, কৃতঘ্নভাব, গুরুনিন্দা, গুরু-ধর্ষণ, বিরুদ্ধপানাশন, দিবানিদ্রা, চণ্ডাংশুতাপ, বিষমাশন, স্বেদ, মৈথুন, বেগরোধ, ইক্ষু, ব্যায়াম, অম্ল, তিল, মাষ, দ্রব, গুরু ও নবান্ন ভোজন, বিদাহী, বিষ্টম্ভীমূলক, আনূপ, মাংস, দধি, দুগ্ধ, মদ্য ও গুড়।

মুখরোগে পথ্য—স্বেদ, বিরেক, বমন, গণ্ডূষ, প্রতিসারণ, কবল, রক্তমোক্ষণ, নস্য, ধূম, শস্ত্র ও অগ্নি কর্ম্ম, তৃণধান্য, যব, মুদ্গ, কুলত্থ, জাঙ্গলরস, পটোল, বালমূলক, কর্পূরনীর, তাম্বুল, তপ্তাম্বু, খদির, ঘৃত, কটু, তিক্ত।

মুখরোগে অপথ্য—দন্তকাষ্ঠ, স্নান, অম্ল, মৎস্য, আনূপমাংস, দধি, ক্ষীর, গুড়, মাংস, রুক্ষান্ন, কঠিনাশন, অধোমুখে শয়ন, গুরু, অভিষ্যন্দকারক, দিবানিদ্রা।

কর্ণরোগে পথ্য—স্বেদ, বিরেক, বমন, নস্য, ধূম, শিরাবেধন, গোধূম, শালি, মুদ্গ, যব, হরিণাদি, ব্রহ্মচর্য্য, অভাষণ।

কর্ণরোগে অপথ্য—বিরুদ্ধান্নপান, বেগরোধ, প্রজল্পন, দন্তকাষ্ঠ, শিরস্নান, ব্যায়াম, শ্লেষ্মল দ্রব্য, গুরু, কণ্ডূয়ন, তুষার।

নাসারোগে পথ্য—নির্ব্বাতনিলয়স্থিতি, প্রগাঢ়োষ্ণীষ ধারণ, গণ্ডূষ, লঙ্ঘন, নস্য, ধূম, ছর্দ্দি, শিরাবেধ, কটুচূর্ণ নাসারন্ধ্রে দিয়া তিনবার প্রবেশন, স্বেদ, স্নেহ, শিরোভঙ্গ, পুরাতন যব ও শালি, কুলত্থ ও মুদ্গযূষ, কটু, অম্ল, লবণ, স্নিগ্ধ, উষ্ণ ও লঘু ভোজন।

নাসারোগে অপথ্য—বিরুদ্ধান্ন, দিবানিদ্রা, অভিষ্যন্দী, গুরু, স্নান, ক্রোধ, শকৃৎ, মূত্র, অশ্রুজলের বেগধারণ, শোক, দ্রব, ভূশয্যা।

নেত্ররোগে পথ্য—আশ্চ্যোতন, লঙ্ঘন, অঞ্জন, স্বেদ, বিরেক, প্রতিসারণ, প্রপূরণ, নস্য, রক্তমোক্ষণ, শস্ত্রক্রিয়া, লেপন, আজ্যপান, সেক, মনোনির্বৃতি, অজ্ঘ্রিপূজা, মুদ্গ, যব, লোহিত, শালিধান্য, কুলত্থ, রস, পেয়া, লশুন, পটোল, বার্ত্তাকু, নবীন মোচ, নবমূলক, পুনর্ণবা, কাকমাচী, দ্রাক্ষা, চন্দন, তিক্ত, লঘু।

নেত্ররোগে অপথ্য—ক্রোধ, শোক, মৈথুন, অশ্রু, বায়ু, বিষ্ঠা, মূত্র, নিদ্রা ও বমি এই সকলের বেগ ধারণ, সূক্ষ্মদর্শন, দন্তবিঘর্ষণ, স্নান, নিশাভোজন, আতপ, প্রজল্পন, ছর্দ্দন, অম্বুপান, মধুক, পুষ্প, দধি, পত্রশাক, পিণ্যাক, মৎস্য, সুরা, অজাঙ্গলমাংস, তাম্বুল, অম্ল, লবণ, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ ও গুরু অন্নপান।

শিরোরোগে পথ্য—স্বেদ, নস্য, ধূমপান, বিরেক, লেপ, ছর্দ্দি, লঙ্ঘন, শীর্ষবস্তি, শালী, দুগ্ধ, পটোল, দ্রাক্ষা, বাস্তুক, আম্র, ধাত্রী, দাড়িম, মাতুলঙ্গ, তৈল, তক্র, নারিকেল, কুষ্ঠ, ভৃঙ্গরাজ, মুস্ত, উশীর, গন্ধসার।

শিরোরোগে অপথ্য—ক্ষব, জৃম্ভ, মূত্র, বাষ্প, নিদ্রা, বিষ্ঠা এই সকলের বেগধারণ, অঞ্জন, দুষ্টনীর, বিরুদ্ধান্ন, দন্তকাষ্ঠ, দিবানিদ্রা।

গর্ভিণীদিগের পথ্য—শালি, ষষ্টিক, মুদ্গ, গোধূম, লাজশক্তু, নবনীত, ঘৃত, ক্ষীর, মধু, শর্করা, পনস, কদল, ধাত্রী, দ্রাক্ষা, অম্ল, স্বাদু, শীতল, কস্তুরী, চন্দন, মালা, কর্পূর, অনুলেপন, চন্দ্রিকা, স্নান, অভ্যঙ্গ, মৃদুশয্যা, হিমানিল, সন্তর্পণ, প্রিয়বাক্, মনোরমবিহার, প্রিয়ভোজন।

গর্ভিণীর অপথ্য—স্বেদ, বমন, ক্ষার, কলহ, বিষমাশন, নক্ত-সঞ্চার, চৌর্য্য, অপ্রিয়দর্শন, অতি ব্যায়াম, আয়াস, ভার, অকাল-জাগরণ, স্বপ্ন, শোক, ক্রোধ, ভয়, উদ্বেগ, শ্রদ্ধা, বেগবিধারণ, উপবাস, অধ্বগমন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, গুরু ও বিষ্টম্ভিভোজন, নক্ত, নিরসন, মদ্য, আমিষ, উত্তানশয়ন, স্ত্রীদিগের অনীপ্সিত।

প্রসূতা স্ত্রীর পথ্য—লঙ্ঘন, মৃদুস্বেদ, গর্ভ কোষ্ঠ, বিশোধন, অভ্যঞ্জন, তৈলপান, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, সেবন, দীপন, পাচন,

মদ্য, কুলত্থ, লশুন, বার্ত্তাকু, বালমূলক, পটোল, তাম্বূল, দাড়িমরস, ৭ দিনের পর কিঞ্চিৎ বৃংহণ, ১২ দিন পরে আমিষ।

প্রসূতির অপথ্য—শ্রম, নস্য, রক্ত মুক্তি, মৈথুন, বিষমাশন, বিরুদ্ধান্ন, বেগরোধ, অতিভোজন, দিবানিদ্রা, অতিব্যায়ী, বিষ্টম্ভী ও গুরুভোজন।

বিষরোগে পথ্য—অরিষ্টাবন্ধন, মন্ত্রক্রিয়া, ছর্দ্দি, বিরেচন, শোণিতাকৃষ্টি, পরিষেক, অবগাহন, হৃদয়াবরণ, নস্য, অঞ্জন, প্রতিসারণ, উৎকর্ষণ, প্রধমন ও প্রলেপ। বহিকর্ম, উপধান, প্রতিবিষ, ধূপ, সংজ্ঞাপ্রবোধন, প্রিয়ঙ্গু, মুদ্গ, তৈল, সর্পি, বার্ত্তাকু, ধাত্রী, নিষ্পাব, তণ্ডুলীয়, মণ্ডূকপর্ণী, জীবন্তী, কালশাক, লশুন, দাড়িম, প্রাচীনামলক, কপিত্থ, নাগকেশর, গো, ছাগ ও নরমূত্র, তক্র, শীতাম্বু, শর্করা, অবিদাহী, অম্ল, সৈন্ধব, মধু, কুঙ্কুম, পশ্চিমোত্তর বাত, হরিদ্রা, সিতচন্দন, ঘৃত, শিরীষ, কস্তূরী, তিক্ত, মধুর।

বিষরোগে অপথ্য—ক্রোধ, বিরুদ্ধাশন, অধ্যশন, ব্যবায়, তাম্বূল, আয়াস, প্রবাত, সর্ব্বাম্ল, সর্ব্ব লবণ, নিদ্রা, ভয়, ধূমবিধি।

বাতিকরোগে পথ্য—অভ্যঙ্গ, পরিমর্দ্দন, শয়ন, সংস্বেহন, বৃংহণ, স্নেহ, স্বেদন, শয়ন, সংবাহন, বস্তি, নস্য, প্রাবরণ, সমীরণ-পরিত্যাগ, অবগাহ, শিরোবস্তি, বিস্মরণ, সূর্য্যকিরণ, স্নান, বিস্মাপন, গাঢ়োপনাহ, সুরা, ভূশয্যা, সুখশীলতা, মজ্জা, তৈল, বসা, কুলত্থ, তিল, গোধূম, কৃশর, মস্তু, গোমূত্র, দধি, কূর্চ্চিকা, এণাদি মাংস, রোহিতাদি মৎস্য, বার্ত্তাকু, লশুন, দ্রাক্ষা, কপিত্থ, শিবা, পক্বতাল, বকুল, বাস্তুক, মন্দারফল, তাম্বূল, সিতশর্করা, লবণ, লোধ্র, অগুরু, গুগ্গুলু, কুঙ্কুম জাতি প্রভৃতি পুষ্পের মালা।

বাতিকরোগে অপথ্য—চিন্তা, জাগরণ, রক্তমোক্ষণ, বমি, লঙ্ঘন, ব্যায়াম, গজ ও বাজিবাহনবিধি, সন্তারণ, মৈথুন, আঘাত, প্রপতন, ধাতুক্ষয়, ক্ষোভন, শোক, চংক্রমণ, বিরুদ্ধাশন, জলদাগম, রজনীশেষ, অপরাহ্ণ, ভয়, কষায়, তিক্ত, কটু, ক্ষার ও অতি শীত এই সকল ভক্ষণ, তৃণধান্য, আঢ়কী, কঙ্গু, উদ্দাল, যব, শ্যামাক, শিম্বী, রাজমাষ, চণক, মুদ্গ, কুলত্থ, বিষ, শালুক, তিন্দুক, নবতাল শস্য, তালাস্থিমজ্জা, পিণ্যাক, শিশিরাম্বু, রাসভদুগ্ধ, পত্রশাক, ত্রিবৃৎ, কুলিঙ্গ, করীর, মাক্ষিক, ধূম, বদ্ধমরুৎ।

পৈত্তিকে পথ্য—সর্পিঃপানবিধি, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, সিতশালি, গোধূম, আঢ়কি, চণক, মুদ্গ, মসূর, যব, পর্য্যুষিত মণ্ড, পয়ঃ, মাক্ষিক, লাজ, ঘৃত, সিতা, শীতোদক, কদল, বেত্রাগ্র, আষাঢ়ক, মৃদ্বীকা, কুষ্মাণ্ড, তুম্বী, দাড়িম, ধাত্রী, কোমলতাল শস্য, অভয়া, খর্জ্জুর, কষায়, তিক্ত, মধুর, নিম্ব, ত্রিবৃৎ, চন্দন, মিত্রসমাগম, সুশীতলবন, ধারাগৃহ, চন্দ্রিকা, ভূশয্যা, স্নান, ভূমিগৃহ, প্রিয়কথা, মন্দানিল, অঙ্গুলেপন, বাদিত্রশ্রবণ, উত্তম দৃশ্যদর্শন, কর্পূর, শীতক্রিয়া।

পৈত্তিকে অপথ্য—ধূম, স্বেদ, আতপ, মৈথুন, সন্তারণ, ক্রোধ, ক্ষার, অশ্ব, গজবাজিবাহনবিধি, তীক্ষ্ণকর্ম, ব্যায়াম, গ্রীষ্ম, বিরুদ্ধাশন, মধ্যাহ্ন, জলদাগম, রজনীমধ্য, মদ্যবর্জ, ব্রীহি, বেণুফল, তিল, লশুন, মাষ, কুলত্থ, গুড়, নিষ্পাব, মদিরা, অক্ষনী, উষ্ণোদক, অধীর, হিঙ্গু, লকুচ, মূত্র, ভল্লাতক, তাম্বূল, দধি, সর্ষপ, বদর, তৈলাশন, তিত্তিড়ী, কটু, অম্ল, লবণ, বিদাহী।

শ্লৈষ্মিকরোগে পথ্য—ছর্দ্দি, লঙ্ঘন, অঞ্জন, নিরূহণ, স্বেদন, চিন্তা, জাগরণ, শ্রম, অতিগমন, তৃষ্ণাবেগধারণ, গণ্ডূষ, প্রতিসারণ প্রধমন, হস্ত্যশ্ববাহন, ধূম, প্রাবরণ, নিযুদ্ধ, অতিসংক্ষোভ, নস্য, ভয়, পুরাতনশালি, নিষ্পাব, তৃণধান্য, চণক, মুদ্গ, কুলত্থরস, ক্ষার, সর্ষপতৈল, উষ্ণজল, রাজিকা, বেত্রাগ্র, বার্ত্তাকু, ঔড়ুম্বর, কর্কোট, লশুন, মোচকুসুম, শক্রাশন, শূরণ, নিম্ব, মূলকপোতিকা, বরুণ, তিক্তা, ত্রিবৃৎ, মাক্ষিক, তাম্বূল জীর্ণমদিরা, ব্যোষ, লাজ, তিক্ত অঞ্জন, মৌক্তিক, কটু, কষায়রস।

শ্লৈষ্মিকরোগে অপথ্য—স্নেহ, অভ্যঞ্জন, আসন, দিবাশয়ন, স্নান, বিরুদ্ধ ভোজন, শিশির, বসন্তসময়, ভুক্তমাত্রসময়, মাষ, নবতণ্ডুল, মৎস্য, মাংস, ইক্ষুবিকৃতি, দুগ্ধবিকৃতি, তালাস্থিমজ্জা, দ্রব, পনস, ছত্রাক, আষাঢ়ক, খর্জ্জুর, অনুলেপন, পয়ঃ, পায়স, স্বাদু, অম্ল, লবণ, গুরু, তুহিন ও সন্তর্পণ।

বসন্ত ঋতুতে পথ্য—বমন, সুরত, ব্যায়াম, তেল, ভ্রমণ, অগ্নিসেবা, কটু, তিক্ত, বিদাহী, তীক্ষ্ণ, কষায়, মদ্যোদন।

বসন্ত ঋতুতে অপথ্য—দিবানিদ্রা, সন্তর্পণ, আলস্য, চন্দ্রসেবা, পিণ্ডালুক, স্বাদু, গুরুদক ও অম্ল, পিষ্টক, দধি, ক্ষীর, ঘৃত।

গ্রীষ্ম ঋতুতে পথ্য—চন্দন, শীতবাত, ছায়া, অম্বু, কক্ষাশয়ন, প্রসূন, সদ্যঃ জল দেওয়া পান্তাভাত বিশিষ্ট দ্রব্য ও প্রিয়ভোজন।

গ্রীষ্ম ঋতুতে অপথ্য—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ক্ষার, অম্ল, রৌদ্র, ভ্রমণ, অগ্নিসেবা, উত্রিদ্রতা, তাম্রময়পাত্রে তোয়পান, অতিপান, দধি, তক্র, তৈল।

বর্ষাতে পথ্য—লবণ, অম্ল, মিষ্ট, সার, প্রিয়, স্নিগ্ধ, গুরু, উষ্ণ, বল্য, অভ্যঙ্গ, উদ্বর্তন, অগ্নিসেবা, তপ্তাম্বুপান, দধি।

বর্ষাতে অপথ্য—পূর্ব্বপবন, বৃষ্টি, ধর্ম্ম, হিম, শ্রম, নদীতীর, দিবানিদ্রা, রুক্ষ, নিত্যমৈথুন।

শরৎকালে পথ্য—শীতরসাম্বুপান, তরুচ্ছায়া, চন্দন, ইক্ষুসেবা, সিতা, মুদ্গ, মসূর, গব্যঘৃত, ইক্ষু, শাল্যোদন।

শরৎকালে অপথ্য—লবণ, অম্ল, তীক্ষ্ণ, কটু, পিষ্ট, অতসী, বিদাহী, সুরা, নাল, দধি, তক্র, তৈল, ক্রোধ, উপবাস, আতপ, মৈথুন।

হিম ঋতুতে পথ্য—তপ্তজল, উপনাহ, গব্য, অন্নপান, ঘৃত, স্ত্রীসেবা, বহ্নিসেবা, গুরু ও যথেষ্ট ভোজন।

হিম ঋতুতে অপথ্য—দিবানিদ্রা, লঘুভোজন, অভোজন, লঙ্ঘন, পুরাতনান্ন, লঘুপাকী দ্রব্য, শৈত্য, শীতজলাবগাহন।

শিশিরে পথ্য—স্ত্রী ও বহ্নিসেবা, মৎস্য, অজমাংস, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত।

শিশিরে অপথ্য—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, অম্ল, কষায় ও তিক্ত, সামুদ্রক, আর্দ্রভোজন, দিবানিদ্রা, চন্দন, চন্দ্রসেবা, শীতজলে স্নানাদি। (পথ্যাপথ্য বিনিশ্চয়।)

ভগ্ন, ভগন্দর, উপদংশ, শূকদোষ, বিসর্প, বিস্ফোট, মসূর, ক্ষুদ্ররোগ প্রভৃতি সকল রোগের এইরূপ পথ্যাপথ্য লিখিত আছে। বাহুল্য ভয়ে ঐ সকল রোগের বিষয় লিখিত হইল না।

যে সকল বস্তু হিতজনক, তাহাই পথ্য, যাহা অহিতকর, তাহা অপথ্য। পথ্যাপথ্য স্থির করিলে এবং ঋতু বিশেষে যাহা হিতজনক তাহা সেবন করিলে শরীর সুস্থ ও সবল হয়।

পথ্যাবক্ত্র (স্ত্রী) মাত্রাবৃত্ত ভেদ। ইহার প্রতিপাদে ৮টী করিয়া অক্ষর হইবে। লক্ষণ—

"যুজোশ্চতুর্থতো জেন পথ্যাবক্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্।" (ছন্দোম)

ইহার প্রথম চরণে ১, ৩, ৬, ৭ বর্ণ গুরু অন্তবর্ণ লঘু। দ্বিতীয় চরণে ১, ২, ৬, ৮ বর্ণ গুরু ও অন্ত বর্ণ লঘু। তৃতীয় চরণে ১, ২, ৩, ৬, ৭, ৮ বর্ণ গুরু ও অন্ত বর্ণ লঘু। চতুর্থ চরণে ১, ২, ৩, ৬, ৮ বর্ণ গুরু ও অন্ত বর্ণ লঘু। বৃত্তরত্নাকরে ইহার লক্ষণ এইরূপ আছে—

"যুজোর্জ্জেন সরিদ্ভর্তুঃ পথ্যাবক্ত্রং প্রকীর্ত্তিতং।"

উদা—"রাসকেলিসতৃষ্ণস্য কৃষ্ণস্য মধুবাসরে।
আসীদ্গোপমৃগাক্ষীণাং পথ্যাবক্ত্রমধুক্রতিঃ॥" (শব্দক°)

পদ, স্থৈর্য্য। ভ্বাদি পরস্মৈ সক সেট্। লট্ পদতি। লোট্—পদতু। লিট্ পপাদ পেদতুঃ পেদুঃ। লুঙ্ অপাদীৎ অপদীৎ।

পদ, গতি, প্রাপ্তি। দিবাদি আত্মনে অক° সেট্। লট্ পদ্যতে। লোট্ পদ্যতাং। লঙ্ অপদ্যত। লিট্ পেদে। লুট্ পত্তা। লৃট্ পৎস্যতে। লুঙ্ অপাদি অপাৎসাতাং অপৎসত। সন্ পিৎসতে। যঙ্ পনীপদ্যতে। যঙ্ লুক্ পনীপত্তি। ণিচ্ পাদয়তি। লুঙ্ অপীপদৎ।

অনু+পদ—প্রাপ্তি, গ্রহণ। আ+পদ ধাতু ১ আগমন। ২ প্রাপ্তি। ৩ আপৎপ্রাপ্তি। ৪ উৎপত্তি। উৎ+পদ—উৎপত্তি। উপ+পদ ১ আগমন। ২ প্রাপ্তি। ৩ উৎপত্তি। ৪ সিদ্ধি। ৫ সঙ্গতি। অভি+উপপদ—উপপত্তি অনুগ্রহ। নির্+পদ—নিষ্পত্তি। প্র+পদ—প্রাপ্তি। প্রতি+পদ—প্রতিপত্তি, অঙ্গীকার, প্রত্যয়, প্রাপ্তি, জ্ঞান, গ্রহণ, প্রতিপাদন। বি+প্রতিপদ—বিপ্রতিপত্তি, বিরোধ, বিরুদ্ধ জ্ঞান। বি+পদ—বিপত্তি। সম্+পদ—১ উৎপত্তি। ২ ভবন। ৩ নিষ্পত্তি। ৪ প্রাপ্তি। ণ্যন্ত করিলে সম্প্রদান অর্থ হইবে।

পদ, গতি। অদন্ত চুরাদি আত্মনে সক সেট্। লট্ পদয়তে। লিট্ পদয়াঞ্চক্রে। লুঙ্ অপপদত।

পদ্ (পুং) পদ্যতে গচ্ছত্যনেন পদ-ক্বিপ্। ১ পাদ, চরণ। কেহ কেহ বলেন পদ্ শব্দ নহে, পাদশব্দ ভবে পাদশব্দ স্থানে পদ্ আদেশ হইয়া 'পদ' এইরূপ শব্দ হয়, কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে।

'পদোহংঘ্রিশ্চরণো হস্ত্রিয়াং।' (অমর)

পদ (ক্লী) পদ-অচ্ (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩।১।১৩৪) ১ ব্যবসায়। ২ ত্রাণ। ৩ স্থান।

"এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্ব সমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং॥" (মনু ১২।১২৫)

৪ চিহ্ন। ৫ পাদ। ৬ বস্তু। ৭ শব্দ। ৮ প্রদেশ। ৯ পাদচিহ্ন। ১০ শ্লোকের পাদ। (পুং) ১১ কিরণ। ১২ ছত্র, উপানহ, বস্ত্র, মুদ্রিকা, কমণ্ডলু, আসন, ভাজন ও ভোজ্য এই আটটী দ্রব্যকে পদ বলে। দুঃখপ্রপীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহাকেও এই সকল দ্রব্য দিতে নাই। ১৩ ছয় অঙ্গুলে একপদ (পদতলের প্রস্থ)। ১৪ ঋক্ বা যজুর্ব্বেদের পদপাঠ। ১৫ প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের লিখিত কৃষ্ণবিষয়ক কবিতা। ১৬ সুপ্তিঙন্তচয় বাক্য, যে বাক্যের অন্তে সুপ্ ও তিঙ্ বিভক্তি আছে, তাহাকে পদ কহে। "সুপ্তিঙন্তং পদং"(মুগ্ধবো°) বাক্যের অন্তে বিভক্তি এবং ধাতুর অন্তে তিঙ্ হইলে তাহা পদবাচ্য হয়। যথা—রাম শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইলে অর্থাৎ 'রামঃ' এইরূপ হইলে পদ হইল। সাহিত্যদর্পণে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে।

"বর্ণাঃ পদং প্রয়োগার্হানন্বিতৈকার্থবোধকাঃ।" (সাহিত্যদ° ২।১)

প্রয়োগার্হ অর্থাৎ যেরূপ হইলে বাক্য প্রয়োগকরা যায় এবং অনন্বিত ও একার্থবোধক বর্ণ পদ বলিয়া অভিহিত হয়।

এই পদ তিন প্রকার—বাচ্য লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য। অভিধা শক্তিদ্বারা অর্থবোধ হইলে বাচ্যপদ, লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধ হইলে লক্ষ্য পদ এবং ব্যঞ্জনা দ্বারা অর্থাবগতি হইলে ব্যঙ্গ্যপদ হইয়া থাকে। যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিযুক্ত পদসমূহ বাক্য বলিয়া অভিহিত হয়। বাক্যোচ্চয়ই মহাবাক্য।

বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে। পদই বাক্যে ব্যবহার হয়। শব্দ ও ধাতু ব্যবহার হয় না। পদ দুই প্রকার

নাম এবং ক্রিয়া। শব্দ ও ধাতুর উত্তর প্রত্যয় হইবে ঐ শব্দ ও ধাতুকে প্রত্যয়ান্ত বলে। প্রত্যয়ান্ত হইলেও তাহারা শব্দ বা ধাতুই থাকে। তদুত্তর বিভক্তিযোগ ব্যতীত তাহারা পদ হয় না এবং পদ না হইলে বাক্যে ব্যবহার হয় না।

শব্দের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে নাম-পদ হয় যথা মানুষেরা, মানুষ সকল প্রভৃতি। ধাতুর উত্তর বিভক্তি যোগ করিলে ক্রিয়াপদ হয়। যথা করিতেছি করিয়াছিলাম ইত্যাদি। প্রাতিপদিক ও ধাতুর এক একটী অর্থ আছে, কিন্তু বিভক্তি-যুক্ত অর্থাৎ পদ না হইলে অর্থবোধ হয় না। যেরূপ 'কৃ' ধাতু ইহার অর্থ করা, কিন্তু ধাতুরূপে ইহার ব্যবহার হয় না; পদ হইয়া অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত হইয়া "করিব করিলাম কর" ইত্যাদিরূপে বিভক্তিযুক্ত বা পদ ব্যবহার হয়। দুই বা অধিক পদ একত্র পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিলে ঐ পদসমষ্টিকে বাক্য কহে। এই পদ পাঁচ প্রকার—বিশেষ্য, সর্ব্বনাম, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া।

নৈয়ায়িকদিগের মতে—অর্থবোধক শক্তিবিশিষ্ট হইলে তাহাকে পদ কহে।

শাব্দিকগণ—সুপ্তিঙন্ত হইলে পদ বলিয়া থাকেন। ইহা চারি প্রকার—যৌগিক, রূঢ়, যোগরূঢ় এবং যৌগিকরূঢ়।

পদক (পুং) পদং বেত্তি যঃ পদ-বুন্ (ক্রমাদিভ্যো বুন্। পা ৪।২।৬১) ১ পদজ্ঞাতা বেদমন্ত্রপদবিভাজক গ্রন্থের অধ্যেতা। ২ গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। ৩ স্বনামখ্যাত কণ্ঠভূষণ।

দেবপদচিহ্ন ধারণে শুভ হয়। যে দেবতার পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া বালকগণকে ধারণ করান হয়, তাহাই পদক। পদমেব স্বার্থে-কন্। (স্ত্রী) ৪ পদ।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে—স্বর্ণ রজত বা পাষাণে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন প্রস্তুত করিয়া পূজা করিতে হয়, পদচিহ্ন পূজা করিলে সকল প্রকার সিদ্ধিলাভ হয়। স্বর্ণাদিতে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠমূলে চক্র, মধ্যমাঙ্গুলিমূলে কমল, পদ্মের অধোদিকে ধ্বজ, কনিষ্ঠামূলে বজ্র, পার্ষ্ণি মধ্যে অঙ্কুশ, অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বে যব, এবং বামাঙ্গুষ্ঠমূলে পাঞ্চজন্য এই সকল চিহ্ন দিতে হইবে। (পদ্মপু° পাতাল ১২ অ°)

৪ পদপাঠে অভ্যস্ত। (দিব্যাবদান ৬২০।১৯)

পদকার (পুং) পদবিভাগং করোতি কৃ-অণ্। বেদের মন্ত্রপদ-বিভাজক গ্রন্থকর্ত্তা।

পদক্রম (পুং) বেদমন্ত্রের পদবিভাজক ক্রম। তদধীতে বেত্তি বা উক্থাদিত্বাৎ ঠক্। পাদক্রমিক, তদ্গ্রন্থব্যাখ্যাতা, তদ্গ্রন্থবেত্তা।

পদক্রমক (ক্লী) পদং ক্রমক তৌ বেত্ত্যধীতে বা বুন্। ১ পদ ও ক্রমবেত্তা। ২ তদ্গ্রন্থাধ্যেতা।

পদগ (পুং) পদাভ্যাং গচ্ছতীতি গম-ড। ১ পদাতিক। (ত্রি) ২ পদব্রজে গমনকর্ত্তা।

পদগতি (স্ত্রী) পদস্য গতিঃ। ১ পদসঞ্চার।

পদগোত্র (ক্লী) পদানাং গোত্রং। ভারদ্বাজাদি পদের গোত্র, ভরদ্বাজ প্রভৃতি ৪ জনের গোত্র। (নিরুক্ত)

পদচতুরূর্দ্ধ, ছন্দোবিশেষ। যে সকল কবিতা অসমান ছন্দে লিখিত হয়, অর্থাৎ কবিতার প্রতিচরণে যতির সমতা না রাখিয়া পদসংখ্যার কমবেশী করা হয়। এই ছন্দে ৮ হইতে ক্রমিক ২০টী পর্য্যন্ত পদ থাকিতে পারে।

পদচ্ছেদ (পুং) পদবিশ্লেষণ।

পদজাত (ক্লী) পদানাং জাতং। আখ্যাত নাম নিপাত ও উপ-সর্গরূপ পদসমূহ।

পদজ্ঞ (ত্রি) পদং জানাতি জ্ঞা-ক। মার্গজ্ঞ, পদজ্ঞাতা, যিনি পদ জানেন। "যঃ পূর্ব্বে পিতরঃ পদজ্ঞাঃ।" (ঋক্ ১।৬২।২) 'পদজ্ঞাঃ মার্গজ্ঞাঃ পদানি জানন্তীতি।' (সায়ণ)

২ প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন পদবিষয়ে জ্ঞানী।

পদজ্বল (পুং) ঋষিভেদ।

পদণ্ডা, বালিদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণদিগের গুরু বা পুরোহিতের উপাধি। ইহারা জাতিতে ব্রাহ্মণ। কাহাকে বিদ্যা, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতির জন্য পদণ্ডা উপাধি গ্রহণ করিতে হইলে তাহাকে গুরুর অবনতি স্বীকার করিতে হয় এবং সেই সঙ্গে তাহার আরও কএকটী পরীক্ষা হইয়া থাকে। কতকগুলি ক্রিয়াকলাপের পর তাহাকে পবিত্রীকরণের সময় তাহার মস্তক গুরুপদে রক্ষা করা হয় এবং গুরুর পাদোদক পান করিতে দেয়। পদণ্ডা হইতে অনেক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। অতঃপর গুরু আসিয়া ব্রাহ্মণকুমারকে একটী 'দণ্ড' দান করেন। ঐ দণ্ড পাইলে সে সর্ব্বজন পূজ্য ও সকল লোকের ধর্ম্ম-উপদেষ্টা হইতে পারে। এই দণ্ডধারণ হেতু তাহাদের নাম 'পদণ্ডা' হইয়াছে, ইহাদের অপর একটী নাম 'পণ্ডিত'। ইহারা সময় সময় পৌরোহিত্যও করে। [ব্রাহ্মণ বালিদ্বীপ শব্দ দেখ।]

পদতা (স্ত্রী) পদস্য ভাবঃ পদ-তল-টাপ্। পদত্ব, পদের ধর্ম্ম।

পদতল (ক্লী) চরণতল, পায়ের তলা।

পদদেবতা (স্ত্রী) পদানামাখ্যাতাদীনাং দেবতা। আখ্যাতাদির সোমাদি দেবতা। "সৌম্যমাখ্যাতং নাম বায়ব্যমাগ্নেয় ইতি।" (বাজসনেয়প্রাতিশাখ্য° ৩।৬১)

পদনিধন (ক্লী) পদমধিকৃত্যনিধনং। সামভেদ। (লাট্যা° শ্রৌত° ৬।১১।১)

পদনী (ত্রি) পথপ্রদর্শক।

পদন্যাস (পুং) পদস্ত ন্যাসঃ। ১ চরণার্পণ, পদবিক্ষেপ। পদস্ত গোপদ্যা ইব ন্যাসো যত্র। ২ গোক্ষুর। ৩ তন্ত্রোক্ত অন্নপূর্ণামন্ত্র স্থিত পদের তত্তদঙ্গে ন্যাস। অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবীর পূজা ও মন্ত্রে পদন্যাস করিতে হয়*। তন্ত্রসারে এই ন্যাসের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবী পূজায় প্রথমে পূজাপদ্ধতি অনুসারে পূজা করিয়া পদন্যাস করিতে হইবে। পদন্যাসে বিশেষ এই—একবার ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে গুহ্যদেশ পর্য্যন্ত, পুনর্ব্বার গুহ্যদেশ হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত ন্যাস বিধেয়। এই ন্যাসের বিষয় জ্ঞানার্ণবে এইরূপ লিখিত আছে যথা—প্রথমে ব্রহ্মরন্ধ্রে ওঁ নমঃ, মুখে হ্রীঁ নমঃ, হৃদয়ে শ্রীঁ নমঃ, নাসিকায় ভগবতি নমঃ, মূলাধারে ক্লীঁ নমঃ, ভ্রূমধ্যে নমোনমঃ, কণ্ঠে মাহেশ্বরি নমঃ, নাভিদেশে অন্নপূর্ণে নমঃ, লিঙ্গে স্বাহা নমঃ এইরূপে ন্যাস করিতে হয়। (তন্ত্রসার অন্নপূর্ণাপূজাপ্র°)

পদপংক্তি (স্ত্রী) পদচিহ্ন, পদশ্রেণী।

পদপদ্ধতি (স্ত্রী) পদচিহ্ন।

পদপাঠ (পুং) পদস্ত পাঠঃ। বেদপদবিভাজক গ্রন্থভেদ।

পদপূরণ (ক্লী) পদস্ত পূরণং। ১ পদের পূরণ, পাদপূরণ। (ত্রি) ২ পদপূরণবিশিষ্ট।

পদবন্ধ (পুং) পদচিহ্ন।

পদভঞ্জন (ক্লী) বিভক্তিযুক্তানাং পদানাং ভঞ্জনং বিশ্লেষো যত্র বা পদানি ভজ্যন্তেহনেন ভঞ্জ করণে ল্যুট্। নিরুক্ত। গূঢ়ার্থ শব্দব্যাখ্যা। যে ব্যাখ্যাগ্রন্থে পদসকল বিশেষরূপে ভাঙ্গিয়া অর্থ লিখিত থাকে। (হেম)

পদভঞ্জিকা (স্ত্রী) পদানাং ভঞ্জিকা বিশ্লেষিকা। পঞ্জিকা, টিপ্পনী।

পদম, আসাম অঞ্চলবাসী পার্ব্বতীয় জাতিভেদ। বর বা আবর জাতি ইহার অন্তর্ভুক্ত। [আবর দেখ।]

পদমালা (স্ত্রী) পদানাং মালা। ১ পদশ্রেণী। ২ মোহনশীলাবিদ্যা।

"পদমালাং মহাবিদ্যাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাং।
যাচয়ামি সুরেশানমুমাদেহার্দ্ধধারিণম্ ॥" (দেবীপু°)

পদরবন, একটী প্রাচীন জনপদ। [পাবা দেখ।]

পদল, দাক্ষিণাত্যবাসী গোড়জাতির একটী শাখা। ইহাদের পথক্তি, প্রধান বা দেশাই ইত্যাদি কএকটী জাতীয় উপাধি আছে। উচ্চশ্রেণীর গোড়দিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া ও ভাটের কার্য্যই ইহাদের প্রধান ব্যবসা। এই জাতি হইতে উৎপন্ন একটী মিশ্রজাতি দেখা যায়, তাহারা বাদ্যকর ও তন্তুবায়ের কার্য্য করে।

পদযোপন (ত্রি) ১ পদগতিরোধ। ২ পদশৃঙ্খল। (বৈ°)

পদবায় (ত্রি) পথপ্রদর্শক।

পদবি (স্ত্রী) পদ্যতে গম্যতেহনয়া পদ গতৌ-পদ 'পদ্যটিভ্যামবি' ইতি অবি। ১ পদ্ধতি। ২ পন্থা। ৩ উপনাম, উপাধি। ৪ পদ। ৫ নিয়োগ।

পদবিক্ষেপ (পুং) পদস্ত বিক্ষেপঃ। ১ পদন্যাস, পা ফেলা।

পদবিগ্রহ (পুং) পদেন বিগ্রহো যত্র। ১ সমাস, সমাসবাক্য।

পদবিচ্ছেদ (পুং) পদস্ত বিচ্ছেদঃ। পদের বিচ্ছেদ, পদের বিশ্লেষণ, পদ ভাঙ্গা।

পদবিদ্ (ত্রি) পদং বেত্তি বিদ-ক্বিপ্। পদবেত্তা, পদজ্ঞ, যিনি পদপাঠ অবগত আছেন।

পদবী (স্ত্রী) পদবি পক্ষে ঙীষ্। ১ পন্থা। (মনু ৭।৭) ২ পদ্ধতি।

"অলং প্রযত্নেন তবাত্র মা নিধাঃ পদং পদব্যাং সগরস্ত সন্ততেঃ।"
(রঘু ৩।৫০)

৩ পদ। (পঞ্চত° ১।৫৮)

পদবীয় (ক্লী) বস্তুর অনুসন্ধান।

পদবৃত্তি (স্ত্রী) পদদ্বয়ের মধ্য চ্ছেদ।

পদব্যাখ্যান (ক্লী) পদস্ত ব্যাখ্যানং যত্র। বেদমন্ত্রের বিভাজক গ্রন্থভেদ। তস্ত ব্যাখ্যানগ্রন্থ তত্র ভবো বা ঋগয়নাদিত্বাদণ্। (ত্রি) পদব্যাখ্যান গ্রন্থের ব্যাখ্যা বা তত্র ভব।

পদশস্ (অব্য°) ক্রমশঃ, পদে পদে।

পদশ্রেণি (স্ত্রী) পদানাং শ্রেণিঃ। পদশ্রেণি, পদপংক্তি।

পদষ্ঠীব (ক্লী) পাদৌ চ অষ্ঠীবন্তৌ চ তয়োঃ সমাহারঃ, (অচতুর-বিচতুরেতি। পা ৫।৪।৭৭) ইতি নিপাতনাৎ সিদ্ধং। পাদ এবং জানুর সমাহার।

পদসংহিতা (স্ত্রী) পদসংযোজনা। বেদসংহিতায় যে সকল পদ বিশ্লিষ্ট সমাসাদি দ্বারা তাহার একত্রীকরণ।

পদসংঘাট (পুং) (বা পদসংঘাত) পদসংগাহক গ্রন্থকর্ত্তা বা টীকাকার, যাহারা শব্দ বা পদ সংগ্রহ করেন।

পদসধাতু (ক্লী) গীতের প্রসরণভেদ।

পদসন্ধি (পুং) শ্রুতিমধুর পদসংযোজনা।

পদসমূহ (পুং) ১ পদশ্রেণী। ২ কবিতাদির চরণ, পদপাঠ।

পদস্তোভ (পুং) পদস্থিতঃ স্তোভঃ। পদমধ্য পঠিত নিরর্থক শব্দভেদ।

পদস্থ (ত্রি) পদে তিষ্ঠতি স্থা-ক। ১ কর্ম্মপদে অধিষ্ঠিত বা নিযুক্ত। ২ দণ্ডায়মান। ৩ সম্রান্ত।

পদস্থান (ক্লী) পদচিহ্নযুক্ত স্থান। পায়ের দাগ।

---

* "একমেকং পুনর্দ্বৈকং পুনরেকং যথক্রমতঃ।
চতুশ্চতুস্তথা বাভ্যাং পদাস্তেতানি পার্ব্বতি।
পদান্তেতানি দেবেশি নবধারেষু বিন্যসেৎ।
মূর্দ্ধাদিগুহ্যপর্য্যন্তং পুনস্তেষু যথাক্রমে।
গুহ্যাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং পদানাং নবকং ন্যসেৎ ॥" (তন্ত্রসার জ্ঞানার্ণব)

পদাস্থিত (ত্রি) পদস্থ, সম্রান্ত।

পদাঙ্ক (ত্রি) পদস্য অঙ্কশ্চিহ্নং। ক্রমাঙ্ক, পাদচিহ্ন।

পদাঙ্গী (স্ত্রী) হংসপদীলতা। (রাজনি°)

পদাজি (পুং) পাদাভ্যামজতীতি অজ-গতৌ ইন্। (পাদে চ। উণ্ ৪।১৩১) পাদশব্দস্থানে পদাদেশঃ। পদাতিক।

পদাত (পুং) পদাভ্যামততি গচ্ছতীতি পদ্-অৎ-অচ্। পদাতিক।

পদাতি (পুং) পাদাভ্যামততি গচ্ছতীতি পাদ-অতি (পাদে চ। উণ্ ৪।১৩১) পাদশব্দস্থানে পদাদেশ। পদাতিক, চলিত পেয়াদা। পর্য্যায়—পত্তি, পত্তগ, পাদাতিক, পদাজি, পদগ, পদিক, পাদাৎ, পদাতিক, পদাৎ, পাত্রিক, পবরালি। (শব্দর°)

পদাতিক (পুং) পদাতি স্বার্থে কন্। পদাতি। (শব্দর°)

পদাতিন্ (ত্রি) পদাতি সৈন্য।

পদাতীয় (পুং) পদাতি।

পদাত্যধ্যক্ষ (পুং) পদাতীনামধ্যক্ষঃ। পদাতি সেনার অধিপতি।

পদাদি (পুং) পদস্য আদিঃ। পদের আদি।

পদাদ্যবিদ্ (পুং) পদাদিং ন বেত্তি বিদ-ক্বিপ্। পদাদির উচ্চারণে অনভিজ্ঞ, অপকৃষ্ট ছাত্র, যে ছাত্র পদের আদিও উচ্চারণ করিতে পারে না।

পদাধ্যয়ন (ক্লী) পদস্য অধ্যয়নং। পদের অধ্যয়ন।

পদানত (ত্রি) চরণে পতিত, একান্ত অধীন।

পদানুগ (ত্রি) পদেঽনুগচ্ছতি অনু-গম-ড। পদানুসরণ।

"মমাপ্যেবং মহপ্রক্ষঃ সমুপৈতি পদানুগম্।"

(মার্কপু° ৬৩।২২)

পদানুরাগ (পুং) পদে অনুরাগঃ। পদে অনুরক্তি, ভালবাসা, দেবচরণে ভক্তি।

পদানুশাসন (ক্লী) পদানি অনুশিষ্যন্তেঽনেন অনু-শাস-করণে ল্যুট্। শব্দানুশাসন ব্যাকরণ। (মেদি°)

পদানুস্বার (পুং) সামভেদ। নিধন স্বরকে স্বার কহে। এই স্বার দুই প্রকার, হায়িকারস্বার ও পদানুস্বার। বামদেব্য পদ হায়িকস্বার এবং ঔশন পদানুস্বার। "স্বারাণি হায়িকারস্বারপদানুস্বারাণি।" (লাট্যা° ৬।৯।৬) 'স্বরো যেষাং নিধনং তানি স্বারাণি। তানি দ্বিবিধানি হায়িকস্বারাণি পদানুস্বারাণি চ। যথা—বামদেব্যং হায়িকস্বারং ঔশনং পদানুস্বারং।' (ভাষ্য)

পদান্ত (পুং) পদস্য অন্তঃ অবসানং। ১ পদের অবসান, পদের শেষ। ২ ব্যাকরণে যাহার পদসংজ্ঞা করা হইয়াছে তাহার অন্ত। ব্যাকরণের কতকগুলি প্রত্যয়াদি পদান্ত বিষয়ে এবং কতকগুলি অপদান্ত বিষয়ে হইয়া থাকে। [ব্যাকরণোক্ত পদসংজ্ঞার বিষয় পদশব্দ দ্রষ্টব্য।]

পদান্তর (ক্লী) অন্যৎপদং পদান্তরং। ভিন্নপদ। অপরপদ, একপদ ভিন্ন অন্যপদ। ২ স্থানান্তর।

পদান্তীয় (ত্রি) পদান্তসম্বন্ধী।

পদাভিষেক (ত্রি) পদে অভিষিক্তঃ। পদে স্থাপিত।

পদাম্ভোজ (ক্লী) পদারবিন্দ, পাদপদ্ম।

পদার (পুং) পদং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি ঋ-অণ্। পাদধূলি, পাদালিন্দ। (মেদিনী)

পদারবিন্দ (ক্লী) পাদপদ্ম।

পদার্থ (পুং) পদানাং ঘটপটাদীনাং অর্থোঽভিধেয়ঃ। শব্দাভিধেয় দ্রব্যাদি। পর্য্যায়—ভাব, ধর্ম্ম, তত্ত্ব, সত্ত্ব, বস্তু। (জটাধর)

দর্শনসমূহের মতভেদে পদার্থও নানা প্রকার। কোন দর্শনে ষট্ পদার্থ, কোন দর্শনে সপ্ত বা ষোড়শ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। বস্তুমাত্রই. পদার্থ পদবাচ্য। গৌতমাদি ঋষিগণ তপঃপ্রভাবে জাগতিক বস্তুনিচয়কে প্রথমে কএক শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন, কোন কোন দর্শনে পদার্থের সংখ্যা কিরূপ ভাবে নিরূপিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। পদার্থ তত্ত্ব বা সত্ত্ব একই পদার্থ কোন দর্শনে পদার্থ বা কোন দর্শনে তত্ত্ব ইত্যাদিরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। আধুনিক নৈয়ায়িকদিগের মতে পদার্থ ৭ প্রকার।

"দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং।

সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ॥" (ভাষাপরি° ২)

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সপ্ত প্রকার পদার্থ। নব্য নৈয়ায়িকগণ পদার্থকে এই ৭ ভাগে বিভাগ করিয়া অখিল পদার্থ এই সপ্ত পদার্থের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন। বৈশেষিকদর্শনকৃৎ কণাদ সপ্তপদার্থ স্বীকার করেন না। অভাব ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত ষট্ পদার্থই তাঁহার অভিমত। তিনি অভাবকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকেরা ষট্ পদার্থকে ভাব পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেবল ভাব পদার্থ স্বীকার করিলে অভাবের উপলব্ধি হয় না, এই জন্য অভাবকে আর একটী পৃথক্ পদার্থরূপে স্বীকার করিয়া সপ্ত পদার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

এই সপ্ত পদার্থাতিরিক্ত পদার্থান্তর নাই। ইহাদের মধ্যেই তাবৎ পদার্থ অন্তর্ভূত হইবে। কেহ কেহ এই সপ্ত পদার্থ ভিন্ন তমঃ 'অন্ধকার'কে আর একটী পৃথক্ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু অন্ধকারাদি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, যেহেতু আলোকের অভাবই অন্ধকার। ইহা ভিন্ন অন্ধকার পদার্থে আর কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু যাহারা বলেন 'নীলং তমশ্চলতি' নীলবর্ণ অন্ধকার চলিতেছে, এইরূপ যে ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা ভ্রমাত্মক। বাস্তবিক পক্ষে অন্ধকার পৃথক্ পদার্থ হইতে

পারে না, যেহেতু অভাব পদার্থের নীলগুণ ও চলনক্রিয়া সম্ভবে না। সকল পদার্থকেই জানিতে ও শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ এবং প্রমাণসিদ্ধ করিতে পারা যায় বলিয়া সকল পদার্থকেই উভয় বাচ্য ও প্রমেয়রূপে নির্দ্দেশ করা যায়।

পূর্ব্বে যে সপ্ত পদার্থের বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

দ্রব্য পদার্থ ৯ প্রকার—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন।

গুণ পদার্থ ২৪ প্রকার—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম।

নীলপীতাদি বর্ণের নাম রূপ, এই রূপ বর্ণভেদে নানাবিধ। তর্কামৃত গ্রন্থের মতে শুক্ল, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র এই ৭ প্রকার রূপ। যে বস্তুর রূপ নাই, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই জন্য রূপই দর্শনের কারণ।

রস ছয় প্রকার কটু, কষায়, তিক্ত, অম্ল, লবণ ও মধুর। গন্ধ দ্বিবিধ সৌরভ ও অসৌরভ। স্পর্শ তিন প্রকার—উষ্ণ, শীত ও অনুষ্ণাশীত। সংখ্যা একত্ব দ্বিত্ব ও ত্রিত্বাদিভেদে নানাবিধ। সংখ্যা স্বীকার না করিলে কোনরূপ গণনা করা যাইত না। যেহেতু ঐরূপ গণনা সংখ্যা পদার্থকে অবলম্বন করিয়াই হইয়া থাকে। পরিমাণ চারি প্রকার—স্থূল, সূক্ষ্ম, দীর্ঘ, হ্রস্ব। যাহাকে অবলম্বন করিয়া ঘট পট হইতে পৃথক্ এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাকে পৃথক্ত্ব কহে। অসন্নিকৃষ্ট বস্তুদ্বয়ের মিলন এবং সন্নিকৃষ্ট বস্তুদ্বয়ের বিয়োগকে যথাক্রমে সংযোগ ও বিভাগ কহে। পরত্ব ও অপরত্ব প্রত্যেকে দৈশিক ও কালিকভেদে দ্বিবিধ। দৈশিক পরত্ব—অমুক নগর হইতে অমুক নগর দূর, এই দূরত্ব জ্ঞান বুদ্ধির হইয়া থাকে। দৈশিক অপরত্ব—অমুক স্থান হইতে অমুক স্থান নিকট। এইরূপ কালিক পরত্ব ও অপরত্ব যথাক্রমে জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব ব্যবহারের উপযোগী। বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝায়। জ্ঞান দ্বিবিধ, ইহার মধ্যে যথার্থ জ্ঞান প্রমা ও অযথার্থজ্ঞান অপ্রমাপদবাচ্য। নিশ্চয় ও সংশয়ভেদেও জ্ঞানের দুই প্রকার বিভাগ করা যাইতে পারে। সংশয় নানা কারণে হইয়া থাকে। সুখ ও দুঃখ যথাক্রমে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম দ্বারা উৎপন্ন হয়। সুখ সকল প্রাণীর অভিপ্রেত এবং দুঃখ অনভিপ্রেত। আনন্দও চমৎকারাদি ভেদে সুখ, আর ক্লেশাদি দুঃখ নানাবিধ। অভিলাষকেই ইচ্ছা কহে। সুখে এবং দুঃখাভাবে যে ইচ্ছা, তাহা ঐ ঐ পদার্থের জ্ঞান হইলে হইয়া থাকে। যে বিষয় হইতে দুঃখ হইবার সম্ভাবনা থাকে, সেই বিষয়ে দ্বেষ জন্মে এবং যদি সেই বিষয় হইতে কোনরূপ ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলেও দ্বেষ জন্মিয়া থাকে। যত্ন তিন প্রকার প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি। যে বিষয়ে যাহার চিকীর্ষা থাকে, সে বিষয়ে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে, আর যাহার যে বিষয়ে দ্বেষ থাকে, সে তদ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়। এজন্য প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যথাক্রমে চিকীর্ষা ও দ্বেষ কারণ। যে যত্ন থাকায় জীবিত থাকা যায়, তাহাকে জীবনযোনি যত্ন কহে। জীবনযোনিযত্ন না থাকিলে প্রাণী সকল ক্ষণকাল জীবিত থাকিতে পারিত না। এই যত্ন দ্বারাই প্রাণিগণের শ্বাস প্রশ্বাসাদি নির্ব্বাহিত হইতেছে। গুরুত্ব পতনের কারণ। যাহার গুরুত্ব নাই সে পতিত হয় না, যেমন তেজঃ প্রভৃতি। দ্রবত্ব ক্ষরণের কারণ, ইহা স্বাভাবিক ও নৈমিত্তিকভেদে দ্বিবিধ। জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক ও পৃথিব্যাদির দ্রবত্ব নিমিত্তাধীন হইয়া থাকে। জলীয় যে গুণের সদ্ভাব তদ্দ্বারা শক্তু প্রভৃতি চূর্ণ বস্তু পিণ্ডীকৃত হয়, তাহাকে স্নেহ কহে। স্নেহ উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট ভেদে দ্বিবিধ। উৎকৃষ্ট স্নেহ অগ্নিপ্রজ্বলনের এবং অপকৃষ্ট স্নেহ অগ্নি নির্ব্বাণের কারণ। যথা—তৈলান্তর্ব্বর্ত্তী জলীয় ভাগের উৎকৃষ্ট স্নেহ থাকায় উহার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া থাকে এবং অন্যান্য জলের অপকৃষ্ট স্নেহ থাকায় তদ্দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। সংস্কার ত্রিবিধ—বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা। বেগ ক্রিয়াদি দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অদৃষ্ট ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। শুভাদৃষ্ট পুণ্যাদি পদবাচ্য। ইহা গঙ্গাস্নান ও যাগাদিদ্বারা জন্মে। পাপকর্ম্মে অশুভাদৃষ্ট হয়। শব্দ দ্বিবিধ—ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদি দ্বারা যে শব্দ জন্মে তাহাকে ধ্বনি এবং কণ্ঠাদি হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বর্ণ কহে। গুণ পদার্থ দ্রব্যমাত্রে থাকে, আর কোন পদার্থে থাকে না। এই ২৪টী গুণ ক্ষিতি প্রভৃতি দ্রব্য পদার্থে আছে।

কর্ম্ম—ক্রিয়াকে কর্ম্ম কহে, এই কর্ম্ম পদার্থ উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমনভেদে পঞ্চবিধ। ঊর্দ্ধ প্রক্ষেপকে উৎক্ষেপণ, অধোবিক্ষেপকে অবক্ষেপণ, বিস্তৃত বস্তু সকলের সঙ্কোচ করাকে আকুঞ্চন, আর সঙ্কুচিত বস্তু সকলের বিস্তার করাকে প্রসারণ কহে। ভ্রমণ, ঊর্দ্ধ জ্বলন, তির্য্যগ্‌গমন প্রভৃতির গমনেই অন্তর্ভাব হইবে, ইহারা স্বতন্ত্র ক্রিয়া নহে। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনঃ এই পাঁচটী দ্রব্যে ক্রিয়া থাকে।

জাতি পদার্থ নিত্য এবং অনেক বস্তুতে থাকে। যেরূপ ঘটত্ব জাতি সকল ঘটেই আছে। পর ও অপর ভেদে জাতি

দ্বিবিধ। যে জাতি অধিক স্থানে থাকে, তাহাকে পর জাতি, আর যাহা অল্পদেশে থাকে, তাহাকে অপর জাতি কহে। সত্তানামকজাতি দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনে আছে, এই জন্ত উহা পরজাতি বলিয়া অভিহিত হয়। ঘটত্ব ও নীলত্ব প্রভৃতি যে জাতি, ইহা অপর জাতি।

বিশেষ পদার্থ নিত্য; আকাশ ও পরমাণু প্রভৃতি এক একটী নিত্য দ্রব্যে এক একটী বিশেষ পদার্থ আছে। যদি বিশেষ পদার্থ না থাকিত, তাহা হইলে কখনই পরমাণু সকলের পরস্পর বিভিন্নরূপতার নিশ্চয় করা যাইত না। যেরূপ অবয়বী বস্তুদ্বয়ের পরস্পরের অবয়বগত বিভিন্নতাদর্শনে বিভিন্নরূপতা নিশ্চয় করা যাইতেছে, সেইরূপ পরমাণু প্রভৃতির অবয়ব নাই, তবে কিরূপে তাহাদিগের বিভিন্নতা নিশ্চয় করা যাইতে পারে? কিন্তু বিশেষ পদার্থ স্বীকার করিলে এরূপ দোষ হয় না। কারণ তাহা হইলে এই পরমাণুতে যে বিশেষ আছে তাহা অন্ত পরমাণুতে নাই বলিয়া এই পরমাণু অন্ত পরমাণু হইতে ভিন্ন এবং অন্ত পরমাণুতে যে বিশেষ আছে, তাহা অন্ত পরমাণুতে নাই, এজন্ত অন্ত পরমাণু অপর পরমাণু হইতে পৃথক্। এই রীতিক্রমে যাবতীয় পরমাণুর পরস্পর বিভিন্নরূপতা নিরূপিত হইয়া থাকে।

সমবায়—দ্রব্যের সহিত গুণ ও কর্ম্মের; দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সহিত জাতির; নিত্য দ্রব্যের সহিত বিশেষ পদার্থের এবং অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায় কহে।

এই ষট্ পদার্থ। ইহা ভিন্ন অভাব পদার্থকে লইয়া সপ্তপদার্থ কল্পিত হইয়াছে। অভাব দ্বিবিধ সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। গৃহ হইতে পুস্তক ভিন্ন, পুস্তক গৃহ নহে, লেখনীতে ঘটের ভেদ আছে ইত্যাদি স্থলে যে অভাব প্রতীয়মান হয়, তাহাকে সংসর্গাভাব কহে। অত্যন্তাভাব, ধ্বংসাভাব ও প্রাগভাবভেদে সংসর্গাভাব ত্রিবিধ। যে বস্তুর যাহাতে উৎপত্তি হইবে সে বস্তুর তাহাতে পূর্ব্বে যে অভাব থাকে, তাহাকে প্রাগভাব কহে। প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই, কিন্তু বিনাশ আছে। বিনাশকে ধ্বংস কহে। নিত্য সংসর্গাভাবই অত্যন্তাভাব। (ভাষাপরি°)

গৌতম ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন। যথা—প্রমাণ প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। গৌতমের মতে এতদতিরিক্ত আর কোন পদার্থ নাই। যত কিছু পদার্থ আছে তাহা এই ষোড়শ পদার্থের মধ্যে। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকেরা কণাদ ও গৌতমের মতের সামঞ্জস্য করিয়া সপ্ত পদার্থ স্থির করিয়াছেন। [ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন শব্দ দেখ।]

রামানুজ তাঁহার দর্শনে পদার্থ তিন প্রকার এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ জীবপদবাচ্য, ভোক্তা, অসঙ্কুচিত, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য; অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যাবেষ্টিত ভগবদারাধনা ও তৎপদপ্রাপ্ত্যাদি জীবের স্বভাব। কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া পুনর্ব্বার শতাংশ করিলে যে রূপ সূক্ষ্ম হয়, জীব সেইরূপ সূক্ষ্ম।

অচিৎ ভোগ্য ও দৃশ্য পদবাচ্য, অচেতনস্বরূপ, জড়াত্মক, জগৎ এবং ভোগ্যত্ববিকারাস্পদত্বাদি স্বভাবশালী। এই অচিৎ পদার্থ তিন প্রকার—ভোগ্য, ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন। যাহাকে ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগ্য, যাহা দ্বারা ভোগ করা যায়, তাহাকে ভোগোপকরণ এবং যাহাতে ভোগ করা যায় তাহাকে ভোগায়তন কহে।

ঈশ্বর সকলের নিয়ামক, হরিপদবাচ্য। ইনি জগতের কর্ত্তা, উপাদান, সকলের অন্তর্যামী এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যাদি-সম্পন্ন। চিৎ ও অচিৎ সমুদায় বস্তুই তাঁহার শরীরস্বরূপ। পুরুষোত্তম বাসুদেব প্রভৃতি ইঁহার সংজ্ঞা। এই দর্শনের মতে পূর্ব্বোক্ত তিনটী পদার্থাতিরিক্ত অন্ত আর কোন পদার্থ নাই।

শৈবদর্শনের মতেও পদার্থ তিন প্রকার পতি, পশু ও পাশ। পতি পদার্থ ভগবান্ শিব, পশুপদার্থ জীবাত্মা। পাশ পদার্থ মল, কর্ম্ম, মায়া ও রোধশক্তিভেদে চারিপ্রকার। স্বাভাবিক অশুচিকে মল, ধর্ম্মাধর্ম্মকে কর্ম্ম, প্রলয়াবস্থায় যাহাতে কার্য্য সকল লীন হয় এবং পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে মায়া কহে। এই পাশত্রয়বদ্ধকে 'স-কল' কহে।

আর্হতদিগের মধ্যে পদার্থ বা তত্ত্ব এই বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কোন মতে তত্ত্ব দুই জীব ও অজীব, জীব বোধাত্মক, অজীব অবোধাত্মক। কোন মতে পঞ্চতত্ত্ব, কোন মতে সপ্ততত্ত্ব এবং কোন মতে নব তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শনের মতে—প্রকৃতি, প্রকৃতিবিকৃতি, বিকৃতি ও অনুভয় এই চারি প্রকার পদার্থ। মূল প্রকৃতি এবং মহদাদি প্রকৃতি, ষোড়শ বিকৃতি ও অনুভয় পুরুষ। সাংখ্য মতে এতদতিরিক্ত পদার্থ নাই। পাতঞ্জলদর্শনে এই সকল পদার্থ এবং এতদতিরিক্ত ঈশ্বর পৃথক্ পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে দুইটী পদার্থ, আত্মা ও অনাত্মা। অনাত্মা মায়া পদবাচ্য। [বিশেষ বিবরণ বেদান্ত শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বৈদ্যক মতে পদার্থ পাঁচ প্রকার—রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক, শক্তি।

"দ্রব্যে রসো গুণো বীর্য্যং বিপাকঃ শক্তিরেব চ।
পদার্থাঃ পঞ্চ তিষ্ঠন্তি স্বং স্বং কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম চ॥" (ভাবপ্র°)

পদার্থবিদ্যা, যে শাস্ত্রে পদার্থসমূহের গুণাগুণ বিচার করিয়া তাহার কার্য্যাদি বর্ণিত হইয়াছে ; তাহাকে পদার্থবিদ্যা বা Natural Philosophy বলা হইয়া থাকে। জাগতিক পদার্থাদির বিষয় জানিতে হইলে প্রথমে পদার্থ কি ? তাহা জানা আবশ্যক। পদার্থ শব্দে পদের অর্থ। পদের অর্থসঙ্গতি হইলে যে জ্ঞান উপলব্ধি হয়, তাহাকেই পদার্থ বলা যাইতে পারে। দ্রব্য গুণ বা কর্ম্ম প্রভৃতি সকলই পদের অর্থ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়া থাকে, সুতরাং ইহারা সকলেই পদার্থ পদ-বাচ্য। শুদ্ধ বস্তু বা দ্রব্য অর্থেও পদার্থ শব্দের প্রচার দেখা যায়। এই অর্থে পদার্থ দ্বিবিধ চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ চেতন ও অচেতন।*

যে পদার্থের চৈতন্য আছে, তাহা চিৎ বা চেতন এবং যাহার চৈতন্য নাই তাহাই অচিৎ অর্থাৎ অচেতন পদার্থ। একমাত্র পরমাত্মাই চিন্ময়, বিশুদ্ধ ও চৈতন্যস্বরূপ। জীবগণের আত্মা চৈতন্যময় বটে, কিন্তু উহা জড়ময় দেহধারী, সুতরাং উহা জড় ও চিৎ এই উভয়ভাবাপন্ন। আর মৃত্তিকা, প্রস্তর প্রভৃতি যে সকল বস্তু চেতনহীন তাহাদিগকে অচেতন বা জড় পদার্থ বলা যায়। বৃক্ষাদি উদ্ভিজ্জকে 'উদ্ভিদ' রূপে স্বতন্ত্র পদার্থে বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

চক্ষু, রসনা, নাসিকা, ত্বক্ ও কর্ণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ প্রভৃতি প্রত্যক্ষজ্ঞানের অনুভূতি হয়। ঐ সকল প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণস্বরূপ চৈতন্য-শূন্য পদার্থের নাম জড়পদার্থ। মূল, মিশ্র ও যৌগিক ভেদে পদার্থ তিন প্রকার।

রাসায়নিকদিগের মতে যে জড়পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিলে, দুই কিংবা ততোধিক অন্যবিধ জড়পদার্থ পাওয়া যায় না, তাহাই মূল জড়পদার্থ। রসায়নশাস্ত্রজ্ঞগণের মতে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, পারদ ও গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্যই মূল পদার্থ, কেননা এই সকল পদার্থ বিশ্লিষ্ট করিলে তৎতৎ দ্রব্যজাত পদার্থ ব্যতীত অন্যবিধ কোন দ্রব্যই বাহির করিতে পারা যায় না। ক্ষিতি, অপ্, ও বায়ু বিশ্লেষণশীল, কেননা ঐ সকল দ্রব্য হইতে অন্য-বিধ পদার্থ বাহির করা যায়। য়ুরোপবাসী জড়বিজ্ঞানবিদ্‌গণ তেজঃকে স্বতন্ত্র জড়পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। ব্যোম-শব্দে শূন্য আকাশ পদার্থকেই বুঝায়, কিন্তু উহার অর্থ শূন্য বা নভোমণ্ডল নহে।

দুই কিংবা ততোধিক মূলপদার্থ পরস্পরের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়াযোগে সংযুক্ত হইয়া যে ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ উৎপাদন করে তাহার নাম যৌগিক পদার্থ। আর যে স্থলে দুই কিংবা ততোধিক ভিন্ন জাতীয় দ্রব্য পরস্পরের সহিত রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত না হইয়া পরস্পরের সহিত সংযুক্ত বা মিলিত থাকে, সে স্থলে এইরূপ মিলনে উৎপন্ন দ্রব্যকে মিশ্রপদার্থ বলা হইয়া থাকে। মিশ্রপদার্থে তাহাদের উপা-দানভূত পদার্থের অনেকগুণ থাকে, কিন্তু যৌগিক পদার্থের গুণের সহিত তাহাদের উপাদানভূত মূলপদার্থসমূহের গুণের কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। জল যৌগিক পদার্থ, কেননা অম্লজন ও জলজন (Hydrogen and Oxygen) বায়ু ইহার উপাদান এবং উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে জলের উৎপত্তি। ইহার গুণের সহিত তাহাদের গুণের কোন সাদৃশ্য দেখা যায় না। বায়ুরাশি মিশ্র পদার্থ, কেননা বায়ুরাশির প্রধান উপা-দান অম্লজন। অম্লজন ও যবক্ষারজন (Oxygen and Nitrogen) বায়ুদ্বয় রাসায়নিক সংযোগে সংযুক্ত না হইয়া কেবল মিলিত আছে। সুতরাং বায়ুরাশিতে উভয়গুণের অস্তিত্ব পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে।

পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশকে পরমাণু কহে। এই সূক্ষ্ম পর-মাণু সমষ্টির যোগে যাবতীয় জড় পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনকার সর্ব্বপ্রথমে এইমত প্রচার করেন। তিনি বলেন, "যাহার নিজের অবয়ব নাই, অথচ যে পরম্পরায় সক-লেই অবয়ব এবং যাবৎ সূক্ষ্মপদার্থের শেষ সীমাস্বরূপ, তাহার নাম পরমাণু। পরমাণু সকল আকর্ষণ ও বিকর্ষণ গুণসম্পন্ন।" পরমাণুগণের নাশ নাই। [অণু, পরমাণু ও বৈশেষিক দেখ।]

কঠিন, তরল ও বায়বীয় (Solid, liquid and Gas)-ভেদে জড়বস্তুর অবস্থা ত্রিবিধ। কঠিন অবস্থায় জড়বস্তুর অণু সকল দৃঢ় সম্বদ্ধ থাকে, কিন্তু তরল ও বায়বীয় দ্রব্যের অণু সকল বিরল বিনিবেশ বশতঃ সহজে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ইষ্টকাদি কঠিন দ্রব্য, জল তরল এবং কঠিন ও তরল বস্তুতে তাপ সহকারে যে বায়বীয় দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাষ্প বলা যায়। বায়ু রাশির বায়বীয় ভাব স্বাভাবিক এবং জলীয় বাষ্প প্রভৃতির বায়বীয় ভাব নৈমিত্তিক।

জড় পদার্থ মাত্রেই স্বভাবতঃ অচেতন, নিশ্চেষ্ট, স্থানব্যাপক ও মূর্ত্তিবিশিষ্ট। সুতরাং অচেতনত্ব, নিশ্চেষ্টত্ব, স্থানব্যাপকত্ব ও মূর্ত্তত্ব জড়ের এই কএকটী স্বাভাবিক ধর্ম্ম। জড়পদার্থ মাত্রেই এই কয়টী গুণযুক্ত। সূক্ষ্ম, স্থূল, পরমাণু, মূল, মিশ্র বা যৌগিক, কঠিন, তরল প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থে এরূপ গুণ নাই অথচ জড়পদার্থ, এরূপ পদার্থের অস্তিত্ব অসম্ভব। যে গুণ শুদ্ধ কঠিন দ্রব্যে দৃষ্ট হয়, তাহা কঠিন দ্রব্যের অসাধারণ বা বিশেষ ধর্ম্ম এবং পূর্ব্বোক্ত গুলি ত্রিবিধ ভাবাপন্ন সকল দ্রব্যেই লক্ষিত

* পণ্ডিতবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় 'চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ' এই তিনপ্রকার পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

হয় বলিয়া উহা কঠিনাদি জড়দ্রব্যের সাধারণ ধর্ম। বিভাজ্যতা ও সান্তরতা-গুণ পরমাণুর ধর্ম নহে; কিন্তু পরমাণু সমষ্টিরূপ স্থূল পদার্থ মাত্রেরই কঠিন, তরল ও বায়বীয় সকল অবস্থাতেই এই দুই গুণ লক্ষিত হয়। সুতরাং এই দুইটী জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম না হইলেও কঠিন, তরল ও বায়বীয় সকল সাধারণ ধর্ম বটে। স্থানব্যাপকত্ব, জড়ত্ব, বিভাজ্যত্ব ও সান্তরত্ব এই কএকটী জড় পদার্থের সাধারণ-গুণ মধ্যে প্রধান। স্থানাবরোধকত্ব ও মূর্ত্তত্ব, স্থানব্যাপকত্ব গুণ-সাপেক্ষ। যদি দ্রব্য সকল স্থানব্যাপক না হইত, তাহা হইলে তাহারা স্থানাবরোধক হইত না বা তাহাদের কোনরূপ আকার কি মূর্ত্তিও থাকিত না। চৈতন্য-শূন্যত্ব ও নিশ্চেষ্টত্ব এই উভয় গুণই জড়ত্ব শব্দ দ্বারা সূচিত হইয়া থাকে। আর আকুঞ্চনীয়তা, প্রসারণীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা ও বিভাজ্যতা প্রভৃতি গুণগুলি সান্তরতা গুণ-সাপেক্ষ।

জড় পদার্থ মাত্রেই কিঞ্চিৎ স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত করে। যে গুণবশতঃ জড় পদার্থ সকল স্থান ব্যাপিয়া থাকে, তাহার নাম স্থানব্যাপকতা। এই স্থানব্যাপকতা গুণ-বশতঃই জড় দ্রব্য সকল তিন দিকে বিস্তৃত হইয়া স্থান অধিকার করিয়া থাকে। এইরূপে বিস্তৃত থাকিয়া জড় বস্তু যে স্থান অধিকার করে, তাহাকে 'আয়তন' বলে। যে সকল গুণ বশতঃ জড় দ্রব্য সকল, স্ব স্ব অধিকৃত স্থানে অন্য দ্রব্যের অবস্থিতির অবরোধ জন্মায়, তাহার নাম স্থানাবরোধকতা, যেমন কোন জলপূর্ণ পিচকারীর মুখ বন্ধ করিয়া যদি তাহার অর্গল চাপিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পিচকারীর অভ্যন্তরে অর্গলটী প্রবিষ্ট হয় না; কেননা অর্গল ও জল এক সময়ে এক স্থান অধিকার করিয়া থাকিতে পারে না। এই স্থানাবরোধকত্ব গুণটী পরমাণুনিষ্ঠ-ধর্ম। জড় দ্রব্যের পরমাণু সকল যে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন থাকে তাহা নহে। তাহাদের মধ্যে কিছু কিছু অবকাশ বা অন্তর থাকে। জড় বস্তুর পরমাণু সকল স্থানাবরোধক বটে, কিন্তু তাহাদের অন্তর্গত অবকাশের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং একের পরমাণুদিগের অন্তর্গত অবকাশ স্থলে অন্যের পরমাণু সকল কখন কখন প্রবেশ করে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে।

যে গুণ বশতঃ জড়বস্তুসমূহ আকার বা মূর্ত্তি ধারণ করে, তাহার নাম মূর্ত্তত্ব। জড় পদার্থ মাত্রেই সাকার ও মূর্ত্ত পদার্থ। ইহারা স্থান ব্যাপিয়া থাকে বলিয়া, ইহাদের আয়তন ও আকৃতি আছে। যাহার চৈতন্য নাই তাহাকে আমরা অচেতন বা জড় পদার্থ বলি। শক্তি সম্পন্ন না হইলে জড় পদার্থ স্পন্দিত হয় না, শববৎ প্রতীয়মান হয়। জড় পদার্থরূপ শবের উপর যখন শক্তি নৃত্য করিতে থাকেন, তখনই এই জগৎকার্য্য হইতে থাকে। শুদ্ধ জড় পদার্থ হইতে কোনকার্য্য হয় না। জড় পদার্থ সকল আপনা হইতে চলিতে পারে না এবং চালিত হইলে আপনা হইতে স্থির হইতেও পারে না, এইজন্য উহাকে নিশ্চেষ্ট গুণসম্পন্ন বলে। এইরূপে পদার্থাদির বিভাজ্যতা, সান্তরতা, আকুঞ্চনীয়ত্ব, প্রসারণীয়ত্ব, স্থিতিস্থাপকতা, কঠিনত্ব, কঠোরত্ব, কোমলত্ব, ভঙ্গপ্রবণতা (ঠুনকো), ঘাতসহত্ব, তান্তবতা ও টান বা ভারসহত্ব প্রভৃতি কএকটী বিভিন্ন গুণ কোন না কোন দ্রব্যে দৃষ্ট হয়। পদার্থাদির আণবিক শক্তি সম্বন্ধে আণবিক আকর্ষণ, সংহতি, সংশক্তি, কৈশিক আকর্ষণ, বহিঃপ্রবাহ ও অন্তঃপ্রবাহ গুণাদি এবং দ্রব্যাদির রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও সম্মিলন প্রভৃতি পদার্থবিদ্যার মীমাংসিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন মাধ্যাকর্ষণ, দ্রব্যাদির ভার, বায়ু, শব্দ, আলোক, জল, তাড়িত, গতি বা বেগ, অয়স্কান্ত ও অয়স্কর্ষণী শক্তি সম্বন্ধেও এই পদার্থবিদ্যার বিশেষরূপ আলোচিত হইয়াছে। স্বভাবজাত দ্রব্য মাত্রেরই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনাকেই বৈজ্ঞানিক ভাষায় Physic বলে। যে গ্রন্থে পদার্থাদির তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাকে পদার্থবিদ্যা কহে।

পদালিক (পুং) পদস্য চরণস্যালিকমিব। চরণোপরিভাগ।

পদাবলী (স্ত্রী) পদানাং আবলী। পদ-শ্রেণী, পদসমূহ, অনেক পদ। যাহাতে অনেক পদ আছে।

"মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীং।"
(গীতগোবিন্দ ১।৩)

পদাবৃত্তি (স্ত্রী) পদের আবৃত্তি।

পদাস (ক্লী) সামভেদ।

পদাসন (ক্লী) পদঃ পাদস্য বা আসনং। পাদপীঠ, পা রাখা টুল, যাহাতে পা রাখা যায়।

পদি (পুং) পদ কর্ম্মণি ইন্। গন্তব্য। "পদির্গন্তুর্ভবতি যৎ পদ্যতে।" (নিরুক্ত ৫।১৮) (ঋক্ ১।১২৫।২)

পদিক (পুং) পাদেন চরতীতি পাদ-ষ্ঠন্ (পর্পাদিভ্যঃ ষ্ঠন্। পা ৪।৪।১০) ততঃ পাদস্য পদাদেশঃ। পদাতি সৈন্য।

পদিন্যায় (পুং) জৈমিনিসূত্রোক্ত ন্যায়ভেদ। (জৈমিনি ১।১।১৮)

পদিহোম (পুং) পদি পাদস্থানে হোমঃ অলুকসমাসঃ। শ্রুতিবিহিত হোমভেদ।

পদোপহত (ত্রি) পাদেন উপহতঃ পাদস্য পদাদেশঃ। পাদ দ্বারা উপহত।

পদগ (পুং) পদ্ভ্যাং গচ্ছতীতি পদ-গম-ড। পদাতিক, পাদচারী।

পদঘোষ (পুং) পাদস্য ঘোষঃ, পাদশব্দস্য পদাদেশঃ। পাদশব্দ।

"বৈরিদ্রুঃ প্রক্রীড়তে পদঘোষৈশ্ছায়য়া সহ।" (অথর্ব্ব [illegible])

পদ্ধতি [তী] (স্ত্রী) পদ্ভ্যাং হন্তি গচ্ছতীতি, হন্-ক্তিন্ (হিম-কাষিহতিষু চ। পা ৬।৩।৫৪) ইতি পাদস্য পদাদেশঃ। ততো ঙীষ্। ১ বর্ত্ম।

"পথঃ শ্রুতের্দর্শয়িতার ঈশ্বরাঃ মলীমসামাদদতে ন পদ্ধতিং।"

(রঘু ৩।৪৬।) ২ পংক্তি। ৩ গ্রন্থার্থবোধক গ্রন্থ। ৪ পদবী, উপনাম ভেদ, যেরূপ ঘোষ, বসু প্রভৃতি।

৫ প্রণালী, রীতি। ৬ আচার গ্রন্থ।

পদ্ধিম (স্ত্রী) পাদস্য হিমং, পাদস্য পদ্ভাবঃ। পাদের শীতলতা।

পদ্ম (পুং ক্লী) পদ্যতে ইতি পদ গতৌ মন্ (অর্ত্তিস্তু-হু-সৃ ইত্যাদি। উণ্ ১।১৩৯) স্বনামখ্যাত কোমলবৃক্ষ ও তজ্জাত পুষ্প-বিশেষ। সংস্কৃত পর্য্যায়—নলিন, অরবিন্দ, মহোৎপল, সহস্রপত্র, কমল, শতপত্র, কুশেশয়, পঙ্কেরুহ, তামরস, সারস, সরসীরুহ, বিষপ্রসূন, রাজীব, পুষ্কর, অম্ভোরুহ, পঙ্কজ, অম্ভোজ, অম্বুজ, সরসিজ, শ্রীবাস, শ্রীপর্ণ, ইন্দিরালয়, জলেজাত, অব্জ, নল, নলীকা, নালিক, বনজ, অম্লান, পুটক, অজ। (শব্দর°)

সাধারণতঃ শ্বেত, লোহিত, পীত ও অসিত এই চারিবর্ণের পদ্ম আমাদের নয়নগোচর হয়। বর্ণসাদৃশ্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে আকৃতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। আকৃতির বৈলক্ষণ্য হেতু পদ্ম সকলের নানাবিধ সংজ্ঞা হইয়াছে। আমাদের দেশেও পদ্মের অনেক পর্য্যায় শব্দ থাকিলেও তাহাদের কোন্‌টী কোন্ জাতীয় তাহা সহজে নির্ণীত হয় না। শ্বেত, রক্ত এবং নীলোৎ-পলের বিভিন্ন সংজ্ঞানির্দ্দেশক পর্য্যায় শব্দগুলি উৎপল শব্দে লিখিত হইয়াছে। [উৎপল দেখ।]

ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পদ্মের বিভিন্ন নাম দেখা যায়। হিন্দী—কন্‌বল্, বাঙ্গালা—পদ্ম, পদম্। উড়িষ্যা—পদম্। বিজনোর—বেশেন্দা। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে—পদ্মিন্। পঞ্জাব—পম্পাষ, কণ্‌কাকৃড়ী। ইহার শিকড় বা গেঁড়—ভী বা ভি। সিন্ধু—বয়ন্ (গেঁড়) পপুরো (বিচি) নীলোফাচ্ (ওষধি) দক্ষিণে কুড্‌বেল্‌কা গুড্ড। বোম্বাই—কমল, কাঁকড়ী। কর্ণাটী—তবরিভিজা, তবরিগড্ড। খান্দেশ—দুধ্‌মলিদাকন্দ। পুণা—পদ্মকন্দ। তামিল—শিবপ্প-তামরবের, অবল। তেলগু—এর্‌রা তামরবেরু। মলয়—তময়। সিঙ্গাপুর—নেতুম্। ব্রহ্মে—পা-দ্ধ্-মা। আরবে—নীলুফের, উস্‌ল নীলুফার। পারস্যে—নীলুফের, নীলুফ, বেখ্‌নীলুফার। ইংরাজী—The Sacred lotus (Pythagorian or Egyptian Bean) বিজ্ঞান শাস্ত্রে—Nelumbium Speciosum or Nymphæa Asiaticum.

সাধারণতঃ ডোবা, পুষ্করিণী, ঝিল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলা ও নদী প্রভৃতিতে পদ্ম জন্মিতে দেখা যায়। পদ্ম লতা, গুল্ম কি বৃক্ষ তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। পুষ্করিণীর মধ্যস্থ কর্দ্দম (পঙ্ক) হইতে পদ্ম জন্মে। প্রথমে পদ্মের বীজ হইতে কলা ও কন্দ গঠিত হয়। পরে সেই কলা পরিবর্দ্ধিত হইয়া ঊর্দ্ধমুখে উত্থিত হইতে থাকে। ঊর্দ্ধো-ত্থিত ঐ কলার কোনটী পত্রে বা কোনটী পুষ্পে পরিণত হয়। যে দণ্ড হইতে পত্র বা পুষ্প জল হইতে মনুষ্যজগতে প্রকাশিত হয়, তাহা অতি কোমল ও কণ্টকযুক্ত, উহাকে নাল কহে। পদ্মের গেঁড় হইতে পত্র বা পুষ্পের নাল ব্যতীত আরও এক-প্রকার ডাঁটা নির্গত হয়, উহা উক্ত নাল অপেক্ষা ক্ষুদ্র, শ্বেত বর্ণ, কণ্টকহীন ও কোমল। ইহা মৃণাল নামে পরিচিত; ইহা খাইতে সুমিষ্ট ও সুস্বাদু। হস্তী ও হংস প্রভৃতি প্রাণিগণ পদ্মবন পাইলেই মৃণাল তুলিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে।

পদ্মের পত্রগুলি ঈষৎগোলাকার। ইহার জলপৃষ্ঠভাগ শৈবালের ন্যায় কোমল এবং বায়ুপৃষ্ঠদিক্ অত্যন্ত মসৃণ। এই জন্য কবিগণ মানবজীবনকে 'পদ্মপত্রে জলবিন্দু যথা' এইরূপ উপমা দিয়া থাকেন অর্থাৎ পদ্মপত্রে জলবিন্দু যেরূপ স্থির থাকে না, মানবজীবনও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী ও নশ্বর। উত্তরে কাশ্মীর ও হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশ এবং দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে পদ্ম জন্মিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন য়ুরোপ, আমে-রিকা, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপেও নানাজাতীয় পদ্ম জন্মিতে দেখা যায়। প্রায় গ্রীষ্ম ঋতুতেই পদ্মের পুষ্পনির্গম হইয়া থাকে এবং পুষ্পের গর্ভস্থানে অর্থাৎ কিঞ্জল্ক স্থানমধ্যে যে বীজ হয় তাহা সাধারণতঃ বর্ষাগমে পরিপক্ব হইতে আরম্ভ হয়। কচি বীজ খাইতে ঠিক বাদামের ন্যায় সুমিষ্ট, অর্দ্ধপক্ব বীজ রাঁধিয়া অথবা ভেটের খইর মত খৈ ভাজিয়া খাইতে উত্তম এবং সুপক্ব বীজে শক্তিমন্ত্রজপের সুন্দর মালা প্রস্তুত হয়। প্রত্যেক ফলে ১৮।১৯টী করিয়া বীজ থাকে।

পদ্মের নাল বা ডাঁটা হইতে এক প্রকার অত্যন্ত শ্বেত বর্ণের সূক্ষ্ম সূত্র বাহির হয়। ইহা হইতে হিন্দু দেবমন্দিরাদিতে প্রদীপ জ্বালিবার জন্য একপ্রকার পলিতা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বৈদ্যগণের মতে উক্ত সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্রে জ্বর বিদূরিত হয়। পদ্ম মধ্যস্থ কেশের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যাহা কিঞ্জল্ক নামে খ্যাত, তাহার ধারকতা শক্তি আছে এবং স্বভাবতঃ শীতল। অঙ্গের প্রদাহ, অর্শ হইতে রক্তস্রাব এবং রজসা-ধিক্য রোগে (Menorrhagia) আশু ফলপ্রদ। বীজ সেবনে বমনেচ্ছা নিবারিত হয়। বালক বালিকাদির প্রস্রাবাদি বন্ধ হইলে ইহা মূত্রকারক ও শৈত্যকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাত্রচর্ম্মের দাহসমন্বিত প্রখর জ্বরে রোগীকে পদ্ম-পত্রে শোয়াইলে গাত্রদাহের উপশম হয়। কোথাও কোথাও দেবমন্দিরাদিতে পদ্মপত্রে নৈবেদ্যাদি প্রদত্ত হয়। সাধারণ লোকে পদ্মপত্রে ভোজন করিয়া থাকে। পদ্মের নাল এবং

পত্র হইতে দুধের ন্যায় একপ্রকার আটা বাহির হয়, উদরাময় রোগে ইহা অমোঘ ঔষধ। পুষ্পের দলও কতকাংশে ধারকতা গুণবিশিষ্ট। ডাক্তার ঈমারসনের মতে ইহার শিকড় বাটিয়া দদ্রুরোগে অথবা অন্যান্য চর্ম্মরোগে প্রলেপ দিলে ঐ রোগ বিমুক্ত হয়। এই বৃক্ষের রস বসন্তরোগে অঙ্গে মাখাইয়া দিলে গাত্রের জ্বালা নিবারিত হইয়া অঙ্গ এত শীতল হয় যে গাত্র-চর্ম্মে বেশী পরিমাণে বসন্ত ফুটিতে পারে না। গাত্রকণ্ডু, বিসর্প, নারাঙ্গা প্রভৃতি সকল প্রকার সংস্ফোটক রোগে এই প্রলেপ হিতকর।

Nelumbium Speciosum জাতীয় উৎপলের দলের আকৃতি ২॥০ হইতে ৩॥০ ইঞ্চি লম্বা, বাদামের ন্যায় গোলাকার পাটলবর্ণ, হিঙ্গুল বর্ণ বা লোহিতাভ শ্বেতবর্ণ হয়। কোন বিশেষ গন্ধ বা স্বাদ নাই। ইহার পক্ব বীজ সুপারির ন্যায় কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি। ইহার খোলের মধ্যে যে সাদা শাঁস থাকে, তাহা সুস্বাদু ও তৈলাক্ত, পদার্থ তত্ত্ব ও ভৈষজ্য তত্ত্ব সম্বন্ধে ইহার দল, নাল ও গেঁড়োর গুণ শুদী পুষ্পের (Nymphæa Lotus) তুল্য। ডাক্তার এণ্ডারসন (Civil Surgeon J. Anderson M. B, Bijnor. N. W. P.) লিখিয়াছেন, ইহার বীজ স্নায়বীয় দৌর্ব্বল্যে একটী বলকারক ঔষধ। চিনি ও জলের সহিত অল্প মাত্রায় (½ Drachm) পান করিলে জ্বরে শৈত্যকারক হয়। অধিক জ্বরে প্রয়োগ করিলে ইহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র নিবারণ ও স্বেদ (ঘর্ম্ম) নির্গম হইয়া থাকে। আতপদুষ্ট জ্বরে (Solar Fever) এবং দাহযুক্ত জ্বরেও ইহার গেঁড়, নাল, পত্র ও পুষ্প বিশেষ উপকারী। পদ্মফুল হইতে মৌমাছি কর্ত্তৃক আহৃত যে মধু মৌচাক হইতে পাওয়া যায়, লবণের সহিত ঘসিয়া চক্ষুমধ্যে পালকে করিয়া লাগাইয়া দিলে চক্ষুরোগে উপকার দর্শে। ইহার কন্দবিশিষ্ট শিকড়াংশ মিঠা তিলের তৈলে সিদ্ধ করিয়া মস্তকের উপরে ঘসিয়া দিলে চক্ষু ও মস্তিষ্কের প্রদাহ নষ্ট হয়। কখন কখনও গেঁড়ো থেঁত করিয়া উহার রস বাহির করিয়া মিশাইলে চলে। সর্পদংষ্ট ব্যক্তিকে ইহার গর্ভকেশর কৃষ্ণমরিচের সহিত বাটিয়া খাইতে দিলে এবং বহিস্থ ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে আশু ফল দর্শে ও বিষ বিদূরিত হয়।

ভারতবাসিগণ ইহার গেঁড় ও মৃণাল খাইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে গোড়া উপড়াইয়া তুলিয়া রাখে। যত দিন না ইহার পত্রাদি পচিয়া উঠে, ততদিন তাহাতে হাত দেয় না। পরে ইহাকে টুকরা টুকরা করিয়া রাঁধে বা অন্যান্য মসলা সহযোগে চাটনি প্রস্তুত করে। সিন্ধু ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নানাস্থান-বাসী লোকে ইহার শিকড় খায়। ইহার নাল ও পুষ্প রাঁধিয়া অনেকে ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করে। চীনবাসিগণ ইহার গেঁড় গ্রীষ্মের সময় বরফের সহিত সরবত করিয়া খায় এবং শীত কালের জন্য লবণ ও ভিনিগার সহযোগে তাহা জমাইয়া রাখে।

পদ্মফুল হিন্দুগণের একটী আদরের জিনিস। বৈদিক কাল হইতে পদ্মের ব্যবহার দেখা যায়। রামায়ণে শ্রীরামের 'নীলোৎপল আঁখি' ও পদ্মের কথা এবং মহাভারতেও বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি প্রভৃতি কথা লিখিত হইয়াছে *। এতদ্ভিন্ন বেদাধিষ্ঠাতৃ দেবী সরস্বতী পদ্মের উপরে আসীনা এবং বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের হস্তে পদ্মপুষ্পের বিবরণ অনেক প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। হিরোদোতস্, ষ্ট্রাবো, থিওফ্রেষ্টাস্ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রীক কবিগণের গ্রন্থেও পদ্মের উল্লেখ আছে।

কুমুদ নামে একপ্রকার ক্ষুদ্রাকার শ্বেতপদ্ম কাশ্মীর প্রদেশে ৫৩০০ ফিট্ উচ্চ স্থানে জন্মে। বিজ্ঞানবিদেরা ইহাকে Nymphæa alba (The White Water Lily) এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানবাসীরা নীলোফার ও ব্রীম্পোষ বলিয়া থাকে। য়ুরোপের পুষ্করিণী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত ও লবণবর্জ্জিত হ্রদাদিতে এই পুষ্প দেখিতে পাওয়া যায়। মূলে গেলিক এসিড (Gallic acid) থাকায় ত্রব্যাদি রং করিতে ইহা বিশেষ আবশ্যক হয়। কটু-কষায় গুণ প্রযুক্ত ও আটাবৎ পদার্থ মিশ্রিত থাকায়, আমাশয় (রক্ত) রোগে ইহার গেঁড় সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে। ডাক্তার ওসক্নেসির মতে ইহা ধারকতা ও মাদকতা গুণযুক্ত। পুষ্পগুণ কামদমনকর। উদরাময় রোগে ও বিষম জ্বরে স্বেদ-জনক ঔষধরূপে ব্যবহার্য্য। ইহার পুষ্প ও ফল জলসিক্ত (Infusion) করিয়া সেবন করিলে উক্ত রোগ সকল প্রশমিত হয়। ইহার মূল শ্বেতসার (Starch)-বিশিষ্ট হওয়ায় কাশ্মীরবাসীরা উহাতে একপ্রকার 'বিয়ার' মদ্য প্রস্তুত করে।

রক্তকমল বা শালুক নামে পদ্মজাতীয় আর একপ্রকার ক্ষুদ্রাকার জলজ পুষ্প দেখা যায়, বিজ্ঞানবিদ্গণ উহার *Nymphaa Lotus* নাম দিয়াছেন। ইহার আকৃতি নীলাম্বুর মত। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এই পুষ্পের নামও বিভিন্ন প্রকার—হিন্দী কন্বল, ছোটা, কন্বল্। বাঙ্গালা—শালুক, নাল, রক্তকমল, ছোট শুঁদী। উড়িষ্যা—ধাবলকাঁই, রঙ্গকাই। সিন্ধু—কুমী, পূমী (বীজ) নপো, (শিকড়) লোড়ী। দাক্ষিণাত্যে—অল্লীফুল। গুজরাত—নীলোফল, কন্বল্। তামিল—অল্লীতামরাই, অম্বল। তেলগু—অল্লীতামর, তেল্লকলব, কোস্তেক, এর্র্রাকোলুক, কলুহারমু। কণাড়ী—তাদল-হবু। মলয়—অম্বল। ব্রহ্ম—

* "স্নিগ্ধপত্রাঃ স্থলে যত্র পদ্মিকঃ ফুল্লপঙ্কজাঃ ॥" (রামায়ণ ৪।৩৮।১০)
"তস্যনাভ্যাং পদ্মঃ সমুত্থিতঃ" (মহাভারত ৩।১৫।২০)

ক্যাঃ-স্যা-কিয়া-নি। সিঙ্গাপুর—ওলু। সংস্কৃত—কমল, কুমুদ, কহ্লার, হল্লক, সন্ধিক। আরব ও পারস্ত—নীলুফর।

ইহার পুষ্প শ্বেত, পাটল বা সিন্দূর বর্ণের হইতে দেখা যায়। এই জাতীয় আর একপ্রকার পুষ্প (N. pubescens) দেখা যায়, তাহার পত্র ও পুষ্পের আকার ক্ষুদ্র।

উদরাময়, বিসূচিকা, জ্বর ও যকৃৎসংক্রান্ত পীড়ায় ইহার শুষ্ক পত্র অগ্ন্যুদ্দীপক। অর্শ, রক্তামাশয় ও অজীর্ণ রোগে ইহার গেঁড়োর গুঁড়া স্নিগ্ধকর ঔষধরূপে প্রযোজ্য। কুষ্ঠ, দক্র প্রভৃতি চর্ম্মরোগে এবং সর্পবিষে ইহার বীজ স্নিগ্ধকর। পাকস্থলী বা অন্ত্রসমূহ হইতে রক্তস্রাব হইলে অথবা রক্তপিত্তরোগে ইহার পুষ্প ও নাল গুঁড়া করিয়া খাইতে দিলে রোগ আরোগ্য হয়।

ইহার গেঁড় কাঁচা বা রাঁধিয়া খাইতে ভাল লাগে। অপুষ্ট ফল কাঁচা খাইতে উত্তম। পকবীজ ভাজিয়া খই করিয়া খায়। ইহাকে চলিত কথায় 'ভেটের খই' বলে। ঢাকা সহরে ইহার গেড় 'শালুক' এবং নাল ও বীজ 'সম্পলা' নামে বাজারে বিক্রীত হয়।

নীলপদ্ম বলিয়া খ্যাত যে ফুল পুষ্করিণী প্রভৃতিতে দেখা যায়, তাহা প্রকৃত নীলোৎপল নহে। বাঙ্গালায় ইহাকে নীলসাফ্‌লা বা নীলসাঁপ্‌লা বলে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে ইহার নাম Nymphæa Stellata, হিন্দী—নীলপদ্ম, উড়িষ্যা—গুদিকায়েম, বিজনোর—বস্তের, বোম্বাই—উপ্লিয়া-কমল, তেলগু—নীল্ল-কলব, মলয়—চিৎ-অম্বেল, সংস্কৃত—নীলোৎপল, উৎপল ও ইন্দীবর এই শ্রেণীতে আরও তিনপ্রকার পুষ্প দেখা যায়;—

(১) N. Cyanea মধ্যাকৃতি গন্ধহীন ও নীলবর্ণ আজমীর ও পুষ্করহ্রদে জন্মে। বাঙ্গালা—বড়নীলপদ্ম। (২) Nperviflora অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র (৩) N. Versicolor সকলের অপেক্ষা আকৃতিতে বড়, সাদা, নীল ও বেগুনী বা লালবর্ণ এবং অনেকগুলি পুংকেশরযুক্ত। বাঙ্গালা নাম বড় শুঁদী।

ইজিপ্টের দক্ষিণ ভাগে, রোজেটা, ডামিয়েটা ও কায়রো নগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে একপ্রকার নীলপদ্ম (Nymphœa Cærulea or Blue water lily) জন্মে, উহার সুমধুর গন্ধে ইজিপ্টবাসিগণ এত প্রীত যে বহু প্রাচীনকাল হইতে তাহারা ঐ পদ্মকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া প্রস্তরাদিতে খোদিয়া রাখিয়াছে। উত্তর-আমেরিকার কানাডা হইতে কেরোলিনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানসমূহে একপ্রকার সৌগন্ধযুক্ত পদ্ম (N. Odorata) জন্মে, উহার বর্ণ পাটল। ইহা পূর্ব্বলিখিত পদ্মের মত গুণবিশিষ্ট।

ডেমেরারা নামক স্থানে Victoria regia নামে এক প্রকার বৃহদাকার পদ্ম জন্মে। ইহার পুষ্পের ব্যাস ১৫ ইঞ্চি এবং পত্রের ব্যাস ৬।০ ফিট্। পত্রের আকৃতি থালার ন্যায় গোলাকার, চারিদিকে ৩ হইতে ৫ ইঞ্চি থালার কানায় মত উচ্চ হইয়া আছে। অন্যান্য পত্রের ন্যায় ইহার মধ্যস্থল কাটা নহে। উপর ভাগ উজ্জ্বল সবুজ এবং মসৃণ হইলেও ভিতরের পিঠ লালবর্ণ ও কণ্টকযুক্ত। এই পৃষ্ঠে পঞ্জরাস্থির ন্যায় অনেকগুলি উচ্চ উচ্চ শিরা পত্রের তলভাগে দৃষ্ট হয়। বোঁটার নিকট উহা প্রায় ১ ইঞ্চি পর্য্যন্ত পুরু হইয়া থাকে। পত্র ও পুষ্পের নাল এবং পত্রের তলদেশ কণ্টকাকীর্ণ। এই পুষ্প নানাবর্ণের এবং অসংখ্য পত্রযুক্ত হয়। উত্তর এবং পূর্ব্ব অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপাংশে একপ্রকার বৃহদাকার নীলপদ্ম পাওয়া যায়; এরূপ প্রস্ফুটিত পদ্মের ব্যাস প্রায় ১২ ইঞ্চি। বীজ এবং বিকসিত পুষ্পের নালগুলি অংশু-বর্জ্জিত হওয়ায় তথাকার আদিম অধিবাসিগণের উহা একটী উপাদেয় খাদ্য। এতদ্ব্যতীত ছোট রক্তকমল (Nymphæa rosea) এবং চীন, রুষ ও থাশিয়া পর্ব্বতে হাফ্ ক্রাউন মুদ্রার ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র পদ্ম (Nymphæa Pygmia) জন্মিতে দেখা যায়।

পূর্ব্বে যে পীত বা অরুণ বর্ণের পদ্মের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা সচরাচর বাঙ্গালা দেশে জন্মে না। উত্তর আমেরিকা, সাইবিরিয়া, উত্তর জর্ম্মণী, লাপ্‌লণ্ড, নরওয়ে, স্কট্‌লণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপের স্থানে স্থানে এই পুষ্প জন্মিতে দেখা যায়। Nuphar lutea or yellow water-lily, N. pumila or Dwarf yellow water-lily এবং ফিলাডেলফিয়া ও কানাডা নামক স্থানে N. advena নামে পুষ্প লবণাক্ত অথবা মিষ্ট উভয় প্রকার জলেই জন্মিতে দেখা গিয়াছে।

হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রে পদ্মের বিশেষ সুখ্যাতি দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রে পদ্মকে 'পদ্মমণি' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। স্বস্তিকের আকৃতি পদ্মের অনুরূপ। এতদ্ভিন্ন পদ্মের উপর দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট হিন্দু ও বৌদ্ধ, জাপানী ও চীন দেশীয় দেবদেবী মূর্ত্তি কল্পিত ও চিত্রিত দেখা যায় *।

সচরাচর যে তিন প্রকার পদ্ম দেখা যায়, তাহার মধ্যে সাদাগুলি পুণ্ডরীক, লালপদ্ম কোকনদ, ও নীলোৎপল ইন্দীবর নামে পরিচিত।

সমগ্র বৃক্ষ পদ্মিনী, ফল কর্ম্মিকর, পুষ্পস্থিত মধু মকরন্দ, পত্র ও পুষ্পের ডাঁটা নাল, জলমধ্যস্থ নাল মৃণাল, পুষ্পের গর্ভস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রবিশিষ্ট স্থান কিঞ্জল্ক, তদুপরি বীজকোষ, তৎপার্শ্ব-

* জাপান ও চীনবাসিগণ পদ্মের উপর দেবমূর্ত্তি নির্ম্মাণে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন।

পদ্মপাণি—বিষ্ণু বা বুদ্ধ মূর্ত্তি, পদ্মাবতী—শক্তি (লক্ষ্মী) মূর্ত্তি।

বর্ত্তী সুবর্ণবর্ণ বৃত্তগুলি পদ্মকেশর, তদুপরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেণুবর্ণ ধীজের ন্যায় পদার্থ পুষ্পরেণু বা কিঞ্জল্ক নামে খ্যাত। কবিগণ পদ্মের সহিত নরনারীর অথবা দেবদেবীর চক্ষু ও মুখের সহিত তুলনা দিয়া থাকেন।

বৈদ্যকমতে পদ্মের গুণ—কষায়, মধুর, শীতল, পিত্ত, কফ ও অস্রনাশক। পদ্মবীজ বমননাশক। পদ্মপত্রের শয্যা শীতল ও দাহনাশক। পদ্মপুষ্প গুদভ্রংশহর।

২ পদ্মক, গজের মুখাদিস্থিত বিন্দুসমূহ, হস্তীর মস্তক ও শুণ্ডোপরি চিত্রিত চিহ্নবিশেষ। ৩ ব্যূহবিশেষ।

"বজ্রেণ চৈবমাপদ্যেৎ ততো বিস্তারয়েদ্বলং।
পদ্মেন চৈব ব্যূহেন নিবিশেত সদা স্বয়ং॥" (মনু ৭।১৮৮)

৪ নিধিভেদ। (ভারত ২।১০।৩৬) ৫ সংখ্যাবিশেষ, দশার্ব্বুদ সংখ্যা। ৬ তৎসংখ্যাত। ৭ পুষ্করমূল। ৮ পদ্মকাষ্ঠৌষধি। ৯ বৌদ্ধমতে নক্ষত্রভেদ। ১০ সীসক। ১১ কল্পবিশেষ।

"পদ্মাবসানে চ প্রলয়ে নিশাসুপ্তোত্থিতঃ প্রভুঃ।
সত্ত্বোদ্রিক্তস্তদা ব্রহ্মা শূন্যং লোকমবৈক্ষত॥" (মার্ক°পু° ৪৭।৩)

১২ শরীরস্থিত ষট্পদ্ম। তন্ত্রসারে এই ষট্পদ্মের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—ইচ্ছা ও জ্ঞানক্রিয়াত্মক ত্রিকোণাখ্য, মূলাধারে তাহার মধ্যে কোটিসূর্য্যসদৃশ প্রভাযুক্ত স্বয়ম্ভূলিঙ্গ অবস্থিত। তাহার ঊর্দ্ধে কামবীজ, তদূর্দ্ধে শিখাকারা কুণ্ডলী, তাহার বাহিরে সুবর্ণবর্ণ পদ্ম আছে, এইরূপ ভাবনা করিতে হয়। ইহাতে হীরকপ্রভ ৬টী দল আছে, ইত্যাদি *।

১৩ বৈদ্যকে পদ্মশব্দের উল্লেখ স্থলে প্রায় পদ্মকেশরই বুঝাইয়া থাকে।

"যত্র তু পদ্মমিচ্ছন্তি তত্র প্রায়ঃ পদ্মকেশরং প্রাহুঃ" (শ্রীকণ্ঠ) (পুং) ১৪ দাশরথি। ১৫ নাগবিশেষ। (ভারত ২।৯।৮) ১৬ পদ্মোত্তরাত্মজ। ১৭ বলদেব। (হেম) ১৮ ষোড়শ রতিবন্ধের অন্তর্গত রতিবন্ধবিশেষ।

"হস্তাভ্যাঞ্চ সমালিঙ্গ্য নারী পদ্মাসনোপরি।
রমেদগাঢ়ং সমাকৃষ্য বন্ধোঽয়ং পদ্মসংজ্ঞকঃ॥" (রতিম°)

১৯ নরকভেদ। (দিব্যাবদান ৫৭।২৩১) ২০ কাবুলের একজন হিন্দুরাজা। ইনি ৮৭৮ হইতে ৮৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, ইহার তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ২১ একটী প্রাচীন নগর। ২২ সর্পভেদ। ২৩ জম্বুদ্বীপের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটী ভূভাগ। ২৪ সংখ্যাভেদ। ২৫ মারবার রাজ্যের একজন রাজা। ইনি উড়িষ্যা অধিকার এবং তেজমান বহুর নিকট হইতে বসীলন প্রদেশ জয় করিয়া লন। ২৬ গঙ্গার পূর্ব্বনদ। (জৈন হরিবংশ ৫) [পদ্মা দেখ।] ২৭ একজন রাজা। চন্দ্রবংশে পার্ব্বত মুনিগোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। (সহ্যাদ্রি ৩০।৮২) ২৮ কুমারানুচর ভেদ। ২৯ জৈনমতে ভারতের নবম চক্রবর্ত্তী। ৩০ কাশ্মীরের একজন রাজমন্ত্রী। ইনি পদ্মস্বামীর মন্দির ও পদ্মপুর নগর স্থাপন করেন।

পদ্মক (ক্লী) পদ্মমিব কায়তীতি পদ্ম-কৈ-ক, পদ্মপ্রতিকৃতিরক্তবর্ণত্বাৎ তথাত্বং। ১ বিন্দুজাত, গজের মুখাদিস্থিত বিন্দুসমূহ, গজমুখস্থিত পুষ্পাকার বিন্দুসমূহ। ২ পদ্মকাষ্ঠ। ইহার গুণ—তুবর, তিক্ত, শীতল, বাতল, লঘু, বিসর্প, দাহ, বিস্ফোট, কুষ্ঠ, শ্লেষ্ম, অস্র ও পিত্তনাশক, গর্ভসংস্থাপন, রুচিকর, বমি, ব্রণ ও তৃষ্ণানাশক। (ভাবপ্র°) ৩ কুষ্ঠৌষধি। (রাজনি°) পদ্ম-স্বার্থে কন্। ৪ পদ্মপদার্থ। ৫ গৃহারম্ভনভেদ ? (বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশ)

পদ্মকন্দ (পুং) পদ্মস্য কন্দঃ। কমলকন্দ, পদ্মের গেঁড়ো। পর্য্যায়—শালূক, পদ্মমূল, কটাহ্বয়, শালূক, জলালূক। ইহার গুণ—কটু, বিষ্টম্ভী। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে গুণ—শীতল, বৃষ্য, পিত্ত, দাহ, রক্তদোষনাশক, গুরু, সংগ্রাহী। (স্ত্রী) ২ জলপক্ষিবিশেষ।

পদ্মকর (পুং) পদ্মং করে যস্য। পদ্মহস্ত বিষ্ণু, পদ্মপাণি।

পদ্মকরবীর, পুষ্পবৃক্ষবিশেষ।

পদ্মকর্কট (পুং স্ত্রী) কমলাক্ষ, পদ্মবীজ। (বৈদ্যকনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্।

পদ্মকর্ণিকা (স্ত্রী) ১ পদ্মাকারে সজ্জিত সেনামণ্ডলীর মধ্যভাগ। ২ কমলকর্ণিকা। (বৈদ্যকনি°)

পদ্মকল্প, কল্পভেদ, বিগত শেষ কল্প।

পদ্মকাদ্যঘৃত (ক্লী) চক্রদত্তোক্ত পক্ব ঘৃতভেদ।

পদ্মকাষ্ঠ (ক্লী) পদ্মমিব গন্ধবৎ কাষ্ঠং। ওষধিবিশেষ। স্বনামখ্যাত সুগন্ধ কাষ্ঠ। পর্য্যায় পদ্মক, পীতক, পীত, মালয়, শীতল, হিম, শুভ্র, কেদারজ, রক্ত, পাটলাপুষ্পসন্নিভ, পদ্মবৃক্ষ। ইহার গুণ—শীতল, তিক্ত, রক্তপিত্তনাশক; মোহ, দাহ, জ্বর, ভ্রান্তি, কুষ্ঠ, বিস্ফোট ও শান্তিকারক। (রাজনি°)

পদ্মকাহ্বয় (ক্লী) পদ্মকাষ্ঠ।

---

* "মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মকে।
মধ্যে স্বয়ম্ভূলিঙ্গন্তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভং॥
তদূর্দ্ধে কামবীজন্তু কলশান্তীন্দুনাদকং।
তদূর্দ্ধে তু শিখাকারা কুণ্ডলী ব্রহ্মবিগ্রহা॥
তদ্বাহ্যে হেমবর্ণাভং ব-স-বর্ণচতুর্দ্দলং।
দ্রুতহেমসমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিভাবয়েৎ।
তদূর্দ্ধেঽগ্নিসমপ্রখ্যং ষড়্দলং হীরকপ্রভং।
বাদিলান্তষড়র্ণেন যুক্তাধিষ্ঠানসংজ্ঞকং॥" ইত্যাদি। (তন্ত্রসার)

পদ্মকিঞ্জল্ক (পুং) পদ্মকেশর। (বৈদ্যকনি°)

পদ্মকিন্ (পুং) পদ্মকং বিন্দুজালমস্ত্যস্য ইনি। ভূর্জ্জবৃক্ষ। (শব্দমালা)

পদ্মকীট (পুং) অগ্নিপ্রকৃতিকীটভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থা°)

পদ্মকূট (ক্লী) প্রাচীন জনপদভেদ। এখানে সুভীমার প্রাসাদ রচিত হইয়াছিল। (হরিবংশ ১৫৭ অঃ)

পদ্মকেতন (পুং) ১ গরুড়াত্মজভেদ। (ভারত উদ্যোগ ১০০ অ°) (ক্লী) ২ পদ্মনিবাস।

পদ্মকেতু (পুং) কেতুভেদ। যে কেতু মৃণালের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং পশ্চিমদিকে এক রাত্রি দেখা যায়, তাহার নাম পদ্মকেতু। এই পদ্মকেতুর উদয়ে ৭ বৎসর সুভিক্ষ হইয়া থাকে। (বৃহৎস° ১১।৪৯)

পদ্মকেশ(স)র (পুং ক্লী) পদ্মস্য কেশরঃ। কিঞ্জল্ক। (রাজনি°) পদ্মের রেণু। "গোক্ষীরৈঃ পেষয়েত্তুল্যং পদ্মকেশরচন্দনং।" (ইন্দ্রজালস°) ইহার গুণ মলসংগ্রাহক, শীতল, দাহনাশক, এবং অর্শের স্রাবনাশক। (রাজনি°)

পদ্মকোষ (পুং) পদ্মস্য কোষঃ। পদ্মের কোষ।

পদ্মক্ষেত্র (ক্লী) উড়িষ্যার অন্তর্গত চারিটী পবিত্র ক্ষেত্রের মধ্যে একটী।

পদ্মখণ্ড (ক্লী) ১ পদ্ম পরিবেষ্টিত স্থান। ২ পদ্মসমূহ।

পদ্মগন্ধ (ত্রি) পদ্মস্যেব গন্ধো যস্য। ১ পদ্মতুল্য গন্ধযুক্ত। (উপমানাচ্চ। পা ৫।৪।১৩৭) এই সূত্রানুসারে ইৎসমাসান্ত করিলে পদ্মগন্ধি এইরূপ পদ হয়। সেই স্থলেও এইরূপ অর্থ হইবে। (ক্লী) ২ পদ্মকাষ্ঠ। (ভাবপ্র°)

পদ্মগর্ভ (পুং) পদ্মং গর্ভঃ কুক্ষিরিব যস্য বিষ্ণুনাভি-কমল-জাতত্বাৎ তথাত্বং। ১ ব্রহ্মা। (শব্দর°) পদ্মস্য হৃদয়স্থ পদ্মস্য গর্ভে আসনত্বেন কল্পিতো যস্য উপাসকৈরিতি শেষঃ। ২ বিষ্ণু।

"পদ্মনাভোঽরবিন্দাক্ষঃ পদ্মগর্ভঃ শরীরভৃৎ॥"

(ভারত ১৩।১৪৯।৫১) ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩২)। ৪ কমল মধ্য।

পদ্মগিরি, (পদ্মাচল)—নেপাল রাজ্যের কাঠমাণ্ডু নগরের দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত গিরিভেদ। এই পর্ব্বতের উপর স্বয়ম্ভু-নাথের মন্দির আছে। পদ্মগিরিপুরাণে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

পদ্মগুণা (স্ত্রী) পদ্মং গুণয়তি আসনত্বেন গুণ-ক, টাপ্। লক্ষ্মী। (ভারত ১।৬৬ অ°)

পদ্মগুপ্ত, মালবরাজ বাক্‌পতির সভায় রাজকবি। ইনি নব-সাহসাঙ্কচরিত রচনা করেন, এই গ্রন্থে মালবের অনেকটা ঐতিহাসিক বিবরণ বর্ণিত আছে। [পরমার-রাজবংশ দেখ।]

পদ্মগ্রাম, বিন্ধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখ° ৮।৬১)

পদ্মগৃহা (স্ত্রী) পদ্মালয়া, লক্ষ্মী।

পদ্মচারটী (স্ত্রী) ১ স্থলকমলিনী, স্থলপদ্ম। (বৈদ্যকনি°) ২ নব-নীতখোটী। (চক্রদত্ত বিষচি°)।

পদ্মচারিণী (স্ত্রী) পদ্মামিব চরতীতি চর-ণিনি স্ত্রিয়াং ঙীপ্। উত্তরাপথপ্রসিদ্ধ স্বনামখ্যাত লতাভেদ, স্থল-কমলিনী, পর্য্যায়—অব্যথা, অতিচরা, পদ্মা, চারটী। (অমর) ২ ভার্গী, বামনহাটী। ৩ শমীবৃক্ষ। ৪ হরিদ্রা। ৫ লাক্ষা। ৬ বৃদ্ধি। (মেদিনী)

পদ্মজ (পুং) পদ্মাৎ বিষ্ণুনাভিকমলাৎ জায়তে জন-ড। ব্রহ্মা, চতুর্ম্মুখ। পদ্মজন্মন্ প্রভৃতিরও এই অর্থ হইবে।

পদ্মতন্তু (পুং) পদ্মস্য তন্তুঃ। মৃণাল। (রাজনি°)

পদ্মতীর্থ (ক্লী) পুষ্করমূল। (বৈদ্যকনি°)।

পদ্মধাতু, করুণাপুণ্ডরীক নামক বৌদ্ধগ্রন্থবর্ণিত দ্বীপভেদ। অরণেমি নামে এখানে একজন রাজা ছিলেন।

পদ্মনন্দী, ১ প্রসিদ্ধ দিগম্বরাচার্য্য কুন্দকুন্দের নামান্তর। [কুন্দ-কুন্দাচার্য্য দেখ।] ২ রাঘবপাণ্ডবীয়ের টীকা-রচয়িতা।

পদ্মদর্শন (পুং) পদ্মস্যেব দর্শনং যস্য। ১ শ্রীবাস, লোবান্। (শব্দচ°) ২ সর্জ্জরস। (বৈদ্যকনি°)

পদ্মনাড়িকা (স্ত্রী) স্থলপদ্মিনী। (বৈদ্যকনি°)

পদ্মনাভ (পুং) পদ্মং নাভৌ যস্য, অচ্‌সমাসান্তঃ (অচ্ প্রত্যয়-পূর্ব্বাৎ সামলোম্নঃ। পা ৫।৪।৭৫) ব্রহ্মোৎপত্তিকারিণীভূত-পদ্মস্য নাভিজাতত্বাদস্য তথাত্বং। বিষ্ণু। শয়নকালে পদ্মনাভ বিষ্ণুর নাম স্মরণ করিতে হয়।

"ঔষধে চিন্তয়েদ্বিষ্ণুং ভোজনে চ জনার্দ্দনং।

শয়নে পদ্মনাভঞ্চ বিবাহে চ প্রজাপতিং॥" (বৃহন্নন্দিকেশ্বরপু°)

২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১০৫) পদ্মমিব বর্ত্তুলা-কৃতিঃ নাভির্যস্য। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগের মধ্যে একটী পুত্র। (ভারত ১।৬৭।৯৫) ৪ নাগবিশেষ। (ভারত ১২।৩৫৫।৪) ৫ উৎসর্পিণীর জিনভেদ। (হেমচ°) ৬ মন্ত্রনাস্ত্রবিশেষ। ৭ মার্গশীর্ষ হইতে একাদশ মাস।

"পদ্মনাভো মহানাভঃ সুনাভো দুন্দুভিস্বনঃ।"

(গৌঃ রামায়ণ ১।৩১।৭)

পদ্মনাভ, ১ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ভীমুলিপত্তন (বিমলীপত্তম) জেলায় একটী প্রাচীন গ্রাম। অক্ষা ১৭° ৫৮′ উঃ ও দ্রাঘি° ৮৩° ১৯′ পূঃ। বিজয়নগর হইতে ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। পদ্মনাভের (বিষ্ণুর) পবিত্রক্ষেত্র বলিয়া এইস্থান প্রসিদ্ধ। এখানকার ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে লিখিত আছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখানকার গিরিশিরে আবির্ভূত হইয়া বনবাসী পাণ্ডবগণকে

আদেশ করেন, আমি শঙ্খ ও চক্র রাখিয়া চলিলাম, তোমরা এই শঙ্খচক্রের পূজা করিও।' ভগবান্ এই বলিয়া শিখরদেশে শঙ্খচক্র রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার নামানুসারে এই গিরি ও নিকটবর্ত্তী নগর পদ্মনাভ নামে খ্যাত হইল।

পর্ব্বতের শিখরদেশে অতি প্রাচীন শঙ্খচক্র প্রতিষ্ঠিত ও অতি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহারই অনতিদূরে বিজয়রামরাজ একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই মন্দিরে উঠিবার জন্ত উক্ত রাজা ১২৯০ ধাপ বাঁধান সিঁড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। গিরিশিখর হইতেভীমুলিপত্তন বন্দর, সাগরবক্ষ, সিংহাচল ও বিজয়নগরের দৃশ্য নয়নগোচর হয়। পর্ব্বতের পশ্চাদ্দেশে কুন্তিমাধবস্বামীর মন্দির, কএক ঘর ব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্রের আবাস এবং অনতিদূরে পুণ্যসলিলা গোদোহনী নামে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আছে। বিজয়রামরাজ অনেক সময়ে এই পদ্মনাভে বাস করিতেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ১০ই জুন, তাঁহার সহিত ইংরাজ সৈন্তের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে বিজয়রামরাজের মৃত্যু ঘটে।

পদ্মনাভ দাক্ষিণাত্যবাসীর একটী পবিত্র তীর্থ। রামানুজস্বামী, গৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি এই তীর্থদর্শনে আসিয়াছিলেন।

২ ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী অতি পুণ্যস্থান ও প্রাচীন নগর। অনন্তশায়ী বিষ্ণুর ক্ষেত্র বলিয়া এই স্থান অনন্ত-শয়ন নামেও খ্যাত। ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণের অন্তর্গত অনন্তশয়নমাহাত্ম্যে এই স্থানের পৌরাণিক আখ্যান বর্ণিত আছে।

পদ্মনাভ, ১ ভাস্করাচার্য্যধৃত একজন প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইঁহার রচিত বীজগণিত 'পদ্মনাভ বীজ' নামে খ্যাত।

২ দশকুমারচরিতোত্তরপীঠিকা-রচয়িতা।

৩ মাধ্যন্দিনীয় আচারসংগ্রহদীপিকা-রচয়িতা।

৪ লক্ষ্মীনাথের শিষ্য, রামাশ্বেটকাব্যপ্রণেতা।

৫ রুক্মাঙ্গদীয় মহাকাব্যরচয়িতা।

৬ কৃষ্ণদেবের পুত্র, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্।

পদ্মনাভের রচিত বলিয়া এই কয়খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়—

নার্ম্মদী নামে করণকুতূহলটীকা, গ্রহণসস্তবাধিকার, জ্ঞানপ্রদীপ, ধ্রুবভ্রমণাধিকার (এই গ্রন্থে গ্রন্থকার নার্ম্মদাত্মজ নামে পরিচয় দিয়াছেন), ভুবনদীপ বা গ্রহভাবপ্রকাশ, মেঘানয়ন, লম্পাক, ব্যবহারপ্রদীপ।

৭ একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ইঁহার পিতার নাম বলভদ্র, মাতার নাম বিজয়শ্রী, ভ্রাতার নাম গোবর্দ্ধন মিশ্র ও বিশ্বনাথ। ইনি কিরণাবলীভাস্কর, তত্ত্বচিন্তামণিপরীক্ষা, তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকা, রাধান্তমুক্তাহার ও কাণাদরহস্ত নামে তাহার টীকা, এবং ১৬৪৮ সম্বতে বীরভদ্রদেবচম্পূ রচনা করেন।

পদ্মনাভদত্ত, একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ইনি সুপদ্মব্যাকরণ, সুপদ্মপঞ্জিকা, প্রয়োগদীপিকা, উণাদিবৃত্তি, ধাতুকৌমুদী, যঙ্লুক্বৃত্তি, পরিভাষা, গোপালচরিত, আনন্দলহরীটীকা, ছন্দোরত্নাচারচন্দ্রিকা ও ভূরিপ্রয়োগ নামে সংস্কৃত অভিধান রচনা করেন। ইনি পরিভাষায় আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ বররুচি, তৎপুত্র কলিকাব্যার্থতত্ত্ববিৎ জ্ঞানদত্ত, তৎপুত্র পাণিনীয়ার্থতত্ত্ববিৎ দুর্গট, তৎপুত্র মীমাংসাশাস্ত্রপারগ জয়াদিত্য, তৎপুত্র সাংখ্যশাস্ত্রবিশারদ গণেশ্বর (গণপতি), তৎপুত্র রসমঞ্জরীকার ভানুদত্ত, তৎসুত বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ হলায়ুধ, তৎসুত স্মৃতিশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ শ্রীদত্ত, তৎসুত বৈয়াকরণিক ভবদত্ত, তৎপুত্র কাব্যালঙ্কারকারক দামোদর, তৎসুত পদ্মনাভ দত্ত।

পদ্মনাভদীক্ষিত, একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত। ইঁহার পিতার নাম গোপাল, পিতামহের নাম নারায়ণ এবং গুরুর নাম শিতিকণ্ঠ। ইনি কাত্যায়নসূত্রপদ্ধতি, প্রতিষ্ঠাদর্পণ ও প্রয়োগদর্পণ রচনা করেন।

পদ্মনাভবীজ (ক্লী) পদ্মনাভরচিত বীজগণিত।

পদ্মনাভি (পুং) পদ্মং নাভৌ যস্ত, সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন অচ্। পদ্মনাভ, বিষ্ণু।

পদ্মনাল (ক্লী) পদ্মস্ত নালং। মৃণাল। 'কর্ণিকা পদ্মনালন্ত মৃণালং তন্তুলং বিসং॥' (হেম ৪।২৩১)

পদ্মনিভেক্ষণ (ত্রি) পদ্মসদৃশ চক্ষুযুক্ত।

পদ্মনিমীলন (ত্রি) প্রস্ফুটিত পদ্মের সঙ্কোচন।

পদ্মনেত্র (পুং) বুদ্ধবিশেষ। (ত্রি) পদ্মে ইব নেত্রে যস্ত। পদ্মচক্ষুঃ, পদ্মতুল্য নেত্রযুক্ত।

পদ্মপণ্ডিত, নাগরসর্ব্বস্বনামক সংস্কৃতগ্রন্থরচয়িতা।

পদ্মপত্র (ক্লী) পদ্মস্ত পত্রমিব, পদ্মপত্রসাদৃশ্যাদস্ত তথাত্বং। ১ পুষ্করমূল। পদ্মস্ত পত্রং। ২ কমলদল।

"অন্তঃপ্রবর্ত্তিতোদারমারুতাপূরিতোদরঃ।
পয়স্তগাধেঽপি সুখাৎ প্লবতে পদ্মপত্রবৎ॥"

(হটযোগদীপিকা ২।৩০)

পদ্মপর্ণ (ক্লী) পদ্মস্ত পর্ণং পত্রং। পদ্মপত্র, পুষ্করমূল। (অমরটীকা)

পদ্মপলাশলোচন (পুং) পদ্মস্য পলাশে পত্রে ইব লোচনে যস্য। বিষ্ণু।

"নান্তং ততঃ পদ্মপলাশলোচনাৎ দুঃখচ্ছিদন্তে মৃগয়ামি কঞ্চন।
যো মৃগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়াশ্রিয়েতরৈরঙ্গ বিমৃগ্যমাণয়া॥"

(ভাগ° ৪ স্ক)

পদ্মপাণি (পুং) পদ্মং পাণৌ যস্য। ১ ব্রহ্মা। ২ বুদ্ধমূর্তিভেদ। ধর্ম বোধিসত্ব। অমিতাভের দৈবপুত্র। নেপালের পৌরাণিক গ্রন্থে পদ্মপাণির এই কয়টী নামান্তর আছে—

কমলী, পদ্মহস্ত, পদ্মকর, কমলপাণি, কমলহস্ত, কমলাকর, আর্য্যাবলোকিতেশ্বর, আর্য্যাবলোকেশ্বর, লোকনাথ।

তিব্বতে ইনি 'চেন্‌রেসি' (অবলোকিতেশ্বর), 'চুগ্‌চিগ্‌ সাল' (একাদশমুখ), 'চগ্‌তোঙ্‌ (সহস্রকরচক্র), 'চক্‌না পদ্ম কর্পো' (পদ্মপাণি) ইত্যাদি নামে এবং চীনদেশে 'কন্‌য়েন্‌টৈ' ও 'কন্‌-শৈ-য়িন্‌' (পরম কারুণিক) ইত্যাদি নামে অভিহিত। বৌদ্ধসমাজে পদ্মপাণির উপাসনা ও ধারণী বিশেষ প্রচলিত। নেপালে বিশেষতঃ তিব্বতে বৌদ্ধগণ অপর সকল বৌদ্ধ দেবদেবী হইতে পদ্মপাণির পূজা ও তৎপ্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিব্বতবাসিগণ বলিয়া থাকেন, পদ্মপাণিই শাক্যমুনির প্রকৃত প্রতিনিধি। বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করিলে কথা উঠে—কে আর জীবের প্রতি করুণা করিবেন? তখন পদ্মপাণি বোধিসত্বরূপে আবির্ভূত হইলেন। তিনি বুদ্ধমার্গরক্ষা, তাঁহার মত প্রচার ও সর্ব্বজীবে দয়া করিবার জন্য আত্মোৎসর্গ করিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যতদিন মৈত্রেয় বুদ্ধ আবির্ভূত না হইবেন, ততদিন তিনি নির্ব্বাণলাভপূর্ব্বক সুখাবতীধামে গমন করিবার চেষ্টা করিবেন না। বৌদ্ধেরা আপদে বিপদে পদ্মপাণির স্মরণ করিয়া থাকে।

পদ্মপাণির নানামূর্ত্তি কল্পিত হইয়া থাকে। কোথাও একাদশমুখ ও অষ্টহস্ত। একাদশ মুখ চূড়াকারে থাকে থাকে বিভক্ত থাকে। প্রত্যেক থাকের বর্ণ বিভিন্ন, কণ্ঠের নিকট যে তিনটী মুখ থাকে, তাহা শ্বেতবর্ণ, তৎপরে তিনটী মুখ পীত, তৎপরে তিনটী লাল, দশমটী নীল এবং একাদশটী (অমিতাভের মুখ) রক্তবর্ণ, তিব্বতে এইরূপ মূর্ত্তি দেখা যায়। জাপানে এই ১১টী মুখ অতি ক্ষুদ্র মুকুটাকারে থাকে, তাহার মধ্যস্থলে দুইটী পূর্ণমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়, উপরের মূর্ত্তি দণ্ডায়মান এবং নীচের মূর্ত্তি উপবিষ্ট, এই দুইটীর সহিত সারি সারি ১০টী ক্ষুদ্র মুণ্ডযুক্ত থাকে।

নেপালে ও তিব্বতে দ্বিহস্ত পদ্মপাণি দৃষ্ট হয়, তাঁহার এক হস্তে শ্বেতপদ্ম থাকে। [বোধিসত্ব দেখ।]

তিব্বতবাসিগণের বিশ্বাস এই পদ্মপাণির জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া সময়ে সময়ে দলাইলামারূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

৩ সূর্য্য। (ত্রিকা°) ৪ পদ্মহস্তক।

পদ্মপাদ, শঙ্করাচার্য্যের একজন প্রধানশিষ্য। মাধবাচার্য্যের শঙ্করবিজয়ে লিখিত আছে—'সনন্দন নামে এক শিষ্য শঙ্করের বড়ই ভক্ত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন। শঙ্কর তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিয়া সর্ব্বদা পরমাত্মতত্ত্ব উপদেশ দিতেন এবং স্বরচিত ভাষ্যসমূহ তাঁহাকে তিনবার পাঠ করাইয়াছিলেন। একদিন শঙ্কর গঙ্গার পরপারে তাঁহাকে আহ্বান করেন। তাঁহার অচলা গুরুভক্তি দেখিয়া পার হইবার সময় গঙ্গা তাঁহার পদে পদে পদ্মসমূহ বিকসিত করিতে লাগিলেন। সনন্দন সেই কমলকুসুমের উপর চরণ রাখিয়া তীরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ভক্তির তুলনা নাই বলিয়া শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া 'পদ্মপাদ' এই নাম প্রদান করিলেন। পদ্মপাদ সর্ব্বদাই গুরুর নিকট থাকিতেন। তিনি কাপালিকের করালকবল হইতে গুরুকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

[শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

সৌরপুরাণে (৩৯শ ও ৪০শ অধ্যায়ে) পদ্মপাদুকাচার্য্য নামে ও পরম অদ্বৈততত্ত্ববিৎ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

[মধ্বাচার্য্য দেখ।]

পদ্মপাদ অনেক বৈদান্তিক গ্রন্থ রচনা করিয়া যান, তন্মধ্যে সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত লঘুবার্ত্তিকের টীকা, আত্মানাত্মবিবেক, পঞ্চপাদিকা, ও প্রপঞ্চসার এই কয়খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই পদ্মপাদের অনুবর্ত্তী শিষ্যগণ হইতেই দশনামীদিগের 'তীর্থ' ও 'আশ্রম' শাখা বাহির হইয়াছে।

পদ্মপাদাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ। [পদ্মপাদ দেখ।]

পদ্মপুর, কাশ্মীররাজ বৃহস্পতির মন্ত্রী পদ্ম কর্ত্তৃক (খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে) প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ। (রাজত° ৪।৬৯৪) ইহার বর্ত্তমান নাম পাম্‌পুর। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বে বেহাত নদীর ডানকূলে অবস্থিত। এখনও এখানে অনেক লোকের বাস আছে। জাফরান্‌ ক্ষেত্রের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

২ রাধাতন্ত্রবর্ণিত যমুনাতীরস্থ একটী পুণ্যস্থান।

পদ্মপুরাণ (ক্লী) ব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত মহাপুরাণভেদ। নারদীয়পুরাণে এই পুরাণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—প্রথম সৃষ্টিখণ্ড, ইহাতে প্রথম সৃষ্ট্যাদিক্রম, নানা আখ্যান ও ইতিহাসাদিদ্বারা ধর্ম্মবিস্তর, পুষ্করমাহাত্ম্য, ব্রহ্মযজ্ঞবিধান, বেদপাঠাদিলক্ষণ, দান, কীর্ত্তন, উমাবিবাহ, তারকাখ্যান, গোমাহাত্ম্য, কালকেয়াদিদৈত্যবধ, গ্রহদিগের অর্চ্চন ও দান, এই সকল বিষয় বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় ভূমিখণ্ড—ইহার প্রথমে পিতৃ-মাতৃ প্রভৃতির পূজা, শিবধর্ম্মকথা, উত্তম ব্রতের কথা, বৃত্রবধ, পৃথু ও বেণের ধর্ম্মাখ্যান, পিতৃশুশ্রূষণাখ্যান, নহুষকথা, যযাতিচরিত, গুরুতীর্থনিরূপণ, বহু আশ্চর্য্যকথা, অশোকসুন্দরীর কথা, হুণ্ডদৈত্যবধাখ্যান, কামোদাখ্যান, বিহুণ্ডবধ, কুঞ্জলসংবাদ, সিদ্ধাখ্যান, সূতশৌনকসংবাদ, এই সকল বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয় স্বর্গখণ্ড, ইহাতে ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, সতুমলোকসংস্থান, তীর্থাখ্যান, নর্ম্মদোৎপত্তিকথন, কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থের কথা, কালিন্দীপুণ্যকথন, কাশীমাহাত্ম্য, গয়া ও প্রয়াগমাহাত্ম্য, বর্ণাশ্রমানুরোধে কর্ম্মযোগনিরূপণ, ব্যাসজৈমিনিসংবাদ, সমুদ্রমথনাখ্যান, ব্রতকথন, এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ পাতালখণ্ড—প্রথমে রামের অশ্বমেধ ও রাজ্যাভিষেক, অগস্ত্যাদির আগমন, পৌলস্ত্যবংশকীর্ত্তন, অশ্বমেধোপদেশ, হয়চর্য্যা, নানারাজকথা, জগন্নাথবর্ণন, বৃন্দাবনমাহাত্ম্য, নিত্যলীলাকথন, মাধবস্নানমাহাত্ম্য, স্নানদানার্চ্চন, ধরাবরাহসংবাদ, যম ও ব্রাহ্মণের কথা, রাজদূতসংবাদ, কৃষ্ণস্তোত্র, শিবশম্ভুসমাযোগ, দধীচ্যাখ্যান, ভস্মমাহাত্ম্য, শিবমাহাত্ম্য, দেবরাতসুতাখ্যান, গৌতমাখ্যান, শিবগীতা, কল্পান্তরীরামকথা, ভারদ্বাজাশ্রমস্থিতি এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম উত্তরখণ্ড, প্রথমে গৌরীর প্রতি শিবের পর্ব্বতাখ্যান, জালন্ধরকথা, শ্রীশৈলাদির বর্ণন, সাগরকথা, গঙ্গা, প্রয়াগ ও কাশীর আধিপুণ্যক, আম্রাদিদানমাহাত্ম্য, মহাদ্বাদশীব্রত, চতুর্বিংশৈকাদশীর মাহাত্ম্যকথন, বিষ্ণুধর্ম্মসমাখ্যান, বিষ্ণুনামসহস্রক, কার্ত্তিকব্রতমাহাত্ম্য, মাঘস্নানফল, জম্বুদ্বীপ ও তীর্থমাহাত্ম্য, সাধুমতীর মাহাত্ম্য, নৃসিংহোৎপত্তিবর্ণন, দেবশর্ম্মাদিআখ্যান, গীতামাহাত্ম্যবর্ণন, ভক্ত্যাখ্যান, শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য, ইন্দ্রপ্রস্থের মাহাত্ম্য, বহুতীর্থকথা, মন্ত্ররত্নাভিধান, ত্রিপাদভূত্যানুবর্ণন, মৎস্যাদি অবতারকথা, রামনামশত এবং তন্মাহাত্ম্য, উত্তরখণ্ডে এই সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ এই পাঁচখণ্ডে বিভক্ত, এই পাঁচখণ্ড পদ্মপুরাণ যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করে, তাহারা বৈষ্ণবপদ লাভ করে। এই পদ্মপুরাণে ৫৫ হাজার শ্লোক আছে। যিনি এই পুরাণ লেখাইয়া ঘৃত ও স্বর্ণ পুরাণজ্ঞকে দান করেন, তাহারও বৈষ্ণবলোকে গতি হয়। (নারদীয়পু°)

২ দিগম্বর জৈনদিগেরও এই নামে দুইখানি পুরাণ আছে। ইহার মধ্যে একখানি রবিসেনবিরচিত। জৈন হরিবংশকার জিনসেন খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে এই পদ্মপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। জৈনদিগের অনেক পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই পদ্মপুরাণে দৃষ্ট হয়। সচরাচর জৈনেরা এই পুরাণকে বৃহৎ পদ্মপুরাণ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই পুরাণের সুলোচনা প্রভৃতি কএকটী উপাখ্যান হিন্দু পদ্মপুরাণেও দৃষ্ট হয়।

পদ্মপুষ্প (পুং) পদ্মমিব পুষ্পং যস্য। কর্ণিকার বৃক্ষ। ২ পিকাঙ্গপক্ষী।

পদ্মপ্রভ (পুং) পদ্মস্যেব প্রভা যস্য। চতুর্ব্বিংশতি অর্হদন্তর্গত ষষ্ঠ অর্হদ্ভেদ, জিনভেদ। [পদ্মপ্রভনাথ দেখ।] (হেমচ°) (ত্রি) পদ্মতুল্য প্রভাযুক্ত।

পদ্মপ্রভ, একজন পণ্ডিত। ইনি মুনিসুব্রতচরিত্র নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১২৯৪ সম্বতে গ্রন্থরচনাকালে তদীয় শিষ্য পদ্মপ্রভ সূরি তাঁহার সহায়তা করেন, তিলকাচার্য্য তৎকৃত আবশ্যকনির্যুক্তির লঘুবৃত্তির শেষভাগে এবিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। মুনিসুব্রতচরিত্রের শেষভাগে গ্রন্থকার এইরূপ নিজ গুরুপরম্পরার পরিচয় দিয়াছেন,—চন্দ্রবংশে ১ বর্দ্ধমান, ২ জিনেশ্বর ও বুদ্ধিসাগর, ৩ জিনচন্দ্র অভয়দেব, ৪ প্রসন্ন, ৫ দেবভদ্র, ৬ দেবানন্দ, ৭ দেবপ্রভ, বিবুধপ্রভ ও পদ্মপ্রভ।

পদ্মপ্রভনাথ, জৈনদিগের ষষ্ঠ তীর্থঙ্কর। ইনি কৌশাম্বী নগরে শ্রীধররাজের ঔরসে ও সুসীমার গর্ভে কার্ত্তিক কৃষ্ণ দ্বাদশীতে চিত্রা নক্ষত্রে কন্যালগ্নে জন্ম গ্রহণ করেন, সোম দেবালয়ে দুই দিন পারণ করিয়া কার্ত্তিক ত্রয়োদশীতে দীক্ষা এবং সমেতশিখরে অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ একাদশীতে মোক্ষলাভ করেন। ইহার শরীর রক্তবর্ণ, শরীরমান ২৫০ ধনু, আয়ুর্মান ৩০ লক্ষ পূর্ব্ব, চিহ্ন পদ্ম। জৈনদিগের বৃহৎ পদ্মপুরাণে ইহার চরিত্র বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। [জৈন দেখ।]

পদ্মপ্রভপণ্ডিত, একজন গ্রন্থকার। ধর্ম্মঘোষের শিষ্য ও প্রদ্যুম্নমিশ্রের গুরু।

পদ্মপ্রিয়া (স্ত্রী) পদ্মানি প্রিয়াণি যস্যাঃ। জরৎকারুমুনিপত্নী মনসাদেবী। (শব্দর°) ২ গায়ত্রীরূপ মহাদেবী।

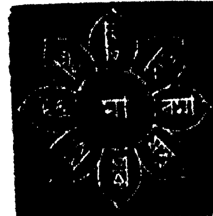
(দেবীভাগ° ১২।৬।৯৪)

পদ্মবন্ধ (পুং) পদ্মস্যেব বন্ধঃ রচনা যস্য। ১ চিত্রকাব্যবিশেষ। ২ শব্দালঙ্কারভেদ।

"পদ্মাদ্যাকারহেতুত্বে বর্ণানাং চিত্রমুচ্যতে ॥" (সাহিত্যদ° ১০।৬৪৫)

বর্ণসকলের পদ্মাদি আকার হইলে চিত্রকাব্য হয়। এই চিত্র কাব্য হইলে পদ্মবন্ধ হয়। ইহার উদাহরণ—

"সারমা সুষমা চারু রুচা মার বধূত্তমা।
মাত্ত ধূর্ত্ততমা বাসা সা বামা মেস্তু মা রমা ॥"



পদ্মবন্ধ।

এইস্থলে বর্ণ সকল পদ্মের আকৃতিযুক্ত হইয়াছে বলিয়া পদ্মবন্ধ হইল।

পদ্মবন্ধু (পুং) পদ্মস্য কমলস্য বন্ধুঃ। সূর্য্য। পদ্মেন বধ্যতে রুধ্যতেঽসৌ নিশায়াং মধুলোভাৎ, বন্ধ-উন্। ভ্রমর। (শব্দচ°)

পদ্মভূ (পুং) পদ্মং বিষ্ণুনাভিভবকমলং ভূরুৎপত্তিস্থানং যস্য, যদ্বা পদ্মাদ্ভবতীতি ভূ-ক্বিপ্। ব্রহ্মা। ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হন, এই জন্ম পদ্মভূ শব্দে ব্রহ্মা। ভাগবতে ইহার উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে,—

"পরাপরেষাং ভূতানামাত্মা যঃ পুরুষো পরঃ।
স এবাসীদিদং বিশ্বং কল্পান্তেঽন্যন্ন কিঞ্চন।
তস্য নাভেঃ সমভবৎ পদ্মকোশো হিরণ্ময়ঃ।
তস্মিন্ জজ্ঞে মহারাজ স্বয়ম্ভূশ্চতুরাননঃ॥" (ভাগ° ৯।১।৮-৮)

পরাপর জগতের কর্ত্তা প্রধান পুরুষ আত্মাই একমাত্র ছিলেন, কল্পান্তে আর কিছুই ছিল না। তাঁহার নাভিকমল হইতে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়।

পদ্মময় (ত্রি) পদ্ম স্বরূপে ময়ট্। পদ্মযুক্ত, পদ্মনির্ম্মিত।

পদ্মমালিনী (স্ত্রী) ১ গঙ্গা। (কাশীখ° ২৯।১১) ২ (পুং) পদ্মমালাধারী রাক্ষসভেদ।

পদ্মমিহির (পুং) কাশ্মীরদেশের এক পুরাতন ইতিহাসপ্রণেতা।

পদ্মমুখ (ত্রি) পদ্মমিব মুখং যস্য। ১ কমলসদৃশ মুখযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ২ দুরালভা।

পদ্মমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রসারোক্ত মুদ্রাবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"হস্তৌ চ সম্মুখৌ কৃত্বা তদধঃ প্রোথিতাঙ্গুলী।
তলান্তর্মিলিতাঙ্গুষ্ঠৌ কুর্য্যাদেষা পদ্মমুদ্রিকা॥" (তন্ত্রসার°)

হস্তদ্বয় সম্মুখ করিয়া তাহার অধোদিকে অঙ্গুলি সকল প্রোথিত করিয়া তলান্তদেশে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় মিলিত করিলে পদ্মমুদ্রা হয়। তন্ত্রোক্ত পূজাদিতে এই মুদ্রা আবশ্যক।

পদ্মমেরু, একজন প্রসিদ্ধ জৈন পণ্ডিত। পদ্মসুন্দরের গুরু ও আনন্দমেরুর শিষ্য। ইনি ১৬১৫ সম্বতে রায়মল্লাভ্যুদয়-নামে মহাকাব্য রচনা করেন।

পদ্মযোনি (পুং) পদ্মং বিষ্ণুনাভিকমলং যোনিরুৎপত্তিস্থানং যস্য। ব্রহ্মা।

"অস্মাচ্চ কারণাদ্ব্রহ্মন্ পুত্রো ভবতু মে ভবান্।
পদ্মযোনিরিতি খ্যাতঃ মৎপ্রিয়ার্থং জগন্ময়ঃ॥" (কূর্ম্মপু° ৯ অ°)

পদ্মরথ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (রাজতর° ৮।৯১৭)

পদ্মরাগ (পুং) পদ্মস্যেব রাগো যস্য। রক্তবর্ণ মণিবিশেষ।

আসল লাল চুণীকেই পদ্মরাগ বলে। [চুণী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।] "অগস্তিমত" নামক রত্নশাস্ত্রে লিখিত আছে—

ত্রৈলোক্যের হিতকামনায় পুরাকালে ইন্দ্র অসুরকে বিনাশ করিলে তাহার বিন্দুমাত্র রক্ত যাহাতে ভূমিতলে পতিত না হয়, সেই জন্ম সূর্য্যদেব ধারণ করেন, কিন্তু দশাননকে দেখিয়া সূর্য্য ভীত হইলে সেই রক্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া সিংহলদেশে রাবণ গঙ্গা-নদীতে পতিত হইল। রাত্রিকালে সেই নদীর উভয়তটে ও মধ্যে সেই রুধির খদ্যোতাগ্নিবৎ জ্বলিতে লাগিল। তাহাতেই এক জাতীয় তিন প্রকার পদ্মরাগের উৎপত্তি।"[১]

বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতার মতে—সৌগন্ধিক, কুরুবিন্দ ও স্ফটিক হইতে পদ্মরাগ মণির জন্ম। তন্মধ্যে সৌগন্ধিকজাত পদ্মরাগসকল—ভ্রমর, অঞ্জন, পদ্ম ও জম্বুরসের মত দীপ্তিশালী, কুরুবিন্দজাত পদ্মরাগ বহুবর্ণযুক্ত মন্দদ্যুতিসম্পন্ন ও ধাতুবিদ্ধ এবং স্ফটিকজাত পদ্মরাগ বিবিধ বর্ণযুক্ত দ্যুতিমান্ ও বিশুদ্ধ।[২]

অগস্ত্যের মতে পদ্মরাগ একজাতীয় হইলেও বর্ণভেদ অনুসারে সুগন্ধি, কুরুবিন্দ ও পদ্মরাগ এই তিন প্রকার। পদ্মরাগ দেখিতে পদ্ম ফুলের মত, খদ্যোতের মত প্রভাযুক্ত, কোকিল সারস বা চকোর পক্ষীর চক্ষুতুল্য ও সপ্তবর্ণযুক্ত। সৌগন্ধিক দেখিতে ঈষৎ নীল, গাঢ় রক্তবর্ণ, লাক্ষা রস, হিঙ্গুল ও কুঙ্কুমের মত আভাযুক্ত। কুরুবিন্দ দেখিতে শশারক্ত, লোধ, সিন্দূর, গুঞ্জা, বন্ধূক ও কিংশুকের মত অতিরক্ত ও পীতবর্ণযুক্ত।[৩]

অগস্ত্যের মতে সিংহল, কালপুর, অন্ধ্র ও তুম্বর নামক স্থানে পদ্মরাগ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে সিংহলে অতি রক্তবর্ণ, কালপুরে পীতবর্ণ, অন্ধ্রে তাম্রভাসুবৎবর্ণ ও তুম্বুরে হরিৎ ছায়ার মত বর্ণের পদ্মরাগ পাওয়া যায়।

মতান্তরে—সিংহলে যে রক্তবর্ণ পদ্মরাগ পাওয়া যায়, তাহাই উত্তম পদ্মরাগ, কালপুরোৎপন্ন পীতবর্ণকে কুরুবিন্দ এবং তুম্বুরের যে নীল-ছায়াবৎ মণি পাওয়া যায়, তাহাই নীলগন্ধি। ইহার

---

(১) "ত্রৈলোক্যহিতকামার্থং পুরেন্দ্রেণ হতোঽসুরঃ।
বিন্দুমাত্রমসৃক্ তস্য যাবন্ন পততে ভুবি॥
গৃহীত্বা তৎক্ষণাত্তাম্ভুস্তাবদ্দৃষ্টো দশাননঃ।
তদ্ভয়াৎ তেন বিক্ষিপ্তং অসৃক্ তস্য মহীতলে॥
নদ্যাং রাবণগঙ্গায়াং দেশে সিংহলকোদ্ভবে।
তটদ্বয়ে চ তন্মধ্যে বিক্ষিপ্তং রুধিরং তথা॥
রাত্রৌ তদম্ভসাং মধ্যে তীরদ্বয়সমাশ্রিতম্।
খদ্যোতবহ্নিবদ্দীপ্তং মূর্দ্ধ্নি বহ্নিপ্রকাশিতম্॥" (অগস্তিমত)

(২) "সৌগন্ধিককুরুবিন্দস্ফটিকেভ্যঃ পদ্মরাগসম্ভূতিঃ।
সৌগন্ধিকজা ভ্রমরাঞ্জনাব্জজম্বূরসদ্যুতয়ঃ॥
কুরুবিন্দভবাঃ শবলা মন্দদ্যুতয়শ্চ ধাতুভির্বিদ্ধাঃ।
স্ফটিকভবা দ্যুতিমন্তো নানাবর্ণা বিশুদ্ধাশ্চ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৮২ অঃ)।

(৩) অগস্তিমত—পদ্মরাগপরীক্ষা ৩৭-৪০ শ্লোক।

* অন্য স্থানে রক্ত পাঠ দেখা যায়।

মধ্যে সিংহলদেশোদ্ভব পদ্মরাগই উত্তম, মধ্যদেশজ মধ্যম এবং তুম্বুরুদেশোদ্ভবই নিকৃষ্ট।[১]

যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে—'রাবণগঙ্গানামক স্থানে যে সকল কুরুবিন্দ জন্মে, তাহা নিবিড় রক্তবর্ণ ও পরিকার প্রভাযুক্ত, অন্ধ্রদেশে আর একপ্রকার পদ্মরাগ জন্মে, তাহা রাবণগঙ্গাজাত পদ্মরাগের অনুরূপ বর্ণযুক্ত নহে এবং তাহার মূল্যও অল্প। এইরূপ স্ফটিকাকার তুম্বুরুদেশোদ্ভব পদ্মরাগও অল্পমূল্য, কিন্তু দেখিতে বড় ইতর বিশেষ নাই।

কোন্ পদ্মরাগ উৎকৃষ্ট জাতীয়? কোন্ পদ্মরাগ বিজাতীয়? তাহা নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা যুক্তিকল্পতরুতে এইরূপ লিখিত আছে—

'কষ্টিপাথরে ঘষিলে যাহার শোভা বৃদ্ধি হয়, অথচ পরিমাণ নষ্ট হয় না, তাহাই জাত্যপদ্মরাগ। নচেৎ বিজাতি বলিয়া জানিবে। হীরক অথবা মাণিক্য হউক, স্বজাতীয় দুইটী পদ্মরাগ মুখামুখি করিয়া রাখিলে অথবা একটী দিয়া অপরের গায়ে আঁচড়াইলে যদি কোন দাগ না লাগে, তবে তাহাই জাতি বলিয়া জানিবে। আবার যাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু, যাহা তেমন চক্‌চকে নয়, মাজিলে বরং দীপ্তি কমে, অঙ্গুলিতে ধারণ করিলে যাহার পার্শ্বে কাল আভা প্রকাশ পায়, তাহা বিজাতি বলিয়া জানিবে। এ ছাড়া দুইটী মণি লইয়া ওজন করিলে যেটী ওজনে বেশী ভারি হইবে সেটী উত্তম, যেটী অপর অপেক্ষা ওজনে কম হইবে, সেটী অপর অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

এতদ্ভিন্ন রত্নশাস্ত্রবিদেরা পদ্মরাগের ৮ প্রকার দোষ, ৪ প্রকার গুণ ও ১৬ প্রকার ছায়ার বিষয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

দেখিতে পদ্মরাগের ন্যায় এরূপ বিজাতীয় পদ্মরাগ পাঁচ প্রকার আছে—কলসপুরোদ্ভব, সিংহলোত্থ, তুম্বুরোত্থ, মুক্তমালীয় ও শ্রীপর্ণিক। কলসপুরোদ্ভবের উপর তুষের ন্যায় দাগ হয়, তুম্বুরে কতকটা তাম্রভাব লক্ষিত হয়, সিংহলোত্থে কতকটা কাল আভা থাকে। এইরূপ মুক্তমালায় ও শ্রীপর্ণিকেও বৈজাত্যবোধক চিহ্ন দেখা যায়। [চুনী ও মাণিক্য দেখ।][২]

(১) "সিংহলে তু ভবেদ্রক্তং পদ্মরাগমনুত্তমম্।
পীতং কালপুরোত্থং কুরুবিন্দমিতি স্মৃতম্।
অশোকপল্লবচ্ছায়মমুং সৌগন্ধিকং বিদুঃ।
তুম্বুরে চ্ছায়য়া নীলং নীলগন্ধিপ্রকীর্ত্তিতম্।
উত্তমং সিংহলোদ্ভূতং নিকৃষ্টং তুম্বুরোদ্ভবম্।
মধ্যমং মধ্যজং জ্ঞেয়ং মাণিক্যং ক্ষেত্রভেদতঃ।"

(২) যুক্তিকল্পতরু, বৃহৎসংহিতা, অগস্তিমত, গরুড়পুরাণ, শ্রীযুক্ত রামদাস সেনকৃত রত্নরহস্য ও রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর রচিত মণিমালায় পদ্মরাগ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে।

পদ্মরাগময় (ত্রি) পদ্মরাগ-ময়ট্। পদ্মরাগবিশিষ্ট।

পদ্মরাজ (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৭ম তরঙ্গ)

পদ্মরাজগণি, জ্ঞানতিলকগণির গুরু ও পুণ্যসাগরের শিষ্য। ইনি ১৬৭০ সম্বতে গৌতমকুলকবৃত্তি রচনা করেন।

পদ্মরেখা (স্ত্রী) পদ্মাকারা রেখা। হস্তস্থিত পদ্মাকার রেখাভেদ। হস্তে এই রেখা থাকিলে মঙ্গল হইয়া থাকে।

পদ্মলাঞ্ছন (পুং) পদ্মং বিষ্ণুকমলং বা লাঞ্ছনং যস্য। ১ ব্রহ্মা। ২ সূর্য্য। ৩ কুবের। ৪ নৃপ। (ত্রি) ৫ পদ্মরেখাযুক্ত। (স্ত্রী) ৬ তারা। ৭ লক্ষ্মী। ৮ সরস্বতী। (মেদিনী) (পুং) ৯ বুদ্ধবিশেষ। (শব্দচি°)

পদ্মলেখা (স্ত্রী) কাশ্মীররাজকন্যাভেদ। (রাজতর° ৮ ত°)

পদ্মবৎ (ত্রি) পদ্মং বিদ্যতেঽস্য, পদ্ম-মতুপ্, মস্য ব। পদ্মযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ স্থলপদ্মিনী। কমলিনী, পদ্মের ঝাড়। (বৈদ্যকনি°)

পদ্মবর্ণক (ক্লী) পদ্মস্যেব বর্ণো যস্য কপ্। ১ পুষ্করমূল। (জটাধর) ২ কমলতুল্য বর্ণযুক্ত।

পদ্মবাসা (স্ত্রী) পদ্মে বাসো যস্যাঃ। পদ্মালয়া লক্ষ্মী। (হেম)

পদ্মবীজ (ক্লী) পদ্মস্য বীজং। কমলবীজ, পর্য্যায়—পদ্মাক্ষ, গালোড্য, কন্দলী, ভেণ্ডা, ক্রৌঞ্চাদনী, ক্রৌঞ্চা, ভাষা, পদ্মকর্কটী। ইহার গুণ—কটু, স্বাদু, পিত্ত, ছর্দ্দি, দাহ ও রক্তদোষনাশক, পাচন ও রুচিকারক। (রাজনি°)

ভাবপ্রকাশমতে—হিম, স্বাদু, কষায়, তিক্ত, গুরু, বিষ্টম্ভি, বলকর, রুক্ষ ও গর্ভসংস্থাপক। (ভাবপ্র°)

পদ্মবীজাভ (ক্লী) পদ্মবীজস্য আভা ইব আভা যস্য। মখান্নফল, চলিত মাখনা। (রাজনি°)

পদ্মবৃক্ষ (ক্লী) পদ্মকাষ্ঠ।

পদ্মবৃষভবিক্রামিন্, ভাবী বুদ্ধভেদ।

পদ্মব্যূহ (পুং) সমাধিভেদ।

পদ্মশস্, পদ্ম সংখ্যাক্রমে।

পদ্মশ্রী, বোধিসত্ত্বভেদ।

পদ্মশ্রীগর্ভ, বোধিসত্ত্বভেদ।

পদ্মষণ্ড (ক্লী) পদ্মসমূহ।

পদ্মবিজয়, এক প্রসিদ্ধ জৈন যতি। যশোবিজয়গণির সতীর্থ। ইনি জ্ঞানবিন্দুপ্রকরণ রচনা করেন।

পদ্মশালী, বোম্বাই প্রদেশবাসী শালীজাতির এক শাখা। [শালী দেখ।]

পদ্মশ্রী, কামশাস্ত্ররচয়িত্রী এক রমণী।

পদ্মসমাসন (পুং) পদ্মসমং আসনং যস্য। ১ ব্রহ্মা। (ত্রি) ২ যাহার পদ্মতুল্য আসন আছে।

পদ্মসম্ভব (পুং) পদ্মং বিষ্ণুনাভিকমলং সম্ভব উৎপত্তিস্থানং

বন্ত। ১ ব্রহ্মা। ২ একজন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত। খিন্রঘেচনের আহ্বানে ইনি ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে গমন করেন।

পদ্মসুন্দর, একজন বিখ্যাত জৈনপণ্ডিত। ইনি পদ্মমেরুর শিষ্য ও আনন্দমেরুর প্রশিষ্য। হর্ষকীর্ত্তির ধাতুপাঠ হইতে জানা যায়, 'পদ্মসুন্দর তপাগচ্ছের নাগপুরীয় শাখাভুক্ত। ইনি দিল্লীশ্বর অক্‌বরের সভায় একজন বিখ্যাত পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজয় করেন, তাহাতে সম্রাট্ প্রীত হইয়া তাঁহাকে একখানি গ্রাম, বস্ত্র ও সুখাসন পারিতোষিক দিয়াছিলেন।' পদ্মসুন্দর সংস্কৃত ভাষায় ১৬১৫ সম্বতে 'রায়মল্লাভ্যুদয় মহাকাব্য' ও ১৬২২ সম্বতে 'পার্শ্বনাথকাব্য' এবং প্রাকৃতভাষায় 'জম্বূস্বামিকথানক' রচনা করেন।

পদ্মসরস্ (স্ত্রী) কাশ্মীরস্থ হ্রদভেদ।

পদ্মসূত্র (স্ত্রী) পদ্মের সূত্র বা মালা।

পদ্মসাগরগণি, একজন জৈনাচার্য্য, বিমলসাগরগণির শিষ্য। ইনি ১৬৮৭ সম্বতে উত্তরাধ্যয়ন বৃহৎবৃত্তিকথা রচনা করেন।

পদ্মসূরি, বৃহদ্গচ্ছভুক্ত একজন জৈনাচার্য্য। আসড় রচিত বিবেকমঞ্জরীর উপর বালচন্দ্র যে টীকা করিয়াছিলেন, পদ্মসূরি তাহাই সংশোধন করেন।

পদ্মস্নুষা (স্ত্রী) ১ গঙ্গা। ২ দুর্গা।

পদ্মস্বস্তিক, পদ্মচিহ্নযুক্ত স্বস্তিকভেদ।

পদ্মহাস (পুং) বিষ্ণু, পদ্মভাস। (হেমচ°)

পদ্মা (স্ত্রী) পদ্মং বাসস্থলত্বেনাস্ত্যস্যাঃ, অর্শ আদিত্বাদচ্, টাপ্ চ। ১ লক্ষ্মী।

"অলক্ষ্মীমগ্রতঃ সৃষ্ট্বা পশ্চাৎ পদ্মাং জনার্দনঃ।" (লিঙ্গপু° ২।৬।৫)

২ লবঙ্গ। ৩ পদ্মচারিণী লতা। পদ্যতে ইতি (অর্ত্তিস্তুসিত্যাদি। উণ্ ১।১৪০) ইতি মন্, টাপ্‌চ। ৪ পন্নগী, মনসাদেবী। [মনসা দেখ।] ৫ কঞ্জিকাবৃক্ষ। ৬ অর্হৎ মাতৃভেদ। ৭ কুসুম্ভপুষ্প। ৮ বৃহদ্রথরাজকন্যা। কল্কিদেবের সহিত ইহার বিবাহ হয়। রাজা বৃহদ্রথ কল্কিদেবের আগমন শুনিয়া বহুমানপুরঃসর কন্যা সম্প্রদান করেন। কল্কিদেব মনোঽনুকূলা ভার্য্যা লাভ করিয়া উত্তম সিংহলদ্বীপে অবস্থান করিয়াছিলেন। কল্কিপুরাণের ১০ অধ্যায়ে বিবরণ লিখিত আছে। [কল্কি শব্দ দেখ।]

৯ বঙ্গদেশে প্রবাহিত গঙ্গার পূর্ব্ব শাখা। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে রচিত জৈনদিগের হরিবংশে এই পদ্মা গঙ্গা-পূর্ব্বনদ নামে বর্ণিত হইয়াছে। [গঙ্গা দেখ।]

পদ্মাকর (পুং) পদ্মস্য আকরঃ। পদ্মজনক জলাশয় পর্য্যায়— তড়াগ, কাসার, সরসী, সরস্, সরোজিনী, সরোবর, তড়াক, তটাক, সরস, সর, সরক। (শব্দর°)

পদ্মাকর দেব নরপতিবিজয় নামে জ্যোতিঃগ্রন্থরচয়িতা।

পদ্মাকর ভট্ট, নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের একজন মহাত্মা। কৃষ্ণভট্টের শিষ্য ও শ্রবণভট্টের গুরু। অনুভূতিস্বরূপ পদ্মাকরের মত উদ্ধৃত করিয়া দেন।

পদ্মাক্ষ (ক্লী) পদ্মস্য অক্ষীব, সমাসে বহু সমাসান্তঃ। ১ পদ্মবীজ। (হারা°) পদ্মে ইব পদ্মযুগলবৎ অক্ষিণী যস্য। ২ পদ্মনেত্র, পদ্মতুল্য চক্ষু।

পদ্মাট (পুং) পদ্মং পদ্মসাদৃশ্যং অটতি গচ্ছতি অট-গতৌ-অণ্। ১ চক্রমর্দ্দ, চাকন্দা। (ক্লী) ২ তদ্বীজ।

পদ্মানন্দ, পদ্মানন্দশতকরচয়িতা।

পদ্মাচল, ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত গোকর্ণের নিকটবর্ত্তী একটী পবিত্র গিরি। এখানে পদ্মগিরীশ্বর নামে শিব ও অভিরামী নামে তাঁহার শক্তির মন্দির আছে। পদ্মাচলমাহাত্ম্যে ইহার পৌরাণিক আখ্যান বর্ণিত আছে।

পদ্মালয়া (স্ত্রী) পদ্মমেব আলয়ো বাসস্থানং যস্যাঃ। ১ লক্ষ্মী। ২ লবঙ্গ। ৩ গঙ্গা।

"পদ্মালয়া পরা শক্তিঃ পুরজিৎপরমক্রিয়া।" (কাশীখণ্ড ২০।১০৫)

পদ্মাবতী (স্ত্রী) পদ্ম-অস্ত্যর্থে-মতুপ্, মস্য বত্বং সংজ্ঞায়াং দীর্ঘঃ। ১ মনসাদেবী। ২ নদীবিশেষ, পদ্মানদী। ৩ পদ্মচারিণী। ৪ প্রসিদ্ধকবি জয়দেবের পত্নী।

"জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবিভারতীভণিতমতিশাতং।" (গীতগোবিন্দ)

পদ্মাবতী, পৌরাণিক জনপদভেদ। বিষ্ণু, মৎস্য প্রভৃতি পুরাণে লিখিত আছে—'পদ্মাবতী, কান্তিপুরী ও মথুরায় নব নাগ রাজত্ব করিবে।' এই পদ্মাবতী নগরী কোথায়? ভবভূতির মালতীমাধবে লিখিত আছে—'যেখানে পারা ও সিন্ধু বহিতেছে, পদ্মাবতীর উচ্চ সৌধমন্দিরাবলীর চূড়া গগনস্পর্শ করিতেছে, তথায় লবণের চঞ্চল তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে।' অপর একস্থানে লিখিত আছে, 'যেখানে সিন্ধু ও মধুমতী মিলিত, স্বর্ণবিন্দুর পবিত্রসৌধ উত্থিত' ইত্যাদি। বিন্ধ্যশৈলমালার মধ্যে অবস্থিত বর্ত্তমান নরবার বা নলপুর দুর্গের পার্শ্বে এখনও সিন্ধু, পারা, লবণ বা নুননদী এবং মহুবার বা মধুমতী নামে স্রোতস্বতী বহিতেছে। ইহাতে সহজেই বোধ হয়, বর্ত্তমান নরবরই পদ্মাবতী নামে পূর্ব্বকালে বিখ্যাত ছিল।

২ সিংহলরাজকন্যা, চিতোরাধিপ রত্নসেন তাঁহাকে হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করেন। গজনীনিবাসী হুসেন পারস্য ভাষায় 'কিচ্ছা পদ্মাবৎ' নামে একখানি গ্রন্থে উক্ত উপাখ্যানটী প্রথম বর্ণনা করেন। তৎপরে মালিক মহম্মদ জয়সী হিন্দী ভাষায় ঐ গ্রন্থ প্রচার করেন। মহম্মদ ব্যতীত রাও গোবিন্দ মুন্সী ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে 'তুকবৎ উলনূ' নামে ঐ উপাখ্যানটী

পারসী গদ্যে প্রকাশ করেন। উক্ত পদ্মাবতীর উপাখ্যান লইয়া উৎকলের রাজকবি উপেন্দ্রভঞ্জ ও প্রায় ২৫০ বর্ষ পূর্ব্বে আরাকানের প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি আলোয়াল বাঙ্গলায় পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন।

চিতোরের পদ্মিনী উপাখ্যানই বিকৃতভাবে এই পদ্মাবতী কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। চিতোরাধিপ ভীমসিংহ পদ্মাবতীর কবি কর্ত্তৃক রত্নসেন নামে বিবৃত। উপাখ্যানটী বিকৃত হইলেও এই কাব্যের শেষে আল্লাউদ্দীনের পরাজয় প্রসঙ্গ আছে। কবি আলোয়াল আরাকানরাজের অমাত্য মাগনঠাকুরের আদেশে তাঁহার পদ্মাবতী রচনা করেন। গ্রন্থখানি মুসলমানের রচনা কাজেই মধ্যে মধ্যে মুসলমানী ভাব থাকিলেও হিন্দুসমাজের আচার ব্যবহার ও প্রকৃত পারিবারিক চিত্র অতি সুন্দর অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে গ্রন্থকারের সংস্কৃতাভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

পদ্মাবতীপ্রিয় (পুং) পদ্মাবত্যাঃ প্রিয়ঃ স্বামী। ১ জরৎকারু-মুনি। (শব্দর°) ২ জয়দেব।

পদ্মাসন (ক্লী) পদ্মমিব পদ্মাকারেণ বদ্ধং আসনং। যোগাসন-বিশেষ। গোরক্ষসংহিতায় এই পদ্মাসনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—বাম উরুর উপর দক্ষিণ উরু সংস্থাপন করিয়া হৃদয়দেশে অঙ্গুষ্ঠস্থাপন করিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিতে থাকিবে। এই পদ্মাসন ব্যাধিবিনাশক।

"বামোরূপরি দক্ষিণং নিয়মতঃ সংস্থাপ্য বামং তথা।
দক্ষোরূপরি পশ্চিমেন বিধিনা ধৃত্বা করাভ্যাং ধৃতং ॥
অঙ্গুষ্ঠং হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়ে-
দেতদ্‌ব্যাধিবিকারনাশনকরং পদ্মাসনং প্রোচ্যতে ॥" (গোরক্ষসং)

হটযোগদীপিকায় এই পদ্মাসনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—চরণদ্বয় উত্তান করিয়া উরু সংস্থাপন করিতে হইবে, উরুর মধ্যস্থলে হস্তদ্বয় চিৎ করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টি করিবে, এইরূপ করিলে পদ্মাসন হয়, এই আসন সকল ব্যাধিনাশক এবং দুর্লভ।*

২ পূজার নিমিত্ত ধাতুময় পদ্মাকার আসন। ৩ রতিবিষয়ক পদ্মাসন।

"পদ্মাসনো নাগপাদো লতাবেষ্টোর্দ্ধসংপুটঃ।" (রতিমঞ্জরী)
(পুং) পদ্মং বিষ্ণুনাভিকমলং আসনং যস্য। ৫ ব্রহ্মা, কমলাসন।

পদ্মাহ্বা (স্ত্রী) পদ্মস্য আহ্বা আখ্যা যস্যাঃ। ১ পদ্মচারিণী লতা। (রাজনি°) (ক্লী) ২ লবঙ্গ।

পদ্মিন্ (পুং) পদ্মানি সন্ত্যস্মিন্, পুষ্করাদিত্বাদিনি। ১ পদ্মযুক্তদেশ। ২ পদ্মধারী বিষ্ণু। বিষ্ণু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বলিয়া, পদ্মিন্ শব্দেও বিষ্ণুকে বুঝায়। (ত্রি) ৩ পদ্মধারিমাত্র। ৪ গজসমূহ।

পদ্মিনী (স্ত্রী) পদ্মিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পদ্মলতা। পর্য্যায়—নলিনী, বিসিনী, মৃণালিনী, কমলিনী, পঙ্কজিনী, সরোজিনী, নালিকিনী, নালীকিনী, অরবিন্দিনী, অম্ভোজিনী, পুষ্করিণী, কমালিনী, অব্জিনী। ইহার লক্ষণ—

"মূলনালদলোৎফুল্লকলৈঃ সমুদিতা পুনঃ।
পদ্মিনী প্রোচ্যতে প্রাজ্ঞৈর্বিসিন্যাদিশ্চ সা স্মৃতা ॥" (রাজনি°)

ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত, কষায়, শীতল, পিত্ত, ক্রিমিদোষ, বমি, ভ্রম ও সন্তাপনাশক। (রাজনি°) পদ্মস্য গন্ধ ইব গন্ধো বিদ্যতে শরীরে যস্যাঃ। ২ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার স্ত্রীর মধ্যে স্ত্রীবিশেষ।

"ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা।
অবিরলকুচযুগ্মা দীর্ঘকেশী কৃশাঙ্গী।
মৃদুবচনসুশীলা নৃত্যগীতানুরক্তা
সকলতনুসুবেশা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা ॥" (রতিমঞ্জরী)

পদ্মিনী স্ত্রীর রতিপ্রকার এইরূপ লিখিত আছে,—

"কুচং করেণ সংমর্দ্য পীড়য়েদধরং দৃঢ়ং।
রমণং পদ্মবন্ধেন পদ্মিনীরতিমাদিশেৎ ॥" (রতিমঞ্জরী ২৮)

৩ সরোবর। ৪ পদ্ম। ৫ মৃণাল। ৬ হস্তিনী। (ধরণি°)

পদ্মিনী, ভীমসিংহের প্রধানা মহিষী ও সিংহলরাজ হামীরশঙ্কের কন্যা। ১২৭৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসিংহ মিবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বয়স অল্প থাকায় তাঁহার পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধানভার প্রাপ্ত হন। এই ভীমসিংহই ভারতপ্রসিদ্ধা পদ্মিনীর পাণিগ্রহণ করেন।

রূপে গুণে এমন রমণী ভারতে দুর্লভ। এই সৌন্দর্য্যময়ী অলোকসামান্যা রমণীকে লক্ষ্য করিয়া দেশীয় ও বিদেশীয় কত কবি কাব্য লিখিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন। [পদ্মাবতী দেখ।] রাজপুতভাটগণ এখনও তাঁহাকে রাজপুতজননী বলিয়া সম্বোধন করেন ও তাঁহার কীর্ত্তিগাথা কীর্ত্তন করিয়া সর্ব্ব-সাধারণকে মুগ্ধ করিয়া থাকেন।

পদ্মিনীর রূপই রাজপুতজাতির অনর্থের কারণ। সুলতান আল্লাউদ্দীন্ পদ্মিনীলাভের আশায় বিমুগ্ধ হইয়াই চিতোর

---

* "উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা ততো দৃশৌ ॥
নাসাগ্রে বিন্যসেদ্রাজদন্তমূলে তু জিহ্বয়া।
উত্তম্ভ্য চিবুকং বক্ষস্যুত্থাপ্য পবনং শনৈঃ ॥
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং।
দুর্লভং যেন কেনাপি ধীমতা লভ্যতে ভুবি ॥"
(হটযোগদীপিকা° ১।৪৫—৪৭)

অবরোধ করেন। বহু দিন অবরোধের পর তিনি প্রচার করেন, 'পদ্মিনীকে পাইলেই ভারত ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।' কিন্তু বীরচেতা রাজপুতগণ তাহা শুনিয়া সকলেই প্রতিজ্ঞা করিলেন, একজনেরও জীবন থাকিতে যবনের করে কেহ চিতোরের রাণীকে অর্পণ করিতে পারিবেন না। যখন আল্লাউদ্দীন্ দেখিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না, তখন তিনি ভীমসিংহকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'আমি সেই অমুপমা সুন্দরীর প্রতিচ্ছায়া একবার মাত্র দর্পণে দর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইব।' ভীমসিংহ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ধূর্ত্ত আল্লাউদ্দীন্ অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া চিতোরে প্রবেশ করিলেন। ভীমসিংহ অতিথির অভ্যর্থনার জন্য যত্ন ও আয়োজনের ত্রুটী করেন নাই। এমন কি তিনি আল্লাউদ্দীনের বিদায়কালে তাঁহার সহিত দুর্গের পাদদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া ছিলেন। ধূর্ত্ত আল্লাউদ্দীন্ মিষ্টকথায় রাজপুতদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। ভীমসিংহ যখন আল্লাউদ্দীনের সহিত শিষ্টালাপ করিতেছিলেন, সেই সুযোগে একদল সশস্ত্র যবনসেনা গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া অতর্কিত ভীমসিংহকে বন্দী করিয়া ফেলিল। আল্লাউদ্দীন্ প্রচার করিলেন, যে পদ্মিনীকে না পাইলে ভীমসিংহকে ছাড়িয়া দিবেন না।

চিতোরবাসী সকলে সেই দারুণ সংবাদ শুনিল। তখন বুদ্ধিমতী পদ্মিনী পতির উদ্ধারের এক অপরূপ উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি আল্লাউদ্দীন্‌কে বলিয়া পাঠাইলেন, 'তিনি আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বে যবনাধিপকে অবরোধ উঠাইয়া লইতে হইবে। তাঁহার সহচরীগণ যবনশিবির পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিতে ইচ্ছা করেন, যাহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদার কোনরূপ হানি না হয়, তাহারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তাঁহার যে সকল চিরসঙ্গিনী আছে, তাহারা তাঁহার সহিত দিল্লী পর্য্যন্ত যাইতে প্রস্তুত। সেই সকল ভদ্রমহিলাগণের মর্য্যাদা ও সম্মানরক্ষা-বিষয়ে যেন কোন ত্রুটী না হয় এবং কেহ যেন এই সকল পুরমহিলাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া অন্তঃপুরবিধির ব্যভিচার না করে, তাহারও বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং শেষ বিদায় লইবার জন্য ভীমসিংহের সহিত তাঁহাকে একবার দেখা করাইতে হইবে।' আল্লাউদ্দীন্ পদ্মিনীর সকল প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন।

পরে নির্দ্দিষ্টদিনে সাত শত আবরণযুক্ত শিবিকা আনীত হইল। বাছা বাছা সাতশত সশস্ত্র রাজপুতবীর সেই শিবিকায় প্রবেশ করিলেন। আচ্ছাদিত শিবিকাগুলি ক্রমে যবন শিবিরাভ্যন্তরে উপস্থিত হইল। অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য ভীমসিংহ প্রাণপ্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আদেশ পাইলেন। এখন তিনি যবনশিবিরে প্রেয়সীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। এখানে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার কএকজন সেনানী তাঁহাকে অতি গোপনে শিবিকা মধ্যে রক্ষা করিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। পদ্মিনীর সহচরীগণ শেষ বিদায় লইয়া ফিরিয়া যাইতেছে ভাবিয়া কেহ কিছু বলিল না। অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইল, ভীমসিংহ ফিরিলেন না দেখিয়া আল্লাউদ্দীন্ ঈর্ষায় উদ্দীপ্ত হইলেন। আর বিলম্ব সহিতে পারিলেন না। যে সকল শিবিকা শিবিরাভ্যন্তরে ছিল, আল্লাউদ্দীন্ তাহার আবরণ খুলিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে এক-দিকে নৈরাশ্য ও অপরদিকে মহাক্রোধ আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। শিবিকা হইতে বাহির হইয়াই রাজপুতবীরগণ যবনদিগকে আক্রমণ করিল। উভয়দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রাজপুতের মধ্যে যতক্ষণ একজনও জীবিত ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা মুসলমান সৈনিকগণকে পলায়িত রাজপুতগণের অনুসরণ করিতে দেয় নাই। আল্লাউদ্দীনের অভীষ্ট ব্যর্থ হইল।

ভীমসিংহ পথিমধ্যে একটী ঘোটকে আরোহণ করিয়া নিরাপদে চিতোরদুর্গে প্রবেশ করিলেন। এদিকে পাঠান-সৈন্যগণ আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিল। রাজপুতবীরগণ প্রাণপণে দুর্গ-রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পদ্মিনীর পিতৃব্য গোরা ও তাঁহার দ্বাদশ বর্ষীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বাদল অসামান্য বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পাঠানের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ক্রমেই চিতোর ধ্বংসমুখে পতিত হইতেছিল। এক এক রাজপুতবীর বহুসংখ্যক যবন-সেনাকে নিহত করিয়া সমরশায়ী হইতে লাগিল। ক্রমে ভীমসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, আর তিনি প্রাণপ্রতিমা পদ্মিনী ও চির-সুখের আবাস চিতোরনগরীকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তিনি স্বপ্নে আবার দেখিলেন, চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী নিতান্ত ক্ষুধাতুর হইয়া দ্বাদশ রাজপুত্রের শোণিত চাহিতে-ছেন। তদনুসারে একে একে এগারজন রাজপুত্র জন্মভূমির জন্য রণস্থলে আত্মোৎসর্গ করিলেন। আর ভীমসিংহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। রাজবংশের পিণ্ডলোপ হইবার আশঙ্কায় অবশেষে নিজে আত্মোৎসর্গ করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজপুতমহিলাগণ জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিতে অগ্রসর হইল। রাজস্থানের প্রফুল্লকমলিনী পদ্মিনী চিরদিনের জন্য পতিচরণ চুম্বন করিয়া জ্বলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জ্জন করিয়া নির্ম্মল সতীত্বরত্ন ও রাজপুতকুলগৌরব রক্ষা করিলেন। রাজপুত-

মহিলাগণও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। ভীমসিংহ নিশ্চিন্তমনে শত শত বৈরিহৃদয় বিদীর্ণ করিয়া আত্মীয় স্বজনের সহিত অনন্তশয্যায় শয়ন করিলেন। চিতোর বীরশূন্য ও আলাউদ্দীনের হস্তগত হইল, কিন্তু তাঁহার বড় সাধের পদ্মিনীরত্ন লাভ হইল না। যেখানে পদ্মিনী দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, আলাউদ্দীন্ দেখিলেন, সেই তমসাচ্ছন্ন গহ্বর হইতে ধূমরাশি তখনও উত্থিত হইতেছে। তদবধি সেই গহ্বর পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য হইল।

পদ্মিনীকণ্টক (পুং) পদ্মিনীকণ্টক ইব আকৃতির্বিদ্যতে যস্ত। ক্ষুদ্ররোগবিশেষ, চলিত পদ্মকাঁটা। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—যে রোগে গোলাকার পাণ্ডুবর্ণ কণ্ডুযুক্ত অথচ পদ্মনালের কণ্টকের ন্যায় কণ্টকদ্বারা পরিবৃত মণ্ডল উদিত হয়, তাহাকে পদ্মিনীকণ্টক কহে। এই রোগে নিমের কাথ দ্বারা বমন এবং নিম্বদ্বারা ঘৃতপাক করিয়া মধুর সহিত সেবন বিধেয়। নিম্ব ও সোন্দাল চূর্ণ দ্বারা উদ্বর্ত্তন করিলে পদ্মিনীকণ্টক নষ্ট হয় এবং নিম্বাদিঘৃত সেবনে ইহা প্রশমিত হয়। এই ঘৃতের প্রস্তুত প্রণালী—গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ নিম্বপত্র ও সোঁদাল পত্র মিলিয়া এক সের। নিম্বপত্রের কাথ ১৬ সের। যথা নিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া ৮ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে নিশ্চয়ই পদ্মিনীকণ্টকরোগ ভাল হয়। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগ°)

সুশ্রুতের মতে, পদ্মের কণ্টকের ন্যায় গোলাকার ও তাহার মণ্ডলটী পাণ্ডুবর্ণ এইরূপ ব্রণকে পদ্মিনীকণ্টক কহে। ইহা বায়ু ও কফ দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। (সুশ্রুত ক্ষুদ্ররোগ°)

পদ্মিনীকান্ত (পুং) পদ্মিন্যাঃ কান্তঃ। সূর্য্য। (জটাধর) পদ্মিনীশ প্রভৃতিরও এই অর্থ।

পদ্মিনীবল্লভ (পুং) পদ্মিন্যাঃ বল্লভঃ। সূর্য্য।

পদ্মেশয় (পুং) পদ্মে শেতে শী-অচ্ (অধিকরণে শেতে। পা ৩।২।১৫, শয়বাসবাসিম্বিতি। পা ৬।৩।১৮) ইতি অলুক্। বিষ্ণু। (হেম)

পদ্মোত্তর (পুং) পদ্মাদুত্তরঃ, বর্ণতঃ শ্রেষ্ঠঃ। ১ কুসুম্ভ। (রাজনি°) ২ তৎপুষ্প। ৩ কুসুম্ভবীজ। (বৈদ্যকনি°)

পদ্মোত্তরাত্মজ (পুং) পদ্মোত্তরস্য আত্মজঃ পুত্রঃ। জিন চক্রবর্ত্তী বিশেষ। (হেম°)

পদ্মোদ্ভব (পুং) পদ্মং উদ্ভব উৎপত্তিস্থানমস্য। ব্রহ্মা। "ততঃ পদ্মোদ্ভবো রাজন্! দেবদেবঃ পিতামহঃ।" (ভারত ১৩।৬।৪)

পদ্মোদ্ভবা (স্ত্রী) পদ্মোদ্ভব-টাপ্। মনসাদেবী।

"কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং সুবদনাং পদ্মাসনাং শোভনাং
নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাং বিবহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গলীং॥"
(পৌরাণিক ধ্যান)

পদ্য (ক্লী) ১ জাতিবিশেষ। (সহ্যাদ্রি ২।৩।৯) পদং চরণমর্হতীতি পদ-যৎ। ২ কবিকৃতি। শ্লোক। ৩ শ্রুতিমধুর শব্দবিন্যাসে রচিত কবিতা বা কাব্য। সাধারণতঃ পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে বাঙ্গালা ভাষায় পদ্য লিখিত হইয়া থাকে। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, বিজয়পণ্ডিতের মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণবিজয়, চৈতন্যমঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ পয়ারাদি ছন্দে লিখিত বলিয়া উহার ভাষা পদ্যনামে পরিচিত। আমরা সকল সময়ে যে ভাষায় কথা কহিয়া থাকি, তাহা গদ্য। [বিশেষ বিবরণ গদ্যশব্দ দেখ।]

পাদলক্ষণরহিত পদসমূহকে গদ্য বলে, কিন্তু পাদলক্ষণযুক্ত বৃত্তমাত্রা সমন্বিত পাদসন্নিবেশকে পদ্য বা কাব্য নামে অভিহিত করা হয়। [কাব্য দেখ।]

সংস্কৃত ভাষায় বিভিন্ন ছন্দে পদ্যাদি লিখিত হইয়া থাকে। ছন্দাদির লক্ষণ ও বাক্যবিন্যাস 'ছন্দশব্দে' এবং সাহিত্যদর্পণে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। বেদাদি গ্রন্থের ভাষা পদ্য বা গদ্য, কিন্তু উহার ছন্দ ও মাত্রাদি স্বতন্ত্র। তৎপরবর্ত্তী পুরাণ যুগে—রামায়ণ অথবা মহাভারতের সময়ে—বেদের ভাষা বিকৃত হইয়া বা সর্ব্বাঙ্গীণতা লাভ করিয়া কাব্যরূপ নূতন আকারে দেখা গিয়াছিল। এই প্রাচীন সময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে সংস্কৃত ভাষায় যে সকল গ্রন্থ লিখিত, সেই সমস্ত গ্রন্থ রচনা অধিকাংশই পদ্য। শুদ্ধ যে কেবল প্রাচীন হিন্দুগণ কবির ভাবে গ্রন্থাদি রচনা করিতেন তাহা নহে; হোমার, ভার্জিল, ওভিদ্, এস্কাইলাস্, সফোক্লিস্, মিলটন, স্পেনসর, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রভৃতি সুদূরবাসী পাশ্চাত্য কবিগণও পদ্য লিখিয়া জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এই সকল গ্রন্থাদিতে লিখিত জাজ্বল্যমান ভাষা, শব্দযোজনা এবং স্বভাববর্ণনা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। Ballad, Drama, Epic, Lyric, Ode প্রভৃতি কএকপ্রকার পদ্যের নমুনা ঐ সকল গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুরাণাদি রচিত হইবার পরে কালিদাস, ভারবি, ভবভূতি বররুচি, ভর্তৃহরি, মাঘ, দণ্ডী, শূদ্রক, বিশাখদত্ত, ক্ষেমীশ্বর, ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিগণের প্রণীত কবিতাবলী জগতে অতুলনীয় এবং পদ্যজগতের আদর্শ স্থল। অতঃপর জয়দেব গোস্বামীর আবির্ভাব। তৎকৃত গীতগোবিন্দ নামক গ্রন্থে 'প্রলয়পয়োধিজলে' 'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলন' ও 'স্মরগরলখণ্ডনম্ মম শিরসি মণ্ডনম্' প্রভৃতি কবিতাগুলি রসমাধুর্য্যে তুলনা নাই। চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরোত্তম দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের পদ মনোহর এবং প্রেম-প্রকাশক। অসংখ্য বৈষ্ণব কবিগণের পদলহরী এতই মনোরম যে, তাহাদের রচিত পদ্যাদি পাঠ করিলে অন্তঃকরণ পুলকিত হয়। বর্ত্তমান কবিগণের

মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত কাব্যজগতে নূতন যুগ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। উক্ত মহাত্মা 'মেঘনাদ বধ ও তিলোত্তমাসম্ভবকাব্যে' মিলটন ও হোমার প্রভৃতি য়ুরোপীয় কবিগণের অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষরূপে অমিত্রাক্ষর ছন্দের অবতারণা করিয়া বাঙ্গালা পদ্য-সাহিত্যে নূতন আস্বাদ দান করিয়াছেন। গীত, স্তোত্র প্রভৃতি সাধারণতঃ পদ্যভাষায় লিখিত হয়। হাফ্-আখ্ড়াই, আখ্ড়াই, কবি, পাঁচালী, জারি, তর্জ্জা প্রভৃতি গীতাভিনয়ে 'গান ও ছড়া' সমস্তই পয়ারাদি ছন্দে লিখিত ও কথিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সত্যনারায়ণের পালা, গঙ্গানন্দের পালা, শীতলার গান প্রভৃতি দেববিষয়ক রচনা পদ্যে লিখিত দেখা যায়।

[পদের মাত্রাদি ও ছন্দাদির বিবরণ, কবি, পাঁচালী ও বৈষ্ণব কবি কৃত পদাদির উদাহরণ তত্তচ্ছব্দে ও গ্রন্থকারের জীবনীতে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।]

ছন্দোমঞ্জরীতে পদ্যের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"পদ্যং চতুষ্পদী তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রা কৃতা ভবেৎ ॥" (ছন্দোম°)

চারি চরণবিশিষ্ট বাক্য পদ্য। এই পদ্য দুই প্রকার—জাতি এবং বৃত্ত, যাহার অক্ষর সমান, তাহাকে বৃত্ত, আর যাহা মাত্রানুসারে হয়, তাহাকে জাতি। সমবৃত্ত, অর্দ্ধসম এবং বিষমবৃত্ত ভেদে বৃত্তও তিন প্রকার। যাহার চারিপাদ সমান, তাহাকে সমবৃত্ত, প্রথম ও তৃতীয়পাদ, দ্বিতীয় ও চতুর্থপাদ যাহার সমান তাহাকে অর্দ্ধসম এবং যাহার চারিপাদ ভিন্ন তাহাকে বিষমবৃত্ত কহে। ছন্দোবদ্ধ পদমাত্রই পদ্য।

৪ শাঠ্য। (জটাধর) পদ-যৎ (পদমস্মিন্ দৃশ্যং। পা ৪।৪। ৮৭) ৫ নাতিশুষ্ক কর্দ্দম। (সিদ্ধান্তকৌ°) (পুং) পদ্ভ্যাং জাতঃ পদ-যৎ। ৬ শূদ্র, শূদ্র ব্রহ্মার পদ হইতে জন্মগ্রহণ করে, এই জন্য পদ্য শব্দে শূদ্রকে বুঝায়।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যৎ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥"(শুক্লযজু° ৩১।১১)

পদ্যময় (ত্রি) পদ্য-স্বরূপে ময়ট্। পদ্যস্বরূপ।

পদ্যা (স্ত্রী) পাদায় হিতা, পাদ-শরীরাবয়বাৎ যৎ, ততঃ পাদস্য পদ্ভাবঃ। (পদ্যত্যতদর্থে। পা ৬।৩।৫২) ১ স্তুতি। ২ পন্থা। (ঋক্ ২।৩১।২) ৩ শর্করা।

পদ্র (পুং) পদ্যন্তে গচ্ছন্তি পদ-গতৌ রক্ (স্ফায়িতঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) ১ গ্রাম। ২ গ্রামপথ। ৩ ভূলোক। ৪ দেশভেদ।

পদ্ররথ (পুং) পদ রথ ইব যস্য। পদগামী, পাদচারী।
(ভাগ° ৩।১৮।১২)

পদ্ম (পুং) পদ্যতে গম্যতেঽস্মিন্ননেন বা পদ গতৌ (সর্ব্বনি- ঘৃষ্বরিষ্বেতি। উণ্ ১।১৫৩) ইতি নিপাতনাৎ সিদ্ধং। ১ ভূলোক। ২ রথ। ৩ পন্থা। (উণাদিকো°)

পদ্বন্ (পুং) পদ্যতে গম্যতে যত্র পদ-গতৌ বনিপ্ (স্নামদি-পদীতি। উণ্ ৪।১১২) পন্থা।

পন, স্তুতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্ স্বার্থে-আয় বা, তত্র আত্মনে°। লট্ পনায়তে-পনায়তি। লুঙ্ অপনায়ীৎ, অপনা-য়িষ্ট, অপনিষ্ট। লিট্ পনায়াং বভূব, আস, চক্রে। পেনে ইত্যাদি।

পনফর, জ্যোতিষোক্ত সংজ্ঞাভেদ। কেন্দ্রস্থানের পর পর গৃহকে অর্থাৎ লগ্ন হইতে দ্বিতীয়, অষ্টম, পঞ্চম ও একাদশস্থানের নাম পনফর।

পনরৌতি, দক্ষিণ আর্কটের একটী নগর ও রেলষ্টেসন। অক্ষা° ১১° ৪৭´ ৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯° ৩৫´ ১৬´´ পূঃ। একটী বিস্তৃত বাণিজ্যস্থান।

পনবেল, কোলাবাজেলার অন্তর্গত প্রধান নগর, পূর্ব্বে থানা জেলার অন্তর্গত ছিল। থানা সহর হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ৫৮´ ৫০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৩° ৯´ ১০´´ পূঃ। লোক সংখ্যা ১০৪২০। এখানে নানাবিধ শস্যের বাণিজ্য হইয়া থাকে। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে য়ুরোপীয়গণ এখানকার বন্দরে বাণিজ্যার্থ আগমন করিতেছেন। এখানে সবজজের আদালত, ডাকঘর প্রভৃতি আছে।

পনস (পুং) পনাযাতে স্তূয়তেঽনেন দেবঃ মনুষ্যাদির্বেতি, পন-অসচ্ (অত্যবিচমিতীতি। উণ্ ৩।১১৭) ফলবৃক্ষবিশেষ। চলিত কাঁটাল ফল। পর্য্যায়—কণ্টকিফল, মহাসর্জ্জ, ফলিন, ফলবৃক্ষক, স্থূল, কণ্টফল, মূলফলদ, অপুষ্পফলদ, পূতফল, চম্পকোষ, চম্পালু, কণ্টকীফল, রসাল, মৃদঙ্গফল, পানস। (শব্দরত্না°)

ইহার ফলের গুণ—মধুর, সুপিচ্ছিল, গুরু, হৃদ্য, বল ও বীর্য্যবর্দ্ধক, শ্রম, দাহ ও শোষনাশক, রুচিকারক, গ্রাহী, অতি দুর্জ্জর। ইহার বীজগুণ—ঈষদ্ কষায়, মধুর, বাতল, গুরু, রুচিকর। বাল পনস ফল (ইচড়) নীরস, মধ্যাবস্থায় হৃদ্য, পক, দীপন ও রুচিকর। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে—পক্বপনস শীতল, স্নিগ্ধ, পিত্ত ও বায়ুনাশক, তর্পণ, বৃংহণ, স্বাদু, মাংসল, শ্লেষ্মল, বলকর, শুক্রবর্দ্ধক, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ক্ষয়-নাশক। অপক্বফল—বিষ্টম্ভী, বাতল, গুরু, দাহজনক, বলকর, মধুর, গুরু, মূত্রশোধক। পনসের মজ্জা—বলকর, বাতপিত্ত ও কফনাশক। গুল্ম ও অগ্নিমান্দ্যরোগে পনস বিশেষ নিষিদ্ধ। [কাঁটাল দেখ।]

পনসতালিকা (স্ত্রী) পনসং দীর্ঘত্বেন তুতাং বত্তালং, তদ্বৎ ফল-মস্ত্যস্যাঃ, ঠন্। কণ্টকিফল। (শব্দমালা)

পনসিকা (স্ত্রী) পনসবৎ কণ্টকময়াকৃতির্বিদ্যতে যস্যাঃ পনস-ঠন্-টাপ্। ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ,—যে রোগে বায়ু কফের প্রকোপ হেতু কর্ণের অভ্যন্তরে বেদনাযুক্ত অথচ স্থিরতর পীড়কা উৎপন্ন হয়, তাহাকে পনসিকা কহে।

চিকিৎসক প্রথমতঃ পনসিকারোগে স্বেদ প্রয়োগ করিবেন, তাহার পর মনঃশিলা, কুড়, হরিদ্রা, হরিতাল ও দেবদারু এই সকল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পাকিলে শস্ত্রপাত করিয়া ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিতে হইবে। (ভাবপ্রকাশ)

সুশ্রুত মতে—এই রোগ বায়ু ও শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জাতীয় ব্রণ কর্ণ ও পৃষ্ঠের চারিদিকে হইয়া থাকে। শালুকের ন্যায় ইহার অবয়ব। এই রোগ অতিশয় যাতনাপ্রদ। (সুশ্রুত ক্ষুদ্ররোগা°)

পনস্য, নাম ধাতু, পনং স্তুতিমিচ্ছতি ক্যচ্, সুগাগমঃ। স্তোত্রেচ্ছা। পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ পনস্যতি। লুঙ্ অপনস্যীৎ।

পনস্যু (ত্রি) পনস্য-উ। আপনার স্তোত্রেচ্ছা। (ঋক্ ১।৩৮।৫)

পনহাল, অযোধ্যা প্রদেশের উনাও জেলার পূর্ব্বা তহসীলের অধীন একটী নগর ও পনহাল পরগণার সদর। উনাও সহর হইতে ১২ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে কএকটী প্রাচীন হিন্দু দেবালয় আছে। এক মুসলমান পীরের সম্মানার্থ এখানে প্রতিবর্ষে দুইবার মেলা হয়, তাহাতে ৪।৫ হাজার লোক আসিয়া থাকে।

পনার, পূর্ণিয়া জেলার প্রবাহিত একটী নদী, নেপাল হইতে এই নদীর উৎপত্তি। পূর্ণিয়ার নিকট এই নদীতে ২৫০ মণ বোঝাই নৌকা চলিতে পারে।

পনালা, বোম্বাই প্রদেশের কোল্হাপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। কোল্হাপুর নগর হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। দুর্গ ভগ্নপ্রায় অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিলেও ইহার অভ্যন্তর ভাগে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের আলোচনা করিবার অনেক জিনিষ আছে। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে ভোজরাজ শিলাহার কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। উক্ত রাজার নামানুসারে দুর্গের উপরিভাগে একটী উচ্চ স্তম্ভ দণ্ডায়মান দেখা যায়। এখানে কএকটী গিরিগুহা আছে, পরশুরামঋষিগুহা দুর্গের পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। তিন দরোজা, বাগ দরোজা ও চার দরোজাগুলি ভগ্নপ্রায় হইলেও উহার কারুকার্য্য শ্রমজীবিগণের গুণগৌরবব্যঞ্জক। ভোজরাজের চূড়ার মধ্যভাগে মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক দুইটী বড় বড় 'অম্বরখানা' নির্ম্মিত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যে ঐ সকল গিরিগুহা ধ্যানীদিগের বাসভূমিতে পরিণত ছিল।

পনাসা, [পর্ণাশা দেখ।]

পনিচবল পুরুষোত্তমসূনু, একজন গ্রন্থকার। ইনি ধর্ম্ম-প্রদীপ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

পনিয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। [পৈনা দেখ।]

পনিয়ালা, পঞ্জাব প্রদেশের দেরাইসমাইল খাঁ জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। দেরাইসমাইল খাঁ নগর হইতে ১৩ ক্রোশ দূরে, লার্গি উপত্যকার প্রবেশপথে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ১৪´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০° ৫৫´ ১৫´´ পূঃ।

২ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাহারাণপুর জেলার ভগবানপুর পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে শীলানদীর তীরে বিস্তীর্ণ আম্রবন নয়নগোচর হয়।

পনিষ্টম (ত্রি) পন-কর্ম্মণি ইষ্ঠন্, অতিশয়েন পনিঃ তমপ্। স্তুত্যতম। (সাম° ১।৩।২।৪)

পনিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন পনিতা ইষ্ঠন্, তৃণোলোপঃ। স্তোতৃতম। (ঋক্ ৫।৫৯।২) পন-ঈয়সুন্। পনীয়স্ এই অর্থ। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পনিস্পদ (ত্রি) স্পন্দ-যঙ্লুক্-অচ্ অভ্যাসে নিগাগমঃ। অতিশয় স্পন্দমান। (অথর্ব্ব ৫।৩০।১৬)

পনীর (পারসী) নবনীত হইতে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য (Cheese)। দুগ্ধ ও লবণ একত্র জ্বাল দিলে উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইহার গুণ উষ্ণ ও কটু।

পন্যু (স্ত্রী) পন-উ। স্তুতি। (ঋক্ ১।৩০।১৬)

পন্তোনীভট্ট, সময়কল্পতরুরচয়িতা। ইনি লক্ষ্মণভট্টের পুত্র।

পন্থ, মহারাষ্ট্রদেশে অমাত্য বা সচিব প্রভৃতি রাজকীয় কর্ম্মচারীর উপাধি।

পন্থক (ত্রি) পথি জাতঃ কন্। পথিজাত, পথোৎপন্ন।

পন্থপিপ্লাবদ, পশ্চিম মালবের অন্তর্গত একটী ঠাকুরাত সম্পত্তি। [পিপলাদ দেখ।]

পন্থপ্রতিনিধি, রাজার প্রতিনিধি স্বরূপ পন্থ উপাধিধারী কর্ম্মচারী (Viceroy)। মহারাষ্ট্ররাজগণের সময়ে যে ব্যক্তি রাজার প্রতিনিধি হইয়া কার্য্য করিতেন, তাঁহাদের বংশধরের আখ্যাও পন্থপ্রতিনিধি হইয়াছে। এই পন্থপ্রতিনিধিবংশীয়গণের অসংখ্যকীর্ত্তি দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে নয়নগোচর হয়। সাতারা তালুকের অন্তর্গত মাহুলী নামক স্থানে শ্রীপৎরাও পন্থপ্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণেশ্বর ও বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি অনেকগুলি সুন্দর মন্দির আছে।

পন্থলিকা, অপরিসর পথ, সরু গলি। (দিব্যাবদান ৪৮৫)

পন্থী (পন্‌থী) ব্রহ্মদেশবাসী মুসলমান-সম্প্রদায়। য়ুনানপ্রদেশ হইতে ইহারা এখানে আসিয়া বাস স্থাপন করে। ১৮৬৭-

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহারা তলিহূ নামক স্থানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ব্রহ্মদেশে ইহারা পখিকুল নামে খ্যাত।

পন্দর (পুং) গিরিভেদ।

পন্দাই, চম্পারণ্য দেশে প্রবাহিত একটী নদী। কোমেশ্বর পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া রামনগর রাজ্য মধ্য দিয়া নেপাল সীমান্তে কোরি নগর পর্য্যন্ত আসিয়াছে। প্রথমে পশ্চিমমুখী ও পরে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে গমন করিয়া শিকারপুরের এক ক্রোশ পূর্ব্বে ধোরম্ নদীতে আসিয়া মিলিয়াছে।

পন্দাতিয়া, ১ মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার মুঙ্গেলী তহসীলের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র জমিদারী। এখানকার সামন্তরাজ রাজগোঁড় নামে খ্যাত। গড়মণ্ডলের গোঁড় রাজা তিন শতাব্দী পূর্ব্বে এই বংশের পূর্ব্বপুরুষকে এই স্থানের অধিকারস্বত্ব দান করেন। সর্ব্ব সমেত এখানে ৩৩২ খানি গ্রাম আছে। ভূপরিমাণ ৪৮৭ বর্গমাইল। ২ মুঙ্গেলী তহসীলের প্রধান গ্রাম। এখানে সম্পত্তির অধিকারী জমিদারের আবাস বাটী আছে।

পন্দৌল, বাঙ্গালার দ্বারবঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে রাজা শিবসিংহের পুষ্করিণীর পার্শ্বে একটী চিনির কল ও অন্য এক স্থানে ত্রিহুতের মধ্যে সুবৃহৎ নীল কুঠীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পন্ধানা, মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার খাণ্ডোবা তহসীলের অন্তর্ভুক্ত একটী গ্রাম। খাণ্ডবা নগরের ৫ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১৬´ পূঃ।

পন্ন (ত্রি) পন-ক্ত। ১ চ্যুত। ২ গলিত। (পুং) পন স্ততৌ পনন (ভূ বৃ ভৃ বি ক্র পনীতি। উণ্ ৩।১০) ৩ অধোগমন।

পন্নগ (পুং) পন্নং অধোগমনং পতিতং বা গচ্ছতীতি গম-ড পদ্ভ্যাং ন গচ্ছতীতি বা। সর্প, ইহারা পদদ্বারা গমন করে না এই জন্য ইহাদিগকে পন্নগ কহে। (বিষ্ণুপু° ১।১৯।৭)

২ ওষধিভেদ। ৩ পদ্মকাষ্ঠ।

পন্নগকেশর (পুং) নাগকেশর পুষ্প। (রাজনি°)

পন্নগনাশক (পুং) পন্নগ-নাশ-ণ্বু। গরুড়।

পন্নগময় (ত্রি) পন্নগ-ময়ট্। সর্পসঙ্কুল।

পন্নগারি (পুং) পন্নগানামরিঃ। গরুড়।

পন্নগাশন (পুং) পন্নগং সর্পং অশ্নাতীতি অশ-ল্যু। গরুড়।

পন্নগী (স্ত্রী) পন্নগ-জাতৌ ঙীষ্। ১ পন্নগপত্নী। ২ মনসাদেবী।

পন্নদ্ধা (স্ত্রী) পদি নদ্ধা বদ্ধা। চর্ম্মপাদুকা। (হেম°)

পন্নদ্ধ্রী (স্ত্রী) পদোশ্চরণয়োর্নদ্ধ্রী। চর্ম্মপাদুকা।

পন্না, (পর্ণা) মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড এজেন্সীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটী সামন্তরাজ্য। উত্তরে ইংরাজাধিকৃত বান্দা ও চরখারি রাজ্য, পূর্ব্বে কোঠি, সুহাল, নাগোদ ও অজয়গড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজ্য, দক্ষিণে দমো ও জব্বলপুর জেলা এবং পশ্চিমে ছত্রপুর ও অজয়গড়ের সামন্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ২৫৬৮ বর্গমাইল। এখানকার অধিকাংশ স্থান বিন্ধ্য-অধিত্যকা ভূমির উপর অবস্থিত এবং জঙ্গলে পরিপূর্ণ।

হীরকখনির জন্য পন্না চিরপ্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে এই খনিতে প্রচুর হীরক পাওয়া যাইত। সেই সময়ে পন্না একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইয়াছিল। এখন আর এখানে স্বচ্ছ বর্ণহীন হীরক (Diamond of the first water, or completely colourless) পাওয়া যায় না। যেগুলি পাওয়া যায়, তাহাদের বর্ণ মুক্তাফলের ন্যায় সাদা, হরিতাভ, পীতাভ, লোহিতাভ, কৃষ্ণবর্ণ অথবা কটাবর্ণবিশিষ্ট। পগসন্ সাহেব এই স্থান হইতে প্রাপ্ত হীরকজাতীয় প্রস্তরকে সাধারণতঃ চারি নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, 'মোতিচল' পরিষ্কার ও উজ্জ্বল, 'মাণিক' হরিতাভ, 'পন্না' কমলা নেবুর মত রং বিশিষ্ট এবং 'খৌসপৎ' কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। এখানে লৌহের খনি বিদ্যমান আছে।

মহারাজ ছত্রসালের সময়ে পন্নার যথেষ্ট সমৃদ্ধি হইয়াছিল। [ছত্রসাল ও বুন্দেলখণ্ড দেখ।] তাঁহার সময়ে এখানে ভূখন ত্রিপাঠী, প্রতাপশাহী, শিবনাথ কবি, প্রাণনাথী-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক প্রাণনাথ, নিবাজ, পুরুষোত্তম, বিজয়াভিনন্দন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হিন্দী কবিগণ এখানে থাকিয়া স্ব স্ব কবিত্বের পরিচয় দিতেন।

ছত্রসাল আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র হৃদয়শাহকে পন্না (পর্ণা) রাজ্যদান করেন। তিনি এখানে উত্তম রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার সময়ে লালকবি বিদ্যমান ছিলেন। হৃদয়শাহীর দুই পুত্র সভাসিংহ বা সভাশাহ ও পৃথ্বীসিংহ। সভাশাহ পন্নারাজ্য প্রাপ্ত হন। ইহার সময়ে রতনকবি ও করণভট্ট দুই হিন্দীকবি পন্নার সভা উজ্জ্বল করেন।

(প্রায় ১৭৩৭ খৃঃ)

সভাসিংহের তিন পুত্র উমানসিংহ, হিন্দুপৎ ও কায়েত সিংহ। হিন্দুপৎ জ্যেষ্ঠ উমানসিংহকে গুপ্তভাবে বিনাশ করিয়া ও কায়েতসিংহকে বন্দী করিয়া পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। হিন্দুপৎ অত্যাচারী হইলেও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, তিনি মোহনভট্ট, রূপশাহী ও করণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি হিন্দীকবিদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। মহারাজ হিন্দুপতির তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ সরমেদ সিংহ (দ্বিতীয় পত্নীর গর্ভে), অনিরুদ্ধ সিংহ ও গোকল সিংহ (জ্যেষ্ঠ মহিষীর গর্ভে)। মৃত্যুকালে হিন্দুপৎ অনিরুদ্ধ

সিংহকেই প্রকৃত রাজা প্রদান করিয়া যান এবং তাঁহার অপ্রাপ্তব্যবহারকালে রাজকার্য্যনির্ব্বাহের জন্ত দেওয়ান বেণী হজুরী ও আলিজয়ের কেল্লাদার ও কোষাধ্যক্ষ কায়েমজী চৌবে এই দুই ব্যক্তিকে রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়া যান। উভয়ে ভ্রাতা হইলেও রাজ্যের সমস্ত শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা গ্রহণ করিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাতে উভয়ের মধ্যে প্রথমে মনোমালিন্ত, শেষে দারুণ গৃহবিবাদ আরম্ভ হইল। কায়েমজী শেষে সরমেদ সিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহাকে রাজা করিতে অগ্রসর হইলেন, তাহাতে উভয় দলে কএকবার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।

কিছু দিন পরে রাজা অনিরুদ্ধ সিংহের মৃত্যু হইল। এখন উভয় ভ্রাতা স্ব স্ব ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্ত নাবালক ধোকলসিংহকে সিংহাসনে বসাইলেন। তাহাতে সরমেদ সিংহ ভগ্নমনোরথ হইয়া বান্দারাজ গুমানসিংহের সেনাপতি নোনী অর্জ্জুনসিংহকে আহ্বান করেন।

অর্জ্জুনসিংহ আসিয়া ধোকলসিংহকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া এখন বান্দারাজের নামে পন্নারাজ্যের অধিকাংশ অধিকার করিয়া বসিলেন এবং শিশুবান্দারাজ ভক্তসিংহের অভিভাবকরূপে আপনিই ভোগ করিতে লাগিলেন। সরমেদসিংহ এরূপে পুনরায় হতাশ হইয়া হিন্দুপৎপ্রদত্ত রাজনগর নামক স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তথায় মুসলমানীর গর্ভজাত হরসিংহ নামে এক পুত্র রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

এদিকে ধোকল সিংহ অনেক চেষ্টার পর পৈতৃকরাজ্য উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে আর অধিকদিন রাজ্য ভোগ করিতে হইল না। কিশোরসিংহ নামে তাঁহার এক অবৈধ পুত্র সিংহাসন লাভ করিলেন।

ইংরাজেরা বুন্দেলখণ্ড অধিকার করিলে এই কিশোরসিংহ তাঁহাদের সহিত প্রথম সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। বৃটীশ গবর্মেণ্ট ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে এক সনন্দ প্রদান করেন। তাঁহার সভায় প্রজেশ নামে একজন হিন্দী কবি থাকিতেন। কিশোরসিংহ ক্রমে অতিশয় প্রজাপীড়ক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অন্যায় কার্য্যের জন্ত তিনি রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন ও হরবংশরাও রাজ্যের শাসন-অধিকার লাভ করিলেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কিশোর সিংহ নির্ব্বাসন অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। হরবংশ ভ্রাতা নরপতিসিংহের সহযোগে রাজকার্য্য চালাইতেন। নরপতিসিংহ বড় কবিতানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি বলভদ্র, ভোগসিংহ, হরিদাস প্রভৃতি হিন্দী কবিগণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে হরবংশ রাওর মৃত্যু হইলে নরপতিসিংহ রাজা হইলেন। তিনি (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে) সিপাহী বিদ্রোহকালে ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্ট হইতে ২০০০০৲ টাকা মূল্যের একটী পোষাক, পোষ্যপুত্রগ্রহণের ক্ষমতা ও ১১টী মাত্র তোপ লাভ করেন। মহারাজ নরপতিসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রুদ্রপ্রতাপ প্রিন্স অব্ ওয়েল্সের হাতে উক্ত সম্মান ও খেলাত পান। রাণী বিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধিগ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীনগরে তিনি উপস্থিত ছিলেন ও ১৩টী মাত্র তোপ প্রাপ্ত হন।

২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী ও প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° ৪০′ ৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°১৩′৫৫″ পূঃ। নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও অট্টালিকাদি পরিশোভিত। এখানে অনেকগুলি বড় বড় মন্দির আছে, তন্মধ্যে বলদেবের মন্দিরই প্রধান। নূতন প্রাসাদের একটী ঘরের মেজের উপর সোণার কাপড় আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরে প্রাণনাথের গ্রন্থ রক্ষিত আছে। প্রাণনাথ ক্ষত্রিয় সন্তান হিন্দু ও মুসলমানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া উভয় ধর্ম্মাবলম্বীকে এক মতে আনয়নের চেষ্টা করিয়া নূতন মত প্রচার করেন। তন্মতাবলম্বিগণ ঐ গৃহকে অতি পবিত্র বোধ করে।

পন্নাগার (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। তস্যাপত্যং ইঞ্। পন্নাগারি, তদপত্য। বহুত্বে ইঞো লুক্, পন্নাগারাঃ, তাহার অপত্য সকল।

পন্নি (বা পন্নিয়ার), মলবার উপকূলবাসী একটী জাতি। চাসবাস ও দাসত্ব ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

পন্নিগার, জাতিবিশেষ। ইহারা চর্ম্মের উপর সোণালীর কার্য্য করে।

পন্নিয়ার, মধ্যভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। গোয়ালিয়ার দুর্গ হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৬′ ১২″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ২′ ২″ পূঃ। এখানে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ২৯এ ডিসেম্বর ইংরাজ-সৈন্তের সহিত মহারাষ্ট্র-সৈন্তের ভীষণ যুদ্ধ হয়। মেজর জেনারল গ্রে আগ্রা-নগর হইতে সর্ হিউগ গফ্-পরিচালিত ইংরাজবাহিনীর সহিত মিলিত হইবার জন্ত চাঁদপুরের নিকট সিন্ধুনদী পার হইয়া ৮ ক্রোশ অগ্রসর হইলে মঙ্গোর গ্রামের নিকট তিনি মরাঠী সৈন্ত কর্তৃক আক্রান্ত হন। ইংরাজগণ পন্নিয়ারে চলিয়া আসিয়া ছাউনী স্থাপন করিলেন এবং উপর্য্যুপরি আক্রমণ ও পূর্ব্ব যুদ্ধে নষ্ট কামানাদির উদ্ধার করিয়া মরাঠীসৈন্তকে পন্নিয়ার হইতে তাড়াইয়া দেন।

পন্নিক (পুং স্ত্রী) পাদো নিষ্ক, একদেশিস° বাহুলকাৎ পদাদেশঃ। নিষ্কের চতুর্থ ভাগ। যে স্থলে পদাদেশ হইবে না, তথায় পাদনিষ্ক এইরূপ পদ হইবে।

পন্য (ত্রি) পনস্তত্যৌ অঘ্ন্যাদিত্বাৎ যৎ। স্তুত্য। (ঋক্ ৩।৩৬।৩)

পন্যস্ (ত্রি) পন-অসুন্ যুগাগমঃ। ১ স্তোতা, স্তবকারক। (ঋক্ ৬।১৮।৯) ২ স্তুত্য।

পপি (পুং) পাতি লোকং, পিবতি বা, পা-কি, দ্বিত্বঞ্চ। (আদৃগমহনজনঃ কিকিনৌ লিট্ চ। পা ৩।২।১৭১) ১ চন্দ্র। (ত্রি) ২ পানকর্ত্তা। (ঋক্ ৬।২৩।৪)

পপী (পুং) পাতি লোকং পা-রক্ষণে ঈক্ দ্বিত্বঞ্চ (যাপোঃ কিৎদ্বে চ। উণ্ ৪।১৫৯) ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র।

পপু (পুং) পাতি রক্ষতি পা-কু দ্বিত্বঞ্চ (কুভ্রশ্চেতি। উণ্ ১।২৩) ১ পালক। (স্ত্রী) ২ ধাত্রী। (উজ্জ্বল)

পপুক্ষেণ্য (ত্রি) সম্পর্কার্হ, সম্পর্কযোগ্য। (ঋক্ ৫।৩৩।৬)

পপুরি (ত্রি) পৃ-কি দ্বিত্বং। পূরণশীল। (ঋক্ ১।১৫।৪ ভাষ্য)

পপ্রি (ত্রি) প্রা-পূরণে কি, দ্বিত্বং। পূরণশীল। (শুক্লযজুঃ ১।৮)

পফক (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। গোত্রার্থে তিকাদিত্বাৎ ফিঞ্। পাফকায়নি, তদ্‌গোত্রাপত্য।

পভোসা, আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত ও যমুনার দক্ষিণতীরে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। প্রয়াগ হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম প্রভাস।

প্রাচীন কৌশাম্বী দুর্গের ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে প্রসিদ্ধ পভোসাশৈল অবস্থিত। এই শৈলের শিখরদেশে একটী কৃত্রিম গুহা আছে। এই গুহায় প্রবেশদ্বার ও দুইটী ছোট জানালা আছে। গুহার দক্ষিণভাগে কোন সাধুর উদ্দেশ্যে প্রস্তরশয্যা ও প্রস্তরের উপাধান আছে। ইহার গাত্রে ১০ খানি গুপ্তাক্ষরে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে। গুহার পশ্চিম দেয়ালে মৌর্য্যদিগের সময়কার অক্ষরে উৎকীর্ণ ৩ খানি শিলালিপি দেখা যায়। তাহা হইতে জানা যায়—আষাঢ়সেন উক্ত গুহা নির্ম্মাণ করেন। গুহার প্রবেশদ্বারের বাম ঊর্দ্ধভাগে ৭ পংক্তি লিপি আছে, এই লিপিতে আষাঢ়সেনের পরিচয় ও উহার নির্ম্মাণকাল পাওয়া যায়। আষাঢ়সেন বৈপিদয়বংশীয় গোপাল ও গোপালীর পুত্র রাজা বঙ্গ-অগ্নিমিত্রের মাতুল ছিলেন। প্রবাদ এইরূপ—এই গুহামধ্যে নাগ বাস করে। হিউএন্‌সিয়ং, হুংযুন্ প্রভৃতি চীনপরিব্রাজকগণও বুদ্ধ কর্ত্তৃক উক্ত সর্পদমনের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উক্ত চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায়, সম্রাট্ অশোক এখানে ২০০ ফিট্ উচ্চ একটী স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এখন আর সেই প্রাচীন বৌদ্ধকীর্ত্তির কিছুমাত্র নিদর্শন পাওয়া যায় না। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে গিরিশিরে জৈনতীর্থঙ্কর পদ্মপ্রভনাথের একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। গিরির পাদদেশের নিকট দেবকুণ্ড নামে একটী সরোবর ও একটী ক্ষুদ্র হিন্দুদেবালয় দৃষ্ট হয়।

পময়া (স্ত্রী) সমুঙ্কী নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

পম্প, ১ কর্ণাটীভাষার প্রথম কবি। ইনি কবিতাগুণার্ণব, পুরাণ কবি, সুকবিজনমনোমানসোত্তংসহংস, সুজনোত্তংস, হংসরাজ ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত। সাধারণতঃ ইনি শুদ্ধ হম্প নামেই খ্যাত। পূর্ব্বে কনাড়ী লিখিত ভাষারূপে গণ্য হইত না, ইনিই প্রথম কনাড়ীভাষায় পুস্তক রচনা করিয়া কনাড়ীভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন। ইহার আদিপুরাণে ইনি এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন—

বেঙ্গীমণ্ডলের অন্তর্গত বিক্রমপুর-অগ্রহারে বৎসগোত্রে মানব সোমযাজী জন্মগ্রহণ করেন। তৎপুত্র অভিমানচন্দ্র, তৎসুত কোমরয্য, তৎসুত অভিরামদেব রায়। অভিরাম জৈনধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপুত্র কবিতাগুণার্ণব পম্প। ইনি ৮২৪ শকে জন্মগ্রহণ করেন। জোলাধিপতি চালুক্য অরিকেশরীর উৎসাহে ইনি কন্নড় (কর্ণাটী) ভাষায় গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। ইহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া রাজা ইহাকে ধর্ম্মপুর শাসন দান করেন। ইনি ৮৬৩ শকে (৯৪১ খৃষ্টাব্দে) প্রথমে আদিপুরাণ, তৎপরে তাঁহার প্রধান গ্রন্থ পম্পভারত বা বিক্রমার্জ্জুনবিজয়, এতদ্ভিন্ন লঘুপুরাণ, পার্শ্বনাথপুরাণ, পরমাগম প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হন।

২ আর একজন জৈন কবি। ইনি অভিনব পম্প নামে প্রসিদ্ধ। ইনি কনাড়ীভাষায় রাঘবপাণ্ডবীয় প্রভৃতি কয়েক খানি কাব্য লিখিয়া বিখ্যাত হন। ইনি ১০৭৬ শকের কিছু পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

পম্পস, দুঃখ কৃচ্ছীভাব। কণ্ড্বাদি পরস্মৈ, অক, সেট্। লট্ পম্পস্যতি। লুঙ্ অপম্পসীৎ।

পম্পা (স্ত্রী) পাতি রক্ষতি মহর্ষ্যাদীন্ পা মুড়াগমশ্চ নিপাতনাৎ-সাধুঃ (খম্পশিল্পশষ্পবাষ্পরূপ পম্পা তল্পাঃ। উণ্ ৩।২৮)। ১ দক্ষিণস্থ নদীভেদ। ঔড্রদেশস্থিত নদীভেদ। (ভারত অনু° ১।৬)। ২ ঋষ্যমূকশৈল সমীপস্থিত সরোবরভেদ। (রঘু ১৩।৩০) [ঋষ্যমূক দেখ।] কেহ কেহ বলেন, আনগুণ্ডীর নিকট তুঙ্গভদ্রাতে এই সরঃ মিলিত হইয়াছে।

পম্পাতীর্থ, তীর্থভেদ। বেল্লরী জেলার তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ কূলে হাম্পিনগরে অবস্থিত। [পম্পাপতি দেখ।]

পম্পাপতি, শিবলিঙ্গভেদ। বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত হাম্পি নগরে অবস্থিত। পম্পাপতির মন্দিরকে কেহ কেহ বিরূপাক্ষ দেবের মন্দির বলিয়া থাকেন।

পম্পাপুর, একটী প্রাচীন নগর। বিন্ধ্যাচল এক সময়ে এই নগরের সীমাভুক্ত ছিল। এখানে প্রাচীন পম্পাপুর নগরের দুর্গ ও তদুপরিস্থ স্তম্ভাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

পয়, গতি। ভ্বাদি, পরস্মৈ, সক, সেট্। লট্ পয়তি। লোট্ পয়তু। লিট্ পপয়। লুঙ্ অপয়ীৎ। লুট্ পয়িতা।

পয়র, হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে দাসরমণীগণের একপ্রকার বিবাহপ্রথা। এরূপ বিবাহে স্ত্রীর উপর স্বামীর কোন অধিকার থাকে না, নামে মাত্র বিবাহ করিয়া স্বামী অভীষ্টস্থানে চলিয়া যায়। রমণীর গর্ভজাত পুত্রগণ ঐ পিতার নামে বিক্রীত হয়। ঐ পুত্র বা কন্যার উপর উক্ত রমণীর একমাত্র অধিকার থাকে।

পয়াই, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। পশ্চিমঘাট পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়া অন্নেপী নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে।

পয়, গতি। ভ্বাদি, আত্মনে, সক, সেট্। লট্ পয়তে। লিট্ পেয়ে। লোট্ পয়তাং। লুঙ্ অপয়িষ্ট।

পয়ঃকন্দা (স্ত্রী) পয়ঃ কন্দে যস্যাঃ। ক্ষীরবিদারী, ভূঁইকুমড়া।

পয়ঃকুণ্ড (ক্লী) পয়স্তণ্ড।

পয়গাম্ (পারসী) বার্ত্তা, পত্র, খবর।

পয়গাম্বর (পারসী) বার্ত্তাবহ, যে ব্যক্তি ঈশ্বরের কথা মানবকে জানায়।

পয়জার (পারসী) জুতা, চটি জুতা।

পয়দা (পারসী) ১ প্রকাশ। ২ সাধারণ। ৩ জাত, প্রকাশিত।

পয়নাম (পারসী) অধীন। অনুগ্রহপ্রার্থী।

পয়নামী (পারসী) অধীনতা।

পয়নালা (দেশজ) পয়ঃপ্রণালী, জল চলিবার পথ।

পয়মন্ত (দেশজ) ১ পয় আছে যার। ২ শুভলক্ষণযুক্ত।

পয়মাল (পারসী) নষ্ট, ধ্বস্ত।

পয়ঃপয়োষ্ণী (স্ত্রী) পয়ঃপ্রচুরা পয়োষ্ণী, মধ্যপদলো° কর্ম্মধা°। নদীভেদ।

পয়ঃপান (ক্লী) দুগ্ধপান।

পয়ঃপুর (পুং) পুষ্করিণী বা হ্রদ।

পয়ঃফেনী (স্ত্রী) পয়ো দুগ্ধমিব ফেনং যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। একপ্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ। দুগ্ধফেনী ক্ষুপ। (রাজনি°)

পয়রা (দেশজ) ১ একপ্রকার তরল গুড়। ২ খেজুর রস।

পয়শ্চয় (পুং) পয়সাং চয়ঃ সমূহঃ। জলসমূহ। পুর, শ্রেণি।

পয়স্ (ক্লী) পয়াতে পীয়তে বা পয় গতৌ পানে বা অসুন্। ১ জল। ২ দুগ্ধ। (মেদিনী)

"কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্॥" (মনুসং ৩।৮২)

৩ অন্ন। ৪ রাত্রি। (নিঘণ্টু)

পয়সা (দেশজ) তাম্রমুদ্রাবিশেষ।

পয়স্ত, প্রবৃত্তি (পরিমাণ) কণ্ড্বাদি, অক°, সেট্। লট্ পয়স্তি। লোট্ পয়স্তু। লুঙ্ অপয়স্তীৎ।

পয়স্য (ত্রি) পয়সো দুগ্ধস্য বিকারঃ, তত্র হিতং বা পয়স-যৎ। (গোপয়সোর্যৎ। পা ৪।৩।১৬০) ১ পয়োবিকার, ঘৃত, দধি প্রভৃতি। ২ পয়োহিত। (মেদিনী)। (পুং) পয়ঃ পিবতীতি যৎ। ৩ বিড়াল। (শব্দচ°)

পয়স্যা (স্ত্রী) পয়স্য-টাপ্। ১ দুগ্ধিকা। ২ ক্ষীরকাকোলী। ৩ অর্কপুষ্পিকা। ৪ কুটুম্বিনী ক্ষুপ। ৫ আমিক্ষা। (হেম) ৬ স্বর্ণক্ষীরি। (মেদিনী)

পয়স্বৎ (ত্রি) পয়স্ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ, সান্তত্বাৎ ন পদকার্য্যং। ১ জলবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ নদী।

পয়স্বল (ত্রি) পয়োঽস্ত্যস্য বলচ্, সান্তত্বাৎ ন পদকার্য্যং। ১ জলযুক্ত। ২ ছাগ। (রাজনি°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

পয়স্বিন্ (ত্রি) পয়োঽস্ত্যস্য বিনি ন পদকার্য্যং। ১ পয়োবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ নদী। ৩ ধেনু। ৪ রাত্রি। (মেদিনী) ৫ কাকোলী। ৬ ক্ষীরকাকোলী। ৭ দুগ্ধফেনী। ৮ ক্ষীরবিদারী। ৯ ছাগী। ১০ জীবন্তী। (ভাবপ্র°) প্রশস্ত জলযুক্ত বলিয়া পয়স্বিনী শব্দে গঙ্গাকে বুঝায়।

"পরাপরফলপ্রাপ্তিঃ পাচনী চ পয়স্বিনী।" (কাশীখ° ২৯।১০৬)

১১ গায়ত্রীস্বরূপা মহাদেবী।

"প্রজ্ঞাবতী সুতা পৌত্রী পুত্রপুত্র্যা পয়স্বিনী।"(দেবীভাগ°১২।৬।৯৬)

পয়া (স্ত্রী) শুণ্ঠী। (বৈদ্যকনি°)

পয়ায়, আত্মনঃ পয় ইচ্ছতি, ক্যঙ্, নামধাতু। পয়ঃ পানেচ্ছা। আত্মনে, অক° সেট্, বাহুলকাৎ স-লোপঃ। লট্ পয়ায়তে, পয়স্যতে।

পয়ার (দেশজ) বঙ্গভাষায় ছন্দোভেদ। সচরাচর এই ছন্দে এক একটী পঙ্‌ক্তিতে ১৪টী করিয়া অক্ষর ও এইরূপ দুই পঙ্‌ক্তির শেষ অক্ষরে মিল থাকে। প্রাচীন বাঙ্গালায় ১৪টী অক্ষরের স্থানে কোথায় ১৬ হইতে ১৮টী পর্য্যন্ত অক্ষর দৃষ্ট হয়।

পয়োগড় (পুং) পয়সো গড় ইব। ১ ঘনোপল। ২ দ্বীপ। (শব্দমা°)

পয়োগল (পুং) পয়ো গলতি যস্মাৎ গল—অপাদানে ক। ১ ঘনোপল, চলিত করকা। ২ দ্বীপ। (শব্দমা°)

পয়োগ্রহ (পুং) পয়সো দুগ্ধস্য গ্রহঃ, আধারে-অচ্। যজ্ঞির পাত্রভেদ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১০।২।১৩)

পয়োঘন (পুং) পয়সা ঘনঃ নিবিড়ঃ। বর্ষোপল। (হারা°)

পয়োজন্মন্ (পুং) পয়সো জন্ম যস্মাৎ। ১ মেঘ। ২ মুস্তক।

পয়োদ (পুং) পয়ো দদাতি দা-ক। ১ মেঘ। ২ মুস্তক। ৩ যদুনৃপপুত্রভেদ। (হরিব° ৩০ অ°) (স্ত্রী) ৪ কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত সভাপ° ৪৭ অ°)

পয়োধর (ত্রি) ধরতীতি ধরঃ ধৃ-অচ্। পয়সো, দুগ্ধস্য জলস্য বা ধরঃ। ১ স্ত্রীস্তন। ২ মেঘ। ৩ মুস্তক। ৪ কোষকার। ৫ নারিকেল। ৬ কশেরু। (মেদিনী)

পয়োদা, নদীবিশেষ। (সহ্যাদ্রি ১৩।৪)

পয়োধরা, নদীভেদ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার কলস-বুদ্রুখ গ্রামের উত্তরাংশে প্রবাহিত। এখন ঐ নদী প্রবরা নামে খ্যাত।

পয়োধস্ (পুং) পয়ো দধাতি ধা-অসুন্। ১ সমুদ্র। ২ জলাধার। (উজ্জ্বল)

পয়োধারা (স্ত্রী) পয়সাং জলানাং ধারা। ১ জলধারা। পয়সাং ধারা যত্র। ২ নদীভেদ। (হরিব° ২৩৩ অ°)

পয়োধি (পুং) পয়াংসি ধীয়ন্তেঽস্মিন্, ধা-কি (কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩।৩।৯৩) সমুদ্র।

পয়োধিক (স্ত্রী) পয়োধৌ সমুদ্রে কায়তি প্রকাশতে ইতি কৈ-ক। সমুদ্রফেন। (রাজনি°)

পয়োনিধি (পুং) পয়াংসি নিধীয়ন্তেঽস্মিন্ ধা-ধারণে অধিকরণে কি। সমুদ্র। "ন গণিতং যদি জন্ম পয়োনিধৌ হরশিরঃ স্থিতিভূরপি বিস্মৃতা।" (নৈষধ ৪।৫০)

পয়োমুচ্ (ত্রি) পয়ো মুঞ্চতি মুচ-ক্বিপ্। ১ জলমুচ্, মেঘ। ২ মুস্তক।

পয়োঽমৃততীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

পয়োর (পুং) পয়ো জলং রাতীতি রা-ক। খদির। (শব্দচ°)

পয়োলতা (স্ত্রী) ক্ষীরবিদারী। (রাজনি°)

পয়োবাহ (পুং) ১ মেঘ, যে জল বহন করে। ২ মুস্তক।

পয়োবৃধ্ (ত্রি) জলপ্লাবিত, জলপরিবর্দ্ধিত। "উত স্যুতো পয়োবৃধা মাকী" (ঋক ৮।২।৪২) 'পয়োবৃধা পয়স উদকস্য বর্দ্ধয়িত্র্যৌ' (সায়ণ)

পয়োব্রত (পুং) পয়োমাত্রপানসাধ্যো ব্রতঃ। পয়োমাত্র পানরূপ ব্রতবিশেষ।

"পুণ্যাং তিথিং সমাসাদ্য যুগমন্বন্তরাদিকং।
পয়োব্রতস্ত্রিরাত্রং স্যাদেকরাত্রমথাপি বা॥"
(মৎস্যপুরাণ ১৫২ অ°)

পুণ্যতিথিতে ত্রিরাত্রসাধ্য বা একরাত্রসাধ্য পয়োব্রত করিবে, এই ব্রতে কেবল জলমাত্র পান করিতে হয়।

এই ব্রত দুই প্রকার, প্রায়শ্চিত্তাত্মক ও কাম্য। (মনু ১১।১৪৪)

২ যজ্ঞদীক্ষিত ব্রতভেদ। এই ব্রতের বিষয় ভাগবতে লিখিত আছে,—ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়োদশী পর্যন্ত ১২ দিন এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রত্যহে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া সমাহিতচিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যথাবিধানে পূজা করিতে হইবে। এই ব্রতে পয়ঃপান করিয়া থাকিতে হয়, এই জন্য এই ব্রতের নাম পয়োব্রত হইয়াছে। এই ব্রতানুষ্ঠানকালে কোনরূপ অসদালাপ বা অন্য কোন প্রকার নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিতে নাই। এই ব্রতে শ্রীকৃষ্ণের পূজাই প্রধান। ব্রত সমাপন হইলে ব্রাহ্মণভোজন ও নৃত্যগীতাদি উৎসব করিতে হয়। এই ব্রত সকল যজ্ঞ ও ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যেহেতু ইহাতে ভগবান্ বিষ্ণু প্রীতিলাভ করেন। এই ব্রতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রার্থনা করিতে হয়—

"ত্বং দেব্যাদিবরাহেণ রসায়াঃ স্থানমিচ্ছতা।
উদ্ধৃতাসি নমস্তুভ্যং পাপ্মানং মে প্রণাশয়॥"

ইত্যাদি। (ভাগবত ৮।১৬ অধ্যায়ে এই ব্রতের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।)

পয়োষ্ণ, নদীভেদ। তাপী নদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। (তাপীখণ্ড ৭।১।৪)

পয়োষ্ণী (স্ত্রী) বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণদিকে প্রবাহিত নদীবিশেষ। রাজনির্ঘণ্টের মতে, পয়োষ্ণী নদীর জল রুচিকর, পবিত্র, পাপ ও সকল আময়নাশক। সুখ, বল ও কান্তিপ্রদ এবং লঘু। ইহার বর্ত্তমান নাম পারহ্নি।

পয়োষ্ণীজাতা (স্ত্রী) পয়োষ্ণী জাতা যস্যাঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সরস্বতী নদী। (রাজনি°)

পর (ক্লী) পৃ ভাবে কর্ত্তরি বা অপ্ (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) ১ কেবল। ২ মোক্ষ। ৩ ব্রহ্মা। ৪ ব্রহ্ম।

"দ্বে ব্রহ্মণী বেদিতব্যে পরঞ্চাপরমেব চ।" (শ্রুতি)

৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।২০) ৬ ব্রহ্মার আয়ু।

"এবন্তু ব্রহ্মণো বর্ষমেকঃ বর্ষশতন্তু তৎ।
শতং হি তস্য বর্ষাণাং পরমিত্যভিধীয়তে॥" (মার্ক° ৪৬।৪২)

(পুং) ৭ শত্রু। (রঘু ৭।৬৭) ৮ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৯৭) (ত্রি) ৯ শ্রেষ্ঠ।

"পরমোহনায় মুক্তো নিষ্করুণো তরুণি তব কটাক্ষোঽয়ং।
বিশিখ ইব কলিতকর্ণঃ প্রবিশতি হৃদয়ং নিঃসরতি॥"
(আর্য্যাসপ্তশ° ৩৫৫)

১০ দূর। ১১ অন্য। ১২ উত্তর। (মেদিনী)

১৩ নৈয়ায়িকদিগের মতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মবৃত্তিসত্তা, ব্যাপকসামান্য।

"সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ।
দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তিস্তু সত্তা পরতয়োচ্যতে॥
পরভিন্না তু যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে।
দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্তু পরাপরতয়োচ্যতে॥" (ভাষাপরি° ৮-৯)

সামান্য দুই প্রকার, পর এবং অপর। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনে যে বৃত্তি অর্থাৎ সত্তা, তাহাকে পরাজাতি কহে। পরভিন্ন জাতির নাম অপরা জাতি। [জাতি দেখ।]

১৪ শ্রেষ্ঠবাচকার্থে পরশব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে লিখিত আছে, অন্নদাতা হইতে অভীষ্ট দেবতা শতগুণ পর (শ্রেষ্ঠ), তাহা হইতে বিদ্যামন্ত্রদাতা শতগুণ গুরু।

"অন্নদাতুঃ শতগুণোঽভীষ্টদেবঃ পরঃ স্মৃতঃ।

গুরুস্তস্মাৎ শতগুণো বিদ্যামন্ত্রপ্রদায়কঃ॥"(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ৪৪অ°)

পর শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া থাকে। ১৫ বোধে-চ্ছাযায় উচ্চারিত। "যৎ পরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ" (সাংখ্যভাষ্য)

পরঃকৃষ্ণ (ত্রি) পরঃ কৃষ্ণাৎ পারস্করাদিত্বাৎ সুট্। কৃষ্ণ হইতে পর। (ছান্দোগ্য° উপ° ১৬।৫)

পরঃপুমস্ (পুং) পরঃ অন্যঃ পুংসঃ, পারস্করাদিত্বাৎ সুট্। স্বপুরুষ হইতে অন্য পুরুষ। "যৎ পরঃ পুংসা বা পত্নী স্যাৎ।" (শত° ব্রা° ১।৩।১।২১)

পরঃশত (ত্রি) শতাৎ পরং। শতাধিক সংখ্যা।

পরঃশ্বস্ (অব্য) শ্বো দিনাৎ পরমহঃ পরঃ শ্বঃ, পরঃ সহস্রাৎ পারস্করাদিত্বাৎ সুট্। পরদিন, চলিত পরশু। কেহ কেহ বলেন—অতিক্রান্ত পূর্ব্বতর দিন, যে দিন গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বদিন, কিন্তু এইরূপ প্রয়োগ গৌণ। আগামী দিনের পরদিনই পরঃশ্ব, এইরূপ প্রয়োগই সাধু। কেহ কেহ সুটাগম ইচ্ছা করেন না, তাহাদের মতে 'পরশ্বস্' এইরূপ পদ হইবে।

পরঃষষ্টি (স্ত্রী) পরঃ ষষ্টেঃ নিপাতনাৎ সুটাগমঃ। ১ ষষ্টির অধিক সংখ্যা। ২ তৎসংখ্যান্বিত। (শত° ব্রা° ১।৩।১।২১)

পরঃসহস্র (ত্রি) সহস্রাৎ পরং নিপাতনাৎ সুটাগমঃ। সহস্রাধিকসংখ্যা।

পরউর্ব্বী (স্ত্রী) উর্ব্ব্যাঃ পরঃ। উপসদ্ভেদ। "উপর্য্যুপরি একত্রব্যাদিবৃদ্ধ্যা ব্রতবৃদ্ধির্যাস্বস্তি তাঃ পর উর্ব্ব্যোরূপসদঃ কেচ-নাহুস্তিষ্ঠন্তি" (শত° ব্রা° ৩।৪।৪।২৭ ভাষ্য)

পরক (পুং) কেশরাজ। (বৈদ্যকনি°)

পরকই, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অগস্ত্যেশ্বর হইতে ৫॥০ মাইল দূরে অবস্থিত, এখানকার মন্দিরাদিতে তামিল গ্রন্থ ও তুলু অক্ষরে লিখিত ১০ খানি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়।

পরকর্ম্মন্ (ক্লী) পরের কার্য্য।

পরকর্ম্মনিরত (ত্রি) পরকার্য্যে নিযুক্ত (দাস)। (বৃহৎসং ৬৮।৩৬)

পরকলত্র (ক্লী) পরস্ত্রী।

পরকলত্রাভিগমন (ক্লী) পরস্ত্রীগমন। অন্যের স্ত্রীর সহিত কুসংসর্গে লিপ্ত হওন।

পরকার্য্য (ক্লী) অন্যের কার্য্য।

পরকীয় (ত্রি) পরস্যেদং পর-ছ (বহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ততঃ কুগাগমঃ। পরসম্বন্ধি। "পরকীয়নিপানেষু ন স্নায়াচ্চ কদাচন।" (মনু ৪।২০১)

পরকীয়া (স্ত্রী) পরকীয়-টাপ্। নায়িকাভেদ। গুপ্তভাবে যাহার পর পুরুষের প্রতি অনুরাগ, তাহাকে পরকীয়া কহে। ইহা দুইপ্রকার, পরোঢ়া ও কন্যকা। কন্যকাগণ পিত্রাদির অধীন থাকে, এই জন্য পরকীয়া। কন্যকার সকলপ্রকার চেষ্টা গোপনীয়।

গুপ্তা, বিদগ্ধা, লক্ষিতা, কুলটা, অনুশয়ানা ও মুদিতা প্রভৃতি নায়িকা সকল পরকীয়ার অন্তর্ভূত। গুপ্তানায়িকা তিন প্রকার—বৃত্তসুরতগোপনা, বর্ত্তিষ্যমানসুরতগোপনা ও বর্ত্তমানসুরতগোপনা। বিদগ্ধা দুইপ্রকার, বাগ্‌বিদগ্ধা ও ক্রিয়া-বিদগ্ধা, অনুশয়না নায়িকা তিনপ্রকার। (রতিম°)

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে পরকীয়া নায়িকা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"অপ্রকাশে যার রতি পরপতি সনে।
পরকীয়া তাহারে বলয়ে কবিগণে॥
ঊঢ়া আর অনূঢ়া বিভেদ হয় তার।
ঊঢ়া সেই বিবাহ হইয়া থাকে যার॥
অনূঢ়া সে জন যার হয় নাহি বিয়া।
পিত্রাদি অধীন হেতু সেও পরকীয়া॥

অনূঢ়া।—শুন শুন প্রাণ বঁধু পিয়াইয়া মুখ মধু
এমত করিলে বশ কত গুণ কব হে।
অন্য সঙ্গে যদি পিতা করে মোরে বিবাহিতা
কেমনে তাহার সঙ্গে তোমা ছাড়ি রব হে॥
এমত করিবা কর্ম্ম নহে যেন স্ত্রীর ধর্ম্ম
বুকে মুখে হলে দাগ কলঙ্কিনী হব হে।
যাবৎ না বিভা হয় তাবৎ এমন ভয়
তাবতি এমত পীড়া দুজনেতে সব হে॥ ১॥

ঊঢ়া।—আপনার পতি আছে সদা তারে পাই কাছে
তথাপি দারুণ মন পর লাগি মরে গো।
সঙ্কেত তরুর মূলে সঙ্কেত নদীর কূলে
ঘাটে ভাঙ্গা মঠে মাঠে অন্ধকার ঘরে গো॥
কিঙ্কিণী কঙ্কণ রোল লুকায়ে চুম্বন কোল
রমণে নাহিক সুখ কোটালের ডরে গো।
পরপতিরতি আশ ঘর ছাড়ি পরবাস
সুখ যদি নহে লোক তবে কেন করে গো॥ ২॥

পরকীয়া ভেদ।—বিদগ্ধা লক্ষিতা গুপ্তা কুলটা মুদিতা।

পরকীয়া নানাভেদ প্রাচীন লিখিতা ॥

বিদগ্ধা।— বিদগ্ধা দ্বিমত হয় বাক্য আর কাজে।
কথা শুনি কার্য্য দেখি বুঝিবা অব্যাজে॥

বাগ্বিদগ্ধা।—চিরপরবাসী স্বামী বিরহে কাতরা আমি
বসন্তে মাতিল কাম কেমনে বা থাকিব।
প্রভুর কুসুমোদ্যান বড় মনোহর স্থান
মনুষ্যের গম্য নহে সেই স্থানে যাইব॥
ডাকি পিক অলিকুল ফুটে নানা জাতি ফুল
গাইয়া প্রভুর গুণ রজনী পোহাইব।
করিতে আমার তত্ত্ব হইবে যাহার সত্ত্ব
সেই বঁধু তারে দেখা সেই খানে পাইব॥ ৩॥

ক্রিয়া-বিদগ্ধা।—সুখে শুয়ে পতি আছে রামা বসে তার কাছে
ইশারায় উপপতি পিক ডাকে ডাকিল।
রামা বলে হলো দায় পাছে পতি টের পায়
না দেখি উপায় ভেবে স্তব্ধ হয়ে রহিল॥
কোকিল ডাকিছে ঘোর কাম ভয়ে পাচে মোর
শ্রান্ত আছে নিদ্রা যাও বল্যা চক্ষু ঢাকিল।
জাগ্রত আমার প্রিয় কেন ডাক বনপ্রিয়
আর কি তোমারে ভয় বল্যা ছুই রাখিল॥ ৪॥

লক্ষিতা।—পরপতি রতিচিহ্ন ঢাকিতে না পারে।
লক্ষিতা কহিয়া কবিগণ বলে তারে॥
আজি প্রভু দেশে এলে রতিচিহ্ন কিসে পেলে
সোহাগ পঙ্কজ মরে সতীপনা হরিলে।
তুমি এলে বার্ত্তা পায়্যে দেখিতে আইনু ধায়্যে
আছাড় খাইনু পথে সে তত্ত্ব না করিলে॥
মুখে বল দন্তচিহ্ন বুক বল নখে ভিন্ন
আলু থালু বেশ দেখি বুঝি লতা ধরিলে।
নষ্ট হই দুষ্ট হই তোমা বিনা কার নই
কলঙ্ক এড়াবে নাহি সে জন না মরিলে॥ ৫॥

গুপ্তা।— হয়েছে হতেছে হবে পর সঙ্গে রতি।
গুপ্ত করে যে জন সে জন গুপ্তমতি॥
মুখে বুকে দেখি দাগ শাশুড়ী করুন রাগ
একেতো বিরহে মরি আর অই ভয় লো।
কান্দিয়া পোহাই নিশা আবেশে হারাই দিশা
কেমন কেমন করে অধর হৃদয় লো॥
স্তন নিজ নখাঘাতে অধর পীড়িয়া দাঁতে
কোন মতে নিবারণ করি এ সময় লো।
এইরূপে দিবারাতি রাখিয়াছি কুল জাতি
চক্ষু খায়্যো তবু লোক কত কথা কয় লো॥ ৬॥

কুলটা।— পতি কোলে থাকি যার অন্যেকেতে কাজ।
কুলটা তাহারে বলে পণ্ডিত সমাজ॥
ওরে বিধি নিদারুণ কি তোর চরিত্র গুণ
কুলটার আশা পূর্ণ করিতে না পারিলি।
হস্ত পদ চক্ষু কাণ দিলি দুই দুই খান
উড়িবারে দুই খানি পাখা দিতে নারিলি॥
চৌদ্দ ভুবনে যত পুরুষ বিবিধ মত
সবার বুঝিতে বল তাই বুঝি সারিলি।
এ দুঃখ বা কত সব অন্যের কি কথা কব
চতুর্ম্মুখরজো গুণ তবু তুই নারিলি॥ ৭॥

মুদিতা।— পর সঙ্গে রতি আশে উল্লাসিতা যেই।
বিঘ্নহীন দেখিয়া মুদিতা হয় সেই॥
প্রবাসে রয়েছে পতি ননদী প্রসূতবতী
বিধবা শাশুড়ী ওই দৃষ্টিহীন স্মর লো।
দেবর বিলাস রায় শ্বশুর ভবনে যায়
মন্দ মন্দ গন্ধবহ বিদরে হৃদয় লো॥
অস্ত গেছে দিনমণি যতেক রসিক ধনি
ওই শুন বংশীধ্বনি করয়ে ললিত লো।
রোমাঞ্চ হতেছে মোর খসিছে কাঁচলি ডোর
কেন সই ওষ্ঠাধর হয়েছে কম্পিত লো॥
পরকীয় সুখ যত ঘরে ঘরে শুনি কত
অভাগীর ধর্ম্মভয় এত কর্য্যা মরি লো।
পুর পুরুষের মুখ দেখিলে যে হয় সুখ
একি জ্বালা সদা জ্বলি হরি হরি হরি লো॥ ৮॥

পরকৃতি (স্ত্রী) অন্যের কৃতকার্য্যের চরিত্রাখ্যান।

পরকেশরী, চোলবংশীয় একজন রাজা। কণ্ববংশীয় রাজা হস্তিমল্লের শাসনে ইহার নামোল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ ইনিই মহুরাজরী কোপরকেশরী বর্ম্মা।

পরকেশরীচতুর্ব্বেদীমঙ্গল, কাবেরী নদীর তীরবর্ত্তী একখানি গ্রাম। বীরচোল নামক জনৈক যুবরাজ এই গ্রাম ১৫০ জন ব্রাহ্মণকে দান করেন।

পরকেশরীবর্ম্মা, চোলবংশীয় জনৈক নরপতি। কেহ কেহ ইহাকে বীর রাজেন্দ্র দেব; আবার কেহ বা ইহাকে পূর্ব্ব চালুক্য বংশীয় ২য় কুলোত্তুঙ্গ চোড় বলিয়া অনুমান করেন। ২ রাজা রাজেন্দ্র চোলেরও এই উপাধি ছিল।

পরক্রম (পুং) পরবর্ত্তি ক্রম—অজান্ত ব্যঞ্জনান্ত শব্দের একটী ব্যঞ্জন বর্ণের পর আর একটী ব্যঞ্জন বর্ণ। (ঋক্ প্রাতি° ১।৫)

পরক্রাথিন্ (পুং) মহাভারতোক্ত একজন যোদ্ধা। ইনি কুরুপক্ষে যুদ্ধ করেন। (মহাভা° দ্রোণপ°)

পরক্রান্তিজ্যা (স্ত্রী) যোজনাত্মিকা জ্যা। "ক্রান্ত্যোর্জ্যে ত্রিজ্যারাত্যাপ্তা পরক্রান্তিজ্যারোঢ়তে" (সূর্য্যসি')

পরকুদ্রা (স্ত্রী) বেদাদিতে লিখিত ক্ষুদ্র কবিতা।
"তথৈব তৈত্তিরীয়াণাং পরকুদ্রা ইতি স্মৃতম্।" (বায়ুপুরাণ)

পরক্ষেত্র (ক্লী) পরস্য ক্ষেত্রং পত্ন্যাদি। পরপত্নী।
"তৌ তু জাতৌ পরক্ষেত্রে প্রাণিনৌ প্রেত্য চেহ চ।
দত্তানি হব্যকব্যানি নাশয়েতে প্রদায়িনাং॥" (মনু ৩।১৭৫)
২ পরশরীর। ৩ পরভূমি। (মনু ৮।৩৪১)

পরখ (দেশজ) ১ পরীক্ষা, ভালমন্দ বিচার করা। ২ অনুসন্ধান, খোজ খবর।

পরখ্‌দার (পারসী) ১ পরীক্ষাকরণ। ২ অনুসন্ধান করণ। ৩ পরীক্ষাকারী।

পরখ্‌দারী (পারসী) পরীক্ষাকারী।

পরখাই (দেশজ) ১ পরীক্ষা। ২ অনুসন্ধান।

পরখাম্‌, মথুরা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম, আগ্রা নগর হইতে ২৫ মাইল এবং মথুরা হইতে ১৪ মাইল দূরে একটী নিম্ন মৃত্তিকাস্তূপের উপর অবস্থিত।

এখানে জাখাইয়ার মাক্তের জন্ম মাঘমাসে প্রতি রবিবারে মেলা হয়। বর্ত্তমান কালে এই গ্রামের বিশেষ কোন উল্লেখ যোগ্য ঘটনা না থাকিলেও, এখানে শকনৃপতিগণের শাসন সময়ের অসংখ্য প্রস্তর মূর্ত্তি পাওয়া যায়। একটী ৭ ফিট্ উচ্চ মনুষ্য-মূর্ত্তি (সাধারণে দেবতা বলিয়া প্রসিদ্ধ) ভগ্নপ্রায় হইলেও ইহার পূর্ব্বকার গঠন ও মসৃণতা এখনও হ্রাস হয় নাই। ইহার পরিচ্ছদাদি স্বতন্ত্র, পরবর্ত্তী শক-নৃপতিগণের শাসন সময়ে খোদিত মূর্ত্তির পরিচ্ছদ হইতে ভিন্ন। গলদেশে একপ্রকার মালা বিলম্বিত, কিন্তু তাহার পশ্চাতে ৪টী ঝাঁপা ঝুলিতেছে। ইহার গলদেশে যে লিপি লিখিত আছে, উহাই আদরের জিনিস। উহার অক্ষরগুলি সম্রাট্ অশোকের সময়ের লিপির অনুরূপ। মূর্ত্তিটী দেখিলে খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীর বলিয়া বোধ হয়। দুইটী হস্তই ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এই মূর্ত্তি কাহার তাহা নিশ্চয় করা যায় নাই।

পরগাঁও, ১ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। পাটশ হইতে ১১ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে তুকাই দেবীর উদ্দেশে একটী মন্দির নির্ম্মিত হয়। ঐ মূর্ত্তি তুলজাপুর হইতে এখানে আনীত হইয়াছে। ২ থানা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। ইহার সীমায় গাধা ও শ্রীমূর্ত্তি সকল রক্ষিত আছে।

পরগত (ত্রি) পরং গতঃ দ্বিতীয়াশ্রিতাতীতেতি হৃতৎ। পর-প্রাপ্ত, অপরগত। (ভারত ৩।১৩৭২ শ্লো')

পরগামিন্‌ (ত্রি) পরং যাচ্যং গচ্ছতি গম-ণিনি। যাচ্যলিঙ্গ শব্দ। 'গুণক্রিয়াযোগোপাধিভিঃ পরগামিনঃ।' (অমর)

পরগুণ (ত্রি) পরের বা শত্রুর সুবিধাজনক, পরের উপকারী।

পরগণা (পারসী) ভূভাগবিশেষ। রাজস্ব আদায়ের সুবিধা জন্য এক একটী বিভাগ।

পরগাছা (চলিত) ১ গাছের উপরে যে গাছ জন্মে। ২ ভাল। ৩ কেঁকড়া।

পরগ্রন্থি (পুং) পরেণ গ্রন্থির্যত্র। পর্ব্বাবধি, অঙ্গুলি পর্ব্ব। (হারা°)

পরচক্র (ক্লী) পরস্য শত্রোশ্চক্রং। ১ শত্রুর রাজ্যপ্রভৃতি। ২ শত্রুরাজ্যে উৎপন্ন ঈতিভেদ। (বৃহৎস° ৩।১৫) ৩ বিপক্ষ রাজা।

পরচক্রকাম, ১ পররাজ্যলিপ্সু। ২ নেপালরাজ ২য় জয়দেবের নামান্তর।

পরচিত্তজ্ঞান (ক্লী) পরচিত্তস্য জ্ঞানং। অপরের মনোভাব জানা।

পরচলি, পঞ্জাববাসী বণিকজাতি। কাবুলী, তাজক ও খাইবার প্রভৃতি স্থানবাসী জাতির সহিত ইহারা পণ্যদ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করে।

পরচ্ছন্দ (ত্রি) পরস্য ছন্দো যত্র। ১ পরাধীন। পরস্য ছন্দঃ, ৬তৎ। ২ পরাভিলাষ।

পরচ্ছন্দবৎ (ত্রি) পরচ্ছন্দঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব। পরচ্ছন্দযুক্ত।

পরচ্ছিদ্র (ক্লী) পরস্য ছিদ্রং। পরদোষ।
"নীচঃ সর্ষপমাত্রাণি পরচ্ছিদ্রাণি পশ্যতি।
আত্মনো বিল্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥" (গরুড়পু°)

পরজাত (ত্রি) পরেণ জাতঃ, পরপুষ্টত্বাৎ তথাত্বং। ১ পরৈ-ধিত, ঔদাস্তে পরপুষ্ট। (পুং) ২ অন্যোৎপন্ন। ৩ কোকিল। কাক কর্ত্তৃক পুষ্ট হয় বলিয়া ইহাকেও পরজাত বলা যায়। পরজ প্রভৃতির এই অর্থ হইবে।

পরজিত (ত্রি) পরেণ জিতঃ। ১ পরপুষ্ট। (ত্রি) ২ শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত।

পরঞ্জ (পুং) পরং জয়তীতি জি-জয়ে বাহুলকাৎ ড। ১ তৈল-নিষ্পেষণ যন্ত্র, ঘানিযন্ত্র। ২ ছুরিকাফল। ৩ ফেন। (মেদিনী)

পরঞ্জন (পুং) পরায়াঃ পশ্চিমস্যাঃ দিশো জনঃ স্বামী, নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ বরুণ। (হেমচ°)

পরঞ্জয় (পুং) পরাং পশ্চিমাং দিশং জয়তি স্বামিত্বেন, জি-অচ্, পুংবদ্ভাবঃ মুম্ চ। ১ বরুণ। ২ শত্রুজয়কর্ত্তা।

পরণ (ত্রি) ১ পার। ২ পঠন।

পরতঙ্গণ, একটী প্রাচীন জনপদ। (মহাভারত ভীষ্ম ৯।৬৪)

পরতন্ত্র (ত্রি) পরস্তন্ত্রং প্রধানং যস্য। ১ পরাধীন।

"পরতত্ত্বং কথং হেতুমাত্মানমনুপশ্যসি।
কর্ম্মণাং হি মহাভাগ সূক্ষ্মং হেতদতীন্দ্রিয়ং॥" (ভা° ১৩।১১৫)
(ক্লী) পরস্ত তত্ত্বং। ২ পরকীয়শাস্ত্র। পরং শ্রেষ্ঠং তত্ত্বং। ৩ উৎকৃষ্ট শাস্ত্র। ৪ উত্তম পরিচ্ছেদ।

পরতর্ক্ক (ত্রি) পরঃ শক্রস্তর্কু রিব যস্য, কপ্। শক্রর ভয়যুক্ত।
"কুনখবিবর্ণৈঃ পরতর্ক্কাশ্চ তান্দ্রেশ্চ ক্ষুপতয়ঃ।"
(বৃহৎস° ৬৮।৪১)

পরতবাড়া, বেরার রাজ্যের ইলিচপুর জেলার সদর ও সেনানিবাস। ইলিচপুর নগর হইতে এক ক্রোশ দূরে বিছন নদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩৩´-২০´´ পূঃ।

পরতস্ (অব্য) পর বিভক্ত্যর্থে তসিল্। ১ পরস্মাৎ, পর হইতে। ২ পরাধীন।

পরতা (স্ত্রী) পর-তল্। ১ চরমসীমা। ২ শ্রেষ্ঠতা।

পরতাপন (পুং) পরং তাপয়তীতি পর-তাপি-ল্যু। ১ পরতাপক, পরপীড়ক। ২ গরুড়ের পুত্রভেদ। (হরিব° ২০৩ অ°)

পরতাল, বঙ্গদেশের অন্তর্গত স্থানভেদ। (দেশাবলী ৩৪৭।১।১)

পরতেক (দেশজ) ১ প্রত্যেক। ২ পরের জন্য, পরের লাগিয়া।

পরতোগ্রাহ্য (অব্য) পরস্মাৎ গ্রাহ্যঃ। পরপ্রামাণ্য।

পরত্র (অব্য) পরস্মিন্ কালে পর-ত্র। পরকালে, স্বর্গাদিলোকে।

পরত্রভীরু (ত্রি) পরত্র পরলোকান্তরঘটনাবিষয়ে ভীরুঃ। ধার্ম্মিক, পরকালভয়শীল, যাহারা পরলোককে ভয় করে।
"পরত্র ভীরুং ধর্ম্মিষ্ঠমুদ্যুক্তং ক্রোধবর্জ্জিতম্।"
(মিতাক্ষরাধৃত কাত্যা°)

পরত্ব (ক্লী) পরস্ত ভাবঃ, পর-ত্ব। পরতা। বৈশেষিকোক্ত দ্রব্যাশ্রিত গুণভেদ। ইহা দ্বিবিধ দৈশিক পরত্ব ও কালিকপরত্ব। দৈশিকপরত্বের প্রতি অসমবায়িকারণ দিক্‌শরীরসংযোগ এবং কালিকপরত্বের প্রতি অসমবায়িকারণ কালপিণ্ডসংযোগ। *
[বিশেষ বিবরণ বৈশেষিক দর্শন দেখ।]

পরদাতেশ্বর, শিবলিঙ্গভেদ। (শিবউঃ)

পরদার (পুং) পরস্ত দারাঃ। পরভার্য্যা, পরস্ত্রী।
"পরদাররতাশ্চৈব পরদ্রব্যাহরাশ্চ যে।
অধোঽধো নরকে যান্তি পীড্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ॥" (কর্ম্মলোচন)
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি যে কেহ পরদার গমন করেন, লক্ষ্মী তাহার গৃহ হইতে দূরে অপসৃত হইয়া থাকেন। যাহারা পাণিগৃহীত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে গমন করে, তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম সকল নিষ্ফল হয় এবং অনন্ত নরক হইয়া থাকে। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৬১ অ°) সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত।

পরদারগমন (ক্লী) পরস্ত্রীগমন।

পরদারগামিন্ (ত্রি) যে পরস্ত্রীতে গমন করে।

পরদারাভিগমন (ক্লী) পরস্ত্রীগমন।

পরদারিক (ত্রি) পরদারানুরক্ত।

পরদারিন্ (ত্রি) পরদার-ণিনি। যে পরস্ত্রীতে গমন করে।

পরদিবস, অদ্য হইতে পর। কল্য।

পরদেবতা (স্ত্রী) পরা শ্রেষ্ঠা দেবতা। পরম দেবতা, শ্রেষ্ঠদেবতা, ইষ্টদেবতা, ইষ্টদেব। (ভাগবত ৫।১।৩৯)

পরদেশ (পুং) দেশাৎ পরঃ, বা পরঃ ভিন্নঃ দেশঃ। ১ অপর দেশ, স্বাধিষ্ঠিত দেশ হইতে ভিন্ন দেশ। ২ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত স্থানভেদ।

পরদেশী, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত আহ্মদনগরজেলাবাসী ব্রাহ্মণ। ইহারা উত্তরভারত হইতে কর্ম্মোপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন বলিয়া পরদেশী নামে আখ্যাত। ইহাদের মধ্যে গৌড়, কনোজ, মৈথিল, সারস্বত ও উৎকল-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়। তন্মধ্যে আবার ঋগ্বেদী, যজুর্ব্বেদী, সামবেদী ও অথর্ব্ববেদী আছে। এই পাঁচ শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার বা বিবাহে আদান প্রদান প্রচলিত নাই। তবে কন্যার পিতা আশাতীত অর্থ প্রদান করিতে পারিলে, তাঁহা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেও কখন কখন কন্যার বিবাহ দিতে পারেন। পরদেশীর মধ্যে প্রধানতঃ আঙ্গিরস, বৃহস্পতি, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, কাত্যায়ন ও বশিষ্ঠ গোত্র দেখা যায়। সমান গোত্র হইলেও স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ হয় না। ইহাদের মধ্যে অগ্নিহোত্রী, বাজপেয়ী, চৌবে, দুবে, মিশ্র, পাঁড়ে, পাঠক, শুক্ল, তিবারী, ত্রিবেদী, ইত্যাদি উপাধি দেখা যায়। আহার ব্যবহার অনেকটা হিন্দুস্থানীর মত। পুরুষেরা মরাঠী ব্রাহ্মণদিগের মত মাথায় ফেঁটা বাঁধিলেও রমণীগণ এখনও হিন্দুস্থানী রমণীর পোষাক, লাঙ্গা, উড়নী প্রভৃতি ব্যবহার করে।

পরদেশী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকে একবেলা আহার

---

* "পরত্বঞ্চাপরত্বঞ্চ দ্বিবিধং পরিকীর্ত্তিতং।
দৈশিকং কালিকঞ্চাপি মূর্ত্ত এব তু দৈশিকং॥
পরত্বং মূর্ত্তসংযোগভূয়স্ত্বজ্ঞানতো ভবেৎ।
অপরত্বং তদল্পত্ববুদ্ধিতঃ স্যাদিতীরিতং।
তয়োরসমবায়ী তু দিক্‌সংযোগস্তদাশ্রয়ে।
দিবাকরপরিস্পন্দপূর্ব্বোৎপন্নত্ববুদ্ধিতঃ॥
পরত্বমপরত্বস্ত তদন্যত্ববুদ্ধিতঃ।
অত্র ত্বসমবায়ী তু সংযোগঃ কালপিণ্ডয়োঃ॥
অপেক্ষা বুদ্ধিনাশাচ্চ নাশস্তেষাং নিরূপিতঃ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

করেন। মৎস্য মাংস বা অন্য কেহ ব্যবহার করেন না। তবে গাঁজা ও তামাক খাইতে আপত্তি নাই। ইহারা ব্রাহ্মণোচিত ব্রত উপবাসাদি সকলই পালন করেন, তবে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অনেকেই পুরুষানুক্রমে সৈনিকবৃত্তি, বণিক ও সওদাগর প্রভৃতির কার্য্য অবলম্বন করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যে বাস করিলেও ইহারা সন্তান জন্মিলে ৫ম দিন ষষ্ঠীপূজা না করিয়া ষষ্ঠ দিনেই ষষ্ঠীপূজা করিয়া থাকেন।

দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের সহিত ইহাদের আহার ব্যবহার চলিত নাই, তবে পরস্পরের জল পান করিতে আপত্তি নাই।

ইহাদের অবস্থা মন্দ নহে। ইহারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, কিন্তু পুত্রাদিকে যত্নপূর্ব্বক লেখাপড়া শিখাইয়া থাকেন।

২ শোলাপুর, সাতারা প্রভৃতি অঞ্চলে পরদেশী বলিলে সাধারণতঃ হিন্দুস্থান হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ ও রাজপুত উভয় জাতিই বুঝাইয়া থাকে। এই সকল পরদেশী প্রায় কেহই এ অঞ্চলে স্থায়িরূপে বাস করে না। সেই জন্য স্ত্রীদিগকেও প্রায় সঙ্গে আনে না। প্রায় সকলেই দেশীয় রমণী রাখে। তাহার গর্ভে সন্তানাদি হইলেও তাহাদের প্রতি তেমন যত্ন রাখে না। তবে যাঁহারা এখানে বিবাহ করিয়া বাসিন্দা হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, এরূপ পরদেশীর সংখ্যা অল্প। ইহাদের পুত্রাদি অনেক মরাঠীভাবাপন্ন। তবে যাঁহারা দেশ হইতে স্ত্রী লইয়া আসেন, তাঁহাদের আচার ব্যবহার হিন্দুস্থানীর মত।

পরদুঃখ (ক্লী) পরেষাং দুঃখং। পরের দুঃখ, অন্যজনের পীড়া।

"ত্যক্ত্বাত্মসুখভোগেচ্ছাং সর্ব্বসত্ত্বসুখৈষিণঃ।
ভবন্তি পরদুঃখেন সাধবো নিত্যদুঃখিতাঃ॥" (অগ্নিপুরাণ)

পরদ্বেষিন্ (ত্রি) পরেভ্যো দ্বেষ্টি পর-দ্বিষ-ণিনি। ১ বিদূষক। ২ পরদ্বেষ্টা, পরদূষক, খল।

পরধর্ম্ম (পুং) পরঃ শ্রেষ্ঠঃ ধর্ম্মঃ। ১ পরমধর্ম্ম, শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। (মনু ১০।৯৭।) পরস্য ধর্ম্মঃ। ২ অপরের ধর্ম্ম, অন্যের ধর্ম্ম।

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণো পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" (গীতা ৩।৩৫)

গীতায় ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে পরধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হওয়া অপেক্ষা কথঞ্চিৎ অঙ্গহানি সত্ত্বেও স্বধর্ম্মসাধন শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্ম অত্যন্ত ভয়সঙ্কুল। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণ এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস চারি আশ্রমবিহিত ধর্ম্মই মনুষ্যের নিয়োজিত ধর্ম্ম। তপশ্চর্য্যা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, কিন্তু উহা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে, পরধর্ম্ম। যুদ্ধকরা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণের পরধর্ম্ম। কেবল ভগবানের নামকীর্ত্তনাদি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম, ইহা প্রাণিমাত্রেরই স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্মপ্রযোজিত যত্ন, যেমন প্রভৃতি কর্ম্মাঙ্গ সকল পরিহারপূর্ব্বক যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বিগুণ হইলেও সম্যক্‌প্রকারে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। পরধর্ম্ম নিজ প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এই জন্য স্বধর্ম্ম সাধনপূর্ব্বক প্রকৃতি নির্ম্মাণ করিতে করিতে মৃত্যু হইলেও মঙ্গল হইয়া থাকে। কখন পরধর্ম্ম শুভফলদ হয় না, যাহা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তাহাতে শুভফল ফলিবার সম্ভাবনা কোথায়? ভগবানের এই উপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, কাহারও পরধর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তব্য নহে। পরধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রতিপদে বিঘ্ন হইয়া থাকে।

পরধ্যান (ক্লী) পরং শ্রেষ্ঠং ধ্যানং। ১ ধ্যানবিশেষ, শ্রেষ্ঠধ্যান।

"ধ্যেয়ে মনো নিশ্চলতাং যাতি ধ্যেয়ং বিচিন্তয়ন্।
যত্তদ্ধ্যানং পরং প্রোক্তং মুনিভির্ধ্যানচিন্তকৈঃ॥" (গরুড়পু°)

পরস্য ব্রাহ্মণে ধ্যানং যথাপরং ব্রহ্মবিষয়কং ধ্যানমিতি। ২ ব্রহ্মচিন্তন। পরেষাং ধ্যানং। ৩ পরের অনিষ্ট চিন্তন।

পরনিপাত (পুং) পরত্র নিপাতঃ উচ্চারণং। সমাসবিষয়ে পরে নিপাত অর্থাৎ উচ্চারণ হয়। যেরূপ 'দন্তানাং রাজা' এইস্থলে বিভক্তির লোপ হইয়া 'দন্তরাজ' এইরূপ পদ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পরনিপাত হইয়া অর্থাৎ দন্ত শব্দ রাজন্ শব্দের পরে উচ্চারিত হইয়া রাজদন্ত এইরূপ পদ হইল। 'রাজদন্তাদিষু পরং' এই সূত্রানুসারে পর নিপাত হইল। এইরূপ সমাস বাক্যে যেরূপ থাকিবে, বিভক্তির লোপ হইয়া পরে শব্দ উচ্চারিত হইলে পর নিপাত হয়।

পরন্তপ (ত্রি) পরান্ শত্রূন্ তাপয়তীতি তপ-খচ্, খচি হ্রস্বঃ (দ্বিষৎপরয়োস্তাপে। পা ৩।২।৩৯) ততো মুম্। পরতাপী, শত্রুপীড়নকারী।

"অতুষ্টপোবিবুধসখঃ পরন্তপঃ" (ভট্টি ১।১) ২ জিতেন্দ্রিয়। ৩ চিন্তামণি। ৪ তামস মনুর পুত্রভেদ। (হরি° ৭।২৪) ৫ নৃপভেদ। ইনি মগধাধিপতি। (রঘু ৬।২১)

পরন্তু (চলিত) কিন্তু।

পরপদ (ক্লী) পরং শ্রেষ্ঠং পদং। শ্রেষ্ঠস্থান। মুক্তি।

"কল্যাণানাং নিদানং কলিমলমথনং জীবনং সজ্জনানাং।
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্য॥" (হনা°)

পরস্য পরেষাং বা পদং। ২ পররাষ্ট্র।

পরপাকনিবৃত্ত (পুং) পরার্থাৎ পাকাৎ নিবৃত্তঃ। পরোদ্দেশক পাকরহিত, পঞ্চযজ্ঞাকর্ত্তা, যাহারা পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান না করেন।

"গৃহীত্বাগ্নিং সমারোপ্য পঞ্চযজ্ঞান্ন নির্ব্বপেৎ।
পরপাকনিবৃত্তোঽসৌ মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
(মিতাক্ষরা প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়

পরপাকরত (পুং) পরস্য পাকে রতঃ। পরপাকরুচি। প্রাতঃকালে পঞ্চযজ্ঞ সমাপন করিয়া যিনি পরান্ন ভোজন করেন।

"পঞ্চযজ্ঞান্ স্বয়ং কৃত্বা পরান্নমুপজীবতি।
সততং প্রাতরুত্থায় পরপাকরতস্তু সঃ।"

(মিতাক্ষরা প্রায়শ্চিত্তাধ্যা°)

যে প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া পঞ্চযজ্ঞ সমাপন করিয়া পরান্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাহাকে পরপাকরত কহে। পরপাকরত ও পরপাকনিবৃত্ত ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ করিতে হয়।

"পরপাকনিবৃত্তস্য পরপাকরতস্য চ।
অপচস্য চ ভুক্‌ত্বান্নং দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ॥" (মিতাক্ষরা)

পরপিণ্ডাদ (ত্রি) পরস্য পিণ্ডং অন্নাদিকং অত্তীতি। অদ-অণ্। পরান্নোপজীবী, পরান্নভোজী।

পরপুরঞ্জয় (পুং) শত্রুপুরজেতা।

পরপুরুষ (পুং) পরঃ শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ। ১ বিষ্ণু। ২ অন্য পুরুষ। ৩ উপনায়ক।

"রাজন্ জীবাবধানং কুরু শৃণু নিভৃতং প্রেয়সীনাং কুচৌ
একা তে কীর্ত্তিকান্তা জগদটনপরা বিশ্বভোগ্যা পরাশ্রীঃ।
যা বা পাণৌ গৃহীতা বিধিবদভিমতা শুদ্ধধারেতি মত্বা
সোৎকণ্ঠং সাপি নিত্যং পরপুরুষশতং মানভাবাদুপৈতি॥"

(কর্ণাটরাজং প্রতি কালিদাসঃ)

পরপুষ্ট (পুং) পরেণ কালেন পুষ্টঃ পালিতঃ। কোকিল, কোকিল ডিম স্বীয় নীড় হইতে অপসারিত করিয়া কাকের বাসায় রাখিয়া দেয়, কাক নিজ ডিম বিবেচনা করিয়া রক্ষা করে, এইরূপে কাক কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে পরপুষ্ট কহে।

পরপুষ্টমহোৎসব (পুং) পরপুষ্টানাং কোকিলানাং মহোৎসবো যত্র। আম্র। আম্রের মুকুলোদ্গম হইলে কোকিলদিগের অতিশয় আনন্দ হয়। (শব্দমালা)

পরপুষ্টা (স্ত্রী) পরেণ পরপুরুষেণ পুষ্টা পালিতা। ১ বেশ্যা। ২ পরাশ্রয়া, চলিত পরগাছা।

পরপূর্ব্বা (স্ত্রী) পরোঽন্যঃ পূর্ব্বোভর্ত্তা যস্যাঃ। প্রথম পতি পরিত্যাগ করিয়া যে পুনর্ব্বার পতি গ্রহণ করেন।

"পতিং হিত্বাপকৃষ্টং স্বমুৎকৃষ্টং যা নিষেবতে।
নিন্দ্যৈব সা ভবেল্লোকে পরপূর্ব্বেতি চোচ্যতে॥" (মনু ৫।১৬৩)

যাহারা অপকৃষ্ট পতিকে পরিত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট পতিকে গ্রহণ করেন, তাহাকে পরপূর্ব্বা কহে। ইহার প্রকার—

"পরপূর্ব্বাঃ স্ত্রিয়স্ত্বান্যাঃ সপ্তপ্রোক্তা যথাক্রমং।
পুনর্ভূস্ত্রিবিধাতাসাং স্বৈরিণী তু চতুর্ব্বিধাঃ॥" (নারদ)

এই পরপূর্ব্বা স্ত্রী ৭ প্রকার, ইহার মধ্যে পুনর্ভূ তিন প্রকার এবং স্বৈরিণী চারি প্রকার।

পরপোরি (পরপোড়ি) মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার দুর্গ তহসীলের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারেরা গোঁড়জাতীয়। সর্ব্বসমেত ২৫টী গ্রাম এই রাজ্যের সীমাভুক্ত। প্রধান গ্রাম পরপোরি। ভূপরিমাণ ৩২ বর্গমাইল।

পরপ্রণব, রুচিবধূগলরত্নমালাপ্রণেতা।

পরপ্রবাদিন্, যে অযথাবাদ শিক্ষা দেয়। ভ্রষ্টাচারী গুরু।

(দিব্যাবদান ২০২।১২)

পরপৌরবতন্তব (পুং) বিশ্বামিত্রপুত্রভেদ। (ভার° ১৩।৪ অঃ)

পরপ্রতিনপ্তৃ (পুং) প্রতিনপ্তুঃ পরঃ অন্বয়ঃ। বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

(হেমচ°)

পরপ্রপৌত্র (পুং) প্রপৌত্রাৎ পরঃ অনন্তরঃ, বাহুলকাৎ পরনিপাতঃ। বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

পরপ্রেষ্য (পুং স্ত্রী) পরেষাং প্রেষ্য। ১ দাস। (স্ত্রী) ২ দাসী। (কাশীখণ্ড ৩৭ অঃ)

পরব্রহ্মন্ (ক্লী) পরং ব্রহ্ম। নির্গুণ নিরুপাধিক ব্রহ্ম। [ইহার বিষয় ব্রহ্মন্ শব্দে দ্রষ্টব্য।] ২ তৎপ্রতিপাদক উপনিষদ্ভেদ।

পরভাগ (পুং) পরস্য শ্রেষ্ঠস্য ভাগঃ। ১ গুণোৎকর্ষ।

"আভাতি লব্ধপরভাগতয়াধরোষ্ঠে
লীলাস্মিতং সদশনার্চ্চিরিব ত্বদীয়ং।" (রঘু ৫।৭০)

২ সুসম্পদ্। ৩ শেষাংশ। ৪ পশ্চিমভাগ।

পরভাষা (স্ত্রী) সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা। (হারাবলী)

পরভুক্ত (ত্রি) পরেণ ভুক্তঃ। অপর কর্ত্তৃকভুক্ত।

পরভুক্তা (স্ত্রী) পরেণ পরপুরুষেণ ভুক্তা। অন্য পুরুষসম্ভোগবিশিষ্টা, অন্য ভুক্তা। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যাহারা পরভুক্তা কান্তা উপভোগ করে, তাহারা যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকে, ততদিন নরকে অবস্থান করে। পরভুক্তা স্ত্রী দৈব, পৈত্র্য প্রভৃতি কোন কার্য্যে পাক করিবার যোগ্য নহে। ভর্ত্তা অন্যভুক্তার আলিঙ্গনে হতশ্রী হইয়া থাকেন, তাহার তর্পণাদি সকল নিষ্ফল হয় *।

---

* "পরভুক্তাঞ্চ কান্তাঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে স নরাধমঃ।
স পচ্যতে কালসূত্রে যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥
ন সা দৈবে ন সা পৈত্রে পাকার্হা পাপসংযুতা।
তস্যা আলিঙ্গনে ভর্ত্তা ভ্রষ্টশ্রীস্তেজসা হতঃ॥
দেবতা পিতরস্তস্য হব্যদানে চ তর্পণে।
সুখিনো ন ভবন্তীত্যেবমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥
তস্মাদ্ যত্নেন ভার্য্যাঞ্চ রক্ষণং কুরুতে সুধীঃ।
অন্যথা পাপিনী ভার্য্যা নিশ্চিতং নরকং ব্রজেৎ॥
কলত্রং পাকপাত্রঞ্চ সদা রক্ষিতুমর্হতি।
পরস্পর্শাদশুদ্ধঞ্চ তদ্বাং যত্নপরো সদা॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১ অঃ)

পরভৃৎ (ত্রি) পরান্ কোকিলান্ বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্ তুগাগমঃ। ১ কাক। (ত্রি) ২ পরজনপোষক, যাহারা অপরকে পোষণ করিয়া থাকে।

"চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্‌ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্ ॥" (ভাগ° ২।২।৫)

পরভৃত (পুং) পরেণ ভৃতঃ পুষ্টঃ। কোকিল। স্ত্রিয়াং টাপ্।

"পরভৃতাভিরিতীব নিবেদিতে স্মরমতে রমতে স্ম বধূজনঃ ॥" (রঘু ৯।৪৭)

জাতিবাচক শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্ হয়, এই স্থলে পরভৃতা না হইয়া পরভৃতী এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। কেহ কেহ বলেন, স্ত্রীলিঙ্গে পরভৃতী ও পরভৃতা এই দুইই হইবে। (ত্রি) ২ অন্য পুষ্টমাত্র।

পরভৃত্য (ত্রি) পরস্য ভৃত্য। অন্যের সেবক।

"বৃদ্ধৌ তবাদ্য পিতরৌ পরভৃত্যত্বমাগতৌ।" (হরিবং ৮৩ অঃ)

পরম্ (অব্য) পৃ-পূর্ত্তৌ অম্। ১ নিয়োগ। ২ ক্ষেপ। (মেদিনী) ৩ পশ্চাৎ। ৪ কিন্তু।

"তেষাং সর্ব্বে শাস্ত্রপারগাঃ পরং বুদ্ধিরহিতাঃ।" (পঞ্চতন্ত্র) ৫ অধিক। (রঘু ১।১৭) ৬ অনন্তর। (রঘু ১।৬৬)

পরম (অব্য) ১ অনুজ্ঞা, চলিত হাঁ।

'ওমেবং পরমং মতে।' (অমর ৩।৪।১২)

পরম (ত্রি) পরং উৎকৃষ্টং মাতীতি মা-ক। (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৪) ১ পর, উৎকৃষ্ট। (মনু ৯।৩১১) ২ প্রধান। (মনু ৬।৯৬) ৩ আদ্য। ৪ ওঙ্কার। (বিশ্ব)

"ততঃ পরমমিত্যুক্‌ত্বা প্রতস্থে মুনিমণ্ডলম্।" (কুমার ৬।৩৫) ৫ অগ্রেসর। ৬ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৫১) ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৫)

পরম, ১ কৌতুকলীলাবতীপ্রণেতা। ২ যদুমণির পুত্র ও প্রয়াগের পৌত্র। ইনি ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা মুকুন্দসেনের বিজয় ঘোষণা করিয়া মুকুন্দবিজয় নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করে।

পরমক্রান্তি (স্ত্রী) সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত সূর্য্যের শেষক্রান্তি। (সূর্য্যসি° ২।২৮)

পরমক্রোধিন্ (পুং) ১ বিশ্বদেবভেদ। (ত্রি) ২ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত।

পরমগতি (স্ত্রী) পরমা গতিঃ। ১ মুক্তি। (ত্রি) ২ মোক্ষহেতু।

"যাং বিপ্রাঃ সততং শান্তা বিশুদ্ধা জ্ঞাননিশ্চয়াঃ গতিং গচ্ছন্তি সন্তুষ্টাস্তামাহ পরমাং গতিং ॥" (ভারত মোক্ষধর্ম্ম)

পরমগব (পুং স্ত্রী) পরমশ্চাসৌ গৌশ্চেতি। শ্রেষ্ঠ গাভি।

পরমজা (স্ত্রী) প্রকৃতি। "যে গ্রহাঃ পঞ্চজনীনাঃ যেষাং তিস্রঃ পরমজাঃ।" (তৈত্তিরীয়সং ১।৭।১২।১)

পরমজ্যা (ত্রি) ইন্দ্র।

"নিষিক্তাঃ প্রপথী পরমজ্যা মবস্যু।" (ঋক্ ৮।৭।৩।১)

পরমণি (পুং) রাজপুত্রভেদ।

পরমদ (পুং) সুরাপান জন্য রোগভেদ। অত্যন্ত সুরাপান করিলে এই রোগ হয়। মাধবনিদানে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, অত্যন্ত সুরাপানে শ্লেষ্মোদ্রেকহেতু অঙ্গের গুরুতা, বৈরস্য, তৃষ্ণা এবং মস্তক ও অঙ্গসন্ধিতে বেদনা হইয়া থাকে। (মাধবনি°)

পরমদেব হিন্দুস্থানবাসী একজন প্রভাবশালী রাজা। গজনী-পতি মামুদ সোমনাথ জয় করিয়া গৃহে যখন ফিরিতেছিলেন, সেই সময়ে ইনি সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করেন।

পরমদেবী (স্ত্রী) ১ শ্রেষ্ঠাদেবী, মহাদেবী। ২ মহাসামন্ত ও মহারাজদিগের মহিষীর উপাধি।

পরমভট্টারক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মান্যের পাত্র। মহারাজাধিরাজ, একছত্র রাজাদিগের উপাধিভেদ।

পরমভট্টারিকা, রাজমহিষীগণের সম্মানসূচক উপাধি।

পরমভাগবত, ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনাকারী। বৈষ্ণবদিগের সাম্প্রদায়িক উপাধি। ধর্ম্মপ্রাণ প্রাচীন হিন্দুরাজগণ ও প্রধান বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এইরূপ সম্মানসূচক উপাধি গ্রহণ করিতেন।

পরমমন্যু (পুং) কক্ষেয়ুর পুত্রভেদ। (হরিবং ৩১ অঃ)

পরমপদ (পুং ক্লীং) পদ্যতে জ্ঞানিভিঃ প্রাপ্যতে ইতি পদং, পরমং পদং কর্ম্মধা°। ১ শ্রেষ্ঠস্থান। ২ পরমদেবতাচরণ।

পরমপুরুষ (পুং) পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ পুরুষঃ। পুরুষোত্তম বিষ্ণু। (মেদিনী)

পরমম্ (অব্য) পর-মা ডমি। ১ অনুজ্ঞা। ২ স্বীকার।

পরমব্রহ্ম (স্ত্রী) পরমং ব্রহ্ম। পরমেশ্বর, নারায়ণ।

"যদেতৎ পরমং ব্রহ্ম ত্বয়া প্রোক্তং মহামুনে।
তস্য রূপং ন জানন্তি যোগিনোঽপি মহাত্মনঃ ॥" (বরাহপু°)

পরমব্রহ্মচারিণী (স্ত্রী) দুর্গা। (হেম ৪৮)

পরমমহৎ (ত্রি) পরমং সর্ব্বোৎকৃষ্টং মহৎ। সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মহত্ত্ব গুণযুক্ত আকাশাদি।

"কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ।" (ভাষাপরি°)

কাল, আকাশ, আত্মা ও দিক্ ইহারা পরমমহৎ। পরম মহৎ ইহা ভাবপ্রধান নির্দ্দেশ জানিতে হইবে। পরমমহত্ত্ব সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহত্ত্ব। "পরমাণুপরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ।" (পাতঞ্জল দ° ১।৪০)

মৈত্রী প্রভৃতি ভাবনাদ্বারা চিত্ত নির্ম্মল হইলে একাগ্রতা-অভ্যাস সিদ্ধ হয়, চিত্ত তখন কি পরমাণু কি পরমমহৎ সর্ব্বত্রই

স্থির হয়। সূক্ষ্মতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম পরমাত্মা পর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুই তাহার গ্রাহ্য, প্রকাশ্য বা বশ্য হয়।

পরমমাহেশ্বর, মহেশ্বরের উপাসনাকারী। শৈবদিগের সাম্প্রদায়িক উপাধি।

পরমরস (পুং) জলমিশ্রিত তক্র।

পরমর্দ্দীদেব, (পরমাল) ১ বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত মহোবা প্রদেশের একজন রাজা। ইনি চন্দেলবংশীয় রাজপুত ছিলেন। দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ যখন সমেত-রাজকন্যা হরণ করিয়া পলায়ন করেন, যে সকল ব্যক্তি ঐ সময়ে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল, পরমাল তাহাদিগকে শমনভবনে প্রেরণ করেন। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। শির্শবা নামক স্থানে পৃথ্বীরাজ পরমালকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে চন্দেলরাজের বিস্তর সৈন্য নষ্ট হওয়ায় তিনি দিল্লীপতির শরণাগত হন। [বিশেষ বিবরণ চন্দ্রাত্রেয়বংশ শব্দ দেখ।]

পরমমল্ল, একজন কবি, শঙ্করের পুত্র। ইনি শ্রীপালকথা নামক একখানি জৈনগ্রন্থ রচনা করেন।

পরমবকুড়ী, (পর্মগুড়ি) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মদুরা জেলার রামনাদ তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ৯° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪২´ পূঃ। এখানে বস্ত্রাদি বয়নের বৃহৎ কারবার আছে।

পরমবৈষ্ণব, বিষ্ণুর প্রধান উপাসক। তাম্রশাসনোল্লিখিত প্রাচীন হিন্দুরাজগণের এইরূপ উপাধি দৃষ্ট হয়।

পরমব্রহ্মণ্য, যাহারা ব্রহ্মার পূজা করে। ব্রহ্মার উপাসক।

পরমর্ষি (পুং) পরমশ্চাসৌ ঋষিশ্চেতি। বেদব্যাসাদি ঋষি।

"ঋষিহিংসাগতৌ ধাতুর্বিদ্যাসত্যতপঃশ্রুতৈঃ।
এষ সন্নিচয়ো যস্মাৎ ব্রহ্মণশ্চ ততস্ত্বৃষিঃ॥"
"নিবৃত্তিসমকালস্তু বুদ্ধ্যা ব্যক্তিমৃষিস্বয়ং।
ঋষতে পরমং যস্মাৎ পরমর্ষিস্ততঃ স্মৃতঃ॥" (মৎস্যপু° ১২০ অঃ)

বিদ্যা, সত্য, তপস্যা ও বেদ এই সকল যাহাতে আছে, তাঁহাকে ঋষি কহে এবং যিনি ঋষি অপেক্ষা সমধিক জ্ঞানশালী তাঁহাকে পরমর্ষি কহে। ২ ভেলাদি ঋষিবিশেষ।

(ত্রিকাণ্ড ২।৭।১৭)

পরমশিবাচার্য্য, সিদ্ধান্তসানুভূতি-প্রকাশিকা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

পরমশিবেন্দ্র সরস্বতী, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। অভিনব-নারায়ণেন্দ্র-সরস্বতীর শিষ্য। ইনি বেদসারসহস্রনামব্যাখ্যা ও শিবসহস্রনামভাষ্য নামে দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পরমসুখ, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্। সীতারামের পুত্র। ইনি গর্গমনোরমা-টীকা, পঞ্চস্বরানির্ণয়, পরাশরীটীকা, বালবোধিনী নামে জ্যোতিষরত্নমালাটীকা, বীজবিবৃত্তিকল্পলতা, মুহূর্ত্তগণ-পতিটীকা, যন্ত্রমালিকাটীকা, রমলনবরত্ন, রমলামৃত ও শম্ভুহোরা-প্রকাশিকা নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

পরমসৌগত, যাহারা সুগতকে (বুদ্ধকে) ভক্তি করে, বৌদ্ধধর্ম্মে যাহার আস্থা অবিচলিত। প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভারতীয় রাজগণের মধ্যেও এইরূপ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়।

পরমস্বামী, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজা। রাজচক্রবর্ত্তী।

পরমহংস (পুং) পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ হংস, সোঽহং আত্মা যস্য। সন্ন্যাসিবিশেষ। পরমহংস-উপনিষদের মতে, যে ব্রহ্ম বেদান্তাদিতে পূর্ণানন্দ পরমাত্মা বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন, আমিই সেই ব্রহ্ম, এইরূপ অনুভবকারী যোগী পরমহংসই কৃতার্থ।[১]

জীব ও ব্রহ্মের একত্বজ্ঞান হেতু তাঁহাতে আর ভেদবুদ্ধি থাকে না, এই একত্ববুদ্ধিই উভয় আত্মার সন্ধিতে উৎপন্ন হয় বলিয়া সন্ধ্যা, ঐ সন্ধ্যা রাত্রি ও দিনের সন্ধিভাগে অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়ার ন্যায়। সকল কাম পরিত্যাগ করিয়া অদ্বৈতব্রহ্মেই পরম-স্থিতি। যিনি জ্ঞানদণ্ডধারণ করেন, তাঁহাকেই একদণ্ড বলা যায়। আর যাহার জ্ঞান নাই, সকল বস্তুতেই আশা আছে, সেই কাষ্ঠ-দণ্ডধারী মহারৌরব নামক ঘোরনরকে পতিত হইয়া থাকে, যিনি ইহার অন্তর জানিয়া অর্থাৎ জ্ঞানদণ্ড ও কাষ্ঠদণ্ডের ভেদ বুঝিতে পারিয়া উত্তম জ্ঞানদণ্ড ধারণ করেন, তিনিই পরমহংস বলিয়া অভিহিত হন।[২]

ইহার লক্ষণ।—জাতরূপধরের, নির্দ্বন্দ্ব, নিরাগ্রহ, সর্ব্বদা তত্ত্বমার্গে সম্যক্‌সম্পন্ন, শুদ্ধচিত্ত, যিনি কেবলমাত্র যথাসময়ে প্রাণধারণের উপযোগী ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন, লাভালাভে যাঁহার সমান জ্ঞান, যিনি শূন্যাগার, দেবগৃহ, তৃণকূট, বল্মীক, বৃক্ষমূল, কুলালশালা, অগ্নিহোত্র, নদীপুলিন, গিরিকুহর ও কন্দরাদিতে অবস্থান করেন, যাঁহার কোনরূপ যত্ন নাই, নির্ম্মম, কেবলমাত্র শুক্লধ্যানপরায়ণ, অধ্যাত্মনিষ্ঠ, যিনি শুভাশুভ কর্ম্ম নির্ম্মূলনের জন্য সন্ন্যাস দ্বারা দেহত্যাগ করেন, তাঁহাকে পরমহংস কহে। যিনি দিগম্বর, যাঁহার কাহাকেও নমস্কার করিবার প্রয়োজন নাই, শ্রাদ্ধাদি পিতৃকার্য্যও আবশ্যক নাই এবং যাঁহার নিকট নিন্দা এবং স্তুতি কিছুই স্থান পায়

(১) "যৎ পূর্ণানন্দৈকবোধঃ তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি, তদ্‌ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যো ভবতি। ২১

(২) "পরমাত্মাত্মনোরেকত্বজ্ঞানেন তয়োর্ভেদ এব বিভগ্নঃ, যা সা সন্ধ্যা। সর্ব্বান্ কামান্ পরিত্যজ্যাদ্বৈতে পরমস্থিতিঃ।
জ্ঞানদণ্ডো ধৃতো যেন একদণ্ডী স উচ্যতে।
কাষ্ঠদণ্ডো ধৃতো যেন সর্ব্বাশী জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
স যাতি নরকান্ ঘোরান্ মহারৌরবসংজ্ঞকান্।
ইদমন্তরং জ্ঞাত্বা স পরমহংসঃ।" (পরমহংস উপ°)

না, ঈদৃশ নিশ্চেষ্ট ভিক্ষুই পরমহংস। যাঁহার দুঃখে উদ্বেগ নাই, সুখে অভিলাষ নাই, রাগে অর্থাৎ রঞ্জন হেতুতে ত্যাগ আছে এবং যাঁহার কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রসর পায় না, যিনি কাহাকেও দ্বেষ করেন না বা প্রীতিকর বস্তু দেখিয়াও হৃষ্ট হন না, সর্ব্বদা আত্মাতেই অবস্থান করিতেছেন, তিনিই যোগী।[১] কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই চতুর্ব্বিধ অবধূতের মধ্যে পরমহংস শ্রেষ্ঠ।

"চতুর্ণামবধূতানাং তুরীয়ো হংস উচ্যতে।
অন্তোহন্তে ভোগযোগাঢ্যা মুক্তাঃ সর্ব্বে শিবোপমাঃ ॥" (মহানির্ব্বাণ)

পরমহংস হইলে যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি চিহ্ন পরিত্যাগ করিয়া কৌপীনাদি ধারণ করিতে হয়। সূতসংহিতায় লিখিত আছে—ত্রিদণ্ড, গোবালমিশ্রিত রজ্জু, জলপবিত্র শিক্য, পবিত্র কমণ্ডলু, অজিন, সূচী, মৃৎখনিত্রী (খন্তা), কৃপাণিকা, শিখা ও যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে। কেবল কৌপীন, আচ্ছাদন বস্ত্র, শীতনিবারিকা কন্থা, যোগপট্ট, বহির্বস্ত্র, পাদুকা, অদ্ভুত-ছত্র, অক্ষমালা ও ছিদ্রাদিহীন বৈণবদণ্ড, ধারণ করিবে।[২]

নির্ণয়সিন্ধুতে লিখিত আছে,—পরমহংসদিগের মধ্যে যাঁহারা অবিদ্বান্ তাঁহারা একদণ্ড ধারণ করিবেন, বিদ্বান্ পরমহংসদিগের দণ্ডাদি কিছুই ধারণ করিতে হইবে না।

"পরম হংসস্ত্বেকদণ্ড এব সোঽপ্যবিদ্বৎ। বিদ্বাংস্ত সোঽপি নাস্তি ন দণ্ডং ন শিখাং নাচ্ছাদনং ধরতি পরমহংসঃ ॥"(নির্ণয়সিন্ধু)

সূতসংহিতায় লিখিত আছে, পরমহংসগণ সর্ব্বদা প্রণবমন্ত্র জপ করিবেন, যেহেতু প্রণবে বেদত্রয় পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহারা নির্জনদেশ আশ্রয় করিয়া সমাহিতচিত্তে যথাশক্তি সমাধি অবলম্বন করিবেন।[৩]

পরমহংসগণ 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য অবলম্বন করিয়া সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানের অনুশীলন করিবেন। 'সোঽহং শিবোঽহং' ইত্যাদি বাক্য বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানালম্বনের পরিচয় দিবেন।

পরমহংসদের আবার এক একটী স্বতন্ত্র দল আছে। ঐ দলকে মণ্ডলী কহে। যেমন মঠের অধ্যক্ষকে মহন্ত বলে, তদ্রূপ পরমহংসমণ্ডলীরও যে এক এক জন অধ্যক্ষ বা কর্ত্তা থাকেন, তাঁহার নাম স্বামী। ঐরূপ মণ্ডলীবদ্ধ পরমহংসগণ, কখন গৃহবিশেষে অবস্থিতি করেন, কখন বা তীর্থভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া থাকেন।

উক্ত চারিপ্রকার উপাসকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও একরূপ নয়। নির্ণয়সিন্ধুতে পরমহংস সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা আছে,—

পরমহংসদিগের দেহাবসান হইলে শরীর দগ্ধ করিতে নাই, ভূমিতে পুতিয়া রাখিতে হয় *। কিন্তু বায়ুসংহিতার মতে পরমহংস ভিন্ন অন্য তিন প্রকার সন্ন্যাসীকে মৃত্তিকা খনন করিয়া তাহাতে রাখিয়া পরে দাহ করিবে। পরমহংসের মৃত্যু হইলে দাহ না করিয়া মাটি খুঁড়িয়া পুঁতিবে। তাঁহার মৃত্যুতে অশৌচ নাই, জলক্রিয়াও নাই †।

সাধারণতঃ পরমহংস সন্ন্যাসীই আমাদের নয়নগোচর হয়, কিন্তু অপর তিনপ্রকার সন্ন্যাসী বড় দেখা যায় না। প্রধানতঃ পরমহংস দুই প্রকার—দণ্ডী ও অবধূত। যাঁহারা দণ্ড ত্যাগ করিয়া পরমহংসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহারা দণ্ডি-পরমহংস, আর যাঁহারা অবধূত-বৃত্তি অনুষ্ঠান করিয়া শেষে পরমহংস হন, তাঁহাদের নাম অবধূত পরমহংস। এই দুই প্রকার পরমহংসই কেবল একমাত্র প্রণবের উপাসনা করিয়া থাকেন। সাধুগণ বলিয়া থাকেন, পরমহংসদিগের জ্ঞানই একমাত্র দণ্ড। যদিও ইহারা ওঁকার উপাসক ও তত্ত্বজ্ঞানাবলম্বী, তথাচ প্রয়োজন হইলে, কেহ কেহ দেবপ্রতিমূর্ত্তির অর্চ্চনা করেন। কিন্তু তাঁহাকে নমস্কার করেন না। ইহাদের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তি বীরাচার অবলম্বন অর্থাৎ সুরাপান করিয়া থাকেন। ভক্তাবধূত দুই প্রকার, পূর্ণ ও অপূর্ণ। পূর্ণভক্তাবধূতকে পরমহংস ও অপূর্ণকে পরিব্রাজক বলে ‡।

---

(১) "আশাম্বরো ন নমস্কারো ন স্বধাকারো ন নিন্দাস্তুতির্যদৃচ্ছিকো ভবেদ্ভিক্ষুঃ।"

"দুঃখে নোদ্বিগ্নঃ সুখে নিস্পৃহঃ ত্যাগো রাগে সর্ব্বত্র শুভাশুভয়োরনভিস্নেহঃ ন দ্বেষ্টি ন প্রমোদকঃ সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং গতিরুপরমতে, জ্ঞানে স্থিরঃ য আত্মন্যেবাবস্থীয়তে স এব যোগী চ স এব জ্ঞানী চ।" (পরমহংস উপ॰)

(২) "পরমহংসস্ত্রিদণ্ডঞ্চ রজ্জুং গোবালমিশ্রিতম্।
শিক্যং জলপবিত্রঞ্চ পবিত্রঞ্চ কমণ্ডলুম্ ॥
পক্ষিণীমজিনং সূচীং মৃৎখনিত্রীং কৃপাণিকাম্।
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ নিত্যকর্ম্ম পরিত্যজেৎ ॥
কৌপীনং ছাদনং বস্ত্রং কন্থাং শীতনিবারিকাম্।
যোগপট্টং বহির্বস্ত্রং পাদুকাং ছত্রমদ্ভুতম্ ॥
অক্ষমালাঞ্চ গৃহ্ণীয়াৎ বৈণবং দণ্ডমব্রণম্।
অগ্নিরিত্যাদিভির্মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাদুদ্ধূলনং মুদা ॥
ওমিতি চ ত্রিভিঃ প্রোচ্য পরমহংসস্ত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥"
(সূতসংহিতা—জ্ঞানযোগ)

(৩) "প্রণবাদ্যাস্ত্রয়ো বেদাঃ প্রণবে পর্য্যবস্থিতাঃ।
তস্মাৎ প্রণবমেবৈকং পরমহংসঃ সদা জপেৎ ॥
বিবিক্তদেশমাশ্রিত্য সুখাসীনঃ সমাহিতঃ।
যথাশক্তি সমাধিস্থো ভবেৎ সন্ন্যাসিনাং বরঃ ॥" (সূতসংহিতা)

* "কুটীচকং চ প্রদহেৎ তারয়েচ্চ বহূদকম্।
হংসং জলে তু নিঃক্ষিপ্য পরমহংসং প্রপূরয়েৎ ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

† "মৃতে ন দহনং কার্য্যং পরমহংসস্য সর্ব্বদা।
কর্ত্তব্যং খননং তস্য নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥
অথখননং কার্য্যং তদন্যেষাং বিধপূর্বা মুনে।
অথবে স্থাপিতে তেন স্থাপিতো হি মহেশ্বরঃ ॥
অন্যেষামপি ভিক্ষূণাং খননং পূর্ব্বমাচরেৎ।
পশ্চাদগৃহী যথাশাস্ত্রং কুর্য্যাদ্দহনমুত্তমম্ ॥" (বায়ুসংহিতা)

‡ "ভক্তাবধূতো দ্বিবিধঃ পূর্ণাপূর্ণবিভেদতঃ।
পূর্ণঃ পরমহংসাখ্যঃ পরিব্রাড়পরঃ স্মৃতঃ ॥"
(প্রাণতোষিণীধৃত মহানির্ব্বাণতন্ত্র।)

মহানির্ব্বাণতন্ত্রের অষ্টমোল্লাসে লিখিত আছে—

'তত্ত্বমসি মহাপ্রাজ্ঞ হংসঃ সোঽহং বিভাবয়।
নিষ্কামো নিরহঙ্কারঃ স্বভাবেন সুখং চর॥"

শিষ্য এইরূপ মহামন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে আত্মস্বরূপ বিবেচনা করিবে। তন্ত্রের মধ্যে উল্লিখিত ব্রহ্মমন্ত্র উপদেশ দিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর ঐরূপ অর্থ-প্রতিপাদক নিম্নলিখিত সচ্চিদানন্দ মন্ত্রটী † গ্রহণ করিয়া থাকেন।

"ওম্ সোঽহং হংসঃ পরমহংসঃ পরমাত্মা দেবতা।
চিন্ময়ং সচ্চিদানন্দস্বরূপং সোঽহং ব্রহ্ম॥"

ওঁ! আমি সেই হংস, পরমহংস, পরমাত্মদেবতা, আমি সেই জ্ঞানময় সচ্চিদানন্দরূপ পরব্রহ্ম।

এই মন্ত্রের একটী গায়ত্রীও আছে, তাহা অভ্যাস করিয়া জপ করিতে হয়। সেটী এই—

"ওঁ হংসায় বিদ্মহে পরমহংসায় ধীমহি তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ।" ওঁ! হংসকে ‡ জ্ঞাত হই, পরমহংসকে চিন্তা করি, হংস আমাদিগকে তাহা প্রেরণ করুন।

জাবালোপনিষদে সংবর্ত্তক, আরুণি, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয় ও রৈবতক প্রভৃতি (আদি) পরমহংস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহারা অব্যক্তলিঙ্গ, অব্যক্তাচারী ও উন্মত্ত না হইয়াও উন্মত্তবৎ আচরণ করেন। (জাবালউঃ ৬) [পরমহংসের বিস্তৃত বিবরণ, হংসোপনিষৎ জাবালোপনিষৎ, সূতসংহিতা, নারদপঞ্চরাত্র, পরমহংসসংহিতা, নির্ণয়-সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

২ পরমাত্মা। ৩ তৎপ্রতিপাদক উপনিষদ্ভেদ। (মুক্তিকোপনি°)

পরমাখ্য (ত্রি) পরমা আখ্যা যস্য। পরমার্থ।

পরমাণু (পুং) পরমঃ সর্ব্বচরমকঃ অণুঃ। সর্ব্বাপকৃষ্ট পরিমাণ-যুক্ত বৈশেষিকমতসিদ্ধ ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও বায়ুর সূক্ষ্মাংশ-ভেদ। দ্ব্যণুকের অবয়ববিশেষ। এই পরমাণু নিত্য ও নিরবয়ব। পরমাণু হইতে সূক্ষ্ম আর কোন পদার্থই নাই।

"নিত্যানিত্যা চ সা দ্বেধা নিত্যা স্যাদণুলক্ষণা।
অনিত্যা তু তদন্যা স্যাৎ সৈবাবয়বযোগিনী॥" (ভাষাপরি°)

পরমাণু নিত্য ও অনিত্য, ইহার মধ্যে অণুলক্ষণা নিত্যা, অপর সমস্ত অনিত্যা, ইহা অবয়বযোগিনী। গবাক্ষমার্গে সূর্য্য-কিরণ পড়িলে তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যে রজঃকণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার ৬ ভাগের একভাগের নাম পরমাণু।

"জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
ভাগস্তস্য চ ষষ্ঠো যঃ পরমাণুঃ স উচ্যতে॥" (তর্কামৃত)

ভাগ করিতে করিতে যাহা আর বিভাগ করা যায় না, তাহাই পরমাণু। পরমাণু প্রত্যক্ষ হয় না, পরমাণুদ্বয়সংযুক্ত হইয়া দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণু হইলে তখন প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সাবয়ব দ্রব্যের অবয়ব সকল বিভাগ করিতে করিতে যে স্থলে বিভাগের শেষ হইবে, যাহাকে আর বিভাগ করা যাইবে না, অথবা যে আর বিভক্ত হইবে না, তাহার নাম পরমাণু। এই পরমাণু চারিপ্রকার—ভৌম, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। যখন জগৎ সৃষ্ট হয়, তখন প্রথমতঃ অদৃষ্ট কারণে বায়বীয় পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মে, সেই ক্রিয়া বায়বীয় পরমাণুকে পরস্পর সংযুক্ত করে, এইরূপে সংযুক্ত হইলে দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। ক্রমে ত্র্যণুক, চতুরণুক এইরূপে বায়ুর উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ প্রণালীতে ক্রমে অগ্নি, জল ও পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। প্রলয়কালে এইরূপে পরমাণু বিভক্ত হইয়াই, ভূত সকলের নাশ হয়। কেবল পরমাণুমাত্র অবস্থিত থাকে, ঐরূপ অবস্থাকে প্রলয় কহে। পরমাণু পরিমাণের কারণত্ব নাই।

বৈশেষিক দর্শনে যাহা পরমাণু নামে ব্যবহৃত হয়, সাংখ্য-দর্শনের মতে ইহাই তন্মাত্র বলিয়া অভিহিত হয়। এই তন্মাত্রা বা পরমাণু স্থূল ভূতপঞ্চকের ও ভৌতিক-জগতের উপাদান-কারণ। সাংখ্যের তন্মাত্র শব্দ যৌগিক, তৎ+মাত্র অর্থাৎ 'কেবল বা কেবল সেইটুক'। নৈয়ায়িকেরা যেরূপ পার্থিব পরমাণু জলীয় পরমাণু ও তৈজস পরমাণু প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নাম ব্যবহার করেন, সেইরূপ সাংখ্যাচার্য্যেরাও গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন। তন্মাত্র শব্দের ন্যায় পরমাণু শব্দ যৌগিক। পরম+অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম। পরিমাণ তিনপ্রকার অণু, মধ্যম ও মহৎ। ইহার প্রথমটী ক্ষুদ্রতাবোধক, আর তৃতীয়টী বৃহত্ত্ব-বোধক। প্রথম পরিণাম ও মহৎ পরিণাম যদি যৎপরোনাস্তি হইয়া উঠে, তাহা হইলে তদ্বোধের নিমিত্ত ঐ অণু ও মহৎ শব্দের পূর্ব্বে একটী পরম শব্দের প্রয়োগ হয়। এইজন্য যৎ-পরোনাস্তি সূক্ষ্মবস্তুর নাম পরমাণু। এইরূপ বৃহৎপরিমাণের নাম পরম বৃহৎ। পরমাণুর অন্য নাম পরিমণ্ডল ও মূলধাতু। শাস্ত্রা-ন্তরে ইহা সূক্ষ্মভূত নামে পরিভাষিত হইয়াছে।

পরমাণু ও তন্মাত্র এই দুইই অনুমেয় পদার্থ। পরমাণুর অনুমান এইরূপ—স্থূল বস্তুমাত্রেই বিভাজ্য। যাহা বিভাজ্য তাহার অংশ হইয়া থাকে। বস্তু বিভক্ত হইলে তাহাকে পৃথক্ পৃথক্ অংশে ব্যবস্থিত হইতে দেখা যায়। আরও দেখা যায়, প্রত্যেক বিভক্ত অংশ প্রত্যেক বিভাজ্য অপেক্ষা সূক্ষ্মাকার

† ইহার আর একটী নাম পরমহংস মন্ত্র। উহা দ্বাদশ প্রকার।

‡ হংস শব্দের অর্থ শিব, সূর্য্য, বিষ্ণু, পরমাত্মা ইত্যাদি। এই সকল মন্ত্রে হংস ব্রহ্মপ্রতিপাদক।

ধারণ করে, এইরূপে যে স্থলে ক্ষুদ্রতার শেষ হইবে, সেই অবিভাজ্য ও অবয়বশূন্য বস্তুই পরমাণু।

নৈয়ায়িকদিগের মতে—আকাশ যেরূপ অসীম ও অনন্ত, পরমাণু সেইরূপ অগণনীয়, অসীম ও অনন্ত। মহাপ্রলয়ে গ্রহ, নক্ষত্র, তারকা, সাগর, শৈল প্রভৃতি সমস্ত বিশ্ব বিধ্বস্ত হইলে সে সকলের পরমাণু আকাশগর্ভে নিহিত বা লুক্কায়িত থাকে। বৈশেষিক দর্শনের মতে পরমাণু হইতে জগদুৎপন্ন হইয়াছে। কণাদ সৃষ্টিপ্রক্রিয়াস্থলে বলেন, পরমাণু সকল প্রলয়াবস্থায় নিশ্চল থাকে। যখন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন ঐ সকল পরমাণু জীবাত্মার প্রভাবে সচল হয়। যেই সচল হয়, অমনি সংযুক্ত হইতে থাকে। পরে দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক প্রভৃতি রূপে সমুদয় জড়জগৎ উৎপন্ন হয়। এই মতে গিরি, নদী, সমুদ্রাদিবিশিষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলই সাবয়ব। যেহেতু সাবয়ব, সেহেতুই ইহার আদ্যন্ত আছে, উৎপত্তি ও প্রলয় উভয়ই আছে। কার্য্যমাত্রেই সকারণ, বিনাকারণে কোন কার্য্য হয় না, তাহাতেই জানা যায়, পরমাণুরাশিই জগতের কারণ। কণাদ বলেন, ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিভূত সাবয়ব। সুতরাং পরমাণুও চারিপ্রকার। যে কালে এই পৃথিব্যাদি চরমবিভাগে বিভক্ত হয়, অর্থাৎ পরমাণু হইয়া যায়, সেই কালের নাম প্রলয়। প্রলয়কালে চরম অবয়ব অনন্ত পরমাণুই থাকে, তখন আর অবয়বী থাকে না। সৃষ্টিকালে এই পরমাণু হইতেই জগদুৎপত্তি হয়। যে সময়ে দুইটী পরমাণুতে দ্ব্যণুক জন্মায়, সেই সময়েই পরমাণুনিষ্ঠ রূপাদি গুণবিশেষ যাহা শুক্লাদি নামে পরিভাষিত, তাহা অন্য শুক্লাদি গুণবিশেষ জন্মায়। কেবল পরমাণুনিষ্ঠ অন্য গুণ—পারিমাণ্ডিল্য (পরিমণ্ডল—পরমাণু) পরমাণুর পরিমাণ। দ্ব্যণুকে অন্য পারিমাণ্ডল্য জন্মে না। দ্ব্যণুকের পরিমাণ অণু ও হ্রস্ব। দ্ব্যণুকাদিক্রমে স্থূল ভূতোৎপত্তি হয়। (বৈশেষিক দ°)

বেদান্তদর্শনে পরমাণু-কারণ-বাদ নিরাকৃত হইয়াছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য পরমাণু হইতে জগৎসৃষ্টি হইয়াছে, এই কথা স্বীকার করেন না এবং কণাদের এই মত ভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইস্থানে অতি সংক্ষিপ্তভাবে তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাইতেছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন, 'পরমাণুরাশি হয় প্রবৃত্তিস্বভাব, না হয় নিবৃত্তিস্বভাব, কিংবা উভয়স্বভাব, অথবা অনুভব-স্বভাব অর্থাৎ নিত্যস্বভাব। বৈশেষিককে এই চারি প্রকারের একপ্রকার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু এই চারি প্রকারের কোনও প্রকার উপপন্ন হয় না। প্রবৃত্তি-স্বভাব হইলে প্রলয় হইতে পারে না। নিবৃত্তি-স্বভাব হইলে সৃষ্টি হইতে পারে না। একাধারে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় স্বভাব থাকিতেই পারে না। নিত্যভাব হইলে নৈমিত্তিক-প্রবৃত্তিনিবৃত্তি ঘটিতে পারে সত্য, কিন্তু তন্মতের নিমিত্ত সকল অর্থাৎ কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরেচ্ছা, নিত্য ও নিয়ত সন্নিহিত, সুতরাং সে পক্ষেও নিত্য-প্রবৃত্তির ও নিত্য-নিবৃত্তির আবৃত্তি হইতে পারে। অদৃষ্টাদি কারণনিচয়কে অস্বতন্ত্র অথবা অনিত্য বলিলেও নিত্য-অপ্রবৃত্তির আপত্তি হয়। অতএব পরমাণু কারণবাদ সর্ব্বদা অযুক্ত।

সাবয়ব দ্রব্যের শেষ বিভাগই পরমাণু, বৈশেষিকদিগের এই কল্পনা নিতান্ত অযুক্ত, কারণ এই যে, বৈশেষিকগণ বলেন, রূপাদিমান্ পরমাণু নিত্য ও তাহারাই ভূতভৌতিক পদার্থের আরম্ভক, রূপাদি আছে বলাতেই পরমাণুতে অণুত্ব ও নিত্যত্ব এই দুয়ের বৈপরীত্য পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ বৈশেষিকের পরমাণু পরম কারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য ইহাই উপলব্ধ হয়। কিন্তু তাহা তাহাদের অভিপ্রায়ের বিপরীত। রূপাদি থাকিলে তাহাতে যে স্থূলত্ব ও অনিত্যত্ব থাকে; তাহা লোক মধ্যে দৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে, রূপাদিমদ্বস্তু সমস্তই সকারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। বৈশেষিকোক্ত পরমাণুও রূপাদিমান্। যেহেতু রূপাদিমান্, সেই হেতু তাহার কারণ (মূল) আছে এবং পরমাণু সেই কারণাপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য ইহা সহজেই প্রতীত হয়। বৈশেষিক-কার যে অণুর নিত্যতাসাধনের জন্য 'অবিদ্যা চ' এই সূত্র বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার মতে অণু-নিত্যতার তৃতীয় কারণ। যদি অণু-নিত্যতাসাধক উক্ত অবিদ্যা শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা সম্মত হয় যে, দৃশ্যমান স্থূলকার্য্যের (জন্যদ্রব্যের) মূলকারণ প্রত্যক্ষের দ্বারা গৃহীত হয় না, অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষ, সেইকারণে তাহার নাম অবিদ্যা, সেই অবিদ্যা অণু-নিত্যতার অন্যতম হেতু। 'অবিদ্যা চ' সূত্রের অর্থ কথিত প্রকার হইলে দ্ব্যণুক ও নিত্য হইতে পারে। "অবিদ্যা পরমাণু-নিচয়ের নিত্যতা স্থাপন করিতে সমর্থ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেও নিশ্চিতরূপে অণু নিত্যসিদ্ধ হইবে না, কারণ এই যে, বিনশ্বর বস্তু ঐ দুই কারণেই নষ্ট হয়। অন্য প্রকারে নষ্ট হয় না, এমন কোন নিয়ম নাই। যদি আরম্ভ শব্দের বহু অবয়ব সংযুক্ত হইয়া দ্রব্যান্তর জন্মায়, এইরূপ অর্থ হয়, তাহা হইলে ঐ নিয়মে বিনাশ সিদ্ধি হইতে পারে সত্য, কিন্তু যদি বিশেষবর্জ্জিত সামান্যাত্মক কারণের বিশেষ অবস্থা উপস্থিত হওয়াকে আরম্ভ বলা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই ঘৃতকাঠিন্য-বিনাশের দৃষ্টান্ত ঘনীভূত অবস্থার বিনাশেও বিনাশ হওয়া সঙ্গত হইতে পারে। অতএব পরমাণু সম্বন্ধে বৈশেষিকের যে গূঢ় অভিপ্রায় ছিল, সে অভিপ্রায় রূপাদি স্বীকার করাতেই বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। এই জন্যই পরমাণু-কারণবাদ অযুক্ত, অর্থাৎ

পরমাণুই যে পরম কারণ তাহা নহে। মহাদি ঋষি প্রধান কারণবাদের কোন কোন অংশ বৈদিক ও সৎকার্য্যতাদি অংশের উপজীবনার্থ গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু পরমাণু কারণ শব্দের কোনও অংশ কোনও ঋষি কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই। এ নিমিত্ত বেদবাদীর নিকট পরমাণুবাদ অত্যন্ত অনাদরণীয়।

[বেদান্তদর্শন, বৈশেষিক দর্শন এবং অণু শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পরমাণ্বঙ্গক (পুং) পরমাণুরঙ্গং যস্য, ততঃ কপ্। ১ ঈশ্বর, বিষ্ণু। (শব্দমা°) পরমাণু দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হয়, এই জন্য পরমাণু ঈশ্বরের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

পরমাত্মক (ত্রি) পরমাত্মন্ স্বার্থে-কন্। পরমাত্মস্বরূপ।

পরমাত্মন্ (পুং) পরমঃ কেবল আত্মা। পরব্রহ্ম, পর্য্যায়—আপোজ্যোতি, চিদাত্মা।

"পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কারণং কারণানাঞ্চ শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ স্বয়ং॥" (ব্রহ্মবৈ° প্রকৃ° ২৩অ°)

পরমাত্মা-বিষয়ে দর্শনসমূহে মতভেদ দৃষ্ট হয়, উপনিষদ্ ও দর্শনসমূহে যে ভাবে আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহাই লিখিত হইল।

পরমাত্মার বিষয় বলিতে হইলে প্রথমে আত্মার বিষয় পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক।

উপনিষদাদি প্রাচীন গ্রন্থে কেবলমাত্র 'আত্মা' শব্দ দ্বারাই স্থানবিশেষে বিভিন্ন আত্মার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

দার্শনিকগণ প্রধানতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই প্রকার আত্মাই স্বীকার করিয়া থাকেন। অনেকস্থলে বৈদান্তিকগণ কেবল 'আত্মা' শব্দ দ্বারা পরমাত্মাকেই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পরমাত্মাই বৈদান্তিকগণের পরব্রহ্ম।

জীবাত্মা কি জানা না থাকিলে পরমাত্মার স্বরূপ জানিতে পারা যায় না। প্রথমেই জীবাত্মার স্বরূপই বলিতেছি।

সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসারে লিখিয়াছেন, 'কোন্ কোন্ ব্যক্তি কোন্ কোন্ বস্তুকে জীবাত্মা বলেন তাহা বলিতেছি—

মূঢ় ব্যক্তিরা শ্রুতির প্রমাণ দেখাইয়া বলে, 'আত্মাই পুত্র হইয়া জন্মে,' 'আপনাতে যেরূপ প্রীতি, পুত্রতেও সেইরূপ হয়।' আর এই মনে করে, পুত্রের পুষ্টি হইলে আমার পুষ্টি অথবা পুত্র নষ্ট হইলে আমিও নষ্ট হইব। এইরূপে তাহারা বলে 'পুত্রই আত্মা।'

কোন চার্ব্বাক 'অন্নরসের বিকার পুরুষই আত্মা' এই শ্রুতি প্রমাণ দিয়া স্থূলশরীরকেই জীবাত্মা বলিয়া স্বীকার করে। বলে যে, পুত্রকে ফেলিয়াও প্রদীপ্ত গৃহ হইতে চলিয়া আসিতে দেখা যায়; কিন্তু সকলেই মনে করে যে 'আমি স্থূল আমি কৃশ' ইত্যাদি। আবার কোন চার্ব্বাক বলে, 'আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি সকলেই মনে করে'। আবার ইন্দ্রিয়গণের অভাবে শরীর অচল হয়। এ ছাড়া 'সেই সকল ইন্দ্রিয় প্রজাপতির নিকট গিয়াছিল', ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণও আছে। এই যুক্তিবলে ইন্দ্রিয়গণই আত্মা।

অপর কোন চার্ব্বাক 'শরীরাদি হইতে ভিন্ন প্রাণময় অন্তরাত্মা' এই শ্রুতিপ্রমাণ এবং 'প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়ার অভাব হয়' এই যুক্তি মনে করিয়া প্রাণকেই আত্মা বলে।

কোন চার্ব্বাক মনকেই আত্মা বলে। তাহারা এই শ্রুতিপ্রমাণ দেয় যে, 'শরীর ইন্দ্রিয় ও প্রাণ হইতে ভিন্ন মনোময় অন্তরাত্মা'। এই যুক্তিও দেয় যে, মন সুপ্ত (নিস্তব্ধ) হইলে প্রাণাদিরও অভাব হয়। মনে করে, 'আমি সঙ্কল্পবিশিষ্ট, আমি বিকল্পবিশিষ্ট' ইত্যাদি।

বৌদ্ধেরা বিজ্ঞান বা বুদ্ধিকেই আত্মা বলেন, তাঁহাদের যুক্তি এই 'কর্ত্তার অভাবে করণের অভাব হয়' ইত্যাদি।

প্রভাকর-মতাবলম্বী মীমাংসকগণ ও নৈয়ায়িকগণ বলেন, 'শরীরাদি হইতে ভিন্ন আনন্দময় অন্তরাত্মা' ইহা শ্রুতিপ্রমাণ ও 'সুষুপ্তি কালে অজ্ঞানেতে বুদ্ধ্যাদিরও লয়' এবং 'আমি অজ্ঞ আমি জ্ঞানী' ইত্যাদি অনুভব দ্বারা অভাবই আত্মা।

আবার চার্ব্বাকদিগের মধ্যে কেহ স্থূল শরীরকে, কেহ ইন্দ্রিয়গণকে, কেহ প্রাণকে, কেহ 'আমি অজ্ঞ আমি জ্ঞানী' ইত্যাদি অনুভব দ্বারা অজ্ঞানকেই আত্মা বলেন।

কুমারিল-মতাবলম্বী মীমাংসকগণের মতে অজ্ঞান দ্বারা উপহিত চৈতন্যই আত্মা। তাঁহারা এই শ্রুতি প্রমাণ দেন যে, 'প্রজ্ঞান ঘনস্বরূপ আনন্দময়ই আত্মা।' তাঁহাদের যুক্তি এই যে, 'সুষুপ্তিকালে সকল লীন হইলে অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের স্বপ্রকাশ হয়', আরও এইরূপ অনুভব হয় 'আমি আমাকে জানি না' ইত্যাদি।

কোন কোন বৌদ্ধের মতে শূন্যই আত্মা। তাঁহারা এই শ্রুতিপ্রমাণ দেন যে 'এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল' এবং এইরূপ যুক্তি দেন যে, 'সুষুপ্তিকালে সকলেরই অভাব হয়।' এই অনুভব করেন যে, সুষুপ্তিকালে আমার অভাব হইয়াছিল, সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তি মাত্রেরই এইরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে।'

এইরূপ বিভিন্ন মতাবলম্বীর নির্দ্দিষ্ট পুত্র বা ইন্দ্রিয়গণ বা প্রাণ অথবা মন, কিংবা বুদ্ধি, অথবা অজ্ঞান বা অজ্ঞানদ্বারা উপহিত চৈতন্য কিংবা শূন্যতা কোনটীই জীবাত্মা নহে। বৈদান্তিকের মতে পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত সমস্তের প্রকাশক, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত ও সত্যস্বরূপ প্রত্যক্‌চৈতন্যই জীবাত্মা।'

নাস্তিকগণ বলেন, স্থূল শরীরই আত্মা, এতদতিরিক্ত অন্য

কোন আত্মা নাই, এই অনাত্মবাদ অতিশয় ভ্রান্ত। সকল দর্শনেই অনাত্মবাদ নিন্দিত ও খণ্ডিত হইয়াছে। অবৈদান্তিকগণ পূর্ব্বোক্তরূপে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

রামানুজ-দর্শনের মতে—চিৎ ও ঈশ্বরকে জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলা যায়। এই মতে 'চিৎ' জীববাচ্য, ভোক্তা, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল, জ্ঞানস্বরূপ, নিত্য এবং অনাদি কর্ম্মরূপ অবিদ্যাবেষ্টিত, ভগবদারাধনা ও তৎপদপ্রাপ্ত্যাদি জীবের স্বভাব। ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা, অন্তর্যামী এবং অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যাদিগুণশালী। পরমাত্মার সহিত জীবের ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ এই তিনই আছে। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার শরীরাত্মভাবে কেহ কেহ অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ফলতঃ ইহাদ্বারা অভেদ প্রতীতি হয় না। যাহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য স্বীকার করেন, তাহারা নিতান্ত মূঢ়। শ্রুতিতে যে স্থলে ঈশ্বর নির্গুণ, এইরূপ অভিহিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি প্রাকৃত জনের ন্যায় রাগদ্বেষাদি গুণসম্পন্ন নহেন। রামানুজ শারীরক সূত্রের এইরূপ মত সংস্থাপন করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে একভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনের মতে—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই।

নকুলীশ পশুপাতদর্শনের মতে—পরমকারুণিক মহাদেবই পরমেশ্বর এবং জীবই পশু বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, এই পরমেশ্বরই পরমাত্মা এবং জীব জীবাত্মা পদবাচ্য।

শৈবদর্শনের মতে শিবই পরমেশ্বর বা পরমাত্মা ও জীবগণ পশু। এই পশুই জীবাত্মা পদবাচ্য। নকুলীশ পাশুপতদর্শনাবলম্বীরা পরমাত্মার কর্ম্মাদি নিরপেক্ষ কর্তৃত্ব স্বীকার করেন, কিন্তু এতন্মতাবলম্বীরা তাহা স্বীকার না করিয়া যে যেরূপ কর্ম্ম করে, পরমেশ্বর তাহাকে সেইরূপ ফল প্রদান করেন, এইরূপ বলিয়া থাকেন।

প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মতে—জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকৃত হয় নাই, এই মতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার কোন ভেদ নাই, জীবাত্মাই পরমাত্মা, পরমাত্মাই জীবাত্মা। তবে যে পরস্পর ভেদজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহা ভ্রম মাত্র। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার যে অভেদ আছে, তাহা অনুমান-সিদ্ধ। এই দর্শন মতে প্রত্যভিজ্ঞা জন্মিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে। এই মতে পরমাত্মা স্বতঃ প্রকাশমান, অর্থাৎ আপনিই প্রকাশ পাইতেছেন। কেহ কেহ এই মতে আপত্তি করিয়া বলিয়া থাকেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মার যদি অভেদ কল্পিত হয় এবং পরমাত্মা স্বতঃপ্রকাশমান হয়, তাহা হইলে জীবাত্মাও স্বতঃ প্রকাশমান কেন না হয়, ইত্যাদি আপত্তি মীমাংসা করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ এই মতে সংস্থাপিত হইয়াছে।

রসেশ্বর দর্শনের মতেও—মহেশ্বরই পরমেশ্বর এবং জীবাত্মাই পরমাত্মা।

বৈশেষিক দর্শনের মতে—আত্মা দ্বিবিধ জীবাত্মা ও পরমাত্মা। যাহার চৈতন্য আছে, তাহাকে আত্মা কহে। আত্মা স্বীকার না করিলে কোন ইন্দ্রিয়দ্বারাই কোন কার্য্যই হইত না। মনুষ্য, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি সকলই জীবাত্মা পদবাচ্য। পরমাত্মা একমাত্র পরমেশ্বর। ন্যায়দর্শনেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে।

এখন উপনিষদ্ ও বেদান্ত শাস্ত্রে ইহার বিষয় যেরূপ পর্য্যালোচিত হইয়াছে, তাহাই একটু আলোচনা করা যাউক। আত্মোপনিষৎ বলেন, 'পুরুষ ত্রিবিধ। যথা—বাহ্যাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা।'

'ত্বক্, অস্থি, মজ্জা, লোম, অঙ্গুলি, অঙ্গুষ্ঠ, পৃষ্ঠবংশ, নখ, গুল্ফ, উদর, নাভি, মেঢ্র, কটী, ঊরু, কপোল, ভ্রূ, ললাট, বাহু, পার্শ্ব, শির, ধমনী, নেত্রদ্বয়, কর্ণদ্বয়, যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে, তাহাই বাহ্যাত্মা।'[১]

'পৃথিবী, অপ্, তেজ, বায়ু, আকাশ, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, কাম, মোহ ও বিকল্পনাদি এবং স্মৃতি, লিঙ্গ, উদাত্ত, অনুদাত্ত, হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত, স্খলিত, গর্জ্জিত, স্ফুটিত, মুদিত, নৃত্য, গীত, বাদিত্র ও প্রলয় পর্য্যন্ত, যে শ্রবণ করে, ঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, মনে করে, বুঝে ও বুঝিয়া সামান্য কর্ম্ম করে, তাহাই অন্তরাত্মা।'[২]

'যিনি অক্ষয় ও উপাসনার যোগ্য, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, সমাধি, যোগ, অনুমান ও অধ্যাত্মচিন্তার বিষয়, তাহাই পরমাত্মা।'[৩]

(১) "ত্বগস্থিমাংসমজ্জালোমাঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠ-পৃষ্ঠবংশনখগুল্ফোদরনাভিমেঢ্র-কট্যূরুকপোলভ্রূললাটবাহুপার্শ্বশিরোধমনিকাক্ষীণি শ্রোত্রাণি ভবন্তি জায়তে ম্রিয়তে ইত্যেষ বাহ্যাত্মা নাম।" (আত্মোপনিষৎ)

(২) "পৃথিব্যপ্তেজোবায়্বাকাশমিচ্ছাদ্বেষসুখদুঃখকামমোহবিকল্পনাদিভিঃ স্মৃতিলিঙ্গোদাত্তানুদাত্ত-হ্রস্ব-দীর্ঘ-প্লুত-স্খলিতগর্জ্জিতস্ফুটিতমুদিত-নৃত্যগীত-বাদিত্রপ্রলয়-বিজৃম্ভিতাদিভিঃ শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ পুরাণং ন্যায়ো মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাণীতি শ্রবণঘ্রাণাকর্ষণকর্ম্মবিশেষণং করোতি এষোঽন্তরাত্মা নাম।"

(৩) "অথ পরমাত্মা নাম, যথাক্ষরমুপাসনীয়ঃ।
স চ প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-সমাধিযোগানুমানাধ্যাত্মচিন্তকম্।"
(আত্মোপনিষৎ)

রামপূর্ব্বতাপনীয়ের মতে—আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা এই চতুর্বিধ আত্মা।[১]

দীপিকাকার নারায়ণের মতে—আত্মা লিঙ্গ, অন্তরাত্মা জীব, পরমাত্মা ঈশ্বর এবং জ্ঞানাত্মা ব্রহ্ম অর্থাৎ এই চারিটী বিন্দু, নাদ, শক্তি ও শান্তাত্মক।[২]

বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরমাত্মার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—'আত্মা পরমাত্মা বা ব্রহ্ম একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। সর্ব্বদা আত্মার উপাসনা করিবে, আত্মার অন্বেষণ করিলে সকলের অন্বেষণ করা হইবে। আত্মতত্ত্ব সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই জন্য তাহার অন্বেষণ বিধেয়। আত্মজ্ঞানলাভের জন্য আমিই ব্রহ্ম এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে।

'আত্মা সর্ব্বভূতে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন' ইত্যাদি ব্রাহ্মণ-বাক্য সকলই পরমাত্মারই জীবত্ব প্রকাশ করিতেছে। বাক্‌পাণি প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়সুখদুঃখাদি সকল কর্ম্মফল এবং ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী সমস্ত দেবতা, অধিক কি ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী পরমাত্মা হইতে উত্থিত হয়। এই যে স্থাবর জঙ্গমাদি সমস্ত জগৎ, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় যাহা হইতে অহরহঃ উত্থিত হইতেছে, যাহাতে বিলীন হইতেছে এবং স্থিতিকালে জলবিম্ববৎ যাহাতে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহাই আত্মা। এই আত্মার সত্তাবলেই প্রাণের সত্তা, নচেৎ প্রাণ কোনরূপেই আত্মলাভ করিতে পারে না। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, বিশেষরূপে সর্ব্ববিদ্‌, অসঙ্গ, সকলপ্রকার সংক্রমণ-রহিত, যে অক্ষরপুরুষের শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র অনুক্ষণ চলিতেছে, যিনি অন্তর্যামিরূপে সকল ভূতে অবস্থিত হইয়া সকল পুরুষকে বহন করিয়াও স্বয়ং তাহার অতীত, তিনি জন্মমরণাদিশূন্য সর্ব্বব্যাপী আত্মা এবং সকল সংসারের বিধারক সেতুস্বরূপ, সেই আত্মাই সকল সংসারকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন এবং যিনি সকলের ঈশ্বর ও নিয়ন্তা, যে আত্মা সকল প্রকার পাপ, তাপ, জরা ও মৃত্যুবিহীন, তিনিই তেজের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জগন্মণ্ডল সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিল। ঐ আত্মা হইতে সকল উৎপন্ন হইয়াছে।' (বৃহদারণ্যক)

কেহ কেহ বলেন "এবমেবাস্মাদাত্মনঃ" এই শ্রুতিতেও সংসারী আত্মা (জীবাত্মা) হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি বলা হইয়াছে। যাঁহারা এ কথা বলেন, তাহাদের মত সত্য নহে, কেন না শ্রুতিতেই আছে 'য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ' এখানে আকাশ শব্দে পরমাত্মা উল্লিখিত হইয়াছে, অতএব ঐ স্থলে আত্মার অর্থ পরমাত্মা। ঐ পরমাত্মা হইতেই সকল উৎপত্তি হইয়াছে। যদি বল, আকাশ শব্দের অর্থ পরমাত্মা ইহা কে বলিল, জীব অর্থ হইলেই বা দোষ কি? ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিয়াছেন "ক্বৈষ তদা অভূৎ" জীব (জীবাত্মা) সেইসময়ে অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে কোথায় ছিল? যখন কিছুই ছিল না, একমাত্র আত্মা ছিল এবং শ্রুতিতেও লিখিত আছে "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ-স্তস্মিন্ শেতে" হৃদয়াভ্যন্তরস্থ যে আকাশ তখন তাহাতে নিদ্রিত ছিল, ইহাতেই বুঝিতে হইবে যে, জীব (জীবাত্মা) আর কখনই নিজের উপরে শয়ন করিতে পারে না, সুতরাং আকাশ শব্দের অর্থ পরমাত্মাই বলিতে হইবে। জীব সুষুপ্তিকালে সৎপর-মাত্মার সহিত মিলিত হয়। শ্রুতিবাক্যসমূহের পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, ঐ স্থলে আকাশ শব্দের অর্থ পরমাত্মা, ইহাতে আর কোন সংশয় থাকে না।

সংসারী জীবের (জীবাত্মার) বিচিত্র বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের সামর্থ্য নাই। ব্রহ্মবিদ্যার স্থলে লিখিত আছে, "ব্রহ্ম তে ব্রবাণি, ব্রহ্ম জ্ঞাপয়িষ্যামি" হে গার্গি! তোমাকে ব্রহ্মের বিষয় বলিব, ব্রহ্ম জানাইব। সেই স্থলে লিখিত আছে, ব্রহ্ম (পরমাত্মা) কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিরহিত, নিত্য শুদ্ধ মুক্ত জ্ঞানরূপ ও অসংসারী। জীব সুখ-দুঃখাদিসমন্বিত, কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বশালী ও সংসারী। কেহ কেহ ইহাতে আপত্তি করিয়া বলেন, ব্রহ্ম যখন জীব হইতে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট এবং জীব ও ব্রহ্ম অপেক্ষা অতিশয় নিকৃষ্ট, তখন "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমিই সর্ব্ব-শক্তিমান্ ব্রহ্ম, এইরূপ বলা বা এই ভাবে উপাসনা করা কোন-ক্রমেই জীবের সঙ্গত হইতে পারে না। এই প্রকার অসদাশঙ্কা সঙ্গত নহে, কারণ শ্রুতি প্রভৃতিতে জানা যায় যে, 'পরমাত্মা প্রথমতঃ দ্বিপদ চতুষ্পদাদি নির্ম্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইলেন।' 'পরমাত্মা সকল বস্তুর সৃষ্টি ও নামকরণ করিয়া নিজেই তাহাতে অব-স্থিতি করিতে লাগিলেন', ইত্যাদি সর্ব্বশাখীয় মন্ত্রবাক্য সকল সমস্বরে বলিয়াছেন, পরমাত্মা এই সকল সৃষ্টি করিয়া ও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জীব নাম ধারণ করিয়াছেন। পরমাত্মা আকা-শাদি পঞ্চভূতে জীবরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম (সংজ্ঞা) ও রূপ (মূর্ত্তি) প্রকাশ করিয়াছেন।

যখন প্রায় সকল শ্রুতিই ব্রহ্মকে আত্মশব্দে অভিহিত

---

(১) "আত্মা হ্যাত্মাবপ্যাত্মানমন্তরাত্মানক পরমাত্মানমন্তঃ।
জ্ঞানাত্মানমকার্ষীরেৎ তত্র বিন্দু মায়াবিন্দো যে কলাপারতত্ত্বে।"
(রামপূর্ব্বতাপনীয় ৮৯)

(২) নারায়ণ স্বমত সমর্থনের জন্য এই পৌরাণিক বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—
"আত্মানমন্তরাত্মানং পরমাত্মানমর্চয়েৎ।
জ্ঞানাত্মানক বিধিবৎ পীঠং মন্ত্রাবসানিকম্।" (নারায়ণের দীপিকা)

করিয়াছেন। "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা," এখানেও আত্মশব্দে ব্রহ্মেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রুতিতে অনেক স্থলে যখন স্পষ্টই পরমাত্মাতিরিক্ত সংসারী আত্মার অভাব সূচনা করিয়াছেন, তখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' আমি ব্রহ্ম বলিয়াই আত্মার উপাসনা করা অসঙ্গত নহে। এইরূপ উত্তরে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলেন, জীব ও ব্রহ্ম অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্বই যদি প্রকৃত শাস্ত্রার্থ হয়, তাহা হইলে পরমাত্মারও সাংসারিক সুখদুঃখাদি ভোগ করিতে হয়, একথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ হইলে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশক শাস্ত্রসমূহ একবারে নিরর্থক হইয়া পড়ে। যদি বল যে, প্রাণিগণের সুখ দুঃখাদি দ্বারা আত্মা লিপ্ত হন না, তিনি স্ফটিকমণিবৎ সমুজ্জ্বল থাকেন। এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন যে, পরমাত্মা সর্ব্বভূতে প্রবেশকালে নিজ নির্ব্বিকার রূপ পরিত্যাগ করিয়া বিকৃতাবস্থা ধারণ করিয়া জীবাত্মা প্রাপ্ত হন এবং সেই জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয়রূপে প্রতীয়মান হন। বাস্তবিক অভিন্ন বলিয়াই 'নাহং ব্রহ্ম' অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম ভিন্ন' এই জ্ঞান হয় না এবং সাংসারিক অবস্থাভেদে ভিন্ন বলিয়াই পরমাত্মার উপাসনা করা যায়, অভেদ হইলে উপাসনা হইতে পারে না।

শ্রুতিতে 'নেতি নেতি' অর্থাৎ ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে বলিয়া সকল প্রকার ঔপাধিক বিশেষ ধর্ম্ম পরিহারপূর্ব্বক পরমাত্মার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। (বৃহদারণ্যকোপনি°)

শ্রুতিতে যে সকল স্থলে পরমাত্মার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সকল স্থলেই ব্রহ্মবোধক, এই জন্য ইহার বিষয় আর অধিক আলোচিত হইল না। [ব্রহ্ম দেখ।]

বেদান্তদর্শনে লিখিত আছে, ইন্দ্রিয়ান্বিত শরীরের অধ্যক্ষ ও কর্ম্মফলভোক্তা জীব নামক আত্মা আছেন। ইঁহাকে জীবাত্মা বলা যাইতে পারে। এই জীবাত্মা আকাশাদির ন্যায় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন অথবা ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য এইরূপ সংশয় হইতে পারে; কারণ এতদর্থপ্রতিপাদক বিভিন্ন শ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন শ্রুতি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছেন, জীবাত্মা পরব্রহ্ম (পরমাত্মা) হইতে উৎপন্ন হন। আবার অন্যশ্রুতি বলিয়াছেন, অবিকৃত পরব্রহ্মই স্বসৃষ্টশরীরে প্রবিষ্ট ও জীবভাবে বিরাজিত আছেন, এবং শ্রুতিতে জানা যায় যে, একবিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞান হইয়া থাকে। সমুদয় বস্তু ব্রহ্মপ্রভব না হইলে একবিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞান হইতে পারে না। অবিকৃত পরমাত্মাই যে শরীরে জীবভাবে বিরাজিত আছেন, ইহা কিছুতেই জানিবার উপায় নাই, যেহেতু পরমাত্মা ও জীবাত্মা সমলক্ষণ নহে। পরমাত্মা নিষ্পাপ, নিষ্ক্রিয়, নির্ধর্ম্মক। জীব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বিভাগ থাকাতেই জীবের বিকারত্ব (জন্ম মরণ) জানা যায়। আকাশাদি যে কিছু বিভক্ত বস্তু সমস্তই বিকার অর্থাৎ জন্য পদার্থ। জীব ও পুণ্যপাপকারী, সুখদুঃখভোগী ও প্রতি শরীরে বিভক্ত, এজন্য জীবেরও জগদুৎপত্তিকালে উৎপত্তি হইয়াছিল, এইরূপ বলাই সঙ্গত। আরও দেখ, যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, তেমনি পরমাত্মা হইতেই জীবাত্মা উৎপন্ন হয়, আবার প্রলয়কালে উঁহাতেই লীন হইয়া থাকে। এইরূপ অর্থপ্রতিপাদক শ্রুতি দ্বারা ইহা জানা যায় যে, ভোগাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মার সৃষ্টি উপদিষ্ট হইয়াছে। আবার শত শত শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায়, যেরূপ প্রদীপ্ত পাবক হইতে পাবকরূপী সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ জন্মে, সেইরূপ এক পরমাত্মা হইতে পরমাত্মসমানরূপী বিবিধ পদার্থ জন্মে, আবার সেই পরমাত্মাতেই লীন হয়। এই শ্রুতিতে সমানরূপী এই শব্দ থাকায় জীবাত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। স্ফুলিঙ্গ অগ্নি সমানরূপী, জীবাত্মাও পরমাত্মসমানরূপী (অর্থাৎ উভয়ই চেতন, সুতরাং সমানরূপী।) এই সকল শ্রুতি প্রভৃতি দ্বারা পরব্রহ্ম (পরমাত্মা) হইতে জীবের (জীবাত্মার) উৎপত্তি সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

পরমাত্মা, নিত্য ও নির্গুণ। যেমন পদ্মপত্রে জল থাকিলেও তাহা জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ গুণাতীত পরমাত্মাও কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না। যিনি কর্ম্মাত্মা অর্থাৎ কর্ম্মাশ্রয় জীব, তাঁহারই বন্ধন ও মোক্ষ হইয়া থাকে। জলে সূর্য্যপ্রতিবিম্ব যেমন বিম্বভূত সূর্য্যের আভাস (প্রতিবিম্ব), তেমনি জীবও পরমাত্মার আভাস (প্রতিবিম্ব) ইহা জানিতে হইবে। যেহেতু আভাস সেই জন্যই জীব সাক্ষাৎ পরমাত্মা নহে, পদার্থান্তরও নহে।

বিস্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ, জীব (জীবাত্মা) সেইরূপ পরমাত্মার অংশ। পরমাত্মা স-রূপ না রূপাদিহীন? ইহার উত্তরে বেদান্ত বলিয়াছেন, পরমাত্মা রূপাদিরহিত। কারণ এই পরমাত্মপ্রতিপাদক শ্রুতিনিচয় এই অর্থই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম (পরমাণু তুল্য ক্ষুদ্র) নহেন, হ্রস্ব বা দীর্ঘ নহেন, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়, প্রসিদ্ধ আকাশ নামের ও রূপের নির্ব্বাহক, নাম ও রূপ যাহার অন্তরে তিনিই পরমাত্মা। তিনি দিব্য, মূর্ত্তিহীন পুরুষ, অর্থাৎ পূর্ণ, সুতরাং বাহিরে ও অন্তরে বিরাজমান, অজ (জন্মরহিত) এবং তিনি অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, পরমাত্মা নির্ব্বিশেষ, একাকার ও কেবলচৈতন্য। যেমন লবণখণ্ড অনন্তর, অবাহ্য, সম্পূর্ণ ও রসঘন, তদ্রূপ পরমাত্মাও অনন্তর, অবাহ্য, পূর্ণ ও চৈতন্য ঘন (কেবল চৈতন্য)। ইহাতে ইহাই বলা হইল, পরমাত্মার অন্তর্বাহ্য নাই, চৈতন্য ভিন্ন অন্যরূপ বা আকার নাই। নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যই পরমাত্মার সার্ব্বকালিক রূপ।

শ্রুতিতে অবগত হওয়া যায়, পরমাত্মার দুইটী রূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, পরমার্থরূপে তিনি অরূপ এবং উপাধি অনুসারে তাঁহার আরোপিত রূপ মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মূর্ত্ত মূর্ত্তিমান্ অর্থাৎ স্থূল। অমূর্ত্ত তদ্রহিত, অর্থাৎ সূক্ষ্ম। পৃথিবী, জল ও তেজ এই ভূতত্রয় ব্রহ্মের মূর্ত্তরূপ এবং বায়ু ও আকাশ এই ভূতদ্বয় অমূর্ত্তরূপ। মূর্ত্তরূপটী মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল। অমূর্ত্তরূপ অমৃত অর্থাৎ অবিনাশী।

শ্রুতিসমূহে পরমাত্মাতিরিক্ত জীবের অর্থাৎ জীবাত্মার বিষয় উল্লিখিত আছে এবং অদ্বৈতবোধক শ্রুতিও আছে। মহামতি শঙ্করাচার্য্য পরমাত্মাতিরিক্ত পৃথক্ জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। (বেদান্তদর্শন)

শঙ্করাচার্য্যের আত্মবোধে লিখিত আছে—যিনি সূক্ষ্ম, স্থূল, হ্রস্ব ও দীর্ঘ নহেন, যাঁহার জরা, ব্যয়, রূপ, গুণ, ও বর্ণ নাই, তিনিই পরমাত্মা। যাঁহার কোন প্রকার আকার নাই, যাঁহার জ্যোতিতে জ্যোতিমান্ হইয়া সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ প্রকাশ পাইতেছেন, যাঁহাকে সূর্য্যাদি কেহই প্রকাশ করিতে পারে না এবং যাঁহাতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড দীপ্তি পাইতেছে, তিনিই পরমাত্মা। যেরূপ প্রতপ্ত লৌহপিণ্ড অন্তরে ও বাহ্যে প্রদীপ্ত হইয়া আলোক প্রদান করে, সেইরূপ পরমাত্মা বাহে ও অভ্যন্তরে সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করেন, এবং স্বয়ং প্রকাশিত হন। পরমাত্মা ভিন্ন এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক আর কেহ নাই। পরমাত্মা জগতের অতিরিক্ত, অথচ পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। যেরূপ মরুভূমিতে মরীচিকা হইলে স্থলেতে জলজ্ঞান হয়, কিন্তু সেই জল যেরূপ মিথ্যা, সেইরূপ পরমাত্মাভিন্ন যাহা কিছু সকলই মিথ্যা। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি ও শুনিতেছি, সেই সমুদায়ই পরমাত্মার স্বরূপ, পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই। তত্ত্বজ্ঞান হইলেই সেই সচ্চিদানন্দময় অব্যয় পরমাত্মার লাভ হয়। তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন পরমাত্মপ্রাপ্তির উপায় নাই। যাঁহার জ্ঞানসূর্য্য প্রোদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনিই পরমাত্মসাক্ষাৎ করিতে সমর্থ। যেমন সুবর্ণকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া মল সকল বিদূরিত করিলেই সেই সুবর্ণ উদ্দীপ্ত হইয়া স্বয়ং প্রকাশ পাইতে থাকে, সেইরূপ জীবের শ্রবণমননাদি দ্বারা জ্ঞানাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া অজ্ঞানরূপ মল সকল বিনাশ পাইলেই স্বয়ং প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন জীবই পরমাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (আত্মবোধ)

পরমাত্মতত্ত্বনির্ণয় অতি দুরূহ, যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" বাক্য যে স্থলে যাইতে না পারিয়া মনের সহিত ফিরিয়া আসে। এই জন্য বাক্যে পরমাত্মাকে নির্ণয় করা যাইতে পারে না। মনীষিগণ শ্রুতিসমূহের যেরূপ অর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন, পরমাত্মবিষয়েও সেইরূপ অবধারণ করিয়াছেন, এই জন্য মতভেদ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। [জীবাত্মন্ ও ব্রহ্ম শব্দ দ্রষ্টব্য।]

পরমাচার্য্য, বঙ্গপূজনপদ্ধতি-রচয়িতা।

পরমাদ্বৈত (পুং) পরমং অদ্বৈতং যত্র। ১ সর্ব্বভেদরহিত পরমাত্মা। ২ বিষ্ণু।

"নমস্তে জ্ঞানসদ্ভাব নমস্তে জ্ঞানদায়ক।
নমস্তে পরমাদ্বৈত নমস্তে পুরুষোত্তম॥" (গরুড়পুরাণ)

পরমানন্দ (পুং) পরমঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ আনন্দঃ। সকল আনন্দের মধ্যে উৎকৃষ্ট আনন্দাত্মক পরমাত্মা। পরমানন্দই পরমাত্মা। "পরমানন্দমাধবং।" (শ্রীধর) উপনিষদাদিতে ব্রহ্মই পরম আনন্দস্বরূপ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে, এই জন্য পরমানন্দ শব্দে ব্রহ্ম বুঝিতে হইবে।

পরমানন্দ, এই নামে কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। ১ অমরকোষমালারচয়িতা।

২ খণ্ডনমণ্ডন নামে হর্ষরচিত খণ্ডনখণ্ডখাদ্যের টীকাকার।

৩ মকরন্দসারিণী নামে গ্রন্থরচয়িতা।

৪ বেদস্তুতিটীকাপ্রণেতা।

৫ বেদান্তসারটীকাকর্ত্তা।

৬ সাংখ্যতরঙ্গটীকাপ্রণেতা।

৭ একজন জৈন গ্রন্থকার। ইনি গর্গপ্রণীত 'কর্ম্মবিবাগ' নামক গ্রন্থের একখানি সংস্কৃত টীকা রচনা করেন। ইনি নিজ গ্রন্থে আপনার ধর্ম্মগুরুগণের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—প্রথমে ভদ্রেশ্বর সূরি, তাঁহার শিষ্য শান্তিসূরি ও অভয়দেব সূরি। তাঁহার শিষ্য পরমানন্দ। সংসারে ইঁহার নাম ছিল যশোদেব।

৮ একজন ক্ষত্রিয় রাজা। ইনি সম্রাট্ অকবর শাহের নিকট হইতে তক্কর প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হন।

৯ বেণীদত্তের পুত্র। ইনি প্রশ্নমাণিক্যমালা নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পরমানন্দ ঘন, এক জন বিখ্যাত পণ্ডিত। চিদানন্দ ব্রহ্মেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য। ইনি প্রয়োগরত্নাবলী, ব্রহ্মসূত্রবিবরণ ও স্তুতিমহোদধি নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী, ১ কাব্যপ্রকাশবিস্তারিকা নামে কাব্যপ্রকাশের একখানি টীকারচয়িতা। ইনি নিজগ্রন্থে ঈশান নামে আপনার গুরুর পরিচয় দিয়াছেন।

২ সর্ব্বানন্দের পুত্র এবং দেবানন্দ ও ভবানন্দের ভ্রাতা। ইনি মহিম্নস্তবটীকা নামে একখানি টীকা প্রণয়ন করেন।

পরমানন্দ দাস, ব্রজবাসী একজন হিন্দী কবি। কৃষ্ণানন্দ

ব্যাসদেবকৃত রাগসাগরোদ্ভব রাগকল্পদ্রুম নামক গ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ দেখা যায়।

পরমানন্দ দাস, শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব কবি কর্ণপূরের প্রকৃত নাম পরমানন্দ দাস। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ইহাকে পুরীদাস বলিয়া সম্বোধন করিতেন। কাঁচড়াপাড়ানিবাসী শিবানন্দসেনের ঔরসে ১৪৪৭ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শিবানন্দ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইনি গৌরাঙ্গদেবের একজন পরমভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরমানন্দের বয়স যখন সাতবর্ষ, সেই সময়ে তিনি তাঁহার পিতার সহিত শ্রীক্ষেত্রে গমন করিয়া মহাপ্রভুকে দর্শন করেন। মহাপ্রভু কৃপা করিয়া নিজ শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এই বালকের মুখে প্রদান করিয়াছিলেন। পরমানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করিয়া অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তি লাভ করেন। চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে লিখিত আছে যে, এই সময়ে মহাপ্রভু পরমানন্দকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে আদেশ করেন, বালক পরমানন্দ, প্রভুর আদেশ-শ্রবণমাত্র আর্য্যাচ্ছন্দে একটী শ্লোক রচনা করিয়া মহাপ্রভুকে শ্রবণ করাইলেন। শ্লোক যথা—

"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণোঃ রঞ্জনমুরসোমহেন্দ্রমণিদাম।
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥"

এই শ্লোকের প্রথমে ব্রজাঙ্গনাদিগের কর্ণাভরণের বর্ণন থাকায় (কাহারও মতে) মহাপ্রভু পরমানন্দকে "কবিকর্ণপূর" আখ্যা প্রদান করেন। ইহার রচিত অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ বৈষ্ণবসমাজে প্রচলিত আছে, যথা—আর্য্যাশতক, চৈতন্য-চরিতামৃত-মহাকাব্য, চৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক, আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ, কৃষ্ণলীলোদ্দেশদীপিকা, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা এবং অলঙ্কারকৌস্তভ।

আর্য্যাশতক গ্রন্থখানি ইহার প্রথম রচনা। তিনি মহাপ্রভু সমীপে যে "শ্রবসোঃ কুবলয়ং" নামে যে শ্লোক রচনা করেন, সেই শ্লোকই এই গ্রন্থের প্রথম শ্লোক।

১৪৬৪ শকে জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণাদ্বিতীয়া সোমবারে চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যের পরিসমাপ্তি হয়। যথা—

"বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে শাকে তথা খলু শুচৌ সুভগে চ মাসি।
বারে সুধাকিরণনাম্ন্যসিতদ্বিতীয়াতিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুষ্য॥"

কর্ণপূর এই মহাকাব্যখানি মুরারিগুপ্তের কড়চা দেখিয়া রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক। এই নাটক পুরীর রাজা প্রতাপ-রুদ্রদেবের আদেশে ১৪৯৪ শকাব্দে রচিত হয়।

"শাকে চতুর্দ্দশশতে রবিবাজিযুক্তে গৌরো হরির্ধরণীমণ্ডল আবিরাসীৎ।
তস্মিংশ্চতুর্নবতিভাজি তদীয়লীলাগ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্য বক্ত্রাৎ॥"

মধ্যকবি যেমন বিক্রমাদিত্যের জন্য আক্ষেপ করিয়া বাসব-দত্তায় একটী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, কবিকর্ণপূরও তদ্রূপ আনন্দবৃন্দাবন চম্পূকাব্যে শ্রীমহাপ্রভুর জন্য আক্ষেপ-শ্লোক বর্ণন করেন। যথা—

"গতে স্বাতীন্দ্রং পরমহহ চৈতন্যভগবৎ-
পরীবারে পঞ্চত্বমনুবহতি চ তস্মিন্ নিজপদং।
বিলুপ্তা বৈদগ্ধী প্রণয়রসরীতির্বিগলিতা
নিরালম্বো জাতঃ সুকবিকবিতায়াঃ পরিমলঃ॥"

এই আনন্দবৃন্দাবনচম্পূখানি বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে শ্রীরূপ-গোস্বামি-কৃত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে।

"চৈতন্যকৃষ্ণকরুণাদ্ভিতবাগ্‌বিভূতিস্তস্যাত্মজীবনধনস্য জনস্য পুত্রঃ।
শ্রীনাথপাদকমলস্মৃতিশুদ্ধবুদ্ধিশ্চম্পূমিমাং রচিতবান্ কবিকর্ণপূরঃ॥"

এই শ্লোকোক্ত শ্রীনাথ গ্রন্থকারের গুরু ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণলীলোদ্দেশ ও গৌরগণোদ্দেশ এই দুইখানি গ্রন্থ কোষকাব্য স্থানীয়। অলঙ্কারকৌস্তভ বৃহৎ অলঙ্কারশাস্ত্র। ইহাতে বিস্তৃতভাবে ধ্বনিবিচার আছে। এই গ্রন্থখানি আলঙ্কারিকগণের শেষে লিখিত বলিয়া ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অলঙ্কারাদির ও রসাদির উল্লেখ আছে। কর্ণপূরকৃত একখানি কোষ গ্রন্থ আছে বলিয়া শুনা যায়। [কর্ণপূর দেখ।]

পরমানন্দদেব, সংস্কৃতরত্নমালা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

পরমানন্দ নাথ, ভুবনেশ্বরীপদ্ধতি নামক গ্রন্থরচয়িতা।

পরমানন্দ পাঠক, কর্পূরস্তবদীপিকা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য, মহাভারত টীকা-প্রণেতা।

পরমানন্দ মিশ্র, ১ যোগবাশিষ্টসারোদ্ধাররচয়িতা। ২ তন্নামক মেলের প্রকৃতি। [মেল দেখ।]

পরমানন্দ যোগীন্দ্র, পরমানন্দলহরীস্তোত্ররচয়িতা।

পরমানন্দ রায়, [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।]

পরমানন্দ লল্লা পুরাণীক, এক জন হিন্দী কবি। বুন্দেল-খণ্ডের অন্তর্গত অজয়গড়ে ইনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নায়ক-নায়িকার প্রণয়ঘটিত একখানি 'নখশিখ' গ্রন্থ ইহার রচিত দেখা যায়।

পরমান্ন (ক্লী) পরমং দেবপিতৃপ্রিয়ত্বাৎ শ্রেষ্ঠং অন্নং। পায়স, ক্ষীরিকা, ইহা দেবতা ও পিতৃগণের অতিশয় প্রিয় এই জন্য ইহাকে পরমান্ন কহে। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে,—দুগ্ধ অর্দ্ধপক হইলে তাহাতে ঘৃতাক্ত তণ্ডুল নিক্ষেপ করিতে হইবে, পরে ইহাতে ঘৃত ও শর্করা মিশ্রিত করিলে পরমান্ন হইবে। ইহার গুণ—দুর্জ্জর, বল ও ধাতু পুষ্টিকর, গুরু, বিষ্টম্ভী, পিত্ত, রক্তপিত্ত, অগ্নি ও বায়ুনাশক।

দুগ্ধ, তণ্ডুলকণা, দুজি প্রভৃতি দ্রব্য মিষ্ট সহযোগে অগ্নিতে ফুটাইয়া যে পায়স পাক হয়। কেহ কেহ এই শব্দকে পরম অন্ন হইতে উৎপন্ন এইরূপ বলিয়াছেন। আবার অপরে বলেন, চলিত পরমান্ন শব্দ সম্ভবতঃ পরম ব্যঞ্জন এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (ভাবপ্র°)

পরমাপক্রমজ্যা (স্ত্রী) সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত পরমক্রান্তিজ্যা।

পরমাপূর্ব্ব (স্ত্রী) পরমং অপূর্ব্বং। স্বর্গাদিফলসাধন অপূর্ব্বভেদ। পূজাদির অঙ্গহানি না হইয়া সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইলে পরম অপূর্ব্ব জন্মে।

পরমামুদ্রা (স্ত্রী) ত্রিপুরাদেবীর পূজাঙ্গ মুদ্রাভেদ। তন্ত্রসারে এই মুদ্রার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—উভয় হস্তের মধ্যমাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠাদ্বয়কে উভয় হস্তের মধ্যমাদ্বয় দ্বারা আবদ্ধ করিবে এবং তর্জ্জনীদ্বয়কে দণ্ডাকার করিয়া মধ্যমাদ্বয়ের উপরিভাগে সংস্থাপন করিলে এই মুদ্রা হয়। এই পরমামুদ্রা সর্ব্বসংক্ষোভকারিণী। (তন্ত্রসার) * এই মুদ্রায় ত্রিপুরাদেবীর ধ্যান করিতে হয়।

ত্রিপুরা পূজাদে আর একপ্রকার পরমামুদ্রা লিখিত আছে, তাহাকে যোনিমুদ্রাও কহে। ইহার প্রকার এইরূপ—মধ্যমাদ্বয় কুটিল করিয়া তর্জ্জনী তদুপরি সংস্থাপন করিতে হইবে, অনামিকা ও কনিষ্ঠা মধ্যগত করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বারা পরিপীড়ন করিলে এই মুদ্রা হইবে।†

পরমায়ুষ (পং) পরমং আয়ুর্যস্ত, পৃষোদরাদিত্বাৎ অচ্‌সমাসান্তঃ। ১ অসনবৃক্ষ। (শব্দচ°)

পরমায়ুস্ (স্ত্রী) পরমং আয়ুঃ কর্ম্মধা°। জীবিতকাল। "শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ" (শ্রুতি) মানবের পরমায়ু শতবৎসর। শব্দমালায় পরমায়ুকাল এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে,—১২০ বৎসর ৫ দিন মানবের পরমায়ু কাল এবং হস্তীদিগের এই পরিমাণকালই পরমায়ু। ৩২ বৎসর অশ্বের, কুকুরের ১২ বৎসর, খর ও করভের ২৫ বৎসর, বৃষ ও মহিষের ২৪ বৎসর, মৃগ ও শূকর প্রভৃতির যতদিন পর্য্যন্ত ৬টী দন্ত না হয়, ততদিন পরমায়ু কাল। ‡ জ্যোতিঃশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"অজ্ঞানাদায়ুষঃ সর্ব্বং বিফলং কীর্ত্তিতঞ্চ তৎ।
তস্মাদানয়নং তস্য স্ফুটার্থমভিধীয়তে॥" (ফলিতজ্যোতি°)

মানবের জীবিতকাল যদি জানিতে না পারা যায়, তাহা হইলে সকলই বিফল হইয়া থাকে, এই জন্য সর্ব্বাগ্রে আয়ুর পরিমাণ জানা আবশ্যক। মনুষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক সকল কার্য্যই পরমায়ুর উপর নির্ভর করে।

মনুষ্যের পরমায়ু ৪ প্রকারে গণনা করা যায়, যথা—অংশায়ু, পিণ্ডায়ু, নিসর্গায়ু ও জীবায়ু। যাহার লগ্ন বলবান্ তাহার পক্ষে অংশায়ুঃ গণনা, এইরূপ সূর্য্য বলবান্ হইলে পিণ্ডায়ুঃ, যাহার চন্দ্র বলবান্ তাহার নিসর্গায়ু এবং যাহার এই তিনই দুর্ব্বল তাহার জীবায়ু গণনা করিতে হইবে। এই গণণা করিতে হইলে গ্রহদিগের উচ্চ ও নীচ রাশি উচ্চাংশ ও নীচাংশ জানা আবশ্যক। অংশায়ুর বর্ষাদি আনয়ন গ্রহগণের স্বীয় স্বীয় কর্ম্মযোগ গুণক অঙ্ক দ্বারা স্ব স্ব আয়ু পলের অঙ্ককে গুণ করিলে যে অঙ্ক সংখ্যা হইবে, তাহাকে ৬০ দিয়া ভাগ দিতে হইবে, পরে ঐ ভাগফলকে ১২০০০ হাজার দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহাই সেই সেই গ্রহের দত্তায়ুর্বর্ষ হইবে।

অবশিষ্টাঙ্ককে ১২ দিয়া গুণ করিয়া, ১২০০০ হাজার দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহা মাস হইবে। অবশিষ্টাংশকে ৩০ দিয়া গুণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১২০০ হাজার দিয়া ভাগ দিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই দিন জানিতে হইবে। ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া ১২০০০ হাজার দিয়া ভাগ দিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহা দণ্ড, এইরূপ নিয়মে গণনা করিলে পল ও বিপল জানিতে পারা যাইবে।

যদি লগ্নের বল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে লগ্নস্ফুটের রাশির অঙ্ক যত সংখ্যা হইবে, তত বর্ষের অঙ্ক লগ্ন দণ্ড আয়ুর্বর্ষাঙ্কের সহিত যোগ করিবে, তদ্দ্বারা আয়ুর বর্ষবৃদ্ধি জানা যাইবে।

অংশ, কলা ও বিকলা প্রত্যেককে ১২ দিয়া গুণ করিয়া তিন স্থানে রাখিতে হইবে, প্রথমতঃ বিকলার অঙ্ককে ৬০ দিয়া ভাগ করিয়া ভাগফলকে কলার অঙ্কের সহিত যোগ করিবে। ভাগাবশিষ্ট অঙ্ক এক স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে, পরে ঐ যোগজ কলার অঙ্ককে ৬০ দ্বারা ভাগ দিয়া ভাগলব্ধ

---

* "মধ্যমামধ্যগে কৃত্বা কনিষ্ঠে চ ততোহধিকে।
তর্জ্জন্যৌ দণ্ডবৎ কৃত্বা মধ্যমোপর্য্যনামিকে॥
এষা চ পরমামুদ্রা সর্ব্বসংক্ষোভকারিণী॥" (তন্ত্রসার)।

† "মধ্যমে কুটিলে কৃত্বা তর্জ্জন্যুপরিসংস্থিতে।
অনামিকে মধ্যগতে তথৈব হি কনিষ্ঠকে।
সর্ব্বা একত্র সংযোজ্য অঙ্গুষ্ঠপরিপীড়িতা।
এষা তু পরমামুদ্রা যোনিমুদ্রাভিধীয়তা॥" (তন্ত্রসার)।

‡ "শতং বর্ষাণি ত্রিংশত্যা দিনানাং পঞ্চভিঃ সহ।
পরমায়ুরিদং প্রোক্তং নরাণাং করিণামিহ।
অশ্বা দ্বাত্রিংশদব্দানাং শুনাং দ্বাদশবৎসরাঃ।
পঞ্চবিংশতির্বর্ষাণি খরস্য করভস্য চ।
চতুর্বিংশতিরব্দানাং বৃষস্য মহিষস্য চ।
মৃগশূকরছাগাদিপশূনাং ষড়্‌দশাবধিতাঃ॥" (শব্দমালা)।

অঙ্ক অংশাঙ্কের সহিত যোগ দিতে হইবে। অবশিষ্টাঙ্ক কলাঙ্কের বাম দিকে রাখিতে হইবে। পরে ঐ যোগজ অংশাঙ্ককে ৩০ দিয়া ভাগ দিলে যাহা লব্ধ হইবে, তাহার অবশিষ্টাঙ্ক যাহা থাকিবে, তাহা পূর্ব্বস্থাপিত কলাঙ্কের বামদিকে রাখিবে, পরে ঐ ৩০ লব্ধাঙ্ককে তাহার বামে রাখিবে, ঐ লব্ধাঙ্ক দ্বারা ক্রমে মাস, দিন, দণ্ড ও পল এই সকল জানা যাইবে। ঐ মাসাদি লগ্নদত্তায়ুর মাসাদির সহিত যোগ করিলে লগ্নদত্তায়ুর বর্ষ, মাস, দিন, দণ্ড ও পল হইবে এবং সূর্য্য প্রভৃতি সপ্তগ্রহের ও লগ্নের দত্তায়ুর বর্ষ, মাস, দিন, দণ্ড ও পলাদি সমস্ত যোগ করিলে যত বর্ষ, মাস, দিন ও দণ্ড পলাদি হইবে, তত সংখ্যা অংশায়ুর্গণনানুসারে পরমায়ু হইবে।

অংশায়ুমতে আয়ুঃপলানয়ন। জন্মকালে গ্রহগণ যে রাশির যে অংশাদিতে অবস্থিত, সেই সেই রাশি ও অংশ, কলা ও বিকলাঙ্ককে এবং লগ্নস্ফুটের রাশি, অংশ, কলা ও বিকলাঙ্ককে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে স্থাপন করিতে হইবে। পরে একএকটী গ্রহস্ফুটের রাশির অঙ্ককে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে সেই গ্রহস্ফুটের অংশের সহিত যোগ করিবে। পরে ঐ যোগজ অঙ্ককে ৪০ দিয়া ভাগ দিয়া অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া তৎপরের বিকলাঙ্কের সহিত যোগ করিলে যে অঙ্কসংখ্যা হইবে, তাহার নাম সেই গ্রহের অংশায়ুঃপল। এইরূপে প্রত্যেক গ্রহস্ফুটের ও লগ্নস্ফুটের রাশি, অংশ, কলা ও বিকলাঙ্ককে এইরূপ প্রক্রিয়া করিলে যে অঙ্ক সংখ্যা হইবে, তাহাই সেই সেই গ্রহের ও লগ্নের অংশায়ুঃপল হইবে। পিণ্ডায়ুর্গণনা করিতে হইলে নিসর্গায়ু শব্দ স্থলে যে আয়ুঃপলানয়নের বিষয় লিখিত হইয়াছে, সেই অনুসারে আয়ুঃপল আনয়ন করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে তিন দিয়া ভাগ করিলে যাহা ভাগলব্ধ হইবে, তাহাকে দুই স্থলে রাখিবে। পরে তাহার একটী অঙ্ককে ২০ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা ভাগফল হইবে, দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে তাহা বিয়োগ করিলে যত কলা বিকলা অবশিষ্ট থাকিবে, তত দিন ও দণ্ড রবিপ্রদত্ত পিণ্ডায়ু হইবে। চন্দ্রের আয়ুঃপল যাহা হইবে, তাহা গ্রহণ করিয়া যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে ৫ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ১২ দিয়া ভাগ করিবে, ঐ ভাগফলে যত কলা বিকলাদির অঙ্ক থাকিবে, তত দিন ও দণ্ডাদি চন্দ্রপ্রদত্ত পিণ্ডায়ু হইবে।

মঙ্গল ও বৃহস্পতির আয়ুঃপল গ্রহণ করিয়া তাহাকে ৪ দিয়া ভাগ করিলে যত কলা বিকলা ভাগফল হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি মঙ্গল ও বৃহস্পতির দত্ত পিণ্ডায়ু হইবে। বুধের আয়ুঃপল গ্রহণ করিয়া তাহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে যত কলা বিকলাদি ভাগফল হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি বুধের প্রদত্ত আয়ু হইবে। শুক্রের আয়ুঃপল গ্রহণ করিয়া তাহাকে ৭ দিয়া গুণ করিলে যত গুণফল হইবে, তাহাকে ২০ দিয়া ভাগ করিলে যত কলা বিকলা ভাগফল হইবে, তত দিন ও দণ্ডাদি শুক্রপ্রদত্ত পিণ্ডায়ু হইবে। শনির আয়ুঃপল গ্রহণ করিয়া তাহাকে ৩ দিয়া ভাগ করিলে যত কলা বিকলা ভাগফল লব্ধ হয়, তত দিন ও দণ্ডাদি শনিপ্রদত্ত পিণ্ডায়ু হইবে। [নিসর্গায়ু দ্রষ্টব্য।]

পরমায়ু-হানির বিষয় এইরূপে গণনা করিতে হইবে। জাতব্যক্তির লগ্নস্ফুট স্থির করিয়া তাহার রাশির অঙ্ককে ৩০ দিয়া গুণ করিলে যাহা হইবে, তাহা অংশাঙ্কের সহিত যোগ করিবে, পরে ঐ যুক্তাঙ্ককে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে পরবর্ত্তী কলাঙ্কের সহিত যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহা একস্থানে সংস্থাপন করিবে। পরে পূর্ব্ব প্রণালীমতে এক একটী গ্রহের দত্ত আয়ু স্থির করিয়া তাহাকে উক্ত স্থাপিত অঙ্ক দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে ২১৬০০ দিয়া ভাগ করিলে যে বৎসরাদি ভাগফল হইবে, তাহা স্ব, স্বগ্রহের প্রদত্ত আয়ুর বৎসরাদি হইতে বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই পরমায়ু স্থির করিতে হইবে। যদি লগ্নে পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলে এইরূপ স্থির করিতে হইবে, এবং যদি পাপগ্রহযুক্ত লগ্নে কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে স্ব স্ব গ্রহের প্রদত্ত আয়ু হইতে উক্ত ভাগফলের অর্দ্ধ বিয়োগ করিয়া আয়ু স্থির করিবে। দুই বা তিনটী শুভগ্রহ লগ্নে থাকিলে তাহাদের মধ্যে যে গ্রহ শুভফল প্রদান করিবে, সেই গ্রহের ভাগফল দ্বারা গ্রহপ্রদত্ত আয়ুকে গুণ করিয়া পূর্ব্বের মত কার্য্য করিতে হইবে। লগ্নে যদি দুই বা ৩টী পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যে গ্রহ বলবান্ থাকে, তাহার ভাগফল দ্বারা গ্রহপ্রদত্ত আয়ুকে গুণ করিয়া গুণফল লইয়া পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে হইবে। লগ্নে যদি পাপগ্রহ থাকে এবং ঐ পাপগ্রহ যদি লগ্নাধিপতি হয়, তবে আয়ুর্হানি গণনা করিতে হইবে না।

এইরূপে সমস্ত গ্রহের ও লগ্নের আয়ুর্দ্দায় পৃথক্ পৃথক্ গণনা করিয়া একত্র যোগ করিলে যত বৎসরাদি হইবে, তাহাই জাতব্যক্তির পরমায়ু হইবে।

আয়ুর্দ্দায় গণনা করিয়া যাহার যত বৎসর পরমায়ু হইবে, সেই অঙ্ককে দুই স্থানে স্থাপিত করিবে, পরে একটী অঙ্ককে ১০ দিয়া ভাগ করিয়া এই ভাগফল হইতে তাহার ১২৮ ভাগের এক ভাগ বিয়োগ করিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে স্থাপিত দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট হইবে, তাহাই প্রকৃতপরমায়ু। যে ব্যক্তি পথ্যাশী, স্বধর্ম্মানুরক্ত, সৎকুলজাত, জিতেন্দ্রিয়, দ্বিজ ও দেবার্চ্চনারত, তাঁহারাই এইরূপ প্রকৃতপরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যে সকল মনুষ্য পাপী, লুব্ধ, কৃপণ, দেব ও ব্রাহ্মণনিন্দক,

এবং বন্ধুপত্নী ও গুরুপত্নীতে আসক্ত, সেই সকল মনুষ্য উক্তরূপ নির্দ্দিষ্ট আয়ুঃপ্রাপ্ত না হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জাতকালঙ্কারে যোগজ আয়ুর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। যাহার জন্মকালে লগ্নাধিপতিগ্রহ পূর্ণ বলবান্ হইয়া কেন্দ্রস্থিত শুভগ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া থাকে। জন্মকালে শুভগ্রহ কেন্দ্রস্থিত বা স্বক্ষেত্রস্থিত এবং চন্দ্র উচ্চগৃহস্থিত হইলে যদি লগ্নাধিপতি গ্রহ বলবান্ হইয়া লগ্নস্থিত হয়, তাহা হইলে জাতব্যক্তির ৬০ বৎসর পরমায়ু হইবে। যাহার জন্মকালে বৃহস্পতি লগ্নে থাকেন, এবং লগ্ন বা চন্দ্র হইতে কেন্দ্র অর্থাৎ প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম বা নবম স্থানে শুভগ্রহ থাকে, এবং এই সকল শুভগ্রহের প্রতি দশম স্থানস্থিত পাপগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ৭০ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে মূলত্রিকোণে শুভগ্রহ ও তুঙ্গ স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে যদি লগ্নাধিপতি বলবান্ হয়, তবে জাতব্যক্তির ৮০ বৎসর পরমায়ু হয়। যাহার জন্মকালে বুধগ্রহ বলবান্ হইয়া কেন্দ্র অর্থাৎ লগ্নে চতুর্থ, সপ্তম বা দশমস্থানে অবস্থিতি করে, এবং অষ্টম স্থানে কোন পাপগ্রহ না থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ৩০ বৎসর পরমায়ু হয়। ঐ অষ্টমস্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে ৪০ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে বৃহস্পতি স্বীয়ক্ষেত্রে বা স্বত্রেকোণে অবস্থিতি করিলে জাতব্যক্তির ২৭ বৎসর পরমায়ু হয়। যাহার জন্মকালে চন্দ্র স্বীয় ক্ষেত্রে বা লগ্নে অবস্থিতি করেন, এবং সপ্তমস্থানে শুভগ্রহ থাকে, তাহা হইলে তাহার ৬০ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে পঞ্চমে বা নবমে শুভগ্রহ অবস্থিত থাকিলে যদি বৃহস্পতি কর্কটে থাকেন, তবে জাতব্যক্তির ৮০ বৎসর পরমায়ু হয়। যদি বৃশ্চিক জন্মলগ্ন হয়, এবং ঐ জন্মলগ্নে বৃহস্পতি থাকেন, তাহা হইলে তাহার ৮০ বৎসর পরমায়ু হয়। যাহার জন্মকালে অষ্টমাধিপতি নবমস্থানে থাকেন এবং লগ্নাধিপতি অষ্টম স্থানে স্থিত হন ও ঐ লগ্নাধিপতির প্রতি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে তাহার ২৪ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে লগ্নাধিপতি ও অষ্টমাধিপতি এই দুইগ্রহ যদি অষ্টম স্থানে থাকে, তবে জাতব্যক্তির ২৭ বৎসর পরমায়ু হয়। যাহার জন্মকালে কোন পাপগ্রহ ও বৃহস্পতি এই উভয় যদি লগ্নস্থিত হন এবং উক্ত গ্রহের প্রতি চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ২২ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে শুক্র ও বৃহস্পতি এই দুই গ্রহ কেন্দ্রস্থানে অর্থাৎ লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে বা দশমে থাকেন, তবে জাতব্যক্তির শতবৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে কর্কটে বৃহস্পতি ও কেন্দ্র স্থানে শুক্র অবস্থিতি করিলে জাতব্যক্তির শত বৎসর পরমায়ু হয়। যাহার জন্মকালে লগ্নে বা নবম স্থানে চন্দ্র অবস্থিতি করেন, তাহার শত বৎসর পরমায়ু হয়। লগ্ন, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম বা দশম স্থানে যদি কোন পাপগ্রহ না থাকে, এবং ধনু বা মীন জন্ম-লগ্ন হয় ও কেন্দ্রস্থানে বৃহস্পতি বা শুক্র থাকেন, এবং লগ্ন হইতে অষ্টমে ও নবমে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে তাহার শত বৎসর পরমায়ু হয়। লগ্ন ও চন্দ্র হইতে অষ্টম স্থানে যদি কোন পাপগ্রহ না থাকে এবং বৃহস্পতি ও শুক্র বলবান্ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ১২০ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে বৃহস্পতি ও শুক্র কেন্দ্র স্থানে ও একাদশে চন্দ্র থাকে, তাহা হইলে জাতব্যক্তির ১২০ বৎসর পরমায়ু হয়। জন্মকালে মীনলগ্নে শুক্র, অষ্টম স্থানে চন্দ্র ও কেন্দ্রে বৃহস্পতি থাকিলে এবং চন্দ্রের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, জাতব্যক্তির শতবৎসর পরমায়ু হয়। ইত্যাদিরূপে পরমায়ুর বিষয় স্থির করিতে হয়। আরও লিখিত আছে, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ স্থিরচিত্ত হইয়া গ্রহগণের বলাবল বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আয়ুর্যোগের উপদেশ দিবেন ইত্যাদি। পরমায়ুর্গণনার বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে দুই চারি কথা বলা হইল। বিশেষ বিবরণ বৃহজ্জাতক ও জাতকালঙ্কার প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

জ্যোতিষে গোমহিষাদির পরমায়ু সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে। মনুষ্য ও হস্তীর পরমায়ু ১২০ বৎসর ৫ দিন। ব্যাঘ্র ও ছাগাদির পরমায়ু ১৬ বৎসর, গো ও মহিষের ২৪, উষ্ট্র ও গর্দ্দভের ২৫, কুকুরের ১২ ও অশ্বের ৩২ বৎসর।*

এই সকলের জন্মসময়ের লগ্ন ও গ্রহসংস্থিতি দ্বারা উক্ত আয়ুর্গণনার প্রণালীমতে আয়ুর বৎসরাদি স্থির করিয়া তাহাকে হস্তী প্রভৃতির স্বীয় স্বীয় নিরূপিত আয়ুদ্বারা গুণ করিবে, পরে এই গুণফলকে ১২০ দিয়া ভাগ দিলে, যে ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহাই উক্ত হস্তীপ্রভৃতির পরমায়ু।

সচরাচর মানবাদি যত বর্ষ পর্য্যন্ত বাঁচে, তাহাই পরমায়ু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ১৫০ বর্ষ এমন কি ১৭৫ বর্ষ বয়স্ক মানবেরও নাম শুনা যায়, কিন্তু এরূপ অতি বিরল। যোগবলে কোন কোন ব্যক্তি তিন চারি শত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাহাও শুনা যায়।

পরমার, রাজপুতজাতির একটী প্রধান শাখা। রাজপুতদিগের ৩৬টী শাখার মধ্যে যে চারি শাখা অগ্নিকুল হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচয় দেন, তন্মধ্যে এই পরমার একটী। ইংরাজ ঐতিহাসিকের

* "পঞ্চাহানবতুঃসমা নৃকরিণাং ব্যাঘ্রাজাদের্নৃপাঃ
গোকাল্যোর্হিজিনাশ্বযোষ্ট্রখরয়োস্তত্তাবি-ধূর্য্যাঃ শুনঃ।
অত্রায়ুঃ পরমং হৃতা নৃবদিহানীয়ায়ুষোঃ পরায়ু
নিঘ্নং নৃপরমায়ুষা চ বিহৃতং তেষাং স্ফুটায়ুর্ভবেৎ॥" (জ্যোতিষ)

অনুবর্ত্তী হইয়া অনেকে এই শ্রেণীকে 'প্রমার' নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 'পরমার' নামেই উল্লেখ দেখা যায়। এখন রাজপুতেরা চলিত ভাষায় 'পবার' বা পোয়ার বলিয়া থাকেন।

কিরূপে এই শ্রেণীর উৎপত্তি ও পরমার নাম হইল, তাহা পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিত, উদেপুর (গোয়ালিয়ার) হইতে আবিষ্কৃত মালবরাজগণের শিলাপ্রশস্তি, নাগপুরের শিলালিপি ও বহু তাম্রশাসনে এইরূপ লিখিত আছে—পুরাকালে এক সময় মহর্ষি বশিষ্ঠ অর্ব্বুদ (আবু) গিরির উপরি বাস করিতেছিলেন। বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক তাঁহার কামধেনু হরণ করিয়া আনেন। বশিষ্ঠের প্রভাবে অগ্নিকুণ্ড হইতে এক বীরপুরুষ আবির্ভূত হইলেন। তিনি একাকী শত্রুসৈন্য নিধন করিলেন। শত্রু মারিয়া ধেনু উদ্ধার করিয়া আনিলে বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন, তুমি 'পরমার' অর্থাৎ শত্রুহন্তা পার্থিবেন্দ্র হইবে।[১] তদনুসারে ঐ মহাবীরের বংশধরগণও পরমার নামে বিখ্যাত হইলেন।

রাজপুত ইতিবৃত্তলেখক টড্‌সাহেব এই পরমার শ্রেণীর মধ্যে আবার ৩৫টী শাখা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—

১ মোরি—গুহিলোৎবংশীয়গণের পূর্ব্ববর্ত্তী চিতোরের রাজগণ।
২ সোড়া—মরুস্থলীর অন্তর্গত ধাত ভূভাগের সামন্তরাজগণ।
৩ শঙ্কলা—পুগল ও মাড়বারের সামন্তগণ।
৪ খএর—এই শাখার রাজধানী খৈরাল্।
৫ উমরা সুমরা—পূর্ব্বতন মরুস্থলবাসী, এখন মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী।
৬ বিহিল—চন্দ্রাবতীর রাজগণ।
৭ মহীপাবৎ—মেবারের অধীন বিজোলীর সামন্তগণ।
৮ বলহার—উত্তরমরুস্থলবাসী।
৯ কাবা—পূর্ব্বকালে সৌরাষ্ট্রে প্রসিদ্ধ ছিল। এখন সিরোহীতে অতি সামান্য আছে।
১০ উমত্তা—মালব প্রদেশস্থ উম্মতবারের রাজগণ, (বহুকাল হইতে ইঁহারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন।) ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ সংস্রবের পর আর ইঁহারা স্বাধীন বলিয়া গণ্য নন।

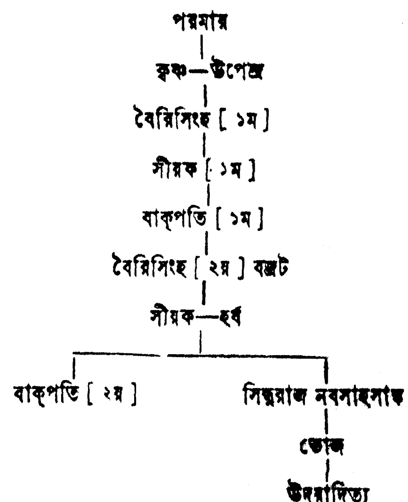
১১ রেহার
১২ ধুন্ধ
১৩ সোরাতিয়া
১৪ হরিহর
} মালববাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত।

এ ছাড়া চাবন্দ, খেজর, সগরা, বড়কোটা, পুনি, সম্পাল, ভীবা, কালপুতর, কালুমো, কোহিলা, পপ্পা, কাহোরিয়া, ধন্দ, দেবা, বরহর, জিপরা, পোসরা, ধুন্তা, রিকুম্ভ, ও টীকা প্রভৃতি কএকটী শাখার সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ইসলাম্ ধর্ম্মাবলম্বী, ও সিন্ধুনদের অপর পারে গিয়া বাস করিতেছে। টডসাহেব লিখিয়াছেন,—এক সময় সমস্ত মরুস্থলী পরমার রাজপুতগণের অধিকারভুক্ত ছিল। ইহাদের বিভিন্ন শাখা—মহেশ্বর, ধারা, মান্দু, উজ্জয়িনী, চন্দ্রভাগা, চিতোর, আবু, চন্দ্রাবতী, মহোব, মৈমানা, পরমাবতী, অমরকোট, বেখের, লোদর্ব্বা ও পত্তন প্রভৃতি স্থান এক সময় জয় করিয়াছিল অথবা নগরী স্থাপন করিয়াছিল।

ঐ সকল স্থানে পরমারগণ কোন্ সময়ে রাজত্ব করিতেন তাহার কোন প্রকৃত ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

বেলী দিনের কথা নয়, ডাক্তার বুহলর প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণের যত্নে মালবের পরমার-রাজগণের ইতিহাস অনেকটা সংগৃহীত হইয়াছে। সংক্ষেপে মালবের প্রবল পরাক্রান্ত পরমার-রাজবংশের পরিচয় দিতেছি।

মালবের নানাস্থান হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি ও পদ্মগুপ্তের 'নবসাহসাঙ্কচরিত' হইতে এইরূপ বংশাবলী পাওয়া যায়।



উপেন্দ্র-কৃষ্ণরাজ নিজভুজবলে মালবরাজ্য জয় করেন। কোন্ সময়ে ইনি মালবরাজ্য অধিকার করেন, তাহা এখনও ঠিক হয় নাই, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার অভ্যুদয় স্বীকার করা যাইতে পারে।

উপেন্দ্রের পর তৎপুত্র বৈরিসিংহ, তৎপুত্র সীয়ক ও তৎপুত্র (১ম) বাক্‌পতি, এই কয়জনের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শিলালিপি হইতে এইমাত্র জানা যায়—যে তিন জনেই মহাবীর ছিলেন ও অনেক যাগযজ্ঞ করিয়াছিলেন।

(১) "বিশ্বামিত্রো বশিষ্ঠাদহরত বলতো যত্র গাং তৎপ্রভাবাজ্জজ্ঞে বীরোঽগ্নিকুণ্ডাদ্রিপুবলনিধনং যশ্চকারৈক এব ॥
মারয়িত্বা পরান্ ধেনুমানিন্যে স ততো মুনিঃ।
উবাচ পরমারাখ্যঃ পার্থিবেন্দ্রো ভবিষ্যসি ॥" (উদেপুর-প্রশস্তি)

বাক্‌পতির উত্তরাধিকারী ২য় বৈরিসিংহের অপর নাম বজ্রটস্বামী। ইহার পুত্র শ্রীহর্ষদেব, নামান্তর সীয়ক। মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণিতে ইহার নাম 'সিংহভট' লিখিত হইয়াছে। পদ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন, সীয়ক বড়্‌পাটীর রাজা ও এক হূণরাজকে জয় করিয়াছিলেন[1]। উদেপুর-প্রশস্তিতে লিখিত আছে, ইনি যুদ্ধক্ষেত্রে খোট্টিগদেবের লক্ষ্মীগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই খোট্টিগ রাষ্ট্রকূটবংশীয় মাণ্ডখেটের একজন রাজা, ইহার ৮৯৩ সম্বতে (৯৭১ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ তাম্রশাসন পাওয়া যায়। এদিকে ধনপালের 'পাইলচ্ছী নামমালা' নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, 'যখন বিক্রমগতে ১০২৯ বর্ষে (৯৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে) মান্নখেড় (মান্ডখেট) মালবাধিপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল, তৎকালে এই গ্রন্থ রচিত হয়।' ইহাতে জানা যাইতেছে, ৯৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীহর্ষদেব মান্ডখেট আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ এই যুদ্ধেই খোট্টিগদেব প্রাণত্যাগ বা রাজ্যত্যাগ করেন, কারণ পর বর্ষেই (৮৯৪ শকে) তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র কর্করাজের তাম্রশাসন বাহির হইতে দেখি।[2] পদ্মগুপ্ত শ্রীহর্ষদেবের মহিষী বড়জার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারই গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ (২য়) বাক্‌পতি জন্মগ্রহণ করেন। ১০৩১ বিক্রম সম্বতে (৯৭৪ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ বাক্‌পতির প্রথম তাম্রশাসন পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয় তাঁহার পিতা শ্রীহর্ষদেব মান্ডখেটসম্পদ গ্রহণ করিয়াও বেশী দিন উপভোগ করিতে পারেন নাই।

নবসাহসাঙ্কচরিত, শিলালিপি ও বাক্‌পতির তাম্রশাসন হইতে ইহার অনেকগুলি নামান্তর পাওয়া যায়, যথা—উৎপলরাজ, মুঞ্জ, অমোঘবর্ষ, পৃথিবীবল্লভ ও শ্রীবল্লভ।

ইনি নিজে বিদ্বান্, কবি, বিদ্যোৎসাহী, কাব্যামোদী ও দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া গণ্য ছিলেন। প্রবন্ধচিন্তামণি, ভোজপ্রবন্ধ, নানাকাব্যসংগ্রহ ও অলঙ্কারগ্রন্থে মুঞ্জ-বাক্‌পতিরাজের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।

এই বাক্‌পতির সভায় রাজকবি পদ্মগুপ্ত, 'দশরূপ' নামক প্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থরচয়িতা ধনঞ্জয়, পিঙ্গলটীকাকার হলায়ুধ[3] ও ধনপাল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ থাকিতেন। ধনঞ্জয়ের ভ্রাতা ও 'দশরূপাবলোক' নামক দশরূপের টীকাকার ধনিক আপনাকে মহারাজ উৎপলরাজের (বাক্‌পতির) 'মহাসাধ্যপাল' বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উদেপুরের প্রশস্তিতে লিখিত আছে, 'ইনি কর্ণাট, লাট, কেরল ও চোল জয় করিয়াছিলেন। ইনি যুবরাজকে জয় করিয়া ও তাঁহার সেনাপতিকে হত করিয়া ত্রিপুরী জয় করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছিলেন।' উক্ত 'যুবরাজ' চেদির কলচুরিবংশীয় একজন রাজা। প্রবন্ধচিন্তামণিকার লিখিয়াছেন, মুঞ্জ ষোড়শবার চালুক্যরাজ ২য় তৈলপকে জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু শেষবার তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিল। এইবার তিনি মন্ত্রী রুদ্রাদিত্যের পরামর্শে গোদাবরী পার হইয়া তৈলপের রাজ্যসীমায় উপস্থিত হইলে পরাজিত ও শত্রু-করে বন্দী হইলেন। বন্দী অবস্থায় বাক্‌পতি অতি সুললিত করুণ-রসাশ্রিত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পলায়ন-চেষ্টা প্রকাশ হইয়া পড়ায় উদ্বন্ধনে তাঁহাকে বিনাশ করা হইল। পদ্মগুপ্ত অথবা মালবরাজগণের কোন শিলালিপিতে উক্ত প্রসঙ্গ লিখিত না থাকিলেও মেরুতুঙ্গের বর্ণনা মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। কারণ চালুক্যরাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসনে তৈলপ কর্ত্তৃক বাক্‌পতি-দমন-প্রসঙ্গ মহা আড়ম্বরে বর্ণিত হইয়াছে।

অমিতগতির 'সুভাষিতরত্নসন্দোহে' লিখিত আছে, 'তিনি ১০৫০ বিক্রমসম্বতে (৯৯৩-৪ খৃষ্টাব্দে) মুঞ্জের রাজত্বকালে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন।' এদিকে চালুক্যশাসনলিপি হইতে জানা যায় যে, তৈলপ ৯১৯ শকাব্দে (৯৯৭-৮ খৃষ্টাব্দে) ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এরূপ স্থলে পরমাররাজ মুঞ্জ-বাক্‌পতি ৯৯৫ হইতে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে নিহত হন।

মুঞ্জ বা ২য় বাক্‌পতির পর তাঁহার অনুজ সিন্ধুরাজ রাজ্যলাভ করেন। নবসাহসাঙ্কচরিতের মতে তাঁহার বিরুদ 'নবসাহসাঙ্ক' ও 'কুমার নারায়ণ'। ইহার নাম লইয়া পদ্মগুপ্ত 'নবসাহসাঙ্কচরিত' রচনা করেন। কোন কোন প্রবন্ধে ইহার নাম সিন্ধুল বা সীন্ধল লিখিত হইয়াছে।

সিন্ধুরাজের প্রথম জীবনের কথা পদ্মগুপ্ত অথবা কোন শিলালিপিতে লিখিত হয় নাই। কিন্তু মেরুতুঙ্গ প্রবন্ধচিন্তামণিতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

'সিন্ধুরাজের স্বভাব বড় ভাল ছিল না। এই জন্য বাক্‌পতি তাঁহার প্রতি অতি কঠোর ব্যবহার করিতেন। এমন কি তিনি একসময়ে সিন্ধুরাজের আচরণে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করেন। সিন্ধুরাজ গুজরাতে গিয়া আহ্মদাবাদের

(১) এই হূণজাতি শকজাতির এক শাখা নহে। রাজপুতের ৩৬ কুলের মধ্যে হূণও একটী। Tod's Rajasthan, Vol. 1. pp. 82 (London ed.)

(২) Indian Antiquary, Vol. XII. p. 263.

(৩) সম্ভবতঃ এই হলায়ুধই কবিরহস্য রচনা করেন। এই কবিরহস্য যে সময়ে রচিত হয়, তৎকালে কবি রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণরাজের সভায় থাকিতেন। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট-রাজধানী মান্ডখেট মালব-সৈন্য কর্ত্তৃক বিলুণ্ঠিত হইলে ইনি মালব-রাজসভায় আগমন করেন।

নিকটবর্ত্তী কাসহ্রদনগরের কাছে আসিয়া বাস করেন। কিছুদিন পরে তিনি মালবে ফিরিয়া আসিলেন। এবার মালবাধিপ মুঞ্জ-বাক্‌পতিও তাঁহাকে যত্ন করিয়া লইলেন। অল্পদিন পরে আবার তাঁহার দুশ্চরিত্রতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি চক্ষুহীন ও কাষ্ঠপিঞ্জরাবদ্ধ হইলেন। এই সময়ে তৎপুত্র ভোজ জন্মগ্রহণ করেন। ক্রমে ভোজের বয়স হইল। একদিন মুঞ্জ ভবিষ্যৎ বাণী শুনিলেন যে 'ভোজ তাঁহার মহাশত্রু'। মুঞ্জ অবিলম্বে তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ করেন। কিন্তু তাঁহার আদেশপ্রতিপালিত হইবার পূর্ব্বেই ভোজ জ্যেষ্ঠতাতের নিকট কএকটী শ্লোক লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্লোক পড়িয়া মুঞ্জের হৃদয় গলিয়া গেল। তখনই তাঁহার হুকুম ফিরিল। মুঞ্জ ভোজকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।'

উদেপুর-প্রশস্তিতে লিখিত আছে, সিন্ধুরাজ হূণদিগকে জয় করিয়াছিলেন। আবার পদ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন, ইনি হূণ ও (দক্ষিণ) কোশলরাজ এবং বাগড়*, লাট ও মুরলদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। পদ্মগুপ্ত সিন্ধুরাজের নাগকন্যা-পরিণয়-প্রসঙ্গ অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন,—

নাগকন্যার নাম শশিপ্রভা। কথা হয়, সোণার পদ্ম পাইলে সিন্ধুরাজের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে। নর্ম্মদার ৫০ গব্যূতি দূরে রত্নবতী নগরীতে বজ্রাঙ্কুশ নামে এক অসুর বাস করিত। তাহাকে বিনাশ করিয়া সিন্ধুরাজ সোণার পদ্ম লাভ করেন।† সিন্ধুরাজের মন্ত্রীর নাম যশোভট-রমাঙ্গদ।

সিন্ধুরাজ কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে পদ্মগুপ্তের বর্ণনা পাঠ করিলে বোধ হয় যে তিনি মুঞ্জের মৃত্যুর পর ৮।৯ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সিন্ধুরাজের পর ভারতপ্রসিদ্ধ ভোজরাজ মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইনি 'ধারাধিপ' বলিয়া পণ্ডিতসমাজে সর্ব্বত্র বিখ্যাত। ইঁহার মত বিদ্বান্, সুবিবেচক, কবি, দার্শনিক ও মহাবীর, মালবে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। উদেপুর-প্রশস্তিতে বর্ণিত হইয়াছে,—

"সাধিতং বিহিতং দত্তং জ্ঞাতং যদ্‌যন্ন কেনচিৎ।
কিমন্যৎ কবিরাজস্য শ্রীভোজস্য প্রশস্যতে॥" ১৮।

'কবিরাজ ভোজরাজের অধিক কি প্রশংসা বলিব, তিনি যাহা সাধন করিয়াছিলেন, যাহা দান করিয়াছিলেন, এবং যাহা জানিয়াছিলেন, আর কেহ সেরূপ পারে নাই।'

উক্ত শিলালিপি হইতেই জানা যায় যে, ভোজরাজ চেদীশ্বর, ইন্দ্ররথ, তোগ্‌গল, ভীম এবং গুর্জ্জর, লাট, কর্ণাট ও তুরুষ্কদিগের অধিপতিগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সর্ব্বস্থানেই তাঁহার জয় হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কারণ চালুক্যরাজ ৩য় জয়সিংহের ৯৪১ শকাব্দের (১০১৯-২০ খৃষ্টাব্দের) লিপিতে তিনি 'ভোজপদ্মের চন্দ্রস্বরূপ' অর্থাৎ ভোজরাজের যশোদীপ্তিহারী এবং মালবচমূ-অনুসরণকারী ও বিধ্বংসকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, ভোজরাজ কল্যাণের চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। ভীমের পরাজয় সম্বন্ধে মেরুতুঙ্গ লিখিয়াছেন, ভীম যে সময় সিন্ধুজয়ে লিপ্ত ছিলেন, সেই সময় ভোজ কুলচন্দ্র নামক একজন দিগম্বর জৈনকে সসৈন্যে অনহিলবাড়-জয়ে প্রেরণ করেন। অনায়াসেই পত্তন অধিকৃত হইল। বিজেতা রাজদ্বারে কপর্দ্দক রোপণ করিয়া ও জয়পত্র লইয়া চলিয়া আসিলেন।

বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কচরিত পাঠে জানা যায়, জয়সিংহের উত্তরাধিকারী চালুক্যরাজ (২য়) সোমেশ্বর (১০৪২-১০৬৮ খৃঃ অঃ) ধারানগরী আক্রমণ করেন এবং ভোজ রাজধানী ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হন।

নাগপুরপ্রশস্তি ও মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিন্তামণিতে লিখিত আছে, চেদিরাজ কর্ণ ও গুর্জ্জররাজ চালুক্যভীম উভয়ে একত্র হইয়া ভোজরাজকে আক্রমণ করেন, তাহাতে ভোজের অধঃপতন হয়।

ভোজের ঠিক কোন্ সময়ে মৃত্যু হয়, তাহা জানা যায় নাই। 'রাজমৃগাঙ্ককরণ' হইতে জানিতে পারি যে, ৯৬৪ শকে (১০৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে) ভোজরাজ জীবিত ছিলেন। আবার বিহ্লণের বিক্রমাঙ্কচরিত (১৮।৯৬) হইতে বোধ হয়, যে সময় বিহ্লণ মধ্যপ্রদেশে উপস্থিত হন, তখনও ভোজরাজ জীবিত ছিলেন। কহ্লণও লিখিয়াছেন, কাশ্মীরপতি কলস ও ভোজনরেন্দ্র উভয়ে কবিবান্ধব ও এক সময়ে জীবিত ছিলেন। (রাজতরঙ্গিণী ৭।২৩৩,২৫৯ দ্রষ্টব্য।) এরূপ স্থলে ১০৬২ খৃষ্টাব্দের কিছুকাল পরে ভোজরাজের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহারাজাধিরাজ ভোজের নামে বহুস্মৃতিনিবন্ধ প্রচলিত আছে। এ ছাড়া রাজমার্ত্তণ্ড নামে যোগসূত্রটীকা—রাজমার্ত্তণ্ড, রাজমৃগাঙ্ককরণ ও বিদ্বজ্জনবল্লভ নামে জ্যোতিষ, সমরাঙ্গণ নামে বাস্তুশাস্ত্র, শৃঙ্গারমঞ্জরীকথা নামে কাব্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ভোজরাজের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

* ডাক্তার বুহ্‌লরের মতে, রাজপুতানার অন্তর্গত বর্ত্তমান ডুঙ্গরপুর, কারণ এখনও এখানকার ভাষা 'বাগর' নামে অভিহিত। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় গুজরাতের এক অংশ।

† ঐ নাগকন্যা সম্ভবতঃ নাগবংশীয় রাজপুতবালা এবং অসুর বজ্রাঙ্কুশ সম্ভবতঃ মধ্যপ্রদেশবাসী কোন অসভ্যজাতীয় হইবে। ঐ অঞ্চলে অসুর নামে এক অনার্য্যজাতি আজও দেখা যায়।

ভোজরাজের পর উদয়াদিত্য দেব নামে এই পরমার-বংশীয় এক জন রাজার নাম পাওয়া যায়। তিনি শত্রুকরকবলিত ধারারাজ্য বহু আয়াসে উদ্ধার করেন এবং ধরণীবরাহের মন্দির সংস্কার করিয়া বিখ্যাত হন। কোন্ সময়ে উদয়াদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অযোধ্যাপ্রদেশবাসী ভুক্সা জাতির কুলজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, উদয়াদিত্য নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভ্রাতা জগৎ রাও* তাঁহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেন। তিনি কতিপয় অনুচর ও পুরোহিতের সহিত অযোধ্যারাজ্যের অন্তর্গত বনবাসা নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এই অঞ্চলের ভুক্সারা উদয়াদিত্যের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে†।

তৎপরে আমরা পিপ্‌লিয়া নগরের তাম্রশাসন ও ভোপাল হইতে প্রাপ্ত উদয়বর্ম্মের (১২৫৬ সংবতে উৎকীর্ণ) তাম্রশাসন হইতে ভোজবংশীয় মহারাজাধিরাজ যশোবর্ম্মদেব, তৎপুত্র মহারাজাধিরাজ জয়বর্ম্মদেব, তৎপরে মহাকুমার লক্ষীবর্ম্মদেব, তৎপরে হরিশ্চন্দ্রপুত্র মহাকুমার উদয়বর্ম্মদেবের নাম পাওয়া যায়। শেষোক্ত মহাকুমারদ্বয় ভোজবংশীয় কি না এবং জয়বর্ম্মদেবের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি না জানা যায় না। তবে শেষোক্ত তাম্রশাসনে 'জয়বর্ম্মদেবরাজ্যে ব্যতীতে' ইত্যাদি প্রয়োগ থাকায় বোধ হয়, তখন ভোজবংশীয় জয়বর্ম্মদেবের রাজত্বকাল কতক অতীত হইয়াছে এবং উদয়বর্ম্মদেব তাঁহারই অধীনস্থ অথচ রাজবংশীয় কোন মহামণ্ডলিক বা মহাসামন্ত ছিলেন।[১] ইনি নর্ম্মদাপুর (বর্ত্তমান নর্ম্মদাতীরস্থ হোসঙ্গাবাদ) নামক স্থানে রাজত্ব করিতেন।

পরমার (পুং) শৌনক ঋষির পুত্রভেদ।

পরমার্থ (পুং) পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ অর্থঃ। ১ উৎকৃষ্ট বস্তু। ২ যথার্থ।

"প্রপঞ্চো যদি বর্ত্তেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ।
মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ॥" (মাণ্ডুক্যবার্ত্তিক)

পরমঃ মুখ্যঃ অর্থঃ প্রয়োজনং। ৩ মোক্ষ। ৪ সুখ। সুখভেদ, দুঃখাভাব। (ন্যায়দ°)

পরমার্থতা (স্ত্রী) সত্যের ভাব। যাথার্থ্য।

পরমার্থবিদ্ (ত্রি) পরমার্থং বেত্তি বিদ-ক্বিপ্। ১ পরমার্থবেত্তা, যথার্থবেত্তা। ২ ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ।

পরমার্থবিন্দ (ত্রি) পরমার্থ-বিন্দ-ক। ১ তত্ত্বজ্ঞানী। ২ শ্রেষ্ঠ ধনলাভকারী।

পরমার্থসুপ্ত (ত্রি) যথার্থ নিদ্রিত।

পরমার্হত (পুং) পরমঃ অর্হন্ দেবতা উপাস্ততয়া অস্যাস্ত, পরমার্হৎ অচ্। ১ জৈনরাজভেদ। ২ কুমারপালের নামান্তর।

পরমাবটিক (পুং) বেদের শাখাভেদ।

পরমাহ (পুং) শুভদিন।

পরমীকরণমুদ্রা (স্ত্রী) দেবতাদিগের আহ্বানাঙ্গমুদ্রাভেদ। তন্ত্রসারে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়কে পরস্পর গ্রথিত করিয়া অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে এই মুদ্রা হয়। এই মুদ্রা দ্রব্যশুদ্ধিকালে ও দেবতার আহ্বানে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাকে মহামুদ্রাও কহে।

"অন্যোহন্যগ্রথিতাঙ্গুষ্ঠপ্রসারিতকরাঙ্গুলী।
মহামুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ।
প্রয়োজয়েদিমা মুদ্রা দেবতাহ্বানকর্ম্মণি॥" (তন্ত্রসার)

পরমৃত্যু (পুং) পরেভ্যো মৃত্যুর্যস্য। কাক। রোগাদিতে বা স্বতঃ ইহাদের মৃত্যু হয় না, এই জন্য ইহাদিগকে পরমৃত্যু কহে। (ত্রিকা°)

পরমেক্ষু (পুং) অণুর পুত্রভেদ। (বায়ুপুরাণ)

পরমেশ (পুং) পরমঃ ঈশঃ। পরমেশ্বর, বিষ্ণু।

পরমেশ্বর (পুং) পরমশ্চাসৌ ঈশ্বরশ্চেতি। ১ জগৎসৃষ্ট্যাদি-কারক সগুণ ত্রিমূর্ত্তিক ব্রহ্ম। ২ বিষ্ণু। (বামনপু° ৫৮ অঃ) ৩ শিব। (হলায়ুধ) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। পরমেশ্বরী। দুর্গা।

"দেবকী মথুরায়ান্তু পাতালে পরমেশ্বরী।"
(দেবীভাগবত ৭।৩০।৭০)

আত্মা, ব্রহ্ম, পরমাত্মা প্রভৃতি অর্থেও পরমেশ্বরকে বুঝায়।

পরমেশ্বর, ১ আর্য্যভটসিদ্ধান্তটীকাপ্রণেতা। ২ কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ধৃত একজন কবি।

পরমেশ্বরতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

পরমেশ্বর দত্ত, বৈরাগ্যপ্রকরণ নামে গ্রন্থপ্রণেতা।

পরমেশ্বর রক্ষিত, গণাধ্যায় নামক গ্রন্থরচয়িতা।

পরমেশ্বর বর্ম্মা, পল্লববংশীয় একজন রাজা, ইনি পেরুবড়লকুর যুদ্ধে বল্লভরাজের সৈন্যদিগকে পরাস্ত করেন।

পরমেষু (পুং) অণুর পুত্র, পরমেক্ষুর নামান্তর। (মৎস্যপু°)

পরমেষ্ঠ (পুং) পরমে চিদাকাশে সত্যলোকে বা তিষ্ঠতি স্থা-ক, অলুক্‌সমাস, অম্বাবেতি ষত্বং। ১ চতুর্ম্মুখব্রহ্ম। ক্বিপ্ প্রত্যয় করিয়া পরমেষ্ঠা। প্রজাপতি। (শুক্লযজু° ১৪।৩১)

পরমেষ্ঠিন্ (পুং) পরমে ব্যোম্নি চিদাকাশে ব্রহ্মপদে বা তিষ্ঠতীতি স্থা-ইনি, স চ কিৎ (পরমে কিৎ। উণ্ ৪।১০) ততো ঽলুক্ ষত্বঞ্চ। ১ ব্রহ্মা বা অগ্নি প্রভৃতি দেবতা।

---

* মতান্তরে ইনি উদয়াদিত্যের পুত্র।

† Elliot's Races of the N. W. P. (ed by Beams), Vol. I, p. 20. জগৎরাও এক ভ্রাতা রণদেও ভোজপুররাজ বংশের আদিপুরুষ বলিয়া গণ্য।

(১) Indian Antiquary, Vol. XVI, p. 253.

"মন্বন্তরাণ্যসংখ্যানি সর্গঃ সংহার এব চ।
ক্রীড়ন্নিবৈতৎ কুরুতে পরমেষ্ঠী পুনঃ পুনঃ॥" (মনু ১০।৮০)
"'পরমে স্থানে অনাবৃত্তলক্ষণে তিষ্ঠতীতি' (কুল্লূক)

২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪৮)

৩ মহাদেব। (ভারত ৩।৩৭।৫৮)

৪ জিনবিশেষ। (হেম)

৫ শালগ্রাম বিশেষ। ইহার লক্ষণ ব্রহ্মপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—পরমেষ্ঠিনারায়ণের আভা শুক্ল এবং পদ্মচক্র সমাযুক্ত, আকৃতি বিচিত্র ও পৃষ্ঠদেশে অতি উৎকৃষ্ট ছিদ্রযুক্ত। অন্যবিধ—ইহার আভা লোহিত, একটী চক্র, বিম্বাকৃতি রেখা ও অতি পুষ্কল শুষির থাকিবে। পুরাণসংগ্রহে লিখিত আছে—পরমেষ্ঠিনারায়ণ শুক্ল আভাযুক্ত, চক্র ও পদ্মসমন্বিত, বর্ত্তুলাকৃতি, পীতবর্ণ এবং পৃষ্ঠদেশে শুষিরযুক্ত। বৈশ্বানরসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, পরমেষ্ঠী নারায়ণ রক্তাভ, চক্র ও পদ্মসংযুক্ত, পৃষ্ঠদেশে দ্বিধাকৃত শুষির, বর্ত্তুল ও পীতবর্ণ। এই পরমেষ্ঠি-নারায়ণ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক।* ৬ গুরুবিশেষ।

"আদৌ সর্ব্বত্র দেবেশি মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ।
পরাপরগুরুস্ত্বং হি পরমেষ্ঠী স্বয়ং গুরুঃ॥" (বৃহন্নীলতন্ত্র ২প°)

৭ অজমীঢ়ের পুত্র। (ভারত ১।৯৪।৩১)

৮ পরমস্থানস্থিত। বাচ্যলিঙ্গ।

"অস্য জন্মনি জাতোহসৌ চক্ষুষঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
চাক্ষুষত্বমতস্তস্য জন্মন্যস্মিন্নপি দ্বিজ!॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৬।২)

৯ ইন্দ্রদ্যুম্নের পুত্র। (ভাগ° ৫।১৫।৩) ১০ প্রজাপতি ও তৎপুত্র। ১১ গরুড়। ১২ চাক্ষুষ মনু। ১৩ বিরাট্‌পুরুষ।

পরমেষ্ঠিনী (স্ত্রী) পরমেষ্ঠিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ ব্রাহ্মীরূপ, চলিত বামুনহাটী। (রাজনি°)

২ পরমেষ্ঠীর শক্তি। ৩ শ্রী। ৪ বাগ্দেবী।

পরমৈশ্বর্য্য (ক্লী) পরমং ঐশ্বর্য্যং। শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য।

পরম্পর (পুং) পরং পিপর্ত্তীতি পৃ-অচ্, 'তৎপুরুষে কৃতীতি' অলুক্ সমাসঃ। ১ প্রপৌত্রাদি, প্রপৌত্রতনয়। (মেদিনী)

২ মৃগমদ। (হেম) (ত্রি) ৩ অনুক্রম, পর পর।

পরম্পরা (স্ত্রী) পরম্পর-টাপ্। ১ অন্বয়। (কুমার ৬।৪৯)

২ সন্তান। ৩ বধ। ৪ হিংসা। (হেম)

৫ পরিপাটী। ৬ অনুক্রম, পরপর। (শব্দরত্না°)

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ং।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেহব্রবীৎ।
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং তথা রাজর্ষয়ো বিদুঃ॥" (গীতা ৪ অ°)

পরম্পরাক (ক্লী) পরম্পরয়া কায়তে প্রকাশতে ইতি কৈ-ক, পরম্পরাস্থাপিতপশুহননাৎ তথাত্বং। যজ্ঞার্থপশুহনন, পর্য্যায়—শমন, প্রোক্ষণ, ঘাতন, বধ। (শব্দর°)

পরম্পরাগত (ত্রি) ক্রমাগত, বংশানুক্রমে আগত, পিতৃপিতামহ হইতে প্রাপ্ত বা প্রচলিত।

পরম্পরাপ্রাপ্ত (ত্রি) পুরুষানুক্রমে লব্ধ। জনশ্রুতি, প্রবাদ।

পরম্পরাসম্বন্ধ (ত্রি) পর পর সম্বন্ধযুক্ত। শ্রেণীবদ্ধরূপে আগত।

পরম্পরীণ (ত্রি) পরাংশ্চ পরতরাংশ্চ অনুভবতি পরম্পর-খ (পরোবরপরম্পরেতি। পা ৫।২।১০) পরম্পরাপ্রাপ্ত।

"লক্ষ্মীং পরম্পরীণাং ত্বং পুত্রপৌত্রীণতাং নয়।" (ভট্টি ৫।১৫)

পররমণ (পুং) যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য স্ত্রীতে রমণ অভিলাষ করে। লম্পট, উপপতি।

পররু (পুং) পিপর্ত্তি দেহাদিকং পূরয়তীতি পৃ-বাহুলকাৎ অরু। কেশরাজশাক, নীলভৃঙ্গরাজ (Eclipta prostrata) (বৈদ্যক°)

পররূপ (ত্রি) পরস্য রূপমিব রূপং যস্য। স্বোত্তরবর্ত্তী (নিজের পরবর্ত্তী) পরের রূপের ন্যায় রূপবিশিষ্ট। (এঙি পররূপং। পা ৬।১।৯৪)

পরলোক (পুং) পরো লোকঃ। ১ লোকান্তর, স্বর্গাদি, মৃত্যুর পর যে লোকে গতি হয়, তাহাকে পরলোক কহে। যে লোকে অবস্থান করা যায়, তদ্ভিন্ন অপর লোকমাত্রই পরলোক। ২ ইহলোকের বিপরীত, স্বর্গলোক। ৩ স্থানবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—এই স্থান মুক্তাফলের আকর এবং এখানে যে মুক্তাফল জন্মে তাহা কৃষ্ণবর্ণ, শ্বেতবর্ণ কিংবা পীতবর্ণ, শর্করা-সমন্বিত ও বিষম। উহা পারলৌকিক মুক্তা নামে প্রসিদ্ধ। (বৃহৎসংহিতা ৮১।২৪।)

পরলোকগত (ত্রি) পরলোকং গতঃ ২য়া-তৎ। স্বর্গপ্রাপ্ত, মৃত, যাহার দেহাবসান হইয়াছে।

পরলোকগম (পুং) পরলোকে লোকান্তরে গমো গমনং যস্মাৎ। মৃত্যু। (হেম°)

পরলোকগমন (ক্লী) পরলোকে গমনং। মৃত্যু।

পরলোকপ্রাপ্তি (স্ত্রী) লোকান্তরে গতি, মৃত্যু।

পরবৎ (ত্রি) পরঃ নিয়োজকত্বয়াহস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ। পরাধীন। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"ভবানপীদং পরবানবৈতি মহান্ হি যত্নস্তব দেবদারৌ।" (রঘু ২।৫৬)

* "পরমেষ্ঠী চ শুক্লাভঃ পদ্মচক্রসমন্বিতঃ।
চিত্রাকৃতিস্তথা পৃষ্ঠে শুষিরঞ্চাতি পুষ্কলং।
পরমেষ্ঠী লোহিতাভশ্চক্রমেকং তথাযুতং।
বিম্বাকৃতিস্তথারেখা শুষিরঞ্চাতি পুষ্কলং॥" (ব্রহ্মপুরাণ)
"পরমেষ্ঠী চ শুক্লাভশ্চক্রপদ্মসমন্বিতঃ।
সবর্ত্তুলস্তথা পীতঃ পৃষ্ঠে চ শুষিরং ধ্রুবং॥" (পুরাণসংগ্রহ)
"পরমেষ্ঠী চ রক্তাভশ্চক্রপদ্মসমন্বিতঃ।
দ্বিধাকৃতস্তথা পৃষ্ঠে শুষিরঞ্চাপি বর্ত্তুলং।
পীতবর্ণযুতো বাপি ভুক্তিমুক্তিবরপ্রদঃ॥" (বৈশ্বানরসংহিতা)

পরবনার, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। অক্ষা° ১১°৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪৫´ পূঃ হইতে উত্থিত হইয়া কুদ্দালুরের নিকট সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। নদীমুখে প্রায় ৫ ক্রোশ পর্য্যন্ত পণ্যদ্রব্য লইয়া গমনাগমন করা যায়।

পরবর (পারসী) ১ প্রতিপালক, ২ রক্ষাকর্ত্তা। যেমন 'গরিব পরবর'।

পরবশ (ত্রি) পরস্ত পরেষাং বা বশঃ বশীভূতঃ। অন্ত বশীভূত, পর্য্যায়—পরায়ত্ত, পরাধীন, পরচ্ছন্দ, পরবান্। (হেমচ°)

"যদ্ যৎপরবশং কর্ম্ম তত্তদ্ যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
যদ্ যদাত্মবশন্তু স্যাৎ তত্তৎ সেবেত যত্নতঃ॥" (মনু ৪।১৫৯)

যে কিছু কর্ম্ম পরাধীন, তাদৃশ কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিতে হয়। যাহা কিছু কর্ম্ম আত্মবশ, তাহা যত্নপূর্ব্বক করিবে।

পরবশ্য (ত্রি) পরের বশতাপন্ন, অন্তের ইচ্ছাধীনে কর্ম্মকারী। অধীন ব্যক্তি।

পরবশ্যতা (স্ত্রী) অধীনতা।

পরবস্তু, আচার্য্যচম্পূ নামে চম্পূকাব্য-রচয়িতা।

পরবাচ্য (ত্রি) পর দ্বারা নিন্দনীয়। নিন্দিত।

পরবাণি (পুং) পরং ধর্ম্মং বাণয়তি প্রকাশয়তি বণ শব্দে ণিচ্ ততঃ ইন্। ধাতুনামনেকার্থত্বাদত্র প্রকাশার্থঃ। ১ ধর্ম্মাধ্যক্ষ। ২ বৎসর। (মেদিনী) পরং শক্রং সর্পমিত্যর্থঃ বাণয়তীতি। ৩ কার্ত্তিকেয়বাহন, ময়ূর। (শব্দমা°)

পরবাদ (পুং) পরস্ত বাদঃ। ১ পরের অপবাদ। পরঃ বাদঃ। ২ উত্তরবাদ। ৩ প্রবাদ।

পরবাদিন্ (পুং) প্রত্যর্থীর প্রতি উত্তরবাদী।

পরবিপ্রতিষেধ (পুং) বিপ্রতিষেধভেদ।

পরবাসী (ত্রি) প্রবাসী। অন্তের গৃহবাসী।

"মাধব কঠিনহৃদয় পরবাসী," (বিদ্যাপতি)

পরবীরহন্ (ত্রি) শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধাদিগের বধকর্ত্তা।

পরবেশ (দেশজ) প্রবেশ, আরম্ভ।

"বরিষা পরবেশ, পিয়া গেল দূরদেশ।" (বিদ্যাপতি)

পরবেশ্ম (ক্লী) পরপুরুষের বাসার্থ গৃহ। স্বর্গ। বৈকুণ্ঠপুরী।

পরব্যূহবিনাশন (পুং) শত্রুপক্ষীয় ব্যূহভেদকারী।

পরব্রত (পুং) পরং ব্রতং যস্ত। ধৃতরাষ্ট্র। (শব্দরত্না°)

পরশ (ক্লী) স্পৃশতীতি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। রত্নবিশেষ, ইহার স্পর্শে ধাতু সকল স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, এই জন্ত ইহার নাম স্পর্শমণি। পরশ পাথর।

"মুক্তামাণিক্যপরশমণিরত্নাকরান্বিতং।
কৃষ্ণগুণ্রহরিত্রকমণিরাজবিরাজিতং॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ৪ অ°)

(দেশজ) স্পর্শ, ছোঁয়া।

"নীবিবন্ধ পরশে চমকি উঠে গোরি।" (বিদ্যাপতি)

পরশপাথর (দেশজ) স্পর্শমণি।

পরশবার, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলায় উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত একখানি গণ্ড গ্রাম। অক্ষা° ২১°১৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২০´ পূঃ। সমগ্র অধিত্যকাভূমির ঠিক মধ্যস্থলে এই গ্রাম এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বে আরও ৩০ খানি ধনধান্তপূরিত সমৃদ্ধিশালী গ্রাম দেখা যায়।

পরশব্য (ত্রি) পরশবে হিতং হিতার্থে যৎ। পরশুর হিতকর, পরশুর যোগ্য।

পরশালা (দেশজ) ১ পরগাছা, বৃক্ষোপরিজাতবৃক্ষ। ২ পরগৃহ।

পরশাসন (ক্লী) অন্তের আদেশ।

পরশু (পুং) পরান্ শত্রূন্ শৃণাতি হিনস্ত্যনেনেতি পর-শৃ-কু, ডিচ্চ (আঙ্ পরয়োঃ খনি শৃভ্যাং ডিচ্চ। উণ্ ১।৩৪) অস্ত্রবিশেষ, চলিত টাঙ্গী, কুঠার, কুড়ুল। পর্য্যায়—পশু´, পরশ্বধ, পর্শ্বধ, স্বধিতি, কুঠার। (হেমচ°)

"ততঃ পরশুহস্তং তমায়ান্তং দৈত্যপুঙ্গবং।
আহত্য দেবী বাণৌঘৈরপাতয়ত ভূতলে।"(মার্কণ্ডেয়পু° ৮৯।১৪)

প্রাচীন হিন্দুদিগের যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। বৈশম্পায়নীয় ধনুর্ব্বেদে এই অস্ত্রের যে বর্ণনা লিখিত আছে, তদনুসারে ইহাকে একপ্রকার টাঙ্গী বলা যাইতে পারে। একটী যষ্টির মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্রাকার লৌহফলক তাহার আস্ত বিস্তৃত, মুখ সম্মুখ ভাগে স্তস্ত (অর্থাৎ যে দিক্ ধারাল, সেই দিক্ সম্মুখে থাকে ও চকচকে, তীক্ষধারবিশিষ্ট) কিন্তু অঙ্গ মলিন, মূলদেশ সরু অর্থাৎ হাত দিয়া ধরিবার মুট আছে এবং মস্তক দেশ শিখাসম্বলিত। ইহার পরিমাণ বাহু পরিমিত এবং কার্য্য পাতন ও ছেদন*। আগ্নেয় ধনুর্ব্বেদে ইহার আরও কয়টী বিভিন্ন কার্য্যের উল্লেখ দেখা যায়।

"করালমবঘাতঞ্চ দংশোপপ্লুতমেব চ।
ক্ষিপ্তহস্তং স্থিরং শূন্তং পরশোস্তু বিনির্দ্দিশেৎ॥"

স্বয়ং ভৃগুমুনিপুত্র নারায়ণাবতার পরশুরাম এই অস্ত্র হস্তে ধারণ করিয়া ধরা নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। [পরশুরাম দেখ।]

ঋগ্বেদাদি অতিপ্রাচীন গ্রন্থেও এই অস্ত্রের তীক্ষধারের বিষয় লিখিত আছে। (ঋক্ ৭।১০৪।২১)

(দেশজ) ২ পরশ্ব, চলিত পশু´, আগামীদিনের পরদিন।

* "পরশুঃ স্যাদ্বষ্টিঃ স্যাৎ বিশালাস্তপুরোমুখঃ।
এসক্তপাদঃ সশিখরো বাহুমাত্রোন্নতাকৃতিঃ।
পাতনং ছেদনং চেতি গুণৌ পরশুমাশ্রিতৌ॥"
(বৈশম্পায়নকৃত ধনুঃশাস্ত্র)

পরশুচি (পুং) উত্তমমনুর পুত্রভেদ।

পরশুধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, পরশোর্ধরঃ ৬-তৎ। ১ গণেশ। (হলায়ুধ) ২ পরশুরাম।

পরশুমৎ (ত্রি) পরশুঃ বিদ্যতেঽস্য, মতুপ্। পরশুযুক্ত, পরশুধারী।

পরশুয়া কোট, অযোধ্যা-প্রদেশের অন্তর্গত বলাই-খেরার ২ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত পরশুয়া-কোট নামে একটী বৃহৎ স্তূপ পড়িয়া আছে। প্রবাদ, বলিরাজ নামে জনৈক বাছলবংশীয় রাজা পরশুয়া (পরশু) নামক আহীর ভৃত্যের জন্য মন্দির ও কতকগুলি বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপটী লম্বে ১৪০০ ফিট্ ও প্রস্থে ৩০০ ফিট্। ইহার পূর্ব্বাংশে ৩৫ ফিট্ উচ্চ ভূমির উপরে যে ইষ্টক-ভিত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদেব-মন্দিরের প্রতিরূপ। এখান হইতে ৫০০ ফিট্ পশ্চিমে আরও একটী মন্দিরের ভিত্তি দেখা যায়। উত্তর মন্দিরের চারিদিক্ প্রাচীরপরিবেষ্টিত ছিল, তাহার চিহ্নও বিদ্যমান রহিয়াছে।

পরশুরাম (পুং) পরশুনা কুঠারাখ্যশস্ত্রেণ রামঃ রমণং যস্য। ভগবদবতারভেদ।

"অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্॥" (ভাগ° ১।৩অ°)

পর্য্যায়—জামদগ্ন্য, পর্শুরাম, পরশুরামক, ভার্গব, ভৃগুপতি, ভৃগুলাপতি। (শব্দর°)

মহাভারতে লিখিত আছে, মহাত্মা জহ্নুর পুত্র অজ, অজের পুত্র বলাকাশ্ব, বলাকাশ্বের পুত্র কুশিক। কুশিক ইন্দ্রকে পুত্ররূপে পাইবার আশায় কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন, তাহাতে দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক গাধি নামে বিখ্যাত হন। মহারাজ গাধির সত্যবতী নামে এক রূপবতী কন্যা জন্মে। কুশিকতনয় সেই কন্যাটীকে ভৃগুনন্দন ঋচীকের করে প্রদান করেন। ভগবান্ ঋচীক নিজ প্রিয়তমার পবিত্রতাগুণে প্রীত হইয়া তাঁহার ও তাঁহার পিতা মহারাজ গাধির পুত্রলাভের জন্য দুইটী পৃথক্ পৃথক্ চরু প্রস্তুত করিয়া সত্যবতীকে ডাকিয়া বলেন, তোমার মাকে এই প্রথম চরু খাইতে বলিও ও নিজে এই দ্বিতীয় চরু খাইও। এই প্রথম চরু খাইলে তোমার মাতা নিশ্চয়ই এক ক্ষত্রিয়নিসূদন বীরপুত্র প্রসব করিবেন, আর তুমি এই দ্বিতীয় চরু ভোজন করিলে এক শান্তস্বভাব ধৈর্য্যশালী তপোনিরত পুত্রের মুখ দেখিতে পাইবে। এই বলিয়া ঋচীক তপস্যায় বনগমন করিলেন। এই সময় গাধি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে সস্ত্রীক ঋচীকের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী পিতামাতাকে পাইয়া পুলকিত অন্তরে চরুদ্বয় লইয়া জননীর নিকট গেলেন ও আদ্যোপান্ত সমুদায় বলিলেন। তখন গাধিমহিষী পরম্বাজ্ঞানে সেই চরুদ্বয় লইয়া ভ্রমক্রমে আপনার চরু কন্যাকে দিলেন ও কন্যার চরু নিজে আহার করিলেন। এইরূপে ভ্রমক্রমে মাতার চরু ভোজন করায় সত্যবতীর গর্ভ ক্রমে ঘোরদর্শন হইয়া উঠিল। ঋচীক পত্নীর গর্ভের ভীষণাকার দেখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'প্রিয়ে! তোমার মা তোমাকে তোমার চরু না দিয়া তাঁহার চরু খাওয়াইয়াছেন ও নিজে তোমার চরু খাইয়াছেন। এই জন্য নিশ্চয় তোমার পুত্র অতি ক্রূরকর্ম্মা ও ক্রোধপরায়ণ এবং তোমার ভ্রাতা তপোনিরত ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন হইবে। আমি তোমার চরুতে ব্রহ্মতেজ ও তোমার মাতার চরুতে ক্ষত্রতেজ সমাহিত করিয়াছিলাম, এইজন্য তোমার মাতার পুত্র ব্রাহ্মণ ও তোমার পুত্র ক্ষত্রিয় হইবে, সন্দেহ নাই।' ঋচীক এই কথা বলিলে, সত্যবতী কাঁপিতে কাঁপিতে পতির চরণে পতিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমার পুত্র ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হইবে, এরূপ কথা বলা আপনার উচিত নহে। ঋচীক বলিলেন, আমার দোষ কি? তুমি চরুভোজনদোষেই অতি ক্রূরকর্ম্মা পুত্র প্রসব করিবে, ইহা মিথ্যা হইবার নহে। বিশেষতঃ তোমার পিতার বংশে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবে, আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছি। তখন সত্যবতী অতি কাকুতি মিনতি করিয়া বলিলেন, যদি নিতান্তই আপনার বাক্য অন্যথা না হয়, তবে যেন তোমার পৌত্র ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আপনাকে দয়া করিয়া শান্তগুণাবলম্বী পুত্র দান করিতে হইবে। মহাত্মা ঋচীক প্রিয়তমার নিতান্ত কাকুতি মিনতিতে সম্মত হইলেন। যথাকালে সত্যবতী শান্তস্বভাব জমদগ্নিকে ও তাঁহার মাতা বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন। (শান্তিপর্ব্ব ৪৯ অঃ)

বনপর্ব্বে ঐ বিবরণটী কিছু ভিন্ন দেখা যায়,—

'মহর্ষি ঋচীক বিবাহার্থ উপস্থিত হইলে রাজা গাধি তাঁহাকে বলিলেন, 'আমাদের কন্যার বিবাহে আমরা সমস্ত শরীর পাণ্ডুরবর্ণ কর্ণের ভিতর রক্তবর্ণ ও বাহিরে শ্যামবর্ণ, এরূপ আকৃতিযুক্ত বেগশীল সহস্র অশ্ব পণ লইয়া থাকি।' ঋচীক তাহাই দিতে স্বীকৃত হইয়া বরুণের নিকট হইতে ঐরূপ অশ্ব আনিয়া দিলেন, যেখানে সেই অশ্বগণ উঠিয়াছিল, সেই স্থান অশ্বতীর্থ নামে বিখ্যাত হইল। রাজা গাধি সহস্র অশ্ব পাইয়া কান্যকুব্জে গঙ্গাতীরে ঋচীকের হস্তে সত্যবতীকে সম্প্রদান করিলেন। ঋচীকের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে, তাঁহার পিতা ভৃগু তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূ উভয়ে তাঁহার পূজা করিলেন। ভৃগু অতি হৃষ্ট হইয়া বধূকে বলিলেন, 'তুমি কি

চাও, আমি বর দিতেছি।' সত্যবতী আপনার ও আপনার মাতার পুত্র হইবার জন্ত তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। ভৃগু (তাঁহাকে দুইভাগ চরু দিয়া) বলিলেন, 'তুমি ও তোমার মা ঋতুস্নান করিয়া তুমি উড়ুম্বর বৃক্ষ ও তোমার মাতা অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিবে। আমি তোমার ও তোমার মাতার জন্ত বহু যত্ন করিয়া এই চরুদ্বয় প্রস্তুত করিয়াছি।' ভৃগু এই আদেশ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাজদুহিতা ও রাজ্ঞী ভৃগুর আদেশের বিপরীত কার্য্য করিলেন। বহুকাল পরে ভৃগু দিব্যজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিয়া পুত্রবধূর নিকট পুনরায় আসিলেন ও কহিলেন, 'ভদ্রে! তোমার মাতা বিপর্য্যয়ক্রমে তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, সেই জন্ত তোমার পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং তোমার মাতার পুত্র মহাবীর্য্য ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণাচারী হইবে।' তাহা শুনিয়া সত্যবতী শ্বশুরকে পুনঃ পুনঃ প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিলেন, 'আমার পুত্র যেন এমন না হয়, আমার পৌত্র যেন এমন হয়।' ভৃগু 'তাহাই হইবে' বলিয়া সত্যবতীকে সান্ত্বনা করিলেন।

যথাকালে সত্যবতী তেজোময় ও কান্তিবিশিষ্ট জমদগ্নিকে প্রসব করিলেন। এই জমদগ্নি সমস্ত ধনুর্বেদ ও চতুর্বিধ শাস্ত্র অবগত হইয়াছিলেন। পরে তিনি প্রসেনজিৎ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার রেণুকা নাম্নী কন্তাকে বিবাহ করিলেন। রেণুকার গর্ভে পাঁচপুত্র জন্মে, রুমন্বান্, সুষেণ, বসু, বিশ্বাবসু ও কনিষ্ঠ পরশুরাম। মতান্তরে এই পঞ্চপুত্রের নাম বসু, বিশ্বাবসু, বৃহদ্ভানু, বৃহৎকণ্ব ও রাম।[১] পরশুরাম সকল ভ্রাতা অপেক্ষা কনিষ্ঠ হইয়াও শ্রেষ্ঠগুণসম্পন্ন ছিলেন। (বনপর্ব্ব)

বিষ্ণু, মৎস্ত, ভাগবত, কালিকাপুরাণ ও সহ্যাদ্রিখণ্ডের রেণুকা-মাহাত্ম্যে লিখিত আছে, জমদগ্নি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রেণুরাজ-কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন, তাঁহারই গর্ভে ক্ষত্রিয়নিহন্তা পরশুরামের উৎপত্তি। সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে, 'চৈত্রমাসে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে তৃতীয়া তিথিতে রেণুকার গর্ভে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন।'* শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে—পরশুরাম গন্ধমাদন পর্ব্বতে মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে অতি তেজোময় পরশু অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন।

সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে, ভার্গব মহাদেবের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়া পরে বিঘ্নরাজ গণেশের নিকট হইতে পরশু বিদ্যালাভ করেন। (এই পরশু হইতেই তিনি পরশুরাম নামে বিখ্যাত হন)।

মহাভারতে আছে—একদিন রেণুকা স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন, মার্ত্তিকাবত দেশাধিপতি রাজা চিত্ররথ পদ্মমাল্যভূষিত হইয়া ভার্য্যাসহ জলক্রীড়া করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারও কামস্পৃহা উদিত হইল। পরে তিনি ব্যভিচার হেতু বিচেতনা, সলিল মধ্যে ক্লিন্না ও ত্রস্তা হইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। জমদগ্নি তাঁহার অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন ও ধিক্কার বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথম চারিপুত্র আসিলেন, একে একে জমদগ্নি সকলকেই মাতৃবধ করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু মোহের বশীভূত হইয়া কেহই পিতার কথায় উত্তর দিলেন না। তাহাতে জমদগ্নি কুপিত হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ দিলেন। তাঁহারা অভিশপ্ত হইয়া হতচেতন হইয়া পড়িলেন। তৎপরে শত্রুহন্তা রাম আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। জমদগ্নি তাঁহাকেও কহিলেন, 'তোমার এই পাপীয়সী মাতাকে হনন কর, তজ্জন্ত দুঃখ করিও না।' রাম পরশু লইয়া মাতার মস্তক ছেদন করিলেন। জমদগ্নির ক্রোধ শান্তি হইল। তিনি প্রসন্ন হইয়া রামকে বর চাহিতে কহিলেন। পরশুরাম প্রার্থনা করিলেন, 'আমার মাতা পুনর্জীবিতা হউন, তাঁহার বধ তাঁহার যেন মনে না পড়ে, যুদ্ধে যেন কেহ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে না পারে, ভ্রাতৃগণ প্রকৃতিস্থ হউন এবং আমার পরমায়ু যেন দীর্ঘ হয়।' জমদগ্নিও সেই সমস্ত বর দিলেন। তৎপরে একদিন জমদগ্নির পুত্রেরা আশ্রমের বহিঃপ্রদেশে গমন করিলে কার্ত্তবীর্য্য জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রেণুকা কার্ত্তবীর্য্যকে আসিতে দেখিয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন, কিন্তু কার্ত্তবীর্য্য যুদ্ধমদে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার পূজায় শান্ত হইলেন না, বরং বলপূর্ব্বক আশ্রমের অনেক বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ও হোমধেনুর বৎস হরণ করিয়া লইলেন। তাহাতে হোমধেনু রোদন করিতে লাগিল। পরে রাম আশ্রমে আসিয়া পিতৃমুখে কার্ত্তবীর্য্যের বিষয় অবগত হইয়া হৈহয়রাজের প্রতি ধাবিত হইলেন। তিনি মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র বাহু ভল্লদ্বারা ছেদন করিলেন। তাহাতে অর্জ্জুনের দায়াদেরা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যে সময়ে রাম আশ্রমে ছিলেন না, সেই সময়ে জমদগ্নিকে আক্রমণ করিল। তাহারা শরদ্বারা জমদগ্নিকে পীড়ন করিয়া চলিয়া গেল। পরশুরাম আশ্রমে আসিয়া পিতাকে মৃতকল্প দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে পিতার সমস্ত প্রেতকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন ও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে সমুদয় ক্ষত্রিয়কে বধ করিবেন। (বনপর্ব্ব ১১৬-১১৭ অধ্যায়)

---

(১) "বসুনামা মলো জজ্ঞে বাসুর্বিশ্বাবসুঃ সুতঃ।
বৃহদ্ভানুঃ বরঃ সূর্য্যো বৃহৎকণ্বঃ শতক্রতুঃ॥"
(রেণুকামাহাত্ম্য ১৩।১৮)।

* "ততঃশ্বিতিনক্ষত্রে তৃতীয়ায়াঞ্চ মাধবে।
রেণুকায়াস্তদা গর্ভাদুদ্ভূতঃ স হরির্বিভো॥" (রেণুকামাহাত্ম্য ১৩।৫৫)

বনপর্ব্বে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের প্রতি যেরূপ দোষারোপ করা হইয়াছে, শান্তিপর্ব্বে কিন্তু ইহার বিপরীত দেখা যায়। শান্তিপর্ব্বে (৪৯ অধ্যায়ে) আছে—

কার্ত্তবীর্য্যের বাণাগ্রসম্ভূত অগ্নিতে বশিষ্ঠের আশ্রম দগ্ধ হয়, তাহাতে বশিষ্ঠ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন, 'তুমি আমার এই তপোবন দগ্ধ করিলে, এই জন্য জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম তোমার সহস্র বাহু ছেদন করিবেন।' মহাবল সহস্রার্জ্জুন শান্ত দান্ত শরণাগতপ্রতিপালক ও ব্রাহ্মণের হিতকারী ছিলেন। সুতরাং বশিষ্ঠের অভিশাপ শুনিয়া কিছুমাত্র চিন্তিত হইলেন না, কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ সেই অভিশাপ শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া পিতার অজ্ঞাতসারে জমদগ্নির ধেনুবৎস অপহরণ করিল। বৎস অপহৃত হওয়ায় পরশুরাম নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ত্তবীর্য্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ও তাঁহার সহস্র বাহু ছেদন করিয়া তাহার অন্তঃপুর হইতে গোবৎস উদ্ধার করিয়া আনিলেন।

কিছুদিন পরে পরশুরাম সমিধকুশাদি আহরণার্থ আশ্রম হইতে বহির্গত হইলে, নির্ব্বোধ কার্ত্তবীর্য্যতনয়গণ জমদগ্নির আশ্রমে আসিয়া ভল্ল দ্বারা তাঁহার মস্তক ছেদন করিল। পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া পিতৃবধ দর্শনে বড়ই কোপান্বিত হইলেন ও পৃথিবী নিঃক্ষত্রির করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর তিনি শস্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে কার্ত্তবীর্য্যের পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়দিগকে সমূলে উন্মূলিত করিলেন। হৈহয়গণের শোণিতধারায় পৃথিবী কর্দ্দমময় হইল। এইরূপে মহাবীর পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বনগমন করিলেন। বহুকাল অতীত হইলে ক্রোধপরায়ণ জামদগ্ন্য ব্রাহ্মণসমাজে নিতান্ত নিন্দিত হইলেন। একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পৌত্র পরাবসু সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, 'রাম রাজা যযাতির দেবলোক হইতে পতন জন্য যে যজ্ঞানুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই যজ্ঞে প্রতর্দ্দন প্রভৃতি অসংখ্য ভূপতি আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কি ক্ষত্রিয় নন? তুমি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা বৃথা; এখন কেবল জনসমাজে বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছ। নিশ্চয়ই তুমি মহাবীর ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া এই পর্ব্বতে পলায়ন করিয়া রহিয়াছ।' কোপনস্বভাব জমদগ্নিনন্দন পরাবসুর মুখে এই কথা শুনিয়া পুনরায় শস্ত্র লইলেন। পূর্ব্বে তিনি যে সকল ক্ষত্রিয়কে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন পরাক্রান্ত হইয়া পৃথিবী শাসন করিতেছিলেন। পরশুরাম তদ্দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের অল্প বয়স্ক বালকদিগকে সংহার করিলেন। কিছুদিন পরে গর্ভস্থ ক্ষত্রিয়সন্তানগণ ভূমিষ্ঠ হইলে, পরশুরাম তাহাদিগকেও বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় কতকগুলি ক্ষত্রিয়পত্নী স্ব স্ব পুত্রদিগকে পরম যত্নে পরশুরামের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

[ঐ সকলের নাম 'ক্ষত্রিয়' শব্দে দ্রষ্টব্য।]

মহাবীর পরশুরাম এইরূপে পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া পরিশেষে অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন ও তদুপলক্ষে কশ্যপকে সমুদয় পৃথিবী দক্ষিণা দিলেন। তখন কশ্যপ হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণকে রক্ষা করিবার জন্য স্রুক্ ও প্রগ্রহ হাতে দিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রামকে কহিলেন, তুমি এখন দক্ষিণসাগরের উপকূলে গমন কর। আজি হইতে সমুদয় পৃথিবী আমার হইল, আর এখানে বাস করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। জমদগ্নিতনয় কশ্যপের আদেশে অবিলম্বে সাগরের কূলে গমন করিলেন। রাম তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সমুদ্র তাঁহার বাসের নিমিত্ত শূর্পারক নামক স্থান প্রস্তুত করিয়া দিলেন। পরশুরাম সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন। (শান্তিপর্ব্ব ৪৯ অঃ)

বনপর্ব্বে আবার এইরূপ লিখিত আছে, 'পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সমন্তপঞ্চকে শোণিতময় পঞ্চ হ্রদ করিলেন এবং সেই হ্রদে পিতৃগণের তর্পণ করিয়া তাঁহার পিতামহ ঋচীকের সাক্ষাৎলাভ করেন। ঋচীক রামকে ক্ষত্রিয়বধ করিতে নিবারণ করিলেন। তখন রাম যজ্ঞ দ্বারা দেবেন্দ্রকে পরিতৃপ্ত করিয়া ঋত্বিগ্‌গণকে পৃথিবী দান করিলেন। তিনি দশ ব্যাম আয়ত ও নব ব্যাম উচ্চ এক সুবর্ণবেদী প্রস্তুত করিয়া কশ্যপকে প্রদান করেন। ব্রাহ্মণেরা কশ্যপের আদেশে সেই বেদী খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভাগ করিলেন, তাহাতে সেই ব্রাহ্মণেরা খাণ্ডবায়ন বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। রাম কশ্যপকে পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র নামক শৈলেন্দ্রে তপস্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। (বনপর্ব্ব ১১৭ অঃ)

রামায়ণে (আদিকাণ্ডে) লিখিত আছে,—রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের (হরধনুভঙ্গের পর সীতাকে লইয়া পিতার সহিত অযোধ্যা)-প্রত্যাগমনকালে পরশুরাম আসিয়া তাঁহার পথরোধ করেন। তিনি রামের সম্মুখে আসিয়া বলেন, যে তুমি শৈবধনু ভাঙ্গিয়াছ শুনিয়া আমি আর এক ধনু আনিয়াছি। ইহা বৈষ্ণব ধনু। ইহা শৈবধনু হইতে কোন অংশে হীন নহে। বিষ্ণু মহর্ষি ঋচীককে এই ধনুদান করেন, তিনি আবার আমার পিতাকে এই ধনু দিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে আমি প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ধনুগ্রহণ করিয়া শরযোজনা কর, যদি কৃতকার্য্য হও, তবে তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব। তখন রাম অবলীলাক্রমে সেই ধনুকে গুণ টানিয়া শরযোজনা

করিলেন ও কহিলেন, 'হে জমদগ্নিপুত্র! এই শরে এখনি সমস্ত বিপক্ষ সংহার করিতে পারি। এখন বলুন, আপনার তপঃশার্জ্জিত লোক সকল ধ্বংস করিব, কি আপনার আকাশের গতিরোধ করিব'। তখন জামদগ্ন্য বীর্য্যহীন ও স্তম্ভিত হইয়া কহিলেন, 'যে দিন আমি কশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী দান করিয়াছি, সেইদিন হইতে আমি আর পৃথিবীতে রাত্রিবাস করি না। অতএব আমার গতিনাশ করিও না, আমার তপঃশার্জ্জিত লোকসমূহ নাশ কর।' রাম লক্ষ্য করিয়া শরত্যাগ করিলেন, পরশুরামের তপোবলসঞ্চিত লোকসমূহ নষ্ট হইল। জামদগ্ন্য রামের নিকট এইরূপে পূজিত হইয়া মহেন্দ্রপর্ব্বতে চলিয়া আসিলেন। (৭৫-৭৬ সর্গ)

রামায়ণ ও মহাভারতের কোন স্থানে পরশুরাম ভগবদবতার বলিয়া গৃহীত হন নাই। পরবর্ত্তী কালে মাৎস্য, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে, ইনি ভগবানের ষষ্ঠ অবতার ও ভাগবতপুরাণে ষোড়শ অবতার বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। পুরাণ ও ভাগবতে পরশুরাম 'অংশাবতার' বলিয়া গৃহীত।

সহ্যাদ্রিখণ্ডের রেণুকামাহাত্ম্য আবার কিছু বাড়াবাড়ি দেখা যায়। এই গ্রন্থে পরশুরামকে পূর্ণ অবতার বলিয়া ঘোষণা করিবার চেষ্টা আছে। তাঁহার মাতা রেণুকা অপর নাম একবীরা স্বয়ং অদিতি গঙ্গা পার্ব্বতী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন এবং তাঁহার ব্যভিচারদোষ ক্ষালনের জন্ম তৎসম্বন্ধে ভিন্নরূপ উপাখ্যান আছে। [রেণুকামাহাত্ম্য দ্রষ্টব্য।]

সহ্যাদ্রিখণ্ড হইতে জানা যায়—পরশুরামই সমুদ্র হইতে কোঙ্কণ উদ্ধার করিয়া তথায় ব্রাহ্মণবাস স্থাপন করেন। অনেকে বলিয়া থাকেন, কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণেরা পরশুরামের সৃষ্টি। [কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণ, কেরল, মলবার প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য।]

কেরলোৎপত্তি নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, পরশুরাম অহিচ্ছত্রা হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়া কেরলে বাস করান এবং সমস্ত জনপদ তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন।

বনারস জেলার অন্তর্গত তুর্ত্তীপারের নিকটবর্ত্তী খয়েরাগড়ের প্রাচীন নাম ভার্গবপুর। প্রবাদ আছে, এখানেই পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। ঐ খয়েরাগড়ের ৩ ক্রোশ পশ্চিমে রকোহই নামে একটী হ্রদ আছে, এখানকার লোকেরা বলিয়া থাকে যে পরশুরাম সহস্রার্জ্জুনকে বধ করিলে তাঁহার রক্তে উক্ত হ্রদ পরিপূর্ণ হয়। [স্কন্দপুরাণীয় জৈমিনিসংহিতা, রেণুকামাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থে পরশুরাম সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পরশুরাম, গুজরাত প্রদেশের অন্তর্গত বাগর রাজ্যের জনৈক রাজপুত রাজা। কিরিস্তায় লিখিত আছে, ইনি গুজরাতের সুলতান বাহাদুর শাহের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে আত্মসমর্পণ করিলে, তাঁহার পুত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

পরশুরাম, পূর্ব্ববঙ্গের বগুড়া জেলার অন্তর্গত মহাস্থান নামক জনপদের একজন হিন্দুরাজা।

[বিস্তৃত বিবরণ মহাস্থান শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পরশুরাম, কএকজন গ্রন্থকার। তাঁহাদের রচিত পুস্তকের তালিকা পর পর লিখিত হইল। ১ ঈশাবাস্যোপনিষট্টীকা, গৃহ্যসূত্রব্যাখ্যা ও মহারুদ্রপদ্ধতিপ্রণেতা, ইনি কর্ণের পুত্র। ২ রসরাজশিরোমণি-প্রণেতা। ৩ কৃষ্ণদেবের পুত্র পাটীলীলাবতী-বিবরণ ও ভূপালবল্লভচরিতা।

পরশুরাম, যমুনাপুরের জনৈক রাজা। সূর্য্যাকরের পৌত্র ও হোরিলমিশ্রের পুত্র। ইনি পরশুরামপ্রকাশ-রচয়িতা খণ্ডেরায়ের প্রতিপালক ছিলেন।

পরশুরাম ঋষি, পনালার অন্তর্গত একটী গিরিগুহা।

পরশুরাম গুর্জ্জর, একজন গ্রন্থকার। দিনকরকৃত শান্তিসারে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

পরশুরাম ঠাপা, নেপালের সীমান্তপ্রদেশের একজন শাসনকর্ত্তা। ১৮১৫ যখন ইংরাজসৈন্য নেপাল আক্রমণে অগ্রসর হন, তৎকালে তিনি ৪০০ গোর্খা লইয়া বাগমতী নদীর তীরে তাহাদের সম্মুখীন হন। এই যুদ্ধে পরশুরাম সসৈন্যে নিহত হইলে, ইংরাজগণ 'তরাই' প্রদেশ ভারতসীমাভুক্ত করিয়া লন। [নেপাল দেখ।]

পরশুরাম দেব, নিম্বার্কসম্প্রদায়ী একজন গুরু। ইনি হরিব্যাসদেবের শিষ্য ও হরিবংশদেবের গুরু।

পরশুরাম মিশ্র, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি জাতকচন্দ্রিকাটীকা, জাতকচিন্তামণিটীকা, জাতকাভরণটীকা, জাতকালঙ্কারটীকা, তাজিকচিন্তামণিটীকা, ভাবচিন্তামণিটীকা, মুহূর্ত্তচিন্তামণিটীকা প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ২ মথুরাচম্পূ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

পরশুরাম মুনি, বিষ্ণাকল্পসূত্র নামক গ্রন্থপ্রণেতা। এই গ্রন্থকে কেহ কেহ পরশুরামসূত্র বলিয়া থাকেন।

পরশুরাম শাস্ত্রী, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি ক্ষয়মাসসংসর্পমাসকার্য্যাকার্য্যনির্ণয় ও ক্ষয়মাসসংসর্পমাসকার্য্যাকার্য্য-নির্ণয়খণ্ডন নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পরশুরাম-ত্রিম্বক, একজন মহারাষ্ট্র-সচিব। ইনি প্রথমে কিনুহই নামক স্থানে সামান্য 'কুলকরণী'র কার্য্য করিতেন। ক্রমশঃই তাহার প্রতিভা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যখন রাজারাম, রামচন্দ্রপন্থ ও শান্তাজী প্রভৃতি মহারাষ্ট্র-সৈনিক-পুরুষগণ মোগল হইতে দুর্গ-সংরক্ষণে চেষ্টিত ও পুনরধিকারে

হয়। ঠিক সেই সময়েই পরশুরাম নিজ বীর্য্য ও বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিয়া সাধারণে পরিচিত হন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেব গিঞ্জি দুর্গ অবরোধ করেন। পরে সাতারা দুর্গ আক্রমণে অগ্রসর হইয়া তিনি পত্র লিখিয়া রামচন্দ্র পন্থকে পুণায় সরাইলেন। ঐ পত্র আসিয়া ত্রিম্বকজীর হস্তে পতিত হয়, তিনি ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিয়া প্রকাশুরূপে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধাচারী হইলেন। অরঙ্গজেব ও পুত্র আজমশাহ উভয়ে সাতারা দুর্গের সম্মুখে ছাউনী করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। শিবাজীর শিক্ষিত সেনানী প্রয়াগজী প্রভু হাবিলদার প্রাণপণে মোগল-সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন। এই যুদ্ধে প্রয়াগজী বিশেষ বীরপণা দেখাইলেও তাঁহাকে সৈন্য লইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইতে হইল। দুর্গাভ্যন্তরস্থ রসদাদি সকলই ফুরাইয়া গেল। সকলেই আর উপায় নাই দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; তখন পরশুরাম ত্রিম্বক নির্ভয়ে পার্লি দুর্গ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক উৎকোচপ্রদানে আজমশাহের মুখবন্ধ করিলেন। তিনি যেন দেখিয়াও দেখিলেন না। পরশুরাম নিজ ইচ্ছামত রসদাদি লইয়া প্রয়াগজীর সৈন্যদিগের আহারার্থ প্রেরণ করিলেন।

সাতারা দুর্গের অধঃপতনের একমাস পরে অর্থাৎ ১৭০০ খৃষ্টাব্দের মার্চমাসে রাজারামের মৃত্যু হইলে তৎপত্নী তারাবাই পরশুরামকে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার জন্য প্রতিনিধিপদে নিযুক্ত করেন। তাঁহারই উপরে দুর্গাদি পর্য্যবেক্ষণের ভারও ন্যস্ত থাকে।

প্রতিনিধি ত্রিম্বকজী ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে মোগলদিগের নিকট হইতে বসন্তগড় ও সাতারা দুর্গ জয় করিয়া লন। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে জুল্‌ফিকার খাঁর পরামর্শে অরঙ্গজেবের দ্বিতীয় পুত্র আজমশাহ শাহুকে মুক্তিদান করিলে, শাহু পরশুরামকে সাতারা দুর্গ প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ পাঠাইলেন, কিন্তু ত্রিম্বকজী তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে ষড়যন্ত্র বুঝিতে না পারিয়া, ত্রিম্বক নিজ অধীনস্থ মুসলমান সেনানী সেখ মীরা কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন। উক্ত সেখ মীরা সাতারা দুর্গ বিপক্ষের হস্তে সমর্পণ করে। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে শাহু গদাধর প্রহ্লাদকে কার্য্য হইতে অবসর দিয়া পরশুরাম প্রতিনিধিকে মান্যের সহিত স্বপদে অধিষ্ঠিত করিলেন। প্রতিনিধি আপন পুত্র কৃষ্ণজী ভাস্করকে দুর্গাদি রক্ষণের ভারার্পণ করিয়া, স্বয়ং শাহুর বিরুদ্ধাচারী হইয়া কোল্‌হাপুরের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার এতাদৃশ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া শাহু তাঁহাকে প্রাণে না মারিয়া পুনরায় কারারুদ্ধ রাখিলেন। ইহার কিছুদিন পরে শাহু প্রতিনিধির দ্বিতীয় পুত্র শ্রীপ্রতাপের বীরত্বে প্রীত হইয়া পরশুরাম ত্রিম্বককে পুনর্মুক্তি দান করিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে যখন নিজাম-উল্-মুল্‌ক্ দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, তখন ত্রিম্বকজীর মৃত্যু ঘটে। তাঁহার মৃত্যুর পর পেশবা বালাজী বিশ্বনাথ দিল্লী হইতে স্বদেশে ফিরিতে না ফিরিতে প্রতিনিধিপুত্র শ্রীপ্রতাপ পিতৃপদ অধিকার করেন।

পরশুরাম ভাউ-পট্টবর্দ্ধন, একজন মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধ্‌পুরুষ। তাসগাঁওবাসী পটবর্দ্ধনবংশীয়দিগের ইনি অধিনায়ক ছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পেশবা নারায়ণ রাওর হত্যা ও রাঘোবার (রঘুনাথ রাও) মহারাষ্ট্রসিংহাসনগ্রহণে রাজ্যমধ্যে বিষম বিভ্রাট্ উপস্থিত হয়। রাঘোবা মন্ত্রিদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া হায়দর আলীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সুরাতের সন্ধিপত্র চুকিয়া গেলে রঘুনাথ কৃষ্ণানদীর দক্ষিণকূল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ মহারাষ্ট্র-ভূভাগ হায়দরকে ছাড়িয়া দিতে কৃতসংকল্প হন এবং হায়দরও পক্ষান্তরে সৈন্য ও অর্থ দিয়া তাঁহার সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত থাকেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে এই বন্দোবস্তে লেখাপড়া শেষ হইলে, হায়দর সসৈন্যে সাবন্থর প্রদেশ পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া আপনার অধিকার বিস্তার করিলেন। পুণার মন্ত্রিসভা স্থির থাকিতে না পারিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে কোন্‌হের রাও ত্রিম্বক পটবর্দ্ধন ও পাণ্ডুরঙ্গপন্থকে পাঠাইয়া দেন। হায়দরের সেনানী মহম্মদ আলীর যুদ্ধে কোন্‌হর জীবলীলা সম্বরণ করেন এবং পাণ্ডুরঙ্গ বন্দী হন। অবশেষে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে তাসগাঁওএর অধিনায়ক পরশুরাম ভাউ মিরাজে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নিজাম-সৈন্যের সহিত হায়দরের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কৃষ্ণানদী পার হইয়াই, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নিজামসৈন্যের অধ্যক্ষ ইব্রাহিম বেগ, হায়দর আলীর নিকট ঘুস লইয়াছেন; কাজেই নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে ইচ্ছা না করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। হায়দর নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি কোল্‌হাপুর-রাজমন্ত্রী যশোবন্ত রাওর সহিত যোগদান করিলেন। পরশুরাম ফিরিয়াই কোল্‌হাপুর আক্রমণ ও অকিবাত নামক দুর্গ অবরোধ ও জয় করিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে কোত্তুরের দেশাই সর্দ্দার ইরাপ্পা হায়দরের সাহায্যে গোকাক নামক স্থান অধিকার করিয়া লইল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে পরশুরাম পেশবার জন্য কেবলমাত্র গোকাক জয় করিলেন না, সেই সঙ্গে ইরাপ্পাকেও বন্দী করিয়া আনিলেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান পেশবার অধিকারে ছিল, পরে তিনি যুদ্ধের সরঞ্জমী খরচা বাবদ এই ভূসম্পত্তি পটবর্দ্ধনদিগকে দান করেন।

উক্ত বৎসরে রঘুনাথ পলাইয়া সুরাতে জেনারল গডার্ডের নিকট আশ্রয়লাভ করেন। এই সূত্রে পুণার মন্ত্রিদল ইংরাজের

আচরণে অপ্রীত হইয়া হায়দর আলী ও নিজামের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংরাজকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিতে মনন করিলেন। কোল্হাপুররাজকেও এই দলে আসিয়া যোগ দিতে অনুরোধ করা হইল। কথা রহিল, মনোলি ও চিকোড়ি নামক স্থান কোল্হাপুররাজ ফিরিয়া পাইবেন, কিন্তু ১২ বৎসরের মধ্যে ঐ স্থানদ্বয়ের রাজস্ব হইতে যুদ্ধব্যয়ের জন্য পরশুরাম ভাউ ১৫ লক্ষ টাকা আদায় করিয়া লইবেন। সুতরাং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ঐ সম্পত্তির রাজস্ব আদায়ের ভার পরশুরামের উপর থাকিবে। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে মার্চমাসে নানা ফড়নবিশের আদেশে তিনি ১২০০০ সৈন্য লইয়া কর্ণেল গডার্ডকে আক্রমণ করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে পরশুরাম তোর্গল সর্দ্দারগণের নিকট হইতে মনোলিদুর্গ জয় করিয়া আপনার সম্পত্তিভুক্ত করিয়া লন।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতান নর্গুণ্ড নামক স্থান অধিকার করিয়া হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেন। ত্বক্‌ছেদ করিয়া অনেক হিন্দুর জাতিনাশ করা হয়। এই কারণ বিপদে পড়িয়া শত শত ব্রাহ্মণসন্তান আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রসচিব নানা ফড়নবিশ নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া ইহার প্রতিশোধে যত্নবান্ হইলেন। মধ্যে দুএকটী যুদ্ধও হইল। অবশেষে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে টিপু কএকটী স্থান মহারাষ্ট্রদিগকে ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিলেন বটে, কিন্তু তিনি পুনরায় মহারাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিলেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানকে দমন করিবার মানসে ইংরাজ, মহারাষ্ট্র ও নিজামের একটী সন্ধি হয়। সমবেত ইংরাজ ও নিজাম সৈন্য পরিচালিত হইয়া পরশুরামের সহিত যোগদান করিলেন। এইযুদ্ধে মহারাষ্ট্র সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া পরশুরাম ভাউ গমন করেন। ইংরাজ সাহায্যে পরশুরাম শ্রীরঙ্গপত্তন পর্য্যন্ত যে সকল স্থান টিপুর নিকট হইতে অধিকার করিয়া লন, ধুণ্ডুপন্থ গোখলের উপর তাহার শাসনভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধের অবসান হয়। ইতিহাসে ইহাই তৃতীয় মহিসুরের যুদ্ধ নামে খ্যাত।

মহিসুর-যুদ্ধের অবসানে শ্রীরঙ্গপত্তনে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহাতে তুঙ্গভদ্রানদী পর্য্যন্ত স্থান, পারশগড় ও কোতুর দেশাই-দিগের অধিকৃত স্থানসমূহ যাহা একসময়ে টিপু সুলতানের অধিকারে ছিল, তাহা মহারাষ্ট্রসীমান্তর্ভুক্ত হইয়া পরশুরামের শাসনাধীন হয়। তিনি কোতুর-নগরে একজন মাম্‌লতদার নিযুক্ত করিয়া এই নবলব্ধ স্থানকে ধারবারের অধীন করিয়া রাখেন। শ্রীরঙ্গপত্তন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরশুরাম দেখিলেন যে ধুণ্ডুপন্থ গোখলে কিত্তুরের দেশাই সর্দ্দারদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আপনার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতেছেন; কাজেই তাঁহাকে গোখলের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য যত্নবান্ হইতে হইল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কোল্হাপুররাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে মাধবরাওর মৃত্যু হইলে বাজীরাওর রাজ্যা-রোহণ উপলক্ষে পরশুরাম পুণায় নীত হন এবং তথায় তাঁহার সহিত নানা ফড়নবিশের বিবাদ বাধে। অতঃপর মোগল-সৈন্যের উপর্য্যুপরি আক্রমণে উত্ত্যক্ত হইয়া মহারাষ্ট্র-সচিব নানা ফড়নবিশ সেনানায়কদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া পরশুরাম ভাউকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতিপদে বরণ করেন। তিনি মোগল-ছাউনী আক্রমণ করিবার জন্য পিণ্ডারী ও অন্যান্য অশ্বারোহী-সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে মার্চমাসে মোগল-সেনানী নিজাম আলীর সহিত পরশুরামের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে লালখাঁর আক্রমণে তিনি বিশেষরূপে আহত হন। উক্ত বৎসরে মহারাষ্ট্র সিংহাসনের জন্য দত্তকপুত্রগ্রহণ লইয়া ইংরাজ কর্ম্মচারী ম্যালেট (Mr. Malet) ও নানা ফড়নবিশের ঘোর তর্ক উপস্থিত হয়। এদিকে বাজীরাও মস্‌নদ পাইবার জন্য সিন্দিয়ার সচিবকে হস্তগত করিলেন এবং সিন্দিয়াপতিকে লিখিলেন, যদি তিনি তাঁহার সিংহাসনপ্রাপ্তিতে বিশেষ সহায়তা করেন, তাহা হইলে স্বয়ং বাজীরাও তাঁহাকে ৪ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিবেন।

এই চুক্তি কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বে, নানা ফড়নবিশের নিকট সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িল, তিনি উপস্থিত বিপদ্ বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ পরশুরাম ভাউকে ডাকাইয়া সমস্ত জানাই-লেন। পরশুরাম তাসগাঁও হইতে ৪৮ ঘণ্টায় শিউনেরি দুর্গে (১০ ক্রোশ) উপস্থিত হইয়া বাজীরাওকে পেশবা বলিয়া ঘোষণা করিবেন, এই প্রস্তাব করিলেন। প্রথমে কেহ তাঁহার কথায় বিশ্বাস করে নাই। পরে মূঢ় বাজীরাও পরশুরামকে গো-পুচ্ছ ও গোদাবরীর পবিত্র জলস্পর্শে সত্য করাইয়া দুর্গ হইতে নামিয়া নিজ ভ্রাতা চিম্‌নাজি অপ্পার সহিত ভাবী রাজ-ধানী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। অমৃৎ রাও পরশুরামের আদেশে ঐ দুর্গ মধ্যে বন্দী রহিলেন। বাজীরাও পুণায় আসিয়া নানা ফড়নবিশের সহিত পুনরায় সখ্যভাবে মিলিত হইলেন *। বস্তুত চট্টী বাজীরাওর এই অন্যায় আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া সিন্দিয়াপতিকে পুণা অভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে প্রার্থনা করিলেন। ফড়নবিশ কতকাংশে ভীত হইলেও

* এই শান্তিস্থাপন লইয়া উভয়ে এক একখানি সন্ধিপত্র লিখিয়া পরস্পরকে দেন। বাজীরাওর লিখিত পত্রের অনুবাদ Grand Duff's History of the Marathas, Vol. II. p. 299 দ্রষ্টব্য।

পরশুরাম ভাউ সতর্কভাবে যুদ্ধ করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। কিন্তু যুদ্ধ হইল না, নানা ফড়নবিশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন না। তিনি সিন্দিয়ার ভয়ে ভীত হইয়া পুরন্দর হইয়া সাতারা অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বাজীরাও ও পরশুরাম পুণায় রহিলেন। সিন্দিয়ারাজ পুণার নিকটবর্ত্তী হইলে বাজীরাও ও পরশুরাম তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। বল্লভ টট্ট অনেক বিবেচনার পর বাজীরাওকে পদচ্যুত করিয়া বন্দী করিলেন এবং পরশুরামের অভিমতে মধুরাওর বিধবা-পত্নী চিম্‌নাজি অপ্পাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। চিম্‌নাজি পেশবা পদে নিয়োজিত হইলেন বটে, কিন্তু পরশুরাম মন্ত্রিপদে থাকিয়া রাজকার্য্যালোচনা করিবেন, ইহাই স্থির রহিল।

পরশুরাম মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া চিম্‌নাজিকে পুণা নগরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ২৬শে মে পেশবা-পদে বরণ করিলেন। পরশুরাম নিজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সিন্দিয়ার বিপদে তিনি যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করিবেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি নিজাম আলীর মন্ত্রী মাশির-উল্ মুল্‌ক্‌কে কারাগার হইতে মুক্তিদান করেন।

চিম্‌নাজির পেশবাপদপ্রাপ্তির পর দিনেই পরশুরাম নানা ফড়নবিশকে পুণায় আসিয়া নূতন শাসনভার গ্রহণ জন্য প্রস্তাব করিলেন। নানা আসিলেন না, কোঙ্কণ অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। বল্লভ টট্ট পরশুরামকে সিন্দিয়াসৈন্য লইয়া নানার পশ্চাদ্ধাবমান হইতে আদেশ করিলেন। পরশুরাম নানার বিরুদ্ধে গমন করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার সমুদায় জায়গীর অধিকার করিয়া সিন্দিয়ারাজকে অর্পণ করিলেন এবং পুণার আবাসবাটী আপনার ব্যবহারের জন্য রাখিয়া দিলেন।

ইহাই পরশুরাম ও নানা ফড়নবিশের বিবাদের একতম কারণ। নানা ফড়নবিশ বাবারাও ফড়্‌কে, তুকাজী হোলকর ও রায়জী পাটেল দ্বারা সিন্দিয়ারাজের সহিত গুপ্তভাবে ষড়যন্ত্র করিলেন যে, যদি তাঁহারা একত্র বাজীরাওকে সিংহাসনে বসাইতে পারেন ও বল্লভ টট্টকে বন্দী করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদিগকে পরশুরাম ভাউ পটবর্দ্ধনের সমুদয় জায়গীর, আহ্মদনগর দুর্গ ও দশলক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিবেন। এ দিকে নানা কোল্‌হাপুর-রাজকে নানা ছলে ভুলাইয়া পরশুরাম ভাউকে আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করিলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্ষার পর কোল্‌হাপুর-সর্দার পরশুরামের অধিকৃত প্রদেশ ও বল্লভগড় দুর্গ লুট করেন, পরে তিনি তাসগাঁও অবরোধ ও লুট করণান্তর পরশুরামের বাটী জ্বালাইয়া দিলেন। নানা ফড়নবিশ রাঘোজি ভোন্‌স্‌লে, নিজাম আলী ও ইংরাজের প্রতিশ্রুত সাহায্যে পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া ২৭এ অক্টোবর তারিখে বল্লভটট্টকে বন্দী করিলেন এবং পরশুরাম ভাউকেও বন্দী করিবার জন্য মাশির উল্‌-মুল্‌ক ও নারুপন্থ চক্রদেবের অধীনে সৈন্য পাঠাইলেন। পরশুরাম চিম্‌নাজি অপ্পাকে সঙ্গে লইয়া শিউনেরী দুর্গ অভিমুখে পলাইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে ধৃত ও বন্দী হইলেন এবং বাজীরাও নানা ফড়নবিশের সাহায্যে মসনদে আরোহণ করিলেন। তাহাদের এ সদ্ভাব রহিল না। বাজীরাও সাতারারাজের সহযোগে নানার সহকারী বাবুরাও কৃষ্ণ ও নানা ফড়নবিশকে বন্দী করিলেন। কিন্তু সাতারারাজের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া বাজীরাও ক্ষুব্ধ হইলেন। উভয়েই যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত রহিলেন। সিন্দিয়ারাজ সাতারা পক্ষ অবলম্বন করিলেন। মধুরাও রস্তিয়া সাতারা আক্রমণে বিফলপ্রযত্ন হইয়া মালগাঁওএ ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে পরশুরাম মধুরাও রস্তিয়ার ভ্রাতা আনন্দ রাওর নিকট বাণ্ডুগ্রামে বন্দী ছিলেন। তাঁহাকে বাই নগরে আনাইয়া মুক্তিদান করা হইল। কথা রহিল, পরশুরাম পেশবার জন্য সৈন্যসংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিবেন।

পেশবার আদেশে ও রস্তিয়ার সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যে বহু লোক আসিয়া পরশুরামের সৈন্যদলভুক্ত হইল। পরশুরাম দশহাজার সেনা লইয়া নদী পার হইয়া সাতারা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কএকদিন সাতারা দুর্গ অবরোধের পর রাজা আত্মসমর্পণ করিলেন। অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, পরশুরাম সৈন্যদিগকে পূর্ব্ব বেতন দিতে পারিবেন না বলিয়া ক্ষমাপ্রার্থনায় বিদায় দিলেন। বাজীরাও কিন্তু ছাড়িলেন না, তিনি পরশুরামের নিকট হইতে দশলক্ষ টাকা খেসারত লইয়া তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত টিপু সুলতানের বিবাদ উপস্থিত হয়। নানা ফড়নবিশ পরশুরামের পুত্র অপ্পা সাহেবকে সেনানায়কের পদে অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু অপ্পা সাহেব সৈন্যাধ্যক্ষের পদগ্রহণে অসম্মতি জানাইলে, নানা ফড়নবিশ পরশুরাম ভাউকে সেই পদ লইতে প্রস্তাব করিলেন। এই সূত্রে পূর্ব্ব মনোমালিন্য দূর হইয়া উভয়ের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়। পরশুরাম জানাইলেন, যদি তাঁহাকে ধারবার জেলা ও কর্ণাটক রাজ্যের অনেকগুলি ভূভাগ জায়গীররূপে দেওয়া হয় এবং বাজীরাও পূর্ব্বে তাঁহাকে যে টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন, যদি তিনি ঐ টাকা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে রেহাই দেন, তাহা হইলে তিনি বর্ত্তমান সময়ে মহারাষ্ট্রবাহিনী পরিচালনের ভার গ্রহণ করিতে পারেন। এই যুদ্ধে টিপু সুলতানের পরাজয় হয়। ইতিহাসে ইহা ৪র্থ মহিসুরের যুদ্ধ নামে লিখিত আছে।

যখন একদিকে টিপুসুলতান-দমনের উদ্যোগ হইতেছিল, তখন অন্যদিকে কোল্‌হাপুররাজ সহকারী চিতুর সিংহের সহায়তায় পেশবার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। পরশুরাম সাতারা জয় করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে বিদ্রোহী চিতুরসিংহ বরণা নদীর উত্তরে রস্তিয়ার রক্ষিত সৈন্যগণকে আটক করিলেন। কোল্‌হাপুররাজ ও ধুন্ধুপন্থ গোখ্‌লে পরশুরামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তাসগাঁও প্রভৃতি পরশুরামের জায়গীরভুক্ত নানাস্থান অধিকারে আনিলেন। নানা ফড়নবিশ উপায়ান্তর না দেখিয়া ৪র্থ মহিসুর যুদ্ধের জন্য সংগৃহীত সৈন্য পরশুরামের অধ্যক্ষতায় কোলহাপুর অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। নানা ফড়নবিশ পরশুরাম ভাউকে আদেশ করিলেন যেন, কোল্‌হাপুররাজ আর অগ্রসর হইতে না পারেন (১৩ই ফেব্রুয়ারী—৪ঠা মে ১৭৯৯ খৃঃ অ।) পরশুরাম প্রথমে দক্ষিণ যুদ্ধে গমন করিয়া ঘাটপ্রভা ও মালপ্রভা নামক পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত দুর্গ অধিকার করিলেন। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি গোকাক হইতে কোলহাপুর অভিমুখে সদলে চিকোড়িতে আসিয়া উপস্থিত হন। নিপানী গ্রামের ৩ মাইল পূর্ব্বে ও চিকোড়ির সন্নিকটে পত্তনকোড়ী (পত্তনকুণ্ডী) নামক গ্রামে কোল্‌হাপুররাজ ও চিতুরসিংহ লুক্কায়িত ছিলেন। পরশুরাম এখানে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে পরশুরামের পরাজয় হইল। তিনি ভীষণরূপে আহত ও বন্দী হইলেন। উক্ত আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে *। কাপ্তেন মুর ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পরশুরামকে দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার বয়স ৫০।৫৫ হইবে, আকৃতি মধ্যম, বীর্য্যশালী, মুখাকৃতি সুন্দর না হইলেও কতকাংশে মনোমুগ্ধকর এবং সৎস্বভাবব্যঞ্জক।

পরশুরাম শ্রীনিবাস, একজন মহারাষ্ট্রপ্রতিনিধি। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের সমীপবর্ত্তী কোন সময়ে তাঁহার পিতা প্রতিনিধি ভবানীরাওর মৃত্যুর পর তাঁহার জন্ম হয় এবং জন্ম হইতেই তিনি প্রতিনিধিপদ প্রাপ্ত হন। যুবাবয়সে তাঁহার সাহসের পরিচয় পাইলেও তাঁহার মানসিক বৃত্তিসমূহ ততদূর সতেজ ছিল না। বাল্যকালে তিনি নানা ফড়নবিশের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিয়া নানাবিষয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা ও মুতালিক বলবন্তরাও ফড়নবিশের শাসনাধীনে শ্রীনিবাসের একটী পৈতৃক জায়গীর ছিল। পরশুরাম স্বহস্তে ঐ সম্পত্তি পরিচালন ভারগ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মাতাকে আপনার মনোভাব জ্ঞাপন করেন। মাতাও পুত্রকে আশা দিয়া বঞ্চিত করিতে লাগিলেন। উদ্ধতপ্রকৃতি প্রতিনিধি বলপূর্ব্বক জমির অধিকার লইতে অগ্রসর হইলেন। পেশবা বাজীরাও উভয়ের মনোমালিন্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন যে পটবর্দ্ধনগণ আর প্রতিনিধিকে সাহায্য করিলেন না, তখন তিনি পরশুরামকে জব্দ করিবার মানসে বলবন্ত ফড়নবিশের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিলেন। এই দারুণ বিপদে পরশুরামের সহকারিগণ গুপ্তভাবে লুকাইয়া রক্ষা পাইল; কিন্তু তাঁহার কারাযন্ত্রণা অপনোদন করিতে আর একজনও বিশেষ চেষ্টা করিল না। সকলেই মনে করিল যে বোধ হয় তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাগারেই কাটাইতে হইবে। তাঁহার একমাত্র স্ত্রী তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া মাতার অভিমতে কার্য্য করিবার জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু কঠোরপ্রকৃতি প্রতিনিধি স্ত্রীর কথায় প্রীত না হইয়া বরং তাহার উপর চটিয়া উঠিয়া তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিলেন এবং ভবিষ্যতে আর তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতঃপর কোন তৈলবিক্রেতার স্ত্রীকে (তেলিনী) তিনি আপনার অভিমত ভার্য্যা বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণের এইরূপ তেলীকন্যার সহবাস সাধারণে বড়ই নিন্দনীয় হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি কিছুই গোপন করেন নাই। ঐ তেলিনী প্রতিনিধির এরূপ দুর্ঘটনা শুনিয়া সহ্যাদ্রিতে যাইয়া কতকগুলি লোক নিজ দলভুক্ত করিয়া লন এবং বসোতাদুর্গের যে স্থানে পরশুরাম কারাবদ্ধ ছিলেন, ঐ স্থান আক্রমণ করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। মুক্ত হইয়াই পরশুরাম পন্থপ্রধানের অধীনতা অস্বীকার করিয়া আপনাকে সাতারারাজের ভৃত্য বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার অধিকারভুক্ত নীরা ও বরণা নামক স্থানের অধিবাসিবৃন্দ বিদ্রোহিতার আভাস দেয়, তিনি স্বয়ং যাইয়া তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহার পূর্ব্বতন সহযোগীরা আসিয়া বিদ্রোহীদলের দেহ পুষ্টি করিল। এই সৈন্যসংখ্যা লইয়া তিনি তদীয় মাতা ও বলবন্তরাও-ফড়নবিশের পক্ষীয় ব্যক্তিদিগের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। যে সমস্ত কৃষক তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা তাঁহার দস্যুবৃত্তিলব্ধ ধনের অংশলাভ করিয়া আরও তাঁহার অনুরক্ত হইয়া উঠিল। পরশুরামের অদ্ভুত সাহস থাকিলেও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও কার্য্যকারিতাশক্তি ততদূর প্রবল ছিল না। যে অসম সাহসে

* কেহ কেহ বলেন, বিঘাসরাও নামক জনৈক ব্যক্তি পরশুরামের মৃতদেহ লইয়া কোল্‌হাপুররাজ সমীপে উপস্থিত হন। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিতে আদেশ দেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও স্বয়ং এলফিন্‌ষ্টোন সাহেবকে বলিয়াছেন যে, এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত হইলেও কোল্‌হাপুর এমন কি সাতারায় যেখানে কোলহাপুররাজের শত্রুমণ্ডলী আছে, তাহাদের মধ্যে কেহই এ কথা স্বীকার করেন না।

জয় করিয়া তিনি বিদ্রোহিদল পরিচালনা করিয়াছিলেন। ইংরাজের সাহায্য গ্রহণ না করিলে বাজীরাও কখনও এই বিদ্রোহদমনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। তিনি যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইবার পূর্ব্বে গোখ্‌লে সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরশুরামের সহকারিগণ পর্ব্বতে ফিরিয়া গিয়া সৈন্য বৃদ্ধির পরামর্শ দিলেন; কিন্তু তিনি সকলের কথা উপেক্ষা করিয়া বসন্তগড়ের নিকটে গোখ্‌লের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রথম মুখে প্রতিনিধির অনেক সৈন্য পলাইয়া গেল, তিনি কএকজন মাত্র লোক লইয়া যুদ্ধ দিলেন; এই যুদ্ধে তাঁহার একটী হাত নষ্ট হয় এবং তাঁহার মস্তকে ভীষণ আঘাত লাগে।

শত্রুরা তাঁহাকে মৃত বিবেচনায় লইয়া গেল, কিন্তু দৈবক্রমে তিনি সারিয়া উঠিলেন। বাজীরাও তাঁহাকে পুণানগরে যাবজ্জীবন কারাগারে আবদ্ধ রাখিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত জায়গীরের কতকাংশ তাঁহার ভরণপোষণের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। মহারাষ্ট্ররাজ্যের সকল দুর্গই বাজীরাওএর অধীনতা স্বীকার করিল, কেবল একমাত্র বসোতা দুর্গ অবনতি স্বীকার করে নাই। শ্রীনিবাসপ্রণয়িনী সেই তেজীয়সী রমণী অদম্য উৎসাহে ৮ মাস কাল এই দুর্গ রক্ষা করিয়াছিল, অবশেষে দুর্গমধ্যস্থ রসদখানায় আগুন লাগায়, উপায়ান্তর না দেখিয়া তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। বাপুগোখ্‌লে আসিয়া প্রতিনিধির সকল ধনরত্ন অপহরণ করিলেন এবং বাজীরাওর আদেশে বাপুগোখ্‌লে এই সকল জিত দুর্গের অধিকারী হইলেন।

পরশুরামপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের প্রতাপগড় জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে একটী মন্দিরে 'চৌহার্জা' নামে একশক্তি (পার্ব্বতী) মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, দক্ষযজ্ঞকালে পার্ব্বতীর দেহাংশ এখানে পতিত হয়। এখানকার পুরোহিতগণ বলেন, বনাফর-বীর আল্‌হা এই দেবীর উপাসনা করিতেন। এখানে দেবীপূজার জন্য অনেক যাত্রী আসিয়া থাকে।

পরশুরামেশ্বর, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরক্ষেত্রের অন্তর্গত ভুবনেশ্বর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটী দেবমন্দির। ইহার কারুকার্য্য ও গঠনপ্রণালী নিতান্ত মন্দ নহে।

পরশুবন (ক্লী) পরশুবৎ পত্রযুক্তং বনং। মধ্যলো° কর্ম্মধা°। নরকভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব ৩২৩অ°) পরশুবন নরকের পত্রাদি পরশুর তুল্য, এই জন্য ঐ নরকের নাম পরশুবন হইয়াছে।

পরশ্চত্বারিংশ (ত্রি) চত্বারিংশের ঊর্দ্ধসংখ্যা। (শতপথব্রা° ১০।২।৬।৮)

পরশ্বধ (পুং) পর+শ্বি অন্যেভ্যোঽপীতি ড, ততঃ পরশ্বং ধয়তি ধা-ক। কুঠার। "ধারাং শিতাং রামপরশ্বধস্য সম্ভাবয়ত্যুৎপলপত্রসারাং॥" (রঘু ৬।৪২)

পরশ্বধিন্ (ত্রি) পরশুধারী। "ধনদো ন্যায়কারী চক্রী শরী চর্ম্মী পরশ্বধী॥" (হরিবংশ ২১৯ অ°)

পরশ্বস্ (অব্য) পর-শ্বস্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। আগামিদিনের পরদিন, অথবা গতদিনের পূর্ব্বদিন, চলিত পর্শু।

"পরশ্বশ্চ মহাভাগ দ্রষ্টুং গন্তাস্মহং গতা।"

(মার্কণ্ডেয়পু° অবীক্ষিতচরিত)

পরশ্রেয়স্ (ক্লী) পরামুক্তি। পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া অন্তিমে মোক্ষপ্রাপ্তি।

পরসূক্ষ্ম, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রলিখিত পরিমাণভেদ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে পরমাণু বিভাগসম্বন্ধে লিখিত আছে যে, ৮ পরমাণুতে = ১ পরসূক্ষ্ম এবং পরসূক্ষ্মে = ১ ত্রসরেণু হইয়া থাকে। (মার্কণ্ডেয়পু° ৪৯।৩৭-৩৯)

পরস্ (অব্য) পরস্মাৎ পরস্মিন্ পরো বা পঞ্চম্যাদ্যর্থে বাহু° অসি। পর হইতে বা পরবিষয়ে।

পরসঙ্গ (ত্রি) ১ অন্যের সঙ্গ বা বন্ধুতা। ২ অন্যের সহিত বিবাহিত। ৩ প্রসঙ্গ। "রস পরসঙ্গে উঠয়ে মধু কাঁপ।" (বিদ্যাপতি)

পরসঙ্গত (ত্রি) ১ অন্যের সহিত মিলিত বা বিবাহিত। ২ দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত।

পরসঞ্চারক (পুং) দেশভেদ। তন্নামক দেশবাসী।

পরসংজ্ঞক (পুং) পরা শ্রেষ্ঠা সংজ্ঞা যস্য। ততঃ কপ্। আত্মা। (শব্দর°)

পরসম্বন্ধ (পুং) অন্যের সহিত সম্বন্ধ, আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা।

পরসবর্ণ (পুং) সমানবর্ণঃ সবর্ণঃ পরেণ সবর্ণঃ ৩তৎ। পর বা উত্তরবর্ত্তী বর্ণের সমান বর্ণ।

পরসস্থান (ত্রি) পরবর্ত্তী বর্ণের সমানবর্ণ। "মকারস্য স্পর্শে পরসস্থানঃ॥" (অথর্ব্বপ্রাতিশাখ্য ২।৩১)

পরসাৎ (অব্য) পর-চসাৎ। পরকে দেওয়া।

পরসাৎকৃতা (স্ত্রী) পর সঙ্গে যে বালিকার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহিতা দুহিতা।

পরসেবা (স্ত্রী) পরেষাং সেবা। অন্যের সেবা।

পরস্তর (ত্রি) তরঃ তরণীয়ং, পরঃ সাতিশয়ং তরঃ, পারস্করাদিত্বাৎ সাধুঃ। অতিশয়রূপে তরণীয়। (ঋক্ ১০।১৫৫।৩)

পরস্তাৎ (অব্য) পর-পঞ্চম্যাদ্যর্থে অস্তাতি। পঞ্চম্যাদ্যর্থ-বৃত্তি-পর শব্দার্থ, পর হইতে বা পরবিষয়ে ইত্যাদিরূপ। "ততঃ পরস্তাৎ যোগেশ্বরগতিং বিশুদ্ধামুদাহরন্তি" (ভাগ° ৫।২০।৪২)

পরস্ত্রী (স্ত্রী) পরেষাং স্ত্রী। পরের পত্নী, পরকীয়া নারী। সাধুগণ পরস্ত্রীর প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পরস্পর (ত্রি) পরঃ পরঃ 'সর্ব্বনাম্নো দে বাচ্যে সমাসবচ্চ বহুলং' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা সমাসবদ্ভাবে পূর্ব্বপদস্থ সুর্ব্বক্তব্যঃ। অন্যোন্য, ইতরেতর, পরপর।

"বনানি তোয়ানি চ নেত্রকল্পৈঃ পুষ্পৈঃ সরোজৈশ্চ নিলীনভৃঙ্গৈঃ।
পরস্পরাং বিস্ময়বন্তি লক্ষ্মীমালোকয়াঞ্চক্রুরিবাদরেণ॥" (ভট্টি ২।৫)

পরস্পরানুমতি (স্ত্রী) পরস্পরের অনুমতি।

পরস্মৈপদ (ক্লী) পরস্মৈ পরার্থং পরবোধকং পদং। দশ লকারের পূর্ব্ব নয় বিভক্তি, পর নয়টী বিভক্তি আত্মনেপদ। "শেষাৎ কর্ত্তরি পরস্মৈপদং" (পাণিনি) যথাক্রমে পরস্মৈপদের বিভক্তি সকল লিখিত হইল।

লট্ ও লৃট্—তিপ্, তস্, অন্তি। সিপ্, থস্, থ। মিপ্, বস্, মস্। পাণিনি মতে অন্তি স্থলে ঝি, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। লোট্—তুপ্, তাম্, অন্তু। হি, তং, ত। অনি, আব, আম। লঙ্—দিপ্, তাং, অন্। সিপ্, তং, ত। পং, ব, ম। লুঙ্ ও লৃঙে এই বিভক্তি। লিট্—ণল্, অতুস্, উস্। থল্, অথুস্, অ। ণল্, ব, ম। লুট্—তা, তারৌ, তারস্। তাসি, তাস্থস্, তাস্থ। তাস্মি, তাস্বস্, তাস্মস্। লিঙ্—যাৎ, যাতাং, যুস্। যাস্, যাতং, যাত। যাম্, যাব, যাম। লোঙ্—যাৎ, যাস্তাং, যাসুস্। যাস্, যাস্তং, যাস্ত। যাসং, যাস্ব, যাস্ম। এই সকল বিভক্তির নাম পরস্মৈপদ। যে সকল ধাতু পরস্মৈপদী, তাহাদের উত্তর পরস্মৈপদ অর্থাৎ এই সকল বিভক্তি প্রত্যয় হইয়া থাকে।

পরস্মৈপদিন্ (ত্রি) পরস্মৈপদ-ইনি। ধাতুভেদ, সে সকল ধাতুর উত্তর পরস্মৈপদ বিভক্তি হয়, তাহাদিগকে পরস্মৈপদী কহে।

পরস্বধ (পুং) পরশ্বধ-নিপাতনাৎ শস্ত সত্বং। পরশ্বধ, কুঠার। (অমরটীকা রায়মুকুট।)

পরহন্ (ত্রি) পরং হন্তি হন্-কিপ্। পরহননকারী।

পরহিত (ত্রি) পরের মঙ্গলাভিলাষী। হিতাকাঙ্ক্ষী। "ভূমৌ নহি পরহিতাৎ পুণ্যমধিকম্।" (ভর্তৃহরি ১৫২)

পরহিতরক্ষিত (পুং) পঞ্চক্রম নামক গ্রন্থের টীকাকার।

পরহিতরাজ, চালুক্যবংশীয় একজন রাজা।

পরহিত বানো বেগম, সম্রাট্ শাহজহানের কন্যা। কন্ধারি বেগমের গর্ভজাত। ১০৮৬ হিজিরায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

পরহিয়া, (পাহাড়িয়া) পালামউ জেলাবাসী পার্ব্বতীয় জাতিভেদ, ইহাদের মধ্যে যে সকল থাক বা শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়, তাহা সাধারণতঃ পশুপক্ষ্যাদির নাম হইতে উৎপন্ন। খেরোয়ার, গান্থু ও মন্ঝি এই তিনটী ইহাদের বংশোপাধি। বাগ (ব্যাঘ্র), গিধ (গৃধ্র), ফশিঙ্গা (ফড়িং), কউয়া (কাক), মইনা (পক্ষী), নাগ (সর্প), ভেজেঙ্গা (জোঁক) এবং গহাই ওকিয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন থাক আছে। ইহারা 'ধর্ত্তি মাই' র (ধরিত্রীদেবী) ও গোহেত নামক দেবতার উপাসনা করে।

পরা (অব্য) ১ বিমোক্ষ। ২ প্রাধান্য। ৩ প্রাতিলোম্য। ৪ ধর্ষণ। ৫ আভিমুখ্য। ৬ ভৃশার্থ। ৭ বিক্রম। ৮ গতি। ৯ বধ। (মেদিনী) উপসর্গবিশেষ—এই উপসর্গের অর্থ—১০ ভঙ্গ। ১১ অনাদর। ১২ প্রত্যাবৃত্তি। ১৩ ন্যগ্ভাব।
(মুগ্ধবোধটীকা দুর্গা°)

পরা (স্ত্রী) পৃ-অচ্, ততষ্টাপ্। ১ বন্ধ্যা কর্কোটকী। (রাজনি°) ইহার গুণ—লঘু, কফনাশক, ব্রণশোধক, সর্প ও বিসর্প বিষনাশক এবং তীক্ষ্ণ। (ভাবপ্র°) ২ নাভিরূপ মূলাধার হইতে প্রথমোদিত নাদস্বরূপ বর্ণ। "মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্ত ভাবঃ পরাখ্যঃ।" (অলঙ্কারকৌস্তুভ প্রথম কিরণ) পূরয়তি সাগরং ভক্তমনোরথঞ্চ পৃ-অচ্-টাপ্। ৩ গঙ্গা। (কাশীখ° ২৯।১০৬) ৪ গায়ত্রী। "পার্ব্বতী পরমোদারা পরব্রহ্মাত্মিকা পরা।"
(দেবীভাগ° ১২।৬।৯০)

পরা, ১ নদীভেদ। (মৎস্য ৫৭।২০) [পারা দেখ।] ২ অপর ব্যক্তি। (দেশজ) ৩ পরিধান করা।

পরাওবাড়ী, আলাহাবাদের হামিরপুর জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে একটী প্রাচীন কূপে ৭৫৫ সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপি দেখা যায়।

পরাঙ্কুশ নাথ, একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। শ্রীনিবাসদাস কৃত যতীন্দ্রমতদীপিকায় ইঁহার মত উদ্ধৃত আছে।

পরাক (পুং) পরং অত্যন্তং অকং দুঃখং উপবাসাদিজন্য শারীরিকাদিক্লেশো যত্র, যস্মাদ্বা। ১ ব্রতবিশেষ, পরাকব্রত।

"যতাত্মনোঽপ্রমত্তস্য দ্বাদশাহমভোজনং।
পরাকনাম কৃচ্ছ্রোঽয়ং সর্ব্বপাপাপনোদনঃ॥" (মনু ১১।২১৫)

এই ব্রতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া দ্বাদশাহ উপবাস করিতে হয়, ইহাকে পরাকব্রত কহে, এই ব্রত সকল পাপনাশক। পরাকব্রতে পঞ্চধেনু দান করিতে হয়। এই পরাকব্রত পঞ্চ প্রাজাপত্যব্রতের তুল্য।

"ষড়্ভির্বর্ষৈর্ব্রহ্মচারী ব্রহ্মহা তু বিশুধ্যতি।
মাসি মাসি পরাকেণ ত্রিভির্বর্ষৈর্ব্যপোহতি॥" (অঙ্গিরা)

পরাকব্রতের বিশেষ বিবরণ প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ও প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে। ২ খড়্গ। ৩ ক্ষুদ্ররোগবিশেষ। ৪ জন্তুবিশেষ। (বিশ্ব)

পরাকে (অব্য°) পর-অক বাহুলকাৎ ডে। দূর। (নিঘণ্টু)

পরাকাশ (পুং) বাক্য দ্বারা প্রতিজ্ঞাত ও কার্য্যে অকৃত অর্থের পরীক্ষা। বাক্যে যাহা প্রতিজ্ঞা করা যায়, এবং কার্য্যে তাহা অনুষ্ঠিত না হয়, এইরূপ অর্থের পরীক্ষা। (শত°ব্রা° ১৪।৯।৪।১২)

পরাকাষ্ঠা (স্ত্রী) ১ গায়ত্রীভেদ। (দেবীভাগ° ১২।৬।১০১) ২ পরিসীমা।

পরাক্‌পুষ্পী (স্ত্রী) অপামার্গ। (রাজনি°)

পরাক্রম (পুং) পরাক্রম্যতেঽনেন ক্রম-ঘঞ্, (নোদাত্তোপদেশস্য। পা ৭।৩।৩৪) ইতি ন বৃদ্ধিঃ। শক্তি, পর্য্যায়—দ্রবিণ, তর, সহ, বল, শৌর্য্য, স্থাম, শুষ্ম, প্রাণ, মহ, শুষ, সামর্থ্য। (শব্দরত্না°)

"পরাক্রমক যুদ্ধেষু জায়তে নির্ভয়ঃ পুমান্।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৯২।১৩)

২ বিক্রম। (মার্ক° পু° ২০।২৫)

৩ উদ্যোগ। (মেদিনী) ৪ নিষ্ক্রান্তি। (শব্দরত্না°) ৫ বিষ্ণু।

"ঐশ্বর্য্যং জগতঃ সেতুঃ সত্যধর্ম্মঃ পরাক্রমঃ॥"

(ভারত ১৩।১৪৯।৪৪)

পরাক্রম, ১ চোলবংশীয় জনৈক নরপতি। [চোল দেখ।]

২ পাণ্ডাবংশীয় নৃপভেদ, ইনি সম্ভবতঃ ১৩৭০ খৃঃ অব্দে মদুরায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার পূর্ণ নাম কাশিকণ্ড পরাক্রম পাণ্ড্য। ১২৪৮ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ইঁহার নামোল্লেখ আছে। ৩ উক্ত বংশীয় অপর একজন নৃপতি। ত্রিভুবন-চক্রবর্ত্তী পরাক্রম পাণ্ড্যদেব। ১৫৪৬ শকে উৎকীর্ণ ইঁহার একখানি প্রশস্তি পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতে উক্ত রাজবংশধরদিগের নির্ম্মিত অনেক কীর্ত্তি লক্ষিত হয়।

পরাক্রমকেশরিন্ (পুং) পরাক্রমে কেশরীব। বিক্রমকেশরী, বিক্রম প্রকাশে সিংহতুল্য। ২ বিক্রমকেশরী রাজার পুত্রভেদ।

পরাক্রমজ্ঞ (ত্রি) পরাক্রমং শত্রুবলং জানাতীতি জ্ঞ-ক। শত্রুর পরাক্রম যে জানিতে পারে।

পরাক্রমবৎ (ত্রি) পরাক্রমঃ বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। বিক্রমশালী, পরাক্রমযুক্ত।

পরাক্রম বাহু, (মহৎ) সিংহলদ্বীপের একজন রাজা। ইনি বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মের প্রশ্রয় দিবার জন্য মঠ, বিহার ও নানাস্থানে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন, এ কারণে ইনি সাধারণ হইতে 'মহৎ' ও লঙ্কেশ্বর উপাধি লাভ করেন। ১১২৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার পিতা বিজয়বাহুর মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর রাজপরিবারবর্গের মধ্যে রাজ্যাধিকার লইয়া বিষম গোল বাধে, তজ্জন্য প্রায় ২২ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধও হয়। অবশেষে যুদ্ধবিগ্রহাদি শান্তি হইলে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে পরাক্রম সিংহাসন প্রাপ্ত হন। লঙ্কার রাজধানী অনুরাধাপুর শ্রীহীন হইলে পুলস্তিনগর (পোলোন্নরুবা) রাজধানীরূপে গণ্য হয়। এই নগরেই পরাক্রমবাহুর অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। ইঁহার রাজত্বের অষ্টম বৎসরে ইনি দক্ষিণ সিংহলের (রোহণ) অধিপতিকে পরাজয় করিয়া তদ্রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করেন*। নরেন্দ্রচরিতাবলোকনপ্রদীপিকা নামক সিংহলদেশীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, রামান্ন দেশাধিপতির সহিত রাজা পরাক্রমের বিশেষ সদ্ভাব ছিল। রামান্নাধিপতি ছদ্মলোকের পরামর্শে সিংহল রাজদূতকে বন্দী করিলেন। এতদ্ব্যতীত অনুরীপরাজ কাশ্যপের † নিকট সিংহলরাজ যে উপঢৌকন ও পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাও আটকাইলেন। পরাক্রমবাহু ক্ষুভিত হইয়া স্বদেশীয়ের মধ্যে একটী মহাসভা আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে যথাযথ বর্ণনা করিলেন এবং রামান্নরাজকে বিনাশ অথবা বন্দী করিয়া আনিতে উত্তেজিত করিলেন। দৈবজ্ঞশ্রেষ্ঠ দমিলাধিকারী সেনাপতি হইয়া অগ্রসর হইলেন। রামান্নরাজ পরাজিত ও বন্দী হইয়া সিংহলরাজ সমীপে নীত হইলেন ‡। মদুরাধিপতি পরাক্রম পাণ্ড্য কুলশেখর হইতে উত্যক্ত হইলে পরাক্রম-বাহুর শরণাপন্ন হন। সিংহলরাজ নিজ মহামন্ত্রী লঙ্কাপুর-দণ্ডনাথকে কুলশেখর-নাশের আদেশ দিলেন। কুলশেখর পরাজিত ও বন্দী হইলেন। রামেশ্বরের নিকটে লঙ্কাপুর-দণ্ডনাথ প্রতিষ্ঠিত জয়স্তম্ভে এই কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়াছে। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে ইনি কাম্বোজ ও অরমন § এবং চোল ও পাণ্ড্য রাজ্য আক্রমণ করেন। ইঁহার পত্নী পাণ্ড্যরাজপুত্রী লীলাবতীর স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা অদ্যাপিও পাওয়া যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর লীলাবতী ১১৯৭,১২০৯ ও ১২১১ খৃষ্টাব্দে তিনবার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ইনিও স্বামীর ন্যায় বিদ্যানুরাগিণী ছিলেন।

পরাক্রমবাহু ত্রিপিটক অনুসারে বৌদ্ধধর্ম্মরক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। একারণ যুদ্ধবিগ্রহাদি নানা বিপ্লবসত্ত্বেও তিনি বৌদ্ধগ্রন্থসমন্বিত সর্ব্বসমেত ১৩০টী বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন। অভিধানপ্রদীপিকা নাম্নী একখানি কোষ ইঁহারই রাজত্ব সময়ে রচিত হয়। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। কেহ কেহ নিঃশঙ্কমল্ল ও মহাপরাক্রমবাহুকে একই ব্যক্তি বলিয়া অনুমান করেন ¶।

* চতুর্থ মহেন্দ্রের পুত্র কাশ্যপ নামে একজন চোলরাজ সিংহলের সিংহাসন অধিকারে প্রয়াস হইলে বিজয়বাহু তাঁহাকে পরাজিত করেন। (Jour. R. A. S. Vol. VII p. 154.) যুদ্ধের পর শান্তি স্থাপিত হইলে, সম্ভবতঃ পরাক্রম বাহু ইঁহার নিকট উপঢৌকনাদি পাঠাইতেন।

† Jour. R. A. S. Vol. VII. p. 155 & J. A. S. B. Vol. XLI 197.

‡ Jour. A. S. B. Vol. p' XLI. p. 190.

§ কেহ কেহ এই স্থানকে আরাকান বা ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন। Ind. Ant. Vol. XVII. p. 126. কিন্তু রাজাবলী, রাজরত্নাবলী ও মহাবংশে এই স্থান করমণ্ডলকূলে অবস্থিত বলিয়া লিখিত আছে।

¶ J. R. A. S. Vol. VII. p. 154.

পরাক্রম বাহু বীররাজ নিঃশঙ্কমল্ল, সিংহলের জনৈক রাজা ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে, মহাপরাক্রমবাহুর মৃত্যুর পর ১১৮৭ খৃঃ অব্দে ইনি রাজ্যাধিকার পান। পরাক্রম বাহুর রাজত্ব কালের শেষভাগে উৎকীর্ণ যে তিনখানি শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে—পরাক্রমবাহু সিংহলদ্বীপবাসীদিগকে বলিতেছেন, যেন তাহারা স্বদেশীয়ের মধ্যে একজনকে রাজা না করিয়া ভারতবাসী কোন ক্ষত্রিয় নরপতিকে রাজপদে বরণ করে। সেই কারণ কলিঙ্গের অন্তর্গত সিংহপুরাধিপতি রাজা জয়গোপের পুত্র নিঃশঙ্কমল্ল নির্ব্বাচিত হইয়া সিংহলে আমন্ত্রিত ও রাজপদে নিয়োজিত হন। ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয় *। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি "শ্রীসঙ্ঘবোধি কালিঙ্গ—পরাক্রমবাহু—বীররাজ—নিঃশঙ্কমল্ল—অপ্রতিমল্ল—লঙ্কেশ্বর মহারাজ" উপাধি ধারণ করেন। পান্থশালাসমূহ, পুষ্করিণ্যাদি খনন ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ব্যতীত ইঁহার রাজত্ব সময়ে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। ইঁহার বীরবাহু নামে এক পুত্র ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নামে এক কন্যা ছিল। প্রজাগণের সুবিধার জন্য ইনি করসংগ্রহপ্রথা উদ্ভাবন করেন, কিন্তু প্রজাগণের অসন্তোষকর কোন করই তিনি গ্রহণ করেন নাই †। ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যুতে পুত্র বীরবাহু একবৎসরকাল রাজত্ব করিলে পুনরায় রাজ্ঞী লীলাবতী রাজ্যাধিকার লাভ করেন।

[পরাক্রমবাহু 'মহৎ' দেখ।]

পরাক্রম বাহু ৩য়, সিংহলদ্বীপের একজন বৌদ্ধ রাজা। ১২৬৬ হইতে ১৩০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ইনি পিতৃস্থাপিত মন্দিরাদির পুনর্নির্ম্মাণ, চোলরাজ্য হইতে শ্রমণ আনাইয়া দেশবাসীদিগকে 'ত্রিপিটক' শিক্ষা দেওয়া, দক্ষিণ ভারতের নানা স্থান হইতে বৌদ্ধগ্রন্থ সংগ্রহ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম পুস্তকাদি বিচারের জন্য একটী সভা স্থাপিত করেন। 'পূজাবলি' নামে একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ ইঁহার রাজত্বকালে রচিত হয়।

পরাক্রমবাহু ৪র্থ, সিংহলদ্বীপের একজন বৌদ্ধ রাজা, ১৩১৪-১৩১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন।

পরাক্রমবাহু ৫ম, (শ্রীসঙ্ঘবোধি) সিংহলের একজন বৌদ্ধ রাজা। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার রাজত্বের দশম বৎসরে উৎকীর্ণ শিলাফলক হইতে জানা যায় যে, ইনি দেবরাজ বিষ্ণুর উদ্দেশে ভুবনৈকবিহারের নিকটে একটী নারিকেলস্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিল।

পরাক্রম বাহু, ৬ষ্ঠ, সিংহলদ্বীপবাসী একজন প্রবল পরাক্রান্ত বৌদ্ধ রাজা। কলম্বো বন্দরের নিকটবর্ত্তী জয়বর্দ্ধনপুর নগরে (বর্ত্তমান কোট্টে) ১৪১০—১৪৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করিয়াছিলেন। মাতা সুনেত্রা মহাদেবীর স্মরণার্থ ১৪৫৩ সংবৎসরে একটী বুদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

পরাক্রম বাহু ৭ম, সিংহলদ্বীপবাসী একজন বৌদ্ধ রাজা। সম্ভবতঃ ১৫০৫-১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন *। পিহিত, মায়া ও রুহুনু নামক সিংহলের তিনটী বিভাগই ইঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। রাজ-মহাকল্যাণীর নামক স্থানের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে, ইনি ২০৫১ বুদ্ধ-সম্বৎসরে লঙ্কার সিংহাসনে আরূঢ় হন।

পরাক্রমিন্ (ত্রি) পরাক্রমঃ অস্ত্যস্তি ইনি। পরাক্রমযুক্ত।

(হরিবংশ ২৪৯ অঃ)

পরাগ (পুং) পরা গচ্ছতীতি গম-ড। পুষ্পধূলি, ফুলের উপর স্বভাবতঃ যে সূক্ষ্ম গুঁড়া হয়। পর্য্যায়—সুমনোরজ, কৌসুমরেণু, পুষ্পরেণু। (শব্দর°)

"শিরঃ ন মুখং নাঙ্গং ন পঙ্‌ক্তী ন চরণাঃ পরাগেণ।
অস্পৃশতেব নলিন্যা বিদগ্ধমধুপেন মধু পীতং॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৫০৬) ২ ধূলি। (রঘু ৪।৩০) ৩ স্নানীয় দ্রব্যবিশেষ। ৪ গিরিপ্রভেদ। ৫ বিখ্যাতি। ৬ উপরাগ। ৭ চন্দন। (মেদিনী) ৮ স্বচ্ছন্দ গমন। (শব্দরত্না°) ৯ কর্পূররজঃ। (বৈদ্যকনিঘণ্টু)

পরাগকেশর, (Stamen) কেশরের স্থূল সূত্রগাছি ব্যতীত অবশিষ্ট সূত্রসমুদায়। পরাগকেশরের শিরোভাগে ধূলির ন্যায় এক প্রকার গুঁড় গুঁড় পদার্থ থাকে।

পরাগতি (পুং) ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৪২) (স্ত্রী) ২ গায়ত্রী। (দেবীভাগ° ১২।৬।১০১)

পরাগদৃশ্ (ত্রি) বহির্দৃষ্টি। "অতোঽহমস্য হৃদয়ং প্রবেক্ষ্যামি পরাগদৃশঃ।" (ভাগ° ৮।১৯৯)

পরাগবন্ধু (পুং) পরাবন্ধুর নামান্তর। [পরাবন্ধু দেখ।]

পরাগম (পুং) শত্রুর আগমন বা আক্রমণ।

পরাঙ্গ (স্ত্রী) শরীরের অধঃ বা পশ্চাদ্ভাগ।

পরাঙ্গদ (পুং) পরং অঙ্গং কামীরস্তো শিবশ্চং দদাতীতি দা-ক। শিব। (শব্দমা°)

পরাঙ্গব (পুং) পরাঙ্গং জলকৃত্যা প্রচুরশরীরং বাতি প্রাপ্নোতীতি বা-ক। সমুদ্র। (ত্রিকা°)

পরাঙ্মুখ (ত্রি) পরাক্ প্রতিলোমগামিমুখং যস্য। বিমুখ, পর্য্যায়—পরাচীন, চলিত মুখফিরান। (মনু ১০।১১৯) ২ প্রতিকূল। ৩ নিবৃত্ত। (পুং) ৪ অস্ত্রোক্ত মন্ত্রবিশেষ।

---

* Ind. Ant. Vol. VI. p. 347.

† Ind. Ant. Vol VI. p. 228.

* Indian Antiquary, Vol. 11. p. 250

"কামবীজং মুখে যাস্য শিরস্তান্মখমেব চ।
অসৌ পরাঙ্মুখঃ প্রোক্তঃ মধ্যে তু বিন্দুলাঞ্ছিতঃ॥" (তন্ত্রসার)

পরাঙ্মুখতা (স্ত্রী) পরাঙ্মুখস্য ভাবঃ, তল-টাপ্। পরাঙ্মুখত্ব, পরাঙ্মুখের ভাব।

পরাচ্ (ত্রি) পরাং অঞ্চতীতি পরা-অঞ্চ-ক্বিপ্। ১ প্রতিলোম-গমনাশ্রয়, প্রতিলোমগামী। ২ ঊর্দ্ধগামী। (পুং) ৩ অপ্রত্যক্ষগম্য পরের আত্মাদি। ৪ পরগামী বাহ্য পদার্থবোধক, প্রত্যগ্রূপাত্মভিন্ন।

"পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ, তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ॥" (কঠোপনি°)

পরাচিত (ত্রি) পরেণ আচিতঃ, পালিতঃ। পরপুষ্ট, পর দ্বারা প্রতিপালিত। পর্য্যায়—পরিস্কন্দ, পরজাত, পরৈধিত।

পরাচী (স্ত্রী) পরা-অঞ্চ-ক্বিপ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অনুলোম দ্বারা আবৃত্তা ঋক্। "তিসৃভ্যো হিঙ্করোতি স পরাচীভিঃ" (তাণ্ড্য° ব্রা°) ২ পরিবর্ত্তিনী বিষ্টুতিভেদ।

পরাচীন (ত্রি) পরা অঞ্চতি অনভিমুখীভবতীতি ক্বিপ্ (ঋত্বিগ্ দধৃক্। পা ৩।২।৫৯) পরাঙ্মুখ, বিমুখ।

"জ্ঞানমেকং পরাচীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্রহ্ম নির্গুণং।
অবভাত্যর্থরূপেণ ভ্রান্ত্যা শব্দাদিধর্ম্মিণা॥" (ভাগ° ৩।৩২।২৮)

২ প্রাচীন।

পরাচৈস্ (অব্য) পরাঙ্মুখ। "বাধস্ব দূরে নিঋতিং পরাচৈঃ" (ঋক্ ১।২৪।৯) 'পরাচৈঃ পরাঙ্মুখং কৃত্বা।' (সায়ণ)

পরাজয় (পুং) পরাজয়তীতি জি-অপ্। রণে ভঙ্গ। রণ শব্দ উপলক্ষণ, বিদ্যা, বিবাদ প্রভৃতিও ইহার মধ্যে বুঝিতে হইবে, পরাভব, পর্য্যায়—ভঙ্গ, হারী, হারি। (শব্দর°)

"অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্ দৃশ্যতে যুধ্যমানয়োঃ।
পরাজয়শ্চ সংগ্রামে তস্মাদ্ যুদ্ধং বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৭।১৯৯)

পরাজিৎ (পুং) কম্বকবচের পুত্রভেদ। (হরিবংশ ৩৭ অঃ)

পরাজিত (ত্রি) পরা-জি কর্ম্মণি ক্ত। কৃতপরাজয়, পরাভূত, বিজিত, যে হারিয়া গিয়াছে। পর্য্যায়—হারিত, বিজিত, নির্জ্জিত।

পরাজিষ্ণু (ত্রি) জয়ী, বিজেতা।

পরাঞ্জ (পুং) পরান্ অনক্তীতি অঞ্জ ব্যাপ্তৌ অচ্। ১ তৈল-নিষ্পীড়ন-যন্ত্র। ২ ফেন। ৩ ছুরিকাদল। (শব্দরত্না°)

পরাঞ্জন (ক্লী) ১ পরাঞ্জ, তৈলযন্ত্র। ২ ফেন। ৩ ছুরিকাদল।

পরাণ্ডা, বোম্বাই প্রদেশের আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী দুর্গ ও নগর।

পরাণ (পুং) পরা-অণ্-বিচ্, ততো পন্থঃ। প্রাণ। (ক্লী) সামভেদ।

পরাণুত্তি (স্ত্রী) বিতাড়ন। দূরীকরণ। ভিন্নস্থানে প্রেরণ।

"ভ্রাতৃব্য পরাণুত্ত্যৈ।" (তৈত্তিরীয়সং ৬।২।৩।২)

পরাতংস (পুং) ১ তাড়িত। ২ ধাক্কা মারিয়া হটাইয়া দেওন।

"কক্রমেবাত্তাঃ পরস্তাং করোত্যপরাতংসায়।" (কাঠক° ২৪।৩)

পরাতর (ত্রি) অত্যন্ত দূরতর।

"পরাতরং সু নিঋতির্জিহীতাম্।" (ঋক্ ১০।৫৯।১)
'পরাতরং অত্যন্তং দূরতরং।' (সায়ণ)

পরাৎপর (পুং) পরাৎ শ্রেষ্ঠাদপি পরঃ শ্রেষ্ঠঃ। শ্রীকৃষ্ণ।

"দেবাঃ কালস্য কালোঽহং বিধাতুর্বিধিরেব চ।
সংহারকর্ত্তুঃ সংহর্ত্তা পাতুঃ পাতা পরাৎপরঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৬ অঃ)

বিষ্ণু। ভগবান্ বিষ্ণু হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, এই জন্য তিনিই একমাত্র পরাৎপর।

পরাৎপ্রিয় (পুং) পরাদপি প্রিয়ঃ। তৃণবিশেষ, উলুখড়।

পরাত্মন্ (পুং) পরঃ আত্মা। ১ পরমাত্মা, পরব্রহ্ম। পরস্য আত্মা ৬তৎ। ২ পরের আত্মা।

"যুযুৎসতাং কুত্রচিদাততায়িনাং জয়ঃ সদৈকত্র ন বৈ পরাত্মনাম্।"
(ভাগ° ৫।১২।৭)

'পরো দেহ আত্মা যেষাং পরাধীনাত্মনাং বা ইতি।' (শ্রীধরস্বামী)

পরাদদি (ত্রি) যে প্রকারে শত্রুদিগের পরাঙ্মুখ হয়, সেইরূপ দানকারী। "অসিস্তুরি পরাদদিঃ।" (ঋক্ ১০।৮১।২)

'পরাদদিঃ পরাদাতা শত্রূণাং পরাঙ্মুখং যথা ভবতি তথা আদাতাসি।' (সায়ণ)

পরাদন (পুং) পরং উৎকৃষ্টমদনং যস্য, যদ্বা পরান্ শত্রূন্ অত্তি বা আদয়তি, অদ-ল্যু, ণিচ্-ল্যুর্বা। পারসী ঘোটক। পারস্য দেশোদ্ভব অশ্ব। (ত্রিকাণ্ড)

পরাদান (ক্লী) পরস্মৈ আদানং সম্যক্‌দানং। পরোপকারার্থ দয়াদিদ্বারা কৃপণাদিকে সম্যক্ দান।

"যদ্দত্তং যৎপরাদানং যৎপূর্ত্তং যাশ্চ দক্ষিণাঃ।" (শুক্লযজু° ১৮।৬৪)
'পরাদানং পরোপকারায় দয়াদিনা কৃপণেভ্যো দত্তম্।' (মহীধর)

পরাধি (পুং) পরস্য আধিঃ। অন্যের আধি, অপরের মানস-পীড়া। পরঃ আধিঃ। ২ অতিশয় মানসপীড়া।

পরাধীন (ত্রি) পরস্য পরেষাং বা অধীনঃ। পরবশ, পর্য্যায়—পরতন্ত্র, পরবান্, নাথবান্।

"স্বাধীনবৃত্তেঃ সাফল্যং ন পরাধীনবৃত্তিতা।
যে পরাধীনকর্ম্মাণো জীবন্তোঽপি চ তে মৃতাঃ॥" (গরুড়পু° ১১৩ অঃ)

পরাধীনতা (স্ত্রী) পরাধীনস্য ভাবঃ, তল্ ততঃ টাপ্। পরাধীনের ভাব। পরাধীনের ধর্ম্ম।

পরান (দেশজ) বস্ত্র পরিধান করান।

পরানসা (স্ত্রী) পরানিত্যাতয়া পরা-অণ্-করণে বাহুলকাৎ অস, স্ত্রিয়াং টাপ্। চিকিৎসা। (শব্দচ°)

এই শব্দে পক্ষপাঠ অর্থাৎ পরাণসা এইরূপ পাঠই সাধু। এইরূপ অনেকে বলিয়া থাকেন।

পরান্ত, দেশভেদ। (মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৯।৫৭)

পরান্তক (পুং) পরোঽন্তকঃ। ১ সর্ব্বনাশক মহাদেব, মহাদেব সকল নাশ করেন বলিয়া তাহাকে পরান্তক কহে।

(কাশীখণ্ড ৮ অঃ)

২ সীমান্তদেশ। (দিব্যা° ১।৩)

পরান্তকরায়, চোলবংশীয় একজন নরপতি। ইনি মদুরা ধ্বংস করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার আর একটী নাম মধুরান্তক।

পরান্তকাল (পুং) পরং সংসারোত্তরং অন্তকালঃ, মুমুক্ষুদিগের সংসারহানি, দেহান্তকাল, যে সময় দেহাবসান হয়।

"তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।"

(মুণ্ডকোপ° ৩।২।৬)

'সংসারিণো যে মরণকালান্তে অন্তকালান্তানপেক্ষ্য মুমুক্ষূণাং সংসারহানৌ দেহপরিত্যাগকালঃ পরান্তকালঃ।' (ভাষ্য)

যাহারা সংসারী তাহাদের যখন দেহান্তকাল উপস্থিত হয়, তাহাকে অন্তকাল কহে এবং মুমুক্ষুদিগের যে সংসারহানি অর্থাৎ ভোগ ও দেহাদির অন্তকাল উপস্থিত হয়, তাহাকেই পরান্তকাল কহে, সংসারীদিগের দেহাবসানের পর পুনরায় তাহাদের জন্ম হয়, এই জন্য তাহা অন্তকাল, মুমুক্ষুদিগের দেহাবসানের পর আর জন্ম হয় না, এইজন্য তাহার নাম পরান্তকাল।

পরান্তিকা (স্ত্রী) গীতিরূপ মাত্রাবৃত্তভেদ।

"অন্ত্য যুগ্মরচিতা পরান্তিকা।" (বৃত্তরত্না°)

পরান্তিজ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। উক্ত জেলার উত্তরপূর্ব্বকোণে অবস্থিত। এই স্থান সাধারণতঃ শীতল ও স্বাস্থ্যকর। জলের অভাব না থাকিলেও এখানে চাষবাসের বিশেষ সমাদর দেখা যায় না। জেলার অধিকাংশ স্থান পর্ব্বতাবৃত ও বনময়। একমাত্র শাবরমতী নদীতীর পর্য্যন্ত স্থান কিছু নিম্ন থাকায় সেইখানে উত্তমরূপ কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। এখানে সর্ব্বসমেত দুইটী নগর ও ১৫৭টী গ্রাম আছে। ভূমির পরিমাণ ৪৪৯ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। আহ্মদাবাদ-নগর হইতে ১৬॥০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°২৬´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫৩´৪৫´´ পূঃ। নগরটী বেশ সমৃদ্ধিশালী। এখানে সাবান-প্রস্তুতের জন্য ৬টী কারখানা আছে। উক্ত দ্রব্যই এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে জুম্মামসজিদ, বঙ্গবাব, মঙ্গলগব এবং বধানদীতীরবর্ত্তী মলকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরই প্রধান।

পরান্ন (ক্লী) পরস্য অন্নং। অক্ষামিক ভক্ত পিষ্টকাদি, পরকর্ত্তৃক পক্বপাকজ দ্রব্য মাত্র। পর-স্পৃষ্টান্ন। শাস্ত্রে পরান্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে—

"পরান্নং পরবাসঞ্চ নিত্যং ধর্ম্মরতস্ত্যজেৎ।" (স্মৃতি)

ধর্ম্মরত ব্যক্তি পরান্ন ও পরবাস সতত পরিত্যাগ করিবেন। সংযমদিনে ও পারণদিনে পরান্ন বিশেষ নিষিদ্ধ। পরান্ন ভক্ষণ করিয়া যাগাদি করিলে তাহা নিষ্ফল। পরান্ন ভোজন করিয়া যদি তীর্থ গমন করা হয়, তাহা হইলে ফলের অল্পতা হইয়া থাকে। একাদশীতত্ত্বে লিখিত আছে, যাহার অন্নভোজন করিয়া পুত্রোৎপাদন করা যায়, যাহার অন্ন তাহারই সেই পুত্র হয়। যেহেতু অন্ন হইতে রেতোৎপন্ন হয়। রেতই সন্তানের কারণ। এই নিমিত্তই যাহার অন্ন, সন্তানও তাহার হইয়া থাকে। মহাগুরু নিপাত হইলে যতদিন সম্বৎসর পূর্ণ না হয়, ততদিন পরান্নভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। পরান্নভোজনে এইরূপ প্রতিপ্রসব লিখিত আছে, গুরুর অন্ন, মাতুল, শ্বশুর ও ভ্রাতার অন্ন সেবন করা যাইতে পারে, ইহা পরান্ন মধ্যে গণনীয় নহে।*

আবার শাস্ত্রে এরূপও পাওয়া যায়, ব্রাহ্মণের অন্নভোজনে দারিদ্র্য, ক্ষত্রিয়ের অন্নে প্রেষ্যতা, বৈশ্যের অন্নে শূদ্রত্ব এবং শূদ্রান্নে নরক হইয়া থাকে।

---

* সংযমদিনে পরান্ন ত্যাজ্য।—

"কাংস্যং মাংসং মসূরঞ্চ চণকং কোরদূষকম্।
শাকং মধু পরান্নঞ্চ ত্যজেদুপবসন্ স্ত্রিয়ম্॥" (একাদশীতত্ত্ব)

পারণদিনে ত্যাজ্য।—

"অভ্যঙ্গঞ্চ পরান্নঞ্চ তৈলং নির্ম্মাল্যলঙ্ঘনম্।
তুলসীচয়নং দ্যূতং পুনর্ভোজনমেব বা॥
যন্ত্রপীড়াং তথা ক্ষারং দ্বাদশ্যাং বর্জ্জয়েদ্বুধঃ॥

পরান্নভোক্তার যাগাদি নিষ্ফল।—

"পরপাকেন পুষ্টস্য দ্বিজস্য গৃহমেধিনঃ।
ইষ্টং দত্তং তপোঽধীতং যস্যান্নং তস্য তদ্ভবেৎ॥"

পরান্ন ভোজন দ্বারা পুত্রোৎপাদনে দোষ যথা।—

"যস্যান্নেন তু ভুক্তেন ভার্য্যাং সমধিগচ্ছতি।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অন্নাদ্রেতঃ প্রবর্ত্ততে।" (একাদশীতত্ত্ব)

পরান্ন ভোজন করিয়া তীর্থগমনেও ফল অল্প।—

"ষোড়শাংশং স লভতে যঃ পরান্নেন গচ্ছতি।
অর্দ্ধং তীর্থফলং তস্য যঃ প্রসঙ্গেন গচ্ছতি।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

মহাগুরুনিপাতে ত্যাজ্য।—

"অন্যশ্রাদ্ধং পরান্নঞ্চ গন্ধং মাল্যঞ্চ মৈথুনম্।
বর্জ্জয়েৎ গুরুপাতে তু যাবৎপূর্ণো ন বৎসরঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

তদ্ভোজনে প্রতিপ্রসব।—

"গুর্ব্বন্নং মাতুলান্নং বা শ্বশুরান্নং তথৈব চ।
পিতৃপুত্রস্য চৈবান্নং ন পরান্নমিতি স্মৃতিঃ॥" (একাদশীতত্ত্ব)

"ব্রাহ্মণান্নেন দারিদ্র্যং ক্ষত্রিয়ান্নেন প্রেষ্যতাং।
বৈশ্যান্নেন তু শূদ্রত্বং শূদ্রান্নৈর্নরকং ব্রজেৎ ॥" (একাদশীত°)

তন্ত্রে লিখিত আছে, যাহারা পরান্ন ভোজন করে, তাহাদের মন্ত্রসিদ্ধি হয় না, বরং হানি হইয়া থাকে।

"জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ।
মনো দগ্ধং পরস্ত্রীভিঃ কথং সিদ্ধির্বরাননে ॥" (তন্ত্র°)

(ত্রি) পরান্নং নিত্যমস্ত্যস্য অর্শাদি অচ্। ২ পরান্নোপজীবী, পর্য্যায় পরপিণ্ডাদ। যাহারা কেবল পরের অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীবিকা ধারণ করে।

পরান্নপরিপুষ্ট (ত্রি) অপরের প্রদত্ত অন্নাদি ভোজনে পরিবর্দ্ধিত (দেহ)।

পরান্নভোজী (ত্রি) যে অন্যের ভোজ্য ভোজন করে।

পরাপ (ত্রি) পরা গতা আপো যস্মাৎ। অচ্‌সমাসান্তঃ (অবর্ণান্তাদ্বা। পা ৬৩৯৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা পক্ষে অপ ঈদভাবঃ। পরাগত জলাপাদন। বিকল্প পক্ষে যে স্থলে ঈদ্ হইবে সেই স্থলে 'পরেপ' এইরূপ পদ হইবে।

পরাপর (ক্লী) পরমাপিপর্ত্তি আ-পৃ-অচ্। পরুষকফল। (ভাবপ্র°) পরঞ্চ অপরঞ্চ তয়োঃ সমাহারঃ। পর ও অপর।

"এতাশ্চ সহযজ্ঞেন প্রজানাং কারণং পরম্।
পরাপরবিদঃ প্রাজ্ঞাস্ততো যজ্ঞান্ বিতন্বতে ॥"(বিষ্ণুপু° ১।৬।২৭)

পরত্ব ও অপরত্বযুক্ত।

পরাপরগুরু (পুং) পরমাদপি পরঃ শ্রেষ্ঠঃ পরাপরঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ, পরাপরশ্চাসৌ গুরুশ্চেতি। গুরুবিশেষ। তন্ত্রে ভগবতীকে পরাপরগুরু বলিয়া উক্ত হইয়াছে। *

পরাপরত্ব (ক্লী) পরাপরস্য ভাবঃ ত্ব। পরত্ব ও অপরত্ব যুক্তের ভাব। পরাপরতা।

"পরাপরত্বধীহেতুরেকা নিত্যা দিগুচ্যতে ॥" (ভাষাপরি°)

পরাপরৈতৃ (ত্রি) ১ পশ্চাদনুসরণ। ২ শ্রেণীবদ্ধরূপে পরলোকাদিতে গমন।

"পরাপরৈতা বসুবিদো অস্তু"। (অথর্ব্ব ১৮।৪।৪৮)

পরাপাতুক (ত্রি) গর্ভস্রাব সম্বন্ধীয়। "যৎপুরা সোমস্য ক্রয়াদপোর্বীত গর্ভাপ্রজানাং পরাপাতুকাঃ স্যুঃ।"(তৈত্তি° সং ৬।১।৩।৩)

পরাপুর্ (স্ত্রী) পরা স্থূলাঃ পুঃ, সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন সমাসান্তঃ। স্থূল দেহ। "পরাপুরোনিপুরো যে ভবন্তি" (শুক্লযজুঃ ২।৩০)। 'পরাপুরঃ স্থূলদেহান্।' (ভাষ্য)

পরপ্রাসাদমন্ত্র (পুং) প্রসাদনকারী গুহ্যমন্ত্র বিশেষ।

পরাপৃষ্ঠীভূত (ত্রি) পরকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া গত।
(দিব্যা° ২৫৯।২৪)

পরাবব (ক্লী) সামভেদ।

পরাভক্তি (স্ত্রী) পরা উৎকৃষ্টা ভক্তিঃ। সখ্যভক্তি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গোপিনীগণের যে উত্তমা আনুরক্তি।

পরাভব (পুং) পরাভূয়তে ইতি পরাভবনমিত্যর্থঃ, পরা ভূ-অপ্। ১ পরাজয়।

"মদ্যাসক্তোঽহমুচ্ছিষ্টো ন চৈবাহং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
কথমিচ্ছথ মত্তোঽপি দেবাঃ শক্রপরাভবং ॥" (মার্ক° পু° ১৮।২৮)

২ তিরস্কার। ইহার পর্য্যায়—ন্যক্কার, তিরস্ক্রিয়া, পরিভাব, বিপ্রকার, পরিভব, অভিভব, অত্যাকার, নিকার, বিনাশ। অনেক স্থলে পরাভাব এইরূপ পাঠ আছে, তথায় আর্ষপ্রয়োগবশতঃ অপ্ না হইয়া ঘঞ্ প্রত্যয় হইয়াছে। ৩ বৈশ্বযুগের অন্তর্গত ৫ম বর্ষ। এই বৎসর সমফলী ও ইহাতে অগ্নি, শস্ত্র, রোগ, পীড়া এবং ব্রাহ্মণ ও গো সকলের ভয় হয়। (বৃহৎসং ৮।৪২)

পরাভাবুক (ত্রি) পতন বা ধ্বংসশীল (রাষ্ট্রাদি)।

পরাভিক্ষ (পুং) পরমাভিক্ষতে আ-ভিক্ষ-অণ্। বানপ্রস্থভেদ, এই বানপ্রস্থে পরগৃহে অল্প পরিমাণে ভিক্ষা করিতে হয়।

"অশ্মকুট্টাশনাঃ কেচিৎ পরাভিক্ষাস্তথাপরে।" (হরিব° ২৬৮ অ°)

পরাভূত (ত্রি) পরাভূয়তে স্ম, পরা-ভূ-ক্ত। পরাজিত।

পরাভূতি (স্ত্রী) পরা-ভূ-ক্তিন্। পরাজয়।

পরামর্শ (পুং) পরামৃশ্যতে ইতি পরামর্শনমিত্যর্থঃ, পরা-মৃশ-ভাবে ঘঞ্। ১ যুক্তি, বিবেচন। পর্য্যায় বিতর্ক, উন্নয়, বিমর্ষণ, অধ্যাহার, তর্ক, উহ। (হেম) ন্যায়শাস্ত্রে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞানকে পরামর্শ কহে।

"ব্যাপ্যস্য পক্ষধর্ম্মত্বধীঃ পরামর্শ উচ্যতে ॥" (ভাষাপরি°)

পরামর্শ হইলেই অনুমিতি জ্ঞান হইয়া থাকে। ব্যাপ্তিবিশিষ্টের পক্ষের সহিত বৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানই অনুমিতিজনক। অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ, এবং পরামর্শ ব্যাপার, এই ব্যাপার অর্থাৎ পরামর্শ হইলেই অনুমিতি জ্ঞান হইয়া থাকে।

"ব্যাপারস্তু পরামর্শঃ করণং ব্যাপ্তিধীর্ভবেৎ ॥" (ভাষাপরি°)

কোন পুরুষ মহানসাদিতে ধূম দর্শন করিয়া ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি স্থির করিল, অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম সেই সেই স্থলেই বহ্নি এইরূপ ব্যাপ্তি স্থির করিল। পরে কোন সময়ে পর্ব্বতে ধূম দর্শন করিয়া স্থির করিল, পূর্ব্বে মহানসাদিতে ধূম দেখিয়া ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এইরূপ স্মরণ হইল, তখন বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ব্বত এই জ্ঞান হইল। যেখানে যেখানে ধূম থাকে, সেই সেই স্থলেই অগ্নি থাকে, অতএব এই পর্ব্বতে যখন ধূম

* "আদৌ সর্ব্বত্র দেবেশি মন্ত্রদঃ পরমো গুরুঃ।
পরাপরগুরুস্তং হি পরমেষ্ঠী স্বয়ং গুরুঃ।" (বৃহন্নীলতন্ত্র ২ প°)

তন্ত্রান্তরে—"মন্ত্রদাতাগুরুঃ প্রোক্তঃ মন্ত্রস্তু পরমোগুরুঃ।
পরাপরগুরুস্তংহি পরমেষ্ঠী গুরুস্তবং।"

দেখা যাইতেছে, তখন এই পর্ব্বত বহ্নিমান্ এইরূপ পরামর্শ হইল, পরে বহ্নিমান্ পর্ব্বত এইরূপ স্থির হইল।

পরামর্শন (স্ত্রী) স্মরণ, পূর্ব্বস্মৃতি, চিন্তন। ২ বিচারকরণ।

পরামর্শিন্ (ত্রি) ১ স্বত্যারূঢ়। ২ নির্দ্দেশক। [পরামর্শন দেখ।]

পরামর্ষ (পুং) [পরামর্শ দেখ।]

পরামাণিক, নাপিত-জাতির একটী শাখার পদবী। ২ কাংসারি-দিগের পদবীভেদ। কেহ কেহ এই পরামাণিক শব্দের স্থলে প্রামাণিক এইরূপ পাঠ লিখিয়া থাকেন।

পরামৃত (ক্লী) পরমমৃতং বারি যস্মাৎ। বর্ষণ, মেঘাদি বর্ষণ। পরং অমৃতং অমরণধর্ম্মকং ব্রহ্মাত্মভূতং যস্ত। মোক্ষ।

"বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।"
(মুণ্ডকোপনি° ৩।২।৬)

পরামৃষ্ট (ত্রি) পরামৃশ্যতে স্ম, মৃশ্ কর্ম্মণি ক্ত। সম্বদ্ধ, সম্বদ্ধযুক্ত। "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ" (পাতঞ্জলদ°) ২ কৃতপরামর্শ। ৩ বিবেচিত।

পরায়ণ (ত্রি) পরং কেবলং আসক্তিস্থানং। ১ অত্যন্তাসক্তি। ২ উত্তমাশ্রয়। ৩ অত্যাসক্ত। যথা—ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মে অতিশয় আসক্ত। ৪ আশ্রয়।

"বর্ত্তয়ংশ্চ শিলোঞ্ছাভ্যামগ্নিহোত্রপরায়ণঃ।" (মনু ৪।১০)
৫ তৎপর। ৬ অভীষ্ট। (মেদিনী) ৭ নিত্যপ্রতিষ্ঠা।
স হি নাথো জনস্যাস্ত স গতিঃ স পরায়ণম্॥" (রামায়ণ ২।৪৮।১৭)
'পরায়ণং শাশ্বতপ্রতিষ্ঠা' (রামানুজ) পরং উৎকৃষ্টং পুনরাবৃত্তিরহিতং স্থানং যস্ত। (পুং) ৮ বিষ্ণু।

পরায়ণ (ক্লী) আগ্রহসহকারে নিযুক্ত। অনুরক্ত বা যুক্ত। কোন একটী শব্দের পর যুক্ত হইলে ইহার অর্থ অনুরূপ হইয়া থাকে। যেমন ক্রোধপরায়ণ = ক্রোধে আপ্লুত। নরক-পরায়ণ = "নরকগমন যাহার অদৃষ্টে নির্দ্দিষ্ট আছে" এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। (দিব্যা° ৫৭।২৬)

পরায়ণবৎ (ত্রি) পরায়ণং বিদ্যতেঽস্য পরায়ণ-মতুপ্ মস্য ব। পরায়ণযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

"অধিষ্ঠানবতী লক্ষ্মীঃ পরায়ণবতী মতিঃ।" (ভারত ১।৮০৫৫ শ্লো°)

পরায়তি (স্ত্রী) পরা-অয় গতৌ বাহুলকাৎ অতি। প্রত্যক্ গন্তা। (ঋক্ ৯।৭১।৭) আ-যম-ক্তিন্, পরস্যা আয়তিঃ আয়ত্ততা যত্র। (ত্রি) ২ পরাধীন। (স্ত্রী) ৩ উৎকৃষ্ট আয়তি, উত্তরকাল। (ত্রি) ৪ তদ্যুক্ত।

পরায়ত্ত (ত্রি) পরস্যা পরেষাং বা আয়ত্তং। পরাধীন।

'তত্রাপ্যত্তপরাধীনস্বজনবত্তঃ পরায়ত্তং' (হেম)

পরায়ুণা (পড়রায়ুণা) গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। এখানে যে সকল ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে, তাহা হইতে এই স্থানকে প্রাচীন পাকপুরি বলিয়া অনুমিত হয়।
[পাক দেখ।]

পরায়ুস্ (ত্রি) পরং আয়ুর্যস্ত। ব্রহ্মা।

পরারি (অব্য) পূর্ব্বতরে বৎসরে ইত্যর্থে পরভাবঃ আরি চ সম্বৎসরে (সদ্যঃ পরুৎপরারীতি। পা ৫।৩।২২) পূর্ব্বতরবৎসর, গত তৃতীয় বর্ষ। এই পরারি শব্দ কেবল সপ্তম্যর্থে হইয়া থাকে, অর্থাৎ গত তৃতীয় বর্ষে এইরূপ অর্থ হইবে।

(পুং) পরস্য অরিঃ। পরশত্রু।

পরারিত্ন (ত্রি) পরারি ভব, (চিরপরুৎপরারিভ্যস্ত্নো বক্তব্যঃ। পা ৪।৩।২৩ বার্ত্তিক) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ত্ন। পূর্ব্বতর বৎসর-সম্বন্ধীয়।

পরারু (পুং) পরান্ ঋচ্ছতীতি পরা-ঋ-উন্। কারবেল্ল। (ত্রিকা°)

পরারুক (পুং) পরান্ ঋচ্ছতীতি পরা-ঋ-উকঃ। প্রস্তর। (ত্রিকা°)

পরার্থ (ত্রি) পরস্মৈ ইদং অর্থেন সহ নিত্যসমাসঃ। ১ পর-নিমিত্তক। পরঃ অর্থঃ উদ্দেশ্যো যস্য। ২ যাহার উদ্দেশ্য প্রধান। (পুং) পরস্য অর্থঃ ৬-তৎ। ৩ পর প্রয়োজনাদি।

পরার্দ্ধ (ক্লী) পরার্দ্ধ্যতি সর্ব্বোৎকৃষ্টতয়া বর্দ্ধতে ইতি ঋধ-অচ্। দশমধ্যসংখ্যা, লক্ষ লক্ষ কোটি ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, অষ্টাদশাঙ্ক পর্য্যন্ত সংখ্যাই পরার্দ্ধ সংখ্যা এবং ইহাই চরম সংখ্যা।
(হেম)

"যদি ত্রিলোকী গণনাপরা স্যাৎ তস্যাঃ সমাপ্তির্যদিনায়ুষঃ স্যাৎ।
পারে পরার্দ্ধং গণিতং যদি স্যাৎ গণেয়নিঃশেষগুণোঽপি স স্যাৎ॥
(নৈষধ ৩।৪০)

পরার্দ্ধসংখ্যা। ব্রহ্মার পরমায়ুর অর্দ্ধেক।

"নিজেন তস্য মানেন চায়ুর্বর্ষশতং স্মৃতং।
তৎ পরাখ্যং তদর্দ্ধঞ্চ পরার্দ্ধমভিধীয়তে॥" (কূর্ম্মপু° ৫ অ°)
(মার্কণ্ডেয়পু° ৪৬।৪২।৪৩)

পরার্দ্ধি (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৬)

পরার্দ্ধ্য (ত্রি) পরার্দ্ধং পরার্দ্ধসংখ্যাবৎ প্রধানত্বং অর্হতীতি যৎ, যদ্বা পরস্মিন্ অর্দ্ধে ভবঃ, যৎ (পরাবরাধমোত্তমপূর্ব্বাচ্চ। পা ৪।৩।৫) প্রধান, শ্রেষ্ঠ।

"তাভ্যস্তথাবিধান্ স্বপ্নান্ শ্রুত্বা প্রীতো হি পার্থিবঃ।
মেনে পরার্দ্ধ্যমাত্মানং গুরুত্বেন জগদ্গুরোঃ।" (রঘু ১০।৬৪)
সর্ব্বোর্দ্ধ সংখ্যা, শেষ সংখ্যা।

পরার্বুদ (পুং) জোনাকিপোকা বিশেষ।

পরাবৎ (অব্য) পরা-অব-বাহুলকাৎ অতি। দূরদেশ। (নিঘণ্টু) ২ প্রকৃষ্টতম। (ঋক্ ১।৩৪।৩)

পরাবত (ক্লী) পরা-অব বাহুলকাৎ অতচ্। পরুষক। (রাজনি°)

পরাবরা (স্ত্রী) পরঞ্চ অবরঞ্চ বিষয়ত্বেনাস্ত্যস্যাঃ, অচ্-টাপ্। বিদ্যাভেদ। "ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাং" (মুণ্ডকোপ°) 'পরাবরাং পরস্মাৎ পরস্মাদবরেণ প্রাপ্তেতি পরাবরাং পরাবর-সর্ব্ববিদ্যাবিষয়ব্যাপ্তের্বা' (ভাষ্য) (ত্রি) পরস্মাদপাবরঃ। ২ শ্রেষ্ঠতম।

পরাবর্ত্ত (পুং) পরা বর্ত্ততে ইতি পরা-বৃত-অপ্। ১ পরিবর্ত্ত, বিনিময়। (হেম°) ২ প্রত্যাবর্ত্তন।

পরাবর্ত্তন (ক্লী) পরা-বৃত-ণিচ্-ল্যুট্। প্রত্যাবর্ত্তন।

পরাবর্ত্তিত (ত্রি) পরা-বৃত-ণিচ্-ক্ত। প্রত্যাবর্ত্তিত, ফেরান।

পরাবর্ত্তব্যবহার (পুং) পরিবর্ত্তনীয় ব্যবহার আইনানুযায়ি-কার্য্য, পুনর্ব্বার বিচারপ্রার্থনা (Appeal)।

পরাবর্য্য (ত্রি) পরাবর-যৎ। পরাবর সম্বন্ধীয়।

পরাবলি, পূর্ব্ব রাজপুতনায় অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। পারোলি হইতে ৩৷৷০ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এবং গোয়ালিয়ার দুর্গের ৮ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটী উচ্চভূমির উপরে কারুকার্য্যযুক্ত একটী সুন্দর প্রাচীন মন্দির এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপত্যকায় প্রায় শতাধিক বৃহৎ ও ক্ষুদ্র মন্দিরশ্রেণী বিদ্যমান আছে। এখানকার অধিবাসীরা বলে যে, এই নগর পূর্ব্বে 'ধারোন' নামে খ্যাত ছিল এবং ধারোন, কুত্বাল ও সুহনিয়া এই তিনটী নিকটবর্ত্তী ভিন্ন ভিন্ন নগর পূর্ব্বে এক ছিল। তখন এই নগর দৈর্ঘ্যে ১২ ক্রোশ ছিল, সুহনিয়া-বাসীরাও এ কথার সমর্থন করিয়া থাকে।

স্তূপের উপরে নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দিরসংলগ্ন ঢোলপুরের মহারাজ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র কেল্লা; চৌরাকুয়া নামে একটী আচ্ছাদিত কূপ; (ইহার প্রাচীরের উপরে একখানি শিলাখণ্ডে লিখিত আছে যে, গোয়ালিয়ারের "তোমর রাজবংশীয় মহারাজাধিরাজ শ্রীকীর্ত্তি সিংহদেব সম্বৎ ১৫২৮"।) কূপের দক্ষিণস্থ উপত্যকা মধ্যে অবস্থিত ভূতেশ্বর শিবমন্দির, (এই মন্দিরে উত্তরপশ্চিমে ৯ খানি গৃহের একটীতে ১১০৭ সম্বতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে), এতদ্ভিন্ন উপত্যকা মধ্যস্থিত বিষ্ণুমন্দির, লিঙ্গমন্দির ও একটী বৃহৎ মন্দিরের চত্বর দেখিবার জিনিষ ও কৌতূহলোদ্দীপক।

পরাবসু (পুং) পরাগতং যজ্ঞাখ্যং বসু ধনং যস্মাৎ। অসুরদিগের হোতৃভেদ। হোম করিবার সময় অনেক মন্ত্রে লিখিত আছে, 'নিরস্তঃ পরাবসুঃ' অসুরদিগের হোতা এই হোমস্থান হইতে নিরস্ত হউক।

"নিরস্তঃ পরাবসুরিতি পরাবসু হবৈ নাম অসুরাণাং হোতা স তমেবৈতদ্ধোতৃসদনান্নিরস্থতি।" (শতপথব্রা° ১৷৫৷১৷২৩)

২ রৈভ্যমুনিপুত্রভেদ। (ভারত বনপ° ১৩৫ অঃ) ৩ গন্ধর্ব্বভেদ। (ভাগ° ৮৷১১৷২৪) ৪ বিশ্বামিত্রের পৌত্র-ভেদ। (শান্তিপ°)

পরাবহ (পুং) পরা বহতীতি বহ-অচ্। সপ্তবায়ুর অন্তর্গত সপ্তমবায়ু। এই বায়ু পরিবহ বায়ুর অন্তস্থিত। (সিদ্ধান্তশিরো°)

"আবহঃ প্রবহশ্চৈব বিবহশ্চ সমীরণঃ।
পরাবহঃ সংবহশ্চ উদ্বহশ্চ মহাবলঃ॥" (হরিবংশ ২৩৬ অঃ)

পরাবাক (পুং) পরাভব-বচন।

"নমস্তে অধিবাকায় পরাবাকায় তে নমঃ।" (অথর্ব্ব° ৬৷১৩৷২)
'পরাবাকায় পরাভবস্ত বক্তে, পরাভববচনায়ৈব বা।' (সায়ণ)

পরাবিদ্ধ (পুং) পরা-ব্যধ-ক্ত। কুবের। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ প্রত্যাবিদ্ধমাত্র।

পরাবৃজ্ (পুং) পরা বৃনক্তি তপসা পাপং বর্জ্জয়তি পরা-বৃজী বর্জ্জনে ক্বিপ্। ঋষিভেদ। (ঋক্ ১৷১১২৷৮)

পরাবৃত্তি (স্ত্রী) পরা-আ-বৃত-ক্তিন্। প্রত্যাবৃত্তি, যে পথে যাওয়া হইয়াছিল, সেইপথে পুনরায় আসা। (হরিবংশ ৫৭ অঃ) ২ পরিবর্ত্ত।

পরাবেদী (স্ত্রী) পরমুৎকর্ষমাবিন্দতীতি বিদ্-অণ্, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বৃহতী। (ইতি কেচিৎ)

পরাশপুর, অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডাজেলায় অন্তর্গত দুইখানি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। গোণ্ডানগরের ৭৷৷০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে ও নবাবগঞ্জ হইতে কর্ণেলগঞ্জ যাইবার রাস্তায় পাশাপাশিভাবে অবস্থিত। যে গোণ্ডরাজ ঘর্ঘরার বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার একমাত্র পুত্র রাজা পরাশরাম কলহংস প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রাম স্থাপন করেন। ইহার বংশধর পরাশপুরের রাজা এবং গুবারিয়ের কলহংসীদিগের সর্দ্দার উক্ত গ্রামের পূর্ব্বাংশ একটী সুবৃহৎ মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহে আজিও বাস করিতেছেন। এই গ্রাম আটা নামে খ্যাত। নাম হইবার কারণ এই যে, উক্ত বংশের প্রথম পুরুষ বাবুলাল সা নামক জনৈক ব্যক্তি পরাশপুরের নিকট শীকার করিতে গিয়া দেখিলেন, এক ফকির পচা মাংস ভক্ষণ করিতেছে। ফকির বাবুলালকে দেখিয়া উক্ত দ্রব্য ভোজন করিতে বলিলে পাছে ফকির ভোজনে অনিচ্ছা দেখিয়া অভিসম্পাত করে, এই ভয়ে তিনি জড়সড় হইলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে ঐ দ্রব্য আটায় পরিণত হইল। পরে ঐ পাত্র বাবুলালের নির্ম্মিত দুর্গের সম্মুখে পুঁতিয়া রাখা হয়। তদবধি ঐ স্থান 'আটা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পরাশর (পুং) পরান্ আশৃণাতি শৃ-হিংসায়াং অচ্। ১ নাগভেদ। (ভারত ১৷৫৭৷১৮)

২ ঋষিভেদ, ইনি বশিষ্ঠপুত্র শক্তির ঔরসে এবং অদৃশ্যন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নামনিরুক্তি যথা—

"পরাসুঃ স যতস্তেন বশিষ্ঠঃ স্থাপিতো মুনিঃ।
গর্ভস্থেন ততো লোকে পরাশর ইতি স্মৃতিঃ॥" (ভারত ১।১৭৮।৩)

'পরাসোরাশাসনমবস্থানং যেন স পরাশরঃ, আঙ্ পূর্ব্বা-শাসতেঃ উরন্।' (নীলকণ্ঠ)

ইনি যে সময় গর্ভে অবস্থিতি করেন, সেই সময় বশিষ্ঠ মৃত্যু ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এই জন্য ইঁহার পরাশর নাম হয়।

মহাভারতের আদিপর্ব্বে লিখিত আছে, মহর্ষি বশিষ্ঠের শত পুত্রের মধ্যে শক্তি জ্যেষ্ঠপুত্র। অদৃশ্যন্তীর সহিত ইঁহার শুভপরিণয় হয়। একদা শক্তি অরণ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, এমন সময় ইক্ষ্বাকুবংশীয় কল্মাষপাদ নামে এক রাজা মৃগয়ায় অতিশয় শ্রান্ত হইয়া শক্তি যে স্থলে বিচরণ করিতেছিলেন, সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পথ অতি সঙ্কীর্ণ, একজনের বেশী কেহ ইহাতে গমন করিতে পারে না। রাজা শক্তিকে সরিয়া যাইতে বলিলেন। শক্তি রাজাকে পথ ছাড়িয়া দিলেন না। এই লইয়া দুইজনের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। নৃপতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মোহবশে রাক্ষসের ন্যায়, তাঁহাকে কশাঘাত করিতে লাগিলেন। শক্তি প্রহারে অভিহত ও ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া সেই ভূপালকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন, আমি তাপস, তুমি আমাকে রাক্ষসের ন্যায় প্রহার করিলে, এই কারণে তুমি অদ্যাবধি রাক্ষস হইবে। পুনরায় ভূপতি অন্য আর একজন ঋষি কর্ত্তৃক এইরূপ শাপাভিভূত হন। শাপাভিভূত ভূপতি তৎক্ষণাৎ রাক্ষস হইয়া প্রথমেই শক্তিকে ভক্ষণ করিলেন। এইরূপে ক্রমে বশিষ্ঠের শতপুত্র বিনষ্ট হইল।

বশিষ্ঠের শতপুত্রনাশ বিশ্বামিত্রের কৌশলেই হইয়াছিল। বশিষ্ঠদেব পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া স্বশরীরপাতের জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তখন পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। পশ্চাদ্দিকে হঠাৎ বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে বেদধ্বনি করিতেছে? তখন অদৃশ্যন্তী কহিল, আমি আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ অদৃশ্যন্তী। আপনি যে বেদধ্বনি শুনিয়াছেন, তাহা আমার গর্ভস্থ দ্বাদশবর্ষীয় পুত্রের জানিবেন। তখন বশিষ্ঠদেব অদৃশ্যন্তীর গর্ভে এক সন্তান আছে জানিয়া পরমাহ্লাদিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে এক রাক্ষস আসিয়া অদৃশ্যন্তীকে আক্রমণ করিল, বশিষ্ঠদেব তাহাকে মন্ত্রদ্বারা জলপ্রোক্ষণ করিলেন, ইহাতে তাহার শাপ বিমোচন হইল। ইনিই ইক্ষ্বাকুবংশীয় কল্মাষপাদ।

অদৃশ্যন্তী আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শক্তির ন্যায় শক্তির বংশধর পুত্র প্রসব করিলেন। বশিষ্ঠদেব স্বয়ং তাহার জাত-কর্ম্ম প্রভৃতি সম্পাদন করিলেন। ঐ পুত্র যে সময় গর্ভস্থ ছিল, সেই সময় বশিষ্ঠদেব পরাসু অর্থাৎ জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, এজন্য এই পুত্র পরাশর নামে খ্যাত হন। পরাশর জন্মাবধি বশিষ্ঠকেই পিতা বলিয়া জানিতেন। একদা তিনি মাতা অদৃশ্যন্তীর সমক্ষে বশিষ্ঠকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করেন। অদৃশ্যন্তী ইহা শুনিয়া সজলনয়নে তাহাকে কহিলেন, তুমি যাহাকে পিতা বলিয়া জানিতেছ, ইনি তোমার পিতা নহেন, পিতামহ। বনমধ্যে এক রাক্ষস তোমার পিতাকে ভক্ষণ করিয়াছে। পরাশর এই কথা শুনিয়া সর্ব্বলোক সংহার করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বশিষ্ঠ তাহাকে এইরূপ সকল লোক বিনাশকরণে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া অনেক প্রবোধ বাক্যে এই পাপকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করাইলেন। কিন্তু তিনি এই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন না, ক্রোধসম্বরণও করিলেন না। অনন্তর তিনি এক রাক্ষসসত্রের অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি শক্তির বিনাশ স্মরণ করিয়া আবালবৃদ্ধ সকল রাক্ষসকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠদেব তাহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছেন বলিয়া এইবার আর কিছুই নিষেধ করিলেন না। ক্রমে রাক্ষস সকল দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর পুলস্ত্য ও পুলহ প্রভৃতি ঋষিগণ পরাশরের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষ হইতে পরাশরকে কহিলেন, তাত! যে সকল রাক্ষস তোমার পিতৃবধের কিছুই অবগত নহে, সেই সকল নির্দ্দোষ রাক্ষস বধ করিয়া অনর্থক সৃষ্টির ধ্বংস করিতেছ, এখন আমাদের অনুরোধ এই ভয়ানক হত্যা হইতে নিবৃত্ত হইয়া যজ্ঞ সমাপন কর। বিশেষতঃ তপস্বিব্রাহ্মণদিগের ইহা ধর্ম্ম নহে, শান্তিই তাহাদের পরমধর্ম্ম। তুমি রোষপরতন্ত্র হইয়া এই ভয়াবহ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কেবল আমার প্রজাবর্গের সমুচ্ছেদ করিতেছ। তোমার পিতাকে যে রাক্ষস ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহাদের কিছুমাত্র দোষ নাই। তোমার পিতা আত্ম-দোষেই ইহলোক হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। নচেৎ তোমার পিতাকে ভক্ষণ করে রাক্ষসের এরূপ সামর্থ্য কোথায়? বিশ্বামিত্রও কেবল এ বিষয়ে নিমিত্তমাত্র হইয়াছিলেন। তোমার পিতা ও তাহার কনিষ্ঠ সহোদরগণ এবং রাজা কল্মাষপাদ সকলেই স্বর্গে দেবগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন। তোমার পিতামহ বশিষ্ঠদেব এ সকল বৃত্তান্ত অবগত আছেন। এখন তুমি তোমার যজ্ঞসমাপন কর, তোমার মঙ্গল হউক। তখন পরাশর উঁহাদের আদেশানুসারে এই যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং সকল রাক্ষসসত্রের জন্য যে অগ্নি স্থাপিত হইয়াছিল,

তাহা হিমালয়ের উত্তরপার্শ্বে মহারণ্যে পরিত্যাগ করিলেন। তথায় সেই বহ্নি অদ্যাপি প্রতিপর্ব্বে রাক্ষস, বৃক্ষ ও প্রস্তর সকল দগ্ধ করিয়া থাকে। (ভারত আদিপর্ব্ব ১৭৫ হইতে ১৮২ অঃ।)

এই পরাশর হইতে বেদবিভাগকর্ত্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস জন্ম গ্রহণ করেন। দেবীভাগবতে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—একদা পরাশর তীর্থযাত্রায় উপলক্ষে সমস্ত দেশ ভ্রমণ করিয়া যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে যমুনা পার হইবার জন্য ধীবরকে আদেশ করেন। ধীবর কার্য্যে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত মুনিকে পার করিবার জন্য তাহার পালিতা কন্যা মৎস্যগন্ধাকে বলিলেন। বসুকন্যা মৎস্যগন্ধা ধীবরের আদেশানুসারে তাহাকে লইয়া পার করিয়া দিতে প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর যমুনামধ্যে যাইতে যাইতে পরাশর মুনি সেই চারুলোচনা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া দৈবঘটনাবশতঃই কামাতুর হইয়া পড়িলেন। মুনিবর তাহার নবীন যৌবনোদ্গম দর্শনে উপভোগে অভিলাষী হইয়া দক্ষিণহস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া কহিলেন, আমি নিতান্ত কামপীড়িত হইয়াছি, আমার অভিলাষ পূরণ কর। তখন মৎস্যগন্ধা মুনিকে কহিলেন, আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠের বংশধর এবং সকল বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র বিশারদ ও অতি তপস্বী। আপনার কুল, শীল ও ধর্ম্মের বিগর্হিত কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইতেছেন? আমার এই শরীর মৎস্যগন্ধে পরিপূর্ণ, তথাপি কেন আপনি এই অনার্য্যোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন? আপনি এই দুষ্ট বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। মৎস্যগন্ধা যখন দেখিলেন, মুনি নিতান্তই কামপীড়িত, তাহার কোন বাক্যেই ফলোদয় হইতেছে না, তখন তিনি মুনিকে কহিলেন, এখন আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, অগ্রে পর পারে যাই, তাহার পর যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন। পরাশর ইহা শুনিয়া হস্ত পরিত্যাগ করিলেন। পরাশর পরপারে নীত হইয়া কামাতুর ভাবে পুনরায় তাহার হস্ত গ্রহণ করিলেন। তখন মৎস্যগন্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে মুনিকে কহিলেন, মুনিবর! কামোপভোগ সমানরূপেই সুখকর হইয়া থাকে। আমার শরীর অতিশয় দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ অতএব নিবৃত্ত হউন্। পরাশর তাহার এই কথা শুনিয়া ক্ষণমাত্রেই তাহাকে চারুবদনা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ও যোজনগন্ধা করিয়া দিলেন। কল্যাণী তখন মুনিকে উপভোগাভিলাষী দেখিয়া আবার বলিলেন, মুনিবর! এক্ষণে দিবাভাগ, লোক সকল বিশেষতঃ তটস্থিত পিতা দেখিতে পাইবেন, ইহা পশুবৎ অতি জঘন্যকর্ম্ম এবং শাস্ত্রেও দিবা-বিহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, অতএব যতক্ষণ না রাত্রি হয়, ততক্ষণ আপনি প্রতীক্ষা করুন। পরাশর এইবাক্য যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিক্ কুজ্ঝটিকাময় করিয়া ফেলিলেন, তাহাতে চতুর্দ্দিকে অন্ধকার হইল। অনন্তর মৎস্যগন্ধা পরাশরকে অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, মুনিবর! আমি এক্ষণে কন্যা, আপনি আমাকে উপভোগ করিয়াই যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন, কিন্তু আপনার বীর্য্য অমোঘ, আমাকে নিশ্চয়ই গর্ভধারণ করিতে হইবে, ব্রহ্মন্! তাহার পর আমার কি গতি হইবে। আমাকে ইহার উপদেশ দিন। তখন পরাশর কহিলেন, অদ্য আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া আবার তুমি কন্যাই হইবে। ইহাতেও যদি তোমার ভয় হয়, তাহা হইলে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন মৎস্যগন্ধা এইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন, আমার পিতা, মাতা বা অপর কেহ এ বিষয়ের কিছুই যেন জানিতে না পারেন এবং যাহাতে আমার কন্যাব্রত নষ্ট না হয়, তাহাই করুন ও আপনা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যেন আপনার সমান তেজস্বী ও গুণী হয়। আমার গাত্রে এই সৌগন্ধ যেন চিরবিরাজ করে ও আমার যেন যৌবন সর্ব্বদা নবনবরূপে বিরাজমান থাকে।

পরাশর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, সুন্দরি! তোমার গর্ভে যে পুত্র হইবে, সেই পুত্র বিষ্ণুর অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে। তুমি নিশ্চয় জানিও, কোন বিশেষ কারণবশতঃ আমি তোমাতে কামাসক্ত হইয়াছি, নতুবা ইতিপূর্ব্বে কখনই আমার এরূপ মোহ উপস্থিত হয় নাই। পূর্ব্বে আমি সর্ব্বদা কত অপ্সরাদিগের রূপ দর্শন করিয়াছি, তাহাতে আমার কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় নাই। তোমাকে দেখিয়া এইরূপ কামাভিভূত হইবার দৈবই একমাত্র কারণ, অতএব দৈবকে অতিক্রম করা কাহারই সাধ্য নাই। নতুবা তোমাকে এইরূপ দুর্গন্ধময় দেখিয়া কিজন্য মোহ প্রাপ্ত হইলাম। তোমার পুত্র পুরাণ-কর্ত্তা, বেদজ্ঞ ও বেদের বিভাগকর্ত্তা হইবে।

ঋষিবর পরাশর সত্যবতীকে এইরূপ বলিয়া বশে আনিয়া উপভোগান্তে যমুনায় স্নান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন সত্যবতী সেই মুহূর্ত্তে গর্ভগ্রহণ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে দ্বিতীয় কন্দর্পসদৃশ এক পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াই মাতাকে গৃহগমনের জন্য অনুরোধ করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং কহিলেন, মাতঃ! যখনই আপনার আমাকে প্রয়োজন হইবে, তখনই আমাকে স্মরণ করিবেন, স্মরণ মাত্রেই আমি উপস্থিত হইব। সত্যবতীও তখন পিতৃসমীপে প্রস্থান করিলেন। এই পুত্র দ্বীপে প্রসূত হয় বলিয়া তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল।

(দেবীভাগ° ২।২ অ°)

ঋষি পরাশর একখানি সংহিতা প্রণয়ন করেন, ইহাতে

কলিযুগে কর্ত্তব্য ব্যবস্থা সকল সন্নিবেশিত আছে। ইহাতে লিখিত আছে—

"কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥" (পরাশরসং)

সত্যযুগে মনূক্ত ধর্ম্মই প্রধান, ত্রেতাযুগে গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত এবং কলিযুগে একমাত্র পরাশরের মতই গ্রহণীয়। এই সংহিতায় ১২টী অধ্যায়। তাহার প্রথম অধ্যায়ে যুগভেদে ধর্ম্মাদি ভেদ কথন, ২ অধ্যায়ে আচারধর্ম্ম ও গৃহধর্ম্মাদি কথন, ৩ অধ্যায়ে অশৌচ ব্যবস্থা ও আত্মহননাদি দোষ, ৪ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তমত, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও কুশপুত্তলিকাদি কথন, ৫ অধ্যায়ে প্রাণিদষ্ট প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা, ৬ অধ্যায়ে প্রাণিবধ প্রায়শ্চিত্ত কথন, ৭ অধ্যায়ে দ্রব্যশুদ্ধি প্রভৃতি, ৮ অধ্যায়ে গোবধাদি প্রায়শ্চিত্ত, ৯ অধ্যায়ে গোবধাপবাদ প্রভৃতি, ১০ অধ্যায়ে অগম্যাগমনাদি প্রায়শ্চিত্ত, ১১ অধ্যায়ে অমেধ্য ভক্ষণাদি প্রায়শ্চিত্ত, ১২ অধ্যায়ে প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ স্নানভেদাদি।

পরাশর সংহিতায় এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে। পরাশরের সহিত অন্য মন্বাদিসংহিতার বিরোধ হইলেও কলিকালে পরাশরের মতই গ্রহণীয়।

ইনি বিষ্ণুপুরাণ ও পরাশর উপপুরাণের বক্তা।

৩ আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রকারক ঋষিভেদ। (চরক সূত্রস্থা°।)

৪ নাগভেদ।

পরাশর, ইন্দ্র। শত্রুধ্বংসকারী, হিংসাকারী। "ইন্দ্রো যাতূনামভবৎ পরাশরঃ।" (ঋক্ ৭।১০৪।২১)

'পরাশরঃ পরাশাতয়িতা হিংসিতা।' (সায়ণ)

"পরাশর ত্বং তেষাং পরাহতং।" (অথর্ব্ব ৬.৫৫।১)

'হে পরাশর পরাগত্য শৃণাতি হিনস্তি শত্রূন্ ইতি পরাশর ইন্দ্রঃ। "ইন্দ্রো বোদ্ধা পরাশরীৎ ইত্যত্র সমানানাৎ। পরাশর ইতি নিগমো ভবতীতি" (নিরুক্ত ৬।৩০) যাস্কবচনাচ্চ। শৄ হিংসায়াম্। অস্মাৎ পচাদ্যচ্।' (অথর্ব্ববেদভাষ্য ৬।৬৫।১)

পরাশর, ১ হোরাশাস্ত্র বা পারাশরীহোরা নামে একখানি জ্যোতিগ্রর্ন্থ রচয়িতা।

২ একজন জ্যোতির্বিদ্। বরাহমিহির কৃত বৃহজ্জাতকগ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

৩ কৃষিপদ্ধতিপ্রণেতা।

৪ গৃহ্যসূত্রব্যাখ্যারচয়িতা।

৫ পুরাণরত্ন নামক গ্রন্থপ্রণয়নকর্ত্তা।

৬ যোগোপদেশনামক একখানি যোগশাস্ত্রপ্রণেতা।

পরাশর ভট্ট, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি বৎসাঙ্কের পুত্র ও রঙ্গেশ্বরের কুলপুরোহিত। অষ্টশ্লোকী, ক্ষমাষোড়শী, গণরত্নকোষস্তোত্র (শ্রীরঙ্গরাজস্তোত্র ও স্তোত্ররত্ন), ধর্ম্মকররত্নাকর, বেদান্তসার, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য (এই গ্রন্থখানি তিনি শ্রীরঙ্গেশের প্রার্থনানুসারে রচনা করেন) প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার রচিত।

২ ইহার আর একটী নাম রঙ্গনাথ। ইনি ভগবদ্গুণদর্পণ বা বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

পরাশর, গোত্রভেদ। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, মধুনাপিত, তাম্বুলী, শাঁখারী, সুবর্ণবণিক এবং পূর্ব্ববঙ্গের ভূঁইমালীদিগের মধ্যে এই গোত্র প্রবর্ত্তিত দেখা যায়। উড়িষ্যার 'করণ'দিগের ও বিহারবাসী রাজপুত, বাভন ও জোলাদিগের মধ্যেও এই গোত্র প্রচলিত। জোলাদের সগোত্রে বিবাহ হইতে বাধা নাই।

পরাশর দাস, কৈবর্ত্তজাতির শাখাভেদ।

পরাশরীয় (পারাশর্য্য) গুজরাতী ব্রাহ্মণদিগের একটী শাখা। কাঠিয়াবাড়প্রদেশের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে ইহাদের বাস আছে।

পরাশবাড়, বশিষ্ঠগোত্রীয় নেপালী ব্রাহ্মণদিগের একটী থর।

পরাশরিন্ (পুং) পরাশরেণ প্রোক্তং ভিক্ষুসূত্রং পারাশরং তদ্বিদ্যাতেঽস্ত্যধ্যয়নায়েতি ঙ, ইনচ, পরাশরীতি হ্রস্বঃ। পারাশরী, চতুর্থাশ্রমী। (অমর টীকান্তরত)

পরাশরেশ্বর (পুং) স্কন্দপুরাণবর্ণিত দাক্ষিণাত্যের শিবলিঙ্গভেদ।

পরাশরেশ্বরতীর্থ (ক্লী) শিবপুরাণ উত্তরখণ্ডে বর্ণিত দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত তীর্থভেদ। এখানে স্নান করিলে পুণ্যলাভ হয়।

পরাশস্ (স্ত্রী) পরাশসন, পরাঙ্মুখ হিংসন। "যৎপরাশসো পারিম" (অথ° ৬।৪৫।২) 'পরাশসা পরাশসনেন পরাঙ্মুখহিংসনেন' (ভাষ্য)

পরাশাতয়িতৃ, শত্রুহিংসাকারী। (নিরুক্ত ৬।৩০)

পরাশ্রয় (ত্রি) পরো আশ্রয়ো যস্য। ১ অন্যাশ্রিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। পরাশ্রয়া বৃক্ষোপরিজাত লতা বিশেষ। চলিত পরসাড়া। পর্য্যায়—বন্দা, বৃক্ষাদনী, বৃক্ষরুহা, জীবন্তিকা, বশিনী, পুত্রিণী, বন্দ্যা, পরপুষ্টা। (শব্দচ°)

পরাশ্রিত (ত্রি) পরের আশ্রিত, পরাধীন।

পরাস (পুং) দূরতা, কোন দ্রব্য ফেলিলে কতদূরে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই নির্দ্দিষ্ট দূরতা।

পরাসঙ্গ (পুং) অবরোধ, শোণিতরোধ। ২ অন্য পুরুষে আসক্তি।

পরাসন (ক্লী) পরা-অস-ভাবে ল্যুট্। ১ মারণ, বধ। পরং আসনং। ২ শ্রেষ্ঠাসন।

পরাসিন্ (ত্রি) ইষ্টকাদি নিক্ষেপ দ্বারা দূরতার পরিমাণ।

পরাসু (ত্রি) পরা-গতাঃ প্রস্থিতা অসবো যস্য। মৃত, যাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছে, তাহাকে পরাসু কহে। ইহার

পরীক্ষাক বিষয় বৈদ্যক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে, যাহার উচ্ছ্বাস অতি দীর্ঘ বা অতি হ্রস্ব, স্পন্দনহীন, মস্ত সকল প্রতিকীর্ণ, জাতশর্কর, তাহাকে পরাসু জানিতে হইবে। যাহার পক্ষ সকল জটাবদ্ধ, যাহার চক্ষুদ্বয় প্রকৃতিহীন, বিকৃতিযুক্ত, অত্যুৎপিণ্ডিত, অতি প্রবিষ্ট, অতি কুটিল, অতি বিষম, অতি প্রস্রুত প্রভৃতি তাহাকে পরাসু জানিতে হইবে।* (চরক ইন্দ্রিয় ৪ অ°) [মৃত্যু শব্দ দেখ।]

পরাসুতা (স্ত্রী) পরাসোর্ভাবঃ, তল্-টাপ্। ১ মৃতত্ব। ২ নিদ্রাপরবশতা।

পরাস্কন্দিন্ (পুং) পরান্ আস্কন্দিতুং শীলমস্য আ-স্কন্দ-ণিনি। চৌরভেদ। ডাকাইত।

পরাস্ত (ত্রি) পরাস্ততে স্ম, পরা-অস-ক্ত। নিরস্ত, পরাজিত। "শ্রীগিরিাস্ত বরমস্ত পুনর্স্মা স্বীকৃতৈব পরবাগপরাস্তা।" (নৈষধ ৫ সর্গ)

পরাস্তোত্র (ক্লী) উৎকৃষ্ট স্তব।

পরাস্য (ত্রি) নিক্ষেপযোগ্য।

পরাহ্ (পুং) পরমুত্তরবর্ত্তি অহঃ, ততঃ টচ্ (রাজাহসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) পরদিন।

পরাহাট (পোড়াহাট), বাঙ্গালা প্রদেশের সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। ভূমির পরিমাণ ৭৯১ বর্গমাইল। এখানে সর্ব্ব সমেত ৩৮০ খানি গ্রাম আছে।

এখানকার রাজগণের বংশ-আখ্যা সম্বন্ধে দুইটী স্বতন্ত্র ইতিহাস পাওয়া যায়। পরাহাটের সর্দ্দারগণ পূর্ব্বে সিংহভূমের রাজা বলিয়া সাধারণে পরিচিত ছিল। এই রাজবংশের আদি পুরুষ যিনি প্রথমে রাজোপাধি লাভ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ চরিত্রাখ্যান শুনা যায়। কোন ভুঁইয়া বন কাটিতে গিয়া বৃক্ষকোটর মধ্যে একটী বালককে দেখিতে পায়। সে ঐ বালককে গৃহে আনিয়া লালনপালন করে। ক্রমে ঐ বালক ভুঁইয়া জাতির নেতা বলিয়া গণ্য হয়। বালক অতি শৈশব হইতেই পউড়ি* বা পাহাড়ী দেবীর উপাসনা করিত। কিন্তু সিংহ উপাধিধারী রাজপরিবারের সকলেই বলিয়া থাকে যে, তাহারা ক্ষত্রিয় এবং তাহাদের শরীরে রাজপুতরক্ত বহমান। ইহারা বলেন, 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যিনি প্রথমে এখানে আসিয়া সিংহাসন লাভ করেন, তিনি মাড়বারবাসী ও কদম্ববংশী রাজপুত ছিলেন। তিনি জগন্নাথ-দর্শন মানসে শ্রীক্ষেত্রে আসিবার কালে এই স্থান দিয়া গমন করেন এবং এখানকার অধিবাসিগণ তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া মনোনীত করে। কিছুকাল পরে সিংহভূমের পূর্ব্বদিক্স্থ ভুঁইয়াদিগের সহিত কোলহানবাসী লর্কাকোলদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজা সপরিবারে কোলদিগের সহিত যোগ দেন। যুদ্ধে ভুঁইয়াদিগের পরাজয় হইলে ক্ষত্রিয়রাজ ভুঁইয়া ও কোল উভয় জাতির সর্দ্দার-রাজা হইলেন।' দুইটী গল্পেই কোল বা ভুঁইয়াদিগের উপর আধিপত্যের কথা আছে, কিন্তু কোন্‌টী সত্য, তাহা স্থির করা দুরূহ। সম্বংশীয় সকলেই পরাহাট সর্দ্দারগণকে রাজপুত-বংশোদ্ভব বলিয়া স্বীকার করেন।

পরাহাট বা সিংহভূমের সামন্তরাজ্য চারিদিকে পর্ব্বতপরিবেষ্টিত হওয়ায় মহারাষ্ট্র আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। পূর্ব্বকাল হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানকার রাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে উক্ত বৎসরে ঘনশ্যাম সিংহ দেব ইংরাজের সখ্যতা স্বীকার করেন। সরাইকেলার অধিপতি বিক্রমসিংহ ও খর্সুঁয়ারাজ বাবু চৈতন্সিংহের উপরে শাসনক্ষমতা ও মহারাজ উপাধি পাইবার জন্য এবং লর্কাকোলদিগকে দমন করিতে ও রাজা বিক্রমসিংহের নিকট হইতে কএকটী দেবমূর্ত্তি উদ্ধারের আশায় পোড়াহাটরাজ ইংরাজরাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া মিত্ররাজরূপে গণ্য হইলেন। ইংরাজরাজ সরাইকেলা ও খর্সুঁয়ার উপর তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিলেন না, বরং তাঁহার নিকট হইতে বাৎসরিক ১০১ টাকা কর ধার্য্য করিয়া দিলেন এবং তাঁহার রাজকীয় আইন বা কার্য্যাদি সম্বন্ধে ইংরাজরাজ হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই সর্ত্তে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখে ইংরাজরাজ কএকখানি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়া লন। ঐ পত্রানুসারে উক্ত সর্দ্দারগণ স্থানীয় বিদ্রোহী দমনের সময় সৈন্য দিয়া আপনাপন অধিকৃত স্থান রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পোড়াহাটরাজ সরাই-

* "তস্য চেদুচ্ছ্বাসোঽতিদীর্ঘঃ অতিহ্রস্বঃ বা স্যাৎ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ, তস্য চেৎ মধ্যে পরিমৃশ্যমানেন ন স্পন্দেয়াতাঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেদ্দন্তাঃ প্রতিকীর্ণাঃ শ্বেতা জাতশর্করাঃ স্যুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেৎ পক্ষ্মাণি জটাবদ্ধানি স্যুঃ পরাসুরিতি বিদ্যাৎ। তস্য চেৎ চক্ষুষী প্রকৃতিহীনে বিকৃতিযুক্তে অত্যুৎপিণ্ডিতে অতিপ্রবিষ্টে অতিজিহ্মে অতিবিষমে অতিপ্রস্রুতে অতি বিমুক্তবন্ধনে সততোন্মিষিতে সততনিমিষিতে নিমেষোন্মেষাতিপ্রবৃত্তে বিভ্রান্তদৃষ্টিকে হীনদৃষ্টিকে ব্যস্তদৃষ্টিকে নকুলান্ধে কপোতান্ধে অলাতবর্ণে কৃষ্ণনীলপীতশ্বেতশ্যাবতাম্রহরিতহারিদ্রশুক্লবৈকারিকাণাং বর্ণানামন্যতমেনাভিসংপ্লুতে বা স্যাতাং পরাসুরিতি বিদ্যাৎ।" (চরক ইন্দ্রিয়স্থান)।

* কেউঞ্ঝরবাসী ভুঁইয়াগণ এই দেবীকে "ঠাকুরাণী মাই" নামে পূজা করিয়া থাকে।

কেলা-পক্তির নিকট হইতে যে বিগ্রহমূর্ত্তির জন্ত দাবী করেন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের আদেশানুসারে তিনি ঐ বিগ্রহ ফিরিয়া পান। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহাদের অবস্থার হ্রাস হইলে ইংরাজগণ কোল্‌হানের শাসনভার স্বহস্তে লইয়া উক্ত রাজাকে ৫০০৲ টাকা মাসহারা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চাঁইবাসায় বিদ্রোহ হইলে পোড়াহাটের শেষ রাজা অর্জ্জুনসিংহ বিদ্রোহদমনভার ইংরাজ গবর্মেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন, কিন্তু হঠাৎ আপনি ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হওয়ায় ইংরাজ কর্ত্তৃক বারাণসীধামে যাবজ্জীবন বন্দী হইয়া থাকেন। তদবধি এই প্রদেশ ইংরাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে রহিয়াছে।

পরাহ্ণ (পুং) পরশ্চ তদহশ্চেতি কর্ম্মধা°, (অহ্নোহহ্ন এতেভ্যঃ। পা ৫।৪।৯১) ইতি অহ্নাদেশঃ, ততো ণত্বং। অপরাহ্ণ, বিকাল, দিবসের পরভাগ।

পরি (অব্য) পৃ-ইন্। ১ সর্ব্বতোভাব। ২ বর্জ্জন। ৩ব্যাধ। ৪ শেষ। ৫ ইত্থম্ভূত। ৬ আখ্যান। ৭ ভাগ। ৮ বীপ্সা। ৯ আলিঙ্গন। ১০ লক্ষণ। ১১ দোষাখ্যান। ১২ নিরসন। ১৩ পূজা। ১৪ ব্যাপ্তি। ১৫ ভূষণ। (মেদিনী) ১৬ উপরম। ১৭ শোক। (হেম) ১৮ সন্তোষভাষণ। (শব্দর°) পরি—বিংশতি উপসর্গের মধ্যে একটী; ইহার অর্থ ১ সর্ব্বতোভাব। ২ অতিশয়। ৩ বীপ্সা। ৪ ইত্থম্ভাব। ৫ চিহ্ন। ৬ ভাগ। ৭ ত্যাগ। ৮ নিয়ম। (মুগ্ধবোধটীকা দুর্গা°)

লক্ষণ—ইত্থম্ভূত, আখ্যান, ভাগ ও বীপ্সা অর্থে প্রতি পরি এবং অনুর কর্ম্মপ্রবচনীয় সংজ্ঞা হয়, অর্থাৎ এই সকল অর্থে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

"লক্ষণেত্থম্ভূতাখ্যানভাগবীপ্সাসু প্রতিপর্য্যনবঃ।" (পাণিনি)

ইহার উদাহরণ যথা—'লক্ষণার্থে বৃক্ষং প্রতিপর্য্যনু বা বিদ্যোততে বিদ্যুৎ। ইত্থম্ভূতাখ্যানে ভক্তো বিষ্ণুং প্রতিপর্য্যনু বা। ভাগে লক্ষ্মীর্হরিং প্রতি পর্য্যনুবা, হরের্ভাগ ইত্যর্থঃ। বৃক্ষং বৃক্ষং প্রতি পর্য্যনু বা সিঞ্চতি।' এই সকল উদাহরণের প্রত্যেক স্থলে পরিশব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। বর্জ্জনার্থ বুঝাইলে পরিশব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

দ্যূত, ব্যবহার ও পরাজয় অর্থে অক্ষ, শলাকা ও সংখ্যাবাচক শব্দের 'পরি'র সহিত সমাস হয়। 'দ্যূতে অক্ষং বিপরীতং বৃত্তং' অক্ষপরি, এইরূপ 'শলাকাপরি, একপরি' ইত্যাদি হইবে।

পরিংশ (পুং) লেশ। "যদপাংযোষধীনাং পরিংশমারিশামহে।" (ঋক্ ১।১৮৭।৮) 'পরিংশং লেশং।' (সায়ণ)

পরিক, রাজপুতনাবাসী ব্রাহ্মণগণের এক শাখা। মাড়বার ও বুন্দী প্রদেশে ইহাদের বাস।

পরিকথা (স্ত্রী) পরিতঃ কথা। কথাভেদ, বাক্যর ভেদ। ধর্ম্মসংক্রান্ত বাক্যালাপ বা গল্প। (দিব্যা ২২৫।২৭)

'অথ বাক্যভেদাঃ স্যুশ্চম্পূঃ খণ্ডকথা কথা।
আখ্যায়িকা পরিকথা কলাপকবিশেষকৌ॥' (ত্রিকাণ্ড)

পরিকম্প (পুং) পরিতঃ কম্পো যস্মাৎ, বা পরিকম্পতেঽনেন পরিকম্প-করণে ঘঞ্। ১ ভয়। ২ পরিতঃ কম্প।

পরিকর (পুং) পরিকীর্য্যতে ইতি পরি-কৄ-অপ্। (ঋদোরপ্। পা ৩।৩।৫৭) বা পরিক্রিয়তেঽনেনেতি কৃ-ঘ। ১ পর্য্যঙ্ক। ২ পরিবার। ৩ সমারম্ভ। ৪ বৃন্দ। (শব্দর°) ৫ প্রগাঢ় গাত্রিকা বন্ধ।

"গাঢ়ং পরিকরং বদ্ধা গুরুমাদায় চাধিকং।
স্কন্ধে ভর্ত্তারমাদায় জগাম মৃদুগামিনী॥" (মার্ক° পু° ১৬।২৫)

৬ বিবেক। (বিশ্ব) ৭ সহকারী। জগদীশ সামান্ত নিরুক্তিতে পরিকর অর্থে সহকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"পরিকরঃ সহকারী স চ ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মত্বাদিঃ।" (জগদীশ)

৮ অলঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"উক্তির্বিশেষণৈঃ সাভিপ্রায়ৈঃ পরিকরো মতঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০।৭০৪)

যেখানে অভিপ্রায়ব্যঞ্জক বিশেষণ দ্বারা উক্তি হয়, সেই স্থলে পরিকর অলঙ্কার হয়। যথা—উদাহরণ—

"অঙ্গরাজ! সেনাপতে! দ্রোণোপহাসিন্!
কর্ণ! রক্ষৈনং ভীমাদ্দুঃশাসনং॥" (সাহিত্যদ°)

দুঃশাসনকে ভীম কর্ত্তৃক নিপীড়িত দেখিয়া অশ্বত্থামা কর্ণকে উপহাসচ্ছলে বলিতেছেন, হে কর্ণ! তুমি অঙ্গদেশের রাজা, এখন সেনাপতি ও দ্রোণের উপহাসকারী, ভীম হইতে দুঃশাসনকে রক্ষা কর। কর্ণের দুঃশাসনকে রক্ষা করা নিতান্ত উচিত ছিল, কিন্তু রক্ষা করিতে পারিতেছে না, তাই অশ্বত্থামা কর্ণের প্রতি 'অঙ্গরাজ, সেনাপতে, দ্রোণোপহাসিন্' এই তিনটী বিশেষণ সাভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিয়াছেন। এই জন্ত এস্থলে পরিকর অলঙ্কার হইল। ৯ সমন্বিত। ১০ সংযুক্তহস্ত। "বদ্ধ-পরিকর।" ১১ ভৃত্য। ১২ সংযমন, ধারণ।

১৩ নাটকাদির মুখে উৎক্ষেপ, পরিকর প্রভৃতি বিন্যাস করিতে হয়। ইহার লক্ষণ—সমুত্থিত অর্থের অর্থাৎ কাব্যার্থের যে বিস্তার, তাহাকে পরিকর কহে, প্রথমে কাব্যার্থের বিস্তৃতি করিতে হইবে। "সমুৎপন্নার্থবাহুল্যং জ্ঞেয়ঃ পরিকরঃ পুনঃ।"
(সাহিত্যদ° ৬।৩৪০)

পরিকর্ত্তন (স্ত্রী) ১ অধশ্ছেদ। (সুশ্রুত সূ° ১অঃ)
২ ছেদনবৎ অনুভাব। (বাগ্‌ভট° চিকিৎসা ১ অঃ)

পরিকর্ত্তৃ (পুং) পরিকরোতীতি পরি-কৃ-তৃচ্। অনুজ্যেষ্ঠে

কনিষ্ঠ বিবাহের যাজক, জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইবার পূর্ব্বে কনিষ্ঠের বিবাহকর্ম্মে যিনি মন্ত্রাদি পাঠ করেন। (উদ্বাহতত্ত্ব)

পরিকর্ত্তিকা (স্ত্রী) ১ কর্ত্তনবৎ পীড়া। (চরক চি° ৩ অঃ) ২ বমন ও বিরেচনের ব্যাপদ্বিশেষ। (সুশ্রুত চি° ৩৪ অঃ)

পরিকর্ম্মন্ (ক্লী) পরিক্রিয়তে ইতি পরি-কৃ-মনিন্। কুঙ্কুমাদি দ্বারা শরীরশোভাধানরূপ সংস্কার। গাত্রে অলকাতিলকা প্রভৃতি কাটাকে পরিকর কহে। স্নানোদ্বর্ত্তনাদি। শরীর সংস্কারমাত্র। পর্য্যায়—অঙ্গসংস্কার, প্রতিকর্ম্ম। (শব্দর°)

"বিবুধৈরপি যস্য দারুণৈরসমাপ্তে পরিকর্ম্মণি স্মৃতঃ।
তমিমং কুরু দক্ষিণেতরং চরণং নির্ম্মিতরাগমেহি তে॥"

(কুমার ৪।১৯)

(পুং) পরিতঃ কর্ম্ম যস্য। ২ পরিচারক, সেবক। (রত্নমা°)

পরিকর্ম্মিন্ (ত্রি) পরিকর্ম্ম বিদ্যতে যস্য, পরিকর্ম্ম-ণিনি। পরিকর্ম্মী, সকল কর্ম্মকারক পরিচারক। (সুশ্রুত সূত্র° ৫ অঃ)

পরিকর্ষ (পুং) পরি-কৃষ-ভাবে ঘঞ্। ১ সম্যকর্ষণ। কর্ষস্য বর্জ্জনং, অব্যয়ীভাবঃ। ২ কর্ষবর্জ্জন।

পরিকর্ষণ (পুং) টানিয়া লইয়া নানা স্থানে গমন। (দিব্যা° ৪।৫।৩)

পরিকর্ষিন্ (ত্রি) যে টানিয়া লয়।

পরিকলিত (ক্লী) পরিকল-ভাবে-ক্ত। আকলন। তৎকৃতমনেন ইষ্টাদিত্বাদিনি। পরিকলিতিন্, তাহার কর্ত্তা, আকলনকর্ত্তা।

পরিকল্কন (ত্রি) প্রবঞ্চনা, ঠকান, শঠতা।

পরিকল্প (ক্লী) ১ স্থিরনিশ্চয়। ২ রচনা। ৩ আমন্ত্রণ। ৪ নির্দ্দেশ।

পরিকল্পন (ক্লী) ১ মনন, চিন্তন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ রচনা।

পরিকল্পিত (ত্রি) পরি-কল্প-ক্ত। ১ অনুষ্ঠিত। ২ সজ্জিত। ৩ নির্দ্দিষ্ট। ৪ স্থিরীকৃত। ৫ রচিত। ৬ বৃথানুমানলব্ধ।

পরিকাঙ্ক্ষিত (ত্রি) পরিত্যক্তং কাঙ্ক্ষিতং অভিলাষো যেন। ১ তপস্বী। ২ সম্পূর্ণ অভিলাষযুক্ত।

পরিকায়ন (পুং) বেদের শাখাভেদ।

পরিকীর্ত্তন (ক্লী) ১ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন। ২ আরোপিত গুণবর্ণন। আত্মপ্রশংসা।

পরিকীর্ণ (ত্রি) পরি-কৄ-ক্ত। ১ ব্যাপ্ত। ২ বিস্তৃত। ৩ বিস্তৃত। ৪ সমর্পিত।

পরিকীর্ত্তিত (ত্রি) ১ প্রশংসিত। ২ উচ্চারিত। ৩ কথিত। ৪ গীত।

পরিকূট (ক্লী) পরি সর্ব্বতো ভূষিতং কূটং। পুরদ্বারকূটক। পর্য্যায়—হস্তিনখ, নগরদ্বারকূটক। (পুং) ১ নাগরাজভেদ।

পরিকূলভিরায়, নাগরাজভেদ। গঙ্গবংশীয় নরপতি ৩য় মাধবের বংশধর।

পরিকূল (ক্লী) পরিতঃ কূলং। উভয়ত্র স্থিত কূল।

পরিকৃশ (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবে কৃশঃ। সর্ব্বতোভাবে কৃশ, অতিশয় ক্ষীণ।

পরিকৃষ্ট (পুং) ১ আচার্য্যভেদ। (ত্রি) ২ সর্ব্বতোভাবে কর্ষিত।

পরিকেশ (অব্য) কেশত্তোপরি। কেশের উপরিভাগ।

পরিকোপ (পুং) অত্যন্ত ক্রোধ।

পরিক্রম (পুং) পরি-ক্রম-ভাবে ঘঞ্, (নোদাত্তোপদেশস্যেতি। পা ৭।৩।৩৪) ইতি উপধায়া ন বৃদ্ধিঃ। ১ ক্রীড়ার্থ পদদ্বারা গমন, ইতস্ততঃ পাদবিহার। ২ প্রদক্ষিণ। পৃথিবীর সকল দিক্ প্রদক্ষিণ করিলে অশেষ পুণ্যসঞ্চার হয়। বরাহপুরাণে লিখিত আছে—

"শৃণু ভদ্রে মহাপুণ্যং পৃথিব্যাং সর্ব্বতো দিশং।
পরিক্রম্য যথাধ্যানং প্রমাণগণিতং শুভং॥
ভূম্যাঃ পরিক্রমে সম্যক্ প্রমাণং যোজনানি চ।
ষষ্টিকোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ॥
তীর্থান্যেতানি দেবাশ্চ তারকাশ্চ নভঃস্থলে।
গণিতানি সমস্তানি বায়ুনা জগদায়ুষা॥" ইত্যাদি। (বরাহপু°)

ইহাতে আরও লিখিত আছে, যিনি একবার মথুরা প্রদক্ষিণ করেন, তাহার এই সকল প্রদক্ষিণ করার ফল হয়।

পরিক্রমণ (ক্লী) পরি-ক্রম-ল্যুট্। পরিক্রম, গমন, ক্রীড়ার্থ পদদ্বারা গমন। প্রদক্ষিণ।

পরিক্রমসহ (পুং) পরিক্রমং বিহারং সহতে ইতি সহ-পচাদ্যচ্। ছাগল। (ত্রিকা°) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্।

পরিক্রমা, ১ দেবমন্দিরের চতুর্দ্দিকে সীমারূপে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দির বা গৃহাদি থাকে, তাহাকে উক্ত মন্দিরের পরিক্রমা কহে। ২ মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর।

পরিক্রয় (পুং) পরি ক্রী-অচ্। বিক্রীত বস্তুর পুনঃক্রয়, বিনিময়। "কোষাংশেনার্দ্ধকোষেণ সর্ব্বকোষেণ বা পুনঃ।
শেষপ্রকৃতিরক্ষার্থং পরিক্রয় উদাহৃতঃ॥" (কামন্দকী ৯।১৭)

২ নিয়ত কাল ভৃতি দ্বারা স্বীকরণ। পরিক্রয়ের করণ কারকের বিকল্পে সম্প্রদানতা অর্থাৎ চতুর্থীবিভক্তি হয়। যথা— শতেন শতায় বা পরিক্রীতঃ। ইত্যাদি।

পরিক্রয়ণ (ক্লী) পরি-ক্রী-ল্যু। পরিক্রয়।

পরিক্রিয়া (স্ত্রী) পরিতঃ ক্রিয়া। ১ পরিখাদি দ্বারা বেষ্টন। ২ একাহ যাগভেদ। "সদাসৎক্রিয়া অনুক্রিয়া পরিক্রিয়া বা স্বর্গকামঃ" (আশ্ব° শ্রৌত° ৯।৫।১২।) 'পরিক্রিয়াপোকাহা ভবতি তেষামন্যতমেন স্বর্গকামো যজেত।' (নারায়ণ)

পরিক্লিষ্ট (ত্রি) পরি-ক্লিশ্-ক্ত। ১ পরিক্লিষ্ট। ২ অতিক্লিষ্ট। ৩ উত্যক্ত।

পরিক্লেদ (পুং) পরি-ক্লিদ-ঘঞ্। অতিশয় ক্লেদ, আর্দ্রতা।
"ক্লপণাক্রপরিক্লেদো দহেম্মাং শাশ্বতীঃ সমাঃ।"
(ভারত ১২।৯১৬২ শ্লো°)

পরিক্লেদিন্ (ত্রি) পরিক্লেদোহস্ত্যস্যেতি। পরিক্লেদযুক্ত।

পরিক্লেশ (পুং) পরি-ক্লিশ-ঘঞ্। অতিশয় ক্লেশ।

পরিক্লেষ্ট্ (ত্রি) পরি-ক্লিশ্-তৃচ্। ১ অতিশয় শ্রান্ত। ২ কষ্টদায়ক।

পরিকণন (পুং) পরি-কণ-কর্ত্তরি-ল্যু। মেঘ। (নিরুক্ত ৬।১)

পরিক্ষত (ত্রি) পরি-ক্ষণ-ক্ত। ১ ভ্রষ্ট। ২ নষ্ট।

পরিক্ষয় (পুং) পরি-ক্ষিণোতি ক্ষি-অচ্। ১ ধ্বংস, বিনাশ। ২ পতন। (মনু ৯।৫৯)

পরিক্ষব (পুং) ক্ষুত, চলিত হাঁচি।

পরিক্ষা (স্ত্রী) ১ কর্দম, মৃত্তিকা। ২ ময়লা।

পরিক্ষাণ (ক্লী) পরি-ক্ষৈ-ভাবে ল্যুট্। পরীক্ষা। "যানি পরিক্ষাণাত্মাসংস্তে কৃক্ষাঃ পশবোহভবন্" (ঐত° ব্রা° ৩।৩৪)

পরিক্ষাম (ত্রি) পরি-ক্ষৈ-ক্ত, ততঃ ক্ষামাদেশঃ পরিতঃ ক্ষামঃ। অতিকৃশ, ক্ষয়প্রাপ্ত। শুষ্ক।

পরিক্ষালন (ক্লী) পরি-ক্ষাল-ল্যুট্। ১ পরিক্ষালনীয় বস্তু, জল। ২ ধৌতকরণ।

পরিক্ষিৎ (পুং) পরি সর্ব্বতো ভাবেন ক্ষীয়তে হস্তুতে দুরিতং যেন, পরি-ক্ষি-ক্বিপ্ বা পরিক্ষীণেষু কুরুষু ক্ষিয়তি ইষ্টে ইতি ক্বিপ্। অভিমন্যুর পুত্র। পর্য্যায়—পরীক্ষিৎ, পরিক্ষীত, পরিক্ষিত নামের নিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে, কুরু সকল পরিক্ষীণ হইলে এই পুত্র উৎপন্ন হয় বলিয়া পরিক্ষিৎ এই নাম হয়।
"বিরাটস্ত সুতাং পূর্ব্বং স্নুষাং গাণ্ডীবধন্বনঃ।
উপপ্লব্য গতাং দৃষ্ট্বা ব্রতবান্ ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ॥
পরিক্ষীণেষু কুরুষু পুত্রস্তব ভবিষ্যতি।
এতদর্থং পরিক্ষিত্বং গর্ভস্থস্ত ভবিষ্যতি।" (ভারত ১০।১৬২-৩)
[পরীক্ষিৎ দেখ।] ২ কুরুপুত্র বিশেষ।
"কুরোস্তু পুত্রাশ্চত্বারঃ সুধন্বা সুধনুস্তথা।
পরিক্ষিৎ তু মহাবাহুঃ প্রবরশ্চারিমেজয়ঃ॥" (হরিব° ৩২।৯০)
৩ অবিক্ষিৎ পুত্র। (ভারত ১।৯৪।৫০) ৪ পর্য্যায়ক্রমে নিবাসকারী। "পরিক্ষিতোস্তমো অক্তা" (ঋক্ ১।১২৩।৭) "পরিক্ষিতোঃ পর্য্যায়েণ নিবসতোঃ, পরিক্ষয়তোর্বা' (সায়ণ) ৫ পরিক্ষয়, ক্ষীণ। "অগ্নির্বৈপরিক্ষিদগ্নির্হীমাঃ প্রজাঃ পরিক্ষেত্যগ্নিং হীমাঃ প্রজাঃ পরিক্ষয়ন্তি।" (ঐত° ব্রা° ৬।৩২)

পরিক্ষিপ্ত (ত্রি) পরিতঃ ক্ষিপ্যতে স্ম ইতি ক্ষিপ্-ক্ত। পরিখাদিদ্বারা বেষ্টিত, পর্য্যায় নিবৃত্ত। ২ সর্ব্বতোভাবে ক্ষেপযুক্ত।

পরিক্ষীণ (ত্রি) পরি-সর্ব্বতোভাবে ক্ষীণঃ। অতিশয় ক্ষীণ, ক্ষয়প্রাপ্ত।

পরিক্ষেপ (পুং) পরিতঃ ক্ষিপ্যতে বিষয়বাসনায়া জীবাত্মা যেন পরি-ক্ষিপ করণে ঘঞ্। ১ ইন্দ্রিয়।
"একাদশ পরিক্ষেপং মনো ব্যাকরণাত্মকং।"(ভারত আশ্ব° ৩৬অঃ)
২ পরিতশ্চালন, চতুর্দ্দিকে বেষ্টন। ৩ নিক্ষেপ।

পরিক্ষেপক (ত্রি) পরি-ক্ষিপ তাচ্ছীল্যে বুঞ্। পরিতশ্চলনশীল। পরিক্রমণশীল।

পরিক্ষেপিন্ (ত্রি) পরি-ক্ষিপ-তাচ্ছীল্যে-ঘিনুন্। পরিতঃ ক্ষেপণশীল। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পরিখা (স্ত্রী) পরিতঃ খন্যতে ইতি খন-ড। (অন্যেষ্বপীতি। পা ৩।২।১০১) ১ রাজধান্যাদি বেষ্টন খাত। চলিত গড়খাই, পর্য্যায়—খেয়। দুর্গ ও রাজনগর পরিখাদ্বারা বেষ্টন করিতে হয়।
"ভিন্দ্যাচ্চৈব তড়াগানি প্রাকারপরিখাস্তথা।
সমবস্কন্দয়েচ্চৈনং রাত্রৌ বিত্রাসয়েৎ তথা॥" (মনু ৭।১৯৬)
ইহার পরিমাণাদি—যে সকল স্থান শত্রু হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজন, তাহার চারিদিকে শত হস্ত প্রশস্ত ও দশহস্ত গভীর খাত করিবে এবং প্রবেশপথ সঙ্কেতযুক্ত হইবে। মিত্রগণ কেবল এই সঙ্কেত জানিবেন ও ইহা শত্রুগণের অগম্য হইবে।*

পরিখাত (ক্লী) পরিতঃ খাতং। ১ পরিখা। (ত্রি) ২ পরিখননকর্ম্ম।

পরিখীকৃত (ত্রি) অপরিখাঃ পরিখাঃ কৃতাঃ, অভূততদ্ভাবে চ্বি, ততো দীর্ঘঃ। পূর্ব্বে যাহার পরিখা ছিল না, এখন পরিখাযুক্ত।
"স বেলাবপ্রবলয়াং পরিখীকৃতসাগরাং।" (রঘু ১।৩০)

পরিখেদ (পুং) পরিতঃ খেদঃ। ১ অত্যন্ত খেদ। ক্লেশ। ২ পরিশ্রম। ৩ অবসাদ, ক্লান্তি।

পরিখ্যাতঃ (ত্রি) পরিতঃ সর্ব্বতোভাবেন খ্যাতঃ প্রথিতঃ। বিখ্যাত, অতি প্রসিদ্ধ।

পরিগ (ত্রি) পরি গচ্ছতি গম-ড। চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ।

পরিগণ (পুং ক্লী) বাটী।

পরিগণন (ক্লী) পরি-গণ ভাবে ল্যুট্। ১ সর্ব্বতোভাবে গণন। ২ বিধি ও নিষেধশাস্ত্রের বিশেষরূপে কীর্ত্তন।

পরিগণনীয় (ত্রি) পরি-গণ-অনীয়র্। পরিগণনার যোগ্য, সংখ্যা করার উপযুক্ত।

পরিগণিত (ত্রি) ১ সর্ব্বতোভাবে গণনাযুক্ত, সংখ্যাত। ২ বিধিনিষেধে, বিশেষরূপে কথিত।

---

* "গ্রহে চ পরিখাযানং শতহস্তং প্রশস্তকম্।
পরিতঃ শিবিরাণাঞ্চ গভীরং দশহস্তকম্।
সঙ্কেতপূর্ব্বকঞ্চৈব পরিখাদ্বারমীপ্সিতং।
শত্রোরগম্যং মিত্রস্য গম্যমেব সুখেন চ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত° পুঃ শ্রীকৃষ্ণজ° ১০২)

পরিগণ্য (ত্রি) পরি-গণ-যৎ। পরিগণনার যোগ্য।
"অণোরণিয়েহপরিগণ্যধায়ে মহানুভাবায় নমো নমস্তে।"
(ভাগ° ৮।৬।৮)

পরিগত (ত্রি) পরি-গম-ক্ত। ১ প্রাপ্ত। ২ বিস্তৃত। ৩ জ্ঞাত। ৪ চেষ্টিত। ৫ গত। ৬ বেষ্টিত।
"অথ সবঙ্গকুলকুথাদিভিঃ পরিগতোজ্বলদুজ্জতবালধিঃ।"
(ভট্টিকাব্য ১০।১)

পরিগদিত (ত্রি) পরি-গদ-ক্ত। পরিকথন। পরিকীর্ত্তন।

পরিগদিতিন্ (ত্রি) পরিগদিতং তৎকৃতমনেন ইষ্টাদিত্বাদিনি। পরিগদিতকর্ত্তা, পরিকথনকারী।

পরিগর্ভিক (পুং) বালরোগভেদ। চলিত এঁড়্যা লাগা। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—যে বালক গর্ভিণী মাতার স্তন্যপান করে, প্রায়ই তাহার কাস, অগ্নিমান্দ্য, বমি, তন্দ্রা, কৃশতা, অরুচি ও ভ্রম হয় এবং উদর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বালকের এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাকে পরিগর্ভিক বা পরিভবরোগ কহে। এই রোগ হইলে অগ্নিপ্রদীপক ঔষধ সকল প্রয়োগ করিতে হইবে। অগ্নিপ্রদীপ্ত হইলে এই রোগ আপনিই প্রশমিত হয়।(১)

পরিগর্হণ (ক্লী) পরি-গর্হ-ল্যুট্। অত্যন্তগর্হণ, অতি নিন্দা।

পরিগহন (ক্লী) পরি-গহ-ভাবে ল্যুট্। ক্ষুভ্নাদিত্বাৎ ন ণত্বং। অত্যন্ত গহন।

পরিগীতি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

পরিগূঢ় (ত্রি) পরি-গুহ-ক্ত। অত্যন্ত গুপ্ত। ততঃ চতুরর্থ্যাং ঋষ্যাদিত্বাৎ ক। পরিগূঢ়ক, তাহার অদূর দেশাদি।

পরিগৃদ্ধ (ত্রি) পেটুক, অধিক ভক্ষণশীল। (দিব্যা° ৩৫১।১০)

পরিগৃহীত (ত্রি) পরিগ্রহ-কর্ম্মণি-ক্ত। স্বীকৃত, যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে। উপাত্ত।

পরিগৃহীতি (স্ত্রী) পরি-গ্রহ-ক্তিন্ তত ইটো দীর্ঘঃ। পরিগ্রহ।
"সর্ব্বস্যৈ বাচঃ সর্ব্বস্য ব্রহ্মণঃ পরিগৃহীত্যৈ।" (ঐত° ব্রা° ২।১৫।৩০)
(ত্রি) পরিগ্রহ-ক্যপ্। গ্রহণযোগ্য।

পরিগৃহ্যবৎ (ত্রি) পরিগৃহ্য মতুপ্ মস্য ব। পরিগৃহ্যযুক্ত।
(তৈত্তিরীয়স° ৫।৪।৬।৩)

পরিগৃহ্যা (স্ত্রী) পরিসর্ব্বতোভাবেন গৃহ্যতে যা পরিগ্রহ-কর্ম্মণি ক্যপ্। নারী, পাণিগৃহীতা স্ত্রী।

পরিগ্রহ (পুং) পরিগ্রহণমিতি পরি-গ্রহ-অপ্। (গ্রহবৃদৃনিশ্চিগমশ্চ। পা ৩।৩।৫৮) ১ প্রতিগ্রহ।
"কর্তারেবপরিগ্রহে শিথিলতা ব্যাজরাজ্যুৎসে, অন্তে ধূর্ত্ত হৃদি স্থিতা প্রিয়তমা কাচিত্ত্বমেবাপরা।" (শকুন্তলা° ৫।৭)
২ সৈন্যপশ্চাদ্ভাগ। ৩ পত্নী, ভার্য্যা। ৪ পরিজন। ৫ পরিবার। ৬ আদান। (রঘু ৯।৪৬) ৭ স্বীকার। ৮ মূল। ৯ কন্দ। ১০ শাপ। ১১ শপথ। ১২ রাহুগ্রস্ত ভাস্কর। (অজয়) ১৩ পুত্রদারাদির ভর্ত্তব্য পরিমাণ, বেতন।
"প্রকল্প্যা তস্য তৈর্বৃত্তিঃ স্বকুটুম্বাদ্যথার্হতঃ।
শক্তিঞ্চাবেক্ষ্য দাক্ষ্যঞ্চ ভৃত্যানাঞ্চ পরিগ্রহম্॥" (মনু ১০।১২৪)
পরিগৃহ্যতেঽনেনেতি গ্রহ-অপ্। ১৪ হস্ত। ১৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫৮) যিনি বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন, বিষ্ণু তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম পরিগ্রহ হইয়াছে। ১৬ সাধন। "অজিনদণ্ডভৃতং কুশমেখলাং।
যতগিরং মৃগশৃঙ্গপরিগ্রহাম্॥" (রঘু ৯।২১)
'মৃগশৃঙ্গং পরিগ্রহঃ কণ্ডূয়নসাধনং যস্তাতাম্' (মল্লিনাথ)

পরিগ্রহক (ত্রি) পরিগ্রহকর্ত্তা। যিনি পরিগ্রহ করেন।

পরিগ্রহণ (ক্লী) ১ সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ। ২ বস্ত্রপরিধান।

পরিগ্রহময় (ত্রি) পরিগ্রহ স্বরূপে ময়ট্। পরিগ্রহ স্বরূপ, স্ত্রীপুত্রাদি। পরিগ্রহঃ মতুপ্, মস্য ব। পরিগ্রহযুক্ত স্ত্রীপুত্রাদি সম্মিলিত।

পরিগ্রহবৎ (ত্রি) পরিগ্রহঃ মতুপ্ মস্য ব। পরিগ্রহযুক্ত। স্ত্রীপুত্রাদিসমন্বিত।

পরিগ্রহিন্ (ত্রি) পরিগ্রহঃ বিদ্যতেঽস্য, পরিগ্রহ-ইনি। পরিগ্রহযুক্ত। (মার্ক° পু° ৪৭।৩০)

পরিগ্রহিতৃ (ত্রি) পরি-গ্রহ-তৃচ্। ১ দত্তকগ্রহণকারী পিতা। ২ গ্রহণকারী।

পরিগ্রাম (অব্য) গ্রামস্য অভিমুখং। গ্রামের অভিমুখে।

পরিগ্রাহ (পুং) পরি-গ্রহ-ঘঞ্। (পরৌ যজ্ঞে। পা ৩।৩।৪৭) ১ যজ্ঞবেদিবিশেষ।

পরিগ্রাহ্য (ত্রি) পরি-গ্রহ-ণ্যৎ। গ্রহণীয়, গ্রহণের যোগ্য।
"যথা ত্রিদিবং ন বিন্দেয়ুর্নরা নগরবাসিনঃ।
তথায়ং ব্রাহ্মণো বাচ্যঃ পরিগ্রাহ্যশ্চ যত্নতঃ॥" (ভারত ১।৬২৬৯)

পরিঘ (পুং) পরিহন্যতেঽনেনেতি পরি-হন-অপ্ ততো ঘাদেশশ্চ। (পরৌ ঘঃ। পা ৩।৩।৮৪) ১ লৌহময় লগুড়। ২ লৌহমুখ লগুড়। পর্য্যায়—পরিঘাতন, পরিঘাতক।
"বাহুনামুগ্রবাজানাং কার্ম্মুকাণাঞ্চ ভারত।
গদানাং পরিঘাণাঞ্চ হস্তানাঞ্চোরুভিঃ সহ॥" (ভারত ৬।৬৭।২৪)
ভারতে পূর্ব্বকালে যুদ্ধের সময় এই অস্ত্র ব্যবহার হইত।

---

(১) "মাতুঃ কুমারো গর্ভিণ্যাঃ স্তন্যং প্রায়ঃ পিবন্নপি।
কাসাগ্নিসাদবমথুতন্দ্রাকার্শ্যারুচিভ্রমৈঃ॥
যুজ্যতে কোষ্ঠবৃদ্ধ্যা চ তমাহুঃ পারিগর্ভিকম্।
রোগং পরিভবাখ্যঞ্চ তত্র যুঞ্জীত দীপনম্॥"(ভাবপ্রকাশ বালরোগ°)

ধনুর্ব্বেদে লিখিত আছে—এই অস্ত্র সুগোল, লম্বে সার্দ্ধ ত্রিহস্ত।[১] ৩ পরিঘাত, পরিতোহনন। ৪ জ্যোতিষের অন্তর্গত সপ্তবিংশতি-যোগের মধ্যে ঊনবিংশতি যোগ। কোন শুভকর্ম্ম করিতে হইলে এই যোগের অর্দ্ধেক বাদ দিতে হয়।

"পরিঘস্ত ত্যজেদর্দ্ধং শুভকর্ম্ম ততঃ পরম্।" (জ্যোতিঃসারসং)

এই যোগে জাতবালক বংশের কুঠার স্বরূপ, অসত্য সাক্ষী, ক্ষমাবিহীন, স্বল্পান্নভোক্তা ও শত্রুবিজয়ী হইয়া থাকে।

(কোষ্ঠীপ্র°)

৫ অর্গল। ৬ মুদ্গর। ৭ শূল। (অমর) ৮ কলস, জলপাত্র। ৯ কাচ ঘট। ১০ গোপুর, পুরদ্বার। ১১ সদ্ম। (শব্দর°) ১২ কার্ত্তিকানুচরভেদ। (ভারত ৯।৪৫।৩৩)

১৩ চণ্ডালবিশেষ। (ভারত ১২।১৩৮।১১৪)

পরিঘ এই শব্দের র স্থলে ল করিয়া পলিঘ এই শব্দ হয়। ১৪ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ১৫ মূঢ়গর্ভবিশেষ। (সুশ্রুত নি° ৮ অঃ)

পরিঘট্টন (স্ত্রী) পরি-ঘট্ট-ল্যুট্। সর্ব্বতোভাবে ঘট্টন, ঘোঁটা, পরিতশ্চালন। (ভারত বনপর্ব্ব)

পরিঘট্টিত (ত্রি) পরি-ঘট্ট-ক্ত। সম্যক্ ঘর্ষিত।

পরিঘর্ম্ম (পুং) পরি-ঘৃ-মন্। যজ্ঞাঙ্গ মহাবীরপাত্র পতিত ফেনাদির ক্ষরণ।

পরিঘর্ম্ম্য (পুং) পরিঘর্ম্মস্তেদং যৎ। মহাবীরাঙ্গ ঘর্ম্মসম্বন্ধিপাত্র।

"পরিঘর্ম্মমৌদুম্বরং।" (কাত্যা° শ্রৌ° ২৬।২।৬)

'পরিঘর্ম্ম্যং ঘর্ম্মসম্বন্ধি যৎপাত্রজাতং কাষ্ঠময়মুখাদি তদৌদুম্বরং।'

(দেবনাথ)

পরিঘা, (বা পর্ঘা) মুঙ্গের, ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণাবাসী কৃষিজীবি জাতিবিশেষ। পরের কার্য্য করিয়া অথবা চাষবাস করিয়া ইহারা আপনাদের জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

ইহাদের বাহ্য আকৃতি ও শরীরাদির গঠন আলোচনা করিলে ইহাদিগকে দ্রাবিড় অথবা প্রাচীন অনার্য্য জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে একটী প্রবাদ আছে যে, কোন হিন্দুদেবতা আবশ্যক মত আপনার গায়ের ঘাম হইতে একজন যোদ্ধৃপুরুষ সৃষ্টি করেন, ঐ ব্যক্তিই পরিঘা-জাতির আদিপুরুষ। কেহ কেহ বলেন, পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রির করিলে কতকগুলি রাজপুত উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে পলাইয়া এ অঞ্চলে আশ্রয় লাভ করে। আসিবার সময় তাহারা যজ্ঞোপবীত শোণনদীর জলে নিক্ষেপ করিয়া গুপ্তভাবে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। তদবধি তাহারা 'পালিয়া' নামে প্রসিদ্ধ হয়। দিনাজপুরের 'পালিয়াগণ' কোচবংশোদ্ভব হইলেও তাহারা আপনাদের এইরূপ রাজপুতবংশ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপে অনেক দ্রাবিড়শাখা আপনা-দিগকে রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিতে সৌভাগ্যবান্ মনে করে। বোধ হয় সেই পালিয়াগণ হইতেই এই পরিঘাজাতির উৎপত্তি। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন, কোন সময়ে ভুঁইয়াগণ তদ্দেশবাসী হিন্দুগণের রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার অনুকরণ করিলে, ক্রমশঃই তাহারা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে গণ্য হইয়া বর্ত্তমান নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভাগলপুরে পরিঘার মধ্যে দুইটী স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগ আছে, সুপা পর্ঘা ও পালিয়ার পর্ঘা। কুমার, মান্ঝি, মরাব, মাঝিক, ওঝা, পাত্র, রাই, রাউত ও শিয়ার প্রভৃতি কএকটী বিভিন্ন পদবী ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

ইহাদের মধ্যে বালিকা ও বয়স্থা কন্যার বিবাহ প্রচলিত আছে। বালিকাবিবাহই ইহাদের মধ্যে বিশেষ আদরণীয়। যে পিতার বালিকা কন্যা পাত্রস্থ করিবার সঙ্গতি আছে, সে কথনই কন্যাকে অবিবাহিতাবস্থায় ঋতুমতী হইতে দিবে না। কন্যা বিবাহের পূর্ব্বে ঋতুমতী হইলে তাহাকে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। সীমন্তে সিন্দূরদানই বিবাহের প্রধান অঙ্গ। যদি স্ত্রী বন্ধ্যা হয়, তাহা হইলে স্বামী অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে অথবা যদি স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হয়, তাহা হইলে স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য একটী বিবাহ করিতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলেও তাহার জাতি নাশ হয় না, বরং সে অন্য পুরুষ বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারে। স্ত্রীত্যাগ করিয়া অন্যপত্নীগ্রহণের কোন নিয়ম নাই।

ইহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যাদি বিশেষ আদরণীয় নহে। এ বিষয়ে হিন্দুদিগের সহিত কোন কোন অংশে বিসদৃশ ভাব লক্ষিত হয়। নিম্নশ্রেণীর মৈথিল ব্রাহ্মণেরা ইহাদের যাজকতা করে। শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া গোঁড়া হিন্দুর মত। ত্রয়োদশ-দিনে মৃতের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি অসমসাহসী কার্য্যে আত্মজীবন বিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে ইহারা একটী গোলাকার শুষ্ক মৃত্তিকাস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া মৃত ব্যক্তির নামে (উপদেবতাবোধে) উক্ত স্তম্ভকে পূজা করিয়া ছাগবলি ও মিষ্টান্ন উপহার দেয়।

পরিঘাত (পুং) পরিহন্যতে অনেন পরি-হন্-ঘঞ্। ততঃ উপধায়া বৃদ্ধিঃ নস্য তঃ। ১ পরিঘ অস্ত্র। ২ হনন।

পরিঘাতন (ক্লী) ১ পরিঘাস্ত্র। (ক্লী) ২ সর্ব্বতোভাবে হনন। ৩ প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত। ৪ আঘাত।

পরিঘাতিন্ (ত্রি) পরি-হন-ণিনি। ১ হননকারী। ২ অবজ্ঞা-কারী।

(১) "পরিঘো বর্ত্তুলাকারস্তালমাত্রঃ সুভারবং।
বলেকসাধ্যসম্পাতঘস্মিন্ জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ॥" (বৈশম্পায়নীয় ধনু°)

পরিঘৃষ্টিক (ত্রি) পরিতঃ ঘৃষ্টং প্রাহুস্তেনাস্ত্যস্য ঠন্। ১ বানপ্রস্থভেদ। (ভারত আশ্ব° ৯২ অ°) পরিপৃষ্টিক এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

পরিঘোষ (পুং) পরিতো ঘোষো যস্মিন্। ১ মেঘশব্দ। ২ শব্দ। ৩ অবাচ্য।

'পরিঘোষঃ স্যাদবাচ্যে নিনাদে জলদধ্বনৌ।' (হেম)

পরিচক্র (পুং) ১ দ্বাবিংশতি অবদানকের শাখাভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। ২ নগরী বিশেষ।

পরিচক্ষা (স্ত্রী) পরি-চক্ষ-ভাবে শ, সার্ব্বধাতুকত্বাৎ ন খ্যাদেশঃ। ১ নিন্দা। (শত° ব্রা° ১।৩।৫।১৪) পরি-বর্জ্জনে-অ। ২ বর্জ্জন।

পরিচক্ষ্য (ত্রি) পরি-বর্জ্জনে-চক্ষ-ণ্যৎ, বর্জ্জনার্থত্বাৎ ন খ্যাদেশঃ। বর্জ্জনীয়। "মা বো বচাংসি পরিচক্ষ্যাণি" (ঋক্ ৬।৫২।১৪) 'পরিচক্ষ্যাণি বর্জ্জনীয়ানি' (সায়ণ)

পরিচতুর্দ্দশ (ত্রি) পরিহীনশ্চতুর্দ্দশ যতঃ, ততঃ ড সমাসান্তঃ। একাধিক চতুর্দ্দশরূপ, পঞ্চদশ সংখ্যান্বিত। আর্ষপ্রয়োগ স্থলে সমাসান্ত বিধির অনিত্যতাহেতু ড সমাসান্ত হইবে না।

"ইন্দ্রসেনাদয়শ্চৈব ভৃত্যাঃ পরিচতুর্দ্দশ।" (ভারত বনপ° ১ অ°)

পরিচপল (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবেন চপলঃ। অতি চপল।

পরিচয় (পুং) পরি-সমস্তাৎ চয়নং বোধো জ্ঞানমিত্যর্থঃ, পরি-চি অপ্। বিশেষরূপে জ্ঞান, চেনা, জানাশুনা, পর্য্যায়—সংস্তব, প্রণয়। "হেতুঃ পরিচয়স্থৈর্য্যে বক্তুর্গুণনিকৈব সা॥" (মাঘ ২।৭৫)

২ নাদের অবস্থাভেদ।

"আরম্ভশ্চ ঘটশ্চৈব তথা পরিচয়োঽপি চ।
নিষ্পত্তিঃ সর্ব্বযোগেষু স্যাদবস্থাচতুষ্টয়ম্॥" (হঠযোগদী° ৪।৬৯)

পরিচয়বৎ (ত্রি) পরিচয়ঃ বিদ্যতেঽস্য। পরিচয়-মতুপ্, মস্য ব। পরিচয়যুক্ত।

পরিচর (পুং) পরিতশ্চরতীতি পরি-চর পচাদ্যচ্। ১ যুদ্ধকালে পরপ্রহার হইতে রথরক্ষক। যুদ্ধসময়ে যে যোদ্ধৃপুরুষ কোন রথীর রথ, বিপক্ষ পক্ষের প্রহার হইতে রক্ষা করিবার জন্ত নিযুক্ত থাকেন ও সৈন্যগণের দোষাদির বিচার করিয়া সামরিক নিয়মে দণ্ডাদি অবধারণ করেন, এবং যে ব্যক্তি রাজ্যের রাজস্বাদি ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। ২ প্রজাসামন্ত ব্যবস্থাপনকারী। ৩ সেনাবিষয়ে রাজার দণ্ডনায়ক। পর্য্যায়—পরিধিস্থ, সহায়। ৪ পরিচর্য্যাকারক, অনুচর, ভৃত্য, সেবক।

"উপচারজ্ঞতা দাক্ষ্যমনুরাগশ্চ ভর্ত্তরি।
শৌচঞ্চেতি চতুর্থোঽয়ং গুণঃ পরিচরে জনে॥" (চরক সূত্র° ৯অ°)

• যিনি বিশেষরূপে উপচারজ্ঞ, অতিশয় কার্য্যদক্ষ, যাহার প্রভুর প্রতি বিশেষ অনুরাগ আছে ও শৌচসম্পন্ন, তিনিই পরিচরের উপযুক্ত। সুশ্রুতে লিখিত আছে, স্নিগ্ধ, অনিন্দিত, বলবান্, রোগী ব্যক্তির রক্ষাবিষয়ে সর্ব্বদা নিযুক্ত, বৈদ্যের আজ্ঞাকারী ও অশ্রান্ত, এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকে পরিচর কহে। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৩৪ অ°)

পরিচরণ (পুং) পরি-চর-ল্যুট্। পরিচর্য্যা, সেবা।

পরিচরণকর্ম্মন্ (ক্লী) পরিচরণং সেবৈব কর্ম্ম। পরিচর্য্যা, সেবা। ইহার বৈদিক পর্য্যায়—ইরজ্যতি, বিধেম, সপর্য্যতি, নমস্যতি, দুবস্যতি, ঋধ্নোতি, ঋণদ্ধি, ঋচ্ছতি, সপতি, বিবাসতি। এই দশ পরিচরণকর্ম্ম। (বেদ-নিঘণ্টু ৩ অ°)

পরিচরণীয় (ত্রি) পরি-চর-অনীয়র্। পরিচর্য্যার যোগ্য, সেব্য।

পরিচরিতব্য (ত্রি) পরি-চর-তব্য। পরিচর্য্যার যোগ্য।

পরিচরিতৃ (ত্রি) পরি-চর-তৃচ্। পরিচর্য্যাকারক।

পরিচর্ত্তন (ক্লী) অশ্বরজ্জুভেদ। (তৈত্তিরীয়স° ১।৬।৪।৩)

পরিচর্ম্মণ্য (ক্লী) চর্ম্মখণ্ড। (শাংখ্যায়ন ব্রা° ৬।১২)

পরিচর্য্যা (স্ত্রী) পরিচর্য্যতে পরিচরণমিত্যর্থঃ, পরি-চর (পরিচর্য্যাপরিসর্য্যেতি। পা ৩।৩।১০১) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা শ, যক্‌চ ইতি নিপাত্যতে। সেবা, শুশ্রূষা।

"অথবা বার্দ্ধকে প্রাপ্তে পরিচর্য্যাং করিষ্যতি।
পুত্রঃ পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ পুণ্যার্থং কলবিঙ্কয়োঃ॥" (দেবীভাগ° ১।৪।১১)

পর্য্যায়—বরিবস্যা, শুশ্রূষা, উপাসন, পরিসর্য্যা, উপাসনা, উপাস্তি, শুশ্রূষণা। (শব্দর°) যত্নে পিতা, মাতা, গুরু, আত্মা ও অগ্নি প্রভৃতির পরিচর্য্যা করা উচিত। (ভারত ৫।৩৩।৩।)

পরিচর্য্যাবৎ (ত্রি) পরিচর্য্যা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। ১ যাহার পরিচর্য্যা করা হইয়াছে। ২ মাননীয়।

পরিচায্য (পুং) পরিচীয়তে ইতি (অগ্নৌ পরিচায্যোপচায্যসমূহ্যাঃ। পা ৩।১।১৩১) ইত্যনেন সাধুঃ। যজ্ঞাগ্নিঃ। পর্য্যায়—১সমূহ্য, উপচায্য। ২যজ্ঞাগ্নিকুণ্ড। সিদ্ধান্তকৌমুদীতে লিখিত আছে 'অগ্নিরিহ ন বহ্নিঃ কিন্তগ্নিধারণার্থস্থলবিশেষঃ।' (সিদ্ধান্তকৌ°) পরিচায্য এই শব্দের অর্থ—অগ্নি, কিন্তু অগ্নি শব্দে বহ্নি নহে, অগ্নিধারণার্থ স্থলবিশেষ। 'পরিচায্যং বিচিন্বীত গ্রামকামঃ' (শত° ব্রা° ৫।৪।১১।৩) (ত্রি) ৩ সেব্য, শুশ্রূষণার্হ।

পরিচার (পুং) পরি-চর ভাবে ঘঞ্। সেবা। (ভার°বনপ°৯৭অ°)

পরিচারক (ত্রি) পরিচরতীতি পরি-চর-ণ্বুল্। সেবক, ভৃত্য, চাকর।

"তস্রাত্মভূতৈঃ কালজ্ঞৈরহার্য্যৈঃ পরিচারকৈঃ।
সুপরীক্ষিতমন্নাদ্যমদ্যাৎ মন্ত্রৈর্বিষাপহৈঃ॥" (মনু ৭।২১৭)

পর্য্যায়—ভৃত্য, দাসের, দাসেয়, দাস, গোপ্যক, চেটক, নিয়োজ্য, কিঙ্কর, প্রেষ্য, ভুজিষ্য, ডিঙ্গর, চেট, গোপ্য, পরাচিত, পরিস্কন্দ, পরিকর্ম্মী। (হেম)

২ রোগাদি সময়ে যাহারা শুশ্রূষা করে (Nurse)। পরিচারক রোগমুক্তির একটী অঙ্গ। উত্তম পরিচারকের গুণে দুঃসাধ্য রোগও আরোগ্য হয়। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে শুশ্রূষাভিজ্ঞ, কার্য্যকুশল, প্রভুভক্ত ও শুচিব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ পরিচারক বলিয়া কথিত। ৩ দেবমন্দিরাদির কার্য্যনির্ব্বাহক।

পরিচারণ (স্ত্রী) পরি-চর-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সেবা। "শূদ্রধর্ম্মঃসমাখ্যাতস্ত্রিবর্ণপরিচারণং।" (ভারত ১৩।৬৪৬৪ শ্লোক)

২ সহবাস করণ, সঙ্গত হওন। (দিব্যা° ১৬) ৩ সেবার জন্য অপেক্ষা করণ। (দিব্যা° ১১৪।২৫)

পরিচারিক (ত্রি) পরিচারে প্রসৃতঃ ঠন্। দাস। স্ত্রিয়াং টাপ্। পরিচারিকা, দাসী।

পরিচারিন্ (ত্রি) পরিচারঃ অস্ত্যর্থে ইনি। ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী। ২ সেবক।

পরিচার্য্য (ত্রি) পরিচর্য্যতেঽসৌ ইতি পরি-চর-কর্ম্মণি ণ্যৎ। সেব্য।

পরিচালক (পুং) পরিচালনকারী, নেতা, চালক।

পরিচালকতা, (Conductivity) যে গুণ থাকিতে জড় বস্তু-সকল এক পরমাণু হইতে পরমাণু-অন্তরে তাপ সঞ্চালন করে, তাহাদিগকে প্রবল পরিচালক (Good conductors) বলে। ইহার বিপরীত গুণ সম্পন্ন হইলে দুর্ব্বল পরিচালক (Bad conductors) বলে।

পরিচিৎ (ত্রি) পরিতশ্চীয়তে চি-কর্ম্মণি ক্বিপ্। পরিতঃ স্থাপিত, সর্ব্বতোভাবে স্থাপিত, চতুর্দ্দিকে স্থাপিত। (শুক্ল° যজু° ১২।৪৬) কর্ত্তরি ক্বিপ্। (ত্রি) ২ পরিচয়কর্ত্তা।

পরিচিত (ত্রি) পরি-চি কর্ম্মণি ক্ত। পরিচয়বিশিষ্ট, জ্ঞাত, অভ্যস্ত। "ত্যক্তব্যোহং চিরপরিচিতা জন্মভূমীতি বুদ্ধ্যা

মা খিদ্যাঃ ত্রিভুবনজনত্রাণহেতোঃ ক্রমাচ্চ।" (পদাঙ্কদূত)

পরিচিতি (স্ত্রী) জ্ঞাপ্তি। পরিচয়। জানা শুনা।

পরিচিন্তক (ত্রি) চিন্তাশীল। অনুধ্যানকারী।

পরিচুম্বন (স্ত্রী) সপ্রেম চুম্বন।

পরিচেয় (ত্রি) পরি-চি-কর্ম্মণি য। ১ পরিচয়যোগ্য। ২ অভ্যসনীয়।

পরিচ্যুত (ত্রি) ভ্রষ্ট, স্খলিত, পতিত। স্ত্রীলিঙ্গে পরিচ্যুতি এইরূপ পদ হয়।

পরিচ্ছৎ, (পরিক্ষিৎ) একজন কোচরাজ। বাঙ্গালার উত্তরাংশে এবং কোচবিহারের পার্শ্ববর্ত্তী কোচ-হাজো প্রদেশে ইনি রাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান গোয়ালপাড়া জেলা ও নিম্ন আসাম এবং ব্রহ্মপুত্রের বামকূলে কয়াইবাড়ী পরগণার হাতশিলা (হাতিশৈল) হইতে গোয়ালপাড়ার উক্ত নদীর বাঁক পর্য্যন্ত উক্তরাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইহার পূর্ব্বসীমা কামরূপ। যখন কোচবিহারের সিংহাসনে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ বর্ত্তমান, সেই সময়ে অর্থাৎ অকবরশাহের পুত্র জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালের প্রথমে ইনি এই প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৮ম বৎসরে (১৬১৩ খৃষ্টাব্দে) ইনি সোসঙ্গ[১] পরগণার জমিদার রঘুনাথকে সপরিবারে বন্দী করিয়া রাখিলে উক্ত জমিদার বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা শেখ আলাউদ্দীন্ ফতেপুরি ইস্‌লাম-খাঁর নিকট পরিচ্ছতের নামে নালিশ করিয়া পাঠান। শেখ আলাউদ্দীন্ তদন্তে জানিলেন যে যথার্থই পরিচ্ছৎ রঘুনাথকে সপরিবারে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাকে সরল মনে রঘুনাথের পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ পাঠাইলেন। পরিচ্ছৎ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। আলাউদ্দীন্ কোচবিহারপতি লক্ষ্মীনারায়ণের ন্যায় তাঁহাকে বিনয়াবনত না দেখিয়া ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইবার জন্য সৈন্য সজ্জা করিতে লাগিলেন।

সেনাপতি মুকরম খাঁ যুদ্ধার্থ ছয়হাজার অশ্বারোহী, বার হাজার পদাতি ও পাঁচশত ক্ষুদ্র জাহাজ লইয়া কোচহাজো অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সম্মুখবাহিনী সেনাদল লইয়া কমাল খাঁ হাতশিলায় ছাউনী করিয়া ধুবড়ীদুর্গ অভিমুখে অগ্রসর হইয়া পরিচ্ছৎকে আক্রমণ করিলেন। উক্ত দুর্গে পরিচ্ছৎ ৫০০ শত অশ্বারোহী ও দশহাজার পদাতি লইয়া অবরুদ্ধ হইলেন। একমাস কাল অবরোধ ও উপর্য্যুপরি তোপ বৃষ্টির পর, অনেক সৈন্যক্ষয় হওয়াতে পরিচ্ছৎ নিজ বাসবাটী খেলা হইতে সেনাপতির নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন এবং রঘুনাথের পরিবারবর্গকে ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু সেনাপতি দুর্গ দখল করিয়া লইলেন এবং সন্ধির সংবাদ বাঙ্গালার নবাবের নিকট প্রেরণ করিলেন। এদিকে তিনি আপনার অঙ্গীকার মত ১০০ হস্তী, ১০০ অশ্ব ও ২০ মণ মুসব্বর প্রেরণ করিলেন, কিন্তু বঙ্গাধিপ তাহাতে পরিতুষ্ট না হইয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে এবং তাঁহাকে সশরীরে বন্দিভাবে আনিতে আদেশ দিলেন। কাজেই পুনর্ব্বার যুদ্ধ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। পরিচ্ছৎ নিজ মর্য্যাদারক্ষার জন্য বর্ষাশেষে ৪৮০ অশ্বারোহী, দশহাজার সৈন্য ও ২০টী হস্তী লইয়া ভীমবেগে ধুবড়ী আক্রমণ করিলেন। মুসলমানসৈন্য প্রথমে আত্মরক্ষা করিয়াও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল এবং সেই ভাবে খেলা অভিমুখে প্রস্থান করিল। নবাবের সেনাদল

(১) ইহা মৈমনসিংহের অন্তর্গত সুসঙ্গ পরগণা। ব্রহ্মপুত্রনদের পূর্ব্বাংশে গারো ও কয়াইবাড়ী পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত।

দুর্বলী পরিত্যাগ করিয়া গদাধর নদীতে পরিচ্ছত্তের সেনাদল আক্রমণ করে। এখানে একটী ক্ষুদ্র নৌযুদ্ধ হইয়া যায়।

পরিক্ষিৎ জলযুদ্ধে মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া খেলায় যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে আসিয়াও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি শুনিলেন যে তাঁহার পিতামহভ্রাতা কোচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহার বিরুদ্ধে মোগলসৈন্যের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তখন তিনি বনাস্ নদী তীরবর্ত্তী বুন্ধনগরে পলায়ন করিলেন। খেলা অতিক্রম করিয়া মোগলেরা তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। তিনি আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। মুকরম্ খাঁ ধনরত্ন ও পরিচ্ছৎকে বন্দীভাবে লইয়া ঢাকায় আলাউদ্দীন্ ইস্লাম খাঁর নিকট চলিলেন। ইত্যবসরে নবাব আলা উদ্দীনের মৃত্যু ঘটে, মুকরম ঢাকায় উপস্থিত হইয়াই মৃত্যুসংবাদ পাইলেন। কাজেই আলাউদ্দীন্ ইস্লাম খাঁর পুত্র হোসঙ্গ ও মুকরম খাঁ দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট সংবাদ পাঠাইতে বাধ্য হইলেন, জাহাঙ্গীর পরিচ্ছৎকে তাঁহার নিকট পাঠাইতে আদেশ করিলেন। তিনিও উক্ত আদেশানুসারে বিচারার্থ সম্রাট্ সমীপে প্রেরিত হইলেন।

রাজা পরিচ্ছতের এই দুরবস্থা ঘটিলে, তাঁহার ভ্রাতা বলদেব আসামরাজ স্বর্গদেবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রনারায়ণ ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে সোলমারি পরগণায় বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা উভয়েই আপনাদের পূর্ব্ব সম্পত্তি উদ্ধার করিবার জন্য মোগল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধের পর তাঁহারাও জীবন বিসর্জ্জন করেন।

পরিচ্ছৎগড়, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মিরাটজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। মিরাট নগর হইতে ৭ ক্রোশদূরে অবস্থিত। এখানে যে প্রাচীন কেল্লার চতুর্দ্দিকে নগরটী প্রতিষ্ঠিত, প্রবাদ অর্জ্জুনের পৌত্র পরিক্ষিৎ ঐ দুর্গ ও নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বিগত শতাব্দীতে গুজরজাতির অভ্যুদয়ে রাজা নয়ানসিংহ কর্ত্তৃক ঐ দুর্গের জীর্ণসংস্কার হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত কেল্লার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। এখন ঐ বাটীতে পুলিসের আড্ডা হইয়াছে। গঙ্গা হইতে অনুপসহর পর্য্যন্ত যে খাল গিয়াছে, তাহা এই নগরের নিকট দিয়া প্রবাহিত।

পরিচ্ছদ (পুং) পরিচ্ছাদ্যতেঽনেনেতি পরি-ছদ-ণিচ্, ততো ঘ (পুংসি সংজ্ঞায়াং। পা ৩।৩।১১৮) ততো উপধাহ্রস্বঃ। ১ পরিবার। ২ হস্তী, অশ্ব, বস্ত্র, কম্বলাদি উপকরণ, বেশ, পোষাক। "সনাপরিচ্ছদস্তস্য দ্বয়মেবার্থসাধনং।

শাস্ত্রেষকুণ্ঠিতা বুদ্ধির্মৌর্ব্বী ধনুষি চাততা॥" (রঘু ১।১৯)

৩ আচ্ছাদন। ৪ আসবাব। ৫ পরিজন, অনুচর।

পরিচ্ছন্দ (পুং) পরিচ্ছন্দ্যতে ঽনেন পরি-ছদি সংবরণে-ঘঞ্। পরিচ্ছদ, পোষাক। (হলায়ুধ)

পরিচ্ছন্ন (ত্রি) পরিচ্ছদঃ কর্ত্তরি, কর্ম্মণি বা ক্ত। ১ পরিচ্ছদবিশিষ্ট। ২ পরিবৃত। ৩ আচ্ছাদিত। ৪ সজ্জিত। ৫ ভূষিত।

পরিচ্ছিত্তি (স্ত্রী) পরি-ছিদ-ভাবে ক্তিন্। ১ অবধারণ। "দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা" (সাংখ্যসূ° ১।৮৮) 'অর্থস্য বস্তুনঃ পরিচ্ছিত্তিরবধারণং' (ভাষ্য) ২ পরিচ্ছেদ।

পরিচ্ছেদ (পুং) পরি-ছিদ ভাবে করণাদৌ চ ঘঞ্। ১ গ্রন্থবিচ্ছেদ, পুস্তকের ভাগ।

'সর্গবর্গপরিচ্ছেদোদ্ঘাতাধ্যায়াঙ্কসংগ্রহাঃ।
উচ্ছ্বাসঃ পরিবর্ত্তশ্চ পটলঃ কাণ্ডমাস্ত্রিয়াং॥
স্থানং প্রকরণং পর্ব্বাহ্নিকঞ্চ গ্রন্থসন্ধয়ঃ॥' (ত্রিকাণ্ড°)

কাব্যনাটকাদির ভিন্ন ভিন্ন নামে ভাগ হয়। কাব্যে সর্গ, কোষে বর্গ, অলঙ্কারে পরিচ্ছেদ ও উচ্ছ্বাস, কথায় উদ্ঘাত, পুরাণ ও সংহিতাদিতে অধ্যায়, নাটকে অঙ্ক, তন্ত্রে পটল, ব্রাহ্মণে কাণ্ড, সংগীতে প্রকরণ, ইতিহাসে পর্ব্ব, ভাষ্যে আহ্নিক, এই সকল নামে অভিহিত হয়। এইরূপ পাদ, তরঙ্গ স্তবক, প্রপাঠক, স্কন্ধ, মঞ্জরী, লহরী, শাখা প্রভৃতিও গ্রন্থসন্ধিতে হইয়া থাকে। ২ সীমা, অবধি। ৩ অংশ, ভাগ। ৪ ইয়ত্তারূপে অবধারণ। ৫ নির্ণয়।

"পরিচ্ছেদাতীতঃ সকলবচনানামবিষয়ঃ
পুনর্জন্মন্যস্মিন্ননুভবপথং যো ন গতবান্।
বিবেকপ্রধ্বংসাদুপচিতমহামোহগহনো
বিকারঃ কোঽপ্যন্তর্জড়য়তি চ তাপঞ্চ কুরুতে॥" (মালতীমাধব)

পরিচ্ছেদক (স্ত্রী) ১ সীমা। ২ পরিমাণ। (ত্রি) ৩ বিচ্ছেদ, অন্তর নির্দ্দেশক। ৪ সীমানিরূপক।

পরিচ্ছেদকর (পুং) সন্ধিভেদ।

পরিচ্ছেদ্য (ত্রি) পরি-ছিদ-কর্ম্মণি-ণ্যৎ। ১ পরিমেয়, ইয়ত্তারূপে নির্ণেয়। ২ অবধার্য্য। ৩ বিভাজ্য।

পরিছা, মন্দিরাদির পরিচারক পুরোহিত। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের পুরোহিতগণের প্রধান ব্যক্তি এই নামে অভিহিত।

পরিজন (পুং) পরিগতো জনঃ। পরিবার, পোষ্যবর্গ, প্রতিপাল্যলোক।

"বহুদ্ধিং সুত্রাম্ণো বরদ পরমোচ্চৈরপি সতী-
মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ।" (মহিম্নস্তোত্র)

২ নিয়ত সন্নিধিবর্ত্তি পরিচারক। (আনন্দলহরী ৩০)

পরিজনতা (স্ত্রী) পরি-জন ভাবে তল ততঃ টাপ্। অধীনতা, পরায়ত্ততা। পরিজনের ভাব।

পরিজ্মন্ (পুং) পরিজায়তে ইতি পরি-জন-মন্ নিপাতনাৎ সাধু। ১ চন্দ্র। ২ অগ্নি। পর্য্যজতীতি অজঃ পরিপূর্ব্বস্ত মন্, অকারলোপঃ, ততঃ নিপাত্যতে। ৩ পরিগন্তা। (বেদভাষ্য)

পরিজয্য (ত্রি) জেতুং শক্য জয্য, পরিতো জয্য। চতুর্দ্দিকে জয় করিতে সমর্থ।

পরিজপিত (ত্রি) অস্ফুটস্বরে আরাধনা করা। বিড়বিড় করিয়া মন্ত্রোচ্চারিত।

পরিজপ্ত (ত্রি) মুগ্ধ, মোহিত। (দিব্যাবদান ৩৯৭।২৬)

পরিজল্পিত (ক্লী) পরিজল্প ভাবে ক্ত। কথনভেদ, দশাঙ্গ চিত্রজল্পের অন্তর্গত দ্বিতীয় জল্পন।

"প্রভো নির্দ্দয়তা শাঠ্য চাপলাদ্যুপপাদনাৎ।
স্ববিচক্ষণতাব্যক্তির্ভঙ্গ্যা স্যাৎ পরিজল্পিতম্॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

পরিজা (স্ত্রী) উৎপত্তিস্থান। আদিজন্মভূমি।

"বিদ্মা তে সর্ব্বাঃ পরিজাঃ পুরস্তাৎ"। (অথর্ব্ববেদ ১৯।৫৬।৩)

পরিজাড্য (ত্রি) মূর্খতা। জড়তা। গতিহীনের ভাব।

"সলিলপ্লাবিতানীব পরিজাড্যানি মানবঃ।" (সুশ্রুত)

পরিজোঙ্গ, ভুটান সীমান্তে হিমালয়শিখরদেশে অবস্থিত একটী গিরিপথ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় সাতহাজার ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। এই পথ দিয়া তিব্বতবাসীদের সহিত বৎসরের সকল সময়েই বাণিজ্যাদি সম্পন্ন হয়।

পরিজ্ঞপ্তি (স্ত্রী) ১ কথোপকথন। ২ প্রত্যভিজ্ঞান।

পরিজ্ঞা (স্ত্রী) সম্যক্‌জ্ঞান। নিশ্চয়াবধারণ।

পরিজ্ঞাত (ত্রি) জানিত। অবধারিত। বিশেষরূপে চিহ্নিত।

পরিজ্ঞাতৃ (ত্রি) ১ যিনি সকল বিষয়জ্ঞাত আছেন বা সম্যক্ পর্য্যালোচনা করেন। ২ পরিদর্শক। ৩ জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্।

পরিজ্ঞান (ক্লী) পরি-জ্ঞা-ল্যুট্। সূক্ষ্মজ্ঞান। (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ৯।১ রঙ্গনাথ) সর্ব্বতোভাবে জানা।

পরিজ্ঞেয় (ত্রি) জ্ঞাতব্য। যাহা অবধারণ করা যায়।

"স্ত্রীমুখমনপত্যানাং শাঠ্যবতাং মণ্ডলং পরিজ্ঞেয়ম্।"
(বৃহৎসং ৬৮।৫৫)

পরিজ্মন্ (ত্রি) ১ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত ভূমি।

"ইয়মাপো ন পীপয়ঃ পরিজ্মন্।" (ঋক্ ১।৬।৩৮)

'পরিজ্মন্ পরিতো ব্যাপ্তায়াং ভূমৌ। অমতির্গতিকর্ম্মা অজ-গতিক্ষেপণয়োঃ আভ্যাং পরিপূর্ব্বাভ্যাং শ্বন্‌ক্ষনিত্যাদৌ॥'
(উণ্ ১।১৫৮)

"কনিন্ প্রত্যয়াস্তোনিপাতিতঃ সুপাং সুলুগিতি সপ্তম্যা লুক্॥"
৮ (সায়ণ)

২ ইতস্ততঃ গমনকারী।

"তক্তনাসত্যাভ্যাং পরিজ্মানং সুখং রথং।"

'পরিজ্মানং পরিতো গন্তারং সুখং উপর্য্যুপবেশনে সুখকরং মন্ প্রত্যয়েঽকারলোপ আদ্যুদাত্তত্বং চ নিপাতনাৎ।' (সায়ণ)

সূর্য্য ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ইতস্ততঃ গমন লইয়া এইরূপ লিখিত আছে। কোথাও বায়ু ও রুদ্রের গমনে এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

"বৃষ্টিং পরিজ্মা বাতো দদাতুঃ।" (ঋক্ ৭।৪০।৬)

পরিজ্মনা (পুং) চন্দ্র। চতুর্দ্দিকে প্রসর্পিত অগ্নি।

পরিজ্রি (ত্রি) পরি-জৃ-কি। পরিতো গন্তা, চারিদিকে গমন।

পরিজ্বন্ (পুং) পরি-জু-কনিন্ (শ্বন্‌ক্ষন্ পূষন্নিতি। উণ্ ১।১৫৮) ১ ইন্দ্র। ২ অগ্নি। কেহ কেহ পরি-জু-কনিন্ প্রত্যয় করিয়া পরিজবন্ ও পরিজ্মন্ এই দুইটী পদ কল্পনা করিয়া থাকেন। বাচস্পত্যের মতে এই দুইটী পদ প্রামাদিক। পরিজ্মন্ নিপাতনে সিদ্ধ করিলে প্রামাদিকের কোন কারণ দেখা যায় না।

পরিডীনক (ক্লী) পরি-ডী-ক্ত, ততঃ স্বার্থে-কন্। পক্ষীদিগের গতিবিশেষ।

"ডীনং প্রডীনমুড্ডীনং সংডীনং পরিডীনকং।" (জটাধর)

মহাভারতে লিখিত আছে—

"অতিডীনং মহাডীনং খডীনং পরিডীনকং।" (ভার° ৮।৪১।২৭)

পরিণত (ত্রি) পরিণগতি-স্ম পরি-নম-ক্ত। ১ পক্ক। ২ উক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত। ৩ সর্ব্বতোভাবে নত। ৪ নদীতীরাদিতে বক্রভাবে প্রবৃত্ত হস্ত্যাদি।

'তির্য্যক্ দন্তপ্রহারস্তু গজঃ পরিণতো মতঃ।' (হলায়ুধ)

৫ তির্য্যগ্‌গতি গজ।

পরিণতপ্রত্যয়, যে কার্য্যের ফল পরিপক্ক হইয়াছে।
(দিব্যা° ৫৪।২)

পরিণতি (স্ত্রী) পরি-নম-ক্তিন্। ১ অবনতি, পরিপাক। ২ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি। ৩ অবসান। ৪ শেষ। ৫ বার্দ্ধক্য।

পরিণদ্ধ (ত্রি) পরি-নহ-ক্ত। ১ বদ্ধ। ২ পরিহিত। ৩ প্রবৃদ্ধ। ৪ পরিবদ্ধ, আলিঙ্গিত।

পরিণমন (ক্লী) ১ রূপান্তরপ্রাপ্তি। ২ কাঁচা হইতে পক্কাবস্থা। ৩ উত্তরাবস্থা।

পরিণময়িতৃ (ত্রি) ১ নমনকারয়িতা। ২ পরিপাচয়িতা।

পরিণয় (পুং) পরিণয়নং পরি-নী-অপ্। বিবাহ। দারপরিগ্রহ।

পরিণয়সম্বন্ধজাত (পুং) ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত।

পরিণাম (পুং, পরিণম-ঘঞ্‌)। ১ বিকার, প্রকৃতির অন্যথা-ভাব। ২ প্রকৃতির ধ্বংসজন্য বিকার। যেরূপ কাষ্ঠের বিকার ভস্ম, মৃত্তিকার ঘট। (অমর ভরত) ২ চরম, শেষ।

"পরিণামসুখে গরীয়সি ব্যথকেঽস্মিন্ বচসি ক্ষতৌজসাং।
অতিবীর্য্যবতীব ভেষজে বহুরল্পীয়সি দৃশ্যতে গুণঃ॥"(ভারবি ২।৪)

৩ অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"বিষয়াত্মতয়ারোপ্যে প্রকৃতার্থোপযোগিনি।
পরিণামো ভবেত্তুল্যাতুল্যাধিকরণো দ্বিধা॥"(সাহিত্যদ° ১০।৬৭৯)

আরোপ্যমান বস্তু আরোপ বিষয়ের অভিন্নরূপে অর্থ প্রস্তুত কার্য্যের উপযোগী হইলে পরিণাম-অলঙ্কার হয়। যে স্থলে প্রকৃতার্থের উপযোগিবিষয়ে বিষয়ীর আরোপ হয়, সেই স্থলে পরিণাম অলঙ্কার হয়। এই পরিণাম দুই প্রকার, তুল্যাধিকরণ ও ব্যধিকরণ। ইহার তাৎপর্য্য—যে স্থলে একটী বর্ণনীয় বিষয়ে অন্য একটী বস্তুর আরোপ করা হয় এবং ঐ আরোপ্যমান বস্তু অভিন্নরূপে প্রকৃত বিষয়ের উপযোগী হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

"স্মিতেনোপায়নং দূরাদাগতস্য কৃতং মম।
স্তনোপপীড়মাশ্লেষঃ কৃতো দ্যূতে পণস্তয়া॥" (সাহিত্যদ°)

নায়ক নায়িকাকে বলিতেছে, আমি দূর হইতে আসিয়াছি, তুমি হাস্যদ্বারা ইহার উপায়ন (উপঢৌকন) করিয়াছ, এই স্থলে নায়কনায়িকাসমাগম বর্ণনীয় বিষয়, নায়ককে নায়িকার হাস্য উপঢৌকন দেওয়া প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী হইয়াছে এবং ইহা উপায়নরূপে আরোপিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে এই অলঙ্কার হইল।

"বনেচরাণাং বনিতাসখানাং দরীগৃহোৎসঙ্গনিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ॥"
(সাহিত্যদ°)

রাত্রিকালে দরীগৃহনির্গত কিরণযুক্ত ওষধিলতা সকল বনিতাসখ বনেচরদিগের সুরতক্রীড়ায় তৈলহীন প্রদীপের কার্য্য করিতেছে, এইস্থলে সুরতক্রীড়া বর্ণনীয় বিষয়। ইহাতে প্রদীপের আবশ্যক; কিন্তু প্রদীপ না থাকায় কিরণযুক্ত ওষধিলতা সকল তাহার কার্য্য করিতেছে, অতএব প্রদীপের পরিবর্ত্তে আরোপিত বস্তু প্রকৃতবিষয়ের উপযোগী হইয়াছে বলিয়া পরিণাম-অলঙ্কার হইল।

প্রকৃতবিষয়ে কোন এক বস্তুর আরোপ হইলে রূপক অলঙ্কার হয়। পরিণামস্থলেও রূপক অলঙ্কার হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া আলঙ্কারিকেরা ইহার নিরাকরণ করিয়াছেন। পরিণাম অলঙ্কারে যে আরোপ হইবে, তাহা বর্ণনীয় বিষয়ের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে, কিন্তু রূপকে তাহা হইবে না, আরোপমাত্রই রূপকালঙ্কারের বিষয় এবং যে স্থলে আরোপ অভিন্নরূপে প্রকৃতার্থের উপযোগী হইবে, সেই স্থলেই পরিণাম অলঙ্কার হইবে। পরিণাম ও রূপক—এইরূপ প্রভেদ জানিতে হইবে।

৪ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ প্রকৃতির পরিণাম। সাংখ্যদর্শনে এই পরিণামের বিষয় বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে, সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় একটু আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রকৃতি পরিণামশীলা।

"পরিণামিনো হি ভাবাঃ ঋতে চিতিশক্তেঃ।" (সাংখ্যদর্শন)

এক চিৎশক্তি ভিন্ন আর সকলই পরিণামী। প্রকৃতি ক্ষণমাত্রও পরিণত না হইয়া থাকিতে পারে না। "না পরিণম্য ক্ষণমপ্যা তিষ্ঠতে।" (তত্ত্বকৌ°) সকল সময়ই প্রকৃতির পরিণাম হইয়া থাকে। যখন জগৎ ছিল না, প্রকৃতির যে অবস্থা মহাপ্রলয়, অব্যক্ত ও প্রধান সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত, সে অবস্থাতেও প্রকৃতির পরিণামের বিরাম ছিল না। পরিণামবাদী কপিল বলেন, পরিণাম দুইপ্রকার, সদৃশপরিণাম ও বিসদৃশ পরিণাম। পরিণাম, পরিবর্ত্তন, অবস্থান্তর, স্বরূপপ্রচ্যুতি, এ সকল কথা একই অর্থে প্রয়োগ করা হয়।

পরিষ্কার ভাবে বলিতে হইলে—পরিণামের এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শনে পরিণাম ও বিবর্ত্ত লইয়াই বিবাদ। বেদান্তবাদী পরিণাম স্বীকার করেন না। বেদান্তসারে পরিণাম ও বিবর্ত্তের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥" (বেদান্তসার)

স্বরূপের অন্যথা হইয়া যে কারণ কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহার নাম বিকারী বা পরিণামী কারণ। যেমন দুগ্ধ দধির প্রতি পরিণাম-কারণ। অর্থাৎ দুগ্ধ তাহার স্বরূপ দুগ্ধত্ব বিনষ্ট হইলে তবে দধি হয়, দুগ্ধ দধি আকারে পরিণত হয় এবং স্বরূপের প্রকারান্তর না হইয়া যে কারণ কার্য্য উৎপন্ন করে, তাহার নাম বিবর্ত্ত। যেমন রজ্জু সর্পের প্রতি বিবর্ত্ত কারণ। এইস্থলে বস্তুর বিকার হয় না, বস্তুস্বরূপই থাকে, তবে রজ্জুতে সর্পের ভ্রম হইয়া থাকে, এই মাত্র। মহামতি শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের টীকায় এই পরিণামবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। ইহার বিষয় পরে আলোচনা করা হইবে।

পূর্ব্বে সদৃশ ও বিসদৃশ এই দুই প্রকার পরিণাম উল্লিখিত হইয়াছে। মহাপ্রলয়কালে যে পরিণাম হয়, সে পরিণাম সদৃশ পরিণাম। সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, রজঃ রজোরূপে, তমঃ তমোরূপে পরিণত হইলে তাহাকেই সদৃশ পরিণাম বলা যায়।

যখন বিসদৃশ পরিণাম আরম্ভ হয়, তখনই জগৎ রচনায় আরম্ভ। জগৎ-অবস্থা আসিলে প্রকৃতি নূতন নূতন বিসদৃশ পরিণাম প্রসব করিতে থাকেন। বিসদৃশ পরিণামের বিবরণ এই যে, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণের উৎপত্তি ও তাহারই বিনিময়ে বা পরস্পরানুপ্রবেশে বিভিন্ন বস্তুর জন্ম। এই দুই প্রকার পরিণাম সর্ব্বকালের নিমিত্ত নিয়মিত অর্থাৎ অতিদূর অতীতকাল হইতে অনন্ত ভবিষ্যৎকালের নিমিত্ত নিয়মিত। স্বাভাবিক বা সহজ জ্ঞানে যাহাকে অপরিণামী ভাবিতেছি, তাহাও প্রকৃত অপরিণামী নহে। চন্দ্র, সূর্য্য, জল, বায়ু প্রভৃতির কেহই অপরিণামী নহে। তবে কি না ঐ সকল পদার্থের পরিণাম অত্যন্ত মৃদু ও সূক্ষ্ম। বস্তুর তীব্র পরিণাম শীঘ্র অনুভূত হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, মহাজল ও মহাবায়ু প্রভৃতি মৃদুপরিণামে আবদ্ধ থাকায় তাহাদের জীর্ণতা অনুভবগোচরে না আসিলেও যুক্তিগোচরে আইসে। মৃদুপরিণামের চরমসীমাই সদৃশ পরিণাম বুঝিবার দৃষ্টান্ত। তীব্রপরিণামের এত তীব্রতা আছে যে, পূর্ব্বক্ষণে সমুৎপন্ন বস্তুর পরিণাম পরক্ষণেই অনুভূত হয়। আবার মৃদুপরিণামের এত মৃদুতা আছে যে, তাহা বহুসহস্র বৎসরেও অনুভূত হয় না। এই কারণে বলিলাম, মৃদুপরিণামের চরমসীমাই সদৃশপরিণাম। সদৃশ ও বিসদৃশ এই দুইপ্রকার পরিণাম থাকাতেই প্রকৃতিতে কখন প্রলয় ও কখন জগৎ হইতেছে। গুণপরিণামের তারতম্যানুসারে অচিরাৎ কোন কোন বস্তুর বিকার বা পরিণাম দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কোন কোন বস্তুর পরিণাম হয়ত আমাদের জীবনে অনুভূত না হইয়া আমাদের অধস্তন সন্তানদিগের অনুভূতিগোচরে উপস্থিত হইবে। প্রকৃতিরই বিশেষ বিশেষ পরিণামের নাম জন্ম, মৃত্যু, জরা, লয়, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জীর্ণতা, মধ্যতা প্রভৃতি। কাল সূর্য্যকে আমরা যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বুঝিতে হইবে, আজ তাহার সে অবস্থা নাই, পরিণাম হইয়াছে। কাল যে জগৎপ্রাণ বায়ু সেবন করিয়াছি, আজ তাহারও পরিণাম হইয়াছে। আদিসর্গকালে পৃথিবীর বা পৃথিবীস্থ প্রাণীর যেরূপ স্বভাবাদি ছিল, কপিলের সময় যাহা ছিল, আজ আমাদের সময়ে তাহা নাই, পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। অধুনা আমাদের সময় যাহা চলিতেছে, আমাদের পরে তাহা থাকিবে না, পরিবর্ত্তিত হইবে। পরিণামস্বভাবা প্রকৃতির, তদুৎপন্ন পৃথিবীর ও তদাশ্রিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তুর অনির্ব্বাচ্য পরিণামের কথা মনে ভাবনা করাও কঠিন ব্যাপার। প্রকৃতি পরিণামশীলা। আদিবিদ্বান্ কপিল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রকৃতি জড়া, অস্বাধীনা অথবা জগতের নির্ম্মাণকর্ত্রী। প্রকৃতি-পরিণামে জগতের উৎপত্তি হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রকৃতি জড়া, জড়বস্তু আপনা আপনি প্রবৃত্ত হয় না, যদি কদাচিৎ কখন কোনবার স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাহার সে প্রবৃত্তি সর্ব্বথা অনিয়মিত অর্থাৎ শৃঙ্খলাহীন। জ্ঞানশক্তি না থাকিলে কেহ কখন নিয়মিত কার্য্য করিতে পারে না। এমন নিয়মযুক্ত ও এরূপ কৌশল-পূর্ণ জগতের নির্ম্মাণ কি জড়-প্রকৃতির কেবল পরিণামে সম্ভবে? জ্ঞানশূন্যা জড়-প্রকৃতি ইহার কর্ত্রী হইলে এতদিন ইহা উৎসন্ন অথবা বিশৃঙ্খল হইয়া যাইত। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন, যে অব্যাহতেচ্ছা-জ্ঞানসম্পন্ন সর্ব্বশক্তিমান্ কোন এক কর্ত্তৃপুরুষ ইহার অধিষ্ঠাতা বা নিয়ামক আছেন, তিনিই প্রকৃতি-দ্বারা সুনিয়মে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

ইহার উত্তরে কপিল কহেন, তাহা নহে। প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপত্তি হইয়াছে, স্থিতি হইতেছে এবং পরে লয় হইবে। রথ একটী অচেতন বস্তু, চেতনাবান্ পুরুষ তাহাতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে যেমন স্বেচ্ছানুসারে নিয়মিতরূপে গতিবান্ করে, অথবা সুবর্ণখণ্ড এক জড় দ্রব্য, কোন কুশলী স্বর্ণকার তাহার অধিষ্ঠাতা বা কর্ত্তা হইয়া তাহাকে যেমন কুণ্ডলাদি আকারে পরিণামিত করে, প্রকৃতি সম্বন্ধে সেরূপ পরিণামক বা সেরূপ প্রেরণকর্ত্তা কেহ নাই। সেরূপ অধিষ্ঠাতার অনুমান নিষ্প্রয়োজন। প্রকৃতি জড়, তাই বলিয়া রথ-নিয়ন্তা সারথির ন্যায় তাহার কোন স্বতন্ত্র নিয়ন্তা থাকার কল্পনা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না, প্রকৃতি অস্বাধীন বলিয়া তাহাকে পরিণামিত করিবার জন্য কর্ম্মকারের ন্যায় পৃথক্ ব্যক্তি থাকার প্রয়োজন হয় না। অনাদি অনন্ত পুরুষই তাহার অধিষ্ঠাতা ও নিজশক্তিই তাহার পরিণামের প্রয়োজক।

কপিলসূত্রে লিখিত আছে, "তৎসন্নিধানাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ" (কপিলসূ°) যেমন সন্নিধানবশতঃ ইচ্ছাদি-গুণশূন্য জড়স্বভাব অয়স্কান্তমণি লৌহের সম্বন্ধে সচেতন অধিষ্ঠাতার ন্যায় কার্য্যকারী হয়, সেইরূপ সান্নিধ্যবিশেষবশে নির্গুণ নিষ্ক্রিয় আত্মাই তাদৃশী প্রকৃতির অধিষ্ঠাতার বা প্রেরকের কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

যেমন লৌহ ও চুম্বক উভয়ই জড়স্বভাব, ইচ্ছাদি গুণশূন্য ও স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত অথচ পরস্পর সন্নিহিত হইবামাত্র পরস্পর পরস্পরের শরীরে বিক্রিয়া (লৌহশরীরে চলন এবং চুম্বক শরীরে আকর্ষক ভাব) উপস্থিত করে। সেইরূপ আত্মা নিষ্ক্রিয় ও ইচ্ছাশূন্য হইলেও এবং প্রকৃতি জড় ও স্বতঃ প্রবৃত্তিরহিত হইলেও সন্নিধান বিশেষের বলে প্রকৃতিশরীরে পরিণাম-শক্তির উদয় হইয়া থাকে। জড়স্বভাব বলিয়া অনিয়মিত পরিণামের আশঙ্কা অলীক আশঙ্কা। কেন না নিয়মিত-

রূপে পরিণত হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব। তদনুসারে প্রত্যেক বস্তুই নিয়মিত পরিণামের অধীন। দুগ্ধের দধি ভিন্ন কর্দম পরিণাম হয় না, চূর্ণযুক্ত হরিদ্রা রক্তবর্ণই হয়, কৃষ্ণবর্ণ হয় না। প্রকৃতির ও প্রাকৃত পদার্থের নিয়মিত পরিণামের বিষয়ে বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, বৈদ্যক প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই সাক্ষ্য দিতে সমর্থ। সাংখ্যকারিকায় লিখিত আছে, "সলিলবৎ প্রতি গুণাশ্রয়বিশেষাৎ" (সাংখ্যকা°) মেঘনির্মুক্ত সলিল এক, একরূপ ও একরস, কিন্তু সেই এক ও একরসাত্মক জল পৃথিবীতে আসিয়া নানাবিধ পার্থিব বিকারের সংযোগে অর্থাৎ তাল ও তালী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বীজভাবাপন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ভিন্ন ভিন্ন রসে পরিণত হইয়া থাকে। তালবীজ বা তালবৃক্ষ যাহাকে আকর্ষণ করিল, তাহা একরস হইল, নারিকেল যাহা আকর্ষণ করিল, তাহা অম্লরস হইল। অতএব একই জল যেমন কারণবিশেষের সংসর্গে ভিন্ন ভিন্ন ফলে ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের উৎপত্তি করে, সেইরূপ প্রকৃতিনিষ্ঠগুণত্রয়ের এক এক গুণের অভিভব ও এক এক গুণের সমুদ্ভব হওয়াতে প্রবলের সহযোগে দুর্ব্বল গুণগুলি বিকৃত হইয়া যায়। অতএব প্রকৃতির নিয়মিত পরিণামের জন্য প্রকৃতির স্বীয় শক্তি বা স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব ব্যতীত স্বতন্ত্র প্রেরক থাকা সঙ্গত নহে।

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম—প্রকৃতির প্রথম বিকাশ মহত্তত্ত্ব।

সৃষ্টি-প্রারম্ভে অসংসারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রস্ফুরণ হয়। শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, রজোগুণে সৃষ্টি, সত্ত্বগুণে পালন ও তমোগুণে সংহার। একথা দ্বারা ইহা বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে গুণসমুদায়ের সাম্যভঙ্গে সর্ব্বপ্রথমে রজোগুণ সত্ত্বগুণকে উদ্রিক্ত করিয়াছিল, তাই সত্ত্বগুণ সর্ব্বপ্রথমে মহত্তত্ত্ব (যাহার পর নাই—নির্ম্মল বিকাশ) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, মহত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বর্ত্তমান প্রাণিনিচয়ের বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া দেখা যায় যে, প্রত্যেক অন্তঃকরণ হরিহরমূর্ত্তির ন্যায় দ্বিমূর্ত্তিতে অবস্থিত। তাহার একমূর্ত্তি বা এক পরিণাম মনন, অধ্যবসায় নামে; আর দ্বিতীয় মূর্ত্তি বা পরিণাম অভিমান ও অহং নামে পরিচিত হইয়াছে। 'আমি' 'আমি আছি' 'বস্তু' 'বস্তু আছে' 'আমার' 'আমার কৃতিসাধ্য' ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়াত্মক-বিকাশের নাম অধ্যবসায় ও জ্ঞানশক্তি। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই জ্ঞানশক্তিই সহজাতত্বরূপে জীবের অন্তরাত্মায় নিরন্তর সংলগ্ন আছে। জ্ঞানশক্তির সমষ্টিই মহান্। মহান্ ও পূর্ণজ্ঞান সমান কথা, পূর্ণজ্ঞান শক্তি সাংখ্যোক্ত মহত্তত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্ব শব্দের অভিধেয়। যে মহান্ পুরুষ এই মহান্ বুদ্ধিতত্ত্বে পূর্ণরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, তিনিই সাংখ্যোক্ত পুরুষ, ইহাকে ঈশ্বরও বলা যাইতে পারে। ভূলোক, দ্যুলোক, অন্তরীক্ষলোক, চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক, গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক, ব্রহ্মলোক প্রভৃতি সমস্ত লোকের সমস্ত পদার্থই এই মহান্ পুরুষের অধীন। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই মহত্তত্ত্ব নামক ব্যাপক-বুদ্ধি। আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি লোকস্থিতদিগের জ্ঞান ইত্যাদিক্রমে সেই সেই দেহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে। আমরা যেরূপ এই হস্তপদাদি-বিশিষ্ট দেহের উপর আমি ও আমার এই অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছি, সেইরূপ সাংখ্যোক্ত পুরুষ সম্পূর্ণ বুদ্ধিতত্ত্বের বা অন্তঃকরণ-সমষ্টির উপর আমি ও আমার ইত্যাকার অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছেন। আমরা যেরূপ আমাদের হস্তপদাদি যথেচ্ছ প্রেরণ করি, সেইরূপ পুরুষও অন্তঃকরণকে যথেচ্ছ প্রেরণ করিয়া থাকেন। কপিল লিখিয়াছেন, "মহদাখ্যং আদ্যং কার্য্যং তন্মনঃ।" (কপিলসূত্র) প্রকৃতির প্রথম পরিণাম এই—সর্ব্বদা সমুৎপন্না বিষয়োপরক্তা বুদ্ধির অবগাহ্য খণ্ড খণ্ড বিষয়রাশি পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন কেবল অথবা বিশুদ্ধ-বুদ্ধিই মহত্তত্ত্ব এইরূপ বুঝিতে হইবে। প্রথমে কেবল চিদাত্মপুরুষ ও প্রকৃতি ছিল, যখন প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণামে জগৎ আরম্ভ হইল, তখন প্রকৃতির প্রথম পরিণামে অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব নামক বুদ্ধিতে চিদাত্মার অনুরঞ্জন ব্যতীত অন্য পদার্থের অনুরঞ্জন ছিল না এবং তাহার পরিচ্ছেদকও ছিল না। সুতরাং তাহা অপরিচ্ছিন্ন ছিল। পরে প্রকৃতি হইতে যতই স্থূল সূক্ষ্মবিকার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ততই তাহা বিষয়পরিচ্ছিন্ন ও মলিন হইয়াছে। প্রকৃতির প্রথম মহত্তত্ত্বই জগদ্বীজ। এই মহত্তত্ত্ব হইতে অর্থাৎ এই মহত্তত্ত্বের পরিণামেই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। যখন এই জগৎকার্য্যের রচনা আরম্ভ হয় নাই, ভগবান্ মনু তৎকালের সেই অবস্থা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥" (মনু ১ অঃ)

এ জগৎ প্রথমে প্রকৃতিলীন ছিল, প্রকৃতিতে লীন থাকাই লয় বা প্রলয়। যে অবস্থা এখন লোকের অজ্ঞাত, অলক্ষ্য ও অপ্রতর্ক্য অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দাদি প্রমাণ ছিল না, প্রমাণের বিষয় প্রমেয় পদার্থ তাহাও ছিল না, সে অবস্থা প্রায় মহাসুষুপ্তির সদৃশ।

যেমন আমাদের প্রগাঢ় সুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র নেত্র উন্মীলিত হইতে না হইতে সহসা অজ্ঞানতমঃ বিদূরিত ও জ্ঞানবিকাশ উপস্থিত হয়, তেমনি নিতান্ত দুর্লক্ষ্যরূপ প্রলয় প্রকৃতির পরি-

পামে জগৎসুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র প্রকৃতিগর্ভে সূক্ষ্মজগতের অভিব্যঞ্জক (অঙ্কুর-স্বরূপ) তমোভঙ্গকারক সৃষ্টিসামর্থ্যযুক্ত মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হইল। যেমন জগৎ-সুষুপ্তি ভাঙ্গিল, অমনি মহান্ বিকাশ আসিল। সূক্ষ্মজগৎ অলক্ষ্যে তৎগাত্রে অঙ্কিত হইল। ইহাই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম। এখন দ্বিতীয় পরিণামের বিষয় কিছু আলোচনা করা যাউক। একটী বিষয় জানিয়া রাখা উচিত যে, জ্ঞানশক্তির অনুগামিনী ইচ্ছাশক্তি, ইচ্ছাশক্তির অনুগামিনী ক্রিয়াশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তির অনুগামিনী সৃষ্টিশক্তি।

প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম অহংতত্ত্ব—

"প্রকৃতের্মহান্ মহতোঽহঙ্কারঃ।" (সাংখ্যকারিকা ২২)

প্রকৃতি হইতে মহৎ ও মহৎ হইতে অহংকারের উৎপত্তি হয়, ইহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। পূর্ব্বোক্ত প্রথম পরিণামের অর্থাৎ আমি আছি ইত্যাদি সহজাত নিশ্চয়াত্মিকা-বৃত্তির একদেশে যে অহংবৃত্তি সংলগ্ন আছে, তাহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম এবং অহংতত্ত্ব এই আখ্যায় আখ্যাত। এই অহংতত্ত্ব প্রত্যেক আত্মার আশ্রিত। এই অহং এক একটী গণনায় ব্যষ্টি ও সমস্ত গণনায় সমষ্টি। অহং, অভিমান ও অহংতত্ত্ব নামভেদমাত্র। মহত্তত্ত্বের সহিত অহংতত্ত্বের প্রভেদ এই যে, মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত আমি অলক্ষ্যোৎপন্ন, আর অহংতত্ত্বের আমি লক্ষ্যপূর্ব্বক উৎপন্ন। অহংএর প্রধান লক্ষ্য আত্মার জীবভাব। ইহাই প্রকৃতির দ্বিতীয় পরিণাম। এইবার প্রকৃতির তৃতীয় পরিণামের বিষয় আলোচিত হইল—

প্রকৃতির তৃতীয় পরিণাম ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকৃতির প্রথম পরিণাম মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্বের পরিণাম অহংতত্ত্ব। এই অহংতত্ত্ব হইতে যে বিচিত্র পরিণাম ঘটিয়াছে, তাহাই সাংখ্যশাস্ত্রে এইরূপে লিখিত আছে—অহঙ্কার তত্ত্বের দুই পরিণাম ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র, যেমন এক দুগ্ধ হইতে দ্বিবিধ পরিণাম বা বিকার অর্থাৎ ছানা ও ছানার জল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এক অহংতত্ত্বের পরিণামে দ্বিবিধ বিকার উৎপন্ন হইয়াছে, ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র। ইন্দ্রিয়গণ স্বচ্ছ ও প্রকাশস্বভাব। তন্মাত্রপ্রবাহ অস্বচ্ছ ও অপ্রকাশস্বভাব। উভয়ের আকারও ভিন্ন। ইন্দ্রিয় ও তন্মাত্র তুল্যাকার ও তুল্যস্বভাব না হইবার কারণ এই যে, অহংতত্ত্বস্থিত রজোগুণ অহংতত্ত্বকে ঐরূপ বিভিন্ন আকারে ও স্বভাবে বিকৃত করিয়াছিল। প্রকৃতির পরিণাম অত্যন্ত বিচিত্র ও বোধাতীত, এই জন্য অহংতত্ত্ব হইতে প্রকাশস্বভাব (একাদশ ইন্দ্রিয়) ও জড়স্বভাব (পঞ্চতন্মাত্র) উৎপন্ন হইল। কপিল বলিয়াছেন—"ইত্যেষ প্রাকৃতঃ সর্গঃ।" "অবুদ্ধিপূর্ব্বকমেবঃ।" এই পর্য্যন্তই অবুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি অর্থাৎ প্রাকৃতিক সৃষ্টি। অতঃপর ব্রাহ্মী সৃষ্টি। আমরা যেরূপ সলিল, সূত্র ও মৃত্তিকাদি লইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক ঘটপটাদি নির্ম্মাণ করি, সেইরূপ প্রকৃতিস্থ ব্রহ্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিতরূপে এই সৃষ্টি হইয়াছে।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন এবং পঞ্চ তন্মাত্র, এই ষোড়শ পদার্থ, ইহারা অহংতত্ত্বেরই পরিণাম। একাদশ ইন্দ্রিয়ের ঈদৃশ আর কোন্ পরিণাম বলা যাইতে পারে? মন উভয় ইন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়কে মন পরিচালন করে, এই জন্য মনকে উভয় ইন্দ্রিয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভাব শব্দে জায়মান বস্তু, যে যে বস্তু জন্মে, তাহার তাহারই বৃদ্ধি, হ্রাস, পরিবর্ত্তন ও বিনাশ হয়। বস্তুর এই প্রকার পরিণামকে অন্যান্য দার্শনিক পণ্ডিতেরা ভাববিকার শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। ভাববিকারগ্রস্ত নহে, এমন জন্যবস্তু অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ নাই। সাংখ্য মতে পুরুষ ব্যতীত অপরিণামী কোন পদার্থ-ই নাই।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে "পরিণামস্বভাবা হি ভাবাঃ না পরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে।" ভাব সকল পরিণামী, না পরিণত হইয়া ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। দৃশ্য বস্তুতে যে পরিণাম ধর্ম্ম আছে, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মনও জন্মবান্ সে জন্য মনও ভাববিকারগ্রস্ত।

পূর্ব্বে যে পঞ্চতন্মাত্রের কথা বলিয়াছি, ঐ পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত হইয়াছে। এইরূপ—চতুর্বিংশতিতত্ত্বই প্রকৃতির পরিণাম। এই প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপন্ন ও জগতের নাশ হইতেছে। ফল যাহা কিছু হয়, তাহা সকলই প্রকৃতির পরিণামে হইয়া থাকে। [বিশেষ বিবরণ প্রকৃতি শব্দ দেখ।]

মহামতি শঙ্করাচার্য্য প্রকৃতির পরিণামে জগতের সৃষ্টি ও নাশ ইহা স্বীকার করেন না এবং এই মত যত্ন করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন, সাংখ্যশাস্ত্রে যে প্রধানের পর পরিণামী মহত্তত্ত্বের ও অহংতত্ত্বের উল্লেখ আছে, সেগুলি কি লোক, কি বেদ কিছুতেই উপলব্ধি হয় না। কিন্তু পরিণামী মহৎ, অহঙ্কার যাহা সাংখ্যযোগের কল্পিত, তাহা লোক ও বেদ উভয়ত্রই অপ্রসিদ্ধ।

সাংখ্যবক্তা কপিল সত্ত্বাদিগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রধান কহেন। এই কপিলের মতে গুণত্রয় ব্যতীত অন্য কিছু নাই। তাহাকে কার্য্যপ্রবৃত্ত (সৃষ্ট্যুন্মুখ) ও কার্য্যনিবৃত্ত (প্রলয়োন্মুখ) করার জন্য কেহই নাই। পুরুষ আছেন সত্য, কিন্তু তিনি উদাসীন ও নিষ্ক্রিয়; এই জন্য তিনি কাহারও প্রবর্ত্তকও নহেন নিবর্ত্তকও নহেন, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে প্রধান অনপেক্ষ, অথচ প্রবৃত্ত হন। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা

হইলে কখন ব্রহ্মস্বাভাবিকভাবে পরিণত হন, কখন হন না। ইহা ব্রহ্ম বা প্রামাণ্যও নহে। শঙ্করাচার্য্য পরিণামবাদ স্বীকার না করিয়া অর্থাৎ এই জগৎ প্রকৃতির পরিণাম ইহা না বলিয়া তিনি এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন ও এই মত যদিও অবৈদিক তাহা হইলেও বেদের অভিসন্নিহিত এইরূপ স্বীকার করিয়া সাংখ্যের পরিণামবাদ নিরাকরণ করিয়াছেন। (বেদান্তভাষ্য ২ অঃ)

পরিণাম, একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব-ধর্মপ্রচারক, ইনি স্বমতে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিয়া বিখ্যাত হন। খেড়া জেলায় ইহার সমাধিমন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইহার শিষ্যসম্প্রদায় ক্রমশঃই ভিন্নমত আশ্রয় করিতেছে।

পরিণামক (ত্রি) পরিণাম-স্বার্থে-কন্। ১ পরিণাম। ২ পরিণামযুক্ত।

"কালএব নৃণাং শক্রঃ কালশ্চ পরিণামকঃ।
কালো নয়তি সর্ব্বং বৈ হেতুভূতাস্ত মদ্বিধাঃ॥"
(হরিবংশ ৭০ অধ্যায়)

পরিণামদর্শিন্ (ত্রি) পরিণামং শেষং পশ্যতি দৃশ-ণিনি। সূক্ষ্মদর্শী, উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া যে কর্ম্ম করে, শেষদ্রষ্টা, যে কর্ম্ম করিলে যেরূপ ফললাভ হয়, তাহা যে অনুভব করিতে পারে।

পরিণামশূল (পুং) পরিণামে পরিপাকে চরমাবস্থায়াং শূলং যস্ত বা পরিণামে ভুক্তান্নাদেঃ পরিপাকে উৎপদ্যতে শূলং যস্মাৎ। শূলরোগবিশেষ। ভুক্তদ্রব্যের যখন পরিপাক হয়, তখন এই রোগ উপস্থিত হয়, এই জন্ত ইহাকে পরিণামশূল কহে। ইহাকে চলিত কথায় বলা যায়, পরিপাকের সময় বেদনা ধরা। ভাবপ্রকাশে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, স্বকীয়কারণে অর্থাৎ রুক্ষাদিদ্বারা কুপিত বলবান্ বায়ু সমীপস্থ হইয়া কফ ও পিত্তকে দূষিত করিয়া পরিণামশূল উৎপাদন করে। পরিণামশূল ভুক্তদ্রব্যের জীর্ণাবস্থায় উদ্ভূত হইয়া থাকে। বাতজাদি ভেদে পরিণামশূলের লক্ষণ সংক্ষেপে লিখিত হইল। বাতজ পরিণামশূলে আধ্মান, আটোপ, মলমূত্রের রুদ্ধতা, গ্লানি ও কম্প হয়। স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়াদ্বারা এই রোগ উপশম হয়। পৈত্তিক পরিণামশূলে পিপাসা, দাহ, গ্লানি ও ঘর্ম্মোদগম হইয়া থাকে। কটু, অম্ল ও লবণরসযুক্ত দ্রব্যসেবনে এই রোগ বৃদ্ধি এবং শীতক্রিয়া দ্বারা নিবৃত্ত হয়। শ্লৈষ্মিক পরিণামশূলে বমি, হৃল্লাস, সংমোহ ও অল্প বেদনা হয়। এই বেদনা দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া থাকে। কটু ও তিক্তরস সেবনে এই রোগ প্রশমিত হয়। উক্ত দুইটী দোষের মিলিত লক্ষণদ্বারা দ্বিদোষজ এবং ত্রিদোষের মিলিত লক্ষণদ্বারা ত্রৈদোষিক পরিণামশূল জানিতে হইবে।

ত্রিদোষজ পরিণামশূলে রোগীর মাংসবল ও জঠরাগ্নি ক্ষীণ হইয়া অসাধ্য হয়। পরিণামশূলের লক্ষণ লিখিত হইল, এখন ইহার চিকিৎসার বিষয় লিখিত হইতেছে, পরিণামশূলরোগ নিবারণের জন্ত প্রথম উপবাস, বমন ও বিরেচনপ্রয়োগ করিতে হইবে। মদনফলের কাথ দুগ্ধসংযোগে, এবং কাস্তার, পৌণ্ড্রক বা কোষকার, ইক্ষুরস কিংবা নিম্বের কাথ বা তিতলাউ ইহাদের রস আকণ্ঠ পর্য্যন্ত রোগীকে পান করাইয়া বমন করাইতে হইবে। তেউড়ী বা দন্তীমূলচূর্ণ ভেরেণ্ডার তেলের সহিত পান করিলে বিরেচন হয়, ইহাতে পরিণামশূল সদ্য নিবারিত হয়।

বিড়ঙ্গের তণ্ডুল, ত্রিকটু, তেউড়ী, দন্তী ও চিতা এই সকলের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া সমস্ত চূর্ণ যত পরিমাণ, তাহার দ্বিগুণ গুড়সহ মোদক প্রস্তুত করিয়া ২ তোলা পরিমাণ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ পরিণামশূল প্রশমিত হয়। শুণ্ঠী, তিল ও গুড় সমভাগে দুগ্ধদ্বারা পেষণ করিয়া লেহন করিলে তিন রাত্রির মধ্যে পরিণামশূল নিবারিত হয়। শম্বুকভস্মচূর্ণ উষ্ণজলের সহিত অর্দ্ধতোলা পরিমাণে পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিণামশূল প্রশমিত হয়। লৌহ, হরিতকী পিপ্পলী ও শুণ্ঠীচূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে পরিণামশূল নষ্ট হয়। জলসংযুক্ত সুপক্ক নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধব পুরিয়া মৃত্তিকাদ্বারা তাহাতে অঙ্গুলি পরিমাণ লেপ দিতে হইবে। তাহার পর উহাকে ঘুটিয়ার অগ্নিতে পোড়াইয়া উহার মধ্যস্থ সৈন্ধবসংযুক্ত নারিকেল যথামাত্রায় পিপ্পলীর সহিত ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার পরিণামশূল নষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ)

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—লৌহচূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে পরিণামশূল প্রশমিত হয়।

"লৌহচূর্ণসমাযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণমেব বা।
মধুনা স্বাদিতং রুদ্র! পরিণামাখ্যশূলহৃৎ॥" (গরুড়পু°)

হারিতসংহিতার চিকিৎসিত স্থানে ৯ অধ্যায়ে পরিণাম শূলের চিকিৎসার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ আছে—

পরিণামশূলে—তিক্ত ও মধুর দ্রব্যদ্বারা বমন, বিরেচন ও বস্তিক্রিয়া উপকারক। শুণ্ঠীচূর্ণ দুই তোলা ও গুড় দুই তোলা দুগ্ধের সহিত পায়স করিয়া সেবন করিলে প্রবল পরিণামশূল নষ্ট হয়। শম্বুকের গর্ভস্থিত মাংস সকল নিষ্কাশিত করিয়া উহার আবরণ ভস্ম করিয়া তাহার এক বা দুইমাষা উষ্ণজলে গুলিয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ পরিণামশূল প্রশমিত হয়। ইহা পান করিবার পূর্ব্বে ঘৃতে কবল করিতে হয়। অন্নভোজন

পরিত্যাগ করিয়া অম্লসংযুক্ত দধির সহিত মটর ও যবের ছাতু ভক্ষণ করিলে শীঘ্র পরিণামশূল প্রশমিত হয়। তিল, শুঁঠ হরিতকী ও শম্বুক একত্র করিয়া একতোলা প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ভিন্ন শম্বুকাদি গুড়িকা, শম্বরস-গুড়িকা, সামুদ্রাদ্যচূর্ণ, সপ্তামৃতলৌহ, পিপ্পলীঘৃত, বীজপূরাদ্যঘৃত, কোলাদিমণ্ডুর, ক্ষীরমণ্ডুর প্রভৃতি ঔষধ সকল পরিণামশূলে বিশেষ উপকারক। (ভৈষজ্যর° শূলাধি°) [শূলরোগ দেখ।]

পরিণামিন্ (ত্রি) পরি-নম-ণিনি। পরিণামযুক্ত, যাহার পরিণাম হয়, সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুয়ের মধ্যে প্রকৃতিরই পরিণাম হয়, পুরুষের হয় না, এরূপ বিবৃত হইয়াছে। প্রকৃতিই পরিণামিনী।

"পূর্ব্বভাবিত্বে দ্বয়োরেকতরস্য হানে হন্যতরযোগঃ।"

(সাংখ্যদ° ১।৭৩)

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি ও পুরুষ দুই পদার্থ ছিল, তাহা বলিয়া এই উভয়ই জগৎকারণ নহে। উক্ত উভয়ের পূর্ব্ববর্ত্তিতা থাকিলেও কারণতাজ্ঞাপক অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তিদ্বয়ের বলে একটীরই কারণতা অর্থাৎ কেবল প্রকৃতির কারণতা অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণামে জগৎ উৎপন্ন হয়, কেবল প্রকৃতিই পরিণামিনী ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে। [প্রকৃতি ও পরিণাম দেখ।]

পরিণামদৃষ্টি (স্ত্রী) পরিণামে দৃষ্টিঃ। ভবিষ্যৎ দৃষ্টি। (ত্রি) ২ যিনি ভবিষ্যৎ বিষয়ে দৃষ্টি করেন।

পরিণায় (পুং) পরিতো বামদক্ষিণতো নয়নং। পরি-নী-ঘঞ্ (পরিণ্যোর্নীণো দ্যূতাভ্রেষয়োঃ। পা ৩।৩।৩৭) চারিদিকে পাশার গুটিচালা, শারীর চারিদিকে নয়ন। ২ বিবাহ। ঘঞ্ প্রত্যয় পরে বাহুল্যপ্রযুক্ত উপসর্গের দীর্ঘ হয়, এই নিয়মানুসারে পরির ইকার দীর্ঘ করিলে 'পরীণায়' এইরূপ পদ হইবে।

পরিণায়ক (পুং) পরি-নী-ণ্বুল্। ১ সেনাপতি। ২ স্বামী।

পরিণায়ক রত্ন, বৌদ্ধরাজচক্রবর্ত্তীদিগের সপ্তধনের অন্তর্গত একটী ধন। (দিব্যাবদান ২১১।১৮)

পরিণাহ (পুং) পরিনহ্যতেঽনেন ইতি পরিনহ-ঘঞ্। ১ বিস্তার পর্য্যায়—বিশালতা, চলিত উদার, চৌড়া।

"অরত্নীনাং সহস্রঞ্চ শতানি দশপঞ্চ চ।
পরিণাহস্তু বৃক্ষস্য ফলানাং রসভেদিবান্॥" (ভারত ৬।৭।২২)

ঘঞ্ পরে ইকারের দীর্ঘ করিয়া 'পরীণাহ' এইরূপ হইবে।

পরিণাহবৎ (ত্রি) পরিণাহ বলাদিত্বাৎ বাহ° মতুপ্, মস্য ব। বিস্তারযুক্ত।

পরিণাহিন্ (ত্রি) পরিণাহ-বলাদিত্বাদিনি। পরিণাহযুক্ত, বিস্তারযুক্ত। (পাণিনি ৫।২।১৩৬)

পরিণিংসক (ত্রি) পরি-ণিনি-চুম্বনার্থে ক, ততো ণ্বুল্। ১ চুম্বনকারী। ২ ভক্ষণকারী। "ফলানাং পরিণিংসকঃ।" (ভট্টি৯।১০৩)

পরিণিংসা (স্ত্রী) পরি-নিংস-অ, টাপ্। ১ চুম্বন। ২ ভক্ষণ।

পরিণিনংসু (ত্রি) ১ পরিণত হইতে ইচ্ছুক। (পুং) ২ তির্য্যক্-প্রহারেচ্ছু। "দ্বন্দ্বে রমঃ পরিণিনংসুরনাবুপৈতি" (মাঘ ৫।৩৪)

পরিণীত (ত্রি) পরি-নী-ক্ত। বিবাহিত, যাহার শাস্ত্রানুসারে বিবাহ হইয়াছে।

পরিণেতৃ (পুং) পরিনয়তীতি পরি-নী-তৃচ্। বোঢ়া, ভর্ত্তা, বিবাহকর্ত্তা স্বামী।

"স্থিত্যৈ দণ্ডয়তো দণ্ড্যান্ পরিণেতুঃ প্রসূতয়ে।
অপ্যর্থকামৌ তস্যাস্তাং ধর্ম্ম এব মনীষিণঃ॥" (রঘু ১।২৫)

২ পরিতো নেতা, চতুর্দ্দিকে নয়নকারী।

পরিণেয় (ত্রি) পরি-নী-যৎ। ১ পরিত নয়নীয়, চতুর্দ্দিকে নীয়মান। ২ বিবাহের যোগ্য। স্ত্রিয়াং টাপ্, পরিণেয়া, পরিণয়ের যোগ্যা।

পরিত, বোম্বাই প্রদেশবাসী রজকজাতি। ইহারা পূর্ব্বে জাতিতে কুণবি ছিল বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু 'কাপড় কাচা' বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবধি ইহাদের পরিত আখ্যা লাভ হইয়াছে। ইহারা পূর্ব্বে কোথায় ছিল এবং কোন সময়েই বা এখানে আসিয়াছে, তাহার কিছুই জানা যায় না। পুরুষগণের নামের শেষে 'মেহতর' (দলপতি) ও স্ত্রীলোক-দিগের নামের শেষে 'বাই' শব্দের যোগ দেখা যায়। অভঙ্গে, আদ্‌মানি, আরাবেক্ত, বিরাট, বরুড়, বের্হাড়ে, বোম্বলে, ভাগবৎ, দলবি, দেশাই, গব্‌লি, গাইকবাড়, গৈবারাইকর, কদম, কাটে, কোণ্ডলে, লাব্দগে, মানে, ফন্দ, রাবৎ, রোকড়, সালুকে, শসানে, শীর্ষাৎ, শোল্দলে, সোনামে, তরোতে ও থানেকর নামে ইহাদের মধ্যে কএকটী বিভিন্ন পদবীযুক্ত থাক দেখা যায়। এক পদবীযুক্ত হইলে ইহাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। আম্রপত্র, রুইগাছ, শ্বেত আকন্দ, কাঙ্‌নী গাছের ডাঁটা, কদম্বপত্র বা পুষ্প, এবং 'কর্ত্তক' লতা, এই পঞ্চপল্লবই ইহাদের বিবাহের 'দেবক'। আহ্মদনগরের অন্তর্গত অগদর্গাওর বহিরোবা (ভৈরবা) দেবী, পুনার দাবলমলিক, তুলজাপুরের দেবী, এবং জেজুরির খাণ্ডোবা ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা।

পরিতগণ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত - পরিত ও কচ্ছ-পরিত। কোথাও কোথাও পরিত, উঙ্ক (উঙ্ক) পরিত, ও নিম্ন পরিত, এই তিনটী ভাগ দৃষ্ট হয়। কচ্ছ পরিত জাতিতে নিকৃষ্ট এবং ভিন্ন জাতির সংস্রবে উৎপন্ন। উভয় সম্প্রদায়েই একত্র আহারাদি করে না অথবা পরস্পরের মধ্যে আপনাপন

কন্যাদ্বয় আদানপ্রদান করে না। সামাজিক প্রকৃতিতে ইহারা কুণবিদিগের অনুরূপ। দুধের জন্য গো-মহিষ ও খাদ্যের জন্য ছাগলাদি ও পালিত পক্ষী সকল পালন করে। ইহারা উৎসব উপলক্ষে ও উপবাসাদিতে স্নান করে, এতদ্ভিন্ন প্রত্যহ ইহারা ভোজনের পূর্ব্বে কেবলমাত্র হাত ও পা ধুইয়া থাকে। স্নানান্তে ইহারা পুষ্পচন্দন দিয়া গৃহস্থিত দেবপূজা করে। গো ও শূকর মাংস ব্যতীত ইহারা অন্য সকল প্রকার মাংস, এবং মাদকতার জন্য মদ্য ও তাড় পান করিয়া থাকে। পুরুষেরা টিকি রাখে। স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পরিচ্ছদই হিন্দুর মত এবং কুণবি জাতির ন্যায় বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে পুরুষেরা ও স্ত্রীলোকেরা অলঙ্কার পরিতে ভালবাসে। সহরের অধিবাসী পরিতেরা একমাত্র রজকবৃত্তি দ্বারা এবং গ্রামবাসিগণ উক্ত বৃত্তি ব্যতীত কৃষিকার্য্য দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহারা প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাপড়াদি লইয়া নদীতীরে গমন করে এবং কাপড়াদি কাচিয়া সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাগত হয়। স্ত্রীলোকেরা গৃহাদির কার্য্যসমাপন করিয়া পুরুষদিগের সহিত কাপড় ধৌতকরণে অথবা হলচালনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। অন্যান্য সময়ে ইহাদিগকে ব্রাহ্মণেরা কুণবিদিগের ন্যায় মনে করিলেও, যখন ইহারা কাপড় ধৌত করিয়া আনে, তখন ইহারা কুণবি অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। কারণ সেই সময়ে ব্রাহ্মণগণ পরিতদিগের দ্বারা স্পৃষ্ট হইলে অশুচিবোধে স্নান করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের ধৌতবস্ত্র তুলসীপত্রের জল দিয়া শুদ্ধ করিয়া গ্রহণ করেন। বিবাহাদিতে যখন 'সম্মুখ' (বরের মা কনের মুখ দেখেন) প্রথা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সময় পদতলে বিছাইবার জন্য একখানি বিস্তৃত বস্ত্র পরিতদিগকে দিতে হয় এবং বরকনে একত্র বাটীতে শুভাগমন করিলে 'বরাত' উৎসবেও তাহাদিগকে ঐ বস্ত্র সরবরাহ করিতে হয়। কার্ত্তিকমাসে দেওয়ালী উৎসবে ইহারা সস্ত্রীক একখানি মৃত্তিকার থালে প্রদীপ, পাণ ও ধান্য রাখিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের (যাহার যাহার কাপড় কাচে) দ্বারদেশে যাইয়া আরতি করে এবং তাহাদের দত্ত পয়সা লইয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়।

ইহারা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যমাকৃতি, মুখ গোল, নাসিকা পুরু, বলিষ্ঠ, এবং গোলগাল। আকৃতিগত সৌসাদৃশ্যে 'কুরুবর' রাখাল জাতির সহিত অনেক মিলে। প্রায় সকল জাতির পাচিত অন্ন ইহারা গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণীর অশৌচান্তে বস্ত্র ধৌত করে বলিয়া ইহারা মাসে মাসে একদিন ব্রাহ্মণবাড়ী প্রসাদ পাইয়া থাকে। কন্যার ১০।১২ বৎসরে এবং পুত্রের ১৬।২০ বৎসরের মধ্যে বিবাহ হয়। বিধবা-বিবাহ ও বহু বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে।

বরের পিতা বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া দিলে, কন্যার পিতা বর, বরকর্ত্তা ও তাহার আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রিত করিয়া আপনার বাটীর নিকটস্থ একটী নির্দ্দিষ্ট ভবনে আনিয়া রাখে। পরদিন ঐ বালককে হরিদ্রা মাখাইয়া দেয় এবং একটী চতুরস্র স্থানের চারি কোণে চারিটী জলপূর্ণ কলসী রাখিয়া, তাহার গলায় সূতা বেষ্টন করে। যখন ঐ চতুষ্কের মধ্যে বালককে স্নান করান হয়, তখন চারিদিকে চারিজন লোক অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; ঐ সময় পুনরায় তাহাদের আঙ্গুলে লাগাইয়া সূতা দিয়া ঘিরিতে হয়। স্নানের পর বালক বহির্বেষ্টিত সূতার নিয়ে আসিয়া দাঁড়ায় এবং একজন সধবা স্ত্রীলোক প্রদীপ ও ধান্য লইয়া তাহাকে বরণ করে এবং ধান্যগুলি (ভূতে ধরিবে না বলিয়া) বরের চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। এ দিকে কন্যার বাটীতেও কন্যাকে ঐরূপভাবে স্নান করান হইয়া থাকে। বিবাহ দিনে পাত্রকে নূতন বেশ ভূষায় সজ্জিত করিয়া কন্যার ভবনে লইয়া যাওয়া হয় এবং কন্যার বামদিকে বরকেও একখানি টুলের উপর পাশাপাশিভাবে বসাইয়া দেয়। ঐ সময়ে তাহাদের মাথার উপর একখানি হরিদ্রাচিহ্নিত বস্ত্র আচ্ছাদন দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণ (গ্রাম্য জোষী) পুরোহিত আসিয়া উভয়কে ধান্য দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন এবং কন্যার গলায় মঙ্গলসূত্র ও পরে কন্যার বাম ও বরের দক্ষিণ হস্তে হলুদের শিকড়ের সহিত 'কঙ্কণ' বা সূতা বাঁধিয়া দেন। ঐদিন সন্ধ্যার সময় বরকন্যা উভয়েই বরের বাটীতে গমনকালে পথিমধ্যে মারুতীর পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহের মন্ত্রতন্ত্র নাই, কন্যাকে কম্বলে বসাইয়া বরের পিতা কন্যার সীমন্তে-সিন্দুর দান করে এবং বালিকার কোলে ৫টী নারিকেল ও পাঁচটী খর্জ্জুর দেয়। কন্যার পুষ্পোৎসবে পাঁচদিন অশৌচ থাকে, পরে শুভদিনে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

ইহারা কতকাংশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মসেবী এবং কতকাংশে লিঙ্গায়ৎদিগের অনুকরণকারী। ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ইহাদের যেরূপ ভক্তি, লিঙ্গায়ত জঙ্গমদিগের প্রতিও তদনুরূপ। মুসলমান ফকিরের উপরও ইহাদের বিশেষ অনুরাগ ও আস্থা আছে। বিবাহ সময়ে ব্রাহ্মণেরা পৌরোহিত্য করে এবং মৃত্যুর পর লিঙ্গায়ত প্রথানুসারে তাহাদের কবর হইবার জন্য জঙ্গম আসিয়া যাজন করে। যে সকল ব্যক্তি শবদেহ প্রোথিত করিবার জন্য কবরস্থান পর্য্যন্ত গমন করে, সেই সকল ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবার কালে কতকগুলি দূর্ব্বাঘাস সঙ্গে করিয়া আনে। যেখানে মানবদেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল, সেই স্থানে রক্ষিত জলপাত্রে ঐ দূর্ব্বাগুলি নিক্ষেপ করিতে হয়। তৃতীয় দিনে উত্তম উত্তম অন্নব্যঞ্জনাদি

লইয়া কবরের সম্মুখে যাইয়া প্রেতের জন্য রাখিয়া দেয়। দশম দিবসে জ্ঞাতিভোজন হইয়া থাকে।

যে লিঙ্গায়ত ইহাদের বংশপরম্পরায় গুরু হন, তিনি 'মাদিবলায়া' * নামে খ্যাত। বেলগাম জেলার যল্লমা দেবী ইহাদের কুলদেবতা। হিন্দু পর্ব্বাদিতে ইহারা যোগদান করে এবং আষাঢ় ও কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশীতে এবং শিবরাত্রে ইহারা উপবাস করে। ভবিষ্যবাণী, সামুদ্রিক বিদ্যা ও ডাকিনী যোগিনীর কথায় ইহাদের বিশ্বাস আছে। স্ত্রী প্রসূত হইলে ৪ দিন অশৌচ থাকে। পঞ্চমদিনে জাতশিশু ও প্রসূতিকে স্নান করাইয়া দেয়, ঐ দিন ষষ্ঠীপূজা ও উপস্থিত কুটুম্বগণকে মাংস ও মিষ্টান্ন ভোজন এবং ত্রয়োদশ দিনে পুত্রের নামকরণ হয়। সামাজিক কোন গোলযোগ বা বিবাদ হইলে একটী পঞ্চায়ত আহূত হয়। গুরু আসিয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পঞ্চায়তের বিচারে সকল নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

পরিতকন (ক্লী) ইতস্ততঃ ভ্রমণ, ঘুরিয়া বেড়ান।

পরিতক্মন্ (ক্লী) পরি-তক হসনে মনিন্। পরিতোগমন, চতুর্দ্দিকে গমন। তদর্হতি যৎ, পরিতক্ম্য। পরিতোগন্তব্য, চতুর্দ্দিকে গমনীয়। "যঃ শূরসাতা পরিতক্ম্যে ধনে" (ঋক্ ১।৩১।৬) 'পরিতক্ম্যে পরিতোগন্তব্যে' (সায়ণ)

পরিতত্নু (ত্রি) পরি-তন-ত্নু। সর্ব্বতোব্যাপ্ত, চারিদিকে ব্যাপ্ত। "পরিত্বা পরিতত্নুনা" (অথর্ব্ব ১।৩৪।৫) 'পরিতত্নুনা সর্ব্বতো ব্যাপ্তেন' (ভাষ্য)

পরিতপ্ত (ত্রি) পরি-তপ-ক্ত। পরিতাপযুক্ত, যাহার পরিতাপ হইয়াছে।

পরিতপ্তি (স্ত্রী) পরি-তপ-ক্তিন্। পরিতাপ।

পরিতর্কণ (ক্লী) ১ বিবেচনা। ২ একাগ্র চিন্তা।

পরিতর্কিত (ত্রি) সম্যক্ বিবেচিত। বাদানুবাদ দ্বারা স্থিরীকৃত।

পরিতর্পণ (ত্রি) পরিতুষ্টিকর। (ক্লী) সম্যক্ তৃপ্তি।

পরিতর্পিত (ত্রি) যাহাকে তৃপ্তি করান হইয়াছে।

পরিতস্ (অব্য) পরি-তসিল্ (পর্য্যভিভ্যাঞ্চ। পা ৫।৩।৯) সর্ব্বতঃ, সকলদিকে, চতুর্দ্দিকে অভিব্যাপ্তি। চারিদিকে, সর্ব্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে। পরিতঃ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, যথা ভক্তাঃ কৃষ্ণং পরিতঃ, ইত্যাদি।

"পুরোপকণ্ঠোপবনাশ্রয়াণাং কলাপিনামুদ্ধতনৃত্যহেতৌ।
প্রধ্মাতশঙ্খে পরিতোদিগন্তান্ তূর্য্যস্বনে মূর্চ্ছতি মঙ্গলার্থে॥"

(রঘু ৬।৯)

* মাদিবলদিগের আচার্য্য। কণাড়ী ভাষায় রজককে মাদিবল বলে।

পরিতাপ (পুং) পরি সর্ব্বতোভাবেন তপ্যতেঽনেন পরি-তপ-ঘঞ্। ১ দুঃখ, সন্তাপ, মনস্তাপ। ২ নরকান্তর। 'পরিতাপস্তু পুংসি স্যাৎ দুঃখে চ নরকান্তরে।' (মেদিনী) ৩ শোক। ৪ ভয়। ৫ কম্প। ৬ অত্যুষ্ণতা।

"পরিতাপঞ্চ গাত্রেভ্যঃ পীড়া বাধাশ্চ কৃৎস্নশঃ।
অপহন্তি নরব্যাঘ্র! দয়াং কুরু মহীপতে॥" (মার্ক° পু° ১৫।৪৯)

পরিতাপিন্ (ত্রি) পরিতাপ অস্ত্যর্থে ইনি। পরিতাপযুক্ত, যাহার পরিতাপ হইয়াছে।

পরিতারণীয় (ত্রি) পরিতারণের যোগ্য। রক্ষণশীল।

পরিতিক্ত (ত্রি) অত্যন্ত তিক্ত। ২ বৃক্ষভেদ, নিম (Melia Azedarach)।

পরিতুষ্ট (ত্রি) পরি-তুষ-ক্ত। পরিতোষযুক্ত, সন্তুষ্ট।

"যৎপ্রার্থ্যতে ত্বয়া ভূপ ত্বয়া চ কুলনন্দন।
মত্তস্তৎ প্রাপ্যতাং সর্ব্বং পরিতুষ্টা দদামি তৎ॥"

(মার্ক°পু° ৯৩।১০)

পরিতুষ্টি (স্ত্রী) পরি-তুষ-ক্তিন্। পরিতোষ, সন্তোষ।

পরিতৃপ্ত (ত্রি) পরি-তৃপ কর্ত্তরি-ক্ত। সম্যক্ তৃপ্তিযুক্ত।

পরিতোষ (পুং) পরি-তুষ-ঘঞ্। সন্তোষ, সকলরূপে তুষ্টি।

পরিতোষণ (ত্রি) যাহাতে তুষ্টি হয়। (ক্লী) পরি সর্ব্বতোভাবেন তোষণং। তুষ্টি।

"যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥" (ভাগ° ১।৫।৩৫)

পরিতোষয়িতৃ (ত্রি) পরিতোষকারী, যাহাতে তুষ্টি সম্পাদন হয়।

পরিতোষবৎ (ত্রি) পরিতোষ বিদ্যতেঽস্য, পরিতোষ-মতুপ্, মস্য ব। পরিতোষযুক্ত, সন্তুষ্ট।

পরিতোষিন্ (ত্রি) পরিতোষ অস্ত্যস্য ইনি। পরিতুষ্ট, সন্তুষ্ট।

পরিত্যক্তৃ (ত্রি) পরিত্যজতি ত্যজ্-তৃচ্। পরিত্যাগকারী, যে পরিত্যাগ করিয়াছে।

"অকারণপরিত্যক্তা মাতাপিত্রোর্গুরোস্তথা।" (মনু ৩।১৫৭)

পরিত্যজ্ (স্ত্রী) পরি-ত্যজ-ক্বিপ্। পরিত্যাগী।

পরিত্যজ্য (ত্রি) পরি-ত্যজ-যৎ। পরিত্যাগের যোগ্য। বর্জনীয়। যাহা পরিত্যাগ করা যায়।

পরিত্যক্ত (ত্রি) পরি-ত্যজ-ক্ত। যাহা পরিত্যাগ করা হইয়াছে।

পরিত্যজন (ক্লী) পরি-ত্যজ-ল্যুট্। পরিত্যাগ, বর্জ্জন।

পরিত্যাগ (পুং) পরিত্যজনমিতি পরি-ত্যজ-ঘঞ্। সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন, পর্য্যায়—হোরণ। (ত্রিকা°)

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥" (মৎস্যসূক্ত)

পরিত্যাগসেন (পুং) রাজপুত্রভেদ। (কথাসরিৎসা° ৪২।৫৪)

পরিত্যাগিন্ (ত্রি) পরিত্যাগ-অস্ত্যর্থে ইনি। পরিত্যাগযুক্ত, যিনি পরিত্যাগ করেন। "অনুরক্তেস্তথা চান্তৈরপরিত্যাগিভিঃ প্রিয়ৈঃ।" (গৌ° রামা° ১।৭।৩২)

পরিত্যাজন (ক্লী) পরিত্যাগ। "সকন্মুষলাদিপ্রহারেণ প্রাণপরিত্যাজনাৎ" (মনু। ৮।৩১৬ কুলুক)

পরিত্যাজ্য (ত্রি) পরি-ত্যজ-ণ্যৎ। পরিত্যাগের যোগ্য। যাহা পরিত্যাগ করা যায়। "তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্ন পাণ্ডবান্ প্রতি।" (ভারত° উদ্‌যোগপর্ব্ব)

পরিত্রস্ত (ত্রি) পরি-ত্রস-ক্ত। ভীত।

পরিত্রাণ (ক্লী) পরিত্রায়তে ইতি পরি-ত্রৈ-ল্যুট্। ১ রক্ষণ, মারণোদ্যতের নিবারণ। পর্য্যায়—পর্য্যাপ্তি, হস্তধারণ।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীতা° ৪।৮)

পরিত্রাত (ত্রি) পরি-ত্রৈ-ক্ত। রক্ষিত।

পরিত্রাতব্য (ত্রি) পরি-ত্রা-তব্য। পরিত্রাণের যোগ্য।

পরিত্রাতৃ (ত্রি) পরি-ত্রা-তৃচ্। পরিত্রাণকর্ত্তা, রক্ষাকর্ত্তা। যিনি পরিত্রাণ করেন।

পরিত্রায়ক (ত্রি) পরিত্রাতা, পরিত্রাণকর্ত্তা।

পরিদংশিত (ত্রি) পরিদংশো জাতোঽস্য তারকাদিত্বাদিতচ্। কৃতসন্নাহ। (ভারত ৪।১৩৬ অ°)

পরিদর (পুং) দন্তরোগভেদ (Sponginess of Gums)। দন্তমূলে এই পীড়া হইলে শীতাদ রোগের ন্যায় রক্তমোক্ষণ করিয়া শুঁঠ ও ত্রিফলার কাথে গণ্ডূষ ধারণ করিবে। প্রিয়ঙ্গু, মুতা ও ত্রিফলা একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে কতকাংশে উপশম হয়। দন্তমাড়ির কোমলতা। (সুশ্রুত নি° ১৬ অ°)

পরিদর্শন (ক্লী) পরি-দৃশ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে অবলোকন।

পরিদান (ক্লী) পরিদীয়তে ইতি পরি-দা-ভাবে ল্যুট্। পরিবর্ত্ত, বিনিময়, প্রতিরূপদান।

পরিদায় (পুং) পরি-দা-ঘঞ্। আমোদদায়ী, সুগন্ধ। "সুপার্শ্বস্য গিরেঃ পাদৈঃ পরিদায়ৈঃ সুপারগৈঃ।" (হরিব° ২১৪ অ°)

পরিদায়িন্ (পুং) পরিত্যজ্য শাস্ত্রধর্ম্মং দদাতীতি পরি-দা-ণিনি। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে তাহার কনিষ্ঠকে কন্যাদানকারী। এইরূপ বিবাহ, শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যিনি উক্ত রূপ পাত্রকে কন্যাদান করেন এবং যে বিবাহ করে, উভয়ই পতিত হয়। "জ্যেষ্ঠে অনির্ব্বিষ্টে কনীয়ান্ নির্ব্বিশন্ পরিবেত্তা ভবতি পরিবিন্নো জ্যেষ্ঠঃ পরিবেদনীয়া কন্যা পরিদায়ী দাতা, পরিকর্ত্তা যাজকস্তে সর্ব্বে পতিতাঃ" (উদ্বাহতত্ত্বধৃত হারীতস°)

পরিদাহ (পুং) পরি-দহ-ঘঞ্। ১ অত্যন্তদাহ। ২ মানসিক দুঃখ।

পরিদাহিন্ (ত্রি) পরিদাহ অস্ত্যর্থে ইনি। পরিদাহযুক্ত, অত্যন্তদাহযুক্ত। (পাণিনি ৩।২।১৪২)

পরিদীন (ত্রি) পরি সর্ব্বতোভাবেন দীনঃ। অতিশয় মানসিক ক্লিষ্ট। অতি বিমর্ষ। (রামা° ৩।২৯।১)

পরিদুর্ব্বল (ত্রি) পরি অতিশয়েন দুর্ব্বলঃ। অতি দুর্ব্বল। অতিশয় ক্ষীণ। কার্য্যাক্ষম। (মার্ক° পু° ২৫।১৩)

পরিদেব (পুং) পরিদেবন, অনুশোচন, দুঃখ।

"কিন্তু সঞ্জয় সংগ্রামে বৃত্তং দুর্য্যোধনং প্রতি।
পরিদেবো মহানদ্য শ্রুতো মে নাস্তিনন্দনম্॥"
(ভারত° ৭৮৫।৫)

পরিদেবক (ত্রি) পরিদেবয়তীতি পরি-দেব-ণ্বুল্। পরিদেবনকারী, অনুশোচনকারী, অনুতাপকারী, বিলাপকারী।

পরিদেবন (ক্লী) পরি-দিব-ল্যুট্। অনুশোচনোক্তি, বিলাপ, অনুশোচনা, অনুতাপ।

"পরিদেবনঞ্চ পাঞ্চাল্যা বাসুদেবস্য সন্নিধৌ।
আশ্বাসনঞ্চ কৃষ্ণস্য দুঃখার্ত্তায়াঃ প্রকীর্ত্তিতম্॥" (ভারত ১।২।১৪৬)

পরিদেবনা (স্ত্রী) পরিদেবয়তীতি পরি-দিবি-যুচ্, (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭) ততষ্টাপ্। শোকনিমিত্ত বিলাপ, দুঃখে অনুশোচনা।

"অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥" (গীতা° ২ অ°)

পরিদেবিত (ত্রি) পরি-দেবি-ক্ত। ১ বিলাপ। ২ দুঃখিত, ক্লিষ্ট।

পরিদেবিন্ (ত্রি) পরি-দিব-তাচ্ছীল্যে ণিনি। পরিদেবনশীল। বিলাপকারী, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। "করুণপরিদেবিনী" (শকুন্তলা)

পরিদ্রষ্টৃ (ত্রি) পরি-দৃশ-তৃচ্। পরিদর্শনকারী।

পরিদ্বীপ (পুং) গরুড়ের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১০০ অ°)

পরিদ্বেশস্ (ত্রি) সর্ব্বতোভাবে বিরুদ্ধাচারী।

পরিধর্ষণ (ক্লী) পরি-ধৃষ-ল্যুট্। আক্রমণ।

পরিধান (ক্লী) পরিধীয়তে যৎ, পরি-ধা-কর্ম্মণি ল্যুট্। পরিধেয় বস্ত্র, পর্য্যায়—অন্তরীয়, উপসংব্যান, অধোংশুক।

"বরং বনং ব্যাঘ্রগজাদিসেবিতং জলেন হীনং বহুকণ্টকাবৃতং।
তৃণানি শয্যা পরিধানবল্কলং ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবিতম্॥"
(পঞ্চতন্ত্র ৫।২৩)

২ পরা। ৩ পিধান, আচ্ছাদন।

পরিধানীয় (ত্রি) পরি-ধা-অনীয়র্। পরিধানের যোগ্য, পরিধেয় বস্ত্রাদি। স্ত্রিয়াং টাপ্। পরিধানীয়া শস্ত্রাদিস্থিতা উত্তমা ঋক্। "সর্ব্বত্রোত্তমাং পরিধানীয়েতি বিদ্যাৎ।"(আশ্ব° শ্রৌ° ২।১৬।৬)

পরিধাপন (ক্লী) পরি-ধাপি-ল্যুট্। ১ পরিধেয়বস্ত্র। ২ পরান, পরিধান করান।

পরিধাপনীয় (ত্রি) পরি-ধাপ-অনীয়র্। পরিধানের যোগ্য।

পরিধায় (পুং) পরিধীয়তেঽস্র, পরি-ধা-ঘঞ্। ১ জলস্থান। ২ পরিচ্ছেদ, আধার। ৩ নিতম্ব। জলস্থানের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ জনস্থান এই পাঠ করেন। ভাবে ঘঞ্। ৪ পরিধান।

'পরিধায়ো জলস্থানে পরিচ্ছেদনিতম্বয়োঃ॥' (মেদিনী)

মেদিনী, হেমচন্দ্র প্রভৃতি পরিধায় অর্থে জলস্থান এই অর্থই করিয়াছেন।

পরিধায়ক (পুং) ১ আচ্ছাদক। 'পরিধায়কাঃ কূপস্থ আচ্ছাদকাঃ।' (ঋক্ ১।৫২।৫ সায়ণ) ২ বেষ্টনী, বেড়া।

পরিধারণ (ক্লী) পরি-ধারি-ল্যুট্। প্রতিবন্ধক।

পরিধার্য্য (ত্রি) পরি-ধৃ-ণ্যৎ। পরিধারণযোগ্য। রক্ষণীয়।

(হরিবংশ ১২৭ অ°)

পরিধাবিন্ (ত্রি) পরিধাবনকারী, ভ্রমণকারী।

পরিধাবিন্ (পুং) ষষ্টি সংবৎসরের অন্তর্গত একটী সম্বৎসর।

পরিধি (পুং) পরিধীয়তেঽনেন পরি-ধা-কি (উপসর্গে ঘোঃ কিঃ। পা ৩।৩।৯২) পরিবেশ, বৃত্তির সমন্তাৎ রেখা।

২ চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল, চন্দ্রসূর্য্যসমীপ মণ্ডল।

"অনুপন্মমুপেযিবান্ বভৌ পরিধেমুক্ত ইবোষ্ণদীধিতিঃ।"

(রঘু ৮।৩০)

৩ যজ্ঞিয় তরুশাখা। "খাদিরং পলাশং বৈকবিংশতিদারুকমিধ্মং করোতি ত্রয়ঃ পরিধয়ঃ।" (আপস্তম্ব)

'পরিধির্না যজ্ঞিয়দ্রু-শাখায়ামুপসূর্য্যকে।' (মেদিনী)

৪ ভূগোলাদির বেষ্টন। (লীলাবতী) পরিধীয়তে যদিতি পরি-ধা-কর্ম্মণি কি। ৫ পরিধেয় বস্ত্র।

"মেঘশ্যামঃ কনকপরিধিঃ কর্ণবিদ্যোতবিদ্যুৎ।" (ভাগ°৮।৭।১৭)

'কনকং সুবর্ণমিব পীতং পরিধি বস্ত্রং যস্য।' (শ্রীধর)

পরিধিস্থ (পুং) পরিধৌ তিষ্ঠতি পরিধি-স্থা-ক। ১ পরিচায়ক, পরিচর। ২ যুদ্ধকালে পরপ্রহার হইতে রথরক্ষক, যুদ্ধাদিতে রথীর রক্ষার্থ চারিদিকে স্থিত সৈন্যাদি।

পরিধিপতিখেচর (পুং) মহাদেব। (ভারত অনু° ৬৭ অঃ)

পরিধীর (ত্রি) গম্ভীর, অতি ধীর।

পরিধূপিত (ত্রি) ধূপদ্বারা সুবাসিত, সুগন্ধীকৃত।

পরিধূমন (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত তৃষ্ণাপীড়িতের উদ্গারভেদরূপ উপদ্রবভেদ, চলিত চোঁয়া ঢেকুরতোলা।

পরিধূমায়ন (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত উদ্গারভেদ।

পরিধূসর (ত্রি) পরিসর্ব্বতোভাবেন ধূসরঃ। অতিশয় ধূসরবর্ণ।

পরিধেয় (ত্রি) পরিধাতুং শক্যং পরি-ধা-যৎ (অচোযৎ। পা ৩।১।৯৭) আত ঈৎ, ততঃ গুণঃ। (ঈদ্যতি। পা ৬।৪।৬৫) পরিধানীয়, পরিধানের যোগ্য। ২ পরিধানোপযুক্ত বস্ত্রাদি।

পরিধ্বংস (পুং) পরি-ধ্বন্‌স-ঘঞ্। নাশ।

"রাজকার্য্যপরিধ্বংসাৎ মন্ত্রী দোষেণ লিপ্যতে।"

(হিতো° ১১।১১৮)

পরিধ্বংসিন্ (ত্রি) পরিধ্বন্‌স শীলার্থে-ইনি। ধ্বংসশীল।

"দণ্ডাভাবে পরিধ্বংসী মাৎস্যো ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে।"

(কামন্দকী-নীতি° ২।৪০)

পরিনগর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের থর ও পার্কর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান বিরবা নগরের সন্নিকটে অবস্থিত। বালমেরনিবাসী যশো পরমার নামে জনৈক রাজা এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি আছে, মুসলমান আক্রমণে এই নগরের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। এখানে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত কতকগুলি জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। ঐ মন্দিরের মধ্যে যে গুলি এখনও জীর্ণাবস্থায় দণ্ডায়মান আছে, তাহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

পরিনন্দন (ত্রি) পরিনন্দ-ণিচ্-ল্যু, ক্ষুভ্নাদিত্বাৎ ন ণত্বং। ১ সন্তোষকারক। (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। ২ সন্তোষকরণ।

পরিনিন্দা (স্ত্রী) অতিশয় নিন্দা।

"আত্মোৎকর্ষং ন মার্গেত পরেষাং পরিনিন্দয়া।"

(ভারত শান্তিপর্ব্ব)

পরিনিম্ন (ত্রি) অতিশয় নিম্ন।

পরিনির্ব্বাণ (ক্লী) অতি নির্ব্বাণ।

পরিনির্বিবপ্সু (ত্রি) পরি-নির্-বপ-সন্ তত উ। দান করিতে অভিলাষী। (ভট্টি ৩।৪২)

পরিনির্ব্বাতি (স্ত্রী) নির্ব্বাণ-পতি। (দিব্যা° ১৫০।১৮)

পরিনির্বৃত (ত্রি) পরিতো নির্বৃতঃ। সম্যক্‌রূপে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত। লব্ধনির্ব্বাণ। মোক্ষ। (দিব্যা° ৭০।১৯)

পরিনির্বৃতি (স্ত্রী) মোক্ষ।

পরিনিশ্চয় (পুং) স্থির নিশ্চয়।

পরিনিষ্ঠা (স্ত্রী) পরি-নি-স্থা-ভাবে অ, ততঃ টাপ্। পর্য্যবসান, সমাপ্তি। "পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠা।" (সাংখ্যস্° ১।৬৬)

পরিনৈষ্ঠিক (ত্রি) সর্ব্বোত্তম।

পরিন্যাস (পুং) যে স্থলে কাব্যার্থের নিষ্পত্তি অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে কীর্ত্তন হয়, তাহাকে পরিন্যাস কহে।

"তন্নিষ্পত্তিঃ পরিন্যাসঃ।" (সাহিত্যদ° ৬।৩৪)

পরিপক্ব (ত্রি) পরি-পচ-ক্ত। ১ পরিপাকযুক্ত। ২ পরিণত। সুপক্ব, পাকা। ৩ বহুদর্শী।

পরিপক্বতা (স্ত্রী) পরিপক্বস্য ভাবঃ, তল্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ পরিণতাবস্থা। ২ বহুদর্শিতা।

পরিপণ (ক্লী) পরিপণ্যতে ব্যবহ্রিয়তেঽনেন, পরি-পণ-ঘ। (পুংসি সংজ্ঞায়াং ঘঃ প্রায়েণ। পা ৩।৩।১১৮) মূলধন, চলিত পুঁজি।

পরিপতন (ক্লী) পরি-পত-ল্যুট্। অত্যন্ত উড্ডয়ন।

পরিপতি (পুং) সর্ব্বব্যাপী। (শুক্লযজু° ৫।৯)

পরিপদ্ (স্ত্রী) পরিপদ-ক্বিপ্। ১ জাল, ফাঁদ। ২ জীব, প্রাণিমাত্র।

পরিপদিন্ (ত্রি) শত্রু।

পরিপন্থ (পুং) পন্থানং বর্জ্জয়িত্বা ব্যাপ্য বা তিষ্ঠতি পথি-অচ্। ১ পথে বর্জ্জনকারী। ২ পথে ব্যাপক।

পরিপন্থক (পুং) পরিপন্থয়তি দোষাদিকং প্রাপ্নোতীতি পরি-পথি-ণ্বুল্। ১ শত্রু। (শুক্লযজু° ৪।২৪)

"হতো দুর্য্যোধনঃ পাপো রাজ্যস্য পরিপন্থকঃ।"(ভার° ১০।১৬।৩১)

পরিপন্থিক (পুং) পরি-পন্থ-ঠক্। শত্রু।

পরিপন্থিত্ব (ক্লী) পরিপন্থিনো ভাবঃ, পরিপন্থিন্ ভাবে ত্ব। পরিরোধন।

পরিপন্থিন্ (ত্রি) পরিসর্ব্বতো ভাবেন দোষাধ্যানং পন্থয়িতুং শীলমস্য। পরি-পন্থ-ণিনি। শত্রু।

"ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥" (গীতা ৩।৩৪)

২ প্রতিকূলাচারী। বেদেই এই প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত, কিন্তু অন্যস্থলে উপচারবশতঃ প্রয়োগ হইয়া থাকে। পাণিনিতে লিখিত আছে।

"ছন্দসি পরিপন্থিপরিপরিণৌ পর্য্যবস্থাতরি।" (পা ৫।২।৮৯)

পরিপরিন্ (ত্রি) পরিপরি (ছন্দসীতি। পা ৫।২।৮৯) ইতি নিপাত্যতে। ১ শত্রু। ২ নানাস্থান ভ্রমণকারী তস্করবিশেষ।

"মা ত্বা পরিপরিণো বিদন্মা।" (শুক্লযজু° ৪।৩৪)

'সর্ব্বতঃ সঞ্চরন্তস্তস্করবিশেষাঃ পরিপরিণ উচ্যন্তে' (ভাষ্য)

পরিপবন (পুং) পরি-পূ করণে ল্যুট্। চালনী। (নিরুক্ত ৫।৯)

পরিপশব্য (ত্রি) ব্যাপ্তৌ পরিঃ, পশোরিদং যৎ, ততঃ প্রাদি-সমাসঃ। সকল পশুসম্বন্ধী। (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।৮।৩)

পরিপাক (পুং) পরিপচ্যতে ইতি পরি-পচ-ঘঞ্। ১ পরি-পক্বতা। জীর্ণতা।

"ইত্যদ্ভুতং কেবলবহ্নিপক-মাংসেন মৎস্যঃ পরিপাকমেতি।" (ভাবপ্র°)

২ নৈপুণ্য। ৩ পরিণাম।

পরিপাকিনী (স্ত্রী) পরিপাকঃ পরিপাকশক্তিঃ বিদ্যতেঽস্যাঃ, পরিপাক-ইনি-ঙীপ্। ত্রিবৃৎ, তেউড়ীলতা।

পরিপাচন (ত্রি) ১ সম্যক্ পচনশীল। ২ পরিপাককরণ।

পরিপাচনা, সম্যক্রূপে পক্বতায় পরিণত করণ। পক্বাবস্থায় আনয়ন। (দিব্যা° ১২৫।১)

পরিপাচয়িতৃ (ত্রি) পরিপাচনকারী।

পরিপাটল (ত্রি) অরুণ। "ধৌতরাগপরিপাটলাধর।" (রঘু ১৯।১০)

পরিপাটি (স্ত্রী) পরিপাটনং, পরি-পট-স্বার্থে ণিচ্, অচ্ ই, বা পরি ভাগেন পাটিঃ পাটনং গতির্যস্যাঃ। ১ পারিপাট্যবিশিষ্ট। পর্য্যায়—আনুপূর্ব্বী, আবৃৎ। অনুক্রম, পর্য্যায়, আনুপূর্ব্ব, আনুপূর্ব্বক, পরিপাটী, ক্রম।

পরিপাটী (স্ত্রী) পরিপাটি-ঙীষ্। ১ অনুক্রম, পর্য্যায়। (হেম) ২ পাটিগণিত।

পরিপাঠ (পুং) সম্যক্ পঠন, আনুপূর্ব্বিক কথন। (অব্য) সম্যক্রূপে পাঠ।

"ন ধর্ম্মঃ পরিপাঠেন শক্যো ভারত! বেদিতুম্।" (ভারত শান্তি°)

পরিপাঠক (ত্রি) আনুপূর্ব্ব পাঠ বা প্রকাশকারী।

পরিপাণ (পুং ক্লী) ১ পরিতঃ পালন, পরিরক্ষণ। ২ পরিপালক।

"পরিপাণমসি পরিপাণং মেদাঃ স্বাহা।" (অথর্ব্ব ২।১৭।৭)

'পরিপাণং পরিতঃ পালনং, তদ্ধেতুত্বাৎ তাদৃক্ত্বাং পরিপালক ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ) 'পরিপাণাৎ পরিরক্ষণাৎ।'

(অথর্ব্বভাষ্য ৪।২০।৮)

পরিপাণ্ডু (ত্রি) পাণ্ডুবর্ণ বা কৃশতাযুক্ত।

"স্নপয়তি পরিপাণ্ডু ক্ষামমস্যাঃ শরীরম্।" (উত্তররাম° ৩ অঙ্ক)

পরিপাতন (ক্লী) নিপাতন। হিংসন, ধ্বংসকরণ, নষ্টকরণ। (দিব্যা° ৫১৭।৬)

পরিপাদ (অব্য) পাদবর্জ্জন করিয়া।

পরিপান (ক্লী) পানীয়।

"বিহুর্বিষাণং পরিপানমণ্ডিতে।" (ঋক্ ৫।৪৪।১১)

পরিপার্শ্ব (ত্রি) পার্শ্ব, নিকট।

পরিপার্শ্বচর (ত্রি) নিকটে বা পার্শ্বে চরণ বা গমনকারী।

পরিপার্শ্ববর্ত্তী (ত্রি) নিকটবর্ত্তী।

পরিপালক (ত্রি) পরিরক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক। (মার্ক°পু° ৬৭।৫)

পরিপালন (ক্লী) ১ পরিরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ।

"উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনম্।" (মনু ৯।২৭)

২ রক্ষা। "প্রতিজ্ঞাপরিপালনম্।" (রামা° ৬।৮৫।৯)

পরিপালয়িতৃ (ত্রি) পরি-পালি-তৃচ্। রক্ষক, পরিপালক।

পরিপাল্য (ত্রি) পালনযোগ্য, রক্ষণযোগ্য, শাসনযোগ্য।

"যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলস্থিতিঃ।
তথৈব পরিপাল্যোঽসৌ যদা বশমুপাগতঃ॥" (যাজ্ঞ° ১।৩৪২)

পরিপিঞ্জর (ত্রি) পিঙ্গল বা রক্তবর্ণ।

"হেলাকৃষ্টদ্ব্রূৎকাঞ্চিপক্ষসাংশুপরিপিঞ্জরৈঃ।" (কামন্দক ১৩।১৪)

পরিপিণ্ডীকৃত (ত্রি) যাহা পিণ্ডাকারে পরিণত করা হইয়াছে।

পরিপিপালয়িষা (স্ত্রী) পালন বা রক্ষণ করিবার ইচ্ছা। (শঙ্করাচার্য্য)

পরিপিষ্ট (ত্রি) পরি-পিষ-ক্ত। দলিত।

পরিপিষ্টক (ক্লী) পরি-পিষ-ক্ত সংজ্ঞায়াং কন্। সীসক।

পরিপীড়ন (ক্লী) ১ পেষণ, নিংড়ান।
"তিলপরিপীড়নোপকরণকাষ্ঠানি।" (সুশ্রুত নিদা°)
২ উৎপীড়ন। ৩ অনিষ্টকরণ।

পরিপীড়া (স্ত্রী) ১ পেষণ, নিংড়ান। ২ পীড়া দেওয়া।

পরিপুটন (ক্লী) ১ ভেদন। ২ সম্পুটীকরণ।

পরিপুষ্করা (স্ত্রী) কর্কটীভেদ, গোড়ুম্বা (শব্দচ°)। চলিত রাজগোমুক্।

পরিপুষ্ট (ত্রি) পরি-পুষ-ক্ত। ১ পরিবর্দ্ধিত। ২ পরিপোষিত, পরিপালিত।

পরিপুষ্টতা (স্ত্রী) সম্যক্ বৃদ্ধি। পরিপুষ্টি।

পরিপূজন (ক্লী) সম্যক্ পূজা। সম্যগুপাসনা।

পরিপূজিত (ত্রি) উপাসিত, অর্চ্চিত।

পরিপূত (ত্রি) ১ বিশুদ্ধ। (ক্লী) ২ অপতুষ ধান্য।
"পরিপূতেষু ধান্যেষু শাকমূলফলেষু চ।
নিরন্বয়ে শতং দণ্ডঃ সান্বয়েঽর্দ্ধশতং দমঃ।" (মনু)

পরিপূরক (ত্রি) ১ পরিপূরণকারী, যে পূরণ করিয়া দেয়। ২ সম্পূর্ণ।

পরিপূরণ (ক্লী) ১ পূরণকরণ। ২ সম্পূর্ণতাসাধন।

পরিপূর্ণ (ত্রি) পরি-পৄ-ক্ত। ১ সম্পূর্ণ। ২ তৃপ্ত, স্বচ্ছন্দ।

পরিপূর্ণতা (স্ত্রী) পরিপূর্ণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। পর্য্যায়— আভোগ, সম্পূর্ণতা। (অমর)

পরিপূর্ণত্ব (ক্লী) সম্পূর্ণত্ব, পরিপূর্ণতা।
"দৃশ্যতে পরিপূর্ণত্বং মুখচন্দ্রস্য তে সখি!
ন জানে কং চকোরং হি বিধাতা পালয়িষ্যতি॥" (উদ্ভট)

পরিপূর্ণচন্দ্রবিমলপ্রভ (পুং) বৌদ্ধশাস্ত্রবর্ণিত সমাধিভেদ।

পরিপূর্ণসহস্রচন্দ্রবতী (স্ত্রী) ইন্দ্রের পত্নীভেদ। (হেম)

পরিপূর্ণাহতরশ্মি (পুং) চন্দ্র।

পরিপূর্ণার্থ (ত্রি) পূর্ণার্থ।

পরিপূর্ণেন্দু (পুং) পূর্ণচন্দ্র। (মৃচ্ছকটিক)

পরিপূর্ত্তি (স্ত্রী) পরিপূর্ণতা, সম্পূর্ণতা। (ঋক্প্রাতি°)

পরিপৃচ্ছা (স্ত্রী) পরি-প্রচ্ছ-আপ্। জিজ্ঞাসা।

পরিপৃচ্ছানিকা (স্ত্রী) বিচার্য্য বিষয়। যে বিষয় লইয়া বাদ প্রতিবাদ জিজ্ঞাসা করা যায়। (দিব্যা° ৪৮৯।১৪)

পরিপেল (ক্লী) পরি-পেল-অচ্। কৈবর্ত্তীমুস্তক।
"পরিপেলং প্লবং বলাং তৎকুটন্নটসংজ্ঞকম্।
জায়তে মুস্তকাকারং শৈবালকুলসঙ্করে॥" (অমরটী° ভরত)

পরিপেলব (ত্রি) ১ অত্যন্ত কোমল।
"সোমালিআ কুসুমপরিপেলবা।" (শাকুন্তল)
(ক্লী) ২ কৈবর্ত্তীমুস্তক (Cyperus Rotundus.)

পরিপোট (পুং) পরি-পুট-ঘঞ্। ১ পরিপুটন। ২ কর্ণপালিগত রোগভেদ।
"সৌকুমার্য্যাচ্চিরোৎসৃষ্টসহসাভিপ্রবর্দ্ধিতে।
কর্ণশোফো ভবেৎ পাল্যাং সরুজঃ পরিপোটবান্।
কৃষ্ণারুণনিভঃ স্তব্ধঃ স বাতাৎ পরিপোটকঃ।" (সুশ্রুত)

পরিপোটক (ত্রি) ত্বক্‌ভেদক, পরিপুটক।

পরিপোটন (ক্লী) ১ ভেদন। ২ পরিপোট, কর্ণপালিরোগ-ভেদ। (সুশ্রুত)

পরিপোষক (ত্রি) পরি-পুষ-ণ্বুল্। পরিরক্ষক, পরিপালক।

পরিপোষণ (ক্লী) পরি-পুষ্-ল্যুট্। ১ পরিপুষ্টি। ২ রক্ষণা-বেক্ষণ। ৩ পালন।
"দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।" (ভাগ° ৭।১১।২৩)

পরিপোষণীয় (ত্রি) পরিপোষ-অনীয়র্। পরিপোষণযোগ্য, পরিপাল্য।

পরিপ্রশ্ন (পুং) যুক্তাযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা।
"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" (গীতা ৪।৩৪)

পরিপ্রাপ্য (ক্লী) করণীয়। সমাধার যোগ্য। (দিব্যা° ৪১০।৬)

পরিপ্রাপ্তি (স্ত্রী) লাভ, প্রাপণ, পাওয়া।

পরিপ্রার্ধ (ক্লী) পরিপার্শ্ব, নৈকট্য। (শাঙ্খায়ন ব্রা° ২।২)

পরিপ্রী (ত্রি) প্রীঙ্ তর্পণে, ক্বিপ্, কুহুত্তরপদ-প্রকৃতিস্বরত্ব প্রীণয়িতা, সর্ব্বপ্রকারে তোষণকারী।
'পুরুষ্টুতস্য কতিচিৎ পরিপ্রিয়ঃ।' (ঋক্ ৯।৭২।১)
'পরিপ্রিয়ঃ......পরিতঃ প্রীণয়িতৄণি।' (সায়ণ)

পরিপ্রেষ্ (ত্রি) পরি-প্রেষ-ক্বিপ্। পরিতঃ গন্তা।
"প্রবাসো ন প্রসিতাসঃ পরিপ্রষঃ।" (ঋক্ ১০।৭৭।৫)
'পরিপ্রষঃ পরিতো গন্তারঃ।' (সায়ণ)

পরিপ্রেপ্সু (ত্রি) পরি-প্র-আপ-সন্-উ। ১ পাইতে ইচ্ছুক। ২ পরিপালন-অভিলাষী। ৩ ইচ্ছুক, অভিলাষী।

পরিপ্রেষণ (ক্লী) পরি-প্রেষ-ল্যুট্। ১ চারিদিকে পাঠান। ২ নির্ব্বাসন। ৩ পরিত্যাগ।

পরিপ্রেষিত (ত্রি) পরি-প্রেষ-ক্ত। ১ প্রেরিত। ২ নির্ব্বাসিত। ৩ পরিত্যক্ত।

পরিপ্রেষ্য (পুং) পরি-প্রেষ-যৎ। ১ পরিচর, দাস। (ভারত ৪।৩২)
(ত্রি) ২ প্রেরণযোগ্য।

পরিপ্লব (ত্রি) পরি-প্লু-অচ্। ১ জলোপরি ভাসন, সন্তরণ করা।

"পরিপ্লবেভ্যঃ স্বাহা চরাচরেভ্যঃ স্বাহা।" (শুক্লযজুঃ ২২।২৯)
২ চঞ্চল। "দেবচক্রং বা এতৎপরিপ্লবং যৎ সংবৎসরঃ।"
(শাখ্যায়নব্রা° ২০।১)
৩ আকুল। 'পরিপ্লবঃ চঞ্চলে স্যাদাকুলেঽপি পরিপ্লবঃ' (বিশ্ব)
(পুং) ৪ পোত, নৌকা। (রামা° ১।৪৫।৩)
৫ পুরাণোক্ত সুধীনলরাজপুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২২।৪২)
৬ জলপ্লাবন। ৭ পরিপীড়ন।

পরিপ্লবা (স্ত্রী) পরি-প্লব-টাপ্। যজ্ঞীয় দর্ব্বীভেদ।
(কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ৯।২।১৫)

পরিপ্লবমান (ত্রি) জলে ভাসমান।

পরিপ্লাব্য (অব্য) ১ প্লাবিত হইয়া। ২ জলে ডুবাইয়া।
"আচম্য চৈকহস্তেন পরিপ্লাব্য তথোদকম্।"
(ভারত অনুশাসন পর্ব্ব)

পরিপ্লুত (ত্রি) পরি-প্লু-ক্ত। ১ প্লাবিত। ২ পরিকম্পিত।
৩ স্নাত, জলাদিদ্বারা আর্দ্রীকৃত। (ক্লী) ৪ লম্ফ, ঝম্প।

পরিপ্লুতা (স্ত্রী) ১ মদিরা, মদ্য। (হেম ৩।৫৬৮)
২ মৈথুনবেদনাযুক্ত স্ত্রী-অঙ্গভেদ।
"পরিপ্লুতায়াং যোনৌ তু গ্রাম্যধর্ম্মে রুজা ভৃশম্।" (মাধবকর)

পরিবর্দ্ধ (পুং) পরিস্কন্দ।

পরিবর্হ (পুং) পরিবৃহ্যতেঽনেন বর্হ-ঘঞ্। ১ পরিচ্ছেদ।
হস্ত্যশ্বকম্বলাদি রাজযোগ্যদ্রব্য।
"মহতা পরিবর্হেণ রাজযোগ্যেন সংবৃতঃ।" (ভারত আদিপর্ব্ব)
২ রাজচিহ্ন। (অমর)
৩ আসবাব। ৪ তৈজস পদার্থ। ৫ সম্পত্তি।

পরিবর্হণ (ক্লী) পরি-বর্হ-ল্যুট্। রাজার হস্ত্যশ্বপরিচ্ছদাদি।
২ পরিবৃদ্ধি। ৩ পূজা, উপাসনা।

পরিবর্হবৎ (ত্রি) উপকরণ বচন। "বেশ্মানি রামঃ পরিবর্হবন্তি
বিশ্রাণ্য সৌহার্দ্দনিধিঃ সুহৃদ্ভ্যঃ।" (রঘু ১৪।১৫)

পরিবাধ (স্ত্রী) চারিদিকে বাধা।
"ন বরং তে পরিবাধো অদেবীঃ। (ঋক্ ৫।২।১০)
'পরিবাধঃ পরিতো বাধিকা' (সায়ণ)

পরিবাধা (স্ত্রী) ১ বাধা, পীড়া। ২ শ্রান্তি।

পরিবার দ্বীপ, ভারতমহাসাগরস্থ একটী দ্বীপ। এখানকার অধিবাসীরা দেখিতে পাপুয়াবাসীদিগের মত, কিন্তু অপেক্ষাকৃত খর্ব্বাকার। ইহাদের মাথার চুল পোঁপার স্থায় মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে হেলান থাকে।

পরিবৃংহণ (ক্লী) পরি-বৃংহ-ল্যুট্। ১ সমৃদ্ধি, উন্নতি। (ভাগ° ৫।১।৭) ২ অঙ্গীভূত শাস্ত্র বা গ্রন্থ। "ধর্ম্মেণাধিগতো যৈস্তু বেদঃ সপরিবৃংহণঃ।" (মনু ১২।১০৯)

পরিবৃংহিত (ত্রি) ১ সমৃদ্ধ, উন্নত। ২ যুক্ত, অঙ্গীভূত।

পরিবৃঢ় (ত্রি) ১ যথেষ্ট। ২ দৃঢ়। ৩ সমস্তের অধিপ, বা কর্ত্তা, শ্রেষ্ঠ। 'প্রচরতি রঘূণাং পরিবৃঢ়ঃ' (সাহিত্যদ°)

পরিবৃঢ়তম (ক্লী) ১ ব্রহ্ম। ২ শ্রেষ্ঠতম।

পরিবোধ (পুং) পরি-বুধ-ঘঞ্। জ্ঞান।

পরিভক্ষ (ত্রি) পরদ্রব্য-ভক্ষণকারী।

পরিভক্ষণ (ক্লী) পরি-ভক্ষ-ল্যুট্। সম্পূর্ণরূপে ভোজন।

পরিভক্ষিত (ত্রি) পরি-ভক্ষ-ক্ত। ১ খাদ্যাদি হইতে বঞ্চিত।
২ ক্ষয়প্রাপ্ত, কৃতভক্ষণ।

পরিভগ্ন (ত্রি) পরি-ভঞ্জ-ক্ত। যাহার মধ্যে বাধা দেওয়া হইয়াছে। কৃতভঞ্জন।

পরিভঙ্গ (পুং) সর্ব্বতোভাবে ভঙ্গ, চূর্ণ করা।

পরিভয় (পুং) পরি-ভী-অপ্। অত্যন্ত ভয়।

পরিভৎ‌সন (ক্লী) তিরস্করণ, ভয়প্রদর্শন। (রামা° ৫।৬৭।৪৩)

পরিভব (পুং) পরি-ভূ-অপ্। ১ অনাদর, তিরস্কার, অবজ্ঞা।
২ পরাজয়, পরাভব।
"কলমন্যোপহাসস্থ সদ্যঃ প্রাপ্স্যসি পশ্য মাং।
মৃগ্যাঃ পরিভবো ব্যাঘ্র্যামিত্যবেহি ত্বয়া কৃতম্॥" (রঘু ১২।৩৭)

পরিভবন (ক্লী) পরি-ভূ-ল্যুট্। পরিভব।

পরিভবনীয় (ত্রি) পরি-ভূ-অনীয়র্। পরাভবযোগ্য।

পরিভবিন্ (ত্রি) পরি-ভূতাচ্ছীল্যে ইনি। পরিভবনশীল।
স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পরিভাব (পুং) পরি-ভূ-ঘঞ্। (পর্য্যোভুবোঽবজ্ঞানে। পা ৩।৩।৫৫) পরিভব।

পরিভাবিন্ (ত্রি) পরি-ভূ-গ্রহাদিত্বাৎ ভূতেঽর্থে ণিনি।
সর্ব্বতোভাবে পরিভবযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

পরিভাবনা (স্ত্রী) বাক্যভেদ। যে স্থলে কুতূহলোত্তর বাক্য অর্থাৎ অতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত বাক্য কথিত হয়, তাহাকে পরিভাবনা কহে।
"কুতূহলোত্তরা বাচঃ প্রোক্তা তু পরিভাবনা।"
(সাহিত্যদ° ৬।৩৪৭)
এই পরিভাবনা নাটকাদিতে বহুল পরিমাণে বর্ণন করিতে হয়। ২ চিন্তা।

পরিভাবন (ক্লী) ১ মিলন, সংযোগ। ২ চিন্তন।

পরিভাষ্ (স্ত্রী) পরি-ভাষ্-কিপ্। ১ লওয়ান। ২ উৎসাহিতকরণ। ৩ কোন কথা বলা। ৪ সৎপরামর্শ দেওয়া।

পরিভাষক (ত্রি) নিন্দক, তিরস্কারক, অপবাদকারী।
(দিব্যা° ৩৮।১০)

পরিভাষণ (ক্লী) পরি-ভাষ্-ল্যুট্। সনিন্দ-উপালম্ভ, নিন্দা-

দ্বারা দুষ্টবচন।* স্তুতিবচনকে পরিভাষণ কহে। ২ আলাপ। ৩ নিয়ম। 'নিন্দোপালম্ভবচনে পরিভাষণমিষ্যতে।' (বিশ্ব) গর্ভিণী, আপদাগত, বৃদ্ধ বা বালক দণ্ডনীয় নহে, কিন্তু ইহাদিগকে পরিভাষণ অর্থাৎ নিন্দাবচন দ্বারা ভৎর্সনা করিবে।

"আপদাগতোঽথবা বৃদ্ধো গর্ভিণী বাল এব বা।
পরিভাষণমর্হন্তি তচ্চ শোধ্যমিতি স্থিতিঃ॥" (মনু ৯।২৮৩)

পরিভাষণীয় (ত্রি) পরি-ভাষ-অনীয়র্। পরিভাষণের যোগ্য, ভৎর্সনীয়। "ব্যাধিতবৃদ্ধগর্ভিণীবালা ন দণ্ডনীয়াঃ, কিন্তু তে পুনঃ কিং কৃতমিতিপরিভাষণীয়াঃ" (মনুটী° কুল্লূক ৯।২৮৩)

পরিভাষা (স্ত্রী) পরি-ভাষ-অচ্ ততষ্টাপ্। ১ পরিষ্কৃত ভাষণ। ২ পদার্থবিবেচক আচার্য্যদিগের যুক্তিযুক্ত বাক্য। (কাব্যপ্রকাশ-টীকায় চণ্ডীদাস) পর্য্যায়—প্রজ্ঞপ্তি, শৈলী, সঙ্কেত, সময়কার। (ত্রিকা°) ৩ সূত্রলক্ষণবিশেষ।

"সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
অতিদেশোঽধিকারশ্চ ষড়্বিধং সূত্রলক্ষণম্।"

গ্রন্থের সংক্ষেপনির্ব্বাহার্থ সঙ্কেতবিশেষ, শাস্ত্রকৃৎদিগের কৃত্রিম সংজ্ঞা, এই পরিভাষা অবয়বের অর্থ অতিক্রম করিয়া গ্রন্থের নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করিবে, ইহাকে বিশিষ্ট সংজ্ঞা কহে। যেরূপ বৈদ্যকপরিভাষা, বেদান্তপরিভাষা। বৈদ্যক বা বেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞানের সুবিধার জন্য পরিভাষা জ্ঞান আবশ্যক। যে সকল শব্দের গ্রন্থবিশেষে যে নির্দ্দিষ্ট অর্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাকেই পরিভাষা কহে।

"অব্যক্তানুক্তলেশোক্তসন্দিগ্ধার্থপ্রকাশিকাঃ।
পরিভাষাঃ প্রবক্ষ্যন্তে দীপীভূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ।" (বৈদ্যকপরি°)

দীপ যেরূপ অন্ধকার নাশ করিয়া আলোক প্রকাশ করে, সেইরূপ পরিভাষা দ্বারা দুরূহস্থল সকল অনায়াসে অর্থবোধ হইয়া থাকে।

পরিভাষিন্ (ত্রি) পরি-ভাষ-ইনি। কথনযুক্ত।

পরিভাষিত (ত্রি) পরি-ভাষ-ক্ত। কথিত। সঙ্কেতবাক্যরূপে ব্যবহৃত।

পরিভুক্ত (ত্রি) পরি-ভুজ-ক্ত। উপভুক্ত, যাহা ভোগ করা হইয়াছে।

পরিভুক্ত (ত্রি) ১ যাহা ভোগ করা হইয়াছে। ২ পরিহিত (বস্ত্রাদি)। (দিব্যা° ২৭৭।২১)

* "উপালম্ভো দুর্ব্বাদঃ, নিন্দয়া সহ বর্ত্তমানো য উপালম্ভস্তত্র সনিন্দে পরিভাষণং। উপালম্ভো গুণাবিষ্করণেন স্তুতিপূর্ব্বকোঽপি ভবতি। যথা মহাকুলস্য ভবতঃ কিমিদমুচিতং ভবতি, অত্র তু সংস্তবো ন পরিভাষণং। টীকাকারেঽপি বহুলস্য ভবাদৃশস্যেদমনং যোগ্যমিতি নিন্দাপূর্ব্বঃ।"

(অমরটীকাভরত ১।৬।১৩)

পরিভোগ্য (ত্রি) ব্যবহার যোগ্য। (দিব্যা° ২৭৫।২৫)

পরিভূ (ত্রি) পরি-ভূ-কিপ্। সর্ব্বতোভাবে প্রাপ্তিযুক্ত।

"যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি" (ঋক্ ১।১।৪)
'পরিভূঃ পরিতঃ প্রাপ্তবানসি' (সায়ণ)

পরিভূত (ত্রি) পরি-ভূ-ক্ত। ১ তিরস্কৃত। ২ অনাদৃত। (হেমচ°) পর্য্যায়—অবগণিত, অবমত, অবজ্ঞাত, অবমানিত, অভিভূত, অপ্রস্তুত। (শব্দর°)

পরিভূতি (স্ত্রী) পরি-ভূ-ক্তিন্। পরিভাবুক। "দীধিতিভির্বিশ্বানি পরিভূতিভিঃ" (ঋক্ ৭।৬৬।১০) 'পরিভূতিভিঃ পরিভাবুকৈঃ' (সায়ণ) (কথাসরিৎসা° ২৬।২০৩)

পরিভূতিনামন্, ডাকনাম। কোন বিশিষ্ট নামের পরিবর্ত্তে যে আদুরে নামে সচরাচর ডাকা যায়।

পরিভূষণ (পুং) কোন জমির সম্পূর্ণ রাজস্ব দিয়া শান্তি স্থাপন। (কামন্দকী° নী° ৯।১৮।৩)

পরিভেদক (ত্রি) ভেদনকারী। 'হত্বাত্মা যোগিনঃ সর্ব্বে ষট্-চক্রপরিভেদকাঃ।' (হেম)

পরিভোক্তৃ (ত্রি) পরের দ্রব্যভোজনকারী বা পরের দ্রব্য ব্যবহারকারী। ২ গুরুধনোপজীবী।

"পরিভোক্তা কৃমির্ভবতি কীটোভবতি মৎসরী।" (মনু ২।২০১)
'পরিভোক্তা অনুচিতেন গুরুধনোপজীবকঃ।' (কুল্লূক)

পরিভোগ (পুং) পরি-ভুজ-ঘঞ্। উপভোগ, সম্ভোগ।

"তথৈব দত্বা বিপ্রেভ্যঃ পরিভোগান্ সুপুষ্কলান্॥"(ভারত ৯।২১।৪৭)

পরিভ্রংশ (পুং) ১ বিচ্যুতি। ২ পলায়নপূর্ব্বক রক্ষা।

"নচ শত্রুপরিভ্রংশো রাজানো বিজিগীষবঃ।" (হরিবংশ ৯৬ অঃ)

পরিভ্রংশন (ক্লী) পরিচ্যুতি। বিতাড়ন। "নলস্য নৃপতে রাজ্যাৎ পরিভ্রংশনম্।" (পঞ্চতন্ত্র)

পরিভ্রম (পুং) পরি-ভ্রম-অচ্। ১ সর্ব্বতোভ্রমণ, পর্য্যটন। ২ ভ্রম।

পরিভ্রমণ (ক্লী) পরি-ভ্রম-ল্যুট্। পর্য্যটন।

পরিমণ্ডল (ত্রি) পরি সর্ব্বতো মণ্ডলং। বর্ত্তুল। (হেম)

"লক্ষোত্তরং সার্দ্ধনবকোটিযোজনপরিমণ্ডলং ভূবলয়স্য ক্ষণেন" (ভাগ° ৫।২২।১৯) ২ পরমাণুপরিমাণ, পরিমাণবিশিষ্ট পরমাণু। (বৈশেষিক সূত্রবৃ°)

(পুং) ৩ পুরুষবিশেষ।

"ন্যগ্রোধৌ তু স্মৃতৌ বাহূ ব্যাসো ন্যগ্রোধ উচ্যতে।
ব্যাসেন উচ্ছ্রয়ো যস্য অধ ঊর্দ্ধঞ্চ দেহিনঃ॥
সমোচ্ছ্রয়পরীণাহো ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলঃ॥" (মৎস্যপু° ১১৮ অ°)

(স্ত্রী) ৪ লক্ষণান্বিত রমণীবিশেষ। ৫ পর্ব্বতবিশেষ।

"পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরুঃ কনকপর্ব্বতঃ।
আদিত্যতরুণাভাসো বিধূম ইব পাবকঃ।" (ভারত ৬।৩।১১)

৬ গোলাকার বা আবর্ত্তবিশিষ্ট।

"পরিমণ্ডলোন্নতাভির্বিতীর্ণাভিস্ত নাভিভিঃ সুখিনঃ।" (বৃহৎস° ৬৮।২১)

৭ চক্রের চতুর্দ্দিকস্থ জ্যোতিশ্ছটা। ৮ পরিধি। (পুং) ৯ মশক। [ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল দেখ।]

পরিমণ্ডলতা (স্ত্রী) পরিমণ্ডল ভাবে-তল্। বর্ত্তুলতা, গোলত্ব।

পরিমণ্ডলিত (ত্রি) পরিমণ্ডলোঽস্য সঞ্জাতঃ, পরিমণ্ডল-তারকাদিত্বাদিতচ্। গোলাকার আবর্ত্তবিশিষ্ট।

পরিমন্থর (ত্রি) মন্দ মন্দ গতি। ধীরগতি। (মাঘ ৯।৭৮)

পরিমন্দ (ত্রি) পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত। "পরিমন্দসূর্য্যনয়নো দিবসঃ।" (মাঘ ৯।৩)

পরিমন্দতা (স্ত্রী) ক্লান্তিজনকতা, অবসাদ, গ্লানি।

পরিমন্যু (ত্রি) কোপপরিবৃত। "ঋবিছিষে মরুতঃ পরিমন্যবঃ ইষুং ন সৃজত দ্বিষং।"(ঋক্ ১।৩৯।১০) 'পরিমন্যবে কোপপরিবৃতায়' (সায়ণ)

পরিমর (পুং) পরিম্রিয়তেঽস্মিন্ পরি-মৃ-আধারে অপ্। ১ বায়ু। "তৎ ব্রাহ্মণ পরিমর ইত্যুপাসীত।" (তৈত্তি° উ° ৩।১০।৪) 'পরিম্রিয়তেঽস্মিন্ পঞ্চদেবতাবিদ্যুৎবৃষ্টিশ্চন্দ্রমা আদিত্যোঽগ্নিপরিত্যেতাঃ, অতো বায়ুঃ পরিমরঃ, শ্রুত্যন্তর-প্রসিদ্ধেঃ। স এবায়ং বায়ুরাকাশেনানন্যং ব্রাহ্মণপরিমর-ইত্যুপাসীত।' (ভাষ্য)

পরিমর্দ্দ (পুং) পরি-মৃদ-ভাবে ঘঞ্। ১ ঘর্ষণ। ২ নাশন। ৩ হিংসন।

পরিমর্দ্দন (ক্লী) পরি-মৃদ-ল্যুট্। পরিমর্দ্দ।

পরিমর্শ (পুং) পরি-মৃশ-ঘঞ্। ১ ঘর্ষণ। ২ পরামর্শ বিচার।

পরিমল (পুং) পরিমলতে সুগন্ধিপার্থিবকণাং ধরতীতি মল-অচ্। ১ বিমর্দ্দন। ২ কুঙ্কুমাদি মর্দ্দন। ৩ বিমর্দ্দোত্থ জনমনোহর গন্ধ। ৪ সুরতাদি বিমর্দ্দোত্থবিলেপনকস্তুমাদিগন্ধ। সুরভি মাল্যগন্ধাদি ধারণ দ্বারা উৎপন্ন হৃদ্য গন্ধ। (স্বামী)

"রতিলুলিতললনাক্রমজলবহাহিনো মৃদু যত্র।
শ্লথকেশকুসুমপরিমলবাসিতদেহা বহন্ত্যনিলাঃ॥" (কলাবিলাস ১।৫)

সুগন্ধকে পরিমল কহে। ৫ পরিতঃ সম্বন্ধ। (উদয়ন) ৬ পণ্ডিতসমূহ। (শব্দর°)

৭ একজন গ্রন্থকার। ক্ষেমেন্দ্র ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

পরিমাণ (ক্লী) পরিমীয়তেঽনেন, পরি-মা-করণে ল্যুট্। মাপ, যবাঙ্গুলপ্রস্থাদি ও গুঞ্জাদি দ্বারা দ্রব্যের পরিচ্ছেদ।

নৈয়ায়িকদিগের মতে মান ব্যবহারের কারণই পরিমাণ, পরিমিত ব্যবহারের অসাধারণ কারণকেই পরিমাণ কহে। ইহা চারিপ্রকার, অণু, মহৎ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব। অনিত্য পরিমাণ সংখ্যা জন্য। দ্ব্যণুকাদির যে পরিমাণ, তাহা অনিত্য, যেহেতু ইহা সংখ্যাজন্য। পরমাণুর পরিমাণ দ্ব্যণুকাদির পরিমাণের প্রতি কারণ নহে।*

যে উপায়ে তরল অথবা কঠিন দ্রব্যের উপযুক্ত মাপ জানা যায়, তাহাকেই পরিমাণবিদ্যা কহে।

ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যে স্মরণাতীত কাল হইতে পরিমাণপ্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মানব যতই সভ্য হইতে থাকে, সামাজিক হিসাবে সকল দিকেই তাঁহারা একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করিতে থাকে, এইরূপে যখন আর্য্যসভ্যতা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তৎকালে বাণিজ্য সকলদিকে সুশৃঙ্খলতা স্থাপনের জন্য তাঁহাদের মধ্যে পরিমাণের নানা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কোন কোন য়ুরোপীয় পণ্ডিতের বিশ্বাস যে, মিসরবাসীদিগের নিকট হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণ মাপের উপায় প্রথম শিক্ষা করেন। আবার কেহ বলেন, অনেক মাপ দ্রাবিড়ীয়দিগের সংস্রবে আর্য্য কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত; কিন্তু অনুসন্ধানদ্বারা যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে ভারতের পরিমাণগুলি ভারতীয় আর্য্যগণের নিজস্ব বলিয়াই বোধ হয়।

ঋক্‌সংহিতায় (৬।৪৭।২২-২৩ ঋকে) 'কোশ' ও 'কোশয়ী' শব্দের উল্লেখ আছে। যথা—

"প্রস্তোক ইন্নু রাধসস্ত ইন্দ্র দশ কোশয়ীর্দশ বাজিনোঽদাৎ।"

হে ইন্দ্র! প্রস্তোক তোমার স্তবকারী (আমাকে) সুবর্ণপূর্ণ দশ সংখ্যক কোশ ও দশটী অশ্ব দিয়াছেন।

"দশাশ্বান্ দশ কোশান্ দশ বস্ত্রাধিভোজনা।
দশহিরণ্যপিণ্ডান্ দিবোদাসাদসানিষং॥"

আমি দিবোদাসের নিকট হইতে দশটী অশ্ব, দশটী সুবর্ণ কোশ, বস্ত্র, প্রচুর ভোজ্য ও দশটী হিরণ্যপিণ্ড পাইয়াছি।

উপরোক্ত দুইটী ঋকে 'কোশ' ও 'কোশয়ী' শব্দে কোন

---

* "পরিমাণং ভবেন্মানব্যবহারস্য কারণম্।
অণু দীর্ঘং মহদ্ধ্রস্বমিতি তদ্ভেদ ঈরিতঃ।
অনিত্যে তদনিত্যং স্যাৎ নিত্যে নিত্যমুদাহৃতম্।
পরিমাণং ঘটাদৌ তু পরিমাণজমুচ্যতে।
অনিত্যং দ্ব্যণুকাদৌ তু সংখ্যাজন্যমুদাহৃতম্।
পরিমাণং ঘটাদৌ তু পরিমাণজমুচ্যতে।
প্রচয়ঃ শিথিলাখ্যো যঃ সংযোগস্তেন জন্যতে।
পরিমাণং তুলকাদৌ নাশস্ত্বাশ্রয়নাশতঃ॥"
(ভাষাপরিচ্ছেদ ১১০-১১৩)

নির্দ্দিষ্ট ওজন বা মাপ বুঝাইতেছে।[১] বিশেষতঃ পরে দশ-হিরণ্যপিণ্ডের উল্লেখ থাকায় বিশেষ সন্দেহ থাকিতেছে না।

ঋক্‌সংহিতা ও অথর্ব্বসংহিতায় 'নিষ্ক' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।[২] যদিও সায়ণাচার্য্য 'নিষ্ক' শব্দের 'হার' অর্থ করিয়াছেন।[৩] কিন্তু বহুপূর্ব্বকাল হইতেই বিশেষ ওজনের সুবর্ণ-মুদ্রাই বুঝাইত। এখন যেমন মোহরের মালা অনেকে গলায় দেয়, বৈদিক সময়ে সেইরূপ নিষ্কের মালা গলায় পরিত। এই 'নিষ্ক' শব্দ দেখিয়াও প্রাচীন মুদ্রাপরিমাণের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে।[৪]

বেদসংহিতা বিষয়কর্ম্মনির্ব্বাহের জন্য আবির্ভূত হয় নাই, সেই জন্য শ্রুতির মধ্যে পরিমাণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ দিবার আবশ্যক হয় নাই। তবে শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথব্রাহ্মণে (১২।৭।২) "হিরণ্যং সুবর্ণং শতমানম্‌" এবং মাধবের কাল-নির্ণয়ধৃত "সুবর্ণশলাকানি যবত্রয়পরিমিতানি" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যদ্বারা বৈদিককালে যে পরিমাণপ্রথা প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না। শতপথব্রাহ্মণে যে 'শতমান' শব্দ আছে, মনুসংহিতায় ইহা পরিমাণবিশেষ। কাত্যায়নের বার্ত্তিকেও এই শতমানের উল্লেখ আছে। মাধবাচার্য্য যে 'সুবর্ণশলাকার' উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ কেহ মনে করেন, তাহাই ভারতের প্রাচীনতম ছেনিকাটা মুদ্রা। এখনও তেলগুভাষায় 'শলাকু' শব্দে মুদ্রাচিহ্ন বুঝাইয়া থাকে।

পাণিনির একটী সূত্র আছে, "রূপাদাহতপ্রশংসয়োর্যপ্‌।" (৫।২।১২০) অর্থাৎ আহত বা প্রশংসার্থে রূপশব্দের উত্তর মত্বর্থে যপ্‌ প্রত্যয় হয়। এখানে আহতরূপ্য অর্থাৎ টাকার মত দ্রব্য বুঝাইতেছে। কাশিকাকারও এখানে লিখিয়াছেন যে, 'আহতং রূপমস্য, রূপ্যো দীনারঃ।' এই 'রূপ্য' হইতেই এখনকার 'রূপী' (টাকা) হইয়াছে। [মুদ্রা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা কতকটা বুঝা যায় যে, নির্দ্দিষ্ট আকার বা ওজনের মুদ্রা বৈদিক সময়ে প্রচলিত ছিল। বৈদিককালে হোমাদি নির্ব্বাহের জন্য ঘৃতের বিশেষ প্রয়োজন হইত, সেইজন্য বৈদিক গ্রন্থে ঘৃতের পরিমাণ স্পষ্ট লিখিত আছে। যথা—অথর্ব্বপরিশিষ্টে—

"ঘৃতপ্রমাণং বক্ষ্যামি মাষকং পঞ্চকৃষ্ণলম্‌।
মাসকানি চতুঃষষ্টি পলমেকং বিধীয়তে॥
দ্বাত্রিংশৎপলিকং প্রস্থং মাগধৈঃ পরিকীর্ত্তিতম্‌।
আঢ়কস্তু চতুঃপ্রস্থং চতুর্ভির্দ্রোণমাঢ়কৈঃ॥
দ্রোণপ্রমাণং বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা।
দ্বাদশাভ্যধিকৈর্নিত্যং পলানাং পঞ্চভিঃ শতৈঃ॥"

ঘৃতের প্রমাণ বলিতেছি,—

৫ কৃষ্ণল (রতি) = ১ মাষ ... (প্রায় ৮৭৫ গ্রেণ)।
৬৪ মাষক = ১ পল ... ... (৫৬০ গ্রেণ)।
৩২ পল = ১ মাগধপ্রস্থ ... ... (১৭৯২০ গ্রেণ)।
৪ মাগধপ্রস্থ = ১ আঢ়ক ... (৭১৬৮০ গ্রেণ)।
৪ আঢ়ক = ১ দ্রোণ ... ... (২৮৬৭২০ গ্রেণ)।

মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির স্মৃতি ও বহুপুরাণগ্রন্থে বিভিন্ন দ্রব্যের পরিমাণের বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। মনু (৮।১৩২-১৩৬), যাজ্ঞবল্ক্য (১।৩৬১), ও নারদ এইরূপে সংখ্যাপরিমাণ নির্ণয় করিয়াছেন—

৮ ত্রসরেণু = ১ লিক্ষা।
৩ লিক্ষা = ১ রাজসর্ষপ।
৩ রাজসর্ষপ = ১ গৌরসর্ষপ।
৬ গৌরসর্ষপ = ১ যব।
৩ যব = ১ কৃষ্ণল (রতি বা গুঞ্জাবীজ)

বৈদ্যকে এইরূপ সংখ্যাপরিমাণ নির্ণীত হইয়াছে—

৩০ পরমাণু = ১ ত্রসরেণু বা বংশী।
৮৬ বংশী = ১ মরীচি (সূর্য্যকিরণ)
৬ মরীচি = ১ রাজিকা।
৮ সর্ষপ = ১ যব।
৪ যব = ১ গুঞ্জা (রক্তিকা, রতি)।

সুশ্রুতে পলকুড়বাদি পরিমাণ এইরূপ লিখিত আছে—

১২ ধান্য = ১ মাষা বা সুবর্ণমাষা।
১৬ মাষা = ১ সুবর্ণ।
২১ মাষা = ১ ধরণ।
৩॥০ ধরণ = ১ কর্ষ।
৪ কর্ষ = ১ পল।
৪ পল = ১ কুড়ব।
৪ কুড়ব = ১ প্রস্থ।
৪ প্রস্থ = ১ আঢ়ক।
৪ আঢ়ক = ১ দ্রোণ।
১০০ পল = ১ তুলা।
২০ তুলায় = ১ ভার। মতান্তরে ১০ ভারে ১ আচিত।

(১) অরঙ্গজেবের সময়ে ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার আসিয়াও এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ওজনের তোড়া দেখিয়াছিলেন।

(২) নিষ্কং বা ঘা কৃণবতে স্রজং বা দুহিতর্দিবঃ। (ঋক্‌ ৮।৪৭।১৫)
'কৃত্যাং কৃত্যাকৃতে যেবা নিষ্কমিব প্রতিমুঞ্চত।" (অথর্ব্বস° ৫।১৪।৩)

(৩) "নিষ্কং হারং।" (ঋগ্‌ভাষ্য ২।৩৩।১০।)

(৪) পাণিনিও "শতসহস্রান্তাচ্চ নিষ্কাৎ" (৫।২।১১৯) এই সূত্রে নিষ্ক-মুদ্রার উল্লেখ করিয়াছেন।

দানযোগীশ্বরের মতে ১০ আধারে এক ভার।

মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যাদির মতে সুবর্ণের পরিমাণ—

৫ কৃষ্ণল = ১ মাষ।

১৬ মাষ = ১ কর্ষ, অক্ষ বা সুবর্ণ (তোলক)।

৪ কর্ষ = ১ পল (নিষ্ক)।

১০ পল = ১ ধরণ।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ৫ সুবর্ণে এক পল।

উক্ত স্মৃতিকারদিগের মতে রজতপরিমাণ—

২ রক্তিকা = ১ মাষক।

১৬ মাষক = ১ ধরণ বা পুরাণ।

১০ ধরণ = ১ শতমান বা পল।

৮০ রক্তিকা = ১ পণ বা কার্ষাপণ।

নারদ বলেন, ২০ মাষকে এক কার্ষাপণ, আবার বৃহস্পতির মতে ২০ মাষকে এক পল। সুতরাং ৪ প্রকার মাষা পাওয়া যাইতেছে—৫ রক্তিকার এক প্রকার মাষ, (নারদের মতে) ৪ রত্তিতে এক মাষ, (বৃহস্পতির মতে) ১৬ রক্তিকায় ১ মাষ এবং চতুর্থ প্রকার মাষা ২ রক্তিকায় হইতেছে।

কাহারও মতে ৫ সুবর্ণে এক নিষ্ক। আবার কাহারও মতে ১৫০ সুবর্ণে এক নিষ্ক। ১০৮ সুবর্ণে বা তোলকে এক উরুভূষণ, পল বা দীনার।

গোপালভট্ট স্মৃতি হইতে মণিকারের (জহরীর) পরিমাণ এইরূপ সংগ্রহ করিয়াছেন—

৬ রাজিকা = ১ মাষক বা হেমধানক।

৪ হেমধানক = ১ মল, ধরণ বা টঙ্ক।

২ টঙ্ক = ১ কোণ।

২ কোণ = ১ কর্ষ।

পুরাণাদিতে ধান্যাদির পরিমাণ লিখিত আছে, কিন্তু সকল পুরাণে একরূপ নহে।

বরাহপুরাণ মতে—	ভবিষ্য ও স্কান্দ-মতে—
১ মুষ্টি = ১ পল।	২ পল = ১ প্রসৃতি।
২ পল = ১ প্রসৃতি।	২ প্রসৃতি = ১ কুড়ব।
৮ মুষ্টি = ১ কুঞ্চি।	৪ কুড়ব = ১ প্রস্থ।
৪ পুষ্কল = ১ আঢ়ক।	৪ প্রস্থ = ১ আঢ়ক।
৪ আঢ়ক = ১ দ্রোণ।	৪ আঢ়ক = ১ দ্রোণ।
	২ দ্রোণ = ১ কুম্ভ।

ভবিষ্যের মতে ১৬ দ্রোণে ১ খারি, স্কান্দমতে ২০ দ্রোণে ১ কুম্ভ ও ১০ কুম্ভে ১ বাহ।*

বরাহপুরাণে প্রস্থের সিকিভাগ 'সেতিকা' নামে বর্ণিত হইয়াছে। হেমাদ্রির মতে, সেতিকা কুড়বেরই নামান্তর। সময়প্রদীপ, স্মৃতিসার, রত্নাকর ও কল্পতরু প্রভৃতি নিবন্ধকারদিগের মতে, সেতিকা কুড়বেরই সমান, তবে ১২ প্রসৃতিতে এক কুড়ব হয়। লক্ষ্মীধর স্পষ্ট লিখিয়াছেন, সাধারণ মনুষ্য অঞ্জলি করিলে তাহার অঞ্জলি মধ্যে যতদূর ধরে এরূপ ১২ অঞ্জলি প্রমাণের নাম কুড়ব। বাচস্পতিমিশ্রও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। কুল্লূক ভট্ট ২০ দ্রোণে এক কুম্ভ স্বীকার করিলেও তাঁহার মতে ২০০ পলে ১ দ্রোণ। জাতুকর্ণের মতে ৫১২ পলে ১ কুম্ভ, রত্নাকরের মতে ২০ প্রস্থে এবং দানবিবেকে ১০০০ পলে ১ কুম্ভ লিখিত আছে।

বৃহৎরাজমার্ত্তণ্ডে এক পরিমাণের উল্লেখ আছে, তাহা আর কোথাও পাওয়া যায় না। যথা—

২০ তোলকে ১ সের, ২ সেরে ১ প্রস্থ।

আইন্‌-ই-অক্‌বরীতে লিখিত আছে, ভারতের কোন কোন অংশে পূর্ব্বে এক সময়ে ১৮ দামে ১ সের এবং কোন স্থানে ২২ দামে ১ সের চলিত ছিল, কিন্তু অক্‌বরের রাজ্যারম্ভে ২৮ দামে সের ঠিক হয়, পরে সম্রাট্ ৩০ দামেই সের ঠিক করিয়া দেন। ২০ মাষ বা ৫ টঙ্কে ১ দাম, মতান্তরে ২০ মাষ ৭ রক্তিকায় ১ দাম হয়, এরূপ স্থলে রাজমার্ত্তণ্ড-বর্ণিত সের ও আইন-ই-অক্‌বরীর সের একই বলিয়া বোধ হয়।

ভবিষ্য, স্কন্দ ও পদ্মপুরাণে যে মাপ আছে, চণ্ডেশ্বরের সংগ্রহ হইতে জানা যায় যে, মিথিলায় উক্ত পরিমাণ প্রচলিত ছিল। দ্রোণ ব্যতীত চণ্ডেশ্বর (বালভূষণে) আরও কএকটী পরিমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

৪ দ্রোণ = ১ মাণিকা।

৪ মাণিকা = ১ খারী।

২০ খারী = ১ বাহ।

গোপালভট্ট আর একপ্রকার ধান্ত পরিমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

৪ আয়ুঃ = ১ শাক্ক?

৪ শাক্ক? = ১ বিম্ব।

* সংস্কৃতবিৎ কোলব্রুক্ সাহেব এদেশীয় কুম্ভ হইতে ইংরাজী Comb-এর উৎপত্তি মনে করেন। তিনি লিখিয়াছেন, '১৮ ইঞ্চে ১ হাত হইলে ৫৮৩২ ঘন ইঞ্চে ১ খারী হয়। সুতরাং ১ খারী = ২ বুসেল, ২ পেক ও ১¼ গ্যালন। এরূপ স্থলে ১ কুম্ভ = ১¼ খারী = ৩ বুসেল ও ৩ গ্যালন। লক্ষ্মীধরের স্মৃতি কল্পতরুমতে—৬¼ তোলকে ১ পল এবং ১ খারির ওজন ১৫৩৬০ তোলক = ২১৫ পাউণ্ড (Avoirdupois) এবং ১ কুম্ভ ওজনে ১৭৯২০ তোলক = ১৬৮ পাউণ্ড; ইহা গমের মাপের কোম্বের (Comb) পরিমাণের সমান। এরূপে এক বাহ ওজনে প্রায় এক টন। (Colebrooke's Misc. Essays Vol. I. p. 504.)

৪ বিম্ব = ১ কুড়ব।

৪ কুড়ব = ১ প্রস্থ।

৪ প্রস্থ = ১ খারী*।

৪ গোণী = ১ দ্রোণিকা।

ভূ-পরিমাণ সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়পুরাণে (৪৯।৩৭-৩৯) লিখিত আছে,—

১১ † পরমাণু = ১ ত্রসরেণু।

১১ ত্রসরেণু = ১ মহীরজঃ।

১১ মহীরজঃ = ১ বালাগ্র (কেশাগ্র)।

১১ বালাগ্র = ১ লিক্ষা।

১১ যূকা = ১ যবোদর।

১১ যবমধ্য = ১ অঙ্গুল।

৬ অঙ্গুল = ১ পদ।

২ পদ = ১ বিতস্তি।

২ বিতস্তি = ১ হস্ত।

৪ হস্ত = ১ ধনুর্দণ্ড।

২ ধনুক = ১ নাড়িকা।

২০০০ ধনু = ১ গব্যূতি।

৪ গব্যূতি = ১ যোজন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণে অন্য একস্থানে লিখিত আছে—

২১ অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে = ১ অরত্নি।

১০ অঙ্গুষ্ঠ মধ্যে = ১ প্রাদেশ।

আদিত্যপুরাণের মতে ২ অরত্নি = ১ কিষ্কু।

হারীতের মতে কিষ্কু ও হস্ত এক, ৪ কিষ্কুতে ১ লব।

কিন্তু আদিত্য পুরাণের মতে ৩০ ধনুতে ১ লধ।

২০০০ ধনুতে ১ ক্রোশ, ২ ক্রোশে ১ গব্যূতি, ২ গব্যূতিতে ১ যোজন, আবার বিষ্ণুপুরাণে ১০০০ ধনুতে ১ ক্রোশ। কিন্তু গোপালভট্ট প্রাচীন মত উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, 'বিদেশীয় ভ্রমণকারীরা ৪০০০ ধনুতে ১ যোজন গণনা করেন।'* লীলাবতীতে এইরূপ লিখিত আছে—

৮ যব = ১ অঙ্গুলি।

২৪ অঙ্গুলি = ১ হস্ত।

৪ হস্ত = ১ দণ্ড (= ১ ধনুঃ) ১০ হস্ত = ১ বংশ।

২০০০ দণ্ড = ১ ক্রোশ। ২০ বংশে = ১ নিরঙ্গ।

৪ ক্রোশ = ১ যোজন।

কাল পরিমাণ।

মনুর মতে—	বরাহপুরাণ মতে—
১৮ নিমেষ = ১ কাষ্ঠা।	৬০ ক্ষণ = ১ লব।
৩০ কাষ্ঠা = ১ কলা।	৬০ লব = ১ নিমেষ।
৩০ কলা = ১ ক্ষণ।	৬০ নিমেষ = ১ কাষ্ঠা।
১২ ক্ষণ = ১ মুহূর্ত্ত।	৬০ কাষ্ঠা = ১ অতিপল।
৩০ মুহূর্ত্ত = ১ অহোরাত্র।	৬০ অতিপল = ১ বিপল।
১৫ অহোরাত্র = ১ পক্ষ।	৬০ বিপল = ১ পল।
২ পক্ষ = ১ মাস।	৬০ পল = ১ দণ্ড।
২ মাস = ১ ঋতু।	৬০ দণ্ড = ১ অহোরাত্র।
৬ ঋতু = ১ অয়ন।	৬০ অহোরাত্র = ১ ঋতু।
২ অয়ন = ১ বৎসর।	

ভবিষ্যপুরাণমতে—১০০০ সংক্রমে ১ ত্রুটি, ১০০ ত্রুটিতে ১ তৎপণ, ৩ তৎপণে এক নিমেষ।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের মতে	গোপালভট্ট ধৃত বিষ্ণুপুরাণ মতে—
৬ প্রাণ = ১ বিকলা।	৬ প্রাণ = বিনাড়িকা।

---

* লীলাবতীটীকায় লিখিত আছে—'কোন পাত্রের সকল দিকের পরিসর এক হাত করিয়া হইলে তাহাকে ঘনহস্ত বলে, মগধে উহার নাম 'খারীক' ইহা ষড়কোণী হইয়া থাকে। উৎকলের খারীক গোদাবরীর দক্ষিণাংশে প্রচলিত, তথায় ১৬ দ্রোণে এক খারী, ৪ আঢ়কে ১ দ্রোণ, ৪ প্রস্থে ১ আঢ়ক ও ৪ কুড়বে ১ প্রস্থ। কুড়ব ঘনহস্তাকার হইবে, ইহার ৩½ অঙ্গুলি করিয়া পরিসর থাকিবে এবং মৃত্তিকা অথবা তদ্বৎ কোন দ্রব্যনির্ম্মিত।'

এরূপস্থলে কুড়বে ১৩½ ঘন অঙ্গুল হইতেছে। কিন্তু—লক্ষ্মীধর কল্পতরুতে লিখিয়াছেন,—কুড়বের বিস্তার ৪ অঙ্গুলি ও গভীরতাও তাই, এরূপস্থলে এক কুড়বে ৬৪ ঘন অঙ্গুল হয়।

† কোল্‌ব্রুক্ সাহেব যে মার্কণ্ডেয়পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে পরমাণু হইতে যবমধ্য পর্য্যন্ত ১১ স্থানে ৮ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে। (Colebrooke's Essays, Vol. 1, p. 536.)

* বৌদ্ধশাস্ত্রবিৎ রিজ্ ডেভিড্ নানা বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে এইরূপ 'যোজন পরিমাণ স্থির করিয়াছেন—

স্থানের নাম।	গ্রন্থমতে দুরত্ব।	বর্ত্তমানদুরত্ব।	প্রতিযোজনে কত মাইল।
কাশী হইতে উরুবেল	১৮ যোজন	১২৮½ মাইল	৮ মাইল।
কাশী হইতে তক্ষশিলা	১২০ যোজন	৮৪০ "	৭½ "
নালন্দা হইতে রাজগৃহ	১ যোজন	৮ "	৮ "
কুশীনগর হইতে রাজগৃহ	২৫ "	১৫০ "	৭ "
শ্রাবস্তী হইতে ঐ	৪৫ "	২৭৫ "	৭ "
গঙ্গা হইতে রাজগৃহ	৫ "	৩৫ "	৮ "
অনুরাধপুর হইতে রিদিবিহার	৮ "	৫৪ "	৭½ "
অনুরাধপুর হইতে শ্রীপাদশৈল	১৫ "	১০০ "	৭½ "

উপরোক্ত প্রমাণানুসারে বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে ৭½ হইতে ৮ মাইলে মোটামুটি এক যোজন গণিত হইত। (Rhys David's Ancient coins and Measures of Ceylon দ্রষ্টব্য।)

৬০ দ্বিকলা = ১ দণ্ড। ৬০ বিনাড়িকা = ১ ঘটি।
৬০ দণ্ড = ১ দিন। ৬০ ঘটি = ১ অহোরাত্র।
৩০ অহোরাত্র = ১ মাস।
১২ মাস = ১ বৎসর।

মুসলমানী আমলে এদেশে মুসলমানেরা এইরূপে ওজন করিত (হরুৎ ক্রমে লিখিত আছে)।

১ যব = ১ হব্বত (অর্থাৎ বীজ)।
২ হব্বত = ১ তসু।
৪ যব = ১ কিরাট (কর্কট)।
৮ যব = ১ দাঙ্।
৪৮ যব = ১ মিস্কাল।
৩০৬ যব বা ৬½ মিস্কাল = ১ অস্তার বা সীর (সেতক)।
৭½ মিস্কাল = ১ ঔকীয়ৎ (ঔন্স)।
১২ মিস্কাল = ১ রত্ল্ (পাউণ্ড)।
২৪ মিস্কাল = ১ মন্।
১৭ মন্ = ২ কৈলজৎ।

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে যে নিয়মে সংখ্যা পরিমাণাদি স্থির হইয়া থাকে, নিম্নে লিখিতেছি—

১ কড়ায় (বা ১টায়) ... ৻।০ সিকিগণ্ডা।
৪ „ (৪টায়) ... ৻১ একগণ্ডা।
৫ গণ্ডায় (২০ টায়) ... ৻৫ একবুড়ি।
২০ গণ্ডায় (৮০ টায়) ... ৴০ চারবুড়ি বা একপণ।
৮০ গণ্ডায় (১৬ বুড়িতে) .. ।০ চারপণ বা একচোক।
১৬ পণে ... ১ কাহন।

মুদ্রাবিভাগ।

পাঁচ কড়ায় ... একসিকি পয়সা ৻১।০।
২ সিকি পয়সায় ... আধপয়সা ৻২॥।
২ আধলাতে ... এক পয়সা ৻৫।
২ পয়সাতে ... এক ডবল পয়সা ৻১০।
২ ডবল পয়সায় ... এক আনা ৴০।
২ আনাতে ... এক দুয়ানি (রৌপ্য) ৶০।
২ দুয়ানীতে ... এক সিকি (রূপা) ।০।
২ সিকিতে ... এক আধুলি (রূপা) ॥০।
২ আধুলিতে ... ১ টাকা ১৲।
১৬ টাকায় ... ১ মোহর (সোণা)।

কোম্পানীর টাকা—১৬ আনা; সিক্কা ১৲ টাকা কোম্পানির ১৴১০ টাকার সমান; সিক্কা ৻১ গণ্ডা—কোম্পানির ৻১/১। সমান, কোম্পানির ১৲ টাকা সিক্কা ৸৶০ আনার সমান।

৪ কড়ায় ... এক গণ্ডা ৻১।
৫ গণ্ডায় ... এক পয়সা ৻৫।
৪ পয়সায় ... এক আনা ৴০।
৪ আনায় ... এক সিকি ।০।
৪ সিকিতে ... ১ টাকা ১৲।

ইংরাজীতে ৩ পাইএ একপয়সা ও ১২ পাইতে এক আনা হয়।

ইংরাজী মুদ্রার পরিমাণ।

৪ ফার্দিংতে ... ১ পেনি।
১২ পেন্সে ... ১ শিলিঙ্।
৫ শিলিঙ্গে ... ১ ক্রাউন।
২০ শিলিঙ্গে ... ১ পাউণ্ড বা সভারেন্।
২১ শিলিঙ্গে ... ১ গিনি।

এক শিলিঙ প্রায় আটআনার সমান। ১ ফ্লোরিণে এক টাকা হয়।

মুদ্রাদির সূক্ষ্ম পরিমাণ।

এক ক্রান্তি —
দুই ক্রান্তি =
তিন ক্রান্তিতে এক কড়া ৻।

২০ বিন্দুতে ... এক ধুণ ৻´।
৪ ধুণে ... এক রেণু ৻।
৪ রেণুতে ... এক তিল ৻১।
৮০ তিলে ... এক কড়া ৻।
২০ তিলে ... এক কাগ।
৪ কাগে ... এক কড়া ৻।

৬০ ক্রান্তিতে এক পয়সা। ৫ তালে এক কড়া, ৬ অণুতে এক কড়া, ৭ দ্বীপে এক কড়া, ৮ বসুতে এক কড়া, ৯ নবীতে এক কড়া, ১০ দিকে এক কড়া ১১ রুদ্রে ঐক কড়া, ১২ সূর্য্যে এক কড়া, ১৩ বেদে এক কড়া, ১৪ ভুবনে এক কড়া, ১৫ তিথিতে এক কড়া, ১৬ কলায় এক কড়া, ১৭ শব্দে এক কড়া, ২৭ যবে এক কড়া, ১০০ ধূলে এক কড়া, ১২৮০ বহরে এক কড়া, ২৩০৪ দলে এক কড়া, ৩২০ রেণুতে এক কড়া। তাল, নবী প্রভৃতি পাই লিখিবার প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়া থাকে। ৻।৫ = তিনকড়া পাঁচতাল, ৻২।৬ = দুই গণ্ডা এক কড়া ছয়রুদ্র।

সোণার ওজন।

৪ ধানে ... ১ রতি।
৬ রতিতে ... ১ আনা।
১০ রতিতে ... ১ মাষা।
৮ মাষায় ... ১ তোলা।

X

বৈদ্যের ওজন ভিন্ন স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতিতে ১২ মাষায় এক তোলা হয়।

ডাক্তারি ওজন।

২০ গ্রেণে ... স্ক্রুপল।
৩ স্ক্রুপলে ... ১ ড্রাম।
৮ ড্রামে ... ১ আউন্স।
১২ আউন্সে ... ১ পাউণ্ড।

১৮০ গ্রেণে একতোলা সুতরাং ১ পাউণ্ড ৩ তোলা।

ডাক্তারি ঔষধের মাপ।

৬০ মিনিমে ... ১ ড্রাম।
৮ ড্রামে ... ১ আউন্স।
১৬ আউন্সে ... ১ পাইন্ট।
১৯ আউন্সে ... ১ ছোট পাইন্ট।

১ আউন্সে প্রায় আধ ছটাক, ১ পাইন্ট প্রায় আধসেরের সমান।

স্বর্ণ রৌপ্যাদির ওজন।

৪ ধানে — এক রতি ৲১।
৬ রতিতে ... এক আনা /০।
১৬ আনায়—একতোলা বা এক ভরি ১৲।

একটী কুচের (গুঞ্জাফলের ওজন) একরতির সমান।

ইংরাজীতে স্বর্ণাদির ট্রয় ওজন।

২৪ গ্রেণে ... ১ পেনিওয়েট।
২০ পেনিওয়েটে ... ১ আউন্স।
১২ আউন্সে ... ১ পাউণ্ড।

১৮০ গ্রেণে—১ তোলা। ১০০ পাউণ্ড—১ মণ।

এভর্ডুপয়েজ ওজনের পাউণ্ড—৭০০০ গ্রেণ; ট্রয় ওজনের পাউণ্ড—৫৭৬০ গ্রেণ। এভর্ডুপয়েজ ওজনের আউন্স ৪৩৭॥০ গ্রেণ ও ট্রয় ওজনের আউন্স ৪৮০ গ্রেণ। ট্রয় ওজনের ৩ আউন্স ৮ তোলা।

দেশীয় প্রথায় সাধারণ দ্রব্যাদির ওজন।

পাঁচ কড়ায় ... সিকি কাঁচ্চা ৲৷।
৪ সিকিতে ... ১ কাঁচ্চা ৲৫।
৪ কাঁচ্চায় ... ১ ছটাক /০।
৪ ছটাকে ... ১ পোয়া ।/০।
৪ পোয়াতে ... ১ সের /১।
১০ সেরে ... ১ চৌক ।০।
৪ চৌকে বা ৪০ সেরে ১ মণ ১/০।

সেরের পরিমাণ সর্ব্বত্র সমান নহে, কোথাও ৬০ তোলায়, কোথাও ৮০ তোলায় কোথাও বা ১০০ তোলায় সের হয়। ৮০ তোলায় সের পাকি ও ৬০ তোলায় সের কাঁচি। পাকি ওজনের ছটাক=৫ তোলা। সুতরাং কাঁচ্চা, গণ্ডা, কড়া, কাগ যথাক্রমে পাঁচ সিকি, এক সিকি, এক আনা ও দেড়রতির সমান। পাঁচসেরের ওজনকে এক পশুরি কহে।

৮ পশুরি ... ১ মণ।

কুঠীর ওজন।

১ সের ... ৭২॥০ তোলায় কিছু বেশী।
১ মণ ... ৩৬ সের। কুঠীর ১১ মণ, পাকি ১০ মণের প্রায় সমান।

ধান্ত চাউল প্রভৃতির মাপ।

৪ কোণে ... এক পালি ৲/০।
৪ পালিতে ... এক কাঠা ৲।০।
৪ কাঠায় ... এক আড়ি ৲২।
৫ আড়িতে ... এক সলি ৲৫।
৪ সলি বা ২০ আড়িতে এক বিশ /০।
১৬ বিশে ... এক পৌটী ১৲।

অন্যবিধ—

৪ কাঁচ্চায় ... ১ ছটাক /০।
৫ ছটাকে ... ১ কুনিকা ।/০।
৪ কুনিকায় ... ১ রেক /১।০।
৪ রেকে ... ১ পালি /৫।
৮ পালিতে বা ৪০ সেরে ১ মণ ১/০।

ধান্ত চাউলাদির মাপ নানাদেশে নানাপ্রকার। ১০ ছটাকে ১ খুচি, ২ খুচিতে ১ রেক, ২ রেকে একপালি, ২ পালিতে ১ দন, ২ দনে ১ কাটী, ৮ কাটীতে ১ আড়ি, ২০ আড়িতে ১ বিশ, ১৬ বিশে ১ কাহন হয়।

খড় কড়ি কল ইত্যাদি গণনা।

৪টা বা ৪ কড়ায় ... ১ গণ্ডা ৲১।
৫ গণ্ডায় ... ১ বুড়ি ৲৫।
৪ বুড়িতে ... ১ পণ /০।
১৬ পণে ... ১ কাহন ১।

আম, জাম, খড় প্রভৃতি শতের দরে, হাজার দরে বা কুড়ি দরে বিক্রয় হয়।

ভূমির ইংরাজি দৈর্ঘিক মাপ।

২ সুতে ... এক যব।
৪ যবে ... এক ইঞ্চি বা বুরুল।
১২ ইঞ্চে ... এক ফুট।
১॥০ ফুট ... এক হাত।
৩ ফুটে বা ২ হাতে ... একগজ।

১৭৬০ গজে	...	এক মাইল।
২ মাইলে	...	এক ক্রোশ।

তিন যব লবে এক ইঞ্চ।

৬ গজে এক ফ্যাদম্ (জল মাপিবার পরিমাণ), ৫॥০ গজে এক পোল, ৪০ পোলে ১ ফার্লঙ্। ৮ ফার্লঙ্=১ মাইল, ৩ মাইল=১ লিগ। ৭¾ বা ৭.৯২ ইঞ্চিতে ১ লিঙ্ক। ২২ গজে ১ চেন বা ১০০ লিঙ্ক (Link)। ৯ ইঞ্চে ১ বিঘৎ।

জমির পরিমাণ।

৮ যবোদরে	...	১ অঙ্গুল।
৪ অঙ্গুলিতে	...	১ মুষ্টি।
৩ মুষ্টি বা ১২ অঙ্গুলে	...	১ বিঘৎ।
২ বিঘতে বা ২৪ অঙ্গুলে	...	১ হাত।
৪ হাতে	...	১ ধনু।
২০০০ ধনুতে বা ৮০০০ হাতে	...	১ ক্রোশ।
৪ ক্রোশে	...	১ যোজন।
৬ অঙ্গুলিতে	...	১ ছটাক।
১ হাতে	...	১ পোয়া।
৪ হাতে	...	১ কাঠা।
৫ কাঠায় বা ২০ হাতে	...	১ চৌক।
২০ কাঠায় বা ৮০ হাতে	...	১ বিঘা।

এককাঠা—৬ ফুট বা ৪ হাত; এক বিঘা—১২০ ফুট; একমাইল—৪৪ বিঘা, একক্রোশ—১০০ বিঘা। ২৪ বৈথিক ফুটে বা ৪০ গজে ১/ বিঘা হয়।

দেশীয় প্রথার ভূম্যাদির বর্গমাপ।

৬৪ যবোদরে	...	১ বর্গ অঙ্গুলি।
৫৭৬ বর্গ অঙ্গুলি	...	১ বর্গ হাত।
১ বর্গহাতে	...	১ গণ্ডা বা তিল।
৫ বর্গহাতে	...	১ বর্গকাচ্চা।
৪ কাচ্চা বা ২০ বর্গহাতে	...	১ বর্গছটাক।
৪ ছটাক বা ৮০ বর্গহাতে	...	১ কাঠা।
৫ কাঠায়	...	১ চৌক।
২০ কাঠায় বা ৬৪০০ বর্গহাতে		১ বিঘা।

কাঠার ২০ ভাগের একভাগকে ধূল কহে, সুতরাং ১ ধূল=১৬ বর্গহাত বা ১৬ গণ্ডা।

ইংলণ্ডীয় ভূমির বর্গমাপ।

২॥০ বর্গ অঙ্গুলে	...	১ বর্গকাচ্চা।
১৪৪ বর্গইঞ্চিতে	...	১ বর্গফুট।
৯ বর্গফুটে	...	১ বর্গগজ।
১৮০ বর্গফুটে	...	১ বর্গপোয়া।
৭২০ বর্গফুটে	...	১ বর্গকাঠা।
১৪৪০০ বর্গফুটে	...	১ বর্গবিঘা।

৪৮৪০ বর্গগজে=এক একার; এক একারে=৩ বিঘা ॥০ কাঠা; ৬৪০ একারে এক বর্গমাইল।

১৭২৮ ঘন ইঞ্চে	...	১ ঘনফুট।
২৭ ঘনফুটে	...	১ ঘনগজ।
১৩৮২৪ ঘন অঙ্গুলিতে	...	১ ঘনহাত।
৮ ঘনহাতে	...	১ ঘনগজ।

চুণ মাপিবার জন্ত যে কাষ্ঠনির্ম্মিত 'কেয়া' ব্যবহার হয়, তাহার পরিমাণ এই ঘন প্রণালী হইতে পাওয়া যায়। কেয়া দীর্ঘে ২৭ ইঞ্চি, ওসার ২০ ইঞ্চি ও গভীরতা ৯ ইঞ্চ। এককেয়ার পাকি ১৷০ সওয়া মণ চুণ ধরে। ৮০ কেয়ায় ১০০ মণ।

বস্ত্রাদির মাপ।

৮ যবোদরে	...	১ অঙ্গুলি।
৩ অঙ্গুলিতে	...	১ গিরা।
৮ গিরাতে	...	১ হাত।
২ হাতে	...	১ গজ।

কাগজ গণনা।

২৫ তায়	...	১ দিস্তা
২০ দিস্তায়	...	১ রীম।
১০ রীমে	...	১ বেল।

কতকগুলি কাগজ ২৪ তায় দিস্তা হয়।

কলম ইত্যাদির গণনা।

১২ টায়	...	১ ডজন।
১২ ডজনে	...	১ গ্রোস।
২৪ টায়	...	১ বাণ্ডিল।
২০ টায়	...	১ কোর।

কাল গণনা।

৬০ অনুপলে	...	১ বিপল।
৬০ বিপলে	...	১ পল।
৬০ পলে	...	১ দণ্ড।
৭॥০ দণ্ডে	...	১ প্রহর
৮ প্রহরে বা ৬০ দণ্ডে	...	১ দিন।
৩০ দিনে	...	১ মাস।
১২ মাসে বা ৩৬৫ দিনে	...	১ বৎসর।

ইংলণ্ডীয় কাল গণনা।

৬০ সেকেণ্ডে	...	১ মিনিট।

৬০ মিনিটে ... ১ ঘণ্টা।

২৪ ঘণ্টায় ... ১ দিন।

৭ দিনে ... ১ সপ্তাহ।

৫২ সপ্তাহ একদিনে ... ১ বৎসর।

২৪ মিনিটে ১ দণ্ড, ২॥০ দণ্ডে ১ ঘণ্টা, ৩ ঘণ্টায় ১ প্রহর। ১২ বৎসরে একযুগ, ১০০ বৎসরে একশতাব্দ। একবৎসরের প্রকৃত সময়ের পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ড অথবা ৩৬৫ দিন ১৪ দণ্ড ৩১ পল ৫৯ বিপল হইবে।

ইংরাজীতে দ্রব্যাদির ওজনপ্রণালী।

১৬ ড্রামে ... ১ আউন্স।

১৬ আউন্সে ... ১ পাউণ্ড।

১৪ পাউণ্ডে ... ১ সেটোন।

২৮ পাউণ্ডে ... ১ কোয়ার্টার।

৪ কোয়ার্টারে ... ১ হাণ্ড্রেডওয়েট বা হন্দর।

২০ হন্দরে ... ১ টন।

৭২ পাউণ্ড = ৩৫ সের; ১ পাউণ্ড—৵৷০ আধ সেরে কিছু কম (৩৯ ভরি ওজন) ১ আউন্স আধ ছটাকের কিছু কম (প্রায় ২ ভরি ৭ আনা) এক হন্দর—১৷৪৷৵১৫ একমণ চৌদ্দসের সাত ছটাকের কিছু বেশী। ১ টন—২৭ মণ ৮ সের ৵৽ তের ছটাক। কুঠীর ওজনের ৩০ মণে—১ টন।

পরিমাপক (ক্লী) পরিমাপক (দিগ্‌দর্শন, ব্যারোমিটর যন্ত্রাদি)। বাটখেরা, দ্রব্যাদির গুরুত্ব পরিমাপক তৌল (Weight) ভূম্যাদি জরীপকালে অবলম্বিত পরিমাণাংশ (Measuring Unit)

পরিমাণফল (ক্লী) ক্ষেত্রফল। ভূমির মধ্যগত স্থানের পরিমাণ।

পরিমাণবৎ (ত্রি) পরিমাণং বিদ্যতেঽস্ত মতুপ্ মস্ত ব। পরিমাণযুক্ত।

পরিমাণিন্ (ত্রি) পরি-মাণ-ইন্। পরিমাণবিশিষ্ট। পরিমাণ আছে যার।

পরিমা(দ্)দ (পুং) পরি-মদ-ঘঞ্। মহাব্রতস্তোত্রের অন্তর্গত ষোলটী সামভেদ।

পরিমার্গ (পুং) পরি-মৃজ-ঘঞ্। পরিমার্জনা, পরিষ্কার করণ। মার্গ ধাতু দ্বারা নিষ্পাদিত হইলে এই শব্দে 'অন্বেষণ' অর্থ বুঝাইবে।

পরিমার্গণ (ক্লী) অন্বেষণ। অনুসন্ধান।

পরিমার্গিতব্য (ক্লী) অন্বেষণীয়। "ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ॥" (গীতা ১৫।৪)

পরিমার্গিন্ (ত্রি) অন্বেষণকারী। লীকার্থে পশ্চাদনুসরণকারী।

পরিমার্গ্য (ত্রি) পরি-মৃজ-ণ্যৎ (চজোঃ কুঘিণ্যতোঃ। পা ৭।৩।৫২) ইতি জস্ত গঃ মৃজের্বৃদ্ধিঃ। ১ পরিমৃজ্য, পরিশোধনীয়। পরিষ্কারযোগ্য। ২ অন্বেষণীয়।

পরিমার্জ (ত্রি) পরি-মৃজ-ঘঞ্। পরিষ্কার করণ। মাজাঘসা।

পরিমার্জ্জন (ক্লী) পরি-মৃজ-ল্যুট্, অতো বৃদ্ধিঃ। খাদ্যভেদ, মধুমস্তক।

"মধুতৈলস্থতৈর্মধ্যে বেষ্টিতাঃ সমিতাশ্চ যে।
মধুমস্তকমুদ্দিষ্টং তত্মাখ্যা পরিমার্জ্জনং॥" (শব্দচ°)

২ পরিশোধন, পরিষ্করণ। ৩ মধুতৈলপাত্র।

পরিমিৎ (স্ত্রী) গৃহাদির ছাদস্থ কড়ি, বরোগা বা বংশ দণ্ড প্রভৃতি।

"উপমিতাং প্রতিমিতামথো পরিমিতামুত।" (অথর্ব্ববেদ ৯।৩।১)
'বংশসন্ধংশাদিযুক্তাং শালাং শালা নাম গৃহম্।' (ভাষ্য)

পরিমিত (ত্রি) পরি-মা-ক্ত, পরিতো মিতং বা। ১ যুক্ত। ২ পরিমাণবিশিষ্ট। ৩ কৃতপরিমাণ। ৪ যথার্থ পরিমাণ।

"দ্রবিণং পরিমিতমধিকব্যয়িনং জনমাকুলীকুরুতে।
ক্ষীণাকলমিব পীনস্তনজঘনায়াঃ কুলীনায়াঃ॥" (উদ্ভট)

পরিমিতি (স্ত্রী) পরি-মা-ক্তিন্। পরিমাণ। ভূমিমান শাস্ত্র, জরিপবিদ্যা। অঙ্কশাস্ত্র বিশেষ। জ্যামিতি শাস্ত্রে প্রতিপাদিত বস্তুর (ভূম্যাদির) পরিমাণ নির্দেশ জন্য এই গ্রন্থে অঙ্ক প্রয়োগ দ্বারা সেই সমস্ত পদার্থের প্রকৃত পরিমাণ বা আয়তন কি, তাহাই নির্দিষ্ট হইয়াছে। কোন বস্তুর উপরিতল বা বহির্দেশ, ক্ষেত্রফল, বস্তু বা জীব প্রভৃতির আকৃতির ব্যাপকত্ব অর্থাৎ তৎ তৎ বস্তু বা জীব আপনাপন শরীরায়তনপ্রযুক্ত কতটা স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার ঘন পরিমাণ এবং গৃহ, বাটিকা, উদ্যান প্রভৃতির ভূম্যাদির পরিমাণ এই শাস্ত্রানুসারে নির্ণীত হইয়া থাকে। জ্যামিতি অথবা ত্রিকোণমিতি শাস্ত্রনিষ্পাদিত কতকগুলি প্রতিজ্ঞা, অতি সহজে পরিমিতি অঙ্কবিদ্যার সাহায্যে, (পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রগ্রন্থদ্বয়ের সত্যসিদ্ধান্ত ধারাগুলি বলবৎ গ্রাহ্য বিবেচনা করিয়া) নিষ্পন্ন করা যাইতে পারে। কোন একটী বস্তুর পরিমাণ নির্দেশ করিতে হইলে, সেই জাতীয় বস্তুর অন্য একটী আংশিক বিভাগ গ্রহণ করিতে হয়। জ্যামিতি শাস্ত্রে উহা Magnitude বা আয়তনাংশ এবং অঙ্কবিদ্যায় উহাকে Measuring unit বা পরিমাণাংশ বলে। যেমন কোন একটী নির্দিষ্ট রেখা (Straight-line) মাপিতে হইলে সেই মাপের পরিমাণক ১ ইঞ্চ, ১ লিঙ্ক অথবা ১ ফুট প্রভৃতি পরিমাণাংশের আবশ্যক হয়; সেইরূপ কোন একটী সমতলক্ষেত্রের ভূমির পরিমাণ লইতে হইলে, প্রথমে সেই ভূমির বর্গক্ষেত্রফল (square area) নির্দ্ধারণ

করা আবশ্যক, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এক একটী ক্ষুদ্র বর্গ-ইঞ্চের পরিমাণ সমষ্টিতে এইরূপ একটী বৃহৎ জমির পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়াছে। কোন একটী চতুষ্কোণ বস্তু যাহার লম্বা ১০ ইঞ্চ এবং প্রস্থ ৫ ইঞ্চ উহার পরিমাণ স্থির করিতে হইলে, লম্ব দিয়া প্রস্থকে গুণ করিতে হইবে। ইহাতে যে বর্গগুণফল (১০×৫=৫০ বর্গ ইঞ্চ) হয়, তাহাই উক্ত বস্তুর আধার বা ব্যাপকায়তন।

একটী জমি কত বিঘা, কত কাঠা, তাহা জানিতে হইলে জ্যামিতিশাস্ত্রের অবলম্বনীয় সমান্তর রেখা, সরল রেখা, সমকোণী ত্রিভুজ, পঞ্চকোণী, ষট্‌কোণী, অষ্টকোণী, বৃত্ত বা পরিধি প্রভৃতির নিরূপিত গণনার সাহায্যে সহজে যে উপায়ে ভূমির পরিমাণ স্থির হয়, পরিমিতিশাস্ত্রে তাহাকে ক্ষেত্রব্যবহার বা Surveying বলে। ভূম্যাদির জরিপ কার্য্যের পরিমাণবাচক যে ক্ষুদ্র অংশ সাধারণে ধার্য্য আছে, ইংরাজিতে উহাকে Link বলে, আমাদের দেশে যেরূপ অঙ্গুলি, হস্তপ্রভৃতি পরিমাণ দণ্ডের সাহায্যে ভূম্যাদির জরীপ কাঠা, বিঘার পরিণত হয়, ইংরাজিতে তদ্রূপ লিঙ্ক হইতে একার এবং সেই একার বাঙ্গালা পরিমাণানুসারে বিঘায় রূপান্তরিত হয়।* যদি কোন একটী ভূমির পরিমাণ লম্বে ৫৭৫ লিঙ্ক ও প্রস্থ ৪২৫ লিঙ্ক হয়; তাহা হইলে উক্ত জমি কত বিঘা জানিতে হইবে, প্রথমে দুইটী রাশিকে পরস্পর গুণ করিলে জমির বর্গফল ২৪৪৩৭৫ পাওয়া গেল। কিন্তু ১০০০০০ বর্গ লিঙ্কে ১ একার জমি হয়, এই মাপটী স্বতঃসিদ্ধ; অতএব পূর্ব্বোক্ত ২৪৪৩৭৫ বর্গ লিঙ্ককে নিম্নোক্ত ১০০০০০ বর্গ লিঙ্ক দিয়া ভাগ করিলে উহার ফল ২'৪৪৩৭৫ একার হইবে। একারকে পরিমাণ শব্দের তালিকানুসারে সহজেই বিঘায় লওয়া যাইতে পারে। এবং দশমিক অংশকেও পুনরায় বিভাগ করিয়া রুড্, পার্চ্চেস অথবা কাঠা, ছটাকে রাখিতে পারা যায়।

ত্রিকোণ ও চতুষ্কোণ আকৃতিযুক্ত ভূমির পরিমাণ অতি সহজেই লব্ধ হইয়া থাকে। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, একটী চতুষ্কোণের পরিমাণ তাহার লম্ব ও প্রস্থের গুণফল হইতে পাওয়া যায়; তাহা হইলে জানা যায়, সমান্তর রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমরেখার উপর স্থাপিত দুইটী ত্রিভুজ পরস্পর সমান। সুতরাং ঐরূপ একটী ত্রিভুজ যে চতুর্ভুজের অর্দ্ধাংশ হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ত্রিভুজের পরিমাণ জানিতে হইলে তাহার তলস্থ রেখা (Base) দিয়া লম্ব রেখা (Perpendicular) অর্দ্ধাংশকে গুণ করিলে যে গুণফল হয়, তাহার অর্দ্ধাংশই উক্ত ত্রিভুজভূমির পরিমাণ হইবে। চতুর্ভুজ, পঞ্চকোণী, অষ্টকোণী ও দশকোণী প্রভৃতির পরিমাণ নিম্নলিখিত উপায়ে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

কোন একটী চতুর্ভুজকে (Quadrilateral figure) বিভক্ত করিতে পারিলেই তাহার পরিমাণ সংখ্যাও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু সমরেখাবিশিষ্ট ও সমকোণযুক্ত পঞ্চকোণী অষ্টকোণী বা দ্বাদশকোণী প্রভৃতি (Regular polygon) চিহ্নিত ভূমির পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে উক্ত ক্ষেত্রের ভুজসমষ্টির অর্দ্ধাংশ লইয়া তাহাতে মধ্যবিন্দু (Centre) হইতে কোন একটী পার্শ্বরেখায় লম্বমান লম্বুরেখার (Perpendicular) সংখ্যা দিয়া গুণ কর, যে গুণফল লব্ধ হইবে, তাহাই উক্ত ক্ষেত্রের পরিমাণ জানিতে হইবে। সাধারণের সুবিধার্থে নিম্নে বহু সমবাহু ও সমকোণী (Regular polygon) ক্ষেত্রে পরিমাণ জানের জন্য একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। এই তালিকার ব্যবহারপ্রণালী এইরূপ—

কোন একটী বহুরেখাযুক্ত সমকোণী ও সমবাহু Regular polygon ক্ষেত্রের কোন বাহুর বর্গফলগ্রহণ করিয়া তাহাতে নিম্নলিখিত তালিকা প্রদত্ত—ক্ষেত্রফলের সহিত গুণ কর, যে গুণফল হইবে, তাহাই উপস্থিত ক্ষেত্রের ভূমির পরিমাণ জানিবে।

বহু অস্র বিশিষ্ট ক্ষেত্র	সীমা রেখা	রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি কোণের অর্দ্ধাংশ	সীমার একটী রেখা এক হইলে তাহার পরিমাণ	সীমারেখা এক হইলে তাহার ঊর্দ্ধ রেখার পরিমাণ
সমকোণী ত্রিভুজ	৩	৩০°	০'৪৩৩০১২৭	০'২৮৮৬৭৫১৩৪৬
„ চতুর্ভুজ	৪	৪৫°	১'	০'৫
সমবাহু পঞ্চকোণ	৫	৫৪°	১'৭২০৪৭৭৪	০'৬৮৮১৯০৯৬০২
„ ষট্‌কোণ	৬	৬০°	২'৫৯৮০৭৬২	০'৮৬৬০২৫৪০৩৮
„ সপ্তকোণ	৭	৬৪°২/৭	৩'৬৩৩৯১২৪	১'০৩৮২৬০৬৯৮৪
„ অষ্টকোণ	৮	৬৭°১/২	৪'৮২৮৪২৭১	১'২০৭১০৬৭৮১২
„ নবকোণ	৯	৭০°	৬'১৮১৮২৪২	১'৩৭৩৭৩৮৭০৯৭
„ দশকোণ	১০	৭২°	৭'৬৯৪২০৮৮	১'৫৩৮৮৪১৭৬৮৬
„ একাদশকোণ	১১	৭৩°৭/১১	৯'৩৬৫৬৩৯৯	১'৭০২৮৪৩৬১৩৫
„ দ্বাদশকোণ	১২	৭৫°	১১'১৯৬১৫২৪	১'৮৬৬০২৫৪০৩৮

উদাহরণ—কোন একটী পঞ্চকোণের একটী সীমারেখা যদি ২০ ফিট্ হয়, তাহা হইলে উহার বর্গফল ৪০০ শতকে ১'৭২০৪৭৭৪ দিয়া গুণ করিলে ৬৮৮'১৯০৯ ফিট্ যে ফল লাভ হয়, তাহাই উক্ত ক্ষেত্রের পরিমাণ হইবে।

বৃত্ত সম্বন্ধেও পরিমিতি শাস্ত্রে অনেকগুলি প্রণালী লিখিত আছে। কোন একটী বর্ত্তুলক্ষেত্রের পরিধি, উহার ব্যাসকে ৩'১৪১৫৯ দিয়া গুণ করিলে যে ফল হয়, তাহার সমান এবং ইহাও জানা উচিত যে বর্ত্তুলাকার ক্ষেত্রের ভূমিপরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে নিম্নলিখিত কয়টী পন্থা অবলম্বন করিলে

* পরিমাণ শব্দে লিখিত তালিকা দ্রষ্টব্য।

সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। (১) বৃত্তের অর্দ্ধাংশকে ব্যাসার্দ্ধ দিয়া গুণ করিলে যে ফল হয়, তাহাই ভূমির পরিমাণ। (২) ব্যাসের বর্গফলকে ·৭৮৫৪ দিয়া গুণ করিলে জমির পরিমাণ পাওয়া যায়। (৩) পরিধির বর্গফলকে ·০৭৯৫৭৭৫ দিয়া গুণ করিলে লব্ধ গুণফলই জমির প্রকৃত পরিমাণ হইবে।

কোন একটী নিরেট বস্তুর পরিমাণ লইতে হইলে তাহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা পরস্পর গুণনে যে ফললাভ হয়, তাহাই বস্তুর পরিমাণ। পিরামিড Pyramid অথবা কোন কোণাকার (Cone) বস্তুর পরিমাণ লইতে হইলে তাহার তলভূমির পরিমাণফলকে উহার লম্বরেখার পরিমাণ দিয়া গুণ করিলে যে ফল হইবে, তাহার তৃতীয়াংশই উহার পরিমাণ নির্দ্দেশক। কোন একটী নিরেট গোলাকার Sphere or solid circle বস্তুর পরিমাণ জানিতে হইলে উহার পরিধিকে ব্যাস দিয়া গুণ করিলে পাওয়া যায়। যে গোলবৃত্তের ব্যাস ৩৬ ইঞ্চ তাহার পরিমাণ ৩৬ × ৩·১৪১৫৯২৭ = ৪০৭১·৫০৪ বর্গ ইঞ্চ। ঐ গোলবৃত্তের সমগ্র পরিমাণ জানিতে হইলে উহার ব্যাসের ঘনগুণ (Cube) অর্থাৎ ৩৬³ কে ০·৫২৩৫৯২ দিয়া গুণ করিলে পাওয়া যায়, অথবা ক্ষেত্রফলকে ব্যাসের ছয়াংশের একাংশ দিয়া গুণ করিলে যে ফল লাভ হয়, উহাই সেই নিরেট গোলাকার বস্তুর পরিমাণ হইবে। যথা—৪০৭১·৫০৪ × ⅙ × ৩৬ = ২৪৪২৯·০২৪ নিরেট ইঞ্চ (Solid inch) প্রথমোক্ত প্রমাণানুসারে ৩৬³ × ·৫২৩৫৯২ গুণ করিলেও ২৪৪২৯.০২৪ ফল পাওয়া যায়। সমতলক্ষেত্রাদির জরীপ বা মাপ সম্বন্ধে বিশেষরূপে ক্ষেত্রব্যবহার শব্দে আলোচিত হইয়াছে। [ক্ষেত্রব্যবহার দেখ।]

পরিমিলন (স্ত্রী) সম্যক্ মিলন। (ব্রহ্মব° ৪০।১১)

পরিমুখ (ত্রি) মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিক্।

পরিমুক্ত (ত্রি) সম্যক্‌রূপে মুক্ত। স্বাধীন।

পরিমুগ্ধ (ত্রি) সুন্দর অথচ সরল। (মাঘ ৯।৭২)

পরিমুচ্য (ত্রি) মোচনের যোগ্য।

পরিমূঢ় (ত্রি) পরি-মুহ-ক্ত। ১ ব্যাকুল। ২ আলোড়িত। ৩ ক্ষোভিত।

পরিমূঢ়তা (স্ত্রী) ১ ব্যাকুলতা। ২ ভ্রম। ৩ বিরক্তি।

পরিমূর্ণী (স্ত্রী) বৃদ্ধা, জরাগ্রস্তা, জরাতুরা।

পরিমৃজ্ (ত্রি) পরি-মৃজ্-কিপ্। পরিষ্কার করণ। পরিমৃজ।

পরিমৃজ্য (ত্রি) পরি-মৃজ-ক্যপ্ (মৃজের্বিভাষা। পা ৩।১।১১৩) পরিমার্য্য। ধৌতকরণ। পরিষ্কারকরণ।

পরিমৃষ্টি (ত্রি) পরিষ্কার। মার্জ্জন।

পরিমেয় (ত্রি) পরিমীয়তে ইতি পরি-মা-যৎ (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭। ঈৎ যতি। পা ৬।৪।৬৫) ইতি আতি ঈৎ, ততো-গুণঃ। পরিমাণবিশিষ্ট, অল্প সংখ্যক পরিমাতব্য, পরিমাণীয়, পরিমাণের যোগ্য।

"মাতুলাপ্রমণীরেতি পরিমেয়পুরঃসরৌ।
অনুভাববিশেষাত্তু সেনাপরিবৃতাবিব॥" (রঘু ১।৩৭)

পরিমোক্ষ (পুং) পরিতোমোক্ষঃ পরিত্যাগঃ। ১ মলত্যাগ।

"পাতুর্বমস্ত মিত্রস্ত পরিমোক্ষস্ত নারদঃ।
হিংসায়া নিঋ‍র্তেম্যুর্তোর্নিরয়স্ত গুদং স্মৃতম্॥"

(ভাগ° ২।৬।১৮) 'পরিমোক্ষস্ত মলত্যাগস্ত' (স্বামী)

২ বিষ্ণু। ৩ বিমুক্তি, নির্ব্বাণ, মোক্ষ, সম্যক্ মুক্তি। (ভারত ১২।১৩৭০)

পরিমোক্ষণ (স্ত্রী) পরি-মোক্ষ-ল্যুট্। ১ পরিত্যাগ। ২ মুক্তি। ৩ মোক্ষ। ৪ মলত্যাগকরণ। ৫ (সুশ্রুত) স্রোতক্রিয়া দ্বারা পরিষ্কারকরণ।

পরিমোটন (স্ত্রী) চটপট শব্দ।

পরিমোষ (পুং) পরি-মুষ-ঘঞ্। স্তেয়। চুরি।

পরিমোষক (পুং) পরি-মুষ-ণ্বুল্। পরিমোষণকারী, চোর।

পরিমোষিন্ (ত্রি) পরি-মুষ্ণাতীতি পরি-মুষ-ণিনি। পরিমোষণশীল, চৌর্য্য স্বভাবপর।

পরিমোহন (স্ত্রী) পরি-মুহ-ল্যুট্। বশীকরণ। মোহসম্পাদন।

পরিমোহিত (ত্রি) ১ আলোড়িত। ২ চেতনাহীন। ৩ অন্তর্বোধশূন্য।

পরিমোহিন্ (ত্রি) পরি-মুহ-ণিনি। পরিমোহনশীল।

পরিম্লান (ত্রি) ১ হীনপ্রভ। (স্ত্রী) ২ শোক, ভয় বা দুঃখজনিত মুখাদির মলিনতা। মুখমালিন্য।

পরিম্লায়িন্ (পুং) পরি-ম্লা-ণিনি। ১ তিমিররোগ ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"পিত্তং কুর্য্যাৎ পরিম্লায়ি মূর্চ্ছিতং পিত্ততেজসা।
পীতা দিশস্ত খদ্যোতান্ ভাস্করঞ্চাপি পশ্যতি॥
বিকীর্য্যমাণান্ খদ্যোতৈর্বৃক্ষাংস্তেজোভিরেব বা॥" (মাধব নিদান)

এই রোগ পিত্ত জন্ত হইয়া থাকে, ইহাতে দিক্ সকল উদ্যত সূর্য্যের স্তায় বা খদ্যোতপূর্ণ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণের স্তায় দেখায়। [তিমিররোগ দেখ।] (ত্রি) ২ মালিন্যযুক্ত, মলিনতাবিশিষ্ট।

পরিযজ্ঞ (পুং) পরিত উত্তরতো বিহিতো যজ্ঞোঽস্ত। উত্তরতঃ বিহিত যজ্ঞ। (কাত্যা° ১৪।১।৬)

পরিযত্ত (ত্রি) পরিবেষ্টিত।

পরিযাণ (স্ত্রী) চতুর্দ্দিকে গমন। চারিদিকে ভ্রমণ।

স্ত্রিয়াং ঙীপ্ পরিযাণী। (পা ৮।৪।২৯)

পরিবাণীয় (ত্রি°) ১ শ্রবণ সম্বন্ধীয়। ২ রক্ষাকরণযোগ্য।

পরিয়া (তামিল পরৈয়ান্) দাক্ষিণাত্যবাসী এক আদিম জাতি। কেহ কেহ বলেন, 'পরৈ' অর্থে ঢক্কা, এই অর্থে পরৈয়া অর্থাৎ ঢক্কাবাদ্যকার জাতি; কিন্তু কোন কোন ভাষাতত্ত্ববিদ্ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে পরৈয়ার মূল অর্থ 'পাহাড়িয়া' বা পার্ব্বতীয়। যেমন গৌড়ীয় শাখার মধ্যে 'চণ্ডাল', দ্রাবিড় শাখার মধ্যে সেইরূপ 'পরিয়া'।[১]

সমাজ-বাহ্য সকল জাতি লইয়া এই পরিয়া সমাজ গঠিত হইলেও এবং দাক্ষিণাত্য হিন্দুসমাজে নিতান্ত হীন বলিয়া গণ্য হইলেও ইহারা আপনাদের মধ্যে উচ্চ নীচজাতিভেদ স্বীকার করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে ১৮টী বিভাগ আছে, তন্মধ্যে এইগুলি পাওয়া যায়—

বল্লবপ্পড়ই, তাতপ্পড়ই, তঙ্কলান্পড়ই, তুর্শালিপ্পড়ই, কুলিপ্পড়ই, তিপ্পড়ই, মুরশপ্পড়ই, মোট্টপ্পড়ই, অম্পূপ্পড়ই, বটুকপ্পড়ই, আলিয়প্পড়ই, কোলিয়প্পড়ই, বেলিপ্পড়ই, বেট্টিয়াপ্পড়ই, শঙ্কু-প্পড়ই। ইহাদের মধ্যে বল্লবপ্পড়ই শ্রেণীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য।

পরিয়ারা বলে যে, ব্রাহ্মণীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি ও তাহারা ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠ সহোদর। বেঙ্কটাচার্য্যরচিত কুলশঙ্করমালায় লিখিত আছে, উর্ব্বশীর পুত্র বশিষ্ঠ চক্কিলীজাতিভুক্ত এক চণ্ডালীকে বিবাহ করেন। এই চণ্ডালী অরুন্ধতী। ইহার গর্ভে একশত পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ৪ জনকে লইয়া চারি বর্ণ এবং ৯৬ জন পিতার আদেশ পালন না করায় সকলেই পঞ্চমবর্ণ বা পরিয়া নামে খ্যাত হয়।

পরিয়াদিগের আচার ব্যবহার অপর বর্ণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা অপর নিম্নশ্রেণীকে আপনাদের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। অথবা উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশ করিবারও চেষ্টা করে না। ইহারা শূদ্রকৃষকদিগের নিকট কার্য্য গ্রহণ করে। য়ুরোপীয়দিগের অধীনেও অনেকে চাকরী করে। এখন অনেকে আমেরিকা, আফ্রিকা, কেপকলনী, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি নানাস্থানে গিয়া চাকরী করিতেছে। ইংরাজদিগের নিকট শান্তস্বভাব, নম্র ও কর্ম্মঠ বলিয়া আদরণীয় হইলেও হিন্দুসমাজে ইহারা নিতান্ত হেয়। ত্রিবাঙ্কোড়, মহিসুর প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণ বা নায়রেরা পথে বাহির হইলে সে পথে পরিয়ারা আর চলিতে পারে না। যদি ঘটনাক্রমে পথে দেখা সাক্ষাৎ হইয়া পড়ে, তবে ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া শুদ্ধ হন। যদি ঘটনাক্রমে কোন পরিয়া নায়রকে ছুঁইয়া ফেলে, তাহা হইলে সে, নায়রের হাতে রীতিমত নিগ্রহভোগ করে। যে গ্রামে ব্রাহ্মণের বাস, সে গ্রামে পরিয়ারা প্রবেশ করিতে পারে না। দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন প্রদেশে ইহারা হোলয়া, চের, মহার বা পরবাড়ি নামে খ্যাত। অধিকাংশ স্থলেই ইহারা চৌকীদার, ঝাড়ুদার বা ময়লাপরিষ্কারকের কার্য্য করে।

ইহারা সমাজে হীন হইলেও ইহাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে কয়টী অধিকার আছে—গোলাকার শ্বেতচ্ছত্র, সিংহ, হংস, হনুমান্, কোকিল, লাঙ্গল ও চক্র চিহ্নিত সবুজ বা শ্বেত পতাকা, ভেরী, মশাল, জয়ঘণ্টা, দুইখানি সাদাচৌরী, শ্বেতহস্তী, শ্বেত অশ্ব, গজদন্তের পালকী, খস্খসের পাখা, বীণা, সাদা পায়জামা, মকর-তোরণ ও স্বর্ণপাত্র। ইহারা প্রধানতঃ আত্তাল বা অম্মন (পার্ব্বতী) ও পিড়োরি (কালী)র উপাসক। দেবীর অপরাপর মূর্ত্তিরও পূজা করে। পূজাকালে উচ্চ বর্ণের কোন ব্রাহ্মণ ইহাদের পৌরোহিত্য করে না। ইহাদের স্বজাতীয় ব্রাহ্মণেরাই পূজা সম্পন্ন করে। ইহারা পার্ব্বতী বা কন্যাকুমারীকে পরিয়ারমণী বা মাতঙ্গী বলিয়া মনে করে। দেবীর উৎসবকালে একজন পরিয়া দেবীর বররূপে দেবীমন্দিরে থাকে, সে ভাল কাপড় পরে ও ভাল খাইতে পায়। উৎসবের শেষ দিন দেবীকে মহা সমারোহে গ্রামপথে বাহির করা হয়, বররূপী পরিয়াকেও সেই দিন বাদ্যাদি সহ লইয়া যায়। উৎসবান্তে সে স্নান করিয়া একখানি নববস্ত্র লাভ করে, তাহাদের পুরোহিত আসিয়া দেবীর ও পরিয়ার দক্ষিণ হস্তে এক একটী পয়সা বাঁধিয়া দেয়। এই প্রথা কোথা হইতে আসিল তাহা জানা যায় না। তবে এখনও মান্দ্রাজের অধিষ্ঠাত্রী 'এগাত্তাল' দেবীর তালিবন্ধন একজন পরিয়ার হাতেই সম্পন্ন হয়।

পরিয়াদিগের মধ্যেও অনেক সাধু ও কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ 'কুরল'-গ্রন্থপ্রণেতা তিরুবল্লুব নায়নার ও তাঁহার ভগিনী অব্বৈ (আবিয়ার), বৈষ্ণবকবি আলবার তিরুপ্পান্ ও শৈব সাধু নন্দনের নাম উল্লেখযোগ্য।

পরিয়ার, অযোধ্যাপ্রদেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে গঙ্গানদী ও তাহার শাখা কল্যাণী প্রবাহিত। গ্রামটী বামকূলে উনাও নগর হইতে ৭ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৩৭´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২১´ ৪৫´´ পূঃ। প্রবাদ পূর্ব্বে এস্থান জঙ্গলে পরিবৃত ছিল, মহামুনি বাল্মীকি এই বনাশ্রমে * থাকিতেন। রামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণ সীতাকে এই স্থানে 'পরিহার' করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান পরিহার বা পরিয়ার নামে খ্যাত হয়। এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে 'মহনা' নামে যে বিস্তীর্ণ ঝিল আছে, উহা

(১) Dr. Oppert's Original Inhabitants of India, pp. 31-32.

* এই গ্রামের অব্যবহিত পরপারে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিঠুর নগরে আজিও বাল্মীকির কুটীর বিদ্যমান আছে। এক সময় গঙ্গার উভয় তীরস্থ ভূমি বাল্মীকির আশ্রম বলিয়া কথিত হইত। [বিঠুরই দেখ।]

শ্রীরামপুর নব ও কুলের 'মহারণ' ভূমি বলিয়া অনুমিত হয়। এই মহল্লাবিলের কূলবর্ত্তী সোমেশ্বর মহাদেব মন্দিরের সন্নিকটে ও গঙ্গার উত্তর তীরে আজিও অনেকানেক তীরের ফলা ভূগর্ভ হইতে পাওয়া যাইতেছে; এখানে গঙ্গাতীরে যে সকল মন্দির নির্ম্মিত দেখা যায়, তাহা বর্ত্তমান সময়ে নির্ম্মিত। এখানে পাহাড়ের উপরে উজীর মীর জলমাস্‌আলী খাঁর একটী ইষ্টকনির্ম্মিত কেল্লার ধ্বংসাবশেষ গঙ্গাতীর হইতে দেখা যায়। এখানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় লক্ষাধিক লোক গঙ্গায় ও ঝিলে স্নান করিতে আসে।

পরিয়ার, বেহারবাসী শাকদ্বীপিব্রাহ্মণগণের একটী 'পুর' বা থাক। ২ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অধিবাসী নিম্নশ্রেণীস্থ জাতিবিশেষ।

পরিযোগ (পুং) পরি-যুজ-ভাবে ঘঞ্। পরিতঃ যোগ। উভয়দিকে যোগ। ঘঞ্ পরে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া 'পরীযোগ' এইরূপ হইবে।

পরিযোগ্য (পুং) বেদের শাখাভেদ।

পরিরক্ষক (ত্রি) পরি-রক্ষ-ণ্বুল্। রক্ষাকর্ত্তা, সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকারী।

পরিরক্ষণ (ক্লী) পরি-রক্ষ-ল্যুট্। সর্ব্বতোভাবে রক্ষাকরণ।

পরিরক্ষণীয় (ত্রি) পরি-রক্ষ অনীয়র্। রক্ষায় যোগ্য। সকলপ্রকার রক্ষার যোগ্য।

পরিরক্ষা (স্ত্রী) পরিপালন। (মনু ৫।৯৪)

পরিরক্ষিত (ত্রি) উত্তমরূপে রক্ষিত।

পরিরক্ষিতব্য (ক্লী) পরি-রক্ষ-তব্য। পরিরক্ষণীয়, সর্ব্বতোভাবে রক্ষায় যোগ্য।

পরিরক্ষিতিন্ (ত্রি) রক্ষাকারী। চৌকীদার।

পরিরক্ষিতৃ (ত্রি) পরি-রক্ষ-তৃচ্। পরিরক্ষক। "অশিষ্টানাং নিয়ন্তা হি শিষ্টানাং পরিরক্ষিতা।" (ভারত আদিপর্ব্ব)

পরিরক্ষিন্ (ত্রি) রক্ষাকারী।

পরিরক্ষ্য (ত্রি) রক্ষার যোগ্য।

পরিরথ্য (পুং) রথাঙ্গভেদ। (অথর্ব্ববেদ ৮।৮।২২)

পরিরথ্যা (স্ত্রী) পরিতো রথ্যা। প্রচারমার্গ।
"অধিষ্ঠানং মনশ্চাসীৎ পরিরথ্যা সরস্বতী।" (মহা° ৮।৩৪।৩৪)
'পরিরথ্যা প্রচারমার্গঃ' (নীলকণ্ঠ)

পরিরম্ভ (পুং) পরিরভ্যতে ইতি পরি-রভি ঘঞ্। ততো নুম্ (রভেরশব্লিটোঃ। পা ৭।১।৬৩) আলিঙ্গন। "পরিরম্ভরম্ভঃ ক ইব ভবিতাম্ভোরুহদৃশঃ।" (সাহিত্যদ° ১০)
"ধ্যায়ংস্তামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাবলীং।
ভূয়স্তৎকুচকুম্ভনির্ভরপরিরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি॥" (গীতগো° ৫।৭)

পরিরম্ভন (ক্লী) পরি-রভ ল্যুট্। আলিঙ্গন।

পরিরম্ভিন্ (ত্রি) পরিরম্ভঃ বিদ্যতেঽস্য পরি-রম্ভ-ইনি। সংশ্লেষযুক্ত। আলিঙ্গনযুক্ত। "ব্যালম্বিপীতবরবাসসি বর্ত্তমানকাঞ্চীকলাপপরিরম্ভিনিতম্ববিম্বং॥" (ভাগ° ৩।২৮।২৬)
'কাঞ্চীকলাপস্তেন পরিরম্ভঃ সংশ্লেষঃ বিদ্যতে যস্য তৎ।' (স্বামী)

পরিরাটক (ত্রি) পরি-রট-তাচ্ছীল্যে বুঞ্। সমন্তাৎ রটনশীল। চারিদিকে গমনশীল।

পরিরাটিন্ (ত্রি) পরি-রট-তাচ্ছীল্যে ণিনুন্। সমন্তাৎ রটনশীল।

পরিরাপ্ (পুং) ১ পাপরূপ রাক্ষস। ২ পরিবাদকারী, নিন্দক। "আ বিবাধ্যা পরিরাপস্তমাংসি" (ঋক্ ২।২৩।৩) 'পরিতোরপঃ পাপরূপং রক্ষঃ। যদ্বা রপলপ ব্যক্তায়াং বাচি। ক্বিপ্। পরিবদতো নিন্দকান্'। (সায়ণ)

পরিরাপিন্ (ত্রি) পরামর্শ দ্বারা প্রবৃত্তিবিধানকারী। "যমরাতে পুরোধৎসে পুরুষং পরিরাপিণম্।" (অথর্ব্ব ৫।৭।২)

পরিরোধ (পুং) পরি-রুধ-ঘঞ্। সম্যক্ অবরোধ। আটকান।

পরিল (ত্রি) পরিতো লাতি লা-ক। পরিতোগ্রাহক, ততঃ শিবাদিত্বাদণ্। পারিল, তাহার অপত্য।

পরিলঘু (ত্রি) অতি লঘু, সহজে যাহা পরিপাক হয়।

পরিলঙ্ঘন (ক্লী) ইতস্ততঃ লম্ফন, ঝাঁপান।

পরিলুপ্ত (ত্রি) পরি-লুপ-ক্ত। অদৃশ্য, গত, হৃত।

পরিলেখ (পুং) পরি-লিখ-ঘঞ্। পরিতো লেখনসাধন দ্রব্য।

পরিলেখন (ক্লী) যজ্ঞস্থানের সকলদিকে রেখাদিকরণ।

পরিলেহিন্ (পুং) কর্ণরোগভেদ।

পরিলোপ (পুং) পরি-লুপ-ঘঞ্। ১ হানি। ২ বিলাপ।

পরিবংশ (স্ত্রী) প্রতারণা, ছলনা।

পরিবক্রা (স্ত্রী) ১ গোলাকার বেদীভেদ। ২ নগরীভেদ।

পরিবৎসক (পুং) বৎসের অপত্য।

পরিবৎসর (পুং) সংবৎসর পঞ্চকের অন্তর্গত বৎসরবিশেষ।
"শকাব্দাৎ পঞ্চভিঃ শেষাৎ সমাদ্যাদিষু বৎসরাঃ।
সম্পারীদাস্বপূর্ব্বাশ্চ তথোদাপূর্ব্বকা মতাঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)
বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও ইদ্বৎবৎসর এই পঞ্চবৎসর যুগবৎসরের অন্তর্গত, ষষ্টিসংবৎসরের মধ্যে নহে। পরিবৎসরের অধিপতি সূর্য্য। এই বৎসরের প্রারম্ভে বৃষ্টি হয়।
(বৃহৎসংহিতা ৮।২৪-২৫)

পরিবৎসরীণ (ত্রি) সমস্ত বর্ষব্যাপী।

পরিবৎসরীয় (ত্রি) সমস্ত বর্ষ সম্বন্ধীয়।

পরিবদন (ক্লী) পরি-বদ-ল্যুট্। ১ পরিবাদ, নিন্দা।

পরিবর্গ (পুং) পরি-বৃজ-ঘঞ্। পরিতোবর্জ্জন। সর্ব্বতোভাবে

বর্জ্জন। "অন্যোন্যভিরতৌ পরিবর্গ ইন্দ্রো" (ঋক্ ৮।১২।৩।৮)
'পরিবর্গে পরিতো বর্জ্জনে' (সায়ণ)

পরিবর্গ্য (ত্রি) পরিবর্জ্জনীয়।

পরিবর্জ্জক (ত্রি) পরিবর্জ্জয়তি পরি-বর্জ্জি-ণ্বুল্। পরিত্যাগকারী।

পরিবর্জ্জন (ক্লী) পরিবর্জ্জ্যতে পরিত্যজ্যতে প্রাণৈর্ষেন, পরি-বৃজ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মারণ। ভাবে ল্যুট্। ২ পরিত্যাগ। কোন্ কোন্ দ্রব্য পরিবর্জ্জন করিতে হয়, তাহার বিষয় কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, একশয্যা, একাসন, একপংক্তি, ভাণ্ড, পক্বান্ন-মিশ্রণ, যাজন, অধ্যয়ন, যোনি, সহভোজন, সহাধ্যায়, সহ-যাজন এই একাদশকে সাঙ্কর্য্য কহে, ইহাদের সমীপে অবস্থান করিলে পাপ সংক্রামিত হয়, এই জন্য সর্ব্বপ্রযত্নে ইহা বর্জ্জন করিবে। * (কূর্ম্মপু° উপবি° ১৫ অ°) চাণক্য বলিয়াছেন,

"যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন প্রীতি র্ন চ বান্ধবাঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (চাণক্য)

যে দেশে সম্মান নাই, প্রীতি, বান্ধব ও কোনপ্রকার বিদ্যা-লাভ নাই, সেই দেশ পরিবর্জ্জন করিবে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, মূর্খব্রাহ্মণ, অযোদ্ধাক্ষত্রিয়, জড়বৈশ্য এবং অক্ষরসংযুক্ত শূদ্র দূর হইতে পরিবর্জ্জন করিবে। কুভার্য্যা, কুমিত্র, কুরাজা, কুবন্ধু, কুসৌহৃদ্য ও কুদেশ পরিত্যাগ বিধেয়। † (গরুড়পু° ১১৪অ°)

পরিবর্জ্জনীয় (ত্রি) পরি-বৃজ-ণিচ্ অনীয়র্। পরিবর্জ্জনের যোগ্য, পরিত্যাগার্হ।

পরিবর্জ্জিত (ত্রি) পরি-বৃজ-ণিচ্-ক্ত। পরিত্যক্ত।

পরিবর্ত্ত (পুং) পরিবর্ত্তনমিতি পরি-বৃত ভাবে ঘঞ্। ১ বিনি-ময়, বদল।

"হৃষ্যন্ত্যৃতুমুখং দৃষ্ট্বা নবং নবমিবাগতম্।
ঋতূনাং পরিবর্ত্তেন প্রাণিনাং প্রাণসংক্ষয়ঃ॥" (রামা° ২।১০৫।২৫)

২ কূর্ম্মরাজ। ৩ অপবর্ত্তন। (মেদিনী) ৪ যুগান্তকাল। (হেম) ৫ গ্রন্থবিচ্ছেদ। (জটাধর) ৬ মৃত্যুপুত্র দুঃসহের পুত্র-ভেদ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, মৃত্যুর দুঃসহ নামে এক পুত্র ছিল, কলির কন্যা নির্মাষ্টির সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই নির্মাষ্টির গর্ভে অনেকগুলি পুত্র জন্মে, ইহারা সকলেই জগদ্ব্যাপী। ইহাদের মধ্যে পরিবর্ত্ত তৃতীয়। ইহার এই নাম রাখিবার কারণ এই যে, এই পুত্র অন্য স্ত্রীর গর্ভে অপর স্ত্রীর গর্ভ পরিবর্ত্তিত ও বক্তার বাক্যকেও বিপরীতরূপে প্রতিপাদিত করিয়া আহ্লাদ অনুভব করে, এইজন্য ইহার নাম পরিবর্ত্ত হয়। ইহার শান্তির জন্য শ্বেত-সর্ষপ ও রক্ষোঘ্ন মন্ত্রদ্বারা রক্ষাবিধান বিধেয়। পরিবর্ত্তের দুই পুত্র বিরূপ ও বিকৃত। ইহারা বৃক্ষাগ্র, প্রাচীর, পরিখা ও সমুদ্র আশ্রয় করিয়া থাকে এবং পাকশালাদিতে থাকিয়া গর্ভিণীর পরিবর্ত্তন করে। এইরূপ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে গর্ভপাত হইয়া থাকে। এইজন্য গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোককে বৃক্ষ, পর্ব্বত, প্রাচীর, সাগর ও পরিখা আশ্রয় করিয়া ভ্রমণ করিতে নাই। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫১ অঃ) ৭ আবৃত্তি। (সুধাসি°) পরিবর্ত্ততে পরি-বৃত-অচ্। ৮ পরিবৃত্তিযুক্ত কন্যাদি। ৯ বিবাহাদি কার্য্যে পরস্পরের কন্যাপুত্রের আদানপ্রদান। [বিবাহ দেখ।]

পরিবর্ত্তক (ত্রি) ১ ঘোরা ফেরা। ২ ঘূর্ণশীল। ৩ পরিবর্ত্তনযোগ্য। ৪ কালাবর্ত্তক। (পুং) ৫ দুঃসহের একপুত্র। [পরিবর্ত্ত দেখ।]

পরিবর্ত্তন (ক্লী) পরি-বৃত-ল্যুট্। পরিবর্ত্ত, পর্য্যায়, পরিদান, বিনিময়, নৈমেয়, ব্যতিহার, পরাবর্ত্ত, বৈমেয়, বিময়। (হেম)

"অঙ্কমঙ্কপরিবর্ত্তনোচিতে তস্য নিন্যতুরশূন্যতামুভে।
বল্লকী চ হৃদয়ঙ্গমস্বনা বল্গুবাগপি চ বামলোচনা॥"
(রঘু ১৯।১৩)

২ প্রেরণ। ৩ বদলান।

পরিবর্ত্তনীয় (ত্রি) পরি-বৃত্-অনীয়র্। পরিবর্ত্তনের যোগ্য।

পরিবর্ত্তিকা (স্ত্রী) মেঢ্রগতরোগভেদ। উপস্থের পীড়া। চলিত মুদা। ইহার লক্ষণ ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, অতিশয় মর্দ্দন, পীড়ন বা অভিঘাত দ্বারা ব্যানবায়ু কুপিত হইয়া যখন মেঢ্রগত চর্ম্মকে আশ্রয় করে, তখন বাতসংস্পৃষ্টপ্রযুক্ত লিঙ্গের চর্ম্ম স্ফীত হয় এবং শিশ্নাগ্রের অধঃস্থিত চর্ম্মকোষ গ্রন্থিকোণে লম্বমান হয়, কখন কখন বেদনার সহিত দাহ ও পাক উপ-স্থিত হয়, এই আগন্তুক বাতজ রোগকে পরিবর্ত্তিকা কহে। ইহা কফানুবিদ্ধ হইলে কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে।

ইহার চিকিৎসা—পরিবর্ত্তিকা রোগে ঘৃত ম্রক্ষণ করিয়া মাংসাদি বাতঘ্ন দ্রব্য দ্বারা স্বেদ এবং তিনরাত্রি বা ৫ রাত্রি শাল্বণাদি উপনাহ প্রয়োগ করিতে হইবে। তাহার পর ঘৃতাদি অভ্যঙ্গদ্বারা ধীরে ধীরে চর্ম্ম যথাস্থানে আনয়ন করিবে। শিশ্নের অগ্রভাগ পীড়ন করিয়া চর্ম্মসম্যক্ প্রবিষ্ট হইলে শিশ্নাগ্রে স্বেদ ও উপনাহ দিয়া বাতনাশক বস্তিক্রিয়া বিধেয়। রোগীকে

* "একশয্যাসনং পংক্তির্ভাণ্ডপক্বান্নমিশ্রণম্।
যাজনাধ্যয়নে যোনিস্তথৈব সহভোজনম্॥
সহাধ্যায়স্তু দশমঃ সহযাজনমেব চ।
একাদশসমুদ্দিষ্টা দোষাঃ সাঙ্কর্য্যসংজ্ঞিতাঃ॥
সমীপে চাপ্যবস্থানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাং।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সাঙ্কর্য্যং পরিবর্জ্জয়েৎ॥"
(কূর্ম্মপু° উপবিভাগ ১৫ অধ্যায়)

† "ব্রাহ্মণং বালিশং ক্ষত্রমযোদ্ধারং বিশং জড়ম্।
শূদ্রমক্ষরসংযুক্তং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
কুভার্য্যাঞ্চ কুমিত্রঞ্চ কুরাজানং কুসৌহৃদম্।
কুবন্ধুঞ্চ কুদেশঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (গরুড়পুরাণ ১১৪ অঃ)

আহারের জন্য স্নিগ্ধ দ্রব্য দিবে। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)
(সুশ্রুতে নিদানস্থানে ১৩ অধ্যায়ে ইহার লক্ষণ লিখিত আছে।)

পরিবর্ত্তিন্ (ত্রি) পরিবর্ত্তিতুং শীলমস্য, শীলার্থে ণিনি। পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিযুক্ত। পরিবর্ত্তনশীল, পরিবর্ত্তনস্বভাব।

"তস্যাঃ সুবিপুলা দীর্ঘা বেণ্যস্তাঃ পল্লবস্তিরাঃ।
দৃষ্টয়ে কল্পিতা বেণী ব্যালী চ পরিবর্ত্তিনী॥"
(রামায়ণ ৫।২৬।২)

(স্ত্রী) ২ নিবৃত্তিভেদ। (সাত্বা° ৬।১।১৮) "পরিবর্ত্তিনী ত্রিবৃৎনিবৃত্তিঃ" (তাণ্ড্য° ২।২।১) "পরিবর্ত্তিনী আবর্ত্তিনী নিবৃত্তি" (ভাষ্য)

পরিবংস্রম্ (ত্রি) বেষ্টন করিয়া ভ্রমণশীল, প্রদক্ষিণ।
(কাঠক ২৫।২)

পরিবর্দ্ধন (ক্লী) পরি-বৃধ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধিকরণ, বাড়ান।
"সাতাদপ্রবৃত্ত পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনং।" (মনু ১।৩৩১)

পরিবর্দ্ধিত (ত্রি) পরি-বৃধ-ণিচ্ ক্ত। বৃদ্ধিপ্রাপিত, যাহা বাড়ান হইয়াছে। "শ্যামকমুষ্টিপরিবর্দ্ধিতকো জহাতি।"
(শকুন্তলা ৭ অঙ্ক)

পরিবর্ম্মন্ (ত্রি) বর্ম্মাবৃত।

পরিবর্হ (পুং) পরি-বর্হ-ঘঞ্। ১ পরিচ্ছদ, রাজচিহ্ন চামরছত্রাদি।

পরিবসথ (পুং) পরিতো বসত্যত্র পরি-বস উপসর্গে বসেরিতি অথচ্। গ্রাম। (হেম)

পরিবহ (পুং) পরি সর্ব্বতোভাবেন বহতীতি পরি-বহ-অচ্। সপ্তবায়ুর অন্তর্গত ষষ্ঠবায়ু। এই পরিবহ বায়ু সুবহ বায়ুর উপরিস্থিত।

"ভূবায়ুরাবহ ইহ প্রবহস্তদূর্দ্ধঃ
স্যাদুদ্বহস্তদনুসংবহসংজ্ঞকশ্চ।
অন্যস্ততোঽপি সুবহঃ পরিপূর্ব্বকোঽস্মাৎ
বাহ্যঃ পরাবহ ইমে পবনাঃ প্রসিদ্ধাঃ॥"
(সিদ্ধান্তশিরো°) [বায়ু দেখ।]

পরিবাদ (পুং) পরি সর্ব্বতো দোষোদ্ভেখেন বাদঃ কথনং। পরি-বদ-ভাবে-ঘঞ্। অপবাদ। নিন্দা।
"নীচসংসর্গনিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ।
পরনিন্দাপরদ্রোহপরিবাদপরাঃ খলাঃ॥" (মার্কণ্ডেয়পু° ১।৪২)
পরি-বদ-ণিচ্ করণে ঘঞ্। বীণাবাদনবস্তু। (মেদিনী)
ঘঞ্ পরে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া 'পরীবাদ' এই রূপ হইবে।

পরিবাদক (ত্রি) পরিবদতীতি পরি-বদ-ণ্বুল্। পরীবাদকর্ত্তা, নিন্দক, অপবাদকারী।

পরিবাদিন্ (ত্রি) পরিবদতীতি পরিবদিতুং শীলমস্য বা। পরি-বদ-শীলার্থে কর্ত্তরি ণিনি। পরিবাদকর্ত্তা, নিন্দক।
"সাবৃদন্ত্রেতাং যে চ যে চাপি পরিবাদিনাম্।" (কাঠক ৭।২৯।২৩)
পরিবাদো নিন্দা বিদ্যতেঽস্য অস্ত্যর্থে ইনি। পরিবাদবিশিষ্ট।

পরিবাদিনী (স্ত্রী) পরিবদতি স্বরানিতি পরি-বদ (সুপ্যজাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে। পা ৩।২।৭৮) ইতি ণিনি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বীণা। যে বীণায় ৭টী তার আছে, তাহাকে পরিবাদিনী কহে।

"কলতয়া বচসঃ পরিবাদিনী
স্বরজিতা রজিতাশ্বসাবধুঃ॥" (মাঘ ৬।৯)

পরিবাপ (পুং) পরি সর্ব্বত উপ্যতে ইতি পরি-বপ্-ঘঞ্। ১ পর্য্যুপ্তি, বপন ২ জলস্থান। ৩ পরিচ্ছদ। (মেদিনী)। ঘঞ্ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া পরীবাপ এইরূপ পদ হইবে। ৪ মুণ্ডন। (হেমচ°)

পরিবাপন (ক্লী) পরি-বপ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ মুণ্ডন। ২ পরিবাপ।

পরিবাপিত (ত্রি) পরিবাপ্যতে স্ম, পরি-বপ-ণিচ্-ক্ত। ১ মুণ্ডিত। ২ পরিবাপনে নিয়োজিত।

পরিবাপ্য (ত্রি) ১ পরিবাপযোগ্য বা মুণ্ডনযোগ্য।

পরিবার (পুং) পরিব্রিয়তেঽনেন পরি-বৃ-করণে ঘঞ্। পরিজন, কুটুম্বাদি, পোষ্যবর্গ, ইহারা পরিবৃত থাকে, এই জন্য পোষ্যবর্গের নাম পরিবার হইয়াছে।

"মনুষ্যবাহ্যং চতুরস্রযান-
মধ্যাস্য কন্যা পরিবারশোভি।" (রঘু ৬।১০)

২ খড়্গকোষ। ৩ পরিচ্ছদ। ঘঞ্ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া 'পরীবার' এইরূপ পদ হইবে। যথা—
"ক্রব্যাদ্‌গণপরীবারশ্চিতাগ্নিরিব জঙ্গমঃ" (রঘু ১৫।১৬)

পরিবারণ (ক্লী) ১ পরিচ্ছেদ, আবরণ। ২ কোষ, খাপ।

পরিবারবৎ (ত্রি) পরিবারো বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। আবরণযুক্ত।

পরিবাস (পুং) ১ গৃহ। ২ প্রবাস।

পরিবাসন (ক্লী) পরিবাস্যতেঽনেন পরি-বাস-ল্যুট্। যজ্ঞিয়-বেদাচ্ছাদনানুকূল ব্যাপারবিশেষ। "গুষাৎ প্রদেশে পরিবাস্য বেদপরিবাসনানি নিদধাতি" (আপস্তম্ব-সূ°)।

পরিবাসস্ (ক্লী) সামভেদ।

পরিবাহ (পুং) পর্য্যুহ্যতে তৃণাদিকং যেন, পরি-বহ-ঘঞ্। পরীবাহ, জলোচ্ছ্বাস, জলপ্রবাহ।
"স বিবেশ পুরীং তয়া বিনা ক্ষণদাপায়শশাঙ্কদর্শনঃ।
পরিবাহমিবাবলোকয়ন্ স্বশুচঃ পৌরবধূমুখাশ্রুষু॥" (রঘু ৮।৭৪)
ঘঞ্ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিয়া 'পরীবাহ' এই পদ হইবে। ২ জলনির্গমপ্রণালী। "পূরোৎপীড়ে তড়াগস্য পরীবাহঃ প্রতিক্রিয়া" (উত্তররাম° ৩ অঃ) ৩ নোহানা। ৪ রাজোপহারযোগ্য বস্তু।

পরিবাহবৎ (ত্রি) পরিবাহ-বিদ্যতেঽস্য মতুপ্ মস্য ব। জলোচ্ছ্বাসযুক্ত, প্রবাহযুক্ত।

পরিবাহিন্ (ত্রি) ভাসমান, প্রবাহশীল।

পরিবিংশৎ (স্ত্রী) পূর্ণবিংশতি।

পরিবিক্রয়িন্ (ত্রি) বিক্রয়শীল, বিক্রেতা।

পরিবিক্ষোভ (পুং) পরি-বি-ক্ষুভ-ঘঞ্। ১ সম্পূর্ণ ক্ষোভনশীল। ৩ হানিকর।

পরিবিন্ন (পুং) পরি-বিদ-ক্ত। পরিবিত্তি, জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে।

"জ্যেষ্ঠে অনির্বিষ্টে কনীয়ান্ নির্বিশন্ পরিবেত্তা ভবতি, ইত্যাদি" (উদ্বাহতত্ত্ব)

পরিবিত্ত (পুং) পরি-বিদ-ক্ত, ন দস্ত নঃ। বিবাহকারীর অকৃতবিবাহ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

পরিবিত্তি (পুং) পরিবর্জনং বিন্দতি লভতে ইতি পরি-বিদ-ক্তিচ্। বিবাহিত ব্যক্তির অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

"দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্বজঃ॥" (মনু ৩।১৭২)

পরিবিদ্ধ (ত্রি) পরি-ব্যধ-ক্ত। ১ পরিতোবিদ্ধ, সকল প্রকারে বিদ্ধ। (পুং) ২ কুবের। (হেমচ°)

পরিবিন্দক (পুং) পরিবিন্দতি পরি-বিন্দ-ণ্বুল্। পরিবেত্তা।

পরিবিন্দৎ (পুং) পরিত্যজ্য জ্যেষ্ঠভ্রাতরং বিন্দতি অগ্ন্যাধানভার্য্যাদিকং লভতে ইতি পরি-বিদ-শতৃ। পরিবেদনকর্তা, অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ থাকিতে কৃতবিবাহ কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের বিবাহ না হইলে কনিষ্ঠের বিবাহ হইবে না, ইহাই শাস্ত্রবিধি, এবং সকল ধর্মশাস্ত্রেই ঐকার্য্য নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু শাস্ত্রে ইহার প্রতিপ্রসবও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিবরণ উদ্বাহতত্ত্বে লিখিত আছে—

"দেশান্তরস্থক্লীবৈকবৃষণানসহোদরান্।
বেশ্যাতিসক্তপতিতশূদ্রতুল্যাতিরোগিণঃ॥
জড়মূকান্ধবধিরকুব্জবামনকুণ্ঠকান্।
অতিবৃদ্ধানভার্য্যাংশ্চ কৃষিসক্তান্ নৃপস্য চ॥
ধনবৃদ্ধিপ্রসক্তাংশ্চ কামতঃ কারিণস্তথা।
কুলটোন্মত্তচৌরাংশ্চ পরিবিন্দন্ ন দুষ্যতি॥"
(উদ্বাহতত্ত্বধৃতছন্দোগপরিশিষ্ট)

জ্যেষ্ঠ সহোদর যদি দেশান্তর স্থিত হয়, (শাস্ত্রে দেশান্তরের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে, যে স্থলের ভাষা বিভিন্ন এবং গিরি মহানদী প্রভৃতি ব্যবধান থাকে, তাহাকে দেশান্তর কহে। অথবা দশদিনে যেস্থলের বার্তা শ্রুত হয় না, তাহাকেও দেশান্তর কহে। বৃহস্পতির মতে ৬০ যোজন দূর আবার কাহারও কাহারও মতে ৪০ বা ৩০ যোজন। শুদ্ধিচিন্তামণির মতে ৪০ ক্রোশের পর ৬০ যোজন পর্য্যন্ত এবং ইহাতে গিরি ও মহানদী প্রভৃতি ব্যবধান ও ভাষার প্রভেদ থাকে, তাহা দেশান্তর নামে কথিত হয়।*) ক্লীব, একবৃষণ অর্থাৎ যাহার একটী মাত্র অণ্ড আছে, বেশ্যাসক্ত, পতিত ও শূদ্রতুল্য। (মনু শূদ্রতুল্যের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, যে ব্রাহ্মণ গোরক্ষক, বাণিজিক, কারুকুশীলব, প্রৈষ্য এবং বার্দ্ধুষিক অর্থাৎ টাকার সুদ গ্রহণ করে, তাহাকে শূদ্র কহে।)† অতিরোগী, জড়, মূক, অন্ধ, বধির, কুব্জ, বামন, কুষ্ঠী, অতিবৃদ্ধ, ভার্য্যাহীন, অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রবিহিত ভার্য্যাসম্বন্ধযুক্ত, কামকারী, যাহারা শাস্ত্রের বিধান মানে না অর্থাৎ যথেচ্ছাচারী, কুলটা (যিনি পরকুলাটনশীল), মত্তক ও চৌর, জ্যেষ্ঠভ্রাতা এই সকল দোষযুক্ত হইলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে দোষের হয় না। দেশান্তরস্থিত প্রভৃতি হইলে তিন বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া তাহার পর বিবাহ করা উচিত। ইহাই শাস্ত্রসম্মত। আবার কোন স্থলে লিখিত আছে,

"দ্বাদশৈব তু বর্ষাণি জ্যায়ান্ ধর্মার্থযোগতঃ।
ন্যায্যঃ প্রতীক্ষিতুং ভ্রাতা শ্রূয়মাণঃ পুনঃ পুনঃ॥
উন্মত্তঃ কিল্বিষী কুষ্ঠী পতিতঃ ক্লীব এব বা।
রাজযক্ষ্মাময়াবী চ ন ন্যায্যঃ স্যাৎ প্রতীক্ষিতুং॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

এই বচনানুসারে অবগত হওয়া যায় যে, জ্যেষ্ঠ ধর্মার্থের জন্য গমন করিলে, তাহার জন্য ১২ বৎসর প্রতীক্ষা করিবে। কিন্তু উন্মত্ত, পাপী, কুষ্ঠী, পতিতাদি হইলে তাহার প্রতীক্ষা করিতে নাই। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত আছে, বিদ্যার্থের জন্য গমন করিলে ব্রাহ্মণ ১২ বৎসর, ক্ষত্রিয় ১০ বৎসর, বৈশ্য ৮ বৎসর এবং শূদ্র ৬ বৎসর প্রতীক্ষা করিবেন। উশনা বলেন, জ্যেষ্ঠ যদি বিবাহ না করে এবং বিবাহ করিতে অনুমতি

---

* দেশান্তরপরিভাষায়াং বৃহস্পতিঃ—
'বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে।
দেশনামনদীভেদান্ নিকটোঽপি ভবেদযদি।
তত্তু দেশান্তরং প্রোক্তং স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
দশরাত্রেণ যা বার্ত্তা যত্র ন শ্রূয়তেঽথবা॥' (বৃহস্পতিঃ।)
'দেশান্তরং বদন্ত্যেকে ষষ্টিযোজনমায়তং।
চত্বারিংশৎ বদন্ত্যেকে ত্রিংশদন্যে তথৈব চ।'

মুনিবিরুদ্ধবচনোক্ত বাগাদিযোজনাদি ভেদানাং সামঞ্জস্যার্থমেবং ব্যাখ্যায়তে ত্রিভয়বৈশিষ্ট্যে ত্রিংশদ্‌ যোজনাভ্যন্তরে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যে তদুপরি এক-বৈশিষ্ট্যে চত্বারিংশদ্‌যোজনোপরি বাগ্‌গিরিমহানদ্যন্তরিতত্বাভাবেঽপি ষষ্টিযোজনোপরি দৈশান্তরমিতি। (শুদ্ধিচিন্তামণিঃ।)

† শূদ্রতুল্যানাহ মনুঃ—
"গোরক্ষকান্ বাণিজিকান্ তথা কারুকুশীলবান্।
প্রৈষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

জ্যেষ্ঠ হইলে কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারে, ইহাতে দোষ হয় না।*

রঘুনন্দন প্রায়শ্চিত্তবিবেকের মতে জ্যেষ্ঠ উপস্থিত থাকে অনুমতি করিলেও কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারিবে না। তবে যে জ্যেষ্ঠ বিষয়বিরক্ত হইয়া যোগমার্গাবলম্বন করিয়াছেন, অথবা পূর্বোক্তরূপ পতিত হইয়াছেন, সেইরূপস্থলে বিবাহ দূষণীয় নহে; যাহারা এইরূপ বিবাহ করে, তাহাদের প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে হয়। (উদ্বাহতত্ত্ব)

পরিবিতর্ক (স্ত্রী) পরীক্ষা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। (দিব্যা° ২৯১।১৩)

পরিবিন্ন (পুং) পরি-বিদ ক্ত, ক্তস্য নত্ব, অকারেণ ব্যবহারাৎ ন ণত্বং। পরিবেত্তা।

পরিবিবিদান (পুং) জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে বিবাহিত কনিষ্ঠ। "নির্ঋত্যৈ পরিবিবিদানমরাদ্ধ্যা।" (শুক্লযজুঃ ৩০।৯)

"অনূঢ়ে জ্যেষ্ঠ উদ্বহন্।" (মহীধর)

পরিবিষ্ট (ত্রি) পরিবৃত, বেষ্টিত।

পরিবিষ্টি (স্ত্রী) পরি-বিশ-ক্তিচ্। ১ পরিচর্যা। ২ ব্যাপ্তি।

"পিতৃভ্যাং পরিবিষ্টী বেষণা দংসনাভিঃ।" (ঋক্ ৪।৩৩।২)

পরিবিষ্ণু (অব্য) বিষ্ণুং বিষ্ণুং পরি ইত্যব্যয়ীভাবঃ। সর্বতো বিষ্ণু, সকল স্থলেই বিষ্ণু। (মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস)

পরিবিহার (পুং) পরিতোবিহারঃ। সম্যক্ বিহার, সর্বতোভাবে বিহার।

"আস্বাদ্যমানাস্তহৃদো বলবৃন্দকোষ-

মন্তঃপুরং পরিবিহারভুবশ্চ রম্যাঃ।"

(ভাগবতপু° ৪।১।২১৬)

পরিবিহ্বল (ত্রি) সম্যক্রূপ ক্ষোভিত বা উত্তেজিত, অত্যন্ত মগ্ন।

পরিবী (স্ত্রী) পরি বো-ক্বিপ্ সম্প্রসারণে দীর্ঘঃ। ১ পরিবাধিত। ২ পরিতঃ স্যূত। (শুক্লযজু° ৬।৭)

পরিবীক্ষণ (ক্লী) পরীতোবীক্ষণং। সর্বতোভাবে অবলোকন, অভিনিবেশপূর্বক দর্শন।

পরিবীত (ত্রি) পরি-বোঞ্-ক্ত সম্প্রসারণে দীর্ঘঃ। পরিবেষ্টিত। (ঋক্ ১০।৫।৪১)

পরিবৃংহণ (ক্লী) পরি-বৃনহ-ণিচ্ ল্যুট্। বহুলীকরণ।

পরিবৃংহিত (ত্রি) পরিতোবৃংহিতং। ১ সর্বতোভাবে দীপ্তিবিশিষ্ট। ২ সর্বতোভাবে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত। ৩ সর্বতোভাবে বৃদ্ধিবিশিষ্ট। ৪ সর্বতোভাবে অনির্দিষ্ট।

পরিবৃক্ত (ত্রি) পরি-ব্রশ্চ-ক্ত। ১ ছিন্ন। ২ ছিন্ন হস্তপাদ।

(ছান্দোগ্যভা°)

পরিবৃক্ত (ত্রি) পরি-বৃজ-ক্ত। পরিত্যক্ত।

(ঋক্ ১০।১০২।১১)

পরিবৃজ্ (স্ত্রী) পরি-বৃজ্-ক্বিপ্।

"বেধা হি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্ত পরিবৃজম্।" (ঋক্ ৮।২৪।২৪)

'পরিবৃজং পরিবর্জনং।' (সায়ণ)

পরিবৃঢ় (ত্রি) পরি সর্বতোভাবেন বৃংহতি বর্দ্ধতে ইতি বৃহি বৃদ্ধৌ কর্ত্তরি ক্ত, নিপাতনাৎ ইকারলোপঃ, নিষ্ঠা তস্য ঢত্বঞ্চ। অধিপ, প্রভু।

"জগৎপরিবৃঢ়ঃ প্রৌঢ়প্রীতিস্তং স কলার্থিনম্।

কৃত্বা প্রাদুর্ভবপুস্তস্মৈ ভূয়োঽপ্যভাবত॥" (রাজতর° ৩।২৮২)

পরিবৃত (ত্রি) পরি সর্বতোভাবেন বৃতঃ। আবৃত, বেষ্টিত।

"ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেৎ সভ্যৈঃ পরিবৃতোঽন্বহং।"

(মিতাক্ষরা)

পরিবৃতি (স্ত্রী) পরি-সর্বতোভাবেন বৃতিঃ। বেষ্টন, পরিবেষ।

পরিবৃত্ত (ত্রি) পরি-বৃত-ক্ত। পরিতোবৃত্ত।

পরিবৃত্তার্দ্ধমুখ (ত্রি) যে ব্যক্তি মুখের অর্দ্ধেকটা ফিরাইয়াছে।

পরিবৃত্তি (পুং) পরিবর্জনে বর্ত্ততে ইতি পরি-বৃত-ক্তিচ্। পরিবেত্তা। পরি-বৃত-ভাবে ক্তিন্। ১ পরিবর্জন। (ভারত ১৪।১৮।২৯) ২ অর্থালঙ্কার বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

'পরিবৃত্তির্বিনিময়ঃ সমন্যুনাধিকৈর্ভবেৎ।'

(সাহিত্যদ° ১০।১০৪)

যে স্থলে সম, অধিক বা ন্যূন দ্বারা বিনিময় হয়, সেই স্থলে পরিবৃত্তি অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"দত্ত্বা কটাক্ষমেণাক্ষী জগ্রাহ হৃদয়ং মম।

ময়া তু হৃদয়ং দত্ত্বা গৃহীতো মদনজ্বরঃ॥" (সাহিত্যদ°)

হে হরিণলোচনে! তুমি আমাকে কটাক্ষ দিয়া আমার মন হরণ করিয়াছ, এবং আমিও হৃদয় দিয়া মদনজ্বর গ্রহণ করিয়াছি। এই স্থলে পূর্ব্ব চরণে কটাক্ষ দিয়া হৃদয়গ্রহণ ও পরচরণে হৃদয় দিয়া মদনজ্বর গ্রহণ করা হইয়াছে, বলিয়া প্রথমার্দ্ধে সমান দ্রব্য দ্বারা এবং পরার্দ্ধে ন্যূন দ্বারা বিনিময় হইয়াছে, অতএব এই স্থলে পরিবৃত্তি অলঙ্কার হইল।

পরিবৃত্তিসহ (ত্রি) পরিবৃত্তিং পরাবৃত্তিং সহতে সহ-অচ্। যৌগিকশব্দ ভেদ।

পরিবৃদ্ধ (ত্রি) প্রাপ্তবৃদ্ধি। "অরুণ বিমুক্তপরিবৃদ্ধতা।" (সুশ্রুত)

পরিবৃদ্ধি (স্ত্রী) পরিবর্দ্ধন।

* উশনাঃ—"জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদা তিষ্ঠেদাধানং নৈব কারয়েৎ।

অনুজ্ঞাতস্তু কুর্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা।

বশিষ্ঠঃ—অগ্রজোঽস্তু যদানগ্নিরাদধ্যাদনুজঃ কথং।

অগ্রজানুমতঃ কুর্য্যাদগ্নিহোত্রং যথাবিধি।

এতেন বিবাহস্যানুমত্যাপি দোষাভাব প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ।"

(উদ্বাহতত্ত্ব)

"প্রতিদিবসমেবমর্কাৎ স্থানবিশেষেণ শৌক্ল্যপরিবৃদ্ধিঃ।"

(বৃহৎসং ৪।৪)

পরিবৃত্তি (পুং) পরিবিত্তি শব্দের পাঠান্তর।

পরিবৃংহিত (ত্রি) পরি-বৃংহ-ক্ত। ১ সর্ব্বতোভাবে বৃদ্ধিবিশিষ্ট। ২ সর্ব্বতোভাবে উদ্যমবিশিষ্ট।

পরিবেত্তৃ (পুং) পরিত্যজ্য জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং বিন্দতি ভার্য্যামগ্ন্যাদিকং বা লভতে বিদ-তৃচ্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩)। অনূঢ়জ্যেষ্ঠে কৃতবিবাহ কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠ বিবাহ করে।

"দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্ব্বজঃ॥" (মনু ৪।১৭১)

পরিবেদ (পুং) পরি-বিদ-ঘঞ্। পরিজ্ঞান। সম্পূর্ণ জানা।

পরিবেদক (পুং) পরি-বিদ-ণ্বুল্। পরিবেত্তা, পরিবেদনকারী।

পরিবেদন (ক্লী) পরি-বিদ-ল্যুট্। ১ বিবাহ। ২ অগ্ন্যাধান।

"ক্লীবে দেশান্তরগতে পতিতে ভিক্ষুকেঽপি বা।
যোগশাস্ত্রাভিযুক্তে চ ন দোষঃ পরিবেদনে॥"

(উদ্বাহতত্ত্বধৃত শাতাতপ)

৩ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান। (ভারত ১৪।১৬।১২) ৪ সর্ব্বতোভাবে বিচরণ। ৫ সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমানত্ব। ৬ সর্ব্বতোভাবে লাভ। ৭ সম্যক্ দুঃখ। ৮ বাদানুবাদ।

পরিবেদনা (স্ত্রী) বিদগ্ধতা। তীক্ষ্ণবুদ্ধিতা, বিমৃশ্যকারিতা, সম্যক্ বিবেচনা, পরিণামদর্শিতা।

পরিবেদনীয়া (স্ত্রী) পরি-বিদ-অনীয়র্ স্ত্রিয়াং টাপ্। পরিবেদনার্হা, পরিবেদনের যোগ্যা, বিবাহযোগ্যা। জ্যেষ্ঠ অনূঢ় থাকিতে কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক বিবাহিতা কন্যা।

পরিবেদিনী (স্ত্রী) পরিবেদোঽস্ত্যস্যামিতি ইনি, ঙীপ্ চ। পরিবেত্তার স্ত্রী। (হেমচ°)

পরিবেশ (পুং) পরিতো বিশতীতি পরি-বিশ্-ঘঞ্। বেষ্টন, পরিধি। (মেদিনী)

"বাতেন মণ্ডলীভূতাঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ করাঃ।
মালাভা ব্যোম্নি তন্বুতে পরিবেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

(ভরতধৃত সাহসাঙ্ক)

পরিবেষ (পুং) পরিতো বিষ্যতে ব্যাপ্যতেঽনেন বিষ-ব্যাপনে ঘঞ্। পরিবৃত্তি, পরিধি, চন্দ্রসূর্য্যের মণ্ডল। ইহার বিষয় বৃহৎসংহিতায় এইরূপ লিখিত আছে—

"সংমূর্চ্ছিতা রবীন্দ্বোঃ কিরণাঃ পবনেন মণ্ডলীভূতাঃ।
নানাবর্ণাকৃতয়স্তন্বভ্রে ব্যোম্নি পরিবেষাঃ॥" (বৃহৎস° ৩৪।১)

সূর্য্য বা চন্দ্রের কিরণ পটল সংস্থিত হইয়া বায়ুদ্বারা মণ্ডলীভূত হইলে স্বল্পমেঘ আকাশে নানাবর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট মণ্ডল হইয়া থাকে, ইহাকে পরিবেষ কহে। রক্ত, নীল, পাণ্ডুর, কপোত, ধূম্র, শবল, হরিদ্বর্ণ ও শুক্লবর্ণ পরিবেষ সকল যথাক্রমে ইন্দ্র, যম, বরুণ, নির্ঋতি, বায়ু, মহাদেব, ব্রহ্মা ও অগ্নি হইতে উৎপন্ন। ধনদ কুবের কৃষ্ণবর্ণ পরিবেষ করেন এবং পরস্পর গুণাশ্রয়হেতু যাহা মুহুর্মুহু প্রবিলীন হয়, সেই অল্প কলাপ পরিবেষ বায়ুকৃত। যে পরিবেষ চাষপক্ষী, শিখী, রৌপ্য, তৈল, ক্ষীর ও জলের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, অকালসম্ভূত, অবিকলবৃত্ত ও স্নিগ্ধ সেই পরিবেষ সুভিক্ষ ও কল্যাণকর। যে পরিবেষ গগনাদ্ধচারী, অনেক আভাবিশিষ্ট, রক্তমিশ্রিত, রুক্ষ এবং অসমগ্রশকট, শরাসন, ও শৃঙ্গাটক সদৃশ অবস্থিত, তাহা পাপকর হয়। পরিবেষ ময়ূরগ্রীবাসদৃশ হইলে অতিবৃষ্টি, বহুবর্ণ হইলে নৃপবধ, ধূম্রবর্ণ হইলে ভয়, ইন্দ্রধনু সদৃশ বা অশোককুসুমসদৃশপ্রভাবিশিষ্ট হইলে যুদ্ধ হয়। যে ঋতুতে পরিবেষ একবর্ণযোগে বহুল, স্নিগ্ধ ক্ষুরের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ দ্বারা ব্যাপ্ত হইবে বা সূর্য্যকিরণ পীতবর্ণ হইবে, সেই সময় তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রতিদিন অহর্নিশ সূর্য্য ও চন্দ্রের পরিবেশ রক্তবর্ণ হইলে নরেন্দ্রবধ হইয়া থাকে। আর যাহার লগ্ন ও দশমরাশিতে সূর্য্য ও চন্দ্র পরিবিষ্ট হন, তাহারও মৃত্যু হয়।

ত্রিমণ্ডল পরিবেষ সেনাপতির ভয়জনক, কিন্তু অত্যন্ত শস্ত্রকোপকর নহে। দ্বিমণ্ডল বা তদধিক মণ্ডলবান্ পরিবেষে শস্ত্রকোপ, যুবরাজভয় এবং নগররোধ হইয়া থাকে। কোন গ্রহ চন্দ্র বা নক্ষত্র যদি পরিবেষ দ্বারা নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তিন দিনে বৃষ্টি বা একমাসে বিগ্রহ ঘটে। আর হোরা ও লগ্নাধিপতি বা জন্মনক্ষত্রের পরিবেষ ঘটিলে রাজার অশুভ হয়। শনি পরিবেষ মণ্ডলগত হইলে ক্ষুদ্র ধান্য নষ্ট করেন এবং স্থাবর ও কৃষকগণের হননকারী হইয়া বাতবৃষ্টি উৎপাদন করিয়া থাকেন। মঙ্গল পরিবেষগত হইলে কুমার সেনাপতি ও সৈন্যগণের বিদ্রব এবং অগ্নি ও শস্ত্রজাতভয় হইয়া থাকে। বৃহস্পতি পরিবেষগত হইলে পুরোহিত, অমাত্য ও নৃপগণের পীড়া হয়। বুধ পরিবেষগত হইলে মন্ত্রী, স্থাবর ও লেখকদিগের পরিবৃদ্ধি এবং সুবৃষ্টি হয়। শুক্র পরিবিষ্ট হইলে ক্ষত্রিয় ও রাজগণের পীড়া এবং দুর্ভিক্ষ হয়। কেতু পরিবেষগত হইলে ক্ষুধা, অনল, মৃত্যু, রাজা এবং শস্ত্র হইতে ভয় হইয়া থাকে। রাহু পরিবিষ্ট হইলে গর্ভভয় এবং ব্যাধি ও নৃপভয় উপস্থিত হয়। এক পরিবেষের অভ্যন্তরে গ্রহদ্বয়ের অবস্থান হইলে যুদ্ধ এবং রবি, চন্দ্র ও শনি এই তিন গ্রহই পরিবিষ্ট হইলে ক্ষুধা ও বৃষ্টিজনিত ভয় হইয়া থাকে। গ্রহচতুষ্টয় পরিবেষগত হইলে অমাত্য ও পুরোহিত সহিত রাজা মৃত্যুর বশীভূত হন। পঞ্চাদি গ্রহ

পরিবেষগত হইলে জগৎ যেন প্রলয়কালের মত হইয়া থাকে। তারাগ্রহ অর্থাৎ মঙ্গলাদি পঞ্চগ্রহ অথবা নক্ষত্রগণ যদি পৃথক্‌রূপে পরিবেষগত হয়, অথচ উদিত না হয়, তাহা হইলে নরেন্দ্রবধ হইয়া থাকে। প্রতিপদাদি চতুর্থী পর্য্যন্ত তিথিতে পরিবেষ হইলে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের বিনাশ হয়। পঞ্চমী অবধি সপ্তমী পর্য্যন্ত তিথিতে শ্রেণী, পুর ও কোষের অশুভ, অষ্টমীতে পরিবেষ হইলে যুবরাজের এবং তৎপরস্থিত তিথিত্রয়ে পরিবেষ হইলে রাজার, দ্বাদশীতে পুররোধ এবং ত্রয়োদশীতে হইলে শস্ত্রকোপ হইয়া থাকে। চতুর্দ্দশীতে পরিবেষ উত্থিত হইলে রাজ্ঞীর পীড়া, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার নরপতির পীড়া হইয়া থাকে। পরিবেষের অভ্যন্তরে যদি রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে নগরবাসীদিগের পীড়া, পরিবেষের বহির্ভাগে রেখা থাকিলে গমনশীল ব্যক্তির পীড়া হইয়া থাকে। গ্রহভুক্তি বা কর্ম্মবিভাগ করিলে যে দেশের ভাগে পরিবেষের বর্ণ রুক্ষ, শ্যাম বা রক্ত হইবে, সেই দেশের পরাজয় হইয়া থাকে। স্নিগ্ধ শ্বেতবর্ণ বা দীপ্তিশালী পরিবেষ যাহাদিগের ভাগে পতিত হয়, তাহাদের জয় হইয়া থাকে।

(বৃহৎসংহিতা ৩৪ অঃ)

পরিবেষক (পুং) পরিবেষতীতি পরি-বিষ-ণ্বুল্। পরিবেষ্টা, পরিবেষণকর্ত্তা, যিনি ভক্ষ্যবস্তু বিভাগপূর্ব্বক অর্পণ করেন, যিনি খাবার ভাগ করিয়া দেন। ইহার লক্ষণ—

"স্নাতশ্চন্দনচর্চ্চিতঃ সুবসনঃ স্রগ্বী প্রসন্নাননঃ
স্পষ্টাত্মা সুভগঃ প্রসন্নহৃদয়ঃ শ্রীকান্তপূজারতঃ।
স্বামিস্নেহপরঃ স্বকার্য্যনিপুণঃ প্রৌঢ়ো বদান্যঃ শুচিঃ
বিপ্রো বা পরিবেষকস্তু কুলজশ্চান্যোঽপি বা ভূপতে॥"

(পাকরাজেশ্বর)

যিনি পরিবেষণ করিবেন, তিনি স্নান করিয়া অঙ্গে চন্দন লেপন করিবেন, উত্তমবস্ত্র মাল্যাদি ধারণ করিয়া থাকিবেন, তিনি বিপ্রভক্তিপরায়ণ, প্রসন্নহৃদয়, প্রভুভক্ত, স্বকার্য্যকুশল, প্রৌঢ়, বদান্য, শুচি ও কুলীন এই সকল গুণ সম্পন্ন হইলে রাজার পরিবেষকের যোগ্য।

পরিবেষণ (ক্লী) পরি-বিষ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ বেষ্টন। ২ ভোজনার্থ ভোজন পাত্রে অন্নাদির দান, অন্নাদি বিভাগ করিয়া দেওয়া। শ্রাদ্ধে পরিবেষণ, ইহার বিষয় মনু এইরূপ বলিয়াছেন,

"পাণিভ্যান্তূপসংগৃহ্য স্বয়মন্নস্য বর্দ্ধিতং।
বিপ্রান্তিকে পিতৄন্ ধ্যায়ন্ শনকৈরুপনিক্ষিপেৎ॥"

(মনু° ৩।২২৪)

অন্নপূর্ণ পাত্র স্বয়ং উভয় করে গ্রহণ করিয়া পরিবেষণের জন্য পিতৃদিগকে স্মরণ করিতে করিতে ব্রাহ্মণগণের সমীপে স্থাপন করিবে। দুই হস্তে ধারণ না করিয়া যে অন্ন আনা হয়, বা পরিবেষণ করা হয়, দুষ্টচেতা অসুরেরা তাহা অপহরণ করে। শাকসূপাদি ব্যঞ্জন সকল, পয়ঃ, দধি, ঘৃত ও মধু এ সকল পরিবেষণের পূর্ব্বে অতি সাবধান হইয়া অনন্যমনে ভূমিতে স্থাপন করিবে। বিবিধপ্রকার ভোজ্যসামগ্রী, নানাপ্রকার ফলমূল, হৃদয়গ্রাহী মাংস সকল ও পানীয় এই সকল ক্রমে ক্রমে সমাহিতমনে শ্রাদ্ধ-নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের সমীপে উপস্থিত করিয়া অতি সাবধানে তাহাদিগকে পরিবেষণ করিতে হইবে এবং পরিবেষণ কালে পরিবেষ্যমাণ ভোজ্যদ্রব্যের গুণ-কীর্ত্তন করিবে। পরিবেষণকালে অশ্রুপাত করিবে না, মিথ্যাকথা কহিবে না। (মনু ৩।২২৪-২৩০) শ্রাদ্ধতত্ত্বে শ্রাদ্ধকালে কিরূপে ব্রাহ্মণকে পরিবেষণ করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিত হইল না। পরিবেষণ কালে অন্নপাত্র সংস্থাপিত করিয়া সেই অন্ন পাত্রান্তরিত করিয়া উভয় হস্তে পরিবেষণ করিবে। মৈথিলেরা বলিয়া থাকেন, এক দক্ষিণ হস্তের দ্বারাই পরিবেষণ বিধেয়; কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে, কেন না শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে একহস্তে দত্ত অন্ন ও শূদ্রাদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিবে না এবং বশিষ্ঠবচনে লিখিত আছে, একহস্তে দত্ত স্নেহ পদার্থ, লবণ ও ব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হইলে ভোক্তা কেবল পাপমাত্র ভোজন করেন, অতএব এক হস্তে পরিবেষণ করিবে না।*

পরিবেষবৎ (ত্রি) পরিবেষঃ বিদ্যতেঽস্য পরিবেষ মতুপ্ মস্য ব। ১ পরিবেষযুক্ত, পরিবিষ্ট। ২ পরিমণ্ডলযুক্ত। চন্দ্র সূর্য্যাদির চতুর্দ্দিকস্থ জ্যোতির্বিশিষ্ট।

পরিবেষিন্ (ত্রি) পরিবেষোঽস্ত্যস্য ইনি। পরিবেষবিশিষ্ট। পরিবিষ্ট। "প্রতিদিবসমহিমকিরণঃ পরিবেষী সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োরথ বা।"

(বৃহৎস° ৩।৩৪)

পরিবেষিকা (স্ত্রী) পরিবেষতি যা পরি-বিষ-ণ্বুল্ স্ত্রিয়াং টাপ্, অত ইত্বঞ্চ। পরিবেষণকর্ত্রী, পরিবেষণকারিণী স্ত্রী। ইহার লক্ষণ—"স্নাতা বিশুদ্ধবসনা নবধূপিতাঙ্গী
কর্পূরসৌরভমুখী নয়নাভিরামা।
বিম্বাধরা শিরসি বদ্ধসুগন্ধিপুষ্পা
মন্দস্মিতা ক্ষিতিভৃতাং পরিবেষিকা স্যাৎ॥"(পাকরাজেশ্বর)

---

* "তথাচ পাকস্থাল্যা আকৃষ্য প্রথমং ভোজনপাত্রে ন দেয়ং কিন্তু স্থাল্যাদিকং পাণিভ্যাং পাত্রান্তরিতাভ্যাং শ্রাদ্ধে পরিবেষয়েৎ উভাভ্যামপি হস্তাভ্যামাকৃষ্য পরিবেষয়েদিতি মৎস্যপুরাণাৎ। যত্তু শ্রাদ্ধে পরিবেষণন্ত দক্ষিণপাণিমাত্রেণৈবাজ্ঞানভিধানাদিতি মৈথিলোক্তং তন্ন। একেন পাণিনা দত্তং শূদ্রাদত্তং ন ভক্ষয়েদিত্যাদি পুরাণীয়েন একপাণিদত্ত-শূদ্রাদত্ত-ভক্ষণনিষেধেন তন্মাত্রপরিবেষণতাপি নিষিদ্ধত্বাৎ পাণিভ্যামপি পাত্রান্তরিতং কৃত্বা দেয়ং।" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

পরিবেষিকা স্ত্রী স্নান করিয়া বিশুদ্ধ বসন পরিধান করিবেন এবং তিনি নবধূপিতাঙ্গী ও তাঁহার মুখে কর্পূর সুগন্ধ বহিবে, তিনি নয়নাভিরামা, তাহার অধর বিম্বফলসদৃশী, তিনি মস্তকদেশে সুগন্ধপুষ্পসকল ধারণ করিবেন এবং ঈষৎহাস্তমুখী হইবেন।

পরিবেষ্টন (স্ত্রী) পরি-বেষ্ট-ল্যুট্। ১ চারিদিকে বেষ্টন। ২ রেখা।

পরিবেষ্টিত (ত্রি) পরি-বেষ্ট-ক্ত। চারিদিকে বেষ্টিত, পরিবৃত। পর্য্যায়—পরিক্ষিপ্ত, বলয়িত, নিবৃত, পরিচ্ছত, পরীত। (হেমচ°)

পরিবেষ্টৃ (ত্রি) পরি-বৃষ-তৃচ্। পরিবেষণকারী, যিনি পরিবেষণ করেন। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

পরিবেষ্টব্য (ত্রি) পরি-বিষ-কর্ম্মণি-তব্য। পরিবেষণযোগ্য।
'তস্মান্নৈকেন হস্তেনানীয় পরিবেষ্টব্যম্।' (কুল্লূক ৩।২২৫)

পরিবেষ্টিতৃ (ত্রি) পরি-বেষ্ট-তৃচ্। পরিবেষ্টক, পরিবেষ্টনকারী।
"বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারম্" (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৩।৭)

পরিব্যক্ত (ত্রি) প্রকটিত, সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত।
"সুসূক্ষ্মানপরিব্যক্তানগ্নীনগ্নিষ্বিবাহিতান্।" (হরিবংশ ১৮ অঃ)

পরিব্যয় (পুং) ১ সম্যক্‌ব্যয়, খরচ। ২ দান। ৩ পণ্যদ্রব্য।

পরিব্যয়ণ (স্ত্রী) জড়ান, পাকান, আচ্ছাদন করা।
"পরিব্যয়ণং প্রতি সমস্তং পরিমৃষতি।" (শতপথব্রা° ৩।৭।১।১৩)

পরিব্যয়ণীয় (ত্রি) পুনরাবৃত্তিযোগ্য (ঋক্‌মন্ত্রাদি)। (আশ্বলায়ন-শ্রৌত° ৬।১।৪)

পরিব্যাধ (পুং) পরি সর্ব্বতোভাবেন বিধ্যতীতি পরি-ব্যধ-ণ। (শ্যাদ্ব্যধেতি। পা ৩।১।১৪১) অম্বুবেতস, দ্রুমোৎপল। (ত্রি) ২ চতুর্দ্দিকে বেধনকারক। (পুং) ৩ ঋষিভেদ।

পরিব্রজ্য (ত্রি) পরিভ্রমণযোগ্য। "ন চৈকেন পরিব্রজ্যং ন গন্তব্যং তথা নিশি।" (ভারত ১২ পর্ব্ব)

পরিব্রজ্যা (স্ত্রী) পরি-ব্রজ-ভাবে ক্যপ্ স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ তপস্যা। ২ ইতস্ততঃ ভ্রমণ। ৩ ভিক্ষুর ন্যায় জীবনবাহী।
"বাসাংসি মৃতচেলানি ভিন্নভাণ্ডেষু ভোজনম্।
কার্ষ্ণায়সমলঙ্কারঃ পরিব্রজ্যা চ নিত্যশঃ॥" (মনু ১০।৫২।)

পরিব্রঢ়িমন (পুং) পরি-বৃঢ়-দৃঢ়াদিত্বাদিমনিচ্। আধিপত্য।

পরিব্রাজ্ (পুং) পরিবর্জ্য পুত্রাদিকং ব্রজতি পরি-ব্রজ্-ক্বিপ্ দীর্ঘঃ। পুত্রদারাদি ও সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া যিনি আশ্রমান্তর গ্রহণ করেন, তাহাকে পরিব্রাজ্ কহে। ভিক্ষু, যতি।
"সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগো ভৈক্ষ্যাশ্নং ব্রহ্মমূলতা।
নিষ্পরিগ্রহতাদ্রোহসমতাঃ সর্ব্বজন্তুষু॥
প্রিয়াপ্রিয়পরিস্বঙ্গে সুখদুঃখাবিকারিতা।
সর্ব্বেন্দ্রিয়সমাহারো ধারণা ধ্যাননিত্যতা॥
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেষ পরিব্রাড়্ বর্য্যা উচ্যতে॥" (গরুড়পু°)

যিনি সকল আরম্ভ পরিত্যাগ করিয়াছেন, নিষ্পরিগ্রহ, সকল জন্তুর প্রতি দ্রোহশূন্য, সুখ দুঃখে সমান, বাহ্য ও অভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যান ও ধারণাশীল এবং ভাববিশুদ্ধ এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকে পরিব্রাড়্ বা পরিব্রাজক কহে।

পরিব্রাজ (পুং) পরিত্যজ্য সর্ব্বান্ বিষয়ভোগান্ প্রব্রাজনাৎ ব্রজতীতি পরি-ব্রজ-সংজ্ঞায়াং কর্ত্তরি ঘঞ্। পরিব্রাজক।

পরিব্রাজক (পুং) পরি-ব্রাজ-স্বার্থে কন্, পরিব্রজতীতি পরি-ব্রজ-ণ্বুল্ বা। পরিব্রাট্। যিনি সকলপ্রকার বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করিয়া পরিভ্রমণ করেন, তাঁহাকে পরিব্রাজক কহে। পর্য্যায় চতুর্থাশ্রমী, ভিক্ষু, কর্ম্মন্দী, পারাশরী, মস্করী, সন্ন্যাসী, শ্রমণ, পরিব্রাজ্, পরাশরী, ব্রজক। (শব্দর°) [পরমহংস দেখ।]
"স পরিব্রাজকচ্ছদ্মা মহাকায়শিরোধরঃ।
প্রতিপেদে স্বকং রূপং রাবণো রাক্ষসাধিপঃ॥"
(রামা° ৩।৫৫।২)

পরিব্রাজি (স্ত্রী) পরি-ব্রজ-ণিচ্-ইন্। শ্রাবণী। (রাজনি°) চলিত থুলকুড়ী।

পরিশঙ্কনীয় (ত্রি) পরিশঙ্ক্যতে ইতি পরি-শঙ্ক-অনীয়র্। সর্ব্বতোভাবে শঙ্কাবিষয়, অতিশয় শঙ্কার যোগ্য।
"শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়-
মারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ চ কুতো বশিত্বং॥" (উদ্ভট)

পরিশঙ্কিন্ (ত্রি) পরি-শঙ্কা-অস্ত্যর্থে ইনি। অতিশয় শঙ্কাযুক্ত, উপদ্রব শঙ্কমান।
"দিতিস্তু ভর্ত্তুরাদেশাদপত্যপরিশঙ্কিনী।
পূর্ণে বর্ষশতে সাধ্বী পুত্রৌ প্রসুষুবে যমৌ॥" (ভাগ° ৩।১৭।২)
'পরিশঙ্কিনী দেবোপদ্রবং শঙ্কমানা' (শ্রীধরস্বামী)

পরিশপ (পুং) ১ অভিসম্পাত, অভিশাপ। ২ তিরস্কার।

পরিশমিত (ত্রি) ১ নির্ব্বাপিত, উপশমপ্রাপ্ত। ২ দূরীভূত।

পরিশাশ্বত (ত্রি) চিরকাল একরূপ। (মহাভারত উদযোগপ°)

পরিশিষ্ট (ক্লী) পরিতঃ শিষ্টঃ, শিষ-ক্ত। পরিশেষবিশিষ্ট। অবশিষ্টার্থবোধক গ্রন্থ। প্রথমে গ্রন্থে যাহা লিখিত হয়, অবশেষে সেই সকল অলিখিত বিষয়ের যাহাতে আলোচনা থাকে, তাহাকে পরিশিষ্ট কহে। যথা ছন্দোগপরিশিষ্ট, গৃহ্যপরিশিষ্ট ইত্যাদি।

পরিশীলন (ক্লী) পরি-শীল-ল্যুট্। অতিশয় অনুশীলনচর্চ্চা। ২ অবগাহন। ৩ আলিঙ্গন। "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।" (গীতগো° ১।২৭)

পরিশুদ্ধ (ত্রি) সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধ, পরিষ্কৃত।

পরিশুদ্ধি (স্ত্রী) নির্ম্মলতা, প্রসন্নতা। "তত্তাবিলাস্তঃপরিশুদ্ধি-হেতোঃ।" 'প্রসাদহেতোঃ' (মল্লিনাথ রঘু ১৩।৩৬) ২ দোষখণ্ডন, নির্দোষিতাপ্রতিপাদন। ৩ পাপবিমুক্তি।

পরিশুশ্রূষা (স্ত্রী) সর্ব্বতোভাবে শুশ্রূষা।

পরিশুষ্ক (ক্লী) পরিতঃ শুষ্কং শুষ-ক্ত। মাংস ব্যঞ্জনভেদ।

"মাংসং বহুঘৃতৈর্ভৃষ্টং সিক্তং চেচ্ছোষুনা মুহুঃ।
জীরকাদ্যৈঃ সমাযুক্তং পরিশুষ্কং তদুচ্যতে॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

প্রথমে মাংস উত্তম করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া পরে জলে সিক্ত করিবে, এবং ইহাতে জীরকাদি মিশ্রিত করিলে তাহাকে পরিশুষ্ক কহে। (ত্রি) ২ সর্ব্বতোনীরস, অতি শুষ্ক, যাহার কিছুমাত্র রস নাই।

"উপতপ্তোদকা নদ্যঃ পল্বলানি সরাংসি চ।
পরিশুষ্কপলাশানি বনান্যুপবনানি চ॥" (রামা° ২।৫৯।৫)

পরিশূন্য (ত্রি) সম্যক্‌প্রকারে শূন্য বা বিরহিত। "গতমাভরণপ্রয়োজনং পরিশূন্যং শয়নীয়মদ্য মে।" (রঘু ৮।৬৬)

পরিশৃ(শ্রু)ত (ক্লী) সুরা, মদ্য। (বৈদ্যকনিঘ°)

পরিশেষ (পুং) পরি-শিষ-ঘঞ্। অবশেষ, অবসান, উপসংহার।

পরিশেষণ (ক্লী) পরি-শিষ-ল্যুট্। পরিশেষ, শেষ, অবসান, অবশিষ্ট।

"দাক্ষস্তি তেহপ তানর্চ্চ তথা স কৃতবান্ যথা।
তস্মৈ দত্বা যযুঃ স্বর্গং তে সত্রপরিশেষণং॥" (ভাগ° ৯।৪।৫)

পরিশোধ (পুং) পরি-শুধ-ভাবে ঘঞ্। ১ পরিশোধন, সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধি। ২ ঋণশোধ, ঋণাপনয়ন, ধারশোধ।

পরিশোধন (ক্লী) পরি-শুধ-ল্যুট্। পরিশোধ, সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধি। (মনুটীকায় কুল্লূক ৩।৪৫)

পরিশোষ (পুং) পরি-শুষ-ভাবে ঘঞ্। সর্ব্বতোভাবে শুষ্কতা, নীরসতা।

"বায়ুর্কপরিপীতাম্বুর্বিপরিম্লানপঙ্কজঃ।
তড়াগ ইব কালেন পরিশোষং গমিষ্যতি॥" (রামা° ৪।১৫।৩৪)

পরিশোষণ (ক্লী) পরি-শুষ-ল্যুট্। পরিশোষ, সর্ব্বপ্রকারে শুষ্কতা।

পরিশোষিন্ (ত্রি) পরি-শুষ্-ণিনি। পরিশোষযুক্ত। পরিশোষবিশিষ্ট।

"তস্য ভূপতিবিবেবগ্রীষ্মোষ্মপরিশোষিণঃ।" (রাজতর° ২।৭৯)

পরিশ্রম (পুং) পরি-শ্রম-ঘঞ্ ন বৃদ্ধিঃ। পরিশ্রান্তি, পর্য্যায়—শ্রম, ক্লম, ক্লেশ, প্রয়াস, আয়াস, ব্যায়াম। (হেমচ°)

"তমাতিথ্যক্রিয়াশান্তরথক্ষোভপরিশ্রমম্।" (রঘু ১।৫৮)

পরিশ্রমাপহ (ত্রি) পরিশ্রমং অপহন্তি ইতি পরিশ্রম-অপ-হন্ ড। পরিশ্রম অপনোদনকারী (বায়ু, জল প্রভৃতি)।

পরিশ্রয় (পুং) পরি-শ্রি-অচ্, (এরচঃ। পা ৩।৩।৫৬)। ১ সভা। ভাবে অচ্। ২ আশ্রয়, অবলম্বন। ৩ বেষ্টন। (মেদিনী)

পরিশ্রমিন্ (ত্রি) পরি-শ্রম-অস্ত্যর্থে ইনি। পরিশ্রমকারী, যিনি অতিশয় পরিশ্রম করিতে পারেন।

পরিশ্রয়ণ (ক্লী) পরি-শ্রি-ল্যুট্। বেড়াদির দ্বারা বেষ্টন।

পরিশ্রান্ত (ত্রি) পরি-শ্রম কর্ত্তরি-ক্ত। সর্ব্বতোভাবে শ্রান্তিযুক্ত, ক্লিষ্ট।

"পরিশ্রান্তো বয়স্থশ্চ ষষ্টিবর্ষো জরান্বিতঃ।
ক্ষুধিতঃ স মহারণ্যে দদর্শ মুনিসত্তমম্॥" (ভারত ১।৪১।২৬)

পরিশ্রান্তি (স্ত্রী) পরি-শ্রম-ভাবে-ক্তিন্। ক্লান্তি। পরিশ্রম।

পরিশ্রাম (পুং) ক্লান্তি।

পরিশ্রিৎ (ত্রি) পরি-শ্রি-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। ১ সূক্ষ্মপাষাণ। (শত° ব্রা° ৭।১।১২) ২ যজিয়েষ্টক সমসংখ্যক পাষাণখণ্ড। (কাত্যায়নশ্রৌ° ১৮।৬।১২)

পরিশ্রিত (ত্রি) পরি-শ্রি-ক্ত। সমাশ্রিত। ভাবে-ক্ত। (ক্লী) ২ আশ্রয়। ৩ পরিতো বেষ্টন। ৪ বৃষ্ট্যাদি পরিহারক। তিরস্করণাদি দ্বারা বেষ্টন। (শত° ব্রা° ৩।১।২।৮)

পরিশ্রুত (ত্রি) পরি-শ্রু-ক্ত। ১ সর্ব্বতোভাবে শ্রবণবিশিষ্ট। যিনি সম্পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়াছেন। (পুং) ২ কুমারানুচরভেদ।

পরিশ্লিষ্ট (ত্রি) পরি-শ্লিষ-ক্ত। আলিঙ্গিত।

পরিশ্লেষ (পুং) পরি-শ্লিষ ভাবে ঘঞ্। আশ্লেষ।

পরিষণ্ড (ক্লী) বাটিকাদির অংশভেদ।

পরিষণ্ডবারিক (পুং) ভৃত্য, চাকর।

পরিষত্ত্ব (ক্লী) পরিষদো ভাবঃ, 'ত্বতলৌ ভাবে' ইতি ত্ব। পরিষদের ধর্ম্ম, পরিষদের ভাব।

"অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥" (মনু ১২।১১৪)

বেদহীন ব্রাহ্মণ সহস্র হইলেও তাহাদের পরিষত্ত্ব নাই।

পরিষদ্ (স্ত্রী) পরিতঃ সীদন্ত্যস্যাং, পরি-সদ অধিকরণে ক্বিপ্, (সদিরপ্রতেঃ। পা ৮।৩।৬৬) ইতি ষত্বং। সভা, সমাজ, বহুজন সমাগমস্থান।

"দশাবরা বা পরিষদ্ যং ধর্ম্মং পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন বিচালয়েৎ॥
ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নৈরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ।
ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎ স্যাৎ দশাবরা॥"
(মনু ১২।১১০-১১১)

দশ অথবা তিনের ন্যূন না হয়, এই বৃত্তিস্থিত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের সভা বসাইতে হইবে, ইহাকে পরিষদ্ কহে। এই পরিষদ্ হইতে যে ধর্ম্ম নিরূপিত হইবে, তাহা সকলেরই শিরো-

র্য্য। ইহা কেহই লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। বেদত্রয়ের অধ্যেতা, অনুমানজ্ঞ, তার্কিক, পদার্থনিরুক্তিকুশল, এবং মানবাদি ধর্ম্মশাস্ত্র যিনি পাঠ করিয়াছেন, এইরূপ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা বানপ্রস্থ অন্যূন দশটী ব্রাহ্মণ লইয়া পরিষদ্ করিবে। ধর্ম্মনির্ণয় বিষয়ে যে পরিষদ্ হইবে, তাহা ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ অন্যূন তিনটী ব্রাহ্মণ লইয়া করিতে হইবে। তাঁহারা যাহা নির্ণয় করিয়া দিবেন, তাহাই সকলে মানিয়া চলিতে হইবে। যাহাদের কোন ব্রত নাই, বেদাধ্যয়ন নাই, যাহারা জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ, এইরূপ সহস্র সহস্র ব্যক্তি হইলেও তাহাদিগকে লইয়া পরিষদ্ হইবে না অর্থাৎ ইহাদের পরিষত্ত্ব নাই। ইহারা যাহা উপদেশ দিবে, তাহা গ্রহণীয় নহে। চরকের বিমানস্থানে অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে, পরিষদ্ দুই প্রকার জ্ঞানবতী পরিষদ্ ও মূঢ়-পরিষদ্। সাধারণতঃ পরিষদ্ তিন প্রকার—সুহৃদ্-পরিষদ, উদাসীন-পরিষদ, ও প্রতিনিবিষ্ট-পরিষদ্। প্রতিনিবিষ্ট-পরিষদ্ জ্ঞান, বিজ্ঞান, বচন, প্রতিবচন ও শক্তিসম্পন্ন হওয়া উচিত, মূঢ়-পরিষদে কাহারও সহিত জল্পনা করা বিধেয় নহে। ২ সভা।

পরিষদ (পুং) পরিতঃ সীদতীতি পরি-সদ-অচ্। পরিষদ, অনুচর।

পরিষদ্য (পুং) পরিষদমর্হতীতি পরিষদ্-যৎ। ১ সভার্হ, পরিষদ্বল। স্তব করিবার নিমিত্ত সমবেত ঋত্বিক্‌দিগের সভাযোগ্য পবমান অগ্নিভেদ। "পরিষদ্যোঽসি পবমানঃ।" (শুক্লযজু° ৫।৩২)

'ত্বং পরিষদ্যঃ পবমানশ্চাসি স্তোতুং সমেতা ঋত্বিজঃ পরিষৎ তদ্‌যোগ্যঃ পরিষদ্যঃ অতএব শুদ্ধত্বাৎ পবমানঃ।' (মহীধর)

৩ পর্য্যাপ্ত। "পরিষদ্যং হিরণ্যস্যরেক্‌ণো।" (ঋক্ ৭।৪।৭)

'পরিষদ্যং পর্য্যাপ্তং।' (সায়ণ)

পরিষদ্বন্ (ত্রি) চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান পরিচারক।

"তদিন্‌ন্বস্য পরিষদ্বানো।" (ঋক ১০।৬১।১৩)

'পরিষদ্বানো পরিতো বর্ত্তমানাঃ পরিচারকাঃ।' (সায়ণ)

পরিষদ্বল (ত্রি) পরিষদস্যাস্তীতি পরিষদ্-বলচ্ (রজঃকৃষ্যাসুতিপরিষদো বলচ্। পা ৫।২।১১২) সভাষদ, পরিষদ্।

"ব্রাতীনব্যালদীপ্রাস্ত্রঃ সুত্বনঃ পরিপূজয়ন্।

পরিষদ্বলাম্মহাব্রহ্মৈরাট নৈকটিকাশ্রমান্॥" (ভট্টি ৪।১২)

পরিষীবণ (স্ত্রী) পরি-সিব-ভাবে ল্যুট্, ষত্বং ততো দীর্ঘশ্চ, নিপাতনাৎ সিদ্ধং। গ্রন্থীকরণ, চলিত গাঁট দেওয়া। (কাত্যা° শ্রৌত° ৮।৬।১২) পক্ষে পরিষেবণ।

পরিষূতি (স্ত্রী) পরি-সূ-প্রেরণে ক্তিন্, ততঃ ষত্বং। প্রেরণ, পরিতঃ প্রেরণ, চারিদিকে প্রেরণ। ২ প্রেরক। "যুবং রেভং পরিষূতেরুরুষ্যথঃ" (ঋক্ ১।১১৯।৬) 'পরিষূতেঃ পরিতঃ প্রেরকাৎ' (সায়ণ)

পরিষেক (পুং) পরি-সিচ-ঘঞ্, ততঃ ষত্বং। পরিষেচন।

"শীতমাসেচনং কার্য্যং পরিষেকশ্চ শীতলঃ॥" (সুশ্রুত)

পরিষেচক (পুং) পরি-সিচ্-ণ্বুল্, ততঃ ষত্বং। পরিতঃ সেচক, চারিদিকে সেচনকারী।

পরিষেচন (স্ত্রী) পরি-সিচ্-ল্যুট্, ততঃ ষত্বং। পরিতঃ সেচন, চারিদিকে সেচন।

পরিষোড়শ (ত্রি) ষোল সংখ্যায় পূর্ণ।

পরিষ্কণ্ণ (ত্রি) পরি-স্কন্দ-ক্ত, দস্য ত্তস্য চ নঃ (পরেশ্চ। পা ৮।৩।৭৪) ইতি বস্থে ষত্বং। ১ পরিস্কন্দ। ২ পরিপুষ্ট, পরিপালিত। ৩ ভৃত্যবিশেষ। ৪ দত্তকপুত্র। ৫ পরপুষ্ট ব্যক্তি।

পরিষ্কন্দ (ত্রি) পরিষ্কন্দতীতি স্কন্দ-অচ্ 'পরেশ্চেতি ষত্বং'। পরিস্কন্দ, পরপুষ্ট। (অমর-টীকার রমানাথ)

পরিষ্কর (পুং) পরি-কৃ-ভাবে বাহুলকাৎ অপ্, সুট্ ষত্বং। রথের রক্ষাদি। "সপ্তর্ষিমণ্ডলং জ্ঞেয়ং রথস্যাসীৎ পরিষ্করঃ॥"

(ভারত কর্ণপ° ৩৪ অঃ)

পরিষ্কার (পুং) পরিক্রিয়তেঽনেন পরি-কৃ-ঘঞ্, ততঃ সুট্ (সম্পরিভ্যাং করোতৌ ভূষণে। পা ৬।১।১৩৭) (পরিনিবীতি। পা ৮।৩।৭০) ইতি ষত্বং। ১ অলঙ্কার, ভূষণ, সজ্জা। ২ সংস্কার, শুদ্ধি, শোধন। ৩ শোভা। ৪ সজ্জিতকরণ। ৫ নির্ম্মলীকরণ। ৬ স্বচ্ছতা, নির্ম্মলতা।

পরিষ্ক্রিয়া (স্ত্রী) পরি-কৃ-শ, সুট্ স্ত্রিয়াং টাপ্। পরিষ্কারকরণ।

"হোমাগ্নিদেবতাধূপভস্মনা চ পরিষ্ক্রিয়া।

কার্য্যা ক্ষীরাদিভাণ্ডানামেব তত্রক্ষণং স্মৃতং॥"

(মার্ক°পু° ৫১।৩৮)

পরিষ্কৃত (ত্রি) পরিক্রিয়তে স্ম ইতি পরি-কৃ-ক্ত, সুট্ ততঃ ষত্বং। ১ ভূষিত, অলঙ্কৃত। ২ বেষ্টিত। (হেম) ৩ আহিতসংস্কার। (অমরটীকায় ভরত)

পরিষ্কৃতভূমি (স্ত্রী) পরিষ্কৃতা যজ্ঞার্থং পশুবন্ধনায় যজ্ঞপাত্রাসাদনায় চাহিতসংস্কারা ভূমিঃ। বেদি। (অমরটী° ভরত) বিশুদ্ধভূমি।

পরিষ্টবনীয় (ত্রি) পরিষ্টবন (স্তোমের) জন্য অভীষ্ট। (শাঙ্খায়নশ্রৌ° ১৭।৭৬)

পরিষ্টি (স্ত্রী) পরি-ইষ-ক্তিন্, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ পররূপত্বং। সর্ব্বতঃ অন্বেষণ, সকলদিকে অন্বেষণ। "অনুব্রতা গুর্ব্বুর্বং পরিষ্টিদৌর্নর্ভূম" (ঋক্ ১।৬৫।৩) 'পরিষ্টিঃ পরিতঃ সর্ব্বতোঽন্বেষণং ভবৎ' (সায়ণ) বৈদিক প্রয়োগেই কেবল পরিষ্টি এইরূপ হইবে, লৌকিক প্রয়োগে 'পরীষ্টি' এইরূপ পদ হইবে। (ঋক্ ৭।১৯।৭, ১০।১৪৭।৩)

পরিস্কুতি (স্ত্রী) পরি-স্ক-ক্তিন্, ততঃ ষত্বং বাং° পরস্য

স্তম চ টি। স্তুতি, স্তব। "মহীদেবস্য সবিতুঃ পরিষ্টুতিঃ" (ঋক্ ৫।৮১।১). 'পরিষ্টুতিঃ স্তুতিঃ মহী মহতী অতিবিপুলা' (সায়ণ)

পরিষ্টুভ্ (ত্রি) পরি-স্তুভ-ক্বিপ্। ধনঞ্জ। পরিস্তোমযুক্ত, "ইন্দ্রোমরুতঃ পরিষ্টুভঃ" (ঋক্ ১।১৬৬।১১) 'পরিষ্টুভঃ পরিস্তোমযুক্তাঃ স্তুতিভির্যুক্তাঃ' (সায়ণ)

পরিষ্টোভ (পুং) স্তুতিযুক্ত সামভেদ।

পরিষ্টোম (পুং) পরিতঃ স্তূয়তে নানাবর্ণবস্ত্রাদিভিঃ, স্তু-মন্ ততঃ ষত্বং কেচিত্তু পরেঃ স্তৌতিং প্রতি অনুপসর্গত্বাৎ ন ষঃ ইত্যুক্তা পরিস্তোম ইতি কল্পয়ন্তি। গজপৃষ্ঠস্থিত চিত্রকম্বল, হাতীর পৃষ্ঠের ঝুল। গজপৃষ্ঠাস্তরণ কম্বল। ষত্ব না করিয়া কাহারও মতে পরিস্তোম এইরূপ পদ হইবে।

পরিষ্ঠল (ক্লী) পরিতঃ স্থলং (বিকুশমিপরিভ্যঃ স্থলং। পা ৮।৩।৯৬) ইতি ষত্বং। চারিদিকের স্থল।

পরিষ্ঠা (স্ত্রী) পরি-স্থা-ক্বিপ্ ষত্বং। পরিবেষ্টন করিয়া স্থিত। "অহিমপঃ পরিষ্ঠাং হথঃ" (ঋক্ ৬।৭২।৩) 'পরিষ্ঠাং পরিবৃত্য স্থিতাং' (সায়ণ)

পরিষ্যন্দ (পুং) পরি-স্যন্দ-ঘঞ্, ততঃ ষত্বং। নদী, খাত, বালুকাময় জলাভূমি, দ্বীপ।

পরিষ্যন্দিন্ (ত্রি) পরিষ্যন্দ অস্ত্যর্থে ইনি। প্রবহমাণ (স্রোত)।

পরিষ্বক্ত (ত্রি) আলিঙ্গিত। (রামায়ণ)

পরিষ্বঙ্গ (পুং) পরি-স্বঞ্জ-ঘঞ্। (পরিনিবীতি। পা ৮।৩।৭০) ষত্বং। আলিঙ্গন।

"অঙ্গদপ্রমুখানাঞ্চ হরীণাং রামদর্শনম্।
হনূমতঃ পরিষ্বঙ্গো রাঘবেন মহাত্মনা।॥" (রামা° ১।৪।৮৮)

পরিষ্বঞ্জ(ঞ্জ)ন (ক্লী) পরি-স্বঞ্জ-ল্যুট্ ততঃ ষত্বং। আলিঙ্গন।

পরিষ্বঞ্জল্য (পুং ক্লী) গৃহাদিতে ব্যবহার্য্য তৈজসভেদ।

"সংদংশানাং ফলদানাং পরিষ্বঞ্জল্যস্য চ।".

পরিষ্বজান (ত্রি) পরিষ্বজমান।

"পরিষ্বজানাশ্চান্যোন্যং যযুর্নাগরিকাস্তদা।" (রামা° ২।৮৩।১০)

পরিষ্বজ্য (ত্রি) আলিঙ্গনযোগ্য। "পরিষ্বজ্যো ভবাম্যয়া।"(বনপর্ব্ব) (অথ° ৯।৩।৫)

পরিষ্বজীয়স্ (ত্রি) দৃঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ। (অথর্ব্ব ১০।৮।২৫)

পরিষ্বষ্কিত (ক্লী) ইতস্ততঃ লম্ফমান।

পরিসংবৎসর (অব্য) ঊর্দ্ধং সংবৎসরাৎ অব্যয়ীভাবঃ। বৎসরের ঊর্দ্ধ, একবৎসরের পর।

"রাজর্ত্বিক্স্নাতকগুরূন্ প্রিয়শ্বশুরমাতুলান্।
অর্হয়েন্মধুপর্কেণ পরিসংবৎসরাৎ পুনঃ॥" (মনু ৩।১১৯)

'পরিসংবৎসরাদিতি সংবৎসরং বর্জ্জয়িত্বা তদূর্দ্ধং গৃহাগতান্ পুনর্মধুপর্কেণ পূজয়েৎ।' (কুল্লূক) মেধাতিথি পরিসংবৎসর শব্দের এইরূপ অর্থ লিখিয়াছেন, 'পরিগতঃ অতিক্রান্তঃ সংবৎসরো যেষাং তান্ পরিবৎসরান্' (মেধাতিথি) (পুং) ২ পরিবৎসর।

পরিসখ্য (ত্রি) পূর্ণসখ্যতাযুক্ত।

পরিসংখ্যা (স্ত্রী) পরি সম্ খ্যা-অঙ্। ১ পরিগণনা। গণনা।

"বিত্তস্য বিদ্যাপরিসংখ্যায়া মে
কোটীশ্চতস্রো দশ চাহরেতি।" (রঘু ৫।২১)

২ কাব্যালঙ্কার বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"প্রশ্নাদপ্রশ্নতো বাপি কথিতাদ্বস্তুনো ভবেৎ।
তাদৃগন্যব্যপোহশ্চেচ্ছাব্দ আর্থোহথ বা তদা॥
পরিসংখ্যা"— (সাহিত্যদ° ১০।৭৩৫)

প্রশ্নপূর্ব্বকই হউক বা অপ্রশ্নপূর্ব্বকই হউক কথিত বস্তু হইতে যদি তাদৃশ অন্য বস্তুর ব্যবচ্ছেদ হয়, অর্থাৎ তাদৃশ অন্যের প্রতিষেধ হয়, তাহা হইলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হয়। ইহা শাব্দ ও আর্থ এই দুই প্রকার হইয়া থাকে।

উদাহরণ—"কিং ভূষণং সুদৃঢ়মত্র যশো ন রত্নং
কিং কার্য্যমার্য্যচরিতং সুকৃতং ন দোষঃ।
কিং চক্ষুরপ্রতিহতং ধিষণা ন নেত্রং,
জানাতি কস্তদপরঃ সদসদ্বিবেকং॥"

সুদৃঢ় ভূষণ কি? যশ, রত্ন নহে; কার্য্য কি? আর্য্যচরিত, দোষ নহে; অপ্রতিহত চক্ষু কি? ধিষণা (বুদ্ধি), নেত্র নহে। তদ্ভিন্ন অপর কোন্ ব্যক্তি সদসদবিবেক জানে! এই স্থলে প্রশ্নপূর্ব্বক ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে, অর্থাৎ সুদৃঢ় ভূষণ কি? এই প্রশ্নে রত্ন সুদৃঢ় ভূষণ নহে, যশই সুদৃঢ়ভূষণ রত্ন, তৎসদৃশ অর্থাৎ রত্নসদৃশ যশের দ্বারা রত্ন ব্যবচ্ছেদ্য হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হইল, অন্যচরণেও এইরূপ জানিতে হইবে।

এখানে রত্নাদির যশাদি শব্দদ্বারা ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া ইহা শাব্দ। প্রশ্নপূর্ব্বক অর্থদ্বারা ব্যবচ্ছেদের উদাহরণ—

"কিমারাধ্যং সদা পুণ্যং কশ্চ সেব্যঃ সদাগমঃ।
কো ধ্যেয়ো ভগবান্ বিষ্ণুঃ কিং কাম্যং পরমং পদং॥"

সদা আরাধ্য কি? পুণ্য, সেবনীয় কি? আগম, কে ধ্যেয়? ভগবান্ বিষ্ণু, প্রার্থনীয় কি? পরমপদ। এই স্থলে আরাধ্য কি না পুণ্য, পাপ আরাধ্য নহে, অর্থ দ্বারা ইহাই প্রতীতি হইতেছে, এই জন্য এই স্থলে অর্থবশতঃ পাপাদির ব্যবচ্ছেদ হওয়ায় অর্থ পরিসংখ্যা অলঙ্কার হইল।

অপ্রশ্নপূর্ব্বক উদাহরণ—

"ভক্তির্ভবে ন বিভবে ব্যসনং শাস্ত্রে ন যুবতিকামাস্ত্রে
চিন্তা যশসি ন বপুষি প্রায়ঃ পরিদৃশ্যতে মহতাং॥"

মহৎব্যক্তিদিগের ভক্তি ঈশ্বরে, বিভবে নহে, আসক্তি শাস্ত্রে,

যুবতিকামাঙ্কে নহে, চিন্তা বশে, শরীরে নহে, প্রায় ইহাই দেখিতে পাওয়া যায়। এইস্থলে প্রশ্নপূর্ব্বক নহে অথচ বিত্তবাদি শব্দের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া এইস্থলে পরিসংখ্যা অলঙ্কার হইল। (সা° ১০ প°)

২ বিধিভেদ।

পরিসংখ্যাত (ত্রি) পরি-সংখ্যা-ক্ত। পরিগণিত।

পরিসংখ্যান (ক্লী) পরি-সংখ্যা-ল্যুট্। পরিগণন। "তত্ত্বানাং পরিসংখ্যানাং লক্ষণং হেতুলক্ষণং।" (ভাগ° ২।৮।১৮)

পরিসংঘুষ্ট (ত্রি) চারিদিকে শব্দায়মান।

পরিসংচক্ষ্য (ত্রি) পরিত্যাগযোগ্য, নিক্ষেপযোগ্য।

পরিসঞ্চর (পুং) সৃষ্টিকালাদূর্দ্ধং সঞ্চরতি পরি-সম্-চর অচ্। প্রতিসঞ্চরকাল, সৃষ্টিপ্রলয়কাল।

"ত্রিবিধঃ সর্ব্বভূতানাং কীর্ত্ত্যতে পরিসঞ্চরঃ।
অনাবৃষ্টির্ভাস্করশ্চ ঘোরঃ সংবর্ত্তকোঽনলঃ॥
মেঘো হ্যেকার্ণবো বায়ুস্তথারাত্রির্মহাত্মনঃ।" (বরাহপু°)

ভূতসমূহের ত্রিবিধ পরিসঞ্চর কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পরিসন্তান (পুং) পরি-সম্-তন-ঘঞ্। তন্ত্রী, তার। (তৈত্তিরীয় সং ৭।৪।২।১।)

পরিসভ্য (পুং) সভায়াং সাধুঃ যৎ। সভ্য। পরিসর্ব্বতোভাবেন সভ্যঃ। পরিষদ্য, সভাসদ।

পরিসমন্ত (পুং) চতুর্দ্দিকের পরিধি। গোলবৃত্তের চতুঃসীমা।

পরিসমাপন (ক্লী) সম্যক্‌রূপে সমাধাকরণ।

পরিসমাপ্তি (স্ত্রী) পরিতঃ সমাপ্তিঃ। পরিশেষ।

পরিসমৎসুক (ত্রি) অত্যন্ত উৎসুক, উদ্বিগ্ন, চিন্তাকুল। "তত্র সূর্য্যোদয়ং যাবৎ সর্ব্বংপরিসমুৎসুকম্।" (রামা° ২।৬৫।১১)

পরিসমূহন (ক্লী) পরি-সম্-উহ ভাবে ল্যুট্। যজ্ঞাদিতে অনলোপরি মৌনভাবে সমিধ্ প্রদান। ২ পতিত তৃণাদির প্রচ্ছেদ করিয়া অগ্নিমধ্যে প্রক্ষেপরূপ ব্যাপারভেদ। ৩ অগ্নির চারিদিকে মার্জ্জন। (আশ্ব° গৃ° ২।৪)

"সমিদ্ভিরাহিতং বহ্নিং কৃত্বা পরিসমূহনম্।
পরিস্তীর্য্য সমভ্যর্চ্চ্য সমিদ্ভিরজুহোদ্দ্বিজঃ॥" (ভাগ° ৮।১৮।১৯)

পরিসর (পুং) পরিসরন্ত্যত্র, পরি-সৃ-ঘ। পর্য্যন্তভূ, নদী, নগর ও পর্ব্বতাদির উপান্তভূমি।

"মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈঃ।
নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্॥" (মেঘদূত ৬৯)

২ মৃত্যু। ৩ বিধি। (মেদিনী)

পরিসরণ (ক্লী) পরি-সৃ-ল্যুট্। ১ ইতস্ততঃ ভ্রমণ বা চলন। ২ পরাভব। ৩ মৃত্যু।

পরিসর্প (পুং) পরি সমন্তাৎ সর্পণং, পরি-সৃপ-ঘঞ্। ১ পরিক্রিয়া। ২ পরিজনাদি দ্বারা বেষ্টন। ৩ সর্ব্বতোভাবে গমন। ৪ সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অঃ) ৫ কুষ্ঠরোগবিশেষ। অষ্টাদশপ্রকার কুষ্ঠের মধ্যে ইহা একপ্রকার। ইহার লক্ষণ—পীড়কা হইতে রস নিঃসৃত হইয়া প্রসারিত হইতে থাকিলে পরিসর্প কহে। (সুশ্রুত নিদানস্থা° ৫ অঃ)· ৬ সাহিত্যদর্পণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ, ইহার লক্ষণ—"দৃষ্টনষ্টানুসরণং পরিসর্পশ্চ কথ্যতে।" (সাহিত্যদ° ৬।৩৫৩) কোন বস্তু প্রথমে দৃষ্ট হইয়া, পরে নষ্ট হইলে, তাহার যদি অনুসরণ করা হয়, তাহাকে পরিসর্প কহে। নাটকে পরিসর্প বর্ণন করিতে হয়। বিলাস, পরিসর্প, বিধূত ও তাপন প্রভৃতি বর্ণনা না করিলে নাটকে দোষ হইয়া থাকে। উদাহরণ—"ভবিতব্যমত্র তয়া। তথাহি,—

অভ্যুন্নতা পুরস্তাদবগাঢ়া জঘনগৌরবাৎ পশ্চাৎ।
দ্বারেঽস্য পাণ্ডুসিকতে পদপঙ্‌ক্তির্দৃশ্যতেঽভিনবা॥"

(শকুন্তলা ৩ অঙ্ক)

পরিসর্পণ (ক্লী) পরি-সৃপ-ল্যুট্। প্রসরণ। গমন। "যুধিষ্ঠিরস্তৎ পরিসর্পণং বুধঃ পুরে চ রাষ্ট্রে চ গৃহে তথাত্মনি॥" (ভাগ° ১।১৫।১৯) 'পরিসর্পণং প্রসরণং' (স্বামী)।

পরিসর্পিন্ (ত্রি) পরিসর্প-অস্ত্যর্থে ইনি। পরিসর্পযুক্ত, গন্তা। "তে ঘোরাঃ ক্রূরকর্ম্মাণ আকাশপরিসর্পিণঃ।" (ভারত°বনপ°)

পরিসর্য্যা (স্ত্রী) পরিসরণমিতি সৃ-গতৌ (পরিচর্য্যা পরিসর্য্যেতি। পা ৩।৩।১০১) ইতি সূত্রস্থ বার্ত্তিকোক্ত্যা নিপাতনাৎ সিদ্ধং। ১ পরিসার। সর্ব্বতো গমন। ২ ভূমিতে সর্ব্বতো ভ্রমণ। ৩ সর্ব্বস্ব। ৪ অনুসরণ। ৫ সেবা।

পরিসহস্র (ত্রি) সহস্রের পূরণ। (শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র ১৭।৭।২)

পরিসাধন (ক্লী) ১ নিষ্পাদন, সম্পন্নকরণ, স্থিরকরণ। ২ পরম বিষয়ের সাধন। (মেধাতিথি) "নিক্ষেপেষেষু সর্ব্বেষু বিধিঃ স্যাৎ পরিসাধনে।" (মনু ৮।১৮৮)

পরিসান্ত্বন (ক্লী) সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনাকরণ। পরস্পর মিলন।

পরিসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (কাত্যা° গৃ° ৪।১।৯)

পরিসারক (ত্রি) পরি-সৃ-ণ্বুল্। পরিতো গন্তা, চতুর্দ্দিকে গমনশীল।

পরিসারিন্ (ত্রি) পরি-সার-অস্ত্যর্থে ইনি। ভ্রমণকারী, ইতস্ততঃ গন্তা।

পরিসিদ্ধিকা (স্ত্রী) ১ মণ্ডবিশেষ। (বৈদ্যকনি°) ২ কিট্টিকা। (বাভট উ° ২৯ অঃ)

পরিসীমন্ (পুং) শেষ, অবধি। চতুঃসীমা।

পরিসীর্য্য (ক্লী) হলসংযুক্ত চর্ম্মবন্ধনী। (শতপথব্রা° ৭।১।২।৩)

পরিস্কন্দ (পুং) পরি স্কন্দতীতি পরি-স্কন্দ-অচ্। (পরেশ্চ। পা ৮।৩।৭৪) ইতি পক্ষে ষত্বাভাবঃ। পরপুষ্ট, পরদ্বারা প্রতিপালিত।

পরিস্কন্ন (পুং) পরি-স্কন্দ-ক্ত, তস্য চ নঃ পক্ষে ষত্বাভাবঃ। পরিষ্কন্ন।

পরিস্তর (পুং) পরি-স্তৃ-অচ্, পক্ষে ষত্বাভাবঃ। ইতস্ততঃ ছড়ান, বিকিরণ করণ। "রাজ্ঞস্তু যাজকৈস্তত্র কৃতো বেদীপরিস্তরঃ।" (ভারত° ১৫।১৯ অঃ)

পরিস্তরণ (ক্লী) পরি-স্তৃ-ল্যুট্। বিক্ষেপণ, বিকিরণ করণ। "যথাবিধি পরিস্তরণাদিহোমধর্ম্মেণ স্বগৃহ্যোক্তেন।" (মনু ৮।১০৬ কুল্লূক)

পরিস্তোম (পুং) পরিস্তূয়তে প্রশস্যতে নানাবর্ণবত্ত্বাৎ পরি-স্তুমন্ বা পরিগতঃ স্তোমোহত্র। গজপৃষ্ঠস্থিত চিত্রকম্বল।

পরিস্থান (ক্লী) বাসবাটী। স্থিতি। "যোঽস্মি তস্য পরিস্থান মানস্থামথলব্ধাতে" (মহাভা° ১৪।৪২ অঃ) ২ সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা।

পরিস্পন্দ (পুং) পরিস্পন্দ অধিকরণে ঘঞ্। ১ কুসুমপ্রকরাদি ও পত্রাবলীর রচনা। ২ পরিকর। ৩ পরিবার। (হেম) ভাবে ঘঞ্। ৪ সর্ব্বতোভাবে স্পন্দন। ৫ মর্দ্দন।

"নায়ং প্রতিবলো ভীরু। রাক্ষসাপসদো মম।
সোঢ়ুং যুধি পরিস্পন্দমথবা সর্ব্বরাক্ষসাঃ॥" (ভারত ১।১৫৪।৮)

পরিস্পন্দন (ক্লী) পরি সর্ব্বতোভাবেন স্পন্দতে ইতি পরি-স্পন্দ-ল্যুট্। সর্ব্বতোভাবে কম্পন।

পরিস্পন্দমান (ত্রি) পরিস্পন্দতে ইতি পরিস্পন্দ-শানচ্। সর্ব্বতোভাবে কম্পমান। 'অনবরতপরিস্পন্দমানা পরিমিত-পবনাদিপরমাণুচেতনসংযোগ সন্তানাস্তঃ ব্যক্তীনাং'- (শিরোমণি)।

পরিস্পর্দ্ধিন্ (ত্রি) পরি-স্পর্দ্ধ-ইনি। স্পর্দ্ধাকারী। জীগিষা-কারী। প্রতিযোগিতাকারী। "করতলৈঃ কিসলয়চ্ছায়া-পরিস্পর্দ্ধিভিঃ" (শকুন্তলা)

পরিস্ফুট (ত্রি) ব্যক্ত, প্রকাশিত। "কা স্বিদবগুণ্ঠনবতী নাতি-পরিস্ফুটশরীরলাবণ্যা" (শকুন্তলা ৫ অঃ) (ভাগ° ৬।৯।৩২)

পরিস্মাপন (ক্লী) ১ আশ্চর্য্যোদ্দীপন। বিস্ময় সম্পাদন। অল্প বুদ্ধিতে পরের কৌতূহলবর্দ্ধন।

পরিস্যন্দ (পুং) পরি-স্যন্দ-ভাবে ঘঞ্। অপ্রমাণকত্বে বা ষত্বং। পরিস্পন্দ। ঘৃতাদিক্ষরণ। প্রাণিকর্ত্তৃক হইলে হস্তী প্রভৃতির মদক্ষরণ।

পরিস্যন্দিন্ (ত্রি) পরি-স্যন্দ অস্ত্যর্থে ইনি। পরিস্পন্দযুক্ত। ক্ষরণযুক্ত।

পরিস্রব (পুং) পরি-স্রু-ভাবে অপ্। পরিতঃ ক্ষরণ।

পরিস্রাব (পুং) পরি-স্রুণিচ্-অচ্। ১ পরিস্রবজনক উপ-দ্রবভেদ। বমন বিরেচন ব্যাপদ্ বিশেষ। সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে,—ক্রূরকোষ্ঠ বা অতিশয় দোষবিশিষ্ট ব্যক্তিকে মৃদু বিরেচক ঔষধ সেবন করাইলে সমস্ত দোষ উৎক্লিষ্ট হইয়া নিঃশেষে নির্গত হয় না। ইহাতে সেই সকল দোষ অল্পে অল্পে স্রাবিত হইতে থাকে, ইহাতে দৌর্ব্বল্য, উদরের বিষ্টব্ধভাব, অরুচি, শরীরের অবসন্নতা ও বেদনা জন্মে। ইহাতে পিত্ত ও শ্লেষ্মাস্রাব হয়, এই জন্য ইহার নাম পরিস্রাব। এই-রূপ হইলে অজকর্ণ, ধব, তিনিশ ও পলাশ ইহাদের কাথে মধুসংযোগপূর্ব্বক আস্থাপন করিবে। দোষের শান্তি হইলে স্নেহন কার্য্য করিয়া পুনরায় সংশোধন করিতে হইবে।

বৈদ্য ও রোগীর অজ্ঞতাবশতঃই পরিস্রাব প্রভৃতির বমন ও বিরেচনের ব্যাপদ্ ঘটিয়া থাকে। (সুশ্রুত চিকি° ৩৪ অঃ)

পরিস্রাবণ (ক্লী) জলপরিষ্কারক পাত্রভেদ।

পরিস্রাবিন্ (ত্রি) পরিস্রাব অস্ত্যর্থে ইনি। বা পরি-স্রু-তাচ্ছিল্যে ণিনি। ১ নিরন্তর স্রাবশীল। (পুং) ২ কফজ ভগ-ন্দর রোগভেদ।

"কণ্ডূয়নো ঘনস্রাবী কঠিনো মন্দবেদনঃ।
শ্বেতাবভাসঃ কফজঃ পরিস্রাবী ভগন্দরঃ॥" (মাধবনি°)

শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া বায়ুদ্বারা অধোদিকে প্রেরিত হয়, ইহাতে শুক্ল আভাযুক্ত পীড়কা কঠিন, অল্পবেদনাযুক্ত ও শ্বেত-বর্ণ হয় এবং কণ্ডূয়নের সহিত গাঢ় পূয়স্রাব হইয়া থাকে, ইহা হইতে নিরন্তর স্রাব হয় বলিয়া ইহাকে পরিস্রাবী কহে।

[ভগন্দর দেখ।]

পরিস্রুৎ (স্ত্রী) পরিস্রবতীতি পরি-স্রু-ক্বিপ্ তুক্ চ। ১ বরুণা-ত্মজা। ২ মদিরা, মদ্য। "এমাং পরিস্রুতঃ কুম্ভ আদধ্নঃ কল-শৈরগুঃ" (অথর্ব্ব ৩।১২।৭)। 'পরিস্রুতঃ পরিস্রবণশীলস্য মধুনঃ' (সায়ণ) ২ ক্ষরণ। (ত্রি) ৩ সর্ব্বতোভাবে ক্ষরিত। "অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং" (শুক্লযজুঃ ১৯।৭৫)।

পরিস্রুত (ত্রি) পরিতঃ স্রুয়তেস্ম (গত্যর্থেতি। পা ৩।৪।৭২) ইতি কর্ত্তরি ক্ত। ১ স্রাবযুক্ত। ২ সর্ব্বতো ভাবে ক্ষরিত। ৩ পুষ্পাদি হইতে নিঃসৃত সাররূপ পদার্থ। "ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং" (শুক্ল যজু° ২।৩৪) 'পরিস্রুতং বহন্তীঃ পুষ্পেভ্যো নিঃসৃতং সারং বহন্ত্যঃ। তচ্চ সারং ত্রিবিধং, ঊর্জ্জশব্দেন সৃতশব্দেন পয়ঃশব্দেন চাভিধেয়ং।' (বেদদীপ°)

পরিস্রুত-দধি (ক্লী) পরিস্রুতং দধি। বস্ত্রগালিত দধি, ছাঁকা দই, ইহার গুণ বাতনাশক, কফকৃৎ, স্নিগ্ধ, বৃংহণ ও পিত্তঘ্ন। (সুশ্রুত সূ° ৪৫ অঃ)

পরিস্রুতা (স্ত্রী) পরিস্রুত স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ দ্রাক্ষামদ্য। (বৈদ্যকনি°) ২ বারুণী। (মেদিনী)। মদ্য অন্নাদি ক্ষরণ দ্বারা হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাকে পরিস্রুতা কহে।

পরিহণন (ক্লী) পরি-হন-ল্যুট্। সম্যক্ নাশ, ক্ষয়।

পরিহনু (অব্য) হন্বোঃপরি অব্যয়ীভাবঃ। হন্বর উপরিদেশ।

(ত্রি) ভর্ত্তা পরিমুখাদিত্বাৎ ণ্য। পরিহণজ, হস্তের উপরি-দেশে ভব।

পরিহর (পুং) পরি-হৃ-অপ্। পরিহার।

পরিহর, লোহারডাগাবাসী কুম্ভারজাতি।

পরিহরণ (ক্লী) পরি-হৃ-ল্যুট্। পরিবর্জ্জন। ত্যাগ, নাশ।

পরিহরণীয় (ত্রি) পরি-হৃ-অনীয়র্। পরিহরণের যোগ্য, ত্যাগের যোগ্য। পরিহার্য্য।

পরিহর্ত্তব্য (ত্রি) পরি-হৃ-তব্য। ত্যাগযোগ্য।

"বর্জ্জনা পরিহর্ত্তব্যা বহুদোষা হি শর্ব্বরী।" (মার্কণ্ডেয়পু° ২৩।৮)

পরিহর্ষণ (ত্রি) সম্যক্ হর্ষযুক্ত।

পরিহব (পুং) সম্যক্ আবাহন। (অথর্ব্ব ১৯।৮।৪)

পরিহস্ত (অব্য) হস্তস্য পরি, পরিবর্জ্জনে অব্যয়ীভাবঃ। হস্তের পরিবর্জ্জন।

পরিহাটক (ক্লী) ১ তাগা, মল প্রভৃতি অলঙ্কার। ২ বলয়।

পরিহাণ (ক্লী) পরি-হা-ল্যুট্। ক্ষতি, ক্ষয়, হ্রাস।

পরিহানি (স্ত্রী) পরিক্ষয়, ন্যূনতা, বিশেষ হানি।

পরিহার (পুং) পরি-হ্রিয়তেঽনেনেতি পরি-হৃ-ঘঞ্। ১ অবজ্ঞা। ২ অনাদর। ৩ দোষবচনের পরিহরণ।

"পরিহারো নাম তস্যৈব দোষবচনস্য পরিহরণং যথা।"

(চরক বিমানস্থান° ৮ অঃ)

৪ ত্যাগ, পরিবর্জ্জন। ৫ গোপন। "কথমিদানীমাত্মানং নিবেদয়ামি কথং বা আত্মনঃ পরিহারং করোমি" (শকুন্তলা ১অঃ)

৬ বিক্ষিপ্ত দ্রব্যাদি।

"জিত্বা সম্পূজয়েৎ দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব ধার্ম্মিকান্।

প্রদদ্যাৎ পরিহারাংশ্চ খ্যাপয়েদভয়ানি চ ॥" (মনু ৭।২০১)

৭ স্থানবিশেষ। (মনু ৮।২৩৭) ৮ দোষাপনয়। ৯ উপেক্ষা। ঘঞ্ প্রত্যয়ে বাহুল্যে পরির ইকার দীর্ঘ করিলে 'পরীহার' এইরূপ পদ হইবে।

পরিহার, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজপুত জাতির একটী স্বতন্ত্র শাখা। ইহারা সাধারণতঃ 'অগ্নিকুল' নামে খ্যাত। প্রবাদ, আবু পর্ব্বতে মুনিগণ যজ্ঞ করিবার কালে অনলকুণ্ড হইতে কয়টী বীর্য্যবান্ পুরুষ উৎপন্ন হন *। পরিহার বংশের আদিপুরুষরূপে যিনি উদ্ভূত হইয়াছিলেন, মুনিগণ তাঁহাকে যজ্ঞদ্বার রক্ষার ভার অর্পণ করেন। এই মহাপুরুষ হইতেই তাঁহার বংশধরগণ পরিহার নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। উচহরের পরিহাররাজগণ বহু প্রাচীনকাল হইতে আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের বংশপরিচয় দিয়া থাকেন *।

কলচুরীরাজ কালঞ্জর জয় করিয়া পরিহারদিগকে আপনার অধীনে আনয়ন করেন। ঐ সময় কালঞ্জর প্রদেশ পরিহার-রাজের অধিকারভুক্ত ছিল। কলচুরীরাজ নিজ বিজয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার জন্য উক্ত বৎসরে (২৪৯ খৃষ্টাব্দে) কলচুরী বা চেদি সম্বৎ প্রচলন করেন।

ইহারা আপনাদিগকে বুন্দেলখণ্ড ও মেবাবাসী চন্দেল ও বাঘেলজাতি অপেক্ষাও পূর্ব্বতম বলিয়া থাকে। মহোবাখণ্ডে লিখিত আছে যে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে চন্দেলরাজ পরমালের মন্ত্রী পরিহার রাজপুতবংশীয় ছিলেন।

কচ্ছপঘবংশীয় রাজাদিগের রাজ্যশাসনের পর, খৃষ্টীয় ১১২৯ হইতে ১২১১ অব্দ পর্য্যন্ত গোয়ালিয়ার প্রদেশে পরমালদেব হইতে ৭ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন †।

অতঃপর সুলতান শামস্ উদ্দীন-ই-য়াল-তমাশের গোয়ালিয়ার (উচহরপ্রদেশ) আক্রমণ হইতেই এখানে মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হয় ।১

পরমাররাজের পরিহারমন্ত্রীর প্রধান বংশধর, যিনি অদ্যাপি জগনীর সামন্তরাজ্যে বাস করিতেছেন, তাঁহার নিকট শুনা যায় যে, তাঁহারা গোবিন্দদেবের বংশসম্ভূত এবং হামীরপুরাধিপতি পরিহারবংশীয় বিখ্যাত রাজা আজয় সিংহের পৌত্র সারঙ্গদেবও তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ। উক্ত সারঙ্গদেব মারবাড় প্রদেশে যাইয়া বাস করেন। কর্ণেল টড লিখিয়াছেন,—

* Cunningham's Arch. Sur. Report of India Vol. XXI. p. 93.

এই যজ্ঞ হইতে চাহমান, পরমার, পরিহার প্রভৃতি চারটী 'অগ্নিকুল' রাজপুতজাতির উদ্ভব হয়। [চাহমান, পরমার প্রভৃতি দেখ।]

* Ptolemy পোরবোরই (Porvaroi) নামে একটী বহু প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী জাতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন; ইহারা বিজহরি, বহরিবন ও মুলতাই প্রভৃতি নগরে রাজত্ব করিতেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম ইহাদিগকে পরিহার বলিয়া বিবেচনা করেন। (Cunningham's Arch. Rept. IX. 55.

† উহাদের নাম গোয়ালিয়ার শব্দে দেখ।

(১) Tabakat-i-Nasiri, I. p. 611. কিন্তু ফিরিস্তায় লিখিত আছে, ১১৯৬ খৃষ্টাব্দে বহাউদ্দীন্ তুগ্রল গোয়ালিয়ার আক্রমণ করিলে, পরিহাররাজ সারঙ্গদেব কুতবুদ্দীন্ আইবেক্‌কে স্বদেশরক্ষার্থ আহ্বান করেন। আইবেক্ স্বয়ং আসিয়া গোয়ালিয়ার জয় ও নিজ অধিকার বিস্তার করিলেন। ৬০৭ হিজিরায় কুতব-পুত্র আরামের (আজম্) রাজত্ব সময়ে হিন্দুগণ পুনরায় এই প্রদেশ জয় করিয়া লয়েন। ১২৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পরিহার-রাজগণ রাজত্ব করিলে পর তদ্বংশের লোপ হয়; অতঃপর এখানে মুসলমানপ্রভাব বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং মুসলমান রাজগণ স্বহস্তে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন।

Briggs' Firishta, Vol. I. p. 302.

কন্যাকুব্জ[১] নগরে পরিহারদিগের রাজধানী ছিল। কনোজ হইতে বিতাড়িত রাঠোর সর্দার চন্দ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পরিহারদিগকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিজে সেই সমস্ত দখল করিয়া লন[২]।

কুয়ারী (কুমারী), সিন্ধু ও চম্বল নদীর সঙ্গমস্থলে ২৪টী গ্রাম জুড়িয়া একটী পরিহার উপনিবেশ আছে। ইহারা ঠগী বিদ্রোহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া নানা অত্যাচার করিয়াছিল। এখনও কুমারী ও চম্বল নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সন্দপ তালুকের উপস্বত্ব 'ঠাকুর' উপাধিধারী পরিহারবংশীয় জমিদারগণ ভোগ করিতেছেন।

উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যাপ্রদেশের এতাবা জেলাবাসী পরিহারেরা দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিত। যমুনা, চম্বল, সিন্ধু, কুয়ারী ও পাহুজ প্রভৃতি পঞ্চনদী প্রবাহিত দুর্গম স্থানে ইহারা লুকাইয়া থাকিত এবং সময় সময় আপনাদের ঔদ্ধত্যের পরিচয় দিত।[৩]

মাহুরদেব নামক জনৈক পরিহারসর্দার পৃথ্বিরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।[৪] দিল্লীপতি অনঙ্গপালের পরাজয়ের পর হইতে এই প্রদেশে তাহাদের অভ্যুত্থান দেখা যায়। বর্ত্তমান সময়ে ইহারা চৌহান ও সেঙ্গর রাজপুত জাতির সহিত আদানপ্রদান করিয়া নিজ সমাজে উন্নত হইয়াছে।

উনাও জেলার সিকন্দরপুর পরগণার অন্তর্গত 'চৌরাশি' গ্রামের জমিদারগণ পরিহারবংশীয়। ইহাদের বংশআখ্যা হইতে জানা যায় যে, ইহারা কাশ্মীর রাজ্যের শ্রীনগর (জিগিনি) হইতে এই স্থানে আসিয়া বাস করেন। উক্ত বংশ-বিবরণীতে লিখিত আছে, "সম্রাট্ হুমায়ুনের রাজত্ব সময়ে যমুনার অপর তীরবর্ত্তী জিগিনিবাসী কোন পরিহার-রাজপুত্রের সহিত পয়েণ্ডাবাসী এক দীক্ষিত কন্যার বিবাহ হয়। বরযাত্র লইয়া পয়েণ্ডা গমনকালে তাঁহারা সরোসী গ্রামে অবস্থান করেন। ঐখানে তাহারা একটী দুর্গ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দুর্গাধিপতি কে?' উত্তরে জানিতে পারিলেন যে, ঐ দুর্গাধিপ শূদ্রজাতীয়। পরিহারগণ বর ও কন্যা লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরে হোলি উৎসবের দিনে ভাগে-সিংহ নামক জনৈক সর্দার সদলে আসিয়া রাত্রিকালে দুর্গ অধিকার করেন।"[১] এখন ঐ সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে।

পশ্চিমে কচ্ছবহ ও চৌহানদিগের সহিত ইহাদের বিবাহ হয়। ইহারা কাল্পির অধিকার লইয়া গৌতমদিগের সহিত বিবাদে উপস্থিত করে। অবশেষে চন্দেল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হয়। আজমগড়বাসীরা বলে যে, গহরবাড় জাতি কর্ত্তৃক নরবার প্রদেশ হইতে তাড়িত হইলে তাহারা মহম্মদাবাদ পরগণায় আসিয়া বাস করে। জালোনবাসী পরিহারেরা বিয়াস ও গৌতম শাখার রাজপুতদিগকে কন্যা দান করে, কিন্তু তাহাদের ঘর হইতে কন্যাদি গ্রহণ করে না। পক্ষান্তরে তাহারা কচ্ছবহ, ভদৌরিয়া, চন্দেল ও রাঠোর প্রভৃতি ঘরের কন্যা লইয়া পুত্রের বিবাহ দেয়। হামীরপুরবাসী পরিহারেরা মৈনপুরী-চৌহান, ভদৌরিয়া, বাদোন ও রাঠোর রাজপুতের ঘরে কন্যাদান করে এবং দীক্ষিত, বিয়াস, চন্দেল, গৌতম, সেঙ্গর, কাণপুরবাসী গৌড় ও চৌহান রাজপুতগৃহে পুত্রের বিবাহ দেয়। আগ্রাবাসী পরিহারেরা আপনাদিগকে কাশ্যপ গোত্রীয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

প্রাচীনতম উচহর রাজ্যে পরিহার-রাজগণের কৃত পূর্ব্বতন কীর্ত্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষ খৃষ্টীয় ৭ম ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বসময়ে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়। এখানকার বিলহরি গ্রামে লক্ষ্মণসেন পরিহার কৃত "লক্ষ্মণ সাগর" এবং অন্যরাজার নির্ম্মিত 'সিঙ্গোরগড়' নামক একটি সুবিস্তীর্ণ দুর্গ উল্লেখযোগ্য।

পরিহারক (ত্রি) পরি-হৃ-ণ্বুল্। পরিহারকারী। (স্ত্রী) পরিহাটক।

পরিহারিন্ (ত্রি) পরি-হৃ-ণিনি। পরিহারকারী, পরিত্যাগী।

পরিহার্য্য (ত্রি) পরি-হৃ-ণ্যৎ। পরিহারযোগ্য। (পুং) অলঙ্কারভেদ, হার, বলয়।

পরিহাস (পুং) পরি-হস-ভাবে ঘঞ্। ১ পরিহসন, ঠাট্টা। পরীহাস। পর্য্যায়—ক্রীড়, বর্করা, দেবনা।

'পরিহাসঃ কেলিমুখঃ কেলির্দেবননর্ম্মণী।' (ত্রিকাণ্ড)

পরিহাসপুর, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, রাজা ললিতাদিত্য (৭২৩-৭৬০ খৃঃ অঃ) এই নগর স্থাপন করেন। বেহাত নদীর পূর্ব্ব বা দক্ষিণকূলে, বর্ত্তমান সম্বল গ্রামের নিকট অবস্থিত। এই নগরের প্রাচীনকীর্ত্তিসমূহের ধ্বংসাবশেষ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। আবুলফজল* নিজ গ্রন্থে "সিকেন্দর (১০৮১-

(১) সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম মহোদয়। বর্ত্তমান যোধপুর নগরের ৫ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির, ভাস্কর্য্য যুক্ত প্রতিমূর্ত্তি ও শিলালিপি দেখিয়া টড লিখিয়াছেন, "The remains of it bring to mind those of Volterra or Cortona and other ancient cities of Tuscany." I. 109.

(২) Annals of Rajasthan, Vol. I. p. 108-9.

(৩) Census Rept. N. W. P. 1865. I. App. 65.

(৪) Annals of Rajasthan, Vol. I. p. 108.

(১) Elliotts' Chronicles of Unao, p. 58.

* Ain-i-Akbari, II. p. 135.

১৪১০ খৃঃ অঃ) কর্তৃক এই নগরের বৃহৎ মন্দির-ধ্বংসের কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সিকেন্দর পরিহাসপুরস্থ যে উচ্চ মন্দির ধ্বংস করেন, সেই ইষ্টকাদির মধ্যে একখানি তাম্রফলক পাওয়া যায়, উহাতে লিখিত আছে, "১১০০ শত বৎসর পরে এই মন্দির সিকেন্দর কর্তৃক বিধ্বস্ত হইবে।" আবুল্‌ফজল ও ফিরিস্তাবর্ণিত* তাম্রশাসনের কথা কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না।

পরিহাস্য (ত্রি) পরি-হস-ণ্যৎ। পরিহসনীয়, পরিহাসযোগ্য।

পরিহিত (ত্রি) পরি-ধা ক্ত। ১ যাহা পরিধান করা হইয়াছে। ২ চতুর্দ্দিকে স্থিত। ৩ আবরিত, আচ্ছাদিত।

পরিহীণ (ত্রি) ১ সর্ব্বতোভাবে হীন, শ্রীভ্রষ্ট। ২ পরিত্যক্ত।

পরিহৃৎ (ত্রি) পরি-হৃ-ক্বিপ্ তুগাগমশ্চ। পতিত, ভ্রষ্ট, ধ্বস্ত।

পরিহৃতি (স্ত্রী) পরি-হৃ-ক্তিন্। সর্ব্বতোভাবে হানি, নাশ, ধ্বংস।

পরিহ্রুৎ (ত্রি) গমনপূর্ব্বক হন্তা। "ন হৃত পততঃ পরিহ্রুৎ।" (ঋক্ ৬।৪।৫) 'পরিহ্রুৎ পরিগন্ত্য হন্তা ভব।' (সায়ণ)

পরিহ্বৃৎ (ত্রি) পরিপীড়িত।

"পরিহ্বৃতেদনা জনো যুষ্মাদত্তস্ত বায়তি।" (ঋক্ ৮।৪৭।৬)

'পরিহ্বৃতেৎ পরিপীড়িতেনৈব তপোনিয়মাদিনানাপ্রাণযুক্তঃ।' (সায়ণ)

পরিহ্বৃতি (স্ত্রী) সর্ব্বতোভাবে পীড়া, পরিবাধা।

"ন তং মর্ত্তস্য নশতে পরিহ্বৃতিঃ।" (ঋক্ ৭।৮২।৭)

'পরিহ্বৃতিঃ পরিবাধা' (সায়ণ)

পরীক্ষক (ক্লী) পরি-ঈক্ষ-ণ্বুল্। প্রমাণ বা তর্ক দ্বারা নিরূপক। পর্য্যায়—কারণিক।

"বেধাঃ পরাং ধুরমুপৈতি পরীক্ষকাণাম্।" (রাজত° ২।৬০)

২ ব্যবহারাদিতে দিব্যাদি পরীক্ষাকারক।

পরীক্ষণ (ক্লী) পরি-ঈক্ষ-ল্যুট্। ১ পরীক্ষা। ২ রাজ কর্তৃক চরাদি দ্বারা অমাত্যাদির ভাবতত্ত্বনিরূপণ। ৩ বস্তুতত্ত্বাবধারণ। ৪ সর্ব্বতোভাবে দর্শন।

"বীজায়োবাহররত্নস্ত্রীদোহপুংসাং পরীক্ষণম্।" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৮০)

পরীক্ষা (স্ত্রী) পরিত ঈক্ষতেঽনয়া পরি-ঈক্ষ-অ (গুরশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০২) ততষ্টাপ্। ১ গুণদোষবিবেচন, তর্কপ্রমাণাদি দ্বারা বস্তুর তত্ত্বাবধারণ, দোষগুণানুসন্ধান। দিব্য, দিব্য করিলে দোষ করিয়াছে কি না তাহার নির্ণয় হয়। ঘট অগ্নি প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষা হইয়া থাকে।

"ঘটোঽগ্নিরুদকঞ্চৈব বিষং কোষশ্চ পঞ্চমম্।
ষষ্ঠঞ্চ তণ্ডুলং প্রোক্তং সপ্তমং তপ্তমাষকম্॥
অষ্টমং ফালমিত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্মৃতং।
দিব্যান্যেতানি সর্ব্বাণি নির্দ্দিষ্টানি স্বয়ম্ভুবা॥" (বৃহস্পতি)

ঘট, অগ্নি, উদক, বিষ, কোষ, তণ্ডুল, তপ্তমাষক, ফাল ও ধর্ম্মজ এই সকল দিব্য দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। পাপী এই সকল দিব্য করিয়া যদি উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার প্রকৃত পরীক্ষা হইল। পরীক্ষার কাল বিষয়ে লিখিত আছে, চৈত্র, অগ্রহায়ণ ও বৈশাখ, এই তিন মাসে পরীক্ষা করিতে হইবে। ইহাই পরীক্ষার সাধারণ মাস। ইহার মধ্যে ঘটদ্বারা পরীক্ষা সকল ঋতুতে হইয়া থাকে। শিশির, হেমন্ত ও বর্ষায় অগ্নিপরীক্ষা, শরৎ ও গ্রীষ্মে জল, হেমন্ত ও শিশিরে বিষ, সকল ঋতুতেই কোষ পরীক্ষা হইতে পারে। নারদসংহিতায় লিখিত আছে, শীতকালে জলশুদ্ধি, উষ্ণকালে অগ্নিশোধন, বর্ষাকালে বিষ ও প্রবাতে তুলাপরীক্ষা কর্ত্তব্য নহে।[১]

পূর্ব্বাহ্নকালে সকলপ্রকার পরীক্ষা করিতে হইবে, অপরাহ্ন, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন সময়ে কখন পরীক্ষা করিতে নাই।

"পূর্ব্বাহ্নে সর্ব্বদিব্যানাং প্রদানং পরিকীর্ত্তিতম্।
নাপরাহ্নে ন সন্ধ্যায়াং ন মধ্যাহ্নে কদাচন॥" (নারদ)

আরও শপথের (পরীক্ষার) বিষয়ে লিখিত আছে, দেবতা, পিতার চরণ, এবং পুত্র, দারা ও সুহৃদের মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিলে তাহাকেও পরীক্ষা বলা যাইতে পারে, অল্প কারণে এই শপথ বিহিত হইয়াছে।

"সত্যবাহনশস্ত্রাণি গোবীজকনকানি চ।
দেবতাপিতৃপাদাংশ্চ দত্তানি সুকৃতানি চ॥
স্পৃশেৎ শিরাংসি পুত্রাণাং দারাণাং সুহৃদাস্তথা।
অভিযোগেষু সর্ব্বেষু কোষপানমথাপি বা॥
ইত্যেতে শপথাঃ প্রোক্তাঃ মনুনা স্বল্পকারণাৎ॥" (নারদ)

সামান্য অপরাধে এইরূপ শপথ করিলে বিশুদ্ধ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। এই পরীক্ষাকে সামান্য পরীক্ষা বলা যাইতে পারে। জ্যোতিষে লিখিত আছে, বৃহস্পতি সিংহস্থিত, মকরস্থিত বা অস্তমিত হইলে এবং মলমাসে জয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষা কর্ত্তব্য নহে। রবিশুদ্ধি এবং শুক্র ও গুরু

* Brigge' Ferishta, Vol. IV. p. 465.

(১) "চৈত্রো মার্গশিরাশ্চৈব বৈশাখশ্চ তথৈব হি।
এতে সাধারণা মাসা দিব্যানামবিরোধিনঃ।
ঘটঃ সর্ব্বর্ত্তুকঃ প্রোক্তো বাতে বাতি বিবর্জ্জয়েৎ।
অগ্নিঃ শিশিরহেমন্তবর্ষাসু পরিকীর্ত্তিতঃ।
শরদ্ গ্রীষ্মে তু সলিলং হেমন্তে শিশিরে বিষম্।
কোষস্তু সর্ব্বদা দেয়স্তুলা স্যাৎ সার্ব্বকালিকম্॥" (পিতামহ)
মিতাক্ষরায়াং নারদঃ—ন শীতে তোয়শুদ্ধিঃ স্যাদোষ্ণকালেঽগ্নিশোধনং।
ন প্রাবৃষি বিষং দদ্যাৎ ন প্রবাতে তুলাং নৃপ॥"

অতৃপ্তি হইলে এবং অষ্টমী, চতুর্দশী, শনি ও মঙ্গলবারে পরীক্ষা করিতে নাই।[১]

ব্রাহ্মণকে পরীক্ষা করিতে হইলে ঘট, ক্ষত্রিয়কে হুতাশন, বৈশ্যকে সলিল, শূদ্রকে বিষ, এতদ্ভিন্ন অন্য সকলকেই কোষ দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়। ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে বিষ পরিত্যাগ করিয়া সকলেরই তুলা দিব্য অর্থাৎ তুলাদ্বারা পরীক্ষা নির্দিষ্ট হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণস্য ঘটো দেয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য হুতাশনঃ।
বৈশ্যস্য সলিলং দেয়ং শূদ্রস্য বিষমেব তু॥
সাধারণঃ সমস্তানাং কোষঃ প্রোক্তো মনীষিভিঃ।
বিষবর্জ্জং ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষাস্তু তুলা স্মৃতা॥" (দিব্যতত্ত্বধৃত নারদ)

ব্রতচারী, অতি আর্ত্ত, ব্যাধিগ্রস্ত, তপস্বী ও স্ত্রী ইহাদের দিব্য (পরীক্ষা) নিষিদ্ধ হইয়াছে। শূলপাণি অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত একমত হইয়া স্থির করিয়াছেন, ইহাদের যে দিব্য নিষেধ, তাহা তুলার ইতর অর্থাৎ তুলা পরীক্ষা ভিন্ন আর ইহাদের কোন পরীক্ষা হইবে না। কাত্যায়ন-বচনে লিখিত আছে, লোহ-শিল্পীকে অগ্নিপরীক্ষা, অম্বুসেবীকে সলিল এবং মুখরোগীকে তণ্ডুল পরীক্ষা করিবে না।

"ন লোহশিল্পিনামগ্নিং সলিলং নাম্বুসেবিনাম্।
তণ্ডুলৈর্ন নিযুঞ্জীত ব্রাহ্মণং মুখরোগিণম্॥"(দিব্যতত্ত্বধৃত কাত্যা°)

নারদবচনে লিখিত আছে—ক্লীব, আতুর, সত্ত্বহীন, পরি-তাপান্বিত, বাল ও বৃদ্ধ ইহাদের পরীক্ষা ঘটে করিতে হইবে। আর্ত্তের তোয়শুদ্ধি, পিত্তরোগীকে বিষ, শ্বিত্রী, অন্ধ ও কুনখীর অগ্নিকর্ম্ম, স্ত্রী এবং বালকের মজ্জন, নিরুৎসাহ, ব্যাধিক্লিষ্ট ও আর্ত্ত ইহাদের জলদিব্য নিষিদ্ধ। বিচারক অপরাধ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। যে স্থলে সাক্ষীদিগের সমতা হয়, সেই স্থলে বিচারক প্রতিজ্ঞা করাইবেন এবং প্রাণান্তিক বিবাদ হইলে সেইস্থলে সাক্ষী বিদ্যমান থাকি-লেও দিব্য প্রয়োগ করিতে হইবে।

"সমত্বং সাক্ষিণাং যত্র দিব্যৈস্তমপি শোধয়েৎ।
প্রাণান্তিকবিবাদেষু বিদ্যমানেষু সাক্ষিষু॥
দিব্যমালম্বতে বাদী ন পৃচ্ছেৎ তত্র সাক্ষিণম্।" (দিব্যতত্ত্ব)

(১) "সিংহস্থে মকরস্থে চ জীবে চাস্তমিতে তথা।
মলমাসে ন কর্ত্তব্যা পরীক্ষা জয়কাঙ্ক্ষিণা।
রবিশুদ্ধৌ গুরৌ চৈব ন শুক্রেঽস্তগতে পুনঃ।
সিংহস্থে চ রবৌ নৈব পরীক্ষা শস্যতে বুধৈঃ॥
অষ্টম্যাং ন চতুর্দ্দশ্যাং প্রাড়্বিবাকপরীক্ষণে।
ন পরীক্ষা বিধাতব্যা শনিভৌমদিনে তথা॥" (দিব্যতত্ত্বধৃত জ্যো°)

দিব্যতত্ত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে অধিক লিখিত হইল না।

[ঘটাদি দিব্যের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে ও দিব্যশব্দে দেখ।]

ভিষক্ রোগীকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিবেন, তৎপরে ঔষধ নির্ব্বাচন বিধেয়।

"বুদ্ধিঃ পশ্যতি যা ভাবান্ বহুকারণযোগজান্।
যুক্তিস্ত্রিকালা সা জ্ঞেয়া ত্রিবর্গঃ সাধ্যতে যয়া॥
এষা পরীক্ষা নাস্ত্যন্যা যয়া সর্ব্বং পরীক্ষ্যতে।
পরীক্ষ্যং সদসচ্চৈব তয়া নাস্তি পুনর্ভবঃ॥" (চরক সূত্র° ১১অঃ)

অনেক কারণবশতঃ যাহা উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিদ্বারা ইহা অবগত হইলে তাহাকে ত্রিকালা যুক্তি কহে। ইহাদ্বারা ত্রিবর্গ সাধিত হয়, এই বুদ্ধিদ্বারা সকল পরীক্ষা করা যায়। ভিষক্ রোগীর নিকট যাইয়া এইরূপে পরীক্ষা করিবেন,—দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন এই তিনপ্রকারে রোগের পরীক্ষা করিতে হয়। দর্শন দ্বারা পরমায়ু, রোগের সাধ্যতা ও অসাধ্যতাদি, স্পর্শন দ্বারা শীতলতা, উষ্ণতা, মৃদুতা ও কঠিনতা এবং নাড়ীপরীক্ষা প্রভৃতি, আর প্রশ্নদ্বারা উদরের লঘুতা, গুরুতা, পিপাসা, অতৃষ্ণা, ক্ষুধা, অক্ষুধা, এবং বলাবলাদি পরীক্ষা করিবে। রোগীকে বিবেচনার সহিত দর্শন এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিলে অথবা সম্যক্ প্রকারে অবস্থার বর্ণন করা না হইলে প্রকৃত রোগ নির্ণীত হয় না, এই বিশেষ বিবেচনার সহিত রোগ পরীক্ষা করা উচিত। নেত্র, জিহ্বা এবং মূত্র প্রভৃতি দেখিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। প্রথমে নেত্রপরীক্ষা—বায়ুর প্রকোপে নেত্র রুক্ষ, ধূম্র ও অরুণবর্ণ অন্তঃপ্রবিষ্ট ও দৃষ্টিস্তব্ধতা হয়। পিত্তপ্রকোপে নেত্র হরিদ্রাখণ্ডের ন্যায় বা রক্ত কিংবা হরিতবর্ণ ও দাহযুক্ত হয় এবং রোগী প্রদীপের আলোক সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। কফের প্রকোপে নেত্র স্নিগ্ধ, অশ্রুপূর্ণ, শুক্লবর্ণ, জ্যোতির্বিহীন এবং বলান্বিত হয়। দুই দোষের আধিক্যে দোষদ্বয়ের মিশ্রলক্ষণসমন্বিত চক্ষু হয়। ত্রিদোষের প্রকোপে চক্ষু অত্যন্ত অন্তর্নিবিষ্ট ও নেত্রের প্রান্তভাগ উন্মীলিত এবং চক্ষু হইতে অনবরত অশ্রুপাত হইয়া থাকে। জিহ্বা পরীক্ষা করিতে হইলে বায়ুর প্রকোপে জিহ্বা শাকপত্রের ন্যায় আভা-বিশিষ্ট, রুক্ষ ও স্ফুটিত হয়। পিত্ত প্রকোপে জিহ্বা রক্ত অথবা শ্যামবর্ণ, কফের প্রকোপে জিহ্বা পরিলিপ্তপ্রায় (চট্-চটের ন্যায়) আর্দ্র ও শুক্লবর্ণ হয়। এই দোষের সংসর্গে দ্বিদোষের লক্ষণযুক্ত, ত্রিদোষের প্রকোপে জিহ্বা দগ্ধবৎ, গোজিহ্বাদির ন্যায় খরস্পর্শ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়। মূত্রপরীক্ষা করিতে হইলে মূত্রবায়ুর প্রকোপে শীতবর্ণ, পিত্তপ্রকোপে রক্ত বা নীলবর্ণ, রক্তবৈগুণ্যে রক্তবর্ণ এবং কফের প্রকোপে

শ্বেতবর্ণ ফেনিল হইয়া থাকে। শরীরের শীতলতা ও উষ্ণতাদি অবগত হইবার জন্য গাত্রে হাত দিয়া দেখিয়া তাহার পর নাড়ী পরীক্ষা করিতে হইবে। নাড়ী পুরুষের দক্ষিণ হস্তের, ও স্ত্রীলোকের বামহস্তের দেখিতে হইবে। তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা মনোযোগের সহিত স্পর্শ করিয়া নাড়ী পরীক্ষাপূর্ব্বক শারীরিক সুখ দুঃখ প্রভৃতি অবগত হইবেন। স্নানের অব্যবহিত পরে, নিদ্রিত অবস্থায়, ক্ষুধিত, পিপাসার্ত্ত, আতপতাড়িত বা ব্যায়ামাদি দ্বারা ক্লান্ত ব্যক্তির নাড়ীপরীক্ষা কর্ত্তব্য নহে। যে হেতু এই সকল অবস্থায় নাড়ীর গতি সম্যক্‌প্রকারে অবগত হইতে পারা যায় না। (ভাবপ্র° ১ খ°)

[নাড়ীপরীক্ষার অন্য বিষয় নাড়ীশব্দ দেখ।]

চরকের বিমানস্থানে ৮ অধ্যায়ে পরীক্ষার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। যে কোন দ্রব্য পরীক্ষা না করিলে তাহার ভাল মন্দ স্থির হয় না। এই জন্য সকল দ্রব্যেই পরীক্ষা করা উচিত।

পরীক্ষিৎ (পুং) পরি সর্ব্বতোভাবেন ক্ষীয়তে হন্তে দুরিতং যেন পরি-ক্ষি-বধে ক্বিপ্‌ তুক্‌ চ বা পরিক্ষীণেষু কুরুষু ক্ষিয়তে ইষ্টে উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং ক্বিপ্‌ ঘঞাদৌ কচিত্তবেৎ, ইতি উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। অর্জ্জুনের পৌত্র, অভিমন্যুর পুত্র উত্তরার গর্ভজাত। মহাভারতে লিখিত আছে, 'কুল পরিক্ষীণ হইলে এই বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য ইহার নাম পরীক্ষিৎ হউক।' * ভাগবতে ইহার নামনিরুক্তি ভিন্নরূপ লিখিত আছে, 'ইনি গর্ভাবস্থায় যে পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া সকল মনুষ্যের পরীক্ষা করিতেন, এই ব্যক্তিই কি সেই পুরুষ? এই জন্যই ইহার নাম পরীক্ষিৎ হইল।' †

মহাবীর অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পরাজিত ও শিরোমণিহীন হইলে তিনি ভাবী পাণ্ডববংশ নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে পাণ্ডবকামিনীগণের গর্ভে ঈষীকাস্ত্র পরিত্যাগ করেন। বাসুদেব জানিতে পারিয়া উত্তরার গর্ভরক্ষা করেন। অশ্বত্থামা শরপ্রভাবে উত্তরাগর্ভ হইতে ছয়মাসের পুত্র হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে বাসুদেবের নিয়োগানুসারে কুন্তী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। পরে ভগবান্‌ বাসুদেব সেই অকালজাত অজাতবালবীর্য্যপরাক্রম ও শস্ত্রাগ্নিদ্বারা দগ্ধ বালককে স্বীয় তেজ দ্বারা সঞ্জীবিত করিলেন। (সৌপ্তিকপর্ব্ব ১৬ অঃ ও আদিপর্ব্ব ৯৫ অঃ)

* "পরিক্ষীণে কুলে জাতো ভবত্বয়ং পরীক্ষিন্নামেতি।" (১।৯৫।৮৪)

তথা—"পরিক্ষীণেষু কুরুষু সোত্তরায়ামজীজনৎ।
পরিক্ষীণত্বংশেন সৌভদ্রস্তাস্মজো বলী॥" (১।৪৯।১৫)

† "স এষ লোকে বিখ্যাতঃ পরীক্ষিদিতি যৎ প্রভুঃ।
গর্ভে দৃষ্টমনুধ্যায়ন্‌ পরীক্ষেত নরেষ্বিহ॥" (ভাগবত ১।১২।৩০)

মহারাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে পরীক্ষিৎকে অভিষিক্ত করিয়া মহাপ্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণদিগের উপদেশানুসারে পরীক্ষিৎ রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

যথাকালে তিনি মাদ্রবতী নামে এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তাঁহার গর্ভে জনমেজয়ের জন্ম। (আদি° ৯৫ অঃ)

মতান্তরে—তিনি রাজা উত্তরের ইরাবতী নাম্নী তনয়াকে পরিণয় করেন, তাঁহারই গর্ভে জনমেজয়াদি ৪টী সন্তান উৎপন্ন হইল। (ভাগবত ১।১৬।২)

মহারাজ অভিমন্যুনন্দন কৃপাচার্য্যকে গুরু করিয়া গঙ্গাতীরে তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ‡। সেই যজ্ঞে দেবগণ মানবগণের নয়নগোচর হইয়াছিলেন।

পরীক্ষিৎ যখন কুরুজাঙ্গলে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় একদিন শুনিলেন তাঁহার রাজ্যমধ্যে কলি প্রবেশ করিয়াছে। তিনি এই অপ্রিয়বার্ত্তা শুনিয়া দুষ্টদমনমানসে দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। সরস্বতীতীরে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, একটী গাভী ও একটী বৃষ অনাথবৎ কাতর হইতেছে এবং রাজবেশধারী এক শূদ্র হস্তে দণ্ড লইয়া তাহাদিগকে আঘাত করিতেছে। বৃষের তিনটী পা নাই, একটী মাত্র পা আছে। সেই বৃষ ত্রিপাদহীন ধর্ম্ম ও সেই গাভী স্বয়ং পৃথিবী। সেই দণ্ডধারী শূদ্ররাজই কলি। বৃষের নিকট পরিচয় পাইয়া পরীক্ষিৎ কলিকে শাসন করিবার জন্য খড়্গোত্তোলন করিলেন। কলি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রাজবেশ ছাড়িয়া তাঁহার পদতলে শরণ লইলেন এবং তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ দ্যূত, মদ্যাদিপান, স্ত্রী, হিংসা এই সকল স্থান কলির অধিকার জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে মিথ্যা, মদ, কাম, হিংসা ও বৈর এই পাঁচটী বস্তুও প্রদান করিলেন। পরে বৃষরূপী ধর্ম্মের তপস্যা, শৌচ, দয়া এই যে তিনটী পদ গিয়াছিল, তাহাও আবার বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। (ভাগবতে ১।১৭ অঃ)

একদিন তিনি মৃগয়ায় বাহির হইলেন। এক মৃগ তাঁহার বাণে বিদ্ধ হইয়া গহনবনে প্রবেশ করিলে তিনি একাকী পদব্রজে অনেক অন্বেষণ করিয়াও মৃগ বাহির করিতে পারিলেন না। একে তখন তিনি ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ, তাহাতে পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। পরে সেই বনমধ্যে এক মৌনব্রত মুনিকে দেখিয়া তাঁহাকে মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি মৌনী ছিলেন, সুতরাং কোন উত্তর দিলেন না। একে ক্ষুধা তৃষ্ণায় রাজা কাতর ছিলেন, তাহাতে শাখা-

‡ ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে জনমেজয়ের পিতা এক পরীক্ষিতের উল্লেখ আছে।

শৃঙ্গ বৃক্ষের ন্যায় উপবিষ্ট ঋষিকে কোন কথা না কহিতে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি জানিতেন না যে ঐ ঋষি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। এখন ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার ধনুষ্কোটীদ্বারা এক মৃতসর্প তুলিয়া সেই মৌনী মুনির স্কন্ধে জড়াইয়া দিলেন। তাহাতে মুনি কোন উত্তর না দেওয়ায় পরীক্ষিৎ ক্ষুধায় কাতর হইয়া নগরে চলিয়া আসিলেন।

সেই ঋষির গোগর্ভে জাত শৃঙ্গী নামে এক মহাতেজা পুত্র ছিলেন। তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিবার কালে তাঁহার এক বয়স্যের নিকট শুনিলেন, কোন ব্যক্তি তাঁহার পিতার অপমান করিয়া তাঁহার গলায় মৃতসর্প জড়াইয়া দিয়াছে। কোপনস্বভাব শৃঙ্গী শুনিবামাত্র জলস্পর্শ করিয়া এই বলিয়া শাপ দিলেন, 'যে পাপাত্মা নিরপরাধে পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প দিয়াছে, আজ হইতে সাতদিনের মধ্যে তক্ষক আসিয়া যেন তাহাকে দংশন করে।' শৃঙ্গী এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া পিতার নিকট গিয়া শাপপ্রদানের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন মুনিবর শমীক গৌরমুখ নামক এক শিষ্যকে পরীক্ষিতের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা তাঁহার নিকট শাপবৃত্তান্ত অবগত হইলেন ও তক্ষক হইতে ভীত হইয়া সতর্ক থাকিলেন। এদিকে সপ্তম দিবস উপস্থিত হইলে ব্রহ্মর্ষি কশ্যপ রাজার নিকট আসিতেছিলেন, পথে নাগরাজ তক্ষক কশ্যপকে তাড়াতাড়ি যাইতে দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওহে ব্রাহ্মণ! তুমি এত তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছ? কশ্যপ উত্তর করিলেন, আজ ভুজগরাজ তক্ষক কুরুকুলপ্রদীপ রাজা পরীক্ষিৎকে দগ্ধ করিবে, আমি তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য যাইতেছি।' তক্ষক কহিলেন, 'আমিই তক্ষক। আমি দংশন করিলে তুমি কি বাঁচাইতে পারিবে? আমার এই অদ্ভুত বীর্য্য দেখ।' এই বলিয়া তক্ষক এক বৃক্ষকে দংশন করিল। দংশনমাত্র সেই বৃক্ষ তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ হইল। তখন কশ্যপ সেই বৃক্ষের জীবন প্রদান করিলেন। তখন তক্ষক কশ্যপকে বলিল, তুমি কি আশায় রাজার নিকট যাইতেছ? কশ্যপ বলিল, অনেক ধনলাভের আশায় যাইতেছি। তাহা শুনিয়া তক্ষক কশ্যপের আশার দ্বিগুণ অর্থ দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিল। পরম ধার্ম্মিক পরীক্ষিৎ সুরক্ষিত প্রাসাদে সাবধানে থাকিলেও তক্ষক ছদ্মবেশে আসিয়া বিষবহ্নিদ্বারা তাঁহাকে ভস্মাবশেষ করিল। (ভারত আদি° ৫০ অঃ)

দেবীভাগবতে লিখিত আছে, রাজা পরীক্ষিৎ আপনার আসন্ন মৃত্যু অবগত হইয়া মন্ত্রিগণকে সতর্ক করিয়া ও সপ্ততল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার রক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে মণিমন্ত্রাদি-ধারী রক্ষিগণ নিযুক্ত করিলেন। সপ্তমদিবসে তক্ষক হস্তিনা-পুরে আসিয়া শুনিলেন যে পরীক্ষিৎ মণিমন্ত্র ঔষধি দ্বারা সুরক্ষিত প্রাসাদে সতর্কতার সহিত বাস করিতেছেন। এখন তক্ষক কিরূপে তাঁহাকে দংশন করিবে এই ভাবনায় অস্থির হইল। শেষে কএকজন সর্পকে তপস্বী সাজাইয়া তাহাদের হাতে ফল দিল ও ফলমধ্যে কীটরূপে নিজে প্রবেশ করিল; কিন্তু তপস্বি-বেশী সর্পদিগকে রক্ষিগণ প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। দ্বারিগণ রাজার অনুমতিক্রমে তাঁহাদের প্রদত্ত ফলগুলি লইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিল। রাজা তপস্বিদত্ত ফল মনে করিয়া মন্ত্রীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেন এবং নিজে একটীমাত্র সুপক্ব ফল লইয়া বিদীর্ণ করিলেন। ফল বিদারিত হইবামাত্র তন্মধ্যে একটী ক্ষুদ্র কীট বাহির হইল। রাজা সেই কীটকে কৃষ্ণলোচন ও তাম্রবর্ণ দেখিলেন। এই কীট দেখিয়া রাজা বিস্মিত হইয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন, সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন, এখন আমার তক্ষক বিষ হইতে আর ভয় নাই; কিন্তু সেই ব্রহ্মশাপের মান রক্ষা করি, এই কীট আমায় দংশন করুক। পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়া তাহাকে গ্রীবাদেশে স্থাপন করিলেন। অমনি সেই ক্ষুদ্র কীট ভয়ানক কালাগ্নিরূপ তক্ষকমূর্ত্তি ধারণ করিল। তাহার বিষজাত অগ্নিশিখা উত্থিত হইয়া রাজাকে শীঘ্রই দগ্ধ করিয়া ফেলিল। এরূপে তক্ষক রাজাকে বিনাশ করিয়া গগনে প্রস্থান করিল। (দেবীভাগ° ২ স্কন্ধে ১০ অঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে, রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপ অবগত হইয়া সাত দিন প্রায়োপবেশন করেন এবং সেই ৭ দিন শুকদেব তাঁহাকে কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে সমস্ত ভাগবত গ্রন্থ শুনাইয়াছিলেন।

(বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি সকল পৌরাণিক গ্রন্থে পরীক্ষিৎ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর কথা পাওয়া যায়।)

২ কুরুপুত্রভেদ। ৩ অনশ্বপুত্র ও ভীমসেনের পিতা। (ভারত ১।৯৫।৪০) ৪ অযোধ্যারাজভেদ।

পরীক্ষিত (পুং) পরিক্ষীণে কুরুকুলে ক্ষীয়তিস্ম ঈষ্টেস্ম ইতি পরি-ক্ষি-ক্ত, উপসর্গস্য দীর্ঘত্বং। অভিমন্যুপুত্র।

"পরিক্ষীণেষু বংশেষু জাতো যস্মাৎ বরঃ স্মৃতঃ।
তস্মাৎ পরীক্ষিতোনাম বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে॥"

(দেবীভাগবত ২।৭।৬)

পরীক্ষা সঞ্জাতা অস্য, তারকাদিত্বাদিতচ্। (ত্রি) ২ কৃত-পরীক্ষা, যাহার পরীক্ষা করা হইয়াছে, যাহার দোষগুণ বিচারিত হইয়াছে।

পরীক্ষিতব্য (ত্রি) পরি-ঈক্ষ-তব্য। পরীক্ষণীয়, পরীক্ষার যোগ্য, যাহার পরীক্ষা উচিত।

পরীক্ষিন্ (ত্রি) পরি-ঈক্ষ-ইনি। পরীক্ষাকারক, যুক্তি ও প্রমাণাদি দ্বারা যিনি পরীক্ষা করেন।

পরীক্ষ্য (ত্রি) পরি-ঈক্ষ-ণ্যৎ। পরীক্ষার যোগ্য। যাহার দোষগুণ বিচার হইবার যোগ্য।

পরীজ্যা (স্ত্রী) যজ্ঞাঙ্গ পূজ্যাভেদ, পরিযজ্ঞ।

পরীণস্ (পুং) পরি-নস্-কিপ্। ১ ব্যাপক। (ঋক্ ৫।১০।১) ২ চারিদিকে বদ্ধ। "ত্বং ন ইন্দ্র রায়া পরীণসা।" (ঋক্ ১।১২৯।৯) 'পরীণসা পরিতোনদ্ধেন' (সায়ণ) ৩ মহৎ। "ইন্দ্র রায়া পরীণসা" (ঋক্ ৪।৩১।১২) 'পরীণসা মহতা রায়া ধনেন' (সায়ণ)

পরীণসা (অব্য) পরি-নস-ব্যাপ্তৌ বাহু° আৎ দীর্ঘঃ। বহুপদার্থ। (নিঘণ্টু) (ঋক্ ৯।৯৭।৯)

পরীণহ (স্ত্রী) পরি-নহ-ভাবে কিপ্, 'নহি বৃতীত্যাদিনা' পূর্ব্বপদস্ত দীর্ঘঃ। পরীণহন, আচ্ছাদন। "চক্রাণাসঃ পরীণহং পৃথিব্যাঃ" (ঋক্ ১।৩৩।৮) "পরীণহং আচ্ছাদনং সর্ব্বতোব্যাপ্তিং" (সায়ণ) (শত° ব্রা° ২।৩।১।৩৯, তৈত্তিরীয় আর° ৫।১।১) ২ পরিতো বন্ধন। ৩ তৎ কর্ম্ম।

৪ কুরুক্ষেত্রস্থ জনপদভেদ। (কাত্যায়নশ্রৌতসূ° ২৪।৬।৩৪, লাট্যায়ন ১০।১৯।১, পঞ্চবিংশব্রা° ২৫।১৩।১, শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূ° ১৩।২৯।৩২)

পরীণায় (পুং) পরিতো নয়নং, পরি-নী-ঘঞ্। 'উপসর্গস্ত দীর্ঘত্বং কিপ্ ঘঞাদৌ কচিৎ ভবেৎ' ইতি পাক্ষিকো দীর্ঘঃ। পরীণায়, শারীর (পাশার) উন্নয়ন। (অমরটীকা ভরত)

পরীত (ত্রি) পরি-ই-ক্ত। পরিবেষ্টিত। (হেম)
"ততঃ কামপরীতাঙ্গী সকৃৎপ্রচলমানসা।" (ভারত ১।১১২।৭)
২ চতুর্দ্দিকে গমন।

পরীতৎ (ত্রি) পরি-তন্-কিপ্ (নহিবৃতি বৃধিব্যধীতি। পা ৬।৩।১১৬) ইতি পূর্ব্বপদস্ত দীর্ঘঃ। সর্ব্বতোভাবে বিস্তৃত।

পরীতাপ (পুং) পরি-তপ ঘঞ্, ঘঞিদীর্ঘঃ। পরিতাপ।

পরীতি (স্ত্রী) পুষ্পাঞ্জন। (বৈদ্যকনিঘণ্টু)

পরীতিন্ (ত্রি) পরিত, পরিবেষ্টিত।

পরীতোষ (পুং) পরি-তুষ-ঘঞ্, ঘঞি দীর্ঘঃ। পরিতোষ, সন্তোষ।

পরীত্ত (ত্রি) সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র।

পরীদাহ (পুং) পরি-দহ-ঘঞ্, ততো দীর্ঘঃ। পরিদাহ।

পরীধ্য (ত্রি) প্রজ্বলন বা জ্বালাইবার যোগ্য।

পরীপ্সা (স্ত্রী) পর্য্যাপ্তুমিচ্ছা, পরি-আপ-সন্ ততো অ, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ পাইবার ইচ্ছা। ২ ক্ষিপ্রতা।

পরীপ্সু (ত্রি) পাইবার ইচ্ছুক।

পরীভাব (পুং) পরি ভাব্যতে ইতি পরি-ভাবি-ঘঞ্ বৈকল্পিকদীর্ঘশ্চ। পরিভাব, অনাদর। (অমরটীকায় ভরত)

পরীর (স্ত্রী) পূর্য্যতেঽনেনেতি পৄ-ঈরন্ (কৄশৄপৄ কটীতি। উণ্ ৪।৩০) ফল। (উজ্জ্বল)

পরীমন্ (ত্রি) ১ দৈব। "অগ্ন যজতে পরীমণি" (ঋক্ ৯।৭১।৩) 'পরীমণি দৈবে' (সায়ণ) ২ প্রচুর।

পরীরম্ভ (পুং) পরিরভ্যতে ইতি পরি-রভ-ঘঞ্, ভাবে বৈকল্পিক-দীর্ঘত্বং। পরিরম্ভ, আলিঙ্গন। (ভরত দ্বিরূপকোষ)

পরীবর্ত্ত (পুং) পরি-বৃত-ঘঞ্ (উপসর্গস্ত ঘঞ্যমনুষ্যে বহুলম্ ইতি। পা ৬।৩।১২২) ইতি দীর্ঘঃ। পরিবর্ত্তন, পর্য্যায়, প্রতিদান, নৈমেয়, নিময়, পরিবর্ত্ত, বৈমেয়, বিনিময়, পরিদান। (শব্দর°) ২ কূর্ম্মরাজ। (জটাধর)

পরীবাদ (পুং) পরি-বদ ভাবে ঘঞ্, ততো দীর্ঘঃ। দোষোদ্ভাস। পর্য্যায়—কুৎসা, নিন্দা, জুগুপ্সা, গর্হা, গর্হণ, নিন্দন, কুৎসন, পরিবাদ, জুগুপ্সন, আক্ষেপ, অবর্ণ, নির্ব্বাদ, অপক্রোশ, ভৎ'সন, উপক্রোশ, অপবাদ, অববাদ। (শব্দর°) ২ বীণাদি বাদন। (জটাধর)

পরীবার (পুং) পরিব্রিয়তেঽনেনেতি পরি-বৃ-ঘঞ্, উপসর্গস্ত দীর্ঘঃ। ১ খড়্গকোষ। ২ জঙ্গম, পরিজন। ৩ পরিচ্ছদ, শোভাজনক উপকরণ, ছত্রচামরাদি। (ভরত)

পরীবাহ (পুং) পরিতো বহত্যনেনেতি পরি-বহ-ঘঞ্, ততো দীর্ঘশ্চ। ১ জলোচ্ছ্বাস। ২ দ্রবদ্রব্যের প্রবাহ। "রুধিরস্ত পরীবাহন্ পুরয়িত্বা সরাংসি চ।" (ভারত ৭।৬৮।১৩) পরিত উহ্যতে ইতি ঘঞ্। ২ রাজযোগ্যবস্তু। (মেদিনী)

পরীষ্টি (স্ত্রী) পরি-ইষ-ক্তিন্। ১ গবেষণা। ২ অনুসন্ধান, অন্বেষণ। ৩ পরিচর্য্যা, সেবা। ৪ ইচ্ছা, অভিলাষ।

পরীসার (পুং) পরি-সৃ-ঘঞ্, ততোদীর্ঘঃ। ১ পরিসর্য্যা। ২ সর্ব্বতোগমন, পরিসরণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ।

পরীহার (পুং) পরিহরণমিতি পরি-হৃ-ঘঞ্, ততোদীর্ঘঃ। অবজ্ঞা, অনাদর।

পরীহাস (পুং) পরি-হস-ঘঞ্, ততোদীর্ঘঃ। পরিহসন, উপহাস। "পরীবাদং ন কুর্ব্বীত পরীহাসঞ্চ পুত্রক।" (মার্ক° পু° ৩৪।৮৪) পর্য্যায়—দ্রব, কেলি, ক্রীড়া, লীলা, নর্ম্ম, পরিহাস, কেলিমুখ, দেবন। (ত্রিকা°)

পরু (পুং) পিপর্ত্তীতি পূর্ত্তৌ পৄ বাহুলকাৎ উ। ১ সমুদ্র। ২ স্বর্গলোক। ৩ গ্রন্থি। ৪ পর্ব্বত। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

পরুচ্ছেপ (পুং) পরুষি শেফোঽস্য পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ঋষিভেদ, দিবোদাস। (নিরুক্ত ১০।৪৩)

পরুৎ (অব্য) পূর্ব্বস্মিন্ বৎসরে, ইতি। (সদ্যঃ পরুদিতি। পা ৫।৩।২২) ইতি পূর্ব্বস্ত পরভাবঃ, উৎচ। গতবৎসর, পরবর্ষ।

পরুত্ন (ত্রি) পরুৎ গতবৎসরে ভবঃ, (চিরপরুৎ পরারিভ্যস্ত্নো বক্তব্যঃ। পা ৪।৩।২৩ বার্ত্তিক) ইতি ত্ন। পরবৎসরে ভব, যাহা পরবৎসরে হইয়াছে। গতবর্ষীয়।

পরুদ্বার (পুং) পরু সমুদ্রঃ পর্ব্বতো বা দ্বারমিব যস্য। ঘোটক।

পরুল (পুং) পরুদ্বার। (হেম)

পরুষ (ক্লী) পিবর্ত্তি অলং বুদ্ধিং করোতীতি উষচ্ (পৄ নহি কলিভ্য উষচ্। উণ্ ৪।৭৫) নিষ্ঠুর বাক্য, কার্কশ্য, কাঠিন্য, অপরের দেশ, জাতি, কুল, বিদ্যা, শিল্প, রূপ, বৃত্তি, আচার, পরিচ্ছদ, শরীর ও কর্ম্মজীবির প্রত্যক্ষরূপে যে দোষ বচন, তাহাকে পরুষ কহে।

"তামুবাচ ততো রামঃ পরুষং জনসংসদি।
অমৃষ্যমাণা সা সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী॥"
(হৈম রামায়ণ ১।১।৮২)

২ নীল ঝিণ্টী। (শব্দচ°) (ত্রি) ৩ কর্ব্বুর।
"অসিতবিচিত্রনীলপরুষো জনঘাতকরঃ॥" (বৃহৎস° ৩।৩৯)
৪ রুক্ষ, কর্কশ, কঠিন, নিষ্ঠুর, উদ্ধত। (হেম° রামায়ণ ১।৫৮।১০) ৫ নিষ্ঠুরোক্তি। ৬ মলিন। 'ভস্ম পুরুষেঽপি গিরিশে স্নেহময়ীত্বমুচিতেন স্বভগামি" (আর্য্যাসপ্তশতী ৪১৯)

পরুষাক্ষর (ত্রি) কর্কশবচন। যাহার বর্ণ সকল অতি কর্কশ।
"সেবকঃ স্বামিনং দ্বেষ্টি কৃপণং পরুষাক্ষরং।" (পঞ্চতন্ত্র ১।৫৬১)

পরুষাহ্ব (পুং) একপ্রকার নল গাছ।

পরুষিত (ত্রি) পরুষোঽস্য সঞ্জাতঃ, পরুষ-ইতচ্। কর্কশভাষী।
"সাধোঃ পরুষিতস্যাপি মনো ন যাতি বিক্রিয়াং।"
(হিতোপ° ১।৮১)

পরুষিমন্ (পুং) পরুষ-অস্ত্যর্থে ইমন্। পরুষযুক্ত, পরুষ ব্যবহারী।
"অভিমানমেব তৎপরুষিমানং নিরস্তি।" (ঐত° ব্রা° ৪।২৬)

পরুষীকৃত (ত্রি) অপরুষঃ পরুষঃ কৃতঃ, অভূততদ্ভাবে চ্বি, ততঃ দীর্ঘঃ। পূর্ব্বে যাহা পরুষ ছিল না, তাহা পরুষ করা হইয়াছে।

পরুষেতর (ত্রি) পরুষাদিতরঃ। কোমল, পরুষ ভিন্ন।

পরুষোক্তি (স্ত্রী) পরুষা উক্তিঃ। ১ নিষ্ঠুর কথন।
(ত্রি) পরুষা উক্তির্যস্য। ২ নিষ্ঠুর বাক্যবাদী, যিনি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করেন।

পরুষোক্তিক (ত্রি) পরুষমেব উক্তির্যস্য, ততঃ স্বার্থে কন্ কপ্ বা। নিষ্ঠুরবক্তা।

পরুস্ (ক্লী) পৄ-উস্ (অর্ত্তি-পৄ বপি যজিতনীতি। উণ্ ২।১১৮) গ্রন্থি। "কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষঃ পরুষস্পরি।"
(শুক্ল যজু° ১৩।২০) (ঋক্ ১০।৯৭।১২)
২ পরুষফল।

পরূষ (ক্লী) পৄ-উষন্। ফল বৃক্ষভেদ। পরুষফল, ফরষা ও ফলুহ হিন্দী। (Xylocarpus Granatum) ফলসা। পর্য্যায়—পরুষক, নাগদলোপম, পরুষ, অল্পাস্থি, পরাপর, নীলচর্ম্ম, গিরিপীলু, পরাবত, নীলমণ্ডল, পরু। ইহার গুণ—অম্ল, কটু, কফজ পীড়া ও বাতনাশক। অপক্ক পরুষের গুণ—পিত্তবৃদ্ধিকারক ও উষ্ণ। পক্কের গুণ—মধুর, রুচিপ্রদ, পিত্ত ও শোফনাশক, তর্পণ। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে—অপক্ককষায়, অম্ল, পিত্তকর ও লঘু, পক্ক মধুর, পাকে শীত, বিষ্টম্ভী, বৃংহণ, হৃদ্য, তৃষ্ণা, পিত্ত, দাহ, অস্র, জ্বর, ক্ষয় ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্রকাশ) হারীত মতে ইহা সকল প্রকার সন্নিপাতনাশক। (চরকসূত্রস্থান ২৭ অধ্যায় এবং সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬ অধ্যায়ে ইহার গুণের বিষয় আছে।)

পরূষক (ক্লী) পরূষ স্বার্থে-কন্। পরুষফল।
'পরূষকং পরূষং স্যাৎ কচিন্নাগদলোপমং।' (বৈদ্যকস°)

পরূষকস্থলী, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবর্ণিত জনপদভেদ, বর্ত্তমান নাম পেশাবর।

পরূষকাদি (পুং) পরূষক আদির্যস্য। গণভেদ। পরূষক, বরা, দ্রাক্ষা, কট্ফল, কতকফল, রাজাহ্ব, দাড়িমশাক। এই সকল দ্রব্য পরূষকাদিগণ, এই গণদ্বারা যে কষায় প্রস্তুত হয়, তাহাকেও পরূষকাদি কহে। ইহার গুণ—তৃষ্ণা, বাত ও মূত্রনাশক। (বাভট সূত্রস্থান ১৫ অঃ)

পরেণ্ডা, নিজাম রাজ্যের নলদুর্গ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর ও দুর্গ। আহ্মদনগর জেলার সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮° ১৬´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩০´ ১৮´´ পূঃ। বাহ্মনীরাজ ২য় মহম্মদ শাহের প্রধান মন্ত্রী মাহ্মুদ খাজা গবান্ এই দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে মোগলসৈন্য আহ্মদনগর আক্রমণ ও জয় করিলে এই নগর উক্ত সময়ে কিছুকালের জন্য নিজামশাহী রাজগণের রাজধানীতে পরিণত হইয়াছিল। ১৬৩০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহজহানের সেনাপতি আজম্ খাঁ এবং ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র শাহসুজা এই দুর্গ আক্রমণ এবং অবরোধ করিয়া জয় করিতে পারেন নাই। এই নগর ধ্বংসপ্রায় হইলেও দুর্গের অবস্থা সুন্দর।

পরেত (ত্রি) পরং লোকমিতঃ। মৃত, মড়া।
"অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়োর্বিকীর্ণকেশাসু পরেতভূমিষু।"
(কুমার ৫।৬৮)
(পুং) ২ ভূতান্তর ভূতযোনিবিশেষ। ৩ প্রেত।

পরেতভূমি (স্ত্রী) পরেতানাং মৃতানাং ভূমিঃ। প্রেতভূমি, প্রেতদিগের আবাসস্থল, শ্মশান।

পরেতরাজ (পুং) পরেতেষু মৃতেষু রাজতে ইতি রাজ দীপ্তৌ (সৎসূদ্বিষেতি। পা ৩।২।৬১) ইতি ক্বিপ্ বা পরেতানাং প্রেতানাং রাট্। প্রেতরাজ যম।

পরেতবাস (পুং) পরেতানাং বাসঃ। শ্মশানভূমি, পরেতভূমি।

পরেদ্যবি (অব্য) পরস্মিন্নহনি (সদ্যঃ পরুদিতি । পা ৫।৩।২২) ইতি নিপাতনাৎ সাধু। পর দিন।

"পূরেদ্যবাদ্য পূর্ব্বেদ্যুরশ্বেদ্যুশ্চাপি চিন্তয়ন্‌।

বৃদ্ধিক্ষয়ৌ মুনীন্দ্রাণাং প্রিয়স্তাবুকতামগাৎ ॥" (ভট্টি ৪।১৩)

পরেদ্যুস্‌ (অব্য) পর-এদ্যুস্‌। পরদিন।

পরেপ (ত্রি) পরা গতা আপো যত্র (দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপ ঈৎ। পা ৬।৩।৯৭। 'অবর্ণান্তাদ্বা' বার্ত্তিক) ইতিঈৎ। পরাপ, যাহা হইতে জল নির্গত হইয়াছে। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)

পরেল, বোম্বাই নগরীর উত্তর উপকণ্ঠস্থিত একটী প্রধান নগর। বিক্টোরিয়া টার্মিনস্‌ হইতে ২ ক্রোশদূরে অবস্থিত। পূর্ব্বে য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ এই রমণীয় স্থানে বাস করিত। এখনও এখানে গবর্মেণ্ট-প্রাসাদ বর্ত্তমান আছে। এই প্রাসাদ পূর্ব্বে জেস্যুইট সম্প্রদায়ের গির্জ্জা ও 'কন্‌ভেণ্ট' ছিল। যখন বোম্বাই প্রদেশ ইংরাজের হস্তগত হয়, সেই সময়ে জেস্যুইটদিগের বান্দোরা কলেজের অধ্যক্ষ অনেক জমি দখল করিয়া বসেন। ইংরাজগণ উক্ত অধিকার গ্রাহ্য করিলেন না, জেস্যুইটগণ (১৬৮৯-৯০ খৃষ্টাব্দে) ইংরাজ বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন ; এই যুদ্ধে সিদি জাতীয়েরা জেস্যুইটদিগের সহায়তা করে। যুদ্ধে জেস্যুইটগণ পরাজিত হইলে ইংরাজরাজ সিদিদিগের নিকট হইতে ধর্ম্মমন্দির ও তদধিকৃত স্থানসমূহ কাড়িয়া লন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে জেস্যুইটদিগকে বোম্বাই হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপরিচালন-ভার ইংরাজ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক কার্ম্মেলাইট্‌ (Carmelites)-দিগের হস্তে সমর্পিত হয়। বিশপ হিবার লিখিয়াছেন, পরেলের গির্জ্জামন্দির ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একজন পারসীর অধীনে থাকে। পরে ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ ঐ বাটী তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে হরন্‌বি সাহেব সর্ব্বপ্রথম গবর্ণর হইয়া এই বাটিকায় পদার্পণ করেন। ১৮১৯-২৭ খৃষ্টাব্দে পুরাতন বাটীর জীর্ণসংস্কার হইয়াছে।

পরেশ (পুং) পরঃ ঈশঃ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু।

পরেশগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম্‌ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। এখানে গবর্মেণ্টের অধিকারে ১১০ খানি ও জমিদারদিগের অধীন ২৩ খানি গ্রাম আছে। ভূমির পরিমাণ সর্ব্বসমেত ৬৪০ বর্গমাইল।

পরেশজী ভোন্‌স্‌লে, মহারাষ্ট্রসর্দ্দার নাগপুরপতি রঘুজী ভোন্‌স্‌লের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য হেতু তাঁহাকে সুচারুরূপে রাজকার্য্যপরিচালনে অক্ষম দেখিয়া সাধারণের আগ্রহে তদীয় ভ্রাতৃসম্পর্কীয় মধুজী ভোন্‌স্‌লে (অপ্পা সাহেব) সর্ব্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। উক্ত মধুজী আর্গামের যুদ্ধে বিশেষ দক্ষতার সহিত আপনার বলবীর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। সুচতুর মহারাষ্ট্রসেনানী আপনার পদ দৃঢ় রাখিবার মানসে রাজকর্ম্মচারীদিগের পরামর্শ না লইয়া মূর্খরাজাকে বুঝাইয়া ইংরাজের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। উক্ত বৎসরে ২৭এ মে মাসে সন্ধির সর্ত্ত ধার্য্য হইয়া গেল, ইহাতে কোম্পানি বাহাদুর নাগপুররাজকে গৃহ ও বহিঃ শত্রু হইতে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন এবং মহারাষ্ট্র-সর্দ্দারও পক্ষান্তরে ইংরাজের সহায়তার জন্য একদল অশ্বারোহী, ৬ হাজার পদাতি এবং একদল য়ুরোপীয় কামানবাহী সৈন্যদল পোষণ করিবার জন্য ৭॥০ লক্ষ টাকা দিবেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহাকে নিজ খরচে তিনহাজার অশ্বারোহী ও দুই হাজার পদাতি রাখিতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য রাজপুরুষদিগের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। অনেকেই অপ্পার শত্রু হইয়া দাঁড়াইল, এমন কি স্বয়ং পেশবাও তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলেন। অপ্পা সাহেব আপনাকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ ১লা ফেব্রুয়ারীতে পরেশজীকে রাত্রিযোগে হত্যা করেন।

পরেষ্টুকা (স্ত্রী) পরৈরিষ্যতে ইতি ইষ বাহুলকাৎ তু, স্বার্থে কন্‌, স্ত্রিয়াং টাপ্‌। বহুসূতি, বহুপ্রসূতা গাভী, যে গাভীর সন্তান হইয়াছে।

পরৈধিত (ত্রি) পরৈরেধিতঃ সম্বর্দ্ধিতঃ। ঔদাসীন্য দ্বারা পরপুষ্ট। পরকর্ত্তৃক সংবর্দ্ধিত, পর্য্যায়—পরাচিত, পরিস্কন্দ, পরজাত। (পুং) ২ কোকিল।

পরৈনী, বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। কিয়ান্‌ বা কেননদীর তীরে অবস্থিত। এখানে প্রস্তরনির্ম্মিত অনেক প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়।

পরোক্ষ (ক্লী) অক্ষোঃ পরং। অপ্রত্যক্ষ। অসাক্ষাৎ। চক্ষুর অগোচর।

"পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্‌।

বর্জ্জয়েৎ তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্‌ ॥" (চাণক্য)

পরোক্ষং পরোক্ষত্বং বিদ্যতেঽস্য 'অর্শ আদিভ্যোঽচ্‌' ইতি অচ্‌। (ত্রি) ২ তদ্‌বিশিষ্ট, পরোক্ষজ্ঞানবিশিষ্ট, শ্রুতি ও আপ্তবাক্যাদিজনিত জ্ঞানবিশেষ।

"অস্তি কূটস্থ ইত্যাদৌ পরোক্ষং বেত্তি বার্ত্তয়া।" (পঞ্চদশী ৭।৩১)

(পুং) পরোক্ষমস্ত্যস্যেতি অচ্‌। ২ তপস্বী, তপস্বীদিগের শ্রুতি ও আপ্তবাক্যাদিজনিত জ্ঞান আছে বলিয়া পরোক্ষ শব্দে তপস্বী বুঝায়। ৩ যযাতিপৌত্র, অনুর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৩।১)

পরোক্ষত্ব (ক্লী) পরোক্ষস্য ভাবঃ, ত্ব। চক্ষুর অগোচরের ভাব।

পরোক্ষবৃত্তি (স্ত্রী) পরোক্ষা বৃত্তিঃ। চক্ষুর অগোচর কার্য্য।

পরোক্ষার্থ (ত্রি) ১ অদৃষ্ট অর্থ, অদৃষ্ট বিষয় বা বস্তু।

পরোঢ়া (স্ত্রী) পরেণ ঊঢ়া। পর কর্তৃক বিবাহিতা।

পরোন, মধ্যভারতের গুণা সব-এজেন্সীর অধীনস্থ ইংরাজরক্ষিত একটী সামন্তরাজ্য, গোয়ালিয়ার-রাজের অধিকারভুক্ত। এখানকার রাজবংশীয়গণ আপনাদিগকে অযোধ্যার কচ্ছবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। পূর্ব্বে ইহারা নরবারের 'ঠাকুর' নামে পরিচিত ছিল। দৌলতরাও সিন্ধিয়া নরবার-সর্দার মধুসিংহের পৈতৃক সম্পত্তি কাড়িয়া লন। সেই জন্য উত্তেজিত হইয়া মধুসিংহ উপর্য্যুপরি সিন্ধিয়ারাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠনপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার উপদ্রবে সিন্ধিয়ারাজের প্রজারা বিশেষ উত্যক্ত এবং রাজা স্বয়ংও বিচলিত হইয়া পড়িলেন; কাজেই তিনি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে যত্নবান্ হইলেন। ইংরাজ রেসিডেন্টের মধ্যস্থতায় মধুরাও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পরোনরাজ্য ও ছয়খানি গ্রামের শাসনভার গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু বন্দোবস্ত রহিল যে, তাহার উপর যেমন ইংরাজরাজ কটাক্ষ রাখিবেন, তদ্রূপ তিনি সিন্ধিয়া-সীমান্তে দস্যুর উপদ্রব নিবারণে যত্নবান্ থাকিবেন। ইহার বংশধর রাজা মানসিংহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদলে যোগদান করেন; কিন্তু ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে তিনি উপযুক্ত মাসহারা পাইয়া ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন এবং তাহার পৈতৃক সকল সম্পত্তিই ফিরিয়া পান। বিদ্রোহী তাঁতিয়া তোপীকে ধরিবার জন্ত তিনি ইংরাজের যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত ইংরাজরাজ তাঁহাকে বাৎসরিক হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ প্রদান করিয়াছেন।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মানসিংহের মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র গজন্ধর সিংহ পিতৃপদে অভিষিক্ত হন। যেখানে সামন্ত-রাজের বাস, তাহাই পরোননগর নামে খ্যাত। অক্ষা° ২৪° ৫৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৭´ পূঃ। এখানকার পুরাতন দুর্গ-প্রাচীরের কতকাংশ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজসৈন্ত কর্তৃক ধ্বংসে পরিণত হয়।

পরোপকার (পুং) পরেষামুপকারঃ। অন্তের উপকার। পরের হিতসাধনব্যাপার, পরের উপকার করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। পূর্ব্বে দধীচি প্রভৃতি মুনিগণ নিজ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও পরোপকার করিয়াছিলেন। ঋষিগণ পরোপকারের জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। পরোপকার, সকল ধর্ম্মস্বরূপ এবং সকল ধর্ম্মজ্ঞদিগের লক্ষত। পরোপকার দ্বারা যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাহা শত অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য।*

পরোপকারিন্ (ত্রি) উপ-কৃ-ণিনি পরেষামুপকারী। যিনি পরের উপকার করেন, পরোপকারক।

পরোপজাপ (পুং) শত্রুদিগের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটান।

পরোবাহু (ত্রি) পরো বাহুর্যস্মো বধা, নিপাতনাৎ স্থুট্। পরম বহুযুক্ত। (শতপথব্রাহ্মণ ৬।৫।৩।১০)

পরোয়া (পারসী) ১ চিন্তা। ২ ভয়।

পরোয়ানা (পারসী) আজ্ঞাপত্র, হুকুমনামা।

পরোরজস্ (ত্রি) রজসঃ পরঃ, স্থুট্ নিপাতনাৎ সাধু। ১ রাগাভাগ। ২ বিযুক্ত। (শতপথব্রাহ্মণ ১৪।৭।১।৩।)

পরোলক্ষ (স্ত্রী) লক্ষাৎ পরঃ, স্থুট্ নিপাতনাৎ সাধু। ১ লক্ষ সংখ্যা হইতে অধিক সংখ্যা। ২ তদন্বিত।

পরোলী, গঙ্গাতীরবর্ত্তী একখানি প্রাচীন গ্রাম। কাণপুর নগরের প্রায় ৭ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পরোবরং (অব্য) ১ পরম্পরাক্রমে। ২ মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত।

পরোবরীণ (ত্রি) পরাংশ্চাবরাংশ্চানুভবতি (পরোবরপরম্পর-পুত্রপৌত্রমনুভবতি। পা ৫।২।১০) ততঃ অবরস্তোত্বং নিপা-ত্যতে। শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠযুক্ত, ভালমন্দযুক্ত।

পরোবরীয়স্ (ত্রি) পরশ্চ বরীয়াংশ্চ নিপাতনাৎ পূর্ব্বপদে স্থুট্। অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ পরমাত্মা।

"পরোবরীয়সীহ লোকান্ জয়তি।" (ছান্দোগ্য° উঃ)

পরোষ্ণিহ্ (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোভেদ।

পরোষ্ণী (স্ত্রী) পরঃ শক্রক্কো যস্তাঃ। তৈলপায়িকা, তেলা-পোকা। ২ কাশ্মীরদেশস্থিত নদীবিশেষ।[১]

পর্কটি (স্ত্রী) পৃচ্ সম্পর্কে বাহুলকাদটি। প্লক্ষ বৃক্ষ, পাকুড়গাছ।

পর্কটী (স্ত্রী) পর্কটি (বহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪৫) ইতি ঙীষ্। প্লক্ষ বৃক্ষ, পাকুড় গাছ।

পর্কটিন্ (পুং) পাকুড় গাছ, পর্য্যায়—প্লক্ষ, জটী, কমণ্ডলুতরু, কপীতন, ক্ষীরী, সুপার্শ্ব, কমণ্ডলু, শৃঙ্গী, অবরোহ, শাখী, গর্দ্দভাণ্ড, পীতন, দৃঢ়প্ররোহ, প্লক্ষক, প্রবঙ্গ, মহাবল। গুণ—

* "এষ মে প্রবয়ো ভাতি শুভধর্ম্মপ্রদো বিধিঃ।
পরোপকরণাদন্যৎ সর্ব্বধর্ম্মঃ স্মৃতঃ বুধৈঃ ॥
পরোপকারিভির্নিত্যা স্বপ্রাণা অপি বিক্রিয়ঃ পুরা।
অন্তিঃ প্রেতোপকারঃ স্যাৎ কিন্ন লভ্যং ময়া পুনঃ ॥
দধীচিনা পুরাণীতঃ লোকস্ত জয়তে ভুবি।
সর্ব্বধর্ম্মময়ঃ সারঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞসম্মতঃ ॥
পরোপকারঃ কর্ত্তব্যঃ প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
পরোপকারজং পুণ্যং তুল্যং ক্রতুশতৈরপি ॥" (পাদ্মোত্তরখণ্ড ২২ অঃ)

(১) "কোট্টকোষরকোট্টাদ্যৈর্ম্মিতৈর্দ্দুর্গৈর্ন্নিতোঽপি নাবিভিঃ।
তীর্ণা পরোষ্ণীঃ তৎসেনাঃ নির্মমাণাপ্রমাথিনীঃ ॥ (রাজত° ৮।২০০৭)

কটু, কষায়, শিশির, রক্তদোষ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও প্রলাপনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে—

"পর্জ্জঃ কষায়ঃ শিশিরো ব্রণযোনিগদাপহঃ।

দাহপিত্তকফাস্রঃ শোথহা রক্তপিত্তহৃৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

কষায়, শিশির, ব্রণ, যোনিরোগ, দাহ, পিত্ত, কফ, অস্র, শোথ ও রক্তপিত্তনাশক।

পর্জ্জনী (স্ত্রী) পরং শ্রাহং জনয়তীতি পর-জন-ণিচ্। 'কর্ম্মণ্যণ্' ইতি অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। দারুহরিদ্রা।

পর্জ্জন্য (পুং) পর্ষতি সিঞ্চতি বৃষ্টিং দদাতীতি পৃষু-সেচনে (পর্জ্জন্যঃ। উণ্ ৩।১০৩) ইতি নিপাতনাৎ ষকারস্য জকারশ্চ সাধুঃ। ১ ইন্দ্র।

"অগ্নীপর্জ্জন্যাববতং ধিয়ং মেহস্মিন্ হবে।" (ঋক্ ৬।৫২।১৬)

২ গর্জ্জনযুক্ত মেঘ। (অমর) ৩ মেঘ। (বিশ্ব) গর্জ্জনযুক্তমেঘ।

"যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।" (গীতা)

৪ কশ্যপপত্নীর পুত্রবিশেষ। এই পুত্র গন্ধর্ব্ব মধ্যে গণনীয়। (ভারত ১।৬৫।৪৪) ৫ বিষ্ণু, বিষ্ণু পর্জ্জন্যের ন্যায় সকল অভিলাষ প্রদান করিয়া থাকেন।

"কুমুদঃ কুন্দরঃ কুন্দঃ পর্জ্জন্যঃ পাবনোঽনিলঃ।"

(ভারত ১৩।১৪৯।১০০)

'পর্জ্জন্যবৎ আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়ং শময়তি সর্ব্বান্ কামানভিবর্ষতীতি পর্জ্জন্যঃ।' (শাঙ্করভাষ্য)

পর্জ্জন্যক্রন্দ্য (ত্রি) মেঘবৎ গর্জ্জনশীল।"

পর্জ্জন্যপত্নী (স্ত্রী) পর্জ্জন্যঃ পতিরিবাস্যাঃ পত্যুর্ন ঙীপ্। ১ বশা। "বশা পর্জ্জন্যপত্নীদেবা অপ্যেতি ব্রাহ্মণাঃ।" (অথর্ব্ব ১০।১০।৬) পর্জ্জন্যস্য পত্নী। ২ ইন্দ্রের পত্নী, শচীদেবী।

পর্জ্জন্যরেতস্ (ত্রি) পর্জ্জন্যো রেতো যস্য। নলস্তেদ।

পর্জ্জন্যবৃদ্ধ (ত্রি) পর্জ্জন্য দ্বারা প্রাপ্তবৃদ্ধি।

পর্জ্জন্যা (স্ত্রী) পর্জ্জন্য-টাপ্। দারুহরিদ্রা। (রাজনি°)

পর্ণ, হরিতীকরণ। অদন্ত, চুরাদি, উভয়পদী, সক, সেট্। লট্ পর্ণয়তি-তে। লোট্ পর্ণয়তু-তাং। লিট্ পর্ণয়াঞ্চকার, চক্রে। লুঙ্ অপপর্ণৎ-ত। মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস লিখিয়াছেন,—লটে 'পর্ণাপয়তি' এইরূপ পদ হইবে।

"পর্ণয়তি পর্ণাপয়তি চম্পকং।" (দুর্গাদাস)

পর্ণ (ক্লী) পিপর্ত্তীতি পৃ-ন (ধা পৃবস্যত্যিভ্যো নঃ। উণ্ ৩।৬) বা পর্ণয়তীতি পর্ণ-অচ্। ১ পত্র, পাতা। (কুমার ৫।২৮) ২ তাম্বূল, পাণ।* [তাম্বূল দেখ।]

"অনিবার মুখে পর্ণং পূগং খাদয়তে নরঃ।

মতিভ্রংশো দরিদ্রঃ স্যাদন্তে ন স্মরতে হরিং॥" (রাজনি°)

পিপর্ত্তি পালয়তি গগনপাতাদিতি পৃ-ন। ৩ পক্ষ, পাখনা, পালক।

"সুরূপং পত্রমালক্য তত্র পর্ণমনুত্তমং।"

(ভারত ১।৩৩।২৩)

(পুং) ৪ পলাশ বৃক্ষ। "অশ্বত্থে বো নিষদনং পর্ণে বো বসতিষ্কৃতা।" (ঋক্ ১০।৯৭।৫)

পর্ণক (পুং) পর্ণ-স্বার্থে কন্। ১ পর্ণশব্দার্থ। ২ ঋষিভেদ। তস্য গোত্রাপত্যং ইঞ্। পার্ণকি, পর্ণক ঋষির গোত্রাপত্য।

পর্ণকার (পুং) পর্ণং তাম্বূলং করোতি উৎপাদয়তি পর্ণ-কৃ-অণ্। বারজীবী, বারুই, এই নামে প্রসিদ্ধ জাতিভেদ। ইহারা তাম্বূল দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এই জন্য ইহাদিগকে পর্ণকার কহে। [বারুই দেখ।]

পর্ণকুটিকা (স্ত্রী) পর্ণকুটী।

পর্ণকুটী (স্ত্রী) পর্ণে নির্ম্মিতা কুটী, মধ্যপদলো° কর্ম্মধা°। পত্রমাত্ররচিত ক্ষুদ্রগৃহ, পাতার ঘর।

পর্ণকৃচ্ছ্র (পুং) পর্ণসাধ্যং কৃচ্ছ্রং ব্রতং যত্র। পত্রকৃচ্ছ্রব্রত।

"পর্ণোদুম্বররাজীববিল্বপত্রকুশোদকৈঃ।

প্রত্যেকং প্রত্যহং পীতৈঃ পর্ণকৃচ্ছ্র উদাহৃতঃ॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য স° ৩।৩১৬)

পলাশপত্রের কাথ, উড়ুম্বর পত্র, পদ্মপত্র, বিল্বপত্রের কাথ এবং কুশজল এই পাঁচ প্রকার জলের মধ্যে প্রত্যেক দিন এক এক রকম জলপান দ্বারা পাঁচদিন অতিবাহিত করিলে যে ব্রত হয়, তাহার নাম পর্ণকৃচ্ছ্র। এই পর্ণকৃচ্ছ্রব্রত পাপনাশক। ইহাকে পত্রকৃচ্ছ্রও কহে। এই ব্রত পঞ্চাহসাধ্য, অর্থাৎ পাঁচ দিন ধরিয়া করিতে হয়।

পর্ণখণ্ড (পুং) পর্ণমেব খণ্ডো যস্য, পুষ্পাদিহীনত্বাৎ তথাত্বং। ১ পুষ্পহীন বনস্পতি, বৃক্ষ। পর্ণস্য তাম্বূলস্য খণ্ডঃ। ২ তাম্বূলৈকাংশ, তাম্বূলের একাংশ। (ক্লী) পর্ণ-সমূহে খণ্ডচ্। ৩ পর্ণসমূহ।

পর্ণখণ্ডেশ্বর, ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রস, গন্ধক, মনঃশিলা ও বিষ প্রত্যেক সমভাগ; একত্র মর্দ্দন করিয়া নিসিন্দাপত্রের রসে ও আদার রসে তিনবার করিয়া ভাবনা দিবে। পরে ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। পাণের সহিত সেবনে শীঘ্র জ্বর নাশ হয়। (ভৈষজ্যর° জ্বরাধিকার।)

পর্ণচীরপট (পুং) মহাদেব। (ভারত শান্তি ২৮৬ অঃ)

পর্ণচোরক (পুং) পর্ণং চোরয়তীতি পর্ণ-চোরি-ণ্বুল্। চোরক নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

পর্ণদত্ত, গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের অধীন সুরাষ্ট্র প্রদেশের

---

* "পর্ণমূলে ভবেদ্ব্যাধিঃ পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ।
জীর্ণং পর্ণং হরেদায়ুঃ শিরাবুদ্ধিপ্রণাশিনী॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(বর্ত্তমান কাঠিয়াবাড়) একজন শাসনকর্ত্তা। ইনি স্বদেশপালক বীর এবং শত্রুদিগের যমস্বরূপ বলিয়া পরিচিত।

পর্ণধি (স্ত্রী) তীরের যেখানে পালক দেওয়া যায়।

পর্ণধ্বস (ত্রি) পর্ণ-ধ্বন্স্-কর্ত্তরি ক্বিপ্। পর্ণধ্বংসকর্ত্তা।

পর্ণনর (পুং) পর্ণৈঃ পলাশপত্রৈর্নির্ম্মিতো নরঃ, নরাকারঃ পুত্তলকঃ। পলাশ পত্র দ্বারা রচিত নরাকার পুত্তল। পিতৃপ্রভৃতির অস্থি না পাইলে দাহের জন্ত তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ শর এবং পলাশপত্র দ্বারা রচিত উর্ণাতন্তুবেষ্টিত ও যবপিষ্টলিপ্ত নরাকার পুত্তলক। যে স্থলে পিত্রাদির অস্থি পাওয়া যায় না, সেইস্থলে এই পর্ণনর দাহ করিয়া অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে হয়। বিধিপূর্ব্বক দাহ না হইলে তাহার অশৌচ বা শ্রাদ্ধাদি নিষিদ্ধ, এই জন্ত অস্থির অলাভে সেই শবের প্রতিনিধিস্বরূপ পর্ণনর নির্ম্মাণ করিয়া প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিয়া তাহার দাহ করিতে হইবে। ইহার বিষয় শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে, অস্থির নাশ হইলে তিনষষ্টিশত পলাশপত্র দ্বারা পুরুষের প্রতিকৃতি করিতে হইবে, ইহার মধ্যে মস্তকদেশে অশীত্যর্দ্ধসংখ্যা, গ্রীবাতে দশ, বক্ষঃস্থলে ত্রিংশৎ, জঠরে ২০, বাহুদ্বয়ে ১০০, দশটী পত্রে দশটী অঙ্গুলি, বৃষণদ্বয়ে দ্বাদশার্দ্ধ, শিশ্নে অষ্টার্দ্ধ, উরুদ্বয়ে শত, জানু এবং জঙ্ঘাতে ত্রিংশৎ ও পদাঙ্গুলিসমূহে দশ, এই সকলসংখ্যক পত্র দ্বারা ঐ ঐ অঙ্গ কল্পিত করিতে হইবে। ইহাতে পুরুষাকৃতি হইবে, এই সকল পত্র উর্ণাসূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া যবপিষ্ট দ্বারা লেপন করিতে হইবে। এইরূপ হইলে তাহাকে মন্ত্রপূর্ব্বক দহন করিতে হয়।

"অস্থিনাশে পলাশানাং ত্রীণি ষষ্টিশতানি চ।
পুরুষপ্রতিকৃতিং কৃত্বা দহেত মন্ত্রপূর্ব্বকম্॥
অশীত্যর্দ্ধন্তু শিরসি গ্রীবায়াং দশ যোজয়েৎ।
উরসি ত্রিংশতং দদ্যাৎ বিংশতিং জঠরে তথা॥
বাহুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাৎ দদ্যাদঙ্গুলিভির্দশ।
দ্বাদশার্দ্ধং বৃষণয়োরষ্টার্দ্ধং শিশ্ন এব চ॥
উরুভ্যাঞ্চ শতং দদ্যাৎ ত্রিংশতং জানুজঙ্ঘয়োঃ।
পদাঙ্গুলিষু চ দশ এতৎ প্রেতস্য লক্ষণম্॥
ঊর্ণাসূত্রেণ সংবেষ্ট্য যবপিষ্টেন লেপয়েৎ॥"

(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত আশ্বলায়নগৃহ্যপরি°)

পূর্ব্বোক্তরূপে পলাশপত্র দ্বারা নর প্রস্তুত হইলে তাহাকে পর্ণনর কহে। শুদ্ধিতত্ত্বধৃত আদিপুরাণে লিখিত আছে,—অস্থির অলাভে পলাশপত্র দ্বারা অথবা শরপত্র দ্বারা পুরুষের প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহা দ্বারা এইরূপ সিদ্ধান্ত হইল যে, আচার ও যোগ্যতা হেতু শরপত্র দ্বারা পুত্তলক নির্ম্মাণ করিয়া মস্তকাদিতে পলাশপত্র দিতে হইবে, তাহা উর্ণাসূত্রে বেষ্টন এবং যবপিষ্ট লেপন করিলে পর্ণনর পদবাচ্য হয়। যদি পিত্রাদি কাহার মৃত্যু হয় এবং তাহার অস্থি যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অশৌচের মধ্যে পর্ণনরদাহ করিলে ঐ অশৌচ কাল মধ্যেই শুদ্ধি হয়। অশৌচকাল অতীত হইয়া যাইলে তাহার পর পর্ণনরদাহ করিলে ত্রিরাত্রাশৌচ হয়, তৎপরে শুদ্ধি।*

পর্ণনরদাহের পর যদি পুনরায় অস্থিলাভ হয়, তাহা হইলে তাহার দাহ করিবে, কিন্তু পিণ্ডাদি দান করিতে হইবে না। কারণ বিষ্ণু বলিয়াছেন, যাহারা অনগ্নিক, তাহারা ত্রিপক্ষ অতীত হইলে পর্ণনর দাহ করিবেন, ত্রিপক্ষের মধ্যে করিবেন না। তদূর্দ্ধ সময় অতীত হইলে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী ও দর্শ (অমাবস্যা) তিথিতে পর্ণনর দাহ করিয়া তিনদিন অশৌচ গ্রহণপূর্ব্বক পিণ্ডাদি দান করিতে হইবে। রঘুনন্দন এই বচনের মর্ম্মানুসারে স্থির করিয়াছেন, অশৌচকাল মধ্যে যদি পর্ণনর দাহ না হয়, তাহা হইলে ত্রিপক্ষের মধ্যে করিবে না, তাহার পরে দাহ করিবে। ত্রিপক্ষের পর কৃষ্ণাষ্টমী বা অমাবস্যার দিন দাহ বিধেয়।

"পুত্রাশ্চেদ্রপলভ্যেরন্ তদস্থীনি কদাচন।
তদলাভে পলাশস্য সম্ভবে হি পুনঃ ক্রিয়া॥"

'হি যস্মাৎ তদলাভে অস্থ্যপ্রাপ্তৌ পলাশস্য তৎকৃতপুত্তলকস্য দাহক্রিয়া। পুনরপি সম্ভবে অস্থিলাভে অস্থিদাহক্রিয়া বিহিতা, তস্মাদ্যদি পুনরস্থীনি প্রাপ্যন্তে তদা পুনর্দাহত্রিরাত্রাশৌচে কর্ত্তব্যে, ন পুনঃ পিণ্ডাদিদানং বক্ষ্যমাণযুক্তেঃ।' বিষ্ণুঃ—

ত্রিপক্ষে তু গতে পর্ণ-নরং দহ্যাদনগ্নিকঃ।
ত্রিপক্ষাভ্যন্তরে রাজন্ নৈব পর্ণনরং দহেৎ॥
তদূর্দ্ধমষ্টমীং প্রাপ্য দর্শং বাপি বিচক্ষণঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

অষ্টমীতে পর্ণনরদাহের বিধান আছে। অষ্টমী শব্দে শুক্লা ও কৃষ্ণা দুইই হইতে পারে, ইহার মধ্যে কোন অষ্টমীতে পর্ণনর দাহ হইবে। ইহার মীমাংসা এইরূপ—পিতৃকার্য্য সকল কৃষ্ণপক্ষে বিহিত হইয়াছে, সেই জন্ত এই প্রেতকার্য্য কৃষ্ণাষ্টমীতেই হইবে, শুক্লাষ্টমীতে হইবে না। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও তট্টীকা পীযূষধারায় লিখিত আছে, প্রেত-

---

* "তদলাভে পলাশোত্থৈঃ পত্রৈঃ কার্য্যঃ পুমানপি।
শতৈস্ত্রিভিস্তথা ষষ্ট্যা শরপত্রৈর্বিধানতঃ॥"

তদলাভে অস্থ্যলাভে। অত্র পলাশপত্রশরপত্রয়োঃ তুল্যত্বেনোপাদানাৎ আশ্বলায়নসূত্রেঽপি প্রতিকৃতৌ শরপত্রস্য লাভঃ। অত্র আচারাৎ যোগ্যত্বাচ্চ শরপত্রৈঃ পুত্তলকং কৃত্বা শিরঃপ্রভৃতিষু পলাশপত্রাণি দেয়ানি। ততো বেষ্টনং উর্ণাসূত্রেণ, লেপনং যবপিষ্টেনেতি। অশৌচাভ্যন্তরদাহে শেষাহেন শুদ্ধিঃ। তদূত্তরপর্ণনরদাহে তু ত্রিরাত্রং।' (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সংস্কার দুই প্রকার, প্রত্যক্ষশরীরের এবং তৎপ্রতিকৃতির, ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষশরীর সংস্কারে শুভাশুভ দিন বিচার করিতে নাই, অর্থাৎ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শবের অগ্নিকার্য্য করিলে দোষ হইবে না; কিন্তু প্রতিকৃতিস্থলে এ নিয়ম নহে, তথায় শুভাশুভ দিনের বিচার আবশ্যক। প্রতিকৃতিসংস্কারে অর্থাৎ পর্ণনরাদি দাহস্থলে তিনপ্রকার কাল বিহিত হইয়াছে, প্রথম অশৌচ মধ্যে, দ্বিতীয় বর্ষাভ্যন্তরে, তৃতীয় সম্বৎসরের পর, যদি অশৌচ মধ্যে প্রতিকৃতি সংস্কার করিতে হয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব দিনশুদ্ধি বিচার করিতে হয়। কিন্তু বর্ষমধ্যে বা তৎপরে যদি প্রতিকৃতি সংস্কার না হয়, তাহাতে দিনশুদ্ধি প্রভৃতি অবশ্যই বিচার্য্য। * শুক্র, শনি ও মঙ্গলবারে, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, ত্রয়োদশী, প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠী এই সকল তিথিতে; মূলা, জ্যেষ্ঠা, আর্দ্রা ও অশ্লেষা, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পূর্ব্বফল্গুনী, ভরণী, মঘা, পুষ্যা ও রেবতী নক্ষত্রে এবং ত্রিপুষ্কর-যোগে প্রতিকৃতিদাহ করিতে নাই। † এই মতে অমাবস্যার দিন প্রতিকৃতিদাহ নিষিদ্ধ, কিন্তু রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিয়াছেন—

"পর্ণনরং দহেন্নৈব বিনা দর্শং কথঞ্চন।
অস্থ্যলাভে তু দর্শে তু ততঃ পর্ণনরং দহেৎ॥
নরঃ পর্ণং দহেন্নৈব প্রাক্ত্রিপক্ষাৎ কথঞ্চন।
ত্রিপক্ষে তু গতে দহ্যাৎ দর্শে প্রাপ্তে হ্যনগ্নিকঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

এই বচনানুসারে অবগত হওয়া যায়, অমাবস্যার দিনই পর্ণনরদাহ প্রশস্ত; কিন্তু মুহূর্ত্তচিন্তামণির মতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

গয়া ও গোদাবরী ব্যতীত গুরু ও শুক্রের অস্ত, পৌষ ও বিষ্ণুশয়নে প্রতিকৃতি দাহ করিবে না। ব্যতীপাতযোগ ও বৈধৃতযোগে পর্ণনরাদির দাহ করিবে না। প্রতিকৃতিসংস্কার কি জন্য করিতে হয়? যাহারা কোনস্থানে গমন করিয়া দৈবাৎ মৃত হইয়াছে এবং যাহাদের মৃত দেহ পাওয়া যায় না, তাহাদের প্রতিকৃতি দাহ করিয়া শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম করিতে হয়, যাহাদের দেহ পাওয়া যায় না, তাহাদের অস্থি সংগ্রহ করিয়া দাহ করিতে হইবে এবং অস্থির অলাভ হইলে তখন. পর্ণনররচিত শব করিয়া তাহার দাহ বিধেয়।

ছন্দোগসূত্রে লিখিত আছে, যদি শরীর বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার অস্থিসংগ্রহ করিয়া ক্ষীরোদকে প্রক্ষালন, তৎপরে কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতি করিয়া দাহ করিবে। যদি অস্থিও না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পলাশপত্র দ্বারা কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতি দাহ করিতে হইবে। পলাশপত্র নিম্নলিখিত নিয়মে সংস্থাপন করিতে হয়—

৪০ মস্তকে, ১০ গ্রীবায়, ২০ বক্ষস্থলে, ৩০ উদরে, ৫০ করিয়া দুই হাতে ১০০, অঙ্গুলিতে ৫, ৭০ করিয়া দুই পাদে, পাদাঙ্গুলিতে ৫ করিয়া ১০, শিশ্নদেশে ৮, বৃষণে ১২, এ ছাড়া ষষ্ঠ্যধিক ত্রিংশৎসংখ্যক পলাশপত্রদ্বারা অবয়ব কল্পনা করিয়া এই পত্ররচিত অবয়ব কৃষ্ণাজিনে করিয়া দাহ করিবে। এই শবপ্রতিকৃতিদাহের নাম পর্ণনরদাহ। এইরূপ পর্ণনরদাহেই কালাদি নিয়ম অপেক্ষা করিতে হয়।[১]

মুহূর্ত্তচিন্তামণি ও তট্টীকা পীযূষধারায় ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে আর অধিক লিখিত হইল না।

পর্ণনাল (স্ত্রী) পাতার নাল।

পর্ণপ্রাত্যিক, জনপদভেদ।

পর্ণভেদিনী (স্ত্রী) পর্ণানি ভিনত্তীতি পর্ণ-ভিদ্-ণিনি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। প্রিয়ঙ্গু। (রাজনি°)

পর্ণভোজন (পুং) পর্ণান্যেব ভোজনং যস্য, পর্ণানি ভুঙ্‌ক্তে ইতি বা পর্ণ-ভুজ কর্ত্তরি-ল্যু। ১ ছাগল। (ত্রি) ২ পত্র-ভোজিমাত্র।

পর্ণমণি (পুং) পর্ণবর্ণো মণিঃ মধ্যলো° কর্ম্মধা°। ১ হরিন্মণি। (অথর্ব্ব ৩।৫।১) ২ ভৌতিক অস্ত্রভেদ।

পর্ণময় (ত্রি) পর্ণস্য বিকারঃ, বিকারে ময়ট্ (দ্ব্যচশ্ছন্দসি। পা

* "অশৌচমধ্যে ক্রিয়তে পুনঃ সংস্কারকর্ম্ম চেৎ।
শোধনীয়ং দিনং তত্র যথাসম্ভবমেব তু॥
অশৌচবিনিবৃত্তৌ চেৎ পুনঃ সংক্রিয়তে মৃতঃ।
সংশোধ্যৈবং দিনং প্রাক্সমূর্দ্ধং সংবৎসরাদ্‌যদি॥
প্রেতকার্য্যাণীতি শেষঃ। অশৌচাৎ পরতো বিচার্য্যমখিলং মধ্যে যথা-সম্ভবমিতি।"

† "একাদশ্যান্তু নন্দায়াং সিনীবাল্যাং ভৃগোর্দিনে।
মন্দস্যে চ চতুর্দ্দশ্যাং কৃত্তিকাসু ত্রিপুষ্করে॥
ন কুর্য্যাৎ গুরুশুক্রাস্তে পৌষে শ্বাপে মলিম্লুচে।
বিলম্বিতং প্রেতকার্য্যং গয়াং গোদাবরীং বিনা॥
প্রেতকার্য্যাপি কুর্ব্বীত শ্রেষ্ঠং তত্রোত্তরায়ণম্।
কৃষ্ণপক্ষে চ তত্রাপি বর্জ্জয়েৎ তু দিনক্ষয়ম্॥"
(মুহূর্ত্তচি° এবং তট্টীকা)

১ "অথাতঃ পুনর্দাহবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ। যদি শরীরং নষ্টেপয়ী-স্থাদায়াস্থীনি ক্ষীরোদকেন প্রক্ষাল্যাস্থিভিঃ কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতিং কৃত্বা পূর্ব্ববদ্দহেৎ, তেষামলাভে পলাশবৃন্তৈঃ কৃষ্ণাজিনে পুরুষাকৃতিং কৃত্বা চত্বা-রিংশতা শিরো দশভির্গ্রীবাং বিংশত্যোরস্ত্রিংশতোদরং পঞ্চাশতা পঞ্চাশতা বাহূ তয়োরেব পঞ্চভিরঙ্গুলীন্ সপ্তত্যা পাদৌ তথৈবাঙ্গুলীভিরষ্টাভিঃ শিশ্নং দ্বাদশভির্বৃষণং তাং কুশৈর্বেষ্টয়িত্বা তস্মিন্ পূর্ব্ববদ্ দহেৎ।" (ছন্দোগসূত্র)
'এভিঃ পলাশবৃন্তৈরবয়বকল্পনা ভবতি তাং প্রতিকৃতিং তস্মিন্ কৃষ্ণাজিনে পূর্ব্ববদিতি পিতৃমেধবিধিনা দহেৎ।" (তট্টীকা)

৪।৩।১৫০) পর্ণের বিকার। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। "যস্ত পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি॥" (শ্রুতি)

পর্ণমাচাল (পুং) পর্ণমাচালয়তীতি পর্ণ-আ-চল-ণিচ্ অণ্, নিপাতনাৎ বিভক্তের্লোপাভাবঃ, বাহুলকাৎ মুম্ বা। কর্ম্মরঙ্গ-বৃক্ষ। (Averrhoa carambola)।

পর্ণমুচ্ (ত্রি) পর্ণানি মুঞ্চত্যত্র মুচ-আধারে ক্বিপ্। বৃক্ষের পর্ণমোচনাধার শিশিরকাল।

পর্ণমূল (স্ত্রী) পর্ণানাং মূলং। তাম্বূলমূল, পাণের বোঁটা।

পর্ণমৃগ (পুং) পর্ণচরো মৃগঃ পশুঃ। পশুভেদ। মৃগগণবিশেষ। ইহার বিষয় সুশ্রুতে লিখিত আছে,—মদ্গু, মূষিক, বৃক্ষশায়িকা, বকুশ, পূতিঘাস ও বানর প্রভৃতি পর্ণমৃগ। ইহাদের মাংসগুণ— মধুর, গুরুপাক, বৃষ্য, চক্ষুষ্য, শোণিতে হিতকর, মলমূত্রবর্দ্ধক, এবং কাস, অর্শ ও শ্বাসনাশক। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬ অ°)

বৃক্ষমর্কটিকা, বানর। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

"বনৌকোবৃক্ষমার্জ্জারবৃক্ষমর্কটিকাদয়ঃ।
এতে পর্ণমৃগাঃ প্রোক্তাঃ সুশ্রুতাদৌ মহর্ষিভিঃ॥
অলোকা বানরো বৃক্ষমার্জ্জারো বৃক্ষবিড়ালঃ॥" (ভাবপ্র°)

পর্ণয় (পুং) ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত অসুরভেদ। (সায়ণ)

পর্ণরুহ্ (পুং) পর্ণং রোহত্যত্র রুহ-আধারে ক্বিপ্। পর্ণজননাধার বসন্তকাল।

পর্ণল (ত্রি) পর্ণ-অস্ত্যর্থে সিধ্মাদিত্বাৎ লচ্। পত্রযুক্ত।

পর্ণলতা (স্ত্রী) পর্ণপ্রধানা লতা। নাগবল্লী, তাম্বূলী লতা। (রাজনি°)

পর্ণবৎ (ত্রি) পর্ণং বিদ্যতেঽস্য, পর্ণ-মতুপ্, মস্য ব। পত্রযুক্ত বৃক্ষ।

পর্ণবল্ক (পুং) ঋষিভেদ। ততো গোত্রাপত্যে গর্গাদিত্বাৎ যঞ্। পার্ণবল্ক্য, তদ্গোত্রাপত্য।

পর্ণবল্লী (স্ত্রী) পর্ণপ্রধানা বল্লী। পলাশীলতা। (রাজনি°)

পর্ণবাদ্য (স্ত্রী) পত্রসঞ্চালন দ্বারা উত্থিত শব্দ।

পর্ণবী (ত্রি) পর্ণমিব অঞ্চতি, অঞ্চ-ক্বিপ্, ততঃ অঞ্চের্বীভাবঃ। খগ। "পর্ণবীরিব দীয়তি" (ঋক্ ৯।৩।১)

পর্ণবীটিকা (স্ত্রী) পর্ণস্য বীটিকা। গুবকীকৃত তাম্বূল, পাণের বিড়া।

পর্ণশদ (পুং) পর্ণানি শদ্যন্তে শীর্য্যন্তে যত্র শদসংজ্ঞায়াং আধারে ঘ। ১ পতিত পর্ণস্থিতিদেশ। ২ তদ্রূপ রুদ্রভেদ। (শুক্লযজু° ১৬।৪৬)

পর্ণশয্যা (স্ত্রী) পর্ণরচিতা শয্যা মধ্যলো° কর্ম্মধা°। পত্ররচিত শয্যা, পাতার বিছানা।

"সুপ্যতে পর্ণশয্যাসু স্বয়ংভগ্নাসু ভূতলে।" (রামা° ২।২৮।১১)

পর্ণশবর (পুং স্ত্রী) পর্ণভক্ষণকরঃ শবরো যত্র।° দেশভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।১৯)

পর্ণশবর, শবর জাতিবিশেষ। ইহারা বৃক্ষপত্র গ্রথিত করিয়া আপনাদের লজ্জা নিবারণ করিত। ইহারা আদিম অনার্য্য-জাতি, যুদ্ধ বিগ্রহাদিতেও বিশেষ পটু ছিল। টলেমী ইহাদিগকে Phullitæ নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আগর নগর ইহাদের রাজধানী ছিল। কেহ কেহ উক্ত আগরকে বর্ত্তমান সাগর বলিয়া অনুমান করেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণেও এই জাতি ও তদ্দেশের উল্লেখ আছে। (মার্ক° পু° ৫৮।১৯) [শবর দেখ।]

পর্ণশবরী, উপদেবী বিশেষ। নেপাল প্রদেশে ইনি 'আর্য্য পর্ণ-শবরী তারাদেবী' নামে খ্যাত। ইনি সর্ব্বদাই পত্রভূষণে ভূষিতা থাকেন। ইহার নামের ধারণী (কবচ) পরিধান করিলে সকল বাধা ও বিঘ্ননাশ হয়। "ভগবতী পিশাচীচ পাশপরশু-ধারিণী" এইরূপ অস্ত্রমালাবিভূষিতা পিশাচী দেবীর বর্ণনা পাওয়া যায়। উপাসনাকালে 'ওঁ পিশাচপর্ণশবরি হ্রীঃ হঃ হুঁ ফট্ পিশাচি স্বাহা' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। পর্ণ-শবরীসাধন সম্বন্ধে সাধনমালাতন্ত্রে বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। (সাধনমালাতন্ত্র ৯০ পটল।)

পর্ণশালা (স্ত্রী) পর্ণরচিতা শালা। পত্ররচিত কুটীর, পাতার ঘর। পর্য্যায়—উটজ, পর্ণোটজ।

"নির্দ্দিষ্টাং কুলপতিনা স পর্ণশালা-
মধ্যাস্য প্রযতপরিগ্রহদ্বিতীয়ঃ॥" (রঘু ১।৯৫)

২ মধ্যদেশস্থিত গ্রামবিশেষ। * এই দেশ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী, এবং যামুনগিরির অধোদিকে অবস্থিত, এই স্থান অতি রমণীয় ও ব্রাহ্মণদিগের আবাসভূমি।

পর্ণশালা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত একটী তীর্থক্ষেত্র। ভদ্রাচলম্ নগর হইতে ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

পর্ণশালাগ্র (পুং) ভদ্রাশ্ববর্ষস্থিত কুলাচলভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।১৫)

পর্ণশুষ্ (পুং) পর্ণং শুষ্যত্যত্র, শুষ-আধারে ক্বিপ্। বৃক্ষের পত্রশোষক শীতকাল।

পর্ণস (ত্রি) পর্ণস্যাদূরদেশাদি। পর্ণতৃণাদিত্বাৎ স। পর্ণের অদূর দেশাদি।

পর্ণসি (পুং) পৄ পূরণে অসি ণুক্চ (সানসি বর্ণসি পর্ণসীতি।

* "মধ্যদেশে মহান্ গ্রামো ব্রাহ্মণানাং বহুব হ।
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে যামুনস্য গিরেরধঃ।
পর্ণশালেতি বিখ্যাতো রমণীয়ো নরাধিপ।" (ভারত ১৩।৬৮।৩)

উণ্ ৪।১০৭)০ ১ পদ্ম। ২ জলগৃহ। জলটুঙ্গী, জলমধ্যস্থিত গৃহ। ৩ শাক। ৪ আভরণক্রিয়া। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

পর্ণা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের আগ্রা জেলার অন্তর্গত পণাহাট তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে যমুনার দক্ষিণকূলে পর্ব্বতের উপরে একটী দুর্গ নির্ম্মিত আছে। [পন্না দেখ।]

পর্ণাটক (পুং) ঋষিভেদ। তস্ত গোত্রাপত্যং ইঞ্ পার্ণাটকি, তদ্গোত্রাপত্য। বহুত্বেঽস্ত্রিয়াং তস্ত লুক্। পর্ণাটকাঃ, তদ্গোত্রাপত্য সকল। বহুবচনে ইঞের লোপ হয়। কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গে হয় না। স্ত্রীলিঙ্গে 'পার্ণাটকী' এইরূপ পদ হইবে।

পর্ণাদ (ত্রি) পর্ণমত্তি ব্রতার্থং অদ-অণ্। ১ ব্রত জন্ম পত্রভক্ষক। (পুং) ২ ঋষিভেদ। (ভারত সভাপ° ৪ অঃ) ৩ দময়ন্তীপ্রেরিত জনৈক ব্রাহ্মণ। [নল ও দময়ন্তী দেখ।]

পর্ণাল (পুং) ১ নৌকাভেদ। ২ কোদালীবিশেষ। ৩ ক্ষুদ্র যুদ্ধ।

পর্ণাল (বা পর্ণালা) দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। কোল্হাপুর নগরের ৬ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। বিজাপুররাজ আদিল খাঁর সেনানী রস্তম খাঁ ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ সমীপে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর নিকট পরাজিত হন। অতঃপর এখানে শিবাজীর সহিত বিজাপুরসেনানী খাজা নেকনামের পুনর্ব্বার যুদ্ধ ঘটে, তদবধি এই দুর্গ মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারে থাকে। অবশেষে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের আদেশে মুকারব খাঁ পর্ণালা অবরোধ করেন এবং শম্ভুকে পরাজিত করিয়া উক্ত দুর্গ দখল করেন। বর্ত্তমান মানচিত্রে এই স্থান পণালা নামে খ্যাত। [পণালা দেখ।]

পর্ণাশন (পুং) পর্ণং অশ্নাতি ভক্ষয়তীতি অশ-ল্যু, পর্ণানামশনো বা। ১ মেঘ। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ পত্রভোজিমাত্র।

পর্ণাশা, ১ আলাহাবাদ প্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। আলাহাবাদ নগর হইতে ৯॥ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে গঙ্গা ও তমসা নদীর সঙ্গমস্থলের সন্নিকটে উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত।

পর্ণাশা, ১ পারিযাত্রপর্ব্বত হইতে নিঃসৃত একটী মহানদী। ইহার অপর একটী নাম পর্ণবহা (মৎস্যপু° ১১৪।২৩)। মহাভারত সভাপর্ব্বে ৯ম অধ্যায়ে এই নদী মহানদী ও শোণ মহানদ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ শোণ নদের জল ভাঙ্গিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল। আরা জেলার পশ্চিমে প্রবাহিত বনাস্ নদীই প্রাচীনকালে পর্ণাশা নামে উক্ত হইত। ২ উক্ত নদীতীরবর্ত্তী একটী নগর। টলেমী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

পর্ণাস (পুং) পর্ণৈরসতি দীপ্যতি শোভতে ইতি অস-দীপ্তৌ অচ্। তুলসী। (অমর ২।৪।৭৯)

পর্ণাসি (পুং) পর্ণ-অস-বাহুলকাৎ ইন্। তুলসী।

পর্ণাহার (ত্রি) পর্ণং পত্রং আহারো যস্ত। ব্রতের জন্ত পত্রভোজী। যাহারা পত্র আহার করে। (রামায়ণ ৩।১০।২)

পর্ণিক (ত্রি) পর্ণং পণ্যমস্ত ঠন্ (কিসরাদিভ্যষ্ঠন্। পা ৪।৪।৫৩) পর্ণবিক্রেতা।

পর্ণিকা (স্ত্রী) ১ স্থলপদ্ম। (রাজনি°) ২ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া। ৩ শালপর্ণী। ৪ অগ্নিমন্থ, গণেরি। (বৈদ্যকনি°.)

পর্ণিন্ (পুং) পর্ণ অস্ত্যর্থে ইনি। ১ বৃক্ষ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। পর্ণিনী, মাষপর্ণী। (রত্নমালা) ২ শালপর্ণী। (বৈদ্যকনি°) ৩ পৃশ্নিপর্ণী। ৪ অপ্সরোভেদ। ইহাদের বর্ণ পর্ণের মত, এই জন্ত ইহাদিগকে পর্ণিনী কহে।

"মেনকা সহজন্তা চ পর্ণিনী পুঞ্জিকাস্থলা।" (হরিবংশ ২১৮।৪৯)

পর্ণিনীদ্বয় (স্ত্রী) মাষপর্ণী ও মুদ্গপর্ণী।

পর্ণিল (ত্রি) পর্ণ অস্ত্যর্থে পিচ্ছাদিত্বাদিলচ্। পর্ণবিশিষ্ট। পিচ্ছাদিগণস্থত্রে এই পাঠ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়।

পর্ণীয় (ত্রি) পর্ণ উৎকরাদিত্বাৎ ছ (উৎকরাদিভ্যশ্ছ। পা ৪।২।৯০) পর্ণ সম্বন্ধীয়।

পর্ণোটজ (ক্লী) পর্ণনির্ম্মিতং উটজং, মধ্যলো° কর্ম্মধা। পর্ণশালা। (হারাবলী)

পর্ণোৎস (পুং) পর্ণানাং উৎসঃ। কাশ্মীরস্থ জনপদভেদ।

পর্ণ্য (ত্রি) পর্ণ-যৎ। পর্ণের হিতকর, পর্ণ সম্বন্ধীয়।

পর্ত্তুগাল (পর্টুগল) য়ুরোপ-মহাদেশের অন্তর্গত একটী রাজ্য। আটলাণ্টিক মহাসমুদ্রতীরে অবস্থিত। ইহার উত্তরসীমা স্পেন দেশের অন্তর্ভুক্ত গালেসিয়া প্রদেশ; পূর্ব্বে স্পেন-সীমান্তবর্ত্তী লিওন, ইস্টার-মত্তরা ও সেভিলপ্রদেশ, দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে আটলাণ্টিক মহাসাগর। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩৫০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ১০০ মাইল। ভূ-পরিমাণ প্রায় ৩৫১৮৯ বর্গমাইল।

স্পেন ও পর্ত্তুগাল দুইটী স্বতন্ত্র-রাজ্য বলিয়া গণ্য হইলেও প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মধ্যে স্বভাব-রক্ষিত কোন আড়াল নাই। এই রাজ্যে প্রবাহিত মিন্হো, ডুরো, টেগস্, গোয়াডিয়ানা, প্রভৃতি কতকগুলি নদী, স্পেন দেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া আটলাণ্টিক সাগরে পতিত হইয়াছে এবং মণ্ডেগো, জিজিরে ও সদো নামক নদীত্রয়ই পর্ত্তুগাল রাজ্যমধ্যে উৎপন্ন ও প্রবাহিত। অলেম্টেজো, অলগার্ভ, বেইরা, এণ্টার-ডুরো-ই-মিন্হো, ইস্টার-মহুরা, ট্রাস-অস-মণ্টো প্রভৃতি ছয়টী বিভাগে এবং ১৭টী জেলা, ২৬টী কোমারকাস্ (Comarcas—বিচার বিভাগ) ২৯২টী কনশেলহো (Concelho) এবং ৩৯৬০টী পারিসে (Parishes) বিভক্ত।

পর্ত্তুগালের উপকূল-ভূমি লম্বে প্রায় ৫০০ মাইল; তন্মধ্যে

পশ্চিমকূল ৪০০ মাইল ও দক্ষিণ ১০০ মাইল। দক্ষিণ-পশ্চিম কূলে সেণ্ট-ভিন্সেণ্ট এবং পূর্ব্বদক্ষিণে সেণ্ট-মেরিয়া অন্তরীপ-দ্বয় বর্ত্তমান। পশ্চিমকূলস্থ স্থানের ভূমি পর্ব্বতাকীর্ণ ও পূর্ব্ব-ভাগে সমতলক্ষেত্র সকল বিদ্যমান আছে। সেণ্ট-ভিন্সেণ্ট হইতে সিরা-ডি-মঙ্কিক নামক পর্ব্বতশ্রেণী শাখা বিস্তার করিয়া ক্রমান্বয়ে উত্তরমুখে সেতুবল হ্রদ পর্য্যন্ত আসিয়া পুনরায় সমতল-ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। উপকূলভূমি এইরূপ পর্ব্বতবেষ্টিত থাকায় দৃঢ়, উচ্চ ও শত্রুকর্ত্তৃক দুর্ভেদ্য বলিয়া বিবেচিত। এই হ্রদের উত্তর-পশ্চিমভাগে আবার সিরা-ডি এরাবিডা দেখা দিয়াছে, ইহার শেষসীমায় এস্পিচেল নামক আর একটী অন্তরীপ। অতঃপর টেগস্ নদীর মোহানা পর্য্যন্ত ভূভাগ প্রায় সমতল, কিন্তু উক্ত নদীর অপর পারে, লিস্‌বন্‌নগরের উত্তর এবং পশ্চিমাংশে সিণ্ট্রা, মাফ্রা, টোরিস্-ভেড্রিস্ প্রভৃতি গিরিশ্রেণী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই সকল পর্ব্বতের শেষসীমা পর্ত্তুগালের সর্ব্বপশ্চিম সীমান্তে কারো-ডি-রোকা নামক গিরিশৃঙ্গে আসিয়া মিলিয়াছে। টেগস্‌নদী ও সমুদ্রতীরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহের মধ্যে মধ্যে উপত্যকাভূমি সকল বিরাজমান দেখা যায়। উত্তরাভিমুখী পর্ব্বতরাজির অন্তঃসীমায় পেনিক নামক প্রায়োদ্বীপ। এস্থান হইতে মণ্ডেগোনদীমুখ পর্য্যন্ত স্থান উচ্চ ও নিম্ন। মণ্ডেগো নদীর উত্তরাংশে মণ্ডেগো অন্তরীপ পর্য্যন্ত সিরা-ডি অল্‌কোবা নামক পর্ব্বত শোভমান। এখান হইতে ডুরো নামক নদীতীর পর্য্যন্ত ভূমি বালুকাময়, সমতল ও জলাদিতে পূর্ণ। অতঃপর মিন্‌হো নদী পর্য্যন্ত ভূমি উচ্চ ও পর্ব্বতময়। ইত্যাদি নানা কারণে পর্ত্তুগালের উপকূলভূমি এতই বিপদজনক যে, একখানি ক্ষুদ্র বোট লইয়া অনায়াসে ইহার বন্দরাদিতে প্রবেশ করিতে পারা যায় না। সমুদ্র হইতে বাত্যাসংযোগে উদ্বেলিত জলরাশি বেলাভূমিতে আহত হইয়া ভীষণ আকারে ফেনসহ উচ্ছ্বসিত হয়। শীতকালে দক্ষিণবায়ু বহিলে সমুদ্রোপকূল অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ বোধ হয়, এই সময়ে বন্দরে প্রবেশকারী নৌকাযাত্রীর প্রাণ সর্ব্বদাই সংশয়াপন্ন হইয়া থাকে।

প্রকৃত প্রস্তাবে পর্ত্তুগাল রাজ্যে সমতলক্ষেত্র অতি বিরল। উত্তরপ্রদেশসমূহে পিরিনিজ-পর্ব্বতশ্রেণীর শাখাপ্রশাখা ব্যাপ্ত এবং দক্ষিণদিকে বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী স্পেনরাজ্যের সিরা-মোরেনা (Sierra Morena) নামক পর্ব্বতের শাখা মাত্র। সমগ্র পর্ত্তুগালরাজ্যে কেবলমাত্র দুইটী বৃহদাকার সমতলক্ষেত্র দেখা যায়। প্রথমটী অলেম্‌টেজো প্রদেশে এবং অপরটী অলেম্‌টেজো ইস্টার-মদুরা প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। বেইরা প্রদেশেও অপর একটী ক্ষুদ্রাকার সমতলভূমি আছে, তাহা ভোগা নদীর মোহানা হইতে দেশাভ্যন্তরে বিস্তৃত। পর্ব্বতবহুল হওয়ায়, এখানে উপত্যকার সংখ্যাও অনেক। যেস্থান দিয়া মণ্ডেগো নদী প্রবাহিত, সেই উপত্যকাটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুরম্য ও শস্যশ্যামল।

সাধারণ জলবায়ু উষ্ণ হইলেও, মধ্যস্পেনের ন্যায় কখনও এখানে জলাভাব বা উষ্ণাধিক্য লক্ষিত হয় না। অত্যন্ত শীতের সময় লিস্‌বন্‌নগরে ৬১°.৩ উত্তাপ পাওয়া যায়। সমুদ্রতীর পর্ব্বতমালা-পরিবেষ্টিত থাকায়, সময় সময় এখানে জলবায়ুর প্রভাবের বৈলক্ষণ্য ঘটে। উত্তরাংশবর্ত্তী পার্ব্বতীয় জেলাসমূহে শীতকালে শীতাধিক্য ও তুষারপাত হয়, কিন্তু দক্ষিণে শীত ক্ষণ-স্থায়ী এবং তুষারপাত মোটেই হয় না। গরমের সময় এ স্থানে এতাদৃশ উত্তাপ পরিলক্ষিত হয় যে, শীতপ্রধান দেশবাসীরা এখানে বাস কষ্টকর বিবেচনা করে। এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত রাজ্যের পশ্চিমাংশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার উচ্চভূমি স্বাস্থ্যকর, কিন্তু নিম্ন অথবা লবণাক্ত জলাসমূহের নিকটবর্ত্তী স্থান ততদূর স্বাস্থ্যপ্রদ নহে।

জমি বিশেষ উর্ব্বরা হইলেও, চাষবাসের প্রতি লোকের ততদূর আগ্রহ নাই। এখানে গম, যব, যৈ, ছোলা, পাট ও শণ উচ্চ জমিতে এবং নাবাল জমিতে চাউলের চাষ হয়। কমলানেবু, নেবু, ডুমুর ও বাদাম মধ্য ও দক্ষিণ প্রদেশে উৎপন্ন হয়। আঙ্গুরের চাষই পর্ত্তুগীজদিগের প্রধান উপজীবিকা ও পরিশ্রমজাত দ্রব্য। ডুরো নদীর উত্তরাংশে যে বিস্তৃত আঙ্গু-রের গোলা আছে, তথা হইতে আঙ্গুর-নির্য্যাসে প্রস্তুত এক-প্রকার উৎকৃষ্ট মদ্য অপর্টো (Oporto) নগর হইতে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। এতন্নিবন্ধন এবং উৎকৃষ্টতাহেতু সাধা-রণের আগ্রহে এই সুরস ও স্বাস্থ্যকর মদ্য 'পোর্ট' নামে খ্যাত। এখানে জৈতুন ফলের চাষ হয় বটে, কিন্তু তাহার তৈল ততদূর উৎকৃষ্ট হয় না। স্থলে নানাজাতীয় জীবজন্তু এবং জলে বিভিন্নপ্রকার মৎস্য দেখা যায়। খনিজ পদার্থের মধ্যে শ্লেট ও মার্ব্বল প্রস্তর এবং লৌহ ও কয়লা পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী লবণাক্ত জলাজমি শুকাইয়া প্রচুর লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

উত্তরাংশ ও পার্ব্বতীয় জেলাবাসিগণ উদ্যমশীল ও কর্ম্মঠ; কিন্তু নিম্নাংশের অধিবাসিবৃন্দ অপেক্ষাকৃত অলস, ভগ্নমনোরথ এবং বেশভূষা ও বসবাসাদিতে অপরিষ্কার। শিক্ষিত ব্যক্তি-দিগের আদবকায়দা মনুষ্যোচিত নম্র ও শিষ্টাচারসম্পন্ন। বিদে-শীয়দিগকে ইহারা বেশ আদর অভ্যর্থনা করিতে জানে। মদ্যপ্রস্তুত ও মদ্যবিক্রয় ইহাদের প্রধান ব্যবসা। স্বদেশজাত নানাপ্রকার ফল ও দক্ষিণপ্রদেশস্থ শোলার (Cork) বাণিজ্য

ইহাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। কেহ কেহ মোটা রকম পশমী ও রেশমীবস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, সূক্ষ্ম লিনেন ও জহরতাদির কার্য্য এবং ব্যবসা করিয়া থাকে। লৌহ, কাষ্ঠ ও মৃত্তিকানির্ম্মিত নানাপ্রকার শিল্প কার্য্যও দেখা যায়।

পর্ত্তুগালের ভাষা ও বিদ্যাশিক্ষা।

পূর্ব্বকালে পর্ত্তুগালবাসিগণ বিশেষ বিদ্যানুরাগী ছিলনা, কিন্তু তাহাদের জাতীয় ভাষার উন্নতি ও জাতীয়তার গৌরব স্বদেশীয় ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে ঘোষিত হইতেছে। আরবজাতির (Moors) নিকট হইতে স্বদেশ-উদ্ধার এবং জাতীয় স্বাধীনতার পরিপুষ্টি একমাত্র 'ট্রুবাদুর'* আখ্যাধারী পর্ত্তুগীজ কবিগণের বীরত্বসূচক ভাষায় লিখিত কাব্যাদি হইতে ঘটিয়াছিল। জাতীয় একতা পর্ত্তুগীজহৃদয় অধিকার করিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতি সতী শান্তিময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পর্ত্তুগালবক্ষে বিরাজ করিতে লাগিলেন। একতাবদ্ধ পর্ত্তুগীজজাতি কাব্যামোদ বিসর্জ্জন দিয়া, শস্ত্রবলে জাতীয় গৌরববৃদ্ধি করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই যুগে যেরূপ ভাষায় পর্ত্তুগীজগণ পদ্য লিখিতেন, উহা য়ুরোপ জগতে 'বীরভাষা' বা Romance language নামে অভিহিত ছিল। বীরভাষার অব্যবহিত পরেই পর্ত্তুগালে বীরযুগের উৎপত্তি। এই সময়ে ভাস্কো-দা-গামা (Vasco-da-gama) ও আফন্সো-দি-আল্‌বুকার্ক (Affonso de-Albuquerque) প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী বীরচেতা পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, জাতীয় গৌরবরক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাদের বাহু ও বুদ্ধিবলে পর্ত্তুগীজগণের রাজ্যবৃদ্ধির বলবতী পিপাসা কতকাংশে উপশান্ত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ইহাদের সমসাময়িককালে (১৪৯৫-১৫৫৮ খৃঃ অঃ মধ্যে) কামিন্স (Camœns) ও মিরান্দা (Francisco Sa de Miranda) নামক পণ্ডিতদ্বয় ভাষার পৌরাণিকতা বর্জ্জন করিয়া তাহাতে গ্রীক, ইতালী, স্পেন প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞভাষার (Classical school) অনুকরণে পর্ত্তুগীজভাষার গঠন করিলেন। পূর্ব্বতনভাষা বিশেষরূপে পরিমার্জ্জিত ও নূতন বর্ণে রঞ্জিত হইয়া অপেক্ষাকৃত আরও উজ্জ্বল ও সুললিত হইয়া উঠিল। কামিন্সের জাতীয়-সঙ্গীত (National Epics) পর্ত্তুগীজ হৃদয়ে সুধাধারা ঢালিয়া দিত। এই সময়ে পর্ত্তুগালে স্পেন-আধিপত্য বিস্তার পাইলে পর্ত্তুগীজ-জীবন একবারে নিরুদ্যম হইয়া পড়ে। বর্ত্তমানকালে ভিন্নদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের নিরন্তর অনুকরণে তদ্দেশীয়ভাবসমূহ স্বদেশীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশহেতু পর্ত্তুগীজসাহিত্যে নূতনযুগের (New native school) সৃষ্টি হয় এবং ইহারই সাহায্যে কি পদ্য, কি ঐতিহাসিক গবেষণা, সকল দিকেই ভাষার প্রভূত পুষ্টি দেখা যায়।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন পর্ত্তুগালরাজ শিক্ষার উন্নতিকল্পে নূতন আইন বিধিবদ্ধ করেন, তখন পর্ত্তুগাল মধ্যে শিক্ষিতলোকের সংখ্যা অতি অল্প ছিল। এই আইনে লিখিত থাকে, গ্রামের এক মাইলের মধ্যে যেখানে বিদ্যালয় থাকিবে, সেই স্থানে যাইয়া ৭ম হইতে ১৫শ বর্ষীয় বালকবালিকা মাত্রেই বিদ্যাশিক্ষা করিবে। যদি কোন পিতামাতা আইনের মর্ম্ম অবজ্ঞা করিয়া আপন পুত্রকন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ না করেন, তাহা হইলে তিনি বা তাঁহারা রাজদ্বারে দণ্ডার্হ হইবেন। এরূপ দৃঢ় আইন জারি থাকিলেও দেখা যায় যে, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে সমগ্র পর্ত্তুগীজদিগের মধ্যে শতকরা ৮২ জন লোক লিখিতে বা পড়িতে জানিত না। পরে ক্রমশঃই পর্ত্তুগালে বিদ্যানুরাগ বিবৃতি লাভ করে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রায় ৩৫১০টী বিদ্যালয় ও ১৯৮১৩১ বিদ্যার্থীর সংখ্যা পাওয়া যায়।

সাহিত্য ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য ১৭টী জেলায় ১৭টী বিদ্যোন্নতিবিধায়িনী সভা (Lycees) গঠিত হয়। কোন ব্যক্তি কোন বিভিন্ন বিষয় অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, এই সভার অনুমতি লইয়া কোইম্ব্রার বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কোন বিশেষ শিল্পবিদ্যালয়াদিতে (The Special School) শিল্প কৃষি প্রভৃতি শিখিতে পারিতেন। উক্ত 'বিশেষ বিদ্যালয়ের' শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে সুযোগ্য পণ্ডিতমণ্ডলী-দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে অপর্টো ও লিস্‌বন্ নগরের Polytechnic School, Polytechnic Academy, the medical School & Industrial Institutes, এবং লিস্‌বন্‌নগরের The Institute-general of Agriculture, The Royal & Marine observatories, the Academy of fine Arts এই কয়টী প্রধান। রাজানুগ্রহে রক্ষিত ও রাজব্যয়ে পরিচালিত লিস্‌বন্, এভোরা, ভিলা-রিএল, ব্রাগা ও অপর্টোর সাধারণ পুস্তকাগার বিশেষ মূল্যবান্। টোরে-ডেল-টোম্বো নামক স্থানের মহাফেজখানা (Archives) এখানে উল্লেখযোগ্য। টোম্বোর পুস্তকাগারে প্রাচীন কাগজপত্রাদি (Records) ব্যতীত, পুরাতন হস্তলিখিত পুঁথিসমূহের আলোচনার জন্য এবং রাজকীয় কূটনীতিসমূহের সম্যক্‌বিচারের জন্য আরও একটী বিদ্যামন্দির সম্প্রতি স্থাপিত হইয়াছে।

পর্ত্তুগালের বাণিজ্য।

বাণিজ্যাদির বিস্তারকল্পে, এখানে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে প্রায়

* Troubadour.—খৃষ্টীয় ১১শ হইতে ১৩শ শতাব্দ মধ্যে যে সকল কবি জাতীয় উন্নতির জন্যে বীরত্ব উদ্দীপক ভাষায় কবিতা লিখিতেন, তাহারাই উক্ত নামে খ্যাতি লাভ করেন।

১২৪৫ মাইল রেলপথ, ৫০ মাইল ট্রামপথ ও ২৯০০ মাইল টেলিগ্রাফ-তার নানাস্থানে সংযোজিত হইয়াছে। উক্ত রেল-পথের সাহায্যে লিস্‌বন্, ভালেন্সিয়া-ডি-অকান্ট্রা, তালাভ্রা, মাদ্রিদ্, অপর্টো, টুয়া, মাইন, ব্রাগা, ফেরো, অলগার্ভ (Algarves), এলবাস্, বেডেজস্, সেভিল, কেডিজ, মালাগা, বেইরা, ফিগুইরাডাকোজ, কর্ম্মোজা, কেলোরিকো, গোয়ার্ডা প্রভৃতি স্থানে বিনাক্লেশে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে। লিস্‌বন্ নগর হইতে সমুদ্রগর্ভ দিয়া সুদূর আমেরিকা উপনিবেশে রাইও-ডি-জেনিরো নগর পর্য্যন্ত টেলিগ্রাফের তার বসান হইয়াছে।

সাধারণতঃ ইংলণ্ড ও তদধিকৃত রাজ্যসমূহ, ইউনাইটেড্-ষ্টেট্‌স্, ফ্রান্স ও স্পেন রাজ্যের সহিত পর্ত্তুগালবাসিগণ বাণিজ্যব্যাপারে লিপ্ত। জীবিত জন্তাদি, জন্তুজাত দ্রব্যাদি, মৎস্য, রেশম, পশম, কেশ, তুলা, শণ, পাট, চকোরকাঠ, গম, যব, ময়দা প্রভৃতি, নানাপ্রকার শাকসবজী, উপনিবেশজাত নানাদ্রব্য, ধাতু ও অন্যান্য খনিজ-পদার্থ, মদ্য, কাচ ও নানা মাটির বাসন, কাগজ, কলম ইত্যাদি এবং স্বদেশবাসীর পরিশ্রমে উৎপন্ন নানাজাতীয় দ্রব্য এখান হইতে আমদানী ও রপ্তানী হয়।

পর্ত্তুগালের শাসনপ্রণালী।

পর্ত্তুগালরাজ্যে একজন বংশানুক্রমিক রাজা থাকিলেও রাজ্যমধ্যে পূর্ণক্ষমতা বিস্তারের অধিকার তাঁহার নাই। ১৮২৬, ১৮৫২ এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রদত্ত রাজসনন্দ (Charter) অনুসারে স্বয়ং রাজা দুইটীমাত্র সভার (Chambers) মতানুসারে কার্য্য ও রাজ্যশাসনাদি পরিচালন করিতে এবং রাজ্যসংক্রান্ত নিয়মাদি (Laws) সংগঠন করিতে বাধ্য আছেন। শাসনসম্পর্কীয় কোন কার্য্য কিংবা কাহাকেও মন্ত্রী বা 'পিয়র' (Peer) পদে উন্নীত করিতে হইলে, তাহাকে মন্ত্রিসভার (Council of state এর) পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইবে।

রাজার নির্ব্বাচনে সুবিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী, গ্রন্থকার ও বিশিষ্ট ধনীব্যক্তি দ্বারা এখানকার 'হাউস্ অফ্ পিয়রস্' নামক সভা গঠিত। এই সভায় সর্ব্বসমেত ১৫০ জন সভ্য আছেন। এতদ্ভিন্ন 'হাউস্ অফ্ ডেপুটীজ্' নামে আর একটী সভা আছে। নগর-বাসী ২৫ বৎসরের প্রত্যেক যুবকেরই (যিনি বাৎসরিক ২।০ টাকা রাজকর দেন অথবা ভূসম্পত্তির বাৎসরিক ১১ টাকা আয় প্রাপ্ত হন, তাহার) সভ্যনির্ব্বাচনের ক্ষমতা আছে। এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, পুরোহিত, রাজকর্ম্মচারী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক মাত্রেরই উক্ত নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার আছে। রাজা নিজের খরচ বাবদ রাজস্ব হইতে ১১৪০০০ পাউণ্ড মুদ্রা প্রাপ্ত হন।

পূর্ব্ব অপেক্ষা এখন পর্ত্তুগালের সৈন্যসংখ্যা অধিক। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের নূতন আদেশ অনুসারে পর্ত্তুগীজরাজ্যের প্রত্যেক সৈন্যকে ১২ বৎসর কার্য্য করিতে হইবে। পদাতিক, অশ্বা-রোহী ও কামানবাহী সৈন্য ব্যতীত, নৌবল বৃদ্ধির জন্য ৩০ খানি কলের জাহাজ ও ১৪ খানি বায়ুগামী পালের জাহাজ আছে। সকলগুলিই আবশ্যকমত কামানসজ্জিত। পর্ত্তুগীজরাজের স্থলপথে যুদ্ধার্থ রক্ষিত সৈন্য প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার এবং নৌযুদ্ধ-পরিচালনের জন্য ২৮৩ জন সেনানী ও ৩২০৫ জন নাবিক আছে।

পর্ত্তুগালরাজ মহামতি জোয়াওর (John the great) পুত্র নাবিকচূড়ামণি হেন্‌রিক (Dom Henric the Navigator) বিশেষ উদ্যমে নৌ-পথে গমন ও দেশদেশান্তরে বাণিজ্যস্থাপন জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করেন। এই মহাপুরুষ পূর্ব্বাভিমুখে ভারতবর্ষে আসিবার আশায় জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত (১৩৯৪-১৪৬০ খৃঃ অঃ) জলপথ পর্য্যালোচনা ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অবস্থিতিনিরূপণ শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টার ফলে উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া, ভারত-আগমনপথ সভ্যজগতে প্রকাশিত হয়। এই পথ আবিষ্কৃত হওয়ায় সভ্য য়ুরোপখণ্ডে সুদূর ভারতের বাণিজ্যের আশা মুকুলিত হইয়াছিল। তাঁহার এই উপকারের জন্য সমগ্র য়ুরোপবাসী একসময় পর্ত্তুগীজজাতির উপর বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন। ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মে পর্ত্তুগীজগণ পোপের নিকট পূর্ব্ব-আবিষ্কৃত এবং ভবিষ্যতে যাহা আবিষ্কৃত হইবে তৎসমুদায় দেশের অধিকার ও শাসনকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য একখানি তমসুক বা অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর কলম্বস্ কর্ত্তৃক আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার অব্যবহিত পরেই, ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ-অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য পোপ আর একখানি শাসন লিখিয়া দেন। উক্ত শাসনের অনুবলে ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে ৮ই জুলাই ভাস্কো-দা-গামা নামক জনৈক পর্ত্তুগীজ, রাজা মানু-এলের আদেশে সুসজ্জিত জাহাজাদি সঙ্গে লইয়া ভারত উদ্দেশে বহির্গত হন। ১৫০০ শতাব্দীতে কেব্রাল দ্বিতীয় দল লইয়া দেশজয় আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্রপথে অগ্রসর হই-লেন। তাঁহার উপর আদেশ রহিল, দেশভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়া ভিন্ন-দেশীয় ব্যক্তিদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষা দিবেন। দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ অতিবাহিত করিয়া ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে ২২এ নবেম্বর আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে উত্তীর্ণ হন এবং পরবৎসর ২০এ মে ভারতের কালিকট

নগরে পদার্পণ করেন। অপরদিকে অদৃষ্ট দোষে কেব্রাল প্রতিকূল বাত্যায় তাড়িত হইয়া দক্ষিণ-আমেরিকার ব্রেজিল রাজ্যের উপকূলে উপনীত হয়েন ও পরে তথা হইতে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কালিকটে আগমন করেন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগ হইতে পর্ত্তুগীজগণ আফ্রিকার পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহ এবং উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে এসিয়ার দক্ষিণভাগে জাপান পর্য্যন্ত সমুদ্রের সন্নিকটবর্ত্তী স্থান এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অধিকাংশই অধিকার করিয়া বসিলেন। খৃষ্টীয় ১৫০০ হইতে ১৬১০ অব্দের মধ্যে তাঁহারা পূর্ব্বসমুদ্রস্থিত স্থান সকলের উপর প্রভুতা বিস্তার করিয়া সেই সেই স্থানের বাণিজ্য নিজায়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ রাজত্ব সকল ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারত-মহাসাগরস্থ যে সকল স্থানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া গেল—

আফ্রিকারাজ্যের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলে—মেলিন্দ, কুইলোয়া, কোয়ারিম্বা, সোফালা, মোজাম্বিক, মোম্বাসা (১৬১৫ খৃঃ অঃ অধিকারচ্যুত হয়), এঙ্গোলা, মোসামেডিস্, প্রিন্সেপ্ দ্বীপ, সেণ্টজেমসেস্ দ্বীপ, এম্বুডা, সেনিগাম্বিয়া, বিসাও, কেপভার্ড দ্বীপপুঞ্জ, আজোর্স ও মদিরা প্রভৃতি স্থান।

আরবে—আদেন ও মস্কট (১৬৪৮ খৃঃ অঃ আরব কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজগণ মস্কট নগর হইতে বহিষ্কৃত হন।)

পারস্যে—বসোরা ও অর্ম্মজ নগর।

ভারতবর্ষে—সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী দেবল বা দেউল ও ঠট্ট; মলবার উপকূলে দীউ, দমন, এসেরম্, দমু, সেণ্টগেনিস্; আগাসিয়াম্, চাবুল বা চেউল, দেবল, বসাঁই (Bassein) শালসেট বা গাড়াপুরী, মহিম, বোম্বাই, টন্না (থানা), করঞ্জ, গোয়া, হোনোর, বার্সিলোর, মঙ্গলূর, কালিকট, ক্রঙ্গনুর, কোচিন, কুইলন, করমণ্ডল উপকূলে নাগপত্তন, মাইলাপুর, সেন্ট থোমে, মছলীপত্তন বন্দর প্রভৃতি স্থান ও বঙ্গোপসাগরতীরবর্ত্তী বাঙ্গালার কতক স্থানে, আরাকান ও চট্টগ্রাম জেলায় পর্ত্তুগীজেরা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। [পর্ত্তুগীজ-শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সিংহলদ্বীপে—মান্নার, পয়েণ্ট-ডি-গল, কলম্বো, জাফনাপত্তন এবং মলাক্কাদ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থান পর্ত্তুগীজ অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত পেগু, মার্ত্তাবান, জঙ্কসিলোন প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাণিজ্যার্থ কুঠী প্রতিষ্ঠিত ছিল। চীনসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মেকাও ও ফর্ম্মোজা নামক দ্বীপও এক সময় পর্ত্তুগীজ-রাজদণ্ড মস্তকে বহন করিয়াছিল। এখন পর্ত্তুগালবাসীদিগের আর সেরূপ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহাদের আর সেরূপ উদ্যম নাই, সেরূপ বাণিজ্যতৃষ্ণা কোথায়! এখন পর্ত্তুগীজগণ নীরবে নিদ্রিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমানকালে পর্ত্তুগীজগণ আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী ডেলগোয়া উপসাগর হইতে ডেলগেডো অন্তরীপ পর্য্যন্ত স্থান ভোগ করিতেছেন। ভারতে গোয়া, দমন ও দীউ এবং সুদূর চীনসমুদ্রে একমাত্র মেকাও পর্ত্তুগীজগণের অধীন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মেকাও অধিকার করেন এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা তদ্দেশাধিপতিকে বাৎসরিক ৫০০ শত তএল (Tael) মুদ্রা খাজনা দিতে বাধ্য হন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, নাবিকশ্রেষ্ঠ হেন্‌রিকের পদানুসরণ করিয়াই পর্ত্তুগীজগণ ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করিয়াছে। পর্ত্তুগালরাজ ২য় জোয়াওর আদেশে, পিড্রো-ডি-কোবিল্‌হাঁও ও আফন্সো ডি-পায়ভা পূর্ব্বসমুদ্রে বাণিজ্যপ্রসারবৃদ্ধির আশায়, স্বদেশ হইতে ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বহির্গত হন। উত্তরে নেপল্‌স্, রোড্‌স্, আলেকসান্দ্রিয়া, কায়রো হইতে থর পর্য্যন্ত আসিয়া লোহিত সাগরতীরে শুনিলেন যে, আদেন হইতে কালিকট নগরে প্রভূত বাণিজ্য চলিয়া থাকে। তদনুসারে তাঁহারা আদেন অভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং তথা হইতে পায়ভা আবিসিনিয়া দেশে ও কোবিলহাঁও আরবদেশীয় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া কননুরে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। এখান হইতে কালিকট ও গোয়া নগর পরিদর্শন করিয়া তিনি পুনরায় আফ্রিকাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পর্ত্তুগীজ জাতির ভারত আগমন পক্ষে কোবিল্‌হাঁও সাহেবই সর্ব্বপ্রথম। অতঃপর খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক বাঙ্গালার অন্তর্গত স্থানবিশেষের অধিকারের উল্লেখ আছে। সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) ও চাটিগাম্ (চট্টগ্রাম) নামক দুইটী বাঙ্গালার প্রাচীন বন্দর পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক Porto Piquen and Porto Grande (the Little Haven and the great Haven) নামে অভিহিত হইয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণের ভারতে ও বাঙ্গালার আগমন এবং নানাস্থলে দস্যুবৃত্তি ও ভীষণ অত্যাচারের কথা 'পর্ত্তুগীজ' শব্দে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। [পর্ত্তুগীজ দেখ।]

পর্ত্তুগালের ইতিহাস।

সমগ্র পর্ত্তুগালের প্রাচীন ইতিহাস নাই। পর্ত্তুগালের প্রাচীন ইতিহাস স্পেন দেশের সহিত জড়িত। হিরোদোতস্ স্পেন ও পর্ত্তুগাল এই দুইটী দেশ একত্র 'আইবিরিয়া' নামে ও রোমকেরা 'হিস্পানিয়া' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। [স্পেন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য] ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে বার্গাণ্ডির কাউণ্ট হেন্‌রী এই প্রদেশ (Terra Portucalensis or the county of Porto cale) উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হন; তদবধি পর্ত্তুগালদেশবাসী পর্ত্তুগীজগণের প্রাচীন ইতি-

হাসত্ব উদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ হয়। আইবিরিয়া বাসী পর্ত্তুগালে ফিনিকীয় জাতির উপনিবেশ ছিল। এই প্রায়োদ্বীপের পূর্ব্বতন অধিবাসিগণ আইবিরিয় ও কেল্টজাতীয় ছিলেন। যখন ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্ত্তী দেশসমূহ কার্থিজিনীয়দিগের উপদ্রবে সদাই ত্রস্ত, সেই সময়ে কার্থিজিনীয়-সর্দার হামিলকার এই রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। অতঃপর রোমক জাতি এই প্রদেশ জয় করিয়া আপনার শাসনক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। রোমকাধিকারে এই রাজ্যের কতকাংশ লুসিতানিয়া নামে খ্যাত ছিল।

পরে ক্রমান্বয়ে ভাণ্ডাল, এলান ও ভিসিগথ জাতি পর্ত্তুগাল আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন; সর্ব্বশেষে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে আরববাসী মুসলমানগণ এই রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে গার্সিয়া-ডি-মেনেজিস্ নামক জনৈক সুবিজ্ঞ পণ্ডিত পর্ত্তুগালকে রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্গত 'লুসিতানিয়া' নামক স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতঃপর বার্থার্ডো-দি-ব্রিটো প্রাচীন গ্রন্থাদির সাহায্যে পর্ত্তুগালকে লুসিতানিয়া অবধারণপূর্ব্বক ভিরাএথাস্কে পর্ত্তুগীজ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। পর্ত্তুগালকে 'লুসিতানিয়া' রাজ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজী নহেন *। কামিন্সপ্রমুখ পর্ত্তুগীজ কবিগণ পর্ত্তুগালকে লুসিতানিয়া বলিয়া ঘোষণা করিতে আনন্দবোধ করিতেন। তাঁহার রচিত "Os Lusiadas" নামক বৃহৎ কাব্যই তাহার জাজ্বল্য প্রমাণ।

প্রায় দুই শতাব্দ কাল পর্ত্তুগালবাসিগণ ওমরদের খলিফাগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। সুবিজ্ঞ মুসলমান খলিফাগণের সময়ে লিস্বন্, লমেগো, ভিসেউ ও অপর্টো প্রভৃতি নগরে রোমক-স্বায়ত্বশাসন-প্রথানুসারে রাজকার্য্য পরিচালিত হইত, খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে, ওমিয়দখলিফাদিগের বলবীর্য্য হ্রাস হইলে, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ভিসিগথবংশীয় রাজগণ অষ্টুরিয়া পর্ব্বতশ্রেণী হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপর্য্যুপরি পর্ত্তুগাল আক্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে গালিসিয়ারাজ ২য় বার্মুডো, অপর্টো রাজধানী আক্রমণ করিয়া মুসলমান অধিকার হইতে বর্ত্তমান এণ্টার-মিনহো-ই-ডুরো পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে ওমিয়দ খলিফাগণের প্রভাব বিধ্বস্ত হইলে পর, মুসলমান আমীরগণ স্বাধীনতা-ধ্বজা উড়াইয়া প্রধান প্রধান নগরে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে লিয়নাধিপতি ফার্দিনান্দ-দি-গ্রেট বেইরা আক্রমণ করেন।

পরবর্ত্তী ১০৫৭ ও ১০৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যথাক্রমে লমেগো, ভিসেউ এবং কোইম্ব্রা প্রভৃতি স্থান স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লন। ১০৬৫ খৃষ্টাব্দে ফার্দিনান্দের জ্যেষ্ঠপুত্র গার্সিয়া, অপর্টোর কাউণ্ট এবং সেষনন্দো নামা আরববংশীয় কোইম্ব্রার কাউণ্টকে আপনার অধীনতা স্বীকার করাইলেন। ফার্দিনান্দের দ্বিতীয়পুত্র ৬ষ্ঠ আল্‌ফন্সো ১০৭৩ খৃষ্টাব্দে পিতৃসম্পদগুলি সুরক্ষিত করিয়া মুসলমানদিগকে দমন করেন; অবশেষে মুসলমানগণ ধর্ম্মমদে উন্মত্ত হইল। আল্‌মোরাবংশীয় মুসলমানরাজ য়ুসুফ-ইবিন-তেসুফিন ১০৮৬ খৃষ্টাব্দে জলাকাতে খৃষ্টানরাজকে পরাভূত করিয়া মুসলমানাধিকার বিস্তার করিলেন। উদ্ধতমুসলমানশক্তি হ্রাস করিবার জন্য ৬ষ্ঠ আল্‌ফন্সো সমস্ত খৃষ্টান-জগতে আবেদন করিলে, তাঁহার সাহায্যার্থ কাউণ্ট রেমণ্ড ও বার্গাণ্ডির অধিপতি কাউণ্ট হেন্‌রী বীরদর্পে অগ্রসর হইলেন। উক্ত বীরপুরুষদ্বয়ের অধ্যক্ষতায় আল্‌ফন্‌সো বেডাজসের 'মোতালিকে' পরাজিত করিয়া লিস্বন্ ও সান্তারিম্ নগর জয় করিলেন বটে, কিন্তু তাহাকে আর উক্ত নগরদ্বয়ের আধিপত্য উপভোগ করিতে হইল না। আল্‌কেরার খলিফা য়ুসুফের সেনানী শের পুনরায় উক্ত নগরদ্বয় দখল করিয়া লইলেন। আল্‌ফন্‌সো কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গালিসিয়াসীমান্ত রক্ষা করিবার জন্য ১০৯৪ খৃষ্টাব্দে নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। তদনুসারে তিনি অপর্টো ও কোইম্ব্রার অধীনস্থ সামন্তদিগকে একত্র করিয়া, তৎপ্রদেশ বার্গাণ্ডিপতি হেন্‌রীকে স্বীয় অবৈধকন্যা থিরেসা সহ দান করিলেন এবং কাউণ্ট রেমণ্ডকে স্বীয় উত্তরাধিকারী কন্যা ইউরেকা ও গালিসিয়া প্রদেশের শাসন ভার অর্পণ করেন। উক্ত হেন্‌রী তৎকালে একজন যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইনি ক্রুজেড-যুদ্ধের অধিনায়ক হইয়া বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বার্গাণ্ডির ডিউক রবার্ট ইহার পিতামহ ও তাঁহার তৃতীয়পুত্র হেন্‌রী ইহার পিতা ছিলেন।

হেন্‌রীর ধারণা ছিল, ৬ষ্ঠ আল্‌ফন্‌সোর মৃত্যু হইলে তিনিই শ্বশুরের রাজ্যাধিকারী হইবেন। ১১০৯ খৃষ্টাব্দে আল্‌ফন্‌সো আপন কন্যা হিউরেকাকে সিংহাসন দান করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। হেন্‌রী অভীষ্টসিদ্ধ হইল না দেখিয়া, লিয়ন আক্রমণ করিলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল, অপরদিকে মুসলমান সর্দার শের আল্‌মোরাবংশ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১১১২ খৃষ্টাব্দে

* "The Roman Provinces of Lusitania, whether according to the division of Iberia, into three provinces under Augustus or into five under Hadrian, in no way coincided with the historical limits of the Kingdom of Portugal." Ency. Brit, Vol. XIX p. 539, (9th ed)

এস্টর্গা নগরে হেনরীর মৃত্যু হইলে, থিরেসা হেনরীর নাবালক-পুত্র আফন্সো-হেনরিকের প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করেন। এই রমণী রূপযৌবনসম্পন্না, বিদ্যাবতী ও বহু গুণবতী ছিলেন। তিনি পুত্র আফন্সোর অধিকৃত রাজ্যকে স্বাধীন করিতে বিশেষ বুদ্ধিব্যয় করিয়াছিলেন। রাজ্যমধ্যে শান্তিস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইলেও তাঁহার রাজত্বে সর্ব্বদাই যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছিল। ১১১৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশপ অফ সেণ্টিয়াগো কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া পর্ত্তুগালের উত্তরসীমান্তে টয় ও ওরেন্স্ নামক স্থান আক্রমণ করেন। ১১১৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ কোইম্ব্রানগরে তাঁহাকে অবরোধ করে। অতঃপর ভগিনী ইউরেকা তাঁহাকে ১১২১ খৃঃ অব্দে বন্দিনী করিয়া লইয়া যান। বিশপ গেলমাইরিষ্ ও মরিসিও বির্ডিনিও (Archbishop of Braga)-র মধ্যস্থতায় উভয়ের মিলন হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই, দুই ভগিনীকে আপনাপন প্রণয়ী লইয়া ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। কাজেই ইউরেকাপুত্র ৭ম আল্‌ফন্‌সো ও হেন্‌রিক্ উভয়েই মাতৃদ্বয়ের বিরোধী হইলেন। ১১২৭ খৃষ্টাব্দে ৭ম আল্‌ফন্‌সো বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া থিরেসাকে তাঁহার অবনতি স্বীকার করাইতে প্রয়াসী হইলেন। পুত্র হেন্‌রিক্ মাতার আচরণে ক্রুদ্ধ হইলেন। ১১২৮ খৃষ্টাব্দে সান-মামিডের যুদ্ধে হেনরিকের জয়লাভ হইল। থিরেসা পুত্রের নিকট বন্দিনী হইলেন। পরে হেন্‌রিক মাতাকে পুনর্ব্বার মুক্তিদান করেন।

সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রম-কালে আফন্সো রাজ্যভার গ্রহণ করেন। প্রায় ৬০ বৎসর ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ করিয়া তিনি রাজ্যলক্ষ্মীকে পরাধীনতাপাশ হইতে মুক্ত করেন এবং আপন পুত্রের জন্য একটী স্বাধীন ক্ষুদ্ররাজ্য রাখিয়া যান। তিনি মুসলমানদিগকে পরাজয় করিয়া এবং স্বাধীনতার জন্য গেলিসিয়াসীমান্তে ৭ম আল্‌ফন্‌সোর বিরুদ্ধে চারিবার যুদ্ধ করেন এবং বলডিভেজের দ্বন্দ্বযুদ্ধে কাষ্টিলবাসী বীরদিগের পরাক্রম ধ্বংস করিয়া তৎকালীন খৃষ্টান-জগতে একজন মহাবীর বলিয়া গণ্য হন। তৎপরে তিনি রাজা উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক পর্ত্তুগাল রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে আফন্সো কোইম্ব্রার রাজধানী রক্ষার জন্য লিরিয়া নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান এবং নাইট-টেম্প্‌লার ও নাইট-হস্‌পিটেলিয়ারদিগকে মুসলমান আক্রমণে নিযুক্ত করেন। ১১৩৯ খৃষ্টাব্দে যখন ৭ম আল্‌ফন্‌সো দ্বিতীয়বার যুদ্ধার্থ উদ্যোগ করিতেছিলেন, তৎকালে হেন্‌রিক্ কসর-ইবিন্-আবী-দানিশের অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করেন। বেজের দক্ষিণবর্ত্তী নগরে তিনি মিলিত মুসলমান সেনাদলের সম্মুখীন হইলেন। মুসলমান-অধিনায়ক আমীর ওমার ওরিক্-নগরের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এই যুদ্ধে যে কেবল মুসলমানেরা পরাজিত হইল তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তদীয় ভ্রাতৃসম্পর্কীয় ৭ম আল্‌ফন্‌সোর অদৃষ্টলক্ষ্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল। ১১৪৩ খৃষ্টাব্দে কার্ডিনাল গায়-ডি-ভিকোর যত্নে জামোরা নগরে উভয় ভ্রাতার মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। আফন্সো হেন্‌রিক পর্ত্তুগালের সর্ব্বময় রাজা হইলেন, এবং পোপের অধীনতা স্বীকার করিলেন। অতঃপর পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে মুসলমানদিগের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ ব্যতীত আর কিছুই ঘটে নাই।

১১৪৪ খৃষ্টাব্দে আবু জাকারীয়া কর্ত্তৃক টেম্পলার বীরগণ সোরী-নগরে পরাজিত হন। ১১৪৭ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে তাহারা সান্তারিম্ ও লিস্‌বন নগর অধিকার করে। উক্ত বৎসর ২৪শে অক্টোবর হেন্‌রিক ক্রুজেড্‌যাত্রী বিভিন্ন দেশীয় বীরগণের সাহায্যে লিস্‌বন নগর পুনরুদ্ধার করেন, তৎপরে তিনি সিণ্ট্রা, পল্‌মেলা ও অল্‌মাডা অধিকার করিয়া ১১৫৮ খৃষ্টাব্দে অল্‌কাশের-ডো-সাল নামক মহানগরী জয় করিলেন। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি অল্‌মোহেদবংশীয় খলিফার অধীনস্থ মুসলমান-সৈন্যের নিকট পরাভূত হন। মুসলমানগণ আপনাপনি বিবাদ করিয়া পৃথক্‌রূপে অধিকৃতস্থান ভাগ করিয়া লইলেন। তাহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থানের আধিপত্য গ্রহণ করিলেও সকলেই দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন।

উদ্ধতপ্রকৃতি আফন্সো-হেন্‌রিক পরাজিত হইলেও, তাহার অন্তর্নিহিত উচ্চ আশা ক্রমশঃই বলবতী হইতেছিল। তিনি ব্যাডাজস্ আক্রমণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তদীয় জামাতা ফার্দিনান্দ তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যাডাজস্ অবরোধ করিলেন। এই যুদ্ধে তিনি বিশেষরূপে আহত ও বন্দী হইলেন। ১১৬৭ খৃষ্টাব্দে যদি তিনি স্পেনসম্পর্কীয় গালিসিয়াআক্রমণরূপ যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত না থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর এরূপ নিগ্রহভোগ করিতে হইত না। রাজা আফন্সো আপনার মুক্তির জন্য গালিসিয়ার যুদ্ধকার্য্য হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ফার্দিনান্দ তাহার উপর আর বেশী চাপাচাপি করিলেন না। বৃদ্ধ রাজা মুক্তি পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই ক্ষত আর আরোগ্য হইল না। ১১৬৯ খৃঃ অব্দে, মুসলমানদিগের গৃহবিবাদ চুকিয়া গেলে, অল্‌মোহেদবংশীয় খলিফা যুসুফ-আবু-য়াকুব আফ্রিকা হইতে সাগর পার হইয়া বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে স্পেনরাজ্যে উপনীত হইলেন এবং অলেমটেজো প্রদেশে পর্ত্তুগীজলব্ধ স্থানসমূহ অধিকার করিয়া লইলেন। পরে ১১৭১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরাজ সান্তারিম্ আক্রমণে

অভমনোরথ হইয়া, হেন্‌রিকের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। ১১৭২ খৃষ্টাব্দে আফন্সো হেন্‌রিক আপন পুত্র ডম সাঙ্কোকে আপনার সহিত সিংহাসনে বসাইয়া রাজা বলিয়া প্রচার করিলেন। পুত্রও উপযুক্ত পিতার পুত্রের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকিয়া পিতার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। প্রায় ১২ বৎসরকাল অলেমটেজো প্রদেশ একটী বিস্তৃত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ১১৮৪ খৃষ্টাব্দে য়ুসুফ্ নূতন সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার সান্তারিম্ অবরোধ করেন, এখানে উভয় সৈন্যে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ৪ঠা জুলাই সাঙ্কো আক্রমণকারীদিগকে বিশেষরূপে বিধ্বস্ত ও মর্দ্দিত করিলেন। যুদ্ধে য়ুসুফ্ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। ক্রুজেডযোদ্ধা রাজা আফন্সো-হেন্‌রিক আপন রাজ্যাবসান সময়ে এই বিখ্যাত যুদ্ধবিজয়ে রাজ্যে শান্তিস্থাপন করিয়া ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

পিতার মৃত্যুর পর, পুত্র ১ম ডম সাঙ্কো রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি পিতার ন্যায় যুদ্ধবিদ্যার বিশেষ পরিচয় না দেখাইলেও রাজ্যপরিচালনের জন্য শাসনবিধির পরিবর্ত্তন, নিয়মাদি সংগঠন এবং নগরাদি নির্ম্মাণহেতু সাধারণে "পোভোয়াডর" বা নগরপ্রতিষ্ঠাপক উপাধি লাভ করেন। ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অলগার্ভ প্রদেশ ও তাহার রাজধানী সিলভেস্ নগর জয় করেন; কিন্তু ১১৯২ খৃষ্টাব্দে য়ুসুফ-আবু-য়াকুব পুনরায় অলগার্ভ, অলেমটেজো ও অলকাশের-ডো-সাল প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। অল্‌মোহেদ খলিফাদিগের অধীনে মুসলমানগণকে বীর্য্যবান্ ও দুর্দ্ধর্ষ ভাবিয়া পর্ত্তুগীজরাজ সাঙ্কো সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর প্রায় যুদ্ধবিগ্রহাদি পরিত্যাগ করিয়া তিনি নগরাদির বৃদ্ধি ও কৃষিবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে বিশেষ মনোযোগ দেন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, পর্ত্তুগালনগরে প্রাচীন রোমক প্রথার স্বায়ত্বশাসন প্রচলিত ছিল। মুসলমানগণ সেই প্রথার উপকারিতা বুঝিয়া তাঁহাদেরই পদানুসরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাঙ্কো সেই প্রথার অনুকরণ করিলেও নীতি ও বিবেচনাপূর্ণ আইনদ্বারা রাজ্যকে সুশাসিত করিলেন এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও উত্তর য়ুরোপবাসী ক্রুজেড-যোদ্ধাদিগকে পর্ত্তুগালে উপনিবেশ স্থাপন করাইয়া রাজ্যের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। তিনি রাজ্যস্থ গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে ও সময়-বিভাগের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে জেলার পল্লিভূমিসমূহ বিভাগ করিয়া দিলেন। আদেশ রহিল, যে কোন উপায়ে হউক ঐ সকল ভূমি প্রজাবিলি করিয়া কর্ষণ করিতে হইবে। অতঃপর ধর্ম্মযাজকদিগের অধিকার লইয়া, তাঁহার সহিত পোপ ৩য় ইনোসেন্টের বিবাদ বাধে। পোপের কথা উপেক্ষা করিয়া রাজা যাজকদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে আদেশ দেন। ধর্ম্মযাজকদিগের উপর এতাদৃশ কঠোর আদেশ পোপের নিকট বজ্রাঘাততুল্য বোধ হইল; তিনি উপর্য্যুপরি দূত প্রেরণ করিয়াও রাজাকে মতান্তর গ্রহণ করাইতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি পোপের 'পবিত্র আসনের' দোহাই দিয়া তাঁহার অবনতি ও বাৎসরিক দেয় কর প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। সুবিজ্ঞ রাজমন্ত্রী জুলিয়াঁও (Chancellor Juliao) তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে "রাজাদেশে তিনি ধর্ম্মমন্দিরের অধিকৃত স্থানসমূহ কাড়িয়া লইয়া, (তিনি ইচ্ছা করিলে) নূতন বন্দোবস্ত করিতে পারেন।" অপর্টোর বিশপ মার্টিন্‌হো রড্রিজেস্ এই বিবাদ ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় রাজাদেশে অবরুদ্ধ হন; পরে রোমনগরে (১২০৯ খৃঃ অব্দে) পলাইয়া পোপের আশ্রয়ে আত্মজীবন রক্ষা করেন। ১২১০ খৃষ্টাব্দে বার্দ্ধক্যহেতু, রাজা সাঙ্কো দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধাবস্থায় আর তিনি ধর্ম্মযাজক, পোপ অথবা বিশপদিগের সহিত বিবাদ রাখিতে চাহিলেন না। তিনি পোপের প্রার্থনা মতে সকল কথায় সায় দিলেন। আপন পুত্রকন্যাদিগকে যথোপযুক্ত ভূসম্পত্তি দান করিয়া তিনি আলকোবাশা-মঠে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহনকরণমানসে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। ১২১১ খৃষ্টাব্দে এই মঠেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ২য় আফন্সো পিতৃপদে অভিষিক্ত হন।

মন্ত্রী জুলিয়াঁওর পরামর্শমতে ২য় আফন্সো রাজ্যান্তর্গত বিশপ, ফিডালগো (Fidalgoes) ও রিকস্ হোমেন (Ricos homens) প্রভৃতিকে একত্র করিয়া এক মহাসভা (Cortes) আহ্বান করিলেন। পর্ত্তুগীজ ইতিহাসে ইহাই প্রথম বিচারসভা। ইনি পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেও, (জুলিয়াঁও প্রবর্ত্তিত নূতন আইন অনুসারে যুদ্ধবিগ্রহাদিতে লিপ্ত থাকেন না বলিয়া) ধর্ম্মযাজকদিগকে আর অধিক জমির উপস্বত্ব ভোগ করিতে দিলেন না। রাজা ২য় আফন্সো যোদ্ধা ছিলেন না তাঁহার অর্থপিপাসা বলবতী ছিল। তিনি আপন ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকে পিতৃদত্ত সম্পত্তির ভাগ দিলেন না, বরং ভ্রাতৃবর্গকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। অবশেষে লিওনরাজ ৯ম আল্‌ফন্‌সো তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইলে, তিনি ভগিনীদিগকে কুমারী রাখিয়া বিষয়ভোগ করিতে সম্মতি দিলেন। রাজা স্বয়ং উদারনৈতিক ও রণ-নিপুণ না হইলেও তাঁহার অধীনস্থ মন্ত্রিবর্গ, যাজক ও সামরিক কর্ম্মচারিগণ দক্ষতা সহকারে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আপনাদের বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। ১২১২ খৃষ্টাব্দে আপনাপন অধ্যক্ষ লইয়া পর্ত্তুগীজপদাতিগণ নভস্-ডি তোলোসায় যুদ্ধ করিয়াছিল।

অতঃপর তাঁহারা মুসলমান কবল হইতে পুনর্ব্বার অলেমৃটেজো জয় করিয়া, ১২২১ খৃষ্টাব্দে অল্‌কাশের ডো সাল অধিকার-পূর্ব্বক আণ্ডালুসিয়ার 'ওয়ালী' মুসলমানদিগকে পরাজয় করেন।

জুলিয়াঁওর পদানুসারী মন্ত্রী গোন্‌শালো-মেণ্ডিসের পরামর্শানুসারে রাজা ব্রাগার আর্কবিশপ এস্‌তেবাঁও সোয়া-রিজের অধিকৃত ভূম্যাদি কাড়িয়া লন। এই কারণে পোপ ৩য় হনোরিয়াস্ রাজাকে ধর্ম্মশালা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন এবং যতদিন না তিনি ব্রাগার ক্ষতিপূরণ করেন এবং নূতন চান্সেলরকে রাজকর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি দেন, তত কাল তাঁহার রাজ্যমধ্যে নিষেধবিধি (Interdict of the Church) প্রচারিত থাকিবে। রাজা পোপের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। এইরূপ ধর্ম্মকার্য্যে নিষিদ্ধ হইয়া, রাজা ১২২৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন।

ইহার মৃত্যুর পর, দ্বিতীয় সাঙ্কো ত্রয়োদশ বৎসরে সিংহাসনে আরূঢ় হন। বালকরাজার রাজত্বে সচরাচর যেরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব সম্ভবপর হয়, ইহার সময়েও বিশপ ও মহামান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে তদ্রূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। গোন্‌সালো মেণ্ডিস, পিদ্রো এনিস্ (Lord Steward)-প্রমুখ রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ রাজসিংহাসন অটল রাখিবার জন্য পোপের সহিত সন্ধি করিলেন। ইহাতে রাজ্যমধ্যে ব্রাগার আর্ক-বিশপের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইল। তিনি নূতন লর্ড ষ্টুয়ার্ড এব্রিল পেরিস্ ও লিয়নরাজ ৯ম আল্‌ফন্সোর পরামর্শ মতে ১২২৬ খৃষ্টাব্দে এল্‌বাস্ অবরোধ ও জয় করিলেন। ক্রমশঃই বালক-রাজের সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, তিনি পরবর্ত্তী বৎসরে পূর্ব্বতন কর্ম্মচারী ভিনসেণ্টকে প্রধান মন্ত্রী (Chancellor), পিদ্রো এনিস্‌কে প্রধান কোষাধ্যক্ষ (Lord Steward) ও মার্টিন্ এনিস্‌কে রাজপতাকাবাহক কার্য্যে পুনর্ব্বার অভিষিক্ত করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজক্ষমতার এইরূপ বৃদ্ধিতে, বিশপ ও ধর্ম্ম-যাজকদিগের মধ্যে অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তাঁহারা রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার আশায় ভিতর ভিতর ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে রাজা পোপের শান্তির জন্য খৃষ্টধর্ম্মরক্ষার্থ বিধর্ম্মী মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইলেন। বিশপদিগকে ধর্ম্মপ্রাণ রাজার বিরোধী দেখিয়া পোপ ১২২৮ খৃষ্টাব্দে এবিভিলাবাসী জনকে দূত প্রেরণ করেন, উক্ত ব্যক্তি এখানে আসিয়া পর্ত্তুগীজ বিশপদিগকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও তিরস্কার করিয়া, পরে প্রধান বিচারপতি ভিন্‌সেণ্টকে গোয়ার্ডার বিশপ বলিয়া মনোনীত করিলেন। ১২৩১ খৃষ্টাব্দে ২য় ডম সাঙ্কোর সহিত পুনরায় ধর্ম্মযাজকদিগের কলহ হয়; তাহাতে পোপ ৯ম গ্রেগরি পর্ত্তুগাল রাজ্যে নিষেধাজ্ঞাপ্রবর্ত্তন করেন, পরে সাঙ্কো পোপের অনুমতি স্বীকার করায় অব্যাহতি পান।

১২৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় মুসলমানদিগকে অলগার্ভ প্রদেশে আক্রমণ করিলেন। তৎপরে ক্রমান্বয়ে মার্টোলা, আয়-মণ্টি, ১২৪০ খৃষ্টাব্দে কেসেলো ও ১২৪৪ খৃষ্টাব্দে টাভিরা দখল করেন। ১২৪০ হইতে ১২৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পর্ত্তুগালরাজ ডোনা মেন্‌সিয়া লোপেজ নাম্নী কোন কাষ্টিলিয়ান্ বিধবারমণীর অবৈধপ্রণয়ে আসক্ত হন। তাঁহার এই কদর্য্য রুচিতে পর্ত্তুগালবাসী সকলেই তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িল। ১২৪৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা রাজভ্রাতা আফন্সোকে সাদরে আহ্বান করিয়া আপনাদের পরিচালকরূপে মনোনীত করিল। এবং পোপও সাঙ্কোর রাজ্যচ্যুতির জন্য আদেশপত্র পাঠাইলেন। পোপের আদেশে জোয়াঁও এগাস্ (Archbishop of Braga), টাইবারসিও (Bishop of Coimbra) ও পিদ্রো সালভে-ডোরিস্ (Bishop of Oporto) ফ্রান্সের রাজধানী পারি-নগরে আফন্সোর নিকট গমন করেন। আফন্সো তাহাতে পূর্ণ-সম্মতি জ্ঞাপন করিলে, তাহারা ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে লিস্‌বন নগরে আনাইয়া রাজ্যরক্ষক (Defender of the Kingdom) বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সময় প্রায় ২ বৎসর কাল রাষ্ট্র-বিপ্লবের পর, ১২৪৮ খৃষ্টাব্দে ডম সাঙ্কোর মৃত্যু হয়।

সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, আফন্সো অলগার্ভ প্রদেশ জয় করিয়া লইলেন। পর্ত্তুগাল-রাজ্যসীমার এরূপ বৃদ্ধি কাষ্টিল ও লিওনাধিপতি ১০ম আল্‌ফন্সোর হৃদয়ে সহিল না, তিনি ঈর্ষান্বিত হইলেন। উভয়ে যুদ্ধও হইল, অবশেষে রাজা ৩য় আফন্সো, আল্‌ফন্‌সোর অবৈধ-কন্যা ডোনা বিএট্রিস্‌কে বিবাহ করিতে সম্মত হওয়ায়, উভয়ের বিবাদ মিটিয়া যায়। অতঃপর তিনি পর্ত্তুগালরাজ্যে চক্ষু ফিরাইলেন। পারীনগরের প্রতি-শ্রুতিসত্ত্বেও তিনি বিশপদিগের ক্ষমতা হ্রাসের জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। আপন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাজা ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে লিরিয়া নগরে এক মহাসভা আহ্বান করেন। সমবেত নগরবাসী ভদ্রলোক ও উচ্চশ্রেণীর যাজকগণের সাহায্যে তিনি প্রথম স্ত্রী (Matilda, Countess of Boulogne) বর্ত্তমান থাকিতে পুনরায় আফন্‌সো-দি-ওয়াইজের কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য পোপের নিষেধবিধি অবজ্ঞা করিলেন। অবশেষে পর্ত্তুগালস্থ বিশপ ও আর্কবিশপগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইয়া পোপ ৪র্থ উর্বানের নিকট প্রার্থনা করিলে, ১২৬২ খৃষ্টাব্দে উক্ত দ্বিতীয়বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া সাধারণে জ্ঞাত হইল এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ডম-ডিনিজ্ রাজ্যাধিকারী হইবেন, ইহাও

উক্ত রাজকন্যার স্থিরীকৃত হইল। ১২৬৩ খৃষ্টাব্দে ১০ম আল্‌ফন্‌সো তাঁহাকে অল্‌গার্ভ প্রদেশের পূর্ণ শাসনভার প্রদান করেন। ১২৭০ খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র ডিনিজ্ বিদ্রোহী হইয়া পিতার বিরুদ্ধাচারী হন, এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রায় দুই বৎসরকাল গত হইলে ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধরাজার মৃত্যু হয়।

এতদিন ধরিয়া পর্ত্তুগালরাজগণ যুদ্ধ ও রাজ্যবৃদ্ধি বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। রাজ্যাধিকার ও বিধিবদ্ধ রাজনিয়মাদি দ্বারা চালিত পর্ত্তুগালরাজ্য এখন একটী স্বাধীন রাজ্য রূপে গণ্য হইল। এখন সভ্যজগতে 'সভ্যতার' বিকাশ আরম্ভ হইল। এসিয়াজয় ও বিভিন্নদেশান্বেষণে বহির্গত হইয়া তদ্দেশসমূহ অধিকার পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে বাকী রহিল। পর্ত্তুগীজগণ সভ্যতা-অভ্যাসে বিশেষমনোযোগী হইলেন, যাহাতে তাহারা অপরাপর সুসভ্য য়ুরোপবাসীর সহিত মিলিত হইয়া সমকক্ষতা দেখাইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একমাত্র রাজা ডম ডিনিজ্ ব্যতীত অন্য কেহই এতাদৃশ মহদ্ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন না। উক্ত মহাত্মারই উদ্যোগে পর্ত্তুগালরাজ্যে কএকটী হিতকর কার্য্য সংঘটিত হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং একজন কবি, সুরসিক ও বিদ্যার্জ্জন-প্রিয় ছিলেন। তিনি ন্যায়পরতা ও সুনিয়ম ভালবাসিতেন। ন্যায়বিচারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। রাজ্যমধ্যে সুবিচারপ্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সু-আইন প্রচলন ও বিচার-আদালত স্থাপন করেন। কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য তিনি কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন এবং পিতৃমাতৃহীন কৃষক বালকদিগের জন্য একটী বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কৃষিবিদ্যার উন্নতিকল্পে তিনি যেরূপ লিরিয়ায় পাইন-বন (Pine forest) পত্তন করেন; তদ্রূপ বাণিজ্যের উন্নতি হেতু ইংলণ্ডের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া বিখ্যাত হন। অতঃপর রাজ্যরক্ষায় মনঃসংযোগ করিয়া তিনি একটী নৌসেনাদল গঠন করিয়াছিলেন। জেনোয়াবাসী ইমানিউএল পেসান্হা তাঁহার প্রথম নৌসেনাপতি (Admiral) নিযুক্ত হয়েন। সামরিক-বিভাগের উন্নতিবিষয়ে তিনি যতদূর চেষ্টিত ছিলেন, পুনঃ পুনঃ যুদ্ধবিগ্রহে ক্লান্ত পর্ত্তুগালরাজ্যে শান্তিস্থাপন করিতে তাঁহাকে সেইরূপ বল রাখিতে হইয়াছিল। এই সকল পরিশ্রমশীল কার্য্যের জন্য তিনি Re Lavrador or Danis the Labourer উপাধি প্রাপ্ত হন।

সিংহাসনপ্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ডিনিজ্‌কে সিংহাসনের অধিকার লইয়া ভ্রাতা আফন্সোর সহিত রাষ্ট্রবিপ্লবে (Civil wars) লিপ্ত থাকিতে হইয়াছিল। শীঘ্রই উভয়ের মনোমালিন্য বিদূরিত হয়। অতঃপর ডিনিজ্ আরাগণরাজ ৩য় পিত্রোর কন্যা ইসাবেলাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন। এই রমণী আপন সচ্চরিত্রতা ও সদ্‌গুণের জন্য খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দে 'আদর্শরমণী' বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে ৪র্থ সাঙ্কোর সহিত কাষ্টিলের অধিপতি ৪র্থ ফার্দিনান্দের যুদ্ধ হয়। পর্ত্তুগালের সিংহাসন লইয়া এই যুদ্ধ ঘটে। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্রানুসারে উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। উক্ত পত্রের সর্ত্তানুসারে ৪র্থ ফার্দিনান্দ ডিনিজ্-কন্যা কন্‌ষ্টান্সকে এবং পর্ত্তুগালরাজপদের উত্তরাধিকারী আফন্সো ফার্দিনান্দভগিনী বিএট্রিসকে বিবাহ করিলেন। পরস্পরের মধ্যে এইরূপ আদান প্রদান হওয়ায়, সকল যুদ্ধবিগ্রহ মিটিয়া যায়। পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ স্থাপনসত্বেও পর্ত্তুগালরাজ ইংলণ্ডেশ্বর ১ম এডওয়ার্ডের সহিত কুটুম্বিতাস্থাপনে পরাঙ্মুখ হন নাই। পর্ত্তুগাল ও ইংলণ্ডের বাণিজ্যের উন্নতির জন্য তিনি ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে এড্‌ওয়ার্ডের সহিত বাণিজ্যসম্পর্কে সন্ধি করেন। ইংলণ্ডপতি ২য় এড্‌ওয়ার্ডের সহিতও তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব ছিল। ১৩১১ খৃঃ পোপ ৫ম ক্লেমেন্ট নাইট-টেম্পলারদিগের প্রতি দ্বেষ করিয়া তাহাদের ক্ষমতা হ্রাস করিলে, রাজা ডম ডিনিজ্ (Order of Christ) নাম দিয়া একদল নূতন যোদ্ধৃ-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিলেন এবং তাহাদিগকে টেম্পলারদিগের ভূক্তভূমি দান করিয়া পোপের অনুগ্রহপাত্র হইলেন। ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে পিতা-পুত্রে ঘোর যুদ্ধ বাঁধে, স্বয়ং মহারাণী ইসাবেলা (St. Isabel) উভয় দলের মধ্যে অশ্বচালনা করিয়া পিতাপুত্রের বিবাদভঞ্জন করেন। ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে রাজার মৃত্যু পর্য্যন্ত উভয়ের মধ্যে শান্তি রক্ষিত হইয়াছিল।

৪র্থ আফন্সো রাজপদ লাভ করিয়াই, পিতার মতানুসরণপূর্ব্বক কার্য্য করিতে লাগিলেন। ১৩২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ কন্যা ডোনা মেরিয়াকে কাষ্টিলপতি ১১শ আল্‌ফন্সোর হস্তে দান করিয়া আত্মীয়তা স্থাপন করেন; কিন্তু কাষ্টিলপতি তাঁহার কন্যাকে তাচ্ছিল্য করায়, পর্ত্তুগালরাজ তাঁহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া, তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। সেণ্ট-ইসাবেলের মধ্যস্থতায় ১৩৪০ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। আফন্সোপুত্র ডম-পিত্রো পেনাফিএল ডিউকের কন্যা কন্‌ষ্টান্স্ মানুএলকে বিবাহ করিলেন। ৪র্থ আফন্সো মরক্কোরাজ আবু হাসেমএর বিরুদ্ধে ১১শ আল্‌ফন্সোকে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মিলিত খৃষ্টানসৈন্য সালাডোনদীতটে মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া বিজয়ঘোষণা করিলেন। এইযুদ্ধে পর্ত্তুগালরাজ বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়া 'বীর' উপাধি লাভ করেন। ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে

আরাগণরাজ ৪র্থ পিদ্রোর সহিত নিজকন্তা ডোনা লিওনোরার বিবাহ দিয়া পর্ত্তুগালরাজ নিজ বলপুষ্টি করেন। রাজা ৪র্থ আফন্সো ডোনা-ইনিস্-ডি-কাষ্ট্রোর বিষম হত্যায় লিপ্ত থাকায় আপনার শেষজীবন কলঙ্কিত করিয়া ছিলেন।

রাজা ১ম ডম পিদ্রো রাজাসনে আসীন হইয়া প্রথমে ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে ডোনা ইনিসের নিহন্তাকে কঠোর দণ্ডাজ্ঞা দিয়া, তাহার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলেন এবং ইনিসের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবশতঃ মৃতদেহ কবর হইতে উঠাইয়া, মহাসমারোহে তাঁহার মস্তকে রাজমুকুট শোভিত করিলেন। অবশেষে তদীয় মৃত্যুতে মহাশোক প্রকাশ করিয়া শোকসন্তপ্তহৃদয়ে সেই মৃতদেহ বহনপূর্ব্বক আল্‌কোবাশা-মঠে রাজা ও রাণীদিগের কবর পার্শ্বে গোর দিলেন।

যে সূক্ষ্ম ও প্রতিজিঘাংসাপূর্ণ ন্যায়পথানুবর্ত্তী হইয়া, তিনি রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, পর্ত্তুগীজ রাজ্যের ইতিহাসে তাহা জলন্ত অক্ষরে প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি কি ধর্ম্মযাজক, কি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সকলকেই সমানভাবে কঠিন দণ্ডাজ্ঞা দিয়া, সাধারণ ব্যক্তির নিকট হইতে Pedro the Severe আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপন পিতামহের মত ইংলণ্ডের বন্ধুতা ভালবাসিতেন। ইংলণ্ডরাজ ৩য় এডওয়ার্ডের সহিত তাঁহার এতাদৃশ সদ্ভাব ছিল যে, ১৩৫২ খৃষ্টাব্দে এডওয়ার্ড আপন প্রজাবর্গকে পর্ত্তুগালের ক্ষতিজনক কোন কর্ম্ম করিতে নিষেধ করিয়া রাজাজ্ঞা প্রচার করেন। অতঃপর ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে আফন্সো মার্টিন্‌স্ অলহোর অধ্যক্ষতায় লণ্ডন ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ত্তুগালবাসী বণিকগণের মধ্যে একটী সন্ধি হয়, উক্ত সন্ধির বলে উভয়জাতির বাণিজ্যে ও পণ্যদ্রব্যে উভয়ের বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে। পিদ্রোর রাজত্বকালে বাণিজ্যোন্নতির ইহাই দ্বিতীয় স্তর।

মহারাণী কন্‌স্টান্সের গর্ভজাত পিদ্রো-পুত্র ফার্দিনান্দ ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার রাজত্বে পর্ত্তুগালে রাজতন্ত্রের (Absolute monarchy) লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। রাজা নিজের কার্য্য ভুলিয়া, প্রজার সুখ ভুলিয়া, একমাত্র নিজের ঐহিক সুখের অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। অলপার্ত্ত যুদ্ধাবসানের পর, যখন পর্ত্তুগালে শান্তি বিরাজ করিতেছিল, তখন পর্ত্তুগালবাসী কৃষি ও বাণিজ্যের উন্নতিতে আপনাদিগকে ধনমদে গর্ব্বিত ও বিদ্যাচর্চ্চার সৌভাগ্যসম্পন্ন মনে করিয়া, আপনাদের অবস্থা অনুধাবন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজার বর্ত্তমান লাম্পট্য প্রজার হৃদয়ে অসন্তোষের একমাত্র কারণ হইয়াছিল।

ফার্দিনান্দ দুর্ব্বল ও লঘুচেতা হইলেও, রাজ্যবৃদ্ধির আশা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী ছিল। তিনি আরাগণরাজকন্যা লিওনোরাকে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞাত হইয়া, ১৩৬৯ খৃষ্টাব্দে কাষ্টিলরাজ পিদ্রোর (The cruel) মৃত্যুতে কাষ্টিলসিংহাসন প্রার্থী হইলেন। কারণ তাঁহার পিতামহী বিএট্রিস্ কাষ্টিলরাজকন্যা ছিলেন। অনেকে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেও কাষ্টিলবাসী সম্ভ্রান্তবংশীয় অনেকেই পর্ত্তুগীজকে সিংহাসন দিতে ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহারা পিদ্রোর অবৈধপুত্র ট্রেষ্টামারেবাসী হেন্‌রীকে (Henry II) কাষ্টিলসিংহাসনে বসাইলেন। এই সূত্রে উভয়পক্ষে যুদ্ধ বাধে। পরে পোপ ১১শ গ্রেগরির মধ্যস্থতায় ফার্দিনান্দ কাষ্টিলের আশা ছাড়িয়া দেন এবং ২য় হেন্‌রীর কন্যা লিওনোরাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন। পোপ মধ্যস্থ হইলেও এই সন্ধি কার্য্যে পরিণত হইল না, ফার্দিনান্দ পুনরায় ট্রাস্-অস্-মোন্টেবাসী কোন ভদ্রলোকের ডোনা-লিওনোরা-তেলিজ নাম্নী বিধবা কন্যার প্রণয়ে ও রূপে মোহিত হইয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিলেন। কাষ্টিলরাজ ২য় হেন্‌রী আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া প্রতিশোধগ্রহণে প্রস্তুত হইলেন এবং সসৈন্যে আসিয়া লিস্‌বন্ নগর অবরোধ করিলেন। ফার্দিনান্দ উপায়ান্তর না দেখিয়া গণ্টের (Gaunt) রাজা জনের সহিত সন্ধি করিতে ব্যাপৃত রহিলেন। রাজা জন পিদ্রো ক্রুয়েলের কন্যা কন্‌ষ্টান্সকে বিবাহ করায়, কাষ্টিলরাজসিংহাসনপ্রার্থী হইয়াছিলেন। এই কারণে তাঁহার সহিত হেন্‌রীর পূর্ব্ব হইতে শত্রুতা ছিল। পরে ১৩৭৪ খৃষ্টাব্দে কাষ্টিলরাজের সহিত ফার্দিনান্দের সন্ধি স্থাপিত হয়।

মহারাণী লিওনোরা পর্ত্তুগালরাজ ফার্দিনান্দকে অধিকার করিয়া বসিলেন। রাজা রাণীরহস্তে চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় রহিলেন; রাণী রাজ্যের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইলেন। ক্রমশঃই রাণীর অত্যাচারে রাজ্যশুদ্ধ লোক উত্যক্ত হইয়া পড়িল। ইংলণ্ডেশ্বর ৩য় এডওয়ার্ডের সহিত পর্ত্তুগালরাজ যে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন, রাণী সেই সন্ধির উচ্ছেদসাধন করেন। এই সকল অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়া প্রজাগণ ক্রমশঃই তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। জোয়াঁও ফার্ণান্দিজ্ এণ্ডিয়ারো নামক যে ব্যক্তি ইংরাজরাজসভায় পূর্ব্বকথিত সন্ধিপত্র লইয়া গমন করেন, মহারাণী তাহার রূপে মোহিত হইলেন। তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি প্রণয়সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। এণ্ডিয়ারোকে ঔরেন প্রদেশের কাউণ্ট করিবার জন্য তিনি রাজাকে বিশেষরূপে পীড়ন আরম্ভ করেন।

কাষ্টিল সিংহাসন-বাসনা এখনও ফার্দিনান্দের হৃদয়মন্দির হইতে অপনোদিত হয় নাই। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে ২য় হেনরীর মৃত্যুর পর, তিনি হেন্‌রীর উত্তরাধিকারী ১ম জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করিতে পুনরায় ইংলণ্ডের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংলণ্ডরাজ ২য় রিচার্ড তাঁহার সাহায্যার্থ আর্ল্-অফ্ কেম্ব্রিজকে সদলে প্রেরণ করিলেন। রাজপুত্র এডওয়ার্ড (১৩৭৭ খৃষ্টাব্দে সিরিয়ার মহাসভার অভিমতে) ফার্দিনান্দের একমাত্র কন্যা ও পর্ত্তুগাল-সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী বিএট্রিসকে বিবাহে সম্মত হইলেন। ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগাল-রাজ নিজ স্বভাবোচিত অঙ্গীকৃত সত্য ভঙ্গ করিলে এবং রাণীর ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া ইংরাজগণকে পর্ত্তুগাল হইতে তাড়াইয়া দিলে; ইংরাজগণ পর্ত্তুগাল লণ্ডভণ্ড করিয়া কাষ্টিলপতি ১ম জনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। এই সন্ধিসূত্রে রাজা জন পর্ত্তুগীজ-রাজকন্যা ডোনা বিএট্রিজকে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন এবং কথা রহিল যতদিন বিএট্রিসের জ্যেষ্ঠপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত না হন, ততদিন মহারাণী লিওনোরা রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবেন। ইহার ছয়মাস পরে ২২এ অক্টোবর ফার্দিনান্দের মৃত্যু হইলে, রাণী ডোনা লিওনোরা রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

লিওনোরা রাজ্যেশ্বরী হইয়াও বেশীদিন রাজ্যে সুখভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার অদৃষ্টাকাশ পর্ত্তুগীজগণের জাতীয়তার গভীর ঘনচ্ছায়ায় আবরিত হইল, সকলেই ঘৃণায় অলস্তবিষে জর্জ্জরিত হইয়া, অসচ্চরিত্রা রাণীর রাজ্যশাসনে ভীষণ কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। কাষ্টিলরাজ্যের সহিত বিবাহসূত্রে পর্ত্তুগালের রাজছত্র একত্রীকরণও তাহার অন্যতম কারণ। পিদ্রো সিভিয়ারের অবৈধপুত্র ডম জন (Grand master of the Knights of St. Bennett of Aviz) রাণীর ঘৃণিত চরিত্রে এবং রাজ্যে স্বাধীনতা-স্থাপনে নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়া, ৬ই ডিসেম্বর লিস্বননগরে বিদ্রোহিদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদের মধ্যে মহারাণী লিওনোরার প্রণয়পাত্র এণ্ডিয়ারোকে হত্যা করিলেন। রাণী প্রাণভয়ে ভীত হইয়া সকলের অসাক্ষাতে সান্তারিম্ নগরে পলাইয়া গেলেন। তথা হইতে কাষ্টিলপতি ১ম জনকে তাঁহার সাহায্যার্থ ডাকিয়া পাঠাইলেন। এদিকে ডম জন সর্ব্বসমক্ষে পর্ত্তুগালের পরিত্রাতা (Defender of Portugal) বলিয়া বিঘোষিত হইলেন। জোয়াঁও দাস্ রিগ্রাস্ (Joãodas Regras) চান্সেলার পদে ও আলভেরিস্ পেরেয়রা (Alveres Pereira) কনষ্টেবল পদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, রাজ্যভ্রষ্ট রাণী ও কাষ্টিলরাজ জনকে যুদ্ধবিগ্রহে উদ্যুক্ত দেখিয়া ডম জনও ইংলণ্ডের সাহায্যপ্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। ইংরাজরাজ সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুত হইলে তিনি পর্ত্তুগালরাজধানী সুরক্ষিত করিয়া রাখিলেন।

যথা সময়ে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে কাষ্টিলরাজ জন সসৈন্যে পর্ত্তুগালে আসিয়া লিস্বন্ অবরোধ করিলেন। যুদ্ধে তাঁহারই পরাজয় হইল, তিনি স্বদেশে ফিরিয়া চলিলেন। দেশে যাইবার পূর্ব্বে তিনি জানিতে পারিলেন, ডোনা লিওনোরা বিষপ্রয়োগে তাঁহার প্রাণ লইতে চেষ্টিত আছেন। রাজা তাঁহাকে ধরিয়া টোর্ডেসিলার মঠে অবরুদ্ধ রাখিলেন। এখানে ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগালরাণীর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

একটীমাত্র যুদ্ধে উভয়জাতির বিরোধ মিটিল না। উভয় দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যতে দ্বিতীয় যুদ্ধের সূচনা হইতেছিল। পর্ত্তুগীজগণ আপনাদের স্বাধীনতা হারাইবার ভয়ে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া জাতীয় গৌরবরক্ষা করিয়াছিল। অট্রোলেরিও ও ট্রাঙ্কোসোর যুদ্ধে কনষ্টেবল অল্ভেরিস্-পেরেরা বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া কাষ্টিলীয় সৈন্যদিগকে পরাভূত করেন; তজ্জন্য তিনি "The Holy Constable" নাম প্রাপ্ত হন। ১৩৮৫ খৃষ্টাব্দে কোইম্ব্রার মহাসভায় পর্ত্তুগালের সিংহাসনে অধিষ্ঠানজন্য রাজনির্ব্বাচনের প্রস্তাব হইল। চান্সেলারের কথায়তে সকলে ডম জনকে পর্ত্তুগালের রাজা বলিয়া মনোনীত করেন।

রাজা জন রাজমুকুট মাথায় লইয়া, সকলের অভিমতে ৫০০ তীরন্দাজ ইংরাজসৈন্য ও রাজ্যস্থ বীরহৃদয় ব্যক্তিদিগকে সঙ্গে লইয়া উক্ত বৎসর আগষ্ট মাসে আল্জুবারোটার রণক্ষেত্রে কাষ্টিলরাজের প্রভূতসৈন্য সমূলে বিনাশ করেন। অতঃপর পুনরায় অক্টোবর মাসে 'হোলি কনষ্টেবলের' হস্তে বলভার্ডে নামক স্থানে কাষ্টিলরাজ পরাজিত হন। উপর্য্যুপরি এইরূপে বিপর্য্যস্ত হইয়া কাষ্টিলরাজের বলক্ষয় হইতে লাগিল, অবশেষে পরবর্ত্তী বৎসরে, যখন গণ্টের শাসনকর্ত্তা জন দুই হাজার বর্শাধারী ও তিন হাজার তীরন্দাজ লইয়া কাষ্টিল আক্রমণ করেন, তখন কাষ্টিলপতি উপায়ান্তর না দেখিয়া, সন্ধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি ও মিত্রতার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়া পর্ত্তুগালরাজ পুনরায় ১৩৮৬ খৃষ্টাব্দে দুই রাজ্যে বাণিজ্য ও রাজনৈতিক কার্য্যে মিত্রতাস্থাপনের জন্য একখানি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। উক্ত পত্র Treaty of Windsor নামে খ্যাত। রাজা ডম জন গণ্টের শাসনকর্ত্তা জনের দ্বিতীয় পত্নীগর্ভজাত কন্যা ফিলিপাকে (Philippa of Lancaster) বিবাহ করিয়া, ঘনিষ্ঠতা আরও বৃদ্ধি করিলেন। এই সময়ে কাষ্টিলরাজের সহিত পর্ত্তুগালরাজের সন্ধি স্থাপিত হয়; কিন্তু মধ্যে মধ্যে উক্ত পত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া, অবশেষে ১৪১১ খৃষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে পূর্ণশান্তি বিরাজ করিয়াছিল। এই সন্ধি ইংলণ্ডের ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ হেনরী ও ২য় রিচার্ড সকলেই আনন্দভরে পূরণ করিয়াছিলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন

জ্যেষ্ঠরাজপুত্র ডম ডিনিজ্ পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তখন ২য় রিচার্ড রাজা জনের সাহায্যার্থ সৈন্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ৪র্থ হেন্‌রী তাঁহাকে Knight of the Garter উপাধি দান করেন। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে আপন পুত্রত্রয়ের উত্তেজনায় প্রবৃত্ত হইয়া, রাজা আফ্রিকাজয়মানসে মরক্কোবাসী মুরদিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। রাজপুত্র ডম দুয়ার্তে, ডম পিদ্রো ও ডম হেন্‌রিক বীরনাম গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মুরদিগকে কিউটা নগরে পরাজিত করিলেন। এই যুদ্ধে ইংলণ্ডরাজ ৫ম হেন্‌রী তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। কিউটার অধিকার হইতে পর্ত্তুগালের অদৃষ্ট-কবাট উন্মুক্ত হইল। পর্ত্তুগালরাজ্যের বহির্দ্দেশে ইহাই পর্ত্তুগীজগণের প্রথম অধিকার। যুদ্ধাবসানে উক্ত তিনজনেই আপনাপন অভীষ্টপথে গমন করিলেন। জ্যেষ্ঠ ডম এডওয়ার্ড রাজ্যশাসনে পিতার সহায়তায় ব্যাপৃত রহিলেন, মধ্যম পিদ্রো (Duke of Coimbra) য়ুরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া আপনাকে সুবিজ্ঞ পণ্ডিত ও যোদ্ধ্‌বীররূপে সর্ব্বত্র পরিচিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় ডম হেন্‌রিক একমাত্র সমুদ্রযাত্রা ও বিভিন্নদেশ আবিষ্কারের উন্নতিকল্পে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি অলগার্ভের শাসনকর্ত্তৃত্ব, ডিউক অফ্ ভিসেণ্ট এবং Master of the order of Christ উপাধি গ্রহণ করিয়া, সেগ্রিস্ নগরে বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজরাজ জনের রাজত্বের শেষাংশ পর্ত্তুগীজগণের নানাদেশ আবিষ্কারে উজ্জ্বলতর হইয়াছিল। ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে জনের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র এডওয়ার্ড রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। পিতার ন্যায় বহু সদ্গুণে ভূষিত হইলেও তিনি রাজ্যসংক্রান্ত কএকটী গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া আত্মজীবন কলুষিত করিয়া যান। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই তিনি এভোরা নগরে একটী মহাসভা আহ্বান করিয়া স্থির করিলেন, তাঁহার পিতৃদত্ত যে সকল ভূসম্পত্তি রাজ্যের সম্ভ্রান্তলোকগণ ভোগ করিতেছেন, তাহার সত্ব পুত্রাদিক্রমে ভোগ করিতে পাইবে; পুত্রসন্তান অবর্ত্তমানে সেই সকল সম্পত্তি রাজসংসারভুক্ত হইবে। সম্ভ্রান্ত ভদ্রবংশীয় অনেকেরই পুত্রসন্তান না থাকায়, তাঁহারা আপনাপন মানরক্ষার জন্ত এই সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া কাষ্টিলে পলাইয়া গেলেন। এডওয়ার্ড বুঝিলেন, সহজেই তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধ হইয়াছে। রাজ্যের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ভিন্নদেশে চলিয়া যাওয়ায়, অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া পড়িল। এডওয়ার্ড পিতার রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়া আরাগণ-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। ইংলণ্ডরাজ উইণ্ডসরের সন্ধিসূত্রবলে তাঁহাকে Knight of the Garter উপাধি দিলেন। তিনি নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডম হেন্‌রিককে সমুদ্রবক্ষে নানাস্থানে গমন জন্ত উৎসাহিত করেন। ১৪৩৬ খৃষ্টাব্দে টাঞ্জিয়ারের যুদ্ধযাত্রা হইতেই পর্ত্তুগালের ভবিষ্যৎ দেশাধিকার আশা অল্পকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ডম ফার্দিনান্দ, পিদ্রো, হেন্‌রিক ও পোপ প্রভৃতি সকলেই নিষেধ করিলেও, তিনি টাঞ্জিয়ার আক্রমণ জন্য এক দল নৌসেনা প্রেরণ করেন। শত্রুহস্তে এডওয়ার্ডের সেনা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, অবশেষে টাঞ্জিয়ারবাসিগণ তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফার্দিনান্দকে বন্দী করিয়া, সৈন্যদিগকে ছাড়িয়া দিলে, রাজা ভ্রাতার জীবনে নিরাশ হইয়া বিশেষ মর্ম্মপীড়িত হইলেন। মস্তিষ্কের বিকৃতিতে বদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অকালে ১৪৩৮ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা শেষ করিতে হইল। ডম ফার্দিনান্দও ফেজনগরে বন্দী থাকিয়া অশেষবিধ অত্যাচার ভোগের পর নিজ দয়াদাক্ষিণ্যের ও দৃঢ়তার জন্য "The Constant Prince" নাম গ্রহণ করিয়া ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন।

এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর, তদীয় অল্পবয়স্ক পুত্র ৫ম আফন্সো সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বালকরাজের প্রতিনিধিত্ব লইয়া রাজমাতা ডোনা লিওনোরা ও খুল্লতাত ডম পিদ্রোর (Duke of Coimbra) মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। কিন্তু লিস্‌বননগরবাসী সকলেই পিদ্রোর পক্ষাবলম্বন করিয়া তাঁহাকেই 'রিজেন্ট' বা প্রধান অভিভাবকরূপে মনোনীত করিলেন। ১৪৪১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যমধ্যে ডম পিদ্রোর ক্ষমতা উচ্চসীমায় আরোহণ করে। এই সময় এডওয়ার্ডপুত্র ৫ম আফন্সো বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, খুল্লতাত পিদ্রোর কন্যা লিওনোরাকে বিবাহ করিলেন। ভগিনীকে বিবাহ করিয়াও তাঁহার মন শান্তিলাভ করিল না। খুল্লতাতের একাধিপত্যে তিনি ক্রমশঃই ঈর্ষান্বিত হইতে লাগিলেন। ডিউক অফ্ ব্রাগাঞ্জা তাঁহার মনে খুল্লতাত-বিদ্বেষাগ্নি উদ্দীপিত করিতেছিলেন; কাজেই তাঁহার অন্তঃকরণ ক্রমশঃই বিষময় হইতেছিল। তিনি খুল্লতাতকে রাজসংসার হইতে বহিষ্কৃত করিতে মনস্থ করিলেন। অবশেষে তিনি ডিউক অফ্ ব্রাগাঞ্জার পরামর্শানুসারে রাজকীয়সৈন্ত সঙ্গে লইয়া ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে আল্‌ফারোবিরা নগরের সন্নিকটে খুল্লতাত-সৈন্তের সম্মুখীন হইলেন। যুদ্ধে ডম পিদ্রো জীবনদান করিলেন। অতঃপর ৫ম আফন্সো দেশ জয় মানসে আফ্রিকায় গমন করিয়া ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে অল্‌কাসের সেগুইয়ার ও ১৪৭১ খৃষ্টাব্দে আরজিলা ও টাঞ্জিয়ার রাজ্য দখল করিয়া লইলেন। আফ্রিকার যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্ব ও যুদ্ধবিদ্যার পরিচয় প্রদান করিলে, সকলেই তাঁহাকে "The African" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। একদিকে যেমন তিনি আফ্রিকার যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, তদ্রূপ তাঁহার

খুল্লতাত ডম হেনরিকের (The Navigator) উৎসাহে প্রণোদিত পর্ত্তুগীজগণ সমুদ্রপথে দেশাবিষ্কারে ব্যাপৃত থাকিয়া নানাস্থানে গমন করিতে লাগিল। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে হেনরিকের মৃত্যু ঘটিলেও, রাজা তদীয় খুল্লতাতের দেশান্বেষণরূপ মহাকার্য্যে সাধারণকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। রাজা ৫ম আফন্সোর অন্তর্নিহিত কাষ্টিল-বিজয়বাসনা দিন দিন উদ্দীপ্ত হইতেছিল। এতদুদ্দেশ্য সাধনের আশায় তিনি কাষ্টিলপতি ৪র্থ হেনরীর বালিকাকন্যা জোয়ানাকে বিবাহ করিয়া রাজসিংহাসনপ্রার্থী হইলেন। অপর দিকে কাষ্টিলবাসিগণ আরাগণরাজ ফার্দিনান্দের বালিকাপত্নী ইসাবেলার পক্ষাবলম্বন করিয়া, তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইতে অভিমত প্রকাশ করিল। এইরূপে উভয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। উভয়েই শস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে টোরোর যুদ্ধে পর্ত্তুগীজগণ বিশেষরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন। রাজা ফ্রান্সে গমন করিয়া ১১শ লুইর নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করিলেন। তাহাতে কোন ফল হইল না। প্রত্যন্তর নাই দেখিয়া, রাজা ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে অল্কাণ্টারা সন্ধিপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন এবং তদনুসারে নব-পরিণীতাভার্য্যা জোয়ানাকে মঠে চিরনির্ব্বাসিত করিতে বাধ্য হন। এইরূপ মনঃকষ্টে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়। প্রায় অর্দ্ধোন্মাদাবস্থায় এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া রাজা ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া সকল জ্বালার শান্তি করিলেন।

রাজা ২য় জন পর্ত্তুগালসিংহাসনে আরোহণ করিয়া কাষ্টিল ও ইংলণ্ডের সহিত বাণিজ্যসূত্রে সন্ধিস্থাপন করিলেন এবং প্রজাবর্গের সন্তোষবিধানপূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তৎকালীন ইংলণ্ডরাজ ৭ম হেনরী ও ফ্রান্সের অধিপতি ১১শ লুইর অনুকরণে রাজ্যশাসন করিয়া, তিনি আপন রাজত্ব অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। টোরোর যুদ্ধে বীরত্বপ্রকাশ করিয়া তিনি একজন বিখ্যাত সৈনিকপুরুষ মধ্যে গণ্য হন। রাজ্যস্থ সম্রান্ত ব্যক্তিদিগের অধিকারস্থ ভূম্যাদির বিচার রাজবিচারক (Corregidors) দ্বারা নিষ্পন্ন হইবার জন্য এভোরার মহাসভা আহ্বান করেন। তাঁহার পিতার রাজত্ব সময়ে ব্রাগাঞ্জার ডিউক্ ফার্দিনান্দ স্বাধীনতালাভহেতু যথেচ্ছাচারিতা করায়, তাঁহার দমন একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। উক্ত মহাসভার অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য ফার্দিনান্দপ্রমুখ সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তিদিগের ক্ষমতা হ্রাস। কাজে কাজেই তাঁহাদের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। ব্রাগাঞ্জার ডিউক্কে আক্রমণ করা তাঁহার মূলমন্ত্র হইল। তিনি ডিউক্কে রাজদ্রোহিতার অপরাধে দণ্ডিত এবং আবদ্ধ রাখিয়া এভোরা নগরে নামমাত্র বিচারের ভাণে তাঁহাকে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকে প্রেরণ করিলেন। ফার্দিনান্দ (Duke of Viseu) নামক রাজার নিকট আত্মীয়, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের নেতৃপদে বরিত হইলেন। আত্মীয় বলিয়া রাজা তাঁহার উপরেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ১১শ লুইর রাজনীতির অনুবর্ত্তী হইয়া তিনি ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে নিজ হস্তে সেতুবল নগরে তাঁহার নিধনসাধন করিলেন। ইহাতেও তাঁহার শোণিতপিপাসা নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি রাজপদ নিষ্কণ্টক করিতে আরও অশীতিজন ভদ্রলোকের (Nobles) রক্তদর্শন করিলেন। এই সকল সদ্বংশোদ্ভব ভদ্রব্যক্তিদিগকে আপন চক্ষুর অন্তরাল করিতে রাজা বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন। এখন তিনি নির্ব্বিবাদে শত্রু-পরিশূন্য হইয়া রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এতন্নিবন্ধন প্রজাবর্গ সকলেই তাঁহাকে "The Perfect king" নামে ডাকিতেন।

যদিও তিনি আপনার অভীষ্টসিদ্ধিকল্পে, এতাদৃশ নৃশংস আচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পর্ত্তুগীজগণকে তিনি কখনও আলস্যে দিনযাপন করিতে দেন নাই। ডম হেনরিকে শিক্ষিত নাবিক-সম্প্রদায় বিশেষউদ্যমে তাঁহার অধীনে সমুদ্রপথে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিল। গোল্ডকোষ্টে (Gold Coast) বাণিজ্যবিস্তারের জন্য তিনি ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দে এলমিনা (La Mina or Elmina) নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান। ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে বার্থলোমিউ ডিয়াস্ উত্তমাশা অন্তরীপ পরিভ্রমণ করিয়া আল্গোয়া উপসাগরে উপনীত হন। ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজা প্রেষ্টার জনের অন্বেষণ এবং ভারতবর্ষে পৌঁছিবার জন্য একদল সজ্জিত নৌসেনা প্রেরণ করেন। উক্ত বৎসরে তিনি বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানে পিদ্রো ডি এভোরা ও গঞ্জালো এনিস্কে টিম্বক্টো প্রদেশে এবং উত্তর মহাসাগর দিয়া ক্যাথে (Cathay) যাইবার পন্থা নিরূপণ-মানসে মার্টিম্ লোপেজ্কে নভা-জিম্লা দ্বীপে পাঠাইয়া দেন। ইহাই উত্তরপূর্ব্ব (North East Passage) পন্থা নিরূপণের প্রথম উদ্যম। এতাদৃশ বিচক্ষণতা সত্ত্বেও রাজা ১৪৯৩ খৃষ্টাব্দে কলম্বসের ভ্রমণ ও আমেরিকা দর্শনরূপব্যাপার অলীক বিবেচনায় তাহাকে কার্য্য হইতে অব্যাহতি দিয়া বিষম ভ্রমাত্মক কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের শেষার্দ্ধকাল তিনি ভাস্কো-দা-গামার ভারত-আক্রমণ জন্য রণতরী সজ্জা প্রভৃতি বিস্তৃত ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। তাঁহারই রাজত্ব সময়ে পর্ত্তুগাল ও স্পেন রাজ্যের মধ্যে অনাবিষ্কৃত-দেশসমূহের বিভাগ-ব্যবস্থা করিয়া পোপ একখানি আদেশপত্র প্রদান করেন। ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠপুত্র আফন্সোর মৃত্যু হওয়ায়, রাজার জীবন ভারাক্রান্ত

বোধ হইয়াছিল। স্পেনরাজ ফার্দিনান্দের কন্যা ইসাবেলার সহিত এই পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি যে ভবিষ্যৎ আশায় উৎফুল্লিত হইয়াছিলেন, পুত্রের নিধনে তাহা চিরদিনের তরে নিরাশার অতলজলে ডুবিয়া গেল। মর্ম্মাহত হইয়া রাজা ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে জীবলীলা শেষ করিলেন।

অতঃপর ডম্ মানুএল "The Fortunate" পর্ত্তুগালের সিংহাসনে আরোহণ করেন। যে ফার্দিনান্দকে (Duke of Viseu) ২য় জন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন, ইনি তাঁহারই অন্যতম ভ্রাতা। ভাস্কো-দা-গামা, আফন্সো-দা-আল্‌বুকার্ক, ফ্রান্সেস্কো অলমিদা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নাবিক ও যোদ্ধৃগণ নানাস্থানে পর্য্যটনপূর্ব্বক পর্ত্তুগাল রাজলক্ষ্মীকে অতুল ঐশ্বর্য্যে ভূষিতা করিয়া, ইঁহার রাজত্ব প্রতিভাশালী করিয়াছিল। এ বিষয়ে রাজা স্বয়ং উদ্যোগী না হইলেও কাষ্টিলসিংহাসন-অধিকারবাসনা স্বতঃই তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া ছিল। আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তিনি আফন্সোর বিধবা পত্নী ফার্দিনান্দপুত্রী ইসাবেলাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নবপরিণীতা পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য তিনি পর্ত্তুগাল হইতে য়িহুদী (Jews)-দিগকে তাড়াইয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। য়িহুদীগণ পর্ত্তুগালে থাকিয়া কখনও কোন অপকার করে নাই, চিরকাল তাহারা রাজ্যের মঙ্গলকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল। আফন্সো-হেন্‌রিকের আশ্রয় হইতে তাহারা এতদিন নিরাপদে পর্ত্তুগালে বাস করিলেও বর্ত্তমান রাজা তাহাদিগকে তাড়াইতে অনিচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু প্রিয়তমা পত্নীর খাতির এড়াইতে পারিলেন না। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে শুভবিবাহ সমাধা হইয়া গেল। বিবাহের পর তিনি স্পেনরাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইবার চেষ্টা করেন। পরবর্ত্তী বৎসরে রাজকন্যা ইসাবেলার টোলেডো নগরে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার ভবিষ্যৎ রাজ্য-আশা চিরদিনের মত লুপ্ত হইল। ইহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া, তিনি পুনরায় আপন শ্যালিকা মেরিয়াকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহেও তাঁহার আশা মিটিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ শালীর পুত্র ৫ম চার্লস্ স্পেনের সিংহাসনাধিকারী হইয়াছিলেন। রাজা যখন স্বরাজ্যে বিবাহ-ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তখন ভাস্কো-দা-গামা, কেব্রাল (ইনি ১৫০০ খৃঃ অঃ ব্রেজিল আবিষ্কার করেন), আল্‌বুকার্ক, অল্‌মিদা, দুয়ার্ত্তে, পাচেকো প্রভৃতি প্রধান প্রধান পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ ভারতক্ষেত্রে পর্ত্তুগীজ-গৌরবরক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে জোয়াঁও-দা-নোভা এসেন্সন্ (Ascension) দ্বীপ ও আমেরিগো ভেস্‌পুচি (Amerigo Vespucci) আমেরিকার রাইও-প্লাটা ও পারা-গুই রাজ্য আবিষ্কার করেন। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ডিওগো লোপেজ-ডি-সিকুইরা মলাক্কা জয় এবং ১৫১০ খৃষ্টাব্দে আল্‌বুকার্ক গোয়া অধিকার করিয়াছিলেন। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সিস্কো সেরাঁও মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার ও ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে লোপেজ্ সোয়ারিস্ সিংহলের কলম্বো নগরে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে ফার্ণান্দো-পেরিজ্-এণ্ড্রাদা চীনসাম্রাজ্যের কাণ্টন নগর অধিকার করিয়া ১৫২১ খৃষ্টাব্দে পিকিন্ নগরে গমন করেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে মগেল্হাঁও (Magalhão) যে প্রণালী দিয়া সুবিধাজনক গমনপথ আবিষ্কার করেন, তাহা অদ্যাপি (Straits of Magellan) তাঁহারই নাম ঘোষণা করিতেছে।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে ৩য় জন, মানুএলের সিংহাসন অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু ২য় জন কর্ত্তৃক দেশস্থ ভদ্রলোকদিগের ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায়, সকলেই প্রজাবর্গের ও দেশের হিত ভুলিয়া রাজার বিরুদ্ধাচারী হইতে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ঘোর ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ফরাসী ভদ্রলোকদিগের মানসিক-অবস্থা যাহা ঘটিয়াছিল, পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে সেইরূপ ঘটিবার সূচনা হইতেছিল। ভারতীয় বাণিজ্যধনে রাজকোষ পর্য্যাপ্তরূপে পূর্ণ থাকায়, রাজা পর্ত্তুগাল হইতে রাজকর আদায় একরূপ বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রজাবর্গের ইহাতে সুবিধা হইলেও, তাহারা রাজ্যশাসনের যথেচ্ছাচারিতায় (Absolutism of the government) বিরক্ত হইয়া স্বদেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। উপর্য্যুপরি যুদ্ধে অলেমটেজো ও অলগার্ভ প্রদেশেও লোকক্ষয় হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে সুমহান্ দেশাবিষ্কার করে পর্ত্তুগালের লোকসংখ্যা আরও কমিতে লাগিল। কেবল যুবকেরাই মান্য ও ধনার্জ্জনের আশায় সৈনিক বা নাবিক হইয়া সমুদ্রপথে ভিন্নদেশগমনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়াছিল। কতশত পর্ত্তুগীজও স্ত্রীপুত্রপরিবার সঙ্গে লইয়া ব্রেজিল ও মদিরায় গমনপূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। যে সকল পর্ত্তুগীজ স্বদেশে ছিল, তাহারাও আপনাপন অধিকৃত ভূম্যাদি ও বাসবাটী পরিত্যাগ করিয়া বাণিজ্যে ধনবান্ হইবার আশায় লিস্‌বন্ নগরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। পর্ত্তুগীজগণের এইরূপ ভিন্নভিন্ন স্থানে গমন জন্য রাজা, রাজ্যস্থ ভদ্রব্যক্তি, অথবা সামরিক-কর্ম্মচারিগণ কেহই বিশেষ মনোযোগী হইলেন না। তাঁহারা ডম হেন্‌রিক্ আনীত আফ্রিকাবাসী ক্রীতদাসদিগের দ্বারা আপনাপন ভূমি কর্ষণ করাইতে লাগিলেন। রোমরাজ্যের অধঃপতনে ইতালীর যে দশা ঘটিয়াছিল, পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে তাহাই ঘটিল। বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক কুঠীসমূহে কর্ম্মচারিদিগের উৎকোচগ্রহণ ও অত্যাচারে পর্ত্তুগীজগণের অদৃষ্টলক্ষ্মী শীঘ্র

শীঘ্র পলায়নের উদ্যোগ দেখিতেছিলেন। তাহার উপর আবার ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে "Holy office"এর সাহায্যে রাজা জেহুইট্ ও দণ্ডবিধায়ক (Inquisition) সম্প্রদায়ী খৃষ্টানদিগকে পর্ত্তুগালে আনাইয়া সাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। রোমের প্রধান প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিলেও পর্ত্তুগালবাসী য়িহুদীখৃষ্টান (Neo-christian)গণ তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল। 'দণ্ডদাতৃ'-সম্প্রদায় পর্ত্তুগালের উপকার না করিয়া বরং বিশেষ অপকার করিয়াছিল। [খৃষ্টান দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে সমগ্র য়ুরোপখণ্ডে যেরূপ বিদ্যোন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল, পর্ত্তুগালের অদৃষ্টে তাহা আর ঘটে নাই। রাজ-অনুগ্রহে দণ্ডবিধায়ক খৃষ্টান দল প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, কিন্তু রাজা আপন অবনতির পথরক্ষা করিতে পারিলেন না। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তাহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হওয়ায়, তিনি মর্ম্মপীড়িত হইলেন। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া আপন পৌত্র সিবাষ্টিয়নের জন্য সিংহাসন রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। ইহারই রাজত্বে আলবুকার্কের দীউ নগর জয়, সেণ্ট ফ্রান্সিস্ জেভিয়ারের ধর্ম্মপ্রচার ও নান্নো-দা-কান্হার ভারত-শাসনখ্যাতি পর্ত্তুগীজ ইতিহাসের প্রধান ঘটনা।

তিন বৎসরের বালক ডম সিবাষ্টিয়ন্ পর্ত্তুগালসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। দারুণ গোলযোগের সময় বালকের রাজত্বে যেরূপ বিষময় ফল ঘটিয়া থাকে, তাঁহারও রাজত্বে তাহাই ঘটিল। রাজার ইচ্ছানুসারে রাণী কাথেরাইন্ ও রাজভ্রাতা কার্ডিনেল হেন্‌রী রাজার প্রতিনিধি ও রক্ষক হইলেন। বালকরাজের শিক্ষক ও রাজমন্ত্রী লুই এবং মার্টিম্ গনসালবিস্ কামারা নামক ভ্রাতৃদ্বয় প্রকৃতপক্ষে সকল কর্ম্মের অধ্যক্ষতা করিতে লাগিলেন। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সাবালক বলিয়া ঘোষিত হইলেন। অতঃপর আফ্রিকা আক্রমণে মনস্থ করিয়া তিনি ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে কিউটা ও টাঙ্গিয়ারস্ নামক স্থান পরিদর্শনে গমন করেন। সৌভাগ্যক্রমে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে মৌলী আমেদ ইবন্ আবদুল্লা ২য় ফিলিপের সাহায্য না পাইয়া সিবাষ্টিয়ানের শরণাপন্ন হন। রাজা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া, মরক্কোর সুলতান আবদুল মালিকের সহিত যুদ্ধে ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য স্বরাজ্যে য়িহুদী-খৃষ্টানদিগের উপর অযথাকর ধার্য্য করিলেন এবং কতক টাকা ধার করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সেনা সঙ্গে লইয়া আফ্রিকার উপকূলে পদার্পণ করেন ও মৌলী আমেদের সৈন্যের সহিত মিলিত হয়েন। অকসর-অকবীর নামক স্থানে উভয় সৈন্যের সংঘর্ষ হইল। পর্ত্তুগীজরাজ যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। সন্ধির নিশান উঠিল। মুসলমানসৈন্য শান্তির জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে সিবাষ্টিয়ান্ অসীমসাহসে অশ্বারোহী মুরসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই ঘোর যুদ্ধের পর সিবাষ্টিয়ান্, মৌলী আবদুল মালিক এবং অন্যান্য পর্ত্তুগীজ সেনানী প্রভৃতি সকলেই শমনভবনে গমন করিলেন। এই দারুণ ধ্বংস-সংবাদ পর্ত্তুগালে পৌঁছিলে, রাজভ্রাতা কার্ডিনেল হেন্‌রী পর্ত্তুগালের রাজা হইলেন। ১ম হেন্‌রী রাজা হইলেন বটে, কিন্তু সিংহাসনের অধিকার লইয়া মানুএলের বংশধরদিগের মধ্যে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল। হেন্‌রী লিস্‌বনের মহাসভার উপর বিচারভার অর্পণ করিলেন। কোইম্বার বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্পত্তি হইল, কাথেরাইন্ ডাচেস্ অফ্ ব্রাগাঞ্জাই রাজপদ পাইবেন; কিন্তু স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ উৎকোচ প্রদানে সকলকে বশীভূত করিতে প্রয়াসী হইলেন। খৃষ্টোফাঁও-দা-মোরা ও এণ্টোনিও পিনহেরো (Bishop of Leiria) তাঁহার পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক ওজস্বিনী বক্তৃতা প্রভাবে পর্ত্তুগালবাসীদিগকে অর্থ ও ভূম্যাদি দানের অঙ্গীকার করিয়া বশ করিয়া ফেলিলেন। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে ৩১এ জানুয়ারী হেন্‌রীর মৃত্যু ঘটিলে, সকলে ২য় ফিলিপকে রাজারূপে গ্রহণ করেন।

ফিলিপ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, যুদ্ধনিবারণ হেতু ব্রাগাঞ্জার ডিউক্‌কে সান্ত্বনা করিতে ব্রেজিলরাজ্য ও রাজা উপাধি দান করিবার অঙ্গীকার করিলেন। আরও অষ্ট্রিয়া-রাজপুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিয়া ব্রাগাঞ্জাধিপতিকে হস্তগত করিয়া ফেলিলেন। সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে কোনরূপে শান্ত করিলেও, রাজা লুইর অবৈধপুত্র এণ্টোনিও (Prior of Crato) উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া সান্তারিম্ নগরে আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা দিলেন এবং স্বনামে মুদ্রাঙ্কণ করিয়াও প্রচার করিলেন। পর্ত্তুগীজগণের অর্থপ্রাচুর্য্য থাকিলেও তাহারা দণ্ডবিধায়ক সম্প্রদায়ের অত্যাচারে নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, সে অত্যাচার এখনও ভুলিতে পারে নাই। কাজেই তাহারা স্পেনরাজ ফিলিপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে চাহিল না। তাহারা ৫ম চার্লসের পুত্র ফিলিপের প্রতিশ্রুত দানাদির কথায় নির্ভর করিয়া আপনাপন স্বার্থসিদ্ধির আশায় চাহিয়া রহিল। পর্ত্তুগীজগণ এণ্টোনিওর কথায় তাচ্ছিল্যভাব দেখাইতে লাগিল। ডিউক অফ্ আল্‌ভা একদল স্পেনসৈন্য লইয়া পর্ত্তুগালে প্রবেশ করিলেন, অকাণ্টারার যুদ্ধে এণ্টোনিও পরাজিত এবং ফিলিপ রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

ফিলিপ রাজ্যাধিকার গ্রহণ করিয়া, পর্ত্তুগাল শাসনের জন্য বন্দোবস্ত করিলেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে টোমারের মহাসভায়

তিনি পর্ত্তুগালের শাসন-স্বাতন্ত্র্য, প্রজাবর্গের স্বাধীনতা ও অধিকার-রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া এইরূপ একটী বক্তৃতা করেন,—'সকল সময়েই মহাসভার অধিবেশন আবশ্যক, কোন বিশেষ কার্য্যের বিচার করিতে হইলে পর্ত্তুগীজ মহাসভা তাহা নিষ্পত্তি করিবেন। রাজ্যের সকল কর্ম্মচারীর পদ পর্ত্তুগীজ ব্যতীত অন্যজাতীয় ব্যক্তি পাইবে না। পর্ত্তুগালের সমুদায়কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের জন্য রাজার সহিত একটী মন্ত্রিসভা (Council) থাকিবে।' ইহারই রাজত্ব সময়ে ৪ জন ব্যক্তি মৃত রাজা ডম সিবাষ্টিয়নের নাম গ্রহণ করিয়া পর্ত্তুগালসিংহাসন লইতে প্রয়াসী হয়। তাঁহারা সকলে যথাক্রমে ধৃত এবং জালরাজা বলিয়া সনাক্ত হইলে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করেন।

যে ৬০ বৎসরকাল (১৫৮০-১৬৪০ খৃঃ অঃ) পর্ত্তুগাল স্পেনরাজ্যের অধীনে ছিল, পর্ত্তুগীজ ইতিহাসে উহা the Sixty years' captivity নামে লিখিত। ৬০ বৎসর বন্দীভাবে থাকিয়া পর্ত্তুগালকে কত যে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইংরাজরাজ ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে ফেরোনগর আক্রমণ ও লুট করেন, পরে ওলন্দাজ, ইংরাজ ও ফরাসীগণ উপর্য্যুপরি পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ ও অধিকৃত-স্থানসমূহ আক্রমণ করিয়া বাণিজ্যাধিকার কাড়িয়া লন। রাজা ফিলিপের উদ্যোগে সুবিখ্যাত রণতরী (The Spanish Armada) পর্ত্তুগাল উপকূলে সজ্জিত হইয়া ইংলণ্ড আক্রমণে অগ্রসর হয়, কিন্তু দৈবক্রমে, প্রবল ঝটিকায় এই লৌহবর্ম্মাবৃত রণতরী সমুদ্রগর্ভে কোথায় বিলীন হইয়াছিল, তাহা কেহই অবগত নহেন। ফিলিপের রাজ্যশাসন হইতেই পর্ত্তুগালের অবনতির দ্বিতীয় সোপান আরম্ভ।

স্পেনশাসনে উত্যক্ত হইয়া, পর্ত্তুগীজগণ ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে লিস্‌বন্‌নগরে প্রথমে অসন্তোষের লক্ষণ দেখাইতে লাগিল। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে এভোরা নগরে বিদ্রোহিদল রাজসৈন্যকে পরাজিত করিয়া কিছুদিনের জন্য রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিল। অবশেষে যখন স্পেনরাজ ফরাসী ও ক্যাটালাণ্ বিদ্রোহে জড়ীভূত হইয়া পড়িলেন, পর্ত্তুগীজগণের পক্ষে ইহাই বিশেষ সুবিধাজনক বোধ হইল। জোয়াঁও পিণ্টো রিবিরো, মিগুএল-ডি-অলমিদা, পিড্রো-ডি-মেডোন্‌থা ফরটাডো, এণ্টোনিও ও লুই-ডি-অলমাডা প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে একটী রাজদ্রোহিদল সংগঠিত হইল। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ১লা ডিসেম্বর রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিয়া তাঁহারা রাজসৈন্যদিগকে পর্য্যাভূত করিল। সকলের অভিমতে ব্রাগাঞ্জার ডিউককে রাজপদ গ্রহণের জন্য লিখিয়া পাঠান হইয়াছিল। ১৫ই ডিসেম্বর তাঁহাকে লিস্‌বন্ নগরে আনিয়া রাজপদে বরণ করা হইল। অতঃপর সমস্ত পর্ত্তুগালবাসী উদ্যত হইয়া স্পেনবাসীদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। পরবৎসর ১৯এ জানুয়ারী লিস্‌বনের মহাসভার আদেশে রাজা ৪র্থ জন পর্ত্তুগালের রাজা ও তৎপুত্র থিওডোসাস্ উত্তরাধিকারী হইলেন।

পর্ত্তুগীজগণ স্পেনের বিরুদ্ধাচারী হইয়া রাজ্য জয় করিলেন বটে, কিন্তু আপনাদিগকে স্বাধীনতা রক্ষণে অক্ষম ভাবিয়া সাহায্যার্থ ফ্রান্স, হলণ্ড ও ইংলণ্ডে লোক পাঠাইলেন। প্রথমে পর্ত্তুগালের সৌভাগ্যলক্ষ্মী পর্ত্তুগাল-অদৃষ্টাকাশে উজ্জলরূপে মেঘধারা ঢালিতেছিলেন, কিন্তু পর্ত্তুগীজ উপনিবেশসমূহে ওলন্দাজগণ আধিপত্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকায় পর্ত্তুগালকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। রাজা ৪র্থ জনের শাসনে পরিতুষ্ট না হইয়া তাহারা মেজেরিনের (Mazarin) পরামর্শানুসারে লঙ্গুভিলের (Longeuville) ডিউককে পর্ত্তুগালের শাসনভার দিয়া আপনাদিগকে পুনরায় ফ্রান্সের অধীন রাখিতে মনস্থ করিলেন। এই সময়ে ফরাসী ও স্পেনিয়ার্ডদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। কাজেই স্পেনরাজ্যের হস্তান্তর তখন ঘটিয়া উঠিল না। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে রাজা ৪র্থ জনের মৃত্যু হয়। তখনও স্পেন-ফরাসী-যুদ্ধের অবসান হয় নাই।

রাজ্যের উত্তরাধিকারী ডম থিওডোসিও (Prince of Brazil) পিতার পূর্ব্বে লোকান্তরিত হওয়ায় রাজার দ্বিতীয়পুত্র ৬ষ্ঠ আফন্সো ত্রয়োদশ বৎসরে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজমাতা রাজকার্য্যের প্রতিনিধিত্ব নিজ হস্তে লইলেন। এই রমণী স্বামী অপেক্ষা বুদ্ধিমতী ও তেজস্বিনী ছিলেন। স্পেনরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মানসে তিনি মার্সাল স্কোমবার্গকে (Marshal Schomberg) সৈনাপত্যের ভার অর্পণ করিলেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে ডম-এণ্টোনিও লুই দি-মেনেজিস্ এলবাস্ নগরে ডন-লুই-দি-হারোকে পরাজিত করিলেন। যুদ্ধে জয় হইলেও পর্ত্তুগালের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইল না। ফরাসীগণ মেজেরিণের প্ররোচনায় পর্ত্তুগালকে সাহায্য করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইংলণ্ডরাজ এখন সুযোগ বুঝিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। দ্বিতীয় চার্লস্ পর্ত্তুগীজরাজকন্যা ক্যাথেরাইন্ অব্ ব্রাগাঞ্জাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। তিনি জানিতেন, এই বিবাহে পর্ত্তুগীজরাজমাতা অনেকগুলি ঔপনিবেশিক-সম্পত্তি উপঢৌকন দিবেন। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে বিবাহ স্থির হইয়া গেল, সেণ্ডউইচের আরল (Earl of Sandwich) বধূ লইতে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে লিস্‌বন্‌নগরে আগমন করিলেন। যৌতুকস্বরূপ

ইংলণ্ডরাজ টাঞ্জিয়ার, বোম্বাই ও গল (Gulle) নামক স্থান প্রাপ্ত হইলেন এবং ওলন্দাজ ও পর্ত্তুগীজগণের বিবাদ মিটাইবার জন্ত ইংলণ্ডরাজ সেনাসাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। ইংরাজসৈন্ত আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই স্পেনের সহিত বিবাদ আরম্ভ হয়। উক্ত বৎসরে রাজপুত্রকে সাবালক ঘোষণা করিয়া, রাজমাতা সংসারাশ্রম ত্যাগ করিলেন এবং মঠে যাইয়া অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এখানে তাঁহার পরামর্শ মতে কাষ্টেল মেল্হোরের কাউণ্ট স্কুজা-ই-ভাস্কোন্সালো রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ইংরাজসৈন্য উপস্থিত হইলে, রাজমাতার অনুজ্ঞায় কাষ্টেল মেল্হোর সৈন্ত সকল একত্র করিলেন এবং স্কোমবার্গ সেনাপতি হইলেন। এই বিপুলবাহিনী লইয়া স্কোমবার্গ যে সকল যুদ্ধ করেন এবং রাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া যে সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন তাহাতে তিনি 'বিজয়ী' (Affonso the Victorious) নাম প্রাপ্ত হন। ১৬৬৩ ভিলাফ্লোরের কাউ-ণ্টের সাহায্যে স্কোমবার্গ প্রথমে অষ্ট্রিয়ারাজ ডন্ জনকে পরাজিত করিয়া, পরে এভোরা নামক স্থান অধিকার করেন। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে কুইদাদ-রোড্রিজো নগরে পিদ্রো জাকো দি মগলহেঁ (Pedro Jaques de Magalhaes) অসুনার (Ossuna) ডিউক্‌কে পরাজয় করেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মেরারাম্‌ভার মার্ক্‌ইস্ মোণ্টে ক্ল্যারোঁর (Montes Claros) যুদ্ধে এবং খৃষ্টেভাঁও দা-পেরেরা ভিলা-ভিকোশার যুদ্ধে স্পেনসৈন্তের উপর জয়পতাকা উড্ডীন করেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি বিধ্বস্ত হইয়া স্পেনরাজ হতবল হইয়া পড়িলেন। উভয়ের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী একটী সন্ধি হইল, কিন্তু তাহা বিশেষ ফলদায়ক হইল না। কাষ্টেল মেল্হর আপনার এবং পর্ত্তুগালের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য পর্ত্তুগালরাজের সহিত ফরাসীরাজকন্তা এলিজাবেথের (Marie Francoise Elisabeth Mademoiselle d' Aumale) ১৬৬৬ খৃঃ অব্দে বিবাহ দিলেন। এই রমণী ফরাসীরাজ ৪র্থ হেন্‌রীর পৌত্রী ও সাভয়-নিমুরের ডিউকের কন্তা। ফ্রান্সের অধিপতি ১৪শ লুই এই বিবাহে অনুমোদন করিলেন। বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। কাষ্টেল মেল্হর আপনার পায়ে আপনি কুঠার মারিলেন, নববধূ স্বামীকে পছন্দ করিলেন না। তিনি রাজ-ভ্রাতা ডম পিদ্রোর প্রণয়ে আসক্ত হইলেন। প্রায় চতুর্দ্দশ-মাস কলহে ও ঘৃণিত স্বামীসহবাসে কাল কাটাইয়া তিনি বিবাহবন্ধনবিচ্ছেদের জন্ত লিস্‌বনের শ্রেষ্ঠ-ধর্ম্মমন্দিরে আবে-দন করিলেন। এদিকে ডম পিদ্রো ভ্রাতাকে রাজপ্রাসাদ মধ্যে অবরুদ্ধ রাখিয়া ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে শাসনভার নিজ হস্তে লইলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তিনি স্পেন-রাজকে কিউটা রাজ্য অর্পণ করিয়া সন্ধি করিলেন। ২৪এ মার্চ্চ পোপের সম্মতিক্রমে রাণীর স্বামিত্যাগ মঞ্জুর হইল। ২রা এপ্রেল রিজেণ্ট ডম পিদ্রোর সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে, কাষ্টেল মেল্হর ফ্রান্সে পলাইয়া গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ৬ষ্ঠ আফন্সো বন্দী হইয়া টার্সিয়া ও পরে সিণ্ট্রায় নির্ব্বাসিত হইলেন, এখানে ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। উক্ত বৎসরে রাণীরও মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

এ পর্য্যন্ত পিদ্রো রাজ-অভিভাবক হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে আফন্সোর মৃত্যুর পর, তিনি পিদ্রো নামে পর্ত্তুগালের রাজা হইলেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বন্ধুর অনুরোধে পুনরায় মেরিয়া সোফিয়াকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। স্পেনরাজ ২য় চার্লসের মৃত্যুর পর, স্পেনের সিংহাসন লইয়া গোল বাধে। এই সময়ে তিনি ফরাসীরাজ ১৪শ লুইর পৌত্র ৫ম ফিলিপকে সিংহাসন দিতে মনস্থ করিয়া ১৭০১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী-নৌসেনাদল টেগস্ নদীর মোহানায় আসিয়া অবস্থিতি করিতে আদেশ দেন। ইংলণ্ডের Whig মন্ত্রিসভা পর্ত্তুগালের পক্ষপাতিত্বে বিরক্ত হইলেন। জন মেথুয়েন (Right Hou Johu Methuen) নামা জনৈক ব্যক্তিকে রাজকীয় ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যনিষ্পত্তির জন্ত সন্ধি করিতে পাঠান হয়। ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে রাজা উক্ত সন্ধিপত্রে (Methuen Treaty) স্বাক্ষর করিলেন। স্পেনরাজ-সিংহাসন লইয়া যে যুদ্ধ হয়, ইতিহাসে তাহা Wars of the Spanish Succession নামে লিখিত। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মিলিত পর্ত্তুগীজ ও ইংরাজসৈন্ত সালভাটেরা ও ভালেন্সা অধিকার করিলেন। পর বৎসরে রাজা ডম পিদ্রো ভগিনী কাথেরাইন্‌কে (Queen Dowager of England) রাজ-প্রতিনিধিত্ব অর্পণ করিয়া নিজে মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন। এদিকে ইংরাজসেনানী লর্ড গালওয়ে ও পর্ত্তুগীজ সেনাধ্যক্ষ জোয়াঁও-দা-স্কুজা ও মার্ক্‌ইস্ ডাস্ মিনাস্ একত্র ক্রমান্বয়ে অল্কাণ্টারা কোরিয়া, ট্রাক্‌জিলো, প্লাকেন্সিয়া, কিউদাড-রড্রিজো ও আভিলা জয় করিয়া কিছুদিনের জন্ত মাদ্রিদ্ নগর অধিকার করিলেন। রাজা রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। বয়ক্ষয় হেতু তিনি দিন দিন অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দে অল্কাণ্টারা নগরে তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। সুনিয়মে রাজ্যশাসন করিয়া তিনি মিতব্যয়িতা অভ্যাস করিয়াছিলেন। ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাসভার (Cortes) অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আর এই সভার অধিবেশন হয় নাই।

ডম পিত্রোর মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র ৫ম জন, কাষেয়া-ইনের নিকট হইতে রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। পিতৃবন্ধু ডিউক-অব্-কাডাভালের পরামর্শমতে তিনি স্পেনরাজ ৫ম ফিলিপকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই সময়ে কাডাভালের অভিমতে রাজা জন অষ্ট্রীয়সম্রাট্ ১ম লিওপোল্ডের কন্যা আর্কডাচেস্ মরিয়ানাকে বিবাহ করিলেন। পর্ত্তুগালরাজ আপনার দলপুষ্টি করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল দর্শিল না। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ কাইয়ার (Caia) এবং ১৭১১ খৃষ্টাব্দে রাও-ডি-জেনিরো নগরে বিশেষরূপে স্পেনসৈন্যের নিকট পরাজিত হইল। অতঃপর উট্রেক্টসন্ধির (Treaty of Utrecht) দুই বৎসর পরে ১৭১৫ খৃঃ অব্দে মাদ্রিদ্ নগরে উভয়রাজ্যে সন্ধিস্থাপিত হইল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে পোপের অনুমতিক্রমে রাজা তুর্কীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। বিধর্ম্মী তুর্কসৈন্য মাটাপান অন্তরীপের অদূরে পর্ত্তুগীজের নিকট পরাজিত হয়। পূর্ব্বোক্ত সন্ধিসর্ত্তে ফিলিপপুত্র ডন্ ফার্দ্দি-নান্দ পর্ত্তুগালরাজকন্যা মেরিয়া বার্বারাকে এবং ডম জোসেফ স্পেনরাজকন্যা মরিয়ানাকে বিবাহ করিলেন। রাজা পোপকে অর্থদান করেন। তজ্জন্য পোপ লিস্বনের আর্কবিশপকে পেট্রিয়ার্ক পদ দান করিলেন এবং রাজাও সেই সঙ্গে "ফিডেলিসিমাস্' (Fidelissimus or the most faithful) উপাধিতে ভূষিত হইলেন।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর, ডম জোসেফ পিতৃ-সিংহাসন অধিকার করিলেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে প্রধান রাজনৈতিক সিবাষ্টি ও দা-কাভালহো (Duke of Pombal) তাঁহার রাজ্যশাসনকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া রাজমন্ত্রী রাজার মন হরণ করিলেন। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর ভয়ানক ভূমিকম্পে, বিশেষ দক্ষতার সহিত তিনি প্রজাগণের অভাব মোচন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তিনি রাজ্যের সর্ব্বময়কর্ত্তা ও সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে টাভোরা ষড়যন্ত্রে ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি জেস্যুইট সম্প্রদায়কে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজাকে পুনরায় হত্যা করিবার চেষ্টা হয়। অবশেষে তিনি ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে উক্ত সম্প্রদায়কে রোমের সন্ধি অনুসারে সমূলে দমন করিলেন।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে যখন স্পেনরাজ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহে (Seven years' war) লিপ্ত, তখন মার্কুইস্ সারিয়া নামক জনৈক স্পেনসেনানী পর্ত্তুগাল-আক্রমণ করিয়া ব্রাগাঞ্জা ও অল্মিদা জয় করে। পর্ত্তুগাল-রাজমন্ত্রী পোম্বাল ইংলণ্ডের সাহায্যে স্পেনিয়ার্ডদিগকে ভেলেন্সিয়া-ডি-অল্কান্টারা ও ভিলা-ভেল্হা নামক স্থানে পরাজিত করিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফেব্রুয়ারী উভয় দলে শান্তি স্থাপিত হয়। রাজা জোসেফের রাজত্বের শেষসময়ে দক্ষিণ-আমেরিকায় সেক্রামেণ্টোর অধিকার লইয়া পুনরায় স্পেনরাজের সহিত বিবাদ বাধে। এই গোলযোগ না মিটিতেই ১৭৭৭ খৃঃ তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। তাঁহার কেবলমাত্র ৪টী কন্যা ছিল, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা ডোনা মেরিয়া ফ্রান্সিস্কা রাজভ্রাতা ডম পিত্রোকে বিবাহ করেন। সেই ৩য় পিত্রো রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কিন্তু রাজা ও রাণী উভয়ে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিলে বিধবা রাজ্ঞীর হস্তে রাজ্যশাসন ভার অর্পিত হইল। তিনি পোম্বালকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

যখন পর্ত্তুগালের আভ্যন্তরিক অবস্থা এইরূপ, ফরাসী রাজ্যে তখন (১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে) রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত। সকলেই রাণীর শাসনের বিরোধী হইয়া উঠিল। এদিকে রাণীর স্বামী ও জ্যেষ্ঠপুত্র ডম জোসেফ্ কালগ্রাসে পতিত হইলেন। রাণীর মস্তিষ্ক একবারে বিকৃত হইয়া পড়িল। কাজেই সাধারণের অনুরোধে ডম জন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের প্রকৃত অভিভাবক হইলেন। যে সকল পর্ত্তুগীজ ফরাসীদিগের মতানুসরণে উত্তেজিত, অথবা পর্ত্তুগীজরাজ্যে যে সকল ফরাসী বিদ্রোহিতার উত্তেজক বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল; তাহারা সকলেই নির্জ্জিত ও তাড়িত হইলেন।

সাধারণের আগ্রহে জন ফরবিশ্-স্কেলটারের অধিনায়কত্বায় ৫০০০ পর্ত্তুগীজ-সৈন্য পূর্ব্ব পিরিনিজ্ অভিমুখে ও ৪ খানি নৌসেনাবাহী জাহাজ মার্কুইস্ নিজার অধীনে ইংরাজের সহিত মিলিত হইতে ভূমধ্যসাগরে প্রেরিত হইল। স্কেলটার ফরাসী-সৈন্যের সহিত বিস্তর যুদ্ধ করিলেও ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা দেখিলেন যে গোডয়ের (Godoy, Prince of the Peace) অধ্যক্ষতায় স্পেনগবর্মেণ্ট পর্ত্তুগালরাজের মিত্রতা ভুলিয়া বাসেল নগরে ফরাসীবিপ্লবকারীদিগের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিলেন।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সান্ ইলডেফন্সোর সন্ধি হইবার পর স্পেনরাজ ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। স্পেন-সৈন্যগণ পর্ত্তুগীজ সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলে, পর্ত্তুগীজগণ ইংরাজরাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সার্ চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবশেষে স্পেনরাজের মধ্যস্থতায় ফরাসীর সহিত সন্ধির প্রস্তাব চলিতে লাগিল। সন্ধি হইল না। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মহাবীর নেপোলিয়নের আদেশে তদীয় ভ্রাতা লুসেঁ বোনাপার্টে (Lucien Bonaparte) মাদ্রিদ্ নগরে আসিয়া পর্ত্তুগালরাজকে ইংরাজের মিত্রতা ত্যাগ করিতে অনুনয় করিলেন এবং যাহাতে ফরাসী বণিক ব্যতীত

ইংরাজ প্রভৃতি অন্যান্য জাতি পর্ত্তুগীজ বন্দরে বাণিজ্য করিতে না পারে, তাহাও বলিয়া পাঠাইলেন। পর্ত্তুগীজমন্ত্রিগণ তাঁহার কথা শুনিলেন না। কাজেই লেকলার্কের (Leclerc) অধীনে ফরাসীসৈন্য স্পেন দেশে প্রবেশ করিল। ওলিভেঞ্জা, কেম্পোমেওর, আরোন্‌কেস্ ও ক্লোর দা-রোজা নামক স্থান বিনারক্তপাতে স্পেনিয়ার্ডদিগের কর-কবলিত হইল। অবশেষে ব্যাডাজসে উভয়দলের সন্ধি হয়, তাহাতে পর্ত্তুগীজগণ স্পেনরাজকে অলিভেঞ্জা প্রদেশ এবং পারী নগরের সন্ধি অনুসারে ফরাসীরাজকে আমেজন পর্য্যন্ত ফরাসী গিনির অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছিল।

ব্যাডাজসের সন্ধিতে নেপোলিয়নের মন উঠিল না। মনে মনে তিনি পর্ত্তুগালরাজ্যের ধ্বংস কল্পনা করিতে লাগিলেন। পর্ত্তুগালকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি লেনিস্ (Lannes) নামক একজন ফরাসী সেনানীকে লিস্‌বনে পাঠাইলেন। লেনিস্ প্রভুর আদেশে সকল কার্য্য করিতেছিলেন। ইংলণ্ডের পক্ষপাতী মন্ত্রিদলকে তিনি বিদায় দিলেন। পর্ত্তুগালরাজকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে নেপোলিয়ান্ ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে জুনোঁকে (Junot) পাঠাইলেন। য়ুরোপের নানাস্থানে যুদ্ধ হেতু তিনি পর্ত্তুগালরাজকে তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করাইতে চাহিলেন না। কেবলমাত্র তাঁহাকে নিরপেক্ষ রাখিলেন। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়া, প্রুসিয়া ও রুষিয়া জয় করিয়া পর্ত্তুগাল ধ্বংসের চিন্তা করিতে লাগিলেন।

জুনোঁ ফরাসী ও স্পেনবাহিনী সঙ্গে লইয়া পর্ত্তুগাল আক্রমণ করিল। একদল স্পেনসৈন্য মিন্‌হো ও অলেমটেজো জয় করিয়া লইল। জুনোঁ বীরদর্পে আসিয়া আব্রান্টিজ্ অধিকার করিলে সংবাদ রাজপ্রাসাদে যাইয়া পৌঁছিল। রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ সার্ সিডনি স্মিথ পরামর্শ দিলেন রাজপ্রতিনিধি ও রাণীর ব্রেজিলে যাওয়াই ভাল এবং তিনি স্বয়ং বিপদসমুদ্রে পর্ত্তুগাল রক্ষা করিবেন। ১ম মেরিয়া ও ডম জন তত্ত্বাবধান-সভার হস্তে পর্ত্তুগাল সমর্পণ করিয়া ইংরাজের জাহাজে চড়িয়া আমেরিকায় পলায়ন করিলেন। ইংরাজ নৌসেনাদল টেগস্ নদীর মোহানা ছাড়াইতে না ছাড়াইতে পরিশ্রান্ত ফরাসীসৈন্য আসিয়া লিস্‌বন্ অধিকার করিল।

জুনোঁ পর্ত্তুগাল অধিকার করিয়া দেখিলেন সকলেই ফরাসীমতের পক্ষপাতী। স্বাধীনতা-প্রয়াসী মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ সকলেই তাঁহার দলে মিলিত হইল। মার্কুইস্ অলোর্ণা স্বসৈন্যে আসিয়া তাহার অবনতি স্বীকার করিল, রিজেন্সী সভা (Council of Regency) প্রজাবর্গের মনোভাব বুঝিয়া, তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিল না। জুনোঁ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিয়া রাজকোষ করায়ত্ত করিলেন এবং পর্ত্তুগাল রাজ্যকে আপন সেনানীবৃন্দের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন। ১লা ফেব্রুয়ারী, তিনি 'ব্রাগাঞ্জারাজবংশের রাজ্যশেষ হইয়াছে' বলিয়া ঘোষণা করেন। পক্ষান্তরে ব্রাগাঞ্জারাজসিংহাসন পাইবার আশায় তিনি পর্ত্তুগীজদিগকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিলেন। নেপোলিয়ন যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে ৪ কোটী ফ্রাঙ্কমুদ্রা চাহিলেন; জুনোঁর অনুনয়ে ২ কোটী মুদ্রাতেই রফা হইয়া গেল। জুনোঁ পর্ত্তুগালের রাজপদপ্রার্থী হইয়া সম্রাট্‌কে জানাইলেন। এদিকে পর্ত্তুগালে ফরাসী ও স্পেনী-সেনানীদিগের মধ্যে বিবাদ বাঁধিল। জুনোঁ লিস্‌বন্ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়া গেলেন। রাজকার্য্য অপর্টোর বিশপপ্রমুখ প্রতিনিধি-সভার হস্তে ন্যস্ত রহিল। উক্ত যাজকপ্রবর ইংরাজরাজের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। এতদিন সেনানীদিগের শাসনে পর্ত্তুগালবাসী সকলেই উত্ত্যক্ত হইয়াছিল। সকলেই ফরাসীদূরীকরণে বদ্ধপরিকর হইল। সৌভাগ্যক্রমে ইংলণ্ডরাজ বিশপের কথায় কাণ দিলেন। সার্ আর্থার ওয়েলেস্‌লি সামান্য সৈন্য লইয়া পর্ত্তুগালে উপনীত হইলেন। মণ্ডেগো নদীমুখে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সদলে লিস্‌বন্ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ১৭ই আগষ্ট রোলিশা-নগরে লাবোঁদেকে (Laborde) এবং ২১এ তারিখে ভিমিএরো নগরে জুনোঁকে সদলে পরাভূত করিলেন। ফরাসীরা পরাজিত হইলে, সিণ্ট্রানগরের অধিবেশনে (Convention of Cintra) স্থির হইল, জুনোঁ পর্ত্তুগাল ত্যাগ করিয়া যাইবেন এবং তদধিকৃত দুর্গাদি পর্ত্তুগীজহস্তে অর্পণ করিবেন।

এইরূপে বিনা আয়াসে ফরাসীশাসন হইতে উন্মুক্ত হইয়া পর্ত্তুগীজগণ পুনরায় রাজরক্ষীসভা (Regency) প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং রাজ্যের সামরিক বিভাগের উন্নতির জন্য ডমিঙ্গো এণ্টোনিও ডি সুজা কৌটিন্‌হে নামক ব্যক্তিকে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া তথাকার মন্ত্রিসভা হইতে একজন উপযুক্ত সেনানী শিক্ষকরূপে প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে মাননীয় জে, সি ভিলেয়ার ও মেজর জেনারেল বেরেস্‌ফোর্ড লিস্‌বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্ত্তুগীজ সৈন্য এইরূপে শিক্ষিত ও ইংরাজ-পরিচালিত হইলেও ফরাসীভয়ে তাহারা সদাই জড়সড় রহিলেন। করুণার যুদ্ধে সার্ জন মুরের পরাভব ও মার্শাল সণ্টের অপর্টো-বিজয়ে পর্ত্তুগীজগণ বিচলিত হইলেন। অবশেষে ওয়েলেস্‌লির অধ্যক্ষতায় পর্ত্তুগীজসৈন্য সণ্টকে অপর্টো হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

অতঃপর মেডিনার যুদ্ধে পর্ত্তুগীজগণ যথার্থই বীরজীবনের পরিচয় দিয়াছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের সকল যুদ্ধে, বিশেষতঃ সেলামাঙ্কা ও মেজ্ভিলের যুদ্ধে তাহারা ফরাসীর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া আপনাদের লুপ্ত-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিল। য়ুরোপখণ্ডে ইহাই 'পেনিনসুলার যুদ্ধ' নামে খ্যাত।

যুদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরেই, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে উন্মাদগ্রস্তা রাণী ১ম মেরিয়ার মৃত্যু হইলে, রাজপ্রতিনিধি নিজে ৬ষ্ঠ জন নামে পর্ত্তুগাল সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাণী সার্লোটা জোয়াকুইনা (Carlota Joaquina) উচ্চাভিলাষে প্রণোদিত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রতিনিধির কার্য্যে সকলেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। ইংরাজসেনানী সার চার্লস্ ষ্টুয়ার্ট ও মার্সাল বেরেস্ফোর্ড পর্ত্তুগাল শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। দারুণ বিপদের সময় কি যুদ্ধক্ষেত্রে, কি রাজসভায় প্রজাবর্গ ইংরাজের শাসন সহ্য করিলেও, শান্তির কোমলক্রোড়ে বৈদেশিকের প্রভুত্ব তাহাদের ভাল বোধ হইল না। পর্ত্তুগালের স্বাধীনতার জন্য পর্ত্তুগীজগণ সকলেই বদ্ধপরিকর হইল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে বেরেস্ফোর্ড পর্ত্তুগালে না থাকায় তাহাদের মনোরথ পূর্ণ হইল। পর্ত্তুগীজগণ ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিলেন এবং ১৮২২ খৃষ্টাব্দে নূতন প্রতিনিধি-সভা ও একটী নূতন সাধারণ-সভা (New Constitution) সংগঠিত হইল। সভার অভিমতে ফিউডাল প্রথা (Feudalism) উঠাইয়া দিয়া নূতন ব্যবস্থা হইল। এই সময়ে ইংলণ্ডেশ্বর রাজা জনকে রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিলেন। রাজা জন নিজ পুত্র পিদ্রোকে ব্রেজিল সিংহাসনে বসাইয়া, আপনি পর্ত্তুগাল অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজা জন পুত্রের পরামর্শানুসারে নূতন সভার পক্ষপাতী হইলেও রাণী ও তৎপুত্র ডম মিগুএল তাঁহার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে লাগিলেন। কাজেই তাঁহাদিগকে লিস্বন্ নগর হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। তাঁহারাও নিশ্চিন্ত রহিলেন না। রাজার বিপক্ষে পুনরায় ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহারা রাজবন্ধু মার্কুইস্ অব্ লোলেকে (Marquis of Loule) হত্যা করিলেন এবং রাজমন্ত্রী পলমেলা ও স্বয়ং রাজা প্রাসাদ মধ্যে অবরুদ্ধ হইলেন। বৈদেশিক মন্ত্রিগণের বিশেষ উদ্যোগে ও সাহায্যে রাজা পুনর্মুক্তি লাভ করিলেন। পলমেলা পুনরায় মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। অতঃপর রাজা রাণী ও পুত্র মিগুএলকে সঙ্গে লইয়া ব্রেজিলে গমন করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি আপন সম্পত্তি বালিকা কন্যা মেরিয়া ইসাবেলাকে দিয়া যান।

ব্রেজিলাধিপতি ৪র্থ ডম পিদ্রো পর্ত্তুগালের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি ইংরাজমন্ত্রী সারচার্লস ষ্টুয়ার্টকে সনন্দপত্র লিখিয়া পর্ত্তুগালে পাঠাইলেন,—"যদি গ্লোরিয়া তদীয় ভ্রাতা ডম মিগুএলকে বিবাহ করেন এবং মিগুএল ও নূতন সভার (New Constitution) কার্য্যাবলীর অনুমোদন করেন; তাহা হইলে মেরিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।" এই কথা মন্ত্রিসভাকে জানাইয়া, তিনি নিজকন্যা ডোনা মেরিয়া-দা-গ্লোরিয়াকে পর্ত্তুগাল-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। সনন্দ পাইয়া মহাসভা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং পলমেলাও প্রধানমন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা মূর্খতাবশতঃ মিগুএলকে রাজপ্রতিনিধিপদে অভিষিক্ত করিলেন। উচ্চাভিলাষী মিগুএল্ প্রজাগণের সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় উৎফুল্ল হইয়া আপনাকে একেশ্বর রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পলমেলা, সালদান্হা, ভিলাফ্লোর, সাম্পিও প্রভৃতি সদলে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঁহারা ইংলণ্ডে গিয়া মনোবেদনা জানাইলেন। ডিউক অফ ওয়েলিংটন ও টোরি মন্ত্রীসভা মিগুএলের কার্য্য অনুমোদন করিয়া তাঁহাদের কথা উড়াইয়া দিলেন। অগত্যা ভগ্নমনোরথ হইয়া পলমেলা, কাউণ্ট ভিলাফ্লোর ও জোসে এণ্টোনিও গারেয়ো প্রতিনিধি হইয়া বালিকা রাণীর পক্ষে টার্সিয়া (Azores) দ্বীপ শাসন করিতে লাগিলেন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ডম পিদ্রো ব্রেজিলের রাজসিংহাসন নিজ বালকপুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া লণ্ডননগরে আপন কন্যার নিকট আসিয়া মিলিত হইলেন। তথা হইতে ভ্রাতা মিগুএলকে দমন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে এজোর্সে আসিয়া সমবেত সৈনিকমণ্ডলীর অধ্যক্ষতায় কাউণ্ট ভিলাফ্লোরকে নিযুক্ত করিলেন এবং কাপ্তেন সর্টোরিয়াস্ নৌ-সেনাপতি হইলেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জুলাইমাসে ডম পিদ্রো সদলে অপর্টোনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। অক্টোবর মাসে সর্টোরিয়াস্ জলপথে মিগুএলকে বিশেষরূপে পরাজিত করিয়া প্রতিশোধ লইলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে মেজর জেনারল জোর্ঁও কার্লো সাল্দান্হা ফরাসী সেনানী বোর্মো (Bourmont)-পরিচালিত মিগুএল সৈন্যকে অপর্টো নগরে পরাজিত করিলেন। কাউণ্ট ভিলাফ্লোর অপর্টো হইতে অলগার্ভ প্রদেশে গমনপূর্ব্বক তেলিজ জোর্দোকে পরাজিত করিলেন এবং তথায় সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া লিস্বন্ অধিকার করিয়া লইলেন। অন্যদিকে কাপ্তেন চার্লস্ নেপিয়ার-পরিচালিত বাহিনী সেণ্ট-ভিনসেণ্ট অন্তরীপের অদূরবর্ত্তী জলপথে মিগুএলসৈন্যকে পরাস্ত করিল। উক্ত বৎসরে রাণী মেরিয়া লিস্বনে আসিলেন।

পিতা পিদ্রো তাঁহার প্রতিনিধিরূপে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাণী ২য় মেরিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এই সময়ে মিলিত স্পেন ও পর্ত্তুগীজ সৈন্যের সাহায্যে বিভিন্ন সেনাপতিদিগের কার্য্যকুশলতায় টোরিস, নোভাস্, আলমাষ্টার, বেইয়া, ট্রাস্-অস্-মোন্টে, আসিসিরা (Asseiceira), অলেবুটেমো ও এভোরামণ্টের যুদ্ধে মিগুএল দলবে পরাজিত হইলেন। অবশেষে ডম মিগুএল আত্মসমর্পণ করিলেন। স্থির হইল, তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ পর্ত্তুগাল রাজ্যে আর কখনও প্রবেশ করিতে পারিবে না।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রাণী ২য় মেরিয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। ডম পিদ্রো এতাদৃশ দুঃসহ যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়া ক্রমশঃই ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিলেন, আরাম ও অবকাশ লাভেচ্ছায় তিনি লিস্‌বনের নিকটবর্ত্তী কোয়েলুজ (Queluz) গ্রামে যাইয়া বাস করেন। এখানে ছয় দিন বাসের পর, পরিশ্রম ও যক্ষ্মাজনিত দুর্ব্বলতায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

পিতার মৃত্যুর পর, রাণী ২য় মেরিয়া পঞ্চদশ বর্ষে পর্ত্তুগাল-সিংহাসনে আরোহণ করেন। পলমেলার রাজ্যশাসনে অনেকে ক্রমশঃই বিরক্ত হইয়া ক্রমে একটী বিশিষ্ট দলের সৃষ্টি করিল। উভয় দলের বিরোধিতায় রাজ্যমধ্যে মহা বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইল। ছাপাখানার স্বাধীনতাদমনরূপ বিবাদসূত্রে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে পরস্পরে দুএকটী যুদ্ধ হইয়া গেল। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে গ্রাণাডার মহাসভার (Convention of Granada) সন্ধি অনুসারে উভয়ের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার 'মিগুএলাইট' (Miguelites) দস্যুদল পর্ত্তুগালে অত্যাচার আরম্ভ করিল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাণী মেরিয়া, অগষ্টাস্ চার্লস্ ইউজিন্ নেপোলিয়ান্‌কে (Duke of Leuchtenberg) বিবাহ করেন। দুইমাস মধ্যে ইউজিনের মৃত্যু হওয়ায়, রাণী পুনরায় প্রিন্স ফার্দিনান্দকে (of Saxe Coburg-Gotha, The first King of the Belgians) বিবাহ করিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বর মেরিয়ার মৃত্যু হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৫ম ডম পিদ্রো যতদিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হন, ততদিন পিতা (King-Consort) ২য় ডম ফার্দিনান্দ পুত্রের অভিভাবক নিযুক্ত রহিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে পিদ্রো সাবালক হইয়া রাজ্যশাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি হোহেনজোলারণ্-রাজপুত্রী ষ্টিফানীকে বিবাহ করিয়া সুখী হন। দাসক্রয় বিক্রয়-প্রথা নিবারণে বদ্ধপরিকর ফরাসীগণ আফ্রিকায় উপকূল অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিল। মোজাম্বিকবাসী পর্ত্তুগীজগণ ফরাসী রণপোত আটক করে। ফরাসীসম্রাট ৩য় নেপোলিয়ান্ আডমিরাল লাভোঁর (Lavaud) অধীনে একদল নৌবাহিনী প্রেরণ করিয়া এবং ক্ষতিপূরণ জন্য টাকা আদায় করিয়া লইলেন। ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে এখানে বিসূচিকা ও পীতজ্বর দেখা দেয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে রাজা, তাঁহার ভ্রাতা ডম ফার্দিনান্দ ও ডম জনের বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হয়। ইহার রাজত্বকালে জোয়াঁও ব্যাপ্তিষ্টা, এণ্টোনিও ফেলিসিয়ানো এবং লুই অগাষ্টো রেবেলোর সাহায্যে সাহিত্য, ইতিহাস এবং বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

ডম লুই রাজা হইয়া ইতালীরাজ ভিক্টর মাতুএলের কন্যা পায়ার পাণিগ্রহণ করেন। পলমেলা প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ও বীরপুরুষগণ একে একে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ইহাদের পরবর্ত্তী ডিউক্ অফ্ লোলে, আগুইয়ার, মার্কুস্ আভিলা, এণ্টোনিও মাতুএল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাজ্যশাসনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ভুলিয়া রাজনৈতিক কার্য্যে মন দিয়াছিলেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা রাজকার্য্য হইতে অবসর বিদায় জন্য বৃদ্ধ সালদান্‌হাকে লণ্ডননগরে দূতরূপে পাঠাইলেন। এখানে রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে হাউস্ অফ্ পিয়ার্সের পুনর্গঠন হইয়াছিল। ইহার রাজত্বকালে সের্পা পিণ্টো, রবার্টো আইভেন্স ও বৃটো কাপেলো প্রভৃতি ভ্রমণকারিগণ মধ্য আফ্রিকার স্থানসমূহের গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া আফ্রিকারাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির পথ উদ্‌ঘাটন করেন। রিজিনারেডর (Regenerador) দলের নায়ক ফোণ্টে পেরিরা ডি মেলো ১৮৭১-৭৭, ১৮৭৮-৮২ ও ১৮৮৩ অব্দে মহামন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারই যত্নে রেলপথ প্রভৃতি এবং নানা বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে হার্কুইলেনো প্রণীত পর্ত্তুগালের ইতিহাস প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন কবি কামিলেন্‌র উদ্দেশে একটী জাতীয় মহোৎসব আরম্ভ হয়।

লুইর মৃত্যুর পর ডম কার্লস্ (Dom Carlos) ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৯এ অক্টোবর রাজাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ফরাসীরমণী এমিলিকে বিবাহ করেন। পর্ত্তুগালরাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী ও রাজবংশধর লুই (Prince Royal Luis Filippe, Duke of Braganza) ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ২১এ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন।

দশম ভাগ সম্পূর্ণ।